



শুক খাল জালেনর কলমননিত্তে সজীন হোল

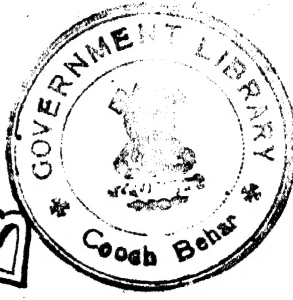
জনগণের প্রচেষ্টা কয়ী হোল

জম্বু ও কাম্বীরের কামহল বেলাকার করণ। ইকের ৭২ মাইল লম্বা খালটি বহুদিন
যাবৎ অবহেলিত হয়ে পড়ে ছিলো এবং কাকুর বিশেষ কোন কাজে আসতো না।
একদিন ঐ এলাকার প্রায় চারশো গ্রামবাসী খালটিকে সজীব করে তুলতে
এগিয়ে এলেন। পলিমাটি পরিষ্কার করা হোল খালটি আরও চওড়া করে পাড়
উঁচু করে সমান করে দেওয়া হোল যে সব বড়ো বড়ো পাথর জলপ্রবাহে বাধার
সৃষ্টি করেছিলো সেগুলো কাটিয়ে সরিয়ে দেওয়া হোল। এদ্বারা জীরা এমন
একটি খাল পেলেন যা দিয়ে আজ দিনা বাধায় জল বহা গিয়ে অনেকগুলি গ্রামকে
শস্যভূমল করে তুলেছে।

স্বাবলম্বন ও স্বতঃ-
প্রচেষ্টা আনেক
রকম স্বথসাম্ভন্দ্য
নিষে আসে এবং
প্রগতি ত্বরান্বিত
করে

পরিকল্পনাকে সাহায্য করে
নিজেকেই সাহায্য করুন

মুদ্রিত



বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
বিশ্ববিচিত্রা—	...	৪৩১
সম্পাদকের—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	...	৪৩০
নিজের হারায়ে খুঁজি—শ্রীঅমল চৌধুরী	...	৪৪০
লড়াই না খেলা—শ্রীমদন ঘোষ	...	৪৫১
সবুজপাতার ডাক—শ্রী...	...	৪৫০
ট্রামেবাসে—	...	৪৫৮

লিপিকার বই

তারারশঙ্করের সাহিত্যসংগ্রহের শ্রেষ্ঠ সুফল

সাহিত্যের সত্য

সাহিত্য-বিষয়ে অদ্বিতীয় অপরিহার্য একটি গ্রন্থ

এ-কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী তারারশঙ্কর। তাঁর 'কবি', তাঁর 'খাটকমল', তাঁর 'ধাত্রী দেবতা' আপনি পড়েছেন। কিন্তু, শব্দ উপন্যাস পড়েই যেহেতু আপনি তৃপ্ত হন না, প্রস্তুত হনটিকেও যেহেতু জানতে চান, বর্তমান এই গ্রন্থটিকেও তাই আপনি সংগ্রহ করেন। তারারশঙ্করের একমাত্র প্রবন্ধ-সংকলন এই 'সাহিত্যের সত্য'। সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে নিজের কয়েকটি ধ্রুব বিশ্বাসকেই এই গ্রন্থে তিনি ব্যক্ত করেছেন। জানিয়েছেন, কেন তিনি লেখেন; জানিয়েছেন, কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছে তাঁর শিল্প-নৈবেদ্যের উপকরণ। এ-যুগের এক মহৎ কথাশিল্পীর শিল্পপরহস্যের সত্যটিকে যিনি জানতে চান, এ-বই তাঁকে সংগ্রহ করতাই হবে। সাহিত্য-বিষয়ে এ এক অসাধারণ গ্রন্থ।

দাম মাত্র আড়াই টাকা।

পরিবেষক : আনন্দ পাবলিশার্স (প্রা) লিমিটেড,

৫১ বঙ্গবাজার দাল লেন । কলিকাতা-৯

ছাটদের দেবার মত,
কয়েকটি বই

সোনার ঢাঁব

আলেক্সি তলপতায়

শিশুসাহিত্যের এক বিশ্বেজনীন কাহিনী—এক কালের পুরুষের অভিমানের উদ্ভট আঙ্গুণ্যের গল্প। পাতায় পাতায় অসংখ্য ছবি আর ছড়া। সমুদর চিত্রিত প্রচ্ছদপট। দাম : মূল্য ২.০০ শেডন ২.৫০

কাশতান্কা

আন্তন চেখভ

বয়সজ্ঞা এক কৃষ্ণের হৃদয়গ্রন্থী কাহিনী যা ছোট ছেলেরা এক নিঃশব্দে পড়ে-শব্দ করবে। পাতায় পাতায় ছবি। দাম : ১.০০

ভিটিয়ার কাণ্ড

নিকোলাই নোসভ

সোবিয়েতের নতুন শিক্ষাপদ্ধতিতে স্কুল পাঠ্যক্রম। দুটো ছেলে কেমন করে দেবী ছাত্র পরিণত হল তারই কৌতুহলজনক অর্থ শিক্ষাপ্রণ কাহিনী। দাম : ২.৫০

একটি সাতটা মানুষের

গল্প :

বোরিস পোলেভায়

বৈদ্যনিকের অনসরণ আত্মপ্রত্যয় ও সংকল্পের কাহিনী। বয়স সাতের কিশোরদের মত করে পড়বে। দাম : ১.৫০

জয়া শূন্যের কথা

এল কসমোপলিটানস্কায়া

গত সময়ের ন্যূনতম জন্মের কলকাতা করবে গিয়ে দাঁড়ি কিশোর-কিশোরীর আত্মদানের কাহিনী-লিপিকার হলেই বা। দাম : ০.৫০

নতুন বের হল

মানুষ কি করে গুনতে শিখল

কলকাতা বেরন : ০.৭৫

লোভে কখন : ১.২৫

কলকব্জার গল্প

ইলিন ও সেগাল

অমায়ের মধ্যে অতপরিচিত রোজকার চেনা যন্ত্রণাচিত নতুন পটভূমি।

দাম : ০.৬২

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

প্রাইভেট লিমিটেড

১২, কলিকাতা চার্টার্ড স্ট্রীট, কলি-১২

১৭২, হাটহালা স্ট্রীট, কলি-১০

দেশ

মন, সতেজ ও পরিপাতি

কেশগুচ্ছের জন্য

টটার কোকোনাট অয়েল শ্যাম্পু

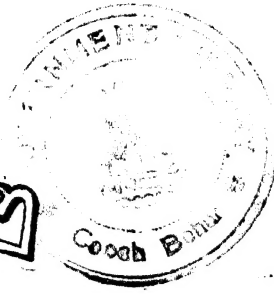


- সহজে বারে বারে চুল পরিষ্কার করা যায়
- খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
- চুল ও চুলের গোড়া নিখুঁতভাবে পরিষ্কার হয়
- সহজে ধুয়ে ফেলা যায়
- চুল কালো কুচকুচে দেখায়



‘বি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

মুদ্রা



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
তিন দিন তিন রাত্রি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	৪৫৯
গানের আসর—শার্ঙ্গদেব	...	৪৬৫
পুস্তক-পরিচয়—	...	৪৬৭
রংগজগৎ—চন্দ্রশেখর	...	৪৭০
খেলার মাঠে—একলব্য	...	৪৭৭
নাট্যাহিক সংবাদ—	...	৪৮০

প্রকাশিত হচ্ছে

চিত্রগল্পের

জীবন বিচিত্রা

মূল্য ৩.০০

...সম্পাদ্য একটি জীবনী রচনার কৃতিত্ব লেখকের প্রাণে এতটুকু শেষে তথাপুত্রী গল্পবহুর কানে জাগবে...

শরৎচন্দ্রের জীবনী নতুন কোর শোনাগেল

—আনন্দবাজার

এই প্রথম শরৎচন্দ্রের জীবন ও ব্যক্তি পশ্চিম সমস্যা গ্রন্থখানি মধ্যসমস্ত সম্পূর্ণরূপে বই প্রকাশিত হইবে

—যুগান্তর

সমস্যাগর্ভে মূল্যবান চিত্র ও মূর্তি হইয়াছে এই গ্রন্থ যা অনন্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর হইলি

—দৈনিক বঙ্গবর্তী

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

যমুনা-কা-তার

মূল্য ৩.০০

অথ-নট-ঘটিত

এক নদী, বহু তরঙ্গ (কবিতা)

অমৃত মুহূর্ত (কবিতা)

বন্দুধারা প্রকাশনী :

— সূত্রধার

— অ. কৃ. ব

— কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

— S২, কল্যাণকুমার স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মণীন্দ্র চক্রবর্তীর

দরদী শরৎচন্দ্র

মূল্য ১.৫০ নং পঃ

সুদৃশ্য, পরিপাটি, রচনা-গোয়বে
শ্রেষ্ঠ নববর্ষ-সংকলন

মধুরাংশ

সম্পাদক :

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

প্রকাশক :

শ্রীঅমিয়রঞ্জন মৃধোপাধ্যায়

শরৎ-সংকলন "মধুরাংশ" বিদগ্ধ-জ্ঞানের মধ্যে আশাতীত সমাদর লাভ করায় আমরা পুনরায় নববর্ষ উপলক্ষে আর একটি সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছি। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের রচনা-সমৃদ্ধ এই সংকলনটি পূর্বের মানকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। পাঠের জন্য, সংগ্রহের জন্য, উপহার প্রদানে "মধুরাংশ" অপরিহার্য।

আমরা গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পুস্তক-বিক্রেতা ও বিজ্ঞাপন-এজেন্টগণের সহযোগিতা কামনা করি।

এ মৃথাজী অ্যাণ্ড কোং

প্রাইভেট লিঃ

২, বাঁকম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৬-১৬০৬।

গ্রাম : প্রকাশিকা

সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

প্রচ্ছদপট

নিত্যকালের চিত্তস্পন্দী উপন্যাস

দাম : ৩.৫০ টাকা

শৈলজানন্দ মুনোপাধ্যায়ের

মনের মানুষ

ভালোবাসার আপন জনকে হারাবার ট্রাজেডি—
করুণ-মধুর ভাবনায় ভাবিত রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ

দাম : ৩.০০ টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন...

প্রেমের গল্প	১	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৥	৪.০০
প্রেমের গল্প	১	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৥	৪.০০
রূপসী রাত্রি	১	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৥	৫.০০
ভারত প্রেমকথা	১	সুবোধ ঘোষ	৥	৬.০০
শতাব্দী	১	সুবোধ ঘোষ	৥	৮.০০
তিন শূন্য	১	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৥	৩.৫০
বিবেকানন্দ চরিত	১	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	৥	৫.০০
চিন্ময় বঙ্গ	১	আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন	৥	৪.০০
গল্প-সংগ্রহ	১	সরলাবালা সরকার	৥	৫.০০
রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধান	১	শচীন্দ্রনাথ অধিকারী	৥	৩.৫০
ছেলেদের বিবেকানন্দ	১	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	৥	১.২৫
..... প্রকাশের অপেক্ষায়.....				
প্রেমের গল্প	১	শৈলজানন্দ মুনোপাধ্যায়	৥	৪.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ৥ কলিকাতা ৯

সৌরীন সেনের

চেনামুখ ৪,

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

নাট্য গুচ্ছ ২-৫০

(মণ্ডসফল নাটকের সংকলন)

বার্ট্রান্ড রাসেলের

সভ্যতা ও আনবিক যুদ্ধ ২-৫০

(Common sense and nuclear warfare)

কিরো—হাতের গোপন কথা ২-৫০

হাতের ভাষা (মন্তব্য)

মারী স্টোপস

এমিল জোলা

ক্যাসানোভার

বিবাহিত প্রেম ৪,

বেদেহী ৩-৫০

স্মৃতিকথা ৫-৭৫

ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক

রূপোলী চাঁদ ২-৫০

ছিলেনবাবুর দেশে ৩,

ধৃতরাষ্ট্র ২-৫০

কন্দর্পকান্ড মুনোপাধ্যায়

তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়

তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়

মনময়রীর নাচ ২-২৫

পরিক্রমা ৩,

ফাগুনের পরশ ২-৭৫

ফ্রান্সোয়া সাগ'র

ডন ক্র্যাডম্যানের

ব্যালজাক

তৃষ্ণা ৩,

ক্রিকেট খেলার অ আ ক খ ৪,

সোনালী মেয়েটি ২,

আর্ট গ্যাংড লেটার্স পাবলিশার্স, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

গত ২৭ ডিসেম্বর আচার্য কিডমোহন সেন অশান্তি বৎসর বয়সে পদার্পণ করলেন। এবং শান্তিনিকেতনে তার অবস্থিতির একাদশ বৎসরও এই মাসে পূর্ণ হল।



দাঁড়িয়েছেন এত বেশি জন যে, কাকে কদ হবে তা নিয়ে দলের মধ্যে গন্ডগোল বেগেছে। অথচ যতদূর শুনতে পাই, উপায় লোক না পাওয়ার জন্যই এই বিলম্ব। হতো দুটো গুরুত্বের মধ্যেই কিছু না আছে। এমন হতে পারে যে, ড. বিধানচন্দ্র রায় যাদের অধিক পদের জট যোগ্য বলে মনে করেন তাঁরা ও কণ্টকাসনে বসতে রাজি হচ্চেন ন অনাদিকে যারা ভিড় করেছেন তাঁদের যোগ্যতা সম্বন্ধে ডাঃ রায়ের মনে হরম সন্দেহ আছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন অনেকের মনে উঠেছে : ডেপুটি স্পীকার পদে শ্রী আশুতোষ মল্লিক দীর্ঘকাল থেকে আসীন আছেন। গত দুটি অধিবেশন অধ্যক্ষের আসনে বসে তিনি যথেষ্ট দক্ষ এবং স্থিরবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন সভাকক্ষে। বিরোধী পক্ষের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য সম্পূর্ণ ভাষায় তাঁর অনুকূলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অথ দেখা যাচ্ছে ডাঃ রায় তাঁর সম্বন্ধে কিছতে মন স্থির করতে পারছেন না। কেন?

*

দামোদর উপত্যকা পরিবহনপন্য চড়া ও বহুতর পথ পরিষ্কারে উদ্ভাবন করা প্রধানমন্ত্রী ইন্ডোবরলাল নেহরুর সম্মত সম্পাদিত হয়। এই উদ্দেশ্যের একটি মনো অংশ হচ্ছে বিভিন্ন স্থানের উৎসর্গ করা প্রতীকগুলি। প্রধানমন্ত্রী এবং যারা এ পথ নির্মাণের কাজে প্রাণ দিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রস্তরফলকের আরও উদ্ভাবন করে রাখা গিয়েছে।

এটি নিম্নে চারটি বর্গ, তিনটি হাইওয়ে স্টেশন ও ১৩০ মেগাওয়াটের এক ধর্মাল প্ল্যান্ট নির্মাণ সম্পন্ন হলে দুর্গাপুর বর্গ এবং খালগাঁও সম্পন্ন প্রায়। দুর্গাপুর খালগাঁও পাওয়ার স্টেশন এবং সেকারো খালগাঁও পাওয়ার স্টেশনে বর্ধিত অংশও সম্পাদিত পথে। এই চার বর্গ সাড়ে ছয় লক্ষ কিলোমিটার জমির নিরোধ এবং নয় লক্ষ একর জমির জলসেচ সমর্থ। বেকারো পল্লী প্ল্যান্ট ও তিলাইয়া হাইড্রো প্ল্যান্টের কা ১৯৫৩ ডিসেম্বর থেকে, মাইথন হাইড্রো প্ল্যান্টের কা ১৯৫৮ থেকে এবং পাণে হাইড্রো প্ল্যান্টের কা ১৯৫৯ থেকে শুরু হয়েছে। অন্য কাজগুলি শেষ হতে ১৯৬০-৬১ থেকে শতাংশ যে যথেষ্ট অবশিষ্ট তাই নয়, মূলধনের সুদ এবং পূর্বে বৎসরের ক্ষয়ক্ষতিও শোধ হবে।

এ সমস্ত আশ্বাস বাক্য হিসাবে অত্যন্ত মনোহর সন্দেহ নেই কিন্তু অতী অভিজ্ঞতায় এর উপর আস্থা স্থাপনে সাহস এখনও জনসাধারণের হবে ন

আচার্য সেনের সান্নিধ্যভাঙের সৌভাগ্য বাদেই হয়েছে, তাঁরা জানেন অগাধ পাণ্ডিত্য কত সরস হতে পারে। সত্যকার পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ভাগ্য, বৈরাগ্য ও নিঃশেষিত সম্পর্ক কত-নিবিড়। বস্তুত, এই অগ্নিভূলা তেজস্বী অথচ জলভরা মেঘের মতো সিন্ধু স্বাধিকল্প পার্শ্বদের না জানলে রম্যস্থানকে জানা সম্পূর্ণ হবে না। আমরা আচার্যের শতাব্দী কামনা করি।

*

গত ৪ঠা ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার ব্যর্থতার জন্যে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমহেশ্বরচাঁদ খান্নাকে দায়ী করে তাঁর অপসারণ দাবী করা হয়। বিরোধী পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, দণ্ডকারণ্যের স্বায়ত্তশাসনশীল পরিচালন ব্যবস্থা কার্যকর করতে না পেরে শ্রী খান্না এই পরিকল্পনাটি ব্যর্থ করবার জন্যে 'বড়বন্দ' করেছেন। সেখানে নাকি 'রাজনীতির নোংরা খেলা' চলছে। জনৈক উল্লেখিত সদস্য এমন কথাও বলেছেন যে, 'শ্রী খান্না বাঙালীর এবং বাঙালী উদ্ভাসের শত্রু। তাকে আর বরদাস্ত করা ঠিক হবে না।' দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় যে অসংখ্য দ্রুতি বিচারিত ঘটেছে তা রাজ্য পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনও অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি সকল অভিযোগের জবাব দেননি। শত্রু বলেছেন, দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে একথা এখনও বলা চলে না। শ্রীক্ষেত্রার আকস্মিক পদত্যাগের ফলেই যে এই বিক্ষেত্রের সৃষ্টি, এবং বাঙালী উদ্ভাসভূতের সম্বন্ধে শ্রী খান্নার উদাসীন্য ও অবিচারের প্রসংগই শ্রীক্ষেত্রার পদত্যাগ তা অনুমান করা যায়।

এদিকে যে সমস্ত উদ্ভাস পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে তারাও যে খুব সুখে আছে এমন মনে করার কারণ নেই। এর জন্যে রাজ্য সরকার একশো কোটি টাকা পেয়েছেন। সে টাকার কি হল এ প্রশ্ন বিধানসভায় উঠেছে। নদীয়া জেলার তাহেরপুরে পনেরো হাজার উদ্ভাসভূত বাস। তাদের পিছনে আশী লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। অথচ তারা যে ভিক্ষুক সেই ভিক্ষুকই রয়েছে। একটি পরিবারও স্বাবলম্বী হতে পারেনি। জনৈক কংগ্রেসী সদস্যও স্বীকার করেছেন, বহু লোক মোটা মোটা টাকা অপব্যবহার করেছে। এরা কারা? এদের পরাণ ও শান্তি দেবার জন্যে কী ব্যবস্থা হচ্ছে?

উদ্ভাসভূ পুনর্বাসনই বলুন আর যে

কোনো পরিকল্পনাই বলুন, অর্থব্যয়ের কোনো দ্রুতি নেই। টাকা আকাশে ছোড়া হচ্ছে। কিন্তু মাটি অবধি পৌঁছেছে না। বাদের লম্বা হাত আছে তারা আকাশ থেকেই সে টাকা ছেঁ মেরে নিচ্ছে। যাদের জন্যে অর্থব্যয়, তারা যে-তিমিরে সেই-তিমিরেই পড়ে থাকছে। তাদের দুঃখ দিন দিন বাড়ছে আর বাড়ছে দেশব্যাপী অশান্তি ও অসন্তোষ।

*

অধ্যক্ষ নিয়োগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সেনিন যথেষ্ট হটগোল হয়ে

বিজ্ঞপ্তি

১৯৪০-৪১ রবীন্দ্রজীবনের অন্তিম পর্ব। গভীর বেদনাময় এই দিনগুলির কথা বাঙালীর পক্ষে বিস্মৃত হওয়া কঠিন। কবিগুরুর জীবন সমাপনের এই অধ্যায়টির অন্তরংগ চিত্র পাবার জন্য বাঙালী মনো উৎসুক। শ্রীযুক্ত রানী মহলানবীশ তাঁর 'বাইশে শ্রাবণ' শীর্ষক অসামান্য স্মৃতিকথার এই স্মরণীয় দিনগুলির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও তাঁর সহ-ধর্মশ্রী শ্রীযুক্তা রানী মহলানবীশ রবীন্দ্রনাথের অসম্মত স্নেহ ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছিলেন বহুকাল। লৌখিক স্মৃতিকথাটি তাই একাধারে অন্তরংগ ও অমূল্য। রবীন্দ্রনাথের বহু অপ্রকাশিত চিঠিপত্র সহ 'বাইশে শ্রাবণ' আগামী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক 'দেশ'

গেছে। ভূতপূর্বে অধ্যক্ষ শ্রীশংকরদাস কল্যাণাধ্যায়ের পর কয়েক মাস হয়ে গেল, এর মধ্যে দু'বার বিধানসভার অধিবেশন বসল অথচ নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচনের কোনো আয়োজনই দেখা গেল না। এটা নিশ্চয়ই বিধানসভার ইতিহাসে অভূতপূর্ব। সেনের 'পার্লিমেণ্টারী প্র্যাকটিসে' আছে 'as often as' তার অর্থ 'অবিরল' কিংবা 'সময়মতো' তার মীমাংসা হয়নি। কিন্তু অর্থ তার খাই হোক, এই বিলম্বের প্রকৃত কারণ কি? বিরোধী পক্ষের কয়েকজন সদস্য সন্দেহ করেন, অধ্যক্ষ পদের প্রার্থী



চীনা উপদ্রবের শুরু থেকেই—না, ঠিক বলা হল না—বলা উচিত, চীনা উপদ্রবের সংবাদ যখন আর গোপন রাখা গেল না তখন থেকে যে-আশংকা আমরা অনুভব করেছি সেটা অচিরে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে একটা বড়রকমের যুদ্ধ প্রণালীর আশংকা নয়। সীমান্তে চীনারা স্থানে স্থানে ভারতবর্ষের কিছুটা খাবার মেরে নিয়ে বসে থাকলে বিলম্বিত তালে খানিকটা তেলগেলি চলেবে, সেটা সব জায়গায় সম্পূর্ণ নিরস্ত নাও হতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও যেটা বেশি আশংকার বিষয় বলে মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে, অতঃপর সবাই হিমালয় অঞ্চল চীন কর্তৃক প্ররোচিত ভারত-বিবোধী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে হয়ে উঠবে। এর জন্য চীনাদের সামরিক শক্তি বিস্তারের আপাতত যতটা প্রয়োজন ততটা বোধহয় তারা সম্পন্ন করে ফেলেছে। চীন সৈন্য-সামন্ত শক্তির এগিয়ে এসে গেছে বঙ্গোড় সেটা বর্তমানের অসুখেরপরের সহায়ত পক্ষে যথেষ্ট। চীনারা যদি আপাতত আর দীক্ষণে এগোবে ঢেঁকা নাও করে এমন কি এখন তারা যেখানে যেখানে আছে সেখান থেকে যদি তারা দূর করে কেতখ কেতখও একটা আঁদা পিছিয়েও যায় তাহলেও তারা সীকিম, ভূটান, লাদাক, নৈফা এবং নেপাল রাজনৈতিক উপদ্রব সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট চাপ রাখতে পারবে।

সেই রাজনৈতিক উপদ্রব সৃষ্টির কাজ অব্যাহত হয়ে গেছে। তৎকর্ত দখল করার সময় থেকেই চীন নীতি এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রে হাঁচ্ছিল। ভারত সরকার হয় সেটা বন্ধ করে পারেননি অথবা বন্ধও তা নিবারণ করার উপায় খুঁজে পাননি অথবা সেধে আত্মপ্রতিরিত হয়েছেন। ১৯৫৪ সালের চুক্তির পর থেকে গত চার পাঁচ বছর ধরে চীন সরকারের বাইরে সম্প্রদায় সত্য কথা যদি দেশবাসীর কাণ্ড থেকে গোপন না রাখা হত তাহলেও বোধহয় অত্যাধিকার বর্তমান রূপ নিত না কারণ তাহলে এর অনেক আগেই দেশ সরকারী নীতির সমালোচনায় মাথার হয়ে উঠত এবং সরকার সংকীর্ণ অবলম্বন করতে বাধ্য হতেন। তাহলে অন্ততপক্ষে চীনা সরকার এত সহজে এতদূর এগিয়ে পারতেন না এবং বর্তমানে চীনা সরকারের পক্ষে হিমালয় অঞ্চল জুড়ে রাজনৈতিক

অশান্তি সৃষ্টি করার যতটা সুবিধা হয়েছে এতটা হত না। আজও ভারত সরকার অবস্থা সম্বন্ধে পুরা খবর নিজে রাখেন কিনা অথবা নিজে রাখলেও দেশবাসীকে তা জানতে দিচ্ছেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এখানে যে-খবরের কথা বলছি সেটা কেবল সামরিক খবর নয়। সৈন্যসামন্তের খবর—নিরাপত্তার দিক থেকে তার প্রকাশে বাধা না থাকলে সরকার এখন বোধহয় গোপন করার চেষ্টা করবেন না। কিন্তু এখন চীনারা যে-রাজনৈতিক আক্রমণ

চালাচ্ছে তার সংবাদের গুরুত্ব বোধহয় আরো বেশি। কারণ সশস্ত্র আক্রমণ এখ হইত স্তিমিত হয়ে থাকবে, রাজনৈতিক আক্রমণই সজোরে চলেবে। এই ক' বড় চীনাদের সামরিক শক্তির অগ্রগতির সংখ গোপন রাখার ফলে যে-ক্ষতি হয়েছে এখ চীনাদের রাজনৈতিক আক্রমণের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যথার্থ সংবাদ যদি গোপন করা হয় তবে তার চেয়ে কম ক্ষতি হবে ন বেশি ক্ষতি হবে। এখন যে-অবস্থা হয়েছে তাতে অনেক জায়গায় সাক্ষাৎকারে চীন

<p>বিমল মিত্র-র রাজপুতানী ৩।। বাংলা উপন্যাসে বিমল মিত্র স্বয়ং একটি অধ্যায়। তাঁর রচনার সকল বৈশিষ্ট্য তাঁর এই সম্প্রতি বর্তমান গ্রন্থে পরিণত রূপ পেয়েছে।</p>	<p>বনফুল-এর উদয়-অস্ত ৬, অশ্বিনীষর ৫, উপন্যাসের নতুন নতুন রূপ ও ভাষার পরীক্ষাতে বনফুল আজও অসাধারণ উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে চলেছেন।</p>
<p>সুবোধ চক্রবর্তীর সেই উজ্জ্বল মূহূর্ত ৩।। দীপক চৌধুরীর দাগ ২য় ৪, ১ খণ্ড ৫, রূপদর্শীর রংবাগ বিমল করের দেওয়াল ২য় খণ্ড ৬, ১ম ৪।। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ডাক্তারের হাতে দাঁড়ি ২।। গোপালদাস মজুমদার সম্পাদিত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ৫।।</p>	<p>হারিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের অভিসারিকা ৩, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের এই প্রেম ৪, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নীল দিগন্ত ৩, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কল্লোল যুগ ৬,</p>
<p>অমৃত গোস্বামীর মংসাগাথা ৩, অমরেন্দ্র ঘোষের কনকপুত্রের কবি ৬, গোপাল হালদারের জোয়ারের বেলা ৪।। হারাশংকরের স্বর্ণগর্ত ৫, পশুপতি ভট্টাচার্যের সহজ মানুষ ৪।। দিলীপকুমার রায়ের শোলা ৮, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষ বৈঠক ৩।। অভিজান ৬, সুবীরজ্ঞান মুখোপাধ্যায়ের বালোবিনা ৫, সমরেশ বসুর পতুলের খেলা ২।। বৃন্দাবন বসুর কালোহাওয়া ৬, মৌলানা ৬, নীহারকজন গঙ্গোপাধ্যায়ের পদ্মা ওপারে গঙ্গা ৫।। প্রমথনাথ বিশাির চাপাটী ৫ পদ্ম ৩,</p>	
<p>রমাপদ চৌধুরীর প্রথম প্রহর ৫, লালবাই ৫, অরণ্য আদ্যম ৩, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সহদেয়া ৪, শূরুপক্ষ ৩, জ্যোতির্বিদ্যুৎ নন্দীর প্রিয়অপ্রিয় ২।। সন্তোষকুমার ঘোষের কিন্দু গোয়ালার গলি ৩।।</p>	<p>অন্নদাশংকর রায়ের অজ্ঞাতবাস ৬, যার যেথা দেশ ৫, কলঙ্কবতী ৫, কন্যা ৩, না ২।। প্রভায় ১।। যৌবনজালা ২, মর্তের স্বর্গ ৫, অপসরণ ৫, রক্ত ও শ্রীমতী ১ম ৩, ২য় খণ্ড ৩।। পতুল নিয়ে খেলা ৩, কণ্ঠস্বর ৩,</p>
<p>মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভাশুভ ৪, মাটি ঘোঁষা মানুষ ২।। চালচলন ২।। পেশা ৩, ডি, এম, লাইব্রেরী : ৪২ কন'ওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা ৬</p>	

দৈন্যের উপস্থিতি ব্যতিরেকেই বিপদ ঘনকণ্ট পাবে।

এ বিষয়ে নেপালের সাম্প্রতিক সংবাদ অত্যন্ত উত্তেজক। ইউনাইটেড-নেশনস্-এ প্রতিশ্রুত সম্পর্কিত আলোচনায় নেপালের প্রতিনিধি যেনও উক্তি করেন তাতে ভারতে বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। নেপালী প্রতিনিধির বক্তৃতায় চীনাগের কার্যের বিস্ময়জনক সমালোচনা ছিল না, বরঞ্চ তাতে এই ভাব প্রকাশ করা হয় যে, চীনাগা তিব্বত অধিকার করে তিব্বতীদের ক্ষতি করেন, উপকারই করেছে! উপরন্তু নেপালী প্রতিনিধি এই কথা ব্যক্ত করেছেন যে, চীনের দিক থেকে নেপালের মনোবিশেষ "আশঙ্কাবোধ" নেই। চীন এবং ভারত সম্পর্কে নেপাল সরকারের এই অত্যন্ত নিষ্পেক্ষতার ভাব এবং চীনের মতিগতি সম্পর্কে তাঁদের এরূপ নির্ভর্য ডাঙের প্রকাশ যেমন "সম্ভাব্যিক" তেমনি আশঙ্কাজনক বলে আমাদের মনে হয়েছিল। তারপর গ্রীচওহরমাল মেহরার একটি কথা নিয়ে যে "হে-ইল" হ্যাঁ তা আমরা বিস্ময়কর ও বিপদ-সূচক। জওহরলালজী বলেন যে নেপালের উপর আক্রমণ হলে ভারত সরকার সেটা ভারতের উপর আক্রমণ বলে মনে করবেন। এই কথায় কোথায় নেপাল খুশী হবে তা না, সেখানে একদল লোক এই বলে চিৎকার শুরু করল যে, ভারত সরকার নেপালের স্বাধীনতা ও হস্তক্ষেপ করছেন! তারা ভারতবর্ষের প্রতি রাজ্য বিস্ময়ের লিপ্সা— "একদলগোষ্ঠী" মতলব— আশ্রয় করে হস্তা আক্রমণ করল। এদল ভারত-বিশেষজ্ঞের মধ্যে এই কৃষ্ণ নেপালে নতুন শত্রু বোঝে না। বলাই রাজনীতিতে এই বালি অসংকলিত ধরে কাজে লাগাবার চেষ্টা চলে আসছে। কিন্তু বর্তমানে এটা আর আভ্যন্তরীণ দলদলির ব্যাপার মাত্র নয়। এতে চীনাগাও নিশ্চয়ই হাত লাগিয়েছে। কাঠমান্ডুতে ভারত-বিরোধী আন্দোলনকারীরা সকলেই বর্তমানে নেপাল কংগ্রেস ও ডানমেন্টের বিরোধী, সেই গভর্নমেন্টকে

তারা নষ্ট করতে চায়। ভারত সরকারের মূখ্যপেক্ষী বলে দুর্নাম ঘটনা করে নেপাল কংগ্রেসকে নেপালী জনসাধারণের নিকট হয়ে করার চেষ্টা বরাবরই চলেছে। এ বিষয়ে রাগান্বিত, এবং কম্যুনিষ্ট এক পথের পথিক। কিন্তু এই অপচেষ্টা যে সফল হয়নি তার প্রমাণ সাধারণ নির্বাচনের

ফলাফলে পাওয়া গেছে।

বর্তমানে এই অপচেষ্টার সামনে নেপাল কংগ্রেস সরকার যে-ভাবে দেখাচ্ছেন সেটা যথেষ্ট সন্তোষজনক—এইটাই দুঃখ এবং আশঙ্কার কারণ। গ্রীনেহরুর উক্তি সম্পর্কে নেপাল সরকারের মূখ্যপাটগণ যা বলেছেন আক্ষরিক অর্থে তার মধ্যে দৃশ্যগোচর কিছু নেই, কিন্তু মোট ভাবটা আমাদের ভালো লাগছে না। তার কারণ এ নয় যে, নেপাল সরকারের মতিগতি সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহের উদয় হয়েছে। নেপালে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার চাপে নেপাল সরকার ভীত হয়েও নির্ভর্য ভাব করতে বাধ্য হয়েছেন, এইটাই আমাদের ভালো লাগছে না। নেপালের উপর আক্রমণ হলে ভারত সরকার তার সাহায্যে অগ্রসর হতে ভারত-নেপাল চুক্তি অনুসারেই বাধ্য। কোনো দেশ আক্রান্ত হয়েছে কিনা সেটা স্বভাবতই সেই দেশের সরকারের পক্ষে সবচেয়ে ভালো করে জানার কথা। এবং কোন অবস্থায় বাইরের সাহায্য প্রার্থনা তাও সেই দেশের গভর্নমেন্টই সিদ্ধ করবেন—এইটাই স্বাভাবিক কথা। নেপালের উপর কোনো আক্রমণ হলে তার প্রতিরোধের জন্য কী কর্তব্য, ভারতের সাহায্য কোন অবস্থায় গ্রহণীয় সেটা নেপাল সরকারের মতের অপেক্ষা না করে ভারত সরকার সিদ্ধ করবেন, এবং কথা গ্রীনেহরুর কোনো ভাবতে পারেন না। গ্রীনেহরুর উক্তি এ'পে কদম্ব' অর্থে করে যে হস্তা শুরু হয়েছে তাতেই সন্দেহ হয় যে, নেপালে এরকম একটি রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা চলেছে যাতে নেপাল আক্রান্ত হলেও সেটা আক্রমণ বলে নেপাল সরকার ঘোষণা

করতে না পারেন। নেপাল সরকার এরূপ অবস্থায় এনে ফেলার চেষ্টা কম্যুনিষ্ট চীন সরকারের স্বার্থে এ আনুজ্ঞা হলে সেটা বলাই বাহুল্য এই ষড়যন্ত্রের মূল সবলে উৎপাতন আবশ্যিক। কিন্তু নেপাল সরকার সেটা না করে যেন ষড়যন্ত্রকারীদের আক্রমণ সামনে "ডিফেন্সিব" ভাব নিয়েই শব্দ তাই নয়, নেপাল সরকারের মূখ্যপাটগণের অনেক কথা ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হচ্ছে। ভারত সরকার নেপালের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রয়াসী—একদিকে এই সব তুলে অন্যদিকে যেখানে নেপালকে চীনের আওতাধীন আনুজ্ঞা নানা ক্রিয়াকলাপ চলেছে সেখানে চোখের আড়াল করে বাথার চেষ্টা চলেছে নেপাল সরকার চীন সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে নিশ্চিততার ভাব প্রচার করছে চীন এবং ভারত সম্পর্কে সমন্বিতের ব অবলম্বন করে চীন সরকারের নেপাল নির্ভর্যদের কাজের সুবিধা করে দিচ্ছে

চীনের দিক থেকে ভারত বরাবর নেপাল সরকারের নির্ভর্যতার ভাবও হাত পাকা হচ্ছে। এই নির্ভর্য নেপালের বিপদ বাড়ছে কিন্তু এই নির্ভর্য প্রত্যয়ে নেপাল সরকারের হাত দেওয়া বরাবর চলে না। ভারত সরকার চেষ্টা করে কলকাতা এবং পুনর্ভারত উচিত। চীনা সরকারের কার্য এবং নিষ্পেক্ষ ভারত সরকার কতিপয় প্রতারণিত হয়েছেন এবং দেশবাসীকে প্রত্যয় বহন প্রতিভা রেখেছেন সরকারী করলে নেপাল সরকারকে কি নির্ভর্য দেওয়া যায়? আর সবচেয়ে বড় কথা ভয়। এবং সে বিষয়েও ভারত সরকার কার্য এবং দৃষ্টান্তের কলকাতা দেখাতে পারছে। কলকাতা ধরে চীনাগের যে-এগুয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আভ্যন্তরীণের হাত থেকে অবলম্বনীয় ভূমি মাত্র যে-অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে নেপাল যদি ভারত সরকারের দিকে চোখ দেয় সফল সত্তা না হয় তবে তাকে দেওয়া যায় না। নেপাল ও ভারতের মধ্যে একই সত্তা বোধ। নিরাপত্তার ব্যা ভারত-চীন দ্বন্দ্বের নেপালের নিরাপত্তা ভাব যে কেবল অর্থহীন নয়, নেপালকে সেটা গ্রহণীয়—এ সম্ভব নয়। কিন্তু নেপালকে সত্যই হলে ভারতবর্ষ যে দরজা নয়, চীনাগের ভারতবর্ষের অংশ দখল করে থাকতে পারে না তার কিছু প্রমাণ আছে সে প্রমাণ কেবল নেপাল সরকারের পুনর্ভারতের জন্য আবশ্যিক নয়, হিমালয় অঞ্চলের অধিবাসীদের জরুরি জন্য আবশ্যিক।

অবধূতে র
আনন্দ প্রেম উপন্যাস

মিড গমক মূর্ছনা ॥ ৪:০০

এই উপন্যাসে লেখক নতুন এক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—যা খুব কম গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। এ বই শব্দে পড়ায়ও না ভাবায়ও। স্পন্দ প্রবাহ।

প্রকাশিত হলো :

স্বাস্থ্য ওহরমার প্রণীত

রবীন্দ্র সাহিত্যের কয়েক দিক ॥ ৪:৫০

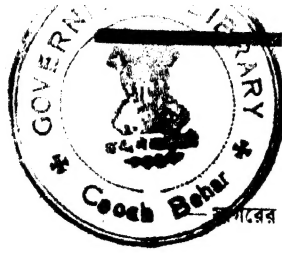
রবীন্দ্র সমালোচনা সাহিত্যে নতুন এক সংযোজন। মূল্যবান আলোচনা।

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স ॥

এ/৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

জামভূমিকায় জৈনিক চবিত্ত

কিরণকুমার রায়



সাম্প্রতিক প্রকাশনা

কুমারেশ ঘোষ

সাধর-বগর

সংস্করণের বৃদ্ধি এক আঙ্গুর নগরের কাহিনী—
॥ সাদে ছিন টকা ॥

শা স্মৃতি কি পায়রা? স্মৃতির পায়রা
উড়িয়ে দিয়ে নীল আকাশের পট-
বেথায় শাদা পায়ার ঝটপটানি দেখতে মন্দ
লাগে না। কিন্তু তাতে স্থবিশিত কই?
নতুংগ তোমার ও আমার হাতে হাইড্রো-
জেন বোমা আছে এবং ভক্ততার হাসি যতই
বিস্তার করি না কেন কুমি জান আমি জানি,
তোমার বা আমার মৃত্যু না হলে আমার বা
তোমার নিশ্চিন্তি পাই, নতুংগ শরীফ তো
দুয়ের কথা, স্মৃতিঃ পণ্ডিত কই। সৈনিক
আইজেনহাওয়ারের কই পায়রার বিশ্বাস
নাই।

যাট লড়র আগে, জেঁতত জেকব আইজেন-
হাওয়ার মেজা ছেয়েছে তাকে বলেছিলো,
লেখ বাপ্ত, স্মৃতিগণ চরিত্রের ছাঁড়িয়ে আছে।
সম্ভাবনার কবচে পায়রা বড় হতে পারবে।
কিন্তু পায়রা চাইতে বড় হতে পারে, তবু
কি? কিন্তু তুমি যদি মনে করে থাক,
কায়রার সাহায্য ছাড়া অসম্ভব বা সমস্যা
থেকে তুমি উদ্ধার পাবে না তখনো ভুল
করবে। নিজেদেরই নিজে চরিত্র বড় হতে
হয়। তবু কি!

জেঁতত জেকবের চেয়ে উঠে আইজেন-
হাওয়ার ভয় পান নি। কায়রার সাহায্যেরও
প্রত্যাশা হন নি। নিজেই পদে পদে নিজেছেন
সাংখ্যিক জীবনের। রণনীতির গ্রন্থ করে-
ছিলেন জীবিকারূপে, পণ্ডিত জীবনে
রাষ্ট্রনীতি এসেছে অক্ষিত হোলে। পদেপদে
সর্বত্রই পদাধিকারী শাসন করা সারা মানব-
জাতির অন্যতম নিয়ম। তাপেও চিহ্নিত
হয়েছেন।

পাক্ষিক বিমানবন্দরে কখন আগে পট
ফট দশ ইঞ্চি লম্বা এই বিসিফি মানুষ্যটি
হাসিমুখে করমর্দন করতেন জওহরলাল
নেহরুর সংগে। কট্টমতিতে কটিনা বিনি-
ময়ের পর তারা এসেই মুক্তি-আলোকে।

আইজেনহাওয়ারের চরিত্রটি, একটু
চাপা নাক, পাতলা চোখ। কায়রার সামনের
দিকে তুল প্রায় নাই। মাঝখানেও বিরল হয়ে
এসেছে। কায়স সন্তানের স্মৃতি ছুঁয়েছে
(জন্মঃ ১৯ অক্টোবর, ১৮৮৩)। আইজো
কুড়ি মাস আগে চন্দ্রসিঙ্গের মতো একবার
সামলেছেন। অথচ নিজের তবুও মান
করেন আইসেনহাওয়ার, বরাত না জীবন-
শরীফে। একটা কথা আছে কায়রার বয়স
আঁদের দেখে যেমন মনে হয় তার পূর্বসূর

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ	বিনয় ঘোষ	১২.০০
৥ তৃতীয় খণ্ড ॥		
রাজা ও মালিনী	বারীন্দ্রনাথ দাশ	৩.০০
অপারেশন	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৬.০০
কাশ্মীর প্রিন্সেস	এ. এস. কারনিক	৪.০০
রাবতীর্থ	বিনায়ক সান্যাল	৪.০০
ডেলিক থেকে ডেবজ	আনন্দকিশোর মন্সী	৬.০০

মনোজ বসু ॥ বাঁশের কেলা

বাঙলা দেশের বিপ্লব-ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। একদা বাঁশের কেলা
ঠের করে লড়াই হয়েছিল অত্যাচারের বিপক্ষে। সেই কেলার
পতনের শতাব্দীকাল পরেও দাঁড়িয়ে আছে কসাড় বাঁশবন
আর কেলে আছে সেই উত্তরসূরীর মুকে। নীল-বিলোই
থেকে ১২-এর অগ্নিকণা বিপ্লবের কাহিনী রচনা করেছেন
মনোজ বসু। ঐতিহাসিকের তথ্যানুসন্ধানী দৃষ্টির সঙ্গে
কবির বৃহত্তর সত্যাকৃতির মিলনে অতীব সুখপট্য।

পঞ্চম মুদ্রণ : ২-২৫

মানুষ নামক জন্তু ৫.০০ ॥ রক্তের বদলে রক্ত ২.৫০

প্রশ্নগল্প (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৫.০০

হঠাৎ আলোর কলিকানী ২.৫০

পাদেশ ও সংস্কৃতি ২.৫০

বুদ্ধদের বসু

স্বরাজ বন্দোপাধ্যায়

বাত্ত ভোগ (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ২.০০ ॥ মধুমতী (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ২.৫০
নাথুর (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ১.০০ ॥ মৃগহৃদয় ৩.০০

হরেকবকমবা

শান্তি দেবতা তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় ৬.০০ ॥ পুতুলনাচের ইতিকথা
মণিক বন্দোপাধ্যায় ৫.৫০ ॥ বিগত দিন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩.৫০
এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব সাধনকুমার ভট্টাচার্য ৫.০০
অবিস্বাস সৈয়দ মুজতবা আলী ৩.০০ ॥ এবংগুরের টিকটিকি ইন্দ্রনীল
চট্টোপাধ্যায় ১.০০ ॥ মোমের পুতুল সংস্কৃতিগোপাল ঘোষ ৫.৫০
বাদ্যকবিতা বনয়ল ৬.৫০ ॥ সিদ্ধপারের পাখি প্রফুল্ল রায় ১.০০ ॥ লাল-
কুল্ল বসন্ত ৩.০০ ॥ চিত্র ও বিচিত্র নীলকণ্ঠ ৩.৫০ ॥ বিনেশ-বিভূই
দক্ষিণারঞ্জন বসু ৬.৫০ ॥ বরযাত্রী বিকৃতভূষণ মথোপাধ্যায় ৩.৫০
গণনায়ক সতীনাথ ভাদুড়ী ২.৫০ ॥ শাদা-কালো কন্ডুয়েল ৩.০০
গঙ্গা সমরেশ বসু ৫.৫০ ॥ নুরের মিছিল সুধীরঞ্জন মথোপাধ্যায় ৫.০০

বেঙ্গল পারলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-বারো

বয়স যেমন অনুভব করে। আইজেনহাওয়ার সে হিসেবে নিজেকে তরণ মনে করেন। তিনি বলেন, সৈন্যের তারুণ্য বোটে না।

সৈনিক থেকে সৈন্যপতা, সামরিক বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে সশিষ্ট বহুরের জীবিকাক্ষেত্রে আইজেনহাওয়ার সমর-নীতিক্ষেই একক অবলম্বন করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অগ্রগামী মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে অপরাজেয় হিটলারকে এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করেছিলেন যে জার্মানীর চূড়ান্ত পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীর সেনা-পতি হিসেবে অপরিমেয় প্রশংসা ও প্রতি-তিনি অর্জন করেছেন। আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ সামরিক সম্মান লাভ করেছেন। যুদ্ধোত্তর যুগেপে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর নায়ক ও অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি যে কোন সৈন্যের আকাশ-কুসুম স্বপ্ন নিয়ে জীবনে সফল করেছেন।

তাই, নিজেকে সৈনিক ছাড়া আর কিছু ভাবেন না আইজেনহাওয়ার। নিছক ধর্মসের জন্য যুদ্ধ নয়, শান্তির জন্য যুদ্ধ। শান্তির সৈনিক। আইজেনহাওয়ার নিজেকে শান্তির সৈনিক মনে করেন। কিন্তু শাদা পায়রা উড়িয়ে নয়, দম্ভের বিরুদ্ধে দম্ভ, প্রয়োজন হলে হাইড্রোজেন বোমার বিরুদ্ধে হাইড্রো-জেন বোমা ছুঁড়ে তিনি শান্তি আনতে চান।

কোরিয়া যুদ্ধের পটভূমিকায় হারী ট্রুম্যানের পর যুক্তরাষ্ট্র যখন রাষ্ট্রপতি পদের জন্য একজন যোগ্যমানুষ সন্ধান করছে, আইজেনহাওয়ার তখন প্যারিসে 'শেপ' হেডকোয়ার্টারে বাসে 'নাটো' বাহিনী সংগঠনে ব্যস্ত। সারা আমেরিকার চোখ তখন আইজেনহাওয়ারের দিকে। আইজেন-হাওয়ার, হ্যাঁ, বীর সেনাপতি আইজেন-হাওয়ার না হলে যুক্তরাষ্ট্রের এই অকম্পিত শক্তি ও মর্যাদাক সঠিক পথে কে চালাতে পারবে। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান, দু'দলেরই মহাবীররা এলেন প্যারিসে। চার-বছর আগেও তাঁরা আগেকার নির্বাচনের সময় এসেছিলেন আইজেনহাওয়ারের কাছে। কিন্তু আইজেনহাওয়ার সকলকেই নিরাশ করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করতে তিনি লাজপী হন নি। এবার এবার হবেন কি? ক জানে?

যদি সম্মত হন, তাহলে কোন দলের টিকিট নেবেন। রুজভেল্ট ও ট্রুম্যানের-পার্টি ডেমোক্র্যাটরা একটানা কুড়ি বছর ধরে সরকার চালিয়ে আসছে। আইজেনহাওয়ার কি এদলে আসবেন?

না। তিনি বললেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজী আছি। কিন্তু, ডেমোক্র্যাট নয়, কুড়ি বছর ধরে শাসনভার হাতে নিয়ে তারা কিছই

করতে পারে নি। আমি রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হব।

সামরিক বাহিনীর জীবিকা থেকে পদ-তাগ করলেন আইজেনহাওয়ার। রওয়ানা হলেন নিউইয়র্ক ওয়াশিংটনের পথে।

দেশে পৌঁছে চমকে গেলেন তিনি। এ কি কাণ্ড, এমন অভাবনীয় জনপ্রিয়তা যে স্বপ্নও কম্পনা করেন নি। যেখানে বন-বিপুল সম্বর্ধনা, সান্দ্রায়া অভিনন্দন ও প্রচণ্ড আনন্দ কলরব তাঁর পেছনে পেছ



ডুইট আইজেনহাওয়ার

ঘরেতে থাকে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তোরণ, ব্যাড্জ জানালায় জানালায় পতাকা, তাতে একটা মাত্র কথা লেখা, উই লাইক আইক!

ছেলেবয়স থেকে 'আইক' তাঁর ডাক নাম। এ নামে ডাকতেন বাবা জেকব ও মা আইডা এলিজাবেথ। আজ যেখানে যান, ছেলেবুড়ো যুবকযুবতী সবাই হাত তুলে হাসিমুখে চোঁচিয়ে বলে, আইক আইক, আমরা চাই আইককে।

যে শহরে তাঁর বাবা মা ছিলেন, যেখান-কার ইস্কুলে তাঁর বিদ্যার্জন, সেই মফস্বল শহর এবিলেন তিনি প্রথম নির্বাচনী বক্তৃতা দিতে গেলেন। সঙ্গে স্ত্রী মার্মি, পার্টির কয়েকজন নেতা ও সারা দেশের কয়েকশ রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার।

পড়ন্ত বিকেলের রোদে খোলা মাঠে সভার আয়োজন হয়েছে। সেই মাঠের দিকে তাকিয়ে তাঁর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল বাবা ও মায়ের মুখ। একটুক্কণের জন্য বার্ষিক অনামনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। বক্তৃতা দেওয়ার জন্য যখন আহবান এল, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কি বলবেন তিনি। জানেন, সারা দেশ কাল সকালে আইজেনহাওয়ারের বক্তৃতা পড়ার জন্য উন্মুখ হবে। আজকের এই বক্তৃতা যদি প্রোক্তবাদের মন ছুঁতে না পারে, তাহলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যথা। আগে থেকে তাঁর হয়ে আসেন নি, প্রস্তুত বক্তৃতা নেই

পকেটে। তিনি মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। অনেক দূরের দিকে তাঁর দৃষ্টি।

'অনিবার্য'ভাবে, আজকের এই উপলক্ষে, পুরনো স্মৃতি মনে ভেসে আসছে। বস্তুত-টিক আট বছর আগে আজকের এই তারিখে, আমার জীবনের সবচেয়ে জটিল সমস্যা-পূর্ণ বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে-ছিলাম। আমি স্থির করেছিলাম, শত্রু অধিকৃত দেশের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ লাহাজের রণযাত্রা অন্তত চাবিশ ঘণ্টার জন্য স্থগিত রাখতে হবে। সে সময় এ সিদ্ধান্তের ফলাফল কেউ কম্পনাও করতে পারেন নি। সবশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার মত আমার জীবনে যদি আর কিছুও না থাকে, তবুও পরবর্তী চাবিশ ঘণ্টার ঘটনা-বলী...এই চাবিশ ঘণ্টায় আবহাওয়ার তাপ ও রদ্রলীলা ও সমুদ্রের প্রমত্ত ধবংস নাচন আমাদের অপরাজেয় নৌবহর ও নৌ-সৈন্যদের বিধ্বস্ত করে দিত। কিন্তু আপনারা জানেন, আমাদের নৌবাহিনী চাবিশ ঘণ্টা পরে যাত্রা করে শত্রুকে পরাজিত করেছিল।

আইক বক্তৃতা আরম্ভ করার আগে শ্রোতৃ-বৃন্দের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। তাঁরা বৃদ্ধদের সংগ করমর্দন করছিলেন, কুশল জিজ্ঞাসা করছিলেন, কেউ কেউ এঁদিক এঁদিক ঘুরেও বেড়াচ্ছিলেন। এখন তাঁরা সবাই নিঃশব্দ হয়ে শুনতে লাগলেন। বৃহৎ ঘটনার অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁদের ঔৎসুক্য বাড়তে লাগল।

কিন্তু আজ আমার স্মৃতি আরো পেছনে চলে যেতে চাইছে। আরো অনেক বছর আগে, আরো অনেক ঘটনার আগে। আমার সেই ছেলেবেলার দিনগুলিতে... আমি সে যুগের মাহাত্ম্যকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। অন্তত আমি ও আমার ভাইয়ের সারাজীবন যা বিশ্বাস করে এসেছি, আমরা বাবা ও মায়ের চারিও মাহাত্ম্য। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরপ্রীতি সকল জ্ঞানের ভিত্তি। বাইবেল তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় ছিল, তাঁদের সব কাজে ছিল বাইবেলের শিক্ষা। ধর্ম তাঁদের কাছে শৃঙ্খমাত সংস্কার না, শৃঙ্খমাত সাম্প্রদায়িক অভ্যাস না, ধর্ম ছিল তাঁদের জীবনবেদ।

'আমি বড় হয়ে দেখেছি, আমরা ছিলাম অত্যন্ত গরীব। কিন্তু আমার বাবা ও মা কিছুমাত্র দুষ্টী ছিলেন না, আমরা যে গরীব একথা আমরা বুঝতেই পারতাম না। তাঁরা ছিলেন সাহসী, দৃংথকে জয় করতেন অবহেলায়, ব্যর্থতাকে গ্রাহ্য করতেন না।

'সকাল ছিল সহজ সরল। আমরা তখন ইরণের সংগে কোন সম্পর্ক অনুভব করতাম না, মালয় বা বেলজিয়ান কণ্ঠা বা বর্গি-ভিরাতে কি ঘটল না ঘটল, তা নিয়ে কথা

ঘামাতে যেতাম না। আমরা নিজেদের নিয়েই ছিলাম, নিজেদের কথাই ভাবতাম। কিন্তু এ আমরা জাতি, পৃথিবীর সব দেশই পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। আমরা বোঝছি, আমাদের দেশের কোন জংল বা যে কোন জাতি যথার্থ সমৃদ্ধ হতে পারে না, দীর্ঘস্থায়ী শান্তিতে থাকতে পারে না, যদি পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ও জাতি সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে ও শান্তিতে থাকতে না পারে। আমরা দেখছি, বিশ্ব পরস্পরকে একটি জটিল সমন্বয় ছাড়া আর কিছু নয়।

তারপর আইজেনহাওয়ার তুলে ধরলেন তার সবচেয়ে জোরালো বক্তব্য: "তথাপি, আমাদের সমসাময়িক জটিলতা ও গুরুত্ব সত্ত্বেও, আমি আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখছি, আমরা প্রত্যেক যদি নিজের মনে গতযোগের সরল জীবনধর্মকে শক্তিশালী করতে পারি—আন্তরিকতা, সহ্যসা, আত্মপ্রত্যয় ও বাইরেলে দ্বিধাহীন বিশ্বাস—তাহলে এই সমস্যাবলী কি সহজ হয়ে আসবে না?"

এ কি শুধু নির্বাচনী বক্তৃতা? সারা জীবনব্যাপী বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলো নয়? যে আলো মানুষের জীবনকে সাংকটিকের দিগন্তে পথ দেখায়? অথচ, অভিজ্ঞতার প্রশ্নই তুলেছিল অষ্টক বিরোধীরা। সামরিক-নায়কের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকতে পারে রাজনৈতিক পরিমতনে।

আইজেনহাওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের 'সুপ্রসিদ্ধ' ভাষ্য একেবারে ব্যর্থের দমি-বাক্য। অভিজ্ঞতার পরস্পরকে সরাসরি পালোয় প্রকাশ করেছিলেন। জিত উপবোধ লাভের জন্য, এই সবার সৈনিকবিরের হৃদয়ে পড়েছে, সে পণ্ডিত বচন ধরে এই বক্তব্যের অর্থ, অসত্য এখনও সাধারণ সৈনিক। অষ্টক এই গল্পটি তুলে ধরেছিলেন যথার্থ অভিজ্ঞতা ও কর্মসম্মত কাজ করে যাওয়ার পদ্ধতি বোঝাতে।

আমরা রাজনৈতিক নেতা সারাজীবন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেন না, আইজেনহাওয়ার সৈন্যপতি রূপে তা অতীত করেছিলেন। প্রথম বক্তৃতি করার পরেই তিনি যখন সামরিক বীরদের 'হানিকর্ম' খালে রেখে সিভিলিয়ান পেশাকে পছন্দ, তখন হারপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান বহু নেতা, ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্র, গভীর দেশপ্রেম, আদর্শবাদ ও জটিল সমস্যার অতীতের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। সৈনিক সৈন্যবাহিনী রাজনীতি ছাড়া পরিচালিত হয় না ইতিহাসের বহুতম মিত্র সৈন্যবাহিনীর স্বাধীনায়ক রাজনৈতিক বিন্দুতা ছাড়া পরিচালনা (ও জালাত) করতে পারেন না। কাগজে কলমে রাজনৈতিক সামরিক বহিনীক বাস্তবে গোপনিত করা সম্ভব নয় যদি না বহিনীক রাজনৈতিক বাস্তবিক পণ্ডিতের উইন্সটন

প্রকাশিত হন

প্রবোধকুমার সান্যাল বর্তমান কথাসাহিত্যে স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। চিরদিনের বেদন মন তাঁর। ঘরেছেন অনেক, দেখেছেন অনেক বেশী। বিচিত্র পরিবেশ ও বিচিত্রত মানব তাঁর অনুসন্ধানী সংবেদনশীল মননকে অভিজ্ঞতার করেছে সমৃদ্ধ। পশ্চিমত সম্মিলিত সোচ্ছন্দস তাঁর লেখনী। স্বাধীনিক এই উপন্যাস "অনিশাঙ্কী" তারই সাক্ষী। অভিনব প্রচ্ছদ। দাম ৩.৫০।

প্রবোধকুমার সান্যালের

উঁচু পদ্য বাধা বলিষ্ঠ সুরের উপন্যাস

অনিশাঙ্কী

বীলাঞ্জনছায়া	॥	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	॥ ৩.০০
রাধা (৪র্থ সং)	॥	তারাকঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	॥ ৭.০০
আপন প্রিয় (৪র্থ সং)	॥	রমাপদ চৌধুরী	॥ ৩.০০
বধুবরণ (২য় সং)	॥	শৈলজানন্দ মূখোপাধ্যায়	॥ ২.৭৫
তৃষ্ণা (২য় সং)	॥	সমরেশ বসু	॥ ৩.০০
রূপসাগর (২য় সং)	॥	সুবোধ ঘোষ	॥ ৪.৫০
আবার ফাঁসি হল (২য় সং)	॥	মনোজ বসু	॥ ৩.৫০
ধূপছায়া (৬ষ্ঠ সং)	॥	সৈয়দ মজতবা আলী	॥ ৪.০০
কলিতার্থ কালিঘাট (৭ম সং)	॥	অবধূত	॥ ৪.০০
অনুব্রব	॥	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	॥ ৫.০০
পরমায়	॥	সত্যোদকুমার ঘোষ	॥ ৩.৫০

দুটি চোখ দুটি মন	॥	রমাপদ চৌধুরী	॥ ৪.৫০
আকাশালিপি	॥	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	॥ ৪.০০
ইন্টকুটুম	॥	লীলা মজুমদার	॥ ৩.৫০
মন মনে না	॥	গৌরকিশোর ঘোষ	॥ ৩.৭৫
একাত আপন	॥	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	॥ ৪.০০
কথাকলি	॥	রমাপদ চৌধুরী	॥ ৩.০০
শুক্লসন্ধ্যা	॥	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	॥ ৫.০০
মুখের রেখা	॥	সত্যোদকুমার ঘোষ	॥ ৫.০০
জনপদবধূ (২য় সং)	॥	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	॥ ৪.৫০
পলাশের নেশা (৩য় সং)	॥	সুবোধ ঘোষ	॥ ৩.০০
বনভূমি (২য় সং)	॥	বিমল কর	॥ ৩.০০
হুম্ব গধূর (৪র্থ সং)	॥	মজতবা আলী ও রঞ্জন	॥ ৩.৫০
অপরূপা	॥	শৈলজানন্দ মূখোপাধ্যায়	॥ ৪.০০

প্রকাশের অপেক্ষায়

এরপর বিশিষ্ট সাহিত্যিক
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নবতম অনাস্থাপন উপন্যাস

তীরভূমি



বিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা-১২

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থের প্রতীক

জেনারেল লর্ড ইজমে, ফ্রান্সের রবার্ট সর্মা, মাশাল জুই, বেলজিয়ামের পল হেনরী স্পার্ক, পর্তুগালের সালাজার, ইতালীর গ্যাসপেরী ও জার্মানীর কোনরাড এডেনার প্রকৃতি অসাধারণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁকে জটিল সমস্যা নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। অসলো থেকে লিসবন, লন্ডন থেকে আম্কারা, আইজেনহাওয়ার সব রাজধানীর রাষ্ট্রপ্রধান ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে কমুনিজম প্রতিরোধ বাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সফল নেতারূপে নিজেকে প্রমাণিত করেছেন।

তবুও, সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করে যখন আইজেনহাওয়ার রাজনৈতিক নেতৃত্ব চাইলেন, তাঁর রাজনীতির নতুন পাঠ নিতে হল। এ শৃঙ্খলাভাষাতার শিশুচুম্বন, হাসিমুখে টুপি নাড়া আর বক্তৃতা দেওয়া নয়। তাঁকে জানতে হল আমেরিকার ইস্পাত এবং সি আই ও, জানতে হল নিগ্ৰো গৃহিণী ও গমচাষীদের, জানতে হল যুনিয়ন, কর্পোরেশন, এলকস ক্লাব ও রাজনৈতিক দলে সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের, জানতে হল অভাব, আশা, ভয়।

আইজেনহাওয়ার খুব সহজে সংবাদ ও জনদের অতিমত সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে সারমর্মটুকু উপলব্ধি করতে পারেন। এই গণে তাঁকে অপরিস্রব সাফল্যের দিকে উন্নীত করে দিয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেও তাঁর এই স্বভাবাসিদ্ধ প্রবণতা বিশেষ কাজে লেগেছে।

আমেরিকান জনসাধারণের কাছ থেকে তিনি তাঁর শেষ পাঠ গ্রহণ করেছেন। দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘুরে তিনি তাদের দেখেছেন কৃষি জমিতে, ক্লাবে, সভায়, ফ্যাক্টরী, অফিস ও সমরক্ষেত্রে। যখন তারা উল্লাসভরে চীৎকার করে ওঠে, তিনি চুপ করে শুনছেন। যখন তারা নিস্তব্ধ হয়ে যায়, তিনি তীক্ষ্ণ চোখ মেলে তারিয়ে রয়েছেন। তিনি যখন তাঁর তিনটি মূল প্রশ্ন তুলে ধরেছেন—কমুনিজম, দুর্নীতি ও সংঘবদ্ধতা—জনসাধারণের প্রতিধ্বনি তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে।

হ্যাঁ, তিনিটি মূল প্রশ্নে তিনি বিশ্বাসী। সাম্যবাদ সারা পৃথিবীতে আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছে (যদিও তাঁর সাম্প্রতিক নীতিতে বলা হয়েছে, শনতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সহ-অবস্থান সম্ভব এবং ইতালীর কম্যুনিষ্ট পার্টি রোমে তাঁকে শান্তির

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল

জাগোয়া করিতে ২৬ বৎসর, ভারত ও ইউরোপ-আফ্রিকা ভ্রমণের সহিত প্রত্য দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টার সাফা করন।
ওষি জনক যোড, বালাগঞ্জ, কলিকাতা।

(সি ৮৫২)

সমগ্রত বলা পশ্চাৎ জানিয়েছে), আমেরিকার শাসনতন্ত্র ও সমাজক্ষেত্রে দুর্নীতি দূর করতে হবে এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি মানুষ যদি একবিশ্বাসে সংঘবদ্ধ হতে পারে, ঠিকলে তারা অপরাধেজয়। এই তিন নীতিতে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়।

সাম্প্রতিক আমেরিকা ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের পর ডুইট আইজেনহাওয়ারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের সম্মান পেয়েছে। শৃঙ্খলাপূজিপতিরা নয়, সাধারণ মানুষ, দেশ-প্রেমিক জনসাধারণ, আইজেনহাওয়ার বোধা, সংগঠক ও নেতা। একালের জটিল আবর্তে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব তিনি দঢ় করেছেন, গৌরবান্বিত করেছেন।

অথচ নিজেকে সাধারণ মানুষ ছাড়া তিনি ভাবেন না। অর্ধ-শতাব্দী আগে ক্যানসাস শহরের যে বালকটি উদার উন্মুক্ত আকাশের তলায় মানুষ হয়েছিল, ছাত্রবিশ বছর বয়সে যে সেকেন্ড-লেফটেন্যান্ট, বিদ্যে করেছিল উচ্চল প্রাণচঞ্চল একটি সূন্দরী সাধারণ মেয়েকে, বাদের একমাত্র সন্তান শৃঙ্খলাপূজ্য পয়সা বাঁচাবার জন্য সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, আইজেনহাওয়ার, মিত্রবাহিনীর ভূতপূর্ব সর্বাধিনায়ক, যুক্তরাষ্ট্রের অভূতপূর্ব জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি, ডুইট আইজেনহাওয়ার, নিজেকে সাধারণ একটি নাগরিকের বেশি ভাবেন না। না, তাঁর অহংকার নেই, অহমিকা নেই। শৃঙ্খলা ক্যানসাস শহরে নয়, যুক্তরাষ্ট্রে শত শত মিউজিয়াম, স্টেডিয়াম, ক্লাব তাঁর নামে নামকরণ হয়েছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন, জেফারসন, লিংকন ও রুজভেল্টের সম-পর্যায়ে হযত স্মরণীয় নামতালিকায় স্থানলাভ করবেন। তবু, ডুইট আইজেনহাওয়ার সাধারণ মানুষ না নাগরিকমাত্র।

একমাত্র ছেলে জন আইজেনহাওয়ার সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেছে। সামান্য সৈনিক। তিনি ছেলেকে উপদেশ দিলেন, স্বাবলম্বী হও। নিজের উদ্যোগে সাফল্য অর্জন করো।

বারবারাকে বিয়ে করে সুখী হয়েছে জন। এখন একটি ছেলে ও তিনটে মেয়ের পিতা। অথচ আয় বেশি নয়। ডুইট আইজেনহাওয়ার ছেলেকে উপদেশ দিলেন, তোমার খরচ কমাও। বাজে বিলাসিতা বন্ধ কর। সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দাও না কেন? ধরো দিনে যদি দু' প্যাকেট সিগারেট খাও, তাহলে দৈনিক ৭৫ সেন্ট খরচ হবে। মাসে প্রায় পঁচিশ ডলার। অথচ একটু কষ্ট করলেই এ টাকাটা তুমি বাঁচাতে পারো।

সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে জন। বারবারাও লক্ষ্যী মেয়ে। স্বামীর মাসিক সাড়ে ছ' শ' ডলারের মাথাই চারটে বাচ্চা নিয়ে সংসারের খরচ কুলিয়ে উঠছে।

স্ট্রী মামি। অদ্ভুত মহিলা। স্বচ্ছল পরিবারের প্রিয়দর্শিনী মেয়ে। বিয়ের আগে

পার্ট আর ক্লাবে যেতে ভালবাসতেন, শৈবত-নাচে ছিল অদ্ভুত আসক্তি। অসংখ্য ছেলের ভিড় তাই তাঁদের বাড়িতে অনবরত লেগেই থাকত। স্যান এন্টোনিওতে সপরিবারে বেড়তে গিয়ে দেখা হয়েছিল সেকেন্ড-লেফটেন্যান্ট আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে। এ ছেলেটি একেবারে অন্যরকম। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা, তারপর নয় মাস পর বিয়ে। 'হিনিমুন' করতে গিয়েছিলেন আইজেনহাওয়ারের বাপ-মায়ের কাছে এবিলিনের ছোট বাড়িতে। তারপর ফোর্ট স্যাম হান্টনের নিরালা দু-ঘরের ফ্ল্যাটে থেকে ক্রমশ দেশান্তরের কোয়ার্টার হয়ে অবশেষে হোয়াইট হাউস! ডেনভার শহরের অখ্যাত ছেলেদের মধ্যে যে কিশোরী একদা বল-ড্যান্স নাচত, আজ বৃহত্তম স্টেট-ডিনারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সঙ্গে তিনি সেই নাচ নাচেন। পরিপাক্ষর কত পরিবর্তন। আর, এই পরিবর্তনে তিনি কেমন নিখুঁত খাপ খেয়ে যাওয়া সিংগিনী।

পায়ে আঘাত পেয়ে মামি আইজেনহাওয়ার গিয়েছিলেন ওয়াশিংটন ওয়াটার রীড হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। যখন হাসপাতাল ছেড়ে চলে আসলেন, নীল পোশাক পরেছেন তিনি, মাথায় শাদা টুপি, আইজেনহাওয়ারের কনাইয়ে নিজের কনুই জড়িয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামছেন। ফটোগ্রাফার আর রিপোর্টারদের ভিড়। কে একজন চেঁচায় উঠল, 'আপনার সেই চেঁচ-জড়ান হাসি কই?'

'এখনও হারই নি, এই যে—'

মকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে চমৎকারভাবে হাসলেন তিনি, আর চেপ টিপলেন।

প্রাণচঞ্চল হারান নি মামি, যৌবন তেজ ফুরোয় নি ডুইটের। আইজেনহাওয়ার নম্রপতি অস্বাভাবিক আমেরিকার সবথেকে জনপ্রিয় নরনারী খবরের কাগজের সবচেয়ে বড় সংবাদ।

কিন্তু যতই সাধারণ ভাবেন নিজেকে, আইজেনহাওয়ার অসাধারণ। ঠান্ডা লড়াইয়ে সারা পৃথিবী যখন দু'শিবিরে বিভক্ত, পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষ যেখানে বিবাক্ত নাগিনীর মত ফুসছে, যে কোন মহাত্মে নিদারুণ ধ্বংসযজ্ঞের বোধন যেখানে সম্ভব, এক শিবিরের নেতা হিসেবে আইজেনহাওয়ার সেখানে অসামান্য। তিনি নিজেকে শান্তির সৈনিক রূপে বিবেচনা করেন। এ শান্তি কুরক্ষেত্রের শান্তি নয়, সংঘাতহীন সহ-অবস্থানের শান্তি। কিন্তু তিনি নৌভিল চেম্বারলেনের ভূমিকা গ্রহণ করতেও নারাজ। বিরুদ্ধের স্পর্শকাতক তিনি পরাক্রম দিয়ে পরাস্ত করতে চান। আইজেনহাওয়ার নাটকের নামভূমিকায় সৈনিক চরিত্র, একথা তিনি ভুলে যেতে বা ভুলে যেতে দিতে প্রস্তুত নন।

প্রথম অঙ্ক

অভিনয়মালা

জগন্মুখ

১৪

এতক্ষণ গর্জন গেছে, এখন বর্ষণ শুরু হল। রাগের পরে দুঃখের সুর ধরলেন বনবিহারী।

‘ভেবেছিলাম তোমাকে দিয়ে আমার মূখ উজ্জ্বল হবে—’

কাজেই একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে কাকিল। ভাগ্যিস চেয়ারে হাতল ছিল তাই তার উপরে রাখতে পেরেছে কনাই, আর সেই সূত্রে করতলে রাখতে পেরেছে চিবুক। সমস্ত ভাগ্যেই আনতে পেরেছে বাধাটা ও নম্রতার লক্ষণ।

‘বড় ছেলে দেবনাথ, তোমার দাদা, অমানুষ হয়ে গেল।’ কহকটা বা আত্মগত হাসান বনবিহারী : ‘ছেলেবেলায় কী যে এক অসুখ করল, তখন নষ্ট হয়ে গেল। কিছোঁতেই কিছু করতে পারলাম না। সমস্তা মাতৃকটাই পারলাম না পাশ করাতে। মাস্টার-ডাক্তারের কম চাললাম না, সব ভাসে যি হল।’

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল একটা থামলেন বনবিহারী। যেমনি বাসে ছিল তেমনি বিরল-বিরল বাসে রইল কাকিল।

‘লোকটা হারিয়েছিল তো বোকা হয়ে থাক। মাথাধারাপ তো থাক ঘরের কোণে বন্দী হয়ে। কিন্তু তুই বদ হতে যাস কোন সুবাদে?’ আবার হতাশার সুর ধরলেন বনবিহারী : ‘মিশল গিয়ে কিনা গুণ্ডার দলে। কত কিছু দরবে-করবে বলে কত-কত টাকা নিয়েছে আগে-আগে—পরে আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে আমার নাম করে নিয়েছে ধার, আমার দুনিয়াম করে ভিক্ষে—শেষে, শেষকালে শুরু করল বাস্তব ভাগ্যে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হল, দেবনাথ যদিও আমার ছেলে। শুকে যেন কেউ ধার না দেয়, ভিক্ষে না দেয়, এমন কি বাড়িতে ঢুকতে না দেয়—’ আবার থামলেন, সশব্দে নিশ্বাস ফেললেন বনবিহারী। বললেন, ‘যখন বিজ্ঞাপনটা দেখলাম কাগজে, মনে হল কালো কালির কাগজে ঐ বিজ্ঞাপনটাই শূন্য লাগে কালিতে ছাপা হয়েছে। লজ্জার লাগে কালি।’

‘দাদার সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থাটাই ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে।’ মূখ তুলল কাকিল।

‘আগাগোড়াই ভুল। শূন্য, দেবনাথের সম্পর্কে নয়, তোমার সম্পর্কে ও।’

‘দাদার কথা উঠেছে, দাদার কথাই হোক।

কী হয়েছে ওর বেলার?’ বনবিহারীর মূখের নিকে ভয়ে-ভয়ে তাকাল কাকিল : ‘তুমি বার-বার শুকে সদর দরজা দিয়ে বার করে দিয়েছে আর মা তাকে বার-বার খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকিয়েছে। তুমি ওকে জেলে পঠাতে চেয়েছ আর মা ওর হয়ে দিয়ে দিয়েছে জরিমানা।’

‘তুমিনিধারা তোমাকে যখন এ বাড়ির বার করে দেব তখন চোখ বুজলেন বনবিহারী : ‘কে জানি, তোমার মাই হয়তো আবার তোমাকে টেনে নেবেন কোলের মধ্যে।’

‘ককখনো না।’ পাশের বস্ত্রদার কাছে চিঠি লিখছিল গারহী, চোখ আর হাত কাগজে কিন্তু মন আর কান ঘরের মধ্যে, মহাশয় কককার করে উঠল : ‘ককখনো না যদি সুকান্তক ও বিয়ে করে। তখন একবার যে ও যাবে চিরদিনের মত যাবে।’

কথটা গিয়ে মাখল না কাকিল। আগের

খেই ধরে বললে, ‘দাদার সম্পর্কে আমাদের কোনো সুখ চিন্তা ছিল না। একটা সংস্কেই পরিবেশে ওকে কিছু একটা আমরা গড়ে তোলবার সুযোগ দিইনি। কেবল একদিকে তাকান আর পীড়ন, আরেকদিকে প্রশ্রয় আর ক্ষমা। অমানুষের অ-টা আর ঘোচাতে পারল না। আমরাই দিলাম না ঘোচাতে।’

‘তাই তো তোমরা উপরে নির্ভর। দেবনাথের পরেই তুমি, তুমিই বাড়ির দ্বিতীয়। তোমাকে তাই উচ্চ শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি বড় হবে, সংসারকে শ্রীমন্ত করবে। ফেরাবে দেবনাথকে। তোমার ছোট ভাইবোকাগুলির কাছে আদর্শ স্থানীয় হয়ে থাকবে। আমি জাঁক করে বেড়াব। ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকব না। ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তাকাব চারিদিকে।’

কণ্ঠে হাসল কাকিল। চোখ নানিয়ে বললে, ‘আমি মেয়ে। আমার কী সাধা।’

‘তোমার সাধা নয়? মেয়ে—মেয়েরা আজকাল কী না করছে, সমস্ত পেরোচ্ছে,

সুকান্ত ভট্টাচার্য

ছাড়পত্র **ঘুমেনই**

পূর্বাভাস **অভিধান**

দেবব্রত মূখোপাধ্যায়

ধারা থেকে মাছু

কয়েকটি চিত্র

অশোক ভট্টাচার্য

কবি সুকান্ত

সারস্বত লাইব্রেরী

২০৪, বনওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

নিউ স্ক্রিপ্ট প্রকাশিত বই

গঙ্গালোক সুবোধ ঘোষ	৪.০০
সজয় ভট্টাচার্য বৃত্ত ও অপর	২.৫০ ও ৩.০০
আত্মপ্রকাশ বিমল কর	২.৭৫
প্রবোধবন্দু অধিকারী প্রজাপতির বৃত্ত	২.৫০
ছেলেবেলার দিনগুলি পূর্ণালতা চক্রবর্তী	৩.০০
নলিনী দাস রা-কা-যে-টে-না-পা	১.৭৫

প্রকাশিত বা প্রস্তুত

প্রেমই ধনুস্তরি প্রেমেন্দ্র মিত্র	২.৫০
নিউ স্ক্রিপ্ট	
১৭২১০, রাসবিহারী আর্ডারনিউ কলকাতা ২৯	
এ ১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২	

পাহাড় ডিঙাচ্ছে, মরুভূমি পার হয়ে যাচ্ছে
পারে হেস্টে—বনবিহারী পিঠ খাড়া
করলেন।

‘সবাই-ই কি সব কিছু করতে পারে?
হতে পারে? সকলে কি হতে পারে খাঁসির
রানী?’ মারাবাই।’

‘তোমার জীবনে কোনো উচ্চাশা ছিল না?’

‘উচ্চাশা!’ কণ্টে আবার হাসল কাকলি :
‘তোমাদেরই বা কী ছিল আমাকে দিয়ে!
মধ্যবিত্ত ঘরের সামান্য এম-এ পাশ মেয়ে—
কী তার ক্ষমতা! বড়জোর একটা টিচারি
নয়তো মরুভূমির জোর থাকলে কোনো
আফিসে ক্লার্ক, বা শাস্ত্র করে বলতে গেলে

আসিস্ট্যান্ট। একটা সাধারণ মেয়ের পক্ষে
এর বেশি আর কি। এর বেশি ভাবতে
গেলেই উপন্যাস, আকাশকুসুম।’ একটু
সাহস ‘নেবার...জেনো বাইরের গাছ, আকাশ,
বাড়িঘর, লোকজনের দিকে তাকাল কাকলি।
বললে, ‘তা ছাড়া মেয়েরা রয়েছে পারের ঘরে
চলে যাবার জন্যে, তাদের ভায়ের ঘরকে
শ্রীমন্ত করবার জন্যে নয়।’

‘তাই, সেই পারের ঘরেই তোকে আমি
পাঠাতুম নিজের হাতে।’ বনবিহারী
উজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেন : ‘তুই সাধারণ হয়েই
থাকতিস। সব দেশ ঘুরে তোর জন্যে
আমি অসাধারণ বর নিয়ে আসতুম।

বাজারাজেশ্বর বর। সবাই চোখ উচু করে
তাকাত। আমার ছাপ ভরে প্যাণ্ডেল
উঠত। আলোয় আলোময় হয়ে যেত বাড়ি-
ঘর নবত বসত, থেকে-থেকে সানাই বাজত
দিন-রাত। পাড়ার লোকেরা জিগগেস
করত, কী হচ্ছে এ বাড়িতে? ‘রিটার্ড’
ডিশ্টিন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এম-এ পাশ মেয়ের
বিয়ে হচ্ছে। বর কে? সে কোন এক
কৃতকৃত্য দেবখি চল। চারদিকে পড়ে
থাবে তৈলাঠেলি। দেখতে যেমন সুপের্ব,
তেমনি স্বাস্থ্য-শীল। বিস্তে-বিস্মার
অগ্রগণ্য। যে সব আত্মীয় দেবনাথের বেলত
ঘণায় নাক কুঁচকে ছিল এবার তারা

শিগগীর চুল আঁচড়ে দাও খেলতে যাব —এখন হবেনা, দেখাচ্ছ না ব্যস্ত আছি!

ছোট্ট মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে মাকে চুল আঁচড়ে দিতে অনুরোধ করে কিন্তু
মায়ের সময় হয় না কারণ সংসারের নানান খুঁটিনাটি আর পূর্ততপ্রমাণ
কাজ। চুল সময়মত আঁড়াড়ানো হয় না তার ফলে চুলের সৌন্দর্য প্রতিদিনই
মান হ’তে শুরু করে। ধুলো ময়লা আর খুস্কী জমে চুলের
পাড়াগুলির মুখ বন্ধ করে দেয়। মেয়ে বড় হ’য়ে ওঠে কিন্তু তার
মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্য অগ্নে বজ্রিত চুলের রুদ্ধ প্রকাশে
অনেকখানি ঢাকা পড়ে যায়। এমনি ঘটনা প্রতিদিন প্রতি
ঘরেই ঘটছে। চুল মানুষের সৌন্দর্যের একটা স্বাভাবিক প্রকাশ
তাই তার যত সর্বপ্রযত্নে নেওয়া উচিত। ছোট্ট মেয়েদের
চুল দিনে অন্ততঃ দু’বার ভাল করে আঁচড়ে পরিষ্কার করা
উচিত। স্নানের আগে কয়েক ফোটা জবাকুসুম বেশ করে
চুলের গোড়াগুলিতে ঘষে দিন। জবাকুসুম চুলের খাত্ত
জুগিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।



কেশ তৈল

জবাকুসুম

লি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লি:
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

HALDANA JC 620



হিংসের নাক ফুলোবে। তুই তোর বাপকে তা উপভোগ করতে দিচ্কিনে? এবারও তারা নাক সরু করে চলে যাবে? ছেলে মানুষ হয়েছে, মেয়েকে সংপত্রস্থ করেছে। এইটুকু ছাড়া আর আমাদের কী মান আছে? আমার এই গ্রন্থাবলি মানটুকু তুই রাখবিনে? আমার মুখ উজ্জ্বল করাবিনে?

কতক্ষণ কথা কইতে পারল না কার্কািল। তার দু' চোখ ছলছল করে উঠল। শান্ত সিন্ধু স্বরে বললে, 'আমার মুখ উজ্জ্বল হলেই কি তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে না বাবা?' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠ পড়ল, বারান্দা এঁড়িয়ে চলল আরেক দিকে।

'শোন—' হাঁকার ছাড়লেন বনবিহারী : 'শুনে যা—'

অনড় হয়ে গাড়িয়ে বইল কার্কািল। 'শোন। তবু যদি তুই ঐ অপসংখ্যিক বিয়ে করিন তবে জানাবি আমাদের সংগে তোর আর সম্পর্ক থাকবে না, আর কোন-দিন পথ ভুলেও আসবি না এ বাড়িতে। কি, মনে থাকবে?'

কার্কািলকে দেখা গেল না। শোনা গেল না হাঁ—না কোনো শব্দ।

'স্বাক্ষরপাণ্ডে ডাকো।' ঘরের মধ্যে ঢলে এস গবেশী।

কার্কািল বেশ আর কেথায়, ইঞ্জিনিয়ারের হাতলটা হাতে চতুম্বরলেন বনবিহারী। সংক্ষেপে সেরা বল আর তাকে পাবেন না এ ব্যক্তি প্রত্যেক মুখে কটু উল্লস, সখে চক্করের নম্রতা মনে না। অন্যতে পাবার দক্ষতা। বললেন, 'কি, কী না জানি নাম তোমার চাকরের।'

'ওকে নয়, বিজনকে পাঠাচ্ছি।' তড়িতটি ঢলে এস নরনাথ। ব্যাপার কী?

'আমার একতলাটার জন্য ভাড়াটে দেখ।' উপর উপর প্রায় ছাড়ুড় মারলেন বনবিহারী। 'সে কি?' নরনাথ থমকে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, একতলাটা ভাড়া দেব। আরো একজন সরছে। এত লাগগা দিয়ে আমাদের কী হবে? উপর বা আছে তাহাট্টী কুলিয়ে যাব আমরা।'

'নিচটা ভাড়া দেবেন বলে তো এ বাড়ি টের হয়নি—' কী একটা হেঁয়ালির মধ্যে পড়ল নরনাথ, এলিক-ওলিক তাকাত লাগল।

'তখন হয়নি এখন হবে। একজন কণ্ট্রাক্টর ডাকো। তার আগেই ভাড়াটে দরকার। ভাড়াটে এসে গেলেই এ বাড়িতে হাণ্ডগাম হুজুত হতে পারবে না। তরা নির্মাণ টেকাবে। বলবে, নতুন ঢুকছে, ছাড়তে পারব না ঘর।'

'কী ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।' নরনাথ মুখ-চোখ হতাশ করল : 'কে সরলো? কেনই বা হাণ্ডগাম হুজুতের ভয়?'

'কার্কািলর কথা শুনেছ?'

'শুনেছি। বিয়ে করতে চায়। সে তো খুব ভালো কথা।' সুস্থ হয়ে এতক্ষণে বসল নরনাথ।

'ভালো কথা! কাকে চায় তা শুনেছ?'

'শুনেছি।'

'ও কি একটা পাঠ?'

হাসল নরনাথ। বললে, 'এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত ইয়ারলেভেন্ট, অবান্তর। হয়তো বা আমাদের একতিয়ার, জুরিস-ডিকশানই নেই।'

'নেই? না, আছে।' ইঞ্জিনিয়ারের হাতলটা মূর্তি করে ধরলেন বনবিহারী : 'গায়ের জোরের কাছে আবার আইন কী! তুমি যে করে পারো এ বিয়ে ঠেকাও। কিছুতেই হতে দিও না।'

খানকক্ষ চূপ করে থাকল নরনাথ। পারে বললে, 'কেন, হতে দেব না কেন? হতে দিলে দেখ কী কোথায় বাধছে? কোথাও না। না ধর্ম না সমাজে না কোনো আচার-বিচারে।'

'সেটিমেণ্টে?' ম্যাটা করা ডান হাতটা কাঁপতে লাগল বনবিহারীর।

'আইনের কাছে সেটিমেণ্টের নাম কী।' পারের উপর পা তুলল ভগিণী শিখিল করল নরনাথ : 'অপনি মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছেন সবলক হবার সুযোগ দিয়েছেন, আর আইন তাকে তার গণিতের মধ্যে যতক বেশি বিবেক করার অধিকার দিয়েছে। যা বেআইনী নয় তাকে আপনি বাধা দাবেন

কী-কার? আর বাধা দেওয়ার মধ্যে নীতিই বা কোথায়? ওরা ইচ্ছে করলে আইনমত রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে এসে বলতে পারত, অন্যপায়, এক নিশ্বাসে সন্তকান্ত রামায়ণ শেষ করে এসেছি, তখন কী করত পারতেন? আর এখনও হত বাধাই দিই ওদের রেজিস্ট্রি আটকাতে পারি এমন আমাদের কেস নেই। সুতরাং যার বোকা সে বুঝবে। যার নির্বাচন সে জানবে কেমন মস্ত্রী এনে বিনিয়েছে গণিতে। আমাদের কথা এখানে বিচারে না। পুঠার কথায় ঝোল রান্না হয় না কোনেনিন।'

'কিছুটা পাঠ—সোকে যখন জিগলোস করবে, পাঠ কে, বলতে পারবে, একটা ডাম মূল, সমবয়সী এক কলেজের ছাত্র, বেকার—ছি, ছি, ছি।'

'বা, পাঠ এমন খসত কী! নিমেন একটা লেকচারার তো হবেই—'

'তা হওয়ার পর করলেই হত। এত হুতদন্ত হবার কী হয়েছিল?'

এখানে নরনাথের একটা ব্রেন-ওয়েভ—মিস্ত্র-তরণা—এল। সব সংক্ষেপ করে দেওয়া দরকার। অনিবার্য করে দেওয়া দরকার। এত কম-কোলাহলের দরকার কী! বিয়েই তো করতে চাইছে—আর কিছু তো নয়। সবচেয়ে বা সভা, সবচেয়ে বা শাস্ত্রীয়। আর তবুই তো সব রাখে, সব ঢাকে, সব সংশোধন করে, তার আর কী ডাবনা!

'হ্যাঁ, এই তাত্ত্বিকটিই জানি কী

● শান্তি-র আবার নতুন বই বের হল ●



মন্মথনাথ গঙ্গুল

কাঁকোরা বড়যন্ত্রের স্থাতি

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভের দুঃখিনীর আকাঙ্ক্ষার ভারতের তরণ-তরুণী যে সম্ভ্রাসবাদের বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল—যার ভয়াবহতা ও বিজ্ঞানসম্মত বিধিবাদবাণ ও নিঃশব্দতার বৃষ্টি সমাজের ভিত্তি নড়ে উঠেছিল, 'কাঁকোরা বড়যন্ত্রের স্থাতি' তারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। লেখক শ্রীমন্মথনাথ গঙ্গুল বিখ্যাত কাঁকোরা বড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান আসামী ছিলেন। অল্প বয়সের জন্য ব্রিটিশ শাসন তার গলায় ফাঁসি রক্ষা পুরাত্তে সক্ষম না হলেও সুদীর্ঘ জেদ বহুত তার সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাইই রোমাঞ্চকর কাহিনী। উপন্যাসের মত পড়তে পড়তে আপনারও কি গবে বকে জর উঠবে না? আপনারও কি ভারতের ছেলেমেয়েদের জন্য একটিবারও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠবে না? ৩.০০ ৥

শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

রকম!' গাল চুলকোজো নরনাথ : 'মশে হচ্ছে কোথায় ডিফিকাল্টি আছে—'

'ডিফিকাল্টি আছে!' ইংগিতটা যেন অমায়্যসেই বুঝতে পারলেন বনবিহারী। খাড়া পিঠ এলিয়ে দিলেন ইজিচেয়ারে। সাদা শন্যো দৃষ্টি মেলে বললেন, 'তাই!'

'হ্যাঁ, আর গতব্তর নেই।' তোলা

মেঝের উপর নামিয়ে আনল নরনাথ : 'তা, পাঁটা যখন রামাই হচ্ছে তখন তাকে ঘাড়ের দিকেই কাটুক বা লেজের দিকেই কাটুক কিছু এসে যায় না।' কোঁচায় ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল নরনাথ : 'এখন শূভসা—'

'শুভসা?'

'হাঁ বলতে চান, অশুভ, তবে অশুভনা।'

নরনাথ হাসল : 'কিন্তু শীঘ্রই সবামস্থায়। তাই অশুভস্য শীঘ্রং।'

'তুমি যা করে পারো, নমো-নমো করে, উদ্ধার করে দাও।' এক পাশে দেয়ালের দিকে ঘাড় কাত করলেন বনবিহারী : 'বিয়ে যদি হয়, আর এখন না হয়ে উপায় কি, তোমার ওখানেই বন্দোবস্ত করো।'



টেলিফোনে অনেক তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাম বিল করা হয়

প্রাপকের টেলিফোন নম্বরে আপনার টেলিগ্রাম পাঠান। যেমন ধরুন

বামনাজী
টি, এক, ৩১৩৭০
নিউ দিল্লী

টেলিগ্রাফ অফিসে টেলিগ্রাম পৌঁছোমাত্র সেটি টেলিফোনে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হবে। পিয়নের মারফৎ বিল করতে হলে যে দেরী হয়, এতে তা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

এতে খরচও বেশী নয়—টি এফ এই উপপদটি নিয়ে টেলিফোন নম্বরে একটা শব্দ ধরা হয়। যে সব জায়গায় টেলিফোনের বালিস্তা আছে সেখানেই শুধু এই স্ববিধে পাওয়া যায়। টেলিগ্রামের একটা নকল সেইদিনই প্রথম ডাকে প্রাপকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ফোনে আপনার টেলিগ্রাম জেনে নিন

প্রেরক যদি কোন ফোন নম্বর না দিয়ে দেন তা সত্ত্বেও কোম কোম সহরে আপনি ফোনে টেলিগ্রাম পেতে পারেন। টেলিগ্রাফ অফিসে আপনার কোন নম্বর রেজিস্ট্রী করিয়ে নিন। তারপর থেকে আপনার সমস্ত টেলিগ্রাম ফোনে জানিয়ে দেওয়া হবে, পরে তার নকল পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আগ্রা, আইমেলবাদ, এলাহাবাদ, অমৃতসর, বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলিকাতা, কোয়েম্বাটুর, দিল্লী, ইন্দোর, কানপুর, যাজ্ঞিক, নাগপুর, মুম্বই, সেলেম ও সেক্সাবাদে এই সুবিধে পাওয়া যায়।

আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন,

ডাক ও তার বিভাগ

টিমটিম করে, নেহাত য়েটুকু না হলে নয়, ততটুকুও দায় সাঝো। যা লাগে আমি দিয়ে দেব।"

"তার জন্যে ভাববেন না। কিন্তু আপনার প্রথম মেয়ে, আপনার প্রথম কাজ—আপনার নিজের বাড়িতে হলেই তো ভালো ছিল। দোকান ভিতরের কথা আর কী জানবে, তারা দেখবে আপনাকে—"

"না, আমার বাড়িতে নয়, আমার সামনেতে নয়। আমার সামনেতে হলে আমার প্রেসাব বাড়বে, আমি টলে পড়ে ঘাব মারিতাম। তাছাড়া আমার বাড়িতে ভাড়াটি বসবে, ছাদ এজমালি হবে, তারা বরদাস্ত করবে না এসব হটগোল। না, আমিও করব না।" নিজের পারে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়বার চেষ্টা করত করত লাগলেন বনবিহারী : "এ বিয়ে, এমন বিয়ে আমি মানি না। কার্কালকে বলে দিয়েছি এ বাড়িতে তার স্থান নেই। ভূমিও আরেকবার তাকে মনে করিয়ে দিও।" উঠে দাঁড়বার চেষ্টা করে ডেও পড়ে চেয়ারে ছড়িয়ে পড়লেন বনবিহারী।

"দেখিও ডোক দিচ্ছি, আপনি বসুন।" হঠাৎ পারে ধেরিয়ে গেল নরনাথ, আর কার্কালকে ছোট ঘোম পাতিলির কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে ওঁরিকর মোট ঘরে ধরলে কার্কালকে।

"এ কি, কোরুছ?" জিগগেস করল নরনাথ।

"হ্যাঁ এই একটু,—" দান রংগায় ধাককা কার্কাল।

"কোরুছ" জানার মত দুই চোখে জোড়ি আনল নরনাথ। বললে, "এসিকে অনেকটা কাগিয়েছি।"

"দাঁড়া?" এ যেন প্রায় আশংকাতক শুনতে কার্কাল।

"হ্যাঁ, বিয়েটা আমার বাড়িতেই হবে আর কিছু খরচও উঠি দেবেন।"

"তা হলে আসো চললো, বসাই বাজবে।" হঠাৎ পরা ছোটু খুকির মত কসমল করে উঠল কার্কাল : "সেজেগুতে আসবে সব লোকজন?"

"দেখি কতদূর কী করতে পারি।" যেন অনেক দূরই করতে পারে এমন ভাব করল নরনাথ।

"এখন তোমাকে আরেক কাজ করতে হয়।" কার্কাল দরজার কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, "ও পাচ্ছি গিয়ে যথাবিধি কথাটা পাড়তে হয়। মানে কথাটা স্বেচ্ছা করতে হয়।"

"হ্যাঁ, আজকালের মধ্যেই যাচ্ছি।" নরনাথ তার ডুরতে কণ্ঠনের খেলা খেলল। বললে, "আর, সব সংক্ষেপ করে দিয়ে আসছি। এমন এক পাঁচ কষব যে বাছা-ধনরা টাটকা করতে পারাবেন না, সুড়সুড় করে বিয়ের আসরে এসে ছাড়ির দর।"

কিছুই বলল না কার্কাল, তবু সরল প্রাণে হাসল। বাধাবিপদ সব বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। পথঘাট সুগম, এই যেন তার শরীরের দিনে আরামের রোদ।

গায়ত্রী এসে দাঁড়াল বনবিহারীর কাছে। স্নানের তোড়জোড় করতে হয় এখন।

বনবিহারী বললেন, "নর, কার্কাল সম্বন্ধে কী একটা ইঙ্গিত করে গেল—"

সর্বশরীরে শিউরে উঠল গায়ত্রী : "কী ইঙ্গিত?"

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট করলেন বনবিহারী।

"ছি ছি ছি, শতকণ্ঠে না-না-না করে উঠল গায়ত্রী : "ও কী কথা! আমি ম আমার লক্ষ্য নেই?"

"আমিও তাই ভাবছিলাম।" বনবিহারী আমবস্ত হলেন : "কার্কাল কি এত ঘোব এত হালকা এত লক্ষ্যুছিছাড়া হতে পারে তবে নর, ওরকম করে বললে কেন?"

"ও বললেই তো হবে না।" বিরক্ত-আরা মুখ গায়ত্রী : "যে বেশি কথা বলে ত

বঙ্গ সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত

— কার্যকরান বই —

• যা একান্ত প্রিয়জনের হাতে তুলে দেবার মতো

• যা দেশের বিভিন্ন পাঠাগারে রাখবার মতো

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রূপমতী [২.৫০]

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বেলকুণ্ডি [২.৫০]

মহাত্মা অস্থিনী দত্তের

কর্মযোগ [২.০০]

প্রেম [২.০০]

বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত

সহজ ছন্দী শেখবার অপরূপ সুযোগ

রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্তের মূল্যবান হুমিকা সম্বলিত

ক্ষীরোদবুমার দত্তের

সহজ রাষ্ট্রভাষাবোধ

[১.৬২ ন. প.]

[বিশ্ব, আনন্দবাজার, রূপমতী প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকার উচ্চপ্রশংসনো]

বাঙালী নরনারী চাকরী ও চাকরীপ্রার্থীদের হিন্দী শিক্ষার

সহজ উত্তীর্ণ করতে সহায়কারী পুস্তক।

— পরিবেশক —

বঙ্গ বুক স্টল

১০, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

॥ সংস্কৃত সাহিত্যে অনন্য ॥

শুদ্ধকের মুচ্ছকটিক ৪-৫০

সংস্কৃত সাহিত্যের পটভূমিতে প্রায় দু' হাজার বছর আগেকার ভারতের এক নির্বৃত্ত সমাজিক চিত্র। একাধিক সোহোপজীবিনীর সমাজিক মহাদালাভের সংঘাতের ব্যস্ত-ধর্মী সাংগঠনিক কাহিনী। মূল সংস্কৃত থেকে আধুনিক বাংলায় মুচ্ছ ভাষ্যভরণ।

অনুবাদ : শ্রীশঙ্কর দাশগুপ্ত (সবু বসি)

যাকরণ ও ভাষা বিচার : অজিত ভট্টাচার্য্য কাব্য-লোকরণ-পরিচয়

গ্রন্থ পরিচালনা : শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যাপক নিউজিওর্জি, অরুণ আসহোষ সংগ্ৰহালা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কালিদাসের শকুন্তলা ৫-৭৫

আধুনিকতম প্রামাণিক অনুবাদ। ওখানা বহুবার চিত্রিত ১২খানা মূল্যবান অটু চিত্র। শ্রী দাশগুপ্ত অসাধ্য সাধন করেছেন। তার অনুবাদ মুচ্ছ, সুন্দর, অগাধোড়া গতিশীল। তাছাড়া নটকীয় চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য প্রতিটি সংলাপ চিত্রিত সঙ্গত মানবোপায় দিয়েছেন। তার অনুবাদ থেকে হারা কালিদাসের সমাজিক ব্যাচ বহিষ্ঠির সঙ্গে পরিচিত হবেন, তাঁরা মহাকবির অনেকটুকুই অবিকৃত আকারে পাবেন।

(মুদ্রাস্তর—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত)

চিত্রায়ত সাহিত্য :

১৬ এস. ডোডার সেন, কলি—২৯

প্রাপ্তিস্থান : ম্যাগনাল বুক একোস্ট্রী দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, ডি-এর লাইব্রেরী ও অন্যান্য স—

অমনি বানিয়ে-বাড়িয়েই বলে। ও ভেবেছে অমনি 'করে বললেই হয়তো তোমাকে সহজেই রাজি করাতে পারবে। কিন্তু ও জানে। আমি আছি।'

'তুমি আছ।' মাথার চুলে গায়ত্রীর তৈলাক্ত হাতটা নড়াচড়া করছিল, সেটা সবল স্নেহে আঁকড়ে ধরলেন বনবিহারী। চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কার দলে?'

'তোমার।' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চুলে আবার বিলি কাটতে লাগল গায়ত্রী। বললে, 'কাকিল ভেবেছে ওর জেদই জয়ী হবে। কিন্তু ও জানে না ওর ঐ জেদ উত্তরাধিকার-সূত্রে আমার কাছ থেকেই পাওয়া।'

বনবিহারী বললেন, 'কিন্তু তুমি বলতে পারো ও ঐ দুঃস্থ ছশাছাড়া ছেলেটাকে সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করার জন্যে খেপেছে কেন?'

'স্পর্ধা। শ্রেফ অহংকার। ও বলতে চায় প্রেমের মতো সম্পদে নয় কৃতিত্বে নয়, প্রেমের মূল্য প্রেমে। আর যে দুঃস্থ তাকে যদি ভালোবাসাই যায়, তবে তার সঙ্গে ঘর করতে দুঃখ নেই। যদি অবস্থা স্বচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তবে সেটা স্বচ্ছলতাকেই ভালোবাসা হল, ব্যক্তিটাকে নয়।'

'চাইন্ডিস।'

'ও বলে, যদি ধরো, অপেক্ষা করা সত্ত্বেও লোকটার অবস্থা ফিরল না, তা হলে কি আমি ফিরে যাব, আমার ভালোবাসাও ফিরে যাবে? গরিব কত কিছু থেকেই তো বঞ্চিত, শেষ পর্যন্ত ভালোবাসা থেকেও বঞ্চিত হবে? গরিব বলে অকৃতী বলে কেউ তার সঙ্গে ঘর করবে না?'

দুঃস্থ অপরিচিতের জন্যে তার এত দয়া, দুঃস্থ বাপের প্রতি তার দয়া হবে না? মেয়ের জন্যে মন আবার হঠাৎ নরম হয়ে গেল বনবিহারী। তিনি গলা ছেড়ে ডাকতে লাগলেন কাকিলকে।

পটাল এসে বললে, 'দিদি বাড়ি নেই।' 'বেরিয়ে গেছে?' স্ত্রীর দিকে নালিশের চোখে তাকালেন বনবিহারী : 'যখন তখন বেরিয়ে গেলেই হল? এটা বেরবার সময়? কাউকে বলে যাবে না?'

'তুমিই তো বলেছ এ বাড়িতে তার স্থান হবে না।' বললে গায়ত্রী।

'সে তো এখানে বিয়ে হলো। তা বিয়ে তো এখনো হয়নি। যখন সাতা কোনো ডিফিকাল্টি নেই, বাধাবাধকতা নেই তখন বিয়ে তো শেষ পর্যন্ত না-ও হতে পারে।' পটালির উপর মথিয়ে উঠলেন বনবিহারী : 'কোথায় গেছে এ অসময়?'

'তা আমি কী জানি।' পালিয়ে গেল পটালি।

গেছে আর কোথায়। গেছে মার্কেটে, গোল চত্বরে।

একটা ওজন নৈবার ঘণ্টের উপর দাঁড়িয়ে সুকান্ত। হাসতে-হাসতে পাশ থেকে কাকিল এসে হাজির। বললে, 'হঠাৎ ওজন নৈবার দরকার হল কেন?'

'দেখি বাড়ল কিনা।'

'বাড়বে? তুমি তাই আশা কর?'' কাকিল অধিক হয়ে বললে।

'ফার্সিকাটে লটকাবার আগে কার, কার, নাকি বেড়েছিল শুনছি। ফোকরে আনি দিল সুকান্ত।

'ফার্সিকাট।' চোখ কপালস্থ করল কাকিল।

'তা ছাড়া আবার কি। বিয়ে করে সংসারে ঢোকা মানাই ফার্সিকাটে লটকানো।' কাকিল কৃত্রিম নিয়ে চোখ বুলালো সুকান্ত। বললে, 'হ্যাঁ, যা বলেছি, ঠিক বেড়েছে। বাড়তেই হবে। এবার তুমি ওঠ।'

কুণ্ঠিত হয়ে সরে গেল কাকিল। বললে, 'আমার দরকার নেই।'

'দরকার আবার কার আছে।' নিম্ন এসে সুকান্ত।

'সেই একবার একপাকের দরকার হয়েছিল।' ফার্সিকায় বলতে লাগল কাকিল। 'সেও এই বিয়ের ব্যাপারেই। মেয়ে দেখতে রোগা, বলছিল বরপাক। রোগা বলছেন কেন, বলুন কৃষ্ণ, এ সাক্ষী কন্যাপাকের। বেশ ওজন করলেন চলুন। চলুন, ঠিক স্ট্যান্ডার্ড ওয়েটের মতো আমাদের। আরেক নিয়ে আসা হল মার্কেটে, এইখানে। গ্রাউন্ডের মাথা গুলেছের চিল নিয়ে মেয়ে দাঁড়াল ওজন নিতে। একেবারে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েট, কাটায়-কাটায়।'

'পুরোনো গল্প। কিন্তু তোমার ভয় কী! তোমাকে চিল নিতেও হবে না চিল দিতেও হবে না। যেমনটি আছ তেমনি—'

'তোমার ওজনেই আমার ওজন। তোমার ঐ কার্ডে আমাদের দুজনের ওজনই একত্র যোগ করে লেখা হয়েছে।' কাকিল চমকে শব্দ করল : 'এ সব কথা থাক। কাজের কথা—'

'হ্যাঁ, কাজের কথা। তারই জন্যে তো ডেকেছি তোমাকে। কই তোমাদের বাড়ি থেকে সরকারী প্রস্তাব এল কই? সুকান্তও পা মেলাল।

'নরুকা আজকালের মধ্যেই যাবেন।'

'নরুকা?'

'হ্যাঁ, বাবা খলহসেতর চেয়েও বেশি, পিস্তলহসত। নরুকার বাড়িতেই হবে।'

'কী হবে?'

'আহা, যেন বলতে পারি না। বিয়ে হবে।'

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের

কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার

(অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের ভূমিকা সহ)

মূল্য : ২.৭৫

প্রাচীন কাব্য

সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন

(ডঃ শ্রীশাশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা সহ)

চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসামঙ্গল, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণসং, কেতকালাস কেমানন্দ, স্বিজমাধব, মুকুন্দরাম, আলাওল, মৈমনসিংহ গীতিকা, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস সম্পর্কে বিস্তৃত ও অভিনব বিচার-বিশ্লেষণ। প্রাচীন কাব্যপাঠক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রী এবং গ্রন্থাগারের পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্থ।

মূল্য : ৮ টাকা

গ্রন্থনিলায়, ১৭২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬



উত্তমরূপে চক্ষুসরীক্ষা ও
আধুনিক রিভিসনয়ড চশমার জন্য

ক্যালকাটা অপটিক্যাল
কোং প্রাইভেট লিমিটেড

প্রতিষ্ঠান: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু এম.বি.
৪৫, আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলিকাতা-১



ফোন ৩৩-৩১২৭

ক্যালকাটা

‘শুধু এটুকু?’

‘না। মুখচন্দ্রিকা। মালাবদল। সম্প্রদায়।

মল্ল। যজ্ঞ। সংতপদী। অগ্নিসাক্ষী—

শিলাসাক্ষী। শঙ্খধ্বনি, হুলস্রব। আমি

কি-সব জানি?’ হেসে ফেলল কাকলি।

‘জানো না? আমি সব জানি।’

‘কী জানো?’

‘তুমি ভয়ানক সেকেলে। আর তারই

জনো যত গোলমাল।’

‘শোনো, সবচেয়ে গোলমালের যে ভয়

করাছি তা হচ্ছে প্রস্তাবের পর তোমাদের

বাড়ি কোনো দাঁব করে না বসে।’

‘তা করতেই তো পারে।’ সুকান্ত বললে

নিশ্চিন্ত সুরে, ‘নগদ টাকা না হোক,

ফার্নিচার, বাসনকোসন, রেডিও, সেলায়ের

কল, সাইকেল—’

‘থামো।’

‘অন্তত সোনার বোতাম না হোক, একটা

ফাঁড়ি আর ফাউন্টেন পেন তো দেবে আমাকে।’

‘ক্যাচকমা দেবে।’

‘কিন্তু মার নমস্কারী শাড়ি খান তিরিশ—

এ ঠিকানো অসম্ভব।’ মুখ গম্ভীর করল

সুকান্ত।

‘এ তুমি... মার ছেলে, তুমিই ম্যানেজ

কোরো।’

‘দেখি কেশবের কী পারি। তুমি তোমার

নরকাকাকে শুধু নৈমন্তিক পট্টা ছাঁপতে

বলো। তারপর একটা শব্দ, সমিধানো

খাটানো আর একটা রোশনাই। কি গো,

সানাই একটু বাজবে, করতল করবে?’

‘করবে। কিন্তু তার আগে তোমার কেরা-

মতিটাও দেখিও। তোমাদের দিকের সব

শান্ত সত্য সংঘত রাখার কেরামতি।’

করণ চোখে তাকাল কাকলি।

‘কিন্তু আসল কেরামতি নরনাথের। মূল-

কথা বলার পর যখন অশান্তির কথা প্রদ

ওঠে-ওঠে, তখন নরনাথ ভূপনবাবুর কানের

কাছে মুখ এনে বললে, ‘এ বিয়ে না হতে

দিয়ে আর উপায় নেই।’

ভূপন হাঁ হয়ে রইল।

‘হ্যাঁ, ডিস্কাণ্ট হয়েছে। এখন নেয়ার

ইজ্জ নে গোটং এওয়ে। একটা কুমারী

মেয়ের মান। আর আপনার ছেলে, নরনাথ

সাহস করে চাইল সুকান্তের দিকে : ‘পার্ব-

স্বস্তি তুং-টল-টল-বাঁটি উড়ছে।

হি হাজ্জ অউমড ইট আপ।’

কেউ একটা শব্দ করতে পারল না।

হাসলে না কাঁদলে রক্ততে না পেরে সুকো

নাথ হেঁট করে চলে গেল ঘর থেকে।

‘তবেই বুঝতে পারছেন, যেমন তো

কর নমো নমো করে এ বিয়ে এক্ষণি সে

ফেলা দরকার।’ উঠে দাঁড়াল নরনাথ :

বিস্মিতে দাঁড়ানোয়ই কি, সোকাগোঁকিক

বা কি।’

‘নিশ্চয়, নিশ্চয়, কোনো রকমে হান রা

প্রাণ রাখা।’ যথার্থটি আবার সেলাসে

মধ্যে ডুবে গেল ভূপন : ‘তাড়তাড়ি ি

ঠিক করে শাড়িকাজী সম্পন্ন করান।’

‘আমরা আছি।’ হোমন বললে।

এবার নরনাথকে গায়ত্রী ডেকে পাঠাল

ভূমি আমার মেয়ের নাম মিথো কলণ

রটাচ্ছ কেন? কোথার রাগবে, কেনে ফেলা

গায়ত্রী।

দু হাত জোড় করে নমস্কার করল নর

নাথ। বললে, ‘এ কলং নয় বৌদি, এ

কৌশল। এ কৌশলের উদ্দেশ্য বিরোধী

অনিবার্য করা, নিবারণ করা, নিরুপস্থ

করা। এ কৌশলে কাকলির লাভ ছাড়া ক্ষতি

নেই। যে কৌশল ঈশ্বর ধন পাওয়া

তাকে কি কলং বলে? তাকে অলংকার

বলে।’ (ব্রহ্ম)

শুন বরনারী

সুবোধ ঘোষ

মানুষ দুখ পায়, কিন্তু দুখ হরণের মন্ত্রও
সে জানে; বিরহের যন্ত্রণাক্রান্ত অস্ত্রের
দিল্লিরে আনন্দের পথেই তার নিহা
অভিসার। এই পরম তবুই হৃদয় নরনারী
কৃষ্ণিকার জীবনে একদিন সত্য হয়ে
উঠছিল। একটি সংজ্ঞা মানুষের সংজ্ঞা
ভালবাসার আলিঙ্গনেই তাই তাকে এসে
অকস্মিকভাবে করত হারিয়ে। দুখ থেকে
আনন্দ, বিরহ থেকে মিলনে উত্তরণের এ
এক পরম সুন্দর ইতিহাস। দাম তিন টাকা।

— সুবোধ ঘোষের অন্যান্য বই —

ডোরের মালতী—২.০০ || নিতাসীদুর

—৩.০০ || কুসুমের—২.৫০ ||

মনোমুকুর

সমরেশ বসু

সাহিত্যের দাবীকে সম্পূর্ণ সম্মান করেও
তার মধ্য দিয়ে আপন বক্তব্যকে একটি
বালিশ সূত্রের প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে
সেবার সাধনায় একালের সাহিত্যিকদের মধ্যে
বারা রত আছেন, সমরেশ বসু, তাঁদের
অন্যতম। শক্তমান ও মৌলিক গুণসম্পন্ন
এই লেখকের এই প্রথম নিঃসন্দেহে বাংলা
সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। সুন্দর
প্রচ্ছদ। দাম আড়াই টাকা।

মেঘরাগ

— নারায়ণ গণ্ডোপাধ্যায় —

নিজনি ছাউনি-হিলের অনন্ত প্রাকৃতিক
সৌন্দর্য্য আকর্ষণ করনি কৌশিক ঘোষকে।
হিহি এখানে, এই জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন বন
হীন শৈলনিবাসে এসেছিলেন জীবনের প্রথম
পরাক্রমের প্লাসি ভুলবার আশায়, কিন্তু
এখানেও তারক জড়িয়ে পড়ত হেল।
শক্তমান লেখকের এই ছোট উপন্যাসটি
আপনার ভাল লাগবে। বিনামূল্যে প্রচ্ছদ।
দাম আড়াই টাকা।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই

সরোজ বারুইচৌধুরী—

আকাশ ও মৃত্তিকা—৩.৫০

মিহির অচ্যব—জ্যোতিষ আলো—২.০০

অশীষ বসু—সোমাল দিন—২.০০

জ্যোতির্গঙ্গা নন্দী—গান্ধীওয়াল—২.০০

ক্লাসিক প্রেস

৩।১এ, শ্যামাচরণ লে স্ট্রীট, কলি-১২

বিদিশার নিশা

— শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় —

সে বিচিত্র মানবজাতির জীবনে বিদ্যেবর্তী-
বিদ্যেবর্তী বিদিশা জেরেছিল তার অশ্রু
ছায়াখানি, তারই হিসাব নিয়ে বসন্ত
আজকের কয়েকটি চলচ্চিত্র। মানুষ এই
এককালেরই অবিদ্যাবলে ঘুরে। অবিদ্যাবলে
মাকড়সি ধরাতে তার বাঁকে বেয়ে উঠল
বৈষ্ণবতন্ত্র, তারের মাঝে আঁড় বাকি রাত
নামে বিদিশার ময়লা নিয়ে। বিচিত্র কয়েকটি
নরনারী ইতিহাস আর আজকের জীবনের
এক পিক লেখক উপন্যাস কবিতার এক
বিচিত্র জীবন সত্যিক। সুন্দর প্রচ্ছদ।
দাম তিন টাকা।

কুসুমের মাস

— সন্তোষকুমার ঘোষ —

তীব্র শব্দে আনন্দ নেই, শব্দে যন্ত্রণাও
নেই। কুসুম যেমন বর্ণিতরের অন্তরেই শব্দ,
তাকে না, কবীর যন্ত্রণাও থাকে। কুসুমের
মাস—এ আনন্দইহলগময়। সেই সামগ্রিক
জীবনেরই অশ্রু চিত্র আঁকা হয়েছে;
অনন্দ হার পূর্ণতা কিন্তু যন্ত্রণায় হার
তবুও। এ বইয়ের থেকে সন্তোষকুমার ঘোষ,
জীবনের নতুন মাসকালের প্রকাশে বার
জড়িয়ে নেই। আশা—সুন্দর প্রচ্ছদ।
দাম আড়াই টাকা।

জীবন - বেদ

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

নিভৃত মাদুর মেলে যখন ভাবতে বসি—
জীবনের কটা পাতা কালের ধুলোয় ভরে যায়।
মনে আসে যায় কতো সোনার সকাল
উজ্জ্বল মাদুর, কতো বিকেলের লাল,
তাদের তাড়িয়ে নিয়ে কালের রাখাল
হ'য়ে গেছে অতীতের ভূত।
জীবনের রঙ্গমঞ্চে বেদনার বিদ্যুৎ
ক'রে গেলো কতোবার মর্মাস্ত কৌতুক।

অতীতের ভূত হ'য়ে এ-প্রাণের শূন্য কক্ষে
ফেলে গেছে তারা কতো উত্তপ্ত নিশ্বাস।
তারি তাপে ঝলসালো
জীবনের ফাশ্বনের, আশ্বিনের মাস।

শৈশবের, ক্রৈশোরের, যৌবনের যতো লঘু দিন।
সুন্দর সুরেলা আর রঙিন, রঙিন—
হারায় মর্মর; হয় বিবর্ণ, ম্লান
সব স্মৃতিচিহ্ন; হয় অবসিত চিরাভাস্ত গান
অনাগত ভবিষ্যেও তাদের নিষ্ঠুর হাত
কতোবার ক'রে গেছে ফুর ছায়াপাত
একথা যখনই ভাবি অপচিত জীবনের
কটা পাতা আরো যেন কালের ধুলোয় ভরে যায়—
এই তো জীবন-বেদ
কালের ধুলোর ক্রেদ
মিশে থাকে মেদে, মজ্জায়।

পাতা বাহার

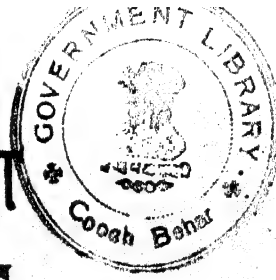
সুনীল বসু

আমার এ-মন তোমার মনের রোদ্দরে হল পাতাবাহার
কখনো তোমার চোখের তারায় ভরো যে মনের নীল আকাশ,
তোমার রূপের চাঁদের কিরণে হৃদয়-সাগরে লাগে জোয়ার
তুমি ত বোঝো না তুমি এলে হয় কস্তুরী মগ যেন বাতাস।

তোমাকেই দেখে রক্তে আমার মাঝে মাঝে জ্বলে রংমশাল
যেন নিশি ভোরে দিনগুলি লাগে বনরাজি নীল প্রবালদ্বীপ;
সবুজ দূর্বা শিশিরের কাজে যেন হয় মাঠ পশমের শাল
নিখুঁত সাঁঝের কপালের পরে জ্বল জ্বল করে কাঁচপোকা টিপ।

তুমি এলে মন চিহ্নিত হয় বোঝো না কি তুমি কেন এমন?
দুর্গন্ধত হাওয়া ঘোরে নাকো আর ধোঁয়ার গন্ধে আকাশ ঘিরে
করে নাকো আর শূন্যে ফুলেও পিপাসা প্রমর বৃথা প্রমণ,
তুমি এলে আসে দিন-রাত্রির হীরা-মুক্তোয় খুঁশিরা ফিরে॥

উত্তরা



সন্তোষকুমার ঘোষ

[ছবি]

"আমার আনন্দে আজ একাকার
ধনি আর রং

জানো তাকি এ-কালিম্পং?"

কালিম্পংয়ের প্রাচীন নয়নাভিরাণ
কুটির "চিত্তভানু"। স্বর্গাস্তের দিকে মুখ-
ফেরানো। কুটির-সংলগ্নে উদ্যানের প্রাচীরে
এই প্রশ্নটি উৎকর্ণ।

কবিগুরু এই প্রশ্ন কেন করলেন, জানি
না। হয়ত বয়সের বিকালে একদিন পশ্চিমের
বারান্দায় হেলানো আসনে ক্রান্ত সেই তেলে
দিয়ে শয়োঁছিলেন। প্রশান্ত গৌর ললাটে
সিন্দুরাভ অমৃতচূড়া ছড়িয়ে পড়াছিল—
সেই ছবিটিও কমপনা করতে পারি। বিনয়ী
আলোর লজ্জা ধীরে ধীরে বিষয়বস্তু
রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। অসংশয়
সময়ের পাহাড়ের আড়াল থেকে এক ছুঁতে
দিয়েছে একটি দুসর আত্মবাহা—সব, ঢেকে
গেছে। আর সেই মুহূর্তেই হয়ত দূরের
কোন তিব্বতী মঠে শব্দে হরোছে থেকে
থেকে গম্ভীর গম্ভীর। একটি
অপবাস পরিবেশের বসনধারী, হাওয়ায়
কাঁপছে-ধূসর রঙে আর গম্ভীর ধ্বনিত
যেন। রঙ আর ধ্বনি, টানা আর পোড়ক।

স্বতন্ত্র প্রেমণ্ডিত কবির কাণ্ডে তখনই
প্রশ্নটি ধ্বনিত হয়ে থাকবে।

"জানো তা কি এ-কালিম্পং?"

জানো না। কেন? আগন্তুকের আনন্দে
ধনি আর রঙ একাকার হয়ে মিশে গেল,
নির্বাক-নির্বিকার পাহাড় তার কী ধ্বনি
পাবে?

কালিম্পংয়ে পৌঁছানো আমাদেরও
আনন্দ দিয়েছিল। তবে ধনি, রঙ বা
অনুরূপ কোন কারণে নয়। প্রবল শীতের
হাত থেকে নিস্তার পেয়ে। কালিম্পং যে
দার্জিলিংয়ের সমকক্ষ নয়, আবহাওয়ার
পার্থক্যই তার প্রমাণ। এখানে ফগ-এর
সঙ্গে রৌদ্রের সারাক্ষণ নিঃশব্দ সংগ্রাম
নেই।

সুতরাং স্বপ্নিত পাব বই কি।

উচ্চতা, ব্যাপ্তি—সব দিক থেকে মাঝারি
কালিম্পংকে হিল-স্টেশনের রানী কিছুতেই
বলা চলে না। বড় জোর সে দুয়োয়ানী
মত—চালচলনেও সমানসাম।

তবু এই দুয়োয়ানীই আজ দুয়োয়ানীর
ওপর টোকা দিয়েছে। দার্জিলিংয়ের নাম
দেশ বিনেলে যে-কজন জানত, ঠিক সেই
কজনই জানে, কিন্তু কালিম্পংয়ের নাম
জোকের মুখে-মুখে। গোটা দুনিয়ার
বোতাহলী কামেরার কোকাস পড়েছে এই
সমনা পাহাড়ী শহরটির মুখে। কোন
ইংরাজ কবির মত একদিন সকালে ঘুম

ভেঙে কালিম্পং জানল, সে আজ
বিখ্যাত হয়ে গেছে।

খ্যাতি না বলে একে আনন্দিত
পারি। তাকে নিয়ে অনেক কুনো,
কমানাকনি। তিব্বতের দেওয়ানদের
পাতে পিকাই বোধ হয় প্রবল
তোলে। কালিম্পং নাকি চীনা
চক্রান্তের ঘাটি। এই একটি ধরই
বেতারে পুরনো রেকর্ডের মত কিয়ে
বাজে। সেই সুবটুকু তুলে নেবার
অভাবও এদেশে ছিল না, আজও নেই।

মূল গায়ের অবশ্য এখনও
পিকিং বেতারে এখনও মিশ ঘোষণার
থেকে শেনা যায়, "কালিম্পং আজ
অবশ্য তাদের অচরনের মত
তুলনা নেই। যে-কটি ভায়
বন্দী তাদের হাতে জীবিত অবস্থায়
তাদের হারা দা' দিনেই "ভাই-ভাই
ডাকিয়ে ছেড়েছে। একমু' সহজ নয়।

গুপ্তচর-চক্রান্তের অভিযোগে
বেশী লোক কান দেয়নি। সরকার
সঙ্গেই প্রতিবাদ করে বলেছেন, কালিম্পং
গুপ্তচর যদি থাকে, তবে বরং চীনে
আছে। —"দি ব্যুট ইজ অন দি অ
লেগ।" এবং টুক নড়বার পর গু
চৌকির জাল ছিন্ন করলে কাজে সর
হাত দিয়েছেন। স্বস্তিলোভের মত প
স্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। তবু ক
"নেভারের" চেয়ে "লেট" বরং ভাল।

সাংবাদিক ব্যক্তির দেশ দেখুন, চৌকি
মত স্বর্গে গিয়েও সে ধান ভানো। আর ধা

তার শেষ ব্যাসের এই ধরই সুরক্ষিত,
দেখে ভাল লাগল। অবশ্য সরকার চিত্র-
ভানুর ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে অবহিত
এমন কোন প্রমাণ পেলাম না। অনেক
ডাকডাকির পর মালী এসে ফটক খুলে
দিল। তার পর মন দিল তার আপন কাজে।

আমরা ঘরে ঘরে দেখাচ্ছিলুম। বন্ধ
বাংলার কাঁচের জানালার ফাঁকে দূর-একটি
অসংবাহ চোখে পড়াছিল—হয়ত কবির
বাবহাত। আমাদের পিছনে-পিছনে এক
আংলো-ইণ্ডিয়ান দম্পতিও বাড়ির হাতায়
ঢুকে পড়ল। এরা প্রতিবেশী, বোধ হয়
নতুন ভাড়াটে। "চিত্তভানু"র পরিচয় তাদের
জনা নেই, শুধু কৌতূহলবশে এসেছে।
পরিচ্ছন্ন সুবোমা বাগানটি ওদেরও ভাল
লেগে থাকবে।

"কবির কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা
কালিম্পংয়ে বাস লেখা।" সহযাত্রী বন্ধু
বললেন। "খোঁজখবর নিয়ে এই বিষয়ে একটি
প্রবন্ধ লিখলে বেগু হয়।"



ভানতে শিবের গীত গায়। কোথায় ধীর
সম্মিলে তিস্তা-তীরের বর্ণনা করব, অথবা
দূর গিরিচ্ছাদ কনক-কলসটির কথা
লিখব, তা ত না—আবার রাজনীতির ব্রণ
খুঁটতে আরম্ভ করছি!

না। রাজনীতিকে শতহস্ত দূরে রাখব।

লিখব না সেই পীতবর্ণী সুন্দরীর কথা,
কালিম্পংয়ের মাটিতে (পাথরে?) পা দিয়েই
যাকে দেখতে পেয়েছিলাম। সান্দ্রতর এই
নিদেীশুনীর মাথায় ছিল রঙীন বর্মী-টুঙ
ছাতা, ইনি ধীরে ধীরে বাজারের দিকে
আসছিলেন।

কালিম্পংয়ের বাজারটা সরগরম। সব রকম
সওদাই এখানে করা চলে, এবং পণ্যের
মাথো প্যানিক, গুজব ইত্যাদিও কুছ করার
মত বস্তু নয়। এই ভারতের মহামানবের
পাহাড় পুরে নানা জাতির ভীড়। তিব্বতী,
চীনা, নেপালী, বাঙালী, মারোয়াড়ী—তামা,
লোহা, পিতল, রূপো, সব রঙের চামড়াই
আছে।

বাজারের হোটেলের রাজস্থানী যে ছোকরা
খাবার দিতে দিতে ফিসফিস করে জানিয়ে-
ছিল, বাবসা গুটিয়ে তারা দেশে ফিরে
যাবার কথা ভাবছে, আতঙ্কগ্রস্ত বলে
তাকেও না হয় হিসাব থেকে বাদ দেব।
এ-আতঙ্ক হয়ত অহেতুক নয়। যেদিন
থেকে আমাদের উত্তর সীমান্ত বিকলী
তারের মত “সজীব” হয়ে উঠেছে, সেদিন
থেকেই কালিম্পংয়ে গুজবের অস্ত নেই।
একটা চাপা ভয়, একটা উদ্বেজনা, একটা
অনিশ্চয়তা।

কালিম্পং আমাদের উত্তরের “খাইবার”—
ট্রেড স্টোর, গজ ইতি ভাষা। আজকের
চাঞ্চল্যের আড়ালে তার জীর্ণতার আভাসও
পেলায়। বিকিকিনির এই হাটে আজ সত্যি-
কারের কেনাকাটা কম, সবু সবু পাহাড়ী
রাস্তার সারি সারি সাধুবাঁহী টাটুর গলার
ঘন্টি বাজে না। সামান্য যা লেন-দেন, তা
শুধু সিকিমের সঙ্গে। তিব্বত ত আমরা
বিনা শর্তে বিক্রিয়ে দিয়েছি।

অথচ কালিম্পংয়ের আসল ব্যবসায় ছিল
তিব্বতের সঙ্গে। সেই দেওয়ান-দেওয়ার
দুয়ারটি বৃন্দ। আজকের সীমান্ত-
বিষোধের সূত্রহাও যদি কোন দিন হয়,
কালিম্পং তা-হলেও তার হারানো দিনগুলি
কি ফিরে পারে?

ভরসা হয় না। এক যুগ আগেকার বংগ-
ভাঙ্গার ধাক্কা কলকাতা আজও কি সামলে
নিতে পেরেছে? না। কালিম্পং আর
কলকাতার বাণিজ্যমাটিতে সমস্যা আকারে না
হলেও প্রকারে এক।

তিব্বতের প্রশ্ন অতএব আমাদের কাছে
নিত্যন্তই ঐবদেশিক প্রশ্ন নয়। থেড়ি।
আবার সেই রাষ্ট্রনীতি আর আন্তর্জাতিক
অর্থনীতি? পণ্য করেছিল না, সাধু
যেমন কার্মিনী-কাণ্ডন, আমিও তেমনই
এ-সব বস্তু ছোঁব না?

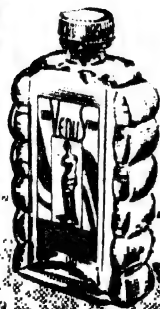
তার চেয়ে পেড়ং গ্রামের সেই পাটীদের
কথা লিখি না কেন, যারা সুইজারল্যান্ড
থেকে এসে এই দূর দেশে আপন ব্রত নিয়ে
আছেন? শুধু খুঁটখুঁট প্রচার এদের লক্ষ্য
নয়, পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারও।
কয়েকজন নিরোঁড় ফাদার তাঁদের ‘মিশনের’
জন্মে এই পাণ্ডব-বর্জিত এলাকা বেছে
নিয়েছেন।

কালিম্পং ছাড়িয়ে প্রায় সিকিম-সীমানায়
পেড়ং। অনুসন্ধানরত গ্রাম—এ-দিকের সব
গায়-গঞ্জ আর শতবটী জাতি—জিন্দা আনন্দীস।

রূপ সঞ্চাতির সাথী

ভিনাস
স্কিন ফুড

‘ভিনাস’ স্কিন ফুড আপনার
রূপ-লাবণ্য বিকাশে সার্থক
সাহায্য করবে। ব্রণ ও মেচেতা
দূর করে ত্বকের কোমলতা ও
সুস্পৃহতা আনবে বর্ণহ্রবমা তো
হুটিয়ে তুলবেই।



কলিকাতা এল. এল. সেন
গ্যাপ কোং প্রাইভেট লিঃ।
‘কেশরঞ্জন কার্খালয়’
কলিকাতা

বকের
পরিচয়

পাহাড়ের পথটা একটা দাঁড়ির মত ঘুরপাক খেতে খেতে এই পেড়য়ে এসে ফাঁস লাগানো অবস্থায় থেমে গেছে।

হঠাৎ মনে হয়, সভ্যতার শেষ সীমা বৃক্ষি এই।

এখানকার সকলটিতে প্রকৃ-উন্নয়ন বিভাগের আনুকূল্যে মিশনারি সাহেবরা যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বসিয়েছেন, তা-ও দেখলাম।

প্রকের কর্মতৎপরতার নমুনা অবশ্য কয়েক দিনে চের-পেয়েছি। দুর্গম-দুরারোহ এলাকায় মাইলের পর মাইল কাজ-চলার মত রাস্তা তৈরি হয়েছে মাত্র কয়েক বছরের চেষ্টায়, এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহ-যোগিতায়। সরকারী ধনবলের সংগে জনবল যুক্ত হয়েছে। অতি দূরের বননা থেকে আনা হয়েছে চামের জল, গ্রামবাসীরা এই প্রথম বিশুদ্ধ পানীয় জলেরও স্বাদ পেয়েছে।

আমরা এসবই দেখেছি।

পেড় থেকে ঘেরবার পথে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। দিনটা গেছে ভাট্টীকার। আমরা যাকে বলি, প্রান্তব্রহ্মণ্য। এ-দিনটিকে বলা যায়, 'মঙ্গল ব্রহ্মসংভে'। সন্ধ্যায় আর দুপুরের দেখছি বলক আর কিশোরের দল গলায় গান ফালের বড় বড় মাল্য তুলিয়ে সগন্ধ ঝিল দিয়ে ফিরছে।

সন্ধ্যায় দেখলাম 'দেওশাখী'র ধুম। বলে বলে ছেলে গানের বল তৈরি করে গ্রামের ঘরে ঘরে চান তুলছে। ঢোলকের আওয়াজ গাড়ি থামতে হল।

কালিম্পাংয়ের উপকণ্ঠে সেই সন্ধ্যার অভিজ্ঞতাও অলিঙ্গমরণ্য। পাহাড়ী ভেল্লদের সমবেত কণ্ঠের গান শুনতে-ছিলুম। রচনা ওদের, সুর-সংযোজনও ওদেরই কারও। আস্ত আস্ত অশ্বকার নামল, অথবা উঠে এল কোন গহবর-গহ্বা থেকে; হিমেল হাওয়া ভিত্তি জিত দিয়ে চোটে চোটে সমস্ত পরিবেশটাই যেন নড়ে দিল। যে পাহাড়টা আমাদের সংগ ছাড়ছিল না কিছতে সেও যেন বলে উঠল, "তোমরা তবে গান শোন। আমি ফাই। গান শেষ হলে আবার ডেকে নিও।" বলেই সেই অশ্বকারে ডুব দিল। তখন চব্বচরে আমরা কজন ছাড়া আর কেউ নেই।

ঢোলকটা ধীরে ধীরে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল, ওদের গলা চড়ছিল। সে-গানের কোন মানে নিশ্চয়ই আছে, আমাদের জানা নেই, এবং জানবার জন্যে বিলম্বিত আগ্রহও ছিল না। শিল্পসম্ভোগের কালে একটি বাসনা যদি হয় আনন্দলাভ, তবে সে-আনন্দ আমরা ত পুরোপুরিই পেয়েছি। মাত্র কয়েকটি ধর্মির সমন্বয়ে আর সুরের সংগীততেই যদি হৃদয়ে নানা ভাবের সাড়া জাগে—হর্ষ-বিষাদ-অহ্যা-উদ্ভাস-নিরাশা, বিধুরতা, ভয় ইত্যাদি; যদি রক্ত দ্রুত চলে

বা দীর্ঘশ্বাস পড়ে, তবে ত ইঙ্গিত ফললাভ হয়েই গেল, উপরন্তু অর্থের সুদটুকু দিয়ে কবর কী? না, গান বলন, কাব্য বলন আর ছবি বলন, রসের ক্ষেত্রে আমি সেই কুসীনজীবী নই, 'মানে'-নামে এক-পাউণ্ড মাংস যার চাই-ই চাই। আধুনিক কবিরা এমন একটি পাঠক আছে জেনে আশায় বুক বাঁধতে পারেন।

পাহাড় মুছে গিয়েছিল, কিন্তু তার কোল ছিল। সেখানে তালে তালে কয়েকটি ছায়ামূর্তির মাথা দুলছিল। ঢোলকটার ফর্ত বেড়ে গিয়েছে, তার সংগে তাল রাখতে ওরা হাততালি দিতে শুরু করেছে। জানি না, কখন শব্দ পাথরে পাঠকে ঠেকে তাল দিতে শুরু করেছে আমরাও। গানের কথা থেকে সুদটুকু ছোঁকে নিয়ে সহযাত্রী বন্ধু কখন গুনগুন করতে আরম্ভ করেছেন, তিনিও জানেন না। হঠাৎ এই মাহমলিন আসরে ছায়াবিলীন মূর্তিগুলিরই একটিকে পিছন থেকে মাঝখানে টেনে দিল কে। চট করে সে ঘড়ের বোধে নিল পায়ে, এবং ওই আসরে নিঃসংকোচে নাচ শুরু করে দিল। আভাসে দেখলাম, সংগীতের সুরের সংগে তার দেহভঙ্গি আশ্চর্য মিল খেয়ে গেছে।

(সাত)

কালীঝোরা ডাকবাংলার সেই চৌকিনার জানে না, আমার স্মৃতির সত্তরে একটি স্মরণীয় রাত্রি সেও উপহার দিয়েছে।

কালীঝোরা ডাকবাংলার বঙ্গ-বিছানা

সম্মত যখন গিয়ে হাজির হলাম, তখন বেলা যায়নি ওস্তাদ খেলোয়াড় যেমন হে করে বল ছুড়ে দেয়, উচু পাহাড়টা তেমন সূর্যের টকটকে গোলকটাকে টেলে নি মাথা দিয়ে, আর আশ্চর্য, নিচের পাহাড় তাকে লক্ষ্যেও নিল ঠিক। পড়ন্ত শীতে বিকালে এই লোফাল্গিফর খেলাটা দেখা মন্দ না, আর এও জানকুম, ওই জুলা বলটা ঠোকাঠাকি খেতে খেতে নিবল হবে, একবার নিশ্চয়ই গড়িয়ে পড়বে মাটি। তখন তাকে কুড়িয়ে নিতে কেউ থাকবে।

তিস্তা ভালবীর এই রমাশ্বলী পৌছিলে মন আপনা থেকেই খুশিতে ওঠে "এ-ঘাটে বাঁধব মোর তরণী।"

আমাদের ত তরণী নেই, আছে এ

চতুচ্চর জীপ—তাই দাঁড় করালুম।

দুই পাহাড়ের করপুটের অঙ্ক ছাপিয়ে পড়ছে জলের ধারা। তিস্তা তিস্তার কোলে ঢলে পড়ছে আর এক ধারা।—তোমার জল আমার হটক, আম জল তোমার হটক, উড়রের মিলে—কার সমুদ্রের? সমুদ্রের? ডাক নাম তিস্তা জল নাম শুনছি তিস্তা। কি তিনটি ত মোটে প্রোত নয়, শত প্রোত, নিজের মধ্যে মিলিয়ে তবে তিস্তা আপনাকে সোঁকলবে আর প্রবৃত্তির বিলা দিতে পেরেছে।

এ-সব বোধ কিন্তু প্রথম একটি ঘণ্টা ছি না। কেননা পৌছ দেখি, চৌকিদার নেই। ডাকবাংলার ঘরে-ঘরে তলা।

কোথায় চৌকিদার? আমাদের ম

● এইবার শান্তি-র গৌরব-গ্রন্থ প্রকাশিত হল ●



শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের

স্মরণীয় কাব্য-গ্রন্থ

আসন্ন

"অমিয়রতনের কবিতার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এ-টিই বোধ হয় সব থেকে উল্লেখযোগ্য : তার কবিতা পণ্ডিতদের শৃঙ্খল নয়, রসিকদেরো রসপূলকে অকুণ্ঠ করে। গল্প, উপন্যাস ও রোমাঞ্চ-কাহিনীর বাগে কবিতা-ও যে আত্মহারা হয়ে পড়তে হয়, পড়া যায়—হাল আমলে কবি অমিয়রতন-ই প্রমাণ করেছেন।..."

কাহিনী-কাব্য 'আসন্ন' সম্বন্ধে একজন বিদগ্ধ রসিকের এই মন্তব্য আপনি-ও সমর্থন করেন কি না আমরা জানতে চাই।

প্রিয়জনদের উপহার দেয়ার মত করে 'আসন্ন' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত। জ্যাকেটে ভুবনেশ্বরের শিলামূর্তি — 'প্রণয়-লিপি লিখনরতা সুন্দরী'। ডিমাই—বড় বই—১২৮ পৃষ্ঠা ॥ মূল্য চার টাকা ॥

শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা—৯



“লামা-মিছিল”—কার্ণাম্পং কারকুটিরে অন্ধনরত শিশুগণ

শূন্য হয়ে গিয়েছিল। চৌকিদার গেছে হাটে, নাকি কাছেরই এক গায়ে, ভাই-টীকা পরবের জের তখনও কাটেনি, একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে বলে।

সর্বনাশ! আমরা ত ওখানেই বসে কিন্তু জীপ ত চার ঢাকার উপরে খাড়া, বসবে কী করে, হাত-এব জাইভার গাড়ির মাঝ ঘুরিয়ে ছুটল চৌকিদারকে খালে-পেতে ঘর আনতে।

একটু একটু করে ছায়া নামছে তিস্তা-উপত্যকায়। আমরা বাইরের লানে বসে লসে আছি। জীপ ফিরল, আওয়াজ কানে গেতেই আমরা উর্জকিত হয়ে তাকালুম।

আরে, চৌকিদার কই, জীপ থেকে নামছে যে একটি মেয়ে। দূর থেকে ভেবেছিলুম মেয়ে, কিন্তু তরতর করে পাহাড় বেয়ে উঠে এসে সে সামনে যখন দাঁড়াল, দেখলুম, ছিপাছিপে একটি তরুণী। সেলাম করে কাঁপা গলায় ভাঙা হিন্দিতে সে বা বলে, ভান্ডে বুল্লম্, এই মেয়েটি হল চৌকিদারের স্ত্রী—চৌকিদারনী। শুনলাম, চৌকিদারের বিরুদ্ধে কিছু দেয়ি হবে।

দেয়ি কেন?

লজ্জার মেয়েটি মাঝ ফুটে বলতে পারেনি, কিন্তু আমরা বোঝে নিয়েছিলুম ঠিক। ভাইটীকা পরবের রীতি-নীতি কিছু জানা আছে: এ-ও জানতুম, আমাদের ঘোর সহজে কাটে না।

কই হক, আমাদের কোন অসুবিধে হয়নি। বারান্দায় আমাদের জমা চেয়ার পেতে নিসেছিল ওই মেয়েটিই; ঘরের ভিতরে লগ্নেন জেন্নেল দিয়ে সে নিজেরই মশলাপাতি আনতে আমার বাজারে ছুটোছিল।

চেমায়ে ক্রান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে চুপ-

চাপ বসে আছি। কী ভাবছি? কিছু না। কী দেখছি? অস্তুত সচেতনভাবে ত কিছু না। হরত দেখছি সেই অপূর্ণ বিকেলটিকেই। আমাদের চোখের সম্মুখে আমাদেরই জীবনের আরও একটি বেল্যকে বলি দেওয়া হল।

অন্ধকার নামছে। চুপ করে চেয়ে দেখছি ধুমস পাহাড়টিকে। হঠাৎ টের পেলাম, একা আমিই ত দেখছি না, পাহাড়টিকে ব্যক্তি অপসক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

সেই মহত্ত্ব শিউরে উঠেছিল, তিস্তার জলপ্রবাহ কতকণ পরে না জানি আমার চৈতন্যের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। তিস্তা। এখানে সে না নিকর, না নদী। বলতে পারি, এখানে তার কৈশোর—নদীর বয়ঃসন্ধি।

কল্পক্ষেত্রের রাত্রি। তখনও পাশে পাহাড় আছে, নীচে নদী আর উপরে আকাশ। জানি, একটু পরে এই পাহাড় অস্পষ্ট হবে, নদীকেও আলাদা করে চেনা যাবে না, কিন্তু তখনও আকাশ থাকবে। একা আকাশই থাকবে। আর তখন অদৃশ্য পাহাড় দুটি দুদিক থেকে পা টিপে টিপে আসবে এগিয়ে, আমাদের-গ্রাস করবে, অন্ধকারের জাঁতাকলে ঢাপা পড়ে লম বধ হয়ে মরবে।

স্বপ্নিতর বিষয়, এই অনুভূতিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। খানিক পরেই মশাল জ্বালিয়ে ঢোলক বাজিয়ে সাংগোপাংগ নিয়ে এসেছিল চৌকিদার, গলায় তার গাদাফুলের নাল। চোখ দুটি ঢুলুঢ়ালু। পরনে হুঁওয়াই কমিজ-জাতীয় কিছু—সম্ভবত ওই এর ফুলফর্ম। বাক কল্লিয়ে সটান দাঁড়িয়ে মিলিটারি কায়দায় আমাদের সালিউট করলে। জিজ্ঞাসা করলুম, “ভূমি কে?”

“হম চৌকিদার হায়া।” বলেই লোকটি ফের দ্বিধা নত হয়ে ‘বাউ’ করলে। পরনে প্যান্ট, নইলে হয়ত সান্ডাংগেই প্রাণপাত করত। খানিকক্ষণ গবহাজির ছিল বলে মাপ চাইল বারবার। নউকে ধমক দিয়ে বলল, সাহেবদের খিদমতে কোন অসুবিধা হয়েছে কিনা। হয়নি শ্যনে হাসল আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি। তারপরেই মাথার ওপর দু-হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শবে, হল তার নাচ, কাঠের পাটাতন থেকে থেকে কাঁপতে থাকল। ওদের মশালের আলোয় তিস্তা আর পাহাড়, সব ফিরে এসেছিল। বাকা-তলোয়ার নদীর খাপ যেন খানিকট খসে গিয়েছে।

চৌকিদার বললে, “সাবা!”

ওর মুখের দিকে তাকালুম।

“সাব, আপনাদেরও একটু আনন্দ দেব বলে আমার এই গ্রামের সাথীদেরও ভেবে এনেছি। ওরা নাচবে, গান গাইবে। নারাজ হবেন না ত?”

নারাজ? আমরা কৃতার্থ হয়ে গিয়ে-ছিলুম। এই নিজস্ব উপত্যকার বৃত্তকণ লোকজনের সজা থাকে, ততক্ষণই ভাল; ততক্ষণই প্রাণের স্পর্শ। এরা চলে গেলে আমার সেই রাত্রির জোয়ারেই ডুল মরতে হবে ত!

অনেক রাত্রি অবধি সেদিন ওদের নাচ গান চলছিল। তিমির পরিবেশে নীলামবর্তীতে বনে সিঁচছিল রূপালি পাত ওদের দলে মদ্যবসন্তী একটি রমণীও ছিল। সে যোগে সেদিন এক পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছিল বাকী সকলকে। হঠাৎ দাঁধ, সে ও মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে জলজল করলে তার চোখ মেলেমা লেহ বাকিয়ে-চুরিয়ে বহুটা ভগিনী আঁনা যাব ততটাই এনে, পা দেলছে থপ থপ করে।

মশালের আলো ওর অঁড়লে না পরে যাব। ওরা হাসছিল ওরা হাততালি দিচ্ছিল, মনর হাসিনি, হাত-তালিও দিইনি। অবাক হয়ে দেখেছিলুম। পাহাড়ের জটিল গিরি গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে বয়ে এসে সোঁতিস্তা তরতর করে বয়ে চলেছে নীচ, তাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, “কোথা হইতে আসিয়াছ নন্দী?”—সে কি উত্তর দেবে? দেবে না। এই প্রৌঢ় মেয়েটির প্রাণস্রোতেরই বা উৎস কী, আমার শতরে রুটি আর মিটার-বিসেচনা দিয়ে কোনদিন জানতে পারব না।

কখন ওদের গান থামল, ওরা চলে গেল কখন, বলতে পারব না। ঘড়ির হিসাব রাখিনি। তবু, যেন এক সময়ে টের পেলাম, খিদেটা বেশ চনচনে।

বহুতাত্ত্বিক জীবনদর্শনের মশকিফই ত ওই। ওর খেয়ালের ‘রুবাই’-তে এই সঙ্গীতটা অত্যাশ্চর্য স্পষ্ট। লতাকজ চাই সকা চাই, সাকী চাই সঙ্গীত চাই—কিন্তু সেই সগো রুটিও যে অবশ্যই চাই।

[আট]

কালীঝোরা ডাক বাংলার পর ভ্রমণের যেটুকু বাকী ছিল, সেটুকু উপসংহার-মাত্র। শরীর বা মানের আর কোন কিছু গ্রহণ করার আগ্রহ ছিল না।

নইলে দশা হিসাবে 'সেবক'ই বা কম কী—বৈতরণী সেতু। তার একটিমাত্র সুডৌল, ঈশ্বর ডিম্বাকৃতি, খিলান নদীর এ-পার ও-পার বেঁধেছে। বহু বছর পবে এ-পথে আবার এলাম। আর অল্প চা-বাগিচা পার হয়ে মাল বাজার আর মেটিলী; কৃষি নদী—আমাদের স্থলচর জীপকে এখানে হাঁস হতে হল। অবশেষে জলঢাকা, ভুটান-সীমানায় যেখানে আগামী-কালের উত্তরবঙ্গকে বিদ্যমানীকৃত করে হোলার মহলা চলছে। ফেরবার পথে ধর্মিয়া আর গেরমার জংগলে কী স্মরণে? বনের গহন-ঘন রূপ? না, তাকে ভাষিত মান হয়নি। এইটুকুই মান হয়েছে যে, এ আমার এক অজানা সন্ধান, যেখানে বনস্পতির স্পর্ধিত, ট্রান্সডু, পরস্পরের প্রতিযোগী। একে অপরের মাথা ছাঁটতে উঠতে চায়, আবার অসংখ্য কোমল মায়াবী লতা-পাতায় তারা পরস্পরের সাথে বঁধে থাকে। আর যে-মুটিত তাদের মূল, সে-মুটিও ভাঙ-ভাঙে, সবসময় নরম।

গেরমার ফরেস্ট বাংলার বহুতর ছিল। তৎকাল আমাদের কপালগণে একটি গাছেরও নলার ধার চলতে এল না। অতএব যা দেখিনি, তার বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। বরং বাধ্যতায় নিরপদ পর্যবেক্ষণ-স্মৃতিক্রমে বসে বসে যে চমক প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠা অনেককাল ধরে নির্বিকণ করেছিলুম, তার কথাই লিখতে পারি।

তার চ্যে বরং ফিরে আসি শিল্প-গাছিতে। পানমাণিক হয়ে যখন ফের টুকলুম রেল-কামরায়, তখন জ্বরজ্বল শীত-পোশাকের অনেকগুলিই খসেছে, অথবা বাধা হয়েছি খসাতে।

রাতে দোলানি খেতে খেতে ভাবিছিলুম কী? এই কদিনের অভিজ্ঞতার কী লাভ

হল, তাই? হিসাবের খাতায়, বলা বহিলা, জমার দিকটাই ভারী। বহু মানুষের সংগে মুখ-চেনা পরিচয়ের মূল্যও কম নয়। উন্নয়ন-উদ্যোগের স্পষ্ট চিহ্নও দেখেছি নানা গ্রামে। আবার সংশয়ও ছিল। সাধারণ মানুষের অনেকই কল্যাণ-রতে যোগ দিয়েছে ঠিক; কিন্তু এর মধ্যে ক'জন এর প্রয়োজন মর্মে-মর্মে অনুভব করেছে? সত্যকার বিশ্বাসী ক'জন? উন্নয়ন-প্রয়াসের পিছনে সরকারী যো-আনক'লা আছে, কোনদিন যদি তা বন্ধ হয়, সাধারণের মধ্যে তখনও কি এই আগ্রহ অব্যাহত থাকবে? এই সংশয়ের উত্তর আমার অভিজ্ঞতায় ত নেই। বাস্তব তৈরি, কারিগরি, ইন্সকুল-গড়ার কাজ একদিন গ্রামের মানুষকে 'নিজের কাজ' বলে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথা কিন্নরুকে খাবার অভ্যাস না গেলে পরিণতিতেও কখনও পুষ্টিছালা হবে না, সর্বভূতায় সেটাইই সঙ্গীত থাকবে। তার গবর্নমেন্ট 'উইদার হাওয়ে' করবার কোন লক্ষণই দেখা যাবে না। ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রামের বড় রকমের পরাজয় হবে সেখানেই।

আবার মণিহারি: আবার নদী-পাড়। সাহেবগঞ্জে আমাদের মত ভাটির বাতী আরও অনেক। ম'হালদেও ছড়ছড়ি, কারও-কারও বিরস মুখ। বঙানি কেউ নেই, ক্রোক নেই। কলকাতায় যে ভাল কার শীতও পড়ে না ছাই! বাহ্যিক, দার্শনিকের জন্য দার্শনিক ঘরে গিয়ে বহু কোট-কোটি সঞ্চিত হল। ফের ত গিয়ে সব হেরে গুজোঁত হবে!

হর্মি আর সহযোগী বন্ধু ধার-করা ওভারকোট আর শেবোরানি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম, ও সব ভাবনার বালই আমাদের ছিল না।

সম্মান শিয়ালদা। নেই ইঞ্জিনের ধস-ধসে, বাঁশির আওয়াজ, বাতীর বাস্তব কুল-হকি-হকি—অবশেষে? অবশেষে মধ্যে 'হেলপ মী সার' কাকুতি ফুটিয়ে টান্ধি দেখলেই ছুটে গিয়ে দাঁড়ানো। একটি চালকেরও কিন্তু করণের উদ্বেক করতে পারিনি, হারিণীর চ্যেও মায়াবনবিহারিণী টান্ধিগুলির একটিও ধরা দেয়নি। অগত্যা তিনবার রিক্সা বদল করে, কতকটা রীল-প্রথায়, ফিরে এসেছি দুই ক্রেশের দূরের ডেরায়। তিন-তিনটি রিক্সায়, একবার ভাবুন ত! এইভাবেই, সমারোহে যে-সফরের শুরু হয়েছিল, নিতান্তই দ্বিময়মাণ ভাবে তার শেষ হল। এলিয়ট হলে হয়ত বলতেন, 'দিস ইজ দি ওয়ে দি টার এন্ডস', 'দিস ইজ দি ওয়ে দি টার এন্ডস', নট উইথ এ ব্যাং, বাট উইথ এ হুইস্পার!

[শেষ]

কুঁচ তৈল (হস্তী দত্ত ভদ্রা মিত্রত)
টাকনাশক কেশ বৃদ্ধি
কারক কেশ পতন
নিবারক, মরামাস, অকালপক্কতা-পোষীভাবে বন্ধ
করে। মূল্য ২১, বড় ৭, ডাঃ মীঃ ১৮০। ভারতী
ঔষধালয়, ১২৬-২ হাতরা রোড, কালীঘাট,
কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৭-১৭১৬।

ফলিত জ্যোতিষ

জ্যোতিষাশাস্ত্রী শ্রীহরিহর মজুমদার বি, এল,
এ, সি, আই, আই (লন্ডন)
প্রাক্তন ভাষ্য দ্রষ্টা জ্যোতিষ গ্রন্থ। কোম্পানী
বিচারের উচ্চপ্রশাসিত প্রমাণ গ্রন্থ। ৩-২৫
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

কে.হাডের

কর্ণক

* পাউডার *

১০য়

টি-বি সোল

বিক্রয় আওযাব

আরম্ভ হয়েছে ২।১০।৫৯
সমাপ্ত হবে ২৬।১।৬০



প্রত্যেকটি সোল বিজয়লক্ষ্য অর্থাৎ
নিঃসহায় যক্ষ্মারোগীর নিরাময় ও
পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যে ব্যয়িত হয়ে
থাকে। পশ্চিম বাংলায় যক্ষ্মা-প্রতি-
রোধ অভিযানে আপনার সক্রিয়
সহানুভূতি অত্যাবশ্যক।

বঙ্গীয় যক্ষ্মা সমিতি

প্লট ২১, স্কীম ৪৯, সি আই টি রোড,
কলিকাতা-১৪

(১৯৪)

শ্রীআয়ুর্কোদয়ের
চ্যবনপ্রাশ
বিশুদ্ধ ও সার্বোৎকৃষ্ট

ভূতপূর্ব রাজাপাল হরেন্দ্রকুমার
মহোপাধ্যায়, ডাঃ রাধাধিনোদ পাল
প্রমুখ দেশবাসিগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত
ও উচ্চপ্রশংসিত।

প্রতি বোতল
১৬

শ্রীআয়ুর্কোদয়
১৭০/বি, চিত্তরঞ্জন এডমিট, বনিকাল ৬

দেবতার কাছাকাছি...

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার ওর কাছে প্রায়
ধর্মের সামিল। পূজার্তনায় বাবার আগে
গোদরেক স্যাণ্ডেল দিয়ে স্নান করা ওর
নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম। গোদরেক স্যাণ্ডেল
ছাড়া অন্য কোন সাবানই উনি
ব্যবহার করেন না, কেননা ওটা নিশ্চিত-
ভাবে আস্তব চর্চি থেকে মুক্ত।

কোমলকারক তেজিটেবল অয়েলের সাবানে
বিশুদ্ধ মহীশূর স্যাণ্ডেলউড অয়েল যুক্ত হয়ে
গোদরেক স্যাণ্ডেল সাবানকে একটা স্বতন্ত্র
বৈশিষ্ট্য এনে দেয়। তেজিটেবল অয়েল
টরলেট সাবানের প্রস্তুতকারকদের অগ্রগামী
কর্ষক তৈরী এই সাবানে চটপট প্রচুর
ফেনা হয় বা শীতল ও রিফ্রেশ করে এবং এর
বাঁটি চন্দনের গন্ধটি অনেকক্ষণ থাকে...

গোদরেক স্যাণ্ডেল আপনাকে ঘামের পুরো
মূল্য দেয়।



সাবানের
জগতে
সেরা
নাম।



বিষয় বিব্রী



গত সপ্তাহে ভারতীয় নাট্য সংস্থার সভানেত্রী শ্রীমতী কমলদেবী চট্টোপাধ্যায় আমেরিকার খ্যাতনামা রেডিও ও টেলিভিশন শিল্পী আর্ট লিংকলেটারকে 'গীতা' নামে একটি হস্তীশাবক উপহার পাঠিয়েছেন। 'গীতা' ওপেশের একজন টেলিভিশন শিল্পীরূপে ওখানকার শিশুদের মনোরঞ্জন করবে। এমপের বয়স এবং দেহের ওজন ও পরিধি বন্ধির সঙ্গে গীতা কতদূর জনপ্রিয় এবং খ্যাতি অর্জন করবে বলা যায় না, কিন্তু আমেরিকার প্রমোদ-শিল্পের ইতিহাসে জাম্বা নামক একটি হস্তী যে খ্যাতি ও মান অর্জন করে গিয়েছে তা কোনও দেশে কখনো কোনও পশুর ভাগ্যে ঘটেছিল।

জাম্বা অবশ্য ভারতীয় হস্তী ছিল না। ইংল্যান্ডের একদল অরব ১৮৬১ সনে ওকে যখন ধরে তখন এর উচ্চতা ছিল সাড়ে তিন ফিট। আরবরা ওকে বিক্রী করে ব্যাভেরবার এক পশু সংগ্রাহকের কাছে এবং তার বাছ থেকে ও গিয়ে পৌঁছায় প্যারিসের বোটানিকাল গার্ডেনে। লন্ডনের রয়েল জেন্ডিকাল সোসাইটির কর্তৃপক্ষ একটি গাভারের বদলে ওকে প্যারিস থেকে লন্ডনের পশুশালায় নিয়ে আসে।

সাত বছর বয়সে জাম্বার ক্ষুধা অস্বাভাবিক মাত্রায় বৃদ্ধিলাভ করতে থাকে। প্রতিদিন ওর খাদ্য ছিল আড়াই হাশেরও বেশী খড়। তাছাড়া ওর প্রিয় ছিল আপেল এবং লন্ডনের শিশুরা পশুশালায় এসে ওকে প্রচুর পরিমাণে বনবন খাইয়ে যেত। ছোটদের ও পিঠে করে ঘুরিয়ে বেড়াত এবং ছোটরা ওর পিঠে ওঠার সময় জাম্বা পা দমড়ে ঝুঁকে দাঁড়িতে শিখেছিল। সেই সময়ে আমেরিকার বিস্ববিখ্যাত প্রমোদ উদ্যোক্তা পি টি বারনুম ওকে কিনে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু লন্ডনের পশুশালার কর্তৃপক্ষ বিক্রী করতে রাজী ছিলেন না। জাম্বার পরিচালক ছিল 'ম্যাথু স্কট' নামে এক বাচ্চি—পশুশালায়ই এক কোণে একখানা ঘরে একা সে থাকত এবং জাম্বার সঙ্গে সে তার সুখ এমন কি চিবানোর তামাক পর্বন্ত ভাগাভাগি করে খেত।

১৮৮২ সনে বারনুম শনতে পান যে জাম্বা এমন দরুস্ত হয়ে উঠেছে যে ওকে

সাত্বে এগার ফিট ওজন সাত্বে ছ টন; একটি পায়ের বেড় পাঁচ ফিট করে। এতোক দিনের খাদ্য এক বড় পিপে আলু, পনেরটি বড় বড় রুটি, আড়াই সের পিঁয়াজ এবং নৈশ ভোজের সময় এক ছোট পিপে বীরার। জাম্বাকে সমস্যাতে পারা যাচ্ছে না শূনে বারনুম ইংলণ্ডে তার প্রতিনিধিকে পাঁচশত হাজার টাকায় পশুটি কিনে নিতে তার করেছিলেন এবং আশ্চর্য হলেন এবার প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গেই গৃহীত হতে দেখে।

কয়েকদিন পর লন্ডনের কাগজে জাম্বার বিক্রী হয়ে যাওয়ার খবর প্রকাশিত হতে কাগজের দস্তরগালিতে শত সহস্র প্রতিবাদ পত্র ছুঁতপাকার হতে থাকে। অনেক চিঠি ছোটদের লেখা, কোনক্রমে তারা লিখে জানিয়েছে জাম্বাকে যেন ইংলণ্ডেই রাখা হয়। এমন কি রাণী ভিক্টোরিয়া এবং প্রিন্স অব ওয়েলস যারা জাম্বার পিঠে চড়েছিলেন তারাও জাম্বাকে রেখে দেওয়ার পক্ষে দাঁড়ান। প্রচুর টাকাও তোলা হয় জাম্বাধনে আবার কিনে নেবার জন্যে, কিন্তু বারনুম



আদিমকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত আকৃতি ও প্রকৃতির দিক থেকে পশুত্ব তৈরী একটি বিচিত্র ইতিহাস আছে। পশুত্ব তৈরীতে ড.ব. বিশ্ববরুদ এবং শিগ-কুলতার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়। ওপরের ছবিখানিতে মাটির তৈরী বোলবার

ফলস্বরূপে নানী প্রতীকটি পঞ্চম শতাব্দীর

বিভিন্ন পত্রিকা ও ভ্রম সন্ধান
কলকাতা, উত্তরপ্রদেশ



১ম খণ্ড ৮.৫০, ২য় খণ্ড ৫.৫০

ঠাকুরের বাল্যজীবনের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ
প্রামাণিক গ্রন্থ।

বিশ্ববাসী: চরিত্র গ্রন্থ ঘটনা প্রধান হলেও
তার মধ্যে যে রস সৃষ্টির অবকাশ আছে
বিদগ্ধ লেখক সে কথা বিস্মৃত হন নি।
উপস্থাপন: শ্রীরামকৃষ্ণের কৈশোর লীলার
একখানি মনোমুগ্ধ চিত্রণ সন্দেহ নাই।
মুদ্রাস্থান: গ্রন্থখানি শ্রী শ্রী জীবনী নয়
বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ-
রূপে গণ্য হবার যোগ্য।

কল্পতরু প্রকাশনী

৮নং কে কে রায় চৌধুরী রোড, কলিঙ্গ ৮
(সি-৭১০)

কে.হোডের

কণক

পার্ডডার

Bathgate's
THYBORENE

হাঁচি, সর্দি, গলাব্যথা ও
পাই ও রিয়ার জখনি ত মুখের
দুর্গন্ধে "থাইবোরিন" এন্টি-
সেপটিক লোশন দ্বারা গাঙ্গল,
কুলকুচা বা নাসারন্ধ্র ধৌত
করিলে অব্যর্থ ফল পাওয়া যায়



মিষ্ণু বাথবার
জর্নে

POMPEIA
LOTION

ইটারন্যাশনাল ফ্রাঞ্চাইস প্রাইভেট লিঃ, কলিঙ্গ, বোম্বাই-২৫

তখন বিক্রী করতে মারাজ। জাম্বোর দাম
তখন টাকার মূল্যের চেয়েও বেশী হয়ে
দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের
জাহাজের মধ্যে এই নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা
এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে নিউইয়র্ক
রোল্ড পত্রিকা এই ব্যাপার নিয়ে এই
নই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা আছে
বলে মন্তব্য করেছিল। জাম্বো যে এতটা
পাবলিসিটি পাবে বারনুমের তা স্বাভাবিক
ছিল।

অন্য কোন পথ না দেখে ইংরাজরা
জাম্বোর বিক্রীর বিরুদ্ধে একটা ইনজাংশন
আনার চেষ্টা করে কিন্তু আদালত
বারনুমের পক্ষে রায় দিতে বুটেনের হাজার
হাজার অধিবাসী জাম্বোকে শেষ দেখা
দেখবার জন্য ভ্রম হতে থাকে। আধ মাইল
লম্বা সারি দাঁড়িয়ে যায় এবং পশুশালা
প্রবেশ মূল্য বাবদ সওয়া দু লক্ষ টাকা
অর্জন করে নেয়।

দোকানে দোকানে জাম্বোর নামে চুরট,
টুপি, অলংকার প্রভৃতি বিক্রী আরম্ভ হয়ে
যায় এবং রেস্টুরায় রেস্টুরায় জাম্বো সুপ,
জাম্বো স্যোড, জাম্বো আইসক্রীম পরি-
বেশনের হিড়িক লেগে যায়। জাম্বোকে
পঠাবার জন্যে বিশেষ মজবুত করে খাঁচা
তৈরী হয়ে গেল কিন্তু খাঁচাটি দেখামাত্র
সেই যে জাম্বো বোকে দাঁড়াল তাকে আর
বাগে আনা অসম্ভব হয়ে উঠল। শেষে ওর
পরিচারক মাথা মুকটকে সংগে নিতে তাকে
দিয়ে জাম্বোকে খাঁচায় ভর জাহাজে তোলাব
ব্যবস্থা হয়। লন্ডনের পশুশালা থেকে
যখন বের হয় তখন ভোর কিন্তু রাস্তার
দুধারে অগণিত লোকের সারি, ছাদে
অলিঙ্গ জমানায় লোক ভর্তি দেখা যায়।

১৮৮২ সনের ৯ই এপ্রিল জাম্বো
নিউইয়র্ক পৌঁছতে মহাসমারোহে ওকে
সম্বর্ধনা জানানো হয়। বন্ধ পি টি
বারনুম ত আবেগে জাম্বোর পিঠ
চাপড়াতে চাপড়াতে কেঁদেই ফেলেন।
বাইশটি ঘোড়া দিয়ে ওর গাড়ি টেনে ব্যান্ড

বাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দশ দিনের মধ্যে
জাম্বো তাকে কেনার দাম এবং জাহাজে আনার
খরচ ষাট লক্ষ টাকা ভুলে দেয়। প্রথম মাসই
বারনুম এন্ড বেটলি নাকাসিকে সে সাড়ে
দশ লক্ষ টাকা পাইয়ে দেয়। নিউইয়র্ক থেকে
জাম্বো গীর্ষী দেশ বারতে থাকে, সংগে
মাথো স্কট। তিন মাস পরে যুক্তরাষ্ট্র ও
কানাডার বিভিন্ন স্থান ধরে সাকার্সি দলকে
সে বহু কোটি টাকা আয় করিয়ে দেয়।

১৮৮৫ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর হল
ক্যালিফোর্নিয়া কানাডার অন্টারিও শহরে সেট
টমাস স্টেশনের ধারে সাকার্সি দলের সানগ্রী
লাগানো হচ্ছে। মাথো স্কট জাম্বোকে নিয়ে
লাইন ধরে যেতে যেতে একখানা মালগাড়ী
তুমুল গর্জন করে এগিয়ে আসতে থাকে।
স্কট থাম্পড মেরে মেরে অনেক চেষ্টা করলে
যাতে জাম্বো দ্রুত পায় সে যায়। কিন্তু
জানোয়ারটা কোন ভ্রূক্ষেপ না করে জবাব
হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। ইঞ্জিনের আলোয়
ড্রাইভার তাকে দেখতে যখন পেল তখন
কয়েক কয়েক ফুস হল না। ইঞ্জিনটা
সোজা এসে জাম্বোর মাথায় ধাক্কা মেরে
দুর্মার করে দিলে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই
জাম্বোর মৃত্যু হল। মাথো স্কট ড্রাইভারের
মৃত আকুলভাবে কাদতে লাগল।

পরদিন সারা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার
প্রত্যেক কাগজে এই খবর প্রকাশিত হল।
বারনুম পশুটিকে মাউন্ট করার ব্যবস্থা
করলেন। ওর পেট চিরে ফেলতে তার মধ্যে
থেকে বের হল শত শত ইংল্যান্ডের পোপিন
মন্ডা, একটা আধ ক্রাউন, তারের টুকরো,
একগুলো ডাবি, পুর্লিসের হুটসেল একটি
এবং আরো নানা জিনিস। পরে বারনুমে
চামড়াটা ভরিয়ে টাস করে টাকটাস কলোজে
উপহার দেয়। আজো নিউইয়র্কের
মিউজিয়াম অফ নেচারাল হিস্ট্রি একটি
বহু প্রকোষ্ঠে ওর পুরো কঙ্কালটা
সংরক্ষিত আছে।

মস্কিটোর এক হাসপাতালের কার্টিন
থেকে হাজার দেড়েক টাকার সিগারেট চুরি
হয়ে যাবার পর হাসপাতালের পরিচালকরা
সেই কার্টিনে একটি ক্যামেরা এমনভাবে
লুকিয়ে এবং তারযুক্ত করে রাখার ব্যবস্থা
করে যাতে যে কেউ সেই কার্টিনে প্রবেশ
করলে তার ছবি তোলা হয়ে যায়। এ
ফর্মিট কিন্তু বাঁচ হয়ে যায়। এক সপ্তাহের
মাঝে কার্টিন থেকে ক্যামেরাটাও চুরি হয়ে
যায়।





হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব

অমি জানি প্রতিদিন আপনার নামে বসে চিঠি আসে। খাতনামা লেখকদের কাছ থেকে, লেখক সম্প্রদায় থেকে, তবুও তবুও লিখ থেকে। আজকের এ চিঠি কিন্তু এদের কাছ থেকে নেই। বহু বছর চিঠির চলায় নামটা দেখে চমকিত হয়েছিলাম, তাহলে এ চিঠি পড়তেই আপনার ইচ্ছা হবে না। বলা পাকিয়ে চিঠিটারে আপনি অবজ্ঞার বৃষ্টিতে ফেলা দিবেন, হাজার অমানোচিত রচনার মত।

বিখ্যাত এক পাঠকের আপনি বসন্ত সম্পাদক। অব্যাহার নষ্ট করার মত একটি মূল্যবোধে আপনার মতোই নেই, কিন্তু তবু আমার একান্ত অনুরোধ এ চিঠিটা আপনি পড়বেন, একটু ধৈর্য ধরুন। এ জগৎ আপনার কাছ থেকে চাইবার মত আমার কিছু নেই, অবশ্য চাইলেই সব জিনিস পাওয়া যায়, এমন মাঝে অব্যাহারও আমার নেই। হয়তো এক সময়ে ছিল, অনেক অনেক আগে। সেউয়ের বৃষ্টি বহন ফেনার ফুলটুকুই নজরে পড়ত, কাটা পার হারে পুষ্পের সুগন্ধ, মানুষের জীবনে শোকের দাছ ছাপিয়ে সুখের দীপ্তি।

বিশ্বাস করুন বহু বছর ধরে আপনাকে একটা চিঠি লেখার চেষ্টা করছি। অনেক বার অনেক কাগজ নষ্ট করেছি, অনেক

অসংখ্য কেরাচি, বা লিখছি, কেউই তার চারও অক্ষর দেখেনি। চিঠি শেষ করে পত্রবারে আর সাহস হয় নি। বহুদিন ব্যাকের মাথা রেখে কোনো খণ্ড খণ্ড করে লিখতে উত্তম দিয়েছি। বহুদিনের সহন আমার চারও বাক্য কম। সত্যিই চিঠির টুকরোগুলোকে উত্তম আপনার ধারে কাছে নিয়ে নেবে পারি নি। হৃদয় হৃদয়ের মতো টুকরোগুলো আমারই দার পায়ে হাঁড়িয়ে গিয়েছে।

এতদিন সাহন হয় নি। অতঃপর। এই সহন, আপনার কাছ সরাসরি চিঠি পত্রবারে দৃষ্টির সাহস, আমাকে দিয়েছে, *মাফত।

মাফত আপন কোনদিন দেখেননি। এক মাথা কোঁকড়ানো সোনালী চুল, টানা দুটি চোখে শশাকের স্তম্ভভব, কর্মচরিত্রা টোটি। কোথাও জ্বায়ে শব্দ হলে চাঁকের করে মায়ের আঁচলে মুখ লুকাত। নতুন কোন আগন্তুক এসে লজ্জায় সংকোচে

বজর পিছনে অস্বপ্নেপন করত। বজর টানটানিতেও বইর আসন না। ভারতে পড়েন সেই ভাঁড় কলিকতা, দুইদল মাফত আমার সাহস দিয়েছে।

হৃদয়ের কথা শোনার জন্য আর একটা কথা শুনুন। পুরাতন এক কাহিনী। খ্যাতিমান সাহিত্যিকের ইনির বিনিমিত্র জবা, তাঁদের তেরী কব মনুষ্যের সুখ-দুঃখের অনেক কাহিনী তো আপনাকে পড়তে হয়। চমক লগানো ভবুর ইটা, অতিনব সংসার, বিহবলস্বত্ব নতুন, চরিত্র চিত্রের অনবদ্যপট্ট। আমার এ কাহিনীতে এসব কিছুই পাবেন না, না ভাবের *কলিক, না ভাবনার দীপ্তি। এ কাহিনী বসন্ত কলি দিয়েও লেখা নয়। এত অব চারের জল বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার মোটা নিরে এর সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রামের নাম মোতিপুরের। তারই প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার সত্যধন ঘোষ। নিচু রঙের ইয়রজী, বাংলা, অক্ষ

প্রথম পর্ব

করতে হয়, দরকার হলে ড্রিলও। খাটুনির
অনুপাতে মজুরি সামান্য, এত সামান্য যে
মাসের শেষ পানয়ে দিন বাগানের সুন্দর,
নারকেল আর শাকপাতা হাটে বেচে তবে
দিন চলে। কিন্তু সব নাসে তাও চলে না।
রুগ্না স্ত্রী, অসুখ বাড়লে কবিরাজের
ট্যাকেই ফলমলে বেচা টাকাগুলোর বেশার
ভাগ গিয়ে ওঠে। এর ওপর সোমন্ত বয়সের
এক জোড়া মেয়ে। পেট পূরে খেতে পায়
না, অথচ কি করে দুজনের শরীর এত
পূরন্ত হয়ে উঠল আশ্চর্যের বিষয়।
মাঝে মাঝে বিয়ের কথাবাতা উঠত, দেখেও
আসত দু' একজন। মাস্টার সত্যদন ছেড়া
কাপড় ঘুরিয়ে পরে, ফাটা পাঞ্জাবি ময়লা
চাদরে ঢেকে খেরাঘাট থেকে আগলুহুদের
নিয়ে আসতেন। সবসময় তটস্থ হয়ে
থাকতেন। মনে হত মেয়ে দেখতে নয়,
বুঝি তারা বাকি খাজনার দায় বাস্তবীভূতই
লোক করতে এসেছে।

কিন্তু ওই আসা যাওয়াই সার। ঘরের মেয়ে
ঘরেই রয়ে গেল, পার একটাও হ'ল না।
আটকালে মেয়েদের রূপে, না মাস্টার বাপের
রূপের ঘাটতিতে সঠিক দেখা গেল না।

যখন আরোজন করতে করতে বাপ, আর

মিথো সাজগোজ করতে করতে মেয়েরা
হয়রান হয়ে উঠেছে, এমনি সময়ে
বাপারটা ঘটল।

স্কুল ফেরত মাস্টার এলেন, সঙ্গে একটি
বাবক। বাবকটি গায়ের যে কেউ নয়, তা
একনজরেই বোঝা গেল। বাড়ির লোকেরা
মনে করল দু' সম্পর্কের কোন আত্মীয়
যাকে কোনদিন চোখে দেখার অবকাশ
হয়নি। কিংবা পাঠ বুঝি এবার নিজেই
এল মেয়ে যাচাই করতে। পরের মুখে বাস
খেল ঠকতে হয়, নিজের রসনায় রসগ্রহণ না
করতে পারলে সুখ কোথায়।

একটু পরেই সব জানা গেল। আত্মীয়
নয়, পাঠও না, তবে স্বজাত, পাট্টা ঘর
কিন্তু মগডানের ফল। স্বল্প মাইনের
আকর্ষণ দিয়ে সে ফল পাড়া সম্ভব নয়।
কোতিপুত্র স্কুলের নতুন মাস্টার। একেবারে
অনাকোরা। সবাই অবাক। গ্রাজুয়েট
ছেলের তিন ভূপন আর অল্প জুটল না এই
পাণ্ডববর্জিত এলাকায় এল জীবিকার
খোঁজে? এর চেয়ে শহরে কাপড় ফিরি
কার বেড়ালেও তো পারত কিংবা
মুর্শীগিরি।

আশ্চর্য হবার আরো বাকি ছিল। এক

সময়ে গরু ছিল, এখন শুধু গোয়াল।
সংসার থেকে পেনসন পাওয়া জিনিসে
ঠাস বোঝাই। জল লাগিয়ে সেই সব
আবর্জনা পরিষ্কার করা হ'ল। কাঁঠাল
কাঠের তত্তপোশ এল, জাম-কাঠের টেবিল।
নতুন মাস্টার এখানেই অস্তানা পাতল।

সত্যদনের স্ত্রী রত্নমুর্তি। আপনি পায়
না, শঙ্করকে ডাকে। বলে নিজের এক
মুঠো ভাত জোটে না, ডাইনে আনতে বায়ে
নিঃশেষ, আবার বাড়তি লোককে ডাকার
শখ।

সত্যদন অভয়মাত্রের ভগ্নীতে হাত
নাড়লেন। বললেন, বাসন্ত হয়ে না।
এমনি থাকবে না। রীতিমত খরচ দেবে।
সত্যদনের স্ত্রী খিঁচিয়ে উঠলেন, কত
খরচ দেবে শ্বশুর? যেদিন ইস্কুলের ছিঁরি,
তেরদিন মাস্টারের মাইনে। নিজের সংসারেই
তা দেখতে পাচ্ছি।

সত্যদন উত্তর শিলেন না। দাওয়ায় বসে
হুকায় টান দিয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু
মন গেল টাকা হাতে পোরে মাস্টারের
দেয়ের চোখ কপালে উঠল। এ যে অসল।
ভোরেরলা আর বিকালে চা আর মুর্তি,
দুপুরের আর রাতে ভাত আর একটা চরকারি,



আপনার
শিশু যদি
কান্নাকাটি
কর
তাহলে

**ম্যানার্স
গ্রাইপ
মিক্সচার দিয়ে**

এই চিহ্নটি দেখে নেবেন

এটি ম্যানার্স এর তৈরী



বাপ-মায়ের প্রতি :

ম্যানার্স গ্রাইপ মিক্সচার ভয়তর শিশুর উপযোগী করে
পৃথক করিয়া তৈরী। এই স্বল্প ম্যানার্স গ্রাইপ
মিক্সচার-এ একটা নিরুপ বিশিষ্ট বর্ণ এনে দিচ্ছি।



**তার মুখের হাসি আবার
ফুটিয়ে তুলুন**

GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD.

ASPCN D

তারই এত দাম। আহা, থাক, বিদেশি
শিঙাই, ভুল্লোকের ছেলে এসে পড়লে
কাছে পিঠি আখার স্বজন কেউ নেই
একটু দেখা শোনা করা উচিত বৈকি!

দেখাশোনা আরম্ভ হল। সত্যানের
বড় মেয়ের ওপর ভার পড়ল। দেখা শোনা
আর কি! সকালে বিছানাটা গুটিয়ে রাখা,
ঘরটা খটিপাট দেওয়া, টোবিস পরিষ্কার করা
এই তো। প্রথম প্রথম হাস্টার স্কুলে চলে
গেলে ঘরের কাজ শুরু হ'ত কিন্তু মা
আপত্তি জানালেন, এত বেশী অবধি ঘর
বাসি পড়ে থাকে এত কি আর মা লক্ষ্যী
থাকে বাড়িতে। একে তো লক্ষ্যী কত
সবরা। কেন খাড়াই মেয়ে সকালে বিছানাটা
পরিষ্কার করতে পার না?

তাই হল। সকালে মিনতি ঘরবার
খাড়াই শুরু করল। এই সময়টা হাস্টার
বাইরে গিয়ে বাড়াত।

কোন অসুবিধা ছিল না, কিন্তু একদিন
মিনতি অসুবিধায় পড়ে গেল।

শীতের সকাল। বাইরে কুয়াশার ঢাপ।
ডাল করে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে ডেকানো
দরজাটা টিপে দিচ্ছিল। তুলতে গিয়েই মিনতি
থেকে সজাগ। দিচ্ছিল। তুলতে কি,
দিচ্ছিল। মনুষ্যেরই ওরো এখনি ও।

কতকাল না হ'লেও ইংরেজ কথ-
বাস্তব কিছু হারিয়ে। না হ'লে উপরই ল
কি। অনেক সময় পরিবেশন করতে হারিয়ে
যে মোরোকে। মা রান্নাঘরে বাসত। আর
একটু ভাত চাই কিংবা ডালটা যে পড়ে বইল
এই ধরনের কথের টুকরা না বসলেই বা
চল কি করে।

তাই জাহ্নবী মিনতি বসল, বিছানাটা
তুলতে গেল। কোন উত্তর নেই।

মিনতি পা টিপে টিপে কাছ গিয়ে
দাঁড়াল। মনুষ্যের শিরে। চোখ বুলে
পড়ে রয়েছে। সাড় নেই। মাথার
চোখেরা ডাল ঢুকল না। একিক ওঁক
চোখ মিনতি সন্তপণে নিজের হাতটা
হাস্টারের কপালে রাখল। হাত রাখা বার
না এমন গরম। লাল স্টি গাল, সারা মুখ
খসেছে।

হাত রাখার সঙ্গে মিনতিরও দুটি গাল
আতঙ্ক হার উঠল। ফরসা মেয়ে হালে
হয়েতা মুখে আবির্ভাব জোপই লাগত।

খুব আস্তে আস্তে দ্বিমিত্ত বোরের এসে
মার কাছ দাঁড়াল। কথটা বলতে গিয়ে
সামলে নিল। অনাখ্যায় এক পুরো বর
কপালে হাত রেখে তার উদ্ভ্রাণ পরীক্ষা
করেছে, এমন একটা কথার মুখা জোপায়
বোম সঞ্চারের সব তার জড়ানো ছিল। কি
জানি মা আবার কি ভাববেন। তাই মিনতি
শব্দে বলল, বিছনা তোলা হল না না।
অজরবাবু এখনও শব্দে রয়েছে।

মা চান বাচ্চালেন, মাখ তুলে বসলেন,
ডাকিল না কেন? শীতের সকালে মনুষ্য



প্রকাশিত হ'ল

দুখানি পরম উপদেশ ছোটদের বই
বড়রাও বা পড়ে আনন্দ পাবেন •
দ্বিতীয় সংস্করণ রচিত

বাহের চোখ

মর্মান্বী লেখকের নতুন লেখা।
ছেলেবুড়ো সকলকার মনজয়করা চমৎকার
কাহিনী। চিত্রে ও সংস্কার শোভন বই।
২-৫০ ॥

প্রমোদ মিত্র রচিত

দ্রুগানের নিঃস্বাস

পরিবর্তিত সংস্করণ। দুখানি উপমা
দ্রুগানের নিঃস্বাস ও পিপাসে পুরাণ
একটু। দুটি উপভোগ্য কাহিনী।
২-৫০ ॥

দিলীপকুমার রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

তরঙ্গ রোধবে কে

আগাখোড়া পরিমার্জিত ও পুনর্লিখিত। দুটিসম্প্রদ প্রচ্ছদ। ৬-০০ ॥

ধনঞ্জয় বৈরাগীর চাণ্ডালস্মৃতিকারী বাস্তববাদী উপন্যাস

এক মুঠো আকাশ

কল্যাণকালের পর আর এক দুর্য্যাসনিক পদক্ষেপ। ৪র্থ সং। ৬-০০ ॥

কয়েকখানি শীঘ্র প্রকাশিতব্য বই :

চরিত্রপুত্র বন্যাপাখ্যার প্রবন্ধ গল্প ॥ প্রতিভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প ॥
অচিন্ত্যবীরের সেনগুপ্তের নতুন তারা ॥ কৃষ্ণবীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প ॥

পট লিখিলে জাট পোপার বহুবর্ণে মুদ্রিত সচিত্র বিবরণী পুস্তিকা পাঠ্য
হয়। মফঃস্বলের জেতা, পানাগার ও শতক শিক্তদের মিলে
সুবিধা দেওয়া হয়। সত্যাবির জন লিখন।

॥ গ্রন্থ ম ॥

॥ ২২/১, কনোয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা-৬ ॥

সুপার-সেফ

চর্ম রোগে

কাটা, পোড়া, ব্রণ, ঘা, ফোড়া
এবং খোসপাচড়া প্রভৃতি
চর্মরোগে অত্যন্ত উপকারী।

দি ওবিহেটাল বিসার্ফ অ্যাণ্ড কুমার্স হাউস
কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ। শালিকায় : হাওড়া

বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকতে চায়, কিন্তু শুলের বে বেলা হয়ে যাবে।

মিনাতি মাথা নিচু করে খুব মৃদু গলায় বলল, মধুচোখ দেখে মনে হল বোধ হয় শরীরটা খারাপ।

শরীর খারাপ? চাল সরিয়ে মা উঠে পড়লেন। বাসন্ত পায়ে অজরের কাছে গিয়ে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়েই চোঁচিয়ে উঠলেন, সর্বনাশ, এ যে বেশ জ্বর।

মিনাতি ঘরে ঢোকে ন। বাইরে ছোট ঘোন আরতির কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। মা সেখানে এসে বললেন, একবার কবরেজ মশাইকে খবর দিলে ঝাল হয়। তুই যা আরতি। উনি তো হাট থেকে ফিরলেন না এখনও।

আরতি কবরেজ মশাইকে নিয়ে ফিরল মিনাতি দশকের মধ্যে। বৃষ্টি, পিঠি, জিউ আর নাড়ি দেখে কবরেজ মশাই খাঁজ ফেললেন নাকের ভগায়, কপালে গোটা তিনেক বাড়তি আঁচড়। জ্বরটা সোজা নয়, বর্ষিকম। চাঁকিংসার জন্য ভর নেই, তিনি

নিজে দেখছেন কিন্তু সেবা দরকার। সব সময় কাছে একজনের থাকা প্রয়োজন।

তাই রইল। মিনাতি আর আরতি। ওবুধ খাওয়ানো, রোগীকে সাবধানে সরিয়ে বিছানা ঠিক করা, প্রয়োজনে সব কিছু এগিয়ে দেওয়া। সত্যখন কাজের কিছু করলেন না। রোগীর কাছে আসার সাহসটুকু তার হল না, তবে নেপথ্যে প্রবল লক্ষ লক্ষ করলেন। সেবা বা চিকিৎসার কোন চুটি না হয়।

অজয় উঠে বসল প্রায় দিন কুড়ি পর। প্রথমে বিছানার ওপর তারপর আসতে আসতে মেঝের ওপর হাঁটতে লাগল। একেবারে ছোট-হালের মতন হাঁটি হাঁটি পা পা করে।

মিনাতি ঘরে ঢুকল। হাতে জ্বালানো লণ্ঠন। টেবিলের ওপর লণ্ঠনটা রেখে বোরিয়ে আসতে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। অজয় টলাছে, নেশাগ্রস্তের মতন। চেয়ারের হাতল ধরার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

মেঝের টলে পড়বার আগেই মিনাতি

ছুটে গিয়ে জাপটে ধরল অজয়কে। খুব সাবধানে তাকে টেনে টেনে এনে বিছানায় শাইয়ে দিল।

একটু দম নিয়ে অজয় বলল, তুমি আমার বাঁচালে। মাথা ঘুরে গিয়েছিল, তুমি না ধরলে ছিটকে পড়ে যেতাম।

একটি কথাও না বলে ধীরে ধীরে মিনাতি বাইরে চলে এল। দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

অজয় হয় তো বাঁচল, কিন্তু মিনাতি বাঁচল না। পারল না নিজেকে বাঁচাতে। অপূর্ণ এক অনুভূতি, অনাস্বাদিত এক স্পর্শ। এ যেন দেহের সংগে দেহের ছোঁয়া নয়, এ ছোঁয়াছুঁয়ি রক্তকণিকায়, স্নায়ুতন্ত্রীতে, মজ্জায় মজ্জায়। উনিশ বছরের কোরক যেন সূর্যের একটি রশ্মির ছোঁয়ায় শতদল হয়ে উঠল। দুটো হাতে বুক চেপে মিনাতি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। পরিবেশ ভুলে, নিজেকে হারিয়ে।

পরের দিন থেকে মিনাতির চোখের সামনে যেন নতুন এক জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পদে পদে কুণ্ডা, পদে পদে সংকোচ। কেবল মনে হল পৃথিবীর সব লোক বুঝি কেমন করে সম্ভার ঘনায়মান অশ্রুকার তাদের ছোঁয়াছুঁয়ির খবরটা জেনে গেছে। তার আগের মতন নিঃশব্দচিহ্নে মিনাতি গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না অজয়ের সামনে।

তবু, যেতে হল। বিছানা পেতে, হাত নিয়ে চাদরের ভাঁজ ঠিক করতে করতে মুখ তুলেই মিনাতি মুখ নামাল। অজয় চেয়ারে বসে একদমট তার দিকে চেয়ে আছে। সে দৃষ্টিতে শুধু কি কৃতজ্ঞতার স্পর্শ।

শাড়ীটা শরীরে টেনে দিয়ে মিনাতি নেমে যাচ্ছিল, অজয়ের তাকে ফিরে দাঁড়াল। শোন।

আমাকে বলছেন? মিনাতি এক পা এগিয়ে দাঁড়াল।

আর আমার কে আছে। অজয় যেন একটু হাসবার চেষ্টা করল।

আবার সেই আগের সম্ভার বিচিত্র অনুভূতি। শব্দ, ঘান্ঘটার স্পর্শই নয়, তার অভ্যদানে, দৃষ্টিতেও একটা চেতনার সফলসংগ। সারা দেহে আগ্নেয়-উচ্ছ্বাস।

তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছি, না? অজয় কথাটা খুব আস্ত আস্তে বলল, তারপর কি মনে হতে সংশোধন করে বলল, তোমাদের ওপর বহু-অত্যাচার করছি।

মিনাতি মাথা নিচু করে পায়ের নখ দিয়ে মেঝে খুঁটতে লাগল। এ কথা মিনাতি কে কেন? তার বাপ রয়েছে, মা রয়েছে, কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় তো তাঁদেরই জানানো উচিত। তাঁদেরই নির্দেশে তো মিনাতি অজয়ের ভার নিয়েছে। দেখা শোনার ভার।

তুমি যেভাবে আমার সেবা করছে, তোমার ঋণ আমি কখনই শোধ করতে পারব না।

সত্যীশ কবিরাজের মহাভূক্তরাজতৈল

পারিকল্পনা কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানচাৰ্য স্বৰ্গীয় ডাঃ জ্ঞান-চন্দ্র ঘোষ ডি. এস. সি কতৃক পরীক্ষিত ও সন্মোদিত।

আর্য্য ঔষধালয়, কলিকাতা

নিম্ন ব্যবহারে

নিম্ন
টুথপেস্ট



একটি
ক্যালকেমিকো
অবদান

ছেলেবেলা থেকে এই টুথ
পেষ্ট ব্যবহার করলে দাঁত
শক্ত ও মাটি স্ফুট হয়।

আর দাঁড়াতে পারল না মিনতি। তার সারা শরীর টলমল করছে। আর কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হলে অজয়ের মতন সেও হয়তো টলে পড়বে। বলা যায় না, অজয় যদি ছুটে এসে জাপটে ধরতে যায় তাকে! বাতাবার জান করে মরণের অন্তলগভে টেনে নিয়ে যেতে চায়!

একটুকু পড়তেই হয়তো আপনার ক্রান্তি আসছে। আসা স্বাভাবিক। এর চেয়ে অনেক উত্তেজক কাহিনী আপনার সামনে এসে জড় হয়। আদিরসের কালমণ্ডলা দেওয়া। আপাতশাস্ত্র নিসতরণ এক মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ের জীবনের আর কি দাম! কহটুকু! তবু আমার একান্ত অনুরোধ, ধৈর্য ধরে সবটুকু পড়ুন। অনেক সময় তো হালকা নভেল পড়েন সময় কাটাবার জন্য, বারান্দায় চেয়ার টেনে চুপচাপ বসে থাকেন, আকাশের মন্থমুখ্য, কিংবা বৃষ্টি নিজেরই মন্থমুখ্য। মনে করুন অথাত অজ্ঞাত এক লেখিকার অপটু হাতের লেখা কোন গল্পই পড়ছেন।

মিনতি মরল, অবশ্য তখন সে ভেবেছিল, জীবনের পরিধি তার বাড়ল, দু হাতের অঙ্গুলি পেতে স্বর্ণভূষণের থেকে জীবনবস নিয়ে আকর্ষণ গান করল। চার পাশের গছপাল মজা ডোবা, পানি পুকুর, এমন কি আশপাশের মানুষগুলো পর্যন্ত যেন রঙে বেধায় নতুন রূপ নিয়ে ফটে উঠল তার অগ্ননমাখা চোখের সামনে। দিনের পর চলল নিশীথ অতিসার। সংসারকে ঘুম পাড়িয়ে নিঃশব্দচরণে মিনতি উঠে এসে ধরা দিত একজনকে বাগে বাহুরে অলিঙ্গনে। নতুন দিগন্তের কথা শুনত, পিছনের বিবর্ণ, নীরব জীবনটী ধূয়ে মুছে পরিষ্কার, মনে হাত এতদিন শুধু খেলা করেছে নবল সংসার নিয়ে, মাটির পুতুল নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে। এ সংসারের প্রাণের স্পর্শ ছিল না, নিজের অস্তিত্ব ছিল না। মাটির হাড়িকড়া নিয়ে এশুধু ছেলেখেলা। নিজের হৃদয়ের উতাপ দিয়ে গড়ে তোলো আর এক সংসারের ছবি ভেসে উঠত চোখের সামনে। মনের মানুষকে নিয়ে মনের মতন সংসার। চেতনা হাল শতাব্দের কথার। দিনকয়েকের ছুটি নিস্তে অজয় নিজের বাপের কাছে ফিরে যাবে। অসুখের পর থেকে শরীরটা ঠিকমত সারে নি। কয়েকটা দিনের বিশ্রামের প্রয়োজন।

অজয় নেই, তবু মিনতির নিশীথ অভিসারের ইতি হ'ল না। রোজ রাতে উঠে তার তক্তাপোশের ওপর শূরে ফুলে ফুলে কাঁদত। অজয় বলে গেছে দশদিন, কিন্তু মিনতির মনে হ'ল এ যেন অন্তহীন সময়, অফুরন্ত।

দশদিনের দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে বার

বার উতলা হয়ে পড়তে লাগল মিনতি। ছলছলতো করে বাইরে বেড়ার ধারে এসে দাঁড়াল। চমকে উঠল গরুর গাড়ির কাঁচ কাঁচ শব্দে। সারাটা দিন কেটে গেল। গাছের ছায়া দীর্ঘ হয়ে পড়ল উঠানে। দাঁঘির জল ঘন কালো হয়ে উঠল। বাশবনের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকির মেলা। দশদিনের পরেও আরো পাঁচটা দিন কাটল।

একদিন সত্যধনই খবর আনলেন। অজয় আর আসবে না। কোনদিন নয়। সম্পন্ন ঘরের ছেলে। বাপের সংগে মন কষাকষি তাই রাগ করে ছিটকে চলে এসেছিল এই অজ পাড়াগায়ে। এমন একটা চাকরি নিয়েছিল। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে স্কুলে চিঠি দিয়েছে, আর নিজের ব্যাপারটা লিখে সত্যধন ঘোষণে।

সত্যধনের স্ত্রী মুষড়ে পড়লেন। একমুঠো বাড়তি টাকা তিরোহিত হল সেই

দুঃখে। সত্যধনও আক্ষেপ করলো ছোকা বড় ভাল ছিল। পড়ানো ইতিমধ্যেই নাম করেছিল, তবে সত্যি ক'রা রয়েল বেংগল, এমন আশাশ্যামুদ্র কোপে ওরা থাকতে যাবে কোন দুঃখ আরতির কোন ভাবান্তর বোঝা গেল। কিন্তু মিনতি কাঁঠ হয়ে গেল। দুটো হৃদয়ের ওপর জড়ো করে দেয়ালে ঠেস দি দাঁড়াল। চোখের সামনে সব যেন কা বোশেখীর ঝড়ে দুলে দুলে উঠছে। হবে তা হলে? অজয় সত্যি যদি আর ফেরে। তার আশ্বাস, তার প্রতিশ্রুতি তাকে বিশ্বাস করার, যে পরিণতি আশ্বাসে করে রয়েছে মিনতির দেহকোষে, তার হবে? এতো তার গোপন প্রেম নয় অনন্তকাল ধরে অন্তরের অশ্বকারে ত গন্ধিরে রাখবে, নিজের মর্মবেদনার পুটে। আর কটা মাস, তারপরেই মিনতি

বিশেষভাবে এই কেশতৈলটিই আপনি কিনবেন কেন?



চুল পরিপাটি রাখবার জন্তেই সাধারণতঃ
আপনি কেশতৈল কিনে থাকেন। কিন্তু

উপর-উপর চুল চক্চকে রাখাই যথেষ্ট নয়।
চুলের তেলের আরও কতকগুলো বিশেষ
গুণ থাকার দরকার যাতে মাথার ত্বক সুস্থ
থাকবে আর চুলের গোড়া তার উপযুক্ত
খাদ্য পাবে। এ সমস্ত গুণই যে কেশ-
তৈলটিতে আছে, তা হচ্ছে



কেয়ো-কার্পিন

এ সজির ভেতর কেশতৈল

চুলে নতুন জীবন দেয়।

দেশ মেডিকেল টোস্ট্রাইভেট লি:

কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাস, গোহাটী, পাটনা।

গ প্রত্যাশে জাগবে তার আগমনীর
ধ্বনি। কি করবে মিনতি? কাকে
নাবে ও দুঃস্থনের কাহিনী।
বাপ নয়, মা নয়, সব চেয়ে আগে জানল
মিনতি।

দু বোনে খিড়কির পুকুর থেকে শ্রান
রে ফিরছিল, আরতি আগে মিনতি

পিছনে। ঘাড় ফিরিয়ে দাদর সঙ্গে
আরতি গম্প করতে করতে আসছিল,
হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিনতির
দিকে চেয়ে বলল, দিদি?

আরতির দৃষ্টির অনুসরণ করে মিনতি
ভিক্রে কাপড়টা শরীর থেকে আলাদা করার
চেষ্টা করল, হাতের গামছাটা বৃকে জড়াল,

কিন্তু আরতির চোথকে ফাঁক দিতে পারল
না।

এ কি সর্বনাশ করেছে দিদি?

কি করেছি, জা কুঁচকে উত্তর দেবার
প্রাণপণ প্রয়াস সত্ত্বেও মিনতির গলা
শুকিয়ে গেল! নিঃপ্রাণ দুটি চোখ,
সারা মুখে রক্তহীন পাংশু আভা।

রোজ রাতে তুই উঠে যেতিস তা জানতাম,
কিন্তু এমনি করে নিজের সর্বনাশ ডেকে
আনিবি, তা ভাবিনি।

কি পাগলের মতন যাতা বকিছিস?
মিনতি দুটি হাত দিয়ে আরতির একটা
বাহু অঁকড়ে ধরল। দু হাতের নখ বিশেষ
গেল আরতির বাহু মূলে। মিথ্যা আশ্বাসে
বলেতে লাগল মিনতি।

দিদিকে টেনে জামরুলতায় নিয়ে এস
আরতি। এক কটকায় এর হাত ছাড়িয়ে
নিয়ে বলল, এর চেয়ে মরলি না কেন দিদি,
এভাবে একটা মানবের নগ্ন সালসার মধ্যে
নিজেকে ছেড়ে দেবার আগে তাও তো ভাল
ছিল।

ল্যাঞ্জে পা দেওয়া সাঁপিনীর মতন
মিনতি ফণা তুলল। অজস্রদা বলেছে
আমায় বিয়ে করবে। কথা নিয়ে গেছে।

মুখ হতভাগিনী দিদির দিকে অনেকক্ষণ
ধরে আরতি চেয়ে রইল। বহুসে ছোট
হলে হয়ে কি, পৃথিবীর পিচ্ছন্ন সভ্যতার
সম্পদ সে যেন অনেক বেশী পরিচিত।
করধার বৃদ্ধিদর্শিত দুটি চোখ স্তোভিত
কোণে ত্রিলোক নিয়ে উঠল বাগানের কেন্দ্রিক।

আর করে তোকে অজয়বাবু দিয়ে
করবেন দিদি। মাস তিনকের ওপর
ভরসাক চলে গেছেন এখন ঘরে, একটা
চিঠি দিয়েছেন তোকে? একটা খবর
নিয়েছেন?

আতঙ্কিত মিনতি কন্ঠায় ভেঙে পড়ল।
ভিক্রে কাপড় চোখের ওপর ঢাপা দিয়ে
হঠাৎপরে ফাঁপুরে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল।

আরতি কান্ড এসে একটা হাত রাখল
মিনতির পিঠে, কোমল গসার বলল, এখন
ক করবি দিদি? এ বিপদ কি করে
হাটয়ে উঠবি?

মিনতি ভয়াত দুটি চোখ তুলে বোনের
দিকে চাইল, তার একটা হাত নিজের দুটো
হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, তুই কথা দে আর,
কাউকে কিছু বলবি না। আমি যা হোক
একটা বন্দোবস্ত করব নিজের। তোমার
মধ্যে যাত চুনকালি না পড়ে, কলংকের
ছটে না লাগে, তা আমি নিশ্চয় করব।

আর কথা নয়। দু বোন পাশাপাশি
কোঠে বাড়িতে ফিরে এল। শূতে যাবার
আগে পর্যন্ত একটা কথাও হল না। মিনতি
মাকে এড়িয়ে গেল, বাপের সামনেও বিশেষ
গেল না। মাথা ধরার ছুতোর অন্ধকার
বরে বসে রইল।


কিন্তু কতদিন এমনি অন্ধকারে মখে

ওটিন

নূতন সৌন্দর্য নিয়ে
শয্যাভ্যাগ করুন!

আপনি যখন নিত্যময়, ওটিন ক্রীম ও প্রকৃতির ওপর
আপনার পরিচর্যার ভার দিন। ওটিন ক্রীম মেখে ভেঙে
যান, এবং পরদিন কোমল, মসৃণ ও যৌবনাচিতি সৌন্দর্য
নিয়ে শয্যাভ্যাগ করুন; তারপর ওটিন স্নো মেখে
বন্ধনে বিশ্বের সম্মুখীন হোন।

ক্রীম স্বক
পরিচর্যার জ্ঞাত রাখে
ব্যবহার্য।



ক্রীম

টোকে বসে থাকতে পারবে মিনতি? কত সমস্যা কাটাতে পারবে এমনিভাবে! যতদিন যাবে, বিপদ তত বেশী। বাপকে হয়তো ফাঁকি দিতে পারবে কিন্তু মায়ের চোখ এড়াইবে।

একদিন মাঝরাতে বাবা-মার ঘিসফিস কথাবাতীর শব্দে মিনতি চমকে জেগে উঠল। একটু কান পেতে বুকের পেছন আরতি কথা রাখেনি। সব বলে দিয়েছে বাপমাকে। হয়তো দিদির মুখে চেয়েই এ কাজ করেছে, দিদির ভবিষ্যত ভাবে।

কিন্তু মার পরামর্শ শুনলেই মিনতি চমকে উঠল। বুকের মধ্যে প্রণালীর এক যন্ত্রণা। মনে হল এই মুহূর্তে বুকের হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে। চেতনের সামনে নিশিদ্ধ এক ঘরানিকা নেমে আসবে।

পরেরদিন ভোর ভোর সভাপন মেজকে নিয়ে বেরোবে। শহুরে এক অফিসেরে বসায় যাবার নাম করে। তারপরে শহুরে অত্যাশ্চর্য চিকিৎসাব্যবস্থার, যারা তাদের হাতের যন্ত্রের চেয়েও নির্মম। সামান্য একটা সমস্যাকে শেষ করতে কতটুকু আর সময় লাগবে। কিন্তু একথা কেন কেউ বোঝে না। তাহলে সে নিশ্চয় হয়ে যাবে মিনতি। অজন্ম ফিরে এসে কি বলবে তাকে! তেমনতর পক্ষী, গন্ধ, দ্রব্য সব নিশ্চয়ই মনে রেখেছি। যে পক্ষী আর দ্রব্য আর একটি জীবন বৃক্ষসংস্কৃতি হারাচ্ছে, হারা করছে সেই প্রাণসত্ত্ব। তা পাবেন না মিনতি, কিছুরই পরিচয় না। তার চেয়ে, তার চেয়ে হাতের ঘন জিহ্বার শব্দে হাত নতুন গন্ত। অশ্রুসিক্তে ডিঙিয়ে, অজানাকে পার হতে আর এক অজ্ঞাত অভিসার।

তারপরের কথাগুলো শুনতে আপনাদের ভাল লাগবে না। গতিমুখি নরম চেয়ারে বসে, সহকারী পরিচর্য হয়ে, একরাস লেখক-লেখিকার ভাগ্যলিপির ফটো সামনে নিয়ে দৃষ্টি এক মেয়ের একটি ছাপ কাঁটার আশার পলক থেকে পলকসত্তর চোটে বেড়ানোর সর্বনাশ প্রচেষ্টায় আপনাদের হৃদয়ে হাস্যরসেই মনে হবে। একটি প্রাণ নয়, একটি কলঙ্ক হয়ে বেড়ানোর মিথ্যা মেজাজে, বিশেষত এই ঘণ্টিক শব্দে, আপনি উপহাসই করবেন।

আপনি কি করবেন জানি না, কিন্তু মিনতি কি করল শুনুন। •

এক নির্দিষ্ট চর্যার ঘরে মিনতি জননী হাজ। অপূর্ব কাঙ্ক্ষিতময় এক শিশু। মিনতির মতন একটুও নয়, সবটুকু অজন্মের মতন। নাম হল মনোহা। হৃদয়। •

মহাত্মার বয়স যখন বছর পাঁচেক তখন এক টুকরো কাগজ হাতে এল। ধন ভ্রমে, ঘরের কাজ করে, গোয়াল নিকড়ে মিনতির জীবন কাটিচ্ছিল। যাবত বসন্তের সন্ধ্যা পরিবারের মধ্যে নিজেই মিলিয়ে মিশিয়ে

দিবে। কাগজটা হাতে আসতেই মিনতির বুকের সেই পুরোনো যন্ত্রণাটা আবার দেখা দিল। অব্যক্ত এক বেদনা, শব্দ, বুকের মাঝখানেই নয়, ছড়িয়ে পড়ল শিরো-উপশিরায়, নর্মকোষে।

কান্নাবিলের মাঠে বিরাট সভা। চাষীদের দুঃখকষ্ট দৃশ্য মোচাতে অজন্ম আসছে। তাকে মাঝখানে রেখে গ্রাম পরিক্রমা হবে। মোড়লদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনালো। কিন্তু মিনতি কাকে জানাবে নিজের অভাব-অভিযোগের কাহিনী? দুঃখ-দৃশ্যের কথা? হাতিতে মুখ ঘষে ঘষে, নিজের প্রাণ ছেদে ছেদে আত্মজকে বাঁচানোর এই বেদনাময় কাহিনী কাকে বলবে।

মিনতি ঠিক করল সভায় যাবে। মহাত্মকে সংগে নিয়ে। সকলের অভাব আর দৃশ্যের কাহিনী শোনানো হবে গেলে অজন্মের সামনে গিয়ে লিড়াবে। বলবে, মাতৃ আমায়

প্রদীপ, সেই প্রদীপ তুলে ধরে নানাদিকে আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি, আমি সমর্থনিত। দেখ, তোমার বিশবাসের কৈ অমর্যাদ করি নি। তোমার দেওয়া জিন বকে করে রেখেছি। নিজে উপোস কা মুখের অঙ্গ তুলে দিচ্ছি তার মুখে। নিজে নিদ্রা-হরণ করে তাকে ঘুম পাড়িয়েছি এবার আমি ক্রান্ত, অবসর, আমাকে তু নাও।

কে জানে, অজন্ম হয়তো খুঁজে বেড়াই মিনতিকে। পুরোনো গৃহস্থালীতে, মোটা পুরুতর আশপাশের গ্রামে। কি করে জানবে, সেদিনের অন্তিমজ্ঞা, ভীতি, এ মেয়ে হোট্টে হোট্টে এতদূরে চলে এসেছে। কিন্তু কান্নাবিলে অজন্মের সংগে চ করতে পারে নি মিনতি। সভার সা মহাত্মকে কোলে নিয়ে নিমেষহীন দৃষ্টি চোম চোম তাকে দেখেছে। অনেক বদ গেছে অজন্ম। অগের দিনের ছিপছি



বাঘ ছাপ পাতা চা

LIFTON (INDIA) LIMITED (Incorporated in England)

হল। এই পোশাকে মাস্তু আর মার সামনে আসত না, কিন্তু রোজগারের মাতা দেখে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হ'ল না মিনতির যে, মাস্তু ততক পাখটায় নি।

নিজের মনে মিনতি অনেকবার ডেকেছে। কেন ছেলেকে ডেকে সোজাসজি বারণ করে দিতে পারে নি। কেন বলতে পারে নি এ পোশাক তুই পরিস নি, এ পোশাক আমি সহ্য করতে পারি না।

কিন্তু পারে নি মিনতি। কোথায় যেন বাধা ছিল। আর সকলকে বোঝানো গেলেও ছেলেকে বুঝি বোঝানো যায় না। ছেলের কাছে মা শব্দে পালিয়েটাই নয়, পবিত্রতারও প্রতীক। সে ভাবমূর্তিকে ভেঙে চুরমার করা মানে নিজেকে গাড়িয়ে ফেলা।

এ অসন্তোষেরও অবসান হল। সকাল থেকে শরীরটা মাজ মাজ করছিল। অসহ্য বেদনা। তৈরী ঠোঙা নিতে লোকেরা দ্বার এসেছে, কিন্তু সব ঠোঙা মিনতি দিতে পারে নি। শরীরের অজুহাতে সময় চোয়েছে। তারা বিরক্ত হয়েছে। বিরক্ততা মনে না চেপে রেখে অর্ধ-স্বগতভাবে বলেও গেছে মিনতিকে—এভাবে চললে কাজ আর তারা দিয়ে উঠতে পারবে না।

মেঝের ওপর মিনতি শয়েছিল, একটু বুঝি তন্দ্রাচ্ছন্নও হয়ে পড়েছিল, আচমকা সংকেত দরজা খুলে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসল।

মাস্তু, পরনে সেই সদাশোকতুর পোশাক, যে পোশাকে ইলানীং সে মার কাছে আসে না।

মা! মাস্তুর চাঁৎকারে চালের টিনগুলো পর্যন্ত যেন কোঁপে উঠল। কি হয়েছে রে? কোন কথা না বলে মাস্তু তীরবেগে

কোণের দিকে দৌড়ে গেল। একটা ছেঁড়া কাপড়ের ব্যাগে মাস্তুর প্ধাবর সমস্ত সম্পত্তি থাকত, সেটা উপড় করে ফেলল মেঝের ওপর। ছুত হাতে অজয়ের ছাবটা টেনে বের করে মিনতির সামনে দাঁড়াল।

মা!

মিনতি ক্রান্ত চোখে মাস্তুর দিকে দেখল। ইনই তো আমার বাবা। তুমি নাম বলেছিলে অজয়কুমার বসু, তাই না?

মিনতি মোহাবিষ্টের মতন ঘাড় নাড়ল। চেতনা নেই মিনতির। চোখের সামনে যে দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে, তাতে যেন ওর কোন অংশ নেই। মাস্তু ওর সন্তান নয়, নিষ্ঠুর নির্যতির অদৃশ্য ইঙ্গিতে অচেনা এক অভিনেতা নিম্ন অভিনয় করে চলেছে।

কেন তুমি মিথ্যা কথা বললে মা? কেন বললে বাবা আমার বোঁচ নেই।

মাস্তু! মিনতির সমস্ত শরীর দুবার বেগে ধরধরিয়ে কোঁপে উঠল।

মাস্তু মেঝের ওপর সরেগে মূখ্য ঘষতে ঘষতে আতনাদ করে উঠল, ভাবতে পার এটি পোশাকে তার সামনে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। লোকের মিথ্যা কাহিনী বলতে বলতে তার মথের দিক চেয়ে থমকে থমক গিয়েছিল। আমি চিনতে পেরেছি, তুমি চোখ, তার নাক, তার কপালের আঁকিবাকি পর্যন্ত আমার জানা। ওই ভাঁটটা আমার মনের মাথা আঁকা হয়ে গিয়েছে। যেটুকু সন্দেহ ছিল, সেটুকু বাইরের কোমলতা জিজ্ঞাসা করতেই দূর হল। কিন্তু এ কি করলে মা, এত বড় একটা সত্যকে এমনি একটা মিথ্যা কথায় সম্পূর্ণ ঢেকে দিলে। যে পরিচয়ের জন্য পাগল হয়ে রবের বেড়িয়েছি, সে পরিচয়ের পথ নির্মমভাবে তুমি কাটাগাছ দিয়ে অবরুদ্ধ করে দিলে?

তিনি আমার চেনেন না, তিনি তাই কিছুর জন্য নি, কিন্তু আমি যা হারালাম, তোমার মিথ্যার জন্য, আমার নিজের তৈরী মিথ্যা কাহিনীর জন্য, তা আর কোনদিন খুঁজে পাব না। সত্যিকার পরিচয় নিয়ে কোনদিন দাঁড়াতে পারব না তাঁর কাছে।

সন্তপণে দেয়াল ধরে মিনতি উঠে দাঁড়াল। উদ্দেশ্যে মাস্তুকে বকে জড়িয়ে ধরবে। মাস্তুর মূখ-চোখের চেহারা তার ভাল ঠেকল না। কিন্তু পারল না মিনতি। মাস্তু পাঁচ টাকার একটা নোট মায়ের গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে বাইরে চলে গেল।

সাব্যবসায় মাস্তু এসে না। মিনতি চাঁৎকার করে অনেক ডাকল। শাড়ীটা গায়ে জড়িয়ে এলিক ওলিক খুঁজে এল। কাড়াকড়ি দু'একটা আসতানা। রেখাও মাস্তু নেই।

মাস্তু অবশ্য হবে দূরে কোথাও যাবে নি। পনের দিন বিকলেই তার সম্মান পাওয়া গেল। সেই এক পোশাক পরনে। নুতী দেখে লাগল। পেট পরে ধোত পার না বলেই বুঝি অনেক জল খেয়েছে ছেলেটা। এক কপের পিপাসা মিটিয়েছে।

যাক, অনেক আশঙ্কাতায়োলে জীবন। ইতিমধ্যেই হয়তো ধৈর্য হারিয়েছেন। আপনার মজলুম সময়ে কতখানি অপচয় ভাবতেই আমার নিজের লক্ষ্য করছে। কখন করবেন। আমার চিঠিও শেষ হয়ে এসেছে। আপনার কাছে যেটুকু বলার ছিল, মাস্তু সেটুকু বলার প্রতিও ইয়গ করে নিয়ে গেছে। শব্দে আপনার পাঁচ টাকার নোটটা ফেরত পাঠাল। এ টাকা মাস্তুর কোন কাজে আসে নি এমন কি তার শেষ কাজও নয়।

প্রণাম দিতেও ভরসা হচ্ছে না। প্রণাম করার যোগ্যতা আমার নেই, নিম্নের যোগ্যতাই আপনার আছে কি না তাও ভাবছি।

বন্ধ করুন মাড়ির রোগ
দাঁতের ক্ষয়
খারাপ শ্বাসপ্রশ্বাস

উজ্জ্বল শুভ্র সুস্থ দাঁতের জন্য

ফরহাঙ্গ টুথপেস্ট ব্যবহার করুন

একমাত্র এই টুথপেস্টেই শক্ত সুস্থ মাড়ি গঠনের জন্য ডাঃ আর. জে. ফরহাঙ্গের আবিষ্কৃত বিশেষ উপাদানটি আছে

Geoffrey Manners & Co. Private Ltd.



নিজে হাফে খুঁজি

শ্রীঅর্শীন্দ্র চৌধুরী

(৫)

ভ লাঠিয়ারী করতে করতে উঁকি দিয়ে দেখে এলাম খিয়ারটারে স্টেট আর মিউনিসিপ্যালিটি। আগাগোড়া সব কাঠের। মধ্য কাঠের অর্ডিন্যান্সের দেওয়াল কাঠের, গোলাবী-চেম্বার ত কাঠের বটেই। মোক্কাটা পর্যন্ত কাঠের, ঢালু হয়ে রুমশ ওপরে উঠে গেছে মণ্ডের সামনে প্রথম দিলে খুব ভালো চেহার। তারপরে সাধারণ চেম্বার, তারপরে যেটি আর গোলাবী। আগাগোড়া চীনা মিস্টারী নিয়ে তৈরী। টিকিটের নাম বত চৈত্র চাক মনে নেই। এগজিভিশনের সব স্টাফের সমস্তই যেমন মোট থেকে ৮.৯ টাইপ উচ্চ বাক্য গুণিতের মতন ছিল, খিয়ারটার প্রত্যেক পদার্থের সমস্ত দিও যেমন ছিল দাঁত ইচ্ছা উচ্চ বাক্য গুণিতের চওড়ায় ৪.৫ টাইপ বাক্য, তাও কাঠের তৈরী। গাভীরাবলার মতো উচ্চ উচ্চ গল্প বসানো ওপরে বেশ ভালো লাগত। বাক্য। তার কাঠের সত্য। সমস্ত এগজিভিশন গোলাবী যেমন কাঠের ব্যবহার, সেটা এক পদার্থ দেখলে মনে হয়, কাঠের বাঁড় এক গণ্ডারী। কোনো কোনো জায়গায় আবার কাঠের ওপর বহান বহান জমা শেতল পড়ি। পায়ের কব ছিল, কোথাও বা সঙ্গত মাদুর। এই পাটি আর মাদুর একত্রে বসতে গেলে সবটা বাতুল্যের থেকে। সত্যি কথা বসতে কী আরও কত এগজিভিশন দেখেছি, এত জটিলতম স্ট্রীম দেখাও।

এদিকে, নালন্দায়—মহোদয়নাথ-কুমার কুমারী, এসব নামের বড়ই প্রসারিত দেখলাম, কাঠের সল্লাশ দেও দেখলাম, কিন্তু অভিনয় আর দেখা হল না। বেলা-বেলি শব্দে, হাল হস্ত-বা একটা, জেটী কার দেখা যেত। শব্দে হস্ত শব্দজন্ম যাক বলে সেই ব্যক্তি। মতএক কথা চেখা। কার মনে লাগি যাবে এসব।

এগজিভিশন শব্দ, খিয়ারটাই বা কেন, টিকের টিকের ফিল্মও দেখানো হয়েছিল। আর নহলেও বাস্তবতা সানাই। আমাদের চল্লিশ চাটুজা স্ট্রীটের বাড়ি থেকে বাঁহেলনা শব্দে শব্দে শব্দে পেতাম সেই সানাইয়ের কীমত সব-বিস্তার। সেদিনকার কৈশোর মনে সে যে কী মোহ সঞ্চার করত, তা বলায় নয়।

এগজিভিশনের তিতরে পশ্চিমঘর ঘোঁষে যে পুস্করিণীটা ছিল বলাই, তার চারপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে সুইস বাক রেলওয়ে বা আলপাইন রেলওয়ে তৈরী হয়েছিল, সে-ও এক অভিনব বস্তু। ২৫।৩০ ফিট উচ্চ একটা টাওয়ার তৈরী হয়েছিল। তার থেকে ঢালু করে বরাবর দুটি লাইন পাটা নীচে পড়ত। এই লাইনের ওপর ঘরঘর করে বধনা গাড়ি নামছে, তখন সে এক রীতিমত দেখবার জিনিস। হুড়খোলা পুরানো মোটরগাড়ির মতন দেখতে ক্ষুদ্র সাইজের, মোট চারজন বসতে পারে। এক-একবার এক-একটা করে ছাড়ত, নীলে ধাক্কাধাক্কি হয়ে যেতে পারে। ঐ যে টাওয়ারের কথা বললাম, ওটা ছিল ঘেরা। মাঝে মাঝে ঘলেঘুলি, নীচের কোনো কোনো ঘলে-ঘুলি দিয়ে উঁকি-খুঁকি দিয়ে আনবে, যেখান কী, মোকর নীচে ৫।৬ জন কুলি বসিত মতো করে ঘূর্ণিঘূর্ণি ঘোঁষা, আর সঙ্গ সঙ্গ পাক ধোয়ে খেয়ে গাড়ি টোছে এরবার প্রকাশ চক্ৰিতটর ওপরে। এক-একবার শব্দ হাচ্ছ ঘড়াব করে। আমরা সঙ্গ সঙ্গ কুতে পাবতাম, গাড়ি চাবি-থেকে এবার পায়সপ্রায়-সঙ্গ লাইনের ওপর পড়ল। অর্মন উৎসাহ হয়ে উঠতাম আমরা, ঐ আসছে রে ঐ আসছে!

বড়দের সঙ্গ গাড়িতে কখনো সখনো ছোট বয়েসের ছেলেরাও দেখতাম, খবর ছোট নয়, বালক-বালিকা বলা যেতে পারে। সারেসব-মেমও থাকত। তবে খাটি সাফল্য খুব কম, আংলো-ইন্ডিয়ানই বেশী। গাড়ি আসছে ওপর থেকে নীচে অঁক-বঁক পাবে, উঁচু-নীচ হয়ে, কোথাও বা লাফিয়ে উঠল, মনে হল, এই গেল বাকি সবসঙ্গ উঠে! কিন্তু উঠতো না, কখনো কোনো দুর্ঘটনার কথা শুনি নি। সেই উপর থেকে নীচে থেকে থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে গাড়ি দূরন্ত গতিতে, ছেলেরাও চাটুজা ভয়েও বটে, উল্লাসও বটে। দেখবার খতই দৃশ্য! কিন্তু চড়বার উপায় আমাদের নেই, প্রতিটি সীটের মূল্য ছিল পাঁচ টাকা করে। কোথায় পাবো তখন টাকা? তাছাড়া, ওটা আমাদের কাছে একটি ভয়েরই বাপাব ছিল। দূরে দাঁড়িয়ে হতবাক কিশোর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিই শব্দে, চড়বার সাধও হয়নি, সাধও ছিল না।

এগজিভিশনে আরও মজার জিনিস ছিল। ছিল মেরী-গো-রাউন্ড। একটা বড় কাঠের চাকতির ওপরে কাঠের ঘোড়া বসানো, হার্ট বসানো, বাঘ বসানো, সিংহ বসানো, আবার খুদে মোটরগাড়িও বসানো। সব-গুলিতে জোক বসিয়ে চক্ৰিতটা ঘুরতে থাকত। সেই ঘূর্ণিতে মোটরগাড়ি সিমের আছে, কিন্তু ঘোড়া-হার্ট বাঘ-সিংহ যে ব্যব ভাগ্যে পায়সপ্রায়-সঙ্গ উঠা, আর নামাচ্। এতে অবশ্য বড়দের সঙ্গ ছোটদেরও তিড় হত।

আবার, পুস্করিণীতে হয়েছিল "ঘেরটার টাইম ইংকল"। "তিনটে ছোট নৌকামতন জিনিস করেছ, কিন্তু বেশ উচ্চ সাধারণ ট্রেনসাইকেলের তুলনায় ভাল। উচ্চ বলা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নবতম গ্রন্থ নিবেদন

কবি ও অকবি ৩০

আশাপূর্ণা দেবীর
নতন উপন্যাস

গণেন্দ্রকুমার মিত্রের
সিগরাসংগ্রাহক কাহিনী

বেগম্‌ নায়িকা ৫১ রক্তকমল ৩১

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা—১২

হল। এই পোশাকে মাতৃ আর মার সামনে আসত না, কিন্তু রোজগারের মাতা দেখে এটুকু বন্ধে অসুবিধা হল না মিনতির যে, মাতৃ ভেক পালায় নি।

নিজের মনে মিনতি অনেকবার ভেবেছে। কেন ছেলেকে ডেকে সোজাসৃষ্টি বারণ করে দিতে পারে নি। কেন বলতে পারে নি এ পোশাকে তুই পরিস নি, এ পোশাকে আমি সহ্য করতে পারি না।

কিন্তু পারে নি মিনতি। কোথায় যেন বাধা ছিল। আর সকলকে বোঝানো গেলেও ছেলেকে বন্ধি বোঝানো যায় না। ছেলের কাছে মা শব্দে পালয়টাই নয়, পবিত্রতারও প্রতীক। সে ভাবমূর্তিকে ভেঙে চূষকার করা মানে নিজেকে গর্দিয়ে ফেলা।

এ অশুভবাস্তবেরও অবসান হল। সকাল থেকে শরীরটা ম্যাক ম্যাক করছিল। অসহ্য বেদনা। তৈরী ঠোঙা নিতে লোকেরা দ্বার এসেছে, কিন্তু সব ঠোঙা মিনতি দিতে পারে নি। শরীরের অজুহাতে সময় চলেছে। তারা বিরক্ত হয়েছে। বিরক্ততা মনে না চেপে রেখে অধঃস্বপ্নভাবের বলেও গেছে মিনতিকে—এভাবে চললে কাজ আর তারা দিয়ে উঠতে পারবে না।

মেঝের ওপর মিনতি শুয়েছিল, একটু বন্ধি তন্দ্রাভ্রমও হয়ে পড়েছিল, আচমকা সশব্দে দরজা খুলে যেতেই খড়মড় করে উঠে বসল।

মাতৃ, পরনে সেই সদ্যশোকাতুর পোশাক, যে পোশাকে, ইলানীং সে মার কাছে আসে না।

মা! মাতৃর চাঁৎকারে ঢালের টিনগুলো পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠল। কি হয়েছে রে? কেন কথা না বলে মাতৃ তাঁরবেগে

কোণের দিকে দৌড়ে গেল। একটা ছেঁড়া কাপড়ের ব্যাগে মাতৃর স্খাবর সমস্ত সম্পত্তি থাকত, সেটা উপড় করে ফেলল মেঝের ওপর। দ্রুত হাতে অজয়ের ছাঁটটা টেনে বের করে মিনতির সামনে দাঁড়াল।

মা! মিনতি ক্রান্ত চোখে মাতৃর দিকে দেখল। ইনিই তো আমার বাবা। তুমি নাম বলেছিলে অজয়কুমার বসু, তাই না?

মিনতি মোহাবিষ্টের মতন ঘাড় নাড়ল। চেতনা নেই মিনতির। চোখের সামনে যে দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে, তাতে যেন ওর কোন অংশ নেই। মাতৃ ওর সন্তান নয়, নিষ্ঠুর নির্যাতর অদৃশ্য ইঙ্গিতে অচেনা এক অভিনেতা নির্মম অভিনয় করে চলেছে।

কেন তুমি মিথ্যা কথা বলেছ মা? কেন বলেছ বাবা আমার বেঁচে নেই।

মাতৃ! মিনতির সমস্ত শরীর দুবার বেগে ধবধরিয়ে কেঁপে উঠল।

মাতৃ মেঝের ওপর সবচেয়ে মৃদু ঘষে ঘষতে আত্ননাদ করে উঠল, ভারতে পায় এই পোশাকে তাঁর সামনে গিয়ে আমি লিটলো ছিলাম। লোকের মিথ্যা কাহিনী বলতে বলতে তাঁর মেঝের দিকে চেয়ে থমক গিয়ে ছিলাম। আমি চিনতে পেরেছি, তাঁর চোখ, তাঁর নাক, তাঁর কপালের অভিনয় পর্যন্ত আমার জন্য। ওই ভাবটা আমার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গিয়েছে। যেটুকু সন্দেহ ছিল, সেটুকু বাইরের বোঝাবার জিজ্ঞাসা করতেই দূর হল। কিন্তু এ কি করলে মা, এত বড় একটা সত্যকে এমন একটা মিথ্যা কথায় সম্পূর্ণ ঢেকে দিলে। যে পরিচয়ের জন্য পাগল হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, সে পরিচয়ের পথ নির্মমভাবে তুমি কটাগাছ দিয়ে অবরুদ্ধ করে দিলে?

তিনি আমার চেনেন না, তিনি তাই কিছু হারান নি, কিন্তু আমি যা হারালুম, তোমার মিথ্যার জন্য, আমার নিজের তৈরী মিথ্যা কাহিনীর জন্য, তা আর ফেরাদিন খুঁজে পাব না। সত্যিকার পরিচয় নিয়ে কোনদিন দাঁড়াতে পারব না তাঁর কাছে।

সন্তপণে দেখাল ধরে মিনতি উঠে দাঁড়াল। উদ্দেশ্যে মাতৃকে বৃকে জড়িয়ে ধরবে। মাতৃর মৃদু-চোখের চেহারা তার ভাল ঠেকল না। কিন্তু পারল না মিনতি। মাতৃ পাঁচ টাকার একটা নোট মায়ের গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে বাইরে চলে গেল।

সারারাত মাতৃ এল না। মিনতি চাঁৎকার করে অনেক ডাকল। শাড়ীটা গায়ে জড়িয়ে এদিক-ওদিক খুঁজে এল। কাচাকাছি দু-একটা আসতনা। রোখও মাতৃ নেই।

মাতৃ অবশ্য খুব দূরে কোথাও যায় নি। পরের দিন বিকলেই তার সম্মান পাওয়া গেল। সেই এক পোশাকে পরনে। দুটো চোখ লাল। পেট পুরে ঘোত পায় না বলেই বৃষ্টি অনেক জল খেয়েছে ছেলের। এক জন্মের পিপাসা মিটিয়েছে।

হাক, অনেক আগেই হায়েল লিখলাম। ইতিমধ্যেই হ্যাতে ঠেগা হাবিয়েছেন। আপনার মূল্যবান সময়ের কতখানি অপচয় ভাবতেই আমার নিজের কন্ডা কন্ডা। চেনা করবেন। আমার চিঠিও শেষ হয়ে এসেছে। আপনার কাছে যেটুকু বলার ছিল, মনেই সেটুকু বলার শক্তিও হারান করে নিয়ে গেছে। শব্দে আপনার পাঁচ টাকার নোটটি ফেরত পাঠালাম। এ টাকা মাতৃর কোন কাজে লাগে নি, এমন কি তার শেষ কাজেও নয়।

প্রথম দ্রুতও ভরসা হচ্ছে না। প্রথম করার চেয়েও আমার দৌ, দোষের যোগ্যতাই আপনার কাছে কি না এও ভাবছি।

বন্ধ করুন

মাড়ির রোগ
দাঁতের ক্ষয়
খারাপ শ্বাসপ্রশ্বাস


উজ্জ্বল শুভ্র সুস্থ দাঁতের জন্য

ফরহান্স

টুথপেষ্ট ব্যবহার করুন

একমা এই টুথপেষ্টেই শক্ত সুস্থ মাড়ি গঠনের জন্য ডাঃ আর. জে. ফরহান্সের আবিষ্কৃত বিশেষ উপাদানটি আছে

Geoffrey Manners & Co. Private Ltd.



বর্ণ ও রসায়ণ যুক্ত অতিথী সালসা

হুমাটো সার্মাপ্যারিনা

০ রক্তমুষ্টি, চর্মরোগ ও দুর্বলতা নাপ করে
০ বাস্প ও শক্তির সম্মান দেয়

ডাঃ বসুধা ন্যাবহেটেরী নিঃ
কলিকাতা-৩



রবিনসন

'পেটেন্ট' বার্লি

খাওয়াবার

এই ত সময়

রবিনসন পেটেন্ট বার্লি গোন্ধর ভূমির দূর
বিলির দিলে শিশুর শক্তিশালীতে চুপ শক্ত
চাপ বেঁচে হজমের অসুখি খটায় না বহা
জা হজম করা শিশুর শক্ত আশ্রয় সহজ
হয়। তাছাড়া, রবিনসন পেটেন্ট বার্লি
শিশুর শক্ত অতি অগোষ্ঠনীর পুষ্টি যোগায়।
রবিনসন পেটেন্ট বার্লি শিশুরা খেয়ে সুস্থি
পায়—এতে ওদের শরীরও গড়ে ওঠে।
আপনার শোকাঙ্কে খাইয়ে দেখুন সে
কেমন বেড়ে ওঠে।

এই বার্লিতে অনন্যিক
০.০২% আয়রন বিপি
ও ১.৫% ক্রিটা প্রিপঃ-এর
সংশ্লিষ্ট প্রাপ্য আছে।



* ক্যালিফোর্নিয়া ও মোহা সংরক্ষণ সুরক্ষিত

আমেরিকা (ইং) নিউজের (ইং) ও বসুধা

থেতে পারে। টাইসাইকেলের মতো পা
দিয়ে প্যাডল করতে হত করলেই তিনটি
চাকার বদলে তিনটি ছোট নৌকা অমনি
একসঙ্গে জল কেটে জল ছিটিয়ে সর সর
করে চলত এগিয়ে।

আর ছিল—গামলা। গামলাতে চড়ে
দাঁড় টানতে হত। এক-একজন লোক তাতে
বসবে শূন্য। সে-ও কম মজার নয়। মাটির
গামলা। পূর্ববঙ্গে নাকি কোথাও কোথাও
ঐ ধরনের গামলায় বসে দাঁড় টেনে খাল-
বিল পার হওয়ার রীতি ছিল।

কুটির-শিল্পের ডালো ভাঙ্গা নিদর্শন
সৈনিকার এগজিভিশন দেখেছিলাম মনে
আছে। মোরোবা পাঠ্যেতন। মিহি করে
কাটা সুপারীর কথা আগেই বলেছি। বিরাট
বিরাট লাউ-কুমড়োর কথাও বলেছি, যা
বোধ হয় বলি নি, তা হচ্ছে চিড়ের মতো
সুন্দর করে কাটা নারিকেলের কথা। নানা-
রকম ছিট-তোলা আমসবুর কথা। আর
বালি নি, কাথার কথা। বিচিত্র ধরনের
বিচিত্র নকশা-তোলা কাথা। খেলনাই বা
ছিল কতরকম! পাথরের, ধাতুর, গালায়,
সোলায় ও মাটির। ভিড় হত প্রচুর।
লোকে লোকারণ্য। আর এগজিভিশনও এত
বড়ো যে, তিন-চার ঘণ্টাও ঘুরে শেষ করা
যায় না। সঙ্গে যদি মোরোর কেনা-কাটা
থাকে ত পাঁচ-ছয় ঘণ্টা, তার কমে কিছুতেই
হবার নয়।

এসব ছাড়া ছিল যাত্রা, ছিল তরঙ্গা আর
কবি-গান। ময়ূরপঙ্খীর নাচ। পুকুরে
নৌকা সাজিয়ে ভাসান। তার ওপরে
গানের দল বসে গান গাইছে। বাস্তবিকই
মনটাকে মাতিয়ে তোলবার মতো জিনিস।

শুনছি, ১৮৮০ সালে হয়েছিল ভারতের
প্রথম এগজিভিশন যাদুঘরের সামনের
মাঠটায়। রাস্তার ওপার-ওপার করার জন্য
নাকি চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে ওভারব্রীজ
পর্বত তৈরী হয়েছিল। তারপরেই নাম
করা যেতে পারে এই এগজিভিশনের—যার
কথা এতক্ষণ বললাম। এত বড় এগজিভিশন
তখন আর হয় নি। কলকাতায় তখন
বাড়ির সংখ্যা এখনকার মত এত বেশী নয়।
অফসল থেকে প্রায় প্রতি সংসারেরই
আত্মীয়স্বজন এসে ভায়ে ফেলেছে, বিশেষ
করে পূর্ববঙ্গ আর উত্তরবঙ্গ থেকেই লোক
এসেছে বেশী। কী ব্যাপার? না, স্বদেশী
এগজিভিশন দেখতে হবে।

স্বদেশী যুগের সে এক অমূল্য
উন্মাদনার দিনই গেছে, বটে! বড় রাস্তা
দিয়ে মাঝে মাঝে হেঁটে চলেছে পানের
দল। কখনো তারা গাইছে অতুলপ্রসাদের
গান, কখনো বা রবীন্দ্রনাথের গান। হঠাতই
বা কোথাও ধর্মান উঠতো, বন্দেমাতরম।
অমনি পুলিশের দল যেন ক্লেপে উঠত।
তখনকার দিনে 'বন্দেমাতরম' ছিল পুলিশ-
ক্যাপানের মস্ত ও বটে। হিন্দুস্থানীরা

বাগ্প করে বলত, বাঙালীর মাথা গরম,—
একথা আগেই বলেছি। বহিঃপ্রদেশের
সাধারণ লোকেরা এই ধর্মনিষ্ঠ ব্যাপারে
ততটা সমবাহী ছিলেন না তখন। তখন
বাঙালীর মনুতাই ছিল অনুভব করবার
মত। যেন হঠাৎ একটা মহাসমুদ্র উত্তাল
হয়ে চারিদিক কলকল্লালে ভরিয়ে তুলেছে।
পুলিসের লাঠিচাক্সও ছিল তখন বিলক্ষণ।

এইভাবে সারা কলকাতা শহর একেবারে
মেতে উঠেছে, এমন দিনে লর্ড কার্জন চলে
গিয়ে এলেন লর্ড মিন্টো। তাঁর সম্মানে
Minto-Fete বলে আর একটা এগজিভিশন
হলো মনুমেণ্টের নীচে, প্রধানত সাহেবদের
হজীবধানে। কিন্তু সেটা তেমন যেন জমল
না। নতুন লাটের সম্মানে ফুটবল
টুর্নামেন্টও হয়েছিল। ডালহাউসী-
কালকাতার তখন কী নাম। তারা-ত
টুর্নামেন্টে ছিলই, ভারতের বিভিন্ন নামকরা
মিসিটারী টিমগুলিও এসেছিল। আর
ছিল আমাদের মোহনবাগান। সৈনিকার
দুর্ধর্ষ কালকাতাকে মোহনবাগান কিন্তু
হারিয়ে দিয়েছিল। তখনকার নামকরা
খেলোয়াড় প্রফুল্ল বিশ্বাস খেলতেন
ন্যাশনাল ক্লাবে। তাকে মোহনবাগান দলে
নিয়োগ দিলে মোহনবাগান সফ্রাট হয়ে
যায়। অতএব, জুটী আর জায় গিয়ে
নাড়াল না। আমি নিজের চোখে অবশ্য
দেখি নি, শুনছি। Minto-Fete দেখি নি,
ফুটবল মাঠও দেখি নি। তবে এটুকু
বলতে পারি, সেবার এ তিনটি জিনিস—
কংগ্রেসের সভা, স্বদেশী এগজিভিশন ও
Minto-Fete কলকাতায় বেশ মাতনের
জিনিসই হয়েছিল বটে!

তারপরে ক্রমশ দেখা গেল ঐ স্বদেশী
ভাবধারা দেশে একটি রীতিমত প্লাবন এনে
দিলে। দু-তিন বছরের মধ্যে দেশের
রাজনৈতিক আদর্শওরা যা হয়ে দাঁড়ালো,
তা-ও আমাদের জাতীয় জীবনে কম
আলোড়ন আনে নি। মজারপুপুর বোমা-
কেস। মণিকতলার বোমা-কেস। ধরপাকড়।
সে-ও এক নিদারুণ উত্তেজনা। কুন্দিরাম,
প্রফুল্ল চাকী। তারপরে জেলের মধ্যে
নরেন গোস্বামীকে বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত
করে কানাইয়ের গুলি করে মেরে ফেলা।

তখন কিংসফোর্ড বলে এক কড়া ইংরেজ
মাজিস্ট্রেট ছিল। 'বন্দেমাতরম' বলেছে,
কি পিকেটিং করেছ ত অমনি জেল, তার
আর কোনো ডিফেন্স নেই। বাঙলা কাগজে
কিংসফোর্ডকে ঠাট্টা করে ছড়া বেরতো,—

মাই নেম ইজ কিং ফর্ড!

আই অ্যাম এ গ্রেট মর্দ!

রাজনৈতিক আন্দোলন আর তার
ফলাফলের কথা ঐতিহাসিকরা বলবেন,
আমি শুধু আমার শৈশবকালীন যুগের
আবহাওয়ার ইংগিত দিতে প্রয়াস করছি
মাত্র। এসব গান-গাওয়ার দল, পিকেটিং-

এর দল, ওসবের মধ্যে না ভিড়ে যাই, তাই শুল্কের পর বাড়িতেই আটকা পড়তে লাগলাম বাবা-মায়ের শাসনে। বাড়িতে আছি, সগণী ঐ এক তারাপদ। গুলি খেলতে জানতাম না, ঘুড়িও ওড়াতে পারতাম না। তারাপদ ঘুড়ি-লাটাই কিনে আনত মার কাছ থেকে আমার নাম করে পরসা নিয়ে। দামী দামী সব ঘুড়ি আর লাটাই। কত তার আরোজন আর আড়ম্বর। ধরাই দিত তারাপদ, কিন্তু ঘুড়ি ওড়ানোর বিদ্যার যেমন সে বিশারদ, তেমনি আমি। আমাদের ঘুড়ি আর আকাশে কেনদিন উড়লো না! আজ মনে পড়ে, তারাপদকে সেদিন কত না তালু করছি! পাঁচ ফুট কি ছয় ফুট উচু একটা টুল ছিল আমাদের। সেই টুল থেকে আচমকা ওর কাঁধের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি। মোটামোটা মানুষ্ট ছিল। হরত বেশ লাগত। সে বলে উঠত, আঃ! কিন্তু পরক্ষণেই ফেলত হোসে। বসত, ছাদ হারে না ঘুড়ি ওড়াত?

ও আমাদের ছিল চাকর-খানসামা— একাধারে সব। কাপড় কোঁচাতে শিখেছিল ভাল। পাড়ার লোকদের কাপড় কাঁচিয়ে দিত। শনিবারের সপ্তাহ-শেষে নতুন জামাইদের শব্দশুরবাড়িতে যেত হবে, ধরল এসে তারাপদকে—ও তারাপদ?

তারাপদ অপ্রসন্ন মুখে প্রত্যুত্তর করত,— কেনে?

—নাও না ভাই হাতিখানা একটু কাঁচিয়ে।

তারাপদের হুঁহুভাব তখনো প্রসন্ন হই নি। সে প্রথমটার কিছু কিছু করে কাঁচিয়ে ফেল উঠত। পাড়ার ছেলের ওপর সে যত প্রসন্ন ছিল না। তার কারণ, তারাপদ মোটামোটা মানুষ্ট, ওর পা দুটি স্বভাবতই একটু মোটা ছিল, ছোট ছোট ছেলেরা ক্ষাপায়ে হাতিবাবা বলে। এটা শুনলে সে ভীষণ রেগে যেত। আর সে বত রাগছে, ছেলেরা তত ক্ষাপাচ্ছে—

হাতির গোসা গোদা পা,
হাতি তামাক খেয়ে যা।

তারাপদ অবশ্য তামাকও খেত। অথচ এই তারাপদকেই একটু মিষ্টি সুরে ডাকলে বা কথা বললে তারাপদ গলে একেবারে জল! তার এ স্বভাবের, সঙ্গে পাড়ার আঁবাল-বৃন্দ-বর্গতা সর্বশেষ পরিচিত ছিল। তাই একটু খোসামোদের সুরে পাড়ার নতুন-জামাই-হওয়া ছেলেরা বলতো, তোমার হস্তন সদর কাপড় কোঁচাতে পারে এ ডল্লারে আর কেউ নেই, বৃঞ্চলে তারাপদ? তারাপদের ঠোঁটের কোণে অমনি হাসির রেখা উঠত ফুটে এবং বলা বাহুল্য, শব্দ হলো তারাপদের বাড়তি কাজ। এ কাজ সে হাসিমুখে কত করেছে, কিন্তু সেজন্মা তার

হাতে তুলে তাকে কেউ কখনো কিছ্ দিয়েছে, এমন ঘটনা ত মনে পড়ে না!

বাড়ি থেকে বেরবার হুকুম নেই। তবু ক্রমশ বড়ো হচ্ছি, একটু একটু করে খেলতে বাবার অনুমতিও পাচ্ছি। খেলা দেখতে বাবার অনুমতিও। তখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরী হয় নি, শব্দ শুনতাম তার ভিত হচ্ছে। কাতা বছর ধরে যে হবে তা বুঝতে পারতাম না। শব্দই শুনতে আসছি ভিত হচ্ছে। ঠিক যেটুকু মেমোরিয়ালের শ্বেত-মর্মর প্রাসাদ, সেটুকু ঘিরে চারিদিকে টিনের বেড়া ঘন করে লাগানো, তার ভিতরে যে কাঁ কাজ হচ্ছে, কটকট কাজ হচ্ছে, তা জানবার উপায় আমাদের

ছিল না। অনেক কাল ওভাবে টিনের বেড়া পড়ে থাকতে দেখে এসেছি। এই পুর দিকের পুকুরটার নাম ছিল 'হাবিলদার-ট্যাংক'—বেশ শান-বাধানো, লোকে আসত স্নান করতে। দু'পাশে ছিল দু'টি ঝাঁকড়া-মাথা প্রকাণ্ড বটগছ। আর ওদিকে চার্চের সামনে ছিল প্রকাণ্ড মাঠ, তাকে তখন লোকে বলত চার্চফিল্ড। এই ফিল্ডের অধিকাংশ আজও পড়ে আছে, বাকী অধিকাংশ চলে গেছে মেমোরিয়ালের বাগানের ঘেরের মধ্যে। এই চার্চফিল্ডে কত দৌড়বাপ করছি, কত ফুটবল খেলেছি। ফুটবল খেলার বেশা ছিল, কিছুটা দক্ষতাও ছিল, পরশতীকলে ভাল দৌড়তে পারতুম বলে খ্যাতিও

শীত জুস্ব নালেন গুড়ের সন্দেশ

গাঙ্গুরাম গ্র্যাণ্ড সন্স

উত্তারী পুর ও কালীঘাট কলিকাতা ফোন: ৪৭-২৬৭৭

মাথের

জৌকরু

হাঙ্গি করে



রেকোকাছীর

ফেস্ পাউডার

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়

হিমাংশুকুমার গুপ্তের
এসামান্য ওনবম উপন্যাস

মহাশয়

উপহারের উপযোগী
বৎসরের প্রাপ্ত বই


ডি এম লাইব্রেরী,
৪২, কন'ওয়ালিস স্ট্রীট, কলি-৬
(সি ১৯৭৭)

ডাক্তার ইউন

ঘরে বসে ডাকযোগে পড়াশুনা করে
সরকার দ্বারা বৈজ্ঞানিক করা কলেজ
থেকে ডিগ্রীলাভা নিন। বিনামূল্যে
প্রোগ্রামপটাস-এর জন্য লিখুন।

**Indian Homeopathic
College**
(DC.) Jullundur City.

বেশি লিখুন



পেন

“সুলেখা”
আর
“ব্রীফমেন”

PENMEN'S INDUSTRIAL SERVICES
BOMBAY 47

ধবল আরোগ্য
LEUCODERMA CURE

কিনয়াকর নবজন্মিত ওষধ দ্বারা শরীরের
যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, অসভ্য দাগ,
কৃষ্ণ, পক্ষাঘাত, একীকৃত ও সোরাইসিস রোগ
দ্রুত-নিরাময় করা হইতেছে। সামান্যে অথবা
পাণ্ডে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুঠী, কুঠী,
প্রতিসাতা-পাণ্ডে রামপ্রাণ শর্মা ১৯২ মাকর
ফোন সেন ফোর্ট, হাওড়া। ফোন-৬৭-২৩৫৯।
শাখা-৩৬, হোয়ার্সন রোড, কলিকাতা-৯

হারেছিল। দুশো কুড়ি গজ দৌড়, চারশো
চালিশ গজ দৌড়, আরও লম্বা দৌড়, এসবে
খুব প্রাইজও পেরেছি সে সময়।

তখন মাঠের পশ্চিম দিকে—রেসকোর্সের
বেড়ার পাশে রাস্তা ছিল না। জেলেরা
রেসকোর্সের ভিতরেও খেলত তখন। এখন
খেলেন না, মাঝে মাঝে চোখে পড়ে জোট
ছোট নিশান টানিয়ে ওখানে এখন পোস্টো
খেলা হচ্ছে।

কাছেই ছিল হারিণবাড়ির জেল। যেখানে
এখন ভিরোরিয়া মেমোরিয়ালের মমর-
প্রাসাদ, তার দক্ষিণ দিকে তার থেকে ফিট
দুইরিশেক মতো মাঠ ছেড়ে দিয়ে সেই মাঠ
দিয়ে লোক যাতায়াত করত। শবে হারাজ
জেলখানার প্রাচীর, চার্চমিস্তের কাণ্ড থেকে
একেবারে এখনকার মেমোরিয়ালের বাগানের
মধ্য দিয়ে রেসকোর্সের ধার পর্যন্ত চলে
শিয়েছিল। রেসকোর্সের দিকে মধ্য করে
ছিল জেলের প্রকাণ্ড ফাঁকটা। তার দক্ষিণে
দুটো অশ্বখ গাছ। সেই গাছ ঘরে গেছে—
শুকিয়ে গেছে কাল। তার গাছের যেটুকু
চিহ্ন দেখা যায় তাতে সিনেপট দিয়ে দুখটো
বুজিয়ে দেওয়া। তবু শাণি একটা অশ্বখ
গাছ এখনো নীরবে সেই অতিকাল বনস্পতি
স্মৃতি বহন করে চলেছে।

এখন যেখানে
হারিশ মধ্যস্থতা রোড মাঝামাঝি
পাড়ায়, তার পরপারে চার্চের দিকে মধ্য
কার সাথে গেলে বা-হারি পড়ত একটি
খানা। সেই খানার ওপরকার একটি সান্দ্র
পার হয়ে যেতে পারা যেত জেলের দৈনন্দিন
কর্মচারীদের কোয়ার্টার। তখন তিনি
উপার্জিত জেলার চিলেন তার ছিল খেলনা
বাড়ি। আমাদের সংগে পড়ত একটি
জেল, ব্রজেননাথ রচয়িতার। তার ইনি
সম্পর্কে ভাষ্যে হাতেন। অর্থাৎ ভাষ্যে
উপার্জিত জেলের ধামা কিন্তু সম্পর্ককে
ধাক্কের ছাপ ভাষ্যের বাড়িতে থেকে পড়া
শোনা করত। ব্রজেন পরমীগ্রামের জেল,
তার একটা লুকিয়ে লুকিয়ে তামাক খাবার
অভ্যাস ছিল। আমরা তর্কদিনে অতঃপরে
উঠিনি, এ গল্পের-সে-গল্পের আড্ডা
আবডালে দাঁড়িয়ে সম্ভরণে একটা-আধটা
সিগারেট খেতে শিখেছি মনে। ব্রজেন
কিন্তু টিফিনের সময়ে এক-একদিন আমাদের
ডেকে নিয়ে যেত তাদের বাড়ি। সেই সান্দ্র
পার হয়ে আমরা যেতুম জেল-কোয়ার্টারে
ব্রজেনের অভিজ্ঞতাক ভাষ্যের বাড়িতে।
তিনি তখন ডিউটিতে, আমাদের নিয়ে ব্রজেন
বসত একেবারে বৈঠকখানায়। তারপরে
বাড়িতে-কাজ করত-আসা করেদীদের হুকুম
করত—এই তামাক সাজ।

খাটো জামা আর ইজের-পরা করেদীদের
সেখতি জেলসংলগ্ন কাটা-তার-বেরা উশানে
কোঁতে কাজ করত, তাদের খেঁচের অধীন,
সেই করেদীদের দ্বারা বাড়ি-বাড়ি কাজ
করতে আসত, তাদের দুর্ভিতজন মহা-

উৎসাহে লাগে যেত তামাক সাজতে। কেশনা,
তামাক সেজে কণ্ঠটাকে দুহাতে ধরে
তারাও করেকটা টান এই অবসরে টেনে নিতে
পারত।

তারপরে ব্রজেন নিজে টানত গড়গড়ার
বিসিয়ে। আমাদের বলত—এই টান না?

—না ভাই!

—দেখ না টেনে, গজা আসে।

দিনকতক অহানি সাংসারির পর মজার
আকর্ষণে শেষ পর্যন্ত আমরাও তামাক
খাওয়া শুরু করলাম লুকিয়ে লুকিয়ে।
তখন আমার বয়স চোদ্দ-পনেরো হবে।

এইবার খেলার কথা। ১৯০৮ সালের
শ্রীতকালে হকি-মাচ দেখতে গেলাম। তার
আগে হকি খেলা চোখেও দেখি নি। বাইটন
বাপ দেবার নিয়তে রাচীর একটি দল,
কিন্তু পর পর তিনবার একসাথে নিতে
পারে নি হকিপার। এবার নাকি এসেছে
হাসের সেই সময়। হকি, মাঠে আর
উৎসাহের সীমা নেই। রাচীর দল খেলতে
জামালপুরের দল। এই বাটী দলটি
ছিল স্বর্ণপদ অর্জনকারী দল। নিজে গড়া।
আদিবাসী খেলত। বসন্তে গড়েছিলেন এক
মিশনারী তাদের স্কিনট জিলেন দলপতি,
নিজেও খেলতেন স্কিনট-দলপতি। তার
এই রায়সাল জেল এককালীন সশস্ত্র
কোঁতে অতিক্রম। কিন্ত এসেছে সশস্ত্র-
দলের মধ্য মধ্যে স্কিনট উৎসাহে এক আপ
বাটী।

অতি দুশমন নিমিত্তেই ছিল তাদের
খেলা। প্রকাণ্ড খেলার মাঠেই মেলত
বালক বলে। তাদের মধ্যে একজন খেলোয়াড়
ছিল, তার নাম সাধু। এই নামটা মনে
আসে। ওরা কিন্তু বয়সে মারবার করে,
হকিই করে খেলত না। অর্থাৎ হাসের
সংগে তারা খেলতেন সেই জামালপুর
অপপ্রাণিত দল তাদের একবার মারবার
করে—থেকে জটিল করে তাদের সেবার দল
গোঁড়ের। তার খেলার মধ্যে একটা
শোভনভার—একটা শাখেলার শিকো পেয়ে-
ছিল। আদিবাসী তারা—কপে গেলে তারাও
কম দুর্ভাগ্য হয়ে উঠতে পারত না—কিন্তু
আশ্চর্য তাদের সংঘ। ভুলেও তারা সংঘ
হারায়ে নি। হারায় নি তাদের সুন্দর শিকার
সীমা। কিন্তু সেই যে অন্যায়ভাবে
মারবার করে দুশমনের সেবার হারিয়ে দেওয়া
লে সেই থেকে মনের মধ্যে আর তারা
কখনো কাজকতার খেলাতে আসেন নি।
সেইবার জামালপুরে কাষ্টমস-এর কাছে হারে
গেল এবং কাষ্টমস নিজে বাইটন বাপ।
সম্ভবত ফাইনালে জামালপুরকে হারিয়ে
দিয়ে।

দশদশের কাছে বাটবাদের মধ্যে যেতেন
আর কুচাবার লাপই ছিল তখনকার চিল
বড় খেলা। সেবার মহানবাগান উপরি-
উপরি তিনবার ট্রেডস বাপ নিলে।

প্রিন্সডব্লিউ কলেজ ক্লাবও খুব ভাল খেলতে ফুটবল। ইন্টার শিল্ডের চ্যাম্পিয়ন ছিল। ট্রেডস-এর একটা মাচ খেলতে গিয়ে সুধীর চ্যাটার্জী মশায়ের পায়ে নিদারুণ আঘাত লাগে একবার। যে ইক্ষুলে আমি পড়তাম, সেই লণ্ডন মিশনারী স্কুলেই অধ্যাপক ছিলেন এই সুধীর চ্যাটার্জী। স্কুলের ক্লাসেও মাঝে মাঝে পড়তে আসতেন। ইনি খেলতেন ব্যাট, মোহনবাগান টীমে। রবারের পরিফোরেটেড করা পটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেঁধে নিতেন হাটুতে ঐ আঘাতটা লাগবার পর থেকে। ১৯১২-১৩ সালে পরীক্ষিত ইনি খেলেছিলেন। দু'পায়েই খেলতে পারতেন, অর্থাৎ দু'পায়েই সমান 'শট' ছিল। বাট পায়ে খেলতেন। মোহন-বাগানের তদানীন্তন একমাত্র বোলিং খেলোয়াড়।

আই এক এ শীল্ডে তখন মিলিটারী টিমগুলিতে বেশী খেলত। ট্রেডস-এ, কৃষ্ণবর-এ বড় বেশীখেলের ভিত্তি হ'ল। আই এক এ'তে অর্থাৎ হার না। গভিন হাইস্কুলের প্রথম কলকাতার এল দেবের। থলকো দেবের। কাস্টমস-এর সাথে খেল শিখত নিজে। পর পর দু'ফুটই নিজেছিল। তখনই কলের বার জারা ফেন্সা কাটার দর্শন হয়ে। বড় এক পাশের। বরা বহুলা, তৃতীয় বারও জারা শিখত নিজেছিল।

আই এক এ'তে লগুনী টিম ছিল শব্দে চ্যাম্পিয়ন আর সোফিস্টিকার বল। মদনকর কথা কলকাতা মোহনবাগান তখনো আসেন নি। প্রধানীয় উত্তরপাশীফন দলগুলি বেলুন। লগুনীফন নামের ইস্ট এন্ড-এ মৌসি এ লগুনীফনজিমন, কলকাতা, বেঙ্গল আর বম্বে কি ফিল্ড মিলিটারী টিম। এই ছিল লগুনীফন খেলা। এইই তাদের লগুনীফন। কিন্তু, কিন্তু, লগুনীফন মিলিটারী দলও আসেন। তখনই হাটুজ, কলকাতা হাটুজ, সফি হাটুনাল ফটোনাল-বাস, ১০/১১ ফিল্ডের মাধ্যমে জয় হয়ে তখন আই এক এ শীল্ডের মিলিটারী।

শীল্ডের হাটুনালের দিন একদিন এক লাইন ফেলিঙা চ্যাম্পিয়ন পোশে দেওয়া হ'লোজ শব্দে, কিন্তু আসেন কলকাতা ফিল্ডিং হাটুজ, তার সব বর্ষিক দেওয়া কাটার দর্শিত্য। জলিফনফন দিল ফেন্সা মাচকর কলকাতা জা ফিল্ডিং দল। চ্যারিটি মাচও কিছু ছিল। ইংল্যান্ড-ফল্টফল্ট ওয়েলস চ্যারিটি। মিলিটারী ডানদা সিভিল টিমের খেলার চ্যারিটি।

১৯০৯ সালে মোহনবাগান আই এক এ শীল্ডে যোগ দিয়ে লগুনীফন লিগুটো দর্শিত পড়ল দর্শিত্য। সেবার তখনো মোহনবাগান হেরে গেল গভিন হাইস্কুল-ডালোর কাছে। সে মাচটি কলকাতা কিন্তু বেশ মনো আকর্ষণীয় মাঠে খেলা। রেজার্সের তাবির

সামনে সেই মাঠ। মোহনবাগান, মাল আমাদের স্কুলের অধ্যাপক-মশাই খেলতেন যে-টিমে, সেই টিমের খেলা, আমাদের উদ্বীপনা কি কম? মাঠটা ছিল পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। এক পশলা বেশ বৃষ্টি হয়ে গেল—মাঠের কোণায় কোণায় জল—পারবে কি আমাদের টিম জিততে? পারল না। গভিনরা দাঁতি কথা বলতে কাঁ, বড়ো মারধোর করে খেলত। বেশ গোয়াতু'মি ছিল ওদের। কালকাটা টিম ছিল ভদ্র—তাদের একটা ইক্ষত ছিল। কিন্তু ওরা ছিল ডব্লিউ rough : Customs & rough ছিল, কিন্তু Gordon ছিল যেন আরও বেশী। Customs-এ আর Gordon-এ বনাম মাচ হ'তো, তখন ছিল দেখবার! একবারে ঠিক যেন কাঠ-কাঠ পড়েছে। আই হোক, মোহনবাগান সেদিন সেই ভিলে মাঠে বড়িতে পারেন না। ৩-১ গোলে জিতে গেল গভিন।

মোহনবাগান শীল্ডে আসবার পর থেকে মাচ ভিত্তি হতে লাগল খুব। তখন বাইরে যেন মাচ দেখবার রীতিও বঁড়ালো বেশ! চ্যারিট আসছে—টল আসছে—পেতে-পেতে সব দেখছে। পুলিশ অসম আপত্তি করতে না। বড়ো-বড়ো বন্ধুও মাঝের করে নিয়ে আসতো কোচেরা। ফারা দেখতে চাও, মাথা পিছু আঁট আনা, এমন কি কখনো-কখনো এক টিকোও সব উঠে, বাস্তব ওপর উঠে ভাড়া নাও সেই মাথায়-কারে বাস্তব-আনা কোচেরা, আর শীশমতো মাচ দেখ।

১৯১০ সালে কালকাটা প্রাউন্ড খেলা। এই কালকাটা প্রাউন্ড-এর কোয়ার-টেকার ছিলেন তখনকার নাম-করা রেফারী Clayton সাহেব। কী তর্কবর্হই না করতেন মাঠের! বর্ষিষ্ট হলে মালীদের সিরে কাঠের পাটা দিরে ঘেঁষে ঘেঁষে টেনে জল নিকেশ করতেন। কোকোপোস্টের কাছে কাটা হয়েছে, saw dust ছিটিয়ে সিরেছেন। আই হোক, সোর্সন খেলার প্রচুর লোক হয়েছে। রাইফেল রিগেডের সঙ্গে মোহন-বাগানের খেলা। ইউন গার্ডনের সিকে গ্যলারী ছিল, তাতে বসে দেখছিলেন। কিন্তু বাস্তব উঠে লোকেরা যেখানে বসিয়ে দেখছিল, সেখানে ঘটল বিপর্যয়। মড়মড় করে বাস্তব ভেঙে পড়ল যেন কোথায়। পড়ে গিয়ে জখমও হল সূচরজন। তাই দেখে পুলিশ আপত্তি করতে লাগল বাস্তব পাতার ব্যাপারে। এরা দের না পাততে, হারাও ছাড়বে না। অবশেষে মারধোর করতে শুরু করল পুলিশ। ফানিফটা কাজ হল। কিন্তু তারপর শব্দ হল সেখানে এক মল্লক খেলা। এরা এসে পাতছে, পুলিশ এসে তাড়া করছে। তাড়া খেয়ে ওরা পালানো, পুলিশ একটু সরে যেতে আবার এসে পাতছে। আবার তাড়া, আবার পালানো। খেলা দেখবার একমাত্র আকর্ষণ ছিল কিন্তু মোহনবাগান। অর্থাৎ, মোহনবাগান হেরে গেল রাইফেল রিগেডের কাছে। ওরা দর্শন মিলিটারী তার পায়ে বাট এয়ারও বর্ষিষ্ট হার মাঠ ছিল ভিলে। তার ওপর গার-গারে টৈলা-

ডাঃ কার্তিক বসু

টার্কোসোডা | নানাল

অল্প অজীর্ণ ও ডিঙ্গাপেসিয়ায় ব্যথা ও বেদনায়

ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরি লিঃ কলিকাতা ১

১৯৫৯-৬০ সালে আপনার ভাগ্যে কি আছে?



আপনি কি ১৯৫৯-৬০ সালে আপনার ভাগ্যে কি ঘটবে তাহা পূর্বাংক? জানিতে চান তবে একটি পোস্টকার্ডে আপনার নাম ও ঠিকানা এবং কোন একটি ফলের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দেন আমরা জ্যোতিষবিদ্যার প্রভাবে আপনার বার মাসের ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান কি উপায় রেজুগার হইবে, কলকাতার পাইকো উন্নতি শ্রী-পুত্রের সুখ-স্বাস্থ্য, কোণ, বৈদেশ্য প্রমণ মোকদ্দমা এবং পরীক্ষায় সাফল্য, জরগা জমি, ধন-সম্পত্তি জটিল ও অজ্ঞাত কারণে ধনপ্রাপ্ত প্রভৃতি বিষয়ের বহুতল ইত্যাদি করিয়া ১০ টাকার জন্য ডি-পি যোগে পাঠাইয়া দিব। ডাক খরচ মনোহর। পূর্ণ গ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিয়াই বর্ষিক্ত পারিবে যে আমরা জ্যোতিষবিদ্যায় কিরূপ অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মনো ফেরৎ দিব। গ্যারান্টি দিই।

পাণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী। (DC-3) জলন্ধর সিটি।
**Pt. Dev Dutt Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3),
 Jalandhar City.**

ঠেল, মারমোর তো আছেই, তা নইলে আর মিলিটারী টিম কিসের? আর, তাদের সঙ্গে লড়ছে নব্বুপদ মোহনবাগান, বটে পারে একটিমাত্র লোক, তিনি ওদের ব্যাক—সুধীর চ্যাটার্জী মশায়—আমাদের অধ্যাপক।

এই মোহনবাগান অবশেষে খেলায় জিতে শীর্ষক নিলো ১৯১১ সালে। সেকেন্ড রাউন্ডে রাইফেল ব্রিগেডকে হারিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে যেন নতুন আশার সঞ্চার হলো। সেমি-ফাইনালে খেলা মিডলসেক্স-এর সঙ্গে। প্রথমদিন 'ড্র' গেল, দ্বিতীয় দিনে কী হয় কে জানে!

ওদের গোলকিপার পিগট্ কপালে হঠাৎ চোট খেলে, আর সঙ্গে সঙ্গে এলো সে কী উত্তেজনা। মিলিটারী টিমটা যেন ক্ষেপে উঠেছিল, কিন্তু জিত হল মোহনবাগানেরই। এবার ফাইনাল খেলা ইস্ট ইয়র্কের মত নামজাদা টিমের সঙ্গে। তবে, ভদ্র টিম। আমাদের যাবার উদ্যোগ সব ঠিক। কিন্তু মাচ দেখতে কী আর পারব? উত্তর দিকে তখন অল্প গ্যালারী কবে দিয়েছে বটে, তবে সে আর স্নোক-আন্দাজ কতটুকু? চেয়ারের মুলা দুটোকা করে। প্রচুর ভিউ। কেমার রামপার্টের ঢালু জমিতে কয়েক হাজার লোক। সাইকেল জোড়া কার, তার ওপরেও

দাঁড়িয়ে লোক। হাটতে হাটতে গোলাম। খেলা তখনো আরম্ভ হয়নি। কিন্তু কী সর্বনাশ, দাঁড়াবো কোথায়? অবশ্য এখনকার মতো লোক হয়নি, কিন্তু তখনকার দিন-আন্দাজে লোকে লোকারণ্য বলা চলে। কেমার রামপার্ট আর ক্যালকাটা মাঠের মাঝে একটা খানা ছিল, সেটা এখনো আছে। তার ঢালুর ধারে দাঁড়িয়ে কোনমতে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম। মাঠের পূর্ব দিকে বাস্তার ওপর দাঁড়ানো কম ভিউ হয়নি মোকের। দক্ষিণ দিকটা খালি—কিন্তু ৬।৭ সারি লোক। প্রথমেই গোল দিলো ইস্ট ইয়র্ক—নাহেবদের সে কী সমবেত উল্লাস-ধ্বনি! দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছিল গোয়ারদের গ্যালারী। ঠিক দক্ষিণে কোনো গ্যালারী ছিল না। পূর্বদিকে বাস্ত্র সাজানো রয়েছে। খুবই উঁচু বাস্ত্র। দু'মানুষে সমান উঁচু বাস্ত্র বলে নিয়ে গেছে। দাম নিচ্ছ চার-পাঁচ টাকা করে। মোহনবাগান গেল খবরে গেল সেখান মনোহর হাট খানার এপারে ঢালে এসেছি, ওরনি সময় উঠল প্রচণ্ড এক চিংকার—গোল—গোল।

কী বাণীর? না, মোহনবাগান গোল দিয়েছে।

আর মার কোথায়! হাতের ছাতা, পারের জুতো, সব শব্দে উঠতে লাগল। প্রচণ্ড তানবদ হাটখানা হাট খিঁচ সবাই জুতো আর জোতা চাড়াতে। আর সঙ্গে সঙ্গে কোথায় তখন অনেকগুলো বস্ত্র এখানে ওখানে ছোট পড়ল মড়মড় করে।

আমাদের মার হাটখানা হলো না, আমরা মানে, দক্ষিণে তার তামার এক লড়া। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করছি কিন্তু সবচেয়ে কী করে? যেখনটায় অল্প দাঁড়িয়েছিলো, সেটা বড় ভীষণ হাট খোজ। এসিক-এসিক কলকলি এবং হাটখানা কর্তী সবার হঠাৎ একটা বাস্ত্রের ওপর থেকে একজন ডাকল। চিনি না। বলল কী দেখতে পাচ্ছন না? আমরান? বস্তু-ভাড়া-বস্তু। লোকটি ওরিকে কোথায় দাঁড়িয়ে পাড় খেলা দেখাও, এভাবেই উঠে আসলো।

এক দক্ষিণ কর্তী আমাদের দুজনের হাত ধরে ওপরে তুলে নিল। সেখান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা মোহনবাগানকে দ্বিতীয় গোলেটি দিতে দেখলাম। মোহনবাগান জিতেছিল ২—১ গোলে।

কাঁড় ফিরছি সেদিন ভিউ ঠাসে-ঠাসে। লোকের কী উল্লাস! কোথায় যে কার ছাতা ঢালে গেছে, কোথায় যে কার জুতো চলে গেছে, ড্রফেপ নেই কারুর!

স্বদেশী এগজিবিশন চ্যারিভিল যেখনটায়, সেখনটা তখন কাটাভার দিয়ে যোরা ছিল। সবাই করত কী, তার ভিতর দিয়ে গলে যেত। তখন ভবানীপুর-কালীঘাট থেকে ট্রামে করে ডালহৌসী যেতে ডাড়া ছিল ফাস্ট ক্লাশ—দু, আনা, সেকেন্ড ক্লাশ—পাঁচ



এরাসমিক

পা র ফি উ ঘ ড

কোকোনাট হেয়ার অয়েল

এখন এই শতন আকর্ষণীয় বোতলে।

তাই বকম হকম হুগে

গোলাপ ও নুই



পর্যায়। লোকে আফসে যেত ট্রামে বটে, কিন্তু অধিকাংশই ফিরে আসত হেঁটে। সেদিন দৈর্ঘ্য, একটি লোক কাটা তারের বেড়া ভিঙিয়ে পথ স্ট্রট-কাট করে কালি-ঘাটের দিকে চলেছে 'জয় মা কালী' বলতে বলতে।

আমরা তার ভাবভঙ্গী দেখে কৌতুহলা-ক্রান্ত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—কী ব্যাপার মশাই?

মশাই বললেন, মোহনবাগান জিতেছে। মার কাছে পূজো দিতে চলেছি। মানত করেছিলুম যে!

আমরা জিজ্ঞাসা করে তার দিকে তখনো তাকিয়ে আছি দেখে তিনি বলতে শুরু করলেন, আরে ভাই, আমি কারখানার ছেড় মিস্ত্রী। আমার ফেরমান হচ্ছে ফিবিংগী! সে বলেছিল—মোহনবাগান হারে যাবে। তার সঙ্গে বাজী পরেছিলুম! মা-কালী! মাখ বেখেছেন, বাজী জিতছি। তাই মানত রক্ষা করতে যাচ্ছি। ফিবিংগীটা বড় হেনসতা করতো, বুঝলেন!

ভদ্রলোক সেই উত্তর বলকাতার লোক! কালীঘাটে পূজো দিয়া ফিরে যাবেন সেই উত্তর বলকাতার! তখনকার দিন! ব্যাপারটা সহজ নয়!

ঐ ১৯১১ সালেই আমি ভালো খেলোয়াড় হিসাবে নাম করেছি। ভালো লেভেডম বলে টিম আমাকে ফরওয়ার্ড লাইনেই খেলতে দিত, উইংস খেলতুম সচরাবত। কিন্তু সেবার ইংল্যান্ড শীশেডের খেলায় আমাদের লন্ডন মিশনারী স্কুল-এর খেলা পড়ল দুর্ভাগ্য প্রেসিডেন্সী কলেজ টিম-এর সংগে। তখন আমার বয়স ১৬।১৭ হারে। আমাদের দলে সেবার সেন্টার ফরওয়ার্ড খেলতে। খেলছি মন-প্রাণ দিয়ে। এক সময় একটা বল ডান উইং থেকে সেন্টার কারোচে-দেখছি বলটা আসছে একটা উঁচু হয়েই—প্রায় বুক সমান উঁচু হবে—ওটা আমি ধরব। ধরা শব্দও হারে না, দেখি একজন প্রেসিডেন্সীর খেলোয়াড় আসছে তীরবেগে ছুটে বলটা ধরতে। এতো জোর আসছে যে, প্রচণ্ড ধাক্কা লাগতে পারে। তাই পিছিয়ে গিয়ে পায়ে না ধরে বল হেড করল ঠিক করলাম। হেডও করলুম, আব সংগে সংগে অনুভব করলুম, যে খেলোয়াড়টি ছুটে আসছিলেন, মাখ তাঁর খোঁলা ভিল, সেই খোঁলা মুখের দাঁত বসে গেছে আমার মাথায়—ব্রহ্মতুল্যে কাছটাত। আমি পড়ে গেছি, তিনিও পড়েছেন আমার ওপরে। রেফারী ছিল সেন্ট জের্জার্সের একজন পদাী সাহেব। তিনি হুইসেল বাজিয়ে ফাউল দিলেন। আমরাই শট করব। খেলোয়াড়টি আমার ওপর থেকে উঠে গেলেন, আমি উঠতে গিয়ে অনুভব করলাম, মাথায় যেন টান পড়ল,

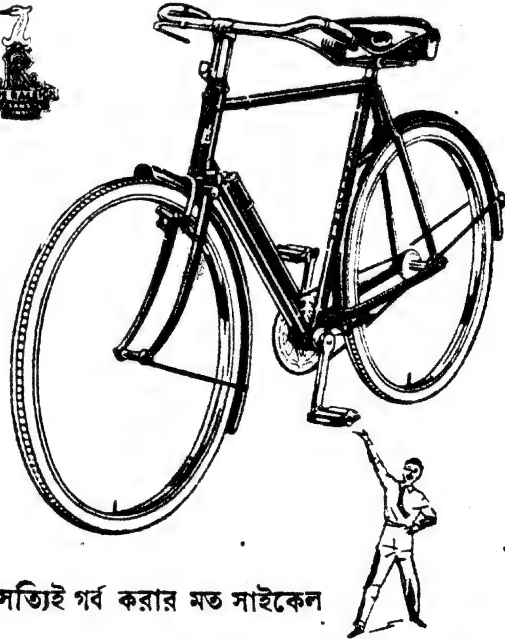
শির যেন টেনে ধরেছে। চোখ ভুলে দেখি, রেফারী পাদ্রীসাহেব আমার দিকে থ হয়ে তাকিয়ে আছেন। ঘাড়টা শক্ত হয়ে আছে দেখে ঘাড়টা ধরে মাথাটা সোজা করব, ঘাড় হাত দিয়ে দেখি, গরম গরম ঠেকছে, হাত চোখের সামনে এনে দেখি, হাত একেবারে রক্তে রাঙা! কাস্টমস্ মাঠে খেলা হচ্ছিল। কাস্টমস্-এর তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুধীরবাবু। চেঁচিয়ে বললেন,—বেরিগে এসো মাঠ থেকে।

আমি দৌড়ে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি নিয়ে গেলেন আমাকে মোহনবাগানের তাবুতে। মাঠের উত্তর-পূর্ব দিকে রাস্তা পার হয়ে যেতে হত প্রেসিডেন্সী-মোহন বাগানের তাবুতে। সেই তাবু, তখন ছিল প্রেসিডেন্সী আর মোহনবাগানের। তাঁবুর ভিতরে বাসছিলেন তখনকার মোহনবাগানের বিখ্যাত খেলোয়াড় বিজয় ভাবডু। তিনি আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। আমাকে বাঁসিয়ে কাস্ট এজ দিলেন দুজনে মিলে, আমার মাথার ক্ষত-স্থানের চারপাশটা কামিগে দিয়ে। তারপর সুধীরবাবু বললেন,—হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। হাসপাতালে চলে।

মুহুর্তে অত্যন্তিক হয়ে উঠলাম,—না-না, সার, হাসপাতালে যাবো না।

বলে, তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, মাথার মাথা যেন আগা-গোড়া বিন্দুং চমকে উঠল। তারপরে, আর কিছু আমার মনে নেই। সমস্ত আলো যেন মুহুর্তে নিভে গেল আমার চোখের সামনে থেকে! (ক্রমশঃ)

শ্রীগদীশচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত
শ্রী গীতা
মূল, অম্বর, অম্বরবাদ, টীকা, ভাষ্য-রহস্য
ভূমিকা সহ অসাধারণিক সমগ্রমূলক
ব্যাখ্যা। : : : : : ৫ টাকা।
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতবর্ম
শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও লীলার সবাক্রম্বের
শাস্ত্রীয় আলোচনা। ৪৫০ টাকা।
ভারত-আম্রার বাণী
উপনিষদের যুগ হইতে ভারতের যুগ-
যুগান্তরের বিশ্ববৈজ্ঞানিক বাণীর
ধারাবাহিক আলোচনা। ৫ টাকা।
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২



সত্যিই গর্ব করার মত সাইকেল

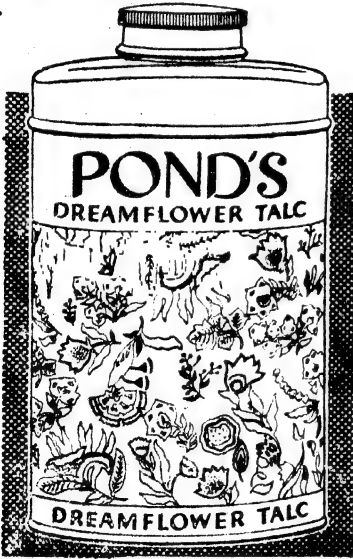


ব্যালেন



সারাদিন ভোরের মত স্নিগ্ধ ও সজীব
রাখে—

পণ্ডস ড্রিমফ্লোয়ার ট্যালক



সারাদিন স্নিগ্ধ ও সতেজ থাকতে হলে
স্নানের পর পণ্ডস ড্রিমফ্লোয়ার ট্যালকম পাউডার
ব্যবহার করুন !

পণ্ডস ড্রিমফ্লোয়ার ট্যালকম পাউডার ভারি
কোমল, মিষ্টি গন্ধে ভরপুর ও ঘাম
শুষে নেয়—এতে দিনভোর স্বরকারে ও সতেজ
মনে হবে !

চিজব্রো-পণ্ডস ইন্ক (সীমিত দায়সহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

লড়াই না খেলো সদন ঘোষ



বর্ষমানের কথা উঠলেই যেমন 'মি-দানা-সীতাভোগের' কথা ওঠে: স্পেনের বেলায় তেমনি ওঠে "বুল-ফাইট" বা ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা।

শেষ পর্যন্ত যখন নেহাই ঠিক করে ফেললুম কিছুদিনের জন্যে স্পেনে বেড়াতে যাব, তখন আমার ইংরেজ বন্ধু-বান্ধবরা প্রশ্ন করতে লাগল, "বুল-ফাইট দেখতে যাবে ত?" তার উত্তর দিলাম গ'ই-গ'ই করে। সত্যি কথা বলতে কি ও লড়াই-টুংই দেখার ইচ্ছা আমার আদর্শে ছিল না। ছোরা-ছুরি বা বস্ত্র দেখা আমার ধাতের একেবারে বাইরে।

স্পেনের অনেক বড় বড় শহরে ঘুরলুম। পরিস্রোনা, ভালেন্সিয়া, গ্রানাডা, মাদ্রিদ ইত্যাদি। অনেক জায়গায় অনেক কিছু দেখলুম কিন্তু ঐ বুল-ফাইটটি শুধু বাদ। শেষপর্যন্ত হঠাৎ বাদই থেকে যেত: বরি সেভিলিয়ায় এমন অ্যাটেন না ঘটত।

খুঁজে খুঁজে এক কানগলিতে এক 'পেনসিয়ন' (সস্তা বোর্ডিং হাউস) বের করেছিলুম। উদ্দেশ্য ছিল দুটো। প্রথমত, সস্তায় থেকে থেকে কিছু পর্যটন ভিটামিন আর দ্বিতীয়ত দিল্লী লোকের একেবারে মাথথানে থেকে থেকে কাছ থেকে ওদের জীবন-যাত্রা প্রণালী নিরীক্ষণ করা: বড় বড় হোটেল উঠলে এ সুযোগটুকু ঘটে না। মুশকিল বাধল ভাষা নিয়ে। আমার স্প্যানিশ ভাষায় বীদো একবারে কিসমত-না'ব চেয়ে একটু ভালো। তাতে বাপারটা দাঁড়াল অল্পবিদ্যা ভাষাশ্রবী রূপে। পেনসিয়নের মালিককে কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না আমার বক্তব্য। বাধা হয়ে উদ্ভলোক তখন ভিতরে গিয়ে এক ইংরিজী-জানা লোককে ডেকে আনলেন দোভাষীর কাজ করার জন্যে। সব সমস্যা জল হয়ে গেল।

সংগের হাড-বাগটার উপর আমার নাম

লেখা আছে আর তরই তলায় গোটাগোটা করে লেখা—কালকাতা।

অ্যাটেনটার শুরুর হল সেখান থেকেই। দোভাষী উদ্ভলোক ব্যাগের গায়ে নিজের রেখে বললেন—নিবাস তহাল কালকাতায়? আমি কিন্তু এককালে এখানে ছিলাম।

অনেক অনেক বিদেশীর সঙ্গে অল্প প হয়েছি যারা ভারতে গিয়ে কলকাতায় দু চারদিন কাটিয়ে এসেছেন। তাই ইনিও যদি ঘুরে এসে থাকেন হ অশ্চর্য হবর কি আছে! অবাক হলাম যখন শুনলুম যে উদ্ভলোক দুটি বছর কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পাঠের বিষয়কসকল ছিল ভারতীয় দর্শন। নিজের টাকায় পড়তে গিয়েছিলেন। তাও কোনো পরীক্ষা পাশ



ব্যালো নাচের আসরে

করার জন্যে নয়—শ্রেষ্ঠ আশ্রয়িতার জন্যে।

নতুন বিয়ের পর মেয়েরা ~ শব্দশূন্য-বাড়ি গিয়ে বাপের বাড়ির কারোর দেখা পেলে যেমন তাকে প্রায় আঁকড়ে ধরে আমার অবস্থাও দাঁড়াল অনেকটা তাই। আমি খয়ানের সঙ্গে স্ট্রেফ লেগে গেলুম। আর খালে ধরলুম আমার প্রশ্নের কপি। কলকাতা কেমন লেগেছিল? বাঙালী দু চারটে কথা এখনও মনে আছে কি? থাকতে কোথায়? বেহালায়?

স্পেন সম্বন্ধেও নানান প্রশ্ন করলুম। খয়ান পিণ্ডিত লোক বলতে হবে। সব প্রশ্নেরই বুদ্ধিমান জবাব দিল। আর দেবে নই বা কেন! বিস্তারিত পড়াশুনো করেছে আর মালয়-ব্রহ্ম থেকে শুরু করে সীক্ষণ ইয়োরোপের কোনো দেশে যেতে বাদ রাখে নি।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর খয়ান, বলল, কেরোর নাকি একটু হাওয়া খেতে?

বললুম, দেশ দেখতেই ত বেরিয়েছি। আমি বৌড়।

দু'জনে আমরা বেরোলুম। রাস্তায় যেতে যেতে ও অনেক কথা বলল। ওর বাড়ি আসলে এখানে নয়। এখানে ও এরোগড্রোম চকরী করে। বাড়ি হল দেশের উত্তর অঞ্চলে। ও আরও বলল, 'এই সেভিলিয়া শহরের ইতিহাস। প্রাচীন মন্দির ক'ইনী।

রাত তখন এগারোটো। আমরা মারিয়া লুইসা পার্কে এসে হাজির হলুম। পার্ক ত নর, যেন সাজানো বাগান। ও আমাকে এখানে এনেছিল এক প্রাসাদ দেখাতে। এক কোণে দেখি লোকে লোকারণা। কি গাপার! না, আজ এখানে আন্তর্জাতিক ব্যালো নাচ হবে। ইল্যামের আমস্টারডাম শহর থেকে এক নমকরা দল এসেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনুষ্ঠান শুরু হবে।

খয়ান লাফিয়ে উঠল। জিজ্ঞাস করল, দেখতে যাবে নাকি?

আমার বেশি ইচ্ছা ছিল না। ব্যালো নাচ অনেকবার দেখেছি লন্ডনে, প্যারিসে এবং ইয়োরোপের নানান জায়গায়। ওর মধ্যে নতুন আর কি আছে! বরং যদি প্রকৃত স্প্যানিশ নাচ হত তাহলে মোটেই আশ্চর্য থাকত না।

কিন্তু খয়ানকে মনের কথা খুলে বলার ত সময় পেলুম না। ঝপ করে লুইসা টিকিট ও'কিরে ফেলল।

দাম কত? পঞ্চাশ পেসেতা করে? মাথায় হাত দেবার যোগাড়। মুখে কাঁচমুচ করে মানিবাগ খেললুম। খয়ান টিকিট কেটেছে। এখন আমার টিকিটের দামটা ও ওকে দিতে হবে।

খুয়ান লায়ফে উঠল, আরে করো কি। আমি তোমাকে নিয়ে এসেছি। তুমি দান দিতে যাবে কেন!

আমি অপ্রস্তুত: কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ওকে টাকা দিতে পারলুম না। খানিক-কণ বাদে কথায় কথায় খুয়ান বলল, আগামীকাল এ শহরে বুল-ফাইট হবে। যাবে নাকি দেখতে?

আবার বুল-ফাইট! কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে না বলা ত চলে না। ওকে নিয়ে কাল বুল-ফাইট দেখতে যেতে পারি। তাহলে আজকের ওর এই ভদ্রতার শোখ কাল দেওয়া যাবে।

এমনি পাকে পড়েই বুল-ফাইট দেখতে যাওয়া। তবে এখন বলব, গিয়েছিলুম ভাসোই করেছিলুম। কারণ চোখে না দেখলে বুল-ফাইটের আবহাওয়াটি আন্দাজ করা অসম্ভব। খবরের কাগজে যতই মোহনবাগান আর ইস্ট-বংশল ক্লাবের খেলার কথাই পড়ুন আর রোডিওয় রীলে



বাড়টাকে ছুটিয়ে ক্রান্ত করতে লাগল

শুনুন—মাঠে সশরীরে হাজির না হলে আবহাওয়াটি কোনদিন আন্দাজ করতে পারবেন না।

কে গোল দিল, কে গোল থেল—এসব ত হল তুচ্ছ খবর। মাঠের আসল খেলা খেলে দর্শকরা। বুল-ফাইটের বেলাতেও তেমনটি না ঘটার ত কোনো কারণ নেই! এ খেলায় খেলোয়াড়ের চেয়ে বাড়ির দাপট বেশ, তারও বেশ দাপট দর্শকদের।

আমার মনে হল ক্যালেন্ডারের বয়স যেন হাজার দুয়েক বছর পিছিয়ে গেছে। জুলিয়াস সীজারের আমলটি যেন হুবহু ফিরে এসেছে।

শ তিনেক ফিট ডায়ামেটারের বুল-রিং। ঘুরিয়ে সবদিকে স্টেটিডিয়াম। মাঝখানে ফাঁকা গোল মাঠ।

ফুটবল খেলা শুরু হবার আগে খেলোয়াড়রা যেমন বলটাকে ধাঁধ করে লাথি মেরে মাঠে ছুঁড়ে দিয়ে কায়দার মাথায় ছুঁতে ছুঁতে মাঠে ঢোকে আর দর্শকরা চটাপট হাততালি দেয়, এখানেও ব্যাপারটা অনেকটা তাই। কোণের দরজা খুলে দিতেই বুনো কালো বাড়টা শিং দড়ো তেড়ে বাগিয়ে মাঠের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। আর গোল মাঠের ধারে ধারে কাঠের পাটিশনের আড়াল থেকে এক এক মোশা বেরিয়ে লাল কাপড় দেখিয়ে দেখিয়ে বাড়টাকে ক্ষেপিয়ে একোণ-ওকোণ ছুটিয়ে ক্রান্ত করতে লাগল। খানিকক্ষণ বাদে ম্যাঠ ঢুকল এক জ্যাডসওয়াব। হাতে তার ছাতোলা বজ্রম। তাই দিয়ে সে বাড়টাকে ক্ষতবিক্ষত করল। এরপর আরও কয়েকজন ঢালাল ছুরি আর ছুরির আক্রমণ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অত বড় শক্তিশালী জানোয়ারটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সাজানো চর-ঘড়া এসে মৃত-দেহটো টেনে বার করে নিয়ে গেল।

একটা বাড়ির লড়াই দেখার পর আমি কাঁচ। হরে পর পর এমন ছটা।

জানলুম, পানিয়ে যাই। কিন্তু পালব বুলফাইট কি পানিয়ে যায় নাকি! আমি বিদেশী তাই এদেশের প্রতি ভদ্রতা দেখাতে হবে না!

তাড়াতাড়ি চারটি ম্যাচের দিন খেলা ভাঙার আগে সবচেয়ে গ্যালারীর মাথা থেকে নেমে আসলুম ত দেখি! বিশেষ করে তার কয়েক মিনিট আগেই আপনার টিম যদি গোল খেলে থাকে।

অতএব আমি খসে রইলুম শেষ পর্যন্ত। বুল-ফাইট দেখার আর ইচ্ছে না থাকলেও।

কিন্তু এর সবটাই কি নৃশংসতা?

আমার এক আমেরিকান বন্ধু বলে-ছিলেন এর সবটাই নৃশংসতা নয়, এর বেশির ভাগটাই হল স্পোর্ট।

স্পেন দেশের লোকেরা এটা এত উপ-ভোগ করে, কারণ তাদের মতে এটা শূন্য স্পোর্টই নয়: এটা একটা মস্ত বড় আর্ট।

হয়ত তাদের কথা সত্যি। হয়ত নয়।

হিউলেটস মিক্সচার বদহজম এবং খাওয়ার পর

গাকস্থলীর ব্যথায়
দীর্ঘস্থায়ী উপশম এনে দেবে

হাতের কাছে সবসময়
এক বিশি রাখুন



মানসিক দুশ্চিন্তা ও সমসমস্ত মাথাওয়া, পরিপাকযন্ত্রকে প্রায়ই চুলকাবে কেন এবং তার ফলে বদহজম ও খাওয়ার পর গাকস্থলীতে ব্যথা হয়। হিউলেটস মিক্সচার গাকস্থলীকে খাওয়া পরিপাকের শক্তি দিয়ে হজমের সহায়তা করে। হজমাসারক অরহাসের হাত থেকে গাকস্থলীর ত্বিনীকে সুরক্ষিত রেখে পেটের ব্যাথা টিপট আবার এনে দেয়। ৩০ বছরেরও ওপর পৃথিবীবাসী সব ডাক্তারবা হিউলেটস মিক্সচার খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে আসছেন।

লিঙ্গ: শিশুদের পেটের পীড়াও হিউলেটস মিক্সচার চমৎকার। কয়েকটি কোঁটাতেই সঙ্গে সঙ্গে আরাম।

পেট খারাপে আকিম সংকুল হিউলেটস মিক্সচার ব্যবহার করুন। হিউলেটস মিক্সচার আকিমসহ বা আকিম ছাড়া হুঁরকমই পাওয়া যায়।

হিউলেটস মিক্সচার

সি. জে. হিউলেট এণ্ড সন (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড,

৯৬/৫, বাইনামা বায়ক স্ট্রিট, বারাণসী-৩

আমার নেই। তার সাহিত্যিক-মূল্য-নিরপেক্ষ চেষ্টা না করে তার ঐতিহাসিক মূল্য দিতে আমি বাধ্য। বিশিষ্ট ব্যক্তির অটোগ্রাফ-সইয়ের যদি দাম থাকে, তবে প্রমথ চৌধুরীর স্বাক্ষরযুক্ত তাঁর স্বহস্ত-লিখিত পত্রেরও দাম থাকা উচিত। সে-সময়ে তাঁর হস্তাক্ষরযুক্ত কোনো খাম বা

পোস্ট-কার্ড এলে অসীম আনন্দ পেতুম। ঘন ঘন আহ্বান যে ঘনিষ্ঠতার পরিচায়ক, তা কে না জানে? বয়সে উনি ছিলেন আমার বাবার চেয়ে মাত্র পাঁচ বছরের ছোট। পিতৃদেবের মতনই উনি বয়ঃকনিষ্ঠদের সঙ্গে সম্ব্যাপর্ণে ব্যস্ততার করতেন এবং যুব-জনের প্রশংসা দৃঢ়তাই আকর্ষণ করেছিলেন।

সাহিত্যিক আদর্শেও প্রমথ চৌধুরী আমার পিতামহের মতন চলিত বাঙলার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯১৩ সালে ঠাকুরদাদার দেহান্ত হয়। ১৯১৬ সালে তাঁর সদানন্দ মৃত্যু এবং সরস বাক্য-বিন্যাস আমার স্মৃতিপটে স্থান হয়ে যায় নি। যৌবনোন্মেষের প্রাক্কালেই প্রমথনাথ

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচ যায়

তার কারণ এর আতিরিক্ত ফেনা

ঠাকুরার ও পছন্দঃ তাই বুঝা কি আশ্চর্য লোক-
তাব এগিয়ে এগিয়ে! তিনিও বুঝী হয়েছেন
লক্ষ্মীর সানলাইট সাবানে কাচা কাপড় দেখে। কি
ধপধপে ফস, আর স্বকমকে রঙীন।
লক্ষ্মী জানে যে আর একটু সানলাইটেই অনেক কাপড়
কাচা যায় এবং লক্ষ্মী এটাও দেখেছে যে বুড়ি, মাটি,
বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব কিছুই আশ্চর্য্য রকম
সাদা ও উজ্জ্বল হয় সানলাইটে। সানলাইটের কার্য-
করী, প্রচুর ফেনা ময়লার প্রতিটা কণাকে বার করে
দেখ, কাপড় আছড়ানোর দরকার হয়না। আপনার
পরিবারের কাপড় কাচার জন্য আপনিও সানলাইট
সাবান ব্যবহার করুন না কেন?

সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

কখনগরে 'উপেন্দ্রকৃষ্ণের চলিত-বাঙলায় লেখা উপন্যাস' ("এই এক নতুন—আমার গদ্যতত্ত্ব") পাঠ করার সুযোগ পান। এ-উপন্যাসের প্রবন্ধা হরিদাস, তাই এর প্রচলিত নাম "হরিদাসের গদ্যতত্ত্ব।" চলিত বাঙলায় লেখা এই প্রথম উপন্যাস পড়ে প্রমথনাথের সংকল্প হয় ভবিষ্যতে ঐ পথ অনুসরণ করে সহজ সরল ভাষায় সাহিত্য রচনা করবেন। সেইসংকল্পকে কার্যে পরিণত করতে কোনো সংকোচ বোধ করেন নি। অথচ বাধা যথেষ্ট ছিল। প্রথমত, ঠাকুরদাস নিজেই "গদ্যতত্ত্ব"র চলিত ভাষা ত্যাগ করে তাঁর "বঙ্কগিরি"-উপন্যাসে তখনকার সাধুভাষা অবলম্বন করেছিলেন। তখনকার পণ্ডিতরা বঙ্কিম-চন্দ্রের বিরুদ্ধেই খণ্ডকৃত, সুতরাং অনেক পয়ে কা কথা। তথ্যটি কালিদাস যেমন বলেছিলেনঃ পুরাণমতোব ন সাধু সবাং, প্রমথ চৌধুরীও বলতে পেরেছিলেন জোর-গলায় যে, ওঁর সময়ের গদ্য-লেখকদের ভাষায় মূর্খকণ্ঠে ভাব প্রকাশ করা শক্ত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা আত্মাভিমানবশত চলিত ভাষার প্রচলনে বিরোধী হয়েছিলেন। অবশ্য এটা সত্য যে, গ্রাম্যভাষা-দোষ একটা দোষ। একথা সকল দেশে সকল সময়েই লিপ্যন্তরিত স্বীকৃত। প্রাকৃত সাহিত্যের সবশ্রেণী নিম্নলিখিত "গদ্যসংস্কৃতত্ব"। এবং সাতবাহনবংশীয় রাজা হার্ষের এই সংকলন সম্বন্ধে কাণ্ডত্ব বাল্যজন্যঃ

অবিনাশিনমগ্রামাকরোং সাতবাহনঃ
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোঠৈঃ রক্ষ্যন্তি

সুভাষিতঃ।

দেশী-শব্দ আর সংস্কৃত থেকে ভাঙা শব্দ মিসিয়ে যে সমন্বয় করা হয়েছে এর মধ্যে, তার তুলনা অপর কোনো দেশের সাহিত্যে অস্বল্প কি না জানি না। সেকালের কথিত ভাষা এইরকম মিশ্রিতই ছিল এবং বাৎসর্য্যন তাঁর কামসূত্রে বলেও গেছেন যে, "নাভ্যন্তং সংস্কৃতেনোপি নাভ্যন্তং দেশ-ভাষয়া" যদি কেউ কথা কন তিনি বহু মান পান। বোধ সাহিত্যে "মহাবস্তু" প্রভৃতি কিছু কিছু রচনা মিশ্রিত সংস্কৃত লেখা। কৃষ্ণাঙ্গের শিলালিপিতেও ভাষা-সংস্কর বিদ্যমান।

বাঙলা সাহিত্যের কারবারে এখন তিনটে ব্যাংক চালু—ইংরাজী, সংস্কৃত আর দেশী। সব ব্যাংকের ওপরেই আমরা চেক কাটছি এবং কোনো ব্যাংকেরই ফেল ইবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে আমরা যদি এলোপাথাড় চেক কেটে চলি, তাহলে আমাদের কারবার ফেল হতে পারে। বাঙলাদেশ মেলাদেশার দেশ। কি জাতি, কি ভাষা, কি সংস্কৃতি সব কিছুরেই আমরা মিলন ও মিশ্রণ ভালবাসি। বাইরের আমদানীকে আমরা হেয় করেছিলুম একবার, যখন বিলিভী জিনিস বয়কট করি। অথচ সে-আন্দোলনের মূল মন্ত্রটি আয়ালান্ড থেকে আমদানী, কারণ "বয়কট"-নামধারী একজন আইরিশমানকে একঘরে করার পর থেকে ঐ-কথাটি চালু হয়েছে। এদেশ যখন ইংরেজদের খাস-মূল্যে ছিল, তখন আমরা চোস্ত ইংরাজীতে তাদের খুঁত ধরতুম, অব এখন ইংরেজদের মতন একটা পার্লামেন্ট পেয়ে ইংরাজী কেতাতাই পলিটিকস করছি।

ইংরাজী ভাষার গণমুখ্য আমরা অনেকেই। সে-ভাষার কাব্য-সাহিত্য অতুলনীয়। এক সেতুপারীরকে দেখলেই বলতে হয়ঃ একচন্দ্রসহমো হসিত। কিন্তু গদ্য-সাহিত্যে ফরাসী ভাষার উচ্চতর অতিষ্ঠতির পরিচয় পেয়ে প্রমথ চৌধুরী সেই আদর্শকেই সম্মুখে রেখে রচনা করতেন এবং সু-মুখ ও কু-মুখ কাকে বলে সে-বিষয়েও তাঁর বিচারশক্তি ছিল। মুখের কথা তাঁকে কেড়ে নিতে হয়েছিল, নইলে মনের কথা কইবেন কি করে? ইচ্ছা থাকলেও এসংস্কৃত বঙ্কিমবাবুর হয় নি। তিনি মুখাপথ অবলম্বন করার সেকালের পণ্ডিতরা তাঁর ভাষায় "গরুচণ্ডালী" দোষ দেখাতে উগ্রবীর ছিলেন। রবীবাবুও তাঁর চিঠি পর ছাড়া গদ্য রচনার অনেককাল ধরে চলিত বাঙলাকে এড়িয়ে চলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সানসের আত্মসমর্পণ করতে রাজী হলেন। আগেই বলেছি এটা তাঁর পক্ষে হয়েছিল পুরো শিষ্যের পরাজয়। এখন বলেছি, এতে আমাদের যথার্থ মুখ-রক্ষা হল। এভাবে মৌখিক ভাষা সাহিত্যে সুরক্ষিত না হলে রক্ষা পেতুম কিনা সন্দেহ।

চিঠির পাতায় আমরা আমাদের মনের ভাব বেপরোয়াভাবে কল্ল করি, প্রবন্ধে বাধাবাধিতা রীতিমত থাকবার কথা, কারণ এটি প্রকৃষ্ট বন্ধন যাতে নেই তাকে প্রবন্ধ বলে চলে না। ছাপাবার উদ্দেশ্য নিয়ে চিঠি লিখলেও বাধন-জানদন মানতে হয়। আটপোরে আর পোষাকী পরিচ্ছদে যে প্রভেদ, পত্রে আর প্রবন্ধে কতটা সেইরকম তফাত। পর চার জনগণের কাছে আশ-

"হাতই আপনার ডাগ্য"

জানতে চান?

আসুন অথবা দুই হাতের ছাপ পঠন।
পারিশ্রমিক ৫, টাকা হইতে ২০, টাকা।

গ্রান্টার পামিস্ট

ডুপেন চ্যাটার্জি বি-এ

নিউ টেলিগ্ৰাফ (ট্রিল বার্টী)

ভায়া—কলিকাতা-৩৩

[৬নং বাসে নেতাজী নগর নেমে
গঙ্গার ওপারে অথবা ৬নং বাস-
স্ট্যান্ড থেকে আসতে হয়।]

দেব সাহিত্য কুটীর

২১, বামাপুত্র লেন

কলিকাতা-৯

এখানে চিঠি লিখলেই

হাজার রকম বইয়ের

জ্যোতিষ পার্জালো হয়

শুকতারা

পরবর্তী পুজার দিন

ত্রয়োদশ বর্ষ পড়বে



যদি আপনি

পেন্স

গলার ও বুকের

বড়ি গ্রহণ করেন

পেন্স মুখে রেখে চুব্বন। এর আরোপাক-
তাপ গলা ঘাণ, বীজাণু, সন্ধি কানী কি ভাবে
দূর করে তা লক্ষ করুন। পেন্স সঙ্গে সঙ্গে
আরামদান করে ও জীবাণু ধ্বংস করে।



কোন একাধ
শিশুরক ভাণ নেই
লিপ্তমেহও লিহিয়ে
সেওরা চলে
সবই মিয়ার করে
ব্রণকাইটস,
গলার কত,
সন্ধি,
কাশি ইত্যাদি
সব ঔষধ বিজ্ঞান
নিকট পাওয়া যায়

সি. ই. ফুলফর্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

FRY-SS-BEN

পারিশ্রমিক—মেসার্স কম্প এন্ড কোং লিঃ
৫২সি চিত্তভঙ্গন এডোনিউ, কলিকাতা-১২

নিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেটী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বসু হোসিয়ারী ফ্যাক্টরি
কলিকাতা-৭

গদ্যিত, প্রবন্ধ চায় জনসমাজে আত্মপ্রকাশ।
প্রবন্ধের ইংরিজী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'এসে।'
আর কলমের মুখে যা এসে পড়ে পত্র
আমরা তাই লিখি। সবুজ-পত্রের একজন
পত্রী হিসাবে তাই আমি প্রথমী হয়েছি।

কথার খেলা প্রথমবারের লেখায় প্রচুর।

এ-খেলা তাঁর ভাল লাগত, আমারও ভাল
লাগে। 'লেখা' উল্টো করে পড়লে যে
'খেলা' হয় এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।
সংস্কৃত সাহিত্যে এ ধরনের খেলা দোঁখ,
তবে ওরিয়েন্টালিস্ট সায়েবদের কাছে সে-
খেলা অপ্রিয়। তাতে কিছু আসে যায়
না, কারণ তাঁরা আমাদের অনেক উপাদেয়

মিষ্টান্নকে বোঁশ মিষ্টি বলে পছন্দ করেন
না। এ-বিষয়ে সকলেরই নিজস্ব রুচি
আছে এবং সে-রুচিকে অবজ্ঞা করা
অনুচিত। শ্লেষ বা pun সম্বন্ধেও তাই।
ইংরিজীতে pun-এর প্রয়োগ-বাহুলা পাই
জন লিলির ইউফিউরিসে। এর প্রভাব
সেক্ষপীয়ারেও দেখা যায়, তবে গাভায় কম।
বাঙলায় ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, নিধুবাবু,
দাশু রায় ইত্যাদি অনেকেই শ্লেষালংকার
বাবহার করেছেন এবং তাঁদের রচনা এ-
অলংকার ধারণ করায় শোভা-সম্পন্ন
হয়েছে।

"সবুজ-পত্র" ভূত হয়ে পুনর্জন্ম গ্রহণ
করেছিল "পরিচয়" পত্রিকায়। জন্মদাতা
সুধীন দত্তের বাড়িতে। নামকরণ সেই
আমাদের বাড়িতে এসে কথা পাড়লেন যে,
একটা উদ্ভবের পত্রিকা বের করবার খ্যায়ন
হচ্ছে এবং সে-বিষয়ে সন্ন্যাস-পরামর্শ করে
সুধীন দত্তের বাড়িতে। নামকরণ সেই
মীটিংয়েই হল—"পরিচয়" নাম রাখলেন
নীরেন রায়। হুঁতায় হুঁতায় সবুজ-
সভার মতন শৈঠক বসতে, সামারণত সুধীন
দত্তের শুধানে। সেখানে আমার কলমব্যব
কথাপকথন কারও কারও ভাল লাগত না।
এবং তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ পেতে আমার
অভিলে। একদিন আমার মামা রক্ষা
করলেন 'সিপোজিট' নামের ভাই হারীন
চাট্টিসে। তিনি অনেকদিন বাদে বিলোত
থেকে তখন সবে ফিরেছেন এবং বহু
বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠা সৌন্দর্যের সভায় সমবেত
হন, তাঁর স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি
শুনাবার জন্যে। এক একটা আবৃত্তির পর
তিনি কথা বলছিলেন আমাদের সাথে এবং
তাঁর কথায় ছিল পদে পদে শ্লেষ। উপস্থিত
শিল্পী ব্যক্তিরা সে সকলই তাঁর শিল্পী-বাক্য
গুণে খাশী হাট্টলেন আর প্রমাণ তাঁদের
চিসির সুরে পাওয়া গেল। অতঃপর সে-সব
ইংরিজী pun এবং সে-সময়ে ইংরেজদের
এখানে দেশান্ত্র প্রতাপ। পরিচয় পত্রিকায়
আমার কিছু কিছু লেখা বেরিয়েছিল,
কিন্তু তার মধ্যে 'পান'-এর স্থান সংকীর্ণ
করে রেখেছিলুম। তার কারণ ও-পত্রিকায়
প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মধ্যে শীর্ষস্থানে
অধিকার করে থাকত 'হীরেন্দ্রনাথ দত্তের
রচনা, যোগদল গভীর চিন্তার পরিচায়ক
এবং গম্ভীর রক্ষা করতে হলে হাস্য বারণ,
এ-নিয়মকে অতিক্রম করবার সাহস হয়নি
আমার।

বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ কখনো আমাদের
সাথে বৈঠকে বসতেন না বটে, কিন্তু তাঁর
বৈঠকখানায় বসে নিরংকুশ হাস্য-রসের
অবতারণা করাটা অসঙ্গত হবে, এ-আশংকা
বোধ হয় অনেকেরই মনে ছিল।

ছেলেবেলায় হীরেন দত্ত সম্বন্ধে একটা
গল্প শুনিয়েছিলেন। সম্ভবত সেটা তরুণ
মৈত্র সম্বন্ধে গল্পের মতন কল্পিত

বিক্রী এখন অনেক উঁচুতে উঠেছে

লোমা শুধু চুল কালো করবার
জেনেই নয়, চুলের প্রশোধনেও
অতুলনীয়। সেই জনেই দিনকে
দিন ভারতের সর্বত্র এবং বাইরেও,
তরুণ ও বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ
সবাই চুল কালো করবার জন্যে
যানা সব কিছু ছেড়ে লোমা-র
দিকেই ঝুঁকছেন।



চুল কালো করবার জন্যে
সর্বত্র প্রশংসিত।



মোল এজেন্টস্ :
এম, এম, থাম্বাটওয়াল
আমদোবাৰ-১
এজেন্টস্ :
সি নরোত্তম এণ্ড কোং.
বোম্বাই-২

BEN.

এজেন্ট : মেনসার্গ শা বার্ডিশ এন্ড কোং, ১২৯, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

কাহিনী। কিন্তু রস আছে। শ্যাম-পুকুরে একজন ব্যাটিকটার থাকতেন, নাম সংক্ষেপে 'আর-মিস্তির'। হীরেন-বাবু ছিলেন এটনীর। দুজনের বাড়ি খুব কাছাকাছি। এটনীর হিসেবে হীরেনবাবু প্রায়ই মিস্তির সায়েবের সঙ্গে কথা কইতে যেতেন। কিন্তু মিস্তির সায়েব রসের কথা বললেও হীরেনবাবু সর্বদাই গম্ভীর হয়ে থাকতেন। রসিকতা শ্রোতার মনে রসসঞ্চার করছে না দেখে আর-মিস্তির নাকি একদিন বললেন: আজ্ঞা হীরেনবাবু, তোমায় একটা অনুরোধ করতে চাই, তুমি কি সেটা রাখবে?—সাবধানী হীরেন্দ্রনাথ উত্তর করলেন: অনুরোধটা কি তা জানালে যদি রাখা সম্ভব হয় রাখতে পারি।—আর মিস্তিরের অনুরোধ এলঃ একবার প্রাণ খুলে হাসতে পারো?

শেষ বরষে হীরেনবাবুর মুখে আনেকটই হাসি দেখেছেন। কিন্তু আমি দাবি করি যে তিনি আমায়ই একটা শ্লেষ শব্দে প্রকাশ্যে প্রথম প্রাণ-খোলা হাসি হাসেন।

প্রায় তিশ বছর আগে ঘটনাটি ঘটে ওলিয়েটাল সেমিনারীর কার্যক্রমী সমিতির অধিবেশনে। 'সার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী সভাপতি, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সহকারী সভাপতি। সমিতির মধ্যে আমি সর্ব-কল্পিত, সর্বকণ্ঠঃ সর্বাধিকারেই আমার নিম্নোক্ত স্থান। সেক্রেটারী মশায় এক-খানি চিঠি পড়ে শোনানেন যাতে কলকাতা কম্পারিশন প্রতীমারী ক্লাশের ছাত্রদের মধ্যে-পিতৃ-টাকা দিতে উৎসাহী এবং জানতে চেষ্টাছেন আমাদের ইস্কুলে প্রতীমারী ক্লাশের ছাত্র সংখ্যা কত। প্রতীমারী কথাটির কি কোনো ডেফিনিশান আছে আমাদের ইস্কুলের বালকস? এই প্রশ্ন মোকদ্দমের অত্যন্ত মৃগ্য থেকে বেরুলো। সেক্রেটারী-মশায় তৎক্ষণাৎ হুঁকম দিলেনঃ বাল-কট্ট নিয়ে এসো।—নিয়ে আসতে একটা সময় লাগল। হঠাৎ মনে এল একটা pun—'প্রতীমারী' ছাত্র মানে যে-ছাত্রকে প্রকটই মরি। ফিসফিস করে সে কথাটা জানালুম আমার বাঁ-পাশে যিনি বসেছিলেন তারি কানে কানে—অর্থাৎ আভিহীণীলাল কুমার মিস্তির মশাইকে— কেননা তিনি ষ্টাট-মশকরায় খুশী হতেন। কুমারবাবুর বাঁপাশে বসেছিলেন প্রিয় মাথোয়া যার টেলিফোন শ্লেষাঙ্কক বিদ্রূপ করার কথা পূর্বে বলেছি। কুমারবাবু বাঁ কানে ফিস ফিস করে কথা কইলেন। আমার ফাজলমিতি যদি এই পর্যন্ত গিয়ে ক্ষান্ত হত, আমি বিশেষ ভয় পেতাম না। কিন্তু—সর্বনাশ। প্রিয়-বাবুর বাঁ-পাশে ছিলেন হীরেন দত্ত। জানতুম বিধি আছে যে "অংকসা বামা গতিঃ"—জানতুম না যে "শ্লেষসা বামা গতিঃ" এ-বিধি কোনো অলিখিত শাস্তি থাকতে পারে। পরে

দুজলুম, বিধি বাম হলে সবই সম্ভব। দৌঁখ প্রিয়-বাবু বাদিকে হেলে হীরেনবাবুর ডান কানে সন্তর্পণে কি বলাছেন। নিশ্চয়ই আমার অবিস্ময়কারিতার কথা। ভয় ভাঙলো, যখন দেখলুম হীরেনবাবুর মুখে হাসি—খুশী হওয়ার হাসি।

শ্লেষভক্ত না হলে শ্লেষ-বহুল গাথা-সংগৃহীত মতন পাশংসনীয় রচনার রস গ্রহণ করা যায় না। তার কারণ প্রত্যেক গাথারই একটি শাংগারসাত্মক ব্যাখ্যা আছে যেটা হৃদয়গম্য করতে গেলে শ্লেষ বোকা চাই এবং শ্লেষকে ভালবাসা চাই। আমি কণ্ঠশ্লেষ-প্রণয়ী না হয়ে যদি কেবল কণ্ঠশ্লেষ-প্রণয়ী হয়ে থাকি, সেটি প্রথম চোখুরীর আশীর্বাদে। তার সব্জপত্রে আমার স্থান হয়েছিল বলেই আমি পৈতৃক সংস্কৃতিতে কিঞ্চিৎ অধিকার লাভ করেছিলুম। সে সংস্কৃতির মূলে ছিল পিতৃদেবের অশোক-ভক্তি। আজ অশোকের সরনোৎসব সম্ভবশীল আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় প্রতীক। সব্জপাতার ডাকে মাতৃভাবের মাধ্যমে পিতৃ-প্রিয় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রসংগ কিছু কিছু বা বলেছি, তার পশ্চাতে ছিল প্রথমনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা।

হাস্য-রসের স্পর্শ পেলেই যে ইতিহাস স্মৃতিচাত হতে এ-আশংকা আমার কেই। সম্পূর্ণ শব্দের নিরুক্তকারী ইতিহাস-শব্দকে ভাগ করেছিলেন তিন ভাগেঃ ইতি-হ-হাস অর্থাৎ 'এইরকমই ছিল'। কিন্তু সিদ্ধা-সিদ্ধ বাঙালয় আমরা যদি বিভাগ করে বলিঃ ইতি-হাস অর্থাৎ "ইতি করলুম, এখন হাস" তাহলে দেখি কি?

ঢাকের লাসি থামলেই মিষ্টি, একথা হাঁটাই বলেন যাদের কান পাতলা এবং হাল-বোম সামান্য। প্রতিমা-বিসজ্ঞানের সময় ঢাকের বাজনা যে কথা কয় তা আমি শিশুকালে ঠাকুরদাদার মুখে শুনোঁচিঃ দাদা গো সিঁদ গো এডো বডো প্রতিমা-থানা জাসিগে সিংগ এলমে গো, এলমে গো। এর মধ্যে রস ও ছন্দ দুইই আছে। ঢাকের চান ও তাই।

সব্জপাতার ডাকে এখন বিসজ্ঞানের পালা। প্রথম-সাহিত্যে চলিত বাঙলাকে প্রচলিত করায় পুণ্ড্র চৌধুরী বাঙলা গলে যে প্রবাহকে গতিশীলতা দিয়ে বাঙালীর প্রাণকে মুক্তির পাথে নিয়ে এলেন সে-প্রবাহ এই নবী-মাতৃক দেশের সাহিত্য-ক্ষেত্রে মানুষের মনকে চির-হরিৎ চির-সব্জ করে রাখবে গংগা যেমন শিবের জটা থেকে বেরিয়ে দেশের মাটিতে সব্জ রাখছে। প্রথমনাথের প্রায় একশত পদ্য দেশ-এর কাজে ধরে দিয়ে আজ গংগাজল গংগাপুঞ্জ সমাশ্রিত করলুম। পত্রের স্বারা নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টি মজবুত।

—সমাপ্ত—

গোবর্ধন মাদার অর্পণ
কিন্তু

অনিল মথোপাধ্যায়ের

“মাই মাদার”

ইহার মেন তুলনা নাই

— মূল্য সাড়ে তিন টাকা —

সর্বত্র বিশিষ্ট পুস্তক বিক্রেতার

—নিকট প্রাপ্য—

একমাত্র পরিবেশক

সুদর্শনা

পোস্ট বক্স ১৩৯; পাটনা-১



বাতবস, গলিত, নাক কান হাতপায়ের
আঙ্গুল প্রভৃতির ক্ষতিসহ চর্মের বিবর্ণতা
সোরাইসিস, একজমা প্রভৃতি রোগের জন্য
বোম্বের জন্মবারসই পদ্য লিখুন। শ্রীঅমিষ-
বোলা দেবী, পাহাড়পুর ঠাণ্ডাঘর, মতিঝিল
(দমদম), কলিকাতা ২৮ ফোন ৫৭-২৪৭৮

রমণীজনের স্বাস্থ্য
ও সুখের জন্য

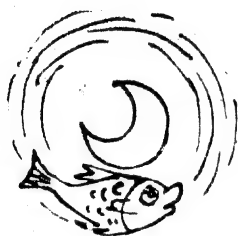


কেশরী কৃটীরাম প্রাইভেট লিঃ
৪৪ শেটী, মাদ্রাস-১৪

বে ডন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।—“এই নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, বলেনি শব্দ সেই পুস্তকানুসৃত্তা কেউরা। বেতনের বদলে যেত পেলেও যাদের চেতনা হয় না সেই বুদ্ধির টেকিরা বলবেই বা কী আর করবেই বা কী”—মন্তব্য করেন বিশ্বেজো।

অ তৎপর মাসের তিন শনিবার পূর্বা অফিস করিবার পর এক শনিবার সম্পূর্ণ ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।—“কিন্তু যোড়দোড়ের মরশুমে এই ব্যবস্থা বানচাল হ’তে বাধ্য”—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

ক রিমগল ও শিল্পগাড়িতে চাকের চারিদিকে একটি চলমান শ্বেত পদার্থ পরিদৃষ্ট হইয়াছে। উহা দেখিতে



অনেকটা মাহুর মত। অনেকের ধারণা, রাশ্যার লুনিক ছাড়া কিছু নয়।—“কিন্তু আমরা তা মনে করিনে। এ নিশ্চয়ই মাহু। চন্দ্রলোকে মৎস্য প্রাণ না হলে বাজারে মাহু এত দুলভই বা হবে কেন”—বলিলেন বিশ্বেজো।

প শ্চিমবঙ্গ বিধান সভার পরিবহণ কম্পোজিশন সংশোধন বিলের আন্দোলনকালে পরিবহণ দপ্তরের উপমন্ত্রী হোশায় নারিক নিম্নসূত্র মন্তব্য জিলেন। শ্যামলাল বলিল—“বিধান সভায় শব্দেই হুঁমপাড়ানি মাসী পিসিব ডাকা মাইট টলে



আসেন, কেননা সেখানে বাটা-ডরা পানের অটেল ব্যবস্থা”!!

আমরা একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে “চীনাংশুক” সম্বন্ধে তথ্য অবগত হইলাম, শুনিলাম, মধ্য এশিয়াই চীনভূমি এবং চীনাংশুক মধ্য এশিয়ার রেশম। চীনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আসান-প্রদানের চক্কানিনাদ নাকি নষ্টব মিথ্যা। বিশ্বেজো বলিলেন—“ভাবছি গবেষকগণ ডুল করেন নি তো! কেন জানি মনে হচ্ছে চীনাংশুকের সঙ্গে সুদাংশু, সীতাংশু আর হিমাংশু কিংশুকের বাকি কোন সম্বন্ধ আছে”!!

শ্রী নবেরাজী তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে দেশবাসীকে মার্কিন মারুকে প্রচলিত প্রবাসটি দ্বারা রাখিতে পরামর্শ দিয়াছেন—“চরজাগ্রত দৃষ্টিই পরানিত্য রক্ষার উপায়”—“তা হতে পারে! কিন্তু জাগ্রত দৃষ্টি নিয়ে চোরকে ঘরে ঢুকতে



দেখলাম, জিনিসপত্র সরাস্তে দেখলাম। এবং দেখার পরও বলতে লাগলাম, দেখি শালী কী করে: তা বলে ভোগ থেকেই লাভ কী”—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

এ কটি সংবাদে শুনিলাম শব্দ উইংট বিস্ময় উৎপাদনের সম্ভাবনাকে ন্যূন কার্যকরী করিবার জন্য বরোদা অবলম্বন করা হইয়াছে। “তা হলে আর সেগাত হলে না ভাব্য এবার কণা নভয় প্রেষ্ঠ আসন লবে। কারণ এতটুকু বস্ত হতে

এত লক্ষ আর কোথাও হয় না”—বলিলেন বিশ্বেজো।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রমথকারী এম সি ওসি-র খেলোয়াড়দের সবাই নাকি দেহকে কমপট, রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। একজনকে প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, তিনি তাঁর এক দৃশ্য ব্যবসারী আত্মীরের সঙ্গে করেক সপ্তাহ প্রতিদিন ভোর দৃশ্য বিতরণ করিয়া বেশ শারীরিক পটুতা লাভ করিয়াছেন।—“আমাদের দেশের ত্রিকোটর-দের দিয়ে, টেস্ট খেলার আগে, করেক সপ্তাহ শাক-সব্জী ফেরি করালে কেমন হয় তা কম্প্রেল বোর্ড পরীক্ষা করে দেখতে পারেন”—বলেন জনৈক ক্রীড়ারসিক সহযাত্রী।

সং বামে প্রকাশ যোগ্যলাভিয়ার এক গ্রামে একটি গদগদ নাকি পতুর মসাপান করিয়া মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল।



শ্যামলাল বলিল—“এক নাকি কোথায় বলে-জিলেন যে, মাসের বাসন্তি ফলে জলের বাসন্তি খেয়েই গাধা যে সঁতাই গাধা তা প্রমাণ করিছিল। কিন্তু মৌসিম আর নেই। এবারের জল ফলে মস খেয়ে গাধা মানিব কোন গেল”!!

ব মচাদ ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন।—“রনবাস ও লংকাকণ্ডের পর রামচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন হইতে আনেকবই অভিনন্দন লাভ করলে। কিন্তু জানিও শ্রীরাম কি সীতার পাতাল প্রলেপ রুখতে পারবেন”—বলেন বিশ্বেজো।

প্রে সিসিডেন্ট আইসনহাওয়ার চলিয়াছেন হানারের নায়েসগতভাবে অর্জিত সুখশান্তি ব্যক্তি করাই আমেরিকার একমাত্র আকাংক্ষা। “কিন্তু কণা হাল্কা নায়ের বিচায় নিয়। হংসনান্দীরাও যে নায়ের সোহইই পাতেন”—মন্তব্য করেন বিশ্বেজো।

ফ্রেও এও কোম্পানির
শান্তিরস
শান্তিসালসা
রক্তশোধক বলবদ্ধক
বাতও বেদনা নাশক
৪৪২/৭৭, বঙ্গবন্ধু রাস্তা, ঢাকা
১১০০/৭৭, বঙ্গবন্ধু রাস্তা, ঢাকা



তিন দিন তিন রাতি

*** নব্বেন্ননাথ মিত্র ***

২৩

দরজায় পিঠ লাগিয়ে মানসী শিখর হয়ে দাঁড়িয়ে বসল। তারপর মাধুরীর দিকে চেয়ে অধীরভাবে বলল, 'কই কই বলবি বল।'

মাধুরী একটু চুপ করে থেকে হেসে বলল, 'বলছি।' সোরে যখন একবার খিল দিবেছি সহজে কেউ খিল ভেঙে ঘরে ঢুকতে পারবে না। সোরে তোর পিঠ দিয়ে না আগলানো ও চলবে। এদিকে এগিয়ে এসে শোন।'

মানসী বুপা এগিয়ে এসে বিরক্তভাবে বলল, 'গোঁচাখুঁকা শোনার কিছু আমার সময় নেই। আমাকে একটুনি পরোতে হবে।'

মাধুরী বলল, 'পেরোতে আমাকেও হবে। তবু একবারে চুপ করে বসে ফেলবার কথাও তো নয়। তুই ততক্ষণ ভুল রাখনি।'

মানসী বলল, 'আমি ভুল রাখি না ঠিক রাখি ত। নিয়ে তোর দৃষ্টিভঙ্গ্য না করলো ও চলবে।'

মাধুরী বলল, 'দৃষ্টিভঙ্গ্য কিছু করতে হয় বৈকি। না হলে এমন কথা বলবার কোন সরকারই ছিল না। অসীমদাকেও আমি তাই বলেছিলাম।' বললেন এমন কিছু বলে কাজ নেই। পরে দীর সাথেও একে বুঝিয়ে বলসেই হবে। কিন্তু অসীমদা তোকে সব কথা জানাবার জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে উঠল। সামান্যসময় তোকে বলবার সুযোগ না পেরে—'

মানসী বাধা দিয়ে বলল, 'সুযোগ পাইনি, না সাহস পাইনি?'

মাধুরী মানসীর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুই যেটা ভেবে খুঁচা হেসে। সামান্যসময় তোকে বলতে না পেরে আতঙ্কিত চিঠিতে লিখে রেখে যাবে ঠিক করল। সে চিঠি কোথায় তুই পেয়েওছিস।'

মানসী অশ্রুত একটু হেসে বলল, 'পেরেছি বৈকি।' কিন্তু তুই যখন এতই জানিস, সে চিঠিতে কী লেখা আছে তাও নিশ্চয়ই তোর অজানা নেই। তোকই কোথায় সে চিঠি আগে শোনানো হয়েছে।'

মাধুরী বলল, 'না। সে চিঠিতে কী আছে না আছে আমি কিছু জানি নে। অসীমদা হয়তো সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে মেলে।'

কী লিখতে কী লিখনি তাতে ব্যাপারটা আরো ঘুলিয়ে উঠবে। তাই—'

মানসী মনে মনে ভাবল, 'আহা কী দরদ। অসীমদাকে বাঁচাবার জন্যে এত মমতা তোমার কিসের খুঁনি? অসীমদা তোমার কে? কী দিনের?'

মাধুরী মুখ নীচু করেছেন নিজের মনেই বলতে লগল 'তাই ভাবলাম আমারই বলা উচিত। যত লজ্জার কথাই হোক, শোনবার পর যত ঘুগাই তুই আমাকে করিস এ যে মুহূর্তের ভুল ছাড়া কিছু নয় সে কথা তোকে আমার জানিয়ে দিতে হবে।'

মানসী অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'দিদি তোক তো আমি গোড়াতেই বলেছি ইনিরে দিনেরে ভূমিকা কাদিসনে। তার সময় এখন নয়। কতকটা কথাই যদি বলতে পারিস বল, না হলে কিছুই তোর তার বলে কাজ নেই। আমি বেরিয়ে পড়ি।'

মানসী সোলের দিকে পা বাড়াতাই মাধুরী একে বাধা দিয়ে বলল, 'দাঁড়া। আর এক মিনিট। আমি সেজা কথায় বলছি। আমরা কৌতুকের মাধ্যমে ইষ্টাং এমন এক একটা কাণ্ড করে ফেলি—। সেই কাজটা বরং সেজা কিছু তাকে প্রকাশ করে বলা সহজ নয়। কাল সারা দুপুরে বিরল অসীমদা তোকে খবরদার। বড়ো পাহানি। সে কারণই তোক তোর মধ্যে দেখা হয়নি। তার কী করে যেন ধারণা হয়েছে তুই ইচ্ছে করে তাকে এতদূর এড়িয়ে চলেছিস। সেই ভুল সন্দেহে তার মন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এই নিয়ে ত্বক অজিমান—'

মানসী বাধা দিয়ে একটু হেসে বলল, 'দিদি একজাতিই বরং পার করিস। সেসব কবল করবার যদি সাহস না থাকে আমি তো বলছি তোক কিছুই করতে হবে না তোর কিছুই বলে কাজ নেই।'

মাধুরী ইষ্টাং বেশ একটু জোর দিয়ে বলল, 'না আমাকে বলতেই হবে। কারণ সেসব আমারই। তার মানের ওই অবস্থায় তার সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করা আমার উচিত হয়নি।'

মানসী একটু হাসল, 'ঠাট্টা তামাশাই যদি করে থাকিস তাহলে আর অত ভর কিসের?' মাধুরী তার নিজের কথার শেষ টানে

বলে যেতে লগল, 'আমার উচিত হয়নি ট্যাকসিতে—'

মানসী অশ্রুত একটু হাসল, 'ট্যাকসিতে? আমি তাহলে ঠিকই অনুমান করেছিলাম। ট্যাকসিতেই কিছু একটা

কাশন
সুরভিত
কেশ
তৈল

কোণার্ক কেমিক্যাল
কলিকাতা - ১২

টিএএস
নস্য
সব চেয়ে ভাল

কান্ড ঘটেছে। কী হয়েছিল বলবি দিদি? ঠাট্টার মাঠটা সেখানে তোরা কতখানি চড়িয়ে দিচ্ছিলি সত্যি করে বলবি?

মানসী আরো এগিয়ে এসে মাধুরীর কাঁধে হাত এবং চোখে চোখ রেখে বলল, 'সত্যি করে বলবি?'

মাধুরী নড়ল না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'সত্যি করেই বলব। সেই জল বৃষ্টির মধ্যে তার মাথার ঠিক ছিল না। আমারও বাধা দেওয়ার শক্তি ছিল না। সেখানে সে আমাকে চুমু খেয়েছে।'

কথাটা অনেক আগেই মানসী মনে মনে জানে। কিন্তু মাধুরীর এই নগ্ন স্বীকৃতির মধ্যে যেন নতুন করে জানল, নতুন এক বিবাহ শেল বুক পেতে গ্রহণ করল।



আর্গিকল

আর্গিকা কেশ তৈল

আর্গিকা,
ভূতরাজ, পাই-
লোকরপাশ প্রভৃতি
ভেষজ সহযোগে প্রস্তুত।
অকাল পক্কতা ও পতন
নিবারক এবং কেশ বর্ধক।

★

মহেশ

ল্যাবরেটরিজ
প্রাইভেট লিঃ

৩০/৪, ক্যানেল ইন্ট
রোড, কলিকাতা-১১



সোল এজেন্টঃ

এম. ভট্টাচার্য এন্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ,

৭০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৯

মানসী বলতে বাঁচ্ছিল, 'তারপর?'

কিন্তু মাধুরীর গভীর আবেগের মধ্যে তার সেই বাগা আর বক্তব্য তুলিয়ে গেল। মাধুরী বলতে লাগল, 'কিন্তু আমাকে নয় মানসী, সত্যি বলছি আমাকে নয়। তার জেদ, প্রতিশোধ, নিরাশা, বাধতা সব কিছুকে মিলিয়ে সে যে তখনকার মত এক মূর্তি তৈরি করেছিল ঘটনাক্রমে তার স্লেপ আমি মিলে গেছি। কিন্তু ভেবে দেখ—'

মানসী নিম্নমুখে বলে, 'আর ভেবে দেখবার কিছু নেই দিদি। যা হয়েছে বেশ হয়েছে।'

মাধুরী হোসে হাতখানা ধরে বলল, 'না মানসী, সে যে ভুল করতে যাচ্ছে তুই সেই ভুল করিসনে। সে নিজেকে শাসিত দেওয়ার জন্যে একটা ভুলকে যদি স্থায়ী করে রাখতে চায় তাই কি আমরা হতে দিতে পারি। মুহূর্তের ভুলের জন্যে সারাজীবনের প্রায়শ্চিত্ত আমি করতে যাব কেন? সে বলে, আমাকে সে অপমানিত হতে দেবে না, আমাকে সে অসম্মান করতে পারে না। সে কিছুতেই বন্ধ হতে পারছে না তার এই ভুল আমার পক্ষে কত বড় অসম্মানের। তুই তাকে বুঝিয়ে বল, তুই তার ভুল ভাঙ দে। একমাত্র তুইই তা পারিস। তুই যে তাকে ভালোবাসেছিস।'

মানসী বলল, 'দিদি, ও শব্দ তুই আর মধ্যে আনিসনে। ও কথা আর কোন মান নেই। ভুল হোক, ঠিক হোক যা-পারটা এখন তোদের দুজনের। নিজেদের সমস্যা নিজেরা নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারবি। তার ওপর আমার আর কোন দাবি নেই, মমতা নেই, কোনরকম কোন সহনভূমি নেই। তাকে নিয়ে তুই এখন যা খুশি তাই করবে পারিস। কিন্তু খুব বেশি বিম্বাস করলে ঠকবি। আজ তোকে দেখে ভুলেছে, কাল আর একজনকে দেখে ভুলবে।'

মাধুরী বলল, 'ছিঃ এসব তুই কী বলছিস।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আজ আমার মনে হচ্ছে কি জানিস। শব্দ নষ্টই নয়, যে মার পরীক্ষায় আমরা প্রত্যেকেই ফেল করেছি। আমরা—'

তার কথা শেষ হবার আগেই দরজায় ঘা পড়ল। 'মানসী মাধুরী! দোর খোল, শীগিরি দোর খুলে দে।'

সুহাসিনীর গলা।

মানসী এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল। সুহাসিনী ভিতর ঢাকে দোর ভেঙিয়ে জলন্ত দাঁড়িতে নই মেরের দিকে তাকান।

মানসী একটু ডর পেয়ে বলল, 'কী হয়েছে মা?'

সুহাসিনী বললেন, 'কী না হয়েছে শনি? তোমরা কী ফেলেছ বলো? আমি কিছু বুঝি না? আমি পাশ পরীক্ষা না

কিতে পারি, তোমাদের মত চাকরি বাকরি না করতে পারি, কিন্তু সব বুঝি টের পাই।' 'দাঁদিন ধরে তোমরা কী করছ না করছ, কী নিয়ে তোমাদের এই খুনোখুনি আমি সব জানি। আমার কিছু টের পেতে বাকি নেই।'

মাধুরী অশ্রুট ধরে বলল, 'মা কী বলছ তুমি। চুপ করা চুপ করো।'

সুহাসিনী বললেন, 'এতদিন ধরে তো চুপ করেই ছিলাম। ভেবেছিলাম তোরা বড় হয়েছিস, লেখাপড়া শিখিয়েছিস, তোদের চাল-চলন আচার ব্যবহার নিয়ে আমি কেন কথা বলতে যাব। যতদিন ছোট ছিলাম শিখিয়েছি, এখন শেখাতে হবে কেন? কিন্তু তোদের কান্ড দেখে আমার মার মতে ইচ্ছে করছে। আমার দুখ রাখবার আর জায়গা নেই। ছি ছি ছি। ছোট ভাইটা সারাদিন না খেয়ে না দেখে কে খায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর কি নেই তা কে বলবে। তা নিয়ে তোদের কোন চিন্তা নেই ভাবনা নেই তোরা—তোদের কাজ এখন কাজকাজি মারামারিটাই বড় হল। ছিঃ। আমি আর অসীমকে এ-বাড়িতে ঢুকতে দেব না।'

মাধুরী বলল, 'এসব কী বলছ তুমি।'

সুহাসিনী বললেন, 'সিঁটই বলছি। কোথায় তোরা নন্দুর খোঁজ করবি তা নয়, নিজেরা খণ্ডা করে কর্তা পাচ্ছিসনে। যাক, তোদের কাঁপতে আর খোঁজ নিতে হবে না। তুমি নিজেই হেঁচকি পারবি।'

দোর খুলে সুহাসিনী বাসস্থান দিকে চলেছেন। মানসী তার পিছনে পিছনে এসে ধাক্কা মেরে বলল, 'তোমার কি দুখ খারাপ হয়ে গেল মা? এই রাত একা একা তুমি কোথায় যাবে শনি? তুমি কি একা একা বাস-টোকে চলেতে পার? না কলকাতা শহরের জায়গা চেন? তুমি তাকে কোথায় খুঁজবে?'

সুহাসিনী বললেন, 'যাক বাপু, তোমাদের মার দরদ দেখিয়ে দরকার নেই।'

মানসী বলল, 'তুমি কেন অত উতলা হচ্ছে বল তো। নন্দু কি ওর আগে কোনদিন রাগ করে বাঁড়ির কাঁঠরে গিয়ে থাকেনি? তাছাড়া তাকে খোঁজবার জন্যে বাবা তো বেঁচেয়েছেন। ওরা কোন জায়গা খুঁজতে বাকি রাখবে না। দরকার বোধ করলে থানা হাসপাতালেও খবর দেবেন।'

সুহাসিনী পথের মধ্যে থেমে দাঁড়ালেন, 'থাম তুই থাম। ও সব জলজ্বলে নাম আর মধ্যে আনিসনে। হাসপাতালের কথা শুনলেই আমার বুক কাঁপে।'

মাকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে ঘর পৌঁছায় মানসী বাস-টোপের দিকে এগোতে লাগল।

রাস্তার শাস আর লরি চলাচলের বিবাক নেই। এককটা লরির চেহারা অতিকায় জম্বুর মত। রাস্তার আলোর সবখানি

অন্ধকার যেন কাটে নি। রাত্রির ছোঁয়ার জায়গাটার চেহারাটাই যেন পালটে গেছে। না কি আতঙ্কের ছোঁয়ার এমন হয়েছে? একটিও চেনা লোক চোখে পড়ছে না। রাস্তার ওপারে পানিবিড়ির দোকানের সামনে যে কটি লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছে তাদের দেখাচ্ছে অনেকটা ভূতের মত। রাস্তার এপারে দাঁড়িয়ে মানসী ভাবতে লাগল বাসে করে শ্যামবাজারের দিকেই যাবে না কি এ পাড়ায় নন্দুর যে সব বন্ধু আছে তাদের বাড়িতে গিয়ে আগে খোঁজ নিয়ে দেখবে। অবশ্য কাজকাঁচি জায়গার খোঁজ খবর নিতে বাবা নিশ্চয়ই আর বাকি রাখেন নি। নন্দু হতভাগটা সবাইকে আঁচ্ছা ঝঞ্জাটেই ফেলছে যা হোক। ফেল করেছিল বলে ভোর একবারে বাড়িছাড়া হয়ে থাকতে হবে, এমন কি কথা আছে? কিছু বললে কী হবে, তাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবার ছেলের পরীক্ষায় ফেল করা এক গুরুতর দর্শি-পাকের ব্যাপার। এমন অঘটন ঘটলে যেন কাউকে মুখ দেখানো যায় না, মেয়ের কুল-

জায়গার চেয়েও যেন এতে সাংঘাতিক লজ্জা আর কলঙ্ক। মানসী ভাবল বাবাই এর জন্যে দায়ী। তিনিই নন্দুর মনে এধরনের আত্ম-ধিকার আর হীনতাবোধ এনে দিয়েছেন। কিন্তু বাবাই বা এসব পেলেন কোথায়? তিনিও তো আর পাঁচজনকে দেখে শিখেছেন। চালচলনে ধারণার ভাবনার তাদের অনুকরণ করেছেন? তবে কি আমরা আলাদা কেউ নই? শূন্য পাঁচজনের ভাঁচ গড়া!

মানসী রাস্তা পার হতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে মাধুরীর গলা শুনল, 'মান, দাঁড়া আমিও আসছি।' মানসী ফিরে তাকিয়ে দেখল, মাধুরী একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাধুরী বলল, 'এই রাস্তা একা একা কোথায় যাবি? চল আমিও আসছি সঙ্গে।'

আশ্চর্য দিগির গলার সেই আগেকার স্মেহ আর বন্ধুত্বের সুর ফিরে এসেছে। একটু আগে ও যখন অসীমের ভুলের কথা বলছিল, নিজের দুর্বলতার কথা স্বীকার করছিল,

তখনো তো এত অন্তরঙ্গ সুর বাজেনি। মার কাছে দৃষ্টি মিলে একসঙ্গে গাল খেয়েছে বলেই কি এই সমবাসা, এই সহানুভূতি?

মানসী বলল 'দিদি তুই বরং বাড়িতেই থাক, এ সময় সবাই 'মিলে বাড়ির বাইরে যাওয়া কি ঠিক হবে? তুই বরং বাড়িতে থেকে মাকে আগলে রাখ। ওদের সব ব্যাপারেই বাড়ানিড়ি। অত অস্থির হবার কী হয়েছে বলতো?'

মাধুরী একটু থেমে বলল, 'আচ্ছা তুই তাহলে ঘুরে দেখ। আমি বরং পাড়ার—কিন্তু পাড়ায় নাকি সব জায়গার মা খোঁজ-খবর করিয়েছেন। কোথাও তাকে পাওয়া যারনি।' ওর গলাও যেন কেমন কেমন। মাধুরীও কি ভর পেয়েছে?

মানসীর নিজের মনেও এবার একটু উৎসাহের ছায়া পড়ল। গেল কোথায় ছেলেটা? মনে মত সৃষ্টিছাড়া আশঙ্কা ভিড় করে আসে। তার সঙ্গে হৃদয়ের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেই সব আত্মাত্মিক

আশুতোষ মৃদোপাধ্যায়ের
নবতম ও আশ্চর্যতম উপন্যাস

স
মু
দ্র
স
ফে
ব
৪॥

পঞ্চতপা (২য়
মুদ্রণ) ৬॥

নবনায়িকা (২য় মুদ্রণ
মুদ্রণ) ৩॥

সাত গাকে বাঁধা (মুদ্রণ)

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

হীরা চুনি গান্ধী (৩য়
মুদ্রণ) ৪॥

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৫॥

মুদ্রণ

নরেশ্বরনাথ মিত্রের
নতুন উপন্যাস

অন্নমিতা (২য়
মুদ্রণ) ৪১

নতুন বই ও নতুন মুদ্রণ

কবিশেখর কালিদাস রায়ের

আত্মোপাস্ত পুনর্লিখিত পুনর্লিখিত

সা হি ত্য গ্ল স ত্র (সম্পূর্ণ নতুন
সংস্করণ) ৫১

অধ্যাপক ভারাপদ মৃদোপাধ্যায়ের

আধুনিক বাংলা কাব্য (নতুন
মুদ্রণ) ৬১

প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত

মাইকেল রচনাসম্ভার ১০১

কুমুদরঞ্জন

মল্লিকের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

(বর্ধিত সংস্করণ)

— ছয় টাকা —

= বহুতম নতুন উপন্যাস =
সন্তোষকুমার ঘোষের

রেণু তোমার মন

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

তরঙ্গের গর

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পরিশোধ

প্রফুল্ল রায়ের

তটিনী তরঙ্গে

আশংকাক উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে মানসী জোর করে হেসে বলল 'বাই বলিস ওরা সবাই বড় বেশি আশ্চর্য হয়ে উঠছেন। অত ভাববার কী আছে। নন্দু বাড়ি ছেড়ে কতক্ষণ আর লুকিয়ে থাকবে।'

মাধুরী হাসল না, বরং একটু গম্ভীরভাবেই বলল 'কিন্তু গেছেও তো অনেকক্ষণ। ফিরে না আসা পর্যন্ত নিশ্চিত হবার আর জো নেই।'

মানসী বলল 'তুই বরং হাত মুখটুক ধরে চাটো কিছু খেয়েন। শুল্ল থেকে ফিরে এসে কিছু তো আর মুখে দিসনি।'

নিজের কানেই কথাটা যেন কমন শোনাল মানসী। মাধুরী কি মনে মনে হাসছে? নিজের দিদির সঙ্গে সে আঁতর্জন ভদ্রতা করতে শুরু করে দিয়েছে বলেই কি ভাবছে মাধুরী? কেন ওই সব ঘটছে বলে সেকি তাকে খেতে বসতে পারে না? সত্যি সত্যি অসীমের সংগ যদি ওর বিয়েই হয়—বিয়েই হয়। মানসীর মনের ঈর্ষার সিঁধু আবার উত্তাল হয়ে উঠল। যদি বিয়ে হয়, কেন বিয়ে হবেন। হবে বলেই মাধুরী নিলম্বভাবে ওকথা স্বীকার করতে পেরেছে। নইলে ওকথা কি কেউ মুখ ফুটে বলতে পারে? সহজভাবে বলা যায় না শুল্লই মাধুরী অমন একটা ভাগ্যের আশ্রয় নিয়েছে। 'জল-বৃষ্টিতে তার মাথার ঠিক ছিল না, আমিও বাধা দেওয়ার শক্তি হারিয়েছিলাম।' এসব কথা মনে কি? একজনর মাথা ধরাপ করা এবং আর একজনর হৃদয়কে দুর্বল করা ছাড়া বৃষ্টির আর যেন কোন কাজ ছিল না। অসীম নাকি বলেছে মাধুরীকে অসম্মানিত হতে দেবে না, তার মানে কি? চুমু খেয়ে

যে মান হরণ করেছে, যিরে কয়ে সুপে আসলে সেই মান ফেরৎ দেবে? কিন্তু এ ধরনের অভিজ্ঞতা কি অসীমের এই প্রথম? আর একজনকে তাহলে কত হাজার বার বিয়ে করতে হয় সে কি তা হিসাব করে দেখেছে?

মাধুরী বলল 'আমি তাহলে বাই। পাড়ার ছেলেদের কাছেই আর একবার খোঁজখবর করে দেখি। তুই যদি ঘরে আসতে হয় ঘুরে আয়। বেশি দেরি করিসনে যেন।'

মানসী শুনতে পেলে 'কি পেল না। ঘাড় কাট করে সাঁর দিল।'

নিশ্চয়ই তাই। নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেছে। মানসী যতক্ষণ অফিসে ছিল সেই সময়ের মধ্যে ওরা ফাঁদটা ঠিক করে ফেলেছে। কে কোন ভাষায় কোন ভাষাতে বলবে। আসল কথাটাকে কত ঘুরিয়ে জড়িয়ে কত নিপুণ কুশলতায় এক স্বেচ্ছাকৃত স্লোড আর লালসার অনিবার্যতার মহিমা পাবে, তা ওরা নিশ্চয়ই ভবে ভবে ঠিক করেছে ওরা জানে কথাটা শোনার আগে আগে মানসী পরম ঘণায় দূরে সরে আসবে। কোনরকম দুখে করবে না, ক্ষোভ করবে না, দাবি করবে না, অভিযোগ করবে না। ভালোই হোলো। এই বন্ধন মুক্তির চেয়ে বড় কামা আর তার এখন নেই।

মানসী আর একবার রসহাটা পার হওয়ার চেষ্টা করল। 'কিন্তু আগে আগে একটা বস এসে স্টপ হাউজের প্রায় তার সামনে দাঁড়াল। একেবারে সব বন্ধন মুক্তি লবঙ্গ হাউজ। সরে যেতে যেতে নিজের মনেই হাসল মানসী।

বস থেকে কয়েকজন ঘরোয়া নামলেন। তাদের মধ্যে মনোমোহনও আছেন। তিনি মানসীকে দেখে বললেন 'কিরে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? স ফিরেও?'

মানসী বলল 'না।'

মনোমোহন বললেন 'আমি জনসভায়। আমার মনটা হলুদিস পে করেনি। দেখ কোনদিন ফের কিনা।'

মানসী ধমক দিয়ে বলল 'দ্বিঃ বাক্য। ওসব তর্ক কী বলছ। তুঁনি সখি মাস চেয়েই পাড়া হয়ে গেছে। চল ভিতরে চল।'

প্রায় জোর করেই মানসী তাঁকে ঘরে নিয়ে চলল।

সাদা পেয়ে সুহাসিনীও সামনে এসে দাঁড়ালেন। মায়াজ্ঞা রইল দূরে দূরে। প্রত্যেকের মধ্যে হয় আর দুর্ভাবনার ছাপ। সরাসরি আর ওরা থমথমে। যেন সত্যিই একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং আর একটা বৃহত্তর দুর্ঘটনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সুহাসিনী বললেন 'একা এলে যে?'

মনোমোহন বললেন 'খুঁজে না পেলে একা আসব না কী এবং?'

সুহাসিনী বললেন 'পেল না?'

মনোমোহন বললেন 'কথাও না।'

সুহাসিনী ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ও আবার

কি কথা! ছিঁরি। ভাগ দেখলে গা জ্বলে। খুঁজতে কোথায় কোথায় গিয়েছিল শুন।'

মনোমোহন বললেন 'জানা শোনা সব জায়গায় গিয়েছি। ন্যায়রত্ন লেনে তোমার ছোটকাকার বাড়ি।'

সুহাসিনী বললেন 'সেখানে সে কোনদিন যায় না।'

মনোমোহন বললেন, 'আহা লোক তো আত্মীয়স্বজনের বাড়িই আগে খোঁজ করে। নাকি রাস্তায় রাস্তায় প্রত্যেক বাড়ির কড়া নেড়ে জিজ্ঞেস করতে করতে যাবু আমার ছেলে এসেছে? আমার ছেলে এসেছে? তাই করতে বলছ তুমি?'

সুহাসিনী বললেন 'আমি তোমাকে আর কিছুই করতে বলছি। যতখানি করে তুলেছ তার ধান্নাই আগে সামলাই।'

মনোমোহন এবার মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেউবাজারে গেলাম শীতাংশু চরবতী—আরে আমার পিসতুতো ভাই শীতাংশু তার ওখানে। নন্দুর সঙ্গে তার বেশ খাতিরি। একসঙ্গে ফুটবল খেলা-টোলা দেখেছে। সেখানেও নেই।'

সুহাসিনী বিরক্ত হয়ে বললেন 'তুমি আর জমালও না। হোলো ফেল করে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে কটমকটা করতে গেছে। কত দুখ তার মনে? অমন বৃষ্টি না হলে কি আর এমনসব গল্পধর তোলামের জন্ম হয়?'

মনোমোহন একবার কোন জবাব না দিয়ে মানসীর দিকে তাকিয়ে বললেন 'তারপর অসীম বলল স্বপ্নের কণা। নন্দ তার দায়ের ওখানে যদি গিয়ে থাকে একবার খোঁজ নিয়ে দেখলে হয়।'

মাধুরী বলল 'কিন্তু তুমি?'

মনোমোহন বললেন 'পেরেছিলাম বইকি। তোমাদের জন্যে আমার কোন অপকর্মটাই বা না করতে হোলো? মনে মনে গৃহিণী করে ছিলাম ও কল্যাণগারের বাড়িতে আমি জল-পেতে যে হোলো প্রসন্ন করতে পার না। কিন্তু আর এক চরমজনমান কল্যাণগারের জন্যে করতে বাধ্য হলাম।'

মাধুরী বলল 'দায়ের সংগে তোমার দেখা হয়েছে বাক্য?'

মনোমোহন বললেন 'না কথোখক দেখা হবে। বাক্য টিউশনিতে ঘেরিয়েছেন। দা-ভাতে পরনা, কামাচ্ছন আর ফুটি করছেন।'

সুহাসিনী বিরক্ত হয়ে বললেন 'হাক, ওসব লাগে কথা রাখো। সেখানে কি নন্দু গিয়েছিল?'

মনোমোহন মুখ খিঁচিয়ে বললেন 'গেলে কি আর তাক আমি সেখানে ফেলে আসবাম? যাছনি সেখানে।'

মাধুরী বলল 'বউদি কি কিছু বলল?'

মনোমোহন বললেন 'তোমরা একালের ছেয়ে। মানস মশা বাই থাকুক মাধুর ভদ্রতা তো খুব শিখেছে। খুব আদরবহু।

গলম্ফত

বায়োসী সর্বপ্রকার ক্ষত ও চর্মরোগের
অবধি ওষধ। জোড়া পোস্ত কাড়
লিখনে। কবিরাজ গ্রীভামিচন্দ্র রক্ষিত,
ইভানপুর, পোঃ সাতাগাঁছি, হাওড়া।

(সি ৬৭৭)



বাবা আপনি স্মৃষ্ণ হয়ে বসুন। অত ভাবছেন কেন চা করে দিই। খাবার করে দিই। প্রুখা আর ভক্তির শেষ নেই। বললাম, মা, ভোমার এখানে আমি খেতে আসিনি। সে মনের অবস্থা আমার নয়। হতভাগা হারামজাদাটা যদি আসে, কি কোন খোজটোজ পাও দয়া করে একবার খবর দিয়ো। তাহলেই আমার মহা উপকার করা হবে। আর কোন উপকার তোমাদের কাছে আমি প্রত্যাশা করি না।

সুহাসিনী বললেন, 'অসমী? সে কোথায়? সে কি সেখানেই রয়ে গেল নাকি?'

শ্রুতটা মানসীর নিজের মনেই উঠছিল। মার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে আসায় সে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হোলো।

মনোমোহন বললেন, 'সেখানে রয়ে যাবে কেন। সে এল আমার সংগে সংগে। ছেলে বড় একটি।' নিজের হেজলেও এতখানি করে না। সারাক্ষণ সংগে সংগে ঘুরেছে। সেখানে যেতে বলিষ্ঠ সেখানে গিয়েছে। বাসে ট্রামে একবারও আমাকে টিকিট কাটতে দেখনি। সব নিজে করেছে।

বাবার সারসার দেখে মানসীর চোখে জল এসে। মনে মনে বলল, 'ওর এই অসামান্য উন্নতির কৃতি হৃদয় হয়ে গেল বাবা। কুমিতো জানো না লোকটি কত চাট, কত হীন, আর কী প্রভাকর।'

সুহাসিনী বললেন, 'সে তাহলে গেল কোথায়?'

মনোমোহন বললেন, 'অসমীর কথা বলত? শ্যামলাভার নৈম গেল। আমিই বললাম খানসার একটা খবর দিয়ে কাগজে। আর হাসপাতাল হাসপাতালগলিত—'

সুহাসিনী চীৎকার করে বললেন, 'তোমরা কি আমাকে পাগল করে ছাড়লে? হাসপাতালের কথা এর মধ্যে আসে কিসে?'

মনোমোহন বললেন, 'বলা যায় না। গড় ফরসিড, যদি কোন বিশপ আপন হইল লোকের তা ওইসব জায়গায়েই আগে খোজখবর নেয়।

সুহাসিনী ফের চিৎকার উঠলেন, 'তোমাদের জ্বালায় কি আমি মাথা খুঁড়ে মরব? নিজে আমি নিজের জ্বালায় অস্থির হয়ে আছি। সেই তখন থেকে ডেরে ডেরে সারা হচ্ছি। আমার মন কী যে বলছে আর না বলছে তা আমার অস্তিত্বমিষ্ট জানেন। তারপর প্রত্যেকের মতী অকথা আর কুকথা অকথা আর কুকথা। আমাকে পাগল না করে ছাড়লে না তোমরা, সবাই মিলে কি সেই ষড়যন্ত্র করছে?'

তিনি আর না দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। বোধ হয় গিয়ে কাঁদতে শুরু করবেন।

বিপদের আশংকাতা সংক্রামক। মানসী বেশ ব্যথিত পারল তার সমস্ত বাড়ি বৃষ্টি ছাপিয়ে বাবা মার ডায়াল'তা সবার মনে কালো ছায়া ফেলেছে। অথ ভয়, অথ স্নেহ,

অথ কামল বালনা। মানসীর দুটি-চোখ তো আসলে চোখ নয়, চোখের জলনা মাত্র।

মানসী আর থাকতে না পেরে বলল, 'দাদি, চল, আমরা আর একবার এগিয়ে দেখে আসি।'

মাধুরী বলল, 'চল।'

কিন্তু দুজনে বেরোতে না বেরোতেই দেখল, বাসতার ওদিক থেকে মজু প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছে।

ও যে খখন বেরিয়ে 'গয়েছিল বাবার কথা শনেতে শনেতে মানসী লস্কা করেনি।

মানসী মাধুরী দুজনে প্রায় এক সংগে জিজ্ঞাসা করল,

'কি রে মজু?'

মজু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সেজরি, ছেড়না এসেছে।'

মানসী বলল, 'এসেছে? কোথায়?'

মজু বলল, 'ওর যে বন্ধু বীরদো, গিলির মোড়ে দাঁড়িয়ে তার সংগে ফিসফিস করে কী যেন কথা বলছে। আমি দেখতে পেরে ছুটে চলে এসেছি। ওরা এক সংগে বাসটা থেকে নামল সেজরি।'

মানসী সম্ভ্রান্তর মত হুকুম দিল, 'নিরে আর, ওর কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আর।'

কান ধরে আগতে হল না নন্দু, আস্তে আস্তে নিজেই এসে হাজির হল।

ঘরে এসে ঢুকবার পর সবাই একমুহূর্ত গম্ভীর হয়ে রইল। যেন কিছুই হয়নি, নন্দু তেমনি ভাঁপাতে কারো দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, সুহাসিনীই তাকে বাধা দিলেন, 'বাঁড়া, কোথায় যাচ্ছিস?'

নন্দু শব্দভারে বলল, 'ঘরে।'

সুহাসিনী বললেন, 'তোমার আবার ঘর কিসের রে? তোমার কি ঘর বলে কিছু আছে নাকি, ঘরের কারো জন্যে কোন চিন্তা তুই করিস? সারাবাড়ি স্মৃষ্ণ লোক তোমার জন্যে অস্থির হয়ে উঠছে। কী দৃষ্টিভর কী দৃষ্টিভর সে কেটেছে—'

নন্দু বলল, 'দৃষ্টিভর কী আছে।'

মনোমোহন হেড়ে এগিয়ে গেলেন, 'হতভাগা, গাধা, শয়োর। দৃষ্টিভর কী আছে। দৃষ্টিভর কী আছে তা তুই কী করে শূন্যের উল্লেখ?'

মানসী তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'যাক, বাবা যাক। এখন আর ওসব কিছু বলে লাভ নেই।'

মনোমোহন বললেন, 'লাভ নেই মানে? এত টাইম আর এনার্জি যে আমার নষ্ট হল তার সাম দেব কে? আর উৎসাহ! উঃ। হতভাগা এই কয়েক ঘণ্টার আমার দশ বছরের আর কামিয়ে বিরোছে।'

নন্দু মার দিকে তাকিয়ে নিচুগলার বলল, 'অত উৎসাহের কী হয়েছে? তোমরা কি ভেবেছিলি আমি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাব, না সুইসাইড করব?'

বাবাকে ধামিয়েছিল মানসী কিন্তু যাক পারল না। তিনি ধী করে নন্দু'র গালে এক চড়ক হিসিয়ে দিলেন, 'কেসে চোপা? কেসে মুখে মুখে তর্ক? লজ্জা করে না হতভাগা? তোমার লজ্জা করে না? সুইসাইড করবে! তাতেও কমতার দরকার হয়, সাহসের দরকার হয়। তা করলে তো বচিলাম, আমার হাড় জুড়োত। আমি চিরশান্ত পেতাম।'

নন্দু আর কোন প্রতিবাদ করল না, গালে হাত বুলাতে বুলাতে ঘরে গিয়ে ঢুকল। মানসী নিজের মনে হাসল। এতক্ষণ মার ভাবনা ছিল পাছে নন্দু, অথটন কিছু ঘটায়। ও নিম্নাপনে বাড়ি ফিরে আসবার পর এখন বলছেন তেমন কিছু ঘটলেই উনি লস্কা পেতেন। 'যাক বাঁচা গেছে। ভালোয় ভালোয়

ডাঃ শ্রীশীতলচন্দ্র মিত্র প্রণীত সবল হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসা

নতুন শিক্ষার্থী ও গৃহচিকিৎসার পক্ষে উপযুক্ত। প্রত্যেক রোগের বিবরণ ও চিকিৎসা সহজভাবে লিখিত হইয়াছে। সাধারণ নৃত্যৈয়কও বুঝিতে পারিবেন। মূল্য মাত্র ৪ টাকা।

প্রকাশক—ন্যাস এন্ড কো.
আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ল্যাবরসী
১২২।৫ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, শ্যামবাজার,
কলিকাতা-৪
(বি-ও ১৫২৭)



ক্লিপার ডিলুঅ

পি. আর. নং ৭৮১৬৮

টি. এম. আর. নং ১৬১১৭০

একটি সুন্দর কলম—ক্লিপার ১৪ কা গোলাব নিব সংযুক্ত, এই নিবে অবিশ্বাস্য রকম স্বচ্ছন্দে লেখা যায় আর আছে গোলাব পেন্সেট ক্যাপ ও ক্লিপ। কম দরের কলমও পাও যায়। একটি ক্লিপার কলম কিনলে আপনি শ্রেষ্ঠ কলমই কিনবেন

THE CLIPPER
PEN CO.

204, Hornby Rd.,
Bombay-1.

ও যে ফিরে এসেছে সেই ভালো। মানসী কারো কাছে প্রকাশ করেনি, কিন্তু তার মনেও কুড়াক ডাকার অন্ত ছিল না। সেই আদিম ভয় আর আদিম সংস্কার মনের চৌদ্দ আনি জুড়ে আছে। বৃষ্টির আলো সেখানে জোনাকর আলোর মতই ক্ষণিক আর ক্ষণপ্রভ।

মানসী ঘরে এসে দেখল মায়া, মঞ্জু, মাধুরী সবাই নন্দুকে তৎক্ষণে ঘিরে ধরেছে। এতক্ষণ ও কোথায় ছিল তা জানবার জন্যে মানসীও কৌতূহল বোধ করল।

মাধুরী জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি করে বলতো, সারাদিন কোথায় লুকিয়েছিল তুই?'

নন্দু জামার বোতাম খুলতে খুলতে বলল, 'বাঃ, লুকোব কেন। সোদপূর গিয়েছিলাম। সেখানকার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসে আমি একটা অ্যাপ্রেন্টিসসিপ পেয়ে যাব মেজদি। বীরুর মামা সেখানে সুপার-ভাইজার। তিনিই সব ঠিক করে দেবেন। সেইজনেই বীরুকে নিয়ে গেলাম। মামার জোর ছাড়া আজকাল তো কোন কাজ হয় না। পড়া একেবারে ছেড়ে দেব না। নাইট ক্লাসে ভর্তি হবার একটা চান্স নেব। কিন্তু তোমাদের খরচে আর নয়, তোমাদের কারো কাছে আর হাত পাতব না। তোমাদের পয়সা যথেষ্ট নষ্ট করছি সেজদি, আর নয়।'

মানসী হেসে বলল, 'হয়েছে। আর বীরুর ফলাতে হবে না তোর। এবার কিছু খাবি তো খা গিয়ে।'

নন্দু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'অসীমদা কোথায়? তিনি কি চলে গেছেন নাকি?'

নন্দু প্রথমে মানসী তারপর মাধুরীর দিকে তাকাল। মাধুরী কোন জবাব দিল না। মানসীও চুপ করে রইল। সেই অব্যক্ত অতিথির কথা আর কেন? এই পারিবারিক পন্থামূলক তার তো আর কোন প্রয়োজন নেই।

সুহাসিনী বললেন, 'চলে যাবে কেন। সে বোধহয় সারা শহর ভরে হোকে এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

নন্দু এবার হেসে বলল, 'বাঃ, নিছক কিছু করতে না পেরে তোমরা অসমত পিচ্ছন পালিস লাগিয়ে দিয়েছ নাকি মেজদি।'

কী মজা, কাল আমরা অসীমদাকে খুঁজেছি। আর অসামদা আজ আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এমন সেহ চোর চোর খেলা। তাহ নয় মেজদি?'

মানসী লক্ষ্য করল কালকের প্রসঙ্গ ওঠায় মাধুরী ফের মুখ নামিয়ে নিয়েছে।

সুহাসিনী হেলেকে ধমক দিলেন, 'যাক, আর বাহাদুরী করতে হবে না। এবার আর। হাত মুখ ধুয়ে কিছু খাব তো খেয়ে নে।'

নন্দু মার কথার জবাব না দিয়ে মানসীর দিকে তাকাল, 'কিন্তু আমি নিজে ধরা না দিলে আমাকে খুঁজে বের করা অত সহজ নয় সেজদি। অসীমদা তো অসীমদা, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেরও সাধ্য ছিল না—।'

সুহাসিনী বললেন, 'আঃ। ফের বকবক করছিস?'

নন্দু বলল, 'তুমি যাও মা। আমি কিছু খাব না।'

সুহাসিনী বললেন, 'না থাকেন না। তুই খাবি না তো তোর ঘাড়ে খাবে। খুব কাঁতি করছ। আর মান অভিমানের দরকার নেই। এবার দুটো গিলে আমার চোন্দপুরুষ উদ্ধার করবে এসো।'

চাউজুতোর শব্দ করতে করতে মনো-মোহন এসে ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। ন্দুকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মারিধার তো যথেষ্টই করেছে। এবার একটু ভালোমুখে কথা বলে হাত ধরে রান্নাঘরে নিয়ে যাও। আরে আজ ওর দুঃখই কি কম হয়েছে? আমি কি তা বুঝতে? খুবই বুঝ। বুঝব না কেন। আমি নিজেও যে ওই ফেলকরাদের দলে। দুঃদুবার চেষ্টা করেও আই এ-র চৌকাঠ ডিঙাতে পারিনি। হতভাগা, আজ আমি তিন বারের বার ফেল করলাম। একপুরুষে নয়, দু পুরুষ ধরে ফেল করে চলছি। আরো কত পুরুষ করব কে জানে।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ ডলতে ডলতে মনোমোহন সরে গেলেন। কিন্তু একখানি হাত আর একটি চোখ মানসীর চোখের সামনে যেন অনেকক্ষণ ধরে ভাসতে লাগল। ঘরে সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল। একটু বাদে ফের সুহাসিনী বললেন, 'আর খাবি আয়।'

নন্দু মায়া মঞ্জুকে একসঙ্গে বসিয়ে দিলেন সুহাসিনী। মিন্দু ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে ডেকে তুলে পাওয়ালেন।

তারপর মনোমোহনের কাছে গিয়ে শান্ত-স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, 'এসো দুই ময়্যেকে নিয়ে তুমিও এবার বসো এসে।'

মনোমোহন বললেন, 'কিন্তু অসীম যে এখনো এল না।'

সুহাসিনী বললেন, 'সে বোধহয় আর আসবে না। রাত এগারটা হল। হয়তো কোন বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে গেছে। আয়

যদি এসেই পড়ে তার ভাত তো বাড়াই থাকবে—।'

মনোমোহন বললেন, 'তাহলে দিয়ে দাও।' বাবা-মার কথাবাড়ী সবই কানে গেল মানসীর। কিন্তু ডাকাডাকি সত্ত্বেও সে খেতে গেল না।

মাধুরীও বলতে লাগল 'সে খাবে না, তার আজ কিদে সেই।'

মানসী বলল, 'আমারও কিদে নেই মা। আমারও কিছু খেতে হচ্ছে করছে না।'

সুহাসিনী রাগ করে বললেন, 'কিদে না থাকবার কী হয়েছে? কী খেয়েছিস তেরো যে কিদে নেই।'

মানসী মনে মনে বলল, 'বিশ খেয়েছি মা। সুধা মনে করে বিশ খেয়েছি। ততো কিদে মরে গেছে, প্রাণ মরে গেছে। পৃথিবীতে কিছুই আর বেঁচে নেই।'

কিন্তু মা কিছুতেই ছাড়লেন না। বাবার পাশে তাকে আর দাঁড়িয়ে জোর করে বসিয়ে দিলেন। মানসী কোনরকমে দুটি মুখে দিয়ে উঠে এল। বেশ বুদ্ধিতে পারল, বাবা ভুলে গেলেও মা ভোলেননি। তিনি অসীমকে ক্ষমা করেননি। অতিথির জন্যে আজ আর তাঁর ঘরে কোন স্থান নেই, মনে কোন দাক্ষিণ্য নেই। এই তিন দিন ধরে একজনকে ঘিরে কতজনের মনের কত পরিবর্তনই না হল।

মাধুরী বলল, 'মা তুমিও খেয়ে নাও। সে বোধহয় আর আসবে না।'

সুহাসিনী বললেন, 'আসবে না তার বাস্তব বিধান। পড়ে রয়েছে যে।'

মানসী বুদ্ধিতে পারল, মা অর্মান ধরে নিয়েছেন সে কোর্নিসনষ্ট আসবে না। নাও আসতে পারে। বাস্তব বিধানটা রয়ে গেছে তো কী হয়েছে? তার দাম কি এতই বেশি? আর মানসী মাধুরী? তারা বেশ হয় এখন বাস্তব বিধানের চোখেও বুজ। ভীষু কাপুরুষ। না পালিয়ে গিয়ে তার কি আর উপায় ছিল?

কিন্তু দিদি কি করে জানল যে সে আর আসবে না? তাকে কি তাহলে গোপনে বলে গেছে? যেতেও পারে। মানসীকে বলে যেতে সাহস পায়নি। চিঠি লিখে গেছে। এতক্ষণে সেই চিঠির কথা ফের মনে পড়ল মানসীর। দেখা যাক কী লিখেছে চিঠিতে। কোন অজুহাত, কোন কৈফিয়ৎ দিয়েছে।

স্টুটেন্স বুলে মানসী চিঠিখানা বের করে আনল।

ঘরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মাধুরী একগানা নড়ল পড়বার ডান করে বই নিয়ে কাত হয়ে রয়েছে। মানসী সৈনিক ভ্রূক্ষেপ না করে জানসার ধারে এসে চিঠিখানা খুলে ফেলল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]





শার্ঙ্গদেব

আমাদের সংগীতের প্রাচীনত্বের কথাটা সগোঁরবে প্রচার করলে আশ্চর্য্যবাদ লাভ করা যায় বটে কিন্তু শব্দ ঘোষণাটাই প্রমাণ নয়। আধুনিক সংগীতের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের মত রকম সমতাবা যোগসূত্র আছে সেগুলি নির্ণয় করে হাতে কলমে দেখিয়ে দিতে পারলে যে গৌরব অর্জন করা যাবে সেইটাই হচ্ছে আসল গৌরব। এ চেষ্টাটা যে আজও হয়েছে এমন কথা বলতে পারি না। আগে এ চেষ্টার সুযোগ ছিল না এখন হয়েছে। সুতরাং এ প্রসঙ্গের অবতারণা করাটা অসম্ভব হবে না। নির্জীবে সংগীত নাটক একাডেমি স্থাপিত হয়েছে—বিভিন্ন প্রদেশেও বিভিন্ন সংগীত সংস্থা গড়ে উঠেছে। এদের কাজটা 'একাডেমিক' এবং প্রকৃত তাই বলেন কিন্তু সেই 'একাডেমিক' কী? এমন কোন নমুনা দেখা যাচ্ছে না যা আমাদের সাংগীতিক ঐতিহ্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র কিছু কিছু কণ্ঠ বিষয়ের আলোচনা যে দেখা যায় না তা নয় কিন্তু আনুমানিক উপাদানে গঠিত এই সব আলোচনার একটা তাত্ত্বিক মূল্য ছাড়া আর কোন মূল্য নেই। সবচেয়ে আমাদের সাংগীতিক ঐতিহ্যের পূর্ণতাসম্পন্ন করা প্রয়োজন।

এই উপলক্ষে সমগ্র রাখতে হবে যে এই ধরনের প্রচেষ্টাকে সর্বভারতীয় প্রচেষ্টায় দাঁড় করাতে না পারলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা নেই। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত গীতরূপ প্রচলিত আছে সেই-গুলিকে একত্র করে তাদের লক্ষণ নির্ণয় করতে হবে; অতঃপর শাস্ত্রাঙ্ক সংগীত-গুলির সঙ্গে তাদের বর্ণনার দিক নিয়ে মিলিয়ে দেখতে হবে কোনটা কতখানি মেলে। এর মধ্যে যেটুকু অপূর্ণ থাকবে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হলে কোন কোন সূত্র ধরে অগসর হওয়া যেতে পারে সেগুলি নির্ণয় করে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তাহলে দেখা যাবে ভারতীয় সংগীতের এমন একটি ইতিহাস রচনা করা সম্ভব যার মধ্যে বিবর্তনের রূপগুলি পাওয়া যাচ্ছে। কাজটা সহজ নয়, অত্যন্ত কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। আর, একাজের জন্য এমন সব ব্যক্তির প্রয়োজন যাদের সংগীত ছাড়াও

অপরাপর বহু বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আছে।

আমাদের ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং বিন্ধ্য সম্প্রদায় সাধারণত সংগীতকে অত্যন্ত হালকাভাবে গ্রহণ করে এসেছেন। কিন্তু আমাদের সংগীতের ভিত্তি যারা স্থাপন করে গেছেন তাঁরা নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সংগীতকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করেছেন। অপরাপর আটের বিবর্তন যেমনভাবে হয়েছে সংগীতের বিবর্তনও সেইভাবেই হয়েছে। শিল্পের বড়গুণ নিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন কিন্তু সংগীতেরও যে বড়গুণ পরিকল্পনা ছিল এ সম্বন্ধে বাংলায় আলোচনা আলো হয়েছে কিনা সন্দেহ। এ ছাড়াও যদি প্রশ্ন করি সংগীত বস্তুটা কি? তাহলে তার উত্তরে কেবলমাত্র

'এন্টারটেনমেন্ট' বলে সেরে দিলে সংগীতের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়। যে কোন সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সার সংগীতের মধ্যে নিহিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলিত সংস্কৃতি মিলে সমগ্রভাবে একটি জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এবং এই সংস্কৃতির একটি প্রধান রূপ হচ্ছে সংগীত। সুতরাং সংগীত বস্তুটি লম্বু নয়। সাহিত্য এবং ইতিহাসের বহু গবেষণা সহজ হয় যদি সাংগীতিক পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির বিচার করা সম্ভব হয়। দু' একটা উদাহরণ দিই।

চর্চাপদ নিয়ে আমাদের সাহিত্যে তুমুল আলোচনা হয়েছে। কিন্তু চর্চা সম্পর্কে সাহিত্যালোচনার রথী মহারথীগণ একবারও ভেবে দেখেন নি যে চর্চা আসলে সংগীত সুতরাং প্রাচীন সংগীতবেত্তাদের আলোচনার চর্চা সম্পর্কে কিছু থাকতে পারে। এই সব

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

রবীন্দ্র জীবন কথা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

অম্পপরিমিত একখানি কোনো গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের সাহিত্য ও কর্ম সাধনা, তাহার জীবনকথার পরিচয় সাধারণ পাঠক যাহাতে লাভ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার কর্তৃক এই গ্রন্থ বিশেষভাবে লিখিত, ইহা লেখকের সুবৃহৎ 'রবীন্দ্রজীবনী'র সংক্ষিপ্তসার নহে।

অপ্রকাশিত প্রতিকৃতি ও হস্তলিপির ("ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে") প্রতিলিপি, বংশলতিকা ও রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী সংকলিত। পৃ. ২৯৬।

মূল্য কাগজের মলাট ৬/-, বোড় বাঁধাই ৮/-
রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী যে রবীন্দ্র-পরিচিতি-গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন ইহা তাহার প্রথম গ্রন্থ।

প র ব ত্তি গ্র ন্থ

শ্রীহিন্দ্রা দেবী চৌধুরাণী প্রণীত

রবীন্দ্রস্মৃতি

৩৩০ পৃষ্ঠায় যন্ত্রে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বিশ্বভারতী

৬৩ স্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

গবেষণামূলক সাহিত্যে চর্যার সংগীতরূপ বা সাংগীতিক উল্লেখ কিছুমাত্র নেই। ফলে এই হয়েছে যে কতকগুলি কল্পনা বা অনুমান ছাড়া আমরা আর কিছুই পাই না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যার প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্য এই সংগীতকে সংকীর্ণত্বের আদিরূপ বলে ঘোষণা করতে বিশ্বাস করেন নি কিন্তু এটা কতখানি যুক্তি-যুক্ত সেটা একবারও ভেবে দেখেন নি। এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরির তার কাছে উদ্ভূত ছিল। সেখানকার শংগীতশাস্ত্রগুলি একটু উল্টে পাশেই দেখলে চর্যার সংগীত-রূপ তার কাছে প্রত্যক্ষ হতে পারত।

আর একটি উদাহরণ হচ্ছে—শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন। এটিও একটি গৌরবময় যন্ত্র। কিন্তু এই গ্রন্থে উল্লিখিত সংগীতের সুসংগত বিচার আজ পর্যন্ত হয় নি। এই গ্রন্থের সময় নিরূপণ হয়েছে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে। সাংগীতিক উল্লেখের বিচারও যে রচনাকাল নির্ধারণের পক্ষে সহায়ক হতে পারে সেটা কেউ ভেবে দেখেন নি। শুধু তাই নয়—এটি একটিমাত্র সংগীতগ্রন্থ যাতে মধ্যযুগের সর্বভারতীয় প্রবণগায়নের পরিচয় রয়েছে। এগুলি উদ্ঘাটিত করবার সমানাত্ম প্রয়াসও এ পর্যন্ত হয় নি।

সংগীত জগতেও এমন পণ্ডিত ব্যক্তি কেউ কেউ আছেন যারা মনে করেন যে, শাস্ত্রবর্ণিত সংগীতের বিশেষ মূল্য নেই—এগুলির অধিকাংশই কাল্পনিক। কিন্তু

এ ধারণাটা যে সংগত নয় তার বহু প্রমাণ আছে। ইতিপূর্বে আমরা একটি আলোচনায় দেখিয়েছি যে মেবারের মহারাণা কুম্ভ গীতগোবিন্দের একটি চমৎকার গীতিনাট্য প্রস্তুত করেছিলেন। তার বর্ণনার সঙ্গে সে যুগের শাস্ত্রোক্ত সংগীতের যথেষ্ট মিল আছে। এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন যে বৈদিক সংগীতের কোন মূল্য নেই সেগুলি সুর করে পড়ে যাওয়া যায়। এ ধারণাও ঠিক নয় কেননা বৈদিক সংগীতকে অবলম্বন করে বড় বড় গীতরূপ গড়ে উঠেছিল। এক-নয় আমাদের দেশে বহু গান রচিত হয়েছিল যাদের আখ্যা ছিল প্রকরণ বা বস্তু। এই সব গানে বৈদিক সংগীতের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই সব গানে প্রথমে শাখা, প্রতিশাখা প্রভৃতি শব্দ বৈদিক ঐতিহ্য থেকেই এসেছে। এছাড়া ঋক, পাণিকা, গাথা, সাম—এই সব বৃহৎ বৃহৎ গীতগুলি কেবল-নাট্য সুর করে আবৃত্তি নয়, দস্তুরমত সুরে তালে গান। পরবর্তীকালের সামগীতিতে আজকালকার মত চার পাঁচটি কলির অস্তিত্বও ছিল।

এই সব ব্যবতীয় গানেরই সংগ্রহ হিন্দু রাজত্বের শেষভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানা গোলমালে এই সব গান লুপ্ত হতে আরম্ভ করে। কিন্তু সবই লোপ পায় নি বহু গান নানা কারণে অসামান্যভাবে রূপ পরিবর্তন করেছে। সব গানের খোঁজ আমরা

রাখি না এবং তার কোন সংগ্রহও নেই—বিভাগ বা ক্লাসিফিকেশন তো দূরের কথা। অতএব বিভিন্ন সংগীত প্রতিষ্ঠানের চেতনায় এই সংগ্রহ-কাজই করে সম্পূর্ণ করা দরকার। আমাদের সংগীত শাস্ত্রাদিতে শতাব্দিক গীতরূপের উল্লেখ এবং বর্ণনা পাওয়া যায় কিন্তু এখুঁতের গীতগুলির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না। প্রচলিত সব গানের নমুনা যদি একত্র করা যায় আমার বিশ্বাস তাহলে এই যোগ-সূত্রের অনেকখানি এখানেও পাওয়া যাবে। প্রদেশ অনুযায়ী গীতগুলিকে যদি সাজিয়ে আনা যায় তাহলে দেখা যাবে একদেশের গান তার সীমান্ত অতিক্রম করে অন্য দেশে যাবার প্রাক্কালে কিভাবে রূপ পরিবর্তন করেছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম বা পশ্চিম থেকে পূর্ব—অনুরূপভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণ বা দক্ষিণ থেকে উত্তর—এইভাবে বিচার করে গেলেও পরিবর্তনের যে ধারা দেখা যাবে তা অত্যন্ত কৌতূহলজনক। বস্তুত এইভাবে সারা বিশ্বের সাংগীতিক পরিবর্তন সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। পুরাতন গানগুলির নাম এবং লক্ষণের সঙ্গে বর্তমান সংগীতের নাম এবং লক্ষণ-গুলি মিলিয়ে দেখতে দেখতে অনেককালে একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করা যাবে এবং সেই সূত্র ধরে গবেষণা আরম্ভ হলেই সমগ্র ইতিহাস ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হতে থাকবে। তখন বোঝা যাবে কোন দেশের সংগীত

কিভাবে অপর দেশে এসেছে বা কোন সংগীত কিভাবে তার পূর্বরূপ পাশ্চাত্য বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই বিবর্তনের বিচার ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক—এইরকম বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে করা প্রয়োজন যাতে বিচারটা সবারগণিত হবে। এই যে বিশাল কাজ এর জন্য নিরূপণ প্ল্যান এবং বিলম্বন অপরিহার্য প্রয়োজন। অতএব শিশুশালী সংস্থা ভিন্ন অপর প্রত্যেকের পক্ষে ব্যাপকভাবে একাজ হতে দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁরা সাহায্য করতে পারেন মত। এই কারণই দিগ্বির একাডেমিকে এটা কাজে আর্থনিয়োগ করবার প্রস্তাব করাছিল।

ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে যে কেন্দ্রীয় সংগীতনাটক একাডেমি পরিচালিত হচ্ছে তার কর্মপন্থা আমরা জানি না। তাঁরা বিভিন্ন দেশের সংগীত গ্রন্থগুলি পান-প্রকাশের ব্যবস্থা করছেন এটুকু খবর পোয়ছি। কিন্তু সেটা তো সাহিত্যসংস্থা থেকেই হওয়াও সম্ভব। আসলে প্রয়োজনের দিক থেকে যে সব কাজ করবার অতঃসেদিকে নজর দেওয়া তাঁদের বিশেষ প্রয়োজন। এইরকম বহু বিশাল এবং ব্যাপক কাজ একাডেমিগুলির জন্য অপেক্ষা করা আছে। এ প্রসঙ্গে শুধু প্রধানতম কতকগুলো কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া গেল।

বনকো
টুথ-পেস্ট
উজ্জ্বল, শুভ্র দাঁত
শক্ত মাজির জন্য

Bonko TOOTH PASTE

ফোন-
৫৬-৩২১৩

বনকো (প্র) লিমিটেড
কলিকাতা-৩৭

লিনিট

কাপড বোলাইয়ের অপরূপ স্টার্ট

- ★ তৈরী করতে এক মিনিটও লাগে না
- ★ ভাল দেবার দরকার হয় না
- ★ শুষ্ক হুটন জল গেলে নিলেই চলে
- ★ কাপডচোপড়ের ভেতর ঢুক গিয়ে ডকে ধক করে
- ★ কাপডচোপড় পরিপাটি এবং ঠাণ্ডা রাখে

লিনিট আপনার সকল বকমের কাপড-বোলাইয়ের জন্যে

বর্ষ প্রোগ্রাম : ১৯৫১-৫২ (১৯৫১) গ্রীষ্মকাল

ভারতের একমুদ্রিত : প্যারী এন্ড কো. লি.

দুই দ্বিচয়

ছোট গল্প

রূপসজ্জা—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। নিউলিট পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১, কলেজ রো, কলকাতা—১। দাম—আড়াই টাকা।

রূপসজ্জা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পগ্রন্থ। এই গ্রন্থে পাঁচটি গল্প আছে: রূপসজ্জা, স্নেহ, দুই লেখক, পাঠী ও পুরাতনী।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র তার শিল্পকর্মের গোড়া থেকে বিশিষ্ট নবাত্ম্য। শ্রদ্ধা অসিত্য নিয়ে কাঙালী সাহিত্যে এসেছেন। পূর্বসূরী কি তার সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গে গল্প রচনায়, চিন্তায়, শিল্পস্বরূপে তার পার্থক্য অনেক। অতি সহজ ভাষায়, সরল ভাষায় তিনি গল্প বলার অপারক কৌশলটি আরও করেছেন—যা অন্যদের হৃদয়বোধের অতি দীর শান্ত সফলতার মত বিস্তার লাভ করতে করতে হৃদয় মন আশ্রিত করে। সত্যি করে এদের স্বাদের। তাঁর শিল্পকর্মের প্রধান গুণ এবং বৈশিষ্ট্য—সংযম, মধুরতা। এক বিশেষ পরিমণ্ডল সৃষ্টি এবং পরিমণ্ডল ও চরিত্র চরিত্রের অতি সূক্ষ্ম অন্য সন্ধিসমুৎপাদিত। সর্বশেষ তিনি গল্পটি এমন গভীর নিয়ে শেষ করতে জানেন, যা পাঠকের মনে দীর্ঘতম সত্যি না করে পরিপূর্ণ এক আনন্দপথে সমর্থ হয়। সমাপিত জীবনের সূত্র নতুন আনন্দ বেদনা এবং তার ছড়ানো ছিটানো খণ্ড বিখণ্ড সৌন্দর্য নিয়ে নরেন্দ্রনাথের শিল্পসজ্জা। মূলত নরেন্দ্রনাথ মধ্যমিত জীবনেরই পটভূমিকা।

রূপসজ্জা গল্প এক উন্মত্ত কলারির সত্য প্রবীণ নাট্যকার হরবিনাস রায়কে সভাপতিরূপে দেখতে পাই। নরেন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন,মিটার পৃথিবীতে মানুষের পদসংস্কৃত। মোছে মিলায়, আরার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নরেন্দ্রনাথ এখানে আশাবাদী। উন্মত্ত জীবনের দুঃখ বেদনার মধ্যেও তিনি এই আশাত্মক বাক্যে নিতে পেরেছেন। ফান্সী ট্রেড প্রতিযোগিতায় প্রসকার দেয়ার সময় যক্ষ্মারোগীর বেশধারী রমাকে হরবিনাস বাতিল করেন। জীবনের রূপ ভয়ংকর রূপকে তিনি ভয় পান। কিন্তু সেই রমার জীবনের আসল গল্পটুকু শোনবার পর বেদনায় তাঁর মন ভরে ওঠে। আর এক জায়গায় নরেন্দ্রনাথ বলেছেন,আমু ত অক্ষরন্ত নয়, জীবন ত ব্যর্থ জরা দৃষ্টিগত দূর্বিপাকমুগ্ন নয় যে, মুঠে মুঠে ছড়িয়ে দেওয়া যায়.....। কিন্তু গল্পের শেষে হরবিনাসকে আরও

উদ্বেগ নিয়ে গেছেন নরেন্দ্রনাথ। তাঁর বক্তব্য আজকের সমাজ সমস্যার মূল কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্নেহ, দুই লেখক, পাঠী ও পুরাতনী সন্নিবিষ্ট, সূচিহীন। এবং সব ক'টি গল্প শব্দ এখানে গল্প নয় বরং আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের মূল সত্য। সব ক'টি চরিত্রের মধ্যে আমি আমরা আমাদের আশা পোশকের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি এবং তার ভাবনা ও পরিণতি পর্যন্ত আছে।

কিন্তু একটা কথা বলবার আছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র এ-সুগের শক্তিশালী গল্পকর্ম বলেই বলা প্রয়োজন মনে করি। তিনি স্নেহ স্ব-সৃষ্ট এক বস্তুর পরিধির মধ্যে ঘুরছেন। তাঁর গল্প বলার ধরন, টং, ভাষা ও বীজের কোনো পরিবর্তন না থাকায় অনেক সময় কেঁধেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। যেন তার নিজস্ব শিল্প জগতের পরিধি সীমিত। আমরা আশা করি, তিনি যদি এবার প্রসারিত সীমানার প্রতি

বের হ'ল

নীরুত সুরনি

সুবোধ ঘোষ

ভালবাসার যেন একটা স্বতন্ত্র সব'জরী ইচ্ছা আছে, যার উপর ব্যস্তির শাসন চলে না। ভালবাসার জীবনকে অস্বীকার করতে চায়নি এগাফী; কিন্তু যেন নিজেকেই অস্বীকার করতে চেয়েছিল। জীবন আর ঘটনার কোন সত্যের দিকে তাকিয়ে নয়, শব্দ, নিজেরই ইচ্ছার দিকে তাকিয়ে সে তার প্রেম ও অপ্রেম খামিত গড়ে তুলেছিল। কিন্তু দেহ ও মনের যত বিচিত্র ভয় আর সংস্কার দিয়ে শাসন-করা সেই অদ্ভুত ভালবাসার পরীক্ষা এগাফীকে এতদিন তার জীবনেরই ভুল বক্ররে দিল। যে অনুযোগ নারীর সীমিত সরণ সুরঞ্জিত করে, সেই অনুযোগের কাছে আত্মসমর্পণ করে তবেই মতি পেয়েছিল এগাফীর নারীত্বের স্বপ্ন। বিচিত্র ঘটনাবিন্যাস, নিখুঁত চরিত্র সমাবেশ ও অদ্ভুতপূর্ব আঙ্গিক এই নতুন উপন্যাসখানিকে সুন্দরতর করে তুলেছে। দাম ০-০০

অন্যান্য বই.....

মিহির আচার্যের

অনিকেতা

৫-০০

সমরেশ বসুর

ফুলবর্ষিয়া

২-৫০

ত্রিধারা

৮-০০

জ্যোতির্বিদ নন্দীর

গোলাপের নেশা

২-৫০

সুবোধ ঘোষের

শ্রেয়সী (২য় সং)

৫-০০

সুজাতা (৫য় সং)

২-৫০

রমাপদ চৌধুরীর

দরবারী (৩য় সং)

৩-০০

কখনো আসেনি

৩-০০

অন্বেষণ

৩-৫০

শুভদৃষ্টি (২য় সং)

২-০০

বিমল মিত্রের

রাণী সাহেবা (৮ম সং)

২-৫০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বেগম

৩-০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্মৃতির রেখা (৩য় সং)

২-৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

দীপ্যাম্বিতা

২-৫০

নানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তেইশ বছর আগে

৩-৫০

পরে

৩-৫০

ফোর্ড ওলা (২য় সং)

২-৫০

ব্রীক্ষ দাসের

রঙের পাতুল

২-৫০

শচীন ভৌমিকের

.

পটের বিবি

২-৫০

প্রকাশিত হয় : মিহির সেনের চর্চাচিত্রে রূপায়িত অনন্যসাধারণ সামাজিক নাটক প্রবেশ নিবেদ ২-৫০ সঞ্জিল সেনের বসন্তবর্ষ চাওলাকারী নাটক দিশারী ২-০০

ক্যালকাটা পাবলিশার্স

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২



প্রফেসর

হোদারামের ডায়েরি

অজিতকৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.)

অশ্রুত মজার মানুষ প্রফেসর হোদারাম
আর তাঁর সহকারী রামকাঠি হালদার।
এ ছাড়া আরও অনেক মজার মানুষের
পরিচয় পাওয়া যাবে এ বইতে। মনোরম
প্রচুর আর ভেতরে দশখানা মজাদার ছবি।

দাম ২.০০

লেখাপড়া

১৮টি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দৃষ্টিপাত করেন, নতুন খাতের কথা
ভাবেন ও সহানুভূতিশীল হয়ে মন
নিয়োগ করেন, তা হলে বাঙলা সাহিত্য
অধিকতর সমৃদ্ধ হবে।

২৪.৩.৫৯

উর্বাশী—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য,
১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।
২.৫০ নং পত্র।

ভূমিকা নিঃপ্রয়োজন। নারায়ণ গঙ্গো-
পাধ্যায় সম্পর্কে নতুন করে বলবার কিছুই
নেই। ছোট গল্পকার হিসেবে তাঁর স্থান
কোথায় সে বিচার এই ম্বপ পরিসরে এই
নামান্য কটি গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে
সম্ভব নয়। তাছাড়া আলোচ্য গল্পগুলির
মধ্যে নারায়ণবাবুর বিখ্যাত গল্পের
কোনটিই নেই। কিন্তু তবুও, গল্পের রচনা-
শৈলীতে প্রতিমূহুর্তেই নারায়ণবাবুকে

বিশেষভাবে চেনা যায়। তাঁর ভাষা, তাঁর
বর্ণনাভঙ্গী বিস্মাত হবার মত নয়। কত
ক্ষিপ্ৰ টানে তাঁর তুলিতে ছবি ফোটে, কত
সামান্য কথায় গল্পের আবহ রচনা তিনি
করতে পারেন। ভাবতেও আশ্চর্য
লাগে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা
কোভও মনে না জেগে পারে না
যে ইদানীংকালে তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পেই
শেষ রক্ষা হয় না। তিনি যত সহজ পাঠককে
কাছে টানেন তত সহজেই তিনি তাদের
দূরে ঠেলে দেন। একটা অনামনস্ক অস্থিগত
তাঁর সাম্প্রতিক কালের গল্পগুলির
যোগ্যলক্ষণ।

আলোচ্য গ্রন্থে এগারটি গল্প রয়েছে।
তার মধ্যে কয়েকটি গল্প মনকে সতিষ্ট নাড়া
দেয়। রঘুনন্দন গোস্বামী অধিকতর প্রাচুর্যপটতি
ভালো লাগল।

৩.৬.৫৯

চুল চেরা শোষণবোধ—শিবরাম চক্রবর্তী।
ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং
প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭। দম্ টাকা।

বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষায় ছোটদের
জন্মে লিখছেন এমন গল্পলেখকের সংখ্যা
বিরল হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, তার ওপর
শব্দে মাত্র ছোটদের জন্মে লিখছেন এবং
ছোটদের জন্মে হাসির গল্প শব্দে মাত্র
হাসির গল্প লিখছেন এমন লেখক বাংলা-
দেশে শিবরাম চক্রবর্তী ছাড়া আর কে কে
আছেন আমরা সঠিক করে জানি না। অথচ
এই শিবরামবাবুর প্রথম জীবনের সাহিত্য-
চর্চার পথ হাস্যরসের ছিল না।

সকলেই মোটামুটিভাবে জানেন এবং
একবারো সমালোচনা প্রসঙ্গে সেই কথাই
বলেন যে, ইংরেজীতে যাকে আমরা 'পান'
বলে থাকি শিবরামবাবুর লেখার মধ্যে সেই
পান বেশ বর্তমান। এবং তাঁদের মতে
শব্দ নিয়ে ঐ জাতীয় খেলা করাটা এমন
কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। যে কেউ এমন
ছেলেমানুষী করে দেখাত পারে। এইখানেই
মতবৈধ আমাদের। 'ছেলেমানুষী' (সং
অর্থ) করা ব্যাপক লেখকের পক্ষে অত
সহজ কথা নয়। ছোটদের চশমা যদিও বা
কেউ কেউ পাই ছোটদের মন পাওয়া অত
সহজ ব্যাপার নয়। শব্দ চেষ্টা করেও ঐ
মন তিনিসিটি মেলে না, ওটা ছোটের এলাকার
বাইরের সামগ্রী। তাই ছোট হয়ে লেখা
খুঁই দুলে কাক বলে আমরা মনে করি।
তবে অনেক সময় শিবরামবাবুর শব্দ ভাঙা
এবং জোড়া লাগানোর ব্যাপারে যে রসো-
চ্ছন্ন ঘটে তা ছোটরা পরোপার্ণ উপভোগ
করতে পারে না বলে আমাদেরও মনে হয়।

চুলচেরা শোষণবোধে এগারটি উপভোগ্য
গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলি ছোটদের
ভালো লাগবে।

৪.৭.৫৯

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

নবত্ব ও সুবহৎ

ঐতিহাসিক উপন্যাস

বহুবন্যা

দ্বিতীয় বুদ্ধণ

॥ সাড়ে আট টাকা ॥

দাঁটি ২।০ জন্মেছি এই দেশে ৪ প্রেরণা ৩
সাবালক ২৫০ আবছায়া ২৫০ স্ত্রীমাণ্চরিতম্ ৩
মনে ছিল আশা ৩ নারী ও নিয়তি ২৥০ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫
কমা ও সেমিকোলন ২৥০ সীমান্ত রেখা ৩৥০ দৃষ্টি ২৫০
সমারোহ ২৫০ ভাড়াটে বাড়ী ৩ রক্তকমল ৩ কোলাহল ২৫০

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নব্য জিজ্ঞাসা

কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ক্ষুদ্রত্ব
—অরুণ ভট্টাচার্য। (জিজ্ঞাসা, ১৩৩৫, বঙ্গবিহারী জার্নালিউ, কলিকাতা—২৯। মূল্য চার টাকা।

এই জাতীয় বইয়ের জন্যে দীর্ঘকাল আমরা প্রতীক্ষা করে ছিলাম। কারণ কবি এবং লেখকদের মধ্যে প্রথম রচনার প্রয়াস একেবারে কম। কিন্তু পাঠক এবং পরবর্তী-কালের লেখকদের জন্যে পূর্বসূরী হিসাবে যে তাঁদের অনেক দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব কেবলমাত্র গম্য কবিতা উপন্যাস নিয়েই পালিত হয় না, একথা কি তারা উপলব্ধি করেন না? যে যে-বিষয়ে চর্চা করে চলেছেন সেই সাহিত্য বিষয়ে তাঁদের নবতন্ত্র অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এবং নবতন্ত্র মতামতের মূলা রয়েছে সমকালে এবং পরবর্তী যুগে।

গ্রীষ্মের অরণে ভট্টাচার্য নিজে কবি। সুতরাং কবিতা বিবক্ষিত বিভিন্ন প্রস্তাবে তাঁর দাবী অগ্রগণ্য। প্রতিদিনের তিন পাতনাক্ষরী জগত থাকতে থাকতে তাঁর শিল্পকর্মের চিত্র তিন নবনবরূপে উপলব্ধি করেছেন, বিভিন্ন সমালোচককৃত মন্তব্যে ও বিতর্কে তাঁর পরিচিতি অতিক্রম করে উঠেছে। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি কল্যাণকরই শিক্ষণীয় করেছেন।

কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ক্ষুদ্রত্ব এই বিষয়ে আলোচনা গ্রন্থটি সৃষ্টি আগের বিভাগ। প্রথম অংশে কবিতার বিভিন্ন মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং চিত্রে মিলে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অংশে আংশিক কবিতার কার্যকরতার ওপরে সৃষ্টিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। কবিতামূল্য, জীবনামঙ্গ, অমির চরিত্র, প্রেমের মিত্র, সাদীন্দ্র নৃত্য, বিষ্ণু দে, অজিত নন্দ, কৃষ্ণদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং সমর সেন এই গ্রন্থের আলোচ্য কবি। কবিদের কবিতার বহিঃসং-অন্তঃসংগত আদর্শ, রূপ বিচার এবং মূল্যায়ন করেছেন গ্রীষ্ম ভট্টাচার্য। এই জটিল বিষয় কেথো কেথো আমাদের সংগে বর্তমান লেখকের মতামত দেখা দিয়েছে তাঁর এই নির্ভীক এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগে আমরা সন্তোষিত জানাই। তাঁর ভাষাটি মার্জিত, পরিষ্কার এবং সুন্দর। বক্তব্য পরিবেশনের রীতিটিও সাবলীল, অস্তরঙ্গ।

গ্রন্থের নামকরণ এবং প্রচ্ছদপট আমাদের আকর্ষণ করেছে। ডিত্যের ছাশা তেমন আমাদের পছন্দ দিচ্ছে।

১৩৬।৫৯

রস ও কাব্য—ডক্টর শ্রীধরহর মিত্র এম এ, ডি ফিল্স। কালকটা বুক হাউস, ১৮২, কলকাতা পোস্টার, কলিকাতা—২২। ২.৫০ নং পয়সা।

আমাদের প্রাচীন কাব্যবিচার এখনও পর্যন্ত সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রকে অবলম্বন

করেই হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানকালে আমাদের সংস্কৃত জ্ঞানোপভাষণত সেই কাব্যবিচারে গ্রন্থসমূহ পাঠ করা সচরাচর ঘটে ওঠে না। সময় স্বল্পতাও এর একটি অন্যতম কারণ। কিন্তু সেই নগ্নমতের বা অনন্দের ব্যাকরণ নিজেই এক একটি কথা। তাঁর অনুবাদ আমাদের অনেকেই অভ্যস্ত। বাংলায় এই রসবিচার প্রণালীর সুযোগে আলোচনা গ্রন্থ বেশি নেই। যা আছে তার মধ্যেও বেশির ভাগ ছাত্রবোধ সুলভ সংস্করণ মাত্র। ডক্টর শ্রীধর মিত্র আলোচ্য গ্রন্থের সরল ভাষায় অধিক বিস্তারিত ব্যাপক আলোচনা করেছেন। প্রথম এবং তৃতীয় অধ্যায় সংক্ষেপে রসের স্বরূপ এবং রসবিচার বিষয়ে উল্লেখ করে সুদীর্ঘ দ্বিতীয় অধ্যায়ে রসের প্রভুত উদাহরণ উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যান করেছেন।

৪২০।৫৯

বঙ্কিম সাহিত্য

বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা—শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রভরতী, ৮৮টির সংস্করণে নিম্নলিখিত রোড, কলিকাতা—১৪। মূল্য—৩.২৫ নং পয়সা।

বাংলা সাহিত্যের পরিণত যুগসূচক বঙ্কিমচন্দ্র থেকে। আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাতও বঙ্কিমের হাতে, বঙ্কিম-সাহিত্য অবলম্বন করেই আলোচনা, আধুনিক আলোচনার কাঠামো। কি উপন্যাসের ক্ষেত্রে, কি প্রবন্ধ ও রমা-বাগ্য রচনার ক্ষেত্রে বিংশশতাব্দী বাংলা সাহিত্যে যতই অগ্রসরী অর্জন করুক না কেন তার মূল অনুপ্রেরণা বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁকে বিস্মৃত হবার কোন উপায় নেই।

তপনকুমার বঙ্কিম-সাহিত্য অবলম্বন করে তাঁর ধর্মচেতনা, জীবন চেতনা, শিল্প-চেতনা ও সমাজ চেতনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সমালোচনা না করেও একথা সন্দেহ করা যায়, এই জাতীয় আলোচনা গ্রন্থের সংখ্যা আমাদের বাংলা সাহিত্যে এখনও বেশি নয়। কতকগুলি টাইপ বিষয়ে ইচ্ছাসহিত প্রসিদ্ধ, অনুপ্রাণিত প্রবন্ধ রচনার চেয়ে কোন এককিমিত বিষয়ে আদ্যতবিশিষ্ট মৌলিক চিন্তা-প্রসূত আলোচনা গ্রন্থ রচনার চেষ্টা অনেক বেশী প্রশংসনীয়। তপনকুমারের সেক্ষেত্রে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

৪২৪।৫৯

পঠিকা

পাঠনা (১৩৬৬)—সম্পাদক—শ্রী তপনকুমার বসু, সাহিত্যের, হুগলী। মাম—বার মাস।

এই বিশেষ সংখ্যার নাম ধরনের প্রবন্ধ, গল্প ও রম্যরচনা নিয়ে লিখেছেন তাঁর প্রায় সকলেই নতুন। কেবল কবিতার প্রতিষ্ঠাবান অনেক কবির রচনা দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাপ্ত স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হয়েছে।

মনের মাল্য—শৈলজানন্দ মথোপাধ্যায়।

সাহিত্যের সত্য—তারানাথকর মথোপাধ্যায়।

রাজ পুত্র—কমলাকান্ত ঘোষ।

মদ্যের চাদুকর—অলাউদ্দিন আল খাজান।

মন ও মানস—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

এই প্রেম—জোহাননাথ মথোপাধ্যায়।

সাগর সংগম—বিষ্ণু ভৌমিক।

দ্ব্যধিক—রমেশচন্দ্র সেন।

দ্বন্দ্বেশ ও সমাজ ১৯৫৯—সম্পাদক শৈলেন্দ্র দাশগুপ্ত।

কল্যাণের নতুন বই—

পশ্চিম দিগন্ত

নির্মাল চট্টোপাধ্যায়

ইউরোপের বিশিষ্ট বর্ণনাত্মক লেখক ওয়েলস, রাসেল, হোভলস, এলিস, তসকার ওয়াইল্ড এবং অ্যান্টোঁ চ্যেফের মতন ঔপন্যাসিকের উপর লেখা ছবিটি ইংলিশ প্রবন্ধের সংগ্রহ। চিত্রের পতীরেই সুসজ্জিত সত্যতা ও প্রকাশের প্রকাশ। প্রাণী প্রাণী রচনা অন্তর্গত। শ্রীটি প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্য ও পাঠক

অধ্যাপক রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

দেশ বলেন : 'যদি সত্যি সাহিত্যের সংরক্ষণ করতে চান, অলংকারের ভাষার মতো 'সংস্কৃত' হতে চান—তাঁদের সকলেরই এই বইটি কাজে লাগবে।' মাম—৫।

কল্যাণ প্রকাশনী :

এ-১৩৫, কলকাতা স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২

নবীনকান্তের

নতুন উপন্যাস

নব বৃদ্ধাবন

পাঠ টানা

নারায়ণ সান্যালের

স্বাভা

নতুন উপন্যাস

তিন টাকা

নূপ্রবাস প্রাঃ লিমিটেড

১, বহুবল্লভ স্ট্রীট, কলকাতা ৬

(মি ১৫৩)

পাচিমশেলী প্রমোদোপকরণ

পাপ, প্রণয় ও পাতিত্বতা, এবং আনুষংগিক হাস্যনাচ-পান-কৌতুকের নানাবিধ আহোদ-উপাদানের সম্ভারে আজকাল অধিকাংশ বেসবাই-নির্মিত হিন্দী ছবির একটি বিশেষ গোত্র-পরিচয় গড়ে উঠেছে। নাগিনা ফিল্মস-এর "সাতটা বাজার" এর সৈদিক দিয়ে কোন গোত্রান্তর ঘটেন।

এই ছবির প্রধান ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী রমেশ। ঘরে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যমুনা, প্রথম পক্ষের কন্যা কলা ও এক নবজাত পুত্র। যমুনা যখন শ্যামের সংগেই কলার বিয়ের প্রস্তাব পাকাপাকি করে ফেলে, তখন কলা বুঝতে পারে যে তার নং-মা গর্ভধারিনীর মতোই তার প্রতি স্নেহশীলা। শ্যাম কলার প্রেমোপদ, রমেশের বন্ধুপুত্র।

কিন্তু রমেশের এই সুখের সংসারে ভাঙন দেখা দেয় যখন অর্থালিসা তাকে ফাঁকা বাজারের দিকে প্রলুপ্ত করে। এই প্রলোভনের পরোপরি সংযোগ নেয় ছবির খলনায়ক বদরীপ্রসাদ—যার লক্ষ্য কলাকে তার আধ-পাগলা ছেলের সংগে বিয়ে দেওয়া। পাপের জয় ঘটে অনায়াসেই। বদরীপ্রসাদের কুচক্র আসন্ন সর্বনাশকে ঠেকাতে গিয়ে রমেশ-বাধা হয় এই কুচক্রীর ছেলের সংগে কলার বিয়ে দিতে। যমুনায় অশ্রু-বিসর্জন আর কলার দীর্ঘশ্বাস—কোন কিছই পারে

বদরীপ্রসাদ

চন্দ্রশেখর



এ ডি এম-এর আগামী হিন্দী ছবি "বরখা"-র নায়িকা কুমারী নন্দা

না ভাগ্যের এই নির্মম পরিহাসকে ঠেকিয়ে রাখতে।

অন্যদিকে কলার সংগে নিজপুত্রের বিয়ের কণ্টকস্বরূপ শ্যামকে আগে থেকেই এক গোপনস্থানে জোর করে আটক করে

স্বাখে বদরীপ্রসাদ। তারপর শব্দ হয় ডায় নতুন পাগাচার। রমেশকে সবস্বান্ত করে সে। পথে এসে দাঁড়ায় রমেশ ও যমুনা তাদের শিশুপুত্রকে নিয়ে। অনাহার ও বিনা চিকিৎসায় তাদের ছেলেও একদিন মারা যায়। এর পর যখন একদিন রমেশ জানতে পারে যে কলা বিধবা হয়েছে, তখন শোকাবেগ সামলাতে না পেরে রমেশ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়।

কলার স্বামীর মৃত্যু ঘটে বদরীপ্রসাদেরই আরেকটি পাপানুষ্ঠানের ফলে। শ্যাম বদরীপ্রসাদের বন্দীশালা থেকে পালিয়ে আশ্রয় পায় কলারই বাড়িতে। কলার স্বামী তার পূর্ব-পরিচিত। এই সংবাদ পেয়ে ছুটে আসে বদরীপ্রসাদ। কফির সংগে বিষ মিশিয়ে সে শ্যামকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু এই বিষ-মেশানো কফি পান করে কলার স্বামী—বদরীপ্রসাদের ছেলে। সংগে সংগে সে মৃত্যুর কোলে এলিয়ে পড়ে। বদরীপ্রসাদের এই পাপকাণ্ডের সাক্ষী থাকে তার অনুচর।

তীর্থ পর্যটনকালে যমুনাকে বদরীপ্রসাদের লাশের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টায় কেমনভাবে রমেশের পক্ষাঘাত দূর হয়, এবং অন্যতরক বিন্দবাসঘাতকতায় ও শ্যাম এবং তার বন্ধুর তৎপরতায় কি করে বদরীপ্রসাদ পালিসের হাতে ধরা পড়ে, তাই এখানে আর চিত্রনাট্যের সুখপরিচয়িক —যখন দর্শকেরা রমেশের নতুন গড়ে-ওঠা

আপনার নমনীয় রূপের

জন্ম.....

আপনার দেহক নমনীয়, পেশব রাখার—দেহকটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও রমণীয়তা আপনার আধুনিক উপায়। চোখের পরিপূর্ণতা ও তারঙ্গ ফাটিয়ে তোলাবার জন্য পাউডার মাখান আগে ব্যবহার করেন থ্রি ফ্লাওয়ার জার্নিশিং ক্রীম—কিন্তু প্রসাধন-সিদ্ধি চোখের দেখে মনে করেন। অমূল্য দেহককে সজীব করে তোলে এই সুন্দর, পেলান ও সিদ্ধকর ক্রীম।



THREE FLOWERS
Trade Mark

প্রেস্তুতকারক

Richard Hudnut

জার্নিশিং ক্রীম

.....ও ক্রীমিং ক্রীম

লন্ডন : প্যারিস : নিউইয়র্ক



সংসার, এবং বিধবা কল্যাণ ও শ্যামের মধ্যমিসনের পর্বেভাসে স্থিতির নিশ্চিন্দা ফেলে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করেন।

এই বহু শাখা-প্রশাখা সম্বলিত কাহিনীর বিন্যাসে প্রযোজক-পরিচালক রবীন্দ্র দাড়ে একটি মাত্র লক্ষ্যের দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন, এবং তা হলঃ জনমনো-রঞ্জন। এই লক্ষ্যের যৎকালে বিভিন্ন ঘটনার যুক্তি ও সংগতি, এবং কাহিনীর সামগ্রিক বাস্তবতাকে যেন নিঃসন্দেহেই বজা দেওয়া হয়েছে। তবে খলনায়কের পাপাচার, প্রণয়ের মাদকতা, রঞ্জন-রসিকতার আয়োজ ও সতীর দৃষ্টান্তাঙ্কনা নিয়ে চড়া সূয়ের গতি-নটকীয়তা যারো পছন্দ করেন, তাঁদের কাছে ছবিটির আবেদন অবশ্যই আছে।

বিভিন্ন শিল্পীদের সূচী, অভিনয়েই ও ছবির একমাত্র সম্পদ। যমুনার চরিত্রটিকে ভূমিকারী তাঁর সংবেদনশীল অভিনয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। রমেশবেশী নন্দলাল সাহানীর অভিনয়ও সংযত ও স্নেহল। রমেশ-যমুনার কন্যার চরিত্রে বিজয়া চৌধুরী ও তাঁর প্রণয়ীর ভূমিকায় সুরেশ্বর অভিনয় প্রাণবন্ত। খলনায়কের চরিত্রটিতে যথার্থ অভিনয় করেছেন ত্রিপুরারী। তিনি ওয়াকারের রঞ্জন-রসিকতা ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের কৃতিত্ব অঞ্জন কাকেরেন সতীর চরিত্রাচারে, চন্দ্রকান্ত, অমিত সেন ও নন্দনা শাকরঃ "টাইগার"-ধর্মী পলাতক সন্তানের সারথীর শিল্পী— এই ছবিতে কতকগুলি ঘটনা চিত্রাকর্ষক করে তুলেছে।

কল্যাণজী-আমলজনীর মূর রচনার ছবির কয়েকটি গান সুখপ্রাপ্য। কল্যাণজীসের বিভিন্ন নিক ও অঙ্গসংস্কার প্রশংসনীয়।

চিত্রালাচনা

সিন্ধী ফিল্মসের "ভাই বহেন" এ সপ্তাহের অধিবর্তী ছবি। অর্থায়ন এবারকার মতই তালিকায় আর কোন নতুন ছবির নাম নেই। ডেজি ইরাণী, কেবি নাজ, জর্ন ওয়াকার, রেহমান ও নিশি "ভাই বহেন"-এর প্রধান ভূমিকাগুলিতে ব্যপান করেছেন। জি পি সিন্ধী এক ধারে এর প্রযোজক ও পরিচালক। এন সত্তর সুযোজনায় ছবির সংগীতাংশ সমৃদ্ধ।

গত সপ্তাহে একখানি ওড়িয়া ছবি কলকাতায় মুক্তি পেয়েছে। ছবির নাম "মা"—চিরমের পতাকাতলে নিতাই পালিত এর পরিচালনা করেছেন। ইস্টার্ন টাকজ স্টাডিওতে ছবিটি তোলা হয়েছে। ভূমিকা-লিপিতে আছেন চন্দনা, গৌরপ্রসাদ, লক্ষ্মী, গোবিন্দ তেজ, বিজয়কুমার প্রভৃতি।

অমলেন্দু হাথোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

লালদীঘির রূপকথা

দশটা-পঁচাত্তর জীবিকা-জীবির চলমান জীবন কোন কান্না-হাসির দোলায় দেলে, আর দুঃখের প্রদীপ জ্বলে জ্বলে কোন বাধার পুজাই বা নিবেদন করে? অপর দক্ষতায় লেখক এই বিচিত্র প্রশ্নেরই মূল্যায়ন করেছেন — অঞ্জন লালদীঘির মননশীল অভিজ্ঞতা আর মিঠা বোসের আবেগমিশ্রিত ছন্দয়ানুভূতির মধ্য দিয়ে। (তিন টাকা)

অন্যান্য উপন্যাস

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

সূর্যমুখী

(চার টাকা)

প্লেগময় মামার

কটাডানারি

(সাতটি তিন টাকা)

সিম্ধার্থ রায়ের

অন্য ইতিহাস

(তিন টাকা)

স্রীমতী ফিফি

মোপাসার 'ম্যাদাম

ফিফি'-এর অনুবাদ।

(দেড় টাকা)

অজিত দাশের

ডাগফল

(দুই টাকা বাতোর অন্য)

অনিলবরণ ঘোষের

তিমিরাগতা

(আড়াই টাকা)

রামনাথ বিশ্বাসের

হলিউডের আলোকথা

(তিন টাকা)

গতিতা

মোপাসার 'কাল' রে

সুইফ-এর অনুবাদ

(দেড় টাকা)

সাইবেরিয়ার প্লাস্তরে ২ ৫০

জলে ডার্গ-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'মাইকেল প্রুগফ'-এর অনুবাদ

সুবিধাজনক সর্বোৎকৃষ্টের
একটুকু লওয়া হয়।

ইণ্ডিয়ানা

২।১, লামাচরণ দে
শ্রীট, কলিকাতা-১২

নিউট্রিন

উৎকৃষ্ট
সুইটস
ও
চকি

বিশ্বজিৎ নিউট্রিন উপাদানে ও
মোড়কে সর্বসাধারণের সমীপে আয়ত্ত উপস্থিত করি।
মূল্যের যোগ্য প্রতিদান যদি চান তাহলে নিউট্রিন
সুইটস ও চকি কিনুন।

আপনার জ্ঞান দ্বারা সহায়তা—
কলকাতার কলকাতা কোং লি.
চিহ্ন, জনপ্রিয় প্রদেয়।

সহায়তা—
একটি শিশুর
একটি কোম্পানি
(কলকাতা)

RAJANAND

WINTER REDUCTION SALE

শীতবস্ত্র ও গোষাকের

বৃহত্তম আয়োজন

নতুন গটক কাশ্মীর, অমৃতসর, লুধিয়ানা প্রভৃতি স্থান হইতে সরাসরি আমদানী করিয়া শাল, আলোয়ান, রাগ ও কম্বল, হোসিয়ারী, জামার থান ও নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত পোষাকের গটক SALE-এ বিশেষ কম মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

শাল, আলোয়ান :

মিস্ত্র ডুব	...	১১০
মলিনা অলউল প্রমাণ	...	১১০
প্রমাণ অলউল কাশ্মীরী শাল	...	২১
সাদা সরেশ কাশ্মীরী শাল	...	৩০
পাল্লাদার কাশ্মীরী শাল	...	২০
কাশ্মীরী কলু শাল	...	১১
উৎকৃষ্ট কাস্‌গেরী তুষ	...	২৮
মেয়েদের অলউল আলোয়ান	...	১১

থান বিভাগ :

৫৪" পানামা	...	১১০
৫৪" সরেশ সার্জ	...	৯
৫৪" ওয়েস্টেড ক্যাসেল	...	১০

লেডিজ ওভার কোট ও ক্লোক

কটস্‌উল স্কাফ	...	১০
লুধিয়ানা লেডিজ স্কাফ	...	১০
ঐ সরেশ	...	১৬
ঐ উৎকৃষ্ট	...	২২
লেডিজ ওভারকোট	...	৩৬
লেডিজ ক্লোক উৎকৃষ্ট লাইনিং	১৭	
ঐ এমব্রয়ডারী	২৭, ৩০	

কোট :

উৎকৃষ্ট সিংক লাইনিং	...	৪৭
প্রিন্স কোট গ্যাবার্ডিন	...	২৬
ক্যাসেল গুটাইপ সার্জ	...	৩৪
উৎকৃষ্ট রেমশ ওয়েস্টেড	...	৩৬
পিক্স পিক্স সার্জ জামনগর	...	৩৬

জহর কোট :

ক্যাসেল রেজার	...	১০০
ঐ ওয়েস্টেড	...	১৬
ঐ গুটাইপ সার্জ	...	১৬

বুশ সার্জ (ফুলহাতা)

ক্যাসেল ট্রিপক্যাল	...	১৫
জামনগর পিক্স পিক্স সার্জ	...	২৪
পিক্স কটস্‌ উল	...	১৩
ক্যাসেল স্কাপার ফাইন পানামা	...	২৫

ট্রাউজার্স :

ট্রিপক্যাল	...	১৬
ক্যাসেল মিলের ওয়েস্টেড	...	২২
জামনগর পিক্স পিক্স সার্জ	...	২২

সার্জ পাঞ্জাবী :

কটস্‌ উল	১২, ১৩, ১৭
সার্জ ও ট্রিপক্যাল	১৭, ২০, ২৪

রাউজ :

সার্জ ফুলহাতা	...	১১০
ঐ ফুলহাতা	...	৫, ৭

ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য কোট, অলস্টার, বুশসার্জ, ফুলগ্যাংট প্রভৃতিও SALE-এ বিশেষ কম মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

—বিশেষ আকর্ষণ—

দিশ্বজয় উলেন মিলের (জামনগর ফেব্রিক্স) উৎকৃষ্ট স্কাটিং, গ্যাবার্ডিন, গোয়ালিয়র স্কাটিং, জয়পুর স্কাটিং, T. D. D. স্কাটিং প্রভৃতি একলটে বিশেষ কমমূল্যে আমদানী করিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে পোষাক প্রস্তুত করিয়া বাজার অপেক্ষা অত্যধিক কমমূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

জামনগর ফেব্রিক্স কোট ৪৪; ঐ ট্রাউজার ৩৯,
জামনগর ফেব্রিক্স স্কাট ৭৪, ৮২

হরলালক

কলেজ স্ট্রীট
ধর্মতলা
ডবানীপুর

গত সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত "ভাংরা" ছবিটি পাঞ্জাবী ভাষার তোলা হিন্দীতে নয়।

পর পর দু'সপ্তাহ কোন বাংলা ছবি মুক্তি পায় নি। তবে আসছে সপ্তাহ থেকে নতুন ছবির মিছিল শুরু হবার কথা। বিকাশ রায় প্রযোজিত ও পরিচালিত "রাজা সাজা" ও তপন সিংহ পরিচালিত "ক্ষণিকের অতিথি" এক সপ্তাহেই মুক্তি পাবে আগামী শত্ৰুবার। তার পরের সপ্তাহে—অর্থাৎ বড়দিনের মধ্যে—আসছে এমকেজ প্রোডাকশন্সের "মায়ামগ"। ইংরেজী নববর্ষের গোড়ার দিনটিতে মুক্তি নির্ধারিত হয়েছে অগ্রদূত প্রযোজিত-পরিচালিত "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন"—এর। এম পি প্রোডাকশন্সের "কহক"—এর মুক্তি আপাতত পেছিয়ে গেল। হীরেন বসুর নতুন ছবি "দেবর্ষি" নারদের সংসার"-ও সম্ভবত জানুয়ারীর গোড়াতেই পর্দাশ্চ হবে।

আগামী সপ্তাহে আর একটি বাংলা ছবির মুক্তি ঘোষিত হয়েছে যার মধ্যে নতুন ও পুরাতনের সমন্বয় ঘটেছে। ছবিখানের নাম "বিশ্বা"—বিশ্ব বছর আগে এই ছবিটি জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে উঠলে আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাকেই নতুন গানের মালায় সাজিয়ে দর্শকদের সামনে তুলিয়ে করছেন বীণা সিন্ধু। "বিশ্বা"র ব্যাপ্তি শ্রোতৃজন অল্প ছবিখানি দেখবার সন্মোহন পান নি—এমন দর্শকের সংখ্যা আজ বিবেক নয়। তাঁদের কাছে এই ছবির আপদন নতুনদের মতই। ছায়া দেখে এই জাঁকাজাঁকতার যে হাস্যকরতা চির প্রকোচের ও চারুত্বের চির ভগ্নত্ব আজও অস্বপ্নরথায় হয়ে আছে। সুশীল প্রজন্মদের এই ছবির পরিচালক এবং তারতরোণা সংগীতশিল্পী জীন্সদের চ্যুতী পাখায় এর সারকর। নতুন করে যাঁদের কণ্ঠস্বর এই ছবির গানগুলিকে সঙ্গীতীত করছে তাঁদের মধ্যে আছেন হেমন্তকুমার, সম্ভার মনোপাখায় কুম্ভ গাংগুলী, সুমিত্রা দেবগুপ্ত প্রভৃতি।

নিউ থিয়েটার্স ও সরকার প্রোডাকশন্স সপ্তাহভারে যে ছবিটি তুলতে প্রতী হয়েছেন তার কাজ অপেক্ষার ওপর এগিয়ে গেছে। প্রযোজ্যদের চাপ নামটিও মানানসই—"নতুন ফসল"। সত্ত্বজকুমার রায় চৌধুরীর একটি সর্বস্বায়ত উপন্যাসের চিত্ররূপ এটি। একটা খরি নিউ থিয়েটার্সের পাতাকাতলে দেশদ্রোণী সুনাম অর্জন করেছিলেন, "নতুন ফসল" এর কলাকশলীদের মধ্যে তাঁদের অনেকটাই আছেন—হেমন্ত পরিচালনায় হেমচন্দ্র চন্দ্র, চিত্রনাট্যে বিনয় চট্টোপাধ্যায়, সরস্বতীতে বইচাঁদ বড়াল প্রভৃতি। ভূমিকালিপিতে অবশ্য নতুন মুখেরই প্রাধান্য। প্রধান ভূমিকায় লিলা অভিনয় করেছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, অনঙ্গকুমার,



কাশ্মীরের তুমারাবত উপত্যকায় ইউ বি ফিল্মসের "মনে-মনে"র বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়। তারই একটি দৃশ্যে অরুণ চক্রবর্তী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অলোক চট্টোপাধ্যায় ও নিমল বিশ্বাস

বিশ্বজিৎ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। তেমনতরমার কণ্ঠে দু'খানি কীর্তনাঙ্গ গান এই ছবির অভিনব আকর্ষণ।

শ্রী এন এম প্রোডাকশনসের "আসপাতাল" ছবির কাজও পূর্ণোদ্যমে অগ্রে। কয়েক কালকাটা মুক্তিওটা স্টুডিওতে। ডাঃ নীতানন্দন গুপ্ত রচিত কাহিনীর নায়িকা শর্মস্ট্রী এমন এক নারী যে সমস্ত অশ্লষসঙ্গর ও ভাবিনার নাগণাশ জিয়া করে আত্মপ্রতিভা হতে চায়। সুচিরা সেন এই অনন্য নারী চরিত্রের রূপাঙ্গন পেরেছেন। তাঁর বিপরীতে নায়ক চরিত্রে আছেন অশোককরমার। নিমল দুই নাট্যপ্রাণীর এমনিদর একই গল্পমূল্য "আসপাতাল" ছবিটির "শিশু" আকর্ষণ। সমান ভূমিকায় অভিনয়ে সমাবেশও কম উল্লেখযোগ্য নয়। ছবি বিশ্বাস পাওয়াড়ী সান্যাল, কলম শিব, বিশ্বজিৎ ডান্না বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মজুমদার এবং পরিচালক মৃণাল মজুমদারকে দেখা যাচ্ছে এর বিভিন্ন পার্শ্ব-চরিত্রে। অমল মথোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায় এতে কণ্ঠদান করেছেন লতা মুগেশকর, গীতা দত্ত ও হেমন্ত মথোপাধ্যায়।

পরিচালক তপন সিংহের অভিনয়কার্য ইন্টার সার্কিটের যে দলটি "ক্ষণিত পাবণ"-এর বহির্দৃশ্য গ্রহণ করতে ডুপাল, মধ্য প্রদেশের শাহপুর ও রাজস্থানের বিকানীরে গিয়েছিলেন তাঁরা সম্প্রতি কলকাতায় ফিরেছেন। এই সব জায়গায় তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ শেষ করে এই সব দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন অরুণচন্দ্রী মথোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, রাধা-

মোহন ডট্টাচার্য প্রভৃতি। প্রথমেই শিশুপীর এ ছবির নায়ক-নায়িকা। বর্তমানে ছবিটির অন্তর্দৃশ্যের স্টুডিও চলছে নিউ থিয়েটার্সের দু' নম্বর স্টুডিওতে যার নতুন নামকরণ হয়েছে স্টুডিও সামলাই কো-অপারেটিভ এসেইটি। "ক্ষণিত পাবণ" রবীন্দ্রনাথের বিমলবিখ্যাত কাহিনী অবলম্বনে তোলা হচ্ছে। এতে সুর যোজনা করছেন ওম্মদ আলী আকবর খাঁ।

এ ডি এম এর নতুন হিন্দী ছবি "বরষা"-র মুক্তি নির্দিষ্ট হয়েছে বড়বিরের সময়ে। "ভাবী" ছবির সাফল্য মূলে যারা ছিলেন সেই সব কলাকণ্ঠসমূহই মিলিত প্রচেষ্টার ফল এই "বরষা"। কুম্ম ও পাণ্ড এর যুগ্ম পরিচালক। প্রযোজক রচিত গানে সুরারোপ করেছেন চিত্রগুপ্ত। কুম্মারী নন্দা, জগদীশ, শোভা, খোশী, ভেঁইভ, মুকুর্নী, সনন্ত কুমার, কালী, চিম্বীশ, উল্লাস, নীলম প্রভৃতিতে নিয়ে এর ভূমিকা-লিপি গঠিত হয়েছে।

নাট্যাভিনয়

বড়বিরের সবশ্রমে বড়বির থিয়েটার নাট্যমাদীদের উপহার দেবেন রহস্যময় নাটক "এক প্রোবাস কণ্ঠ"-একথা আগেই জানিয়েছি। "এক মুঠা আকাশ"-এর নাট্যকার ধনঞ্জয় মেহেরা এই নাটকটিরও রচয়িতা। তরুণ রায়ের পরিচালনায় এর বিভিন্ন চরিত্র অবতরণ করছেন রবীন মজুমদার। মথোপাধ্যায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ চক্রবর্তী, চট্টোপাধ্যায়,

এলিট

প্রত্যহঃ
৩, ৬ ও রবি ৯টা

"শ্রেষ্ঠতম অভিনয়" ও "শ্রেষ্ঠতম পার্শ্ব-চরিত্রাভিনয়" পুরস্কার বিজয়ী শিশু-ডেভিড নিউমেন - ওয়াশিংটন হিলাস

হংস

রিটা হেওয়ার্থ - ডেবোরা কের
বার্ট ল্যাংকাস্টার অভিনীত



(সর্বজন প্রদর্শন অনুমোদিত)

—কিশোর সাহিত্য—

শেফালি নন্দীর
পান্নাধীপ ১.০০

(মায়াকান্তের গল্প)

অশোক গুহের

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

২.০০

(শিশুদের জন্য লেখা সঙ্কলিত

অথচ পুষ্টি ইত্যাদি)

চিড়িয়াখানার খোকাখুঁকু ৪.০০

অনুবাদ—প্রতিভা দাশগুপ্ত

(মুসলিম চিড়িয়াখানার জন্তুজানোয়ারদের

সম্পর্কে মজার মজার গল্প।) সুন্দর

সুন্দর ছবি এবং ভকল ফলসফি

ছাপা।

আজব পাখী ৩.০০

অনুবাদ—অমলাকান্ত দত্তরায়

(সেউরীকিশোরদের জন্য লেখা

বৌদ্ধবোধ অর্থাৎ ছোটদের গল্প)

নিকিতার ছোটবেলা ৩.০০

অনুবাদ—অশোক গুহ

(আলেক্সি হলেভের সম্রতিকথা)

সাধী ৩.০০

অনুবাদ—প্রদ্যোৎ গুহ

(সেউরীকিশোর ছোটছাত্রীদের

শিক্ষা জীবনের কাহিনী)

বরফের দেশে আইভ্যাম ১.৭৫

অনুবাদ—শেফালি নন্দী

(মেরুদেশ সম্পর্কে রোমাঞ্চকর কাহিনী)

পিতা ও পুত্র ২.৭৫

অনুবাদ—শিউলী মজুমদার

(একটি শিশুর স্বপ্নসংঘ ও বিচিত্র

ভাবনা কল্পনার গল্প)

পপুলার লাইব্রেরী

১৯৫৬ বি. কে. ওয়াশিংটন স্ট্রিট,

কলকাতা—৬

বিশ্বরূপা

(অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ)

(ফোন : ৫৫-১৫২০)

বৃহস্পতিবার ও শনিবার—৩টা
রবিবার ও ছুটির দিন—৩ ও ৬টা
মধ্যসংলাপী বিদ্যাক ভট্টাচার্যের

সেতু

(কিরণ মৈত্রের কাহিনীর ছয়াবলম্বনে)
পরিচালনা—নরেশ মিত্র আলোক—তাপস সেন

শ্রেণী: নরেশ মিত্র, অসিতবরণ

তরুণকুমার, মমতাজ, সন্তোষ, তারক, তমাল,
মা: দীপক, জয়ন্তী, সত্যতা, ইরা, সুমিত্রা আরতি

ভূমিত মিত্র (বহুরূপী)

বিশ্বজিৎ, পিঙ্গু, দীপান্বিতা রায়, কবিতা
রায়, কেতকী দত্ত এবং পরিচালক স্বয়ং।

ভট্টাচার্যের প্রাক্কালেই মিনার্ভা থিয়েটারে
উৎপল দত্ত রচিত নতুন নাটক “কালোসোনা”
মণ্ডস্থ হবে। একটি কথলাখিনের পরিপ্রেক্ষিতে
এই নাটকে একদিকে রূপায়িত হবে অবজ্ঞাত
মানবশ্রেণীর বেদনা, বণ্টনা ও বিড়ম্বনা;
অন্যদিকে মূর্ত হয়ে উঠবে এতে তাদের
অপরাজিত প্রাণশক্তির উজ্জলতা, প্রাণের হাসি
ও অস্তরের প্রসন্নতা দিয়ে দুঃখজ্বরের
সাধনা। আঙ্গিক সূর্যমা ও সর্বাঙ্গীন
প্রয়োগনৈপুণ্যের দিক দিয়ে নাটকটি অভিনব
বোধের দাবী নিয়ে আসবে বলে আশা করা
যায়।

পেশাদারী মণ্ডে পণ্ডিত রবিশংকর এই
সর্বপ্রথম নাটকটির জন্য সুরচনা ও সংগীত
পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। লোক-
গীতি এই নাটকের অন্যতম আকর্ষণ সৃষ্টি
করাবে। কাওয়ালী, গোরখপুরী কাজরী,
ব্রজবলি কীর্তন ইত্যাদি গানে উনিশজন
শিল্পী ব্যতীত নাটকটিতে কণ্ঠদান করবেন
প্রখ্যাত লোকগীতি-শিল্পী নিমল চৌধুরী।
পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন উৎপল দত্ত।

বিভিন্ন চরিত্রে উৎপল দত্ত ছাড়া অংশ গ্রহণ
করবেন শোভা সেন, মায়ী চক্রবর্তী, শংকবা
মৈত্র, তরুণ মিত্র রবি বোম প্রভৃতি। মণ্ড-
সম্ভার থাকবেন রবি চট্টোপাধ্যায় ও নিমল
গুহ রায়।

বাংলার বিশিষ্ট প্রামাণ্য নাট্যসংস্থা এম
জি এন্টারপ্রাইজ সম্প্রতি বন্যাতদের সাহায্যে
বিনা পারিশ্রমিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের
আহবানে তাদের বহুপ্রশংসিত নাটক “ঠাকুর
শ্রীরামকৃষ্ণ” মণ্ডস্থ করেন। এই নাটকের
অভিনয়লব্ধ আনুমানিক ৪০০০ টাকা
বাইশ পল্লী বন্যাতগণ সমিতি ও জয়েন্সার্স
এ্যাসোসিয়েশন রিলিফ ফণ্ডে সংগৃহীত
হয়েছে। উক্ত দুই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই
সংগৃহীত অর্থ মুখ্যমন্ত্রী খাদ্যমন্ত্রী ও
ভারত সেবাশ্রম সংঘের বন্যাতগণ তহবিলে দান
করা হয়েছে। এ বাদে এম জি এন্টারপ্রাইজ-
এর উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষকগণ কনিষ্ঠ
এলাকার বন্যাতদের দাশা ধর্মিতাশ্রী ও
কিছু নগদ টাকা বিতরণ করেন। হৃদয়পূর
অমূল্যের বন্যাপীড়িতদের মধ্যেও এরা
সাহায্য-সম্ভার বিতরণ করেছেন।

গত শত্বর (১৪ ডিসেম্বর) এ ডবল,
ফিগস স্টাফ লাইব্রেরীর সদস্যদের
প্রয়োজনীয় স্টার থিয়েটার “কেনর রায়”
নাটক অভিনীত হয়। মুখ্যচরিত্রের শিল্পী-
দের কৃতিত্ব নাটকটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ভারতের সঙ্গীতবহুল সেরা ছবি

রিঙা



পরিচালনা—সুশীল মজুমদার

সংলাপ—ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় • সংগীত পরিচালনা—হীরেন ঘোষ
গীতিকার—প্রমোদ মিত্র ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় • সম্পাদনা—অশ্বিনী
চট্টোপাধ্যায় • কণ্ঠসঙ্গীত—হেমন্ত, সন্ধ্যা, কৃষ্ণা, সুমিত্রা ইত্যাদি।

পরিবেশনা—বীণা ফিল্মস, ৬২, বোটিংক স্ট্রীট, কলিকাতা—১

সংগঠনী (উদয়পুর) আয়োজিত ১৪
পরগণা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা গত
৫ই ডিসেম্বর থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং
আগামীকাল (১৩ই ডিসেম্বর) শেষ হবে।
মোট ১৬টি নাটক সহ ২৭ পরগণার বিভিন্ন
নাট্যসংস্থা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ
করেছে। নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্য নাট্য-
সমালোচক, নাট্যকার ও গণ্য ব্যক্তিদের
নিয়ে একটি শিশিলালী বিচারকমণ্ডলী গঠিত
হয়েছে।

গত ২৭শে নভেম্বর “বহুমুখী”র সদস্যরা
বন্যাতদের সাহায্যে বিশ্বরূপা রংগমণ্ডে
“হীরিকল” মণ্ডস্থ করেন। অংশগ্রহণকারী
শিল্পীদের প্রশংসনীয় অভিনয়ে ও সফলত
সকলের সহযোগিতায় নাটকটি সাফল্য-
মণ্ডিত হয়।

উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক
সংস্থা “কৃত্তিলোক”-এর শিল্পীরা গত ২০শে
নভেম্বর রঙমহলে তাঁদের পঞ্চম বার্ষিক
অনুষ্ঠানে সাফল্যের সঙ্গে প্রবোধ সানাদেব
“হাস্যবান্দ”র নাট্যরূপ মণ্ডস্থ করেন।

গত ১৪ই নভেম্বর কল্যাণ পরিষদের
উদ্যোগে বিশ্ব শিশু-দিবস উপলক্ষে



জে এম শিকদারের মূর্তি প্রতীকিত ছবি "উত্তর মেঘ"-এর দু'টি বিশিষ্ট ভূমিকায় শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্ঞানেশ মুনোপাধ্যায়

পরিষদের দক্ষিণ কলিকাতার সভাগণ কর্তৃক ওভারটন হাউস (কলেজ স্ট্রীট) রবীন্দ্রনাথের "আমের দেশ" নৃত্যনাট্যে মণ্ডলা হয়ে। শিশু-শিক্ষার্থীদের অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে।

সি-এল-টি ফেস্টিভাল

সেমে একম ভাঙা দেওয়ালে রঙ চড়ানো হলে ৫৩ নম্বর চ্যারপাটতে। টাটা কোম্পানীর এই বাগানে ১৯ তারিখ থেকে শিশু রংমহলের ৫ম বার্ষিক উৎসব। 'ন' বছর পড়েছে সি-এল-টি, কিন্তু কোথাও এর কাজে টান নেই। নৃগতির কাজ এমন নিষ্ঠা জাতি দেখা যায়। তাই দিল্লি, বোম্বাই বা কাণপুরে যেখানেই এরা যায় সেখানেই আনন্দের পসরা বিলিয়ে আসে।

১৯ তারিখে এবার আরম্ভ হবে শিশু রংমহলের নতুন অনুষ্ঠান "এই ভারতের পায়ের চমকার গান।" সি-এল-টির সমস্ত শক্তি এটিকে সর্বাঙ্গসম্পন্ন করে তোলার জন্য নিয়োজিত হয়েছে। 'ন' বছরের যা কিছু অভিজ্ঞতার নিদর্শন দেবে ১০ থেকে ১২ বছরের গ্রুপের ছেলেমেয়েরা। অন্যান্য বিভিন্ন বয়সের শিশুরা করবে "ভুলো কাঠবেড়ালী", "কগুড়টি পড়ো", "রবীন্দ্র ছন্দ" ও "আবোল-তাবোল"। অপরূপ নিদর্শন হবে "কচি পায়ের ছন্দ"। এসব ছাড়া রয়েছে যা বোম্বাইকে ও দিল্লিকে মাতিয়েছে—"অবন পটুয়া", "জিজ্ঞাসা" ও "মিষ্টান্ন"।

গতবছর ফেস্টিভালে চেকোস্লোভাকিয়ার পত্নী নাচ ছিল। ওরাই কি শব্দ পত্নী নাচ জানে? শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী বলা দেশেরই ছিল—পত্নী নাচ নিয়ে অনেকদিন নাড়াচাড়া করেছেন। মোড় ও রড প্যাপেট দুটোতেই এর সমান দক্ষতা। অল্প কদিন হল বাংলাদেশের এই কতী সন্তান রাজ-স্থানে বাংলার প্যাপেট দেখিয়ে তাদের হতবাক করে দিয়েছেন। রঘুবাবু ও তাঁর

তরুণ বন্ধুরা আমাদের এ দেশে যে কত ভাল প্যাপেট শো হতে পারে তা আমাদের দেখাবেন এই ফেস্টিভালে। এদের সঙ্গে

দেখাতে আসবে সুন্দর আয়োজনের থেকে শ্রেয়স গ্রুপ। এদের বিজয়ী হবে ১০।১১ বছরের বাচ্চারা। পত্নী নাচিয়ে থাকে।

উড়িয়া থেকে বলা বিকাশকেন্দ্র আসছে নতুন নতুন নাটিকা নিয়ে। বিহার ও উত্তর প্রদেশ থেকেও শিশুগোষ্ঠী আসছে।

স্কুলের অনুষ্ঠানগুলির উন্নততর বিকাশ শিশুরংমহল স্থাপনের সাথেই দেখা গিয়েছে। ডায়োসিসানের "বাল্মীকী প্রতিভা", ভিক্টোরিয়ার "চড়ুইভাতি", বেথুন, অভিনব ভারতী, দৌলতরাম নোপানী ও সাউথ সুবর্ন স্কুলের অভিনীত অনুষ্ঠান দেখবার মত হবে।

মাগের পশ্চাতে থেকে তাপস সেন ও তাঁর বন্ধুদের আলোর খেলা যে পরিবেশ সৃষ্টি করবে—সিক তারই সমতালে চলবে যশ-সংগীত শিল্পীদ্বন্দ্ব। গানের গ্রুপের ছেলে-মেয়েরা শিশুরংমহলের সম্পদ। এরা সবাই প্রাক্তন সভা এবং লেবাকের সম্পূর্ণ কলা কোর্সের অভিজ্ঞ।

সি-এল-টি পক্ষের "মেল"ও থাকবে।

SAMSAD

ANGLO-BENGLI DICTIONARY.

The Most up-to-date (English to Bengali) dictionary with word-roots, examples of usages and latest pronunciation of words both in English and Bengali

HIGHLY PRAISED BY EDUCATIONISTS
Bible paper — neat printing — very strong
binding — 1672 pp. Price Rs. 12-50 nP.

SAHITYA SAMSAD

32A, ACHARYA PRAFULLA CHANDRA ROAD, CALCUTTA 8

প্রকাশিত হাল—

বিধায়ক ভট্টাচার্যের

কৌতুক নাট্য

শুনে গুণ্যবান

(অমরেশ চরিত)

নিউইয়র্কে থিয়েটার নিয়ে গিয়ে 'শিশির-কুমার' যখন উপেক্ষা ও অবজ্ঞার জর্জরিত হয়ে আসায় অনাহারের দিন গুনছিলেন, সেই সময় তাঁর সংগী একজন নাট্যকার ডায়েরীতে এইসব ঘটনা লিখে রাখছিলেন। সেই বহুমূল্য ডায়েরীই বই হয়ে করেছে। পড়তে পড়তে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় ঘটনার অশ্রবাসাতায়।

বাংলা সাহিত্যের বহুবিখ্যাত অমরেশ

মামার বিচিত্র কাহিনীগুলি একই করে,

বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে বড়দের তিন

ঘণ্টা অভিনয় করাব মত করে সাজিয়ে

প্রকাশ করা হাল। জুটিং রুম, পলা

টাঙির বা হাচা বেধে বর্ণিতন করা

যায়। চমৎকার ছাপা-বিশাই।

দাম: আড়াই টাকা

প্রকাশিত হচ্ছে—

সংগী নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীর

আয়োরিকায় শিশিরকুমার

ডিপেন্দ্রবরই বেরিয়ে

বড় বয়ের দোকান অথবা 'বুক গ্র্যান্ড বুক', ৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলি: ১৩



একলব্য

জগৎবিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় প্রিন্স দলীপ সিংজী আর ইহজগতে নেই। ডিসেম্বরের ৫ তারিখের সকাল বেলায় বোম্বাইতে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর হৃদযন্ত্রের কাজ চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে। মরবার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৪ বছর।

আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বাম্পব ও শ্রোতৃদায়ীদের কাছে কারো মৃত্যু চিরদিনই বেদনাদায়ক। সেই মৃত্যু আরও বেদনাদায়ক হয় যদি মৃত্যু অকালে কাউকে গ্রাস করে। ৫৪ বছর নিশ্চয়ই পরিণত বয়স নয়। তাই দলীপ সিংজীর মৃত্যু ভারতবাসীর পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক হয়েছে। ভারতবাসী বলিষ্ঠ এইজন্য যে, দলীপ সিংজী প্রতি ভারতবাসীরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। কীডশোপের বিশেষভাবে যারা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভারতের সম্মান তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। শৃঙ্খলিত ভারতবাসী আজ দলীপ সিংজীর মৃত্যুতে শোকাভিভূত? ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের সব দিকপাল ক্রিকেট খেলোয়াড়, যারা দলীপ সিংজীর সঙ্গে ক্রিকেট খেলেছেন, তাঁর অপূর্ণ খেলা দেখেছেন, তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন—ভাড়াও দলীপ সিংজীর অকালমৃত্যুতে শোকাভিভূত। তাই দেশ বিদেশ থেকে আজ শোক-বাণী আসছে। স্বাধীন খেলোয়াড়ের কীডশোপের উত্তম করে সমাধি সম্বোধনা চান্যাক্ষর।

যে দিনজন ভারতবাসীর ইংল্যান্ডের পক্ষে টেস্ট খেলার সুযোগ ঘটেছে দলীপ সিংজী ছিলেন তাদের অন্যতম। অপর দু'জন হচ্ছেন রণজিৎ সিংজী ও পার্থসারি নরায় সাহেব। বিশ্বের সবকিছুর মধ্যে ক্রিকেট শিরোপাদের অন্যতম ব্যাক্তিত্ব খেলোয়াড় রণজিৎ সিংজীর কীর্তিমান আত্মপত্রে দলীপ সিংজী জ্যেষ্ঠত্বের মতই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়ে ইংল্যান্ডের পক্ষে সেঞ্চুরী করেন এবং জ্যেষ্ঠত্বের মতই ক্রিকেট খেলার ইংল্যান্ড-বাসীর নম্র ভঙ্গি করে দেন। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য দলীপ সিংজী বেশদিন ক্রিকেট খেলতে পারেন নি। ইংল্যান্ডে তাঁর স্বদেশকালীন খেলোয়াড় জীবনে ৫৯ বার সেঞ্চুরী আর ১৫৩০৬ রান করেছেন। ভারতে একবার মাত্র তিনি উত্তরখন্ডে খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৮ সালে বোম্বাইতে কোয়ান্ড্রাপুলের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় হিন্দু দলের হয়ে তাকে পাশা দলের বিরুদ্ধে খেলতে দেখা যায়। এ খেলায় তিনি মারের অনুপম মাদ্যুর্বে প্রথম ইনিংস ৮৪ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮ রান করেন।

ছিলেন প্রায় ফ্রান্স উল্লীর সমকক্ষ, যার চেয়ে ভাল মার তিনি চোখে দেখেননি। ভগ্ন স্বাস্থ্য দলীপের ক্রিকেট জীবনের উপর ভেদ না চানলে ক্রিকেট খেলায় তিনি কত উঁচুতে উঠতেন বলা শক্ত।

জ্যেষ্ঠত্ব রণজিৎ ক্যাডেট দলীপের প্রথম ক্রিকেটের হাতেখড়ি হয়। তারপর তিনি ইংল্যান্ডের সব ধরনের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সান্নিধ্যে আসেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ১৯২৫, ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে তিনি কেম্ব্রিজ ক্লাব করেন। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই তিন বছর ছিল দলীপ সিংজীর খেলোয়াড় জীবনের গৌরবময় অধ্যায়। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ১৯৩২ সালে তিনি ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের পক্ষ হয়ে দলীপ সিংজী মোট ১২টি টেস্ট খেলেছেন। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুইবার ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একবার



ইংল্যান্ডের লর্ডস মাঠে নেট প্রাক্টিসের সময় দলীপ সিংজীর গৃহীত ফটো

স্টেট খেলার মোট তিনবার সেগুদী কয়েছেন। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এই ৯ বৎসরে তার ৩৩১টি ইনিংসে মোট ১৫৩০৬ রান হয়। এর মধ্যে সেগুদীর সংখ্যা ৪৯ আর ডাবল সেগুদীর সংখ্যা ৪। রানের গড় হিসাব দাঁড়ায় ৪৯.৬৭। ২৩ বার দলীপ সিংজী নট আউট থাকেন।

দলীপ সিংজীর জীবনের স্মরণীয় খেলাগুলির মধ্যে লর্ডস মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে স্টেট খেলায় ১৭৩ রান, ওড্যাল মাঠের স্টেট খেলায় ১০৯ রান, অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে ১১৭, কেম্ব্রিজ ও মিডলসেক্সের খেলায় নট আউট ২৫৪, সাসেক্স ও এসেক্সের খেলায় ২০২, সাসেক্স ও কেন্টের খেলায় ২৪৬, সাসেক্স ও নর্দাম্পটনসের খেলায় ৩৩০ রান প্রভৃতি উল্লেখ করার মত। নর্দাম্পটনসের বিরুদ্ধে একদিনেই দলীপ ৩৩০ রান করেছিলেন। আজ পর্যন্ত সাসেক্স দলের আর কেউ এ রেকর্ড ভাঙতে পারেন নি। ১৯৩১-৩২ সালে দলীপ সাসেক্স দলের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠতাত রণজিৎ সিংজীও এই দলের অধিনায়ক করে গেছেন।

দলীপ সিংজীর খেলা সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এইবার মানুষ দলীপ সম্পর্কে কিছ্‌ আলোচনা করা যাক।

নবনগর রাজবংশোদ্ভূত রাজপুত খেলোয়াড় দলীপ সিংজী প্রিন্স দলীপ সিংজী নামে অভিহিত হলেও তিনি নিজে প্রিন্স খেতাব পছন্দ করতেন না। সাধারণ মানুষের মত সাধারণভাবেই জীবন যাপনের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। খেলাধুলার প্রতি তাঁর অপরিদর্শী আসক্তি ছিল কিন্তু সমাজ ও দেশ সেবার আগ্রহও কম ছিল না। রাজনীতিতে তিনি কোনদিন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি। তবু রাজনীতিতে তাঁর বিচক্ষণতা এবং অপরিদর্শী জনপ্রিয়তার জন্য স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার তাঁকে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এসে দলীপ সিংজী সৌরাষ্ট্র পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি হন। পরে সৌরাষ্ট্র রাজ্য বোম্বাইয়ের সংগে যুক্ত হলে তিনি বোম্বাই রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। ভারত সরকারের উদ্যোগে গঠিত শিক্ষা ভারত ক্রীড়া সংস্থার তিনি প্রথম থেকেই সদস্য ছিলেন। ক্রীড়াসংস্থার সভাপতি ডঃ সত্যনাথন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেবার পর দলীপ সিংজীকে নিখিল ভারত ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি পদে বরণ করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত তিনি এই পদে এবং বোম্বাই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।



দলীপ সিংজীর 'হুক' মারবার ভঙ্গী

মৃত্যুর দুইদিন আগে রাজকুমারী অমাত কুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে আয়োজিত এক ক্রিকেট শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালনা তিনি শেষ করেন। দলীপ সিংজী এক সময়ে ক্রিকেট ক্লাব অব ইন্ডিয়ান সম্পাদক এবং ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচক কমিটির সভাপতি ছিলেন। কিন্তু ক্রিকেট ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্তির কুচক্র পড়ে তাঁকে নির্বাচক কমিটি থেকে সরে যেতে হয়।

ইংল্যান্ডের আবহাওয়ায় লালিত এবং ইংল্যান্ডের খেলার ধারায় খেলতে অভ্যস্ত দলীপ সিংজী ক্রিকেট মাঠকে এক মহা পবিত্র স্থান এবং ক্রিকেট খেলাকে জীবনের মহাব্রত জ্ঞান করতেন। যারা দলীপ সিংজীর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁর কাছ থেকে খেলার উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করেছেন তাদের কাছ থেকে শুনছি ব্রান্ডন স্টেডিয়ামের মাঠে কোন টকরে। কণ্ঠ বা সিগারেটের বাস্তু পড়ে থাকলে দলীপ সিংজী নিজ হাতে তা অপসারিত করতেন। খেলা ছাড়া স্টেডিয়ামে কোন গান বা সভা সমিতি হয় এটা তিনি পছন্দ করতেন না। আর বড় স্টেডিয়ামেরও তিনি বেশী গর্ব করে দিতেন না। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে অসংখ্য ছোট

ছোট খেলার মাঠ তৈরী করা। শহরে শহরে, জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে শত শত খেলার মাঠ গড়ে উঠবে আর সেখানে হাজার হাজার ছেলে খেলার সুযোগ পাবে তবেই হবে খেলোয়াড় সার্টি—তবেই বিশ্বের ক্রীড়া সভায় ভারত তার যোগ্য আসন পাবে, এই ছিল দলীপ সিংজীর অভিমত। বেশী দামের বিলেতী ব্যাটে ক্রিকেট খেলতে হবে একথা স্বীকার করতে দলীপ সিংজী রাজী ছিলেন না। তিনি বলতেন ছেলেরদের হাতে যে কোন ধরনের হাতিয়ার তুলে দাও, তারপর তাদের খেলা দেখ, প্রতিভার খোঁজ

দাও, তারপর দেখবে খেলাধুলায় ভারতের দরবার খুলে গেছে।

দলীপ সিংজীর ক্রিকেট খেলা শেখানোর পদ্ধতিও ছিল চমৎকার। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে তিনি দলে দলে ভাগ করতেন। তারপর কয়েকজনকে নেটে বাট করতে পাঠাতেন। কয়েকজনকে রাখতেন বোলিং ও বাটিং দেখাবার জন্য। নিজের কাছ কাছ। বাটিংয়ের সময় বাটসম্যানের কি ভুল হচ্ছে, তার দূর্বলতা কোথায়, বোলারেরই বা কি ধরনের বল করা উচিত এইসব প্রশ্ন তিনি এক এক সময় এক এক জনকে জিজ্ঞাসা করতেন, আর উত্তর ভুল হলে নিজে বলে দিতেন। আবার উত্তর-দাতাদের পর্যালোচনা বাট করতে পাঠাতেন।

তাদের ভুল প্রতি শোধর দিতেন। খেলার পর হত পারদর্শিক আলোচনা। হাত ভুল হলেও ভালভাবে ধরা পড়ত।

দর্শকদের বিরক্তিকর দৃশ্যধারণার ব্যাটিং দলীপ সিংজী মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি নিজে অতি দ্রুত রান সংগ্রহ করতেন আর শিক্ষার্থীদেরও উপদেশ দিতেন দ্রুত রান করতে। তিনি বলতেন ক্রিকেট খেলার বাট হচ্ছে বলকে আঘাত করবার জন্য, বল বাটকে আঘাত করবার জন্য নয়।

আম্যপ্রচারে দলীপ সিংজীর খুবই কুশলী ছিল। খেলার ব্যাপারে কোন অখেলোয়াড় মাথা গলন এটাও তিনি পছন্দ করতেন না। খেলাধুলার স্মারক পুস্তিকার পাতায় পাতায় বরণে দেশনেতাদের শ্রুভেচ্ছা বাণী ও তাঁদের ছবি দেখে দলীপ সিংজী একবার বলছিলেন এর মধ্যে খেলোয়াড় কে? খেলার কথাই বা কোথায় লেখা?

সীতাই আমাদের দেশের খেলাধুলার স্মারক পুস্তিকায় খেলোয়াড়ের ছবির চেয়ে রাজাপালা ও মন্ত্রীদেব ছবিই থাকে বেশী। দলীপ সিংজীর মত সংবাদ পেয়ে তাঁর একখানা ভাল ছবি ছাপর বলে খেলাধুলার স্মারক পুস্তিকার আলমারী খুঁজেও তাঁর একখানা ভাল ছবি খুঁজে পাইনি। রক্ত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ক্রিকেট এসো-

সম্মান অথবা বেংগলের স্মারক পুস্তিকারও না। অথচ বিভিন্ন রাজ্যের রাজপাল থেকে আশ্রয় করে মন্ত্রী আমাতা প্রায় সকলের ছবিই পুস্তিকার স্থান পেয়েছে। যাক্ সে কথা।

খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে স্বার্থপরতাকে দলীপ সিংজী চিরদিনই ঘণা করতেন। বিভিন্ন রাজ্যের ক্রিকেট কোচদের শিক্ষাক্ষেত্রে দলীপ একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন অধিনায়কের পক্ষে কোন কোন গুণ থাকা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। স্বার্থপরতা না থাকাই অধিনায়কের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে যে কোচ উত্তর দিয়েছিলেন তার জবাবই নাকি দলীপের সবচেয়ে ভাল স্মরণে ছিল। তিনি বলেছিলেন, উচ্চ-দরের খেলা খেলা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, ব্যক্তিগত এবং গুণে হ্যাঁ অধিনায়কের থাকতে। কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও কেউ ভাল অধিনায়ক হতে পারেন না যদি তিনি স্বার্থপরতা হারা না করেন।

দলীপ সিংজী সম্বন্ধে এত কথা লিখলুম শুধু খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে যাঁরা নবগত ভারতের কাছে দলীপের একটুখানি পরিচয় করতে চান। কিন্তু গুণে থাকলে কত হওয়া যায় সিম্পল পুস্তিকা অঙ্কন করা যায়, দলীপের জীবনী থেকে যদি আমরা তা আহরণ করি তবে এতকিছু দেশ ভ্রমণের থেকে কি আর এক অধজন দলীপ সৃষ্টি হতে পারে না?

মহানদের অস্বতর্জিত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা— উত্তর কাপের এশিয়া অঞ্চলের ফাইনাল খেলায় ভারতীয় দল ৫—২ খেলায় মাসকে পরাজিত করেছে। পরবর্তী খেলায় ভারতকে কোন দেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে এখনো তা ঠিক হয়নি। তবে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন পরবর্তী খেলা হাতে করতে অনুষ্ঠিত হয় তার চেষ্টা করছেন।

উত্তর কাপে ভারতীয় দলের এটা দ্বিতীয় বারের খেলা। দুই বছরের ব্যবধান উত্তর কাপের আসর বসে। ১৯৫৬ সালে ভারত সর্বপ্রথম উত্তর কাপে যোগদান করে। এবারও ভারত ৭—০ খেলায় মাসকে পরাজিত করে ইংল্যান্ডের সংগে সেমি-ফাইনালে খেলার সুযোগ পায়। কিন্তু ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড দলের কাছে ভারতকে মোচনবিভবে হার স্বীকার করতে হয়। মাসকের সংগে ভারতের আঞ্চলিক ফাইনাল খেলা হয় কয়লালামপুরে। ১৯৫৬ সালে ভারতের পক্ষে যাঁরা খেলেছিলেন এবারও তাঁদের নিয়ে ভারতীয় দল গঠিত হয়েছে। শুধু শশী ভাস্টের বাদ্যগায় এসেছেন কুমারী মানি শাহ।

জামসেদপুরে নবনির্মিত ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ভারতের জাতীয় ব্যাডমিন্টন

প্রতিযোগিতা আরম্ভের আগে ভারত ও মাসকের মধ্যে উত্তর কাপের আঞ্চলিক ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সভানেত্রী জয়-পুরের মহারাণী গায়ত্রী দেবী নতুন স্টেডিয়াম ও উত্তর কাপের খেলার উদ্বোধন করেন। বলা বাহুল্য, পুরুষদের ব্যাডমিন্টন খেলায় মাসকের প্রবর্তক অনস্বীকার্য হলেও মেয়েদের খেলায় মাসকে ভারতের সংগে সুবিধা করতে পারেনি। শুধু একটি সিংগলস ও একটি ডাবলসের খেলায় মাসকে বিজয়ী হয়েছে। বাকী তিনটি সিংগলস ও দুটি ডাবলসে মাসকে ভারতের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। নীচে খেলোয়াড়ের ফলাফল দেওয়া হলঃ—

সিংগলস

মিস টান গেক বী (মাসক) ১১—৭, ১১—৬ গেম মিসেস স্মাশীলা কাপাডিয়া (ভারত) পরাজিত করেন।

মিসেস প্রেম পরাশর (ভারত) ১১—০, ১১—১ গেম মিস জিন মোহকে (মাসক) পরাজিত করেন।

মিস মনী শাহ (ভারত) ১১—২, ১১—০ গেম মিস রোঁস স্নোকে (মাসক) পরাজিত করেন।

ডাবলস

মিসেস স্মাশীলা কাপাডিয়া এবং মিসেস প্রেম পরাশর (ভারত) ১৭—১৫, ১০—১৫, ১৫—১১ গেম মিস টান গেক বী এবং মিসেস আর্মি হেকে (মাসক) পরাজিত করেন।

মিসেস হমন্তাজ সোটাওয়ারা এবং মিস সুমন আতভাল (ভারত) ১৫—১২, ১৫—১২ গেম মিসেস সিসিলা সামকেল এবং মিস ইউ চুন গীকে (মাসক) পরাজিত করেন।

মিস টান গেক বী এবং মিসেস আর্মি হেকে (মাসক) ১৫—১২, ১৫—১ গেম মিসেস হমন্তাজ সোটাওয়ারা এবং মিস সুমন আতভালকে (ভারত) পরাজিত করেন।

মিসেস প্রেম পরাশর এবং মিসেস স্মাশীলা কাপাডিয়া (ভারত) ১৫—১১, ১৫—৯ গেম মিসেস সিসিলা সামকেল এবং মিস ইউ চুন গীকে (মাসক) পরাজিত করেন।

ভারত ও পাকিস্তান সরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের ১৫ জন খেলোয়াড়ের পরিচর ইতিপূর্বে দেশের পত্রিকার প্রকাশ করা হয়েছে। এবার বাকী খেলোয়াড় বেরী জারম্যানের জীবন পরিচর দেওয়া হলঃ—

বেরী জারম্যান

অস্ট্রেলিয়া দলের দুই নম্বর উইকেট কিপার বেরী জারম্যানও এডিলেডের একজন সেলসম্যান। যদিও জারম্যান ১৯৫৭-৫৮ সালে বিতীয় উইকেট কিপার



বেরী জারম্যান

হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ১৯৫৭ সালে নিউজিল্যান্ড সফর করেছেন। তবে আজ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে টেস্ট খেলার আশা এর অপূর্ণ রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ১০টি খেলায় ইনি ক্যাচ ধরে ১৯ জনকে এবং স্টম্প করে ১২ জনকে আউট করেছিলেন। নিউজিল্যান্ডেও এর উইকেট কিপিং মন্বদ হয়নি। সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন সেন্টড শার্লটের খেলায় নিউ সাউথ ওয়েলসের ৫৩০ রানের ইনিংসে একটিও বোলিং রান না দিয়ে। বেরী জারম্যান দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়। বয়স মাত্র ২০ বছর। ব্যাটিংয়েও এর-বেশ হাত আছে।

পাণ্ডুলিপি বই এবং এদেশে প্রকাশিত পুরাতন বাংলা-ইংরাজী সংবাদপত্রাদি কিনিতে চাই। মূল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ জানান। বক্স নং ২১১ "দেশ" কলিকাতা-১।

আপনি ভাল জিনিষ কিনুন

যখন আপনি ভাল সংগীত এর জন্য রেডিও কেনেন, তখন ফিলিপ্স নভোসানিক রেডিও গ্রাম কিনুন। সহজ কিস্তিতে আমাদের কাছে পাওয়া যায়।

শুগানিস

ফোনঃ ২০-৫৭৭৮
৭ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬



১৩শে নভেম্বর

১৩শে নভেম্বর—আজকের

বিশ্ববাসনায় দৃষ্টিভঙ্গি হইতে সংখ্যা অর্থাৎ রাষ্ট্র সাড়ে দশটির মধ্যেই ৩৯জনে পৌঁছিয়া গিয়াছে। আরও অন্তত দশজনের অবস্থা খুবই আশংকাজনক। গতকলা বেলা সাড়ে চারটায়, বারদেব গদুমে বিশ্ফোরণ ঘটায় এই শোচনীয় দৃষ্টান্ত ঘটে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী গোবিন্দবল্লভ পন্ডা আজ লোকসভায় সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি বিল উত্থাপন করিলে এক জটিল পরিস্থিতি দেখা দেয়। কারণ বিলটি প্রয়োজনীয় সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে পারেন নাই। হইতপূর্বে আরও সাতবার সংবিধানের সংশোধন করা হইয়াছে।

১৩শে ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ লোকসভায় এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, গত রবিবার আসানসোলার নিকটবর্তী জামুয়ায় বিশ্ফোরণের ফলে যে সব লোকের মৃত্যু হইয়াছে, সে বিশ্ফোরণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে তদন্ত করা হইবে।

২রা ডিসেম্বর—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব স্থগিত রাখা হইয়াছে। উপাচার্য নরিন্দ্র পদত্যাগ করিয়াছেন। বহু অধ্যাপক, কোন কোন বিভাগের সকল অধ্যাপকই পদত্যাগের কথা চিন্তা করিতেছেন এবং এ-সবের মূলে রহিয়াছে জাতিবাদের উচ্ছ্বলতা।

যে সব লোক শিশু, চুরি করিবে এবং তাহাদের বিকলাঙ্গ করিয়া ভিক্ষাকারে বাহ্যক করিবে, তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন সংশোধনার্থ উত্থাপিত বিলটি আজ রাজ্যসভায় গৃহীত হইয়াছে।

৩রা ডিসেম্বর—চীনা সৈন্যরা ভূটান এলাকায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভূটানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কর্ণাটক মহল হইতে এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ জানা গিয়াছে। কাটমাণ্ডু হইতেও নিউদিল্লীতে জানা গিয়াছে যে, উত্তর ও পশ্চিম নেপালের ৪ লাখ মাইলব্যাপী সীমান্ত বরাবর চীনা সৈন্যের ব্যাপক সমাবেশ হইতেছে এবং কিছু সংখ্যক অস্ত্রসজ্জিত ও সুশিক্ষিত চীনা সৈন্য পশ্চিম নেপালের লুম্বি অঞ্চলে নেপাল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু, অদ্য তাহার মাসিক সাংবাদিক ট্রেনকে বলেন যে, ভারত যে সমস্ত বিদেশী বাস করিতেছে, সকলকেই আবাসিক অনুমতিপত্র গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। যাহারা ১৯৪০ সালের পূর্বে হইতে এখানে বাস করিতেছে, তাহাদের ইহা প্রয়োজন নাই।

৪ঠা ডিসেম্বর—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এক বেসরকারী প্রস্তাবের মাধ্যমে উপরোক্ত সুপারিশন সংক্রান্ত আলোচনাকালে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় আবাসস্থান প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় এবং ঐ অবস্থানের জন্য কেন্দ্রীয় সুপারিশন মন্ত্রী শ্রীমহোদয় খান্নার চক্রান্তই দায়ী বলিয়া

সাপ্তাহিক সংবাদ

অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিরোধীপক্ষের বিভিন্ন সদস্য অবিলম্বে শ্রী খান্নার পদত্যাগ অথবা তাহার অপসারণের দৃঢ় দাবি জানান।

৫ই ডিসেম্বর—ওয়ারিহালা মহলের নিকট জানা গেল এবং কাসিমপুরের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণও ইহা স্বীকার করেন যে, সিকিমের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক হইয়া উঠিয়াছে। ইহার জন্য সেখানকার সিকিম স্টেট কংগ্রেস, ন্যাশনালিস্ট পার্টি, সতন্ত্র দল ও তপশিলী জাতি লীগ এই চারটি রাজনৈতিক দলই দায়ী।

গতকলা বেরলিতে প্রকাশ্য দিবালোকে একদল সমস্ত উদার ও প্রগতিবাদী ব্যক্তিগণ সিভিল লাইন শাখায় ডাকার্তি করিয়া প্রায় ২৫,০০০ টাকা লইয়া গিয়াছে।

৬ই ডিসেম্বর—আজ অপরারে পাণ্ডুরে শ্রম-জীবনী শ্রীমতী বসন্তী মোকেন উন্নত ন্যায়দলের উপর চতুর্থ ও ষষ্ঠম পক্ষেও বারের অনুষ্ঠানিক উদ্বেগজনক করেন এবং উভয় জাতির সন্মুখ উৎসর্গ করেন। এই পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহরু, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিশদীন্দ্র রায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকান্ত সিন্ধে উপস্থিত ছিলেন।

বিস্ময় সৃষ্ট জানা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গকে লইয়া একটি খাদ্যাণ্ডল তৈরি করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বঙ্গদেশে প্রচুর সম্পদ উড়িষ্যার প্রস্তুত মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৩০শে নভেম্বর—আজ ক্রুনাগেস্ট দলীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে হ্যাংগারীর কম্যুনিস্ট নেতা শ্রী জেনস কানার বলেন যে, হ্যাংগারিতে রুশ সৈন্য অবস্থান করিবে। তিনি বলেন—যাহারা রাজনৈতিক কারণের জন্যই রুশ সৈন্য হ্যাংগারীতে একস্থান করিবে।

২৯শে ডিসেম্বর—আজ গোয়ারিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির ৭ম অধিবেশনে এক ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রীমতী প্রাথমিক শ্রীমতী বসন্ত মোকেন, রাশিয়া শীর্ষ ইষ্টকের অভ্যন্তরীণ বজান করিয়াছেন বলিয়া যে সর্বদা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা আদৌ সত্য নাই। সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য যে কোন স্থানে

যেকোন সময়ে শীর্ষ বৈঠকে যোগদান করিতে রাশিয়া প্রস্তুত আছে।

ওয়ারিহাটের খবরে প্রকাশ, কুমেরকে চির-কালের জন্য শাস্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যের স্থান হিসাবে রাখার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন সমেত বারোটি রাষ্ট্রের মধ্যে আজ এই ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

২রা ডিসেম্বর—আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বলেন, ভারত ও চীনের মধ্যে সীমান্ত লইয়া যে বিরোধ দেখা দিয়াছে, তাহার আসল ভারত সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর সহিত তিনি যাহা লইয়া আলোচনা করিবেন।

৩রা ডিসেম্বর—ডাকার সংবাদ প্রকাশ—পূর্বা পার্শ্ববর্তী কয়েকটি অঞ্চলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তাহাদের আশ্রয় এবং প্রবেশের ভিতরে ও বাহিরে পোষাশাখা সম্প্রদায় বিস্তৃত বিবরণ দিতে বাধ্য নোটিস জারী করিয়াছেন।

কয়েকটি নির্দিষ্ট জিনিসের বিনিময়ের জন্য সীমান্তের প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বলেন, সংক্রান্ত ব্যাপার ভারত ও পার্শ্ববর্তীরা মধ্যে আজ সকালে এক চুক্তি হইয়াছে। এই সন্দেহন সম্প্রদায় উক্ত দেশের মধ্যে উক্ত সন্দেহন সম্প্রদায় হইবে। পার্শ্ববর্তীরা রাস, ম্যাগন, ডিম ইত্যাদি ভাষায় চালান দিয়া।

৬ই ডিসেম্বর—সিঙ্গাপুরে গভার্নর জেনারেল স্যার অলিভার লর্ড লেজল আজ রাতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমদমোহন কামাচার্যকে পালাপাল্টে ভিজিট দিয়া এক আন্তরিক ভাষণ করিয়াছেন এবং ১৯৪০ সালের ১৯শে মার্চ নতুন সাধারণ নির্বাচনের আদেশ দিয়াছেন।

সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী বসন্ত মোকেন ভারতের অপরাজিত নিরস্তর চুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। তিনি জামুয়ায় মাসের মধ্যমার্কে গিয়া পৌঁছিবেন।

কর্ণাটকে ভারতীয় কৃষিকারী দলের কৃষক মুখপাত্র এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, লোক ও উত্তর মধ্যমণী সমস্ত কৃষক অধিকার এবং দায়িত্ব প্রদান করিবে। তিনি বলেন, কৃষকের ভারত ইউনিয়নে যোগদান করায় কৃষকের অঙ্গ লোক হইবে ও ভারত ভারতেরই অঙ্গ।

৫ই ডিসেম্বর—অভিনেতা প্রয়োজক শ্রীমতী চ্যাপলিনের ৫০তম পূর্তী শ্রীমতী উনা ৩৫। গত ৩রা ডিসেম্বর একটি কনসার্টে প্রদর্শন করিয়াছেন। এটি তাহার দ্বিতীয় সপ্তম সপ্তান।

৬ই ডিসেম্বর—পারিসে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়র বা শ্রীমতী করিয়াছেন বলেন যে, ৬ই ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত আলোচনার সময় তিনি ভারত-পারিসে প্রেসিডেন্ট প্রদান বিশেষভাবে কামাচার্য সম্পর্কিত বিরোধের কথা উত্থাপন করিবেন।

সম্পাদক—শ্রী অশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রী সাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বাছিত—২০, যামাসিক—১০, ও প্রেমাসিক—৫, টাকা। মহাশয় : (সভাক) বার্ষিক—২২, যামাসিক—১১, টাকা ও প্রেমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা। মহাশয় ও প্রকাশক : শ্রী রামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুভাষচন্দ্র পল্লী, কলিকাতা—১। টেলিফোন : ২০—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।



Breeze

১. প্রত্যেক প্রার্থীকেই আবেদন করে
করে প্রাপ্তি পূর্ণ করে দেওয়া হবে।

[illegible]

ব্রীজ টয়লেট মাঝানে থাকে বুকের ডাম্পার জন্য প্রয়োজ্য

BY: 10 X02 BG

एकमात्रिक प्रकार निः शङ्क एव प्रत्यक्ष सिद्धता मिलित प्रमाणित संकलन प्रमाणित ।

২২৭



২৭ বর্ষ শনিবার, ১৮ অক্টোবর ১৯৫৯ **DESH**

Saturday, 5th December, 1959

মূল্য—১০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৫]

শ্রীসারিক

স্বচ্ছ স্নেহম্পর্শময়



দেশ

আপনার জন্য

চিএতারকার মত মধুর লাগুন্য

কামাল আমরোহীর
টেকনিকালার "পাকিস্তান"
চিত্রের দ্বন্দ্বী তারকা



সুপ্রতিই শুন্দর লাগুন্যই মেয়েদের সৌন্দর্যের আসল কারন হতে পারে। মীনাফারী বলেন "আমি লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যেই আমার লাগুন্য চর্চা করি। লাক্সের সেরে মত মেলায়েম ফেনা আমার হৃদকে নিখুঁত রাখে।" এটা আপনিও দেখতে পারেন কেমন করে লাক্সের ফেনা আপনার লাগুন্যে একটা মধুর উজ্জলতা এনে দেয়। লাক্স আপনার লাগুন্যের সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহার করুন।

বিশুদ্ধ, শুভ্র **লাক্স টয়লেট সাবান**

চিএতারকারদের সৌন্দর্য সাহায্য

হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্তৃক প্রস্তুত।

LTS/12-X58

!! বাণ্যাহিত্যের বিস্ময় অবধূত !!

অবধূতের শ্রেষ্ঠ বই

উদ্ধারণপুরের ঘাট ৪৥০

মরুতীর্থ হিংলাজ ৫,

বশীকরণ ৪৥০

বহুরাহি ৪৥০

দুই তারা ২৥০



প্রবোধকুমার সান্যালের শ্রেষ্ঠ গল্প ৩য় মূদ্রণ ৫, বেলোহারী ৬৥০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অনমিতা ২য় মূদ্রণ ৪, শ্রেষ্ঠগল্প ২য় মূদ্রণ ৫	গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সাবালক ২৫ দুটি ২, প্রেরণা ৩, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠগল্প পঞ্চম খণ্ড ৩, ॥ নতুন মূদ্রণ প্রকাশিত হইল ॥	আশাপূর্ণা দেবীর ছাত্তপত্র ৪৥ নির্জন পৃথিবী ৪, কবিশেখর কালিদাস রায়ের চিন্তাপূর্ণ সাহিত্য-গ্রন্থ সাহিত্য প্রসঙ্গ ৫, তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের
নীহাররজন গুপ্তের হীরা ছবি গান্ধী ৩য় মূদ্রণ ৪৥ উত্তরফাংশুনী ৬৥		কমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতা দ্বিতীয় মূদ্রণ ৬, আধুনিক বাংলা কাব্য ৬-

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামা চরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দর্শন, ইতিহাস, ভ্রমণ ও জীবনী ইত্যাদি	উপন্যাস ও গল্প	কবিতা
সর্বোপলব্ধী গ্রন্থাকলন সংকলিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস দ্বিতীয়-সাত টাকা সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত পৌরাণিক অভিধান ৭-০০ শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রাচীন মিশর ৫-৫০ অপূর্বোত্তম ভারত মন্দিরময় ভারত প্রথম খণ্ড ৫-০০ দ্বিতীয় খণ্ড ৫-৫০ অমোদাশঙ্কর রায়ের জাপানে ৬-৫০ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বীরেশ্বর বিবেকানন্দ প্রথম খণ্ড-৫-০০ দ্বিতীয় খণ্ড-৫-০০ বেতবতী মরা নদী ৩-৫০ রামায়ণ বই-সুলেখা সরকার ৪-০০	পরশুরামের নতুন বই চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প ৩-০০ বৃন্দাবন বসুর নতুন উপন্যাস শোণপাংশু ৪-০০ প্রেমতারা (উপন্যাস)- মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ৪-০০ মন নিয়ে খেলা (")- ধীমা ভট্টাচার্য ৫-০০ রোম্যাক (")-দীপক চৌধুরী ৩-৫০ এই গ্রন্থের ক্রন্দন (")- দীপক চৌধুরী ৬-০০ শংখধি (")-দীপক চৌধুরী ৫-৫০ মহারাজের তারা (")-প্রতিভা বসু ৩-২৫ নন্দরচিত-মরাদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ২-৫০ রূপের দায়-অমোদাশঙ্কর রায় ৩-০০ কামিনীকানন-অমোদাশঙ্কর রায় ৩-০০ খিরিবজুরী-সুযোগ ঘোষ ৩-৫০ জয়গৃহ-সুযোগ ঘোষ ৩-৫০ পসারিণী-সমরেশ বসু ২-৫০ অসবর্ণী-নরেন্দ্রনাথ মিত্র ২-৫০ চন্দ্রময়ীকা-ভবানী মুখোপাধ্যায় ২-৫০	বৃন্দাবন বসু সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা ৬-০০ নরেন্দ্র দেব ও রাধাকর্ণী দেবী সম্পাদিত কাব্য দীপালি ৭-০০ অজিত দত্তের নতুন কাব্যগ্রন্থ জানালী ২-০০ কবিশেখর রায়-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৫-০০ হাস্যাত্মক-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ২-৫০ স্বপ্নসাধ-হুমায়ুন কবির ২-০০ সাধী-হুমায়ুন কবির ২-৫০ আলেখ্য-বিষ্ণু দে ২-৫০ যে-আধার আলোর অধিক- বৃন্দাবন বসু ২-৫০ তমিল থেকে মিলে-মণীন্দ্র রায় ২-৫০ তিমিরবিভাস-হরপ্রসাদ মিত্র ২-৫০ নিঃসঙ্গ মেঘ-অমৃত চট্টোপাধ্যায় ২-০০ প্রথম প্রত্যয়-নরনীতা দেব ২-৫০ আকাশিনী ও মৃন্ময়ী- কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ২-০০ সংকলিত-মহম্মদ চট্টোপাধ্যায় ৪-০০ আলোর আকাশ-সুশীল গুপ্ত ২-০০ মন ঝাউ-বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২-০০
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৫ বার্কিম চ্যাট্রো স্ট্রীট, কলিকাতা-১২		

প্রকাশিত হল

শৈলজানন্দের উপন্যাস

মানুষের মতন মানুষ ০-০০

শিবরাম চক্রবর্তীর উপন্যাস

প্রিসিলার বিয়ে ২-৭৫

বীরেশ্বর বসুর উপন্যাস

চা মাটি মানুষ - ৪ ০০

মনোবাসিতা (২য় সং) ৩-০০

সুবোধ ঘোষ

ভাগ্যবলাকা ৬-০০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

ভাল লাগার নেশা ২-৭৫

শৈলজানন্দ

বিমল করের উপন্যাস

ফানুসের আয়ু—৫-৫০

জীবন স্বপ্ন ৪-০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

কালার প্রহর ২-৭৫

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

বিয়ের প্রুফ বউ ২-৭৫

শিবরাম চক্রবর্তী

প্রবোধবন্দু, অধিকারীর উপন্যাস

বিহঙ্গবিলাস—৫-০০

বর্ষের যুগের পর ২-৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সোনারপোর কাঠি ২-০০

বিমল কব

রাস ২-০০

বীরেশ্বর বসু

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র

কবিতার বিচিত্র কথা—৮-০০

উন্মেষ ২-০০

বীরেশ্বর বসু

ভাটিয়ালী (২য় সং) ২-৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কথামালা প্রকাশনী

১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,

কলকাতা-১২

বনহরিনীর কাব্য

রাবি গুরু মজুমদারের

অনুপমেষ রসোপন্যাস

দাম—২-৭৫

'দেশ' বলেছেন.....বইখানির

সর্বত্র এক অসংবরণীয় হাস্যো-

চ্ছ্বাসের সুর ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

...খজুর রসিকতাকে তার সমগ্র

বাস্তবের সাথে নিগূঢ় সম্পর্কে

সম্পর্কিত করে তার অনর্নিহিত ঐশ্বর্য ও সুপরিণতির বহির্বিকাশরূপে চিত্রিত করে তিনি বইখানিক পাঠকের যথার্থ উপভোগ্য করে তুলেছেন।

লেখকের অন্যান্য উপন্যাসঃ

যদি—৩-৫০

মতদূর পৃথিবী ততদূর পথ—৩-০০

যে কোনও সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে খোঁজ করুন।

ডাক পারিশিদ্য—১ ১/২ হাজরা রোড, কলকাতা—২৬

(সি ৫৯৯)

উপন্যাস

নতুন ধরন : নতুন বিষয়

দক্ষিণাঙ্গন বসুর

রোদ জল ঝড়

৪-৫০

অনামিকা—“আলোচ্য গ্রন্থটি একটি দীর্ঘ উপন্যাস। মূল্যবান, বিষয়-কেন্দ্রিক, অনায়াস-পাঠ্য। এক যক্ষ্মা হাস্যপাতনকে কেন্দ্র করে একদল বৈরাগী ও বৈরাগিনীর জীবনমাত্রার বিচিত্র আলোচনা। নান্য ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যক্ষ্মা আরোগ্য নিকেতনের একাধিক নারী পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য ও তাদের জীবনচক্রের চিত্র-চিত্রিত লেখক তুলে ধরেছেন আমাদের দৃষ্টির আলোক। রোদ জল ঝড় একটি মনোমগ্ন উপন্যাস। প্রজন্মটির স্মরণ।”

দেশ—“গুরুভার প্রবন্ধের বিষয়কে দক্ষিণাবাসী সহজ ও সাবলীল ভাষায় একটি কাহিনীতে সজিয়েছেন। রোদ জল ঝড় নিরসন্দেহে সাধক রচনা।”

বসুমতী—“পণ্ডানন ও ফররার চরিত্র সৃষ্টি করে যথোচিত দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ও অভিমতনায়োগ্য মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন দক্ষিণাবাসী। গ্রন্থটির পাতায় পাতায় লেখকের মানববরদী মনের আভাস পাওয়া যায়।”

শেফালি নন্দীর

সাগরে হাওরে

০-৫০

বসুমতী—“সাম্প্রতিক কালের মধ্যে যে সকল লেখিকার লেখায় বাঙলা সাহিত্য পৃষ্ঠির পাথে এগিয়ে চলেছে শেফালী নন্দী তাদের অন্যতম। আলোচ্য উপন্যাসটি কমলা নাম্নী একটি কল্পনা নারীকে কেন্দ্র করে লেখা। কমলার জীবনের অন্তর্দৃষ্টি, তার জীবন সংগ্রামের মানে, তার জীবনের গুঢ়তম প্রশ্ন লেখিকার রচনার প্রসঙ্গে উপন্যাসটিতে অপরিণীত মৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটে উঠেছে। তার লেখায় কঠিনতা নেই, আড়ম্বর নেই, দুর্বোধ্যতা নেই।”

— অন্যান্য বই —

নারায়ণ চৌধুরীর

— সাহিত্যের সমস্যা

— ৩-০০

উৎপল দত্তের

— ডায়ানট (নাটক)

— ২-৫০

দক্ষিণাঙ্গন বসুর

— ছেড়ে আসা গ্রাম (২য় খণ্ড) — ৩-৫০

অজিতকুমার তারনের

— ইন্দোচীনের কথা

— ২-৫০

শেফালি নন্দীর

— গীতমুখর ভিঁয়েনা

— ২-০০

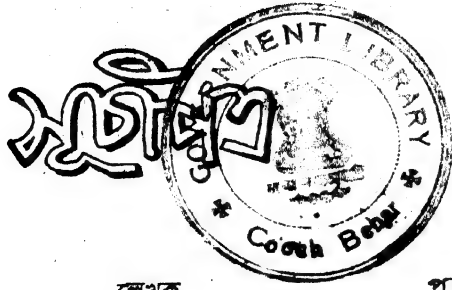
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

— ডিকম নদীর দলং

— ২-২৫

পপুলার লাইব্রেরী

১৯৫১বি, কন'ওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা—৬



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়—	...	৩২৯
প্রসঙ্গত—	...	৩৩০
বৈদেশিকী—	...	৩৩১
বিশ্ববিদ্যালয়—	...	৩৩৩
আলোচনা—	...	৩৩৬
নিজের হারারে খুঁজি—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী	...	৩৩৭
ভোর পাড়ে ছটা (কবিতা)—শ্রীউৎপলকুমার বসু	...	৩৪৫

আসোনিউটেড প্রিন্টিং

নীহাররজন গুপ্তের
সুবহু উপন্যাস
হাসপাতাল
চরিত্র মূদ্রণ — দাম ছয় টাকা।
সিনেমার খবর: * * * * *
সুবিখ্যাত তরকা ভাঙ্গাকুমার
কলকাতায় এসেছেন এম. সি. এ.
প্রোডাকসনের বাংলা ছবি
'হাসপাতাল'-এ অভিনয় করতে।
পনরো বছর আগে তিনি আর
একবার এসেছিলেন 'চন্দ্রশেখর'-এর
নায়ক চরিত্রে ব্যস্ত ছিলেন।
সেবার তার বিপরীতে ছিলেন
কানন দেবী—তদানীন্তন বাংলার

সব চেয়ে নামকরা অভিনেত্রী। এবার আছেন সূচীতা সেন—যিনি আজ খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আসীন।" * * * - 'দেশ'

॥ ৭ই কার্তিকের বই ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (নতুন উপন্যাস) রিকশার গান ৫
শ্রীখেলোয়াড়ের ক্রিকেটের রাজকুমার (রনজির জীবনী) ২-৫০

॥ ৭ই অগ্রহায়ণের বই ॥

দীপক চৌধুরীর (নতুন উপন্যাস) নীলে সোনা বসতি ৩-৫০
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নতুন উপন্যাস) মাঝির ছেলে ২-৫০
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের (জীবনালেখ্য) ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রচন্দ্র ৫-৫০

॥ সম্রতি প্রকাশিত ॥

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস অভিষেক ৫৫০ ॥ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সৌখীন নাট্যকলার
রবীন্দ্রনাথ ৩১০ ॥ জ্যোতির্ময় ঘোষের (ভাস্কর) ফাংশন (সরস গল্পগ্রন্থ) ৩ ॥
প্রশান্ত চৌধুরীর নবোপন্যাস স্বর্গতোক্তি ৩১০ ॥ জগদীশ গুপ্তের স্বনির্বাচিত গল্প ৪ ॥
'বনফুল'-এর নতুন বাঁকে (কবিতাগ্রন্থ) ৩১০ ॥

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
গ্রামঃ কালকাতা ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোনঃ ৪৮২৬৪৩

বাঙলা উপন্যাসকে গুণানুগতিকতা
থেকে মুক্তি দিয়েছে

বিবেকানন্দ ভট্টাচার্যের

বন্ধুদের কাল

খুলে দিয়েছে
সাহিত্য দুর্গের
একটা নতুন
দক্ষিণ-দ্বার।

সমালোচনার
নতুন আলোর
সম্মান পেতে
জিজ্ঞাসা করতে
হবে

চার টাকা

ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্যের

লাহিড়ী জিজ্ঞাসার কথা

সাতো তিন টাকা

এ ছাড়া
শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

বীরদরজন দাশগুপ্তের

সুশান্ত সা

সাতো পাঁচ টাকা

এবং

বঙ্গ সংস্কৃতি
সম্পর্কে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ
সুশীল রায় সম্পাদিত

বঙ্গপ্রসঙ্গ

পাঁচ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন

৬৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকতা-৭, ত্রিকানায়
পাওয়া যাবে

দেশ

নিউ স্ক্রিপ্ট প্রকাশিত বই

গঙ্গালোক সুবোধ ঘোষ	৪.০০
সঞ্জয় ভট্টাচার্য বৃত্ত ও অপর	২.৫০ ও ৩.০০
আত্মরলতা বিমল কর	২.৭৫
প্রবোধবন্দ্য অধিকারী প্রজাপতির রঙ	২.৫০
ছেলেবেলার দিনগুলি পদ্যলতা চক্রবর্তী	৩.০০
নলিনী দাস রা-কা-য়ে-টে-না-গা	১.৭৫

প্রকাশিত বা গ্রন্থ

প্রেমই ধ্বংসের প্রেমেন্দ্র মিত্র

৩.০০

নিউ স্ক্রিপ্ট

১৭২৩, রাসবিহারী আর্ভিনিউ, কলকাতা ২৯
এ ১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

সম্প্রতি প্রকাশিত আমাদের দুখানি উপন্যাস

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

প্রিয়াল লতা

প্রামী প্রিয়াল, স্ত্রী লতা। তারা ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। বিয়ে করে তারা সুখী হতে চেয়েছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস কিন্তু এনে দিল তাদের জীবনে এক দুঃসহ অন্তর্ভুক্ত। এই অন্তর্ভুক্তির এক অপরূপ আলোখা প্রিয়াল লতা।
দাম ২.৫০

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ইন্ড্রাজিৎ)

বধু অমিতা

আমাদের সাহিত্যে পরকীয়া প্রেম মস্ত বড় জায়গা জুড়ে আছে। এই প্রসঙ্গকে অবলম্বন করে সাহিত্যে অতিশয় মধুর রসের অবতারণা হয়েছে। এমনি একটি রস-মধুর কাহিনী বধু অমিতা।
দাম ২.০০

আমাদের অন্যান্য বই

জলকন্যার মন	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩.০০
নতুন বাসর	সুধীরজন মুখোপাধ্যায়	২.৫০
তিমিরাজিসার	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৫.০০
বালির প্রাসাদ	পুলকেশ দে সরকার	৪.০০
রেজর্স এজ	সমারসেট মন্টগোমেরি	৬.০০
অভিশপ্ত উপত্যকা	কোনাল ডয়েল	৪.৫০
থ্যাংক ইউ জীভস	পি. জি. ওডহাউস	৪.০০
কার্লি অন জীভস	পি. জি. ওডহাউস	৩.৫০
জোরিয়ান গ্রেস ছবি	অসকার ওয়াইল্ড	৪.৫০

দীর্ঘ প্রকাশিত হবে

রাজপথ জনপথ	চাগকা সেন
করুণা কোরো না	স্টিফান জাইগ
চন্দন একটি নতুন নাম	সলিল সেন

নবভারতী ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(সি-৭৬৪)



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
দূরতমাসু (কবিতা) -- আবদুস সত্তার	...	৩৪৪
তথ্যপি (কবিতা) -- শ্রীপর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য	...	৩৪৪
অঙ্গরূচি -- শ্রীসুশীল রায়	...	৩৪৫
চিত্র প্রদর্শনী --	...	৩৫২
প্রেম আর ফুটবল -- শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়	...	৩৫৩

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত

দেশবন্ধু স্মৃতি ১০

দেশবন্ধু সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণ্য জীবনী বাজারে আর বাহির হয় নাই।
প্রশান্ত চৌধুরীর আধুনিকতম উপন্যাস

সম্মান্তরাল

সাতাল পরগণার ছোট একটি প্রসূতি সন্মকে কেন্দ্র করে বহু বিচিত্র চরিত্রের
কলকামের যে অসমাপ্ত কাহিনী গড় উঠল কে তার প্রধান চরিত্র? কমলা না
সুনন্দা ও ভোলা না বনেন? -- মূল্য ৩ ৫০

ডাঃ মাধমলাল রায়চৌধুরী

রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা ৪

প্রমথনাথ বিশির

বাংলার কবি ৪

সম্ভাষকুমার ঘোষের উপন্যাস

কোপাই নদীর মেয়ে

রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উপন্যাস
এ দেশে বিরল সেই বিরল ক্ষেত্রে আর
একটি সংযোজিত হইল। দাম ৫

যক্ষ্মারোগ ও প্রতীকার

রক্ষা উপদ্রুত দেশে এই বই প্রতি গৃহে
অবশ্য পাঠ্য। মূল্য তিন টাকা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাস

স্মৃতি ৩

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রামো কুরঙ্গী -- ৩১০

শ্রীগুরু, বাইপেরী, ২০৪, কলিকাতা-৬ ফোন : ৩৫-২৯৮৪

মহেন্দ্র গুপ্ত প্রণীত

হে অতীত কথা কও ৪

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

অন্য দিগন্ত ৫

মৃগাশিরা ৩১০ পশুরাগ ২

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

অতিক্রান্ত ৩১০

সুশোভ চক্রবর্তীর উপন্যাস

একটি আশ্বাস ৬১০

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

মনকেতকী ৬, দূরন্ত মন ৩

বৃন্দেরায় -- ৩১০

॥ নতুন বের হল ॥

লোক-বিজ্ঞানের আর একটি বই

মানুষ কি করে গুলতে শিখল

গোনা জিনিসটা খুবই সহজ যেন হয়
শিশুও শূনে শূনে এক-দুই-তিন গুলতে
শিখে ফেলে। কিন্তু দশ পর্যন্তই বা একটা
দশক হল কেন, একশোর পর থেকে আবার
এক থেকে গোনা হয় কেন সংখ্যাগুলোই
বা এল কি করে, সংখ্যালেক্যের পর্যায়গুলোই
বা হেরি হল কি করে—এ সবের মধ্যে অনেক
প্রশ্ন আছে। বহুদিনের অভিজ্ঞতার ভেতর
দিয়ে তবু মানুষ আজকের এই গণনা
পর্যায়ের এসে পৌঁছেছে। হাজার হাজার
গণনা আগে এমন অবস্থাও ছিল যখন
মানুষ এক-দুই-তিন এইটুকু গুলতেও
জানত না।

সেই প্রাচীন অবস্থা থেকে কি করে
গণনার আজকের স্তরে মানুষ এসে পৌঁছেছে
তারই বিবরণ গণপার মত চমকপ্রসাদের
চিহ্নিত হয়েছে এই বইটিতে। শব্দ, ছোট
ছবির নর বড়দেরও ভাল লাগবে বইটি

দাম : { কাগজে বঁধাই ০.৭৫
বোডে বঁধাই ১.২৫

লোক-বিজ্ঞানের জন্মানা বই

ইলিন ও সেগালের

মানুষ কি করে বড়ো হল

৩.০০

ইলিন ও সেগালের

কল কবজার গল্প

০.৬২

ডি আই প্রমডের

অতীতের পৃথিবী

১.৬২

এক আই চেন্তনড

আয়নোফিয়ারের কথা

১.৫০

চাঁদে অভিযান

রূপ বিজ্ঞান কাহিনীকারদের লেখা চাঁদে
অভিযান বইটি চাঁদে উপস্থিতি ও গ্রহান্তর
বাহার বিভিন্ন সমস্যার ওপর বিজ্ঞানভিত্তিক
কল্পকাহিনী। শব্দ, কিশোরদের জন্য নয়
বড়োদেরও পড়ার উপযোগী। পাতার পাতার
অসংখ্য ছবি, তিন রঙা প্রচ্ছদ।

দাম : তিন টাকা

ম্যাকমাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লি:

১২ কংকর চার্জার্ড স্ট্রীট কলকাতা ১২

১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট কলকাতা ১০

বান্ধার স্বাচ্ছন্দ্য

বান্ধায় আপনি তখনই উৎসাহ বোধ করবেন এই অভিনব কেরোসিন কুকারটির বিশেষত্বই যখন কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার কামেলায় এই যে এর ব্যবহার প্রণালীটি অতি সহজ ও অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়ায় আপনাকে বিবর্তিত ও জটিলতাহীন।
আপনার সুবিধা অনুযায়ী সময় ও স্থান নির্বিশেষে রাঁধবার আনন্দটুকু পাবেন।

- ধূলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।



খাম জলতা

কে রো সিন কু কার

রক্ষণে স্বাচ্ছন্দ্য ও  নিপুণতা আনবে।

প্রস্তুতকারকঃ দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

KALPANA.OMJ38

মুদ্রা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিত্তাকুমার সেনগুপ্ত	...	৩৫৯
বিজ্ঞান বৈচিত্র্য—	...	৩৬৫
সবুজ পাতার ডাক—শ্রীহারীতরুণ দেব	...	৩৬৭
টামে-বাসে—	...	৩৭২
তিন দিন তিন রাত্রি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	৩৭৩
টুকরা—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ	...	৩৭৯
দুস্ত পুরুরী রূপকথা—শ্রীজয়ন্তী গদহ	...	৩৮১
দুস্তক পরিচয়—	...	৩৮৪
স্বজগৎ—চন্দ্রশেখর	...	৩৮৯
খেলার মাঠে—একলব্য	...	৩৯৭
মাস্তাহিক সংবাদ—	...	৪০০

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রকাশ কর্মকার

॥ নাটক বাছাই করুন ॥

দীর্ঘ, মধ্যপাধ্যায়ের ১৯৫৮ সালের
গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ
পুঙ্খসংকলন

সংক্রান্ত ২.০০

তুলসী লাহিড়ীর শ্রেষ্ঠ নাটক

লক্ষ্মীপ্রায় সংসার ২.০০

কিরণ মৈত্রের স্ট্রীচারিভজিত নাটক

নাটক নয় ১.২৫

উপহার-অভিনয় ছোটদের অনবদ্য
হাসির নাটক

সুনীল দত্তের

হুঁ রাজার দেখে ১ ৭৫

যে-সব 'হুঁকোমুখো' হাংলার মখে
কাহ্নকৃত দিয়েও হাসি ফোটানো যায় না,
এই চারটি আনন্দের নাটিকা অভিনয়
করলে তাদের পেটে জমানো হাসি
'সোডার মতো' ওসুভিসিয়ে' বেরিয়ে
আসবে।

ছোটদের অভিনয়ের জন্য

ছোটদের রঙমহল ৩.৫০

রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, সুনীল বসু,
প্রমোদ মিত্র, অরুণাশঙ্কর প্রমুখ বাইশ
জন খ্যাতনামা লেখকের নাটক সংকলন।

সুনীল দত্তের

স্ট্রীচারিভজিত সংশ্লিষ্ট কিশোর
নাটক

অংকুর ১.৫০

প্রকাশের অপেক্ষায়

জোছন দস্তিদারের বিখ্যাত নাটক

দুই মতল

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ২.৫০

বিধায়ক ভট্টাচার্যের

হাসিকান্নার গালা

(বহুস্তম্ভ)

॥ অন্যান্য নাটক ॥ দ্বিগুন বহুদাপাধ্যায়ের একাংক নাটক-সংকলন একাংক
সংস্কৃত (৩.০০) সুনীল দত্তের হরিপদ মাস্টার পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত
দ্বিতীয় সংস্করণ (২.০০) জুজুগুহ (১.৫০) স্ট্রীচারিভজিত লুটেরাজ
(০.৫০) একাংক নাটক সংকলন বিনয়ন (১.০০) রমেন লাহিড়ীর অপরাধিত
(১.৭৫) শান্তি মধ্যপাধ্যায়ের জিজ্ঞাসা (২.২৫) দীপংকর সরকারের
অপরাধী (০.৬২) সঞ্জীব সরকারের জয়ের পথে (১.৫০)

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৭ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

নতুন প্রকাশিত হ'ল

রম্যাণি বাক্য

সৌরাষ্ট্র পর্ব : মূল্য ৬.০০

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

*

ঊনবিংশ শতাব্দীতে

বাংলায় নবজাগরণ

মূল্য : ৭.০০

ডঃ সুনীলকুমার গুপ্ত

..

কাশ্মীর পারিলক্ষ্য

মূল্য : ২.০০

শ্রীনির্মানীকিশোর গদহ

"কাশ্মীর সৌন্দর্য্যপূর্ণ, মানুষের
কাছে এক চিরন্তন, বিস্ময়।...কিন্তু
কাশ্মীরের আরেকটি সত্তা আছে।...
লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে
কাশ্মীরের এই অন্তর পরিচর্য্য
ফটিয়ে তুলেছেন। কোনো আরোপিত
বৈদ্যের ভাণ্ড নেই, কোনো তরলতার
আয়োজন নেই—সব মিলিয়ে তার
কাগজ-পত্রটি স্বচ্ছ, স্বচ্ছন্দ।...এরকম
একটি সর্বোত্তম সৃষ্টির গ্রন্থের জন্য
অভিনন্দন জানাই।"

—অনন্দবাজার পত্রিকা।

এই লেখকেরই

বাংলায় বিপ্লববাদ

মূল্য : ৬.০০

১৯০৪ হইতে ১৯৫৫ সাল অবধি

৫০ বৎসরব্যাপী বিপ্লবী বাংলার

স্বাধীনতা-সংগ্রামের রক্তাক্ত

পরিচয়।

*

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

আর দুইখানি প্রথম-রসায়িত
উপন্যাস

রম্যাণি বাক্য

কালিন্দী পর্ব : মূল্য ৫.০০

রাজধানী পর্ব : মূল্য ৭.০০

এ, মধ্যাজী অ্যান্ড কোং প্রাই লিঃ

২, বাংকম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

লেন

লেখক সমঝার-এর বই

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য
সম্মেলনে পুরস্কৃত
১৩৬৫ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ

দিনেশ দাসের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

শ্রীযামিনী রায়ের আঁকা মনোরম প্রচ্ছদ
দাম সাড়ে তিন টাকা

কুটু হামসুনের
অবিস্মরণীয় প্রেমের উপন্যাস

ভিন্টোরিয়া

"শীলভদ্র"-এর সাবলীল অনুবাদ
দাম : টাঃ ৩-২৫

১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

(সি ৭১৬)

বিমল মিত্র

৥ প্রথম পুরুষ ৥

বিমল মিত্রের আবির্ভাব সাহিত্যজগতের দ্বারা সূচিহিত। তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে গল্প লেখা আর গল্প বলার পার্থক্য দৃষ্ট হইতে নতুন এক আঙ্গকের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ইচ্ছাতঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি গল্প একত্র করে এই সংকলন প্রকাশিত হ'ল। সুদৃশ্য আর সুস্বাদু প্রচ্ছদ। দাম তিন টাকা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন গ্রন্থ

ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমা

আরও অনেক নতুন নতুন গল্পে মনোটাঁপে ছাপা হয়ে শীঘ্র প্রকাশিত হচ্ছে। দাম ৮-৫০

বিয়েটা তো আর বিয়ে বিয়ে খেলা নয়। অজ্ঞতাই যথার্থ বিবাহিত জীবনের মূল। আজকের দিনে সব কিছুর মত বিবাহিত জীবন যাপনেরও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। বিবাহিত জীবনযাপনের বিশেষ শিক্ষার এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা করেছেন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক তথা

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত

(ডি টি এস এন্ড এইচ লন্ডন)

বিয়ের আগে ও পরে দাম ৫-

—আমাদের অন্যান্য বই—
পিয়ামুখচন্দা—নীহার গুপ্ত ৫-
বহির্গীষা—নীহার গুপ্ত ৬-৫০
শশীবারু সঙ্গার—আশাপূর্ণা দেবী ৪-
নীল সিংহ—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩-২৫
কলকাতার ফুটবল—আরবি রচিত ৩-২৫
নতুন দিন—প্রফুল্ল রায় ২-৭৫
বাঘিনী কন্যা—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ২-৭৫

ইন্টলাইট বুক হাউস

২০ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১

সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

প্রচ্ছদপট

নিত্যকালের চিত্তস্পন্দী উপন্যাস

দাম : ৩-৫০ টাকা

শৈলজানন্দ মৃথোপাধ্যায়ের

মনের মানুষ

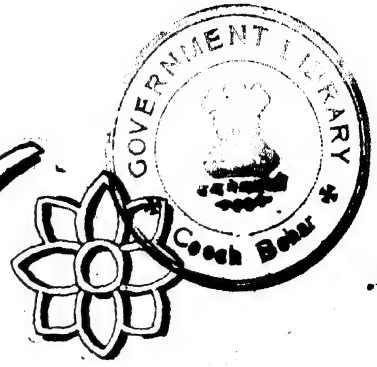
ভালোবাসার আপন জনকে হারাবার ট্রাজেডি—
করুণ-মধুর ভাবনায় ভাবিত রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ
দাম : ৩-০০ টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন...

প্রেমের গল্প	১	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৥	৪-০০
প্রেমের গল্প	১	তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়	৥	৪-০০
রূপসী রাত্রি	১	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৥	৫-০০
ভারত প্রেমকথা	১	সুবোধ ঘোষ	৥	৬-০০
শতকিয়া	১	সুবোধ ঘোষ	৥	৮-০০
তিন শব্দ	১	তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়	৥	৩-৫০
বিবেকানন্দ চরিত	১	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	৥	৫-০০
চিন্ময় বঙ্গ	১	আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন	৥	৪-০০
গল্প-সংগ্রহ	১	সরলাবালা সরকার	৥	৫-০০
রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধান	১	শচীন্দ্রনাথ অধিকারী	৥	৩-৫০
ছেলেদের বিবেকানন্দ	১	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	৥	১-২৫
প্রকাশের অপেক্ষায়...				
প্রেমের গল্প	১	শৈলজানন্দ মৃথোপাধ্যায়	৥	৪-০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ৥ কলিকাতা ৯



DESH 40 Naya Paisa

Saturday, 5th December, 1959.

২৭ বর্ষ ৥ ৫ সংখ্যা ৥ ৪০ নম্বা পয়সা
শনিবার, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল উপস্থাপিত হইয়া আলোচনা চলিতেছে। উক্ত বিলের মর্ম ও উদ্দেশ্য এতদিনে সকলে জানিয়াছেন আর এ বিষয়ে বিধান সভার সদস্যগণ যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও এখন সকলের পরিজ্ঞাত। এ বিষয়ে নিজদের মন্তব্য জ্ঞাপনের আগে উক্ত বিলের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যিক।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল হইতে জানা যায় যে, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচ অনেকটা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হইবে। দুর্গাপুরে যে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইবে তাহা এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধিকারভুক্ত হইবে। আর দুর্গাপুর, আসানসোল ও চিত্তরঞ্জনের কলকার-খানাগুলি সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ। বিলের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা সভার অধিকাংশ সদস্য বিভিন্ন নির্দিষ্ট সংস্থা ও কলেজের পদাধিকারিগণ ও সরকার মনোনীত সদস্য, নির্বাচিত প্রতিনিধির স্থান তুলনায় অনেক কম। মোটের উপরে ইহাই বিলের সারমর্ম।

বিধান সভার আলোচনার দ্বারা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বিলটি মোটের উপরে অধিকাংশ সদস্য কর্তৃক অভিনন্দিত। অনেক দিন হইল পশ্চিমবঙ্গে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী উঠিয়াছে। বিশ্বভারতী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দুটির ভিত্তি আগে হইতেই

ছিল কাজেই এ দুটি এই দাবীর ফল নয়। সুতরাং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কেই এই দাবীর প্রথম ফল বলা যাইতে পারে। সৈদিক হইতে এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ক্ষুন্ন হইবার প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ক্ষুন্ন হইলেও তাহার মর্যাদা ক্ষুন্ন হইবার আশঙ্কা নাই। নব্য ভারতের প্রাচীনতম এই বিশ্ববিদ্যালয় অধুনাকালের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জননীস্বরূপ। একশ বছরের উপরে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে কীর্তি স্থাপন করিয়াছে তাহার প্রতি স্পর্ধা করা কোন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সাধা নয়। কাজেই মর্যাদার তর্ক অপ্রাসঙ্গিক। দেশের নূতন পরিস্থিতিতে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্ষুদ্রায়ত বিশ্ববিদ্যালয় আবশ্যিক। যে পরিস্থিতিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আর নাই। তখনকার দিনে মাছের তেলে মাছ ভাজিতে হইত, পরীক্ষার আয় আয় দিয়া খরচ নির্বাহ করিতে হইত; কাজেই বিস্তৃত এলাকা আবশ্যিক ছিল। কিন্তু এখন টাকা দিবার দায়িত্ব সরকারের; তাই বৃহৎ এলাকা অনাবশ্যিক। আর ইহা যুক্তিসিদ্ধ বটে যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যত ক্ষুদ্র হইবে, শিক্ষাদান কার্য তত সফল হইবে। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদান কার্যে

যে-সব অসুবিধা ভোগ করিতেছে, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আশা করা যায় তাহার একটা মীমাংসা হইবে, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করিলে — দুটি প্রতিষ্ঠানেরই কাজের সুবিধা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে আরও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান আছে বলিয়া আমাদের ধারণা। তন্মধ্যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল বোধ করি প্রস্তুত হইতেছে। উত্তর বঙ্গেও নানা কারণে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অত্যাৱশ্যক। ভৌগোলিক কারণ তন্মধ্যে প্রধান।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা সভা প্রধানত মনোনয়নমূলক বা পদাধিকারমূলক — ইহা অনেকে সমালোচনার বিষয় মনে করিয়াছেন, তাহায়া নির্বাচনমূলক প্রতিনিধিদের দাবী তুলিয়াছেন। শিক্ষা সংস্থায় আমরা নির্বাচনের পক্ষপাতী নই — ইহাতে শিক্ষা সংস্থা রাজনৈতিক সংস্থায় পরিণত হইয়া আসল বিষয়টাই অবহেলিত হইতে থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সংবিধান-পরবর্তী অবস্থা উদ্বেগের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে এহেন অবস্থায় না পড়ে, বিল সেইভাবেই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যিক, আমাদের বিশ্বাস সেইভাবেই প্রস্তুত হইয়াছে।

আমরা নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলটিকে সমর্থন করিতেছি এবং নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তাহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি।

মহীশূর সরকার স্থির করেছেন যে, অগামী শিক্ষা-বৎসর থেকে যাদের মাসিক আয় একশো টাকার নিচে তাঁদের সন্তানদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পড়বার সুযোগ দেওয়া হবে। আমরা এই সিদ্ধান্তের জন্যে মহীশূর সরকারকে অভিনন্দন জানাই এবং অন্যান্য সরকারকে এই সম্ভাবনামূলক অনুষ্ঠানের জন্যে অনুপ্রাণিত করি।

আমাদের এই দেশ অত্যন্ত দরিদ্র। মাসিক একশো টাকা আয়ের জনসংখ্যার শতকরা হার নিম্নতম সামান্য হবে না। অর্থাভাব হয় এঁদের সন্তানদের পড়াশুনা বন্ধ করতে হয়, নয় এঁদের নিজেদেরই বহু ক্রেশ সহ্য করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে স্কুলের সংখ্যা গত কয়েক বৎসরে অনেক বেড়েছে। গ্রামে গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকা হলেও সকল গ্রামেরই দু' তিন মাইলের মধ্যে বিদ্যালয় হয়েছে। বাড়ির খেয়ে তারা পড়াশুনা করবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু স্কুলের বেতনের হার এত বেড়েছে যে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে অনেক অভিভাবকের পক্ষেই সেই বেতন যোগানোও শক্ত হয়ে পড়ে। সকল বিদ্যালয়েই ছাত্রদের বেতন প্রচুর বাকি পড়ে থাকে। তার জন্যে কষ্ট বাড়ছে শিক্ষকদের। তাদের বেতন বাকি পড়ে যায়। সুতরাং মহীশূর সরকার যে ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন তাতে একই সঙ্গে অভিভাবক এবং শিক্ষকগণ উপকৃত হবেন। ছাত্রদেরও শিক্ষালাভের আগ্রহ পরিতৃপ্ত হবে।

ডাকবিভাগের গাফিলতি প্রায় প্রথম-বাক্যে পরিণত হতে চলেছে। অনেক স্থলে চিঠি পৌঁছাতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়, ঠিকানা তিক লেখা থাকলেও যে চিঠি জেনারেল পোস্ট অফিসে ফেলা হয়েছে সে চিঠি ডাকঘরের কয়েকশত গজ দূরে পৌঁচেছে তিন দিন পরে। গাফিলতির এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে?

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে: কেন এমন হয়? চিঠির সংখ্যা বেড়েছে; তা যদি বেড়ে থাকে তাহলে ডাকবিভাগের আয়ও সেই অনুপাতে বেড়েছে। সেক্ষেত্রে ডাকবিভাগের কর্মচারী-সংখ্যাও সেই অনুপাতে বাড়ানো উচিত। তা কি বাড়েনি? এর উত্তর যদি 'না' হয় তাহলে সমস্যা খুব জটিল নয়। কর্মচারীসংখ্যা বাড়ালেই এর সমাধান হবে। কিন্তু যদি 'হ্যাঁ' হয় তাহলেই মুশকিল। কারণ তাহলে এর প্রতিকার নেই। তাহলে বৃদ্ধিতে হবে স্বাধীনতা লাভের পরে আমাদের দক্ষতা কমেছে। আমরা চাকরী করি, কিন্তু যে-জনে বেতন নিই তার দিকে দৃষ্টি দিই না। গলদটা আসলে কোথায় সে সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কোনো পরিষ্কার জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। এ সম্পর্কীয় অভিযোগের যে জবাব ডাকবিভাগীয় কৃত-



পক্ষের দিকে থাকেন, তা নিতান্তই স্তোত্রক বাক্য। অংগুঠ, ডাসা-ডাসা। তার মধ্যে প্রতিকারের জন্যে আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

আযোগাতা, দুর্নীতি এবং টেলিগ্রাম আমাদের ক্রমেই মজাগত হয়ে আসছে। সরকারের সকল বিভাগই এই শ্রেণীর ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। সর্বত্র অপরাধজনক উদাসীনতা। হচ্ছে হবে। কি খাদ্য সমস্যা, কি বন্যা, কি স্বাস্থ্য, কি রাস্তানির্মাণ, কি শিক্ষাক্ষেত্র সর্বত্রই এই একই অবস্থা। অর্থের অভাব নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু যে অর্থ ব্যয় হয় তারও পুরো ঘরানি পাওয়া যায় না। তার ফলে সমস্যাগুলির শৃঙ্খল যে প্রতিকার হয় না, সেই অবস্থাতেই থাকে তা নয়, উত্তরোত্তর জটিল হয়ে পড়ছে। ব্যয়িত অর্থের একটি অনুপেক্ষণীয় অংশ অপব্যয়ের অতলপক্ষ্য গহ্বরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সারা বৎসর দুর্ভিক্ষাতার পিণ্ড জনসাধারণ শীতকালের দিকে চেয়ে থাকে, খাদ্যমূল্য কিছুটা কমবে। শীত এল, কিন্তু গৃহস্থ-মাঠেই হাড় হাড় উপলব্ধি করছেন, দাম কমা দূরের কথা, অনেক জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে। কেন হচ্ছে তার একটা কৈফিয়ত নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কৈফিয়ত প্রতিকার নয়। লোকে গাঙ্গে হাত দিয়ে ভাবছে, শীতেই যদি এই হয় তাহলে বর্ষা নাগাদ তাদের তো উপবাস করতে হবে।

সবচেয়ে ভয়ের কথা মানুষের জীবন পর্যন্ত আজ নিরাপদ নয়। দিনকয়েক আগে আসানসোল ও দুর্গাপুরে যে দুটি লোম-হরণ নরীহরণ ঘটে গেছে তা পড়লে স্তম্ভিত হতে হয়। প্রথম ঘটনাটি এই যে, জনৈক ডাক্তার একটি তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে রিক্সা করে আসানসোল রেল স্টেশন থেকে আসছিলেন। রিক্সা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের কাছাকাছি আসতে পিছন থেকে একটি ট্যাক্সি এসে রিক্সা ধামায়। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি থেকে তিনজন লোক নেমে মেয়েটিকে জোর করে ট্যাক্সিতে হেলে। সংগের ডাক্তারটি বাধা দেবার চেষ্টা করলে তাকে সুস্থ জোর করে ট্যাক্সিতে তোলা হয়। পরদিন দুর্গাপুরের একটি রাস্তার ধারের নন্দমায় বস্তার মধ্যে টুকরা-টুকরা অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়।

দুর্গাপুরের ঘটনা হচ্ছে: রেল স্টেশনের

উত্তরে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড এলাকা থেকে কয়েকজন 'অবাগালী' একটি তরুণীকে নিয়ে মোটর দুর্গাপুর বাধের দিকে পালাচ্ছিল। কোক-ওভেন পল্লীর কয়েকটি যুবক মেয়েটির চাঁকর শূনে ছুটে আসে। দুর্বৃত্তদের সঙ্গে অপরূপ তরুণীর ধস্তা-ধস্তিতে সেই সময় গাড়ির একটি দরজা খুলে যায় এবং মেয়েটি লাফিয়ে রাস্তায় পড়ে। দুর্বৃত্তগণও সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ে তাকে পাজা-কোলা করে গাড়িতে তুলে দ্রুতবেগে পলায়ন করে। এখনও তাদের স্থান পাওয়া যায় নি।

নাশংসত্য এবং দুর্সাহসিকতার এই দুটি ঘটনা আগের মন্তব্যের আমলকেও ছাড়িয়ে গেছে। এবং ঘটনা এই দুটিতেই সীমাবদ্ধ নয়। কিছুকাল পূর্বকার আর একটি ঘটনার কথাও মনে পড়ছে। এই অঞ্চলে তখন গালগাড়ি মাঝ রাস্তার দাঁড় করিয়ে মাল লুট করা হত। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত নবনিযুক্ত কোনো পুলিশ অফিসার এই লুট বন্ধ করবার নাকি চেষ্টা করেছিলেন। এর থেকে তাকে নিরস্ত করবার জন্যে কয়েকখানা বেনামী চিঠিও নাকি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত তাতেও তিনি নিরস্ত হতে চান নি। ফলে একদিন বাত্রে তিনি আর বাড়ি ফিরলেন না। কয়েকদিন পরে তাঁর মৃতদেহ কোথায় যেন পাওয়া গেল।

পুলিসের অদৃষ্টই যদি এই হয়, তাহলে সম্প্রতিক ঘটনা দুটো তো কিছুই নয়। বরমাস লোক সর্বত্রই থাকে, অথবা থাকতে পারে। তাদের শাসন এবং সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তার জন্যেই পুলিশের প্রয়োজন। সে প্রয়োজন যদি সিদ্ধ না হয়, দুর্বৃত্তরা যদি অবশ্যে নাশংস এবং দুর্সাহসিক কাজ করতে পারে, নাগরিকের মন থেকে যদি নিঃশঙ্কতা বোধ লুপ্ত হয়, তাহলে পুলিশের আর কি প্রয়োজন থাকে?

দুর্গাপুর থেকে পুলিশের স্বল্পতায় অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু আসানসোল মহকুমা শহর। সেখানে নিচুর পুলিশের স্বল্পতা নেই। সেখানে এমন ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটেছে কেন?

পুলিসের স্বল্পতায় বা কারণ কি? বিদেশী ইংরেজ শাসক যে পুলিশ নিয়ে সমগ্র বঙ্গ (পূর্ব ও পশ্চিম) শাসন করতে পারতেন, জাতীয় সরকার তার তিনগুণ পুলিশ নিয়ে তার এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল (পশ্চিমবঙ্গ) শাসন করতে পারছেন না কেন? দুটি অনা কোথাও। এবং সেই দুটি অধিলম্ব সংশোধন করতে না পারলে নিরাপদে রেলযাত্রা তো দূরের কথা নিঃশঙ্ক হবার মধ্যে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে বাস করাও অসম্ভব হয়ে উঠবে।

বিদেশী

চোখে একটা বালুকা পড়লে যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা বেরিয়ে না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্মলায় যেন আর সব ইন্দ্রিয়-শক্তি আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। চীন নিয়ে অনেকটা আমাদের সেই দশা হয়েছে। রগড়াতে রগড়াতেই হোক বা জলের কাপটা দিয়েই হোক এ বালিও একদিন বেরিয়ে যাবে, কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত বিদেশে সম্বন্ধে কোনো ভাবনা মনে উঠলেই যেন তার মধ্যে চীন এসে পড়ে। এ অবস্থায় মাগাজ্ঞান ঠিক থাকে না, সাময়িক এবং স্থায়ী রূপে পান্থক কোথায়, কতটুকু, সেটা গুলিয়ে যায়। অবস্থাটা আরো জটিল হয় যখন কোন মোহগ্রস্ত মন হঠাৎ একটা কঠিন আঘাতে ধড়মড় করে ওঠে। কারণ একটা মোহ ভাঙলেই যে সঙ্গে সঙ্গে তার জায়গায় দুটিটির দৃষ্টি আসবে তা নয়। অনেক সময়ে এক মোহ ভাঙলে তার জায়গায় যে বিপরীত মনোভাব প্রবল হয়ে উঠে, তা থেকে অন্য একটা মোহের সৃষ্টি হয়। আসল প্রশ্ন হচ্ছে দুটিটির দৃষ্টিতা, মাগাজ্ঞান বী করে সর্বদা রক্ষা করা যায়।

চীনের বাণেশের আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহাশয় সরকারী নীতির সমালোচকদের উত্তেজিত না হয়ে মাথা ঠিক রাখতে অনধরত উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন যদিও উক্ত সমালোচকদের প্রতি তাঁর নিজের উদ্বেগ এবং উত্তেজনা নিয়তই প্রকাশ পাচ্ছে। মনে হয় যেন চীনেরা যে ভারতভূমির অঞ্চল-বিশেষের উপর হামলা করে জবরদস্তি বসে আছে, তাতে জওহরলালজী যতটা দৈর্ঘ্য রক্ষা করতে পারছেন, দেশের লোকের কাছে সরকারী নীতির সমালোচনা শুনলে তিনি ততটা দৈর্ঘ্য রক্ষা করতে পারছেন না। অবশ্য একদিক দিয়ে এটা আশ্চর্যজনক কিছু নয়। কারণ দেশের লোককে ধমক দিয়ে আর কিছু না করলেও চলে, কিন্তু বিদেশী হানাদার-দের যদি তাড়বার ব্যবস্থা না করা যায়, তবে দূর থেকে তাদের উদ্দেশ্য কেবল ধমক ছুঁড়তে থাকা আরো লজ্জাকর হোত। সেখানে দৈর্ঘ্য না হোক, দৈর্ঘ্যের ভাগ আবশ্যক হয়।

কিন্তু দেশের লোক যে এত ক্ষুব্ধ হয়েছে, তার জন্য প্রধানত সরকারই দায়ী। গত কয়েক বছর ধরে চীনা সরকারের ব্যবহার সম্পর্কে ভারত সরকার যদি একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা পুরনো দেশবাসীর মনোবৃত্তি না করতেন, যদি বছরের পর বছর জন-

‘নানানা’র বই

চিররূপা ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ

‘চিররূপা’র গল্পগুলিতে রূপকে ছাড়িয়েও শিল্পীমানসের যে-জিজ্ঞাসা সরবে উচ্চারিত সে-জিজ্ঞাসা প্রেমের জিজ্ঞাসা। যে-মানুষটি আজীবন একটি না-পাওয়া মেয়ের স্মৃতিকে আঁড়ে রইলো, জীবনের গোড়ালিতে তার কাছে সে-মেয়েরটি মূল্য কী! অতসী ঘরে নেই জেনেও নয়নমোহন আর মল্লিকার কাছে সে-ঘর কোনদিনই নিরালো হয় না কেন? ‘চিররূপা’র আটটি গল্পে আছে এমনি বহুবিস্তৃত প্রেমের দিকদর্শন। আর আছে উপন্যাস-প্রায় বড়ো গল্প ‘জীবন-কাঠি’র মণিকা, প্রীতি ও বতনকে ঘিরে নিষ্ঠুর প্রেমের এক জটিল আবর্ত, যে-আবর্তের প্রতিটি রেখাবলয় সন্তোষ-কুমারের শিল্পসত্তার স্পর্শ পেয়ে অনিন্দ্য হয়ে উঠেছে ॥ দাম : তিন টাকা ॥

সমুদ্র-হৃদয় ॥ প্রতিভা বসু

‘সমুদ্র-হৃদয়’ প্রতিভা বসুর সর্বাধুনিক উপন্যাস। দুটি বিরুদ্ধ হৃদয়ের আন্তর্য্যগিরি থেকে এই অপ্রত্যাশিত কাহিনীর জন্ম। নবাব সুলতান আমেদের ভালো লাগার আলো কি করে ভালোবাসার আগুনে অর্জিত হলো আর নবাবের সবচেঁহ-মহলে বন্দিরা সুলেখা হালুকদারের চির-সঞ্চিত অশ্রু আকোশ অবশেষে কেন অতলন্ত মমতায় আবুল উদ্দেল, ‘সমুদ্র-হৃদয়’-এর নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিসমাপ্তিতে তা সজল বিধুর রেখায় আঁকা পড়েছে ॥ দাম : চার টাকা ॥

ফরিয়াদ ॥ দীপক চৌধুরী

‘ফরিয়াদ’ উপন্যাসের ব্যারিস্টার নিমাই চট্টাচার্জী ধর্মশিক্ষকের দরবারে এক মর্মান্তিক নালিশ নিয়ে উপস্থিত। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী, তাঁর সন্তানের জননী এনাঙ্কী শয়তান সিতাংশু মিত্রের শিকার হয়ে পালিয়ে গেছে। মাতৃমর্তির দেশ-বিদেশের নাইটরার ভূমিকা নিয়েছে মোহিনী নৃত্য-শিল্পীরা। সুন্দরী এনাঙ্কী আর দুঃখিনী প্রমীলাদের পলা বন্দিয়ে সিতাংশুর লেনদেন চলেছে পৃথিবীর বন্ধুরে-বন্ধুরে। টাকা চাই, ডলার পাউন্ড পিসেটা চাই। অতল টাকা ছাড়া ধর্মনীতে বস্ত্র আসে না, মাতৃমের নাড়ি শক্ত হয় না। টাকার জাদুতেই গরদের মজবুত গরাদে আল্লাহ হয়ে যায়, অসাম্য সিতাংশুরা পালিয়ে গিয়ে আরও প্রবল প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। এই টাকাই আজকের পৃথিবীতে পয়সা অসাম্য! ॥ দাম : চার টাকা ॥

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম ॥ মলয় গঙ্গোপাধ্যায়

মানবজীবনের পরিপূর্ণ সংগতি ও সূক্ষ্মর অভিব্যক্তিই প্রেম। প্রকৃতি-প্রেম, দেশপ্রেম ও ভগবৎপ্রেমের নাম লৌকিক প্রেমও রবীন্দ্রসাহিত্যে ভাঙারের অনুপম ঐশ্বর্য। নব-নারীর মানস-উৎকর্ষ ও দৈত-কৃষ্ণ দুটি দিকই অমিত মাহাত্ম্য ও আশ্চর্য শালীনতায় শিল্পমুদ্রিত লভ্য কাব্যে রবীন্দ্রসাহিত্যে। ‘রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম’ গ্রন্থে মহাকবিবর কবিতা, নাটকোক্তা ও কথাসাহিত্যে লৌকিক প্রেমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত হয়েছে ॥ দাম : তিন টাকা ॥

নানানা

৪৭ গণেশচন্দ্র আর্ভানিউ, কলকাতা ১৩

সাধারণের কাছ থেকে সত্য গোপন করে না রাখা হোক, তবে অবস্থাটা এতদূর হয়ত গড়াতে না, অতঃপরকার আঘাতটা এত আকস্মিক এবং রক্ত বোধ হোক না। ভারতের প্রতি চীনের মনোভাব সম্বন্ধে ভারত সরকার দেশবাসীদিগকে সন্মানে একটি মনোরম মন্তব্য প্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন। সেটিকে যখন আর দাঁড় করিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না, তখনই পিছনের কক্ষ বাস্তুব দৃশ্য বেরিয়ে পড়ল। তার জন্যই দেশময় কোভ ও উত্তেজনার এই জোয়ার। যারা জানতেন কেমন করে কয়েক বছর ধরে আসল অবস্থাটা কোনদিকে যাচ্ছে, তারা চীনের

বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে না পারলেও নিজেরদের ধৈর্যের বাঁধটা উচু করে তোলার সময় পেয়েছেন, যা অন্যেরা পারনি। যদি সত্য গোপন করাই একমাত্র লোভ হোক, তাহলেও বা কথা ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চীনা সরকারের মতিগতি এবং ভারত-চীন সম্পর্কের একটি সম্পূর্ণ কাগজপত্রিক মধুর চিত্র সৃষ্টি করতে ভারত সরকার প্রয়াসী ছিলেন। গতকাল ছিলে কথাকে এক সংগে গেথে তাকে “পঞ্চশীল” নাম দিয়ে তুম্বারা যে কুহেলিকার সৃষ্টি করা হোল, তাতে বাস্তুব দৃষ্টির পথ অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। তিস্তের স্বাধীনতা হরণের “পৈথীকরণ” হোল “পঞ্চশীলের” মূল্যপাঠ করা। যখন স্মরণ হয় যে, তিস্ত সম্পর্কিত ভারত-চীন চুক্তির ভূমিকা হিসাবে “পঞ্চশীল” লিপিবদ্ধ হয়েছিল, তখন এই চিত্র যেন আসে—হত্যাকারী নিজের রক্তাক্ত হাত তুলে নিহতের জয়ধ্বনি করছে।

চীন ও ভারতের মধ্যে বিবাদ অসম্ভব এই ধারণা সৃষ্টি করার জন্য ইতিহাসকে মিথ্যা রং এর রাগিয়ে দেখাতে আমাদের বড়কর্তার ও পেছপাও হন নি। আজ সেই কর্তাদের মুখেই উল্টো সূত্রের কথা শোনা যাচ্ছে। কতারা আগে যা বলেছেন তা হতে নিজেরা বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু জনসাধারণ কর্তাদের সেই দিনের কথা এবং সেই কথানুযায়ী নিজেরদের নর্তনকুর্দান স্মরণ করে আপনাদের প্রতারণিত মনে না করে পারবে না। প্রথম থেকে যদি লম্বা লম্বা প্রেমের কলি আওড়ানো না হোত, যদি সহজভাবে বাস্তুব দৃষ্টির পথ খোলা রাখা হোত, তবে এত বেশি ক্ষোভের কারণ হোত না। চীনা সরকার যা করেছেন এবং করেছেন সেটা চীনের ইতিহাসিক ধারার মধ্যে ব্যাপ্তির নবলম্ব শক্তির বোধ মিলিত হলে যে-ফল হওয়া স্বাভাবিক তাই। এ সম্বন্ধে যদি কোন মিথ্যা-ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা না চলত, তবে এ নিয়ে এতো মনোবশ্ট হবার কোন কারণ থাকত না। বোধ হয় চীনের উপর আজ ভারতবাসীদের বৈ-রকম ক্রোধ জন্মেছে, এতটা ক্রোধও বোধহয় হোত না। তাহলে অবশ্য অনেক আগে থেকেই ভারত সরকারকে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য জনমতের দাবি উঠত। লোকের যেমন রাগে ঘরের দোর বন্ধ করে চোর-ডাকাতির ভয়ে, সেইরকম সতর্কতা। কিন্তু এক্ষেত্রে চোর-ডাকাতির অস্তিত্বই অসম্ভব, কোনোপ্রকার সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনই নেই—এই-রকম প্রচারই চলেছে বছরের পর বছর যখন—এইটাই সবচেয়ে দুঃখ ও রাগের কারণ হয়েছে—প্রহরীদের মধ্যে কেউ কেউ জানতেন যে, চোর ইত্যাদি কেবল “নিকটেই রয়েছে” তা নয় তারা একটু একটু করে তাদের কাজও করে যাচ্ছে।

মুশকিল হচ্ছে এই যে, যে কর্তারা এখন জাগতে বলছেন তারাই এক সময়ে ঘুমিয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আরো মুশকিল—এই রাষ্ট্রকর্তাদের কথা শুনেনই এক দেশের লোক অন্য দেশ সম্বন্ধে ধারণা করতে বাধা হয় এবং সে ধারণা শেষোক্ত দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রকর্তাদের ব্যবহারেরই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু কোনো দেশই তো কেবল সেই দেশের সরকার নয়। এমন কি চীনের মতো ডিক্টেটরশিপও দেশের সর্বাঙ্গীণ প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে না। তার কারণ এই যে, এই কম্যুনিষ্ট রাজত্বও যে সাময়িক মাত্র নয় তার কী প্রমাণ আছে? দারা চীনে বর্তমান কম্যুনিষ্ট সরকারের হুকুমে যে সকলে উঠেছে-বসছে তার কাহিনী শুনলে আশ্চর্য হতে হয়। তবে চীনা ইতিহাসে আরো অনেকরকম আশ্চর্য অবস্থা দেখা গেছে। তাছাড়া যোগ হয় যে সাধারণ চীনার “পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট” নেই বলেই এরূপ যন্ত্রের মতো পলিটিক্যাল কর্তার হুকুম মানা তাদের পক্ষে এমন সহজ হয়েছে। কতী যদি বলল্য তবে তাদের ব্যবহারও তেমন সহজ বলতে পারে। তার মানে, চীনের ইতিহাসে যা প্রবৃত্তি তা চীনের পলিটিক্যাল ক্ষেত্রের মধ্যে হতে নেই। সবচেয়ে চীনের প্রচুর মূল্যবান চীনের সমসাময়িক পলিটিক্যাল কর্তাদের নীতির দ্বারা করা হয়ত ঠিক হবে না। চীনের বর্তমান কম্যুনিষ্ট সরকারের নীতির বিরোধ আজ ভারতবর্ষকে করতাই হবে; কিন্তু একথা যেন আমরা না ভুলি যে, চীন এবং মাও-সরকারকে এক করে দেখা ছাড়া আপাতত ভাবত সরকারের গতানুগতিক না থাকলেও সেব্য দেখা ঠিক বা সম্পূর্ণ দেখা নয়।

ভারতবর্ষ চায় যে, শূন্য হিমালয় থেকে নয়, তিস্ত থেকেও চৈনিক রাষ্ট্রশক্তি সরে যাক; কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব-ইতিহাসে চীনের অতীত এবং ভবিষ্যৎ কীর্তির প্রতি ভাবত কখনো বিরূপ বা উদাসীন হতে পারে না। একদিকে মাত্রাজ্ঞান হাফিয়ে ঠেকেই বলে অন্যদিকে মাত্রাজ্ঞান না হারাই, তার জন্য সতর্ক থাকা আবশ্যিক। এটা সহজ যদি ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টির উপদ্রব না থাকত। চীন সম্পর্কে ভারতবাসীর ক্রোধ এবং উত্তেজনা বৃদ্ধির একটা বড় কারণ কম্যুনিষ্ট পার্টি। কম্যুনিষ্টরা মনে মনে চীনা অজ্ঞানের সমর্থক এবং কার্যকাল তারা চীনাদের দ্বারা ভারতের “অভিধান” সাহায্য করবে এই সত্যদেহের অন্ধকাশ যদি না থাকত, তবে চীনের উপরেও রাগটা বোধ হয় এত বেশি হোত না। “গৃহশত্রু”র ভয় ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়েছে। কিন্তু এখানেও মাত্রাজ্ঞান রক্ষা করা আবশ্যিক ১।১২।১৬৯

মুগ প্রবর্তক সিললরজন সেনের,
অভিনব উপন্যাস

সাকার

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট লেখকগণের
সৃষ্টিকর্ম অতিষ্ঠম করিয়াছে।
মূল্য ২.০০ নং পঃ
প্রঃ করণা প্রশ্রয়না
১১ শ্রামচরণ দে গুপ্টা, কলিকাতা।
(সি এম-২১০)

ঃ প্রকাশিত হইয়াছে : পঞ্চমবার :
নিম্নপাঠে ও উপহারে অপারিহায্য

সারদা-রামকৃষ্ণ

সম্মানিতা ব্রীদগণাপুরী মাতা রচিত।
ডিগ্রাই ৪৬৮ পৃষ্ঠা। ৩১খানি চিত্র ও
১টি মানচিত্র আছে। মূল্য—৫, টাকা।
অল ইণ্ডিয়া রেকর্ড ও এই অপূর্ণ
গ্রন্থ সম্বন্ধে যেহাতে বিস্তারিতঃ—
ব্রীমতী বৃন্দগণাপুরী দেবী বহুকাল ব্রীমা
সারদার সংগলাভ করেছিলেন, তার
সেই মহৎসংগের অতিজ্ঞতাই তিনি
খালোচ্য গ্রন্থে প্রগাঢ় ভক্তি ও নিষ্ঠার
সঙ্গে স্বচ্ছন্দ ভাষায় লিপিবদ্ধ
করেছেন। বইটি পাঠকমানে গভীর
রেখাপাত করবে। যুগোত্তর রামকৃষ্ণ-
সারদাসেবার জীবন আলোচনার এক-
খানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির
বিশেষ একটি মূল্য আছে।

শ্রীম্মসারদেসেবারী আশ্রম

২৬, মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

(সি-৭৭৪)

কুঁচ তৈল

(হস্তী প্ত ডব্ল মিঃপ্রিত)

টাকনাশক কেশ বর্ধক
কারক, কেশ পতন
নিবারক, মরমাস, অকালপক্কতা থায়াভাবে বন্ধ
করে। মূল্য ২, বড় ৭, ডাঃ মাঃ ১।৫০। ভারতী
ঔষধালয়, ১২৬।২, হাজরা রোড, কল্যাণী,
কলিকাতা-২৫। ফোন : ৪৭৭১৭৬।

বিশ্ব- বিদ্রোহ

মাথায় লাজ বর্ষণ করে নবদম্পতিকে বরণ করার প্রথা এদেশের কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত দেখা যায়। অনুরূপ অন্ত্যেষ্ঠানে শস্য বর্ষণ করার প্রথা পৃথিবীর আরো অনেক দেশেই এক সময়ে ছিল, কোথাও এখনো আছে। চীনদেশে ছিল চাউল বর্ষণের প্রথা। রোমানদেরও ছিল কোনপ্রকার শস্য বর্ষণ। ইউরোপের নানা দেশেও এবং ভিক্টোরিয় যুগে গ্রেট ব্রিটেনে চাউল বর্ষণের প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন চাউল বর্ষণের প্রথা খুব কমই দেখা যায়, তবে তার স্থান গ্রহণ করেছে কাগজের ঝরো বা কনফেটি। মহাযুদ্ধের আগে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের শত শত টন কনফেটি কেবলমাত্র ব্রিটেনেই বিক্রি হত না, ওখান থেকে নানা দেশে চালানও যেত। ইদানীং এই কনফেটি বর্ষণের বিষয়ে একটা আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। গিজার তদ্বিধায়করা বলে কনফেটি বর্ষণে তাদের কাজ বাড়ে। কারণ নব-বিবাহিত দম্পতি চলে গেলে গিজার চতুর্দিকে ছড়ানো কাগজের ঝরো পরিষ্কার করা তাদের একটা শাউতি কাজ। মিডল্যান্ডের এক গ্রামেব গিজার কর্তৃপক্ষ নিয়ম করেছে যে, কনফেটি বর্ষণ করলে বর-বধূকে তিন পাউন্ড করে গিজার তহবিলে দান করতে হবে। বিবাহ অনুষ্ঠান আরম্ভের আগে ঐ তিন পাউন্ড জমা রাখতে হবে, যদি কনফেটি বর্ষণ না হয় তাহলে টাকাটা ফেরৎ পাওয়া যাবে। কেউ যদি গিজার বাইরে এসে বর্ষণের মতসব করে তাহলে তাদের আইনের কবলে পড়তে হবে—রাস্তা নোঙরা করার অপরাধে তাদের জরিমানা দিতে হবে। স্যান্ডনদের আমলে ব্রিটেনে ছিল ফলের পাপড়ি বর্ষণ। একজন রাজক সেই প্রথাটিই ফিরিয়ে আনার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর মতে “ফলের পাপড়ি কাগজের তৈরি কনফেটির চেয়ে শোভনীয় এবং নির্দোষও।”

এক ফরাসী ডাক-পিয়নকে একবার একটি নতুন এলাকায় ডাক বিলি করতে দেওয়ায় সে দেখে আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর পিকাসোর বাড়িতে একটি পার্সেল দেবার আছে। বড় পার্সেলটি বোঁধ করে বাগিয়ে ধরে পিয়নটি গিয়ে পিকাসোর দরজায় থাঙ্গা দিলে। পিকাসোর ছোট মেয়ে এসে দরজা খুলে পিয়নকে অপেক্ষা করতে

সাম্প্রতিক প্রকাশনা

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ	বিনয় ঘোষ	১২২.০০০
৥ তৃতীয় খণ্ড ১		
অপারেশন	নীহাররঞ্জন গঙ্গুত	৬০.০০০
রবি তীর্থে	বিনায়ক সান্যাল	৪০.০০০
সাগর-নগর	কুমারেশ ঘোষ	৪৫.০০০
রাজা ও মালিনী	বারীন্দ্রনাথ দাশ	৩০.০০০
ডেলিক থেকে ডেজজ	আনন্দকিশোর মন্ডল	৬০.০০০

• পনমর্দ্রণ •

চিত্র ও বিচিত্র (চতুর্থ মর্দ্রণ) নীলকণ্ঠ ৩.৫০।

ঘীপান্তর (নাটক : চতুর্থ মর্দ্রণ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২.০০ ॥ বর্ষিষ্ট, বৃষ্টি (তৃতীয় মর্দ্রণ) ৬.০০, শেষ লগ্ন (নাটক : দ্বিতীয় মর্দ্রণ) ২০.০০ ॥ পঙ্কুল নাচের ইতিকথা (সপ্তম মর্দ্রণ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫.৫০ ॥ রাজোয়ারা (ষষ্ঠ মর্দ্রণ) দেবেশ দাশ ৪.০০

নরবাধ ॥ ননোজ বসু

সম্পূর্ণ ভিন্ন ম্বাদের দুইটি বড় গল্পের গ্রন্থন নরবাধ। এক মৃত্যু থেকে অনন্ত মৃত্যুর মিছিল, রহস্য ও আত্মার হাহাকার যেমন নিপুণ তুলিল, স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ‘নরবাধ’ গল্পের অনাদিক তেমন শূন্যস্থিত এক বাস্য-প্রণয়ের কাহিনী বর্ণনার নবীনত্ব বিশ্লেষণভঙ্গির গভীরতায় চিরন্তন সাহিত্যের অখণ্ডায় অভিমুখ হয়েছে ‘মাধুর্য-এ’।

॥ চতুর্থ মর্দ্রণ : ২.০০ ॥

মানুষ নামক জন্তু ৩.০০ ॥ রক্তের বদলে রক্ত ২.৫০

জওহরলাল নেহরুর ভূমিকা সম্বলিত

দেবতাত্ত্বা
হিমালয়

প্রবোধকুমার সান্যালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মী

দ্বিতীয় খণ্ড ॥ সমা প্রকাশিত পঞ্চম মর্দ্রণ

॥ দাম : দশ টাকা ॥

প্রথম খণ্ড ॥ নবম মর্দ্রণ ॥ সাড়ে আট টাকা

এই গ্রন্থের সর্বত্র এমন একটি কাব্যময় সৌন্দর্যবোধের সম্ভার সম্ভব হয়েছে যা শূন্য ভ্রমণ-কাহিনী নয়, সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অত্যন্ত দুর্লভ। হিমালয়ের আহবান শূন্যে সাড়া দেবার সৌভাগ্য থেকে যিনি বাঞ্ছিত, এ-গ্রন্থ তাঁর সামনে রূপেচর্যময় এক অপার্থিব জগতের হৃদিশ দেবে। ‘দেবতাত্ত্বা হিমালয়ে’ লেখকের প্রবীণ শিল্পবুদ্ধির এক পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে।

• তাঁর অন্যান্য বই •

হাস্যবান, (তৃতীয় মর্দ্রণ) ৭.৫০ ॥ শ্রাব্যতম (ষষ্ঠ মর্দ্রণ) ২.০০ ॥

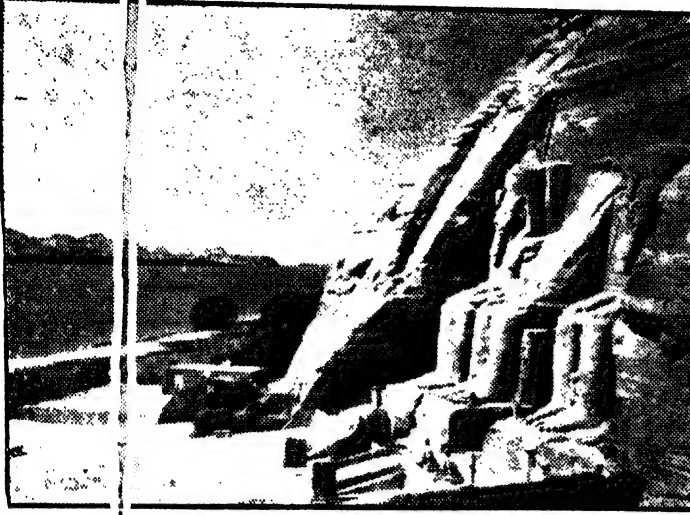
সাম্রাট (চতুর্থ মর্দ্রণ) ২.০০ ॥ বনহংসী (চতুর্থ মর্দ্রণ) ৪.৫০ ॥

কাদামাটির দুর্গ (দ্বিতীয় মর্দ্রণ) ৩.৫০ ॥ গল্প-সংগ্রহ ৪.০০

রমা রচনা

সৈয়দ মজতবা আলীর পঞ্চতন্ত্র, জলে ডাঙায় এবং ময়ূরকণ্ঠী প্রত্যেকটি ৩.৫০ ॥ জরাসন্ধের লৌহকপাট প্রথম পর্ব ৩.৫০, দ্বিতীয় পর্ব ৩.৫০, তৃতীয় পর্ব ৫.০০ ॥ নীলকণ্ঠের অদ্য ও প্রত্যাহ ৫.০০, হরেকরকমবা ২.৫০ ॥ আত্মা গোপাল হালদার ২.০০ ॥ যুদ্ধের ইয়োরোপ বিরুমানিত্য ৪.০০ ॥ হঠাৎ আলোর • বলকানি বুদ্ধদেব বসু ২.৫০ ॥ বইয়ের বদলে রক্ত ২.৫০ ॥ কথায় কথায় রূপদর্শী ৩.০০ ॥ ব্যান ও বন্যা শশিভূষণ দাশগুপ্ত ৩.০০

বেঙ্গল পারলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-বারো



মিশরে আওয়ান বাঁধের কাজ আরম্ভ হওয়ায় নীল নদের ধারে প্রাচীন মিশরের স্থাপত্য কালের বহু ঐশ্বর্য জলের নীচে ডুবে যাবার উপক্রম হয়েছে। ইউনেস্কোর পরিচালনাধীনে বিশেষজ্ঞরা এগুলি রক্ষার উপায় ভেবে দেখছেন। ছবিতে আবু সিমবেলের পাহাড় খোদাই করে তৈরী মন্দিরের অংশ—অনতিবিলম্বে রক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হলে যা দেশ ফিট জলের নীচে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা

বলে রিসিটি সই করতে নিয়ে গেল তার বাবার কাছ থেকে। পিয়ন অন্দরে অপেক্ষা করার সময় চারধারে দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলি দেখতে লাগল। পিকসো রিসিটি সই করে নিয়ে আসতে পিয়নটি একটি ছবি

মেয়েটির পিঠ চাপড়ে বললে: “বাঃ! আপনার মেয়েটিও ছবি আঁকে দেখছি!”

*

বাপ-মা বা বন্ধু পরিজন মারফত ঠিক করে দেওয়া নয়, পাত্রের নিজেই বিবাহের প্রস্তাব পাঠানোর বহু বিচিত্র উপায়ের কথা

। আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হবে ।

কবিতার কথা

অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ সরকার

এ গ্রন্থের প্রধান অভিপ্রায় কাব্যস্বরূপের যৌক্তিক বিশ্লেষণ। ভূমিকা ও প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা এই কাব্যস্বরূপ এবং বিষয়টির উপর দৃষ্টি রেখেই পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে কবিতার লক্ষ্য, রূপবৈচিত্র্য ও প্রকরণ আলোচিত হয়েছে। শেষ দুটি অধ্যায়ে যথাক্রমে কবিতার ইতিহাস ও বাঙলা কাব্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে ॥

মোট চার টাকা ॥

ইতিপূর্বে প্রকাশিত এই পর্যায়ের আরও চারখানি বই ।	
সাহিত্যের কথা । গুরুদাস ভট্টাচার্য । ৪.০০	
নাটকের কথা । অজিতকুমার ঘোষ । ৪.০০	
ছোটগল্পের কথা । রথীন্দ্রনাথ রায় । ৫.০০	
সমালোচনার কথা । অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । ৫.৫০	

। যন্ত্র স্থ ।

উপন্যাসের কথা । দেবীপদ ভট্টাচার্য

শিল্পতত্ত্বের কথা । সাধনকুমার ভট্টাচার্য

সদুপকাশ প্রাইভেট লিমিটেড । ৯ রায়বাগান স্ট্রীট । কলকাতা ৬

(সি-৭৬২)

শোনা যায়। কানাডার এক কৃষক পুত্র তার প্রতিবেশী এক কন্যার প্রেমে পড়ে। কিন্তু নিজের গিরে মেয়েটির সামনে হাজির হওয়া বা বিয়ের প্রস্তাব করায় তার বড় লজ্জা। কারো সাহায্যের একটা মতলব ঠাওরায় সে। ওদের ক্ষেত থেকে একটি শূকর মেয়েটির ক্ষেতে পাঠানোর কথা—ছেলেটি সেই শূকরের পিঠে তার প্রস্তাব লিখে পাঠালে। মেয়েটি সেই প্রস্তাবে তার সম্মতি জানায় এবং কামাস পর তাদের বিয়ে হয়ে যায়।

চমকপ্রদতায় ইংল্যান্ডের এক সার্কাস দলের এক মগজকীড়াবিদের উপায়ের বোধ হয় আর তুলনা হয় না। দলেরই একটি মেয়েকে সে ভালোবাসে ফেলে এবং একদিন দুজনে ট্রাপিজের খেলা দেখাবার সময় একশ' ফিট উর্ধ্বে মেয়েটির গোড়ালি ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় প্রস্তাব পেশ করে। মুচকি হেসে মেয়েটি তার সম্মতি জানায়।

লন্ডনের এক নামকরা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে সম্প্রতি একদিন সকালে তার ঘরে অধীরভাবে পায়চারি করতে দেখা যায়। কি যে ব্যাপার সেটা তিনি ছাড়া আর কারুর দ্বারা সুবাহা হবার নয়। ইতঃ তার মুখের চেহারা বললে গেল, বোঝা গেল যে—সমস্যা তার মন উদ্বেলিত তার একটা উপায় তিনি পেয়ে গিয়েছেন। ডেস্কের সামনে বসে ঘণ্টা টিপে সেক্রেটারীকে তিনি তলব করলেন। মেয়েটি ঘরে ঢুকতে তাকে সামনে বসবার ইঙ্গিত করে বললেন: “একটা অতি দরকারি চিঠি আছে, এখনি সেটা লিখতে হবে।”

মেয়েটি পেন্সিল নিয়ে প্রস্তুত হল। ভদ্রলোক বলে চললেন: “প্রিয় মহাশয়া, ঘটনাক্রমে আমরা পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে পড়ায়—” বলেই থেমে গেলেন। কি একটা ভেবে বললেন, “যাকে ভালবাসি তার কাছে অমন বাগাড়ম্বরপূর্ণ চিঠি লেখা বোধ হয় ঠিক হবে না, না?”

মনিবের প্রণয় সম্পর্কে অজ্ঞাত হতভম্ব সেক্রেটারী তার মনিবের কথায় সায় দিলে। ভদ্রলোক আবার বললেন লিখতে: “প্রিয়তমাসু, আমি তোমায় ভালবাসি, কিন্তু তোমাকে আমার সামনে পেয়ে সেকথা বলবার সাহস পাই না। এই চিঠি মারফৎ তোমাকে জানাতে চাই যে, আমি তোমার পার্শ্ব-প্রার্থী।”

বলতে বলতে সেক্রেটারীর অনুসন্ধিৎসু চোখের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক আবার থেমে গেলেন। বললেন, “ঐ পর্যন্তই টাইপ করে আন, বাকিটা আমি হাতে লিখ দেব।” “কি ঠিকানা লেখা হবে?” মেয়েটি প্রশ্ন করল। এর পর আর ভদ্রলোকের পক্ষে চেপে রাখা গেল না। সত্যি কথাটাই এবার বলতে হল। বললেন, “চিঠিখানা তোমার উদ্দেশ্যে

লেখা।" বলা বাহুল্য, মেয়েটি সঙ্গে
সঙ্গেই তার সম্মতি জ্ঞাপন করলে।

গত যুদ্ধের সময় এক সৈনিক তার ভাব
বদ্ধকে নিয়ে রেজিমেন্টের অফিসে উপস্থিত
হয় সঙ্গে কোন সাক্ষী না নিয়েই।
রেজিমেন্টের তার অফিসের বয়কে পঠিলেন
রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমে যে দুজনকে দেখতে
পাবে তাদের ডেকে আনায় জন্য। ছেলেটি
বেরিয়ে দু'মিনিটের মধ্যেই এক নৌবিভাগের
ক্যপ্টেন অফিসার এবং এক তরুণীকে পাকড়াও
করে নিয়ে এল। এদের দুজনের কারণে
সঙ্গে করার পরিচয়ও ছিল না। নির্ধারিত
বিবাহটি রেজিমেন্টী হওয়া কালে সাক্ষী
দুজন পরস্পরের দিকে লক্ষ্য করতে থাকে
এবং অনুষ্ঠান সমাপ্ত হতে নৌসৈনিক
ছেলেটি বলে অপর সাক্ষীকে, "আমাদেরও
বিয়ে হলো কেমন হয়?" মেয়েটি
তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যায় এবং তিনদিন
পরই ওদের বিয়ে হয়ে যায়।

এক ফরাসী ফ্রেটলের প্রধান পয়চক তার
প্রার্থিত মেয়েটিকে কোনভাবে বিয়ের
প্রস্তাব পাঠানো সংযোগ না পেয়ে বড় একটা
রোস্টকরা মুরগীর সঙ্গে তার লিপটি
পাঠায়। ডিনারে বসে মেয়েটি এই
প্রস্তাবের কথা জানতে পারে এবং সম্মতিও
দেয়।

রিও দা জানেরাতে আলোকচিত্রশিল্পী
জর্জ এন্থাস দা লিসা তার একটি দেড়
হাজার টাকা দামের সিংহ-চর্ম চুরি যাওয়ার
পুলিসের কাছে অভিযোগ সূত্রে বলে যে,
চামড়ার ওপর তার একটা আঁতের টিন
আছে করণ সিংহটি বেঁচে থাকতে তার
এক অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ভক্ষণ করেছে।

বিখ্যাত ইংরাজ লেখক জ্যাক লন্ডন
১৯৯০ সনে রশ-জাপান যুদ্ধের সংবাদ
সংবাদ্য করার জন্য কেরিয়াতে থাকাকালে
একদিন এক স্থানীয় পদস্থ ব্যক্তি তাঁর
ফোটো এসে জানায় যে, তাকে দেখবার
জন্য শহরের সব লোক এসে বাইরে জমায়েত
হয়েছে, তিনি যেন অনুগ্রহ করে একবার
বাইরে গিয়ে দাঁড়ান।

জ্যাক লন্ডন দ্ব্যভাবিকভাবেই বিস্মিত
হলেন প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে তাঁর
সাহিত্যিক খ্যাতি অতদূরে বিস্তৃত হয়েছে
মনে করে। জ্যাক তাড়াতাড়ি বাইরে এসে
দাঁড়ালেন। কিন্তু একটা পরেই জ্যাক ব্যস্ত
পারলেন যে, সমবেত জনমণ্ডলী অবশ্যই
চায় তিনি মুখ খোলেন, কিন্তু সেটা তাঁর
বক্তৃতা শোমনবার জন্য নয়। ওখানকার লোক
জানতে পারে যে, জ্যাক দু' পাণ্ডি কঠিন দাঁত
লাগিয়ে এসেছেন এবং পশ্চাত্তর এই
অভিনব আবিষ্কারটি দেখবার জন্যই
তাদের জটলা।

প্রকাশিত হল

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, পটভূমিকার নতুন
এবং ভাষাগাভীষের সম্পূর্ণ বিদগ্ধ
লেখক শচীন্দ্রনাথ ছোটগঙ্গের ক্ষেত্রে এক
বিশিষ্ট স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।
নীলাঞ্জনছায়া'র গল্পে নতুনই এঁর
একমাত্র আশ্চর্য দিক নয়, রসমাধুর্য
এবং প্রগাঢ় জীবন বোধের সঙ্গে মিশে
আছে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার
প্রকাশ। মানব-মানব চিরন্তন সঞ্জারী
সম্পদ নিয়ে লেখক গড়ে তুলেছেন এক
বিত্তর আলাছারায় জগৎ যা দূরে
কেমাল, দূরে মধুর, আশ্বাসে বলিষ্ঠ।

এ যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অতি মধুর রোমান্টিক গল্পসংগ্রহ

নীলাঞ্জনছায়া

উজ্জ্বল প্রচ্ছদ। দাম ৩.০০

রাধা (৫র্থ সং)	৥	তারামণ্ডকর বন্দ্যোপাধ্যায়	৥ ৭.০০
আগম প্রিয় (৫র্থ সং)	৥	রমাপদ চৌধুরী	৥ ৩.০০
বধুবরণ (২য় সং)	৥	শৈলজানন্দ মূখোপাধ্যায়	৥ ২.৭৫
তৃষ্ণা (২য় সং)	৥	সমরেশ বসু	৥ ৩.০০
রূপসাগর (২য় সং)	৥	সুবোধ ঘোষ	৥ ৪.৫০
আবার ফাঁস হল (২য় সং)	৥	মনোজ বসু	৥ ৩.৫০
ধূপছায়া (৬ষ্ঠ সং)	৥	সৈয়দ মজতবা আলী	৥ ৪.০০
কলিতার্থ কালঘাঁ (৭ম সং)	৥	অবধূত	৥ ৪.০০
অনুবৎন	৥	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৥ ৫.০০
প্ররমায়ু	৥	সন্তোষকুমার ঘোষ	৥ ৩.৫০

দুটি চোখ দুটি মন	৥	রমাপদ চৌধুরী	৥ ৪.৫০
আকাশলিপি	৥	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৥ ৪.০০
ইষ্টকটুম	৥	লীলা মহলনদার	৥ ৩.৫০
মন মানে না	৥	গৌরীকিশোর ঘোষ	৥ ৩.৭৫
একান্ত আপন	৥	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৥ ৪.০০
কথাকাল	৥	রমাপদ চৌধুরী	৥ ৩.০০
শুকসংখ্যা	৥	সরোজকুমার বারচৌধুরী	৥ ৫.০০
মুখের রেখা	৥	সন্তোষকুমার ঘোষ	৥ ৫.০০
জনপদবধু (২য় সং)	৥	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৥ ৪.৫০
পলাশের নেশা (৩য় সং)	৥	সুবোধ ঘোষ	৥ ৩.০০
বনভূমি (২য় সং)	৥	বিমল কর	৥ ৩.০০
দম্ব গধুর (৪র্থ সং)	৥	মজতবা আলী ও রঞ্জন	৥ ৩.৫০
অপরূপা	৥	শৈলজানন্দ মূখোপাধ্যায়	৥ ৪.০০

প্রকাশক অণেকায়

প্রবোধকুমার সান্যালের

উচ্চ পদায় বঙ্গা বীজী সংসদ নতন উপন্যাস

আনিসাক্ষী

বরণীয় লেখকের



তিলেনী প্রকাশনে

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

স্বরণীয় গ্রন্থের প্রতীক

কলিকাতা-১২

আলোচনা

॥ শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্র জয়ন্তী স্মৃতিকথা ॥

সাবিনয় নিবেদন,

গত একত্রিশে অক্টোবর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅমল হোম লিখিত 'শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্র জয়ন্তী স্মৃতিকথা' শীর্ষক প্রবন্ধটি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম। শ্রীহোম প্রবন্ধটিতে যে 'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন (পৃষ্ঠা ৯০১, দ্বিতীয় সারি দ্রষ্টব্য), সেই গ্রন্থটি সৌভাগ্যবশত আমার নিকটে আছে। ঐ পুস্তকটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। উহার ভূমিকায় লিখিত আছে, 'শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসিগণ কবির কাব্যালোচনার উদ্দেশ্যে গ্রীষ্মকৃষ্ণিতমোহন সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র-পরিচয় সভা গঠন করেন এবং কবির জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বাংলা দেশের বিশিষ্ট লেখক-দের রচনা সংগ্রহ আরম্ভ করেন। সংগ্রহের কাজ কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর বিশ্ব-ভারতীর উপর তাহা সম্পূর্ণ করা এবং প্রকাশের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শেষ কয়েক মাস যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বিশ্ব-ভারতী যে রচনাগুলি বঙ্গবর্গীর অগ্ণয়ে চয়ন করিয়াছেন, জয়ন্তী উৎসবের শুভ দিবসে অন্য তাহা কবির চরণে নিবেদন করিয়া সার্থক হইলাম।'

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' নামক একটি প্রবন্ধও উহাতে সংকলিত হইয়াছে। তাহা হইতে এক পংক্তি তুলিয়া দিলাম—'আমরা সময়েত হইছি বৃন্দ কবিকে শ্রদ্ধার অর্থ নিবেদন করে দিতে, তাঁকে সহজভাবে বলতে—কবি, তুমি অনেক দিয়েচো, এই দীর্ঘকালে তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েছি। সুন্দর, সবল, সর্বসিদ্ধিদায়িনী ভাষা দিয়েচো তুমি, দিয়েচো বিচিত্র জন্মবন্দন কাব্য, দিয়েচো অপরূপ সাহিত্য, দিয়েচো জগতের কাছে বাঙালার ভাষা ও ভাব-সম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েচো বা সকলের বড়—আমাদের মনকে দিয়েচো তুমি বড় করে।'

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে অনেক আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু 'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থটি সকল দিক দিয়াই অনন্য। ইহা একটি মলাবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহাতে জগদীশচন্দ্র বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি তৎকালীন অনেক দেশবরেণ্য-দের প্রাথমিক সংকলন করা হইয়াছে।

আগামী শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যদি ঐ গ্রন্থটি 'বিশ্বভারতী' বা অন্য কোনো প্রকাশক পুনরায় প্রকাশ করেন, তবে বাংলা সাহিত্যে একটি অমূল্য সংযোজন করা হইবে। নমস্কারান্তে, সুশান্ত লাহিড়ী, নতুন দিল্লি—৩।

শঙ্খ মার্কাই

শ্রেষ্ঠ চিরঞ্জী

যশোর কুমু ইণ্ডাস্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

রূপ
প্রসাধনে*

নূতন
অবদান



বসন্ত
মালতীর
ব্যবহারে ত্বক্
মৃদু ও
কোমল হয়।

বসন্ত
মালতী

সি.কে.সেন এন্ড কোং
প্রাইভেট লিমিটেড
জবাকুহু হাউস
কলিকাতা-১২

KALPANA B.M.IIB

নিজে হাওয়ায় খুঁজি

শ্রীঅর্শীন্দ্র চৌধুরী

(৪)

মন রাখতে হবে, তখন আমার নন্দন বছর বয়েস। থিয়েটার দেখতে এসে বসলাম গিয়ে মেয়েদের সীটে। মনে হল যেন, পাঁচ। সামনের দিক, যেখানটা দিয়ে থিয়েটারের নাটক দেখা, সেটা একেবারে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। শূন্য কি জাল? তার সামনে আবার ঘন করে চিক ফেলা। থিয়েটার-হলের শাখাখান ওপরের ভেদ থেকে একটা শব্দ বুললে, তার জেরালা আলো পড়েছে চারিদিকে ছড়িয়ে। কিন্তু, কতটুকু আর দেখব? সেই লোহজালা আর চিক ভেদ করে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। যেটুকু দেখা যায়, তা থেকে বুঝতে পারছি নীচটা একেবারে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। সামনে, সারা মণ্ড জুড়ে মসত 'ড্রপ' ফেলা আছে, তাতে ছবি আঁকা। বিরাট ছবি। কী যে ছবি, আজ তা অবশ্য ঠিক মনে করতে পারছি না।

চিকের আড়াল থেকে সব কিছু দেখবার চেষ্টা করছি, মনে জাগছে নানান কৌতু-হল, কিন্তু সেই আলোকে উদ্ভাসিত বিচিত্র পরিবেশ আর জনসমাগম লক্ষ্য করে যাকে কোনো প্রশ্ন করতেও যাচ্ছ ভুল, একেবারে বোকা হয়ে বসে আছি বলা চলে। নীচে থেকে অনবরতই একটা শব্দ কানে ভেসে আসছে, 'পান-বিড়-সিগারেট! আঁই, পান-বিড় সিগারেট!'

এমন সময়, যেমন করে আমাদের স্কুলের পেটাঘড়িতে ঘণ্টা বাজে ঠিক তেমন করে কোথা থেকে যেন একটা ঘণ্টা বেজে উঠল, ঢং-ঢং-ঢং! ... 'পান-বিড়-সিগারেট!—তখনো চলেছে কিন্তু।

আবার বাজল ঘণ্টা, ঢং-ঢং করে। শব্দ হলো কনসার্ট! এটা আমার কাছে তেমন নতুন লাগেনি, কারণ আগেই বলেছি বাড়িতে শব্দে শব্দে পাড়ার কনসার্ট-বাজনা শোনা আমার অভ্যাস ছিল। সুরটাও নতুন নয়, ঠিক এমনি ধরনের সুরই যেন শুন-ছিলাম, মনে হল।

কনসার্ট একসময় থেমে গেল। আবার একটা ঘণ্টা পড়ল, ঢং-ঢং-ঢং!

এইবার দেখলাম, মাঝখানে যে বাড়টা বসেছিল, সেটা ক্রমশ ওপরে উঠে গেল। আর, সেটা উঠে যেতেই, আলো গেল একে-

বারে করে। কিন্তু, আজ চিন্তা করে এটুকু বুঝতে পারছি, তখনকার দিনে অডি-টোরিয়াম একেবারে অশঙ্ক্য করে দিত না, মন্দ একটা আলোর আভা থেকে যেত। কি-রা ততক্ষণে তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে চোখের সামনে-কার চিকগুলি গুটিয়ে তুলে দিল। রইল শূন্য জাল। সেই জালের আড়াল থেকে নবই দেখি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে!

ওদিকে ঘণ্টার সংগে সংগে দ্বিতীয়বার কনসার্ট শুরুর হয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখি, তখনো লোক আসছে।

অবশেষে থামল কনসার্ট। আর, সামনে-কার সেই বিরাট ছবিওলা 'ড্রপ'টি আস্তে আস্তে গুটিয়ে গুটিয়ে উঠতে লাগল ওপরে। দিসম্যাবিলিট দৃষ্টি চোখ মেলে দেখলাম, বড়লোকদের বাড়ির ঘরের মতই একখানি নুসঙ্গিত ঘরের ছবি উজ্জল

আলোর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেরকম উজ্জল দৃশ্য ইতিপূর্বে দেখিনি। কত গাড়ি রঙ যে চোখের সামনে অলমল করতে লাগল তা বলায় নয়। রামধনু রঙের রঙীন পোস্টার ও হ্যান্ডবিল তখন থিয়েটার থেকে ছাড়া হত, মনে হত যেন বড় বড় হরফের অক্ষরের ওপর দিয়ে রঙের ঢেউ খেলে যাচ্ছে! আজ যেন সেই রঙেরই প্রতি-ফলন দেখলাম ঘরের দৃশ্য! সংগে সংগে এ-ও মনে হল, এত আলো যাত্রাতেও দেখিনি। তখনকার দিনে সাধারণত বৃষ্-বারের অভিনয়-বিজ্ঞাপিত নানা কাগজে কালো অক্ষর ছাপা হত, কিন্তু শনি-রবিবারের পোস্টার-হ্যান্ডবিল ছিল রঙ-রঙ-রঙ-করা!

সেই উজ্জল ঘরের দিকে দৃষ্টি নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে আছি, আর দেখছি মেয়েরা কথা কইছে, এমন সময় অস্তরাল থেকে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রবেশ করলেন গিরীশচন্দ্র। 'গিরীশচন্দ্র ঘোষ' নামটা হ্যান্ডবিল-পল্যকার্ড থেকেই বানান করে পড়ে পড়ে জেনে গিয়েছিল। কিন্তু নামের মতিমতি জানা ছিল না। মহিলা দর্শকদের মধ্য থেকে কারেকজন একসঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন,—ইনি গিরীশবাবু!

গিরীশবাবু! মানে, গিরীশচন্দ্র ঘোষ!



৬৫৫৫৫৫

ইন্ডিয়ান মিলি শাউন্স

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা



মনে হল, এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকলেন না, যেন প্রবেশ করলেন। এই ব্যক্তির সঙ্গে যেন 'প্রবেশ' শব্দটাই খাপ খায়। সেদিন এতটা ব্যর্থতার কথা নয়, স্মৃতিপটে আঁকা সেদিনকার এই দৃশ্যটিকে আজ আবার দেখতে গিয়ে এই মহিমার ভাবটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে অন্তরের তটভূমিকাতে! মনে হচ্ছে, নাট্যকাররা চরিত্রকে মধ্যে আনবার প্রাক্কালে যে চ্যালেঞ্জকে অমূকের 'প্রবেশ' কথাটা লিখে রাখেন 'অমূকের ঢোকা বা অমূক ঢুকলেন'-এর বদলে, তার ভাবপরিবর্তন হয়ে এই-ই! 'ঢোকা' বা 'ঢুকলেন'-এর মধ্যে যেন একটা হীনতা আছে, 'প্রবেশ'-এর সঙ্গে

মিশে আছে একটা মার্জেস্টিক ভাব। এই ভাবের সঙ্গে সবসময়ই যে একটা রাজসিকতা মিলিয়ে থাকবে, এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু চরিত্র অনুযায়ী অনু-প্রবেশের একটা দ্যোতনা আছে।

বাই হোক, গিরীশচন্দ্রের মণ্ড-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সব যেন নিমেষে স্থির হয়ে গেল। আর ঐ স্থিরতা বোধইয় সংক্রামক। শিশুদের এসব বোকবার কথা নয়, কিন্তু আশ্চর্য্য, তারাও স্থির হয়ে যেত। দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হয়ে যাচ্ছে, শিশুরাও চূপ করে আছে। যদি কোনো শিশু দৈবাৎ অসুবিধার সৃষ্টি করে

কেন্দ্রে উঠত, নীচে থেকে নানান দৃশ্যব্যব উঠত শিশু ও তাদের মায়ের লক্ষ্য করে। বড় হয়ে পরবর্তী কালে যখন নিজ মঞ্চে দাঁড়িয়েছি, তখনো লক্ষ্য করছি দর্শক-মণ্ডলীর একাংশের এই অশোভনতা। অথচ, শিশু কেন্দ্রে উঠতেই, অথবা দৃশ্য যখন ঘনীভূত হয়েছে, তখন কাঁদবার উপক্রম করতেই, কি তাকে তাড়াতাড়ি কোল করে বাইরে নিয়ে গেছে।

গিরীশচন্দ্রের অভিনয়কে সেদিন অভিনয় বলেই মনে হয় নি। অন্য লোক যখন মঞ্চে অভিনয় করছে লোকেরা তখনো কোথাও-কোথাও মৃদু গুঞ্জন করেছে; কিন্তু উনি সেই এলেন, আমি সব গুঞ্জন মুহূর্তেই গেল মস্তক হয়ে। এই সত্যতার যে একটা রূপ আছে, সেটা আজ বুঝি, তখন বুঝি নি।—কিন্তু তার স্পর্শ থেকে সেদিন আমি দৃষ্টি হই নি। ঐ চলাফেরা, ঐ রাশভারী ভাব, ঐ গম্ভীর কন্ঠস্বর,—কেনন যেন একটা অশ্রুত ভীতির সম্মুখ করছিল মনে। আমি মায়ের কোলের কাছে জড়িয়ে পড়ে ছিলাম। সেই সন্ধ্যা অভিনয় ব্যর্থতার ক্ষমতা ঐ রকম আমার থাকার কথা নয়, কিন্তু শেষের দিকে যখন খালি গায়ে ছেঁড়া কাপড়ে এসে মঞ্চে দাঁড়িয়েছেন, বলছেন 'প্রফুল্ল' নাটকের শেষের সংলাপ—'আমার সাজখানা বাগান শক্তিরে গেছে!—তখন মনে হচ্ছিল, সত্য সত্যেই কখনোই বলছেন উনি 'হুত' সত্য হয়ে এসে 'তা মানবের মনে লাগছে না! মানবের মনের ভিতরটা কৃষি প্রকৃতির। গমের গমের চৈয়ভ! আমার দেশ মনে আছে, বাড়িতে ফিরে আসবার পর দু'দিন দিন যাবে কেনন যেন একটা ভাবের আচ্ছন্ন হয়ে আছে ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করতে পারছি না! মনে হচ্ছিল, সেই যে 'আমার সাজখানা বাগান শক্তিরে গেছে' শব্দে সমস্ত দর্শক নীরবে ফাঁপিয়ে ফাঁপিয়ে কাঁদছিল সেবে এলেন, সেই কাহ্না বুঝি আমার ভিতরের সবগুলি তন্ত্রী মধো তখনো ক্রমাগত শব্দে চলেছে, তার আর বিরাম নেই! আজ মনে হয়, অনুভূতি ব্যাপারটাই বুঝি এই! আট সেখানে বুদ্ধির অস্তিত্ব করে অনুভূতির ক্ষেত্রে এসে পৌঁছয় সেখানে সে বলাক যুব বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাইই মনে জাগিয়ে তোলে সমান তরঙ্গ! আটের জর বুঝি সেখানেই!

বাড়িতে কিন্তু থিয়েটার দেখার ব্যাপার নিয়ে চপচাপ থাকবার উপায় নেই। জীবনের প্রথম থিয়েটার দেখার লগ্নে কাকে সর্বপ্রথম দেখলাম—না, গিরীশচন্দ্র। সমস্ত থিয়েটারের মর্মবিশদটিকে যেন প্রদর্শন করে এসেছে! আর যায় কেথায়, অগ্নিরে সেন ইন্দ্র নিকপ্ত হস্ত। নেশা লাগল থিয়েটারের। আরও থিয়েটার দেখা যায় না? আমার তখনকার থিয়েটারপাগল বন্দু ছিল



দীর্ঘ, কৃষ্ণ ও
উজ্জ্বল
কেশবাশির জন্ম...

এরাসমিক
পারফিউমড
কোকোনাট হেয়ার অয়েল

এখন এই শুন আকর্ষণীয় বোতলে।
হুই রকম অমল তৃপ্ত
গোলাপ ও যুই

ERASMIC COCONUT HAIR OIL

জিতেন মুখোপাধ্যায় বলে একটি ছেলে।
স্বর্গত অভিনেতা। ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়কে
আশা করি পাঠক-পাঠিকারা মনে রেখেছেন,
জিতেন ছিল তাঁরই মাসভৃত্যে ভাই।

জিতেন এসে বললে, 'কেমন দেখালি বল
দেখি?'

পরম উৎসাহে তাকে সব বর্ণনা দিতে
চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে-ই ত আমার
একমাত্র শ্রোতা নয়, আরও একজন বিচিত্র
শ্রোতা যে ছিল আমার বান্ধুতেই। জিতেন
থিয়েটার জিনিসটা বোঝে, কিন্তু সে ত
সঠিক বোঝে না। তাকে ঠিক মনের মতো
করে বোঝাই কী করে? তার যে শতের
প্রশ্ন! আমি আমাদের সেই রস-পাগল
তারাপদের কথা বলছি। আমাকে বৈঠক
খানার প্রান্তে টেনে এনে চুপি চুপি প্রশ্ন
করল, 'কামনা দেখালে গো খোতানোকে?'
সামান্য উত্তর দিলাম।

সে বললে, 'কতটা কেমন হলো? একটু
দিয়ে দেখাও দেখি।'

একবার ভাবি 'আমার সাজানো'। কাগজ
শব্দকল্পে 'গেলান্টা' এক একটি দেখাই গানের
জামা খুলে দাঁতটা সেইরকম করে পরে।
কিন্তু পরমহর্ষে সেই ভাবগম্ভীর স্মিতির
দৃষ্টিমগ্নতা মুহূর্তেই মনে পড়তেই সত্য
হয়ে উঠতাম। তারপরে আর কিছু
দেখানো হত না। তারপরে কেন, কেন-
দিনই কাউকে দেখাতে পারি নি। এইখানে
বলি 'কথি', উত্তরকালে আমি নিজেকে
অভিনেতা হিসেবে সঙ্গীত পেলাম তখন বহু
কথা এবং বহু মণ্ডল-কবিতার অমূল্য
'প্রাণের যোগেশ' করতে বসেছিলাম, আমি
অন্য ভূমিকা 'কামনা-রমণ' করেছি, কিন্তু
'যোগেশ' করতে গেলেই সেই প্রথম সিন্ধুর
স্বপ্ন দেখা গিরিচন্দ্রের 'যোগেশ' মনে
পড়ে যেত, আমার নিজের আর অন্য
'যোগেশ' করার সাধ হত না, চিত্তে এমনই
চিরশ্রাব্য ভাপ পড়ে গিরিচন্দ্র সেই
যোগেশের।

থিয়েটার দেখার আগ্রহ কিন্তু উত্তরাধর
বোধে গেছে। দিন যায়, বছর আসে।
আরও থিয়েটার দেখার সুযোগ পেলাম।
মায়ের সংগেই। ক্রাসিকে দেখলাম
বিলম্বাগল। আমার নত মশায় 'বিলম্বাগল'
হয়েছিলেন। স্টারে দেখলাম 'কায়ো-
প্রসাদ বিদ্যাবিনোদে গীতিনাট্য' 'বৈদ্যের।'
ক্রাসিকে "অঙ্গীকার"ও দেখলাম, পার
"পাণ্ডবগৌরব"ও দেখলাম। "পাণ্ডব-
গৌরব"-এ অমরবাবু ভীম, কুমারকুমারী
দুর্গা। কিন্তু, তারপরেই পড়ল থিয়েটার
দেখার বর্ষনিকা। পড়াশুনার চাপ বেড়েছে
আর থিয়েটার দেখা নয়। তবু কি দেশের
যোর কাটল? আমার পড়াশুনার যে
ডেস্ক-টপের উপর ছিল 'হাব ওপারের ওলাউ'
চাল, সেই চাল, ডালার নীচে থাকত বই।
বেশ বড়ো ছিল সেই আমার রিডিং ডেস্কটা।

বিদ্যোদয়ের বই

কপিল ভট্টাচার্য

বাংলা দেশের নদ-নদী ও পরিবহন

কলিকাতা বন্দরের অর্থ, আর কলিকাতা ও বন্য কি যোগ্য গ্রাম
করেন পূর্ব-ভারতের প্রাণকেন্দ্র। অনাবৃষ্টি ও অতিবন্যার সংকটে প্রত্যক্ষ সামগ্রিক
বিলুপ্তি বাঙালীর জাগতিক, না, দামোদর ও অন্যান্য নদ-নদী পরিবহনকারী
কল। তবে কোন পথে বাঙালীর পুনরুজ্জীবন? এই যোগ্যজ্ঞানের জবাব, বাংলা
দেশের পুনরুজ্জীবনের অনন্য পথনির্দেশ রয়েছে এই গ্রন্থে স্মারিতমূলক বিবরণ পরি-
বহনের মাধ্যমে। পুনর্নির্মাণ দ্বিতীয় সংস্করণ। ১০৫০

প্রফুল্ল চক্রবর্তী

শ্রীমন্মলকুমার বসু

মানব-বিকাশের ধারা

পরিব্রাজকের ডায়েরী

১২০০

১০৫০

কানাই দামস্ত

চিত্রদর্শন

শিল্পের প্রাণকেন্দ্রের স্বরূপ ও ভারতীয় শিল্পকলায় ইতিহাস বিবরণ
কবির সেই পটভূমিতে সার্থী গ্রন্থকার জ্যোতির্বিদ্যায় রবীন্দ্রনাথ গগনেশ্বরনাথ
অবলম্বনাথ ও নন্দলালের শিল্পকলায় বিদ্যালোচনা করিয়েছেন। তাঁহার
বিষয়-মতামত ও আলোচনার সমাপ্তির প্রামাণিকতা এবং প্রাঞ্জল স্নিপিকুলতা
কাহারো নজর এড়াইবে না। পুনরায় অপরূপ পূর্ণ-পূর্ণ একরঙা ও বহু-
রঙা ভবিষ্যতে এমন এক অমূল্য চিত্রশিল্পের রূপ নিচ্ছে, হাজার পাশে দাঁড়ি
কবিতার মতো শিল্পের কোন কাগজ কবির কথা অতি-পড়ারও সহস্র মনে
পড়বে না। সম্পাদকীয় : যোগেশ্বর ২৩।১২।৫১ ২৫০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

অমরেন্দ্র ঘোষ

মধুমিতা

নাগিনী মিত্র

৬০০

৬০০

সুশীল জনক

প্রবাল রায়চৌধুরী

স্বর্গপ্রাস

তাপসী

৬০৫

৬০০

সরোজকুমার

রায়চৌধুরী

ময়ূরাক্ষী

গহকপোতী

৬০০

৬০০

বিজ্ঞানী স্বর্ষি জগদীশচন্দ্র ॥ সপ্তকোষ রায় ১০০০
পরিভাষা কোষ ॥ বগেন্দ্রনাথ মিত্র ৭০০
শতাব্দীর শিশু সাহিত্য ॥ কীর্ত্তিমোহন চৌধুরী ১২০০
মহাভারত ॥ শতরঙ্গ পুঁতি সংকলন ৬০০

সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ॥ ডাঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য ৬০৫০
দুরন্ত নদী [অনুবাদ] ॥ আনা লাইস স্ট্রং ১০৫০
চলমান জীবন [১ম] ॥ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ৫০০
পথে প্রান্তরে [২য়] ॥ বেদাইন ১০০০
বস্তুরা ॥ প্রবাল রায়চৌধুরী ৫০০

সত্যলিন যুগ [অনুবাদ] ॥ আনা লাইস স্ট্রং ৩০২৫
বন্য শিল্প-দর্শন ॥ ভক্তচরণ ভট্টাচার্য ৫০০০



বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

সেইখানে বসে বসে অবসর সময়ে লুক্কিয়ে লুক্কিয়ে সব নাটক পড়তাম। নাটক এনে দেবার বন্দু ছিল ঐ জিতেন। একবার, তখন বোধ হয় থার্ড ক্লাসে পড়ি। জিতেন বলল, 'এত ত পড়িল, এবার একখানা লিখে ফেল না।'

—কী লিখব?

—নাটক।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। নাটক লিখব? ও বলছে কী! নাটক লেখা কি সহজ কথা! ও ছাড়ত না, আবার এসে উত্তেজিত করত। বলত, লেখ না?

শেষ পর্যন্ত ওর প্ররোচনায় নাটক

লিখেছিলাম, একখানা নয়, দু'খানা, এক-খানা সামাজিক, অপরখানা ঐতিহাসিক। কিন্তু সে যে কী ধরনের নাটক, কীভাবে লিখেছিলাম, কী হয়েছিল তার পরিণাম, তা এখন না বলে বলব একটু পরে। কারণ স্মৃতির গ্রন্থি মোচন করতে করতে আনমনে এমন এক যায়গায় এসে পড়েছি, যেখানে দেখছি, নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। অনেক কথা বলা হয় নি, অনেক ছবি আঁকাও হয় নি, যা না বললে, যা না আঁকলে কারুর কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু আমার মন তৃপ্ত হবে না। বার বার নিজেকে হারিয়ে ফেলি, তবু বার বার খুঁজতে হয় নিজেকে!—নিজের সেই রঙীন শৈশবকে আবার তাহলে খুঁজে

আনি, খুঁজে এনে দাঁড় করাই চিত্তের সামনে।

ফিরে চলে যাই আরও বালক বয়সে। ১৯০৫ সালের কথা। আশ্বিন মাসে রাখীবন্ধন হল। বগুড়ায় আন্দোলনের পরিবেশ। বাঙালীর ঘরে সেদিন উনুন আগুন জ্বলেনি। অরম্ভন। রবীন্দ্রনাথ গান লিখলেনঃ—

বাঙলার বায়ু বাঙলার জল

বাঙলার মাটি বাঙলার ফল

এক হউক এক হউক এক হউক

হে ভগবান!

ছেলে-বুড়ো সবাই গান করছে—দলে দলে ভাগ হয়ে। কখনো বা বড়দের কেউ কেউ গান করছে, বন্দেমাতরম। গান গাইছে বড়রা, কিন্তু বলবার উপায় ছিল না সহজে। যদি কেউ চেঁচিয়ে উঠল, বন্দেমাতরম! অমনি আবার অনেকে সমস্তত হয়ে উঠল। হিন্দুস্থানীরা ঠাট্টা করে বলত, 'বাঙালীর মাথাগেরম।'

সভা-চলি হলে যাবার হুকুম ছিল না; কিন্তু হেঁটে হেঁটে গিয়ে যে দু'একবার না শুনোছি, এমনও নয়। এতদূর হেঁটেছি যে, একেবারে সাক্ষীর রোডের ওপরকার গ্রীষ্মার পার্ক পর্যন্ত চলে গেছি। এখনে বলে রাখি, তখনকার দিনে গড়ের মাঠে কোনো সভা-চলি হত না। গড়ের মাঠে তখন গেরা সোলজাররা বেড়িয়ে বেড়াত। সন্ধ্যার দিকে একা-একা গড়ের মাঠের দিক যাওয়া তখনকার দিনে একটা ভয়রই কথা ছিল বলা যায়।

যাই হোক, আশ্বিন মাসে বগুড়ায় আন্দোলনের চিহ্নিত দিবসে স্কুলে গেলে শব্দ পায়ে জুতো না পরে, আর গায়ে চাদর জড়িয়ে। আমাদের মঞ্চকার প্রথম ছেলেটিকে মাস্টার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?'

—মাতৃবিয়োগ হয়েছে।

উত্তরের তাৎপর্য প্রথমটায় তিনি বুঝতে পারেন নি। পরে, অন্যদের প্রস্তুত করে তবে বুঝলেন। অবশ্য কিছু বলেন নি।

টিফিন বেরিয়ে পড়লাম সভায় যাবার জন্য সদলবলে। তখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সম্মা' কাগজ বেরুত প্রতি সম্মায়া। সেই কাগজ ক'জনে মিলে পড়তুম আসাধারণ আগ্রহে। রাখীবন্ধনের দিনে কী-কী করতে হবে, 'সম্মা'তেই তার নির্দেশ ছিল। সেই নির্দেশ এই রকমঃ স্কুলে খালি পায়ে যেতে হবে শব্দ চাদর মাত্র গায়ে দিয়ে, জিজ্ঞাসিত হলে বলতে হবে, 'মাতৃবিয়োগ' হয়েছে। একথা অন্য কেউ শেখায়নি, শিখিয়েছিল 'সম্মা'। বিলাতী কাপড় তখন বড়দের পাল্লা। পার্কের কোণে কোণে, কোথাও-বা গুলির ধারে ধারে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্লাগাত গুস্তকাবলী—

—জাতীয় জ্ঞানভান্ডার—

জাতির উন্নতিকল্পে উৎসর্গিত শ্রীমহেন্দ্রনাথের অন্তিমার্থী সাধনার এই জ্ঞানভান্ডার কেবলমাত্র ভক্তি বা প্রশংসার বস্তু নয় — বস্তুত ধ্যানী, দার্শনিক, স্থপতি, সমাজবিজ্ঞানী, কল্যাণ ও শিক্ষাবিদগণ ইহা হইতে কত যে নতুন তথ্য কার্যকরী ব্যবহারিক উপকার দোহন করিতে পারেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

হিমালয়মন্ডল

- ১। মাম্যবতীর পথে ৩য় সংস্করণ ১,
- ২। বদরিনারায়ণের পথে ২-২৫ ন. প.

1. Energy, Re. 1.25 2. Mind, 3. Natural Religion Each Re. 1/-
4. Mentation Rs. 2/-, 5. Theory of Vibration Rs. 2/-
6. Formation of the Earth 2/-
7. Triangle of love 1.50

রাষ্ট্র পরিচিন্তন

1. National Wealth 5.50
2. Federated Asia 4.50
3. Lectures on Education 1.25
4. Homocentric Civilization 1.50
5. Lectures on Status of Toilers 2/-
6. Nation 2/-
7. New Asia Rs. 1/-
8. Temples and Religious Endowments .50

প্লামপতো মনোবিজ্ঞান

1. Principles of Architecture 2.50.

বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ

বাংলা ভাষার প্রধাবন

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি

৩নং গৌরমোহন মার্কারি স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
(জাতীয় স্বার্থে দেশবন্দু হোসিয়ারী ফাউন্ডারী স্বাধিকারী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মথোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রকাশিত)

পশু মনোবিজ্ঞান

পশুজাতীর মনোবৃত্তি ৭৫
জীবনী-চিত্রন বা অনুধ্যান

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান ৩-৫০

২য় সংস্করণ

২। তাপস লাটুমহারাজের অনুধ্যান

২-৫০

৩। গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান ৫,

ঘটনাবলী বা Annals

১। শ্রীমং বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের

ঘটনাবলী—১ম ও ২য় খণ্ড—

২য় সংস্করণ—একত্রে ৩।৫০

২। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—১ম ও

২য় খণ্ড—২য় সংস্করণ—একত্রে ৫-৫০

৩। কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ ২,

২য় সংস্করণ

৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী

১-২৫

বৈষ্ণবদর্শন

নিত্য ও লীলা ১-৫০

শিল্পাচার্য শ্রীমন্দলাল বসু মহাশয় বসেন,

"পূর্ণদর্শন শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের

লেখা পুস্তক সকল বাংলা সাহিত্যের

অমূল্য সম্পদ।—শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান,

ঐতিহাস, অর্থনীতি, সাম্প্রদায়িকবন্ধন ও

সংগঠনের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ও তাঁহার

ভক্তসম্প্রদায়ের জীবনীর উপর লেখা তাহার

গভীর আলোচনামূলক পুস্তক আছে।

ভারতবাসী সকলের ঐ সব আদর্শ

পুস্তক হিসেবে গণ্য হইবে।"

× × × মহেন্দ্রনাথ দত্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান,

দর্শন ও অধ্যাত্ম জীবনের সাধনা

করিয়াছেন, তাহা জাতীয় সম্পদ × × ×

—'দুগান্তর'

অশ্লীল জলছে, বিলাতী কাপড়-
পোড়ানোর ধুম পড়ে গেছে।

শুধু বিলাতী কাপড় বর্জন কেন,
বিলাতী জিনিস পর্যন্ত। সাহেবরা কিন্ত
বিলাতী দেশলাই পালতোলা জাহাজ
মার্কী। আমরা কিনতুম সুইডেনের দেশলাই
—দোয়ানী মার্কী পরসায় দটো। দোয়ানী
মানে, সিলভার দোয়ানী, গোল, ছোট।

সেটাও বরকট করা হল। এল জাপানী
দেশলাই—হাতি মার্কী, পরসায় তিনটে।
বিলাতী দেশলাই ছিল চার পরসায় একটা।
তুলনায় দামী বলতে হবে বই কি!

দেশলাই-এর মার্কীগুলির কথা এত
মনে করে বলতে পারছি এই জন্য যে,
সে সময় দেশলাই-এর বিভিন্ন ছবি
সংগ্রহ করার একটা ব্যতিক ছিল আমাদের
মধ্যে, জানি না, এখনকার ছেলেদের মধ্যে
সেটা আছে কি না।

টালগঞ্জের ব্রিজের ওপারে এখন যে-
জায়গাটাকে বলে চারু আর্ভিনউ, ওখানে
ছিল অনেক ধান-কল। সেই সব ধান-কলের
একটাকে দেশলাইয়ের কারখানায় পরিণত
করে স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রতিষ্ঠিত
করলেন 'সুন্দরবন ম্যাচ ফ্যাক্টরী'। তৈরী
হতে লাগল দেশী দেশলাই। কিন্তু সে
দেশলাই তেমন ভাল হল না। অবশ্য,
স্বদেশী আন্দোলনের কালে তা প্রচুর সোকে
কিনোছিল।

সত্য, অমত ভাল ছিল জাপানী জিনিস।
কলে, জাপানী জিনিসে দেশ ছেড়ে গেল
বলতে পারা যায়। তা' সত্ত্বেও তেল,
সন্ধান প্রভৃতি দেশে তৈরী হতে শুরু
হল। চামড়ার বিলাতী জুতো একটাকে
ছিল—চীনদেশী ছিল জুতোর পটী—আর
ছিল চীনবাড়ির জুতো। চীনের কার্শ্বশের
জুতো পরেও দেত সস্তায়। স্বকর্ণবাস্তুর
মোকেরা কিন্ত সেই জুতো। কিন্তু,
স্বদেশিকতার প্রবল তরঙ্গে মানুষের মতি
তখন পরিবর্তনের মুখে। সেই সময়
ঘোড়ার সাজ থেকে শব্দ করে
জুতো পর্যন্ত "নর্থ ওয়েস্ট ট্যানারী"
মার্কী থেকে আসত। পরে হয়ে-
ছিল কানপুর ট্যানারী। মোমবাতিও
তখন প্রচুর দেশী আমদানী হতে লাগল।
তখন মোমবাতির প্রচলন ছিল খুব। মোড়ক
গাড়ির লষ্টনের ভিতর দেওয়া হত দটো
করে বড় বড় মোমবাতি।

এই যখন দেশের পরিবেশ, তখন একদিন
শুনলাম (তখন ১৯০৫ সালেরই শীতকাল।
আমাদের অঞ্চলেই 'কংগ্রেস' হবে, স্বদেশী
এগার্মিশন হবে। কোথায়? না আমাদের
স্কুলেরই উত্তর-পশ্চিম দিকে—পোড়া-
বাজারের মাঠে—শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট
র সন্মুখের সামনে। এখন যেখানটার
কালকটী রূপ, সেখানে ছিল ট্রাম

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নবতম গ্রন্থ নিবেদন

কবি ও অকবি

আশাপূর্ণা দেবীর
নতন উপন্যাস

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
দ্বিপাছীবিদ্রাঘের কাহিনী

নেপথ্য নায়িকা ৫, রক্তকমল ৩

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা—১২



আলোর ব্যাণ্ডারে
কৃপণতা
করবেন না...

**ফিলিপ্স-এর
আর্জেন্টো**

বাবুহাব ক'রে
সুবিবেচনার
পরিচয় দিন

দিড়িত কম আলো
থাকলে প্রতি পড়েই
বিপদ। আপনাব সিঁড়ি
ফিলিপ্স 'আর্জেন্টো'
আলোর আলো ক'রে
নিশ্চিন্ত পা ফেলুন—
বজ্রপে ওঠানো
ককন।

এখন ১৫০ ওয়াটের
বাতি পাওয়া যায়।

**ফিলিপ্স
আর্জেন্টো**

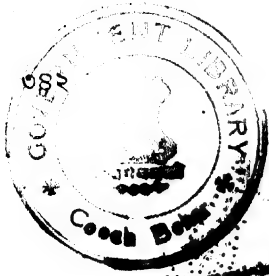
এর আলো উজ্জল
যথেষ্ট চোখে লাগে না।



ফিলিপ্স ইন্ডিয়া লিমিটেড



P 3620



দেশ

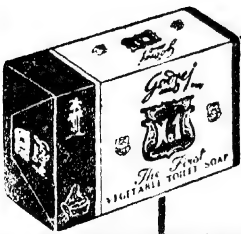


“স্বর্গের এক কণা স্মৃতি”

গোলাপের সুমধুর গন্ধ কবি যাকে স্বর্গের
এক কণা স্মৃতি বলে অভিহিত করেছেন তাই
অপূর্বভাবে ধরা পড়েছে মেশিনে-মোড়া
সাবানের রাজা, বিরাট সাইজের গোদরেজ
১ নং সাবানে।

নতুন নতুন গবেষণা ও পদ্ধতি, আধুনিক কলকজা ও বহু
বৎসর যাবৎ ভালোভাবে কলাকৌশল আয়ত্ত করার ফলে
গোদরেজের অন্যান্য সাবানের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথম
উদ্ভিজ্জ গায়েমাথা সাবানের চিরাচরিত গাত্র পরিস্কার ও
কোমল করার গুণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

গোদরেজ ৬৭১ গায়েমাথা সাবান
শ্রেষ্ঠ এবং অদ্বৈতী



শ্রী রাজগোপালাচারি :

“জ্ঞাত বেলায় সন্দের সৌজন্য নিয়ে দেবতার সময়ে
গোদরেজের খ্যাতি কানে এসেছে তা শুধু টেলের সিঙ্ক ও
মানা জিনিসের জন্ত নয়, এর অপরূপ প্রদর্শন ক্ষেত্রে যুগা-
চকারী ন্যায়নের জুড়ই যা প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে অগাধ
সাবানের প্রতিরোধ দান করে দিতেছে অসীম প্রেরণা”



গোদরেজ

শ্রেষ্ঠ সাবান নির্মাতা

কোম্পানীর এজেন্টের বাড়ি আগাগোড়া
আইডি লতায় ঘেরা। তার পিছনে ছিল
গ্রাম কোম্পানীর ডিপো আর ঘোড়ার
আসতাবল। ঘোড়ার গ্রাম উঠে গেলে নোনা-
পুকুরে কারখানা হয়েছিল। ফলে গ্রাম
কোম্পানী জায়গাটা ছেড়ে দিয়েছিল। বাড়ি
ভেঙে দিয়েছিল। ওখানকার সমস্ত জায়গাটা
হয়ে গিয়েছিল প্রকাণ্ড একটা চয়রের মত।
সেই চয়রের সামনে ছিল বিস্তৃত মাঠ।
সেই মাঠে হলো এগজিভিশন। এখন যেটা
পি জি হাসপাতাল, তার যে কোয়ার্টারগুলি
আছে তার পূর্বদিকে। তাহলে জায়গাটার
উত্তর পড়ল লোয়ার সার্কুলার রোড,
দক্ষিণে শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, পূর্বে
চৌবঙ্গী। আর পশ্চিমে খানিকটা হরিশ
মুখার্জে রোড, খানিকটা কোয়ার্টার। বড়ো
বড়ো গোট হয়েছিল তিনটে। পূর্বদিকের
গোটা ছিল নেতাদের জন্য নির্দিষ্ট।
খানিকটা ওখান অফিসের জন্য কোর্ট।
দক্ষিণে ছিল বাড়তি একটা গোট। আর
উত্তরে ছিল প্রধান ফটক।

এই যে এত বড়ো জমি, এর মধ্যে ছিল
সাবার বড়ো একটা পুষ্করিণী। সমস্ত
মাঠটা বেড় দিয়ে ঘেরাঘেরি হচ্ছে। আমরা
টিকিটের সময় তা দেখতে যেতুম। দেউ-
মানুষ সমান উঁচু টিনের দেওয়াল হচ্ছে।
হচ্ছে তিনটে বড় বড় ফটক, যার কথা এই-
মাত্র পিছলান। এমনি করে প্যান্ডেল বাধা
হলো আমাদের চোখের সামনেই। জয়পুর
স্থাপত্যশিল্পীর কন্ডাক্টর করেই তিনটি
ফটক তৈরী হচ্ছে। প্রত্যেকটির ওপরে
নববোধনা। আটা আটা খুঁটি দিয়ে
বাইরেরটা বরষা মেঘের বিজয়ে দিল গাতলা
কোমল গেল। তার ওপরে মিস্টারী করে
গেল বালির কাজ। সেই বালির ওপরে কল
লাল রঙ। একেবারে যাকে বলে Indo-
Saravani architecture, পাশে সিঁড়ি।
সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় নববোধনা।
ফটকের কলামো, অর্থাৎ কাঠের কাজ করত
চীনে মিস্টারী। তাদের প্রত্যেকের কাঁধে
নটী বোঝায়। সেই খোলা থেকে পেরেক
বার করে ঠেকায় ঠেকে যাচ্ছে, কোনো
পেরেক যথাক্রমে গিয়ে খুলে পড়ে গেল বা
কোনো পেরেক হাত থেকে ফলক গেল,
সেগেলি আর ওরা তুলত না, কারণ
তাদের গেলো কাজের দেরী হবে। আমাদের
কাঁধে সেই পড়ে থাকা পেরেকগুলি ছিল
মহা লোভের বস্তু। পরপরের মধ্যে কাড়া-
কাড় করে করতো পেরেক যে জমা
করেছিলাম, তার আর ইয়ত্তা নেই। পেরেক
কাজের আমাদের কেউ বারণও করত না
কিন্তু।

এমনি করে করে সব-কিছু তৈরী হয়ে
গেল, এইবার প্যান্ডেল-এর স্কারোয়াটন
হবে। উত্তেজনা কি কম? ওদিকে দেখতাম,

ডা. কাজিম নব্বুত
টার্শকাপোডা **নালা**
 অম্ম অর্ডীন ও ডিপার্টমেন্ট
 ব্যাথা ও বেদনায়
 ডা. কাজিম নব্বুত

ভোর সাড়ে ছটা

উৎপলকুমার বসু

দুঃখ তথা সুখ

আবদুস সাত্তার

এক একদিন কলকাতা অনুপম উদ্ভাস মেঘের
পালিতা পাখির মতো উড়ে যায়।
যারা ফিরবে বলেছিলে—আজ কাল অথবা আগামী
যে কোনো সপ্তাহে মাসে বছরের ক্রান্ত শেষদিকে
তারা মিথ্যে বলেছিলে।
কলকাতা এক একদিন তোমাদের পূরনো প্রলাপে, লঘু
কিশোর মিথ্যে ভরে ওঠে।

এখনি সমস্ত নৌকো ভোরবেলা গঙ্গায়
দুঃখীর পাশাপাশি অন্য শত চোখের কুয়াশা
কত তুচ্ছ জেনে যাবে।

দিন আরো পূর্ণ হ'লে যাত্রী হবো দক্ষিণসাগরী।

তোমার সম্মুখে আর আসবো না; হাতের নাগালে
থেকে যদি দুঃখবর্তী তাহলে অথবা কেন আর
তোমার দুঃখ চোখে জ্বলে নিজেকে পুড়িয়ে মারবার
এই সাধ; না, না, যাই—সম্মুখে মাঠের অন্তরালে
কী যে সুখ, গাছপালা, পশু পাখী, সুনীল আকাশ—
ঘাসের গালিচা নীচে, চাষীদের বিচিত্র জীবন
নিয়ে বসি, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, যখন তখন
আমাকে জ্বালাক, আমি বৃকে নেবো সেই সর্বনাশ।

তোমার সম্মুখে আর আসবো না, নিছক আমার
যে-পৃথিবী তাকে আর জ্বালাব না তোমার দেহের
না-পাওয়ার অগ্নিকুণ্ডে, এখন পেয়েছি আমি টের
কী লোভে পতঙ্গ পোড়ে। ইচ্ছে নেই পুড়ে মরবার।
দুঃখবর্তী হবো আমি। যদিও তোমাকে মনে আসে
নির্বিশেষে ফিরাবো মুখ মাঠের সবুজ ঘন ঘাসে।

তথাপি

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

অবসাদে তিন বছর কুম্ভগতি
কী মন্ত্রবলে কেটে গেল, ভাবি, সাঁথি!
চনা আকাশেও উড়ে গেছে কতো মেঘ,
হার বার বানে ভেঙেছে নদীর পাড়,
বাশোঁথি বাতাস হয়েছে অসহযোগী।

অনেক শূন্যেছি মাঘের শীতের কথা!
চাঁৎকার ক'রে বলি ডেকে, থামা থামা!
পাঙ্কল কাল, আবজনার দেশে
ঘুণার গুমোটে স্তম্ভ গারদ-ঘরে
মাকড়শা পড়ে পারদের ওঠা-নামা।

চিন্তা মনসা-কাঁটার মতন বেঁধে
প্রতি রোমকূপে, চিন্তা প্রেতের মতো
বিশাল ভয়ের ছায়া-নাচ জুড়ে দেয়;
চিন্তা ছড়ায় অরাজক, দাবানল,
শরীরে শিকড়ে দম্প, রক্ত, ক্ষত।

জানি, যন্ত্রণা বাঁচার নামান্তর।
আশায় আশায় তবুও বাঁচতে হয়;
সে-আশা মায়াবী : সত্যত দুলায়, টানে,
আশার অনুজ স্বপ্নও প্রতারণা :
কখনো তামস, কখনো হিরণ্ময়।

তথাপি তোমার বাগানে আমন্ত্রণ
এখনো সম্মা, প্রাচীন কুম্ভস্তম্ভ
চন্দ্র-চকোর চোখ তুলে চায়, ভাবি :
যদি খোলে দ্বার, যদি মেলে ঠৈরাং
শুদ্ধ প্রবেশের বিষয় অনুমতি ॥



ত্রুটি

দুশীল এষ

ধরা অবশ্য কষ্ট, কিন্তু বয়স হয়েছে। বেশ ছিমছিম ও চলনসই চেহারা।

কিন্তু এমন নাকি তিনি ছিলেন না, আগে নাকি যেন রোগা ছিলেন, তেমনি কদম্ব ছিল তাঁর চেহারা, আর দাঁতগুলো ছিল নাকি তেমনি দিল্লী-বাঁকা আর উঁচু, তবে মধ্যে দ্য-একটা পোকর খাওয়া।

আমরা সে-চেহারা দেখিনি, তবে সে-চেহারা ভবি দেখেছি। রিটারের সোটে স্নেহ-ভবি থেকে আসল চেহারাটা উদ্ধার করা অবশ্য মুশকিল। এ মুশকিল সত্ত্বেও একটা আলাজ করে নিতে পেরেছি।

কিন্তু সেরা দিল্লী ছিল বলে চেহারা এখন আর নেই। এখন নান্দুশ-নন্দুশ নখর-গহনের পরিকর পরিচ্ছন্ন মানুষ হয়ে উঠছেন ক্রীমতী তবুলা নন্দী।

তবুলা নন্দী আমাদের তবুদি। দিদিদের স্মরণে তিনি দিনি হয়েছেন। দিদিরা তাঁর কাছ পড়েছেন।

তবুদি ইংরেজী পড়তেন। ইংরেজীতে দখল তাঁর হাস্যধরণ উচ্চারণও তেমনি স্পষ্ট ও নিখুঁত। তাঁর মত উচ্চারণ করার সেরা কারোই আমরা পারিনি।

দিদিরা তবুদির ভাবি ভক্ত। বলত, "পাকা মেমসয়েবরাও তবুদির মত ইংরেজী উচ্চারণ করতে পারে না।"

পাকা মেমসয়েবদের ইংরেজী শার্মান, কিন্তু তবুদির শার্মানি। সত্যি, প্রোনান-সিবিগন বেশ ভালো।

কেবল উচ্চারণেই স্পষ্ট নয়, চালচলনেও

যেন ছিল ছিঁড়ে গিয়ে রামধনুকটা তার অজস্র রঙের সম্ভার ছড়িয়ে দিয়েছে সবত্র।

এমনি একটা বিচিত্র বর্ণের ছাতা সারা রাস্তা উজ্জ্বল করে ধীরে ধীরে হেঁটে চলতে থাকে।

ও-রঙ চেনা, ওই ছাতাটাও খুব পরিচিত। এত চেনা সত্ত্বেও তা পুরনো হল না। ওর দিকে চোখ যাবেই।

ঐ ছাতার নীচে পরিচ্ছন্ন জলস ছড়াতে ছড়াতে চলে একটা বিচিহ্নত শাড়ি।

যেন সারাটা পথে রং ঢালতে ঢালতে চলেছে।

যারা নিতা দেখে তাদের সঙ্গে গিয়েছে ওই রংবাহার, কিন্তু নতুন পথচারীকে হঠাৎ থমকে থেমে যেতে হয়।

পিছন থেকে ওই রংদার শাড়ি ও ছাতার ওই রংমশাল দেখলে ছুটে গিয়ে সম্মুখে দাঁড়িয়ে একবার দেখার সাধ যাবেই, তার মালিককে।

কিন্তু মালিক যিনি, তিনি তবুদি—পি এন গাল্ফ স্কুলের পুরনো টিচার। বয়স

তরুণী স্পষ্ট। ইংরেজী ভাষাতেই তাঁর কেবল দখল নয়, ইংরেজী আদবকায়দাতেও তিনি খুব পোক্ত।

কেবল চেহারাতেই যা মেরে রেখেছে, তা ছাড়া অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে তরুণী একজন খাঁটি মেমসয়েব।

দিদিদের পিছনে লাগতাম যখন, তখন বলতাম, “দেখলাম রাঙাদি, তোমাদের ট্যারুদিকে, র্যাক সী-তে পড়ে গিয়েছিলে ন বুঝি পা পিছলে?”

রং কালো। কিন্তু খুব মাজা। কাঁচা-কয়লায় আর কণ্ঠিপাথরে রঙের যা তফাত, আমাদের রঙে আর তাঁর রঙে তফাত অনেকটা ততখানি।

বঙ্গললনা তিনি, কিন্তু তাঁর জীবনের প্রথম দিকে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর কম। তরুণীর বাবা কি কাজ করতেন জানি নে, কিন্তু খুব বড় দরের কাজ করতেন বলে শুনছি। তাকে বাইরে-বাইরেই কাটাতে হত। তরুণীর শিশুকাল কাটে এডেনে, তারপর তাঁর বাবা ফিরে এলেন ভারতবর্ষে, পুণায় পোস্টেড হলেন। সেখানকার কনভেন্টে তরুণীর জীবনের পাঠ আরম্ভ ও শেষ।

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর খুব কম ছিল, বাঙালীর সঙ্গে মিশেছেনও খুব কম। ইংরেজী উচ্চারণে হয়তো খুবই নিখুঁত, কিন্তু বাংলা উচ্চারণে তরুণী তেমন পাকা নন। কিন্তু তবুও যেটুকু বাংলা এখন বলতে পারেন, হয়তো সেটুকুও

বলতে পারতেন না, যদি অকলে তাঁদের ভাসিয়ে দিয়ে হঠাৎ তাঁর বাবা মারা না যেতেন।

দেশে ফিরে আসতে হল তাঁদের। বহুদিন পরে তরুণীর মা তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলেন বাংলা দেশে।

তরুণী কাজ নিলেন পি এন গার্ল স্কুলে। তাঁর বোন অরু সেই স্কুলেরই ক্লাস সেভেনে ভর্তি হল।

এসব ঘটনা অনেক দিন আগের। আমরা তখন ছোট ছিলাম, আমরা তখন ওসব কিছু শুনিনি, শুনে থাকলেও কিছু বুঝতে পারিনি।

আমার দিদিরা সকলেই তরুণীর ছাত্রী। সবাইই তরুণীর ভক্ত; তার মধ্যে রাঙাদিটা আমার একটু বেশি—রাঙাদি অন্য ভক্ত।

সব দিদিদেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে, রাঙাদিও। তারা মরণ মরণ যখন আসে তখন তরুণীকে না হলে তাদের চলে না। তরুণী দু-চারদিন থেকেও যান আমাদের বাড়িতে।

এইভাবে তরুণীও প্রায় আমাদের বাড়ির একজন হয়ে গিয়েছেন। দিদিদের কাছে তরুণীর সম্বন্ধে নানা রকম ঠান্ডাঠাণ্ডা পড়লেও তাঁর উপর আমাদের, বিশেষত আমার, ভক্তিও কম নয়।

এখন দিদিরা এখন থাক বা না থাক, তরুণী মাঝে মাঝে না এলে আমাদেরই যেন কেমন লাগে।

আমাদের বাড়ির একজনই ঠিক হয়ে

গিয়েছেন তিনি। আমার বড়দির চেয়েও বয়সে তিনি বড়, কিন্তু এখনো বড় ছেলেমানুষ, বড়ই সরল ও স্নেহভাবীক।

কিন্তু সাজসজ্জায় তরুণী কিন্তু আলাদা। শাড়ির পাড়ে একটু ভাঁজ পড়ে না, জুতোর একটু দাগ নেই, হাতের চুড়ি কিংবা কাঁধের ব্রচ ঝকঝক-তকতক করে। তার উপর আছে তাঁর গ্রাস, গ্রাসটা অদ্ভুত সুন্দর—মস্তুর মত দাঁতে যেন বিদ্যুৎ খেলছে যার।

তরুণীর বয়স কত জানি নে। বড়দির বড়ভেলে তার আমি সমবয়সী। বড়দির চেয়েও নাকি তিনি বড়।

এখনো তিনি পি এন গার্ল স্কুলে আছেন। এখন তিনি একেবারে একা, তাঁর মা মারা গেছেন অনেক দিন হল। তাঁর যেন অরু এই বয়সলিয়ার কলেজ থেকে বি এ পাস করে জলপাইগুড়ির একটা ইন্সকুল চাকরি নিয়ে সেখানেই আছে।

ইন্সকুলে কাজেই একটা ছোট বাড়িতে বাস করেন তিনি। বাড়িটা ছোট, কিন্তু যেন চরি। তাঁর পরিপাটি করে সজিয়ে রেখেছেন তরুণী।

আমাদের বাড়ি অনেকটা দূরে, দারিদ্র-গঞ্জ। এখন থেকে প্রায় এক মাইল। এতটা দূরে হলে হার দি, তরুণীর সঙ্গে আমাদের আশ্রয়তা একেবারে নির্ভেদ।

আমাদের সঙ্গে তরুণীর মিল নেই কোন দিক থেকেই। আমরা ছাপোকা গরীব। এতটা পৈতৃক বাড়ি পেয়েছি বয়স

শীতের দিনে-ও

ল্যামোলিন-যুক্ত বোরোলীন

আপনার ত্বক-কে সজীব রাখবে

শীতের কনকনে হাওয়ার হাত থেকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য রক্ষা করতে বোরোলীন-ই হচ্ছে আদর্শ ক্রীম। নিয়মিত ব্যবহারে, ওষধিগুণ-যুক্ত, সুরক্ষিত বোরোলীনের দ্রুত উপাদান ত্বক-কে কোমল, মসৃণ ও সজীব করে তুলবে আর আপনার অন্তরীণ স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিকশিত করবে। বোরোলীনের যত্নে নিজেকে রূপোদ্ভল করুন।



বোরোলীন

পশ্চিম প্রসাধন

পর্যবেক্ষক : জি. দত্ত এন্ড কো.



১৬, বনফিল্ড লেন • কলিকাতা-১

বোরোলীনে—ল্যামোলিন আছে বলে শীতের দিনে-ও গাল, হাত ও টেটিমারি হাত থেকে রক্ষা করে আর রুক্ষও ত্বক-ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে।



রক্ষে, বাড়িটাও খুব ছোট না—এইজনে তবু হাত-পা ছাড়িয়ে গাই-স্থা ধর্ম পালন করে চলেছি। লেখাপড়াও বেশিদূর হল না, চাকরিবাকরির তাই সর্ববিধে বিশেষ হয় নি। এখানকার মিউনিসিপ্যাল আপিসে কাজ করি।

এই রকম সামান্য আমরা, আমাদের সঙ্গে এমন মেমসায়েবের এতটা খাতির হল কী করে, বোয়ালিয়ার অনেকের কাছেই এ একটা বিস্ময়।

বলতে কি, বিস্ময় এক-এক সময় আমারও বোধ হয়। ভাবি, সত্যি তরুণীকনটা কি উদার। তিনি আমাদের সঙ্গে কেমন অন্তরঙ্গভাবে মেশেন।

হেনা বলে, “আমচর্য হওয়াই তোমার পক্ষাব। কেন, উনি কি এমন জটীক করেন তো মাসটারি। হরিচরণ পণ্ডিত, মশায়ও তো মাসটার। তিনি মেশেন না তোমার সঙ্গে? তখন তো চমকাও না। তিনি কি তোমাদের তরুণীর চেয়ে মাইনে কম পান?”

খাটাই নে, হেনার ফাঁকটা বিচার করে দেখি। সত্যি, কথা সে বেশিক বলে নি। কত আর মাইনে পান তরুণী?

হেনা কাপড় কেঁচাচ্ছিল, আলমারি তা গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলল, “তুমি কি ফ্যাননা? হুমি যা মাইনে পাও তা ছুঁতে তোমার তরুণীর চের চের দেবি। একা মানুষ, নিজেকে নিয়েই মশগলে, বাড়িটা তাই ছবি, নিজের উনি তাই পটের বিন্দু।”

পাখার ভাটা নিয়ে পিঠে চুলকাতে-চুলকাতে বললাম, “ঠিকই বলেছ। আমাদের মত দু-তিনটে বাচ্চা থাকত তাহলেই অত কায়দা বেরিয়ে যেত।”

কাপড় গোছানো সাঙ্গ করে হেনা নিজের চুল নিয়ে বলল। অজস্র চুল, চুলের যেন বন। বাধ দিয়ে বাধা করিন। মোটা চিবুনি দিয়ে অঁচড়ে অঁচড়ে সেই চুলকে সে বেশে আনল। বসে বসে আমি দেখতে লাগলাম, আর ভাবতে লাগলাম বেশে আনার ধ্যান কেমন সুন্দর রপ্ত করেছে ও। আমি তো কোন ছার, এমন যে অবাধ্য চুলের গুচ্ছ, তাও হেনার হাতে পাড়ে একে-বারে কাব।

চুল অঁচড়ানো সাঙ্গ করে, সঁজিখটা বের করে নিয়ে পাতা কাটল। জানলার গরাদের গায়ে আয়না দাঁড় করিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে গামছা দিয়ে কাঁধে বাধল মাথাটা—তারপর চটপট করে বিন্দুনি তৈরি করতে লাগল।

আমি বসে বসে অবাক হয়ে দেখাছিলাম, বললাম, “বা, ছবি।”

মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে লচয় সে বলল, “ওকি, হঠাৎ আমার ভাব এল কোথেকে?”

তাকে তোয়াজ করার মতলব বোধহয়

ছিল না, বলে ফেললাম, “তরুণী এমন ফাস ক্লাস বিন্দুনি করতে পারবে না কিছুরে।”

হেসে ফেলল হেনা, বলল, “পারবে।”

কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। হেনা এ বলে কি? বললাম, “তাই নাকি?”

“আজ্ঞে, হ্যাঁ সার। এই পাটিবিন্দুনি তরুণীই শিখিয়েছেন আমাকে।”

বার বার অবাক হতে লজ্জা করল। এবার তাই আর কোনো কথা বললাম না। চুপ করে বসে রইলাম।

হেনার মেজাজ ধরা আমার পক্ষে বড় শকিল। আমি যখন তরুণীর গুণে গাই, তখন সে ফোঁস করে ওঠে: কিন্তু সে নিজের যখন গুণে গাইতে আরম্ভ করে তখন সামান্য একটু বাধা দিলেও যেন ভুলে গড়ায়।

বলে, “দেখ, ভাঁকুটা মাত্র মধো রেখে। তোমার রাঙানি নাকি তরুণীর অশ্ব ভক্ত,

কিন্তু তোমার ভাঁকুটারও তো কোনো কান্ড-জ্ঞান দেখি নে।”

তরুণীর গুণকীর্তন কথা তাই ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু, চোঁচিয়ে না বললেও, চাপা গলায় এটুকু জানিয়ে রাখা দরকার যে, এমন রুচি এমন মাত্রাজ্ঞান আর এমন পারিপটী খুব কম দেখছি। খুব কম দেখছি বলছি হাতে রেখে। আর, চোঁচিয়ে যখন বলছিলেন, তখন হাতে রাখারও দরকার নেই; অনুচ্চ গলায় স্পষ্ট বলই ভালো—অমন রুচি এমন মাত্রাজ্ঞান আমি আর দেখিনি।

যে-ছাতার তলস এই বোয়ালিয়া শহরের সদর দপ্তর আলােকিত ও পুনরীকৃত করে তোলে সেই ছাতা নাকি দিন-কতক দেখা যাচ্ছে না রাস্তায়। আমাদের আপিসের কয়েকটা বকটে ছেলে এই কথা নিয়ে বেশে মুখেরচক আলোচনা করছিল—কোন এল। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো কথা না

—একান পীঠের অন্যতম পীঠ কালীঘাট—

সেই কালীঘাট আর কালীমন্দিরের আলোকে তেজ করে কোন গবেষণামূলক উপন্যাস ইতিপূর্বে রচিত হয়নি—
অজিত মুখোপাধ্যায়ের ‘অমৃত মণ্ডন’ সেই অভাব পূরণ করল।

সদ্য-প্রকাশিত
রম্য-উপন্যাস

অজিত মুখোপাধ্যায়ের

অমৃত মণ্ডন

শাস্ত্র-প্রেমের
বলিষ্ঠ বিশ্লেষণ

- ভিন্ন স্বাদের একটি সাহিত্য-পর্ব সৃষ্টি করে লেখক সকলের প্রশংসাজনক হয়েছেন।

জানবৃদ্ধ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—

কালীঘাটকে কেন্দ্র করে ‘অমৃত মণ্ডন’; কিন্তু শব্দে অমৃতের কালীঘাটকে কেন্দ্র করেই নয়। বিস্কৃত ভৃগুও অমৃত করে এর পরিচিতি, এবং সুন্দর অতীতকে বাস্তব করে এর কাহিনী। ... আমি যখনও তিনি পটুশত বৎসর বিস্কৃত কালীঘাটের কোন গবেষণামূলক কাহিনী ইতিপূর্বে রচিত হয়নি। সেদিক দিয়ে এই সুসজ্জিত গ্রন্থখনির যথেষ্ট মূল্য আছে।

কলিকাতার মহানগরিক (মেয়র) শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—

‘অমৃত মণ্ডন’ রচনা করে শ্রীমান অজিত মুখোপাধ্যায় যে বিরাট কার্য সম্পাদন করলেন তার জন্য তিনি শ্রদ্ধা আমার কাছেই ধন্যবাদের পাত্র নন সকল হিন্দুধর্মীদের কাছেও তিনি ধন্যবাদের পাত্র হয়ে রইলেন—

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সমালোচক শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয় বলেন—

.....অনুনা হাজার বছর ধরে বাগলগী ঘর পূজা করছেন—সেই কালীকায় ও তার পূজাপটী কালীঘাট অনেককালের পুরানো। সেইজন্য আজ তার ইতিহাস। লেখক সেই ইতিহাস বিবৃত করেছেন এই বইয়ে। তার ভাষা যেমন সবস্বন্দর বলার ভঙ্গী তেমন হলো। তাই প্রত্যাশিত ইতিহাস না হয়ে বইটি হয়েছে উপভোগ্য সাহিত্য—যা এই শ্রেণীর বইয়ে সচরাচর হয় না।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোজ বসু মহাশয় বলেন—

.....মোহন উপর, ভিন্ন স্বাদের একটি সাহিত্য-পর্ব—পটুশত আমায়ই মতো আনন্দলাভ করবেন, এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

॥ মূল্য চার টাকা ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ॥ ১৪, বিকম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বলে বাড়িতে ফিরেই পাশের বাড়ির মেয়ে
বিন্দুক ডেকে আনলাম।

“কি কাকাবাবু?”

“তোদের ইস্কুলের খবর কি? পড়াশুনো
করাইছস কেমন?”

“ভালো কাকাবাবু।”

“তরুদি এখন তোদের কোন গল্প
পড়াচ্ছেন?”

আমার কথা শুনে বিন্দু যেন আকাশ
থেকে পড়ল, বলল, “জান না? তরুদির
যে অসুখ।”

হেনা এসে বলল, “কি গো, কাকা-
ভাইঝি কি কথা হচ্ছে।”

হেনার মূখের দিকে চেয়ে বললাম,
“তরুদির অসুখ।”

আমার রকম দেখে হেনা বৃষ্টি বিরক্ত
হল, বলল, “অসুখ, তাই হয়েছে কি।
অসুখ কার না হয়? সংসারে বাস করতে

গেলেই রোগ-শোক থাকবে। বিন্দু
এদিকে আর।”

বিন্দুকে ডেকে নিয়ে হেনা পাশের ঘরে
চলে গেল।

আমি একা বসে বসে ভারতে লাগলাম
নানা কথা। কতবো কি রকম দুটি হয়ে
গিয়েছে। তার অসুখ, কিন্তু একটা খোঁজ
পর্বত নিইনি। কিন্তু খোঁজ নিতে বাওয়ার
কথা বলাই এখন বিপদ।

কিছুক্ষণ পরে হেনা পাশের ঘর থেকে
এসে বলল, “এই তো দরদ। এই তো
দরদের নমুনা। তরুদির অসুখ, অতএব
আর কি। জড়ভড়তের মত বসে থাক।
ওঠো, জামা গায় দিয়ে নাও। চল।”

আমি অবাক। কিন্তু বার বার অবাক
হওয়া লজ্জার কথা। তাই কোনো কথা
বললাম না।

তরুদির বাড়িতে পেঁছেই হেনা প্রথম

কথা বলল, “চলুন। এখানে একা পড়ে
থাকবেন কেন। সেবার লোক নেই, শত্রুস্বার
লোক নেই। ওখানে চলুন। আমাদের
ওখানে।”

ছবির মত বাড়ি। বারান্দার কিনার ঘরে
টেব-টেব ফুল ফুটে আছে। জানলার
পদীর হাওয়া লেগে কেপে কেপে উঠছে
তার কারুকাজ। বাকের পালকের মত সাদা
পর্বতের বিছানায় কোমর পর্যন্ত চাদরে
ঢেকে চিত হয়ে শুয়ে আছেন তরুদি।

দেয়ালের গায়ে টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে
উজ্জ্বল শালিশ করা আলমারি, আর
তার ওপাশ আলমারি পাট করে রাখা আছে
বয়েকটা শাড়ি ও জামা। তার পাশেই
বুলছে ওই ছাতাটা।

আপত্তি জানালেন তরুদি। এই বাড়ি
ফেলে কি করে তিনি যাবেন। বাড়ি
পাহাড়া দেবে কে। জিনিসপত্র দেখাশোনা—

হেনা বাধা দিয়ে বলল, “হবে হবে। সে
কথা ভাবব আমরা। আপনি চলুন।”

পরের দিন পালকিগাড়িতে করে
তরুদিকে অতি সন্তর্পণে আনা হল
আমাদের বাড়িতে।

তার প্রাণপণ পরিশ্রম দিয়ে ও সম্পূর্ণ
বৃষ্টি উজাড় করে দক্ষিণদ্বারী ঘরটা রাত-
রাত সাফ করে রেখেছিল হেনা। এই ঘরে
এসে বিছানা নিলেন তরুদি।

চৌকির অদূরে ইজিচেয়ার পেতে তার
সামনে একটা নীচু মোড়া বেখে দেওয়া হল।
যদি বসতে ইচ্ছে করে তার, তবে যাতে
আরাম করে বসতে পারেন।

হেনার এক বেকার দাদা কিছদিন হল
এসে এখানেই ছিলেন, হেনা তাকে পার্টিয়ে
দিল তরুদির বাড়িতে—অমন ছবির মত
বাড়িটা কেবল বাড়ি-ঝিটার উপর ছেড়ে
রাখা ঠক না। তা ছাড়া, একা মানুষ হলে
কি হবে, অত জিনিস তার কাছে দরকার
কে জানে। সারাটা জীবন ভরে তিনি
জিনিসপত্রই কিনেছেন। সেসব পাহারা
দেওয়াও দরকার।

তরুদি বিছানায় শুয়ে থাকেন টান হয়ে,
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামাকাপড়, মুখখানা
পরিষ্কার করা, দুটি বিনামূলি বাতিলের
দুই পাশে ছড়ানো, আর মুখে হাসি; সে
হাসি রক্ত আর রক্ত হলেও হাসির মতো
জলস আছে—দাঁতগুলো চিকচিক করে।

বড়ি প্রায় বড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু
তার টিচারের এই চেহারা দেখে ভাবি—
আশ্চর্য, তরুদি জানেন আর্ট, কি করে
চেহারা তাজা রাখতে হয়, সে কৌশল খুব
আয়ত্ত করেছেন।

তরুদির মূখের দিকে তাকাই আর কোন
যেন মনে হয়—তরুদি বাঁচবেন না। কেন
যে একথা মনে হয়—জানি নে। তবে মনে
হয়, আর আতঙ্ক হয়। হেনা একে টেনে



জোরদার বাঘ ছাপ চা

LIPTON (INDIA) LIMITED (Incorporated in England)

LTC-7 BEN

নিয়ে এল এখানে, হঠাৎ মারা গেলে বদনাম কিনতে হবে।

ফেনা তার বাজার জামায় সাবান দিচ্ছিল, সাবানটা জোরে ঘষতে ঘষতে বলল, “কী মানুষ! সুনাম তো একেবারে দেশময় ছড়ানো—বদনামের তাই ভাঁর ভয়। মানুষটা একা পড়েপড়ে মরে যাক, আর তুমি তোমার নাম ধুয়ে জল খাও।”

উষ্ম হয়ে বসে বললাম, “সে কথা বর্ণিনি। বলছিলাম, আমার ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে বাঁচবেন না তরুণি।”

“মরে বোসো। গায়ে ফেনা ছিটবে।” খুঁটি থেকে জল ঢেলে জামাটা ধুপধুপ করে কাচতে লাগল ফেনা, বলল, “কেউ বাঁচব না আমরা। কেউই বেঁচে থাকার জন্যে আসিনি। সেখানে ভেসে এখন থেকে কারো শ্বাস নেওয়া আরম্ভ না।”

তরুণির ঘরের দরজা বন্ধ। বারান্দার পাখিচারি করতে করতে উঠানে নামলাম, উঠান থেকে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলাম ফেনা এ-খার ও-খার করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তরুণির ঘরের দিকে যাচ্ছে না।

উঠান থেকে উঠে ফেনার কাছে গিয়ে বললাম, “একবার যাও। দরজা বন্ধ। কি হয় দেখা।”

কিন্তু ই নাকি ছানি। কাপড় বদনাচ্ছেন তরুণি। এসময় ঘরে কারো যাওয়া নাকি পারণ। অতঃপর হলেও তিনি একাই নিজেকে নিয়ে সজিয়ে-গুঁড়িয়ে সেনা, সে সময় কারো থাকা পছন্দ করেন না।

ফেনা বলল, “মেসার্সের মানুষ উনি। আমরা দেশী ভূত। আমরা ওঁর সাজের কিছু বুঝিওনে। ওর মধ্যে মাথা গলতেও চাইনে।”

ডাক্তার অটলবিহারী একদিন অন্তর এসে ইনজেকশন দিয়ে যান, বলেন, “জিভারটা গেছে। সারতে সময় নেবে।”

তা নিক। কিন্তু যেন সেয়ে ওঠেন এমনি। মনে মনে এই কামনা জানাই।

ইতিমধ্যে সকলের কাছেই খবর গিয়েছে এই অসুখের। দেহাদুর্ন থেকে বড়দি উদ্বেগ জন্মিয়ে চিঠি দিয়েছেন। আর দুই দিদিও চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু রাঙাদি এসে হাজির হল কাঁথি থেকে।

রাঙাদি বাড়িতে পা দিয়েই বলল, “অরুণি আসেনি? খবর দেওয়া হয়েছে তাকে? অবস্থা এখন কেমন?”

ভীষণ বাস্তবগোষ্ঠী মানুষ রাঙাদি। গাড়ি থেকে তার জিনিসপত্র নামানো হয় নি। সে সরাসরি ছুটে চলে গেল তরুণির ঘরে।

রাঙাদি আসায় বাড়িটা, জ-জমাট হয়ে উঠল। তরুণির চেহারা সে নাকি ভীষণ খারাপ দেখছে। আমরা রোজ নিয়মিত খেঁচিৎ সঙ্গে বাঁসি পরতে পারছি নে, কিন্তু চেহারা নাকি খারাপ হয়েছে খবর।

কিন্তু অটলবিহারী ডাক্তারের মত

আলাদা। তিনি বলেন, অবস্থা মাঝে খুব খারাপ হয়েছিল, কিন্তু এখন নাকি অনেক ভালোর দিকে। ওয়েটও নাকি গেন করেছেন অনেক।

তা যদি হয়ে থাকে ভালোই। কিন্তু

রাঙাদির কথা শুনে, অব্যাহত কেবলই মনে হচ্ছে শরীর তার তাহলে সাঁতাই খারাপ হয়ে গিয়েছে। আর, শ্বশুরই মনে হয় অরুণির কথা। কাঁথি থেকে চলে আসতে পারল রাঙাদি, আর বাছের এই জলপাই-

আলান কাম্পেল জনসনের
“MISSION WITH MOUNTBATTEN” গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

ভারতে মাউন্ট ব্যাটেন

ভারত-ইতিহাসের এক বিরাট পরিবর্তনের সময়কার বহু রাজনৈতিক ঘটনার
নিচের বহু ও যজ্ঞাত তথ্যাবলীর সরস বর্ণনা।
মাত্র ১য় সংস্করণ : ৭-৫০ টাকা

শ্রীজগদ্বলাল নেহরুর
“GLIMPSES OF WORLD HISTORY”

গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। ২য় সংস্করণ : ১৫-০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাসগোপালাচার্যীর	॥ ভারতকথা ॥	৮-০০ টাকা
শ্রীজগদ্বলাল নেহরুর	॥ আত্ম-চরিত ॥	১০-০০ টাকা
আর জে মিনির	॥ চার্লস চ্যাপলিন ॥	৫-০০ টাকা

শ্রীগোরাংগ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৫, চিত্তামনি লস লেন। কলিকাতা-৯

মুখের

জৌকর্ফ

হাঙ্কি করে



রেকেশ্মীর

ফেস্ পাউডার

ভারতের সর্ববৃহৎ শ্রীমতী

দুর্ভাগ্য থেকে অর্ধদুই আসতে পারলে না?

তরুণী মোড়ার উপর পা তুলে দিয়ে
ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসেন, তাঁর দুটি
বিনুনি তাঁর দুই কানের কাছ দিয়ে নেমে
এসে তাঁর বুকের উপর পড়ে থাকে।

পায়ের কাছে বসে রাঙাদি আর হেনা
তাঁর সঙ্গে গল্প করে।

তরুণী বলেন, “তোরাই আমার আসল
বোন রে। অরুণা এখন আমাকে ভুলে
গিয়েছে—নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে ও। আজ
মনে পড়ে, বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর কি
বিপদেই আমরা পড়েছিলাম।”

যে দিনের কথা তরুণী বলেন সে আমা-
দের মনে হয় এক প্রাগৈতিহাসিক যুগ।

রবিন আলট্রাম্যারিন

ব্যবহারে সস্তায় অথচ সহজেই

সাদা কাপড়-চোপড় ধবধবে সাদা থাকে।



রবিন আলট্রাম্যারিন এক রকমের অতি

মিহি নীল গুঁড়ো। যে কোন রকমের দাগ পাকানো কিংবা

খণ্ড-আকারের নীলের চাইতে এর খরচ অনেক কম।


ধূয়ে তোলবার সময় শেষবারে সামান্য একটু রবিন আলট্রাম্যারিন
জলের সঙ্গে গুলে নিলে সব রকমের সাদা জামা-কাপড়ই

স্বাভাবিক মনোরম ধবধবে ভাব ফিরে পায়।

আপনার বাড়ীতে সব কাপড়-চোপড় দুতেই আজ থেকে
রবিন আলট্রাম্যারিন ব্যবহার করুন।

রবিন আলট্রাম্যারিন

দ্রাভবিক, মনোরম
শুধু তার জন্য
উৎকৃষ্ট নীল



এন্টিলিস (ইন্ড) লিমিটেড (ইংল্যান্ডে নিবন্ধিত)

তার পর কত অজস্র বছর কেটে গিয়েছে
কত ঘটনা ঘটে গিয়েছে এই পৃথিবীতে।

এত বছর কেটেছে আর এত ঘটনা ঘটে
গিয়েছে, তার উপর আছে এই অসুখ,
তরুণী কিন্তু যে-কে সেই। তিনি এখনো
যেন বেঁধে রেখেছেন তাঁর—

তরুণী রুণ হাসি হেসে বললেন, “এর
জন্য অনেক সাধনা করতে হয়। অনেক
চেষ্টা, অনেক যত্ন। রোজ লেগে থাকতে হয়
এর পিছনে।”

রাঙাদি হাসতে লাগল, হেনা আড়চোখে
আমার দিকে একবার চেয়েই চোখ নামাল।

আমি অদূরে একটা চেয়ারে বসে ছিলাম,
বসে বসে দেখছিলাম ঐ গঠন আর অঙ্গের
ঐ সৌন্দর্য, এবং বিদ্যুতের ঝিলিকের মত
তাঁর উজ্জ্বল দাঁতের হাসি।

সত্যি অস্বস্তি। সত্যিই আশ্চর্য।

রাঙাদি আসায় হেনার বজ্রাতি অনেক
কমেছে। বাস্তবগণীশ মানুষ রাঙাদি, সব
সময় সেগে আছে তরুণীর তন্মিমে। নূন
থেকে চুন খসেছে না।

হেনার দাদা দুঃবেলা এসে তরুণীর
বাড়ির খবর দিয়ে যাচ্ছেন। খুঁটিনাটি করে
তরুণী তার প্রত্যেকটি দরজার জানলার
পর্দা, প্রতিটি আসবাবের খবর নিচ্ছেন।

হেনাকে এখন পাওয়া যাচ্ছে কাছে। মাকে
মাসখানেক তার পাতাই পাইনি। রাঙাদি
আসায় সে এখন খানিকটা রেহাই পেয়েছে।

সে দিন রাত্রে চুপি চুপি তাকে বললো,
“দেখ। দেখে শেখো। শরীরটা কি করে
রাখতে হয়—”

হেনা বলল, “শেখ। এতটুকু রেহাই
নেই? ও-ঘর থেকে একটু ছাড়া পেরোছি,
আর অর্মান এ-ঘরের এই উৎপাত?”

চাপা গলায় বললো, “চোঁচিও না।
শোনো। সত্যি, দেখছ তো তরুণীকে?
একটু শিখে নিতে ইচ্ছে হয় না—”

“না, না। ওসব শিখে আমার কি লাভ
মশার। যত-সব স্বার্থপরের মত কথা।”

সুতরাং ওসব নিয়ে আর কথাকাটাটি
বাদ দিয়ে দিলাম। কিন্তু কেবল ভাবতেই
লাগলাম তরুণীর কথা।

মেমসারের হলে হবে কি। এক-এক
সময় বড়ই পদনিশীন হন তরুণী। সকাল
বেলা ঘুম থেকে উঠে ঘরের মধ্যে হাথ-
ধোয়ার গরম জল নিয়ে নিজেই তিনি
দরজা দেন। জামাকাপড় বদলাবার সময়
দরজা বন্ধ করেন।

বাস্তব হয়ে ছুটোছুটি করে রাঙাদি, জল
দিয়ে আসে, তোয়ালে দিয়ে আসে। দরজার
এ-পাশে দাঁড়িয়ে তরুণীর ফরমাশ শুনতে
থাকে।

এই ভাবে আমাদের কাদিরগঞ্জের বাড়ির
দিনগুলো কেটে চলেছে। সাত-দশে
হাসিতে তামাশায়। তার মাঝে তরুণীর জন্যে
একটু দুশ্চিন্তা অবশ্য আছেই।

অটলবিহারীবাবু যাই আশ্বাস দিন, তরুদি কিন্তু ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তাঁর গলার স্বরেই বোঝা যায়।

“মাগের পেটের কোন একবার খবর পর্যন্ত নিচ্ছে না। মেমসায়েবদের কাণ্ড একবার দেখ। আমরা হিচ্চি দেশী ভৃত—আমরা ওসব বুঝতেই পারিনে।”

নিজের মনে কাজ করে আর মুখে বিড়-বিড় করতে থাকে হেনা।

ঘরে গরম জল দিয়ে, পেপেট আর রাশ গুচ্ছিয়ে রেখে, সাবান তোয়ালে শাড়ি রাউজ হাতের কাছে রেখে দরজা-এ-পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রাঙাদি। সন্ধ্যা ছাত্রী বলে একই—কত বছর আগে এত কাছে পড়েছে তার স্বপ্ন শোষণ করছে যেন রাঙাদি।

আমার কোনো কাজ নেই। পায়েচাৰি করে ঘুরতে ঘুরতে রাঙাদির কাছে এসে বললাম, “কি বললেন যে তোদের টারুদি?”

রাঙাদি হেসে ফেলল, বহুদিন আগের সেই রসিকতাটা শুনলে হঠাৎ রাঙাদির কাছে ধরা পড়ে গেছে বুঝে তাদের সেই পি এন গেল! স্বাক্ষরের জীবনটা। রাঙাদি বলল, “এখন পরস হয়েচে না? এখনো সেই ছেলোমানখী গেল না?”

বললাম, “সারাটা জীবন ছেলোমানখ হলে থাকতে পারলে ক্ষতি কি।”

আমরা কথা বলছি, ঘরের মধ্যে ধূপ করে শব্দ হল। শব্দ শুনতেই চমকে উঠলাম আমরা। দরজার কাছে মুখ দিয়ে রাঙাদি ডাকতে লাগল, “তরুদি, তরুদি।”

অপেক্ষা পরে কাতরানির আওয়াজ পাওয়া গেল।

রাঙাদিকে বললাম, “হা! ভিতরে যা। দ্যাখ” কি হল।”

দ্রষ্টব্য করতে লাগল রাঙাদি। তরুদির ছাত্রী ওরা, পারমিশন না নিয়ে ঢুকতে নেই—এ নিয়ম তারা জানে, এ ডিসিপ্লিন তারা মানেন।

আমার ডাকতে লাগল রাঙাদি, এবার কোনো সাড়া না পেয়ে দরজা টোল ঘরে ঢুকে পড়তেই ভিতর থেকে তরুদির গলার বিকট আত্ননাদ বেজে উঠল।

হেনা ছুটে এসে আমার মস্তকের দিকে চেয়েই ভিতরে গেল, ভিতরে গিয়েই যেন ভয় পেয়ে সে বোরয়ে এল বাইরে।

বাস্তব হয়ে বললাম, “ব্যাপার কি। কি হল কি।”

হেনা কৌদ ফেলেছে, বলল, “তরুদি পড়ে গিয়েছেন। নদীর কাছে জলে পা পিছল।” কিন্তু কি দেখলাম লাল, এ তরুদি না, এ তরুদি না।”

ঘর থেকে বোরয়ে এসে কাদিতে কাদিতে বলল রাঙাদি, “কিন্তু ওকে তুলতে হবে যে। অথ, আমি আর হেনা একা পারব না।”

ওরা দু-জন যদি একা না পারে, তবে অগত্যা আমাকেও যেতে হবে।

ঘরে ঢুকেই আমি পাথর হয়ে গেলাম। মস্তকের মত ধবধবে সাদা দু-পাটি দাঁত যেকের উপর পড়ে আছে—যেন অটুট হাসি হাসছে।

রাঙাদি ঘরে ঢোকা মাত্র তিনি আত্ননাদ করে উঠেই স্তম্ভ হয়ে গিয়েছেন। তাঁর চেহারা সকলে দেখে ফেলেছে এই আঘাতেই তিনি হিম হয়ে গিয়েছেন বুঝি।

তরুদির মস্তকের দিকে চেয়ে দেখি, এ তরুদি না—এ এক রত্নবী বৃন্দা। চোপসনো: মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেবার চেপ্টা করছেন।

চোপে তলে তাঁকে খাটে শোয়ানো হল। মুখ ফাঁকা, গালের গলার চামড়া কেঁচকানো, ভুরুরে চুলে পাক ধর।

ভরাত দৃষ্টিতে অপলক চেহারা চেয়ে আছে তরুদি। তাঁকে সবাই দেখে ফেলেছি, এইজন্যই তিনি অটল আর অমড় হয়ে পড়ে গিয়েছেন কি না বুঝতে পারলাম না।

অটলবিহারী ডাক্তারের আসতে একটু দেরি হল। তিনি এসে রুগী পরীক্ষা করে ঘর থেকে বোরয়ে যাওয়া মাত্র রাঙাদি আর হেনা ফুপিয়ে কোদে উঠল।

তরুদি কিছু বললেন না। তাঁর শেষ আত্ননাদ কিছুক্ষণ আগেই করা হয়ে গেছে।

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ

(জার্মানিয়নগণ মত ও পথ)

● সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ ●

—সর্বাধিকারিত জনপ্রিয় তথ্যবহুল

সংক্ষিপ্ত সুলভ বাংলা সংস্করণ—

প্রত্যেক বিবাহিতের বাস্তব সাহায্যকারী

একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য ডাকবিল্লি সহ

৭৮ নয়া পয়সা, M. O.তে অগ্রিম প্রেরিতব্য।

এত অল্পমূল্যের পুস্তক ভিঃ পিঃ হয় না।

প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য সাক্ষাৎ বা ফোন

বেলা ১টা—৬টা। রবিবার বন্ধ।

ফোন : ৩৪—২৫৪৬

মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন
(Family Planning Stores)

রুম নং ১৮ * টিপি ফ্লোর

১৫৬, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

(বৌবাজার-আমহার্স্ট স্ট্রীট জংসনের উত্তরে)

দি রিালিফ

২২৬, আপার সার্কুলার রোড

এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়

দিবস রোগীদের জন্য—মাত্র ৮ টাকা

সময় :—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও

বৈকাল ৪টা থেকে ৫টা

আশুতোষ
মুখোপাধ্যায়ের
অনন্যসাধারণ
উপন্যাস

প
ক
ত
পা

*
দ্বিতীয়
সংস্করণ

*
সড়ে
ছ টাকা

*
মিত
ও
ষোষ

কলিকাতা—১২

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে শিশুপীর ধ্যান, তপস্যা, আদর্শ এবং সর্বোপরি আত্মত্যাগ। নবীন সৃষ্টির পশ্চাতে থাকে এই পুনর্বাসনার অভ্যাসের ইতিহাস। মানব-শিক্ষণীজীবনের বেদনামুখের ইতিহাস ‘পগুতপা’ উপন্যাসটিকে মহৎ গৌরবে ভূষিত করিয়াছে। —প্রমথনাথ বিদ্যা

হইবার গণ — propelling power, fascinating style, creation of atmosphere and environments, vigorous and lively dialogue, চরিত্রগুলি এতই জীবন্ত যে, তাদের ভুলবার উপায় নেই।এখনো মনে পাল্ল সন্ধ্যার, বাদল, সাধন haunt করছে। —কালিদাস রায়

মশাই, অশ্রুত ভালো লিখেছেন!আপনি যে এমন পাকা খেলোয়াড় এবং এতদূর এতদূর শিক্ষণী, এ ধারণা আমার ছিল না।বাংলাসাহিত্যে নবমুগ্ধকথাটার পদচিহ্ন ‘পগুতপা’র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।আপনার অভিনন্দন জানাই। আপনার লেখনী জয়ন্ত হোক। —বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

‘পগুতপা’ নতুনতম বাংলা কথাসাহিত্যের এক আশ্চর্য সৃষ্টি।লেখকের ভাষা, বর্ণনাত্মক এবং শব্দ ব্যবহার ও যোজনায় চাতুর্য ও সংযম লক্ষ্য করিবার মত।শিক্ষণ বা আটের বিভাগের ইহা বাংলাসাহিত্যে একটি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস। —মৃগাভার

এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে নিঃসন্দেহে তিনি বাংলা উপন্যাসের পরিধি বিস্তার করেছেন।মস্তুর বিবর্তের মধ্যে একটি প্রশংসনীয় সংযম ও বাস্তব আছে। ভাষাবর্ণনা ও স্টাইলের মধ্যেও সেই নিপুণ বাস্তবের বলিষ্ঠ রেখা-বিন্যাস ফুটে উঠেছে।এই বলিষ্ঠ মানবতন্ত্রী দৃষ্টির জন্য লেখককে অভিনন্দিত করি। —শনিবারের চিঠি

গত সপ্তাহে সুনীল দাস কৃত কিছু ঘোড়ার স্কেচ এবং পেইন্টিং-এর একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল আর্টিস্ট্রী হাউস-এ। শ্রদ্ধা ঘোড়ার চিত্রমালার প্রদর্শনী সুকুমার শিল্পপ্রদর্শনী হিসাবে জন-সাধারণের সম্মুখে এ'র আগে আর কাউকে তুলে ধরতে দেখা যায় নি আমাদের দেশে। ঘোড়া সত্যিই একটি অতি চমৎকার আঁকবার বিষয়বস্তু। পশুজগতে সবচেয়ে সুন্দরী জীব হিসাবে ঘোড়াকেই ধরা হয়। তাই পাশ্চাত্যের এবং প্রাচ্যেরও অনেক শিল্পীর আঁকবার প্রিয় বিষয়বস্তু হ'ল ঘোড়া। দাগা, তুলুজ লোট্রেক প্রমুখ পথিকৃৎ শিল্পীদেরও ঘোড়াদোড়ের দৃশ্য ছিল অত্যন্ত প্রিয় আঁকবার বিষয়বস্তু।

শিল্পী

বিভিন্ন আদর্শে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইনি ঘোড়ার স্টাডী করে থাকেন। পরে এসব বিভিন্ন কোণ থেকে দেখা নানান ভঙ্গিমার স্কেচগুলি এ'র হাতে পেইন্টিং-এ রূপান্তরিত হয় তেলরঙ প্যাস্টেল এবং জল রঙেও। শিল্পী ছাত্র হলেও বেশ



শিল্পী সুনীল দাস অঙ্কিত চিত্র 'কালারস'

প্রাচ্যের শিল্পী জু' পেয়' ঘোড়া এ'কেই জগৎবিখ্যাত হয়েছিলেন। উগ্র আধুনিক-পন্থী পিকাসো এবং মানিওস-এরও অনেক ছবির বিষয়বস্তু ঘোড়া। পাশ্চাত্যের বহু প্রখ্যাত শিল্পী কেবল ঘোড়া এ'কেই সারাজীবন কাটিয়ে গেছেন। শিল্পী সুনীল দাস-ও সংকল্প নিয়েছেন সারাজীবন শ্রদ্ধা ঘোড়াই এ'কে যাবেন। তাই প্রতিদিন কলেজের ক্লাস শেষ হবার পর কলকাতার

পরিণত অঙ্কন কৌশলের অধিকারী। শারীরস্থান এবং ড্রইং-এর জ্ঞানও বেশ পাকা। তেল রঙের কাজগুলি দেখলে বোঝা যায় এই মাধ্যমটিতে এ'র দখল অসাধারণ। এ মাধ্যমে কখনও ক্রাসিকাল স্টাইলে আলো আঁধার খেলিয়ে রচনা করেছেন—যা দেখে সেকালের ধূরন্ধর পাশ্চাত্য শিল্পীদের কথা মনে পড়ে। কখনও বা তথাকথিত ইমপ্রেশনিস্টদের রচনার মত

ভাব এসেছে, কখনও বা স্প্যাচুলা এবং মোটা তুলির ক্ষিপ্ততানে সৃষ্টি করেছেন রঙ-বেরঙের খেলা, আবার কখনও বা কিছুটা আবস্ট্রাক্টভাবে ঘোড়ার রূপ রচনা করে ভারসাম্যপূর্ণভাবে কম্পোজিশন করেছেন। শ্রেষ্ঠ কম্পোজিশনগুলি একটু যেন কণ্ট্রাস্টিভ বলে মনে হয়। এ প্রদর্শনীতে সবসুখ ছিল ৬৭টি রচনা। শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে আমাদের 'মোশন' রচনাটি। এটি একটি ঘোড়াদোড়ের দৃশ্য। একদল ঘোড়া রঙ-বেরঙের পোশাক পরা জকী পিঠে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে চোখের সামনে দিয়ে ছুটে চলে গেলে যে প্রতি-চ্ছবি থেকে যায়, মনের মধ্যে অস্পষ্টতার জন্যে এটি তারই ছবি। প্রকৃত ইমপ্রেশনিস্টিক আর্ট বলতে এই রকম ছবিই বোঝায়। গতি প্রকাশ করবার জন্যে যে অঙ্কন কৌশল ইনি প্রয়োগ করেছেন, তা একমাত্র পাকা শিল্পীর দ্বারাই সম্ভব। ড্রাক্সিসমান শিল্প-এ এ'র সঙ্গে দাগা বা তুলুজ লোট্রেক বা জপেয়'র সঙ্গে তুলনা করবার মত দৃঢ়সাহস অবশ্যই আমার নেই। তা হলেও এই তরুণ শিল্পী যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা মুকুটে প্রশংসা করবার মতই। 'দে আর সিস্স', 'ওয়েটিং ফর কল', 'ইমপ্রেশন অব মাইন' এবং 'কালারস' এই রচনাগুলি বিশেষভাবে প্রশংসা পাবার মত। স্কেচের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৫৯ এবং ৫৯ নম্বরের কাঠকয়লার স্কেচ দুটি এবং তেল মাধ্যমের স্কেচগুলি। প্যাস্টেলের কাজে একটু একঘেয়েমি প্রকাশ পেয়েছে। ভাঙ্গমায়ে এবং বর্ণিকায় বিভিন্ন ছবিতে আরও বেশী পাখ'কা ধাক্কা উচিত ছিল।

শিল্পী সুনীল দাস বর্তমানে কলকাতার সরকারী চারু ও কারুকালা বিদ্যালয়ের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ভারতের নানা প্রদর্শনীতে এ'র চিত্রকলা স্থান পেয়েছে এরই মধ্যে। এ'র প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালে গোহাটী শহরে। এ বছর ললিতকলা আকাদেমীর প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ ড্রইং-এর জন্য নির্ধারিত নগদ টাকার পুরস্কার লাভ করে ইনি শিল্পী মহলে পরিচিত হয়েছেন। দিল্লীর 'মডার্ন আর্ট গ্যালারী'ও সম্প্রতি এ'র একটি স্টাডী খরিদ করেছেন। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ১৯৫৮ সালের চিত্র-প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনীর জন্য নির্ধারিত পুরস্কারটি ইনিই লাভ করেছিলেন। গত চার বছর ধরে ইনি ঘোড়াকে বেছে নিয়েছেন অঙ্কনের বিষয়বস্তু হিসাবে। এ প্রদর্শনীতে শিল্পীর যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় আমরা পেলাম। ভবিষ্যতে তারও পরিণত কাজ দেখতে পাবো আশা করি। —চিত্রগ্রীষ

প্রকাশিত হয়

রমেশচন্দ্র দত্তের অধঃশত মাসব্যাবসিকী উপলক্ষে

প্রবন্ধ-সংকলন ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত

মূল্য ৫.০০

এডারেস্ট বুক হাউস। এ-১২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিঃ-১২

(সি-৬৪৯)



প্রেম আর ফুটবল!

চোখ কপালে তুলছেন? তুলবেন না। আঁক হবার কিছু নেই।

হ্যাঁ, প্রথমটা শুনলেই অবশ্য একটু কেমন কেমন লাগে! ঠিক কথা। “নিছক কথা আর নেহাত গদ্য—পাশাপাশি? স্বর্গের প্রেম আর মাঠের ফুটবল—রাকেটে! মাথা খারাপ?” বলতে পারেন।

বলতে পারেন আরও যে দুই হাজারের এক হওয়ায় প্রেমের চরম সার্থকতা। (উপস্থাপন করতে পারেন কবিদের উক্তি আপনায় যন্ত্রের সমর্থনে। যেমন “লভ ইজ এ স্পিরিচুয়াল কম্পানি অর টু সোলস; কিংবা লভ দ্যাট টু হার্টস মেকস ওয়ান”—ইত্যাদি) আর দুই-এর (পাত দুই-এর (অধ্যায় ২২ জনের) কাড়াকড়িতে ফুটবলের চরম উত্তেকনা। মিল কোথায়?

আচ্ছ—মিল আছে। আপনি তা কেন জন-সন আর পেপসার কেট করেছেন। আমি আপনাকে হেঁচকের লাইন স্বরণ করিয়ে দেবো—“লভ ইজ এ সার্কল দ্যাট ওথ রেস্টলেস মুভ।” কী? ফুটবলও ঠিক এই না? মিলিয়ে নিন। অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে ফুটবলকে বলা হয়েছে “এ লার্জ রাউন্ড ইনফ্লটেড বল।” এই রাউন্ড বলটি কি ‘রেস্টলেস মুভ’ করে না আপনার চোখের সামনে? তবে?

আচ্ছা আরও একটু ভেবে দেখুন। অনেক মিল পাবেন। আকৃতিগত তফাত থাকলেও প্রেমের আকৃতি কী বকম? সেস্বপ্নীয়র ত’ প্রমকে একেবারে ধোঁয়া করে ছেড়েছেন—“লভ ইজ এ স্মোক রেইজড উইথ দি ফিউম অফ সাইটস্” ওদের প্রকৃতিগত মিল অনেক।

উপলব্ধিটা হয়েছিল হঠাৎ। অবশ্য সকল মহৎ উপলব্ধিই হঠাৎ হয়। হঠাৎ যেন বহুসংখ্যক লাল ছিঁড়ে যায়। হঠাৎ অশ্রুকারের মধ্যে এসে পড়ে এক ঝলক আলো। যা

ছিল গোপন তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। দিব্য-দৃষ্টি!

এই দিব্যদৃষ্টি, কখন যে খুলে যায় কেউ বলতে পারে না। মহাপুরুষ হারা সাধক, ঋষি, যোগী—তারা ঈশ্বরের ধ্যান করতে করতে হঠাৎ সব গভীর সত্যের উপলব্ধি করেছেন। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝে যখন ডুবে থাকতেন তখন মাঝে মাঝে তার গভীর দৃষ্টি সহসা খুলে যেত। মনের এই অবস্থাকে তিনি “দ্যাট সিরিন আন্ড রেসেড মুভ” বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এই সময় “উই দাঁ ইনটু দি লাইফ অফ থিংস”—অর্থাৎ আমরা বস্তুকে অতিক্রম করে তার ভিতরের সত্যকে দেখতে পাই।

প্রেম আর ফুটবল!

ওদের বইয়ের বিরোধিতা অতিক্রম করে ভিতরের মিল আমার চোখে ধরা পড়েছিল—সে একটি ব্যক্তিমূখর শ্রাবণের



মেঘের দাও! মেঘের দাও! আর কায়দা করো না

অপরাহে...ভুল করবেন না—নির্জন ঘরে একলা বসে খোলা বাতায়নপথে পাঠিয়ে দিইনি মনকে আমার মেঘের ওপারে কোনো সুন্দর কম্পনার রাজ্যে...দাঁড়িয়ে ছিলুম প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে চিড়েচুটে হয়ে প্রকাশড গোলমালের মাঝে জল-কাদার প্যাচ প্যাচ—মান কলকাতার ফুটবল মাঠের সবুজ গ্যালারীতে।

বুপ...বুপ...বুপ—তারপর বম্ বম্। ব্যক্তি জোর নামলো। খেলা চলছে। বেশ জমে উঠছে। উত্তেকনা বাড়ছে। ক্রমেই বাড়ছে। সংবাদপত্রের ভাষায় “তুমুল উত্তেকনা” বলা যেতে পারে। আকাশে ঘন কালো মেঘ। মাঠে জল ঝেঁ ঝেঁ। জলে আর কাদায় বল বিশ মণ ভারী। সেই বল নিয়ে চলছে লাতলাখি, মাথামাখি, খেলোয়াড়-দের। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে চলছে এদিকে মাতামাতি, দশকিদের। সমস্ত মাঠের আব-হাওয়া ঐ ব্যক্তির ঠান্ডার মতোও গরম। কানের পাশে কণ্ঠভেদী চীৎকার—

“মেঘে দাও! মেঘে দাও! আর কায়দা করো না—মার, মার,” তারপরই মর্মভেদী আতনাদ—“উঃ! কী কয়ে! কী কয়ে! এখান থেকে বাইরে মেঘে দিলে! নাঃ, আজ আর কোনো আশা নেই—ধোঁঃ!”

চোখের সামনে থেকে একটা পদা সরে গেল।

সহসা উপলব্ধি ঘটলো—প্রেম আর ফুটবল একই—

ফুটবল!

ফুটবল কি? চামড়ার আবরণের ভেতরে রবারের ব্রাডার। হাওয়া দিয়ে ফাঁপানো... যতদূর সম্ভব। আগে থাকে চাপ-সানো—হাওয়ায় ওঠে ফেঁপে। দাও ব্রাডারের মাথটা দেখে, হাওয়া যাতে বেরিয়ে না যায়! হয়েছে? আচ্ছা, এইবার চামড়ার খোলসটার

নুখ বাঁধ আটপেটে লেস দিয়ে—চামড়া
নেস। ব্যস! এই ত ফুটবল।

প্রেম?

প্রেম কি?

“লভ্ ইজ এ গোল্ডেন বাবল” বলছেন
চ্যাপম্যান। ভেতরে কী? “ফুল্ অব ড্রীমস্”
আচ্ছা, ও কবিদের কথা বাদ দিন। সোজা
কথায় আসুন।

দেহচর্মের আবরণের নীচে একাড হৃদয়।
প্রেমের হাওয়া ভেতরে প্রবেশ করলে সেই
হৃদয় ফুলে, ফেঁপে ওঠে—তার আগে সে
থাকে চুপসে। দেখেছেন দুই বন্ধুকে—
যার মধ্যে একজন প্রেমে পড়েছে আর এক-
জন প্রেমের ছোঁয়া পায় নি? তফাত লক্ষ্য
করেছেন? দেখেছেন, একজন কি রকম
বুক ফুলিয়ে চলে—লম্বা লম্বা পা ফেলে।

‘ধরাকে সরাজ্ঞান’ বলছেন? বলতে পারেন।
কিন্তু টুল্ টুল্ ওকে বলেছে—“আমি
তোমায়—” ইত্যাদি। আর একজনকে দেখুন
—যে টুলটুলদের তুলতুল কথা শোনার
ভাগ্য করে নি। দেখবেন বেচারা যা, তাই
আছে—মানে চুপসে আছে, না ফুলে ওঠা,
না ফেঁপে ওঠা। তাইত প্রেমকে বলে
“সোনার কাঠি”, আরও কত কি। শতবরণের



খুশীর মেলা...

ঘরে ঘরে খুশীর মেলা। নতুন ধানে ভরবে গোলা
নতুন ফসল আসছে ঘরে;
বঁধু তাই নেই অবসর, সাজায় বঁধু বরণ ডালা,
আলপনা দেয় উঠান-দোবে।...
সোনার রঙ্গীন স্বপ্নে মেতে, সোণার বরণ ধানের ক্ষেতে
শক্ত হাতে কাতে চালার চাষি।...

ফুরিয়ে এলো কাজ, সাক্ষ হলো আজ
এ বছরের মতো, ফসল কাটা যতো।
এরই ঘরে কষ্ট ভরে চোঁটা শত শত!
চোঁটা হতেই উঠবে গড়ে,
হুঃখ অনেক লাঘব করে, হুঃখের সংসার কত...

আজকে শুধু নতুন নয়, অতীত দিনও সাক্ষ্য দেয়,
সমৃদ্ধির সৌরভে আর সাক্ষ্যেরই গৌরবে,
হিন্দু লিভারের পণ্য ভরে, ভারত মাতার ঘরে ঘরে
জাগিয়েছিল নতুন করে, নতুন পরিবেশ—পরিচ্ছন্ন, উজ্জলতা
অনেক কথা; তবু এবার
আগামীতে চোঁটা হবে আরও নতুন পণ্য গড়ে
নতুন দিনের চাহিদাটারে, মিটিয়ে দিতে নতুন করে।

আজও আগামীতেও দেশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

PR. 10-K52 BG

ভাব ঈশ্বরদাস হৃদয়টিকে দিবা ফুলের ফাঁপিয়ে গোলগোলটি করে রাখা, ঠিক ফুটবলে পাম্প দেওয়ার মত।

তারপর সেই পাম্পের হাওয়া, মানে প্রেমের হাওয়া যাতে বেঁধিয়ে যেতে না পারে, তার জন্যে রাডারের মুখকে, মানে হৃদয়ের মুখকে কড়া করে বেঁধে রাখা। একটু ফাঁক পোলেই হাওয়া ফস্ করে বৌরিয়ে যেতে পারে। প্রেমের ইতিহাসে এ দুটোই বিন্ন নয়। কথাই ত আছে—চাখের আড়াল হলোই মনের আড়াল। "লভ্ হ্যাথ উইংস্" ধরে রাখা শক্ত। তাই প্রেমের রীতি হচ্ছে অপর পক্ষকে কড়া হাতে বেঁধে রাখা। আলগা দিয়েই কি—ফস্!

ফুটবল নিয়ে কি হল? কাদের লড়াই।

বল একটি, কিন্তু তাকে পায়ে রাখার জন্যে হুঁড়ুড়ি ধরে পড়তে একাধিক লোক। কাড়াকাড়ি মারামারি চলতে—কখনও চলেতে স্তম্ভভাবে, মানে খেলোয়াড়ী মনোভাব লজ্জার রেখে, আবার কখনও না অভ্যস্তভাবে। শেষ অবধি শুরু, হার যায় অংশ ফাটল—এমন কি, সমর সময় হাতছাড়া—বোম্বা—মুনি, ফুটবলটি। রেফারী বাঁশি দেবে—“ফাউল!”

আর প্রেমের কাড়াকাড়ি—এ তা পৃথিবীর ইতিহাসের শুরু, যেহেতু চলে আসতে। একটি ফাটলে নিয়ে দুটি মোহর টানা টানি বা একটি সমতার লিঙ্গ দুটি ফুলের দেহত্যাগবিস্ত—এ তাই আর বোম্বা বলাতে হবে? না এর বিষয়টা সেখানে দরকার? “প্রেমের শব্দভাণ্ডার”-এ তা একটি প্রকাশ্যকাই বাঁড়িয়ে দেবে। ইংরেজীতে ফাটল বলে—“সি ইন্ডারস্ট্যান্ডিং” তবে লাত—এ না হলো—ইংল্যান্ড, নাটক হয় না—আর ফিল্মের কথা কসই দিন!

একটি ফুটবল—তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি।
একটি হৃদয়—তাকে নিয়ে টানটানি।

প্রেম আর ফুটবলঃ—

ফুটবলে ‘ফাউল’ আছে। প্রেমও আছে। প্রকাশ্য এবং গোপ্ত—দুইকমই। ফুটবলের “চারাগোস্তা” দেখেন নি? রেফারীর উপস্থিতি চরম পুরুষের সার্গা নেই তা ধরে। গোষ্ঠী পালার খেলা দেখেছেন?

—কী হলো রে? ওদের স্টেডির ফরওয়ার্ডটা.....ফেটা বল নিয়ে ছোট্ট অসহিল গোষ্ঠকে ফুটবল বলে.....কী হলো ওর? ওঠে না কেন?—

—আর উঠেছে? কাঁধ নিয়ে কাত—

—কে মানে? যাং—পাল তা ঐ সেটা বাঁড়িয়ে আছে। ও আবার মারলে কখন রেফারী ফাউল দিত না তাহলে?

—ধরতে পারলে তা ফাউল দেবে! মোরেছে ‘চারাগোস্তা’!



কি প্রেম বুক ফুলিয়ে মনো বন্দা পা ফেলে

‘প্রেমের খেলাতেও ‘চারাগোস্তা’ আছে। লেগিং মাথা আছে। আপনি মনে করছেন উলি রাব তা আপনার হাতে। হ্যা—অনন্দ! খেলে থেকে আপনার লেগিং মারলে কি ওটা। আপনি সুখস্বাস্থ্য। আবার সমানসামানি তুলেও আছে। মনে করেন—এ জগতে আরেক প্রকারকাই দুই দাঁড়ির স্থান হল না? ওরদেব এমনও মরে নি।

ফুটবলে দেখছেন তা লাইনের ওপার বল শূট করে ফেল দর? প্রেমও একরকম হতে পারে। একটি লাইন আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ফেলে দিতে পারে আপনাকে বেয়ে দিচ্চি, আপনি প্রেম পড়েছেন।



একটি ছেলেকে নিয়ে দুটি মেয়ের টানাটানি

লাইনের ওপারে। আপনি তখন মাঠের বাইরে। মানে, আউট অব দি পিকচার, অর্থাৎ আপনার ‘রাইডাল’ আপনাকে আপনার প্রিয় হৃদয়-মহদান থেকে একটি সাইড-পুশ-এ বের করে দিয়েছে।

ফুটবল নাচে খেলোয়াড়ের পায়ে।

সমানের খেলা দেখেছেন? বলটাকে নিয়ে পায়ের ওপর নাচাতো, ওস্তাদ ঐ সমান, বাজীকারের মত। আপনার প্রেমসী যদি পাকা খেলোয়াড় হন তাহলে আপনাকেও নাচাতে পারেন তিনি তাঁর পায়ের ওপর। আবার অবশ্য মাথার তুলেও নাচাতে পারেন, যদি আপনার ভাগা ভাল হয়। মনো দস্তর ‘হেড’ দেখেছেন? অন্যরকম বলটাকে মাথার ওপর নাচাতে নাচাতে বেরিয়ে যেতে পারতো। আপনার প্রিয়াও পায় আপনাকে মাথার তুলে নাচাতে—যদিও মাথা থেকে পায় ফেলতে বেশী সময় লাগে না। মাথার বল পায় নিয়ে মারলে



বলটাকে নিয়ে পায়ের ওপর নাচাতো

এক শূন্য—বল মাঠের এইরকম পড়লো এক খেলার মাঠে। প্রেমের কাড়াকাড়িতে আজ কে মাথার মনি কাল সে হয় তা দিচ্ছে খুলিয়ে গড়াগড়ি। এ তা আর নতুন কথা কিছু নয়!

আবার এর উল্টা দিকও আছে। বুক-বন্দা বাঁড়িয়ে দিয়ে বকরের মনে আছে? বঁধ পাগড়ীকে নিশ্চয় তুলে বান নি। অবশ্য, বঁধ দেখে থাকেন বঁধি পাগড়ীর খেলা! অজকালকার খেলা দেখে ধারণ করতে পারবেন না। এমন ও-ধরনের খেলা নেই। বুক জোর কোথা?

প্রেমের খেলাতেও বুক বাঁড়িয়ে দেওয়া আছে। প্রেমিকের কাঁচকার জন্যে বিপদের সমান বুক বাঁড়িয়ে দিয়েছে তাই প্রেমাপদ, —এ তা কত শুনছেন পড়াছন। মনে নেই —“সাহসন! আর এক পদ অগ্রসর হলে মৃত্যু অনিবার্য রে তোম শরতন!” এইরকম ধরনের কথাগুলো—অবশ্য দেখেছেন কি

না জানি না। আর প্রেমিকার আত্মত্যাগের উদাহরণ যে নেই তাও নয়। তবে হ্যাঁ, এ কথা অবশ্য বলতে পারেন যে আজকাল আর কই দেখা যায় এ-রকম বুক বাড়িয়ে দেওয়া প্রেমের ব্যাপারে? তা পারেন। যেমন ফুটবলেও বুক বাড়িয়ে বল ধরা উঠেই গেছে। বুক সে জোর কোথা? ফুটবলেই বলুন আর প্রেমের বলুন।

ফুটবলে 'বল চাপা' কাকে বলে জানেন ত? আকাশে অনেক উঁচুতে যে বল উঠেছে তাকে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পা দিয়ে চেপে ধরা (যেন পায়ে আটা লাগানো—ছোঁয়া মাত্র আটকে গেছে!) ফুটবল মাঠে আজকাল বড় একটা দেখা না গেলেও, আগে যেত। ভাবুন কুমারের খেলা! বল এসে একেবারে পায়ে নীচে লক্ষ্মী ছেলেটির মত যেন শূরে পড়েছে—একটু আগেই উড়ছিল। বল-কন্ট্রোল!

প্রেমের খেলাতেও 'বল-কন্ট্রোল' আছে। আপনার 'উনি' যদি বেশ কড়া খেলোয়াড় হন তবে আপনাকে তাঁর চরণতলে চুপটি করে পড়ে থাকতেই হবে ("তা ত' হবে", মনে মনে বলছেন ত? "শিবই পড়ে রয়েছে অমন চুপটি করে শক্তির পদতলে!")—একটু ইদিক-ওদিক হবার ঘোঁ-টি নেই। মুখবুজে, চোখবুজে, গো-বেচারিটি হয়ে থাকতে হবে পড়ে শ্রীমতীর শ্রীচরণে... ওড়া মনকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে ঐ শ্রীপাদপদ্মে (আগে যা উড়েছেন তা উড়েছেন—আর নয়)। মানে,



হার ম্যাজেস্টিস্ মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট

"হার ম্যাজেস্টিস্ মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট"—ভাবটা এই আর কি! ফুটবলে বল-কন্ট্রোল, প্রেমে ফল-কন্ট্রোল—প্রেমিকের ওপর প্রেমিকার! ফুটবলে বলে 'পায়ে আটা আছে'। প্রেমেও আটা আছে।

আচ্ছা, বল-ত-চাপা হলো পায়ে তলার। তারপর? সেই বল নিয়ে করবে কি?

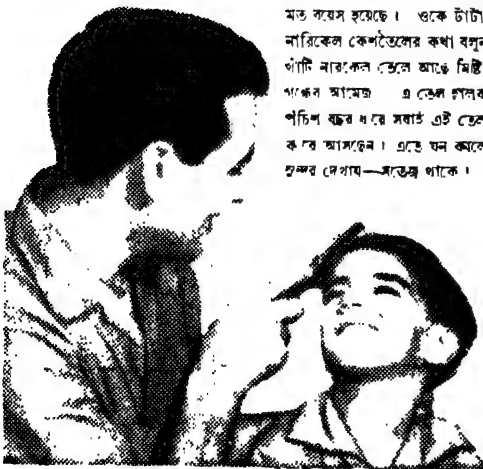
প্যাটান' উইভং নৈশয় জানেন। আজকালও বেশ দেখা যায়। বিপক্ষ কয়েকজনের পায়ের ভেতর দিয়ে বল কাটিয়ে নিয়ে দিলে একটি 'থ্রু' সেন্টার ফরওয়ার্ডকে। একটি টেনে শট—গোল!

ওড়া মনকে বশে নিয়ে এসে অনেক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সোজা 'গোলে', অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পৌঁছনো। ফুটবলের আক্রমণের সমাপ্তি 'গোলে'—তিনকাঠির জালের বন্ধনে; প্রেমের অভিযানের সমাপ্তি উন্মাদবন্ধনে। এখানেও তিনকাঠি জাল, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। বল জালে ঝড়িয়েছে, মনও। বলের লাফালাফি শেষ হয়েছে। জালের মধ্যে মুখ খুঁড়ে পড়ে আছে। মনেরও আর ওড়া নেই। সংসারের দাল জড়িয়েছে এবার। একটি অসহায় স্থিতি, মুখটি মুড়ি।

দেখেছেন কালকাটা-মোহনবাগান খেলা? বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকে?

ফোটে'র দিক থেকে 'শট' মারছে উরুউ বেনেট, কালকাটার ব্যাক। ইন্ডেন গার্ডেনের দিক থেকে সেই বল আবার 'শট' মেরে ফিরিয়ে দিচ্ছে গোয়াল পাল, মোহনবাগানের ব্যাক। বল একবার এদিক একবার ওদিক করছে। বেনেটের পা থেকে পালের—আবার পালের পা থেকে বেনেটের। কার পায়ে থাকবে বল? এ টলে দিচ্ছে ওকে, ও ফিরিয়ে দিচ্ছে একে!

ধীরে ধীরে 'সুন্দর' হাত শিখাচ্ছ...



করস ওর অঙ্গ হ'লেও নিজের চেহারা নিয়ে গর্ব অনুভব করা বা মাথার ঘন কালো চুল কেমন ক'রে ভালো রাখা যায় তা জানতে চাইবার মত করস হয়েছে। ওকে টাটা-র সুবাসিত নারিকেল কেশতৈলের কথা বলুন — এই গাঢ়ি নারিকেল তৈলে আছে মিলি গরুর আমজ এ তৈল গুলকা ও দেহা। পচিল বছর ধরে সমস্ত এটি তৈলে ব্যবহার ক'রে আসছেন। এতে ঘন কালো চুল চন্দ্র দেওয়া—সত্যের থাকে।



টাটা-র
সুবাসিত
নারিকেল
কেশতৈল

দী টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

TH 9329

দেখেন নি প্রেমের ব্যাপারে এই জিনিস? মনিটা দেওয়া যায় বা রাখা যায় কার পায়ে? রীণা সেন? না লীনা গুপ্ত? একবার এদিক, একবার ওদিক! প্রেমের অনিশ্চয়তা... সংশয়... মন দুঃলছে। রীণা বোধহয় সন্দেহ করেছে—“যাও না, লীনার কাছে... এখানে কেন?” বেনেট মারলে শট, পালের পায়ে বল। বলল লীনা—“এখানে কেন? যাও না রীণার কাছে...” মারলে পাল “রিটার্ন ভলি”—বেনেটর পায়ে বল। রীণার কাছ থেকে লীনার কাছে। আবার লীনার কাছ থেকে রীণার কাছে। যাকে বলে—ক্রম পিলায় টু পোস্ট। ফুটবলেও যা প্রেমের ত!

আচ্ছা, এতেও যদি আপনার প্রেম আর ফুটবলের সহধর্মীতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, তাহলে আরও একটি দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

গোলের সামনে বল। অনেক কায়দায় প্রতিপক্ষের পায়ের ভেতর দিয়ে, কাটিয়ে সেন্টার ফরওয়ার্ড বল নিয়ে সোজা চলে আসতে একবারে পেনাল্টি-বক্সের মধ্যে। একটি সোজা শট—বাস্!—

কিন্তু দেখেছেন ত! কি অবস্থাটা হয়? “গোল—গোল! আমার দাও! আমার দাও গোল!” দেখাই দাদা—আর কায়দা কেহারা না!—স্ট্রাইকার চীৎকার!

গোল! হালো বল! শট—একটি শটের অপেক্ষা! শূন্য! গোলের মধ্যেই বলটা ঘুরে, নাচতে লাগলো। হয়—হয়—হয় না না! টাণ্টালাইজ! মাথের কেন, একেবারে ঠোঁটের নীচে জল! টাণ্টালাস দাঁড়িয়ে আছে একগলা জল, অথচ তেঁতল তর জ্বাতি ফোটো যাচ্ছে। একটু নীচু হলেই আকণ্ঠ জল পান করতে পারে। কিন্তু হয় কী অভিশাপ! যেই নীচু হয় অমনি জলও আশ্রয় হয়! আবার যেই সোজা নড়ায় ঠোঁটের কাছে জল! সামনে জল অথচ কণ্ঠ শুষ্ক! সামনে গোল—অথচ স্ট্রাইকার-বোর্ড শূন্য! হয়ে হয়েও হয় না! অনবরত ঘেরা-ঘুরেই চলেছে বল নিয়ে—শটে করা আর হচ্ছে না! জাল ছিঁড়ে যাবার কথা! জালের ধারে কাছেও বল ঢোকানো নাম নেই?

প্রেমের খেলাতেও ঠিক এই অবস্থা... অনেক সময়।

বালি মাত হলো বলে! সব ঠিকঠাক! বলবল ত! হাতের মধ্যে... শব্দ! একটা দিন ঠিক হলোই... বাস্! ‘কফি হাউস’ বসে ও ত! নিজের কথা দিয়েছে... তবে? শব্দ! দিনশ্রমটা বাকী... মাঝে ভাট, আশ্বিন, কান্তিক—এই তিনটে মাস কেটে গেলেই ত! অগ্রহায়ণ প্রথম জাগ্রন সানাই, আলো, উল... বাস্! দুটি হৃদয় পরস্পরের জন্যে উদ্বেগ... হাত নাখার থেকেই বাড়ানো হয়েছে... শব্দ! মিলিয়ে দিলেই হয়—

সামনে গোল—মার শট... মার শট...



গোলে দাঁড়িয়ে পূর্ণ দাস

শট! মারা হলো—অবশেষে পূর্ণ দাস!

গোলে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণ দাস। দেখেছেন পূর্ণ দাসের গোলকীপার খেলা? এখানের পূর্ণ দাস। কিছুদিন আগেও গোলের সামনে বল গিয়ে বিপদের সূচনা করলে পুরনো খেলা-দেখেরা “পূর্ণ দাস” বলে চেঁচাত। পূর্ণ দাসের নামে বল পালায় গোলের সামনে থেকে। পূর্ণ দাস গেলে—একটি ‘পাশ’! কোথায় গেল বল? বলবল ত! কফি হাউসে বসে কথা দিয়েছে। ‘গোলে’—মানে, প্রেমের ‘গোলে’ পৌঁছে গেলে আর কি! কিন্তু পূর্ণ দাস? গোললাইনে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণ

দাস! মানে, বলবলের বাবা বীরবিক্রম বল শাই! সব বাধা কাটিয়ে, অনেককে হটিয়ে, কয়েকজনকে চাটিয়ে আপনি এগিয়ে এসেছেন বলবলের সামনে। সামনেই ‘গোল’—কিন্তু গোল বাঁধালো ঐ বীরবিক্রম, বলবলের অবস্থা বাবা!

একটি পাশ!

কোথায় আপনি?

পূর্ণ দাস গোল হতে দেবে না। আপনার পাশ অপূর্ণ রয়ে গেল। ‘গোলে’র সামনে এসে গণ্ডগোল—সব গোলমাল।

আর শেষ কথা হচ্ছে—ফুটবল গোল, প্রেমের গোল। “প্রেমের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়”—এ কথা ত অনেকবারই শুনছেন। তা ছাড়া, প্রেম যে অনেক গোলযোগ ঘটায় তাও ত! দেখলেন। সবচেয়ে মারাত্মক যে গোলযোগ ঘটায় তা হচ্ছে মাথার গোলযোগ। এ ত! আর আমার কথা নয়। আপনাদেরই মহাকাব্য সেক্সপীয়র প্রেমিক আর পাগলকে এক পর্যায়ে ফেলেছেন মনে নেই? ‘মিডসামার নাইটস ড্রাম’-এর সেই লাইনটা—“দি লুনটিক, দি লাজার আন্ড দি পোয়েট”? মনে পড়েছে? কিংবা রোমিও আন্ড জুলিয়েট-এর লাইন—“লাভ ইজ... এ ম্যাডনেস”—ইত্যাদি। বা “আজ ইউ লাইক ইউ” নাটকে রোসলিন্ড-এর উক্তি—“লাভ ইজ মিমারিস ম্যাডনেস, আন্ড জিলরভস আজ ওয়েল এ ডার্ক হাউস আন্ড এ হুইপ আজ ম্যাডমান ডু।”

এইবার মনেবন ত! যে প্রেম আর ফুটবল—ও একই ব্যাপার।

বাংলার ভাইবোনকে মাতৃপূজায় উপহার
দিবার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। দেবীচরিত—(জীবনী)

—ভগিনী নিবেদিতা—

আপনি কি দেশকে ভালবাসেন? জানেন কি ‘জাতীয়’ ও ‘স্বদেশী’ শব্দের প্রেরণাদাত্রী কে? আপনার মাতৃভূমির জন্য দখীচির মত তিলে তিলে জীবন দিয়েছেন কে? রবীন্দ্র ভাষায় যিনি লোকমাতা, যিনি প্রতিদিন প্রতিমহুর্তে তাঁর মহাজীবনের শব্দ যা শ্রেষ্ঠ, যা মহত্তম—তাই দান করেছেন—তিনিই ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর প্রথম প্রামাণিক জীবনী লিখেছেন—প্ররাজিকা মন্টিপ্রাণা।

—প্রকাশক—

রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা শুল

বাগবাজার। দাম—৭.৫০

সাবধান!

আজকের সর্দি কাল ক্রু,
ব্রহ্মইটিস কিম্বা নিউমোনিয়ায়
দাঁড়াতে পারে।

কত তর কোন রোগে পড়বার আগেই তাড়াতাড়ি আপনার
সর্দি সারিয়ে ফেলুন। সর্দি সারানোর জন্য বিশেষভাবে
তৈরী এই ঔষুধটি মালিশ করুন।

আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহেলা করবেন না! হাচি,
নাক দিয়ে কাটা জল পড়া কিম্বা গলা ঘুসুসু করা সর্দির
এইসব লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শোবার সময়
বুকে গলায় ও পিঠে ভিকস্ ভেপোরাব মালিশ করুন।
সঙ্গে সঙ্গে নাকে গলায় ও পিঠে একটা গ্লিসার আরান
অম্লভব করবেন। তারপর সারারাত ঘন ঘন আপনি
অকাতরে ঘুমবেন, এই পরীক্ষিত ঔষুধটি আপনার সর্দির
যন্ত্রণা দূর করতে থাকবে। সকালে দেখবেন আপনার
সর্দি ভালো হয়ে গেছে ও আবার আপনি
সুস্থ বোধ করছেন।



ভিকস্ ভেপোরাব ২ ছ'ভাবে সর্দি সারায়!

১ এটি নাকের
মধ্য দিয়ে
কাজ করে।



২ এটি স্বকের
মধ্য দিয়ে
কাজ করে।



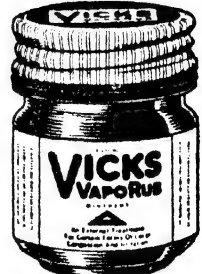
ভিকস্ ভেপোরাব থেকে যে
শক্তিশালী ওষুধের বাষ্প বেরোয়
তা' আপনি শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ
করে আপনার নাকের ও গলার
যন্ত্রণা দূর করতে পারেন।

ভিকস্ ভেপোরাব লাগালে বুকে
গরম লাগে ও আরাম রোধ হয়
—দ্রুত অটিকানো ভাব ও যন্ত্রণা
দূর করে দেয়। আপনি তাড়াতাড়ি
সুস্থ হয়ে উঠবেন।

নতুন
সবুজ টিন



বড় নীলরঙের শিশি



ভিকস্ ভেপোরাব

বুকে, গলায় ও পিঠে মালিশ করুন! সকলের পক্ষে উপকারী!

VR 6 BG



প্রথম

আচিন্ত্যম্ভার জৈনমুখ

১০

ছোট ভাইবানদের সঙ্গে এতক্ষণ কারিম খেলছিল কার্কাল, এখন খেলা ফেলে রেখে, আবার এসে শূন্যে তীর খাটো। একটা উপন্যাস পড়ছিল, ভাল সেটা আবার ধরবে কিনা। পাছে পড়তে শব্দজতে হয় খোলা বইটা রেখে গিয়েছিল উপড়ে। আলস্যে হাত বাড়াল সোঁদিকে। তক্ষুর্ন আবার হাতটা গুটিয়ে নিল। বইটার শেষ কী হবে তা যেন এখন, মার পথেই বোঝা যাচ্ছে। যদি শেষেই বোঝা যায় তা হলে আর পথ চলে, জীবনের পথে উন্মিষ্টে, সুখ কই?

ধরবে তো একদিন। তা কে না জানে। কাল সূর্য উঠবে হয়তো, তারই মত অবধারিত। কিন্তু সে তো একটা অবস্থার শেষ, অস্তিত্বের শেষ কই? আবার ভেঙে গেলে বলে কি আশেও উড়ে গেলে? প্রিয় চলে গেলে কি প্রেমও চলে যায়? অন্ধ হলে কি আর থাকেই না দৃষ্টিশক্তি?

দেহে, দিনে-রাত্রে প্রতি মুহূর্তে আমার মরিছ। সামর্থ্য - - হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কই আকাঙ্ক্ষা তো ক্ষয় হচ্ছে না। ভাসতে-ভাসতে চরে এসে উঠছে, কিন্তু পার পাচ্ছি কই? মনে হচ্ছে মৃত্যুর পরেও আছে আরো পরিচ্ছেদ। আরো কামনা করবার সহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু আরো যে আছে তার প্রমাণ কী! কাল সূর্য যে উঠবে তারই বা প্রমাণ কী! তার, সুকান্ত যে সুন্দর, বরণীয়, তাই বা আমি প্রমাণ করি কী দিয়ে?

মৃত্যুই যদি শেষ হয়, বেশ, হোক। কিন্তু কিসে মরব, কবে মরব, কোথায় মরব, স্থলে না জলে, স্ববাসে কি প্রবাসে, এ জানতে দিচ্ছে না। জানতে দিচ্ছে না বলেই জাগিয়ে রাখছে, বাঁচিয়ে রাখছে। শূন্য খণ করে ঘি খাবার কথা বলেই সরে পড়তে চাইছে না। চার্বাক এখন একবার এলে পারে। মনে-মনে হাসল কার্কাল। মহাজনী আইন হয়ে যাবার পর এখন আর খণ কই? আর কার্যক্রেম খণ যদি বা মেলে ঘি কই বাজারে? ঘটই তো মৃত। সে ঘি খেয়ে বাবজীবন সুখে থাকা সুদূরের

কথা। শূন্য খাওয়া, বেতে পাওয়াই কি সমস্ত? জীবনে নেই কি সে এক শাণিত আত্মপূহা যা কোনদিন বারিত হয় না, বাহত হয় না? সব পেয়ে-পেয়েও যে সমানে পূর্ণ হলে মাথা কোটে?

ধরবার নয়, তবু ধরবার জন্যে হাত বাড়ানো। বঁধবার নয়, তবু বঁধবার জন্যে বাজার থেকে দাঁড় কেনা। জানবার নয় তবু নিরালায় নগ্ন হালধের উপরে কান পাটা।

তাই বা মনে কী! মরণের ঘাটের দিকে যেতে-যেতে জীবনের গাছতলায় বসে এই একটা চড়াইভর্তি করে নওয়া।

ভালোবাসা এলেই ব্যক্তি মরণকে মনে পড়ে। ভালোবাসাই ব্যক্তি সেই এক সুখ, একান্ত সুখ, যার পরে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই অর্থহীন থাকতে নেই। সেই এক ভাক যা ব্যক্তি মৃত্যুর মতই অশ্বকার।

কি রে, শূন্যে অর্ধিস কেন? গায়ত্রী জিগগেস করলেন।

‘এমনি।’

‘শরীর খারাপ।’ সন্ধিগ্ধ পায়ে গায়ত্রী কাছে এগেলো।

‘না।’ বাহু দিয়ে চোখ ঢাকল কার্কাল।

‘দেখ তো কী হল মেয়ের।’ নিজের মনে বলছে না কাউকে সম্বোধন করছে দেখবার জন্যে কার্কাল চোখ খুলল না। দিব্যরাত শূন্যে এখনো না হয় আরো কিছু বার হবে কানের পোক। ‘সবতাইই অস্বাভাবিক, সবতাইই অনিচ্ছা। এম-এটা খারাপ হয়েছে বলে এত কী মন খারাপ করা! ফেল তো আর করিস না।’

‘এম-এ এম-এ।’ খড়্গ রূপে না কোন রূপে কে জানতে আসছে! এত যে সব জটিল-কষ্টের দেখি তাদের কে কোথেকে কী ভাব জড়িয়ে-বাড়িয়ে কিনে-কোটে এনেছে সে খোঁজ নেয়া! আর যারা গোলভরা উপাধি ঝাড়ে? কারাবিনোদ বা ভিকিবিনোদ! যে জিগগেস করে, কে মশাই আপনাকে বিনোদ করল? কিংবা কাকে আপনি বিনোদ করলেন?’

নরনাথ-নরকাকা এসেছে। ব্যস্তে পারল কার্কাল। তার শোকটা যে কত ভয়া-

বহ তা বোঝাবার জন্যে আঁচলটা মূখের উপরে টেনে নিল। এ কালোমুখ কি কাউকে দেখানো চলে?

বেশ তো, আরেক গ্রুপ নিয়ে পরীক্ষা দে। গায়ত্রী রাগ-রাগ ভাব করে বললে, নইলে বি-টিতে গিয়ে ঢোক। ল পড়বি বলে এত তড়াপিছিল তাতে গিয়ে ভর্তি হ।’

না, না, ওসব ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। নরনাথও এঁগিয়ে এল খাটের দিকে। ‘দেখ না, ওর ভাগিটা দেখছ না, ও এখন আরাম চায়। আলসা চায়।’

‘ও ওরকম মেয়ে নয়।’

‘সব মেয়েই ওরকম।’ পকেট হাটকে কি একটা বের করে সহসা গায়ত্রীর কাছে গিয়ে নরনাথ বললে, ‘এই দেখ কী এনেছি। বলো কেমন দেখতে?’

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক

• ৩

বায়োকোমিক ঔষধ

ড্রাম-২২ ও ২৪ নং পয়সা।

রয়েল লন্ডন হোমিওপ্যাথিক কলেজে পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত হোমিওপ্যাথিক দ্বারা পরিচালিত।

কুণ্ডু পাল এণ্ড কোং

১৭১। এ. রাসবিহারী এডেনট, কলিকাতা-১৯

(গভিরাঘাট মার্কেটের সম্মুখে)

শ্রীঅনিচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যাগামে বাঙালী	২৯
বীরভৈ বাঙালী	১১।
বিজ্ঞানে বাঙালী	২১।
বাংলার ঋষি	২১।
বাংলা মনীষী	১।
বাংলার বিজ্ঞানী	২১।
আচার্য জগদীশ	১১।
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১১।
রাজবি রামমোহন	১১।

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

সানন্দ কৌতুহলে চোখ বড় করল।
গায়ত্রী: 'কে এ?'

'আমাদের কোম্পানিতে নতুন জয়ের
করেছে। স্টাটিং-এই পাঁচশো টাকা। তার
পর কোম্পানি থেকেই পাঠাবে 'ফরেনে'।
বিয়ে করে একেবারে বউ নিয়ে যেতে পারবে।'
ফোটোটা চশমার কাছে বাগিয়ে ধরল নর-
নাথ: 'কেমন স্মার্ট দেখেছ?'

বাকি কীকি নড়ে-চড়ে উঠল? পাশ-
ফেরানো হুঁচটা সোজা করল? মূখের
আঁচল কি এল শিখিল হয়ে?
'স্মার্ট তো বটেই।' দূরে থেকেই আরেক-
ক'টাশ বললো গায়ত্রী: 'স্মার্ট' না হলে
তবু কোম্পানিতে নেবে কেন? বয়েসও
তো বেশি নয়।'

'না, না, সাতাশ-আটাশ। সুন্দর মানাবে।

খাসা। আইডিয়াল।' প্রায় স্বর্গে গলা
তুলল নরনাথ।

'পাশ-টাশ কন্দুর?' মায়ের প্রাণ তো,
জিগপেস না করে পারল না গায়ত্রী।

'জাত-গোত্রে যুগ্ম, নিটোল-নিটুট
চাকরি, অল্প-বয়স, সুস্থ, সুদর্শন—তার
আবার বাড়তি পালকে দরকার কী!'
উড়িয়ে দিতে চাইল নরনাথ।

'তবু মেয়ে তো আমার এম-এ।'

'এম-এ দিয়ে তো ধয়ে খাবে। ঐ কে
এম-এ পাশ, জহরলালকে বলেছিল
সাকান্দার পান্নালালের বড় ভাই, ভাবে-কে
বলেছিল বাঙলা ভাষার প্রজেক্ট টেনিস,
আর হার্মানিকে বলেছিল—কী যেন
বলেছিল রে?' কাকিলকে লক্ষ্য করল
নরনাথ।

এ অবস্থায় মেয়ের সামনে গুরুজনের
নানা মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধের কথা উঠলে,
মেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়, হাংলার
মত বসে থাকে না। আর যদি কিছু
শোনবার লাস্যও হয় দরজার ওপাশে
পাড়িয়ে উল বুনতে-বুনতে অড়ি পাত্তে।
কিন্তু নরুকা' কী অশ্রুত ভালো, প্রায়
ঈশ্বরপ্রেরিত। কেমন সুন্দর বিয়ের কথা
নিয়ে এসেছে। বাড়িতে একটা বিয়ের কথা
উঠে এই এতদিন চাইছিল কাকিল। তাই
জেনে ভাবে-অভাবে আনন্দোৎসাহের করে
চলেছিল। এরা সব ভাবছিল শুন্যতার
কথা। পূর্ণতার খবর নিয়ে এই প্রথম এল
নরুকা। প্রসংগটা উঠলেই তা' তার
আসপ্পের কথাটা বলা যায়।

খুশিতে বলমল করতে-করতে উঠে
বসল কাকিল। বললে, 'হার্মানিকে বলেছিল
হার্মোনিয়ামের আবিষ্কর্তা।'

'দেখলে তো বৌদি, কেমন বেজে উঠল
হার্মোনিয়াম। সবগুলো দাঁত দেখা গেল,
তাই না?' কাকিলর দিকে তাকাল নরনাথ:
'এক সংগে সবগুলো রিড!'

অগত্যা গম্ভীর হল কাকিল। উপায়
নেই, বইটা তুলে নিতে হল। অপেক্ষা করে
রইল।

'জানি বাজবেই, উঠবেই বেজে। যখন
যেমন গান—'

কিন্তু কতদূর পাশ-টাশ করেছে বললে
না তো—' গায়ত্রী বাকিটুকুর জন্যে উসখুস
করতে লাগল।

'ক' পাশ নয়, ধ—পাস।' কাকিল টিপ্পনী
না কেটে পারল না।

হাসল নরনাথ। গায়ত্রীকে বললে,
'তোমার শিক্ষার খবরে দরকার কী। তুমি
মা, তুমি শূদ্র বিত্ত দেখবে। ছেলের মাইনে
ভালো, উন্নতি যতদূর চোখ যায়। অফিসের
গাড়ি পাবে, আর যা অফিসের তাই গৃহের,
গৃহ মানেই গৃহিণীর, মানে স্ত্রীর—আর
স্ত্রীর হলেই শাশুড়ীর। বাড়ি আছে দাঁড়-
পাড়ায়, আর যা চাকরি বাগিয়েছে, বুকেতেই

দাঁত ওঠার ব্যথা?

দেখুন পিরামীড ব্রাও গ্রিসারীন্ কেমন করে
দাঁত ওঠা সহজ করে তোলে।



দাঁত ওঠার সমস্যা? বাড়ীর বাবা? একটা নরম কাপড়ে আপনার
আঙ্গুল জড়িয়ে পিরামীড গ্রিসারীন্ একটু আঙ্গুলটা ডুবিয়ে
নিন তারপর আঙে আঙে শিশুর মাড়ীতে মালিশ করে দিন
এবং তাড়াতাড়ি ব্যথা কমে যাবে আর এর দ্রুতি ও সুখার
শিশুদের প্রিয়। এটা বিশুদ্ধ এবং পুষ্কর, ওষুণ হিসাবে, অস্বাধনে
ও নানারকম ভাবে সারা বছরই কাজে লাগে—আপনার হাতের
কাছেই একটা বোতল রাখুন।



D.W.C.

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে পুস্তিকা : এই কুপনটা ভরে নীচের ঠিকানায় পাঠান :
হিন্দুস্থান লিটারারি লিমিটেড, পোস্ট অফিস বক্স নং-৪০৯, কোম্পানি।

আমাকে অসুগ্রহ করে পিরামীড ব্রাও গ্রিসারীন্‌র পুষ্কর ব্যবহার
এখালী পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা

আমার ওষুণের বোকারের নাম ও ঠিকানা

পারছ, মূর্খবিশ্ব জোর করত। আজকাল যার মূর্খবিশ্ব তারই মোহাবা।

‘তবু শিক্ষাদীক্ষার কথাটা জানতে হয়।’ গায়ত্রী বললে, ‘আর তা জানবার মাপ-কাঠিই হচ্ছে কী পাশ, ক-টা-’

বইয়ে মূর্খ ঢাকল কাকলি। শব্দ দুর্ভাগ্য দুটি চোখ বাইরে রেখে বললে, ‘শব্দ এপাশ ওপাশই করেছে বোধহয়—’

‘তুই মেয়ে, তোর ওখোঁজে কী দরকার? তুই শব্দ রূপ দেখবি।’ পকেট থেকে ফোটাটা ফের বার করল নরনাথ: ‘দেখবি? নাথ না। দেখতে কী দোষ!’

কাকলি মূখ ফিরিয়ে নিল। বললে, ‘বিনা ছাড়া বৃক্ষ রূপ হয়। আর যে পুরুষ বিয়ের আশিকেশনের সঙ্গে নিজের ফোটা এনরোজ করে দেয় সে যে কতখানি শিক্ষিত তা আর বলতে হবে না।’

‘মোটেই তা নয়। আবেদনটা আমাদের, আর আমরা এনরোজ না করে উদরোজ করব, তাই উনি দেখতে আসবেন সবচেয়ে।’

কে উনি আসছেন তারই পূর্বসূরীর জন্যে এই ছবিটা তার এলবাম থেকে তুলে এসেছিল। দিতে কী চায়! অনেক পিতৃ-পিতৃ পুত্রস্বপ্নের পর সিল। ‘সিনিয়র অফিসার, আমাকে কি আর চটতে পারে! বললাম, কে তুমি যাচ্ছ তাদের একটা মাফিয়া ত দিতে হয়। অন্তত, অন দি ফেস অফ ইট, তুমি যে প্রত্যাখ্যে নও, বরং তুমি যে নির্যাসের, নির্যাসের, এ সম্বন্ধে তো তাদের নিঃসংশয় হওয়া উচিত। ফইনালের আগে একটা টিউ হতে দশ ক’। ঘটনা তার চায় ফেল শোননি? এও ঘটনার আগে একটা ছাত্র দেখেন। কই দাদা কই, কেমন আছেন?’ অমা ধরের দিকে পা বাড়ান নরনাথ।

মহাভারতের এখানে অনেক পবই বাকী, গায়ত্রী পিছ নিল। কাকলি আবার শলে। উপরে কড়িকাঠর দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

কতক্ষণ পরে বাস্তু পায়ে ছুটে এল গায়ত্রী। ঘনিষ্ঠ স্বভাবের সুরে বললে, ‘শব্দ’ছস, শব্দ, মূর্খবিশ্ব জোরেরই ঢাকলি পায়নি, ছেলের গুণ আছে।’

মায়ের ভর-ভর মথের দিকে তাকাল কাকলি, কোনও কথা বলল না।

‘ছেলে এম-কম, তার উপর আবার ল পাশ। শব্দ ন্যানেই কি হয়, স্বপ্নের জন্যে মিথিত লাগে।’ উগমগ হয়ে বলল গায়ত্রী, ‘ছেলের নিজের মিথিত আর মূর্খবিশ্বের তদবিবের নুন। চৌকস ছেলে। এখন আমাদের অদৃষ্ট। তা ছেলের চোখে নর-ঠাকুরপো মধুর ছিটে দিগে দিয়েছে—তবু একবার দেখক, দেখে যাক—’

‘আমাকে দেখবে?’ আতিক উঠল কাকলি।

‘আহা, এ কি সেই সরাসরি দেখা, না

চুল খুলে পিঠ দেখিয়ে কাঁড়ানা? সে একটা ডিসেন্ট কিছু হবেই। ঠাকুরপো যখন অল্প তখন আর ভাবতে হবে না। কিন্তু কী অশ্চর্য, গায়ত্রী আবার ছুটল বাস্তু পায়ে: ‘ছেলের নামটাই তো জানা হয় নি। এখন সব ভালো, নামটাই বা না কোন ভালো হবে। আর নামে কী আসে যায়—’

‘লেখক তো নয়, যে নাম চলল না বলে বইও চলল না—’

‘আর আজকাল তো অফিস-বাজারে উপাধি ধরে ডাকার রেওয়াজ—চক্রবর্তী না দাশগুপ্ত—’ চলে গেল গায়ত্রী।

কতক্ষণ পরে বেরিয়ে এল নরনাথ। পিছনে বনবিহারী। ঘর থেকে বাইরে, ‘সিঁড়ির মুখে ব্যাঘ্রদার কাছে সবাইকে দেখতে পাচ্ছে কাকলি। কী অশ্চর্য, লিঁঠ ছড়াই বাবা হাটতে পাচ্ছেন। তাই মায়ের বাধাটা হঠাৎ কম বলে মনে করছেন। কেন কী একটা কটা ফুটে ছিল, খসে গিয়েছে। মূখে আর সেই ভর-ভর অবসাদের ভাব

নেই। আর মা তো মূর্খবিশ্ব বরস অনেক কমিয়ে ফেলেছেন। হালকা হয়ে গিয়েছেন।

বা হাতের তালুর উপরে ডান হাতের কিল মোরে নরনাথ বললে, ‘এ সম্বন্ধ হবেই। আমি জানি আমার কথা ও ফেলতে পারবে না।’

মায়ের জন্যে অগাধ মমতা, তাই শব্দ নিরশাশকেও হিসেবের মধ্যে রাখছেন বনবিহারী। বললেন, ‘এখন পছন্দ হলো হয়!’

‘পছন্দ হবে না কী!’ নরনাথ চশমার কাঁচ মুছতে লাগল: ‘এমন মেয়ে কটা পাশে কলকাতায়। যদি আপসা কিছু দেখে, তা মায়ের দোষ নয় ওর চোখের দোষ। তাই ঠিক পাওয়ার চশমা পরিয়ে নিরে আসব।’

‘কিন্তু মেয়ে আমার গৃহস্থ টাইপ—’ বনবিহারী আবার মমতা ব্যালেন।

‘আর উনিই বা কোন গৃহস্থীন। যেমন সজাবে তেমন সাজবে। কই সাজালে বউ বিব সজালে বিব। মেয়েদের বি, ছন্দ



সৌদর্ঘ্য মাসিক

মৌলিকতায়
নির্ভরতায়
আধুনিকতায়



গিনিগোড জুয়েলারি স্টোর

এম.বি.সরকার
এও সন্ত
মাসিক

ফোন-৩৪-১৭৬১

গ্রাম-ট্রিনিটি

১৩৬/সি ১৩৭/সি/১ বহুভাষ্য ট্রাউ কলিকাতা-১২
৩৩-৩৩/সি ১৩৭/সি/১ বহুভাষ্য ট্রাউ কলিকাতা-১২
৩৩-৩৩/সি ১৩৭/সি/১ বহুভাষ্য ট্রাউ কলিকাতা-১২
৩৩-৩৩/সি ১৩৭/সি/১ বহুভাষ্য ট্রাউ কলিকাতা-১২

ধরে থাকলেই পছন্দ। হয় শেতপাথরের
জাঙ্ক নয়তো ডিক্শনারি। যা বলো। চীনে
মাটির শ্লেট নয় কলাপাতা—

‘আমার ভয় হচ্ছে, বেশি কিছু দাবি
দাওয়া না করে বসে।’ গায়ত্রী মুখে শুকনো
করল।

‘দাবিদাওয়া না হান্টি! দিলে দেবে না
দিলে না দেবে—যা তোমাদের সাধ।’

‘না, না, দেবা।’ বললেন বনবিহারী।

‘কাকালির জন্যে আলাদা টাকা রেখেছি।’

‘তবে সেই কথাই রইল।’ নরনাথ
গায়ত্রীকে মনে করিয়ে ‘দিলঃ’ ‘আগামী
শনিবার দুপুর দুটোর এসে আমি
তোমাকে আর কাকালিকে নিয়ে যাব।
ইন্দিরাও যাবে।’

‘ও পক্ষ?’

‘ছেলে আর তার দাদা আর ভগ্নীপতি।
মা তো নেইই বলেছি—’

‘ছোট বোনটোন?’

‘বন্দুর জানি, তাও নেই।’

আরো হালকা হল গায়ত্রী। শাশুড়ী
থাকবে না, অংশনে নেমেই ষোল আনা
করী হতে পারবে, আর, মনদ-ফনদের
বিয়ের জন্যে টাকা জমাতে হবে না মাস-
মাস, কত বড় উপশম সংসারে। চোখে
ইগিত পুরে গায়ত্রী তাকাল নরনাথের
দিকে। বললে, ‘কাকালিকে ভালো করে বসে
যাও।’

বনবিহারী দিবা আরো কয়েক পা
এগিয়ে এলেন। বললেন, ‘ফাংশনটা কী?’

‘দেখি কী দাঁড়।’ হয় কোনো হোটলে
চা। নয়, গগণের পারে কোথাও পিকনিক।
ভিটেলস পরে জামাব। হ্যাঁ, কী জানি
কথাটা? খবরের কাগজে বিশেষণ হিসেবে
খুব চলে। হ্যাঁ, মনোজ্ঞ—ব্যাপারটা যতদূর
মনোজ্ঞ করা যায়—’

ভয়ানক কথা, হাসলেন বনবিহারী।
‘আজ মঙ্গলবার—’ গুললেন ইয়তো শনি-
বারের দেরি কত।

নরনাথ আগে নরনাথ ঢুকল কাকালির
ঘরে। নিমন্ত্রণের বিষয়টা বিশদ করতে
চাইল।

হামেনিয়ামের সমস্তগুণি ‘রড খুলে
ভেজে উঠল কাকালি: ‘কিন্তু চা যেন হাই-টি
হয় নরুকা।’ বেশ হেঁচি।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে—’

এবার কাকালি নীরবে হাসল। প্রায়
আধ্যাতিক হাসি। এ হাসিই বলে, প্রভু,
এদের ভূমি ক্ষমা কর। এরা জানে না এরা
কী করছে।

গায়ত্রী নরনাথকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে
দিতে গেল। বনবিহারী অসহ্যে হেঁটে-
হেঁটে চলে গেলেন নিজের ঘরে।

গায়ত্রী এল কাকালির কাছে। কতদিন
তার স্বাধা-লাবণ্যের সরজমিন তদন্ত
করেনি ভেবে অনুতাপ হল। মাথাডরা
কত সুন্দর ছিল, অম্বল-আলসো উঠে
যেতে বসেছে। চুলগুলি দুহাতে তুলে নিয়ে
আদর ভেল মাথায় দিতে লাগল গায়ত্রী।
কাকালি ডাকল: ‘মা।’

কি রকম অদ্ভুত লাগল গায়ত্রী। কী
কথা আছে সরলভাবে সরাসরি বলেই
ফেল না। সম্বোধন করবার কী দরকার।
বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠল।

ডেকেছি তো কথা বলছি না কেন?

‘মা।’

‘কী?’

গায়ত্রী পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখে
দেখা যাচ্ছে না এই যা শান্তি। বললে,
কাকালি, ‘নরুকাকে বলে দাও শনিবারের
ফাংশন বন্ধ করে দিক।’

উইজডম ডে স্টিম্পের
পরামর্শ মেনে চলুন!

সকালে ও রাতে

Wisdom

ব্রাশ দিয়ে দাঁত
মাজুন!



দাঁত সুস্থ রাখতে হলে সকালে ও
রাতে এবং সম্ভব হলে প্রত্যেকবার খাওয়ার
পর নির্যাত দাঁত পরিষ্কার করা চাই-ই।
এজন্য আপনার চাই এমন একটি টুথ ব্রাশ
—যা দাঁতের ফাঁক থেকে প্রত্যেকটি খাদ্যকণা
বেগ করে দেবে, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে
পরিষ্কার করার জন্য পরিকল্পিত উইজডম
টুথ ব্রাশ বেছে নিন।

উইজডম পরিষ্কারের এই সব বিশেষ
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করুন—বাবাহারের সুবিধার
জন্যে বাকী হাটল, মুখের সকল অংশের
নাগাল পাওয়ার উপযোগী করে তৈরী
ব্রাশের খাটো অন্তর্ভাগ দাঁতের প্রতিটি অংশে
পৌঁছানোর জন্য ত্র্যমূল্য নাইলন গুচ্ছ।

এবং এই গুচ্ছগুলি খুব নমনীয় বলে
উইজডম ব্রাশ অনেক দিন টেকে। আপনার
দোকান থেকে চেষ্টা নিন।



Wisdom

দীর্ঘস্থায়ী
টুথব্রাশ

10R

'কেন?' দু'হাতে কাকিলির চুল প্রচল হয়ে রইল।

'ওখানে হবে না।'

'কী হবে না?'

ঢাক-ঢাক-গুড়-গুড়ে লাভ নেই, স্পষ্ট কণ্ঠেই বলল কাকিলি, 'বিয়ে।'

গায়ত্রী ভাবল, প্রত্যেক চাকরির উমেদারই যেমন সন্দেহ করে, তার বৈগণ্য বেশি, সম্প্রদায় কম, তেমনি একটা অলস সন্দেহই কাকিলিকে আচ্ছন্ন করে বসেছে। প্রত্যেক পরীক্ষার আগে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর যেমন হয়।

'তা না হোক। তার জন্য দেখাতে বা দেখে আসতে দোষ কী! না হয় তা ঠিকরপো বুঝবে। আমাদের মাথা বম্বাধার কী দরকার!'

'কথাটার মানে তা নয়।'

'তা নয় মানে?'

'তা নয় মানে! একটুও ঢোক গিলল না কাকিলি, 'আমার বিয়ে অন্যত্র ঠিক হয়ে আছে।'

গায়ত্রীর হাত থেকে চুলের গোছ আলগোছে খসে পড়ল। বিবর্ণ দ্বারে প্রায় ঢোঁচিয়ে উঠল: 'কী হয়ে আছে?'

'ঠিক হয়ে আছে। মানে স্থির হয়ে আছে।'

'এখানে হয়নি তো?' সমস্ত শরীর যেন কাঁপছে গায়ত্রীর।

'না, হয়নি।'

'তবে কেনে রাখা, আর হবে না।' চুলের গোছা আবার তুলে নিল গায়ত্রী।

সূক্ষ্মত বা বলেছিল তাই করলেই ভালো হত। এত কথা কহতে-সহিতে হত না। সোজাসুজি বলে দিলেই হত, হয়ে গিয়েছে, চুক-বকে গিয়েছে—এই দেখে সবকারী দাঁলল। শীলমোহর মারা। এ আর নাকচ হবার নয়। আমি নাবালক নই, আইনের কোনো বাধানিষেধের মধ্যে আমরা পড়ি না। এখন পারো তো ভোজ ডাকো।

'কেন হবে না?' ঘাড় ফেরল মার দিকে।

'না, হবে না।' গায়ত্রী চুল ধরে টান মারল সজোরে: 'আমরা যাকে মনোনীত করবো তাকেই তোমার নিতে হবে।'

'তবে এতদিন করিনি কেন? দাওনি কেন গছিয়ে? সাবালক করে, সাবালকের স্বাধীনতা দিয়ে এখন কেন আর তর্জন-গর্জন করবে?'

'একশোবার করব।' চুলের উপর আবার হামলা চালাল গায়ত্রী: 'কিন্তু জিগেসে করি কাকে তোর নির্বাচন?'

'তোমরা তাকে চেন।'

বকের ভিতর যেন তীর ছুঁড়ে মারল গায়ত্রীর। 'সেই জুতোকাঁত ভেঁড়া কান্ড ছেলোটা?'

'না।'

'সূক্ষ্মত না?'

'হ্যাঁ, সূক্ষ্মত।'

'ঐ ওয়ার্থলেস অপদার্থ! অকর্মণ্য ছেলোটা? ফাজিল ফকড় বাউন্ডুলে লোফার—' বিশেষণ খুঁজে পাচ্ছে না গায়ত্রী।

'মগাৎকেশের শিবকও সকলে ঐ কথা বলত। সূক্ষ্মত একটা সুস্পন্দন চাকরির পেয়ে গেলেই এসব বিশেষণ বিপরীত স্মৃতি ধরবে।'

'এখানে পারিনি তো।' দাঁতে দাঁত লাগল গায়ত্রীর: 'শব্দনির্ভর কী জোজবদার ছেলে—ট্রিলিয়াস্ট—কই ফাস্টব্রাশ তো জুটল না—'

'না জুটুক। সেকেন্ড ব্রাশ ফাস্ট'

হয়েছে। রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়েছে। পরে ডক্টরেট পাবে। পরে নির্বাণ প্রোফেসর। এমন কী অসার জিগেসে করি!'

'কিন্তু যে পাঠ নর-ঠাকুরপো এনেছে—'

'দে ফুটো পাহ, মা।' চুলের উপর অত্যাচার অসহ্য হবে কেনেও কিছতেই বা বলে পারলনা কাকিলি।

'চুপ কর।' কিসে আর কিসে, তামায় আর 'সসে। চাঁদের কাছে জোনাকি।' চুল ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ল গায়ত্রী। শাসনের সুরে বললে, 'তোকে বলে রাখছি, সূক্ষ্মত-ফকড়ত কিছতেই চলবে না, না, চলবে না, —চলবে না—'

'তুমি যে প্রায় রাসতার আওরাজ তুললে।'

শান্তি-র আকার
নাহন কই বের হ'ল

গভনমেট আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল

অধ্যক্ষ শ্রীচিন্তামণি কর মহাশয়

তিন রঙে এই গ্রন্থখানির প্রচ্ছদটি এঁকে দিয়েছেন

স্বাভিমুহুর

কল্পলাকান্ত ঘোষ

'স্বাভিমুহুর' গ্রন্থখানির মূল, প্রথম কথা: 'এই গ্রন্থখানির সংকলনাত্মক অভিলাষ জানে নাও আমাকে একজন ভাবনামার মানুষ, 'প্রাক্কনো' মনে মনে বলে 'যাতে যে পার্থক্য প্রচার প্রচার, তুমি ওই সিংহের মতো।' উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় অনন্ত এই কৃষা নিজে চলেছে এখানে মানুষের মধ্যে আলস কলেজের ছেলে অম্বনকুমার, গোপী, হাল, মূলী, কিশোরী মেয়েটি, আপসী মালতী—চলেছে আঁড়ার অশোকতরুটি, পলাশ, একলা পাহাড়টাও। আরও অনেক চরিত্র। বাংলা-গানের যে অনবদ্য নিদর্শন এ বইয়ে তার প্রসঙ্গগেণে কথা যে সুরে গিয়ে পৌঁছেছে সেখানে যেমন ক্লাসিকের স্বাদ পাওয়া যায় তেমন বর্তমানের সমাজ-চিত্রও আড়ালে পড়ে না। ২.৫০ ঠ

শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

হোমিওপ্যাথিক

পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বঙ্গভাষায় মৃদুগুণ প্রায় দুই লক্ষ পৃষ্ঠাপ হাজার

উপন্যাসিক অংশে 'হোমিওপ্যাথিক মূলভূত্বের বৈজ্ঞানিক মতবাদ' এবং 'হোমিওপ্যাথিক মতের ঔষধাত্মক ভিত্তি' প্রভৃতি বহু গবেষণাপত্র তথা আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে খারতীয় যোগেব ইতিহাস, কারণতত্ত্ব, যোগনিরূপণ, ঔষধ নির্বাচন এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশে ভেষজ সম্পদ তথা, ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ, রেপার্টারী, খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ, জীবগুণতত্ত্ব বা জীবগুণ হইয়া এবং মন-মাত্র তত্ত্ব পরীক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাশাঙ্কীয় বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিংশ সংস্করণ। মূল্য—৭.৫০ নং পঃ মাত্র।

এম, ভট্টাচার্য এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

ইকনামিক ফার্মেসী, ৭০, নেতাজী সুভাষ রোড, কালকাতা-১

কাকলি বললে পিছন থেকে, একটু বা রক্তস্বরে: 'আমারও একটা উলটো আওয়াজ ছিল। আমার দাবি মানতে হবে। দুটো আসলে একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ। যা চলবে না তাই হবে, যা হবে তাই চলবে না—' কাকলিও উঠে পড়ল।

ভেবেছিল মা বাঁধি সটান বাবার কাছে গিয়ে পড়বেন; না, অন্য দিকে গেলেন। বোধহয় এখনো নিচ্ছেন না মোটা করে। কিংবা কে জানে হয়তো শনিবারের অপেক্ষা করছেন।

শনিবারের সকালে বেরুচ্ছে, নিচে, পথ অটকাল গায়ত্রী।

'সাত সকালে চলেছিস কোথায়?'

'নরু'কার বাড়ি।' কাকলি এক পা দাঁড়াল।

'সেখানে কী?'

'নরু'কাকাকে বলতে আজকের দুপুরের ফাংশনটা যেন বাতিল করে দেয়।' বলতে-বলতেই বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

কাকলি।' রাস্তায় আত'নাদ ছুঁড়ে মারল। গায়ত্রী, একটা কণিকাও কাকলিকে স্পর্শ করল না।

তখন গায়ত্রী দ্রুত পায়ে চলে এল বন-বিহারীর কাছে। বললে ইতিবৃত্ত। নদীতে বান ছিল, এবার তুফান উঠল।

চুপি চুপি পায়ে পরনা সরিয়ে নরনাথের ঘরে এসে ঢুকল কাকলি। বাবার মামাতোভাই এই নরু'কা। সাহেবী

ফার্মের বড়বাবা। সবচেয়ে বড় পরিচয়, সোজা সাহেবী নয়, ছোট-বড় সকলের সঙ্গে মেশেন সমান হয়ে, সকলের ভালো দেখেন, ভালো করে বেড়ান।

'কি রে, ফাংশনের গম্ভে একেবারে ভোরে উঠেছিস, ভোরে ছুটেছিস?' আনন্দে চণ্ডল হয়ে উঠল নরনাথ: 'দাঁড়া, সকলকে, তোর কাকিমাকে ডাকি—'

'কাউকে ডাকতে হবে না।' স্বর স্তিমিত করল কাকলি: 'তোমার সঙ্গে গোপনে জরুরি কথা আছে আমার।'

'কি রে, কী কথা?' নরনাথও স্বর নিয়ে এল মূসরে: 'বোস। এই কাজের চেয়ারটা বোস।'

'আজকের দুপুরের ফাংশনটা বন্ধ করে দিতে হবে।'

'কেন বল তো? শবীর খারাপ?' নয় তো অন্য কোনো আপয়েন্টমেন্ট?'

'না, ওদর কিছু না।'

'তবে?'

'ওখানে আমার বিয়ে হবে না।' চোখে নামাল কাকলি।

'তবে কোথায় হবে?'

'আমার জায়গা ঠিক করা আছে।'

'ঠিক করা আছে। ভালোবাসার জায়গা?'

'হ্যাঁ—' দুপুরে-দুপুরে ভয়ে মূগ্ধ মূগ্ধ তাকাল কাকলি।

'তবে আর কথা কী! ভালোবাসার কাজে কিসের ফাংশন! কিসের সায়েশন! কিসের কন্ডেমেন্টেড অফিসার! চুপি নেই খাবি নেই! হিসেবের অংক কথা নেই। এ তো খুব ভালো কথা রে, সখের কথা। কাজের ভাগো জোটে এই আশীর্বাদ! ফাংশন বন্ধ হয়ে খাবি বৈকি এক ফাঁদে পতিত হয়ে বসে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নরনাথ: 'সকলকে ডাকি। সন্দের সংবাদটা চাউর করে দি—'

'না না এখন নয়।' ভিতরের দরজা বন্ধ করল কাকলি: 'অগে বিয়েটা ঘটিয়ে দাও, তারপর—'

কাকলি বাড়ি ফিরল প্রায় দুপুরের গা ঘেঁসে। সে বাড়ি এসেছে শুনতে পেয়েই বনবিহারী তুমুল হাংকার দিয়ে উঠলেন। ডাকো তাকে।

নীরবে কাকলি বনবিহারীর পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

'তুই কোন ছোঁড়টাকে বিয়ে করতে চাস?'

কাকলি চুপ করে রইল।

'সেই যে ইন্ডিয়টা কদমফুল দেখিনি তাকে?'

কাকলি কথা কইল না।

'কদমফুল— মানে কে ডাম ফুল—সেই নিনাকোপাপটাকে?'

কাকলি চলে গেল আস্তে আস্তে।

(ক্রমশ)



স্বাদে ও গুণে.....আদর্শ স্থানীয়।

সর্বক্ষণ ঐচ্ছলতার জন্য

মধুর সুগন্ধযুক্ত, মোলায়ম ট্যান্‌ক্‌ পাউডার এবং অন্য টয়লেট পাউডারে নেই, ত্বকের দাগ এবং ঘামের দুর্গন্ধ উৎপাদক জীবাণু বিনাশকারী জি-১১* যুক্ত... তবুও গোদরেজ টয়লেট পাউডারের দাম বেশী নয়।

অতি সূক্ষ্ম ঘামাচি, চুলকানি হারী-ভাবে দূর করে... তাই শিশুদের বিশেষ উপযোগী।

গোদরেজ

টয়লেট পাউডার

দুর্গন্ধ নিবারক ত্বকের পরিচর্চা করে সুগন্ধযুক্ত আনন্দদায়ক সর্বাপেক্ষা সফল পোত হ'লে সিঁহল দিয়ে স্নানের পর ব্যবহার করুন।

(* পেটেন্ট হেক্সাক্সোয়োফিন)

গোদরেজ সর্ব শ্রেষ্ঠ সা বা ন ও অন্যান্য এসএমএন সামগ্রীর নির্ধাতা

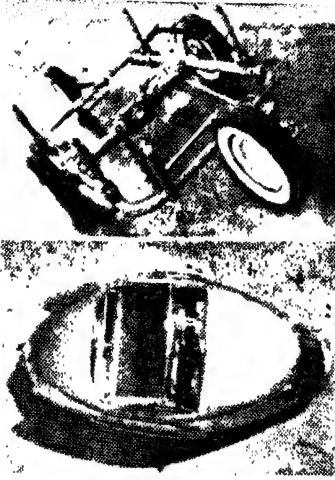
মানুষের শরীরে রক্ত-চলাচল করতে করতে অনেক সময় বান্ধা বেঁধে যায়, যার ফলে হঠাৎ একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে। 'একুটারিস' বলে এক নতুন ওষুধ বের হয়েছে, যেটা রক্তের এই দানাকে সহজে গলিয়ে দিয়ে আবার স্বাভাবিক রক্ত-চলাচল করতে সাহায্য করবে।

*

'স্টার্ট' এক নতুন ধরনের ক্যামেরা। এর সাহায্যে যে কোন জিনিসের ছবি তোলা থেকে, যেমন ৪ ইঞ্চির মধ্যে ছবি তোলা সম্ভব হবে। ছোট মডেলের ডকুমেন্টারি কোন নকশা, ফুল, প্রজাপতি ইত্যাদির ছবি খুব সহজেই এই ক্যামেরা দিয়ে তোলা যাবে। ক্যামেরাটি দেখতে খুবই সাধারণ অনেকটা কোডাক কেম্পানীর ব্রাউনিং মত দেখতে। এত কাছ থেকে ছবি তুলতে পারার কারণ হচ্ছে এর লেন্স—খুবই ছোট এবং এটা হল 'এক ৬৬'। এটা অনেকটা 'পিনহোলা' ক্যামেরার মত কাজ করে। এই লেন্স ছাড়া এর আর সমস্ত ব্যাপারটা এত সহজ যে, যে-কোন বন্ধ ক্যামেরার ব্যাবহার ছবি তোলা অভ্যাস আছে তারাই এতে ছবি তুলতে পারবেন। ৭ থেকে ৮ ইঞ্চির ভেতর 'বক্স' ছবি তুলতে হলে এই ক্যামেরার একটা কীট লাল দাগ পর্যন্ত সরিয়ে দিতে হবে, তার পর একটা লাল রঙের 'প্রোজেক্ট-স্ক্রিন' লাগিয়ে দিতে শাটটার টিপসকেই ছবি উঠবে। এর মধ্যে লাগান প্রজেক্টর বাক্সটা এমন যে ঘরের ভিতরেই হোক বা বাইরেই হোক ঠিক মত ছবি উঠবে। যখন এর চেয়ে দূরে যাবেন ১০ থেকে ১৬ ইঞ্চির মধ্যে ছবি তুলতে হবে তখন লেন্স এক ৬৬ না হয়ে এক ১২৭ হবে। তারপর কাটাটাকে লাল দাগে না

বিজ্ঞান বোঁটা

চক্রপট



ওপরের ছবিতে গাড়ির 'চৌসিস'-এর সঙ্গে বিরকমভাবে চাকা লাগান আছে দেখান হচ্ছে। নিচের ছবিতে গাড়িটা দেখতে কেমন তাই দেখান হচ্ছে।

রেখে সবুজ দাগ নিয়ে যাওয়া হবে এবং তার পর একটা সবুজ রং এর লেন্স ক্যামেরার লাগিয়ে নিতে হবে।



কাছের ছবি তোলবার জন্য 'স্টার্ট' এক ক্যামেরা

'ভিউ ফাইন্ডার' যা দেখতে পাওয়া যাবে সেটাই ধরে নিতে হবে যে ঠিক মত দেখা যাচ্ছে। এতে ১২৭নং ফিল্ম লাগান হয় এবং প্রয়োজন হলে রশ্মির ছাঁচও তোলা যায়।

*

সম্প্রতি যুগোস্লাভে এক নতুন ধরনের ডিমের মত দেখতে মোটর গাড়ি তৈরী করা হয়েছে। এতে ১৪ অংশবিশিষ্ট ইঞ্জিন লাগান আছে, আর এর গতি ঘণ্টায় ৭৫ মাইল পর্যন্ত হয়। সাহসের এবং পছন্দের দৃষ্টে চাকারি যোজান ফেরান যায়। দু'ধারের চাকা গাড়ির ঝাঁকুনি সহ্য করার ত করে তৈরী করা হয়েছে।

*

জরা বা মৃত্যু কোনটাই মানুষের কাম নয়, অথচ অকালমৃত্যু ছাড়া জরার হাত থেকে রেহাই পাওয়া কোনও মতেই সম্ভব নয়। একটু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'দেহের চামড়া কুঁচকে গিয়ে পর্কের কমনীয়তা' হুঁছে দিয়ে জরার আভাস জানায়। শুধু যে চামড়া কুঁচকে যায় তা নয় অনেক সময় মেচেটা পড়ে। অনেক দেশে দেখা যায় যে, চামড়ার ওপর যে সব দাগ পড়ে সেগুলোর মধ্যে কোনওটি ক্যান্সার-গ্রস্ত হয়। তুলার যুঁইভাসিটির 'স্ক্রল অব মেডিসিনের' কয়েকজন ডাক্তার মিলে এই কুঁচকানো চামড়ার কমনীয়তা ফিরিয়ে আনার চিকিৎসার উপায় বার করেছেন। ডাঃ জেমস ডবলিউ বার্ক, ডন, এম ব্রুয়ার এবং মারভিন চার্লস ব্লেন যে, তাঁরা হৃৎকর এবং হাতের কুঁচকান চামড়া খুলে নিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চামড়াটি অসাড় করে নিয়ে তারপর একটি তারের ব্যারেল ওর ওপর দিয়ে খুব দ্রুত চালিয়ে যাওয়ার পর চামড়াটি বেশ টান টান হয়ে যায় এবং মেচেটার দাগও থাকে না। লুইঝ্যানার নিউঅরলিনস হাসপাতালের পাঁচশত জন রোগীকে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে সুস্থল পাওয়া গেছে।

লেনিগ্রাদের দত্তন বৈজ্ঞানিক ডাইরাস জনিত রোগ প্রতিরোধ করবার এক নতুন উপায় বার করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, ডাইরাস রোগাক্রান্ত প্রাণীদের যৌন অঙ্গাঙ্গনের বেশী চাপে রাখা যায় তাহলে ডাইরাস আর বাড়তে পারে না। কতকগুলি ইন্দুরের ভেতরে ডাইরাসজনিত রোগ ঢুকিয়ে দিয়ে সেগুলোকে অস্ত্রভৈরবপূর্ণ ঘরের ভেতরে রেখে দেওয়া হয়। দেখা গেল যে ইন্দুরগুলির আর রোগ বাড়তে তো পেলই না—ক্ৰমশঃ তাদের রোগ কমতে কমতে এক সময় তারা সম্পূর্ণভাবে ডাইরাস মুক্ত হয়ে গেল।

এই উৎসবের দিনগুলোয়—

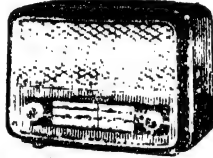
সকীতে ও কৌতুকে আপনার হৃদয় আনন্দমুগ্ধ
করে তুলতে সুন্দর একটি

ন্যাশনাল একো রেডিও

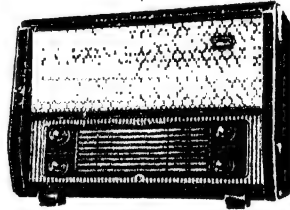
ঘরে রাখুন



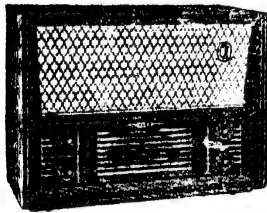
মডেল ইউ-৭১৭ঃঃ ভালভ, ৩ বাও
এসি বা ডিসি। বামারী রঙের ব্যাক-
লাইট কেবিনেট—২৫০০ টাকা।
ক্রীম, নীল ও সবুজ রঙের।
২৬০০ টাকা।



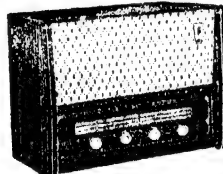
মডেল বি-৭১৭ঃঃ ভালভ, ৩ বাও,
ড্রাই ব্যাটারী। বামারী রঙের ব্যাক-
লাইট কেবিনেট—২৫০০ টাকা। ক্রীম,
নীল ও সবুজ রঙের। ২৬০০ টাকা।



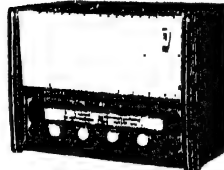
মডেল এ-৭৩১ঃঃ ভালভ, ৮ বাও, এসি।
লকগ্রহণ ক্ষমতা অত্যন্ত উচ্চ দূরের। স্বরনিয়ন্ত্রিত
আর, এক স্টেকযুক্ত। সমস্ত ন্যাশনাল একো
রেডিওর মধ্যে সেরা। ৬২৫০ টাকা।



মডেল-৭৩০ঃঃ ভালভ, ৮ বাও,
'স্বাগ' মি-ব্যাণ্ড টিউনিং। মডেল এ-৭৩০
এসি, মডেল ইউ-৭৩০ এসি বা ডিসি।
৬২৫০ টাকা।



মডেল-৭২২ঃঃ ভালভ, ৩ বাও,
মডেল এ-৭২২—শুধু এসি। মডেল
ইউ-৭২২ এসি বা ডিসি।
৩৩৫০ টাকা।



মডেল বি-৭২২ঃঃ ভালভ,
৩ বাও, ড্রাই ব্যাটারী।
৩৩৫০ টাকা।

ন্যাশনাল একো রেডিওই সেরা

—এগুলি 'মনসুনাইজড'

সবই নেট নাম—টাঙ্গা আলো
এক বছরের গ্যারান্টি।



জেনারেল রেডিও এণ্ড এপ্রায়সেলজ
প্রাইভেট লিমিটেড

৩ বাডান স্ট্রিট, কলিকাতা-১৩। অপেরা
হাউস, বোম্বাই-৪। ফ্রেজার রোড, পাটনা।
১/১৮, মডিফ রোড, মাদ্রাজ। ৩৬/৭২,
সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর।
জোগেশ্বরান কলোনি, টামলী চক, দিল্লী।
রাষ্ট্রপতি রোড, সেকেন্দরাবাদ।



শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

॥ চ্যাপ্টিশ ॥

মৃত্যুশয্যার ডাকে প্রমথদাসের তিনখানি চিঠি দিয়েছি, তার একটা কাগজ, চ্যাপ্টিশ এমন সংখ্যা যাকে ছেলেবেলা থেকেই বলে এসেছি 'তিন-এর পিঠে তিন'। কিন্তু সেখানেও এ-বর্ণনাতে দ্বারার তিন আছে, সেজন্য দ্বিতীয় কাগজ দেখাতে হয়। দেখাচ্ছি: পত্র-এর ত্রিগুণাখ্যক-সমুগুণে, রাজগুণে আর তমোগুণের পরিচায়ক। প্রথম পত্র অনাবিল আনন্দ দ্বিতীয় পত্রে কমলালয়ে প্ৰতিষ্ঠাশীলতা, তৃতীয় পত্রে বর্ণাশ্রম-গাতি নিয়ে ঝঞ্জাট পোড়ানো এবং সবজ-সভা বধ থাকার কোভ, যথাক্রমে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক গুণের সোপানক।

প্রথম পত্র বাঁচী থেকে লেখা। অস্ত্রাবরের শেষাংশের সেখানে নিশ্চয়ই তখন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া ওর মেজাজকে 'ফকিরী' থেকে 'আমিরী' করে তুলেছিল, কেননা হাওয়া বদলালে মেজাজও বদলে যায়। এর আদর্শন আগেকার চিঠিতে উনি বলেছিলেন যে, ফকিরী মেজাজ আর আমিরী মেজাজ, এ-দুটি একই জিনিষের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। কাজেই যখন শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন তখন তাকে পিঠ ফেরাতেই হয়েছে। অল্প শীত জানানু সের পিঠে। হাত ঠাণ্ডা হয়ে বলি, "শীত করে," কারণ কণ্ঠ মানে হাত। পা ঠাণ্ডা হলে ঐ-ভাবেই বলি, "শীত পায়।" যখন বলি, "শীত লাগে" তখন আসল বস্তুবা এই যে "শীত নাকে" এবং নাকে সর্দির প্রভাব থাকায় "নাকের স্থানে লাগে" উচ্চারিত হয়। কথাটা আমার নয় 'সুধীন্দ্র' সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্দ্র সিংহের।

ঠাকুরদাসের মৃত্যু শুনিয়ে সেকালের এক পণ্ডিত খুব নসিা নিলেন। ফলে

তার মৃত্যু দিয়ে সামান্যিক বর্ণের উচ্চারণ বেরমুত না। তার সংগে নস্য প্রতিযোগিতা চলত আর একটি পণ্ডিতের, যার নাম ছিল নীলকমল। সেই নীলকমলের ব্যাখ্যান করে এই প্রতিযোগী পণ্ডিতটি বলেছিলেন: লস্য ল্যায় লীলকবল। সে আশে বলতে পারে না, গংগাও বলতে পারে না। আবি আও মতে পারি গংগাও বলতে পারি!

প্রমথ চৌধুরী বোধ হয় এ-জাতীয় নস্য-ভক্ত পণ্ডিতের সাহচর্য লাভ করেননি। তবুবা লিখছেন কেন, 'পণ্ডিত মহাশয়েরা যে নস্যের সাহায্যে নাসিকাস্রাবের বিস্কৃত করতেন তার উদ্দেশ্য ছিল সাধুভাবের নিষ্কলমণের পথ ফলাও করা'।

ফর্তি করে লিখলে কত ভাল হাত পারে তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন প্রমথদাসের ২৯.১০.১৯১৯ তারিখের চিঠি। ওকে কে কেমন চিঠি লেখেন সে-বিষয়ে সংক্ষেপে মন্তব্য জানানোই এর প্রধান উদ্দেশ্য। যে আঁমিস চরিত্রের কথা প্রথমেই বলেছেন, তিনি হচ্ছেন সবজ-সভার পরাতন সভা সন্মানাথ মেতের ভাগিনেয়। রবীন্দ্রাবর সন্তোষটির হাতও তিনি ছিলেন অনেকদিন। কবি হিসেবে এখন তাঁর বেশ খ্যাতি।

'সুধীন্দ্র' সিংহের লেখবার হাত আছে, কিন্তু সে-হাত সে ছোট করেই রাখে! প্রমথদাসের এই মন্তব্যকে উপলক্ষ করে সুধীন্দ্রকে লেখা ওর একটি চিঠি দিচ্ছি।

৭

। সুধীন্দ্র সিংহকে লেখা।

১২৭ রাইট স্ট্রীট

বাংলাগঞ্জ

১৭৭১৮

কল্যাণসিংহ,

কাল তোমার চিঠি পেয়েছি এবং পত্র মহা খুঁসি হয়েছি, তার একটি কারণ এই যে তুমি চিঠি লেখে ভাল। তোমার লেখার ভিতর স্টাইল আছে এবং সে স্টাইল তোমার নিজস্ব। আমি লেখার স্টাইল কাকে বলি জানো? যার ভিতর দিয়ে লেখকের প্রকৃতির আকৃতি ধরা পড়ে। কোমলকান্ত পদাবলী, চটকসর বাক্যচাতুরী দুই সমান স্টাইলহীন হতে পারে বা'স তা opaque হয়। ভাল কথা opaque-এর বাংলা প্রতিশব্দ কি? আমার বিশ্বাস তুমি ইচ্ছ করলেই বাংলালেখক হতে পারো এবং যত করলে ভাল লেখক হতে পারো—যদি স্টাইলের আদর্শ বাইরে না খুঁজলে নিজের অন্তর খোঁজো। পারের গলা নিয়ে যেমন গান গাওয়া যায় না,—পরের কলম দিয়ে তেমন লেখাও যায় না। আমাদের দেশে অনেকে গান শিখতে গিয়ে যে গলার মাথা খেয়ে বসে তার কারণ ওস্তাদজীর গলার আদর্শে তারা নিজের গলা তেরী করতে যায়—যদিও গুরু শিষ্যের

গোষ্ঠীর মাদার অপূর্ণ

কিন্তু

অর্নল মৃত্যুপাধ্যায়ের

“মাই মাদার”

ইহার মেন তুলনা নাই

— মাসা সাড়ে তিন টাকা —

দ্বিতীয় বিশদ পুস্তক বিজ্ঞতার

=নিকট প্রাপ্তব্য=

একমাত্র পরিবেশক

সুদর্শনা

পোষ্ট নং ১৩৯; পাটনা-১

দেব গ্রাহিত্য কুটীর

২১, বামাপুত্র মেন

কলিকাতা-৯

এখানে চিঠি লিখলেই

হাজার রকম বইয়ের

ক্যাটালগ পাঠানো হয়

শুকতারা

১২৭ রাইট স্ট্রীট

ব্রয়োদশ বর্ষ পড়তে

কে.হাডের

কণক

* পাঠতার *

সিঁদ্র, উল, সুতী বা
নাইলন-এর জামা-
কাপড়



টাটা-র

৫০১

খাঁটি শুঁড়ো সাবানে বিনা-

আয়াসে চটপট পরিষ্কার

করা যায়

TS.7140

মন্ট, বি এসসি-তে ফাস্ট ক্লাস পাশ হয়েছে। আশা করি, তুমিও ফাস্ট ক্লাস পাবে। মাস্টারদের এখন মধ্যাহ্ন। গগনে এসে উপস্থিত হয়েছেন অতএব এইখানেই ইতি দেই। স্নান আহার আপিস বলে তিনটে জিনিষ আছে, যার দাবী সরস্বতীর চাইতে ঢের বেশি।

প্রীতম চৌধুরী

‘কিরণশঙ্কর রায়ের চিঠিকে প্রমথবাবু টেলিগ্রামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। উপমাটি আজকের দিনে উপভোগ্য। মনে হয়, কাব্য উত্তর-কালে কিরণ বাংলাদেশের হোম মিনিষ্টার হয়েছিলেন এবং ও জাতীয় মন্ত্রীর পক্ষে যতদূর সম্ভব সৈন্যী থাকার বিষয়, নইলে গোপনীয় কথা বেরিয়ে পড়তে পারে, আর তাহলেই সমস্যা বিন্দু। ১৯১৯ সালে আমরা কেউ কম্পনা করতে পারিনি যে ‘কিরণ পলিসের বড়-কর্তার উপরও কর্তৃত্ব পারে। প্রমথবাবু তাই নিভিয়ে আমার লেখনে পৌঁছেছিলেন যে তিনি এখনকার চিঠির পদ্ধতি অকস্মিক সায়েশসকে পলিসের মতই ভয় করেন।

‘সরেশশানন্দ লেখে শেষে কাজের কথা’— প্রমথবাবু এটি ‘পার্টিকেল’ সারেশশানন্দের জীবিত। জীবনের উপর ভাষার উপর গণ্য করা যায়। সারেশশানন্দ নিজেকে বিশেষজ্ঞের কাজে নিযুক্ত থাকার ফলে যে যা বলে তার সবটুকু টুক মেটোর অভ্যাস রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। এতে matter-of-fact মনোভাব হওয়া সম্ভাব্য।

‘অতুলবাবু লেখেন ডালো, কিন্তু বড়ের একমাত্রকারে বেশি নয়’— প্রমথ চৌধুরীর এ-মতবা আমাদের মনঃকর দিয়ে দেয় যে ওর বিশেষত্ব দুটি—রসবোধ আর মনন-শীলতা। তিনি কোনো-কালেই আভাধারী ছিলেন না। কাব্যজিজ্ঞাসায় তাঁকে সাহিত্য-রসের বিন্দুস্থানে দেখি, প্রমথ চৌধুরীর প্রথম সংস্করণে ভূমিকাত্তর তাঁর বিশেষগণী শব্দের পরিচয় মেলে। আইনে তাঁর অতুল-পাণ্ডিত্য সকলেই জানেন।

বৈজ্ঞানিক সত্যের বোসের সম্বন্ধে প্রমথবাবুর অভিমত প্রকাশ পেয়েছে এই পরে। ‘সত্যের সাদা কাগজের উপর কালো আঁচড় কাটেন না বোধ হয় তার কারণ তিনি কালো গোড়ের উপর খড়ির সাদা আঁচড় কাটাটাই তাঁর স্বধর্ম বলে স্থির করে নিয়েছেন।’—সায়েশস কিম্বা অংশশাস্ত্রে প্রোফেসরারী করতে গেলে বেশি সাহিত্যিক লেখা লিখতে হয় না, সত্যেরা সে লেখা-পড়ার কাজে তাঁর লেখার ভাগ কম ও পড়ার ভাগ বেশি ছিল। তবে প্রমথবাবু, যেমন বাংলায় রোমান ল পড়িয়েছিলেন (১৩০১৮ তারিখের চিঠিতে সেকথা আছে), তেমনি সত্যের ন্যাশনাল

প্রোফেসর হবার আগেও সায়েশস কলেজে বাংলায় পড়ানো শুরু করেছিলেন। ঢাকা থেকে কোলকাতায় চলে আসবার পর খাটি বাংলায় লেকচার দিয়েছেন অনেক সভা-সমিতিতে এবং সকলেই বলেন তাঁর বক্তৃতায় অসাধারণ সৌন্দর্য। এর কারণ মনে খোলা মানুষের মুখ খুললে অন্তরের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। সবুজপাটে সত্যের কোনো সন্দেহ রূপায়িত হয়নি বটে, কিন্তু তা প্রতিষ্ঠিত ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকায় বীরবলের প্রিয় আদর্শ ‘অজ প্রিয়দর্শন রূপ নিয়ে বসে আছে। সৌন্দর্য থেকে বলা যায় যে জ্ঞান ও বিজ্ঞান হচ্ছে সবুজপাটের উত্তরাদিকারী এবং প্রমথ চৌধুরীর স্মৃতি ‘পূর্ণা’ কার্যে সত্যের বোসের পূর্ণা অধিকার। প্রমথবাবুই সত্যের বীরবলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং বীরবাবুর বিশ্ব পরিচয় প্রদর্শিত সত্যের নাম নির্ধারণে আছে।

ধূজটির চিঠি-লেখা সম্বন্ধে প্রমথবাবুর কথা একটা আশ্চর্য্য ঠেকে। ধূজটির কথাপত্রের অন্তর্গত ‘উদয়’ থাকার ফলে লেখা হয় পত্র লেখার কাপণ্য এসেছিল। অতএব ধূজটির সঙ্গে কথা বলতে এত ভাববোধ করেন যে, আমার উপরে তাঁর ঢাকা হুকুম ছিল, ধূজটি আমার বাড়ি এলই যেন, তাৎক্ষণ্য তাকে খবর দিই। নিতুণ্ড। অতঃপর জমানোর কাজে ধূজটির সমস্তকথা আর কাউকে দেখিনি। প্রমথবাবু নিজেকে কথা কইতেন কম, লিখতেন বেশি। এ সম্বন্ধে উনি যে বীরবাবুর পরামর্শ গ্রহণ করে-ছিলেন সে কথা ওর পরে আমার দু’দর লিখেছেন।

পত্র লেখার ব্যাপারে প্রমথবাবু সবচাইতে তীব্র করেছেন সন্মতি চাটুযের জমানোর তরক। ‘সন্মতি’ দেশের মাটি থেকে সরে গিয়েই একজন পয়ল নম্বরের পত্রলেখক হয়ে উঠেছে। তার লেখার হাত দিন দিন খালে যাচ্ছে, আর সে যত ‘বোসের’ দিকে এগিয়ে, তাই ভাষা তত বড়ল হয়ে উঠেছে। তার শেষ চিঠির ভাষা প্রায় হীরদাসের গুণ্ডকথার তুল্য হয়ে উঠেছে।

কথটা পুরাডাকের মতন শোনায় বটে, কেননা আমার ঠাকুরদাদা কোনো-কালে বিলেতে যাননি। তা’ এটা সত্য যে তিনি গুণ্ডকথা লেখার আগে ও পরে বিলিটী নভেল ও হিন্টরি খাব পড়তেন এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ইংরাজী নভেল না পড়লে এমন কি বহুকমাবোও বাংলায় নভেল লিখতে পারতেন না। ছোট গল্প লেখার কাজে বীরবাবু মোপাসাঁ প্রভৃতি ইউরোপীয় লেখকদের প্রভাব লাভ করেছিলেন কি-না তা ঠিক বলা যায় না; শূন্য এইটুকুই সম্বন্ধপথে আসে ‘জ্যোতিষিন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনি বিশেষ

সর্বত্র পাওয়া যায়

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ

হাঁসদের বিশ্বাস এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাইরা আমার নিকট আসিলে ১টি ছোট দাগ বিনামূল্যে আরোগ্য করিয়া দিব।
বাতরক্ত, অসাড়তা, একজিমা, শ্বেতকুষ্ঠ, বিবিধ চর্মরোগ, জ্বলি মেচোতা, গুণাদির দাগ প্রভৃতি চর্মরোগের বিবস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র।
হাতাশ রোগী পরীক্ষা করুন।
২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ চিকিৎসক
পাণ্ডিত এস শর্মা (সময় ০-৮)
২৬/৮, হারিসন রোড, কলকাতা-৯
৯ দিবার ঠিকানা পোঃ ভাটপাড়, ২৪ পরগণা

দেনহপাঠ ছিলেন এবং জ্যোতির্বিদ্যায় কিছু কিছু মোপাসার ছোটগল্প বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। আমাদের মহাভারত, কথা-সরিং-সাগর ইত্যাদি পড়লে ছোট গল্পের মত খনি পেয়েছি বলেই মনে হয়। এগুলো সেকলে হলেও অনেক চিরকলে কথা সেখানে মেলে।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অনবগাণ প্রমথ চৌধুরীর খব ছিল। তথাপি তিনি এই পাঠে সংস্কৃত ভাষার সামান্যসিক নিয়ে বিমূঢ় করেছেন, কেবল মজা করার উদ্দেশ্যে। আমাদের অতীতকে 'ভূত' বলা চলে এবং নিরখচিত্র সংস্কৃতের দৃষ্টান্ত-স্বল 'ভারতবর্ষ'। 'ভূত' শব্দ 'ব্যাধি'-বোধক হওয়ায় প্রামাণিক রীতি অনুসারে অতীত-রূপ ভূতকে বর্তমানরূপ মানুষের মাড়ে ঢাপানো যায়। কিন্তু 'লজিকের ভান দাঁড়ি' ছি'ডলে'ই তার সংস্কৃত ভাস্ককে বর্তমানীয় বলা যেতে পারে। সে-দাঁড়ি যে উনি ছি'ডেছেন, এ-স্বীকৃতি ঐ পাত্রেই আছে। "সুদীর্ঘ চারিখো লিখছে ভান" এটাই ছিল ও'র আসল বক্তব্য এবং সে-বক্তব্যকে রসাল করার জন্যেই উনি ভূতকে নামিয়েছেন।

প্রসংগতঃ একটা ভূত-পেড়ীর কথা কয়ে নিতে পারি বোধহয়। অনেককেই প্রশ্ন করেছি, সদুত্তর পাইনি। পেড়ী আর শাখ-চাণী'র মধ্যে ভাষার তফাৎ কি? কেউ কেউ বলে, শাখ-চাণী'রা বাজনবণের উচ্চারণ করে না। প্রাকৃত ভাষার খতগালি উদহরণ আলোচিত হয়েছে, তাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের বাজনবণের লোপ-বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়। হালের সপ্তশতীতে এখন পড়ি : "অমিয় পাউঅকলম" তখন আমাদের বুঝে নিতে হয়, ওটির সংস্কৃত রূপ হচ্ছে : "অমৃতং প্রাকৃতকাম্।"

আবার পৈশাচী প্রাকৃতের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, বর্ণের তৃতীয় বর্ণের স্থানে প্রথম বর্ণের ব্যবহার—যথা 'জ'-এর বদলে 'চ'। বহুবন্ধনা নাকি গোড়ার পৈশাচীতে রচিত হয়েছিল এবং দুজন কাম্বারী পণ্ডিত ফ্রেমেন্ড ও সোমদেব) সেটিকে সংস্কৃত রূপ দেন। এই রূপ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের কবিকল্পনাকে যথেষ্ট প্রশংসা দেওয়া হয়েছিল। যদিও ফ্রেমেন্ডের ক্ষেত্রে মলানসারণ সম্ভবতঃ আধুনিক পণ্ডিতরা ততটা সন্দিহান নন। কিন্তু মূল পৈশাচী-রূপ এখনও আমাদের অবিদিত। বৈয়াকরণ-দের মাধ্যমে প্রাপ্ত পৈশাচী প্রাকৃতের রূপ দেখে একথা বলা যায় না যে, ও-ভাষা বিশেষ সামান্যসিক।

সংস্কৃত সামান্যসিক ভাষা, যেটা আমাদের হাতের গোড়ার পাই সেটা হচ্ছে চীনা। আবার, চীনদেশের প্রাচীন বিন্যাস যেটা অর্ধচীনা-দের মধ্যেও আছে সেটা হচ্ছে এই যে, মানুষ নার ভূত হো হয়ই উপরন্তু সে-ভূতের ক্ষুধাপিপাসা মরে না। পূর্বে বলেছি, আমাদের শ্রাব্য ব্যাপারটা সম্ভবতঃ চীনা-দের পূর্বপুরুষ-পজার দাবা প্রভাবিত। চীনে ভূতরা পরলোকে গিয়ে সবকিছু ভাস্কর প্রয়োগ করলেও সে-ভাষায় সামান্যসিকতা থেকে যাওয়া সমীচীন। হাতে পারে যে, চীনে-ভূতের গণেশ শব্দেই আমরা ঠিক করে নিয়েছি ভাবনীর ভূত-ভাষাও অনুরূপ সামান্যসিক।

ভূত-পেড়ীর পরিচিত উচ্চারণের মত আশ্চর্যকর অমর্য মর্যভবত রূপ দিয়েছি, যার নাম "বহুদৈত্য"। অনেক বলে, গ্রন্থের মর্য ভহুদৈত্য হন। আমার কিন্তু সন্দেহ হয়, বহুদৈত্যের মানুষ মৃত্যুর পর বহুদৈত্য-রূপ ধারণ করে, এই ধারণা

থেকেই ঐ নাম উৎপন্ন হয়েছিল। ১৯৩০ সালে একজন ফরাসী ভ্রমলোক আমার একবার বলেন যে, বহুদৈত্যের সব ভূতই গাছে থাকে, একথা তাঁর পিসিমার মুখে তিনি শুনেছেন এবং তাঁর পিসিমা ৩০।৪০ বৎসর বহুদৈত্যে ছিলেন। আমাদের বহুদৈত্যাদের বাসস্থানও বৃক্ষ। বহুদৈত্যের সাধারণ পাদুকা কাষ্ঠ-নির্মিত এবং আমাদের বহুদৈত্যরা খড়ম পরেই ঘুরে বেড়ান। কেবল এই দুটো মিলের উপর নির্ভর করে নিখাত বলা যায় না যে, বহুদৈত্যের ভূতই আমাদের। বহুদৈত্য। বহুদৈত্যীয় ভূতের কাহিনীর সঙ্গে এতদৈত্যীয় বহুদৈত্যের কাহিনী মিলিয়ে দেখা উচিত, কতো সাদৃশ্য আছে। মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাইনি। বৌদ্ধ জাতকের গল্পগুলোর সঙ্গে ইসপাস্ ফেবলস্ মিলিয়ে দেখার ফলে বোঝা গেছে যে একটা থেকে আর একটা নেওয়া হয়েছিল।

বিস্ময়ের বিষয়, প্রমথ চৌধুরীর এই চিন্তি পায়ার অফপিন পরেই অন্যথাকাকা মারা যান। এ সংবাদ পেয়ে প্রমথবাবু আমায় চিঠি লেখেন। তারপর কয়েকদিন বোলপুরে কাটিয়ে বলিজে ফিরে আসেন, এবং কমলালয়ে আবার সব-জ-দলের দৈর্ঘ্যে আমার অহুত্ব করেন। কিন্তু সেতে আমার মন সরল না। যে বাড়িতে গিয়ে প্রমথবাবু প্রথম প্রশ্ন শুন : "অন্যথ কেমন আছে?" সে বাড়িতে সব-জ-সভার শেষ অধিবেশনে যোগদান করা আমার পক্ষে দণ্ডকর হবেই কথা। অন্যথাকাকার মতনই সব-জ-সভার জীবনামৃত হয়ে গেল—কমলালয়ে। সে বাড়ি ছাড়বার আগে উনি আমায় পাঁচখানি চিঠি লিখে-ছিলেন। হয়তো বা সে-সংখ্যা সবলকেই

এনাসিন

মাথাধরা সর্দি জ্বর ও
পেশীর বেদনায়
সত্ত্বর আরাম দেয়, কারণ এতে
চারটি ওষুধ রয়েছে



Registered User: GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD.

১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

স্মরণ করিয়ে দেবে পণ্ডিত লীন হবার
অবশ্যত্বাদিতা.....

৯০

১নং রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১২১৫১২০

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিতে "অন্যায়ের" আকস্মিক
মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত
হলাম। এরকম এক একটা খবর যখন
শুনি তখনই মনে হয় যে অতীতের
সঙ্গে একটা যোগসূত্র তেনে জড়িত গেল।
আমার মেসামেশা সবই বৃদ্ধদের সঙ্গে
কেননা আমার সমসাময়িক লোকদের মনের
সঙ্গে আমার মনের তেমন খাপ খায় না—
দেখতে পাই তাঁদের মধ্যে অন্যকেই নিত্যন্ত
সাংসারিক হয়ে পড়েছেন আর যে সংসার
তাঁদের মনকে অধিকার করে বসেছে তা
জগৎ-সংসার নয়—একটি অতি ক্ষুদ্র সংসার
যাকে আমরা পরিবার বলে থাকি। কাজেই
যারা সংসারের আজ ও লিপ্ত হয়ে পড়েন
তাঁদের সংসার আমার কাছে প্রায় হয়ে
উঠেছে। তাইও একথা আমি ভুলতে
পারিনে—যে একীকরণ ভবিষ্যতের চাইতে
অতীতের মোহনই আমার বেশি। আমি
আজও অনেক নতুন আশা মনে পোষণ
করি—কিন্তু সে সব ব্যক্তিগত নয়
জাতিকত। অর্থাৎ যে নবজাগরণ চেষ্টা
আমাদের দিনে আমার চোখের সম্মুখে
ফুটে উঠেছে—সে দেশের নয়। আমি
মিলে অনেক সময় স্থগিত নিয়েই থাকি।

আমি আমার সাহিত্য জীবনের পূর্ণ-
ইতিহাস লিখার মনে করছি—সেই লিখার
অন্যেই স্থান "অন্যায়" অধিকার করবে।
আমি একটা স্থির হয়ে বসতে পারলেই
সে লেখার হাত লেগে। আমি আজকাল এমন
কোনও কাজকর্ম বাস্তব নই যে লেখা নিয়ে
বসতে পারিনে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত
অবধি আমার মনটা একটা উত্তলা হয়ে
আছে—উত্তলা কথাটা বোধহয় ঠিক হয় না
—কাজলয় যাকে বলে উজাড়ুড়—আমার
মনের অবস্থা এখন তাই। চিন্তাটা অব্যবহিত
হয়ে পড়েছে বলে সবজগৎ সবজগৎ
দুঃখের কোনটির প্রতিই যথোচিত মনো-
নিবেশ করতে পারছিলাম। সবসময়ের ভাসান
সেই কারণে এবার বিনা উৎসবে হয়ে গেল।

আমি আসছে শতাব্দীর বেলপত্র যাব
ও দ্বিতীয় দিন কলকাতা থেকে অনুপস্থিত
থাকব। সুতরাং এ শনিবার সবজগৎ
আমার এখানে বসবে না। আসছে হপ্তায়
সবলকে ডেকে আনব। সাত-শত বহুকাল
সাক্ষাৎ পাইনি। আশা করি সে আবার
অসুখে পড়েন।

আজ এইখানই শেষ করি—কলম আর
সরছে না। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

দেশ

৯১

১নং রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১২১৫১২০

কল্যাণীয়েষু,

উপরের ঠিকানাই প্রমাণ যে আমি বোল-
পুর থেকে ধরে এসেছি।

আসছে শনিবার বিকেলে তোমরা যদি
এখানে এসে আসব জমাও ত খুঁশি
হই। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৯২

১নং রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১২১৫১২০
শনিবার

কল্যাণীয়েষু,

অনেকদিন তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ
পাইনি। তাই কাল বিকেলে তুমি যদি
এ-পাড়ায় এসে ত খুঁশি হই—

আমি একটা লেখা লিখছি, ছাপখানায়
পাঠাবার আগে সেটি তোমাদের পড়ে
শোনাতো চাই। বীরবল বে-সমাল হলে
কতদূর ভীতান্বিত করতে পারে তার পরিচয়
ঐ লেখার মধ্যেই পাবে। আজ শনিবার
হলও বাড়ি থাকব না কেননা একটা
মিটিংয়ে যেতে হবে বক্তৃতা করতে। আসতে
আসতে পলিটিকালের আসরে যে নামাঙ্কি—
তার পরিচয় বোধহয় সবজগৎপরেই
পেয়েছে—

আসছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছটার
খিৎসাকাল হলে একটি প্রবন্ধ পড়ব।
বিষয় খিৎসাকি নয়—পলিটিক্স। আগে
থাকতে দেবিস দিনে রাখছি—সে
মিটিংয়ে তোমাদের উপস্থিত থাক চাইই
চাই।

আজ এই তক্—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৯৩

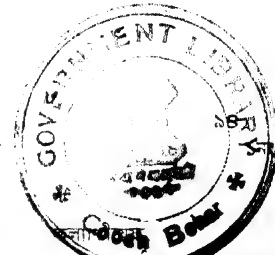
১নং রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১২১৫১২০

কল্যাণীয়েষু,

আসছে শনিবার আটই মে এ-বাড়িতে
সবজগৎভার শেষ অধিবেশন হবে। কেননা
১৫ই মে আমাকে এ-বাড়ি ত্যাগ করতে
হবে

এবারকার সভার সভাপতি হবেন,
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তারপরের
দিনই বিলেত রওনা হবেন। আশা করি
তুমি ও সঙ্গীদ যথাসময়ে এখানে উপস্থিত
হয়ে সভার শোভাবর্ধিত করবে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী



৩৭১

১নং রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১২১৫১২০

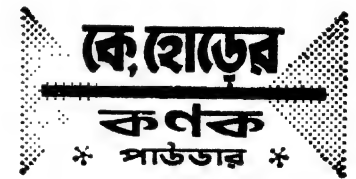
কল্যাণীয়েষু, আমার নতুন আশানায় উঠে
বাঁচি। পরশু থেকে আমার ঠিকানা হচ্ছে
71 Sunny Park Ballygunge
বাড়িতে দাদার বাড়ি পৌঁছেই পাবে। যদি
রবিবার বিকেলে একবার দেখা দেও ত খুঁশি
হই। যদি এসোত সঙ্গীদকে সঙ্গে নিয়ে
এসো। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

শুষ্ক ম্লারিষ্ট

শেখরাণে সনসত শরীর ফুলিয়া হস্তীর ন্যায়
আকৃতি বিশিষ্ট হইলেও ৩ দিনে শোথ দূর
করে। মূল্য ১০০ টাকা। **কবিবাজ শ্রীঅতুলচন্দ্র**
মাস, ১৯৭, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।



এই গুঁড়ো সাবানে
প্রচুর নরম ফেনা হয়



টাটা-র

(৫০১)

খাঁটি গুঁড়ো সাবানে বিলা-
আয়াসে চটপট পরিষ্কার
হয়

১৯৭২৬

একটি সম্পাদকীয় চিঠিপত্রীতে পড়িলাম—চিনির দর হঠাৎ চড়তে শুরু করিয়াছে। কিন্তু কেন যে চড়িতেছে তার কোন সম্ভাব্য কারণ দেখা যাইতেছে না। —“সম্ভাব্য কারণ আছে বৈ কি। চীনা-দের আসি-আসি ভাব দেখেই চিনি নিজেই মূল্য বৃদ্ধি ফেলেছে। সম্ভ্রায় আর হিন্দি-চিনি চলবে না”—বলেন বিশুদ্ধভোড়া।

কলিকাতার শীতে সার্কাসের খেলা পসরণে সংবাদদাতা লিখিতেছেন—শব্দ্যুর যদি কোন কারবারের মালিক হন তাহা হইলে পেটে বিন্দ্যাবৃদ্ধি না থাকিলেও জুমেই ম্যামোজিং ডাইরেক্টর হতে পারেন। কিন্তু বিনা এসেমে ট্রাপিঞ্জের খেলা দেখাইবেন সে জারিজুরি সার্কাসে চলে না। —“কিন্তু সংবাদদাতা ভুল করছেন। সার্কাসটা তো শুধু ট্রাপিঞ্জের খেলা নিয়েই সম্পূর্ণ নয়। গাধা-ভাগলের খেলাও তো আছে”—বলে আমাদের শ্যামলাল।

এই সার্কাসের প্রসঙ্গেই বিশুদ্ধভোড়া একটি গল্প শুনাইলেনঃ এক ধোপার গাধা এক সার্কাসের গাধাকে বলস—



“দেখ, তুই গাধা, আমিও গাধা। কিন্তু কাজের পর আমার স্বাধীনতা আছে। খোঁশা মাঠে চরে বেড়াই, মনের আনন্দে গান গাই। তোর সে-সব কিছুই নেই।” সার্কাসের গাধা বলল—“তা সত্যি বলাইস ডাই।” কিন্তু আমি যে ভবিষ্যতের আশায় বসে আছি। সার্কাস-মালিকের মেয়ে তারের ওপর দিয়ে হাটির খেগাটা কিছতেই বসতে পারছে না। মালিক একদিন রেগেমেগে বললেন—“আর এক মাসের মধ্যে যদি এই খেলা সড়গড় না হয়, তা হলে আমি তোকে গাধার সংগে বিয়ে দেবো”—সার্কাসের গাধা ঘেসে বলল—এ আমার একমাত্র আশা ভাই।” খুড়ো হাসিয়া বলিলেন—ডাইরেক্টর না হলেও জামাই হওয়া যায়।



“দুর্ভাগ্য রহস্য”—একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনাম। আমাদের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—“রহস্যের এতে কিছু নেই। আমরা বহুদিন আগেই ট্রমে-বাসে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলাম—দুর্ভাগ্য কাপেজের পরই লম্বাকাংড়া!”

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্তিসভা নাকি সম্প্রতি এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, কলিকাতার একটি খেলা-পুজার স্টেডিয়াম নির্মাণ কর হইবে। —“স্টেডিয়ামটা কোলকাতা ফুটবল মন-সময়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যাই। কিন্তু এ যে দেখছি—পূর্ণ শশী ঐ যে দিল মনি, হেমন্তে কোন বসন্তের কাণী”—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

সাতশ কেউ বছরের আগেকার মাহ কী করিয়া জল হইতে ডাঙায় উঠিয়া আসিল তারই একটি বিচিত্র সংস্কার পাঠ বহুতেছিল। —“আর সাতশ কেউ, বছরের পারের মাহ জল থেকে কী করে যে কোথায় উপাও হয়ে গেল সে-ও এক বিচিত্র রহস্য”—মন্তব্য করেন বিশুদ্ধভোড়া।

একটি সংবাদে শুনিলাম উজবেক-স্তানে বালির ওপর ফসল ফলানোর চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের শ্যামলাল বলিল—“আর উজবেগি স্থানের খবর অন্যরকম। এখানে ফলন্ত ফসলের সংগে বালি মেশাবার চেষ্টা!”

গোপাটমী সম্প্রদেয় লিখিতে বসিয়া সম্পাদক সাধেই বলিয়াছেন যে, গো-সম্পদ বংশে নাই বলিলেই চলে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—“যে-সম্পদ আছে তা দিয়ে তিজ বৈতরণীর কাজ চলে যাবে। আমরা ঐহিকের চেয়ে পারত্রিক বিশ্বাসী, সুতরাং খেদ নেই, কোন থেদ নেই”।

বিলাতে “শকট গৃহ” নির্মাণ করা হইতেছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। গৃহ থাকিবে শকটের উপর

দুতরাং এটিকে যখন যেখানে খুশি সেখানে লইয়া যাওয়া চলিবে। —“আমাদের দেশে গৃহীণীকেই গৃহ বলা হয়। তাই ভাবছি, শকটগৃহ যদি চালু-ই হয় তাহলে ওনারা কি শকট-গর্ভিণী হতে রাজী হবেন”—বলে শ্যামলাল।

বিলাতে একটি বিড়াল পথের দৃশ্যটনায় পরিত হয়। সংবাদে শুনিলাম সেই বিড়ালটিকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া যত্ন



সহকারে ডাক্তারসমির ব্যবস্থা করা হয়। বিড়ালটি এখন সুস্থ আছে। —“বিলেতে দেশটা সোনারপুণের না হতে পারে, কিন্তু বেড়ালের ভাগ্য এমন শিশুর হাত অত কোথাও ছোঁতে না”—বলেন এক সহযাত্রী।

সিগাপুরের পিপনাসে আরকশনে পাটির মহিলা শাখা সরকারের নিকট দাবি জানাইয়াছেন যে কোন মহিলা পনের স্বামীকে ফুলসাইতে পারবে না।



বিশুদ্ধভোড়া বলিলেন—“নিজের স্বামীকে ফুলসানো আরো ভয়ঙ্কর, আরো মারাত্মক। সুতরাং মহিলা শাখা এদিকেও একটু নজর রাখবেন।”

তিন দিন তিন বার

*** নব্বেনাথ মিত্র ***

২২

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে মানসী একবার ডান দিকে তাকাইল। গাছ-পাখার আড়ালে সূর্যাস্তের একাক আভাস। এই রঙ কি শব্দে রক্তের না বেনদ্যত হৃদয়ের। সিনেমে এই ক্ষীণ আলো তার এই অলসমানের মূর্তিপূর্ণ মানসীর মনে এক একদিন অকাণ্ড বিষয় ছাড়া এনে দেয়। সারাদিনের কর্মব্যস্ততা, জীপনচাঞ্চল্য উৎসাহ উল্লসীপন্য পর ছাড়া এক একদিন যখন এই সিনেমাঘরের বেসিডলে চোখে পড়ি যায় তখন আঁপট্ট নত হয়ে আসে, ভাবগতনত হৃদয় লাগিয়ে পড়তে চায়। মানসী বসলে হাতজাল কাছ বসে হোদ মূর্তে যাওয়া হাতজালের পর্যাখ্যক দেখতে দেখতে চলে।

আজ রাত্রে এই বিষয়তার কারণ আছে। ওর মনে খুবো পছন্দ করিন নয়। নন্দীটো শেষে পছন্দ করিনেই করে বসল। হাতজালা ওলে সবার একই পড়াশোনা করেনি। শব্দে আঁহা নিয়ে আর ঠিকই করে উঠেছিল। পড়াশোনা ছাড়া আর সব ব্যাপারেই নন্দী উৎসাহ। পাড়ার কোন চামচায়ে, পাতালপাথর চালা হোলা, যখন কোন হুড়োয়ে হুড়ো না ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাকরাম খেলে, বর্তমান-কোনোই নন্দী, সেই। শব্দে, খেঁচা, সৌন্দর্য্য তার মন আটকে রাখতে পারে না। টেস্টের পর দুখানা পড়ে কি খাট পশ বরতে পারে। তাও কি হেমন তার পাঠেই নন্দী? নন্দীকে কাজেই করেও মারা যে আসি পরীক্ষার চালে খাটতে নন্দী বিন তার অপেক্ষা এমনকি তার অন্তরে পড়ত নিমজ্জিত পশ বরতে যেত। কিন্তু কারো কথা কোন হুড়োর কারো শাসন গোড়া করবার মত ওলে হো নন্দী নয়। মানসী যখন ওলে, খেঁচা যখন কুঁচের ধার কাছও যখন না। মারা কি তার পড়ে তাই মারা নন্দী পাতালপাথর জবাব দিত, মারা পড়ার না হো বরতে কি? মেয়েটা পড়বার জন্যেই হুড়োয়।

মানসী ফাক দিত, আর খেলেরা বাকি হুড়োর লড়াইয়ের জন্যে ধবধামে অবতরণ হুড়োয়। পাখী কোপকরা। নন্দী বসতে কখনো। কিন্তু ঠিকই বলেছে সেজন্য।

ভেলেনের দশ জায়গার না বেলেনে চলে না। তাদের পায়ের হলো সাড়সাড় করে। পাঁচ জায়গায় চোঁ মেয়ে বেড়াতে না পারলে মনে হয় দিনটাই মাটি। মেয়েদের হো তা নয়। কলেজের লেকচার নোট টাকে আর তা দিনরাত মুখস্থ করে তারা দিন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু গণ্ডীর কাঠের হোতে বললেই মেয়েরা ভয়ে আধমরা। হেতমকে বাদ দিয়ে বলছি সেজন্য। মেয়েদের মধ্যে তুমি একসপসন। নন্দীই ছিল সামান্য। রত্নিন পেনসিল দিয়ে ছাত্রদের টার্মিনাল পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে মুখ তুলে হেসে বলেছিল, একসপসন কেন, আসলে হোর সেজন্য মেয়েই নহলে নন্দী। শতিনস নি বাক মনে মনে সেজন্যের সেই শ্যামসংগীতটি গুন গুন করে গাইতেন, জামানার মন নীরবরণ শ্যাম কত মনে নয়। আমদের মানসীও তাই। কত মনে নয়।

মানসী বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে বলেছে, 'এসে কি হুড়ু দিদি। নন্দীটো অর্নিটেই ইংগিত পাক। তুমি এক আরো অসকার' কি? নন্দীই জবাব দিয়েছে অসকার। 'হে কে দেব তা সবাই জানে।' মা মাকে মাকে বলল, 'মানসী আমার ছেলের মত। জেলের ওপর তোমার নিয়ন্ত্রণ করা যায়, আমি ওর ওপরও তুমি নিয়ন্ত্রণ করি।' আর নন্দীর সঙ্গে কথা শুন মানসীর মন প্রসারিত হয়। আশ্চর্যের বাড়ে। কিন্তু নন্দীর মাঝে 'মনো' নয়। 'কি পুরোজাল মোর' খোঁচা শুনতে মাঝে কই বলবে, ভিতরে ভিতরে লড়া খাড়াপ লাগে মানসীর। তার মতাবের মধ্য হে দূরত্ব আরো মাধুরী কি শব্দে সেই কথাই বলতে চায়, না কি ওর দেহের গড়ন হো নন্দীরূপের ক্ষীণতা, অপেক্ষা হুড়ু মাধুরী সেই ইংগিতও করে। মেয়েলী পুরষ কথাটা শুনতে সেমন প্রতি বন্দুস্তভাল পরুষেরও ভালো লাগে না, পরুষলী মেয়ে কথাটাও মানসীর কানে হেমন প্রতিবর্তী লাগে। অথচ মজা এই, পুরষ মেয়ে ভালোবাসে মেয়ে পুরষ ভালোবাসে, কিন্তু কোন পুরষই মেয়ে হতে চায় না কোন মেয়েই পুরষ হতে চায় না। না চাইলেও মানসী কি একটা খেঁচা পড়েছিল প্রত্যেক পুরষের মধ্যে খানিকটা কবে নারীর মিশেল থাকে,



শুধু বিক্রয়পন্থাই নয়!
গাঢ় গুণ্ডের জন্মপুত্র

তারক গুণ্ডের জন্ম
কলিকাতা-৪

জটীল বাধা ও স্ত্রী রোগ

২৫ বছরের অভিজ্ঞ বৈদ্যবিশেষজ্ঞ ডাঃ এস পি মূখার্জী (বোম্বে) সমাগত রোগী-লিগকে গোপন ও জটিল রোগাদির রবিবাব ইংল্যান্ড বাদে প্রায়ে ৯-১১টা ও বৈকাল ৭-৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।
শ্যামসুন্দর হোমও ক্লিনিক (বোম্বে)
১৫৮, আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-১



৩৭৭ ও গান্ধী সর্বাঙ্গ

টিএএস
নন্দা
সব চেয়ে ভাল

পঞ্চাশের মন্বন্তরের

পটভূমিকায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামজীবনের যে অসামান্য আলোচনা রচনা করেছিলেন, অধুনালুপ্ত সাময়িকীর পৃষ্ঠায় সে কাহিনী এতদিন অবলুপ্ত ছিল। করাল মেঘের বাক্যে বিজলী-সেখার নতো সুস্পষ্ট সেই ঘটনা মানবজাতির অসামান্য

অশনি সংকেত

শোভন সংস্করণে দ্বিতীয় ভাগ ১-৫০ নং পৃ.

বিভূতিভূষণের সংস্করণে
মননের অশনি সংকেত

বীলগঞ্জের
ফালগুন সাহেব

কারোটি চোটেগুপের সূত্রিকা
শোভন সংস্করণে ১-৫০ নং পৃ.

শ্রীযুক্ত প্রকাশিত হয়ে

বিভূতিভূষণের

আরও একটি অশনি সংকেত

অনুসন্ধান

বিভূতি প্রকাশন

এ-২২ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা-২২

(সি ৭৩৬)

প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে একটি করে পুরুষ বাস করে। প্রত্যেক পুরুষ নিজের কল্পঅঙ্গে নারী, প্রত্যেক মেয়ে নিজের দক্ষিণ অঙ্গে পুরুষ। একজনের বামের সঙ্গে আর একজনের দক্ষিণ যখন মিলে যায় সেই মিলই হয় পুরোপুরি মিল।

এসপ্লানেটে এসে বাস দাঁড়িয়েছে। এয়ার আর ছয়া ছায়া নয়, উজ্জ্বল আলো গলমল বৈদ্যুতিক শহর। জীবন্ত গণগণ্ডন। মোটর গাড়িগুলি দুর্বার প্রাণপ্রস্রাবের মতই ছুটে চলেছে। মানসী একবার তাকিয়ে দেখল। ডানদিকের ওই রেস্টুরেন্টটা অসীমের খুব প্রিয় ছিল। এদিকে এসেই একবার এখানে তার চা খাওয়া চাই। মানসীর প্রথম প্রথম ভাঙ্গা লাগত না। রেস্টুরেন্টের গন্ধই অসহ্য মনে হত। চা আর চপ কার্টেজে তো দুইয়ের কথা। বাবার শাসনে থেকে থেকে অদ্যকালীন পর্যন্ত বাইরের খাবার খাবারি মানসী। বাবা শব্দে নীতির নয়, স্বাধীন নীতির দোহাই দিতেন। 'ভানিস যত সব কাজে মানস, সস্তা মানস বাজার থেকে ওব কেনে। তাই দিয়ে তৈরি হয় বাবাদের সাধের চপ কার্টেজে কোম্পা করি।' খেয়ে একবার পয়সা লাও রেস্টুরেন্টের মাসিককে আর একবার পয়সা লাও ডাক্তারকে কমপাউন্ডারকে। ওসব জ্যাগায় খাওয়া মানেই নিজের সম্মানকটিকে খাওয়া। মানসীরা বলেছে, কিন্তু বাবা, অনেকটাই খাওয়া বাবা বলেছেন, খাবে না কেন। মুরগির ঠাণ্ডার সঙ্গে নিজের স্বাস্থ্যটিকেও তারা মানস সূত্রে চিবোন। তারপর মজা গোয়ে শেষ পয়সে। এই শেষ বয়সের কথা ভেবেই প্রথম বয়স থেকে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে হয়। আচার বিচার নীতি নিয়ম সংঘম সব এই জন্য। পরকাল মানে

মৃত্যুর পরবর্তী কাল নয় মৃত্যুর ঠিক পূর্ববর্তী কাল। Later life, সেই life এর কথা ভেলে লাইফে আমাদের মনে থাকে না। মনে থাকে না যৌবনের অহংকার যখন থাকবে না, ক্ষমতা যাবে, মাধিপত্য যাবে তখনও আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু মানুষ সে কথা মনে রাখে না, খারাপ মনে রাখেন খারাপ নিজের জীবনের আদি মধ্য অন্ত দেখতে পান হারাই প্রিকালদশী।

সামান্য রেস্টুরেন্টে খাওয়ার প্রসঙ্গ থেকে একেবারে প্রিকালদশীনে চলে যেতেন। মানসী হাসি চেপে বসত, 'কিন্তু বাবা যত মাঝখানেই মানুষ থাকুক, যত হিসেব করে পা টিপে টিপেই চলুক বুড়ো তো তাকে চলেই হয়। অকালে মরে না গেলে কেউকি অব জবার হাত এড়াতে পারে?'

বাবা বলেছিলেন 'তা পারে না, কিন্তু পরের দুঃখ-দুঃখের অনেক কমানো যায়। ডাক্তাররাও তাই বলেন। যারা প্রথম বয়সে না ইচ্ছে তাই করে যা খুঁশি তাই খায় অনিয়ম অস্বাস্থ্যের সীমা রাখে না, শেষ বয়সে প্রকৃতি তাদের ওপর শোধ নেয়। শোধ মানে কি যে-সে শোধ? যাকে বলে ওস্তাদ হার, একেবারে কমপাউন্ড ইন্টারেস্ট স্ট্রিট গুলে নেয়। তাদের ঋণ যত কম, তাদের দুঃখ তত কম। যদি দেহের চরম দুঃখ কমাতে চাও দেহের আপাত সুখ চেয়ে না। সব এই দেহতত্ত্ব। সব এই দেহের জন্য। নীতির বৈরাগ্য বাউল যখন ভিক্ষা করতে আসত আমাদের বিধবা পিসীমা বলতেন বাবা, একখানা দেহতত্ত্বের গান শোনোও। তখন সবকিছু হুয়ে যেতাম। পিসীমা মনের কথা না শুনে দেহের কথা শুনেতে চাইতেন কেন। তখন বুঝতে পারতাম না, এখন পারি। দেহ-তত্ত্বই বড় তত্ত্ব। এই দেহদুঃখই বড় দুঃখ।



কেশের পারিপাট্য

আপনার ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিশেষ সহায়ক।
'লাইজু' অসংযত কেশকে সংযত করে
কেশের পারিপাট্য অক্ষুণ্ণ রাখে; চুলের
চাকচিক্য এবং গুচ্ছল্যও বাড়ায়।
বড় মুখ নতুন আধারে পাওয়া যায়।

লাইজু
অনুপম হেয়ার ক্রীম



৬৮ ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লি., কলিকাতা-২০

৬৮/২০

কোন শ্বারের কোন শ্বারী কখন যে শত্রুর কাছে দরজা খোল দেয় তার ঠিক নেই। সেই খুলে দিলে অমান পল-পল করে শত্রুসেনা ঢুকল। শাস্ত্রকাররা বলেন পাপ, ডাক্তাররা বলেন বীভৎশ। কথা একই।

বাবা নিজের মনে 'বুড়িভুড়ি করতেন। মানসী এক ফাঁকে উঠে পালিয়ে আসত।

এই দেহতত্ত্বের কথাই আর এক সূত্রে আর এক ঋকায় আর একজনের মুখে থেকে শুনিয়েছিল মানসী। এসে রেস্টুরেটে এসে নাগের চপ কাটলেট খেয়ে আর খাইয়ে স্বাধীনতার ভাঙত, শ্রমে কি স্বাধীনতা? কোনো নীতি আর নিষেধ থাকে ওপরই বা তার আশ্রয় ছিল?

প্রথম প্রথম মানসীর ভালো লাগত না। কেমন যেন এক ধরনের ভয় আর অস্বস্তি মনের মধ্যে লেগে থাকত। পল্লী ঢাকা ছোট ছোট খুপারি। ঘরের মধ্যে ঘর। এখন একান্ত একজনের মুখোমুখি বসে থাকতে, বসে বসে খেতে লজ্জাও করত।

প্রথম দিন মানসী বলেছিল, 'আমি কিছু মান না। তুমি খাও।'

অসীম বলেছিল, 'তাই কি হয়? একজন খায়ে আর একজন খাবে না, এখানে সে নিশ্চয় নেই।'

মানসী বলেছিল, 'তুমি নাকি কেনে নিমাই মানে না, তার যে নিয়মের কথা কলহ। আমার ওসব গাওয়ার অভ্যাস নেই। খেতে লাগলেও লাগে না। বাবা বলেন ওসব খেলে পাপের খাড়াপ হয়।'

অসীম তখন দিগন্ত-প্রকারের বয়স হলে ওসব কথা আমরাত বলত। এমন বয়সে কী খেয়েছিল না খেয়েছিল না, কী করেছিল না করেছিল না খানিকটা ইচ্ছা ভয়, খানিকটা অস্বস্তি ভয়। তেমন ভয় বা বয়স তাকে ওইসব কথাই ওসব মুখে মানায়।

মানসী বলেছিল, 'কিন্তু এমন অনেক কথা আছে যা সব বয়স, সব সময়ে পক্ষে হয়।'

অসীম হেসে বলেছিল, 'তুমি তোমাদের কলেজের ডিরেক্টর ক্লাবের মেম্বার ছিলে নাকি? সেটাকে মানুষ বার বার লেখন করে একপাটও আসত না। কিন্তু আমরা চা খেতে এসে যেসব আলোচনা করছি একটা কুটিলতার চেয়ে তা অনেক বেশি দুপাচ। নাও খেতে শুরু করো।'

খাবারের প্লেটটা তার নিকে এগিয়ে দিয়েছিল অসীম।

মানসী তবু আপত্তি করেছিল, 'খরো, আমার যদি ভালো না লাগে, তবু খেতে হবে?'

অসীম তার জেদ জাভেনি, হেসে বলেছিল, 'খেতে হবে বইকি। প্রথমে আমার ভালো লাগার জন্যে খাবে তারপর তোমার নিজের নতুন ভালো লাগাও আসবে।'

আসবে গড়ে উঠবে। আসলে সবই তো অভ্যাস। আমরা সবাই এক অভ্যাস ছেড়ে আর এক অভ্যাস ধরি। এই প্রথা বজ্রনের কাজ সারাজীবন ধরে চলে। বিশেষ করে তোমাদের মেয়েদের তো কথাই নেই। গোত্রান্তরিত হওয়ার পর তোমাদের কত অভ্যাস যে বদলাতে হয় তার কি কিছু ঠিক আছে।'

মানসী হেসে বলেছিল, 'ওই তো তোমাদের সুবিধে। তোমরা আমাদের বদলাতে বাধ্য কর তারপর বল আমরা ইচ্ছা করে বদলেছি, বদলে গিয়ে খুশি হয়েছি।'

কিন্তু যত তর্কই করুক, রেস্টুরেটে খাওয়ার অভ্যাসই আস্তে আস্তে মানসীর আরম্ভে এল। এখানকার বিশেষ এক ধরনের গন্ধভরা হাওয়া, এখানকার পরিবেশ তার আর অস্বস্তির কারণ হয়ে রইল না। বাটার পাউশিন দেওয়া ছোট ছোট খেপের সংকীর্ণতা সহনীয় হয়ে গেল। কী খাচ্ছে, কোথায় বসে খাচ্ছে তা তুচ্ছ উপলক্ষ্যে, লক্ষ্য একান্ত সান্নিধ্য সাংঘর্ষ্য। একজনের সামনে বসে থাকতে পারার, একজনের সঙ্গে বসে থাকতে পারার, তার সঙ্গে সঙ্গে বিনা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ানোর যে এত আনন্দ

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের

<p>মহাকাব্যের পুজারী</p> <p>উপন্যাস—২</p>	<p>যুদ্ধের গঙ্গা</p> <p>গল্প-সংকলন—৫</p>	<p>পশ্চিম দিগন্তে</p> <p>জগৎ-কথা—৫</p>
--	---	---

কবিতা-সংকলন

সোভিয়েত দেশের ইতিহাস ১২-৫০ খ. প.

আদিকাল থেকে আধুনিক যুগ অবধি সোভিয়েতের প্রামাণ্য ইতিহাস

অসমঞ্জ মূল্যবোধপাঠ্যের

হাসির গঙ্গা ৫০

শ্রেষ্ঠ হাসির গল্পের সংকলন

কালকাতা পাবলিশার্স : ১৯ রমোদা মহাস্থান স্ট্রীট : কলিকাতা : ১

(সি ৭৩৬)

চি হ্রা লো ক প্র কা শি ত ন তুন গ্র ন্থ

কোনো এক বেদুইন-এর রাতে

যাদের কথা আমাদের কর্মবিন্দু জীবনে ভাবনার অবসর পাই না, তাদের বিচিত্র জীবন কাহিনী জীবিত করে তুলেছেন বেদুইন তাঁর এই আশ্চর্য সুন্দর নতুন গ্রন্থে। এ-শব্দে কাহিনী নয়, সাহিত্যের পথঘাট আকর্ষণ। যা নিঃসন্দেহে পাঠক মনকে মগ্ন করবে। মূল্য : ২-৫০

অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ

বনবাণী নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৬-০০

শিল্প দর্শনের ভূমিকা শ্রুভেন্দু ঘোষ ২-০০

পুস্তক তালিকায় জন্য লিখুন

চি হ্রা লো ক

পুস্তক। ৮।১বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা ১২

(সি ৬৩৬)

৭ম ও ৪মায়ণ বৃত্ত অধিতীয় মালসা

হেমাটো সার্গাপ্রাণালিনা

• রক্তদূষিত চর্মরোগ ও দুর্বলতা বাধ করে
• বাসন্ত্য ও শক্তির সম্ভাবন দেয়

ডাঃ বঙ্গুর ল্যাবরেটরী লিঃ
কলিকাতা-৬



বিখ্যাত
শুষ্ক ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বঙ্গুর হোমিয়ারী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা-৭

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

বিস্ময়কর নবপ্রতিষ্ঠিত ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, অস্বাভাবিক লাগ, ফুলা, পক্ষাঘাত, একজিমা ও সোরাউসিস রোগ দ্রুত-নিরাময় করা হইতেছে। সাফল্যে অথবা পথে বিবরণ জানুন, হাওড়া কুণ্ড কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা-পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মঙ্গল ঘোষ লেন, খরেকা, হাওড়া। ফোন-৬৭-২৩৬৯।
শাখা-৩৬, হারিসন রোড, কলিকাতা-৯



গ্রাম্য জীবনের চলতি পথপ্রদর্শক
অবলম্বন শরিকেন লঠন



আছে তা কে জানত? এরই নাম াক মন্ততা : ভালোবাসার মধ্যে কি কোন মাদকদ্রব্য আছে, যাতে মানুষকে এমন আবিষ্ট আচ্ছন্ন করে রাখে?

একদিন সম্ভ্রায় গঙ্গার ধারে ঘাসের ওপর বসে অসীমকেই একথা জিজ্ঞাসা করেছিল মানসী, 'আচ্ছা কেন একজনকে আর একজনের এমন ভালো লাগে বলতো?' অসীম বলেছিল, 'কেন ভালো লাগে তার নানা বাখ্যা আছে। কতজনে কত কথা বলেন, কেউ বলেন, প্রকৃতির জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্যই এর মূলে। ভালো লাগাটা তার উপায়।'

মানসী লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'যাও, কী যে বল।'

অসীম বলেছিল, 'আমি তো আমার কথা বলিনি। অন্যের কথা কোট করেছিলাম। তেমনি ভালোবাসি আমার কাছে এই সহজতাই যথেষ্ট। মানসী বলেছিল, 'কিন্তু কেন বাসো? আমার মধ্যে তুমি কী দেখতে পেরেছ?' আমি তো তোমার মত সুন্দর নই যে, চেয়ে চেয়ে দেখা যায়, চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।'

নিজের হাতের লেখা নিয়ে কোনদিন বিনয় করে না মানসী, নিজের রূপের দৈন্য নিয়েও নয়। সে ফোভ নিজের মনের মধ্যেই সে পুুষে রাখে। সেদিন এক অসহক মুহুর্তে কথাটা পরিয়ে গিয়েছিল। তাকে মানসী লজ্জিত হয়নি।

অসীম একটু চপ করে থেকে বলেছিল, 'তোমার মধ্যে আমি কী দেখেছি এ কথাও এবার আমি তোমার গানের এক দীর্ঘ তালিকা দিতে পারি। কিন্তুই তার সব গুলি না হোক কোন কোন গণ আমাকে প্রথমে আকষণ করেছিল। কিন্তু এখন তার তালিকা দিতেও আমার ইচ্ছা করে না,

কোন একটি গুণকে আলাদা করে তুলে ধরতেও আমার দারুণ অনিচ্ছা।'

মানসী নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'গুণের কথা থাক, আমার এমন কোন গুণ আছে—।'

অসীম হেসে বলেছিল, 'তাহলে রূপের কথা বলি?'

মানসী বলেছিল, 'তুমি এবার ঠাট্টা শব্দ করে দিলে। আমার রূপ তো একেবারেই নেই।'

অসীম জোর দিয়ে বলেছিল, 'ওকথা যে বলে, সে মিথ্যে কথা বলে। আমি বলি আছে আছে আছে। একটু আগে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমি তোমার মধ্যে কী দেখেছি, এবার অন্তর্কোচে বলি আমি তোমার মধ্যে রূপ দেখেছি। সুরূপ নয়, কুরূপ নয়, শব্দ রূপ। এই যে তুমি আমার সঙ্গে এনেছ, আমার পাশে এসে বসেছ, আমাকে একান্তভাবে ভালো বেসেছ একটি রূপের মধ্যে তা সব ভাবে রয়েছে, একটি বিশেষ রূপের সঙ্গে তা জড়িয়ে রয়েছে, সেই রূপ তোমার এই দেহরূপ। তোমার এই বিশেষ আকার ছাড়া ওই সব দূর্ভাগ্যের আমি কল্পনা করতে পারিনে, কল্পনা যদি বা করতে পারি তাকে ছোঁতে পারিনে। পরতে পারিনে। কিন্তু তোমার দেহের মাধ্যমে সব পারি। তোমার দেহ আমার কাছে তাই বিশিষ্ট রূপের আধার। একই সঙ্গে অধার আর অধের, ফরম আর বনচেষ্টা।'

আধা অশ্বকারে জলের ধারে বসে সেই ঐবরাম দেহবন্দনা শুনতে শুনতে সেদিন মূগ্ধ অভিভূত হয়ে গিয়েছিল মানসী। জলাশ্রুত আর বাণীশ্রুত একই কল কল ধারায় বয়ে চলেছিল। 'তখনকার মত মনে হয়েছিল এই দেহের অস্বাভাব্য মাথোই

জীবনের সব স্বপ্ন, সব পরিতৃপ্তি, সব চরিতার্থতা ধরা রয়েছে। শব্দ একান্ত সান্নিধ্য-সুখ ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কিছু নেই, আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।

আজ নদীর স্রোত সেই ধারায় বয়ে গেছে, তার কলস্রোত বন্ধ হয়নি, কিন্তু একজনের বাক্যস্রোত হয়তো আর একজনের দেহস্বীপের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। মানসীর বৃকের ভিতরটা আর একবার মোচড় দিয়ে উঠল। কে জানে ওরা এখন কোথায়, কোন অবস্থায় রয়েছে। অভিমানে করে নিজেকে সরিয়ে এনে বিনাযত্নে পরাজয় মেনে মানসী তো ওদের পরম সন্ধ্যোগ করে দিয়েছে। তার পরো ব্যবহার না করে কি ওরা ছাড়বে!

শ্যামবাজারে এসে বাস বদল করবার সময় নন্দুর বন্ধু, অমলকে দেখে ফের ছোট ভাইয়ের কথা মনে পড়ল মানসীর। ওরা বেশ হয় এখানে কিছু জানে না। বেচারা নন্দু, পরীক্ষা দেওয়ার পর আর ভয়ের অশ্রু ছিল না। শেষ পর্যন্ত সেই আশংকাই ফলল। বেচারার বড় দুঃখ পাবে। অবশ্য নিজের ভুলের জন্যেই কষ্ট। কিন্তু মানুষ তো আর সেকথা মনে রাখা না। নিজের ভুল না পারের ভুল সে হিসাব দেওয়ার বেদনার মধ্যে তুলিয়ে যায়। ফল-ফলজের পরীক্ষায় কোনদিন ফেল করেনি মানসী; কিন্তু করলেও করতে পারত। পরীক্ষা দেওয়ার পর নন্দুর মত সে-ও আশংকা আর উদ্বেগ নিয়ে দিন গণেত, দুর্দিন আগে রেজাল্ট জানবার জন্যে উদ্বেগী হতে থাকত। এখানে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে হলে গিয়ে পরীক্ষা দিতে বসেছে; কিন্তু কিছু লিখতে পারছে না, কি অনেক প্রশ্নের জবাব ব্যক্তি আছে, কিন্তু সময় আর নেই। যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর নন্দুক শাসন-টান করে কিছু লাভ নেই। ওকে সাহস দিয়ে বলতে হবে, 'সামনের স্বত্বের জন্যে তুই তৈরি হতে থাক নন্দু। নিশ্চয়ই ভাল রেজাল্ট করে বেরোবি। কী এমন হয়েছে। বসস তো আর বেশি হয়ে যায় নি। বেশ গিয়ে হোর মত কত ছেলে এখানে ফুলের গণ্ডী পার হতে পারেনি। সেই তুলনায় তুই তো—'

ঘরের সামনে এসে কড়া নাড়তে হল না মানসীর। দোর আধখানা খোলা। তার ফাঁক দিয়ে বাবার চড়া গলা শনেতে পেলে মানসী। 'বেরিয়ে গেছে যাক। যেন আর বাড়িতে না ফেরে। আমি অমন ক্লান্তগার ছেলের মুখশর্শন করতে চাইনে।'

মানসী ঘরে ঢুকে বরজাটা ভাল করে ভেঁজিয়ে দিল। তারপর বাবার দিকে চেয়ে শান্তভাবে বলল, 'অমন চেঁচামেচি করছ কেন বাবা? হয়েছে কী!'

মনোমোহন দুখানা হাত নাচিয়ে বললেন,

'হবে আবার কী। তোমার গুণধর ভাই ফেল করেছেন।'

মানসী বলল, 'তা তো শুনলাম। কিন্তু এখন এই নিয়ে চেঁচামেচি করে কী আর হবে বল। হুভাঙাটা গেল কোথায়?'

সুহাসিনী একটু দূরে বিব্রমুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'কে জানে কোন্‌ মূল্যে গেছে। সেই দুপুরের পর থেকে ছেলের আর দেখা নেই। নাইল না, খল না। তারপর উনি আবার মারধোরও করলেন।'

মানসী ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'তুমি আবার ওকে মারতে গেলে কেন বাবা। অত বড় ছেলের গায়ে তুমি যখন-তখন হাত তুলবে কী?'

মনোমোহন বললেন, 'বেশ মজা পেয়েছিল যা হোক। মেয়ে বড় হয়েছে তার গায়ে হাত তুলতে পারব না, ছেলে বড় হয়েছে তার গায়ে হাত তুলতে পারব না। শ্রী চিররোগা অল্লা, তার গায়ে হাত তুলতে পারব না। হাতটা তুলব কার গায়ে শুনুন?'

মানসী হাসি চোপে বলল, 'কিন্তু ফেল করে ও নিজেকে কত দুঃখ পেয়েছে ভেবে দেখ। এর পর তোমরা যদি ওকে মারধোর কর—'

মনোমোহন বললেন, 'সাদে কি মেরেছি। ফেল করেছিস কোথায় লজ্জায় মুখ নিচু করে থাকবি, এই মাগুগিগাটার বাজারে আমার কতগুলি অর্পণিত ঘটালি সেকথা ভাবে মরতে মরে থাকবি, তা না তো আমার মুখে মুখে তর্ক?'

মানসী বলল, 'তর্ক আবার কী নিয়ে এরল?'

মনোমোহন বললেন, 'বল কি না আমি কি আই-এস-সি পড়তে চায়েছি? তোমরাই তো জোর করে আমাকে সায়েন্স পড়ালে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেস্টের বিরুদ্ধে তোমরা আমাকে ভর্তি করলে। কত বড় মিথোবাদী তই দেখ। ও কিন্তু বন্ধুদের দেখাদেখি নিজেকে গরজ করে সায়েন্স নিল—'

প্রাণোড়নটা অবশ্য মানসী মাধুরীরটি তলে ধরেছিল। 'মায়া আই এ পড় পড়ক। কিন্তু তই কী পড়বি ভেবে দেখ। আই এ বি এ পাশ করে তো কোন প্রসপেক্ট নেই। সেই মাসটারি না হয় করানীগিরি। তাৎ পাওয়া শক্ত। কিন্তু আই এস-সিটা পাশ করলে অনেক টেকনিক্যাল লাইন খোল থাকে। অংকটা যদি মেক-আপ করে নিতে পারিস তাহলে ভেবে দেখে।'

ভেবে দেখে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়াই ঠিক করেছিল নন্দু। কিন্তু দু মাস যেতে না যেতেই পড়া-শুনায় ওর মনোযোগের অভাব মানসী লক্ষ্য করেছিল। ফিজিক্স কোর্সের খাতায় ও বসে বসে প্রফেসরদের মুখ আঁকিত সহ-

পাঠীদের মুখ আঁকিত, দু'একজন সহ-পাঠিনীর মস্তথর রেখাও ধরে ফেলেছিল মানসী। ওকে বোধহয় আর্ট কলেজে ভর্তি করাই ভালো ছিল। কিন্তু তখন আর বদলাবার সময় নেই। তাছাড়া এদেশে আর্টিস্টেরই বা কী প্রসপেক্ট আছে?

মানসী ঘরে এসে শাড়ি বদলাল। লক্ষ্য করল মায়া সবাইকে এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওর যেন লজ্জার আর শেষ নেই। মানসী ওকে ডেকে হেসে বলল, 'কি করে দেখালি তো, আমার কথা কিরকম ফলল। তুই তাহলে পাশটা করে ফেললি মায়া?'

লজ্জায় মুখ নামিয়ে মায়া বলল, 'আর শোকে না সেজদি, আমার পাশ করার আর কোন মানে রইল না। যাই তোমার খাবার নিয়ে আসি।'

মজু এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করছিল। ফাঁক পেয়ে মানসীর কাছে এসে দাঁড়াল। একটু হেসে বলল 'সেজদি তোমার একটা

রামায়ণ

চাঁদবাস বিবর্তিত

জীবন দুর্নীতিব্রহ্মের চট্টাপাণ্ডায়ের হুমিকা সম্পন্নিত এবং সার্বভৌম শ্রীহারকৃষ্ণ মৃগা-গণায় সম্পন্নিত ব্যাঙের এই অর্তিপ্রমত্তেখানি মৃত্তগ পারিপাটে একটি যুগ-প্রবর্তক। ভারত সরকার কর্তৃক পরিস্কৃত। দ্বিটি সংস্করণ ১৩টি একবর্ণ চিত্রসম্বারে রম্যম্বর। [৯,]

জীবনের ঝরাপাতা

প্রাচীনকালের ভাগিনেমণী সরলা দেবী-চৌধুরীজীর জীবনানুসংখা। গত শতকের শেষাব্দের নব্যগুরুগণ যুগের সামাজিক-রাজনৈতিক ও ঘরোয়া ছবি অতি সরল-ওগুণীতে পরিবেশিত হয়েছে। ভারত সরকার কর্তৃক পরিস্কৃত। [৯,]

মহানগরীর উপাখ্যান

শ্রীকল্যাণগা গুপ্তা রচিত অভিনব উপন্যাস। পটভূমিকা—কৈলহ। বিস্তারিত বর্ণনা দেশের গণ-অভ্যুত্থান; চির-সুখী—চিরায়ত সার্বভৌম যে কোন চরিত্রের মত রসমাধুর্যে সন্মজ্জল। [২০,]

বঙ্গিক রচনাবলী

১ম খণ্ডঃ সমগ্র উপন্যাস - ১০
২য় খণ্ডঃ অন্য বাহত্যার রচনা - ১৬

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়,
কালিকাতা ৯

॥ অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাইবেন ॥

জিনিস আমার কাছে আছে। পরে দেব।
তুমি খেয়েদেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নাও।

মানসী কোনরকম কৌতূহল বোধ করল না, বলল, 'আচ্ছা দিস।' তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, তোদের অসীমদা কি চলে গেছে নাকি রে?

মঞ্জু চোঁট টিপে হেসে বলল, 'অসীমদা ব্যক্তি শব্দে আমাদের?'

মানসী ওকে ধমক দিয়ে বলল, 'বক্তা ফাজিল হয়েছিস। আর ইয়াকি' করতে হবে না। যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দে।

মঞ্জু মুখে ভার করে বলল, 'তোমাদের কারো সঙ্গে একটা কথা বলবার জো নেই। সবাই একধার থেকে কেবল ধমকাচ্ছে। ছোড়া ফেল করেছে তো আমরা কি করব?'

মানসী একটু হেসে বলল, 'তোকে কিছ করতে হবে না। শব্দে আমার কথা জবাবটা জািনস তো দিয়ে যা।'

জানবে না কেন মঞ্জু সবই জানে। অসীমদা এখনো যাননি। ও-ঘরে শব্দে বই পড়ছেন। দুপুরের গাড়িতে যাব যাব করছিলেন। সেই সময়ে বাবা নন্দুর ফেলের খবর নিয়ে এসেন। কথায় কথায় মাব সংগে তাই নিয়ে কুম্ভে রাখল। মধ্যাহ্নে মঞ্জু এল। এর মধ্যে অসীমদা যেতে পারেন নি। বাবাকে ব্যস্তিয়েছেন মাকে ব্যস্তিয়েছেন। হোসেনমশায় একবার ফেল করেছে তো হয়েছে কী? তা ছাড়া এ তো প্রাইভেট সোসাইটি জানা খবর। তুল খবরও তাই হতে পারে। কিন্তু শেষমেশে হলে কি কণ্ঠস্বাচি মারধোর কিছুই বাকি থাকে নি। এইসব অশান্তির মধ্যে অসীমদার আর যাওয়া হয়নি।

মানসী সব শব্দে বলল, 'বন্ধু! দিদি কোথায় রে? এই ঘরে নাকি?'

বাকী সংগে সংগে জিজ্ঞাস্ত হল। ছি ছি ছি মঞ্জু কী মনে করল। কথার ধবণী কি আর ও ঘরেতে পারেনি যা পাক্সা মেয়ে।

মঞ্জু বলল, 'ও ঘরে কেন হলো। সেজ্জি এখনো মোরইনি। পুরুরের পর টিউশনি আছে না তোর?'

মাধুরী সে সকল কামাই করেনি তা শব্দে মানসী খবিস হল। সারাদিন তাহলে বেশকিছু একসঙ্গে গল্পগল্প পারেনি ওরা। কিন্তু বেশকিছুবার দি দরকার হয়। সমস্যাটা এসব ব্যাপারের বিবেচনার আগেই নয়। তা যদি হয় মাত্র দুদিনের মধ্যে মাধুরী কি ওকে জমজ করে বেড়ে নিতে পারত? কী, মানসীর সমস্যা পোষাও হলো অসীম ঘর থেকে কেঁয়ো এল না। কী এমন মহা-প্রশ্ন পড়ছে সে? নন্দুর ফেলের জন্য সে যাওয়া বন্ধ করেছে এটা ব্যক্তি কথা। লোক-সেখানে ভদ্রতা। আসলে সে প্রতীক্ষা করে আছে মাধুরীর জন্য। মাধুরী এসে পৌঁছানি বলই তার যাওয়া হয়নি।

মঞ্জু বলল, 'সেজ্জি তোমার জিনিসটা তাহলে এবার নাও।'

মানসী বিরক্ত হয়ে বলল, 'জিনিস জিনিস করে মাথা ধরিয়ে দিল। কী জিনিস দেখি?'

মঞ্জু হেসে জামার ভিতর থেকে পুরু একখানা খাম বের করে বলল, 'এই নাও। অসীমদা চলে যাবেন ভেবে সারা দুপুর বসে চিঠিটা তোমার জন্যে লিখেছিলেন। যাওয়া হল না দেখে বার বার আমার কাছে ফেরত চেয়েছেন। কিন্তু আমি আর দিইনি। কী মজা। সেজ্জি এবার আমার প্রাপ্যটা আমাকে দিয়ে দাও। বেশি নয়, একখানা সিনিক দিলেই হবে। এত মোটা চিঠি ডাকে এলে নিশ্চয়ই বেরিয়েই হয়ে আসত।'

মানসী ছোট বোনকে ধমক দিয়ে বলল, 'ফের বদিরামি হচ্ছে? যা এখন থেকে।'

চিঠিটা খলে পড়ল না মানসী। স্টাট-কেসের পকেটে রেখে দিল। চিঠি সম্পর্কে তার কোন কৌতূহল নেই। চিঠি সে এত-কাল ধরে অনেক পেয়েছে।

সুহাসিনী এসে দাঁড়ালেন, 'কাণ্ডটা কী হল বল তো মানসী। ছেলেটা সেই যে গেছে তার আর দেখা নেই। নাওয়া হলো না, খাওয়া হলো না, কোথায় আছে একটা খোঁজ পর্যন্ত তোরা করাবনি?'

মানসী বলল, 'অত ভাববার কী আছে মা। নিশ্চয়ই বন্দু-বাংলার বাড়িতে গিয়ে রয়েছে। যাবে কোথায়।'

সুহাসিনী রাগ করে বললেন, 'তোরা নিজেরে দায়দায় মন-অভিমান নিয়েই মেতে জাছিস বাপো। আর মনুষ্যের মনের দিকে তাকানোর তোদের মতরস নেই। মনের ওই অবস্থা নিয়ে নন্দু পাড়ায় আঙা দিতে বেরিয়েছে একথা আমি মরলেও বিশ্বাস করব না। এইসব মধ্যে কচি কচি ছেলে দেশান্তরী হয়, আত্মঘাতী হয় তা জািনস?'

মানসী বলল, 'অত ভাবনা মা। নন্দু তেমন ছেলেই নয়। আমি এক্ষণি বেরোচ্ছি। নিশ্চয়ই পাড়ায় কারো বাড়িতে আছে।'

কথাটা মনোমোহনেরও কানে গেছে। তিনি চাঁচিয়ে চাঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'আত্মঘাতী হয় হবে। এমন ছেলের তাই হওয়াই ভালো। কলাগার বংশের কলাগার। দিনরাত কেবল আঙা আর আঙা। ঘরে আঙা বাঁধে আঙা। যে বাড়িতে ছোট বড় জান নেই, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের হুঁসুটি আর ফাটনিটির সন্ধান সেখানে পাড়াশুনোর মত পবিত্র কাজ কি হবার জো আছে? পাড়াশুনো হল তপস্যা। তার জন্যে আলাশ স্যাটমসফিকার চাই। এ বাড়ির মত এই উপবনে বলে কি আর পাড়াশুনো করতে পারে?'

তারপর অসীমের ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'অসীম এসো তো বাবা, এসো একটু এগিয়ে দেখি।'

'কোথায় যাবেন মেসোমশাই?'

'এই হুতাগা ছেলের জন্যে কোথায় যে যাব আর যাব না তা কি কিছু বলবার জো আছে? আমার জন্যে নয়। এমন ছেলের জন্যে আমার কোন মায়ামমতা, কোন মাথা-বাথা নেই। কিন্তু তোমার মাসীমা কেঁদে-কেঁদে কেমন জুঁথির করে তুলেছেন তাই দেখ। চল, তুমি পলিস অফিসার মানুষ, এসব ব্যাপারের অনেক আঁটখাট তোমার জানা আছে। শেষপর্যন্ত যদি থানা হাস-পাতালেই যেতে হয় তুমি সংগে থাকলে অনেক সুবিধে হবে।'

অসীম বলল, 'অত ভাববার কিছু নেই মেসোমশাই। একটু এগিয়ে দেখতে চান চলুন।'

জামাটা গায়ে দিয়ে অসীম মনোমোহনের সংগে বেরিয়ে পড়ল।

মানসীর দিকে একবার তাকাল না, তাকে ভেবে কোন কথা বলল না। তবু মানসীর ভালো লাগল। অসীম তার বার সংগে তারই ভাইয়ের খোঁজে বেরিয়েছে। ওর এই সমস্যা সোজানো মানসীর মন এক অপূর্ণ প্রসন্নতার ভরে ঠেলে।

আটপৌরে শাড়িটা পালটে নন্দুর পাড়ার বহুমেলে খোঁজ নেওয়ার জন্যে মানসীও বেরোতে ফাচ্ছিল মাধুরী এসে ঘরে ঢুকল। সংগে সংগে একটা ফেন গোঁড়া খেল মানসী। অসীম তার সংগে গেছে সে তো মাধুরীরও বাবা, তার খোঁজে গেছে সে তো মাধুরীরও ভাই। অসীমের এটা দৃষ্টিগো আর সহৃদয়তার মতো কে না কে বলবে?

মাধুরী মানসীর দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, 'কোথায় বেরোচ্ছিস?'

মানসী বলল, 'নন্দুর খোঁজে। ও ফেল করেছে। দুপুরে কোথায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, এখনো ফের নি।'

মাধুরী বলল, 'সব আসতে আসতে শুনলাম। মা দুপুরে বাড়ির সবাই গিয়ে বাস স্টপে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা অশান্তি বাঁধল ছেলেটা। চল ওদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আমরা দুজনেই একসঙ্গে বেরোই।'

মানসী চপ করে রইল। নাও করল না, হাঁও করল না।

মাধুরী একটু হেসে বলল, 'বড়োত পারছি আমার সংগে বেরোতে তোর আর ইচ্ছে করছে না। কিন্তু তোর সংগে আমার কতগুলো দরকারী কথা আছে; চল, যেতে যেতে সব বলে নেব।'

হঠাৎ মানসী দোরের খিল দিয়ে এসে বলল, 'দিদি সেসব কথা তো পথে পথে হবে না। তোর বা বলবার আছে সংক্ষেপে এখানে এখনই বলে ফেল। শুনো তারপর বেরোই।'

(শ্রমণ)

উত্তরা

সন্তোষকুমার ঘোষ

(পাঁচ)

বুড়ো সেই বী সাহেবকে ভোজাট কি সহজ নাকি?

সিগল লোক থেকে ফিরতি মনে কেভেটাের কারখানা। সেখানে হানা নিলুম; রোদ তখন ঝগদিয়ার মত গড়িত নামাছিল পাহাড়ের চূড়া থেকে।

কারখানা জাতীয় পদার্থে অমন কোতাহস কম। ভর ছিল, হরত একটি নিষ্ঠুর কনাইখানা দেখতে হবে। সেখানে যন্তপাতি সজীব চিত্র জীবগুলো নির্ভীক না, বরং উশ্টোটি দেখা গেল। প্রাণীগর্ভাল রীতিমত পুষ্ট আর সতেজ ত বাটেই উপরস্থ পরিচয় হল প্রাণবান একটি পুরুষের সঙ্গে—নাম আগেই বলেছি বী সাহেব। প্রৌঢ় ইংরাজ—নিমেষে সুপটু, শরীর, প্রায় ভীষণ বছর এই কারখানার ডায় নিয়ে আসেন।

ঘণ্টাবানেক ঘরে কারখানা দেখলুম। তকতকে, ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন। দুধ, মাখন, চাঁজ থেকে শব্দে করে “নির্বিঘ্ন” ভোজা টির কবার কৌশল দেখা গেল।

অবশেষে “হলিউড।” আমি কিং আপনি হলে ভক্তব্রম গোহাল, বেননা, নবর থলথলে শব্দরী আর তাদের শাবকগণিকে সগরে দেখিয়ে বী সাহেব আমাদের যে আটচালায় নিয়ে তুললেন, সেখানে সারি সারি সারি গভী বাদি। তাদের সাথে পরিচয়ও হল। “দেখুন—জেনেট মাকডোনাল্ড। ইনি নর্মী শিয়ারার।” বী সাহেব বলে যাচ্ছিলেন, আমরা শুনছিলাম। গারোকেও দেখা গেল। ফলকে আলাদা আলাদা নাম লেখা—প্রত্যেকেই প্রখ্যাত চিত্র-নকশা।

সত্য কথা বলতে কি, নির্বাহ গেরে গেলিকে প্ল্যামারাস চিত্রপটিনী বলে কল্পনা করতে কাট হাচ্ছিল, তবু মজাও কম পাইনি। এ-ও লক্ষ্য করলুম, নামগুলো সবই বিগত কালের। বী সাহেবের এই ঘরতে মেরিলিন মনরো, ব্রিজিট বার্ডোৎ একটিও নেই। বী সাহেবের শখের আকাশে শুধু মৃত নক্ষত্রের আসর। সোকালায় থেকে দূরে নিঃসঙ্গ মানুষটির কানে হয়ত কোন নক্ষত্রটি অস্ত গেছে, উদয় হয়েছে কোনটির,

সে খবর পৌঁছানি। উডহাউসের লর্ড এডমন্ডসনখানেক তাগে দেখলুম।

ভুলে না মেরিলিন রবিরটিকেও।

সরকারী প্রশাসনের প্রাণেরে নপালী কারখানা ও নারেন্দ্রা দেখাচ্ছিলুম। অংশ অংশ করেছিল পল্টনের চোড়ী ইউনিটের সপ্তাঙ্গল। খুদী ভূমিকাতও তারাই।

এখা ভাল কাঁচনি যদিও মাঝে মাঝে নির্ভর্য ভাবেরই শব্দ শুনত অস্বস্তি হয়ে উঠিলুম। ওই নির্ভর্য শব্দগুলো আমাদের মধ্যে কীং একটি আত্মীয়তার সূত্র। শব্দহীন বলের মত এরা আমাদের সাথে একসঙ্গে কাঁচি আজও যদি না হবে ধরে, একদিন হলেই নিজের মধ্যে এই শব্দসত্তা ফিরে পাচ্ছিলুম।

সবশেষে ওরা “জনগণমন” গাইল। জাতীয় সংগীত। আমাদের। ওদেরও। আমাদের সকলের। জাতি শব্দে ভাষার না, ভুলেলে না, রক্তও না। ঠাকুর অনুভব।

সেই মেরিলিন রাগেই মোটে ফেরার পথে জীব লোকে লোকারণ্য এ রাস্তাটি কি ওদের কাছে কেজগরী? আমরাও পাড়িয়ে পড়লুম।

ভাঁড় সেখানে বেশী, সেটা একটা বিলিতি মোটেল। ভিতরে নাচের ধূপধূপ, সেখানে তাদের পথন হয়নি তারা বাইরে পাড়িয়ে। এর মধ্যে সাধারণ গৃহস্থও ছিল। সবাই



সুবিধা:শামলি রুকে শিক্ষার্থিনী পাহাড়-কন্যা

উৎসুক, সবাই পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওদের তখন নড়ায় কার সাধ্য। কাদ্দুন গ্যাসেও কাজ হত কি না সন্দেহ, শীত ত কোন ছার!

টের পেতে দেরি হল না, আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ফিরিঙ্গি সেই মেয়েটি—স্বাধীনাবর্তী এবং সুকণ্ঠী। সে বাজনার সঙ্গে সুব আর গলা মিলিয়ে গান গাইছিল। কালো রঙের আজানু জামা, প্রচ্ছদে যতখানি কাপণ্য ঠিক ততখানিই কুণ্ঠাহীনতা। কণ্ঠ-তটে একগাছি সূতাও নেই।

বাইরে অদৃশ্য ব্যুঁধিধারার মত হিম পড়ছিল।

"ওর কি একটুও ভয় নেই", একজনকে বলতে শুনলাম, "যদি বৃকে ঠাণ্ডা লাগে, নির্দিষ্ট বসে, যদি ধরে নিউম্যানিয়া হয়?"

প্রশ্নটা যাকে করা তিনি সপ্রতিভ। চট করে কী ভেবে নিয়ে হেসে বসলেন, "জানো না বাকি? হোটেলের সঙ্গে ওর কনট্রাক্ট আছে যে। যদি নিউম্যানিয়া হয়, তবে পেরিসিসিলিনের দাম হোটেল দেবে।"

কালিম্পঙের পথেও ফিরে ফিরে দাঁজলিঙেরই কারেকটি মুখ মনে পড়ছিল। প্রচার বিভাগের সদাহাসি গিরি। সুকিয়াপোখরির বৃক্ষমণ্ডল কমী মুখতাং। লীলা গাঁসিং—চিহ্নতরকারি হিসেবে এখনও কুড়ি। মোটে গোটা দুই ডকুমেন্টারিতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছে। তার পিসি কমলা। সে আমাদের কলকাতায় শেখা বাংলা গান শুনিয়েছিল। জড়ট উচ্চারণ, 'স'-গুলি সব দম্ভা, কিন্তু গলা মিটি, সুব নিভুল।

আর, আর কী মনে পড়ছিল? কুরাসায় ডুবে থাকা ভোরের লেব, বটানিক-শ বাগানের ক্যামেলিয়া আর রজোভেনড্রন, কবিতায় যার শাখাশব্দের ঐশ্বর্যতাও প্রসিদ্ধ। আর শোবাবদন্ত উইলো।

কালিম্পঙের পথ। একে পথ বলব, না পথের স্বপ্ন? সংকীর্ণ, মসৃণ। পিছনে ঘুম পাহাড়ের ঢুলের কাটা বাকগুলি পড়ি রইল।

আমরা পেশক্ রোড ধরে নিচ নামছি। এ-পথ কখনও হুলাহুপের মত, কেবলই পাহাড়কে ঘিরে পাক খাচ্ছে। কখনও অনন্ত কালো ফিহে, কখনও বা পপাইরাল সিঁড়ি—স্তু-এর মত অতন্ত ছোট পরিবার মাথা করেকটি আবর্ত-বলয় রচনা করে নেমে গেছে।

আমাদের সারথির নাম কোরলা। তার হাতে পিটরিং, মাঝে বুলি নেই। মনে কী ছিল বসন্তে পারব না। প্রকৃতির শোভা দেখে আমরা যখন হর্ষসূচক অবার উচ্চারণ করছিলাম, সে কি চোঁছিল? হবও বা। এ-সব পথে ড্রাইভের মশকিলই ত ওইখানে—চমৎকৃত বা মোহিত হতে পারে একমাত্র রথীরাই। সারথিদের একক-ওদিক নজর দেবারও উপায় নেই। অন্যকে সে স্বাদ দেবার সুযোগ করে দেবে, কিন্তু তাঁর নিজের ক্ষেত্রে জিভে ছোঁয়ানোও মানা।

এই ছায়াকালোর বর্ণনা কী দেব! যদি বলি, পাহাড়কে এই পথ নাগপাশে জড়িয়ে রেখেছে, পুরোনো শোনারে। ট্রোপদার বস্তুর মত এরও উন্মোচন-রহস্য অনন্ত বলা চলত। কিন্তু এই উপমাটাও পৌরাণিক।

পাইনের এমন ঘন বন কোথাও দেখিনি। এই বন তার পত্রচ্ছায়ে চিররাত্রিক পুর্বে রেখেছে। আর অতি সুন্দর একটি শান্তিকে। কিন্তু শব্দ শান্তিকেই ত না। শব্দসকলও। হিংসাকে। হিংসা আর শান্তি দুইই এই বনে সহ-অবস্থিতির নীতি মেনে নিয়োছে।

মাঝে মাঝে চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। মাঝে মাঝে কোন-কোন আকস্মিক বাক্য তন্দ্রা ছুঁতে যায়। চোখ মেলে দেখি, বা দিকের গভীর বিশাল উপত্যকা কখন প্রবাহ এ-বাটি পাত্রে রূপান্তরিত হয়ে

গেছে, আর সেই বিপুল আধারে স্বর্ণবর্ণ রৌদ্রাসব টলমল।

আবার চোখ বজ্জ খাপছাড়া সব ডাবনা বুনো। পাহাড়, উপত্যকা আর রাস্তা—এই তিন মিলিয়ে মনে মনে প্রকাণ্ড একটা দ্বন্দ্ব খড়া করেছে। পথ লীলার মত বহুবলয় দিয়ে কেবলই জড়তে চায় পাহাড়কে, কিন্তু পাহাড় তাকে চায় না, রমাগত দূর টেলে দেয়, আর সেই প্রত্যাহাত পথকে লুকে নেবে বলে বিরাট উপত্যকা কতকাল থেকে কে জানে, ওং পোত বসে আছে।

উৎরাই বনেই এমন উন্মত্ত চিত্রা মনে এল। চড়াই হলে হয়ত এই পথটিকেই সার্বালমশনের, উদ্দেশ্যভঙ্গারী ব্যানার, প্রতীক বলে ভাবতুম।

আমরা পাহাড়কে কখনই আঁমি জড় একটা পথ বলে ভাবতে পারি। যদি জড়-ও হয়, তবে সে একদা অবশ্যই প্রাণময় ছিল। পাহাড়কে মৃত কোন সময়েই কখনো বলে বসে বসপনা করতে পারি, যার অতিম মূহুর্তের ঠাঁয়ে অক্ষয় করেকটি কঠিন শীর্ষে শিখর চিহ্নায়ত হয়ে আছে। শীর্ষে আর ওরাগে মৌল তরাত বই।

সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনায় ঘুমন্ত বনবও ভাব্য বসে পড়ছিল। প্রাণী যখন ঘুমের তখন তার শব্দে প্রশ্রয়স্বর শব্দ থাকে। সেই শব্দ আছে ঘুমের বনবও। সেখানে গাছের শব্দের মত কখন শব্দে ফোঁক হাওয়ায় নড়ে, পরিবর্তন কখন হয়, কখন ছাড়া কোন পথের পাত্রে চাপে শব্দেই পাত্রে মচমচ করে ওঠে, এই হরত সত্যকেই করেকটি জীব জাক দিয়ে মগডালে উঠে বসল। তার অনেকক্ষণ সব চুপ।

তন্দ্রার ঘোর হঠাৎ ছাট গেল। চোখে দেখি, গাংত কনই দিয়ে টেলছে। চোখ মেলে জড়িত গলায় বললাম, "কালিম্পং এসে গেল!" শুনলাম কালিম্পং নয়, ভিউ পয়েন্ট। "ওই দেখ সিকিমের সীমানা।"

গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলাম। অনেক নীচ ছোট রাস্তা নদী এসে মিলেছে তিস্তার। তিস্তার রেখাও এখানে খুব স্পষ্ট নয়—খলোয়ারের সর, পথের মত। ভাল করে চাইই হয় না, কোনটা রাস্তা, আর কোনটা তিস্তা।

গাংটকের রাস্তাটিকেও দেখা গেল। তিস্তার ধার বেয়ে কালো পাড়ের মত সোজা উত্তরে চলে গেছে। বঙ্গমঙ্গলকীর পাত্থের ভিতর দিয়ে সন্তের মত তার গতি।

গাংত বলল, "এখনই কী। আরও খানিক গেলে এ পথের রূপ আরও খুলবে। দেখবে, যেন একটা ঘনিহাওয়ার মত পথটা উঠে গেছে। লুপের মাথার ওপর দিয়ে পুপ। আমরা বলি, 'হুপিং দ্য লাপ'"

(জনক)

১০য় টি-বি সীল বিক্রয় অভিযান

আরম্ভ হয়েছে ২।১০।৬৯
সমাপ্ত হবে ২৬।১।৬০



প্রত্যেকটি সীল বিক্রয়সময় অর্থ নিরাসহায় যক্ষ্মারোগীর নিরাময় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যে ব্যয়িত হয়ে থাকে। পশ্চিম বাংলার যক্ষ্মা-প্রতি-রোধ অভিযানে আপনার সক্রিয় সহানুভূতি অত্যাবশ্যক।

বংগীয় যক্ষ্মা সমিতি
প্লট ২১, স্ট্রীম ৪৯, সি আই টি রোড,
কলিকাতা-১৪

(১৯৪)

ঘুমন্তপুত্রীৰ ক্লপকথা

জয়ন্তী গৃহ

ৰাজপ্ৰাসাদে ছিল না ধূমধাম ও ভোগ-বিলাসের অন্ত। হাতীশালায় হাতী ছিল, ঘোড়াশালায় ঘোড়া ছিল। রাজকোষে ধন ছিল রাজসভায় ছিল মন্ত্রী আর উজ্জ্বল সারি। শত্রুর বিরুদ্ধে ছিল অযুত সৈন্য আর অস্ত্ৰ, কয়েদখানায় ছিল বন্দীৰ দল। নহবংখানায় নহবং বাজত, জলস্নানায় ঝড়লগঠনের আলো ঠিকরে পড়ত, কিংবাণের তাকিয়া, সূৰ্য্য আর নাচিয়ে, বাঁজয়ে আর গাইয়ে, কোন কিছয়েই অভাব ছিল না। রানীমহলে মহিষীৰ অন্ত ছিল না, আর ৰাজা জুড়ে ছিল সুখী প্ৰজাৰ ভিড়। তবে আর ৰাজাৰ কিসৰ অভাব? তবুও ৰাজাৰ মনে দুখ ছিল না, তাঁৰ ছিল না পুত্ৰসন্তান। তাই সব ৰাজাৰ মতই পুত্ৰোন্মিষজ্ঞও কৰলেন তিনি। কিন্তু তবুও কৃপা হল না মা বড়ীৰ।

ৰাজা বৃদ্ধা হলেন, রানীরাও বৃদ্ধী হলেন। চিন্তায় পড়লেন ৰাজা। কাৰ হাতে তুল দেবেন এই বিশাল ৰাজ্যভাৰ? সে চিন্তায় ছিন্নমান হয়ে পড়লেন ৰাজা। অবশেষে হতাশ হয়ে স্থির কৰলেন যে, আগামীকাল দুম থেকে উঠেই যাকে দেখবেন, তাকেই পুত্ৰ বলে গ্ৰহণ কৰবেন। অত্যাশ্চৰ্য্য ও প্ৰতিজ্ঞা!

পৰদিন প্ৰত্যুষে ৰাজা বথন প্ৰাসাদেৰ বাহিৰে তাকালেন, তাঁৰ চোখ পড়ল এক দুৰ্দ্দৰ্শ কৃষ্ণ গ্ৰাহুণেৰ উপৰ। গ্ৰাহুণ নাচিতে ভৰ দিয়ে যাচ্ছিল, ৰাজপ্ৰাসাদেৰ সম্মুখ দিয়ে। দীৰ্ঘদেহ গ্ৰাহুণ যেন বহু-যুগেৰ সঞ্চিত জ্ঞানেৰ ভাৱে নুয়ে পড়েছেন। তাঁৰ বৰ্ণ গৌৰ এবং প্ৰতিভাদীপ্ত চোখ অতীত ঐশ্বৰ্য্য ও জ্ঞানেৰ সাক্ষ্য দিছে। চিন্তাকুল ৰাজা তাঁকে আহ্বান কৰবাৰ

পৰেই গ্ৰাহুণ কাছে এসে আঁতৰান জানিয়ে বললেন—

“মহাৰাজ! কিছু নিবেদন আছে আপনাৰ চরণে; ভয়ে বলব, কি নিভয়ে বলব?”

—“নিভয়ে বলুন।” বিস্ময়াকুল হয়ে ৰাজা আশ্বাস দিলেন।

—“মহাৰাজ!”..... অত্যন্ত কম্পিত কণ্ঠে গ্ৰাহুণ বললেন, “আপনাৰ পুত্ৰেৰ অভাব দূৰ কৰনে আপনাৰই বিতাড়িত দুই কন্যা।” গ্ৰাহুণকে আরও কিছু বলবাৰ অবকাশ না দিয়েই ক্ৰোধে ও বিস্ময়ে মহাৰাজ চোঁচিয়ে উঠলেন—“সেই ডাকিনীমায়ের ডাকিনী মেয়েদের কথা বলছেন?”

মহাৰাজেৰ দুয়োৱানীৰ দুই মমজ দুহিতা তারা। অমন কুৎসিত চেহাৰা বৃদ্ধ মানুহেৰ হয় না। পাহাড়ের মত উঁচু লম্বা নাক, কালো কুতকুতে চোখ, কয়লাৰ মত কালো ৰঙ আৰ ঘন সবুজ কেশগুচ্ছ—দাঁত-গাউল যেন বস্ত্ৰ ৰাঙা। দুয়োৱানীৰ মেয়ে তারা; তাই ৰাজজ্যোতিষী এসে বললেন— “মহাৰাজ! এদের শীঘ্ৰ বিতাড়িত কৰুন। এরা মূৰ্ত্তিমতী অমংগল—ডাকিনীকন্যা।”



বোধিসত্ত্ব ও বজ্ৰপাণি—অজ্ঞাত

ঘানেশ্বৰ বৃদ্ধ—অজ্ঞাত



কৈলাস মন্দিরের দেও মাল নটরাজ: ইলোর।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। মধ্য-প্রদেশের কোন পাবনা অঞ্চলে, নির্বিঘ্ন বনানীর গভীরে ও বিস্মৃতির অন্তরালে তারা কবে হারিয়ে গেছে। রাজার লোক পেয়েছে শাস্তি, কেবল আজও দুরোরানীর দুটি কপোল বেয়ে বঁকে পড়ে মুক্তার মত শ্বেত স্ফটিক দু'ফোঁটা বিষাদের অশ্রু। কেন? একমাত্র দুরোরানীই অন্তরের অসীম স্নেহ নিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন একটি জিনিস যা আর কেউই দেখেন নি। তার কুৎসিত দৃষ্টি মেয়ের কৃতকৃতে চোখের মধ্য দিয়ে তার ব্যাকুল দৃষ্টি অনেকদূর চলে গিয়েছিল। সেখানে নিভুতে একটি সুন্দর মানব কণ্ঠ,

কমা ও শান্তিতে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছিলেন।

কিন্তু তবুও অশ্রুকারের পাশেই থাকা অলো-বিস্মৃতির ওপিস্টেই থাকে স্মৃতি। ডাইনী না থাকলে হাত না বুপে কুমারীর গণপ আর শ্রীহীনতার নাকেই রূপস্বীর এত সমাদর এত মর্যাদা। তাই বৃদ্ধ দুরোরানী প্রতি রাত ছোঁড়া মাদুরে বিছিয়ে ছোঁড়া কাঁথা গারে দিয়ে, ভাঙা চালের ফটোর মধ্য দিয়ে যে আকাশের একটি উজ্জ্বল তারা দেখা যেত—তার দিকে তাকিয়ে ভাবত কত কথা—তার স্নেহের কথা—সাতপুরা আর সহ্যাদির কথা।

ভাবতে ভাবতে চোখের জলের উষ্ণ স্পর্শে কখন ঘুমিয়ে পড়ত দুরোরানী আর ফুলে উঠত ভিজে দুটি চোখের পাতা।

ছোঁড়া মাদুরে শূন্য স্বপ্ন দেখত দুরোরানী। তার দুই মোরে—সাতপুরা আর সহ্যাদি। হাত ধরাধরি করে তারা চলেছে কত পাহাড়, জংগল, খালবিল, নদনদী, প্রান্তরে মরুভূমি পার হয়ে। তাদের জীবনের পূর্ব দিগন্ত রাঙা করে আজ উঠছে নতুন দিনের নতুন রবি—নতুন আশা, নতুন আনন্দ আর নতুন সৌন্দর্য নিয়ে আসছে রবিবর্ষি তার নতুন ডালি ভরে। দুরোরানী স্বপ্ন দেখতে আর আনন্দে উত্তরসিত হয়ে উঠতে তার বেদনাক্রান্ত অধরোষ্ঠি আর অশ্রুসিক্ত দুটি নয়ন।

সাতপুরা আর সহ্যাদি ডাকিনীর আশ্রয়ণী দুহিতা, তাই বৃদ্ধি আর এক ডাকিনী এসে তাদের ঘুম পাড়িয়ে। সে জানে যখন সে জানে মজা। হাতে তার হাড়ি ও কাঁটালি মূত্র তার অশার হোস। সে যেন কিছু পণ করেছে। জরাজীর্ণ, মলিন ও কুশ্রী পাহাড়ের মাঝে সে গভীর নাতনের সৌন্দর্যময় নগরী স্থাপন। তার মনে এক দৃঢ় সংকল্প। এই হাড়ি ও কাঁটালিতে আজ এম রাস—এ হাচ্ছ মাদুরেরে বাদুপে। ওই স্পর্শে সমস্ত রাস অসম্ভব। এই দ্বিগুণ পরোভাকে কেউ কেউ গড়ে তুলতে হবে নাতনকে। বিস্মৃতিতে ফোসকি করে আনতে হবে চিরকালের স্মৃতি। সর্বগা নিম্নারে হবে পাতালের অতল।

বাদুরী এসেছে তার সামান্যত নিয়ে। তবু এসে বলল সাতপুরা আর সহ্যাদির—“চুড়ত খুক তোমরা। ঘুমিয়ে পড়, ঘুমিয়ে পড়, ঘুমিয়ে পড়, লক্ষ্মীসোনা।” বাদুরী তার আগলে ঘোরাতে লাগল তাদের চোখের সামনে আর অসহ্যের বিড়ি গিড়ি করে মনে পড়তে লাগল। তাদের অস্বস্তি ব্যতে এল তাদের ছোট দুটি চোখের পাতা—হাসে পড়ল তারা দুটি বোন বাদুরীর দুই কোলে!.....ভোরের আলোর আর পখির ডাক ঘুম ভেঙে গেল দুরোরানীর—তার সুন্দর স্বপ্ন গেল ভেঙে।

তারপরে কিভাবে যে বাদুরী গড়ে তুলল এক সার্থক স্বপ্ন—কিভাবে যে মতো নামিয়ে আনল স্বপ্নের রূপ, রস ও মাধুর্য, তা জানে না দুরোরানী। আবার এল অরেক রাত। তেমনি করে ছোঁড়া মাদুরে শূন্য, ছোঁড়া কাঁথা গারে দিয়ে, ঘরের চালের ছিদ্রপথের জঙ্গলজলে নক্ষত্রটির দিকে তাকিয়েছিল দুরোরানী। সেদিন ছিল মধ্যমাসের পূর্ণিমার রাত। জ্যোৎস্নার ভেসে যাচ্ছিল ধরণী। দুরোরানীর ভাঙা ঘরেও উকি মারছিল পূর্ণিমার চাঁদ আর মূকার মতনই অপব্যপ শোভা পাচ্ছিল দুরোরানীর দু'ফোঁটা অশ্রু। দুরোরানী

গ্রন্থপ্রী

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
সদা-প্রকাশিত রস গভীর উপন্যাস

কন্যা মৃগয়া

৩-০১

অন্যান্য বই

শ্রেষ্ঠ গল্প—৫.০০

সাত দিন—২.৫০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

(সি ৩১১)

জনপ্রিয় মিটার পরিবেশক

গান্ধীবাম এণ্ড সন্স



৩৫-৩৫৫১

৩৫১ সি. বিজয়কমল রোড, কলিকাতা-৩

ফিরে গেছে স্বপ্নের দেশে। আজও দেখা তার দুই মোহকে। হৃদয়ের কোন একটি গোপন কোণেও খুঁজে পেল না দুয়োরাণী তার আনন্দকে ধরে রাখতে। পাহাড়ের মতন খাড়া নাক হয়েছে বাঁশি মতনই সুন্দর। ঘন মোটা জুর নীচে কালো কুঁকুতে চোখকে স্থানচ্যুত করেছে ইন্দ্রধনু, প্রত্যোড়ার নীচে দুটি পটলডোর ভার চল চল মগনমন। কুলনয়ে পাপড়ির মতনই মনোরম অপরোপে। দুই ফুটন্ত গোলাপের রঙে রাঙা দুটি কাপড় আর কুঁচবরণ কন্যার মোখবরণ চলা। ধরত কৃষ্ণে নেমে এসে যেন শাপছাত্রী দুটি দেববালা।

"যা কিছো মিলে, যা কিছো কালো, যা কিছো লিঙ্গ, মোক তা ভালো"—
পুরাতনের ধংসের উপর গাড়ে উঠল এক অভিনব নতুন মনোমগ্নকর সৌন্দর্যলোক। অস্বাভাবিক মহাজীবনের পদাৰ্পণ হল। গোবর ফটল কমল। সাহসের আর সত্যটির কঠিন রক্ত ও কৃষ্ণ ভূমির প্রসঙ্গটি হল দুটি দেবতা ও রক্ত অরবিন্দ—ইন্দ্রাজি ও অজমতা।

চোখের আঙ্গুর আর শাবির মিলি গলে ঘর ভেঙে গেল দুয়োরাণীর। ক্রিষ্ট নতুন প্রভাতের নতুন আলো, নতুন অনিবার্য নতুন রক্ত ও নতুন রঙ—কিছুই কেন এত নতুন বলে মনে হয় নি, এত অসম্ভব নয় নি দুয়োরাণীকে যেমন দিয়েছে আজকের প্রভাত। চোখ মেলার মত রাজসভায়, উঁচু কাপা আজ রাজ আশ্রয়ন ভাঙা কয়েক অজ রক্তপ্রসঙ্গ, শতচক্ষিগোষ্ঠ কাপড় আর রাজবংশ আর চিড়মুড়ি-খণ্ড আর রাজসভায় রক্তপ্রসঙ্গ হতেছে। আর দুয়োরাণী হতেছেন সুয়োরাণী।

রাজ্য এসেছেন আজ দুয়োরাণীর ভাঙা ঘরে। হাজার হাজার দাসীরা এনেছে সাগর-ভেঁড়া মূকর সাতনরী হার প্রবাহের দেশের নাকজবি, স্বর্ণ-পাহাড়ের কুঁড়ল, হীরের মাস্তাসা আর রাজবংশ, নীলসী সীমি আর পায়কোড় আর সোনার মেখলা। হীরকপায়ের হীরকমতী রাজকন্যা প্রতি সন্ধ্যায় হীরের হার গেঁথে সাজানে হার কবরী। পরদিন বাঁসি চলে দাসী গিয়ে রাজ্যের বিজয় করবে লক্ষ ঘড়া মোহরের বিনিময়ে। রাজ্য এনেছেন সেই হীরগহীর তার দুয়োরাণীর জন্য। রেশমগরীর রেশমকন্যা প্রতি প্রভাতে সূর্যের রক্ত আলোয় বুনবে আসমানী রঙের রেশমী শাড়ি। মগয় বাতাসে উড়বে স শাড়ি আর রাজকুমারী খেলাবেন সখীদের সঙ্গে মল্লকাননে সাঁরের বেলায়। পরদিন সে বাঁসি শাড়ি কিনতে হলে হাজার ঘড়া মোহর দিয়ে। রাজ্য এনেছেন সেই শাড়ি দুয়োরাণীর জন্য। রানী রূপোর পাল্কেতে চলেছেন সোনার



এর-সত্য—অজমতা

অসনে বসে রাজপ্রাসাদ। শত দাসী চমক চমকে, আর চারিদিক ভরে দিচ্ছে আতর-সৌভাগ্য। পথে উড়ছে মেহরের হীরের লুপ্ত। পথের দুয়ারে হচ্ছে পুষ্পবৃষ্টি আর রাজকন্যার। সুখিনী দুয়োরাণী আজ হতেছেন রাজার আশ্রয়ী সুয়োরাণী।

রাজার সুয়োরাণী সাহসমণ্ডা প্রাসাদে, শত রাজকন্যা নিয়ে, সাহসী দাসী পরিচরিত হয়ে ভূমি সৌন্দর্য্যে চোখ ফুটিয়ে ডাকছেন হীরে দুইকে। বড়লোক চুপি চুপি বলছেন—
"পাঠ্যাস হোতা হোতা মজুমতী"। রাজার দুয়োরাণীকে। বললি আমার ভেটী"। দাসী হার কুঁড়ল কাপড় আর একটি পরিচরিতর দুটি হোতা বিদ্য নিল।

আজ দুয়োরাণীর এক আদর, করণ আজ এসেছে তার দুই মনের মণি রূপ ও মল্লগের দুই হা ইন্দ্রাজি ও অজমতা। মহারাজের জন্য এনেছে তারা এক অমল্য উপঢৌকন। এনেছে হারকরীর আশ্রয়িতা—সারা বিশ্বের দান। এনেছে, তারা বিশ্বের সন্তান-মন্দার আর সানন্দ আশ্রয়-অপণ। সমস্ত পৃথিবীকে মন্ত্রমগ্ন করেছ আজ অজমতা আর ইন্দ্রাজি। দুই হয়েছ রাজার দুঃখিনী, ঘুচেছে তার পথের অভাব।

মহারাজের বৃদ্ধ প্রশ্নের উত্তরে প্রাণণ বললেন—
"আজ মহারাজ! আপনার দুই কন্যাই এনে দেবে আপনার চরণে বিশ্বরাজ্য—তারাই দক্ষতার সঙ্গে পালন করবে আপনার সাম্রাজ্য। মহারাজ! আপনার এই শ্রুত-সংবাদ দানের জন্যই আমি বৃন্দাবন্থায় প্রাণধারণ করে অছি।"

ব্রাহ্মণ শুনলেন মৃত্যুর অহবান-ভেরী, আর রাজা শুনলেন অজমতা ও ইন্দ্রাজির আগমনে বিজয়-শংখ। আজও অমর ও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে অজমতা ও ইন্দ্রাজি সাতপুরা আর সত্যাপ্তর বৃকে।

[রিচার্ডসন নামে জনৈক ইংরাজ শিকারী সত্যাপ্তর পাহাড়ের গভীর জংগলে চিতাবাঘের পিছুনে ধাওয়া করলে, অজমতারের আশ্রয়ে চিতাবি একটি গহবর অন্ধকারে ঢেকে পড়ে। সাহসের তার পিছুনে ঢুকে আকস্মিক আলোতে অবিচলিত করলেন ভারতের অশ্রীত ঐতিহ্যের একটি অপরূপ নিদর্শন—অজমতা। সাহসেরটি সেন অজমতার রক্ত-লোকের সম্মত এনে দিলেছিলেন, তেমনি রাজার দুই কন্যে অজমতা ও ইন্দ্রাজির বিশ্বরাজ্যের সুরক্ষা এনেছিলেন কাহিনীর ব্রাহ্মণ।]

শিশু সাহিত্য সংঘের নতুন বই
নেহরুর ৭০তম জন্মদিনে
আমাদের নেহরু
নিখিল সেন
আমি পোতার ছাপা অক্ষরকে চমকে।
পোতার পাতার ছাপ। দাম—২.৫০
পরিবেশকঃ
শরণ বৃক হাউস
১৮টি, শ্যামলগঞ্জ টা পুটি কলিকাতা-১২



বাতরজ, কলিত, নাক কান হাতপায়ে
অঙ্গুল প্রভৃতির সফলতায় চোখের বিবরণতা
সোজাইসিস, এককিমা প্রভৃতি রোগের জন্য
যোগীর জন্মবারসহ শ্রুতি দিখান। ঐতিহ্য
বাল্য দেবী, পাহাড়পুর ওগদায় মণিগুণ
(ময়মন), কলিকাতা ২৮ ফোন ৫৭২২৭৮

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জড় ও শক্তি—শ্রীমতীজয়প্রসাদ গুহ।
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ: ২৯৪২/১,
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯।
মূল্য ১।

সুবাস ও সূর্যভি—শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যো-
পাধ্যায়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ;
২৯৪২/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড।
কলিকাতা-৯। মূল্য-১।

একথা ঠিক, আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের
প্রাথমিক তথ্যগুলির সহিত সাধারণ লোকের
পরিচিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। এই
প্রয়োজন সাধন মাতৃভাষার মাধ্যমে যেমন
সম্ভব হতে পারে; অন্য ভাষার সাহায্যে
তেমন কখনোই সম্ভব নয়। আনন্দের কথা,
স্বাধীন ভারতে বাঙলা দেশের বিজ্ঞানীগণ
এ বিষয়ে আজ নিজেরাই এগিয়ে আসছেন।
জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি
বলেছেন, “যাহারা বলেন, বাঙলা ভাষার
মাধ্যমে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা সম্ভব নয়,
তাহারা হয় বাঙলা জানেন না, না হয়
বিজ্ঞান জানেন না।” তাঁর প্রচেষ্টাও স্মরণ-
যোগ্য। উপরোক্ত ‘জড় ও শক্তি’ গ্রন্থে
শ্রীযুক্ত গুহ বিজ্ঞানের গোড়ার কথা যে জড়
ও শক্তি—তাদের স্বরূপ উৎস, পরমাণু
শক্তির রহস্য প্রভৃতি বিষয়ে সরল ও সহজ-
বোধ্য আলোচনা করেছেন।

শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সুবাস ও
সূর্যভি’ গ্রন্থে বাঙলা ভাষায় প্রায় অর্ধশত
বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। যে সুবাস
আমাদের আনন্দ দেয়, স্নান করে তার
সম্পর্কে কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক।
লেখকের লেখার গুণে প্রকৃতিজ সৃষ্টি
দ্রব্য, সংশ্লিষ্ট সৃষ্টি দ্রব্য সৌরভ
উপাদান, সূর্যভির ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়-
গুলি পড়ার সময় একেকটি পরিমণ্ডল
সৃষ্টি করে।

দুইটি পুস্তকই মূল্যবান এবং দামেও
অত্যন্ত সস্তা।

৩৪০।৬৯, ৩৪১।৬৯

জলের রূপকথা—ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ,
ডি এস-সি। শিশুসাহিত্য সংসদ প্রাইভেট
লিঃ। ৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯। মূল্য ১।

ধাতুর রূপকথা—ডক্টর কানাই-
লাল রায়, ডি-ফিল্। শিশুসাহিত্য
সংসদ প্রাইভেট লিঃ। ৩২-এ, আচার্য প্রফুল্ল-
চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য-১।

মহাকাশ জয়ের রূপকথা—শ্রীঅজিত বসু।
শিশুসাহিত্য সংসদ। ৩২-এ, আচার্য
প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য-১।

দুইটি দায়িত্ব

উপরোক্ত তিনটি বিজ্ঞানের পুস্তক
ইউনেস্কোর সহযোগিতায় প্রকাশিত।
আধুনিক যুগে বেঁচে থাকার জন্যে,
সম্ভাবনাকে জয়যুক্ত করে তোলার জন্যে
বিজ্ঞানের আদি এবং সম্ভাব্য রূপ সম্পর্কে
আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এই
পরিচয় আমাদের মধ্যে সহজবোধ্য হতে
পারে একমাত্র আমাদের মাতৃভাষা বাঙলার
মাধ্যমেই। ওপরের তিনটি পুস্তকে সেই
প্রচেষ্টাই বিদ্যমান।

প্রথম পুস্তকটিতে জলের জন্ম, জল ও
জীবের সম্পর্ক, নানাপ্রকারের জল, জলের
ব্যবহার-গুণ ও বিভিন্ন অংগুষ্ঠা এবং
“ভারী” জল সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা
রয়েছে।

দ্বিতীয় পুস্তকের প্রধান প্রতিপাদ্য
বিষয় ‘ধাতু ও আধুনিক’ যুগ। বর্তমান
যুগ যন্ত্রের যুগ। নিন্তা নতুন যন্ত্র বের
হচ্ছে। যন্ত্র যন্ত্র পৃথিবী ভরে যাচ্ছে।
কিন্তু বলতে গেলে একে ধাতুর যুগই বলা
উচিত। কারণ ধাতুর সাহায্যে যন্ত্র তৈরী
হচ্ছে। সেই ধাতু সম্পর্কে কিছু জানতে
হলে এই পুস্তক অপরিহার্য।

কার্বনের কণপনকেও যেন হার মানিয়ে
আজকাল বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি মাটির চেয়ে
আকাশের দিকেই বেশি ধাবমান। তৃতীয়
পুস্তকটিতে সৌরজগতের কাহিনী, চলার
পথে মাধ্যাকর্ষণজনিত বাধার কথা, মহাকাশ
পরিভর পথ, শূন্য পথের স্টেশন, কৃত্রিম
উপগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে অনবদ্য
আলোচনা করা হয়েছে।

এই ধরনের গ্রন্থ আরো প্রকাশিত হওয়া
প্রয়োজন।

৩৬৯।৬৯, ৩৭০।৬৯, ৩৭১।৬৯

সাহিত্য-আলোচনা

(১) বাঙলা সাহিত্যে সত্যিকংকর
সাহানা—সম্পাদনা—মণি বাগচী। ৩৩,
কলেজ রো, কলিকাতা-১। থেকে প্রকাশিত।
(মূল্যের কোন উল্লেখ নেই)

(২) মহাভারতে অনুশীলন-তত্ত্ব—সত্য-

কিংকর সাহানা, বিদ্যাবিনোদ—প্রকাশক—ঐ
মূল্য—২।।

(৩) হিন্দুধর্ম—সত্যিকংকর সাহানা;
প্রকাশক (ঐ)—মূল্য—১।।

(৪) বিবিধ প্রবন্ধ—সত্যিকংকর সাহানা;
প্রকাশক (ঐ)—মূল্য—২।।

(৫) বিচিত্র প্রবন্ধ—সত্যিকংকর সাহানা;
প্রকাশক (ঐ)—মূল্য—২।।

সর্বপ্রথমে যেটির নাম উল্লেখ করা হলো,
সেটি ১৬ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্রকায় পুস্তিকা,
হিন্দুধর্ম লেখক সাহানা মহাশয়ের সাহিত্যিক
জীবনের পরিচিতি-সম্মিলিত। তার থেকে
শ্রীসত্যিকংকর সাহানা সম্পর্কে আমরা কিছু
জানতে পারি। জানতে পারি, তাঁর বয়স
বর্তমানে ৮৫ বৎসর, বাঁকুড়া জেলার
সুযোগো সম্মত ইনি প্রজাবংশল জমিদারও।
জানতে পারি, তাঁর প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য
পুস্তকগুলির কথা। নিঃসন্দেহে এ সমস্ত
সংবাদই অনুসন্ধিৎসা পাঠকের কাছে
মূল্যবান। কিন্তু তাঁর যথার্থ পরিচিতি,
যা মনের মধ্যে ছাপ দেবে তাঁর উপরি-
উল্লিখিত চারখনি গ্রন্থ পাঠ করে, তার
মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়। সুপণ্ডিত
লেখক শ্রী শ্রী প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে
পাণ্ডিত্যই প্রকাশ করেন নি, প্রকাশ করেছেন
রস। বস্তুত এমন ধরনের রস প্রবন্ধ
কিছু আজকাল চোখে পড়ে। ভাষা-
ভাষায় তিনি প্রাচীন, কিন্তু ভাববিন্যাস
ভাষায় মন বিষয়কত্ব নির্বাচনের দিক
দিয়েও নন। প্রাচীন বিষয়বস্তুতে যে নতুন
আলোকসম্পাত করা যায় তাঁর প্রমাণ তাঁর
মহাভারতে অনুশীলন তত্ত্ব গ্রন্থখানি।
মহাভারতের একাদশটি বিবিধ প্রধান চরিত্র
নিয়ে তিনি যে সারগর্ভ আলোচনার পতন
করেছেন, তার মাপে লেখকের অমৃতদৃষ্টি
এবং স্বকীয় চিন্তাধারার সমাক বিকাশ
ঘটেছে এবং তা অনুধাবন করে পাঠক
উন্নীত হন এক আনন্দলোকে। ‘হিন্দুধর্ম’
গ্রন্থে হিন্দুধর্মের নিরাস জয়গাথা নেই,
সেখানেও লেখকের অপূর্ণ বিশ্লেষণ এবং
নতুনতর চিন্তাধারায় অবগাহন করে
পাঠকের রস-পিপাসার তৃপ্ত ঘটে। ‘বিচিত্র’
ও ‘বিবিধ’ প্রবন্ধ গ্রন্থদ্বয়ে ছোট ছোট
রস প্রবন্ধের যে সম্মন পড়লাম তা এক
কথায় চমৎকার। ‘বল মা তারা দাঁড়াই
কোথা’ ও ‘রাজনৈতিক হইবার সাধ’ নিবন্ধ
দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ‘ঈশ্বরচন্দ্র
বিনোদসাগর’ এবং ‘কৃষ্ণপ্রসঙ্গ’ নিবন্ধ
দুটিও যথেষ্ট মূল্যবান। ২২৯।৬৯,
২২৬।৬৯, ২২৮।৬৯, ২২৪।৬৯, ২২৫।
৬৯।

ভ্রমণ কাহিনী

তরুণ তুর্কী—ভূপয়টক রামনাথ বিশ্বাস।
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ
স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য ২-৫০
নয়া পয়সা।

স্বর্গত রামনাথ বিশ্বাস এ যুগের
একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকারী ছিলেন
একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর ভ্রমণের
উদ্দেশ্য নিছক ভ্রমণের জন্য ছিল না। তার
পেছনে ছিল ঐতিহাসিক চেতনা, দরিদ্র ও
লাঞ্ছিতদের প্রতি স্വാভাবিক আকর্ষণ।
তাই তাঁর ভ্রমণকাহিনী রাজরাজাদের সঙ্গে
মেলোমেশোতেই পর্যবেক্ষিত নয়। সেখানে পাই
বিশ শতাব্দীর জনজাগরণ সম্পর্কিত
একটি সাক্ষ্যদ্রষ্ট্য ঐতিহাস্য। আবার ভ্রমণের
সঙ্গে সঙ্গে রামনাথ বিশ্বাস স্বদেশ ও
স্বজাতির দোতোর কাজ করেছেন, অস্ব-
মর্যাদা উপরে তুলে ধরেছেন। তরুণতুর্কী
পাড়ে এসব কথাই মনে করো। ধীরে ধীরে
তিনি এগিয়ে গেছেন আদমার পথে,
অস্বকার পথে থেকে অস্বকার বৃকে।
তারপর ইচ্ছামূল্যে, আদমার। আর এই
সব জগৎগার নিপুণতায় মানসে, তাদের
উপায় পথের কথা বলেছেন তিনি। তরুণ
তুর্কীর জীবনই ছবি এইভাবেই তিনি
আমাদের প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। লেখকের
অন্যান্য অপ্রকাশিত গ্রন্থ অচিরে প্রকাশিত
হওয়া উচিত—ভূমিকায় লিখিত প্রকাশকের
সঙ্গে আমরাও একমত। অবশ্য, স্বয়ং
প্রকাশকই এই দায়িত্ব গ্রহণ করলে আমরা
আনন্দিত হব। ৩৬১১৫৯

কিশোর সাহিত্য

স্বপ্নের দেশ—শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য—রাম-
কৃষ্ণ প্রকাশনী, ৩৬, আমহার্স্ট স্ট্রীট,
কলিকাতা—৯। মূল্য: সেড টাকা।

পাতালপুরীর এক অভিনব কাব্যনিক
পরিবেশে লেখক দুটি কিশোরকে নিয়ে
গিয়ে সেখানকার রহস্যময় আবহাওয়ার মধ্যে
'বংগাল' দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্মরণ
করতে চেষ্টা করেছেন। ঘুমের ঘোরে
দুটি কিশোর-মনের এক রহস্যময় জগতে
বিচরণ, সেখানকার কাব্যনিক অতি-
আধুনিক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে পরিচয়
এবং ঘটনা সংঘাতময় অভিব্যক্তি ইত্যাদির
আভাসপূর্ণ পরিকল্পনা কিশোরদুয়ে
কৌতূহলের শিহরণ আনবে। বর্তমান
গ্রন্থটি কিশোরোপযোগী আভ্যন্তরীণ
কাহিনী: পটভূমি রচনা মন্দ নয়, কাহিনীর
একটি নিজস্ব গতি আছে। ছোটদের সেই
স্বপ্নের দেশে যেতে ইচ্ছে করবে। গ্রন্থটির
হাঙ্গা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ অত্যন্ত সাধারণ।
২৭১১৫৯,

—সাপ্তাহিককালের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—

॥ প্রফুল্ল রায় ॥	॥ সুধীরজন মৃথোপাধ্যায় ॥
নোনা জল মিটে মাটি ৮-৫০	নীলকণ্ঠী ৫,
॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥	॥ বনফুল ॥
মণিবেগম ৫-৭৫	পিতামহ ৬,
কাজল গায়ের কাহিনী ৮-৫০	নুঈতৎপদরূষ ৩,

—উল্লেখযোগ্য গল্প-গ্রন্থ—

॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥	॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥
উত্তরণ ২-৫০	স্বপ্নমঞ্জরী ৩,
॥ সুধাংশুকুমার গুপ্ত ॥	॥ পৃথবীশ ভট্টাচার্য ॥
দিব্যদৃষ্টি ২-৫০	শ্রেষ্ঠ গল্প ৪,

॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

কালকূট ৩,	কাঁচামিটে ৩,	শাদা পৃথিবী ৩,
ছায়াপার্থক ৩,	বিষকন্যা ৩,	চুয়াচন্দন ৩,

—অন্যান্য গ্রন্থ—

॥ ডাঃ বিমলকান্তি সমসদার ॥

ব্রহ্মীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৫-৫০

॥ ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল ॥

হিন্দু প্রাণবিজ্ঞান ৫,

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩/১/১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সদ্য প্রকাশিত

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নবতম অভিনব উপন্যাস



বইখানি পড়িলেই সাহিত্যরাসিক জাব-
গ্রাহী বিশিষ্ট পাঠক পাঠিকাগণকে
স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রবীণ
সাহিত্যিক বহুদিন পরে এমন একখানি
রসোত্তীর্ণ কথা-সাহিত্য দ্বারা বাংলা
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিলেন—বিশ্ববন্ধুর
কবুতান্দিত পরিবেশ, নব নব চরিত্র
সৃষ্টি ও বলিষ্ঠ ভাষার উৎকর্ষ
সাহিত্যের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী
রাখেন। মনোজ্ঞ আখ্যায়িকার মত সুদৃষ্টিসঙ্গত সুদীর্ঘ প্রচ্ছদপট বইখানির অন্যতম
বৈশিষ্ট্য। দাম চার টাকা।

অন্যান্য বই

সুবোধ ঘোষের বর্ণালী (উপন্যাস) ৩-০০; নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অজীকার
(গল্প গ্রন্থ) ২-৫০; মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃগকন্যা (উপন্যাস) ৪-৫০;
নৃতনের অভিষেক (উপন্যাস) ২-০০; পথের আলো (উপন্যাস) ২-০০;
প্রিয়তমা (উপন্যাস) ২-০০; প্রমথনাথ বিশীর বিচিত্র সংলাপ (রসায়ন)
৩-৫০; হীরেন্দ্রনাথবাবু মৃথোপাধ্যায়ের কুশপুত্রালিকা (উপন্যাস) ৪-৫০;
প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নসংস্থা (উপন্যাস) ২-৫০; সমরেশ বসুর দেওয়াল
লিপি (গল্প গ্রন্থ) ২-৫০; সেন্সপীরের জলিয়াস সীজার, স্নায়ু ইউ
লাইক ইউ, ম্যাকবেথ, মার্চেন্ট অব ভেনিস (অনুবাদক—অশোক গুহ)
প্রত্যেকটির দাম দুই টাকা।

প্রাপ্তিস্থান:

বিশ্বাস পার্বালিশিং হাউস
৫/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯।

ব্রহ্মীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২।

বাংলার ডাকাত—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (২য় খণ্ড)। বঙ্গবান ধর এণ্ড সন্স লিঃ, কলিকাতা—১২। দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাংলার ডাকাতের আলোচ্য খণ্ডে আটটি ডাকতির সচিত্র গল্প স্থান পেয়েছে।

কল্প দামে বই বিক্রয়

ডিসেম্বর মাসে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত কনসেশনে পাইয়েন পড় টাকায় ২৫% দশ টাকায় ৩০% পঁচিশ টাকায় ৩৫% পঞ্চাশ টাকায় ৪০% একশত টাকা মূল্যের বই ছায়া ৫০% পুস্তক হালিকার জন্য সস্তার পত্র বিক্রয়।

বরেন্দ্র বাইরেরী

২০৪ কলিকাতা-৬
(বি-৬ ১৬৭)

ঘটনাপল্লী প্রত্যেকটিই সত্য। ইতিহাস, সরকারী প্রাচীন দলিলপত্র, বিভিন্ন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট-কলেজের, রাজকর্মচারী এবং দারোগা-পুলিসের বিবরণী থেকে সত্য কাহিনী সংগ্রহ করে সেগুলোই গল্পের চেয়ে বলে গেছেন লেখক। আর তাঁর সেই বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে সজীব ও চমকপ্রদ। অপূর্ণ গল্প বলার ভঙ্গীর জন্যই গল্পের একদিকে ডাকাতদের দুর্জয় সাহস, অমানুষিক শক্তি ও কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের উদারতা যেমন পাঠকমনকে আকৃষ্ট করে, তেমনি আবার প্রতিরোধকারীদের অসহনীয় মানবলের কাহিনীও মনকে নাড়া দেয়। সফলতাই ভালো লাগবে।

১৯১৫৯

অনুবাদ

শিল্পপতির আগন—ক্যামেরন হালি।
অনুবাদক—যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
প্রকাশক—পার্স পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিঃ,
বোম্বাই-১। দাম—এক টাকা।

ক্যামেরন হালি নিজে বড় ব্যবসাদার। তার উপন্যাস মার্কিন বড় ব্যবসা নিয়ে লেখা। উপন্যাসের প্রতিপাদ্য, মার্কিন বড় ব্যবসায়ের আছে প্রচুর নাটকীয়তা, আর এই ব্যবসায়ের যারা আছেন তাঁরা প্রায়ই মানব-মিত্র, কল্যাণ-কর্ম নিবেদিত। লেখকের বৃক্কের 'পাটা আছে মানতে হয়। কিন্তু 'লুন্ডু যারা, মাংসগন্ধে লুন্ডু যারা', তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির উচ্চলে ওঠা আমাদের দেশে তো দূরের কথা, মার্কিন দেশেও এসেছে কিনা সন্দেহ। লেখকের প্রতিপাদ্য চুলোয় বাক, মনুষ্যীয়ান্য এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই যে বাংলায় অনুবাদ করা প্রয়োজন মনে হতে পারে। ল্যাঠিয়াল হলই বাণ্যিয়াল হবে, এমন কোনো নিত্যসত্য নেই।

অনুবাদ সম্পর্কে নীরব থাকাই ভাল। তবে, প্রায় সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠা বইয়ের দাম মাত্র এক টাকা, অর্থাৎ ভয়ানক সস্তা। এটাই এই উপন্যাসের সম্পদে একমাত্র জোরালো যুক্তি।

১০।৫৯

সুশীলকুমার
মুখ্যপাধ্যায়

এলো বাহান

শের পর্যন্ত বিশেষ জোর ফাঁস...তার মা গেল মারা...আর মিলনা?

আরকথানি উপন্যাস **ইম্পাত ওরা ভাঙ'বই**

সাধারণতত্ত্ব প্রকাশালয়

শিবপুর, হাওড়া ও কলকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

॥ সংস্কৃত সাহিত্যে অনন্য ॥

শুদ্ধকের মৃচ্ছকটিক ৪-৫০

স্বাষ্টিকল্পের পটভূমিকায় প্রায় দু'হাজার বছর আগেকার ভারতের এক নিখুঁত সামাজিক চিত্র। একাধিক দেহোপভূক্তিবিনীর সামাজিক মর্মান্বল্যভের সংঘাতময় ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত প্রচলিত দশকায়। মূল সংস্কৃত থেকে আধুনিক বাংলায় স্বচ্ছ ভাষান্তরণ।

অনুবাদ: শ্রী জিৎ দত্তগোপত (সবুজ বিন্দু)

ব্যাখ্যকরণ ও ভাষা বিচার: অজিত ভট্টাচার্য কাকা-বাক্যকরণ-প্রোগ্রামার

গ্রন্থ পরিকল্পনা: শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যাপক মিউজিওসজি, অধ্যাপক আশুতোষ সংগ্রহশালা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কালিদাসের শকুন্তলা ৫-৭৫

আধুনিকতম প্রামাণিক অনুবাদ। ওখানা বহুবর্ণ চিত্রসহ ১২খানা মূল্যবান আর্ট প্লেট। গ্রীক দার্শনিক অসামান্য সাধন করেছেন। তাঁর অনুবাদ স্বচ্ছ সুন্দর, আগাগোড়া গতিশীল। তুচ্ছাড়া নাটকীয় চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য প্রতিটি সংলাপ তিনি সত্যক মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁর অনুবাদ থেকে হারা কালিদাসের সর্বাধিক খ্যাত বইটির সঙ্গে পরিচিত হবেন, তাঁরা মহাকাব্যের অনেকটুকুই অবিকৃত আকারে পাবেন।

(মুদ্রাসত্তর—লক্ষ্যপোপাল সেনগুপ্ত)

চিত্রায়ত সাহিত্য:

১৬ এস, ডোভার লেন, কলি—২৯

প্রতিস্থাপন: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী দার্শনিক এণ্ড কোং, ডি-এম লাইব্রেরী ও অন্যান্য সম্ভাব্য পুস্তকালয়।

নাটক

বড়—জয়নামদেহন বাগচী। প্রকাশক—বীরেন্দ্রনাথ বাগচী। চক্রেদাননাঃ নাটক। দাম ২।

বিষয়বস্তুর মধ্যে নতুন যেটো প্রশংসার সঙ্গো জয়র পরিচয় ক্রমে বিভিন্ন ধর্মমতের স্তর পরিচয় প্রণয় পেয়েছে। জয়র দল উদারতায় দৃষ্টিভঙ্গি তাদের এই বিনীত পরিচয়ের প্রধান সত্য। কিন্তু ভাগ্যের কুটিল চক্রান্তে জয়র সঙ্গো বিয়ে হয় রেজেন্ডেড অফিসার আমরেশ্বর। প্রশংসিত তাকে ভুলতে পারে না। শেষাংশে এটি নাটকীয় ঘটনার মধ্যে প্রণয়কে বাঁচিয়ে জয়র আত্মত্যাগ করে। ঐক তখন তার স্বামী অমরেশ্বর এসে পেয়েছে তাদের বাড়িতে। নাইট ক্লাবে দৃশ্য আছে, যেখানে প্রশংসিত বন্ধু পরিচয় তাকে নিয়ে যায় জল করার জন্য। কিন্তু প্রশংসিত বেঁচে যায় পতিতা মোড়ালার মহাত্ম। নাটকখনিতে এমন অনেক দৃশ্য আছে—যেগুলি দর্শক সাধারণের সামনে অভিনয় করা কষ্টকর। তাছাড়া স্থানে স্থানে সংলাপ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। নাট্যকারের কাছে আরো সুকৃষ্ট রুচিবোধ ও সঞ্চয় আশা করি।

১০৮।৫৯

শুদ্ধ ছায়া—পরেণ ধর। বিজয়ীর আখর. ৭, ফকির চক্রবর্তী লেন। কলিকাতা-৬; মূল্য—২.৫০ নয়া পয়সা। দুটি আরেক দুটি মাত্র দৃশ্যে এই নাটক লিখিত। চরিত্র সংখ্যাও খুব বেশি নয়। সম্মুখগল আদর্শবাদী নিষ্ঠাবান সঙ্কীর্ণ। সমস্তই সেন আধুনিক ছিল গল্পলেখক, হিন নিজেই মতে লেখেন না, চাহিদামত

চরিত্র চিত্রণ করেন। সুমুগলের স্কট চরিত্র, নায়ক দিলীপ, নায়িকা দীপা, তাদের পিতা যতীন, সুদূর উপনায়ক এবং তথাকথিত ফিল্মফ্যান বিচিত্রবরণ—এরাই ছায়ারূপ ধারণ করে তাদের বস্তব্য ও মতামত পেশ করেছে। আধুনিক স্থলে রচিত, মিথ্যাচার, বহিরাবরণ ও সাম্প্রতিক খ্যাতির মোহকে নাট্যকার তীব্র ব্যঙ্গের কবচাঘাতে নিম্নমুখাবে, ফুটিয়ে তুলেছেন। কতটা অভিনয়োপযোগী হবে বলা যায় না, তবে পড়তে ভাল লাগবে এই নাটকখানি। তাছাড়া এটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে লেখা একটি এক্সপেরিমেন্টাল নাটক। শীর্ষক নাট্যানুগাণীদের দৃষ্টি এই নাটকটির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ১৫৫১৫৯

বিবিধ

খেলায় পড়া—লেখক শ্রী খেলোয়াড়। প্রকাশক শ্রীচন্ডীচরণ দাশ প্রায়ড কোম্পানি, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৫০, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকতা—১৩। মূল্য—১.৫০ নয়্য পয়সা।

ছড়া ও ছবির মাধ্যমে বর্ণপরিচয়ের পদ্ধতি নতুন নহে। তবে শ্রী খেলোয়াড় গতানুগতিক পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন খেলাধুলার মাধ্যমে বর্ণপরিচয়ের পাঠ শিশুদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়েছেন। অ, আ, ক, খ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্র, বিন্দু পর্যন্ত প্রতিটি অক্ষরের সংগে শিশুগণ প্রকৃত বন্দোপাধ্যায়ের অঙ্কিত রঙীন খেলার ছবি বইখানির প্রধান আকর্ষণ। বইখানি পড়িলে বর্ণপরিচয়ের সংগে সংগে শিশুরা পৃথিবীর নানারকমের খেলাধুলার নামের সংগে পরিচিত হইতে পারিবে। ইংলিশ লিথোগ্রাফি হইতে আট পেপারে ছাপা সুন্দর বইখানি শিশুদের হাতে তুলিয়া দিবার মত একখানি পাঠ্য বই। ছাপা বকবকে। প্রচ্ছদপটও সুচিকর।

হিন্দুধর্মের রূপ-রেখা—শ্রীমন্তানুরায়ণ বন্দোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীমন্তচন্দ্র সর্বাধিকারী, ১৬২, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকতা-১২। দু' টাকা।

বর্তমান পুস্তকে লেখকের বিভিন্ন সময়ে লেখা বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা-প্রসঙ্গে কয়েকটি আলোচনা সংকলিত হয়েছে। লেখক রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং তিনি হিন্দু মহাসভার হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রদর্শন বিশ্বাসী। বর্তমান গ্রন্থে তাঁর বিভিন্ন সময়কার লেখা সাতটি প্রবন্ধ স্থান লাভ করেছে। লেখকের দৃষ্টির প্রসার আছে এবং তাঁর বক্তব্য যুক্তিরও বিশেষ অসম্ভাব নেই। 'স্বামীজী ও সাম্যবাদ' 'কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট ও হিন্দু মহাসভা', 'হিন্দু মহাসভার অর্থনীতি', 'মহাবিজয়ের সমস্যা' ইত্যাদি আলোচনাগুলি

কলিকাতা

(ইহার সাহিত্য নতুন জীবন সংযুক্ত হইয়াছে)

প্রথম সংখ্যায় আছে:

এই সহর কলিকাতায় (ভারতের প্রাণকেন্দ্র এই সহরের বিচিত্র এবং রোমাঞ্চকর ইতিহাস) নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ আমার প্রথম প্রেম : শিল্পী ॥ হরেকরকমবা : শ্রী. কু. সা ॥ রাতের কলকাতা : অমিতাভর ডায়ারি ॥ ভালবাসা (গল্প) সুশীলকুমার ধর ॥ দশানন (গল্প) সুশীলকুমার ঘোষ ॥ একটি চরিত্র (অপূর্ব বিশ্লেষণ) ডাঃ রবি মিত্র ॥ সেকালের কলকাতা : বাবুদের পূজা-উৎসব (অপূর্ব সমাজ চিত্র) সমর রায় ॥ শিল্পী বসেছেন ফুটপাথে : অজয় দাশগুপ্ত ॥ বিচিত্র সংবাদ : সুজিত নাগ ॥ আইনের আওতা (সহরের বিভিন্ন আদালতের বিচিত্র কাহিনী) : বিজলী রায় ॥ লোনা জল ও ঘোলা জল : আবদী ॥ স্টুডিওয় স্টুডিওয় : রঞ্জিতকুমার মিত্র ॥ বোম্বাই থেকে বলাছি ও বোম্বাইএর আসর : অলোক ধর ॥ রজনী বন্দোপাধ্যায় : সুশীল চট্টোপাধ্যায় ॥ সৌখিন নাট্যসংস্থা : দেবীপ্রসাদ কর ॥ সৌখিন মন্ডের যববাখর : বিন্দুচন্দ্র ॥ আকাশে কত তারা : প্রদ্যোতকুমার মিত্র ॥

জীবনের জন্য (সম্পূর্ণ উপন্যাস) শান্তিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়

॥ বোম্বাই এবং কলকাতার চিত্রতারকাদের একেবারে নতুন পটভূমিকা ছবি ॥

এ ছাড়া বিস্তারিত আরো কিছু আছে এবং তা পত্রিকায় দেখুন।

১৬ই ডিসেম্বর বেরাবে। প্রতি সংখ্যা : এক টাকা ॥ বার্ষিক সভাক : বারো টাকা ॥

কলিকতা : ৭১/১১, বর্নওয়ালিস স্ট্রীট : কলিকাতা-৬ ॥ ফোন : ৫৫-১৫৪৬

কলিকাতার সোল এক্সপ্ট : মূলচাঁপ এন্ড কোম্পানী

প্রকাশিত হইল!

প্রকাশিত হইল!

সুশীলকুমার ঘোষের

গ্রন্থ - সারথি

মৌন নৃপতির লক্ষপ্রতিষ্ঠা কথা-সাহিত্যিকের পরবর্তী রচনা। রেল, রেলওয়ে ঈয়ার্ড, ফায়ারমান : টেন্ডার মানে জীবনসংগিনী : পান্থপাদম আর শকুন্তলা : আলোকবাবু, প্রিয়বালা আর সেই ভদ্রলোক যিনি এলে কুন্তলা কিম্বদন্তি পড়ে : নিখিলেশ ওরফে নিকোলাস : অতীত বিচিত্র উপন্যাস। পড়তে পড়তে অভিভূত হবেন। ছয় টাকা।

প্রকাশের অপেক্ষায়!

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

নবম উপন্যাস

আকাশ বন্ধিনী

ফিকি বাড়ির

গ্ল্যাভ হোটেল

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বাংলা গদ্যের প্রগতি

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

রাত্রির বয়স

• সাড়ে তিন টাকা •

রমেশচন্দ্র সেনের

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ

• আড়াই টাকা •

• গ্রন্থ ভবন : ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকতা-৭

(সি-৭৫০)

উল্লেখযোগ্য। প্রকাশক বলেছেন, ‘পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনায় হিন্দুস্থানের যে রূপরেখা পরিস্ফুট—তাহাই ইহার বক্তব্য হওয়ায় পুস্তকের নাম হইয়াছে ‘হিন্দু-রাষ্ট্রের রূপ-রেখা’। ১৫৪।৫৯

বিশ্বশান্তির সূর—শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য।
প্রকাশক—রাজকুমার মজুমদার, পি-২১, ভূপেন রায় রোড, কলিকাতা—৩৪। মূল্য দেড় টাকা।

পৃথিবীর বর্তমান জটিল আবহাওয়ায়, হিংসায় উদ্ভূত পৃথিবীর বৃক্কে লেখক তাঁর কবিতাবলীর মধ্য দিয়ে শান্তির বাণী প্রচার করতে চেয়েছেন। বর্তমান শতাব্দী ৩

বর্তমান সভ্যতার হিংসাত্মক দিকের সমালোচনা করে তিনি মানুষে মানুষে আন্তর-প্রেম প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন বর্তমান কাব্যগ্রন্থে। কবি জানিয়েছেন, বিশ্বমানবই কবিতাগুলির মূল সূর। কবি শান্তিকামী এবং তাঁর এই উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই। স্বল্প পরিসরে অসংখ্য ছন্দোবদ্ধ পদের মধ্য দিয়ে তিনি শান্তির আবেদন জানিয়েছেন। কবিতাবলীর অন্য-দিক প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে আগ্নেয়কের দিক থেকে কবিকে আরো সচেতন এবং যত্নবান হতে হবে: স্থানে স্থানে ছন্দের গুরুতর ঘুটি এবং অজস্র ছাপার ভুল রয়েছে। আর একটি কথা: মূখবন্ধ কবি ‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’—এই বিশেষ মহাবাণীটি মহাশয়

কবীরের প্রবাদ বচন বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু যতদূর স্মরণ হয়, এই বিশেষ পদটি বাঙলা কাব্য-পাঠকের নিকট চণ্ডীদাসের মহাবাণী বলেই বিশেষ পরিচিত। এছাড়া মূখবন্ধের প্রথম অংশটি চলিত ভাষায় এবং পরবর্তী প্যারাগ্রাফ সাধুভাষায় লেখার সাংঘর্ষিক কি? ২৩৪।৫৯,

শিকার ইতিহাস—অধ্যাপক শ্রীমত্বেঞ্জয় বস্তু। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য—০.২৫ ন্যা পয়সা।

এই পুস্তকের লেখক হচ্ছেন বাণীপুর তুনিয়ার বৌদিক ট্রেনিং কলেজের লেকচারার। স্বতন্ত্র এই পুস্তকটি পরীক্ষার্থীদের প্রতি সাফল্য রেখেই লিখিত। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্পর্কিত ধারাবাহিক ইতিহাস এই পুস্তকে রয়েছে। প্রত্যেকটি আলোচনাই তথ্যবহুল। প্রায় প্রতিটি পরিচ্ছেদের শেষে ছাত্রোপযোগী প্রশ্নাবলী সংযুক্ত হয়েছে। ৩৩২।৫৯

তৈসার তীরের হারচাউ—নলিনীকান্ত চক্রবর্তী; প্রকাশক—সিওকণ্ঠ ভট্টাচার্য, শান্তিনিকেতন; মূল্য চার আনা।

লেখক একবার পার্বত্য ত্রিপুরাধীন শিলা-বাড়ি নামক স্থানে গিয়েছিলেন। শিলাবাড়িতে রিয়ং নামক একটি পার্বত্যজাতি বাস করে। রিয়ংদের মধ্যে দিন কয়েক বাস করে তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞানার সুযোগ লেখক পেয়েছিলেন। তারই ভিত্তিতে ‘তৈসার তীরের হারচাউ’ (ছড়াব তীরের গান) রচিত হয়েছে। রচনাটি কিছু সম্পূর্ণ কম্পন প্রসূত। কম্পনা-প্রসূত হলেও, রিয়ংদের জীবনের ছোট একটি সন্দের ছবি এতে ফুটে উঠেছে। ৯৮।৫৮

প্রান্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

তব্বতের যাত্রাগান—গুরুদাস সরকার।
পরিবর্তন—মনোরঞ্জন ঘোষ। নাট্যরূপে চিত্রিত।
বাঙলা কবিতা—জিতু গুপ্ত সম্পাদিত।
আগমনী—দিলওয়ার হোসেন।
নাওয়া বেগম—শ্রীবাসব।

কবি তরু দত্ত—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়।
শ্রীমতগুরুদাস—শ্রীচন্দ্রকৃষ্ণ দর্শনাচার্য।
সামান্য কবি—অমলাকুমার চক্রবর্তী।
My Mother—Anil Kumar Mukherjee

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত
অধ্যাপক শ্রীবেদনানন্দ শীল প্রণীত

বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা ৮;

সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা ও গবেষণা।
ইহা একাধারে সাধারণ পাঠক, ছাত্র, শিক্ষক সকলেরই
একান্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

*

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ধারা ৬;

(উত্তর ভাগ — প্রথম পর্ব)

জগদীশ গুপ্ত হইতে আনন্দ করিয়া অতি-আধুনিক লেখকদের ২৫টি ছোট
গল্পের সংকলনে বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের বিশেষ অগ্রগতির ধারা
দেখান হইয়াছে।

*

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী

নাথ ধর্ম ও সাহিত্য ৫;

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে নাথ-সহজিয়া-সৈয়দ-কাউল-হুসু
প্রভৃতি সাহিত্যের পটভূমিকায় যে ‘গুরু সাধনতত্ত্ব’ এ দেশে প্রচলিত ছিল তাহার
বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক আলোচনা ইহার বিশেষত্ব। এই গবেষণামূলক গ্রন্থ পাঠে
আসাম-বাংলার গণসম্প্রদায় ছাত্র সমাজ, নাথ সম্প্রদায় এবং মধ্যযুগের
সাহিত্যানুরাগী সর্বাধিকার উপকৃত হইবেন, নিশ্চিতরূপে বলা যায়।

*

শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী

ঊনবিংশ শতাব্দীর গাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য

নাথরায় রায়, রাসিকচন্দ্র রায়, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস প্রমুখ প্রণীত গাঁচালীকারগণের
সাহিত্যিক—ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের একটি অলিখিত অধ্যায়।
[শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।]

*

শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ

সঙ্গীত সোপান ৩৬০

গীতশিক্ষার্থীদের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত একখানি অভিনব পুস্তক।

মহাজাতি প্রকাশক

কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-৪৭৭৮

হাসিতে খসিতে টেটুস্বর

রং-রস বাস্তবের বিপরীত পথ ধরে
লেগেও দোষের হয় না যদি তা লক্ষ্যে
পৌছতে পারে অর্থাৎ লোক হাসাতে
পারে। যুবচিহ্নের "পার্সোনাল আসিস্ট্যান্ট"
এই লক্ষ্যভেদে সমর্থ হয়েছে।

নারীই চিরকাল পুরুষের কাছে আপন
ভাগ্যজয়ের অধিকার চেয়ে এসেছে। কিন্তু
এই ছবির কাহিনীতে পুরুষের ভাগ্যজয়ের
চাবি-কাঠি নারীর হাতে। ছবির নারী-
শাসিত রাজ্যে যে পুরুষটি তার মেয়েলী
নামের জোরে উন্নতির ছাড়পত্র পেয়েছে তাই
নাম রমাপদ গুপ্ত। খবরের কাগজের
সভ্যে একটি কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে
সে বন্ধু জয়ের পরামর্শে দরখাস্ত পাঠাল।
কোন এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিক
একজন পার্সোনাল আসিস্ট্যান্ট খুঁজছেন।
পুরুষের আবেদন গ্রাহ্য, তবে অগ্রাধিকার
মহিলাদের। রমাপদ তার নামটিকে
"পদ" ছাড়া করে অর্থাৎ রমা গুপ্ত লিখে
ইংরেজীতে দরখাস্ত পাঠাল।

এই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তৃক
দার হাতে তার নাম রুবণী সেন। কুমারী
যুবতী রুবণী সেনের বাবা তার এই
একমাত্র সন্তানের উপর যতটা নিভর করতে
পারেন অনেক বাবা তার ছেলের উপরও
ততটা নিভর করতে পারেন না। রুবণী
সেনের প্রতিষ্ঠানে পুরুষ কর্মচারী বলতে
একজনও নেই। পুরুষকে চাকরি দিতেও
সে নারাজ। তাই "ইন্টারভিউ"র জন্য সে
যাদের ডেকে পাঠাল তাদের মধ্যে রমা
গুপ্তও ছিল—যে-নামটিকে রুবণী
ইংরেজীতে ধরে নিয়েছিল "রমা গুপ্ত"।
যখন দেখল রমা গুপ্ত পুরুষ তখন
রুবণীর পিছোবার পথ নেই। যোগ্যতায়
রমাপদ অন্যসব মেয়ে প্রার্থীদের হারিয়ে
দিল। অতএব অগত্যা বাবার পরামর্শে
এবং নিজের প্রতিষ্ঠানের সম্মান রক্ষার
জন্যে রমাপদকেই নিযুক্ত করতে হল তার
পার্সোনাল আসিস্ট্যান্ট-এর পদে।

রুবণীর নারী-রাজ্যে প্রথম ও অস্বীকার্য
এই পুরুষটির পদাপগ্নে বেশ কিছুটা
আলোড়ন দেখা যায়। রুবণী অগত্যা
রমাপদকে নিয়ে আসে নিজের খাস কামরায়।
চাকরির সত্য অনুযায়ী রমাপদ রুবণীর
বাড়িতে স্থান পেয়েছিল আগেই। দিনে
দিনে রমাপদ রুবণীর ব্যবসায়িক কাজে
অপরিহার্য হয়ে ওঠে—হয়তো বৃষ্টি
অনেকটা তার নিজের জীবনেও। এই সময়ে
কবি মিনতি মিত্র নামের একটি মেয়ের
সঙ্গে রুবণী রমাপদের নিকট-সম্পর্ক
আবিষ্কার করে। সে মরীয়া হয়ে ওঠে
তাকে নিজের কাছে মনিবের কর্তৃত্ব দিয়ে
বোঁধে রাখতে। কর্তৃত্বের অস্তরালে হস্তক্ষেপ

বিশ্বজ্য

চন্দ্রশেখর

যে আকৃতি রমাপদ তার সম্মান তখনও
পায়নি। এই অনুরাগের স্পর্শ সে পাবার
আগেই রুবণী জানতে পারে যে মিনতি
মিত্র রমাপদেরই মেয়েলী ছদ্মনাম। রুবণীর
অস্তরে দয়িতের শল্যপদে তার একান্ত
সচিবের পদোন্নতিতে ঘটে চিন্তনাতোর
পরিসমাপ্তি।

কন্ঠকাক্ষিত কাহিনীর চিত্ররংগে সুখ-
ভোগ্য হয় যদি ছবির কৌতুক রসটি
দর্শকদের আকৃষ্ট রাখতে পারে। চিত্রকর
পরিচালিত এই ছবিটির সেই আকর্ষণীয়
শক্তি আছে। সুন্দর বিচার-বিশ্লেষণের
অনুরোধে ছবির কাহিনী এবং তার
বিন্যাসের অনেক অসংগতি, ছোটখাটো
ত্রুটি ও গোলমাল দূর পড়বে। তবেও

ছবিটির রং-রসিকতা, নানা মজার
পরিস্থিতি ও প্রণয়-রস দর্শকদের হাসির
খোরাক জোগায় ও দৈনন্দিন জীবনের
দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে রাখে। সৈদিক দিয়ে
আমুদে ছবি হিসেবে যুবচিহ্নের এই প্রথম
নিবেদন ব্যর্থ নয়।

তানু বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিটির মূখ্য পুরুষ-
চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কাহিনীর রং-
রসিকতার অংশে তিনি তার সুনাম রক্ষা
করেছেন। কিন্তু যেখানেই তিনি কৌতুক-
বর্ণিত ভাবের রূপ দিয়েছেন সেখানেই
তার অভিনয় কৃত্রিম মনে হয়েছে। রুবণীর
চরিত্রটির রূপদান করেছেন রুমা গাঙ্গুলী।
"সমর" কথ্যাচিত্রের পর বাংলা ছবিতে তার
এই প্রথম আবির্ভাব অভিনয়যোগ্য।
কারণ তার মধ্যে একজন কৃত্রিম অভিনেত্রীর
পরিচয় পাওয়া গেল এই ছবিতে। তার
বাচনভঙ্গী, চলাফেরা ও হাব-ভাবের
কমনীয়তা দর্শকদের ভালো লাগবে। এই
চিত্রে তার প্রণয়ের অভিব্যক্তি ও ব্যবসা-
প্রতিষ্ঠানের কর্তব্যরূপে ব্যক্তি-আরোপ
প্রশংসনীয়। রমাপদের বন্ধুর চরিত্রটিকে



কজাল ফিল্মদের "বাইশে গ্রাব" ছবির নায়িকা মাধবী বন্দ্যোপাধ্যায়।



শ্রী এন সি এ প্রোডাকশনের "হাসপা ডাল" চিত্রের একটি দৃশ্যে সূচীতা সেন ও অশোককুমার

আকর্ষণীয় করে তুলেছেন তরুণকুমার তাঁর সাবলীল ও স্বচ্ছল অভিনয়ে। একটি মাসিক কাগজের সম্পাদকের ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্তীর রঙ্গ-রসিকতা খুবই উপভোগ্য। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সাম্যাল, অমর মল্লিক, রেণুকা রায়, মণি শ্রীমানী প্রভৃতি।

নচিকেতা ঘোষের সংগীত-পরিচালনায়

ছবিটি সমৃদ্ধ। ছবির প্রায় সব কটি গানই সুন্দর সুরারোপিত ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সুগীত। আলোকচিত্র পরিচালনায় রামানন্দ সেনগুপ্ত এবং চিত্রগ্রহণে দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্র রায় ও সেনা মুখোপাধ্যায়, শব্দগ্রহণে দুর্গাদাস মিত্র ও দেবেশ ঘোষ, শিল্প-নির্দেশে কর্তিক বসু ও সম্পাদনায়

বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাজ প্রশংসনীয়। কলাকৌশলের অন্যান্য দিক ও আঙ্গিক গঠন পরিচ্ছন্ন।

রঙ্গ ও ব্যঙ্গ

কম্পনাগ্রস্ত একটি অলৌকিক কাহিনীতে ভিত্তিতে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের সমাবেশ ঘটানে হয়েছে মিরাকলুস্ (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড-এর "মৃতের মর্ত্য আগমন" ছবিতে।

পরলোকের নরকবাসীদের মধ্যে একদা লঘু পাপে গুরুদণ্ড নিয়ে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভের নায়ক বিশদু, এবং তার সহকর্মী জলিতা। তাদের মেয়ে আন্দোলন ক্রমশ গণ-অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করে। একদিন রাতে অগণিত নরকবাসী যমালয়ের প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে মর্ত্য ফিরে আসে।

কিন্তু তাদের প্রিয় পৃথিবীকে তারা ফিরে পেল না। প্রিয়া দেখল তার প্রিয়তমের বাহুবলধনে নতুন প্রেয়সী, স্ত্রী দেখল স্বামী তার নববধুর রূপ-প্রেমে মগ্ন, স্বামী দেখল তার আধুনিকা স্ত্রী দয়িতের শূন্য স্থানটিকে পূর্ণ করে তুলেছে বিবাহ বন্ধনে আর একটি পুরুষকে বেঁধে, প্রবীণ সংগীত সাধক পেলেন নতুনদিনের পঞ্চদশ কলাকারদের কাছে অবমাননা, বন্দু প্রবিশিত হল বন্ধুর কাছে, শিশুর দল দেখল তাদের বাবা-মায়েরা নতুন সন্তানদের পেয়ে বিগত-দের ভুলেছে। আর বংশ পিতা দেখলেন পুত্র-পত্নবধুর হাতে বন্দা মায়ের লাঞ্ছনা। মৃত্যুর আগে তারা যে পৃথিবীকে জানত, এ যেন সে পৃথিবী নয়। তাই এ পৃথিবীতে থাকার চাইতে নরকবাস ও প্রেয় এই বিশ্ববাসে সুখের নরকে তারা ফিরে গেল।

আধুনিক সমাজের রম্ভ রম্ভে যে পাপ, উচ্ছৃঙ্খলতা ও উন্মাদিকতা বাস বেঁধেছে, তারই প্রতি তাঁর কটাক্ষ রয়েছে ছবির কাহিনীতে। এই শ্লেষের সঙ্গে মেশানো হয়েছে কৌতুকরস। ফলে ছবির কয়েকটি টুকরো টুকরো ঘটনা ও উপাখ্যান উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি আধুনিক গানের জলসা, জলিতার স্বামীর নবপরিণয়, বিশুর সঙ্গে তার স্ত্রীর সাক্ষাৎ ও বন্দু-প্রবিশিত মনোহরের কাহিনী। ছবির নাট্যরস কিন্তু সামগ্রিকভাবে দানা বেঁধে ওঠেনি, এবং কাহিনীর বিন্যাসে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে অনেক।

অভিনয়ের দিক দিয়ে যারা সর্বাগ্রে প্রশংসা পাবেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তুলসী লাহিড়ী, তুলসী চক্রবর্তী, তপতী ঘোষ, শিপ্রা সাহা ও জহর রায়। আদর্শবাদী সংগীতশিল্পীর চরিত্রে তুলসী লাহিড়ী ও বন্দু-প্রবিশিত মনোহরবেশী তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয় প্রাণবন্ত।

ফিলিপসের
ফিলেটা ডিলক্স
একটি অননসাধারণ রেডিও
মডেল-৩১৫

অন্যান্য কয়েকটি মডেল :

বি ২ সিএ ৭৭ এ/সি/ডি/সি/অথবা ব্যাটারী	— ১৯৫.
বি ৪ সিএ ৬৭ এ/সি অথবা এ/সি/ডি/সি	— ৪৭৫.
বি ৫ সিএ ৬৭ " " "	— ৫৭৫.
বি ৬ সিএ ৬৭ এ/সি	— ৭৯৫.

এ ছাড়াও অন্যান্য মডেলের রেডিও, রেডিওগ্রাম, ব্যাটারি চার্জার, ট্রানজিস্টার, রেডিও স্পকার পাটস, এমপ্লিফায়ার, মাইক্রোফোন ইত্যাদি সর্বদা আমাদের নিকট পাইবেন।

অনুমোদিত বিক্রেতা
রেডিওম্যারফাকচারার্স লিমিটেড ইণ্ডিয়া
৩০, পেন্সনোয়া, রক্তিমিউ (হিন্ডি) সিরেনোয়া রিকর্ডিং
... কলকাতা-১৩০ ফোন ২৪-৯৩৯২ ...

PHILIPS



ছায়াচিত্র পরিষদের প্রতিপ্রতীকিত ছবি 'রাজা রাজা'-র একটি দৃশ্য সাবিচী চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রানন্দী প্রভৃতি। বিকাশ রায় ছবিটির প্রযোজক ও পরিচালক

অপেক্ষণের জন্য দর্শকের মনে দাগ কেটে যায় ললিতার নতুন সতীন ও স্বামী র চরিত্রে যথাক্রমে তপতী ঘোষ ও জহর রায়ের কৌতুকপূর্ণ অভিনয়। বিশুর স্ত্রীর চরিত্রে শিপ্রা সাহার অভিনয় প্রশংসনীয়। বিশুর পী ভান, বন্দোপাধ্যায় তাঁর অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ দেবার যেটুকু সুযোগ পেয়েছেন তার সুব্যবহার করেছেন। ললিতা-বৈশালী বাসনীর মল্লীর অভিনয় চরিত্রানুগ। গয়ত্রী সেন নৃত্যগীত পরিচালনা এক আধুনিক 'তারকা'র ভূমিকায় দর্শকের প্রচুর হাসিয়েছেন। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে উল্লখযোগ্য অভিনয় করেছেন ছবি বিমলস, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দোপাধ্যায় ও দীপিকা পাণ্ডা।

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন গৌর শী। পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করেছেন। পুঙ্জনকার কাজই মামলি ধরনের। ছবির কয়েকটি গান সুখশ্রাব্য। তবে আবহ সংগীত এর যুগ্ম-সুরকার মম্বথ দাস ও অজিত মিত্র আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ চলনসই।

চিত্রালাচনা

'কণ্ঠন', 'সাতা বাজার' ও 'ভাংরা'—এই তিনটি নতুন হিন্দী ছবির মন্তি ঘোষিত হয়েছে এই সংগ্রহে।

একটা 'কণ্ঠন' নামে বম্বে টকিজের বে

ছবিটি সারা ভারতে দর্শক প্রাঙ্গণিত অর্জন করেছিল, তার মধ্যে উল্লেখ্য প্রযোজক-মম্বের 'কণ্ঠন'-এর কোন সংস্করণ নেই। দুটি ছবির মধ্যে একমাত্র মিল অশোককুমার নুটিতেই নারিকার হাতে কখনো পরবার অধিকার লাভ করেছেন অর্থাৎ দুটি ছবির তিমিই নায়ক। তবে লীলা চিটনীশের মনো নীরপা রায় এবার তাঁর সখী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন পূর্ণিমা, নাজির হোসেন, হিওয়ারী, ভগবান, ফেলেন, নিশি, নাজ, ডেজি ইরানী প্রভৃতি। নানাভাই ভাট ছবিটি পরিচালনা করেছেন, সুরসৃষ্টির কৃতিত্ব চিত্রগুপ্তের।

নাগিনা ফিল্মসের 'সাতা বাজার' এক জগদ্বীর অবস্থাবিপর্ষের কাহিনী। রবীন্দ্র দত্তে এর প্রযোজক ও পরিচালক। মুখ্যপাশে অভিনয় করেছেন মীনকুমারী, বলরাজ সাহনী, জনি ওয়াকার, সুরেশ, বিজয়া চৌধুরী, সবিতা চ্যাটার্জি প্রভৃতি। কঙ্গাণজী আনন্দজীর রচিত সুর ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ।

পাঞ্জাবের ভাংরা নাচ আজ সর্বত্র সমাদৃত। গোল্ডেন মূভিজের 'ভাংরা' তাকেই উপজীব্য করে তোলা। নিশি, সন্দর, মজনু প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকা-লিপি। যুগলকিশোর ও হংসরাজ বেহল যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

হালের বাংলা ছবি জনপ্রিয়তায় হিন্দী ছবিকে হার মানিয়েছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলা ছবির দীর্ঘদিনব্যাপী প্রশংসনীয়। শ্রীমতী পিকচার্সের 'ইশ্রনাথ শ্রীকান্ত ও অম্বাবাদি' তিনটি চিত্রগুপ্তে এক

রঙমহল ৫০-১৩৬৬

প্রতি বুধবার ৩ শনি: ৬-১৩৬৬
রবি ও ছুটির দিন: ৫১-৬-১৩৬৬

এক মুঠো আব্বাশ

তরুণ রায়, রবীন, হরিধন, জহর, শীলা,
শ্রী, কেতকী দত্ত ও দীপাশিতা রায়

বিশ্বরূপা

(অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ)

(ফোন : ৫৫-১৪২০)

বৃহস্পতিবার ও শনিবার—৬-১৩৬৬
রবিবার ও ছুটির দিন—৫ ও ৬-১৩৬৬
মহাস্বদেশী বিধায়ক ভট্টাচার্যের

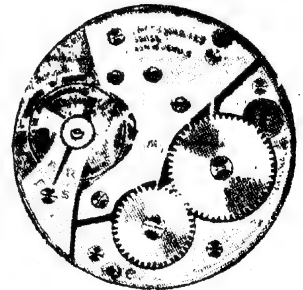
সেতু

(কিরণ মেহের কাহিনীর ছায়াবলম্বনে)
পরিচালনা—নরেশ মিত্র, আলোক—আশুপদ সেন

শ্রেণী: নরেশ মিত্র, অমিতবরণ
তরুণকুমার, মহম্মদ, সফেতা, তারক, তমাল,
মা: দীপক, জয়ন্তী, সুরতা, ইরা, সুমিতা আরতি

ও
কৃতিত্ব মিত্র (বহুরূপী)

গ্যারাণ্টী প্রদত্ত



সুন্দর কারিকরদের তত্ত্বাবধানে
ঘড়ি মেরামত করা হয়

রায় কার্জন এন্ড কোং

জুয়েলার্স এন্ড ওয়াচ মেকার্স

৪, ডালহাউস স্কোয়ার, কলিকাতা-১
ওয়েল, টিস্ট ও কন্ট্রোল ঘড়িসমূহ।



নয়া ফিল্মসের হিন্দী ছবি "বোম্বাই-কা-বাবু"র নায়িকা অডি নেত্রী সূচিঠা সেন

সঙ্গে দশ সপ্তাহ ধরে চলছে। গৌতম চিত্রের "অবাক পৃথিবী", নিউ ইন্ডিয়া থিয়েটারের "রাতের অন্ধকারে" এবং চর্চাক্ষর প্রয়াস সংস্থার "শুভ বিবাহ"—

এদের প্রত্যেকটি দর্শক সমাদর লাভ করেছে।

এদের তুলনায় অধিকাংশ হিন্দী ছবি কে অকাল মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে। গড়ে হিন্দী

ছবির অয়ু এক বা দু' সপ্তাহের বেশী নয়। এক সঙ্গে অনেকগুলি সিনেমায় মূর্ত্তি দিয়ে তাই স্বল্পায়ুর ক্ষতি পূরণ করার চেষ্টা চলে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন জেমিনির "পয়গম" আজও জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান অধিকার করে রয়েছে।

॥ পথ আরও দূর ॥ ৩. ॥ রণজিৎকুমার সেন ॥

ইতোপূর্বে বারা প্রশান্ত চৌধুরীর উপন্যাস মেঘজবর' (৩), বাসবী বসুর উপন্যাস 'বন্দনহীন গ্রাম' (২) কিংবা 'প্রবৃদ্ধ'র হাসির উপন্যাস 'বানিয়ে বলছি না' (৩.৫০ ন.প.) কিংবা ছোটদের পালনা-নাটক লীলা মজুমদারের 'বক-বধ পালনা' ও প্রশান্ত চৌধুরীর 'কুন্ডকর্ণের নিম্নাঙ্ক' (প্রতিটি ১।২৫ ন.প.) অথবা 'প্রবৃদ্ধ' রচিত 'এক পকেট হাসি' (২.৭৫ ন.প.) পড়েছেন, তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন আমাদের বই কিনলে হার নেই; সব সময়েই জিত। বলাকার বই এক যায়গায় 'হারে,' এবং তা হোল উপহার।

॥ বলাকা প্রকাশনী ॥ ২৭-সি, আমহার্ট স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৯ ॥

(সি-৭৬৩)

চমকে জানালে যে ভক্তি আনন্দ চমকে চমকে

এলকানন্দা টি হাউস

মোলা এচাভারদে

(২, লালবাগান স্ট্রীট, বালি-১/৫৬, চিত্তরঞ্জন এডভান্সড, কলি-১২)

ফোন ২২-৭৫৮৫

সত্যজিৎ রায়ের "দেবী", অগ্রদূত পরিচালিত "থোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন", ইস্টার্ন ফিল্ম সার্কিটের "ক্ষুধিত পাশাণ", জে এম পিকচার্সের "উত্তর মেঘ" এবং আরো দু'একটি ছবি ছাড়া বাংলা ছবির নির্মাণ ক্ষেত্রে বর্তমানে ভীতির টান দেখা দিয়েছে। কেবলমাত্র মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে এমন ছবির সংখ্যা অনেক। অনেক ছবির কাজ আবার কিছুদূর এগিয়ে মাকপথে স্থগিত রয়েছে। ফিল্ম ব্যবসায়ের পক্ষে এটা সুলক্ষণ নয়।

ডিসেম্বরের মধ্যেই যাদের মূর্ত্তি পাবার কথা তাদের মধ্যে রয়েছে "ক্ষণিকের অতিথি", "রাজা সাজা" ও "মায়ামগ"। জানয়ারীর গোড়াতেই আসছে "কুক" এবং তারপর পর্যায়ক্রমে "বাইশে শ্রাবণ", "আকাশ পাতাল", "তেরো নদীর পারে", "যাত্রী" প্রভৃতি।

এদিকে অনেকগুলি নতুন ছবির, তোড়-জোড় চলছে। ইন্দ্রানী প্রোডাকশন্স নামে একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান জহর রায়কে নায়ক করে একটি হাসিকান্নার-ভরা, নতুন

ছবির কাজ শুরু করবেন এই মাসেই।
সন্তোষ গুহরায় ছবিটি পরিচালনা করবেন।
অগ্রগামীর পরবর্তী ছবি হবে তারাক্ষররের
“কান্না” অবলম্বনে। পরিচালক অসিত
সেন রবীন্দ্রনাথের “জীবিত ও মৃত”
গল্পটিকে ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত করবেন
নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের তরফে।

ভারতী কলামন্দিরের হিন্দী ছবি
“দেবধর্মি নারদ” নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে
সমাপ্তির মুখে। কলাকার সুরজ ছবিটি
পরিচালনা করেছেন। এর ভূমিকালিপিতে
আছেন বোম্বাইয়ের বিখ্যাত অভিনেতা
জীবন, কুমারী রাণী, বীণা চাঁদ, তপতী
ঘোষ, রাজকুমার, নাগেশ এবং আরো
অনেকে। দক্ষিণ ভারতের সুবিখ্যাত
নৃত্যশিল্পী সরোজা ধোবীকে এই ছবির
রাসলীলা নৃত্যদৃশ্যে দেখা যাবে। এই
অংশটি গেডাকলারে গ্রহণ করা হচ্ছে।
গম্বর্ভ চিত্রে প্রখ্যাত গায়ক চিন্ময় লাহিড়ীর
উচ্চাঙ্গ সংগীত ছবিটির অন্যতম সম্পদ।
সুরসৃষ্টি করেছেন ডি বালসারা।

লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসব

প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসে রিটেনের
ম্যানশাল ফিল্ম থিয়েটারে লন্ডন চলচ্চিত্র
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে—এই উৎসবটি
ইউরোপের সবশেষ উৎসব; এবং এর
উদ্দেশ্য হল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের
সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলির প্রদর্শন ব্যবস্থা করা
যাতে লন্ডনবাসীরা এই সুযোগে সর্বোৎকৃষ্ট
চিত্রগুলির সংগে পরিচিত হতে পারে।

এই বৎসর লন্ডনের উৎসবে ২৩টি
কাহিনী চিত্র, ৫৩টি কার্টুন এবং ৪৭টি
স্বল্প দীর্ঘ চিত্র প্রদর্শিত হয়, এবং তিনটি
বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল

আরোগ্য করিতে ২৬ বৎসর ভারত
ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিগোর সহিত প্রতি
দিন প্রাতঃ ও প্রতি শনিবার ও রবিবার
বৈকাল ৩টা হইতে ৭টা সাক্ষাৎ করুন।
৩বি জনক রোড, বাজীগঞ্জ, কলিকাতা।

(সি ৬৬১)

টোল কোম্পানীর
ছাদ ও কার্ডের
অব্যর্থ ব্যয়
বর্তমানগত কলিকাতা



এস বি ফিল্মসের “জগৎকর অতিথি”র
একটি দৃশ্য নির্মলকুমার ও শ্রীমান তরুণ।

আন্তর্জাতিক বিশ্বাস, বোম্বপড়া এবং
সহনশীলতা সম্পর্কে জোহান স্মিট
এওয়ার্ড নামে যে পুরস্কার রয়েছে তা এই
বছর চার ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম
পুরস্কার লাভ করেন টি-ই-বি-ব্ল্যাক্‌ টার
“রক্তজট” চিত্রের জন্য; দ্বিতীয় পুরস্কার
লাভ করেন ম্যাকগ্রেগর আকট টার “থু-বি
বাস্‌বু কার্টোন” চিত্রের জন্য; তৃতীয়টি
প্রদান করা হয় দু’জনকে—ফিলিপ
ডোমলান এবং রায়ল দা পোমেরাইকে।
তারা যে ছবির জন্য এই পুরস্কার লাভ
করেন তা হল যথাক্রমে “মিঃ কনট্‌ আন্ড
সন” এবং “ফেয়ারওয়েল দি পিউম্‌ড্‌
ট্রুপ”।

আরও দুটি পুরস্কার হল রিচার্ড
উইনিংটন এওয়ার্ড—একজন ব্রিটিশ চলচ্চিত্র
সমালোচকের সম্মতি রক্ষার্থে এই পুরস্কার
প্রদত্ত করা হয়; এবং সাদাল্যান্ড ট্রফি—
এটি ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউটের পৃষ্ঠপোষক
ডিউক অব সাদাল্যান্ডের দান। প্রথমটি
প্রদান করা হয় গত ১২ মাসে রিটেনে
প্রদর্শিত শ্রেষ্ঠ শিক্ষক কর্ম হিসাবে বিবেচিত
চিত্রটিকে এবং দ্বিতীয়টি প্রদান করা হয়
ইন্সটিটিউট কর্তৃক নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ
প্রযোজককে। সত্যজিৎ রায়ের “অপ্সার
সংসার” শেষোক্ত পুরস্কারটি পেয়েছেন—
এ বছর আগেই বেরিয়েছে।

নিম্নলিখিত চিত্রগুলি এই বৎসর অন্যান্য
পুরস্কার লাভ করে : জাপানী চিত্র আকিরা
কুরোসায়ার “দি হিডন্‌ ফোর্ট্রেস”; ফরাসী
চিত্র ফ্রান্সোয়া ট্রুফট্‌-এর “লে কোয়েত্রে
সেন্টস কুপস্‌”; যুগোস্লাভ চিত্র ভেলজিকো
বুলাজিক-এর “ট্রেন উইদাউট এ টাইম
টেবল” এবং লুই বুনেল-এর মেক্সিকান
ভাষার চিত্র “নাজারিন” ও ফরাসী পরিচালক
মার্শেল কাম্যুর ব্রোজিলিয়ান ভাষার চিত্র
“অফিউ নেগ্রো”।

— অপরিহার্য এই —

কাজী নজরুল ইসলামের

মধ্যমালা ২

বাখার দান (৯ম সং) ৩-৫০

নূরুল মোমেনের

বহুরূপা (রমা) ২-৫০

শামসুন্‌ নাহারের

নজরুলকে যেমন দেখেছি ২-৫০

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

ও পরেশ সাহা সম্পাদিত

কথাসিঙ্গী ৫

(ফটো সমেত কথাসিঙ্গীদের জীবনী)

প্রাগতোষ ঘটকের

মৃত্যু মৃত্যু কুয়াশা ২-৫০

মুনসীফের

লীলালিপি (২য় সং) ২

আব্দু ইস্‌হাকের

সূর্য দীঘল বাড়ি ২-৭৫

আব্দুল মনসুর আহমদের

সত্যামখ্যা ৫

আব্দুল কালাম শামসুদ্‌দীনের

শাহের বান্দু (২য় সং) ২-৫০

সরলালল সেনের

মাও-সে-তুং ২

অবিনাশ সাহার

প্রাণগঙ্গা (২য় সং) ৬

ঢাকাই গল্প ২

অন্তরাল ৩

পূর্বের আকাশ ২-৫০

(বিশুদ্ধ বিবরণের জন্য লিখুন)

ভারতী লাইব্রেরী

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২



জয়ন্তী পিকচার্সের "অজানা কাহিনী"র দুটি প্রধান চরিত্রে ছবি
বিশ্বাস ও নৃপ্রিয় চৌধুরী

নাট্যাভিনয়

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর কলিকাতাবাসী একজন রুশীয় ভদ্রলোক— তাঁর নাম হেরাসিম লেবেডফ—এখন যেখানে এজরা স্ট্রীট সেইখানে প্রথম বাংলা রংগালয়ের পত্তন করেন। তাঁরই সেখা

দু'বানি বাংলা প্রহসন এই রংগালয়ে অভিনীত হয়। ঐ দিনটির স্মরণে গত ২৭শে নভেম্বর লিটল থিয়েটার গ্রুপ পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটারে একটি স্মারক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। বাংলা রংগালয়ের ১৬৪ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ঐ সভায় বঙ্গরংগালয়ের প্রমুখাধ্যাপক ও লেবেডফ স্মরণে আলোচনা হয়। আলোচনায় যোগ দেন বিবেকানন্দ মথ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীতি-

কুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক নীরেন দাস, গোপাল হালদার প্রভৃতি।

নতুন নাটক প্রস্তুতির জন্যে মিনার্ভা থিয়েটার তিন সংগ্রহ তাঁদের অভিনয় রপ্ত রেখেছেন। যে পটভূমিকায় নতুন নাটকের কাহিনী তা বাংলা রংগালয়ে অভূতপূর্ব বললে অত্যুক্তি হবে না। সেই পটভূমিকাকে যথাযথ রূপ দেবার জন্যে পরিচালক, শিল্প-নির্দেশক ও কলাকুশলীর একটি দল সম্প্রতি কয়েকটি বিশেষ স্থান পরিভ্রমণ করে এসেছেন। বড়দিনের সময়ে নতুন নাটকটি খোলা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

রঙমহল ও বড়দিনের সময়ে ধনজয় বৈরাগীর 'এক পেয়ালা কফি' নামক একটি নতুন নাটক মণ্ডস্থ করবেন। বর্তমানে তাঁর মহলা চলছে।

আগামী ১৩ই ডিসেম্বর, রবিবার, সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ারে দক্ষিণী নৃত্যবিভাগের শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান মণ্ডস্থ হবে। নৃত্যাংশ পরিচালনা করবেন দ্বারকানাথ মেনন ও আদিত্য সেনা রাজকুমার। রবীন্দ্র সংগীতবিশেষের তত্ত্বাবধান করবেন আমল নাগ। অনুষ্ঠানে দক্ষিণী অধঃশাসনিক শিষ্যী যোগদান করবেন।

আগামী ৯ই ডিসেম্বর মহিলা ভারতীয় কৃষ্টি ও কলা বিভাগের উদ্যোগে স্টার রংগালয়ে স্বর্গীয় শ্রীজ্ঞানলাল রায়ের 'সাজাহান' অভিনীত হবে। এই নাটকে স্ত্রী ও পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করবেন মহিলা ভারতীয় সদস্যরা।

গত ১৭ই নভেম্বর সম্ভাষ্য, ৩৭, পার্শ্ব রোডস্থিত ভবনে গীতি তীর্থ কর্তৃক এক সংগীতানুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সুসঙ্গীর হিমালয় দত্ত কর্তৃক সুর-সংযোজিত কয়েকটি গান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সুনন্দা দেব, গীতালি সৈয়দগুপ্ত, গৌরী দাশগুপ্ত, জয়া সুরেশ্বরিনী, চম্পা মথ্যোপাধ্যায়, তপতী গুপ্ত, রুবি রান্না চৌধুরী ও পূর্ণা চাকী। পরিচালনায় ছিলেন রথীন চৌধুরী।

গত ৩রা নভেম্বর হোটেল সেসিলে জহির রায়ের পরিচালনায় প্রমথনাথ বিশী রচিত 'যত্ন পিবেৎ' মণ্ডস্থ হয়। সুগায়ক, ধনজয় ভট্টাচার্য, শ্যামলী গোস্বামী, কান্দ্রিয়া গোস্বামী প্রভৃতি অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। রেখা ভট্টাচার্যের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি সন্সম্পন্ন হয়।

শ্রেষ্ঠের সম্মান

গত রবিবার রূপবাণী চিত্রগৃহে জয়প্রিয় সিনেমা-পটিকা "উল্টোরথ"-এর পুরুষের বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। "উল্টোরথ"-এর পাঠক-পাঠিকাদের ভোটে নির্বাচিত

আজ থেকে টিকিট বিক্রয়!

— মীনা কুমারীর —

পতিব্রতা সতীর ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয়

মীনা কুমারী-বলরাজ সাহনী-জনি ওয়াকার



শুক্রবার ৩ঠা ডিসেম্বর শুভমু ক্ত!

জনতা (শীতাপ নিয়ন্ত্রিত) : মাজেটিক (শীতাপনিয়ন্ত্রিত প্যানোরামিক পর্দা) : গ্রেস

পূর্ণশ্রী : রূপালী : ভবানী : তমবার মহল

নবভারত - চিত্রপূর্ণী - পূর্ণা - লীলা - রিজেন্ট - পিকার্ডিয়াল
(হাওড়া) (খিদিরপুর) (কসবা) (দমদম) (কাশীপুর) (সালকিয়া)
বিভা (বেলঘরিয়া) - রাধিকী (টিটাগড়) - রজনী (জগদল) - রামকৃষ্ণ (নেহাটী)

১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালের শ্রেষ্ঠ ছায়াচিত্র শিল্পী, কলাকুশলী, পরিচালক, সংগীত-পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার ও মঞ্চাভিনেত্রীকে সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি অজিত বসু এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অহীন্দ্র চৌধুরী। অজিত বসু তাঁর ভাষণে বাংলা ছবির ক্রমবর্ধমান গৌরবের কথা উল্লেখ করেন এবং এই গৌরব অক্ষর রাখার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। প্রধান অতিথি অহীন্দ্র চৌধুরী চলচ্চিত্র শিল্প ও শিল্পীদের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে সূচিস্থিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রবেশপত্র-বিক্রয়স্থল মোট ১০০২ টাকা "উৎসব" কতৃপক্ষ কতৃক বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সমিতি সভাপতির বন্যাত্ন তহবিলে দান করা হয়। এই উৎসবের বিচিত্রানুষ্ঠানে শহরের প্রখ্যাত শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন এবং লিটল থিয়েটার গ্রুপ "টয়েলফথ নাইট"-এর বংগানুদার "স্বাদশ রজনী" মঞ্চস্থ করেন।

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

প্রত্যেক বছর চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় সম্মানের অংশ হিসাবে যে তিনটি পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে এবার থেকে আরও দুটি পুরস্কার যোগ করা হল। এবছর থেকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষামূলক ভারতীয় ছবিকে রাষ্ট্রপতির স্মরণপত্র ও শ্রেষ্ঠ ফিল্ম স্ট্রিপকে রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক দেওয়া হবে। এই শাখার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ছবিগুলিকেও সর্বভারতীয় মানপত্রে ভূষিত করা হবে। শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিক্ষামূলক ছবির প্রযোজক ও পরিচালককে যথাক্রমে নগদ ৫,০০০ টাকা ও ২,০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবির নির্বাচন আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই সমাধা হবে। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ধার্য করা হয়েছে ৭ই জানুয়ারী (১৯৬০ ইং)।

চিঠিপত্র

"নতোর তালে তালে"

মহাশয়,

২৬শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় "নতোর তালে তালে"র সমালোচনা পড়লাম। ১৫ই নবেম্বর সকালের শোয়ে ছবিটি দেখে এলাম। (দিল্লিতে বাংলা ছবি আসে গরুর গাড়িতে কিম্বতে কিম্বতে। এ ছবিটি সাত ভাড়াভাড়ি উজো জাহাজে এসেছে মনে হয়!)

সমালোচক লিখেছেন—"সুধীরবন্ধু পণ্ডিত

চালিত এবং তাঁরই রচিত কাহিনী অবলম্বনে তাঁর এ ছবির কাহিনীতে চমক আছে।"

সে চমক কিন্তু কোন নতুনত্বের নয়। নয় এমনটি আর দেখিনি গোছের। কাহিনীর চমক যা আছে সেটা সুধীরবন্ধুর মৌলিক কৃতিত্ব নয়। হিন্দী ছবি "নিউদিল্লি" ভোল পালটে "নতোরই তালে তালে" কথকের ছন্দে নেচে গেছে। "নিউদিল্লি" আবার ছিল দিল্লির নাট্যকার মিঃ আনন্দের মঞ্চ সফল নাটক "হাম্ হিন্দুস্থানী"র নকল। এ নিয়ে বছর করেক আগে কপিরাইটের দায়ে মামলা হয়ে গেছে। কিন্তু দুঃখ হয়, বাংলা সিনেমা ও সাহিত্যে আজকাল অবাধে পরম্পর অপছরণ চলছে বলে। ধরব কাকে? ঠিক বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।

এর একমাত্র প্রতিকার আছে শুধু সতর্ক দর্শক ও পাঠকের হাতে। তা না হলে মৌলিক অর্চির দেশান্তরী হবে। যদুর কৃতিত্ব মধু আখসাং করে রাতারাতি বাজারে নাম কিনবে। সৃষ্টি হবে কাক বন্দী। ইতি—পুলক দত্ত, বিনয়নগর, নিউদিল্লি।

"অবাক সুধিবী" সম্পর্কে

মহাশয়,—বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'অবাক সুধিবী'র চলচ্চিত্রায়নের পর এর নামকরণ ও আখ্যানবস্তু সম্পর্কে দু'একটা মন্তব্য করবার ইচ্ছা সংবরণ করতে পারলুম

এলিট

প্রথম ১, ২, ও রাতি ৯টা

একদিকে পরমাসুন্দরী পটভূতা স্ত্রীর মধুর প্রেম অন্যদিকে মোহময়ী নারীর মদির প্রণয়-লীলা— এই দুয়ের আবর্তে এক দুঃসাহসী মণ্ডব্যোমধার রোমাঞ্চবরণ জীবন কাহিনী!

টাইরন পাওয়ার

রিতা হেওয়ার্থ - লিংডা ডারনেল

অভিনীত টোয়েন্টিয়েথ সেন্টুরী ফক্সএর

ব্লান্ড য়্যাঙ স্যাঙ

(ইউ) টেকনিকলার-এ অনুপম!

মিনার্ডা থিয়েটার

৬ পিডন স্ট্রিট ফোন ৫৫-৫৫৮৯
নতুন নাটকের বিশাল প্রস্তুতি সুরু হয়েছে

?

পাওয়াল-উৎপল দত্ত

সংগীত রবিশঙ্কর

জোকসংগীত-নিমল চৌধুরী

সি-৬৬৭

বিশিষ্ট অধ্যাপক-সাহিত্যিকের সম্পাদনায়

কবিতা ও গল্প-সংকলনে

মৃতন লেখক-লেখিকাদের অপূর্ণ সুযোগ। নিয়ম জানুন।

উপন্যাস প্রকাশেরও ব্যবস্থা করা হয়।

সাহিত্য কেন্দ্র

ব্লক এ-১৩১, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট (ভিতরে), কলিকাতা-১২

অমরেশের কীর্তি কাহিনীগুণ একত্র করে

এই প্রথম বই বেরোলে

বিধায়ক ভট্টাচার্যের

পাওয়া যাবে

কোলকাতার

যে কোন বড়

বয়ের দোকানে

অথবা

বুক এন্ড কক

৮৭, পম্ভিতলা

লিঃ ১৩

• শুনে গুণ্যবান •

দাম — ২.৫০ ন. প.

অমরেশের বিখ্যাত দল—অমিয়, ভুবন, পণ্ডিত, গদাই, পরাগে, পুন্ডরী-খ্যাক্কো দের নিয়ে 'দ্রোপদীর বস্ত্র হরণ', 'তরণী সেন এম', 'অমরেশের পরিচালনা', 'অমরেশ আর পারের না' প্রভৃতি নাটিকা।
বাড়ীর ছেলেমেয়ে - বড়দের একসঙ্গে অভিনয় করার নাটক



হিন্দী ছবি “আপনা ঘর”—এর প্রধান ন্ত্রী-চরিত্রে কুমারী নন্দা

না। ‘অবাক পৃথিবী’ হুগোর ‘লা মিজারবল’-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঘটনা-বিন্যাসে বিশেষ করে শেষাংশে। একটু নতুনই থাকলেও মূল বক্তব্য ও তার প্রকাশ-উপায়ের ‘অবাক পৃথিবী’ হুগোর অমর সৃষ্টির অনুল্লঙ্ঘন মাত্র। এই বহুপীঠিত গল্পের সঙ্গে ‘অবাক পৃথিবী’-র মিল বড়ই চোখে লাগে। ‘অবাক পৃথিবী’র অজ্ঞান হুগোর জী ভালজার প্রতিচ্ছবি। ‘লা মিজারবল’-এর মূলকথা সমাজ ও মানুষ দোষীর দোষ-সংশোধনে সহায়তা করা দূরে থাকুক তাকে অপরাধের পঙ্কিল অস্তিত্বে চিরনিমজ্জিত থাকতে সাহায্য করে মাত্র। ‘অবাক পৃথিবী’র মূলকথাও বোধহয় তাই। তাছাড়া ঘটনা-সম্পর্কগত কোন কোন স্থানে যেমন একটা অপরাধ বিভাবে পরবর্তী অপরাধের সাহায্যকারী মাত্র বা অজ্ঞানের দোষ-সংশোধনের জন্য পুঁজেন ধর্মযাজকের চেষ্টা (‘লা মিজারবল’-এর বিশপ) হুগোর সঙ্গে বিধানাব্যাহার গল্পের সাদৃশ্য বড়ই প্রকট। যদিও ‘অপরাধপ্রবণতা’ এবং ‘অপরাধ-সংশোধনে রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য’ কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বা দেশের সমস্যা নয় এবং এই সমস্যাকে ভিত্তি করে উপন্যাস-

রচনা বা চলচ্চিত্রায়ণ খুবই নমনোপযোগী ও ‘আলপদনশীল’, তবু বিধায়কবাবুর গল্পের ঘটনাবিন্যাস একটু অনারকম হলেই বোধ হয় আরও অপরদনময় হতে উচিত—বিশেষ করে যারা হুগোর গল্প জানেন তাঁদের কাছে। এক্ষেত্রে কিছুদিন আগে শান্তাবার্মের তোলা একটি হিন্দী ছবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পটশেষে এর নামকরণ সম্বন্ধে দু’একটা কথা বলব। ‘অবাক পৃথিবী’ নামে সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের একটা কবিতা আছে। কবিতাটির শব্দে নামেই নয় ভাবেও আমাদের আনোচিত ‘অবাক পৃথিবী’র সঙ্গে মিল আছে। কবিতাটির দুটো লাইন উদ্ধৃত করলেই বোধ হয় বক্তব্য পরিষ্কার হবে। ‘অবাক পৃথিবী’ অবাক করলে আমার—জান্নাই শব্দে পদাব্যাহার শব্দে পেসাম—এটা কি বিধায়কবাবুর গল্পের অজ্ঞানের মনের কথা নয়? বিধায়কবাবু যে ধারণায় ওপর ভিত্তি করে ‘অবাক পৃথিবী’র নামকরণ করেছেন তার সঙ্গে সুকান্তের কবিতার ভাবের কি অশ্চর্য রকমের মিল নেই?

মন্তব্য দুটো নেহাত সারাজেষ্ঠিভূ, এর অবজ্ঞাই নয় বিধায়কবাবুর কুন্ডলিকতা

দোষে দৃঢ় করা। অবশ্য মনে হয় হুগোর গল্পের ও সুকান্তের কবিতার জনপ্রিয়তাজনে বিধায়কবাবু ও দুটোকে এড়িয়ে চললেই ভালো করতেন।—সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলী।

বিদেশী সমালোচকের মূল্যায়ণ

মহাশয়,—লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে ‘অপরাধ সংসারের’ মৌলিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিতে পুনর্বার প্রমাণিত হল, মহাশয়গণের আবেদন স্থানকালের উর্ধ্বে, সার্বজনীন। এ প্রসঙ্গে গত ২৩শে অক্টোবরের ‘দেশে’ কাকলী বস, লিখিত ‘আত্মপ্রত্যয়ের অভাব’ শীর্ষক চিঠি বক্তব্যবিষয় সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিবেশের শিশুপেত্তাদের অভিমতকে অগ্রাহ্য হিসেবে মেনে নেবনা—এ সম্পর্কে পত্রলেখকার মধ্যে একমত হয়েও বলতে হচ্ছে যে, চলচ্চিত্র শিক্ষণ সম্পর্কে এতটা প্রত্যয়নিষ্ঠ আমরা এখনই হতে পারি না। বাংলার নব চলচ্চিত্র-ধারার মৌলিকতাকে বিস্মৃত অশ্রুণ্য না করেও বলতে হবে—এই ধারাটির মূল উৎস পুরোপুরি অর্থহীন মনে আনাই স্বদেশীয় নয়। এ কথা আজকের নতুন চলচ্চিত্র স্রষ্টারা অস্বীকার করতে পারছেন না। আর তাই সাহিত্য সম্পর্কে আমরা যতটা স্বদেশী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে পারি, ততটা একক দৃষ্টিতে বোধ করি এই চলচ্চিত্র ধারার বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ণ করা হবে না। এর জব্দ স্বদেশী হলেও ভাষাটা অনেকটাই অস্বস্তজর্জরিতক। একথা বলতেই হবে, ‘গীতাঞ্জলি’ যে অর্থে পুরোপুরি ভরতীর হয়েও বিশ্বজনীন, ‘অপরাজিত’ তা অবশ্যই নয়।

আর ছবির মূল্যায়ণে যতভঙ্গের জন্য শব্দে বিদেশী সমালোচকদের দোষ দিরে লাভ কি? ‘পুথের পাচালী’ ‘অন্যন্তিক’ প্রভৃতির জিন্দাবাদ আমি কম শুনিনি। এক ‘দেশ’ পত্রিকা ছাড়া ‘অপরাজিত’ তো প্রায় প্রতিটি পত্রপত্রিকার অপ্রশংসিত হয়েছে। সুতরাং কোন বিদেশী ‘পরশপাথর’ চিনতে পারিনি তা নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। আর সব সময় যে চিনতে পারে না তা নয়। ‘গীতাঞ্জলি’, পত্রলেখকার মতে, রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের তালিকার স্থান হরত পাবে না; কিন্তু তাই বলে একে কেউ তৃতীয়শ্রেণীর রচনা বলে ভুল করবে না।

আমলকথা, মহাশয়গণের মর্ম বৃক্ষতে হলে উপযুক্ত অনুশীলন চাই। সংগীত, সাহিত্য, অঙ্কন-শিল্প, চলচ্চিত্র—সব শিল্প সম্পর্কেই এ কথা খাটে। ক্লাসিক আর্ট সম্পর্কে এই গোড়ার কথাটা মনে রাখি না বলেই ‘নীলম-ওয়ালা’র কানে ‘বাজুবল্লু’ খুলে খুলে যায় ভাল লাগে না শুনেন আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে ফেলি।—সঞ্জিল ভৌমিক, শিবপুর, হাওড়া।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হিসাবে সম্মানিত ডেনমার্কের কাঁতিমান খেলোয়াড় আরল্যান্ড কপস, যিনি গতবার পূর্ব ভারত ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছিলেন, তিনি এবারও পাকিস্তানের খেলোয়াড় আক্তাম বেগকে ফাইনালে হারিয়ে পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। বলতে বিধা নেই শোভাবাজার ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন পরিচালিত পূর্ব ভারত ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা এবার মোটেই জমেনি। পরিচালক এনোনিমেশন অবশ্য প্রতিযোগিতাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কোন চ্যেটারই ট্রিট করেননি। কোনবারই করেন না। কিন্তু কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও ভারতের খ্যাতিমান খেলোয়াড়রা পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়নশিপের সঙ্গে রীতিমত অসহযোগিতা করে চলেছেন। এর কারণ কি? আশা করি ভারতীয় ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন এ বিষয়ে কিছু অ্যাকশনপাত করবেন।

কাঁচবাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট আয়োজিত পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়নশিপে এবার বাইরের খেলোয়াড়দের মধ্যে যোগ দিয়েছিলেন মাত্র তিনজন খেলোয়াড়—বর্তমানে ভারত সফররত ডেনমার্কের খেলোয়াড় আরল্যান্ড কপস, পাকিস্তানের আক্তাম বেগ ও মামুদ খান। এদের মধ্যে কিংবদন্তি খেলোয়াড় আরল্যান্ড কপসের সঙ্গে কারো তুলনাই চলে না। তাই চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে তাঁর কণামাত্র বেগ পেতে হয়নি। অবশ্য কপসের সঙ্গে ফাইনাল খেলার সময় পাকিস্তানী খেলোয়াড় আক্তাম বেগ একবার মাটিতে পড়ে গিয়ে পায় চোট পান। কিন্তু পায় চোট না পেলও সুনিপুণ খেলোয়াড় কপসের বিরুদ্ধে তিনি কিছুই করতে পারেননি। চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ দিনে রঞ্জিত ব্যানার্জি ও অরুণ ব্যানার্জির সঙ্গে আরল্যান্ড কপস ও মামুদ খানের ডাবলসের সেমি-ফাইনাল খেলাটি দশকদের যা কিছু আনন্দ দিয়েছে আর কোন খেলাই দশকদের আনন্দ দিতে পারেনি। ফাইনাল খেলাগুলির ফলাফল—

পুরুষদের সিংগলস ফাইনাল—আরল্যান্ড কপস ১৫-৭ ও ১৫-৪ গয়েন্টে আক্তাম বেগকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল—রঞ্জিত ব্যানার্জি ও অরুণ ব্যানার্জি ১৫-৪ ও ১৫-১০ গয়েন্টে আক্তাম বেগ ও মামুদ খানকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিংগলস ফাইনাল—প্রতাপ বসু, ১৫-০ ও ১৫-৬ গয়েন্টে জি দেকে পরাজিত করেন।

খেলার মাত্র

একলব্য

পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়ার তিনটি টেস্ট খেলার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া দল পর পর দুটি টেস্টে বিজয়ী হয়ে 'রাবার' লাভ করেছে। ঢাকায় প্রথম টেস্ট খেলার অস্ট্রেলিয়া দল পাকিস্তানকে ৮ উইকেটে পরাজিত করেছিল। লাহোরের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার পরাজিত করেছে ৭ উইকেটে। ডিসেম্বরের ৪ তারিখ থেকে করাচীতে তৃতীয় টেস্ট খেলা আরম্ভের কথা।

লাহোর টেস্টে পরাজিত হলেও পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা ব্যাটিংয়ে যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তা বোঝে প্রশংসার দাবী রাখে। পাকিস্তানের অধিনায়ক ফজল মামুদ অসুস্থ থাকায় দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারেননি। বলা কাহ্না, ফজল মামুদের মত কৃতী বোলার এবং বিজ্ঞ অধিনায়কের সাহায্য থেকে বিগত হবার অর্থ আনকথানি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েই পরাজিত স্বীকার করেছেন। আর একটু দৃঢ়তা দেখাতে পারলে, কিংবা ডাঙা একটু সাহায্য থাকলে পরম শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে এ খেলায় জবলাভ করা সম্ভব হত কি না বলা কঠিন। অন্যদিকে ধারণা ছিল ম্যাটিং উইকেটে ভাল খেলতে অভ্যস্ত পাকিস্তান দল যখন ঢাকার ম্যাটিংয়ে অস্ট্রেলিয়া দলের কাছে ৮ উইকেটে হেরে গেছে তখন লাহোরের টাফ উইকেটে আরও বিজ্ঞভাবে হেরে যাবে। সত্যি বটে, লাহোরের প্রথম ইনিংসে পাকিস্তান দল ১৪৬ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে বাট করেছে। এবং অস্ট্রেলিয়ার নতুন 'ব্রাডমান' নর্মিন ওনীলের সেগুরী প্রত্যুত্তর দিয়েছেন সয়িদ আমেদ। অস্ট্রেলিয়ার ওনীল ও পাকিস্তানের সয়িদ আমেদ ছাড়া এ খেলায় আর কেউ সেগুরী করতে পারেননি। বোলিংয়ে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার এলান ডেভিডসন ও স্পিন বোলার লি-ডেস স্কিন। পাকিস্তানের পক্ষে বোলিংয়ে যার কৃতিত্ব দেখানার কথা ছিল সেই কৃতী বোলার ও পাকিস্তানের অধিনায়ক ফজল মামুদ তো খেলার যোগ

দিতেই পারেননি! ইমতিয়াজ আমেদ লাহোর টেস্টে পাকিস্তানের অধিনায়ক্ব করেছেন।

'টেসে' বিজয়ী হয়ে ইমতিয়াজ আমেদ প্রথম ব্যাটিং করবার সিদ্ধান্ত করেন। পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের সূচনাও মন্দ হয় না। কিন্তু ৫৬ রানের মাথায় প্রথম উইকেট পড়বার পর ঘন ঘন উইকেট পড়তে থাকে। ডেভিডসনের ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে এক ওপেনিং ব্যাটসম্যান হানিফ ছাড়া আর কেউই বেশীক্ষণ বাট ধরে টিকে থাকতে পারে না। ৯২ রানের মাথায় পাকিস্তানের তৃতীয় উইকেটে পড়বার পর বাকী ৭টি উইকেটে মাত্র ৫৪ রান যোগ হয়ে ১৪৬ রানে ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ফাস্ট বোলার ডেভিডসন ৪৮ রানে ৪টি ও অয়ান মোকিম ৪৫ রানে ৩টি উইকেট পান। অস্ট্রেলিয়ার উইকেট কিপার ওয়ালী গ্রেউট স্ট্যাম্পের পেছনে ক্যাচ ধরে পাঁচজন খেলোয়াড়কে আউট করেন। পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হবার পর যে ২৫ মিনিট সময় থাকে সেই সময়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া দল ১ উইকেট হারিয়ে ২৭ রান তোলে।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার নতুন 'ব্রাডমান' নর্মিন ওনীলের সেগুরী সবচেয়ে উল্লেখ করবার মত ঘটনা। বিশ্ব ক্রিকেট উত্তীর্ণ খেলোয়াড় ওনীলের এইটিই জীবনের প্রথম টেস্ট সেগুরী। যদিও ৭২ রান ও ৮৫ রানের মাথায় ওনীল একবার করে ক্যাচ তোলেন তবু তার ব্যাটিংয়ের ভাঙ্গা ছিল সাংলীন এবং দশক চোখের আনন্দদায়ক। ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে ১৩৪ রান করে ওনীল আউট হন। ১৯ বার ইনি কাউন্টারী করেন। যাই হোক দ্বিতীয় দিন অস্ট্রেলিয়া দল আগাগোড়াই পাকিস্তানের বোলারদের উপর অধিপত্য বিস্তার করে বাট চালিয়ে বার। দিনের শেষে তার সংগ্রহ করে ৬ উইকেটে ৩১২ রান।

তৃতীয় দিনে মাথায় ভোজের সময় পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া দল ১ উইকেটে ৩৯১ রান করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ফলে প্রথম ইনিংসের খেলায় ২৪৫ রান পেছনে থেকে পাকিস্তানকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করতে হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে দিনের শেষে ২ উইকেট হারিয়ে তারা সংগ্রহ করে ১৩৮ রান।

একদিন বিবর্তের পর যখন চতুর্থ দিনের খেলা আরম্ভ হয় তখন পাকিস্তানের সম্মুখে এক দারুণ সমস্যা। ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তখন ১০৭ রানের প্রয়োজন। হাতে অবশ্য ৮টি উইকেট। প্রতিকূল অবস্থার কথা চিন্তা করে পাকিস্তানের দুই নত

আউট খেলোয়াড় সায়দ আমেদ ও সূজাউদ্দিন দুজতার সংগে অস্ট্রেলিয়া দলের তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে থাকেন। ফলে সারাদিনের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া দল একটির বেশী উইকেট ফেলতে পারে না। সায়দ আমেদ ১৫২ রান করেও নট আউট থাকেন। দিনের শেষে পাকিস্তান দল সংগ্রহ করে ৩ উইকেটে ২৮৮ রান। সায়দ আমেদ ও সূজাউদ্দিনের সহযোগিতায় তৃতীয় উইকেটে ১৬৯ রান যোগ হয়। সায়দ আমেদ তার দীর্ঘ ইনিংসে ১০১ রানের মাধ্যমে একবার মাত্র পর্যাণ্টে কাচ হোলেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক রিচি বিনোড কাচটি ধরতে পারেন না। খেলার আর একদিন বাকী। পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা পঞ্চম দিনেও দুজতার সংগে ব্যাটিং করে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ করতে পারবেন কি না এই প্রশ্নই সবার মধ্যে মুখে ঘুরতে থাকে।

পঞ্চম ও শেষ দিনের খেলা আরম্ভের সময় মাঠে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। ৩০ হাজার দর্শক পাকিস্তান খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে থাকেন। কিন্তু সায়দ আমেদ, যিনি ১৫২ রান করে পূর্বদিন নট আউট ছিলেন তিনি ১৬৬ রান করে আউট হবার পর পাকিস্তান দলে ভাঙান ধরে। কেউই সিংডসে ক্রিনের বল খেলতে পারেন না। ফলে অল্প সময়ের বাবদানে এক একটি করে উইকেট পড়তে থাকে। পাকিস্তানের শেষ ছয়টি উইকেট মাত্র ৫৫ রান যোগ হয়ে মোট ৩৬৬ রান তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। সিংডসে ক্রিন মারাত্মকভাবে বোলিং করে ৭৫ রানে ৭টি উইকেট পান।

১১৫ মিনিটে ১২২ রান করতে পারলে বিজয়ী হবে—এই অবস্থায় অস্ট্রেলিয়া দল ব্যাটিং আরম্ভ করে এবং দুই রান তুলে ৩ উইকেটে ১২২ রান সংগ্রহ করে ৭ উইকেটে বিজয়ী হয়। পাকিস্তান তার স্বল্পকালের ক্রিকেট ইতিহাসে নিজের মাটিতে সবপ্রথম হারবার হারায়।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড :—

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস—১৬৬ (হানিফ মুহম্মদ ৪৯; এলান ডেভিডসন ৪৮ রানে ৪ উইকেট, অয়ান মোকিফ ৪৫ রানে ৩ উইকেট, রিচি বিনোড ৩৭ রানে ২ উইকেট)।
অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—(৯ উইকেট ডিব্রুয়ার্ড) ৩৯১ (নর্মান ওনাল ১৩৪, এলান ডেভিডসন ৪৭, কলিন ম্যাকডোনাল্ড ৪২, নীল হার্ভে ৪০, লেস কেবল ৩২, ওয়াল্ট গ্যাউট ২৯, কেন ম্যাক ২৬; হাসিব আসান ১১৫ রানে ৩ উইকেট, ইসরার আলী ২৯ রান ২ উইকেট)।

পাকিস্তান — দ্বিতীয় ইনিংস — ৩৬৬ (সায়দ আমেদ ১৬৬, ইমতিয়াজ আমেদ ৫৪, সূজাউদ্দিন ৪৫; সিংডসে ক্রিন ৭৫ রানে



এলান ডেভিডসন

৭ উইকেট, রিচি বিনোড ৯২ রানে ৬ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস (৩ উইকেট) ১২২ (নর্মান ওনাল নট আউট ৪৩, নীল হার্ভে ৩৭, রিচি বিনোড নট আউট ২১; মহম্মদ মুনাফ ৩৬ রানে ২ উইকেট)।
[অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে বিজয়ী]

ভারত ও পাকিস্তান সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের ৯জন খেলোয়াড়ের পরিচয় ইতিপূর্বে দেশের পাতায় প্রকাশ করা হইয়াছে। এ সংগ্রহে ৫জনের খেলোয়াড় জীবনের খুঁটিনাটি প্রকাশ করা হ'ল :

এলান ডেভিডসন

অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক রিচি বিনোডের মত চৌধুর খেলোয়াড় হিসাবে এলান ডেভিডসনেরও বিশ্বখ্যাতি আছে।



লেস কেবল

যেমন এর বলের দ্রুত গতি, তেমন এর ব্যাটিংয়ের চটক, তেমনই ইনি ফিল্ডিংয়ে নিপুণ। দীর্ঘদেহী ডেভিডসন মাঠে ফাট বোলার। মথুর ধারায় ব্যাটিং এর স্বভাববিরুদ্ধ। মারবার মত একটি সুযোগ পেলেই বলকে ইনি মারতে কসুর করেন না। ফিল্ডিং করেন সাধারণত স্ট্র লেগে। পরম নির্ভরযোগ্য ফিল্ডসম্যান।

নিউজিল্যান্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে খেলার সুযোগ পেয়ে ওয়াইরাপা দলের বিরুদ্ধে বিদেশের প্রথম খেলার ডেভিডসন এক ইনিংসের সব ক'টি উইকেট (১০টি) নিয়ে আর ১৫৭ রান করেও নট আউট থেকে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে নিজের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেন। তারপর বহু খেলাতেই ডেভিডসন ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে নেপুণের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৫৩ সালে ইংল্যান্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের ইনি একজন ক্রীড়া খেলোয়াড়। গতবার ইংল্যান্ড দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় এর ব্যাটিং ও বোলিং ইংল্যান্ড দলকে কম বিব্রত করেনি। গতবারের টেস্ট খেলার বোলিং আভ্যারেজে এর স্থান ছিল তৃতীয় আর ব্যাটিংয়ে পঞ্চম। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত প্রথম শ্রেণীর খেলার হিসাবে ডেভিডসন বোলিং আভ্যারেজে লাভ করেছিলেন শীর্ষস্থান।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট খেলা নিয়ে ডেভিডসন এ পর্যন্ত ২৪টি টেস্ট খেলার অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ঢাকা টেস্টের প্রথম ইনিংসে এর ৪৮ রানে ৪টি উইকেট ও ৫৭ রান এবং লাহোর টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৪২ রানে ৫টি উইকেট পাবার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ডেভিডসন নিউ সাউথ ওয়েলস দলের খেলোয়াড় এবং ডিভিনার একটি ব্যাঙ্কের অফিসার। বয়স ৩০ বছর।

লেস ফেবেল

লেস ফেবেল অস্ট্রেলিয়া দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এ পর্যন্ত তিনি ১০টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন—ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৬টি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ২টি ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২টি। ঢাকায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিন্তু মোটেই সুবিধা করতে পারেননি। প্রথম ইনিংসে শনে রানেই একে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে হয়, আর দ্বিতীয় ইনিংসে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হয় মাত্র ৪ রান করে। গতবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওপেনিং জুটি হিসাবে ম্যাকডোনাল্ড ও বাকি বেশী খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। তাই ফেবেল দুটির বেশী টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি।

ওপেনিং ব্যাটসম্যান হলেও ফেবেলের মারের দিকে ঝোক বেশী। ইনিংসের

দেশী সংবাদ

২০শে নবেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ এই বাঙ্গলা সড়কবাণী উদ্বোধন করিয়াছেন যে, চীন-ভারত সীমান্ত অঞ্চলে হটক বা যেকোন ধরনের সশস্ত্র হটক—সীমান্তের অপর পাশে স্থিত চীনা সৈন্যবাহিনীকে ‘মুক্তি ফৌজ’ আখ্যা দিয়া কাহাকেও যদি প্রচারকার্য চালাইতে চেষ্টা যায়, তবে তাহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

শিশু ট্রাইবুনালের রায় কার্যকরী করার পর কলিকাতা ট্রাম কোম্পানি কর্তৃপক্ষ আগামী ডিসেম্বর মাস হইতে কর্মচারীদের মূল বেতন শতকরা পঁচি টাকার পরিবর্তে শতকরা সাড়ে সাত টাকা বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

শিশুহরণ এবং ডিকা ব্যবসয়ে নিয়োগ কারিবার জন্য তাহাদিগকে বিকলাঙ্গ করিবার জন্য আজ লোকসভায় যে বিল আনা হইয়াছে, তাহা সাধারণভাবে সমর্থিত হয়। বিল অপরাধীদের প্রতি ব্যবস্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২৪শে নবেম্বর—প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ডি কে কৃক মেনন আজ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের সভায় বলেন, সীমান্তে চীনের হানা প্রকৃতই বিপজ্জনক এবং আমাদের সাধনান্যায়ী সীমান্ত রক্ষার জন্য সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় কয়েকটি শিশু কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আর্থিক সহযোগিতা করিবার জন্য ভারত-চীক সরকারের মধ্যে আজ নয়াদিল্লিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

২৫শে নবেম্বর—দণ্ডকারণে প্রেরিত উৎসাহুরা আন্দলবাজার অফিসে এক তার পাঠাইয়াছেন। তাহাদের বক্তব্য হইল: খাম্বাজী দণ্ডকারণ হইতে বাঙ্গালী উৎসাহুদের ভাগাইতে চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের স্বার্থের জন্য আমরা শ্রী খাম্বাজী অপসারণ এবং শ্রী ফেডারেল পুনর্বহাল চাই। এই তারবাতীর নীচে পাঁচজন উৎসাহু নেতার স্বাক্ষর রহিয়াছে।

ভারত সরকারের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় জাহাজ নির্মাণ কারখানা কোচিনে স্থাপিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে, জমি সংগ্রহের জন্য কেরল সরকার কোচিন ভূমি-মখল আইন অনুসারে আজ এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

পৃথিবীতে একমাত্র সাদা বাঘ ‘মোহন’ নয়া-দিল্লিতে বিশ্ব ক্রীড়ামেলায় মধ্যপ্রদেশ সরকারের স্টলে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে স্বাগত করিবে বলিয়া আশা করা যায়। রেওয়ার ঘরানাজা এই তুলার ন্যায় সাদা বাঘের মালিক। বাঘটি ৯ ফুট লম্বা ও সাড়ে চার ফুট উচ্চ।

২৬শে নবেম্বর—চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব লইয়া লোকসভায় যে বিতর্ক চলিতেছে, তাহাতে যোগদান করিয়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ভারত অপর দেশ হইতে সর্কারী সাহায্য গ্রহণের বিরোধী, তবে মূল্য প্রশ্নে বিশেষ জোর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ হইতে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে।



ভারত সরকার যে-রিপোর্ট পাইয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, গত ২১শে অক্টোবর লাদক অঞ্চলে ধৃত ভারতীয় টহলদার পুলিশ দলের শব্দে নিজেকে নয়, ধৃত প্রত্যেকটি লোককেই চীনারা ভীষণভাবে জেরা করে।

২৭শে নবেম্বর—অদ্য লোকসভায় চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে দুই দিবসব্যাপী বিতর্কের উত্তরে প্রধানমন্ত্রীর ১০ মিনিটব্যাপী ভাষণের পর ভারত সরকারের নীতি অনুমোদিত ও সমর্থিত হয় এবং বিরোধী দলসমূহে কর্তৃক উপস্থাপিত সমালোচনামূলক সংশোধন প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আগামী বঙ্গের ১ই জানুয়ারী আসামে ব্রহ্মপুত্র সেক্টর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিবেন। ১৯৬২ সালের মধ্যে এই সেক্টর নির্মিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উহা নির্মাণের জন্য ১০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

২৮শে নবেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু, আজ দেশবাসীকে সকল প্রকার চরম অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য ‘প্রস্তুত’ থাকিতে এবং সীমান্ত সমস্যা লইয়া যদি চীনের সহিত সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে, তবে জাতির প্রতি কর্তব্য পালন করার আহ্বান জানান।

আজ সকালে একখানি হস্তাত-পরিচয় বিমানকে অত্যাচ আকাশপথে উত্তর দিক হইতে পূর্বাভিমুখে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ও হিমালয় অঞ্চলের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখা যায়।

জরাপাতা, রতনপুর, সুভারকান্দ ইত্যাদি যে ২১টি গ্রামের জীবনযাত্রা পাকিস্তানী সৈন্য দলের পুনঃ পুনঃ গুলীচালনের ফলে দীর্ঘকাল বিপর্যস্ত হইয়া ছিল, পাকিস্তান সেই সব গ্রামের দাবি ত্যাগ করায় সমস্ত দ্বন্দ্ব-দুর্ভোগের অবসান হইয়াছে।

২৯শে নবেম্বর—অদ্য অপরাহ্ন সাড়ে চার ঘটিকার আসানসোল হইতে ৮ মাইল দূরে জামুগিরা বাজারের একটি বিস্ফোরক ট্রাকের গুন্ডামে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে ১১জন লোক শোচনীয়ভাবে নিহত এবং ৮৬জন আহত হয়।

১লা ডিসেম্বর হইতে ‘রিজার্ভ’ ব্যাংকের সমস্ত অফিস ও ইহার শাখাসমূহ এবং টেজারি ও সাব-ট্রেজারিসমূহ হইতে ১৫ নয়া পরসার মডা চালা হইবে। এই মডুটি বিশেষ নিকেলের তৈরী গোলাকৃতি। এই নতুন মডা চাল হইলেও পুরাতন সিকও চলিবে।

বিদেশী সংবাদ

২০শে নবেম্বর—লন্ডন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যাহারা ভারত-পাকিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সম্মেলক ও উহার পক্ষে আন্দোলনকারী ভারতীয় মহল হইতে তাহাদিগকে বলা হইতেছে যে, পাকিস্তান যদি ঠাড়া লড়াই ত্যাগ করে এবং কাশ্মীরে বর্তমান অবস্থা মানিয়া লয়, তাহা হইলে নেহরু সরকার এই বিষয়ে আনুসূচ্যের সহিত বিবেচনা করিতে পারেন।

কঠমণ্ডুর সংবাদে প্রকাশ যে, সশস্ত্র তিব্বতীগণ তিব্বতের সীমান্তরক্ষীদের জম্মবোশে গৌরীশংকর আভিযানকারী জাপানীদের শিবিরে হানা দিয়া তাহাদের নিকট হইতে বলপূর্বক খাদ্য ও অর্থ লুণ্ঠিা গিয়াছে।

২৪শে নবেম্বর—অদ্য ভোরের দিকে শিকাগো বিমানবন্দর হইতে এক-ডুত্থ মাইল দূরে একখানি বিমান জলমগ্ন অবস্থায় এক সারি গৃহের উপর পতিত হয়। ফলে ১০টি গৃহে আগুন লাগিয়া যায়। অতঃত উক্তের মৃত্যু হইয়াছে।

আজ ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’ সংবাদ দিয়াছেন যে, কমান্ডেন্ট চীন প্রত্যাগত শীর্ষ স্যামেলনে মোড়ারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিবীতা বসুসেতবে দূরপ্রাচ্যের সমস্যাবলী লইয়া কথাবার্তা চালাইতে দিতে সম্মতি দেয় নাই।

২৫শে নবেম্বর—নিম্নোক্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার অঙ্গ হিসাবে ইন্দো-নেশিয়া গবর্নমেন্ট পশ্চিম জাভার গ্রামাঞ্চল হইতে চীনাগের বহিষ্করণের কার্যের গতি বাড়িয়া দিয়াছেন।

২৬শে নবেম্বর—জসলা ও ফেরের পশ্চিম নেপাল সীমান্তে অবস্থিত। দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব দুইশত মাইল। এই দুইশত মাইল সীমান্ত জড়িয়া চীনারা ব্যাপকভাবে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে বলিয়া কঠমণ্ডুরে সংবাদ আসিয়াছে।

রাষ্ট্রিয়ান ফেডারেশনের সচিব পরিষদ অস স্যামস্মিতরম শ্রীনিবোলাট হস্তানটভারে উক্ত ফেডারেশনের সর্বোচ্চ পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ হইতে অপসারিত করিয়াছেন বলিয়া মস্কা মোতারের এক সংবাদ বলা হইয়াছে।

২৭শে নবেম্বর—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আবেক খাঁ বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান আশাপাশক ভারত-চীন বিরোধের এক পক্ষ বলিয়া মনে করে।

২৮শে নবেম্বর—আজ বেগমের এক সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ যে, গত বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশে শান বিস্ফোরিত হইয়া এক ট্রেন ধ্বংস করায় ছয়জন যাত্রী নিহত হইয়াছে।

পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ সোয়েব বলেন, বর্তমান বঙ্গের শেষে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে খালের জল সম্পর্কিত বিরোধের সমাপনকল্পে একটি সাময়িক চুক্তি সম্পাদিত হইবে।

২৯শে নবেম্বর—নেপালের বিপদের মহত্ব ভারত আগাইয়া গিয়া নেপালকে রক্ষা করিবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী নেহরু যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, আমেরিকান জনসাধারণ তাহাতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় খোষা

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পরস। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মহাশ্বর : (সভাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পরস।
মুদ্রাক্ষ ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস ও মুদ্রারিকন শ্রীকৃষ্ণ কলিকাতা—১।
টোলফোন : ২০—২২৪০। স্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

নতুন কাপড় কাচার পাউডার! শত প্রশংসিত!

‘দ্বিগুন দামে কেনার মতো

জিনিষই বটে’ বোম্বের এক গৃহিণী বলেছিলেন

‘কাপড় কি ধবধবে ফরসা হয়, আর কত ফেনা...

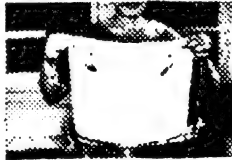
অথচ কাচায় কোন খটুনিই নেই!’

বোম্বের এ্যানি বেসান্ট রোডের শ্রীমতি বাসন্তী মাড-গাওকার বলেন, ‘নীল সাক’ বাজারে এসে কাপড় কাচার চলতি রেওয়াজ পালটে দিয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘সাক’র তুলনা হয় না। আমিতো কোনদিন ভাবতেও পারিনি যে কোন কাপড় কাচার পাউডারের এত দুন। আজকাল আমার ছেলেদেরও সবচেয়ে ধবধবে ফরসা কাপড়চোপড় পরে ফুলে বাজে... এত ফরসা কাপড় তারাও কোনদিন পরিনি আর আমিও কোনদিন এমন করে কাচতে পারিনি।’

কি দেদার ফেনা! বরা দিল্লীর জন্তর বন্তর রোডের শ্রীমতি আতা হুমায়ের মতে সাক’র আর একটি দুন: অল্প সাক’ দেবার ফেনা হয়। তিনি বলেন, ‘এক নিমিষেই ফেনার ফেনা, সত্যিই সাক’ অবাক করে।’ ঠাণ্ডা জলে এমনকি যে জলে সাধারণত: কম ফেনা হয় সে জলও সাক’ ফেনার ভরে তোলে।

কি সুবিধে! কোলকাতার বাদিক ষ্ট্রীটের শ্রীমতি মনিকা চক্রবর্তী বলেন, ‘সাক’ কাচার খটুনি মোটেই নেই, এতে কাপড় কাচাটা নিতান্তই সহজ ও আনন্দের।’



দূর হয়েছে ময়লা যত, দেখুন কাপড় ফরসা কত! শ্রীমতি বি. ভি. মাডগাওকার বলেন।



খরচ কত কম!

মাত্রাতির মাসিলামানি মজলির রোডের শ্রীমতি এন্স বালাকৃষ্ণন বলেন, ‘আমি সাক’ এত পছন্দ করি কারণ এতে খরচ কম। এক গাধা কাপড় খুঁতে আমার মাত্র টেবিল চামচের তিন চামচ সাক’ লাগে।’ সাক’র এ সব গুণের জুড়ই সাক’ ঘাঁরা একবার ব্যবহার করেন তাদের সাক’ ছাড়া আর কিছুই পছন্দ হয় না।



শ্রীমতি বি. ভি. মাডগাওকার বলেন: প্রথমবার সাক’ ব্যবহার করেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এর পর থেকে এই দিয়েই আমি সব কাপড়চোপড় কাচবো।

সারফ ব্যবহার করে দেখুন, কাপড় সবচেয়ে ধবধবে ফরসা হবে।

পুরনো
অন্ধ-সংস্কার
নিষে
আপনার
উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগ
নষ্ট করছেন কি ?



এমন অনেক লোক আছেন যারা কোন সুযোগই হাতছাড়া করেন না মনে ক'রে নিজেদের আধুনিক বলে গর্ব বোধ করেন। কিন্তু আসলে তাঁরাই অন্ধ-সংস্কার আর সেকেলে ধারণা আঁকড়ে থেকে নিজেদের সুযোগ নষ্ট করেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাস্তার জন্তে রোজাতীয় জিনিসের কথাই ধরুন। অনেকেই বলেন “বনস্পতি দিয়ে বাঁধা খাবার আমি কখনো খাই না। এটা একটা কৃত্রিম স্নেহ। কাজেই প্রাকৃতিক স্নেহপদার্থের মত ভাল হতেই পারে না।” অথচ, সত্যি কথা বলতে কি, একমাত্র তৈরী করতে মানুষের অসাধারণ বুদ্ধি ছাড়া এর ভেতর কৃত্রিম বলে কিছুই নেই।

আগাগোড়া কঠোর নিয়ন্ত্রণ
বনস্পতি চিনাবাদার ও ভিলের তেলে তৈরী একটি
বিশুদ্ধ উত্তম স্নেহপদার্থ। কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে

পরিচালিত আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত কারখানায় বিশেষ প্রণালীতে বনস্পতি তৈরী হয়। এই বিশুদ্ধ স্নেহপদার্থ সহজেই হজম হয় ও সুবরকম রাস্তার পক্ষেই উৎকৃষ্ট—কারণ বনস্পতি দিয়ে বাঁধা খাবারের স্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হয় না। বনস্পতি কেনায় ও ব্যবহারে খরচ কম... কারণ এর প্রতিটি আউন্সই খাঁটি ও পুষ্টিকর।

ভাল স্বাস্থ্য ও ভালভাবে বাঁচার জন্তে
বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে
হলে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্ততঃ দু' আউন্স
রোজাতীয় পদার্থ খাওয়া দরকার। বিশুদ্ধ ও সুবাস্ত
বনস্পতি অল্প খরচে আপনাকে এই সুযোগ দিচ্ছে।
ভাল স্বাস্থ্য ও ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্তে
বনস্পতির ব্যবহার হক কল আপনাদের উচিত নরকি ?

বনস্পতি — বাড়ীর গিল্লীর বন্ধু

যি বনস্পতি স্বাস্থ্যকাকারার্প এমোনিয়শন অব ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

VMA 9889



বর্ষ] শনিবার, ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

DESH

Saturday, 28th November, 1959

মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৪

**কোল্ড ক্রীম
অণ্ড বোভেজ**

শৈলিপুঙ্ক প্রসাধন প্রলেপ

বৈদ্যল কেমিক্যাল

কলি কা ত্রা
বোম্বাই
কানপুর

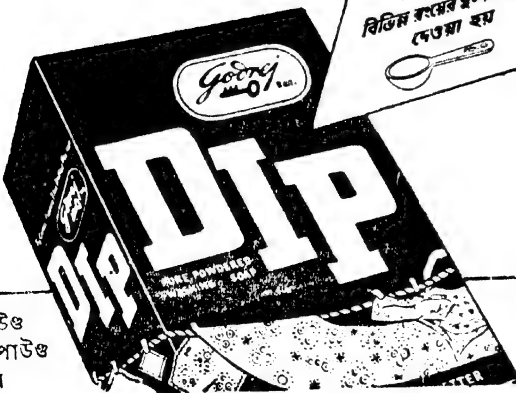
কাপড় ভাল ধোওয়ার গোপন কথা

বিনা আয়াসে, কাপড় না আছড়ে, যাবতীয়
বস্ত্র পশম, সিল্ক, রেয়ন ও তুলো—এই সস্তা উপায়ে
আরও ভালভাবে পরিষ্কার করুন...
আরও শুভ্র করে, নতুনের চাইতে উজ্জ্বল করে।

... দীপ ব্যবহারের মধ্যে

সবরকম জিনিস ধোওয়ার এই সাবান
দীপ ব্যবহারে একই ভাবে স্বচ্ছ
চীনে মাটির বাসনপত্র, পোর্সেলিনের
জিনিস, মেঝে ও পরিষ্কার করা চলে।

- বিশুদ্ধ গুড়ো
সাবান
- অপটিক্যাল
ট্রাইটনার
- সোডা বিহীন



দীপের সহিত
বিনামূল্যে
বিভিন্ন রংয়ের সুন্দর চামচ
দেওয়া হয়



১০০% ভারতীয় পরিচালনা ও মূলধন

গোদরেজ সাবান নির্মাণে শ্রেষ্ঠ নাম

১ পাউণ্ড
ও ৩ পাউণ্ড
কাটন





দুধ থেকে তৈরী **আমুলের** দ্রব্য মাত্রই সব দিক দিয়ে

ভারতম্যহীন গুণাগুণের কথাই ধরুন না....



দিনে ছয় টন মাখন...মিনিটে সত্তর টন ঘনীভূত দুধ...
পানরোশো পাউণ্ড গুড়ো দুধ প্রতিবারে...
প্রতি দফায় তিনশো পাউণ্ড ঘা...সারা বছর ধরে
আমুলের দুগ্ধজাত জিনিষের উৎপাদন এইভাবে চল
তো চলেই। বিভিন্ন দফায়, বিভিন্ন প্রকারে তৈরী হলেও
এসব খাদ্যের গুণাগুণের কোন ভারতম্য হয় না—
তার কারণ এই জিনিষগুলির পেছনে আছে বিদেশে
শিক্ষিত ডেয়ারী বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা, উৎপাদনের
প্রতি স্তরে সূচু মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা।
একথা চিকই যে, আমুল নামটি আজ দুগ্ধজাত
জিনিষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার প্রতীক এবং ঘবে ঘর
আমুলের তৈরী খাদ্যত্বা গৃহস্থের নিত্য সঙ্গী।



আমুলের ঘন ঘন
বিশেষ বিশেষ করে মজা পুষ্টি
এবং স্বাদে খাদ্যের সমৃদ্ধ।



আমুলের সফল-ভরা গুড়ো দুধ
বাড়ি গার-ঘর দুধ, মাটিতে ঘন লাগে।
সিঁচে সবচেয়ে ভাল তরুণ বাচ্চা হয়।



আমুলের কুলক্রীম ঘন দুধ
হৃদয় এর স্বাদে সোজা হৃদয়
অদ্বৈত বলা যেতে পারে।

আমুল—বিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতার চিহ্ন



খেড়া জেলা সমবায় দুগ্ধ উৎপাদক
সমিতি লিমিটেড, আনন্দ
(পশ্চিম রেলওয়ে)



বীজ থেকে বৃক্ষ...

ছোট্ট একটি বীজ মাটিতে পোতা হলো। তারপর মাটির রসে আর আলো জলে পুষ্ট হবে ঐ বীজই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠলো। এক নিরাট বৃক্ষের রূপ নিলে। শাখায় পাতায় ফুলে ফলে কোথায় যেন হারিয়ে গেল সেদিনের সেই ছোট্ট বীজটি।...

ঐ যে মাঠের কাদা-জলে রোদুর মাথায় করে চাষি ধান বুনাচ্ছে, একদিন ঐ ছোট্ট ধানের চারাও কিন্তু এগনি করেই বেড়ে উঠবে। সারা মাঠ সেদিন ধানে ধানে ছেয়ে যাবে। আর তারই জন্যইতো আজকের এ মেহনত।...

মেহনতি মানুষের মহান চেষ্টা থেকেই একদিন লক্ষ দৈন্য, লক্ষ দুঃখের মাঝে শান্তির সূর ভেসে আসবে, আনন্দ সুখের গানে গানে ভরে উঠবে পৃথিবীর আলো আর বাতাস।...

আজও তাই অতীতের স্মৃতির গোরবে হিন্দুস্থান লিভারের জবা-সামগ্রী ভারতের ঘরে ঘরে সুখের প্রদীপ অনিবার্ণ রেখেছে, প্রতি ঘরের স্বস্থ, স্বন্দর পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখে। তবু তার চেষ্টা আছে আগামীতে দেশবাসীর নিত্য নতুন চাহিদা মেটাতে দেশের অগ্রগতির সাথে তালে তাল মিলিয়ে নতুন সৃষ্টি, নতুন পণ্য নিয়ে এগিয়ে যাবার।

আজও আগামীতেও ... দেশের সেবার হিন্দুস্থান লিভার

PR. 5-X52 BG

মুদ্রা



সরনীয়

৬



অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থ তিথি

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
উত্তর দিগন্তের সমস্যা—	...	২৪৯
প্রসংগত—	...	২৫০
তিন দিন তিন রাত্রি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	২৫১
সবুজ পাতার ডাক—শ্রীহারীতরুণ দেব	...	২৫৭
যৌবন বৃত্তে (কবিতা)—শ্রীমলয়শংকর দাশগুপ্ত	...	২৬২
ফুলের প্রতীক (কবিতা)—শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়	...	২৬২
একটি রাতের আগুন (কবিতা)—শ্রীচিন্তা ঘোষ	...	২৬২

৭ই ফাল্গুনের ৭ই

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
নতুন উপন্যাস

রিক্‌শার গান ও

"শ্রীথেলোয়াড়"-এর

ক্রিকেটের রাজকুমার ২০৫০

জগৎবিখ্যাত ও ভারতের অপ্রতি-
দ্বন্দ্বী ক্রিকেটার রণজিত ক্রিকেট
জীবনের কৌতূহলজনক এবং
রোমাঞ্চকর পার্শ্ববর্তিক জীবনের
কাহিনী। উপন্যাসের নাম মনোরম।

ছোটদের (৭-১৪ বৎসর বয়সের) শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত আমাদের দু'খানি বই

১৯৫৯ সালে ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

১। লীলা মজুমদারের **হলদে পাখির পালক দু'টাকা**

১৯৫৬ সালে ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

২। প্রমোদ মিত্রের **ঘনাদার গল্প তিন টাকা**

পুঁজায় প্রকাশিত ছোটদের নতুন ৭ খানি বই :

ঘনাদার গল্পের পরবর্তী গ্রন্থ প্রমোদ মিত্রের অদ্বিতীয় ঘনাদা ২-৭৫

লীলা মজুমদারের পরবর্তী ছোটদের উপন্যাস গুপির গল্প খাতা ২,

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চাইবুড়োর পূর্ণিমা ৩,

জয়ন্ত চৌধুরীর হাওয়া বদল ৩,

শিবরাম চক্রবর্তীর চুলচেরা শোধবোধ ২,

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দা, ভুত ও মানুষ ২,

হাসির গল্পের সংকলন শম্ভু হাসির গল্প ৫,

সিনেমার খবর : "বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত তারকা অশোককুমার কলকাতায় এসেছেন এন সি এ প্রোডাকশন্সের বাংলা ছবি
'হাসপাতাল'-এ অভিনয় করতে। পনেরো বছর আগে তিনি আর একবার এসেছিলেন গুরুশংকর-এর নাটক চিত্রিত রূপে দিয়ে।
সেবার তাঁর বিপরীতে ছিলেন কানন দেবী—তদানীন্তন বাংলার সবচেয়ে নামকরা অভিনেত্রী। এবার আছেন নুটিয়া সেন—
যিনি আজ খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আসীন।....."—সম্পদ

নৌহাররঞ্জন গুপ্তের 'হাসপাতাল' (৩য় মুদ্রণ) দাম—ছয় টাকা

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রামঃ কালচাঁদ ৯৩, মহাছা গাঙ্গুলী রোড, কলিকাতা ৭ ফোনঃ ৩৪-২৬৪৩

দেশ

সোয়েটার পরে ইনুল, কলেজ, অফিস

জ্যাকুয়েট বাওয়া যায়—তাই যত খুসী

সোয়েটার বুন, পাড়ে থাকবে না।

লাল-ইমলি উল দিয়ে সোয়েটার বুন নিম্ন।

এই উলের পোশাক পরলে কাচা যায়।

হাল ক্যাশানের উলের পোশাক বুনতে—লাল-ইমলি উল চাই

লাল-ইমলি উল সব সময় মোলায়েম

থাকে। বিদেশ থেকে আমদানী

উলের হুতোম বিশেষ ধরনে তৈরী

এই লাল-ইমলি উল—অনেক রকম

রঙে পাবেন। সেরা 'কাউন্টেন'

উল ৩-পাই, 'লেডী লেসলী' ও

'তক্ষীলা' উল ৪-পাই।



দি ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কর্পোরেশন লিমিটেড

কানপুর উলেন মিলস শাখা—কানপুর, ইউ, পি



লাল-ইমলি

উল



আপনার যদি বোনার
অভাব না থাকে
—নানা আকর্ষণীয়
ডিজাইনে তৈরী
লাল-ইমলি উলের
রেডিমেন্ট পোশাক
ব্যবহার করে দেখুন।

LAL 2360

মুদ্রাপত্র

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
নিজেরে হারামে খুঁজি—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী	...	২৬৩
ট্রামেবাসে—	...	২৬৮
উত্তরা—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ	...	২৬৯
সপ্তম সূরে—শ্রীপ্রভাত দেবসরকার	...	২৭৩
পাণ্ডুরনাকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার—শ্রীপদ্মকান্ত ত্রিপাঠী	...	২৭৯
নরক—শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	...	২৮৭
প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	২৯৫

নতুন সমালোচনা সাহিত্য

অরবিন্দ পোন্দার ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

রবীন্দ্রনাথের কিশোর সাহিত্য

নবোন্মোচন ও সমাজ-বিজ্ঞানের আলোকে রবীন্দ্রনাথের কিশোর-সাহিত্য
সাহিত্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন লেখকদ্বয়। (২.৫০।)

অরবিন্দ পোন্দার প্রণীত অন্যান্য সমালোচনা গ্রন্থ

মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ

সামাজিক পটভূমিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের বিস্তৃত
আলোচনা। (৮.০০।)

বঙ্কিম মানস

উন্মোচন পাতাগুলির সামাজিক পট-
ভূমিতে বঙ্কিম-প্রতিভার বিশ্লেষণ।
বঙ্কিম-সাহিত্য সমালোচকের পক্ষে
অপরিহার্য গ্রন্থ। (৫.০০।)

রবীন্দ্র মানস

হেথায় অধিকাংশ রবীন্দ্র-প্রবন্ধকে প্রবন্ধই
ভুক্তির আঁতড়ানো বিজ্ঞানত দৃষ্টি,
লক্ষ্যহারা স্বেচ্ছাকৃত এটি একটি চিরন্তন
উপনিষদ সঙ্কট বিশ্লেষণের সাহিত্য-
সমালোচনা গ্রন্থ। (৩.৫০।)

ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক

নামা বাস্তব ও তথ্য সহযোগে ঊনবিংশ শতাব্দীর চার অগ্র-নায়কের
(রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ) ইথ্যোগ্য হুঁসা নির্মূল্য
হয়েছে এই গ্রন্থে। বঙ্কিম-মানস-এর পরিপূরক গ্রন্থ। (৩.০০।)

সংস্কৃতি পরিবর্তন কবি নজরুল

নজরুল-জীবনী সম্পর্কে
মণিলাল চিত্র, কবি-প্রতিভার
সুনিপুণ বিচার। (৩.০০।)

স্বাধীন চৌধুরী অম্ল মধুর

কতকগুলো সরস, ব্যঙ্গিত
ও আত্মর হৃদয় প্রকাশের
সংকলন (অড়ই টাকা)।

পুলকেশ দে সরকারের আচরণবাদ

স্বাধীন Behaviourism
সম্পর্কে একমাত্র প্রামাণ্য ও
অপরিহার্য গ্রন্থ। (৫.০০।)

সুবিধাজনক সাত পৃষ্ঠার
একোপা লওয়া হয়।

ইণ্ডিয়ানা

২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

"নাশনালের কয়েকটি নক"



And Quiet Flows the Don

চার খণ্ড সমাপ্ত এই মহান উপন্যাস-
খানি শলোখফের চৌদ্দ বছরের
সাধনার ফল। ডন নদের তীরে দুর্ধর্ষ
কশাকানের দুর্ভাগ্য প্রাণরক্ষা—বিপ্লবের
পার্বে ধৈর্যের জীবনের বে-আবর,
দুরতপনা আর বিপ্লবের পরে গৃহ-
যুদ্ধের রক্তমাংস সে জীবনের নবতর
রূপায়ণ—এই উপন্যাসের উপজীব্য।
দেশ ও বিদেশে নান্দ্র উপন্যাসটির
পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ ৬ পুর-
স্কারিক কাগজে লাইনো টাইপে ছাপা
তিন রঙা সুদৃশ্য জ্যাকট।

অবতী সান্যাল অনূদিত

সাম : নয় টাকা

শলোখফের আর দুটি বই

সাগরে মিলায় ডন

প্রথম খণ্ড

৪২২ পৃষ্ঠার অনূদিত

ছয় টাকা

Virgin Soil Upturned

অন্য সংস্কৃতি অনূদিত
(৪২২ পৃষ্ঠা)

নতুন দের হল

সোভিয়েত-বিজ্ঞানের আর একটি বই

গ. ন. বেরমান

মানুষ কি করে গুনতে শিখল

বোর্ড বই ১-২৫

কাগজে বই ০.৭৫

নাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ

১২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৭২ শ্যামাচরণ স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

দেশ

ঘন ঘন চুল পরিষ্কারের জন্য

টাটা-র
কোকোনাট অয়েল
শ্যাম্পু
ব্যবহার করুন

- খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
- ময়লা, ধুলোবালি ও বাসি তেল
দূর করে
- সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়
- চুলের গোড়া পরিষ্কার রাখে ও
চুল চকচকে উজ্জ্বল করে তোলে



দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড



মুদ্রা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গানের আসর—শার্দদেব	...	৩০১
চিত্রপ্রদর্শনী—	...	৩০৩
বিশ্ববিচিত্রা—	...	৩০৪
পুস্তক পরিচয়—	...	৩০৬
রঙ্গঙ্গণ—চন্দ্রশেখর	...	৩১০
খেলার মাঠে—একলব্য	...	৩১৭
সাম্প্রতিক সংবাদ—	...	৩২১

শচীন ভৌমিকের

সায়াহু যুথিকা

কয়েকটি নির্বাচিত ছোটগল্পের এক সুন্দর সংগ্রহ।
মনোরম ছাপা। অভিনব প্রচ্ছদপট। উপহারের
উপযোগী। গাইয়ই প্রকাশিত হচ্ছে। দাম তিন টাকা।

॥ পরিবেশক ॥

প্রিবেশী প্রকাশন ॥ ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট । কলিকাতা ১২

নিউ এজ এর বই বলতে
বোকার : সেরা
লেখক, সার্থক রচনা, সুন্দর মূল্য

মরুপ্রান্তর

তরুণকুমার
ভাদুড়ী

মরুপ্রান্তর মরু-প্রান্তরে যে-ইতিহাস আবহ-
মান কাল ধরে প্রসারিত হয়ে আধুনিক
কালে এসে পৌঁছেছে তা রূপকথার মতোই
অপূর্ণ। এই বিচিত্র ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করে
লেখক যে আশ্চর্য্য সন্ধান পেয়েছেন এ-গ্রন্থে
তারই এক অপূর্ণ বর্ণনা করেছেন।
সিহতার সংস্করণ। ৫

রামতনু লাহিড়ী ও (২য় সংঃ)
তৎকালীন বঙ্গসমাজ — ৫.০০

তিথিডোর (৩য় সংঃ) — ৮.০০

শরাদিন্দু
বন্দোপাধ্যায়-
এর নতুন বই

সদাশিবের
দিন কাট

ডেউদের জন্য লেখা শরাদিন্দুদের
সদাশিবের ঐতিহাসিক কাহিনী। শিবাজীর
অনুচর বলক সদাশিবের রোমাঞ্চের
অভিনব বিশেষ সংস্করণে এক অপূর্ণ
সংগ্রহ। ১.৭৫

বীণা চক্রবর্তীর
আবহমান (উপন্যাস) [মুদ্রা]

প্রকাশিত হলো :
শরাদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের
চিড়িয়াখানা মূল্য ৩.
মুদ্রাকরাজ আনন্দএর
নায়কের কৈফিয়ত ৩.

শংকর-এর নতুন বই
যা বলো তাই বলো

আইনের অগুণা ত্যাগ করে কত অসুখের
লেখক এসে আর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার
কাহিনী লিপিবদ্ধ করলেন। সিহতার
সংস্করণ। ৫

খড়ির লিখন সন্ধ্যা

এস এ পাশ করা একটি মোর কলকাতার
কাছই শরৎচন্দ্রের চারুকলায় কাহিনী
বিন্যাসে লিপিবদ্ধ হয়ে এসেছে। তিহার
কলকাতার ডবল-দেউতা, রুমের স্বপ্নের
পরিচয় থেকে দেখা এক বিশাল জগতের
বিচিত্র কাহিনী। ২.৫০

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
২২ ক্যানিং স্ট্রীট, ১২ বাঁকম চার্টার্ড
স্ট্রীট কলিং, গোল মাঠে, নতুন দিল্লী

SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY

সর্বস্বত্বের সর্বব্যাপীকারী পক্ষে
বিশেষ ক রিয়া দিক ক ও
চাওদের এপরিহার্য।
১৩৭২ পৃষ্ঠা, মূল্য—১২।।০

দুইটি প্রামাণ্য অভিধান

প্রায় ৪০,০০০ শব্দেব গ্রন্থ
১৩০০-৩৩ উপর বিশিষ্টার
প্রকাশক পক্ষসম্মতির বাধ্য
৬ প্রায়ের উপস্থাপন সম্মতি
বাংলা অভিধান।
১০০ পৃষ্ঠা, মূল্য—৭।।০

সংসদ বাঙলা অভিধান



সাহিত্য সংসদ

৩২৬ মাচার্য প্রমুখচক্ৰ রোড। কলিকাতা ২

সদ্য প্রকাশিত

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নবতম অভিনব উপন্যাস



রাখেন। 'মানসী' আখ্যায়িকার মত স্বরচিতসংগত সূত্রী প্রচ্ছদপট বইখানির অন্যতম
বৈশিষ্ট্য। দাম চার টাকা।

অন্যান্য বই

সুবোধ ঘোষের বর্ণালী (উপন্যাস) ৩.০০; নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অঙ্গীকার
(গল্প গ্রন্থ) ২.৫০; মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগকন্যা (উপন্যাস) ৪.৫০;
নতনের অভিষেক (উপন্যাস) ২.০০; পথের আলো (উপন্যাস) ২.০০;
প্রিয়তমা (উপন্যাস) ২.০০; প্রমথনাথ বিশীর বিচিত্র সংলাপ (রম্য রচনা)
৩.৫০; হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কুশপতালিকা (উপন্যাস) ৪.৫০;
প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বর্ণসম্মা (উপন্যাস) ২.৫০; সমরেশ বসুর দেওয়াল
লিপি (গল্প গ্রন্থ) ২.৫০; সেন্সপীয়রের জর্জিয়াস সীজার, ম্যাজ ইউ
লাইক ইউ, ম্যাকবেথ, মার্চেন্ট অব ভেনিস (অনুবাদক—অশোক গুহ)
প্রত্যেকটির দাম দুই টাকা।

প্রাপ্তিস্থান:

বিশ্বাস পারলিশিং হাউস

৫.১৬, অলেক রো, কলিকাতা-১।

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫/২, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২।

তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রেমের গল্প

দাম : ৪.০০ টাকা

তিন শূন্য

দাম : ৩.৫০ টাকা

শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর

রবীন্দ্রমানসের

উৎস সঙ্কলনে

দাম : ৩.৫০ টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত্র

৯ম সংস্করণ : ৫.০০ টাকা

ছেলেদের বিবেকানন্দ

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ১.২৫ টাকা

প্রকাশিত হ'ল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

প্রচ্ছদপট

দাম : ৩.৫০ টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

প্রেমের গল্প

দাম : ৪.০০ টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

রূপসী রাত্রি

দাম : ৫.০০ টাকা

সুবোধ ঘোষের

শতকিয়া

দাম : ৮.০০ টাকা

ভারত প্রেমকথা

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ৬.০০ টাকা

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের

চিৎসায় বঙ্গ

২য় সংস্করণ : ৪.০০ টাকা

সরলাবালা সরকারের

গল্প-সংগ্রহ

দাম : ৫.০০ টাকা

আনন্দ পারলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিত্তমাণি দাস লেন ৥ কলিকাতা ৯



DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 28th November, 1959.

২৭ বর্ষ ॥ ৪ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১১ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, ভারত সরকারই সবচেয়ে বেশি বলিয়াছেন। অনেকে মনে করেন কথা কম বলিয়া কাজ বেশি করা উচিত ছিল। কথার পরিমাণ বাড়াইবার ইচ্ছা আমাদের নাই, ভারতের রাজনীতিতে যে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হইল সংক্ষেপে সে বিষয়ে দু'চার কথা বলিব।

রূপকথায় শোনান গিয়াছে যে, এক রাতপরে এক গৌণ প্রাসাদে আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, অন্য তিন দিকে তাহার অব্যব পতি কেবল উত্তর দিক সম্বন্ধে সাবধানে থাকিবে; হইবে, সৈনিকের দরজা খুলিলেই সংকট দেখা দিবে। কৌতুহলী রাতপরে উত্তর দিকের দরজা খুলিয়া যে বিপদে পড়িয়াছিল, রূপকথার শ্রোতা মাথায় ত্রাণা জামেন। ভারতবর্ষকে এই প্রাসাদ, ভারতবাসীকে এই রাতপরে মনে করিলে অনায়াস হইবে না। হিমালয়ের পাহারায় এককাল উত্তর দিক সম্বন্ধে সে বেশ নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু আজ উত্তর দিকের দরজা অনর্গলিত হইয়াছে, আর সমগ্র বিপদ আসিয়াছে চীনা আক্রমণের রূপে। আমাদের বক্তব্য এই যে, এখন হইতে ভারতের রাজনীতিতে একটি গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হইল উত্তর দিগন্তের সমস্যা। অতঃপর যে দেশের সরকারই শাসন ক্ষমতায় আসীন থাকুন না কেন তাহাকে উত্তর দিগন্তের সমস্যা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন থাকিতে হইবে, একটু অসতর্ক হইলেই সমগ্র সংকট দেখা দিবে যেমন বর্তমান মুহুর্তে দেখা দিয়াছে।

চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের কি পরিণাম হইবে জানি না, চীন সরকারের যদি শুল্কবান্ধির উদয় হয় তবে হ্যাতে অস্পষ্ট মিটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সান্নাধ্যালীপ, নিরঙ্কুশ চীন সরকার যে

উত্তর দিগন্তের সমস্যা

সহজে পরাজয় স্বীকার করিয়া হটিয়া যাইবে তেমন আশা বড় দুরাশা। কিন্তু যাব সম্ভব প্রাদমে আক্রমণ চালাইয়া বিশ্ববন্ধুর দায়িত্ব ও তাহারা গ্রহণ করিবে না। তবে তাহাদের উদ্দেশ্য কি? নেপালের উন্নয়ন মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, সুনীদিষ্ট সীমান্ত চীনের কামা নহে। কেন? তাহারা ভারতের তথা নেপালের ভূতানের সিকিমের সীমান্তকে তরল অবস্থায় রাখিয়া দিতে চায়—শনৈঃ শনৈঃ সাম্রাজ্য প্রসারের উহাই অন্ত্যকাল অবস্থা। মনে করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে চীন-ভাষী সীমান্ত এ পর্যন্ত সুনীদিষ্টভাবে চিহ্নিত হয় নাই—আর এই অস্পষ্টতার সুযোগ লইয়া চীন রাষ্ট্রদেশকে নিরন্তর উদ্বেজিত করিয়া রাখিয়াছে। এবার ভারতের বহুস্তর ক্ষেত্রে এই সাম্রাজ্যবাদী নীতি আরোপ করিতে চায় চীন। লাগে তুক না লাগে তার। চীনের কোন ক্ষতি নাই পরের ক্ষতিতেই তাহারা "সমাজতন্ত্রের" চিরতর্জনা। ইহাই ভারতের উত্তর দিগন্তের সমস্যা, এখন হইতে বহুস্তর সমস্যা, আর এ সমস্যা চিরন্তনতার ভূমিকা লইয়া অব্যবহিত হইয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে না।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে শত্রুজাত্যের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র যদি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র হয় তবে সংজ্ঞার গুরুত্ব ও ভয়ের গুরুত্ব সহস্র গুণে বাড়িয়া যায়। যে সব দেশের সীমান্ত কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যের সংলগ্ন তাহাদের ইতিহাস সীমান্ত-উদ্বেগের ভয়াবহতায় পূর্ণ। আবার সেই সীমান্ত যদি সুনীদিষ্ট না হয় তবে তো কথাই নাই। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র নিজ সীমান্তে বসিয়া প্রচার, অনুপ্রবেশ, অতর্কিত

কার্যকলাপ চালাইতে থাকে, পার্শ্ববর্তী দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি এইসব দুষ্কার্যের সহায়, সংগী ও আশ্রয়স্থল। আর বিবাদের কোন একটা উপলক্ষ্য পাইবা মাত্র গোপনে অস্ত্রশস্ত্র পৌছাইয়া দেয় পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের কম্যুনিষ্ট পার্টির হাতে। তখন কম্যুনিষ্ট পার্টি অনায়াস, অপ্রচার, অর্থনৈতিক অপব্যবস্থা প্রভৃতির বলি আওড়াইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিতে থাকে এবং "জনগণের ক্রোধের" চিহ্নস্বরূপ দেশের মধ্যে ধর্মঘট, ব্যাপক কম্যুনিষ্ট ও অতর্কিত কার্য আরম্ভ করিয়া দেয়। এ বিষয়ে হিটলারের ন্যায় পার্টি ও অতর্কিত কম্যুনিষ্ট পার্টিতে বড় ভেদ নাই, তবে সত্যের খাতির বলিতে হয় যে দীর্ঘতর পরীক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত কম্যুনিষ্ট পার্টি অধিকতর পাকা। অতর্কিত কম্যুনিষ্ট পরনারী মতো দর হইতে মবুর, ঘরে আসিলে দেখা যায় প্রচণ্ড খাড়াবানী। সেই বস্তু আজ আমাদের সীমান্তে ঘরের মধ্যে দই পা ছড়াইয়া দিয়া বসিয়াছে—পার্টী নড়িবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আর সেখানে অবস্থান করিয়া প্রচার, অনুপ্রবেশ, অতর্কিত কার্যকলাপ, গোপনে অস্ত্রশস্ত্র চালান প্রভৃতি যাবতীয় জঘাত্ত কর্ম করিতে থাকিবে—আর এদিকে তাহাদের সহায়, সংগী ও আজ্ঞাবহ সেই রাজনৈতিক দলটি যাহাদের বিশ্বাস "সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র" কখনো পরাজয় আক্রমণ করে না। ইহাই আমাদের উত্তর দিগন্তের সমস্যার যথার্থ রূপ ও গুরুত্ব। তাই বলিয়াছি যে, ভারতের রাজনীতিতে অতিশয় গুরুতর নতুন একটি সমস্যার উদ্ভব হইল। ত্রিস্তর সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রান্ত নীতির ফলে এই সমস্যার উদ্ভব, আর যাহাতে জালিত না হয় শৈথিল্য ও অসতর্কতা না হয় সেন্দিক ভাবত সরকারের জাগ্রত দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

চীন, চীন, চীন। কদিন ধরে বন্যা গেল। পূজার আগে থেকে কালীপূজা পর্যন্ত। পূজাবকাশের মরশুম না পশ্চিম-বঙ্গের ভয়াবহ বন্যা নিয়েই কেটেছে। এখন বন্যা খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার খবর নয়। এখন চীন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেছেন চীনের কথা। গ্রীষ্ম এবং শ্রীমেনও। আর সেই সঙ্গে কংগ্রেস থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রাজনৈতিক দল, এমন কি চীনের স্বধর্মী ভারতের কমিউনিস্ট দল পর্যন্ত। চীনকে রাখতে হবে, আর যাতে চীন ভারত-ভূখণ্ডের কিছু ছোঁ মেরে নিতে না পারে। কিন্তু লাডাখ এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তের যা চীন দখল করে নিয়েছে, তার কি হবে? সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত সেটা পরের কথা। আপাতত নতুন কিছু না চীন দখল করতে পারে, সেইটাই প্রধান লক্ষ্য। সেটা কি করে হবে? প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীমেন আম্বাস দিয়েছেন, সরকার চীন-ভারত সীমান্ত রক্ষার আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন। বাস, তারপরে আর কি বাকি রইল?

আরও বাকি রইল। শ্রীনেহরু বলেছেন, যদিও ভারতবর্ষ সামরিক দিক দিয়ে দুর্বল নয় এবং যেকোনো আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সমর্থ, তথাপি আধুনিক যুদ্ধ ভারী শিল্পের উপর নিশ্চয়ভাবে নির্ভর করে। সমরাস্ত্রের জন্য অন্যান্য মুখ্যপেশী থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বলেছেন, "শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ভারতের রাজনাবল্ল ফরাসী ও ব্রিটিশের সহায় প্রার্থনা করতাম। তার ফলে তারা স্বাধীনতা হারালেন এবং দেশ বিদেশী শাসনাধীন হল।" আর বলেছেন, "শত্রু উৎসাহের দ্বারা স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না, উন্নতি (অর্থাৎ অস্ত্র-নির্মাণের দক্ষতা) প্রয়োজন।"

আর বলেছেন, সংহতির কথা। কিন্তু সংহতির চেষ্টা কই? শ্রীনেহরু দুখ করে বলেছেন "বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শত্রু নিজ নিজ দলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখছেন এবং নিজের নিজের দলের শক্তি-বৃদ্ধির কথাই চিন্তা করছেন। উৎসাহ জিনিসটা অপ্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন তার জোয়ার কাজের চেয়ে অকাজের নিকট প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়। বাকাবাগীশতা বিশেষ ভাগ ক্ষেত্রেই দুর্বলতার আবরণ। শ্রীনেহরু শ্লোগার্ড "বাকাবাগীশতাকে কষাখাত করেছেন।

*

বেতন কমিশনের সুপারিশ এবং সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশ শীঘ্রই প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই সুপারিশের আওতায় পড়বেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় আঠারো লক্ষ কর্মচারী,

প্রমপণ্ড

এবং সরকারে প্রায় আটটিশ কোটি টাকা ব্যয়বৃদ্ধি হবে। এর থেকে জনপ্রতি বেতন-বৃদ্ধির পরিমাণ এখন থেকেই অনুমান করা সম্ভব নয়। শোনা যাচ্ছে, বেতন কমিশনের এখনও তিন-চারটি সুপারিশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাকি আছে। অবসর গ্রহণের বয়সসীমা নির্ধারণ তার একটি। বয়স পঞ্চায় কি অটোম হাবে সে নিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। আরও একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কমিশন নাকি সরকারী কর্মচারীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের বিরুদ্ধে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অংশ চাকরী সম্পর্কীয় সমিতি এবং ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানে আপত্তি করেন নি। সরকার এবিধে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন জানবার জন্য সরকারী মহলে আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের নতুন সুপারিশ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ অংশ খুবই জটিল জিনিস। কিন্তু সৌন্দর্য্য কাজ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সরকারের বিলম্ব হওয়ার কথা নয়।

সামরিক কর্মচারীরা এই কমিশনের সুপারিশের আওতার আশেন নি। সামরিক বিভাগের অসামরিক কর্মচারী এসেছেন। সামরিক কর্মচারীদের জন্য পৃথক একটি কমিটি বসেছে।

*

কোনোই প্রদেশকে ভাষার ভিত্তিতে বিভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকার ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের নীতিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিহারের অন্তর্গত বাংলাভাষাভাষী কয়েকটি অঞ্চল দাবী করে সম্প্রতি যে আন্দোলনের সাদা পাওয়া যাচ্ছে তা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দাবীর যথার্থ্য এবং সংগতি সমাধা করে আমরা ইতিপূর্বে মন্তব্য করেছি। এই সম্পর্কে সম্প্রতি পাটনা থেকে একটি পত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে। পরপ্রেক্ষিত সম্ভবত বাংলায় লিখছেন:

"চীনের ভারতের বড়ার আক্রমণকে নিন্দা করে বিহারের বড়ার আক্রমণ করতে সিদ্ধা করেন নাই। এক এবং অখণ্ড ভারতের কথাই যদি ভাবছেন তবে বিহারের অংশ দাবী করা কেন? সমস্ত বিহার বাংলা দেশের মধ্যে মিলে যেতে চেয়েছিল তখন রাজি হন নই কেন? বহুস্তর বঙ্গের স্বপ্ন কেন?...বিহারের সীমানায় বাংলা

ভাষার অবাধ চলন ছিল, বিহার বাংলা দেয় নাই, আজ কেন দিচ্ছে? কারণ বাঙালীকে ওরা আর বিশ্বাস করতে পারছে না...চাকুরীক্ষেত্রে বাংলা দেশে উদারতা দেখান হয় কি? পূর্ব-বঙ্গের লোকেরা পশ্চিমবঙ্গের লোককে চাকুরীতে বাহাল করে?"

প্রশ্নগুরু একেবারেই বাস্তবের সঙ্গে সংগতিহীন। অথচ এরকম যুক্তি বিহারের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে দেখান হয়েছিল এবং হয়তো এখনও দেখান হচ্ছে। সেই কারণেই এর জবাব দেবার চেষ্টা করছি।

*

প্রথমত বলতে হয় যে, যেকারণে চীন ভারত-সীমান্তের যে অংশগুলি দখল করে নিয়েছে তার ফিরে পাবার দাবী জানাই, সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গ বিহারের থেকে তার নায়া অংশ ফিরে পাবার দাবী তুলেছে। এর মধ্যে চীন অথবা বিহারের কাছে যদি 'মজার ব্যাপার' থাকেও, আমাদের কাছে নেই। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন হওয়া উচিত। এক ভাষা এবং এক সংস্কৃতির লোকেরা একটি প্রদেশের অধিকৃত থাকবে, এইটাই স্বাভাবিক। বৈদেশিক প্রশাসনিক প্রয়োজন একটি প্রদেশের কোনো অংশ যদি অন্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে সেই এলাকা সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ প্যাডনিক এবং সংগত দাবীকে আত্মপ্রসারের প্রদান করা হয় না। পশ্চিমবঙ্গ বিহার বণ্ণের অংশ দেখেছে না। সিংহাসিত, বিহার কোনেনিন বাংলাদেশের মধ্যে মিলে যেতে চায়নি, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে নিজের অন্তর্গত করতে চেয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ তা পছন্দ করেনি।

পরপ্রেক্ষিত স্বীকার করেছেন, আগে বিহারের সীমানায় বাংলা ভাষার অবাধ চলন ছিল, তাহলে বিহার বাংলা দেয় নাই। অর্থাৎ অজ্ঞানসমরে তিনি স্বীকার করেছেন, সীমানার এই অঞ্চলগুলি প্রধানত বাংলা-ভাষী ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষার অবাধ চলন ছিল না। এগুলি হিন্দীভাষী কবাহ সাকৌশল চেষ্টা স্বাধীনতা-লাভের পর ফেরেই ভাল আসেছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফিরে পাবার দাবী ওঠতে সেই চেষ্টা উপ এবং উল্লেখ্য প ধারণ করেছে।

সংক্ষেপে চাকুরী প্রশংসা। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে ডোমিসিয়ালের প্রশ্ন কেনেনেনিনই তিন না, এখনও নেই। থাকলে অকণ্ঠ্যভাবে তার নিন্দা করতাম। কিন্তু যেটা খাটো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যে সংকীর্ণ "অর্থনৈতিক দেশপ্রেম"--তাকে সমর্থন করছি না--বিহীন দল অস্বাভাবিক নয় এবং বহুস্তর জাতীয়তাবোধ অথবা দেশপ্রেমেরও গুরুত্ব পরিপন্থী নয়।

তিন দিন তিন রাতি

*** নব্বেন্নাথ মিত্র ***

২১

এও উদ্যান। একটু আগে জন্তুর উদ্যান ঘাড়িয়ে এসেছে মানসী এখন গ্রামের উদ্যান। জড় নয়, এও জীবন, হয়তো মহত্তর জীবন। প্রথম সৈনিক আসে, জীবিকার জন্য নয়, জ্ঞান অর্জনের জন্য মানসী আরো দুটি সহ পাঠিনীর সংগে এসেছিল এখানে। কিন্তু গ্রন্থভাণ্ডারের জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের আগে শ্রমের সবচেয়ে ঘেরা এর বিস্তৃত উদ্যান দেখতে মন্থ হয়ে গিয়েছিল। সিঁড়ির ওপরে উঠে লাইব্রেরীর থেকে মুখে ফিরিয়ে সামনের বিকে তাকিয়ে ছিল মানসী। সম্মুখে আর পশ্চাৎ দুটি চোখের সংগে বাঁধা। ঘেরিকে তাকাও সেন্সিবেই সক্ষম, সেন্সিবেই মাথা। সৈনিক অবশ্য তাই-ই মনে হারিয়েছিল মানসীর, মনে হারিয়েছিল এই পৃথিবী অবিমিশ্র সুবেদে আধার। এর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল, কিন্তু চার ভাগই মানুষ। মানুষ বাতাসে অত্যাধিক মন্থ করত সিঁড়ি।

সহপাঠিনী ললিতা বলেছিল, গীতাতে এই যে বাইরের শোভা প্রকট মনে পড়েন। ভিতরে চক্করিয়ে।

মানসী বলেছিল, চক্কর। তাই সৈনিক জয়গাতি কিন্তু বেশ ভালো। ভিতরবলি মিঠান। সেই যাকে বলে নগরের কোলাহল নাই আসে কানে। পড়শুনার উপযুক্ত জায়গা।

ললিতা বলেছিল, সারা বলেছাত্ত আসে কি শব্দের পড়া পড়তে আসে, কি পড়ার নামে বেড়িয়ে আসে তাদের পাখি খাই উপযুক্ত। কিন্তু হতার দেহ লক্ষ্যে থাকা তাদের অসুবিধে করে গেছে। তাদের যাওয়া আসার কতগুলি কাজে প্রয়োজনে আর সময়।

সৈনিক সময় আর অধিক এমন চক্করগা হিসাবে ভালো লাগেনি মানসীর। ললিতার মুখে পরসা কথাটা বড় খুলে শুনিয়েছিল। মানুষের অর্থ-সম্পত্তিক এতবোলে পরসার হিসাবে নামিয়ে আসলে সেন বড় বেশি সোমে আসা হয়। মানসী সৈনিক বলেছিল, তার বিষয়েই ভালোমন্দ সববিষয়ে অসুবিধে পড়তে দিক আছে। এখানে এই এক প্রান্তে সরিয়ে না এনে লাইব্রেরীকে যদি ইউনিভার্সিটি-বাজারের হাটের মধ্যে তার বাসার ওপর সেই কি ভালো হোত ভেবেছিলাম? এমন প্রশংসা

ভাষণ, এমন চমৎকার পরিবেশ মিলত আর কোথাও?

দু-দিন যেতে না যেতেই অবশ্য মানসী মনে মনে ললিতার দলভুক্ত হয়েছিল। তখন তো আর চাকরি বাকরি ছিল না। টাউশন সম্পন্ন। লাইব্রেরীয়ানশিপ পড়ার খরচ

নিজেকেই জোগাতে হত। মাইনে বইপত্রের দাম কিছুই বাবা কি দাদার কাছ থেকে পারতপক্ষে নিত না। সপ্তাহে এখানে একদিন কি দুদিন আসত। সেই যাতায়াতের ব্যয়টাকে মনে মনে পরসার হিসাবেই গন্যে হত। মনে মনে, মুখে কিন্তু স্বীকার করত না মানসী। যখন টাউশন থাকত না, তবেই অসুবিধার পড়তে হত। দিনান্তে চা টোস্টের পরসার পর্যন্ত টান পড়ত। কিন্তু নিজের অভাব অন্যদের কথা কারো কাছে মুখ ফুটে বলত না মানসী। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছেও নয়। কেউ কেউ টের পেয়ে বলত, 'মানসী বড় শক্ত মেয়ে। ও ভাগে তবু মচকায় না।' মানসী ভাবল, কেন মচকাবে? হৃদয়

সুবোধ চক্রবর্তী-র	সেই উজ্জ্বল মূহূর্ত ৩৥০
রমাণি বীক্ষা-খাত লেখকের প্রথম উপন্যাস।	রমেশবর্মা ঘটনাপ্রবাহের নিপুণ বিন্যাসে অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি।
বিমল মিত্র-র	রাজপুতানী ৩৥০
বাংলা উপন্যাসে 'বিমল মিত্র' নামে একটি অধ্যায়।	তার রচনার সকল বৈশিষ্ট্য তার এই সম্প্রতি রচিত গ্রন্থে পরিণতের রূপে পেয়েছে।
বনফুল-এর	উদয়-অস্ত ৬
উপন্যাসের নতুন নতুন রূপ ও ভাষার পরীক্ষার বনফুল আজও	তার অসাধারণ উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন।
অন্যান্য বই : অন্যান্যের ৫, মহাশয় ৩০, ভূতন সেম ২	অথ সংস্করণিতম ২
গ. চ. নি-র	বাংলা রম্যরচনার ক্ষেত্রে আর একটি নতুন নাম সংযোজিত হলো—
গ. চ. নি।	বইটির নামই বইটির বিষয়কত্ব সম্প্রতি।

দীপক চৌধুরী-র	হারিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়-র
দাগ ২৪ খণ্ড ৫, ২২ খণ্ড ৫,	অভিসারিকা ৩
রূপদর্শী-র	ভোলানাথ মুনী-র
রংগবাগ ৩৬০	এই প্রেম ৫
বিমল কর-এর	নারায়ণ গাঙ্গুলি-র
দেওয়াল ২৪ খণ্ড ৬, ১২ ৫৥০	নীলদিগন্ত ৩, সম্ভারিণী ৩,
দীনেন্দ্রকুমার রায়-এর	অচিন্ত্যকুমার-এর
ডাক্তারের হাতে দড়ি ২৥০	কল্লোল যুগ ৬

রমাপদ চৌধুরী	
প্রথম প্রহর ৫, লালবাই ৫, অরুণা আদিত্য ৩,	
অন্নদাশঙ্কর রায়-এর	
যম্য যুগো দেশ ৫, কলংকবতী ৫, দুঃখমোচন ৫, কন্যা ৫, যৌবনভাঙ্গা ২, অপসরণ ৫,	
কাকসার ৫, মাহতের লগ্ন ৫, অস্ত্রতরঙ্গ ৬, আত্মনিকতা ২, বিনয় বই ২, উত্তরিক যানের	
মুক্তি ২, পুতুল নিয়ে খেলা ৩, রত্ন ও শ্রীমতী ২২ খণ্ড ৩, ২৪ খণ্ড ৩০	
অগ্নি নিয়ে খেলা ৩,	
অন্যান্য বই	
মাজত গোলামিয়া সংসাগন্ধা ৫, অমরেন্দ্র ঘোষের কনকপত্রের কবি ৫, গোপাল	
কলপায়ের জোয়ারের বেলা ৫০, তারাকঙ্করের স্বর্ণমূর্তি ৫, পশুপতি ভট্টাচার্য্যের	
সহজ মানুস ৫০, দিলীপকুমার বায়ের শোলা ৮, উপেন্দ্র গাঙ্গোপাধ্যায়ের শেষ	
বৈঠক ৫০, সন্তোষকুমার ঘোষের কিন্নর গোয়ালার গালি ৩৥০, নবজ্যোতি ঘোষের আজব	
নগরের কাঁইনী ৮, জৈনতিবিরূপ নন্দীর প্রিয় অপ্রিয় ২৥০, মণিক বসন্তগোপাধ্যায়ের	
শুভাশঙ্ক ৫, গোপালকন্দ মজুমদার সম্পাদিত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ৫০০	

ডি. এম. লাইব্রেরী : ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট : ১ : ১ : ১

ভাঙলেই পা মচাবে কেন? মৃৎ শৃঙ্খলে কেন?

আটেনড্যানস খাতায় নাম সেই করল মানসী। আর একটি দিনের শূন্য। সে যে কাজ করতে এসেছে সেই আগমনবার্তার স্বাক্ষর। যখন ছাত্রী ছিল গুণী আর মানী বাস্তবের স্বাক্ষর সংগ্রহের শখ ছিল। ছোট খাতা ভরে তুলেছিল তাঁদের নামাবলীতে। একজন লেখক সেই করতে করতে মদ্য হেসে আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'একদিন তুমিও হয়তো অটোগ্রাফ দেবে।'

সে আশীর্বাদ ফলেনি, হয়তো কোনদিন আর ফলবেও না। কিন্তু তাতে খুব বেশি আফশোষ হয়নি মানসীর। এক ধরনের অটোগ্রাফ সে তো রোজই দিয়ে যাচ্ছে। জফিসের এই হাজিরাখাতায় নিজের কর্ম-জীবনের সাম্প্রতিক স্বাক্ষর। একদিক থেকে ধরতে গেলে এই স্বাক্ষরের কোন মূল্য নেই। এই সেই শূন্য আকট-উস ডিপার্টমেন্টের হিসাব নিকাশের জন্যে। কিন্তু আর একদিক থেকে দেখলে মাস মাইনের হিসাবে দৈনিক অর্থমূল্য ছাড়াও আরো বড় অর্থগণের এই স্বাক্ষরের মধ্যে আছে। এই স্বাক্ষর তার কর্মজীবনের প্রতীক। এই স্বাক্ষর 'প্রতিদিনের কর্ম' প্রতিদিন নিরলস থাকার প্রতিশ্রুতি। সেই প্রতিশ্রুতি পালনের মতো অসীম। অসীম অসীম। এই শব্দটির মধ্যে কী সীমাহীন সুখই না একদিন লুকিয়েছিল।

সহকারী অপর্ণা হাত থেকে খাতটা টেনে নিয়ে বলল, 'হল তোমার? নাম সেই করছ না কবিতা লিখছ।'

মানসী হেসে বলল, 'কবিতা লিখছি।'

অপর্ণা বলল, 'ব্যাপারটা সেইরকমই মনে হচ্ছে। আমরাও সেইটাই করতে জানি। একেবারে নিরক্ষরা নই।'

অপর্ণার পর রেবা, সীমা, শিখা, মনীষা, পরেশবাণু, সুনীলবাণুদের সইয়ের পাল্লা চলতে লাগল।

নিজের চেয়ারে পিঠের হয়ে বসল মানসী। এই কাজের আসনই সত্যিকারের সিংহাসন। সুখাসন যোগাসন। সুখাত দিয়ে বিশেষ করে ছুই। শূন্য মন দিয়ে নয়, বৃদ্ধি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে নয়। মানসী জানে সবাই সে কথা ভাবে না। কেউ কেউ আছে যাদের কাজে মন নেই, সুখ নেই। যেমন অসীম। সে কাজ থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কখনো সশরীরে কখনো শূন্য মনে। এই কর্মভীরু, মানুষটিকে মানসী কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারল না। যে কাজকে ভয় করে তার ভয় কিছুতেই যাবার নয়।

অসীম একদিন হেসে বসেছিল, 'কাজকে ভয় করলে হবে কি, কাজের মানুষকে ভালোবাসি, কাজের মেয়েকেও ভালোবাসি।'

যারা কাজ করে তাদের কথা দিয়ে বন্দনা করাই আমার কাজ।'

মনে মনে খুশি হয়েছিল মানসী। তা ঠিক। বন্দনা ও করতে জানে। ওর কথাই স্বাক্ষর সারাদিন কানে বাজে, কথার আলো সারা দিন রাত মনের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে।

মানসী মৃৎে কিন্তু সেই মহিমা স্বাক্ষর করেনি, হেসে বলেছিল 'বন্দনার বাংলা মানে চট্টোকারিতা। যারা কাজ জানে না। কাজের মানুষকে তাদের খোসামোদ করতে জানতে হয়। তোমার বিদ্যেটা যদি যথাস্থানে খাটতে তা সন্দেহ আসলে বাড়ত।'

অসীম ভাবাব দিয়েছিল 'সেই বৃদ্ধি আমি টাইনে মানসী।'

রিডিংরুমে দু'চারজন করে অধ্যয়নার্থী আসতে শুরু করেচে। এবেলায় তারা সংখ্যার কর্ম। দু'পূরে বিকেলে এই ঘর ভরে যাবে। সবাই যে গুরুত্বের বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করতে আসে তা নয়। কেউ কেউ মৃৎপ্রাণ বই খোঁজে। কেউরা এখানে এসেও সুলভ নভেল নাটকের মধ্যেই মজে থাকতে ভালোবাসে। কেউ আসে শূন্য এই পরিবেশের জন্যে, কেউ চয় বন্ধু-বান্ধবের সান্নিধ্য সুখে। মানসীর কিছু অজানা নেই। প্রথম প্রথম সে বিরত হত। যারা অনধিকারী তারা কেন অপ্সারাজন সত্যিকারের বিনাধারীর জয়গা ভাঙে বসে থাকত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানসীর মনে সহনশীলতা এসেছে। আচ্ছা আসকে। এই বিরট কথোপকথন আশ্রয় আরহাওয়ায় তারা নিশ্বাস নিক। যদি সস্তা নভেল, নাটক ও এখানে এসে পড়ে, পাড়ার রকে বসে আড়-ইয়ার্কি দেওয়ার চেয়ে কি আরো পাঠটা দু'দুর্গ করা চলে তা চের ভাল। রুটি কি একদিন বদলায়? একদিন গড়ে ওঠে? পাঠের রুটি, শিখর রুটি, জীবনযাপনের রুটি সব রুটি সম্পর্কেই সেই কথা।

কোরসপন্ডেন্স ফাইলটা টেনে নিল মানসী। কোটবিহারের এক অধ্যাপক বাঙালার পারিবারিক জীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একখানি বই লিখছেন। তাঁর সহায়ক বইপত্রের সম্ভান মানসীকে পিত্ত হবে। অকিসারের কাজ থেকে এ সম্বন্ধে কাজ পরামর্শ নিয়ে এসেছে মানসী। আজ সেই পরামর্শকে ভাষায় রূপ দিতে চায়। শূন্য কি সমাজবিজ্ঞান? দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, নৃত্য, ভূগোল, রসায়ন পদার্থবিদ্যা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন কেন শাখা নেই যা হাত দিয়ে না ছুঁতে হয় মানসীকে। লেখকসচী আর গ্রন্থসচী। মানসী এই সচী-শিখর শিখপী। ভাব কর, সাজাও, তালিকা কর, নিদেশ দাও, সম্ভান দাও, কোথায় কোন বস্তু পাওয়া যাবে। তার বেশি নয়। এই বিরট গ্রন্থশালার দ্বারদেশে তুমি শূন্য তুমি অটি স্বরী হয়

থাকবার জন্যে এই বিপুল রসভাণ্ডারের গ্রহরী, রসাম্বাদন তৌমার জন্যে নয়, সেই অতল জ্ঞানসমুদ্র গভীরে নিমজ্জন কোনদিন তোমার সাথে কুলোবে না।

মানসী এখানে এসে দিনের পর দিন মাসের পর মাস এক ক্ষুদ্র আসনে ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সহকর্মীদের মধ্যে কারো সংগ সহযোগিতা, কারো সংগ গোপনে গোপনে প্রতিযোগিতা চলে। অনেককে আদেশ মানে দু'একজনকে আদেশ দিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। মাসের পর মাস বছরের পর বছর কেটে যায়। কিন্তু আজ মানসীর হঠাৎ খোলা হল সব তুচ্ছ, সব বাহ্য। এই বিরট গ্রন্থশালার সীমানার পাড়িয়ে সে শূন্য রক্ষণীর কাজ করে চলেছে। জ্ঞানের কোন একটি বিভাগের সে কোন নিষেধ না গ্রহণের আগ্রহ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে।

মানুষের সৃষ্টি সংগঠিত এই জ্ঞান আর রসের ভাণ্ডারের কথা ভেবে মানসী মৃৎের জন্যে নিজেকে হঠাৎ ভারী অসহায় বোধ করল। যেমন ছাত্রের পূর্ব পড়িত্যর ব্যতির অসংখ্য তারায় ভরা অসীম আকাশের নিকট চোখ পড়লে সেই বিপুল বিস্ময়ের কাজে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুখে বসন্ত-বসন্ত তুচ্ছ হয়ে যায়, তার কথা মনেই পড়ে না। এই অসংখ্য অক্ষরের তারায় ব্যতিত জ্ঞানের আকাশও তার মনে সেই বিস্ময়ের মতো এনে দিল। সবচেয়ে স্মরণীয় এক আকাশ মানুষের বিস্ময়ই সৃষ্টি। এর তারার মতো তার নিজস্বই 'স্বতন্ত্র' স্বাক্ষর। গাঁথা, তার নিজেস্বই হাস-বহনো ভরা। মানসীর মনে পড়ল মহাকাশ নয়, রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারের তাকো দিয়েছিলেন মহানবীর সঙ্গে। তাক-সমূহের শত বংশদের কাজেই বৈধ যদি এমন কারো বুদ্ধি ব্যক্তিগত পণ্যই না, না সমাজের পড়া শিক্ষার মতো চুপ করিয়া থাকত। তাই সেই নীরব মহাকাশের সৃষ্টি এই কঠোরপ্রীর তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ পিঠের হইয়া আছে, মানবাত্মার যমর আলোক কলো অক্ষরকে শব্দকে কাগজের কারাগারে বঁধা পাড়ায় আছে।

পরীক্ষার খাতার পাঠপত্র নিয়ে যে প্রবাহ লিখতে উদ্ভূত ছিল তাকে সমগ্র করতে পারবে বলে এক সময় কখনোই অনুভব করে রেখেছিল মানসী। সেই অনুভবপন্য কাজে আসে নি। পাঠপত্র নিয়ে প্রবাহ তাকে লিখতে হয়নি। এই বিরট গ্রন্থশালার মধ্যে দিনের পর দিন কাজ করতে করতে সেকথা মনে পড়েনি। কী অশুচর্য, অজ্ঞ মনে পড়ল। আজ যখন মন আর এক বেদনে অভ্যুত, আর এক বেদনের জর্জর, তখন হঠাৎ মনে এসে প্রেমের বণ্ডনার চেয়ে মৃৎতার বেদনা আরো

বেশি, জ্ঞানের দৈন্য আরো বেশি দৃষ্টির আর লজ্জার। একমাত্র জ্ঞানই কি মানুষকে সব দৃষ্টি, সব ভয় আর ভাবনা থেকে মুক্তি দিতে পারে? সব তুচ্ছ আর বাসনার সমুদ্র পার হতে শিখায়? কিন্তু জ্ঞানের কি সীমা আছে? খানিকদূর এগিয়ে সব মানুষকেই তো শেষে একদিন সেই পরম-জ্ঞানী স্ক্রেটসের মত বলতে হবে, 'কিছুই জানি না আমি, এই মাত্র জানি।' কিছুই জানি না, কিছুই জানতে পারব না এই কথা জনবীর জন্যেই এই বিপুল গ্রন্থাগার সৃষ্টি, এই বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারের আয়োজন! কিছুই জানি না, কিন্তু জানাবার চেষ্টা করি, সেই চেষ্টার মধ্যেই জীবন, সেই সংগ্রামের মধ্যেই কি মানুষের সিদ্ধি আর সাধকতা? সেই মহৎ বেননার, মহত্তর উপলব্ধির মধ্যেই কি মানুষ নিজেকে বার বার খুঁজে পায়?

হঠাৎ মানসী যেন যক্ষ্মণগতত্বের অদৃশিত জ্ঞানস্রোতী মানুষের সান্নিধ্য অনুভব করল। তাদের জয়ের পৌরব পলায়নের বেদনা উপলব্ধি করল। বিনা দিয়ে নয়, ব্যক্তি দিয়ে নয়, শব্দে বোধ দিয়ে সেই বিপুল মানব ইতিহাসকে ছুঁয়ে এল, শিশু যেমন তার দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ দিয়ে আনন্দ দিয়ে অসীম আকাশকে স্পর্শ করে।

মানসী চোখ তুলে দেখল রিডিং-রুমের অনেকগুলি আসন এবার তার উঠেছে। এরকম জ্ঞানস্রোতী দল। এদের আসনের মুখে মানসীর চেনা। কারো কারো নামও জানে। শব্দে নাম আর মুখ। তাতেই আনন্দ, তাতেই সখ্য। মানসীর মন এক গভীর আশ্বাসে ভরে উঠল। সেবার আনন্দ, সহায়তার আনন্দ, নিজের কাজ নিষ্ঠুর সংশয় করে যাওয়ার আনন্দ। তার চেয়ে বড় আনন্দ যেন কেউ কামনা না করে। তার চেয়ে বড় কিছু নেই। এই গ্রন্থাগারই নিজের অস্তিত্বকে যেন নতুন করে অনুভব করল মানসী, মন্থন সাধকতার স্বাদ পেল।

প্রসঙ্গ মুখে নিজের কাজে মন দিল মানসী। কিন্তু ঘাইয়ের তালিকা লিখতে লিখতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল বিদ্যার্থী অসীম ও এসে মাঝে মাঝে একটি আসন দখল করে বসত। কিন্তু সব দিন কি বইতে মন থাকত তার? দুটি চোখ অক্ষরের শাসন মানত?

সমস্ত জ্ঞানবর্ধি যন্ত্রির স্তর ভেদ করে মানস-রঙীন আর এক বেদনার অঙ্কুর ফের মাথা তুলেছে। কিন্তু মানসী তাকে কিছুতেই বাড়তে দিল না। নিজের মনকে অসংশয়নে বাঁধল। ফাইল আর বইপত্রের মাঝে সেই উশত অঙ্কুরকে অদৃশ্য করে রাখল মানসী।

তিন ঘণ্টা নিশিচল কাজের পর খানিক বিশ্রাম। চা খাওয়ার জন্যে ক্যাফে'নে এল মানসী। অপর্ণা পিছন নিল। এগিয়ে

সাম্প্রতিক প্রকাশনা

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ	বিনয় ঘোষ	১২-০০
৥ তৃতীয় খণ্ড ৥		
অপারেশন	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৬-০০
রাজা ও মালিনী	বারীন্দ্রনাথ দাশ	৩-০০
নওরুগী	প্রবোধকুমার সান্যাল	৩-০০
রবি তীর্থে	বিনায়ক সান্যাল	৪-০০
মণিপদ্ম	সুবোধকুমার চক্রবর্তী	৩-০০

• পুনর্মুদ্রণ •

ধীপাতর (নাটক : চতুর্থ মূদ্রণ) তারাক্ষর বন্দোপাধ্যায় ১-৫০ ॥
মনোজ বসুর বৃষ্টি, বৃষ্টি! (তৃতীয় মূদ্রণ) ৫-৫০, শেষ লগ্ন (নাটক : দ্বিতীয় মূদ্রণ) ২-০০ ॥ পঙ্কজ নাচের ইতিকথা (সপ্তম মূদ্রণ) মানিক বন্দোপাধ্যায় ৫-০০ ॥ রাজোয়ারা (ষষ্ঠ মূদ্রণ) দেবেশ দাশ ৪-০০ ॥
চিত্র ও বিচিত্র (৫র্থ মূদ্রণ) নীলকণ্ঠ ৩-৫০

নরবাঁধ ॥ মনোজ বসু

সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের দুটি বড় গল্পের গ্রন্থন নরবাঁধ। এক মৃত্যু থেকে অন্য মৃত্যুর মিছিল, রহস্য ও আশ্রয় হাহাকার যেমন নিপুণ তুলির স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে 'নরবাঁধ' গল্পে অন্যদিকে তেমনী শূন্যস্থিত এক বাস্তব-প্রণয়ের কাহিনী বর্ণনার নবীন্দ্রে এবং বিশ্লেষণভঙ্গির গভীরতায় চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদার অতিশয় হয়েছে 'মাখদুর'-এ।

॥ চতুর্থ মূদ্রণ : ২-০০ ॥

মানুষ নামক জন্তু ৩-০০ ॥ রক্তের বদলে রক্ত ২-৫০

সমরেশ বসু

বি টি রোডের ধারে (তৃতীয় মূদ্রণ) ২-৫০
গঙ্গা (চতুর্থ মূদ্রণ) ৫-৫০ ॥ প্রীমতী কাকি (দ্বিতীয় মূদ্রণ) ৬-০০

প্রফুল্ল রায়

সিদ্ধি পারের পাখি ৯-০০
পূর্বপারতী (দ্বিতীয় মূদ্রণ) ৮-৫০

চরেকরকম

কাঠ-খড়-কোরোসিন অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত ২-০০ ॥ বিগত দিন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩-৫০ ॥ তামসী জরাসন্ধ ৫-০০ ॥ এবংপূরের টিকটিক ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১-০০ ॥ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব সাধনকুমার ভট্টাচার্য ৬-০০ ॥ অসিধারা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩-৫০ ॥ নীলাঙ্গন সুরোজ-কুমার রায়চৌধুরী ৪-০০ ॥ শাদা-কালো কল্ডওয়াইল ২-৫০ ॥ পঞ্চতন্ত্র সৈয়দ মুজিব আলী ৩-৫০ ॥ অগ্নিরথের সারথী ভবানী মুখোপাধ্যায় ৪-০০ ॥ কাব্য-বিতান প্রমথনাথ বৈশী ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ১০-০০ ॥ পথে পথে পরিমল গোস্বামী ৩-০০ ॥ বিদেশ-বিভূই দীক্ষণরঞ্জন বসু ৬-০০ ॥ চলাচল আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৬-৫০ ॥ প্রান্ত গঙ্গা বুদ্ধদেব বসু ৫-০০ ॥ চক্ৰাচকী সত্যনাথ ভাদুড়ী ২-০০ ॥ বাণ ও বন্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত ৩-০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-বারো

এসে হোসে বলল, 'ব্যাপার কি? আজ যে বড় এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে।'

মানসী বলল, 'আমি কোনদিনই বা জড়িয়ে জড়িয়ে চলি। আগেকার সেই বংশলতা তো নই যে, ঘাটের পথে চলতে গিয়ে শরমে যায় পা জড়িয়ে।'

অপর্ণা বলল, 'বিয়ে-টিয়ে এখনো করনি, তাই এত বড়াই করতে পারছে। একবার শব্দশরের গিয়ে ঢুকলে বুঝতে পারবে পা জড়ায় কি না জড়ায়।'

মানসী মৃদু হাসল। অপর্ণা সম্প্রতি শব্দশরে ঘবে ঢুকছে। সেই অভিজ্ঞতার কথা প্রায়ই সে শোনায়। ব্যাপার বাড়ির মত স্বাধীনতা শব্দশরে বাড়িতে মেলেনি। বাইরের বন্ধুবান্ধবের সংগে দেখা সাক্ষাৎ মেলোমেশার ব্যাপারে শব্দশরে শাশুড়ীর অনুশাসন মেনে নিতে হয়েছে। স্বামীও সাথী সেই দিকে। কিন্তু বিয়ের পর অপর্ণা চাকরি করতে পারবে না এমন কোন আশংকা দেখা দেয়নি। ব্যাপার সংসারই হোক শব্দশরের সংসারই হোক টাকার দরকার। আর সে দরকার দিনে দিনে নিঃশবাসে বাড়ি। সে টাকার প্রবেশপথ যত বেশি খোলা থাকে ততই ভালো। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে অসামান্য থেকে। অপর্ণার বাবা তাঁর মেয়ের উপার্জনের ওপর অনেকখানি নির্ভর করতেন। কন্যাসন করার সময় দীক্ষণটাও ধরে নিতে হয়েছে। ফলে টাকার চাহিদা সে সংসারে অপর্ণার দুইকল রকম করা দায় হয়ে পড়েছে। ভাইবোনদের দরকার মইন বাকি পড়েছে শুন্যে। তার মন খারাপ হয়। আবার স্বামী আর শব্দশরে শাশুড়ীর অসন্তুষ্টির ভয়ও আছে। হাতছাড়া ওর

বাবাও আগের মত মেয়ের কাছ থেকে সহজে টাকা নিতে পারেন না। তাঁর আত্মসম্মানে বাধে। তাঁর মুশকিলেই পড়েছে অপর্ণা। তার পক্ষে টাকা এখন দেওয়াও কঠিন না দেওয়াও কঠিন।

অপর্ণা তার একজন পরিচিত ভদ্রলোককে সাথে দাঁড়িয়ে পড়ল। মানসী তার জন্যে অপেক্ষা না করে ক্যানটিনের ভিতরে ঢুকে কোণের একটি চেয়ার নিয়ে বসল। এখানে এখন জায়গা মেলাই শক্ত। আহারাথীর দল গিজ গিজ করছে। নো মূখ অচেনা মূখ। কারো সঙ্গে সামান্য আলাপ আছে কারো সঙ্গে নেই। কারো চোখ পরিচয়ে উদ্ভাসিত কারো চোখে অপরিচয়ের আঁধার। চা আর অমলের অর্ডার দিল মানসী। অপর্ণা আর এল না। বোধহয় অন্য কোথাও বসেছে। মানসী ভাল অপর্ণার সমস্যা অনেকটা ঠিক তাদের বাড়ির মত। মানসী যদি এখন বিয়ে করে তার অবস্থাও ঠিক ওই রকমই হবে। সেও কি আর এখনকার মত বাবাকে পরোপারি সাহায্য করতে পারবে? মানসী হাসল। কিন্তু এ নিয়ে মথা ঘামাবার আর তার দরকার নেই। বিয়ে আর তাকে করতে হবে না। অপর্ণার মত সমস্যা জীবনে হতো কোনদিনই আসবে না। মানসী পরম নিশ্চিতভাবে যেমন আছে তেমন থাকবে। চাকরি করতে করতে বুজো হবে। বেশি বুজো হলে গেলে চাকরি আর করতে হবে না। তারপর তারপর আর কিছু নেই। তারপর পিগনতরোয় অপেক্ষার আর শুন্যতা। কিন্তু একটা অবসাদ? একটা হতাশার তার মনে? জ্ঞান যার 'মানস' কমে যার 'অনন্দ'—এই নিরাশা কি তার সাজে? মানসী কিছতেই তার মানসে না। ভবিষ্যতের সেই সুগঠিত জীবন যদি শুন্যতা হয় সেই শুন্যতাকেই সে বরণ করে নেবে। তবু অপমানের কাছে সে মথা নেয়াকে না।

'মানসী!'

পরেয়ের গলায় নিজের নাম শুনল মানসী। চমকে সামনের দিকে তাকাল। না অসম্মান নয়, উৎপল রায়।

কলেজের পণ্ডান সহপাঠী।

'একা একাই চা খাচ্ছি।'

মানসী হোসে বলল, 'খাবে?'

উৎপল সামনের চেয়ারটা ফাঁকা দেখে 'হাতে বসে পড়ে বলল, 'যদি খাওয়াও হতো খেতে পারি। নিজের পকেট ফাঁকা।'

মানসী বলল, 'আচ্ছা সেজন্যে ভাব না। খাও চা? না আর কিছা খাবে?'

উৎপল বলল, 'না। শাধাই চা। বেশি ধনী হতে ভরসা পাইনি। তোমাদের হো চিনি।'

মানসী বলল, 'তুমি নাকি? এমন আত্মবিশ্বাস কোথেকে এল? তোমাদের মধ্যে যারা বিবদী সাঁতাকারের জ্ঞানী তাঁরা

কিন্তু বলেছেন আমাদের চরিত্র মানুষ তো ভালো দেবেরও দুর্গেয়।'

উৎপল বলল, 'তা হতে পারে। কিন্তু আমি সর্বস্ব খুঁয়ে তোমাদের একজনকে চেনার জ্ঞানটুকু সপ্তয় করে রেখেছি।'

মানসী একটা হোসে উৎপলের দিকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল। ও নিশ্চয়ই গীতা সান্যালের কথা বলছে। এক সময় সমাজিক আর সংস্কৃতি শাখা নিয়ে গীতাও মেতে উঠেছিল। সেই শাখা-প্রশাখার মধ্যস্থতায় ওদের বন্ধুত্ব ফলে-পলবে ভরে উঠল। হিংসটে বন্ধুদের মধ্যে মধ্যে আরো পল্লবিত হল। সবাই ভাল ওরা কলেজের সীমানা পার হয়েই একেবারে সোজা ম্যারেল বৈজ্ঞান্যের অফিসে গিয়ে ঢুকবে। কাকে কাকে সামান্য দেওয়ার জন্যে ডাকবে তাই নিয়েও জল্পনা কল্পনা চলল। কিন্তু পরীক্ষায় ফল হল অকল্পনীয়। গীতা গণিতে প্রথম শ্রেণীভূক্ত হয়ে বোরেল আর ফেল্ডে উৎপল বন্ধুর নাম খুঁজে পাওয়া গেল না। উৎপল ঠাট্টা করে বলল, 'মোহরা যে ভিতরে ভিতরে হিসেবী তবু আর একবার প্রমাণ পাওয়া গেল।'

গীতা কিন্তু হাসল না। তার গুহবীর মুখে দেখে সবাই দেখে কলে 'অস্তা অনাস' পেরোও চেয়ে পূরো মুখে গেল না।

তারপর কী না ব্যাপার ঘটল। দিব্যীস ভদ্রের উৎপল বি-এর চৌকটে বিদ্যাত পড়ল না। তারপরের বছর পরীক্ষায় ধারে কাছ জেগিল না। আর গীতা এই অসুখীনা 'লিঙ্গ' বিদ্যমত জ্যেষ্ঠপদ না করে 'লিঙ্গ' তার একটা প্রথম সফির প্রথম 'লিঙ্গ' ইউনিভার্সিটি থেকে অসম্মান্য পদবিগে এল।

কিন্তু গীতাকে দোষ দেওয়া যাক না। ও একরা অনাকুল্য অপেক্ষা করছিল। মানসী তা জানে। গীতা বলত, পরীক্ষার খাতা ছাড়াও কবিতার পত্রিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন না কোন দিকে উৎপল সেই মোহতার পরিচয় দিল। গীতা ততদিন কলেজে পড়ার আর রাস বসে বসে গাধারা গাধারে। 'কিন্তু' উৎপল 'চিত্র' নিষ্ঠারূপে উৎপল 'নানা' কেত 'চম' রেডাল, কোথাও ফল ফলতে পড়ল না। গীতা গতবার বিদ্যেতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এক বিজ্ঞাতরীক বিদ্যে করেছে। কেউ বলে শব্দ বর হয়েছে। কেউ বা ধিক্ব দিলছে প্রেমের এই অ-মর্যাদা। কিন্তু ওরা যত গলাগলই দিক উৎপলকে সত্যটির আসন দেওয়া কি গীতাস পক্ষে সত্যিই সম্ভব 'হল? গোমতুর্দিত তার মতো যদি সে উৎপলকে করতই অনাকুল্য আর সনানভূতি ছাড়া আর কী-ই বা সে স্বর্নাকিক দিতে পারত? সেই মোহর নিজের বাঁধন কতদিন শক্ত থাকত?

মানসী চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল

আরোগ্য করিতে ২৬ বৎসর ভারত ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ জাঃ ডিঃগার সহিত প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন।

৩বি জনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

(সি ৫৬৭)

PINE COUGH ELIXIR

সর্দি ও কাশিতে
মহোপকারী

বাথগেট এন্ড কোং লিঃ
কলিকাতা—১

কি হি হি ওর চিচি নন্দী চিত্র
কলকাতা। অর্থাৎ নন্দী চিত্র
নামের। ফের দেখা হলে কী বলবে? কলকাতা

বিশ্ববন্ধুত্বের বৈচিত্র্য, পাটভূমিকার নৃতনত্ব
এবং ভাবগোষ্ঠীসমূহের স্পর্শে বিশ্বের
লেখক শাফীন্দ্রনাথ ছোটগোপের যেতে এক
বিশিষ্ট অস্বাভাবিক রেষে চলেছেন।
দীর্ঘায়ুস্বাস্থ্যের গণেশ নৃতনত্বই এর
একমাত্র আশ্রয় কি না, বরমাত্রার্থে
একটি প্রগতি জীবন বোধের সংগে মিশে
আজ্ঞা দেহেরপর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার
প্রাপ্তি। মানব মানের চিরন্তন সম্ভারী
সম্পদ নিয়ে লেখক গড়ে তুলেছেন এক
বিশিষ্ট অস্বাভাবিকতার গড়ে, যা মানের
কোমল, স্নানকর মধুর, আনন্দের বলিষ্ঠ।

এ যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অতি মধুর রোমান্টিক গল্পসংগ্রহ

নীলাঞ্জনছায়া

উৎকল প্রদান। মাম ৩.০০

রাধা (১৬৭ সং.)	॥	ট্রাবাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	॥ ৭-০০
আপন প্রিয় (১৬৭ সং.)	॥	রমাপদ চৌধুরী	॥ ৩-০০
ধুবরণ (২য় সং.)	॥	শৈলজানন্দ মল্লিকপাধ্যায়	॥ ২-৭৫
— ফা (২য় সং.)	॥	সমরেশ বসু	॥ ৩-০০
— পদ্মগর (২য় সং.)	॥	সুবোধ ঘোষ	॥ ৪-৫০
আমার ফাঁস হল (২য় সং.)	॥	সুনীল বসু	॥ ৩-৫০
পুছায়া (৬ষ্ঠ সং.)	॥	সৈয়দ নজরুল আলী	॥ ৪-০০
কলিতীর্থ কালিঘাট (৭ম সং.)	॥	অবধূত	॥ ৪-০০
অনুব্রতন	॥	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	॥ ৫-০০
প্ৰয়াস	॥	সত্যেন্দ্রকুমার ঘোষ	॥ ৩-৫০

দুটি চোখ দুটি মন	॥	কনকপদ চৌধুরী	॥	১-৫০
আকাশার্শািপ	॥	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	॥	১-০০
ইষ্টকুটুম	॥	কালীলা মজুমদার	॥	১-৫০
মন মানে না	॥	গৌরীকিশোর ঘোষ	॥	৩-৭৫
একান্ত আপন	॥	সুবোধ বসন্তোপাধ্যায়	॥	১-০০
কথাকালি	॥	কনকপদ চৌধুরী	॥	৩-০০
শুক্লসম্মতা	॥	সুরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	॥	৫-০০
মুখের রেখা	॥	সত্যেন্দ্রকুমার ঘোষ	॥	৫-০০
জনপদবধূ (২য় সং)	॥	শ্যামীকুমার বসন্তোপাধ্যায়	॥	১-৫০
পলাশের নেশা (৩য় সং)	॥	সুবোধ ঘোষ	॥	৩-০০
বনভূমি (২য় সং)	॥	বিমল কর	॥	৩-০০
দ্বন্দ্ব মধুর (১২ ^{র্থ} সং)	॥	মুক্তাবো আলী ও রঞ্জন	॥	৩-৫০
অপরূপা	॥	শৈলজানকি মুখোপাধ্যায়	॥	১-০০

প্রবোধকুমার সান্যালের
উৎসু পদ্যান বহিঃ বলিষ্ঠ স্বরূপে নতুন উপন্যাস
অগ্নিসাক্ষী .



ଦ୍ଵିତୀୟ ଅକାଶନ

২. শাসনাচরণ দে স্টুডিট.

रुजिदाता-१२

ଦରବୀୟ ଲେଖକେର

ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਨੁਥਾਰ ਅਢੀਕ

বিদ্যোদয়ের বই
কানাই সামন্ত

চিত্রদর্শন

শান্তিনিকেতন

৩ কার্তিক ১৮৭৯ শক

শ্রীমান কানাই সামন্তের চিত্রদর্শন বইটির প্রায় সব প্রবন্ধ আমি পড়েছি বা শুনেছি। ইহার সব লেখা খুবই তথ্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ হয়েছে। ভারতীয় চিত্রশিল্প সম্পর্কে এইরূপ একটি বহির অভ্যাস ছিল, তাহা শিল্পী কানাই সামন্ত পূরণ করেছেন। শিল্পের বিষয়ে তিনি আরও এইরূপ আলোচনা করে শিল্পী ও শিল্পপরিসিদ্ধিগকে শিল্পের যথার্থ স্বরূপ বোধের সাহায্য করিতে থাকুন এই আমার আশীর্বাদ।

(স্বাঃ) নন্দলাল বসু

শিওপচার্য নন্দলাল, শ্রীপদ্মশি নিয়োণী ও শ্রুভেন্দু ঘোষের প্রবন্ধগুলি এবং প্রবেন আর্ট কাগজে সম্মুদ্রিত ১৯খানি বহুবর্ণের ও ৩৯খানি একবর্ণের বহুমূল্য চিত্রসম্ভার এই সুবহু গ্রন্থখানির অন্যতম আকর্ষণ। ২৫.০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

মধুমতা

৬.০০

অমরেন্দ্র ঘোষ

নাগিনী মুদ্রা

৩.৫০

প্রফুল্ল চক্রবর্তী

মানব-বিকাশের ধারা

জীবনের সীলামণ্ড এই পৃথিবীর প্রস্তুত-পর্ব থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারায় সর্বশেষে মানবের উদ্ভব এবং তার দৈহিক ও সাংস্কৃতিক অভিযাত্রির বিজ্ঞানসম্মত প্রাণ্ডল ইতিবৃত্ত। আর্ট কাগজে সম্মুদ্রিত ৬০খানি তথ্যানুগ্ধ ছবি বহু এই গ্রন্থখানির অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ। ১২.০০

বিজ্ঞানী স্বাঃ

জগদীশচন্দ্র

৬.০০

শ্রীহেমদাস চৌধুরী

মহাভারত

১২.০০

শ্রীনির্মলকুমার বসু

পরিব্রাজকের ডায়েরী

কতনা বিচিত্র মানব-গোষ্ঠীর সম্মিলন-ভূমি আমাদের এই দেশ। বিচিত্র তাদের জীবন, বিচিত্র তাদের রীতিনীতি ও সংস্কৃতি। এদেরই জীবনের অন্তঃসঙ্গ বর্ণনা চিত্র এঁকেছেন প্রসিদ্ধ নৃত্যবিদ ও সনাতনবিজ্ঞানী তার এই পুস্তকের পাতায় পাতায়। ৪.৫০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য

৭.০০

সুপ্রকাশ রায়
পরিভাষা কোষ

১০.০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

ময়ূরাক্ষী

৩.০০

গৃহকপোতী

৩.৫০

সুশীল জানা

সূর্যগ্রাস

৩.৭৫

প্রফুল্ল রায়চৌধুরী

তাপসী

৩.৫০

বেদেইন

পথে প্রান্তরে ২য় পর্ব

৫.০০

সুশীল জানা

গল্পময় ভারত

৪.০০



বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড II কলিকাতা-৯

সে চিঠির কোন দরকার হয়নি। কোন দরকার হয়নি সেকথাও কি বলতে পারবে? এক হিসেবে চিঠিটা নষ্ট করে ভালই করেছে মানসী। ও চিঠি তো তিনি আর নিজের ইচ্ছায় লিখতে চান নি! মানসীই তাকে দিয়ে জোর করে লিখিয়ে নিয়েছিল। সেই অনাধিকার চর্চার শাস্তি মিলেছে।

আর একবার মাথা নাড়া দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের তুচ্ছ চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল মানসী। অফিসের কাজ করতে এসে এসব অকাজকে সে কেন প্রস্রাব দিচ্ছে? ছি ছি ছি। গ্লানি, অবসাদ, পরাজয়—সব কিছুর ওপর একমাত্র কর্মই সত্য। সে কাজ খত তুচ্ছই হোক গান্ধীর নিষ্ঠার হা গোঁরব পায়। মানসী সেই গোরবেই অসামান্য হবে। তার আর কোন কামা নেই।

চরটে নাগাদ ইনচার্জ ডেকে বললেন, 'মিস মুখার্জি, আপনার ফোন এসেছে।'

কোন ধরতে গিয়ে হাত কাঁপল মানসীর, বকে কাঁপল? কাল না কি দুদিনবার ফোন করেছিল, আজ বুঝি এতক্ষণে মনে পড়ল?

না মনে এখনো পড়ে নি। অসম্মদ নয়, মায়। তিনতলার ফ্ল্যাট থেকে ফোন করছে। অথ্যাংলি শুনে নিয়ে মানসী বিস্মিত-বট রেখে দিল।

ইনচার্জ বললেন, 'কী ব্যাপার। কোন ব্যাপার খবর নাকি?'

মানসী বলল, 'না, পুরোপুরি খবরপ নয়। ছোট ভাই আর বোন দুজনেই পরীক্ষা দিয়েছিল। কোনটি পাশ করেছে তাইটি ফেল।'

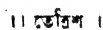
ইনচার্জ বললেন, 'যা হোক তবু তোমাদের বাড়িতে পাশের হার ফিপটি পাসেই হল—!'

নিজের টেবিলে ফিরে এসে মানসী। মায় বলছে বাবাই আগে জানতে পেরেছেন খবরটা। বিজ্ঞানের কাছে তিনি নিজেকেই গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বাড়িতে বিষম কাণ্ড শুরু করে নিয়েছেন। মানসী যেন ছুটির পর আর কোথাও দেরি না করে সোজা বাড়ি চলে যায়।

বেচার নন্দু। ওর হতাশ ম্লান মুখ-খানা মানসীর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

মায় ফোনে বলেছে, 'এর চেয়ে উল্টোটা হলে ভালো হত মেজদি। ও যদি পাশ করত, আর আমি ফেল করতাম, খুব ভালো হত। ওর মুখের দিক আর তাকানো যাচ্ছে না। দুটি তড়াভাড়ি বাড়ি চলে এসো মেজদি।' মানসীর মনে পড়ল সকালে এই মায়ই শ্ৰুমাতি নিজের পাশের জনো আশীর্বাদ চেয়েছিল।

তড়াভাড়ি যাবে বইকি মানসী। ছুটি হয়ে গেলেই বোরিয়ে পড়বে। দেরি আর কেথায় করতে যাবে মানসী? করবার কোন হেতু তো আর নেই। (ক্রমশঃ)



কিন্তু ঐ-পথে পদার্থ এবং প্রকৃতি, আর

Srijut
Harit Krishna Deb.
C/o Sudhindra Sinha
64 Rajah Rajbhallav Street
Bagbazar P.O.
Calcutta.

ग्रन्थ निलय, ११२, कर्न अग्रानिस स्ट्रीट, कलिकाटा-७

বোঝা থাকে, উনি চিঠি লেখবার সময় বা ভেবেছিলেন তা সেরেবার সময় করেন নি।

ব্যাপারটা আর কিছ্ না। কাঁব সন্তান দত্তের সঙ্গে আমি দারজিলিং বেড়াতে যাবো, স্থির করেছিলাম। যেদিন রওনা হবার কথা, সেদিন সকালে সন্তানবাবু এসে জিজ্ঞাস করলেন : সব ঠিক-ঠাক হয়েছে তো?

উত্তরে আমি বললাম : সার্ভকেস্ গুছিয়ে রেখেছি, কিন্তু কিছ্ক্ষণ আগেই সিঁড়ি দিয়ে যেমন রাজ স্খাপ উপরে উঠি তেমনই উঠছিলাম, শূধু পায়ে, হঠাৎ হেঁচকি খেয়েছি আর পায়ের বড়ো আঙুলের একটা নখ আশেপাশে উঠে গেছে, রক্ত পড়ছে—এই দেখুন। জ্বোতা না পরে তো দারজিলিংও যাওয়া যাবে না? আর বাধা যখন পড়ল তখন আমি না হয় নাই গেলুম, আপনি একাই যান।



কাশিন সুরডিভিত কেশ তৈল

কোণার্ক কেমিক্যাল কলিকাতা - ১২



একজিমা ও অত্যাচার্চর্মরোগে লিচেনসা ব্যবহার করুন

সর্বত্র পাওয়া যায়

কবি বললেন : উহু, তা কি হয়? আপনি সেরে উঠুন তারপর যাওয়া যাবে।

সেপ্টাল সুইমিং ক্লাবের তাঁবুতে সে-সময়ে রোজই সন্তান দত্তের সঙ্গে গল্প করা যেত। সেই সন্ধ্যাই ঠুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাটা জমে উঠেছিল। শূধু ঠুর সঙ্গে কেন, অনেকেরই সঙ্গে। 'চারু' বাম্বো-পাখায়, মণি গাঙ্গুলী, প্রেমানন্দের আত্মা, সাহিত্যিকদের মধ্যে এঁদের নামই এখন বেশি মনে পড়ছে। চারু, বাবু, চমৎকার ফ্যান্সি সুইমিং করতেন। চোকা-রাসের ভিতরে নৃত্যন সন্তানবাবুর বিশেষ প্রিয় ছিলেন সুকুমার রক্ষিত যিনি এখন বরাকের খনির কাজে বড় কাজী, আর প্রফুল্ল ঘোষ, মিনি সত্যি-হিসেবে বিখ্যাত। সুদীপ্ত সিংহ আর আমি জামার বদলে উড়নি গায়ে দিয়ে সেতম বলে কেউ কেউ ঠাট্টা করেছেন, কিন্তু সন্তানবাবু এটা বারোছিলেন যে বেশি ভাণ্ড করে কসটিউম পরে ভুলে নামবার আগে যদি কেউ উড়নির আশ্রয় নেয়, তাকে দেশভাগ করতে আদেশ দেওয়া অসংচিত, বিশেষত যখন উড়ি বেড়াবার সেরকম সুবিধে মতন ব্যবস্থা ছিল না।

তার আমাদের বাড়িতে সন্তান দত্ত জেনেবেলায় আসতেন অন্যসঙ্গে। ঠুর এক মামা ছিলেন আমার বাপ-কাকার বিশেষ বন্ধু, এবং সন্তানবাবুর মসজিদবাড়ি সুইটের বাসভবনেই ছিল তাঁর বাসা। আর একজনও সেখানে থাকতেন 'সলিডকলক বোস'—বাবার পিসতুতো ভাই নবীনকৃষ্ণ বোসের মহামাপুত্র—যিনি ফিল্ম জ্যোতিষ নিয়ে খুব আগ্রহী করতেন। সলিড কাকাকে আমরা ভালো গণ্যকার বলতাম। তাঁর সংগ্রহে থাকার ফলে বসু এবং সন্তান দত্ত দুজনেই ঘনঘন সত্যজা উপলক্ষ করতেন।

সন্তান দত্ত প্রায়ই 'সলিড' নিয়ে আসতেন, আমার হেঁচকির ছোট সেরেছে কিনা? সংগ্রহে কিছ্ক্ষিন লাগল। সন্তানবাবু বললেন, পাঁজিতে দিন নেমে শূধুমাত্রা করাট ভাল। পাঁজি বের করলাম। উনি একটা দিন ভাল আছে বলে বাবার ও পাঁজিটা দেখতে গেলেন। বাবার উলটো মত—সিনটা হো ভাল নয়, অম্লক বোস বসিয়ে। সন্তানবাবু, বাবার মত বাড়ন করবার জন্যে যত্ন নিখালেন। নৃত্যনের মধ্যে নৃত্যভেদ দেখে আমি আমাদের ফ্যামিলি অ্যাট্রিলজার 'সাগোম্বুচন্দ্র' আচার্যকে নিয়ে এলাম। তিনি সুপক্ষ শব্দে রক্ত দিলেন বাবার পক্ষে, এবং শাস্ত থেকে শ্লোক আওড়াতেই সন্তানবাবু বললেন : সংস্কৃত শ্লোক যখন বলছেন, তখন আমি হার মানলাম। শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডার ভয়ে সেবার দারজিলিং গেলুম না।

প্রমথবাবুর দ্বিতীয় পত্রে আ্যস্টনিমি ও আ্যস্টলজির যে সম্বন্ধ দেখান আছে সেটা

ঠিক। আ্যস্টনিমি হচ্ছে নক্ষত্রসৌকর 'ফিজিকালজি' আর আ্যস্টলজি হচ্ছে নক্ষত্রসৌকর 'সাইকলজি'। একসময়ে নক্ষত্রসৌকর মধ্যে গ্রহদের ঠাই ছিল না কেন-না তাদের চন্দ্রা-ফেরা এলোমেলো এবং একই কারণে তাঁদের "প্ল্যানেট" নাম দেওয়া হয়েছিল। হিন্দুদের প্রাচীন পঞ্জিকায় তাই স্থান নেই। শূধু 'সূর্য' চন্দ্র আর নক্ষত্র নিয়েই সৌকালের পঞ্জিকা-কাঁব-রা করার করতেন। মেঘ, বৃষ্টি, মথিল ইত্যাদি দ্বন্দ্বল রাশিকে তখনকার হিন্দু জ্যোতিষীরা আমলে আনেন নি। অতএব রাহকে তাঁরা ষাট ভাগ করে এক এক ভাগকে "সংখ্য" বলতেন। আবার সংখ্যকে ষাট ভাগ করে "পক্ষ" ইত্যাদিতে ব্যাবহাস্যিক সেক্সুয়ালিটি (Sexual-ness), প্রকলী লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্রদের প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রেও অন্যরূপ প্রকলী বর্তমান। এঁদেরকে আর কান্ড মণী তা নিয়ে কে আছে মীমাংসা হয় নি। বাস্তবিকভাবে সমস্ত লোকের প্রকলী এখন গ্রীকদের মাসানে গণ্য-পজা গ্রহণ করলুম যে কথা ইংলিশের সবুজপাতার ডাকে বলাচ্ছিল। হুমান প্রকলী সম্বন্ধে গ্রীক গলনা হুমানস্কে নক্ষত্র করেছে। এর ফলে আর ভারতীয় গোলাধারে একটি গোলাধারে বলিগোলাধার গোলাধার যেত, এখনকার পঞ্জিতে 'কলগোলাধার' বাপ দারন করে আনেন ৫০০ বৃত্তাঙ্ক পরেও এই গোলাধারের রচনা হয়। আ্যস্টলজি তখন একটি ২৩২৬ বৃত্তাঙ্ক জ্যোতিষ। এর অর্থগিন পরে নেখান সবই মথিরা। তিনি আবার আর একটি গ্রীক গলনাধার জুল-সুপে গ্রহণ করার ফলে সাইকলজির কাজে নিক্ষেপ লোকের ভ্রমাবাক নিমিত্ত দিয়েছেন। আ্যস্টলজি হিন্দুর পঞ্জিকাভবের মথাকলান হয়েছিল বহু পরে ১৬১২, পরাম্ভিতর 'সুপগলম'র উদ্ভব করে বলছেন শক-কাল (১৬৮২) থেকে ১৬২৬ বঙ্গের পূর্বে মথিসির রাজা ছিলেন। বৃত্তি মথের মধ্যে ৬৪৩ বঙ্গেরের মথিরা। আমি একটি ইংরেজী প্রবন্ধে দেখিয়েছি যে এদমো মথি-কল এবং কলগল-সুপের তথ্যিক যেটা পুরোণ পট্ট-সেইটাই ঠিক মথিরা ও সুপ মথিছিল বহু পরে পঞ্জিকা শতাব্দীতে।

অতএবকে ঘটভাগে ভাগ করে ২৪ মিনিটের "সংখ্য" লাভ করা যায়। সুপ-উপ সবুজ করার রক সন্থন মথের মথের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে 'সংখ্য' ১৬৮ মিনিট। হচ্ছে এক "মথিরা" এবং প্রাচীন-তম হিন্দু গণ্যকারদের নাম 'মৌহর্তিক'।

১ দেশ, ২৩, আ্যস্টনিমি, ১৩৬৬
২ "When Kurus fought Pandavas", Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1925.

গ্রীক্‌ অ্যান্ডস্লাভজির প্রভাব এখনো ইজিপ্টের পড়ার পর হোরা-শাস্ত্রের সৃষ্টি হ'ল। এই "হোরা" শব্দটি গ্রীক ও ল্যাটিন রয়েছে। একে ইংরাজীতে "আওয়ার" বলা হয়। বাংলার "বাটা" (৬০ মিনিট) ব'ল, কেননা- বাটা বাজিয়ে বণ্টা জাশানো হয়। হোরা-শাস্ত্র হচ্ছে ফলিত জ্যোতিষের সেকেশ্ব এডিশন। "হোরা" যে, "অহোরাহ" শব্দের আগা আর গোড়া কেটে বৈরা, এই মতও বলাহ'র্ম'হর উদ্ভূত করেছেন, "ইহোকে" ব'লে। শব্দ-তত্ত্বের নিয়মকে আগাগোড়া না কেটে দিলে এ-মতের প্রতিষ্ঠা হতো পারে না।

কাশীতে ১৯২৫ সালে আমি বন্ধুদের নীরেন রায়ের সঙ্গে একবার গ্রীষ্মক্কে গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা কইবার সুযোগ পেয়েছিলাম। গোপীনাথ কবিরাজ তখন কুইন্স্ কলেজের অধ্যাপক। অশুচ্য পণ্ডিততা তার; তিনি বলছেন আমারই শাস্ত্র জগৎকালে গ্রহ সমাবেশের সঙ্গে মানবের কর্মফল যুক্ত আছে ঘনিষ্ঠভাবে। সে যাই হোক, আমি নিজ কল্পপতিবারের ধারণা মনে চলতে চেষ্টা কর, আর এখনও চরিত্র কিছু কিছু মনে মনে হয়। অবশ্যম্বেয়ে প্রবাব্যাকার বিশ্লেষণ করে এক ভল পেয়েছি তা বলা। কবিরাজ অত্যন্ত সত্যি হই। একবার সবাব্যাকার স্বাক্ষরিত মামলা কবিরাজ মাথায় নিয়ে বেরনো যায় না যদি জ্ঞাতা নিয়ে মাথা না রাখি। নিজে নিজে দাতা করিয়ে দেবে বহুকাল, এবং এখন মন্ত এক ছত্র অর্ধশক্তি ছিল এখন একছত্র সমস্ত ক্ষমতা হয় নি। এ অবস্থায় কখনোই হওয়া চাতা গন্তব্যের কি?—কবিরাজ অত্যন্ত বলা মনে নিয়েও ঐশ্বর্য্যক অত্যন্ত বলা চাল নিই না, এ সমস্তই অস্বাভাবিক হই, হইতকালে এখন করেছিলুম। হই সারগত উদর জিহবায় করা উচিত। যিনি বনমেন, বজ্রের আঘাতন হইতকালে শুভক্ষণ, বনমেন সে পরিকার কাপড় নিয়ে আসে আর হইতকালে কাপড় নিয়ে যায়।—কলা অত্যন্ত, একছত্রও শোনা হয়। অথচ পাতকাকার কলনী অপরিহার্য। আমার দাব্য হই, কবিরাজ কাশীচরের এই নিম্নশাস্ত্রিক দৃষ্টিকোণে দেখেছেন আমার সমালোচন দৃষ্টিকোণে। গ্রাহ্যগণের অনুকূল কবিরাজ পূজায় মূর্ত হয়ে আছে, এবং ইতি-সাধারণের প্রতিফল দৃষ্টি প্রবলে প্রতিফলিত। কবিরাজ পাতক ভাত খেতে চিরকালই আমার ভাল লাগে— তার সোমালী-সবুজ রং দেখলে মনে হয় মনে সোমালী অণু থেকেই সবুজ পাতার উৎপত্তি হয়েছিল।

প্রমথবাবুর মেথা এই একদিনের চিঠিতে
আর্সালজির কথা পেতেছি। উনি নিজ
কতটা বিশ্বাস করতেন তা জানিনা।

খকাকট সারসেন অর্থাৎ অপ্রত্যক বিজ্ঞানের
মধ্যে আদ্যুপলভিক ফেলার মানে হ'ল এই
হয় যে, উনি ফলিত জ্যোতিষের ফল চোখে
নোনেল নি, তাহলে বোধহয় সাংখ্যাকারের
মতন উনি বলতে চেয়েছেন, প্রমাণভাবিত
ফলিত-জ্যোতিষ অ-সিদ্ধ। তবে আমার মতে
একটা সন্দেহ থেকে যাচ্ছে যে, এ-চিসির
মধ্যে কিছু অংশ ঠর বানানো কথা।
সন্দেহের অবসর পাই এর পরের চিঠি
পড়ে।

89

बर्हिड

22 120 122

कलागीयस्य

তোমার চিঠির যে হাত হাত জবাব দিই
তার কারণ তোমাকে চিঠি লিখতে ভাল
নাগে—আর তোমাকে চিঠি লিখতে যে
ভাল নাগে, তার কারণ তুমি হচ্ছে একজন
চিঠি লিখিয়ে লোক—অতএব ধরে নেওয়া

যেতে পারে একজন চিঠি পড়িলে লোকটি।
উপবৃত্ত প্রোভা না থাকলে বস্তুর ক্ষতি
হয় না। আর কোন কিছ, লেখবার প্রয়োজন
নেই, যদি না তা ক্ষতি করে লেখা যায়।

আমাদের সব্বজ্ঞানের ভিতর তুমি ছাড়া আর একটি মাত্র চিঠি লিখিয়ে লোক আছে। তার সাঙ্গা হেঁটার পরপর আছে কিনা বলতে পারি না, কেননা সে কলকাতার থাকে না। কে জানে? আমিও চরবর্তী হোকরা চিঠি লেখে। সে লেখে ও ভাল, আর তার লেখা বিকল্প লেখা নেই। কখন কখন আমার মনে হয় চিঠি তার কাছ থেকে যখন ওঠেন পাই।—তাহার দৃষ্টান্ত বাদ দিলে আর বড় বড় লোক থাকে না, যাকে complete letter writer বলা যেতে পারে। স্বকীয়তার লেখবার হাত আছে—কিন্তু সে হাত নে ছোট করেই রাখে। কিসের চিঠি টেলিগ্রাম বলাও হয়। স্বদেশীয় লেখে শব্দ কাজের কথা। অতুলবার

॥ একটি অমরগীয়া গ্রন্থ ॥

গভেষ্ট্রুম্বার মিত্রের
সদৃহঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস

ବ ଙ୍ଗି ବ ଗ୍ୟା ଟ ॥

স্বদেশ প্রত্যর্হ আন্দোলনের সঠিক কালক্রমকে এই ছবিটি স্পষ্টতরূপে সূচক
কর্তব্যেবলম্বী এবং সত্যিকার ইতিহাসের উপলব্ধি সঠিক করিয়ে দেবে হইয়াছে।
.....উন্নতমানের প্রবন্ধ লেখক হইয়া প্রকাশিত.....ইতিহাসিক ও উদার
বুদ্ধি বর্ণিতরূপে ইহা সিনেমা জগৎ কে সিনেমাটিকার মত এতদূর নির্ভর-
নীয়তা, সত্যতা প্রদান করিয়াছে। অতীত-কালকাল ধর্মের প্রবর্তিত ও অনুমানের
কিছু অসত্যতাও ও উদার বুদ্ধি বর্ণিত, ও ভাবোচ্চতার পটভূমি সন্নিবেশ
ইহা সিনেমা উদারতার সূচক প্রমাণ।

—उ० श्रीकृष्णदास दत्तगोपाध्याय (विद्वान् महोदयः)

[illegible]

— १६४ — (२०४३)

কবিচর্চা-বিভাগে প্রথম মাসে কবিরাজী রসায়ন সংঘে প্রচারিত নানা উপকরণের তত্ত্ব
 অতিশয় বিচিত্র। কবিরাজী রসায়ন সংঘে প্রচারিত নানা উপকরণের তত্ত্ব
 অতিশয় বিচিত্র। কবিরাজী রসায়ন সংঘে প্রচারিত নানা উপকরণের তত্ত্ব

—ପ୍ରଥମାଂଶ ବିଶାଳ (ଆକାଶବାଣୀ)

The mutiny was never before brought so close to our emotions by any other writer. It is not merely history plus fiction; it is something greater than either, and greater than summation of the two; it is the magic of history mingled with the magic of fiction, resulting in the far greater magic of a perfect work of art.

—Amrita Bazar Patrika

লেখেন ভালো কিন্তু বছরে এক আধ বারের বেশি নয়। বাদবাকী সকলের কালি কলমের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। সত্যেন্দ্র সাদা কাগজের উপর কালো অঁচড় কাটেন না, বোধহয় তার কারণ তিনি কালো বোর্ডের উপর খড়ির সাদা অঁচড় কাটাটাই তার স্বধর্ম বলে স্থির

করে নিয়েছেন। ধুজুটী শব্দ তখন চিঠি লেখে যখন তার "হিস্টরিয়া" হয়। হিস্টরিয়া জিনিসটে ত আর পালাজারের মত নিয়মিত দিনে মানুষের দেহে ভর করে না,—সুতরাং তার চিঠি যে কবে আসবে, কি আকারে আসবে তার কোনই স্থিরতা নেই। ধুজুটুও একটা নিয়ম

মেনে চলে, কিন্তু ধুজুটী চলে না। ভাল কথা মনে পড়ে গেল। সুন্দরীত দেশের মাটি থেকে সরে গিয়েই একজন পরলা নম্বরের পচলেথক হয়ে উঠেছে। এখানে এসেও তার আর একখানি চিঠি পেরোই। তার লেখার হাত দিন দিন খুলে যাচ্ছে—আর সে যত বিলেতের দিকে এগুচ্ছে তার ভাষা তত



টাটা স্টীল



দেশকে



প্রগতির পথে



এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে



বাংলা হয়ে উঠছে। তার শেষ চিঠির ভাষা প্রায় "হিরদাসের গুণতত্ত্ব"র তুল্য হয়ে উঠেছে। এর থেকে আমি একটা সার সংগ্রহ করছি। সেটি এই যে বিলেত না গেলে "বাংলালী" বাঙালী হয় না। এর কারণও স্পষ্ট। সমুদ্রে ভেসে না পড়লে বণ্য সন্তান ভারতবর্ষের চাপ থেকে বেরিয়ে যায় না। আর সে চাপ যে কি ভয়ংকর, তা সেই জনে সে কখনো নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে। ইংরেজরা বলে ভারতবর্ষ একটা Geographical Expression মাত্র। তাহলে ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যেত। ভারতবর্ষ আসলে হচ্ছে একটা historical suppression—সুতরাং তার geography-র বাইরে না গেলে মানুষের তার history-র চাপ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। পৃথিবীর সকল দেশেরই একটা অতীত আছে, কিন্তু অন্যতম সে অতীত ঘরা। এদেশের ভূত কিছু মরে ভুত হয়ে বর্তমানের ঘাড় চেপেছে। আমাদের ভূত যে সত্যসত্যি ভূত তার প্রমাণ তার ভাষা। সংস্কৃত যে অগণাগোড়া সাম্প্রদায়িক তা কে না জানে। ঐ সংস্কৃতের মায়া না কাটতে পারলে বাঙলা ভাষা তার নিজস্ব পায়ে না তার বাঙলা ভাষা বহু দিন না তার পরে লাভ করে তত্বনি বাঙালীও জীবনে তার স্বামীর মতো করতে পারেন না। এ জন আমাদের পূর্বপুরুষদের যে ছিল তার প্রমাণ ভাষা বলে গণ্যে—

“জীবিত্য পতিব্রত কিসলিঃ স্যাম্যথা”

এ কথা বাক্যের কাছে প্রতিফলিত ছিল না, যে এদেশে লেখাপড়া করাটা অসম্ভব ব্যয়ের বিষয়, কেননা যা পড়তে হার—তার পিছনে অন্যদের লাগানো আছে—আর সেই পড়া পড়ে যা লিখতে হার তার পিছনেও অন্যদের লাগাতে হবে। তা না লাগালে আমরা যে পুরুষ পুরুষ তার প্রমাণ সব কি উপকার আমাদের লেখাপড়ার ফলে আমরা নিজস্ব যে এই সংখ্য পাচ্ছি এবং দেশের দুঃখ এতটা বাড়ানি—তার কারণ বাঙালীর শিক্ষা এখন তার নাক দিয়ে বেরুচ্ছে। পণ্ডিত মহাশয়েরা যে নব্বয়ের সাহায্যে নার্সিংস্কদের বিক্ষোভিত করতেন তার উদ্দেশ্য ছিল সাধভোগ্যের নিকটমগ্নের পথ ফলাও করা।—দেখো কোন্ কথা থেকে কোন কথা এসে পড়লো। লজিকের ভাঁসন রচিত ডিডাল মানবের মন যে বিরকম এসোমোলোডাসের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় হুটী যায় তার পরিচয় এ-চিঠিতে স্পষ্ট পক্ষ। আসল আমার বক্তব্য ছিল এই যে সুনীতি লিখছে ভাষা।

কুমি জানারে চমক যে আমি কলকাতায় ফিরছি করে। উত্তর—হ্যাঁ ওহা না ওহা নব্বয়ের প্রাপ্ত। পক্ষা জনাবারী অসম্ভব বাড়ি ছাড়তে হবে তাই ভবিষ্যতে থাকবার

একটা ব্যবস্থা করবার জন্য আমাকে এবার যত শীশিগির পারি কলকাতায় গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। আমাদের দু'জনের মাথা গোঁজবার স্থানের অভাব নেই—কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের চারপাশে এত জিনিস জড় হয়েছে যে—সেই লটবহর নিয়ে কেথান ওঠাই মুশকিল। বিশেষত বইগুলোর প্রতি আমার যখন মায়া আছে, তখন সেগুলোকে যেখানে সেখানে গুলোমজাত করতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে “খাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান”—এই ভেবে আমি নিশ্চিন্ত আছি।

তোমার চিঠি আমার গাতিগাঁক দেখিয়ে জিজ্ঞাস করলুম, “উত্তরে কি লিখবে?” তিনি বললেন যে, পূর্বপত্র যা লিখেছি যা যখন সমস্তটাই কলনো কথা, তখন এ-চিঠিতেও যেন প্রাণ চার তেমনি বনিয়ে একটা কথা লেখো।—এর পর তার জবাবি আর কিছু লেখা চলে না। আসল কথা, গাতিগাঁক জনাই যে অর্থাৎ গাতি হইতি সে-কথা তিনি মনেতে চলে না, কেননা তিনি বরবর দেখে আসছেন যে, আমি যারের কোণ ছাড়তে বড়ই পারজ। এটি রচি এসে অর্থাৎ সকল সন্ধ্যা একতরম জেননা হইতি হইতি।

অতঃপর, যে আমার সমস্ত কবিতা বিক্ষোভের পরিচয় পেরে আনন্দিত হয়েছেন—একথা শ্রবণে আমি বৃন্দী হইলুম। এ-চিঠির পরে কতক কি জানো? সমস্ত নাজা হচ্ছে একটা ফাট। আর ফাট—তারি অসিদ্ধিমতকেই ভাঁক করে দেইলেন “পুলকেশু পান” আমার শ্রদ্ধার পত্র এবং সেই কবিতাই বহু গাতিগাঁক আমি পক্ষ্য করছি। কলকাতা বোম্ব এবং মার্লিন, কিছু কাগজের প্রকাশনা, বিশেষত হাম এল এল এইভাবেই গতি। এর চাইতে বহু কিছু লেখার মান বরবর সীমা লগন করো—

ঐপ্রথমতঃ স্যাদেবী

কুমি—চিঠিটা পড়ে দেখলুম যে, এক ভাষণে একটা কথা একটা অসম্ভব হইলো। “শিক্ষা নাক সিয় বেরুচ্ছে” বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের শিক্ষা হচ্ছে অসম্ভব সিয়ের শ্রুতপান করা। স্যাদা মুখে সিয় লিখে নাক সিয় সব করার সিয়র যে কলকাতার আছে আমরা সেই কলকাতারই চাই।

এ পত্র তিনি বললেনঃ “তোমার চিঠি আমার গাতিগাঁক দেখিয়ে জিজ্ঞাস করলুম, ‘উত্তরে কি লিখবে?’ তিনি বললেন, ‘পূর্বপত্র যা লিখেছি যা যখন সমস্তটাই কলনো কথা, তখন এ-চিঠিতেও যেন প্রাণ চার তেমনি বনিয়ে একটা কথা লেখো।’ এর পর তার জবাবি আর কিছু লেখা চলে না।”

কই মনে হয় ১৯৩৯ সালের চিঠিতে তিনি ইচ্ছা করেই উল্টে দিবেছেন।

এমন মানের জমিন আবার করলে?

পণ্ডিত রাখলে জলত সোন।

রচিতে বসে রামপ্রসাদের ঐ পান নিয়ে প্রমথবাব, যে এই সময়ে জগদমা-কল্পনা করছিলেন, তার ইঙ্গিত ওর দই তরিরের পাত্রে আছে। দই তরিরের চিঠিতে তিনি স্বীকার করেছেনঃ “হালে আমার মনটা বিক্ষিত ও চঞ্চল আছে, তার কারণ বর্তমানে আমি “গাহহীন”..... গাহহীন বসি যে কতটা সুপার পাত্র সে সত্যের সমাক উপলব্ধি ইতিপূর্বে আমি কখনও করতে পারি নি।”

বিক্ষিত চিত্তে তিনি লিখেছেনঃ “সংখ্য-পড়ার হিসেব এই, লিখি চিঠি আর পণ্ডিত, যাদের গোড়ার যা পাট তই অর্থায় বিশেষ কিছু না। আজ এ-বইয়ের লপতা কাল ও-বইয়ের তিনপাতা—এই হচ্ছে আমার বৈনিক বয়স। শুল্কপত্রটা এইভাবেই কাটবে। ইচ্ছা আছে পক্ষবহুর কারিকরম নিয়ে করো।”

অথচ ১৯৩৯-৩৯ সালের দিন পরে—তিনি বললেনঃ “কারিকরমের সংগ্রহ ত্যাগ করছি”—সংগ্রহ যে ত্যাগ করেন নি তার প্রকৃত প্রমাণ উই পাত্র কারিকরমের সংগ্রহ প্রকাশ্যে পাই।

রচি ভাষণ করে কলকাতা এসে তিনি পর পর দুটি চিঠি লিখেছেন

৪৪

১৯১১ বইটি স্ত্রীটি
কলিকাতা
৬ ১১ ১৯১১

কলকাতায়,

তারি না কলকাতায় বিদ্যুতি তার পরিচয় বিপন্ন হইলো। এইখানে কারও কিম্বা-সি একতরম স্যাদেবী অসম্ভব মনিকর বিকোল বই এলো এসে ত বৃন্দী হই। ইতি—

ঐপ্রথমতঃ স্যাদেবী

৪৫

১৯১১ বইটি স্ত্রীটি
কলিকাতা
২৫ ১২ ১৯১১

কলকাতায়,

কলি এসে কলি নিজে লেখা কলি এমন বৃন্দী পেশবার হইল যে বর্তমানের কারও বোঁজ সিয়র পারিনি। সবকমসকর কলিকাতার একতরম বই ছিল।

স্যাদা কলিকাতা (১৯৩৯) (চিঠিমাফল) যদি লিখতেন যেখানে একতরম এসে ত বৃন্দী হই। স্যাদেবীসকল লিখিত—তারে স্যাদা নিয়ে এসে। ইতি—

ঐপ্রথমতঃ স্যাদেবী

(কম্বা)

যৌবন বৃত্তে

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

উত্তীর্ণকালের ঢেউ শাদা শংখ তার বাহুপাশে
মুহূর্তে মোহানা পার হয়ে গেলে উষ্ণ প্রান্তে মন
সন্ধানী আলোকে ধ্রুব, অতলান্ত প্রদেশে অধীর
আমার পাতাল হতে যৌবনের এক গুণতধন
আমার সাম্রাজ্যে এনে তাকে দেবো নব সিংহাসন।

সমুদ্র ডেকেছে কাছে যৌবনের শিরার প্রান্তে
এ সাগর পাড়ি দেবো সমুদ্র মধ্যসূরে থির;
এতদিন বার বার ফিরে গেছে সামুদ্রিক পাখি
দিগচক্রবালে এসে ঘুরে ফিরে তবু প্রত্যাগত;
এ-পারে আসেনি তরী; পরাতে পারেনি তার রাখী—

তবু এই বৃত্তীহীন কুসুমের মৌচাক মন
তিমিরবলয়ে জ্যোৎস্না সুরভিত স্বপ্নকাজল
আছাণে শূভ্র বৃক, অনুভবে মস্ত শতদল;
সহসা ফাটুনি স্পর্শ : প্রাণিতর আলো-আয়োজন।

আমার সাম্রাজ্যে এনে তাকে দেবো নব সিংহাসন॥

ফুলের প্রতীক

পণবকুমার মুনোপাধ্যায়

তুমি অনুপমা হলে সূর্যাস্তের রক্তিম রেখায়।
প্রাচীন কবির মতো গম্ভীর উদাস আকাশের
মায়াবী দর্পণে ভাসছে কার ছায়া? তোমার মূর্খের।
এক ছায়া ভেঙে পড়ে স্মৃতিবহ সহস্র ছায়ায়।

তুমি ওই সমর্পিত মেঘের মণ্ডলী, হতে পার,
অথবা মেঘের শিক্বে দূরান্তিক জ্যোৎস্নার সম্মান।
নীল দিগন্তের বৃকে অলৌকিক বিমূণ্ড প্রগাঢ়
উন্মীলিত দুটি চক্ষু ছড়িয়েত রহস্যের গান।

তুমি সূর্যাস্তের সঙ্গী, তবে এই প্রসন্ন মাটিতে
চেনা ভাঙ্গি নিয়ে কেন ফটে আছে তিনটি সাদা ফল।
আমি ভুল করে ভাবি এই বৃত্ত এ কার আঙুলে
স্বপ্নে জেগে থাকে আমি নিশীথে তোমার সমাধিতে

না, তুমি কোথাও নেই, কাজে পূরে বিদ্যে চক্ৰদিকে
পুণ্ডিত শরীর কাপে তিনটি শূন্য ফুলের প্রতীকে॥

একটি রাতের আগুন :

চিত্ত ঘোষ

মাটি ছুঁয়ে গেছে শ্রাবণের নদী
উজান টেলেই আসবে।
হালকা পালের নোকো ভাসিয়ে
ভোরের চোখের বাত্পে।

উঁচু হয়ে ওঠে রোদের দেয়াল—
কে ঘুমায় তার নীচে!
স্মৃতির স্বপ্ন, স্মৃতির বিষাদ
স্মৃতির ঠান্ডা, ভিজ।

ঘামে নেয়ে ওঠে গুনটানা দিন
ছলছল করে নদী,
উঠানে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার মুখ
শংখ বাজায় যদি।

একটি সকাল দূরে চলে যায়
একটি বিকেল ডাকে।
একটি রাতের গভীর আগুন
আকাশ জ্বালিয়ে রাখে।

શ્રી અશોક પોદ્ધવી

☎ টেলিফোন : ২৪-৪৩৮১, ৮২ ☎ টেলিগ্রাম : রাইসকিংস ☎

মেয়েদের বাবু ডাকছেন। সে আবার ওপরের ঝি-টি অনরূপভাবে তার ওপরের ঝিটিকে বলবে।

এমনি করে ওপর থেকে ওপর। উঠে দাঁড়ালেন সেই অমূল্য বাড়ির মেয়েরা। ঝি তাদের সঙ্গে করে নীচে নিয়ে এসে 'বাবু' হাতে সঁপে দিলে। এই ভেবে দেওয়া ছিল তাদের কার্যতালিকার অন্যতম সূচী।

বাই হোক, ক্রমশ ঐ থিয়েটারের হ্যাণ্ড-বিল-প্লাকার্ড আমাকে একটু একটু করে যেন আকর্ষণ করতে লাগল। হয়ত মনের অবচেতন-স্তরের প্রতিক্রিয়া, কে বলতে পারে?

তখন মনে প্রশ্ন জাগত, থিয়েটার-থিয়েটার কানে আসছে বটে, কিন্তু থিয়েটার ব্যাপারটা কী? স্টার, মিনার্ভা সব নাম পড়ছি প্লাকার্ডে, এগুলি কি? যাত্রা সম্বন্ধে অবশ্য অবস্থা একটা ধারণা ছিল। আশে-পাশে কোথাও যাত্রা হচ্ছে। তা সকাল পর্যন্ত ত তখন যাত্রা চলত, তাই বায়না ধরলে তারাপদ কাঁধে চড়িয়ে তার থোকা-সাহেবকে একটু যাত্রা শুনিয়ে আসত। কিন্তু সে আর কতটুকু? জমকালো পোশাক, আর তরবারির বক-বকানি কী যে ভালো লাগত তা বলার নয়। সবটা দেখতে পেতাম না বলে মনটা ভার হয়ে থাকত বটে, তবে যাত্রার গুণপ খুব শুনতাম তারাপদের কাছে। রাত নটায় শুরু হতো যাত্রা। আটটার মধ্যে আসর থেকে ফিরে এসেছি আর বিছনায় শয়ে শয়ে ঘুম না আসা পর্যন্ত শুনছি কনসার্টের বাজনা, কিম্বা দ্রুগত গানের সুরধ্বনি, হয়ত বা রাজা-মন্ত্রী-সেনাপতিদের বক্তৃতাও ছাড়া ছাড়া দুটো-

একটা কথার রেশ! তখন ত এত মোটরগাড়ি, হৈ-চৈ, গোলমাল ছিল না রাস্তার, ভাই রাত নিঃশব্দে নিশ্চিন্ত হয়ে আসতে দেরি হতো না। এখন যেটা আশুতোষ মুখার্জী রোডের ডি এম মিত্র স্কয়ার, ওটাকে বলত কোম্পানীর বাগান। চারদিকে বাগান, মাঝখানে পুকুর। তার সামনের পাড়টাকে বলত—সরকারপাড়া। এই সরকারপাড়া, তারপর ওদিককার কাসারীপাড়া। এসব যায়গায় ছিল বহু শাখের যাত্রার দল, তাদের কনসার্টের বাজনা প্রায়ই বাড়ি থেকে শূন্যে শুনতে পেতাম।

কিন্তু যাত্রা ত বুঝলাম, থিয়েটার বস্তুটা কী? একদিন শুনলাম কাছেই থিয়েটার হবে। সারাদিন ধরে তার তোড়জোড় চলছে। সিন্দুরারিত চোখে সব দেখছি, আর ভিতরে ভিতরে কী যে উত্তেজনা হচ্ছে, তা আর কী বলব? এই বাঁশ আসছে, তক্তাপোশ আসছে, দাঁড় আসছে, শাবল আসছে, কাটারি আসছে। থিয়েটার ক্লাবের লোকেরাই বাঁশ বাঁধছে, তক্তাপোশ বসছে, আর পাড়ার ছেলেরা ফাইফারমাশ খাটছে। অজ্ঞানের কেউ হয়ত বলবে, ঐ যে উঠানে শাবল দিয়ে গর্ত করছে, ঐ বোধ হয় রাম সাজবে রে!

—রাম!

দুটি চোখ বড় বড় করে রামকে দেখতাম। কাপড়টা হাটু পর্যন্ত গাটানো, খালি গা, সারা গায়ে ঘাম আর ধুলো, রাম হয়ত গলদঘর্ম হয়ে বাঁশ পেঁতার জন্য গর্ত করছে।

পরে যখন নিজেরা থিয়েটার করতাম, তখন বুঝতে পেরেছিলাম, থিয়েটারের জন্য

এই বাঁশের কাঠামো গড়ে তোলা কম পরিশ্রম-সাপেক্ষ ছিল না। আর বাঁশই কি লাগত কম? প্রসেনিয়াম বা একেবারে সামনের দিককার অংশের জন্য লাগত ওপরে-নীচে আটখানা মোটা মোটা বাঁশ। ওপরে দুখানা, নীচে দুখানা। আর দুখাংশের জন্য দুটো দুটো চারটে। ছোটবেলার চোখে এই প্রসেনিয়াম বাঁধার ব্যাপারটা দেখতে মন্দ লাগত না, যেন একটা উৎসবের আমেজ এসে দিত ঐ বাঁশের চৌকো কাঠামোটা। যেন থিয়েটারের মহিমান্বিত সূচনা করছে ঐ আটখানা বাঁশের কক্ষাল। অনুরূপভাবে পিছনের জন্যও লাগত মোটা বাঁশ দুখানা দুখানা এবং তারও ওপরে দুটো, হল ছ'খানা। আবার সামনে-পিছনে বাঁধন দেবার জন্য লাগত দুখানা এড়ো বাঁশ। তাছাড়া পাশে সিন বাঁধার জন্য একমানুষ কি দেড়মানুষ উঁচুতে সিমেন্টেরা দেবে বাথুত এপাশে একখানা ওপাশে একখানা, এই দুখানা বাঁশ। তদুপরি আছে মণ্ড প্রস্তুত করার জন্য খানকতক তক্তাপোশ। হাও শক্ত করে লাগাবার জন্য ছোট ছোট বাঁশ দিয়ে খুঁটি করা হয়। সেই তক্তাপোশের মণ্ড যখন টেরা হয়, তখন দেখতুম, তার ওপরে বেশ করে কিছুটা কিছু দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিছুটা কিছুমানের পর সারা মণ্ড জুড়ে শহরতী টানটান করে পেতে কেরেক দিয়ে পুঁতে দিত, সমস্তের ন্যূনতর সময় যাত্রা না শহরতী গুটিয়ে যায়। এই কিছুটা দেওয়ার রহস্য ছিল এই যে, এতে করে যুদ্ধের মতো সময় ধপস করে পড়লেও যেমন গায়ে লাগবে না, অথবা পতন ও মর্শ্চরিতও অনেক সুবিধা হয়ে পড়ে।

কথা যখন শুরুর হল, তখন আর একটা বলি। কতামো টেরা হলেই থিয়েটারের সব আরোহণ শেষ হতো না, এর পরে আছে সিন-সিনারীর ব্যাপার, ড্রপ খাটানোর ব্যাপার। অনেক ক্লাবের নিজস্ব সিন ছিল না, তারা ভাড়া করে আনত। আবার অনেকের নিজস্ব সিন ছিল, এমন কি পোশাকও ছিল। ঠাকুরসালানের ওপরে চালি বেঁধে সিনটিনগুলিকে রেখে দিয়েছে, স্কলের সময় সেগুলি নামাও, দেখে, কী অবশ্যে আছে তারা? দেখা গেলে বিরাট বনস্পতির হয়ত সবুজ পাতা আর ডালপালা ঠিক আছে, কিন্তু গুঁড়িটাই বিরণ হয়ে গেছে। রাজপ্রাসাদের অজিন্দ ঠিক আছে, কিন্তু খামগুলো নিশ্চয়ই হয়ে যায় আর কী! তখন জনকয়েক নাওয়া-খাওয়া ভুলে বসে গেলে রঙ আর তুলি নিয়ে। দেখতে দেখতে আবার বনানী হয়ে উঠল উজ্জল, রাজপ্রাসাদ পূর্ব গরিমায় আবার হয়ে উঠল গরীয়ান।

সিনও খাটানো হল তারপর আসোকের ব্যবস্থা। এটিটিন গ্যাসএর ফুট-লাইট

নব্য প্রকাশিত হল

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

করণ-মধুর রসযন গ্রন্থ

মনের মানুষ

- দুর্ভেদ্য বনানীবেষ্টিত জনমানবহীন রেলস্টেশনে স্বজন-বান্ধবহীন অবস্থায় সমাজ সংসার থেকে চিরনির্বাসিত—যারা জীবনের সুখস্বচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে পরাহিতভ্রতে জীবন উৎসর্গ করেছেন—এমনই এক স্টেশনমাষ্টারের জীবনের ট্রাজেডির কাহিনী।
- মর্তের মানবী নালনী বিশ্বাস করেছিল স্বর্গের দেবতাকে। অন্যায় করেছিল; ফলে নিজের মরেছে, ছেলেও মরেছে। কিন্তু আমিন? সেও মর্তের মানবী—কিন্তু বিশ্বাস করে ভালোবেসে এই মর্তেরই মানব মরেনকে সর্বস্ব সমর্পণ করেছিল। তবু সে-হতভাগীও মরল কেন?

দাম : তিন টাকা

আনন্দ পারলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিত্তামণি দাস লেন । কলিকাতা-৯

দিত, সাধারণত। যারা একটু খয়রাতি করতে পারত, অর্থাৎ মৃদুশ্রমেয় যে কলটি ছিল ধনীজনপোষিত শ্রাব, তারা ভাড়া করত লাইম-লাইট, কী কার্যদায় করত জানি না, কিন্তু হয়ে যেত যেন দিনের মতো ফসলী, তাঁর সাদা আলো, পরবর্তীকালের ফোকাসের এফেক্ট আর কী!

কিন্তু এসব ধারণা ত হয়েছিল পরে, তার আগের কথাটা কী? আমাদের বাড়ি তখন ছিল চন্দ্রনাথ চাটুজ্যে স্ট্রীটে, রসা রোড থেকে একখানা বাড়ি পরে। সেখান থেকে থিয়েটারের নাচের রাজনা বা গানের সুর শুনছি, কিন্তু রাত হয়ে গেছে, দেখার ত উপায় নেই! সারা সকাল আর বিকেল যেখানে 'শিশু-তত্ত্বোপোশ-সিন্-ড্রপ' দেখে কাটানুম। 'থিয়েটার হবার আগেই বাড়িতে নেই যে বন্দী হয়েছি, সেখানে কী যে আলো-টেলিফোন ব্যাপার চলছে, তা' আর দেখতে পাচ্ছি না! বাবাকে জিজ্ঞাসা করবার সাহসই হ'ত না, মাকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে ধমক খেতুম। তখন অগত্যা অগতির গতি সেই তারাপদ। সে বলত, কলকাতার বড় থিয়েটার দেখিনি, তবে বাড়ির থিয়েটার দেখছি। উঁচু মাচর ওপর হয়।

—সে ত দেখলুম, তত্ত্বোপোশ সার্জিরে উঁচু করছে।

—তাহা? অঁকা পট লাগায়।

—তা-ও ত বিকেলে গিয়ে দেখলুম, লাগাচ্ছে।

তারাপদ তখন বিরত হ'লে উত্তর দিত, ওটা এক বকমের খাতাই। বকলে না? আসলে যাত্রা গায়, খেঁটারে গায় না, তারা বকুতা করে।

তারাপদ নিরক্ষর ছিল। অ্যান্টিক সে বলত, বকুতা। আর 'কলকাতা' বলতে সে বকুতা, উত্তর কলকাতা। সে কেন, তখন সবাই তাই বলত।

ধরুন ভবানীপুরেই হয়ত দুই প্রতিবেশী কথা হচ্ছে, : 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'..... উত্তর এলো 'এই একটু কলকাতার দিকে যাত্রা মনস্ত করছি।'

ভবানীপুর, কালিঘাট চেতলা, খিদিরপুর, এসব হচ্ছে উপকণ্ঠ। শহর তখন জোয়ার সার্কুলার রোড থেকে শুরু হয়ে উত্তর দিকে ছড়ানো।

যাইহোক, বাবা কখনো তেমন বকতেন না বা মারতেন না, কিন্তু ভয় করতুম বাবাকে ভীষণ। আর ভয় করতুম মার ধমককে। মা আমাকে শৈশবে এমন এক মূখভঙ্গি করে ভয় দেখাত যে ভীষণ ভয় হ'ত আমার। বলত, ঘুমুবি না, ঘুমো শীগগির। ঐ দেখে।

মার মূখভঙ্গি দেখে দু'চোখ বজে এই মূখভঙ্গি দেখে আমার মনে আরেক ফেলতাম তাড়াহাড়ি। তার কারণ, মায়ের

বিকট মূখভঙ্গির স্মৃতি জাগরুক হ'লে উঠত।

মুখে মূখোশ আঁটা, সারা গায়ে টকটকে লাল আলখালা মাথায় বিরাত জুটা, বিরাত বড় বড় দুটো টিনের হাত, শ্যামা পাগলী সম্ভা হলেই পাড়ায় বেরিয়ে পড়ত। নাকীসূরে অশ্রুত একটি আওয়াজ আর মূখভঙ্গী করে তার টিনের লম্বা হাতটা পাততো, কখনো বা ঘুরে ঘুরে নাচতো আর "খাখ" "খাখ" করে আওয়াজ তুলে গানও

গাইত। তার টিনের হাতে একটা কি দুটো পরসা দিলেই হাতটা উঁচু করতো সে, আর পরসাগুল সেই টিনের হাতের ফুটো দিয়ে সরসর করে নীচে নেমে তার নিজের হাতের মতোয় গিয়ে পেঁছত। সেই পরসা তার আলখালার কোলা পকেটে রেখে, আবার বাড়াত তার সেই পেঁলায় টিনের হাত। এই শ্যামা পাগলী শৈশবে আমাদের কাছে কি কম আতঙ্কের ছিল? শ্যামা পাগলী আসছে—একথা

বিভিন্ন পত্রিকা ও ভ্রমসংগীতন কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

১ম খণ্ড ২য় খণ্ড
মূল্য ৪-৫০ মূল্য ৫-৫০

গদাধর

ফণী লাহিড়ীর সুরসাগর জগন্ময় মিত্রের
রোমাঞ্চকর কিশোর উপন্যাস জনপ্রিয় গানের স্বরলিপি
খৈরাগড়ের পৈশাচিক দুর্গ গীতিকথা
কল্পতরু প্রকাশনী ৥ ৮নং কে. কে. রায়চৌধুরী রোড, কলিকাতা-৮
২য় সংস্করণ

(সি ৪১৭)

নিখিল সেন

২-৫০

বুজোয়া

সাপের মাথার মণি । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ২-৫০

দক্ষিণারঞ্জন বসু । অনেক সূর ৩-০০

রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনা ধারা । আদিত্য ওহদেদার ৭-০০

বিমল কর । সূর্য্যাময় ৩-০০

হু । রূপসীর মন । প্রফুল্ল রায়
ক । প্রবোধবন্ধু অধিকারী । উপকণ্ঠ
চ । উনিশ শতকের বাঙালি সাহিত্যে
জ । বিদ্রোহের চিত্র । সুকুমার মিত্র
ছ । চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । সোনার আলপনা
ঘ । প্রবন্ধ সংকলন । রমেশচন্দ্র দত্ত

এভারেণ্ট

বুক হাউস । কলকাতা ১২

এ ১ ২ এ, ক লে জ স্ট্রীট নাকের ট

উনি যতো বলেন 'ওরে ওঠ-ওঠ!'
শ্যামা পাগলী চলে গেছে?' হত চোখ
কালো মুখ গায়ে পড়ে থাকি!

এই "পঞ্চাচড়াতে বাড়ির মেয়েদের
সঙ্গে এক প্রাথমিকচর্চা যে গেলমে
সঙ্গে সঙ্গে পড়লাম এক সাংবাদিক
ন্যাসেরিয়ায়। কলকাতার ফিরে এসেও
চমক আঁমি প্রায় শব্দশব্দ হয়ে রইলাম।
পালা করে গেলো আসত। শব্দকয়
গেলো। দুপের হয়ে পড়লাম। আলো-
পাখি করে কিছুই হল না। কী-কী সব
এসে আর কঠিন খবর একবার
হলোকে করে ফেলেছিল অসামক। শেষকালে
গোপী বাবো— তৎকালের দিনের নামকরা
কবিবাজ—তঁর ওয়্য খেয়ে নিরাম হয়ে

(সি ৫৫৭)

হা বড়ার সংবাদে প্রকাশ কোন এক ডব্লোকেব একটি পোষা বিড়াল আগে মাছ-মাংস খাইত ফুটে কিন্তু সম্প্রতি নাকি তার মাছ-মাংসে বুট নাই। পরীক্ষার জন্য একটি থালায় কয়েক ফালি কুমড়া রাখিয়া খাইতে দিলে দেখা গেল বিড়ালটি



নাকি মাছ ফোঁসিয়া কুমড়া খাইয়াছে। ইহার কী কারণ হইতে পারে তা সংবাদদাতা জানিতে চাহিয়াছেন। —“কারণ নিশ্চয়ই আছে এবং আমরা তা জানি। তবু সাধারণের বিশ্বাসের জন্য উত্তরটা সংসার-বিভাগেরই দেওয়া উচিত”—মন্তব্য করেন বিশুখড়ো।

স্ব রাষ্ট্র দপ্তরের এক বিজ্ঞাপ্তিতে জানা গেল যে, শ্রীর প্রতি যিনি অতুল্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাকে বিভাগীয় শাসিত ভোগ করিতে হইবে। —“কিন্তু বনের জলে ঘারা ভোসে এসেছে অর্থাৎ স্বামীরা, তাদের প্রতি অতুল্য স্বরাস্ত্র দপ্তর কোন শাসিত ব্যবস্থাই করেন নি। অথচ “কাঙাল বলিয়া কীরক না হেলা” আমরা করে কোন যুগ থেকে বলে আসছি। ঠিক আছে, পাতিল পুণ্যে বধরা বসাবার বেলা দেখা যাবে”—বলে আমাদের শ্যামলাল।

আ নন্দবাজারের বিশেষ প্রতিনিধি “এল যে শ্রীর বেল” নিবন্ধে কলিকাতার শ্রীর একটি মনোরম বর্ণনা দিয়াছেন। বড়ইশুটি হইতে কল্যাণের



ভেলগেশন কোনটাই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নাই। আমাদের জনৈক সহবর্তী বলিলেন—“অবশ্য বলৌছেন তিনি সবই কিন্তু



শ্রীর মোক্ষম আকর্ষণ যোড়দোড়ের কথাই বলেন নি। যোড়দোড় না হলে কি আর শব্দ কালচারে শ্রীর আসর সরগরম হয়!”

জ নৈক ওপ্লোক নাকি চন্দ্রলোকে একটি কাফেটেরিয়া খোলার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। —“হুকার্স” কর্তারের জন্য জমির বিলি-বন্দোবস্তের ব্যবস্থাও আশা করি এখন থেকেই হচ্ছে”—মন্তব্য করিলেন আমাদের এক উদ্ভাস্ত সহবর্তী।

ক লিকাতায় সম্প্রতি ফুটপাথে চিত্র-প্রদর্শনী হইয়া গেল। এই প্রসঙ্গে শিল্পী মহাে নাকি বলিয়াছেন যে হলঘর



ভাড়া করব টাকা তাঁর নাই এবং তিনি মনে করেন যে জনগণের আর্ট জনসাধারণ সামনে তুলিয়া ধরিতে ফুটপাথই উপযুক্ত স্থান। বিশুখড়ো বলিলেন—“তিনি আরো বলতে পারতেন যে আর্টিফিশিয়েল বস্তুর ধন্দায় ঘুরতে ঘুরতে মানুষ আজ এসে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে, একটখানি আটের দিকে তবু যদি চোখ ফেরে তবে সেইটেই হবে শিল্পীর মত লাভ: হলঘরের চিত্র-প্রদর্শনীতে হালের মানুষ কটাই বা যায়।”

এ কটি বৈদেশিক সংবাদে শূন্যলক্ষ্যে ভেড়াল তৈল খওয়ার মর্যাদা প্রায় দশ হাজার লোক অনবুখ হইয়া

পড়িয়াছে। শ্যামলাল বলিল—“ভারত যা বহু আগেই ভেবেছে, মরোক্কো তা ভাবছে আজ। জয় হিন্দ!!”

ভা গলপপুরে কামলা রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। বিশুখড়ো বলিলেন—“কামলা রোগ কিনা জানিনে কিন্তু তারই সমগোত্রীয় এক রোগে সব-কিছুতেই পীত দেখার এক দুরারোগ্য ব্যাধি অন্য অনেক স্থানেই মহামারী আকারে দেখা দিয়াছে।”

হা রওয়েল গবেষণাগারে একটি কৃত্রিম কৃত্রিম সূর্য সৃষ্টির তেজস্ক্রিয় চলিতেছে। —“চন্দ্রসূর্য” অন্তর্গত জেনারিক দেয় কাঁচ—এই প্রবাদ আমরা আগেও বহুবীর মনেছি”—বলে আমাদের শ্যামলাল।

ক্রি কেট ক্যাটল বোর্ড সিংধাস্ত প্রত্যক করিয়াছেন—যে-সব খেলারোড ইংলন্ড সফরে গিয়াছিলেন তাদের জামাকাপড় খোলাইয়ের খরচ বোর্ড বহন করিয়াছেন। আমাদের জনৈক ক্রীড়াবীক সহবর্তী বলিলেন—“মাঠের খোলাইয়ের পর লঞ্চার খোলাইয়ের জন্য আলস্য খরচ করা হইবে না।”

পা কিস্তান বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলার অস্ট্রেলিয়ার দলের চাব চাবি খেলারোড তাদের প্রথম ইনিংস-এর খেলার এল্ বি ডবল হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে এক সংবাদে শূন্যলক্ষ্য যে লিগ্ড-ওয়াল অনুব্রূপ উপায়ে আউট হইলে তিনি “অস্ট্রেলিয়ার সিংধাস্তের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া অনিচ্ছাকৃতভাবে মাপ্ত ত্যাগ করেন।” বিশুখড়ো বলিলেন—“আমরা নিশ্চয়ই এরূপ আচরণের নিন্দা করব। তবে এইসংগে একথাও বলব যে, লেগ্ বিফার-এর দ্যায় লেগ্ বিহাইড অর্থাৎ লেগ-টা আমরা কণি ভাঙ্গে!!!”

অ স্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে আউট উইকেটে হারিয়া দিয়াছে। সংবাদে শূন্যলক্ষ্য খেলা শেষ হইয়া গেলেও অস্ট্রেলিয়ার খেলারোডের মার্যাদিন মাপ্ত প্রাকটিক করিয়াছে। শ্যামলাল ত্রিকটে বলেন না। সে-ও সংবাদটা শূন্যলক্ষ্য মন্তব্য করিল—“ওর মূখ্য ইহা দেখি শিখা।” কিন্তু জানি উপদেশ শব্দ প্রকোপায়!!

উত্তরা

সপ্তোদয়কুমার ঘোষ

[তিন]

মো হবার নদীতে জোয়ার-ভাটা খেলে। একবার তারা কূলে কূলে ফলে ওঠে, আবার ক্ষীণপ্রোত হয়ে যায়। সেই নিয়ম পাহাড়ী শহরেও চালা, তাদেরও জোয়ার-ভাটা আছে, তবে দিনে নয়, বছরে দু-বার; এবং জলপ্রোত নয়, জনপ্রোত। এরা গ্রীষ্মে মোহিনী, শীতে যোগিনী। বলা বাহুল্য, দার্জিলিং ব্যতিক্রম নয়। সম-তলের নগরীর মত এখানে প্রণগর নিঃসারা নেই। এ প্রতি এপ্রিলে বেঁচে উঠে প্রতি নভেম্বরে মরে। যেটুকু বাড়ে, তাও যে একটানা বাড়ে, তা নয়। মাঝে বধী আছে, পাহাড়ী ঢল আর ধসের ঝড়, প্রবল প্রব-ধারাসারের। দার্জিলিং তখন শরতের পথের দিক চেয়ে থাকে, তার প্রতীক সফলও হয়। আকাশে বাতাসে আগমনীর সূর্যটি যেই লাগে, এমনই শহরে আর হিস-ধারণের স্থান নেই, 'মাসা'টি যেন খুদে বাসীগঞ্জ। কিন্তু হয় যে, অতি ভোরে উঠি 'তোড়া'তাই ছুটি টাইগার হিস-এ স্বেদন দেখার ধর্ম, আর বাট হিস-এ চড়ি-ভাতি —কদিনই বা আয়, এর। চিত্রাঙ্গলকে বোপ দিয়েছিল পশুসংখ্যা, দার্জিলিংকে টুরিস্ট। অথবা সীমন্তীর মত তারও নিষ্ঠুর নির্যাত, বিধবা সে হবেই।

আমরা যখন দার্জিলিংয়ে গিয়ে পৌঁছলাম, তখনও তার রূপে ভাটাও টান লাগে নি, কিন্তু লাগতে বাকীও নেই। চৌরাস্তা হঠাৎমধ্যেই জনবিরল, তরুণগণি বোহিসেবীর মত দু-হাতে তাদের পাতার সম্পদ ওড়াতে শুরু করেছে। শব্দদের মত শব্দ কুহেলীর আড়ালে গোটা শহরটাই উহা প্রায়।

তাতে অবশ্য আপশোস নেই। আমরা কাছে সব চীনেমানের মত সব হিস-স্টেশনের মূখ্য কতকটা একই রকম। অবশ্য জহুরী অনেক আছেন, যারা এক এক-একটিতে এক-এক রকমের স্থান পান। আমারই এক বন্ধু, অমূল্য বোম্বাই-প্রবাসী এবং কমলালেবুর আকৃতি এই ভূমণ্ডলের অসুতত আখ্যানি তিনি চোখ দিয়ে চেখেছেন, কিন্তু প্রায় ফী-বছরেই একবার এসে দার্জিলিংকে দেখে যান। আমার কথা আসাদ। আমি যদি হতুম বাবা মৃত্যু, আর, আমাকে যদি মর্জিনা চোখ-বাঁধা ব্যবসায়ী সিমলায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় বলে দিত, 'এই দেখ মূসাবী', আমি তাই মেনে নিতুম, কানা থেমন নিঃসন্দেহে বোবা

ঢাকা হাত পেতে নেয়। অথচ আমার কাছে দিল্লিকে বোম্বাই বলে চালানো সহজ হত না। কারণ আগেই কবুল করেছি, আমি রক্ত-মজার সম্মতলের লোক।

শীতে উপেক্ষিত। দার্জিলিংকে এই অথবা সমকালীন য়ে-লেখক দিয়েছিলেন, তিনি কি এট উপেক্ষার মধ্যে আমাদের চারিত্রিক একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করেছেন? আমাদের পছন্দ সব কিছু, মাঝারি, যা কিছু চরম, তাকেই আমরা পরিহার করি। তাপমাত্রার ষয়ং হের-ফের হলই বিচলিত হই। নইলে, মে মাসে যারা শৈলাবাসে ছোটেন, তারা ছোটেন কিসের লোভ? নভেম্বরের কলকাতার মেজাজ আর আব-হাওয়াটিকে সেখানে গ্রোস্তার করবেন বলেই তা? কিন্তু ভূ-ভাত্তিক প্রভেদটুকু ছাড়া তখন সেখানে অভিনব আর কী আছে? শৈলাবাসকে তার আপন মৃত্যুতে দেখা যাবে শীতে, যখন দিগন্ত অশ্বকরে জাঁকি তিলকট রোডে দুঃসাহসী গাড়ির চোখে ফ্ল্যাগাইট জ্বলে, সাপের মাথার মণির মত। যখন তার চৌরাস্তা নকল চৌরশাী নয়। আবার চৌরশাীও নয় কলকাতা। সে টুরিস্ট প্রাণ্ড হোটেল বসে মনন দেখবেন, তিনি হাইড পার্কের একটি অসজল নকল দেখেই ফিরে যাবেন। আসল কলকাতাকে দেখা যাবে ক্যানাল ওয়েস্ট

রোডে, দর্মাহাটা, শ্রীটে, বেনেটোলার। সেই কলকাতাকে যিনি জানতে চান, তাকে নয়ানচাঁপ দত্ত শ্রীট দিয়ে এগিরে নয়ান-হাটার গালিতে পৌঁছবার শট্‌কাট্টিকেও খুঁজে বার করতে হবে।

আমাদের টুরিজম ক্যাম্পেন কিন্তু সোজা রাস্তা ধরেছে। গ্রীষ্মে হিস-স্টেশন আর শীতে জহপু-আগ্রার অতিথিদের হাত-ছান দিয়ে ভেকে আনার মধ্যে ওকালতিও বাহাদুরি নেই। শেষ দু-টি জায়গা দেখতে হয় জ্যাকোব। তবে ত জানা যায় যে, বিজ্ঞানের মাপ জোখ মধ্যে, সূর্য কক্ষণে পৃথিবীর না কোটি মাইল দূরে নয়, বড় জোর মাইল নম্বক হবে! তেমনই বিদেশযাত্রীদের বসি, ধসের যুরোপকে বসি প্রত্যক্ষই করতে হয়, তবে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারী মাসে, যখন তরুণাধা বংকলসার, পথে পথে বরফ-গলা কান, শ্বেতকায়দের দেশের গাউ ও শ্বেতকার।

তারই খানিক আগ্রাজ দিতে পারে, আমাদের শৈলাবাসগুলি—শীতে। কিন্তু তখন ত তারা উপেক্ষিত। আর শব্দ কি শীতে, উপেক্ষিত তারা ত আমাদের কাষে।

দার্জিলিং-এর উল্লেখ পাই কটি বাংলা গ্রন্থে? রবীন্দ্রনাথ একবার ব্রাউনের নবাব-পুত্রকে এই শহরেরই বিষয় ছায়াঙ্কন একটি কোণে বসিয়ে দিয়েছিলেন, মনে করতে পারছি, কিন্তু তার পক্ষপাত বরং ছিল শিলং-এর প্রতি। সেখান থেকেই 'চিঠি'-তে মূড়ে ফরমাসী চড়া, শস্যের কবিতাও সেখানেই। তার পরেও আমরা সবাই জলে-ডাঙায় ঘোরাঘুরি কম করিনি কিন্তু উচলে কেউ চড়লুম না।



বিহগ-চোখে শৈলপরী

সুন্দর এই শৈলশহরটি যতদিন ছিল
মাত্র সাহেবদেরই সাজানো বাগান, ততদিন
এই ঔদাসীন্যের কুফল আমরা তেমন
অনুভব করিনি। এর ভরণপোষণের বরাত
সাহেবদের ওপর দিয়েই আমরা। নিশ্চিত
ছিলুম, এবার দায় আমাদের ওপর বর্তেছে।
এ-দায়, উত্তর, উত্তরতর আর দক্ষিণ
বঙ্গকে মেলাবার দায়। প্রথম কথা, এই

খণ্ড বাংলায় সুচ্যগ্র মেদিনীর মতো
আমাদের কাছে অসীম। দ্বিতীয়ত, আমাদের
একোর বীজ নিহিত আছে আমাদের
'ডাইভার্সিটির' মধ্যে—বারংবার এই বুলি
আওড়ানোতেও বিপদ আছে। ডাইভার্সিটিকে
ধীরে ধীরে একীকৃত করে নিতে হবে।
এবং এ-কাজ যত শীঘ্র হয়, ততই শক্ত।
কেবল সাংস্কৃতিক বোধ থেকে নয়, বাজ-

নৈতিক কারণেও। আমাদের সীমান্ত-
সচেতনতার পরিবর্তন দরকার।
এই সেদিন পর্যন্ত সীমান্ত বলতে
আমরা বুঝেছি আমাদের উত্তর-পশ্চিম
সীমান্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, বর্মী বেদখল
হবার পর আমরা প্রথম টের পাই, পূর্ব-
দিকেও একটি সীমান্ত আছে। আর এই
হাজে, বুঝেছি ভয় আছে উত্তর শিয়রেও

টেক-এ এমন কি আছে যা অন্য টুথব্রাশে নেই ?

চোখ বুজে বলা যায়—কেননা একমাত্র 'টেক' টুথব্রাশেই পাবেন—



- ★ আরামে ধরবার চক মিরাকুল গ্রিপ
- ★ পছন্দমত ২ রকমের মাথা
— ওভাল ও শর্ট ওভাল
- ★ বিশেষ ধরনের 'কীটন' কুঁচি
—নরম ও ভালভাবে দাঁত পরিষ্কার হয়।

টুথব্রাশ চাই তো—
সব সময়ই
টেক নেবেন !



জনসন এণ্ড জনসন অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

TEK 9130

এবং 'ভাই'-এ কপালে ফোটা দিলেই সে-পথে কাটা পড়ে না, অনভ্যাসের ফোটা একটু পরেই চড়চড় করে।

এর দু'টি দিক। এক, সামরিক। এ-বিষয়ে কিছু বলা আমাদের মত স্বাধার ব্যাপাবীর মুখে হয়ত বেদনাময়। রাষ্ট্রতরীর চাঁসিয়ার কাডারীরা অবশ্যই আছেন। তবু সহজ-বুদ্ধিতে মনে হয় এ-বিষয়ে কোথাও কিছু না কিছু শৈথিল্য ঘটেছে। দীর্ঘ সীমাহত-রক্ষা ব্যাপসা নিশ্চিতভাবে গড়ে তেঁলা সহজ নয়, জটিল। দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা সেখানে ঘটতেই পারে, এবং যে হেতু জয়-পরাজয় আছেই, অতএব কোন কোনটিতে আমাদের হার হতেও পারে। কিন্তু আসল প্রশ্ন তা নিয়ে নয়। প্রশ্ন লাগে তখনই, যখন দেখি, সর্বশেষ আমরা অপেক্ষাকৃত মন্দ লাগে তখনই, যখন শান্তি, ওদিকে পড়বড় রাস্তা-ঘাট, এমন কি বিমানঘাটিও তৈরি হয়ে গিয়েছে। এসব বস্তু আমাদের চিরায়ের প্রভাব তৈরি হয় না। কোনো ঐতিহাসিক-ভিত্তি এগুলো চাঁনের হয়ে তৈরি করে যেমনি, আমায়সেই ধার নিতে পারি। এর জন্য হোক লাগে, লস্কর লাগে, মাল লাগে মশলা লাগে। সমস্তই বলা কিছুর সময়ও লাগে। প্রশ্ন এই, আমাদের সীমানার অসুখই বলা এই সব কাড়কাঠখানা চল-ছিল, এবং আমাদের কতপক্ষ বসতিভিত্তি বদল। তাঁদের কান কিছুর পৌছনিই যদি না পেলেই থাকে তবে ধার নিতে পারে, আমাদের সাবাসমগ্রত বাসস্থান পরিত্যক্ত হইত। আর এ ধার মতের ওপর ছিল, তাঁদের সংগঠিত কর্তব্য পালন করত। আর সাং জেনে শাসনো দিল্লীর নতুনপক্ষ যদি সশীল ইতালি, ইতালি মো ইতালি। এই মর্মেই নিজে থাকেন, তবে তাঁদের এখন একমাত্র জীহ্বের জীহ্বের ভরসা। ওদিকে মাপের তৎপরতা, আর এদিকেও সংকল্প নীলমণি সেরক সেতু। এই পথেই কলিমঙ্গ, এই পথেই গ্যাটক, আবার এই পথেই আসাম এবং পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ। সামরিক প্রয়োজন বলুন, বাবসায় বণিজ্য এমন কি টুরিজমের প্রার্থেও বিকল্প রাস্তার প্রয়োজন ছিল। মন্দ কি ওই একটাই। আরও একটার কথা বলি। তৎপরে ভারতের মধ্য লিখে পড়ে দিয়ে পশ্চিমতী পশ্চিমীল পাঠ্য পকেট প্রলেন, মাত্রয় ভালই করলেন। কিন্তু এখনও কি একবার তাঁর মনে হয়নি যে, যে-অঞ্চলটা বিনা শাস্তে বিলিয়ে দিলেন সেই তিব্বতের দক্ষিণ সীমা কী, চাঁনের কতদিনের কাজ থেকে সেটুকু অন্তত পরিষ্কার করে জেনে রাখি। তখনই কাগজে কলমে কলমে করিয়ে রাখলে পরবর্তীকালে এই মতান্তরটা হয়ত ঘটত না। যা ঘটল তখনই ঘটল। এবং গুরুত্বের রকমের মতনৈকা

হলে, দানপত্রটা তখনই বাতিল হয়ে যেতে পারত। এই কয়েক বছর ধরে একটা ফাঁকিকে আঁকড়ে রাখার দুর্ভাগ্য ভারতের হত না। এ-পর্যন্ত যেটুকু লাভ, তা হয়েছে চাঁনেরই—সে 'হেডস' আই উইন, টেলস ইউ লুজ'-রীতিতে জিতেছে।

এ-প্রশ্ন চাঁন তখন কেন তোলে নি, তার কারণ সহজেই অনুমান করতে পারি। শব্দে আমাদের অন্তর্দর্শিতাই দূর্বোধ্য।

আজ মর্মহিতকভাবে এটাই সত্য যে, উত্তরসারি দিশি হিমালয় নামে যে নগাধ-রাজ, তাকে চাঁন একাই উড়িয়ে দিতে চাইছে না, উড়িয়ে দিয়েছে আমরাও। হিংস্রতার ভারতের মধ্য পাথরের প্রচীর হতে আছে, কিন্তু সংস্কৃতিগত পদাটুকুও নেই, শ্রেষ্ঠতম সত্য এটাই। ওই প্রাচীন প্রাচ্যশক্তিকে প্রধানমন্ত্রী যখন মুখের প্রাস হিমালয় চাঁনের মতো তুলে দিয়েছিলেন, তিনি কি জানতেন, তার লক্ষ্য যোগ্য অতঃপর নেফার ওপরেও পড়বে? তিব্বত-সংস্কৃতি ভারতীয় অঞ্চলের কোন কোন অংশ যে জাতি, ধর্ম ভাষা, প্রথা এবং অন্যান্য দিক থেকে তিব্বতে অগ্রসর হইল, একথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে কেউ কি ছিল না? তিব্বতেই তিব্বতের শেষ নয়, যেমন মিউনিকের মিউনিক-পারের অক্ষয় হয়নি। আজ ভূটান, কাল তপলে পেসেরো বুলি যদি শোনাও যায়, তার প্রথমত কারণ কি এই নয় যে আমাদের প্রাচ্যশক্তি অক্ষয়—এ নেপাল বা ভূটানের তদংশ

আস্থা নেই—বৃটিশ বাহ্যের প্রতি যেমন ছিল?

মৌখিক বোঝাপড়া জীবন সামরিক প্রতিরোধ আশ্রয় সমাধান হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য হওয়া উচিত সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ, যার জন্য প্রথম প্রয়োজন সাংস্কৃতিক সমী-করণ। অকপটে স্বীকার করব এ-কাজে আমরা এখনও বিশেষ অগ্রসর হতে পারিনি।

দার্জিলিং-এর কথাতেই ফিরে আসা যাক। বাংলা দেশেরই জেলা, এর এক দিকে নেপাল, দ্বিতীয় দিক সীকিম, তৃতীয় দিকে ভূটান। এ জেলা শব্দে ভূতাত্ত্বিক কারণেই বাংলা দেশ থেকে পৃথক নয়, পৃথক। অনেক। শব্দে উচ্চতাই অবশ্যই নয়, দূরত্ব। লজ্জার সঙ্গে বলব, দূরত্বকে নিকট করার প্রয়াস আজ অবধি বিশেষ হয়নি। এই জেলার স্থানীয় অধিবাসীদের একটা বড় অংশ নেপাল থেকে আগত সংস্কৃতি নেই, কিন্তু তারা ঠিক ততখানিই নেপালী, কামাড বা গার্কিন মূল্যের অধিবাসীরা যতখানি ইংরাজ। অর্থনৈতিক চাপে অথবা চাকরানের হাতছানিতে এরা কলে পাহাড় ঠেঁঙিয়ে এলিক এসেছিল, কারও মনেও নেই, সে প্রায় সমরগাত্রীত কালে হবে, তাদের সমস্ত সংস্কৃতিও আজ সর্বভাষ্যবৈ ভারতীয়—এবং দার্জিলিংয়ে তারা আছে তারা বাঙালী। কিন্তু বাংলার মতীতা তার সংস্কৃতির ঐশ্বর্যের কতটুকু এদের কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়াস পেরেছে

উত্তর মল্লোল দাশের রচিত ও সম্পাদিত
অতুলনীয় গ্রন্থগুলি কি আপনি নিয়াছেন?

১। The Soul of India—Rs. 12	
২। ভারত সংস্কৃতি	৩। ভারত বাণী
৪। বৈদিক জীবনবাদ	৫। Indian Culture Rs. 10
এই পটখানি বই পড়িলে আপনি ভারতের মনোবৃত্তি জানিতে পারিবেন	
৬। যোগবদ	প্রথম ভর্তক
৭। বাধিকার	উপন্যাস
৮। সহযাত্রী	উপন্যাস
৯। কৈশোরক	উপন্যাস
প্রশংসার জন্য অধিকারী উপন্যাস	
১০। জন্ডন তীর্থে	১১। বিব-পরিভ্রম
১২। রাজাবর্ধন	১৩। একলব্য
১৪। মহেশ্বর নাথের জীবন ও বাণী	১৫। Vaishnava Lyrics—Rs. 3
১৬। The Law of Confession—Rs. 10	
সাহিত্যের মত রসসমৃদ্ধ আইনের বই, সর্বত্র উচ্চ প্রশংসিত	

দাশগুপ্ত এন্ড কোং
৫৯১০, কলেক্ট্র স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আমরা? ভাষার ব্যবধানকে ঘুচিয়ে দেবার, দেশাচার বিনিময়ের সামান্য প্রচেষ্টাও হয়নি।

উজ্জ্বল নৈতিবাচকই হবে।

আমাদের বেতার এদের প্রতি উদাসীন। কলকাতার আকাশবাণী থেকে ইংরাজী এবং হিন্দী কার্যক্রম প্রচারের দরাজ ব্যবস্থা, কিন্তু নেপালী কার্যসূচী উপেক্ষিত। উত্তর-বঙ্গের জন্য আলাদা একটি বেতার-কেন্দ্রই থাকবে না কেন? একই ভাষাভাষী রাজ্যে একাধিক বেতারকেন্দ্রের নীতিশূন্য এই দেশেতেই আছে। যতদিন তা না হয়, অমৃত ততদিন হিন্দির বদলে নেপালী কার্যসূচী চলুক, কেন না হিন্দির জন্যেও পাটনা, লখনউ, দিল্লি ইত্যাদি বহু স্টেশনই আছে, বাংলা অঞ্চলের জন্য মোটে একটিই।

আজ দার্জিলিং-এর অধিবাসীদের অনেকে তাই রেডিও খুলে 'সিলোন' শোনে। কলকাতার কাছে তাদের কিছু প্রত্যাশা নেই।

[চ্যার]

কথার স্রোতে ভেসে ভেসে অনেক দূর চলে এলাম। সেজনে কণ্ঠিত নই। সাংস্কৃতিক সাম্যের প্রশ্নটা আজ কেবল রাজনৈতিক কারণে নয়, নৈতিক কারণেও জরুরী। প্রত্যন্তবাসীদের 'অন্তঃবাসী' করে রাখার অধিকার আমাদের নেই।

ফলিত জ্যোতিষ

জ্যোতিষশাস্ত্রী শ্রীহরিহর মজুমদার সি. এল. এ. সি. আই. আই (লন্ডন)
প্রজন্ম ভাষায় শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ গ্রন্থ। কোষ্ঠী বিচারের উচ্চপ্রাঙ্গণত প্রামাণ্য গ্রন্থ। ৩-২৫ প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ বকুল ফকায়ার, কলিকাতা-১২

কে.হোড়ের

কণক

* পাঠ্যকার *

প্রত্যেক গৃহের ও পাঠাগারের যোগ্য পুস্তক

জাতিস্মর-কথা

শ্রীসুধীলচন্দ্র বসু প্রণীত।

এই ধরণের গ্রন্থ বাংলা ভাষায় এই প্রথম। অনন্ত জীবন প্রবাহের ছবি জাতিস্মর বাসকবালিকার স্বারা এমনভাবে পারবেশিত হয়েছে যা প্রত্যেকেই মনকে গভীর অনুভূতিতে পূর্ণ করবে। সুপ্রসিদ্ধ আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন, "এই সম্পর্কে যারা আগ্রহী, বইটা তাদের খুবই ভাল লাগবে।"

প্রাপ্তিস্থান:—দ্বি খাটশীলা কোম্পানী, ৩নং ম্যাগো লেন, কলিকাতা-১।

ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২নং কনওরালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

এই মানুষগুলিও যে আমাদের কাছে আসার জন্য কত উৎসাহিত তার পরিচয় সামান্য কয়েকদিনেই পেরেছি। বরং সাজা দিতে পারিনি আমরাই।

এ-লেখা তাদের হাতে পড়বার কোন সম্ভাবনা নেই, তবু পোখরিয়া-বং গ্রামের সরল লোকগুলির কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। আমাদের জন্য তারা মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেছিল, কিন্তু সে-অতিথোর সম্মান আমরা রাখিনি। পথ দুর্গম এবং ঠিক নিরাপদও মনে হয় নি, অর্ধপথ গিয়ে আমরা বসে পড়েছিলাম। বলেছিলাম, আর এক পা নড়িনি। আমাদের ভয় ছিল, অবরোধ যদি-বা সম্ভব, আরোহণ এর পরে দুঃসাহা হবে, বিশেষত ভূরি-ভোজনের পর। শ্বাসযন্ত্র ইতিমধ্যেই অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

তখন তারা—সেই পাহাড়ী মানুষেরা, যাদের নাম মনে রাখিনি—ছাশ্যে সাতশো ফুট নীচে থেকে আমাদের জন্য খালে-খালে রকমারি ভোজাদান ওপরে বয়ে এনে-ছিল। আমাদের অসৌজন্যে তারা কি ক্রীপিত হয়েছিল? না। ক্ষুধা? হয়ত। হতাশা?—অবশ্যই।

তবু তারা বারবার আমাদের ফিরে আসতে বলেছিল।

আমাদের ওরা কাছে আসতে চায়। আমাদের ওরা কাছে টানতে চায়। অশব্দ-রূপ সাজা দিতে পারিনি আমরাই।

চেষ্টা একেবারে হয়নি বললে মিথ্যা হবে। হ্যাঁটি হ্যাঁটি পা উদ্যোগ আমাদের চোখে পড়েছে। যেমন প্রকগুলি। সমতলে এদের বাধিতা আজ বিদিত এবং অশ্রুত স্বীকৃত, কিন্তু এই পাহাড়ি অঞ্চলে কিছু, কাজ হয়েছে বৈকি। আমরা কি শহর থেকে বহু দূর-দূরগম লোকালয়ে রেডিও-সেট দেখিনি? ছোট ছোট শিক্ষাকেন্দ্র সোলাইয়ের কল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখিছি গ্রামা মেয়েদের। তারা কৃতজ্ঞ, তারা খসী। সরকার বিরোধী মনোভাব নগরায়ণে যত ব্যাপক এবং তিক্ত, পার্বত্য এই এলাকা-গুলিতে তেমন নয়, এটা লক্ষ্য করছি।

এর একটা কারণ বোধহয় ওখানকার সমাজব্যবস্থা। পার্বত্য-অঞ্চলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বন্ধুর, কিন্তু সমাজে বৈষম্য কম। শিখরে আর সান্নিধ্যের তফাৎটা এমন দাব্যাক নয়।

এসব খটমটে কথা থাক। তার চেয়ে বরং তুলে ধরি কয়েকটি ছবি, রেখা আর মৃদু, গারো কদিনের জন্য মনে ছাপ ফেলেছিল।

আমাদের হোটেলটি ছিল শান্ত, নিভৃত অথচ মালের খুবই সন্নিগত। তবু এক চক্রের দু-চক্রের ঘোরাঘুরির পর হোটেলের কামরায় ফিরে এসে আমরা নিঃসঙ্গ বোধ করতুম। সেই নিঃসঙ্গতা আর ক্লান্তি দূর করার একটা উপায় আবিষ্কার করতেও দেবী হল না। হোটেলের অন্য গেস্টদের আমরা লক্ষ্য করতুম, তাদের চলাফেরা, ফিসফিস আলোপের ধরন, অথবা হাস্যহাসি। লক্ষ্য অনেকই করেন, সব অলস মগজই শয়তানের কারখানা হয়, তবে আমার মত সকলে সেটা স্বীকার করেন না। দুপুরের খানার সময়ে যাকে দেখলাম কমলা রঙের শাড়িতে আর ফুলহাতা জামায়, বিকেলে তিনিই হয়ত শ্লাকস আর জামপারে অকৃষ্ট রূপ দেখা দিলেন। আমরা চমকিত হয়েছি মজা পেয়েছি।

প্রথম দিন রাতে শীতটা একটু বেশীই পড়েছিল, অথবা বেশী লেগেছিল, সেই ভাবটা চাপা দিতে কম্বলের নীচে গিয়েও আমরা জোরে জোরে কথা বলছিলাম, হি-হি করে হাসছিলাম। ইঠাং শব্দে পাশের কামরার দেয়ালে কে টোকা দিচ্ছে ঠক, ঠক, ঠক। আমরা চুপ করতেই গম্ভীর গলায় কে ইংরাজীতে বলে উঠল, "দয়া করে একটু আস্তে কথা বলবেন?"

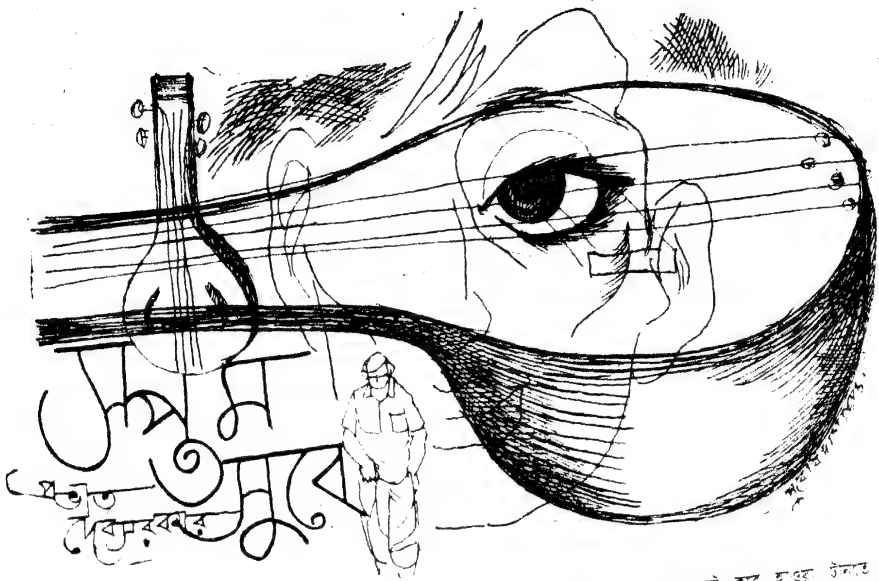
আস্তে নয়, আমরা অস্তপের একেবারে চুপ করেই গিয়েছিলাম।

পরদিন সকালে বেয়ারা চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, পাশের ঘরের লোকটি কে? বেয়ারা হ ওখানই তটপ হয়ে অনুপস্থিত ভুললোককে উদ্দেশ্যে সেলাম ঠকে দিল। ঠোটে তর্জনী ঠেকিয়ে বলল, "জানেন না! উনি লাদকের একজন বড় অফিসার।"

পরে লাদকের এই হোমরা-চোমরা অফিসারটিকে চোখেও দেখেছি। তার সবেগ বিবর্তনশীল কোন অতিথির ঘনিষ্ঠতা নিয়ে রসালো গল্পও ফেলেছি।

এই বেয়ারাটির যে আমাদের প্রতিও ভক্তি কম ছিল এমন নয়। প্রথম দিন আমাদের দেখেই তার কেমন ধারণা হয়, আমরা সিনেমার লোক, শট্টিং করতে গিয়েছি। প্রতিবাদ করেছি বটে, কিন্তু তাতেও তার সন্দেহ তিরোহিত হয়েছিল কি? বোধ হয় হয়নি।

(কমপ)



এ সময় এ হাস্যরস এ মোড়ের একে-
কায়দে সাড়ে থাকে না। কীট
কখনো গাউনটা কি মোড়ী কুকুরের মজাট
শাদ নর ওয়। এত নিমিত্ত যে মনে হয়,
মোড়ের মাথার আলোটা জিভ দিয়ে রক্তচর্চ
চটায়। সিন্দুর বুড়ো চকচকে।
কপড়ের লুপের সেকানগুলো রক্ত,
সবুজ মোড়গুলো কান। জুয়েলস থেকে
মুঁদ একোয়ার। নিজস্ব ঘরের দোর পা-
লোটা পাগোলা মনে দিবে।
রাত পোনে কারোটা জলজল মোড়ের
মাথায় সিন্দুর শোভা ভোগায়। মনে
রক্তচর্চা ঘনত ঘনত মনে জাগে ওয়,
আনন্দ মনেবরা মনে-মোড়-সিন্দুর হুঁস
গায়েপ মশগলে পড়বোঁ। মোড়ের
প্রেক্ষাগার অধিকার করতে চেষ্টা করে যায়,
তারও কম সময়ের জন্য রক্তের এ মোড়
চামুলা রাত কাটায়। চাখ রক্তচর্চ।
মোড়ের মাথায় সুরেশিমপী নাম হাস-
মোড়ের সেকানটার পাগোলাটো বুঁক একটু
ফাঁক করা থাকে রাত কাটারের পরও,
ভেতরে আদ্যে জল-লক্ষ্য করলে দেখা
যায়, তারের বাল্যহৃদয়ে উল্লসন
কলোয়। ভাঙা একটা চিনের চমকের মনে
পিঁপে ফিরিয়ে একটা ছেলে কি মনে করত।
অত কারো খোয়ায় হয় না প্যাট করে উঠে
মোর। কৌতুহলও না।
হঠাৎ একদিন সুরেশিমপীর দরজার কাঁক
দিয়ে রাত দুপোর সুরের মার্চনা রক্তচর্চ
ওপর গড়িয়ে আসে, তেঁতী কুকুরের বাক্যটা
কবিতা গিয়ে থেমে যায়-সিন্দুরা-মোড়

একলা-একলা কিরতে কিরতে কেউ ঘনক
মতিত পড়ে সেকানটার সমান।
দরজার দরজা ভাঙা চিনের চমকের মনে,
তারের লেগলো তেমন কীট কীট থেকে
আপদ মনে খোলে। পালিশ করা মোড়-
গুলো টাকের মত চকচকে।
মোড়ের রক্তচর্চ সেকান-কি মনে মনে মনে
পড়ে মনে পড়ে না। ভাল লাগে মোড়,
নিজস্ব মনেবরা করে তোলে মনে।
অতই ঘণ্টা ধরে চাখ-কন রক্তচর্চ ছা-
ভাঁব চমক, তার চমক এই রক্তচর্চ অধিক
আনন্দ ভাঙে সিন্দুর আলোর মনে মনে
মুদ্রিত মনে উঠলে মনে ওয় রক্তচর্চ
চমক পড়ে। মনেবরা মশগলের মনেবরা
মোড়ের রক্তচর্চ।
রক্ত সেকান সুরেশিমপীর মনে ভাঙে
সেকানটার বুঁক পালিশই তাকে হয়।
অতই মনে করে মনে মনে পড়ে
সেকানের মোড়টা, বইয়ের মোড় হাস্যরস না
করলে কিভাবে দরজা খোলে না। পড়ে
ঘরে, এমন ছিল না। হঠাৎ হঠাৎ তত
বাতাস, একটু মনে খোলা থাকে।
দরজা খুলেই কান ধরে এক চুড় মনে
সেকানটার রক্ত, "হতভাগা, মনেবরা পড়ে
না, বেলা অতটা ব্যস্তত চলো। এখন
ঘরে।"
মোড়টা চাখ রক্তচর্চ রক্তচর্চ
সেকানের আর পাগোলা টোনে ফাঁক
করতে থাকে।
সেকানটার রক্ত মনে না। মনেবরা
ওপর কীট কখনো চাখের একখানা খবরের

কণ্ড প্যাট করে হাও টোনে টোনে
গজগজ করে, "এই ঘরে সিন্দুর-কুকুরের
মত, সেকানের বাক্যটা "কীট
দেখা।"
কেন উত্তর করে না ছেলেটা, সিন্দুরের
মুখের ওপর। আর তাইই মনে সেকান-
তারের রক্ত পড়ে মনে হয়। মোড়ের মাথা
না হঠাৎ পড়ে গজগজ মনে চলতে থাকে।
এক এক সেকানের কীটের মত এ
মোড়টা মনে কুকুর ছেলের মত ছোট
হয়, মরলিন কীটের মোড়ের মত রক্তের
কন মনে থাকে না। কি মনেবরা মোড়
তারের লেগলো মনে ভেবে।
সেকানটার চাখ চমকিত, এক
কোন রক্ত কীটের তারের কন-কন
কীটের মত মনে কি কীট, কেন মনে
কন মনে হঠাৎ হল। কেন খবরের কি
চলিল। মনে এখন বেলা, ঘণ্টা পড়ে
চমকিত, মনে মনে।
"এই যেমন মনে মনে কি কীটের আর
কন মনে।" সেকানটার মত ওয় মনে
মোড়।
"এই কীট, মনেবরা মনে না, শিরীষ
অতটা মনে থেকে চাখ-কন। কন "হাও
জিভ মনে, এইই। কীটের মত।
"বাস জিভ কেন, তারের কীটের
জিভ-জিভ না পড়ে বরজ কীট।
না থেকে মনে আর পড়ে মনে না।
মিশ্রিত মোড়ের, ঘণ্টা মনে শিখ
মোড়-কীটের মত মনে মনে। মনেবরা
মনে মোড়।" মনে কীটের উল্লস মোড়।

দোকানদার বলে, “তাই শিখুক না, দাম হবে! তা নয় পড়ে পড়ে ঘামবে কেবল! চিরকাল চাকর খাটতে হবে তার কি কথা আছে, শিখুক না, এই তো সময়!”

দুপুরের খাবার আনতে ছুটতে হয় মালিকের। সেই কোথায় গঙ্গার ধারে বাড়ি, দু মাইল হাটতে হয়। টানা রোদ। ঘড়ি-ধরা সময়ের এদিক ওদিক হলেই দোকান-

দার কৈফিয়তের নামে বাপান্ত করে, “পা গুনে গুনে চলিস নাকি হারামজাদা? চড়িয়ে গাল বেরকিয়ে দেব, রাস্তায় কার সঙ্গে ফণ্ট-নণ্ট কর—বন্ড রস! দূরে করে দেব! খিদেয় আমার নাড়ি জ্বলে গেল!” খিদে জীবনেরও পায়। কিন্তু তার হিসেব কে রাখে।

আবার ঘণ্টাখানেক পরে দোকানের কাজ-

কর্ম আরম্ভ হয়। পান চিবিয়ে বিড়ি ফুকে কাজে বসে কারিগররা তারের যন্ত্রের বে-সুদে তোলে কান ঘুচড়ে আর তার বেধে। শিরীষ আটা আর ‘লেই’—চটচট করে দোকান ঘরটা।

“ঠিক কাজের সময় শালাকে পাওয়া যাবে না, কোথায় আঙা মারছে।” নালিশ হয় নিতানৈমিত্তিক, মালিক রাধানাথ উগ্র হয়ে ফেটে পড়ে, “শালার জাতের দোষ, কলের জল পেতে পড়েছে আর রক্ষে আছে।”

জীবনের জীবন বৃত্তান্ত সবাই জানে। পাড়া গরিব অনাথ ছেলে, রাস্তার কুকুরের মত অবস্থা ছিল, এর দোর তার দোর করে বেড়াই—কখনো জুটতো, কখনো ঢালা উপোস। রাধানাথের শব্দরবাড়ি সেই গিয়ে এক কথায় খোরাকি আর খাকার বিনিময়ে ‘সুরশিল্পী’তে চাকরি হয়ে যায়। প্রথম কদিন বাড়ির কাজে তালিম দিয়ে দোকানে আনা হয়। শরীরে শাঁস এসেছে, পরনে খাকি প্যাট আর গেঞ্জি উঠেছে।

সবচেয়ে যে কারিগর বাধ, তাকে রাধানাথ রাগ হলে বলে, “তোমরা তো দেখেছ কি ছিল, ছেলের মত শালাকে মানুষ করোছ! এখন লাবহারটা দেখ—কথায় কথায় কি ক্ষেতিটা করে, সেদিন অমন তানপুরা ভেঙে দিলে, কিনা যন্ত্রটা ঝুলিয়ে রাখতে বলা হয়েছিল। কালর ভাল করতে নেই কখনো!”

দোকান ঘরের এক ধারে ছেড়া কাগজ জেরলে ‘লেই’ তৈরী করে জীবন। মালিকের কথাগুলো কানে যায়। ধোঁয়ার ঘরটা অন্ধকার। পটিন কারিগর, বিশ-পঞ্চাশটা তারের যন্ত্র আর রাধানাথ সামন্ত, সবই মুড়ে যায়। ধোঁয়ার চোটে চোখ জ্বলসা করে। ‘লেই’ চূঁয়ে কখন থাকে হয় যায়। জীবন চোখ মোছে।

কারো তর সহ না। কাজের দৈহাটী পোড়ার ওপর বসে কিল মারে। ধোঁয়া কেটে যায়।...

রাত সাড়ে আটটা কি নটার সময় রাধানাথ সামন্ত দাঁড়িয়ে থেকে দোকান বন্ধ করিয়ে বলে যায়, “একসম বেলাবে না, লাখ টাকার জিনিস আছে—থোঁতা গেলে তুইও মরবি, অমিও মরবো! খবরদার খিল এটে শূঁয়ে পড়বি।”

আটবাট বন্ধ করলে বড় গরম। চোখ বজিরে মনে হয়, বুকের ওপর লাখ টাকার জিনিসগুলো যেন পাখর হয়ে চেপে বসেছে। মরার কথা সত্যি ব্যথি!

খিল খলে পাল্লটা একটু ফাঁক করে রাস্তাটা দেখে জীবন। গত স্নেহ তখনও মোড়ের মাথায় গম করছে। নটার সিনেমা ভেঙেছে। দোষ নেই দরজা খুলে বসে থাকতে থাকি। ঘুম আসুক।

কতদিন টিনের চেয়ারটা দোকানের সামনে পেতে বসে লোক দেখতে দেখতে জীবনের

বিক্রী এখন অনেক উঁচুতে উঠেছে

লোমা শুধু চুল কালো করবার জন্যেই নয়, চুলের প্রশংসনেও নিতুলনীয়। সেই জন্যেই দিনকে দিন ভারতের সর্বত্র এবং বাইরেও, তরুণ ও বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ সবাই চুল কালো করবার জন্যে অন্য সব কিছু ছেড়ে লোমা-র দিকেই ঝুঁকছেন।



চুল কালো করবার জন্যে
সর্বত্র প্রশংসিত।



মৌল এজেন্টস্ :
এম, এম, বাস্টাট ওয়াল।
জামেদাৰা—১
এজেন্টস্ :
সি নরেন্দ্রম এণ্ড কোং
বোম্বাই—২

BEN.

এজেন্টস্ : মেসার্স শা বর্ডিশ এণ্ড কোং, ১২৯, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

মনে হয়েছে, শ্যামসুন্দরপুরের নদীতে যেমন পুশুর বেলা জোয়ার আসে, দেখতে দেখতে জল অনেকটা বেড়ে যায় তেমনি। রাস্তার মোড় ভর্তি হয় লোক, ফুটপাথে, রাস্তার এদিকে ওদিকে। বন্ধ দোকানগুলো যেন নদীর পাড়। তারপর আধ ঘণ্টাও না রাস্তার মোড় ফাঁকা, নির্জন। কেবল ওধারে নেওড়া ফেলা টিনের কাছে নেড়ী কুকুরের বজ্ঞাটা এখনো কুই-কুই করে। সরে ভিজবার চেষ্টা করে। শূন্য ময়লা আরজনি, খাদ্য কিছু নেই অন্যথ প্রাণীটার।

লাখ টাকার জিনিসের পাহারা দেবার ভাবনার বৃদ্ধি ঘুম আসে না। এত তারের যন্ত্র চারিদিকে যেন তারের খাঁচায় তোতা পাখিটা মন্দির আশায় বারবার কোরের কাছে ছুটে আসেছে। মালিক শোনে না, দোকানেই শূন্য হতে হবে।

প্রায় সব যন্ত্রগুলো নেড়েচড়ে থেয়ে গিয়েছিল জীবনের। বাঁধা যন্ত্রগুলো সামান্য স্পর্শে কাতর হয়ে ওঠে। অশ্রুত অনুসার শব্দ দোকানময়।

এক সময় কারিগর বিভূতিসার পাশে বসে সারগমটা শিখে নিয়েছিল জীবন। কোড়ি-কোমলের তফাতটাও। চার আঙুলের স্পর্শে অশ্রুত শব্দ বাজনা লাগে। একটু একটু করে অনেক বাজনা বাজিয়েছে সে।

রাধানাথ সামন্ত খসেরকে বলে, "নিজে যান একখানা যন্ত্রের বিলম্ব, যা বলাবেন তাই বলবে, ডাকে সাড়া দেবে। অর্ধেক কাজ আংড়ার তানপুরাতেই হয়ে যাবে। ওস্তাদকে 'সুর্বাশমপীর' নাম বলাবেন, বাস : দেখতে হবে না—"

জীবনও কথা শিখেছে, মালিকের হয়ে বলে, "বাজনাখানা খুব ভাল আছে, বাজিয়ে দেখাবেন!"

অনেক খরিশার কৌতুক করে জীবনের নুখের দিকে চোরে বলে, "তুমি বলছো তা হলে, ভাল বাজবে? এইটেই নিই, কি বল!"

অপ্রস্তুত কোব করে জীবন, রাধানাথ গম্ভীর হয়ে বলে, "তুই এখন থেকে যা হতভাগা! তোকে কে ডাকছে ফটকট করতে!"

কিন্তু খবরটা রাধানাথের কানে যায়। সকালে দোকানে এসে বলে, "খবে বাজিয়ে হয়ে উঠেছো যে, আঁ! সারারাত তা হলে এই হয়? শালা দুনিয়ার কাউকে কিবাস নেই! কর এবার একটা দোকান, খসের ভাঙাও।"

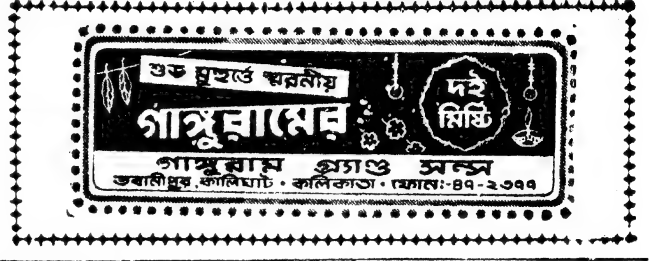
অভিযোগটার অবয়ব হয় না। জীবন চোরে থাকে। রাধানাথ তেমনি পেঁচিয়ে বলে, "তাই খসের জিজ্ঞেস করে জীবন-নাথ, যদি ভাল বলে তবেই ভাল। উঃ কি নেকহোরাম সব হয়েছে আজকাল! খবরদার দোকানের একটা যন্ত্রের তুই হাত দিবি না, হাত কেটে দেব শরতান কোথাকার!"

রাত নটার পর থেকে 'সুর্বাশমপীর' মুখে বাইরে থেকে চাবিতালা পড়ে যায়। রাধানাথ পকেট থেকে দেশলাই বার করে এক টুকরো কাগজ পুড়িয়ে দোকানের সামনে ছুড়ে দিয়ে বলে, "আমার সঙ্গে আর!"

মানে, মনিব বাড়ি রাতিবাসের ব্যবসায় অতঃপর। লাখ টাকার সম্পত্তি পাহারা দেয় কাজ নেই আর। ডাইনের হাতে পুত পদপর্ণ!

ডান হাতের তর্জনী থেকে সে-সে-সে জাঁয়ন কাঠিটাও একদিন টেনে খুলে দিয়ে রাধানাথ বললে, "ওটা আবার বাছাই করতে পরা হয়েছে কেন! কত আমার ইয়ে-য়ে। কি আমার নুর্উন্দান এসেছে! হাত ভেঙে দেব!"

তর্জনীতে আটা জমে মড়মড় করে। জলে ধোলেও যায় না। হাতের চেটোর কড়া পড়ে, দোকান থেকে ফিরে রাধানাথ সামন্তর



মাথাধরা,
পেশী ও গ্রন্থির বেদনা,
সর্দি-জ্বর ও ইনফ্লুয়েঞ্জা

নিরাপদ ও
নিশ্চিত
আরামের জন্য

এলজিড



বেঙ্গল ইন্ডিবিটি
কো: লি:

বাড়ির এটো বাসন মাজতে হয় জীবনকে।
রাধানাথের পরিবার বড় হুঁসিয়ার, সকাল
হলে দোকানের লোকটাকে দিয়ে আর
ফালতু কাজ করান যাবে না। কলতলায়
লক্ষ জ্বালিয়ে জীবনকে বসিয়ে দেয়।
রাধানাথ খাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে নাক
ডাকায়। আর কোন দুর্ভাবনা নেই।

দেশ

কারিগর বিভূতিদা শূনে বললে, "তুই
ছেড়ে দে কাজ, মেলা কাজ আছে কলকাতা
শহরে! ভাবনা কি?"
মুখচোরা ছেলেটা যেন চোর। ধরা পড়ে
যেমন অবস্থা হয়। "শির চিনেচিস তোর
ভাবনা কি, একটা পেট দিবি চলে যাবে।
শালা চামার!"

বিভূতিদা আশ্বাস দিলেও জীবনের
সাহস হয় না মালিক বদলাবার। তা ছাড়া
কাজের মেলা দেখাও যায় না আশপাশে।
তারের চেয়ে এখন বেতারের কারবার অনেক
বেশী। কর্মসূতরের সাহস বা বুদ্ধি
কোথায়?...

মোড়ের মাথা জমজমাট। ওধারে পার্টিচল

দিনে দিনে
দিনে দিনে দি



রেজোনা সাবান

আপনার ত্বকের লাবণ্য বাড়িয়ে জেনে



রেজোনা সাবানে
'ক্যাডল' বলে একটি বিশেষ
দ্রব্যের দ্রবের প্রয়োগকারক
শৈলীক পদার্থ রয়েছে যার
নামে 'আপনার ত্বক আরও
বে.মল, আরও মন্থন দেখায়...
লাবণ্য এনে দেবে।

সৌন্দর্য্য সাধনার
রেজোনা ব্যবহার
করুন!

যেনা ফাঁকা মাঠটায় কি যেন হচ্ছে কদিন ধরে, লোকজন আসছে, বাঁশের মাঁচায় শিমিয়ানা-তিপল টাঙান হয়েছে। কলকাতায় শীত পড়েছে। সংগীত সম্মেলনের আয়োজন সম্পূর্ণ।

‘সুরশিল্পীর’ সামনে দাঁড়ালে দেখা যায়, লালশালুতে সাদা অক্ষরে আমন্ত্রণ লিপি লেখা হয়েছে, টঙ-এর ওপর সকাল থেকে সানাই বাজছে, ভিড় জমেছে।

রাধানাথ বললে, “শালা কেবল পয়সা মারবার তাল। গানের ঘণ্ট হবে। ছোট, বড় আলিদের নিয়ে আদিখোতা, কান খালা-পালা।”

যথার্থীত জীবনকে সাবধান করে দিল, “খবরদার ওদিক নজর দিবি না, বড় বিপ্লী জিনিস। গান-বাজনা না ঘোড়ার ডিম। দোকানের কাজ কর মন দিয়ে।”

তবু, জীবন কাজের ফাঁকে চোখ বাড়িয়ে বারবার জায়গাটাকে দেখে—সানাই-এর সুরে অদ্ভুত একটা মুছনা উঠলে পড়ে। মোড়ের মাথার বাড়িগুলো কাঁপে বুঝিঃ অলো-জুলা সন্ধ্যায় বড় রহস্য ভরা মনে হয় রাসতার ও-মোড়ট—গাড়ি-ঘোড়াই গমগম।

তৃতীয় দিবস অধিবেশনে দক্ষিণপূর্ব কলিকাতা সংগীত সম্মেলনের খুব খ্যাতি সংবাদপত্রে প্রচারিত হল। বহু গণ্যের প্রতিরূপ এবং সংগীতানুরাগীদের এক অংশের ভবিষ্যৎ বড় করে ছাপা হল। উপস্থান-দের প্রশংসাও বেবল। মোড়ের মাথার নাম অনেক লোকের জানল।

আর সেই দিনই তার হবার আগেই রাধানাথ সামন্ত মোড়ের মাথায় এসে চারদিক খোঁজাখুঁজি করলে। শালার কলিতে কারো ভাল করতে নেই—কাল লোকান থেকে দেববার সময় ছোঁড়টা পালিয়েছে। রাধানাথ পিছনে ফিরে মাঝপথে জীবনকে দেখতে পারিল।

আজ্ঞানার তিনটা মোড়ের মাথা থেকে সরিয়ে একধারে রাখা হয়েছিল, নেড়ী কুকুরের বাচ্ছটা হয় গাড়ি চাপা পড়েছে, নয় আর কোথাও আসতানা নিয়েছে। ঘুমন্ত জীবনের চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে দোকানে তুলে রাধানাথ এসরাজের ছিঁটা পিঠে ভেঙে বললে, “শালা, গোয়ার মাঝার মতলব করেছে। মেরে ভূত ভাগিয়ে দেব। রাত জেগে গান শোনা।”

পঞ্চম দিবসেও সম্মেলনের সমধিক খ্যাতি প্রকাশিত হল। কণ্ঠ সংগীতের চেয়ে তারের বাদ্য-যন্ত্রের কৃতিত্বের কথাই বেশী। জনসাধারণের অনুরোধে সম্মেলনের কাল আরো দুই দিন বিলম্বিত করা হল। মোড়ের মাথার দোকানগুলোর যেন কদর বাড়ল। বিনা খরচে বিয়েবাড়ি বিয়েবাড়ি ভাব হয়ে রইল মোড়টা।

শেষ পর্যন্ত পুলিসই ডাকতে হলো। সন্ধ্যা এবং শেষ অধিবেশন শেষে ‘সুর-

শিল্পীর’ আর ঘুম ভাঙে না। বাইরে দাঁড়িয়ে রাধানাথ সামন্ত দরজা ঠেলে ঠেলে বিরক্ত হয়ে গেছে। রাগে আগনে হয়ে আছে, আজ দুর্দিন কোন খোঁজ নেই ছোঁড়টার। দোকানের মধ্যে আবার কি আগুন জুটলো?

‘সুরশিল্পীর’ বাইরে সমস্ত দৃষ্টিগুলো যেন ভোঁতা হয়ে গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ। রাধানাথ সামন্ত বুক চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো, “কি সর্বনাশ হলো—শালা নিজে মরলি আমাকেও মেরে গেলি। কেন, তের কি আমি করেছিলুম?”

উদ্ঘমনে সারবাঁশ তারের যন্ত্রগুলো কড়িকঠ থেকে স্থির হয়ে ঝুলেছে। তার মাঝে জীবনও ঝুলেছে, এতটুকু জড়াজড়ি, ঘোঁষাঘোঁষি হয়নি। তর্জনীতে মেরজাফটা এঁট বসেছে।

গলায় দাঁড় যন্ত্রগুলোর মাথা ঠুকে দেবার ইচ্ছে করে রাধানাথের। কারবারের দফা রফা।

ডুকরে ডুকরে রাধানাথ বললে, “দুর্দিন কোথায় ছিল কে জানে, আমার সর্বনাশ করবে বলে এখানে মরতে এসেছে। দোকানের চাবি চুরি করেছিল। আমার পরিবার ঠিক বলেছিল—”

পুলিস অফিসার ধমকে বললেন, “খামুন যা জিজ্ঞেস করি তাই বলুন। মার-খোর করেছিলেন?”

রাধানাথ কেঁদে উঠলো, “ওরে বাবার ও যে আমার ছেলের বাড়ি ছিল! উঃ!”

আবার এক ধমক দিলেন পুলিস অফিসার। দোকান বন্ধ করে লাশ ঢাকান দিলেন। দরজায় সিপাই বসে রইল। রাধানাথ সংগে গেল থানা পর্যন্ত।

এ সময় এ-রাস্তার এ মোড়টায় বড় ভিড় থাকে, চরিত্রিক থেকে গাড়ি-ঘোড়া আর মানুষ থেঁথে করে। দু দুটো ট্রাফিক সামলাতে পারে না। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। অফিস টাইমে।

ইতিমধ্যে “দক্ষিণ-পূর্ব” কলিকাতা সংগীত সম্মেলনের মন্ডপটীর জাল-চামড়া উঠে কংকাল বেবিয়ে পড়েছে, শিমিয়ানা-শাল, ঠেলাগাড়িতে বেকাই হচ্ছে। কাল রাতে কোন সংগীত শিল্পীর সেতরে যে সুর উঠেছিল তাকে ডুবিয়ে দিয়ে আতর্জন্য আশ্রয়ে নেড়ী কুকুরটা মোড়ের মাথায় কাদছে থেকে থেকে।

“হাতই আপনার ভাগ্য”

জানতে চান?

আসুন অথবা দুই হাতের ছাপ পঠান।
পারিশ্রমিক ৫, টাকা হইতে ১০, টাকা।

মাস্টার পামিস্ট

ভূপেন চ্যাটার্জি, বি-এ

নিউ-টোলীগঞ্জ (টিএল বাটী)

ভায়া—কলিকাতা-৩৩

[৬নং বাসে নেতাজী নগরে নেমে]

গঙ্গার ওপারে অথবা ৪নং বাস-

স্ট্যান্ড থেকে আসতে হয়।]

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ -সম্পাদিত

শ্রী গীতা

মূল, অম্বয়, অম্ববাদ, টাকা, ভাস্ক-রহস্ত
ভূমিকাশ্রম অসাধারণিক সমগ্রমূলক
ব্যাখ্যা। ৫, টাকা।

শ্রী বৃক্ষ ও ভাগবতবর্ম

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও লীলার সবাক্ষর
শাস্ত্রীয় আলোচনা। ৪।০ টাকা।

ভারত-ভাষার বানী

উপনিষদের যুগ হইতে ভারতের যুগ-
যুগান্তরের বিশ্বমৈত্রীর বাণীর
ধারাবাহিক আলোচনা। ৫, টাকা।

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

কুঁচ তৈল

(হস্তা দ্রব্য ভঙ্গ মিশ্রিত)

টাকনাশক কেশ বৃদ্ধি

কারক, কেশ পতন

নিবারক, মরামাস, অকালপক্কতা খারাব্যে বন্ধ
করে। মূল্য ২, বড় ৭, ডাঃ মাঃ ১।৫০। ভারতী
ঔষধালয়, ১২৬১২ হাজরা রোড, কলীঘাট,
কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৭-১৭১৬।

কে,হোডের

কণক

* পাউডার *



আর্দ্র ও শুষ্ক
দুলালের
তালমিছরী

দেশ

আমি সবসময় **হামাম** কিনি



নরম, মসৃণ ফেণা...

নতুন কোমলকারক পদার্থ আছে ব'লে।

ত্বক পরিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে

স্নিগ্ধও করে...

হামাম মাথতে এত চমৎকার এবং সুগন্ধি!

কিছুতেই যেন আর ক্ষয় হতে চায় না...

এত অল্পই খরচ হয়!

হামাম

মোখে তাজা বোধ করুন এবং

তাজা গন্ধে ভরে উঠুন



THY-2 BEN.

বাড়ীর অথবা **হামাম** পছন্দ করে টাটা উৎপাদিত—তাই নিশ্চয়ই ভাল

পাস্তেরনাকের সঙ্গে

পদ্মশক্তি টিপারী

পাস্তেরনাকের সঙ্গে দেখা হওয়াটাকে একটা দৈব যোগাযোগই বলতে পারেন।

যদিও গত সাত আট বছর ধরে আমার রুশীয় সাহিত্যে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির সুযোগ ঘটেছে এবং কম্যুনিষ্ট দেশের রাজনীতি, সেখানকার ঘটনাবলী এবং ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানবার সুযোগ হয়েছে, তবুও আমার স্বীকার করতে বাধ্য নেই যে, ১৯৫৭র ওরা আগস্টের আগে আমি বেরিস পাস্তেরনাকের নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না। আমি মনে করি রুশীয় সাহিত্য জগতের বাইরে এমন খুব কম লোকই ছিলেন যারা নোবেল প্রাইজ পাবার আগে তার সম্বন্ধে কিছু জানতেন। তাই পাস্তেরনাকের সঙ্গে আমার সাক্ষাতকে আমি একটা দৈব যোগাযোগ আখ্যায় দেব।

ব্যাপারটি হয়েছিল এই—

১৯৫৭ সালের ওরা আগস্ট আমি মস্কো থেকে চম্পশ মাইল দূরে ইলিয়া এরেনবুর্গের সঙ্গে দেখা করার জন্য তার বাসস্থানে যাই। আমার সঙ্গে ট্রিব্যানের সংবাদদাতা শ্রী দত্ত এবং দিল্লির অন্য একজন সংবাদদাতা শ্রীমক্‌সবন্দ ছিলেন। বড় তত্ত্বতা অনুভব করলাম। শ্রীইলিয়া এরেনবুর্গ হয়তো কোনো প্রতিকূল মানসিক অবস্থায় ছিলেন অথবা পরিগ্রহিত ছিলেন, কিংবা তাঁর স্বভাবটাই একটু খিটখিটে। তাই তাঁর কথাবার্তায় ভবাতার অভাব আছে বলেই মনে হল। অনুভব করলাম আমাদের প্রত্যেকটি প্রশ্ন তাঁকে রাগিয়ে তুলছে এবং তাঁর প্রত্যেকটি উত্তর আমাদের কাছে প্রশ্ন হয়ে উপস্থিত হচ্ছে। যখন ফিরে আসি তখন আমাদের জিভে এবং জিভের নীচের দিকে ঠিক গলার কাছে এমন একটা স্ফাটন এল যা রুশীয় মদ 'ভোদকার' চেয়েও কটু। আমাদের সঙ্গে একজন যুবক লেখকও ছিলেন, যিনি আমাদের দোভাষী হিসাবে কাজ করছিলেন। এরেনবুর্গ ইংরাজী জানেন না। এই লেখক বন্ধুও একটু অপ্রতিভ ও সংকুচিত হয়ে পড়েছিলেন। কথা শুরুর করার উদ্দেশ্যেই হয়ত তিনি বললেন—

"পাস্তেরনাকের নাম শুনেননি?"

"না তো! ইনি কে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"ইনি নামকরা রুশীয় কবি।"

"আ!" উপস্থার সঙ্গে উত্তর দিই।

"পাস্তেরনাকের কথা আমার মনে পড়ল। আমার বন্ধু বলেন, 'কারণ যে প্রশ্নগুলি আপনি শ্রী এরেনবুর্গের কাছে উত্থাপন করেছিলেন, তার উপযুক্ত উত্তর একমাত্র পাস্তেরনাকই দিতে পারেন।'"

এর পরে আমার এই বন্ধুটি পাস্তেরনাক সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা বললেন। কিছু দিন পূর্বেই পাস্তেরনাকের অপ্রকাশিত বই 'ডাঃ জিভাগো' সম্বন্ধে রুশীয় লেখক সমিতি (Writers' union) আলোচনা শেষ হয়েছে। তাঁর দুটি কবিতা প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'লিতেরেতু গ্যাজেট'—

এ প্রকাশ লাভ করেছে। অর্থাৎ আমাদের গাড়ি যখন মস্কো হোটেলে পৌঁছল তখন আমি পাস্তেরনাক সম্বন্ধে অনেক কিছুই জেনে ফেলেছি। লেখক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করি, "আমি কি পাস্তেরনাকের সঙ্গে দেখা করতে পারি?"

"চেষ্টা করা যেতে পারে," বন্ধু উত্তর দেন। এবং তিনি তখনই তৎপর হয়ে ওঠেন। পাস্তেরনাককে ফোন করা হল। ডায়াবলত তাঁকে তখনই পাওয়া গেল। লেখক-বন্ধু অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সঙ্গে রুশীয় ভাষায় কথা বললেন এবং শেষে ফোন আমার হাতে দিয়ে দিলেন। নমস্কারান্তে পাস্তেরনাক জিজ্ঞেস করেন, "আপনি আমার সঙ্গে কি উদ্দেশ্যে দেখা করতে চান?"

"বড়ো কারণ রয়েছে," আমি উত্তর দিই। "প্রথমত মহান লেখকদের সঙ্গে দেখা করা আমার একটা শখ, ঠিক বাচ্চারা যেভাবে টিকিট সংগ্রহ করতে ভালবাসে। দ্বিতীয়ত, আপনার নতুন উপন্যাস সম্বন্ধে ঐৎসুক্য।"

"আ, আমি তো এমন কোনো বড় লেখক নই।"

"তার বিচারের ভার আমার উপর থাক।" কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকার পর পাস্তেরনাক বলেন, "কালকে আপনি কখন সময় পাবেন?"

"সারা দিন," আমি উত্তর দিই।



বরিস পাস্তেরনাক

"তা হলে কাল ১১টার সময়ে আসুন; চার-পাঁচ ঘণ্টা একসঙ্গে থাকা যাবে। কিন্তু একটি কথা", পাস্তেরনাক কিছু সতর্ক করে দেবার সুরে বলেন, "আমি সাধারণত কারো সঙ্গে দেখা করি না। বরঞ্চ বলতে পারেন, কেউ আমার সঙ্গে সাধারণত দেখা করতে আসে না। আর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছি তার কারণ ভারত থেকে আগত এক যুবকের শখ আমি ভেঙে দিতে চাই না। অতএব আপনি কোন রাজনীতিক বা খবরকাগজী ইন্টারভিউ নেওয়ার উদ্দেশ্যে যেন না আসেন। এই সাক্ষাৎই হয়।"

দ্বিতীয় দিন পাস্তেরনাকের কাছে পেঁপেছে গেলাম, মস্কো থেকে প্রায় ২০ মাইল দূর পেরেভিলকিনো গ্রামে। একটা ছোট বাড়ি যেন পুকুরের ধারে গাছ-গাছড়ায় ঢাকা কোনো মন্দির, যার উপর অনেক দিন ধরে চুনকাম করা হয়নি। দেখে নিজের গ্রামের বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। ঘরটি বেশ উঁচু জায়গায় ছিল এবং অনেকদূর থেকেই (প্রায় এক ফারলং) ভাঙা সড়ক শূন্য হয়ে যায়, অতএব চড়াইর কাছেই আমাদের গাড়ি রাখা হল। পাস্তেরনাক যে বাড়িতে ছিলেন, রুশ ভাষায় সে ধরনের বাড়িগুলোকে 'ডাস' বলা

হয়—। এই ঘরগুলি সাধারণত নামকরা লেখক বা বিজ্ঞানীদের দেওয়া হয়। শহর থেকে বাইরে, ভিড় থেকে দূরে, এই ঘর-গুলোতে লেখক শান্তিতে থাকতে পারেন। সাধারণত এই লেখকদের মস্কো শহরেও একটি ফ্ল্যাট থাকে। এই রকম ঘর এবং ফ্ল্যাট এরেনবুর্গ, শোলোকোভ, সুকোভ প্রভৃতির আছে। পাস্তেরনাকের আছে শূন্য মাত্র একটি 'ডাস'। মস্কো শহরে তার থাকার কোনো আস্তানা নেই। তবুও 'ডাসায়' যখন থাকেন তখন এই কথাই সূচনা করে যে, পাস্তেরনাক রুশের প্রসিদ্ধ এবং সম্ভ্রান্ত লেখকগোষ্ঠীর একজন।

তার বাড়ির সামনেই তাকে পেলাম। হাত জোড় করে তিনি আমার অভিবাদনের উত্তর দেন এবং হেসে বলেন, "হাত জোড় করা আমি ক্রুশেবের ফোটা থেকে শিখিছি।" পাস্তেরনাক শাট এবং ফুলপ্যান্ট পরি-হিত অবস্থায় ছিলেন। শাট হাল্কা ডোরাকাটা মোটা কাপড়ের এবং ফুলপ্যান্টটি কালো পশমী ফ্রান্সেলের। মাথার চুল সাদা, ব্রুন শেভ, চোখ নীলাভ উজ্জ্বল এবং শরীর হস্টপার্ট। বয়স ৬০ এবং ৬৫-র মাঝামাঝি (সে সময়ে আসল বয়স ৬৭)। মোটের উপর চেহারার মধ্যে ব্যক্তির ছাপ সুপরি-স্পষ্ট। শ্রীমতী পাস্তেরনাকও এসে

পড়লেন। শ্রীমতী এরেনবুর্গের মত তিনিও মোটা কিন্তু আকর্ষণীয়। দু'তিনবার বলার পরেই তিনি আমার নামটাকে ধরতে পারলেন এবং শেষে যা উচ্চারণ হল তা অনেকটা 'পিন্ম কংথ তুস্তির কাছাকাছি' দাঁড়ায়। ঘরের অন্য দিকের বারান্দায় তাঁরা আমাকে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি টেবিলের উপর 'বিন্দু' (হালকা মদ) এবং দুটো গেলাস রাখা ছিল। আমরা সেখানেই বসে পড়ি। দেওয়ালে কয়েকটা বড় বড় পোস্টার টাংগানো ছিল। তার মধ্যে একটি মূখ্য আমার পরিচিত, তিনি টেলস্টয়। লেনিন বা স্টালিনের এক-খানিও নয়। ছবিগুলোর দিকে আমি তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলাম।

"এ ছবিগুলি আমার বাবার আঁকা। তিনি একজন ভাল আঁকিয়ে ছিলেন। নগণ্য তত্ত্বও।"

"এবং একজন বড় চিত্রশিল্পীও ছিলেন।" আমি বলি।

"হ্যাঁ, আমি তাঁকে মহান শিল্পী বলে মনে করি এখানে নয় যে তিনি আমার বাবা ছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি ছিলেন ব্যক্তিবাদী (Individualist) শিল্পী। কিন্তু... আজ... আজকের মতে তিনি একজন পেটের আর্টিস্ট নন।"

"বর্তমানের মতবাদ বলতে আপনি কি

স্যাভলন

ট্রেড মার্ক

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য বীজনিবারক

'স্যাভলন' লিকুইড
অ্যান্টিসেপটিক
ইহাতে আই সি আই'র নব-
আবিষ্কৃত শক্তিশালী জীবাণু নাশক
'হিবিটেন' এবং সেটিমাইড আছে।
এই সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য
অ্যান্টিসেপটিক অধিক জাতীয় জীবাণু
অধিক সংখ্যায় নষ্ট করে।
ইহা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ
এবং পাইনের মিলে সুগন্ধযুক্ত।

'স্যাভলন' অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
দৈনিক ব্যক্তিগত পরিষ্কারের
সাধারণ কাটা, পোড়া ও চর্মরোগে
ইহা ব্যবহার করুন।

সকল প্রধান ঔষধালয় ও
দোকানে পাওয়া যায়।

ভারতে প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক
ইন্সটিটিউট ফর ইন্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিজ
(ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা, মোম্বাই, মাদ্রাস, নয়া দিল্লী



'স্যাভলন'
সংক্রামক রোগ
দূর করার
সঙ্গে সঙ্গে
দুর্গন্ধ গ্রন্থকে
পরিষ্কারও করে

এখন হইতে
আপনার জন্ত
'স্যাভলন'ই সর্বশ্রেষ্ঠ
অ্যান্টিসেপটিক

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য

স্যাভলন

নূতন গার্মেন্টস অ্যান্টিসেপটিক

সোসালিস্ট রিয়ালিজমকে বোঝাতে চাইছেন?"

"আমি এ শব্দের অর্থ জানি না। তুমি হ্যাঁজ, কিন্তু খুব বন্ধু বিশ্বাস কর, আমি এ শব্দের অর্থ বলি না এবং হয়ত তুমিও বোঝ না। থাক, এতে কি আসে যায়। আমি শব্দ, এইটুকু বসাতে চাই যে শিল্পের কোনো পরিভাষা নেই এবং সীমার মধ্যে আমার বাবাকে বাধা সন্তবপর নয়।"

"এবং আপনি?"

"আমি? আমি শিল্পী নই। আমি তো একটি অনুবাদক মাত্র, এবং কখনও কখনও কবিতাও লিখি। আমার কবিতা পড়েছেন?"

"মিঃ পাস্কেবনাক!" আমি বলি, "আজ থেকে দু'দিন আগে আমি আপনার নাম পর্যন্ত জানতাম না। আপনার কোনো কিছই আমি পড়িনি। আমার অজ্ঞানতাও বলতে পারেন। আমি কেন হয়ত আমার দেশে এমন কোনো লোক নেই যে আপনার সম্পর্কে কিছু জানে।"

পাস্কেবনাক হেসে ওঠেন, স্টেশনে সংকেত না করেই তিনি আটহাস্য করে ওঠেন। এবং বিনুর এক পেগ আমার দিকে বাড়িয়ে দেন।

স্টেশন পাস্কেবনাকের সঙ্গে চার ঘণ্টারও বেশী অতীত হল। ভারতের অধিবাসী এবং সাম্রাজ্য সম্পর্কে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। এই প্রশ্নগুলো আমি মনে করে ওড়ারপতাই জিজ্ঞাস্য করা হয়েছিল। ভারতীয় সাহিত্যে তার বিশেষ কিছু ব্যক্তি লক্ষ্য করিনি। সোবিয়েতে যে ভারতীয় লেখকদের বই অনুবাদিত হয়েছে; তার ভেতর তিনি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন। অন্যদের মূলকবিতা আমদানি, কৃষ্ণচন্দ্র, অশোক, সরস্বতী, কামরূপী। নাম শুনে তিনি মুগ্ধ কৃত্তিত করলেন।

দময় যতই যাচ্ছি মাগে মাগে পাস্কেবনাকের পনিমিত গানভাষার প্রাচীর ভেঙে পড়ছিলাম, এবং তার ব্যক্তি সম্পর্কে হয়ে উঠছিলাম। শব্দের পদা যা প্রত্যেক রুশীয় লেখকদের কবচ, তা পাস্কেবনাকের ক্ষেত্রে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিল এবং তিনি নিজ-খোলা হয়ে পড়ছিলেন।

"আপনার প্রতি স্টালিনের ব্যবহার কেমন ছিল?" অবশ্যই জিজ্ঞাস্য করে বসি।

"প্রশ্নটি কি সাহিত্যিক?"

"না! কিন্তু....."

"কিন্তু মন মানলো না? এই তো? স্টালিন, মহান স্টালিন, আমার প্রতি খুব দয়ালু ছিলেন। তিনি আমাকে জেলে পাঠাননি।"

পাস্কেবনাক কিছুক্ষণ মৌন থাকেন, যেন হারিয়ে হাওয়া মেঘগুলির দিকে তার দৃষ্টি ফিরে গেছে। আবার বললেন, "তুমি হয়তো জান না যে, ৩০ সনেও আমার কবিতা

অমস্কৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল। রুশ ভাষার প্রফেসররা আমাকে মহান কবি ভেবে বসেছিলেন এবং আমার এক-একটি কবিতার চার চারটি মানে তীরা করতেন। কিন্তু অকস্মাৎ এই প্রফেসররাই ঘোষণা করলেন যে, আমি জনগণ থেকে দূরে সরে গেছি, আমি অহংবাদী, আমি 'সিম্বলিস্ট'। বুদ্ধিগত সংস্কৃতির প্রভাব এখনও নাকি আমার ভিতরে বিদ্যমান। একটি কাগজ লিখল, আমি এমন কবিতা লিখি, যা শব্দ-মত আমিই ব্যবহার করি। এবং তার পর..."

"তার পর?"

"এবং তার পর আমি আর কবি থাকলাম না। শব্দ, এটুকু নয়, আমি কখনও কবি ছিলামই না!"

(I no more remained a poet, not only that. I never existed as a poet.)

"তার পর আপনি কি করলেন?"

"কিছুই করলাম না। লেখা ছেড়ে নিলাম।

তার পর আমি লেখকই থাকলাম না। লেখক সংঘ (Writers' union) আমাকে একটি

খুব বড় কাজের দায়িত্ব দিলেন। বাকুর টেল-মজদুর সম্পর্কে কিছু লেখার। এই কাজ আমি করতে পারলাম না। কেন? কারণ, আমি বাকুর সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, মজদুরদের সম্পর্কে জানতাম, কিন্তু লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি বললাম, 'আমি লেখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি।' লেখক সংঘ কৃপা-পূর্বক এটা মেনে নেয় এবং আমাকে পচা ডিমের মত একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মহান স্টালিন দয়ালু ছিলেন; তিনি আমাকে জেলে পাঠাননি।"

"প্যাপেরেখে (সিগারেট)?"

"হ্যাঁ, আমি বসি।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। ভেবে দেখলাম, সোবিয়েৎ সংঘে যা কিছু হয়েছে, তার জন্য লোকে এখনও স্টালিনকে দোষ দেয় না। মনে পড়ল, লেখক সংঘে একটি ৮০ বৎসর বয়স্ক লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা। এই ব্যক্তি বাইশ বছর সাইবেরিয়ার জেলে ছিলেন। ৫৫ সনে ইনি ছাড়া পান। অক্টোবর বিপ্লবে তিনি মহৎপূর্ণ অংশ

সুতীশ কবিরাজের মহাভূঙ্গরাজতৈল

পারিকল্পনা কমিশনের সদস্য বজ্ঞানচাৰ্য স্বৰ্গীয় ডাঃ জ্ঞান-চন্দ্র ঘোষ ডি. এস. সি কৰ্তৃক পরীক্ষিত ও সর্বাঙ্গিত।

আৰ্য্য ঙ্গুষধালয় - কলিকাতা

নিম্ন ব্যবহারে

নিম্ন
টুথপেষ্ট



একটি
ক্যালকেমিকো
অবদান

ছেলেবেলা থেকে এই টুথপেষ্ট ব্যবহার করলে দাঁত শক্ত ও মাটি মৃদু হয়।

গ্রহণ করেছিলেন। ইনি একটি প্রদেশে পার্টি সেক্রেটারী এবং গোকর্পের সহযোগীও ছিলেন। নিজেকে তিনি গোকর্পের শিষ্য বলেই মনে করতেন। নাম মাতিস্কা। ও'কে যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, "স্টালিনের প্রতি আপনার নজর কি রকম?" তখন উত্তর পেয়েছিলাম, "স্টালিন কিছই করেনি। বোরযাই আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল।"

আমি মৌনতা ভঙ্গ করে বললাম, "রাশিয়ায় লেখকরা কি স্বতন্ত্র?"

"তুমি তিন তিনবার রাশিয়ায় এসছ, তবু তুমি তোমার এই প্রশ্নের উত্তর পেলেনা, আশ্চর্য! হ্যাঁ, আমি মনে করি লেখকদের স্বাভাবিক রয়েছে লেখার এবং না লেখার। কিন্তু লেখক নিজের কলম দিয়ে কোনো সমাজবিরোধী কাজ করতে পারেন

না, যেমন করে কোনো মোটর ড্রাইভারেরই নিজের মোটর দিয়ে কোনো লোককে মেরে ফেলার স্বাধীনতা নেই।"

বুঝতে পারলাম, পাস্কেতরনাক প্রশ্নটি এড়িয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ঠিক এই প্রশ্নটিই এরেনবুর্গকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বিরাট প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু একই প্রশ্নের উত্তর দিলেন পাস্কেতরনাক মিষ্টি

নতুন
সাড়ী?

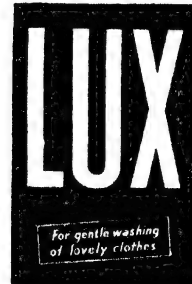


না-লাক্স দিয়ে কাচা!

আপনার সবচেয়ে ভাল জামাকাপড়—সিফন, নিমন, ভয়েল, ভাল নিক এবং সুতীর কাপড়—মোলায়েমভাবে কাচা দরকার। এগুলি বাড়ীতে বিশুদ্ধ মোলায়েম লাঞ্ছের সাহায্যে কাচুন। লাক্স মোলায়েমভাবে সব ময়লা দূর করে দেয় এবং ভাল কাপড় জামার সুন্দরতা বজায় রাখে।

লাক্স সুন্দর জামাকাপড়কে আরও বেশিদিন নতুনের মত রাখে

LX. 139-X52 BG



হিন্দুস্থান লিভার লি., বোম্বাই কর্তৃক প্রস্তুত

হাসি দিয়ে। দুজন লেখকই মহান, কিন্তু তাদের ভিতরে একটি পার্থক্য স্পষ্ট। এরেনবুর্গ একেবারেই সহিষ্ণু নন। অথচ পাস্তেরনাকের সহিষ্ণুতা বিনম্রতার সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে। পাস্তেরনাকের মানবতাবাদ তাঁর এক-একটি কথার প্রকট।

"গোকার্ণ সংগে আপনার পরিচয় ছিল?"

"ভাল ভাবে।"

"প্রশ্নই কি আপনারা দেখা করতেন?"

"তাঁর মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বেই তাঁর সংগে দেখা হয়েছিল।"

"তাঁর মৃত্যু কি স্বাভাবিকভাবে হয়েছিল?"

প্রশ্ন শুনলে পাস্তেরনাক প্রথমে চমকিত হলেন। তারপর হেসে ফেললেন।

"তুমি ব্যক্তি আমেরিকার প্রোগ্রামাণ্ডার কবলে পড়েছ? আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল। সত্যি স্বাভাবিক মৃত্যুই ছিল তাঁর। হ্যাঁ, জীবনের শেষ দিনগুলিতে তিনি দুর্ঘনী ছিলেন না। ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। (He was a broken man—a broken man)"

"কেন?"

"আমি জানি না। ... দয়া করে গোকার্ণ সম্পর্কে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করো না।" কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

"গত পাঁচশ বছর ধরে আপনি কিছুই লেখেননি?"

"মৌলিক কিছু নয়। তবে অনুবাদ অনেক করেছি। এবং মৌলিক বই লিখে বহুতরু আয় করতাম, অন্যদের তরু কম আয় করিনি। ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান আমার কাছে রশ্মির মত।"

"আপনি মৌলিক কিছু একেবারেই লেখেননি? না লিখেছেন, প্রকাশিত করাননি?"

"লিখিইনি.....বা খুব কম লিখিছি..... এবং প্রকাশ কিছুই করিনি। বললাম না, আমার লেখার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তাও কিছু না কিছু লিখেই গেছি।"

পাস্তেরনাক আবার যেন বিগত স্মৃতিতে ফিরে গেলেন অনেককণ তিনি চুপ করে রইলেন। আমি নতুন সিগারেট ধারিয়ে নিলাম। অকস্মাৎ নিজের বসে উঠলেন, "পাঁচশ বছর ধরে না লেখার অর্থ বেক্স? কখনও কখনও মনে হয় আমি একজন ফুট-বলের খেলোয়াড়। কিন্তু আমার ডান পায়ে একটি ন্যাড়ি ছিড়ে গেছে। 'বিক' মারার জন্য পা আর ওঠে না। পাঁচশ বছর ধরে আমি অনান্যদের খেলা দেখে আসছি। যে ছোট ছোট বাচ্চা পা ওঠাতে জানত না, তারা নামকরা খেলোয়াড় হয়ে উঠল। যশ, অর্থ, রাজাগ্রহণ—নব্বই ছিল ওদের কাছে। তারপর আমার পা-ও ঠিক হয়ে

উঠল, কিন্তু মাঠে আর নামতে পারলাম না।"

"কেন?"

"কারণ তখন খেলার নিয়মকানুন বদলে গেছে। এবং ওই নিয়মগুলো থাকতে আমি খেলোয়াড় থাকা পছন্দ করলাম না, যশ অর্থ, গোরব কিছুই পাব না জেনেও।"

পাস্তেরনাক নিজের সাম্প্রতিক ভাষা (প্রতীকী ভাষা) অনেক কিছুই বলে ফেললেন। মনে হল যেন আমার সব প্রশ্নের উত্তরই আমি পেয়েছি—।

"আপনি কখনও দেশের বাইরে গেছেন?"

"হ্যাঁ, দু'তিনবার। ফ্রান্স খুব ভাল লাগল। অগামী বছর আমেরিকায় যাব। বিনিময় কাণ্ডক্রমের অন্তর্গত। (Under Professor Exchange Programme) হয়ে হুইত কোনো দিন ভারতও আসতে পারি।" (আমেরিকা যাওয়াটা শেষে বললেন)।

"আপনি বিনোদন থাকা পছন্দ করেন?"

"হ্যাঁ, কিছু, দিনের জন্য। কিন্তু বেশী দিনের জন্য আমি বাইরে থাকতে পারি না। মানার রাশিয়া সত্যি সত্যিই আমার মা। তুমি কি তোমার দেশের বাইরে থাকতে পার?"

"ভেবে দেখিনি, হরত না।"

এবং পর আমরা খাওয়ার জন্য উঠে পড়ি।

বাওয়া নাওয়ার পর পাস্তেরনাকের অপ্রকাশিত প্রথম (এবং হুইত) অন্তিম। উপন্যাস ডঃ জিভাগো সম্পর্কে কথাবার্তা শুরু হল। তিনি বললেন যে, এই বইটি লেখক সংঘের সংগে যুক্ত সবলেই পড়েছেন। এরেনবুর্গও। এক যুবা কম্যুনিষ্ট বইটার সম্পাদনার কাজও করছে। রাশিয়ায় প্রত্যেকটি বই লেখক সংঘ দ্বারা সম্পাদিত হয়। সম্পাদককে কোনো লেখক বা বিশদন বাস্তব হতে হবে এমন নয়, কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক দশন এবং নবীনতম পার্টি লাইন পড়ি, হওয়া আবশ্যিক। বইটি ১৫ই অক্টোবরের ভিতরেই প্রকাশ লাভ করবে, অর্থাৎ প্রায় ২ মাস পরে (কিন্তু রাশিয়ায় এখনও বইটি প্রকাশিত হয়নি)। অকস্মাৎ আমি জিজ্ঞাসা করি, "আপনি 'কম্যুনিষ্ট'?"

"পার্টির মেম্বর নই।"

"কিন্তু আপনি মাস্কিস্ট বিচারদ্বারা যে দাবী করেছেন?"

"আমার মানা না মানতে কার কি এসে যায়। মহাশয়গণ কথা হচ্ছে রাশিয়ান সমাজের সংগঠন মাস্কিস্ট বিচারদ্বারকে অবসরদেব করে চলেছে এবং চলতে থাকবে.... কিন্তু হ্যাঁ, আপন রাজনীতিক প্রশ্ন জিজ্ঞাস করে নিজের কথার খেলাপ করছেন না?"

"আমি দৃষ্টান্ত, আমি বলি, 'কিন্তু

গোকার্ণ আমার অপদর্শ

কিন্তু

অনিল মৃদুখাপাধ্যায়ের

"মাই মাদার"

ইহার যেন কুলনা নাই

= মূল্য সাতটি তিন টাকা =

সর্বত্র বিশিষ্ট পুস্তক বিক্রেতার

=নিকট প্রাপ্তব্য=

একমাত্র পরিবেশক

সুদর্শনা

পোস্ট বক্স ১৩৯১; পাটনা-১

দেব সাহিত্য কুর্টার

২১, আমাপুত্র লেন

কলিকাতা-৯

এখানে চিঠি লিখলেই

হাজার বক্স বইয়ের

জার্মান পাঠ্যপুস্তক

শুকতারী

অবসরী পুস্তক দিন

ত্রয়োদশ বার্ষিক পড়বে

বাইওকোমিক

গাইস্টি চিকিৎসা

ডঃ ইউ. এম. সামন্ত, এল. এম. এস. প্রণীত এই পুস্তকে পড়ার বিষয় ও চিকিৎসার আঁত সহজ ভাষায় লিখিত আছে। গৃহস্থেরা আঁত সহজেই এই পুস্তকের সাহায্যে চিকিৎসা করিতে পারিবেন। মূল্য ২-৫০।

সামন্ত বাইওকোমিক ফার্মেসী

৫৮/৭ বারাকপুর ট্রাক রোড, কলিকাতা-২
বাইওকোমিক ঔষধ এবং পুস্তকের বিক্রেতা ও প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান।



পেন

"সুলেখা"

আর

"ব্রীফমেন্ট"

PENMEN'S INDUSTRIAL SERVICE

COHBA 47

সাহিত্যকে কি রাজনীতি থেকে আলাদা রাখা সম্ভব?"

"হয়ত সম্ভব। যদি ইঞ্জিনিয়ারিংকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা যেতে পারে সার্জারী থেকে দূরে রাখা যেতে পারে। সেহেতবে রাজনীতিতে যদি সম্পর্ক না থাকতে পারে, তবে সাহিত্য থেকেও তাকে দূরে রাখা সম্ভব। আমার উপন্যাস ডাঃ জিভাগোতে বোধ হয় এ প্রশ্নেরই জবাব আপনি পাবেন।"

"এর আগেও আপনি উপন্যাস লিখেছেন?"

"না গদ্যে আমার এইটাই প্রথম রচনা। আমি esoteric এবং impressionistic কবিরূপে বিখ্যাত। আমি কোনো গম্ভীর জিনিস লিখতে চেয়েছিলাম, গদ্যে। গত

কয়েক বছর ধরে আমি একটি অন্তর্দ্বন্দ্বের দীর্ঘত্ব। একে আপনি কলায়ক ক্রিসিস (artistic crisis) বলতে পারেন। আমি কোনো দিন রাজনীতির দিকে পাইনি। কিন্তু আমি কিছু দিন আগে বরফ হয়ে উঠলাম। আমার আত্মা ছটফট করতে লাগল। তারপর আমার এই পীড়াকে আমি বাইরে ঢালতে শুরু করি। এই কঠিনক বিরোচন (catharsis of mind) আমি শান্তি পেলাম। এবং এই সবার পরিণামই হচ্ছে ডাঃ জিভাগো।"

বলতে বলতে পাস্তেরনাক কিছুটা খেন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন। এই কথাগুলির জন্য শব্দ খুঁজতে তিনি অনেক পরিশ্রম করলেন।

তিনি আমাকে বললেন যে, ১৯৫২ সনে

স্টালিনের মৃত্যুর এক বছর আগে, তিনি উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন এবং '৫৬র শেষের দিকে লেখা শেষ হয়। তাড়াতাড়ি বইটি লেখক সংঘের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এবং এখন উপন্যাসটি প্রকাশিত হবে।

"আমি এই উপন্যাস সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনোছি, কিন্তু আপনার কাছে জানতে চাই, এটিও কি একটি যুগ-পরিচায়ক উপন্যাস টেলস্টয়ের 'ওয়ার এন্ড পীসের' মত?"

"আমি এমন কোন তুলনা করতে পারি না কিন্তু এর ভেতরে রয়েছে, একটি মানুষের, একটি সাধারণ ডাক্তারের এবং তার পরিবারের গল্প। বিপ্লব এবং গৃহ-যুদ্ধে কেমন করে সে নিজের নৈতিক মানকে রক্ষা করার জন্য সচেতন হয়ে, কেমন করে সে ব্যর্থ হয়, এবং শেষে তার হৃদয়বিদারক মৃত্যু হয়। সে ব্যক্তি মহান ছিল, কিন্তু বর্তমান পরি-স্থিতিতে তাকে ইতিমধ্যেই বলতে পারেন। প্রত্যেক ব্যক্তি মহান ব্যক্তিমত্রেই এই অবস্থায় ইতিমধ্যেই হয়ে থাকে।"

"আপনার এই উপন্যাসটি কি আপনার জীবনচরিত-ভিত্তিক?"

"না। কিন্তু এটি আমার লেখক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর এবং মজদুর বন্ধুদের অনুভূতি এবং জীবনের উপর আশ্রিত।"

"উপন্যাসের পাত্রগুলি কি আপনার সৃষ্টিরই প্রতিনিধিত্ব করে?"

"এই প্রশ্নের উত্তর পাস্তেরনাক যা দিয়েছিলেন, তার জবাবীতই (ইংরেজিতে) তা দিতে চাই। তিনি বললেন:

"There can not be oneness in art: works of art are very complex. They must not have a single aspect. A book has its own existence, characters in it say right things. Every thing they say cannot express the beliefs of the author."

"আপনার বইটি কি সোবিয়েৎ সমাজ-সংগঠনের নিন্দা করে?"

"কখনও নয়।"

"তা হলে উপন্যাসটি নিয়ে এত বাদ-বিতণ্ডা এবং প্রকাশনে বিলম্ব হল কেন?"

"এর একটি কারণ রয়েছে। রাশিয়ার অধিকারীবাগ' নিজের সমাজ-রচনা বা বিপ্লব সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনা শুনতে অভ্যস্ত নয়। আমার বইটিতে এ বিষয়ে সত্যতাপূর্ণ আলোচনা ছিল। চাটুকারিতায় আমার বিশ্বাস নেই। ইংরাজীতে একে elaptrap বলা হয়। আমার নায়ক ডাঃ জিভাগো বলেঃ—

"I don't like this claptrap in praise of revolution.... It is not the kind of thing I am good at." কিন্তু এখন রাশিয়ান অধিকারীবাগের মত বদলাচ্ছে এবং কিছু পরিবর্তনের পরে বইটি শেষে প্রকাশিত হবে।"

বনকো
টুথ-পেস্ট
উজ্জ্বল শুভ্র দাঁত ও সুস্থ মাজির
জন্য
বনকল প্রাইভেট লিঃ
২০, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোড • কলিকাতা-৩৭

ফোন
৩৬-৩২১৩

(সি-৩১৮)

কেমিকো
হোমিওপ্যাথিক
লিভার টনিক
লিভারের সর্বপ্রকার দোষে ও হজমেব
গোলমালে বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে
চমৎকার ফলপ্রসূ।
মোল একট -
এর, ভটাসাণী এও কোঃ প্রাইভেট লিঃ
৭০, নেতাজী বড়ো রোড, কলিকাতা-১
মহেশ লেবরেটরিজ প্রাইভেট লিঃ
৩০/৪, ক্যানেল ইন্ড রোড, কলিকাতা-১১

স্বানির্মিত (৮০ বছর) লেখা। কমন্সিস্ট লেখকদের ভিতরে পোল্যান্ডের স্বানির্মিত ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পাস্তেরনাকের প্রশংসা করেছেন। স্বানির্মিতের সঙ্গে ১৯৫৫ সালে ওয়াশিংটনে আমার দেখা হয়। আমার সঙ্গে হিন্দীর এক নতুন কবি শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণও ছিলেন।

শ্রীস্বানির্মিত পাস্তেরনাক সম্পর্কে একটি লম্বা চিঠি লিখেছেন। চিঠিটি নিতান্তই ব্যক্তিগত বলে প্রকাশ করতে পারলাম না। কিন্তু একটি কথা চিঠিতে বল হয়েছিল তা হচ্ছে: 'অকমন্সিস্ট এবং গণ-তন্ত্রবাদী দেশের বিশেষত ভারতীয় লেখকদের কতটা হচ্ছে, তারা যেন রাশিয়ান

সরকারকে অনুরোধ করে যে পাস্তেরনাকের সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ববহা না করা হয়। পাস্তেরনাককে আমেরিকানদের দয়ার উপর কিছুতেই ছাড়া যেতে পারে না।'

শ্রীমহাবীর চাচনি কর্তৃক মূল হিন্দী হইতে অনূদিত।



পিয়াম

সুন্দরী

মহিলাদের

ঐতিহ্য!



পিয়াম সাবান—বিশুদ্ধ মিসারিমুক্ত সৌন্দর্য সাবান—আপনার ত্বকের পক্ষে এত ভাল, আপনার সৌন্দর্যের পক্ষে এত নিরাপত্তা। হৃৎক পিয়াম সাবান আপনার সৌন্দর্যচর্চার নিত্য সঙ্গী হোক। শিশুদের কোমল ত্বকের পক্ষেও পিয়াম আদর্শ। পিয়াম ট্যালকাম, এত মৃদুভাষের মত মৌলভের, এত অশ্রু হৃৎক—আপনাকে সাবানিন স্বেচ্ছা, হৃৎক রাখে। হৃৎক হৃৎক হৃৎক—সোনালী গিমে পিয়াম ট্যালকাম কিছুন।

নরক

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

গম্ভীর হয়ে গেল রাজা নরক।
প্রদোষের স্বপ্নগুলোকে তার চোখে
ফুটে উঠল একটা সুতীত সম্মানী দৃষ্টি।
সেই দৃষ্টি দিয়ে সে দেখে নিল প্রথমতঃ
মহিষী জাহ্নবীর আপাদমস্তক।

বিদ্যাবার দৃষ্টিরাজ্যে মহামোহ নিরয়-
লোকের অধীশ্বর নরক। সে পাপীর এক
দণ্ডধর—সুতীত, নিমিত্ত। তার নামেই
অধিকার ঘন অধোলোকের নাম 'নরক'।
নরক অতি ভীষণ, পাপীর ভোগস্থান।

যেমন ভীষণ রাজা তেমনি ভয়ংকর তার
রাজ্য। অগ্নি পর্বতের মত দোষ প্রকরণ
দেহ, জটিল পিণ্ডগল কেশকটী। তদুপরি
রত্নময় মুকুট—যেন সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত
হস্তরশ্মি। বসিকৃষ্ণত লজ্জাটপলে বসিক।
জুলাবহন নহন। প্রচুর মেঘবিস্তৃত
উজ্জল সাগরে বড়বাসন্য ভয়ানক জেধ-
সংরুদ্ধে কটাক। সে কটাক পাপাত্মার
মর্মভেদ করে। নরকের কাণে মণির কণ্ডল,
কণ্ডলের সোজা দেবতাস উৎপত্ত। অতি
বিভীষণ সে দৃষ্টি।

তারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আজ মহিষী
'বেদনা'। আজ তার অস্তিত্ব প্রার্থনা তিনি
নরক দেখতে চাই, আমাকে নরকে নিয়ে
চল।

নরকের মুখে আরো গম্ভীর হয়ে ওঠে,
দৃষ্টি হয় তীক্ষ্ণতর। স্ফুটন্ত কণ্ঠে সে
বলে, 'তা হয় না, নরক দেখার অধিকার
সকলের নেই।'

'কেন নেই?' ব্যতুলভাবে প্রশ্ন করে
বেদনা।

তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বলে নরক, 'কর্ম-
ফলই স্বর্গ বা নরক দশনি হয়। যারা
পুণ্যবান, প্রেমিক—সত্যবাদী, ধর্মশীল—
তার যেমন সুখের পর সুখ, স্বর্গের পর
অনন্ত স্বর্গ ভোগ করে—তেমনি যারা
পাপী মিথ্যাচারী—তার ভোগ করে জেধ,
নরক। নরক দশনের অধিকারও পাপীর।
তুমি তো জীবনে কোন পাপ করনি।'

প্রশ্নে এড়ার যার বেদনা। অগ্র স্তম্ভ
কণ্ঠে বলে, 'নরবীর কাতর ক্রন্দন আমাকে
অস্থির করে তুলে। আমি সহ্য করতে
পারি না। উঃ, কি করণে সে আত্মনাশ!
অমাকে নিয়ে চল, আমি এসে দেখি।'

নরকের সবভাবগম্ভীর বদনমণ্ডল আরো
গম্ভীর হয়ে ওঠে। যেন অশ্রুকার চুঘ-
লোকে অসঙ্গ সমুদ্রের ঘোর। রক্তক,
কৃষ্ণ শব্দের মত সুতীত সম্মানী দৃষ্টি
তীব্রতর করে সে আবার মহিষীর আপাদ-
মস্তক লক্ষ্য করে।—নিপাপ, নিষ্কলঙ্ক
অমন—নির্মল, নিষ্কলমে নহন। আকৃতি
কি অতুলের মর্পণ নয়।

দীর্ঘ দিন ধরে দেখে আসছে নরক,
'করুণায়-কোমলতার, মায়-সেবায় অভুলনীয়
বেদনা। প্রশ্নের অতীত তার শাসিত হৃত।
সুতীত লোকের অনস্বীয় অবস্থার মতই
অনিশ্চিন্ত সে—অনিশ্চিন্ত তার চরিত্র-
গোবধ। স্বর্ণাকার হৃদয়ে মর্পিত হয়ে

আছে সেই প্রথম দিনের স্মরণীয় ইতি-
হাস, যেদিন ভীষ্মকান্ত নরকের সম্মুখে
এসে দাঁড়িয়েছিল বেদনা। যেমন উদাত্ত
গ্রাস মেঘ-মুখে স্থির দাঁড়ায় নীল তারা,
মিশ্রল কক্ষকায় নরকের সম্মুখে তেমনি
দাঁড়িয়েছিল সে। পরিপূর্ণ শ্যামাঙ্গী—
যৌবনে উজ্জল। নিখুঁত নীলকান্ত মণির
মত নীলদৃষ্টি, শতকৃষ্ণত ঘন নীল কেশ-
কলাপ, নীলোৎপলের মত সুস্পন্দন নয়ন,
মমতা-মাতানো আবেশ-বিহীন ঈক্ষণ—যেন
চারুসবাঙ্গী অনঙ্গলতা। এমন করে
কোন নারী তার সম্মুখে দাঁড়ায় না,
দাঁড়াতে সাহস পায় না। নারীর বিভীষিকা
নরক। নারীকে সেখে স্ফুটন্ত মেঘমণ্ডলে
প্রশ্ন করেছিল নরক, বীণানিস্কৃত মধুকরা
কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল বেদনা—'যেন কড়ি ও
কোমলে উদাত্ত ও অনুদাত্ত সাধা সংলাপঃ
'কে?'

'অপহৃতা আমি পতিংবরা।'
'আমার অভিধাপ স্মৃতি এসেছে, নারী?'
তোমায় পতিরূপে বরণ করতে এসেছি
আমি।'

'আমাকে? জানা আমি কে।'
'নিরলোকের অধীশ্বর, সম্রাট নরক।'
'আমি শুয়াল অত্যাচার—নির্মম নিষ্ঠুর।'
'তুমি শাস্তা, দণ্ডধর—নরজীবনের
প্রেরণা।'

হতবাক হয়ে গিয়েছিল, রাজা নরক।
এত সংবাদ কি করে জানল, ওই নীল-
তারার মত ছোট্ট একটি নারী। কেনই বা
পতিরূপে প্রার্থনা করতে তাকে? বিস্ময়ের
চোখে মহাভয়ানক নরক, নারী-জীবনের
দৃষ্টান্ত। কি একটা আকর্ষণ অনিবার্য
অনলের মত তার বুকে জ্বলে। সেই
জ্বলন্ত জ্বালাময়ীর আহুতি গম্ভীর,
নিম্নর, যক্ষ বিনাধরপুরের সহস্র রমণী।
অপহৃতা তারা, মলিনশাখা—তারা এক-
বেণীধরা। তাদের ততঃ দীর্ঘনিশ্বাস অস্থির
নরক। সহস্র মুখে তারা নরককে অভি-
ধাপ দেয়। এমন করে তো কেউ পতি-
রূপে প্রার্থনা করে না তাকে। এ নারী কি
জানেন না, কি অভিধাপ তার জীবন।
পতিংবর, মাতঃসেব নিগত গগৈ পরিচয়-
হীন সে—অতি কৃষ্ণত, অতি কঠোর।
অসমী তার প্রতাপ কঠিন শব্দ—কিন্তু
অহতরময় শব্দ। হাহাকার যেন শূন্যগর্ভ
অনিগোলক।

কত কাল আগের কথা—সমাপ্রসূত অনাথ
এক শিশু। নিজনি মশ্যানপ্রাপ্তে প্রাণ-
রক্ষার তাগিদে প্রাণপণে চীৎকার করছিল
সে, ক্রন্দন করছিল শব্দ একটা মত নর-
কপালের ওপর হস্তক স্থাপন করে। 'হ-
করণেই হক—জননী পরিত্যক্ত কণ্ঠে
তাকে। হয়তো সে কানীন, হয়তো সে
মাতার অধৈর্য কামনার বিষফল। হয়তো

মাতৃাই ছিল তার ললাট-লিখন। কিন্তু মাতৃা ঘটেনি তার। অমর বিষবীজ, অমর বিষবৃক্ষ। বিশ্বতোচ্ছন্দ, বিধাতা পুরুষের দৃষ্টি পড়েছিল তার ওপর। করুণা ভরে তাকে রক্ষা করেছিলেন কমলযোনি।

আশ্রয় পেয়েছিল মাতৃতত্ত্ব অনাথ শিশু। বিধাতার অভিপ্রায়ে বর্ধিত হয়েছিল স্রষ্টার অমোঘ শাস্ত—‘নৈশ্বাতো নরকো নাম ব্রহ্মণো বরদংপিতঃ’। যেমন বিপুল দেহ, তেমনি নিষ্ঠুর প্রকৃতি—যেমন উত্তম হাহা-কারময় জীবন, তেমনি ক্রন্দন-সিস্কু শাসন। কঠিন কণ্ঠে তাকে সুকঠিন নির্দেশ দিয়েছিলেন বেদগর্ভ ব্রহ্মা, জন্মের পর নরকপালে মস্তক স্থাপন করে ভূমিতে শায়িত ছিলে তুমি—তোমার নাম হল ‘নরক’। তুমি ভীষণ হলেও আমার বিরাট সৃষ্টিতে তোমারও প্রয়োজন আছে। সৃষ্টি রাজ্যে যারা শংখলার ব্যভিচারী—যারা প্রবঞ্চক, নরঘাতী অত্যাচারী—যারা কামাধ, মদোদ্ব্যস্ত—সেই সকল অধর্ম-বন্ধুর শাস্ত-দাতা হবে তুমি। ত্রিলোকীর দক্ষিণ ভাগে ভূ-নিম্নস্থ নিরয়লোক—আজ থেকে তুমি তার অধীশ্বর হলে। তোমার নামেই সে-রাজ্য নরক নামে অভিহিত হবে। যোজন-যোজন বিস্তৃত লক্ষ লক্ষ ভয়ংকর নরক—পাপীর শাস্তিস্থান তার ভেতর কোটি কোটি বহিঃকৃত—পাপাত্মার বিভীষিকা। এই ভীষণ নরক ও নরক কুণ্ডের রাজপদে তুমি অভিষিক্ত হলে।

শিউরে উঠেছিল বিভীষণ নরক। সে

ভীষণ, কিন্তু আরো চেয়ে ভীষণ নরক; সে কঠিন, কিন্তু আরো কঠিন নরকলোক। রুদ্র শাসনে ক্রন্দনমুখর প্রজা—রৌদ্র, করুণ, বীভৎস রসের সাগরে নিমজ্জিত হয়েও পার পায় না। এমনি ভয়ংকর শাসিত। শূন্য স্বরে প্রতিবাদ করেছিল সে বিভীষণ নামে উত্তর দিয়েছিলেন বেদগর্ভ ব্রহ্মা, ‘এ কর্মভার তোমারই উপযুক্ত। তুমি ভয়ংকর, করাল তোমার শাসন—তুমি নির্দয়, নির্মম তোমার পীড়ন। নরকের পতি হবে নরক—এইই কল্পের বিধান।’

তারপর একটু নীরব থেকে বলেছিলেন বিধাতাপুরুষ, ‘সৃষ্টির পুর বিচিত্র, বিস্ময়-কর! যাদের কান আছে, তারাই সুরের ঐকতান উপভোগ করতে পারে। অঙ্গ-কারের বৃকে ঘুমায় আলো, রুদ্রের বৃকে সুখে ঘুমায় পরম শিব। কঠিন শাসন কেবল সত্যবধান করে না আত্মকে পরি-শুদ্ধ করে। অগারের মলিনত্ব সহজে ঘোচে না, কিন্তু সুকঠিন অনিত্যতাপে হৃদয় দগ্ধ কর—অগার হীরক হয়ে উঠবে। নরকের শাসন হবে মনোদীপ্ত ধর্মজীবনের প্রবর্তক। হে নিমম, হে অমিত-করণ নরক, তোমার হৃদয়হীন দেহের তাত্পর্য পাপীর ভোগ কর হবে—নরকীয়ন্যত অশিশুদ্ধ হয়ে নরকীয় হয়ে অজুদয়-সুচক নবজীবনের অধিকারী।’

নির্বাক নরক। বিধাতাপুরুষের নির্দেশ নত মস্তকেই তাকে স্বীকার করে নিতে হয়। তার হাহাকারময় করাল জীবনের

একটি ক্ষণ থেকে প্রতিনিয়ত নির্গত হয় তপ্ত রক্ত, সেই রক্তই উত্তেজিত করে তোলে তাকে—পাগল করে তোলে তাকে। তার জীবনের সেই কণ্ট একটি অন্তর প্রশ্ন, কে সে? কেন সে পরিতাপ? মাতার মমতা নিমমি হল কিসের অভিযোগ?

নরক পতনের পূর্বে সে শূন্য, সেই প্রশ্নটিই করেছিল সর্পজ্ঞ বিধাতাকে ‘আমার নীরপ জীবনে একমাত্র রসের নিকর অপনার স্নেহ, অপরিশোধ্য আপনার ঋণ। চিরকাল কি অজ্ঞাত থাকবে আমার পরিচয়? তোমারি কি জানব না আমি, কে আমার মাতা, কে আমার পিতা?’

প্রশান্তকণ্ঠে উত্তর করেছিলেন অশ্বখিলিত সত্তার বাণমূর্তি ব্রহ্মা, ‘সত্যকে প্রকাশ করতে হয় না, বসন্ত। সত্য স্বয়ং প্রকাশ। সময়াবধির এ সত্য আপনাই উদ্ঘাটিত হবে।’

আর কোন কথা বলেনি নরক। ব্রহ্মা-ঘন জিজ্ঞাসা অস্তরের রক্ত রেখা সে গ্রহণ করেছিল বিধি নিষিদ্ধি কর্তব্যভার। উদ্দেশ্য পূরণানের স্বর্গ নিম্ন পাপীর নরক। এই নরকই অপরিসর হয়েছিল সে। স্বর্গ এর প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বর্গের অধি-বাসী তার স্বর্গ। স্বর্গের মতোই নরক—প্রাণাতকর কার্যের চেষ্টা ও ভয়ংকর, মৃত্যুর চেয়েও করাল, ক্ষমত্বের চেয়েও দুরন্ত। মাতৃস্নেহের বহন্য আরো ভীষণ করে তুলেছিল তাকে। সমগ্র নারী জাতির প্রতি বিতৃষ্ণা তার আত্মমগ্নে সঞ্চারিত হয়েছিল।

মিষ্ক অব ম্যাগনেসিয়া

ম্যাগনেসিয়া ম্যাগমা ইউ এস পি.

বয়স, স্টোমিওয়ে ও শিশুসেব
সকলের পক্ষে নিরাপদ ও ফলপ্রসূ

অম্লনাশক ও মৃদু বিরেচক

সব সময়েই কিনতে
চেষ্টা করবেন...



এম এফ এফ
ব্রাও

MANUFACTURED IN INDIA BY
MARTIN & HARRIS (PRIVATE) LTD.
18 ASHUTOSH MUKHERJEE ROAD, CALCUTTA 20

আমাদের প্যাকিং কিনা
দোষ দিন



জালানল-প্রস্তুতকৃতকরণের সাধন।

নারীকে সে করেছে নরকের দ্বার। সহস্র
রমণীর দীর্ঘশ্বাস অস্থির নরক, অশ্রুতে
উত্তেজিত নরক, এক বৈশাখী সান্নিধ্যের
অভিশাপে উত্তপ্ত নরক। সে উত্তাপ
উদ্ভাস। উদ্ভাসের কঠিন হয়ে ওঠে
সুকঠিন পীড়ন, নিষ্পেষিত হয় কোটি কোটি
অগ্নিগুণ্ডে প্রমাণ পুরুষ। বাইরের প্রতাপ
অন্তরের ক্ষমদাকে যেন চাপা দিতে চায়
কিন্তু পারে না। বাইরে দুর্দম, অন্তরে
শূন্য—বাইরে ক্ষমাহীন দণ্ডপাণি, অন্তরে
একান্ত অসহায়। নরক যেন অনন্ত হাহা-
হারে পূর্ণ একটা শ্মশানভূমি উল্কা।

সেই নরককে—বিশ্বজ্বলার বিতর্কিত
নারীকুলের মহোদয়, চির অভিশপ্ত সেই
নরককে স্বেচ্ছায় বরণ করতে বসেছে এ
নারী—সে নারী তারই কর-পীড়নে
পীড়িতা, ব্যথিতা ও লজ্জিতা। সে বি
নরককে চেনে না? কুংসিত, মহাভয়
নরকের পরিচয় কি অজ্ঞাত তার কাছে
সুন্দরকে সকলই প্রার্থনা করে, কিন্তু সে
অসুন্দর, যে অভিশপ্ত, যে মহাভয়কর—
তাকে স্বেচ্ছায় বরণ করে কে!

দুঃখের উদ্ভাস কষ্টে তারে বর্নোচ্চ
নরক, জন্মে, কোটি কোটি নারীর চোখে
অশ্রু, জামি, মহা অভিশাপ।

অন্তঃকরণ বিস্তার করে কোমলকর্ণে
বলচ্ছিন্ন মীসনয়নী বেদনা, 'একটি নারীর
নয়নের হাসি তুমি জীবনের আশীর্বাদ।'

'শূন্য নারী, বিরামহীন আমার জীবন
প্রান্তরহীন শাসন।'

'সেই প্রান্তরহীন জীবনে আমি হব
শক্তিহীন।'

'তুমি কি জানো না, আমি মোহ পরি-
স্রবীণ, আকস্মিক মৃত্যু-পরিহাস, স্নেহ-
বঞ্চিত।'

'জানি, জানি—' উচ্চল হাসির তরঙ্গ
হৃদয়ে উত্তর দিয়েছিল মেঘবরণী, মমতাময়ী
বেদনা, 'তাইতো জায়ার প্রেম দিয়ে
পূর্ণ করতে চাই জননীর স্নেহ—শূন্য
হৃদয়ের অভাব দূর করতে চাই মমতার
মাধুর্যে।'

এর পর আর কোন কথা বলতে পারেনি
রাজা নরক। প্রীতির যে শব্দে বন্দী
বিশ্বজগৎ, সেই শব্দেই বন্দী হয়েছিল
মদকলমন্ত নরকেশ্বর। বন্দী হয়ে ব্যথিত
হয়নি সে। মমতাময়ী বেদনা—কণ্ঠা ও
শাস্তির এক মূর্তি। বর্ষার ব্যরিষণে
যেমন সবুজ শ্যামলতায় পূর্ণ হয়ে উঠে
দাবদণ্ড, শূন্যকাত ভৈরব গুপ্ত—বেদনার
নেহধারায় তেমনি পূর্ণ হয়ে উঠেছিল
নরক। নরকের জীবনে একেশ্বরী বেদনা,
তার প্রিয়তমা মহিষী। ক্রান্ত কর্ণে
একখানি পরিপূর্ণ আরামের বিগ্রহমাগার—
ছায়া শীতল প্রীতিস্নিগ্ধ, শান্ত। স্বামীর
সেবায় বেদনাও অক্রান্ত। একমিষ্ট পাত-
রতা, পতির ইচ্ছাই তার ইচ্ছা—পতির

নতুন রকমের সিন্থল



এই নতুন রকমের সাবান—শুদ্ধ এবং মনোরম গন্ধযুক্ত সিন্থল,
ব্যবহার করুন—আপনার গায়ে কোন গন্ধ থাকবে না, গায়ের
চামড়া সুস্থ থাকবে এবং গায়ের রংও পরিষ্কার দাগহীন হবে।

ভারতে একমাত্র সিন্থল সাবানেই জি-১১ (পেটেন্টে হেন্সাক্সো-
রোফিন) আছে। যে বীজাণুগুলি গায়ে দাগ ছড়ায় এবং গন্ধ সৃষ্টি
করে, জি-১১ সেগুলিকে নষ্ট করে। নিয়মিত ব্যবহারের পঞ্চম দিন
থেকে শতকরা ৯৫ ভাগ বীজাণু ধ্বংস হয়ে যায়—যা সাধারণ
সাবানে সম্ভব হয় না। জি-১১ যুক্ত সিন্থল আপনাকে ঘামাচি,
তিল, ত্রণ এবং চুলকানি ও অন্যান্য চর্ম-উপদ্রব থেকেও রক্ষা
করে। সিন্থল সাধারণ সেরা সাবানের চাইতেও বেশী শুদ্ধকর,
চোখের কোন ক্ষতি করে না—শিশুর পক্ষে সব চাইতে ভাল।

মনে রাখবেন

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে জি-১১ একমাত্র রাসায়নিক পদার্থ যা শরীরের
ত্বকের পক্ষে ক্ষতিকর নয় এবং যা সাবানে ব্যবহার করলে সমস্ত
বীজাণু নাশ করে। পৃথিবীর সর্বত্র ডাক্তাররা জি-১১ যুক্ত সাবান
ব্যবহার করবার নির্দেশ দেন এবং আমেরিকার হাসপাতালগুলিতে
বিশেষভাবে জি-১১ যুক্ত সাবানই ব্যবহৃত হয়।

একমাত্র সাবান যা গায়ে ঘামের গন্ধ দূর করে এবং
গায়ের রঙের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়—লক্ষ লক্ষ লোকের
ক্ষেত্রে প্রমাণিত।

জি-১১ সিন্থল
যুক্ত

পুরোপুরি রক্ষার জন্যে সিন্থল দিয়ে স্নান করবার পর মিষ্টি গন্ধসহ
শুদ্ধকর জি-১১ যুক্ত গোদরেজ টয়লেট পাউডার ব্যবহার করুন।
গোদরেজ-এর হেয়ার টনিক এবং শেভিং ষ্টিকও জি-১১ যুক্ত।

গোদরেজ সাবানের জগতে সেরা নাম

আদেশ তার পরম আদেশ। পতিব্রতাকে বিরোধিতা করে কোনদিন কেনি কথা বলেনি বেদনা।

সেই পতিব্রতা আজ স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলছে সে নরক দর্শনে কুসুর। যতবার নিষেধ করছে নরক, ততবার জেদ করছে বেদনা; যেমন অটল নরক, তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বেদনা। রতীর কঠিন পণ ভগ্ন করতে চায় নরক, বলে, 'এ ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। অতি ভীষণ সে স্থান।'

'ভীষণ বলেই আমি তা দেখতে চাই।'

'আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। আমি নরকের অধীশ্বর, নরকের প্রতীক। আমার এই রত্নমুকুটের চেয়েও জ্বালা কয়ল নরক, আমার এই কুড়ালের চেয়েও বহিমান নরকলোক।'

'আমি সেই বহিঃশিখাই স্পর্শ করতে চাই।'

'ভীষণদর্শন নরক-কঙ্কর সেখানে লৌহশর্মির আঘাতে নারকীদের শাস্তি দেয়।'

'নারকীয় বেদনায় আমি আকুল হয়ে উঠি। আমি ওই আগতদের দেখতে চাই, বুক পেতে 'নাও চাই শর্মির আঘাত।'

বেদনায় কাঁপতে থাকে বেদনার কণ্ঠ। সমংশয় সত্যীক্ষা দৃষ্টি মেলে আবার বেদনার আপ্যুতমস্তক নিরীক্ষণ করে নরক। এবার তীব্র স্নেহ ধ্বনিত হয় তার কণ্ঠে 'নারকীয় জন্য নরক-মহিষীর এ-অভূতপূর্বে বেদনা যেন এক নতুন বিস্ময়।'

'বেদনার সমবেদনায় বিস্ময় হতো নেই কিছু—' কল্প কণ্ঠে বলে বেদনা। ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারে নরক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

হাসিয়ে যেতে চায় ধৈর্য। বজ্র স্বরে সে বলে, 'জানো, নরক-দর্শনের ইচ্ছা হওয়াও পাপ।'

'পাপ!—'করুণ কণ্ঠে অতর্নাদ করে ওঠে বেদনা।

'হ্যাঁ—কঠিন কণ্ঠে বলে নরক। ভারতে আবার মহিষীর মুখে, চোখে, সর্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে বলে সে, 'দেবে দেখ, ভাল করে ভেবে দেখ। আমাকে এখন যেতে হবে 'অসিপত্র' বনে। পৃথিবী থেকে নতুন একদল পাপীয়সী নারী এসেছে। পতিকে প্রবণতা করে মহাপাতকের ভাগী হয়েছে তারা। তাদের জন্য ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।'

শিউরে ওঠে বেদনা কাতরস্বরে বলে, 'আমাকে ওখানে নিয়ে চল, আমাকে ওদের দেখতে দাও।'

আরও নয়ন তাকায় নরক। ক্রুদ্ধ গর্জনে কক্ষ পরিত্যাগ করতে করতে সে বলে, 'যদি প্রয়োজন হয়, নিশ্চয়ই নরক-মহিষীর জন্য মৃত্যু করতে হবে নরকের দ্বার। প্রতীক্ষা কর, আমি পাপীয়সীদের একটা ব্যবস্থা করে আসি।'

মত্ত পদক্ষেপ করে কক্ষ ত্যাগ করল নরক। তখন সম্মুখা ঘোর হয়ে উঠেছিল, কক্ষ জ্বলে উঠেছিল উজ্জ্বল আলোয়। বেদনার দান হল, উজ্জ্বল আলোর বুক থেকে একটা কক্ষ বহিঃশিখা যেন বেরিয়ে গেল সত্যীক্ষা ধ্বংস করতে। ভবে, দুঃখে গুমারে কেমন উঠল বেদনা। স্বামী তার এত 'মিষ্টবের'।

ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকে বেদনা। অস্থির চরণে কক্ষের পদচারণা বলে সে। দারণ অস্বপ্নিত। প্রতীক্ষার মত এমন অস্বপ্নিতকর ব্যর্থ আর কিছু নেই। রাজ্যের দৃষ্টান্ততা ভর করে মাস্তুলক, রাজ্যের

অশান্তি আলোলিত করে হৃদয়। সময় কাটে না, এক মুহূর্ত যেন এক যুগ।

সংসা থমকে দাঁড়ায় বেদনা। টং টং টং... দূরে যেন বাজে নরকের ঘণ্টা। রহস্যময় দ্বারগত ধ্বনি। আতঙ্কিত হয়ে ওঠে সে। বেদনা দেখেনি, কিন্তু শুনেছে, অসংখ্যবার শুনেছে—আঁত ভয়ঙ্কর নরকলোক। 'প্রলোকীয় দক্ষিণ প্রান্তে কাল্যাপনরূপারের উর্ধ্ব ভূগর্ভস্থ নিয়লোক। কোটি কোটি সোজন তার বিস্তার। নরকের সংখ্যাও অসংখ্য : চৌরাশি দক্ষ নরক—তার মধ্যে আবার প্রধান একবিংশতি নরক। অতি ভীতজনক তাদের নাম : রৌবর, মহারৌবর, তামিশ্র, অদ্রতামিশ্র, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসপিত্র, অপ্রতিষ্ঠ, দ্বিগন্ধ, সমংশ, তন্ত-শর্মি, সংশাষণ, কুম্ভোজজন, পুত্রশোণিত, সোজন, শবান, ভোজন, বজ্রকণ্টক, শক্তমলী, করমভাসিকত্র, বৈতরণী, অলীচ, সূচিমুখ ও অয়ংপান। নাম স্মরণ করে ভয়ে শিউরে ওঠে বেদনা। রৌবর নরক নয়—একবিংশতি নরকে প্রতিষ্ঠিত বজ্রশীতি নরককুণ্ড। এদের মধ্যে অতি ভয়াবহ দানব কুণ্ড : বহিঃকুণ্ড, উচ্চকুণ্ড, দারকুণ্ড, শত্রুকুণ্ড, রসাকুণ্ড, নলাভক্ষ, সপকুণ্ড, দংশকুণ্ড, বজ্রদণ্ডা, অশ্রুকুণ্ড, অসীকুণ্ড, প্রাগরোধ। পাপাত্মার অশ্লীলভাবী গতি এই নরক, এই নরক-কুণ্ড। রত্নলোচন, তাম্রপিপাসন, জলস্ফুটী কোটি কোটি নরকভূতা এদের রক্ষক। 'নিদ্রা তাদের শাসন, অমানিতিক পীড়ন। কি হৃদয়-বিস্ময়ক পাপাত্মার আতর্নাদ।

নিশ্চল পান্যপেয় মন পত্রখ দাঁড়ায় থাকে বেদনা। সেই বৃন্দন, সেই বৃক্ণভাষা হৃদয়কার উঠে যেন নরকের অন্ধকার বিনোদ করে। 'মহারৌবর' নরক থেকে উঠেছে কি এক কন্দন? বেদনা জানে, যারা হিংসক, নরঘাতী—যারা

নিশ্চিত হউন


সুস্থ মাড়ি
শক্ত দাঁত
মধুর শ্বাস প্রশ্বাস

টুথপেস্ট সূক্ষ্ম দাঁতের জন্য

ফরহান টুথপেস্ট ব্যবহার করুন

একমাত্র এই টুথপেস্টেই শক্ত সুস্থ মাড়ি-গঠনের জন্য ডাঃ আর. জে. ফরহানের আবিষ্কৃত বিশেষ উপাদানটি আছে

Geo. F. Manness & Co. Private Ltd.



কমাহীন, নররঞ্জে সিন্ধু করে ধরাতল—হিংস্র যারা উন্মাদ তাদেরই ভোগস্থান ভয়ঙ্কর মহারোর। কাদশ যোজন বিস্তৃত এই মহানরক—তুময়ী এর ভূমি। নিম্নে প্রচণ্ড হাতাশন, উপর প্রাণহস্যবর্ষ দাশন। অনল-তাপে উত্তপ্ত তাম্র পদক্ষেপ কবামাত্র দেহ দংশ হতে থাকে, ওপর থেকে অগ্নিবর্ষণ করে মাঠে। একে দাসদাহে দংশ দেহ, তদুপরি বজ্রদণ্ডী দংশশাস্ত্রের অক্রমণ—একযোগে আক্রমণ করে কোটি দংশনক। দহন ও দংশনে তজ্জরি পাপী 'হা মাতা, হা পিতা' ক্রন্দনে আকল করে তোলে নরকের বাতাস। উন্মাদে পৈশাচিক হাসি হাসে নরক-কিংকর। ভীতদর্শনে তাম্র, মমতাহীন—তাদের হাসে দণ্ড অশ্রুশ। অশ্রুশের হাতদ্বারা তারা উন্মাদ করে তোলে পাপীকে। কাতর ক্রন্দন, সকাতে অনুদ্রব, 'হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ' আতঁর। কেউ বর্ণপাত করে না। দ্রুমিধরে স্বপ্নাশন করে নরকদাস তাদের নিক্ষেপ করে 'রাক্ষসে'। মহাশয়ের চোখে হিংস্র, কব, ভরশরণ রক্ত। মহা-রক্তে তারা ভাঙল। তাদের নামেই নরকের নাম—'বোরব' 'মহারোরব'। কণ্ঠে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় এই হিংস্র কবদ্য চক্ৰ পাপীকে অক্রমণ করে। হিংস্র শব্দই হয় হিংসর। নরকদারী সে শব্দেই পবিত্র।

কণ্ঠদাহেও সে দংশন করা করতে পারে না বেননা। রোমন্থে অন্তরে যেন হরিহরও কবর আক্রমণ, কণ্ঠমীল দেহে যেন তপ্ত হাতের এসেছে বেন। সিন্ধুই যেন মহারোর পবিত্র হয়েছে সে। আতঁর সেই হাসে সে যেন আতঁর করে। আতঁর নয়ন অদ্যাত হই যেন 'মহাত্মিক' নরকের দংশন।

যারা অশ্রুশের সমাচ্ছন্ন 'মহাত্মিক' নরক, অশ্রুশ—রক্তের অশ্রুশ। সে অশ্রুশেরে কিছই স্মৃতিগোচর হয় না, নিজের দেহটি পরিত্যক্ত হয়। সেই নিদ্রার অশ্রুশের হিংস্রপ্রশসি অতি শীতল বসপ্রবর্ত। অতি প্রচণ্ড তার যেন। সেই বসার অশ্রুশে 'মহাত্মিক' চূর্ণ-নিচূর্ণ হয়ে যায় পাপীর অস্থি, মজা। এ জগতে যার মনঃ, দশা, ধর্মসেই অশ্রুশদারী—তারই এ নরকে প্রবেশ করে। একে মহাত্মিকায় অশ্রু দাঁড়, তার ওপর হিংস্রীতল বাহার কঠিন প্রহর। চূর্ণ দেহের গলিত রক্তে হিংস্রতাপ রক্তবাহার পরিণত হয়। শূন্য, হৃদয়, অশ্রু পাপী স্মৃতিহারা উন্মাদের মত সেই রক্তবাহার ভক্ষণে উদিত হয়। ঠিক সেই 'মহাত্মিক' অশ্রু বজ্রদণ্ডদারী নরক-রক্তক। বজ্রদণ্ডের প্রচণ্ড আঘাত হানে পাতকীর মস্তক। অঘাতে আতঁনাদ করে ওঠে পদদ্যাপে রী মদম্ব। দিগ্বিদিক জারশন হয়ে ছাড়ে অরম্ভ করে তারা—অশ্রুশের 'দিশাহারা চাউৎশি, নরকদারী পাপী—অশ্রু 'অশ্রুশ' নির্মুক্ত হয়।

আর যেন ভাবতে পারে না বেননা। তারা চোখে উত্তাল হয় অশ্রুদী। সভয়ে চোখ খোলে সে। নরকে নয়, নিজের প্রকাণ্ডেই সে দাঁড়িয়ে আছে, কক্ষ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলেছে দীপালোক। বাতাসনপথে দেখা যায় সেই অশ্রুশ। কক্ষের আলো যেন আরো ভয়াবহ করে তুলেছে বাইরের অশ্রু-কারক। অশ্রুশের অশ্রুশই থাক। অশ্রু-কারই নেমে এসেছে তার জীবনে। কি প্রয়োজন প্রদীপের? উচ্চকণ্ঠে সে দাসীকে ডাকে, নিজের চাঁৎকারে নিজেই শিউরে ওঠে। দাসী কক্ষে প্রবেশ করে। ফিস্ ফিস্ করে সভয়ে বলে বেননা, 'প্রদীপ নিভিয়ে দে।' দাসী ঠিক ব্যস্তে পারে না। দীপ নিভে না, স্তিমিত হয়। ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে যায় দাসী। আনমনে বেননা এসে দাঁড়ায় দ্বৈতপথে। বাইরে নিঃসীম অশ্রুশ। অশ্রুশ-দর্পণে কি স্বামী প্রতীকিত পড়েছে? অশ্রুশের অশ্রুশপ্রমাণ কাদের ওই প্রতীক? একি হল বেননার! কেউ কি সত্যি স্মৃতি হরণ করল তার? মনে হল, সে যেন 'অবীচি' নরকে নিক্ষেপ হয়েছিল। নিহতরগা নীরের নাম মহাশয়না নিরালম্ব অবীচি নরক। নরক-কিংকর স্মৃতি পর্বত থেকে পাপীকে অশ্রুশরয় এই নরকে

নিক্ষেপ করে। 'তরঙ্গহীন, নিরালম্ব কঠিন অবীচি'—পতনভয়ে আতঁকে ক্রন্দন করে ওঠে জীব। প্রচণ্ড ঘর্ননে ঘর্ণিত মস্তক, ঘর্ণিত নেত্রতারকা। অনন্তশয়না মর্ছিত পাপমতি!

দুই করে নিজের মস্তক তাড়না করতে থাকে বেননা। স্মৃতিকে সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। সে দেখতে চায়, এ নরকের শেষ কোথায়? ব্যাকসত্যে সে স্বামীর প্রতীক করে। গভীর রক্তনীতেও নিদ্রাহীন তার নয়ন।

অতিব্রত রাতির শ্রিতীয় প্রহর। এদিকে নিদ্রাশ্রু জগৎ। খুব কান পেতে শুনলে শোনা যায়, কিসের যেন বো বো শব্দ। সেই শব্দ ভেদ করে মাঝে মাঝে যেন ভেসে আসে অজ্ঞাত নরকের ক্রন্দন। সত্যিই কি এ নরকীর ক্রন্দন? না তারই হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন কোন প্রহর আতঁ চাঁৎকার? বক দুর-দুর করে বেননার। সর্বগো এক সভর ক্রন্দন। অশ্রুশেরে সে শুনতে পায়, নরক-কিংকরের ভৈরব গজান, পাপীর 'হা হ্যাঁহিংস্র' আতঁনাদ। বৈতরণী কি উজ্জ্বল হয়েছিল তার হৃদয়ে, নরকী কি নীড় বেঁধেছে তারই আতঁর? অশ্রুশ হয়ে ওঠে বেননা।

সহসা স্তিমিতপ্রদীপ কক্ষে প্রবেশ করে

মুখের
লৌকিক
স্বাদি করে



রেকোকাশ্মীর

ফেস্ পাউডার

ভারতের সর্বত্র খুওয়া যায়



নরকের রক্তমাংসে প্রথম হয়ে ওঠে উগ্র, ভয়াল দৃষ্টি। একটু নিঃশ্বাস নিয়ে বলে চলে বেদনা, 'দিনে সূর্যবিস্ফোজ আমি রশ্মি-মিহীন দেখি, শূন্য বসন্তখণ্ড আমার চোখে দেখায় ঘোর কৃষ্ণপট। মনে হয়, ছায়ার অসংখ্য কারা ঘুরছে আমার চারপাশে।'

নরকের বদনমণ্ডলে গাঢ় মেঘের ওপর গাঢ় মেঘ জমে। ক্রমে আরো ঘন ভীষণ আকার ধারণ করে তার ঘোর রক্ত আনন। স্বঃপালোকে সে এক রহস্যময় ভয়াল মর্ত্য। উদ্ভাসিতের মত গর্জন করে সে বলে, 'আরো কিছু?'

'আরো অনেক কিছু'—অশ্রুস্রব্ধ ভীত কণ্ঠ বলে বেদনা, 'যুগ্ময়েও শান্ত নেই আমার। অর্ধ তন্ত্র, অর্ধ জাগরণ। সেই অবস্থায় স্রবণ দেখি, রক্তকৃষ্ণ দন্তধারী বিকটাকার দেহ—হাতে পাশ, বহুদণ্ড—আমাকে পাশবপথ করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নীলগনিকে। সামনে তরঙ্গায়িত দম্ভের উত্থরণী—জলাশ্রিতে পৃথ, শোণিত, মাংস, বস—কি ধীভংস! ঘণায় সংকুচিত হই আমি, পশ্চিমে আসতে চাই—পারি না। বজ্রদণ্ডধারী পুংসু বজ্রদণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত করে মস্তকে—যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠি আমি। হৃদয় ভোগে যায়। দেখি, পাশে শূন্যে মাড় ভুঁমি। তবু ভয়ে সারা হই!'

সত্যের কাঁপতে থাকে বেদনা, যেমন অসিপ-পতঙ্গের বাক্যের প্রহারে কাঁপে পাণ্ডায়া। অসিপকটক নিক্ষেপ করে সিংহনাসে গর্জন করে ওঠে নরক, 'হাতলে সীতাই নরক-দর্শনের সময় হয়েছে তোমার। শোন বেদনা, নরকের সিংহটে তবু উন্মাদিত করছি তোমার কণ্ঠে। বেগমত নিঃশব্দের অস্থলিত সত্যের বাক্যই বেদের মত উচ্চারিত হয় জ্ঞানী, পশ্চিমতরণের কণ্ঠে। তারা বলেন, 'জীবকে প্রত্যেকটি কর্মের ফলভোগ করতে হয়। 'প্রাচীনং বসবৎকম'—এ উক্তি মিথ্যা নয়, কল্পনাও নয়। অনাপি অবিস্ময় ফল দুঃকর্ম'—এই কর্মই মানুষকে তার স্বভাবের বিপরীত পথে চালনা করে, তাকে প্ররোচিত করে দোষাবহ লোকনিবন্ধ পক্ষে। এরই পরিণাম প্রকৃতি বিপর্যয়, মৃত্যু, সহস্র সহস্র নরকগতি।'

নিম্ণল দাঁড়িয়ে শূন্যে যায় বেদনা, বজ্র-মস্তে বলতে থাকে নরক, 'মৃত্যুর পর স্থলে দেহ ধ্বংস হয়ে যায়, কমান্দ্রসমূহ পার-লৌকিক ভোগের জন্য থাকে অগ্ন্যুত্তাপময় এক সুক্ষ্ম সিংগদেহ। তার অনুভূতি এই দেহেই মনে—একই সংজ্ঞা, একই বোধ, একই সংবেদন। যমদূত নিষ্ঠুর পীড়নে তাড়না করতে করতে এই দেহকে নিয়ে আসে 'যম'লোকের। সেখানে হয় কঠিন বিচার। সেই চূড়ান্ত বিচারে যারা পাপী সাব্যস্ত হয়—অদেহীয় নীতি প্রত্যক্ষ তারা নিমেষে উপস্থিত হয় নরকে। শরা হয় নরকভোগ। এ ভোগে যে কী ভয়ংকর,

জীবিত মানুষ তা কল্পনা করতে পারে না। কালসূত্রে দেহ খণ্ডিত হয়, অসিপত্রে শতধা ছিন্ন হয়, বাঁহ্যকুণ্ডে দগ্ধ হয়, শোষণকুণ্ডে শূন্য হতে থাকে। সে সিংগ-দেহ তবু বিনষ্ট হয় না। রেগের পর ক্রোধ সহ্য করেও তাকে অপেক্ষা করতে হয় পরবর্তী কর্মফলের জন্য। জীবের পারলৌকিক নরকভোগ হয় মৃত্যুর পরে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে ইহ-জীবনেই রয়েছে আর এক ভয়ংকর নরক—নাম তার 'ভৌম নরক'।

বহুদিনের বৃত্তকে যেমন লোলপে, উগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ভোজ্যবোধের প্রতি, তেমনি দৃষ্টিতে নরকের দিকে তাকায় বেদনা, গ্রাস করে তার কথা। নরক বলে চলে, 'হ্যাঁ, ভৌম নরক। জীবরূপে সত্যের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার নামই 'ভৌম নরক'। আরো জীব-শরৎশোণিতের পিণ্ড-রূপে বর্ণিত হয় মাতৃগর্ভে, দশমাস দশদিন গর্ভস্থলগ্ন ভোগ করে 'প্রজাপত্য বায়ু'র আকর্ষণে মায়ার সংসারে ভ্রমণে হয়—কর্ম-বশে ভ্রমণ করে 'ভবচক্র', চৌরশি লক্ষ যোনি। কখনো হয় স্থাবর—তমোময় অস্ত্র-সংজ্ঞ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম; কখনো লভ করে তির্যক গতি—কুমি হয়ে, কীট হয়ে অস্ত্রয় করে নারকীয় যোনি। এও নরকভোগ—এ ভৌম নরকের সংখ্যা চৌরশি লক্ষ। ভৌম নরকের মধ্যে প্রধান নর-জীবন। সুখ বীজ থেকে যেমন অংকুর তেমনি জন্মস্থল সুখ্য বীজে এ দেহের উৎপত্তি। কি আকর্ষণ এই দেহের। কি অশ্রুত তার মমত্ববোধ! প্রিয় বস্তু, প্রিয় পাত্রী, প্রিয় পুত্র—এই প্রিয়জনের জন্য অন্যায় কর্মে অংশগ্ৰহণ; কামোপ-ভোগের জন্য পরকে বণ্ডনা, শোষণ; আত্ম-স্বার্থের জন্য জঘন্য পৈশূম, নরহত্যা। সুখ-সুখ করে উন্মাদ জীবকুল। কিন্তু সুখী কি হয় মানুষ?

বিস্মারিত নেড়ে তাকিয়ে থাকে বেদনা। সেই নেড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে গম্ভীর নাড়ে বলে নরক, 'সুখী হয় না। বিদ্যাবিকাশের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী সুখ, প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় অচিরস্থায়ী যৌবন। সর্বোপরি বন্ধন-রক্ত, হস্তে ধারণ করে অপেক্ষা করে দুর্জয় কাল, সুখপ্রমত্ত মানুষ সে কাল-বৃক্ষকে দেখে না—যেমন মাংসলব্ধ মংসা দেখে না লৌহ শঙ্কু। আপাতরমণীয় সুখে বিভোর হয় মানুষ। বড় মধুর পণ্ডেন্দ্রিয়, বড়রপের আকর্ষণ—বড় সুন্দর কামনা-কাঙ্ক্ষা, ইন্দ্র-ভোগ! তারই বিষময় পরিণাম নরক। এ নরক পরলোকের নরক নয়, ইহলোকের নরক। চিরকাল ধরে পশ্চিমতেরা বলে আসছেন, ইহলোকেই রয়েছে স্বর্গ, ইহ-লোকেই রয়েছে নরক। মানুষের মন সেই স্বর্গ, সেই নরক। কর্মের ভোগ এই স্বর্গ দেহেই শুরুর হয় পরলোকের নরকীয় বহুধার সূচনা হয় ইহজীবনে। মানুষের মনই দুঃকর্মের ফলে গৃহীততার নরক

ডাক্তার ইউন

ঘরে বসে ডাকযোগে পড়াশুনা করে
সরকারি বারী রেজিস্ট্রী করা কলেজ
থেকে ডিপ্লোমা নিম্ন। বিনামূল্যে
প্রোসপেক্টাস-এর জন্য লিখুন।

**Indian Homeopathic
College**
(D.C.) Jullundur City.

PHILIPS
রেডিও
ফিলিপস...
উত্তর কলিকাতার আনুমানিক ডিলার
ইলেকট্রো রেডিও
এম্ফোরিয়ায়
৭৬/৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
রওমহন থিয়েটারের পাশে-কলিকাতা-৬
(ফোন:- ৫৫-১৮০৭)

১০য় টি-বি সীল বিক্রয় অভিযান

আরম্ভ হয়েছে ২১/১০/৫৯
সমাপ্ত হবে ২৬/১১/৬০



প্রত্যেকটি সীল বিক্রয়সময় অর্থ
নিঃসহার যক্ষ্মারোগীর নিরাময় ও
পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যে ব্যয়িত হয়ে
থাকে। পশ্চিম বাংলার যক্ষ্মা-প্রতি-
রোধ অভিযানে আপনার সক্রিয়
সহানুভূতি অত্যাবশ্যক।

বংগীয় যক্ষ্মা সমিতি

প্লট ২১, স্ট্রীট ৫৯, সি আই টি বোড,
কলিকাতা-১৬

(১৯৬১)

সৃষ্টি করে। মনেই জ্বালা, উত্তাপ—মনেই অনিশ্চয়তার বজ্রকীটের সহস্র দংশন। যোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, ভয়—এগুলি তো আছেই, তার ওপর দম্ভকর্তৃজ্ঞানিত মানসিক পীড়া। অতি ভীষণ তার প্রতিক্রিয়া। শান্তি নেই, স্বপ্নিত নেই, নিদ্ৰা নেই—অহরহ বিষ-জ্বালা। মহারোষ, মহাত্মাস্রব চেয়েও দুঃসহ মন-নরকের বিভীষিকা। এই বিভীষিকা জাগত অবস্থায় যেমন মানুষকে আক্রমণ করে, তেমনি ভয়ংকরভাবে আক্রমণ করে স্বপ্নরূপে। দিবসের দুশ্চিন্তাই রাত্রির দুঃস্বপ্ন, দিবসের কদম্ব কামনাই রাত্রির ভয়। এরই আক্রমণে মানুষ স্বপ্নঘোরে আত্মকে আত্মদাস করে ওঠে।

কণকের জন্য নীরব হয় নরক। নীরব কক্ষে যেন প্রতিধ্বনিত হয় নরকের কণ্ঠ। স্তিমিত প্রতীপে আলো-ছায়ার রহস্যময়

কম্পন। বেদনার চোখে-মুখে সূক্ষ্মপট প্রকাশিত হয় ভীতির চিহ্ন। স্তিমিতপ্রায় প্রবীণের মত ধর ধর কাঁপছে তার দেহ, অধরশব্দ। নয়নের তারায় তারায় চঞ্চল কম্পন। 'নিশীথকালের গর্জিত বজ্রের মত গজব কুরে ওঠে নরক' 'বেদনা'—তার রক্ত-নেত্রে আঁধার উজ্জ্বল। 'তোমারও মধ্যে সূক্ষ্মপট প্রকট হয়েছে সেই নারকীয় যন্ত্রণা। এ শব্দ সমবেদনা নয়, নরকের ভয়ে ভীত পাপীর মমবেদনা। বল, কি ভয়ংকর পাপ করেছে তুমি জীবনে?'

বজ্রাহতের মত নিষ্পদ বেদনা। শব্দে বন্ধ, শব্দে রসনা—যেন বজ্রবাতে শোষিত পাতকী। শব্দে স্বর সে শব্দে বলে, 'অমি।'

'হ্যাঁ তুমি।'—রক্তস্রবে নিন্দিত হয় বিচারকের কণ্ঠ। 'বল কি পাপ করেছে জীবনে? সাধন, গোপন কর না—কোন কথা গোপন কর না।'

বেদনার মনে হয়, বজ্রবৃষ্টি হস্তে কে যেন সম্মুখে পড়িয়েছে, কে যেন করাল ছত্রটি করে অক্ষণ উদাত করেছে। সখ্য নেই কোন কথা গোপন করে, সাধ্য নেই যে পালিয়ে যায়। উদ্ভট অসিপট, 'নিম্নে বহিঃকণ্ড, সম্মুখে মহা-হিংস্র বৃক্ক, পশ্চাতে বজ্রাংকুর। কম্পিত কণ্ঠে স্থলিত বচন বলতে থাকে বেদনা, 'চির অসত্যমণী আমার জননী নিষ্পত্তি, চিরকাল মিথ্যার বিপ্লব আমার জনক অন্তঃ। সত্যের সত্যেরা হলেও তারা স্বামী-স্ত্রী।'

অভ্যন্তর বলে নরক, 'সে পাপ তাদের' জনক-জননীর সত্যের সত্যের সত্যমিত হয়, তাদের পাপ সত্যতার সম্পর্ক তার না। 'তাদেরই চির সন্তান আমরা। তাই ছাড়া, দুই ভাননী' জেলট অগত—নাম 'তারা', অগতের নাম 'আমরা'। ছাড়া-ভাননী হলেও তারাও পাতকপটী।

'সে পাপও তাদের এক ছাতা বা ভানীর কণ্ঠের জন্য' 'আমি ভাননী নথী হতে পারি না।'

'মাতাপিতার চতুর্থ সন্তান অমি।'

'তোমার কৃত্য ছাড়া।'

মাতা তখন 'ছিন্ন রক্তস্রব'। পর্ব-কালে 'তান চঞ্চল দর্শন করেন। সেই চঞ্চলের ওরসে আমার মাতার ক্ষেত্র কৃত্যই সন্তানের সন্তানন হয়। শ্যামে রক্ত হয়ে ওঠেন পিতা। আমারও সমাজে 'চির অবিদিতা নরী, তাই পিতাকে নীরবে সহ্য করতে হয় বাড়িচার। কিন্তু প্রসারের ঠিক পর্বক্ষেপে সহসা বহ্নিযোগে গর্জন করে উঠেন পিতা, আমার পৃথিবী, এ ক্ষেত্রে সন্তান যেন আমার গর্ভে প্রসূত না হয়।'

'তার পর।'

'হৃদয়গীতী জননী এক 'নর্জন' শ্মশানে এসে অতি দুঃখে সেই সন্তান প্রসব করেন।

প্রচণ্ডস্বভাব স্বামীর ভয়ে অপত্য-মেনেহ বিসর্জন দিতে বাধ্য হন তিনি। সদোজাত সেই অনাথ শিশুকে অসহায় অবস্থায় শ্মশান প্রান্তে পরিত্যাগ করে, নয়নের জল মুছতে মুছতে গছে ফিরে আসেন বাধা-অভিহতা জননী।'

নীরব হয় বেদনা। দুঃখে 'সিস্ত নরন। বস্যাংগে অগ্রমোচন করে সে। কণেক নীরব থাকে মহাত্মকর নরক। তারো মানস-পটে জেগে ওঠে আর একটি পরি-ত্যক্ত অনাথ শিশুর চিত্র। এমনি করে কোন মাতা তাকেও বর্জন করেছিল। ঘৃণায় নাসিকা কুণ্ডিত করে নরক, পরমুহূর্তে ক্ষোভে রোধে নিজের মনেই গর্জাতে থাকে সে—'চিরকালের বাড়িচারিনী নরনী—কমনার চির দসী। সে কদম্ব কামনার নিকট তুচ্ছ স্বামী-প্রেম তুচ্ছ সন্তান-স্নেহ। বেদনাও কি সেই পাপে পাপী? বহু-নয়নে ঘোর বদে সে বলে, 'আমার কাঁচনী শুনতে চাই না অমি। তোমার পাপ, তোমার কুকর্টিতার কথা ঘোষণা কর, নরনী।'

অসিপটবাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন নারকীয় মত কণেককণ্ড বলে বেদনা, 'আমার পাপ—অমি পাতকপে বরণ করেছি সেই ছাতাকে, বজ্রাংকুর অবস্থায় চঞ্চল দণ্ড হয়ে আমার জননী যে দুর্ভাগ্য সন্তানকে জন্ম দিয়েছিলেন—'

'অমি। অমি চুই পরিভাষা 'শিশু। তোমার মাতার।'—রক্ত ও রক্তন 'মিশ্রিত করে, আত্মদাস করে ওঠে নরক। তার সন্তানের বহিঃচরণ।'

'কিছু নীরব নয়ন স্বামীর রক্তে লোভন প্রাণ পড়ি রোধে রক্তস্রবে বলে বেদনা, 'কুণ্ডিত চুই সন্তান—নিষ্পত্তি নরকো নাম রক্তায় কণ্ঠস্বিত।'

সেতার সমস্ত রক্ত যেন মাথায় ওঠে। অস্তর ক্ষেত্র 'দাঁণ্ডিত ক্ষতক'। 'দাসের হও, দাসের হও—কাল ভীষণ গর্জন করে ওঠে নরক। জনহারা উন্মাদের মনে হয়, 'নিজেই দাসত হচ্ছে সে। বজ্রকণ্টক 'শামসারী' অসিপটের ছত্রের দেহ মহারোষের রক্তে দগ্ধন 'বিকৃত অঙ্গ, হৃৎ কণ্ডের দহন রক্ত 'মসিতক—অর্ধাণ্ডি নরকের নিস্তরণ, নিস্তরণ শ্যামে অশ্রুতরী হলে যেন ঘুরতে ঘুরতে সে পড়ছে—ঘোর অঙ্গকারজ্বা মহাত্মমিত্র নরকে সাধ্য পত্নীরাপা 'তাইই মহাস্রব বেদনা। তারই ওরসকাত পূর্বে 'দুঃখ' যেন এসে ঘিরে ধরেছে নরকে।'

* নরক বর্ণনা সকল পাঠ্যই আছে। এখানে প্রিয়ভগবত (৫/২৬), বামন পুরাণ (১১/১২ অধ্যায়) এবং 'বহুব্রহ্মবর্ত' পুরাণ (প্রকট/২১ অ) অনুসরণ করা হয়েছে। নরক স্বর্গের ভানী সোদনকে বিবাহ করে এবং তাদের পরে 'দুঃখ'—এই তথা মাকণ্ডেয় পুরাণ (৫০ অধ্যায়) থেকে গৃহীত।

কে.হোডের কণক * পাউডার *



আপনার
কাশি শীঘ্রই
সেরে যাবে

যদি আপনি
পেপস
গলার ও বকের
বক্তি গ্রহণ করেন

পেপস মুখে রেখে দিন—এর আরোগ্যকারী ভাণ
কি ভাবে গলার দ্রুত, ওগকাইটস, কাশি ও
সর্দিতে আরম্ভদমনে সাহায্য করে তা অস্বত্ব
করুন। পেপস এসেই সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভদন ও
নিরাময় করে।



পেপস—কোন প্রকার
বিপাকনক ভাণ নেই
লিগুইস্টেও নিম্নে
ফেণ্ডা চলে
সহজ নিরাময় করে
ওগকাইটস,
গলার দ্রুত,
সর্দি,
কাশি ইত্যাদি
সব ঔষধ বিক্রেতার
নিকট পাওয়া যায়

সি.ই. কুলফর্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

EPY-54-BEN

পারিবেশক—মেসার্স 'কেম্প এন্ড কোং' লিমিটেড
৩২১ চিত্তরঞ্জন এডোভনড, কালকাতা-৯৬



প্রথম অচিন্ত্যম্ভা জিন্মুখ

১২

‘তোমার জন্যে একটা ছোট দেখে এসাম, কাকিমা।’ বতনর সম্ভব চেয়ে ও গলায় ফুটন্ত উৎসাহ নিয়ে বললে সুকান্ত।

যেমন পড়ছে, বজয়া তেমনি পড়তে লাগলে মাগাজিন।

‘বেশ বড় বড় দুখানা ঘর, সামনে বারান্দা।’

গ্রাহ্যও করছে না। চোখ দু’টিয়ে পড়ছে হুম্ময়ে হয়ে। কী একটা উৎকট উৎকণ্ঠার নড়াটে এসেছে না জানি।

‘লক্ষ্মণ খোদা—টোপলের উপরে এটা-ওটা নাড়তে লাগল সুকান্ত। নিতে হলে এখনি গিয়ে দরবে হয়।’

এত ভাড়া কিসের এখনিই ঘর ছাড়ব যেন, সমস্যাটা এমন সুখের প্রশ্নটা। কবাবে এ আশিষ্ট সন্তানকে আশা করিনি। কিন্তু ছোট্টা কেমন, যেমন পড়ছে, একেবারে না লেটলি, ওর ওর শেখের মতো শীত বেশ, প্রশংসার মধ্যে মল প্রশ্ন ছোট্টার ভাড়া কই, তা ওর ওর ভাড়া জগৎগম করবে। কিন্তু ছোট্টা পড়তে বিজয়া। চোখ দু’টি এতটাই খোলেই যে মুখে খোলেতে পারছে না।

অথচ কথা বলতে না পারলে অস্বস্তি করে সে কথায় আসে কী করে। হাত বাড়ান কথা বলতে-বলতেই ‘তা বিয়ের কথা বলা সহজ।’

‘বড় রাস্তার উপরেই ছোট্টা—হ্যাঁ, নোহলায়, আর ভাড়া—ইচ্ছা দেখে তাকান সুকান্ত।’

পত্রিকার থেকে চোখ না তুলেই ‘বজয়া বললে, ‘আমরা আর ছোট্টা ভাড়া নেব না ঠিক করেছি।’

‘নেবে না?’ চক্ষু অন্ধকার দেখল সুকান্ত।

‘না।’

‘কিন্তু সব দিক দিয়ে সুখের ছিল। প্রায় যেন মিনতির মত বেরুল সুকান্তর। ‘ভাড়াও বেশ সম্ভব বলতে হবে।’

‘হোক গে।’ মুখে তুলল বিজয়া, চোখ ফেরাল। গম্ভীরস্বরে বললে, ‘ভাড়া-ভাড়া আর নেব না, গোটা বাড়ি কিনব।’

‘বাড়ি কিনবে? খুব ভালো, খুব ভালো।’ লক্ষ্মণে উঠল সুকান্ত। ‘আমি আজই দালাল ধরি। ক হাজারের মধ্যে? কম পক্ষে ক’খানা ঘর চাই? উপরে-নিচে ছ’খানা তো বটেই, দু’টা অসহ্য বাথরুম। আর সামনে একটা জাম, একটা ফুলটল লাভাপাত—কী বলো?’

‘তোমাকে লাগত হতে হবে না।’ বিজয়া পত্রিকার পৃষ্ঠা ওলটাল। ‘বলান অলসেই লাগানো হয়েছে।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ? তবে এত কীর করছে কেন? একটা ডিল হতে সাত দিন, বড়জোর দু’সপ্তাহ—’

‘পছন্দসই বাড়ি চাই তো—’

‘ভাতো একশোবার। কিন্তু বাই হলো, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকব।’ সীতের যেন প্রার পার ধরল সুকান্ত : ‘বাড়ির বড় দুই ছেলে—দাদা থাকবে আর কাকে, আমি তোমার কাছে।’ ‘আমি ছাড়া, আমরা ছাড়া, কে লেখবে তোমাকে? অত বড় কাকি বাড়িতে দু’পুরুষ-সংখ্যা একা তোমার কাঠে কী করে?’

‘একটা সন্দেশের দাঁড়িও ফেলল না বিজয়া। বৈজয়া বিজয়ার হেলান দিয়ে খাটের উপর আধোলা ভাঁপটা মেগামত করে খাড়া করে তুলল। বললে, ‘আমার বাড়িতে কোনো অস্বস্তি-বজনেই স্থান হবে না।’

‘হবে না?’ সুকান্তের বুকে যেন কে ছুঁই বলল, ‘আমিই মিলব। ফেলতে-ফেলতে বললে, ‘কিন্তু বাড়িই ঘর থাকে—’

‘তাহলেও না।’ বন করে লম্পটা পড়া বজয়া না মেজাজ তই সয়ে নেই বিজয়ার। বললে, ‘তাই দলদলক বলে গিয়েছি বিজয় বাড়ি না পেল মেজাজেই জাম দেবোত।’

‘জাম?’ সে না জানি আসা কত দূরের পড়া। চরমিক ধ-ধু ফেলল সুকান্ত।

‘হ্যাঁ, কেন বাড়িতে স্বর্ভাতি কটা ঘর কেন না থাকবে। আর বাড়িই ঘর দেবেই

শ্রী রাজপাল হরেশ্বরকুমার প্রণীত

অপ্রকাশিত ইতিহাসিক উপন্যাস এই গুরু প্রসিদ্ধ হইল
ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সংবলিত

ধ্রুব ৩ টকা ভ্রুৎফ টল্লা ৩.৫০ টকা

প্রিন্সিপাল গণ্ডোপাধ্যায়ের

রাজপাল হরেশ্বরকুমার ৩, সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন ২,

শাসনহী পাঠাগার, ৬৬, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলি: ১২। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলি: ৬

(দি ৮৯০৪)

তাজ মারকা

কাজল নিম

দৃষ্টিজ্ঞাতি
ও সৌন্দর্য্য বর্ধক

এস. মোহেন এলাহি মো: সফি
৩৭, লোহার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-১

মূল্য - ৫০ ন.পা.

অন্যান্য সমস্ত দোকানেও পাওয়া যায়

কাঁথাকলস নিয়ে ঢুকে পড়বে আখ্যায়ের দল। আর, দেখাচ্ছে তো, একবার ঢুকলে কারু বেরবার নাম নেই। আজকাল লাঠিই ভাঙে, ধনঞ্জয় নড়ে না। তাই ভাবছি' পাশ ফিরল বিজয়া : 'গেড়াতেই পথ বন্ধ করে দেব।'
'কী করে?' যদি এখনো মরীচিকা দেখা যায় সুকান্ত প্রাথনার চোখে তাকাল মরুভূমির দিকে।

'জমি যাই পাই বাড়িটা ছোট করে তুলব। ঠিক দুজনের আন্দাজ। কোথাও এক ফালি ফালতু রাখব না। যাতে এক বেলার জন্যেও অতিথি না মাথা পাততে পারে।'

কী বিপদের মধ্যেই ফেলল কার্লি! বিয়ে করে ফেলছি, ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে, এ বলা কত সোজা। এই দেখ আমার বউ, কাকলিকে সঙ্গে নিয়ে সটান বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়াও কিছুর দাবু ছিল না। কিন্তু, ওগো, আমি বিয়ে করব, আমার বিয়ের জোগাড় করে দাও নাপিত-পুরাত ডাকো, গ্যাস-ব্যাণ্ড বায়না করো, আমাকে কনের বাড়িতে নিয়ে চলে নিচ্ছিল করে, কই আমার টোপের কই, এ একটা আস্ত-সম্মত পুরুষ হয়ে কেউ বলতে পারে? ভু-ভারতে বলেছে কেউ কোনোদিন? রব তুলেছে?

কী জেন্নী মেয়ে! যত জেন্নী তত যদি থাকত যুক্তি।

কাকলি বলে, তার দিকে যুক্তি আরে বলেই তো তার জেন্নী। কেন কিছুর অপরাধ করছি যে লুকিয়ে-চুরিয়ে করব? গোপন রাখব? গায়ে চোব-চোব গন্ধ মেখে সেড়ব? সমুদ্রের পারে বসে ঘটি করে জল তুলে

মাথায় ঢালব? সবাবগ ভুবিয় ডিজিয়ে স্নান করতে পারব না?

কিন্তু কত নিশ্চিত হওয়া যেত যদি সুকান্তের পরমশ্রুতি শোনা হত। রেজিস্ট্রি করে বিয়েটা হয়ে থাকত, শুধু বর্তমান থাকা-খাওয়াব অসুবিধের জন্যে ফুলশয্যাটি থাকত কিছুরকাল পিছিয়ে। এ একটা এমন অসাধা কী! কত অদর্শনই লোকে সহ্য করে এ তো শুধু একটু অসপর্শন। আগুন পোয়াতে বসে আগুনে হাত না দেওয়া। আর কটা দিনেরই-বা এ কুছুর। দেখতে-দেখতে শীত যেতে-না-যেতেই, একটা চাকরি জোটাতে পারবে না? পারবে না ঘরে-দোরে প্রশস্ত হতে?

যদি না পারো? যদি চাকরি জুটলেও বসো, এটা অভাব ঠেঙাবার পক্ষে যথেষ্ট মজবুত নয়? অর্থাৎ যদি কোপ বুঝলেও কোপ না মারো? পাশ কাটাও? প্রতিশ্রুতির দিন খালি লম্বা করো? আমি শাকিয়ে মরব? এ কাকলির কথা। যাতে কেউই পালাতে না পারি তারাই জনো যখন বাধা পড়ছি, তখন যাতে বাধা না পড়তে পারি তার জনো পালিয়ে বেড়ানো কেন?

'আর শোনো অনেস্ট সাধু, হওয়া ভালো। চোখমুখ গম্ভীর করল কাকলি।

'সাধুরা কি বিয়ে করে?'

'সাধুরাই তো বিয়ে করে। এবং সেটা প্রকাশ করে। বলতে চাচ্ছি সত্যের আশ্রয়ে থাকই শান্তি। বিয়ে যখন করছি পরো-পারাই করছি। নাও সব ভাবিনী ভাবের দেহী হতে পারব না। সিনান করব অথচ

কেন ভিজবে না, নীর ছোঁব না, এ অসম্ভব।'

'তার মানে ঐষধার্থে সূরা পানের মধ্যে তুমি নেই।'

হেসে উঠল দুজনে।

কিন্তু যাই বলে ছলনাটুকু থাকলে মন্দ হত না। যাই বলে, মন্দের একটু গন্ধ না থাকলে কোনো ভালোই বৃষ্টি আলো দেয় না।

হয়তো কোনো মেলায় বা সভায়, ভিড়ে-ভাড়ে কোথাও তাদের দেখা হয়েছে। পরস্পর এমন মুখ করে থাকবে যে চক্কর ঘূর্ণাক্ষরেও কেউ কাউকে চেনে না। দেখতে কুমারী শুনতে মাধুরী, কত যুবক, গাঢ় ও প্রোঢ়, সপ্রতিভ হয়ে ঘুরবে আশে পাশে, ঝিলিক দেবে। আর প্রতিধ্বনিতে কত রকম চেউ তুলবে কাকলি। কোথাও মন্দ, কোথাও প্রগলভ। কোথাও বা কঠিন কোথাও বা শূর্ত। কোথাও কুন্দলতা, কোথাও বা লজ্জাবতী। কিন্তু এক কলার ক্ষুদ্র একটি অংশই শুধু নিচ্ছ কড়িয়ে, আর আমি যে দূরে, আমি যে ঘূর্ণিয়ে, আমারই সে যোগকলা, আমারই সে পূর্ণিমার পরমা প্রতিমা। কী গোবর সে ভাবনায়! কী অপূর্ণ সে স্বাদ-গন্ধ। অন্যের হতে-হতে না-হয়ে সে আমার। আকাশে অনেক কিছুর ঐষ্ট-ফোটে, কিন্তু আকাশ জানে সে শুধু সূর্যের। কারা সব তপস্যা ভাঙাবার উদ্দেশ্যে ঘরঘরে করছে, ঐ কামমধ্যা অপর্ণার আমিই সেই মহাবৈদ্য।

বাচ্চাদের যখন ঠাণ্ডা লাগে ...

সর্দি, কাশি, বৃকে-পিঠে ঠাণ্ডা লাগে
শ্লেষ্মা জমে বাচ্চারা যখন কঁদে পায়
তখন নিয়মিত ভেপোলিন মালিশ
ককন, সঙ্গে সঙ্গে উপকাব পাবেন।

ভেপোলিন



পরিবেশক :

জি, মন এণ্ড কোম্পানী, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১



দ্বিবি ল পড়ত কাকলি, অস্তিত্ব দু-তিন বছরের গড়িমসি, আর মজ্জল-মজ্জল চেহারায় সুকান্ত ঘুমতে পারত আশেপাশে। ইঠাৎ সমস্ত ভিড়ের থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে একটু নিরালস্য, রাশতায় বা সোকামে, তার বকের খুব কাছ ঘোরে দাঁড়াত কাকলি, দু-ত তত স্বরে জিজ্ঞেস করত, 'কেমন আছে?'

সুকান্ত বলত, 'ভালো। তুমি?'

হেসে উত্তর দিত কাকলি, 'তোমার মত।' তারপর দু-ত পায়ে চলে যেত আঁচল উড়িয়ে। এমন আশ্চর্য সম্ভাষণ কেউ আর কোথাও শুনেনি? যারা সমস্ত বাক্য ও ব্যবহারের আবরণ নিহনে দূর করে দিতে পারে তাদের এক কণী করণ কাপণ্য। যার উপর যে কোনো মূহুর্তে খাসদখল জারি করতে পারে তাকে অবলম্বীয় চলে যেতে দিচ্ছে সুকান্ত, পিছন থেকে একবার ডাকতে না পশ্চত। ও খানিকদূরে গিয়ে আবার পিছন ফিরে তাকায় কিনা তা দেখতেও একাবন্দু প্রতীকী করছে না।

সেবার কী হল জান না বাকি। স্বপ্ন দেখে সুকান্ত। সেবার একটা টুরিস্ট পার্টির সংগে জুটে গিয়েছিল তারা। মুখ্যত হাতবাতীর পল, ব্যাসেকরাও কেউ আছেন অবশ্যকেন্দ্র পয়সায়। ট্রেনের কামরা থেকে শব্দ: কার আস্তানায় খাওয়া-শোওয়ার জায়গা পর্যন্ত আসলো। প্রবীররা একদিকে, প্রমোদরা আরেকদিকে। শব্দ বেড়াতে বেড়াতে সময়, মাঠে পড়িয়েই, একবার হতে পারত, নাগ-মুড়র বা দলদালির বালিই থাকত না। তেমনি একবার মাঠে পড়ে সুকান্ত আর কাকলি ইঠাৎ মতিছাড়া হয়ে গিয়েছিল। ছোট একটা পাহাড়ের টিলার আড়ালে বসেছিল ঘন হয়ে। কী ললাটের প্রশ্ন, ওঁদুধের একটু অসাবধান হতে চলেছিল। চরচক্ষু পাহাড়কেও ভেদ করে। পাথর বাতাস খেতে খেতে আগুন লেগে গেল কান্দেপ, অবধারকনের কানে উঠল। কী প্রতিকার এবং কিসে কানের সংগে সংগে ভাবতে বসল মাথার।

শান্তভাবে বাস্তব থেকে দাঁতিল বের করল সুকান্ত। ম্যারেঞ্জ-রেজিস্ট্রারের সার্টিফিকেট। কাকলি বনে-ওড়া পক্ষীর কাকলি নয়, পাকির-ভাঙা বাকের কাকলি।

চারদিকে হাসাহাসি পড়ে গেল।

সেবার যা ঘটেছিল, তা আরো মারাত্মক। রাতে গগনায় জাহাজ দেখতে গিয়েছিল দুজনে। জাহাজ দেখে ফিরে শ্রুত্যাণ্ডে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিল। জল আর জাহাজ দেখলে, দেখে আবার স্থলে ফিরে এলে কার মন না উচাটন হয়! কিন্তু সংগে-সংগে সাজনি এসে ধরবে এ কে পেরেছিল কল্পনা করতে? কোনো কথাই শুনলে না একেবারে থানায় এনে উপস্থিত করলে। তখন, পকেটেই ছিল, ঘরের প্রত্যক্ষ আলোকে দলিলনা বার করে দিল সুকান্ত।

দেখে পুলিশ বোকা বনে গেল।

একটা বাকতাল্লা মারছে এই 'এতকণ ভেবেছিল পুলিশ কিন্তু কুণ্ডলকণ্ড সংগেই বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এ স্বপ্নের অতীত।

তখন ক্ষমা চাইতে পথ পায় না কতারা। নিজদের গাড়িতে যার-যার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে সমস্মানে।

এ সব স্বপ্ন একটুও দেখতে দিল না কাকলি। একেবারে গোড়াতেই সিঁদুর-গয়নায় ন্যাভাজোবাড়া হয়ে এসে দাঁড়াল। কুমারী-কুমারী থাকল না, থাকতে পেল না, একেবারে প্রথম থেকেই সধবা। অহল্যা মর্টিটে দিল না একটু হাওয়া খেতে। মাথায় কোটেশন-চিহ্ন ও পারে

ফ্যানোটি দেওয়া থাকলে কি পড়ে সুদূর হয়? সিঁদুর আর আলতাতে কি আঁবিল হবে না সেই শূন্যতা? যে নিদাগ অবাধ মেরেটিকে ভালোবাসেছিল সে কি আর থাকবে? লালে-লীলে সবাংগে আশ্চর্যলাইনডু হলে সে কি অপত্তা হয়ে উঠবে না? সুকান্তকে কি কেউ কোমারহর বলবে? না। বলবে, বিবাহিত ভদ্রলোক।

'ও সব বাহা। অন্য কথা বলো।' চপল চোখে হাসতে গিয়ে কাকলি নিম্পলকে চেয়ে থাকে।

দুই চোখে শ্যামলসুন্দর স্নেহ, প্রমহান প্রাণনা।

আমি কি শব্দ নিবেদ্যের থালা? এক

উচ্চমানের চক্ষুসরীক্ষা ও
আধুনিক ফ্রন্টসময় চশমার জন্য
ক্যালকাটা অপটিক্যাল
কোং প্রাইভেট লিমিটেড
প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কবিত্র চন্দ্র বসু এম.বি.
৪৫, আমবাউলি স্ট্রীট • কলিকাতা-৯
ফোন ০৫-২৭১৭
৪৫৮
ক্যালকটাপটিক

ক্যান্থারল



ক্যান্থারাইডন কেশ তৈল

অলিভ অয়েল ও অন্যান্য উশ্ণভজ্জ তৈলের বিজ্ঞান-
সম্মত সংমিশ্রণে প্রস্তুত অনুপম সুবাসিত কেশতৈল।
৫ আউন্স শিশি কাটন সমেত ও ১০ আউন্স শিশি কাটন হাড়া পাওয়া যায়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লি

কলিকাতা-২৯

কতপ বসনভূষণ? শুধু অম্বজলের পাত?

না, তুমি এক আনন্দের চিঠি। কোন এক অচেনা পোস্টাফিস থেকে তোমাকে কৈ পাঠিয়ে দিয়েছে আমার ঠিকানা লিখে। নিজনে বসে সেই চিঠিটি পড়ব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। সেই যে তোমার প্রথম চিঠি পেরেছিলাম, খুলেছিলাম, 'পড়েছিলাম—তুমি।'

না, না, দাগে কি মানে কমে?

তবে এবার বৌদিকে ধরতে হয়।...স্বাধু-দেব পরিচালকের জন্যে যেমন অবতার তুমি দেওদের পরিচালকের জন্যে বৌদি।

জমজমাড় মত চেহারা করে উপরে উঠছে বন্দনা, সুকান্ত বললে, 'তোমার এত কণ্ট আর দেখতে পারি না।'

এত কণ্টও হাসল বন্দনা। বললে,

'দেখতে তো পাছ না কিন্তু ব্যবস্থাটা কী করছ শুনতে পাই?'

জ্বালাই...তোমাকে একটি সঙ্গিনী জুটিয়ে দি।

প্রস্তাবটা একবাক্যে ভূপাতিত করলে বন্দনা। বললে, 'রকে করো। একা জ্বালাই, জ্বালাই, আরেকজনকে জ্বালাতে দিতে পারব না।'

নতুন কাপড় কাচার পাউডার! শত প্রশংসিত!

‘দ্বিগুণ দামে কেনার মতো

জিনিষই বটে’ বোম্বের এক গৃহিণী বলেছিলেন

‘কাপড় কি ধবধবে ফরসা হয়, আর কত ফেনা...

অথচ কাচায় কোন খাটুনিই নেই!’

বোম্বের এনি বেসান্ট রোডের শ্রীমতী বাসন্তী মাত-গাওকার বলেন, ‘নীল সার্ক বাজারে এসে কাপড় কাচার চলতি রেওয়াজ পাল্টে দিয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘সার্কের তুলনা হয় না। আমিতো কোমদিন জায়গার পারিনি যে কোন কাপড় কাচার পাউডারের এত সুন। আজকাল আমার ছেলেনমেকা সবচেয়ে ধবধবে ফরসা কাপড়চোপড় পরে সুন্দর যাচ্ছে—এত ফরসা কাপড় ভারিও কোমদিন পরিনি আর আমিও কোমদিন এমন করে কাচতে পারিছি।’

কি দেদার ফেনা! নরী দিল্লীর

জম্বর মজর বোম্বের শ্রীমতী আতা কুমারের

মতে সার্কের আর একটি সুন: ‘অজ

সার্ক’ বেদার ফেনা হয়। তিনি বলেন,

‘এক নিমিষেই ফেনার ফেনা, সত্যিই

সার্ক অবাক করে।’ ঠাণ্ডা জলে এমনকি

যে জলে সাধারণতঃ কম ফেনা হয় সে

জলও সার্ক ফেনার ভরে তোলে।

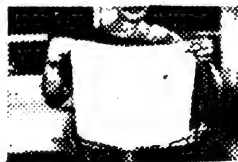
কি সুবিধে! কোলকাতার বহির্ক

ষ্ট্রীর শ্রীমতী মনিকা চন্দ্রবতী বলেন,

‘সার্ক কাচার খাটুনি মোটেই নেই,

এত কাপড় কাচাটা নিতাস্তই সহজ

ও আনন্দের।’



দূর হয়েছে ময়লা যত, দেখুন

কাপড় ফরসা কত! শ্রীমতী

বি. ভি. মাতগাওকার বলেন।



খরচ কত কম!

মাসিকের মাসিলমাসি হুজলিওর

রোডের শ্রীমতী এলু বালাকুমার

বলেন, ‘আমি সার্ক এত পছন্দ

করি কারণ এতে খরচ কম। এক

গাদা কাপড় বুতে আমার মতো

টেলি চামচের তিন চামচ সার্ক

লাগে।’ সার্কের এ সব ভূগের

জগত সার্ক দ্বারা একবার ব্যবহার

করেন সার্কের সার্ক ছাড়া আর

কিছুই গরম হয় না।

সার্ক

ব্যবহার করে দেখুন, কাপড় সবচেয়ে ধবধবে ফরসা হবে।

হি.ম.স. লিমিটেড বটল এজেন্ট

BU. 8A-X52 20

বাস, হলে গেল।

কাটা দড়ী ধরবার জন্যে হাত বাড়ালি স্ফুটত। বললে, 'কিন্তু জন্মদার প্রতিশ্রুতিটা ত্যাগ ভাববে।'

'জন্মদার প্রতিশ্রুতি ঠাকুরাণী নয়, ঠাকুর, একটি বামন ঠাকুর। যে বাঁচাবে দব্বোয়ার এই আগুনের, উত্তরের তাপ থেকে।'

'বা, ঠাকুর আমি আগামী মাস থেকেই রেখে দিচ্ছি।' কথায় অন্য মানে পুরল স্ফুটতঃ 'কিন্তু মানুষের অন্য তাপও তো ছিল, যাকে বলে, সন্তাপ—'

'ছিল যে কি। তার জন্যে ঘরে ফ্যান নাও কিনতে না পারো ভাড়া করো।'

'বা, ফ্যানও দেব বৈকি। আজ-কালই খাচ্ছি আমি দোকান থেকে নিচ্ছি।' কানের কাছটা চুম্বকোবার উদ্যোগ করল স্ফুটতঃ 'কিন্তু তাই বলে তোমার সঙ্গিনীর কথাটা—'

'রাখো।' ধমক দিয়ে উঠল বন্দনাঃ 'তবু লুপ্তা সে যেন কাত হয়েই শোয়। চিং হয়ে শোবার সাধ না করে। ঘর নেই বারান্দা নেই চাকরি নেই বাকরি নেই, তার আবার সঙ্গিনী! গিঁদা ধরে এসে তাকে আর সঙ বানিয়ে না।' হাতের কাছে মুখ ঘোরাল বন্দনাঃ 'সঙ্গিনী না সঙ গিঁদা।'

হুঁ হাত বন্ধ করল স্ফুটতঃ 'বললে, 'তোমাকে বন্দনা' কবি বোর্দি, ক্ষেত্র নাও। ও নাম আর উত্থাপন করব না।'

কী অনবধিক ব্যাকুলার মাথায় না ফোঁসছে কার্কেল। বঁদল সঙ্গিনী হতে না চলে শূন্য, হাঁপানী হতে একটি বড়োবড় বৃষ্টি বন্দন, তা হলে বোর্দির এই ব্যাকুলতা শুনতে হত না। হাতেরা স্ফুটতঃ এই কত বাক্য।

ও ছাত্র হোক চমকে না। পড়তে পড়তে কবিতা কবিতা হতে।

সেইটর ধরণ নিল স্ফুটতঃ।

'সেই, একটা কাক করলি।'

কাঠের বৈকল্য নিয়ে কবিতা বন্দনছিল সেট, সেটের মুখে বন্দন, 'কাজ-টাক আমি করতে পারি না।'

সেমান কথা। নজর বিরূপ হাল সেটও কিছুতেই হার।

'সেমান কাজ করতে হতে না হোক।' শূন্য একটা কথা বললি।

'অম্বার সময় কই? তৎপর হারে হাঁদর সঙ্গ কাঠের ঠাকুর। মস্কানে লাগল সেট।'

'সেমান হোক সেই একটা পিস্তল। সিরে-ছিলাম না—'

কাঠের ঠাকুরগোলা সেটের হাত থেকে খসে পড়ল অনবহাস। বললে 'জানো, আমার তার লাগল নেই।'

'আর পিস্তল নয়। পিস্তল পুরোন হারে গোল। হোক একর একটা মেশিনগন কিনে দেব।'

'দানব? কেই ভুলে এস সেট।' বঁদিল পড়ল গায়ের উপর। চোখ বড় করে বললে, 'সেটা কী জিনিস কাকা?'

'বন্দকের ঘোড়া টিপবি আর ঘটাঘট ঘটাঘট গুলীর আওয়াজ হতে থাকবে। আর সংগে-সংগে গুলীর ঘরে-ঘরে জ্বলবে আগুনের চোখ—'

'কবে দেবে বন্দা? স্ফুটতঃ বকের মগ্ন মুখ রাখল সেট।

'তার আগে একটা কথা শুনবি বল?'

'শুনবি।' ভারি ছিল চালে মাথা নাড়ল সেট। 'কিন্তু কী কাজ বলছিলে না?'

'হ্যাঁ, কাজ, ঠিক বলছিলাম। ভারী লক্ষ্যমী ছেলে তুই—'

'কি, পিঠ চুম্বকে দেব? দাঁড়াব পারের উপর?'

'না, ওসব নয়। কথা আর কাজ এক সংগে।' চোখের উপর চোখ রেখে গলা নামাল স্ফুটতঃ 'তোরা ঠাকুরের গল জড়িয়ে ধরবি আর কানে কানে বলবি, জানো, সেই যে একটা মেয়ে এসেছিল আমাদের বাড়ি, যাকে সবাই সাবানের ফিরিটল ডোরেছিল, তার সংগে কাকার বিয়ে হচ্ছে। কী, পারবি বলতে?'

'বিয়ে হলে অনেক জিনিস পাওয়া যায়, তুই না কাকা? তবে আমার বিয়ে করে হার? কাকার দুর বিয়ে করল সেট।

'আগে আমরটা হোক। তারপর তোরা।' দু' হাতের মাথা সেটের দু' গল চেপে ধরল স্ফুটতঃ 'বলতো, কী বন্দবি ঠাকুরকে?'

আবর্তি করবে করবে দেহসহ করে দিল।

মগলিনীর হাত সেহাগ করবার সময় নেই কোন থেকে জোর করে নামিয়ে দিল সেট। সেটের হাতে আজ মেশিন গান, সহজে সে নিবন্ধ হবার পাত নয়। তড়বড় হতবড় করে জটিল সেগুলির ঝড়। হ্যাঁ, সাবানের ফিরিটল, তার সংগে কাকার বিয়ে হচ্ছে। হ্যাঁ, হচ্ছে, বিয়ে হচ্ছে। কাকার সঙ্গ সাবানের ফিরিটল।

মগলিনী থেকে সিরে উঠল।

কোক কি মেশিনগন থামে?

'আমি কী জানি। কাকই হতে বললে বলতে।' ভারি ছিল বাতুল সেট। 'আর কাকার পাতই আমার বিয়ে। আমার বউ সাবান নয়, ঘটাঘট মেশিনগন। সেখা, সব করে কেনন আগুনের চোখ জ্বাল, আগুনের চিত্র নড়ে—'

'সেখোতা হোমা থেকে কী সব বলছে—'

'কাক আমি বলব কেন কাক বলতে।'

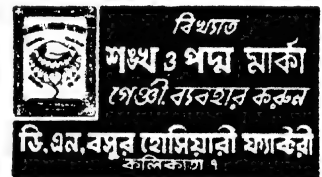
সেতার পর সেতারের জট বলে বহুস-উল্লেখন করল বন্দনা। সঙ্গিনী মানে যে এই সঙ্গিন অবস্থা তা কে বুঝতে।

'সেই যে কার্কিল বলে একটা মেয়ে এসে-ছিল, হাইকোট না ছাইকোটের জজের মেয়ে, সে ঠাকুরপোর সংগে বিয়ে বসতে চাচ্ছে। ঠাকুরপোও নিমবাসি। জাভ-গায়ের

বাধা নেই। এখন আমাদের মত হলেই নৌকোতে বাদাম দেয়।'

চোখেমুখে বলমল করে উঠল মগলিনী। বললে, 'বেশ হয়। সেখোতা-শুনতে বেশ মেয়ে। তারপরে এম-এ পাশ। চারটিখানি কথা নয়। সেখানে মেয়েরা একখানা খবরের কাগজ উলটে দেখে না, সেখানে এত রাসোর পড়া—'

এ কটাক বন্দনাকে। কিন্তু কার্কিলের কুতিয়কে কে অস্বীকার করবে? বন্দনা তাই চুপ করে হইল।



ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

বিশ্বকর নবম্মাক্ষত উৎস হারা শরীরের যে কোন স্থানের ক্ষেত লাগ, অস্বাভাবিক লাগ, ফোলা, পক্ষ্মাঘত, একজিমা ও সোরাইসিস রোগ দ্রুত নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষ্যেত অথবা পত্র বিবরণ জানুন। হাওড়া কুণ্ড কুণ্ড, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রসাদ শর্মা, ১নং গ্রাহব মোক জেন, বায়েট, হাওড়া। ফোন—৩৭-২০০৯। শাখা—৩৬, হার্ডেন রোড, কলিকাতা—৯





উপহারে ও ব্যবহারে
মিউজিয়াম বাসনের জন্য

১১০ রাসবিহারী এডিনেট
কলিকাতা-১

বাসনালয়

ডাঃ কার্তিক বসু

টার্কোসোড | **নানানা**

অল্প অর্জনে ও ডিপোপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়

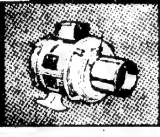
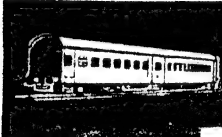
ডাঃ বসু'র ল্যাংগুয়েজের লিঃ-কলিকাতা ১

শালিমার
সুপারল্যাক



শিল্প-প্রতিষ্ঠান
ও গৃহে
ব্যবহারের জন্য
ঝকঝকে

- উজ্জ্বল রঙ



শালিমার
সুপারল্যাক

সিথেটিক এনামেল

শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও ঘরের বিভিন্ন
জিনিসে ব্যবহারের পক্ষে খুবই
উপযোগী—যেমন, সবরকম

মেশিনারি ও সাড়-সরঞ্জাম, যানবহন, সাইন
বোর্ড, কাঠ ও ধাতুর তৈরী জিনিসপত্র,
আলুবাঁধ, বেলনা, গরের সরঞ্জাম ইত্যাদি।

শালিমার সুপারল্যাক তাড়াতাড়ি
কোঁচ ও শুকিয়ে শুক হয়, ঝকঝকে দেখায়
ও দীর্ঘদিন টেকে—জৈন্তের বা বাহুরে
নাগানো চলে। যে-কোন জিনিসে দৃকপ
দিয়ে, শ্রেণ করে বা ভূবিদ্যে লাগাতে পারেন।
এক রঙের সঙ্গে অল্প রঙ মিশানো চলে।



SHALIMAR PAINT, COLOUR & VARNISH CO., PRIVATE LTD
Calcutta • Bombay • Madras • New Delhi • Kanpur



৪০/১ ৫/৪ BENG

‘তারপরে কত বড় বাপ। কত সেওয়া-
বোওয়া করবে না জানি।’ মৃণালিনী
স্বপ্নের রামধনু দেখল।

মানেটা সেংটু বৃষ্টিতে পেরেছে আন্দাজে।
বললে, ‘হ্যাঁ, বিয়ে করলেই অনেক পাওয়া
যায় জিনিস। আমার জন্মদিন হয় গিলেছে
এখন আছে শুধু বিয়ের দিন। কাকা বলেছে
তার আর বেশি দেয় নেই। কাকারটা চুকে
গেলেই আমারটা।’

বৈঠকখানার নিরিবিলিতে ভূপেনবাবুর
কাছে কথটা ডাঙল মৃণালিনী।

লেখার থেকে চোখ তোলবারও প্রয়োজন
মনে করল না ভূপেন। বললে, ‘বাবুর বৌটা
গাভোয়ান, ও বিয়ে করবে কী!’

‘কিন্তু সম্বন্ধটা তো ভালো।’

‘এই সম্বন্ধ ভালো করতে গিয়েই ঘোরা-
ঘুরিতে ফস্ট! ক্লাশটা পেল না।’

‘তখন নম্বরের জন্য মিস করেছ।’

‘যারা পায় না দু-এক নম্বরের জন্যেই
মিস করে।’

‘কিন্তু রিসার্চ স্কলারশিপ তো পেয়েছে।’

‘চাল নেই তার ডাঙে ডাঙ। সমান
দুটো টাকা জায়। তার কত দিন?’

‘কেন ও কি অজম।’ মানেটা বিল
মৃণালিনী: ‘ও কি পাঁচপাশে একটা চাকরি
জোগাড় করবে পাবার না?’

‘সেইটি বসুভাইয়ের কাছে সম্বন্ধের দিকে
গেলেই তো বৃষ্টিমন্ডলের কাল হাত।’

‘অসম্ভবকার ভেঙ্গে অমোঘ শিখরে সশ
কী কাণ্ড করে মসজিদ। সেলাই-সেলাই করে
এমন ঘরে পরেছে। সেটাইল, খোলে মূক
কান ভালো, কান মগ। অসম্ভবিক শিল্প
কার্যনি, চাকরি করছে। পদার্থ সম্বন্ধ
রাখার চেয়েছে। আর কত বড় বাপের
মের। কৃষি আর বৃষ্টিধর বড়ই করবে এস
না। কৃষি হলে কোন বড় আদায়, কোন
কী এসেছে—’ ভূপেনের দিকে তাকানো মানেটা
ভূপেনেরই বৃষ্টিধর মেরে মৃণালিনী।
বললে, ‘এ সম্বন্ধ বলে ভালো। এ সম্বন্ধই
হবে।’

‘বেশ হে হে হে।’ এতক্ষণে চোখ তুলল
ভূপেন। ‘কিন্তু সম্বন্ধের প্রস্তাবটা আগে
আসুক।’ তারপরে থেকে প্রস্তাবটা আগে
আসবে তো। সাময়িক বাপার প্রথমত
মেরে বাপ তো একটা চিঠি লিখবে
অন্যক—’

‘তা তো কিংবদন্তি।’

‘নব্যতা বাড়তে এসে মৌখিক বললে।
একটা সরকারী প্রস্তাব তো চাই।’

‘তা চাই বৈকি।’

এ মানে আরেক কামেনা। আরেক
কটক।

এ মানে বিয়ে বৃষ্টি আর হল না। কণ
বেলে কণ আসে, কিন্তু মনে গেলে আর
মেরে কই। (রমেশ)

সাঁওল আমি

শাহাদেব

দিলীপকুমার রায় মহাশয় আমাদের সংগীতজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন বহুদিন। তথ্যটি গান তার জীবনের সংগে সংগঠিত। আজ এই তেরটি বছর বয়সেও সৃষ্টির প্রয়াস তার অক্লান্ত; কিন্তু প্রত্যেক সংগীতের ক্ষেত্রে বা প্রকাশ্যে সংগীতালোচনার তিনি আর যোগ দিতে ইচ্ছুক নন কেননা তিনি গান করেন ভগবানের কাছে তার ভক্তি নিবেদন করতে; আর কোন কামা বা উদ্দেশ্য তার নেই। তবে এই পণ্ডিত এবং চিন্তা-শীল ব্যক্তির সংগীতচিন্তা আমাদের অনেকের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। অতএব কলকাতায় এসে তাকে খানিকটা সংগীতালোচনার যোগ দিতেই হবে—জ্যোতিষী ঘরোয়া কথাবার্তার অন্তর্গত। এতে তার অবশ্য বিরক্তির বেশ মাত্র নেই—কত নতুন ইঙ্গিত, কত অভিজ্ঞতার কথা, কত নতুন রচনা নিয়ে তিনি আলোচনাকে সরস করে তোলেন।

সংগীত তার সংগে অনেক কথা হল। তার সংগে ছিলেন সত্যেন মল্লিক শিলা একে শিলা ইন্দুর দেবী। আলোচনা প্রধানত অধ্যাপকবিশেষ হয়েও যখনই সংগীতের কথা উঠেছে তখনই উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। নিজের অভিজ্ঞতার কথা অনেক বললেন—তার অনেক কিছুই মনপ্রকাশিত স্মৃতি-চারণ এ রয়েছে—পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

কিছুকাল পূর্বে পত্রপত্রের লিখেছিলুম দিলীপকুমার বাংলা টম্পার অনুরাগী নন তার একটি মাত্র মন্তব্যে ওপর নির্ভর করে। সেখা হাতেই জানলেন প্রবন্ধ আপত্তি—“তুমি কেমন করে লিখলে আমি টম্পার বিরোধী? রামস্বামীর কাছে আমি মূলতঃ টম্পা শিখি—ছিলুম তা জানো?” সেই সবে মৃৎগী ভক্তন সেরে উঠেছেন কিন্তু ক্রান্তিকে ধীরে কাছে ঘেষতে দেন না। তথ্যনিরূপণের চেষ্টা নিয়ে গাইলেন—“নন্দিনী বোলো নগর”, “ভালবাসির বলে ভালবাসিনে।” তারপর “নিতান্ত না হইত পেরে দেখিতে এলেম আপনি”—গাইলেন স্বরেন মজুমদারের ঢঙ। বেঁধিয়ে দিলেন কিরকম ঢোল দিয়ে টম্পার সানাদার হান দিতেন স্বরেন মজুমদার। সহাস্যে বললেন—“সব টম্পা গাওয়া যায় না। অনেক টম্পাই খুব ভাল স্থানের গান নয়।” আমাদের এক বন্ধু একটি লোকসংগীত

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের

মহাকালের গুজারী	যুদ্ধের গুণ্ণ	গণ্ঠিম দিগন্তে
উপন্যাস—২	গল্প সংকলন—৩	ভ্রমণ-কথা—৫

স্বাধি দাসের

সোভিয়েত দেশের ইতিহাস ১২-৫০ ন. ন.

আধিকাল থেকে আধুনিক যুগে অবধি সোভিয়েতের প্রামাণ্য ইতিহাস


অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের

হাসির গুণ্ণ ৫

শ্রেষ্ঠ হাসির গল্পের সংকলন

কালকাতা পার্বসিয়ার্স : ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রাট : কলিকাতা : ১

(সি ৫৫৫)



আমরা তিত পুরুষ ধরি

কুমারেশ

থোমা আমাছি

কুমারেশ লিভার ও পোটের পীড়ায়
ফলদায়ক ও প্রতিষেধক

সালিথা ও. আর. সি. এল. লি. হাওড়া

শোনালেন। সেই সূত্র ধরে বললেন—“লোক-সংগীত আমার খুব ভাল লাগে। শচীন দেববর্মণের গান শুনতে বেশ ভাল লাগত।” দিলীপকুমার ভক্তন ভালবাসেন বলে অনেকে তাকে ভক্তনই শোনতে চান। কিন্তু সংগীত বিষয় তিনি খুবই উদার—কোন গোড়ামি তার নেই একথাও বললেন বারবার।

কলকাতার তিনি আমাকে বিশেষভাবে আহ্বান করেছিলেন ইংরেজি গানে তার দেওয়া দিশি সুর শোনবার জন্য। সম্প্রতি দুজন মার্কিন শিষ্যকে তিনি এই সুরগুলি শেখাচ্ছেন। এর একটা আশ্চর্য চমৎকারিও আছে। মসৌরীতে তিনি ন্যাশনাল অ্যাড-মিনিস্ট্রেশন একাডেমিতে একটি বক্তৃতাও করেন এ বিষয়ে। তার সারমর্ম আমাকে মসৌরী থেকে এক পত্রে জানিয়েছিলেন। একটু উদ্ধৃত করি—

“আমি বরম্বা বিলেতে গিয়ে সংগীত শিখতে শিখতে কীভাবে আবিষ্কার করে-ছিলাম যে শুধু যে বিদেশী সুর, ভার্গি ও প্রাণশান্তির আদানি করে আমাদের সংগীতকে সমৃদ্ধতর করা যায় তা নয় আমাদের দেশী সুর ও তাল বিদেশী (অর্থাৎ ইংরাজী) গানে বসানো চলে। প্রথমটার প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিত্যেরদ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ করেছেন বটে। কিন্তু বিদেশী ভাষায় আমাদের সুর বসিয়ে গান করেন নি কেউ। আমি এই কাজটি করেছি প্রথম।”

আর একটি চিঠি—

“দিশি সুর বিলিতিত গানে ও বিলিতিত সুর দিশি গানে বসিয়ে অসঙ্গি অর্থ অলঙ্করিত থেকেই—আমাদের বাংলা সংগীতকোবিরগণ এসব গবেষণার কোন

খবর না মেওয়া সত্ত্বেও...তাহাজ্জা তিন চারশো গানের নতুন ধরনের সুর দিয়েছি। নানা ভাজকের শোনাবার ইচ্ছা জাগে রসজ্ঞদের (অমিরদার মতন—ভবে তার সংগে দেখা কালেভদ্রে হয়) কিন্তু হয়ে ওঠে না, বাংলা দেশে আমার গমন ও স্থিতি কম বলে।”

ঘরোয়া বৈঠকে এইসব গান শোনবার সুযোগ হল। বাস্তবিক বিদেশী গানে আমাদের খাম্বাজ, দরবারি কানাড়া এমন কি কীর্তনের ঢঙ পর্যন্ত কোন সহজে মিশে গেছে। আবার আমাদের গানে বিদেশী সুরের অনেক নমুনাও দেখাছেন সাগ্রহে। প্রতিভার এই অপূর্ণ বিকাশ আমাদের দেশে তেমনভাবে সম্বর্তিত হয়নি এটা বুঝাণোর বিষয়। এই সব সৃষ্টির মনোহারিত উপলব্ধি করবার মত মন, পরিবেশ এবং সংগীত চিন্তা আমাদের দেশে একশোর মধ্যে একটিও পাওয়া দুর্লভ। অথচ দেখা যাচ্ছে হিন্দী, বাংলা ফিল্মে খোসা মার্কিনী গানের নকল অবিভ্রান্তভাবে হয়ে চলেছে এবং তার প্রচারও কম নয়। এ মনোবৃত্তিকে কী বলব? দিলীপকুমারকে বললাম এসব কথা। তিনি হাসতে লাগলেন—কেন মন্তব্য না করে। আসলে যাকে “সৃষ্টি” বলে তা না থাকলে নকল অনেকখানি বিকৃত হতে পারে। অর্থাৎকত পটুই দিয়ে সব সত্যের স্রোতকে ভেঙান চলে না; কিন্তু সে সত্যের স্রোত ভেঙে তাড়ের সংখ্যা তাজও আমাদের দেশ কত অধিক!

“ডায়স ট্রেনি” সম্বন্ধে আলোচনা হল। সকলে শিল্পের দেশী এবং বিদেশী পদ্ধতিতে গলা সাধবার বিভিন্ন প্রণালী নিয়েই সিদ্ধান্ত। সেই সংগে অবসরে কঠিন যে বিশিষ্ট বীর্যবাহু গলা সাধনেন সেটিও দেখালেন। বললেন—“এই ডায়স ট্রেনি-এর যে গুরুত্ব তাইনি তা অনেকা বড়ি না। এতে যে শব্দ গলা ভাল হয় তাই নয় গলায় জের লাগে সেই সংগে দমও লাগে।” অথচ কবে জানলেন কতজনকে বজাচ্ছেন এই ডায়স ট্রেনি দেবার জন্য সৈনিক অন্তত বিশ মিনিট তাও তিন সাতারের দেশী নয়; কিন্তু তেমন আগ্রহ দেখেন নি কারের। জার্মানিতে পাশ্চাত্য সংগীত শেখবার সময় এইসব নানা পদ্ধতির সংগে পরিচিত হয়ে-ছিলেন তিনি। বললেন—“একটা সুরে কম্পর্কিতহীন স্থিতি আমাদের সংগীতের বৈশিষ্ট্য; ওরা এক সুরে পাঁড়তে পারে না গলা কাঁপতে থাকবেই।” তাই একজন মার্কিন শিষ্য আমাদের বীর্যবাহু এক সুরে কণ্ঠস্থিত ক্রমভাবের আবৃত্তি করেছেন গোবে দেখালেন। আলোচনা প্রসঙ্গে অলিডি এবং হার্মনির প্রসঙ্গও উঠল। তিনি বললেন পাশ্চাত্য সংগীতে আমাদের মেলডি প্রয়োগ করবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। তিনি যেসব বিদেশী গানে দেশী সুর দিয়েছেন তা থেকেও

এর বাখাখণ্ড প্রমাণিত হল। তার পর এই ব্যাপারে আর কেউ এগিয়ে যাবেন কিনা জানি না কিন্তু যেতে পারলে ভাল হত। সংগীতের যে একটা বিশ্বজনীন আবেদন আছে নানা দেশের সংগীতে নানা দেশের প্রভাব না পড়লে সেটা বোঝা যাবে না। তবে, যাঁরা গোড়া রক্ষণশীল তাদের কাছ থেকে বাধা আসবে। অবশ্য রক্ষণশীলতা আটোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় একথা মানি কিন্তু মিশ্রণ না হলেও তে। কোন আট অগ্রসর হবার প্রেরণা পায় না। সবই থাকবে এবং থাকা সম্ভব যদি সম্ভব থাকে।

সুরবিহার বা ইম্প্রভাইজেশন সম্বন্ধে তার মত জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, আমাদের সংগীতে সুরবিহারের সুযোগ ঘোরা অবশ্য প্রয়োজন নইলে সে গান এক-ঘেয়ে হয়ে যেতে পারে। প্রশ্ন করলেন, “কিন্তু এতে স্রোতার বর্ত্তিত ক্ষুর হবার আশংকা থাকতে পারে।” তিনি উত্তরে বললেন, স্রোতার সুরের মাল কামতো এবং বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে হবে বৈকি। কিন্তু তার মাপেই শিখণী সুরবিহারের সুযোগ খাটু নিতে পারেন। এটা তার সারসংক্ষেপের অভিজ্ঞতাসম্মত ধারণা। খুব জোর সেন তিনি সুরবিহারের ওপর।

নানা বিবর্তী আলোচনা হয়েছে। কিছু-কল পূর্বে “মহোদ্য” নামে একটি বিশেষর সংগে তার মত গুলি ফলাফল। দুইটি অনুবর্ত্ত অঙ্গর হয়েছে এটা তিনি সম্বন্ধেই জানালেন। অধিকন্তু আমাদের মিটিংর সংগে তার পত্রিকার কা সাংবাদিক দুই বছর লাতুর কারে গান শুনিয়েছেন। সংগীতসমাজে যাক সুর সুর লাগবেই এই মাস্তুলে রক্ষার সুযোগও তার নেই। ইতিপূর্বে নানির সংগে তার পত্রিকা লক্ষিত হবার বিবেচ্য করলেন। শুধি দেবদর্শন বাক্যের বরষা, শচীন মিত্রদাস, ক্রীতদাস—সমগ্রিক তাই লক্ষ্যক। বিশেষ করে মিত্রদাসের উচ্চসিত প্রশংসা করলেন। ভূমিকাসম্মত গান তার মনে গভীর রেখাপাত করেছে।

কলকাতায় এবার তিনি প্রকাশ্যে রঙমহল এবং ইন্টারভিউ ইন্সটিটিউট কাজ আর একথাও গুন করেন নি কিন্তু এগিয়ে যেতে বঞ্জন সেন মহাশয়ের সম্ভবত্বের প্রাণমনে প্রচ প্রচি সম্ভায়ে বহু বিচিত্র সংগীত পরি-বেশন করতেন। ইংলন্ডে সেরীর হিন্দী ভক্তন এবং তাঁর সম্বর্তিত গান ডাড়াও রাম-প্রসাদ দিল্লীমহলায় অতুলপ্রসাদ রসমী-কাহ্নে পুড়িত শ্রুতি সুরবাহনের সংগীত শানিকরেন বহুজন ধরে তাঁর নিজের লাগু। এই সম্মেলনগুলি মধ্যমে সম্বর্তিত হয়ে গেল। সম্বোধনে এই কথা জানিয়ে গেলেন যে, তাঁর ভক্তদের যদি তাঁর আর সব সুরকে জড়িয়ে যায় তবেই তিনি ধন্য।

উমানাথ ভট্টাচার্যের নাটক

নীচের মহল (২৫০)

সর্বাধিন নাট্যসংগ্রহে নাটকটির বহুল অভিনয় কামনা করি। স্বাধীনতা।

ঘণ্টা (২২৫)

প্রাথমিক আলোচনায় সম্পর্কে মহাবীর প্রণীর লেখকদের যে অস্পষ্ট ও স্বপ্নাবলম্বী ধারণা আছে, ঘণ্টা তার বর্ত্তনমূলক। যুগান্তর।

জল (২৫০)

সম্প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ দৈনিক নাটক। অভিনয় আশিগক-বর্ত্তনসম্মত এ নাটক নতুন পাঠের পথিকৃৎ।

কথকতা

৩৩শি, দেপাল ভট্টাচার্য সেন, কলি-২৬

(বি-৫৫১)

ব্রাজিলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কোরাসি-
মদো দ্বীপে বোথারপস নামে এক অশুভ
সাপের রাজত্ব। গর্তবাসী সাপ, ঘুঙুর-
জাতের সাপ, কিন্তু ঢের বেশী বিষাক্ত এই
বোথারপসরা, ছোট ছোট গাছ থেকে এরা
ঝুলে থাকে। পৃথিবীর আর কোথাও এই
জাতের সাপ দেখা যায় না এবং ঐ দ্বীপে
অবস্থিত আলোকসুন্দরের তিনটি প্রহরী
এবং চতুর্থ প্রহরীর স্ত্রী এদের কান্ডে
নিহত হওয়ায় ব্রাজিল গভর্নমেন্ট আর
কাউকে ওখানে পাঠান বন্ধ করে
দেন। সেই থেকে এক মাইল লম্বা
দ্বীপটিতে এরাই বাজত্ব করে। বেশ
সুখেই এরা আছে কারণ শিকার
করার যথেষ্ট সামগ্রিক পাখি আছে এবং
এদের শত্রু বলতেও কেউ নেই। কিন্তু
ভবিষ্যৎ এদের খুবই উজ্জ্বল এমন কথা
বলা যায় না। সম্প্রতি সও পোলোর সিরাম-
চিকিৎসার গবেষণাগার বুনটাস্টন
ইনস্টিটিউটের ডাঃ রিচার্ড হোগে জানিয়েছেন
যে বোথারপস সাপ এখন যা জন্মাচ্ছে তা
পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়, জন্মাচ্ছে কেবল
উভলিঙ্গ সাপ।

১৯৫২ সনে ডাঃ হোগে ঐ দ্বীপ থেকে
একশ চৌষাটটি বোথারপস সাপ
সংগ্রহ করেন। তার এক সহকারী
একটি সাপকে বাবছেদ করে একটি
স্ফোটক দেখায়। ডাঃ হোগে জানান
যে ওটা স্ফোটক নয় ওটা হচ্ছে একটা
অপূর্ণ ভ্রূণ। সহকারী বলে : "তা হতে
পারে না, কারণ ওটা পাওয়া গিয়েছে
পুরুষ সাপের আগে।" প্রকৃতপক্ষে ডাঃ
হোগে এবং তার সহকারী উভয়েরই
নির্ধারণ ঠিক ছিল; ঐ সাপটা একদিকে
যেমন পুরুষোচিত প্রজনন অঙ্গের অধি-
কারী অপরপক্ষে স্ত্রী স্বেভ ভ্রূণকোষও

বিশ্ব- বিদ্রোহ

ওর দেহে রয়েছে। ডাঃ হোগে তাঁর ধরা সাপ-
গুলির প্রত্যেকটি পরীক্ষা করে দেখেন যে
ওদের মধ্যে অধিকের বেশী হচ্ছে উভলিঙ্গ।
মাত্র পনেরটি ছিল পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী এবং
সবকটিই কন্যা। উভলিঙ্গ সাপগুলি
পুরুষ বা স্ত্রী সাপের চেয়ে আকারে বড়।
এদের অধিকাংশই পুরুষ প্রকৃতির চেয়ে
স্ত্রীভাবটাই বেশী এবং সন্তানধারণে
সক্ষম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে সংগৃহীত
নমুনা পরীক্ষা করে ডাঃ হোগে দেখে-
ছিলেন তখন ওদের মধ্যে স্বাভাবিক
আনুপাতিক হিসেবে বেশীই ছিল। সম্প্রতি
তিনি আবার দ্বীপটিতে গিয়ে আটখাটটি
সাপ নিয়ে এসেছেন এবং ঠিক করেছেন যে
সেগুলিকে জোড় জোড় এক এক জায়গায়
রেখে দেখবেন যে উভলিঙ্গ সাপগুলির
জোড় পুরুষ সাপের সংস্রব ব্যতিরেকে
প্রজননে সক্ষম কিনা। তবে ওদের প্রজনন
ক্ষমতা যেমনই হোক না কেন ওরা চার
থেকে দুটি ভ্রূণধারণ করতে পারে স্বাভাবিক
সাপের সংখ্যা সেখানে বিশ থেকে চব্বিশটি।
ডাঃ হোগে বলেন তাঁর মতে বোথারপস
সাপ ক্রমশ অধিকতর মাত্রায় অস্বাভাবিক
প্রকৃতির বংশধর সৃষ্টি করে উবরা শব্দ
ক্রমশ নশ হতে হতে এরা একেবারেই
সোপ পেয়ে যাবে।

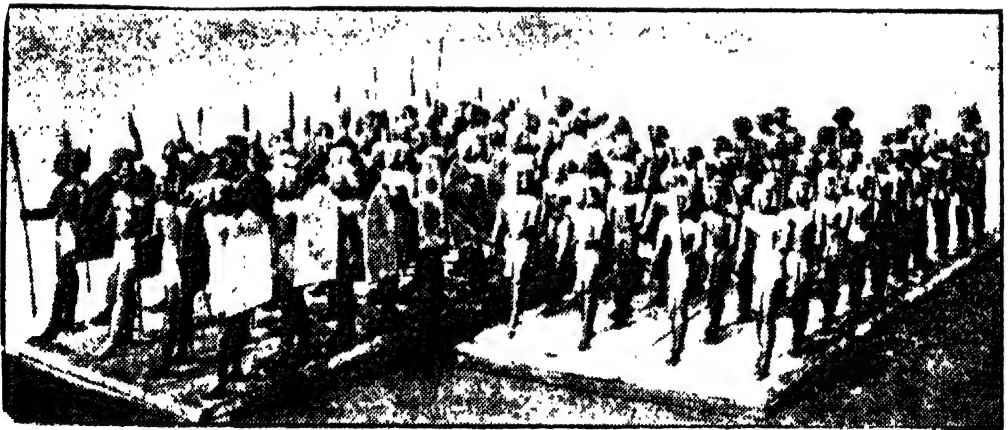
টৌকওতে দিনকতক আগে এক বিদেশী
আশ্রয়ওয়ার পরা অবস্থায় একটা ট্যান্ডী
থেকে ল্যাফিয়ে নেমে ছুটে রেড ক্রসের
দস্তরে ঢুকে বিস্ময়াবিষ্ট কর্নিকের হাতে
"কল্লাবাতায় বিপদস্তের জনা" বলে লেখা
একটা চিরকুট দেখায় এবং বাকি যাবতীয়
পরিচ্ছদ খুলে ছুটে বেরিয়ে চলে যায়।

লন্ডনের এক ট্যুপি নির্মাতা কর্তৃক
নিয়োজিত এক বিশেষজ্ঞ ১৯৫৯ সনের
মানুষের মাথার মাপ নিয়ে এক নির্ধারণে
উপনীত হতে সক্ষম হয়েছেন। নানা
বয়সের লোকের ছ হাজারটি মাথার তিনি
মাপ পরীক্ষা করে দেখেছেন।

এই বিশেষজ্ঞের মতে বড় মাথাওয়ালা
লোক সাধারণত উচ্চভিলাসী এবং ব্যবসা
ক্ষেত্রে কৃতি হয়। অধিকন্তু তিনি বলেন,
বড় মাথাওয়ালা লোক ছোটমাথাওয়ালা-
দের চেয়ে নারী সংসর্গ বেশী পছন্দ করে।
তিনি এটাও লক্ষ্য করেছেন যে মেয়েরা
মানবান্ন থেকে বড় মাথাওয়ালা লোকদের
বেশী পছন্দ করে।

তবে ছোট মাথার মাথাওয়ালা লোকদের
সম্পর্কে এই বিশেষজ্ঞ নিরাশ হবার মত
নির্ধারণে পৌছাননি। তার মতে মানুষের
মাথা ছোট আকারের তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই
জীবনে ভুগে হয়। বড় মাথাওয়ালা লোকের
চেয়ে তারা ধর্ম বসন্তও হয়।

আর একজন বিশেষজ্ঞ তিনি মানুষের
আকার নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন
তার মতে একশ বছর আগেকার লোকের
চেয়ে এখনকার লোকের মাথা সাধারণত
মাপে বড়। বড় সম্ভবত এই কারণে যে,
চিন্তার পরিণতি এখন আগেকার চেয়ে
বৃদ্ধিলাভ করেছে।



খণ্ডপূর্ব ২০০০ শত বৎসর আগে কাঠের ওপর রঙ-করা মিসরীয় পদাতিক সৈন্যের খুঁড়ল—আসিয়াউটের যুবরাজ মাসারহুজের
কবর থেকে প্রাপ্ত এবং বর্তমানে কায়রোর মিউজিয়ামে রক্ষিত

কবিতা

চালচিত্র—চিত্র সিংহ। সঙ্গী, ৬৭-এ, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা—৩৭। দাম দেড় টাকা।

তরুণ কবিদের মধ্যে চিত্র সিংহের নাম কাব্যক্ষেত্রে একেবারে অপরিচিত নয়। এই বইটিও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ নয়। সৃষ্টি-সত্তায় কবি অকুপণ নন, ইতোপূর্বে প্রকাশিত তাঁর আরো দু'টি কাব্যগ্রন্থও সে স্বাক্ষর বর্তমান। এবং যেহেতু মানবের প্রতিটি ক্ষুদ্র-পরিবর্তন কবির গভীর অভিনিবেশ দাবী করে, সেজন্য প্রারম্ভে কবি বলেছেন, 'বিশ্বায় পালকে আমি সেই পরিবর্তনকে সানন্দে স্বাগত জানাই এবং চেষ্টা করি পরিবর্তনের সেই ধারাটিকে গ্রন্থাকারে ধরে রাখতে।' প্রবাস পথ পবিত্রমণে তাঁর বৃষ্টি নেই, আধুনিক কাব্যের নিতানন্দ পরীক্ষায় প্রেমের সেই বিশেষ অনুভূতির সহজাত সৌন্দর্যকে কবি তাঁর প্রতিপদক্ষেপে নতুন করে আবিষ্কার করতে যত্নবান, এই কাব্যগ্রন্থে কবিমানবের সেই



অস্তিত্বকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

'চালচিত্র' কাব্যগ্রন্থটি পড়ে মনে হলো, কবির মধ্যে একটি গভীর বেদনাবোধ জাগ্রত; এবং চালচিত্রের চিত্ররচনায় সেই মনোবেদনা সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত না হলেও 'পুরুষের অনুভবের কয়েক ছত্র' এবং 'প্রকৃতির অনুভবের কয়েক ছত্র' অনুষ্ণের এক অশ্চর্য বেদনাসন রূপ লাভ করেছে। প্রেম ও বিরহ উপলব্ধির আবহাওয়া কবি রচনা করেছেন, কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গী মননবস্তির সাযুজ্যবোধ রক্ষায় তিনি বিশেষ সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নি; অবশ্য হয়নি এই কারণেই যে, জীবন-সমিধংসার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টির

আলোক ততোধারি ব্যাপক হতে পারে নি বলেই। 'তবু ইলবো কাব্যধর্মকে স্বীকার করেন বলেই কবির মধ্যে এ ক্ষুদ্র ভবিষ্যৎ বর্তমান। শব্দপ্রয়োগ, বাক্যবিন্যাস এবং বাণ্যনার ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক পরিমণ্ডল রচনা করেছেন এবং অলংকার প্রয়োগে মাঝে মাঝে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। অন্যপ্রাসের বিশেষ ব্যবহার 'চালচিত্রের' পদ্য-স্বাক্ষর আঙ্গিকে নতুন সুর এনে দিয়েছে; এগারো নং কবিতায় প্রথম পর্বে 'অধরাকে ধরতে গিয়ে অধরার অধরে অধর পেতে উন্মুখ আমি' ইত্যাদির অর্থবহ শব্দ-সংযোজন মন্দ নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে চমকপ্রদ বিশেষণ প্রয়োগ একটু বেশী পরিমাণেই 'পরীক্ষামূলক' বলে বোধ হলো।

৩৩৯১৫৯

শালবনের কান্না—হীরেন কুন্ডু। প্রকাশক—শ্রীশঙ্করীভূষণ নায়ক, ১১৪ বেলগাটো মেন রোড, কলিকাতা—১০। মূল্য—এক টাকা।

নতুন কবির নতুন কবিতার বই 'শালবনের

প্রবোধকুমার সান্যালের শ্রেষ্ঠগণ ৩য় মূদ্রণ ৫

বেলোয়ারী ৬১০ মহাপ্রস্থানের পথে ৪১০ বন্যাসজিনী ৩, চলকল্লোল ৫, আকাবাকা ৫, আশ্রয়গিরি ২১০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দেবযান ৫
শ্রেষ্ঠগল্প ৫
গঙ্গা-গঙ্গাশ ৮১
মেঘমল্লার ৩১০
যাত্রাবদল ২১০
কিন্নর দল ২১০ মাথোশ ও মৃৎশ্রী ৩০
কুলপাহাড়ী ৪১০ আরগাক ৪১০
হে অরণ্য কথা কও ৩১০ উৎকর্ষ ৪

তারাসঙ্করের
প্রিয়গল্প ৫
কৈশোর-স্মৃতি ৪
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
শ্রেষ্ঠগল্প ৫
সাবালক ২৫
সুমধনাথ ঘোষের
শ্রেষ্ঠগল্প ৫

আশাপূর্ণা দেবীর
গঙ্গা-গঙ্গাশ ৮
শ্রেষ্ঠগল্প ৫
অগ্নিপত্রীকা ৩১০
নির্জনপৃথিবী ৪

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
হীরা ছবি গান্ধী ৪
নৃপদ্র ৩৫০
কল্যাণকণী কঙ্করতী ৩১০
কালোভ্রমর (একত্রে ২খণ্ড) ৫

তরু দত্তের উপন্যাস
শ্রীমতী আভের
মণীন্দ্রনাথ দাসের
Popular Science-এর বই
বিচিত্র প্রসঙ্গ ৪

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
গঙ্গা-গঙ্গাশ ৮
নয়ানবৌ ৫, কথাচিত্র ৩
মিলনানন্দক (দ্বন্দ্বার্থ)
প্রফুল্ল রায়ের
নাগমতী ২৪
মূদ্রণ ৫

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
সমুদ্র সফর
= নতুন সংস্করণ । দাম—৪১০ =

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
অনমিতা ২৪
মূদ্রণ ৪
শ্রেষ্ঠগল্প ৫

মিষ্ণ ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কাল্পনিক। নানাকারণেই দুর্গাপুর এখন ভূগোলে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। যেখানে একদা শাল-মহুরার বন-মিছিল প্রকৃত বৃকে আপন খেলালে ধুশী করাতো, সেখানে আজ 'লক্ষ গহীতির শপথ' এক শিক্ষণীয় সৃষ্টি হতে চলেছে—আঠারোটি কবিতার মধ্য দিয়ে 'দুর্গা-পুরের বিচিত্র পরিবেশকে নিয়ে' কবি লিপন দেখেছেন। কবির মধ্যে একটি সহজ অনভূতি আছে—কিন্তু 'মিনার', 'টাইলশিপ', 'স্মিট' ইত্যাদি কবিতাগুলি সাময়িক আবেদনের উদ্দেশ্যে উঠতে পারেনি। কবি গদ্যছন্দে তার 'প্রণয়ের আবেগকে ভাষা দিয়েছেন।' ৩১০।৫৯

চৈতালী—শ্রীপদ্মলা। সম্পাদনা: শ্রীমতী অভা চক্রবর্তী। ল্যাংগুই প্রেস প্রকাশনী, চিরিমিরি, মধ্যপ্রদেশ। দু' টাকা পঞ্চাশ নয়। পয়সা।

শ্রীপদ্মলের বিভিন্ন সময়ে লেখা নানা সূরের ছাঁইয়া কবিতা আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বীতিহীন দিক থেকে কবি

প্রাচীন পান্থী, এবং অনেক কবিতায় তার বহুবা অত্যন্ত অপূর্ণিত থেকে গেছে। পৃথিবীর এই বাধাহীন জীবনে কবি স্বাধীনতার গান গেয়ে সম্ভাবনাময় নতুন দিনকে আহ্বান জানাতে চেষ্টা করেছেন। 'চৈতালী', 'সোনার বাংলা', 'আজি হতে শতবর্ষ পরে', 'চিরিমিরি-১', কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। চৈতালীর ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ পরি-কল্পনা পুরানো দিনের স্বাক্ষর বহন করে। ৫২১।৫৮

নীল পাভা—জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থভবন, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য—এক টাকা।

আটত্রিশটি কবিতা সংকলিত বর্তমান ক্ষুদ্র কাব্যপুস্তিকটি মনে হয় কবির প্রথম প্রচেষ্টা। জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রোমান্টিক কবি; বর্তমান কাব্যসংকলনের কবির মধ্যে একটি সহজ কবিতা আছে, কিন্তু কল্পনা-মৌলিকতার অভাব অত্যন্ত পাইডায়ক। কলাবিধিতে সত্যকতার অভাব, অগ্নিক রচনায় একটি নিম্পন্য গভীরগতিক

পান্থীই মোটামুটিভাবে নীলপাতার স্বাভাবিক রস গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করেছে। কবি হিসেবে তার কাছে আমাদের প্রত্যাশা অবশ্যই আছে; কিন্তু উত্তরকালীন সাধনের কবিকে আরো সতর্ক এবং মনোযোগী হতে হবে।

'নীলপাতার' অঙ্গসজ্জা সাধারণ; প্রচ্ছদটি স্বয়ং কবি কর্তৃক অঙ্কিত।

৫২১।৫৮,

নঙ্গম অভ লাভ—শ্রীকুমারবন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীরঞ্জননাথগন দত্ত এবং শ্রীরঞ্জননাথগন দত্ত কর্তৃক ৫১৯ দশম রোড, কলিকাতা ৩০ থেকে প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে চারটি পর্বে মোট দু'শ পনেরটি ছোট ছোট কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলির মধ্যে গীতিকবিতার মিটিমুহুর সূরের অনুরণন বর্তমান—কবিতার হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনভূতি পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করবে। কবি প্রেমিক; তিনি শান্তি কামনা করেন; তার মানসিক অতি-বাহি কোনো গভীরে আগ্রহ করে নয়,

শুন বরনারী

সুবোধ ঘোষ

মানুষ দুঃখে পায়, কিন্তু দুঃখ হাবের মস্তও সে জানে; বিরহের যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে মিলনের আনন্দের পথেই তার নিত্য অভিলাষ। এই পুরম তবুই হয়ত নমোনিবী স্মৃতির কবির জীবনে একদিন সত্য হয়ে উঠেছিল। একটি সহজ মানুষের সহজ ভালবাসার আলিঙ্গনেই তাই তাকে এসে আশ্বাসমণ্ডল করতে হয়েছে। দুঃখ থেকে আনন্দ বিরহ থেকে মিলনে উদ্ভবের ও এক পুরম সুন্দর ইতিহাস। দাম তিন টাকা।

— সুবোধ ঘোষের অন্যান্য বই —

ভোরের মালতী—২.০০ ॥ নিতাসিন্দুর

— ৩.০০ ॥ কুসুমের মাস — ২.৫০ ॥

মনোমুকুর

সমরেশ বসু

সাহিত্যের দাবীকে সম্পূর্ণ সম্মান করেও তাই মধ্য দিয়ে আপন বহুবাক্য একটি নামস্ফ সূত্রের প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে সবার সাধনায় একালের সাহিত্যিকদের মধ্যে বরাবর রত আছেন, সমরেশ বসু, তাদের অন্যতম। শঙ্কিন ও মৌলিক গণসম্মিত এই লেখকের এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। সুন্দর প্রচ্ছদ। দাম অড়াই টাকা।

মেঘরাগ

— নামায়ণ গণ্যোপাধ্যায় —

নিজস্ব ছাউনিগুলির অন্যতম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আকর্ষণ করেনি কৌশিক ঘোষকে। তিনি এখানে এই জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন জন হীন শৈলনিবাসে এসেছিলেন জীবনের প্রথম পরাক্রমের পল্লি ভুলবার আশায়, কিন্তু এখানেও তাকে জড়িয়ে পড়তে হলে। শঙ্কিন লেখকের এই ছোট উপন্যাসটি আপনার ভাল লাগবে। বর্তমান প্রচ্ছদ। দাম অড়াই টাকা।

বিদিশার নিশা

— শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় —

যা বিচিত্র মানসগুলির জীবনে বেহেতু-বিহীন বিদিশার স্মরণে তার আশ্রয় চাননি, তারই হিসাব নিয়ে বসেছে আভ্যন্তরীণ বস্তুটির ছিন্নছিন্ন মানুষ এই কলকাতারই আশ্রয়শালায় বসে। আশ্রয়শালায় সন্ধ্যার লাবণ্যে তারা থাকে বেড়ায় উজ্জল বেহেতু, তাদের চোখে আভা বাকি রাখে ন্যায় বিদিশার মাস। বিচিত্র করেকটি উপন্যাসের ইতিহাস আর আভ্যন্তরীণ জীবনের এলা নিত্য জৈবিক উপন্যাস করেছেন এক বিচিত্র জীবন সংগ্রহ। সুন্দর প্রচ্ছদ। দাম তিন টাকা।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই

সরোজ রায়চৌধুরী—

আকাশ ও মৃত্যু—৩.৫০

মিহির আচার্য—জোনাকির আলো—২.০০

শান্তি বসু—সোলালি দিন—২.০০

জ্যোতিষ্মতী নন্দী—জ্যোতিষ্মতী—২.০০

কুসুমের মাস

— সন্তোষকুমার ঘোষ —

জীবনে শূন্য আনন্দ নেই, শূন্য যন্ত্রণাও নেই। কুসুমের যেমন বর্ণনাময় আনন্দই শূন্য থাকে না, চাঁটার যন্ত্রণাও থাকে। কুসুমের মাস—এ আনন্দ-যন্ত্রণাময় সেই সামগ্রিক জীবনেরই আশ্রয়। চিত্র অঁকা হয়েছে; আনন্দে যার পূর্ণতা কিন্তু যন্ত্রণায় যার প্রাপ্ত। এ বইয়ের লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ, জীবনের নতুন মলোয়নের প্রত্যয়ে বীর জড়িত নেই। আশ্রয় সুন্দর প্রচ্ছদ। দাম অড়াই টাকা।

ক্লাসিক প্রেস

৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

বিশ্বপতির বিপুল প্রেমের নিবিড় সৌন্দর্য-সাধনায় কবি মগ্ন হতে চান। শ্রীরাজ-রাজেশ্বরী দেবী বর্তমান কাব্যগ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। ২০৫।৫৯

ভূতের পাঁচালি—জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী। (দ্বিতীয় সংস্করণ) শান্তি লাইব্রেরী, ১০বি, কলেজ রো, কলিকাতা—১। আড়াই টাকা।

বাঙলা সাহিত্যে অতি প্রকৃত কাহিনীর একটি বিশেষ নিজস্ব স্থান আছে। এক শ্রেণীর কিশোর কিশরীরা তাদের কায় ভূতের গল্প একটি লৌকিক বিশ্বাস ও ছায়া-কালো রহস্যের বিশেষ আবেদন নিয়ে উপভোগ্য। বর্তমান গ্রন্থে লেখক একটি সফল পরিবেশ সৃষ্টি করে ভূতকে উপলক্ষ্য করে কতগুলি কৌতুকময় কাহিনী পরিবেশন করেছেন। রচনাশৈলীর মধ্যে একটি নটকীয় পরিণতি আছে, প্রতিটি কাহিনীই রচনা গুরু শিশু-বৃন্দ সকলকেই সমানভাৱে কাড়ে টানতে। ভূতের নাম, ভূতের স্বভাবের ব্যাখ্যা যাওয়া সাধারণ ভূত, পাড়গেয়ে ভূতের কলিকাতা দল, ইত্যাদি উপায় ইত্যাদির মধ্যে লেখকের বিচিত্র চরিত্রসমষ্টি এবং অভিজ্ঞতার আশ্রয় পাইল পৌরকে মূখ্য করে। ভূতের গল্প বলতে এই যে বিশেষ ভাবী জগৎ ভূতের গল্প পড়ার আমন্ত্রণের আশা ছাড়াই কল্যাণ। অসংলগ্নের মধ্যে এই কৌতুক প্রেরণার বিচার্য রূপকরণ প্রকাশিত হয়েছে। ১০৫।৫৯

ছোটগল্প

সপ্তপর্নি—শ্রীশশীকান্ত বসু (ভাগল-পত্র)। প্রকাশক—শ্রীঅশোককুমার গঙ্গপেরী, সিঁচুই প্রেস, আসনসোল। মূল্য এক টাকা।

প্রকাশকের নিমন্ত্রণে পুস্তক 'সপ্তপর্নি' নামের পত্রের শ্রীশশীকান্ত বসু তাঁর নিজস্ব বিশেষ সফলতার সাহচর্যে গল্প অধিষ্ঠিত হিহনে। বর্তমান সংস্কৃত কবিতার ভাষা কবিতা। মনে হয় সেই চমৎ প্রকারে তাঁরই সৃষ্টি করে কবিতার উপলক্ষ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ছোটগল্প শিল্পের আলোয় গ্রন্থে মোট সাতটি গল্প সংকলিত হয়েছে। আধুনিক-কালের ছোটগল্প বিহীনত্বের নবম এবং আধুনিক প্রকাশের যে পরিমাণ গ্রন্থের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য থেকে সপ্তপর্নি গ্রন্থ-পত্র বিশেষ প্রতিমত না হলেও অনেকটি গল্প লেখকের ঘরোয়া মেজাজ এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে গঙ্গপেরী বসুর চেটা করেছেন; 'শব্দের ভণ্ড, প্রবণতা,

ভোষণনীতি, আকবর বীরবল সংবাদ' ইত্যাদি গল্প লেখকের সরস একটি মনের পরিচয় এবং সমাজে ভোষণ-বাবস্থা জালনপালনে পারদর্শী এক শ্রেণীর লোকের প্রতি লেখকের নিম্নম বক্ষম কটাক্ষ লক্ষ্যণীয়। রচনায় গুরুচণ্ডালী দোষ স্থানে স্থানে গঙ্গপাঠের আমেজকে ব্যাহত করে: পুস্তকটির ছাপা ও অঙ্গসজ্জা ইত্যাদি তৃতীয় শ্রেণীর বটলার পুস্তক-গুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

২০১।৫৯,

গঙ্গপের মতো গল্প—শ্রীঅশোককুমার ভণ্ড চৌধুরী। নব ভারত প্রকাশনী, ১২।১ চৈতন সেন সেন, কলিকাতা-১২। দাম ১।০ চারটি গঙ্গপের সমষ্টি। গঙ্গপেরী ছোট-দের জন্য লিখিত মনে হলেও বড়রাও প্রত্যেকটি গল্পের রূপের আড়ালে বিচিত্র আশ্রয় পাবেন।

৬২৭।৫৮

উপন্যাস

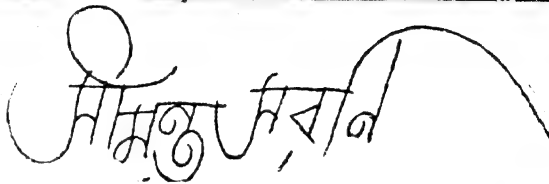
পুতুল নিয়ে খেলা—সংশীলকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়। বলাকা প্রকাশনী, ১৮।১।এ, সিমলাইপাড়া লেন, পাইকপাড়া, কলকাতা ২। তিন টাকা।

অতিশয় উপাস্য জীবনের সংঘাতময় পট-ভূমিতে কাহিনী শব্দ হয়েছে। মূর্খের সংসারের প্রতিকূল অবস্থাকে মানিয়ে নিতে

জাগরী

সাহিত্য মন্ডির কার্যকর
৫ম বর্ষ শুরু হলো।
বার্ষিক ২-৫০ টাকা।
কার্যতাপুস্তক "লক্ষ তারার
মালা"তে যোগদান করুন।
JAGARI Cal.-3.
(সি-৫৮৬)

"সাগর পাশে ফিরি"
(২-৫০ টা.)
পড়ুন ও পড়ুন।



সুবোধ ঘোষ

ভালবাসার যেন একটা স্বতন্ত্র সর্বজনীন ইচ্ছা আছে, যার উপর ব্যক্তির শাসন চলে না। ভালবাসার জীবনকে অস্বীকার করতে চায়নি এগাফী; কিন্তু যেন নিজেকেই অস্বীকার করতে চেয়েছিল। জীবন আর ঘটনার কোন সত্যের দিকে তাকিয়ে নয়, শুধু নিজেরই ইচ্ছার দিকে তাকিয়ে সে তার প্রেম ও অপ্রেম খুঁশমত গড়ে তুলেছিল। কিন্তু দেহ ও মনের যত বিচিত্র ভাষা আর সংস্কার দিয়ে শাসন করা সেই অদ্ভুত ভালবাসার পরীক্ষা এগাফীকে একদিন তার জীবনেরই ভুল ধারিয়ে দিল। যে অনুরাগ নারীর সীমন্ত সর্বাঙ্গ সুরঞ্জিত করে, সেই অনুরাগের কাছে আত্মসমর্পণ করে তবেই মুক্তি পেয়েছিল এগাফীর নারীর স্বপ্ন। বিচিত্র ঘটনাবল্যসমূহ, নিখুঁত চরিত্র সমাবেশ ও অতীতপূর্বে আধুনিক সুবোধ ঘোষের এই নতুন উপন্যাসখানিকে সুন্দরতর করে তুলেছে। দাম ১-০০

— অন্যান্য বই —

মিহির আচার্যের		সুবোধ ঘোষের	
অনিবেতা	৫.০০	শ্রেয়সী	৫.০০
সমরেশ বসুর		সুজাতা	২.৫০
ফাল্গুনী	২.৫০	মনমোহরা (যন্ত্রস্থ)	৩.০০
তিথারা	৮.০০	রমাপদ চৌধুরীর	
জ্যোতিষ্মদ বন্দ্যো		দরবারী	৩.০০
গোলাপের নেশা	২.৫০	কখনো আসনি	৩.০০

ক্যালকাটা পাবলিশার্স

১০, পদ্মভবন স্ট্রাট, কালকাতা—১

গিয়ে এক সরলা ছিন্নমূল বালিকার করুণ পরিণতিকে লেখক গভীর দরদ দিয়ে অঙ্কন করেছেন। কাহিনীটি উদ্দেশ্যমূলক, বর্তমান সমাজে একদল মূখোশপরা শিক্ষিত গণ্যমান্য তথাকথিত দেশসেবক আছেন, যারা মানুষের এই হতভাগা ছিন্নমূলের জীবনের বেদনাঘন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দুর্ঘোষের দিনে দরদী বন্ধুর ভান করে, গায়ে পাড়ে সাহায্যদানের আশ্বাস দেয়, সমাজসেবার নামে নানা কথায় মুখের হয়, নরী সংঘ প্রতিষ্ঠা করে, নেতৃত্ব করে, সমাজে বাহবা পায় এবং সংবাদপত্রে তাদের কর্মপদ্ধতির সাধুবাদও ধ্বনিত হতে দেখা যায়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা একটি বিশেষ শ্রেণীর শিকারের সুযোগ খুঁজতে থাকে। ভেতরে ভেতরে তাদের শিকার-

পদ্ধতির বিষয়ক কথা নিরীহ ও সরলা মেয়েদের জীবনবাধার স্বপ্নকে, কুমারী জীবনের মাধুর্যকে তছনছ করে দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এই কাহিনীর সন্তোষ বসুর মতো সমাজসেবী, জয়ন্ত মূখোজোর মতো দেশবিখ্যাত দরদী ডাক্তার, প্রেমানন্দ-বাবুর মতো প্রতারক অফিসার, ইন্দ্রজিৎ রায়ের মতো দেশনেতা, নারী-সমবায় সংঘের মতো নারীকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে লেখক বর্তমান সমাজের বিশেষ চরিত্রের এক শ্রেণীর বিখ্যাত ব্যক্তিদের মূখোশ একেবারে খুলে দিয়েছেন। প্রারম্ভে লেখক বলেছেন, 'ইহা নিছক গল্প। গল্পের চরিত্রগুলিকে কাম্পনিক বলে মনে করবেন।' কাহিনীর মিছিলে অনেক চরিত্রের ভিড় হয়েছে; সুশীল-

বাবু, দক্ষতার সঙ্গে সাবিলীর চরিত্রের ট্রাজেডিকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু চরিত্রটির আশ্চর্য পরিণতিতে সমাজস্যা রক্ষা করতে পারেন নি বলেই পাঠকের মনে অকুণ্ঠিত থেকে যায়। আস্তরানী দিদি, হেম, দোকানী দাদা ইত্যাদির ভিন্নমুখী চরিত্রলিপি উল্লেখযোগ্য। মনে হয় লেখক সম্ভবত নবীন; কাহিনীর খণ্ড চিত্র রচনার ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞতার স্পর্শ বর্তমান; ঘোষিত উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, অসহায় নারীদের নিয়ে এক শ্রেণীর উদ্বেগবোধের পুঙ্খল পাতুল খেলা, সমাজের এক শ্রেণীর নরপশুদের উদ্রেক লাভসার বিস্তৃত বিবরণ প্রসঙ্গে গ্রন্থের অমার্জিত বর্ণনাপদ্ধতি লেখকের সমস্ত উদ্দেশ্যকেই ধূলিসাৎ করে দেয়। রস-নিবেদনের সে পরিচ্ছন্ন পরীক্ষায় লেখককে আরো সংযমী এবং ব্যঙ্গনাময় হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

৩০৫।৫৯

খেলাধুলা

ক্রীড়াঙ্গণে দিকপাল বাঙালী—অজয় বসু। দেবদত্ত গ্রন্থ কোম্পানী। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলিকাতা ১৯। ৫০। ৫০ নয়া পয়সা।

জীবন ও জগতের বিভিন্ন দিকে বাঙালী প্রতিভার স্ফূরণ বিস্ময়করভাবে খুলে ও ক্রীড়াঙ্গণেও তার প্রকাশ কিছু কম উল্লেখযোগ্য নয়। ক্রীড়াঙ্গণে খাতি অর্জনকারী বাঙালী মাঠেই আমাদের গর্ব ও গৌরবের কারণ। হয়ত সে-কারণে বাঙালী ক্রীড়া-সাধকদের বিষয়ে আমাদের কৌতূহল ও অনিবার্ণ। বর্তমান বইটিতে বাঙালী ক্রীড়া-প্রতিভাধরদের জীবনী নতিদীর্ঘ পরিসরে লেখক দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বিস্মৃতির ধূলাবলয়ে যে-সব নাম বিজড়িত, যে কৃতিত্ব ও স্মরণার্থ্য বিষয়গুলি মুছে যাচ্ছিল—লেখক সবার তানের বাজাই করেছেন—সত্য দৃষ্টিভঙ্গির নানা রঙে তাদের আলোচনা করেছেন—যার ফলে ক্রীড়ামোদীদের চিত্রপটে সেই নামগুলি নবরূপে আলোকে উজ্জ্বলিত হতে পারে।

সাধারণত খেলাধুলায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলেও ক্রীড়াঙ্গণে সম্পর্কে উৎসাহী, সচেতন ব্যক্তির সংখ্যা অগণন। কিন্তু তাদের নির্ভুল জ্ঞান-বিস্তারে সহায়ক পুস্তকাকবীর সংখ্যা খুব বেশি নেই মাত্ৰভাষায়। অবশ্য ইন্দোনী কিছু কিছু প্রকাশিত হচ্ছে এক-কথা সত্য। স্বল্পসংখ্যক পুস্তকগুলির মধ্যে এই বইটির বিশেষ মূল্য এই কারণে যে, লেখক দেশ ও স্বাধীনতারোধে উদ্দীপ্ত হয়েছেন ও বাঙালী ক্রীড়া-সাধকদের তত্ত্ব-সম্মানে আত্মনিয়োগ করেছেন। স্মরণীয় ক্রীড়াবিদদের কাহিনী ঘরোয়া পরিবেশ,

রঞ্জন সেনের

আফ্রিকার শিকার ৬;

শিকারবিলাসী ছোটবড় সকলের পড়বার মত বই

বু ক স্

১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নিও-লিটের বই

রূপসজ্জা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ছোটগল্পের অসাধারণ শিল্পী
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প সংকলন।
ডবল ডিমায়ে সাইজ। সুন্দর প্রচ্ছদ।
২-৫০

যশস্বতী

সমরেশ বসু

শক্তিমান কথাশিল্পীর অন্যতম
শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন।
ডবল ডিমায়ে। তিন রঙ প্রচ্ছদ।
২-৫০

সিকুপারে

নায়দরঞ্জন দাশগুপ্ত

সমালোচকদের অভিনন্দনধন্য একটি সাধক উপন্যাস। ৭-০০

ভানুমতী

সমরেশ বসু

বৃহৎমণী এক ধীর কন্যার অসাধারণ
কাহিনী। ৪-৫০

ছুখিয়ার কুঠি

অমিয়ভূষণ মজুমদার

অমিয়ভূষণের দ্বিতীয় উপন্যাসে উত্তর-
বঙ্গের সাধারণ মানুষের জীবনের
বসরূপ। ৩-০০

অমিয়ভূষণ মজুমদারের নতুন উপন্যাস

নির্বাস (বস্তুস্থ)

অন্যান্য বই

শিবরাম চক্রবর্তীর মেয়েদের মাহিমা ২-০০ । প্রভাত দেব সরকারের একটি
নীল আকাশ ২-০০ । ডলটোরারের ক্যান্ডিড ২-৫০ । জেন অক্টোনের কন্যা-
কাহিনী ৩-০০ । শরাদ্দন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের বই মায়ামন ১-০০ ।

নিও-লিট পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১নং কলেজ রো, কলিকাতা-৯

আত্মপ্রচেষ্টা, নিষ্ঠা ও নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনার মাধ্যমে ফোটানো হয়েছে। সন্দেহ নেই ক্রীড়াঙ্গণসাহীদের 'ক্রীড়া-ভগতে দিক-পাল বাঙালী' আনন্দ দেবে, প্রেরণার ধোরাক হবে। ১২৭/১৯

প্রাপ্ত স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার আমদের হস্তগত হইয়াছে।

Our Hearts—Maupassant.
Jawaharlal Nehru—Frank Moraes.
The Invisible Man—H. G. Wells.
Chitralkha—Bhagwati Charan Verma.
Dawn or Darkness?—R. K. Karanjia.

Problem of Indian Defence.

প্রজাপতির রক্ত—প্রবোধকণ্ঠ, অধিকারী।

অনেক পাপিড়ি ছায়ে—দীপশীপ দাশ-গুপ্ত।

লিপদশব্দনৈম ভূমিকা—গুরুতর ঘোষ।

প্রিয়াল লতা—সমগ্র ভট্টাচার্য।

বধূ অমিতা—হীরাচন্দ্রনাথ সত্য।

স্বাভাব্য—বিমল বসু।

বন্দন ও মৃত্তি (একাক্ষর নাটক)—স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী।

দংশীয় বৈষ্ণবকাব্য পরিকল্পনা (১ম খণ্ড)—ব্রীড়াল পণ্ডা।

ভূমিত-সম্বন্ধ—আনন্দচন্দ্র দাস। অনু-বাসক দ্বিতীয় সংস্করণ।

কোমলকণ্ঠের গল্প শোন—বিশ্বকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

কোমলকণ্ঠ—কল্যাণী প্রমোদক।

আমাদের নৈহব—নির্মলক দেবী।

বায়ের চোখ—বীণা মল্লিকের।

ভাগ্যের নিঃস্বাদ—প্রমদু মিত্র।

আগামীকালের প্রায়ত—উম্মা এ ডুল—অনুবাসক—প্রথম ভাগ।

আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক মানব—ডেনিস বি কোমার্ট, অনুবাদিকা—সাহিত্য দেবী।

আমাদের পরমাণুকেমিক ভবিষ্যৎ তথ্য, সংকট ও সম্ভাবনা—এডওয়ার্ড টেলার ও আলবার্ট এল বার্টার, অনুবাদক—বীরেশ্বর বসুগোপাধ্যায়।

রক্ত পলাশ—ক্যাপ্টেন এন পোটার; অনুবাদিকা—শিউলি মল্লিকের।

ভীতি-খংখল—এন নরেকক; অনুবাদক—বসন্তবর্মা।

মৃত্যু স্বার—ফ্রান্স কোলার; অনুবাদক—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

এককাল জিহ্বন—সত্য চানউর, অনু-বাদক—আশু চট্টোপাধ্যায়।

আবার রাশিয়াম—লুই ফিসার; অনুবাদক—কান্তপ্রসাদ চৌধুরী।

পরিবর্তন (নাটক)—হুমেরজন বেং নাট্যরূপ বীর চট্টোপাধ্যায়।

শান্তি-র আবার

নতুন বই বের হল

গভর্নমেন্ট বোর্ড কলেজের প্রিন্সিপ্যাল

অধ্যক্ষ শ্রীচন্দ্রামণি কর মহাশয়

তিন রঙে এই প্রথমবার প্রচ্ছদটি প্রকাশিত

বীজমন্ত্র

কমলাকান্ত ঘোষ

'বীজমন্ত্র' রূপকথার নয়, বরং কল্প। এই রূপ-রচনায় মার্কসবাদের অভিলাস ও এ দাও আমের একজন ডাক্তারের মানস 'পাত-কনো' মনে মনে বলে 'বাহে যে পার্থিটি গায় প্রহার প্রহার, তুমি ওই বিহ্বলের মতো।' উপন্যাসের ধারাবাহিকতার অনন্ত এই ঘোষ নিয়ে চলেছে এখানে মানবের ছেলে আমর, কলেজের ছেলে অমলকুমার, গোল্ড, বাকু, মুল্লী, কিশোরী মেয়েটি, তাপসী মল্লিকী—ওলেন্ডার আশোককোটি, পলাশ, ওলেন্ডার পাহাড়ীরা। আরও অনেক চরিত্র। বাক্য-পদের দ্বারা অনন্য নিদর্শন এ বইতে তার প্রসাদগুণে কথা যে, সবার গিয়ে পৌঁছাত সেখানে যেমন ক্লাসিকের মত পড়মা যায় তেমন বর্তমানের সমাজ-চিত্রও আছে সে পড়ে না। ২-৫০ ৥

• শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

বাংলার অন্যতম নির্ভেজাল সাহিত্যপত্র—অভিজাত মাসিক

কথামাহিণী

॥ একাদশ বর্ষ চলিতেছে ॥

সদ্য প্রকাশিত অগ্রহায়ণ সংখ্যার লেখকবৃন্দঃ—

ধারাবাহিক উপন্যাসঃ আশাপূর্ণা দেবী, গজেন্দ্রকুমার শিত্র

গল্পঃ বাণী রায়, তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

নগ-রচনাঃ বসু মন্ত, দেবরত ভৌমিক

গল্পসংকলনঃ বিভূতিভূষণ বসুগোপাধ্যায়

বহিঃঃ প্রমথনাথ বিশী, কানাই সামন্ত, কুম্ভ ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ বসুগোপাধ্যায়, ষটক্ক দে, বেণু গঙ্গোপাধ্যায়, শিবশাস চন্দ্রবর্তী, সুরাজ চট্টোপাধ্যায়, সুখেন্দু মিত্রক। প্রবীণ চৌধুরী প্রমুখ। লেখকের সর্ব সর্বপ্রথম চরিত্র সম্প্রদায় লেখকের নিজের কি 'নি মনোভাব' এই প্রসঙ্গ প্রতি সংখ্যায় একজন কবিগো কবিশংশী লিখিতহে। এই সাংখ্যায় লিখিতছেন ভাষাশঙ্কর বসুগোপাধ্যায়।

এগুলি ছাড়া এই সাংখ্যায় আছে নির্মিত রচনাঃ—

সংবাদকাব্যঃ পথ ও পথের প্রান্ত, মৃৎখর মন্তর (১), এবং বোম্বের শর্মার নিরুপেক্ষ পটভূমি-সমালোচনাঃ সাময়িক সাহিত্য পরিকল্পনা।

মূল্য — পঞ্চাশ নয়া পুস্কা। প্রত্যেক মূল্য ৩-৫০।

বিশেষ সাংখ্যায় জন্য গ্রন্থবস্তুর অতিরিক্ত নিতে হয় না।

কার্যালয় : ১০ শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জীবনের প্রতিচ্ছবি

কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার-পরিচালক শম্ভু মিত্র ও অমিত্র মিত্র চলচ্চিত্রের কথাবস্তু, আঙ্গিক ও ভাষায় এক নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেছিলেন। "একদিন রাত্রে" ছবিতে। চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার পতাকাতে নির্মিত তাদের নব চিত্রসৃষ্টি "শুভ বিবাহ" এই শব্দ প্রয়াসেরই নবতম দৃষ্টান্ত।

"একদিন রাত্রে"র কাহিনীরূপের মতো, এ-ছবিতেও রয়েছে একের কাহিনীর ভেতর দিয়ে অনেকের কাহিনী, আর একদিনের ঘটনার মধ্য দিয়ে বহুদিনের বহু ঘটনার ভিড়। একটি অভিজাত যৌথ পরিবারের একমাত্র শিক্ষিতা মেয়ে গায়ত্রীর শুভ বিবাহের দিনটিকে কেন্দ্র করে ছবিতে বহু-জনের কাহিনী ও বহুদিনের ঘটনা বিস্তার লাভ করেছে।

বঙ্গভাষ্য

চন্দ্রশেখর

এই শুভ বিবাহের দিনটির মতো অশুভ দিন গায়ত্রীর জীবনে আর আসেনি। যাকে নিয়ে সে এতকাল সুখনন্দি বাধবার স্বপ্ন দেখে এসেছে, সেই অরুণ বাতীত দ্বিতীয় কোন পুরুষের আবির্ভাব ঘটতে পারে না তার জীবনে। তাই শুভবিবাহের দিনের দিনমণি উদ্ভিত হবার আগেই গায়ত্রী বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়।

গায়ত্রীর অভিভাবকেরা এই পরিবারিক কলঙ্ক চাপা দেবার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠেন। নির্দিষ্ট লগ্নে তাকে খুঁজে এনে

নির্দিষ্ট পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে না পারলে পরিবারের মান-সম্মান আর থাকে না। তাকে খুঁজে বের করার জন্য পুঁলিসে খবর দেওয়া হয়।

গায়ত্রীর এই অন্তর্ধান নিয়ে বাড়িতে যে চাপা আলোড়ন ও উত্তেজনা দেখা দেয়, তারই মশ্বনে এই পরিবারের অনুর অতীত ইতিহাসের হলাহল নিঃশেষে বেরিয়ে আসে, যে হলাহল আকণ্ঠ পান করেছে এ-বাড়ির লগ্ন-মা-মরা ভাণ্ডারী সম্ভা। সম্ভা তার প্রেমের মল্লিকাবনের প্রথম কাল অঞ্জলিভরে নিবেদন করেছিল তরুণ অধ্যাপক নীরেনকে। তার প্রেম-অভিসারের পথে বিধি-নিষেধ ও শাসনের কাটা মাড়িয়ে সে প্রেমোপদ্রব কান্ডে পৌঁছতে পারেনি। রক্তক্ষরা বেদনায় সে মেনে নিয়েছে পরিবারের নিষিদ্ধ বিধান। মাতুলদের পছন্দ-করা পাত্রের সংগেই তার বিয়ে হয়, এবং বিয়ের দুই বছর পর তার সীমন্তের সিঁদুর নুড়ে যায়। বিধবার বেশ নিয়ে সম্ভা মাতুলালয়ে ফিরে আসে।

গায়ত্রীর জীবনের এই সংকট-লগ্নে সম্ভাও নিশ্চাহার হয়ে পড়ে। গায়ত্রীর কথা সে অন্যভাবে করে সমস্ত অন্তর দিয়ে। গায়ত্রীর কথা বলাতে পারেন অপরকর্তন—তিনি তার মেজককে বিলম্বিত এই মনোবৃত্তিও ভাবলারসেই দিয়ে করেছিলেন। কিন্তু পরে তার বিবেক মন কিছুই মেনে নেয়নি তার মন। পুরানো মনস্ক তিনি জীবনের হারাতে সূচকিত্ব ফাঁতের অন্তরে ঢুকান।

অভিজাতের দম্ভে কঠোর নিষিদ্ধ গায়ত্রীর ছোট্ট মন পাত্রদের সংবাদ অনুসরণ করে মনো সম্ভারের চাপে করে গিয়ে নীরনের বাড়ি পৌঁছে গায়ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। গায়ত্রী ও অরুণ তখন বিবাহ-বন্ধনের মধ্য দিয়ে নিজেদের পূর্ণ করে তুলতে চায়। ছোট্টমানুষ তাদের মিলে আশ্রয় দেয় সে বাড়িতে এসে তারা গৃহকল্যাণের অশীর্বাদ পারে।

কিন্তু অশীর্বাদ মতো বারের কথা, গায়ত্রীর জীবনে অভিশাপের পালা শেষ হয়ে তখনও কিছু বাকী। সে সম্ভাকে নিষিদ্ধ ভাবে মেওয়া হয়েছে নীরনের কাজ থেকে, সেই নীরনেরই বাড়িতে তার মাধ্যমবৃত্তি নিয়ে বাড়িয়েছে সম্ভা গায়ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে। পরে যখন দেখল শাসন, দেহকলঙ্ক আর অশ্রুবিবসর্জনের যে অঙ্গ তার প্রতি একদিন প্রয়োগ করা হয়েছিল গায়ত্রী ও অরুণ সেই অঙ্গের জর্জরিত ও দিগদ্রষ্ট, তখন সম্ভা আর নীরব থাকতে পারল না। জীবনে পূর্ণতার মন্থটি সে শুনিয়ে দেয় তাদের। গায়ত্রী ও অরুণ নিঃশব্দচিত্তে তাদের আশা-অভীপ্সাকে রূপ দেবার সংকল্প গ্রহণ করে। গায়ত্রী ও সম্ভা তাদের

সকলের জন্য একটি



COSMICA

TALCUM POWDER



কস্মিকা ট্যালকাম পাউডার
এই শেষবারের মত, সমস্ত পরিবারের
পক্ষে ভালো কস্মিকা ট্যালকাম পাউডার
ব্যবহারের জন্য মত পরিবর্তন করুন।
কোমলতম স্বকেরও পক্ষে উপকারী
কস্মিকা গায়ের রঙ উজ্জ্বল করে.....
সম্ভার পরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত সকালের
সতেজভাবটি রক্ষা করে।

কস্মিকা গাত্রশর্পের পরিপূরক

কস্মিকা কসমেটিক্স (প্রাইভেট) লিমিটেড

বোম্বাই-১

৩টি সাইজে পাওয়া
যায়। বড় সাইজ, ছোট
সাইজ। (বাছাই করা
সুবাস লাভেড্ডার,
মগুরা ও ক্যাওড়া)
সাদা ও গোলাপী



মুর্চিচরের "পার্শোনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট"-এর একটি দৃশ্যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ-কুমার ও তু মসী চক্রবর্তী।

আজন্ম পরিবেশ ছেড়ে অরণ্য ও নীরেনের
সঙ্গে গিয়ে ওঠে অপেক্ষমান টাক্সীতে।
যারা এগিয়ে যেতে চায় তাদের নিরন্তর
করবার শক্তি হারিয়ে ফেলেন গরুরের বাবা
ও মা। দূর থেকে তারা নতুন অভিনয়-
পথের পট্টাকারে আশীর্বাদ করেন।

শব্দ মিলে ও অমিত মিলে রচিত এই
কাহিনীর গতি দক্ষিণে, এবং চরিত্রগুলোর
কাঁকে বাঁকে এর নাটকীয় স্ফিট। চরিত্রকে
ছিরে সমন্বিত করে দানব বোম্ব উঠেছে।
কিন্তু এই কাহিনীর বহনকারী ও পরিচালক
নাট্যপরিদর্শকের মতো নাটককেই যে
বিস্তারিতভাবে ঘটনা হাফেজ করে মাঝ
নাটক যেন অনেকটা একচ্ছত্র হয়ে পড়েছে।

চলিতচিত্র নাটককে বহুদিকবিশ্ত হয়ে ছড়িয়ে
পড়েছে অনেক চরিত্র আর অনেক ঘটনার
মধ্যে। ফলে কতগুলোই আলাদা আলাদা
কাহিনীর সূত্র দেখা দিয়ে ছোট ছোট
নাটকের মালা যেন রচিত হয়েছে ছবিটির
চিনেটো। বহুর মধ্যে এক অথবা একের
মতো বহুর প্রকাশ রূপে চেনানি ছবির
কাহিনীতে।

এবং ছবিখানির নাটক বার্থে হয়নি।
সংগঠিত চিনেটোর গুলে মুখ্যচরিত্রদের
ছিরে রচিত উপাখ্যানবোঝে সামগ্রিকভাবে
চলিতচিত্র নাটকে সমাপ্ত করেছে। কিন্তু
নাটকসের আশ্বাস গভীর ও স্থায়ী হয়ে
দেখা দেয় না। তার কারণ সন্দেহ ও নীরেন,
গায়ত্রী ও তরুণ এবং মেজকর্তা ও মেজ-
পায়ীর মরমী উপাখ্যানগুলির মধ্যে কাহিনীর
ঘন ঘন দ্রুত-পরিবর্তনের ফলে সঙ্গঠন
বহুদিকবিশ্ত হয়ে পড়ে। এ-বাদেও ছবিতে
আরও চারটি প্রধান চরিত্র রয়েছে—গরুরের
বাবা, মা, ছোটকা ও তার সহধর্মিণী—
যাদের আশ্রয়ন দশকের অনুভূতির কাছে
মোটেই গেল নয়।

সুখের বিষয়, কাহিনীর মনোবাণী
অনেকাংশে বাণীবহু হলেও এর প্রধান
চরিত্রগুলি শৃঙ্খলই পরস্পরবিরোধী বক্তার
অবয়ব হয়ে ওঠেনি, নাট্যবোধ নিয়ে
উপস্থিত হয়েছে। অবশ্য কাহিনীতে যে
গতি ও ব্যাপক সামাজিক সমস্যার অবতারণা
রয়েছে তার কোন সুগ্রাহ্য সমাধান মেলেনি
ছবিতে। ছবির প্রধান কয়েকটি চরিত্র
বাহুর জীবনযত্নের সহজগ্ৰাহ্য রূপ নিয়ে
আত্মপ্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে বাড়ির
মেজকর্তাকে দশকদের নিঃসন্দেহে খুঁই
ভালো লাগবে। অধ্যাপক নীরেনকে মনে
হয়েছে সে যেন জগৎবিজ্ঞান কোন এক
বুদ্ধিমূলক অথবা ডাবলোকে বাসিন্দা।

বৃত্তন প্রকাশিত হ'ল

রম্যাণি বীক্ষ্য

সৌরাষ্ট্র পর্ব : মূল্য ৬.০০

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

*

ঊনবিংশ শতাব্দীতে

বাস্তবতার নবজাগরণ

মূল্য : ৭.০০

ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত

*

কাশ্মীর পরিত্রম

মূল্য : ২.০০

শ্রীনালাইকিশোর গুহ

"কাশ্মীর পৌরস্বর্গপদ" মানুষের
কাছে এক চিরন্তন বিস্ময়।...বিস্ময়
কাশ্মীরের আরেকটি সন্তা আছে।...
লেখক অত্যন্ত দক্ষতার, সঙ্গে
কাশ্মীরের এই আশ্রয়ের পরিচয়টি
কিভাবে তুলেছেন। কোনো আরোপিত
বৈদ্যের ভাষা নেই, কোনো তরলতার
আগেজন নেই—সব মিলিয়ে তার
বাগ্ভটিষ্টি স্বচ্ছ, স্বচ্ছন্দ।...এরকম
একটি সবাত্মীন সৃষ্টির প্রবন্ধের জন্য
অভিনন্দন জানাই।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

এই লেখকেরই

বাংলায় বিপ্লববাদ

মূল্য : ৬.০০

১৯০৫ হইতে ১৯৫৫ সাল অবধি

৫০ বৎসরব্যাপী বিপ্লবী বাংলার

স্বাধীনতা-সংগ্রামের রক্তাক্ত

পরিচয়।

*

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তীর

আর দুইখনি ভ্রমণ-রসগ্রন্থ

উপন্যাস

রম্যাণি বীক্ষ্য

কালিদাস পর্ব : মূল্য ৫.০০

রাজধানী পর্ব : মূল্য ৭.০০

এ. মৃধাজী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২, বাঁশকম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

মিনার্ভা থিয়েটার

৬ বিডন স্ট্রীট :: ফোন ৫৫-৫৫৮৯

শেষ দুটি অভিনয় : ২৯শে রবিবার ও ৩০

নীচের মহল

লেখকদ্বয় প্ররমণ

শুক্লাবর ২৭শে ৬৭ : আলোচনা

সম্পাদিত : শ্রীবিবেকানন্দ মৃধোপাধ্যায়

প্রধান অভিয : রূপ কন্দলি মিঃ চেরকাশঙ্কর

বক্তা : ডাঃ সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক

নীরেন রায় ও অধ্যাপক গোপাল হালদার।

সম্প্রদায় চটায় :

"হুড়ো শালিকের ঘাড়ের রোঁ" অভিনয়।

গনিবার ২৮শে ৬৭টায় **ওথেলো** (বাংলা)

নাট্য পরিচালনা : লিটল থিয়েটার গ্রুপ।

(সি ৫৭০)

বিশ্বরূপা

(অভিজাত প্রগতিশীল নাট্যমণ্ডল)

(ফোন : ৫৫-১৫২৩)

বহুসংখ্যক ও শনিবার-৬৫৫ টায়
সাপ্তাহিক ও ছুটির দিন-৩ ও ৩ টায়
মহানগরী বিশ্বরূপা উদ্ভাটক

মেতু

(কিরণ মৈত্রের কাহিনীর ছায়াবলম্বনে)
পরিচালনা-নরেশ মিত্র আলোক-তাপস সেন

শ্রেণী: নরেশ মিত্র, অসিতবরণ

ভরদ্বজ, মমতাজ, তায়ক, তমস্রী

ও

ভূমিত মিত্র (বহুদর্শী)

চিত্রপরিচালনায় সবাংগীনভাবে পরিচালকস্বরূপ পরিচিতি জ্ঞান ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ছবিতে ব্যঙ্গনা ও প্রতীকের ব্যবহার রয়েছে অনেক জায়গায়। ব্যঙ্গনা ও প্রতীককে দর্শকের নজরে আনবার অত্যধিক আগ্রহ এগুলির সাংক্ৰান্তিকতা অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট করে দেয়। সৌন্দর্য দিয়ে কতগুলি ব্যঙ্গনা ও প্রতীক আশানুরূপ বাস্তব হয়ে উঠতে পারেনি। ফ্যাশব্যাংকে সম্ভার অতীতের কাহিনীর উদ্ঘাটনের সময় বাঁশ কাটার দৃশ্যটি ব্যঙ্গনাময়। মনে হয় বাঁশ কাটার মতোই নিম্নম আঘাতে আঘাতে সম্ভার অন্তরটিকে ছিন্ন-ভিন্ন করা হচ্ছে তার বিষের আগে। ফ্যাশব্যাংকের দৃশ্যগুলি এলোমেলোভাবে দেখানোটা সূচিচিহ্নিত, কারণ মনের চিত্তাগুলো ক্যালেন্ডারের তারিখ অনুসরণ করে আসে না।

ছবিতে প্রশংসনীয় প্রয়োগধারার সঙ্গে

সঙ্গে ছোট-খাট অবাঞ্ছিত বৈশাদশ্য ও নজর এড়ায় না। গায়ত্রীর ছোটকাঁকর পক্ষে তার স্বামীকে চড় মারার দৃশ্যটি দর্শকের সহজভাবে নিতে পারবেন না। অধ্যাপক নীরেন ও মেজগমীর গায়ের রং ফর্সা দেখাবার জন্যে 'শমেক-আপ'-এর কৃত্রিম কৌশলটি চোখে লাগে। সূর্য, রূপ-সজ্জার অভাবে ও বারে বারে 'ক্লোজ-আপের' দরুন কোন কোন দৃশ্যে বিধবা সম্মায়ে দেখতে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রাণহীন ও রক্ত লেগেছে। ছবিতে গায়ত্রীকে অরুণের প্রথম দেখার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার দৃশ্যটিও অস্বাভাবিক।

ছবিটির বিশেষ সম্পদ এর সিম্পলিটি অভিনয়-সৌন্দর্য। সম্ভার চরিত্রে ভূমিত মিত্র আগাগোড়া তার স্বভাববিশিষ্ট অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। ছবির শেষ দৃশ্যটি তার অনন্যকরণীয় অভিনয়ে সুরগম্য হয়ে থাকবে। গায়ত্রীর মেজকাঁকর চরিত্রে পাহাড়ী সাম্যাস প্রাণবন্ত অভিনয়-কৃতিত্বের গৌরব অর্জন করেছেন। চরিত্রটিকে তিনি দরদ ও নিষ্ঠা দিয়ে দর্শকের কাছে আদরণীয় করে তুলেছেন। ঔষধের শিশিতে মনে ঢেলে পাকটে রাখা ও ক্ষণে ক্ষণে পান করার ব্যাপারটি বাংলা সামাজিক ছবিতে খুব স্বাভাবিক ঘটনা নয়। তবে এ এঘটনার মধ্যে যে কৌতুকরস আছে গ্রীসম্যাস তার সম্ভারবহ করেছেন। গায়ত্রীর ভূমিকায় সূপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয় স্বচ্ছন্দ ও সঙ্গতিপূর্ণ। তার প্রণয় চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত দক্ষের দর্শকের দোলা লাগবে। গায়ত্রীর ছোটকাঁকর চরিত্রটি অমর গণগো-পাধ্যায়ের সূর্য্য অভিনয়ে সমৃদ্ধ। মেজগমী ও ছোটগমীর ভূমিকায় যথাক্রমে কমলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কমলা মুখো-পাধ্যায়ের অভিনয় মোটামুটিভাবে প্রশংসনীয়। সম্ভার প্রণয়ী অধ্যাপক নীরেনের চরিত্রটিতে শম্ভু মিত্র বাস্তব আবেশ করেছেন, কিন্তু তাকে প্রাণবান করে তুলতে পারেননি। গায়ত্রীর মার বেশে ছায়াদেবী বহুদিন পর এ-ছবিতে দর্শকের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করবেন। তার হতাশা ও সন্তান নিয়ে দুশ্চিন্তার অভিব্যক্তি মনে রেখাপাত করে। ছবি বিশ্বাস তার স্বাভাবিক অভিনয়-নৈপুণ্যের প্রমাণ দিয়েছেন গায়ত্রীর বাবার চরিত্রে। অন্য দুটি বিশেষ ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গণগোপ বসু, ও নবগত পঞ্চজ মিত্র।

সঙ্গীত পরিচালনায় ভি বালসারা ও শ্যামল গুহ আমাদের হতাশ করেছেন। ছবিতে বিভিন্ন দৃশ্যের সঙ্গে ভাবানুগ সুরধ্বনি যে অবকাশ ছিল সঙ্গীত পরিচালকস্বরূপ তার যথার্থ সুযোগ নিতে পারেননি।

রংগরসের নতুন আশ্বাদ!

নমস্কার
আমি আপনার

পার্জোনালা
এজেন্সি

প্রযোজক-মুদ্রাচিত্র-পরিচালক-চিত্রকর
ভূমিকায় : ডান, * রমা

শুভমুক্তি ২৭শে নবেম্বর

দর্পণা ও প্রিয়া ও লোটাস

পরিবেশক: প্রভা শিকচাঁদ

ও শহরতলীর বিভিন্ন চিত্রগৃহে

আলোকচিত্রে দেওজীভাই, সম্পাদনার গোবর্ধন অধিকারী এবং শব্দানুলেখনে শ্যামসুন্দর ঘোষ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগ ও অংশসজ্জা পরিচ্ছন্ন।

অপরাধের কাহিনী

মানুষের অশ্ব সংস্কার ও গোড়ামি এক নারী-জীবনে যে নিদারুণ অভিভাষণ নিয়ে আসে এবং অনেক অশ্রুবিসর্জনর মধ্য দিয়ে কিভাবে এর নিরসন ঘটে তারই এক মামূল্য কাহিনী নিয়ে তৈরী মাস' এ্যাণ্ড মূর্তীজ-এর হিন্দী ছবি "অধাঙ্গিনী"।

কাহিনীর নায়িকা ছায়া। ছায়ার জন্মের সময় তার গর্ভধারণীর মৃত্যু ঘটে এবং তার জন্মের পর সেই লোকালয়ে অনেক অমঙ্গল-জনক ঘটনা ঘটে থাকে। সবলেই ধরে নেয় ছায়া একটি মূর্তিমতী অলঙ্কারী অপরাধী। ছায়ার ছায়া কেউ মাড়ায় না।

বাড়ির পরজা থেকেই দূর করে রাখাি তার তাত্ত্বিক দেখে। বিবাহযোগ্য হয়ে ওঠে একদিন ছায়া। মেয়ে পছন্দ হলেও ছেলের মার কানে ওঠে ছায়ার এই অশ্রু পরিচয়। বিয়ে ভোগে যায়। এই মেলক সম্বন্ধে না পেরে ছায়ার বাবার মৃত্যু ঘটে।

ছায়ার আশ্রয় মেলে বালসখী লীলার শব্দে বাড়িতে। লীলা ও তার স্বামীর চ্যুতির পাইলট প্রকাশের সংগে ছায়ায় পরিচয় ঘটে। পরিচয়ের পর প্রণয় এবং প্রণয়ের পর পরিণয় ঘটে যার অসুখ্যালের মাপকাঠি।

এর আগেই ছায়া জানতে পেরেছিল যে প্রকাশের মা কুসংস্কার বিশ্বাস করে একমাত্র ছেলের সংগে তার বিয়ে ভোগে পিরোহলেন। সব কথা ছায়ার কান থেকে সেদিনই প্রকাশ দিয়ে বহন ত্যাক। বউকে বৈদ্যন কাঁচ নিয়ে গেলে প্রকাশ, সেদিন থেকেই ছায়ার জীবনে শূন্য হল নতুন সুখের পান্না।

শব্দভেদীর কুসংস্কার, কুসংস্কার-প্রসূত বিশ্বদেয় এবং বিশ্ববয়স্কানিত অত্যাচার নীরবে সয়ে সয়ে শেষ পর্যন্ত ছায়াকে একদিন স্বামীর ভিত্তি ছাড়তে হয়। প্রকাশের মরণপন্ন অসুখের সংবাদে সে একদিন ফিরে আসে। এরপর একদিন নিজের জীবন তুচ্ছ করে ডরায়হ আশ্রয়প্রাপ্ত থেকে স্বামীর প্রাণ বিচিয়ার অপেন পরিহতার আশ্রয়প্রার্থী উদ্ভাণ হয় ছায়া। শাস্ত্রী গুণধরকে বকে তুলে নেন। ছায়ার জীবনেও দুঃখের অবসান ঘটে।

মানুষের অবমাননা ও অত্যাচারের ভেতর দিয়ে নারী-জীবনের অস্তহীন না হলেও অবিচ্ছিন্ন যথা-বণমাকে উপজীব্য করে এ-ছবির যে কাহিনী তাতে বাস্তবের সংগ কণ্টকপনর গরমিলটি পরে পড়েই উগ্র হয়ে ওঠে। প্রযোজক-পরিচালক আজিম



মিরাকলস্, ইন্ডিয়ান "ম্যাজিক মর্টে আগমন" চিত্রের একটি দৃশ্য ডান্দ বন্দোপাধ্যায় ও অমর মল্লিক।

চরবর্তী কাহিনীর বিন্যাসে হিন্দী ছবির চড়া দূরের "মেলোড্রামা"র গতানুগতিক ও বহু ব্যবহৃত উপাদান সম্বন্ধে অনুসরণ করে গেছেন। আগা ও শূভা খেটেকে নিয়ে ছবির যে কৌতুক রসের বিস্তার রয়েছে দর্শকের শ্রদ্ধাভান তা কিছটা রসবিস্তার করে।



৬ম ফল ৫৫-১৬৬৬
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি: ৬টা-৮টা
বুধ ও শুক্র: ৮টা-৯টা-১০টা
কি মুঠো আকাশ

তরুণ রায়, রবীন, হরিশচন্দ্র, জহর, শীলা, শূভা, কেতকী বসু ও বীণামিত্রা রায়

এলিট

প্রত্যহ ৩, ৬, ও রাষ্ট্র ৯টা

দেখি' জাতিকে পরাক্রম করা অসাধ্য ছিল... কিন্তু এই দুঃসাপাকে জয়ের অন্মায় যারা লক্ষ্য নোবেছিল, তাদেরই রোমাঞ্চকর কাহিনী!



CINEMASCOPE COLOR BY DE LUXE
STEREOPHONIC SOUND

প্রযোজনা: জেড ম্যাকমার
(কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)

প্রকাশিত হ'ল

দুখানি পরম উপাদেয় ছোটদের বই

● বড়রাও যা পড়ে আনন্দ পাবেন ●

লীলা মজুমদার রচিত

বাঘের চোখ

মনসিনী জীবিতর নতুন জেগে।
জেলবৃত্তে সকলকার মনজবরো চমৎকার
কিনো। চিত্র ও সংস্কার শোভন বই।
২.১০ //

প্রমোদ মিত্র রচিত

ড্রাগনের নিঃশ্বাস

পরিবর্তিত সংস্কার। দুখানি উপন্যাস
ড্রাগনের নিঃশ্বাস ও পিপাসা পুরো
একটা। দুটি উপভোগ্য কাহিনী।
২.৫০ //

দিলীপকুমার রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

তরঙ্গ রোধবে কে

অগণন্য পরিমার্জিত ও পুনর্লিখিত। রুচিসম্মত প্রচ্ছদ। ৬.০০ //

ধনঞ্জয় বৈরাগীর চাণ্ডালস্মৃতিকারী বাস্তববাদী উপন্যাস

এক মুঠো আকাশ

কল্যাণময়ীর পর আর এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। ৬ম সং। ৫.০০ //

কয়েকখানি শীঘ্র প্রকাশিতব্য বই:

চারচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প :: প্রতিভা বসুর প্রেমের গল্প ::
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নতুন ভাষা :: বৃন্দাবন বসুর সাধা ::

পট লিখিলে আর্ট পেপারে বহুবর্ণে মুদ্রিত সচিত্র বিবরণী পুস্তিকা পাঠানো
হয়। মধ্যস্থলের ক্রেতা, পাঠাগার ও পুস্তক বিক্রেতাদের বিশেষ
সুবিধা দেওয়া হয়। সত্যদির জন্য লিখুন।

॥ গ্র হু ম ॥

॥ ২২/৯, কর্নোয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ॥

চিত্রালাচনা

ছবিটির একটি বিশেষ সম্পদ নায়িকার নায়িকার শালভূঁর চরিত্রের স্বাভাবিক রূপ চিত্রে মীনাকুমারীর অভিনয়। চরিত্রটির দুঃখ-বঞ্চনা তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এর পরেই প্রশংসা পূর্বক বোণা স্বামী-স্ত্রীরূপে আগা ও ছবিটি সম্বন্ধে নায়কপত্নী রাজকুমারের অভিনয় মনে দাগ কাটবার মতো না হলেও কাহিনীর চাহিদা তিনি মিটিয়েছেন।

নায়িকার শালভূঁর চরিত্রের স্বাভাবিক রূপ চিত্রে মীনাকুমারীর অভিনয়। চরিত্রটির দুঃখ-বঞ্চনা তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এর পরেই প্রশংসা পূর্বক বোণা স্বামী-স্ত্রীরূপে আগা ও ছবিটি সম্বন্ধে নায়কপত্নী রাজকুমারের অভিনয় মনে দাগ কাটবার মতো না হলেও কাহিনীর চাহিদা তিনি মিটিয়েছেন।

এ সম্বন্ধে চারখানি নতুন ছবির হুঁশি। বাংলায় যুক্তিচর "পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট" ও মিরাকলস্ ইন্ডিয়ান "মতের মতো আগমন"। হিন্দীতেও দুখানি—স্টারল্যান্ড প্রোডাকশনের "ডাকা" ও ফিল্মস্টানের "চান কি দুনিয়া"।

হারনারায়ণ ভট্টাচার্যের একটি হাসির গল্পকে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে নতুন ধরনের হাসির ছবি "পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট"। চিত্রকর নামে একদল কলাকুশলী পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন। ডান, বামোপাধায় ও রমা গাংগুলী এর দুখা ভূমিকা দুটিতে কোটুকর স্নেহ বইয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আছেন হরেকুমার, পাছাডী সান্যাল, তুলসী চক্রবর্তী, রেণুকা রায়, অমর মল্লিক, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। নচিতকতা যেন এতে সুব্যোজন করেছেন এবং গানগুলি গেয়েছেন হেমন্তকুমার।

মিরাকলস্ ইন্ডিয়ান প্রথম নিবেদন "মতের মতো আগমন" এর মধ্যেও রঙ্গ-কায়কর প্রদর সমাবেশ করা হয়েছে। ডান, বামোপাধায় এরও নমক। অন্যান্য দুখা চরিত্রে আছেন কালকী নন্দী, ভবি বিশ্বাস, ভবরায়, ভবর গাংগুলী, তপস্বী দাশ, তুলসী চক্রবর্তী, হরিনন্দন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। হরিনন্দন চট্টোপাধ্যায় তাঁর শরী পরিচালনা করেছেন পশ্চাতি চম্পা পালকে।

অমরকুমার অভিনীত "ডাকা"র কাহিনী একটি ব্যাক ভোকালিক লেপ্ট করে। হিন্দী সিনেমাজে উত্তরজন্মের মতোইর অভিনয় সেই এম মঙ্গা। নিরুপা রায়, স্মৃতি বিশ্বাস, মালতী ও প্রাণ অনান্য মতো চরিত্রে অভিনয় করেছেন। নানাইই ভক্তি ও চিত্রগুস্ত যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

"চান কি দুনিয়া" ফিল্মস্টানের রঙ্গক ছবি। মোহন সিংহের পরিচালনার ও নির্মলকুমারের সুব্যোজনায় ছবিটি গৃহীত হয়েছে।

ভিসেম্বরের গোড়ার দিকেই এস বি ফিল্মসের "কালকর অতিথি" মুক্তি পাবে। তখন সিংহ এই ছবিতে তাঁর পরিচালক জীবনের সমস্ত ক্রান্তি অধিকার করেছেন বলে প্রকাশ। নির্মলকুমার, রমা গাংগুলী, ছবি বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রথায়ামহন ভট্টাচার্য এবং আরো কয়েকজনকেও বিশেষ করে ডায়ো লগানে এই ভবিষ্যৎ।

ভরপরেই আসছে ভরষাটিত পরিষদের "রাজা সজা"। উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এর নায়ক-নায়িকা। প্রযোজনা



ALVITONE

আলভিটোন গ্যাম্বেরগার, চ. ব. ক. কো. ম. ১৩

৩১৪

সম্পাদক এন্ড কোম্পানী লিমিটেড

৩১৪

ALV2



সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি 'দেবী'-র নায়িকা শর্মিষ্ঠা ঠাকুর

ও পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন বিকাশ রায়—একটি মূখ্য চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন।

বর্তমানের সব আকর্ষণ এমকোজি প্রোডাকশনের 'মহাভারত'। নীহাররঞ্জন গুপ্তের মণ-সফল নাটকের চিত্ররূপ এটি। উত্তমকুমার, সন্দীপাণী, বিশ্ববল্লভ, ছবি কিশোর, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, সুন্দরা-

দেবী, সন্ধ্যা রায় প্রভৃতিকে নিয়ে এর তারকাসমীকৃত ভূমিকাসিপি। পরিচালনা করেছেন চিত্র বন্দু।

অসামান্য প্রামাণ্য চিত্র

এই সপ্তাহে (২৭শে নভেম্বর থেকে) ফিল্মস ভিভিসনের মাধ্যমে শহর ও শহর-তলার বিভিন্ন চিত্রেগৃহে আশীষ মনোযোগ্য

প্রযোজিত ও পরিচালিত 'মুর্শিদাবাদ' নামে একটি অসামান্য ঐতিহাসিক প্রামাণ্য চিত্র মুক্তিলাভ করেছে।

ঐতিহাসিক জনপদ মুর্শিদাবাদের উদ্ভব ও বিলয়ের মধ্যে বাঙলার ইতিহাসের যে অধ্যায়টি অমর, অক্ষর হয়ে আছে,—তাই রূপ-বর্ণে-রসে-ভাষা সুরমুছনায় আশ্চর্য, সুন্দর ভাবরূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এই স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্য চিত্রে। সুদৃশ্য প্রতি-কৃতির সাহায্যে রূপকার ইতিহাস-পুঙ্খ মুর্শিদ কুলী খাঁ, নবাব আলিবর্দী ও নবাব সিরাজউদৌল্লাহকে চিত্রটির বর্ণাঙ্কন রূপ-গরিমার মধ্যে শরীরী করে তুলেছেন। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মসজিদ, রাজপ্রাসাদ, অস্তাগার ও দর্শনীয় সব কিছুই ছবিটিতে নিপুণভাবে দেখানো হয়েছে। জয়দেব বন্দু রচিত সঙ্গীতরস-মণ্ডিত ভাষা পাঠ করেছেন সবাসচাঁ। সবাসচাঁর আবেগমধুর নেপথ্যভাষণ ও শ্রুতি গৃহীতকুরতার অনবদ্য সুররূপ এই প্রামাণ্য চিত্রটিকে এক নিরুচ্ছ্বাস

। নীলকণ্ঠ ।

নব বৃন্দাবন

কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চ, চত্রে
প্রথম টিল

আমাদের ঘরের সুখ শান্তি আর ভালবাসার সমাধির উপর মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে যে-সব নব-কুসুম-স্নেহের দেবীর ক্ষুধিত অলকা, তাদের কথা নিয়ে নীলকণ্ঠের নতুনতম এবং সর্বোত্তম উপন্যাস। ৫-০০

। নারায়ণ সান্যাল ।

ব্রাত্য

বিত্যর বিশ্বব্যুৎ, অগণিত আত্মকলম আর 'স্বাধীনতা'-উত্তর বাঙলার সত্য-মিথ্যা, দক্ষিণ-বাম 'দেশপ্রেম' আর 'দেশদ্রোহ' মতাদেশের সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত একটি বাঙালী পরিবারের কাহিনী — জীবনের সতো প্রাণময়, হৃদয়ের উত্তাপে প্রোক্তন উপন্যাস। ৩-০০

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড

১ রায়বাহান স্ট্রীট । কলকাতা ৬
টোলফোন : ৫৫-৩১৪৮

(সি এলসি)



সর্বদাই শীর্ষে!

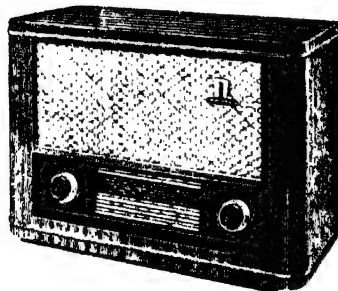
মডেল ২৫৩

(ড্রাই ব্যাটারী)

- ৫-ভোল্ট • অল-ওয়েভ
- ৫-ব্যাণ্ড • টা: ৩৭৫-০০ নীট

(কার্টারী ব্যাটারী)

হেপারি প্যাসের কর



MR/71

অনুমোদিত মাফি ভাঁসার
আলফা রেডিয়েজ্ এন্ড নভেলটিজ্ (প্রাইভেট) লি:

৮, মাজান স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ২০-২৭৭৯ এবং ২০-১০৪৩

বোম্বাইয়ের গান্ধী মেমোরিয়াল স্ট্রাইমিং পুলে ভারতের জাতীয় সাতার প্রতিযোগিতায় এবার ৬টি বিষয়ে নতুন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে বাংলার কোন কৃতিত্ব নেই। থাকবেই বা কি করে? বাংলার যে মেয়ে সাতারের তিনটি কি চারটি নতুন রেকর্ড করবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সাতার পাঁচমুসী সম্প্রদায়ের একজন মেয়ে সাতারের সঙ্গে বোম্বাই যাননি। ভারতীয় সাতার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের সমকক্ষ আর কোন মেয়ে সাতার না থাকায় মেয়েদের বিচারেও কোন নতুন রেকর্ড হয়নি। ৬টি নতুন রেকর্ডই হয়েছে পুরুষদের সাতারে। এর মধ্যে পাঁচটি রেকর্ডই করেছেন সামরিক বিভাগের সাতাররা বাকী রেকর্ড করার কৃতিত্ব বোম্বাইয়ের সাতারদের। পুরুষদের সাতারেও বাংলার যে সাতারের রেকর্ড করবার কথা ছিল এবং যিনি গতবার ১০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোকে নতুন রেকর্ড করেছিলেন সেই অরুণ সাহা অসুস্থ থাকায় তাকে দলভুক্ত করা হয়নি। সাতারের বাংলার সাতাররা এবার কোন রেকর্ড করতে পারেনি। তবে মেয়েদের সাতারের ৬টি বিষয়ের মধ্যে রিলে রেস প্রতিযোগিতা না করেও বাংলার মেয়েরা তিনটি বিষয়ে প্রথম স্থান দখল করেছে। এটা কম গৌরবের নয়। কল্যাণী বসু প্রথম স্থান অধিকার করেছেন ২০০ ও ৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল আর মীরা কবিরামপা প্রথম হয়েছেন ১০০ মিটার ব্যক স্টাইল। প্রতিযোগিতার অভ্যন্তরে বাংলার মেয়েরা বিশেষ রেসে প্রতিযোগিতা করতে পারেনি। তার কারণ হলো বোম্বাইয়ের মেয়েরা লাভ করেছে দলগত অলিম্পিয়ানশিপ। পুরুষদের সাতারে ৬টি নতুন রেকর্ডের মধ্যে পাঁচটি রেকর্ডই করেছেন আমাদের সামরিক বিভাগের সাতাররা এ কথা আগেই বলছি। সামরিক বিভাগের আরও কৃতিত্ব মোট ১৭টি বিষয়ের মধ্যে ১০টি বিষয়েই তাদের প্রতিনিধি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। নতুন রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন নম সিং ৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে আর রামদেও সিং ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার বেস্ট স্ট্রোকে। ৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলেতে বেস্টই দল এবং ৪×২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সামরিক দল আগের রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, সামরিক বিভাগের রাম সিং ও রামদেও সিংয়ের প্রতিষ্ঠিত নতুন রেকর্ড আগের রেকর্ডকে ম্লান করে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। ভারতীয় সাতারের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তবে বলা আশ্চর্য্যজনক সাতার মহলের তুলনায় এখনো আমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি। অলিম্পিকের মেয়েদের প্রতিটি বিষয়ের রেকর্ডও আমাদের পুরুষদের জাতীয় রেকর্ডের চেয়ে অনেক উন্নত।

খেলার মাঠ

একলব্য

তবু আমি বলত বাধা হাচ্ছি—ভারতীয় অলিম্পিক কমিটি আমাদের কোন সাতারকে রোম অলিম্পিক পাঠাবেন না বলে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা অযৌক্তিক। কারণ অলিম্পিক থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন যে কোন



সাতার পাঁচমুসী কল্যাণী বসু

স্পোর্টসম্যানের ভবিষ্যৎ উন্নতির কম সহায়ক নয়। এর আগেও অলিম্পিক সাতার দল পঠান হয়েছে। তখন আমাদের মান আরও নীচু ছিল। ১৯৫২ সালে আরও সহায়ক নলি হেলসমিক অলিম্পিকে না পাঠান হত তার কি তিনি সাতারের আর তেমন অনুপ্রবেশ পেতেন? তাছাড়া অলিম্পিকের আদর্শ হিসেবেও প্রতি দেশের প্রতি বিভাগের ক্রীড়াশ্রমীদের অলিম্পিকে যোগ দেবার সুযোগ দেওয়া উচিত। জাতীয় সাতারের পর ভারতের স্ট্রাইমিং ফেডারেশন করেকজন সাতার ও দু'জন ডাইভারকে রোমে পাঠাবার জন্য অলিম্পিক কমিটির কাছে আবেদন করেছেন। আশা করি অলিম্পিক কমিটি সহানুভূতির সঙ্গে এর আবেদন মঞ্জুর করবেন।

দ্বিতীয় রুথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতায় ফাইনাল খেলার হায়দরাবাদ দেশীয় পুলিশ দল ১—০ গোলে মাত্রাভ ইংল্যান্ডিয়ারিং গ্রুপকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। ফাইনাল খেলার মোটেই উচ্চাঙ্গের ক্রীড়াধারা প্রত্যক্ষ করা যায়নি। দুই দলের প্রায় তুলামূল্য খেলায় হায়দরাবাদের দল কোনভাবে একটি গোল করে 'ট্রফি' লাভ করেছে। অবশ্য দুই দলের খেলার তুলনামূলক বিচারে হায়দরাবাদ পুলিশ দলের খেলাভ একেবারে অসংগত হয়নি। কারণ আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের সংখ্যা সমান থাকলেও হায়দরাবাদের আক্রমণের ধারা ছিল একটু বেশী। মার দিয়ে আক্রমণের চেষ্টা না করে দুই পক্ষই খেলোয়াড়কে সিরে আক্রমণ চেষ্টার ক্ষমতাই তাদের খেলায় এই ধার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে মাত্রাভ ইংল্যান্ডিয়ারিং গ্রুপের খেলোয়াড়রা মাঝখান দিয়ে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেন। যথেষ্ট হায়দরাবাদ পুলিশের রক্ষণভাগের পক্ষে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করা যেমন কষ্টসাধ্য হত না। খেলার একমাত্র গোলটি হয় খেলা শেষ হবার ৬ মিনিট আগে। একটি কণার কিকের পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা খেলোয়াড়ের পা থেকে হায়দরাবাদের দলের হাট্টী আউট ফিল্ডের পায়ে বল এলে তিনি দলটি গোল শট করতে কোনই ভুলচুক করেন না। এই গোলটি এগার মিনিট রুথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতার উপর যবনিকা টানে। কলকাতা থেকে এবার চারটি ক্লাব সিনিয়র মিল ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলার মাঝ দিয়েছিল। এই চারটি ক্লাব হচ্ছে জর্জ টেলিগ্রাফ, এলিয়ান ইন্টার্নেল স্কুল ও মহামেডান স্পোর্টিং। জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবকে প্রথম রাউন্ডের খেলাতেই সিনিয়র স্কুল একাদশের কাছে ২—১ গোলে হার স্বীকার করতে হয়। এররান ক্লাব তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় ৪—০ গোলে শেখসাইরভার হার স্বীকার করে আমরোলা হিরোজ দলের কাছে। ইস্টার্ন রেলওয়ে কোয়ার্টার্স ফাইনালে ২—০ গোলে মাত্রাভ ইংল্যান্ডিয়ারিং গ্রুপের কাছে পরাজিত হয় আর কোয়ার্টার্স ফাইনালের অপর খেলায় ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স দল ২—১ গোলে পরাজিত করে গতবারের সিনিয়র রুথ মিল ট্রফি বিজয়ী মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে।

ঢাকা পাবলিক ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলার অস্ট্রেলিয়া দল ৮ উইকেট পারফরম্যান্সে পরাজিত হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন পাকিস্তানের সঙ্গে ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার সর্বপ্রথম যে টেস্ট খেলা হয়েছিল সে খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

হ্যাট্টিং উইকেট পারফরম্যান্স খুবই ভাল খেলে। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা

গ্যাটিংয়ে খেলতে মোটেই অভ্যস্ত নয়। তাই ঢাকার গ্যাটিং উইকেটে পাকিস্তানের সাল্লা অস্ট্রেলিয়া দল কেমন খেলে তা জানবার জন্য ক্রিকেট ক্রীড়ামাদীদের যথেষ্টই আগ্রহ ছিল। ঢাকা টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দলের সহজ সাফল্যের পর স্বাভাবিকভাবে সে আগ্রহের উপর যবনিকা পড়েছে। অবশ্য ঢাকা টেস্টে কোন দলের ব্যাটসম্যানরাই সামগ্রিক সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। দুই দলেরই দু'একজন করে খেলোয়াড় গ্যাটিংয়ে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। পাকিস্তানের পক্ষে ভাল গ্যাটিং করেছে হানিফ মহম্মদ ও নতুন খেলোয়াড় ডানকান শার্প আর অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভাস খেলোয়ান নীল হার্ভে ও ওয়ালী গ্রাউট। কেউই সেগুরী করতে পারেননি। কোন দলের রানও বেশী ওঠেনি। তাই খেলাটিকে লো-স্কোরিং টেস্ট বলা যেতে পারে। প্রতি-দিনের খেলায় ব্যাটসম্যানের উপর বোলার-দেরই প্রধান প্রকাশ পেয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বিনোড টসে জিতে ও প্রথমে ব্যাট করবার ব্যক্তি নেননি। একে বিজ্ঞ অধিনায়কের বিজ্ঞাচিত কাজ বলা যেতে পারে। গ্যাটিং উইকেটে তাদের বল কেমন পড়ে পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরাই বা তাদের বল কেমন খেলেন এটাই বোধ হয় বিনোডের প্রথম স্কেচ ইচ্ছা ছিল। টেস্টের উপর তিনি চূড়ান্ত অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে চলতে। প্রথম টেস্ট অমায়ীমসভার শেষ হক ক্রীড়া নেই, হার না হয় বোধ করি এই ছিল বিনোডের মনোমত ইচ্ছা।

যাই হক পাকিস্তান দল প্রথম গ্যাটিংয়ের সম্মুখীন পেয়ে প্রথম দিনের খেলায় ৪ উইকেটে ১৪৬ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারেন না। ৩০০ মিনিটের খেলায় মাত্র ১৪৬ রান টেস্ট খেলার পক্ষে খুবই কম রান। খ্যাতনামা ওপেনিং ব্যাটসম্যান হানিফ মহম্মদ সানিদ্ আমেদ ও টেস্টে নবরূপে ডানকান শার্প ছাড়া পাকিস্তানের আর কোনো অস্ট্রেলিয়ার অগ্রদূতের বিরুদ্ধে বেশীকণ ব্যাট ধর টিকতে পারেন না।

দ্বিতীয় দিন বাকী ৬টি উইকেট আর ৫৪ রান যোগ করে পাকিস্তান বল মোট ২০০ রানে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করবার পর অস্ট্রেলিয়া দল ৫ উইকেট হারিয়ে ১২৫ রান তোলে। অস্ট্রেলিয়ারও এক নীল হার্ভে ছাড়া আর কেউ পাকিস্তানের অগ্রদূতের মধ্যে বেশীকণ ব্যাট ধর টিকতে পারেন না। এর মধ্যে লেন কেলস ও পিটার বার্জ কোন রান না করেই প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। নতুন প্রায়মান নকমান ও'নাল প্যাভিলিয়নে ফিরে যান মাত্র ১ রান করে। দ্বিতীয় দিন ১৭৯ রানের মধ্যে দুই দলের ১১টি উইকেট পড়ে যায়। এ হিসাব ব্যাটসম্যানের উপর বোলারদের স্বাধীনতার প্রাধান্যকে বেশী করে নীল হার্ভে এর ব্যক্তিগত কীর্তিমান নাট্যে

ব্যাটসম্যান চমৎকার ভূমিকায় ঘেরে খেলেন রান সংগ্রহ করতে থাকেন, দিনের শেষে ৮০ রান করেও তিনি থাকেন অপরাধিত। এই দিনের খেলায় পাকিস্তানের তরুণ স্পিন বোলার নাসিমুল গনির ২৫ রানে ৩টি উইকেট পাবার ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত।

তৃতীয় দিন ৯৬ রানের মাধ্যম যখন নীল হার্ভে ফজল মামুদের বলে আউট হয়ে গেলেন এবং ১৫১ রানে অস্ট্রেলিয়ার ৮টি উইকেট পড়ে গেল, তখন কেউই আশা করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার ওয়ালী গ্রাউটের দৃঢ়তাপূর্ণ এবং চমকপ্রদ গ্যাটিংয়ের ফলে অস্ট্রেলিয়া ২৫ রান বেশী করে ২২৫ রানে প্রথম ইনিংসে খেলা শেষ করবে। গ্রাউট ৬৬ রান করেও অপরাধিত রইলেন। পরে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসের চারটি উইকেট পড়ে গেল মাত্র ৭৪ রানে।

একদিন বিরাটের পর চতুর্থ দিনের খেলা অরম্ভ হলে দেখা গেল রিচি বিনোড ও কেন মাকের মারাত্মক কোলিংয়ের ফলে ১৩৪ রানে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেছে। দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া করেছে ১ উইকেটে ৬৫ রান। জয়লাভের জন্য তাদের আর প্রয়োজন মাত্র ৫৬ রানের। হাতে ৯টি উইকেট। পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক বিনোডের ৩৯-৩-২৬-৪২-৬ উইকেট ও কেন মাকের ৪-২৬-৪২-৬ উইকেট লাভের হিসাব বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। বিনোড এক সময় এমন মারাত্মকভাবে লেগ স্পিনে সিঁড়িগমন যে, ৯ ওভার পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানেরা একটিও রান করতে পারেননি।

পঞ্চম ও শেষ দিনের খেলার তার কোনই আকর্ষণ ছিল না। এক ঘণ্টার মধ্যেই



অস্ট্রেলিয়া দলের দহ অধিনায়ক
নীল হার্ভে

অস্ট্রেলিয়া দল আর একটি উইকেট হারিয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে ৮ উইকেটে জয়লাভ করে। নির্দিষ্ট সময়ের ৪ ঘণ্টা আগে খেলাটি শেষ হয়ে যায়।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কেচ বোর্ড :—

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস—২০০ (হানিফ মহম্মদ ৬৬, ডানকান শার্প ৫৬, সানিদ্ আমেদ ৩৭; এলান ডেভিডসন ৪১ রানে ৪ উইকেট, রিচি বিনোড ৬৯ রানে ৪ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—২২৫ (নীল হার্ভে ৯৬, ওয়ালী গ্রাউট ৬৬; ফজল মামুদ ৭১ রানে ৫ উইকেট নাসিমুল গনি ৫১ রানে ৩ উইকেট)

পাকিস্তান—দ্বিতীয় ইনিংস—১৩৪ (ডানকান শার্প ৩৫, ইজাজ বাট ২০; কেন মাকে ৪২ রানে ৬ উইকেট, রিচি বিনোড ৪২ রানে ৪ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস—(২ উইঃ) ১১২ (কালিন ম্যাকডোনাল্ড ৪৪, নীল হার্ভে ৩০, নকমান ও'নাল ২৬)

(অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে বিজয়ী)

ভারত ও পাকিস্তান সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের ৫ জন খেলোয়াড়ের পরিচয় গুণ সম্পর্কের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। এবার আর ৪ জনের পরিচয় দেওয়া হলো—

নীল হার্ভে

ভারত ও পাকিস্তান সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের সহ অধিনায়ক নীল হার্ভে বিশ্বের খ্যাতনামা নায়ক খেলোয়াড়দের অন্যতম। কেমন সাবলীলভাবে আর খেলেন ইনি রান সংগ্রহ করেন তেমনই এর ব্যাটের নৈপুণ্য ভূমিকা, সফল সিঁড়িগমন হিসাবেও নিজের ক্রিকেটে নীল হার্ভে'র সূচি কম। হার্ভে আগে 'বিভারের' পরে 'নিভার'কে কিংডস-মান গ্রহণেন। এখন সিঁড়ি করতে শিল্পে এবং যে ল্যাচ ধরা এক বকম অসম্ভব, তাও হার্ভে'র হাতে এটি যার। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ অনেকের অভিমতঃ শ্রদ্ধা সিঁড়িগয়ের জেরেই হার্ভে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট দলে স্থান পেতে পারেন। গ্যাটিংয়ের তো কথাই নেই।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার হার্ভে এ পর্যন্ত ৫২ বার সেগুরী করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের মধ্যে সবার প্রায়মান ও হোস্টে ছাড়া আর কেউ এত বেশীবার সেগুরী করতে পারেননি। ১৯৪৭-৪৮ সালে নীল হার্ভে'র বয়স যখন মাত্র ২৯ বছর, তখন অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে সবপ্রথম টেস্ট খেলার সাফল্য পান এবং অসম্ভব টেস্টে ১৫৬ রান করেন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে দেখায় এইটাই তার জীবনের প্রথম

সেগুরী। পরের বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হার্ভে সেগুরী করে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দ্বৈত নিজেসব আদম সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুইটি টেস্ট সমেত এ পর্যন্ত ৫৯টি টেস্ট খেলায় হার্ভে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

গত বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় ১টি ইনিংসে হার্ভে করেছেন ২৯১ রান। এর মধ্যে সব চেয়ে বেশী রান হচ্ছে ১৬৭। তিনটি ইনিংসে হার্ভে নাট আউট ছিলেন। ব্যাটিং আভ্যারেজে হার্ভের স্থান তিন জুতায়।

হার্ভে সিডনির এক বাবদারী প্রতিনিধিত্বের প্রতিনিধি। বয়স ৩১ বছর। আগে ডিল্লো-রির খেলোয়াড় ছিলেন। এখন নিউ সাউথ ওয়েলসের খেলোয়াড়। নীল হার্ভে হচ্ছেন অস্ট্রেলিয়া দলের ব্যাটিংয়ের এক প্রধান আকর্ষণ।

লিওনাসে ক্রীন

নাট্য স্পিন বোলার লিওনাসে ক্রীন ক্যান-বোনের একজন সেলসম্যান। এর বাকের লেখা এবং ডিলেকশন দুই চমৎকার।



স্পিন বোলার লিওনাসে ক্রীন

১৯৫৭-৫৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর-কারী অস্ট্রেলিয়া দলে ক্রীন সর্বপ্রথম স্থান পান এবং চারটি টেস্ট খেলায় ১৭টি উইকেট দখল করে দেখিয়ে আভ্যারেজ তালিকায় শীর্ষস্থান পান। কিন্তু গত বছর নিজের মতিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ক্রীন মোটেই সুবিধা করতে পারেননি। দক্ষিণ আফ্রিকার এর সাফল্য দেখেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুটি টেস্টে ক্রীনকে দলভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু দুটি টেস্টে একটিও উইকেট পাননি। অবশ্য এক দিয়ে বনও করান হয়েছে কম। দুটি টেস্টে ২৫ ওভারের মধ্যে ৭৭ রান দিয়ে ৬টি 'মেডেন' পেয়েছেন। গতবার অবশ্য প্রথম শ্রেণীর খেলায় ক্রীন দখল করেছেন ৩৪টি উইকেট। তবে এর জন্য যথেষ্টই মূল্য

দিতে হয়েছে। ৩৪টি উইকেট পেতে একে রান দিতে হয়েছে ১২৫৫। লিওনাসে ক্রীন ভিক্টোরিয়া দলের খেলোয়াড়। বয়স ২৫ বছর।

কেন ম্যাকে

কেন ম্যাকে ব্যাটিং বোলিং ও কিংডমের পারদর্শী একজন চোখস খেলোয়াড়। অবশ্য



চোখস খেলোয়াড় কেন ম্যাকে

কেন ম্যাকের চেয়ে ব্যাটিংয়েই ম্যাকের নাম বিদগ্ধ বেশী। কিন্তু ঢাকা টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাকের ৬২ রানে ৬টি উইকেট লাভের ঘটনা বিশেষ-ভাবেই উল্লেখ করার মত। ম্যাকে একজন নামী বাউন্সম্যান। তার হাতের মিডিয়াম পেস বোলার এবং সাধারণত মিড আফটার ফিক্সম্যান। একে অস্ট্রেলিয়া দলের শিকড় ভাঙা বাউন্সম্যান হিসাবেও অভিহিত করা সত্ত্বেও তার কারণ ইংল্যান্ডের টেস্টের বদলী মত তার মন ভাল দীর্ঘ সময় ইনি উইকেটে নিজ চাকরে পারেন। তবে এর পাট পোক রান আসে খুবই কম। আবার প্রায়শই হলে মনে খেলাতেও পারেন।

ভারত ও পাকিস্তান সফরে আসার আগে পর্যন্ত কেন ম্যাকে ১৬টি টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৫৬ সালে ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইনি সর্বপ্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান, কিন্তু সফলতা লাভে পারেন না। ১৯৫৭-৫৮ সালে অস্ট্রেলিয়া দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট খেলার মাটিতে আভ্যারেজ তালিকায় ম্যাকে পৌঁছাননি শীর্ষস্থান। গত বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি ইনিংসে ২৩৬ রানের আভ্যারেজে ম্যাকে ১১৮ রান করেছিলেন। কেন ম্যাকে রিসলেনের এক ইনসিগারেস কোম্পানীর ইনসপেক্টর। কুইন্সল্যান্ড দলের খেলোয়াড়। বয়স ৩৩ বছর।

আয়ান মৌকফ

নাট্য ফাস্ট বোলার আয়ান মৌকফ গত বছর অ্যাংলো অস্ট্রেলিয়ান টেস্টের বোলিং

আভ্যারেজে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। মৌকফ একজন আকর্ষণীয় বোলার। যেমন এর বলের তীব্র গতি তেমনই এর বল বাতাসের মধ্যেই গুরে গিয়ে উইকেট আক্রমণ করে।

আয়ান মৌকফ সর্বপ্রথম দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার সুযোগ পান। ভারত ও পাকিস্তান সফরের আগে পর্যন্ত মৌকফ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৮টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। ৬টি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এবং ২টি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। গতবার ইংল্যান্ডের কোন বাউন্সম্যানই 'মৌকফের বলে সুবিধা করিতে পারেননি। টেস্ট ইনি ১৭-১ রানের আভ্যারেজে ১৭টি উইকেট দখল করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের আগে মৌকফ নিউ জল্যান্ড ও সফর করেছেন। তবে সেখানে টেস্ট খেলেছেন। সেখানে প্রথম শ্রেণীর খেলায় ইনি ১১-৬ রানের আভ্যারেজে ২০টি উইকেট দখল করে প্রথম শ্রেণীর খেলায় বোলারদের তালিকার



নাট্য ফাস্ট বোলার আয়ান মৌকফ

শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন। ফিক্সম্যান হিসাবেও এর মতি আছে।

আয়ান মৌকফের বয়স ২৩ বছর। ইনি ভিক্টোরিয়া দলের খেলোয়াড় এবং মেল-বোনের একজন সেলসম্যান।

শ্রী আনন্দবর্ষ
চ্যবনপ্রাশ
বিশুদ্ধ ও পাকিষ্কৃত

ডঃ সুনীতিহার চৌধুরাচার্য,
প্রবীণ সংবাদিক হোমোপ্যাথ
যেহ প্রভৃতি বহিঃস্থ বস্তু
দেহ ও উভ প্রাণীসকল

প্রতি লেব
১৬
শ্রী আনন্দবর্ষ দল
২৭৯ চিৎ বঙ্গ এলিফেট বনকাল ৩

দেশী সংবাদ

১৬ই নভেম্বর...প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু...
লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম
দিনে বলেন যে, চীন-ভারত সীমান্ত-বিবেচনা
মীমাংসার জন্য চীনের প্রধান মন্ত্রী শ্রী চু এন
লাই যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহা
“আমাদের নিকট কার্যে পরিণত করার যোগ্যতা”
বলিয়া মনে হইয়াছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের পাল্লামেন্টারী সেক্রেটারী
শ্রীসাত্তা আলি খাঁ অদ্য লোকসভায় বলেন যে,
কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিক্শনারীতে কাম্বোজকে
পাকিস্তানের অংশরূপে যে উল্লেখ করা
হইয়াছে, অক্সফোর্ডস্থিত জ্যামেডন প্রেস তাহা
উঠাইয়া দিবার অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়াছেন।

১৭ই নভেম্বর—কাছাড় জেলার টুকেরগ্রাম
নামে একটি ভারতীয় গ্রাম গত পনের মাস
ব্যাপক পাকিস্তানীরা দখল করিয়া রাখিয়াছিল।
অদ্য টুকেরগ্রাম পাকিস্তানীদের কবলমুক্ত
হইয়াছে। অদ্য ভোরে ভারতীয় নিরাপত্তা
বাহিনীর নওজোয়ান তে-রঙা পতাকা হাতে এই
গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে।

কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন সংক্রান্ত
রিটার্নিং অফিসার শ্রীসাদিক আলী আজ
জানান যে, অশ্বথর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির
নাম অদ্য আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের সভাপতি
পদের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১৮ই নভেম্বর—চীনা সেনাবাহিনী যে কোন
মহাভূতে ভূতান প্রবেশ করিতে পারে। শিলি-
গুড়ির এক সংবাদে প্রকাশ—ভূতানের দিকে
সমগ্র ভূতান-ভিত্তিক সীমান্ত অধিকৃত অবস্থায়
আছে। এই সীমান্তে ভূতানের মোট ১৬টি
পরীক্ষা ঘাটটি সম্পূর্ণ অধিকৃত হইয়াছে।
সীমান্তের অপর দিকে চীনা সৈন্যের অতি
বৃহৎ সমাবেশ পরিলক্ষিত হইতেছে।

১৯শে নভেম্বর—শিয়ালকোট স্টেশন উপস্থি-
মুক্ত করার জন্য উপর্যুক্ত পুনর্বাসন দপ্তর এক
নতুন পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা
অনুসারে যে সকল উপর্যুক্ত পরিবার নির্দিষ্ট
সময়ের মধ্যে স্টেশন ত্যাগ করিবেন তাহাদের
পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে এক কোটি ৫০০ টাকা
করিয়া দেওয়া হইবে।

রানাসাগরের কুপার ক্যাম্পের ব্যবসায়ী বাড়িতে
হানা দিয়া পুলিশ অদ্য প্রায় ৭০টি পরিবার
হাওয়ার জাল ছাড়পত্র, ২টি ক্যামেরা, ছাড়পত্রের
অনেকগুলো ফটো ইত্যাদি নানা জিনিস উদ্ধার
করে এবং এই সম্পর্কে চারিজনকে গ্রেপ্তার
করে।

দার্জিলিং, কালিম্পং এবং সীমান্তবর্তী
আরও দুই একটি এলাকায় চীনা গুস্তার ও
এজেন্টের কার্যকলাপ সম্পর্কে যে সব সংবাদ
পাওয়া বাইতেছে, সরকারী নিরাপত্তা ব্যবস্থার
সহিত সংশ্লিষ্ট ঘনিষ্ঠ মহলের সংবাদে প্রকাশ
যে, কালিকাতাই ইহার প্রধান ঘাট।

২০শে নভেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল
নেহরু, উত্তর দেশের মধ্যে সীমান্তের সংঘর্ষ
এড়াইবার উদ্দেশ্যে চু এন লাইয়ের
প্রস্তাবের বিক্ষিপ্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার
প্রথম কথা হইতেছে চীনা সৈন্যকে ভারতীয়
এলাকা ত্যাগ করিয়া বাইতে হইবে এবং



শ্রীতীয়ত উভয়পক্ষই সীমান্ত ঘাট হইতে
অগ্রবর্তী টেলিফোন বাহিনী প্রেরণে বিরত
থাকিবেন।

দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির পর বিদ্রোহী
নাগা নেতা শ্রী এ জেত ফিজো নাগাভূমিতে
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন বলিয়া যে-সরকারী সূত্রে
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

গতকাল শেষ রাতে আসানসোলে জামুরিয়া
থানার অন্তর্গত শ্রীপুর কোলিয়ারীতে এক
শেচনীয় দৃষ্টান্তের ফলে ৭ জন ঘটনাক্ষণেই
নিহত হয় এবং আরও ৪ জন গুরুত্বপূর্ণ
আহত হয়।

২১শে নভেম্বর—অদ্য সেক্রেটারী মহলের
সংবাদ প্রকাশ, দপ্তরকারীগণ মূখ্য পরিচালক
শ্রীকৃষ্ণারের পরিবর্তে যে নতুন একজন
পরিচালক নিযুক্ত হইতেছেন তাহা পশ্চিমবঙ্গ
সরকার নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াছেন।
এক অসমর্থিত সংবাদে ইহাও প্রকাশ যে,
শ্রীমাতাকেও পুনর্বাসন দপ্তর হইতে সরিয়া
বাইতে হইতে পারে।

গতকাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
বিভিন্ন দপ্তরের উপায়ন থাকে যে টাকা বরাদ্দ
ছিল, তাহা পটিং হংসের মেয়াদের মধ্যে তাহা
রহিয়া আশানুরূপভাবে ব্যয় করা হয় নাই
বলিয়া জানা গিয়াছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার
আর দেড় বৎসর বাকী, কিন্তু প্রকাশ, মোট
বরাদ্দ ১৭৭ কোটি টাকা শতকরা ৫৬ ভাগ
এখনও অব্যয়িত পড়িয়া আছে। বাকী সমস্ত
মাংশ বাকী টাকা ব্যয় করা কর্তৃক হইয়া পড়িত
বলিয়া সংশ্লিষ্ট অনেক মনে করেন।

২২শে নভেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য
ঘোষণা করেন যে, চীনগণ কৃষিক, সীমান্ত
আন্দোলনের বিপক্ষে ভারতে দৃঢ় ও শক্তিশালী
ভিত্তির উপর ভাবি শিখ স্থাপনের সমর্থিত
প্রায়শ্চিন্দিত। আরও গুরুত্বপূর্ণ করিয়া
বুনিয়াদে।

অদ্য সম্পদ্য হাজার পদার্থ ভারতভূমিতে
চীনা আক্রমণের প্রতিরোধে অনুষ্ঠিত এক
জনসভায় প্রদর্শন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা
প্রসঙ্গে চীন কৃষিক ভারতভূমি আক্রমণে গভীর
উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন এবং আক্রমণকারীদের
সহায়তাক পণ্যম বাহিনীর কার্যকলাপে ক্রান্ত
দেশদ্রোহী কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে
দেশবাসীকে সদা সতর্ক থাকিবার জন্য আহ্বান
জানান।

বিদেশী সংবাদ

১৬ই নভেম্বর—আজ কলকাতা নতুন
সাধারণতন্ত্র ইউনিয়নের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের

অধিবেশনে ফরাসী প্রেসিডেন্ট জেনারেল দ্য
কলের আলাজিরদার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার
নীতি পরোপার সমর্থিত হয়।

১৭ই নভেম্বর—আজ রাষ্ট্রপতির সারাদেশ
পরিষদে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিশেষত্বমূলক
নীতিতে উল্লেখ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ
করা হয়। ৬২টি রাষ্ট্র প্রস্তাবের অনুকূলে ও
৩টি বিপক্ষে ভোট দেয় এবং ৭টি রাষ্ট্র ভোট-
দানে বিরত থাকে।

শ্রীনেহরুর জনপ্রিয় উদ্ভাবন উপলক্ষে
গতকাল রাতে লন্ডনে এক ভোজনসভার আতিথ্য-
রূপে লর্ড মাউন্টবাটেন বলেন, আন্তর্জাতিক
ক্ষেত্রে শ্রীনেহরু দুই পরমপরিচরিত আদর্শ-
বাদের মধ্যে যোগদান। এই যোগদান ছিন্ন
হইলেই আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের সম্মুখীন
দাঁখিতে পাইব।

১৮ই নভেম্বর—গতকাল রাতিতে প্রকাশিত
এক বক্তৃতা শ্রীমন্তেন্দ্র হোষণা করিয়াছেন যে,
তিনি এমন একটি সোভিয়েট কারখানা পরি-
দর্শন করিয়াছেন, যেখানে হাইড্রোজেন
বোমাবর্ণি আভুতীয়ত রাষ্ট্র প্রতি বৎসর
উৎপাদিত হয় এবং তিনি দৃঢ়তার সহিত
বিশ্বাস করেন : শক্তিশালী নিরাপত্তা বিধানের
তম্য আমরা এই সমস্তই সমস্তের জন্য উপভোগ
নিত প্রাপ্ত হইব।

২১শে নভেম্বর—বঙ্গদেশের দক্ষিণ সম্পর্কে
পুলিস সিলেক্টেড ডুপ্লিয়ারে জাতীয় সীমান্ত
বিভাগে পরিচরিত ও বঙ্গদেশে সীমান্ত
কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

২২শে নভেম্বর—আমেরিকায় সম্পর্কে
বৈদেশিক সীমান্তবিভাগে বঙ্গদেশে অসম
বুটিলে ও বঙ্গদেশে বঙ্গদেশে সীমান্ত
আন্দোলনে বঙ্গদেশে বঙ্গদেশে ও বঙ্গদেশে
বৈদেশিক সীমান্ত বিভাগে বঙ্গদেশে

পুলিস এর পিকচারে বৈদেশিক পরিচরিত
সম্পর্কে এক সংবাদ জানা যায় যে, চীনা
কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায়
১০০০০০০ জন। এই সংখ্যা বৃদ্ধিমান সহ
সমগ্র সীমান্তে বৈদেশিক সীমান্ত
আন্দোলন অধিকার।

২৩শে নভেম্বর—বিশ্ব ও জাতীয় বঙ্গদেশে
আজ মঙ্গলবারে বিভিন্ন সম্পর্কে বৈদেশিক
সংবাদে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে বঙ্গদেশে
জন এক দৃষ্টি সম্পর্কে করিয়াছে। বৈদেশিক
সংবাদে বঙ্গদেশে বৈদেশিক সীমান্ত
এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

আজ মঙ্গলবারে বৈদেশিক সীমান্ত
বিভাগের বঙ্গদেশে বৈদেশিক সম্পর্কে
সংবাদে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে বঙ্গদেশে
বৈদেশিক সীমান্তে বৈদেশিক সীমান্ত
এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

২৪শে নভেম্বর—বৈদেশিক সীমান্ত
পুলিস বঙ্গদেশে বৈদেশিক সীমান্ত
এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কালিকাতা : বার্ষিক—২০, বাৎসরিক—১০ ও ট্রিমাসিক—৫, টাকা।
মহাস্থল : (সভাক) বার্ষিক—২২, বাৎসরিক—১১, টাকা ও ট্রিমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মহাস্থল ও প্রকাশক : শ্রীসাগরময় ঘোষাধ্যায়, আনন্দ প্রেস ও সত্যচরণ শ্রীতি কালিকাতা-১।
ফোনফোন : ২০—২২৪৩। স্বব্যাখ্যকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সহরের কারমাজী

ভুতোদা: আহা! কি রান্না!
কি খাদ! কিরে বিমলা
বল বল।

বিমল: সত্যিই অপূর্ব রান্না!
আমাকে আর একটু মাছের
খোল দিনতো।

বিমল: আমাকেও আর
একটু চচ্চড়ী। সত্যিই
ডালনা, মাছ, তরকারী
মাংস সবই অপূর্ব।

ভুতোদা: ভাগ্যিস সেদিন
মেনিদির সঙ্গে দেখা হয়ে
গেল! তানাহলে এই পোড়া

সহরে কি এমন রান্না খাওয়া যায়। মেনিদি ৪ মাস
আগে তোমার মধুপুরের বাড়ীতে খেয়েছি সে রান্নার
খাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

মেনিদি: কি যে বল ভুতো। এত বিরাট সহর-এত লোক-
জন এখানে ভাল রান্নার আর অভাব কি?

বিমল: আপনাকে যে এত ভাল ভাল হাতের রান্না
খাওয়ালাম!

ভুতোদা: ছ্যাঃ! এ সহরের লোকজনের তাড়াহড়ো
করেই জীবন কেটে যায়।

রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া করবে কখন?

বিমল: তার মানে?

ভুতোদা: সবসময় পথে ঘাটে প্রান হাতে করে চলা।

মেনিদি, সেদিন তোমার বাড়ী আসার অল্প প্রান হাতে
করে তো এক বাসে উঠে পড়লাম। গাদাগাদি ভীড়।
চোরদোর কাছে, আমার পেছনের ভদ্রলোক পিঠে
খোঁচা মেয়ে হাতঘড়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনি
আমার পায়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন ২ টা ৪৫ মি:
এখন সোয়া দশটা-দশয় করে যদি নামেন তাহলে আমি
অফিস যেতে পারি।

বিমল: হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ

ভুতোদা: হাসছিল কি! এরকমভাবে বাঁচলে কখনও
ফাইন আর্ট বাঁচে? রান্না খাওয়া এগুলো ফাইন আর্ট।
অনেক সময় লাগে, অনেক ব্যয় লাগে। মেনিদি, যদি
এই পোড়া শহরে বেশিদিন থাকেন, তাহলে এরকম রান্না
করতে পারতেন?

বিমল: কেন না? তাড়াহড়ো তো আমরা করছি। রান্না
তো করে মেয়েরা, তাদের আর তাড়াহড়ো কোথায়?

ভুতোদা: ইকনমিক্স পড়েছিল? ডিমাও আর সান্সাইয়ের



ব্যাপারটা আনিস? যারা
থাবে তারা যদি ভাল খাবার
না চায় তাহলে যারা রান্না
করে তাদের ভাল খাবার
করার উৎসাহ থাকে?

আর সারাদিন বাসে ট্রামে
আফিসে দৌড়ঝাঁপ করে
আর ভাল খাবার সম্বন্ধে
তাহার উৎসাহ কোথায়?
বিমল: আপনি বলতে চান
যে এখানে ভাল রান্না হতে
পারেনা?

ভুতোদা: হয় তো হতে
পরে কিন্তু আমাদের মধুপুরের
মত নয়। ওখানে দৌড়ঝাঁপ
নেই-লোকে মনের আনন্দে
থায়, মেয়েরা সবসময়ই নতুন
নতুন খাবারের কথা ভাবে।
এই মেনিদির রান্নাই দাখনা।

মেনিদি: কেন বারে বারে আমার রান্নার কথা
বলছে ভুতো। রান্না সম্বন্ধে আমরা কি সহরের কাছ
থেকে কম শিখেছি।

বিমল: দেখুনতো মেনিদি। নতুন জিনিষতো সহরেই
আগে আসে তারপর যায় মফস্বল গ্রামে। ইলেকট্রিক,
গ্যাস, আলুমিনিয়াম সবইতো সহরে প্রথম এসেছিল।
বিমল: আপনি রান্না বান্নার কথা বলছেন তো
"ডালডা"র কথাই ধরুন। "ডালডা" এখন সহরে
গ্রামে লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু "ডালডা"
প্রথম এসেছিল কোলকাতা সহরেই বাজারে।

ভুতোদা: তুমিও কি "ডালডা" ব্যবহার কর না কি
মেনিদি?

মেনিদি: নিশ্চয়ই। আজকের সব রান্নাই তো "ডালডা"র
হয়েছে।

ভুতোদা: এ্যাঃ! ডাল, চচ্চড়ি, শুকতো, মাছ, সবই
"ডালডা"র? আমি তো জানতাম "ডালডার" শুধু
ভাজাহুজিই হয়।

বিমল: কেন ভুতোদা আপনাকে তো আমরা আগেই
বলেছি যে "ডালডা" সব রান্নার পক্ষেই ডাল এবং
পুষ্টিকর। সেইজন্য এখন লক্ষ লক্ষ বাড়ীতে "ডালডা"
ব্যবহার হচ্ছে।

ভুতোদা: ওঃ সেজ্ঞে! মেনিদি, আমি তাই ভাবছিলাম
যে তোমার মধুপুরের বাড়ীর রান্নাটা এত বেশী ভাল
হয়েছিল কেন। এতকনে বুঝলাম।

মেনিদি: আমার মধুপুরের বাড়ীতেও সব রান্নাই
"ডালডা"র হয়। তুমি যেদিন খেয়েছিলে সেদিনও সব
রান্নাই "ডালডা"র হয়েছিল।

বিমল: কি ভুতোদা, আর সহরের নিন্দে করবেন?

হিন্দুদান লিটার লিমিটেড বেংকাকি।



আনন্দে
উজবে...

প্রাণশিক্তি প্রাণজল...

সবার মলারাজল...

প্রবিশিষ্টমসনীয়া
কিনতল

কমলরাজল

কমলরাজল, এন.এম. সাল এণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড।



কমলরাজল



৭, বর্ষ] শনিবার, ৪ অক্টোবর ১৯৬৬ বঙ্গাব্দ

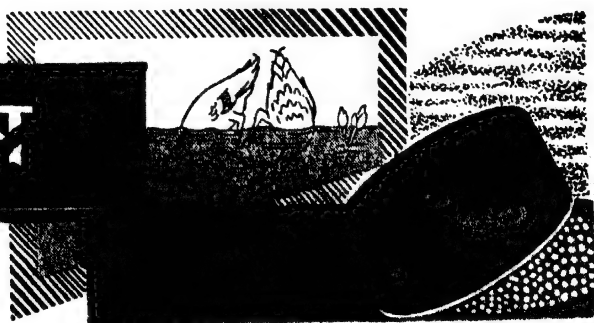
DESH Saturday, 21st November, 1959

মূল্য—৪০ নম্বর পয়সা [সংখ্যা ০

গ্লিপ্রারিত

স্বচ্ছ স্নেহম্পর্শময়

অনিন্দনীয় প্রসাধন



ব্রীজ



ব্রীজ-আরো স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বকের জন্য

এক্টামার (বাইথিওনল) আমেরিকান মেডি-
কাল এসোসিয়েশন কর্তৃক সরকারী ভাবে স্বীকৃত।

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল লাভগাই নারীদের সৌন্দর্যের গোড়ার কথা। সারা পৃথিবীর হৃন্দরী নারীরা
জানেন যে হৃন্দর লাভগ্য মানেই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরিষ্কার ত্বক। ব্রীজ সাবান দিয়ে স্নান করার ফলে
শুধু যে আপনার ত্বক পরিষ্কার হবে তাই নয়—আপনার ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষাও হবে।
মোলারেম অপূর্ণ হৃগন্ধযুক্ত ব্রীজে থাকে এক্টামার যা আপনার লাভগ্যের পক্ষে
ক্ষতিকারক বীজাণুগুলি থেকে আপনার ত্বককে মুক্ত করে।

ব্রীজ টয়লেট সাবানে থাকে ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য এক্টামার

দেশ

সর্বোচ্চ কৃতিত্বের কবিতা সংকলন

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস

ভূমিকা ও মূলবোধ লিখেছেন বখাউরে মোলানা আব্দুল কালাম আজাদ ও অন্যান্য কবি
প্রথম ভাগ — প্রথম খণ্ড ॥ দাম—সাত টাকা

পরশুরামের নতুন বই

বুদ্ধদেব বসুর নতুন উপন্যাস

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প

শোণগাংসু

চৌগ ও চৌগর

দাম—তিন টাকা

দাম—চার টাকা

দাম—দু' টাকা

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

অপূর্বরতন ভাদুড়ীর

অজিত নতর কবিতার বই

প্রাচীন মিশর

মন্দিরময় ভারত

জানালা

বহু চিত্রে সমৃদ্ধ। দাম—৫.৫০

দ্বিতীয় খণ্ড। দাম—৬.০০

দাম—দু' টাকা

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত

নরেন্দ্র দেব ও

নবনীতা দেব-এর

জাগানে

আধুনিক বাংলা কবিতা

কাব্য দাগালি

প্রথম প্রত্যয়

বাংলা সাহিত্যের অসামান্য বই
দাম—৬.৫০

সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণ
দাম—৬.০০

দাম—৭.০০

দাম—১.৫০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লি., ১৪ বস্কিম চাটুজো স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

= মিত্র ও ঘোষের সাহিত্য-সম্ভার =

নিরুপমা দেবীর নতুন উপন্যাস

প্রত্যর্গণ ৩

শ্যামলী ও অনুরুদ্ধ (যন্ত্রস্থ)

আশাপূর্ণা দেবীর নবতম উপন্যাস

ছাড়পত্র ৪॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
চিন্তন উপন্যাস

দেবযান বস্তু ৫৭

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
স্বাধীন উপন্যাস

উত্তর ফাল্গুনী ৬॥

হীরাছবি পাল্লা নতুন সং ৪॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

শ্রেষ্ঠ গল্প

তৃতীয় সংস্করণ—পাঁচ টাকা

সুখনাথ ঘোষের

পরপূর্বা ৪॥

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

অনন্যসাধারণ রমা-রচনা

অ কারণের পথ

"এক কথা বলতে গেলে এক ভ্রমণ-কাহিনীই বলতে হয়। বলতে হয় কারণ ভ্রমণ যেখানে সহজ স্বভাবসংসারিত গতিতে কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়, আর কাহিনীর রস যেখানে ভ্রমণের প্রতি পদক্ষেপ পুষ্ট করে তোলে—সেরকম বইয়ের জন্য পৃথক কোন নাম এখনো স্থির হয়নি। ভ্রমণের নেশা, স্ফূর্তি, পরিবেশচাতুর্য ও লিপিকল্পনাত্মক সংবেদনশীল গভীর অনুভূতি এবং কাহিনী গঠনের নিপুণ দক্ষতা—এগুলি উপকরণের সমন্বয় আর সাধক সহযোগিতার দ্বারাই শুধু এ ধরনের গ্রন্থ রসোত্তীর্ণ করে তোলা সম্ভব। 'অকারণের পথ'-এ জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সেই সরকটি চিন্তাবৃত্তি আর রচনাবেচিহ্নের শিল্পনিষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন।...বার বার তিনি সেই একই পথে একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে এসেছেন—পথ আর প্রকৃতি দেখেছেন, মানুষ আর মানুষের অন্তরের বৃত্তিমাটির মধ্যে অজস্র বিস্ময়, অজস্র হৃদয়ের সম্পদ আহরণ করেছেন। তার প্রতিটি পদক্ষেপ আর প্রতিটি দেখা সৃষ্টিরই নামান্তর।...পাঠকের চিত্তমন ভরে দেবার মতই বই 'অকারণের পথ'। পড়তে পড়তে হাসি কৌতুক বেদনা মাধুর্য বিস্ময় কোনটা কখন বার গায়ে গিয়ে পড়ে ঠিক নেই।"

—যোগেশ্বর

৥ সাত ডে চার টাকা ॥

প্রফুল্ল রায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

নাগমতি

নতুন সংস্করণ
পাঁচ টাকা

চ.টি.বা.ও.র.সে

নতুন উপন্যাস
যন্ত্রস্থ

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মনভোলাতো



ব্রিটানিয়া

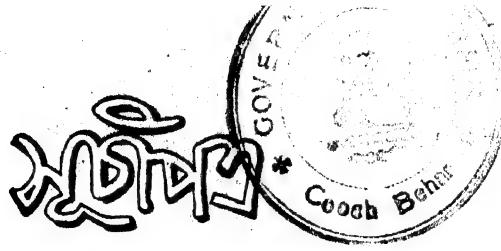
ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে ব্রিটানিয়া বিস্কুটের মতন ভালো জিনিস আর হয়না। অতিরিক্ত ভিটামিন ও পুষ্টিকর জিনিসে তৈরী ব'লে দৈনন্দিন খাচ্ছে পুষ্টির অভাব মেটায়, স্বাস্থ্য ভালো করে ও শক্তি বাড়ায়। ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে এত ভালো যে বাচ্চারা ব্রিটানিয়ার লোভ সামলাতে পারে না।

ব্রিটানিয়া বিস্কুট বড়দেরও তারি প্রিয় জিনিস। ভালো জিনিস ছাড়া যাঁদের চলেনা তাঁরা ব্রিটানিয়া বিস্কুটই চান — বাপে ও গন্ধে অপূর্ব এ বিস্কুট।

**ব্রিটানিয়া
বিস্কুট**

বাজারের সেরা

দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিশ্বভারতীর উপাচার্য—	...	১৬৯
প্রসঙ্গত—	...	১৭০
বৈদেশিকী—	...	১৭১
পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ—শ্রীদেবপ্রসাদ সুরাস	...	১৭৩
নিজেরে হারিয়ে খুঁজি—শ্রীঅহাঁন্দ চৌধুরী	...	১৭৭
উত্তরা—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ	...	১৮৫
অশ্বথ (কাবিতা)—শ্রীবিষ্ণু দে	...	১৮৮
ঘড়ি চলে অবিরাম টিক্‌টিক্—শ্রীবরুণেন্দ্র গঙ্গুপ্ত	...	১৮৯
চিত্র-প্রদর্শনী—	...	১৯২

আসোনিথেটেড-এর
প্রতি

৭ই কার্তিকের বই
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
নতুন উপন্যাস
রিক্‌শার গান ও
"শ্রীগোলায়ড়"-এর
জিকেরে রাজকুমার ২-৫০
জগৎবিখ্যাত ও ভারতের অপ্রতি-
বন্দী জিকেরে রঞ্জিত জিকেরে
জিকেরে কোতাহালাপক এবং
বিশ্বজয়ের পারিবারিক জীবনের
কাহিনী। উপন্যাসের ন্যায় মনোরম।

ছোটদের (৭-১৪ বৎসর বয়সের) শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত আমাদের দু'খানি বই

১৯৫৯ সালে ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

১। লীলা মজুমদারের হলদে পাখির গালক দু' টাকা

১৯৫৬ সালে ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

২। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প চিত্র টাকা

পূজায় প্রকাশিত নতুন ৭ খানি বই :

ঘনাদার গল্পের পরবর্তী গ্রন্থ প্রেমেন্দ্র মিত্রের আত্মীয় ঘনাদা ২-৭৫

লীলা মজুমদারের পরবর্তী ছোটদের উপন্যাস গুপ্ত খাতা ২,

অবলীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চাইবুড়োর পূর্ণিমা ৩,

জয়ন্ত চৌধুরীর হাওয়া বদল ৩,

শিবরাম চক্রবর্তীর চুলচেরা শোধবোধ ২,

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দা, ভূত ও মানুষ ২,

হাসির গল্পের সংকলন শৃঙ্খল, হাসির গল্প ৫,

ছোটদের আরো কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই :

শিবরাম চক্রবর্তীর নিখরচার জলযোগ ২ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের তালনবন্দী ২ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
হেসে যাও ২ ॥ "বনফুল"-এর করবী ১৭০ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মায়াবানী ১ ॥ বিমল মিত্রের টক-কাল-খিঁচি ২ ॥
সারীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের রূপকথার কাণ্ড ২ ॥ স্বপনবুড়োর স্বপনবুড়োর মজার গল্প ১ ॥ প্রবোধেন্দ্রনাথ
ঠাকুরের কাম্ববন্দীর কথা ১ ॥ শ্রীমদভগবত গায়ত্রীর বাঘের লোকোচ্চারণ ২ ॥ প্রখ্যাত চৌধুরীর ছোট ২ ॥

ই সি য়ান অ্যা সোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রামঃ কালচাঁর ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোনঃ ৩৪-২৬৪৩

দেশ

কেশরাশি

কি ক'রে

সুন্দর হ'ল...



পাচশ বছর ধ'রে মায়েরা বলে আসছেন, তাঁদের
মূল ক্রমণ করে হ'ল... বলে আসছেন তাঁদের
মেয়েদের টাটা-র সুবাসিত নারিকেল কেশতৈলের কথা...
মিষ্টি গন্ধের আমেজ ভরা খাঁটি নারিকেল তেল... যেমন
হালকা তেমনি চমৎকার... যা মায়ের মতো মেয়েরও
উজল ও দীঘল কেশগুচ্ছের অমূল্য সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখবে।

টাটা-র সুবাসিত

নারিকেল কেশতৈল

দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড



দেশ

একাত্ত নিজস্ব

শ্রীশান্তিসম্মান*

ম্যাকলীনস্

পেরস্‌আইড

টুথপেস্ট



* সব চেয়ে বেশী
পরিষ্কার করে।

আপনার দাঁতের ওপর ব্রেক-পদার্থের
অপরিষ্কার ও বীজাণুযুক্ত যে আচ্ছাদন
পড়ে ম্যাকলীনস্ এর একাত্ত নিজস্ব
'লিগয়েড' সলভেন্ট তার প্রতিরোধ
করে এবং প্রয়োজন হইত কেনা দিবে
এই আচ্ছাদন উচ্ছেদ করে আপ-
নার দাঁতকে আরও কলপ্রদ ভাবে
পরিষ্কার করে।



* সব চেয়ে বেশী
সাদা করে।

ম্যাকলীনস্ এর হবিখাত 'পের-
স্‌আইড' দাঁতের বিস্রী-দাগ ও বদ রং
তুলে আপনার দাঁতগুলিকে স্বচ্ছকে
সাদা করে তোলে।



* সব চেয়ে বেশী
রক্ষা করে।

আপনি যথার্থই অনুভব করবেন
ম্যাকলীনস্ এর অপরূপ তাজা আত্মগ
দাঁতের মাড়িকে শক্তিশালী করছে এবং
ক্ষয়কারী বীজাণুকে রোধ করছে।



সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে। * সবচেয়ে বেশী সাদা করে।

সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।

এই তিনটি গুণের অপরূপ সমন্বয়েই ম্যাকলীনস্ এর
একাত্ত নিজস্ব ত্রিশক্তি।

আরও পরিষ্কার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য
আজই ম্যাকলীনস্ কিনুন।

মুদ্রা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিশ্বব্যাচীনা—	...	২২৬
ট্রামেবাসে—	...	২২৬
পুস্তক-পরিচয়—	...	২২৭
রংগজগৎ—চন্দ্রশেখর	...	২৩০
খেলায় মাঠে—একলব্য	...	২৩৭
সাপ্তাহিক সংবাদ—	...	২৫০

বিশেষ দুইটি অভিমত

[চিত্রদর্শন সম্পর্কে]

অভিযান্ত্রিকতন

ও ক্রান্তিক ১৫৭১ শক

গ্রীষ্মক কানাই সামন্তের চিত্রদর্শন কবিতার প্রায় সব প্রকণ্ড আমি পাড়তে বা শুনতে। ইহার সব ভাষা খুবই তথ্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ হয়েছে। অপরদিকে চিত্র-শিক্ষণ সম্পর্কে এইরূপ একটি বিবরণ আমার ছিল, তাহা শিক্ষণী কানাই সামন্তের পত্র প্রকাশিত। শিক্ষণের বিষয়ে তিনি আরও এইরূপ আলোচনা করে শিক্ষণী ও শিল্পকলাকে সমাজ শিক্ষণের যথার্থ পথরূপে কবিতার সাহায্য করিতে গেলেন এই আমার আশীর্বাদ।

(স্বাক্ষর) নন্দলাল বসু

ন্যাশনাল লাইব্রেরি

কলিকাতা ২৭ II ৬-১০-১৯১৯

গ্রীষ্মক কানাই সামন্তের চিত্রদর্শন কবিতা প্রথম দৃষ্টান্তে পেলুম। শিল্পকলায় উপর এমন চমকবত একটি রচনা এই দেশে অতীতকাল হতে পাওয়া যায় না। কানাই সাহাবা বইতে এতগুলি এর সুন্দর পরিচয় প্রতিলিপি পড়তে পেরি নি। সহজ ভাষায় পণ্য সম্পদ কবিতা আশ্রয়িতা এমন একটি লক্ষ্যমণ্ডল এই প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আশ্রিত পণ্যের পরিচয় দিতে। রচনা এই প্রকাশনের দ্বারা আপনাকে ইতিহাস স্মৃতি বরাদ্দ। আমার অভিনন্দন জানাব। ইতি-শিল্পক

(স্বাক্ষর) চিত্ররঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

সংগ্রহীত বস্তু থেকে আধুনিক কালে পশ্চিম ভারতীয় চিত্রকলায় ইতিহাস, চিত্র-স্তোত্রালী, শিল্পা শিক্ষণীয়গণের ও চিত্রশিল্পী এবং গণ্যমান্য, অপরদিকে নন্দলাল প্রমথ শিল্পকলায় গণ্য সম্পদে মনোজ্ঞ রচনাটি আসলো। প্রবীণ চিত্র-সমালোচকের দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম ও গবেষণার ফল এই সুন্দর রচনা। 'শিল্পকলা' নন্দলাল, গ্রীষ্মক কানাই সামন্তের ও শিল্পকলা কবিতার প্রথমদিক এবং প্রবন্ধ 'আমি' কাগজে ছাপা ১৯১৯ সালের ১৯ জানুয়ারি ও ১৯১৯ সালে এক বর্ষের সুপ্রাপ্য ও মূল্যবান চিত্রদর্শন গণ্যমান্য কানাই সামন্তের প্রেরণ।

চিত্রদর্শন কানাই সামন্ত টা ১৫-০০



বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড II কলিকাতা ৯

নূতন প্রকাশিত হ'ল

রম্যাপি বাক্য

সৌরাস্ত্র পর্ব : মূল্য ৬-০০

শ্রীসরোজকুমার চক্রবর্তী আজ বাংলা সাহিত্যে প্রসিদ্ধিত। তাঁর 'রম্যাপি বাক্য' নূতন পরিচয় ও নিত্যনত অব্যাহত। এই বিষয়টি দেশের বিশ্লেষণের দ্বারা তিনি 'রম্যাপি বাক্য' পর্ব পূর্ণ রূপে লিখে যাচ্ছেন। এ পর্বটি তিনি পূর্ব প্রকাশিত হয়েছে — দক্ষিণ-ভারত পর্ব, কালিদাস পর্ব ও রাজস্বয়ং পর্ব। এবারে 'সৌরাস্ত্র পর্ব' প্রকাশিত হ'ল।

এই গ্রন্থ সৌরাস্ত্রের লক্ষ্য প্রমথ-বৃত্তান্ত নয়। প্রমথের সঙ্গে উপন্যাসের মধ্য সিদ্ধান্তে এটি রসাতলীপ শিল্প-কর্মের অঙ্গুর নির্মল। বাংলা সাহিত্যে সম্মানিত হ'ল। আলোকচিত্রসম্বলিত মূল্যবান বই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে

বাস্তবতার নবজাগরণ

মূল্য ১-৭-০০

ডঃ সুনীলকুমার গুপ্ত

এম এমসি, এম এ, ডি ফিল.

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সাহিত্য, শিল্পা সমাজ প্রভৃতিতে যে নব-জাগরণ দেখা দেয় তার সুপ্রথম কবিতা-সমালোচক গ্রন্থকারের জেথুনীন্দ্রনাথ বসুকে 'রসাতলীপ' মনোযোগ করে উঠেছে।

কাশ্মীর পরিক্রমা

মূল্য ২-০০

শ্রীনির্মলীকেশোর গুহ

সৌরাস্ত্রের জীবন-নিকটন কাশ্মীর। এর প্রাচীনতম সৌন্দর্য্য ভাষা ও এদেশের অতীত ও বর্তমান জানিতে হলে এই গ্রন্থ অপরিহার্য।

এ. মাদ্রাজী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY

সর্বস্তরের সর্বব্যুত্তীর্ণতার পক্ষে
বিশেষ করিয়া শিক্ষক ও
ছাত্রদের উপরিহার্য।
১০৭২ পৃষ্ঠা, মূল্য—১২।।০

দুইটি প্রামাণ্য অভিধান

প্রায় ৪০,০০০ শব্দের প্রায়
১০০০-এর উপর বিশিষ্ট
প্রকাশক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ও প্রবোধের উদ্যোগ সমন্বিত
বাংলা অভিধান।
১০০ পৃষ্ঠা, মূল্য—৭।।০

সংসদ বাঙলা অভিধান



সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

শিক্ষক

শিক্ষক এবং অভিভাবকগণের
প্রতি নিবেদন

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ... ৬.০০
... মাসিক ... ৩.২৫

পূর্বে ভারতের সুলভতম, সর্বাধিক প্রচারিত, একাধারে
শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক, প্রদেশীয় অতুলচন্দ্র গুপ্তের
ভাষায় "বাংলার অনন্যসাধারণ মাসিক পত্রিকা" 'শিক্ষক'
এ বিষয়ে আপনাদের সন্নিবিষ্ট সহায়।

জ্ঞান ও আনন্দলাভের জন্য অবিলম্বে গ্রাহক হউন

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীমহীতোষ রায়চৌধুরী, এম-এ-এম-এল-সি
৬১, বালীগঞ্জ স্টেশন কলিকাতা। ফোন : ৪৬-২৮৭৪

দূর দূরান্তরে পণ্যের বার্তা পঠাইয়া নতুন জ্ঞেতা
সৃষ্টি করিতে হইলে 'শিক্ষকে' বিজ্ঞাপন দিন।

(সি-২৮৫)

তারানাথকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রেমের গল্প

দাম : ৪.০০ টাকা

তিন শূন্য

দাম : ৩.৫০ টাকা

শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর

রবীন্দ্রনাথসের

উৎস সঙ্কলনে

দাম : ৩.৫০ টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত

৯ম সংস্করণ : ৫.০০ টাকা

ছলেদের বিবেকানন্দ

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ১.২৫ টাকা

প্রকাশিত হ'ল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

প্রচুদগতি

দাম : ৩.৫০ টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

প্রেমের গল্প

দাম : ৪.০০ টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

রূপসী রাত্রি

দাম : ৫.০০ টাকা

সুবোধ ঘোষের

শতকিয়া

দাম : ৮.০০ টাকা

ভারত প্রেমকথা

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ৬.০০ টাকা

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের

চিৎসায় বঙ্গ

২য় সংস্করণ : ৪.০০ টাকা

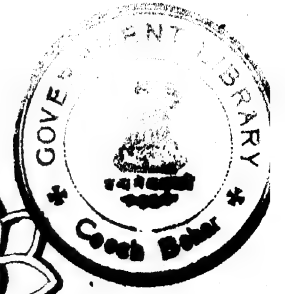
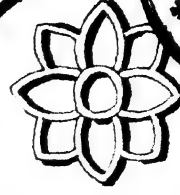
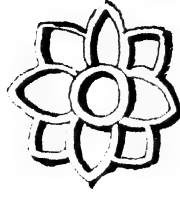
সরলাবালা সরকারের

গল্প-সংগ্রহ

দাম : ৫.০০ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ৥ কলিকাতা ৯



DESH 40 Naya Paisa

Saturday, 21st November, 1959.

২৭ বর্ষ ৩ সংখ্যা ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

বিশ্বভারতীর নতুন উপাচার্য মহোদয়কে আমরা স্বাগত জানাইতেছি আর সেইসঙ্গে প্রার্থনা করিতেছি যে, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য তঁহাকে শ্রুত ইচ্ছিত দান করুন, যাতে তঁহি কতৃবা সাধনে শক্তিশাল্য করেন। শ্রীযুক্ত দাশের উপাচার্য নির্বাচিত হওয়াতে দেশের লোকে আশ্বস্ত আর শান্তি-নিরোহিতকণণ আনন্দিত হইবেন নিঃসন্দেহ।

গত কয়েক বৎসর বিশ্বভারতীর ব্যবস্থাপনায় বড়ই বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল, শেষ পর্যন্ত তাহা কানাকানির আসর অতিক্রম করিয়া সংবাদপত্রে সমালোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাতে বাঙালী সমাজ বিশেষ উদ্বেগ হইয়া পড়িয়াছিল কেননা অনেকই উক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের চাক্ষুষ প্রতীক বলিয়া মনে করেন। সেই সব শোচনীয় ইতিহাসের মধ্যে এখানে প্রবেশ করিবার কারণ দেখি না, শব্দে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যখন বিশ্বভারতীর সুনাম ক্ষয় হইতে চলিয়াছিল, যখন যোগ্য উপাচার্যের উপরে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অর্পণ করিবার জন্যে সকলে উদগ্রীব হইয়াছিল সেই সময়ে, সেই সমকটময় সময়ে শ্রীযুক্ত দাশ

বিশ্বভারতীর উপাচার্য

এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সকলকে নিশ্চিত করিয়াছেন।

আমরা দুই হইতে যতদূর বৃদ্ধি বিশ্বভারতীর সমস্যা সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সমস্যা নয়। প্রতিষ্ঠানটির জন্ম রবীন্দ্রনাথের কল্পনায়, ইহার নির্ভর রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের উপরে, ইহার পোষণ রবীন্দ্রনাথের মনসিয়ার। সেই আশ্রমগুরু যখন বিপর্যাসিত হইলেন তখন আশ্রমটি অসংগত হইয়া পড়িল। কে সেই মহাত্মা যখন অধিকার করিলেন? তাহা তো মানুষের সম্ভব নয়। তবে বিশ্বভারতীর আশ্রয় হইবে কি? ব্যক্তিত্বের উপর হইতে নামাইয়া অনিন্দ্য উদ্যমে ব্যবস্থাপনার উপরে স্থাপন করা ছাড়া আর তো উপায় বহিল না। দুঃখের বিষয় এই যে, এই কাজটিই সম্ভব হইয়া উঠিল না। ব্যক্তিত্বের আশ্রয়-চ্যুত প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার আশ্রয় লাভ করিল না শব্দে বোঝান হইয়া নিমন্তর আন্দোলিত হইতে থাকিল। দুই হইতে এই আন্দোলনটাই বিশৃঙ্খলা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। অন্য সব প্রতিষ্ঠানের বেলায় এই সমস্যা নাই। এক উপাচার্য বিদায় নিলে ঘড়ির কাঁটার

মতো আর এক উপাচার্য আসেন, কারণ ইহাদের সৃষ্টি আইনের বলে, কাহারো ব্যক্তি হইতে নয়। এসব প্রতিষ্ঠান অনেকটা যান্ত্রিক ব্যাপার। বিশ্বভারতী কোন কালেই যান্ত্রিক ছিল না, সব অভাব পূরণ করিতেন আশ্রমগুরু, স্বয়ং। কিন্তু তাহার অভাবে এখন স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে বেশ পাকা করিয়া গড়িতে হইবে। ইহাই এখন শ্রীযুক্ত দাশের সম্মুখে একমাত্র কতৃবা না হইলেও সবচেয়ে কঠিন কতৃবা।

কিন্তু যতটাই প্রতিষ্ঠানের সব নয়, ইহার একটা অন্তরের দিক, একটা বদনের দিক আছে—যাহা মানুষকে মানুষে বলিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়। এই অভাবটা পূরণ করিবার ক্ষমতা শ্রীযুক্ত দাশের আছে, তাহার সহিত যাহারা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত তাহারা সকলেই জানেন। সব দিক বিচার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি। পরিণত বয়সে আশ্রমজননীর সেবা করিবার যে অধিকার তিনি লাভ করিলেন—সেই অধিকার সার্থক হইয়া উঠিয়া তাহার জীবন আনন্দময় ও গৌরবময় হোক ইহাই আমরা কামনা করি।



প্রদীপ

ছাত্রদের কর্তব্য কি, তারা রাজনীতি করবে কিনা, এ নিয়ে গবেষণা আজ থেকে নয়, অনেকদিন থেকেই হচ্ছে—সেই ইংরেজ আমল থেকেই। তখন রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন যে ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি, তারা এবং রাষ্ট্রপুর্ব্বসেরা ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করবারই উপদেশ দিতেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক প্রয়োজনে বার বার ছাত্রদের ডাক দিয়েছেন। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে ছাত্রদের 'গোলামখানা' (বিদেশী শাসকের পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনি 'গোলামখানা' আখ্যা দিয়েছিলেন) ত্যাগ করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাদের ডাকে অসংখ্য ছাত্র স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে কংগ্রেসের কাজে যোগ দিয়েছিল। 'মিছিল করেছিল, পুলিশের লাঠি খেয়েছিল, পুনঃ পুনঃ কারাবরণও করেছিল। আজ ইংরেজ হেই। ভারত স্বাধীন হয়েছে। কংগ্রেসের হাতে শাসনভার। আজ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বলতে আরম্ভ করেছেন, ছাত্রদের প্রত্যেক রাজনীতি থেকে দূরে থাকাই উচিত। অধায়নই তাদের উপসর্গ।

কথাটার উপর ছাত্রেরা খুব গুরুত্ব আরোপ করতে পারছে না। তারা দেখছে, যাবার হাতে 'শাসনভার' আসে, তারাই ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান পছন্দ করছেন না। তারা সন্দেহ করছে, ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান শাসকের পক্ষে অস্বীকৃতজনক বলেই একথা বলা হচ্ছে। আর এও দেখছে কলেজ-স্কুলে-বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির ভিত্তিতে ছাত্র-সংস্থা গঠনে প্রত্যেক দলই অনলস। তার ফলে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক রাজনীতিতে যোগদান শূন্য ছাত্রদের পক্ষেই নয়, ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর।

সম্প্রতি কলিকাতায় যে নির্খল বয়স ছাত্রসম্মেলন হয়ে গেল তাতেও এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বিন্দুভারতীর উপাধ্যক্ষ মানমণী বিচারপতি প্রীতমদীর্জন দাশ মহাশয়। তিনি রাজনীতির লোক নন। তিনি বলছেন, ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হয়েছে এবং জাতিগঠনের চেষ্টাও নিচয়ই হচ্ছে। তথাপি দুঃখ, দারিদ্র্য এবং দুর্দশা অতর্কিত হয়নি। ছাত্রদল জাতির স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী। খাতি অথবা পুরস্কারের প্রত্যাশা না রেখে নিঃশঙ্কে জাতির দুর্দশা মোচনের ভার গ্রহণ তাদের করতে হবে। নিজেদের অধিকার ও সংযোগ-সর্বাধা সম্বন্ধে অবগাহি তারা সচেতন থাকবে। তার জন্য তারা আন্দোলনও করতে পারে। কিন্তু তা তারা করবে

ছাত্র হিসাবেই, কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য অথবা অনুচর হিসাবে নয়। তিনি আরও বলেছেন, যেসব রাজনৈতিক নেতা ছাত্রসমাজকে উত্তেজিত করে 'মিছিল, ধর্মঘট, প্রয়োপবেশনে' যোগদানের আহ্বান জানান তারা প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের অনিষ্টই করেন।

খুবই খাঁটি কথা। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা একটা অত্যন্ত জটিল দুটিচক্রে মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। যে কথা দাশ মহাশয় বলেছেন তার সত্যতা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও বোঝেন এবং ছাত্রেরাও যে একবারের বোঝে না তা নয়। কিন্তু ছাত্র ছাত্র আন্দোলন চলে না। সত্যেরা দেশের মধ্যে আন্দোলন ঘটান থাকবে ততদিন রাজনৈতিক সংস্থাসমূহের কাজে তাদের প্রয়োজনও থাকবে এবং রাজনীতি থেকে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের দূরে থাকতে দেবে না। আর কিছু না হোক, অমৃত ছাত্রদের অভাব অভিযোগ ও অধিকার থেকে উদ্ভূত আন্দোলনের সন্ধান নিয়েও তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে সংযোগটা বেঁধে চলবে।

বলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়েরী উপাধ্যক্ষ শ্রীশমভূনাথ বসুনাথায় মহাশয়ও এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ছাত্র সমাজের মধ্যে তাঁর কয়েক বৎসরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও রয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে যে শৃঙ্খলাহীনতা দেখা যাচ্ছে তার জন্য তিনি একপ্রণয়ী শিক্ষকদেরই দায়ী করেছেন। এই অভিযোগ আরও অনেক করেছেন। তাঁদের ধারণা, রাজনৈতিক সংস্কার, এক-প্রশ্নের শিক্ষকদের কাজ থেকেই ছাত্রেরা শৃঙ্খলাভাঙের প্ররোচনা ও প্রশ্রয় পেয়ে থাকে।

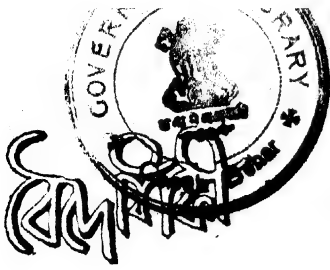
আসল কথা হচ্ছে ছাত্রেরা করবে কি? প্রশ্নে পড়শুন্য হয় না। অধায়নই যে তাদের একমত উপসর্গ, শিক্ষকত্বের তাদের দাশ্য কোনো প্রত্যক্ষ চেষ্টাই হয় না। এবং পড়শুন্য যে হয় না সে সম্বন্ধেও পরীক্ষার ফলপ্রকাশের সময় বৎসর একবার মাত্র সচেতন হই। তখন একবার টে. টি. হয়, তারপরেই আবার চুপচাপ। 'বিচারপতি দাশ মহাশয় বলেছেন "শিক্ষাদান ব্যাপারটা ঠিক বাজারের পণ্যবিক্রয়ের মতো নয়।" শিক্ষকের শিক্ষানুরাগ যদি 'শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত না হয় তাহলে শিক্ষালাভ পলাতনের মতোই দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎ জীবনে তা কোনো কাজই আসে না। স্বাধীনতা লাভের জন্যে আন্দোলনের প্রয়োজন আজ

আর নেই। ছাত্রদের সামনে আজ গুরুতম কর্তব্য দেশকে সুন্দর, যুগ্ম, শক্তিময় এবং সমৃদ্ধ করে তোলা। রাজনৈতিক ভ্রাস্য-টমারী করার জন্যে জ্ঞানের আবশ্যক করে না। কিন্তু জাতিগঠনের ভিত্তিই হল জ্ঞানের প্রসার।

কিন্তু সে কাজটা হবে কি করে, যদি না ছাত্রদের মনে শিক্ষানুরাগ এবং জিজ্ঞাসা জাগতে না পাবা যায়? আর পাঠে যদি ছাত্রদের অনুরাগ না জাগে তাহলে রাজনীতি ছাড়া তারা করবে কি? এ প্রশ্নটা নিশ্চয়ই বসে থাকবার বয়স তো নয়। স্কুল-কলেজের সংখ্যাবৃদ্ধি, বড় বড় বাড়ি তৈরি, শিক্ষকদের (এবং সেই সঙ্গে ছাত্রদেরও) বেতনবৃদ্ধি, পাঠ্যক্রম পরিবর্তন, সরকারী শিক্ষাবিভাগে সবই যথাসাধ্য করবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু মূল ব্যাপারটিতে দৃষ্টি দিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না।

অমলের উৎসাহ দপ করে জুসড়েও হতচ্ছন্দ, ঘসু করে নিভড়েও ততচ্ছন্দ। বনা, বনা, বনা। কাদিন ধরে খবরের কগজে বনা ছড়া আর প্রশংসা ছিল না। খবরের ছবিতে কগজে ছাত্র। কত বরণ খবর ও ছবি। খবর আজও আসে মধ্যস্থল থেকে, ছাপাও হয়। কিন্তু সাধারণের দৃষ্টি সৈনিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে বলেই মনে হয়। ছবিও ছাপা হয়, কিন্তু বন্যাপ্রবৃত্তি জড়ল, কি বন্যাপ্রবৃত্তি বানুধের নয়, এমন কি সরকারী পরিকল্পনানুযায়ী নতুন নতুন পালান বাড়ি তৈরিও নয়। ছবি ছাপা হয় মল্লীনের হাতে বন্যাপ্রবৃত্তির সাহায্যের জন্যে ঢেক এবং টিকর খলি দানের। কিন্তু সেই সাহায্য কোথায়, কাদের এবং কিভাবে বিতরণ করা হচ্ছে তার বিবরণ কিংবা সাহায্য তহবিলের হিসাব কোথায় চোখে পড়ে না। অথচ মফস্বল থেকে যে সমস্ত সংবাদ আসছে তা অত্যন্ত এবং বিশৃঙ্খল। অনেক স্থানে সেই যে এক-বার বনার প্রথম চেষ্টে সাহায্য গেছে, তার-পর আর হাদনি। কোথাও সত্যই দারী অভাবগ্রস্ত তাদের অনেকে সাহায্য পাচ্ছে না, পাচ্ছে যাদের অভাব সত্যই নেই তা'র। আর শোনা যাচ্ছে আগামী নিবাসনের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুতের প্রয়াসের সংবাদ। অন্য দিকে যে কারণে বার বার বনার আক্রমণ হচ্ছে তার প্রতিকারের জন্যে কি করা হচ্ছে তার কোনো আভাসই পড়তে পাচ্ছে না।

বন্যাপ্রবৃত্তির সাহায্যের জন্যে জনসাধারণ অকৃতবে অর্থ, বস্ত্র ও খাদ্য দান করেছে। সরকারী এবং বাকিগত চেষ্টাতেও অনেক টাকা সংগৃহীত হয়েছে। কোথায়, কিভাবে এবং কত মারফত সেই অর্থাদি ব্যয়িত হচ্ছে পক্ষান্তে তার একটা করে হিসাব জনসাধারণের সামনে পেশ করা কি বিভিন্ন বন্যপ্রাণ সর্নিতির উচিত নয়?



নাভানার বই

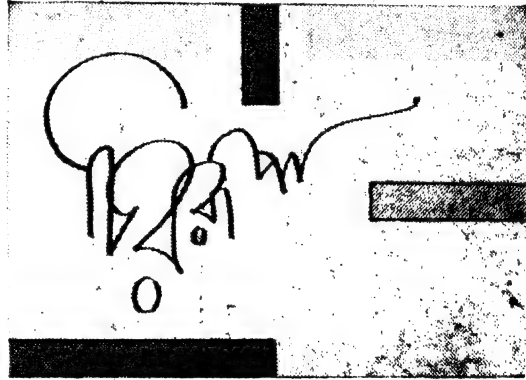
প্রকাশিত হ'লো

সন্তোষকুমার ঘোষের নতুন বই



কল্লোলোত্তর কালে যে দু'-এক-জন কথাশিল্পীর মধ্যে রূপ আর মননের দুর্লভ সমন্বয় ঘটেছে সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁদের অগ্রণী, অগ্রণী এবং অনন্য। সন্তোষ-কুমারের গল্পের রূপ ও মনন বাক আর অর্থের মতো, পার্বতী ও পরমেশ্বরের মতো। রচনার উজ্জ্বল সূচনা থেকেই তিনি যেমন অপ্রচ্ছন্ন, সমাপ্তির সুগভীর বাজনাতেও তেমনি শাগিত স্মাতস্তো সমুপস্থিত।

'চি'র রূপার গল্পগুলিতে রূপকে ছাড়িয়েও শিল্পীমানসের যে-জিজ্ঞাসা সর্বদা উচ্চারিত সে-জিজ্ঞাসা প্রেমের জিজ্ঞাসা। যে-মানুষটি আজীবন



একাত না-পাওয়া মেয়ের স্মৃতিকে আঁকড়ে রইলো, জীবনের গোথালিতে তার কাছে সে-মেয়েটির মূলা কী! অতসী ঘরে নেই জেনেও নয়নমোহন, আর মল্লিকার কাছে সে-ঘর কোনোদিনই নিরালা হয় না কেন? 'চিরবাপস' আর্টিট গল্পে আছে এমনি বহু বিচিত্র প্রেমের দিকদর্শন। আর আছে উপন্যাস-প্রায় বড়োগল্প জীবন-কাঠির মণিকা, প্রীতি ও রত্নীকে ঘিরে নিষ্ঠুর প্রেমের এক জটিল আবর্ত, যে-আবর্তের প্রতিটি রেখাবলর সন্তোষ-কুমারের শিল্পসত্তার স্পর্শ পেয়ে অনিন্দ্য হয়ে উঠেছে ॥ দায়: তিন টাকা ॥

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাডভান্ট, কলকাতা ১৩

যে-কোনো আন্তর্জাতিক বিবাদে, ন্যায় অন্যায় বিচার না করে, নিজের দেশের গভর্নমেন্টের নীতির সমর্থনে যে স্বাধোশিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে কিন্তু স্বদেশপ্রেমের পার্থক্য আছে। নিজের দেশের গভর্নমেন্ট যদি অন্যায় যুদ্ধে ব্যাপ্ত হয় বা অপর জাতিকে আঘাত করে নিজের কোনো অন্যায় স্বাধোসিদ্ধির চেষ্টা করে তখন সেই নীতির সমালোচনা বা বিরুদ্ধাচরণে দেশপ্রেম লিখিত হয় না, বরং তাতে প্রকৃত স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দেওয়া হয়। কোনো মহৎ আদর্শ পৃথিবীর যেখানেই উজ্জ্বল হোক না কেন তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বা তার প্রতি প্রাণ্য প্রদর্শনও দেশপ্রেমবিরোধী নয়।

বৃষের যুদ্ধের সময়ে অনেক ইংরেজ বার্লিন গভর্নমেন্টের যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। কেউ কেউ বৃষেরাঙ্গের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে এমন কি যুদ্ধ বৃষেরাঙ্গের জন্য হোক এমন আকাংক্ষা পর্যন্ত প্রকাশ করতে স্মিধা করেন নি। মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়েও অনেক ইংরেজ বার্লিন গভর্নমেন্টের নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। ভারত-বার্লিন ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেক দ্বারাই কিছ, ইংরেজ বার্লিন ঔপনিবেশিক নীতির সমালোচক ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁদের গল্পগল্প দিয়েছে, কিন্তু কোনো সঙ্ঘর্ষসূচক বাস্তব তাঁদের দেশপ্রেমে কোনোদিন অধিবাস প্রকাশ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে স্বদেশের সরকারী নীতি যেখানে ধর্মবাস্থির বিরোধী, সেখানে সেই নীতির অকুণ্ঠ সমালোচনা বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের পরিচায়ক। কারণ কর্মবাস্থিসংগত আদর্শের বিরোধী কোনো কর্মনীতির স্বাক্ষর কোনো জাতির শ্রেষ্ঠ স্বার্থ, তার চিরন্তন কল্যাণ সংরক্ষিত হতে পারে না। সেইজন্য 'জাতীয় স্বার্থ' বা 'রাজস্বাক্ষর' নামে সরকার যে-কোনো নীতি চালাবেই তাই বিনাবিচারে সমর্থন করতে হবে, না করলে তাকে দেশপ্রেমের ব্যত্যয় ঘটেই এবং মনে করা উচিত নয়। কেউ কেউ বলেন যে, আভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে যতো মতান্তরই থাক, বৈদেশিক নীতির বোলায় দেশের সরকার একমত, একপ্রাণ হওয়া সরকার। সরকারী নীতি যদি ধর্মবাস্থিসংগত হয় অথবা জাতির জীবন যেখানে বিপন্ন সেখানে একথা ষাটে। কিন্তু ক্ষেত্র এবং ন্যায় অন্যায় নির্বিশেষে

সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যে-কোনো বৈদেশিক নীতিই সমান প্রাধিকার একথা মানা যায় না। সুতরাং সমর্থন করার পূর্বে যে-কোনো সরকারী নীতি তা সে আভ্যন্তর বা বৈদেশিক যে-কোনো ব্যাপার সংক্রান্তই হোক না কেন, তা সমর্থন করার পূর্বে বিচার করে দেখার অধিকার ব্যক্তি বা বস দফতরেই আছে।

কিন্তু বিচারের মানসত যদি মূল্যেই দৃষ্টি হয় তবে সে বিচারের কোনো মূল্য থাকে না, সেটা বিচারই হয় না। এর একটি চরম উদাহরণ পাওয়া যাবে ভারত-চীন প্রশ্নের উপর কম্যুনিষ্ট পার্টির গাঠিত প্রস্তাবে। পিছনে নারবর্ধি বা মনঃ আশ্রয়ের যে-প্রেরণা থাকলে স্বদেশের গভর্নামেন্টের, এমন কি স্বদেশী জনমতের বিরুদ্ধে লড়িয়েও বিদেশীর পক্ষ হয়ে কথা বলা যায় তার কণামাত্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রস্তাবের পিছনে নেই। নিছক চীনা সরকারের দোষ ঢাকা এবং কম্যুনিষ্ট মতসম্মত হাঙ্গামার চম্ভী ছাড়া কম্যুনিষ্ট প্রস্তাব আর কিছু নেই। আর কিছু থাকলে কোন আশা যদি কেউ করে যেতে থাকেন তবে

তারা ভুল আশা করছিলেন। কারণ, যদি অন্য কিছু থাকত তবে সেটা কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রস্তাবই হত না।

চীনারা যে অন্যায় কিছু করেছে তার কোনো ইংগিত পর্যন্ত প্রস্তাবে নেই, যেন গোলমালটার জন্য দুঃখেরই সমান দায়িত্ব! মাকম্বাহন লাইনের স্বীকৃতি একটা খোঁকা-বড়ির সামিল। আগে তারা ঘাই বলে থাকুন যা কেন, চীনা সরকার ভারত গভর্নামেন্টের পরবর্তী চিঠিপত্র এবং ভাব-নিতিক দেখে বুঝেছেন যে মাকম্বাহন লাইন অস্বীকার করে দক্ষিণে আশ্রিতও এগিয়ে যাবার নয়। পাকা ধরনের কম্যুনিষ্টদের কাছে কোনো সম্মানই চিরমরণী নয়, সবধর্মমতে আত্ম বা স্বীকার কাল তা অস্বীকার করা হতে পারে। আপাততঃ মাকম্বাহন লাইন স্বীকার অস্বীকারে কোনো কিছু আসে যায় না, কারণ কখনো সেই সম্মান অতিক্রম করে চীনারদের আপাততঃ এগবার ইচ্ছা থাকলেও বোম্বের সখা নেই। মাকম্বাহন লাইন অঙ্কুল চীনারা ভারতীয় এম্‌কার মধ্যে যেমন বেশ পরিমাণ জায়গা পেয়ে ও দখল করে নি, তেমনই কারো সন্তান। জাতির সম্মুখে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে চীনার পক্ষে। কারণ জাতির সম্পূর্ণ প্রস্তাবের অর্থ এই যে, যে-সব জায়গা চীনারা দখল করে বসেছে সেখান থেকে তাদের সরে যাবার জন্য তাগিদ দেবার সরকার নেই। সেই জন্যই কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে আপোসমীমাসার আলোচনা অসম্ভব হবার পূর্বে কোনো শর্ত আরোপ করা উচিত হয় না। তবে, চীনা সরকার যে 'সম্মান' বলে দুঃখেরই সৈন্যসামন্ত ১২ মাইল সীমার অন্তর প্রস্তাব করেছে সেটা খুব উত্তম প্রস্তাব। অর্থাৎ আরো আনুমানিক জায়গায় ভারত সরকারের দখল আরো একটা অঙ্গুর করার প্রস্তাব।

কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে 'সোস্যালিস্ট চীনের কখনও ভারতের বিরুদ্ধে সমস্ত আক্রমণের অভিযাত্রী থাকতে পারে না যেনন স্বাধীন ভারত চীনের সমস্ত ধর্মের কথা চিন্তা করতে পারে না।' চীনা সরকার যদি ভারতের বিরুদ্ধে সমস্ত আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করেন তবে স্বাধীন ভারত চীনের সমস্ত ধর্মের কথা চিন্তা করতে কেন পারবে না, বস্তুতপক্ষে ওরূপ অবস্থায় সে চিন্তা করা ছাড়া ভারতের উপর কী গুরুতর কিছু 'সোস্যালিস্ট চীনা' কখনই ভারতের বিরুদ্ধে সমস্ত আক্রমণের অভিযাত্রী পোষণ করতে পারে না—ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি এই আশ্বাস দেবার দক এবং এ আশ্বাসে বিশ্বাসী বা কে করবে? অবশ্য কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্মুখবর্তী একটা দৃষ্টান্ত। চীনের সরকার যখন কম্যুনিষ্ট দলপ্রাধান্য

বারী 'সোস্যালিস্ট' তখন চীন সরকার অন্য দেশের উপর সমস্ত হামলা করলেও তা সমস্ত হামলা বলে মনে করা ভুল হবে, সেটা কোনো এককর্মের মন্ডির, প্রলেপ বলই ধরতে হবে। এইজন্যই কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রস্তাবে চীনা কম্যুনিষ্ট সরকার কোনো কার্যের মিলনা নেই, ভবিষ্যতেও চীনা সরকার ঘাই করুক তবেও কোনো 'নিম্ন' ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির কোনো প্রস্তাবে থাকবে না।

সুতরাং কম্যুনিষ্ট পার্টির 'মিটিং' কী হয় কী হয় তার যারা নানা ভ্রমশ্রমশ্রমনা করেছিলেন তারা নিরর্থক চিন্তা করছিলেন। এর সেটা কম্যুনিষ্ট পার্টির স্বাধীন নিক থেকে নিরর্থক ছিল না। কারণ এই-বস্তু একটা ভ্রমশ্রম-কম্পনার অবস্থাও থাকে। কম্যুনিষ্ট পার্টির দলপ্রাধান্য চলে। কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার বাহিরে স্বাধীনতার চিন্তা করতে পারে, এই নিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে খুব একটা তর্কবিতর্ক চলছে যেন যেটা নিশ্চয়ই সে সেটা অনেক স্বাধীন আশ্রয়ভাগ পাবে হুগুচ—এককালে একটা ধারণা, কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে একান্ত সম্ভব। তা না হলে এই প্রস্তাবের দ্বারা ভারতের সম্মান কখনও ভুগবে না।

কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রস্তাবে পাঁচটা নৈরর্থক সংকেত থেকে আশঙ্কা করে নিয়ে তার আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষ নীতি ও কোনো স্বাধীন দেশের সঙ্গে না হুগুচের অভ্যুত্থানকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছে। প্রিন্সিপাল 'নির' কম্যুনিষ্ট পার্টির এটা একটি প্রাধান্য কারণ। এর উদ্দেশ্য। কিন্তু এ সব কার্যকরী নীতি সম্ভব। কম্যুনিষ্ট পার্টি যখন ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা ও তাই বালন অস্বাধীনতার দ্বারা এই ধরনের একটি ধারণা সত্যি করা। এর উদ্দেশ্য অপরপ্রকারে সমর্থন পাঠি করার কার্যকর্যপ এবং মানসতার সমর্থন পাঠিত নেই। তবে ও বস্তু এক কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রস্তাবের দ্বারা আশঙ্কা পাতাল হয়। নিরপেক্ষ নীতি সম্মুখও পাঠিত নেই। ও কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রস্তাব জাতিভাব পক্ষপাতিত্বের। কম্যুনিষ্ট পার্টি যেটাই নিরপেক্ষ নয় তাই চলে ও না হতে পারে ও না। ভারত সরকারের নিরপেক্ষ নীতিকে বলে ভুল মনে করে যখনই সমস্ত কম্যুনিষ্ট বস্তু দখল করার প্রস্তাব ও প্রচ্ছন্ন কোনো কম্যুনিষ্ট পার্টি নিরপেক্ষ করে আসছে। এ বিষয়ে সাময়িকভাবে কিছুটা সন্তোষ লাভও হতে যে পারে না, তা বলা যায় না। তা না হলে হিমালয় অঞ্চলে চীনা-সরকারের কার্যকর্যকর লক্ষ্য ও নীতি সম্মুখ পাবে যেটা ও জনসাধারণকে এতদিন অজ্ঞ রাখা যেমন তার সম্ভব হয়েছিল?

১৬/১১/৫৯

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক
৩
বায়োকোম্বক ঔষধ
 ড্রাম—২২ ও ২৪ নং পয়সা।
 রয়েল লন্ডন হোমিওপ্যাথিক কলেজে
 পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত হোমিও
 চিকিৎসক দ্বারা পরিচালিত।
কুঞ্জ পাল এণ্ড কোঃ
 ১৭১।এ, রাসবিহারী এজেন্সি,
 কলিকাতা-১৯
 (গড়িয়াঘাটা মার্কেটের সম্মুখে)

গোষ্ঠীর আদার অপূর্ণ
 কিন্তু
 অসীম যত্নোপাধারের
"মাই মাদার"
 ইহার যেন তুলনা নাই
 == হৃদয় সাত্ত্ব তিন টোকা ==
 সবচেঁ বিশিষ্ট পুস্তক বিক্রেতার
 =নিকট প্রাপ্তবা=
 একমাত্র পরিবেশক
 সূর্যমণি
 পোস্ট বক্স ১৬৯, পাটনা-১

পদার্থ বিজ্ঞানে

নোবেল প্রাইজ

দেবপ্রসাদ সুরাল

১৯২৭ সালে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের একটি উচ্চ ক্লাসের ছাত্রকে পদার্থবিজ্ঞানের তরুণ অধ্যাপক এন্ট্রিকো ফের্মি আর ক্রায়েকো রাসেস্তির সংগে ঘোরাক্ষেপা করতে দেখা যেত। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে দিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাসে ভর্তি হওয়ার কথা সে ভাবছে কিন্তু মন স্থির করতে পারছে না। ফের্মি আর রাসেস্তি তখন বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। পদার্থবিজ্ঞানের তৎকালীন নতুন আবিষ্কারগুলি নিয়ে তারা প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে আলোচনা ঠেঠক বসতেন। সেই সব ঠেঠক গিয়ে ছাত্রটি ক্রমে ক্রমে নতুন বিষয়টির দিকে আকৃষ্ট হতে লাগলো। এই বৎসরেই সেপ্টেম্বর মাসে কোমোর ম্যানরম ক্লাসের ধারে প্রতিবর্ষীয় বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পরমাণুবিজ্ঞানীদের একটি বিরাট অধিবেশন বাসে। ফের্মি আর রাসেস্তির সংগে ক্লাসের ছাত্রটিও সেখানে উপস্থিত হন। সেখানে প্রতিবেশন সব বিজ্ঞানীদের দেখে তার মনে কি ভাব উদ্ভূত হয়েছিল জানা নেই। সম্ভবত সে ফের্মিকে জিজ্ঞাসা করেছিল কোমোর চোখের দৃষ্টি, উচ্চারণ কিছূটী অস্পষ্ট। এই ভদ্রলোকটি কে?

‘উনি ডেনমার্কের নীলস্ বোর’ ফের্মি উত্তর দিলেন।

‘নীলস্ বোর কে?’ ছাত্রটি ফের্মি জিজ্ঞাসা করল।

রাসেস্তি ধমকে উঠলেন ‘অশ্চর্য! নীলস্ বোর কে তা জান না। উনি পরমাণুর গঠন নিয়ে গবেষণা করছেন। ১৯২২ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।’

ফের্মি ছাত্রটিকে বোরের গবেষণার বিষয় সহজ করে ব্যাখ্যায় দিলেন। এরপর ছাত্রটি অন্য বিজ্ঞানীদের ও তাঁদের কাজের পরিচয় জানতে চাইলো। অধ্যাপক দুজনের কাছে শোনা গেল ‘উনি হলেন হস্‌ভের লরেন্স, ইলেকট্রন নিয়ে গবেষণা করেছেন ১৯০২ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। উনি জার্মানীর মাক্সপ্লাংক কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রবর্তক, ১৯২৮ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। উনি আমেরিকার আর্থার কম্পটন, কম্পটন এফেক্ট আবিষ্কার করেছেন,

সাপ্রতিক প্রকাশনা

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ	বিনয় ঘোষ	১২.০০
৥ তৃতীয় খণ্ড ৥		
সাগর-নগর	কুমারেশ ঘোষ	৪.০০
রাজা ও মালিনী	বারীন্দ্রনাথ দাশ	৩.০০
মণিপক্ষ	সুবোধকুমার চক্রবর্তী	৪.০০
অপারেশন	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৬.০০
নওরঙ্গী	প্রবোধকুমার সান্যাল	৩.০০
রবি তীর্থে	বিনায়ক সান্যাল	৪.০০

কার্তিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে

সাহিত্যের খবর

৥ লেখকসূচী ৥

ভবানীগোপাল সান্যাল ৥ কুমারেশ ঘোষ
ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য ৥ নারায়ণ সান্যাল
ফণীভূষণ বিশ্বাস ৥ স্বরাজ মিত্র ৥ খগেন দত্ত
প্রভাতকুমার দত্ত ৥ ভবানী মুখোপাধ্যায়
সমর রায় ৥ চন্দ্র দত্ত প্রতী সংখ্যা ৫০ ন. প.

সাহিত্যের খবরের

পূজা সংখ্যা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। নতুন গ্রাহকদের কার্তিক সংখ্যা থেকে দেওয়া হবে।

সরকারী নিষেধাজ্ঞার রাহু-
মুক্ত কল্ডওয়েলের চাকলা-
কল্প উপন্যাস

শাদা-কালো

অনুবাদ করেছেন

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

৥ দাম : তিন টাকা ৥

মনোজ বসুর উপন্যাস

মানুষ নামক জন্তু ৩.০০ ৥ রক্তের বদলে রক্ত ২.৫০ ৥ আগস্ট, ১৯৪২
(৩য় মূদ্রণ) ৪.০০ ৥ এক বিহঙ্গী (৩য় মূদ্রণ) ৪.০০ ৥ ওগো বধু
সুন্দরী (৪র্থ মূদ্রণ) ২.৭৫ ৥ কলকল্লল (৩য় মূদ্রণ) ৫.০০ ৥ নবীন বাঘা
(৩য় মূদ্রণ) ৩.০০ ৥ বকুল (৩য় মূদ্রণ) ২.০০ ৥ বাঁশের কেল্লা (৫ম মূদ্রণ)
২.২৫ ৥ ভুলি নাই (২৮শ মূদ্রণ) ২.০০ ৥ শতপঙ্কজের মেয়ে (৪র্থ
মূদ্রণ) ৩.৫০ ৥ সবুজ চিঠি (৩য় মূদ্রণ) ৩.০০ ৥ সৈনিক (৭ম মূদ্রণ) ৪.০০

জীবন্ত (দ্বিতীয় মূদ্রণ) ৪.০০
ইতিকথা পরের কথা (দ্বিতীয়
মূদ্রণ) ৪.০০ পদ্মানদীর মাঝি
(নবম মূদ্রণ) ৩.০০ পুতুলনাচের
ইতিকথা (সপ্তম মূদ্রণ) ৫.০০ ৥
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫.০০ ৥ প্রাণেশ্বরের
উপাখ্যান (২য় মূদ্রণ) ২.০০ ৥
সোনার চেয়ে দামী : আপোস
(২য় মূদ্রণ) ৩.০০

মানিক

ব্যক্তিগোপাধ্যায়

আলোচনা গ্রন্থ

ভারতের চিত্রকলা আশোক মিত্র ১৫.০০ ৥ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্য-
তত্ত্ব সাধনকুমার ভট্টাচার্য ৬.০০ ৥ মার্কসবাদ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২.০০ ৥
বাঙালী ও বাঙালী সাহিত্য প্রমথনাথ বিশী ৩.৫০ ৥ বাংলা গল্প বিজ্ঞা নারায়ণ
গোপাধ্যায় ৪.০০ ৥ স্বদেশ ও সংস্কৃতি বৃন্দসব বসু ২.৫০ ৥ নারায়ণ চৌধুরীর
বাংলার সাহিত্য ৩.০০, বাংলার সংস্কৃতি ৩.০০ ৥ সনেরের আলোকে রবীন্দ্রনাথ
ও গদ্যসুন্দর জগদীশ ভট্টাচার্য ৬.০০ ৥

বেঙ্গল পার্বলশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৥ কলকাতা-বারো



রাসেন্ডি, ফের্মি ও সের্রে

সম্ভবত এ বৎসর নোবেল পুরস্কার পাবেন। ছাত্রটি মূল্যবিশ্ময়ে শুনতে লাগলো। বাড়ি ফিরে নভেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর সে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া ছেড়ে দিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাসে ভর্তি হয়ে পড়লো।

কোমোর, আন্তর্জাতিক অধিবেশনের বত্রিশ বৎসর পরে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত বিজ্ঞানীদের নামের সঙ্গে আমাদের এই ইঞ্জিনীয়ারিং-পড়া-ছেড়ে আসা ছাত্র এমিলিও জিনো সের্রে নাম যুক্ত হল। বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি ও তার সহকর্মী এয়েন চেম্বারলেন আন্টিপ্রোটন আবিষ্কারের জন্য ১৯৩৯ সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বলে সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে।

আন্টিপ্রোটন জিনিসটি কি বোঝার আগে আমাদের কিছুটা পুরোন ইতিহাস গোটাঘটি করতে হবে। পারমাণবিক বোমার দৌলতে একথা আজকাল সকলেই জানেন যে বিশ্বের যাবতীয় জড় পদার্থ কতকগুলি অতি ক্ষুদ্রাকার পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে একটি ভারী নিউক্লিয়াস যার উপাদান হল ধন-তড়িৎবিশিষ্ট কণা প্রোটন আর তড়িৎবিহীন কণা নিউট্রন। নিউক্লিয়াসের চারদিকে অনবরত ঘূর্ণায়মান রয়েছে ঋণ-তড়িৎবিশিষ্ট কণা ইলেকট্রনের দল। প্রোটন আর ইলেকট্রনের তড়িৎ বিপরীতধর্মী হলেও পরিমাণে সমান। কিন্তু একটি প্রোটন ওজনে ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় আঠারোশ গুণ বেশী ভারী।

প্রোটন ইলেকট্রনের মত ক্ষুদ্র কণাদের গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা

গেছে যে এরা প্রাচীন বলবিদ্যার নিয়ম মেনে চলে না। এদের জন্য নতুন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রবর্তন করেন ডি ব্রগলি, প্রডিংগার, বর্ন, হাইসেনবার্গ, পাউলি ডিরাক প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। ইলেকট্রনের গতিসংক্রান্ত তাত্ত্বিক গবেষণা করে ডিরাক ১৯৩০ সালে ইলেকট্রনের অনুরূপ আর একটি কণার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করলেন। ১৯৩২ সালে ক্যালিফোর্নিয়াতে আন্ডারসন মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে ডিরাক ঘোষিত এই কণাটির স্থান পেলে এবং তার চলার পথের ফোটোগ্রাফ নিতেও সক্ষম হলেন। এই নতুন কণাটির নাম দেওয়া হয়েছে পজিট্রন। এটি ধন-তড়িৎ-বিশিষ্ট কিন্তু এর তড়িৎতর পরিমাণ এবং ভর ইলেকট্রনের সঙ্গে সমান। পজিট্রনকে ইলেকট্রনের বিপরীত কণা বা আন্টি ইলেকট্রন (Anti Electron) বলতে পারি। পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে উচ্চশক্তিসম্পন্ন গামারশ্মি বা তড়িৎতরিত কণা জড়পদার্থের ভেতর দিয়ে চলার সময় ইলেকট্রন-পজিট্রন যমজের জন্ম দেয়।

এখানে জড় ও শক্তি সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছুটা আলোচনা করা সমীচীন। আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতত্ত্বে দেখিয়েছেন জড় ও শক্তি আসলে একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ, আর তাদের একটির আর একটিতে রূপান্তর হতে পারে। ইলেকট্রন-পজিট্রনের জড়সত্তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে তার থেকে শক্তি আহরণ করা যেমন সম্ভব, শক্তির বিনাশে ইলেকট্রন-পজিট্রনের জন্ম হওয়াও তেমনি সম্ভব। জড়ের পরিমাপের জন্য অনেক রকম একক রয়েছে, সের, পাউন্ড, গ্রাম প্রভৃতি। শক্তির পরিমাপের জন্যও বিবিধ একক প্রচলিত। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা

ইলেকট্রন ভোল্ট নামের এককটি ব্যবহার করব। ভোল্ট শব্দটি সকলেরই পরিচিত। টর্চ বাতিতে সাধারণত দেড় ভোল্টের সেল-গুলি ব্যবহার করা হয়। মনে করা যাক একটি এক ভোল্টের সেল নিয়ে তার নেগেটিভ প্রান্তে একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়া হল। ইলেকট্রনটি চলতে আরম্ভ করবে এবং শেষপর্যন্ত গিয়ে পজিটিভ প্রান্তে পৌঁছাবে। এই চলার ফলে সে যে পরিমাণ শক্তি অর্জন করবে তাকে বলা হয় এক ইলেকট্রন-ভোল্ট। একজোড়া স্থির ইলেকট্রন-পজিট্রনের বিনাশে প্রায় দশলক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি উৎপন্ন হয়। বিপরীতপক্ষে অসংখ্য দশলক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি বিলুপ্ত না হলে এক জোড়া ইলেকট্রন-পজিট্রনের জন্ম হতে পারে না।

উচ্চশক্তিসম্পন্ন গামারশ্মি বা তড়িৎতরিত কণা জড় পদার্থের ভেতর দিয়ে চলার সময় যদি তার খরচ করার মত দশলক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি থাকে তবেই ইলেকট্রন-পজিট্রন যমজের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। মহাজাগতিক রশ্মির যে বিরাট শক্তিভান্ডার রয়েছে, তাতে তার পক্ষে অসংখ্য ইলেকট্রন-পজিট্রনের জন্মদাতা হওয়া স্বাভাবিক। মানুষও অনেকদিন হল দশ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্টের চেয়ে বেশী শক্তি দান করার উপযোগী যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, কাজেই তার গবেষণাগারেও অনেক ইলেকট্রন-পজিট্রন যমজের জন্ম হয়েছে। ডিরাকের মস্তিষ্ক উদ্ভূত কণা পজিট্রন আজ আর তাই কোন নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করে না।

ইলেকট্রনের সম্পর্কে ডিরাক যে তত্ত্ব অবতারণা করেছেন, প্রোটনের গতিপ্রকৃতি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে না। বস্তুত্বিক পক্ষে প্রোটনের সব কটি ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারার এরকম কোন তত্ত্ব পাণ্ডিত্যবিজ্ঞানীরা আজও দিতে পারেন নি। কিন্তু বহু দিন ধরেই তাঁর একমত যে, ইলেকট্রনের মত প্রোটনেরও একটি বিপরীত কণা আছে। এর ভর ও তড়িৎতর পরিমাণ হবে প্রোটনেরই মত, কিন্তু এটি হবে ঋণ-তড়িৎবিশিষ্ট। এর নাম দেওয়া হয়েছে আন্টিপ্রোটন (Antiproton)। ছাতে-নাতে ধরতে না পারলেও এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু কেবল সন্দেহ না থাকলেই তো হবে না, আন্টিপ্রোটনের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ চাই। সের্রে ও তাঁর সহকর্মীরা কিভাবে সে প্রমাণ দিয়েছেন, তার বিবরণ দেওয়ার আগে আন্টিপ্রোটন কেন পজিট্রনের মত সহজলভ্য নয়, তার কারণ বিশ্লেষণ করব। আমরা আগেই দেখেছি পর্যাপ্ত শক্তিবিশিষ্ট গামারশ্মি বা তড়িৎতরিত কণা জড়পদার্থের ভেতর দিয়ে চলার সময় ইলেকট্রন-পজিট্রন যমজের জন্ম দেয়। একইভাবে প্রোটন-আন্টিপ্রোটন যমজের জন্ম হতে পারে। কিন্তু প্রোটন-

আর্টিপ্রোটনের ভর ইলেকট্রন-পজিট্রনের ভরের চেয়ে প্রায় আঠারো শ গুণ বেশী। কাজেই এদের জন্মের জন্য অত্যন্ত একশ আশি কোটি (দশ লক্ষ x আঠারো শ) ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি বিদ্যুৎ হওয়া দরকার। যে বিশাল শক্তির ভাণ্ডার হাতে থাকলে এই পরিমাণ শক্তি খরচা করে প্রোটন-আর্টিপ্রোটন যমজ সৃষ্টি করা যায় ১৯৫৫ সালের আগে তা মানুষের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। অবশ্য মহাজাগতিক রশ্মির পক্ষে প্রোটন-আর্টিপ্রোটন যমজের জন্ম দেওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। কাজেই ১৯৫৫ সালের আগে পদার্থবিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যেই আর্টিপ্রোটনের সম্ভাবনাকে বেড়িয়েছেন। কেউ কেউ আর্টিপ্রোটন পেয়েছেন বলে দাবিও জানিয়েছেন, কিন্তু মহাজাগতিক রশ্মির নানাবিধ জটিলতার জন্য ও নির্যাস্ত অবস্থায় কাজ করার সুযোগের অভাবের জন্য তাদের দাবির স্বপক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ দিতে কেউই সক্ষম হন নি।

ইতিমধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে রেভিয়েশন ল্যাবরেটরীতে প'চানব্বই লক্ষ ডলার ব্যয় করে একটি যন্ত্র বসানো হয়েছে। এই যন্ত্রটির সাহায্যে একটি প্রোটনকে ছ শ কুড়ি কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন করা সম্ভব। যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে বীভাট্রন (এক শ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট বা এক Billion Electron Voltকে সংক্ষেপে এক BEV বলা হয়। যন্ত্রটি এক BEV এর চেয়ে বেশী শক্তি দিতে পারে বলে এর নাম Bevatron)। বীভাট্রনের সাহায্যে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন অখণ্ড প্রোটন আর্টিপ্রোটন যমজ সৃষ্টি করার মত পর্যাপ্ত শক্তিসম্পন্ন প্রোটনের ব্যক্তি পাওয়া গেল। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল কিভাবে অন্যান্য কণাদের থেকে আর্টিপ্রোটনদের আলাদা করে বেছে নিয়ে তাদের জন্মের নিশ্চিত প্রমাণ দেওয়া যাবে। এই প্রশ্নের সূচী সমাধান করার জন্যই সেপ্রে ও চেম্বারলেনকে ১৯৫৯ সালের পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এরা ও এদের সূচন সহকর্মী ক্লাইভ ভিগান্ড এবং টমাস ইপসিলিনটিস ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে বিখ্যাত Physical Review পত্রিকার সম্পাদকে একখানা চিঠি লেখেন। যে সমস্ত পরীক্ষার সাহায্যে তারা আর্টিপ্রোটনের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছিলেন তারই বিবরণ এই চিঠিতে দেওয়া হয়েছে। ১৯৬১ নভেম্বরের Physical Review-তেই চিঠিখানা ছাপা হয়। মোটামুটি এই চিঠিখানা অনুসরণ করে আমরা সেপ্রে-চেম্বারলেনের পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব।

বীভাট্রন থেকে পাওয়া ছ শ কুড়ি কোটি

ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন প্রোটনের ব্যক্তির পথে একটি তামার টুকরো রাখা হয়। তামার পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণগলির কারও কারও সঙ্গে আকর্ষণ-কারী প্রোটন দলের বাধে প্রচণ্ড সংঘাত। কোন কোন ক্ষেত্রে সংঘাতে প্রায় একশ আশি কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি বিদ্যুৎ হয়ে

তার জায়গার একজোড়া করে প্রোটন-আর্টিপ্রোটন জন্ম নেয়। ঘটনাটা যদি কেবল এইটেই সীমাবদ্ধ থাকতো তা হলে আর্টিপ্রোটনকে খুঁজে বার করা অনেক সহজ হয়ে যেত। কিন্তু উচ্চশক্তিসম্পন্ন প্রোটনেরা তামার টুকরোতে আঘাত করার কলে আর একরকমের কণা হাজারে হাজারে

প্রকাশিত হল

বিষয়বস্তুর ঠোঁটো, পটভূমিকার নতুনত্ব এবং ভাবগম্ভীরের স্পর্শে বিদগ্ধ লেখক শচীন্দ্রনাথ ছোটগপের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। বীলাঞ্জনছায়া'র গল্পে নতুনই এর একমাত্র আশ্চর্য দিক নয়, বসমাখের এবং প্রগড় জীবন বোধের সঙ্গে মিশে আছে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রলেপ। মানব-মনের চিরন্তন সঞ্চারী সম্পদ নিয়ে লেখক গড়ে তুলেছেন এক নিশ্চিত আলোছায়া'র জগৎ, যা সবার কোমল, স্বাদে মধুর, আশ্বাসে বলিষ্ঠ।

এ যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অতি মধুর রোমান্টিক গল্পসংগ্রহ

বীলাঞ্জনছায়া

উচ্চতর প্রচ্ছদ। দাম ৩.০০

দশ প্রকাশিত

দুটিচোখ দুটিঘন ।	রমাপদ চৌধুরী ॥	৪.৫০
আকাশ লাগ ।	গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥	৪.০০
ইষ্টকুটুম্ব ।	লীলা মজুমদার ॥	৩.২৫
চোঁবে লণ্ঠন (২য় সং)।	লীলা মজুমদার ॥	৩.৫০

সম্প্রতি প্রকাশিত

মন মানে না ॥	গৌরিকিশোর ঘোষ ॥	৩.৭৫
একান্ত আপন ॥	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥	৪.০০
কথাকলি ॥	রমাপদ চৌধুরী ॥	৩.০০
শুক্লসন্ধ্যা ॥	সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥	৫.০০
মুখের রেখা ॥	সন্তোষকুমার ঘোষ ॥	৫.০০

অন্যান্য বই

আপন প্রিয় (৫র্থ সং)।	রমাপদ চৌধুরী । ৩.০০ ॥	পলাশের বেনা (৩য় সং) । ৩.০০
বৃন্দাবন (২য় সং) । ৫.৫০ ॥	সুবেদ ঘোষ ।	বহুব্রহ্ম (২য় সং) । ২.৭৫
অপরূপা । ৫.০০ ॥	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ।	তুফান (২য় সং) । ৩.০০ ॥
বস । পরমাণু । ৩.৫০ ॥	সন্তোষকুমার ঘোষ ।	খুঁজাখা (৪র্থ সং) । ৪.০০
সৈয়দ মুলতবা আলী ।	হুম্মমধুর (৫র্থ সং) । ৩.৫০ ॥	মুলতবা আলী ও রজনী রাধা (৫র্থ সং) । ৭.০০ ॥
তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ।	কলিতার্থ কলিঘাট (২য় সং) । ৪.০০ ॥	অবধূত ।
আমার ফান্সী হল (২য় সং) । ৩.৫০	মনোজ বসু ।	জনপরব্রত (২য় সং) । ৪.৫০ ॥
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।	অনুবর্তন । ৫.০০ ॥	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥

প্রকাশের অপেক্ষায়

প্রবোধকুমার সান্যালের
উচ্চ পর্যায় বাঁধা বলিষ্ঠ সূত্রের নতুন উপন্যাস
অগ্নিসাক্ষী

বরণীয় লেখকের



জি. বি. নী প্রকাশন

বরণীয় গ্রন্থের প্রতীক

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

উৎপন্ন হয়। এদের বলা হয় পাইমেনস। ওজনে এরা এক একজন ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় দু'শ পঁচাত্তর গুণ ভারী। তামার টুকরো থেকে বোরিয়ে আসার পর বীজা-ট্রনের নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র ছাড়া আরও দু'টি চুম্বকের সাহায্যে ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট কণাগুলিকে আলাদা করে নিয়ে সিন্টি-লেশন কাউন্টার (Scintillation Counter) নামে একটি যন্ত্রের ওপর ফোকাস করে ফেলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই যন্ত্রে তাদের উপস্থিতির কথা ধরা পড়ে। সিন্টিলেশন কাউন্টার থেকে বেরিয়ে কণা-গুলি আবার দু'টি চুম্বকের সাহায্যে ফোকাস হয়ে এবং বৈকি দ্বিতীয় একটি সিন্টি-লেশন কাউন্টারের ওপর গিয়ে পড়ে। এবার দ্বিতীয় কাউন্টারে তাদের উপস্থিতির চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় কাউন্টার সাধারণত কয়েকটি আর্গিটপ্রোটন আর তার প্রায় পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশী পাইমেনস (ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট) আসতে পারে। শূন্য তাই নয় এই পথের মধ্যে যে কোন একটি আর্গিটপ্রোটনের ভর ও বেগের গণফল অন্য যে কোন পাইমেনসের অনুরূপ গণফলের সঙ্গে সমান। আর্গিটপ্রোটন যখন পাইমেনসের চেয়ে ওজনে ভারী তখন তার গতিবেগ পাইমেনসের তুলনায় কম হবে। হিসেব করে দেখা গেছে প্রথম কাউন্টার থেকে দ্বিতীয় কাউন্টারের মধ্যবর্তী ৯০ ফুট রাস্তা অতিক্রম করতে আর্গিটপ্রোটনের লাগবে এক সেকেন্ডের দু'কোটি ভাগের একভাগ সময় আর পাইমেনসের লাগবে তার চেয়ে কিছু কম—এক সেকেন্ডের আটাই কোটি ভাগের একভাগ সময়। সুস্ক্রু যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন কণার প্রথম থেকে দ্বিতীয় কাউন্টারে যেতে কতখানি সময় লাগছে তা পরিমাপ করে বলে দেওয়া যায় সেটিই পাইমেনস না আর্গিটপ্রোটন। সেগ্রে ও তার সহকর্মীরা তাদের প্রথম পরীক্ষাতে ৬০টি আর্গিটপ্রোটনের আগমনবার্তা ধরতে পেরেছিলেন।

আর্গিটপ্রোটনের অস্তিত্ব সম্পর্কে আরও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়ার জন্য সেগ্রে আর চেম্বারলেন দ্বিতীয় সিন্টিলেশন কাউন্টারের পরে পর পর দু'টি সেরেনকফ (Cerenkov) কাউন্টার বসিয়েছিলেন। এদের প্রথমটিতে ঘণ্টায় ১৪৬১৪০ মাইলের চেয়ে বেশী গতিবেগসম্পন্ন তড়িৎচালিত কণারাই কেবল তাদের উপস্থিতি জানাতে পারে। আর দ্বিতীয়টির সাহায্যে ঘণ্টায় ১০৯৫০০ মাইল থেকে ১৪৫০৮০ মাইল পর্যন্ত গতিবেগসম্পন্ন যে কোন তড়িৎচালিত কণার এসে পৌঁছানোর খবর ধরতে পারা যায়। দ্বিতীয় সিন্টি-লেশন কাউন্টার পার হয়ে এসে দু'তর্গাতির পাইমেনসগুলি কেবল প্রথম সেরেনকফ কাউন্টারটিতে এবং অপেক্ষাকৃত ধীরগতির

আর্গিটপ্রোটনগুলি কেবল দ্বিতীয় সেরেনকফ কাউন্টারটিতে ধরা পড়বে। বিপরীত পক্ষে প্রথম সেরেনকফ কাউন্টারে যদি কোন সাড়া না পাওয়া যায় অথচ দ্বিতীয়টিতে যদি কোন কণার উপস্থিতি টের পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে, এটি একটি আর্গিটপ্রোটন। সেগ্রে ও চেম্বারলেনের পরীক্ষার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল অজস্র পাইমেনসের উপস্থিতি। আগেই বলেছি আর্গিটপ্রোটনের সংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশী পাইমেনস এসে কাউন্টারগুলির ওপর পড়ে। নানারকম যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে এই পাইমেনসের গালা থেকে আর্গিটপ্রোটন-গুলিকে বেছে নিতে হয়েছে। সেগ্রে ও চেম্বারলেনের এইখানেই কৃত্তিম।

প্রোটন আর আর্গিটপ্রোটন মিলিত হলেই পরস্পরকে বিনষ্ট করে আর ফলে অসংত একশ আশী কোটি ইসেকট্রন-ভোল্ট শক্তি মুক্তি পাবে। এই শক্তির পরিমাপ করেও আর্গিটপ্রোটনের অস্তিত্বের দৃঢ় প্রমাণ দেওয়া যায়। বীজাট্রনের বসনো তামার টুকরোটি থেকে যে ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট কণা-গুলি পাওয়া যায় সেগ্রে ও চেম্বারলেন তাদের পথে বিশেষ একধরনের ফোটোগ্রাফিক প্লেট বসিয়ে একপোজার দেন। একপোজার দেওয়ার পর কয়েকটা প্লেট ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলি ল্যাবরেটরীতেই পরীক্ষা করা হয় আর কয়েকটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় রোমে। সেখানে সেগ্রে'র পুরোন দিনের সহকর্মী অ্যামাল্ডির নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী প্লেটগুলি ভালভাবে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার দেখা যায় যে, প্লেটের ভেতর দিয়ে চলাত চলাত একটি আর্গিটপ্রোটন হঠাৎ এক জায়গায় রূপো অথবা রোমিন পরমাণুর ফোটোগ্রাফিক প্লেটগুলি রূপো আর রোমিনের রাসায়নিক মিশ্রণ দিয়ে তৈরী) কেন্দ্র বন্দী হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে আর সেখান থেকে পনেরো বিশটা বিভিন্ন ধরণের ফণা বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে গেছে। এই বিক্ষিপ্ত কণাদের চলার পথ-গুলো ফোটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর তারকা চিহ্নের আকারে ধরা পড়ে। বিশেষ উপায়ে বিজ্ঞানীরা কণাগুলির যেটা শক্তির পরিমাপ করে দেখলেন যে, আর্গিটপ্রোটনের একবার পক্ষে এতটা শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব নয়। রূপো অথবা রোমিন পরমাণুর কেন্দ্রের একটি প্রোটন আর বন্দী আর্গিটপ্রোটনের যুগ্মসত্তার বিনাশেই কেবল এই পরিমাপ শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব। ফোটোগ্রাফিক প্লেটের তারকাচিহ্নটি তাই আর্গিটপ্রোটন-প্রোটনের বিলোপই সূচিত করে অর্থাৎ প্লেটে প্রবেশকারী কণাটি যে আর্গিটপ্রোটন তার স্বপক্ষে দৃঢ় প্রমাণ দেয়।

সেগ্রে আর চেম্বারলেনের আবিষ্কারব-ফলে মৌলিক কণা-র রাস্তা প্রতিসাম্য

ফিরে এস। ধন-তড়িৎ বিশিষ্ট প্রোটনের বিপরীত রইলো সমভরের ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট পজিট্রন। আমাদের চেনা সবকিছু পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে প্রোটন আর বাইরে ঘুরছে ইলেকট্রন। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের সৌরজগৎ ও গ্যালাক্সির (Galaxy) সমস্ত জড়পদার্থই এই প্রোটন-ইলেকট্রন শাসিত পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে এরকম গ্যালাক্সি থাকতে পারে যেখানে জড়পদার্থের পরমাণুগুলির কেন্দ্রে আর্গিটপ্রোটনের রাজত্ব করছে আর বাইরে ঘুরছে পজিট্রনের দল। এই গ্যালাক্সির জড়-পদার্থগুলিকে আমাদের চেনা জড়পদার্থের বিপরীত বলে ভাবতে পারি, ইংরেজীতে এদের নাম দিতে পারি আন্টিমটার। গ্যালাক্সিটি থেকে কোন আন্টিমটার এসে যদি আমাদের চেনা জড়পদার্থের ওপর পড়ে তাহলে প্রোটন-আর্গিটপ্রোটন, ইলেকট্রন-পজিট্রন কাছাকাছি আনার দরুন তারা পরস্পরকে ধ্বংস করে প্রচণ্ড শক্তির জন্ম নেবে অর্থাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সৃষ্টি করবে। এরকম কোন বিস্ফোরণের সংবাদ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখনও পাননি কাজেই আন্টিমটারের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা এখনও সম্ভব নয়।

১৯০৫ সালে ইতালীর ত্রিভেন্সিতে সেগ্রে'র জন্ম। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে পদার্থবিজ্ঞানের রাস্তা ভাঙে হবার পরের বৎসরই অর্থাৎ ১৯২৮ সালে উনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। রোম এবং প্যারিসেই প্রায় দশ বৎসর অধ্যাপনা করেন পর ১৯৩৮ সালে আমেরিকা চলে আসেন এবং ক্যালিফোর্নিয়াতে গবেষণা কর্মী হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৫ সালে উনি মার্কিন যন্ত্রপাতির ন্যায়কর লাভ করেন এবং ১৯৫৬ সাল থেকে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার গবেষণা কর্মের পরিচয় চড়িয়ে আছে। দ. ডলমে 'Experimental Nuclear Physics' নামে একখানা বই লিখেছেন, এটি নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র ও কর্মীদের অবশ্য পঠ্য।

চেম্বারলেন অবশ্য পুরোপুরি আমেরিকান। ২৯ বৎসর বয়সে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করার সময় থেকে উনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েই বসেছেন। নিউক্লিয়ার ফিসন, অ্যালফা কণা, নিউট্রন, নিউক্লিয়ন স্ফাটারিং প্রভৃতি বিষয়ের গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবে সেগ্রে'র সঙ্গে আর্গিটপ্রোটন আবিষ্কারের কাজই এখনও পর্যন্ত তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বলে ধরা যেতে পারে।



নিজে হাওয়া খুঁজি

শ্রীঅর্শীজ চৌধুরী

২

১৯১৩ সাল পর্যন্ত বড়দিন দেখার কথা বলা হয়। কিন্তু এই দেখার ব্যাপারেও ছোটবেলার সেই বড়দিনের সমারোহ দেখার আশ্চর্য চমক—সেই যে সব চোখধাবান দৃশ্যাবলী—তার অবদান সেদিনকার কিশোর-যুগে যে অপূর্ণ আলোকের ফোঁটা ছিল, তা কি কখনো ভুলবার? আরও ভুলবার নয় আর-একটি দিনের কথা। সমারোহের সিক থেকে আমাদের কাছে তা প্রকৃত বড়দিন বলেই মনে হয়েছিল।

মহানবী ভিক্টোরিয়া মারা যাবার পর, রাজা সম্রাট এডোয়ার্ডের সিংহাসন-প্রাপ্তির উৎসবও সমাপ্ত হয়ে গেছে। রাজবংশীয় কোন এক পুরো-নামটা সিক আজ মনে পড়ত না—বোধ হয় ভিক্টর তার ফনট (সম্ভবত সম্রাট এডোয়ার্ডেরই ভাই) তর্কি এসেছিলেন কলকাতায় বেড়াতে। সে উপলক্ষ্যে তড়ুতপূর্ব আলোকমালায় সজ্জিত হয়েছিল মহানগরী। হয়েছিল বিচিত্র ও বিপুল আতসবাজীর প্রদর্শন। অন্যান্য আশ্রয়প্রদায়ী ছিল।

রাজপুরে সেদিন রাত বেরগল রাস থেকে ডোজ শেষ করে আবার ফিরে আসবেন রাজত্ববনে। সেই সন্ধ্যায় ভ্রমণ উপলক্ষ্যে করেই আলোকমালায় সাজানো হয় সমগ্র চোরগাঁ ডালহাউসী সকাবার এবং হাইকোর্টের সুউচ্চ সৌধশিখর। আলো আলো আর আলো। যেন ইন্দুপুরী-ভট্টিকাবোর সেই উপমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, প্রাসাদাবলীর আলোকসজ্জায় অবাধ্যাপুরী যেন স্বর্গের অলকাপুরীকেও লজ্জা দিচ্ছিল। ভট্টিকাবোর উপমা সেই বয়সে মনে পড়ার কথা নয়। কিন্তু আজকের চোখ দিয়ে সেদিনকার সেই হারানো দৃশ্যকে পুনর্দর্শন করতে গিয়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গির কথাই সর্বপ্রথম মনে পড়ে যায়। সারা বেণ্টিন্ট স্ট্রীটের ভিতরটা ধর্মতলা সিংডাস স্ট্রীট অঞ্চলের বিভিন্ন জাতীয় আলোকসজ্জা, সারা বাঙালীটোলার আলোকসজ্জা সে এক আশ্চর্য মোহের সন্টি করেছিল সেদিনকার কলকাতাবাসীর মনে। সত্যিই সে এক বিচিত্র উদ্ভাসনা জগৎয়ে তোলাব মতো নীপান্বিতার রাতি! কত লোক যে সেদিন

সেই অল্লা দেখার জন্য পথে পথে বেরিয়ে এসেছিল, তার আর ইচ্ছা নেই। সেই সজ্জিত লোকেরগণকে সে যুগের এক মনে রাখার মতো বিশালকার শোভাযাত্রা বলা যেতে পারে। কেউ হোটে গেছে, কেউ ফোঁটাগাড়ি করে গেছে, কেউ পাম্বকীগাড়ি চাড়ে গেছে।

অমরাও গেলি। আমরা বসেছি গাড়ির মাঝর কক্ষল বিছিয়ে মেয়েকা ভিতর। এইরকম নাইন বেয়ে ঘোড়ারগাড়ির সম ঢালোড হ ঢালোডেই। একের পর আর।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে সব লালমুখে সাজেটে। লোহার সাজিলার হয়ে চোরগাঁ ঘরে এসেপ্যান্ড। তারপরে হাইকোর্ট। হেস্টিংসের ভিতরের দিকে—স্ট্রীটের সার-বাধা জাহাজগুলির আলোকমালা দেখে

ঘোড়াদৌড়ের মাঠের পাশ দিয়ে দিয়ে তার-পরে ফিরে এসেছিলাম ভবানীপুরে। সেই সন্ধ্যায় বেরিয়েছিলাম। ফিরতে ফিরতে রাত একটা হল। আমি ততক্ষণ বৃষ্টি ক্রমিয়েই পড়েছিলাম।

এক এক মোড়ে গাড়িকে অনেকক্ষণ গাড়ির থাকতে হত পাশের গাড়িকে পাশ দেবার জন্য। যদি কোন গাড়োয়ান এগিয়ে যাবার অতি আগ্রহে লাইন ভাঙার চেষ্টা করত তাহলে সাজেটেরা ঘোড়ারগাড়ির গাড়োয়ানের কাছ থেকে ছপুটি কেড়ে নিয়ে তেমন মার মারত তার পিঠে। গাড়ির ছাদের অন্য আরোহীদের ওপরও পড়ত ছপটির বাড়ি। কিন্তু তাতে তাদের কোন হুকেপ থাকত না। যখন মনে পড়ে, আইনবাগান শীত নিবারণের পর থেকে ফুটবল মাঠ যখন দুর্লভ ভিত হতে লাগল, তখন স্ট্রীটের পুরান ভিড সামলাতে না পেরে স্লেপাখাতি চাবকে ঢালতো। এ-ও অনেকটা সেইরকম ব্যাপার আর কী! তবু, অল্লা দেখতে হলে, পিঠে চাবক পড়লেও দেখতে হলে।

অল্লা দিক বাড়ি সাজাবার যে পদ্ধতি ছিল তখনকার তা-ও কম চিত্তকর্ষক নয়। যেনেই সরকারী বাড়ি-বাড়ির থেকে



ভুৱাৰে

ইন্ডিয়ান মিল গার্মেন্ট

কালজ ক্রীট মার্কেট • কলিকাতা



রাইটার্স' বিল্ডিং, কাউন্সিল হাউস, হাইকোর্ট, মনুমেন্ট প্রভৃতি সব সেদিন সাজানো হত ফুঁকো শিশি দিয়ে। সেগুলি কিন্তু শিশি আদৌ নয়, অনেকটা ফুলদানির মতো, মোটা কাঁচের, রঙীন। তাতে তার বোঁধে বাড়ির দেওয়ালে পেরেক ঠেকে সেগুলি টানিয়ে দিত। এতে দিত রেড়ির তেল, সলাতেও

দেওয়া থাকতো। আলো জ্বাললে চার-পাঁচ ঘণ্টা জ্বলত, হাওয়ায় নিভতো না।

তখন ফ্লাট লাইটিং বা ইলেকট্রিসিটি প্রচলন তত ছিল না। দু'একটি দোকান, যেমন কুক কেলভিল বা হ্যামিলটনের বাড়ি ইলেকট্রিক আলো দিয়ে সাজাতো মাত্র। আর অন্যত্র ছিল কাঁড়ের কলস, কুন্ডাল ড্রপস্

কলস বা তারা। তাতে তার দিয়ে দিয়ে এক একটি চমৎকার ডিজাইন হত। বিশেষ করে রাজবংশের এমারেল তৈরী করে দিতো— "Leh-Dien"-এর ভিতরে আলো দিয়ে জ্বালানো হত। মনে হত যেন অসংখ্য রঙরাজি আশ্চর্য বিভার জ্বলমল করছে।

প্রসংগত বলে রাখি, এইরকম ডিভাইসেই তৈরী বড় একটা তারা, তার ব্যাস হবে পাঁচ থেকে আট ফুট,—তার ফলকগুলো বেকানো বেকানো, পরোমো দাঁত থিয়ে-টারের মাথায় জ্বলতো। পরে বাড়িয়ে বাড়িয়ে তখন তা একটা দেখেবোই বস্তু ছিল বটে।

ফুঁকো শিশিরও বাহার বড় কম ছিল না। ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল তাতে ছিল না বাট, কিন্তু স্নিগ্ধতা ছিল।

এইসব জীকতমকের পাশাপাশি আরও একটি উৎসবের ছবি আঁচনা মনে পড়ে। এতো সমারোহের উৎসব সেটা অবশ্য নয়, কিন্তু সেই বালকবয়সে আমাদের মধ্যে সেটাই লাগতো বড় হয়ে।

এ উৎসব হচ্ছে একবারের দশী উৎসব, চড়কের আগে নীল-উৎসব ও চড়কপোজা এই নীল উৎসব হয় চড়কের আগের দিন। এক মাস ধরে যারা শিবের 'সন্ন্যাস' ধারণ করত তারা যোগ দিত এই-দিনে গাছনে। নির্দিষ্ট মনোবশ পরেই কেউ কেউ করেত হাড়ত সাজসজ্জা, কোনও দলের মধ্যে ঢাক-ঢোল কোন দলের মধ্যে বা বজ্রিত বাজনা। রাস্তার ওপর দিয়ে সে এক কীটমত মিছিল। দেখতাম দলের পর দল চলেতে উত্তর কলকাতা থেকে হেঁটে—হাতে তাদের 'তালপাতা'—কালিঘাট নরেন্দ্রবর শিবের পুরো দিহে। শিবের মাথায় জল দিয়ে পোজা শেষ করে কালি-ঘাটেরই পোড়োপাড়ায় এসে ঢুকত সং সাজতে।

ভারতীপুরের রসা রোড তখন ছিল চতুর্দশ চারিহাজার গলির সম্মুখে। এখনও আছে। কিন্তু তখন রসা রোড এখনকার মতো এতো চওড়া ছিল না। তখনকার গলির মাথা বলতে যে জাহাটা আঁমি রোখাতে চাই, সেটির অঁসতর আজ বিস্মিত হয়ে মিলে গেছে বিস্কৃত রসা রোডের গর্ভে। এই যে গলির মাথা, এখনকার এক সর্বাঙ্গের দোকানে বাসে আঁচি, বাইরে যাওয়া বারণ। দেখছি, উত্তর কলকাতার দিকে—এখন তখন সর্বাঙ্গীন পোজার বিভিন্ন দল রাস্তা দিয়ে সমারোহকারে দল ধরে হেঁটে য়ে—দিক তেমন বিভিন্ন সন্ন্যাসীর দল আসছে আর চলে যাচ্ছে কালিঘাটের দিকে। তাতে অনেকের আবার লাগসঙ্গত লেখা তাদের নাম, যেমন—আঁহরীদাস, চোরবাগান ইত্যাদি। পোড়োরা তাদের মাখে-গায়ে রঙ মাখিয়ে দিও কেউ কেউ পরতো মনোবশ। কেউ

১৯৫৯-৬০ সালে আপনার ভাগ্যে কি আছে?



আপনি যদি ১৯৫৯-৬০ সালে আপনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা পূর্বাঙ্কে জানিতে চান তবে একটি পোস্টকার্ডে আপনার নাম ও ঠিকানা এবং কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিন আমরা জ্যোতিষবিদ্যার প্রভাবে আপনার বার মাসের ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান, কি উপায় রোজগার হইবে, কবে চাকুরী পাইবেন, উন্নতি, স্ত্রী-পুত্রের সুখ-স্বাস্থ্য, রোগ, বিদেশে ভ্রমণ, মোকদ্দমা এবং পরীক্ষায় সাফল্য, জায়গা জমি, ধন-দৌলত লাভারী ও অজ্ঞাত কারণে ধনপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের বর্ষফল তৈয়ারী করিয়া ১৬ টাকার জন্য ভি-পি যোগে পাঠাইয়া দিব। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। পুঁতে গ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই বাকিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতিষবিদ্যায় কিরূপ অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মালা ফেরৎ দিবার গ্যারান্টি দিই।

পণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী। (DC-3) জলন্ডার সিটি।

**Pt. Dev Dutt Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3),
Jallundar City.**



এন্টলাস্টিন (ইষ্ট) লিমিটেড, (ইংল্যান্ড সংগঠিত)

PSAE 21

কেউ আবার সাজতো সাহেব আর বিবি,—
সেজে, পথের ওপর দিয়ে নির্বাক অভিনয়
করতে করতে চলেছে,—কত রকমের বাগ-
কৌতুক যে আসতো ওখন। ঠিক এই
ধরনের সব বাগকৌতুক বা রণতামাশা
উত্তর কলকাতার বিখ্যাত জেনেপাড়ার সংএ
প্রাচীনরা হয়ত অনেকে দেখে থাকবেন।
এইরকম ভিড় চলত সকাল থেকে বেলা
দুটো পর্যন্ত। আমরা অবশ্য দুটো পর্যন্ত
দেখতে পেতাম না, বারোটা কি বড়জোর
একটা পর্যন্ত এসব দেখা চলত। ততক্ষণে
বাড়ি থেকে বহুবার ঘন ঘন ডাক এসে
গেছে, ওরে বাড়ি আয়।

কে কার কথা শোন! শেষে চাকর এসে
জোর করে বাড়ি নিয়ে যেত।

আর ছিল নীল-উৎসব। চড়কের মেলা।
চড়ক গাছ ঘেরা। তার পরের দিনই আবার
পর্যট। বৈশাখ, নবদর্শ হালখাতার সমারোহ।
সোকান সোকান গিয়ে 'লুডু' ছি আর
সোলাপ জল ছিটান দিচ্ছি। তবে পর
হাতে দিচ্ছি এক-একগান করে বাজারভর্তি
সরা। সকালবেলা কালীঘাটের মন্দিরে
ভরানক ভিড় আজকের মতই ঘনশা।

নীল উৎসবের সংস্রবে রাসের আমর মান
অমৃত ছাপ দেওয়া হয়। এই সময়ের যে
বিচিত্র অশ্রুতিগত লক্ষ্য করতাম তা যেন
আবার আমার স্মৃতিপটে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।
সকালে ছিল ঐ বা বসন্ত, নানান ধরনের
সাজ আর বাগকৌতুক। সংগ্রহ ছিল
শিব-পার্বতী সাজবার পমা। শিব-
পার্বতী সেজে মনে গাইত তারা ছড়া
কটোত। আর থাকত কনসার্ট বাজনা।
ভরানীপুরে তখন ছিল তিন-চারটা কনসার্ট
পার্টি। তারা ঐ শিব-পার্বতীর পিছনে
পিছনে মেজমাথা খোঁড়ার গাড়িতে বাস
কনসার্ট বাজতে বাজতে যেত। শিব-
বিদ্যেবের গানও চলত সাগো সাগো।

আড়গড়তে তখনকার দিনে কনসার্ট
যাবার জন্য পুখোড়ার গাড়ি ভাড়া পড়ত
যেত। তার মাথটা খেলা, ভিতর আট-
দশজন পর্যন্ত বসত। বড় বড় বিবাহ-
উৎসবে 'সোকার' বাণ্ড যোতো অন্য সব
উপলক্ষ্যে ছোট ছোট কনসার্টও ছিল। এই
এইসব খোড়ার গাড়ির বসন্তে কারাভ্যান:
ধর্মতলাতে 'আড়গড়া' ছিল ঐসব ভাড়পট
গাড়ির আড়া। কক, হাট মিল্টন এই
ছিল সেই সব কোম্পানীগুলির নাম, যারা
কারাভ্যান ভাড়া দিত।

তখনকার দিনে সবার মধ্যেই 'সং-রং-চং'
যে-রকমটি দেখা যেত আজ তা নেই।
আরও একটি জিনিস তখন ছিল যার
অপভ্রংশ এখনও হয়ত কলকাতার অংশাংশ
কোথাও কোথাও কেউ দেখে থাকবেন।
জিনিসটা হচ্ছে, পুতলখেলার অভিনয় বা
চলাচল করায় যাকে বলে পুতল নাচ। বন্ধের
সময় যেমন সমবেত সংগীত দেখা যেত,

কলেকথান সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ—

প্রফুল্ল চক্রবর্তী

মানব বিকাশের ধারা

জীবনের লীলাঙ্গণ এই পৃথিবীর প্রসূতি পর্ব থেকে শুরু করে প্রগতি-
হাসিক ও তৎপরবর্তী বিভিন্ন প্রাণীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ এবং সর্বশেষে
মানবের উদ্ভব ও তার ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক
ইতিহাস শেষ হয়েছে সামের মিশর ও সিন্ধু সভ্যতায়। বহু এই গ্রন্থ-
খানির প্রতিটি অধ্যায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা।
বিভিন্ন তথ্যের উল্লেখস্বরূপ আট কণ্ঠে সম্মুদিত ৬০খানি ছবির
সংযোগ এ গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ।

ট. ১২-০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

মধুমতা

ট. ৬-০০

ত্রিনির্মলকুমার বসু

পরিব্রাজকের ডায়েরী

কত না বিচিত্র মানবজাতির সম্মিলন ভূমি আমাদের এই দেশ। বিচিত্র
হাসিক, বিচিত্র হাসিকের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। এদেরই জীবনের
অন্তরঙ্গ বর্ণনা দিই একেজেন প্রসিদ্ধ নৃত্যবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী তার
এই পুস্তকের পাতায় পাতায়।

ট. ৯-০০

অমরেন্দ্র ঘোষ

নাগিনা মূদ্রা

ট. ৩-৫০

পূর্ণ-প্রকাশিত

সুশীল জানা

সূর্যগ্রাস

ট. ৩-৫৫

প্রফুল্ল রায়চৌধুরী

তাপসী

ট. ৩-৫০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

ময়ূরাক্ষী

ট. ৩-০০

গৃহকপোতী

ট. ৩-৫০

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

চলমান জীবন [১ম]

ট. ৫-০০

বেদুইন

পথে প্রান্তরে [২য়]

ট. ৫-০০

বিজ্ঞানী ঋষি

জগদীশচন্দ্র

ট. ৬-০০

হেমদাকান্ত চৌধুরী

মহাভারত

ট. ১২-০০

সুপ্রকাশ রায়

পরিভাষা কোষ

ট. ১০-০০

ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বৃত্তব্য

ট. ৫-০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য

ট. ৭-০০

সুশীল জানা

গল্পময় ভারত

ট. ৮-০০



বিদ্যোদয় আইরের প্রাইভেট লিমিটেড


৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড II কলকাতা-১

হিমাংশুকুমার গুপ্তের
একাদশ ওষধম উপন্যাস

মনমগ্না

উপহারের উপযোগী
বৎসরের শ্রেষ্ঠ বই
ডি এম লাইব্রেরী,
৪২, কন'ওয়ালিস স্ট্রীট, কলি-৬
(সি-১১৭৭)

সমাজসেবার সঙ্গে সাহিত্যসেবার অপূর্ণ
সম্বন্ধ ঘটিয়েছে মেয়েদের মাসিকপত্র



মাসিক সংখ্যা আট আনা * বার্ষিক চাঁদা ৬০০
কার্তিক সংখ্যা

উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতির
সঙ্গে আছে বাংলার মেয়ে ঠাকুরপরিবারের
বন্ধু: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পত্র—সত্যেন্দ্র-
নাথের পুত্রবধূ সন্ন্যাসিনী সংজ্ঞা দেবীর
ধারাবাহিক আত্মজীবনী

সেবিকার কৈফিয়ৎ

॥ প্রকাশক ॥
কথা-সাহিত্য মন্দির
৪৪-বি, আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
(সি ৩১৫)

কে.হাড়ের

কণক

* পাঠ্যভার *

হ্যাডেনপ্রা



অশের জন্য

লবণ পাওয়া যায়

৬৮২-১২৪৬

রাসের সময় তেমন ছিল ঐ পদতুল-নাচ বা
বণা ভাল, পদতুল-নাচ। পদতুল দিয়ে
নাচিয়েরা এক একটি কাহিনীকেই বাস্তব
করত, পৌরাণিকই বেশী, কখনও বা
সামাজিক।

গাজনের উৎসব আমার ভবিষ্যতের
শিল্পী-জীবন গড়ে ওঠার মূলে কাজ
করেছে অনেকখানি। এই যে নীলোৎসব,
এর সঙ্গে বাঙালার আদিকালের শিবের
গাজন উৎসবের একটা ঐতিহ্যগত পরম্পরা
ছিল। পল্লীতে পল্লীতে 'সন্ন্যাসী'দের
দ্বারা এই উৎসব বিচিত্র এক প্রাণোচ্ছল রূপ
ধারণ করত। তার সঙ্গে ছিল গান, ছড়া,
আর অভিনয়। এ চলে আসছে বাঙালার সেই
কোনো অতীত যুগ থেকে। আমি তার অনেক
টুকরো টুকরো জীবন্ত চিত্র শৈশবে দেখেছি
বলে গর্ব অনুভব করি। সেযুগে যেমন
প্রাচীন বাঙালীর নামা দেবদেবীর গাজনে,
নৃত্য-গীতে মোত উঠতেন তেমন আমাদের
যুগেও দেখছি 'শিশু' বা 'কিশোররাই' শব্দে
নয় যুবক ও প্রৌঢ়াও সমান আনন্দে মোত
উঠতেন। বর্ধমানে বোড়ো গ্রামে আঠারো
হাত বলরামের মূর্তি আছে, চাষী গ্রাম
আছে, হলধরের গাজন হয়। শক্তিগড়ে নোম
সামোদর পার হয়ে যেতে হয়। ওই বোড়ো
গ্রামের গাজন-উৎসব ছিল সুবিখ্যাত। ওই
গ্রামেরই লোক, তারাপদ কোঙার তার নাম,
সে ছিল আমাদের গহভূতা। তার কথা
পরে আরও আসবে। সে ছিল যাত্রা দলের
প্রাক্তন ব্যক্তি। তার মুখে মাঝে এই
গাজন-উৎসবের কত বর্ণনা যে সেই বয়সে
মহত্মমুগ্ধের মতো শুনছি তার আর ইচ্ছা
নাই।

এই সময়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা
ঘটিত। বোধ হয় সেটা ১৯০২ সাল। বোড়ার
ট্রাম উঠি গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ইলেক-
ট্রিকের ট্রাম হয়! ঐ যে আগে সর্গাকারের
দোকানের কথা বলেছি, সেই দোকানের
সামনে ট্রাম পেতে বাসে অর্ধ ট্রাম দেখতে।
নতুনট্রাম আসলে তাই দেখব।

কাঁচ থেকে ঘন ঘন ডাক আসছে, ওরে
থেকে আর, থেকে আর।

—না, যাব না। ঐ ট্রাম আসছে।

মোটো তার, তাম্বার। একেবারে বক বক
করছে। কখনো ওপর দিকে তাকিয়ে সেই
তার দেখছি, কখনো নীচের লাইন দেখছি।
ভাবছি কোথা দিয়ে ট্রাম যাবে? ঐ ওপরের
তার দিয়ে, না নীচের লাইন দিয়ে?

সমবরদীরা বসে বসে তর্ক করছি ওপর
দিয়ে যাবে না নীচ দিয়ে যাবে?

রাস্তার দু'পাশে তখন কাতারে কাতারে
লোক।

ইহাৎ এক সময় শোনা গেল সেই উল্লেখ
জন্যগোর মাধো এক বিপুলে উল্লাসধ্বনি।
দূর থেকে দেখলাম, দু'খানা গাড়ি চংচং
করতে করতে কাছাকাছি এসে, এসে,

সামনে দিয়েই চালিয়ে নিয়ে গেল। সে
দেখে কী যে রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম
সেদিন, তা আজও অনুভব করতে পারি।
চিন্তার অবসান হয়েছিল, ওপর দিয়ে নয়,
নীচের লাইন ধরেই ট্রাম গিয়েছিল বটে!

দেখবার আরও একটা জিনিস ছিল। সে
হাচ্ছ, সেকালের বর-বউ। 'বর-বউ' নিয়ে
শোভাযাত্রার সমারোহ। 'মহাপায়া' বলে
এক ধরনের পালকি ছিল, নৌকার মতন,
গাভরমুখী। বাহকেরা রীতিমত পোশাক
পরা। 'মহাপায়া' কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে
সাব দিয়ে আর বউ বসে আছে ভিতরে।
তখন বউ যেতেন আল্লা, বর থাকত অন্য
পালকিতে। 'মহাপায়া'র বউ বসে আছে,
টকটকে লাল বেনারসী পরে, পাতলা চাঁদর
বা ওড়না ঢাকা তার অন্ত মুখখানি মাথায়
সিঁথিমোঁরা। পালকির দু'পাশ খোঁসা,
তাকে ঝালর দেওয়া। বউয়ের দু'দিকে
দুই কি হুগুটি চালছে পাখার বাতাস করতে
করতে। বউয়ের বয়স দশ, কি বারো বছর।
বউ শব্দশ্রুতিতে যে সাধারণত 'দানর দেলা',
অতএব, আলোর প্রশ্ন আসে না। এই বউ-
দেখার আগ্রহ ছিল মানুষের প্রবৃত্তি। কারণ,
এই বউ-দেখাও ত একমাত্র একটি দিনের
জিন্দা। এই যে সে শব্দশ্রুতিতে 'গিরে
প্রবেশ করছে, এর পরই তা সে চাল যাবে
একেবারে চিক-এর অস্তরালে। তারপরে
আর কেউ ত তাকে দেখতে পারে না।

—কালের বউ যাচ্ছে গা! চমক বহিঃসী
কটী উদ্ভাস হয়ে উঠল কি টিকে প্রশ্ন
করল।

—তমাক বাড়ির পট। উত্তর আসছে।

—আজ, হুগুটি থাক মা, সাঁতাই-সমস
হবে।

বালিকা বধূর আনত মুখখানি 'কিশু'
শব্দে হয়ে আছে যেন পদতুলের প্রতিমা,
প্রাণপন্দন আছে কি নেই!

আর সব দ্ব্যত শোভাযাত্রা করে সফল-
বেলা। বউ আসছে শোভাযাত্রা করে, সে ত
দিয়ের পর। আর দূরত্ব বেলা শোভাযাত্রার
আদিকা ছিল বিয়ে। 'বর' যাবার সময়।
বিরাট আলোকসজ্জা হাত। বররা পরতও
তখন অদ্ভুত জমকালো পোশাক। ডেল-
ভেটের সজ্জা পোশাক—মাথায় তাজ,
চহশোঁসার ওপরে বসে আছে যেন ঝাল-
মোলা সিংহাসনার ওপরে রাজপুত্র-বঁটি!
সেই সিংহাসন হয়ে নিয়ে চলতে বাজকেরা।
বরের দু'পাশে দাঁড়িয়ে সুরেশা ইহুসী
মেরেরা চামর দলদল করে সে এক দেখবার
মতই বেশ ছিল বটে! তখন ঐদিক
শোভাযাত্রার চমক দেলাবার জন্য ইহুসী
মেরে ভাড়া পাওয়া যেত। কোনো কোনো
ক্ষেত্রে আবার কেউ কেউ ইহুসী মেরে ভাড়া
করার বদলে যাত্রাদলের ছেঁড়া ধরে সিঁথি
সাজিয়ে বরের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে
এ-ও দেখা যেত।

এই আলো আর সিংহাসন, তার সঙ্গে ছিল আবার বাজনার সমারোহ। আগে যে বাজনের কথা বললাম, তাতেও বাজনার প্রাচুর্য ছিল, কোনো কোনো দলের সঙ্গে গোরাবাজনা থাকত। বাজনের মত বিবাহের শোভাযাত্রাতেও গোরাবাজনা আনা হত বরং আরও বেশী সমারোহের সঙ্গে বসে যেতে পারে। এই গোরাবাজনা ছিল প্রকৃতপক্ষে মিলিটারী ব্যান্ড, ফোর্ট থেকে ভাড়া করে আনা যেত। তবে উৎসব বলে কথা, ঠিক নিয়ম না থাকলেও বাজিয়ে-সাহেবের মদ্যপান করতে দিতে হত। কিন্তু, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যেত লাগল, তারা তুমশ বেসামান হয়ে পড়ছে। তাই একদিন ফোর্টের কর্তৃপক্ষ এটা বন্ধ করে দিলেন। গোরাবাজনার বদলে আসতে লাগল ইণ্ডিয়ান ইনফেন্ট্রি ব্যান্ড রাজপুত জাতি মারাঠা শিখ—এই সব সৈনিকদের সম্মিলিত ব্যান্ড-বাস।

বিবাহ উপলক্ষ্যে মাত্র শোভাযাত্রা বাক্য যে কী বিরাট আড়ম্বর ছিল আর কী বিপুল যে ছিল তার ব্যয়বাহুল্য তা আজকের দিনে ঠিক বুঝা যাবে না। তখনকার দিনে লক্ষ টাকা খরচ হত এক-একটা সমারোহে, আজকের দিনে সেই লক্ষ টকা-বই বা মূল্য নেই। কথায় বলতে—লীধা রোশনাই। বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়ি পর্যন্ত লীধা রোশনাই—পথ পথ সোজা পিঁচুর দলে আলোর মালা হাতে নিয়ে। হাত, পায়ে-পায়ে দিক হলে এটা অবশ্য সম্ভব হত না। পতনশীল কাল কলকাতার ট্রান্সিট ব্রডস্ট্রীটের সম্প্রসারণের ফলে লীধা রোশনাই এর চলন উঠে গিয়েছিল। 'লীধা রোশনাই' অর্থাৎ চোখে দেখিনি, তবে শুনছি। এন্টিস্টিলিং-এর গ্যাসের আলোর 'চলমান রোশনাই' অবশ্য প্রচুর দেখছি। আলো দেওয়া চলমান বড় গোট ছোট গোট হত—পাঁচ ছাট্টি লোডসওয়ার সামনে যেত। 'অভিগড়া' থেকে লোডসওয়ার ভাড়া পাওয়া যেত, তারা যেত শোভাযাত্রার আগে আগে। তারপরে, ফিটন গাড়ি, ল্যান্ডো গাড়ি। কখনো বা চার কিম্বা ছা-ছোড়ার টানা ল্যান্ডো গাড়িও দেখা যেত। হাতের হাতের তুর্বাড়ি জমালানা হচ্ছিল, দীপক তরবার্জি লাল আলো নীল আলো—হয়ত বা এক সময় একটা হাউই হুশ করে আকাশ উঠে গেল। আর ছিল শোভাযাত্রার মধ্যে বিরাট-কয় নকল হাতি নকল উট, কৈলাস পাহাড়। আরও কিছ, ছিল। ছিল চলতি পল্লভূসনাচ। পিছনের দিকে থাকত বরষাটীর দল, ঘরের জুড়ি গাড়ি বা পার্লিক-গাড়ি চড়ে। এক-বারে শেষের দিকে থাকত ভাড়া-করা গাড়িগুলো।

এই যে সব বিবাহকালীন বিপুল সমারোহের শোভাযাত্রা, এ সেবারে নান্দেয় পক্ষে আগ্রহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বর

কলিকাতা

(ইহার সহিত 'নতুন জীবন' সংঘে হইয়াছে)

সাহিত্য : শিল্প : সমাজ-বিজ্ঞান : অনন্ততঃ
খিয়েটার ও ছায়াচিত্র বিষয়ক মাসিক পত্রিকা

প্রতি সংখ্যা : এক টাকা ॥ বার্ষিক সভাক : বারো টাকা ॥

বিশব বিবরণের জন্য আগামী সংখ্যা 'দেশ' দেখুন

৭১/১/২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

ফোন : ৫৬-১৫৪৬

(সি-৫১০)

জ ল সা

কার্তিক সংখ্যা প্রকাশিত হল ॥ দাম এক টাকা

: এই সংখ্যায় আছে :

বিক্রমাদিত্য

রচিত একটি অনবদ্য প্রেমোপনয়ন

"প্রথম প্রণয়"

রমাগদ চেধুরী

"লেখালিখ"

গৌরিকিশোর ঘোষ

"ব্রজবুলি"

শচীন ভৌমিক

"বোম্বের খবর" ও "প্রশ্নবাণ"

আর একটি ত্রিকোণ শ্রেয়

কোম্পার 'অভিগড়া-হাতা' মাসিকের কথা, লীধা রোশনাইয়ের কথা পড়েন তারই জানেন। 'লীধা রোশনাই' এমন উত্তমভাষায় রচনা খুব কমই পাওয়া যায়। এই রচনায় হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ বিবরণ এবং সেই সংগে প্রেম ভাষ্যকে লিখিত সিনেডিয়ার কল্পকথার গোপন চিহ্ন এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল। এইসঙ্গে অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ এবং

কলকাতা ও বোম্বে চিত্রকলাভবনের প্রায় ৭০ খানি ছবি

আসছে 'বর আসছে' শব্দেই যে লোক ছুটে গিয়ে রাস্তার দুপাশে কাতারে কাতারে ভিড় জমাবে, এ আর বিচিত্র কী! বাড়িতে-বাড়িতে চিকের আড়াল, সেখানে মেয়েদের ভিড়!

জয়পুরে দেখেছি, হাতিতে বর যাচ্ছে, সামনে রাস্তায় চলেছে বাকিনাচ খেমটানাচ।

এটা অবশ্য কলকাতায় কখনো চোখে পড়েনি।

যাই হোক, অনুৰূপভাবে রাজপুত্বে বৈশে শোভাযাত্রা করে বিবাহ করতে যাওয়া ক্রমশ নতুন বরের পক্ষে অস্বস্তিকর মনে হতে লাগল বোধ হয়। তাই পরে একদিন বৈকে বসল। প্রথমেই বিদ্রোহ করল তারা

এই রাজপুত্বে থিয়েটারি পোশাক নিয়ে। পরে ঐভাবে 'বাহিত' হওয়া নিয়ে। ফলে বরের দেখা যেতে লাগল ধূতি-পাজাবি পরে জুড়িগাড়ি করে প্রথমে আগের মতই একা-একা, পরে খরচ কমাবার জন্য বউ নিয়ে বাড়ি ফিরত। আজ দেখি, জুড়ির জায়গায় হয়েছে মোটরগাড়ি। সেদিনকার



জুপিটর
৭.২৫-১০.২৫



জরিয়া
১১.২৫



আভা
১১.২৫



পটন
৫.৫০



কমফর্ট
২০.২৫



ক্যাপটেন
১৮.২৫

Bata

(বাটা হু কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড)

টিলেচালো হালকা পোশাক শীতকালে আর মানাবে না, নিয়াপদও নয়। হালকারঙে আর ভালো দেখাবে না। এখন চাই ঘন রঙ, গাঢ় রঙ। চাই মাগুই পরিপাটি বেশভূষা। পা-ঢাকা পোশাক আর পা-ঢাকা জুতো। এ-ধরনের জুতোয় বাটার জুতোর ভুলনা নেই। যেমন নিখুঁত নকশা, তেমনই সবেশ চামড়া, তেমনই ফিটকাটি গড়ন। বহুদিন এর গঠন অটুট থাকে।

জড়িগণাড্যক যেমন সাজানো হ'ত, তেমনি ফুল দিয়ে সাজানো আজকালও হচ্ছে অনেক মোটরগাড়িক। কিন্তু বাঁতক্তমও দেখাওঁ। সম্ভবত ফুল-দিয়ে-সাজানোর ব্যাপারটা আর দেখতে পাব না বলে মান হচ্ছে।

এবার আবার নিজের কথাই আসি। যখন পাঁচ বছরে পড়লাম, সেই সময়কার কথা। সকলে ভাঁড়ি হবার আগে হাতে-খড়ি হ'ত। নে-ও এক অনুষ্ঠানের পর্ব।

খবর গেল পুরোহিত-বাড়িতে। পুরোহিত এসে পাঁজি দেখে দিনাঁধর করে ফর্দ করে দিয়ে গেলেন। সাধারণত সরস্বতীপূজার দিনই ছিল হাত-খড়ি দেবার প্রশস্ত দিন। অবশ্য পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে যায়-যায়, অথচ সামনে সরস্বতী-পূজার দিন নয়—এস ক্ষেত্রে পুরোহিতই খির করে দ্বিতীয় বিসারামভর দিন। অবশ্য জামি পুরোহিতের সরস্বতীপূজার দিন। পূজার নানা উপচার, পণ্যগণ্ডিও আসনে ঘাটখাপনা করে মা সরস্বতীর পূজার ব্যবস্থা হ'ল। ধুপধূনা মাল। চন্দন চৈবস ইত্যাদি।

যদি থেকে ওঠামতই না বললেন, কিছ, খাব না, অসুস্থ হওয়ার হাত খড়ি।

আমাকে নিয়ে স্থান করিয়ে, নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে দিলেন। কপালে দিলেন চন্দনের ঘোঁটা, গলায় ফুলের মালা। এইভাবে সেজে পুরোহিতের পাশের আসনে গিয়া বসলাম।

পুরোহিতমশায় নিজের পূজা-অনুষ্ঠান শেষ করে জামাকে পুরে পাঠ করালেন, পরেপাশল দেওয়ালেন। তারপরে সেসকলি রামখড়ি দিয়ে 'সোজা-ক-খ' সমস্ত লেখালেন হাত ও পায়ের পাতা করে ধরে আবার খড়ি দিয়ে কয়েকবার বসালেন। সেই হল জামার বিনারামভ। তুলে তখন হয় উল্লংগ ধাক্কা আর নরত কাপড় পরাব' হাল-পাশ পরে না। তবে, সকলে হাবার সময় ধনী ঘরের ছেলেরা পাশে আর গলাবন্ধ কোট পরত।

তারপরে ভাঁড়ি হজাম সকলে চক্রেভিত্তি শিশু-বিদ্যালয়। সেটা আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় দশ মিনিটের পথ। জগৎবাবু বাজার ছাড়িয়ে চক্রেভেড়ের মোড়ে, যেখানে নফরচন্দ্র কুণ্ডুর স্মৃতিস্তম্ভটি আছে, সেইখানটায় ছিল ঐ শিশু-বিদ্যালয়ের ভবন।

নফরচন্দ্র কুণ্ডুর কাহিনী হ'ত অনেকেরই জানা। রাসফার ভ্রমের মানহোলা খুঁলে নীচ নেমে কলীর ময়লা সফ করত। তেমনি একদিন একটি কুলি নেমেছে, কিন্তু আশ্চর্যগাউড ভ্রমে তখন জমা ময়লার দ্বারা তৈরী হয়েছে বিস্ময় গ্যাস। সেই গ্যাসে অজ্ঞান হয়ে গেছে অসহায় লোকটি, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে পারছে না। ওপর থেকে গোঁ-গোঁ একটা শব্দ শোনা

যাচ্ছে শব্দে। নফরচন্দ্র ঠিক সেই সময় যাচ্ছিলেন সেখান দিয়ে। তিনি শব্দ শোনে ধমকে বাড়ালেন, তারপরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে নিজেই নেমে পড়লেন ভ্রমের মধ্যে

লোকটিকে তুলে আনবার জন্য। লোকটিকে কোনক্রমে তুললেন বটে, কিন্তু নিজে পড়লেন সেই বিস্ময় গ্যাসের কবলে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না। এই

প্রকাশিত হ'ল—

অধ্যাপক ক্ষেত্র গদ্যেতর

কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার

(অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত)

মূল্য : দুই টাকা পঁচাত্তর নয় পয়সা

প্রাচীন কাব্য

সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন

(ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত)

মূল্য : আট টাকা

যৌগন্দ্য, গ্রীককবিতা, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ, শিবজমাধব, মৃত্যুঞ্জয়, রামপ্রসাদ, অন্নাদেশ, ভরতচন্দ্র, মেমনসিংহ গীতিকা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গৌরীন্দ্রদাস, সম্পাদিত; প্রিন্ট ও অভিন্ন বিচার বিশ্লেষণ। প্রাচীন কাব্যপঠ, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রেরা এবং গ্রন্থাগারের পক্ষে একখানি অপরিহার্য গ্রন্থ।

গ্রন্থ নিলয়, ১৭২, কলকাতা-৬

এ পি-র বই

প্রকাশিত হ'লো

আদিত্য ওহদেদার প্রণীত

রবীন্দ্র সাহিত্যের কয়েক দিক

এই গ্রন্থে এমন কিছু গবেষণালব্ধ সম্পূর্ণ নতুন তথ্য এবং মৌলিক চিন্তা ও বিচারবিশ্লেষণ আছে, যা ইতিপূর্বে রবীন্দ্রচর্চায় কুত্রাপি উত্থাপিত হয় নি। এই গ্রন্থে নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কিত বিচার, গবেষণা ও রস-সম্ভোগের কাজে একখানি মূল্যবান ও অদ্বিতীয় সংযোজন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনুরাগী পাঠক ও শিক্ষার্থী মাঝেই অপরিহার্য গ্রন্থ।

দাম ৪.৫০ নং পঃ

সম্প্রতি প্রকাশিত

কিশোর সাহিত্য

রাজা নয় রানী নয় ॥ আশাপূর্ণা দেবী ১.৬০

ডাইনীর মায়া ॥ অন্নোন্দু ভট্টাচার্য ১.৫০

ঝড়ের পালক ॥ মৌমাছি ৩.০০

অন্য না প্রকাশিত

হৈমন্তী ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ২.৭৫

কিশোর বন্ধু ॥ প্রমথনাথ বিশী ২.০০

মিড় গমক মূর্ছনা ॥ অবধূত ৪.০০

একটি স্বাক্ষর ॥ রামপদ মুখোপাধ্যায় ৩.০০

রাগলতা ॥ সমথনাথ ঘোষ ৪.৫০

অন্তরঙ্গ ॥ প্রফুল্ল রায় ৩.০০

ছায়াসঙ্গিনী ॥ নীহাররঞ্জন গদ্য ৪.৫০

স্বপ্নালঙ্কার ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ৩.৭৫

সীমাবর্গ ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২.৭৫

মেঘলা দৃশ্য ॥ প্রতিভা বসু ২.২৫

চাঁদমালা ॥ গজেন্দ্রকুরার মিত্র ২.৫০

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। এ/১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-৬

মহাপ্রাণ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে একাট স্মৃতিস্তম্ভ করে দিয়েছিল কর্পোরেশন।

এই স্মৃতিস্তম্ভ আমাদের কাছে আরও এক স্মৃতি বহন করে। কারণ, এর কাছেই ছিল আমাদের স্কুল-বাড়িটা। একতলা বাড়ি—উঁচু ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে। রাণচিঙির বেড়া দেওয়া সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, ছেলেদের সেটা খেলাধুলা করার স্থান।

সেই স্কুলে যাওয়াই হল আমার বাইরের রাস্তাঘাট ভালভাবে দেখা। প্রকৃতপক্ষে বিহঙ্গমতের সঙ্গে প্রথম পরিচিতি। শূন্যে অদ্ভুত লাগলেও কথাটা সত্য। এর আগে বাইরে বেরবার সুযোগ ছিল না। মায়ের সঙ্গে ঘাঁছি মামাবাড়ি, কি সার্কাসে, কি থিয়েটারে, সব সময়ই ঘোড়ার গাড়ি করে জানালার সব পাখি বন্ধ করে।

কিছু আগে তারাপদ কোত্তারের নাম করছি। সে প্রথমে ছিল মামাবাড়ির বিশ্বস্ত এক ভূতা। সে শূন্য আমাকেই যে কাঁধে করে স্কুলে নিয়ে গেছে তা নয়। আমার মার ছোটবেলায় মাকে নিয়ে গেছে স্কুলে, মাসিমাদের নিয়ে গেছে, মামাদেরও নিয়ে গেছে। পুঁকেই বলেছি, তার বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার বোড়া গ্রামে, দামোদরের তীরে। তার ভীষণ শখ ছিল যাত্রা-গানের। তার ছোটবেলা থেকে গ্রামের যাত্রাদলে ঢুকে সে করত যাত্রাগান। কিন্তু

সেখানেই তার সেই দুর্ভাগ্য শখ সীমারেখা মানেনি। এখন হয়েছে কী, কী-এক যাত্রা-দল তখন কলকাতা থেকে গেছে তাদের গ্রামে পালাগান করতে। তাদের অভিনয় আর জাঁকজমক দেখে তারাপদ গেল এক-বারে মূগ্ধ হয়ে। সে করল কী, এই যাত্রাদলের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে একেবারে পালিয়ে এল কলকাতায় তাদের সঙ্গে। আমার মামাবাড়িতে জগন্নাথী পূজো হত এবং সেই উপলক্ষে হত যাত্রা-থিয়েটার প্রভৃতি। এ ছাড়া, মামাবাড়ির একশো গজের মধ্যে ছিল বারোয়ারীতলা, সেখানেও যাত্রা হত। তারাপদদের দল ওখানে একবার এসেছিল যাত্রা করতে। কিন্তু, যাত্রার দলে ঢুকে তারাপদের খাওয়া-দাওয়ার খবরই কণ্ঠে হচ্ছিল। এবং হওয়াটা অত্যন্ত তখনকার দিনে অস্বাভাবিক ছিল না। একটা প্রচলিত ছড়াই ছিল :

‘তেল মাথবে থাবা থাবা,
পাশ ফিরে শোবে বাবা।
খোঁদল দেখে পাতবে পাত,
তবে খাবে নীলকমলের ভাত।’

‘নীলকমল’ হল, যাত্রার যিনি অধিকারী। ‘নীলকমল’ নামটা বিখ্যাত প্রাচীন ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘বর্ণলতা’, যার নাট্যরূপ ‘সরলা’ একটা বাঙালার নাটমঞ্চে প্রভূত সাফল্য এনে দিয়ে-

ছিল, সেই বইয়ের বিশিষ্ট চরিত্র। ‘নীলকমল’ নাম থেকে প্রেরণাসম্ভূত কি না, কে বলতে পারে! এখন, এই যে ‘নীলকমল’, অর্থাৎ যাত্রার অধিকারী, তিনি দলের ছেলে-ছোকরাদের শিক্ষা দিতেন এই বলে যে, যখন দলের পাচকতাকুর স্নানের জন্য সরাকরে সবাইয়ের জন্য তেল দিয়ে যাবে, তখন সেই তেল ধীরেসুস্থে হাতে পায়ে-গায়ে মাখতে গেলে আর পিঠে-মাথা কুলেবে না কারণ সবাই একসঙ্গে সরাতে হাত ডোবায়ে সব তেল ফুরিয়ে যাবে; অতএব থাবা থাবা করে আগে গায়েমাথায়ে তেল লাগিয়ে নিয়ে পরে ঘষে ঘষে গায়ে-পিঠে মাখো। আর পাশ ফিরে শোওয়া মানে একটা গোয়াল-ঘরের একপাশে বা একটা ঢালার নীচে যাত্রাদলের অতোগুলো লোককে হুয়াত শোতে হবে, চিত হয়ে আয়েস করে শূন্যে গেলেনি পাশের লোক গুঁতো মেরে আবার দেবে পাশ ফিরিয়ে। এবং ফের পাশ ফিরতে গেলে, প্রায় দাঁড়িয়ে তলে পাশ ফিরতে পারা যাবে এমন সংকীর্ণ জায়গা। অতএব নীলকমল বলছেন—‘বাবা সকল পাশ ফির একভাবে শূন্য থাকার অভ্যেসটা কর। এবার ‘খোঁদল দেখে পাতবে পাত।’ খোঁদল মানে গর্ত। অর্থাৎ খাবার জন্য মাটির ওপর পাতা পেতে দিয়ে গেলে সেই পাতা মাটিতে গর্ত বা নীচ মূহন দেখে তার ওপর পাতাবে—তা হলো সেই খোঁদল। তবু, একটু ভাল-কোমল জনা হলে, কারণ গর্তের ভিতর পাতাটা নেমে গেলেই বাড়ির মত হবে জায়গাটা।

এর থেকে অত্যন্ত বোঝা যাচ্ছে যে, তখনকার দিনে যাত্রাদলের লোকদের কী কণ্ঠেই না করতে হত ‘যাত্রা’ করার জন্য!

তারাপদ মামাবাড়িতে যাত্রা করতে এসে একদিন কথায় কথায় কী করে যেন আমার দাদামশাইয়ের কাছে তার দূরত্বের কথাটা জানিয়েছে। শূন্যে দাদামশাইয়ের মনে ঘূষ ঘূষ হল। ছেলেমানুষ ও, বলে মিশে বড় কণ্ঠে পাচ্ছে ত?

—কাজ করবি? বাড়ির কাজ? দাদামশাই প্রশ্ন করলেন।

—করব।

সেই থেকে তারাপদ স্থান পেয়েছিল মামাবাড়িতে। বরষে ‘জলেমানুষ’ কী আর করবে, তামাক সাজত, আর বাড়ির ছেলে-মেয়েদের স্কুলে নিয়ে যেত স্কুল থেকে নিয়ে আসত।

আমি যখন হলাম, মা যখন মামাবাড়ি থেকে আমাকে নিয়ে এলেন বাড়ি, দাদামশাই বিশ্বাসী আর ভাল লোক দেখে তারাপদকে দিলেন আমাদের সঙ্গে, মায়ের সুবিধার জন্য, ছেলে মানুষ করার জন্য।

এই তারাপদ, আমার শৈশবকালের স্মৃতিতে এক মোহময় স্থান অধিকার করে আছে, তাকে আমি কেমন করে ভুলব?

(ব্রহ্মশ)

উনিবিংশ শতাব্দীর স্নানস্বনী মহিলা ঔপন্যাসিক

তরু দত্তের

মূল ফরাসী উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ

শ্রীমতী আর্থের

৪৭

ফরাসী ভাষায় লিখিত এই উপন্যাসের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে অনুবাদক বাংলাসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করলেন।

—বসন্তমতী

অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালিনী তরু দত্তের কাব্যপ্রতিভা একদিন পাশ্চাত্যজগতে আলোড়ন তুলেছিল।... ফরাসী ভাষায় রচিত তরু দত্তের এই উপন্যাসটির বঙ্গানুবাদ বাংলায় পাঠকসমাজকে উপহার দিয়ে পৃথিবীস্থনাথ আমাদের সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। অনুবাদের ভাষা স্বরস্বর, কোথাও কোন আড়ম্বর্তা নেই।

—আনন্দবাজার

তরু দত্ত রূপকথার মতই বিশেষভাবে ভালবেসেছিলেন।... তরু দত্তের ভালবাসার নারীরের গোপনতা ও সৌগন্ধ পরিপূর্ণভাবে ধরা পড়েছিল। শ্রীমতী আর্থের সেই ভালবাসারই ফল। মূল ফরাসী উপন্যাস থেকে অনুবাদকালে পৃথিবীস্থনাথ যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

—দেশ

... one gets the feel of a soft, tender mind all through the piece. And here in it the bodyframe of the West, as it were, is to be found the soul of the East.

— Hindusthan Standard.

অনুবাদক : পৃথিবীস্থনাথ মুখোপাধ্যায়

মিষ্ট ও ঘোষ : কলিকাতা—১২

উত্তরা

সন্তোষকুমার ঘোষ

[১]

কবির কথা কান না দিয়ে এই সৈনিক পর্বতমালা দেখে এলুম। নিতান্ত স্বেচ্ছায় বসব না, বরং প্ররোচনায়। চড়াই-উৎরাইয়ে আমার উৎসাহ কম, সম্ভব হলে এই সমতলে বসেই একটি ঘাসের শিষের উপরে একটি শিশির বিহীন দেখব বলে নয়ন মেলে বসে থাকতুম। কিন্তু এই কলকাতা শহরের গলিতে না আছে আকাশ, না মাটি। এখানে ঘাসের শিষে শিশিরবিহীন দেখার শখ মেটানোই সহজ নাকি।

উত্তরের ব্যঙ্গ যে ঘরে এসে, শিরে নামাতেই তার ইতিপাত আছে। উত্তরের পারে এই "তার" প্রত্যক্ষই কেন! কারণ আছে। বাংলার আসল সীমানা নিশ্চয় আমায় মান কিছু ঘটক। একালের কবি পরিচয় করে বলেছেন "সীমানা সন্ধরণে উত্তর চিত্রাটী"। আমার বঙ্গ এখানে কিঞ্চিৎ অন্তর্গত। সেই কারণে সন্মেলন সম্পন্ন। আমাদের অনেকেই জ্ঞান ভগ্নোক্ত পাতা চাড়াইনি, আর উত্তরের তরই পার হবার সূযোগও কম লোকেরই

ঘটেছে। বঙ্কিমের গানে যে-মায়ের বর্ণনা, তিনি সজলা সুফলা এবং অনুমান করি, সমতলা। রবীন্দ্রনাথ একবার শত্রু তুষার কীরীট পরিণে দিয়ে এদেশটাকে "ভুবন-মোনোমোহিনী" করে তুলেছিলেন বটে, কিন্তু এটিকেও বাস্তব বলেই ধরব। তাঁর কাব্যেও মুখ্যত পদ্মাতীরের শান্তি নতুবা অর্দ্রগত প্রাক্তরের উদারতা। আমাদের কাব্যে বঙ্গপ্রকৃতিতে বন্ধুরতা এবং উদ্বেলতা, দুইই অনুপস্থিত। এ-কথা উল্লেখ করার কারণ, এর মধ্যে আমাদের ভূগোল-মানসের আভাস আছে।

সমতলে ফিরে আসার সাতদিন পরে সাত দিন ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরঘুরির কথা লিখতে বসে দাঁখি। এরই মধ্যে সব আঁত বেহীন অনুভব আর অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। আসলে ভ্রমণ বিষয়ে কিছু লিখতেই আমার বোধহয় অর্পুটি। নইলে বছর দুই আগে বিলেত দেশটি ঘুরি কিনা সেটা চাক্ষুষ করে আসারও ত স্মরণ ঘটছিল। কিন্তু সে-বিষয়ে এক বর্ণ লেখা হয়ে ওঠেনি। আমার পারিস,

আমার ভিয়েনা, আমার রোম আর কায়রো, জেনীভা আর লণ্ডন আমার মনেই রইল। কউকে তার ভাগ দেওয়া হল না। অনেক ভেবে চিন্তেও ঠিক করতে পারলুম না, কী লিখব। রাস্তা-ঘাট, হোটেল ইত্যাদির বর্ণনা? সে ত যে-কোন ট্যুরিস্টস গাইড-বকেই লভা। ছোটখাট অভিজ্ঞতা? সেগুলো হয় অকিঞ্চিৎকর, নয়ত অপ্রকাশ্য। কণিকের বন্ধু বা বান্ধবীদের নিয়েও রচিতমত রোমাণ্টিক গল্প ফেঁদে বসতে দাঁখি অনেককে। ভ্রমণকে যে এদেশে "ভ্রমণ-কাহিনী" বলা হয়, সে নিতান্ত অকারণে নয়। সেইজন্যই বোধহয় খাঁটা খাঁটি কথা লিখতে চান, তাঁরা ভ্রমণ-কাহিনীর আগে "সত্যি" উপসর্গটি জুড়ে দেন।

সার কথা এই যে, ভ্রমণে নিজের স্বাস্থ্যের কিছু উপকার হতে পারে, হয়ত মনের প্রসারও। কিন্তু অপূর্ণতার বধুরা দেবার প্রয়াস ব্যথা। দু-চার দিন, দু-চার মাস এমনকি, বছর কয়েক প্রবাসে বাস করেও দেশ-দেশ সম্পর্কে গভীর কিছু লেখা সম্ভব নয়। যা লেখা সম্ভব, তা দেশ-দেশ না গিয়ে বিবিধ বিবরণ থেকে সংগ্রহ করেও হতে পারে। জাতীয় জীবনের ধারক নিমজ্জিত না হলে সেখানকার বিবরণ কিছু লেখা পল্লবগরিহিত বা ভাষা-বিলাস মাত্র। ওরা এদেশে এসে যেমন যোগী, সাপ আর দাঁড় কসরতের কথা লেখে, আমরাও তেমনি



"শত্রু তুষার কীরীটিনী"

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রণীত

বিদ্যাসাগরের হাসর গল্প ১-৭৫

দয়ার সাগর ও দুট চণ্ডির মানব
বিদ্যাসাগর মশায়ের চরিত্রের আর একটি
হাস্য-মধুর দিকের পরিচয় রয়েছে এই
গ্রন্থে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক-

জীবনের গল্প ২-৫০

সাহিত্য-সন্মতি বঙ্কিমচন্দ্রের সন্নিধি
ভেটিশ বৎসর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
জীবনের বহু অভিজ্ঞতা, রোমাঞ্চের ও
মজার কাহিনী নিয়ে এই গ্রন্থটি রচিত।

সাহিত্য সন্মতি

৫-১২৫ কলকাতা স্ট্রীট মার্কেট ৪ বঙ্গিঃ ১২

(সি ৪০২)

গল্প-ভারতী

শ্রীপালী সংখ্যা পাঁচতাল্লিশ

ফাজি গ্রাহক হউন। বার্ষিক চাঁদা পূজা
ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যা সহ ১৫ টাকা।

ভারতের সর্বত্র সহরে ও গ্রামে যেখানে
আমাদের এজেন্ট নাই। এজেন্ট আবাক।

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এডিটরি, কলিকাতা-৬

= বাণ্যয়ের বই পড়ুন =

শ্রীমদ্রসদৃশ উপন্যাস

পুষ্পলাবা ৩-৫০

দুর্দশা সিংহের গল্পগ্রন্থ

পাড়ি ২-৩০

কবিতার বই

অসীমকৃষ্ণ দত্তের

একটি প্রহর ... ১-৫০

মুকুল সেনগুপ্তের

অটম ভাষা ... ১-০০

শ্রীমদ্রসদৃশ

জীবন সম্পর্কিত ... ২-০০

বাণ্যয়

৪৬/১, হালদারপাড়া রোড,

কলিকাতা-২৬

(সি ২৪২)

ওদেশের বাইরের ঢাকাচিকা দেখে হকচকিয়ে
যাই।

কিন্তু দার্জিলিং প্রসঙ্গে এত কথা
বোধ হয় অবান্তর। সে ত আমাদেরই
চৌহান্দির মধ্যে—“দূর অস্থ” নয়। কিন্তু
শুরু করি কোথায়। ইংকুলের পড়ুয়া যখন
ছিলুম তখন এত ভাবনা ছিল না। মাটির
মশাই হুকুম দিলেই “মাই ফস্ট” রেলওয়ে
জনি” নামধের রচনাটি অনায়াসে লিখে
ফেলতে পারতুম। এবারেও তাই করণ
নাকি? একেবারে শিয়ালদা স্টেশনে স্টি-
বাক্স থেকে শুরু করব? শহুরে সীমানা
পেরোতেই দুখারো ধানের খেত—এই স্থির
ঘামন্ত গাশিয়া, এই—হাওয়ার ছায়া
লাগতে না লাগতেই—অস্থির-টেউ নিপার
নন্দী। মান আভ, বাংলার হুড়া উপকণ্ঠে
না উপকণ্ঠেই কাক বাক ফুট পথিরঙত
কৃষ্টি আমাদের গাড়ির ওপর আঙড়ে
পড়ছিল, আমাদের বন্দ কামরার জানালা
ঠেটি দিয়ে ঠোকরছিল। আমাদের কামরার
খানিক পরে জলে ভেসে গিয়েছে।
অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি, কামরাটা উচ্চ
শ্রেণীর। এই গগনতান্ত্রিক যোগে সবুজই সমান,
জানি; উচ্চ-নীচে ভেদ নেই। কিন্তু রেলওয়ে
কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।
ভাড়ার ব্যাপারে উচ্চ-নীচে ভেদ বিলম্ব
আছে। ওটা ভুলে দিলে আমাদের বিশেষত্ব
অভিযোগ থাকত না। ক্রাসসেনসেস তরির
লক্ষ্য হয় যদি হোক, তবে উচ্চ ক্রাসের
আরামকে নীচে টেনে না নামিয়ে নীচে
ক্রাসকে ওপরে তুলেই বোধহয় বৃত্তিসম্মত।

থেরাপ্যাপারের কথাটা বোধহয় এড়িয়ে
যাওয়াই শ্রেয়। স্টীমারে প্রচণ্ড ভীড়,
স্বাতের খানা জোটে কি না জোটে, এমন
সংশয়। খানা যদি-না জটিল জলের গ্লাস
নিয়ে কাড়াকাড়ি। চারটে গ্লাস বাসিয়ে
দিয়ে গেল বটে, কিন্তু আমাদের সহস্রাব্দী
এক বন্ধ হঠাৎ সেখান, সেন-গ্লাসটি বেহাত।
টেবিলের ওসিক থেকে এক যাত্রী সেটায়
চুমুক দিচ্ছেন।
বন্ধু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, “ওটা
আমার গ্লাস।”
বড় জবাব এল, “নাম লেখা আছে
নাকি?”
বন্ধুকে এবার ঢোক গিলতে হল, কিন্তু
একটু পরেই সামলে নিয়ে তিনি বললেন,
“না, তবে ওটা থেকে আমি জল খেয়ে
নিরোছি কিনা! দেখুন না, এখনও এতে
আমার ঠোঁটের এঁটো লেগে আছে।”
জবাবটা সত্যি কি মিথ্যা জানি না, হয়ত
ওটা প্রভাবপন্নমতিত্বই হবে। কিন্তু কথাটার
গ্রহাণ্ণের কাজ হয়েছিল। নিম্নে অপর
যাত্রীটির মূখ্য ক্রম হয়ে যেতে দেখেছি। তার
পাকস্থলীতে কথাটার কেমন প্রতিক্রিয়া
হয়েছিল, বলতে পারব না।

পথের অসুবিধায় কথা এত যে সাত-

কাহন করে বললুম, উদ্দেশ্য আর কিছই
নয়, এইটেই দেখানো যে, এইজনাই—দূর
আর নানা বজ্রাঘাতের জন্যই—বাংলার উত্তর
আর দক্ষিণ ভাগ স্বাধীনতার এক বড়
পরেও এতটা আলাদা হয়ে আছে। ফরাসর
ফুল কবে ফুটবে কারও জানা নেই। আদৌ
ফুটবে ত? না ফুটলে এ-অঞ্চলে টুরিস্‌মের
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ ভরসা দেখাচ্ছেন।
সরকারী প্রচারের সব বাহাদুরি মাঠে মারা
যাবে।

[২]

নীলজ্ঞানদ্বারা দিগন্তে। শিলিগড়ি
স্টেশনে গাড়িয়ে দেখে দেখে ‘আমি না
যির।’ পাড়াড়। পাড়াড়ের পর পাড়াড়।
তুরারমোহি নীল হিমালয় ধরে নম, তিনি
ত অতনু শিখরতার চির-অন্তঃপূরে। এর
পারিশর বা পারশ্চর। সন্ধ্যাকে পাড়া
বিশে, না এগিয়ে এসেছে আত্মিক স্বাগত
জানাবে, বলা মূল্যবান।

তার চেয়ে বরং বলি, এরা গানের
আলাপের মত। মূল সর্বোত্তম আশ্রয় ফের।
কিন্তু সত্যিই কি? অপ্রত্যাশিত নির্দি-
ষ্টতার প্রভাব কই এদের কোশে। এরা অরুণ,
এবং সবুজ।

পাড়াড় আমাকে বসাররই অভিজ্ঞত করে।
এবং আত্মিকত। বড় কৃষ্ণ অগ্নিকায়
আত্ম স্টেই শীতের সমধাতিক হ্রদ না।
মখন জি টি রোড দিয়ে পথে হোটে নীলম-
খাট স্টেশনের দিকে এগিয়ে এগিয়ে পক্ষ
পরিশ্রমণ পাড়াড়টির হুমসে রাপে সেয়ে
চমকে উঠাছিলাম। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে
একবার গয়া স্টেশনের বাইরে যে পথচারীর
সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সেও অবিস্মরণীয়।
আবার ছোট পাড়াড়টো একদা কলিকাতা
জনা আমাকে চকিত করেছে। ছোটবেলা
হিন্দুবারের প্যাসিফর্ম পা রাখার রোমন্থিত
অনুভূতিক কলমেয় মধ্যে কী করে
ফোটা! কালকার অনতিদূরে শিলিগড়ির
গম্ভীর প্রহরীকেও ভুলিনি। কণ্ঠনভাষার
কিরণকিরণি আর আসপেসের শব্দা ফেনার
মাঝমাঝি চড়া—দুইই লেখকি। অস-
প্যাসকে দেখেছি কিমান থেকে, মখন
আকাশটা একটা শুকণ্ড ওলটানো গম্ভীর
মত হয়ে যায়। এরা আমার মনে সুখা,
ভরা, বিস্ময়, সবই সৃষ্টি করে। অপর
দুখকা আর পাণ্ডকোঠের পোষমানা পাড়াড়
স্টটিকেও ভাসবাস। রাজমহলের অসচ্চ-
নিষ্ঠ রেখাকেও।

মূলে সমতলের মানব বসেই সম্ভবত
এই আকর্ষণ। পৃথিবীর তিনভাগ যদি জল
আর একভাগ গল হয়, তবে সেই স্বগ-
ভাগের আবার তিনভাগই হয়ত পাড়াড়
অন্তত বন্ধুর। এই জ্ঞান আমাদের
আনুগাংগ্যে অভিজ্ঞতায় থাকে না।

শিলিগড়ি থেকে চড়াইয়ের পথে যেতে

যেতে সেদিন আবার নতুন করে পাহাড়কে ভালবাসলাম। ভালবাসলাম সানুদেশে আশ্রিত পাইনের মন্দিরোপম চূড়াগুলিকে। প্যাগোডার স্থাপত্য পাইনের কাছ থেকে ধাব করা কিনা কে জানে।

কবি নিস্তম্ভ গিরিরাজের অভ্রভেদী সংগীতের কথা বলেছেন। আমার মনে হয়েছিল, সংগীত, না মোন স্বেলিপ? আকাবাকা রেখায় লেখা রয়েছে—সাংকেতিক চিত্রের মানে যে জানে, একমাত্র তার কানেই গম্ভীর-মহিম অনাহত সুরটি ধ্বনিত হয়ে উঠবে।

তিনধরিয়াকে এসেও টের পাইনি। কিন্তু কাশিয়ানে পেয়েছে সন্টেক্স খালেই হল। শীতের অদ্ভুত-নিঃশব্দ শত চর বরষা হাতে ফিরেছে। পশমী বর্ষ এসে না নিলে আত্মরক্ষার উপায় নেই।

গলা ভেজানো চাই। কাশিয়াং স্টেশনে ঢোকা গেল। সেই 'টয় টেনটাকে' কত পিছনে ফেলে এসেছি! সে হাত পাথর কোন থাকে, কোন অতল খাদের ধারে, অনেক নীচ, জোরে জোরে শ্বাস টানছে, ভিঁবস নিচ্ছে। অমায়ের জীপ খাড়া রাস্তায় সটান উঠে এল।

পরে, সপ্তাহখানেক ধরে এই 'ফের-হাইলস ড্রাইভ' জীপের আরও অনেক তেরমতি দেখেছি। ভাঙা চোরা সংকীর্ণ রাস্তা, এক পাশে পাহাড়ের দেয়াল, অন্য দিকে অতলপর্শী অসহায়তা হাই হুয়েল চলেছে, কিছড় অবিচল জীপ শব্দেই একটা দমিকে গোঁয়ারত্বের জোরে চলেছে। ঘাট পড়ল 'ড্রাইভ' হ্যাংগলে উঠে গেল। ড্রাইভারের নিউক্লিয়ারকম্প হাত সিঁচিয়ে, মাঝে 'হুয়া হুয়া'বোলা ভাব।

আমার ত মনে হয়, প্রয়োজন হলে এই ফের-হাইলস ড্রাইভ গাড়িগুলি গাড়ি চড়েও পারে। তার, সঠিক বলব, এ-ভাটীয় কোন জীপকে কখনও গাড়ি চড়েতে দেখিনি।

কাশিয়াং স্টেশনের টী-রুম। সহযাত্রী বন্ধু এখানে আগেও এসেছেন, একদিক-বার। সে এক যুগেরও বেশি হয়ে গেল। তিনি বারবার এদিক-ওদিক চাইছিলেন। হাওয়া শুকলে একবার। টেবিলের চমচটা ফুলে নিয়ে টাংটাং বাজালেন। "এ-সবই আমার চেনা। এখানে এসেছি কতবার। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে।"

কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না। চূপ করে শব্দ শুনছিলুম।

"বড়ো এক পার্শি মানেজার ছিল।" বলেই বন্ধু হঠাৎ কী দেখে বিস্ময়ে থমকে গেলেন। তার পরেই উৎফুল্ল গলায় তাকে বলতে শুনলুম, "আরে, সে যে এখনও আছে দেখছি।"

তার দাঁষ্ট অনুসরণ করে আমিও দ্রুত পেলুম। ভিতরে একটি খুপারিতে ভেসে

বসে এক ভদ্রলোক মাথা নীচু করে খাড়াপত্র দেখছেন। হিসাব মেলাচ্ছেন। পাকা বাতাবি লেবুর মত একটি মাথা, কেশহীন, রোমহীন, ভারলেশহীন। একবার উঠে দাঁড়ালেন। এদিকে উৎকি দিলেন। আবার ফিরে গেলেন আপন আসনে। বাইরে স্টেশনটা তখন গমগম করছে, সেই খেলনা গাড়িগুলোই একটা হয়ত এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রবীণ পার্শি মানেজার তার জন্যে একটুও ব্যস্ত বা বিচলিত নন। মাথা নামিয়ে হিসাবের খাতা দেখছেন ত দেখছেনই। এমন সহস্র সহস্র গাড়ির আনাগোনা তার দেখা আছে, লক্ষ লক্ষ কন্ট্রোল। এরা তার স্টেশনের সরসীতে ছোট একটি চুইউ হাই আর হোলে না।

"লোকটা ঠিক তেমনই আছে, একটুও বদলায়নি, আশ্চর্য!" বন্ধু অস্ফুট স্বরে বললেন।

তার চোখে বিস্ময় ছিল, সেই সঙ্গে একটুখানি খেদও। বিস্ময় কেন, সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু খেদ কেন, তাও বাকি অনুমান করতে পেরেছিলুম।

দেয়ালের আয়নার বন্ধু নিজেকে দেখে থাকবেন। আর সেই মুহূর্তেই তিনি হয়ত টের পেয়েছিলেন, এক যুগ বা তারও বেশি আগে যে যুবকটির কাশিয়াং স্টেশনে বারবার আসা-যাওয়া ছিল, ঠিক সেই ফিরে আসেনি। সেই যুবকটি আর নেই।

অথচ বৃদ্ধি আছে।

বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও কি টের পেয়ে-ছিলেন যে, যুবকের যদিও যুবক থাকে না, কিন্তু বড়োরা থাকে, এবং আর বড়ো হয় না? —বড়ো জোর একদিন চলে যায়।

তাই দীর্ঘশ্বাসও হয়ত পড়েছিল। জানতে পারিনি।

এরপর ঘুম। অবশেষে দাঙ্গিলিং।

(ক্রমশ)

ডাঃ কার্তিক বসু

টাইকোসোডা | **নানাল**

অল্প অর্জিত ও ডিপোপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়

ডাঃ বসু, ল্যাংব্রোচের লিং-কলিকাতা ১

মাথের
জীকর্ষ
বান্ধি করে



রেকোকাশ্মীর

ফেস্ পাউডার

ভারতের সর্বত্র প্রচলিত



অ ব খ

বিষ্ণু দে

গাছের স্তম্ভতা গড়ি দেহে মনে,
মহাপিপুলের, আকাশে রোমাণ্ড মেলে রাখে
সহস্রাঙ্ক যে পিপুল, অটল স্তম্ভতা দেখি তার সনাতনে,
মনে মনে গড়ি,
রাড়ের রুদ্ধতা জয় করে যে পল্লবে
লক্ষ লক্ষ প্রাণময় সবুজ পল্লবে ঢাকে
আপন হৃদয়,

কঠিন সংহত স্থির সারাটা প্রান্তরে প্রাণের গঠন,
অজের উৎসবে কোনও উমার সন্ধানে
যেন বা এসেছে দেশে সতীর গিরিশ।

পিপুলে তন্ময় দেহমন।

ওদিকে তুলেছে কারা মহানিম আমজাম ছাতিম শিরীষ
নানা ফুল ফলগাছ নানা শব্দ গানে
ঝিরিঝিরি নানা নাচে
নরম হাওয়ায়,
সব ভালো খুব ভালো, মধুর মধুর, আনন্দ আরাম তৃপ্তি;
তবু অতুলন এই বয়স্ক পিপুল, বোড়ে স্থির,
পৃথুল প্রবীণ পৃথিবীর বিপুল প্রণয়ে স্তম্ভ।

কখনও বা অনেক কুঞ্জে কচি কচি লক্ষ লক্ষ কোমল সবুজ
হাতে হাতে মৃদু পাতা শিহরে শিহরে দোলে,
যেন কোনও আন্দোলনে পরগনার সমস্ত মাত্রার
কোলে কোলে স্পণ্ডে আর অস্পণ্ডে অববুখ শিশুদের ভিড়,
কখনও বা ঈশানের ঝড়ে
উন্মাদ উন্মাদ রাগে হাহাকারে মারে মরে
নুয়ে বেঁকে পড়ে, বাসা ছাড়ে, তালে তার তাল দেয়—
পাথায় পাথায়,

ভাঙে না, কারণ তার আবিষ্কৃত শিকড়ে সনাতনে
গভীর কঠিন প্রাণ, বড় জোর বহুদূরে পাঁচিলের ভিড়ে
উপিড়িয়ে ওঠে তার দুর্মর আবেগ, ফাটল ধরায়,
ধসায় দেয়াল, বড় জোর ঝরায় পল্লব কিছুর,
কিছুর বা খসায় ডাল,

তারপরে আবার আশ্বাস,
আকাশ ও নীড়,
স্তম্ভ স্থির আমাদের মাঠে আশ্চর্য অশ্বথ গাছ ॥

ঘড়ি চাল অবিব্রাম টিক্ টিক্ টিক্



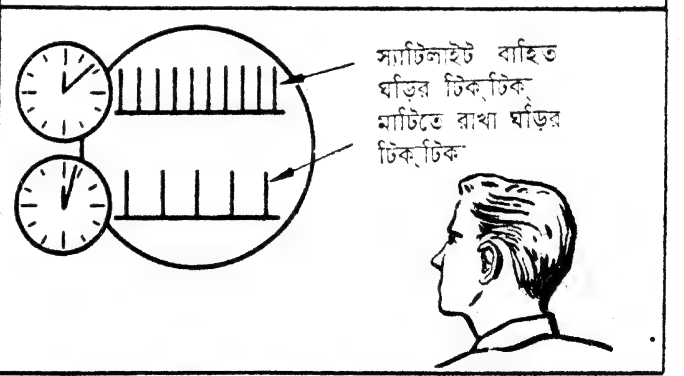
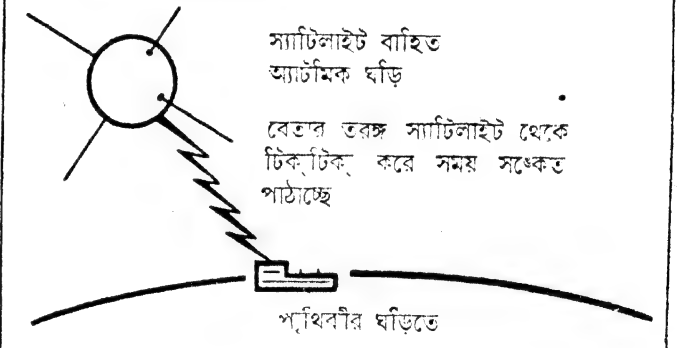
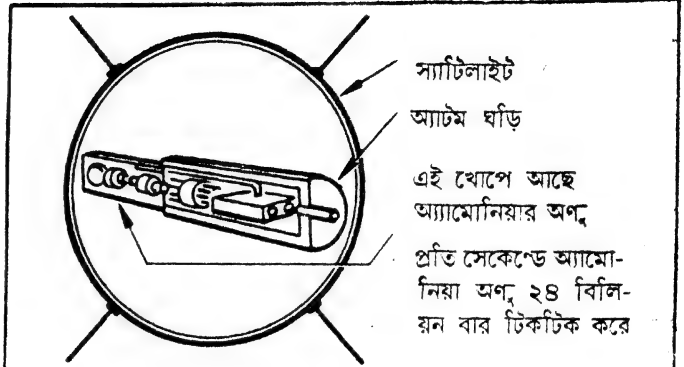
বরুণেন্দ্র গঙ্গপত

পদো আমরা তাই পড়েছি বটে কিন্তু সে ঘড়ি সত্যিই অবিব্রাম চলতে পারে না। দম ফুড়িয়ে গেলেই পেমে যায় টিক্ টিক্ আর শোনা যায় না।

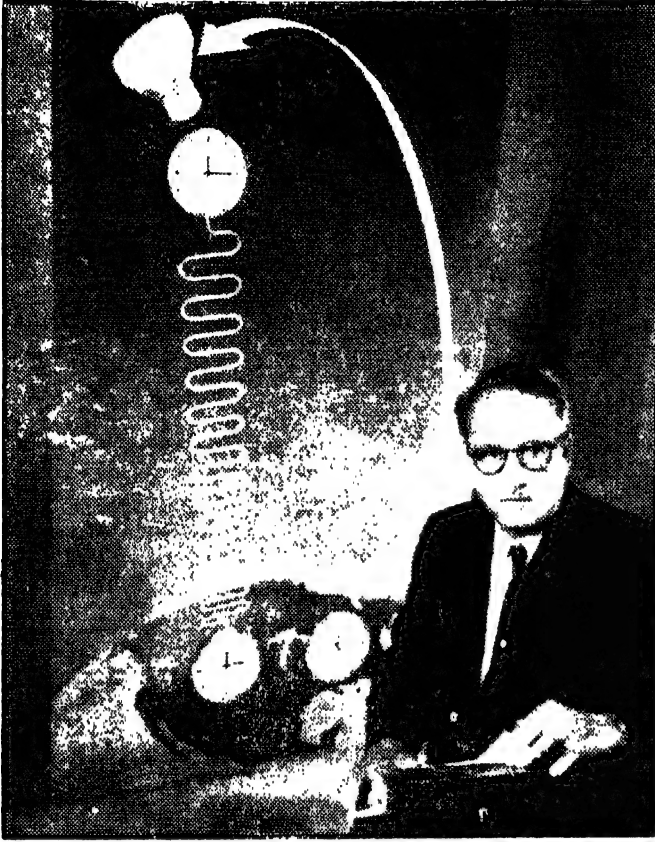
আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এমন একটা ঘড়ি তৈরি করেছেন, যে ঘড়ি দম না দিলেও চলবে। শব্দও চলবে তা নয়, নিখুঁত সময় দেবে। হাজার বছর ধরে চলছে হযত এক সেকেন্ড এটিক ওটিক ঘরে। ঘড়িটির ওজন ৩০ পাউন্ড, রিস্টওয়াচের মতো কথিত হলেও ইচ্ছামতো ঘোরা যাবে না। তবে এমন ঘড়ি কি কাজে লাগবে? কাজে লাগবে বলেই তা তৈরি করা হয়েছে।

এই ঘড়িটিকে আকাশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে সে কঠিন উপরত্ব হয়ে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করবে। ঘড়িটি অতুল যান্ত্রিক সত্যত্ব পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করতে পারে তার ব্যতীত করা হয়েছে। এই সময়ে সে প্রতি সেকেন্ড ২৪ বিলিয়ন বার টিক্ টিক্ করবে। হাজার মিলিয়নে এর এক বিলিয়ন আর এক মিলিয়ন এর দশ লক্ষ। ঘড়িটি পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করার সময় শব্দই টিক্ টিক্ করবে না। সে পৃথিবীর জ্যামিতিক অক্ষতি মাপবে, মাঝে মাঝে তরঙ্গ মাপবে আর নিয়ন্ত্রণ করবে পৃথিবীর সর্বাত্মকই শব্দ বা দেশের ব্যাপ্তি সমান কি না।

ঘড়িটিকে উপেক্ষা পৃথিবীর মতো কারণ হল বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আইনস্টাইনের একটি সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা যা তিনি এরি খিওরি অব রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতাবাদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। সিদ্ধান্তটি শুনলে ব্যপকতার কল্পনা বলেই মনে হবে। আইনস্টাইন প্রচারিত সময়ের এই সিদ্ধান্তটি এই রকম। মনে করা যাক আপনি কেউ চালিত বা অ্যাটমীয় শক্তি দ্বারা চালিত এমন একটা বিমান চাপলেন, যে বিমানের গতি প্রায় আলোর গতির সমান। অবশ্য এসব কাপটনিক কারণ আলোর গতি হল প্রতি সেকেন্ড এক লক্ষ ত্রিশটি হাজার মাইল। আপনার হাতে একটা রিস্টওয়াচ বাঁধা আছে। আপনি মজা করে মহাশয়না ঘুর বেড়াচ্ছেন আর ঘড়ি দেখছেন। আপনার ঘড়ির হিসের অনুযায়ী আপনি বিশ বৎসর ঘুরলেন। ধরে নিতে হবে যে পেনাল্টি



ওপরে স্যাটিলাইটটি দেখা যাচ্ছে যার মধ্যে অ্যাটমিক ঘড়িও থাকবে। অ্যাটমিক ঘড়িটি প্রতি সেকেন্ডে ২৪ বিলিয়ন বার টিক্‌টিক্ করবে। তার সেই টিক্‌টিক্ শব্দ ৮০০০ মাইল দূর থেকে শোনা যাবে। মাঝে মাঝে দেখা যাবে, বেতার তরঙ্গ সেই টিক্‌টিক্ শব্দ বহন করে নিয়ে আসছে। উদ্ভাবনাশের ঘড়ি আর মাটিতে রাখা ঘড়ি। এই দুইয়ের টিক্‌টিক্‌র তফাৎ হিসেব করে দেখা হবে মহাশয়না সময়ের গতির হার কি আরও দূর?



দুটি যমজ অ্যাটমিক ঘড়ি, একটি আছে ৪০০০ মাইল দূরে, পৃথিবীকে প্রদীক্ষণ করছে ঘণ্টায় হাজার মাইল বেগে আর অপরটি মাটির বুকে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা এই দুই ঘড়িতে সময়ের তফাৎ ধরা পড়ে কিনা এবং কতখানি তারই হিসেব নেবেন। ওপরের ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ বেতার তরঙ্গে চেপে পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে। বিজ্ঞানী সেই সময়ের তফাতের হিসেব নিচ্ছেন।

না থেমে বিশ বছর চলেছে আর আপনার সংগে বিশ বছরের মতো খাবার ছিল।

যাই হোক বিশ বছর পরে আপনি পৃথিবীতে ফিরে আসা স্থির করলেন এবং একদিন ফিরেও এলেন। লাগু করবার আগে আপনি হয় ভাবছেন যে আপনার বন্ধু-

বান্ধবেরা আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে ফুলের মালা নিয়ে আপনার জন্যে দমদম বিমান ঘটিতে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু হ্যাঁ! দমদম বিমান ঘটিটাই আপনি চিনতে পারলেন না। কি করেই বা চিনতে পারবেন বলুন, কারণ আপনার অনুপস্থিতির বিশ বছরে পৃথিবী কয়েক লক্ষ বছরের পুরনো হয়ে গিয়েছে।

অন্যান্য আরও অনেক সিদ্ধান্তের মতো আইনস্টাইনের এই সিদ্ধান্তও অনেক বিজ্ঞানী যারা বন্ধুতে পেরেছেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষরপ্রমাণ আর যন্তপাতির অভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি এতদিন।

ঐ ঘড়ি, যার নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাটমিক ক্লক, যদি আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে পারে তাহলে যা ছিল কল্পনা তা হবে বাস্তব, সমগ্র চিন্তাধারায় এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করবে, যার লুপ্তপ্রসারী ফল অবশ্যম্ভাবী।

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

কিয়মতকর নবাবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, পক্ষাঘাত, একজিমা ও সোরাইসিস রোগ প্রত্য-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পরে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুঠ কুঠীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খরট্ট, হাওড়া। ফোন—৬৭-২৩৫১।

শাখা—৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯

শুধু বিজ্ঞানময় নয়!
স্বাদে গুণেও উৎকর্ষ

তারক গুণের জুহা
কলিকাতা-৮

জটিল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস পি মখাৰ্জী (রোজঃ) সমাগত বোগী-দিগকে গোপন ও জটিল রোগাদির রবিবার বৈকাল বাদে প্রাতে ৯-১১টা ও বৈকাল ৫-৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।
শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (রোজঃ)
১৪৮, আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

রমণীজনের স্বাস্থ্য
ও সুখের জন্য

লৌধরা

কেশরী কুটীরাম প্রাইভেট লিঃ
রয়াপেটা, মাদ্রাজ-১৪

বাদুর জুতা

সুন্দর ও মজবুত

বাদু এণ্ড কোং
পশ্চিম বঙ্গের ওয়েস্টবঙ্গী পাবনা গুণসম্পন্ন
২৫/৭, কলেজ স্ট্রাট, কলিকাতা-১৩



আটম ঘড়ির টিউব ঘড়ি মতো অ্যামোনিয়াম যথা সর্বদা অস্তিত্ব দ্রুতগতিতে কাপড়ে। এই অ্যাটমিক ঘড়ি আবিষ্কার করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানী ডব্লিউ হ্যারল্ড লিয়নস্। অ্যাটম ঘড়ির পরীক্ষা সফল হলে মহাকাশে সময় সম্বন্ধে আইনস্টাইনের চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্তটি প্রমাণিত হবে

আগেই বলা হয়েছে, অ্যাটমিক ক্লক আপনাদের বিশেষত্বটির মত নয় এমন কি আপনাদের টাইমপিস বা সন্ধ্যার ঘড়িটির মতও নয়। তার যন্ত্রপাতিও বসরকম নয়। আপনাদের ঘড়ির অঙ্গল ভিনিসিটি যেমন সুন্দর কিন্তু এই অ্যাটম ঘড়ির অঙ্গল ভিনিসিটি হল এক ফুটি সন্ধ্যা একটি ইলেক্ট্রন টিউব।

টিউবের মধ্যে আছে অ্যামোনিয়াম গ্যাসের অসংখ্য অণু। অণু বলতে কি বোঝায় তা এতদিনে নিশ্চয় আপনাদের ভেদে গেছেন। টিউবের মধ্যে এই অণুগুলি সদা সর্বদা কম্পনমান অবস্থায় রয়েছে। প্রত্যেকটি কম্পন অ্যাটম ঘড়ির এক একটি টিক্।

আইনস্টাইন বলতেন যে শূন্যে যেখানে কোনো গ্রহের আকর্ষণ অনুভূত হয় না, সেখানে সময়ের গতির হার আকর্ষণশীল এলাকা থেকে তফাত করে। তাহলে অনুমান করা হচ্ছে যে, অ্যাটম ঘড়িটি শূন্যে যখন সেই এলাকায় পৌঁছায় সেখানে কোনো গ্রহের কোনো আকর্ষণ বিজ্ঞান অতিকর্ষ বা মহাকর্ষ কোনো কিছুই নেই, সেখানে ঘড়ির টিউবের মধ্যে অবস্থিত অ্যামোনিয়াম অণুর কম্পনের অর্থাৎ তার ঘড়ির টিক্-টিকের নিশ্চয় পার্থক্য হবে।

এই অনুমান ঠিক কি বেঠিক তা স্থির করার জন্যে ঐ অ্যাটম ঘড়িকে শূন্যে ৪০০০ মাইল দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেই দূর থেকে সে নিজের কক্ষপথে ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল বেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। ঘড়ি ঘোরবার সময় তার কম্পনগুলি পিপ্পু পিপ্পু করে যেতার তরঙ্গের সাহায্যে পৃথিবীতে পঠাবে। পৃথিবীতেও ঐ রকম একটি ঘড়ি থাকবে। দুটি ঘড়ির টিক্ টিক্ সঙ্গত বিজ্ঞানীরা সেপে শুন্যে ও পৃথিবীতে সময়ের পার্থক্য হিসেব করবেন।



বিখ্যাত
মথ্য ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বদুর খোজিমারী ফ্যাক্টরি
কলিকাতা ৭

দেব সাহিত্য কুর্টীর
২১, বামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯
এখানে চিঠি লিখলেই
হাজার রকম বইয়ের
ক্যাটালগ পাঠানো হয়
শুকতারা
সরস্বতী পুজার দিন
ত্রয়োদশ বার্ষ পড়বে

“বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক লাইব্রেরী পুস্তকরূপে পরিগণিত” ও উপহারের উপযোগী অভিনব পুস্তক

বনের ডাক
স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ প্রণীত

মূল্য : পঁচ টকা

“This book is to be recommended to all men whose bedtime tranquillizers do not rise above Peter Cheyney, Ellery Queen or Agatha Christie. For, the remarkable part of it is that whilst it deals with probably 200 subjects of alarming weight and abstruseness, one does not feel either the one or the other at any stage of the reading. Primarily it blazes a new trail—taking the teenagers by the hand and showing him what the forest has to show and making him listen to what it has to say. And it is not only the leaves and the roots and the herbs and the shrubs who figure in the drama. The author has virtually taken the entire forest kingdom to pieces and not left a single shred of it un-explored. The mass of information is overwhelming and if there is any flaw in the book it is that it is like a trunk packed with the wardrobes of the whole family,—too much in too little. But the easy style will make the reading a pleasure. The book is mainly meant for teen-agers but it would be well if the fathers dip into it,—to keep pace with their progeny. The book should have a place on every student's shelf. The price is not unreasonable considering current rates and the cornucopia of information which the book offers to the buyer.”

— Amrita Bazar Patrika.

আনন্দবাজার, বসুন্ধরী, দেশ, অনিবার্যের
চিঠি, উদ্বোধন ইত্যাদি পত্রিকায়ও
উচ্চপ্রশংসিত

প্রকাশকঃ শ্রীঅরুণকমার দে
৬৫/১/১, মালিকতলা স্ট্রীট, কলিঙ্গ-৬
সমস্ত সমাজত পুস্তকালয়ে পাওয়া সম্ভব।

(দল ২৪৯)

গত শনিবার সদর স্ট্রীটের ফুটপাথ-এ মিউজিয়াম-এর রেলিং-এ একটি চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রদর্শনীটি রবিবারেও চলছিল। ফুটপাথে চিত্র-প্রদর্শনী কলকাতায় এই প্রথম। রচনাগুলি একজনেরই সৃষ্টি। সবসম্মত ছিল ১৪টি রচনা। শিল্পীর নাম প্রকাশ কর্মকার। যে কজন মুণ্ডিমেয় শিল্পী মডার্নিস্টিক আর্টে সত্যিকার প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্যে প্রকাশ কর্মকার আমাদের ধারণায় অন্যতম। ইনি বিদেশে কখনও যাননি। বিদেশে না গিয়েও যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সার্থক শিল্প সৃষ্টি করা যায়, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রকাশ কর্মকারের রচনা। এ'র চিত্রাধারা, এ'র প্রথাপ্রকরণ, এ'র দৃষ্টি-

চিত্র প্রদর্শনী

অপ্রাসংগিক বা অসংগত নয়। প্রত্যেকটি রচনাতেই ইনি কিছু বলতে চেয়েছেন, শব্দ, মাত্র দর্শনোন্মুখকেই আনন্দ দেবার জন্য পাটনের সৃষ্টি করেননি। কতকগুলি আঁত নিম্নম সত্য ইনি চিত্র তর্জমা করেছেন



পথ চিত্র-প্রদর্শনী। শিল্পী প্রকাশ কর্মকার ও রেলিংয়ে টানানো তাঁর রচনা

ভঙ্গী সবই স্বকীয়। কিছুমাত্রও বিদেশ থেকে আমদানী নয়। ভগবানের আশীর্বাদ যে ইনি বিদেশে আর্ট শিক্ষা করবার জন্য কোনও ব্যক্তি এখনও পাননি। দেখতে পাই, যে কজন বিদেশে গিয়েছিলেন আর্ট স্ট্রেনিং নিতে, তারা প্রায় সকলেই জাতিগত স্বাভাব্য এবং ব্যক্তিগত স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে দেশে ফিরেছেন। প্রকাশ কর্মকারের চিত্রকলা মডার্নিস্টিক হলেও বস্তুনিরপেক্ষ প্রকাশের উৎকট চেষ্টা নয়। অত্যাঁজ আছে, কিন্তু তা

স্বকীয় মানববৈষম্যের প্রেরণায়। এ'র রচনার সঙ্গে জার্মান শিল্পী জর্জ গ্রুৎস্-এর বা কেট কল্ডউৎস্-এর রচনার তুলনা করা চলে। গ্রুৎস্-এর মত অতটা তিক্ততা না প্রকাশ পেলেও এ'র যে শেলবাখ্য ভাষা তাও বড় কম মনোভেদী নয়। বাগ্গাবিদ্যুৎ করার ক্ষমতাও এ'র অসাধারণ। যে নিদারুণ গাথা ইনি রচনা করেছেন, তা ঘটনাবহুল একটি যুগান্তরের গান। রচনাগুলির আবেদন অগ্রাহ্য করা অসম্ভব, বিশেষ করে 'অ্যানাদার

ডেথ', 'ডেসটিনী', 'আগানী', 'পেট' এবং 'ট্রায়ো' এ কটি রচনার। 'হরতাল', 'ন্যুড', 'ইমোসেন্স' এবং 'ইজ-নেস' এ কয়টি রচনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবিগুলির মধ্যে চারটি তৈল মাধ্যমের কাজ। একটি জল রঙের কাজ এবং বাকি সব একটি বিশেষ ধরনের ত্রিকোণে অঙ্কিত। এই নতুন পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে বর্ণের জৌলুস এতে নষ্ট হয় না, এবং অশুভ রকমের টেরচারের সৃষ্টি হয়ে ছবির আবেদন অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে।

প্রকাশবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "ফুটপাথে প্রদর্শনী করবার খেয়াল চাপল কেন?" জবাব দিলেন, "কাবণ তিনটি-প্রথম, প্রদর্শনীর জন্য নির্দিষ্ট কোনও হলঘর ভাড়া করবার মত আমার টাকা নেই, দ্বিতীয়, আমি মনে করি আমার আর্ট জনগণের আর্ট, তাদের সামনে এ আর্টকে তুলে ধরবার মত উপযুক্ত স্থান আর কোথায়? তৃতীয়, শিল্পী সমাজে যে তথাকথিত আভিজাত্যের লক্ষণ বর্তমানে দেখা দিয়েছে, তার মূলে কৃষাঘাত করতে চাই।" একথা সত্যি যে, বহু শিল্পী আছেন যারা প্রতিভাবান, কিন্তু অর্থীভাবে হল ভাড়া করে প্রদর্শনীর ব্যাবস্থা করতে পারেন না। প্রকাশবাবুর এই প্রদর্শনীর শর নিশ্চয় তাদের সংকট দূরীভূত হবে এবং তারাও ভবিষ্যতে এভাবে ফুটপাথে চিত্রমালা সাজিয়ে জনসাধারণের সামনে তাদের প্রতিভা প্রকাশ করবেন। এতে অবমাননার কিছু নেই। পাশ্চাত্যে প্রায় সব বড় বড় শহরেই স্ট্রীট একজিবিশনের রেওয়াজ আছে। ওদেশে শর্মিস্থানীয় অনেক শিল্পীই এই স্ট্রীট একজিবিশন করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এ দেশেই বা তা সম্ভব হবে না কেন? আমরা ফুটপাথে চিত্রপ্রদর্শনীর রেওয়াজকে সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাই। পরিশেষে শিল্পী প্রকাশ কর্মকারকে আমরা অভিনন্দন জানাই এদেশের সর্বপ্রথম ফুটপাথে চিত্র-প্রদর্শনকারী শিল্পী হিসাবে!

আগামী ২১শে এবং ২২শে নভেম্বর এখানেই প্রকাশবাবুর প্রদর্শনী পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে।

—চিত্রগ্রা





না, কবিতরী, স্বভাবে বাঁধনী।
নিশিথরীর মধ্যে নামটা তারা
আগেই শুনিয়েছিল। স্বভাব বন্ধুতে অনেক
সময় লাগল।

তারা তখন ভগল, আর পতিয়া।
ভগল, আর পতিয়া বচন কানের
দোহে।

এখনও, এই জোহান বসে তাদের
বচনটা বন্দুতী হট্টা আছে। একই সংগে

তারি খায়, একই খাটিরায় ঘুমায়, একই
সংগে চলে ফেরে। একই কারখানায় একই
কাজ করে। আশ্চর্য! দুজনের রুচি,
মনের গঠন হুবহু এক। দুজনের আশা-
নিরাশা, ব্যথা-যন্ত্রণা অভিন্ন।

দুজনে মিলে একটা অখণ্ড সত্তা। একটা
আলস্ত জিহ্বাগীকে দুটে সমান মাপে ভাগ
করলে, এক ভাগ হবে ভগল, আর এক
ভাগ হবে পতিয়া।

দুজনের মাথা বন্ধুত্ব, বিশ্বাস এবং গাঢ়
পেয়ারের সম্পর্ক।

এখানে শহরতলীর এই আকস্মিকতায়
ফুটে ফুটে মাথা তুলে আছে রাশি রাশি
কারখানার চোঙ। এখানে কত যে কল
কত যে কারখানা লেখালেখা নেই
চটকল, পটকল, বানকল। ওলাইয়ের
বারখানা, মোটর মেরামতের কারখানা।

গত শনিবার সদর স্ট্রীটের ফুটপাথ-এ মিউজিয়াম-এর রেলিং-এ একটি চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রদর্শনীটি সন্ধ্যাবেলাে চলছিল। ফুটপাথে চিত্র-প্রদর্শনী কলকাতায় এই প্রথম। রচনাগুলি একজনকেই সৃষ্টি। সবসংক্ষেপে ছিল ১৪টি রচনা। শিল্পীর নাম প্রকাশ কর্মকার। যে কজন মুম্বইয়ের শিল্পী মডার্নিস্টিক আর্টে সত্যিকার প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্যে প্রকাশ কর্মকার আমাদের ধারণায় অন্যতম। ইনি বিদেশে কখনও যাননি। বিদেশে না গিয়েও যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সার্থক শিল্প সৃষ্টি করা যায়, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রকাশ কর্মকারের রচনা। এ'র চিত্রাধারা, এ'র প্রথাপ্রকরণ, এ'র দৃষ্টি-

চিত্র প্রদর্শনী

অগ্রাসংগিক বা অসংগত নয়। প্রত্যেকটি রচনাতেই ইনি কিছু বলতে চেয়েছেন, শুধু মাত্র দর্শনশিল্পকেই আনন্দ দেবার জন্যে প্যাটার্নের সৃষ্টি করেননি। কতকগুলি অতি নিম্নম সত্য ইনি চিত্র তজমা করেছেন



পথ চিত্র-প্রদর্শনী। শিল্পী প্রকাশ কর্মকার ও রেলিংয়ে টানানো তাঁর রচনা

ভঙ্গী সবই স্বকীয়। কিছুমাত্রও বিদেশ থেকে আমদানী নয়। ভগবানের আশীর্বাদ যে ইনি বিদেশে আর্ট শিক্ষা করবার জন্য কোনও বৃত্তি এখনও পাননি। দেখতে পাই, যে কজন বিদেশে গিয়েছিলেন আর্ট ট্রেনিং নিতে, তারা প্রায় সকলেই জাতিগত স্বাভাব্য এবং ব্যক্তিগত স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে দেশে ফিরেছেন। প্রকাশ কর্মকারের চিত্রকলা মডার্নিস্টিক হলেও বস্তুনিরপেক্ষ প্রকাশের উৎকট চেষ্টা নয়। অতীত আছে, কিন্তু তা

স্বকীয় মানবত্বের প্রেরণায়। এ'র রচনার সঙ্গে জার্মান শিল্পী জর্জ গ্রস্‌ংস্‌ অথবা কেট কল্ডিংস্‌-এর রচনার তুলনা করা চলে। গ্রস্‌ংস্‌-এর মত অতীত তিক্ততা না প্রকাশ পেলেও এ'র যে শৈল্যাত্মক ভাষা তাও বড় কম মর্মভেদী নয়। ব্যঙ্গবিদ্রূপ কর'র ক্ষমতাও এ'র অসাধারণ। যে নিদারুণ পাথা ইনি রচনা করেছেন, তা ঘটনাবহুল একটি যুগান্তরের গান। রচনাগুলির আবেদন অগ্রাহ্য করা অসম্ভব, বিশেষ করে 'আনাদার

ডেথ', 'ডেসটিনী', 'অ্যাগনী', 'পেট' এবং 'ট্রো' এ কটি রচনার। 'হরভাস', 'নাজ', 'ইমোসেন্স' এবং 'ইজ-নেস' এ কয়টি রচনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবিগুলির মধ্যে চারটি তৈল মাধ্যমের কাজ, একটি জল রঙের কাজ এবং বাকি সব একটি বিশেষ ধরনের ক্রিয়াকৌশলে অঙ্কিত। এই নতুন পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে বর্ণের জোলের এতে নষ্ট হয় না, এবং অশুভ বকমের টেক্সচারের সৃষ্টি হয়ে ছবির আবেদন অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে।

প্রকাশবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "ফুটপাথে প্রদর্শনী করবার খেয়াল চাপল কেন?" জবাব দিলেন, "কাবণ তিনটি-প্রথম, প্রদর্শনীর জন্য নির্দিষ্ট কোনও হলঘর ভাড়া করবার মত আমার টাকা নেই, দ্বিতীয়, আমি মনে করি আমার আর্ট জনগণের আর্ট, তাদের সামনে এ আর্টকে তুলে ধরবার মত উপযুক্ত স্থান আর কোথায়? তৃতীয়, শিল্পী সমাজে যে তথাকথিত আভিজাত্যের লক্ষণ বর্তমানে দেখা দিয়েছে, তার মূলে কুঠারাঘাত করতে চাই।" একথা সত্যি যে, বহু শিল্পী আছেন যারা প্রতিভা-বান, কিন্তু অধঃভাবে হল ভাড়া করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারেন না। প্রকাশ-বাবুর এই প্রদর্শনীর সব নিশ্চয় তাঁদের সংকেত সূর্যভূত হবে এবং তাঁরাও তাঁদের এভাবে ফুটপাথে 'চিত্রমালা সত্যিকার জন-সাধারণের সামনে তাঁদের প্রতিভা প্রকাশ করবেন। এতে অবমাননার কিছু নেই। পাশ্চাত্যে প্রায় সব বড় বড় শহরই স্ট্রীট এক্সিবিশনের রেওয়াজ আছে। ওদেশে শ্রমীস্বতন্ত্র্য অনেক শিল্পীই এই স্ট্রীট এক্সিবিশন করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এ দেশেই বা তা সম্ভব হবে না কেন? আমরা ফুটপাথে চিত্রপ্রদর্শনীর রেওয়াজকে সর্বদাত্মকরণে দ্রাব্য জানাই। পরিশেষে শিল্পী প্রকাশ কর্মকারকে আমরা অভিনন্দন জানাই দেশের সর্বপ্রথম ফুটপাথে চিত্র-প্রদর্শনিকারী শিল্পী হিসাবে।

আগামী ২১শে এবং ২২শে নভেম্বর ঐখানেই প্রকাশবাবুর প্রদর্শনী পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে।

—চিত্তগ্রীষ





না, কল্যাণী, পবিত্র কাঁচিনী।
মিশ্রজাতির মন্থ নামটা তারা
আগেই শুনিয়েছিল। সবতার দুঃস্বপ্নে অনেক
সময় লাগল।

তারা অশ্রু ভরিল, আর পতিয়া।
ভগল, আর পতিয়া বচন কালের
দোহা।

এখনও, এই জীবন বহলে তাদের
বচননী বন্দুটী অটুট আছে। একই সংগে

তারি খার, একই খাটিয়ায় ঘুমায়, একই
সংগে চলে ফেরে। একই কারখানায় একই
কাজ করে। আশ্চর্য! দুঃস্বপ্নের রুচি,
মনের গঠন হৃদয়, এক। দুঃস্বপ্নের অশা-
নিরাশা, বাধা-যন্ত্রণা অভিন্ন।

দুঃস্বপ্নে মিলে একটা অখণ্ড সত্তা। একটা
আসত জিন্দগীকে দুটো সমান মাপে ভাগ
করলে, এক ভাগ হবে ভগল, আর এক
ভাগ হবে পতিয়া।

দুঃস্বপ্নের মতো বন্ধুত্ব, বিশ্বাস এবং গাঢ়
পেরায়ের সম্পর্ক।

এখানে শহরতলীর এই প্রাণশাসনে
ফুড়ে ফুড়ে মাথা তুলে আছে রাশি রাশি
কারখানার চোঙ। এখানে কত যে কল
কত যে কারখানা দেখাযোঁয়া নেই
চটকল, পটকল, বালকল। চলাইয়ের
কারখানা, মোটর সেরমতের কারখানা।

দিনরাত চোঙাগুলি গাড়, কাণো ধোঁয়া ছুড়ে ছুড়ে শহরতলীর আকাশটাকে বিষিয়ে রাখে।

কল আর কারখানাগুলিকে ঘিরে আছে দোকান-বাজার, ধোঁয়া-ধুলো, ঠাসঠাসো বস্ত্র, রেশ্মিপাড়, দেশী মদ আর চাটের দোকান। হালফিল একটা সিনেমা হলও বসেছে।

এখানে গিজগিজ, গাদাগাদি ভিড়। চিংকার - হুয়া। ফড় - দালাল - মজুর-আড়কাঠি—নানান জাতের মানুষ এখানে ফিকিরে ঘুরছে।

শহরতলীর আরো একটা দিক আছে। সেখানে রেলের লাইন। সেখানে জলা ডাঙা, এগুনা ডোবা, চোঁচো ঘাস, কচু আর গেমো বন। আর আছে পচা পীচবোর্ড, কাটা টিন, ছেঁড়া চট, লোহা এবং সীসের টুকরোর সমৃদ্ধ। কল-কারখানার যত বাতিল আবজনা এখানে এনে ফেলা হয়।

রেললাইনের ওপারে ভগলু আর পতিয়া একটা ঢালাইয়ের কারখানায় ক্রীন্দরের কাজ করে। থাকে ওপারের জলা ডাঙায়। চট-পীচবোর্ড-পেটা টিন দিয়ে তারা একটা কুপড়ি মত বনিয়ো নিচ্ছে।

এটা মধ্যম কতুর শেষ মাস।

সব মাস নিমটে মরছে। দিন মরেছে কিন্তু দিনের রেখটা মরে নি। আকাশে মেটে সিঁদুরের রং ধরেছে। শুধু কি মেটে

সিঁদুরের রং, তেলতেলে হলদে, টকটকে লাল, বাদামী নারগী রং—মধ্যম খড়ুর দিনান্ত আকাশটাকে কত রঙে যে রাঙিয়েছে অত হিসেব কে রাখে? রঙের যত ঘটা, আকাশে তার ছিটফিটা বাহারও যদি থাকত।

একটু আগে কারখানা ছুটি হয়েছে।

কারখানা ছুটি হলেই রেললাইন পেরিয়ে, তেল-কালি মাথা ক্লান্ত শরীর টানতে টানতে ভগলু আর পতিয়া প্রথমে এগো ডোবাটা ঘল চলে আসে।

ডোবার পারেই তাদের কুপড়ি।

ডোবার জল শুঁষনি এবং সবুজ পানার নীচে কাণো আর ঠাণ্ডা হয়ে আছে। ঠাণ্ডা, হিম হিম জলে গা জড়িয়ে, তেল-কালি ধুয়ে তারা কুপড়িতে ঢোকে।

রোজকার মত আজও তাবা ডোবাটার পারে এসে। এসেই চমকে উঠল।

খোঁজুর গাছের একটা ঘাটলা ডোবার জলে নেমে গিয়েছে।

চান কার এক জোয়ানী ঘাটলায় দাঁড়িয়ে চুল ঝাড়ছে।

ভিজলে পাখিনী চুপসে যায়। কিন্তু মানুষী? ঠিক মানুষী না, জোয়ানী? কাপড়ের তলায় যা থাকে অসবুট, অভ্যাস মাত্র, হাজারটা ধারাল রেখার তা ফুটে বেরায়।

জোয়ানীটা পিছন ঘুরে চুল ঝাড়ছে। তার মসৃণ, উদাম পিঠটা দেখা যাচ্ছে।

চকচকে, তামাটে, টান-করা চামড়া। কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত—হাতের নিটোল অংশটা নড়ছে। কাঁধ, পিঠ, সরু চিকণ মাজা, মাজার নীচ চুল ঝাড়ার তালে তালে তির তির করে কাঁপছে।

জোয়ানীটা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। আকাশের মেটে সিঁদুরের রং তার সারা দেহে এসে পড়েছে। পুরু পুরু ঠোঁট, চ্যাপ্টা থ্যাঁড়া নাক, গোল গোল ধক ধক চোখ। চোখের তারা দুটো খাঁচার পাখির মত ছটফট করছে। অস্বাভাবিক পুরু বক, খাটো শাড়িতে ভাল মত আবরণ পায় না। তার মুখে চোখে, সমস্ত শরীরে অশুভ এক বনাতা।

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জোয়ানীটা।

ফিস ফিস করে ভগলু বলল, 'মিশির-জীর বিটিয়া!'

একই রকম শব্দ করে পতিয়া বলল, 'কবুতরী!'

সরু, জিভ বার করে পুরু ঠোঁট দুটো একবার চাটল জোয়ানীটা। সাপের মত হাঁসিয়ে হাঁসিয়ে একটু হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, মিশিরজীর বিটিয়া—আমি কবুতরী। তুমরা তো ভগলু, আউর পতিয়া!'

ঘড় কাত করে দুজনে সায় দিল।

কবুতরী আর দাঁড়াল না। চিকণ কোমরে লচক খেলাতে খেলাতে, হাজার কণ্ডনা বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

শীতের দিনে-ও

ল্যানোলিন-যুক্ত বোরোলীন
আপনার ঝক-কে সজীব রাখবে

শীতের কমন্বান হাওয়ার হাত থেকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য রক্ষা করতে বোরোলীন-ই হচ্ছে আদর্শ ডেউক্রীম। নিঃশীত ব্যবহারে, ওষধিগুণযুক্ত সুবাসিত বোরোলীনের দক্ষিণ উপাদান ত্বকে কোমল, মসৃণ ও সজীব করে তুলবে আর আপনার অনুলীন স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিকশিত করবে। বোরোলীনের যত্ন নিজেই রূপোদ্ভব করুন।



বোরোলীন

পরম প্রসাধন

পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোং



বোরোলীনে—ল্যানোলিন আছে বলে শীতের দিনে-ও গাল, হাত ও চোঁটকাটার হাত থেকে রক্ষা করে আর রূক্ষতম ত্বকে-ও লাবণ্য চুঁচু করে।



১৬, বনফিল্ড লেন • কলিকাতা-১

কারখানার দোসরা ভৌটা বাজল।
তিনরা ভৌ বাজার আগেই তাদের কামে
হাগতে হবে। তড়বড় করে ভিজা কাপড়
ছেড়ে শুধা কাপড় পরে নিল দুজনে।

এ-পাশে গেমো বন, ও-পাশে কচু বন।
মাঝখান দিয়ে সরু আঁকাবাঁকা পথ।

ভগলু আর পতিয়া ছুটতে ছুটতে
চলেছে।

আচমকা গেমো বনের পাশ থেকে কে যেন
খিসিখিসিয়ে ডাকল, 'আইও-মরদানা!'

দুজনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গেমো
বন ঠেলে কবুতরী বেরিয়ে এল। গোল

গোল চোখের তারা দুটো খাঁচার পাখির
মত কিছুক্ষণ ছটফট করে স্থির হ'ল।

হাতের ইশারায় ভগলুকে ডাকল
কবুতরী। খানিকটা দূরে নিয়ে তাকে
বলল, 'তুমাদের এখানে আশি' আর কাকুই
মেলে?'

হাঁ-হাঁ—

'আমার জন্যে লিয়ে এস।'

ভগলু চলে যাচ্ছিল। কবুতরী তাকে
ফেরাল। বলল, 'শোন, এ বাতটা তুমার
দোস্তকে বলবে না। সমঝা?'

ভগলু মাথা নেড়ে চলে গেল। কবুতরী
আবার গেমো বনে ঢুকল।

চলতে চলতে পতিয়া জিগোস করল,
'চোরি চোরি কবুতরী তুহকে কা কহল?'
একটু কি যেন ডাবল ভগলু। গজ গজ
করে একটু হাসল। তারপর বলল, 'কুছ
না, কুছ না—'

পতিয়া আর কিছু বলল না। গুম মেয়ে
গেল।

জীবনে কোন কথা, কোন ব্যাপার তাদের
মধ্যে গোপন নেই। কিছুই তারা ঢাকা-
ঢাকি করে না। লুকোয় না। দু জনের
সব কথা, সব দুঃখ, সব যত্নো পরস্পরকে
শুনিয়ে, পরস্পরের মধ্যে ভাগাভাগি করে
স্বস্বস্তি পায়। তাদের একার বলতে কিছুই
নেই। না কোন কথা, না কোন ব্যাপার।

এই প্রথম একজনের কথা আর একজনের
কাছে গোপন হ'ল।



এরাসমিক

পারফিউমড

কোকেনাট হেয়ার অয়েল

এখন এই লতুন আকর্ষণীয় বোতলে।

ছই রবম হৃদয় স্তবধে

গোলাপ ও যুই



স্বস্ত্যার ঠিক মতবে মতবে আবার এল
কবুতরী।

ঢালটিয়ের কারখানা থেকে ফিরে, ডোরার
জলে শরীরের ততল কার্গি ধোলে পরে
খাটিয়াটির উপর চুপচাপ, পাশাপাশি পরে
আঁতে দুজনে ভগলু, আর পতিয়া।

কুপতিয়র এক কোণে একটা কেবানিলের
ভিলে জলচে। 'ভিলে থেকে যত না আলো
পাওয়া যায়, তার কাজের গণে বেশি আলো
হোলে।' চুটী কটিয়াবোর ভিলের কুপতিয়া
সেমনি যেন আলো আলো জ্বলজ্বল জ্বলচে।

বইয়ের বেসে কেউ যেন গাটিলে নিচ্ছে।
ফলস্বা স্বস্তর একটা পল্লী সমস্তর জেলা,
এপার মিশিরজীব ডোরার বস্তুর গেলো
বনভাঙে মাছেরা করে ফেলেছে। কিছুটা
লুপা যাব না, কিছুটা লুপা যাব না। মরদা
কবুর এই কবরটি সেমনি যেন জাজ্জ্বল,
দুর্ভাগ্য।

হঠাৎ কবুতরীর দলো শোনা গেল,
'আইও মরদানা!'

কুপতিয়র ঢাল পতির কবুতরী।
ভগলুরে ঢাল পতির আঁত।

কবুতরীর লিঙ্গ, পিছ, ভগলু, ডোরার
পারে এসে দাঁড়াল। কাপড়ের তলার আঁশ
তার কাশি কুপতিয়র এরফন পরেছিল সে।
কাঁসা কাঁসা গম্ভীর বলল, 'এই লেও
তুমার—'

আঁশ কাঁসটি নিয়ে ভগলুরে গালে একটা
খোঁচা মারে খিসিখিসিয়ে হোসে উঠল
কবুতরী। বলল, 'দুম বহুত দিলবালা
মরদানা—'

কবুতরী মিশিরজীব ডোরার চলে গেল।
ভগলু, নিজেকে কুপতিয়র ফিরে পতিয়ার
পাশে গিয়ে বসল।

খানিকটা পর আবার এল কবুতরী।
ডাকল, 'আইও মরদানা!'

ভগলু উঠতে যাচ্ছিল। হাতের ইশারায়
তাকে বসিয়ে বলল, 'তুম নেহী, পতিয়া—'

পতিয়ারকে নিয়ে জোবা পেরিয়ে গেমো বনের কাছাকাছি চলে এল কবুতরী। এখানে একটা বাজে পোড়া তালগাছ ধরা-শায়ী হয়ে আছে। তার উপর দুজনে বসল।

ধোয়ারঙের পর্দাটা এখন আর নেই। গাঢ় অন্ধকারের নীচ গেমো বন, শহরতলীর এই বাতিল, নোয়া জায়গাটা তলিয়ে আছে। চারপাশ থেকে ভিজে মাটির গন্ধ, কচুবনের গন্ধ, গেমো ফুলের গন্ধ উঠে আসছে।

সীসের টুকরো, লোহার টুকরো, চেংড়া চট, পাচা পীচবোড, মতুপাকার হয়ে আছে। সেই মতুপাকারের উপর ঘন অন্ধকারের বিধে বিধে জোনাকরা জ্বলছে আর নিবছে।

কবুতরীর নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসে আছে দুজনে। হঠাৎ পতিয়া বলল, 'কত বসবে?'

হাঁ হাঁ—

'তোমাদের এ জায়গাটা বহুত বসছে—'

কোঁ ইয়ে?

'এখানে কত আসে না!'

অন্ধকারের ঢাচ্ ঢাচ্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। পতিয়া কখনো গেল, কবুতরীর ঢাচ্ ঢাচ্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। কবুতরীর ঢাচ্ ঢাচ্ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পতিয়া হঠাৎ করে উঠল, পরা মেনে যা এখানে? কত বসেছি আমরা!

পতিয়া উঠে মেনে যা

কবুতরী

হ্যাঁ হ্যাঁ! তাল আমায়ের এনে দেবে বসেবসে!

পতিয়া ছাড় ছাড় করে তাল আমায়ের। কবুতরী বলল, একটা বাতিল চিড়ির কথা ভগলুকে বলবে না!

আমার দাঁড়ি কুঁচিয়ে—

কবুতরী বলে গিলেছে। অন্ধকারে এক খসখসে ভয়ে ভয়ে পতিয়া বাতিল চিড়ির কথা বলেছে। ভগলুকে বলল, 'ভগলু! কবুতরীর মাথা এতদূর কী দাঁড়িয়েছে!'

ভগলু না! বাতিল চিড়ির পতিয়া বলল।

কবুতরী কী বলল?

শব্দ করে একটা হাসল পতিয়া। ফিস ফিস করে বলল, 'কত না বসে!'

পতিয়ার হাতটা ছাড়িয়ে দিল ভগলু। দাঁতে দাঁত ঢোলে হিমিতা উঠল 'শব্দে'—

তারপর ছাড় গেলে কবুতরী গিয়ে ঢুকল।

দুজনের মধ্যে কোথায় গেল একটা চিড়ি ধরেছে।

সকাল-সন্ধ্যা ছুটির দিনে দুপুরেও ভগলু আর পতিয়ার কুপড়িতে আসে কবুতরী।

মধ্যম ঋতুর শেষাংশে একদিন কবুতরী এখানে এসেছিল। এটা বছরের ঋতু ঋতু।

ভগলু আর পতিয়া এর মধ্যে আশ্চর্য বদলে গিয়েছে। কবুতরী প্রথমদিন এসেই তাদের ভিতর চিড়ি ধরিয়েছিল। চিড়টা দিনে দিনে বেড়ে দুজনের মধ্যে বিরাট একটা ফাদক তৈরি করল।

এতদিন তাদের সম্পর্কটা ছিল বন্ধুত্বের, পেয়ারের এবং বিশ্বাসের। এখন সেখানে সংন্দহ, অবিশ্বাস এবং রেষারেষি দেখা দিয়েছে।

এতদিন তাদের জীবন ছিল নারীসংগ-হীন, নিরুৎসব। তখন তাদের আলালা-আলালাভাবে নিঃশব্দ কিছুর ছিল না। এই কুপড়ি, লোটা, খাটিয়া, জামা-কাপড়, জীবনের সমস্ত কিছুর উপর তাদের যৌথ অধিকার ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন কবুতরী এসে পড়ল।

ভগলু আর পতিয়া আজকাল একটু একটু করে একটা কথা বলেছে। জীবনে এমন এক একটা ব্যাপার আছে, যেখানে যৌথ অধিকার থাকে না। পুরোপুরি সমস্তটুকু দখল করতে না পারলে শান্তি নেই। কবুতরী এসে সেই কথাটা ধিঁধিয়েছে।

আজকাল পরতপক্ষে একজন আর এক-জনের সংগে কথা বলে না। এক খাটিয়ায়

শোয় না। এক সঙ্গে খায় না। এক সঙ্গে কারখানায় যায় না।

একজন আর একজনের মূখে পড়লে, দুজনেই কটমট করে তাকায়। দাঁতাল শব্দের মত গজরায়। বচপন কালের দুই দোস্ত এখন দুই প্রবল প্রতিপক্ষ।

দুজনের মাঝখানে এখন বিরাট ফাদক। তবু তাদের মধ্যে আশ্চর্য একটা মিল আছে।

ভগলু যদি কবুতরীকে কাড়না কিনে দায়, পতিয়া দায় কুটিলার শাড়ি। পতিয়া যদি কবুতরীকে দুটো পেয়ারের কথা শোনায়, ভগলু শোনায় বিশটা।

নামে কবুতরী, স্বভাবে বাঘিনী। দুই গাভার ভগলু আর পতিয়া নামে দুটো জোয়ান বরদনাকে সে সমানে খেলিয়ে যায়।

বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ দশ রোজের ছুটি নিল ভগলু। তার মনে কি আছে, পতিয়া জানে। পতিয়াও ছুটি চেয়েছিল। কিন্তু মেনে নি। আর মেনে নি বলেই অবশ্য এক ঘটনার সে অস্থির হয়ে আছে।

আজকাল তারা এক সংগে শোয় না। একটা মহ খাটিয়া। সেটা আগে যে দখল করতে পারত তবুই হয়। অত্যাচল মাটিতে চট বিড়িয়ে শোয়।

আজ ভগলু, খাটিয়াটা দখল করেছিল। পতিয়া নীচ শব্দেছিল।

এখন সকাল। কড়া রোদ উঠছে।

বাংলার ডাইবোনকে মাতৃপূজায় উপহার
দিবার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। দেবীচরিত—(জীবনী)

—ভগিনী নিবেদিতা—

আপনি কি দেশকে ভালবাসেন? জানেন কি 'জাতীয়' ও 'স্বদেশী' শব্দের প্রেরণাদাত্রী কে? আপনার মাতৃভূমির জন্য দখীচির মত তিলে তিলে জীবন দিয়েছেন কে? রবীন্দ্র ভাষায় যিনি লোকনাথ। যিনি প্রতিদিন প্রতিমহর্ভর্তে তাঁর নহাজীবনের শুদ্ধ যা শ্রেষ্ঠ, যা মহত্তম—তাই দান করেছেন—তিনিই ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর প্রথম প্রামাণিক জীবনী লিখেছেন—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।

—প্রকাশক—

রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা স্কুল

বাগবাজার। দাম—৭.৫০

বন্ধনের শেষ ঋতুর রোদে যেমন জনালা
তেমন জেঙ্গা।

দুজনেই উঠে বসেছে। খাটিয়ার উপর
বসে বসে ট্যাং নাচাচ্ছে ভগলদু। বিচিত্র
এক খশীতে তার চোখ দুটো চিকচিক
করছে। পতিয়া দুই হাঁটুর ফাঁকে খুঁতান
কাজে একদুটে ভগলদুর দিকে তাকিয়ে
আছে। চোখ দুটো লালচে; বিশেষ, ঘণা

এবং অসহ্য রাগে ঝিক ঝিক করছে। তাকে
দেখলে মনে হয়, একটা জখমী জানোয়ার
এং পেতে আছে। সুযোগ পেলেই ভগলদুর
ঘাড়ের কাঁপিয়ে পড়বে।

পতিয়া গজরায়, 'শালে, হারামী—'
ভগলদু জবাব দায় না। ঠোট টিপে
টিপে হাসে।

মিশরজীকে চটকলে পাঠিয়ে এক সময়

কবুতরী এসে পড়ে। লাফিয়ে খাটিয়া
থেকে নীচে নামে ভগলদু। জুট করে
খাটিয়ার বসে কবুতরী পা নাচায়।
পতিয়াকে বলে, 'তুমার ছুটি তো না
মিলল।'

নীচে দাঁত চাপে পতিয়া। বিড় বিড়
করে কি বলে, বোকা যায় নী।

সবুজিত বার করে পদর, পদর ঠোট

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবুয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।



যে পরিবারে ছেলেবুড়ো সবাই সবসময় হাসিখুসী সে পরিবার
সত্যিই সুখী। কিন্তু বাহ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুসী
থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলো বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু।
আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই
এড়াতে পারবেন না। এই ময়লায় থাকে রোগের বীজাণু।
লাইফবুয় সাবান এই ময়লাজনিত বীজাণু গুলে সাক্ষ করে দেয়
এবং আপনার বাহ্য সুরক্ষিত রাখে।

প্রতিদিন লাইফবুয় সাবান
দিয়ে স্নান করুন এবং
ময়লাজনিত বীজাণুর হাত
থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুর-
ক্ষিত রাখুন। এটি আপনাকে
তাজা করায় করে তোলে।



দুটো চাটে কবুতরী। বলে, 'আত্মীই তো তুমাকে কামে যেতে হবে।'

কবুতরীর কথা মধোই কারখানার পয়লা ভৌটা বেজে ওঠে। গামছা নিয়ে ভোবার দিকে চলে যায় পতিয়া।

পতিয়া যখন কারখানায় রওনা হল, তখনও বসে বসে পা নাচাচ্ছে কবুতরী। হেসে হেসে, মেতে মেতে, ঢলে ঢলে ভগলুর সঙ্গে কথা কইছে। এক একটা তামাশার কথা বলছে কবুতরী। সঙ্গে সঙ্গে খ্যা খ্যা করে হোসে উঠছে ভগলু।

বুকের ভিতর সাম্প্রতিক আন্দোলন, মণ্ডায় অসহ্য জ্বালা পুরে কারখানায় ঢলে গেল পতিয়া।

দশ রোজের ছুটি খতম হয়ে গেল।

সকলে উঠেই ভোবা থেকে চান করে এসেছে ভগলু। বুপড়িতে ফিরে লেখ খাতিয়া টান টান হয়ে শব্দে আরে পতিয়া। উঠার নাম নেই।

ভগলু একবার ভাবল, পতিয়াকে ডাকে। আবার ভাবল, থাক, হারামিটা যত পারে কামের। দেরী করে কারখানায় গেলে ওই ভুলের কাণ্ড যাবে। ভগলুর আর কী?

কবুতরী এসে পড়ল। ভগলুকে বলল, আজ থেকে তো আমার কাম শুরুর।

কবুতরী।

'পতিয়া কামে করে না। আত্মী এক নিল হাচ্ছে।'

যাবে কী যাবে না, কামজী মালুম।'

খাতিয়াটার কাছে এসে আঁকিয়ে আঁকিয়ে ঘেনে ছুটিয়া নিল কবুতরী। ধড়মড় করে উঠে বসল পতিয়া। বলল, 'কুম।'

'কী কুম। আঁমি কী কুম? আঁমি তো রোজ তুমাদের বুপড়িতে আসছি।'

কি ভোল কবুতরী বলল, 'কামে কামে না পতিয়া।'

না। কাল কাম ছেড়ে দিয়েছি।'

'বজা আজ বজা আজ।'

হিসিয়ে হিসিয়ে হাসতে হাসতে পতিয়ার পাশ ঘন হয়ে বসে পড়ল কবুতরী। বলল, 'বড়ো আচ্চা হৈল। তুমাদের এখানে একটা আসমী নেই—পরে বুপড়িটা তা কামের। কটতি। যাক, বুপড়ির তুমাদের সাখী পাওয়া যাবে।'

শুধা কাপড় পরে কারখানায় যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল ভগলু। পতিয়া আর কবুতরীর কথাগুলো শুন্যে তার বুকের ভিতরটা চমক উঠল।

ঢালাইয়ের কারখানায় পর পর দুটো ভৌটা বেজে গিয়েছে। অগত্যা উলটে উলটে বুপড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল ভগলু। বুকের নখা থেকে একটা নিরেট কাপা পাক খেয়ে খেয়ে কঠোর কছে এসে আটকে গেল। কামাটা নামেও না বেরোয়ও না।

কারখানার ছুটির পর বুপড়িতে ফিরল না ভগলু। সরাসরি মিশিরজীর ডোরায় এসে উঠল।

মিশিরজীর হাঁপির টান উঠেছিল। কবুতরী তার বুকেটা ডালে দিচ্ছিল।

মিশিরজী একটু সামলে উঠলে ভগলু বলল, 'তবিরত কামন জী?'

ঠাণ্ডা লেগে বুকে কফ জমেছে। টেনে টেনে অনুচ্চ, ঘড়ঘড় গলার খুব একচোটা কাশল মিশিরজী। কাশির দাপটে তার অস্বিসার, জিরজিরে বুকেটা হোলপাড় হতে লাগল। 'মিশিরজী বলল, 'আর তবিরত!'

'কাম কেমন চলছে?'

'ভাল না। তবিরতটাই আচ্চা নেই।'

মিশিরজী বসন্তে লাগল, 'রোজ রোজ সাহাবের গালি খাচ্ছি। এক রোজ জরুর নোকরি খতম হয়ে যাবে। কী আর করব। এই তবিরতটার জন্যে জিহদগীতে কুছ করতে পারলাম না।' গলটা কেমন যেন হতাশ, বিষয় শোনাতে থাকে, 'তবিরতটা আমাকে খতম করেছে। এক রোজ আমার নোকরিটাও খতম করেছে।'

মিশিরজীর কথা কান নেই ভগলুর। একদাটে সে কবুতরীর দিকে তাকিয়ে আছে। কবুতরী তার দিকে পিঠ নিয়ে মিশিরজীর বুকে ডালে দিচ্ছে।

হোমিওপ্যাথিক

পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বঙ্গভাষায় মূদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার উপর্যুপরি অংশে "হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্বের বিজ্ঞানিক মতবাদ" এবং "হোমিওপ্যাথিক মতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি" প্রকৃতি হেতু গবেষণাপূর্ণ তথ্য আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে যাবতীয় রোগের ইতিহাস, কারণতত্ত্ব, রোগনিরূপণ, ঔষধ নির্বাচন এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে সর্বত্র উত্তম উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। পরিণতি অংশে ভেজাজ সন্দেহ তথা, ভেজাজ লক্ষণ সম্বন্ধে রোগজীবাণু, বায়বীয় উপাদান ও বাস্তুপ্রণ, জীবাণুতত্ত্ব বা জীববাসন বৈজ্ঞানিক মতাদেশ-প্রতিপত্তি প্রকৃতি নানাবিধ সন্তানসংক্রান্ত বিষয়সমূহ বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিংশ সংস্করণ : মূল্য—৫.৫০ না পঃ মাত্র।

এম. ভট্টাচার্য এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

ইকনমিক কামিসনী, ৭৫, নেত্রাজী স্ট্রাট, রোড, কলিকাতা—১

মল্লথ রায়ের অবিস্মরণীয় নাট্যাবদান

"তার নতুন অঙ্গদের পৌরাতনিক ও ঐতিহাসিক নটক এবং বিশেষ করে তার একমাত্র নিজস্ব বিষয়বস্তুর একাধিকাবলীর শক্তাবহিকতাকে অনুসরণ করলে একক সময়ে রায়কেই একটা যুগ বলে অভিহিত করা যেতে পারে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা : ৫-৫-৫৭

"একমাত্র নাট্যিকের ক্ষেত্রে তো তিনি আজও সত্যি।"—দেশ : ২১-৫-৫৯

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ অভিনীত কৌতুকনাটক 'কোটিপতি নিরুদ্দেশ'

এবং তৎসহ : বিদ্যাবর্ণনা — রাজনটী — রূপকথা

[প্রতিটি নাটকে একমাত্র দৃশ্যপট। বিখ্যাত নাট্যচতুষ্টয় : একত্রে] ৩০.০০

নব একাংক 'দশটি আঙ্গুর একাংক নাটক সংকলন' ... ৩০.০০

একাংকিকা 'একশক্তি প্রসিদ্ধ একাংক নাট্যগচ্ছা' ... ৫.০০

ছোটদের একাংকিকা 'ছোটদের ব্যঙ্গোক্তি একাংক নাটক' ... ২.০০

কারাগার—মজির ডাক—মহুয়া 'সংপ্রসিদ্ধ নাটকত্রয়, একত্রে' ... ৩.৫০

মীরকাশিম — মমতাময়ী হাসপাতাল — রঘুডাকাত [একত্রে] ... ৩.০০

জীবনটাই নাটক — আরও নাটক [নব সংস্করণ] ... ২.৫০

ধর্মঘট — পথে বিপথে — চাষীর প্রেম — আজব দেশ

[চারটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, নব নাট্য আন্দোলনের জয়সম্বল, একত্রে] ৪.০০

মরা হাতী লাথ টাকা [শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ অভিনীত] ... ১.০০

চাঁদসাদাগর = অশোক = খনা = সারিহা [প্রত্যেকটি] ... ২.০০

গবেষণা চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স : কলিকাতা—৬

কবুতরীর শ্বিখাটা ঘুচল। ভগলুর ইচ্ছা জয়ী হল।

কিম দুপুরে কষ্ট খাবার খলসানো আকাশের তলা দিয়ে মাজা নাচাতে নাচাতে ভগলুর সঙ্গে আজব শহর কলকাতার চলল কবুতরী।

কবুতরী কি ভগলু দেখতে পেল না, ডোবার ওপাশের একটা ঝুপড়ি থেকে এক জোড়া জলন্ত চোখ একদৃষ্টে তাদের দেখছে। সেই চোখ জোড়া যার, তার বকের ভিতর রাগ, অজ্ঞান এবং অসহ্য এক হতাশা কুণ্ডলী পাঁকাচ্ছে।

বেশ খানিকটা রাত করেই শহর থেকে ফিরল ওরা। কবুতরী মিশরজীর ডেরার চলে গিয়েছে। ভগলু তাদের ঝুপড়িতে এসে ঢুকল।

ঠিক মাঝখানে ধুইয়ে ধুইয়ে একটা কেবাসিনের ডিবে জলছে। ডিবেটার চারপাশ একটা জখমী জনৈয়্যাবের মত পাক খেতে খেতে পতিয়া গজরছে, শাসছে, চাপা গলায় ফাসছে। ভগলুকে দেখে সে গাড়ে উঠল, 'শয়্যার কে! বাচ্চা—'

এক মনোহর দাঁড়িয়ে রইল ভগলু। তারপর চিন্তা, 'কুতরী বাচ্চা—'

জুর চোখে একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। যেন দোটা দাঁতাল শাওর পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে হুগুমার্মা দাঁড়াচ্ছে।

তাদের এতকালের বন্ধুত্ব, বিশ্বাস এবং পেশাবের সম্পর্কটা ঘুচে গিয়েছে। একটা আওরত দোটা জোহান মরদানকে অসিম, বর্গর এবং উরাস করে তুলছে।

ভগলু, 'শাসয়, আর না, বহুত সয়েছি।' পতিয়া গজরছে, 'কুতরী বাচ্চাকে খতম করে ফেলব।'

খুব খানিকটা বিসত্বাংসিত, শাসনি এবং গজনির পর ভগলু, পতিয়ার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দস্তাখিসিত ডিবেটা উল্টে গেল। অশ্রুকার দোটা রক্ত জলন্যার পরস্পরের স্যোগ সমানে যাবছে। একজন আর একজনকে কামডায়, খামডায়, ঘুঁষি মারে।

হঠাৎ এক সময় জাখি মারতে মারতে পতিয়াকে ঝুপড়ির বাইরে বর করে দিল ভগলু। 'ফিলডত লাগল, 'ভাগ, 'হিসাস ভাগ- হারামী—'

ফাসতে ফাসতে হাঁপাতে হাঁপাতে পতিয়া শাসল, 'আ'ভী যাছি, কিন তোরা সাখ দেখা হবে—'

রেললাইনের এপার কারখানারগলির গা মেয়ে খিঁজি, গাদাগাদি বাসিত। সেখানে এসে উঠল পতিয়া।

সেদিন মারপিটের পর জনর হয়েছিল। কদিন বেহুশ হয়ে পড়ে ছিল পতিয়া।

আজ জনর ছেড়েছে। জনর ছাড়লেও শরীরটা বেজায় কাবু হয়ে পড়েছে। তবু ধুকতে ধুকতে মিশরজীর ডেরার দিকে রওনা হল পতিয়া।

যখন পৌঁছল, তখন বিকেল। বাইরে থেকে পতিয়া ডাকল, 'কবুতরী—'

জবাব মিলল না।

এবার পতিয়া মিশরজীকে ডাকল। এবারও কেউ জবাব দিল না। একটা দাঁড়িয়ে থেকে ডেরাটার ভিতর ঢুকল পতিয়া। আর ঢুকেই চমকে উঠল।

ডেরার কেউ নেই। না মিশরজী, না কবুতরী। মানুষ তো নেইই, শিখান-পতর লটবহর, বৌচিকা-বুচিকা-কিছরেই চিহ্ন নেই। ডেরটা ফাঁকা, শূন্য, খা-খা।

বাইরে বেরিয়ে বিছুরগ খোঁজাখুঁজি করল পতিয়া। ডাকাডাকি করল, 'কবুতরী—'

কিন্তু না, কবুতরী নেই।

পতিয়া ঠিক করল, রেললাইনের ওপারের কিস্তিতে ফিরে যাবে। গোমো বনের পাশ দিয়ে সে চলতে শুরু করল। খানিকটা গিয়ে হঠাৎ কি ভেবে ফিরে এল সে। নিজের অজান্তে কখন যে পুরনো ঝুপড়িতে চলে এসেছিল, পতিয়ার হুশ নেই।

খাতিয়ার উপর দুই হাটুতে মাথা গুঁজে কিম মেরে বসে আছে ভগলু। পাতের শব্দে সে মুখ তুলল। লাল লাল, ফোলা ফোলা চোখে আচ্ছন্নের মত কিছাফ তাকিয়ে রইল। তারপরেই আবার মাথাটা হাটুর ফাঁকি গুঁজল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পতিয়া।

এমনিতে শরীরটা জুরে কাঁহিল হয়ে আছে। মাথার ভিতরটা কিম কিম করছে। কপালের দুপাশে বগলো চিন চিন করে জোটা পড়ছে।

কি বাকল পতিয়াই জানে। আসতে আসতে ভগলুর পাশে এসে বসল।

মাথা তুলল না ভগলু। 'ফিস, ফিস, ডা' ডা' গলায় বলল, মিশরজীর তবিত বহুত খাবাণ হাঙ্গ। চটকলের সাহাব তব মেকার বহুত কার দিল। কবুতরীকে নিয়ে কল দেখতে চলে গিয়েছে মিশরজী।

কবুতরী চলে গিয়েছে।

কবুতরীকে পাওয়ার যে সুখ সেই সুখটাকে ভাগাভাগি করতে কেউ রাজী না। না পতিয়া, না ভগলু।

আমচ'ব! কবুতরীকে না পাওয়ার যে দুঃখ, সেই দুঃখটার শরিক হতে তাদের আপত্তি নেই।

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ

(জন্মনিয়ন্ত্রণে মত ও পথ)

● সচিব কুতরী সংস্করণ ●

—সর্বাধিকারিত জনপ্রিয় উদ্যোগ—

সংক্ষিপ্ত সুলভ বাংলা সংস্করণ—

প্রত্যেক বিবাহিতের বাস্তব সাহায্যকারী একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য ডাকবার সহ ৭৮ নয়া পয়সা M. O. তে অগ্রিম প্রেরিতব্য। এত অল্পমূল্যের পুস্তক ডিঃ পিঃ হয় না। প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য সাক্ষাৎ বা ফোন করুন। ১৩১-৬৩৩। বনিবার বন্ধ।

ফোন : ৫৯-২৫৪৬

মেডিকো সাম্প্লাইং কর্পোরেশন

(Family Planning Stores)

ব্লক নং ১৮ * টপা জোর

১৩৬, আয়েলস্ট্রীট কলিকাতা-১

(বৌবাজার আমছাট স্ট্রীট জংসনের উত্তরে)

দার্শনিক পণ্ডিত

সুপ্রেমমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত

হিন্দু, ধর্ম-কর্মের প্রামাণ্য বিরাট গ্রন্থ

পুণোহিত দর্পণ

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—৯, বড় সংস্করণ—১০

দেবতা ও আরাধনা

দেবতা আছেন—কোথায় আছেন। কেমন করিয়া আরাধনা করিলে তাঁহারা আবির্ভূত হন। তাঁহাদের স্বরূপ কি এবং কি কারণে ও কি প্রকারে তাঁহারা আমাদের বশীভূত হন তাহা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও প্রত্যক্ষ সৌখ্যের উপায় সকল আলোচিত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

জন্মান্তর রহস্য

আবার অসিত্ব বিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচিত: জন্মান্তর ও পরলোক সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের সার সংকলন। মূল্য ৩৮- মাত্র।

শ্রীমদ্ বাঙ্গালয়ন মর্দান প্রণীত

কামসূত্র ৩৮ মাত্র।

প্রকাশক—সত্যনারায়ণ লাইব্রেরী

৩২নং গোপীকৃষ্ণ পাল জেন কলকাতা

দি রিলিফ

২২৬, আপার সাকুলার রোড

এজুরে, কক্ষ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়

দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮, টাকা

লম্বা :—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও

বৈকাল ৩টা থেকে ৭টা

রুমাল তোয়ালে ইত্যাদি যত বেশী জীবগৃহদূষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অন্যান্য বস্তুদিগে অত তাড়াতাড়ি জীবগৃহদূষ্ট হতে পারে না। এর জন্য একের রুমাল বা তোয়ালে অন্যের পক্ষে ব্যবহার করা খুব নিরাপদজনক নয়। অবশ্য আজকাল যে সব জীবগৃহ প্রতিরোধকারী রুমাল বাজারে চালু হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে, সেগুলোতে অত ভয়ের কারণ নিশ্চয় থাকবে না। শোনা যাচ্ছে যে, 'এভারসন' নামে একটি জীবগৃহ প্রতিরোধকারী কাপড় তৈরী করা হবে। ঐ কাপড়ের সমস্ত আঁশের কথা অনুকৃৎ-গতুল স্থায়ীভাবে জীবগৃহ প্রতিরোধকারী ক্ষমতাসম্পন্ন করার জন্য ঐ কাপড়ের আঁশের একটি উপাদান হিসাবে জৈব জিন্স মেশান হয়। এর দরুন সূতার নিজের রং কোনও রকম বিকৃতও হয় না, সূতের কোনও রকম রংও ধরে না এবং কোনও গন্ধও থাকে না। যারা এই কাপড় বার করেছেন তাঁরা বলেন যে, এই এভারসন কাপড় যতবার শুধু জলে অথবা সাধান জলে ধোয়া হোক না কেন এর ঐ ক্ষমতা নষ্ট হয় না, এমন কি ত্রিচিং পাউডার কিংবা ক্রোরিনে ধুলেও কোনও ক্ষতি হয় না। শোনা যাচ্ছে এভারসন হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য চাদর ইত্যাদি, কারখানায় কাজের কাপড় চোপড় এবং তোয়ালে রুমাল এবং অন্যান্য কাপড় তৈরীর জন্য ব্যবহার করা হবে। আমেরিকার যান্ত্র-রাজ্যের "আওন এক্সচেঞ্জ এবং কেমিক্যাল কংপোজেশন" এভারসন বার করেছেন।

ধূমপায়ী বাস্তবী সাধারণত তাদের সিগারেটের কৌটটি সম্বন্ধে যত সচেতন দেশলাই বা সিগারেট লাইটার সম্বন্ধে তিক অতখানি সচেতন সব সময় হতে পারেন না। বেশীর ভাগ সময় দেখা যায় যে, হয়তো অন্যের লাইটারটি নিজের পকেট জাত করে নিয়ে এসে বিশেষ লস্কর হলে পড়েছেন, আবার না হয়তো অন্যের বৈঠক-খানায় নিজের লাইটারটি ফেলে ঘরে এসে আফসোস করছেন। এ যেন ভুলো বাস্তবদের জন্য সিগারেট ধরনের একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে পারলেই বেশ ভাল হয়। ছোটখাট কোনও রকম লাইটারের পাট উঠিয়ে দিয়ে ঘর ঘর টেবিলের মাথায় লাগান লাইটারের ব্যবস্থা করলেই বোধ হয় আর ধূমপায়ীদের অসাবধান ভোগ করতে হয় না। নতুন রকম এক ইলেকট্রিক লাইটার বার হয়েছে, সেটি টেবিলের সঙ্গে আটকে রাখা হবে আর দরকার মত স্পাগের সঙ্গে আটকে দিলে অনায়াসেই সিগারেট ধরান যাবে। এই লাইটারে কোনও রকম



চক্রদত্ত

জনালানি তেলের দরকার হয় না এমন কি সাধারণ পকেট লাইটারে যেমন পাথরের টুকরোর দরকার এক্ষেত্রে তারও দরকার হবে না। কোনও রকম পলতে অথবা ব্যটারীরও দরকার হয় না। শুধু একটি ছয় ইঞ্চির কড় থাকে আর বোতাম টিপলেই জ্বলে ওঠে।

বালিতে কোনরকম ফসল ফলান সম্ভব নয় বলেই আমরা জানি। সারা পৃথিবীতে এই বাসুকামর জমি অনেক। এগুলো আজ পর্যন্ত মানুষের কোন উপকারেই আসেনি। সম্প্রতি উজবেকিস্থানে বালির ওপর কি করে ফসল ফলান যায়, তার এক পরীক্ষা চলছে। বৈজ্ঞানিকরা বালির ওপর 'পলিএকরাইলমাইড' ছড়িয়ে প্রথমে এটাকে স্থায়ী করে নিচ্ছেন—যার ফলে পরে এটা ভাল জমিতে পরিণত হচ্ছে। এই পলি-একরাইলমাইড শুধু বালিকে স্থায়ী করে না এটা সারেরও কাজ করে। পলিএকরাইল-মাইড বালির ওপর ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে একটি পাতলা চাদর বালিকে ঢেকে ফেলে এবং জমিতে স্থায়ী করে দেয়, আর সেই সঙ্গে বালি খুব তাড়াতাড়ি আর্দ্রতা সংগ্রহ করে, যার সঙ্গে প্রয়োজনীয় দারুণাতীর বস্তু এতে জমা হতে থাকে।

মহাশূন্যে ভ্রমণ যে অদূরভবিষ্যতে এক-দিন সম্ভব হবে তা নিয়ে আর সন্দেহ নেই। এর জন্য আমেরিকা এবং রাশিয়া পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে চলেছে। অবশ্য মানুষ যখন এই মহাশূন্যে ভ্রমণ যাবে, তখন তার অনেক কিছু, নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর কথা এখন থেকেই চিন্তা করা দরকার। খাদ্য ছাড়াও মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজন অক্সিজেন। যে যানে করে ভ্রমণ করা হবে তার মধ্যে কি করে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন পাওয়া যায়, তার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা সবরকম পরীক্ষা করে দেখছেন। উদ্ভিদ-জগতের ক্ষুদ্রে উদ্ভিদ হচ্ছে 'এল্গা'। আশা করা যাচ্ছে এল্গাই মানুষকে এর জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে

অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারবে। উদ্ভিদরা, মানুষ এবং প্রাণীরা যে কান-ডাইকসাইড ছাড়ে সেটাকে নিক্তেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে শুদ্ধ অক্সিজেন তৈরী করে। এর মধ্যে দেখা গেছে যে, এল্গা জাতীয় উদ্ভিদ অন্যান্য উদ্ভিদের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশী অক্সিজেন ছাড়ে। আমেরিকায় বৈজ্ঞানিকরা এই অথোর ওপর নির্ভর করে কচির জ্বারের মধ্যে এল্গার সঙ্গে সাদা ইঁদুর রেখে খুব ভাল করে মুখ বন্ধ করে পরীক্ষা করে দেখছেন।

টাস্‌থ্যাণ্ডের পেলিমার কেমিস্ট্রী ইনস্টিটিউট এক নতুন উপায় তুলার আঁশ থেকে তিক উল্লের মত দেখতে একরকম বস্তু তৈরী করেছে। এটা তুলার আঁশের সেলুলোজ অংশকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে উন্নত করে করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, এই নতুন উপায় তৈরী উল খুব শক্ত এবং সহজই যে কোন রং-এ ছোপান যায়। বর্তমানে এক ঘণ্টার প্রায় ৩০০ মিটার আঁশকে উল পরিণত করা সম্ভব হচ্ছে।

আমরা আতকাল মশা, মড়ি, অপরিশুদ্ধ ইত্যাদি কীটপতঙ্গ তাড়াতাড়ি হলে ইন-সেকটিসাইড ব্যবহার করি। সম্প্রতি জেনেভাতে যে 'গ্লোবলড ফলগ অরগানিসেশন' নামের বৈঠক হল, তাতে এই পোকামাকড়ের ওপর ইনসেকটিসাইডের ফলাফল নিয়ে এক আলোচনা হয়ে গেল। এই আলোচনায় বলা হয়েছে যে, খুব কম করলেও ৫০টি মানুষের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের ইন-সেকটিসাইডের প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মেছে। যার ফলে অদূরভবিষ্যতে এই ইনসেকটি-সাইড এদের আর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। এর ফলফল অবশ্য ভীতি-জনক—কারণ আবার পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গবাহী অস্থ মানু্যের এবং গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে দেখা দেবে। আলোচনায় এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই প্রতিরোধ-ক্ষমতা দু'প্রকারে এদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। একরকম শারীরিক আর একরকম নতুন জীবনযাত্রা প্রণালী। আর এই বদল বংশানুক্রমে দেখা দিচ্ছে। যেমন মশা, কোথাও ডি ডি টি ছড়ানমাত্রই সেখান থেকে সরে পড়ে। আগে ডি ডি টির কাছ থেকে সরে পড়তো না। আবার অনেক কীটপতঙ্গ যে সমস্ত দেশে বেশী ইনসেকটিসাইড ব্যবহার করা হয়, সেই দেশের থেকে বাস উঠিয়ে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে দেয়।

জল শৈল্পক ভাষা

সীমান্দ অধিকারী

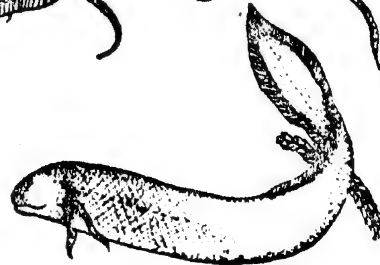
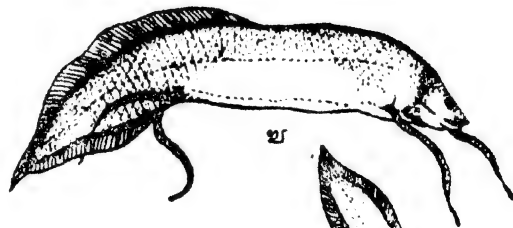
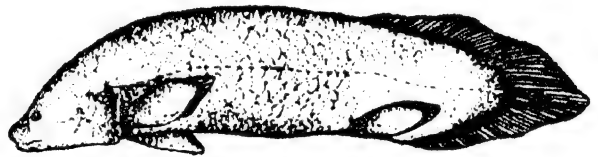
শাস্ত্রে বলাচ্ছে “চরৈবতি”—এগিয়ে
লা। কাঁচ গেয়েছেন, ‘আমার এই পথ
চলাতেই আনন্দ।’ গতির একটা নেশা
আছে—যাঁতর যেমন আছে আরেস। এই
গতির নেশাই মানুষকে যুগ যুগ ধরে
ছাটিয়ে নিয়ে চলেছে ঘর থেকে ঘরের
বাইরে। ঘরের দেওয়ালের ঘেরাটোপ ভেঙে
তাই সে বারবার উদ্ভাস উদ্ভাস হয়ে
চলেছে দিগন্তের অচঞ্চল শ্যামলিমা পেরিয়ে
দুর্গম ময়ূর রুক্মতী—অভ্রংশলী গিরির
চুড়ায় অথবা অতলাস্ত সমুদ্রের অতলে।
যারা বাতাসের কিসকিসানিতে নিরন্তর
শুনিয়ে এই মন্দ-মন্দ অস্থান তাদের
অন্যকেই আর ঘরে ফেরান—কিন্তু যারা
ফিরেছে, মানুষের গড়া ইতিহাস তাদের
দিয়েছে জয়মাল্য। কালের কপোলতাল
জৈন্যের জোতি নিয়ে তারা দীপমান।
এ তো গেল মানুষের কথা। কিন্তু
মনুষ্যের জীবনের মাথাও দেখা গেছে এমন
একটা গতির নেশা। চেনাগতির সীমা
রেখা ছাড়িয়ে তারা কেউ কেউ অজানার
অনিশ্চয়তার মাথা পা বাড়িয়েছে। সেদিন
তারা কেউ কল্পনাও করেনি (কল্পনা শব্দ
তাদের ছিল কি?) যে লক্ষ কোটি বছর
পরে তাদের সেই কালজয়ী অভিযান এত
অলঙ্ঘন তুলসে সেই মানুষের মন—যারা
বিবর্তনের সোপান শ্রেণীতে তাদের চেয়ে
বেশ কয়েক ধাপ উঁচু। বাঁকের মাথা নিহিত
থাকা ভবিষ্যত মহাবীরের বিশালতার মত
তাদের সেই অভিযানে ছিল অগম্য
সম্ভাবনার আশ্চর্য ইংগিত। তাই আজকের
মানুষ চাতকের মত উদ্যমশীল হয়েও তাদের
চেয়ে সবাংশে ইতর করেকটা প্রাণীকে
জানায় অতর উজাড় করা সম্মান। সেই
অভিযানের ইতিবৃত্ত যেমন রহস্যময় তেমনই
রোমাঞ্চকর।

জীবন-নাট্যের যবনিকা উঠেছিল আজ
থেকে প্রায় ৫০ কোটি বছর আগে। সেদিন
কতকগুলো মৌলিক পদার্থের আকস্মিক
সহযোগিতায় জীবনের যে বৃন্দ প্রথম
ভেসে উঠেছিল সমুদ্রে তা আজ পরিবাপ্ত
হয়েছে সমুদ্রের মত বিশালতায়। এই
সহযোগিতা নেহাতই দুর্ঘটনাগ্রস্তঃ তবু
পণ্ডিতের বলেন, সৌর-বিকিরণ আর
বজ্রপাত ছিল সে নাটকের প্রথম রক্তনীর
অভিনয়ের ব্যবস্থাপক। এক কথায় সৌর-
বিকিরণ আর বজ্রপাত সেদিনের জটিল

জৈবিক পদার্থ সৃষ্টির একটা কারণ।
জীবনের সেই আদি প্রাণপদার্থটুকু
আকস্মিকভাবেই এসে গিয়েছিল আজ থেকে
প্রায় ৫০ কোটি বছর আগে। সৃষ্টির সঙ্গে
সঙ্গেই সে লাভ করেছিল আশ্চর্য একটা
কমতা। পরিপূর্ণ পৃথিবীর পরই সে
নিজেকে দু’ভাগ ভাগতো। পাথরের গারে
আছড়ে পড়ে আত্মহত্যার মত করে নয়—
ভাগতো। অতি সহজ আর সরলসীল
ভঙ্গীতে, একটা থেকে দু’টা পৃথক সত্তা
সৃষ্টির আনন্দ। এ কাহিনীর শুরু হচ্ছে
সৃষ্টির ইতিহাসে ২৫ কোটি বছর কেটে
যাওয়ার পর। এই ২৫ কোটি বছর ধরে
এসেছে রূপের কি বিচিত্র সমারোহ।
বিবর্তনের ধাপ ধরে এসেছে অসংখ্য
প্রাণী—অকৃতি-প্রকৃতি, অচার-বারহা, অহা-বিহা—সবের মধ্যেই যাদের বিরাট
প্রভাব।

প্রকৃতির এই ক্রীড়ামণ্ডের প্রথম ভিভিশনে

ওখন মৎস্যশ্রেণীর প্রতিনিধিরা। এরা
প্রত্যেকেই চ্যাম্পিয়ন ছিল না। পণ্ডিতদের
মতে এই মৎস্যকুলের মধ্যে যাদের হাড়গোড়-
গুলো ছিল পাকালো তারাই ছিল তখনকার
চ্যাম্পিয়ন অর্থাৎ এখনকার মোহনবাগান।
কলকাতার মাঠে আমরা প্রায়ই দেখি একটা
বিশেষ দলের প্রাধান্য ভাগ্যে বাণ্যালোর,
মাইশোর ইত্যাদি অঞ্চল থেকে খেলোয়াড়
আসছে। প্রাকৃতিক ক্রীড়ামণ্ডেও ঘটেছিল
ঠিক এমনি ঘটনা। চ্যাম্পিয়নশিপের
পাল্লায় এসেছিল কতকগুলো বিশেষ-
ওয়ালা মাছ—ফুটবল খেলোয়াড়দের মত
যাদের পায়ে ছিল কোমর মত শট—মাথায়
ছিল আগনের মত হেড। পণ্ডিতেরা এই
মাছগুলোকে বললেন ‘ফুসফুসওয়ালা মাছ’
(লাং ফিস্‌)। তারা সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে
দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া আর ব্রেকলে।
২৫ কোটি বছর আগেকার ‘ফুসফুসওয়ালা
মাছ’রা আজো আছে। ‘ফুসফুসওয়ালা
মাছদের’ বিশেষত্ব কি—না ‘ওরা বরের ঘরের
মাসী’ আর কনের ঘরের পিসী’। অর্থাৎ
ওরা জলে আর স্থলে (জলো জায়গার)
দু’কায়গায়ই থাকতে পারে। এতাবৎকাল
মাছেরা জলে গেলা অভিজ্ঞেয় দিয়েই
নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চুলির পরমানন্দে



ফুসফুসওয়ালা মাছঃ—(ক) নিউসল্যান্ডডোন্ (অস্ট্রেলিয়া), (খ) প্রোটোপ্-
টেরাস (আফ্রিকা), (গ) লেপিডোসাইরেন (আমেরিকা)



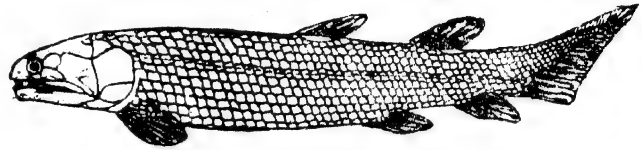
গাউ গাউ ডানা-ডানা—নিওসেরোটোডাস্, এরা ডানা দিয়ে চলতে পারে

সাঁতার কেটেছে। কিন্তু এই 'ফুসফুস'-
ওয়ালা মাছগুলো শব্দ বাতাসের শরিকানা
বুঝিছিল করেই ক্ষান্ত হয়নি—এরা নাকি
জলের তলার ডানার সাহায্যে গাউ গাউ
করে হাটতেও শিখেছিল। কিন্তু 'ফুস-
ফুস'-ওয়ালা মাছের অভ্যর্থান ঘটিলো বেজায়
তাড়াহাড়ি। তাই পশ্চিমেরা বললেন—
'ফুসফুসওয়ালা মাছরা' জল থেকে ডাঙায়
ওঠার প্রথম সূচনা করেছিল ঠিকই—কিন্তু
তাদের দিয়ে কোন কাজ হয়নি—যেহেতু ওরা
ছিল বেজায় রকম এঁচোড়ে পাকা। আসলে
জল থেকে ডাঙায় অভিযান চালানোর জন্য
ঘারা ধীরে ধীরে উপকরণ সংগ্রহ করে
প্রস্তুত হচ্ছিল তারা হচ্ছে ভাগ করা পক্ষীনা-
ওয়ালা (Lobe fins or Crossoptery-
trians) একদল মাছ। তাদের মধ্যে যাদের
ফলা হয়েছে 'অস্ট্রোলোপিস' তারই ছিল
২৭ কোটি বছর আগেকার ভূমণ্ডলবাসী।

এই ধরনের ধরণীতে প্রথম পায়ে চিত্র
শেঁকেছিল ২৭ কোটি বছর আগে—এর কয়েক
দশকের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগেকার
দলটি কয়েক মাসের আগেকার ঘটনা মাত্র।
সদিন গাছ ছিল—কিন্তু পায়েই ফল
ছিল না। মাটি ছিল, কিন্তু মাটিতে ফাটো
ঘটানোওয়ালা চলমান ভীষন ছিল না।

সে দিনের সেই অভিযাত্রী ইক্সোস্তেগিড-
এর দল দু'চোখে আসলোর অঙ্গন মধ্যে
ভেবেছিল তারা এই দুনিয়ার সন্ধান।
আলেকজান্ডার সেলস্ক' বা ববিনসন
ব্রুশোও ভেবেছিলেন এই কথা।

দেশ আবিষ্কার বা জগৎজোড়া খ্যাতির



অস্ট্রোলোপিস—জল থেকে ডাঙায় যাত্রা প্রথম উদ্দীপনা এদের মধ্যেই
দেখা গিয়েছিল

দলটি বের থাক—সে যাদের সে অভিযাত্রী
দের ভদ্রাই ছিল না তাদের বইয়ের কি অর্থ
তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে—কিসের উদ্দেশ্য
সেদিনের অভিযাত্রীরা বসন্তকালীন
পারদের ভিত্তি ফেঁদে ইরশ্বরের নিরাক্ষর
সেইর মত মাটির দিক পা বাতাসের রসায়ন
সহজে এ এল যেমন। বললেন, পোলের
সিনে যখন তার শব্দকে যেত—তখন
কোয়ালো অবজার করে হতে—প্রশ্ন নিয়ে
প্রার টানাটানি। তাই ভাগ করা পক্ষীনা-

ওয়ালা মাছদের কেউ কেউ বাঁচা জনা বেশি
জলওয়ালা জায়গায় খেঁজে বোরিয়ে
পড়েছিল। কালক্রমে তাদের মধ্যে কেউ
কেউ জলবাসী থেকে স্থলবাসী হয়ে যায়।
এ মতবাদ অবশ্যই যুক্তিতর্কের অপেক্ষা
রাখে। সে বাই হোক, অঙ্গল কারণ হচ্ছে
খাদ্যের টানাটানি। আমরা খাবার জন্য
বাঁচি না বাঁচার জন্য খাই, এ চিন্তা
দাশনিকরা করুক। কিন্তু একথা সত্যি
যে, বেশি থাকতে হলে খেতে হবেই। জল
যখন জীবনের সংখ্যা হয়ে উঠল অগণন,
অথচ খাবার যোগ্য খাবার রইলো সীমিত—
তখনই খাবার জন্য শব্দ হলো হানা-
হানি। এই পোড়া পেটের জন্যই মাছেরা

মাটিতে পদা পদা মাটির খোঁজ খসল।
মাছের মাছের পুরুত্বের একটি মাছের পাত
বসন্তকালীন বসন্তকালীন মাছের এল
শব্দকালীন একটি শব্দকালীন মাছের
বসন্তকালীন একটি শব্দকালীন মাছের
উঠে এল মাছের মাছের মাছের মাছের
উঠে এল মাছের মাছের মাছের মাছের

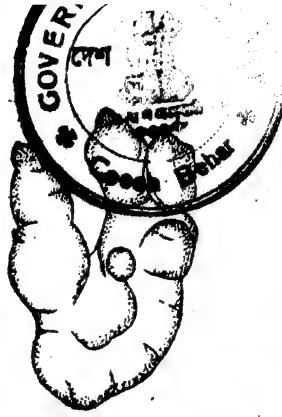
কিন্তু মাছের মাছের মাছের মাছের মাছের
একটি মাছের মাছের মাছের মাছের মাছের
একটি মাছের মাছের মাছের মাছের মাছের

এনাসিন
মাথাধরা সর্দি জ্বর ও
পেশীর বেদনায়
সদ্র আরাম দেয়, কারণ এতে
চারটি ওষুধ রয়েছে



তার ফিরিঙ্গি তৈরী হয়—যেটা দৈর্ঘ্যে ঠিকুরি সমতুল্য। কড়া-খুঁতি, হাতা-বোঁড় থেকে শিল-নোড়াও সেই ফর্দে স্থান পায়। শূন্যেই কেউ কেউ নাক দূধ-মেশানো জল পরসা দিয়ে কেনবার ভয়ে বাড়ির সবসমা গরুটিকেও নিয়ে ধাবার কথা চিন্তা করেন। এক্ষেত্রে যা হবার তাই হয়—নুন আনতে পাগতা ফুরায় অর্থাৎ খাওয়া আর শেষ পর্যন্ত হয় না। সে হিসাবে ২৭ কোটি বছর আগেকার সেই অভাবাধী-দের ধন্যবাদ দিতে হয়, কারণ তারা কোন-রকম যোগাড়বস্ত না করে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যেই অভিমান শূন্য করেছিল। প্রস্তুতি ছিলই, তবে সেটা অতরের।

জল থেকে ডাঙার দূরত্ব আপাতদৃষ্টিতে বেশ বেশি নয়। কিন্তু জল আর ডাঙার জীবনের যে বিন্যাস তার মধ্যে দুই মেরুর পার্থক্য। তাইলে প্রশ্ন হচ্ছে ডাঙার নতুন পরিবেশে অভিবাসী কেননা করে নিজস্বের খাপ খাটতে নিজে? মাছদের ব্যাং হবার প্রথম ও প্রধান অসুবিধা হলো শ্বাসযন্ত্রের ভিন্নমুখিতা। মাছরা কখনোকার সমস্যা জল থেকে অক্সিজেন নেয়, আর মাছদের শ্বাসযন্ত্র দিয়ে নিশ্বাস অক্সিজেন নেয়। কিন্তু মাছরাই কেনই বাঁচতে পারবে প্রয়োজনে এসেছিল কতগুলো মাছ—মাছের তুলনায় তো তিনটি আর ছিল ফস-ফস, যা বিপদকালে তাদের শ্বাসকর্মে চালিয়ে সাহায্য করতো। অভিবাসী ইকরা-একটিগাররা ছিল এই ফসফস-একটা মাছদের বাক্যতো কতকটা ভুল। জল থেকে ডাঙার দূরত্ব আর একটা ভুল মনে হতে পারবে কিন্তু। যতক্ষণ মত জল বইল, ততক্ষণ সে নিরাপত্তা। কারণ পৌঁছতে কিংবা তার পিছরে ছাড়তেও জলীয় পদার্থের ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু সেই সে ডাঙার উল্ল, জমিন দেখা দিল শূন্যের মাছের সম্ভাবনা। যার সম্ভাবনা দুই কারণেই মাছের আদিপুরুষের কাছে ছিল অসম্ভব বেশি, সূক্ষ্মকরণের তলওয়ারের মধ্যে যা ব্যপ্ত করত। আরও পরবর্তী-কালে দেখা যায় যে, জল সেই বসে, কিন্তু চামড়ার বস্ত্র আচ্ছাদিত অস্তরণ। মত থেকে ব্যাংয়ের বিবর্তনের তৃতীয় অসুবিধা হলো উদ্বোধকরণ। মাছের কোষের এই অকর্ষণী একই কম ব্যাপ্ত জলের ঘনত্ব এই আকর্ষণক কিছটা প্রতিফল করে। কিন্তু পথচারীর কাছে এই অকর্ষণ বেজার বেশি। তাই একটা বাঁড়ানের তক্তা হলো একেবারে পপাত ধরণীতল-পতন ও মুছা। পতন যদিও চিরকাল তলার দিকে হয় তবুও আমরা দেখি এই অধঃপতন রোধের একটা প্রচেষ্টা। ব্যাংয়ের আদিপুরুষদের মতো আমরা দেখি একটা মজবুত হাড়ের কাঠামো। এই হাড়ের কাঠামোটা প্রধানত মেরুদণ্ড, অংগকলক,



চতুষ্পদ প্রাণীর পায়ের প্রথম পাওয়া জীবাশ্ম (খাইনোপাস্, অ্যান্‌টিকুয়াস্)

উরংকলক, পজর আর শ্রেণীচক্র দিয়ে তৈরী। মেরুদণ্ডের হাড়গুলো এমনভাবে সংযোজিত যে এর নড়াচড়া দ্ব্যঙ্কুশপাতিতে সহজেই সম্ভব। অংগকলক আর শ্রেণী-

চক্রাংশের সঙ্গে যথাক্রমে লাগানো রয়েছে হাত আর পা—যার সাহায্যে দেহকে মাটির ওপর তুলে ধরা যেতে পারে।

নিরবধিকাল—বিপুলতা এই পৃথিবী। এই কালের সংশ্ল পান্না শির চলেছে প্রাণের অকুরন্ত প্রবাহ—যুগ থেকে যুগান্তের নিশ্চিত নির্ভরতার। এই প্রবাহে দ্বিগুণত পাপকায়ের গতানুগতিকতা নেই, আছে বৈচিত্র্যের বিশালতা। বিবর্তনের প্রয়োজনে এ প্রবাহে লেগেছে বৈচিত্র্যের কারিকুরী—রূপের কি অপৰূপ রূপান্তর। জল থেকে ডাঙার—জীবনের প্রাচুর্যের জায়গা থেকে চলমান জীবনশূন্য জায়গায় আসতে লেগেছে লক্ষ লক্ষ বছর। তবু সে-দিনের সেই দুর্বল সূচনা প্রকৃতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহ্য করে এনে দিয়েছিল নব-জীবনের অরবোদয়। এত কোটি বছর ব্যাপেও মানুষ অবাক কিম্বদে ভাবছে রূপান্তরের সেই অশূন্য সকালের কথা!



আপনার
গায়ের
রং-কে
পাঁপড়ির
মত
নিখুঁত ক'রে তুলুন!

শালিমারের কুলের মত কোমলত, মন্থগতা ও সুগন্ধ আপনাকে হতে পারে, যদি নিয়মিতভাবে বেমী স্নো এবং পাউডার ব্যবহার করেন।



একমাত্র পরিবেশক :
এভি আর এণ্ড কোং
বোম্বাই—২

প্রথম অচিন্ত্যমায় জৈনমুখ্য বদন ফুল

১১

‘আমাদের যারা দেখছে তারা আমাদের কী ভাবছে বলো তো।’ হাসিমুখে জিজ্ঞাস করল কাকলি।

‘এসকোপিস্ট ভাবছে।’ বললে সুকান্ত।

ফল বেরিয়ে গেছে পরীক্ষার। এখন তাই আরো ফলের দিকে, স্থানের দিকে যাচ্ছি।

‘না আমি এসকোপিস্ট নই। বৃদ্ধ থেকে আমি পালানো না।’ ছুরিবেধা মাংসের টুকরোটা মুখে তুলল সুকান্ত। বললে, ‘নিধিরামও বৃদ্ধ-পলাতক ছিল না।’

‘কে নিধিরাম?’ পেলটের আলুটাকে বিশ্ব করবার চেষ্টা করছিল কাকলি, তার আগে চোখই সে আলু করে তুলল।

‘সে কি, নিধিরামকে চেন না?’

‘তোমার সব বন্ধকেই কি আমি চিনি?’

‘আহ, শুধু আমার বন্ধ হতে পারে কেন? সকলের বন্ধ। জগজ্ঞানের বন্ধ।’

‘সে আবার কে?’ আলুটা মুখে পুরল কাকলি।

‘আমাদের সেই নিধিরাম সর্দার। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার। অথচ ইয়া গালপাটা ইয়া শূড়োতালো নাগরা ইয়া কোমরবন্দ।’ ছুরিতে-কটিয় টুং-টুং শব্দ তুলল সুকান্ত। ‘সাজসজ্জার তুটি ছিল না। কিন্তু বিসমিল্লায় গগদ। ঢাল-তলোয়ারই নেই।’

‘তুমি কি নিধিরাম?’

‘তা ছাড়া আর কী?’

‘তুমি কি নিবস্ত? নিবস্ত? প্রতিশ্রুতি শূন্য?’ কোল থেকে ন্যাপকিন তুলে টোটার প্রান্ত দুটো মুছল কাকলি।

‘কিন্তু বর্তমানটা তো দেখে। রক্ত বাস্তব বর্তমান।’

‘অজ্ঞে হ্যাঁ, বর্তমানই দেখছি।’

‘সবুজ?’ কাকলির চোখের মধ্যে চোখ ফেলতে চাইল সুকান্ত।

সুচোখের পাতা সবলে বন্ধ করে কাকলি

বললে, ‘আনোপাপস্ত দেখছি।’

‘অতঃপর চোখ বুজে থাকোটা বদ্বিষ্মাসের কাজ নয়।’ হেসে ফেলল সুকান্ত। ‘বর্তমান দেখতে গিয়ে কিঞ্চিৎ ভবিষ্যৎও না দেখে ফেল সেই সপ্তা।’

‘ভবিষ্যৎ থাক ভবিষ্যতের জায়গার।’ চোখ খুলল কাকলি। ‘আমার এই বর্তমানই সুন্দর।’

‘সুন্দর? আমার চাকরি নেই—এখনো হয়নি, আর ঐ আমদার বাসা। তুমি সুন্দর বলো?’

‘বলি।’ চিবোতে চিবোতে থামল কাকলি। রসাল মুখে বললে, ‘যেখানে তুমি সেখানেই আমার সুন্দর।’

‘এটা কোনো কাজের কথাই নয়।’ গম্ভীর হল সুকান্ত। ‘মনে রেখো কাব্যের কথা ছেড়ে আমরা এখন কাজের কথা নেমেছি।’

‘তার মানেই হবার থেকে উল্টে নেমেছি।’ নিতৌল হাঁ করে দাঁবা এক গ্রাস মুখে তুলল কাকলি। ‘নামসময়ই বা। দাঁবা পেট ভরবে। হিসেবে ফুল হবে না।’

‘হবে না?’ কাকলি কি দয়া করে বলছে এমন করুণ জিজ্ঞাসায় তাকাল সুকান্ত।

‘না। যা হোক হেঁমার কিছ, একটা অয় আছে, অয়ের পথ আছে—এম-এ হবার পর হেঁমার টিউশনির বাজার তেজী হবে নির্ধারিত।’

‘তুমি কী বলছ? এ একটা অয়?’

‘চিরত যাই হোক চহারাটা অয়ের মতই। আর কে না জানে তিল বুড়িয়েই তাল, হাটি-হাটি করেই হাওয়া গাড়ি—’

সারাদিনের তাজা ভাবটির জন্যে
ব্যবহার করুন **POMPEIA**
LOTION

মূল ফরাসী ফরমুলা ও সৌরভ।
সকল ঋতুতে ও সকলরকম উপলক্ষে
পৃথিবীময় লক্ষ লক্ষ লোক কর্তৃক
ব্যবহৃত।

POMPEIA LOTION
keeps you cool & refreshed

বাবসার-অম্বুসজ্জানেন জন্ম নিঃ প্রিয়ানায় লিখনঃ
ইন্টারন্যাশনাল ফ্রাঞ্চাইসেস প্রাইভেট লিঃ, কালিনা, নার্টিক্স (ইট), বোম্বাই-২৬০



‘হাওয়াগাড়ির মধ্যে নয়, হাওয়াগাড়ির তলায়।’ হাসল সুকান্ত।

‘আজ্ঞে নয়, অত পণ্ডিতা দেখিয়ে না।’ সম্ভব শাসনের চোখে তাকাল কাকলিঃ ‘তা ছাড়া তুমি একটা রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়ে যাচ্ছ। দুজনের পক্ষে বেশ একটা মোটা টাকা দিয়ে দিতে পারলে সংসারে।’

‘দুজনের পক্ষে।’ কথাটা মসৃণভাৱে স্বরে আবৃত্তি করল সুকান্ত। একটু ব্যর্থ বা চিন্তাকুল শোনাল।

‘যখন বর্তমান নিয়ে কথা বলছ, আপাতত তো দুজনই।’ হাড়টা শেষ পর্যন্ত ছাড়ির অধীন থাকবে না হাতে করে ধরতে হবে, কাকলি বললে চোখ নামিয়ে।

‘কত টাকাই বা স্কলারশিপ। সবটা দিয়ে দিলেও মোটা টাকা হয় না। তবে, যখন দুজন, দুজনের ব্যাপার, তখন তুমিও যদি হাত লাগাও—’

‘তার মানে?’ হাড়টা হাতে ধরেই তুলল কাকলিঃ ‘অম্বাকও ঢাকল করতে বলছ?’

‘কেন কি।’

‘ওসব হবে না।’ চুলভরা সুস্বর মাথোঁ মসৃণ, মসৃণ নড়তে লাগল কাকলিঃ ‘ওসব মানের কোণেও স্থান দিও না।’ বিয়ের পর ঢাকার করতে পারল না বলে ব্যর্থই। এক কীবিন জরাজীর্ণ পড়া আর পরীক্ষা নিয়ে, আরেক কীবিন জরাজীর্ণ পাবল না ঢাকার নিয়ে। জামে পুটে পুটে খেতে পারিনি এ পর্যন্ত। এই শুল্কের বাস, ঐ কলোজের ঘাটা, এই ক্লাসের বটিন, ঐ পরীক্ষার নটিশ—দিনরাত চড়কে চড়িয়ে রেখেছে। বিয়ের পর আবার জাফিস নিয়ে, ট্রান্স-বাসে ওয়াশিংটন নিয়ে, পণ্ডল হাতে রাজি নই। নিয়ে মানেই বিশ্রাম। বিয়ের পরে প্রেম বিশ্রাম করবে।’

‘বিশ্রাম করবে?’

‘জানো, কাড়ির সমস্ত বাসা শেষ হয়ে যাবার পর কোনোরকম খাইনি। এবার খাবে।’ হাসতে লাগল কাকলি। ‘চাকড়ির ডাটা খাব চিবিয়ে চিবিয়ে। মাছ-পান্থির লাজা খাব চুষে চুষে। কত চাটনি অচার, কত কুলচুর আমচুর। পান খাব গাল পুরে। তারপর গা ঢাল ঘুমের সুপুর্বেসে। উঃ, কতদিন ঘুমাইনি নিশ্চিন্ত হয়ে। আর খারাপ হবার ভয় নেই, এর-ওর-তার এশতর উপন্যাস পড়ব। বিকেলবেলা আলতাউলি আসবে,—শোনা, আর নাপতেনি বলা চলবে না—কামা দিয়ে পা ঘষে মোটা করে আসতা পরিয়ে দেবে। সিনেমায় যাব।’

‘জীবন সাংঘ্য করবে।’ গদগদ হবার ভাব করল সুকান্ত।

‘আজ্ঞে হ্যাঁ করব। নইলে শব্দ শব্দ, এত পরিশ্রম কেন?’

‘প্রেম প্রচণ্ড এক পরিশ্রম ছাড়া আর কি।’ ইতিমধ্যে বয় চা দিয়ে গিয়েছে, নিজের কাপে চামচ নাড়তে লাগল কাকলিঃ

‘মতুরি ছিল বলেই বেহেশত, তেমনি বিরে ছিল বলেই প্রেম।’ কিরুই হচ্ছে প্রেমের রোজগার। বিরে হবে না অথচ প্রেম করা, এ যেন হোড়া নেই তবু চাবুক হাঁকড়াও। ওসব ফাঁকা আওয়াজে আমি নেই মশাই।

আমার কাছে সাফ-কথা, ফেল কাড়ি মাথো তেল। বিরে করতে রাজি আছ তো এস প্রেম করতে। নচেৎ দূর হও, অর্থীষ দূরে থাকো।’

কী সুস্বর কথা বলছে কাকলি, যেন

শ্রীমদ্রামানন্দকৃত্যোনির্ভাষা প্রণীত

অপ্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস এই প্রথম প্রকাশিত হইল
ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত

ধ্রুব ৩ টাকা লুৎফ উল্লা ৩.৫০ টাকা

শ্রীসুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ের

রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার ৩, সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন ২,
দাম্ভতী পাঠাগার, ৬এ, রাধানাথ মল্লিক স্ট্রেন, কলিঃ ১২। ডি.এম. লাইব্রেরী, কলিঃ ৬

(সি ৮৯০৫)

খাবার পর আপনি

পাকস্থলীর ব্যথায়

ভোগেন কি?

হিউলেটস মিক্সচার খান
স্থায়ী উপশম এনে দেবে



অধিরিক্ত খাদ্য ও মানসিক চিন্তা
পরিপাক-নলিকার প্রাচীর তীব্র করে
কেনে ... এবং তার ফলে বদভ্রম
ও বাওরার পর পাকস্থলীতে ব্যথা হবে।
হিউলেটস মিক্সচার পাকস্থলীকে
খাদ্য পরিপাকের শক্তি দিয়ে হজমের
সহায়তা করে। সঞ্চয়নাত্মক অম্লরসের
হাত থেকে পাকস্থলীর প্রাচীরকে হরকিত
বেগে পেটের ব্যথার চটপট আরাম
এনে দেবে। ৩০ বছরেরও ওপর
পৃথিবীব্যাপী সব ডাক্তাররা হিউলেটস
মিক্সচার বাওরার ব্যথা দিলে আসছেন।
শিশু : শিশুদের পেটের পীড়িতও
হিউলেটস মিক্সচার চমৎকার। কয়েকটি
ফোঁটাইই সঙ্গে সঙ্গে আরাম।
পেট গারাপে আকস্মিক সহযোগে বাবহার
করুন। হিউলেটস মিক্সচার আকস্মিক বা
আকস্মিক জাড়া হরকমই পাওয়া যায়।



হিউলেটস মিক্সচার

সি. জে. হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

৪৩এ, বাইনিয়াবা বাইক স্ট্রিট, কলকাতা-৩

CJM 698

টাটার ৩-ডি-কোলন ও ৩-ডি-কোলন সাবান



সেই স্নিগ্ধ পরশটুকু

টাটার ৩-ডি-কোলন - স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান আনন্দদায়ক। এর ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ ভাব আপনাকে সব সময় স্মৃতি এনে দেবে।

টাটার ৩-ডি-কোলন সাবান। এই সাবানটি গন্ধেও মনোরম। বিশেষ ধরণের সোনালী মোড়কে মোড়া যাতে এর সতেজ ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে।

টাটার তৈরী - তাই নিশ্চয়ই ভাল।

একটা ফোয়ারা খুলে গিয়েছে, সানন্দ চোখে তাই দেখছে সুকান্ত। দেখতে দেখতে বললে, 'তুমিই ঠিক বুঝেছ।'

'আর এও বুঝেছি যিনি প্রেম করছেন অর্থাৎ যিনি স্বামী হবেন তাঁরই পুরোপুরি দায়িত্ব স্ত্রীকে ভাত-কাপড় দেবার, ঘরবাড়ি দেবার। স্ত্রীর দায়িত্ব নেই যে, স্বামীকে খাওয়াবে, পরাবে, বসবাসের সুবিধে করে দেবে। ঘুরে ঘুরে দেখে এস দেশবিদেশ। সবই এক বিধি এক ব্যবস্থা। স্বামীর ঘাড়েই স্ত্রীর পড়া। সুতরাং আমার মূখের দিকে দীন নয়নে তাকিয়ে না। তোমাকেই একা-একা সমস্ত বহন করতে হবে, পালন করতে হবে—পালিয়ে যাবার, একেপিপসু হবার আর উপায় নেই।'

'কিন্তু বাড়িতে যে ঘরে তুমি থাকবে তা তুমি দেখেছ?' ভয়ে ভয়ে চায়ের পেয়ালার চুমুক দিস সুকান্ত।

'তুমি থাকবে মনে? আমরা দুজনে থাকব।' কার্কেল প্রায় বিজয়িনীর ভূষণ করল।

'ঐ হল। দুজনের ঘর। দেখেছ?'

'দেখছি বৈ কি। ঘরটা ছোট। দুজনের পক্ষে না হলেও স্বামী স্ত্রীর পক্ষে ছোট। তাজাতা স্ত্রীর ঘর সরল হলে। ঘর হলে আর কেমন ঘরমার মতলব ঘর, লচর ঢাকা পরামর্শ? উপায় নেই। কিন্তু কার্কেল পেয়ালের উপর তাঁর নমস্কার। 'এবার এতদিন, তোমার কার্কেল কিসে সরবেন না?'

'সব তো উচিত।'

'সবল ঐ ঘরটা আমার মতো হবে। সব আসবার আমন্ত্রণে কলিয়ে যাবে।'

'কিন্তু যদি না সরেন?'

'সরবার চেষ্টা করতে হবে প্রাণপণ।'

'তবে যদি না পারি?'

'থাকবে। থেবে যাবে। আমাদের এই বাধ্যবাধকতা বা কিসিনে জমা। ঘরদিন তোমার না একটা চাকরি হবে। একটা অসুস্থ-সুস্থ চাকরি পাওয়া মানেই লড় একটা অধিকারের মালিক হওয়া। তখন ইচ্ছে হলে বেশি সন্দের টিকিট কেটে সংসারের প্রথম লাইনের উচ্চ আসনে ঘোঁসো গাটি হয়ে নহতো কেটে পড়ো, অন্যর তাব্দ ফেল।'

'সুতরাং বাক্যেই পাছ একটি শাসিলা মজবুত চাকরি দরকার।' নিশ্বাস ফেলল সুকান্ত।

'সেটা কে না বুঝে? কিন্তু অন্তর্বাণী সমস্তটাকে কী করে সেটাই প্রশ্ন।'

বিল এগুয়ে বয়। দুজনে একসঙ্গে হাত রাখল—সুকান্ত তার মনিষ্যাণে, কার্কেল তার বটুম্বারে।

শাসনবশ্ট চোখে তাকাল সুকান্ত।

'ও, হ্যাঁ, তুমিই তো বললে। তুমিই তো বলে একার দায়িত্ব।' হাত সংকুত করল

কাকিলি। দুজনে ধীরে ধীরে এল রেস্টুর্যান্ট থেকে। হাটতে লাগল পাশাপাশি। খানিকক্ষণ কথা কইল না কেউ। আবেছারায় চুপচাপ হাটতেই শান্তি মনে হল।

‘চলো জলের ধারে গিয়ে একটু বসি।’ বললে সুকান্ত। ‘মনে যখন কোন আলোড়ন আসে তখন জল দেখতে খুব ভালো লাগে।’

সম্প্রতি যে আলোড়ন এসেছে এতে জল-মাটি আলো-আধার লোকজন ইট-পাথর ট্রাম-বাস ট্যাক্সি-রিকশা সমস্ত ভালো লাগছে। যেন রত্নমের দেশে অপূর্ণের পোশাক পরে দাঁড়িয়েছে সকলে। শব্দ নিধিরামকেও মনে হচ্ছে হারিদ্রাম। হেসে উঠল কাকিলি। বললে, ‘বাত বেশি হয়নি তো?’ চলে। তার। আরেকটু বসি। ‘কথাটা শেষ করে।’

অনেক খাংসে পেতে জলের কাছাকাছি ঘাসের উপর বসল দুই-দুই। যেন সন্তান সন্তানের না ডাকা পাড়। কিন্তু তার বসলেও মনে হয় কত কাছ কাছ বসলেও মনে হয় কত দূর। এ যেন বিরহের পর মিলন বা মিলনের পর বিরহ নয়, এ যেন মিলন-বিরহ একে পাঠ।

করু মাংসে কোনো কথা নেই।

কৌতূহলে কত সজাগ ছিল কাকিলি। সে দেখেই বুঝে বি করে ফুল হয়ে ফোটে। কুণ্ডার কপট ঘলে কি করে প্রথমে কথা আসে। কি করে উজ্জ্বল তার অভ্যাস এতটা। মাঝখানে কাকিলি ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি? কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল টের পেল না। সহসা চোখ চোখে দেখল এক কপট গোলাপ, এক গাছ পাখি এক হালকা উল-তরঙ্গের শব্দ। আর বাসনা রক্তের ছোঁয়া গেয়ে সেগার বড় ধরা।

আর সুকান্তকে কে মিসড্রামের আমলের বদলে মালিক করে দিচ্ছিল এক মনোহর। বলছিল যত পড়ো, যত ধার, যত ভরে, তুলে নাও দু হাতে। সুকান্তও যত পেরেছে উল্লাসের মত তুলে নিজেই বকে করে। সেই একসঙ্গে সাধুকেই এখন সে বাসরেছে ঐ ঘাসের উপর, তার চোখের সামনে, তার আকাংক্ষার এসেকায়।

‘তোমার কথা তো বললে, কিন্তু আমারও একটা বিকল্প প্রস্তাব ছিল।’ নতুন করে কথা পাড়ে সুকান্ত।

‘তোমার আবার কোন বিষয়ে প্রস্তাব?’ লম্বু করতে চাইল কাকিলি।

‘ঐ একই বিষয়ে। অস্তবর্তী সমস্যা কী ভাবে যাবে সেই সম্পর্কে।’

‘তোমার প্রস্তাব তো জানা।’

‘জানা?’

‘হ্যাঁ, মাঝখানের আমলের সেই মামুলি প্রস্তাব। ঐধর্মের প্রস্তাব। এ কে না জানে?’ এসানো ভংগি খজ, করল কাকিলি। ‘তার মানে বত দিন তোমার স্বাধ-সমর্থ চাকরি না জেতে ততদিন আমি বাপের বাড়ি-

ভাত মায় আর তানা-নানা করে দিন কাটাই। তুমি চাকরির জন্যে ঘোরা আর আমি ঘুরি তুমি চাকরি পেলে কিনা সেই সংবাদেই জেনো। দিনের পর দিন দিনমণি প্রস্তুত থাক।’

‘মন্দ কি।’

‘তার মানে তুমি আমাকে বিদেশের কাছে খেলে। করে দিতে চাই?’

‘সো, খেলো করে দিতে চাইব কেন?’

‘তা ছাড়া আর কি। জগৎ সমস্তে তুমি এই প্রমাণ করতে চাও যে আমি একটি বাঙালী মেয়ে যতই কেননা ভালোবাসি আমার পুরুষকে, যেহেতু সেই পুরুষের রাজগার কর্মজোর, যেহেতু তার জোড়ানি এখানে হাটপট্ট চাকরি, খোলামেলা বাড়ি-ঘর আমি তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত নই। যেন আমার সমস্তির শতটই এই যে, তুমি আমাকে আরও দের, প্রচুর দের, দিনাসের জীবন দেবে। আর যতদিন তা না দেবে ততদিন আমি গালে হাত দিয়ে বসে থাকব। আমার সাধের যৌবন ভেসে যাবে। শোনা, আমি অত সন্তোষ ভীতিকে যেতে আনিনি।’

কিন্তু পুরুষের চালচলনটা দেখে তো ‘হাসল সুকান্ত।’ পুরুষ যখন, তখন, মিচি নয়, পুরুষ কারই দেখতে হবে। যে পুরুষ নয় সে এখনো পুরুষ নয়।

‘খবর দেখেছি। কিন্তু ধরো, বসে আছি, এক বছর গেল দু বছর গেল, তোমার তেমন চাকরি কিছা জটিল না, পাবল না পুরুষ হাত, তখন কী হবে? মিচি হাত হাত চিত্রায় যাব আমি, মিলিয়ে যাব আমি? আমাকে তুমি ছেড়ে দেবে? চলে যেতে বলবে?’ যেন কথায় একটা কামার ছোঁয়া লাগল কাকিলি।

‘অত সেজা নয়। শোনা করে এস।’ চোখের ঈশ্বর করল সুকান্ত।

‘কেন এখন থেকেই বেশ শুনতে পাচ্ছি।’

সুকান্তই এগিয়ে গিয়ে বসল। বলল, ‘আমার প্রস্তাবটা, তুমি যেমন বলছ, অতটা সেরে নে।’

‘কিছু নতুনক আর?’

‘নিশ্চয়ই। নইলে অসংলগ্ন তুমি গাল হাত দিয়ে বাপের বাড়ি বসে থাকবে আর আমি পাখ-পাখ ফ্যা-ফ্যা করে ঘরে বেড়ব বাপেরটা মোটেই সন্তোষও হবে না, গৌরবেরও হবে না। তা ছাড়া গলে হাত আর কদিন থাকবে? গালের হাত শেষে কপালে এসে উঠবে।’ ‘আমাকে ফ্যা-ফ্যা করতে দেখে শতমাখে ছ্যা-ফ্যা করতে থাকবে। আর ফিকির বাখে সটকান দেবে খিডক দিয়ে।’

‘আমি?’ নিজের বকের উপর হাত রাখল কাকিলি।

‘ভয় শূন্য আমার নিক থেকে নয়, দুর্ভিক্ষ থেকেই। ভয় ভয়—সময় ফেলে রাখা

শ্রীঅনিলাচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যাগামে বাঙালী	২১
বীরছে বাঙালী	১১০
বিজ্ঞানে বাঙালী	২১০
বাংলার ঋষি	২১০
বাংলার মনীষী	১১০
বাংলার বিদূষী	২১০
আচার্য জগদীশ	১১০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১১০
রাজশি রামমোহন	১১০
১৫ কলেজ কোয়ার, কলিকাতা-১২	

শ্বাসারিষ্ট

১ মাগে হাঁশানীর টান নুর করে। রায় বাহাদুর কুমার বি. রায়, এ-ভি-সি-এস, লিখিয়াছেন—‘ইহাতে বেশ ফল পাইয়াছি।’ মূল্য ১ শিশি—২ টাকা। কারিগর এ. পি. রায়, ১৯৭, বহুবাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।



★ আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যবসায় ব্যাবি কার্য করা হয়।

★ আকর্ষণীয় হারে ক্যাল সাটফিকেট দেওয়া হয়।

★ স্পেশাল সেভিংস ডিপোজিট একাউন্টে বার্ষিক ২৫% হারে হুদ দেওয়া হয়।

হেড অফিস

৪ হাইড হাট ট্রাউট, কলিকাতা ১

ভয়। সময় বয়ে যেতে দেব না। দু' দিক থেকেই তার পথ আটকাব।'

'তার মানে?'

'একদুনি—একদুনি বিয়ে করব।'

'মানে, এই মুহূর্তে? অন দিস্ স্পট?'

কাকিলর উল্লাসের মধ্যে আতঙ্ক এসে মিশল।

'মানে যৎপরোনাস্তি শিগগির। তেড়-জেড়ে অস্তত মাসখানেক তো লাগবেই।' আশ্বস্ত করল স্কাফ। বললে, 'নিয়ে করব কিন্তু ইনটোরম পিরিয়ডটা, মানে, অস্তবর্তী সময়টা—আমরা চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত—আমরা আলাদা আলাদা থাকব। তুমি তোমার বাপের বাড়িতে আমি আমার মায়ের ছাডিতে।'

'আলাদা-আলাদা?'' প্রায় আকাশ থেকে পড়ল কাকিল: 'বিয়ে হবে অথচ একত্ব হবে না? মানুষে বলবে কী!'

'জানতেই পারবে না? সে কী কথা!'

'বিয়েটা গোপনে হবে। রেজিস্ট্রি করে হবে।'

'গোপনের কী দরকার!'' গম্ভীর হল কাকিল: 'তাতে কী সুবিধে?'

'সুবিধে অনেক। তোমার-আমার বাড়ি দুইই সন্দেশের বাইরে বসে ঘুমাবে, আমরা যে যার মনে থাকতে পারব, চলেতে পারব এনিক ওনিক। আমি কাজের চেণ্টায়, তুমি না হয় আরো পড়ার চেণ্টায়। দু'জনের ঘন-ঘন দেখা হবারও কোনো দরকার পড়বে না। তেমন কোনো অসুবিধের জায়গায় যদি দেখা হয় এমন ভাব করলে চলবে মেনে আমাদের মুখ চেঁনা। নিরুজ্জ্বল দিন যাবে। পাকা দলিল হয়ে থাকবে, কারু ফরকে বা ফসকে যাবার পথ থাকবে না। আর এ দলিল শুধু বিয়ের দলিল নয়, আমার গৌরবের দলিল—আমাকে অকতী জেনেও তুমি আমাকে নিয়েছ বরমালা। জগৎ সমুদ্রে সেই বাঙালী মেয়েটিকে আমি খেলো হতে পিইনি, তার হাত থেকে নিয়েছি রাজতীকা। তারপর যখন চাকরি পাব, আসবে সে প্রার্থিত মুহূর্ত, জন্মবেশ খুলে ফেলব, সগর্বে নিয়ে যাব তোমাকে, স্থানে-স্থানে দেব অনেক সবছলতা। সন্ধ্যাও কোনো

হৈ-চৈ হবে না, সব সুন্দরে শেষ হবে।'

করুণ করে তাকাল কাকিল। বললে, 'তোমার কণ্ট হয়ে না ছেড়ে থাকতে?'

'এক, মুহূর্ত' ইঠাৎ সত্থ হয়ে রইল স্কাফ। পরে বললে, 'কিন্তু এখুনি যদি তুমি আমাদের বাড়িতে চলে আস এই আগুহীন স্থানহীন সংকীর্ণতার মধ্যে, সে কণ্ট আরো কঠিন হবে।'

'হোক। তবু বিয়ের পর, স্বামী বর্তমানে, থাকতে পারব না বিধবার মত।' সশব্দে হেসে উঠল কাকিল: 'কী অপরূপ লাবণ্য! সবাঞ্চে দণ্ড হয়ে বাস থাকো সমুদ্রের পারে কিন্তু খবরদার, স্নান করে দিনখ হতে পারবে না। এতে আমি রাজি নই। আর এ সমুদ্র আমার অস্তিত্বের সমুদ্র, অন্যের সমুদ্র। আর স্নানে শব্দ, স্নিগ্ধ হওয়া নয়, শব্দ হওয়া, স্নানান্তে জীবনের নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করা—'

দু'জনে উঠে পড়ল।

'চলো একটা টাঙ্গি পাই কিনা দেখি।'

দু'জনে বললে।

'তুমি রেজিস্ট্রি করার কথা ভাবছিলে কেন? আমরা কি আলাদা হাত, আলাদা দেশ, আলাদা ধর্ম?'

'না, না, তার জন্ম নয়। সেখানে কোনো কথা নেই তেমনি সাধারণ বিয়াও রেজিস্ট্রি করে করা যায়। রেজিস্ট্রি করায় হাণ্ডগমা কম; খরচ কম। মেমব্রেলপত্রও ছাপবে হয় না। তারপর যদি একটা গোপন করে রাখতে হয় রেজিস্ট্রি প্রশস্ত।'

'না, অন্যায় তো কিছু হচ্ছে না, কেননা অগুণী নয়।' চলতে-চলতে বললে কাকিল, 'তার কোন গোপন করতে যাব? তারপর সাজব-গেজব না, লোকজন আসবে না, আলো জ্বলবে না, সন্ধ্যা বাজবে না, আসর-বাসর বসবে না—সে অবসর একটা বিশেষ কী! বাপ জ্ঞান না যা জ্ঞান না, হোগলা বনে বিয়ে—তাতে আমি রাজি নই।'

'বাবা-মাকে বসবে?'

'নিশ্চয় বসবে। কতনা যখন বাড়িয়েছি, তখন মিউজিক ফেস করব।'

অধিকারেও কী সুন্দর দেখাচ্ছে কাকিলর মুখ। স্কাফ বললে, 'যদি অনুমতি না পাও!'

'যেন হৌচি খেল কাকিল। বললে, 'তখন দেখা যাবে। কিন্তু তুমি? তুমি যদি না পাও!'

'আমার ভয় কি! আমি তো এসকেপিস্ট নই।' মুঠ করে কাকিলর ডান মণিগলটা ধরল স্কাফ: 'আমি রণমাথো সেপাই।'

টাঙ্গি ডাকতে হল না। কাডেই দাঁড়িয়েছিল অপেক্ষায়। উঠল দু'জনে।

কাকিল বললে, 'হ্যাঁ, জড়ব, দাঁড়ব, ঠেতরী করব। আমি তোমার চিত্রাঙ্গদা।'

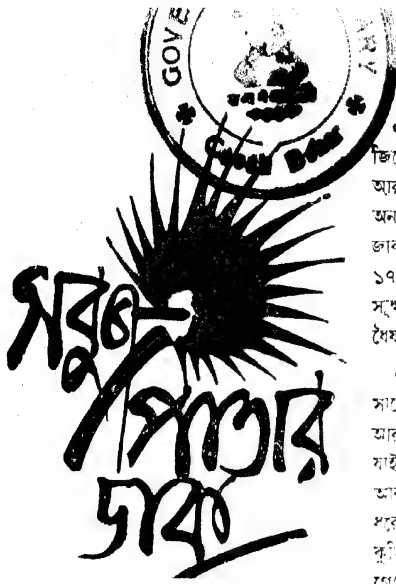
(ক্ৰমশঃ)



স্বাদে ও গুণে.....আদর্শ স্থানীয়।

JEWELLERIES, WATCHES & GUARANTEED WATCH REPAIRING

OMEGA, TISSOT & COVENTRY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
 4, BALHOUSSIE SQUARE, CALCUTTA-1



মুখ্য
পিতার
দাবী

৥ বাণশ ৥

সাংবাদিকদের সব কথা স্বীকার না করলেও আমরা সংখ্যা মেনে চলে। সাংবাদিকেরা আমাদের নিতাই করতে হয়। পণ্ডিতের জ্যোতিষ-বচনও প্রসঙ্গ বিস্তার ঘর পূরণ করার বিধি দেখেছিলুম বাস্যাকালে, এখন ভুলে গেছি। সুতরাং আমার অবস্থা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সত্যের বোসের কাছে শুনছি, তার এক ছাত্র এই ধরনের মাজিক স্কয়ার নিয়ে বিসর্জন করছে। আর তিনি ১৯২৯ সালে ঢাকায় বসে আমায় বলেছিলেন যে, সংখ্যা-বহন নিয়ে এখনও অনেক অন্ধ-শাস্ত্র-বাদের মাথা ঘামাতে হচ্ছে। কথাটা উঠেছিল এই প্রসঙ্গে—কেন্দ্রিজে ছাপানো একটি গ্রন্থ দেখলুম, 'রামানুজমের কতকগুলো অঙ্কশাস্ত্রীয় গবেষণা, যা পূর্বে মূল্যিত হয় নি। একজন সাধারণের লেখা রামানুজমের স্মৃতিকথা সে-বইয়ের গোড়ার দিকে আছে। সাংঘর্ষক বলছেন। "কেন্দ্রিজে যখন রামানুজম রোগশয্যায় শয়ান, তখন আমি তাকে মাঝে মাঝে দেখতে যেতুম। একদিন—সেদিন রোগীর রোগ একটা কমার দিকে—আমি তাকে বলি, যে-টাক্সি করে তার ওখানে সেদিন গিয়েছিলুম, সে-টাক্সির সংখ্যাটা বড় মজার—১৭২৯। এ-সংখ্যা হচ্ছে ৭×১৩×১৯, অর্থাৎ তিনটি অবিভাজ্য সংখ্যার গুণফল। রামানুজম বিছানায় শয়েছিলেন, একথা শুনে উঠে বসলেন আর বললেনঃ এ-সংখ্যাটির মধ্যে আরও একটি মজা আছে—

অর্থাৎ, ১৭২৯=১০০০+৭২৯
=১০^৩+৯^৩
আবার ১৭২৯=১৭২৮+১
=১২^৩+১^৩

এই গল্পটি সত্যের নজরে এনে জিজ্ঞেস করলুমঃ ১৭২৯-এর ঠিক ওপরে আর কোন সংখ্যার ঐ-গুণ আছে? তিনি অন্য কাজ ফেলে রেখে ছাঁকা দু'ঘণ্টা জাব্দা কয়ে একটা সংখ্যা বের করলেন, যেটা ১৭২৯-এর চেয়ে চার বড়। দেখলুম, নিজে সূক্ষ্ম বিচারে বিচক্ষণ হয়েও জাব্দা-কমায় ধৈর্য হারালেন না।

এ-ঘটনার দশ বৎসর আগে, ১৯১৯ সালে সত্যেন, সুধীন (সুধীন্দ্র সিংহ) আর আমি উড়িষ্যার মন্দির দেখতে যখন যাই, তখনও লাক্ষা করেছিলুম সত্যেনের আর একটা ধৈর্য-গুণের। সমস্ত রাত পরে পূর্বা থেকে কোণারক পর্যন্ত প্রায় দুই মাইল পথ বািলির ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন, কেননা আমাদের গোবরু-গাড়ির গাড়োয়ান বার-বার বলছিলেন সত্যেনকেঃ আপনি সামনের দিকে এগিয়ে বসুন, নইলে গোবরুর কাঁধ থেকে জেয়েল খুলে যাচ্ছে। সুধীনের আর আমার ছিপছিপে চেহারা দেখে অনুরূপ অনুরোধ না করার বোকা গেল গো-য়ান-বাহকের বৃষ্টি স্থূল। অগত্যা সত্যেনের নেমে গিয়ে সমস্ত রাস্তাটি পদব্রজে অতিক্রম করা ছাড়া আর উপায় রইল না। কচ্ছমাধনে সত্যেন ছেলোবেলা থেকেই অভ্যস্ত। অবশ্য এ-বিষয়ে কেউ তাঁকে মাথার দিবা দেয় নি। সম্পূর্ণ স্ব-ইচ্ছা-প্রসূত এ-সংঘর্ষ। ভোর হবার পর আমরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমে সত্যেনের সহগামী হলুম, আর আমরা সবজসতার তিন বশতে মিলে সত্যেনের অপব্যব শোভা নিরীক্ষণ করে বাকলুম, কি জন্যে কোণারকে সত্যেনের অত চমৎকার মন্দির গড়া হয়েছিল। সে-দৃশ্য আমার চেতন লেগে আছে আজও। কার্য-কর্ম উড়িষ্যা-বাসীর ভাবতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান মন্দির করার যোগ্য, যেমন ইউরোপে ইতালীয়রা। তবে ওড়িশা-শিল্পের 'মন্দির' বোধ হয় পাল-রাজাদের সম্রাট বাজালী-শিল্পের কাছে স্বর্গীয়। চিত্র-বিচিত্র হরিণের পাল বাজুকময় পাখি মাঝলীল গতিজ্ঞানে বিয়রণ করছে, দেখে-জিলুমে সেদিন। তাদের চোখ দেখে আমার মনে হয়েছিল যেন অশোকের অনুকম্পা সেখানকার মৃগ-জাতিকে জাতিস্মর করে রেখেছে।

১৯১৮ সাল ছেড়ে ১৯১৯ সালে পৌছানোর পূর্বে যে ট্রানজিসন্যাল পিরিয়ড গেল, তার মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর বহিঃগঙ্গ সমালোচনা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তার মুখ্য গুরুত্বের উপর। সে-সমালোচনার আভ্যন্তরীণ পরিচয় ও'র ১৪/১১/১৮ তারিখের পথে আছে। উনি কোন্ তারিখে

কে.হোডের
কণক
* পাউডার *

আপনার শূভাশুভ ব্যবসা, অর্থ, পরীক্ষা, বিবাহ, মোক্ষদমা, বিবাহ, বাস্তবলাভ প্রভৃতি সমস্যার নিতুল সমাধান জন্য জন্ম সময়, সন ও তারিখ সহ ২ টাকা পাঠাইলে জানান হইবে। ভট্টপল্লীর পুরুষচরগনসম্ব অর্থাৎ ফলপ্রদ—নবগ্রহ কবচ ৭, শনি ৫, ধন্য ১১, বগলামুখী ১৮, সরস্বতী ১১, আকর্ষণী ৭।

সারাজীবনের বর্ষকল টিকুজী—১০ টাকা অর্ডারের সঙ্গে নাম গোপ্ত জানাইবেন। জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য বিশ্বব্রহ্মতত্ত্ব সহিত করা হয়। পত্র জ্ঞাত হউন। ঠিকানা—অধ্যক্ষ ভট্টপল্লী জ্যোতিষঃসম্ব শোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

১০ম.

টি-বি সীল

বিক্রয় আভিযান

আরম্ভ হয়েছে ২।১০।৫৯
সমাপ্ত হবে ২৬।১।৬০

প্রত্যেকটি সীল বিক্রয়সময় অর্থ নিঃসহায় যক্ষ্মারোগীর নিরাময় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যে ব্যয়িত হয়ে থাকে। পশ্চিম বাংলায় যক্ষ্মা-প্রতি-রোধ অভিযানে আপনার সক্রিয় সহানুভূতি অত্যাবশ্যক।

বংগীয় যক্ষ্মা-সমিতি
প্লট ২৯, শ্রীম S.S. সি আই টি রোড, কলিকাতা-১৪

(১১৪)

বিবাহে বিশ্বাসী ছিলেন। গার্হস্থ্যধর্মে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। 'সুদীপ্ত' সংস্ককে লেখা ওর ১৮/১৭ তারিখের চিঠি পড়লেই বোঝা যায়, তাঁর বর্ণাশ্রম-ধর্মের অবিরোধে গার্হস্থ্য-ধর্মের পক্ষপাতী। বর্ণ-সংস্কার সামাজিক বিপ্লব এনেছে মাঝে মাঝে। কিন্তু ভারতের ঐতিহ্য হচ্ছে এই যে, যতদূর সম্ভব বিবাহটী স্বকীয়ের মধ্যেই গণ্ডী-বাধা হয়ে থাকে বন্ধনীয়। তবে বর-কনের শূভদৃষ্টির পূর্বে চার-চাথে মিল হওয়ার বিপক্ষে তাঁর ছিলেন না। আমরা ওর "কমলালয়" বাসভবনেও যখন সবুজ-সভার সম্মেলন হয়েছিল, তখন সাধারণত ওর অগ্নিসংস্পর্কেই সভা বসেছে এবং কোনদিন সেখানে শ্রীসমাগম দেখিনি। ক'উৎ কখনও গান-বাজনা উপলক্ষে ত্রুটিং-বামে সভা বসলে মেয়েদের দেখা যেত। ওর সদরটা রান্ধিকাল আর অন্দরটা যে কানসাৎ-ভেঁটিত, একথা তাঁর নিজেরই বলেছেন ওর ১২/১৮ তারিখের চিঠিতে।

তার মনের ভিতর সবার মনসবল নেই, সেই ধূজটির বিবাহবিষয়ক সংবাদ প্রথম চৌধুরীর ১৬/৫/১৯ তালিখের প্যরে পাওয়ার পর আমি বিশ্বাস করেছিলুম যে, রায়ের রীতির প্রথম ভাগ পাবি পড়া শেষের সময়ের সাক্ষরটি ধূজটির মতামতের জ্ঞান করেছেন। কিন্তু দস্তা-বহুরথানার আগে আমি ধূজটি ও তাঁর সাক্ষরগুলির এই চিঠি পড়তে দিয়ে তাঁর পেলুম যে, সে-মতের এতটা নন। তুর্ক-কামানের পর যে দিনে তাঁকে ডুবু দিয়ে আত্মত্যাগ করেছেন তার পরেই ও সেই সেই ভাবের কথা করেছেন। কিন্তু সে-সময় ইচ্ছার সীমার বাইরে বর-কনের তরোয়াল না থাকায় উক্ত কানসাৎ নন্দারের মনসবলকে ধূজটির কড়ির কতটা শেষ পালিত মানসবল করেন নি। তাহলেই বাইরে ফিরে এসেছেন সত্যের মতন পবিত্রতা হয়ে ধূজটি দেখা মনে আসেন সেই ভাষা-দেবীর ধূজটি কত বর্ণমাল্য একটি কথা পাই, যা ভগবতে পারি নি। অনিন্দ্য হারিত, আমার বউ-এর চোখের দেখলে মনে হয় যেন Ravioli-র অঁকা ভাঁব খেলতে খেলতে এসেছে। —এই ইত্যাদি শিখপীর নাম আমার কানে বেশ বেধে গেছে, যেন বসিটি আর চুলি এ-দুটোর অসিদ্ধতা যোগ তাঁর তুলিতে অসিদ্ধি করেছে। কান্ধবির, ছায়া দেবীর তুলা গণেশমুখ্য অপর কোনো বস্তুই মূর্তির চেয়েও সৌভাগ্য আমার হয় নি। তাঁর কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক মাধুর্য সকল কানকেই টানে। অথচ, লক্ষ্যেই যখন আমি তাঁর পঞ্চম আঁখা লাভ করি, মরশা ধূজটির আহবানে, তখন তাঁর আমার আঙুলে 'জিজেস কার-জিজন' এ পেলার-বাড়ির পোলে 'কোথায়?' আমি যে ধূজটির মুখেই তাঁর প্রশ্নের

কথা শুনবো, এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। সূত্রের তিনি খুব অপ্রতিভ হলেন, যখন আমি হঠাৎ বললুম : পেলব-রায় আমি কোনোটাই নই, কারণ আমি রোজ দাঁড়ি কামাই। ধূজটির অনেক কথাই মনে পড়ে, সব লেখার এখন সময় নেই। সবুজ-সভায় লক্ষ্য বন্ধুদের মধ্যে তারই

সঙ্গে আমার তুই-তোকারী চলছে আজও পর্যন্ত। শুধু একটা কথা না বললেই নয় তাই বলছি। তার একমাত্র সম্মানের নাম 'কুমার' রাখার আমি কুধাণ-বুগের ইতিহাস সম্বন্ধে নতুন আলোর সম্ভান পাই, যেটা হোমশিখা পত্রিকা গত বৎসরের পূজা-সংখ্যায় ফলাও করে লিখেছে।

উইজডম ডেন্টিস্টের পরামর্শ
মেনে চলুন।

আপনার
দাঁত রক্ষা
করুন

Wisdom

ব্যবহার করে :

আপনার দাঁতগুলিকে সুস্থ রাখুন। সকালে ও রাতে এবং সম্ভব হলে খাওয়ার পর উইজডম দাঁত দিয়ে দাঁত মাজুন। যথেষ্ট-ব্যবহার সহ উইজডম টুথ ব্রাশ এমন তাগেই প্রশস্ত, যাতে দাঁত আগাগোড়াই পরিষ্কার হয়। সহজ ব্যবহারযোগ্য একটি বাক্স হাতল এতে রয়েছে আর রয়েছে মুখের সকল অংশের নাগাল পাওয়ার উপযোগী করে তৈরী রপের খাটো অপ্রচাপ, দাঁতের প্রতিটি অংশে পৌঁছানোর জন্য ক্রমস্ফূর্ত নাইলন গুচ্ছ। লোকজন থেকে উইজডম চেয়ে নিন।

দীর্ঘস্থায়ী
টুথ ব্রাশ

সাংখ্যের শৈবত্বকে শ্রদ্ধা করে প্রথম-
বাবুর দুটি চিঠি দিচ্ছি।

রাচি

৮/১০/১৯

৮৫*

কল্যাণীরেব,

কার্যনিষ্ঠ আগে, তোমাকে আমার
বিজ্ঞান আশীর্বাদ জানিয়ে পরে জানাচ্ছি
যে, তোমার চিঠি কাল পেয়েছি।

দু-বৎসর পূর্বের অষ্টমীতে লেখা
আমার পত্র দু-বৎসর পরে আর এক
অষ্টমীতে যে তোমার হাতে পৌঁছেছে এটা
অবশ্য আশ্চর্য ব্যাপার বটে। তুমি জিজ্ঞাস
করেছ যে, এর পর দু'গুণি বিশ্বাস করতে
ইচ্ছা যায় না? আমার উত্তর এই রকম
কয়েনসিডেন্স-এর বলেই যদি "দু'গুণি"
উপর বিশ্বাস পাকা করতে হয় তাহলে
বিশ্বাসী খুঁজতে গিয়ে আমাদের শেষটা
বলতে হবে "সাথে না মিলল এক"। সে

যাই হোক, এ ঘটনার মধ্যে একটু মজা
আছে। আমাদের চারপাশে যা ঘটে, তা
এমনি নিয়মমতই ঘটে যে মানুষ ঘটনা
সকলের মধ্যে একটা কার্য কারণের সম্বন্ধ
নির্ণয় করে উঠতে পেরেছে, অর্থাৎ
মানুষের মগজ থেকে সায়েন্স বলে একটা
বিদ্যা বেরিয়েছে। এর ফলে আমাদের কাছে
কোনও জিনিসই আর নতুন ঠেকে না। যার
কারণ জানি তার কার্যের ভিতর নতুনত্ব
আর কি থাকতে পারে, এর একটি ত আর
একটির ফল মাত্র। যেদিন থেকে আমরা
এ-বিশ্বের ভেদ মেনে নিয়েছি সেদিন থেকে
মানুষের আর কিছুতেই আশ্চর্য হয় না—
কেননা তার বিশ্বাস যে এই আইন-শাসিত
বিশ্বে কোনরূপ আশ্চর্যের অর্থাৎ
বেআইনী ঘটনা ঘটতেই পারে না। অবস্থা
যখন দাঁড়িয়েছে এইরূপ তখন যদি এমন
ঘটনা চোখে পড়ে যা নিতান্তই খাপছাড়া,
যার কোনও হিসেব পাওয়া যায় না—তখন
মনটার ভিতর বিস্ময় আপনা হতেই জন্মায়।

এই দেখে না কেন, আমরা গল্প প্রতি ভুলেও
দৃষ্টিপাত করিনে, কিন্তু বৈদ্যনাথের গল্প
পরসা দিয়ে দেখে, কেননা সে গল্প চারপাশে
নয় পচিশের—আর আমরা জানি যে,
বৈজ্ঞানিক গল্প চতুঃপদ। এ চিঠি সত্যত্বকে
দেখিয়ে না,—সে চটে যাবে। বিজ্ঞান হচ্ছে
এ-বৃগের মিথলজি। সুতরাং তার উপর
ঠাট্টাবিশ্রূপ ভক্তের দল সইতে পারে না।
সে যাই হোক, যে সব জিনিসের অর্থ বোঝা
যায় না সে সব জিনিসের অনুরক্ত হওয়াটা
আমার খাতে নেই, আর যার আছে তার
খাত বদলাবার জন্য চিকিৎসা করা প্রয়োজন।
যা আশ্চর্যজনক তা একসেসপান বলেই
গ্রাহ্য। দেশসুন্দর গল্প যদি বৈদ্যনাথের
গল্প হয়ে ওঠে, তাহলে চারপাশে গল্পই
একটা ফ্রিক অব নেচার হয়ে উঠবে। এই
মোটা কথাটা উপেক্ষা করেই বাঙলা দেশের
গল্প-লেখকেরা সাহিত্যজগতে একধার থেকে
বৈদ্যনাথের গল্প সৃষ্টি করে যাচ্ছেন।
তাদের এ কার্যের প্রতিবাদ করলে দেশসুন্দর
লোক চীৎকার করে বলবে—“বাঙালীজাত
রোমান্টিক—অতএব সাহিত্যবাসীরা সে তার
স্বধর্ম পালন করেই চলেছে।” স্বধর্মে
নিধন যে শ্রেয়—একথা ত স্বয়ং ভগবান
বলে গেছেন, সুতরাং আমি কতকটা তার
স্বধর্মচর্চা হতে নিবৃত্ত হতে বলছি না।
বলতে চাই শুধু, এইটুকু যে ও চচার ফলে
নিধন শ্রেয় হোক আর না হোক, নিধন
নিশ্চিত।

কি কথা থেকে কি কথা এসে পড়লুম?
একই বলে বলে বকিনি—যে বিষয় আমি
চতুঃপদ। এখন বিশ্ব ছেড়ে ঘরে ঘরে
আস-যাক। এখানে দ্বিবি শাসিততে
আছি, ফলে এটাই শাস্ত হয়ে পড়ছে যে
জড় পদার্থের খুব কাছাকাছি এসে
পৌঁছেছি। কালের মধ্যে দুই, থাই আর
শুই, তবে দুই সমান মাত্রায় নয়—থাই বেশ
শুই বেশি। লেখাপড়ার হিসেব এই।
চিঠি লিখ আর পড়, হাতের গোড়ায় যা
পাই তই অর্থাৎ বিশেষ কিছু না। আজ
এ-বইয়ের দুপাতা কাল ও বইয়ের তিন-
পাতা—এই হচ্ছে আমার দৈনিক বরাদ্দ।
শুধুপকট এইভাবেই কাটা। ইচ্ছে আছে
পঞ্চাশতর কলিকলম নিয়ে বসব। আমার
বিশ্বাস মনেই জমিও মাঝে মাঝে পতিত
রাখা দরকার।

এখানে এসে সন্মীতির আর একখানি
চিঠি পেরেছি। সে যে মহা ফাঁততে
আছে তার পরিচয় তার চিঠির প্রতি অক্ষরে
কুটে উঠছে। এইত চাই। সন্মীতির মহা-
গুণ যে আমাদের লোক নয়। যেমন শতকরা
নিরানব্বই জন বাঙালীর ছেলে হয়ে থাকে।
কাল তাকে আটপাতা পরে একখানি চিঠি
লিখেছি। তবে তেমন যত্ন করে লিখতে

খুব কষ্ট পাচ্ছেন ?



গীড়াদায়ক কাশি থেকে
নিশ্চিত আরাম
পেতে হলে

টাইসানল

কাক সিরাপ খান



পারিনি। হালে আমার ঘনটা বিকশিত ও চণ্ডল আছে, তার কারণ বর্তমানে আমি “গৃহহীন”। রাবিবাবু তাঁর একটা গানে লিখে করে বলেছেন “হার গৃহহীন হার পথহারা।” “গৃহহীন” বাড়ি যে কতটা কুপার পাথ সে সত্যের সম্যক উপলব্ধি ইতিপূর্বে আমি কখনও করতে পারিনি। তবে ভরসার কথা এই যে, আমি “পথহারা” নই এবং সম্ভবতঃ কখনও হয় না। আমি জীবনে আমার একটা পথ ধরে নিরন্তর এবং ধীরে ধীরে হোঁচট খেতে খেতে সেই পথেই অগ্রসর হচ্ছি—এর চাইতে অশ্বা চের বড় বড় পথ আছে—যথা ধানের পথ, মানের পথ ইত্যাদি—কিন্তু আমি ঐ ধনের পথ ধরেই চলেছি। এ পথের পথিকদের কপালে দার বাইরে পুরস্কারের চাইতে তিরস্কারই জ্যেষ্ঠ বেশি, তাহে যারা ভরষা তাদের পক্ষ ধানের পথ ধরেই উচিত—কেননা ধানের পিছনে মান আসে। তাহে তবুও দারই কখনও যে তাঁদের মনও খুলে বড় এবং দেশ-সম্পদ সে দারই সমগ্র মজুর করেন। হাক এসে কথা—স্বদেশ চরভারী কীরকম প্রসঙ্গ কি রকম লাগল? ও তুলনাকার কলমের মাঝে আর কিছু থাক আর না থাক—কিন্তু কিছু নই। ইতি—

কীপমথনাথ চৌধুরী

৫৬

১৯৫৬

১৯১০/১১

বঙ্গবাসীসকল,

তোমার চিঠি কাজ বিকলে পেয়েছি আর আমার সন্ধ্যাসই যে তার জবাব দিতে বসেছি তার কারণ তোমার চিঠি পড়ে আমার মনের ভিতরে যে উত্তম জগদগুরু—দুর্দিন ঘোর করলে হয় তা জড়িয়ে যাবে।—

বাড়ি বিক্রি করছি শুনে তুমি যে উত্তম প্রকাশ করেছ তাহে আমি যাবৎ সেই বৃত্তি হয়েছি কোন জানো? এই দেখ যে তোমরা তোমাদের মনের কথা আমাকে স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিতে সক্ষম করো না।—বিশিষ্ট আমি বললে তোমাদের চাইতে চের বড়—তাহে যে তোমরা আমার সঙ্গে সময়ে সময়ে বাদবাদের করো—এর চাইতে আমার কথা আমার পক্ষ আর কি হতে পারে?—তোমরা যে আমাকে তোমাদের গর্ববোধ করে তোলাসি—কিন্তু সত্যিই হিসেব দেখো—তার জন্য বাহাদুরী নিতে পারি আমি। আমি যদি তোমাদের উপর গাফিলি শব্দে করতুম তাহলে তোমরা অসৎ-কাল পূর্বে আমার কাছ থেকে সরে পড়ত।

আমাকে তুমি সম্যাসী বলেছ—কিন্তু আমি সে জাতের সম্যাসী নই—যারা চেলা তৈরি করে। ভাস কথা! তোমার চিঠি পড়ে আমার দীর্ঘ জিজ্ঞাস করলেন যে—“তুমি আমার সম্যাসী হলে কবে থেকে?” আমি

উত্তর করলুম—“বর্তদিন থেকে জান হয়েছ ততদিন থেকে।”—এ-জবাব শুনে তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সে চাহনীর উত্তরে আমি বললুম—“জাঁকরী মেজাজ ও জাঁকরী মেজাজ, দুই যে একই জিনিষের এ—পট আর ও—পট এ ধারণা কি তোমার নেই?” এ-প্রশ্নের তিনি আর কোনও জবাব করতে পারলেন না। সত্যের তোমার কথাই রইল।—

আমি যে কেন বাড়ি বেচেছি—সে বিষয়ে কৈফিয়ৎ “সবজ্ঞসভায়” দেব। আমি জানি যে এবিষয়ে “সবজ্ঞসভা”র কাছে আমার একটা জবাবদিহি আছে।—ও বাড়ি হস্তান্তর করছি। যে তোমাদের কারও মনঃপাত হবে না—সে কথা আমি জানতুম।—এ-সংবাদ শুনে অভুলবাবু ত মহা অসুখ হয়ে উঠলেন। তখন এই কথাটা দিলাম যে এ ব্যাপারের ভিতর বিষয়বস্তু থাকলেও বিনয়কল্পিত নই। আমি আর যা এই আর না হই—বোধ্য নষ্ট। তা যদি হতুম তাহলে আমার আরো সম্ভবপাতা থাকত না, থাকত হুগুগে হাতু এবং তাও হত বদার্থ যদি মাস। কেননা বলে যে আমার কাছে কেউ পিতল ঢালিয়ে দিতে পারে না—তার পরিচয় ত সাহিত্যের কার-বারই পোষে। সে যদি হোক—আমর জবাবদিহিই এখন মলেকুবি রইল।

এ-চিঠি পিক সময়ে তোমার হাত পেতেছি যে কিনা বসতে পারি না। যদি পাঁচপাণ্ডি হিঁচকি-নকত না কেনে হোঁচট খেতে খেতে দরভিলিং পর্যন্ত যাও তাহলে এ-চিঠি হয়ত শোভাবাজারেই পড়ে থাকবে। যদিও উপরে লিখে দিচ্ছি পিতল দিড়াইবই। আমি এক সময়ে “সনৎকার” বলে নিজের

পরিচয় দিই এবং সেই সঙ্গে বলি যে, আমি “নাহি গণধকার”। এ-কাজ অশ্বা করি মিলের খাতিরে—কিন্তু কথাটা সত্য। সুতরাং এ-ফেরা “গণধকার”কে তুমি বোকা বিনয় দিলে আমার আর আনন্দের সীমা থাকবে না। সত্যের ১ যে “গণধকার”র উপর কেউ মারাত্মক, তার কারণ সত্যের গণন মাহাত্ম্য বোঝে। অ্যাসট্রোনোমার এবং অ্যাসট্রোলজার—এর ভিতর প্রভেদ কি জানো? প্রথমটি হচ্ছেন নক্ষত্রলোকের ফিজিকোলজিস্ট আর দ্বিতীয়টি হচ্ছেন তার সাইকোলজিস্ট, অতএব এ-উভয়ের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মনের একটা টান থাকা আশ্চর্য নয়। আমি কালি-কলমে কবুল করেছি যে আমি “বিচ্ছন্নকে রাজার মত মানা করি এবং রাজার মত ডরাই” (ইংগ সবজ্ঞপত্র)—সেই সঙ্গে আমি একথা স্বীকার করতেও কান্দিত নই যে, আমি সাম্প্রতিক বিনা হুমুমান বিদ্যা কলিত জ্যোতিষ প্রভৃতিকে পুন্সিসের মত মানা করি এবং পুন্সিসের মতই ডরাই—কেননা এ-সব বিনা হচ্ছে অকস্মত, ফলে অকাল্ট সারেসেনস গণিত পুন্সিসের মতই আমাদের মনেরাজকে টেরিফিক করে রেখেছে। আর যার ভয়ে আমরা হতম্ব হয়ে রয়েছি তাকে মানিনে, একথা কোন মতে বলা? আমি আর যা হই আর না হই কবির নই। হাক ও সব কথা—এখন আমার হালখবর শোনো। এখানে এসে অর্ধ চিঠি ছাড়া আর কিছু লিখি নি এবং লেখবার কোনোরূপ অভিপ্রায় নেই।—রামপ্রসাদ বলে গেছেন—

১ সূর্যব “সহোদ্রমথ হত

উত্তমমুখে চক্ষুশ্রীয়া ও আধুনিক স্পেক্টলস ও চশমার জন্য

ক্যালকাটা অপটিক্যাল কোং প্রাইভেট লিমিটেড

প্রতিষ্ঠান: কার্ণাট চক্ক বসু এম.বি ৪৫, আমহার্ট স্ট্রীট - কলিকাতা-১

ফোন ৩০-১১৭

১৯৫৬

ক্যালকাতা

গুণে ও গন্ধে অভুলনীয়

এন, সি

একফুট স্কুং

গোল্ডেন'র'নজ্য

প্রস্তুতকারক:-

এন, সি, আর্থ স্নাফ এণ্ড সিগার কোং

মাদ্রাজ-১

ফোন ৩৪-৫০০৩

কলিকাতা কোড-১২৭, চিত্রবস্ত্র প্রতিষ্ঠান - কলি: ১২

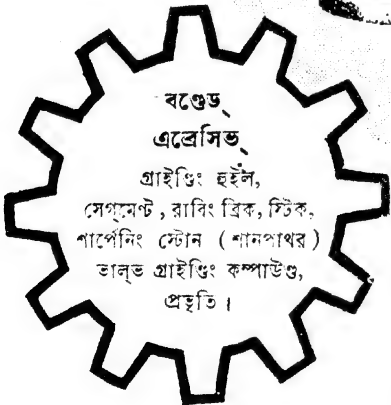
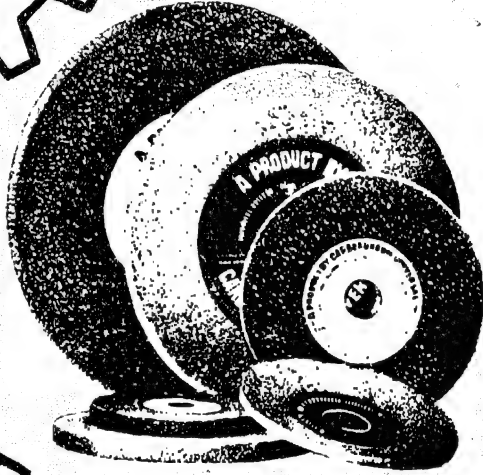
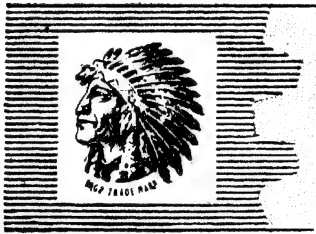
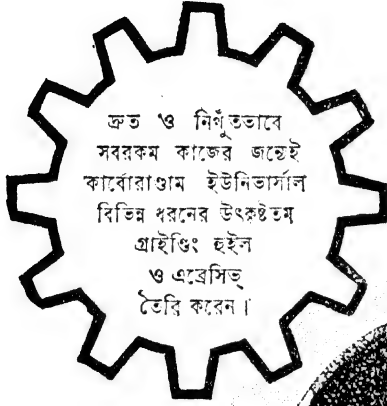
"এমন মনের জমিন আবাদ করলে?
পতিত রাখলে ফলত সোনা।"
সেকালে ইংরাজ শিকার প্রভাবে
এ-কথাটার বিশ্বাস করতে পারি নি, কিন্তু
কথাটা যে কতটা সত্য তার এখন প্রত্যক্ষ
পর্যায় পাচ্ছি। এই দেখ না বাংলাদেশের
ঘারা ধমে' কমে' পলিটিক্সে সাহিত্যে

শীর্ষস্থানীয়, তারা কেউ ভুলেও কখনো
মনের জমিন আবাদ করেন নি এবং তাদের
হাতে সোনা ফলছে। মনকে যদি খাটো
তাহলে বাংলাদেশ একদম বাংলা হয়ে যাবে—
তখন আর তা সোনার বাংলা থাকবে না।
মনের চর্চা না করার দরুনই বিক্রমপুরে
সেকালে "হোনার" গাঁও হয়ে উঠেছিল। এই

সব জ্ঞান লাভ করে আমি কালি-কলমের
সংস্রব ভাগ করছি।

এখানে সরোজ এসেছে। আমি গল্প করি
সে গান করে—তাতেই দিন কেটে যায়।
মনের জল জড়িয়ে যায়—অতএব এখন
উঠি। ইতি—

(ক্রমশ)



সবরকম কাজের জন্মেই
কার্বোরাগাম ইউনিভার্সাল
গ্রাইণ্ডিং হইল
পাওয়া যায়

কার্বোরাগাম ইউনিভার্সাল লিমিটেড

প্রধান কার্যালয় : ৩২।৫৩, জাহাঙ্গীর ষ্ট্রীট,
ঢাকা।
টেলিফোন : ২৯৪১ (৪ লাইন)
কারখানা : তিরুভিত্তুর,
মাদ্রাজ।

বিক্রয়-প্রতিনিধি :

মেসার্স 'ইন্ডিয়ান ক্যান্স অ্যান্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা-১, বোম্বাই-১, মাদ্রাস-১, নয়া দিল্লী, বাল্লার-১, কানপুর।

ও বৈশিষ্ট্যের জন্য :

মেসার্স 'এইচ. এস. ক্যান্স অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

২৪, রাসপাট রো, বোম্বাই।



তিন দিন তিন রাতি

*** নবেন্দ্রনাথ মিত্র ***

২০

বা। ইরে রোদ কিন্তু ঘরে তো ছাড়া। তবু ঘরের ভিতরে যে ঘর দেখানো যদি আগুন জ্বলবে, চারদিকের বেলাস আর মাথার ওপরে ছাদ একটু রইল কি না রইল তা নিতান্তই তুচ্ছ হয়ে যায়।

মানসী ঘরে এসেও জ্বলতে লাগল। যে প্রচণ্ড রোগে যে তাঁর হিংস্রতায় অসীমের ফিরিয়ে দেওয়া চিঠিখানা সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে ঠিক সেইভাবে এই গোটা দুর্নিয়তাকেই যদি এমন কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে পারত তাহলে যেন বেড়ে যেত মানসী। কিন্তু তা তো আর পারা যায় না। না পেরে নিজের মধ্যে নিজেকে ভর্তির যে দুর্নিয়তাই আছে মানসীর মধ্যে মারো মারো হাকেরি ভেঙেচুরে পুড়িয়ে জগৎ ধ্বংসের সাধ মিটার।

হাতের কাছে কোন কাজ না পেয়ে মানসী কাছে কোন অবলম্বন না পেয়ে মানসী নিজের ট্রাংকটা এসে খুলে ফেলল। বস্তার মেঝের পিঠে হয় বাবা তাকে শাড়ি গখনা ট্রাংক স্টোপস সৌরুক দেওয়ার সময় মাথারী আর মানসীকেও একটা করে মাঝারি ধরনের ট্রাংক দিয়েছিলেন।

মা হোসে বলেছিলেন 'ও আবার কি, তুমি কি একদম্পত্ত তিন মেরে পার করতে চাও নাকি।'

বাবা বলেছিলেন, 'কী যে বল। একদম্পত্ত তিনজনের বিয়ে দেবার সাধ থাকলেও আমি তা পিতাম না। আমার ঘর খালি হয়ে যেত না তাহলে?'

বাবার তখন চাকরি ছিল, বয়স এখনকার চেয়ে কম আর মানসীর মধ্যমমতায় এখনকার চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

বাবা বলেছিলেন, 'ওদের তো জিনিসপত্র রাখবার আলাদা জায়গা নেই। এই ট্রাংক রাখবে।'

সেই থেকে ট্রাংকটা আছে। মানসী ইচ্ছা করলে বলতে পারত, বড় ট্রাংক একটা কিনতে পারত, কিন্তু কিনি কিনি করে কেনা আর হয়নি। কিনলেতো আর একটা কিনলে হয় না। দিদির জন্যেও কিনতে হয়। দিদিকে মানসী কিসের ভাগই বা না দিয়েছে। কিন্তু দিদি যে আরো বেশি চাইবে তা কে জানত।

ট্রাংকের ভিতরের গম্ভীর বড় ভালো লাগে মানসীর। এ কি শুধু শাড়ি রাউস ন্যাপ-গালনের গম্ভীর? এ কি শুধু পিতৃস্নেহের প্রতীক? তাও নয়। এই ট্রাংকটার মধ্যে যেন আরো অনেক কিছু আছে। অনেক স্মৃতি, অনেক ব্যপকথা, যে ব্যপের কথা বলা যায় না, বর্ণনা করা যায় না। বাবা একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'আগেকার দিনের বউ-বিকার এই ট্রাংকের মধ্যেই সব থাকত। সেইসময় তের মার ট্রাংকটা? মত বিষয় বেসানি সব ওর মধ্যে। কত যে রহস্য কত যে গোপন কারবার আছে তের মার—'

মা বলেছিলেন, 'আমার আবার গোপন কারবার কী আছে। সেই চোদ্দ বছর বয়সে তোমার নসাদার এসেছি। তরুণর থেকে কেন কথটা তোমাকে লুকিয়েছি বল? কেন কথটা তোমার অজানা?'

তা ঠিক। মত কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল বলে মার বিয়ে লুকোবার দরকার হয়নি। কিন্তু মানসীর বেলায় তো আর তা ঘটেনি। তার জীবনে ধীরে ধীরে লুকোবার কলঙ্ক এসে জমা হয়েছিল। এই যে বঙালী ক্ষিত্রের বাধা বঙালী খামের চিঠির বাধা, এই যে দু'তিন খণ্ড জাহাজী নিষেধ জাহাজী আর অসীমের জাহাজী এগুলিকে তো বাইরে ফেল রাখবার সাহস হয়নি মানসীর, এগুলি তাকে লুকিয়েই রাখতে হয়েছে। ট্রাংক লুকিয়ে রেখেছে রাশ রাশ চিঠি আর চিঠির মধ্যে লুকোন রয়েছে একটা সম্প্রদায়ের মধুর ইতিহাস। রাশ রাশ চিঠি ফের যদি খুলে পড়ত মানসী—সেই পুরোন দিন আবার মোমাড়ির মত গুন গুন করে উঠবে। কিন্তু এই গুনগুনানির কোন মানে আর নেই। তা আজ মিথ্যা হয়ে গেছে। কাল যা সত্য ছিল আজ তা মরীচিকা। কাল যা জীবন্ত ছিল আজ তা বায়ুঘরের মরা হাড়। কী হবে এই হাতের মালা গলায় পরে? এই পরাজয়ের কাহিনীকে বস্ত্রবস্ত্রী করে রেখে? প্রিয়গোপালবাবুর সুপারিশ চিঠি যেমন ছিঁড়ে ফেলেছে মানসী, অসীমের এই রাশ রাশ চিঠিও সে তেমনই নষ্ট করে ফেলবে। না কি অসীমকে সব ফিরিয়ে দিয়ে বলবে, 'নাও, তোমার মিথ্যা কথা

বেসানি নিয়ে যা করবার তাই করো। এগুলি তোমার কাজে লাগবে। যখন আর কাউকে চিঠি লিখবে এইসব কথাই তুলে তুলে দিতে পারবে।'

'মানসী তুই কি আজ অফিসে যাবি নে?'

মা এসে দাঁড়িয়েছেন।

মানসী তাড়াতাড়ি বাস্তব বন্ধ করল। বলল, 'হ্যাঁ যাব।'

'তাহলে ওঠ। নাইতে টাইতে যা। আমার রান্না অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আমার জন্যে তোমাদের দেরি হয়ে গেল একথা কিন্তু বলতে পারবে না।'

মানসী একটু হেসে বলল, 'না মা, তা বলব না। তুমি নিশ্চিন্ত থেকে।'

সাহায্যী একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'মানসী তোকে একটা কথা জিজ্ঞাস করি।'

'বেশ তো, কর না।'

'ঠিক জবাব দিবি তো?'

নির্ভূত প্রকাশনের বই
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর
তিনখানি অপর্ষে বই
অশনি সংকেত
শ্রোতব সংস্করণ—টা ৬.৫০
অনুসন্ধান
প্রকাশ অপেক্ষায়
বীলগঞ্জের ফালগুন সাহেব
অন্যান্য গল্পগ্রন্থ—টা ৬.৫০
তিনখানি বই-ই এযাবৎ
অপ্রকাশিত ছিল
বিভূতি প্রকাশন
২২এ কালক শ্রীটি মার্কেট, কলিকাতা-১২
(সি ৩৬০)

দেবর্ষ পরম শক্তি
ধবল অমাদ
যাত্রা, গালি, নাক ফান হাতগায়ের
আঙ্গুল প্রভৃতির ক্ষয়িষ্ণু চর্মের বিবর্ণতা
সোরাইসিস, একজমা প্রভৃতি রোগের জন্য
যোগ্য জন্মবারসহ পত্র লিখুন। শ্রীঅমর-
বালা দেবী, পাহাড়পরে ঠাণ্ডালাহ, মতিবিস
(দমনম), কলিকাতা ২৮ ফোন ৫৭-২৪৭৮

তোমার জিজ্ঞাসাটা আগে শুন।
সুহাসিনী বললেন, 'কাল থেকে তোর
কী হয়েছে বল তো? মুখখানা যেন একে-
বারে কালিমাখা। কী হয়েছে তোর?'

মানসী মুখে জোর করে একটু হাসি
টেনে বলল, 'কিছু হয়নি মা। তেঁমার
দেখবার ভুল।'

সুহাসিনী বললেন, 'আমাকে ভোলাচ্ছিস
কেন মানসী। তুই কি তা পারবি? আমি
তোরা পেটে হয়েছি না তুই আমার পেটে
হয়েছিস? ওরে তোদের মুখ দেখলেই
তোদের মনের অশান্তির কথা আমি টের
পাই। তোরা খুলে কিছ্ বলিস আর না
বলিস, আমি বুঝতে পারি।'

মানসী ভাবল সত্যিই কি তাই? মা কি
কিছ্ টের পেয়েছেন? তার লজ্জাকর পরা-
জয়ের কাহিনী বন্ধুতে পেরেছেন? হিঁ হিঁ
ছি। মানসী তা মরলেও স্বীকার করবে না।
হোক মা। তবু ওর কাছে নিজের
অগোরবের কথা প্রকাশ করবে না। নালিশ
করবে না নিজের দুখে নিয়ে। কিন্তু জানাতে



নব-বধূ

আব ক'মাসের মধ্যেই তাঁর আদরের মেয়ে পরের ঘরে চলে যাবে—
কথাটা মনে হলেই তিনি বিষন্ন হয়ে পড়তেন। তবু অন্ধরে তাঁর গভীর
পরিভূখি ছিল এই যে তিনি তাঁর মেয়েকে শ্রেষ্ঠ সবকিছুই দিতে
পেরেছেন, অনাবিল কৈশোরের মধুমাখা দিনগুলি, প্রকৃত শিক্ষা
আব আজ জীবনের উপযুক্ত সাথী। যখন তাঁর কন্যা শিশু ছিল,
তখনই যদি তিনি সুবিবেচক মতো একটি ম্যারেজ এন্ডাউমেন্ট
পলিসি'র সাহায্যে আজকের এই পরম লম্বেব জনা সুবাবস্থা
করে না রাখতেন, তবে হয়ত তিনি তার এই বিয়ে'র দিনটিকে
এত সুবর্ণীয় ও সার্থক করে তুলতে পারতেন না।

আপনারও প্রিয়জনদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য
জীবন বীমার এজেন্ট আপনাকে পরামর্শ দিতে পারেন।



লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া

পারলে যেন ভালো হত। এমন সহানুভূতি এমন আন্তরিক সমবেদনা সে আর কার কাছে পাবে? মানসী ছেলেবেলায় ভাবত, মা দিদিকেই বেশি ভালোবাসেন। সে ঘর-সংসারের কাজ করতে পারে বলে তার ওপরই মার বেশি পক্ষপাত। বড় হবার পর সেই হিংস্রটে ভাব আর নেই। মানসী দেখেছে সংসার চালাবার ব্যাপারে টাকা পবসার হিসেবের সময় মা মানসীর ওপরই বেশি নির্ভর করেন। মাসের শেষ হাতের টাকা ফুরিয়ে গেলে সব ব্যবস্থা করবার ভার মানসীর ওপর ছাড়া মা আর কারো ওপর দেন না। তার বুদ্ধির ওপর কর্মশক্তির ওপর এই নির্ভরতা মানসীর ভালো লাগে। এই নির্ভরতার ভিতর দিয়ে মা যেন আরো কাছে আসেন। আরো আপনার হয়ে পড়েন। মার মত আপন কেউ নেই। তবু বড় হয়ে গেলে সব কথা তাকেও জানানো যায় না। বরং অনেক কথাই গোপন রাখতে হয়। না হলে শব্দে ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া আর কোন লাভ হয় না।

সুহাসিনী বাল্যাবস্থার ফিরে যাওয়ার সময় বললেন, 'বিশ্ব না বলতে চান না বলছি। তবু আমি একটা কথা তোকে বলে যাই মানসী। আমি হোমসের মুখ্যসুখা মা। হোমসের মত সুখাপড়া শেখার সুযোগ সুবিধা কিছু পাইনি। তবু আমার কথটা একটা ভেবে দেখুন। মনুষ্যের শেষটুকি ভুলচুকটুকি সব সময় বড় বলে ধরে রাখাযেন। মনুষ্যমাত্রেই ভুল ত্রুটি হয়, যারা আপনজন তারা যদি সেই ভুল শব্দের না নেয় তবে আর কে ক্ষম্যাবে?'

সুহাসিনী চলে গেলেন।

মানসী ভালো ও সব কথা বসে সহ্য। কিন্তু সত্যি সত্যি কমা সহ্য নয়, বোধহয় উচিতও নয়। এমন অনেক ভুল আছে আপনি হোক আর পরই হোক কেউ তা সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া ভুল বলে তো ব্যাপারটাকে ওপরে কেউ স্বীকার করেনি। অসীমকে কোন কথা বলতে না বলতেই মাধুরী বাহিনীর মত ছুটে এসে মাঝখানে পড়ছে। বলতে বটে সব অপরাধ তার। কিন্তু অপরাধিনীর লজ্জা সংকোচ কি তার কথার মধ্যে ছিল? মানসীর তা মনে হল না। বরং চাপা উল্লাসই ছিল মাধুরীর গলায় স্নায়, চোখের দৃষ্টিতে। ছিল বিজয়িনীর গৌরব। আর অসীম? সে একটি প্রতিবাদ পর্যন্ত করল না, একটু শব্দ পর্যন্ত নয়। বিনা-বাক্যে মেনে নিল সে বিজিত হ'য়েছে। অধিকৃত হয়েছে। তার হৃদয়ের ওপর আর এক নারী তার জয়পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। চুপ করে থেকে অসীম সবই স্বীকার করে নিয়েছে। এর পর আর মানসীর আশা করবার কী থাকতে পারে?

কালকের মত আজও তাড়াতাড়ি নাওয়া

খাওয়া শেষ করে নিল। কালও সে মনে রাখা নিরেট বেরিয়েছিল। অসীম নিজের নিশ্চেষ্টতার অভ্যাসকে বদলাতে রাজী নয়, সেইজন্য রাগ। প্রিয়গোপালবাবুর ওপর তার অহেতুক ঈর্ষা আছে এবং তার হাসি তামাসা ভ্রূতর সীমা পার হয়ে গেছে সেইজন্য রাগ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি রাগ হয়েছিল মাধুরীর ওপর তার মনোভাবের পরিচয় পেয়ে। মানসীকে এড়িয়ে এড়িয়ে অসীম তার সঙ্গে গণপ করছিল, হাসাহাসি করছিল। তার চোখ লোভ আর বাসনায় উজ্জ্বলিত হয়ে উঠছিল। মানসী কি এতই কম বয়সী কাঁচা মেরে যে অসীমের সেই উন্মত্ততার অর্থ সে বুঝতে পারবে না?

তবু কালকের রাগের মধ্যে একটা আশা ছিল। মানসী ভেবেছিল তার রাগ আর অভিমানে অসীম নিজেই ভাঙবে। প্রিয়-গোপালবাবুর কাছ থেকে সুপারিশ চিঠি

এসে সে অসীমকে বিস্মিত করে দেবে। মুখে যাই বলুক, অসীম মনে মনে খুশীই হবে। মফস্বল থেকে কলকাতায় আসতে কে না চায়। বিশেষ করে মানসীকে যখন কলকাতায় থাকতেই হবে। সে তো আর বদলী হতে পারে না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে বাস করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাকে শ্যামও রাখতে হবে কুলও রাখতে হবে। চাকরিও রাখতে হবে সংসারও রাখতে হবে। তাই অসীম কলকাতায় আসবার সুযোগ পেলে সব সমস্যার সমাধান হবে এই কথাই ভেবেছিল মানসী। ভেবে-ছিল অসীম তাতে সুখী হবে।

কিন্তু একদিনের মধ্যে কী এমন ওলট পালট হয়ে গেল যাতে মানসীর হিসাব নিকাশ ভাবনা ধারণা কোন কাজেই এল না।

কোল দিয়ে ভাত মেখে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিচ্ছিল মানসী। সুহাসিনী বললেন, 'একটু

WINTER REDUCTION SALE

শীতবস্ত্র ও পোষাকের

নতুন স্টক কাশ্মীর, অমৃতসর লুধিয়ানা প্রভৃতি স্থান হইতে সরাসরি আমদানী করিয়া শাল, আলোয়ান, হোসিয়ানী, জামার থান ও নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত পোষাকের স্টক Sale-এ বিশেষ কম মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

থান বিভাগ :

৫০" পানামা	৬৫০
৫৫" সার্জ	৯০
৫৫" ব্যাসক ওরসেট	১০০

শাল, আলোয়ান :

মলিঙ্গা প্রমাণ অসউল	১৩০০
প্রমাণ অসউল কাশ্মীরী শাল	২১০
সাদা সরেশ ঐ	৩০০
পাল্লাবত কাশ্মীরী শাল	২৮০

লোডিজ ওভারকোট ও ক্রোক :

কটস্ উল স্কাফ	১০০
লুধিয়ানা লোডিজ স্কাফ	১০০
ঐ সরেশ	২২০
লোডিজ ওভারকোট	৩৬০
লোডিজ ক্রোক	১৭০

কোট :

সার্জের উৎকৃষ্ট	২৮০
সিঁপলজর মালের	
পিক পিক সার্জ	৩৬০
ঐ ব্রুপ বস্ত্র স্কাফ	৪৫০
ট্রিপিকাল বস সার্জ ফুলহাটা	১৬০

ট্রাউজার্স :

ট্রিপিকাল	১৬০
ওরসেট	২৮০
কাসল মিলার ওরসেট	২৭০

সার্ট, পাজাবী :

পানামা সার্ট	১৭০, ১৮০
--------------	----------

কম্বল :

অমৃতসর অসউল	১০০
-------------	-----

ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য কোট, অলমটার, ব্রুশসার্ট, ফুলপ্যাণ্ট প্রভৃতিও Sale-এ বিশেষ কম মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

হরলালকা

৫, বর্ষতলা স্ট্রীট।
৫২/১১, কলকাতা স্ট্রীট।
৩৫, লুধিয়ানা স্ট্রীট, ডবানীপুত্র

আশ্বেত আশ্বেত যা। যদি খানিকক্ষণ আগে এসে বসিস তাহলে আর এমন নাকে মুখে গন্ধভেদ হয় না। তোদের সবই এক স্মৃতি-ছাড়া কাণ্ড।'

মানসী কোন জবাব দিল না।

সুহাসিনী বললেন, 'অসীম নাকি এ-বেলাই চলে যাবে। সেও তো নেয়ে খেয়ে নিতে পারত। গেল কোথায় সব?'

মায়া বলল, 'ও'রা যেন কোথায় বোরোলেন মা। একদূর নিশ্চয়ই এসে পড়বেন। মেজ-দরিও তো স্কুল টিঙ্কুল আছ।'

মানসী একটা বিষম খেতে খেতে বেঁচে

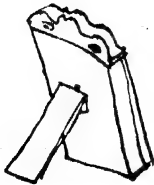
গেল। কাল টাকসিতে করে রাত দুপুর পর্যন্ত বেরিয়েও সাধ মেটেনি? আবার আজ দিনদুপুরে বেড়াতে বোঁড়িয়েছে? এখন আর লজ্জাসংকোচের বালাই নেই ওদের, এখন কোনরকম আড়াল রাখবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন ওরা সকলের চোখের ওপরেই যা খুশি তাই করতে পারে। ওরা কি মন স্থির করে ফেলেছে? ভেবেছে পথের কোনরকম বাধা ওরা রাখবে না? সব কাটা তুলে নেবে? তাই ওদের আর কোন ভয় নেই লজ্জা নেই, সংকোচের সব সীমানা ওরা পার হয়ে গেছে?

মানসী বেরিয়ে এসে বাস স্টপে দাঁড়াল। এরই মধ্যে অফিসযাত্রীদের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। কয়েকটি চেনা মুখ চোখে পড়ল। একই পাড়ায় এ'রা থাকেন। রোজ দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু আলাপ পরিচয় নেই। কারো কারো অপলক দৃষ্টি দেখে মানসী বিরক্ত হল। অনাদিন মানসী সহযাত্রীদের কাণ্ড দেখে নিজের মনেই হাসে। কিন্তু আজ তার গৈর্য সৈখ্য সহনশীলতার লোপ পেরেছে।

এক ভদ্রলোক একেবারে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছেন দেখে মানসী বিরক্ত হয়ে

চুলের সৌন্দর্য তেলের এসসেন্স যত্নে

তেল চুলের প্রধান
খাদ্য তাই অন্ততঃ দশ মিনিট
চুলের গোড়াগুলিতে তেল বেশ ভাল
করে মালিশ করা উচিত। সামান্য
একটু গরম তেলের সৌন্দর্য যে
কত বর্জিত হতে পারে তা কিছুদিন
যত্ন নিয়ে অবাক হতে তেল ব্যবহার
করলেই বুঝতে পারবেন।



জুবাকসুম



ব্রেস্ট তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জুবাকসুম হাউস, কলিকাতা-১২

ভূ কৃষ্ণকে তার দিকে তাকাতই অবাধ হয়ে গেল। অসীম। মানসী ভাবে খাদের চক্ষুসমূহ নেই তাদের পক্ষে এই এক সুবিধে। তারা সব পারে। একজনকে নিয়ে পারবে হাওয়া খেয়ে এসে অন্তরঙ্গ-ভাঙতে আর একজনের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে তাদের বোধ না। মানসী কোন কথা না বলে একটু সরে দাঁড়িয়ে চুপ করে বইল। যেন আরো পাঁচটা অচেনা যাত্রীর সঙ্গে অসীমের কোন তফাত নেই।

অসীম মূহুঃ ধবং বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল। তুমি আজ নাইবা অফিসে গেলো।'

মানসী বলল, 'অফ করে। একজনের একটা কথা শোনবার জন্য অফিস আমাকে ছুটি দেবে না। আমার সে ছুটির দরকারও আর নেই।'

অসীম একটু চুপ করে থেকে গেল। 'তোমার তাম ছুটি নিতে না চাও না নিলে। আমি অসন্তোষ তোমার সংগে।'

মানসী কণ্ঠস্বর বলল, 'না সে চোটা কোথা না। আমার ইচ্ছা বিরুদ্ধে কিছু করলে গেলো একজনকেই হবে। তুমি তো আমার জন্য।'

শ্যামলাকার্যে একটা কক্ষ এসে প্রতিফলিত। মানসী তার কোন কথা না বলে নিজে পালক ঘরে উঠে পড়ল। পিছন দিয়ে ফেরিবাড়ি দেখল অসীম। একদম চিত্তের চ্যুতি করে অসম্পূর্ণত পৌঁছিয়ে গেল। 'কিন্তু এতে না মানসীর নয়। একটা সৈন্যের মতোই অসম্পূর্ণ দলকে বরণ করে মানসী নিজের মতোই বসল। তার হাশি হল মানসী। আর কিছু না হোক অসম্পূর্ণ এইভাবে অসম্পূর্ণ হয়ে অবশেষে পৌঁছিয়ে এই-ইচ্ছা করি-না দিয়ে পৌঁছিয়ে। এতেও যদি কে পৌঁছিয়ে যা না লেগে তাহলে পৌঁছিয়ে না অসীম। বেশ হঠাৎ আচ্ছাদিত হয়ে উঠল। মানসী এর পরম প্রতিফলিতের সময় গেল। এই অসম্পূর্ণ অসীমকে নিঃশব্দ হজম করতে হবে। কিন্তু যেহেতু কিল চুপ করবার মত মানসীর হাতে নিজের এই লাঞ্জন্য কথা সে কারো কাছে বলতে পারবে না। মৃৎ চুন করে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, না ঘুরে গিয়ে মাথারীল কাছে নালিশ করবে? মানসী হাসল। কিন্তু সেই নালিশ যদি মাথারীল শোনে? যদি সংসদনা হয়ে, আশ্বাস দেয়, মাথারীল আশ্বাসের করে কাছে চট্টন দেয়? নিশ্চয়ই তাই হবে। নিশ্চয়ই মাথারীল মনে মাথারীল মেয়ে এই সংসদনা করবে না। তাহলে তো এত ভুল করেছে মানসী। ইচ্ছা করে নিজের জেদে নিশ্চয়ই অমিলিত করছে। রাগ করে অভিমান করে নিজেকে দূরে সরিয়ে এনে ওদের কাছাকাছি হবার সর্বসম্মত করে দিচ্ছে। 'ছি ছি ছি এমন ভুল মানসী কেন করতে গেল? এতো অপরাধীদের শাস্তদান

নয়, বিচারকের নিজের ওপরই দণ্ডবিধান। বিনা যত্নে বিনা প্রতিবাদে মানসী পিছিয়ে এসে ভীরুর মত এককথায় ছেড়ে দিয়ে এসে সমাগরা সমাজ। এ কী কাজ করল মানসী? নিজের মৃত্যুর জন্য এবার তার অনুশোচনা হতে লাগল। অর্থ ক্রোধ আর জেদ তাকে ঠিক পথ দেখায় না। বার-বার বিচিন্ত করে অন্য পথে নিয়ে যায়। যে পথে হাটলে মানসীর নিজেরই ক্রটি, নিজেরই দুঃখ অসংখ্য কাঁচির ক্ষতবিক্ষত হয়। সব ক্ষেত্রে নিজেকে বদলাতে পারে

না মানসী। বার বার একই ভুল করে। আর পরীক্ষক সেই ভুল লালালসির আঁচড়ে কাটতে কাটতে চলেন। নিজের রোগ চেনা যত সহজ চিকিৎসা তত সহজ নয়। কার কথা যেন? অসীমের? চিঠি ভরে অসীমের এইসব জ্ঞানগর্ভ কথা হড়ানো। জেনরাগাইজ করতে পারলে অসীম আর কিছু চায় না। মানসী হাসল। তারপর মূহুঃের জন্য সব বিশেষ ভুলে গিয়ে কোন প্রসঙ্গে কোন চিঠিতে অসীম কথাটা লিখেছিল মানসী তা মনে করতে চেষ্টা করল।

সুশীলকুমার
মুখোপাধ্যায়ের

শের পরিত্র বিশ্বের ফোল ফাঁস...তার মা গেল মারা...আর মিলনা?

আরেকথান
উপন্যাস

এলো বাস্তব

ইম্পাত ওরা ডাঙবেই

সাধারণতন্ত্রী প্রকাশালয়

শিবপুর, হাওড়া ও কলকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

৬ষ্ঠ সংস্করণ
চার টাকা

৫ম সংস্করণ
শীঘ্রই বেরাবে

অনিকেতা

মিহির আচার্য

জীবন তত্ত্ব নয়, লীলা। তার এক মৃত্যুর আশ্রয় অন্য মৃত্যুর লাস্য। এই দুঃখপূর্ণ লীলায় জীবন পার্বত্য পরমেশ্বরী। নায়িকা জয়শীলা জীবন-অনেকবার আপাত-জয়লাভে প্রায় এসে মনে করেছিল। প্রতিদেব অসংখ্য মিলনের সৌন্দর্যকে আঁধারের মধ্যে পড়িয়ে। আত্মগোপন এতদূর জীবনকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টার পরম অসম্পূর্ণ সংস্কারে গতিহীন বাদল। তারপর যেদিন জীবনের সত্য স্বরূপের সংস্কার মুখোমুখি পরিচয় হল তার সেদিন মমত্বের মোহভাঙের ইতিহাস। এই বিশাল পৃথিবীর এক টুকরো জমিও সে পেল না, দেখান প্রত্যক্ষের স্বত্বটুকু দিয়ে নীত কেনা চলে। ফলে জীবনটা তার হৃদয়কে কবিতার আলসে পেল না, পেল এলোমেলো কবিতার প্রগল্ভ পাগলসমি। অনিকেতা আলোকপ্রাপ্ত একালের তরুণীর সংকল্প জীবনায়ন, বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডে চিত্রের উপলব্ধি জেগাবে।

পাম ৫.০০

চলচ্চিত্রে রূপায়িত মিহির সেনের সামাজিক নাটক : প্রবেশ নিষেধ। ২.৫০

সমরেশ বসু		বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
বিধারা	৮.০০	পুত্রের রেখা	২.৫০
ফুলবাঁশিয়া	২.৫০	রমাশ্রম চৌধুরী	
জ্যোতির্গদ্য নন্দীর		দরবারী	৩.০০
গোলাপের বেশা	২.৫০	কখনো আসেনি	৩.০০
স্বরাজ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের		শুভদ্রুতি	২.০০
বেগম	৩.০০	বিমল মিত্রের	
সুবোধ ঘোষের		রাণীসাহেবা	২.৫০
শেহসাই	৫.০০	নরেন্দ্রনাথ মিত্রের	
সুজাতা	২.৫০	দীপান্বিতা	২.৫০

প্রকাশিতকাল বই : সুবোধ ঘোষের উপন্যাস : শীঘ্রই বেরাবে। ৩.০০

ডাঃ জীবনেন্দ্র সিং রায়ের : সাহিত্যে রামমোহন থেকে বরাদ্দনাথ। ৮.০০

ক্যালকাটা পাবলিশার্স কলিকাতা-১২।

ডাক্তার হউন

ঘরে বসে ডাকযোগে পড়াশুনা করে
সরকার দ্বারা রেজিস্ট্রী করা কলেজ
থেকে ডিপ্লোমা নিন। বিনামূল্যে
প্রোগ্রামপট্টাস-এর জন্য লিখুন।

**Indian Homoeopathic
College**
(D.C.) Jullundur City.

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল

আরোগ্য করিতে ২৬ বৎসর ভারত ও
ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিঃগাও সহিত প্রতি
দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার
বেকাল ৩টা হইতে ৫টায়ে সাক্ষাৎ করুন।
৩বি জনক রোড, বালীগঞ্জ, কালকাতা।

(সি ৪০৩)



আরো পরিষ্কার!
আরো ব্যরবারে!



মার্গা

টয়লেট

সোপ

বিশেষ গুণসম্পন্ন
নিম্ন-স্বল্প প্রসাধন সাবান

প্রস্তুতকারক

সি ক্যালকাতা কেমিক্যাল কোং লি
ক লি কাতা ২৯

CMC-13 ৪৪৮

শ্যামবাজার থেকে বাস বদলী করতে
হল। দেখে স্বস্তি বোধ করল মানসী;
এ বাসে সেই উপচে পড়া ভিড় নেই। লেডীজ
সীটে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। মানসীকে
দেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। মানসী
তাকে আসনের অর্ধাংশ দিয়ে উদারতা
দেখাল।

পাঞ্জাবী ড্রাইভার বাসের গতিবেগ
বাড়িয়ে দিয়েছে। সাকুলার রোড দিয়ে
উদ্দেশ্যবাসে ছুটে চলেছে গাড়ি। এই বেগ
মানসীর ভালো লাগল। গাড়ি যদি আসে
আসে চলে, কি কোথাও এসে বেশ কিছু-
ক্ষণ থেমে থাকে সে বড় বিরক্ত হয়। গাড়ি
কেন থামবে। গাড়ি কেন আসে আসে
চলে। গাড়ি আর দ্রুতগতি যেন সমার্থক।
জীবনও কি তাই? মানসী নিজেকেই নিজে
প্রশ্ন করল, জীবন মানেই কি দ্রুতগতি?
সব সময় দ্রুতগতি নয়, কখনো কখনো
দুর্গতিও। তবে, গতি নিশ্চয়ই। জীবন
মানে থেমে থাকা নয়, নিশ্চলতা নয়। এই
নিয়ম অসীমের সঙ্গে একদিন তর্ক হয়ে-
ছিল। এই বাস করে যেতে যেতেই। অসীম
বলেছিল, 'জীবনের গতি আছে বইকি কিন্তু
সে গতি সব সময় চোখে দেখা যায় না।'

মানসী বলেছিল, 'চোখে দেখা না থাক,
অনুভব তো করা যায়।'

অসীম জবাব দিয়েছিল, 'কে অনুভব
করছে তার ওপর নির্ভর করে। অনুভূতির
শক্তি তো সবাইর সমান নয়। কেউ কেউ
হয়তো মনে করে ক্লাস প্রমোশনের মত ঢাকের
বাকরিতে, গাড়ি বাড়িতে প্রমোশন পাওয়াই
একমাত্র গতি। গতি মানে ওই একই ধরনের
উদ্দেশ্যগতি।'

মানসী বলেছিল, 'কেউ কেউ মানে তো
আমি? হ্যাঁ আমি তা মনে করি। ঐতিক
উল্লেখটা আমার মতে গতিরই মধ্যে।
যিনি সন্তোষী, যিনি অধ্যাত্ম সাধক তাঁর
কথা আলাদা। তিনি আমাদের আলোচনার
বাইরে। কিন্তু যিনি সংসারী, গৃহী তাঁর
গতির অন্য কি অর্থ হয় বল? চুরি
ডাকাতি না করে নীতি নিয়ম মেনে তিনি
যদি নিজের শক্তি আর সম্পদ ব্যয় করে
পারেন তাহলে শ্রদ্ধা তাঁর নয় সমাজেরও
উন্নতি। তাহলে আর পাঁচজনকে তাঁর কাছে
সাহায্য পায়। কিন্তু তিনি যদি তা না
করেন তিনি যদি দুর্বল আর দরিদ্র হয়ে
থাকেন তাহলে সারাজীবন তাকে আর
পাঁচজনের সাহায্য নিয়ে চলতে হয়। সেও
একধরনের গতি। তবে আমার মতে সেটা
অধোগতি।'

অসীম বলেছিল, 'তোমার মত আমি
জানি। কিন্তু কথা হচ্ছে নীতি নিয়ম মেনে
নিজের ব্যক্তিগত অবিকৃত আর অবিকৃত
রেখে সেই ধরনের উদ্দেশ্যগতি সবাইর পক্ষে
সম্ভব কিনা। যাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়
তারা নিশ্চয়ই অন্যপথ বেছে নেবে। জীবনের

সার্থকতার অন্য মানে খুঁজবে। তাদের গতি
বাইরে থেকে বোঝা যাবে না, চেনা যাবে
না, তবে তাদের জীবন একবারে গতিহীন
নয়। হয়তো একখানা বই পড়ে তারা যে
আনন্দ পাবে তার মধ্যে সেই গতির সঞ্চার
থাকবে পাতায় পাতায়, পংক্তিতে পংক্তিতে
লেখকের। চিন্তাস্রোতের সঙ্গে এক হয়ে
যেতে যেতে সেই গতিবেগ তারা অনুভব
করবে। হয়তো নিজের মনে যে নতুন চিন্তা,
নতুন রসের উদ্ভব হবে তার সেই আনন্দের
মধ্যে তারা গতির পল্লভন পাবে। ফলে
মধ্যে গতি, মেঘের মধ্যে গতি, চিন্তার মধ্যে
গতি। গতি নানাদিকে নানা দেশে নানা
স্বত্রে। গতির অর্থ 'শূন্য' অর্থ নয়।'

মানসী হেসে বলেছিল, 'তা তো নয়ই।
কিন্তু সাংসারিক জীবন অর্থাৎ বাদ দিয়েও
কিছু হয় না। সেই বই পড়ার শান্তি,
ফুল আর মেঘ দেখার শান্তি চিন্তার
স্বাধীনতা কিছুই দরিদ্রের জন্য নয়।
দরিদ্র যে কী তা আমি জানি। দরিদ্রের
সঙ্গে সংগ্রাম করে বলে তা মানুষকে কত-
খনি নিচু নামিয়ে আনতে পারে তা আমি
যাবাক দেখে জানতাম। দরিদ্রের একটি-
মাত্র চিন্তাই আছে তার নাম অর্থাৎ চিন্তা।'

অসীম বলেছিল 'তোমার ধর্মী একটি
মাত্র চিন্তাই আছে তার নাম অর্থাৎ চিন্তা।
ক্ষমতাবানের একটিমাত্র চিন্তাই আছে—
অধিপত্য বৃদ্ধির চিন্তা। অন্য সবকিছু
ঐশ্বর্যের উপভোগ থেকে সে বঞ্চিত। তা
ছাড়া দরিদ্র কখনো রিজলিভ। তুমি থাক
দরিদ্র বল, আমি হয়তো তাকে দরিদ্র
বলি না। প্রেমের জন্য তোমার হয়তো
একটি প্রাসাদের প্রয়োজন কিন্তু আমার
কাছে প্রেমই প্রাসাদ।'

মাধুরীর সংগেও এই নিম্ন মানসীর
অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে। শব্দ
ঘরে নয়, ভাদে নয়, পারের নয়, নিজেমা
হলে নয়—পুলের লক্ষ্য ছুঁটির দিনে মাধুরী
কতদিন তাকে বাসে করে অফিস পর্যন্ত
এগিয়ে দিয়েছে। নানা আলোচনার মধ্যে
এসব আলোচনাও হয়েছে তার সংগে।
মানসী লক্ষ্য করেছে অসীমের মনের সংগে
মাধুরীর মোটামুটি মিল আছে। মাধুরীও
বলে নিজের মধ্যে ভালোবাসা থাকলে
কৃষ্ণে ঘরে থেকেও শান্তি। নামে দরকার
নেই, ধামে দরকার নেই, কর্ম প্রয়োজন নেই,
শব্দ প্রেম। কিন্তু মানসী এই নিরবয়ব
প্রেম বিশ্বাস করে না। অমল তর, দু-
দিনই শূন্য হয়ে যায়। অসীম তুমি ভুল
করো। প্রেম মানে আমার কাছে শব্দ
প্রাসাদ নয় প্রেম মানে পৌরষ। সেই
পৌরষ কখনো কখনো প্রাসাদও গেছে।
সাহিত্যে শিখর বিজ্ঞানে বাসনা কালজ্য
বান্ধবকে সেই পৌরষ আপনার জায়গা
খুঁজে নেয়। আর তাহেই সভ্যতা এগায়,
সংস্কৃতির বিস্তার হয়। সব কিছুই মূল

পৌরুষ। তার সীমামান উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর সেটাই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা। সব কিছুর মূলে পৌরুষ। আর সেই মূলে রাসিকতার করবার জন্ম আছে প্রেম। মূলেকে তা শব্দে সরস করে না, সতেজও করে। ফলবান করে। সেই তেজ আর রস তার ডাঙা ডাঙে ফলে ফলে পাতায় পাতায়। নিঃশব্দ প্রেমে অমর বিশ্বাস নেই। তুমি আমাকে ভাল বলেও এসো। তুমি আমাকে বৃদ্ধকে পারাননি নাকি ঈছা করেই বৃদ্ধকে চাওনি।

মাধুরী কি তাকে অনারকম বুদ্ধিরাজে? সে কি বলেছে, 'আমি কুড়ে ঘরের বেশি কিছু চাইনে। সেই ঘরেই আমি তোমার জন্যে স্বর্গ রচনা করব। আমি তোমাকে বদলাতে চ্যুতী করব না, শোধরতে চ্যুতী করব না, বাড়তে চ্যুতী করব না, তুমি না আচ্ছ আমি তাতেই সন্তুষ্ট থাকব। আমি তোমার নাম চাইব না, খাতি চাইব না, লিপি চাইব না, তুমিই তুমি আর তোমার নামগুলি অভ্যস্তের মতোই আমি তপস্বী থাকব।'

মাধুরী কি এই আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাকে সব করে নিচ্ছে?

অসীম একদিন একটা চিঠির সঙ্গে বলেছিল, 'মানসী, তোমার মনোমত অনুযায়ী আমার ভয় হয় আমি কোনদিনই পাকা ভিত উঠতে পারব না।'

নিজের আকাঙ্ক্ষার উচ্চতাকে ধুলার বিশিষ্টা নিয়ে মাধুরী কি তাকে অতল নিরুৎসাহ বলেছে, 'তোমার ভীষণতাই আমার অস্ত্র, আমার পক্ষে ভীষণতাই ভিত, তোমার ভীষণতাই আমার ভুলোপদ।'

তাই যদি বলে গোড় তবুই ওরা এক সঙ্গে থাকে সেই ভাঙ্গা। সে অসীমকে নিয়ে মাধুরী ঘর বাঁধার চেষ্টা আর এক অসীম। সে অসীম চাকরীর অসীম নয়। সে অসীমকে সে ভাবনাগোঁছান ভুলোপদের শির দিয়ে সমান্য করতে চাচ্ছিল। মাধুরী অসীম নিশ্চয়ই সেই অসীম হয়ে না। ঘর আর উঠান আর অফিসের চেয়ার টিফিনের চাহিদার বন্দী নিত্যনতই এক সীমামান্য গৃহস্থ। রান শ্যাম মন্ডু মধুর মতই শব্দে, ফোঁসায়ের জলদহা, তাদের পালক আর পোজক। আগুন থেকে ভাঙ্গা হৃৎস্পর্শের সেই অসীমের স্ত্রী মাধুরী নিশ্চয়ই মানসীর সপত্নী হয়ে না। মানসী হাসিমুখে প্রসঙ্গ মান তাদের সেই সাধারণ জেড়িতে ঘোর পাখের, তখন অন্য কোন বিবাহ বা বন্ধনের ঘরকথা দেখতে যায়। বস্তু বার না হওয়া ওদের জেলেমেঘের জন্যে কিছু উপহার উপহারও নিয়ে যাবে। তাদের স্বর্গের কল-ধনি শনেতে শুনেতে গৃহী আর গৃহিণীর মাঝে কণ্ঠের কণ্ঠের বক্তব্য হাসি দেখে মানসী মনে মনে পরম কৌতুক বোধ করত। সেইসঙ্গে সেই কুড়ে ঘরের শান্তির নীড়ে

উড়তে ভুলে যাওয়া বিবাহ কি পূর্বাভাসের মানসীকে দেখে চিনতে পারবে? যে তার জীবনে ঝড়ের মত এসেছিল, আগনের মত জ্বলোছিল আর জ্বলিয়েছিল? পারবে না, কিছুরেই চিনতে পারবে না। পারলেও চিনতে চাইবে না। গৃহস্থের বড়কে বড় ভয়, আগুনকেও বড় ভয়।

নাট-বা চিনিল। 'তবে কিছু এসে যাবে না। মানসী হাসিমুখে বলে, হাসিমুখে বেরিয়ে আসবে। সেদিনের অসীম তখন আজকের অসীম থাকবে না, সেদিনের মানসীও তেমনি আজকের মানসী থেকে আলাদা হয়ে যাবে। আলাদা সুখ দুখ, আলাদা অশা আকাঙ্ক্ষা, আলাদা মন আলাদা মানসী।

কণ্ঠের ডকন, চিড়িয়াখানা, চিড়িয়াখানা? শব্দটা মড়ির ফেল। অনেক ঘরটি নিয়ে পাড়ো-ঘর দুই আগে এই ছটির দিনে অসীমের ঘোর করেই এই চিড়িয়াখানা কিনে এসেছিল মানসী। অসীম কিছুরেই অসন্তোষ না। বলেছিল, 'চিড়িয়াখানার আলর কী দেখবে। ওটা নাকালক নাকালকালের জন্ম। তোমরা মোরো বালিকা কলস বেলনিকই পর হও না। তই জন্তুজগতের তোমাদের চিরকাল আনন্দ দেবে।'

মানসী বলেছিল, 'আর তোমাদের মত জন্তুজগত পূর্বের জন্যে বুদ্ধি শব্দে মিথিলায়? আমি মানসীরের এই ভেদ মানিন। আমি মিথিলায় দেবেও বুঝি এই জীবজন্তু দেখেও অসন্তোষ পাই আমার ঘর মনে হয় বান্দার মাওয়ার চোখ জন্তু-মানবজগতের সংস্রবে তোমার বেশি আসবে উচিত।'

অসীম জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন?'
মানসী হাস মুখে ছিটিক নিয়ে বলেছিল, 'যাও, জঁনি না।'

মাধুরী আত্মী ঘরটি সেদিন চমকে পড়েছিল। উঠান অসীমেরের কল-শব্দেই কিছুর মত ভিল না। সন্ধ্যা বলে নিম্নে হাটতে অসীমের উৎসাহ উৎসাহে যা কিছু এক সেদিন তা মনে হানি।

মানসী একে বসন্ত নিয়ে পারবে যদি সময় পেত, নিশ্চয়ই কলস নিয়ে পারত। কিন্তু আর সময় নেই। মানসী পিঁপড়ার জাদুস, আর সময় নেই।

লাইব্রেরীর সামনে নেমে পড়ল মানসী। মণিবন্ধের ঘাড়িতে একবার চোখ বুলাল। অকস্মে ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছে। অন্য জন্তুগার লেট হলেও এখানে অসন্তোষ লেট হয়নি মানসী। আজও নয়। (ক্রমশঃ)



কাশন
সুরভিত
কেশ
তৈল

কোণার্ক কেমিক্যাল
কলিকাতা - ১২


ঢোল কোম্পানীর
দ্বাদ ও কাউন্সেল
অব্যর্থ মাল্য

বরানগর • কলিকাতা

কে.হোডের
কণক
* পাউডার *

৩৫২ কে.হোডের
ক্রিমি-নামিনী
৩৫২ কে.হোডের
ক্রিমি নাম কাল
এস.পি.কোথারা ৩৩ ব্রাদার্স লি.
৩৯, আমজাদি স্ট্রিট, কলিকাতা-৩

জনপ্রিয় মিটার পরিবেশক
গান্ধীবাম এণ্ড **সঙ্গ**
৩৫১ সি.বিজ্ঞানমন্ড রোড, কলিকাতা-৬



৩৫১-৩৩৬১

সর্বশ্রেষ্ঠ শিশুদের

সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রে

সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়

পায়গামা

জেমিনীর (৬) মহান সামাজিক চিত্র

নির্মাতা ও
সম্পাদনা... **এস.এস. ভাস্কর**

সঙ্গীত **শ্রী. রামচন্দ্র**

গীত **প্রদীপ**

সংলাপ **রামানন্দ সাগর**

এখন চলছে **হিন্দু, বম্মুগ্গী, ও বীণা, কলিকাতা**

(প্যানরামিক	পর্দাবিশিষ্ট	সম্পূর্ণ	শীতাতপনিয়ন্ত্রিত	বিলাসবহুল	(প্রেক্ষাগৃহ)
ও বঙ্গবাসী	• মণলিনী	• জয়ন্তী	• চম্পা	• পি সন	
সন্তোষ	• রজনী	• শ্রীলক্ষ্মী	• স্বপ্না	• মানসী	
বোম্বাই সিনেমা	• আরতি	• মোহন		• দ্যুতধর	
	এবং ভারতের	সমস্ত	প্রধান	প্রধান	কেন্দ্রে

অপরাধ করেছে, অথচ অপরাধী এমন স্মৃতিচিহ্ন যে মনে বসতে পারে না কি অপরাধ করেছে। সম্প্রতি এমনি একটি বিচিত্র অপরাধীর বিচার নিয়ে পড়তে হয়েছিল লন্ডনের আদালতকে। সমগ্র ইংলিশ ল'র ইতিহাসে এমন একটি অপরাধীর মামলা ঘটেইনি এবং ঘটনাটি সারা পৃথিবীর আইনবিন্দু মহলে কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল।

ব্রিটিশ বছর বয়সের আসামী জার্মানিতে জাত কানাডা প্রবাসী গাম্বার ফ্রিজ পোদোলার বিরুদ্ধে লন্ডনের একটি পুলিশকে খুন করার অভিযোগ ছিল। ঘটনার তিনদিন পর পুলিশ ওর দক্ষিণ কেনসিংটনের বাসা থেকে বের করে নিয়ে আসার সময় ওকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পড়া অস্বাধ্য দেখা যায়। দুজন পুলিশ ওকে একরকম টেনেহিঁচড়েই গাড়িতে বসান তোলে, ওর মাথাটা ছিল একটা থলি দিয়ে ঢাকা।

পার্লামেন্টে এবং সংবাদপত্রে এই নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়। হাউস অফ কমন্সের প্রমিকসনের সদস্য রেজিনাল্ড পোজট প্রশ্ন তোলেনঃ “পোদোলাকে প্রহার করে হারা অচেনা করে ফেলোচ্ছিল তাদের বিরুদ্ধে গণনাংমেট কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে?” সংবাদপত্রের বিবরণীতেও পোদোলা পক্ষ নিয়ে মামলা চলার জন্য চর্চা চলতে আরম্ভ করেন। কিন্তু মামলা উঠতে পোদোলা পক্ষের উকিল অপরাধ করার সময় না পোদোলা পোদোলায় আর না পুলিশের প্রহার—এ নিয়ে কোন কথা উত্থাপন করলেন না। তৎপরিবর্তে আসামী পক্ষের উকিল ডেভার্ডক লটন এইটাই সাব্যস্ত করতে চাইলেন যে, গ্রেপ্তার হয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার ফলেই তার মস্তিষ্কের স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে।

এই উক্তি পর পোদোলা সত্যিই স্মৃতি-ভ্রষ্ট হয়েছে কিনা যাতে সে খনের অপরাধ স্বীকার বা অস্বীকার করায় অক্ষম সেটা পরীক্ষা করার জন্য মামলাটি প্রাক-বিচার জুরী সমক্ষে শুনানীর ব্যবস্থা করা হয়। শুনানীকালে গোয়েন্দা এসবট চেম্বাস বলেন, পোদোলাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে তিনি সর্বাশক্তি প্রয়োগ করে দরজায় ধাক্কা দেন এবং পোদোলাকে ধরাশায়ী করে তার ওপরে সটান পড়ে যান। তিনি বলেন, পোদোলা জ্ঞান ফিরে পেতে ওর সারা দেহে একটা অদ্ভুত কম্পন, কাঁকান এবং পেশী-সংকোচন পরিলক্ষিত হয়।

পরে চেলসা পুলিশ থানায় চেম্বাস বিবর্তি দেন যে পোদোলাকে বড় করণ দেখাচ্ছিল; ওর আচরণটা বড় বিচিত্র। পুলিশ সার্জেন্ট শানাহান সাক্ষাদানকালে বলেন যে পোদোলাকে পরীক্ষা করার সময়

বিশ্ব-বিচিত্র

ওর বাস্তবতাকে জাগিয়ে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পুলিশ বিভাগের অন্যান্য ডাক্তাররা জানান কিভাবে পোদোলা ধীরে ধীরে সুস্থ হতে আরম্ভ করে এবং এমন কি টুকরো টুকরোভাবে তার নিজের সম্পর্কে কিছু কিছু জানিয়ে দিতে পেরেছে। যেমন, রুথ নামক একটি দৃষ্টান্তের বিষয় আবছা আবছাভাবে এবং মিকি নামের একটি শিশুর কথা থাকলে, সে বলে, তার মনে হয় নিজের জন। স্মরণশক্তি অবদমিত হওয়া দেখে একজন ডাক্তার বলেন যে, পোদোলা কারোনা দিয়ে যেতে দেয়াল ঘেঁষে যাওয়া পছন্দ করে। বিচারপতি ডেভিস মন্তব্য করেন বিশিষ্ট পণ্ডিতরা যে দেওয়ালের ধার দিয়ে যাওয়া পছন্দ করে সে ত জানা কথাই।

পোদোলাকে কাঠগড়ায় হাজির করতে এখনও তার চেয়ে কালশিরার ছাপ থাকলেও ওকে দেখায় ধীরে বেশ দৃঢ়মনোভাব কিছু কিছু এমন একটা উদাসীন ভাব। প্রশ্নের জবাবগুলো এমন স্বরে দেয় যেন ওর জীবনের সঙ্গে সেসবের কোন সংশ্লিষ্ট নেই। সরকারী অভিশংসক মাক্সওয়েল টাল্লোর “ইংল্যান্ড নর-হত্যার শাস্তি কি জন্য?” প্রশ্নের উত্তরে নীরস কণ্ঠে পোদোলা জবাব দেয়, “জেলের ওরা আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। হয় ছাড়া পাবে নয়তো”—বলেই কনুই থেকে হাতটা দুলায়ে বলে “ফাঁসি হলে।” এবং কোনরকম কান্দা করেও পোদোলাকে একবারও স্মরণ-শক্তি প্রয়োগের অসম্ভব ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। মাইট্রেল ফরাসী এবং ইংরাজী উভয় ভাষায়ই চলে, পোদোলা এমন একটি উক্তি করেছে বলে একজন সাক্ষীর জবাবস্বতীর কথা উত্থাপিত করতে বলেঃ “কি করে জেনেছি আমি জানি না। তবে আমি জানি।”

স্নায়ুবিজ্ঞানী কার্লিন এডওয়ার্ড আসামী পক্ষ সমর্থনে বলেন যে, পোদোলা সামঞ্জস্যহীন জ্ঞান প্রকৃত স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়ার সঙ্গে সংগতিহীন নয়, এবং কদাচিত দেখা যায় এমন সব লক্ষণ সম্পর্কে অতি বিশেষজ্ঞ না হলে কেউ পোদোলায় যে আচরণ তা অনুসরণ করতে পারে। তিনি বলেন, পোদোলা এমনিতে প্রকৃতিস্ব কবেল যা স্মৃতিতে কিছু প্রতিফলিত করতে পারে না এবং ও ভুগছে স্মৃতিবিলোপ হিষ্টারিয়াতে

যে অবস্থাটা আসে আবেগ সংক্রান্ত কারণে কোন একটা স্মৃতিকে অচেতনভাবে অবদমন করার প্রচেষ্টা থেকে। বিচারপতি ডেভিস জানতে চান, এই অচেতন অবদমন ভাব কবে দূর হবে। ডাঃ এডওয়ার্ডস জানান যে, সেটা নির্ভর করে কিভাবে স্মৃতিবিলোপিত বা স্মৃতি ফিরে পাওয়া ওর ভাগ্যকে প্রভাবিত করে তার ওপর।

ডাঃ এডওয়ার্ডস বলেন, পোদোলায় ব্যাপার যদি স্কিজোফ্রেনিয়া হতো তাহলে ও সব ব্যাপারে এবং সকলের সম্পর্কেই উদাসীন হতো। কিন্তু ওর বেছে বেছে অতীতের কিছু কিছু স্মরণ করার রীতি দেখে ও স্মৃতিবিলোপ হিষ্টারিয়াতে ভুগছে বলেই প্রতীতি জন্ম। এডওয়ার্ড বলেন, পোদোলায় যা রোগ সটাকে, মানসিক ব্যাধির চিকিৎসকরা যাকে বলে “কোন কোন ব্যাপারে উদাসীন-না-হবার মত” আচরণ কিন্তু সব ব্যাপারে নয়।” দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডাঃ এডওয়ার্ডস বলেন, পোদোলা ফাঁসি নাওয়া বলতে হাতের যে ভাগী করে সেটা “আবেগসচেতন কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।”

বৃক্সটন জেলখানার ডাঃ ফ্রান্সিস বাসবি পোদোলায় স্মৃতিবিলোপিত সত্য নয় ঘোষণা করে বলেন, যদি সত্যিই তাই হতো তাহলে কি করে খেলতে হয় দেখিয়ে না দেওয়া সত্ত্বেও পোদোলা তার প্রহরীদের সঙ্গে দবা খেলতে পারতো না। তিনি বলেন, পোদোলা ডাঃ এডওয়ার্ডস ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের প্রবণিত করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতামতের দেখা দিতে নর্দিন বিচার স্বর্ণিত রাখা হয়। শেষ পর্যন্ত জুরী সাব্যস্ত করেন যে, পোদোলা বিচারে লড়াইব মতো সম্পূর্ণ সুস্থ। বিচার চলতে পোদোলা সেই একই কথাই বলেঃ “কিসের অপরাধ যে আমাকে অপরাধী করা হয়েছে তার আমি কিছুই মনে করতে পারি না।”

জুরী মত আটটিশ মিনিট সময় নেন তাঁদের রায় দিতে এবং তারপর বিচারপতি এডমন্ড ডেভিস পোদোলাকে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত করেন। লক্ষ্য করবার বিষয় ছিল যে বিচারপতির রায় শেষ হতে অন্য কেউ আসন ত্যাগ করার পূর্বেই পোদোলা দ্রুত এবং নিকম্পপদ কাঠগড়া থেকে নেমে নীচের গারদে প্রবেশ করে। শেষ পর্যন্ত ওর সেই উদাসীন ভাব এবং সাবমাত যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে সেটা ওর চেহারায়ে কোথাও বা কোন আচরণে তা প্রকাশ পায়নি—কিছুই হয়নি এমনি একটা ভাব। গত অক্টোবর মাসে পোদোলায় ফাঁসি হয়ে গিয়েছে। ব্রিটিশ আদালতের সর্বাধী ইতিহাসে এমন একজন বিচিত্র আসামী কখনও দেখা যায়নি।

সংস্কৃত কলা হইয়াছে, কম্মানিশ্ট পার্টির
প্রশ্নের দ্বারা উৎসাহিত হইয়াছে



অস্বাভাবিক। বিশুদ্ধতা প্রশ্ন করিলেন—
“সেটা কি গোমুখী?”

এই প্রশ্নেই গ্রীনহাউস মন্তব্য করিয়া-
ছেন যে, ভারতের ব্যাপারে কম্মানিশ্ট
পার্টি কোন ভূমিকা গ্রহণ করে এটা তাঁর
অভিপ্রায় নয়। আমাদের শ্যামলাল বলিল,
—“প্রধান ভূমিকা না হলেও পার্টির চরিত্র
সম্বন্ধে তাঁর কী অভিমত।” যশের মনে
পড়ে আগেকার দিনে মৃত-সৈনিকের পাট ও
ছিল!!”

সেই বিবেক বিজ্ঞানীরা মানুষের পরমাণু
সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন
যে ২০০৯ সালের মধ্যে মানুষের পরমাণু
দেড় হইতে দুই শত বৎসর পর্যন্ত স্থিতি
করা সম্ভব হইবে। —কিন্তু যাদের প্রাণ
রাখিতে প্রাণান্ত এবং দিনগত হলে শাপকর
মনে করেন তাঁরা কি দুশ বছরের পরমাই
কামনা করবেন—বলেন অন্য এক সহযোগী।

‘খামো খামো’ ও ‘সেতু খামো’
কিরণ চৌধুরী
স্টাডি ভূমিকাভুক্তিত ব্যঙ্গ নাটক
নাটক নয়—১।

মাইটাল কর্ণার

এ-৮এ কলেজ স্টাডি মার্কেট, কলিকাতা—১২

Bathgate's
THYBORENE

এন্টিসেপটিক লোশন

মুখ-ধোয়া, কুলকুচা এবং
নখসকা খোঁচ কবণের জন্য
উৎকৃষ্ট এন্টিসেপটিক লোশন



আমরা সম্প্রতি অনেক ইন্দুরের উৎপাতের
সংবাদ পাইতেছি। প্রথম সংবাদ
আসিয়াছে বিদেশ হইতে, সংবাদ সিডনির।
তারপর শ্রীলঙ্কা একটি ইন্দুর একটি ট্রেন
বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তারপরের উৎপাতের
সংবাদ আসিয়াছে লুসাই পাহাড়ের মিজো
জেলা হইতে। সবশেষ সংবাদ পাইলাম
জামালপুর (বিহার) হইতে। —“তাহলে
যদি নেওয়া যায় এতদিন ধরে এত পদত
যে মৃত্যু প্রসব করেছে তারা দীন হলেও
হীন নেহাত নয়” — মন্তব্য করিলেন
বিশুদ্ধতা।

খা না ও কবি-সংস্কার ডাইরেক্টর জেনারেল
ডক্টর বি আর সেন খান্য সমস্যা দ্রুত-
করণের জন্য সমস্ত দেশ কবিক সহায়ক



ও সম্বন্ধে প্রচেষ্টার জন্য আহ্বান জানান।
—“এই সংগে ডক্টর সেন যেন অথান্য সমস্যা
দ্রুতকরণের কথাটাও ভেবে রাখেন।
বাজারের হালচাল দেখে মনে হয়, অথান্য
সমস্যা কেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত—”
বলেন জনৈক সহযোগী।

মা কিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডাঃ উট্টালারাম
মিষ্টান একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে,
তিনি মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদ জীবনের ব্যাপক
অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন। —“তাহলে আর
অস্তিত্বকারি জন্য ধাপার দিকে তাকিয়ে
থাকতে হবে না”—বলিলেন জনৈক সহযোগী।

একটি সংবাদে শ্রীলঙ্কায় যুদ্ধোত্তর
একটি নাকি জীবন্ত পোষার ফোঁক
শ্রুত স্থিতি পাইয়াছে। মনোবিজ্ঞানীরা

অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই ফোঁক
প্রভু করার মনোবৃত্তিরই প্রকাশ। বিশুদ্ধ-
তা বলিলেন—“তাঁদের যুক্তি হয়ত মিথ্যা
নয়। যুদ্ধপূর্ব যুগে জন্তু জানোয়ারের
ওপর প্রভু করার শখ বৃদ্ধি এখন
মেটেন!!”

কৃষি উপমহাদী গ্রীকসাপা বলিয়াছেন যে,
পাট একর জমিতে যে আম, কাঁক ও
সুখ পাওয়া যায় একটি গরুতে সেই একই



সুবিধা পাওয়া যায়। শ্যামলাল বলিল—
“হিসেবে বোধহয় একটু ভুল হলো, একটি
গরু নয়, এক জোড়া বলন!!”

পা কিশোরের সংবাদে শ্রীলঙ্কায় দেখান
বাংলা বই আমদানী বন্ধের ফলে
অনেকে রাতারাতি গ্রন্থকার সাজিয়া গিয়া-
ছেন। —“অশুভ” কিছু নয়; কথায় বলে
কেই বস্তু চলে হরিণ—মন্তব্য করে
শ্যামলাল।

মা নর কত মিথ্যা বলে তাই লইয়া
গবেষণা চলিতেছে। গবেষকরা বলেন
—সাধারণত সত্যভাষী বলে যাদের গণ্য করা
হয় তাঁরা হইলেন বৈজ্ঞানিক, অনুশীলনবিদ,
রসায়নশাস্ত্রের কর্মী, স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ার।
—“হয়ত তাই। আমরা কতই বা জানি।
তবে এটা ঠিক যে তালিকাভুক্ত সত্যভাষীরা
বিবাহিত হলে গবেষণার ফল অন্যরূপ হতে
বাধ্য। বিয়ের আগে তারা মানসীকে বলে-
ছেন—তোমার কত ভালোবাসি—বিয়ের পর
তাইই গিমিকে বলেছেন জীবনে থাকে প্রথম
ভালোবেসেছি সে হলে তুমি”—বলেন খড়্কা,
খড়্কা খড়্কা।

কয়ের মাটিং-এ খেলা কেমন হয় তা
দেখবার জন্যই নাকি বিটি বিনদ টেস
জিতেও পাকিস্তানকে আগে বাট করিতে
দিয়াছেন। “কিন্তু ভালো করে দেখতে হলে
নারকেল কাড়াকাড়ি খেলাটাও দেখে নিতে
হয়, শুধু ছোঁড়া নয়, গোটা নারকেল।
বিটি বিনদ সোধহয় তা জানেন না”—বলেন
জনৈক সহযোগী।

দুর্ভাগ্য দারিদ্ৰ্য

জীবনচর্যা

বিদ্যাসাগরের হাসির গল্প—শ্রীগোপাল-চন্দ্র রায়। সাহিত্যসদন, এ ১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১-৭৫ নয়া পয়সা।

ভবভূতি যথার্থই বলেছেন যে, মহা-পুরুষগণের চরিত্র বহুরূপে যেমন কঠিন, আবার কুসুমের চেয়েও তেজস্বী কোমল। পুণ্যশ্রী বিদ্যাসাগরের চরিত্রেও সেকথার অসম্ভাব নেই। যারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহসামিধ্য এবেদন তারা বিদ্যাসাগরের চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আবেদন একটি বিশেষ-ধারা আবিষ্কার করে দেখেছিলেন—সেটি হলো বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিম্নলিখিত পরিহাসপ্রিয়তা। মনের মানুষ বিদ্যাসাগরের মহান আদর্শকে উপলব্ধি করতে হলে তার চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এই ত্রিধারার উৎস-সম্পদ আবেশক। যথেষ্ট জীবনে তিনি অত্যন্ত পরিহাসমগ্ন ছিলেন; এবং তাঁর নিভৃত হৃদয়ের মধ্যে হাস্যরসের একটি নিরন্তর নিকর বর্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের রসবসিকতা এমনই এক নিম্নলিখিত ও কৌতুক রসপ্রিয় ছিল যে, প্রোক্ত সেই বহু, এবং বহুর বাচনভঙ্গীর মধ্যে এক অশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করতেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত্রে সে সকল কাহিনীর উল্লেখ আছে এবং তাঁর অজীবন হাস্যরস প্রসংগ প্রচলিত অনেক কাহিনীও পাঠকের অজানা নয়। লেখক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় বর্তমানগ্রন্থে বিদ্যাসাগরের জীবনের সেই হাস্যরসের ধারাতিকে একটি সুন্দর পাব-বিশেষ মধ্যে পাঠকে উপহার দিয়েছেন। অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থের সব কাহিনীই যে রসিকচিত্তকে স্পর্শ করতে সক্ষম হবে তা বলা যায় না; কেননা হাস্যরসের নামে কয়েকটি নিছক 'জেনো' কাহিনীও এই গ্রন্থে অনধিকার প্রবেশ করেছে বলেই মনে হলো। তথাপি 'বিদ্যাসাগরের হাসির গল্প' পড়ে সর্বশ্রেণীর পাঠক বিশেষ আনন্দিত এবং উপকৃত হবেন একথা নিঃসন্দেহ বলা যায়। ৩৩৭ ও ১৯

গদ্যধর (২য় খণ্ড)—অজাতশত্রু, কল্প-তরু প্রকাশনী। ৮, কে কে রায়চৌধুরী রোড (বাড়ীয়া), কলিকাতা-৮। মূল্য—৫-৫০ নয়া পয়সা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন সম্পর্কিত

একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবু তাঁর জীবনকাহিনীর এমন এক আবেদন আছে, যা পাঠকমনকে বারবার মুগ্ধ করে। এজন্যই তাঁর লীলাময় জীবন সম্পর্কিত রচনা ভক্তজন ছাড়াও সাধারণো যথেষ্ট আদৃত। অজাতশত্রু, ছদ্মনামের অন্তরালে নিজেকে গোপন রেখে কোন ভক্ত লেখক আলোচ্য গ্রন্থটি লিখেছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বালা-

কালের নাম গদ্যধর। এই গ্রন্থে তাঁর বালাজীবনের কাহিনীই লিখিত হয়েছে। প্রধানত শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ও শ্রীঅক্ষয়কুমার সেনের গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে। তবে স্বীয় কল্পনার আশ্রয়ও গ্রহণ করেছেন লেখক। তবে সে কল্পনা যুক্তিধর্মী। ভাষা সুন্দর, রচনাভঙ্গি সারসাল, সেজন্যে

শ্রীজওহরলাল নেহরু

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

"GLIMPSSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ
দ্বিতীয় সংস্করণ : পনেরো টাকা

আলান ক্যামেল জনসন

ভারতে

মাইকল টেন

২য় সংস্করণ : ৭-৫০ টাকা

ভারত-ইতিহাসের এক বিরাট পরি-
বর্তনের সময়কার বহু রাজনৈতিক
রহস্য ও অজ্ঞাত তথ্যাবলীর সরস
বর্ণনা। প্রত্যক্ষদর্শীর প্রামাণ্য বিবরণ।

৥ আশ্ব-চরিত ৥ শ্রীজওহরলাল নেহরু । ১০-০০ টাকা
৥ ভারতকথা ৥ শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারী । ৮-০০ টাকা
৥ চার্লস চ্যাপলিন ৥ আর জে মিনি । ৫-০০ টাকা

শ্রীগোরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৫, চিত্তামণি দাস লেন । কলিকাতা-১

সাহিত্য ও পাঠক

অধ্যাপক শ্রীরজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিষয়-সূচী : কবিতার কথা; মহাকাব্য; গীতিকবিতা; সনেট;
নাটক ও নাটকীয়তা; ট্রাজেডি; কমেডি; উপন্যাসের শিল্পপরীতি;
ছোটগল্পের পরিচয়; রম্যরচনা; প্রবন্ধ সাহিত্য; সমালোচনা সাহিত্য;
পত্রসাহিত্য; লোকসাহিত্য; হাস্যরস; ক্লাসিক ও রোমান্টিক;
ব্যঙ্গ ও প্রতীক; মিস্টারিসজ্জম; সাহিত্যে অলংকারের প্রয়োগ;
ব্যঙ্গনা ও ধ্বনি; রস ও ভাব; বাগলা কবিতার ছন্দ; রস ও
কাব্যের জগৎ; সাহিত্য প্রকৃতির যথার্থ অনুকরণ নহে; সাহিত্যের
সমগ্ৰী; সাহিত্যের সত্য ও বাস্তব সত্য; জ্ঞানের সাহিত্য ও
ভাবের সাহিত্য; সাহিত্যের উদ্দেশ্য; সাহিত্যে আদর্শবাদ ও
বাস্তববাদ; সাহিত্যে প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন; সাহিত্যে স্বভাবের
অন্তর্ভূত অথচ স্বভাববিরুদ্ধ; আটের জন্যই আট; সাহিত্যে
আধুনিকতা; কল্পনা ও কাপনিকতা; চিত্র ও সংগীত; সাহিত্যে
শৈলীতা ও অশৈলীতার প্রশ্ন; সাহিত্যে সত্য ও সূক্ষ্মত্ব;
সাহিত্যে অনুবাদ; প্রকাশভঙ্গি, বাণীভঙ্গি বা সাহিত্যে স্বাভাবিকতা;
সমাজ, জীবন ও সাহিত্য; সাহিত্য ও যুগধর্ম; সাহিত্য ও প্রচার;
জাতীয় সাহিত্য; বিশ্বসাহিত্য।

কাব্য ও কাব্যোৎপত্তি এবং কাব্যোৎপত্তি বিশ্লেষণ;

নাটক ও নাট্যোৎপত্তি এবং নাট্যের বিশ্লেষণ সম্পর্কে

উদাহরণসহ বিস্তৃত আলোচনা। দাম : পচি টাকা ॥

কল্লোল প্রকাশনী : এ-১০৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

কবি মোহিতলালের

অসীমস্বপ্নীয় কাব্যগ্রন্থ

বিস্মরণী

সংশোধন চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল

মূল্য—৬.০০

সত্যসুন্দর প্রকাশনী

কৈলাস ঘোষ রোড, কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান:

জেনারেল বুক স্টল

এ৬৬, কলকাতা স্ট্রীট মার্কেট

(সি ৩২৭)

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সম্পাদিত

যুগান্তকারী নাট্যগ্রন্থসমূহ

রামনারায়ণ তর্কবত্সের

কুলীণ-কুল-সর্বস্ব

দীনবন্ধু মিত্রের

বীল-দর্পণ

৩১১০

মুদ্রিত প্রকাশনী : ১৪১বি, রাহুসনাক রোড,
কলিকাতা-৩৪। ফোন : ৪৫-৩০৩৭

(সি-২৮১)

পড়তে ভাল লাগে। গদাধরের গ্রাম ভাগ
করে কলকাতা আসার প্রস্তুতিতেই কাহিনী
শেষ হয়েছে—অর্থাৎ সেখানে ‘গদাধর
জীবনের পরিসমাপ্তি বলা চলে।

৩০৫।৫৯

উপন্যাস

শেখরবাহী—রাইমোহন সাহা। শ্রীগুরু,
লাইব্রেরী, কলিকাতা। চার টাকা।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে পশ্চিমা-পাড়ের
একটি গ্রামের এক প্রান্তের দরিদ্র অস্পৃশ্য
ঘরের সম্মুখীন স্বর্ণকমল বা সন্নর বালা ও
কৈশোর জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে
আলোচ্য উপন্যাসখানি। তার কঠোর
জীবনসংগ্রাম, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, জয়-
পরাজয় লেখকের সংকটময় মনের
ছোঁয়ায় একটি সুন্দর কাহিনীর সৃষ্টি
করেছে যা পাঠকমাত্রেরই ভালো লাগবে।
মূল চরিত্রের আশেপাশে মেহেরালি, শিল্প,
গগন, সোনাভন প্রভৃতি যেসব চরিত্র ভিড়
করে এসেছে, তারাও তাদের ভালোমন্দ সব
কিছু মিলিয়ে সার্থক হয়েছে নিঃসন্দেহ।
সন্নর কাহিনী এই বইতে শেষ হয়নি
কিশোর স্বর্ণকমলের ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণ
জীবনের ছবি দেখার ঔৎসুক্য পাঠকমত
জাগিয়ে দিয়েই বইখানি সমাপ্ত হয়েছে।
আর এই ঔৎসুক্য জাগানোতেই বইখানির
সার্থকতা।

লেখকের লিখবার ভঙ্গীটি ভালো।
কিন্তু পশ্চিমপাড়ের কথাভাষাকে ও বচন-
ভঙ্গীকে কথোপকথনে প্রয়োগে তিনি
সার্থক হয়েছেন, সে কথা বলা চলে না।
স্থানে স্থানে যেমন এই কথাভাষা চলতি ও
সাধুভাষায় মিশে গেছে, তেমনি স্থানে
স্থানেই এই মিশ্র ভাষার আড়ন্ততা কাহিনীর
গতিককে ব্যাহত করেছে। ৩৫৫।৫৮

অনাদৃষ্টি—সুনীল ঘোষ। ন্যাশনাল
পাবলিশার্স, ২০৬ কন'ওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬। মূল্য—৬।

নায়ক অশোক কারখানায় ড্রাফটস্মানের
কাজ করে, কিন্তু সাহিত্যদেবাও করে অবসর
নয়। সেই অশোকের দৃষ্টির আলোকে এই
গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্র পাঠকচোখে ধরা দেয়।
সমাজবিরোধী বস্তু, মজুমদারের ঘৃণা জীবন
থেকে মহত্তর সামাজিক জীবন উত্তরণের
কাহিনীকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এই
উপন্যাসে। কারখানার শ্রমিক-মালিক
বিরোধের চিত্র কিছুটা কুটিয়া ফেলাছেন
লেখক। নায়কের অন্যায়তার জীবনের
বন্দ্য আচরণের মন ভাবাক্রান্ত করে। ‘মিসেস
সরকার, ফরাসি সম্পত্তি, নিরঞ্জন সেন
পাশবর্তীত্ব হলেও মনে ছাপ রাখে।
লেখকের ভাষা সহজ সাবলীল।

৩২৭।৫৯

নাটক

দুই মহল—জগদানন্দ দত্তদ্বারা। প্রকাশক:
শ্রীপ্রবাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯।২ বলরাম বসু
ঘাট রোড, কলিকাতা-২৫। দুই টাকা।

বর্তমান নগর জীবনের মধ্যে যে ছন্দ-
বৈধি শোষণ এবং প্রকারান্তরে নবহত্যা
চলেছে তারই মূগ্ধাংশ উন্মোচন করে
দেখিয়েছেন নাট্যকার তার কাহিনীর মধ্য
দিয়ে। সমাজের উপরতলা এবং নিচুতলা এই
অবকাশ এবং পাতাল মিলিয়ে তার বন্ধুর
পটভূমি। হঠাৎ বড়লোক, সমাজে টাকার
জোরে যাদের শিল্প-সংস্কৃতির ধারক-বাহক
হয়ে উঠতে এক রাতের বেশি সময় লাগেনি,
রাতের অন্ধকারে সেই সব শব্দস্থানীয়
ব্যক্তিবৈ অন্য চেহারা এখনো উপস্থাপিত।

ভবিষ্যৎ সমস্যা রাজধানী কলকাতার
রাজপথের একটি প্রকট সমস্যা। এই অবৈধ
অমানুষিক জীবনধারণার পিছনে যে কল্যাণ
বাণিজ্য রহস্যজাল বিস্তার করে বসেছে তা
এতই বাস্তব যে সংবাদপত্রেরও তদন্তনীয়
বিষয়। সুতরাং বিষয় নির্বাচনে নাট্যকার
আধুনিক সমস্যার গায়েই হাত দিয়েছেন।
নাটকটি দুই অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে
সাতটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে মাত্র দুটি দৃশ্য।
প্রথম অঙ্ক মন্থরণগতিতে এগিয়েছে, দ্রুততা
যা কিছু এসেছে সে পরবর্তী অঙ্কে।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

বিদিশার নিশা

‘বেতবতীকুলে পরিণতফলাশায় জন্মবনজ্জায়ে, কোথায় দর্শনগ্রাম
করেছে লুকায়ে, প্রস্তুতি কৈতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা।’

যে বিচিত্র মানুষগুলির জীবন বেতবতী বিধৌত বিদিশা ফেলেছিল তার
আশ্চর্য ছায়াখানি, তারই হিসাব নিয়ে বসেছে আজকের কয়েকটি ছন্দছড়া মানুষে
এই কলকাতারই আদি গম্ভীর তীরে। আদি গম্ভীর সংকীর্ণ ধারতে তারা
খুঁজে বেড়ায় উজ্জ্বল বেতবতীকে, তাদের চোখে আজও বুদ্ধি রাশি নামে বিদিশার
মায়া নিয়ে। বিচিত্র কয়েকটি নরনারীর ইতিহাস আর আজকের বাস্তব-জীবনের
মধ্য দিয়ে লেখক উন্মোচন করেছেন এক বিচিত্র জীবন-সত্যকে। দাম ৩.০০

অন্যান্য বই

সুবোধ ঘোষ : শূন্য বরনারী—৩.০০ ॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ : কুসুমের নাস—২.৫০
জ্যোতির্বিদ্য নন্দী : ট্যাক্সিওয়ালা—২.০০ ॥ সুবোধ ঘোষ : কুসুমের—২.৫০
সরোজ রায়চৌধুরী : আকাশ ও মৃত্যু—৩.৫০ ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : মেঘবাণ
সুবোধ ঘোষ : ভোরের মালতী—২.০০ ॥ মিহির আচার্য : জোনাকির আলো
আশীষ বন্দু : সোনালী দিন—২.০০ ॥ সুবোধ ঘোষ : নিউসি'দুর—৩.০০

ক্লাসিক প্রেস ৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা বারো

পাঠে না হলেও দুটি মহল দুটি মন্তব্য
ওক জুড়ে রয়েছে। কান্ধলী সমস্ত রেখায়
গড়িয়ে গেছে, ব্যাকার নাটকীয় সংঘাত নেই
বলসেই চলে। বারানীর চরিত্রটি অবসর।
হস্তনের চরিত্রটি অতিনাটকীয়, বাস্তবধর্মিতা
ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। অনর্থক প্রেমের
উপাখ্যান টেনে তার পাশপাশি নিচের
মহলের সমাজ অস্বীকৃত মিসনের এবং
অন্যায় বাস্তবতার প্রাকৃতিক না দেখালেই ক
লেত না। নাটকাকবির বহুবা কি তার চেয়েও
বড় কিছু ছিল না। একমাত্র ছোটসোকদের
ভাবের দক্ষতা ও বোধার্থতা ফুটেছে।

১৪৬/৫৯

শারদ সাহিত্য

আনন্দ—সম্পাদক মন্তব্যের সভাপতি
শ্রীমন্তরঞ্জন ভট্টাচার্য। বম ৯০।
এই সংখ্যকটিতে স্থানীয় লেখক-
লেখিকাবই বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ, গল্প ও
কবিতা লিখেছেন।

প্রগতি—প্রগতি পরিষদ, নন্দমণি।
শ্রীকুমার রায়, ভগ্নমণি কব, রঞ্জন বসু
এই তিনজন সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাচ্যটি এই
বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বম ৯০।
প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও একটি নাটক
লিখেছেন এখানকারই কয়েকজন লেখক।

মোহনিকা—সম্পাদক শ্রীমন্তপ্রসন্ন বসু।
কলকাতা।

এবারের প্রকাশনখাতে মোহনিকা
এই লেখক যোগ দিয়েছেন। প্রতিভা
লেখকদের মধ্যে আছে শ্রীমন্তপ্রসন্ন
মোহন, সত্যচন্দ্রপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, গোপাল চৌধুরী
কুমাররঞ্জন দত্ত প্রভৃতি।

শ্রীমন্তরাম ধর্মসোপানের

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(খসড়া, ২৪ পৃষ্ঠা)

শ্রীমন্তরাম রামানন্দ নাম প্রণীত
ও সম্পাদিত

১। শ্রীমন্তগবন গীতা ... ৫.০০

২। গীতার্থ সংগ্রহ ... ১.০০

৩। বিশেষ্টাষ্টভক্তিসঙ্গ্রহ

এবং ইহার প্রাচীনতা ... ১.৫০

৪। ব্রহ্মসূত্র ... ৪.০০

(শ্রীভাষ্যানুগামী টীকাসহ)

৫। জ্যোৎস্না ... ২.৫০

৬। মানব উজ্জ্বল ... ২.৭৫

৭। শ্রীচন্দ্রচূষণ ... ৪.০০

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ

শাস্ত্রী সম্পাদিত

বিশ্বব্রহ্মজ্ঞ (কোষকাব্য) ... ৬.২২

সংকেত—দর্শনবাদ।

গৌরব পত্রিকার এই শারদীয়
সংখ্যাটিতে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা প্রভৃতি
থান পেয়েছে।

সরসীক—২৯, কামাগুরু রোড, কলি-৯।
নম-৯০।

ছোট একটি সিনেমা পত্রিকা। এতে
সংবাদ, গল্প ও কবিতা আছে।

যুগ ও জীবন—সম্পাদক শ্রীমন্তসর্গদেব
নাথগুরু, ১, রমেশ মিত্র রোড, কলি-২৫।
নম ১।

এই শারদীয়া সংখ্যাটিতে বহু সম্পাদ্য
ও কয়েকজন খ্যাত লেখকের রচনা
পেয়েছে। অনেকগুলি লেখাই ভাল মানের।

কি টি রোড—সম্পাদক শ্রীমন্তরঞ্জন
মাসানন্দ। নম-১৯০।

শারদীয়া এই পত্রিকাটির কয়েক ভাণ্ড
স্থানীয় লেখকেরই প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প,
রচনাদি লিখেছেন।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনা
আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

ভানুমতীর বাঘ—প্রমথ মিত্র।
একজন নতুন দেশে—শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য।
মাজা ও মলিনী—বারীন্দ্রনাথ গঙ্গা।
শত্রুর প্রাণকটিক—শত্রুজিৎ নাথগুরু।
নয় ছয়—শ্রীমন্ত হর।
উপন্যাস শিখরপুং—রঞ্জন পালগুরু।
দেবিন গলাগুরু—তার মাল।
বিশ্বাস চরে—কলকাতা।
চৈরবৈত—দৈনিক চট্টোপাধ্যায়।
হস্তজননী—সুগন্ধা বিরচিত।
নোনা জল নিতে মাটি—প্রবন্ধ রচ।
বৈকল্য—ইন্দ্রনাথ গঙ্গা পালগুরু।
কিটোই বারকুমার—শ্রীমন্ত হর।
শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য—কলিকাতা—শ্রীমন্ত কলকাতা
প্রকাশিত।

মনোবিদ্যা ও মনোবিশেষ জীবন—শ্রীমন্ত
কলকাতা প্রকাশিত।

শিবনী—ডাঃ গুরুদাস গঙ্গা।
শ্রীমন্ত পালগুরু—বিশেষ চট্টোপাধ্যায়।
জ্ঞান বাগধারা—বিশেষ সহায়ক।
শঙ্খবর্তী—শ্রীমন্ত সঙ্করগুরু।
ওদের কথা—কেশবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
কঙ্কের পালক—শ্রীমন্ত হর (মৌলিক)।
রাজা নয় রাণী নয়—আশুপাণি দেবী।
জাইনীর মায়ী—অনন্তরূপ ভট্টাচার্য।
একটি রাত তিনটি সকাল—দর্শনিক
চট্টোপাধ্যায়।

নন্দী গ্রন্থ—অবসর রসিক রচনা।
Tales from Kalidasa—Suna K.
Survegar. The Role of Joint-Stock
Companies in India's Economic
Progress.

● উপহারে দেবার মত বই ●

সুনীল ঘোষের

চণ্ডালক উপন্যাস

অন্যদৃষ্টি ৬.০০

নায়ক-নায়িকা ৩.৫০

শান্তিপদ রাজগুরু

যুগান্তকারী উপন্যাস

শেষনাগ ৫.৫০

স্বনময়ী ২.৫০

নীলকণ্ঠের

অনন্যসাধারণ রম্যরচনা

অপাত্তা ৩.০০

স্বপ্নায় উপন্যাস

জীবনরঙ্গ ৪.৫০

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের

নতুন রহস্যরচনা

কিছুটি বয়ের নতুন অভিব্যক্তি

অদৃশ্য সংকেত ১.৫০

সরোজ আচার্যের

সাহিত্যরূচি ৩.০০

—অন্যান্য বই—

নীহাররঞ্জনের

সূর্যের আকাশ ৩.৭৫

উলকা ৪.৫০

নদী রাত্রি ৩.৭৫

নির্দেশাবদ্ধ ৪.৫০

বাদশা ৩.০০

রাত্রি শেষ (নাটক) ২.০০

চৌধুরী বাড়ি (..) ২.০০

প্রবোধ সান্যালের

জুয়া ৩.৭৫

অচিন্ত্য সেনগুপ্তের

দিগন্ত ২.২৫

শশাংকমোহন চৌধুরীর

রম্যরচনা

কালি পরিব্রজা ৪.০০

* তালিকা রচনা লিখন *

ব্যাশনার আবলিশাস

১৩৬ কলকাতা-৮

(সি ৫০৯)



চন্দ্রশেখর

সুরকারের সফর : অপভ্রান্তের প্রতিবাদ জনপ্রিয় গায়ক, সুরকার ও সংগীত পরিচালক হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় ন্দুয়াস-ব্যাপী বিদেশে সফরের পর সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। প্রবাসী ভারতীয়দের আমন্ত্রণে তিনি পূর্বা আফ্রিকার ও গ্রেট ব্রিটেনের কয়েকটি শহরে গানবী আসর বসিয়েছিলেন। বাংলা এই কৃতী সন্তান যেমন গান গেয়ে সাধারণদের সম্মান কুড়িয়ে এনেছেন, তেমনি বিদেশী শিল্পপরিসিকদের কাছে এদেশের লোকপ্রিয় সংগীতকলার মর্যাদা বাড়িয়ে এসেছেন।

আফ্রিকা ও ইউরোপের যেখানেই তিনি গেছেন সেখানেই কসারসিকরা তাকে বিপুল সম্বাদনা জানিয়েছেন। গত আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে শিল্পী সপ্তাহীক বিদেশ যাত্রা করেন। এডেন শহরে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এক সংগীতানুষ্ঠানে তিনি প্রথম গান করেন। শ্রী মুখোপাধ্যায় ও তার সঙ্গীতিকা সহধর্মিণী বেলা মুখোপাধ্যায় সেখান থেকে নৈরবী এবং পরে কেনিয়া, উগান্ডা ও টাঙ্গানিকায় তিন সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করেন। এই সব অঞ্চলে তিনি



লন্ডন বি বি সি-তে গান গাইছেন
হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান করে বিদেশী ও প্রবাসী ভারতীয়দের প্রচুর আনন্দ দেন। বিদেশ ভ্রমণের পর কলিকাতায় ফিরে তিনি এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'ভারতের

বাইরে যেখানেই গৌছ সেখানেই লক্ষ্য করছি এদেশের গায়ক ও গানের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে বিদেশীদের কি আকৃষ্ট আগ্রহ। সাংবাদিকদের কাছে বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে শিল্পী বলেন, 'আফ্রিকায় দু'ত সপ্তাহের রমাণীতির সমাদর বেশী হলেও ইংরাজ প্রোডারা বেশী পছন্দ করেন রবীন্দ্র-সংগীত'।

সেপ্টেম্বরের প্রথমে শ্রীমুখোপাধ্যায় ইউরোপে যান। রোম, জুরিখ, জেনেভা, ফ্র্যাঙ্কফোর্ট, পারি ঘুরে তাঁরা লন্ডনে গিয়ে ওঠেন। ইউরোপ সফরের বেশীর ভাগ তাঁরা কাটিয়েছেন লন্ডনেই। বি বি সি'র ছটি অনুষ্ঠানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া এশিয়ান ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে লন্ডন ও বার্মিংহামে তাকে নিয়ে বিশেষ গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

সাংবাদিক বৈঠকে গীতিকার গৌরী-প্রসন্ন মজুমদার (যিনি ইউরোপ হেমন্তকুমারের সঙ্গে মিলিত হন) বলেন, 'ওদেশে হেমন্তবাবুর জনপ্রিয়তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।' নৈরবীতে থাকাকালীন একজন ইংরাজ মহিলা-সাংবাদিক হেমন্তবাবুর সঙ্গে একটি সাক্ষাতকারের বিবরণ 'সানডে ক্রনিকল'য়ে প্রকাশ করেন। ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন সৈনিক ও সামরিক পাত্র ও সাংবাদিকগণের সঙ্গে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ সাক্ষাতকারের সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হয়।

সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন, পাকিস্তান ফিল্ম সোসাইটি আয়োজিত ও ব্রাডফোর্ডে অনুষ্ঠিত একটি সংগীতানুষ্ঠানে গান করে তিনি বিশেষ প্রীতি লাভ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রোডাবর্গের অনুরোধে তাকে ৩৫টি গান গাইতে হয়েছিল। সব অনুষ্ঠানেই হেমন্তবাবু, কিছ, রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করেছেন বলে সাংবাদিকদের জানান। যে রবীন্দ্র-সংগীতগুলি তিনি বিদেশ-ভ্রমণকালে বিশেষভাবে পরিবেশন করতেন সেগুলি হলঃ 'অরুণ তোমার বাণী' 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়', 'এলেম নতুন দেশে' ও 'তোমায় চিনি গো চিনি'। হেমন্তবাবুর গাওয়া যে-কোন আধুনিক গান বিদেশে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার মধ্যে 'দুরন্ত ঘণ্টার', 'ধিতাং ধিতাং' (শিল্পী-দম্পতির সৈবত সংগীত) 'নীল আকাশের নীচ' এবং 'ও নদীর'।

শ্রী মুখোপাধ্যায় উপস্থিত সাংবাদিকগণকে দৃষ্টির সঙ্গে বলেন যে, বিদেশে থাকাকালীন তিনি একটি মিথ্যা গুজব শনেতে পান। কোন একটি বাংলা ছবিতে তাঁর দেওয়া একটি গানের সুর নাকি এক বিদেশী ছবিতে ব্যবহৃত সুর থেকে নেওয়া। এই কারণে নাকি তাকে দু'বছরের জন্যে

অনন্দের

মিষ্টমধুর উপন্যাস

মধুরেণ — ৩ টাকা ৫০ নং পঃ

—জিজ্ঞাসার অন্ত নেই— অন্ত নেই মানুষের বিচিত্র মনোমস্তের! সেই অতলম্পর্শ মনোমস্তের গভীরে প্রবেশ করেছেন শঙ্কিলালী লেখক অনিরুদ্ধ। অতি পরিচিত নরনারীর স্ফুটসক মনোবিশ্লেষণ ও চমকপ্রদ ঘটনার আবহে তিনি যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন তা অনবদ্য।

এই লেখকের—

তয়া অনুরাগিণী রাধা

(যন্ত্রস্ব)

—দুই টাকা

—ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা রসযন বৈজ্ঞবলীবন কাহিনী।

সংস্করণ

২১৯, বৈষ্ণবজয় স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

প্রাপ্তিস্থান :

করণা প্রকাশনী,

১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

বোম্বাই চলচ্চিত্রে কাজ করতে না-নেওয়ার আদেশ জারি করা হয়েছে। এই সম্পর্কে শিল্পী সাংবাদিকগণ কাছে একটি লিখিত বিবৃতি পেশ করেন এবং তাতে বলেন কোন প্রতিষ্ঠান আমার কাজের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি। এই গুরুত্ব সম্পর্কে ভিত্তিহীন এবং অসঙ্গত প্রণোদিত।

আমাদের একজন প্রিয় ও প্রখ্যাত শিল্পী যখন বিদেশে ভারতীয় আধুনিক সংগীত-কলার সমাদর বাড়িয়ে শহর থেকে শহরান্তরে সফর করে বেড়াচ্ছিলেন, তিন তখনই তাঁকে নিয়ে বিদেশে এই কংসা পটনা যে একান্ত পরিচাপের চে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা এই যণ অপব্যবহার বিরোধে হেমন্তকুমার মহোপাধ্যায়ের নির্ভীক স্পষ্ট জবাব আমাদের সঙ্গে দেশ-বাসীর কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি।

ভারতের সঙ্গে যোগাযোগপ্রযোজনা

পূর্ব জার্মানীর বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা হান্স পিটার মিনেটি সম্প্রতি এক সাক্ষাত-কার প্রসঙ্গে বলেন, ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে ভারত ও পূর্ব জার্মানীর যোগাযোগের সম্ভাবনা উভয় দিকেরা যার না। এই জার্মান চিত্রাভিনেতা যেফা পিউও ফিল্ম ফেস্টিভাল উপলক্ষে ভারতবর্ষে এসেছেন। তিনি বলেন, ভারতের নেতৃস্থানীয় প্রযোজক ও অভিনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ভারত পরিস্থিতির যোগে চিত্র-প্রযোজনার সম্ভাবনাকে প্রশস্ততর করাই তাঁর ভারত-পরিদর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য। উভয় দেশের কাছে অপরস্পর তথ্য পাও এমন বিষয়বস্তু ও উভয় দেশের শিল্পীদের নিয়ে এই প্রচেষ্টাকে কার্যকরী করে তোলা যাবে বলে তিনি মনে করেন। অবশ্যই তিনি বলেন, পূর্বজার্মানী থেকে একটি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান দল শীঘ্রই ভারত-ভ্রমণে আসবে।

পাক-ভারত যোগে চিত্রপ্রযোজনার একটি দৃষ্ট সম্পর্কিত হারতে সম্প্রতি পাকিস্তানের চিত্রপরিবেশকে গুরুত্বের দানওয়েলা ও বোম্বাইর চিত্রপরিচালক বাফনের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের বিশিষ্ট শিল্পীরা এ-দুটিতে অংশ গ্রহণ করবেন। পাকিস্তানের বিখ্যাত উর্দু ঔপন্যাসিক বকরাতুল আরারির একটি উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি তোলা হবে। জনপ্রিয় পাকিস্তানী চিত্র-পরিচালক শওকত হাসেন প্রিন্সিপাল সত্যত হাইথান পরিচালনা করবেন।

যুগ্ম-প্রযোজনা সম্পর্কে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার অন্যতম শর্ত হল যে ভারতে চিত্রগ্রহণের ব্যবস্থায় খরচ ও শিল্পীদের পারিশ্রমিক বহন করবেন ভারতীয় অংশীদার। পাকিস্তানী অংশীদার অন্য-রূপভাবে প্রযোজনাকালে পাকিস্তানে-ব্যবসায়িক কার্য বহন-করবেন। ছবিটির

ব্যবসায়িক প্রদর্শনীর ব্যাপারেও ভারতে পছন্দবোধের দায়িত্ব থাকবে ভারতীয় অংশীদারের। বিদেশ-প্রদর্শনীতে ছবির লভ্যাংশ উভয়ের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হবে।

কলিকাতায় 'ড্যান্স জার্মানী' দল

'ড্যান্স জার্মানী' নামে এক বিখ্যাত আমেরিকান প্রামাণ্য নাচের দল সম্প্রতি ভারতে এসেছেন। এদের দুই মাসব্যাপী সফর হালিকায় রয়েছে বাণ্যলোকে যাদ্রাক, হায়দরাবাদ ও কলকাতা ইত্যাদির নাম।

এগারজন নৃত্যশিল্পী ও পাঁচজন সংগীত-শিল্পী সম্বলিত এই দলের প্রযোজক-পরিচালক-নর্তক-রড আলেকজান্ডার এক সাক্ষাতকারে বলেন, 'দীর্ঘ' প্রতিষ্ঠান পর ভারতে আসতে পেরে খুবই আনন্দ অনুভব করছে।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের 'সাংস্কৃতিক বিনিময়' পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্যে এই শিল্পী দল যথাপ্রাচ্য ও এশিয়ার দেশ-গুলিতে শাওজা-সফরে বেঁটরেছেন। 'ড্যান্স জার্মানী' দল তাঁদের ভারত-ভ্রমণের

নেহরুর ৭০তম জন্মদিবসে

ছোটদের জন্য বাহির হইল।

নিখিল সেনের

আমাদের নেহরু

দাম ২-৫০ নং পাঃ

৫০-১১-৫১ পর্যন্ত আমাদের প্রকাশিত সকল

পুস্তকের উপর শতকরা ১২.৫ হারে কমিশন দেওয়া হইবে।

শিশু সাহিত্য সংঘ

১৮বি, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এবং সর্বত্র পাওয়া যায়

সাংস্কৃতিক প্রকাশনী।

সুদীপ ল কুমার ঘোষের

গ্রন্থ-সারথি

যে ছাত্রা শিশুসাহিত্য দৃষ্টি ব্রহ্মবৈষ্ণবী সংসারের নিষ্ঠুর ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির নিম্ন পরিহাসকে উপেক্ষা করে সংসারের ঘাটী ভাঙের তরী ভেঙাল, কেমন করে তারা গড়ে তুলল এক নতুন সমাজ — সেই কথাই যৌন নৃপতির লক্ষ্য-প্রতিষ্ঠা বখাশিল্পী তাঁর অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত করছেন।

৥ গ্রন্থ টাকা ৥

গৌরী শঙ্কর ভট্টাচার্যের

রাশি রবায়স

হা, রাশির বয়স আছে। রাশির শরীরও আছে। আশ্চর্য এক উপলক্ষ। বাংলা গল্প-নাট্যের আধুনিক পরীক্ষা নির্বাহকার প্রয়াস-সফলতার পরিচয় এই গ্রন্থে।

• সাত্ত্বিক গ্রন্থ টাকা •

রমেশ চন্দ্র সেনের

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ

কণ্ঠতা নারী, সংসারের দার সব থেকেও বিহীন নেই। জনকীর্ণ সংসারের মধ্যে থেকেও যে একা — তারই অস্তরের নিহিততম কণ্ঠের কাণী মত হয়ে উঠেছে বিদগ্ধ লেখকের হাতে।

৥ আত্ম টাকা ৥

গ্রন্থ ভরন • ৭৩ মহাকাব্য গান্ধী রোড • কলিকাতা-৭

(সি ৫১৪)

পথে প্রথম বাঙালোরে অভিনয় করেন। এর পর মাদ্রাজ ও হায়দরাবাদ ঘুরে তারা কলিকাতায় এসে পৌঁছেছেন।

কলিকাতায় নৃত্য-প্রদর্শনীর পর এই দল নাগপুর, কোম্বাই, বরোদা, লক্ষ্মী ও দিল্লিতে যাবেন।

চিত্রালাচনা

বর্তমান সপ্তাহের প্রধান আকর্ষণ শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের যুগ্ম-প্রযোজনা ও পরিচালনায় তোলা 'শুভ বিবাহ'—চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার প্রথম ছবি। কারলভি ভেরি চলচ্চিত্র উৎসবের 'গ্র্যান্ড প্রিন্স' বিজয়ী 'একদিন রাতে-র' পর চিত্রজগতে এইটাই এদের দ্বিতীয় অবদান। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী—রচয়িতা এ'রা দুজনই। ছবিতে শিল্পী সমাবেশও লক্ষ্য করার মত। প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, তপ্ত মিত্র, ছায়া দেবী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, শম্ভু মিত্র, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু ও অমর গাঙ্গুলি। ভি বালসারার সুবয়োজনা ও দেওজীভাইয়ের আলোকচিত্র গ্রহণ ছবিটির নাটকীয় সম্পদ অনেকাংশে বাড়িয়েছে।



চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার "শুভ বিবাহ"—এর একটি মধ্য চরিত্রে শম্ভু মিত্র

তিনটি নতুন হিন্দী ছবিও এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—মাস' এন্ড মার্ভিনের 'অর্থগিনী', জার প্রোডাকশন্সের '৪০ দিন' ও ফিল্মস্টানের 'দীপ জ্বলতা রহে'।

স্বপ্নিত অমিয় চক্রবর্তীর অন্তর্জ অজিত চক্রবর্তী জোড়ের প্রতিষ্ঠিত চিত্র প্রতিষ্ঠানের পতাকাতলে তুলেছেন 'অর্থগিনী'। মৌনাকুমারী, রাজকুমার, শ্যুভা খোটে ও অগাকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি

গঠিত হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বসন্ত দেশাই।

'৪০ দিন'-এর ভূমিকালিপিতে আছেন প্রেমনাথ, শাকিলা, কে এন সিং, মারুতি, শাম্মী, নিশি প্রভৃতি। পরিচালনা ও সুর সৃষ্টির কৃতিত্ব যথাক্রমে দ্বারকা খোসলা ও বাবুলের।

ফিল্মস্টানের 'দীপ জ্বলতা রহে' এদের অধুনাতন অন্যান্য ছবিগুলির মতই তারকা-বর্জিত। দস্তা ধর্ম্মাধিকারী পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন। রোশন এর সুরকার।

প্রযোজক-পরিচালক সত্যজিৎ রায় ইতি-মধ্যেই তাঁর নতুন ছবি 'দেবী'-র অর্ধেকের ওপর চিত্রগ্রহণ শেষ করে ফেলেছেন। প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়ের যে গল্পটি অবলম্বন করে ছবিটি তোলা হচ্ছে, তার মধ্যে চরিত্র অত্যন্ত গোড়া এক জমিদার পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ দয়াময়ী। কালীভক্ত জমিদার কার্লিকিংকরের একদা বিশ্বাস জন্মাল যে দয়াময়ীর মুখে তাইই আরাধ্যা দেবীর আবির্ভাব ঘটেছে। তার ফলে পারি-বারিক জীবনে যে ওলট-পালোট ঘটল, ছবির নাট্য পরিবর্তিত মূল সূত্র সেইটি। ছবি বিশ্বাস কার্লিকিংকরের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। শর্মিষ্ঠা ঠাকুর রূপে দিল্লেন দয়াময়ী চরিত্রে। তাঁর স্বামীর ভূমিকায় আছেন সোমিত চট্টো-পাধ্যায়। ভূমিকালিপিতে আরো যাদের নাম আছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কালী সরকার, গাঙ্গুলি মুখোপাধ্যায় ও শিল্প-অভিনেতা অর্পণ চৌধুরী। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ।

বোম্বাইয়ের সর্বপ্রথম তারকা অশোককুমার কলিকাতায় এসেছেন শ্রী এন সি এ প্রোডাক-শন্সের বাংলা ছবি 'আসপাতাল'-এ অভিনয় করতে। পনেরো বছর আগে তিনি ম্যার এক-বার এসেছিলেন 'চন্দ্রশেখর'-এর নায়ক চরিত্রে রূপ দিতে। সেবার তাঁর বিপরীতে ছিলেন কানন দেবী—তুলাসীদত্তন বাংলায় সবচেয়ে নামকরা অভিনেত্রী। এবার আছেন সৃষ্টি সেন—যিনি আজ খ্যাতির সর্বোচ্চশিখরে আসীন। অশোককুমার কিন্তু আজও একমেবাদ্বিতীয়ম। ছবিটি কালকাটা মার্ভিনের স্টুডিওতে সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে। অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, আরতি মজুমদার, কমলা মুখোপাধ্যায়, জয়শ্রী সেন ও পরিচালক স্বয়ং।

পরিচালক শঙ্কর ঘটক নিজের প্রযোজনায় যে ছবি তুলেছেন প্রথমে তার নাম রাখা

সাহিত্যিক এবং সংবাদপত্রের ভাষার বিদ্রোহী সাহিত্যিক

সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দরদভসা উপন্যাস

পুতুল নিয়ে খেলা

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন—“উদ্ধৃত জীবনের যে করুণ ছবি এই উপন্যাসটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার বেদনামধুর বাস্তবতা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। সাবিত্রীর সহিত মাস্টারমশায়ের মিলনের পক্ষে সামাজিক অন্তরায়ের এবং সাবিত্রীর কথা লেখকের দরদী লেখনীতে শূন্য সুন্দরই হয়ে ওঠে। উপন্যাসের মাধ্যমে সামাজিক বাধানিষেধের বিদ্রোহও ঘোষিত হয়েছে। লেখককে এই হিসেবে 'বিদ্রোহী' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ভাষার স্বচ্ছতা ও সরলতাও বইটির বিশেষ গুণ।” যুগান্তর বলেন—“উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাস এবং চরিত্রচিত্রণে লেখকের দক্ষতা আছে। উদ্ধৃত ভাষায় সাবিত্রী, মাস্টারমশায়ের বা শরতান সন্তোষ উকীল প্রভৃতি চরিত্রগুলি বেশ প্রাণবন্ত। লেখকের রচনারীতি প্রতিভাতিসম্পন্ন।”

সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতম দুইটি উপন্যাস

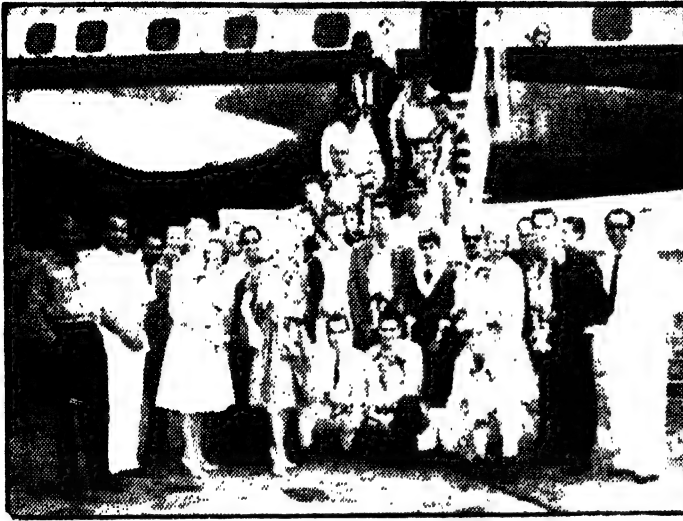
১। ভালবাসা ২। উপন্যাস।

একটি সামান্য চাকরের অসামান্য হৃদয়ের আনন্দ-বেদনা
কার্লিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের—কেনাগোলাম।

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

“নববলাকা”, হীরামোহন মুখোপাধ্যায়, ১৮।১।৫, সিমলাইপাড়া
লেন, পাইকপাড়া, কলিঃ এবং সকল পুস্তকালয়ে পাবেন।

(সি-৩৭১)



বোম্বাইয়ের বিমানঘাটিতে আমেরিকার "ড্যান্স জর্ডান্স" নাচের দল। এঁরা বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন শহরে নৃত্য প্রদর্শন করছেন।

হয়েছিল 'মেরে ঢাকা হারা'—বর্তমানে তার নতুন নামকরণ হয়েছে 'চেনামুখা'। সম্প্রতি শিল্প অঞ্চলে বসতিশীল গ্রহণ করে পরিচালক ঘটক চিত্রনির্মাণসম্পন্ন স্টুডিওতে ছবির অন্যান্য দৃশ্যের চিত্র গ্রহণ শুরু করেছেন। এর মধ্যে ভূমিকা সৃষ্টি রপায়িত করেছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী ও অনিল চট্টোপাধ্যায়। গত সংখ্যায় ভুলক্রমে অসমীকৃত্যের নাম উল্লিখিত হয়েছিল। এ ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় আছেন নিরঞ্জন রায়, গীতা ঘটক, বিজন ভট্টাচার্য, গীতা দে, শিবজী কাওয়াল প্রভৃতি।

মিনার্ডা থিয়েটার

৬ বিডন স্ট্রীট : : ফোন : ৫৫-৫৫৪৯
দশক সাধারণের প্রতি—

গণজনের আশীর্বাদ নীচের মহল ধনা হয়েছে। এবার আপনাদের অগতির জন্য জানানো হচ্ছে—নতুন নাটকের বিশাল প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে। তাই ১৯শে নভেম্বরের পর আমরা তিন সপ্তাহ ছুটি নেব। তারপর নতুন অগিকে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, নতুন রূপ-রসে সমৃদ্ধ হয়ে আসবে নতুন নাটক।

তাই শেষ কয়েকটি অভিনয়

নীচের মহল

প্রতি বুধসপাত ও শনিবার : ৬টা
রবিবার : ৩ ও ৬টা
নাট্য পরিচালনা : লিটল থিয়েটার গ্রুপ
(সি-৩৯৭)

স্বিকোন্দ্রক সামাজিক কাহিনী

গত বছরের ভারতীয় ছবিগুলির মধ্যে গুণগতভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করে সে কামাডী ছবিটি রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছে, পশ্চিমী পিকচার্স-এর 'স্কুল মাস্টার' তারই হিন্দী রূপ।

ছবির মূল চরিত্র একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আদর্শবাদী ও সত্যনিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক। গ্রামের এই বিদ্যালয়ের পরিচালক কুচক্রী ও স্বার্থান্বেষী স্থানীয় জমিদার। শিক্ষকের আদর্শপ্রীতি ও জমিদারের স্বার্থপরায়ণতার সংঘাত শুরুর হয় অদর্শবাদী-রূপে। আদর্শনিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা এই শিক্ষক সহজেই কিভাবে তার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের অতর্কিত জর করে নেন, এবং অশেষ দুঃখ-বরণের মধ্য দিয়ে স্বজনস্বার্থের সকল ব্যক্তি-সম্বন্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বীয় আদর্শের রূপসান করেন তা-নিজেই চিত্রনাট্যের প্রথম ভাগ রচিত।

ছবির দ্বিতীয়ার্ধে উদ্ঘাটিত হয় শিক্ষক ও তার পছন্দের শেষ জীবনের অশ্রুসজল কাহিনী। তাদের দুই ছেলে বড় হয়ে নিজেদের পছন্দমতো মেয়েকে বিয়ে করে। বিবাহিত জীবনে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে ছেলেরা; পিতামাতার সাধ-আহ্বাদ কিভাবে ধূলিসাং করে, এবং বৃদ্ধ দম্পতিও জীবন-সম্প্রায় কেমনভাবে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য হয়, তা-নিজেই চিত্রনাট্যের শেষার্ধ রচিত। বৃদ্ধ দম্পতিকে কিছটো সুখ ও সোয়াস্তিত্ব দিতে চেষ্টা করে তাদের সদারসিক মেয়ে-জামাই। শেষ পর্যন্ত তাদের পুত্র ও পুত্রবধূরা নিজেদের ছুল বদ্বতে গেরে আবার পিতা-মাতার চরণডলে

আজ শুক্রবার
২০শে নভেম্বর শুভারম্ভ!

আপনারা কী বলেন ?

বিবাহটা সামাজিক...
না ব্যক্তিগত? সমাজের মুখ
চেয়ে মানুষ আত্মবাসি দেবে...
না নিজের সুখের খোঁজ
সমাজকে অবহেলা
করে ডাক
ডাকবে?



গায়ত্রী
কেন তার বিয়ের দিন
বাজী থেকে পালানো?

চলচ্চিত্র-সুখাস-গংগাস্তার
নির্মিত
কবিতা ও নির্মিতনা

শম্ভু মিত্র - জমিত মৈত্র

চরিত্র-চিত্রণ : ভূমিত মিত্র ॥ সুপ্রিয়া ॥
ছবি ॥ পাহাড়ী ॥ করুণা ॥ ছায়া দেবী ॥
অমর গাংগুলী ॥ গংগাপদ ॥ শম্ভু মিত্র ॥
উত্তরা — প্রবী — উজ্জ্বলা
পদ্মশ্রী ও শহরতলীর সর্বত্র ॥

এসে অগ্রসর হোলে শিক্ষক দলটির জীবনের সকল ইচ্ছার অনুসরণ ঘটে।

জীবনক-পরিচালক বি আর পাখলি, বিনী, দাম-ভূমিকার অভিনয়ও করেছেন—আলপা দাস ও জাতীয় চেতনার সূচীকে অক্ষয় রাখবার চেষ্টা করেছেন জিনিসটার প্রথম ভাগে। 'স্বতীয়া' যে পারিবারিক 'মেলোড্রামা' রূপ নিয়েছে তাতে শেষ জীবনে পুত্র-পুত্রবধূদের নিয়ে শিক্ষক দলটির যথেষ্ট স্থান ধলিসাং হয়ে যাওয়া ও তাদের পরস্পরের কাছ থেকে নিদারুণ-

ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার উপস্থানটি সত্যিই হৃদয়গ্রাহী। শিক্ষকের মেয়ে-জামাই ও শব্দরকে নিয়ে রঙ্গ-রাসিকতাও দশকদের প্রচুর আনন্দ দেবে। ভাষে ছবির চিত্রনাট্যটি মহাবিশ্বত, এবং এতে পরিচালক ও কাহিনী-কার দশক মনোরঞ্জনর জন্য শঠতা, প্রণয় ও মাচ-পানের যে আরোহণ রেখেছেন, সেগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই কণ্টকশিপি, এবং মোটেই সুবিন্যস্ত নয়। ফলে সর্বাপেক্ষা-ভাবে ছবিটি উচুদরের হয়ে উঠতে পারেনি। শিক্ষকের সহধর্মিণীর ভূমিকায় এম ভি

রাজাশ্রয়ী অভিনয় অভিনয় এ-ধরনের বিশেষ সম্পদ। তার ভাবোদ্ভূত অভিনয় চরিত্রটিকে একান্ত জ্বালাময় করে তুলেছে। রঙ্গ-চরিত্রের মাপাংশে বি আর পাখলি, যথার্থ সংযম ও ব্যক্তি আয়োগ করতে পেরেছেন পিতা-পুত্রের বিশেষ ধরনের চরিত্রে ডেউড়ি ও রাজা গোস্বামী দশকদের সর্বকণা দ্বািতরে রাখেন। খলনায়কের চরিত্রে উল্লাসের অভিনয় আতিশয়াবদ্ধ। শিক্ষকের দুই ছেলের ভূমিকায় জহর কাউল ও কদম দেওরাদ এবং তাদের পরস্পরকে কামিনী কদম ও শাকিলা পরিচালকের দাবি মিটিয়েছেন মাত্র। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন বি সয়োজা দেবী, ললিতা পাওরার, রাধাক্ষণ, অচলা সচদেব ও শিবাজী গণেশন।

বসন্ত মেম্বাই রচিত আবহসংগীত ও গানের সুর প্রদীপময়। কলা-কৌশলের সব বিভাগের কাজই কৃতিত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক শিল্প চলচ্চিত্র-উৎসব

পশ্চিমবঙ্গ বন্য-হাতিদের সর্বন্য প্রাকৃত-জাতিক শিল্প চলচ্চিত্র-উৎসবের তারিখ পরিষ্কার দেওয়া হয়েছে। এই উৎসবের কর্ম-কর্তারা জনস্বাক্ষর প্রচারের আন্তর্জাতিক শিল্প চলচ্চিত্র-উৎসব কলিকাতায় ২৭শে ডিসেম্বর (১৯৫৯) থেকে ১৬ই জানুয়ারী (১৯৬০) পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম-বঙ্গের সেরায় সেরায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে এই জানুয়ারী থেকে ১৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত। প্রোগ্রামের শেষ তারিখ দ্বারা হলেও ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৫৯)

এবারের উৎসবের প্রথম দিন কলিকাতার শিল্প শিল্পীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। শিল্প চিত্রের মাসতীন সমস্যা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে একটি আলোচনা-চক্রও ব্যবস্থা করা হবে উৎসবের শেষ দিনে। শিল্পীদের জন্য উন্নততর ছবি তৈরীর উৎসাহ দেওয়া এই উৎসবের অন্যতম লক্ষ্য। এই উৎসবকে সফলমানুষিত করে হোলার জন্য বিভিন্ন বিনোদন ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা প্রার্থনা করে উৎসব-সমিতি একটি বিবৃতি প্রদান করেছেন। যে-কোন ব্যক্তি ২ টাকা চাঁদ দিয়ে এই উৎসবের সভ্য হতে পারেন। উৎসব সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞানসমৃদ্ধ বিষয়ের জন্য কার্যকরী সমিতির কার্যালয়ে (১০৭ জোয়ার সাকুলার রোড) বৈকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত যোগাযোগ করা যেতে পারে।

নাট্যাভিনয়

'সুন্দরম' নাট্য সংস্থা গত ১৪ই ও ১৫ই নবেম্বর থিয়েটার স্টেজারে তাদের প্রথম বার্ষিক একাংক নাট্য উৎসব ও

। প্রকাশিত হয়েছে ।

অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সমালোচনার কথা

। সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে বাঙালি একমাত্র এই । নাট্য অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে সাহিত্য-বিচারের নানা পথ ও মতের সাধারণ আলোচনা। পরবর্তী চারটি অধ্যায়ে ইউরোপীয় সাহিত্যবিচারের ইতিহাস। শেষ দুটি অধ্যায়ে সংস্কৃত ও বাঙালি সাহিত্যবিচারের পরিচয়। সাড়ে পাঁচ টাকা।

। ইতিপূর্বে প্রকাশিত এই পর্যায়ের আরও তিনখানি বই ।

সাহিত্যের কথা	অধ্যাপক গুরুদাস ভট্টাচার্য	৪.০০
নাটকের কথা	অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ	৪.০০
ছোটগল্পের কথা	অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়	৫.০০

। প্রকাশ আসন্ন ।

কবিতার কথা অধ্যাপক বিমলকুমার সরকার

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড । ৯ রায়বাগান স্ট্রীট । কলিকাতা ৬

(সি ৪০৮)

সদ্য প্রকাশিত হল

শৈলজানন্দ মথোপাধ্যায়ের

করুণ-মধুর রসঘন গ্রন্থ

মনের মানুষ

- দুর্ভেদ্য বনানীপোষ্টে জনমানবহীন রেলস্টেশনে স্বজন-বান্ধবহীন অবস্থায় সমাজ সংসার থেকে চিরনির্বাসিত—হারা জীবনের সুখস্বচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছেন—এমনই এক চেনশনমাখার জীবনের ট্রাজেডির কাহিনী।
- মতের মানবী নলিনী বিশ্বাস করেছিল স্বর্গের দেবতাকে। অনায়াস করেছিল; ফলে নিজেকে মরেছে, ছেলেও মরেছে। কিহু আমিন? সেও মতের মানবী—কিহু বিশ্বাস করে ভালোবাসে এই মতেরই মানুষ সুরেনকে সর্বস্ব সমর্পণ করেছিল। তবু সে-হতভাগীও মরল কেন?

দাম : তিন টাকা

আনন্দ পার্বলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিত্তাঘাট দাস লেন । কলিকাতা-৯

বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন সাধকভাবে সুসম্পন্ন করেন। প্রথম দিন মনোজ মিত্রের বলিষ্ঠ বক্তব্যমূলক নাটক "মৃত্যুর চোখে জল" এবং দ্বিতীয় দিন অতনু সর্বাধিকারীর মনস্তত্ত্বমূলক নাটক "সিঁড়ি" যথস্থ হয়। প্রথমটি থিয়েটার সেন্টার প্রতিযোগিতায় এবং দ্বিতীয়টি বিশ্বরূপা গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় উচ্চ প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়েছে। দুটি নাটকের দলগত অভিনয় এবং দার্শনিকতা প্রশংসনীয়। বিশেষ করে শিল্পায়নে সুরেন চক্রবর্তী এবং রূপসজ্জায় অনন্ত দাস-এর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। অভিনয়রাংশে মনোজ মিত্র, অমিয় মুখার্জী (মৃত্যুর চোখে জল নাটকে) এবং পার্থ-প্রতিম, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দা মজুমদার, বাদল চ্যাটার্জী (সিঁড়িতে) অনন্যসাধারণ

কৃতিত্বের পরিচয় দেন। দুটি নাটকের নির্দেশনার পার্থপ্রতিম চৌধুরীর কুশলতা অনস্বীকার্য।

হাওড়া বর্ষ সভা আয়োজিত আট দিন-বাপী নাটক সম্মেলন গত ৬ই নবেম্বর থেকে ১৫ই নবেম্বর পর্যন্ত হাওড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ১৪টি নাট্য সংস্থার মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও সংস্থা-গুলি পুরস্কৃত হয়। নাট্যকার: ১ম-সন্তোষ রাহা (মরীচিকা), ২য়-সুধীন বসু (মুখোদাস)। সমষ্টিগত অভিনয়ে ১ম-সবাসচাঁদী, ২য়-বিবর্তনী। রূপসজ্জায়: ১ম-কেশব চক্রবর্তী (বিবর্তনী), ২য়-সবাসচাঁদী। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী—সুধাংশু চট্টোপাধ্যায় ও দেবপ্রী চট্টোপাধ্যায় (সবাসচাঁদী)। শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা ও অভিনেত্রী—তিনু ঘোষ (কোতুকচক্র) ও লতিকা বসু (কৃষ্ণচক্র)। শ্রেষ্ঠ নাট্য পরিচালক—সানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিবর্তনী)। ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই নবেম্বর রূপতীর্থ, বর্ষ-সভা ও তরুণ শিল্পী সংসদ কর্তৃক যথাক্রমে জ্যোতির্গুপ্তনাথের 'কিংশুক জলযোগ', অমৃত-লালের 'কুপনের ধন' ও সুকুমার রায়ের 'চলচিত্র চণ্ডরী' সম্মেলার সহিত অভিনীত হয়। ১৩ই ও ১৪ই আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন নির্দেশক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ। ১৫ই পুরস্কার ও অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করেন যুব-সভার সভাপতি প্রফুল্লকুমার সরকার।

গত ১৫ই নভেম্বর রামরাজাতলায় হাওড়ার অন্যতম প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা হাওড়া আম্রচন্দ্র গোপাল মুখোপাধ্যায় রচিত "সুকুন্দা" ও রমেন লাহিড়ী রচিত "রাজ-কোটর" নাটক দুটি সৃষ্টিভাবে পরিবেশন করেন। অভিনয়ে গোপাল মুখার্জী, নারায়ণ লাহিড়ী, অনিল লাহিড়ী, জীবন কলিকার ও রূপা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। অন্যান্য ভূমিকায় বরুণী, কমান্ডি, হীরেন ও মানিক মিত্র সু-অভিনয় করেন। এই উপলক্ষে সংগৃহীত ৩৯২ টাকা বন্যাত্যাগে দান করা হয়।

অভিনেতা সত্যের সম্পাদক মিহির ভট্টাচার্য নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রকাশার্থে পাঠিয়েছেন:

অভিনেতা সত্য বন্যাত্যাগ তহবিলে ইতি-মধ্যেই আমাদের কিছু সংখ্যক দরদী শিল্পীর নিকট হতে ভাসাই অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। যে সকল শিল্পী এই মহৎ দান-কার্যে এখনও নীরব আছেন, তাদের কাছে অনুরোধ আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে সত্যের অফিসে তাঁরা যেন তাঁদের সাধ্যমত অর্থ সাহায্য পাঠিয়ে দেন।

বীরেশ্বর বসুর উপন্যাস

চা মাটি মানুষ-৪.০০

মনোবাসিতা ৩.০০

সুবোধা ঘোষ

ভাগ্যবলাকা ৬.০০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

ভাল লাগার দেশা ২.৭৫

শৈলজানন্দ

বিমল করের উপন্যাস

ফানুসের আয়ু-৫.৫০

জীবন স্মরণ ৪.০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

কাম্যার প্রহর ২.৭৫

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

বিয়ের প্রকৃতি ২.৭৫

শিবরাম চক্রবর্তী

প্রবোধবন্ধু অধিকারীর উপন্যাস

বিহঙ্গ বিলাস-৩.০০

বর্ষের যুগের পর ২.৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সোনারপোষার কাঁচি ২.০০

বিমল কর

রাস ২.০০

বীরেশ্বর বসু

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র

কবিতার বিচিত্র কথা

৮.০০

উল্লেখ ২.০০

বীরেশ্বর বসু

ভাটিয়ালী (২য় সং) ২.৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কল্পনের ১ম সত্যের প্রকাশিত হবে...

শৈলজানন্দের উপন্যাস

মানুষের মতন মানুষ

শিবরাম চক্রবর্তীর উপন্যাস

প্রিন্সলার বিয়ে

কমালদাস প্রকাশনী

১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,

কলকাতা-১২

রঙমহল ৫৫-১৬৬৯

কৃতি বৃহস্পতি ৩ শনি: ডাঃ টায়
রবি ও ছুটির দিন: ডাঃ টায়

এক মুঠো আকাশ

তরুণ রায়, রবীন, হরিধন, জহর, শীলা,
লজ্জা, কেতকী লতা ও শিশিরাভা রায়

বিশ্বরূপা

(অভিনয়: প্রমোদনা নাট্যদল)

(সময়: ৫:৫-১০:৩০)

সহস্রাব্দিকার ও শনিবার-ডাঃ টায়

রবিবার ও ছুটির দিন: ডাঃ টায়

মহেন্দ্রলাল বিহার্যক ভট্টাচার্য

মেতু

(কিরণ মিত্রের কাহিনীর জীবনলক্ষ্যে)
পরিচালনা—নরেশ মিত্র আখ্যাক—তাপস সেন
প্রযোজনা—নরেশ মিত্র, অসিতবরণ

ও

তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

শ্রীআয়ুর্বেদমের চ্যবনপ্রাশ বিগুন্ধ ও সর্কেটিকুন্ড

ভূতপূর্ব রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার
মুখোপাধ্যায়, ডঃ রাধাবিনোদ পাল
প্রমথ দেশবরেন্দ্রগণ কর্তৃক বাহনত
ও উচ্চপ্রশংসিত।

প্রতি লেব
১৬

শ্রীআয়ুর্বেদম
২৭৯৬, চিত্তরঞ্জন এডিটিং, কলকাতা-৬

বিবিধ সংবাদ

গত সোমবার রঙমহলে ধনঞ্জয় বৈরাগীর “এক ঘুট্টা আকাশ”-এর শততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়েছে। এতদুপলক্ষে সংগীতসাহক শ্রীদিলীপকুমার রায় ও তাঁর শিষ্য-শিষ্যার সংগীতানুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেদিনকার বিকল্পলব্ধ সমস্ত অর্থ এবং শিল্পী ও কর্মীদের দেয় পারিতোষিকের সমস্ত টাকা—একুনে ৩,১২৬ টাকা ৩৩ নয়া পয়সা—ভারত সেবাশ্রম সংঘের বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারে দান করা হয়। শ্রীতরুণ রায় ঘোষণা করেন যে, শীঘ্রই রঙমহলে মহা-সাহিত্যিক আকর্ষণ হিসাবে নতুন নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা করা হবে।

দিল্লির সংগীত কলামাস্ট্রের উদ্যোগে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব গ্রাউন্ডে গণ ১০ই নভেম্বর থেকে সাতাহবার্ষী “রাম-লীলা” অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। খেলা জায়গায় ষাট এক ঘণ্টার ওপর এই ধর্মতর অনুষ্ঠান কলকাতার এই প্রথম। সমগ্র রামায়ণের কাহিনী সতেরোটি দৃশ্যে রূপায়িত করা হয় নৃত্য গীত ও নেপথ্য-আবৃত্তির মাধ্যমে। প্রয়োগ-উপযোগী “রাম-লীলা”র এই অভিনয় অনুষ্ঠান মনে রাখবার

মত। গুরু গোপীনাথ নৃত্য পরিচালনা করেন। বঙ্গ সংগীত ও কণ্ঠ সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন যথাক্রমে সুশীল দাশগুপ্ত ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। প্রধানমন্ত্রীর বন্যভাগ ভাণ্ডারের সাহায্যে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

আগামী ২৯শে নবেম্বর সকাল ৯টার বৃন্দাবনীতে “উল্টোরথ” পত্রিকার বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে “উল্টোরথ” পত্রিকার ডেপুটি ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে ব্যাংক শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ও কলাকৃতিদের সম্মান পোষোক্তন তাঁদের “উল্টোরথ” পুরস্কার দেওয়া হবে। এই সংগে একটি মনোজ্ঞ বিজ্ঞানানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের টিকিট বিকল্পলব্ধ সমস্ত অর্থ বি এম পি এ সভাপতির বন্যাত সাহায্য তহবিলে দেওয়া হবে।

নতুন রেকর্ড

এবার “হিজমাস্টার্স ভায়স” ও কর্মসিলায় রেকর্ড প্রকাশ করেছেন তার সংশ্লিষ্ট বিবরণঃ

“হিজমাস্টার্স ভায়স”

এন ৮২৪৪০ মাসের কাণ্ডে আধুনিক গান। এন ৮২৪৪১ সত্যীনাথ মৃধা

পাখারের গাওয়া আধুনিক গান। এন ৮২৪৪২ শ্রীমতী উৎপল দেবের দুখানি আধুনিক গান। এন ৮২৪৪৩ দুখানি পল্লীগীতি গেয়েছেন সনৎ সিংহ। এন ৮২৪৪৪ শ্যামল মিত্রের আধুনিক ও পল্লীগীতি। এন ৮২৪৪৫ মানবেন্দ্র মৃধা-পাখারের আধুনিক গান। এন ৮২৪৪৬ মহম্মদ রফির গাওয়া আধুনিক গান। এন ৮২৪৪৭ বাসবী নন্দীর কাণ্ডে আধুনিক গান। এন ৮২৪৪৮ ডানু বাল্মীকির তপস্বী ঘোষ ও পবিত্র মিত্র অভিনীত কোমল নন্দা। এন ৮২৪৪৯ শ্রীমতী ইলা ক্রান্তি (বসু) দুখানি আধুনিক গান। কল্যাণীয়া

জি ই ২৪৯৬৬ দুখানি আধুনিক গান গোয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। জি ই ২৪৯৬৭ আশা ভট্টসালের আধুনিক গান। জি ই ২৪৯৬৮ তরুণ বাল্মীকিপাখারের গাওয়া আধুনিক গান। জি ই ২৪৯৬৯ আধুনিক গান—গোয়েছেন গীতা নন্দ (রায়)। জি ই ২৪৯৭০ পদ্মাবলি ভট্টাচার্যের কাণ্ডে শ্যামা সংগীত। জি ই ২৪৯৭১ গীতশ্রী ছবি নন্দসাপারোহের কাণ্ডে কীর্তন গান। জি ই ২৪৯৭২ দুখানি আধুনিক গান গোয়েছেন শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকর। জি ই ২৪৯৭৩ গীতশ্রী সত্য মৃধা-পাখারের কাণ্ডে পল্লী ও আধুনিক গান। জি ই ২৪৯৭৪ তালিচ মহম্মদের গাওয়া আধুনিক গান।



কেন মিছে

কষ্ট পাচ্ছেন?

তাড়াতাড়ি আরামের জন্যে

বি.আই.কফ সিলাপ ব্যবহার করুন

দমকা ও পুরোনো কাশিতে

এবং খাসনালীর প্রদাহে

বিশেষ উপযোগী



বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী লিমিটেড



পাকিস্তান সফর শেষ করে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ভারত সফরের জন্য ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখে দিল্লিতে এসে পৌঁছচ্ছে। ১৫ জন খেলোয়াড় নিয়ে গড়া অস্ট্রেলিয়ান দল ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে সমাধিসম্পন্ন এবং সু-গঠিত একটি ক্রিকেট দল। দলের ম্যানেজার স্যাম লক্সটন ভিক্টোরিয়া প্যালেসেটের একজন সদস্য এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড়।

ইংল্যান্ডের কাছ থেকে 'আয়েসেস' পনেরুম্বারে গভীর অস্ট্রেলিয়ার যে সব খেলোয়াড়ের অবদান ছিল বেশী সেইসব খেলোয়াড়কে নিয়েই ভারত ও পাকিস্তান সফরের জন্য অস্ট্রেলিয়ার দল গঠন করা হয়েছে। সুতরাং এদের ব্যাটিং ও বোলিংয়ের শক্তি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে না। এমন শক্তিসম্পন্ন কোন দল এর আগে ভারত সফর করেছে কি না সন্দেহ। যে ইংল্যান্ড দলের কাছে এদের আমরা পাঁচটি টেস্টেই হার স্বীকার করেছি সেই ইংল্যান্ড দলকেই অস্ট্রেলিয়ার কাছে চারটি টেস্টে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল, একটি খেলার ফলাফল ছিল অমীমাংসিত। বোঝার অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ইংল্যান্ড টীম ছিল আরও শক্তিশালী। তাইই আমরা ইংল্যান্ডের দল টীমের কাছে হেরেছি সে টীম কিছুটা ফেলোয়াড় করেই গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু আয়েসেস-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট-মহাযুদ্ধের লড়াইয়ে ইংল্যান্ড গঠন করেছিল তার শ্রেষ্ঠ টীম। সেই ইংল্যান্ড দলও অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরান পায়নি। সুতরাং আমরা অস্ট্রেলিয়ার সাথে যেমন খেলার আগে থেকেই তার একটি অর্ধ প্যালেসেট পারের। তবু ক্রিকেট ইন এ দেশে অস্ট্রেলিয়ার অনস্বীকার্য। মহা কনিষ্ঠতাই ক্রিকেট খেলার বিজয়। তা হ'লে সমালোচকদের সমালোচনার টনকে আর সংবাদপত্রের তীব্র সমালোচনার আগ্রহের ভারতীয় ক্রিকেটের হারা বাদ অনেকখানি কমে গেছে বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের নিজস্বের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার সাথে অপেক্ষাকৃত ভাল খেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। একটি অস্বপ্নপ্রায় এবং একটি দুর্ভাগ্য নিয়ে খেলার হয়তো আমাদের খেলোয়াড়দের যেমন হাস্যবোধ হতে হবে না, যেমন হাস্যবোধ হতে হয়েছে ইংল্যান্ড।

হাই হক অস্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়দের কথাতেই ফিরে আসা যাক। বেরী জারম্যান এবং গেভিন স্টেভেন্স ছাড়া অস্ট্রেলিয়া দলের সমস্ত খেলোয়াড়েরই টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা আছে। গভর্ন রোবরক এবং নরমান ও'নীল হচ্ছেন দলের দুই কনিষ্ঠ খেলোয়াড়। বয়োজ্যেষ্ঠ হচ্ছেন

খেলার মাঠ

একলব্য

রে লিওওয়ার। ১৫ জন খেলোয়াড়ের গড় বয়সের হিসাব ২৮ বছর ও মাস।

আগেই বলেছি অস্ট্রেলিয়া দল সমাধিসম্পন্ন এবং সুগঠিত একটি শক্তিশালী ক্রিকেট দল। দলের ৪ জন ফাস্ট বোলার হচ্ছেন—এলান ডেভিডসন, রে লিওওয়ার, গভর্ন রোবরক ও অ্যান মেকিফ। অধিনায়ক রিচি কিন্নেড ও লিওয়ে তিন দুই খ্যাতি-নামা চিপন বোলার। ওয়ালী গ্রাউট ও বেরী জারম্যান দুই উইকেট কীপার। প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যান হিসাবে বাদে খাতি আছে, তারা হচ্ছেন কলিন মাকডোনাল্ড, নরমান ও'নীল, নীল হার্ভে, কেন ম্যাক, গেভিন স্টেভেন্স, লেস জেভেল ও পিটার বাজ। ফাস্ট বোলার লিওওয়ার এবং দুই উইকেট কীপার গ্রাউট ও জারম্যানের ব্যাটসম্যান হিসাবে খাতি আছে। অধিনায়ক কিন্নেড এবং ডেভিডসন দলের দুই কনিষ্ঠমান খেলার খেলোয়াড় হিসাবে খাতি। প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যান ডাড ম্যাক এবং ও'নীলের বেশিরভাগ খাতি আছে।

অস্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অধিনায়ক রিচি কিন্নেড, কলিন মাকডোনাল্ড, এলান ডেভিডসন, রে লিওওয়ার, নীল হার্ভে, পিটার বাজ ও কেন ম্যাক ১৯৫৬ সালে ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফেরবার পথে ভারত সফর করে গেছেন। মাত্রাজ, কেম্পাই ও কলকাতার শমীকরা এদের খেলা দেখারও সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া দলের বাকী ৮ জন খেলোয়াড় ভারতে নবগত। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার নতুন 'ব্যাডম্যান' নরমান ও'নীলের খেলা দেখার আকর্ষণই সবচেয়ে বেশী। দুই ফাস্ট বোলার অ্যান মেকিফ ও গভর্ন রোবরকের আকর্ষণও কম নয়। পাকিস্তান ও ভারতের সবই অগ্রহণ্য দুটি নিয়ে চোরে আছে এদের খেলা দেখার জন্য।

ক্রিকেট খেলা অস্ট্রেলিয়ার সীমাজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলার ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় ১৮৫০-৫১ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হয়েছে এরও আগে। এ কথা ধারণা করা অসম্ভব নয় যে ১৭৮৮ সালে ইংল্যান্ড থেকে নতুন

দেশে যারা বসতি স্থাপন করতে এসেছিল তারা সঙ্গে করেই এনেছিল ক্রিকেটের ব্যাট, বল আর স্ট্যাম্প।

অস্ট্রেলিয়ায় এখন এক কোটি লোকের বাস। এর মধ্যে ক্রিকেট খেলোয়াড়ের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। কলকাতার মতো মজুর ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলে। তাদের সংখ্যাও হাজার হাজার। অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রথম একটি ক্রিকেট দল ইংল্যান্ড সফর করতে যায় ১৮৬৮ সালে। কিন্তু এ দলের খেলা টেস্ট ক্রিকেটের মর্যাদা পায় না। ১৮৭৬ সালে লিলাহোয়াইটের ইংল্যান্ড টীমের অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে আয়েসেস-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট খেলার সূত্রপাত হয়। ক্রিকেটের মহা-গ্রন্থ 'উইসডেন' অনুযায়ী ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৭৮টি টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ৭৫টি খেলায়, ইংল্যান্ড ৬২টিতে, ৫২টি খেলার জয়পরাজয় মীমাংসিত হয়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া খেলেছে ৩৯টি টেস্ট। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ২৭টি খেলায়, দক্ষিণ আফ্রিকা ৩টিতে, ৯টি টেস্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে। অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৫টি টেস্ট খেলার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ১১টি টেস্ট খেলায়, ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছে দুটিতে, দুটি খেলার ফলাফল নিশ্চিত হয়নি। এ সফরের আগে পাকিস্তানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া যে একটি টেস্ট খেলেছে সে টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সাথে ভারত খেলেছে ৮টি টেস্ট—অস্ট্রেলিয়ার পাঁচটি ও ভারতে তিনটি। এর মধ্যে ভারত একটি খেলায়ও জিতে পারে নি। অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ৬টি খেলায়। দুটি খেলার জয়পরাজয় মীমাংসিত হয়নি।

PHILIPS
৫০৫০
ফিলিপস...

উপর কলিকাতার অনুবাদিত ডিলার্স

ইলেকট্রো রেডিও
এম্পোবিয়াম
৭৬০ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট

রওম্যান থিয়েটারের পাশে-কলিকাতা-৩
ফোন:- ৫৬-১৮০৭

পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়া দলের টেস্ট খেলা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও ক্রিকেট সম্পর্কে ব্যথিত আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। তাই এ সম্বন্ধে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েই লেখা শেষ করছি। সব খেলোয়াড়দের জীবনের খুঁটিনাটি এক সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই পর পর সংখ্যায় সমস্ত খেলোয়াড়দের জীবনী প্রকাশের ইচ্ছে রইলো।

রিচি বিনোড

বিশ্বের খ্যাতনামা চৌখস খেলোয়াড় রিচি বিনোডের বয়স মাত্র ২৮ বছর। ইনি সিডনির একজন সাংবাদিক। ইংল্যান্ডের



অধিনায়ক রিচি বিনোড

বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচিত অধিনায়ক আয়ান জেগ হাটং অসুস্থ হয়ে পড়লে ইংল্যান্ডের প্রবল পরাক্রান্ত ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে অধিনায়কত্ব করবার জন্য রিচি বিনোডের ডাক পড়ে। বিনোডের অধিনায়কত্বে ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার হাত সম্মান পুনরুদ্ধার হয়। পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে ইংল্যান্ড পরাজিত হয় চারটি খেলার। যোগ্য এবং আক্রমণমুখী অধিনায়করূপে বিনোড দেশে বিদেশের জুড়িপাড়িতদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন।

অস্ট্রেলিয়ার সমাজ জীবনের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইংল্যান্ডের মত অস্ট্রেলিয়াকাসীর রক্তের সংগেই বিশেষ আগ্রহ ক্রিকেটের নেশা। লখাটা বোধ করি অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক রিচি বিনোডের ক্ষেত্রে বেশী করেই প্রযোজ্য। কারণ বিচার বাবা ল্যা বিনোডও ছিলেন কেবল নামকরা খেলোয়াড়। অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে তাঁর টেস্ট খেলার সুযোগ

ঘটেনি। তবে সিডনির নিকটস্থ 'এম্‌ জেনে' আশং জেলা ক্রিকেটে ল্যা বিনোডের বোলিংয়ের যে রেকর্ড আছে বিশ্বের মাত্র দু' একজন বোলারের পক্ষেই সে রেকর্ড করা সম্ভব হয়েছে। এ খেলায় ল্যা বিনোড একাই দু' ইনিংসের ২০টি উইকেট দখল করেছিলেন। প্রথম ইনিংসে পেরোছিলেন ৩০ রানে ১০টি উইকেট দ্বিতীয় ইনিংসে পেরোছিলেন ৩৫ রাণে ১০টি উইকেট। বাপ ও ছেলে 'ল্যা' ও 'রিচি'কে এখনো সিডনিতে এক সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে দেখা যায়। অবশ্য ছেলে অংশ গ্রহণ করেন প্রথম শ্রেণীর খেলায় বাবা দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলায়।

ল্যা বিনোডের অধিনায়কত্বে তাঁর স্কুল সব প্রথম স্কুল ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছিল। ২০ বছর পর 'রিচি'র অধিনায়কত্বে সেই স্কুল আবার চ্যাম্পিয়নশিপ পায়। স্কুল-জীবনের শেষ বছরে 'রিচি' বিনোড 'নিউ সাউথ ওয়েলসের জুনিয়ার টীম' খেলার সুযোগ পান। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বছর। দু' বছর পর 'শেফিল্ড শীফ' কুইন্সল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে তিনি 'নিউ সাউথ ওয়েলসের সিনিয়র টীম' খেলার অধিকার পান। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পরের খেলায় বিনোড ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যাট করবার সময় মাথাে এমন আঘাত পেরেছিলেন যে আঘাত তাঁর ক্রিকেট জীবনের উপর ইতি তীব্রতার উপক্রম করেছিল। হাসপাতালে তাঁর মাথাে অস্ত্রোপচার করা হয়। কয়েক সপ্তাহ অসুস্থ থাকবার পর তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

১৯৫১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বিনোড সব প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান। এবারের পাক-ভারত সফরের আগে পর্যন্ত বিনোড অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৩৫টি টেস্ট খেলেছেন এবং উইকেট পেয়েছেন একশ তিরিশের বেশী আর রান করেছেন এক হাজার একশ তিরিশের উপর। ব্যাটসম্যান অপেক্ষা বোলার হিসাবেই বিনোডের খ্যাতি একটু বেশী। এর লেগ স্পিন খেলা খুবই কষ্টকর। গতবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় বিনোডই উইকেট পেয়েছেন (৩১টি) সবচেয়ে বেশী। অবশ্য বোলিং আভ্যারেজে এর স্থান ছিল দ্বিতীয়। রিচি বিনোড বম্বিংবসল, সদলাপী এবং সুন্দর স্বভাবের একজন বিশ্বখ্যাত চোকস ক্রিকেট খেলোয়াড়।

নরম্যান ও'নীল

উর্ধ্বত খেলোয়াড় নরম্যান ও'নীল অস্ট্রেলিয়ার নতুন 'ব্র্যাডম্যান' নামে অভিহিত। ১৯৫৭-৫৮ সালে ও'নীলের বয়স ছিল যখন মাত্র ২০ বছর তখন 'শেফিল্ড শীফ' খেলায় হাজার রান পূর্ণ করলে

অতীত দিনের খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড় বিল ও'রেলী ও'নীলকে নতুন 'ব্র্যাডম্যান' নামে অভিহিত করেন। ও'নীলের আগে বা পরে একমাত্র ডব্লিউ পলকোড ও ব্র্যাডম্যান ছাড়া এক মরসুমে 'শেফিল্ড শীফ' খেলায় আর কেউ হাজার রান পূর্ণ করতে পারেন নি। এ বছরের ব্যাটিং ও বোলিং দুই বিষয়েই ও'নীলের নাম ছিল সবায় আগে।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট পণ্ডিতদের অভিমতঃ বহু খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড়ের জন্মভূমি অস্ট্রেলিয়ার ও'নীলের মত সুনিপুণ ব্যাটসম্যান খুব বেশী জন্মগ্রহণ করেনি। এর ব্যাটিংয়ের যেমন জোর তেমনই চটক।



নতুন 'ব্র্যাডম্যান' নরম্যান ও'নীল

স্পিন বোলিংয়েও চমৎকার হাত আছে। আর ফিল্ডিং নিপুণ ফিল্ডসম্যানদের দলে ও'নীল একজন সুনিপুণ ফিল্ডসম্যান। ও'নীল হাউস ও ও'নীলের একত্রে 'কভারে' ফিল্ডিং করবার দৃশ্য জীবনে কারো ভোলাবার কথা নয়।

গত বছর ইংল্যান্ডের কাছ থেকে অস্ট্রেলিয়ার 'আসেস' পুনরুদ্ধারের মূলে ও'নীলের অবদান বিশেষভাবেই উল্লেখ করবার মত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টের ৭ ইনিংসে খেলার সুযোগ পেয়ে ও'নীল ২৮২ রান করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী রান ছিল ৭৭। দু'বার ও'নীল নট আউট ছিলেন। গত বছর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ২১টি ইনিংসে ও'নীল ১৮২ রান করেছেন। আংশোল-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট খেলার ব্যাটিং আভ্যারেজে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে এর স্থান ছিল দ্বিতীয়।

নরম্যান ও'নীল সিডনির একজন সেলসম্যান। বয়স মাত্র ২২ বছর। দীর্ঘ কীর্তি, প্রিয়দর্শন যুবক। নিউ সাউথ

ওয়েলস দলের খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়া এর উপর অনেক আশ্র রাখা।

গর্ডন রোরকে

মহামান ওমীলের মত গর্ডন রোরকেও নিউ সাউথ ওয়েলসের খেলোয়াড় এবং সিডনির একজন সেলসম্যান। বয়সও ২২ বছর। কিন্তু ওমীলের সঙ্গে রোরকের আকৃতিগত পার্থক্য অনেকখানি। রোরকের দেহের উচ্চতা ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি। অস্ট্রেলিয়া দলের সবচেয়ে দীর্ঘদেহী খেলার। চুলের রং কটা।

রোরকে ডান হাতের ফাস্ট বোলার। এত ফাস্ট যে বল চোখে দেখা কষ্টকর। কিন্তু



দীর্ঘদেহী ফাস্ট বোলার গর্ডন রোরকে

রোরকে এত জোরের বল করলেও বেশী দূর থেকে দৌড়ে এসে বল করেন না। মাত্র কয়েক পা দৌড়ে এসেই আকাশ থেকে বল ছেড়ে দেন, আকাশেই বল সুইং করে মাটিতে পড়ে এবং বাটসম্যানের পায়ের দিকে চলে যায়। রোরকের বল খেলা বেশ শক্ত।

গত বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই রোরকে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইনি দুটি টেস্ট খেলেছিলেন এবং ১৬৫ রানে দখল করেছিলেন ৮টি উইকেট। বোলিংয়ের আভ্যারেজ হয়েছিল ২০.৬।

রে লিওরাল

ব্রিসবেনের ৩৮ বছর বয়স্ক ফাস্ট বোলার রে লিওরাল ভারত ও পাকিস্তান সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড়। শব্দে বয়সেই জ্যেষ্ঠ নয়—



অভিজ্ঞ ফাস্ট বোলার রে লিওরাল

অভিজ্ঞতারও পরিপক্ব। আজ পর্যন্ত লিওরাল গত উইকেট দখল করেছেন বিশ্বের কোন ফাস্ট বোলার টেস্ট ক্রিকেটে এত উইকেট দখল করতে পারেন নি। ৫৭টি টেস্ট খেলায় লিওরাল পেয়েছেন ২১৯টি উইকেট। বিশ্বের একজন মাত্র বোলার টেস্ট খেলায় এর চেয়ে বেশী উইকেট দখল করেছেন। ইনি হচ্ছেন ইংল্যান্ডের এলেক ডেভিসার। ডেভিসার দখল করেছেন ২৩৬টি উইকেট। অবশ্য পাকিস্তান ও ভারত সফরের ৮টি টেস্ট খেলায় লিওরাল নেভেনারের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারবেন বলে আশা রাখেন।

গত বছর ইংল্যান্ডের সঙ্গে টেস্ট খেলার জন্য প্রথম লিওরালের ডাক পড়েনি। অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকমণ্ডলী মনে করেছিলেন লিওরালের বোলিংয়ের গৌরবময় আশার শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে শেষ দুটি টেস্টের জন্য লিওরালের ডাক পড়ে এবং তিনি ২০৯ রানে ৭টি উইকেট দখল করেন। ফলস্বরূপ বাটসম্যান হিসাবেও লিওরালের খ্যাতি আছে। টেস্ট খেলায় এ পর্যন্ত লিওরাল হাজার রান পূর্ণ করেছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও করেছেন একবার শতরান।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে লিওরাল ও কিং মিসরের ফাস্ট বোলাররূপে একত্রে অসম্ভাব্য এক সম্বন্ধীয় ঘটনা। ক্রিকেট পঞ্জিকতাবলী মতে এ রকমের দুজন ফাস্ট বোলারের একই দলে সমাবেশ হবে বেশী ঘটিনি। লিওরাল এখন নিউ সাউথ ওয়েলস দল ছেড়ে কুইন্সল্যান্ডে এসেছেন। ইনি কুইন্সল্যান্ডের অধিনায়ক।

পিটার বাজ

২৭ বছর বয়স্ক ব্রিসবেনের এ্যাকাডেমি-ট পিটার বাজ কুইন্সল্যান্ডের দীর্ঘদেহী বাটসম্যান। এর হাতে সবরকমের মার আছে। মারের জোরও ফিল্ডসম্যানদের পক্ষে ভয়ের কারণ। পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট খেলা নিয়ে বাজ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ১০টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। অবশ্য রিজের দেশে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইনি বেশী টেস্ট খেলেন নি। গতবার একটি এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে একটি খেলার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একে অস্ট্রেলিয়া দলে স্থান দেওয়া হয়েছিল। বিদেশে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইনি খেলেছেন তিনটি টেস্ট, ভারতের বিরুদ্ধে



উদীরমান বাটসম্যান পিটার বাজ

তিনটি তার দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি করে টেস্ট। গত বছর অস্ট্রেলিয়ার আশ্র: রাজ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতার শ্যাটং আভ্যারেজ বাজের স্থান ছিল চতুর্থ। ১০টি ইনিংস সর্বোচ্চ ১৭১ রান সম্মত বাজ করেছিলেন ৭১৯ রান। ১৯৫৭-৫৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ৫৪-৪৫ রানের আভ্যারেজ বাজের মোট ৫৯৯ রান লাভের বিষয় উল্লেখযোগ্য। ফিল্ডসম্যান হিসাবেও পিটার বাজের বেশ খ্যাতি আছে। যারের চটক দখলচোখের আনন্দদায়ক।



দেশী সংবাদ

১১ই নবেম্বর—ভারত-চীনের সীমারেখা ম্যামেইন লাইনের দুই দিকে ২০ কিলোমিটার (প্রায় ১২ মাইল) দূরে নিজ নিজ দেশের সৈন্যদল সরাইয়া। লওয়ার জন্য চীন ভারতের নিকট প্রস্তাব করিয়াছে বলিয়া নিউ চ্যাম্বা এক্সপ্রেসের এক সংবাদে আজ জানানো হয়।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার পাইল নির্মাণ সম্পর্কে গুরুতর ত্রুটি বিচারিত খবর প্রকাশিত হইবার পর কেন্দ্রীয় সরকার এক তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। ঐ কমিটির রিপোর্টের ফলে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নির্মাণকার্যে নিম্নোক্ত বিদেশী কোম্পানীর অন্যতম প্রধান ইঞ্জিনিয়ারকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

১০ই নবেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ আগ্রায় বলেন যে, ভারতীয় এলাকার যে বৃহৎ অংশ চীন দ্বারা করিয়াছে ভারত তাহা মানিয়া লইতে পারে না। তিনি বলেন, “আমরা চীনের আশ্রয়ের বৃক্কের উপর পা রাখিয়া দাঁড়ীতে দিব না।”

কুবক নামে এক নতুন ধরনের বিমান নির্মাণের ফলে হিন্দুস্থান বিমান নির্মাণ কারখানায় বিমান নির্মাণ এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছাইল।

১১ই নবেম্বর—মহানগরী কলিকাতায় মানুষের প্রাণ লইয়া কি রকম উদ্ভট ছিন্দিমিনি খেলা চলিতেছে—তার প্রমাণ পাওয়া গেল অদ্যকার দুইটি ঘটনায়। অসুস্থ দু'পুত্রের নিকট চিত্তব্রজন এডেনউইল একটি কনবলুস খায়ে কোন অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে এক মাদ্রাজী রক্তোত্তার মালিক প্রাণ হারান। রাতিকালে ডাফ স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থলে লোমা মারিয়া আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক ডাঃ বার এন চৌধুরীর প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়।

১২ই নবেম্বর—ওয়ার্কবিহীন মহলের সংবাদ প্রকাশ যে, চীন-ভারত বিরোধ সীমারেখা সম্পর্কে আলোচনা সূচনা করার জন্য শ্রী চু এন লাই সীমন্তে বাহিনী অপসারণের যে প্রস্তাব করিয়াছেন ভারত সরকার সম্ভবত তাহা অগ্রাহ্য করিবেন।

বিষয় স্বাস্থ্য সংস্থা মিশনের পক্ষ হইতে বৃহত্তর কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জল সরবরাহ, আবজ্ঞান পরিষ্কার ও জল নিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণাদি বাদস্বা। গবেষণা ব্যাপার এক শত কোটি টাকার এক পরিকল্পনা পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে।

১৩ই নবেম্বর—কেন্দ্রীয় সহকারী জজ-মহলী শ্রী বি আর ভগ্নে আজ তেজপুর্নে বলেন যে, সরকারের কর নিষেধণ নীতি সম্পর্কে ন্যায়সঙ্গত এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা-মন্ত্রীর সালোচনা সূচিন্দিত করাই উত্তর উদ্দেশ্য। অদ্য ডিলাই ইস্পাত কারখানায় রুমিং মিল-

গুলির কাজ আরম্ভ হইয়াছে। রুমিং মিল-গুলি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিলাই ইস্পাত কারখানার তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্যায়ের কাজ আরম্ভ হইল।

১৪ই নবেম্বর—কর্তৃপক্ষ মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদ জানা গিয়াছে যে, অসুস্থ ১০টি হট পিৎ-এর নিকটে চীনা সৈন্যদল একদল ভারতীয় সীমন্তে পুলিশের নিকট পুলিশ অফিসার জাকরম সিং সহ ৪ জনক বন্দী ভারতীয় পুলিশ এবং নয়জন নিহত পুলিশের মৃতদেহ প্রত্যর্পণ করিয়াছে।

বম্মেন্ট পার্টি আজ মৌর্যে ম্যাকমহন লাইনকেই কাগজের উত্তর-পূর্ব সীমারেখা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পশ্চিম সীমন্তে সম্পর্কে ও পার্টি নেতৃবৃন্দ সরকারের নীতি সমর্থন করিয়া বলিয়াছে, এক্ষেত্রে চিত্ত-চরিত সীমারেখাই মানিয়া লওয়া উচিত।

১৫ই নবেম্বর—অসুস্থ কলিকাতায় মনোমোহন পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য শ্রীহরমকুমার বসু যোগ্য করেন যে, অগোপন ফরওয়ার্ড ব্লক ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত একযোগে আর কোন আন্দোলনে যোগ দিবে না।

আসামের উত্তরাংশে ম্যাকমহন লাইন বরাবর চীন কর্তৃপক্ষের হস্তগত হলে তাহাকে অভিসন্ধি সম্পর্কে বহুপুর্ন উপত্যকা বরাবর সমগ্র আসামের জনগণের মধ্যে শঙ্কা ও সন্দেহ বোঝা দিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৯ই নবেম্বর—উত্তর জাপানের নিগাতাকান অঞ্চলের ৮২ বৎসর বয়স্ক চার্লী ম্যামমুরির দাঁত ও মাথার চুল উভয়ই দুই বৎসর পূর্বে পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন তার ১২টি নতুন দাঁত গজাইয়াছে এবং মাথায় নতুন চুলের আবির্ভাব দেখা গাইতেছে। কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া উহা ঘটি নাই। নিত্যমাত্র খাদ্যাদিক ভাঙেই ইহা ঘটিয়াছে।

বিশিষ্ট মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী উল্টর উইলিয়াম মিন্টন একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদ জীবনের ব্যাপক অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন। মঙ্গলগ্রহের বৃষ্-

কাতা পৃথিবীর বৃষ্কাতা হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র এবং সম্ভবত উন্নত ধরনের।

১০ই নবেম্বর—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান ‘তাস’ জানাইতেছেন, সোভিয়েট বিজ্ঞান আকাদেমীর কৃষ্ণাগরীর গবেষণা পরিষদ ভূমধ্য-সাগরের সর্বাধিক গভীরতা ১৫৭৫০ ফুট বলিয়া স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন।

পশ্চিম তিস্তের বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার খলিগা মঠের প্রধান লামাকে গ্রেপ্তার করিয়া গড়গুনসায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মঠের অন্যান্য লামা-গণ পলাইয়া ভারতে উপনীত হইয়াছেন।

১১ই নবেম্বর—ওমরামান বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, একদল সামরিক অফিসার সুলান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। বেতারে আরও প্রকাশ, একটি পদাতিক বাহিনীর শিক্ষাগালয়ের ছাত্রদের সহায়তায় বিদ্রোহ ঘটাঁইবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অন্যান্য সেনারা তাহা কঠোর হস্তে রমন করে।

১২ই নবেম্বর—সোভিয়েট সরকারী সংবাদ প্রতিষ্ঠান ‘তাস’ জানাইতেছেন যে, আগামী ২২শে ডিসেম্বর হইতে সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমাতাফুমা পাঞ্চী-মোটে বলেন যে, জাপানের কোন এলাকার উপর যদি সশস্ত্র আক্রমণ ঘটি, তবে প্রত্যাহিত জাপানি নতুন নিষ্পত্তা চুক্তি অনুযায়ী তাহা প্রতিবেদন জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাক্ষাৎকারে আগাইয়া আসিবে।

১৩ই নবেম্বর—মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জীভ্রিটিড্যান হাটার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র স্বভাবতই রমন করে যে, চীনের সহিত সীমন্তে বিরোধ ভারতের দাবি সম্পর্কে নৈদ।

ভারত আজ তথাকথিত আসান কার্শ্মীর সরকার কৃত্ব জন্ম ও কার্শ্মীর রাজ্যের পাকিস্তান অধিকৃত এলাকার কতকগুলি সম্পত্তি নিজামে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত করার সংবাদের প্রতি চোড়পুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

১৪ই নবেম্বর—ভারত ২০ কোটি ৮৮ লক্ষ ডলারের উন্নত কৃষি পণ্য বিক্রয়ের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতে প্রধানত আটা ও গম বিক্রয় করিবে।

১৫ই নবেম্বর—মরক্কোর স্বাস্থ্য দপ্তর ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিমানের তৈল ঘাঁড়িত রোগের হেঁদে বাহ্যিক করার ফলে প্রায় দশ হাজার মরক্কোবাসী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। অসুস্থদের মধ্যে ছয় হাজারের অধিক লোক পয়ের আর্থিক পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

প্রাপ্ত বয়স—৪০ নয়। পয়সা : কলিকাতা : বার্ষিক—২০, বা-মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মহাপ্রদ : (সভাক) বার্ষিক—২২, বা-মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়। পয়সা।
মন্ত্রকর ও প্রকাশক : শ্রীরামদাস চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস ও সুভাষকন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
ফোনফোন : ২০—২২৮৩। স্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

হাতের কাছে ক্যাপস্টান

মজুত
রাখুন



উইলস-এর

ক্যাপস্টান-এর

ছেলনা নেই

দেবতার কাছাকাছি...

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাকাটা ঠিক কাছে প্রায়
ধর্মের সামিল। পূজার্কনায় বাবার আগে
গোদরোজ স্যান্ডেল দিয়ে স্নান করা ঠিক
নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম। গোদরোজ স্যান্ডেল
ছাড়া অন্য কোন সাবানেই উনি
ব্যবহার করেন না, কেননা ওটা নিশ্চিত-
ভাবে জাতব চর্কি থেকে মুক্ত।

কৌমল্যকারক ভেজিটেবল অয়েলের সাবানে
বিশুদ্ধ মহীশূর স্যান্ডেলড অয়েল যুক্ত হয়ে
গোদরোজ স্যান্ডেল সাবানকে একটা স্বতন্ত্র
বৈশিষ্ট্য এনে দেয়। ভেজিটেবল অয়েল
টরলেট সাবানের প্রস্তুতকারকদের অগ্রগামী
কর্তৃক তৈরী এই সাবানে চটপট প্রচুর
ফেনা হয় বা শীতল ও শিথ করে এবং এর
খাঁটি চন্দনের গন্ধটি অনেককণ থাকে...

গোদরোজ স্যান্ডেল আপনাকে থাকের পুরো
মূল্য দেয়।



সাবানের
জগতে
সেরা
নাম।





বর্ষ] শনিবার, ২৭ কার্তিক, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

DESH

Saturday, 14th November, 1959

মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা]





কোল্ড ক্রীম অন্ড বোজেজ

গোলাপগন্ধ প্রসাধন প্রলেপ

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা
বোম্বাই
কানপুর

লাল-ইমলি উলের পোশাকে ফ্যাশানছরত দেখাবে
—আরাম পাবেন



বাড়ীর সবর জন্তে তুলোর মত কোমল ও মোলায়েম লাল-ইমলি উলের পোশাক বুনুন।
বিশেষ থেকে উল হতো আনিরে বিশেষ ধরনে তৈরী লাল-ইমলি উলের স্বপ্ন ও নরম পোশাক সব্বার পছন্দ হবে।
তার চেয়েও বড় কথা, লাল-ইমলি উলের আশ্চর্য হৃদয় হৃদয় রঙের কথা ক্যানন ছরত মহলে এখন সব্বার মুখে মুখে। নানান ধরনের উল পাবেন—মিহি 'কডিটেন্স' উল ৩-মাই আর 'লেডী লেন্সলী' ও 'তক্ষীলা' উল ৪-মাই।

লাল-ইমলি
উল

'কডিটেন্স'
৩-মাই



'লেডী লেন্সলী' ও
'তক্ষীলা' ৪-মাই

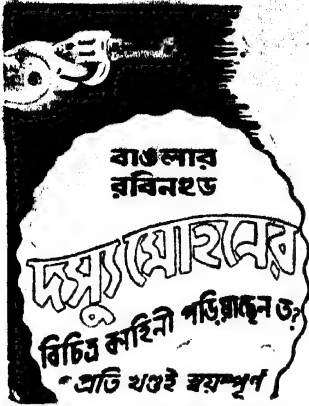


রেডিমেন্ট উলের পোশাক

বুনবার সময় পান না ?
কিন্তু হাল-ক্যাননের চমৎকার উলের পোশাক পরতে হয়তো আপনি ভালবাসেন।
লাল-ইমলি উলের হরেক রকম রেডিমেন্ট পোশাক পাওয়া যায়—পছন্দ মতো বেছে নিন।



দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন লিমিটেড
কানপুর উলেন মিলস শাখা—কানপুর, ইউ, পি



(১) মোহন (২) কারাগারে মোহন (৩) মোহন ও রমা (৪) রমার বিয়ে (৫) আবার মোহন (৬) রমাহারা মোহন (৭) নাগরিক মোহন (৮) মোহনের জার্মানী অভিযান (৯) মোহনের অজ্ঞাতবাস (১০) ব্যবসায়ী মোহন (১১) নারীদ্রাড়া মোহন (১২) স্বপ্ন-সীমাহন্ত মোহন (১৩) মনোশ্য মোহন (১৪) মোহনের তর্কিনাদ (১৫) মোহন ও জল্পাদ (১৬) দস্যু মোহন (১৭) মোহন ও স্বপন (১৮) মোহনহস্ত দমনে স্বপন (১৯) স্বপনের সীমাহন্ত সংঘর্ষ (২০) গেম্ভোপো হাফে মোহন প্রভৃতি ২০৪ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি খণ্ড ২।

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কয়েকখানি বিখ্যাত রহস্যোপন্যাস। প্রত্যেকটি ২।

চীনের নব-নায়ক
তুলের হীরার তুল
মুণ্ডার দাওয়াই
অদৃশ্য সংগ্রাম
সাংঘাতিক উইল
আর্মেনিয়ার মর্শ্ব ও
ভীষণ বিভীষিকা
নরপশু ও নাতালী
শ্রীবিমলপ্রতিভা দেবীর উপন্যাস

নতুনাদনের আলে

ব্রিটিশ রাজত্বের আদেশ প্রত্যাহত! ৩।
মহাশয়ী ষাটাকার শচীন্দ্র সেনগুপ্তের
মরণ-মহল (রহস্যোপন্যাস) ২।
বাঙলার সেরে-আশালতা ২।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সমগ্র

মরণের পরে

মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়, কেমন থাকে, তার চিত্তবৃত্তির কোন পরিবর্তন হয় কি না...গ্রন্থকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত এই সব বিবরণ পড়লেই জানতে পারবেন। পড়ুন—মিনার্ভা থিয়েটারে স্বর্গীয় গিরিশ-চন্দ্র ও দেবকান্ত বাগচীর সম্মুখে রহস্যময়তা...মহারাজা নন্দকুমারের পোত্র কর্তৃক সঙ্গীতে অপূর্ব সুর-সংযোজন, নিশীথ রাতে স্বর্গীয় বাল্ফোরচন্দ্রের সুন্দরী তরুণী জ্যামার্তি পরিবার দ্বারা চেন্টা, মহাবীর লিজয়কুমার সমক্ষে মনোরঞ্জন গৃহের অপূর্ব অভিজ্ঞতা। মূল্য ২-২৫।

ওপারের আলে

পরলোক সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার বর্ণনা তো আছেই, তন্মত, ব্রাহ্মধর্মের বিশিষ্ট প্রচারক ও মিডিয়ান কর্তৃক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সংঘটিত বহু রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণ পড়ুন। ২-২৫

অঘটন যা দেখেছি

লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। এই সব অলৌকিক কাহিনী পড়তে পড়তে আপনি বিস্ময়ে অভিভূত হবেন। মূল্য ২।

শরৎচন্দ্রের জীবন উপন্যাস

শরৎচন্দ্রের জীবন ছড়িয়ে রয়েছে তারই স্মৃতি চিত্রগুলির মধ্যে। কোন চিত্র কখন কি করে শরৎচন্দ্রের জীবনে এসে দেখা দিয়েছিল, তা জানতে পারবেন এই গ্রন্থে। ৫।

বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন গ্রন্থ

শ্রীকান্ত, অত্যা, কমল, অত্যা, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি চরিত্রগুলির মূল কোথায়? সর্বোপরি বহু বিজ্ঞানসিদ্ধ প্রমাণ—রাজলক্ষ্মী, পিয়াসী বাইজ কি তাঁর জীবনের মঙ্গলধার? সব প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন এই গ্রন্থে। ২।

সুভাষ-স্মৃতি ২।

বিশ্ব-গঙ্গিকা গ্রন্থমালা

[বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প-সংগ্রহ]

ফরাসী শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ২।
জার্মানীর শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১।০০
ইংরাজী শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১।০০
ইটালীয় শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১।০০
আমেরিকার শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১।০০
রুশ-যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১।০০
রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প, ১।০০
বালজাকের শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১।০০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নবতম

ওপার থেকে আসেন

জড়জগতে এসে আঁয়কদের বিচিত্র সব কার্যকলাপ—দেশী, বিদেশী দৃষ্টান্ত দ্বারা অজ্ঞাত জগতের বহু তথ্য উন্মোচিত। ২।০

মৃত্যুহীন-প্রাণ

দেহাবসানেই যে মানুষের সব শেষ হয় না, তার পরেও যে জড়-জগতের সঙ্গে যোগাযোগ কত অদ্ভুত উপায়ে হয়ে থাকে, তার বহু বিচিত্র আখ্যান পড়ুন। ২-২৫

ভূতে পাওয়ার কাহিনী

দেশী প্রধায় তত্ত্ব-মন্ত দ্বারা ভূত তাড়ানার অদ্ভুত সব কাহিনী ছাড়াও বিলাতে বিজ্ঞানীরা তাদের তাড়ানার বৈধতাবস্থা কতখানি সার্থক করেছে তারও বহু বিচিত্র কাহিনী পড়ুন। মূল্য ২।০

পরলোকের বিচিত্র কাহিনী

পরলোকের গল্প

গল্পগুলি সত্য বলেও রোমাঞ্চকর ও অপূর্ব রহস্যময়। গ্রন্থকার বাঙলার বহু বিখ্যাত লোকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা পড়ুন। প্রতিটি ২।০

শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য

শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক সাহিত্য-সাধনা হতে আরম্ভ করে শরৎচন্দ্রের রহস্যময় জীবনের বহু অপ্রকাশিত তথ্য উন্মোচিত। ২।০

রবীন্দ্র-স্মৃতি ৩।০

শেষ পর্য্যন্ত ৩।

শ্রী-ভাগ্যে ২। কাঁচা ও পাকা ৩।
মোপাসার এ লেডিজ ম্যান ৩।
বাবলা ২।০ ভাঙন ২।০০ সহসা ২।০০
প্রোত বহে যায় ৫।
বাগুতা ৩। দূর্জয়ময়ী ১।০০
সোনার কাঁচি ২। আলো-ছায়া ২।
সেখ কজলী ২। কালরাত্রি ১।০০
কাশী ভাঙার ১।০০ বহু-বিশ্বব ১।০০

শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

রূপলোকের নরনারী ২।

ছায়ালোলোকের শ্রীমতীরা

১ম পর্ব ১।০০ ২য় পর্ব ১।০০

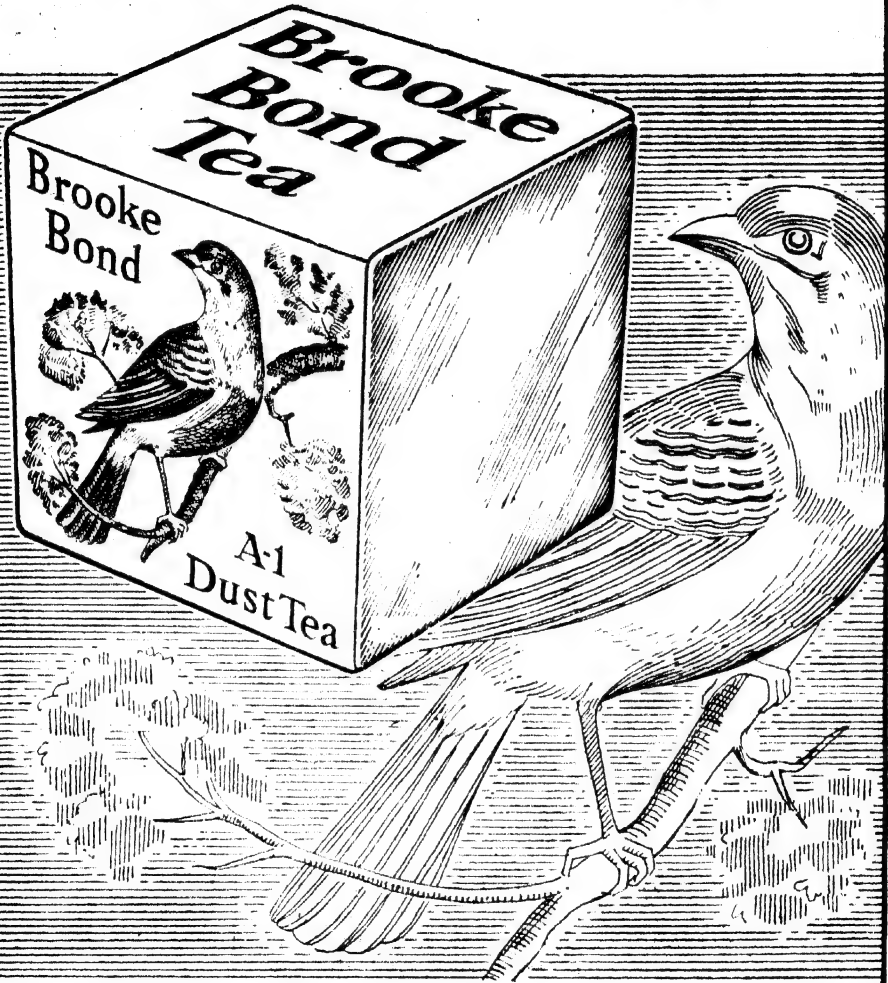
সিনেমা ও থিয়েটারের তারকাবাদের চৈতন্যময় কাহিনী। বহু চিত্র পরিমোচিত।

সাধারণ পাঠকেরা অন্যান্য দশ টাকার বই ডি, পি-তে নিজে ডাক-বায় লাগবে না।

শাশুর পাবালাশং হাউস

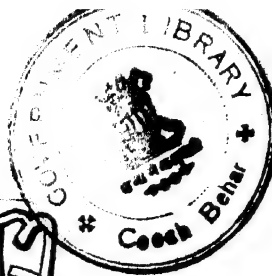
২২/১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ব্রুক বন্ড চা



বাজারের সেরা

মুদ্রাপত্র



সরনী



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
নেহরুর জন্মদিন	...	৮৯
প্রসঙ্গত	...	৯০
বৈদেশিকী	...	৯১
গানের আসর—শার্ঙ্গদেব	...	৯৩
বিশ্ববিচিত্রা	...	৯৫
নিজে হারায়ে খুঁজি—শ্রীঅহিন্দ্র চৌধুরী	...	৯৭
তিন দিন তিন রাত্রি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	১০০

আসোসিয়েটেড প্রিন্টিং

৭ই কার্তিকের বই
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
নতুন উপন্যাস
রিক্‌শার গান ও
"শ্রীখেলোয়াড়"-এর
ক্রিকেটের রাজকুমার ২:৫০
জগৎবিখ্যাত ও ভারতের অপ্রতি-
দ্বন্দ্বী ক্রিকেটার রণজিত ক্রিকেট
জীবনের এবং রোমাঞ্চকর পারি-
বারিক জীবনের কাহিনী।
উপন্যাসের ন্যায় মনোরম।

ভারত সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

প্রমোদ্র মিত্রের

ঘ না দা র গ ল্প (৩য় সংস্করণ) ৩,

ঘনাদার আরো কয়েকটি কীর্তি-কাহিনী নিয়ে পরবর্তী খণ্ড প্রকাশিত হল

অ দ্বি তি য ঘ না দা ২:৭৫

লীলা পুরস্কারপ্রাপ্ত

লীলা মজুমদারের হলদে পাখীর গালক (ছোটদের উপন্যাস) ২,

সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁহার আর একখানি ছোটদের উপন্যাস

গুণির গুপ্ত খাতা ৬,

এবারের পঞ্চম প্রকাশিত ছোটদের আরো পাঁচটি বই

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চাইবুড়োর পাখি ৩, জয়ন্ত চৌধুরীর হাওয়া বদল ৩,
শিবরাম চক্রবর্তীর চুলচেরা শোধবোধ ২, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দা, ভূত ও মানুষ ২,
হাসির হাস্যরস সংকলন — শব্দ, হাসির গল্প ৫,

বীহাররঞ্জন গগৈর সবুহৎ উপন্যাস হাস্যগাতাল ৩য় অঙ্গণ ৬,

(এই উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে)

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান ভূমি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রাম : কালভাত ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন : ৩৪-২৬৪২

সেকেন্দ্রে

স্বাস্থ্য নিয়ে

ভালভাবে জীবনযাপনের সুযোগ

নষ্ট করবেন না ?



সেকেন্দ্রে ধারণা ও অভ্যাসের মানুষের পক্ষে ভালভাবে জীবন উপভোগ করবার এবং আধুনিক জগতের সুযোগ সুবিধে স্বাস্থ্যহারের পথে সত্যিই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো কোনো লোককে বলতে শুনা যায়, “আমি কখনো বনস্পতি ব্যবহার করি না। শুনেছি, স্বাস্থ্যের পক্ষে জিনিসটা ভাল নয়।” এ হল একেবারেই সেকেন্দ্রে সংস্কার ... কারণ ব্রেহজাতীয় পদার্থ যে স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, বিজ্ঞান তা প্রমাণ করেছে। উপরন্তু, বনস্পতি যে সবচেয়ে পুষ্টিকর ও উপকারী ব্রেহপদার্থের মধ্যে অত্যন্তম বিজ্ঞান তাও প্রমাণ করেছে।

অত্যাৱশ্যক ভিটামিনে সমৃদ্ধ

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখবার জন্তে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্ততঃ পক্ষে দু’ আউন্স করে ব্রেহপদার্থ খাওয়া দরকার। ব্রেহপদার্থ আমাদের অস্থি খালি হজম করতে ও তার উপকারিতা পেতে সাহায্য করে। তাছাড়া, রোগ ও অসুস্থতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং আমাদের স্বস্থ ও সবল থাকতেও সাহায্য করে।

বনস্পতি বিশুদ্ধ উদ্ভিদ ব্রেহ—চিনাবাদামের ও তিলের তেল পরিশোধন করে বিশেষ প্রণালীতে তৈরী। এর ভেতরে ব্রেহপদার্থের সব গুণ ঘনীভূত হয়ে আছে বলে বনস্পতি শুধু যে দামে হস্ত ও অল্পেতেই অনেক কাজ দেয় তা নয় ... আরো। স্বাস্থ্যপ্রদ করবার জন্তে একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় ভিটামিনও এতে যেমনো হয়। বনস্পতির প্রতিটি আউন্স এ-ভিটামিনের ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিটে সমৃদ্ধ—যা চোখের ও ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষায়, শরীরের ক্ষয়পূরণে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে অত্যাৱশ্যক।

ভাল খাদ্য আপনাকে ভাল স্বাস্থ্য উপভোগ করতে ও ভালভাবে জীবন যাপন করতে সাহায্য করে ... এবং শিশু, পুষ্টিকর ও দামের দিক থেকে হস্তম বনস্পতির কল্যাণে ভাল খাদ্য খাওয়া সহজ হয়েছে। আপনার কি বনস্পতি ব্যবহার করতে হুক করা উচিত নয় ?

বনস্পতি

— বাড়ীর গিল্লীর বন্ধু

মুদ্রা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
এশিয়ার ধর্মজীবনের আদিম রূপ—		
ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় ...	১০৮	
সালকটংকটা—শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ...	১১০	
প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ...	১২০	
বাংলার ধাতু শিল্পকলা—শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত ...	১২৯	
সবুজ পাতার ডাক—শ্রীহারীতরুণ দেব ...	১৩৩	
পিরিয়ার আখর তিন—শ্রীসমীর মুখোপাধ্যায় ...	১৩৯	
ফারিয়াদ (কবিতা)—শ্রীহৃদমতী ভট্টাচার্য ...	১৪২	
রাত্রি (কবিতা)—শ্রীকবিতা সিংহ ...	১৪২	

নতুন বই!

নতুন বই!

নতুন বই!

গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের

রা ত্রি ব ব য় স

চোখে দেখা মানুষ, খুব চেনা মানুষ, কিন্তু সেই সব নারী ও পুরুষের মনের গভীরে ভুবু দিয়ে দেখলে টের পাওয়া যায়—এরা চেনা হয়েও অচেনা, জানা হয়েও অজানা। এই কথাই রাত্রির বয়সের বিচিত্র-চরিত্রদের মধ্যে মূর্ত! ৩ সাড়ে তিন টাকা •

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাগার প্রচার

• দুই টাকা •

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

● বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

সুশীল ঘোষের

● গ্রহ-সারথি

গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের

● আকাশ-নন্দিনী

● গ্র্যান্ড হোটেল

রমেশচন্দ্র সেনের

বিঃ সঃ

বিঃ সঃ

‘শতাব্দীর লেখকের অধুনাতম উপন্যাস। প্রেমের স্বপ্ন ভেঙেচুরে কীভাবে খান খান হয়ে যায় তার বাস্তব উপলব্ধিই হল—নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ।

• আড়াই টাকা •

গ্রন্থ-ভবন : ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা ৫

॥ ন্যাশনালের প্রকাশিত বই ॥

উপন্যাস

অমরেন্দ্র ঘোষের

চরকাশেম

যুগ্মচিত্র পন্থার পটভূমিকার সঙ্গীত-জটিল জীবনের অনবদ্য রূপায়ন। ১০৫

ননী ভৌমিকের

চৈত্র দিন

বাস্তব জীবন ও ঘটনার পটভূমিকার দশটি ছোট গল্পের সংকলন ॥ ৫.০০

অরুণ চৌধুরীর

সীমানা

শুষ্ককণ্ঠের জনজীবনের ওপর পাঁচটি গল্পের সংকলন ॥ ১০.৫৫

গোলাম কুন্দুসের

একসঙ্গে

প্রথম জীবনের অনবদ্য রিপোর্টার

২.০০

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ক’টি কবিতা ও একলব্য

সংগ্ৰহিকায় কবিতার সংকলন। ২.০০

গীতা মুখোপাধ্যায়

আমার দেখা চীনের গণ কমিউন

প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে চীনের গণ কমিউন। ০.৬৫

অনুবাদ সাহিত্য

৭. এন. কাবানডের

মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ

শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্তির (Anatomy and Physiology) জটিল তথ্য সহজ অথচ বিশদ আলোচনা। ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিসিনের এনাটমি-বিভাগের বিভাগ-প্রধান ডাঃ হারিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ভূমিকা লিখিত। ৭.০০

সাহিত্য ও শিল্প প্রসঙ্গে

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন

সাহিত্য ও শিল্পকলার ওপর মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিনের বিভিন্ন লেখার সংকলন ॥ ০.০০

মাও-সে-তুঙের

শিল্প ও সাহিত্যের সমস্যা ০.৫০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
শাখা : ১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

দেশ

মা সবসময়

হামাম

কেনে



নরম, মসৃণ ফেণা...

নূতন কোমলকারক পদার্থ আছে বলে।

ত্বক পরিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে
স্নিগ্ধও করে...

হামাম মাখতে এত চমৎকার এবং সুগন্ধি!

কিছুতেই যেন আর ক্ষয় হতে চায় না...

এত অল্পই খরচ হয়!

হামাম

যেথেকে তাজা বোধ করুন এবং
তাজা গন্ধে ভরে উঠুন



TM-1

বাড়ীর সবাই হামাম পছন্দ করে টাটা উৎপাদিত—ডাইনিং রুম—ডাল

মুদ্রা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আহবান (কবিতা)—শ্রীমঞ্জুলিকা দাশ	...	১৪২
চিত্র প্রদর্শনী	...	১৪৩
ট্রামেবাসে	...	১৪৪
পুস্তক পরিচয়	...	১৪৫
রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর	...	১৪৬
খেলার মাঠে—একলব্য	...	১৫৭
সাম্প্রতিক সংবাদ	...	১৬০

প্রচ্ছদ : রামকৃষ্ণকর

আজ বের হল

কাঁব তরু দত্ত ২.০০

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
বাংলা ভাষায় কবি জীবনের একমাত্র আলোচনা

উত্তম প্রকল্পচক্র ঘোষের দুর্ভাগ্য প্রমর্গীয় প্রমর্গ-প্রম		মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস :	
West Today	7.00	কন্যাপাঠ	৩.৫০
আজকের পশ্চিম	৪.৫০	লীলা মজুমদারের	
সোমোহনাথ ঠাকুরের		মণিমালা	২.৫০
শরৎচন্দ্র দেশ ও সমাজ	২.০০	অতীন্দ্রনাথ বসুর	
অমলান দত্তের		বি কেলাস	৩.০০
For Democracy	1.50	সুনীল সরকারের	
নীলরতন সেনের		কক্ষপথ	২.৭৫
বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ	৩.৫০	নীলকণ্ঠ	
রঞ্জিতা কুন্ডুর		তারা তিনজন	২.০০
মঞ্জুরী (কবিতা)	২.০০	ইন্দ্রভূষণ দাসের	
মুজিব বাণীশ তত্ত্বানুসন্ধানীর যশমজার লেখা প্রামাণ্য যুক্ত- রাস্তার ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য অনুবাদ		কলংকলেখা	৩.০০
যদুনাথের ইতিহাস	১০.০০	অমলপূর্ণা গোস্বামীর	
		ভূমি শূন্য ছবি (গল্পগ্রন্থ)	৩.৫০
		জীবনানন্দ ভট্টাচার্যের	
		কলাপানি	২.০০

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

ফোন : ৩৪২-৩৪৬ ॥ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-১২

নূতন প্রকাশিত হইল

রম্যাণি বীক্ষা

সৌরাষ্ট্র পর্ব : মূল্য ৬.০০

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী আজ বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার রম্যাণি বীক্ষার নূতন পরিচয়ও নিত্যস্তুত অধ্যাত্তর। এই বিরাট দেশের বিপুল ঐশ্বর্যকে তিনি রম্যাণি বীক্ষার পর্বে পর্বে রূপ দিয়ে যাচ্ছেন। এ পর্বস্তুত তিন পর্ব প্রকাশিত হয়েছে — দাঁকণ-ভারত পর্ব, কালিন্দী পর্ব ও রাজস্থান পর্ব। এবারে সৌরাষ্ট্র পর্ব প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থ সৌরাষ্ট্রের শব্দক প্রমণ-বৃত্তান্ত নয়। গ্রন্থের সঙ্গে উপন্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত ইদা রসোত্তীর্ণ শিল্পকর্মের অপূর্ব নিদর্শন। বাংলা সাহিত্য সমুদ্রের হইল। আলোকচিত্রসম্বলিত মূল্যবান বই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে

বাস্তবতার নবজাগরণ

মূল্য : ৭.০০

ডঃ সূর্যশীলকুমার গদ্য

এম এমসি, এম এ, ডি ফিল.

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতিতে যে নব-জাগরণ দেখা দেয় তার সুপারণ কবি-সমালোচক প্রাণকারের লেখনীনিপুণ্যে সত্যের রসোত্তীর্ণ মনোলেখ্য হইতে উঠেছে।

কাশ্মীর পরিভ্রম

মূল্য ২.০০

শ্রীমলিনীকিশোর গদ্য

দৌলতাবাদ লীলা-নিকেনন কাশ্মীর। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও ইহার অতীত ও বর্তমান জানিতে হইলে এই গ্রন্থ অপরিহার্য।

এ. মদ্যাজী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বাঁকম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে
বিশ্বনাথ ঘোষের

“ক্লিন্ন ধরিত্রী”

বলনাচের আসরে বালিগঞ্জের মিলিওয়েনার কন্যা অরুণমতীর গোপালী আকাশে এলো নবীন ইঞ্জিনিয়ার ইন্দ্রজিত। প্রথম দেখায় দুজনে দুজনের রক্তে ঢেউ তুলল। আদিম উদগ্র কামনা আর বক্তমাংসের চিরন্তন বৃদ্ধি। তারপর? পিছনে অশ্ব-করাছন্ন রোদান্ত পিঙ্কল ইতিবৃত্ত, সেখানে মানবতার গোপন অশ্রু ব্যর্থতার ফসল ফলয়। ভাগ্যনের বিষয় অশ্বকারে জীবন প্রতিষ্ঠার দুজয় স্বপ্ন নিয়ে এলো অভিনেত্রী স্মৃতিতা সেন। তারপর? মিছিল নগরীর বিষাক্ত জনতার পট-ভূমিকায় অত্যাশ্চর্য অগ্নিগর্ভ আর দুঃসাহসিক পথ-নির্দেশের সৈ এক বৃন্দাধিবাস বেপরোয়া কাহিনী।

শ্রীরাণী বৃক হাউস

১৩নং সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন।

কুসুমের মাস

সন্তোষকুমার ঘোষ

জীবনে শব্দ আনন্দ নেই। শব্দ যন্ত্রণাও নেই। কুসুমে যেমন বর্ণগন্ধের আনন্দই শব্দ থাকে না, কাঁটার যন্ত্রণাও থাকে। ‘কুসুমের মাস’ এ আনন্দ যন্ত্রণাময় সেই সার্থক জীবনেরই আশ্চর্য চিত্র আঁকা হয়েছে, আনন্দে যার পূর্ণতা, কিন্তু যন্ত্রণায় যার আগ্রহ। এ বইয়ের লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ। জীবনের নতুন মূল্যায়নের প্রয়াসে যার ক্রান্তি নেই। আশ্চর্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা। দাম ২.৫০ ॥

মেঘরাগ

মনোনুকুল

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সমরেশ বসু

নিজনি ছাউনি-হিলের অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আকর্ষণ করেনি কৌশিক ঘোষকে। তিনি এখানে এই জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন জনহীন শৈলনিবাসে এসেছিলেন, জীবনের প্রথম পলা-জয়ের প্লানি ভুলবার আশায়, কিন্তু এখানেও তাকে জড়িয়ে পড়তে হোল। শক্তিমান লেখকের সর্বাধুনিক এই ছোট উপন্যাসটি আপনার ভাল লাগবে। রুচিসংগত প্রচ্ছদ। দাম ২.৫০

হীরকের দ্যুতি যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তার অমলোতাকে সংশয়মুক্ত করে—লেখকের জীবন সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর প্রকাশ চাতুর্য তাঁর শিল্পী সত্তাকে মহিমাবিত্ত করে তুলে। সুন্দর প্রচ্ছদ। দাম ২.৫০

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকঃ—

ভোরের আলো—সুবোধ ঘোষ—২.০০; কুসুমের মাস—সুবোধ ঘোষ—২.৫০; শূন্য বরনারী—সুবোধ ঘোষ—৩.০০; নিতাসিন্দুর—সুবোধ ঘোষ—৩.০০; আকাশ ও ভূতিকা—সরোজকুমার রায়চৌধুরী—৩.৫০। সোনালি দিন—আশীষ বসু—২.০০। জোনাকির আলো—মিহির আচার্য—২.০০।

ক্রাসিক প্রেস : ৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ ১২

তারানাথকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রেমের গল্প

দাম : ৪.০০ টাকা

তিন শূন্য

দাম : ৩.৫০ টাকা

শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর

রবীন্দ্রমানসের

উৎস-সঙ্কলনে

দাম : ৩.৫০ টাকা

সন্তোষদ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত্র

৯ম সংস্করণ : ৫.০০ টাকা

ছেলেদের বিবেকানন্দ

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ১.২৫ টাকা

প্রকাশিত হ'ল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

প্রচ্ছদগট

দাম : ৩.৫০ টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

প্রেমের গল্প

দাম : ৪.০০ টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

রূপসী রাত্রি

দাম : ৫.০০ টাকা

সুবোধ ঘোষের

শতকিয়া

দাম : ৮.০০ টাকা

ভারত প্রেমকথা

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ৬.০০ টাকা

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের

চিৎনয় বঙ্গ

২য় সংস্করণ : ৪.০০ টাকা

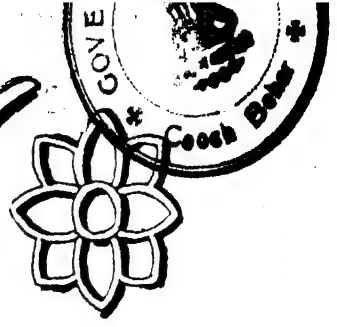
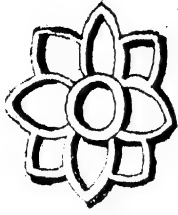
সরলাবালা সরকারের

গল্প-সংগ্রহ

দাম : ৫.০০ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯



DESH 40 Naya Paisa

Saturday 14th November, 1939.

২৭ ॥ সংখ্যা ২ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৭শে কার্তিক, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

যে-সব ব্যক্তি আমাদের জীবনের সহিত অষ্টপ্রহর জড়িত হইয়া আছেন, যাঁহাদের চিন্তা আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করিতেছে, যাঁহাদের নেতৃত্ব আমাদের পক্ষে চালিত করিতেছে, অতীত নৈকট্যবশত তাঁহাদের আমরা একরকম জানি না বলিলেই চলে। জানার জন্য যে ব্যবধান অত্যাৱশ্যক, এখানে তাহারই একান্ত অভাব। তাই মাঝে মাঝে কোন একটা উপলক্ষে তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবধানের সৃষ্টি করিতে হয়, একটু দূরে, একটু উপরে রাখিয়া তাঁহাদের স্বরূপ দেখিবার চেষ্টা করিতে হয়। এমনভাবে দেখিতে পারিলে নিতাকার চেনা মানুষটির মধ্যে তাঁহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবার আশা থাকে। শ্রীচন্দ্রহরলাল নেহরুর জন্মদিনটিকে আমরা এই রকম একটি উপলক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারি।

নেহরুজী ত্রিশ বৎসরের উপর ভারত-বাসীর জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বাধীনপ্রাণের কালেও তিনি নেতৃগণের অগ্রণী ছিলেন, আর এখন বোধকরি তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যাঁহাকে দলনির্বিশেষে লোকে ভারতীয় নেতা মনে করিবেন। কংগ্রেস দল তাঁহার প্রত্যক্ষ আশ্রয় হইলেও ভারতীয় পটভূমিই তাঁহার যথার্থ আশ্রয়। নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার চিন্তা চেষ্টা বাক্য দ্বারা দেশের চিত্র নিরন্তর প্রভাবিত হইতেছে। দেশের মননচক্ষু তিনি সদাঙ্গত। কিন্তু এই দূরবাহ সৌভাগ্যের জন্য তাঁহাকে গুরুতর মূল্য দিতে হইতেছে। সেমাল্য এই যে, সত্যপ্রত্যক্ষ এই লোকটির স্বরূপ জনসাধারণের প্রায় অগোচর।

একটা বৃহৎ দেশের প্রধানমন্ত্রীর গণিত বহন করিতে গেলে মানুষকে

নেহরুর জন্মদিন

একসঙ্গে অনেক ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। রাজনীতিক, কূটনীতিক, স্টেটস-ম্যান, জনপরিচালক নেতা ও বাণী, সময়-বিশেষে আরও অনেক ভূমিকা। বলা বাহুল্য নেহরুজী এই সমস্ত ভূমিকাতেই অস্পর্বিষতর সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। তবু প্রশ্ন থাকিয়া যায়—নেহরুর স্বরূপ কি এইসব ভূমিকায় ধরা পড়িয়াছে, না, ইহাদের অতিক্রম করিয়া গৃহস্থিহিত অবস্থায় আছে তাঁহার আসল রূপটি।

আমাদের বিশ্বাস নেহরুজীর ব্যক্তিত্বের সত্যতম রূপ হইতেছে ভাবকতা ও আদর্শনিষ্ঠা। তিনি ভাবক ও আদর্শবাদী। সত্য বটে ভাবক ও আদর্শবাদীর পক্ষে প্রত্যক্ষ রাজনীতি চর্চা সব সময়ে সম্ভবপর হয় না, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে দূর্ব্ব চরিত্রবলে নেহরুজী ভাবকতা ও আদর্শবাদকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের নির্মিত নিয়োগ করিয়াছেন। আর এই বি-সমের যোগাযোগের ফলে ভারতের রাজনীতি কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অন্য দেশ যখন শান্তির কথা কথা বলে (কোন দেশ না বলে!) তখন খুব সম্ভব সে দেশ মনে মনে ভিন্ন বস্তু কামনা করে। কিন্তু নেহরুজী যখন শান্তির কথা বলেন তখন তিনি মনে মনে এক। এই কথাটা চীনদেশ কানিন্সা ফেলিয়াছে বলিয়াই ভারত সীমান্ত আক্রমণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। কিন্তু চীনদেশ তাঁহার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ জানিতে পারিলে এমন অবিস্ময়কারিতা করিত না। তাহার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল যে,

শান্তিকামী আদর্শবাদী পুরুষ যখন দেখে যে, শত্রুর তরবারির ছায়া আদর্শের উপর পড়িয়াছে, তখন সে যুদ্ধে নামিতে দ্বিধা বোধ করে না। এতাহাম লিঙ্কন যুদ্ধে নামিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। নেহরুর শান্তি কামনা যেমন সত্য, তাঁহার আদর্শনিষ্ঠাও তেমনি সত্য, আবার তেমনি সত্য তাঁহার কম্পনাশ্রবণ ভাবকতা। আজকার দিনে ভারত গুরুতর সংকটের সম্মুখীন, এমন সংকটের নজীর তাহার সম্মুখী ইতিহাসে বিরল। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এই যে, নেহরুজীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব এমন একটি বিচিত্র উপাদানে গঠিত—যাহাতে অন্যায়সে, নির্ভয়ে তিনি বিপদের সম্মুখীন হইতে পারিবেন। গতানুগতিক রাজনীতিক ও কূটনীতিক হইলে কি হইত বলা যায় না। চরিত্রের আধারে অনেক সময়ে এমন সব শক্তি থাকে, নিতাকার প্রয়োজনের পক্ষে বাহুল্য, কিন্তু হঠাৎ এমন সংকট আসে, তখন ওই শক্তিই রক্ষকরূপে আবির্ভূত হয়। শান্তিকামী আদর্শবাদীর পক্ষে আজ একটা সংকটক্ষণ—কিন্তু তাঁহার স্বরূপ জানিলে উদ্বেগের কারণ থাকে না। তাই জন্মদিন উপলক্ষে কিছু বিস্তারিতভাবে নেহরুর স্বরূপের ব্যাখ্যা করিলাম।

নেহরু দীর্ঘজীবী হইয়া দেশবাসীর সহায়তায় ভারতকে সংকট হইতে মুক্তির পথে দারিদ্র্য হইতে স্বাধীন পথে দীনতা হইতে আনন্দের পথে এবং পরানুকরণ হইতে আত্মোপলব্ধির পথে চালিত করুন।

জয় হিন্দু

বোম্বাইতে প্রজা-সোস্যালিস্ট দলের যে সম্মেলন হয়ে গেলে তাতে কংগ্রেস সম্পর্কে প্রজা-সোস্যালিস্ট দলের অভিমত অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। প্রজা-সোস্যালিস্ট দলের সভাপতি ব্রীজিশোক মেহতা অনেকদিন ধরেই কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার অনুরোধ করে আসছেন। কেরলে আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেস, প্রজা-সোস্যালিস্ট দল এবং মুসলীম লীগের মধ্যে নির্বাচনী মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রজা-সোস্যালিস্ট দলের সম্মেলনে 'সর্বসম্মতিক্রমে' প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, উভয় দলের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত 'নীতি-গত এবং সেই নীতি কার্যে পরিণত করা সম্পর্কে' মতভেদ থাকবে ততদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নই ওঠে না।

এই প্রস্তাবের উপর দুটি সংশোধনী উত্থিষ্ট। একটি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাসূচক। অপরটি মূল প্রস্তাব থেকে অসহযোগিতার অংশটি তুলে দেবার জন্যে। প্রথমটিতে ভোটের ফল ৩১৫-৪০৯, অন্যটিতে ৩০২-৪১৯। এর থেকে বোঝা যায়, সম্মেলনে কংগ্রেসের ঘোরতর বিরোধীর সংখ্যা ৩১৫, অঙ্গ বিরোধীর সংখ্যা ১০৪ এবং সহযোগিতাকামীরা সংখ্যা ৩০২।

যাঁরা সহযোগিতা চান না তাঁদের একাংশ কেন সহযোগিতা চান না—ব্রীজিশোক মেহতা বিশ্ববন্দীর বক্তৃতায় তার ইংগিত পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, প্রজা-সোস্যালিস্ট সহযোগিতা নিতে চাইলেও কোনো কংগ্রেসী তা গ্রহণ করতে সম্মত হবেন না!

চীন নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট দল মহা দৃষ্টান্ত পড়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে সব-রকম বড় অভিযোগ এই যে, তাঁদের আনুগত্য ভারতবর্ষের চেয়ে বৈদেশিক কমিউনিস্ট দেশগুলির কাছেই বেশি। এতদিন পর্যন্ত তাঁরা এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করে জানিয়ে আসছিলেন যে, বাইরের কোনো কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের কাছেই তাঁদের আনুগত্য নেই। একমাত্র ভারতবর্ষের কাছেই তাঁদের আনুগত্য। আজ চীনের ভারতীয় সীমান্ত আক্রমণের ফলে তাঁদের প্রতিবাদ যে কতখানি অসংসারশূন্য তা প্রমাণিত হয়েছে।

একদল কমিউনিস্ট নেতা অবশ্য বঝেছেন যে, এই সময় ভারতের অত্যন্ত সংগত দাবীর বিরুদ্ধে চীনকে সমর্থন করতে যাওয়া মারাত্মক ভুল হবে। তাঁরা ম্যাকমাহন লাইন স্বীকার করে নিয়েছেন এবং দলের স্বীকৃতিও আদায় করেছেন। কিন্তু লাডাক নিয়ে এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট অভিমত এড়িয়ে চলেছেন। তাঁদের এই

প্রদীপ্ত

স্বদেশজনক মনোভাবে শত্রু সরকারই নয়, দেশসাধারণও চিন্তিত হয়েছেন। চীনের সঙ্গে যদি যুদ্ধ বাধে—হয়তো বাধবে না শেষ পর্যন্ত তখন ভারতের ভিতর থেকে কমিউনিস্ট দল কি কর্মনীতি অবলম্বন করবেন?

পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট দলের সেই উগ্র-পন্থীদের মধ্যে যারা ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চীনের স্বার্থই সমর্থন করেন—শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে এঁদের সম্বন্ধে বিবরণ চেয়ে পাঠিয়েছেন। অবস্থা বিশেষে কমিউনিস্ট দলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রয়োজনও হতে পারে। ভুল নেতৃত্বের ফলে কমিউনিস্ট দল আজ সর্বনাশের পথে ছুটে চলেছেন এবং ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা অনেকখানি হারিয়েছেন।

একথা নিশ্চিত যে, চীনের আচরণ ভারতে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, কমিউনিস্ট দলের প্রস্তাবে তা শান্ত হবে না। বরং তা ভারতীয় কমিউনিস্টদের তথা পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টদের পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে। একথা মিঃ ব্যাশেট উপলব্ধি করেছেন এবং সেইজন্যে এই বিবরণ মীমাংসার জন্যে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

লাডাক দুইটিনা সম্পর্কে ২১শে অক্টোবর চীন গভর্নমেন্ট যে পত্র দিয়েছিলেন, ভারত গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ৪ঠা নভেম্বর তার কড়া জবাব দেওয়া হয়েছে। চীন গভর্নমেন্টের প্রত্যেকটি অভিযোগের শত্রু উত্তরই দেওয়া হয়নি, তা যেমন মিথ্যা এবং অন্যায় তাও নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা হয়েছে। চাং চেনমো উপত্যকা কোনো চীনের শাসনাধীন ছিল না এবং তা ভারত-চীন সীমান্তের অনেক অভ্যন্তরে অবস্থিত। সেখানে প্রহরারত রাইফেলমার সশস্ত্র ভারতীয় দল প্রেরিতর সমরাস্ত্রসম্বিজিত সংগারপন্থিত চীনা সৈন্যদলকে আক্রমণ করলে তা নিতান্তই অবিদ্যম্য। ভারতবর্ষের সীমান্ত লঙ্ঘন করে আক্রমণ চীনের পক্ষে এই প্রথমও নয়। বেশ বোঝা যাচ্ছে, অতর্কিত ছোঁ মেরে কিছ, কিছ, অংশ ভারত থেকে ছিনিয়ে নেওয়াই চীনের উদ্দেশ্য।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের সমী-চীনতা সম্বন্ধে বোধ করি কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট ছাড়া আর সকলেই সচেতন হয়েছেন। তাঁদের চাপের ফলে শত্রু যে মানুষের অসুবিধা

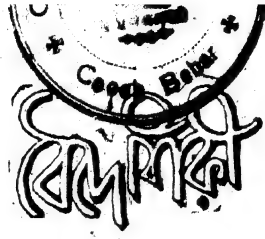
বাড়ছে তাই নয়, অন্যায় জবরদস্তির ফলে প্রাদেশিক বিরোধেও ইশ্বন জেগান হচ্ছে। ১৯৫৬ সালের প্রবল আন্দোলনের ফলে মানভূম ও পূর্ণিয়ার কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও বাংলা-ভাষী অনেক অঞ্চল বিহারের মতোই রয়ে গেছে। এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্যোগের অস্ত নেই। তাঁদের দাবির ফলে ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘিষ্ঠ বিভাগের আসিস্ট্যান্ট কমিশনার সম্প্রতি মানভূমের চাষ, চন্দনিকরকারী, চাণ্ডিল, পতমদা ও পাঁচকুম এই পাঁচটি থানার অবস্থা পর্য-বেক্ষণের জন্যে এসেছিলেন। ধলভূম মাতৃ-ভাষা সংরক্ষণ সমিতির পক্ষ থেকে আসিস্টেন্ট কমিশনারের কাছে যে স্মারক লিপি পেশ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, শাসনব্যবস্থার সংস্কৃতির হিন্দী-প্রচলনের ফলে খাজনার হিসদ, ভূমির স্বত্ব-সংক্রান্ত দলিলপত্র, পণ্ডায়ে আদালতের নোটিশ সমস্তই হিন্দীতে হচ্ছে। অর্থাৎ এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীই বাঙলাভাষী, মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত ঘটছে, যেখানে মামলাকারী বাঙলাভাষী, উকিল উড়িয়াভাষী এবং বিচারক হিন্দী-ভাষী। সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার, চাকুরির ক্ষেত্রে বাঙলা-ভাষীদের যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে এবং শিম্পক্ষেত্রে থেকে বাঙালীর বিতাকনের চেষ্টাও চলছে।

শত্রু ধলভূম এবং পূর্ণিয়ার কয়েকটি থানাই নয়, সাঁওতাল পরগনার অবস্থাও একই রকম। সেখানেও বাঙলা ভাষা যথেষ্ট চলে এবং গ্রামাঞ্চলে আরও যে ভাষা চলে তা বাঙলাও নয়, হিন্দীও নয়, মাঝামাঝি একটা ভাষা। ভাষা ছাড়াও আরও একটি কারণে সাঁওতাল পরগনার কিয়দংশ পশ্চিম-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। মাসাঞ্জোরে ময়ূরাক্ষীর যে বাধ বাধা হয়েছে, তাতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থাই সম্ভব হয়নি, যার ফলে ময়ূরাক্ষীর সন্নিবর্তী অঞ্চলে পুনঃ পুনঃ বন্যার তাণ্ডব। সম্ভব হয়নি এই জন্যে যে, যত দূরের জল এখানে এসে জমে তা সাঁওতাল পরগনার অন্তর্ভুক্ত এবং বিহার বাঙলাকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যেও ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নয়। আমরা এক এবং অখণ্ড ভারতবর্ষের কথা মনে বলে থাকি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার পরিচয় কমই পাওয়া যায়। প্রাদেশিক স্বার্থবোধই তখন প্রবল হয়ে ওঠে। বিগত বন্যা সম্বন্ধে যে তদন্ত হবে, তাতে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের জন-সাধারণের পক্ষ থেকে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা একান্ত আবশ্যিক। কানডা-বাধ সম্বন্ধে যারা ওয়াকিববাহাল, তাঁরা আশা করি, এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকসম্পাত করতে পারবেন।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিন-চারদিনের জন্য ভারতে আসছেন। আমন্ত্রণ বহুদিন থেকেই জানানো ছিল, আমন্ত্রণ গৃহীতও হয়েছিল, তবে আসার সুবিধা হবে হবে, সেটা স্থির ছিল না। এতোদিনে সেটা স্থির হলো। ১৯ তারিখ থেকে প্যারিসে পশ্চিমা বৃহৎ শক্তির একটি শীর্ষ-সম্মেলন হচ্ছে। তাতে যোগ দেবার পূর্বে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ইতালী, তুরস্ক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, ইরান, গ্রীস ঘুরে যাবেন। ফ্রান্স থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে মরক্কোতে অল্প সময়ের জন্য অবতরণ করবেন। ৪টা ডিসেম্বর আমেরিকা থেকে রওনা হয়ে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার মোট ১৮ দিন বিদেশে সফর করবেন।

ভারতের প্রতি চীনা সরকারের জুল্ম-বাজি ও দুর্ব্যবহারের জন্য ভারতের মন চীনা সরকারের প্রতি বর্তমানে খুবই অপ্রসন্ন। চীনা সরকারের মতিগতি যেসেপ দেখা যাচ্ছে, তাতে এই অপ্রসন্ন ভাব শীঘ্র দূর হবে, এরূপ সম্ভাবনা অল্প। পিকিং সরকার চাপে পড়ে অথবা নিজস্বের কার্য-প্রণালী সম্পর্কে একটা নতুন পৌকো দেওয়ার উদ্দেশ্যে হঠাৎ সমায়িকভাবে একটা নতুন ভাব দেখাতে পারেন, কিন্তু বা ঘটবে, তারপর ভারতের মন থেকে চীনা সরকারের উদ্দেশ্য এবং ত্রিবাকলপ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট শীঘ্র যাবে না, ভারতের পক্ষে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সতর্ক ভাব অবলম্বন অবশ্যম্ভাবী।

এই অবস্থায় স্বভাবতই চীনের নমোডিকদের প্রতি আগে ভারতে তাদের মন যেসেপ উপেক্ষা, অবজ্ঞা বা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল, সেটা কিছুটা নরম না হয়ে পারবে না। কিন্তু চীনাাদের সঙ্গে মনোমালিন্যের উদ্ভব হওয়াতে ভারতের পক্ষে দুই রকম সম্পর্কে নিরপেক্ষতার নীতি অসম্ভব হতে গেছে। এখন ভারতের নিজের নিরপেক্ষতার খাতিরে এক রকম সংগে যোগ দেওয়া উচিত, এরূপ কথা যুক্তিযুক্ত নয়। ভারত সরকারের চীন সম্পর্কিত নীতির বিফলতার মূলে নিরপেক্ষতার নীতি নয়। বরঞ্চ বলা যায় যে, নিরপেক্ষতার নীতির প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে আনুগত্যের অভাবই বর্তমানে অবস্থাগোলের সহায়তা করেছে। নিরপেক্ষতার নীতি যদি পরিপূর্ণভাবে পালিত হতো, চীনা কার্যকলাপ যদি ঠিকভাবে বিচার করে কর্তব্য স্থির করা হতো, মতলববাজ বা অপদার্থ “বিশেষজ্ঞ” এবং পরামশ-দাতাদের কথা শুনে চীনা সরকারের পেষ দেখেও না দেখা বা জেনেও উপেক্ষা করা যদি না হতো, তাহলে চীনা সরকারের দুষ্কার্যে এতদূর এগুতে পারত কিনা সন্দেহ। সুতরাং ক্ষতি যা হয়েছে, সেটা



নিরপেক্ষতার নীতি মানার জন্য হয়নি, সেই নীতি লঙ্ঘন করার জন্মই হয়েছে।

চীনের সঙ্গে ভারতের পরোদমে যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা এখনো উপস্থিত হয় নি। একটু শক্ত হাতে হিমালয়ে চৈনিক উপদ্রব দমন করার অভিপ্রায় ভারত সরকার যদি কার্যত সম্পন্ন করে তোলে, তাহলে সে সম্ভাবনা আরো দূরে যাবে, বরঞ্চ ভারত সরকার কার্যত নরম ভাব দেখালে চীনা

নীতির যে-দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা তাতে অদূরভবিষ্যতে সবাংগীণ যুদ্ধের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। এই সম্পর্কে সোভিয়েট সরকারের প্রভাব চীনা সরকারকে সংযত করবে, এরূপ আশা অনেকে করছেন, ভারত সরকারের মনেও হয়ত এই আশা আছে। সোভিয়েট সরকারের এ বিষয়ে যে-ভাবটা দেখা গেছে, সেটা মোটের উপর এবং চীনের অনায় বৃহৎ সোভিয়েট সরকার কোনো একটা ধারণা করেছেন, এরূপ কোনো প্রমাণ নেই। সোভিয়েট সরকার বর্তমানে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া শাস্ত দেখতে চান, সে পক্ষে চীনা সরকারের সঙ্গে ভারতের বিরোধ একটা বিপরীত কাণ্ড। সোভিয়েট সরকার চান যে, এই গোঙ্গাযোগটা না বেড়ে থেমে যায়।

নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হলো

রমাপদ চৌধুরী
বনফুল
বিমল কর
অচিন্তাকুমার
নবেন্দ্র ঘোষ
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
তারানাথকর
অম্বদাশঙ্কর

প্রথম প্রহর ৫,
নিরঞ্জনা ৫,
দেওয়াল ২য় খণ্ড ৬,
কল্লোল যুগ ৬,
আজব নগরের কাহিনী ৬,
নীলদিগন্ত ৩,
স্বর্গমর্ত ১,
অজ্ঞাতবাস ৬,

বিঃ দ্রঃ কাগজের মূল্যবৃদ্ধি হেতু বাধা হয়ে প্রথম প্রহর, কল্লোল যুগ, আজব নগরের কাহিনী ও অজ্ঞাতবাস-এর নতুন সংস্করণ-এ মূল্য বৃদ্ধি করতে হলো।

সর্বোচ্চ চরবর্তী-র সেই উজ্জ্বল মূহূর্ত ৩।০

নতুন বই

দীপক চৌধুরীর দাগ ১ম খণ্ড ৫, ২য় খণ্ড ১, রূপদর্শীর রত্নবাজ ৩৫০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযাত্রিকা ৩, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
শেষ বৈঠক ৩।০ গোপালদাস মজুমদার সম্পাদিত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে
৫।০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যে ছোটগল্প ৮

অম্বদাশঙ্কর রায়ের যার যেথা দেশ ৫, কন্যা ৩, কাণ্ডেশ্বর ৩, না ২।০
কলঙ্কবতী ৫, নৃংখমোচন ৫, মর্তের স্বর্গ ৫, অপসরণ ৫, বিনুর বই ২,
অচিন্তাকুমার সেনগুপ্তের বিবাহের চেয়ে বড় ১।০ উর্নান্ড ৩।০
তারানাথকর বন্দোপাধ্যায়ের নাগিনী কন্যার কাহিনী ১, পশুপুতলী ১,
বুদ্ধদেব বসুর কালোহাওয়া ৬, বর্নিকা পতন ১, মৌলিনাথ ৪,
গোপাল হালদারের জোয়ারের বেলা ১।০ উজান গঙ্গা ৩।০
বনফুলের অগ্রাধার ৫, মহারানি ৩।০ ডানা তিন খণ্ডে ১২, নির্মোহ ১।০
মণিলাল বন্দোপাধ্যায়ের জাতিস্মরণ ১।০ রাগিনী ১,
সন্তোষকুমার ঘোষের কিন্নর গোয়ালার গলি ৩।০
প্রমথনাথ বিশীর চাপাটী ও পশু ৩, নীলদর্শনের স্বর্গ ৩,
সুধীরজন মথোপাধ্যায়ের ব্যালোরিনা ৩, স্মরণ চিহ্ন যন্ত্রস্থ

ডি এম লাইব্রেরী : ৪২ কনওয়ালিস স্ট্রীট : কলকাতা ৬

কিন্তু প্রকৃত মীমাংসার পক্ষে সোভিয়েট প্রত্যয় করতঃ কার্যকর হতে পারে, তা বলা কঠিন। সাক্ষ্যে সঙ্গত সংঘর্ষ হতে না থাকলেও চীনা সরকারের নীতিগত দেখে এই ধারণাই হয় যে, হিমালয় অঞ্চলে রাজনৈতিক আবহাওয়ার একটা আঁশ্বেরতা লাগিয়ে রাখা পূর্ণিক সরকারের অভিপ্রায়—যাতে নেপাল, ভুটান, সিকিম প্রভৃতি অঞ্চলে চীনা প্রভাবের অনুপ্রবেশ চলতে থাকে। ভারতের পক্ষে এরূপ অবস্থা সহনীয় নয়। এই বিষয়ে সোভিয়েট সরকারের পরামর্শ কী হবে এবং তা যদি এমন হয়, বাক্যে ভারতের দিক থেকে কামা বলা যায়, তাহলে

নীলকণ্ঠ ।

নব বৃন্দাবন

আমাদের ঘরের সুখ শান্তি আর ভালবাসার সমাধির উপর মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে যে-সব নব-কুবে-দের দেদার ফুটিত অলকা, তাদের কথা নিয়ে নীলকণ্ঠের নতুনতম এবং সর্বোত্তম উপন্যাস। ৫০০

অর্চল পত্র

পরবর্তী সংখ্যা জানুয়ারির
প্রথম সংখ্যায়

। নারায়ণ সান্যাল ।

ব্রাত্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অগস্ট আন্দোলন আর 'স্বাধীনতা'-উত্তর বাঙালীয় সত্য-মিথ্যা, দক্ষিণ-বাম, 'দেশপ্রেমী' আর 'দেশদ্রোহী' মতাদর্শের সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত একটি বাঙালী পরিবারের কাহিনী — জীবনের সত্যে প্রাণময়, হৃদয়ের উত্তাপে প্রোজ্জ্বল উপন্যাস। ৩০০

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড

৯ রায়বাগান স্ট্রীট । কলকাতা ৬

টেলিফোন : ৫৫-৩১৪৮

(সি ৩০১)

কে.হোড়ের

কণক

* পাঠ্যভার *

চীনা সরকার সে পরামর্শ খানত্রে রাজী হবেন কিনা, সে বিষয়ে কিছুই বলা যায় না। সীমান্ত সংঘর্ষ বন্ধ করতে রাজী হলেও হিমালয় অঞ্চলে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চীনা সরকার যে বন্ধ করতে সহসা রাজী হবেন তা মনে হয় না। সোভিয়েট সরকারের অমত হলেও যোধ হয় নয়। অথচ সেটা বন্ধ না হলে ভারতের পক্ষে কোন মীমাংসাকেই মীমাংসা বলা যাবে না। সুতরাং সীমান্ত সংঘর্ষ সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও ভারতের পক্ষে নিশ্চয়ই হয়ে থাকে উচিত হবে না। ভারত সরকার যদি আরো গভীরতর বিশদে ভারতকে না ফেলতে চান তাহলে তারা নিশ্চয়ই হয়ে থাকতেই পারেন না। সুতরাং সোভিয়েট সরকারের বন্ধ-মুক্ত মহাবর্তিতা যদি পাওয়া যায়, তাহলেও তার কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ হবে। প্রকৃতপক্ষে শত্রু সীমান্ত উপপাত বন্ধ করার জন্য কার্যের সহায়তাই প্রয়োজন নেই, ভারত সরকারের যে শক্তি আছে তাই সন্তোষের প্রয়োগ করলেই সেই উপপাত নিবারিত হবে বলে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু চীনা সরকার সারা হিমালয় অঞ্চলে যে রাজনৈতিক উপপাত সৃষ্টির চেষ্টা করছে, তার প্রতিরোধ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং দীর্ঘদিনের কাজ। এ ব্যাপারে সোভিয়েট প্রভাব কতটুকু কাজে আসতে পারে বলা যায় না। অবশ্য ন্যায় যে ভারতের পক্ষে এই ধারণা যদি পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে দৃঢ় হয় তবে তার নৈতিক মূল্য আছে এবং সেটা উপেক্ষণীয় নয়।

জওহরলালজী মনে করেন যে, বর্তমান সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি ইচ্ছা না করে, তবে কোনো বড়ো যুদ্ধই সম্ভব নয়। বড়ো যুদ্ধের অর্থ যদি বিশ্বযুদ্ধ হয়, তবে একথা ঠিক, অথবা একথা বলারই প্রকার হয় না। কিন্তু ছোটোখাটো যুদ্ধ সম্ভব একথা যে খাট না, তা পশ্চিমতী নিজেই বলেছেন। চীনের সঙ্গে যদি ভারতের পারোপারি যুদ্ধ কোনদিন নাগে, সেটা কি বড়ো যুদ্ধ হবে না? কিন্তু সে যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবেই, একথা নিশ্চিত নয়। ভারত-চীন যুদ্ধ বাগলে সোভিয়েট এবং আমেরিকাকে লিপ্ত হতেই হবে তার কোনো কথা নেই। চীনের সঙ্গে সোভিয়েটের সামরিক চুক্তি আছে, কিন্তু একই ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ নাগলে এবং তাতে আমেরিকা যদি এসে ভারতের পক্ষে যোগ না দেয়, তবে সোভিয়েটও চীনের পক্ষে যোগ না দিয়ে থাকতে পারে। কমুনিষ্ট চীন কর্তৃক ভারতবর্ষ দখলীকৃত হওয়া বা বিজয়ী চীনের সাহায্যে ভারতে কমুনিষ্ট রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করার সম্ভাবনার যদি উদ্ভব না হয় তাহলে ভারতবর্ষও আমেরিকাকে ডাকবে

না এবং আমেরিকাও আসবে না, যদিও-পক্ষে রাশিয়া যোগ দিতে অগ্রসর না হয়। কিন্তু উল্লিখিত সম্ভাবনা অর্থাৎ চীনের সামরিক শক্তির দ্বারা ভারতবর্ষের পর্ষদ হওয়া অথবা সেই শক্তির সহায়তায় ভারতে কমুনিষ্ট রাজত্বের প্রতিষ্ঠা কোনটাই কল্পনা করা যায় না। আর ভারতবর্ষের চীন দখল করার কোনো অভিপ্রায়ই যখন থাকতে পারে না এবং তিব্বতের কথা বাদ দিলে চীনে যে তত্ত্বেরই রাজত্ব হোক তাতে যখন ভারতবর্ষের কিছু আসে যায় না, তখন ভারত-চীন দ্বন্দ্ব খেঁচ সোভিয়েট এবং আমেরিকা কেন দূরে থাকতে পারবে না, যদি তারা বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে মনস্থ করে।

যাই হোক, অনেকের এই ধারণা হতে পারে যে, মার্কিন গবর্নমেন্ট মনে করছেন যে, বর্তমান সময়টা প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের ভারতে আসার পক্ষে অনুকূলে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার চীনের প্রতি ভারতের বর্তমান দৃষ্টি মনোভাবের সন্মুখ নেওয়ার দিকে লক্ষ্য করে ভারতে আসছেন, এরূপ মনে করলে মার্কিন গবর্নমেন্টের বৃষ্টির তীব্রতা কম হবে না। সোভিয়েটের সঙ্গে একটা 'মিটমট' প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার চান, এ বিষয়ে সম্প্রতি করার কোনো কারণ নেই। তিনি চীনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে উৎসাহের কোনো চেষ্টার সঙ্গে লিপ্ত হতে আগ্রহী, এরূপ ধারণা বর্তমান যদি সত্যি হয় তাহলে সোভিয়েট গবর্নমেন্টের উপর তার কী প্রতিফলিত হবে, সেটা সহজেই অনুমেয়। সেটা নিশ্চয়ই প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের সোভিয়েট সম্পর্কিত নীতির বিরুদ্ধে যাবে।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের সফরের উদ্দেশ্য বোধ হয় অন্য। আসন্ন পশ্চিম শীর্ষ-সম্মেলনের পাকিস্তান প্রত্যন্ত অন্তর্নিহিত। পশ্চিম জার্মানী এবং ফ্রান্স ইত্যাদি যে-সব কথা বলতে আবশ্যিক করেছে সেগুলি সোভিয়েট সম্পর্কিত বর্তমান আইজেনহাওয়ার নীতির বিরুদ্ধে বলা যায়। বর্ত্তি গবর্নমেন্ট পৃথিবীতে মার্কিন-সোভিয়েট প্রাধান্যের নীতি মেনে নিয়েছেন। আমেরিকা রাশিয়ার সঙ্গে যে ধরনের 'মিটমট'ই করুক, তাতে বর্ত্তি গবর্নমেন্ট সম্মত আছেন। কিন্তু ডব্লিউ আর্ডেনয়েব এবং জেনারেল দা গাস তাতে রাজী নন। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার যে এতগুলি দেশে সফরে আসছেন, তার একটা প্রধান কারণ হয়ত ডব্লিউ আর্ডেনয়েব এবং জেনারেল দা গাসের সামনে উপস্থিত হবার পূর্বে নিজের নৈতিক প্রতিষ্ঠা আর এটু ছোরালো করে নেওয়া। এই সব দেশে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার যে-সম্মান এবং অভ্যর্থনা লাভ করবেন, তাতে পায়িসে তার কাজের একটা সুবিধা হতে পারে।



শার্দেব

সৃষ্টির সব কিছু মহত্ব দেব-দেবীর হাতে ছেড়ে দিতে পারলে আমরা নিশ্চিত হই। এই কারণে নাদরহা থেকে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগাণী পর্যন্ত সবই আমরা পেয়েছি দেবদেবীর রূপায় এই বিশ্বাসটা দীর্ঘকাল থেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শাস্ত্র-কারগণ ঐশ্বরিক লীলাপ্রচারে কোনদিনই বিরত হন নি; কিন্তু চেষ্টা করেন নি নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতিষ্ঠায়। সংগীতের ক্ষেত্রে যখনই কোন অপার্থিব ব্যাপারের খোঁজ পাওয়া গেছে, তখনই আমরা সেটা খুব বড় করে দেখেছি; কিন্তু সামাজিক এবং ঐতিহাসিক ধারা অনুযায়ী সাম্প্রতিক বিবর্তনকে আমরা স্বীকার করি নি। অমূল্য রাগ সাক্ষাৎ মহাদেবের মুখ থেকে নির্গত হয়েছে বা অমূল্য রাগের ধ্যানমূর্তি হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবতী—এটা প্রচার করতে আমাদের খুব উৎসাহ কিন্তু এই রাগ এই যুগে অমূল্য দেশে প্রচলিত ছিল, তারপর অমূল্য দেশের প্রভাবের ফলে এইভাবে পরিবর্তিত হয়ে এসে—এই ধরনের আলোচনা আজ পর্যন্ত খুব কমই হয়েছে। অতএব নিঃসংশয়করেই বলা যায় যে, সংগীতে ইতিহাস আজ পর্যন্ত অবহেলিত রয়ে গেছে—অথচ সংগীতের বিবর্তনও অপরাধের বস্তুর মত ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক ধারায় বড় এসেছে।

রাগ-রাগাণীর নির্দিষ্ট রূপ পরিচয়পত্রের মধ্যে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নেই। সৌন্দর্যের আবেদন এক একজনের কাছে এক একরকম। জন্মের ধ্বংসের পথের রঙের সঙ্গে বদলায়, তেমনি যে মানুষে রাগসংগীতের প্রকাশ হবে, সেইভাবে বিকশিত হবে তার রূপ। একটি রাগ শুনলে যদি আমার মনে করণ ভাবের উদয় হয়, তাহলে আমি করুণা অনুভব করি যে কোন করুণ ছবির সৃষ্টি করতে পারি। কিন্তু এ হাল করুণার খেলা—সুতরাং শিল্পীর “ইমাজিনেশন” হিসাবে এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শুধু এইটুকু স্বীকার না করে যদি আমি এই বিশ্বাসটি চাপিয়ে দিতে চাই যে, অমূল্য রাগে কেবলমাত্র অমূল্য দেবতা অধিষ্ঠিত রয়েছেন—তাহলে সেটা যেমন অর্থহীন, তেমনি বিকৃত চিন্তার পরিচায়ক। অথচ এইটাই ঘটে আসছে।

ভৈরবী শুনলে আমার আগনার মনে নানারকম চিত্র ফুটে উঠতে পারে, কিন্তু কৈলাস-শৃঙ্গে মহেশের স্বাভৈরবীকেই যে একমাত্র ভৈরবী রাগের আধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে মনে নিতে হবে এমন কথা কিছতেই রাজি

হওয়া যায় না। পারলুম সমাজে অল্পত এইরকম পৌত্তলিক বিশ্বাসের উচ্ছেদ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। রাগ-রাগাণীর নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কেও আমাদের এই ধরনের গোড়ানি আছে। এই

সদ্য প্রকাশিত

কুমারেশ ঘোষ ॥ সাগর নগর

সাগরের বুকে এক আজব নগরের কাহিনী

॥ সাম্প্রতিক প্রকাশনা ॥

বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ

বিনয় ঘোষ - ১২-০০

॥ তৃতীয় খণ্ড ॥

রাজা ও মালিনী

বারান্দিদ্রনাথ দাশ - ৩-০০

অদ্য ও প্রত্যহ

নীলকণ্ঠ - ৫-০০

রবি তীর্থে

বিনায়ক সান্যাল - ৪-০০

অপারেশন

নীহাররঞ্জন গদ্য - ৬-০০

বওরঙ্গী

প্রবোধকুমার সান্যাল - ৩-০০

সিদ্ধু পারের পাখি

প্রফুল্ল রায় - ৯-০০

মনোজ বসুর উপন্যাস

মানুষ নামক জন্তু ৩-০০ ॥ রক্তের বদল রক্ত ২-৫০ ॥ আগুণ, ১৯৪২ (৫ম মূদ্রণ) ৪-০০ ॥ এক বিহঙ্গী (৫ম মূদ্রণ) ৪-০০ ॥ ওগো বন্ধু সুন্দরী (৪র্থ মূদ্রণ) ২-৭৫ ॥ জলজঙ্গল (৫ম মূদ্রণ) ৫-০০ ॥ নবীন বস্তা (৫ম মূদ্রণ) ৩-০০ ॥ বকুল (৫ম মূদ্রণ) ২-০০ ॥ বাঁশের কেরা (৫ম মূদ্রণ) ২-২৫ ॥ ভুল নাই (২৮শ মূদ্রণ) ২-০০ ॥ শতপত্রের মেয়ে (৪র্থ মূদ্রণ) ৩-৫০ ॥ সবুজ চিঠি (৫ম মূদ্রণ) ৩-০০ ॥ সৈনিক (৫ম মূদ্রণ) ৪-০০

যুগন্ধর সাহিত্য-কিংবদন্তী

তারানন্দর বাল্যোপাখ্যান

শ্রেষ্ঠ গল্প (৫ম মূদ্রণ) ৫-০০ ॥ আরোগ্য নিকেতন (৫ম মূদ্রণ) ৭-০০ ॥ আমার সাহিত্য জীবন (২য় মূদ্রণ) ৪-০০ ॥ চাঁপাডাঙার বউ (৩য় মূদ্রণ) ২-০০ ॥ চৈতালী ঘণ্টা (৯ম মূদ্রণ) ২-০০ ॥ বিচারক (৭ম মূদ্রণ) ২-৫০ ॥ বিস্মরণ (৩য় মূদ্রণ) ২-০০ ॥ রাইকমল (৫ম মূদ্রণ) ২-৫০ ॥ হিন্দুস্তানীকৈর উপকথা (৬ষ্ঠ মূদ্রণ) ৭-০০ ॥ শিল্পাসন (৩য় মূদ্রণ) ২-৫০ ॥ আরোগ্য নিকেতন (নাটক) ১-৫০ ॥ স্বপ্নাসুর (নাটক, ৩য় মূদ্রণ) ২-০০ ॥ সপ্তপদী (৮ম মূদ্রণ) ২-০০ ॥ ডাকহরকরা (৩য় মূদ্রণ) ২-৫০ ॥ ধর্মে দেবতা (৭ম মূদ্রণ) ৬-০০ ॥ রসকলি ৩-০০ ॥ রচনা-সংগ্রহ (১ম খণ্ড) রেজিন বাঁধাই ১০-০০

হরেকরকমবা

পদ্মানদীর ঘাট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩-০০ ॥ তামসী জয়সম্ব ৫-০০ ॥ সৈয়দ মৃত্যুবা আলীর পণ্ডিত, জলে ডাঙার এবং ময়ূরকণ্ঠী প্রভৃতি ৩-৫০ ॥ জাগরণী সত্যনাথ ভট্টাচার্য ৪-০০ ॥ বাগ্য কবিতা বসু ৬-৫০ ॥ একদা গোপাল হালদার ৪-০০ ॥ নীলকণ্ঠের অদ্য ও প্রত্যহ ৫-০০, চিত্র ও বিচিত্র ৩-৫০ এবং হরেকরকমবা ২-৫০ ॥ বাংলা গল্প বিচিত্রা নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪-০০ ॥ গঙ্গা সমরেশ বসু ৫-০০ ॥ বিগত দিন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩-৫০ ॥ ইংল্যান্ডের ডায়েরী শিবনাথ শাস্ত্রী ৪-০০ ॥ হুতাং আলোর মলকানি বৃন্দাবন বসু ২-৫০ ॥ দেশে দেশে বিক্রমদিত্য ৩-০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-২২

গৌড়ি়া মত, ভাল, কেননা সত্যিই সময় অনুযায়ী রাগের একটা বিশেষ প্রভাব মনের ওপরে পড়ে। কিন্তু এইটাই যে একমাত্র বিশ্বের বিধান এমন নয়। আসলে শেষ পর্যন্ত রাগ-রাগিণীর মিশ্রণটা এমন বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, এইরকম একটা কিছুকে আশ্রয় করে শ্রেণীবিন্যাস ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ঠাট-মেল হিসাবেও শ্রেণীকরণ আবশ্যক হয়েছিল এই কারণেই। উপস্থিতির মূল কারণকে যেহেতু আমরা খুঁজে পাইনি, সেহেতু চোখের ওপরে যে ধারাটি প্রতীয়মান হয়েছে, তা থেকেই শ্রেণীবিভাগের সূত্রপাত করা হয়েছে। কিন্তু মূল যে সমস্যাটি বিনষ্ট হয়েছে এমন নয়; অমৃত প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকেও এই ঐতিহাসিক ধারার কিছুটা পৰ্যবেক্ষণ করা যায়। সেটা কিরকম হবে সংক্ষেপেই বলা যাক।

ভারতীয় সভ্যতার প্রথম বিকাশ যে অঞ্চলে ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য দুর্লভ, কেননা তার অধিকাংশই প্রচলিত কাবোর মধ্যে রয়ে গেছে—বাস্তব প্রমাণের অন্তর্গত হয় নি। ঐতিহাসিক আরম্ভ হচ্ছে মগধের সভ্যতা থেকে। সংগীতের ঐতিহাস্য এইখান থেকেই আরম্ভ। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রানুসারে মগধী, অর্ধমগধী *সংগীতের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আমরা যে সংগীতের উদাহরণ এবং উল্লেখ পাই, তা হচ্ছে জাতি-গায়ন। বর্তমান রাগ-গায়নের ওপর জাতির প্রভাব অসম্মান্য। মগধ অঞ্চলে প্রচলিত বড় বড় বৈঠকী গান এই জাতি অবলম্বনেই গাওয়া হ'ত। এক একটি স্বরের প্রধান নিয়ে এক একটি জাতি গঠিত হয়েছিল। পরে তার মধ্যে নানাবিধ মিশ্রণ এসে বিবিধ মিশ্ররূপের উদ্ভব হ'ল।

জাতি-গায়নের পরেই এল রাগ গায়নের যুগ। মলে রাগগুলি গ্রামরাগ নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক দিক থেকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন দেশের প্রচেষ্টায় বর্তমান রাগসংগীত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সৌবীরী, গান্ধার, বোট, মালব,

টঙ্ক, শক, নর্ত, ককুভ, গৌড় প্রভৃতি বিবিধ দেশ এবং জাতি কর্তৃক আমাদের সংগীত গ্রীবাশ্ধলাভ করেছে। প্রত্যেক দেশের এবং প্রত্যেক জাতির এক একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল—সেটি এইসব সংগীতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া স্থান-কাল-পাত্র হিসাবেও বিভিন্ন দেশের সুরকার প্রভাবিত হয়েছেন। কেউ হয়ত উয়ার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে একটি সুর সৃষ্টি করেছেন—কেউ হয়ত সম্ভার রূপে মোহিত হয়ে আর একটি সুর সৃষ্টি করলেন। এইভাবে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন প্রাচ্যে সংগীত সৃষ্টি করে চললেন। সেগুলি সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে—নাট্য, সাহিত্যে পরিবেশিত হ'ত লাগল। পরবর্তী-কালে সময় অনুসারে যে রাগের শ্রেণীকরণ হয়েছে, তার মূল হচ্ছে এসব যুগের সৃষ্টি।

তার পরে দেখা গেল এই গ্রামরাগগুলি অপরাপর দেশের সংস্পর্শে এসে মিশ্ররূপ ধারণ করেছে। এই নতুন রূপগুলির নাম হল—ভাষা। আলাপের পরিবর্তনে অর্থাৎ গায়ন-বৈশিষ্ট্যের ভেদে মলের যে পরিবর্তিত রূপ হয় তাকেই ভাষা বলা হয়েছে—ভাষা। দেখা যাচ্ছে সৌবীরীর ভাষা গান্ধারী; টঙ্কের ভাষা সৈম্ধবী; সৌরাষ্ট্রী; পণ্ডুর ভাষা আভিরী, গুর্জরী, দাক্ষিণাত্য, অসমী; হিমালয়ের ভাষা গৌড়ী, মালব-কৈশিকের ভাষা বঙ্গালী—এই ধরনের। এবার আমরা দেখি—এক দেশের গান দেশান্তর থেকে বহুদূরে চলে গেছে। এইসব মিশ্র রূপ গান্ধার থেকে দাক্ষিণাত্য এবং মালব গুর্জর থেকে গৌড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই আরও মিশ্রণ চলল। ক্রমে ভাষা থেকে বিভাষা এবং বিভাষা থেকে অমৃত ভাষার সৃষ্টি হল। মিশ্রণ এইখানেই থেমে থাকবার কথা নয়। ক্রমাগত বিভিন্ন সৃষ্টির ফলে জাতিগত বা দেশগত বৈশিষ্ট্যের আর খুব কমই অবশিষ্ট রইল। তখন রয়ে গেল বিরাট রাগের সমষ্টি। এই সব রাগের বিভাগ পরবর্তী-কালে প্রায় ইচ্ছানুযায়ী করা হয়েছে। পূর্বে

যে ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ছিল, তা একেবারেই লোপ পেয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারাটি রক্ষা করার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা ছিল, তারপরেই নানা মূর্খির নানা মতের আড়ালে ঐতিহাস্য আত্মগোপন করেছে।

এই ঐতিহাসিক বিবর্তন অনুসরণ করলে আমাদের প্রাচীন গৌড়ীয় গীতির চিত্তাকর্ষক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। গৌড়ী নামক একটি রাগ ছিল মালবকৈশিক নামক গ্রামরাগের ভাষা। এছাড়া বঙ্গালী নামক আর একটি মালবকৈশিকের ভাষা রাগেরও অস্তিত্বও ছিল। এই দুটি রাগে পার্থক্য থাকলেও মালবকৈশিকের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিল। নানা দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় বঙলা থেকে সেজা পশ্চিমে পৌঁছানো পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে রাগসংগীতের প্রচার এবং প্রসার বিশেষভাবে হয়েছে। সৌরাষ্ট্রের আগে গুর্জর তার আগে মালব। এই মালব এবং উজ্জয়িনী ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র। অতএব মালব প্রচলিত সংগীত বহুদূরে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে বিভিন্ন ভাষা রাগ সৃষ্টি করেছে। বঙলা দেশে গৌড়ী ভাষার জন্য মালবের কাছে ঋণী।

এই যে সংগীত এই হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন জাতির প্রচেষ্টার গঠিত ভারতীয় সংগীত। এই সব রাগ-রাগিণীতে দেব-দেবীর মূর্তির চেয়ে এক একটি জাতির নামাভাব বা চিত্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রকারগণ যদি এই ঐতিহাসিক বিবর্তনটি বরাবর রক্ষা করার চেষ্টা করে যেতেন, তাহলে আমাদের সংগীত সংস্কৃতির ঐতিহাস্য কত স্পষ্ট এবং সত্য হ'ত—এক একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় কত গোপবজ্রক হ'ত। আশ্চর্যের বিষয় এই সত্য পরিচয়কে স্থায়ী করে রাখবার একটা পরিকল্পনা হওয়া সত্ত্বেও তার গবেষক অধিকাংশ শাস্ত্রকারই ব্যর্থ হ'তে পারেন নি। ত্রয়োদশ শতকে রচিত সংগীত-রত্নাকর এ এই চিন্তার চমৎকার দৃষ্টান্ত মেলবে; কিন্তু তার পরে সেই চিন্তাসূত্রকে আর টেনে নিয়ে যাওয়া হয় নি। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিংশ শতকের কৃতাবিদ গায়ন সমাজও এই মানবীয় প্রচেষ্টার স্বীকৃতি দেই—এখনও নানাবিধ কুসংস্কারের প্রবল আধিপত্য চলেছে। মধ্যযুগের আবহা অপভ্রুত ধারণা নিয়ে আজও আমরা পড়ে আছি। কোন সুরের ওপর কোন দেবতার লীলা চিত্রিত হয়ে আছে, সেটা আমরা বলতে পারি, কিন্তু কোন যুগে কোন জাতি একটা সুরের পরিকল্পনা করেছিল এবং তার পরে কোন কোন দেশ বা জাতি তাকে বিভিন্নভাবে রূপায়িত করেছিল তার কথা আমরা বলতে পারি না এবং সে খবরও রাখা না।



Sulekha
FOUNTAIN PEN INK

জাতির সেবায় ২৫ বছর

SULEKHA WORKS LTD., CALCUTTA-32

বিশ্ব- বিদিশা

সাধারণত হাঙরকেই সবচেয়ে ভয়ানক জলজীব বলা হয়, কিন্তু আমেরিকার খীবরদের মতে পৃথিবীর গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের সমুদ্রতীরী বিরাট বাঘমাছের আকৃতিতুল্য অর্থাৎ হিংস্র প্রকৃতির বারাকুদা মাছই জলের সবচেয়ে ভয়াবহ জীব। এদের বিশেষ লক্ষ্য যেন মানুষের দিকেই এবং একবার আক্রমণ করলে প্রাণ নিয়ে টানটানি ঘটায়; অমৃতত অঙ্গহানি না ঘটিয়ে ছাড়া পাবার জো নেই। ক্যারিবিয়ান উপসাগর অঞ্চলের অধিবাসীরা এই বারাকুদা মাছকে হাঙরের চেয়ে বেশী ভয় করে চলে।

ছ' থেকে সাত ফিট পর্যন্ত লম্বা, শ্বুরের মতো ধারালো দাঁত এদের। বাঘের মতো হিংস্র এই মাছ। সমুদ্র অঞ্চলের অধিবাসীরা তেঁকেটিয়াক্ত বর্ষাবিশিষ্ট করে এই মাছ ধরে। এইভাবে একবার একটি বারাকুদাকে জীবন্ত ধরে একটি ছোট জাহাজের জলাধারে রেখে দেওয়া হয়েছিল। জাহাজ-কর্মীদের একজন ঐ ভয়াবহ জীবটির অস্তিত্বের কথা ভুলে জলাধারে নমতেই মাছটি তাকে জানদেগে এমন কামড় দেয়, যার ফলে লোকটিকে সারাজীবনের জন্য খোঁড়া হয়ে পড়তে হয়।

জলের, আর একটি ভয়ংকর জীব হচ্ছে এক ধরনের বিরাটকায় তরফাল-মাছ, যার পিঠে চার-পাঁচ ফিট উঁচু বিস্কৃত ভাঙ্গা থাকে। কোচ নিয়ে এদের গিঁথলে এরা শিকারীদের নৌকাটিকেই নিয়ে পড়ে এবং তাঁরবেগে অক্রমণ করে নৌকা ডুবিয়ে দেয়।

*

হুস্তরাগুয়ের ফিলাডেলফিয়া শহরের জে হাওয়ার্ড জনসন দীর্ঘদিন ধরে গরহাঙির খাবার এবং টিমোহাল কাজ করার অভিযোগে বরখাস্ত হওয়ায় অবিলম্বে কাজ পুনর্বহাল করার জন্য সিভিল সার্ভিস কমিশনের কাছে আবেদন জানায়। আবেদনে সে বলে, তার জন্মরাশিই হচ্ছে হনু; কাজেই তারই ফলে সে এক স্থানে অধিকক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারে না।

*

মানুষ মিছে কথা কেন বলে এবং মিথ্যা বলার স্বভাব সম্পর্কে অনুশীলনকারী বিশেষজ্ঞদের মতে গড়গড়তায় মানুষে জন-পিছু দৈনিক তিনটি বা বছরে সহস্রাধিক মিছে কথা বলে। তবে বেশীর ভাগ মিছে

কথাকে তারা 'নির্বোধ', 'রসপুষ্ট', এমন কি কোন কোনটির একটা সামাজিক প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন।

অনুশীলনকারীদের একজন বলেন যে, নীতির দিক থেকে যে কোন মিথ্যাতাষণই অন্যায় কিন্তু এ অভ্যাস থেকে রেহাই পাওয়া শক্ত। কারণ এমন কতকগুলো সংকটের মধ্যে মানুষকে পড়তে হয় যখন মিথ্যে না বলে রেহাই পাওয়া যায় না।

যেমন স্ত্রী কোন জিনিস পছন্দ করে কিনে আনলে সেটা যতাই খারাপ মনে হোক স্বামীর পক্ষে (অবশ্য পারিবারিক দৃষ্টিতে বজায় রাখতে গেলে) সরাসরি নিজের অপছন্দ হওয়াটা জানানো সম্ভব হয় না—গাছিয়ে একটা মিথ্যা কথা বলতেই হয়। কিংবা অফিসে পেপীছতে প্রায়ই দেবী হতে থাকলে কে আর রোজ রোজ সত্যি কথাটা বড়বাক্যে বলে! আবার, শিশুর কোন

প্রকাশিত হল

রমাগদ চৌধুরীর
লন্ডন উপন্যাস

দুটি চোখ
দুটি মন

চোখের দেখা ও মনের দেখা—এ দুটির মধ্যস্থিত রমাগদ চৌধুরীর অনন্য প্রকাশ-উপন্যাস সাধারণ সত্যকেই পরিণত করেছে। রবার বেসেন্সের চাপন থেকে ঘোবদের গভীর উপলব্ধিতে পেঁছিয়ে প্রতিটি সমাজে হাসিনাকান্দা, অমন বেন্দা, বিবহ মিলন-সংকেতের অপূর্ণ মনোশক্তি বারিপদাত বিশেষভাবে উপন্যাসটি সম্প্রতি বঙ্গদেশের উত্তরবঙ্গ, বঙ্গবন্ধুনা উদ্ভব প্রভৃতি দল ১৩০ ॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
ঐতিহাসিক উপন্যাস

আকাশ ত্রিণি

দল ১৩০

লীলা মজুমদারের
আমেরিকান রম্যনচন

ইষ্টকুটন

দল ১৩০

অন্য বই

মন মানে না	॥	গৌরীকেশোর ঘোষ	॥	৩.৭৫
একাত্ত আপন	॥	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	॥	১.০০
কথাকলি	॥	রমাগদ চৌধুরী	॥	৩.০০
শত্রেসজয়া	॥	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	॥	৫.০০
মুখের রেখা	॥	সত্যেন্দ্রকুমার ঘোষ	॥	৫.০০
ধাপদারা (৩ষ্ঠ সং)	॥	সৈয়দ মজতুব আলী	॥	১.০০
চীনে লন্টন (২য় সং)	॥	লীলা মজুমদার	॥	৩.২৫

প্রকাশক অংকদার

শ্রীমন্তনাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অতি মূল্যবান মৌলিক গাণ্ড সংকলন
নির্মাণদ্রোণ

প্রকাশকুমার সমাজের

উচ্চ পণ্ডিত বক্তা বিদ্যাভ্যাসে মনন উপন্যাস

অগ্নিসাক্ষী

বরণীয় লেখকের

স্মরণীয় গ্রন্থের প্রতীক



ত্রি বেনী প্রকাশন

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২



আজ্ঞাকায় নাইজারিয়ার অধিবাসী ইওরুবাদের তীর্থভূমি ইফে শহরে সম্প্রতি ব্রিটিশ ভূতত্ত্ববিদদের দ্বারা আবিষ্কৃত সাত-আট শত বৎসর পূর্বের পোড়ামাটির তৈরী শিল্প নিদর্শন। আহুতির বেদী সাজাবার জন্য তৈরী এই মৃৎগুণ্ডিতে ইওরুবা শিল্পীদের বাস্তবের প্রতি বৌদ্ধ লক্ষ্য করবার মতো

পরমাখ্যায়ের বিয়োগ ঘটলে মৃতজন কোথাও গিয়েছে বলে শিশুকে ভোলাতে হয়—এও এক ধরনের মিছে কথা।

বস্তুত সৃষ্টির আদিকাল থেকে মিছে কথার প্রচলন। তবে মনরোগ চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী এবং শারীরবিদদের এব্যাপারে অনুশীলন আরম্ভ হয়েছে হাল অমলে। তারা দেখেছেন যে সত্যভাষণ ব্যাপারে রাজনীতিক, অভিনয়শিল্পী প্রচারবিদ, মর্মর-শিল্পী, সাহিত্যসৈন্যী এবং সংগীতবিদ-

দের হার নিচু, স্বভাবতই এটা হয় তাদের অতি সম্পৃক্ত সম্প্রদায়প্রবণতার জন্য।

লেয়ডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানুষের আবেগ বা অনুভব শক্তির সূক্ষ্মতার সঙ্গে কিছু বানিয়ে বলার প্রবণতা অনেকাংশে কার্যকর। একজন ওলন্দাজ অনুশীলনকারী বলেন: মিথ্যা বলা একটা সমস্যা বলে স্বীকার করে এমন লোকের মধ্যে শতকরা আশি জনকে দেখা গিয়েছে স্নায়বিক দুর্বল,

খিটখিটে মেজাজের এবং সহজেই উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। যার যে রকম কাজ তদনুযায়ী মিছে কথা বলার প্রবণতাও তার মধ্যে গড়ে ওঠে। সাধারণত সত্যভাষণ বলে যাদের গণ্য করা যায় তারা হচ্ছেন বৈজ্ঞানিক, অনুশীলনবিদ রসায়নশাস্ত্রাব কর্মী, স্থপতি ও ইঞ্জিনীয়াররা—এমন সব ব্যক্তি যাদের নিভুল মাপামাপির কাজ নিয়ে থাকতে হয় এবং এসব ক্ষেত্রে এক ইঞ্চি বা এক মিলিমিটারও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সীর

সদা প্রকাশিত উপন্যাস

পরম লগনে

'ডাক্তারের ডায়েরী' ও 'ভুলক' থেকে ভেদ্যজের লেখক ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী ইতিমধ্যেই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রিয়-লেখক হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। এ-যাবৎ তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলি ছিল মূলত চিকিৎসকজীবনের অভিজ্ঞতা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুউজ্জ্বল কাহিনী। 'পরম লগনে' তাঁর প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাস যথার্থ হাস্যমধুর ও রোমান্টিক। কাহিনী-আশ্রিত রচনাতোও লেখক তাঁর প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। এই কাহিনীটিই চর্চাক্ষেত্রে সুপারিত হচ্ছে রায় বাহাদুর নামে।

মূল্য : সাত চার টাকা

বাতিক

পুস্তক প্রকাশক



১০২/এফ গোলাম মহম্মদ

রোড, কলি-২৬

অগামী দু বছরে ঢেকোসোভার্কায় একটি সম্পূর্ণ শহর এবং তার তিন হাজার অধিবাসীকে স্থানান্তরিত হতে হবে। কারণ তারা যে জমিতে রয়েছে তার নীচে রয়েছে মূলবান কয়লা। শহরটির জমির নীচে প্রতি বর্গগজ এক টন কয়লা রয়েছে বলে হিসেব করা হয়েছে যা খনন করে ওপরে তোলায় অপেক্ষায় রয়েছে। শহরটি হচ্ছে প্রাগ থেকে পঁচাত্তর মাইল উত্তর-পূর্ব, নাম এরভিস।

বছর তের আগে জার্মানীতে এরকম একটি ব্যাপার ঘটেছিল। একটা গ্রামের নীচে বাহাদুর ফিট পুরু কয়লার স্তর আবিষ্কৃত হওয়ায় গ্রামকে গ্রাম উপড়ে নিয়ে পাঁচ মাইল দূরে পুনঃস্থাপিত করে নেওয়া হয়।

এক জায়গা থেকে বসতি উপড়ে নিয়ে অন্যত্র ঠিক তেমনটিই পুনঃপ্রতিষ্ঠা ব্যাপারে নিউইয়র্কের নর্মাণ্ড এপার্টমেন্ট নামক আট হাজার টন ওজনের একটি বিরাট অটালিকাকে রোলারের সহায়তায় টেনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সবচেয়ে চমকপ্রদ কৃতিত্ব বলে পরিগণিত। দশ সাতাই সময় লেগেছিল কাজটি সম্পন্ন করতে। কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে চুক্তি ছিল যে অটালিকাটি সরাতে সরাতে কোন ক্ষতি হলে তার জমা ন লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে। কাজটি শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত কোন ক্ষতি হয়নি অটালিকাটির।

নিজে হাওয়া খুঁজি

শ্রী অর্হীন চৌধুরী

১

শি শৃটি পড়ল পাঁচ বছরে, লোকে বললে,
—ওর জ্ঞান হলো।

কথাটা আমরা খুব শুনি; কথাটা খুব
স্বাভাবিক। এতোটা স্বাভাবিক যে ওর
ভিতরে যে একটা আশ্চর্য অনুভূতির স্পর্শ
জড়িয়ে আছে, সে-কথা আমরা ভুলে যাই।

আজ জীবন-সাহায্যে পৌঁছে, নিজের
শৈশবের কথাটা ভাবতে গিয়ে, সেই অনু-
ভূতিরই আশ্চর্য মহিমাকে অনুধাবন করার
চেষ্টা করছি। বিশ শতকের একেবারে
গোড়াকার বছরটি থেকেই সব কথা আরম্ভ
করতে পারি। তখন আমার পাঁচ বছর বয়স।
কিন্তু তার আগেকার পঁচি বছর একেবারে
ঘোর ঘনসার অন্ধার—কিছুই মনে
পড়ে না।

তাই বলছিলাম, জন্মোৎসব বোধহয়
একেই বলে। ঈশাং যেন নাইকীরভার সমগ্র
জেনার একদিন ঘুম ভাঙে, তাকিয়ে দেখে,
—বিশেষ একটা ঘর, বিশেষ একটা বস্তু,
বিশেষ একটা রসতা, বিশেষ একটা পরিবেশ,
বিশেষ করেকিটি লোক। এদের চিনে ফেলি।
রূপ-রস আর গন্ধ, বিশেষ একটা জগৎ
গড়ে ওঠে শিশুর চারপাশে।

আজ সেই জগৎ হাতে বহু থেকে
বহুতর। কতো মানুষ দেখছি, কতো দেশ
দেখছি, দেখছি কতো বিচিত্র ভাব ও
চরিত্রধারার আবর্তন। তারা আর আমি
যেন প্রবল এক স্রোতের ঘূর্ণিতে ঘুরে
মরছি। আমার স্মৃতিপথে তারাও আছে
আমিও আছি—যে 'আমি'কে আমার
আজকের এই পরিণত বিস্মৃত জগতের
মাধা খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু, আজ যা
পরিণত, তারও তো একটা শুরু ছিল?

জীবনের সেই শুরুর কথাই তো ভাবছি।
ভাবতে ভাবতে আজ মনে হচ্ছে কিসের
থেকে কি হলো? কিভাবে শুরু হয়েছিল,
কিভাবে হবে এর শেষ? হয়ত এর একটা
ছন্দ আছে, হয়ত এর একটা ধারাবাহিকতা
আছে, হয়ত এর সমস্ত ফলের মাধা একটা
লোকনো সত্যও আছে, নইলে এই জীবন-
মান-গাঙ্গা গাথা হয়ে উঠেছিল কেমন কার?

কিন্তু সেই সূত্রে সন্ধান করছি সেই
পাথক আখ্যার—বহুদিন থেকে যে চলা

করেছে শুরু। তার চলায়-চলায় কাল
বদলেছে, পোশাক বদলেছে, চেহারা
বদলেছে—যা বদলায়নি সেটা হচ্ছে মন।

এই মনটা করেছে কী? ভ্রমগত আশা-
সম্পদন করেছে। প্রতিটি শিল্পীর মনেই
তো আশাসম্পদন করে, অভিনয়ও করে।
নানান যেক-আপ আর নানান সংলাপের
মাধ্য দিয়ে বারবার আমরা নিজেকে দেখি—
আর সেই দেখা যদি নিজের মানোন্নতি হয়,
যদি নিজেকে নিজের মূল্যবোধের জন্যও
সুন্দর বলে মনে হয় তো সে আনন্দের ভুলনা
নেই, মূল্য ভুলের উচ্ছ্বাসিত অভিনয়ও
তার কাছে স্থান হয়ে যায়।

কিন্তু, নিজের কাছে নিজেকে সুন্দর
মাগা কি অতই সহজ? তাই নাও সহস্র
দর্শকের করতালিও এক-একদিন অভিনয়-
মিতার কাছে নিষ্প্রভ মনে হয় মনে হয়—
এক কারও কৃপা পাচ্ছি না কেন?

জীবন সম্বন্ধেও সেই কথা। সমস্তটা
মনতে পাচ্ছি না কেন? অনেকটা মনে
পড়লেও, সবটা মনে পড়ছে না কেন? চার

বছরের শিশু, আর পাঁচ বছরের শিশু,
মনের দিক থেকে তফাত কতটুকু? অথচ
চার বছর বয়সের কথা কিছ্ মনে নেই, মনে
আছে পাঁচ বছর বয়সের কথা। এ এক
অশ্রুত রহস্যের অনুভূতি নয়? পাঁচের
আগে জ্ঞান মানুষের হয়, কিন্তু বোধ হয়
উন্মেষ হয় না। তাই তার স্মৃতিতে সব
ধরে রাখতে পারে না। সুখাদা অথাদা
আছে টের পাচ্ছি, মা-বাবা আদর করছে,
বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু কোনটা কি, কোন
খাদোর কী বিশেষ স্বাদ পেয়েছিলাম,
অনুভূতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আজ আর
তার কোন রেখাপাত নেই।

শিশু বয়স, প্রথম যেটা মনকে আকর্ষণ
করেছিল সে হচ্ছে উৎসব, পুজো। এখনকার
জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসব, পুজো। এখনকার
পুজোর সঙ্গে তখনকার পুজোর চেহারার
তফাত ছিল অনেক। জাঁকজমক তখনও ছিল,
কিন্তু তার প্রকৃষ্টি ছিল অনারকম। জন-
উদ্দীপনার একটা শোভনতার ভঙ্গিও
বোধ হয় ছিল। শিশু বয়সে আমাদের
সবচেয়ে আনন্দের বিষয় ছিল, বেড়াতে যাব
প্রতিমা দেখতে যাব, নতুন নতুন জামা-কাপড়
পেরে, যা আজকে শিশুদের আছে,
ভাবিয়েও থাকবে। শিশুরা চিরকালই
এক। সামান্যতই তারা খুশী হয় নতুন-
কিছ, পেলে বা দেখলে তাদের আনন্দের
আর অবধি থাকে না।

কেনা-কটুর পর্যায় ছিল ততো কেনা।
বড়দের সঙ্গে যেতাম। প্রথমই ঘোড়ার

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাস

প্রচ্ছদপট

পরিবর্তিত নবীন সংস্করণ

ভালোবাসা কি শূন্য মজারক সম্ভারক নয়? শাসি নেব বলে কি খোসাকে বাস লিখে
তাসব? সুর নেব বলে কি আবরণকে? যদি আকাশের প্রকৃষ্টি না থাকত, পৃথিবী
কি থাকত এমন সন্দেহ? যদি পোশাক চলে যায় তা হলে কি প্রেমও চলে যায় না?
সমুদ্রের ওপার থেকে বিদেশিনীকে ঘুরে এনে তাকে শাউ-স্যাংডেল পরালে কি প্রেমকে
উপহাস করা হয় না? শ্রেতবাসাকে শাখায় সিঁদুরে কাজলে-হাম্বলে ঘোলা করলে
খাদে কি আর সেই আদম প্রেমের শব্দতা? একখানি বসনের বদলে কি তাই বাসনারও
বদল হবে? পট যদি সার হয়ে তা হলে কি উন্মাদনও কপট হয়ে গেলে?

নিত্যাকালের চিত্রপন্দী উপন্যাস

দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিত্তার্জণ রাস স্ট্রেন । কলিকাতা ৯

গাড়িতে করে রাস্তা দিয়ে টগবগিয়ে ঘোড়া
হাঁকিয়ে গাড়িয়ান আমাদের নিয়ে যেত
চাঁদনীর বাজারে ডলনের বিলিভী জুতোর
তখন খুব আদর ছিল। পাম্পশু বা টাই
শু। বেশটক স্ট্রীট তখন সরু একটা রাস্তা,
দুপাশে চীনেদের দোকান। চীনে-বাড়ির
জুতোরও নামডাক কম ছিল না। লাল

চামড়ার গ্রীশিয়ান স্লিপার—কালো চামড়ার
বড়ার দেওয়া—সে আমাদের সেদিনকার
কম ভালো-লাগার বস্তু ছিল না।

ধূতির নামডাক ছিল ফরাসিভাঙার,
সিমলের আর শান্তিপুুরীর। বিশেষত
কাপড়ের আমদানী হয়েছে, কোম্বা-ই বেশী
দেখা যেত, ধোরাও ছিল। তবে ব্যবহারের

দিক থেকে খানদানী ছিল ঐ ফরাসিভাঙা—
সিমলে আর শান্তিপুুরীর। ধূতির ক্ষেত্রে
রুটির দিক থেকে আজকের দিনে ততটা
পরিবর্তন লক্ষ্যে পড়ে না, যতটা পড়ে জামার
দিক থেকে। তখন আমরা পরতাম রামধনু
রঙের পাঞ্জাবি। আজকের পঞ্জোর দিনে
সাজগোজ করা বাসকদল ঘুঁষছে দেখি,



প্রিয়ার্জ

... সুন্দরী

নারীদের

ঐতিহ্য



“প্রিয়ার্জ” নামটা সারা পৃথিবীর
সুন্দরী নারীদের কাছে অতুলনীয় গুণাবলীর
প্রতীক — মোলায়েম এবং ভাল প্রিয়ার্জে
স্বাদের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।
সেইজন্তই তাঁরা প্রিয়ার্জ সাবানের সাহায্যে
তাদের লাবণ্যের যত্ন নেন — প্রিয়ার্জ অসিল
প্রিসারিণ যুক্ত সৌন্দর্য সাবান।
এটি স্পর্শকাতর স্বকের পক্ষ এত বিস্তৃত এত ভাল।
শিশুদের পক্ষে সেইজন্তই এটি আদর্শ সাবান।
মথমলের মত মোলায়েম প্রিয়ার্জ ট্যালকম
পাউডারে অর্ধ হৃগন্ধ ছাড়াও আছে
সেই একই গুণাবলী এবং বিস্তৃতি।

আপনার সৌন্দর্য

চর্চায় নিয়মিত

প্রিয়ার্জ ব্যবহার করুন

কিন্তু সেই বিশেষ রঙের, বিশেষ ধরনের বিন্দুক-বোতাম লাগানো পাঞ্জাবি গেল কোথায়? আর সেই জাপানী সিলেক্টর রুমাল, কখনও আসমানী রঙের, কখনো সোনালী রঙের! মেয়েদের জন্য শাড়ির পাড় জুড়ে দেওয়া। সপ্তে সলমা-চুমকির কাজ করা বা সাঁচা জরি বসানো ডেসভেটের জামা। ডেসভেটের জরির কাজ করা—ফ্যাশান ছিল বেনারসীর, আজও আছে। কিন্তু, যা তেমন নেই, সেটি হচ্ছে—পার্শী শাড়ি—সিধাদিনের কাজ করা। আসসা জরির কোট-পরা আমার একটি ছবি ছিল মায়ের সপ্তে তোলা। সেই কবেকার ছবি! ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে গেল। কোথায় যে বীধাতে বিস্ময়, হারিয়ে গেল। অবশ্য, ছবিটি মনে আছে। নেকারলোকের প্যাণ্টের ওপর কোট আর মাথার টুপি—টুপিটা বাকী—নাচ খুলে—তখনকার সোলজারদের জমকালো পোশাকের টুপির মতো।

সময় বদলায়, রচিও বদলায়। সেই নিয়াম আজও বদলেছে। কিন্তু, সেই ছোট বয়সের প্রথম চ্যামু দেখা সেইসব খলমলে পোশাকের রঙ আজো যেন মনে নিজের অঙ্গকেই খুঁজতে বেড়াতে চায়। সেখান থেকে খুঁজি হয়। একটি, রঙের মাগোই সে যেন তার বৈশাখের সমস্ত রঙটাকেই খুঁজতে পায়। তাই, সেদিনকার পোশাকের সেই ডেসভেটের কোর্টের সেই জমকালো রঙটাকে মনে পড়ত। আর মনে পড়ত, বড়দের হর-মজরী গরুর কথা মায়ের সালপাতে গরুর শাড়ির কথা।

পাঞ্জা এত সজনিমান ছিল না তখন। পাঞ্জার অন্তর সমস্ত দেশী ছাড়া সমস্তই ছাড়া, প্রতিটি লাইনই ছাড়া। কিন্তু, প্রতিমা তখন আজকের মত পথের অন্যতম কল্যাণ শ্রীমতীরা হার তিনিকি ছোট কাপড়ের (সেওলা) ছোট সীড়ায় বসে-থাকা মোহমান হতেন না। বড়-বড় বিধিক, মোজার বাড়িতে পাঞ্জা ছাড়া। পক্ষপাতের মিত্রিত জড়িত পাঞ্জার কথা মনে আসে। জারের সাজের প্রতিমার কথা মনে আসে।

বড়কা শৌখিন ছিলেন হরত আজকের তুলনায় একটুকো দেশী শৌখিন হাফাজ (খেলার জোড়ার মতো সেনা বা পাউডার তার মাথার নো না। সে যুগে ওটা মাথারই প্রদর্শন সমাগী ছিল।) আর হাট হোক, তাঁদের মদা আফর, গঙ্গাপকল আর ডাল সোণের কাবহারের প্রচুর ছিল। সেওলা সেওলা, বরফ সেওলা, জল প্রতিভার লক্ষ ছিল। কিন্তু আসল কথা পাঞ্জার ব্যাপারে একটি নিষ্ঠার ডাব প্রকাশ পেয়ে। নিষ্ঠাও বটে মোহনতাও বটে।

লিফট বিল্ডিংয়ের তদন্ত থেকে বসন্তের লক্ষণের পাছত পাঞ্জার ভাণ্ড। আমার লক্ষণের বিরতি বিন্দু কখনই ছাড়া যায় হাতা-খুঁজিত। পিড়ি আর বারকোশ।

আর মাটি খুঁড়ি তৈরী করা বড় বড় উনুন। আজও অবশ্য তা-ই দেখা যায় কিন্তু রসুই-করো বিল্ডিংরী গ্রাহ্যণ কিনা জানি না।

পাঞ্জার প্রধান প্রমোদ ছিল তখন যাত্রার পাল্লা-গান। থিয়েটারও যে হত না তা নয়। পারলিক থিয়েটার হত কলকাতায়। বড়রা সেখান থেকেই মাকে মাঝে। কিন্তু পাঞ্জার সময় পাঞ্জাবাড়ির প্রাঙ্গণে কখনও-সখনও থিয়েটার হলেও যাত্রারই সম্মার ছিল সর্বাধিক। সেই তখনকার দিনে মোয়ে-পুরুষ মিলেই কিছু, কিছু, শব্দের থিয়েটার চল করেছিল, প্রাইভেট থিয়েটার ছিল সগলির নাম। পারলিক থিয়েটারের শো ডাউল অধিক রাতে শুরু, হত তাদের অভিনয়, পারলিক থিয়েটারের শো দেখে উত্তর কলকাতার বহু দেশী ওখান গিরে ক্ষিত করতো।

আমাদের ডলনপীর কিন্তু ঠিক তেমনটি ছিল না। দক্ষিণ কলকাতায় তখন কোন পারলিক থিয়েটার ছিল না, অতএব অধিক রাতে শব্দের থিয়েটারের পাল্লা শুরু, হরও কোন কারণ ছিল না। এই শব্দের থিয়েটার

জড়ি যেটা সর্বাধিক প্রচলিত ছিল, সে হচ্ছে, বহা।

তখনকার পাঞ্জার সময় এই বহুর ধর্ম ছিল খুব। কবির কর্তব্য পাঞ্জার উৎসবে থিয়েটারের আরোজনের থেকে যাত্রার আসর গড়ে তোলবার দিকেই মনোযোগ দিতেন বেশী। বাঙালীর সাধারণ জীবন প্রমোদ হিসাবে এই বহুর স্থান যে তখন কোথায় ছিল, তা আজকের দিন ঠিক বোঝা যায় না।

পাঞ্জার সময় বাড়িতে থিয়েটার ছিল অভ্যাসত দক্ষিণকলকাতার জন্য চোখের ব্যস্তকর করতে হতো, লোকও বেশী ধরত না। পড়ার স্নোক সবটিকে বলা যেতো না, অথচ, হত বিশিষ্ট কায়কজন বন্ধু ও পরিচিত মহল এবং বাড়ির লোক নিয়ে থিয়েটার দেখা তখনকার আমলের কর্তব্যের পছন্দসই ছিল না। তখনকার কর্তব্যের এই মানসিক উন্নতির কথাটা বোঝা বরকার। আমার বাড়িতে যে উৎসব, তাতে পাড়া-পড়শী, অতিথি, অভ্যাগত—সবারই অংশ নাক, সবই মিলে আনন্দ করুক এসে আমার

শ্রীমতী দাস হরেন্দ্রকুমার প্রণীত

অপ্রকাশিত ইতিহাসিক উপন্যাস এই প্রথম প্রকাশিত হইল
তাৎ স্মৃতিচকুর চরিত্রপাথারের ভূমিকা সম্বলিত

ধ্রুবা ৩ টাকা লুৎফ উল্লা ৩-৫০ টাকা

শ্রীমতী দাস হরেন্দ্রকুমার

রাজাপাল হরেন্দ্রকুমার ৩, সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন ২,

শাশবতী পাঠাগার, ৬৫, বাগমতী হাটের সেন, কলিমা ১২। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিমা ৬

(সি ৮২০৫)

দেহাঙ্গুনের সুগন্ধি
বাসনমতী
চাউলের গোলাও
উৎসবে অপরিহার্য

পণ্ডপতি দাস ও সন্স প্রাইভেট লিঃ

ভারতের ১৪৭৭৭ চাউলের শ্রেষ্ঠতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

৪৩/২ ও ৩৭এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিমা-১৪

৥ টেলিফোন : ২৪-৪৩৮১, ৮২ ৥ টেলিগ্রাম : রাইসকি ২৯ ॥

আওনার—এইরকম একটা উদার মনোভাব প্রকাশ পেতো তাঁদের আচরণে। আজকের দিনে, যেখানে অনুষ্ঠান আর উৎসব নিয়ন্ত্রিত হয় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ্ডলী-গঠিত পূজা কমিটির মেম্বারদের দ্বারা, সেখানে সৈনিকদের একক গৃহস্থামীর কর্তৃত্বের ব্যাপারটাকে কেউ যদি অহংকার আখ্যা দেন তো আমি সেখানা অস্বীকার করব না—কিন্তু এও বলাব, যদি অহংকারই হয় তো তার প্রকাশ সচরাচর উগ্রতা ছিল না—কোনো অশোভনতা ছিল না।

যাই হোক, এইসব বিবেচনা করেই ব্যক্তির কর্তা বাহ্যিক দিক থেকে কীকটা দিতেই বেশী। বাহ্যিক দর্শকবৃন্দের মাঝখানে হয় আসর, তার চারপাশে শতরাজি বিহীন থাকত ঢালাও করে—দরজা থাকত খোলা, সবাই জনা সৈনিক অব্যাহত দ্বার। বার খুঁশী এসে, স্থান থেকে বসে, শূনে যাও ব্যস্ত পালান। টিকিটের কোনো প্রয়োজন নেই। থিয়েটার হলে অবশ্য টিকিট দরকার,

নইলে দর্শনাধী জনসাধারণের ভিত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কী করে?

শৈশবে শখের ও পেশাদারী, উদার দলবলই বাটা দেবেই, তবে, সে দেখাটা ছিল শিশুর চোখ দিয়ে দেখা। সৈনিকদের সেইসব জমকালো-পোশাক-পরা রাজা-মন্ত্রী আর সেনাপতিরা আজ হয়ত চোখের সামনে তেমন চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারবে না, যেমনটি ঠিক সৈনিক তারা করেছিল। কোথায় গেল সৈনিকদের সেইসব রাজা-উজিরের দল—কিন্তু শৈশবের চোখ-দিয়ে দেখা তাদের সেই গাম্ভীর্যপূর্ণ চলাফেরা আর জমকালো পোশাকের ছবি আমার এই পরিণত মন তো আজও ধরে রেখেছে!

তখনকার বাটা অনেক সময় সম্ভো থেকে হতো না, ভোর থেকে শুরু হতো—তা প্রায় তিন-প্রহর-দিন পর্যন্ত চলত। পেশাদারী বলের লোকেরা অবশ্য সাধারণত শুরু করতো রাত নয়টা-দশটা থেকে, চালাতো একেবারে

সেই ভোর হওয়া পর্যন্ত। আবার পালা বড় হলে কখনো-কখনো সকালেও তার জের চলতো। শখের দলেরা ভোর থেকে শুরু করে একেবারে বেলা একটা-দুটো, এমন কি তিনটে পর্যন্ত পালা চালাতো। দর্শক-দল এত বেলা পর্যন্ত কিন্তু সমান আগ্রহে বাটা শূনে চলেছে সে এক লক্ষ্য করবার মতো বিষয়! বাটা শূনে-শূনে কেউ কেউ উঠে পাঁড়ালো, চলে গেল বাইরে, তার পার্শ্ববর্তী বন্ধুকে তার জায়গা রাখতে বলে। বাইরে গিয়ে হাত কিছু খেয়ে নিলো, তারপরে আবার এলা স্বস্থানে—এবার বাইরে গেল হয়ত তার বন্ধু। এইরকম 'হাজে-আর-আসছে'-র ব্যাপার অনুক্ষণ চলছে দর্শকদের মধ্যে, কিন্তু, তাত কোনো শোরগোল হত না, অভিনয়ের পক্ষে কোনো বাধাও ঘটত না।

আর-একটা লক্ষ্য করবার জিনিস ছিল সাজানো আসরটা। চারপাশে মানগণা ব্যস্ততা বসেছেন আসরটাকে ঘিরে গোলাকারে। চাকর-বাকর আর বেয়ারারা বাধানো হুকো আর গড়গড়ায় তামাক বিরে থাকে, মাঝে মাঝে বদল করে দিচ্ছে তামাক, কখনো বা খাল্য করে দিয়ে থাকে তবক-দেওয়া পান। বাটাও চলছে, বেয়ারা-চাকরদেরও আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। কিন্তু, তাতও কোনো শোরগোল নেই, অভিনয়ের কোনো ব্যাঘাত নেই। ব্যক্তির বন্ধ কর্তা ঠিক আসরে এসে বসতেন না, হয়ত বারান্দায় ইঁটচড়ার পেতে দু'তিন ঘণ্টা পালা শুনতেন, তারপরে চলে যেতেন ভিতরে। ঐ দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে পালা শোনাও বটে, অভ্যাগত দর্শক-দের বসবার ব্যবস্থাও কোনো হাট্টি হচ্ছে কিনা, কিংবা আরও যে দর্শক বাইরে ভিড় করছে, তাদের কোনোপ্রকারে ভিতরে এসে কোথাও বসানো যাবে কিনা, এ সব তদারকি করতেও ভুলতেন না কখনো।

বাটা হলে, সম্ভো-হো-হো-র মধ্যে আসর-সাজানোর পালা শুরু হতো। আমাদের শৈশবে সে এক মহাসমারোহের ব্যাপার। বিস্ময়ের ব্যাপারও বটে, আনন্দের ব্যাপারও বটে। শিশু-মন বাহ্যিক দিক কেন ঝুকত বেশী, তার কারণটা কারণ ছিল। প্রধান কারণটা ছিল এই যে, থিয়েটার যদিও বা স্থানীয় শৌখিন দল কখনো-সখনো করত, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে প্রায়ই শোনা হতো না, কারণ, তা এত রাতে আরম্ভ হতো যে, আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম।

তাই, বাটা আর বাটার আসরের সংশ্লিষ্ট আমাদের শৈশবের যোগটা ছিল অধিক দীর্ঘায়িত। আসর সাজানো হচ্ছে, আমাদের হে-হে-র আর সীমা নেই! একটি-একটি করে কাজ এগুচ্ছে, আর আমাদের আগ্রহ বাড়ছে সমানে। বড়-বড় ছবি চারিদিকে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, খুঁলে আলোর

১৯৫৯-৬০ সালে আপনার ভাগ্যে কি আছে?



আপনি যদি ১৯৫৯-৬০ সালে আপনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা পূর্বাঙ্কে জানিতে চান তবে একটি পেপেটকার্ড আপনার নাম ও ঠিকানা এবং কোন একটি ফলের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিন। আমরা জ্যোতিষবিদ্যার প্রভাব আপনার বার মাসের ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান, কি উপায়ে রোগভয় হইবে কবে গুরুত্ব পাইবেন, উন্নতি, দৃষ্টি-পতনের সং-স্বাস্থ্য, রোগ, বিদেশ ভ্রমণ, মোকদ্দমা এবং পরীক্ষার সাফল্য, জায়গা জমি, দান-দোলাত লটারী ও অজ্ঞাত কারণে ধনপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের ব্যর্থল টোটারী করিয়া ১০ টাকার জন্য ডি-পি যোগে পাঠাইয়া দিব। ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র। দ্রুত গ্রহের প্রকাশ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই মুক্তিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতিষবিদ্যায় কিরূপ অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিবার গ্যারান্টি দিই।

পণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী। (DC-3) জলন্ডার সিটি।

Pt. Dev Dutt Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3),
Jallundar City.

উৎকর্ষের প্রতিযোগিতায়

শ্রেষ্ঠ সাইকেল

র‍্যালো



পৃথিবী জোড়া
যার
খ্যাতি



SRC-53 BEN

ঝলমল-করা ঝড় লণ্ঠন, তারই আলোর অশ্রুত মোহময় হয়ে উঠেছে সমস্তটা পরিবেশ। লোকজন তখনো এসে জোটেনি, শতরঞ্জি আর বড়-বড় ফরাশ পাতা হয়েছে, তার ওপর ঘনিধ্যানে জাজিম আর তাকিরা শোভা পেতে।

আমাদের কিন্তু বড় ভালো লাগত এই ফরাশের ওপরে গড়াগড়ি খেতে। ফরাশের ওপরে সববরসী করেকজন ঘিলে গড়াগড়ি দিয়ে আমরা সোঁদন যে আনন্দের আনন্দ পেয়েছি, তা আজও ভুলবার নয়।

সেসব দিন কেটে গেছে। শৈশবের সেই তন্দর হয়ে বাতা দেখার দিনও আজ নেই। দেখতে দেখতে ক্রমশ ঘুমে ঢলে আসত চোখ, এক সময় ঘুমায়েই পড়তাম। হঠাৎ এক সময় পেতাম অপ্রত্যাশিত বড়দের কবুর করতল—এই মুহূর্ত হচ্ছে দেখা দেওয়া।

ধড়মড় করে উঠে বসতাম তাড়াতাড়ি। ঘর ঘর ঢোলের আওয়াজ হচ্ছিল—তার মানে বলাধর বাজনা। আর ঝলমলে পোশাক-পরা দুটি লোক বাড়লঠানের আলোয় ঝলমলে-এটা দুটি তরবারি হাতে তুলে নিয়ে আসছিলেন করাত পরতলপের প্রতি, দেখতে কেমন আতঙ্ক হতো। আমার ভাসও লাগত। ভাস লাগতে হাতের একক ধান-গুলি, আর ভাস লাগতে পাতপাতিলের সন্ধ্যা চুম্বিক সেজে উঠে পোশাক! তাদের বলাধর মানে বুঝতাম না। কিন্তু তাদের ডাকঘলশী ও কল নিম্নাসে যে একটা দমত সৃষ্টি হতো—শিশুমনকে তা-ও আকর্ষণ লবত কম নয়।

আজকালিক সন্ধান লবত করতে হলে হয় যে, সোঁদন সবাই আমরা হাতের ফরাশে গড়াগড়ি দিয়ে যে আনন্দ পেতাম, পরবর্তীকালে আমার জীবনের সঞ্চার হাতের যে একটা নিখিল সংস্রব গড়ে উঠে—সে দুইয় তারই পূর্বভাস।

প্রসঙ্গত একটা কথা মনে পড়ত। বেলঘাটা-মাণিকতলার ওপরে ছিল শূণ্ডা-নারিকেলভাঙ্গা। সেই শূণ্ডার ছিল আমার মামাবাড়ি। এই মামাবাড়িতে পাইই তো যেতাম, সেইজন্য মামাবাড়ির পরিচর্য আমার মনে বিশেষভাবে গাঁথা হয়ে আছে। মামা-বাড়ির অন্যতম আকর্ষণ ছিল ঐ বাতা। বারোয়ারি হতো। মামাবাড়ি থেকে একশো হাতের মধ্যে—প্রলম্ব চাকার নীচে বাতা বসত। মামাবাড়িতে বাতা সেওয়া হচ্ছিল, এ খবর ভবানীপুরে আমাদের বাড়িতে পৌঁছানোমাত্রই তার শ্রিরঞ্জি হয়—মামা-বাড়ি আমরা লাইই। যা-ও যাবেন। বাতার প্রসঙ্গ মামাবাড়ির কথাটা এসে যখন পড়লোই, তখন কথাই ফাঁক জমিলে হাঁখ, মামাবাড়ির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল নানা কারণে। একটা বড় ভবানীপুরের বসিন্দা আমার দসমী জরি একা লম্বা-বাড়িতে অনেক ছেলে—ই হৈ-এর সুবিধা

ছিল। মামাবাড়ির সামনে পুকুর—চারধারে দিবি বনজঙ্গল,—এর আকর্ষণ কম নয়! সেই সব জংগলে খুব জোনাকি হতো সন্ধ্যার সময় থেকে। আমাদের প্রধান আমোদ ছিল ঐ জোনাকি ধরা। তখনকার দিনে তো আজকের মতো হাফপাণ্ট পরার রেওয়াজ ছিল না ছোট থেকেই কাপড় পরতুম। কোঁচা ফুলেরে জোনাকি ধরে সেই কোঁচা কারো করে শক্ত করে ধরে রাখতুম হাতে, সেই ফোলানো—ফাপানো কোঁচার মধ্যে থেকে পিট পিট করে জুলত সেই বন্দী জোনাকিগুলো। সে বড়ো আমোদের প্রিয় জিনিস ছিল। এই জোনাকি ধরার ব্যাপার নিয়ে কি সে সময় কম বক্তৃতি খোঁজি?

মামাবাড়িতে বাতা শব্দ সেই বারোয়ারী-

তলাতেই হতো না—বাড়ির একেবারে উপানে—ঠকুরদালানে হতো জগদ্ধাত্রী-পূজার সময়। প্রসঙ্গত এ-ও বলে রাখি, মামাবাড়িতে হতে আঁকা একটি অপূর্ব পট ছিল জগদ্ধাত্রী মূর্তির। সে পট বহু পুরনো। দিসিমাও বলতে পারতেন না—কবেকার। বলতেন, এটা দেখেই আসছি ছোট থেকে। পটটি এত সুন্দর আঁকা যে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তাছাড়া, ঠিক ও ধরনের পট আর কোথাও কখনো দেখিনি। অতি প্রাচীন কোন শিল্পীর আঁকা। মামা-বাড়ির পূর্বপুরুষেরা নিশ্চয়ই দেবী জগদ্ধাত্রীর ভক্ত ছিলেন, নইলে এমন ব্যয় করে পটটিকে রক্ষা করতেন না। মামাবাড়ি কায়ক হয়ে গেলেও পুরনো দিনের স্মৃতি—খানদানী জিনিস—ঐ একটিই আছে,

সংসঙ্গ পাবলিশিং হাউসের কয়েকখানা বই

সত্যানুসরণ—শ্রীশ্রীচক্র অনুকূলচন্দ্র রচিত। "গতির নাম এরূপ একটি গ্রন্থ সদস্য মমের মানবের নিতা পঠনীয় হওয়া কঠোর।" —দৈনিক বঙ্গমতী। ১৩শ সংস্করণ; মূল্য—১.০০ টাকা, বঁধাই ১.৫০ টাকা।

চলার সাধী—শ্রীশ্রীচক্র অনুকূলচন্দ্র রচিত। সমস্যা-সময়ানে যোগ্যতার অন্বেষণ। জীবনে সর্বসাধকতা লাভ করবার অমর সংকল্প। ২য় সংস্করণ, মূল্য—৫.০০ টাকা।

নারীর নীতি—শ্রীশ্রীচক্র অনুকূলচন্দ্র রচিত। নারী জীবনের চলমা চল সাংসার গতিময় হয় ও প্রতিটি মানব উন্নতিতে অবাধ হয় ও—তারই অপূর্ব নিদর্শন। মূল্য—২.৭৫ টাকা।

ইসলাম প্রসঙ্গ—সাম্প্রদায়িক বিরোধে শ্রীশ্রীচক্রের মামাসাহায্য—প্রেরিত নিদর্শনের বিধি বিবরণ। মূল্য—৫.০০ টাকা।

আলোচনা প্রসঙ্গ—শ্রীশ্রীচক্র অনুকূলচন্দ্র রচিত। কথোপকথনের অভিনব সংকলন। "আলোচিত গ্রন্থ অনুকূলচন্দ্রের তৎকথার মহাভারত বলা যায়।" —দৈনিক বঙ্গমতী। ১য়, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড। প্রতি খণ্ড—৬.৫০ টাকা।

সংসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

পোঃ সংসঙ্গ, সেওঘর, সাঁওতাল পরগণা।

সুশীল কবিরাজের
মহাভূজরাজতৈল

পারকল্পনা কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানাচার্য শ্রী রায় ডাঃ জ্ঞান-চন্দ্র ঘোষ ডি. এস. সি কর্তৃক পরীক্ষিত ও সুমুদ্রিত।

আর্য্য ঔষধালয় কলিকাতা



তিন দিন তিন রাতি

*** নব্বেনাথ মিত্র ***

১১

চায়ের টেবিল ছেড়ে মানসী নিজের ঘরে চলে এল। ভাগের ঘর। নিজের ঘর বলে কি আর আসসা একটা জায়গা মানসীর আছে? ঘরে আর কেউ নেই। মায়াকে নিয়ে মা সব বিছানা তুলে ফেলেছেন। ঘর-খানা ফাঁকা। ইঠং মানসীর মনে হল সবসময় জগৎটাই যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। তার কিন্তু, করবার নেই, বলবার নেই, নিজের আর নিজস্বা হয়ে সে যেন এক নিঃসঙ্গ মানুষের মতো পড়িয়ে আসে।

বাবা তার পড়তে বেরিয়ে গেলেন; মজু আর তিনটা শব্দে ছুটল। নিজের ঘরে লগ্নে সবই পেরে গেল মানসী। নন্দু মার কাজ থেকে টাকা নিয়ে বজার চলে গেল। দিকে কি একা এসে মজুতে বসল। অন্য-দিকের মজুত আসলো সন্ধ্যার দিকে। মজুত গেলো। শব্দ, মানসীই যেন থেমে আসে। চাকরির মত পাতের দোর নেই, মনে ঝুঁকছে নেই। মানসী পাতের নিশানাও নিশ্চয়ই হারিয়েছে।

আজ মার মজুতটা সমস্যা। তার পরই অফিসে যাবার উপায় জানাজান হবে, কার দিকে পারবে মানসী। অফিসে গিয়ে একবার কাজের চোখ যদি নিজেকে ফুঁসিয়ে দিতে পারে তাহলে আর কোন ভাবনা নেই। সবসময় সুখিত্বের থেকে কান্ট তাকে মুক্তি দেবে। কিন্তু এই সুখিত্ব কী করে কাটাতে মানসী? এর প্রতিটি মিনিট-সেকেন্ডে সীসার মত ভারি হয়ে রয়েছে। অচেন গড়ির মত সময় তার গতি বন্ধ করে রেখেছে।

মা আর মায়াকে বলাবলার যে আয়োজন করতে মানসী গিয়ে সে কাজে হাত দিতে পারে। কিন্তু মা অবাক হয়ে যাবেন। মানসী তো ঘরের কাজ বড় একটা করে না। মা তাকে আজও ইহতো কিছু করতে দেবেন না। আগে আগে তিনি এই নিয়ে তাকে কথা শোনাতেন ছাড়ান না। তার ডাকিয়ে সমস্যাটা টেনে জেনিয়ে বলতেন 'ঘর-সংসারের কাজ যে মোটে হাত দিয়ে ছাড়েই চাননি, পরিণাম কি হলে বলতো?'

মানসী পরম নির্ভাবনায় বলত, 'কী আবার হবে!'

মা বলতেন, 'নিজের ঘর-সংসার তো একদিন করতে হবে। তখন তো আর আমি সংগে থাক না, বেলারও কেউ সংগে থাকে না।'

মানসী হেসে বলত, 'অত ভাবছ কেন, গাড়া করেক বাসন্যী ঠাকুর-চাকর রেখে দেব। তারাই সব করে দেবে।'

মা বলতেন, 'ইস্, কত বড় নবাবের বেটি। তেমন ভাগ্য নিয়েই জন্মেছে কিনা।'

মাধুরী একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, 'ওর জন্যে ভেবে না মা। মানসীর সংসার কি আর তোমার মত সংসার হবে? ওর সংসারের একটা দিক তুলে নেবে ঠাকুর-চাকর আর একটা দিক কাধে নেবে স্বামী। আর যদি বশ নন্দর ছায়াটো অক্ষপাটা করে নিতে পারে, তাহলে তো কোন কথাই নেই।'

মা জানতে চেয়েছিলেন, 'সে আবার কি?'

মাধুরী বলেছিল, 'জানা না বুঝি? বশ নন্দর ছায়াটো অক্ষপাটা, তার স্ত্রীর সব কাজ করে দেন। বিছানা পাতেন, মশারি টানান, স্ত্রীর ডিকে শাড়িখানা পর্যন্ত মেলে দিয়ে আসেন। সবাই অরুণবাবুকে বলে অরুণা দেবী, আর তার স্ত্রী প্রণতিদিকে বলে প্রণবাবু। আমাদের মানসীও যদি এমন মানসকুমার হাত পারে—'

মাঝে-মাঝে সবাই হেসে উঠেছিল।

মানসী প্রথমে হাসলেও শেষে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। দিদির ঠাট্টা হজম করতে পারেনি।

মা বসে বসে চন্দ্রপাল পিঠে তৈরি করছিলেন। তিনি সন্দেহে মানসীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলেন, 'তা তোমরা বতই বল, কাজকর্মের জন্যে ঘরসংসার কারো আটকে থাকে না। বাপের বাড়ি থেকে আমি যখন তোমাদের সংসারে এলাম, সব কাজ কি আর শিখে এসেছিলাম? না কি মাথার ওপর শেখাবার মত কেউ ছিল? সব নিজের দরকারে নিজের আঙ্গাজ আর পছন্দমত আসতে আসতে শিখে নিয়েছি। তোমরাও তাই শিখবে। ডগবান যদি মূখ তুলে তাকান, ঘরসংসারের সুখ তোমাদের ভাগ্যে যদি থাকে, তোমরাও যার যার নিজের সংসার নিজের মত করে গড়ে নেবে। সবাইর হাতের রান্না যেমন একরকমের হয় না, সবাইর পাতা সংসারও তেমনি একরকমের নয়।'

অশ্রুত মায়ের কথা। তিনি দিদিকে আর মায়াকে ভালবাসেন ঘরের কাজ করতে দিয়ে, আবার মানসী তার মজুকে ভাল-বাসেন ঘরের কাজ না করতে দিয়ে। মানসী বা ভালবাসে, তাই করুক, অফিসের কাজ-কর্ম চিন্তা-ভাবনা নিয়ে থাকুক, মজু যখন সাতসজ্জা ভালবাসে, সে না হু হু তার সাথ-অস্থির খানিকটা মিটুক। তিনি শাসনও করেন, খেটও দেন, আবার গোপনে গোপনে আশ্চর্য্যও দিয়ে থাকেন। এক এক মেয়ের ভিতর দিয়ে যেন এক এক রকমের সাধ মিটেতে চান মা। চাকরি করবার সাধ, সাত-সজ্জা করবার সাধ, স্বাধীনভাবে ভাল-লজ্জার সাধ, সব সাধই মার কোন না কোন মেয়ের ভিতর দিয়ে পূর্ণ হতে চায়। মানসী হাসল। ভালবাসার সাধ, কিন্তু ভালবেসে কি সাধ মেটে? মেটে না মেটে না। কখন যে কিভাবে সে সাধে বাস পড়বে, তা আগে থেকে ঠিক করে রাখবার জো নেই। নইলে তার নিজের দিদি কিনা—। অথচ এই দিদির জন্যে সে কী না করেছে? বাবার স্বর্গস্থান শাসনের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছে, অন্যভাবে কোন পাতের হাতে তাকে



শিখ বাথবার
জেন্সি

POMPEIA
LOTION

ইন্টারন্যাশনাল ফ্র্যাঞ্চাইস প্রাইভেট লিঃ, কালিকা, বোম্বাই-২৫

গাছিয়ে দেবার চক্রান্ত ভেদ করেছে। নিজের জীবনের কোন কথা গোপন করেনি। অসমীর সঙ্গে তার সম্পর্কের আগাগোড়া কাহিনী বলেছে, অনেক চিঠিপত্র দেখিয়েছে, অসমীকে অসমীর সমালোচনা করেছে। কে জানে, সেই সব কথা অসমীকে লাগিয়ে লাগিয়েই দিদি হয়তো ওর কান ভাঙি করেছে, মানসীর ওপর চরম বিরূপতা, বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণা এনে দিয়েছে। সে মাঝে মাঝে অসমীর নিন্দা করেছে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে যে অভিমান ছিল, অতিশয়োত্তির কৌতুক ছিল, বলবার সময় মাধুরী নিশ্চয়ই তা বাদ দিয়ে বলেছে।

সেই নিজলা নিন্দায় কোন রঙও নেই, রসও নেই। সহানুভূতির গোপন বেদনাই কি তাতে আছে?

‘মানসী?’

মাধুরীর গলা টের পেয়েও মানসী মুখে ফিরাল না; যেমন জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মাধুরী বলল, ‘একা একা কী করছিস এখানে?’

মানসী বলল, ‘কী আবার করব?’

মাধুরী আরও একটু চুপ করে থেকে বলল, ‘তোরা সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।’

মানসী নিজের মনেই হাসল। কথা মানেই তো একরাশ মিথ্যা কথা। একটি নগ্ন-সত্যকে ঢাকবার জন্যে পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যার পত্রপত্র। মাধুরী এখন কত বানানো কৈফিয়তই না দেবে। কত রকমের কত জবাবদিহি। কিন্তু কৈফিয়ত তো মানসী চায়নি। সে জানে কৈফিয়ত চাওয়া নিষ্ফল। মানসী যা নিজের চোখে দেখেছে, অনুভব করে জেনেছে, আর একজনের মুখের বানানো কথায় তার চেয়ে কি কিছু বেশি জানবে?

‘বেশ তো, কথা যদি থাকে বললেই হয়।’

মাধুরী একটু হাসল, ‘ইঠাং ডাববাচা শব্দ করে দিলি যে! এখানে সব কথা বলা যাবে না। কেউ হয়তো এসে পড়তে পারে। চল না, বরং ছাদ থেকে আমরা একটু ঘুরে আসি। কি পারবে? ও যাওয়া যায়। কলকাতার ষাণ্মতীবাড়ির পর আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। কেমন রৌদ উঠেছে, তাই দেখা।’

মানসী মনে মনে বলল, ‘তুমি তো রোদের ঝিলমিল দেখলেই। দিনের বেলায় চাঁদের আলো দেখলেই বা আজ তুমাকে আটকাব কে? কিন্তু আমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।’

মাধুরী আবার বলল, ‘কিরে যাবি?’

মানসী বলল, ‘না। আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। যদি কিছু বলতে হয় এখানেই বল।’

মাধুরীর মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল একটু। কিন্তু মনের কথাকে কেন মুখে আনবে না মাধুরী? আনুক, আনুক। এমন দু-একটা কথা বলুক যার প্রতিবাদে মানসী মনের সাধ মিটিয়ে ঝগড়া করতে পারে। যত কোভ, যত আকোশ সেই কথার স্রোতে স্রোতে ভেসে যাক। জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিকে বৃক্কের মধ্যে পুড়ে রাখতে মানসী আর পেরে উঠেছে না।

মাধুরী বলল, ‘বেশ, তাহলে আর এক সময় বলব।’

মানসী বলল, ‘তোমার যা খুশি।’

মাধুরী চলে যেতে যেতে ফিরে ডাকাল,

‘কাল বুঝি ডুই প্রিয়গোপালবাবুর ওখানে গিয়েছিল?’

মানসী বলল, ‘হ্যাঁ গিয়েছিলাম। তাতে কি!’

মাধুরী বলল, ‘না কিছ্ না। তোকে আমরা ফোন করে করে পাইনি, তাই বলছিলাম।’

মানসী ভ্রু কুচকে বলল, ‘আমরা মানে?’

মাধুরী যে আরম্ভ হল, অপ্রতিভ হল তা মানসীর চোখ এড়াল না।

মাধুরী বলল, ‘আমি বিক্রেতার দিকে একবার ফোন করেছিলাম। আরও মানে অসমীন্দা নাকি দ্বার—।’

মানসী অশ্রুত একটু হাসল, ‘যাক্ বিবচনের মানেটা এবার বোঝা গেল। কিন্তু আমি অফিসেই ছিলাম। কাজ ফেলে রেখে কোথাও বেরোইনি। হয়তো দু-চার মিনিটের জন্যে অন্য কোন ঘরে গিয়ে থাকব। প্রিয়গোপালবাবুর বাড়িতে গিয়েছি অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ার পরে। সে-ও একটা কাজেই গিয়েছিলাম।’

‘তাই নাকি? কী কাজ?’ মাধুরী একটু কৌতূহলী হল।

মানসী বলল, ‘সে এখন অকাজ হয়ে গেছে। তোরা শুনো কোন লাভ হবে না।’

মাধুরী আরও একটু চুপ করে থেকে বলল, ‘আচ্ছ।’

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

ও চলে যাওয়ার পর নিজের বোকাটির জন্যে মানসীর ভাবি অনুশোচনা হল। মাধুরীর সঙ্গে গেলেই হতো। জানে কি পার্কে—যেখানে নিয়ে যায় সেখানেই না হয় কিছুক্ষণের জন্যে যেত মানসী। গেলে মাধুরী কী বলে তা শুনতে হতো পেতো! বানানো কথা, মথ্য কথা বলা, সাপারটকে কীভাবে সাজাবে তা তো মানসী দেখতে পেতো। সুযোগটা হাতের কাছে পেয়ে সে হারিয়েছে। নিজের ভুলের জন্যে নিজের ওপরই এবার রাগ হতে লাগল মানসীর। এখন আর ওকে ডাকা যায় না। এখন আর বলা যায় না, চল, তোমার যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে চল। তুমি যা বলবে তাই কান পেতে শুনব। তোমার কাহিনী হাত সাজানো আর মিথ্যেই হোক, কোথাও প্রতিবাদ করব না।

এখন আর তা বলবার জো নেই। বললে মানসীর আর কোন মর্হাদা থাকবে না। মাধুরীর কাছে আর এক দফা হার হবে তার। মাধুরী আর অসমী তাহলে প্রিয়গোপালবাবুর কথাও ভুলেছে। এই প্রৌঢ় হিতৈষী অধ্যাপকের ওপর যে অসমীর চাপা ঈর্ষা আছে, মানসী তা জানে। কিন্তু সেই ঈর্ষাকে সে অসমল দেয়নি। বরং তা নিয়ে মাঝে মাঝে কৌতুক করেছে। স্বজীবনকে নিয়ে মাধুরীর সঙ্গে যেমন ঠাট্টা-তামাসা করে মানসী, মাধুরীও তেমনি তার শোধ




কেশ্য সার

আর্গিকল

আর্গিকা কেশ তৈল

আর্গিকা,
ভূজরাজ, পাই-
লোকায়ণ প্রভৃতি
ভেষজসহযোগে প্রস্তুত।
অকাল পক্কতা ও পিত্ত
নিবারক এবং কেশ বর্ধক।

★
মহেশ
ল্যাবরেটরিজ
প্রাইভেট লিঃ
৩০/৪, ক্যানেল ইন্ড
রোড, কলিকাতা-১১



সোল এজেন্টঃ

এম, ভট্টাচার্য এন্ড কোং

প্রাইভেট লিঃ,

৭৬, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

নের প্রিরবাবকে এনে। যদিও ব্রজবাবু আর প্রিয়গোপালবাবু এক প্রকৃতির নন, তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি মর্যাদাতেও অনেক তফাত। প্রিয়গোপালবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। গণী, কৃতী পুরুষ। ব্রজবাবুকে নিয়ে মাধুরী শব্দ ঠাট্টাই করতে পারে, বড় জোর কিছুটা সহানুভূতি আনতে পারে তাঁর ওপর, কিন্তু প্রিয়গোপালবাবু, ভ্রাশ্বার দাবি রাখেন। মানসী অসীমের কাছে তাঁর কথা মাঝে মাঝে লিখেছে। তাঁর সংগে আলাপ-পরিচয়ের কথা, মানসীর সংগে তাঁর স্নেহ-প্রীতির সম্পর্কের কথা সে অসীমকে জানিয়েছে। অবশ্য মাধুরীর মতই অসীম সেই সম্পর্ক নিয়ে কৌতুক করেছে, হেসে বলেছে ‘আমি কি ওর সংগে পাক্সা দিয়ে পারব?—বিদ্যাবুদ্ধির ওই সাগরের ছেড়ে তুমি কি আর আমার মত খালী-বলের ধারে আসবে?’ প্রিয়গোপালবাবু অবিরহিত বলে এই কৌতুকের স্যোগটি আরো বেশী করে পেয়েছে অসীম। অবশ্য কৌতুক সব সময় শব্দ কৌতুকই থাকেনি। মাঝে মাঝে সত্যিকারের ঈর্ষা তাঁর ভিতর থেকে উঠে দিচ্ছে। সব হাসি পরিহাসের মধ্যেই কি কিছু না কিছু সত্যের আভাস থাকে? প্রিয়বাবুর গণিত, বিদ্যাবত্তার কথা, তাঁর স্নেহ-প্রীতি বন্ধুত্বের কথা কেন লিখত মানসী? অসীমের ঈর্ষার উত্তর করার জন্যে? ঠিক তা নয়। অসীমকে ঈর্ষান্বিত করে তার লাভ কি? পাঁথিবীতে নিজের গণিতের মধ্যে সাধক, সুখ, নিজের ওপর অস্বার্থপর মানুষ্য যে দুচারজন খুব ধার-কাঠেই বাস করেন, এই কথাই মানসী ব্যাক্যতে চোরাছিল। অসীম যে প্রিয়গোপালবাবুর মত হলে এমন আশা অবশ্য মানসী করেনি। সে তো আর পগল নয়। একটি কর্মক্ষেত্র, একটি গুণপন্যার ক্ষেত্রেই একজন আর একজনের মত হর না, অসীম আর প্রিয়গোপালবাবুর মধ্যে একজন পুঁসি কমচারী এবং একজন খ্যাতিমান অধ্যাপকের মধ্যে তুলনার কথা তো উঠতেই পারে না। কিন্তু সংকল্পের দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, নিজের ইচ্ছামত, রুচিমত নিজের পথ নিজে কেটে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা এসব তো মানুষের সাধারণ লক্ষণ। অসীমের কাছে মানসীর দাবি সেই সাধারণ হবার ন্যূনতম দাবি। অসীম অসাধারণ নাই-বা হতে পারল, নিম্নসংধারণ কেন হবে। সে তো অক্ষম নয়, অশিক্ষিত নয়, শব্দ অসম্ভব। এক ধরনের অসম্ভব আশে যা মানুষকে উন্নত করে, শক্তিতে, সামর্থ্যে, কৃতিত্বে, সম্পদে ধাপে ধাপে তাকে উঁচু থেকে আরও উঁচু সিঁড়িতে তুলে দেয়। সেই অসন্তোষ শিশুপীর, গুণীর, বিশ্বাসের, বিশ্বাসের যে কোন উজ্জ্বলশায়ী, জীবনান্ধলশায়ী মানুষের। কিন্তু অসীমের অসম্ভবতার জাত আসল। সেই অসন্তোষ

কখনো তার রৌল, বাতিক, কখনো বা বিলাস। তা অসীমকে কোন কাজে উদ্বেগ করে না, নিরাস্যো নৈকট্যে নিমজ্জিত করে রাখে। এসব কথা মানসীর নিজের কথা নয়। চিঠিপত্রে আলাপ-আলোচনায় অসীম এভাবে নিজেই আত্মবিশ্লেষণ করেছে। কিন্তু মানসী এখন অসীমের কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে, আশ্চর্য, ও তখন রেগে যায়। অসীম আত্মনিন্দা ভালবাসে, কিন্তু পরের মধ্যে নিজের নিন্দা সহ্য করতে পারে না। সে পর যদি পরম বন্ধু হয়, তাহলেও না। তাই মানসীর মধ্যে এসব কথা শুনলে, কি চিঠিতে কোন উল্লেখ উল্লেখ দেখলে অসীম ক্ষেপে যায়। বলে, ‘তুমি প্রিয়গোপালবাবুর কথা মূখত করে লিখেছ। তোমার চিঠিগুলি তাঁরই কণ্ঠস্বরের রেকর্ড’। মানসী যতই তাকে ব্যথাত চেষ্টা করুক, ‘রেকর্ড’ যদি হয় তাঁর নয়, তোমারই।’ অসীম তা কিছুতেই স্বীকার করেন না। অসীমের ঈর্ষা কি শব্দ, প্রিয়গোপালবাবুকে? সবাইকে, পাঁথিবীর সবাইকে। মানসী কোন কৃতী অধ্যাপকের নাম করুক অসীম তাকে হিংসা করবে। কোন লেখক, গায়ক, অভিনেতা কি খেলোয়াড়ের নাম করুক, অসীম ভিতরে ভিতরে তাঁদের কড়কে সহ্য করতে পারবে না। কৃতী ক্ষমতাবান মানুষের সংগে কর্মহীন, কৃতিত্বহীন পুরুষের যোগাযোগ রাখার একটিমাত্র সেতু। সেই সেতুর নাম ঈর্ষা। আশা পরিহাসের আড়ালে অসীম নিজেই একথা স্বীকার করেছে। ‘সত্যি মানসী, তোমার আশপাশে আর কাউকে আমি সহ্য করতে পারিনে। তুমি যদি আর কারো সংগে কথা বোলা কি আর কারো সিক তাকিয়ে হাসো, আমার মনে হয় সেই হাসি সেই কথা কণ্ঠ থেকে আমি বণ্ডিত হলাম, অথবা তোমাকে আর পেলাম না। আমি যদি সে যুগে জন্মাতাম, তোমাকে অস্ব্যঙ্গপা করে রেখে দিতাম।’

মানসী হেসে বলেছে, ‘আমার বহু ভাগ্য যে, সে যুগে জন্মাইনি। জন্মালেও আমি সেই যুগের বাধন ছিড় ছিটকে বেরিয়ে আসতাম। কোন পুরুষই আমাকে আটকে রাখতে পারত না। তা সে যত বড় জারেল পুরুষই হোক, আর সমাজ-শাসনের হত কড়া কড়া নিয়মকানুনই তার হাতে থাকুক।’

অসীম জবাব দিয়েছে, ‘বলছ বটে: কিন্তু সেকালে জন্মালে তুমি এ যুগের মনও পেতে না, এ যুগের ভাষাও পেতে না। বারো বছরে তোমার বিয়ে হয়ে যেত। আরো বারো বছরের মধ্যে সাত-আটটি ছেলেমেয়ের মা হয়ে পদার আড়ালে দাঁড়া সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করতে। গ্রাম অঞ্চলে কি সমাজের অন্য কোন স্তরে এখনও সে ধরনের সচ্ছন্দী গৃহিণীর অভাব নেই। তুমিও তেমনি সুখী হতে। এত

সব বড় বড় কথা তোমার মনেও আসত না, মূখেও জোগাত না।’

আর কিছু, না হোক, কথা অসীমের মধ্যে খুব জোগায়। দৌদিনের আলোপের কথা মনে পড়ায় মানসী মন হাসল।

‘সেজন্য!’

মানসী কীরে তাকাল, ঠিক রে নন্দু।

‘বাজার থেকে আজ পোনামাছের ভাগ নিয়ে এলাম।’

মানসী একটু হেসে বলল, ‘বেশ করেছিস।’

নন্দু বলল, ‘কিন্তু দেখ কাণ্ড, অসীমের এখনই চলে বেতে চাইছেন। না খেয়ে না দেয়ে—’

মানসীর মূখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল, ‘সেকি!’

“হাতই আপনার ভাগ্য”

জানতে চান?

আসুন অথবা দুই হাতের ছাপ পড়ুন।
পারিশ্রমিক ৫ টকা হইতে ১০ টকা।

মাস্টার প্যামিস্ট

ভূপেন চ্যাটার্জি, বি-এ

নিউ টাঙ্গাইল (হিউল বাটী)

ডায়া—কলিকাতা-৩৩

[৬নং বাস নেতাজী নগরে নৈম
গড়র পোস্ত অংখ ৬নং বাস-
স্ট্যান্ড থেকে আসতে হয়।]

কে.হোডের

কণক

* পাউডার *



একজিমা

ও অত্যাশ্চর্য চর্মরোগে

লিচেনসা

ব্যবহার করুন

DCR 11

১৯৮৬ চন্দ্র

কিন্তু সগে সগেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তার যদি দরকার থাকে যাবেই তো।'

নন্দু হেসে বলল, 'খবে নাকি জরুরী দরকার। চাকরি বাকরি সংক্রান্ত—'

মানসী বলল, 'হুঁ, জরুরী কাজ তো এই দুদিন ধরে করে একেবারে উল্টে দিচ্ছেন। সবই জানা আছে আমার।'

হঠাৎ মানসীর কি একটা কথা মনে পড়ে গেল। বলল, 'নন্দু, দাঁড়া। তোর হাতেই চিঠিখানা দিয়ে দিই।'

'কিসের চিঠি সেকজি।'

'ওরই ওই সব জরুরী কাজের চিঠি।'

বাগের ভিতর থেকে একখানা খাম বের করে মানসী একটু ইতস্তত করল। তারপর বলল, 'আচ্ছা যা, বল গিয়ে আমিই আসছি। আমার সঙ্গে দেখা না করে যেন চলে না যায়।'

নন্দু মুখ টিপে হাসল, 'সেকজি।'

'কী বলছিস।'

'চিঠিখানা নিজে লিখে নিজের হাতেই ডেলিভারি দেবে?'

মানসীও হেসে ফেলল, 'অসভ্য কথাকার। এত ফাজিল হয়েছিস তুই! আমার লেখা চিঠি তাকে কে বললে?'

'তবে?'

'প্রিয়গোপালবাবুর লেখা সুপারিশ চিঠি।'

নন্দু বলল, 'ও তাই বল। আমি ভাবলাম তুমি বড় অসীমদার সগে কথা বন্ধ করে চিঠিতে চিঠিতে মসীবিধ চালাচ্ছ।'

মানসী ছোট ভাইকে সন্নেহে ডাড়া

দিয়ে বলল, 'যা এখান থেকে। বাঁদর কোথাকার।'

নন্দু হাসতে হাসতে ছুটে পালাল। আর সেই সগে মানসীর মনের পুঞ্জীভূত মেঘও যেন উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

হ্যাঁ নিজের হাতেই চিঠিখানা দেবে মানসী। ছুটির পর কেন যে আলিপূরের প্রিয়গোপালবাবুর বাড়িতে গিয়েছিল, সেখানে কেন যে অত দেরি করেছিল নিজের হাতে তার কারণ দেখাবে। প্রিয়গোপালবাবু সহজে কাউকে এ ধরনের কোন চিঠি দিতে চান না। নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও অন্যের সামান্য অনগ্রহ-প্রার্থী হওয়া তার নীতিবিরুদ্ধ। অনেক কমে, অনেক কৌশলে কথাটা তার কাছে পাড়তে হয়েছে মানসীর। প্রস্তাবনাটা সেরে দুর্ভু দুর্ভু বৃকে—অপেক্ষা করো হুয়েছে প্রিয়গোপালবাবুর জবাব পাওয়ার জন্যে। মনে মনে ভয় হয়েছে যদি 'না' বলেন তাহলে আর মান থাকবে না। তাহলে শিগগির আর ওকে মুখ দেখতে পারবে না মানসী। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ইতিহাসের গবেষক অধ্যাপকের মুখ আরও গুরুগম্ভীর এবং দূর যুগের রহস্যচ্ছন্ন বলে মনে হয়েছে।

মানসী অক্ষট স্বরে বলেছে, 'অবশ্য আপনার যদি অসুবিধে হয় তাহলে থাক।'

প্রিয়গোপালবাবু হঠাৎ নিজের নামাঙ্কিত প্যাডটা টেনে নিয়ে বলেছেন, 'না, থাকবে কেন, দিচ্ছি লিখে। দেখ যদি কোন কাজ হয়।' বলে মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিলেন প্রিয়গোপালবাবু, 'তাহলে তোমাদের বিরহবেশনার অবসান হবে।'

মানসী লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নিয়েছিল।

কতদিন তার মনে হয়েছে প্রিয়গোপালবাবুর কাছে অসীমের আশ্রয়ের কথা একেবারে গোপন করে রাখে। কেন যেন মনে হয়েছে অসীমের কথা শুনলে তিনি খবে খুশি হবেন না। 'কিন্তু মানসীর এই গোপন আকাঙ্ক্ষাকে কী করে যেন টের পেয়েছেন প্রিয়গোপালবাবু। আর তার ফলে তার সহজ হৃদয় আগ্রহ আরো বেড়ে গেছে। সহজ ব্যবহারের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টার যেন সীমা থাকেনি। তিনি সমবয়সী বন্ধুর মত খুটে খুটে মানসীর কাছ থেকে সব জেনে নিয়েছেন। অসীমের সগে তার প্রথম আলাপের কথা, সেই আলাপ কী করে ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব শেঁপছিল তার বিবরণ, তাদের চিঠিপত্র বিনিময়ের কথা, তাদের মিল গ্রামল, রুচি আদর্শের বিভিন্নতার সমস্যা—কিছুই তার কাছে গোপন রাখতে পারেনি মানসী। গবেষক যেন পণ করেছেন, তিনি মানসীর জীবন পদ্ধতির

সমস্ত অক্ষট সৎকর্তৃপরিপাঠ্য পাঠ্যধার করে নেন। পাঠক হিসাবে তিনি যে আনন্দ পেয়েছেন তা মানসীর বুঝতে বাঁক থাকেনি। পঠিত হওয়ার মধ্যেও যে এক অনানুষ্ঠানিক আনন্দ আছে তাও কি মানসী স্বীকার না করে পারে?

গল্পে গল্পে পুরো একটি সন্ধ্যা কাটিয়ে দেওয়ার পর কোন কোনদিন মানসী হয়তো বলেছে, 'আপনার অনেক সময় নষ্ট করে গেলাম।'

প্রিয়গোপালবাবু স্নিতমুখে জবাব দিয়েছেন, 'কিসের সময়? ইতিহাস চর্চা? তুমি কি ভাব আমি শব্দ ইতিহাসই কি? তোমাদের একালের নেভেলটবেল কিছু পড়েন?'

মানসী হেসে বলেছে, 'কই আর পড়েন? আমি তো দেখতে পাইনে।'

তিনি বলেছেন, 'তুমি না পেলেন কি হবে আমি ঠিকই পড়ে যাচ্ছি। শব্দ একটি জীবনের উপন্যাস নয়, একখনি জীবিত উপন্যাস। পাঠক মাঝে মাঝে তার পদ্ধতির সগে যে একাক্ষতা বোধ করে আমিও তাই করছি।'

শুনতে শুনতে শিউরে উঠছিল মানসী। মনে হয়েছিল তিনি যেন তাকে স্পর্শ করেছেন। কথার ধনিতরঙ্গ শব্দ, কি প্রতিবেশ নয়, স্বকণ্ড স্পর্শের অনুভব নিয়ে আসে?

সেই থেকে বন্ধুত্ব। বয়সে মিল নেই, বিদ্যাব্যবস্থাতে মিল নেই, প্রতিষ্ঠায় মর্যাদায় মিল নেই তবু একজনের মনের সগে আর একজনের মনের মিল হয়েছে। এই বন্ধুত্বকে ঠিক স্নেহ বলা চলে না, তার চেয়ে গড়, প্রাণীত বলতেও মন সরে না, তার চেয়েও প্রগাঢ়, তবু প্রেমের সগে এর কোন প্রতিফলিতা নেই। মানসী অসীমের সখিনী আর ঐতিহাসিকের হাতে দুঃপ্রাণ্য পাণ্ডুলিপি। নিজেকে একজন রসিক পাঠকের হাতে বই হিসাবে কল্পনা করতে অস্বস্তি লেগেছিল মানসীর। সেই অভিনবের স্বাদ মাধুরী ভাবতে পারে না, অসীমও না।

রামায়ণ থেকে মায়া এসে হাজির হল, 'সেকজি।'

প্রথম দৌবারিককে মানসী জয়-দেখিয়ে তাড়িয়েছে এবার শ্বিতীয়া।

'কী ব্যাপার।'

'দেখ এসে নন্দুর কাণ্ড। অসীমদা চলে যেতে চাইছেন, আর নন্দু তার বিছানা সাউটকেস কেড়ে রেখেছে।'

মানসী হেসে বলল, 'কাণ্ডটা তাহলে একজনের নয়, দুজনের।'

কিন্তু মানসীর সগে দেখা না করে, তার কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই অসীম সব নিয়ে চলে যাবে? এই বা কি রকম? মানসী ডাড়াডাড়া অসীমের ঘরে এল।

হিমাংশুকুমার গুপ্তের
এসময় ওনরতম উপন্যাস

মনমুগ্ধা

উপহারের উপযোগী
বৎসরের জ্যেষ্ঠ বই

ডি এম লাইব্রেরী,
৪২, কনওয়ার্লিস স্ট্রীট, কলি-৬

(সি-৯৯৭৭)

কে.হাডের
কণক
* পাঠতার *

পাটভাঙা জামা কাপড়ে অসমী সাঁতাই যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়েছে। আর নন্দু তার বিছানা সাটেকেসের সম্পত্তি আগলছে। মা আর মায়ী এসে দাঁড়িয়েছে জানলার কাছে। শব্দু মাধুরীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মানসী চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নন্দুকে শাসনের সুরে বলল, 'ছিঃ, ওকি হচ্ছে। সরে এসো। আর তুমি একটু বাইরে যাও নন্দু। ওর সাথে আমার কথা আছে।'

কি করে আদেশ দিতে হয় মানসী তা জানে। শব্দু নন্দু নয়, ময়াকে নিয়ে সুহাসিনীও সরে গেলেন।

মানসী এক মুহূর্ত্ত অসমীর নিকট তাকাল। মনে হল যুগযুগান্তরের বিচ্ছেদের পর মানসী যেন নতুন করে নিজের ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু অসমী তার দিকে সেনা ভাঙ্গা করে তবাকত পারছে না, তার চোখ যেন এড়িয়ে যেতে চাইছে অসমী। মানসী মনে মনে বলল, 'ওগো ভাই, আমি যেমন সব দেখে কমা বসলাম। সব দ্রুতি স্বর্গলভ্য করে নিলাম।'

কোন প্রকার ভূমিকা করল না মানসী, কোন প্রশ্ন করল না, কোন টোকাও চাইল না। সেনা কালক্রমে হাতী এতটুকু স্বপ্নে মতো হাতা তুলে, মনে মনে তার পদে তুলে তার সারা সারা যেন তা বিশেষ্য হয়ে মিলিয়ে গেল। মানসী বলল, 'হুম্মম একটা চিঠি আছে।'

তারপর চিঠিটা এসময় হাত বাড়ায় চিঠিখানা নিয়ে ঘামের ওপরের নমন তিকনর একবার চোখ বাড়িয়ে বলল, 'কিন্তু এ চিঠি তো আমার নয়।'

মানসী একটা হেসে বলল, 'হুম্মম নয়, কিন্তু তেমনই আছে। হুম্মমের তেপটি মিনিস্টার আর প্রিন্সিপালদের একই সাথে জেল খেটেছিলেন। সেই সময় থেকে নন্দুই হুম্মম চিঠি দিয়ে বিজ্ঞান। অতী গিয়ে দেখা যাবে। মনে তো হয় এটা সরাসরি হয় নন্দু।'

অসমী এক মুহূর্ত্ত সত্য হল। হুম্মম। তারপর আস্ত আস্ত কিন্তু স্পষ্টস্বরে বলল, 'এ চিঠি তো আমার আর কোন দরকার নেই। এ চিঠি আমি নিতে পারব না মানসী।'

'নিতে পারবে না। কেন?'

দুটি প্রশ্নের মধ্যে বিস্ময় আর অস্বস্তি নাথাকিয়ে হয়ে বইল।

অসমী সেই একই সৌভাগ্যক অবস্থার পুনরাবর্ত্তি করল, 'না, তেমনই এ চিঠি আমি নিতে পারব না।'

মানসী এক মুহূর্ত্ত স্থির দৃষ্টিতে অসমীর নিকট তাকিয়ে বইল। তার গমন না বর্ণনায় গিয়ে সেনা কালক্রমে চ্যুতী করল এই নিতে না পারার অর্থটা কি।

তারপর পরম ঘৃণায় অসমীর হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কাগজগুলি দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে বলল, 'তুমি যখন নিতে পারবে না, এ চিঠি নিয়ে আর কী হবে।'

'মানসী!'

মাধুরী কখন এসে দোরের কাছে দাঁড়িয়েছে। মানসী মুখে কোন সাড়া দিল না, শব্দু চোখ তুলে তাকাল। কিন্তু আশ্চর্য সাহস মাধুরীর। মানসীর সেই চোখে ভয় করল না, লজ্জা করল না। বরং দোরটা ভেঙিয়ে দিলে আস্ত আস্ত আরো কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল, তারপর নন্দু, কিন্তু স্পষ্টস্বরে বলল, 'মানসী, যদি কিছু বলবার থাকে আমাকে বল। আর কারো কোন লেখ নেই, সব লেখ আমার, সব অপরাধ আমার—।'

মানসীর বুকের মধ্যে ধন করে উঠল, যেন নতুন করে ধাক্কা খেল একটা। এই কথা বলবার জন্যেই কি মাধুরী আড়াল খাজেছিল? প্রাণভরে পেতে চেয়েছিল এই দ্রুতি স্বাক্ষরের গৌরব? কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল মানসী। বিদ্রূপভরা দুটি চোখের দৃষ্টি দিয়ে মাধুরীকে দৃষ্ট করে একটু হেসে বলল, 'চুপ কর দাঁদ চুপ কর। এ তো নিরাসা ছাদ নয়, নিজনি পাক নয়, দাঁড়িতে নন্দু মারা আছে। তারা কেউ শব্দ ফেলবে। তুই চুপ কর।'

ওদের কাউকে আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে মানসী দোর তোল কড়ের মত ঘর থেকে ঘেরিয়ে এল।

বাইরে এখন আর শব্দু কিসিমিল নয়, মেঘাতারিত বাদ এবার প্রথমে হাতে শব্দু করেছে।

মনসী

আপনি কি জানেন

কেন

কেএমপি নারিকেল তৈল

সবচেয়ে সেরা?

কারণ এই তৈল কলম্বো (সিংহল) থেকে আমদানী করা 'কেএমপি' থেকে তৈরী। এই কোম্পানীকে বৈজ্ঞানিক ভাবে মলাই করা হয়। তারপর বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ বিশদী বৈজ্ঞানিক-গণের তত্ত্বাবধানে সর্বাধুনিক যন্ত্রে পরিষ্কৃত করে লেবোরেটরিতে বিশেষভাবে পরীক্ষিত হয়। এই তৈল ১০০% শুদ্ধ।

সবই অর্ধ পাই, এক পাই, এবং দুই পাই ভ্যাকুয়ামকরা টিনে পাওয়া যায়।



Anyars

এশিয়ার ধর্মজীবনের আদিম রূপ

ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

এশিয়ার আদিম মানুষ তার ধর্মজীবনের ইতিহাস লেখবার কোনই মালমশলা রেখে যায়নি। সামান্য যে দু-একটা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলি ইতিহাসের ক্ষেত্রে নেহাতই অকেজো। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এ বিষয় তাঁদের একটা নিষ্কম্ব ধারা অনুসরণ করেন। আধুনিক যুগে যেসব আদিমবাসী (অ্যাবেরিজিনালস) এশিয়ার নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে, তাদের ভাবধারার এবং রীতিনীতির তালিকা প্রস্তুত করে এবং সেগুলি পরস্পর তুলনামূলকভাবে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করেন। অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু দেখা যায় যে, এই ধরনের সিদ্ধান্তকে ইতিহাসের ধোঁপে ঢেঁকানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। কারণ, এই সব আদিবাসীদের অনেককেই কোন না কোন সময় সভ্য জাতির কিছুটা সংস্পর্শে এসে তাদের নিজস্ব রীতিনীতির ধানিকটা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। ভারতের একটি এইরকম আদিবাসীর কথাই ধরা যাক। ছোটনাগপুর অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে যে বিরাটের জাতি বাস করে তাদের কথা প্রথম বখান জানতে পারা গেল, তখন অনেক পণ্ডিতই মনে করেছিলেন, এদের মধ্যে আদিমতার জাপ এত বেশী যে, এদের রীতিনীতির পর্যালোচনা করে আদিম মানুষ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জোগাড় করা যায়। নতুন তথ্য এরা যে জোগায়নি তা নয়, কিন্তু সংগে সংগে এও দেখা গেল যে, এদের মধ্যে রাম-সীতা প্রভৃতির পৌরাণিক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। এ থেকে এই অনুমান করাই স্বাভাবিক যে, যদিও অনেকাংশে এরা আদিম, তবু এদের উপর ধানিকটা সভ্য-জগতের জাপ পড়েছে। তবে একথাও ঠিক যে, আধুনিক যুগের আদিবাসীদের জীবনধারা আলোচনা করলে আমরা সেই সুপ্রাচীন যুগের ধর্মমতের ধানিকটা প্রতিচ্ছবি পাব। কারণ, ধর্মমত এমন একটা জিনিস যে, এর বিশেষ কোনও একটা রূপ একবার গ্রহণ করলে মানুষ তাকে আর সহজে ছাড়তে চায় না এবং বংশানু-ক্রমে সেই একই মত চলে আসতে থাকে। এশিয়ার আদিমবাসীদের ধর্মমত আলোচনা করার আগে প্রাচীন যুগে এশিয়ার জন-বিন্যাস সম্পর্কে দু-একটা কথা বলতে

পারলে বিশেষ সুবিধা হ'ত। কিন্তু এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে এত মতভেদ যে, স্পষ্ট কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। আবার বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলগুলির মধ্যে আন্তর্বিবাদ ইত্যাদির দ্বারা এমন একটা সংমিশ্রিত অথবা অর্থাৎ ধর্মবাদের ভাষায় "বর্ণসংকর" জাতির উদ্ভব হইছে যে, এশিয়ার বোধ হয় কোন লোকই আজ জোর করে একথা বলতে পারে না যে, সে একেবারে খাঁটি আর্থ, অথবা দ্রাবিড়, অথবা মঙ্গোলীয় অথবা অন্য কিছু। কিন্তু বহু প্রাচীন যুগে এমন একটা দিন নিশ্চয়ই ছিল, যখন এই সব জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সেই দিন ছবি আজ মসীলিত তার স্পষ্ট কোনও আভাসই আর পাওয়া যায় না। কোনও কোনও নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিত মনে করেন যে, মানুষের ব্রহ্মবিকাশের প্রথম যুগে এশিয়াতে তিনটি জাতি ছিল—সবতরকারী জাতি, যাদের বংশধরেরা আজ পশ্চিম এশিয়া, পারস্য, রুশ-তুর্কিস্তান এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসবাসী; পণ্ডিত্য জাতি, যাদের অস্তিত্ব চীন-তুর্কিস্তান, মঙ্গোলিয়া, চীন, পূর্ব তিমোর, প্রদেশ, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দেখা যায়; কৃষক জাতি, যারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে, ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আফ্রিকায় জঙ্গলে আশ্রয় বাস করছে।

এইরকম বিভাগ যে কতটা রীতিসংগত, তা নিয়ে কিন্তু পণ্ডিতদের মধ্যে দৃষ্টান্তমতো মতভেদ আছে। ভারতের কৃষক জাতির কথাই ধরা যাক। ভারতবর্ষে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, এদের মধ্যে আমরা অন্তত তিনটি দলের স্থান পাই—

নিগ্রয়েড জাতি, যাদের বংশধরেরা আজ খানেকই পাহাড়, জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে;

অস্ট্রেলয়েড জাতি, যাদের বংশধর সীওতাল, কোল, ভীল, গাউ, ওরাও প্রভৃতি; এদের আশ্রয় এমন কি আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, অস্ট্রেলিয়ায় জঙ্গলে এবং মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া প্রভৃতি স্থানে দেখতে পাওয়া যায়;

দ্রাবিড় জাতি, যারা এখন ভারতে তামিল, তেলুগু, হলয়ালম প্রভৃতি ভাষা ব্যবহার করে।

তেমনি শেখতরায়দের মধ্যে আবার সেমিটিক আরব জাতি এবং ইরানী প্রভৃতি আর্থজাতি যে একই গোষ্ঠী থেকে উৎপন্ন, একথাও অনেক স্বীকার করেন না। এছাড়া তুর্কী-মঙ্গোল, উত্তর জাপানের আইনু প্রভৃতি জাতির সমস্যাও রয়েছে।

সুতরাং আমরা একথা ধরে নিতে পারি যে, গায়েব রাতের তিস্তিতে ভাগ করে এশিয়াবাসীদের মূল পূর্বপুরুষ 'নিধারণের চেষ্টা' বিফলতার পর্যাবসিত হবে। অন্যান্য পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে মাপকাঠি ব্যবহার করেছেন, তা দিয়েও আমরা যে অপ্রাপ্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব, তা মনে হয় না।

এশিয়ার আদিম মানুষের ধর্মের ইতিহাস রচনা করতে গেলে আমরা শেখতরায় আর্থ জাতি এবং পশ্চিম এশিয়ার সেমিটিক জাতিকে আমাদের তালিকা থেকে বাদ দেব। কারণ, আদিম যুগের সভ্যতার বিশিষ্ট কোনও নিদর্শনই এদের মধ্যে এখন পাওয়া যায় না এবং ইতিহাসের পটভূমিকায় এদের আবির্ভাবের সাংগে সাংগেই অম্বা দেখা যে, এরা সমুদ্রা এবং বহুদিন পূর্বেই কোন অজানা অঞ্চলের এরা এদের আদিম অভ্যাসগুলি রেখে এসেছে। নিগ্রয়েড জাতি তাদের আদিম রীতিনীতি হরণ করনি, কিন্তু আধুনিক যুগে এশিয়া ভ্রমণে এদের সংঘাত এত অল্প যে এদের ইতিহাসের ব্যবধানতে কোনই কাজে লাগান যায় না। দ্রাবিড় জাতিকে নিয়ে আমরা মৌলিক অনুদিত। এরা সভ্যতার পথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে এবং এদের ধর্ম-সম্বন্ধীয় রীতিনীতির মধ্যে কোনটা সুপ্রাচীন এবং কোনটা অব্যবহৃত, তা নিয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব সম্ভবপর নয়।

সুতরাং এশিয়ার আদিমবাসীদের ধর্ম-মত সম্পর্কে কিছু বলতে হলে সামান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছাড়া আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে সেই সব অস্ট্রেলয়েড, মঙ্গোলীয় এবং অন্যান্য অধিবাসীদের উপর, যাদের জীবনপ্রণালী এখনও সভ্যতার ছাঁচের আকার নেয়নি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এজাতীয় গবেষণা হবে একপেশে। কিন্তু উপায় নেই, রীতিমাতিক অগ্রসর হতে হলে এইভাবেই এগুতে হবে, তার ফল যত অকিঞ্চিৎকর, একঘোষে এবং সীমাবদ্ধ হোক না কেন।

ধর্ম সম্পর্কে কতগুলি ব্যাপারে আমরা জগতের সব আদিবাসীর মধ্যেই একই ছাঁচের রীতিনীতি এবং চিন্তাধারা দেখতে পাই। এ থেকে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যেতে পারে যে, এগুলি অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। শুধু যে চলে আসছে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে এই সব চিন্তাধারা

সভা মানুষের চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে এবং তার ফলেই নতুন নতুন ধর্ম এবং দর্শনের তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। একটা বিষয় ধরা যাক। প্রায় সব আদিবাসীরাই বিশ্বাস করে যে, চৈতন্য ও অচেতন, স্থূল ও সূক্ষ্ম, সব জিনিসই প্রাণশক্তি ও ঐশীশক্তি বিদ্যমান। এ শক্তি এত বিরাট এবং ব্যাপক যে, তার কাছে মানুষের মাথা নোয়ান ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এই শক্তিকে খুশী করতে পারলে জীবনের সব কিছু কামাই পাওয়া যাবে এবং বিরূপ হলে এই শক্তি আবার সর্বপ্রকারে ধ্বংস নিয়ে আসবে।

এই তথ্যের প্রতিচ্ছবিই আমরা পাই প্রহ্মাদের যে গল্প প্রচলিত আছে তার মধ্যে। প্রহ্মাদ তার অধিবাসী পিতাকে বার বার এই কথাই বোঝাতে লাগলেন যে, ভগবান সর্বভূতে বিরাজমান, এমন কি বাজপ্রাসাদের স্তম্ভের ভিতরেও। প্রহ্মাদদের পিতা স্বস্তম্ভকে আঘাত করতে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন নীসিংহমূর্তি। এই নীসিংহমূর্তির আবির্ভাব বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বিষয়। কারণ, সর্ব দেশে সর্ব যুগে আদিবাসীরা বৃক্ষ, প্রস্তর এবং বিভিন্ন জীবজন্তু পূজা করে থাকে। আবার কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে মানুষ এবং জন্তুর মিশ্রিত আকারের দেবদেবীর পূজা চলে। নীসিংহমূর্তিটি যে এই রকম একটি শ্রেণীর অন্তর্গত, একথা পণ্ডিতেরা অনেকেরই অনুমান করে থাকেন এবং এই মূর্তিটির মধ্যে আমরা আদিম এবং আর্ম-ধর্মের একটি সমন্বয় দেখতে পাই।

চৈতন্য-অচেতন নির্বিশেষে সব জিনিসই প্রাণবন্ত, এই যে সাধারণ বিশ্বাস আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত, সেটা ফটে ওঠে তাদের গাছ, পাথর ইত্যাদি পূজার মাধ্যমে। পাজারের কাঁকরা উপত্যাকায় কিছুদিন পূর্বেও একটি পুরাতন গাছকে পূজা করা হত এবং প্রতি বৎসরই এই পূজায় একটি করে বালিকাকে বল দেওয়া হত। মধ্য অস্ট্রেলিয়ার দিঘের উপজাতি বিশ্বাস করে যে, তাদের পূর্বপুরুষরা গাছের মধ্যে বাস করছে এবং এই কারণেই কেউ গাছ কাটলে তারা বিশেষ রুষ্ট হয়। এই ধরনের বিশ্বাস ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। কোরিয়ার লোকেরা মনে করে যে, যে সব স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবের সময়ে প্রাণ হারায় অথবা যারা মহামারী কিংবা অপঘাতে মৃত্যু বরণ করে, তাদের আত্মা গাছে গিয়ে বাস করে। এই কারণে কোরিয়ানরা মদ, কেক প্রভৃতি দিয়ে গাছের পূজা করে। সুপ্রাচীন যুগ থেকে চীনাাদের মধ্যে কবরের উপর বৃক্ষ-রোপণ করার প্রথা প্রচলিত আছে। তাদের বিশ্বাস যে এতে মৃতের আত্মা প্রসন্ন থাকবে। দক্ষিণ এবং পশ্চিম চীনদেশে মিয়াও-কিয়া

নামে একটি উপজাতি বাস করে এবং এদের প্রত্যেকটি গ্রামে ঢোকবার রাস্তায় একটি করে বড় গাছ থাকে। এরা বিশ্বাস করে যে, এই গাছে তাদের পূর্বপুরুষরা বাস করছে এবং তারাও তাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা। যদি গাছের কোনও ডাল ভেঙে পড়ে, তাহলে এরা প্রথমে যথার্থিতি সেই ডালটির পূজা করে এবং পরে সেখান থেকে সেটিকে সরিয়ে ফেলে। মিয়াও-এর অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা যে, বনের ভিতরে নির্জন গাছের উপরে উপদেবতারা বাস করেন এবং পূর্ণিমা দিনে তারা গাছ থেকে নিচে নেমে আসেন। তাই পূর্ণিমা তিথিতে এরা বনের মধ্যে গিয়ে খুব ঘটা করে এই সব উপদেবতাদের পূজা লাগিয়ে দেয়। সুমাত্রার ম্যাডোঁল উপজাতীয়েরা গাছ কেটে এই সব উপদেবতাদের ধাক্কা রুষ্ট করার বিরোধী এবং এ বিষয়ে তারা ওলন্দাজ জাতিকে বিশেষ লক্ষ্য দেন। এদের বিশ্বাস যে, ওলন্দাজরা এসে তাদের দেশের গাছ কেটে তাদের দূর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। পশ্চিম এশিয়াতেও সুপ্রাচীন যুগে যে এই ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল, তার দৃষ্টান্ত নিম্নলিখিত পাওয়া যায়। হিব্রু এবং ক্যান্টনাইটরা সবুজ গাছের নীচে ভগবানের অস্তিত্ব বিরাজমান বলে স্বীকার করত এবং প্রাচীন বাবিলনের যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যেও আমরা এই ধরনের বিশ্বাসের আভাস পাই। এখানে পাওয়া মোহুরে এবং দেওয়ালের গায়ে অঁকা ছবিতে আমরা দেখতে পাই যে, গাছের সম্মুখে নীড়িয়ে মানুষ পূজার রত রয়েছে। কোন কোন পণ্ডিত পশ্চিম এশিয়ায় এই নিদর্শনগুলির অন্যরকম ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সেই সব পণ্ডিতাপূর্ণ ঐতিহাসিক কল্কচির মধ্যে আমাদের না ঢোকাই ভাল। আদিবাসীদের মধ্যে একটা ধারণা চিরদিনই বৈধমূল্য হয়ে আছে যে, গাছের দেবতা রুষ্ট হলে বৃষ্টি দেওয়া বন্ধ করে দেন। উত্তর ব্রহ্মদেশে কোন কোন গ্রামের অধিবাসীরা বর্ষা নভাবার জন্য গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে বটগাছ, তার ভিতরে অধিষ্ঠিত উপদেবতাকে হাকিমজার সঙ্গে পূজা করে। পূজার শেষে হিনজন স্ত্রীলোক বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে নেচে নেচে বৃষ্টির পান আরম্ভ করে দেয়। ভারতের বিভিন্ন আদিবাসীদের বিশ্বাস যে, গাছের দেবতা খুশী থাকলেই উত্তম শস্য উৎপন্ন হবে। শৃঙ্খল শস্য নয়, গাছের দেবতা ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই মানুষকে দিতে পারেন। কিরগিজ উপজাতীয়দের মধ্যে বধ্য স্ত্রীলোকেরা অতুল গাছের তলায় গিয়ে গড়াগড়ি দেয় এবং সন্তান কামনা করে। আমাদের দেশেও ষষ্ঠীতলায় এই রকম গড়াগড়ি দেবার প্রথা আছে।

বিভিন্ন গাছগাছড়ার পূজা আদিবাসীদের

কাছ থেকে সভ্য-সমাজেও প্রবেশ করেছে। আমাদের দেশে অশ্বখ, বট, বেল প্রভৃতি পবিত্র বৃক্ষ এবং প্রায়ই তাদের পূজা করা হয়। পল্লীগ্রামে দেখা যায়, স্থানীয় সময়ে মেয়েরা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলিয়ে গলায় শাড়ির অটলটুকু জড়িয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করে—

তুলসী তুলসী নারায়ণ

তুমি তুলসী বৃন্দাবন

আদিম মানুষের গাছগাছড়ার পূজার সঙ্গে আদিবাসী নারায়ণের এই যে সংযোগ তা এই মহামানবের সাধারণতীরে বৃহত্তর পরিধিতে আর্ম-অনার্জর সমীক্ষণের একটা ছোট নিদর্শন।

এইরকমভাবেই এই মিলনের যোগসূত্র ধরে সম্ভবত আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর বাহনের আবির্ভাব। আদিবাসীরা জন্তু-জানোয়ারের পূজা করত এবং তাদের সঙ্গে বধন আঁকনের মিলন হল তখন তাদের এই পশুপূজা দেবতাদের সঙ্গে আর্ম-দেব-দেবীদেরও মিলন ঘটল।

অধিকাংশ আদিবাসীদের মধ্যেই এই বিশ্বাস জন্মিত আছে যে, যেমন গাছ-গাছড়ার মধ্যে তেমন জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও দেবতারা অথবা মতালোকের আত্মা বাস করতেন। শৃঙ্খল তাই নয়, এক একটি গোষ্ঠী যে এক একটি এইরকম জন্তুরই বংশধর, এই ধারণাও তাদের মধ্যে বহুমূল্য এবং অবিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের সেই পশুপূজা পূর্বপুরুষের চিহ্ন বহন করে। এই ভাবমারাকে পশ্চাত পণ্ডিতেরা টোটেম সংজ্ঞায় অভিহিত করেছেন। এশিয়া ভূখণ্ডে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন যুগে সিংহ, হাতী, ভাস্কর, ঘোড়া, ষড়, কুকর, শূকর প্রভৃতির পূজা হত। প্রাচীন পালি গ্রন্থের (নিদেহ) বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বৃষ্টিপূর্ব চতুর্থ



শতকে ভারতবর্ষেও বহু পশুর পূজা প্রচলিত ছিল। এখনও আমরা দেখতে পাই ষাঙলার সাঁওতালরা বাঘের পূজা করে এবং নগা ও গাওড়া সাপের পূজা করে থাকে। কিছুদিন আগেও চৌডারা ষাড়ের পূজা করত।

পূর্বেই বলেছি যে, মানুষ এবং পশুর মিলিত ছবি—নসিংহদেব যার প্রতীক—আদিমবাসীদের চোখের সামনে ফাঁট উঠেছিল। মধ্য অস্ট্রেলিয়ার একজন আদিবাসী বিশ্বাস করে যে, এইরকম একজন দেবতাই তাদের দেশ নির্মাণ করেছিলেন এবং তাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির প্রচলন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে চীনের ভ্রাণনের কথা স্মরণীয় মনে হয়। চীনাড়ের ধারণা, বার্তা, জল এবং পর্বতের উপাসনতা একত্রিত হয়ে এই অনেকটা সম্পর্কিত ভ্রাণনের মধ্যে বাস করছেন। এই দেবতাকে খশী করত পারলেই মানুষের সব অসুখই সিদ্ধ হবে। ভ্রাণন নিয়ে অনেক আলোচনা পাণ্ডিত্যের মধ্যে হয়ে গেছে এবং সাক্ষ্যতার সেরা-সব এখানে লেখা দৃষ্টান্ত নয়।

আদিম মানুষ যেমন পশুদের পূজা করত, তেমনি আবার পশু বধ করতেও তারা দ্বিধা বোধ করত না। এই দুটি বিপরীতধর্মী ভাবধারার মধ্যে তারা একটা সামঞ্জস্য করারও চেষ্টা করেছিল। এর দৃষ্টান্ত উদাহরণ আধুনিক যুগের আদিবাসীদের আচার-ব্যবহার থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। কাম্বোজিয়ার একটি উপজাতি যে কোনো পশু হত্যা করার আগেই তার কাছে ক্রমা প্রার্থনা করে। বলিম্বীপে ধানচাষের সময়ে মাঠে বড় ইন্দুরের উৎপাত হয়। বলিম্বীপবাসীরা ঝাকে ঝাকে ইন্দুরদের ধরে এবং তার পর তাদের হত্যা করে ঠিক যেভাবে শব্দাহ করা হয় সেইভাবে দাহ করে। কিন্তু খাত ইন্দুরের মধ্যে দুটিকে তারা রেখে দেয় এবং এই দুটিকে প্রথমে ভক্তভাবের প্রণাম জানিয়ে পরে মাঠে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়।

দলুটসহর সংখ্যা এভাবে অনেক বাড়ান যেতে পারে। কিন্তু, মোট কথা হল এই যে, আদিবাসীরা একদিকে যেমন জীবজন্তুদের পূজা করে, অন্যদিকে আবার তেমনি তাদের হত্যা করতেও কৃষ্ঠাবোধ করে না। আধুনিক যুগে আমাদের মধ্যেও অনেকে আছেন, যারা ভক্তভাব বিস্তার মতন-অবতারকে প্রণাম জানান এবং তপ্তভাব মংসা ভক্ষণ করেন। হ্যামের কথাটা আর তুলতে চাই না, কারণ যাহা হ্যাম খান, তারা হলেন আমাদের মতে নসিংহ, ভগবানের বরহ-অবতারের কথাটা একেবারে স্বীকার করেন না।

আদিবাসীদের মধ্যে এই একটা প্রচলিত ধারণা যে, পশুদের মধ্যে ঐশ্বরীশক্তি বিদ্যমান এবং তাই বিভিন্ন আকারের পাথর এবং পর্বত তাদের উপাস্য। আদিবাসীরা

তাদের গ্রামের একটি নির্দিষ্ট স্থানে এক-খণ্ড পাথর রেখে দেয় এবং ভক্তরা যেমন শালগ্রাম শিলা বা শিবলিঙ্গের সামনে বাসে তাদের ঈশ্বরিত বস্তু লাভের আশায় প্রার্থনা জানায়, ঠিক তেমনি করেই তারা তাদের দেবরূপী শিলাখণ্ডের সামনে বাসে তাদের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করে। তারা আরও বিশ্বাস করে যে এই পাথর নিয়ে অনেক ঘটনা ঘটান যেতে পারে। একটা দলুটসহর এখানে দেব। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বোর্নিওতে একটি উপজাতির মধ্যে কোনো নারীর প্রসববেদনা উপস্থিত হলে একজন ওয়া ঘরের বাইরে পেটে একটি পাথর বোধে শূয়ে পড়েন, তার যেন প্রসববেদনা হুরোছে, এই ভান করে। পরে তিনি পাথরটিকে আস্তে আস্তে পেট থেকে নামিয়ে দেন, এবং এরা বিশ্বাস করে যে, এতেই রোগাটির নির্বাণে প্রসবকাল সমাধা হবে। আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে যে গ্রহরক্ত ধারণের ব্যবস্থা আছে তাকে এইরকম ধারণারই একটা উন্নত সংস্করণ বলা যেতে পারে।

পর্বতমালা চিরদিনই আমাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। আমাদের মধ্যে বোধহয় এমন কেউই নেই, পর্বতের দৃশ্যে যার মন একটা অবাঞ্ছিত চিন্তাধারায় হিমোস্তিত না হবে। প্রাচীন যুগে আদিম মানুষের মনেও ঠিক এইরকম হিমোস্তের স্রাব্তি হত। তাই বাবিলন দেশের একুর আববদের অব্যক্ত হিন্দুদের নোবোকর্নেল এবং হারমন পবিত্র পর্বত। প্রাচীন যুগে চীনদেশেও পাঁচটি পবিত্র পর্বতমালার নাম আমরা পাইঃ—

- (১) সানটুং-এর তাই-সান্
- (২) সেন-সির হুয়া-সান্
- (৩) সান-সির হেঙ-সান্
- (৪) হু-নান-এর নান-য়ো-সান্, অথবা হেন-সান্
- (৫) হো-নান-এর সাঙ-সান্

এই সব পবিত্র পর্বতমালার অস্তিত্ব কতখানি আদিবাসীদের কল্প থেকে সভ্য মানুষ পেয়েছে তা নির্ণয় করা কঠিন, তবে এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত যে আদিবাসীরা নিশ্চয়ই পর্বতমালার দেবতার অধিষ্ঠান বিশ্বাস করত এবং পর্বতের পূজা করত। এ পূজা আমরাও করে থাকি। নগধিরাজ হিমালয় অক্ষও আমাদের কাছে পূজনীয়।

একটা প্রশ্ন নিয়ে গবেষকরা প্রায়ই মাথা ঘামান। আদিম মানুষের মধ্যে কোনো প্রধান দেবতা (সুপ্রিম গড) সম্বন্ধে ধারণা ছিল কিনা। অফ্রিকার পিগমিদের মধ্যে এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে এই রকম ধরনের একটা বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়। তারা মনে করে যে, প্রথমে এই নরদেহান্ত দেবতা—এই ভগবতাই ছিলেন এবং তিনিই প্রথম মানুষকে আচার-ব্যবহার

এবং রীতিনীতি শিক্ষা দেন। পরে এই প্রধান দেবতা আকাশের উপরে চলে যান এবং সেইখানে তিনি এখনও বাস করছেন। তিনি আদি, অনন্ত এবং পরোক্ষ। কোনো কোনো উপদলীয়দের মধ্যে এই আদি-দেবতার উপদেশের পূজা ইত্যাদি করা হয়, কিন্তু বেশীর ভাগ আদিবাসীরাই বিশ্বাস রা তিনি নির্জিহত। মানুষ কি কবচ না করছে, তা নিয়ে তিনি মতামত দান না। মানুষের ভুলমূল দেখবার জন্য এবং তাদের ভাল কাজের পুরস্কার এবং খারাপ কাজের শাস্তি দেবার জন্য কতকগুলি একটা নীচু দলবলের দেবতা, উপদেবতা বা অধি-দেবতা আছেন এবং আমরা যদি এদের সতর্কত্বের দ্বারা তত্ত্ব করতে পারি, তাহলেই আমাদের অতীত সিদ্ধ হবে। এখানে একটা বিষয় বিশেষ-ভাবের প্রণয়নযোগ্য। সাংখ্যদর্শনের মধ্যেও অচাঞ্চল্য বিজ্ঞানতত্ত্বের মতে, এই ধরনের একটা চিন্তাধারা দেখতে পাওয়া যায়। পরমায়া হলেন নির্বিকার এবং নির্বিকল্প, তিনি কিছুতেই লিপ্ত নন। অবশ্যই ইত্যাদি দেবতারা হলেন জনগণের তাঁর নিষ্ঠা। ঠিক এই ধরনের পরিকল্পনা আদিম মানুষের কর্মবিকাশের জন্য সত্যের এসে ফাটল হয়েছিল, তা নিয়ে মাঝে মাঝেবার কাজটা পণ্ডিতদের ওপর ছেড়ে দেওয়া ভাল।

পূর্ব রচিত এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণার পর বলেছিলামঃ—

"As far as our present actual knowledge goes, it can be said that the most typical instances of an aboriginal belief in a Supreme Deity are to be found among the simplest and among the most complex of primitive civilisations."

ব্যাপ্তি ধর্মপ্রচারকেরা প্রথম যখন চীনে আসেন তখন হারি প্রাচীন চীনের সাহিত্যে দুটি শব্দ দেখে অশ্চর্য হয়ে যান—নং-হুই এবং তিয়ান। প্রথম শব্দটির অর্থ হল প্রধান শাসক বা দেবতা এবং দ্বিতীয়টির অর্থ স্বর্গ। এ থেকে স্মরণীয় এই অনুমান করা হয়ে পারে যে, প্রাচীন চীনের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, স্বর্গে একজন প্রধান দেবতা বাস করেন। ঠিক-অনুরূপ ধারণা আমরা দেখতে পাই আন্দামানবাসী এবং ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যে।

নিম্নলিখিত দেবতার বেশীর ভাগই প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ। আন্দামান-দ্বীপের উপজাতিদের মধ্যে আছে এইরকম দুটি দেবতা—বিলিকা ও টেরিরা। টেরিরা হলেন ক্রান্তির দেবতা এবং বিলিকা বাড়ার দেবী, পাগার বেলা আন্দামান দ্বীপবাসীর কাছে বড় ও ক্রান্তি, এ দুটাই হল প্রকৃতির প্রধান রূপ এবং এ দুটো রূপেরই তাই তারা

পূজা করে। উত্তর চীনের আদিবাসীদের মধ্যে এইরকম পাঁচটি প্রাকৃতিক দেবদেবীর স্থান পাওয়া যায়—বৃষ্টির দেবতা, মেঘ এবং বজ্রের দেবতা, নদী এবং পর্বতের দেবতা, গাছগাছড়ার দেবতা এবং মাতের দেবতা। চীনারা এই সব দেবতার নৃত্য এবং সংগীতের দ্বারা পূজা করে থাকে। উত্তর চীনের সেন্সি প্রদেশ গেলে এরকম ধরনের পূজা আজও দেখতে পাওয়া যায়।

আদিম মানুষ এই সব দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন উপায় নির্ধারণ করেছিল। তার মধ্যে প্রধান হল—ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিকের আশ্রয় গ্রহণ, পশুবলি এবং পূজা এবং কতকগুলি বিশেষ সিদ্ধি-নিষেধ মেনে চলা।

ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিকের ব্যবহার প্রায় সব আদিবাসীদের ভিতরেই দেখা যায়। এর জন্য বিশেষ ক্রিয়াকর্মী তার অনুসরণ করে এবং তাদের নিজস্ব মন্ত্রও আছে। এর সাহায্যে তারা দেবতাদের সঙ্গে দরকার হলে লড়াই করে তাদের পরাস্ত করার চেষ্টা করে, আবার দরকার হলে তাদের হোষা মেদ করে। এইরকম ইন্দ্রজালের প্রভা প্রচলিত আফ্রিকার উপরেও পাউচিচ এবং বোহোয়া বিশ্বাসকেই কেন্দ্র করে বিস্তৃত হয়েছিল অতীতকালে।

এই ইন্দ্রজালিন্দায় পারদর্শী একজন লোক আদিম সমাজের ভিতর বিশেষভাবে সমাদৃত হত। কোনো অসুস্থতাস্থ হলে অথবা কোনো পিপ্স এসে হাজির হলে এদের ডাক পড়ত এবং তারা ধর্মীয় শক্তি বলে মানুষকে এই সব বিপদ থেকে উদ্ধার করত। আদিম সমাজে একাধার এরা গুরু এবং চিকিৎসক।

আদিম মানুষ প্রায়ই লজ্জা করত যে, এইসব ইন্দ্রজাল সাহায্য নিয়েও তাদের অতীতী মিন্দ হচ্ছে না। তখন তারা এই সব দেবতার পূজা, সন্তুষ্টকর্তার আরাধন করত এবং নিজেরা যে সমস্ত জিনিস ভাল লাগে, দেবতাদের খুশী করার জন্য সেই সব দান করত। তাদের ধারণা ছিল, দেবতারা এই সব জিনিসই ভাস্বাসন এবং এই সব পোলে তালি খুশী হবেন। মানুষ আদিম মানুষের কাছে বিশেষ প্রিয়, তাই তারা পশুবলি দিয়ে দেবতাদের খুশী করার চেষ্টা করত। এ সমস্ত জন্য একটা বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট হত এবং পরবর্তী যুগে এই সসভা সম্পন্ন হলে বিভিন্ন স্থানের মন্দির ইত্যাদির নির্মাণ।

বলির ব্যাপারে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রথা দেখা যায়। উত্তর চীনে আদিবাসীদের মধ্যে মানুষ বলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালের চীনা পুস্তকে এই প্রথাকে বাঙ্গ করে বলা হয়েছে বলি মদ্যের মগসের জন্য; মনিষকে বলি বলি দেওয়া হয় তবে সে

মগস ভোগ করবে কে? পরবর্তী যুগে আমরা প্রথম সম্ভানকে বলি দেওয়ার প্রথা দেখতে পাই, বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ায়। এর তাৎপর্য—বকের প্রথম ফল যদি দেবতার প্রাপ্য হয়, মানুষাকেরও প্রথম ফল দেবতার প্রাপ্য।

অনেক রকমের বিধিনিষেধ, যোগলোক-আজ আমাদের কাছে কুসংস্কার বলে মনে হয়—আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আদিবাসীরা এখনও বিশ্বাস করে যে, কতকগুলি জিনিস হচ্ছে মঙ্গলকরক এবং কতকগুলি অমঙ্গলকরক, পয়সা বা অপয়সা। যেমন একটা বিচিত্র ধরনের পাথর বা একটা ছাড়ের টুকরা অথবা এই ধরনের কোনো জিনিসকে তারা প্রায়ই ঘরে রেখে দেয় এবং তাদের ধারণা এটি ঘরে থাকলে শত্রুনাশ হবে, শারীরিক সুস্থতা আসবে, গৃহে সবসময়ই মঙ্গল ঘটবে। এরই একটা উপরের স্তরে গিয়ে সসভা মানুষের মধ্যে আমরা দেখতে পাই কবচ, তাবিজ ধারণের বিধি। ইতিহাসের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এগুলি আদিম মানুষের অভ্যাসের সসভা সম্পর্কিত ছাড়া কিছুই নয়। দৈনন্দিন জীবনেও এদের মধ্যে অনেক বিধিনিষেধ দেখা যায়। পূর্বে উল্লিখিত ছোটনাগপুর জংগলের বিরোধের জাঁতির কথাই ধরা যাক। এদের ধারণা যে যদি কেউ আকাশ রামধনুর দিক আঙুল তুলে দেখায়, তাহলে তার আঙুলে হয় পাচ ঘাবে নয় দশেক ঘাবে। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে কেউ এক চোখ দেখালে সন্দিগ্ধতা ধরাপ ঘাবে এবং সেদিন কোনো শিকার মিলবে না। এটা কাটার জন্য যে এক চোখ দেখিয়েছে তাকে দুচোখ বন্ধ করে আবার দুচোখ খুলে চাইতে হবে। কোনো শ্যত কাজ বিশেষ করে শিকার যাবার সময়ে বাড়ির দিক পিছন দিকের চোখে দেখা অমঙ্গলজনক। বাড়ির বাইরে কোনো ধাতু নির্মিত বাসন রাখলে তাতে কাজ পড়ার সম্ভাবনা। এইভাবে তালিকা বৃদ্ধি না করে এই কথটা শুধু বলা যেতে পারে যে, এরকমের অনেক বিশ্বাসই এখনও পর্যন্ত আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। আমরা অনেকেই মাঝে মাঝে এবং চাটু করে বলি যে এগুলো কুসংস্কার। কিন্তু সংগে সংগে মনে মনে আবার মনেও চলে। অর্থাৎ সভ্যতার কর্মসূচির ভিতর থেকে আমাদের সন্তানের আদিম মানুষ এখনও উঁকি দেয়।

আদিম মানুষ চাম্বারসের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই বিধিনিষেধ মনে চলে। ব্রহ্মদেশ ধান না জমালে ধানক্ষেতে গিয়ে অনেক রকম পূজা করা হয়। পূর্বে এশিয়ার আদিবাসীরা বিশ্বাস করে যে, চাষের দেবতাকে খুশী করতে না পারলে ফসল ভাল হবে না। কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে

আবার প্রথা আছে যে, যেদিন মাঠে বীজ ছড়ান হবে, সেদিন ভূস্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে ঐ মাঠে রাতে বাস করবেন। এদের ধারণা যে এতে মাটির উর্বরতাশক্তি বেড়ে যাবে। আবার কোনো কোনো উপজাতি এর ঠিক বিপরীত মত পোষণ করে। যেদিন বীজ বপন করা হয়, সেদিন ভূস্বামী আর তার স্ত্রীকে একেবারেই স্পর্শ করেন না, কঠোর তত্ত্বাবধা পালন করেন। সময়ে সময়ে এই চাম্বারসের বিধিনিষেধ যে কত ভয়াবহ আকার ধারণ করে তার দৃষ্ট একটি নমুনার এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিছুদিন আগেও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ চাষ করার আগে একটি করে মানুষ বলি দেওয়া হত। ভারতের পূর্বে সীমান্তে নাগাদের মধ্যে, ছোটনাগপুরের ওর ও এবং গন্ড প্রভৃতি উপজাতির মধ্যেও চাষের পূর্বে মানুষ বলির প্রথা প্রচলিত ছিল। এগুলি এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

আদিম জাতিদের জীবনের যত সব বাধা-নিষেধ, যাক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা 'টাবু' শব্দে অভিহিত করেন, তার মূল রয়েছে সেই চিরন্তন বিশ্বাস, যে একটা অদৃশ্য শক্তি সবসময় আমাদের বাহিরের কাজ করছে এবং আমাদের সব সময়েই সতর্ক হয়ে চলতে হবে পাছে সেই শক্তি আমাদের উপর বিরূপ হয়। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এর নাম দিয়েছেন 'বিলিফ ইন মান'। মনো শক্তিই মূলমন্ত্রীয় জাতির ব্যবহার করে এই শক্তিক বোঝার জন্য, এবং এই শক্তির তত্ত্ববিধানার্থে যত বিধিনিষেধের উৎপত্তি। কোনো কোনো আদিবাসীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, শিকারী, জেলে, হত্যাকারী নবজাত শিশু, সদাবিধবা নারী প্রভৃতি অস্পৃশ্য। এই ধরনের অস্পৃশ্যতা আমাদের ধর্মশাস্ত্রেও দেখতে পাই এবং তার জন্য আমরা অভিলাষ লই পূর্বতন বৃত্তান্তের, যে তাঁরা অস্পৃশ্যতা পোশে দুর্ভাগ্য জাতির সর্বনাশ করে গেছেন। এখন একটা ভাল করে দেখলেই বোঝা যাবে যে, যদিও অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্যতাকে নিজস্বের কাজে লাগিয়ে সুবিধা করে নেবার চেষ্টা করেছেন, আস্তে আস্তে কিছু এগুলি এসেছে আদিম সমাজ থেকে। অর্থাৎ অন্যায়ের সংশোধনের ফলে আস্তেই এই দিক দিয়ে যে অন্যায় আর খ্যাতির পড়াবিস্তার করেছিল, আশা করি পরিত্যক্ত ইতিহাসিকই তা স্বীকার করবেন।

এই সমস্ত বিধিনিষেধ পুরোপুরি ভাবেই মনে চলতে হবে এবং যদি কেউ তা লঙ্ঘন করে সে যে শত্রু নিজের বিপদই ডেকে আনবে তা নয়, সমগ্র গোষ্ঠীই মধ্য বিপদে পড়বে। তাই এসব বিধিনিষেধ ভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তির এমন কি মৃত্যুদণ্ডেরও ব্যবস্থা আদিবাসীদের মধ্যে হয়ে থাকে। গ্রামের মোড়লরা যেমন এসে বিচার করে

তাদের সিংহাস্ত্র ঘোষণা করেন, উপজাতীয়-দের মধ্যে ঠিক সেইরকম ভাবেই দলপতি এসে তার কর্তব্য সম্পাদন করে থাকেন। শুধু এই বিধিনিষেধ ভগ্ন করা নয়, অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ বা অস্পৃশ্য ব্যক্তির সংগে সংযোগ স্থাপনের দ্বারাও মহাপাপ অনুষ্ঠিত হয়, এই ছিল আদিবাসীদের ধারণা।

এইভাবে বিধিনিষেধ ভগ্নকারীর দোষ মাফ করার ব্যবস্থাও আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তারা বিশ্বাস করে যে, উপবাস, মাথা কামান, নখ কাটা, জলে শরীর ভাল করে ধুয়ে ফেলা, ইত্যাদি উপায়ে মানুষ পবিত্রতা লাভ করে। রক্তের সংগে শরীরের অপরিত্রতাও বেরিয়ে চলে যায় এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সময়ে সময়ে এরা নিজের দেহ কেটে রক্ত বের করে দেয়। একটা কথা এখানে মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে এদের মতে এই অপবিত্রতা নিজে থেকে আসে না, উপদেবতারা এই সব মানুষের দেহে সঞ্চারিত করে দেন। কাজেই এই সব বিধিনিষেধ এবং প্রায়শ্চিত্ত—আদিম মানুষের কাছে সবই ধর্মের একটা অঙ্গ।

সব যুগেই আমরা দেখতে পাই যে মৃত্যুর সংগে ধর্মের একটা বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্যমান। মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, অথচ এ অনিবার্য ঘটনাকে এড়াবার কারও সাধ্য নেই। আজও আমরা একটি মৃতদেহ দেখলে মানের মধ্যে স্বভাবতই একটি অস্বস্তি বোধ করি। এই মৃত্যুর ভয়কে আশ্রয় করেই ধর্মের একটা বড় দিক গড়ে উঠেছে।

সেই আদিম যুগের মানুষের ধর্মের উপরেও আমরা মৃত্যুর একটি বিশিষ্ট প্রভাব দেখতে পাই। যে আমাদের চির

আপনার, স্নেহ অথবা ভক্তি দিয়ে থাকে আমরা এতদিন আঁকড়ে রেখেছি, এক মুহূর্তেই সে একেবারে পর হয়ে যাবে, একেবারে তার সব চিহ্ন লোপ পেয়ে যাবে, কেবল আমরা যেমন সহজে ভাবতে পারি না, তাহারাও ঠিক তেমনি ভাবতে পারত না। তারা ভাবত যে, মৃতেরও একটা জগৎ আছে এবং মানুষ মৃত্যুর পর সেই জগতে গিয়ে বাস করে। আত্মার অস্তিত্বে এরা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই আমরা এদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাব ধর্মমতের আত্মস্থান দেখতে পাই। তার দু-একটা নিদর্শন এখানে দেব।

আদিম চীনাাদের মধ্যে একটা সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পূর্বপুরুষের আত্মা তাদের বংশধরদের মঙ্গল কামনায় চিরদিনই ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এই আত্মাকে একটু খুসী করতে পারলেই এরা আমাদের অনেক উপকার করবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই চীনারা তাদের পূর্বপুরুষের পূজা করে। এখনও এই পূজায় অনেকরকমের জটিলত্ব হয় এবং প্রাচীন চীনা-গণ্ড খেবে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে যুগে এই সব পূজায় প্রায়ই পশু-বলিদেওয়া হত। যুদ্ধ-যাত্রা করার আগে রাজা এবং সামন্তের পূর্বপুরুষের পূজা করতেন এবং তাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতেন। পরবর্তী যুগে মধ্য-এশিয়ার ইউ চি জাতির মধ্যেও এই প্রভাব বিস্তারিত হয় এবং তারা ভারতও এই প্রথা প্রচলন করে। কৃষ্ণান রাজাদের বিবরণীতে আমরা দেবকুলের উল্লেখ পাই যেখানে সম্ভবত পূর্বপুরুষের প্রতিকৃতি রাখা হত এবং এই কৃষ্ণান প্রভাব আমরা আরও লক্ষ্য করি কবি ভাস্কর "প্রতিনা নাটকে।" প্রাচীন চীনা সাহিত্য থেকে আরও জানা যায় যে, প্রত্যেক দলপতি তার নিজের এলাকায় পূর্বপুরুষদের পূজার জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে রাখতেন এবং পরবর্তী যুগে এই সব স্থানে কুন্দিরাদি নির্মাণ করা হয়েছিল। এইসব নির্দিষ্ট ভগ্নাবশেষ আজও ভূগর্ভ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা বার করছেন।

কোন কোন আদিমজাতির মধ্যে আমরা এই ধারণা ছিল যে, মৃতের আত্মা মানুষকে কষ্টই করে থাকে। কবর থেকে এই আত্মা সুবিধা পেলেই বেরিয়ে পড়ে এবং তার লগ্ন মানাবার জন্য তখন নানারকম ধর্ম-প্রতিরোধ প্রয়োজন হয়। অত্যা যাতে এইভাবে অনিশ্চাধন না করতে পারে, তার জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হত। আজকালকার আদিবাসীদের জীবন-প্রণালীর দু-একটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি। কোন কোন আদিবাসীর মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে কখনও সোজা রাস্তা দিয়ে কবর দিতে নিয়ে যাওয়া হয় না। শবদহনকারীরা আকাবাকা পথে চলে, কারণ এইভাবে আকা-

বাকা পথে চলেলে মৃতের আত্মা আর পথ চিনে ফিরে আসতে পারবে না। যাতে ফিরে এসে এরা কোন অনিষ্ট না করতে পারে, তার জন্য এশিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে অনেকপ্রকার অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানগুলি বেশীরভাগই হয় মাঠ থেকে চাষের পর শস্য তোলবার সময়ে, কারণ মৃতের আত্মা ভূত হয়ে তখন এই সব শস্যক্ষেতে আসে এবং এদের তাড়াতে না পারলে মানুষের যে বিপদ এসে হাজির হবে তা বলা নিঃপ্রয়োজন। পূর্ব ভারতের মণ্ডারি জাতির মধ্যে এই ধরনের উৎসব দেখা যায়। হিন্দুকুশের বিশেষ করে চিতলের উপজাতিদের মধ্যে এই উৎসবকে বলা হয় "ভূত-তাড়ানো" উৎসব। ভারতের খন্দদের মধ্যে আবার এ রকম উৎসব হয় মাঠে বীজ বপন করার সময়ে। বলিম্বীপে নবম মাসের আমাবস্যা এবং কাসাবাডিয়ায় মার্চ মাসে এ উৎসব হয়ে থাকে। থাইল্যান্ডে বছরের শেষ দিনে 'এইরকম একটা মজার অনুষ্ঠান হয়। রাজপ্রাসাদ থেকে একটি বন্দুক ছোড়ার মধ্য দিয়ে এই উৎসবের সূচনা হয়। তারপর কিছুদূর দ্রবতর অস্তুর একটি করে বজ্র থেকে বন্দুক ছোঁড়া হতে থাকে এবং এই একই পদ্ধতির আনুকরণ গ্রামের সব্বশেষ বাড়ি পর্যন্ত চলে। থাইবাসীদের বিশ্বাস যে, এইভাবে ভৃত্যকে গ্রামের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এইসব আদিবাসীদের মধ্যে একটা পরলপ্ৰচলিত আছে যে, সব ভূতই কিন্তু ক্ষীণ হয়ে না। সে অস্বাভাবিকভাবে বার আবার জন্ম গ্রহণ করে নিয়ে চলে গেছে, যে অতি নিকৃষ্ট প্রণালীর জীবনসাপন করে, এইরকম মানুষের আত্মাই ভূত হয়ে মানুষের অপকার করার চেষ্টা করে। এখানে উল্লেখ করা যাতে পারে যে, এই ধরনের চিন্তাধারা আজও আমাদের সুসভ্য সমাজে অনেক প্রসঙ্গ করেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এ চিন্তাধারা আমরা আদিবাসীদের কাছে থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছি।

দুটি আত্মার দমন এবং শান্তি আনার চেষ্টা—এই দুটি চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে আদিমজাতীয়দের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্রমবিকাশের প্রচলন হয়েছিল। আধুনিক যুগে ভারত ওকো ও শ্রাব্দের পুরোহিত এই দুটি বিভিন্ন ভাবধারারই পরিচায়ক।

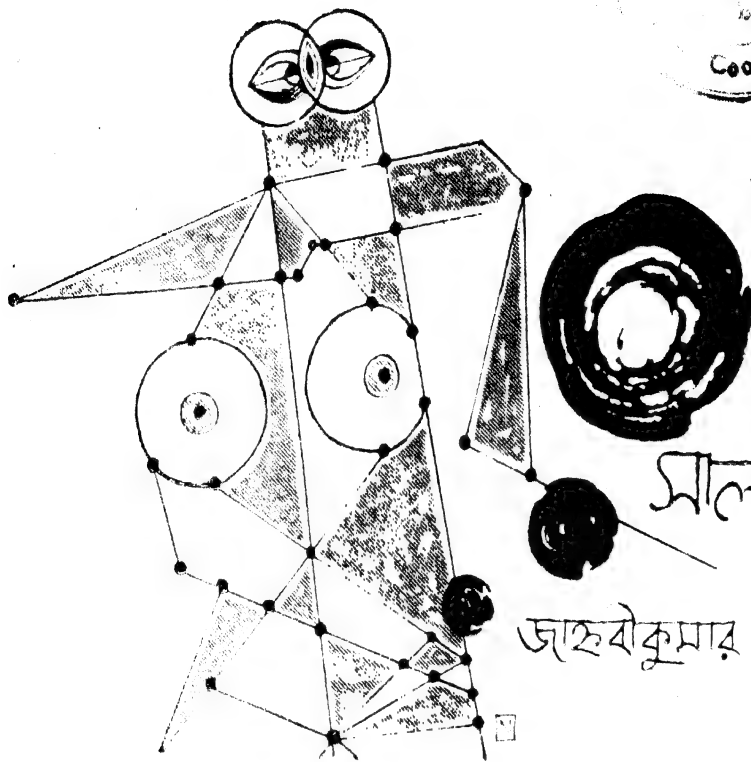
উপরের আলোচনা থেকে এটা সহজেই পর্যায়মান হয় যে, এশিয়ার ধর্মজীবনের এই যে আদিম রূপ, এটা মানুষের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে রয়েছে। ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যায়ে দ্বিবিধা বিরকম ছিল, সেটা আজ গবেষণার বিষয়। কিন্তু প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে এ গবেষণার অনেকটাই হবে কল্পনিক। সেটা ঠিক ইতিহাস হবে না, সেটা হবে কাব্য।

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৬ বৎসর ভারত ও
ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিগোর সহিত প্রতি
দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার
বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায়া সাক্ষাৎ করুন।
৩৬ জনক রোড, বালাীগঞ্জ, কলিকাতা।
(সি ২৬৬)



ধ্বনন-অসাড়

বায়রন, গালিল, নাক কান হাতপায়ের
অঙ্গুল প্রভৃতির স্পর্শবোধ চর্মের বিবর্তিত।
সেনাইসিস, একাধিক প্রকৃতি রোগের জন্য
জ্যোতির জন্মবারসহ পত্র লিখন। গ্রীষ্মময়-
কাল মেঘা, পাহাড়পূর্ণ ওষধালয়, মতিখিল
(১৫ম), কলিকাতা ২৮ ফোন ৫৭-২৪৭৮



মালকিটুটা

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

অ শ্রীনন্দ্র মন্দির ভগবতঃ কল্যাণেশ্বর
 শিবের মন্দির উপাসনা করাইতাম।
 শ্রীমন্দির, শ্রীমন্দির, শ্রীমন্দির, শ্রীমন্দির, শ্রীমন্দির
 হৃদয়গতি পূর্ণ।

১৯৭০ সালের ১৫ আগস্ট রাতে
 ঢাকা শহর জুড়েই ছিল
 অশান্তির নিষ্ঠুরতা। কয়েক ঘণ্টা
 অস্থিরতা, কয়েকটি গুলি।
 শোষণ, ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড।
 কয়েকটি মৃত্যু। কয়েকটি
 কান্না। কয়েকটি হৃদয়
 বাক্য। কয়েকটি চোখ।
 কয়েকটি নিঃশ্বাস।
 কয়েকটি নিঃশব্দ।

অসিদ্ধের সন্ধান রহস্যময়তার সন্ধানযোগ্য
 স্বাধীন। অসিদ্ধেরই রহস্যময়তার কবিতা অসিদ্ধ
 হারামেরকার বৈষম্য! কিন্তু অসিদ্ধা রহস্যময়
 —কবিতা ও কবিতা কবিতার সঙ্গার —কবিতা
 ও কবিতা রহস্যময়তার কবিতা। অসিদ্ধের ধর্ম
 সমগ্র এক রহস্যময়তার সঙ্গার —কবিতা
 কবিতার জীবন হার উচ্চ অসিদ্ধা।

[illegible]

অসহকারে তখন আশার আলো দেখতে পান
 তিনি। এই হল সম্মুখের নবদুর্ভাগ্য শায়ী
 নবনন্দিরাম ঘরুহি! কি দুঃখ, কি
 গ্লানময়! সীমিত ৬ কলিত, শক্তি ও
 কর্মের রুদ্ধতার বিষয়। ইনি পাতন, ইনি
 পাতন; ভাস্করভাষ্যে নিখিত কার প্রকাশ,
 সেই দৈবভাস্কর প্রাণীরা করায়। সীমিত
 ৬৪ প্রকার নিম্নতর ইনি তার পরিচয়
 দিতেছেন।

পূর্বের সংসদে যখন প্রাণি হারা জমাল।
 গম্ভীর, মিত্র ও সমীর তখন বেদমন্ত্র উচ্চিল
 হুঃ, তেমন সমীর হৃদয়ভঙ্গল। লক্ষ্য করে
 যাকন মহাপুরুষ অগম্য। বিরোধকে হার
 বাক্যকে নিহত করে সত্যকে তুলি নিরাক্ষর
 করেছ। অসংকট, অশঙ্কিতের নিদর্শন
 বসন্ত পালনা। অক্ষয়কাল এই হলে হিসাব
 স্মৃতি হৃদয়ভিৎ। সারজীবন এই অসংকট
 সৌর বলে বিদ্যমানক আকুল করেছে তুমি।
 সম্মান করে রাখস রাবণ-কাম, জোড় ও
 তিক্ণবীর এর মতি। তার পুরাতন কমান্ডর
 ওক বেদমন্ত্রী, রক্ষাঃ অংশুরী বিনাশরী,
 নগকন্যা ও সতী নারীর আশ্রয় পাশ তায়
 কাম গতি হয়। দুঃখ তার অশ্রুজোড়-সে
 জোড়ের অহুতি হয়েছে নিমেষে ওষধীপীত
 সিদ্ধান্তজিহ্ন, এই জোড়ের হৃদয়কে
 নির্বাসিত হয়েছে শমিক নির্বাসন। কি
 দুঃখ তার জয়ের দেশ! সে দেশের বিদ্যুত

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল! কাম, ক্রোধ ও
জিগীষার এই ভয়ঙ্কর অশান্তিকে তুমি জয়
করেছ। রাম,—বিপদে, দিশ্ময়কর তোমার
কীর্তি! কিন্তু বংশ, তুমি বিনাশ করেছ
বাইরের রাবণকে। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে
সুদৃশ্য রয়েছে রাবণ, বৃকে বৃকে প্রচ্ছন্ন

রয়েছে রাক্ষসরূপী দুর্জয় কাম, ক্রোধ,
লুপ্ততা। তাদের বিনষ্ট করতে হবে।
কল্যাণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় জাগিয়ে তুলতে
হবে রাবণ-মুক্ত মঙ্গলের আদর্শ। মনে
রেখো, দশগ্রীব রাবণকে নিহত করে তুমি
অর্ধ-রাক্ষসকে মাত্র নিহত করেছ।

'অর্ধ' রাক্ষস! তার অর্থ?—সহস্র
কৌতূহলী প্রশ্ন উঠল সভায়।

ধীরে বললেন অগস্ত্য, 'রাবণ তো পূর্ণ
রাক্ষস নয়। তার পিতা ঋষি, মাতা রাক্ষসী
অর্ধ-রাক্ষস রাবণ। তার পিতামহ প্রজাপতি
পুঙ্খসত্য—গ্রহমার মানস-সন্তান; পিতা

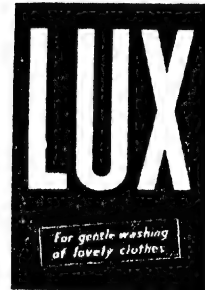
নতুন
সাড়ী?



না—লাক্স দিয়ে কাচা!

আপনার সবচেয়ে ভাল জামাকাপড়—সিল্ক, নিনন, ডয়েল, ভাল
সিল্ক এবং স্বতীর্ণ কাপড়—মোলায়েমভাবে কাচা দরকার। এগুলি
কাড়িতে বিগুণ মোলায়েম লাক্সের সাহায্যে কাটুন। লাক্স মোলায়েমভাবে
সব ময়লা দূর করে দেয় এবং ভাল কাপড় জামার সুস্বাদু বজায় রাখে।

লাক্স সুন্দর জামাকাপড়কে আরও বেশিদিন নতুনের মত রাখে



লোল অগ্নির মত সে তুচ্ছ। উগ্র ক্ষুণ্ণপাশায় পাগল হয়ে তারা ছুটল গ্রহণের প্রতি—গ্রহটাকেই ভক্ষণ করবে তারা। কাতরকণ্ঠে প্রাণপণ চীৎকার করে উঠলেন কমলমোহন, 'ভক্ষণ করো না, রক্ষা কর। আমি তোমাদের পিতা।'

ক্ষুধার বিবেক নেই, বিচার-মুঢ় ক্ষুধা।

চির অনিরত, বিবর্তবদন, জোহবশ। 'দহাতে ক্ষীরতে মূঢ়: শূন্যতে ক্ষুধারদীপ্তঃ'। গ্রহণের কথায় বিকট চীৎকার করে উদ্ভাসের মত একদল বলে উঠল, 'ভক্ষণ কর, ভক্ষণ কর।' আর একদল পিণ্ডাক প্রজা প্রমত্ত শৈল্যে ঘোর অটহাস করে উঠল 'রক্ষা কর রক্ষা কর।' অতি বক্ত, অতিশয় কুটিল সে

শৈল্য। তারপর ভীমবেগে অগ্রসর হত তারা।

সভরে আবার আত্ননাদ করে উঠলেন গ্রহণী, অশ্রুতক্ষে আবার উচ্চারিত হল অভয় বাণী, 'ভয় নেই। হে গ্রহগ্রণ, তুমি অশূচিত হত, অশূচিত তোমার তনু। শীঘ্র তনু ত্যাগ কর। মনে রেখো, তামস মনো-ভাবে তামসী সৃষ্টিই সম্ভব হয়, সে সৃষ্টি কল্যাণের অন্তরায়।'

লজ্জিত হলেন গ্রহণী। নিম্নে তামসী তনু ত্যাগ করলেন তিনি। এই তনুকে বলে রাতিরূপণী 'দোষা'। দোষা কৃষ্ণ-বর্ণা, মলোদ্ভূতা, মায়ামিনী। আশ্চর্য তার মোহিনী শক্তি! নিদ্রুতিমতে জীবের চোখে নিদ্রা সঞ্চার করে দে। দোষার মায়ার ক্ষুধা তুলে গেল ক্ষুধাতুর, তাকে গ্রহণ করে শান্ত হল উনাত বাহু।

ক্ষুধাবশে যারা গ্রহটাকে বলেছিল, 'যক্ষমা: অথাৎ ভক্ষণ করব—তারা 'যক্ষ', বিশ্বের আদি যক্ষ—স্বর্ষাপর, কৃপণ, অর্থ-গণ্ডু। আর যারা বলেছিল 'রক্ষমা—রক্ষা করব, তারা 'রক্ষা'—বিশ্বের আদি রাক্ষস: কামাচারী, জোহকুটিল, ক্ষুধাতুর। দোষা এদের পিতা, তাই এদের বলা হয় 'প্রিয়দোষ' বা 'নিশাচর'। নিশাচর থেকে উৎপন্ন বলে এরা 'নৈশাচ' রাক্ষস নামেও পরিচিত।

একটু থামলেন স্বর্ষি অগস্ত্য। আত্মসম্মত সভাসতল। অতি ভয়াবহ এই তামসী সৃষ্টির ইতিহাস। বিকৃত ক্ষুধা-কামনার এ কাহিনী যেন প্রবাহের চেয়েও প্রবাহিনী এ যেন ভয়াল রোমাণ! বাণে জিজ্ঞাসার বিশকারিত সকল নহন, মুখে শিশুর মত ক্রোতঃস্রী প্রবন, 'তারপর।' প্রাচীনবেদে কৃষ্ণজন্মা অগস্ত্য। গম্ভীর বসে তিনি বলতে লাগলেন তারপরের ইতিহাস, 'এরাই আদি রাক্ষস। 'পরশরাম' শক্তি পারকাণে' চ লোলপাণে' এদের সবভাবন। উগ্র পাতিচারী এদের কামনা, অতি ভীষণ এদের পরার্থ-লোলপুতা। এই কামনা-লুব্ধতাই রাক্ষসী ক্ষুধা। এ ক্ষুধা শূন্য পেতের নয় এ ক্ষুধা মনের—এ ক্ষুধা প্রতিটি রক্ষণিকার। এই রক্ষাবর্ধি কেবল রাক্ষসশেষেই নয়, বিশ্বের প্রতিটি মোহাম্ব মানব এই কৃতির বশ। এরই বিস্ময়িক স্মৃতি রক্ষ, এরই প্রয়োচনার উল্লসিত জগৎ। বিশ্বের লুকে অত্যাচার ও অনাচারের দাবানল সৃষ্টি করে কে?—এই রাক্ষসী ক্ষুধা। রাম, তুমি কি জ্ঞাননি আতের ক্ষুধা জন্মন? দেখনি কি অনাথা নারীর, অসহায় শিশুর নয়নাশ্রু? সে জন্মন, সে অশ্রু, রাক্ষসী ক্ষুধার সৃষ্টি। কামাধ, অর্পিত রাষণ সেই ক্ষুধার করাল মর্তি। কিন্তু তারো চেয়ে আরো ভয়ংকর রাক্ষবংশের আদিমাতা 'মালকটংকটা'—কামনার কদম্ব মর্তি, যেন একটি বীভৎস, অতি কুটিল কামনার গ্রাস। তার কাহিনী

দাঁত ওঠার ব্যথা?

দেখুন পিরামিড ব্রাণ্ড গ্লিসারিন ক্রিম করে দাঁত ওঠা সহজ করে তোলে।



D.W.C.

দাঁত ওঠার সমস্যা? মাতার বাথা? একটা নরম কাপড় আপনায় আবুল জড়িয়ে পিরামিড গ্লিসারিন একটু আঙ্গুলটা ডুবিয়ে নিন তারপর আঙুলে আঙুলে শিশুর মাতাতে মালিশ করে দিন এবং ভাড়াভাড়া বাথা কমে যাবে আর এর মিষ্ট ও সুস্বাদু শিশুদের প্রিয়। এটা বিশুদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ, গুরু হিসাবে, অসামান্য ও নানারকম ভাবে সারা বছরই কাপ্তে লাগে—আপনার গাতের কাছেই একটা ঘোতল রাখুন।

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে পুস্তিকা: এই কুশলী ভবন নীচের টিকানায় পাঠান: কিলুভান লিটারি লিমিটেড, পোষ্ট অফিস বক্স নং ৪০২, বোম্বাই।

আমাকে অনুগ্রহ করে পিরামিড ব্রাণ্ড গ্লিসারিনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার প্রণালী পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা

আমার গুরুত্বপূর্ণ বোকারের নাম ও ঠিকানা

শুনলে আতঙ্কে, ঘণায় মুখ ঢাকবে তুমি।
ঘণায় নিজেই দেখে কুণ্ঠিত করেন চির
অমর্য অগস্ত্য। দভাককে ওঠে সহস্র কণ্ঠের
কলগঞ্জ। সেই গুজুনকে শব্দ করে খুঁষি
বলে চলে রাক্ষসী সালকটংকটার
কাহিনী।

তিন

নিবিড়, নির্জন বনতলে তৃণাকৃত শ্যামল
ভূমিতে শয্য ধরেছে একটি কালনাগ ও
একটি কালনাগিনী। নিকষ কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ
যেমন পরস্পর বেঁটন করে একেবনীর রচনা
করে, তেমনি নাগ-নাগিনীর আবহ: পৃচ্ছ-
ভাগ একেবনীর রচনা করে চক্রাকারে ভূমিতল
আশ্রয় করেছে। উর্ধ্বে মুখে মুখি দুটি
উন্নত কণা, আবহ-বিহীন নিম্নিমেষ নয়।
কি সুগভীর প্রতিতির আলোকন! কি
সুখের মদমগ্ন আনন্দ-দোলা! অন্য
কোনদিকে দ্রাক্ষপ নেই। মিলনে নিখিল
হারি নায়ক-নায়িকা, সম্ভাগ-বাসরে লুপ্ত
বিশ্ব।

নাগ-নাগিনীর এই সম্মত-সম্ভাগ অতুণ
ভূমিতে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে কালনাগিনীর
মতই ককরণ এক কুমারী নয়। বন
নীলবরণী কামিনী বিস্মৃত কুন্তলে
সমীল অনন, যেন নীলজলে প্রস্ফুটিত
নীলোৎপল। কেমন যেন একটা রেচক-
চমক তাকে দেখে! 'সিঁড়ি, সিঁড়ি, অগ্নি-
বিশ্বাস, রেচক-বিশ্বাস, সিঁড়ি, সিঁড়ি, সিঁড়ি।
তার পলকহীন নয়নে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে
—তপ, বাস, বনভূমি, সূত সমগ্র বিশ্ব।

সহস্র তরঙ্গতা ভেঙে যায়। কিসের
শব্দক চমকিত হয়ে বরাখানী পিছন ফিরে
তাকায়, এবার বিস্ময়ে দেখে—পাশে
দাঁড়িয়ে এক বিশালদেহ যবক। প্রমত্ত-
কালের রক্তত সম্ভ্রান্তের নায় পিণ্ডালবস,
দেহভরা পূর্ণ যৌবনের উদ্গম ওরগ।
করিকর সমস্ত উরু, লৌহভূমি বাহ্য, প্রস্ফুট
বক্ষ। দীপ্ত নয়নে সূতীর সমগ্র চাহন।

মুগ্ধা, বিহেলা কুমারী কন্যা। চাক্ষু
এদিকে তাকিয়েই আবার এদিকে দৃষ্টি
নিষ্কেপ করে সে। কখন যেন অতীত
হয়ে গেছে সম্ভাগী ভোগযাগল। নির্জন
অরণ্যে একা পরাশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে
একা কামিনী। লজ্জাই এখানে স্বাভাবিক
নিয়ম। কিন্তু সে নিয়মের বাহ্যিক
স্মারত্ব নারী। বিস্ময়বিত, উদ্গ-চমক।
পরাশের দেহ-দপণে 'নিম্নিমেষ' নয়নে
আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন করে আত্মভোলা
কামিনী। তন্ময় হয়ে সে ভাবে—মেঘমন্দব
সদশ এমন বিলম্ব, কে এই পরাশ?

পরাশও উদাসীন নয়। ক্ষুধার চঞ্চল
নাতা তার রক্তকণায়, সহস্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ
তার দেহে। দৃষ্টিভাগে সূতীর উত্তেজনা।
উদভ্রান্ত চিত্তে সেও ভাবে—অগ্নে
প্রদোষের ছায়া, নয়নে মায়ার আঁধার-কালস,

বিবলিতরণে অসংকৃত নাভি—কে এই
সুন্দরী?

'কে তুমি!'

'কে তুমি!'

একই সংগে দুই সোৎসুক কণ্ঠের দুই
পূর্বপক্ষ, যেন কড়ি ও কোমলে ঝঞ্ঝিত
দুইটি বাঁণ-তল্লী। মদবিহীন কণ্ঠে বলে
কামদীপিত পরাশ, 'অমিতপ্রভ রক্তোবংশে
পরাক্রান্ত হেঁত পুত্র আমি—বিক্রান্ত
বিদ্যুৎকেশ!'

বিদ্যুৎকেশ! রাক্ষস বিদ্যুৎকেশ! যার
দৃষ্টিয় প্রতাপে তটস্থ হ্রিবন! শাসনে ও
শোষণে অস্বর্তীয় সেই বিদ্যুৎকেশ!—
বিদ্যুৎচাঞ্চল্যে খেলে যার কুমারীর দেহে,
আশার আলো চমক দিয়ে যায় নহনে।
পূর্বপক্ষের মত জা দুটি বাকিযে, কটাক্ষে
পূর্বপক্ষের নিক্ষেপ করে, সহস্রা মদমগ্নিত
কণ্ঠে সে বলে, অস্বর্তীয়া প্রতাপশালিনী
সখ্যার নির্মলী আমি—সালকটংকটা।

সালকটংকটা! মেঘদৃষ্টি সম্ভা-নির্মলী
সালকটংকটা! রূপসী মায়াবিনী,—অস্ব-
সমাজে যে দ্বিতীয়া রত?—অনুভব
আকর্ষণ অনুভব করে অমিতপ্রভ রাক্ষস
বিদ্যুৎকেশ। সহসা কি নাতাল হয়ে উঠল
পলাশের বন?

শক্তিদপে দীপিত রাক্ষস। সে জানে,
'বীরভোগ্য বসুন্ধরা'—বীরভোগ্য যে-কোন
কামিনী। ইচ্ছাই শক্তির প্রাপ্ত। স্বয়ং
প্রতিপ্রতী হলো, তাকে প্রত্যাখ্যান করবে
কে? উগ্র কামের ভূমিকা নেই, দৃষ্টিয়
নক্ষত্র নেই ধৈর্য। শালীনত, সৌজন্য
ভীরুর ভূষণ। সন্দেহ সোলাপ বাহু
প্রসারিত করে বলে কামাত রাক্ষস, 'আমি
তোমার পারি-প্রার্থী।'

অতীত কৌতুক অনুভব করে সালক-
টংকটা। অনুভব শক্তিমানের যাত্রা! বৃক-
ভরা পূর্বক, সর্বদেহে রোমাণ্ড! কেমন যেন
সভয় অনন্দ-কম্পন! ধীরে এক পা এক পা



বাঘ ছাপ পাভা চা

LIPTON (INDIA) LIMITED (Incorporated in England)

করে পিছিয়ে যায় সে—যেমন আরম্ভগোদ্যত মহামুখ ব্যাঘ্রের চোখে স্নাতীক্ষা, স্থির দৃষ্টি রেখে সতকভার সংগে পিছিয়ে যায় কুশলী শিকারী। তারপর সহসা অর্ধকর্ণে বিদ্যুৎগতিতে বনান্তরালে অদৃশ হয়ে যায় চণ্ডা। বিশাল অরণ্য অনুরণিত হয় এক অশ্রুত চপস কলহাসে।

অস্থির হয়ে ওঠে বিদ্যুৎকেশ। আশ্চর্য মারাবিনী! উল্লাসের মত সে ডাকে, 'সালকটংকটা!'

অদৃশ্য বনতলে ধ্বনিত হয় আবেগ-কম্পিত মায়াকর্ষ, 'অমিও তোমাকে কামনা করি বিদ্যুৎকেশ! কুমারী স্বাধীন নয়। মাতা সম্ভার কাছে আমাকে প্রার্থনা কর তুমি।'

নিজন অরণ্যে প্রতিধ্বনি ওঠে, 'অমাকে প্রার্থনা কর তুমি.....'

আবেগের জ্বাতিয় সংসারের নেত্রী জননী। জননীই সেখানে সমাজের নিরন্তরীশঙ্ক, মাতৃগোত্রেই বংশের পরিচয়। কন্যার পাণি-প্রার্থী হয়ে বাক্স বিদ্যুৎকেশ স্বয়ং এসে দাঁড়াল সায়ন্তনী সম্ভার দ্বারে। আত্মল কান পেতে শুনল সালকটংকটা, বিদ্যুৎকেশ বলছে, 'হেঁতপুত অমি, বিদ্যুৎকেশ। অমি আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী।'

দূর, দূর, বাঁপড়ে সালকটংকটার বুক—জালা, উদ্বেগ, অশঙ্ক! মায়ের কি অভি-মত? পূর্ণ কি হবে না তার মনস্কাম?

গভীরভাবে মনে মনে বিচার করছেন বিদ্যুৎকেশ। তিনিই একাধারে কন্যার পিতা, মাতা, বাক্ষরী। পিতা বরের গণগণ

বিচার করেন, মাতা কামনা করেন বরের বিত্ত। পিতার মতই ভাবলেন তিনিঃ বংশমর্যাদায় অতুল রক্ষাবংশ। বিদ্যুৎকেশের পিতা হোঁত, সন্তানবাহিত সূর্যের রথে তার অবস্থান। মানব, মানব, এমন কি রূদ্র-শূল, বিষ্ণুচক্রেরও অবধা তিনি। মাতা 'ভয়'ও কালের ভাগিনী। দুই কুলে ধনা বিদ্যুৎকেশ। সে নিজেও অমিতবিক্রম। তার প্রতাপে অস্থির সুরাসদূর। কন্যাকে তো অপরের হস্তে সম্প্রদান করতে হবেই। সংপার্টেই তাকে অর্পণ করা সংগত। বিদ্যুৎকেশ অবশ্যই সংপার।

আবার মাতার মত চিন্তা করলেন ব্রহ্ম-তনুজাঃ ঐশ্বর্য ও সম্পদে প্রতিষ্ঠিত বাক্সকুল। বিদ্যুৎকেশ কন্যা সমর্পিতা হলে, কন্যা অদী না হয়ে রাজৈশ্বর্য ভোগের অধিকারিনী হবে। মাতার চিরকালের কামনা, কন্যা আমার রাজবর্ণী হক। আবার একটু ভয়ও হল তার। শঙ্কিতপে উপহৃত বাক্স। তার প্রার্থনা পূর্ণ না হলে কবোতা বলপূর্বক বীর্ষশূন্যকই এ কন্যাকে হরণ করে নেবে।

—নৈনদিক থেকে বিচার করে বিদ্যুৎকেশের হৃদয়েই কন্যাকে সমর্পণ করলেন স্থির করলেন সম্ভা, মনুষ্য বললেন, 'আমরা কন্যা তোমার পাণিগতীত হবে—এ আসতে কুলের পবন সৌভাগ্য! তুমি কুলীন, রক্ষাবংশের গৌরব। অমি সমাজে এ কিসের সম্মতি দিচ্ছি।'

মাতার বাক্যে উল্লাসে উল্লাসিত হল সালকটংকটা। মনে মনে আশার আনন্দ-

বাসর রচনা করে কামাতী। বৃকের অতলে কি অশ্রুত প্রাণচণ্ডা। বরের রূপ-চিন্তায় বিচার ভাবী বধ, অন্তরতরা রূপানুগ। 'অহো রূপম্, অহো ধৈর্যম্, অহো সত্ত্বম্, অহো দৃঢ়তাঃ'—আহা, কি অপূর্ণ রূপ-মাধুরী, আহা কি ধৈর্য, আহা কি অসীম শৌর্য! কি অমেয় দৃঢ়তা, কি প্রচণ্ড শক্তি বিদ্যুৎকেশ! এই শৌর্যের নিরন্তরী হবে সে। বিরট মন্ডর বাধা পড়বে তারই ভূজ-বন্ধনে। কি সূচ্য, কি তুষ্টি! বনতলে এমন রক্তরাগে রঞ্জিত হল কোন ক্ষণে!

কামনার রক্ত যার বৃকে, কামনার নেশা যার চোখে—তার কাছে চিররতীন ভূমন। সেই ভূমনে কমনার রাজ্য হয়ে ওঠে কৃষ্ণা অসুর-কন্যা।

এও একপ্রকার রাজ-যোড়ক। জগন-বাণি মিলিয়েই শূণ্য রাজযোড়ক হয় না। বর যেখানে শব্দযোড়ক, কন্যা যেখানে শব্দ-শাসিত, অতিভারক যেখানে অলঙ্কার—সেখানে মহা রাজ-যোড়ক। এ যেন যুক্ত-কেন্দ্রিত মন্ডর সংগম। আশ্রয়ের সংগই মিলিত হল যোগ্য। বিদ্যুৎকেশের সন্ততি মিলিত হল সালকটংকটা, বাক্স-শঙ্কুর সন্ততি যুক্ত হল আত্মবিরম তেল। কৃষ্ণা ও কাম, একত্রিত হয়ে মিলিত হল, যেন জননের সন্ততি যার হল আঁনা, যেন উন্নত সিন্ধুতরঙ্গ বিপুল বিকোচ সন্নিবিষ্ট করে উদ্ভাস সঞ্চে তার মিলন প্রলয়-কটিকা।

লৈলতামাস মালম্য শব্দে আসতে ভাব। অসল বাক্স সেকরত চিরবৈধি। সন্ত, বর্ণ, বর্ণ—বাক্স, পায়স, অতিভারিত—

বাচচাত্তের যখন ঠাণ্ডা লোজে ...

সর্দি, কাশি, বৃকে-পিঠে ঠাণ্ডা লেগে
শ্লেমা জমে বাচ্চার যখন কঁট পায়
তখন নিয়মিত ভেপোলিন মালিশ
করুন, সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাবেন।

ভেপোলিন



adarta vs-1



পরিবেশক :

জি, নত এও কোম্পানী, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১



যা কিছু আঙ্গুরিক ভাব, তাদের মূল কর্তব্য
কাম। কাম আর কৃধা ভিন্ন নয়, ভিন্ন নয়
অঙ্গুর ও রাক্ষস। এক পাণের দুই মুখ,
এক বিষবৃক্ষের দুই বিষফল। বিশেষ
যাবতীয় অনাচার এই কৃধা-কামনার সৃষ্টি।
কৃধাতুর বিবর্তবদন, উপ্র, উল্যতবাহু—
কৃধাকাতর জীব অশ্ব, বধির। তার পূর্ব-
পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, উদ্ব-অধঃ—দিগ-
বিদিক্ জ্ঞান নেই। দিগ্ভ্রাস্ত কৃধিত।
কৃধায় বৃদ্ধি-বৈকল্য। শব্দ কি তাই?
মামা, মমতা, স্নেহ—সব ভুলিয়ে দেয় কৃধাঃ
জনকঃ জননীঃ পুত্রান্ ভাষাঃ
দুহিতরং তথা।

প্রাতঃ স্বজনং বাপি তাজ্জিত

কৃধারান্বিতঃ॥

যেমন কৃধা, তেমনি কাম। শান্তির নীচে
অশান্তির বর্ষাশিখা, সন্তোষের নিসরে
চির অসন্তোষ—কমনাও অশ্ব, বধির,
নিষ্ঠুর।

দুঃসন্ত কৃধা-কামনার ভীষণ মুখ
রাক্ষস বিদ্যুৎকেশ, অঙ্গুর-নন্দিনী সালক-
টংকট। মনুষ্যের ভাষা সে কৃধাকে বর্ণনা
করতে পারে না। নিষ্ঠুর রাতকাতুক, অতি
নিমিষ তার ক্রূপ। মনে হয়, ভগ্নত আর
কেউ নেই, আর কিছু নেই—আর শব্দ
সন্তোষ আর সন্তোষ।

এই সন্তোষগুণই প্রায়ই হল নবনন্দিনী।
নববধূ তুলসীমায় প্রবীণ অতুলান না,
সম্মান্য বাজারে না পড়ে শব্দ। বর পাতালে
প্রতিষ্ঠিত হয়ে নতুন পাতাল ভাসে না কোথ
কর না পড়ে পড়ে। রাত প্রাসাদ পায় হল
ভোগের নাই-পাই। সন্তোষগুণ হল অমর।
প্রত্যয় ভাষায় সৃষ্টিত হয়ে চিত্তবাহু হল
রক্তার ছোপ। প্রবল করে উত্তর ধর্ম, প্রবল
করে উত্তর আত্ম প্রতিপত্তা। করণীয়
করে করে অমর করণীয় দিল প্রজার গর্বে।
চতুর্নিষ্ঠ অমর, চতুর্নিষ্ঠ হৃদয়বাহু।
বিদ্যুৎকেশ সালকটংকটর প্রমদ-ভবন তখন
মদনাম্বসর।

প্রমোদন তরঙ্গ কেমন প্রসাদ-সীমায়
আবদ্ধ হইল না, বিস্তৃত হল সীমিত,
সরোবর, জগদার, বিস্তৃত হল কৃপকানন
ও নিজন অরণ্য। অঙ্গুরিত হল শৈল
শিখর, সম্মোদন, কন্দর। চির নেই, কণ
নেই, পরকামাকাজ নিচুর নেই। উদ্ব-
পুত্রবাহু-মধ্যবাহু, অপরাধ-ভবন-ভবন,
গর্ভের নিশীথে—কামনার বহিঃস্থ বনভূত
মুখচন্দ্রিকা।

অরণ্যের সুন্দর শোভার প্রতি অঙ্গুরি
নির্দেশ করে বলে সালকটংকট। ওই দেখ,
কি মনোরম সরোবর, কি সুন্দর হংসসীমা,
কি নয়ন-হরণ শ্যাম দুর্বার, কি চমৎকার
বেতসী সতার বধন।

হোস উত্তর দশ বিদ্যুৎকেশ পশ্চাৎদর্শন।
তোমার নখের অঙ্কুরপটলই সরোবর,
কোক হংসসীমা; তোমার সবুজ মেখলা

শ্যামল দুর্বারটি, কোমল বাহুই বেতসী-
সতার বধন।

খিল খিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ে
সালকটংকট। প্রতি অঙ্গুরেখায় যেন
কিম্বদন্তি নৃত্য। বিদ্যুৎকেশের রক্ত উত্তপ্ত
উন্মাদনা।

নাড়ালের মত উন্মাদনা! উন্মাদ রাক্ষস,
উন্মাদিনী অঙ্গুরনন্দিনী। প্রমত্তা বৃষ্টি
সমগ্র প্রকৃতি। সাগরের উত্তল তরঙ্গ
বেলাবলয়ে বেঁচিঁত হয়—চল চল চল ওঠ
বিদ্যুৎকেশ! সগর-দগরত দগবদ
আলিঙ্গন করে সমুদ্র-কটি—চল চল চল

ওঠে সালকটংকট। সমীরণ এসে স্পর্শ
করে নন্দীজল, শিউরে ওঠে সর্পিৎ-তরঙ্গ—
শিউরে ওঠে বিদ্যুৎকেশ! কলমুখের হয়ে
প্রোতস্বিনী নটিনীর মত নেচে নেচে সাগরে
প্রবেশ করে—অঙ্গুর হয়ে ওঠে সালক-
টংকট। সরোবর চকবক-চকবাকী, রাজ-
হংস-রাজহংসীর মিথুন-চকটী এসে পাল
করে তোলে।

গিরিশিখরে এসে দাঁড়ায় ওরা—সেখ,
উদার পশ্চাতে সবলে ছুটেছে অরণ্য।
রক্তা অরণ্যের কামন্যে রাঙে রক্তনখী শজা
উষ। আনন্দের ভয়ে শিথিল তার সর্পকট-



মস্তিষ্ক শীতল রাখে
ও স্নানিয়ার সহায়তা করে



ভুলল শুধু যে কেশের পক্ষেই বিশেষ
উপকারী তাহা নহে, ইহা মস্তিষ্ক
শুষ্ক ও শীতল রাখে এবং স্নানিয়ার
সহায়তা করে।

বুরিংগল
সুগন্ধি মহাভুক্ষাজ্য কেশ তৈল

৫ আউন্স শিশি কার্টন সমেত ও ১০ আউন্স
শিশি কার্টন ছাড়া পাওয়া যায়।

দ্বি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-১১

আবরণ, তর্জনী-হেলনে প্রণয়-রোষের ভান, বাঁকানো মুখে আত্মনিবেদনের হাস। কোথায় উবা? অরুণ বাক্যে আনন্দলীলা অরুণ-প্রিয়া।

ওই মস্ত দিগগজের মত ভুটেছে মেঘ! ওই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সিঁধু-তরঙ্গ। প্রলয়মেঘ সবলে আকর্ষণ করছে সিঁধুকে,

উত্তরঙ্গ সাগর প্রচণ্ডবেগে আকর্ষণ করছে মেঘকে। জলসমস্ত সৃষ্টি হয়েছে সাগরে। একাকার মেঘ ও জলধি।

নিদ্রাহীন উদগ্র কাম, তন্দ্রাহীন উদ্দাম সংভাগ কোথা দিয়ে চলে যায় দিন, কোথা দিয়ে চলে যায় রাত্রি। এক যুগ যেন একটি নিমেষ। তৃপ্তহীন, শ্রান্তহীন, শান্তি-

হীন ক্ষুধা-বিরাতহীন তৃষ্ণা। প্রমত্ত বিদ্রোহকেশ যেন তপ্তসালিল সাগর-চির-ক্ষুণ্ণিত, চিরতরঙ্গিত, চিরগর্জিত। তার নয়ন রক্তবর্ণ, বিঘর্ণিত মস্তক মুখে গজ-বাজের মত মদমাত্রা। অনগরগঙ্গে মত্তা অসুর বন্যা যেন বহিরুর লেজিহান শিখা: কৃককুটিচন, গজমুখর, সর্বপ্রাসী। তার

না, না! এ 'ডালডা' নয়! 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় বিক্রী হয় না!

আজ্ঞে হ্যাঁ, ডালডা বনস্পতি আপনি কেবল শীলকরা টিনেই কিনতে পাবেন। এই জনোই এতে কোনও ধুলো ময়লা লাগতে পারে না আর না পান্না যায় একে নোংরা হাত দিয়ে চুঁতে। তাছাড়া খোলা অবস্থায় 'ডালডা' কেনার দরকারই বা কী যখন আপনার সুবিধের জন্য ভারতের যে কোন জায়গায় আপনি ১০, ৫, ২, ১ ও $\frac{1}{2}$ পা: টিনে 'ডালডা' কিনতে পাবেন।



হ্যাঁ, এই তো 'ডালডা'! এর হলদে টিনের ওপোর খেজুর গাছের ছবি দেখলে সবাই চিনতে পারে।



মনে রাখবেন 'ডালডা' কেবল একটি বনস্পতির নাম। আপনার এবং পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য প্ররক্ষিত রাখতে সব সময়েই ডালডা বনস্পতি কিনবেন শীলকরা বন্ধ টিনে। কেন না কোন রকম ভেজাল বা দোষগুক্ত হবার বিপদ এতে থাকে না আর যা কিছু এঁই দিয়ে রাখবেন সেই সব আবারের প্রকৃত স্বাদ বজায় থাকবে।



ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন—আর স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করুন।

লোচনম্বর মদযুক্ত, আরক্ত-বিপর্যস্ত
বিভূষণ, বক্ষে ঘনশ্বাস! অগ্নি-উজ্জ্বল
গর্জন করে ওঠে আগ্নেয় পর্বত, মাতাল
ঝড় ওঠে বনে, নদীর বৃকে জাগে রাক্ষসী
বন্যা। কত আগুন আর যতগৃহ! প্রলয়ে
কি এত উদ্দাম হয় ঝড়? বক্ষে বক্ষে
সঘন ঘষণ, মাটির বৃকে অনলশ্বাস। বন্যার
জল লাল হয়ে ওঠে কামিনীর অঙ্গরাগে।

নিম্ফলা নয় উদ্দণ্ড ক্ষুধা, বার্থ হয় না
মত্ত ঝড়ের আবেগ। তারা রিক্ত করে,
পূর্ণও করে। রিক্ত করে পরকে, পূর্ণ হয়
নিজে। অগ্নি সেমন হবি থেকে অমোঘ
বৃত্তেজ গ্রহণ করে, উর্মিমুখে সংজ্ঞা যেমন
গ্রহণ করে সূর্যের শক্তি-তের্মনি বিন্দু-
কোষের রাক্ষসী তেজ ধারণ করল অস্ব-
নান্দনীর সালকটংকট। তমো প্রকাশিত হল
দেহাদ লক্ষণ। ক্ষণ দেহ, পাণ্ডুর বদন—
আবার দিনে দিনে সুপুষ্ট দেহ, সুন্দর
কানিত।

আর্যধর্মে গভীরান থেকে মৃত্যু পর্যন্ত
মানুষের দশবিধ সংস্কার—প্রত্যেকটি ত্রি-
ধর্মের সংহত শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। সেখানে
মতি কঠিন গভীরতার দায়িত্ব, মতি কঠোর
স্বাধীনতা কর্তব্য। সংগ্রাম—সে তো সন্তোষের
গরল নয়, নয় উদ্দণ্ড কামনার বড়বা। সংগ্রাম
ধর্মযজ্ঞের পূর্ণফল, অলকানন্দার আশ্র-
ধারা। সে যজ্ঞফল লভের নিয়ম আছে,
সংগ্রাম আছে, মন্দ আছে।

কিন্তু ক্ষুধার বক্ষস, কামাতুরা অস্ব-
নান্দনীর। নিয়মে তারা অগ্নি, শৃঙ্খলার
ব্যতিক্রম। ধর্মের লালিত্যের আস্রা
লিপ্সয় আরো উদ্দাম হয়ে উঠল তারা।
অন্য ইন্দ্রিয়সম্বায় যাবা নিতাই প্রমত্ত, তখন
পান-ভোজন, হাস্য-রোদন, অবসখান-গমন
একসঙ্গে গাথা তের্মনি একসঙ্গে বাধা
বিন্দু-কোষের সালকটংকট। ক্ষণেকের তার
বিন্দু-কোষে হল যেমন গভীরভাবে
গর্জন করে ওঠে মেঘ, তের্মনি মুহূর্তের
তারে ভাঙা চোখের আড়ল হলে ঘের গর্জন
করে ওঠে বিন্দু-কোষের সালকটংকট। হিন্দুরা
পান করে বিন্দু-কোষকে প্রসাদ দেয়, বিন্দু-
কোষ সেই সাধা পান করে খলখল হোসে
ওঠে : বিন্দু-কোষে তাম্বল চর্চণ করে অধ-
চর্চিত তাম্বল সালকটংকটের মুখে অঙ্গণ
করে—সেই তাম্বল-রাগে মদমত্তা করিণীর
মত ভীষণা হয়ে ওঠে মৃত্যুকণী। তারায়
বাজে মেঘমল্লার।

জলভারে নিমিত বর্ষার ঘন মেঘ, জলভারে
পূর্ণা বর্ষার তরঙ্গিণী। কি উত্তাল ঝড়ের
আবেগ। সে ঝড়ে চঞ্চল হয় মেঘ, চঞ্চল
হয়ে ওঠে পূর্ণা তটিনী। জল-করাণো তার
প্রমত্ততা, তীর-চাপানো তার উদ্দণ্ড উজ্জ্বল।
ঝড়ের বৃকে আরো উজ্জ্বলমে দ্রুতলয়ে বাজে
যেন মল্লার রাগ।

সেদিন রাত্রাধিকারভক্ত রাক্ষসী মুহূর্তে
সালকটংকট বন্ধ ছিল বিন্দু-কোষেরই

বাহুপাশে। সহসা দ্রুত অগ্নিগ্নান-মত্ত হল
সে। ভীতা, চকিতা যেন বন-করিণী।
অবাক হয়ে গেল বিন্দু-কোষ, সত্যে দেখল,
ঘননীল হয়ে গেছে সালকটংকট। গভীর
এক অবাক ঘন্টার চিহ্ন। চোখে-মুখে,
মুহূর্তে ক'ণ্ডে যাচ্ছে দেহ। কেন কথা
বলার পূর্বেই, ক্ষিপ্ত পদক্ষেপে শৈল-
কাননাতরালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

উদ্দামের মত ডাকল বিন্দু-কোষ,
‘সালকটংকট!’—আহবান যেন প্রমত্ত ব্যংগ।
বনতলে রি রি করে উঠল সেই নিখাদ
নির্ঘোষ।

শৈল-সান্নিদেশ থেকে ধ্বনিত হল বেদনা-
‘খন্ড বিন্দু-কোষে প্রত্যহর, মুহূর্তে অপেক্ষা
করা।’ প্রত্যহরশৈলের আঘাতে প্রতিধ্বনিত
হল বিকট সেই রাসভী ধ্বনি।

মদ্যভ্রান্তের মত অগ্নির বিন্দু-কোষ।
চঞ্চল চিত্ত, চঞ্চল স্মৃতি—যেন সবে
বিন্দু-কোষের তরঙ্গ খেলছে তার চোখে। শঙ্কা-
বাকুল উত্তলা প্রতীক্ষা। মুহূর্তে
বাকুলতার গর্জিত আহবান, ‘সালকটংকট!
সালকটংকট!’

অলক্ষ শৈলকাননে তের্মনি উদ্ভিত হয়
বেদনাকাতর, কামবিরহে কটকটর, ‘একটি
অপেক্ষা কর বিন্দু-কোষ!’—আহবান ভাঙে
স্বরের অনুরণন।

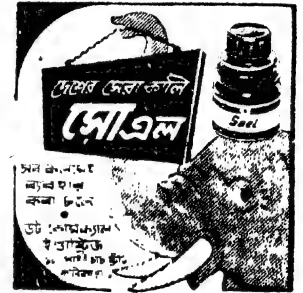
বনাবন করে ঘোরে যেন সারা বন।
ভীষণ কম্পন। ব্যগ্ প্রতীক্ষার অধোগ-
কম্পন, অবাঞ্ছ বেদনার অকুল কম্পন।
বৃকের অতলে কম্পিত বর্জসিঁদুর বর্জবিন্দু,
নয়নের অচ্ছাদপটলে কম্পিত হাবাঝম।
বিপুল সম্ভাবনায় সত্যে স্পন্দিত সূকর্ষিত
বেদনা। কম্পিত শৈল, সরোবর, কানন,
কন্দর। গোষ্ঠীর অঙ্গণে অলোকে কম্পছে
সহস্র সেরেণা, প্রসাধের ছন্দায় কম্পছে
আবছা অন্ধকার।

সহসা দেখা যায়, সম্ভার অন্ধকারকে
আলোকিত করে বিজয়নীর মত কলহাসে
ছুটে আসছে কামোদ্ভূতা সালকটংকট,
আলিঙ্গন-লিপ্সু হয়ে ছুটে আসছে
মদমত্তা করিণীর মত রক্তপ্লুতা স্যা-
শ্রুতি—যেন উগ্রভীষণ ক্ষারের গ্রাস তার
একটা নিষ্ঠুর অক্ষ ক্ষুধা।

তখন শৈল-সান্নিদেশ প্রকম্পিত করে
প্রাণপণে ভৈরবরবে চিৎকার করছে একটি
পরিভ্রাতা, অসহায় সন্দোজাত শিশু—মদ্য-
হীন কৃষ্ণিত কামনার পিথফল সে—রাক্ষস
সংকল, রাবণের প্রমত্তামহ।

নাঁরব হলেন এগস্তা—নাঁরব হল একটি
ক্ষুধ, হতে কম্পিত কণ্ঠ। বজ্রহস্তের মত
সত্যে সভাকক্ষ। রক্তসংগ্রাসনে নিস্তব্ধ
কাকবিজয়ী বাঘ—বেদনায় সজল কমল-
নয়ন, ফোটে স্মৃতির কোমল ওষ্ঠাধর।
তিনি ভাবছেন, ‘এই উৎকট ক্ষুধা-কামনা-
রূপী নিদার রাক্ষসের বৃদ্ধক-গ্রাস থেকে
রামবাজ মত্ত হতে পেরেছে কি?’

ভবিষ্যতের কালের কণ্ঠেও জাগে যেন
একই প্রশ্ন, ‘উৎকট ক্ষুধা—কামনারূপী
রামবাজ মত্ত হতে পেরেছে কি?’



নিম্ন ব্যবহারে

নিম্ন
টুথপেস্ট

একটি
ক্যালকেমিকো
অবদান

ছেলেবেলা থেকে এই টুথ
পেস্ট ব্যবহার করলে দাঁত
শক্ত ও মাটি শুদ্ধ হয়।

মন, সতেজ ও পরিপাতি

কেশপুঞ্জের জন্য

টটার কোকোনাট অয়েল শ্যাম্পু



- সহজে বারে বারে চুল পরিষ্কার করা যায়
- খাঁটি নারকেল তৈলে তৈরী
- চুল ও চুলের গোড়া নিখুঁতভাবে পরিষ্কার হয়
- সহজে ধুয়ে ফেলা যায়
- চুল কালো কৃচ্ছুচে দেখায়



‘মি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

প্রথম অচিন্ত্যমাত্র জিনশুষ্ঠ

১০

কী সেই দুঃখের গহন শক্তি যে এমনি করে রোদ-বাঁটতে ঘরের বার করে আনে। অসাধারণ সাধা করার মত শেখায়। আশ্চর্যের চেয়ে অসম্ভবকে দেখতে বসে। অথু থেকে অগ্নিও দেবে, থেকে গরিল্টে স্নেহীকৃত নাক কী! কোনখানে আর বাসা? কী চায় সে আমাদের কাছে?

ভিত্তি দিয়ে মোমোরিরালের উত্তর ফটকের সামনে দেখা হল লুচনের।

কাকিরাই পাবে এস।

‘অবশ্যই এয়েই না কাকিরা?’ এক পা এগিয়ে এসে সুরক্ষিত।

‘অবশ্যই সত্যকথাই ভাবতে হয়।’ কাকিরা হাসল। ‘আমিও ভাবছিলাম গিয়ে সবচেয়ে দেখতে পাব না। তবু, হোসল দাঁড়িয়ে ধরলে বড় ভোর ঢোকা বোকা দেখায়, কিন্তু আমার দাঁড়িয়ে গারলে—ও, হোপলেস—চলো কোথাও, একটা বাসা!’

‘এখানে? না!’ চলতে চলতে সুকান্ত বললে।

‘এলাম এখানে অর্থাৎ এখানে নয় কেন?’ নুই কালো চোখে এক অশ্লক আনন্দের মোহে নিয়ে, কাকিরা কাকিরা: ‘চারদিক বেগ ফাঁকা—’

কিন্তু খবর সেকেলে-সেকেলে টেকছে না?’

‘সেকেন্স?’

‘সেকেন্স বলতেই বলে সেক, ভিত্তিরিরা মোমোরিরাল, ইটুনে গাড়েন। কোনো একটা নতুন জায়গা ভাঙা বাঙ। তা ছাড়া এখানেই কেমন একটা বড়-বড় গম্বুজ-গম্বুজ ভাব—চারদিকের আকার দেয়ালের বন্ধন—’

‘ওর চেয়ে ভাল জায়গা কোথায়?’ অসহ্যের চেয়ে অন্যমনস্ক হাকাল কাকিরা।

‘অগুচ্ছ ভালো জায়গা। জুনি দেখতে পাছ না।’

‘কোথায়?’

‘বাইরের ঐ মাঠ। গড়ের মাঠ। ঐ অটল মন্দির। বাঁটার পরে কী ঘনবদ্ধ ঘাস হয়েছে দেখছ?’

‘মাঠ গিয়ে বসব।’ হাঁ হয়ে রইল কাকিরা।

‘প্রায় পথে বসার মত মুখ করছ দেখছি। কিন্তু কী সুন্দর মাঠ বসো তো।’ জগতে আর কোথাও আছে বলে শুনিনি। এত বড় মাঠ, কিন্তু আশ্চর্য, কার মাথার আসে না।’

রাতে মাঝে মাঝে পুন্সিরের মাথার আসে বলে শুনিনি। কতকৈ হাসল কাকিরা।

কিন্তু আমরা তো অধিকারের আসিনি, দিনে এসেছি, রোদ্দুরে এসেছি। পাকিরে-একিই নয়, সকলের চেতনের উপর দিলে। জানিয়ে-শুনিয়ে।’

‘তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।’

কথাটি তিরস্কারের মত শোনাল না, যেমন মত শোনাল।

‘তা একটা যে না হয়েছে তা বলি কি করে? কিন্তু মমতার চোখে সুকান্তও

তাকাত্তে জানে: ‘তোমার মাথাও খুব সুন্দর নেই।’

গম্ভীর হল কাকিরা। বসলে, ‘কিন্তু সব কিছুই মতো আছে।’

‘আনন্দের মতো নেই, ভালবাসার মতো নেই।’ চলো বেসকোসটার পাশে চলো, নয় তো চলো ওসিকে, গাছের নিচে ফেমেন অচিন্ত-ছড়ানো ছায়া, দুজনে বসি গিরে সেখানে—’

‘এখন শুভা অফিসটাইম। রাতের গাড়ি যাচ্ছে রেড রেড দিয়ে। তারা সব দেখুক।’

‘দেখুক।’ শিখুক।’

‘শিখুক?’ চমকে উঠল কাকিরা: ‘কী শিখবে?’

‘কেমন করে দেখতে হয়। সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য তো দেখার জন্যে। সর্ব থেকে ঘাস সকলেরই সেই এক চেষ্ঠা, এক পপলসোম। তেমন কোথাও যদি ঠিক ঠিক ভালবাসা জন্মায়, তাহলে তাকে রাখতে হবে লুকিয়ে? পরা যাবে রাখতে? কাপড় দিয়ে ঢাকা যাবে আগুন? ঢাকা যাবে সৌন্দর্য? জগজ্জনে দেখুক না একটা ছবি। শুনুক না একটা গান।’

‘পুন্সিরে খবর না নিক, হাসল কাকিরা।

‘খবরের কাগজের আফিসে খবর দেবে। চল আসলে স্ট্রফ রিপোর্টার।’

‘অসম্ভব। এসে দেশের দুর্ববস্থতা দেখে বাক সবচেয়ে।’

শ্রীপ্রমথনাথ বিশাী

নেহরু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

‘যদিও নেহরু-অন্যরত ও নেহরু-সমালোচকদের নিকট সমভাবে আদরণীয় হইবে।’ —দেশ

‘প্রমথবাবু, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুনামপূর্ণ ভাষায় নিরপেক্ষভাবে জওহরলালের চরিত্র ও আদর্শের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।’ —যুগান্তর

‘সাহিত্য-ব্যাপারে প্রমথনাথের মর্মভেদী দৃষ্টি অতি অল্প আয়াসে সাহিত্যিকের আসল সত্তা প্রকাশে সক্ষম হইয়াছে; রাজনীতিকের ক্ষেত্রেও সেই দৃষ্টি যে সমান পটু—এই সর্লিখিত গ্রন্থখানি তাহার প্রমাণ।’ —শনিবারের চিঠি

বহু চিত্রে শোভিত । বোর্ড বাকি ২৥০

লেখকের অন্যান্য বই

বাংলার লেখক

৪,

বাংলা সাহিত্যের নরনারী

২৥০, বোর্ড ৩৥০

প্রবীণনাথ ও গায়িকানিকেতন

৪, বোর্ড ৬,

বিশ্বভারতী

'দুবস্পথা'।

'হ্যাঁ, দেখে থাক, বাঙালী পরিবারের ঘরে ছাত্রছাত্রীদের কী নিদারুণ স্থানাভাব। পড়বার জন্যে সূচাগ্র জায়গা পাচ্ছে না, পাচ্ছে না তিলাধ' নিরিবালি। তারই মধ্যে যারা অধাবসায়ী, প্রমনিষ্ট, তারা কেমন দুপুর-বেলায় গড়ের মাঠে চলে এসেছে, গাছের ছায়ার নিরিবালিতে বসে পড়ছে একমনে—'

'তবু যদি সঙ্গে একখানা বই থাকত।'

'সে কি?' চলতে চলতে দাঁড়াস সুকান্তঃ

'সঙ্গে যে একটা খোলা এনেছ তার মধ্যে একখানাও বই নেই?'

'আমার কী আছে না আছে তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। বলি, তোমার তো কিছু নেই। তুমি তো রিক্ত।'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো বটে। আমি রিক্ত।'

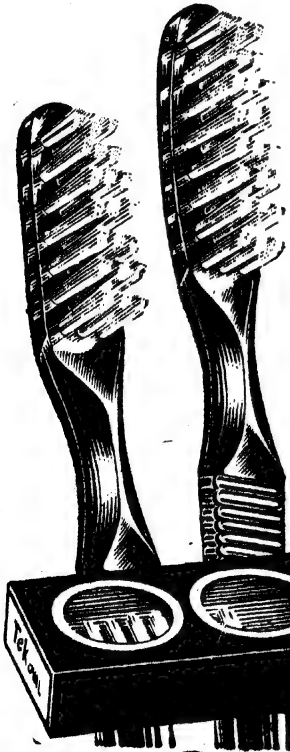
স্বর দৃঢ় করল সুকান্তঃ 'রিক্ততাই আমার শক্তি।'

'কিন্তু আমার যদি থাকে তাহলে তোমার আছে।' স্বর গাঢ় করল কাকিল। পরে লঘু হবার চেষ্টায় বললে, 'কেন, এক বই পড়ে না দুই জনে? এক বই লেখে না? এক নৌকোয় একজন হাল ধরলে আরেকজন টানে না দাঁড়?'

এই তিনটি কারণে টেক কেনাই উচিত !

একমাত্র টেক টুথব্রাশেই।
পাবেন—

- ★ মিরাকল গ্রিপ হ্যাণ্ডেল
আরামে ধরবার গুচ্ছ
- ★ পছন্দমত ২ রকমের মাথা।
গুচ্ছাল ও শর্ট গুচ্ছাল
- ★ 'কীটন'-এর কুঁচি
কালজারের দাঁত পরিষ্কারের জন্য



তাই টুথব্রাশ কিনতে
হ'লে—সবসময় টেক-ই নেবেন !

[একজন এক জনের জন্য ইতিবা আইডেট লিমিটেড]

TEK 9160

‘তবে চলে, হ্যাঁ।’ বসে দরকার নেই।
হাটতে হাটতে গল্প করি।’

দুজনে হাটতে লাগল।

‘তোমার খোলাটা আমাকে দেবে নাকি?’
হাত বাড়ান সুকান্ত।

‘এত সামান্য ভার নিয়ে তুমি কী করবে?
তোমার শক্তি আরো গুরুত্বের জন্যে
প্রস্তুত।’ চোখের উপর চোখ রাখল
কাকিল।

‘হ্যাঁ, প্রস্তুত।’

গল্পই করছে দুজনে। আজীবনকে
কথার ভরপুরি তুলছে। কিন্তু দুজনেই
কান পেতে আছে গল্প কখন সংবাদ হয়ে
ওঠে, কখনো কখন ইতিহাসের মাটি ধরে।
খনির সেমেনা কখন যায় বাজার দরে
ঘাটাই হবে।

কত কথা বলার পর, কোন কথার পিঠে,
কত পথ হেঁটে এসে, কোন ভাগিতে হাত
প্রাণকে বিধ্বস্ত দিতে দিতে বলা হতে সেরে যা,
আদমি অসহ্যের কথা। কে পাড়ের,
কাকিল না সুকান্ত! কী ভাবে পাড়ের!
কী বকম প্রথম লাগবে না জানি শব্দে।

আমার কী মপরা, আমি কী করে বলি
কথার দার দিকে ও কেউ বোঝে না। তা,
এক সময় সে কথাটা উঠবেই, ফল পাকলে
ফসল হোলদার কথা, সেই আশায় কোন
আজ দুজনে। কে না জানি আগে বলে!
আর না জানি, কখন।

সজ্ঞানে কী না জানি আগে জানি। আমার
কী দরকার, কী না জানি হাতের কবলে,
নিজের চোখের বাইরে একটি আঙুলে ও
বাড়ায় না কেউ। হাত সেই কোট! হাতে নিচুটি
হাত বসে থাকে। তবু সজ্ঞা রেখেই
চোখ কখন না জানি খানো কাগজে চাকুর
পাড়, কে না প্রথম টমথাম করে পণ দিতে।

চোখ আর কানের পাহারাহ সাহারা
জাগিয়ে রেখে কথা বলে চলছে দুজন।

আর হাটছে।

হাটতে হাটতে অসহ্যনি পথ যেন চলে
যেতে পারে অসহ্য। রোদে এতটুকু কষ্ট
নেই, চলার নেই ক্লান্তি। চেহারা কোন
গভীরতম ধামে এসে উপস্থিত হবে
প্রতিপক্ষে তার প্রত্যাশা। যেন কাজই আগে
কোন মৌনীর সমুদ্রে, প্রতি নিশ্বাসে শব্দেই
তার নিঃশব্দ।

‘এই বোধ হয় ঠিক জায়গায় এসে
এতক্ষণে।’ উৎসাহী স্বরে বললে সুকান্ত।

‘ওহা! এ তো জু। চিড়িয়াখানা।’
কাকিলও কম চঞ্চল হল না। বললে,
দাঁড়াও কিছু, কল্যা আর বাদাম কিনি।’

‘বাদাম আবার কার জন্যে?’

‘হরিণের জন্যে। কী সুন্দর ছল ছল
বড় বড় চোখ হরিণের।’

কেনাকাটা করে এগিয়ে এসে জানোয়ারের
এলকার দিকে যাচ্ছিল কাকিল, সুকান্ত
বাধা দিল। বললে, ‘ওদিকে গিয়ে আর কী

লাভ? এমো ঐ জলের ধারে ছায়াতে
বসি।’

‘বা, এগুলো কী হবে?’ হাতের চোঙার
দিকে লক্ষ্য করল কাকিল।

‘যা খিদে পেয়েছে, এগুলো আমরা
নিজেরাই সন্তানহার করতে পারব।’

‘আমরা?’

‘হ্যাঁ, বাদামটা না হয় তুমিই খেয়ে, আর
কল্যা—দুজনেই পারচ—ও আমার প্রাণ।’
অসংকোচ দাবিলে হাসল সুকান্ত।

দুজনে বসল বসের উপর।

বাদাম ছাড়িয়ে গেছে খেতে কাকিল বললে,
‘ওদের খাদ্য খাচ্ছি দেখে লোকেরা না
আমাদের ভুল করে।’

‘লোকেরা ভুল করতে না।’ থরকম রাগ-
বলত হয়ে দেখতে আমাদের, ঠিক ঠিক মুগ-
মকটিই জালছে। ‘আমার ডক হচ্ছে জু-
কর্তাসিকিদের—’

‘কেন ডক কেন? পাড় ভাগলে মনে
কার খাচার পুরে ফেলি।’

‘ঠিক বলেছ।’ কিন্তু এমন আসান কি
হবে যে দুজনকে এক খাচার পুরে?’

‘ওহ না পুরুক কিছু সংসার তো পুরেতে
পারে।’ বললই চমকে উঠল কাকিল। ঐ কি,
অগাধের কাকিলই প্রথম কথা পাড়ল নাকি?

নিত্যতরুণায়মান তুকার ইংগিত সেই আনল
প্রথম?

‘যাক, বে’চেছে, কথাটা ঘুরিয়ে নিল
সুকান্ত। মুখ গম্ভীর করে বললে, ‘আমি
খুব খেলো হয়ে যাচ্ছি তাই তোমার মনে
হচ্ছে না? খুব হাসকা, লঘু যাকে বলে
অব্যচীন।’

জলে ছায়া দেখতে দেখতে কাকিল বললে,
‘তাই তো ভালো। গভীর কথা গম্ভীর করে
বলতে গেলে মানে পার না। হাসকা হাসির
পাখায় উড়িয়ে দিলে ঠিক প্রজাপতির যত
হৃদয়ের উপরে এসে বসে।’

‘কিছুতেই শালীন হতে পারি না।’
মুখভাল কাতর করল সুকান্ত।

‘শাল গারে না দিলে শালীন হওয়া যায়
না।’ কাকিল হেসে উঠল।

‘খালি গারে থাক—দেখছ তো—তাই
খেলো চলি খেলো বলি—’

‘তাই ভালো, খোলাখুলিই ভালো। কপাট
না রাখাই অকপট হওয়া।’

‘তার মানে, বলতে চাও অকপটই
অকপট।’

কী সুন্দর কথা বলতে, কী সুন্দর কথা
না বলতে! কথা বানাতে কথা জুলে যেতে।
রোদ দেখতে, জল দেখতে, জলের ছায়া



মুখের

জৌকর্য

হাঙ্কি করে



রেকোশাইর

ফেস্ পাউডার

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়

দেখতে। উপস্থিতি দিয়ে আশ্চর্যকে ঘূঁচে ফেলতে। সময়ের কারবারে দেউলে হয়ে বেড়ে। মাঝে জাতির পাখির কলরব পুনতে। গাছের উপর থেকে একটা উল্লুক যে উকু-উকু করছে—তাও কত আনন্দের! জীবনে কেন এত উচ্চারিত আনন্দ, কেন এত অব্যস্ত আয়াম!

কে একজন এদিকে আসছে। সঙ্গে কটি হলে-মেয়ে।

‘আরে, দীপংকর যে। কতদিন তোমাকে খুঁজছি। কোথায় আছ আজকাল? এরা কারা?’ উঠে দাঁড়ান সুকান্ত।

‘মেস ছেড়ে দিয়েছি। বাসা নিয়েছি আসাদা। বাসা মানে একতলার একটা

এঁদো ছোট কুঠুরি। পাকিস্তান থেকে নিয়ে এসেছি মা-ভাই-বোনদের। আমার চাকরি হয়েছে জানো বোধ হয়।’

‘জানি। বরেনদের ওখানে তো?’

‘হ্যাঁ, তোমার সেই দুলের পরোনো বন্ধু, স্থায়ী বন্ধু বরেন। কিন্তু ভাই চাকরিটা অস্থায়ী, টেম্পারারী।’ শীগ্রি মধ্যে ইতাসার রেখা ফোটান দীপংকর।

‘সমস্তু কিয়ুই অস্থায়ী।’ এই প্রসঙ্গে উচিত ছিল না, তবু কাকিলির সিকে তাকান সুকান্ত। বলাসে, ‘এই জীবনটাই স্বল্প মেয়াদের ইজারা। ইজারা শেষ কি কিনা ন্যূনিসে উৎখাত।’

‘অত সহজ নয়।’ হাসল বাট দীপংকর কিন্তু চোখের হাড় দুলে যেন কঠিন দেখাল।

‘আমি বসব বরেনকে।’

‘বোসো।’ নরম হাস চোখের হাড়।

‘তোমার সঙ্গে আসাপ করিয়ে দি। ইনি শ্রীমতী কাকিলি, আর ইনি আমার বন্ধু দীপংকর। দীপংকর জানেই ইজারার কথা। যে ইজারার শৃঙ্খল আছে নয়, বন্দও। কাকিলির যেমন লাগলও তেমনি।’

‘ঠিক বলছ। শূন্যে তপস্বীরা কাঁচি না, ফেনসও ফলাই।’ হাসল দীপংকর।

‘ইজারার ইচ্ছা হলে কঠিন। ইচ্ছা হলে নয়। এই সেখানে সবসময় নিজ হাজার কল হাস করে।’ হেঁচি ভাইবোনদের নিয়ে এসেছে ‘চিরায়ামবর’।

‘বাই বোসো, পাকিস্তানে চাকরির পরে হাল না কাকিলির।’

‘কিননা ছিল দীপংকর। সুকান্তের বললে একদিন বেড়ায় যেতে। সবচাঞ্চ দেখে আসতে মানব কাঁড়ার থাকে, কাঁড়ার রাস্তায় কাকিলির সান্নিধ্য করে নির, নির হয়, কাঁড়ার কাকিলির স্নেহ রসতার স্নেহ হয়ে যায়।’

‘যাব একদিন।’ চলে যাচ্ছে দীপংকর, হেঁচি বললে সুকান্ত।

‘এবার তবে আমরাও উঠি।’ কাকিলি উল্লাস করত চাইল। ‘একি, তুমি আমার বন্ধু যে।’

‘বসছি মান? শূন্যে না পড়ি?’

‘কেন, কী হয়?’

‘ভাষণ মাথা ধরেছে।’

‘মাথা ধরেছে তো তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে। বাইরে নিশচয়ই টাঞ্জি পাব।’

‘তবু চণ্ডল হয় না সুকান্ত। বলাসে, ‘সান্নিধ্যের সঙ্গে বনে কঠ কাটতে এসে সত্যবানের এমনি মাথা ধরেছিল—’

‘এমনি?’

‘মাথা ধরেছেই সান্নিধ্যের কোলে মাথা রেখে শূন্যে পড়ল সত্যবান।’

‘পড়ুক। কিন্তু এটা বন নয়, আর কেউ এখানে কাঠ কাটতেও আসেনি।’

‘কিন্তু বাই বোসো, ঘাসের উপর যা

বিক্রী এখন অনেক উচ্চত উঠেছে

লোমা শুধু চুল কালো করবার জন্যেই নয়, চুলের প্রশংসনেও অতুলনীয়। সেই জন্যেই দিনকে দিন ভারতের সর্বত্র এবং বাইরেও, তরুণ ও বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ সবাই চুল কালো করবার জন্যে জানা সব কিছু ছেড়ে লোমা-র দিকেই ঝুঁকেছেন।



(চুল কালো করবার জন্যে
সর্বত্র প্রশংসিত।)



সেল একটল:
এম, এম, খান্ডাটওয়ালা।
আমেসাবাদ—১
একটল:
সি নরোত্তম এণ্ড কোং
বোম্বাই—২

এজেন্ট: মেসার্স শা বালাশি এণ্ড কোং, ১২৯, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

এলিয়ে দেবার ভাষণ করল সুকান্ত, 'সাবিত্রী খুব ভালো মেয়ে। অশ্রুত খুব ভালো উকিল।'

'জানো পাশ করে আমি ল পড়ল উকিল হবে।' মুখে-চোখে দাঁপত হয়ে উঠল কার্কিল: 'কী সুন্দর দেখতে হয় মেয়ে-উকিলদের! মাথায় খোঁপা, কানো শাড়ির উপরে কালো গাউন, গলায় শাদা বাণ্ডি ধোলানো। যেন কৃষ্ণকলঃকস্যরে ত্রীরাধিকা। মাথায় খোঁপা, মুখে চোপা—সে এক দেবতাদের দেখবার মত। দেখো আমি ঠিক উকিল হবে।'

'কিন্তু সাবিত্রীর মত হতে পারবে না। সওয়ালজবাবে কেমন ঘায়েল করল যমকে। মরা স্বামীকে 'কিরিয়ে' আনল।'

'কিরিয়ে আনল সে সাবিত্রীর ওকালতির জোরে নর, যম নিত্যন্ত ভয়েমানুষ ছিল বলে।'

'তার মানে?'

'তার মানে তাই। একটার পর একটা নর দিয়ে যাচ্ছিল যম। সত্যের পোরে সাবিত্রী বললে, আমার একমাত্র পুত্র হোক। যম বললে, তখনই।'

'তখনই? আর কী?'

'তখন সাবিত্রী পাঁচ বছরে গেল। বললে, আমার স্বামী জড়ো আমার শত-পাতের বই সিন্দুর হবে কি করে? সুতরাং আমার স্বামীকে সচিত্র দিন। যম হসিল। পোস্তের মত ভাবেচাকা খেয়ে গেল। বললে, তখনই।'

'এ ছাড়া আর কী করতে পারত যম? সওয়ালের মত মুখে করে তাকাল সুকান্ত।'

'যম হাঁস পকিনিকায়ন হাত, বলতে পারত, তুমি শতপত্র চ্যালেঞ্জ নাও শতপত্র। তাহলেই পরাজিত হও। ঐ ধরনের সিঁধের জন্য সরাসরানসে না হালও চলবে।'

'যমটা বোকা।'

'অশ্রুত উকিল হিসেবে আনতি।' খিলখিল করে হাসল কার্কিল। বললে, 'সুতরাং যমকে জর নেই। আমি কি যমকে ডরাই যে বলছে সে ঠিকই বলেছে।'

'কইরে এসে একটা টাক্সি নিল সুকান্ত। মাকামাখি একটা মোড় এসে সুকান্তে জড়াডাড়াই হলে।'

'তার আগেই প্রায় হয়ে উঠছিল। পাশ থেকে একটা জটিলত জিপ হুম্বড়ি খেয়ে প্রায় পড়ছিল টাক্সির উপর। ভাঙা সেকেন্ডের ডগায় বেকটা সজোরে কষতেই বোঁচ গেল টাক্সি।'

'নিজের সিটের সীমার মধ্যে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে সুকান্ত বললে, 'কী কেসেকারীটাই হত বলে তো হ্যাঁসিডেন্ট হলে।'

'অনুরূপ সমতার কার্কিলকেও প্রত্যাবৃত্ত হতে হল। বললে, 'যাবাসিডেন্টের করেও কেসেকার।'

'এবার ঠিক আসল স্টাক রিপোর্টার। খবরের কাগজে ঠিখ দুজনের জীব বেরুতে। সুকান্ত তাকাল কার্কিলের সিকে: 'আর আমাদের জন্য তো যম নয়, যমবৃত্ত আসত, তখন তোমার শত তর্কও কিছু হত না।'

'দুজনে একসঙ্গে সাবাড় হয়ে গেলেন কে মির্জামিহ তর্ক তুলত।' এততেও কার্কিল হাসছে। 'জম্ম হয়ে নিম্পদ্য পাড়ে থাকলেই বিপদ। তখন নর্মিন্দারি বলে নগরে ডুবছে রাই-রাজনন্দিনী—' মাথার চুলটা ঠিক করল কার্কিল।'

'তারপর, পরীক্ষা হয়ে যাবার পর, দুজনে সম্ভার শোভে এল এক সিনেমাখরের দরজায়। একটা বাজে ঘর, আর একটা পচা ছবি।'

'এ যেমন মর্ম্মাল হয়ে আছে না? অশ্রুতের ক্রাখ তাকাল কার্কিল।'

'কেষের নয়। একটা অশ্রুতের অলো জলবে হরতো কোথায়।'

উপরে, বাসকনির দুটো টিকিট মিলেছে। শেষ লাইনে কোণের দুটো চেয়ার।

উপরে আর জনমনিষা নেই। ঢালা শূন্যতার অটেল অধকার।

'এ কি, আর একটাও লোক নেই?' কার্কিল কলধর্নিত হয়ে উঠল।

'হারা পাশে দেখে তারাও আজ পাশ কাটিয়েছে। হাউসের ঐ টুটুলা লোকটা যদি বিরক্ত না করে, শান্তিতেই দেখতে পাব ছবি।'

'অধকার দেখ।'

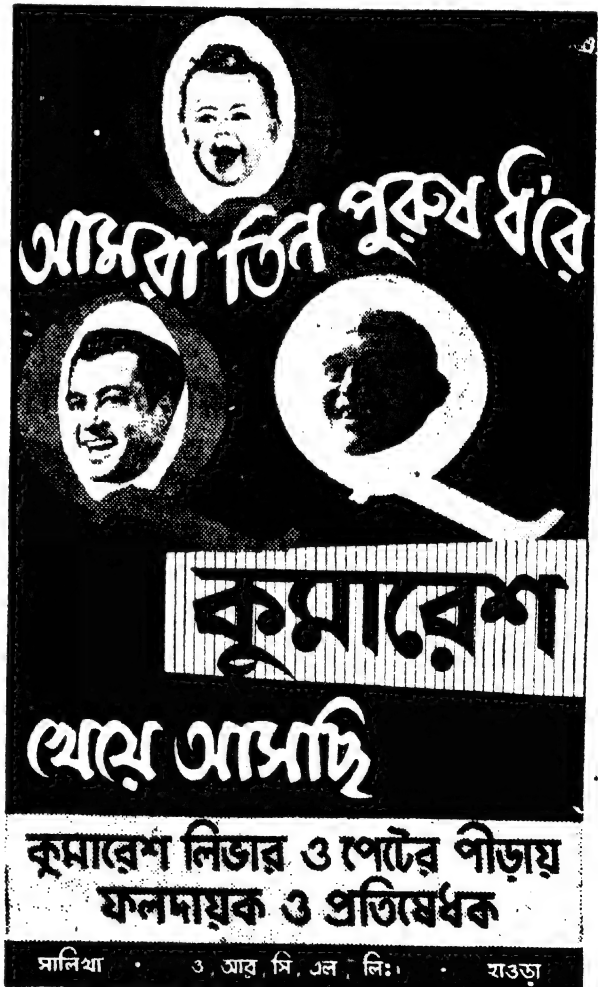
'অধকার?'

'হ্যাঁ, অশ্রুতের আলো।'

'মানানো ক্রুরের ধারের উপরে বসে আছে পাশাপাশি। যে নড়বে সেই কাটা পড়বে। কে আগে নড়বে।'

'কি প্রথম হবে।'

(কথন)



আমরা তিন পুরুষ ধরি

কুমারেশ

থোয়ে আমাছি

কুমারেশ লিডার ও পেটের পীড়ায়
ফলদায়ক ও প্রতিষেধক

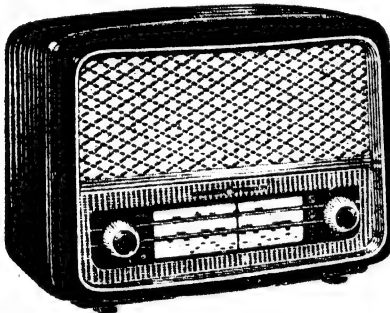
মানিখা ও আবু সি এল লিঃ যাওড়া



মুণের মতো কাজ পেতে হ'লে

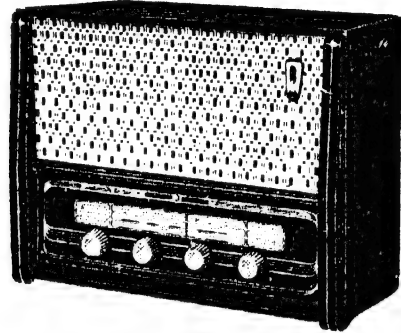
কাজে সেরা ও দামে সুরিধে ব'লেই ক্রাশনাল-একো রেডিও এবং ক্রিয়ারটোনের জিনিস বিখ্যাত। আর তা'ও এত বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায় যে আপনার যেমনটি চাই বেছে নিতে পারবেন।

ন্যাশনাল একো



ক্রাশনাল-একো রেডিও মডেল ইউ-৭১৭-এসি/ডিসি; ৫ ভালভ, ৩ বাণ্ড, ক্রাশনাল-একো-র বড় সেটের মত অনেক বিধি-ব্যবস্থা এতে আছে।
মনসনাইজড ২৭০ টাকা

রেডিও



ক্রাশনাল-একো মডেল ৭২২-এসি অথবা এসি/ডিসি; ৬ ভালভ, ৩ বাণ্ড; খুব ভাল কাজ দেয়; এই ধরনের রেডিওর মধ্যে সেরা।
মনসনাইজড ৩৭০ টাকা

Klertone ক্রিয়ারটোন বাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম

ক্রিয়ারটোন

বৈজ্ঞানিক
ওয়াটার হীটার—
কল বুঝলেই গরম জল
পাওয়া যায়; ৫ থেকে
১৮ গ্যালন জল ধরে



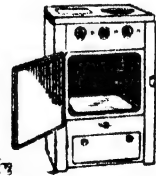
ক্রিয়ারটোন

নিঃক্রান্ত
বৈজ্ঞানিক
দেওয়াব যড়ি—
অসাধারণ নিষ্করযোগ্য।
৮ রকম সাইজে এবং হুন্ডর
হুন্ডর রঙে পাওয়া যায়



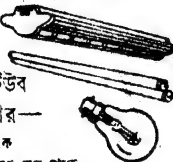
ক্রিয়ারটোন

কুকিং বেঞ্জ—
ছোটো ছোটো দেওয়া
উত্তম, প্রত্যেকটির
আলো নিয়ন্ত্রণ
ব্যবস্থা আছে।
শক্তি ৫,০০০ ওয়াট পর্যন্ত



ক্রিয়ারটোন

বাতি,
ফ্লুরোসেন্ট টিউব
এবং ফিল্ম চার—
পরিষ্কার রকমাক
আলো প্রখর খরচ কম পড়ে



ক্রিয়ারটোন

ঘরোয়া ইঞ্জি—
ওজন ৭ পাউন্ড;
২৩০ ভোল্ট—
৫০০ ওয়াট; খুব
পুষ্ট ফ্রোনিয়াম
কলাই করা



ক্রিয়ারটোন

বৈজ্ঞানিক
কেটলি—
কোমিগাম কলাই করা;
৩ পাউন্ড জল ধরে;
২৩০ ভোল্ট—৫০০ ওয়াট



জেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড

৩ ম্যাজন স্ট্রিট, কলিকাতা ১৩ • অপেরা হাউস, বোম্বাই • স্কেনার রোড, পাটনা
১/১৮ মাইল রোড, মাদ্রাস • ৩৬/৭১ সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাক্সলোর
যোগাধারন কলোনি, চাঁদনি চক, দিল্লী • রাষ্ট্রপতি রোড, সেকেন্দরাবাদ

বাঙলায় ধাতু শিল্পকলা

প্রভাতকুমার দত্ত

বর্ষাবলি হওয়ার দরুন বাঙলাদেশে নরম মাটির খুবই সহজলভ্য। একতাল নরম মাটির উপর লোকশিল্পীর লোভ অসীম। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সেই মাটির তাল থেকে রূপসৃষ্টি না করতে পারছে ততক্ষণ তার হৃদয়-মনের শান্তি নেই। অবশ্য মাটি থেকে রূপসৃষ্টি করে তাকে আর নরম রাখলে চলে না। সেইজন্যে বাঙলাদেশে পোড়ামাটির ভাস্কর্যের বিশেষ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন পোড়ামাটির শিল্পকল্পগুলির কথা বাদ দিয়েও ষোড়শ-দশতম শতাব্দী থেকে বাঙলার টাণ্ডের মুসলিমগুলিকে কেন্দ্র করে পোড়ামাটির ভাস্কর্যের প্রসার ঘটে। এই ভাস্কর্য কাজগুলি বাঙলার শিল্প অঙ্গণে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাঙলাদেশে মাটি যতটা সহজলভ্য ধাতু ততটা নয়। কিন্তু তাই বাস বাঙলাদেশে ধাতু শিল্পকলার যে কোন বিকাশ হবার তা মোটেই নয়। হয়ত বাঙলায় ধাতুর তৈরী শিল্পগুলিকে দক্ষিণ ভারতের পৃথিবীলিখ্যাত রেজুমটির সাথে তুলনা করতে পারি না। তা হলেও বাঙলার ধাতু শিল্পকলার নিজস্ব একটা শাব্য আছে এবং তার নিজস্ব এক বৈশিষ্ট্যও আছে। আর এই শাব্য এবং তার বৈশিষ্ট্যকে আমরা মোটেই অস্বীকার করতে পারি না। কারণ হুতাল আমলের লোকশিল্পীর শিল্প-প্রতিভাকে ছোঁ করে দেখা হবে।

ধাতুর তৈরী শিল্পকল্প নামারকমের হাত পায়ে সোনা-রূপ, লোহা, পেতল-কাসা বা তামার। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সোনা-রূপের তৈরী জিনিসের কোন আলোচনা করব না। কারণ বাঙলাদেশে যাদের স্বর্ণকার বলা হয় তাদের সংখ্যাও বেশী নয় এবং তাদের কর্মক্ষেত্রও শুভলার খুবই নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে বাঙলাদেশে পেতল-কাসা ও তামার সাহায্যে শিল্পকল্পগুলি সবচেয়ে বেশীসংখ্যায় সৃষ্টি করা হয়েছে। অবশ্য তামার ব্যবহার গোড়াতে আসে। বাঙলাদেশে বারোমাসে তের পার্বণ আর পূজা-অর্চনার তামার পাত্র ছাড়া চলে না। দেব-পূজার উপযোগী এই বস্তুগুলিকে ধাতুশিল্পীর মোটেই অস্বাধীন করেন নি। বাঙলাদেশের গ্রাম-অঞ্চলে বানেশী ঘরে মাঝে মাঝে এমন অনেক তামার বাসনপত্র লক্ষ্য করা যায় যার কারুকার্য এবং গড়ন-মোঠব দেখে আমাদের

মুগ্ধ হতে হয়। এরপর আসে পেতল-কাসা। তামার চেয়ে কাসা ইত্যাদি ধাতুগুলি দামে দস্তা। তাছাড়া, তামা দিয়ে শিল্পসম্মত বস্তু সৃষ্টি করার নানা অসুবিধা আছে। পেতল-কাসার সাহায্যে যত সহজে ফর্ম সৃষ্টি করা যায় তামার দ্বারা ততটা নয়। তাছাড়া পূজা-অর্চনার জন্যই শ্রেয়স্বেত তামার প্রয়োজন। অথচ পূজা-অর্চনা ছাড়াও আরো কত প্রয়োজনে মানুষের ধাতুদ্রব্যের প্রয়োজন। তাই

পেতল-কাসার এত চাহিদা। পেতল আর কাসার মধ্যে অবশ্য কাসার প্রচলন হয় সবশেষে।

বাঙলাদেশে ধাতুদ্রব্য তৈরীর ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। প্রথম পদ্ধতিকে ইংরাজীতে বলা হয় cire perdue পদ্ধতি। এই পদ্ধতির ব্যবহার বাঙলাদেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতিতে কোন কিছু করতে গেলে প্রথমে মাটি দিয়ে শক্ত করে একটা ছাঁচ করা হয়। পরে এই ছাঁচের উপর মোটা করে মোশ লাগিয়ে দেওয়া হয়। মোশ লাগানোর পর সবশেষে সমগ্র জিনিসটাকে আবার মাটির আন্তরণে আবৃত করা হয় এবং এই সংগে উপর-নীচ থাকে দুটি ফুটো। এই ফুটো দিয়ে গলিত ধাতু ঢেলে



কলী দ্বিত



ময়ূর (তেলের কুঁপ)

দেওয়া হয় ধাতুর সংস্পর্শে আসার পর মৌমগুলি গলে তলার ফটো দিয়ে পড়ে যায়। আর ঐ স্থানস্থানে ধাতু জমে যায়। এখন উপরকার আস্তরণ এবং তেতরকার মূল ছাঁচ খসিয়ে নিলে ধাতুর মূল জিনিসটি পাওয়া যায়। বাঙলাদেশে অনেক পেল-কাস্যার শিল্পবস্তু এইভাবে নির্মিত। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হোল Hammering পদ্ধতি। এখানে ছাঁচ ব্যবহারের কোন প্রশ্ন ওঠে না। এই পদ্ধতিতে ধাতুর পাত প্রয়োজন মত কেটে নিয়ে তাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে বিভিন্ন বস্তুর আকারে পরিণত করা হয়। বর্তমানে বাঙলাদেশে ধাতুশিল্পকলার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়োক্ত পদ্ধতির প্রচলন বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে সাধারণত ধানের কুনকে, ঘণ্টা এবং অশ্বত্থ ধরনের ছোট ছোট মূর্তি ইত্যাদি তৈরী করা হয়ে থাকে। বাকি জিনিস দ্বিতীয়োক্ত পদ্ধতিতে নির্মিত হয়। অশ্বত্থ ধরনের ছোট ছোট মূর্তি সম্পর্কে এখানে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। বাঙলা-বিহার সীমান্তে যে সমস্ত আদিবাসী বাস করে তারা বিচিত্র এক প্রাচীন উপায়ে ধাতুর ছোট ছোট মূর্তি বানায়। এগুলি আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত মার্জকের ঐতি বিশ্বাস ও সংস্কারের উপর নির্ভর করেই তৈরী করা হয়। আদিবাসীদের কাজ হিসাবে এগুলির সামগ্রিক গড়ন-সৌন্দর্য এবং অলঙ্কারণ-এরই উদ্ভবের। এগুলির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ধাতুমূর্তি

প্রচলনের আগেকার বাণ ও বেতের তৈরী মূর্তির সম্পর্ক আছে। কাঠ ও বাঁশের স্থাপত্য যেমন পরবর্তীকালে পাথর ও ইটের স্থাপত্যে পরিণত হয়েছে, এও ঠিক



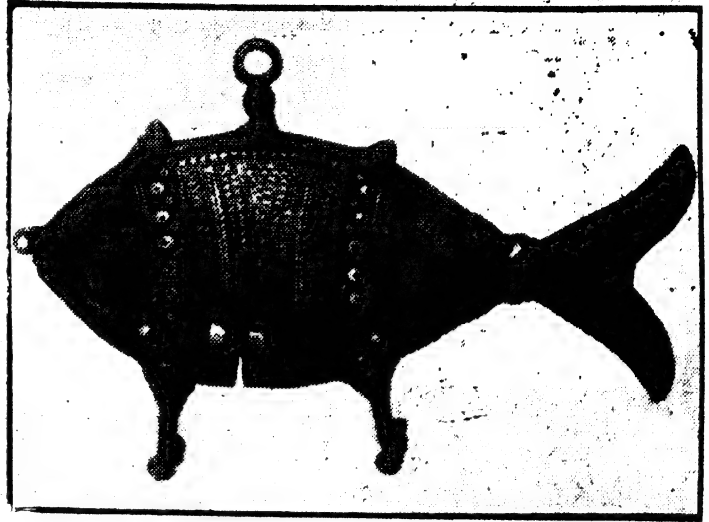
দ্বিতীয়দান

তাই। বাঙলার ধাতুশিল্পকলার আলোচনায় এই আদিবাসী অবদানকে মোটেই বিস্মৃত হতে পারি না।

জীবনের নানা জটিলতা বাড়ার দরুণ মাজকালকার মানুষের কাছে শূন্য প্রয়োজনটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই নানামাটা ধাতুপাত্র হলেই হলো তাতে নাই বা থাকলো কারুকর্ম। আগেকার দিনে কারুকর্ম করা ধাতুদ্রব্যগুলি ছিল ওজনে ভারী। কিন্তু বর্তমানে মানুষও যেমন হালকা হয়ে পড়েছে তেমনই তার তৈজস-পটাদি। তাছাড়া কাঁচের আর প্লাস্টিকের পাত্র প্রবর্তিত হওয়ায় কাসিন-পেতলের কদর কমেছে। অথচ আগেকার দিনে মানুষ প্রত্যেকটি দৈনন্দিন ব্যবহারের ধাতুদ্রব্যকে কোন না কোনভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার চেষ্টা করত। আর সেগুলির ব্যবহার হতো সাধারণ গরীব গেরস্তু ঘরেই। আজকাল বস্তুরা মাটির ভাঙে পয়সা জমাবার রীতি আছে। কিন্তু সেকালে হুবহু মৎসার আকারে পেটি তৈরী করা হোত যার উপরে কেটা গর্ত নিয়ে পয়সা ভেতরে রাখা যায়। প্রয়োজন আর শিল্পবস্তুটির কি অপূর্ণ সমন্বয়। ধাতুনির্মিত এই মাজগুলি এত চমৎকারভাবে তৈরী যে, শূন্য জিনিসটিকে কোথাও বসিয়ে রাখলে আমাদের মন পরিতৃপ্ত হয়। তারপর ধরুন তেলের কুঁপ—অতি সাধারণ একটি জিনিস। কিন্তু তাকেও এমন বৃত্তিপ্রণ কীর গড়ে তোলা হয়েছে যে, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আসলে তেলের কুঁপই হোক আর পয়সা রাখার পেটিই হোক, এগুলি সবই উপলক্ষ্য মাত্র। শিল্পীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে রূপসৃষ্টি। এরপর ধরুন পানের ডাবের বা সামান্য জটি। সমগ্র জটটিই হয়ত একটা পাখির আকারে নির্মিত। জিনিসটি মোড়া অবস্থায় পড়ে থাকলে দূর থেকে জটি বলে মনেই হয় না। পানের ডাবের গায়েই বা কি অলঙ্কারণের প্রচুর্য। অবস্থার চাপ নিম্নপরিণত হয়ে এখনকার মানুষের মন বলে জিনিসটাই লোপ পাচ্ছে। আমাদের চারপাশে বৃত্তির কোন ছাপই আমরা রাখতে পারছি না। অথচ সেকালে মানুষ ছোটখাট জিনিসের উপরও কত না নজর দিত। কারণ তারা জানতো, দৈনন্দিনতার মাথাও মনের পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করা যায়। ধানের কুনকের কথাই বিচার করুন না কেন। এর চেয়ে নিছক প্রয়োজনের জিনিস আর কিছু হয় না। তবু তার গায়ে ধাতুর উপর কি সুন্দর নক্সা করা থাকত। এখনকার দিনে শিল্প মানুষের জীবন থেকে এতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যে, তাকে আমরা সম্পূর্ণ অজানাতার দ্বৈধতায় শিখোঁছি। অতীতে কিন্তু শিল্প আর প্রয়োজনে বিশেষ তেজাভেদ ছিল না। এ জিনিসটা আমরা অনেক সময় ব্যবহারে পারি না বলেই

আগেকার দিনের প্রযোজনের জিনিসগুলি এভাবে লিপ্যন্তরিত দেখে অবাক হই।

এবারে আমাদের ধাতুশিল্পদ্রব্যের নকশা সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা যেতে পারে। অনেক ধাতুদ্রব্য আমরা আসপনার নকশা লক্ষ্য করি। আসপনা জিনিসটা আমাদের দেশে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। বাঙালীর বহুকালের পুরনো ধর্মবিশ্বাস আর সংস্কারের প্রকাশ আমরা এর মধ্যে দেখতে পাই। প্রাচীনকালের দরগা আসপনার বহু নকশা এখন বিশেষ এক সাংস্কৃতিক দলো অর্জন করেছে। সতেরো এটা খুবই স্বভাবিক যে, এর প্রভাব বাঙালীর ধাতু শিল্পকলার উপর পড়বে। অনেক ধাতুদ্রব্যে ফুল লতা পাতার ভগ্নাংগ থেকে 'ফর্ম' গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন কাঁচললতা বোটা সমেত ফুলের আকারে নির্মিত। ছুরি বা কাঁচির আকার পাতে বা বড় বীজ থেকে গঠিত। আমাদের দেশে বলিদানের জন্য যে বিচিত্রবর্ণী খাড়া ব্যবহার করা হয় তা নীচ 'অপবীজিত' ফুলের বীজের সাথে সাদাশব্দ। সোনা-রূপার গহনায় নক্সা প্রধানত প্রাণী ও উদ্ভিদ ভগ্নাংগ থেকে নেওয়া হয়েছে। যেমন সাপ, প্রজাপতি, মূষ, পক্ষি, শর্মা, মূষ, লতা, পানুর শরীষ প্রভৃতির নকশা আমাদের অলংকরণে লিপ্যন্তরিত হয়েছে। চাঁদমালা আমাদের একটি মত জনপ্রিয় নকশা। ঘন কৃষ্ণ-বস্ত্রের আকাশ উদ্ভাসিত চন্দ্র ও তার সমষ্টির চারপাশকেই চাঁদমালায় ফাঁটের তোলা হয়েছে। বৈদ্যমন্দির ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত ধাতুর বৈজ্ঞানিক নকশা লক্ষ্য করা যায় সেগুলিতে কোন অলংকরণ না থাকলেও তাদের আকার কোন না কোনভাবে প্রাকৃতিক



মাছ (পয়সা রাখার পেটি)

ভগ্নাংগ থেকে নেওয়া। আসলে মানুষের চারপাশে যে সমস্ত দ্রব্য রয়েছে তাদের কোনটাই 'ফর্ম' একেবারে মনস্তত্ত্ব প্রস্তুত নয়। মানবসভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক এসেছে এবং তখন থেকেই অবশ্য হয়েছে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে দেওয়া নেওয়ার কাজ। প্রকৃতিতে রূপের অবশিষ্ট নেই। এটিই মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয়। আর এই বিশ্বাসের বিমূর্ত্ততা থেকেই প্রাকৃতিক 'ফর্ম' বস্তু-ভগ্নাংগে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশে সোনা-রূপা, লোহা এবং পেটল-কাসির শিল্পদ্রব্যগুলি নির্মাণের

পৃথক পৃথক কেন্দ্র লক্ষ্য করা যায়। যেমন বাংলাদেশে স্বর্ণকারদের কেন্দ্র হচ্ছে কলকাতা, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ। কর্মকার অধীশ যারা লোহার কাজ করে তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় চম্বিশ পরগনা, বর্ধমান, যশোর এবং নমীয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে। আর কাঁসকারদের প্রধান কর্মস্থল হচ্ছে তমলুক, খাগড়া, ঝিকপুর্, নকসীপ এবং মেতিয়ারী। বাংলাদেশে তিন ধরনের ধাতুদ্রব্যের মধ্যে একমাত্র পেটল-কাসি শিল্পই পুরুষ ও মহিলা সংযুক্তভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পুরুষেরাই অংশ গ্রহণ করে।

বন্ধ করুন

মাড়ির রোগ
দাঁতের ক্ষয়
খারাপ শ্বাসপ্রশ্বাস

উজ্জ্বল শুভ্র সুস্থ দাঁতের জন্য

ফরহান্স টুথপেস্ট ব্যবহার করুন

একমাত্র এই টুথপেস্টেই শক্ত সুস্থ মাড়ি গঠনের জন্য ডাঃ আর. জে. ফরহান্সের আবিষ্কৃত বিশেষ উপাদানটি আছে

Geoffrey Manners & Co. Private Ltd.





সারাদিন তোরের মত স্নিগ্ধ ও সজীব
রাখে—

পণ্ড

ড্রিমফ্লোর ওয়ার ট্যালক



সারাদিন স্নিগ্ধ ও সতেজ থাকতে হলে
রানের পর পণ্ড ড্রিমফ্লোর ট্যালকম পাউডার
ব্যবহার করুন।

পণ্ড ড্রিমফ্লোর ট্যালকম পাউডার তারি
কোমল, মিষ্টি পর্বে তরপুর ও বাস
তবে দেয়—এতে বিনতোর স্বরস্বরে ও সতেজ
মনে হবে।

চিকিৎসা-পণ্ড ইন্স (সীমিত দায়দ্বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে লগোডিত)



একটি প্রথম

দৈনিক প্রথা দিয়ে যে-ভার চালাই করা।
হৃদয়, তার সাথে ভাল ফেল উপভোগ
গোমে আমারও উচিত, দেশের ও দেশের কথা
সময় রাখা। সবুজপাতার ডাক যখন
প্রিয়তার দিগন্ত, আর সাড়ে চুয়াত্তার দিগন্ত
আমার কেউ দেখনি তখন পাঁচতর নম্বর
থেকে চিঠি দিতে কোনো কথা নেই, এবং
এবারের ডাক প্রথম চৌধুরীর সম্মান
চিঠি ছাপানো সমীচীন। এই দেশের গর
পূর্ণ করি আমার লেখা আটখানি চিঠির
সাথে 'সুধীন্দ্র' সংগ্রহ লেখা দু'খানি চিঠি
যোগ দিয়ে, সমস্তের যোগসূত্র অক্ষর রেখে।
এই সুযোগে আমার একটা ভুল শোধরে
নই। সুধীন্দ্র ১৯১৮ সালে M. Sc. পাশ
করেন—১৯১৭ সালে নয়।

৭০

১নং টাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ

২১।৭।১৮

কল্যাণীয়েষু,

তোমার প্রথম ছাপতে দিয়েছি অবশ্য
একটা ভেগটেস্টে প্রফটা কাল জানিয়ে
রাখব—তুমি বিকেলে এসে সেটি দেখতে
পাবে। প্রথম প্রফটা তোমাকে দিয়ে দিতে
পারি আর সেটি তুমি সন্ধ্যারদের ক্লাবে
পড়তে পারো।

“পছন্দ” লেখা সম্পর্কে কোনও প্রবন্ধ ত
তুমি আমার হাতে দেওনি? তোমার লেখার
মধ্যে শব্দ একটা গল্প আমার হাতে আছে,
আর কোনও লেখা নেই।

কাল বিকেলে এসো—মুখে কথা হবে।

ইতি—

প্রীতমখনাথ চৌধুরী।

(সুধীন্দ্র সংগ্রহ লেখা)

১নং টাইট স্ট্রীট

বালিগঞ্জ

২৭।৭।১৮

কল্যাণীয়েষু,

জানি এই M. Sc. পরীক্ষার মধ্যে
তোমাকে বালিগঞ্জ এসে আড়া দিতে বলা
কথা, বিশেষত এই ঘোর বর্ষার দিনে।
তবুও জিনিয়ে স্বীকারি যে, আসছে শনিবার
আমার এখানে জনৈক সমস্যা সমাধান গাইডে
আসবেন, যদি গান যথার্থই শেষবার মত
কিনিস। গাইডের মাথাকা উচিত—স্বাক্ষর
ও স্বাক্ষর, দুই-ই তার যথার্থ আছে—
সেদিন বিকেলে তুমি এখানে উপস্থিত
থাকলে আমি যে খসড়া দিব, সেখান থেকে
বাহ্যিক। আমার বিশ্বাস, তুমিও স্বাক্ষর
হবে। এজন্যই যখন সমস্যা তখন মাঝে
মাঝে দু'একদিন পড়া ছেড়ে আড়া দিলে
পাশের যে বাগান ঘাটে না সে দিগন্ত আমি
স্বাক্ষর দিতে পারি। পরীক্ষার দিনে যখন
তুমি বাগান ঘাটে হবি, তখন আমার কলমে
দিত হই।—এ Paradox নয়—পরীক্ষিত
সত্য।

ইতি—

প্রীতমখনাথ চৌধুরী

৬

(সুধীন্দ্র সংগ্রহ লেখা)

১নং টাইট স্ট্রীট

বালিগঞ্জ

৬।৯।১৮

শ্রুতকার

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি ঠিক সময়ই পেরেছি।
অর্থাৎ ও-চিঠি না পেল আজ বিকেলে
আমাকে কথার কাগজের পর্যন্ত ঘেঁষে
হত। সেখানের দিগন্ত শব্দ, এইটুকু যে
সত্যের আমার পথ চলে বসে থাকবে—
অথচ আমার স্বাক্ষর পাবে না।

পরীক্ষার পাপ থেকে অতঃপর তুমি
যে মুক্তিলাভ করেছ এটা অবশ্য শব্দ
তোমার পক্ষে নয়—তোমার বন্ধুত্ববাদের
পক্ষেও স্বত্ববর।—বিনা-বিশ্বাস অর্জন করছি
কি করিনি, তার পরীক্ষা ও জীবনে দিতে
হবে—যাথ থেকে মাস্টার মহাশয়ের কাছে
দেবর যে কি সাধকতা তা আমি আজও
বুঝে উঠতে পারলাম না। বিশ্বটা যে
বিশ্ববিশ্বাসযোগ্যের চাইতে বড়—এই সত্য
কথাটা ভুলে গিয়েই মানুষের শিক্ষা
জিনিসটাকে একটা উপায়ের সম্মিল করে
ভুলেছে।—তবে এসব কথা বলে কোনও ফল
নেই। যাক, এসব কথা।—কাল বিকেলে
যদি আমার এখানে এসো ও খুঁসি হই।

ডাক্তার ইউন

ঘরে বসে ডাকযোগে পড়াশুনা করে
সবকার দ্বারা যোজ্ঞমুখী করা কলঙ্ক
থেকে ডিপ্লোমা মিলে। দিনামুল্যে
প্রোস্পেরিটিস-এর জন্য লিখেন।

Indian Homoeopathic
College
(D.C.) Jullundur City.



“সুলেখা”
আর
“ব্রীফমেন”

PENMEN'S INDUSTRIAL SERVICES
BOMBAY-47.



৩৬ কার্তিক বঙ্গবন্ধু

টার্কোমোডা | নানালা

অল্প, অর্জীর্ণ ও ডিসপেন্সিয়ায় ব্যথা ও বেদনায়

ডাঃ বঙ্গবন্ধু ল্যাবরেটরি লিঃ-কলিকাতা ১

রবিন আলট্রাম্যারিন

ব্যবহারে সস্তায় অথচ সহজেই

সাদা কাপড়-চোপড় ধবধবে সাদা থাকে।



রবিন আলট্রাম্যারিন এক রকমের অতি

মিষ্টি নীল শুঁড়ো। যে-কোন রকমের দলা পাকানো কিংবা

খণ্ড-আকারের নীলের চাইতে এর খরচ অনেক কম।

পুঁথি তোলবার সময় শেষবারে সামান্য একটু রবিন আলট্রাম্যারিন

জলের সঙ্গে গুলে নিলে সব রকমের সাদা জামা-কাপড়ই

স্বাভাবিক মনোরম ধবধবে তাব ফিরে পায়।

আপনার বাড়ীতে সব কাপড়-চোপড় পুতেই আজ থেকে

রবিন আলট্রাম্যারিন ব্যবহার করুন।

রবিন আলট্রাম্যারিন

স্বাভাবিক, মনোরম
শুধু তার জন্য
উৎকৃষ্ট নীল

এডালফিন্স (ইষ্ট) লিমিটেড (ইংল্যান্ডে নিবন্ধিত)

আমার সঙ্গে দেখা করতে তোমার উন্ন
পরিবার কোনও কারণ নেই। তোমাদের ওখানে
উপস্থিত হলে আমি যে কথা উত্থাপন
করতুম—আমার এখানে তুমি উপস্থিত হলে
সে কথার নামগন্ধও উঠবে না। কাল
বিকালে আমার একটি বন্ধু সেতার
বাজাবেন, সে সেতার শোনবার মত জিনিষ।
—এই সঙ্গে হারিতকেও চিঠি লিখে দিচ্ছি
—পারো ত দুজনে একসঙ্গেই এসো। ইতি
শ্রী প্রমথনাথ চৌধুরী

৭৬

১নং ব্রাইট স্ট্রীট

বালিগঞ্জ

১৯১১১১৮

কল্যাণীয়েষু,

কাল রাঁচি ছাড়বার মিনিট পাঁচেক আগে
তোমার চিঠি পেলাম এবং ট্রেনে উঠে তা
পড়লাম। উপরের ঠিকানা থেকে দেখতে
পাচ্ছি যে অতঃপর বালিগঞ্জ এসে পৌঁছাইছ।

এবার পত্রের ছুটিটে সে আমি অজ্ঞাত-
বাসে কটিয়েছি, ঠিক তা নয়। তবে এ যাত্রা
পত্রপূরিই ছুটি নিয়ে ছলাম। অর্থাৎ
কালিকতামের সম্পদ বড় বেশি রাখিনি।
প্রথম লেখা ত দ্বারের খসক চিঠির পত্রই
কটকে লিখিনি। কেউ চিঠি লিখলে তার
জবাব অবশ্য দিয়েছি, তার বেশি আর দিই
নি।

আসছে শনিবার বিকালে সুধীন্দ্রকে
সঙ্গে করে এপড়ায় যদি একবার দেখা দেও
ত সুখী হই। ভাল কথা সুধীন্দ্র কোন
উদ্ভাসনে পেশ করলে, সে খবর ত দি
আমাকে দিলে না।

সুধীন্দ্রের সঙ্গে যেদিন আমার শেষ দেখা
হয়, সেদিন সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল
যে, বাংলা ভাষার উপর একটা পাকা রকমের
দখল লাভ করতে হলে, কি কি বই পড়া
দরকার? ঐ একই প্রশ্ন আরও দু-একজন
লোক আমাকে করে। এই প্রশ্নের জবাবে
আমি একটি লম্বা প্রবন্ধ লিখে ফেলেছি।
এবারে নবাবী আমলের বাংলা সাহিত্যের
কতকটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। পরে
বুটিল যুগে আসা যাবে। মুসলমান যুগের
সাহিত্য সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস আমার
মত আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলবে। লাতিন-
লাঠি বাধবে অবশ্য আধুনিক সাহিত্য
নিষে।

শনিবারে এখানে এলে একটা নতুন
জিনিষ দেখতে পাবে। দেখবে যে সব
আমার গোফ উঠছে। যদি জিজ্ঞেস করো
যে গোফ ফেললামও বা কেন, আর তুলিই
বা কেন? তা হলে তার উত্তর পরে
দিচ্ছি।

লোকে বলে আমার গাফ পরিচয়ের
কারণ—বাছুরের সঙ্গে মিশলে শিঙ ভাঙত
হয়—আমি বলি তা নয়—ও বস্তুটা

আমার যৌবনের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছিল, তাই ওটিকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলুম, আমার ঠোঁট ওরূপ মিথ্যাবাদ শোভা পায় না। হোকনা সেটা white lie.

আবার যে রাখছি তার কারণ—গোঁফ ত্যাগ করাতেও আমার চেহারায়ে বৈষ্ণবীভাব কিছুতেই এলো না। প্রকৃতিতে আমি যেমন শান্ত, আকৃতিতেও তেমন শান্তই থেকে গেলেম। বিগুম্ফ এবং সগুম্ফ এই দুটো অবস্থার মধ্যে transitional periodটা বিশেষ সুদৃশ্য নয়, কিন্তু তা বলে ত আর পরদানশীন হওয়া যায় না। সুতরাং উদ্ভ-সমাজে এমত দেখাতেই হবে, হোক না তা হাস্যরসাত্মক। পাছে আমাকে চিনতে না পারো, এই কারণেই এ খবরটা দিয়ে রাখলুম। ইতি—

প্রীতমখনা চৌধুরী

৭৭

১নং টাইট স্ট্রিট

কালিগঞ্জ

২২/১২/১৮

কল্যাণীয়ায়,

হাস্য যাবতই দেখাত ও শুনতে অসহ্য যাবে। সমাজ যদি বলতে চাও ত যে কোনদিন কোন সকালে ৮—৯ টার ব্যাড গেলেই তাঁর সাক্ষাৎ পায়। ধীরে ধীরে কোন-কিছু খাওয়া ভাল।

কাল বিকেলে পাত্রে ত সুখীন্দ্রক সন্তান নিয়ে এখন এলে খুঁসি হবে। তবে তেমনটা আমাকে দেখে খুঁসি হবে কিনা সে হচ্ছে স্বভাব কথা। গোঁফ কামিয়ে আমার মুখটা টাটক হচ্ছিল, এখন তা কামিক হয়ে উঠেছে। ইতি—

প্রীতমখনা চৌধুরী

৭৮

১নং টাইট স্ট্রিট

কালিগঞ্জ

২৬/১২/১৮

কল্যাণীয়ায়,

তোমার চিঠি পেলেম। সবুজপড়া বসছে না বলে অবশ্য দুঃখিত আছি—তবে যে কারণ বসছে না সেই কারণেই বিশেষ দুঃখিত। এ দলের দু-চারজন বিছানায় পড়ে—যথা—সত্যেন্দ্র, ধুজুটি ইত্যাদি, বাদ্যবাকী অনেকেই বাড়ির অসুখ বিষমুখ নিয়েই বিবর্ত, যথা—কিরণ, অতুলবাবু প্রভৃতি। এবছরটা দেখছি এই ব্যারামের গোলমালে কেটে গেল। যদু চুকল বটে কিন্তু যদুধর পাগের শাস্তি আরও অনেক দিন আমাদের ভুগতে হবে। লোকে বলছে

যে এই যদুধর ফলে নতুন সভ্যতা জন্মাবে—সম্ভবত সেই জনাই পুরোনো সমাজের আগে মরা দরকার। সুতরাং নতুন সভ্যতার পথ পরিষ্কার করবার জন্য ইনজুয়েন্সি এ পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে। সে যাই হোক বৃন্দও বৃন্দ হল আর সংগে সংগে সবুজ পড়াও বৃন্দ হল, এর মানেটা কি বঙ্গো দেখি। সবুজপত্রের ভিতর কি কিছু লড়কে ভাব ছিল?

বাংলা ভাষাকে তোমার অন্যাকাক্য বলে-ছিলে—আমার ভাষা—আমি উত্তরে বলি তোমাদের ভাষা। বাংলা ভাষাটা যে আমার একার সম্পত্তি এ অপ্রবাদ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি। তারপর একথাও সম্পূর্ণ সত্য যে বাংলা ভাষাকে বাংলা সাহিত্যে প্রথমে তেজস্বী প্রমোদন দাও—আমি একেবারে সেটিকে ডবল প্রমোদন দিতে চেষ্টা করছি। আমার বিশ্বাস এবিষয়ে আমি কতকটা কৃতকার্যও হয়েছি। চলতি ভাষার অদর যে দিন দিন বাড়ছে সে বিষয়ে আর চোখবোজে থাকা চলে না। চলতি ভাষার পক্ষে যোদ্ধার দল নিতা বেড়ে যাচ্ছে—তা ছাড়া এল চারদিকে তাদের অধিকার বিস্তার করছে। মাসিকপত্র মাসেই এখন বাংলা ভাষাকে তাদের বন্ধে স্থান দিতে ব্যস্ত হচ্ছে। আর একথাও অস্বীকার করব না যে সেই যে নতুন লেখকের দাড়া যারা ভাল লিখছে তারা এই ভাষাতেই লিখছে। সন্দেহের সাধুভাষার উপর আক্রমণটা সবাই বলছে জবর হয়েচে—সন্দেহিত যা করে, করেছে তার ইংরাজি নাম হচ্ছে Scientific warfare.

বাংলা কি পড়ব? প্রশ্নটা তোমার ভাল লেগেছে, শুনলে খুঁসি হলুম। সুখীন্দ্রের জন্যই অসিস এ প্রবন্ধটি লেখা। আশা করি এটি তার কাজ লাগবে। ভাল কথা, আমার পরামর্শামের বিষয় কিছু লেখনি কেন? এই গল্পটা নিয়ে আমার পরিচিত বাজনর্দীর দলে একটা টৈ টৈ পড়ে গেছে। অপরপক্ষে সাহিত্যের দল রামশ্যামের খবে তাজিত করছেন। আমি এই গল্প সংবোধ রবাবাবু মহাশয়ের কাছ থেকে এমন এক-খানি সার্টিফিকেট পেয়েছি—যা পেলে যে কোনও লেখক হাত চান পেয়েছি মনে করতে পারেন।

এত শীঘ্র কালিগঞ্জ আসা তেমন কঠোর ব্যাপার না হলেও, কালিগঞ্জ থেকে ফেরা অবশ্য একটু মস্কিনের কথা। সুতরাং শীতভীত লোকদের এ অবস্থায় এখান আসতে বলতে সাহস হয় না। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি যে আসছে রবিবার বিকেলে যদি এপাড়ায় এসে চা-পান করে ত খুঁসি হই। একটু বেলা থাকতে এলে সকাল সকালই ফিরতে পারো। ইতি—

প্রীতমখনা চৌধুরী

বিখ্যাত
শখা ও পদ্ম হার্ডি
গোষ্ঠী ব্যবহার করুন
ডি.এন. ব্রদুর হোমিয়ারি হার্ডি
কালিকাতা-৭

কুঁচ তৈল (৫২৩) দ্রব ও তরল মিশ্রিত।
টাকনাশক রেশ বাঁধ
কারক, রেশ পতন
নিরাকর, রোগহীন, অকালপক্কতা প্রযোজ্যে বৃদ্ধ
করে। মাস ২, বড় ৭, ডাঃ মাঃ ১০। ভারতী
ঔষধালয়, ১২৬।২ চাকরা রোড, কালীঘাট,
কালিকাতা-২৬। ফোন : ৫৭-১৭১৬।

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

নিম্নলিখিত নবআবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা পরীক্ষিত
যে কোন স্থানের ক্ষেত লাগ, অসাড়ায় লাগ
ফুলা, পক্ষাঘাত, একজিমা ও সোরাইসিস রোগ
প্রত্যক্ষভাবে কষ্ট হইতেছে। সাক্ষ্যে অথবা
পত্র বিবরণ জানুন। হাওড়া কুঁচ টুটী,
প্রিন্টার্স—পাণ্ডিত রায়প্রসাদ শর্মা, ১নং মহাধ
ঘোষ স্ট্রীট, খরসৌ, হাওড়া। ফোন—৬৭-২০৫১।
শাখা—৩৬ হার্ডিসন রোড কলিকাতা-১

জামাকাপড় আরো
সাদা ধপ্পে আর
বন্ধকে হয়—



টাটা-র
৫০১
খাটি ওঁড়ো সাবানে বিনা-
আয়াসে চটপট পরিষ্কার
করা যায়

বিরোধই একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। নতুনদের মধ্যে আছে এই যে বৈদিক মন্ত-
গুলিকে প্রথমে সংস্কৃতে আর্বাতি করে
তারপরে সেগুলিকে ভাষায় অনুবাদ করে
দেখা হয়। আশা করি তাতে মন্তশাস্ত্র
কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। লোকের বিশ্বাস
অবশ্য অনারূপ। লৌকিক মতে যার ভিতর
অর্থ আছে তা ধর্ম হতে পারে না—আর
বিবাহটা হচ্ছে এদেশের একটা ধর্মকার্য,
সামাজিক অনুষ্ঠান নয়। দেশের লোকের
ইংরাজি পাড়েও যে ধর্মবিশ্বাস একতিলও
নষ্ট হয় নি তার প্রমাণ গত বৈশাখ মাসে
দেশের পাওয়া গেছে। পরলা থেকে সুবু
করে ২৯শে পর্যন্ত লোকে নাগাড় বিসি
করছে। এর ফলে আর কিছু হোক আর
না হোক দেশের যে প্রজাবিশ্বাস হবে সে
বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আর ভারতবর্ষে
যে রকম মড়কের ধুম পড়ে গিয়েছে তাতে
করে প্রজাবিশ্বাস করবার আবশ্যকতারটা টের
বেড়ে গিয়েছে। দেশসমূহ ছেলেবড়ো যখন
তাদের কর্তব্য পালন করছে তখন যুবক
তুমিই বা কেন আলগা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ?
এই দেখনা কেন আমাদের সবুজসভার
সভাপতি সব একে একে সমাজের কাছে
দাসবৃত্ত লিখে দিচ্ছে। এখন বাকী আছে
শুধু তুমি, কেননা ধর্মজিতির বোধহয় ইতি-
মধ্যে Contract পাকা হয়ে গিয়েছে—এই
মাসেই তার Specific performance
হবে। ধর্মজিতি বেচারি মধ্যে বড় মন্সিকলে
পড়েছিল। গাটি মেয়ে তার কাছে
উপস্থিত করা হয়েছিল—একটি রূপে
লক্ষ্মী আর একটি গুণে সরস্বতী।
যেহেতু রহুবিবাহ সেকালের শাস্ত-
সংগত হলেও একেলে আচার-সংগত
নয়—সে কারণ তাকে যথার্থই উভয়সংকট
পড়তে হয়েছিল। শেষটা সে সরস্বতীকেই
স্বয়ম্বরণ করতে সন্মত হয়েছে। পরলা
নম্বরের সুন্দরীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ভাগ
পর্যন্ত এঁগিয়েছে আর দোসরা নম্বরের
সুন্দরীর বিরুদ্ধে Royal reader প্রথম
ভাগ পর্যন্ত এঁগিয়েছে। কাজেই বেচারি

ধর্মজিতি কে ঐ দোসরা নম্বরের স্বপক্ষেই
রায় দিতে হল। দেখতে পাচ্ছ দেশে
স্টাশিফার আদর ও কদর কি রকম হু হু
করে বেড়ে যাচ্ছে। ভাল কথা, ধর্মজিতি
এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে
এসেছিল এবং তার মনোস্থির করবার পক্ষে
আমরাও কতকটা সাহায্য করেছি। যিনি
রূপে লক্ষ্মী তাঁর গারে সরস্বতীও নেই
লক্ষ্মীও নেই সুতরাং তার সঙ্গে বিবাহ হয়
Love নয় Eugenics ছাড়া অপর কোনও
কারণে সমর্থন করা যায় না। আর
জনাইত Loveএর যথার্থ স্থান হচ্ছে
কথা আর Eugenicsএর বিজ্ঞানে—
অর্থাৎ জীবনে নয় পুণ্ডিতে। এ বিষয়ে
আলোচনা এইখানেই থামিয়ে দেওয়া যাক
নইলে কত যে বাজে বকব তার আর ঠিক
ঠিকানা নেই।

কিরণ এখন তেওঁর এবং তাঁর
নিমন্ত্রণ এখনও তামনি হতে দেরি
আছে। সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার দিনস্থির
আমাদের করতে হবে। কাল বিকলে
এখানে এসে—পরামর্শ করে যা হয় একটা
ঠিক করা যাবে। তার তেমনাকে অতিথি
করতে কিরণ সিসং ভয় পাবে। তার ধারণা,
স্বপ্নাক পরিপাক হতে পারে, কিন্তু সুপাক
হয় না। তার রন্ধন সম্বন্ধে Style-এর
জ্ঞান কিরণের যথেষ্ট আছে। অতুলবাবু
বলেন যে তার শাসক খানসাহেবের একজন
যথার্থ রসিক। সে যাই হোক, কাল
বিকলে যদি বড় জল না হয় তাহলে
নিশ্চয়ই এসে। তোমার লেখারটা কি
গাতি হবে কলকে তেমনকে জানাব।
সবুজপত্র এখনও আকাশপত্নী হয়ে রয়েছে
অর্থাৎ ত্রিশকুর হাত সেটি আজও মাক
আকাশে রয়েছে, ভূমিষ্ঠ হবে যে হবে তা
বসতে পারেন।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৮৯

১নং রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৩৬৬১৯

কল্যাণীয়েষু,

পরশু অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার
আমার এখানে একটা ছোকরা আমাদের তার
স্বরচিত কীর্তন শোনাতে আসবে অবশ্য
সুর সংযোগে তুমি নিশ্চয়ই এসো।
দুখীশ্রকে সঙ্গে নিয়ে এসো, কাল আপসে
তাকে ঘুমে বলব। খুব সম্ভবত রবিবার
মহাশর সভায় উপস্থিত থাকবেন।
বিশেষ করে বৃহস্পতিবার স্থির করবার
কারণ শজ্জবার রাস্তার তেওঁতা রওনা হব
এইরূপ অভিপ্রায় আছে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।
(৪মখ)

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত
শ্রী গীতা

মূল, অর্থ, অহংবাদ, টাকা, ভাষা-বহন
কৃতিকাস্ত অসাধারণিক সমগ্রমূলক
ব্যাখ্যা। ৫০ টাকা।

শ্রী কৃষ্ণ ও ভাগবতবর্ম

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও লীলার সর্বাঙ্গসম্বন্ধ
শাস্ত্রীয় আলোচনা। ৪০০ টাকা।

ভারত-আখ্যায়িকা

উপনিষদের যুগ হইতে ভারতের যুগ-
যুগান্তরের বিখ্যাত বাণীর
ধারাবাহিক আলোচনা। ৫০ টাকা।

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

দেব সাহিত্য কুটীর

২১, বামাপুকুর লেন

কলিকাতা-৯

এখানে চিঠি লিখলেই

হাজার রকম বইয়ের

জরুরী পণ্য পাঠানো হয়

শুকতার

অস্বস্তি পূড়ান দিই
ত্রয়োদশ বর্ষ পড়বে

শুধু বিজ্ঞাপনই
নয়!
গড়ে গুণের জড়



তারক গুণের জড়
কলিকাতা-৪

এই গুঁড়ো সাবানে
প্রচুর নরম ফেনা হয়



টাটা-র
৫০১

খাঁটি গুঁড়ো সাবানে বিনা-
আয়াসে চটপট পরিষ্কার
হয়

৪৯ ৭২৬২



“কী সুপুরুষ ---

আহা, চুলগুলো যদি পাকা না হত”

আপনাকে নিয়ে এমন কানাকানি কতবার হয়েছে? মানুষ প্রথম আপনার দিকে যখন তাকায় তখন প্রথম নজর পড়ে মাথায়। তখন হয় তারা তারিফ করে আবার তাকায়.....না হয় মাথা ফিরিয়ে চলে যায়।

ড্যাসমল যখন আপনার চুলকে চক্‌চকে কালো করতে পারে, যখন আপনি মানুষের নজরে পড়তে পারেন, তখন পাকা চুলের জন্য আপনার মনোবেদনা কেন?

গবেষণার ফলে ড্যাসমলের এমালসিফায়েড বেসেস গুণসম্পন্ন ডেজেন নির্যাস দেওয়া হচ্ছে যাতে অতি প্রয়োজনীয় কালো রঙ্গক রয়েছে। ড্যাসমল তিনভাবে কাজ করে:

- চুল নিশ্চিতভাবে চক্‌চকে কালো করে
- চুলকে সজীব, পরিষ্কার ও রেশমের মত নরম করে
- মধুর গন্ধযুক্ত অতি সুন্দর হেয়ার স্ট্রেসিং

ড্যাসমল সারাদিন চুল পরিপাটি রাখে।



আজই এক বোতল ড্যাসমল কিনুন: যে কোন হেয়ার স্ট্রেসিং এর মত ব্যবহার করুন: চুলের গোড়ায় ভাল করে ঘষে দিন ও আস্তে আস্তে আপনার চুল কিভাবে মসৃণ হয় দেখুন।

ড্যাসমল

চুল কালো করার প্রতিজ্ঞা পালন করে

ড্যাসমল দু' রকমের পাওয়া যায়—১ প্যাক ও ৫ আন্স পিলকার প্রফ বোতলে এমালসিফায়েড হেয়ার অয়েল হিসাবে ও ৫ আন্স জ্যারে পমেড হিসাবে।



ড্যাসমলে

লানোলিন থাকে—
যা চুলের পুষ্টি
সাধন করে।
আপনার চুলকে
আরো চক্‌চকে
করে।



হাইজিনিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট,
পোঃ বক্স ১১৯২, বোম্বাই-৯

পরিবেশক:

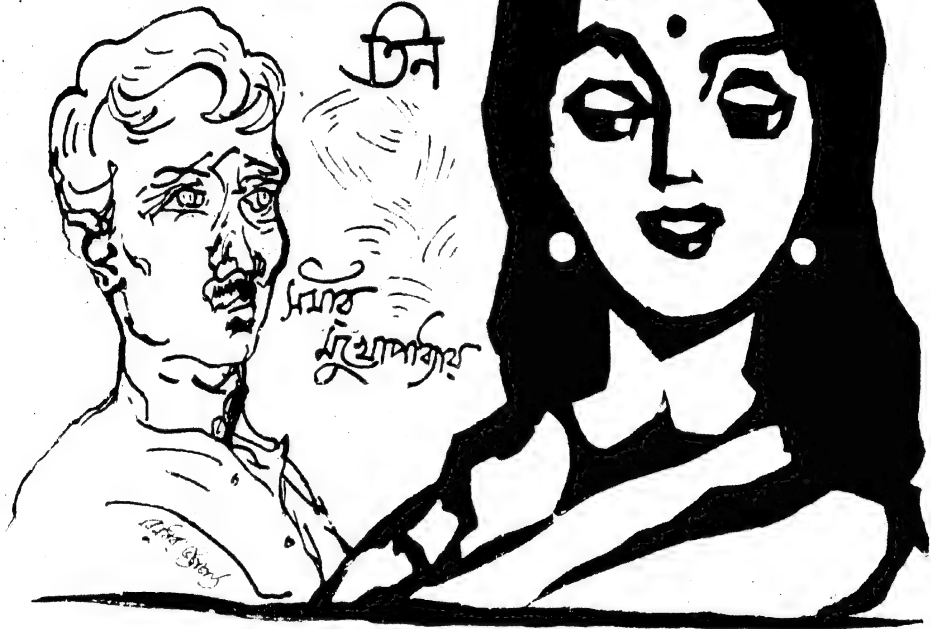
জে. হ্যাঙ্গলী অ্যান্ড কোং, প্রাঃ লিঃ ৩, ম্যাগো লেন (ইস্ট ব্রক) কলিকাতা-১
প্রধান স্টোকাইট: কেলা কোং (কলিকাতা), ২ ম্যাগো লেন, কলিকাতা।

(এইচ ডি বি)

স্মৃতি

আখর

তিন



বিয়ের আগে অমিতা বলত, কই লিখলে না? এতো গল্প লেখ আর এতটা বেলোয়েই— বেশ বেশ, একটা স্মৃতি-টিখ। রাখা এই আর কি? তা' তুমি বন্ধন চাও না তখন—

সুধময় মিষ্টি মিষ্টি হেসে বলত, 'অমি তোমার ভাস্করসি। এটা কি পাঠ-কর করার স্মৃতি? তাই যে অমি—'

অমিতা অবশ্য ছাড়াইকে আরেকবার সত্যের মোড় বেগী স্মৃতির অমি চপল করে দিয়ে আরও গাউ দৃষ্টি কামড়ে অস্থির ভাবে শোভে। 'বাস্করসি' বুঝেই। কোন কিছই আর রাখতে চাও না। কোন স্মৃতিচিহ্ন? আমাকেও বাদ দিয়ে চাও। তা' সেটা অত ব্যস্তের না বলে—

সুধময় শুনলে সুধময় উচ্চস্বরে হেসে উঠত। বলত, 'বাপ রে! এখন থেকেই এই' না না। লিখবে বইকি। তবে এখন নয়। সে লেখার সময় এখনো আসেনি।

অমিতা অস্বস্ত। সুগে সুগে ওর বাগ পড়ে যেত। ও বলত, 'লেখার ব্যাপার আমি কি বুঝি? তবে কিথো কিছুত যৌন হোক। লেখা চাই।'

বেশ কিছুদিন গেল। সুধময় তখনো কিছুত লেখেনি।

অমিতা বলাব না বলবে না করেও বলে ফেলত, 'কই, অমনত করলে না? বললে, দিনকতক বাক। গেল তা' অনেক-দিন।'

তারপর হঠাৎ সুধময়ের কৌতুক বদলে গেল। দুটি সপ্তে ঈষৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে অমিতা আস্ত আস্ত বলত, 'অবশ্য লেখার অমি কি বুঝি?'

লেখাটা যে প্রকার তা সুধময় লুক্কির করত। একদিন অনিব্যত্ভার ভালবাসা উঠে বসে। সমস্ত এগিরে আসবে সংসার নামক একটি অজগর। সে এসে প্যাক প্যাক জড়িয়ে ধরবে। সমস্ত রস নিওড়ে নিয়ে ছিলাড়ে করে ছেড়ে দেবে রাতারাতি। সুতরাং লিখে রাখা দরকার। জীবন ব্যকে জরগা দেবে না শিল্প তাকে জাঘলা দিক।

কিন্তু তখন সময় থাক। গল্পটি ভাল। করে লিখতে গেলে আবেগ একটু নাড়ুক। এখনো যে ছাপাছাপি জল।

বিয়ের পর অমিতা আর লিখতে বলত না। কিন্তু কি লিখবে তা মনে করিয়ে দিত। কেননা, বা জুলো মন সুধময়বিশ।

কোথার কোন মেসার কে এক হাবোলা আড়লশীত কি সুর ধরেছিলো আনন্দমন হয়ে গেলেও তা আজো অবিকল মনে আছে সুধময়ের। কিন্তু আজ এইমাত্র কি কি পর দিনের ভাত খেল ঠিক ঠিক, বলুক লেখ সুধময় একটাও ওসিক-ওসিক না করে?

অমিতা তাই বলত, লিখো তুমি যৌন ইচ্ছা। কিন্তু কারকটা কথা তোমার মনে করিয়ে দি। সেই যে সেই— সেই কুমি—

সুধময় বেশ মজা পেত। 'মিষ্টি মিষ্টি হেসে বলত, সেই যে সেই কুমি—কি?'

অমিতা পাড়ে যেত ভীষণ লজ্জায়। তারপর অন্যতো কুঠিম বাগ। 'আমি সব জেনে-শুনই হয়ে সজা হাজ। চঃ বুঝি না বেন, আমাকে 'সব' সব বলতে চাইছো? বেশ, বেশ। বেশি। ভাবছো, বলতে পারেন না? ইস— তাই বুঝি।'

সবর কৌতুক চাখ দুটি নাচিরে সুধময় মিষ্টি মিষ্টি হেসে বলত—তা'ই তো। বলতে তো পারলেই না। কই, বলা না লেখ?'

তারপর অবশ্য বেগে বেগে সবটাই বলে ফেলতো অমিতা।

প্রথম প্রথম কথা বলতে গিয়ে লজ্জায়

কেমন গলা জড়িয়ে যেতো সুধাময়ের। কী ভীষণ ধতমত খেত। অমিতা কত কষ্ট করে, কত লজায় চোখের পাতা দুটি তুলতো। কত ভয়। কত উত্তেজনা। তারপর সেই বই। সোনালানা নয়। মানিক নয়। তবু সোনা। তবু মানিক। চিঠি। একটা অবিস্মরণীয় চিঠি। প্রথমটায় মন ঘেমায় এতটুকু হয়ে গেল। তারপর কিন্তু কোথা থেকে উড়ে এসে ঐ চিঠি জুড়ে বসলো লক্ষ্মীছাড়া একটা প্রজাপতি। আর সমস্ত মনটা কিসের একটা আবেগে ধর ধর করে কেঁপে উঠলো। বুক চেপে ধরলো অমিতা চিঠিটা। ওর চোখ দিয়ে টপা টপা কর জল পড়লো। তা যতখানি বেদনার, ততখানি আনন্দের।

বলতে বলতে আবেগে গলাটা বক্কে আসত অমিতার। চোখ দুটি ছল ছল করে উঠত। আর ভেতরে ভেতরে কেমন করে কোঁচক খেতে কামায় চলে যেত যেন সুধাময়।

তবে কি, তবে কি, না, না, না। তা হতেই পারে না। অত সুন্দরী আর অত গুণের মেয়ে—তাই কখনো হয়? কিন্তু হবে না-ই বা কেন? আমিও কি একেবারে যা তা! কিন্তু—সে হাই হোক গম্পনি কিন্তু তখনো লেখা হল না। তার তার অমিতার গম্প। সময় নাকি তখনো আসেনি। হায়রে সময়!

তাই বলে সুধাময়ের কলম কিন্তু থেমে নেই।

নিজের গম্প লেখা হচ্ছে না বটে কিন্তু কত অসংখ্য মানুষের কত বিচিত্র গম্প বইএর পাতাগুলো ভরে উঠছে।

তবু এক একদিন বুকুর ভেতরটা টন-টন করে উঠতো সুধাময়ের। সেই যে সেই মেয়েটি—জানলায় এসে দাঁড়ালো যখন সেই প্রথম কাঁপা কাঁপা গলায় কথা বলল যোদিন—সেই রক্ত তোলপাড় দ্রুত নিশ্বাস ওঠানামা, তারপর সেই পাখিটা দাঁড়ে এসে বসলো। অত্যা যোবনের, রাতা যোবনের হীরেমন পাখিরে!

সুধাময়ের নাম হয়েছে বাজারে। বাজারই বটে। বুকুর রক্ত দিয়ে লেখা বই পোকায় কাটে। আর লজ্জারসের গায়ে চিনির সোহাগ দেখানো গম্প হু হু করে বিকসী হয়ে যায়। অক্ষুণ্ণ করার লাভ নেই। এই অকথা সব দেশেরই। সিনেমাসেও বহু একখানা বই উঠছে সুধাময়ের।

ইতিমধ্যে অমিতার দাঁতগুলোয় অত্যা ফলের নীচির মতই কালো ছোপ ধরেছে। চোখ দুটি আর চোখ টানে না। চোঁট দুটিও টানে না চোঁট। গালে যোবনের বা নেই। চারিদিকে নেই নেই হাড্ডাকর। সুধাময়ের মাথায় সম্রাটের মত চুলের সে ঐশ্বর্য নেই। সামনের দিকে বেশ খানিকটা চলা-ফেরার মত হার গেছে। কান্নের দৃষ্টি পাশ পাক

ধরেছে অল্প অল্প। চোখে সে ভুবনজরী কোঁচক নেই। গলার স্বরে সে মিষ্টতা নেই।

বাচ্চা টাঙ্কা হয়েছে বইকি অমিতার। ডিমটি। তিনটিই ছেলে। চোখজোড়া পিছুটি। পেটজোড়া পিলে। হাড় জির-জিরে চেঁহারা। একরাশ মাদুলি। কালী বাড়ির চরণামৃত। অসংখ্য ঘন্টা-পুজো। লাখখানেক তাবিজ। অজস্র ঝাড়ফুক। এই চালাছে।

অমিতা কিন্তু এখনো অশ্রুত।

মাছের বাজারে সুধাময় আজো ঘেঁষতে পারে না। মাছের আঁশ কিনে নিয়ে বাড়ি আসে। মায়ের এসে বলে, 'টটকা ইলিশের মত ভাজতে হবে।'

অমিতা তাই ভাজতে ভাজতেও আজো পুরোনো দিনের ভূসে যাওয়া ফিজ, জব-জব গান গায়।

অমিতা বিচিত্রবর্ণিনী। আর একটা পুংসবাদের খবর আসছে।

তবু খুশী খুশী মনে অমিতা বলে, 'একটো আমার হস না গো প্রমাতের। ভরী অক্ষুণ্ণস মাছের। হে ভগবান—এবার একটা মেয়ে পাও। বাচ্চা টুকটুক করে। মেয়ে বড়ো হোক। বড়ো হয়ে সুন্দর সুন্দর কন্যতা লিখুক। চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত গাইবে। শাস্ত্র—বাল সম্ভূত দৃষ্টিতে সুধাময়ের দিকে একটুকুণ অপসার করে

অবাঞ্ছিত কংসিত লোম নিয়ে অস্বস্তি বোধ করছেন কি?



বেশমত উজ্জ্বল চর্চিত্তাভাবের ফলের উপভোগ আপনি অপর আনন্দ আর অলাক নিশ্চয় বোধ করবেন।

অতি সহজে ও আরামে পুরো ন্যার কেশোণ্ময় হুর করতে হলে ব্যবহার করুন অত্যাচর্য এলফিন—এতে কোন কল্যা যন্ত্রণা হয় না।

পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এই অত্যাচর্য বিজ্ঞান-সম্মতোপায়ে প্রস্তুত এলফিন নিয়মিত ব্যবহারে ক্রমপত কেশোণ্ময় নিশ্চিতরূপেই বোধ করে।

সমস্ত সপ্রতিভ তরুণী ব্যবহার করেন অত্যাচর্য

এলফিন

মমোরম গন্ধবাসিত লোমনাশক

বাঙ্গলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা একমাত্র পরিবেশক

মোসার কমর্সোল্ডেটেড এণ্টারপ্রাইজেন্স্,

পি ৩৩-এ মিশন রো এলটেনশন, কলিকাতা-১০

আমার রহস্য করে বলত, 'গেলে একজন লেখককে ভালোবেসে বিয়ে করবে।'

অমিতা এখনো অশ্রুত।

দুটি ছল ছল চোখে আজো সংসারের সমস্ত মিনতি জড়ো করে থেকে থেকে অমিতা বলে, 'লিখলে না তো? বেশ। বলিছলে কিন্তু। কথা দিয়ে কথা না রাখা এ কিন্তু ভালো নয় লেখক।'

সুধাময় অবাক হয় এইসব মূহুর্তে। চরে চরে দেখে অমিতাকে। কতদিন হয়ে গেল ভবু ভুলতে পারে না তো অমিতা! ভুলতে তো চায় না!

বিচিত্রা হে বিচিত্রা!

সুধাময় কিন্তু এখন আর পারে না। ও চোরেছিন্দো আবেগ নেবে বাক। আবেগ তো নেবে গেছে। ও চোরেছিন্দো ফেনা ফেটে থাক। গেছে তো ফেনা ফেটে। ও চোরেছিন্দো বৃষ্টির এই রাঁওন হলনা চূর্ণ হোক। সেই হলনা তো আজ চূর্ণ। তবু সেই গল্পটি তো লিখতে পারছে না সুধাময়।

একটু কোথায় যেন ভুল হয়েছিল। ওসব গল্প লেখার একটা বরেন আছে। সে বরেন তো সুধাময়ের আজ আর নেই। মিলি আর মিলি 'নিরে এখনো তার চম্পক-ছুই-ছুই বধুরা একসত অবলীলায় এবং বেশ একটা গল্পের সংগেই লেখে বটে। কোন কোন লেখক বধু এখনো সত্যি চটচট লেখেন যেহেতু ভালবাসেন। তারা নম্রা। তারা ধনা। মুশকিল হচ্ছে এই যে, সুধাময় এখন আর ওসব পারেন না।

অথচ ভাগ্যের এমনি পরিহাস একদিন সুধাময়কে ঐ গল্পটি লিখতে হল।

'কাকন' মাসিক পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক অবলাবাবু জের তাগাদ দিয়েছেন। চিঠিতে বলেছেন, আপনার পেছনে অনেক ঘুরেছি মশাই। এবার একটু পাতা দিন। একদিন তো এইখান থেকেই আপনার অভ্যাস হয়েছিল। আজ উঁচুতে উঠে পারের তলার মাটিটাকে ভুলে যাচ্ছেন সার। অতএব—

কিন্তু অনেক সাধাসাধনা করেও কোন গল্প বার করতে পারল না সুধাময়। এই অসম্ভাব্য যা হয়। সুধাময় অমিতাকে ডাকলো। বলল, 'এই তো ব্যাপার। এখন কি করি বল তো?'

অমিতা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, 'অতো ভাবছো কেন? আমাদের সেই গল্পটিই লিখে দাও না? এই ফাঁকে লেখাটা হয়ে যাবে।'

সুধাময় অমিতার দিকে তাকালো। কিন্তু এ কোন অমিতা? এই অমিতাকে সাত আট বছর আগে সুধাময় ভালবেসেছিল? অসম্ভব। এ হতেই পারে না। এ সেই বটে, তবে এ বেন সে নয়। যাকে সে

সুধাময় মৃগ হতে ভাববেগে আবৃত্তি করে-ছিল।—

'খির বিজুরী বরণ গোরী পেখল, ঘাটের কূলে, আড় নয়ানে ইষং হাসিয়া বিকল

করিল মোরে—'

এ তো সে নয়। সুতরাং কেমন করে সুধাময় লিখবে? তবু লিখে ফেলি। প্রায় কিছুই মনে নেই। অমিতার না অহংকার ছিলো? তার নাকি সব মনে থাকে? কিন্তু আজ এতদিন পর দেখা গেল, সে সব কিছুই মনে নেই অমিতার। হারার, মনে ধরে রাখার ছোঁসমানুহি অহংকার।

বৃপ যায়, মৌবন যায়, ইচ্ছের তেজ যায়। আর স্মৃতি! সেই শূন্য যায় না? কে না বাঁশ বয়ে বড়ই সে না কোন জন? কেউ না। কোথাও না। কেউ বাঁশ বজায় না। হার বংশবনে সে প্রেমিক নেই।

কিছুই বলা গেল না। মুখে জোগাল না। অবলাবাবু মুখ কাঁচামু করলেন। বারকতক রুমাল নিয়ে অথবা ঘাড় মুছলেন। বয়সের মোহাই দিলেন। শেষে মরিয়া-হেসে বললেন, 'গল্পটি ভাই আমি হারিয়ে ফেলেছি। আর একটা দিও। গত পনের বছরের মধ্যে এরকম কাণ্ড আর কখনো হয়নি।'

অতো কথা শোনার ধৈর্য সুধাময়ের ছিল না। ও সোজা ট্রমে চোপ গিরে ট্রেন চোপে বললো।

কতদিন হল, কতবার, পই পই করে অমিতা বলে আসছে, লেখ। লিখে ফেল আমাদের গল্প। আজ সেই গল্প লেখাও হল। আর তাই কিনা গেল হারিয়ে? তার আর অমিতার গল্প হারিয়ে গেল। সে আর অমিতা... চলন্ত ট্রেনের মধ্যে বসে বসে একটা অসহ্য বেদনা অনুভব করলো সুধাময়।

বাড়িতে এসে সুধাময় অমিতার পাশটিতে গিরে দাঁড়াল। অমিতা বর্ণিটা কাঁচ করে

রেখে বলল, 'কি হয়েছে? অতো চূপচাপ বে!'

'কই, তেমন কিছু তো—'

অমিতার কি মনে হল। ও পাঁড়ায় উঠে বললো, 'নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। দেখি তোমার গা?'

সুধাময় হাসল। 'দেখলে তো? বললাম কিছু হয়নি।'

সত্যি গারে কিছু নেই। কিন্তু ঐ রকম হাসি দেখলে কেউ কি চূপ করে থাকতে পারে?

অমিতা ভাল করে সুধাময়ের দিকে চোরে বললো, 'সত্যি করে বল ত' কি হয়েছে?'

সুধাময় এইবার পরিপূর্ণ চোখে তাকাল অমিতার দিকে। কিন্তু বেশীক্ষণ পারল না। কেমন ঘটিয়ে গিরে মাথা নীচু করল। একবার আড়চোখে তাকাল। আর চোপে রাখতে পারল না সুধাময়। হঠাৎ বুকটা যেন খালি হয়ে গেল। জড়ানো জড়ানো গলায় বলল, 'লক্ষ্যটি কিছু মনে করো না। গল্পটা অবলাবাবুবাবু হারিয়ে ফেলেছেন।'

অমিতা সত্য হার গেল কথটা শুন। একেবারে পাথর।

কাতকণ পর পাথর কিন্তু নড়ে উঠল। সে এক বিচিত্র সংবাদ। সাত আট বছর আগে জনসভায় দাঁড়িয়ে সেই ট্রিপ যেমন গভীর লাল রঙের হাসি হাসত, অবিকল সেই ভঙ্গিতে, না, তারো গভীর আরো মধুর আরো অপরূপ ভঙ্গিতে হেসে অমিতা মুখটার আরো লজ্জা জড়ো করে কেমন ভীরা, ভীরা চোখ তুলে বলল 'জব্বার নি তো গল্পটা। আমাদের গল্প কখনো হারায়?' বলে থামল অমিতা। থামাটা যেন কেমন এক অশ্রুত ভাবময় সত্যতা। থেমে থেকে, স্বামীক দেখতে দেখতে শেষে বলল 'আবার, আবার সামনে গিরে দাঁড়াও। তোমার মুখেই গল্পটা আগাগোড়া লেখা আছে।'

সুধাময়ের কি মন ভরে গেল! সত্যি? সেই পাখিটা তাহলে কি ফিরে এসেছে?

সুধাময় ধীরে ধীরে অমিতার সামনে গিরে দাঁড়াল। হাত দুটি তার কাঁধের ওপর রাখল। বলল, 'অমনা দেখতে হার কেন? তোমাকে সেখাই কি বুঝতে পারছি না?'



ডাঃ ও কাঞ্চিও
দুলালের
তালমিছুরী



আ হা ন
মঞ্জুলিকা দাশ

রা ত্রি
কবিতা সিংহ

এ ভাঙা শপথে দাম কী বা বলো কাগাকাড়ি ?
তোমার কাছে আমার আমার নেবে টেনে, নাও না টেনে,
অভিমানের বাড়াবাড়ি
সারাজীবন তোমার আমার জীবন দিয়ে করুক ভুলের

মাশুল তুলি !
ভোলা কী-বায় অনুরাগে, কেমন করে পরস্পরের কথা ভুলি ?
এসো না আজ রাতিবেলা ঝি ঝি ডাকা বনের ধারে,
জলো মাঠে জেনাকিরা পথের দিশা দিতেও পারে।
না হয় ব্যথা দিয়েছিলাম,—ভুলতে তুমি পারো নাকি।
দুয়ার থেকে ফিরিয়ে দিয়েও সেই তোমাকেই আমার ডাকি।
জোনাকিরা প্রদীপ জ্বালায় নীরব এই বনতলে,
দুজনে যাই মিশে যাবো দুজনেরই অগ্রজলে।

সাধে কি দিনের লাল উজ্জ্বল কর্দম দেহে মাখি
অবারিত দিবালোকে পথ হাটি মালিন বসনে,
রাণীর মত যে-বুকে, রাতির নীলকান্ত রাখি।

ছোঁড়া তাঁবু ফুটো দিয়ে রোদের নিলাজ মারে উঁকি
আমার জীবনগতি অনুবীক্ষণের চোখে চেরে,
তবু বাঁচি, বুকে কাঁপে, রজনীর নীল ধ্বংসকি।

মাটির পাত্রেও ফুটো, গলে যায় প্রতিগন্ধ জল
দু'মুঠো এলানো তলে হুড়োহুড়ি দিবাসহচর,
সাম্বনা, রাতিতে পাব, নীলমদ বুকে টলটল।

ফ রি যা দ

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

ওগো, বল, পৃথিবীতে সব কথা হয়েছে পুরনো
নতুন কিছই নেই বলাবার,—পুরনো পৃথিবী,
সমুদ্র আবেগে তাই নেই আর স্বপ্নমধুরিমা,
গা-সওয়া সে নিত্যস্তুই বৈচিত্র্যের ফোঁটা নেই কোন ?
দুটি পৃথিবী কথা কয় আজো কত তবু ওই শোন,
সোঁটে সোঁটে কত কথা—মানে না তো যতটুকু সীমা—
চোখে আলো, বুকে বুকে জীবনের অনন্ত মহিমা,—
পৃথিবীতে ওরা আছে—আর বুঝি নেই একজনো।
ওগো, তবে কেন বল আর কিছ, নেইকো বলার
আমরা তো আছি ওগো, তুমি আছ আর আছি আমি,
শ্রমনি ব্যাকুল মুগ্ধ, চোখ রেখে তোমার চোখেতে!
বিদ্যুৎ নিভে কি গেছে, হিমসতপ্ত গতি কি চলার,
অস্তর-বিলাসী ওগো, আর তুমি নেই অস্তরীমী,
তাই বুঝি কথা নেই, যোগ খোঁজ দূরে চলে যেতে ?





উল্লেখযোগ্য। দৃ. একটি রচনা একটু মেন কন্টকিপিত এবং আড়ম্বল্য মনে হলেও, আমরা প্রদর্শনীটি উপভোগ করেছি যথার্থই। বাংলাদেশে আধুনিক চিত্রশিল্পে কালকালী গ্রুপের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু আজ এই গ্রুপটির নাম লোকে প্রায় ভুলতে বসেছে। আমরা এই গ্রুপটির পুনরুজ্জীবন কামনা করি।

*

গত সাতাহে অর্টিষ্ট্রী হাউস-এ অধুনা বিদ্যমান কালকালী গ্রুপ-এর শিল্পী শ্রীমত মিত্রের একটি চিত্রপ্রদর্শনীর বার্তায়া হইয়াছিল। শ্রীমতের শক্তি সর্বদাশে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম এর প্রথম বারের একক প্রদর্শনী দেখাই। তখন এক দীর্ঘভাষণে ছিল করাসী ইমাপ্রশাসিতদের মতন। মৌলিক বর্ণের ছোট ছোট টানটান এবং বিশদ প্রারম্ভ ইনিও তখন বর্ণের নিজস্ব মাসা এবং বিশেষ প্রকাশ করবার কাজে আত্মনিয়োগ করছিলেন। এর প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালে। এই সময় বছর এর চিত্রশিল্পের সম্পর্কে পরিচয় দিতে পারতাম। কাজ নতুন কাজে সব মিলিয়ে ইনি নতুনটি ছবি টানিত এবং এর প্রদর্শনীর বার্তায়া করে দিতেন। এই সময় বছরের পরিকল্পনা মিলিয়েবার পর ইনি বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনীর মাধ্যমে বর্তমান যে আর্থের সীমিত পরিধিই তা সীমিত বিস্তারিত। যদিও ক্রিটিকরা এর কিছুটা মত পালন করে যা হলেও রচনাগুলি প্রতিটি ক্রিটিকের মত হবে। এ বছরের মাঝখানে একবারের মিলে ইনি কোথাও করেন নি। কোনও সময়ও পড়া টান চন্দ্রকেও বিচলিত করেন নি। বরাবরই এর রচনাতে অতি স্পষ্ট ক্ষমতার কণিকা রচনাটি অমর বাস্তবতার ধরনকে এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে নিশ্চয়। যদিও শিল্পীর বাস্তবতা ততমত এর প্রদর্শন রচনা ট্রাণজি। কোন কোন রচনা ইনি সেরে ভালোভাবে নক্সা সীমিত করার চেষ্টা করেছেন। এ ধরনের রচনাগুলির মধ্যে চিত্রশিল্পের 'ফরাস' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি বিশেষ প্রাণ-প্রকরণ বারবার করলেও এর রচনাকে কোনও বিশেষীর রচনা বলে ভ্রম হয় না। এটা এবং সবচেয়ে বড় গুণ। বিশেষ থেকে প্রাণ প্রকরণ আসার করে যা কাজ লাগিয়েছেন নিজের বাস্তবতা উপলব্ধি প্রকাশ করতে। বিশেষীর প্রত্যাহারকে অনাকর্ষণ করেন নি। এদেশের প্রথাতে অনেক শিল্পীর মাথায় কিন্তু এ সীমিত অত্যন্ত প্রকট ভাবে প্রকাশ পায়। 'হুইলিং ফিশ', 'ফোর আর্টস', 'স্ট্রাণ', 'বটনি টু সার্ভ' 'হিলস' এবং 'ট্রাণ' এ কয়টি রচনাও বিশেষ ভাবে

পূর্ণ। জল রঙের রচনা সব কয়টিই মডার্নিস্টিক জাতের। দৃ. একটি ছবি সীতাই প্রশংসনীয়, যেমন 'ট্রাণ ইন স্পীপ', 'ইয়োলো ফিশ', 'সি বুল', 'বার্ডস' এবং 'অফ ডিউটি'। শেষোক্ত ছবিটি এর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে আমার বিশ্বাস। এটির বিষয়-বস্তু একটি নীড়র খাটো দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে দেওয়ালের গায়ে। ছবিটি দেখে ফান থং-এর 'চেরার'-এর কথা মনে পড়ে। শ্রী সেনের 'কম্পোজিশন-জর্জ' বিশেষভাবে। দে. 'আপড' 'দেয়ার শ্যাডো' এ শিল্পী কয়েকটি খন কাঁদো রস এবং অপেক্ষাকৃত ছাটকা কৃষ্ণবর্ণে সেগুলির ছায়া দেখিয়ে যে কম্পোজিশন করেছেন তা অপরূপ। এর সেরে পোরাট্রিটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিল্পীর মধ্যে ঝুঁকিয়ে নম্রতা লক্ষ্য করেছি। ভবিষ্যতে ইনি নাকরী শিল্পী হবেন বলেই আমার বিশ্বাস। প্রদর্শনীটি প্রাকাতমের অব ফাইন আর্টস-এর ব্যবস্থানে অনুষ্ঠিত হয়।



চিত্রশিল্প

শিল্পী শ্রীমত মিত্র

ভারত ভূখণ্ডে চীনের হামলা লইয়া অনেক অনেক রকম টীকা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশু খড়োর টীকা হইয়াছে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের। তিনি



বলেন—“আমাদের হিন্দী-চীনী ভাই-ভাই কথাটা চীন ভুলতে পারেনি বলেই এই ভাই কোটার পারেনি তাদের এই ব্যাভারাত, দুষ্ট লোকেরা বলে হামলা।”

চান প্রসঙ্গেই একটি সংবাদ-শিরোনাম পাঠ করিলাম—“কেন্দার-বদরীর উপর চীনের লোলুপ দৃষ্টি।” জয় কঠিন কেন্দারনাথ, তোমার মাহাত্ম্য চীনের কাছেও আর অ-চিনা নয়”—ভক্তি আশ্রিত কণ্ঠে মন্তব্য করে শ্যামলাল।

পশ্চিমবংগ কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রারম্ভিক কর্মিটী নাকি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চীন ভারত ভূখণ্ডে আক্রমণ করে নাই, যে হেতু কোন সোস্যালিস্ট রাষ্ট্র কখনো আক্রমণকারী হইতে পারে না। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—“মোকম্ব ঘৃষ্টি। শালুক তাহলে শব্দ, গোপাল ঠাকুরই চেনেন নি!!”

সংবাদে প্রকাশ—স্টেট বাস কতপক্ষ নাকি ট্রামেব ভাড়া বাড়ি সম্বন্ধে যাত্রীদের প্রতিজ্ঞা পথবেক্ষণ করিতেছেন।—“প্রতিজ্ঞা আর কি; স্বভাবসম্মত একটু আধটু, আপত্তি করি, আবার স্বভাবগুণেই



বাড়ি ভাড়াটা কন্ডাক্টরের হাতে তুলে দিই। স্টেট বাস ভাড়া বাড়িয়ে দিলে সে ক্ষেত্রেও এর বেশি আর আমরা কী করব। সুতরাং যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে নাগেপ সুংঘমাসিত আদর্শ কল্প করার প্রয়োজন নেই”—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

হাটম্যান নামক জনৈক আফ্রিকান যুবক নাকি একটি থলের সাহায্যে আকাশে উড়িতে সক্ষম হইয়াছেন।—



“কিন্তু এ সব বড় কথা কী। হাটম্যান না হারও শব্দ হাট দিয়ে আমরা কতবার আকাশে উড়িছি, এখনো উড়িছি”—বলেন জনৈক যাত্রী।

কোন একটি সংস্কার ভিত্তি প্রণয়ন পক্ষেপের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেতরক্ক আহমদ কর হইয়াছিল। সংবাদে শ্যামলাল নেতরক্কী নেই অনু-দ্রষ্টে দশ মিনিট স্টেট করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তার জন্য সংখ্য প্রকাশও করিয়াছেন।—“কিন্তু সংখ্য করার কিছু নেই—অফিসের হাজিরাত দশ মিনিট গ্রেস দেবার নিয়ম প্রায় সবটাই চাল; আছে। নেতরক্কী যদি মন খুঁতে খুঁতে করে তাহলে আসল লোকসভার অধিবেশনে সভা-সমিতিতে উপস্থিত জনা দশ মিনিট গ্রেস পাস করিয়ে নিলেই চলবে”—বলে আমাদের শ্যামলাল।

শ্রীমতী আরতি সাহা ও ডাঃ চন্দ্র পশ্চিম-বংগের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের সংগে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বিশু খড়ো বালিলেন—“সর্বগ্রাসী বন্যায় সত্যিকের কৌশল শেখার প্রয়োজনকে আজ আমাদের অগ্রাধিকার যিত্তে হবে। “বুংখ সাগর সত্যিকার পার” হবার দর্পিন বাকি আমাদের এখনো শেব হয়নি।”

ইন্ডিয়ানে নিবানচন প্রসঙ্গে জনৈক যুবক তাহার স্ত্রীকে তাহার নিজের দলের প্রার্থীকে ভোট দিতে বলায় স্ত্রী রাগিয়া স্বামীর মুখে আঁচড়াইয়া দিয়াছেন এবং কণ্ঠদেশে কামড়াইয়া দিয়াছেন। স্বামী এখন হাসপাতালে আছেন।—“পৃথিবীতে শব্দ রমণীর পলাবণাই ধিক নয়, ধিকারের বস্তু আরো আছে। কিন্তু চেপে যান দাশ। শব্দ বলব—শব্দ সাবধান”—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

একটি পরিসংখ্যানে প্রকাশ, উত্তর দেশের গ্রামাঞ্চলে শতকরা মাত্র ছেচলিশজন পুরুষ বিবাহিত। বিশু খড়ো বলিলেন—“বিবাহের চেয়ে বড়-র পরি-সংখ্যান হাতের কাছে নেই বলে মন্তব্য করা শক্ত।”

শ্রীনিলাম অস্ট্রেলিয়াতে বাকি ঠাকুর ইন্দুর মিডাল তাজ করিয়া কেউউতেছে।—“আশা করি রিচি বিনে সংসদীয় পড়ে হাতে যাননি। জিহ্বার মাত্র ইন্দুর চিরকালই ইন্দুর রেজাল দেখে তারা গর্তে গুলোকেই”—বলে শ্যামলাল।

একটি সম্প্রদিক জাতিসভায় জনিত পরিচালক আরো নাকি দৃষ্টিগতভাবেই মতো হয়।—“গিলির সত্য পাকিস্তানে চহরী দেখে কঠিন বন্ধু করেছি, হুত সংমেতে



খওর-বওয়া হচ্ছে না বলেই গিলি লিক-লিকে পাকিট হয়ে যাচ্ছেন। এখন দেখছি তা নয়। পতির কাঁধে দুর্ভাবনা দৃষ্টিগতর বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গিলি পরমানন্দ তব্বী সেজে বসে আছেন”—বলে আমাদের শ্যামলাল।

আমাদেরই কাগজ আমদানিকারের কোড়পত্র—“পথটকের আমদানি ভারত পাঠ করিলাম। কিন্তু বুং হইল ইহাতে কলিকাতার কথা কিছু বলা হয় নাই। অথচ এই কলিকাতার চিড়িয়াখানা দেখিয়া জনৈক অখ্যাত কবি-পঞ্চটক মনের আনন্দে গাহিয়া উঠিয়াছিলেন—“উল্লুরের কী অমলানী, মহারানী, ধইনা তোমার জমিদারী”!!



স্বাধীনকারী—জি সি মালিকার চৌধুরী
সচিত্র ও মনোজ্ঞ কাটালগের জন্য
৫০ নম্বা পরসার ডায়ালগস লিখেন

সাহিত্যিক জীবনপৰ্ব

বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের গল্প—

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়। সাহিত্যসমন, এ ১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২-৫০ নয়া পয়সা।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের অন্যতর আর একটি পরিচ্ছেদ হলো তার বিচারক জীবন। বঙ্কিমচন্দ্র যে সাহিত্যসম্রাট-ই ছিলেন তা নয়, তার সাহিত্য বা সাহিত্যিক জীবনের পাশাপাশি আর একটি আশ্চর্য বৈচিত্র্যময় জীবনপৰ্ব হলো এই বিচারক জীবন। তিনি বিভিন্নস্থানে সুদীর্ঘকাল অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তার বিচারকজীবন অতিবাহিত করেন—বিচারক বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারের একটি বিশেষ নিজস্ব পদ্ধতি ছিল, আশ্চর্য উপস্থিতিবোধ এবং সুপূর্ণ শীলতার সমন্বয়ে তিনি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে শৃঙ্খললাভ করেছেন তা সত্যি অত্যন্তদীর্ঘ এবং বিচারের ইতিহাসে সে সকল কাহিনী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত কঠোরপারায়ণ, নিরাময় ন্যূনতম তেজস্বী বিচারক ছিলেন—তার সমস্ত বাস্তবের নিকট কোনো অন্যায় বা অবিচার কোনদিনই প্রত্যক্ষভাব করত সক্ষম হতেন; তার বিচারক জীবন যে কতো বৈচিত্র্যময়, রোমাঞ্চকর এবং নিম্নলিখিত পরিচয়সম্মতময়, অপর দিক শিক্ষাপ্রদ তা এই গ্রন্থখানি পড়লেই অনেক জানা যাবে। বসিচ বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক জীবনের কিছু কিছু কাহিনী অন্যান্য কয়েকজন লেখকের কাছ থেকে ইতিপূর্বে বিভিন্নভাবে জানা গিয়েছিল, তথাপি শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় মহাশয় বহু পরিশ্রম করে সেই কাহিনীগণের একটি গ্রন্থে চ্যন করে বঙ্কিমচন্দ্রের একরকম স্মৃতিভাষ্য একটি অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে করেছেন, সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্থ। সাহিত্যসম্রাটকে জানতে হলে, মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্পূর্ণ বুঝতে হলে তার বিচারজীবনের বৈচিত্র্যময় কাহিনী আমাদের জানা দরকার—সেদিক থেকে বর্তমান গ্রন্থটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ইতিপূর্বেও আমাদের কাছে মানুষের কাহিনী সংকলনে যথেষ্ট মনোহরতার পরিচয় দিয়েছেন, তার রচনার বড় বৈশিষ্ট্য যে ঘরেঘা মেজাজ, সেই বিশেষরচনামূলক অস্তিত্বক যোগ্য বলে বর্তমান গ্রন্থে কিছুটা অনুপ্রস্থিত বলেই মনে হল। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক জীবন পাঠকসামান্যের ভালো লাগবে। গ্রন্থের প্রচ্ছদসজ্জা বেশ ভালোই।

০০৮১৬৯

মধুসূদনের কার্যমানস — শিশিরকুমার দাশ। বুকলাণ্ড প্রাইভেট লিম, ১ নংকর

দুঃস্বপ্ন
দাবিচ্য

যোষ লেন, কলিকাতা-৬। ২-৫০ নয়া পয়সা।

চিরকালই কবির কাছেই আমরা কবোর আলোচনা আশা করে থাকি, তার কারণ কবিতার জন্মরহস্য সাহিত্যের অপরাপর শাখার তুলনায় একটু ব্যতিক্রম। বইয়ের থেকে কবিকে এবং তার কাব্যকে আমরা বিদ্যা নিয়ে ব্যক্তি নিয়ে হৃদয় নিয়ে নানাভাবেই বুঝতে চেষ্টা করি, তবু কবিতার সম্পূর্ণ রহস্য আমাদের এই ত্রিবিধ চেষ্টার মধ্যেও ধরা দেয় না। সুতরাং কবির শরণাপন্ন হতে হয়, শব্দে তার স্বরচনার অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্যই নয়, পূর্বসূরি এবং সমকালীন কবির মেরু উন্মাদনের ব্যাপারেও। কিন্তু সম্প্রতি কলেব তরুণ কবির প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে অনেক পরিমাণেই বিগত-স্পর্শ। কবিতা প্রসঙ্গে তাদের যে দ্বিতীয় কোন দায়ের রয়েছে একথা তারা বিস্মৃত-প্রস হতে চলেছেন।

তরুণ কবি শিশিরকুমার দাশ তার পূর্বসূরি যে-কবির মানস উন্মাদনের প্ররাস পেয়েছেন তিনি এ-যোগে প্রায় অবহেলিত সুদূরপূর্বসূর মাত্র। তার কবোর যথার্থ মূল্যায়ন আজ পর্যন্ত হয়নি। সিদ্ধান্তভেদে কথা না বলেও যে দূরই মানস বিশ্লেষণের দায়িত্ব নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন, তার জন্যে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ তার প্রাপ্য একথা বলতে। অরশ্য তিনি এ পথের প্রথম পথিক নন, তার পূর্বেও একাধিক বঙ্গজ সমালোচক মধুসূদনের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের কেউ কেউ জীবনী-কেন্দ্রিক আলোচনা করেছেন, কেউবা মধুসূদনের কাব্যধারাকে শুধু মাত্র ব্যক্তির প্রার্থ্য বিচার করতে বসেছেন, সত্ত্বেও হৃদয়কে যত্ন করে দেখেননি। আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিশিরবাবু শব্দে যে মধুসূদনের অন্তর্মহলে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছেন তা নয়, তার নিজের কবিত্ববুদ্ধিকেও যত্ন করে দিয়েছেন সব দেখাব মাঝখানে। ভাষা মধ্যে মধ্যে ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছে, এ-জাতীয় গ্রন্থের পক্ষে সেটি দৃষ্টব্য।

২৪৭১৬৯

কিশোর সাহিত্য

কৃষ্ণকর্ণের দ্বিগুণ—প্রণাল্য চৌধুরী। বলাকা প্রকাশনী, ২৭-লি, জামহাট স্ট্রীট,

কলিকাতা-১। দামঃ এক টাকা পণ্ডিপ নয় পয়সা।

নাচ গান ছড়া—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। কিশোর ভারতী, ১, ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-১। দামঃ এক টাকা বায়ো নয় পয়সা।

বাংলা শিশুসাহিত্যের পাঠক যদি একথা উচ্চারণ করেন যে, নেহাত ছোটদের উপযোগী অভিনয়যোগ্য নাট্যকার যথেষ্ট অভাব আজকেও বিদ্যমান, তাহলে বিস্মিত হবার কিছু নেই; কেননা, কাথটা অঙ্করে অঙ্করে সত্য এবং সুকুমার রায়, সুদীর্ঘকাল বঙ্গ, মৌমাছি ও স্বপনবুড়ো ইত্যাদির পরে এ বিভাগটিতে তেমন কোনো যত্নশীল রচনা এবং উল্লেখযোগ্য লেখকের আবির্ভাব ঘটেনি। সেদিক থেকে আলোচ্য দুটি গ্রন্থের বিশেষ তাৎপর্য বর্তমান।

রামায়ণের একটি কৌতুককর ঘটনা—কৃষ্ণকর্ণের নিদ্রাক্ষেপে কেন্দ্র করে এই শিশুনাট্যটি রচিত। পরিকল্পনা এবং নাট্যকটির ঘটনাবিন্যাস লেখক প্রশান্ত চৌধুরী এক আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয়



সিঙ্গেছেন। নাটকটির সবচেয়ে বড় কথা সমসাময়িক আবেগোত্তা, ছোটরা অভিনয় করে এবং পড়েও যথেষ্ট আনন্দ পাবে। অবশ্য এক্ষেত্রে বড়দের আকর্ষণও কম থাকবে না। কয়েকটি চিত্র পরিবর্তনের এবং সংলাপের সূক্ষ্ম প্রয়োগ প্রকরণে সৎকৃষ্ণা রায়ের আদর্শকে লক্ষ্য করে পাঠক প্রীত হবেন। 'কুশলকর্ণ' নিম্নলিখিত পেনে ছোটরা নিঃসঙ্গেই ধূসী হবে। তবে একটি কথা; শ্রীমতী গঙ্গা লেখক কৌকিল ও 'পাপিয়ার কণ্ঠে' সুপরিচিত আধুনিক গান এবং অন্যান্য প্রাণের সঙ্গে হেডমিস্ট্রের সংলাপে কিছুটা সংঘর্ষ প্রকাশ করলেই ভাল করতেন।

নাটকখানির প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি স্বল্প গ্রন্থকার কর্তৃক অঙ্কিত এবং সেজন্য তিনি যথেষ্ট প্রশংসার দাবী করতে পারেন।

শিশু-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে গ্রীষ্ম

ধীরেন্দ্রলাল ধর যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। 'নাচ-গান-ছড়ার' মধ্যে তিনি পরিচিত তিনটি দেশী-বিদেশী রূপকথাকে ছোটদের অভিনয়ের উপযোগী করে নাট্য-রূপকথার 'রাজপুত্র' ও নিদ্রামহলের 'রাজ-বেতার' রূপায়ণ হয়ে গেছে ইতিপূর্বে। 'রূপকথার রাজপুত্র' ও নিদ্রামহলের 'রাজ-কন্যা' নাটিকা দুটি অভিনয় করতে ছোটদের খুব ভালো লাগবে। লেখক গ্রন্থের প্রারম্ভে একস্থানে বলেছেন, 'নিছক গদ্য ছোটদের মুগ্ধত করতে বাধবে, তাই সবটুকু ছড়ায় রূপান্তরিত করেছি।' নাট্যকারের উদ্দেশ্য গ্রহণ সন্দেহ নেই, কিন্তু সবটুকু ছড়ায় রূপান্তরের নামে তথাকথিত রস-সৌন্দর্যহীন নিছক পদ্যকেও সংলাপ হিসাবে তিনি চালাবার চেষ্টা করে 'বাধ' হয়েছেন এবং ছন্দের ক্ষেত্রেও নান্য নান্য দুর্বলতা অনুভব করা যায়। যা হোক,

তবু বলবো ছোটরা দেশী, বিদেশী রূপ-কথার এই নাট্যরূপ হাতের কাছে পেলে অভিনয়ে তৎপর হবে। 'নাচগান ছড়ার' অপসঙ্গী বিশেষ আকর্ষণীয়।

৩১৫/১৫৯; ৩২৬/১৫৯,

রসরচনা

ফাংশন—গ্রীষ্মাতিময় ঘোষ (ভাস্কর)। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ৯৩ মহোদয় গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য—৩।

আধুনিক বাংলা গল্পসাহিত্য যথেষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করছে না কেন, সব গল্পই গম্ভীর চাল চালেন না। গল্পকে উপজীব্য করে হাস্যরসের অন্তরঙ্গতার দ্বারা করেকজন খানি অজান করেছেন। 'ভাস্কর' এই পুথি খানিমান। তাঁর 'ফাংশন' গল্পটি বারোটি রস-রচনার সংকলন। প্রত্যেকটি গল্পই জগৎ ও জীবনের অসংখ্য দিকগুলি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গল্পের অধিকতর অনেক চরিত্র যেন আমাদের পরিচিত। কিন্তু লেখক তাদের কাউকে অথবা তাদের করেন না। 'এক তরফ' গল্পের 'মুখ্য' চরিত্র, 'প্রেম ও মশা' গল্পের 'নীর' অবশ্যই সেন আমাদেরই এক একজন। এই পুস্তকের পঞ্চম রস-রচনার 'নয়' গল্প 'ফাংশন'। যদিও 'ফাংশন' গল্পটি ফাংশন সম্পর্কিত একটি গল্পের রস-রচনা, তবু এই ফাংশন-কেন্দ্রী প্রত্যেকটি গল্পই মুগ্ধ হওয়া আছে। 'তৃত্ব' গল্পটি 'ফাংশন' গল্পটির সমধর্মী হলেও 'চীনা' গল্পটি 'নয়'র বলা হয়। 'ফাংশন' গল্পটি দ্বিতীয় গল্প। ফাংশনের সমস্ত চরিত্র। সমস্তই তার উপপে ও রয়েছে। প্রত্যেকটি গল্পই কালোময় ও চমৎকার।

৩২২/১৫৯

ঐতিহাসিক ঘটনা

জুবর্ণের আভাষ রে ভাস্করেননা চৌধুরী। স্মৃতিচিহ্ন পরিবেশনঃ ২-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—২২। মূল্য : ৩।

বাংলার বরণ সন্থান শ্যামপ্রসাদের আকর্ষক পুস্তক রচনা নিদ্রাধীন কোন তদন্ত অগ্রাহ্য হইল না। এ কারণে জন চিত্ত যে ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইয়াছিল তাই প্রশংসা ঘটিছে এই পুস্তকে। শ্যামপ্রসাদের কামার-গমন, তাঁর অসামান্য দেশপ্রেম অপরিমিত সাহসের পরিচয় এবং কামারের অভ্যন্তরীণ অনেক অজ্ঞাত বিষয়ের ওপরও সন্থানী লেখক নতুন আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থকার পুস্তকখানিতে সাংক্ষিপ্ত করার জন্য ঐতিহাসিক ঘটনাকে গল্পের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব পুস্তক সঞ্চারিত হইলে পুস্তকখানির আলোকপাত হইবে। দেশবাসী এই পুস্তকের দ্বারা ঘটনার ধার

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর অমর রচনা "Men I have seen" এর সাধক অনুবাদ
মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে অনুবাদিকা : মায়া রায় মূল্য ৩-৫০
কয়েকটি পত্র-পাঠকের অভিমত :—

জল ইঞ্জিয়া বোডিও—... বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের সাতজন দিকপল যুগ-পারস্যের জীবন ও চরিত্রের বিভিন্ন দিক লেখকের কলমে সামান্য বর্ণনায় অসংখ্য ভাবে ফুটে উঠেছে। * * * বইখানি যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। গ্রীষ্মাতিমায়া রায়ের ভাষান্তরের কাব্য ও বর্ণনা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। * * * বাংলার পাঠকদের কাছে এই বইয়ের সমাদর সন্নিহিত।

অমৃতবাজার—The book deserves wide circulation among the reading public.

আনন্দবাজার—বাঙালীর গোবিন্দ যুগের সাতজন অমরকীর্তি বাঙালীর জীবন আলোকে হইতে আজকের বাঙালী এক নতুন প্রেরণা পাইবে।

যুগান্তর—নাট্যকারের জীবনী সাহিত্যরূপে সকলের কাছে আদৃত হবে। * * * আজকের যুগের তরুণবৃন্দাদের কাছে এই বই এর একটি বিশেষ স্থান আছে।

বসন্তবতী—এই অনুবাদ বহুদিনের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ শৃঙ্খল প্রণয়ন করে নাই, বাংলা সাহিত্যেরও পূর্ণিসাধন করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ বসিই উপহার হইবে।

দেশ—ঐতিহাসিক সাহিত্যের বিশ্রাম ঘটার গ্রন্থটি দ্রুতই মনোনিবেশ দীর্ঘত। * * * অনুবাদ খুব প্রশংসনীয়, পড়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা পড়ার স্বাদ পাওয়া যায়।

কয়েকটি কিশোর গ্রন্থ :—
পরিমল গোস্বামীর মেরুপথের যাত্রীদল মূল্য—১-৫০
নপেন্দ্র চ্যাটার্জির নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ মূল্য—১-৭৫
দাদাঠাকুর নলিনীকান্ত সরকার মূল্য—৫-০০

বহু পত্র-পাঠকা অভিনন্দনধন্য আবেগবর্ণীর জীবনী গ্রন্থ

কয়েকটি উপন্যাস :—
আশাপূর্ণা দেবীর কনক দ্বীপ মূল্য—৩-০০
ফাল্গুনী মুখার্জির ত্রিশঙ্কু মূল্য—৩-০০
নীহারবর্ণন গল্পের রহস্য-বন উপন্যাস
ইস্কাবনের সাহেব হরতনের বিবি মূল্য—৪-৫০
আমাদের পরিবেশিত বিভূতিভূষণ নন্দীর ছোড়া চিঠি মূল্য—২-০০
সদা প্রকাশিত :
নীহার গল্পের অজ্ঞাতবাস মূল্য—৫-০০
সৌরীন সেনের অন্য কোনখানে মূল্য—৫-৫০

ব্রাইটস সিগ্নিফিকেট

৮৭, ধর্মহালা গার্টা কলিকতা—১৩

যথাসম্ভব সত্যের স্থান পাবেন, আশা করা যায়। ২৭.৫.৫১

কবিতা

অন্ধুরের মূখ (দ্বিতীয় মূদ্রণ)—কৃতী সোম। প্রকাশকঃ শতদল গোস্বামী, ৩৫ ডি কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দুই টাকা।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কৃতী সোম নবাগত হলেও অঙ্গকালের মধ্যে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ যে দ্বিতীয় মূদ্রণের সৌভাগ্য অর্জন করেছে তা বিস্ময়ের ব্যাপার। প্রথম মূদ্রণে যে কবিতাগুলি ছাপা হয়েছিল তার মধ্যে অপরিণত হাতের ছাপ ধরা পড়েছিল, কবিতাগুলির নির্বাচন এবং সংযোজনেও অগোড়া সুরাচির পরিচয় পাওয়া যায়নি। কিন্তু সূত্রের বিষয় দ্বিতীয় মূদ্রণে কবি প্রবেশের আমূল সংস্কার করেছেন। অনেকগুলি কবিতাই বর্জন করেছেন এবং অধিকাংশের সংস্কার করেছেন। তাছাড়া কিছু কিছু নতুন কবিতাও এতে সংযুক্ত করেছেন। আকুরের মূখের এই নতুন সংস্করণের কবিতাগুলির মধ্যে কবির একটি সহজ সজ্জন হৃদয়ের সৌন্দর্য-উল্লাসের প্রকাশ ব্যাপ্তি হয়েছে। এই নৈরাশ্যের মধ্যে এই হৃদয় প্রতিষ্ঠার ব্যঙ্গিক চেতনা ও আশাবাদী উপলব্ধি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অধিক-প্রবণের বিকল মনোযোগ রোধ স্বপ্নের নিষ্ঠাবান থাকলে কৃতবদার ভাবনা-সিদ্ধি আশা করা যায়। প্রচ্ছদপট এবং মূদ্রণ সুরাচির পরিচয় আছে। ১৬.৫.৫১

ছোটগল্প

সেই চিরকাল—লেখক দাশ। মিত্র ও পুস্ট, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সাতটি তিন টাকা।

কথাসাহিত্যিক হিসাবে ক্রিয়াক্রম লেখক নামে বাঙালী পাঠক সমাজে শুধু যে অপরিচিত নয় তা নয়, বিশেষভাবে পরিচিত। পটভূমি এবং বিষয় ইচ্ছিত্যে তার একাধিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে সজা এনেছিল।

‘সেই চিরকাল’ অবশ্য উপন্যাস নয়, গল্প দেখে। এবং সেগুলিও মূলত প্রেমের গল্প, অংশীভাব বিরহ। কিন্তু লেখক দাশের চরিত্র অন্যতম বর্তমান গল্পগুলিও বাংলাদেশের মাটিতে গতনগতিক পরিবেশে প্রণীত নয়। স্থানকালপত্রপত্রী সমস্তই বিচিত্র ধরনের। কাহিনীগুলির শুরু এবং শেষ খানিকটা নটখম্বী কিন্তু প্রত্যেকটি গল্পই অভিনবরূপে স্বতন্ত্র।

ক্ষণকালের উপলক্ষে যে চিরকালের মতো লাগে ওঠে, হৃদয়ের যে শাস্বত সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়িত হয় ওঠে তাই অনবদ্যভাষীতে চিত্রিত করেছেন লেখক। প্রতিটি রচনাই সুখপাঠ্য, সহজরীতিতে লেখা।

কিন্তু আশিকের দিক থেকে কোন নতুনরূপে উদাহরণ নেই, রচনামূল্যে পুণ্যতন, ভাষাভাষীর চমৎকৃত মিশলে গল্পগুলির সৌন্দর্য বাড়তো। ১৬.৫.৫১

ছড়া সংকলন

ছোটদের ছড়া সংকলন—শ্রীপ্রভাত বসু ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত। শিশুসাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিমিটেড, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্ল-সেন রোড, কলিঃ ১। মূল্য আড়াই টাকা।

ছোটদের কবিতা এবং যথার্থ ছড়া লেখার মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য বর্তমান। ছোটদের জন্য সত্যিকারের ছড়া লেখা যে কতো কঠিন সে সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার লোকসাহিত্য গ্রন্থে বলেছেন—‘ছড়া জিনিসটা যাহার পক্ষে সহজ তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ, কিন্তু যাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। যাহা সর্বাপেক্ষা সবল তাহা সর্বাপেক্ষা কঠিন: সহজের প্রধান লক্ষণ এই।’ সুতরাং সৈনিক থেকে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন প্রচলিত ছড়া ছাড়া বাঙাল্যদেশে খুব বেশী সত্যিকারের

ছোটদের ছড়ার স্থান পাওয়া যায়নি—অধিকাংশই আমরা পেরোই ছোটদের কবিতা, ছড়ার নামে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে।

এবং এই অন্যতম কারণেই উল্লেখযোগ্য একটি ছড়া-সংকলনে ইতিপূর্বে অনেক বাধা দেখা দিয়েছে। সৈনিক থেকে সম্পাদকগণের দায়িত্ব অবশ্য অনেকখানি। এক্ষেত্রে কিন্তু বলা যেতে পারে যে, আনোচা ‘ছড়া-সংকলনের’ সম্পাদকস্বরূপ ছোটদের জন্য প্রাচীন ও আধুনিক ছড়া সংকলন ব্যাপারে অনেকখানি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সংকলনটির প্রথম পর্বে সুপরিচিত প্রাচীন ছড়া এবং দ্বিতীয় পর্বে আধুনিককালের রবীন্দ্রনাথ, অবন ঠাকুর, সুকুমার থেকে সুনির্মল বসু, অমলাশংকর, মোমাই প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা ছড়া লিখকের মিস্ট্রিমধুর লোলানো ছন্দের ছড়া স্থান লাভ করেছে। প্রতিটি ছড়াই ছোটদের মন কেড়ে নেবার মতো এবং শিশুপী সমর দেব রচিত সুলভ ছবিতে ভরপুর। সংকলিত ছড়াগুলি আবৃত্তি করে, শুন ও ছবি দেখে শিশুদের মন এক নতুন রঙে রসে যে ভরপুর হয়ে উঠবে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

নতুন বই

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ইন্টারজং)

বধু অমিতা

আমাদের সাহিত্যে পরকীয়া প্রেম মনঃ বড় জায়গা জুড়ে আছে। এই প্রসংগকে অবলম্বন করে সাহিত্যে আঁতর মধুর রসের অবতরণা হয়েছে। এমন একটি রস-মধুর কাহিনী বধু অমিতা। দাম ২.০০

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

প্রিয়াল লতা

আধুনিক দাম্পত্য-জীবনের বিচিত্র কাহিনী।

দাম ২.০০

	আমাদের অন্যান্য বই	
জলকন্যার মন	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩.০০
নতুন বাসর	সুধীরজন মল্লোপাধ্যায়	২.৫০
ভীমরাডসার	শান্তিরজন বন্দ্যোপাধ্যায়	৫.০০
বালির প্রাসাদ	পুলকেশ দে সরকার	৪.০০

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

রাজপথ, জনপথ	চণ্ডিকা সেন
করুণা করে না	শান্তিরজন বন্দ্যোপাধ্যায়
চন্দন একটি নতুন নাম	সালিল সেন

নবভারতী ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সুসংবাদিত, সুসম্প্রদিত ছড়া সংগ্রহের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

ভ্রমশঙ্কর

আমার দেখা চীনের গণ-কামউন-গীতা মুখোপাধ্যায়। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ, ১২, বঙ্কিম চার্টার্ড স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—৬৫ নং পং।

কমিউন জিনিসটা কি, কেমন করেই বা এই সংগঠন গড়ে উঠল, কি কর্মধারা ই বা এতে গৃহীত হয়েছে, জনজীবনে কি পরি-বর্তন ই বা এ নিয়ে এসে—এমনি সহস্র প্রশ্নে উৎসুক মন নিয়ে লেখিকা আমন্ত্রিত হয়ে ১৯৫৯ সালে দ্বিতীয়বার চীনে যান। লেখিকা আগেই পড়ছিলেন, অনেকগুলো সমবায় মিলিয়ে কমিউন জিনিসটা তৈরী হয়েছে। সমবায় অপেক্ষা কমিউন-এর উপকারিতা উপলব্ধি করেন লেখিকা সব কিছু স্বচক্ষে দেখে। কমিউনের কার্যক্রম শুধু কৃষি উৎপাদনের তত্ত্বাবধান করা নয়, তার চাইতে অনেক বেশি। লেখিকা তাই কমিউনের বহুমুখী সাফল্যের কথা বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া নোতুন চীনের মেয়েদের সম্পর্কে আলোচনাও আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করে। ৩৫৪ ১৫৯

জীবনী-সাহিত্য

অর্থ্য। প্রকাশিকা — গ্রীসরতাপরী দেবী। গ্রীসীসারদেশবরী আশ্রম ২৬, মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য—দেড় টাকা।

গ্রীসীসারদেশবরী মানসিকতা গৌরীমাতার আলোকসামান্য জীবন এবং তার জীলা-মাহাত্ম্য জীবনইতিহাসের এক আশ্চর্য্য অমূল্যসম্পদ। একদা গৌরীমাতার প্রতি শ্রদ্ধার্থী নিবেদন করে স্বামী বিবেকানন্দ

শিকাগো শহরে বলেছিলেন, 'গৌর মা কোথা? এক হাজার গৌর মার পরকার—ঐ 'noble stirring spirit.' কিছদিন পূর্বে গ্রীসীসারদেশবরী আশ্রম কর্তৃক এই মূল্যবান শ্রদ্ধার্থী প্রকাশিত হয়েছে। গৌরীমাতার আলোক-সামান্য জীবন এবং শ্রুতিশ্রুত আদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ এবং কবিতা এই 'অর্থ্য' সংকলিত হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় গ্রীকাজীপদ তর্কচর্চা, কালিদাস রায়, সরস্বালা সরকার, বঙ্কিমচন্দ্র সেন, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অনুরূপা দেবী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদির রচনা থেকে ধর্মপিপাসু, বাস্তবগণ এবং সাধারণ পাঠক গ্রীসীসারীমাতা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পেরে বিশেষ উপকৃত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। ১৩৬ ১৫৯

শারদ সাহিত্য

প্রভাত—সম্পাদনা—পুলিনবিহারী নন্দ। ২সি, নবীন কুন্ড সেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৬০ আনা।

প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বহু লেখক লেখিকার গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতিতে পূর্ণ আলোচ্য শারদীয় সংখ্যায়নি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। লেখক লেখিকার মধ্যে প্রবন্ধে ডক্টর কুমারী ইন্দিরা সরকার, শ্রীপ্রহ্লাদ দাস—গল্পে হুমায়ূদ, শ্রীমুকুল রায়—কবিতায় শ্রীকুমাররঞ্জন মল্লিক, শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ এবং রস-রচনার শ্রীশুশীল-কুমার দেব নাম উল্লেখযোগ্য। প্রচ্ছদ ফটোখানি বেশ মাননীয় হইয়াছে।

টেটবাস—সম্পাদক—শ্রীরমেশ মুখো-পাধ্যায়। ৩, কালাচাঁদ সান্যাল সেন,

কলিকাতা—৪। মূল্য ৩৭ নয়া পয়সা।

কয়েকটি মনোময় ছোট গল্প ও কবিতা এবং সুচিন্তিত গুটিকয়েক প্রবন্ধ-সম্ভারে পূর্ণ আলোচ্য শারদীয় সংখ্যায়নি পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জন করবে বলিয়া আশা করি। গল্পে সুভাষ ঘোষ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল দত্ত, মণ্টু সাহা, সৌরাংশু দত্ত—প্রবন্ধে দীপকর চট্টোপাধ্যায়, বরিস বুরকফ, সুশীল রায়, অশোক দত্ত, রমাপ্রসাদ বাগচী ও কল্যাণ দত্ত এবং কবিতায় রমেশ মুখোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর দে, দেবু পাণ্ডা ও নগেন্দ্রবিজয় নাগের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রচ্ছদপট ও মূদ্রণ মনোরম।

প্রাপ্ত স্বীকার

নির্মালীকৃত বইগুলি সমালোচনাথ্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

শুধু হাসির গল্প—বিশ্বনাথ দে

সম্পাদিত।

হওয়া বল—জয়ন্ত চৌধুরী।

গ্রীসীসারী (বাংলা অনুবাদ)—গ্রীসীসারক-সান্যাল সম্পাদিত।

মুপবাণী—শ্রীবিভাসমুখ বন্দোপাধ্যায়।

সংক্রান্ত—বীরু মুখোপাধ্যায়।

হব রাজার দেশে—সুনীল দত্ত।

ফুলকুড়ি—বরেন গঙ্গোপাধ্যায়।

সাহিত্যের কথা—গুরুদাস ভট্টাচার্য।

প্রফেসর হৌদারানের ডায়েরী—অজিত-কৃষ্ণ বসু।

দশিচন্দ্রাচীন নতুন জীবন—ডেল কার্নেগি, অনুবাদক—হিমালীশ গোস্বামী।

প্রতিপত্তি ও বন্ধু লাভ—ডেল কার্নেগি, অনুবাদক—হিমালীশ গোস্বামী।

ডাকের আজিকা (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড)—ভূপকৃষ্ণ রামনাথ বিশ্বাস।

বাঙলা ও বাঙালী (১ম পর্ব)—চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

অমৃত মণ্ডন—অজিত মুখোপাধ্যায়।

বিকালের রঙ—আনন্দ বাগচী।

রূপকথার দেশে—প্রিয়োৎপন্ননাথ গুপ্ত।

মানুষের ঠিকানা—অমল দাশগুপ্ত।

পার্বতী—শ্রীমতী মলিনী দেবী।

Modern Bengal—Nirmal Kumar

পরিমার্জকের ডায়েরী — শ্রীনির্মালকুমার বসু।

মানব বিকাশের ধারা—প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

মহামিতা—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী।

নাগিনী মদ্রা—অমরেন্দ্র ঘোষ।

চিত্র দর্শন—কানাই সামন্ত।

ঠান-দিদির মৃদলী—শ্রীসরোজবন্দু ভট্টা-চার্য।

নীল সাগরের নাবিক—ভিট্টর হুগো, অনুবাদক—শ্রীস্বপনকুমার।

শিবরামের ভালো ভালো গল্প—শিব-রাম চক্রবর্তী।

প্রকাশিত হইল—

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের

কুমুদরঞ্জনর কাব্যবিচার

(অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত)

মূল্য ৫ দুই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

প্রাচীন কাব্য

সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন

(ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত)

মূল্য ৫ আট টাকা

চর্যাপদ, গ্রীককবিতা, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ, শিবজমাধব, মকুন্দরাম, রমাপ্রসাদ, অলাওলা, ভারতচন্দ্র, মৈমনসিংহ গীতিকার, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, সম্পর্কে বিস্তৃত ও অভিনব বিচার বিশ্লেষণ। প্রাচীন কাব্যপাঠক, পন্ডিত ও স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রী এবং গ্রন্থাগারের পক্ষে একখানি অপরিহার্য গ্রন্থ।

গ্রন্থ নিলয়, ১৭২, কন'ওয়েলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বঙ্গভাষা

চন্দ্রশেখর

আজকের সেবার শিখরতীর দল

পশ্চিম বাংলায় সর্বনাশ বন্য লক্ষ নরনারীকে গৃহহীন করেছে। বন্যাতাঁদের সাহায্যে দেশবাসীর উদ্ধৃত্ত দান-যজ্ঞ আর বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের অতন্ত, অক্লান্ত প্রাণকাষ মানবতার এক নতুন অধ্যায় রচনা করতে চলেছে। এই অধ্যায়-রচনায় সরকার এবং বহু জনকল্যাণ সমিতি ও ধর্মপ্রাণ সংঘের অবদান প্রদান বহু। কিন্তু প্রাণের সংগে বিশ্বাসের সূচনা করেছে দুর্গত দেশবাসীর প্রাণে বাংলা চস্চিপ্র শিল্পের প্রশাসনিক সংস্থা বি-এম-পি-এর জনকল্যাণ ভূমিকা। বি-এম-পি-এর এই প্রশাসনীয় মানবিক আদর্শ-বোধ সত্যিই অতন্তদনযোগ্য। বাংলা চস্চিপ্র শিল্পের হাঁহা কণ্ঠস্বর, তাঁহা শব্দে যে তাঁদের নিজস্ব শিল্পের উন্নতি ও প্রসার নিয়েই বাস্তব নন, তাঁহাও যে কল্যাণকর, এই প্রমাণ তাঁহা দিয়েছেন বন্যাতাঁ প্রাণ সম্বন্ধে তাঁদের নতুন সংকল্পের কথা ঘোষণা করে।

বি-এম-পি-এর বঙ্গল মোশন পিকচার এসোসিয়েশন। সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, তাঁহা শব্দে সাহায্য সংগ্রহই নয়, বন্য-বিধ্বস্ত অঞ্চলে নিজেহা গিয়ে অসহায় দেশবাসীর ঘরে ঘরে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, জীবনধারণের অন্যান্য উপকার ও অর্থ পেঁচিয়ে দেবেন।

তাঁহা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হাওড়া জেলার আমতা এলাকার দুটি গ্রাম বন্যাপীড়িত, ছিন্নমূল অসহায় নরনারীর পুনর্বাসন ও সেবার গুরু দায়িত্ব তাঁহা নিজস্বের পক্ষেই তুলে নেবেন। গত ৬ই নবেম্বর এক সাপ্তাহিক বৈঠকে বি-এম-পি-এর পক্ষ থেকে প্রয়োজন-পরিচালক অতন্তনতা বিকাশ রায় এই কথা ঘোষণা করেন। প্রীরয় আরও জানান যে, এই দশাশাগত গ্রাম দুটিতে সরকারী সাহায্যদানের ব্যবস্থা অবশ্য আছে; কিন্তু এই অঞ্চলে সেবা ও পুনর্বাসনের প্রয়োজন আরও অনেক বেশী। সরকার ও অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রাণকাষের পরিধি অনেক বেশী পরিব্যাপ্ত। অতএব তাঁদের পক্ষে সব অঞ্চলে সাহায্যের প্রয়োজন সমান-ভাবে মেটানো সম্ভব নয়। তাই বি-এম-পি-এ এই দুই গ্রামেই তাঁদের সেবাকেন্দ্র স্থাপিত করতে চান। বি-এম-পি-এর এই সেবা-কাষ আরম্ভ হয়েছে গত সোমবার (৯ই নবেম্বর) থেকে। দুই মাস ধরে চলবে বি-এম-পি-এর এই অক্লান্ত দুর্গতসেবা।

বি-এম-পি-এর কার্যক্রম অনুযায়ী প্রথমে

সিনেমা

কর্তিক সংখ্যার উপন্যাস সিংহদেব

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বহনোপন্যাস সিংহদেব

শরদিব্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পৌষ (ষড়দিন) সংখ্যায় চিত্রোপন্যাস সিংহদেব

জ্যোতির্ময় রায়

০

সিনেমা জগৎ-এর বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সড়াক ১২ টাকা। ষড়দিন সংখ্যা (২), নববর্ষ সংখ্যা (২) ও পূজা সংখ্যা (৩)-র জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা :

সিনেমা জগৎ : কলিকাতা ৬



শ্রীমতী রসেটি রেনশ বিভিন্ন দেশের সংগীত সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। সম্প্রতি ইউনেস্কো ও ভারত গভর্নমেন্টের উদ্যোগে তিনি এদেশে এসেছেন। বাংলা ছবি 'সুনের পিয়ারী'-র গান শুনে তিনি এত মুগ্ধ হয়েছেন যে, কানাডার টেলিভিশনে তা প্রচার করতে তিনি চুক্তি করেছেন। শ্রীমতী রেনশকে ছবিটির প্রযোজক, পরিচালক ও পরিবেশকের সঙ্গে আলাপের অবস্থায় দেখা যাচ্ছে

বাংলা সাহিত্যে বিজয় বৈজয়ন্তী

গল্প-ভারতী

আপনি পড়েন কি?

আজই গ্রাহক হউন। বার্ষিক টালার হার পূজা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি সহ মাত্র ১৫ টাকা

ভারতের সর্বত্র সহরে ও গ্রামে (যেখানে আমাদের এক্সেস্ট নাই), সেখানেই এক্সেস্ট আবশ্যক।

সবর পত্র লিখুন।

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এডিনিউ,
কলিকাতা-৬

এই অঞ্চলের অধিবাসীদের (সংখ্যায় মোট প্রায় ২০০০) মধ্যে অতি আবশ্যক জিনিস বিতরণ করা হবে, যেমন বস্ত্র, গরু-বাছুরের জন্য খড়, বিজালি, চাল-ডাল-নুন-শুটল প্রভৃতি। এই সমস্ত দ্রব্যাদি বিতরণ ব্যতীত ছাত্রদের বেতনের টাকাও দেওয়া হবে। কৃষি-জীবীরা যাতে ঠিকভাবে পুনর্বাসিত হতে পারেন, তাও বি-এম-পি-এর সেবাকার্যের অন্যতম লক্ষ্য থাকবে। তাঁদের ধানের বীজ, সার, কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি, গৃহ নির্মাণের উপকরণ ইত্যাদি প্রয়োজনমতো বিতরণ করা হবে।

আমরা অঞ্চলে এই সেবাকার্যের সঙ্গে বি-এম-পি-এ সেবাকল নদীরা জেলার দুই একটি বন্যবিধ্বস্ত গ্রামেও গ্রানকার্য চালাবেন।

বি-এম-পি-এর এই ব্যাপক আওতাধীন কার্যে আনুমানিক দেড় লক্ষ টাকা খরচ হবে। বাংলা চিত্রশিল্পের প্রযোজক পরিবেশক, প্রদর্শক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের মধ্যে অনেকেই বি-এম-পি-এ সভাপতির বন্যার্ত তহবিলে অর্থ দান করেছেন। তাছাড়া চ্যারিটি শো ও অন্যান্য ব্যবস্থায় যে অর্থ সংগৃহীত হবে, তার দ্বারা বি-এম-পি-এর সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে চালানো সম্ভব হবে বলে গ্রীষ্মের আশা প্রকাশ করেন।

দক্ষিণ ও উত্তর-কলিকাতায় চলচ্চিত্রসেবীদের পথ-পরিভ্রমায় যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা থেকে ১০,০০১ টাকা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বন্যার্ত তহবিলে দান করা হয়েছে। এর আগে বি-এম-পি-এ পৌর-পাতর বন্যার্ত সাহায্য তহবিলে ২,৫০১ টাকা দান করেছেন।

বন্যার তাড়াবে একদিক ভেসেছে—অগণিত দেশবাসী সহায়-সম্বলহীন গৃহহারা হয়ে পড়েছে। কিন্তু অনাদিক গড়ে উঠছে মানুষের জন্য মানুষের অপরিহার্য সহানুভূতি অবিচ্ছিন্ন একাত্মতা। যারা শিল্প ও তার মাধ্যমে জনমানবের মন ও ব্যবসায় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা এক দুনিয়া গড়ে তুলেছেন বলে জনসম্প্রদায়ের যে ধারণা, আজ তা ভেঙেছে। আমাদের পক্ষের যারা সাহিত্যে এসেছেন এতদিন, সাহিত্যের ভাষা ভাঙে আজ তারা দুঃস্থের দ্বারে উপস্থিত। তাদের এই পূণ্যপ্রসন্ন মনস্ক হোক। আরও সেবার তাদের এই মহান উদ্যম চিরকালের খাতায় সোনার আখরে লেখা থাকবে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

চিত্রালোচনা

দুখানি হিন্দী ছবি এ সপ্তাহের নতুন আকর্ষণ। বাংলা একদিকও নয়। তবে আসছে সপ্তাহে মুক্তি পাবে চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার "শুভ বিবাহ"।

হিন্দী ছবি দুটির নাম—“মোহর” ও “টিন-টিন-টিন”। নামেই প্রকাশ কি ধরনের ছবি এ দুটি।

“মোহর”-এর নির্মাতা ত্যাক এন্ড হোয়াইট মুভিজ। প্রবীণ অভিনেতা জয়-রাজ ছবিটি পরিচালনা করেছেন। ভূমিকা-লিপিতে অছেন গীতারালী, শাম্মী কাপুর, তিওয়ারী, কুলাদীপ কাউর, রণধীর, মিনু মমতাজ, ললিতা পাওয়ার ও ভগবান। গান লিখেছেন রাজেন্দ্রকৃষ্ণ এবং তাতে সরারোপ করেছেন মদনমোহন।

কিরীট ফিল্মসের “টিন-টিন-টিন” একটি কুকুরের কাহিনী। সীতার নামক একটি সারমেয় এর প্রধান পট্টা। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন নীলোফের, সমর রায়, মীর্জাফর, হাবিব, রাজেন কাপুর ও টুনটুন।

বনকো

টুথ-পেস্ট

উজ্জ্বল, শুভ্র দাঁত ও সুস্থ মাজির জন্য



বনকল প্রাইভেট লি:

২০, ইন্ডাবিস্মায় রোড • কলিকাতা-৩৭

যোগা
০৬-৩২১৩

(সি-৩১৮)

ছবিটি পরিচালনা করেছেন বি জে প্যাটেল।
খুলো সিং রাণী এর সুরকার।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত “মায়ামগ”-র নৃত্যভিনয় দীর্ঘকাল নাট্যমোদীদের আনন্দ দিয়েছে। এম কে জি প্রোডাকশনের আগামী নিবেদন “মায়ামগ” এই সফল নাটকেরই চিত্ররূপ। এই ছবিতে অনেকদিন পর সন্ধ্যাপাথ্যকে একটি বিশিষ্ট নৃত্য চরিত্রে দেখা যাবে। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে আছেন উত্তমকুমার, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, সুন্দরা দেবী, সন্ধ্যা রায়, তরুণকুমার, জহর রায় প্রভৃতি। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন চিত্ত বসু এবং সুর সংযোজনায় রয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মালা প্রোডাকশনের প্রথম নিবেদন “নুই বেচারী” মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়া ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম। হাসি ও গানে ভরা এই ছবির মূল চরিত্রগুলির রূপদান করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, বাসবী নন্দী ও সন্ধ্যা রায়। বিশিষ্ট পাশ্বে ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কমল মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী ও নুপতি চট্টোপাধ্যায়। দিলীপ বসু ছবিটি পরিচালনা করেছেন এবং ভূপেন হাজারিকা এর সংগীত পরিচালক।

অগ্রদূত পরিচালিত এম পি-র “কুদক” আগামী আকর্ষণের তালিকার পুরাতাল। সমরেশ বসুর একটি নাট্যসমৃদ্ধ কাহিনীর চিত্ররূপ এই ছবি। ছবির মূখ্য চরিত্রের রূপদান করেছেন উত্তমকুমার। পাশ্বে চরিত্রগুলিতে রয়েছেন সবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, গণগোপ বসু, প্রেমচন্দ্র বসু, তুলসী চক্রবর্তী, আশা দেবী, মাঃ দীপক ও মাঃ স্ফাট।

একটি ত্রিধর্মী কাহিনীর ভিত্তিতে প্রামাণ্য সাক্ষ্য দেবার পটভূমিতে তোলা গেছে রামধন পিকচার্স-এর “তেরো নদীর পারে।” বহিঃদৃশ্য সম্বলিত এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন বারীন সাহা। ছবির দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়ম হাজারিকা।

ইউরেকা পিকচার্স-এর প্রথম প্রয়াস “মায়ের গলার হার।” এই শিশু চিত্রটিতে উদ্ঘাটিত হবে এক কিশোরের অশ্রুসজল দঃসাহসিক কাহিনী। ছবির কাজ অন্তিম বিলম্বেই সূজিতকুমার নাগের পরিচালনায় আরম্ভ হচ্ছে। বিভিন্ন ভূমিকায় মাঃ দীপক, মধুছন্দা, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সূজিত চট্টোপাধ্যায়, সূচেনা সিংহ, স্বদেশ-জ্ঞান, তপতী ঘোষ প্রভৃতি শিল্পীদের

দেখতে পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

পরিচালক মৃণাল মেন কল্লোল ফিল্মস-এর “বাইশে প্রাষণ”-এর বহিঃদৃশ্য-গ্রহণের কাজ সমাপ্ত করে সম্প্রতি ছবিটির অন্তঃদৃশ্য গ্রহণে হাত দিয়েছেন কয়েক দিন। শট্টিং ও সাবটাই কো-অপারেটিভ-য়ে ছবিটি এখন সমাপ্তির পথে। এক প্রোটো বপরীক এই ছবির প্রধান পুরুষ। ২২শে মার্চ তার বিয়ের দিনটিকে উপলক্ষ্য করে নাশরীক ছবিতে উদ্ঘাটিত হবে বিশ বছর আগে তার নব-বিবাহিত জীবনের প্রণয়-মধুর দিনগুলি। ছবির প্রধান নৃত্য চরিত্রের রূপাংগে আছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও মাদবী মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ইউ. বি. ফিল্মস-এর “মনে মনে” ছবির বহিঃদৃশ্য গ্রহণকালে সম্প্রতি একটি নিদারুণ দৃষ্টিশক্তি ঘটে গেছে। ছবিটির পরিচালক উমাপ্রসাদ মিত্র সম্প্রতি তার দল-বল নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীনগরের অন্তিমদূর কোসহাই অঞ্চলে বরফের উপর ছবির

মিনার্ডা থিয়েটার

বিভিন্ন শ্রুটি : ফোন : ৫৫-৪৪৫৯

নীচের মহল

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬টাটার
রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬টাটার
শ্রো—শোভা সেন, নীলিমা দাস, মন্না চন্দ্রভট্টা,
উৎপল দত্ত, তরুণ মিত্র, রবি ঘোষ ও সুদীপ দাস।
নাট্য পরিচালনা: লিটল থিয়েটার গ্রুপ
(মিঃ ১৯৭)

রঙমহল ৫৫-৫৫৬৬

প্রতি বৃহস্পতি ও শনি: ৬টাটার
রবি ও ছুটির দিন: ৩টা-৬টাটির

এক মুঠো আবগার

তরুণ রায়, রবীন, হরিদাস, জহর, শীলা,
শ্রুতি, কেতকী দত্ত ও দীপাশঙ্করা রায়

আশুতোষ
মুখোপাধ্যায়ের
অনন্যসাধারণ
উপন্যাস

প ক ত পা

*
দ্বিতীয়
সংস্করণ

*
সাত
ছ' টাকা

*
মিত্র
ও

ঘোষ

কলিকাতা—১২

ইহার পঞ্চাশত বহিরাগত শিল্পীর ধ্যান, তপস্যা, আদর্শ এবং
সংযোজিত আত্মত্যাগ। নবীন সৃষ্টির পঞ্চাশত থাকে এই
পতনবধুর অভ্যুত্থানের ইতিহাস। মানব-শিল্পীজীবনের
বেলামধুর ইতিহাস “পঞ্চতপা” উপন্যাসটিকে মহৎ গৌরবে
ভূষিত করিয়াছে।
—প্রমথনাথ বন্দ্য

হইখানার গুণ — propelling power, fascinating
style, creation of atmosphere and environ-
ments, vigorous and lively dialogue, চরিত্রগুলি
এতই জীবন্ত যে, এদের ভুলবার উপায় নেই।এখনো
মনে পাল্ল সঙ্গীর, বাসল, সানন্দনা haunt করছে।

—কালিদাস দাস

মশাই, অদ্ভুত ভালো লিখেছেন!আপনি যে এমন পাকা
খেলোয়াড় এবং এতবড় ওস্তাদ শিল্পী, এ ধারণা আমার ছিল
না।বাংলাসাহিত্যে নব্যগুরুদ্বারের পদচিহ্ন। “পঞ্চতপা”
উল্লেখ্য হয়ে উঠেছে।আপনাকে অভিনন্দন জানাই।
আপনার লেখনী জয়ন্ত হোক।

—শিবকানন্দ মুখোপাধ্যায়

“পঞ্চতপা” নতুনতন বাংলা কথাসাহিত্যের এক আশ্চর্য স্রষ্টা।
.....লেখকের ভাষা, বর্ণনাত্মক এবং শব্দ ব্যবহার ও যোজনায়
চারু ও সংযম লক্ষ্য করবার মত।শিল্প বা আর্টের
চিহ্নের ইহা বাংলাসাহিত্যে একটি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস।

—মৃণালেন্দ্র

এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে নিঃসন্দেহে তিনি বাংলা উপন্যাসের
পরিধি বিস্তার করেছেন।মস্তক বিবর্তিত মধ্যে একটি
প্রশংসনীয় সংযম ও বোধনি আছে। ভাষাবর্ণনা ও স্টাইলের
মতোও সেই নিপুণ বোধনির বলিষ্ঠ রেখা-বিন্যাস-ফল-উঠেছে।
.....এই বলিষ্ঠ মানবতত্ত্বী সৃষ্টির জন্য লেখককে অভিনন্দিত
করি।
—দীনবাহুর চিঠি

কয়েকটি বাইরের দৃশ্য তুলে আনতে। বরফের উপর থেকে পা পিছলে পরিচালক শ্রী মৈত্র এবং অভিনেতা নিমল বিশ্বাস প্রায় দেড়শো ফুট নীচে গিয়ে পড়েন এবং গুরুত্বভাবে আহত হন। আহতদের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীনগারে নিয়ে আসা হয়।

ন্যাশনাল পিকচার্স-এর পরবর্তী ছবি "ময়ে ও যারা মরে না"-এর কাজ শীঘ্রই



বিশ্বরূপা

(অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমণ্ড)

(ফোন : ৫৫-১৫২০)

শনিবার ও বৃহস্পতিবার ৬টাায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬টাায়
নব্দু সংলাপী বিধায়ক ভট্টাচার্যের

স্নেহ

(কিরণ মৈত্রের কাহিনীর দ্বারাবলম্বনে)
পরিচালনা-নরেশ মিত্র আলোক-তাপস সেন
বিশিষ্ট ভূমিকায়
ভূমিত মিত্র (বিশ্বরূপী)

ঋত্বিক ঘটকের নির্মায়মান চিত্র "চেনা মুখ"-এর দুটি প্রধান চরিত্রে অসীমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

আরম্ভ হবে। ছবির পরিচালক মৃণাল চক্রবর্তী সম্প্রতি চিত্রনাট্য রচনায় ব্যাপৃত আছেন। ছবির কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। ছবিটির প্রধান ভূমিকায় থাকবেন উত্তমকুমার, এবং সুরারোপে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আলোছায়া প্রোডাকশন্সের দ্বিতীয় নিবেদন "সন্তপদী"র কাজ অচয় করের পরিচালনায় এ-মাসেরই শেষের দিকে আরম্ভ হবে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। এটা জানা গেল,

ছবিটির নায়ক-নায়িকা ভূমিকায় উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া সেন অবতরণ করবেন। তারানাথকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বহুপঠিত কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি তৈরী হচ্ছে।

টাইম ফিল্মস-এর দ্বিতীয় ছবি "স্মৃতি-টুকু থাক।" ভিন্নধর্মী একটি প্রণয়-কাহিনীর এই চিত্ররূপে সুপ্রিয়া সেনকে একটি শ্বেতভূমিকায় দেখা যাবে। "চাওয়া-পাওয়া"-খ্যাত যাত্রিক পরিচালকগোষ্ঠী এই ছবি পরিচালনা করবেন। ছবিটির সুরকার নিবাচিত হয়েছেন রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অধিকারের অন্তরালে

কলিকাতার রাষ্ট্রের রহস্য গভীর। এই মহানগরীতে ঘামিনীর প্রতি ঘাম যেন গোপন পাপাচারের গ্রন্থিতে বাধা। এমনি কোন এক বিচিত্র পাপানুষ্ঠানের গ্রন্থি-উন্মোচনের কাহিনী অবলম্বনে তৈরী নিউ ইন্ডিয়া থিয়েটার্স-এর 'রাষ্ট্রের অধিকারে'।

কলিকাতার 'লাল আলো' এলাকায় এক বাইজীর রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড কেন্দ্র করে মূল কাহিনীর সূত্রপাত। পুলিশ তার ঘরে পায় জয়ন্ত নামক এক বিজ্ঞানের ছাত্রের ল্যাবরেটরির নোট বুক।

চোরাকারবার ও নানারকম পাপচক্রের সঙ্গে জড়িত বোম্বোকেস নামক এক লম্পট যেহেতু এই বাইজীর কাছে। বাইজী হাকে আমল দিত না। বাইজী যেদিন খান হয়, সেদিন সম্মান্য বোম্বোকেসকে দেখা যায় তার ঘর থেকে গা ঢাকা দিয়ে বেরোতে।

এদিনকে ল্যাবরেটরির নোট বকের সূত্র ধরে পুলিশ জয়ন্তকে গ্রেপ্তার করে।

জয়ন্তের প্রণয়িনী ধনকুবের নীতীশ মজুমদারের একমাত্র মেয়ে রমা বিশ্বাস করে না যে, জয়ন্ত এমন কাজ করতে পারে। পুলিশ যখন জয়ন্তকে জেরা করে, তখন সেও ছেঁবে পায় না, যে-নোটবুক সে রমাকে দিয়েছিল, তা বাইজীর ঘরে গেল কেমন করে। রমাকে এ-ব্যাপারে জড়াতে না বলে জয়ন্ত সে তথ্য চেপে যায়। কিন্তু নোটবুকে জয়ন্তের আংগুলের ছাপের সঙ্গে নিহত বাইজীর ঘরের কচির গ্লাসের আংগুলের ছাপের মিল না থাকায় জয়ন্ত ছাড়া পেল। এই কাচের গ্লাসে মদের সঙ্গে পটাসিয়াম সাইনাইড মিশিয়ে বাইজীকে হত্যা করা হয়েছে বলেই পুলিশের সন্দেহ।

জয়ন্ত নোটবুক দিয়ে চলে যাওয়ার পর রমার পড়ার ঘরে তার বাবা ও কুমার কমলেশনারায়ণ ছাড়া আর কেউ ঢোকেনি। তবে এই নোটবুক বাইজীর ঘরে গেল কেমন করে? রমা সন্দেহ করে, কমলেশই প্রকৃত অপরাধী।

কুমার কমলেশনারায়ণ বিপুল ধনসম্পদের মালিক। রমার বাবার ইচ্ছা কমলেশের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেন। কিন্তু রমা কমলেশকে

প্রকাশিত হ'ল

দুঃখানি পরম উপাদের ছোটদের বই

● বড়বাও যা পড়ে আনন্দ পাবেন ●

লীলা মজুমদার রচিত

বাঘের চোখ

ছেলেবুড়ো সকলকার মনজয়করা চমৎকার কাহিনী। চিত্র শোভিত শোভন বই।

২-৫০ ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত

ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস

পরিবর্তিত সংস্করণ। দুঃখানি উপন্যাস ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস ও পিপড়ে পরাগ একত্রে। দুটি উপভাগ্য কাহিনী।

২-৫০ ॥

দিলীপকুমার রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

তরঙ্গ রোধাবে কে

আগাগোড়া পরিমার্জিত ও পুনর্লিখিত। রচিসম্মত প্রচ্ছদ। ৬-০০ ॥

ধনঞ্জয় বৈরাগীর চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী বাস্তববাদী উপন্যাস

এক মুঠো আকাশ

নবধ্বংসের ঘোষণা। বহুল আলোচিত। ৪র্থ সং। ৫-০০ ॥

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই : তারানাথকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত পাঠশালা ১-৫০ ॥
প্রেমেন্দ্র মিত্রের সামনে চড়াই ১-৫০ ॥ পরিমল গোস্বামীর স্কুলের মেয়েরা ২-০০ ॥
জ্যোতিষ্ময় ঘোষের ভজহারির সংসার ৩-০০ ॥ বিধায়ক ভট্টাচার্যের অজানিতার চিঠি ৩-০০ ॥

॥ গ্র হু ম ॥

॥ ২২/১, কনোয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা-৬ ॥

পছন্দ করে না। তার পুত্র ধারণা, কমলেশই তার পড়ার ঘর থেকে নোটবুক সরিয়েছে। সে কমলেশকে তার বাবার সামনেই একদিন দু'চরিত্র, খুনী বলে অপমান করে। এদিকে জয়ন্তর সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলোমেশার জন্য রমাকে তার বাবার কাছে গজনা সইতে হয়। জয়ন্তকে সহ্য করতে পারেন না রমার বাবা। তিনি তাকে অপমানও করেন। জয়ন্তর অপমানে রমা বাড়ী ছেড়ে চলে যায় ঢাকুর জীবন থেকে অবসরপ্রাপ্ত এক নিঃসঙ্গ ভদ্রলোকের গৃহে। রাস্তায় এক মোটর দু'ঘণ্টা না উপলব্ধ করে তার সাঙ্গা রমার পরিচয়। রমাকে তিনি মেয়ের মতো ভালোবাসেন। রমাকে দেখলে নিজের হারিয়ে যাওয়া মেয়ের কথা তাঁর মনে হয়।

জয়ন্তই রমার গুপ্ত ঠিকানা কর্তব্যবোধে জানায় নীতীশবাড়কে। নীতীশবাড়ের অনু-রোধে গোয়েন্দা অসীম ও জয়ন্ত আসে রমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। রমা অসীমের কাছে বলে তার সফলতার কথা। কমলেশই তার পড়ার ঘর থেকে জয়ন্তর নোটবুক সরিয়েছে এবং বস্ত্রজীবী হত্যাকারী রমার মৃত কমলেশই।

ইতিমধ্যে অসীম অনেক কৌশলে রোমাঞ্চকর প্রেতের করেছে। রমার কাছে কমলেশ সম্পর্কে নতুন তথ্য পেয়ে অসীম যেন নতুন আলোর সন্ধান পায়। এদিকে রমাকে নিতে আসেন তার বাবা। তিনি রমার আশ্রয়স্থানের অতীত কর্মজীবনের ভূমি দেখে কেনন যেন মুহূর্তের জন্য বিচলিত হন এবং তাঁর সাঙ্গা দেখা না করেই চলে যান। অসীম এটা দৃষ্টি করে এবং পরে ছবিটি ভদ্রলোকের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যায়।

এই ছবিই অসীমকে পাশ-রহস্য ভেদ করতে সাহায্য করে এবং পরে রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্য দিয়ে অসীম প্রকৃত অপরাধীর স্বরূপ ফাঁশ করে কিভাবে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়, তা নিয়েই গড়ে উঠেছে এই অপরাধ-নাটকের নাট্য পরিণতি।

রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মথোপাধ্যায়র একটি কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি তৈরি। শ্রীমথোপাধ্যায় তার দীর্ঘ পল্লিস জীবনে বহু বিচিত্র পাশী ও পাশাচার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্ৰহ করেছেন। এই কাহিনীর উপাদান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। ফলে অপরাধ-নাটকটি সম্পর্কভাবে না হলেও অনেকাংশে কটকটপনা থেকে মুক্ত।

প্রেমস্রুতি মিত্র রচিত এই ছবির চিত্রনাট্যের বড় গুণ হলো যে এতে অপরাধ-নাটকের মতো রস অর্থাৎ 'সাসপেন্স' শেষ পর্যন্ত সন্দেহভাবে বঞ্চিত হয়েছে। কাহিনীর প্রকৃত খলনায়কের পরিচয় জানবার জন্যে দর্শকদের কৌতুহল সব সময় যেমন বজায় থাকে, তেমনি প্রকৃত অপরাধীর পরিচয়



শশুপতি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত "মৃতের মর্ত্য আগমন"-এর একটি দৃশ্যে জহর রায় ও তপতী ঘোষ

পেয়ে তাঁদের বিস্ময়ও যায় বেড়ে। এটাই 'ক্রাইম' ছবির সমস্যার প্রমাণ। এবং এর জন্য ধন্যবাদ 'শুধু' চিত্রনাট্যকার একাই নন, অগ্রণী পরিচালকগোষ্ঠীও। ছবিটিতে উত্তরনা ও রোমাঞ্চ রসের বিস্তারও পরি-

চালকবৃন্দ কতিপয় দেখিয়েছেন। কাহিনীর মূল অপরাধ-উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে রমা ও জয়ন্তর প্রণয়পাখ্যানটিও চমৎকারভাবে নিষ্পত্ত। পাপের পঙ্কিল আবর্তে প্রণয়পাখ্যানটি যেন পঙ্কজেরই সুরতি নিয়ে আসে।

কিন্তু ছবিটিতে অবাঞ্ছিতরূপে কিছু পরিমাণে বিকৃত রসও পরিবেশন করা হয়েছে। যে সমস্ত আমোদ-উপকরণ হিন্দী 'রাইম' ছবিতে বেশ মানিয়ে যায়—যেমন হোটেল নর্তকীর দ্বিমুখ প্রকৃতি উত্তেজক নাচ-গান ও তাকে কেন্দ্র করে অভব্য জঘ-হাওয়া—বাংলা ছবিতে তা এখানকার দর্শক-দের পীড়াই দেয়। বিশেষতঃ অপরাধ-নাটকটির সঙ্গে এই হোটেল নর্তকীর কাহিনীগত কোন সম্পর্ক মোটেই নেই। কুমার কমলেশনারায়ণর প্রতি তার প্রণয়-নিবেদনও একটি অর্থহীন ও নাট্যপরিণতি-বিহীন সাজানো ব্যাপার বলে মনে হয়েছে।

ছবির অন্যতম বড় বৈসাদৃশ্য কমলেশের চরিত্রটি। রমার প্রতি তার এমন কোন অনুরাগ দেখানো হয়নি যে, রমার কাছে অপমানিত হয়ে তাকে মাতাল হতে হবে এবং প্রসাপ বকতে হবে। আবার রমার প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও হোটেল নর্তকী

প্রমথনাথ বিনোয়ী সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্ত

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ

অন্যসাধারণ উপন্যাস

কেরী সাহেবের মুন্সী (চতুর্থ) ৮।।

.....যে চরিত্র তিনি ধরে দিয়েছেন, তার মধ্যে একদিকে যেমন বাংলাদেশের একটি দুর্ভাগ্যে পাপ করা পড়েছে, অপর দিকে গদ্যসাহিত্যের নীহারিকা স্বর্ণের সূক্ষ্ম যন্ত্রের কারু হয়েছে।পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত এই উপন্যাসটি যেন একটি উরাস হাত ধরে ভরা সুনিবিড় পঙ্কাজ নাটক।

—বেশ

অসংখ্য রস সমাবেশ মিলে গুলি এক আশ্চর্য প্রবাহমানতা লাভ করেছে। মনে হয় যে, এক পদ্যে কীবন নাট্য চোখের সম্মুখে অভিনীত হয়ে চলেছে। চরিত্রটির অংকনে মিলে গুলি ছাড়াও লেখকের স্বভাবসুলভ বিশ্লেষণমূলক, অন্তর্দৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব সর্বত্র পরিস্ফুট।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

.....পাণ্ডা গভীর আনন্দ পেয়েছি, বিস্মিত হয়েছি, হৃদয় মন একসঙ্গে তৃপ্ত হয়েছে। উপন্যাসটির পরিণিতে অভিজুত হয়েছি।একটা কালের মমতা সঞ্চিত হয়ে রয়েল এর মধ্যে।

—বঙ্গবাস্তব

নানা বিচিত্র পিঙ্গা এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটির অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী আছে। ইহার ঐতিহাসিক মামোশ্যাতন, বর্ণনা-কৃৎসলা, জীবনবিভক্ত্যাদ্যাতক গভীর অর্থশূন্য মনোবাস্তবিত্ব, প্রেমের উত্তম বিম্বক সৌন্দর্য্যানুভূতি—এই সমস্তই তাঁর সাহিত্য কীর্তির চমৎকার নিদর্শন।

—ডাঃ শ্রীকুমার বসোপাধ্যায়

ধীরে ধীরে সমস্ত উপন্যাসখানি অনন্যসাধারণ। রচনাশৈলীর জন্য এর একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে। এরূপ নানা চরিত্রের অলংকার, শৈল, বাস, ব্যক্তিগত, irony, wit, humour, satiric elements, sarcasm, invective, caricature, innuendo, analogy-র ভরা রচনাশৈলী আশ্চর্যের দেশের উপন্যাসে তেঁকে নজরে পড়ে না।

—কালিদাস রায়

৯ চতুর্থ মুদ্রণ নিঃসংশয়প্রায় ৯

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

তদ্রূপে তাঁর উপহার দান ও তার সঙ্গে মধুসূদন্যে বাপন খেন আরও বেশী কন্ট-কম্পিউ। কারণ দু'চরিত্র বহুবলভতা রূপেও তাকে দেখানো হয়নি। অনাদিকে তার ওপর রীমা ও গোয়েন্দার সংলগ্নকে কেন্দ্র করে আশানুরূপ কোন 'সামসন' গড়ে তোলা হয়নি। ছবিতে প্রকৃত অপরাধীকে দেখানো হয়েছে হার্সপাতালে আহত অবস্থায়। সেই যে প্রকৃত অপরাধী, দশকেরা তখনই তা জেনে বিস্মিত হন। কিন্তু কাহিনীকারের বহুবল্যে বিশ্বাস করাই দশকদের অবাক হতে হয়। অথচ মোটর দর্শকের পরিবর্তে যদি কোন সংস্কার সে অসমীর হাতে পাপী বৈশেষিক পড়ত, তাহলে এর পাবে দণ্ডে আসল তথ্যের উন্মোচন আরও বিশ্বাস-যোগ্য হত এবং দশকদের বিশ্বাসের ও রোমাঞ্চের দোলা লাগতে পারত।

অভিনয়ের দিক দিয়ে ছবিতে উল্লেখযোগ্য

কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় ও দীপক মুখোপাধ্যায়। ধনীকিন্যা রমার চরিত্রে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় প্রণয়ের আবেগ ও প্রিয়জনকে না-পাওয়ার ব্যথা সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। তার প্রণয়ীর ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় সার্বস্বল ও স্বচ্ছন্দ। খোলা ছাত্তের ওপর একটি নেপথ্য সংগীতের সময় তার অক্ষুট ব্যথার অভিব্যক্তি প্রশংসনীয়। গোয়েন্দা অসমীর চরিত্রে দীপক মুখোপাধ্যায়ও চমৎকার অভিনয়-নেপথ্যের পরিচয় দিয়েছেন। গোয়েন্দা চরিত্রের কর্মতৎপরতা ও বিশ্বের ঔজ্জ্বল্য তার চরিত্রায়ণে পরি-ক্ষুট।

একটি লম্পট ও দূর্বৃত্তের ভূমিকায় বীরেন চট্টোপাধ্যায় স্বাভাবিকতা আরোপ করেছেন। একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর বেশে ছবি বিশ্বাসের অভিনয় বেশ চরিত্রোচিত। রমার সঙ্গে সেনহের বন্ধনে জড়িয়ে পড়া এক প্রোডের চরিত্রে নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় মনে রেখাপাত করে। কমলেশ্বরী অসীমকুমার তার চরিত্রটিকে আকর্ষণীয় করে তুলত পারেননি। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশংসা পাবার মতো অভিনয় করেছেন অমর মল্লিক, চন্দ্রাবতী, শঙ্করা সেন জহর রায় ও ডাঃ হারন। সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই) হোটেল নর্সরীর চরিত্রে ও তার হাস্য-লাস্য ভঙ্গাই ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু কমলেশ্বর প্রণয়ীরূপে তার অভিনয় নিশ্চল। হেলেনের একটি নৃত্যোংশ আকর্ষণীয়।

সংগীত পরিচালনায় ডি বাসুদেব আরহ-সংগীতে প্রশংসনীয় কৃতিত্বের অধিকারী। রমার ব্যথার মূহুর্তের নেপথ্য সরমজ্জনা মনে নাড়া দেয়। গানগুলি সুন্দর, সুস্বাদুরূপিত ও সংগীত। আলোকচিত্র শব্দ গ্রহণ ও সম্পাদনার কাজে দক্ষতা দেখিয়েছেন মিল্ল গুপ্ত, জে ডি রাণী ও গোবর্ধন অধিকারী। কলাকৌশলের অন্যান্য দিক ও আঙ্গিক সজ্জা পরিচ্ছন্ন।

করোনেশন থিয়েটারে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক আখ্যায়ী ডি জি ফালকে তার নির্মাতা।

যুবক নিরঞ্জন প্রথমে যোগ দেন ম্যাক্সগাল কলার ক্রিনোম্যাটোগ্রাফ কোম্পানীর সুব্রহ্মণ্য শট্টিঙেতে অবৈতনিক শিক্ষানবীশ হিসাবে। সে যুগে সংগীত ছবির সেবা প্রতিষ্ঠান ছিল এই কোম্পানী। তারপর ওদেশের নামা শট্টিঙেতে বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে অবশেষে তিনি নিজের ব্যক্তি বেছে নেন চিত্রনাট্যকার রূপে।

নিরঞ্জন পালের প্রথম চিত্রনাট্য 'দি ফেথ অফ এ চাইল্ড' (শিশুর বিশ্বাস) নামে চিত্রাকারে রূপান্তরিত হয়। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান গম্মা-ব্রিটশ-এর প্রথম ছবি 'এ ক্রোয়েলমান অফ প্যারিস'-এর চিত্রনাট্যও লেখেন তিনি।

নির্দাক ছবির যুগে ইংল্যান্ডের চলচ্চিত্র মহলে নিরঞ্জন পাল সহজেই চিত্রনাট্যকার হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

স্বর্গত হিমাংশু রায় বখন জাহাঙ্গীর এমেলকা কোম্পানীর সহযোগিতায় 'লাইট অফ এশিয়া' (১৯২৫) ছবিটি তোলেন, তখন তিনি নিরঞ্জন পালকে আহ্বান করেন তার চিত্রনাট্য লিখতে। এই ছবিটি ইউরোপে প্রচুর সমাদর পায়। প্রতীচা ভারতীয় চিত্রের এনিমাদারা জনপ্রিয়তা লাভ এই প্রথম। তারপর শ্রী পাল হিমাংশু রায়ের পরবর্তী ছবি 'সিরাজ' (১৯২৭) ও 'থো অফ এ ডাইস' (১৯২৮)-এর চিত্রনাট্যও লেখেন।

১৯৩০ খৃস্টাব্দে নিরঞ্জন পাল ভারতে ফেরেন এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রের সেবার পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আরো কিস্তি করোপারশানের একাধিক বাংলা ও তামিলভাষা ছবির পরিচালনাও করেন। হিমাংশু রায় বখন বম্বই টীক প্রতীচা করেন তখন তার আহ্বানে তিনি বোম্বাইতে গিয়ে বসবাস করেন। বম্বই টীকজের তদানীন্তন ছবিগুলির চিত্রনাট্য তরী লেখা।

গত কয়েক বছর যাবৎ তিনি কর্মক্ষেত্রে থেকে অবসর গ্রহণ করে বোম্বাইয়ের গিরগাও অঞ্চলে বসবাস করছিলেন। তাঁর পত্নী ও একমাত্র পুত্র বর্তমান।

উগরান শোকসন্তপ্ত পরিজনদের শান্তি দান করুন।

বাংলা সংস্করণের প্রকাশিত

আমেরিকার বড় বড় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-গুলিতে নাটক ও অভিনয় নিয়ে স্নাতকোত্তর গবেষণা চাল্য। প্রগতিশীল কলেজগুলির প্রত্যেকটিতে এই সব বিষয়ে অধ্যাপনার জন্যে যেমন বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তেমনি প্রত্যেকটির সংলগ্ন একটি করে থিয়েটার আছে যেখানে ন্যায়ন্যায়ী জাতির বঙ্গ নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার সুযোগ পান।

ছোটদের কথানা সেবা বই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

= বিদ্রোহী বালক =

জানাপটে ছেলের কাহিনী ... ২-২৫

= রূপকথার দেশে =

রূপকথার রূপালী গল্প ... ২-৫০

অরুণ ঘোষ

= রূপদেশের উপকথা =

মির্বাচিত নয়টি গল্প ... ২-২৫

পতিতপাবন বন্দোপাধ্যায়

= শূদ্র হাসি ডেবোনা =

মানা হাসির কবিতা ... ১-৫০

জগদানন্দ রায়

= বিজ্ঞান গ্রন্থমালা =

১৫খানা বই

ইন্ডিয়ান পারলিগিং হাউস

২২-১ কনোগারিস স্ট্রীট : কলিকাতা-৩

এলিট ০. ৬ ও রাত ৯টা.

১৪ মাসের শিশুপুত্র ববিকিন্স-এর আশ্চর্য অভিব্যক্তি সর্ব কাহিনী!



পরলোকে নিরঞ্জন পাল

গত সোমবার বোম্বাইতে সুবিখ্যাত চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক নিরঞ্জন পাল ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করেছেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি রক্তের চাপ বৃদ্ধিতে ভুগছিলেন, মাতার কারণও ঐ রোগ।

বাংলা ও মনস্বী নেতা বিপিনচন্দ্র পালের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন তিনি। কৈশোরে তিনি পিতার সঙ্গে ইংল্যান্ড যান এবং সেইখানেই শিক্ষা-জীবন শেষ করে কর্ম-জীবনে প্রবেশ করেন। ১৯১৩ খৃস্টাব্দে লন্ডনের কিংস কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে পড়তে তিনি ডাঃ ডেভ চলচ্চিত্র শিল্পের সেবার আত্মনিয়োগ করেন। ঠিক সেই বছরই ভারতের প্রথম পার্শ্বাঙ্গ চিত্রাকর্ষি 'রাজা হরিশচন্দ্র' মুক্তি পায় বোম্বাইয়ের

নিউ ইয়র্কের হাশটার কলেজ এমনিথারা একটি প্রগতিশীল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। সেখানকার নাট্যাশ্রমের অধ্যাপক ও থিয়েটার ওয়াকশপের ডিরেক্টর চার্লস এসমন্ ফুল-ব্রাইট দৃষ্টি নিয়ে সম্প্রতি ভারতে এসেছেন। এই দৃষ্টির সত্ত্ব অনুযায়ী তিনি এখানে ছদ্মস নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে বহুতা দেবেন বোম্বাইয়ের ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্টস ও দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা এই দৃষ্টি প্রতিষ্ঠানে। এছাড়া তিনি বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়েও যাবেন, কারণ নাট্যাশ্রম এখানকারও পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

অধ্যাপক এসমন্‌র সফর-সূচীর মধ্যে কলকাতার নাম ছিল না। কিন্তু এখানে রণমণ্ড যেমন জীবন্ত তেমন প্রতিপত্তি-শালী—তাই শুনেন তিনি গত সপ্তাহে কলকাতায় এসেছিলেন। এসে তিনি শব্দ-বিশিষ্ট থিয়েটারের চলিত নাটকগুলি দেখেই ক্ষান্ত হননি, এখানকার শিক্ষাপনায় কয়েকজন অভিনেতা, প্রযোজক, সংগীত-শিল্পী ও কয়েকটি নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিনিধির সংগে আলাপ-আলোচনাও করেছেন।

যাবার আগে তিনি এখানকার নাট্য-আন্দোলন সম্পর্কে যে অভূত প্রকাশ করেন তার সাব্যস্ত এখানে দেওয়া হল। অধ্যাপক এসমন্ বলেন যে তার কলকাতায় আসা সার্থক হয়েছে। এখানকার থিয়েটার সমূহ ছাঁচ ধরেই হয়েছে যে বাংলা নাটক বা অভিনয়ের মান প্রতিষ্ঠা হতে উন্নত। তিনি বলেছেন যে কলকাতার অভিনয়শিল্পী ও কলাকৃশলীরাও এমন সুস্বাদু তেমন চমককার এখানকার সমকক্ষ। তিনি এই বলে তার বক্তৃতা শেষ করেন—“আপনার রণমণ্ড প্রাণশক্তি বিশিষ্ট। এর মধ্যে এমন সব উপাদান রয়েছে যা আপনার জাতীয় চরিত্রের অঙ্গীভূত হতে পারে অন্যায়সে।”

সংবাদিকদের সংগে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক এসমন্ বলেন, আমেরিকা বহু-কালের নাট্যমণ্ড দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পেশাদারী অপেশাদারী, ছাত্র-সংস্থা ইত্যাদি সবরকম জড়িয়ে ওদেশে থিয়েটারের সংখ্যা প্রায় দু'লক্ষ। এবং এই দু'লক্ষ থিয়েটারের জন্য নাটক লেখাও হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে।

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় গণনাট্য সংস্থার প্রান্তিক শাখা আগামী ১৬ই নবেম্বর সম্ভা এটার বিশ্বরূপা মণ্ডে তাদের পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক “সংক্রান্তি”-র অভিনয় ব্যবস্থা করেছেন কন্যাভদ্রের সাহায্যের জন্য। নাট্যরচনা, পরিচালনা ও আলোকসম্পাত যথাক্রমে বীরু, মৃধোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মৃধোপাধ্যায় ও

তাপস সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

আগামী সোমবার রঙমহলে “একমুঠো আকাশ”-এর শততম অভিনয়পূর্তি উপলক্ষে যে স্মারক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে, তার প্রধান আকর্ষণ স্বিজেন্দ্রলালের স্বনামধন্য পুত্র দিলীপকুমার রায়ের এক ঘণ্টাব্যাপী সংগীতানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে আরো থাকবেন দিলীপকুমারের কন্যা-শিষ্যা

ইন্দিরা দেবী ও দ্বিজেন্দ্রনাথের শিক্ষা-রিচার্ড মিলার ও ডন ট্যাঙ্কো। এরাও দিলীপকুমারের সংগে বাংলার স্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান গেয়ে শোনাবেন। নগরীতানুষ্ঠানের পর ধনঞ্জয় বৈদ্যগীর বাস্তুবধনী নাটক “এক মুঠো আকাশ” পুনরাবিনীত হবে। এই অভিনয়ের বিস্তারিত সমস্ত অর্থ কন্যাশিষীদের সাহায্যের জন্য ভারত সেবাশ্রম সংগে দান করা হবে।

“এক কথায় অনবদ্য.....এই আশ্চর্য ছবি আপন দেখবেন, দেখে প্রচুর আনন্দ পাবেন এবং বঙ্গ বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আজকের সমাজের বিচিত্র রূপটি প্রত্যক্ষ করে.....পরম পরিপূর্ণ লাভ করবেন।.....উত্তমকুমার... আশ্চর্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।...ভালো লাগবে উত্তম টুকাইকে।” বলেছেন যুগান্তর “A delightfully New Uttam In A Film Aglow With Humanity... It is a joyous relief to find the Film remarkably free from the week tendencies of injecting a usual quota of romantic cajolery...entertainingly and elegantly different from usual social fares....”

বলেছেন এন কে জী (অমর্তবাজার)

“...ছবিখানিতে শিক্ষণীয় বিষয় বহু আছে।...রেভারেন্ড ও অজুনকে নিয়ে যে দৃশ্য-গলি অঙ্কিত করা হয়েছে সেগুলি প্রশংসা না করে পারা যায় না। অভিনয়ে সব চাইতে বিস্মিত করেছেন তরুণকুমার...”

—বলেছেন বসুমতী

“উত্তমকুমারকে বিশিষ্ট চরিত্রাভিনেতা হিসাবে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাবার সময় এসেছে। বলেছেন—দেশ

প্রশংসা
মুখ্যরিত
দ্বিতীয়
সপ্তাহ!



পরিচালনা
বিশু চক্রবর্তী
অভিনয়
উত্তমকুমার
মা: টুকাই
সাবিত্রী
তরুণকুমার

গৌড়ম চিত্রময় সিনেমা
পরিবেশনা : চিত্র পরিবেশক

কপবাণী ০ অরুণা ০ ভারতী

ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে

প্রতি
৩, ৬, ৯টার

বান্নায আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না
রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্ৰীতি থাকায় ঘরে ঘরে খুলে জন্মবে না।
এনে দিয়েছে।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ
ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি
পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার
দেবে।

- ধূলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।



খাস জনতা

কে রো সিন কু কার

রন্ধনে স্বাস্থ্য ও নিপুণতা আনবে।



প্রস্তুতকারকঃ
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২

কলকাতার ক্রিকেট মরসুম চিমে তালে আরম্ভ হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ বছরের অতিবাহিত ক্রিকেট মরসুমের আশু সূচনায় এক বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ক্রিকেট বিজ্ঞানসম্মত খেলা। খেলায় যেমন বৈজ্ঞানিক বৃষ্টির প্রয়োজন, তেমন বৈজ্ঞানিক প্রথায় খেলার জন্য মাঠ তৈরীও প্রয়োজন। ফুটবলের দাপটে ক্ষতিবিকৃত মাঠকে ক্রিকেট খেলার উপযোগী করে তুলতে হলে মাঠকে প্রায় টেনে সাজতে হয়। নতুন মাটি ফেলতে হয়, নতুন ঘাস তৈরী করতে হয়। তাতে জল সিঞ্জন—করে, তাকে ডলাইমালাই করে একখানি সবজি কার্পেটের মত করতে হয়। যাতে কোথাও অসমান না থাকে। আবার শব্দ পরিপাটি মাঠ হলেই ক্রিকেট খেলা জমে না। ক্রিকেটের জন্য চাই শীতের আমেজ আর মিশ্র রোদ। একটু, একটু করে শীত পড়তে আরম্ভ করেছে। এসবকে মাঠও প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই পুরোদমে আরম্ভ হবে কলকাতার ক্রিকেট মরসুম। কিন্তু শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের পাক-ভারত সফরের জন্য কলকাতার ক্রিকেট কল্যাণ মন টানবে কি? সবাইই আগ্রহভরা দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে অস্ট্রেলিয়ার খেলার খবরের দিকে। যে সব খেলোয়াড় নিয়ে অস্ট্রেলিয়া দল এবং এই উপ-মহাদেশ সফর করছে—এমন সব গণ্য খেলোয়াড় সমন্বয়ে গড়া কোন দল এর আগে এ দেশ সফর করেছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য ১৯৫৬ সালেও ইংলণ্ড সফর শেষে অস্ট্রেলিয়া দল

খেলার মাঠ

একলব্য

দেশ ফেরবার মধ্যে ভারতে তিনটি ও পাকিস্থানে একটি টেস্ট খেলেছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সে দলটি ছিল ইংল্যান্ডের কাছে হারা দল। আর এবার সফর করছে ইংল্যান্ডজয়ী পরম শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া দল। ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে আজ হারা বিশ্ব-ক্রিকেটের পুরোভাগে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বিনোডও বলেছেন, তারা দক্ষ-চাখের আনন্দসায়ক ক্রিকেট খেলারই অবতারণা করবেন। ক্রেসারায়ক ঠুকঠাক ক্রিকেট তাদের চারিত্রবিরুদ্ধ। সুতরাং ভারত তথা পাকিস্থানের জীড়ামোদীরা হাস ভাবাই অস্ট্রেলিয়া দলের সফর এবং সফরের আয়োজন নিয়েই মশগল হয়ে থাকবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অগামী ১৩ই নবেম্বর থেকে ঢাকার আরম্ভ হচ্ছে পাকিস্থানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা। পাকিস্থানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার যে তিনটি টেস্ট খেলার ব্যবস্থা হয়, তার মধ্যে ঢাকা ও করাচীর টেস্ট খেলা হবে নারকেলের দড়ির তৈরী মাটিংয়ে,

লাহোরের টেস্ট খেলা হবে ঘাসের উইকেটে। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা মাটিংয়ের খেলাতে মোটেই অভ্যস্ত নয়। প্রথমে কথা হলেছিল পাকিস্থানের তিনটি টেস্টের মধ্যে দুটি খেলা হবে ঘাসের উইকেটে, একটি মাটিংয়ে। এখন উল্টো ব্যবস্থা হওয়ার সাধারণভাবেই অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মনোন্ধুর হয়েছে। এ নিয়ে কাগজে কাগজে লেখালেখিও কম হয়নি। মাটিংয়ে পাকিস্থান খুবই ভাল খেলে। বিশেষ করে পাকিস্থানের অধিনায়ক ফজল মামুদের বল খেলা মাটিং উইকেট হয় রীতিমত মারাত্মক। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়া দল মাটিংয়ের খেলাতে অভ্যস্ত তো নয়ই, তাদের মধ্যে অনুশীলনেরও অভাব আছে। ৬ মাস ধরে দেশে একটু-আধটু অনুশীলন করেই তারা সফর করিতেছে। তাই পাকিস্থানের সঙ্গে মাটিং উইকেটে তাদের খেলার ফলাফল কি হবে বলা শক্ত। তাই এ সম্বন্ধে এখন কিছু না বলাই ভাল।

তবে পাকিস্থানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া যেমনই খেলুক, ভারতের তুলনায় তারা যে প্রবল পরাক্রম ও শক্তিশালী সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পাঁচটি টেস্ট খেলার প্রতিশ্রুতি করা বরবার জন্য ভারতেও প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেছে। ইংলণ্ড থেকে সদ্য-প্রত্যগত ও পরাক্রম ভারতীয় খেলোয়াড়দের অবশ্য অনুশীলনের খুব বেশী প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আছে মনোবল সঞ্চয়ের, আর প্রয়োজন আছে আপন অজনির। অগামী ১৩ই নবেম্বর লসান্টোয় ভারতীয়



ভারত ও পাকিস্থান সফরকারী অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল। অস্ট্রেলিয়া থেকে ঢাকা যাবার মধ্যে দলদল বিমানবাটিতে এই ছবি তোলা হয়



কুমারটলী পার্কে পশ্চিমবঙ্গ সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠান আয়োজিত সম্বর্ধনা সভার ভারতের আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন কুমারী আরতি সাহা'র গলায় উপহারস্বরূপ শ্রীপ্রবন্ধকান্তি বোম প্রদত্ত সোনার হার পরিয়ে দিচ্ছেন; পেছনদিকে বসে আছেন ডাঃ বিমলচন্দ্র

ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সভায় সভার অধিবেশন বসছে। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্তর্ভুক্ত এবং আনুষ্ঠানিক অনেক তথ্য এবং অনেক রহস্য এই সভার উন্মোচিত হবার সম্ভাবনা আছে। এবার সব ব্যাপার ধামাচাপা দিয়ে একটা গোজামলের চেষ্টা চলছে বলেও কানে খবর এসেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের অধিনায়ক নির্ধারণের এক বড় সমস্যাও আছে। কে অধিনায়ক হবেন? কে যোগ্য-বাণী? এই সম্পর্কে ক্রিকেট মহলে আলোচনা আলোচনার অন্ত নেই।

কন্ট্রোল বোর্ডের সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু অনেকগুলি। তার মধ্যে একটি অধিনায়কের ভোটাধিকারের প্রশ্ন। বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশন এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্যে একটি থেলোয়াড় নির্বাচন সম্পর্কে অধিনায়কের কোন ভোট ছিল না।

এইবার বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশন অধিনায়কে ভোটাধিকার দিবার জন্য এক প্রস্তাব তুলেছেন। দল গঠনের ব্যাপারে অধিনায়কের ভোটাধিকার থাকা খুবই উচিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ থেলোয়াড়ের নৈপুণ্য ও তার খেলার খ্যাতি-নাতি বিচার করার সুযোগ অধিনায়কের হতেই থাকে, নির্বাচকমণ্ডলীর ততটুকু থাকে না। তাছাড়া দলের প্রতি থেলোয়াড় অধিনায়কের আস্থাভাজন হলে তার ফলও ভাল হয়। খেলার ফলাফল এবং ভাল-মন্দের বিরাট মায়াজ অধিনায়কের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে তাকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন অর্থ হয় না। দল নির্বাচনে তোমার কোন কথা খাটবে না, অথচ দায়িত্ব পুরোপুরি তোমার, এ কেমন ব্যবস্থা? তাই ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সদস্যরা সি এ বি'র প্রস্তাব মেনে নিয়ে যদি

অধিনায়কে ভোটাধিকার দেন, তাহলে ক্রিকেটের উন্নতিই হবে। এই প্রসঙ্গে সি এ বি'র নিজের কথাটাও একবার ভাবা দরকার। আজ বোর্ডের সভায় অধিনায়কের ভোটাধিকারের জন্য তারা প্রস্তাব তুলেছেন—তাদের নিজস্বের এসোসিয়েশনে অধিনায়কের ভোটাধিকার আছে কি?

নবেম্বরের ১২ তারিখ থেকে বোম্বাইতে জাতীয় সাতার প্রতিযোগিতার ৪ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান আরম্ভ হচ্ছে। জাতীয় সাতারে যোগদানের জন্য বাঙালার সাতার এবং ওয়াটারপোলো দলও বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করেছে। অবশ্য ঘরোয়া কৌশলের জন্য স্টেট ট্রান্সপোর্ট ক্লাবের কয়েকজন নামকরা সাতার প্রথমে বোম্বাই যাননি। পরের দিন তারা বোম্বাই যাত্রা করেছেন। কিন্তু সাতার পটিলদী সম্মা চন্দ্রের যাওয়া সম্ভব হয়নি। সম্মা এবার জাতীয় সাতারে যোগ দিলে মেয়েদের বিভাগে গুণবারের দলগত চ্যাম্পিয়ন বাঙালার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ সম্পর্কে কোনই সন্দেহ ছিল না। শুধু কি চ্যাম্পিয়নশিপ? কুমারী সম্মা চন্দ্রের তিন চারটি বিষয়ে এবং বিশেষ করে বাঙালার মেয়েদের এবার নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠার সুযোগ সন্ধান ছিল। কিন্তু ঘরোয়া অনুষ্ঠানের ফলে সব সুযোগই নষ্ট হয়ে গেল। নিজস্বের কৌশলের ব্যপকভাবে ক্লাব বিশেষের কর্ম-কর্তারা আজ বাঙালার সম্মানকে দিলে দিলেন।

খেলোয়াড়ের নিজ হাতেই জ্ঞান পেতে, তাহলে অনুষ্ঠানের কারণে খুব বেশী গভীর নয়। স্টেটল সুইমিং ক্লাবের অভিযোগ: গুণবার সিমেন্ট জাতীয় ওয়াটারপোলো খেলার বাঙালার অধিনায়ক নাশনাল সুইমিং ক্লাবের সভা ভূবনেশ্বর পাশে নাশনাল সুইমিং ক্লাবের দশমী সভারই বাঙালার দল স্থান পিত্তহিনে। তাই স্টেটল সুইমিং ক্লাবের দাবি ছিল ওয়াটারপোলো খেলার জন্য নির্বাচিত থেলোয়াড়ের মাপে করা প্রথম দল স্থান পাবেন, দেকথা আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হক। সাতার ও ওয়াটারপোলো দলের জন্য এবার কোন অধিনায়ক নির্বাচন করা হয়নি। অধিনায়ক নির্বাচন করার জন্যও স্টেটল সুইমিং ক্লাব দাবি করেছিল, তা ছাড়া তাদের বক্তব্য, স্টেটল সুইমিং ক্লাবের সভা অমল কুমারীরই এবার অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়া উচিত। কিন্তু এলা কোন অধিনায়ক নির্বাচন করা হয়নি। স্টেট ট্রান্সপোর্ট ক্লাবের অভিযোগ: তাদের নামকরা সাতার, বেগমীদার তালুকদার ওয়াটারপোলো খেলার সাপট, হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কেন ওয়াটারপোলো টীম স্থান দেওয়া হয়নি? এ ছাড়া ছোটখাটো আরও

কয়েকটি বিষয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে। মোটের উপর এই সব তুচ্ছ কারণেই সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব এবং স্টেট ট্রান্সপোর্ট ক্লাব বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের সঙ্গে অসহযোগিতা করে প্রথমে দূরে সরে ছিল। একটা মিটমাটের জন্য যথেষ্টই চেষ্টা করা হয়েছিল। বাঙালার মহিলা সান্দ্র দলের ম্যানেজার বিধানসভার সদস্য শ্রীযুক্তা সুধারামণী দত্ত এবং পুরুষ দলের ম্যানেজার স্বনামধন্য খেলোয়াড় ডাঃ সম্মত দত্তও মিটমাটের চেষ্টা করেন নি এমন নয়; কিন্তু কোন চেষ্টাই কার্যকরী হয় নি। পরে শত-বর্ষের উপর হওয়ার স্টেট ট্রান্সপোর্ট ক্লাবের সাতারেরা বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করেছেন।

এই অতঃপরালের ফলে কে কতটুকু লাভবান হবেন বলা শক্ত। কিন্তু বাঙালার সাতারের যে লোকখান অনেকখানি, সম্ভবতঃ সর্বাবিসংমত। বিশেষ করে একটা উন্নতি মেয়ে, যার আজ ভারতীয় সাতারে চারটি বিষয়ে নতুন রেকর্ড করবার সম্ভাবনা ছিল, তাকে দূরে সরিয়ে তার সাতারের অভিজ্ঞদেরা মোটেই সুবিশেষ পরিচয় দেন নি। ভারতীয় সাতারে ডলি নাজিরের দেশভ্রমণে নামডাক। কুমারী সম্মত ডলি নাজিরের সব রেকর্ডই হয়তো এবার ছেড়ে দিয়ে এক নতুন কীর্তির অধিকারিনী হবেন। কিন্তু সম্মতের সে সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। অগমণীবার সম্মত চন্দ্রের এ দেশেও বলয় থাকবে কি না কে জানে। যদি না থাকে তবে জীবনের শেষে সম্মত সম্মতের কীর্তি থেকে কীভাবে হওয়া কুমারী সম্মত চন্দ্রই কি তার তথাকথিত সাতারের অভিজ্ঞদেরের শরণে চলে যেখানে পারবেন? আমার মনে হয় ক্লাবের কর্তৃপক্ষ-পক্ষীয়েরা সব দিক বিচার করে না দেখেই বাঙালী দলের মধ্যে অসহযোগিতা করেছেন। নির্যাসে প্রতি থাকতে পারে। অনেক প্রতিনিধি প্রতিনিধিদের সুযোগ পেতে পারেন। কিন্তু সম্মত বাবা উচিত সেটা নিতাইই ঘরোয়া ব্যাপার। সাতার ঘরোয়া ঘরের সম্মত নষ্ট না হলে সেটাইই সম্মত কাজ করা উচিত। অগমণীবার সম্মত তার পর নিজের এবং ক্লাবের সম্মত।

এবার জাতীয় সাতারে মোরদের বিষয়ে কোন নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হবে কি না সে বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। কারণ সম্মত চন্দ্র, যিনি ডলি নাজিরের ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ও ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকের রেকর্ডের সম্মত ইতিপূর্বেই স্থান করে দিয়েছেন তিনি যখন দূরে সরে রইলেন এবং আর কোন মোরদের সাতার-মানও তেমন উন্নত নয় তখন জাতীয়

সাতারে মোরদের বিভাগে নতুন রেকর্ডের আশা সুদূরপরাহত।

তবে পুরুষদের বিভাগে অনেক বিষয়েই যে এবার নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ সামরিক বিভাগের সাতারেরা সম্প্রতি তাদের সাতার প্রতিযোগিতার যে কীর্তির পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। অনেক বিষয়েই এরা আগের রেকর্ডকে পেছনে ফেলে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। এখানে কিছু কিছু বিষয়ের উল্লেখ অপরাধগত হবে না।

২০০ মিটার বুক সাতারে ওয়েস্টার্ন কম্যান্ডের রামদেও সিংয়ের ভারতীয় রেকর্ড ছিল ২ মিনিট ৪১.৭ সেকেন্ড। ২০০ মিটার বুক সাতারে এখন রামদেও সিংয়ের সময় ২ মিনিট ৪৭.৫ সেকেন্ড। ইন্সটান কম্যান্ডের রায় সিং ৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে শ্রীচন্দ্র রাজকুমার ভারতীয় রেকর্ডকে ৭.৮ সেকেন্ডে এবং ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে নিজের রেকর্ডকে ০.১৮ সেকেন্ডে উন্নত করেছেন। ২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক ইন্সটান কম্যান্ডের রূপচাঁদের নিজের রেকর্ডের উন্নতি হয়েছে ২.৬ সেকেন্ড। ২০০ মিটার ব্যাটারমাই স্ট্রোক কেমবাইয়ের সুভাষ সান্নিহার ভারতীয় রেকর্ডকে (২ মিঃ ৫১ সেন্স) পেছনে ফেলে সামান্য কম্যান্ডের লেঃ নারক হস্কাগম ২ মিঃ ৫১.১ সেকেন্ডে উন্নত করেছেন। ৪x২০০ মিটার রিলে মেসে ভারতীয় রেকর্ড সময়ের চেয়েও ইন্সটান কম্যান্ডের সময় প্রায় ১০ সেকেন্ড কম। সুতরাং এই সমস্ত বিষয়েই নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা। দেখা যাক কে কতটা উন্নতি করতে পারেন।

কুমারী অরতি সাহা ও ডাঃ বিমল চন্দ্র ভাবাই ইন্সটান চ্যান্সেল অতিক্রম করে দেশে ফিরে এসেছেন। দমস্কম বিমানঘাটতে রানী উৎসাহী ও সাতারের পুরস্কারীরা এদের হেভার সম্মতনা জানিয়েছেন। তা যে কোন হেভারফোর্ডের জীবনের দুলভ সম্মতন বলা চলেই পারে। বিমান থেকে অবতরণের পরই অরতি ও বিমলের বীর-পনার অঙ্গশয্যা ফুলের মালা ফুলের হেতড়র স্ট্র সাতারকে ঢেকে ফেলেন। তারপর বিপুল সম্মতের মহাসম্মত অঙ্গশয্যের অভিমুখিত মালা মোড়ায়তা করে দুই সাতারকে কলকাতার নিয়ে আসা হয়। পরপূর্ণ এবং আঙ্গপনার রথখ শোভিত সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব ভবনে নতুনতর সানাইয়ের সুরের মধ্যে ডাঃ বিমল চন্দ্র নিজ ক্লাব পরাপণ করেন। কুমারী অরতি সম্মতনা পান তার নিজ প্রতিষ্ঠান

হাটখোলা ক্লাব ভবনে।

কলকাতার অঙ্গশয্যার পর প্রায় প্রতিদিনই এরা এখানে এখানে এখানে ও ক্লাবে সম্মতনা পাচ্ছেন আর ক্লাব জারগাহেই বলছেন দেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং আশীর্বাদই তাদের জরযাত্রা এবং অভয়ান সার্থক করে তুলেছে। অপরদিকে যারা সম্মতনা জানাচ্ছেন তারা বলছেন একান্তিক আগ্রহ, অঙ্গনা মনোবল এবং দৃঢ় সংকল্পই অরতি ও বিমলের সাফল্যের সোপান। সাতাই অরতি, মনোবল এবং দৃঢ় সংকল্প না থাকলে যে কোন রকম সাধ্য বড় কাজ করা যায় না অরতি ও বিমলের সাফল্য তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অরতি অতি সাধারণ ঘরোয়া একটি মেয়ে। বিমল চন্দ্রও সাধারণের উপর নয়। তবু দুজনেরই সাতারে সন্মান ছিল। কিন্তু বিমল চন্দ্র সাতার একরকম ছেড়েই নিয়ে-ছিলেন। অরতিরও সাতারজীবনের গৌরবোজ্জ্বল সন্মান অরতিই হয়ে গিয়েছিল। সেই অরতি ও বিমল ভয়বহ ইংলিশ চ্যান্সেলের হিমশ্রিত জল এবং উত্তাল ও বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মধ্যে সাতার কোট চ্যান্সেল জয় করেছেন। যাঁকে জয় করা চ্যান্সেলের কোপে লাঞ্চিত পালিত বহু দক্ষ সাতারের পক্ষে সম্ভব হয় নি। দুই সাতারের অতি সংকল্প ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব ছিল না। কোন বড় সাফল্য অর্জনের পক্ষে কোন ব্যক্তি যে প্রতিক্ষমক নয় এটা তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। আর কুমারী অরতি বাড়িয়েছেন সম্মত এসিয়ার নারী কীর্তির সম্মত।

স্বাধীনতা সাতারের বীরপনা অরতি-হেলিক নারীসাতার প্রতি সরকারী উৎসাহী ও নীতির কথখানি পরিবর্তন করতে পারে চ্যান্সেল বিস্মিত অরতি ও পারস্যে জয়পার গীতা চন্দ্র তার প্রমাণ। যদিও মোরদের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং শেখার কোন আইনগত বাধা নেই তবুও ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে চাকরী হাড়ের ব্যাপারে মাঝরা ছিলেন অপরোক্ত। সরকারী নীতিই ছিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কোন মোরকে নিয়োগ করা হবে না। কিন্তু পশ্চিম বাঙালার মহামন্ত্রী ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায় এই নীতির পরিবর্তন করে এক যত্নবহা জারী করেছেন। তিনি বলছেন 'অরতি যদি ইংলিশ চ্যান্সেল অতিক্রম করতে পারে তবে গীতা যদি পারে পারা-স্ট্র বোধে বিমান থেকে লাফিয়ে পড়তে হবে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে মোরদের নিয়োগ করতে কাশ কেবল? সাবাস অরতি, সাবাস গীতা। ধন্যবাদ ডাঃ রাজক। বীরত্বের কীর্তি অমরকীর্তি, অরতির স্ট্র বীরত্বের যথার্থ স্বীকৃতি দানও ঐয্যের লক্ষণ।

দেশী সংবাদ

২রা নভেম্বর—খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও স্বাধীন ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডঃ জন মাথাই আজ বেলা ১২টার সময়ে বোম্বাইয়ে টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি যক্ষ্মতে ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন।

৩রা নভেম্বর—ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাতে বর্তমানে এমন কয়েকটি সুপর্ণ প্রমাণ পৌঁছিয়াছে, যাহাতে বোঝা যাইতেছে যে, চীনা সরকার নিরোজিত গুণ্ডাচরণ দাঙ্গা জেলার এক প্রেশীর পাহাড়ীদিককে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য সজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

কানপুরের কালেক্টরগঞ্জ থানায় পুলিশের এক হেড কনস্টেবল জনৈক শ্রীলোককে নিগহীত করে বলিয়া সংবাদ প্রচারের পরেই আজ অপহৃত। কয়েক সহস্র লোকের এক উত্তেজিত জনতা ইচ্ছাকৃত লইয়া কালেক্টরগঞ্জ পুলিশ থানা আক্রমণ করিলে পুলিশ গুলি চালায়। এই ঘটনায় ১১ জন নিহত ও ১০৭ জন আহত হইয়াছে।

৪ঠা নভেম্বর—প্রায় চার সহস্র ছাত্র অদ্য সকালে দিল্লিতে চীনা দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া চীন গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত ‘চায়না টু-ডে’ নামক এক প্রচারপত্র ভস্মীভূত করে। এই পত্রে এক মানচিত্র কয়েক সহস্র মাইল ভারতীয় অঞ্চলকে চীনের অংশ বলিয়া দেখান হইয়াছে।

৫ই নভেম্বর—কলিকাতার দক্ষিণ শহরতলী যাদবপুর, টালিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল এবং উত্তর শহরতলী বরাহনগর, সিঁথি বনহুগলী ও দমদমের বিভিন্ন এলাকায় কিছু কিছু সমাজ-বিরোধী দ্বন্দ্বভ্রষ্টাণীর লোক আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে বলিয়া বিভিন্নসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

‘যে আগে আসিবে সে আগে সুবিধা পাইবে’—এই নীতি অবলম্বন করিয়া কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় দণ্ডকারাগা উদ্ভাস্তুরের জমি ও গৃহ বণ্টনের সিঁদ্পাত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

৬ই নভেম্বর—অমৃতসর পুলিশ স্থানীয় অলংকার ব্যবসায়ী মোহন সিংয়ের নিকট হইতে একটি দুল্লভ বৃক্ষমূর্তি উদ্ধার করিয়াছে। এই বৃক্ষমূর্তির মূল্য ৫ লক্ষ টাকারও অধিক। একথাও অতি মালবান সবুজ পান্নায় নির্মিত এই মূর্তির আয়তন ১০ ইঞ্চি, ওজন ১০০ তোলা। এক বাস্তি এই অলংকার ব্যবসায়ীর নিকট মাত্র ২৭০, টাকা মূল্যে এই মূর্তিটি বিক্রয় করে।

সর্বোদয় নেতা প্রীত্বপ্রকাশ নারায়ণ উত্তর বোম্বাইয়ে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের রক্ত জয়ন্তী সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ভারত সীমান্ত চীনের আক্রমণে ভারত তাহার অধঃসন্নীতির চক্ষু পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। শ্রীনেহরুর পররাষ্ট্র নীতিই ভারতে



চীনের আক্রমণ ডাকিয়া আনিয়াছে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

৭ই নভেম্বর—গত বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ বরজা হইতে তৈলবাহী পাইপের প্রথম চালান কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছায় আসামে অয়েল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ৭২০ মাইল দূর্য পাইপ লাইন বসাইবার প্রাথমিক কার্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

প্রাথমিকের জন্য মালিকরা এই নির্মাণ করেন, তার জন্য আইনের মারফত বাধাবাহকতা ও অন্যান্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বিবেচনার জন্য চতুর্থ গৃহমন্ত্রী সম্মেলন সুপারিশ করিয়াছেন।

৮ই নভেম্বর—লৌহ ও ইস্পাতের কোটা বা বরাদ্দের চোরাকারবারে লিপ্ত থাকার অভিযোগে কলিকাতা এনফোর্সমেন্ট পুলিশ গণকলা একটি চা-বাগিচা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও অন্য কয়েকটি ব্যবসায়ী ফ্যামের ডিরেক্টরস্থানীয় একজন বড় ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করিলে, বড়-বাজারের এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

নির্ভরযোগ্য মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, সিকিম সীমান্ত বরাবর বিপুলে চীনা সৈন্যের সমাবেশ করা হইতেছে। এ সব এলাকা হইতে আগত লোকদের নিকট হইতে যেকোন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, চীনাগণ তথায় বিরাট ঘাটি ও পরিখাসমূহ খনন করিয়াছে এবং সীমান্ত বরাবর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২রা নভেম্বর—আলজিরীয় জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকারীরা বলিয়াছেন যে, ফ্রান্স যদি সামরিক তৎপরতা বন্ধ না করে তবে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করার জন্য তাহারা আরবের স্বেচ্ছাসেবকদের আহ্বান জানাইবেন। গত পট বৎসর যাবৎ জাতীয়তাবাদীরা সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছেন।

গতকাল রাওয়ালপিন্ডিতে প্রাপ্ত এক অসমর্থিত সংবাদ প্রকাশ যে, চীনের সিকিয়াং প্রদেশের সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব হুনসায় পাকিস্তান এলাকায় সংশ্লিষ্ট চীনা সৈন্যগণকে দেখা গিয়াছে।

৩রা নভেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের মূল রাজনৈতিক কমিটিতে কোনরূপ ভোট গ্রহণ না করিয়াই নিরস্বীকরণ সংক্রান্ত ৮২টি রাষ্ট্রের একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

৪ঠা নভেম্বর—প্রাইভেট আইসেনহাওয়ার আজ ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, আগামী ১১ই ডিসেম্বর তিনি নয়াদিল্লিতে আন্তর্জাতিক কৃষি মেলায় মার্কিন প্রশাসনের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ও বাস্তি বিশেষ ১৯৫৯ সালের ৩য় তিনমাসে রকফেলার ফাউন্ডেশন হইতে সাহায্য ও বৃত্তিবাদ প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার ডলার পাইয়াছে। ভারতীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে নয়াদিল্লি ইন্ডিয়া ইন্টার-ন্যাশনাল সেন্টারকে ১ লক্ষ ২০ হাজার ডলার দেওয়া হইয়াছে।

৫ই নভেম্বর—অসা ওসলোতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ পাল্মিমেণ্টের প্রাথমিকদের সদস্য শ্রীফিলিপ নোয়েল বেকারকে শান্তির জন্য এবারকার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইল।

একজন সোভিয়েট বিমান চালক এক ইঞ্জিনযুক্ত একটি জেট বিমানে করিয়া ঘণ্টায় ১৪০৫ মাইল বেগে উড়িয়া যান। এই কৃতৃত্বকে বিশেষ বিমান চালনার ক্ষেত্রে ‘রেকর্ড’ হিসাবে গণ্য করার জন্য রাশিয়া আবেদন করিয়াছেন বলিয়া ‘তাস’ এক সংবাদ প্রচার করিয়াছেন।

৬ই নভেম্বর—গোরাইশংকর অভিযানকারী সমগ্র জাপানী অভিযাত্রী দল গত তিন সপ্তাহ যাবৎ নিখোজ। তাহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং সম্ভাব্য চরম পরিস্থিতির আশংকা করা হইতেছে। এই দলে মোট ৩২ জন লোক ছিল।

জৈনক সোভিয়েট বিজ্ঞানী আজ এতল আভাস দেন যে, রাশিয়ার রকেটসমূহ সম্ভবত শীঘ্রই মঙ্গলগ্রহ ও পৃথিবীর নিকটতম সৌরলোকের অন্যান্য গ্রহের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া সেই আলোকচিত্র পৃথিবীতে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইবে।

৭ই নভেম্বর—শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত শ্রীনোয়েল বেকার ঘোষণা করেন যে, তিনি নোবেল পুরস্কারের টাকা আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ আদর্শ রূপায়ণের জন্য ব্যয় করিবেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কারের অর্থ ব্যয় করিবেন।

ফার্ড ফাউন্ডেশন একটি ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে, গবেষণা ও শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য ফাউন্ডেশন হইতে ভারতকে মোট ২৫,০৭,৪৫০ ডলার অর্থ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

৮ই নভেম্বর—জৈনক সোভিয়েট বিজ্ঞানী ডাবিয়ার্ণ করিয়াছেন যে, ২০০৯ সালের মধ্যে মানবের পরমাণু দেখুত হইতে দুইশত বৎসর বর্ধিত করা যাইবে। ঐ সময়ের মধ্যে সোভিয়েট হাসপাতালগুলিতে প্রধানত মধ্য-বয়স্ক ব্যক্তিদেরই দেখা যাইবে। হাসপাতালগুলিতে তাহাদের জীর্ণ হৃৎপিণ্ড ক্লসক্স প্রভৃতি দেহযন্ত্র-গুলিকে যন্ত্রগাহীনভাবে সরাইয়া এগুলির স্থানে তরুণতর যন্ত্র বসান হইবে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

প্রতি সংখ্যা—৪০ নম্বর পর্যন্ত। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, বাৎসরিক—১০ ও ট্রেমাসিক—৫, টাকা।
মহাস্বল : (সভাক) বার্ষিক—২২, বাৎসরিক—১১, টাকা ও ট্রেমাসিক—৫ টাকা ৫০ নম্বর পর্যন্ত।
মন্ত্রকর ও প্রকাশক : শ্রীরাধাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ দত্তাবল্লভ নগরী কলিকাতা—১।
টোলফোন : ২০—২২৪৩। স্বাধাধকারী ও পাঠ্যচালক : আনন্দবাজার পাঠক (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

দিনে দিনে

দিনে দিনে দি



রেক্সোনা
সাবান

আপনার স্বকের লাবণ্য বাড়িয়ে জেনে

রেক্সোনা সাবানে
'ক্যাডল' বলে একটি বিশেষ
ধরনের ত্বকের শ্রীকৃষ্ণকারক
তৈলাক্ত পদার্থ রয়েছে যার
ফলে আপনার ত্বক আবণ্ড
কোমল, আলগু মসৃণ দেখায়...
লাবণ্য এনে ধরে।

সৌন্দর্য্য সাধনায়
রেক্সোনা ব্যবহার
করুন !

Rexona
BLENDED WITH CADYL



এখন আমরা যাকে মধ্যপ্রদেশ বলি, সেই
অকলে ছিল অতীতের বিখ্যাত বিদ্যুৎ।
এখানেই কালিদাসের স্থতিবিজড়িত
উজ্জয়িনী—অনেকের মতে খৃষ্টোত্তর পঞ্চম
শতাব্দীতে তিনি এখানে কাব্য রচনা
ক'রেছিলেন। আরও পাঁচ থেকে আটশ'
বছর পরে তৈরী হ'য়েছিল বজ্রাহোর
অপূর্ব মন্দিরগুলি। সাধারণ মানুষের

জীবনযাত্রা, শূন্য-ভূখ, পৃথিবীর প্রেম আর স্বর্গের লীলা চিত্রিত হ'য়েছে মন্দিরের দেয়ালে—
একাগ্র সাধনার উৎকীর্ণ এই সুন্দর ভাস্কর্যের বিস্ময়কর উৎকর্ষ, আলোকরণের প্রাচুর্যে চোখ অভিভূত হয়।
একই সময়ে ঐক্য বাগুন্সফার তিস্তিচিত্র—প্রাচীন ভারতের শিল্পপ্রতিভার আর এক প্রকাশ।
আর আছে ১২শ শতাব্দীর সমৃদ্ধ রাজ্য মালোয়ার রাজধানী মাতুর ধ্বংসাবশেষ—
অতীত গৌরবের নীরব সাক্ষী।

ভারতবর্ষের যেখানেই যান, বজ্রাহোর মন্দির থেকে
নীলগিরির টোডাদের দেশ পর্যন্ত সর্বত্রই আপনার
ভ্রমণের আনন্দ পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে সাহায্য ক'রবে
উইলস্ গোল্ড স্নেক সিগারেটের অতুলনীয় স্বাদগন্ধ।

গোল্ড স্নেকের চেয়ে
ভালো সিগারেট কোথায় পাবেন ?



উইলস্-এস



৭ অক্টোবর, ২০ কার্তিক, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

DESH

Saturday, 7th November, 1959

মূল্য-৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ১]

অভিজাত প্রসাধন



উষসী ফেস পাউডার

বেঙ্গল কেমিক্যাল *

কলি কল
বোম্বাই
ক্যান্টন

‘ভেটস’ বাসন ঘড়াঘাট, কীচের জিনিষ চিলমাটি তেমনই যদি ‘ভিম’ দিয়ে তাই করুন পরবর্তীতে আজ এখুনি!

‘ভেটস’ বাসন ঘড়াঘাট, কীচের জিনিষ চিলমাটি তেমনই যদি ‘ভিম’ দিয়ে তাই করুন পরবর্তীতে আজ এখুনি!

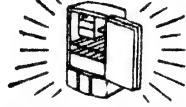
ভিম ‘কবিতা’ প্রতিযোগিতায় যোগদান করুন!

১২,০০০ টাকার বিভিন্ন মূল্যবান পুরস্কার!

আপনিও এই চমকপ্রদ পুরস্কারগুলোর যে কোন একটি পেতে পারেন

৩টি প্রথম পুরস্কার **৩টি দ্বিতীয় পুরস্কার** **৬০টি যোগদানের পুরস্কার**

রেফ্রিজারেটর অথবা ফিলিপসের ৬ ভোল্টের পার্কার জুনিয়ার
নগদ ২০০০, টাকা অলওয়েভ রেডিও কাউন্টেন পেন



আপনি শুধু দুই বা তদধিক ছুতে বাংলা বা হিন্দি বা ইংরেজীতে ছন্দমিল রেখে ভিমের ওপর একটি কবিতা লিখুন। কবিতাটিতে ভিমের নানা গুণ ও পরিষ্কার করার ক্ষমতার কথাও বলতে হবে।

যেমন—‘ভেটস’ বাসন ঘড়া ঘাট, কীচের জিনিষ চিলমাটি
হোকনা কোন ঘরের মেঝে, রান্না ঘরের খালা বাটি,
সব কিছুতে চকমকানি দেখতে যদি চান আপনি
একটু ঘানি ‘ভিম’ দিয়ে তাই করুন পবন আজ এখুনি।

আপনি যতগুলো শূন্য কবিতা পাঠাতে পারেন। বাংলা বা হিন্দি বা ইংরেজীতে। তবে মনে রাখবেন প্রতিটি কবিতাই আলাদা আলাদা কাগজে পরিষ্কার করে লিখে পাঠাতে হবে। এবং প্রতিটি কবিতার সঙ্গে ভিমের কোটোর ওপর থেকে ‘ভিম’ হিন্দি ছাপটি কোটে পাঠাতে হবে। গঠন এবং ছন্দমিলের গুণাগুণ দেখে কবিতার বিচার করা হবে। এবং আরও দেখা হবে কবিতাটিতে ‘ভিম’র বিভিন্ন ব্যবহারেরও উল্লেখ আছে কিনা।

প্রতিযোগিতার নিয়মগুলো ভাল করে পড়ুন: (১) প্রতিটি কবিতা ৮৫ অক্ষরের পুরো নাম টিকানা সহ হস্তাক্ষর করে কালি দিয়ে আলাদা আলাদা কাগজে লিখে পাঠাতে হবে। (২) প্রতিটি কবিতার সঙ্গে ভিমের কোটোর ওপর থেকে ‘ভিম’ হিন্দি ছাপটি কোটে পাঠাতে হবে। (৩) সব কবিতাই সোমবার, ২৫ নভেম্বর ১৯৬২ খ্রিঃ তারিখের ভিতরে, ‘ভিম হাইম কন্সল্ট’, পোস্ট বাগান ১০০০৪ বোম্বাই-১ এই টিকানায় পৌঁছানো চাই। (৪) কোন কবিতা জারি হলে, দেহীতে পৌঁছলে অথবা নষ্ট হয়ে গেলে তার জন্য কোন দায়িত্ব নেওয়া হবে না। এবং এ বিষয়ে কোন পরামর্শও চলবে না। (৫) কবিতাগুলো যে সব বিচারকরা দেখবেন তাদের মতামতই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। (৬) এই প্রতিযোগিতায় হিন্দুস্তান লিমিটেড অথবা তাদের বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ছাড়া কারোই সমস্ত অধিদায়িত্ব অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। (৭) যে সব মৈত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভিম কবিতা প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে—প্রতিযোগিতার ১ম এবং ২য় স্থান অধিকারীদের নাম সেই সব পত্রিকা মার্চ ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬২ খ্রিঃ নাগাদ প্রকাশ করা হবে। অন্যান্য পুরস্কার যারা পাবেন তাদের ডাক মারফত জানানো হবে। (৮) একটির বেশী পুরস্কার কোন বিজয়ী প্রতিযোগীকেই দেওয়া হবে না।



শিগগিরি করুন!
যোগদানের শেষ তারিখ: ২৫ নভেম্বর ১৯৬২

ভিমের সাফল্যের প্রমাণ উজ্জ্বলতায়

<p>তারানাথকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের</p> <p>প্রেমের গল্প</p> <p>দাম : ৪.০০ টাকা</p> <p>তিন শূন্য</p> <p>দাম : ৩.৫০ টাকা</p> <hr/> <p>শচীন্দ্রনাথ আধিকারীর</p> <p>রবীন্দ্রমালাসর</p> <p>উৎস সংকলনে</p> <p>দাম : ৩.৫০ টাকা</p> <p>সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের</p> <p>বিবেকানন্দ চরিত্র</p> <p>৯ম সংস্করণ : ৫.০০ টাকা</p> <p>ছেলেদের বিবেকানন্দ</p> <p>৬ষ্ঠ সংস্করণ : ১.২৫ টাকা</p>	<p>প্রকাশিত হ'ল</p> <p>অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র</p> <p>প্রচ্ছদগীতি</p> <p>দাম : ৩.৫০ টাকা</p> <p>অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র</p> <p>প্রেমের গল্প</p> <p>দাম : ৪.০০ টাকা</p> <hr/> <p>অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র</p> <p>রূপসী রাত্রি</p> <p>দাম : ৫.০০ টাকা</p>	<p>দুবোম ঘোষের</p> <p>শতকিয়া</p> <p>দাম : ৪.০০ টাকা</p> <hr/> <p>ভারত প্রেমকথা</p> <p>৬ষ্ঠ সংস্করণ : ৬.০০ টাকা</p> <hr/> <p>আচার্য কীর্তিমোহন সেনের</p> <p>চিন্ময় বহু</p> <p>২য় সংস্করণ : ৪.০০ টাকা</p> <hr/> <p>সরলাবালা সরকারের</p> <p>গল্প-সংগ্রহ</p> <p>দাম : ৫.০০ টাকা</p>
--	--	--

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ৥ কলিকাতা ৯



— অবধূতের আশ্চর্য বই —

উদ্ধারণপুরের ঘাট	৪॥
মকুতুথ হিংলাজ	৫-
বশীকরণ ৪॥ বহুব্রাহ্মি ৪॥	
দুইতারা ২॥	

<p>আশাপূর্ণা দেবীর</p> <p>ছাড়পত্র ৪॥</p> <p>গল্প-পঞ্চাশৎ ৮,</p> <p>নীরহারজন গুপ্তের</p> <p>উত্তরফাঙ্গুনি ৬॥</p> <p>অন্ত ডাগীরখী তীরে ৭,</p> <p>কালোভ্রমর ৫,</p> <p>কলংকিনী কংকাবতী ৫॥০</p> <p>তারানাথকর</p> <p>বিগুণ বধিত সং</p> <p>উত্তরায়ণ ৫॥</p> <p>গৌরীশংকর ডাটাচার্যের</p> <p>নতুন উপন্যাস</p> <p>অন্য শিবির ৩॥</p>	<p>নিরুপমা দেবীর</p> <p>প্রত্যর্গণ ৩,</p> <p>শ্যামলী ৫,</p> <p>প্রমথনাথ বিশ্বাস</p> <p>কেরা সাহেবের মুন্সী ৮॥</p> <p>দক্ষিণারজন মিত্র মজুমদারের</p> <p>দাদামশায়ের খলে (রক্ত জয়ন্তী সংস্করণ) ৪,</p> <p>বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের</p> <p>পথের পাঁচালী ৫॥০ আরশাক ৪॥০ দেবদাস ৫, গল্পপঞ্চাশৎ ৮॥০</p> <p>মুখোপ ও মৃধা ৩০ কুশলপাহাড়ী ৪॥০ মেঘমল্লার ৩৥০ মাতাবদল ২০</p> <p>শ্রেষ্ঠগল্প ৫, কিস্করদল ২॥০</p>	<p>সুখনাথ ঘোষের</p> <p>পরগুণা ৪॥</p> <p>অহল্যার স্বর্গ ৩,</p>
--	--	--

মিত্র ও ঘোষ : : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দেশ

ব্রীজ



ব্রীজ-আরো স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বকের জন্য

এস্টিমার (সাইথিওনল) অমেটিকান সেডি-
কাল এসোসিয়েশন কর্তৃক সরকারী ভাবে স্বীকৃত।

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল লাবণ্য নারীদের সৌন্দর্যের গোড়ার কথা। সারা পৃথিবীর সুন্দরী নারীরা
জানেন যে হৃদয় লাভ্য মাননীয় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরিবার ত্বক। ব্রীজ সাধন দিয়ে মান কল্পার ফলে
শুধু যে আপনার ত্বক পরিষ্কার হবে তাই নয়—আপনার ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষাও হবে।
মোলায়েম অপূর্ণ হৃদয়কৃত ব্রীজ থাকে এস্টিমার যা আপনার লাবণ্যের সঙ্গে
অস্বীকার্যকর বীজাণুগুলি থেকে আপনার ত্বককে মুক্ত করে।

ব্রীজ টয়লেট সাবানে থাকে ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য এস্টিমার

DZ. 13-X52 BG

একাদশমিক কোং লিঃ লণ্ডন এর পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের নববর্ষ	...	৯
প্রসঙ্গত	...	১০
কৃষি সম্ভার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা—		
	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল	১১
বিজ্ঞান বৈজ্ঞান্য—চক্রদত্ত	...	১৬
জাতীয় উন্নয়নে জলপথ—শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচার্য	...	১৭
নগ্নদ্বীপ—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২১

আমাদের বই
প্রতিটি

আমাদের বই
পরে ও দিয়ে সমান ভিত্তি
৭ই কার্তিকের বই
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
নতুন উপন্যাস
রিকশার গান ও
শ্রীখোসারায়-এর
কিকোটের রাজকুমার ২-৫০
গোবিন্দনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক
এবং তার পরিবারবর্গের জীবনের
কাহিনী। উপন্যাসের ন্যায় মানবরম
ও কৌতুহলোদ্দীপক।

ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৫৬ সালে শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্য হিসাবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
প্রমোদ মিত্রের ঘনাদার গল্প (৩য় সংস্করণ) দাম তিন টাকা
ঘনাদার আরো কয়েকটি কাহিনী নিয়ে পরবর্তী খণ্ড প্রকাশিত হল
প্রমোদ মিত্রের অস্বাভাবিক ঘনাদা দাম ২-৭৫ নয়া পয়সা
১৯৫৮ সালে শ্রেষ্ঠ মহিলা লেখিকা হিসাবে
লীলা মজুমদারের হলদে পাখীর পালক (ছোটদের উপন্যাস) দাম দুটাকা
সম্প্রতি প্রকাশিত তাহার আর একখানি ছোটদের উপন্যাস
লীলা মজুমদারের গুপ্তর গুপ্তখাতা দাম দুটাকা

বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার অভিযন্তের কতকাংশ :

".....প্রকাশকেরা এই সিরিজ যে সব সফল বই বার করেছেন সেসময়ের জন্য তার মধ্যে সেরা হল ঘনাদার গল্প
আর এই বইখানি (হলদে পাখীর পালক)। লীলা মজুমদার যে প্রমোদ মিত্রকে তার বইটি উৎসর্গ করেছেন তা অর্থপূর্ণ।
দুজন উচ্চ দরের শিল্পীর উষ্ণ কর্মসূচী উপভোগ্য। অবশ্য দুজনের স্বেচ্ছা ধরন আলাদা, সেটা হতেই হবে। শিল্প-
কৌশল শিল্পীরই নিজস্ব। কিন্তু একটা বিষয়ে এদের কোথায় যেন মিল। এরা ছোটদের জগৎ চেনেন ভালো করে এবং
সেই মন আর পরিবেশকে আবার আত্মীয় করে নিতে জানেন অন্যায় সহানুভূতি দিয়ে অনুকম্পা দিয়ে নয়। উভয়েই
স্যাটুরেশন রচনায় সিদ্ধহস্ত। তার একটি ফর্ম—কৈজ্ঞানিক গাজাখুরি অথবা বিজ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে উদ্ভট মিথ্যা
কল্পনা। এটি প্রমোদর। আর একটি ফর্ম—স্বপ্নজালের সুকৃৎ সূতো বোনা। হাস্য মিথ্যা কথা আর ছবি দিয়ে একটি
সত্যকল্প জগৎসৃষ্টি। এটি লীলা মজুমদারের। সংগতি আর অসংগতির টানাপোড়েন যে 'শট-সিনক' তৈরি হয়, তার দাম
অনেক। যেমন তার জমি তেমন তার বাহার।....."

এবারের পুজায় প্রকাশিত ছোটদের আরো পাঁচটি বই

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চাইবুড়োর পুঁথি ৩, জয়ন্ত চৌধুরীর হাওয়া বদল ৩,
শিবরাম চক্রবর্তীর চুলচেরা লোথলোথ ২, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দা, ভূত ও মানুষ ২,
হাসির গল্পের সংকলন — শব্দ হাসির গল্প ৫,

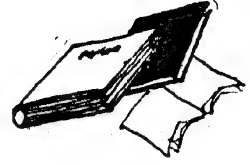
নীহাররঞ্জন গুপ্তর সুবৃহৎ উপন্যাস হাসপাতাল (৩য় সংস্করণ) দাম ৬,
(আমাদের এই উপন্যাসটি চলচ্চিত্র রূপায়িত হচ্ছে)

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
গ্রাম ৪ কালিকাট ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন ৪৪২৬৪২

দেশ

একটি গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্ত। এটি সেই চিঠি যার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি সারা জীবন ধরে। বিদেশের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছেলের সাফল্যের খবর আছে এতে। তাঁর পরিমিত আয়ের মধ্যে তিনি ছেলেকে বিদেশে পাঠাতে পারলেন কি করে? জীবন বীমার মাধ্যমে অবশ্যই। যখন তাঁর ছেলে শিশুমাত্র ছিল, তখনই সুবিবেচনার বশবর্তী হয়ে তিনি একটি এডুকেশনাল্ এন্ডুইটি পলিসি ক্রয় করেছিলেন।

যদি আপনি এই দিনটির কথা না ভেবে থাকেন, তবে আজই একজন জীবন বীমার এজেন্টের কাছে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিন না?

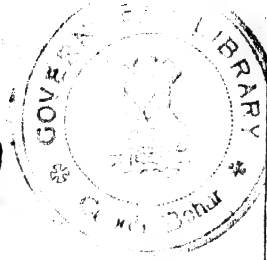


ছেলের চিঠি



লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া

মুদ্রাপত্র



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চো ওউ, ১৭ই অক্টোবর, '৫৯ (কবিতা)—		
শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	...	২৮
সূর্য নেই (কবিতা)—শ্রীজ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়	...	২৮
স্বর্গের পাহাড় : হারেম এল শেরিফ—		
শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৯
তিন দিন তিন রাত—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	৩০
স্মৃতি চারণ—শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	৪১

৥ ন্যাশনালের কয়েকটি বই ৥

নরহরি কবিরাজ

স্বাধীনতার

সংগ্রামে বাঙালি

(পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর কোম্পানির রাজত্বের গোড়া পত্তনের যুগ থেকে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে বাংলাদেশের গৌরবময় অবদান ও প্রায় ২ শতাব্দীকালের ইতিহাস ও আন্দোলনের সামাজিক পটভূমিকার তথ্য সমৃদ্ধ বিবরণ বিবরণ লেখক উপস্থাপন করেছেন।

...কৃষক ও শ্রমিক-আন্দোলন সম্বন্ধে নরহরিবাবু এমন অনেক তথ্য সংকলন করেছেন যা বাঙালির পুস্তকাকারে হাতের কাছে পাওয়া যায় না। এমক থেকে আলোচ্য বইটির বিশেষ মূল্য আছে।"

—কবিরাজের পরিচয়

...বইটি শুধু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বরূপকেই নতুন করে বোঝায়, বই শতাব্দীর সমাজ সংস্কৃতি বুঝিয়ে দেয় এবং ভারী লেখকদের পথ নির্দেশও সহায়তা করেছে।"

—হৃদয়ান্তর

দাম : পাঁচ টাকা

এল নটরাজন

ভারতের কৃষক বিদ্রোহ

১৮৫০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে ভারত-বর্ষে একাধিক কৃষক-বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস।

দাম : ০.৮৭

মুক্তফর আহমদ

কৃষক সমস্যা

কৃষক প্রাদেশিক কৃষকসভার প্রথম রাজ-নৈতিক ও সাংগঠনিক দলিল।

দাম : ০.৫০

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার

প্রথম যুগ

দাম : ০.৩৭

গোলাম কুদ্দুসের

একসঙ্গে

শ্রমিক আন্দোলনের প্রাণবন্ত রিপোর্ট

দাম : দু' টাকা

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লি:

১২ বকিংহাম স্ট্রীট, কলকাতা ১২
১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা ১০

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত

দেশবন্ধু স্মৃতি

দেশবন্ধু, সম্বন্ধে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বাঙালির আর বাহির হয় নাই। সাহিত্যিকগণ কতৃক উৎসাহিত। চমৎকার কাণ্ডাই। মূল্য : দশ টাকা মাত্র

প্রশান্ত চৌধুরীর অধুনাতম উপন্যাস

সমান্তরাল

সাঁওতাল পরগণার ছোট একটি প্রসূতি সন্দকে কেন্দ্র করে রত্ন, বিচিত্র চরিত্রের কলকবন্ধুদের যে অনামনা কাহিনী উঠল গড়ে, কে তার প্রধান চরিত্র? কলসা না সুনন্দা? জোলা না রতন? মূল্য : ৩.৫০

ডাঃ মাখনলাল চৌধুরীর নবতম বই

বামাংগে বাক্স সত্যতা

গামারগের বাক্সসমূহ সম্বন্ধে এধরণের বই বাঙালির একেবারে নতুন। বহু গবেষণা-মূলক তথ্য এবং অনেক কিছু নতুন জিনিষ এই বইতে পাঠ্য। দাম : ৫.

প্রমথনাথ বিশারী বিশিষ্ট গ্রন্থ

বাংলার কাব

বাংলার প্রখ্যাত কাবির জীবনী ও কাব্য সমালোচনা। দাম : ৫ টাকা

অধ্যাপক সুখময় মথোপাধ্যায় রচিত

১। কৃষ্ণবাস পার্শ্বচয়

এ বইএ কৃষ্ণবাস সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য একত্রে সংকলিত হয়েছে এবং কৃষ্ণবাসের সুলতান মুকুন্দলাল বারবক শাহের সভায় গিরিহিলেন, তাহা প্রমাণ করা হয়েছে। ১-২৫

২। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম

আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণিক গবেষণা গ্রন্থ। দাম : ৫.৫০

সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন বই

বাংলা সাহিত্যের চতুর্কোণ

বাংলা সাহিত্যের রম্যচর্চা, নাটক, উপন্যাস ও ছোট গল্প চতুর্কোণে এ বইতে আলোচনা করা হইয়াছে। বিভিন্ন সাহিত্যিক, সমালোচক এবং বিভিন্ন পত্রিকা ও সংবাদপত্র কতৃক প্রশংসিত। দাম : ১.৭৫

শ্রীগুরু, লাইব্রেরী, ২০৯, কনওয়ার্লিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ফোন : ৩৪-২১৮৪

একান্ত নিজস্ব

শিশুশিক্ষা*

ম্যাকলীনস্

পেরস্‌আইড টুথপেস্ট



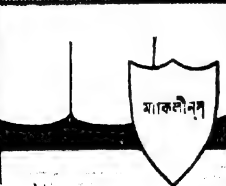
সব চেয়ে বেশী
* পরিষ্কার করে।

আপনার দাঁতের ওপর পের-পারথের
অপরিষ্কার ও বীজাণুসমূহ আচ্ছাদন
পড়ে থাকলে ম্যাকলীনস্ এর একান্ত নিজস্ব
'লিপসেড' সনাতন হার ডায়েনাম
ব'র এর প্রয়োগের ফলে দাঁতের
এই আচ্ছাদন ইচ্ছা করে আপ-
নার দাঁতকে আরও স্পষ্ট করে
পরিষ্কার করে।



সব চেয়ে বেশী
* সাদা করে।

ম্যাকলীনস্ এর শুধুমাত্র 'পের-
স্‌আইড' দাঁতের বিশেষ দাগ ও বস বঃ
তুলে আপনার দাঁতগুলিকে ককতকে
সাদা করে তোলে।



সব চেয়ে বেশী
* রক্ষা করে।

আপনি যথার্থই অনুভব করবেন
ম্যাকলীনস্ এর অপূর্ণ তাজা আত্মা
দাঁতের মাড়িকে শক্তিশালী করে এবং
অস্বাভাবিক বীজাণুকে রোধ করে।



সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে। * সবচেয়ে বেশী সাদা করে।
সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।

এই তিনটি গুণের অপূর্ণ সমন্বয়ই ম্যাকলীনস্ এর
একান্ত নিজস্ব বিশিষ্টতা।

আরও পরিষ্কার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য
আজই ম্যাকলীনস্ কিনুন।

মুদ্রা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রথম কদম ফুল—শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	৫১
সবুজ পাতার ডাক—শ্রীহারীতরুণ দেব	...	৫৫
বিশ্ববিচিত্রা	...	৬১
ট্রামেবাসে	...	৬৩
চিত্রপ্রদর্শনী	...	৬৪
বৈদেশিকী	...	৬৫
পুস্তক পরিচয়	...	৬৭
রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর	...	৭০
খেলার মাঠে—একলব্য	...	৭৭
সাপ্তাহিক সংবাদ	...	৮০

* অভাবনীয় লেখনীপ্রসূত অতুলনীয় উপন্যাস *

অবধূত

বিবীচিত

দেবারিগণ

গুপ্ত প্রকাশিকা

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

বৃহত্তম প্রকাশিত হইল

রম্যাণি বীক্ষ্য

সৌরাষ্ট্র পর্ব : মূল্য ৬.০০

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী আজ বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর 'রম্যাণি বীক্ষ্য'র নতুন পরিচরণ নিতান্ত আবশ্যিক। এই বিরাট দেশের বিপুল ঐশ্বর্যকে তিনি 'রম্যাণি বীক্ষ্য'র পর্বে পর্বে রূপ দিয়ে যাচ্ছেন। এ পর্যন্ত তিন পর্ব প্রকাশিত হয়েছে— দক্ষিণ-ভারত পর্ব, কালিদাস পর্ব ও রাজস্থান পর্ব। এবারে সৌরাষ্ট্র পর্ব প্রকাশিত হাল।

এই গ্রন্থ সৌরাষ্ট্রের শাস্ত্র প্রমণ-বৃত্তান্ত নয়। ভ্রমণের সঙ্গে উপন্যাসের স্খা সঞ্চারে ইহা রাসাভীর্ণ শিল্পকর্মের অপর নিদর্শন। বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধতর হইল। আসোকাচিত্রসম্মিলিত মূল্যবান বই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে

বাসালার অবজাগরণ

মূল্য : ৭.০০

ডঃ সূর্যসীলকুমার গুপ্ত

এম. এ.সি., এম. এ., ডি. ফিল.

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাসালার সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতিতে যে অব-জাগরণ দেখা দেয় তার ব্যুৎপত্তি কবি-সমাজের প্রথেকারের লেখনীনিপুণতা সত্যকার রাসাভীর্ণ মর্মালোচনা হতে উদ্ভূত।

কাশ্মীর পরিভ্রম্য

মূল্য ২.০০

শ্রীনিমলীকিশোর গুহ

দোকমের জীলা-নিকটস্থ কাশ্মীর। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জাঁজ ও ইহার অতীত ও বর্তমান জানিতে হইলে এই গ্রন্থ অপরিহার্য।

এ. মৃধাজী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বার্কম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২

সার্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

কর্তৃক সংকলিত

ও অন্যান্য প্রখ্যাত দার্শনিক কর্তৃক লিখিত

গ্রাচ্য ও গাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস

॥ প্রথম ভাগ — প্রথম খণ্ড ॥

উপনিষদ, বেদ, মনু, কোটিল্য, বিষ্ণু, ভগবদ্গীতা, চার্বাক-দর্শন, জৈন-দর্শন, বৌদ্ধ-দর্শন, ন্যায়, বৈশেষিকী, সাংখ্যযোগ, পুর্বমীমাংসা ইত্যাদি বিষয়ে দেশবিহীন দার্শনিকদের জ্ঞানগর্ভ অতুলনীয় রচনা। সহজবোধ্য প্রাজ্ঞ বাঙালয় অনুদিত, প্রাজ্ঞজন ও চিন্তাশীল পাঠকদের পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্থ। ভূমিকা ও মূখবন্ধ লিখেছেন যথাক্রমে মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। দাম—সাত টাকা।

বুদ্ধদেব বসুর

নতুন উপন্যাস

শোণগাংগু

মুক্তিগ্রামের মূখোশ উন্মোচনে এই উপন্যাসের নামকরণ যেমন অভিনব ও তাৎপৰ্যময়, কাহিনীটিও তেমনি বিচিত্র চরিত্রের সুনিপুণ সিলেব্রেশনে রীতিমতো উপভোগ্য। বুদ্ধদেব বসুর বিশিষ্ট প্রতিভার সমুজ্জ্বল নতুন ধরনের উপন্যাস। দাম—চার টাকা।

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত

আধুনিক বাংলা কবিতা

রবীন্দ্রনাথ সহ সাতান্ন জন বিশিষ্ট আধুনিক কবির দৃশ্যে একটি কবিতা এই মনোজ্ঞ সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে। সুমুদ্রিত চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হল। দাম—৬.০০

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

প্রাচীন মিশর

প্রাচীন মিশরের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনার মনোজ্ঞ গ্রন্থ। সাবলীল ভাষা ও রচনানৈপুণ্যে উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। বহু চিত্রে সমৃদ্ধ। দাম—৫.৫০

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

জাপানে

বাংলা সাহিত্যের অসামান্য বই
দাম—৬.৫০

অপরাজেয় কথাশিল্পী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পথের দাবী ৬-০০

বিপ্রদাস ৫-০০

দত্তা ৩-৫০

শেষের পরিচয় ৪-৫০

পারিণতা (নাটক) ১-৫০

শ্রীকান্ত " ২-৫০

ছোটদের শ্রীকান্ত ২ ৫০

এ ছাড়া শরৎচন্দ্রের সমৃদ্ধ রচনা মোট তেরটি খণ্ডে 'শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ' নামে প্রকাশিত হইবেছে। এ-পর্যন্ত বারোটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। সুদৃশ্য রেজিনে মজবুত বাঁধাই। প্রতি খণ্ডের দাম নয় টাকা।

সম্প্রতি প্রকাশিত অন্যান্য বই

নবনীতা দেবের

প্রথম প্রত্যয়

কবিতার বই। দাম—১.৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

দাম—৫.০০

রাজশেখর বসু

মহাভারত

দাম—১২.০০

সুলেখা সরকার

রামায়ণ বই

দাম—৪.০০

অপূর্বরতন ভাদুড়ীর
নতুন গ্রন্থ

মন্দিরময় ভারত

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মন্দিরময় ভারত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বোম্বাইয়ের এলিয়ান্টা দ্বীপের গুহামন্দির, ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দির, উড়িষ্যার উদয়গিরি খণ্ডগিরি প্রভৃতির সরস বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। একাদারে ভ্রমণ-কাহিনী ইতিহাস ও স্থাপত্যের বিশদ আলোচনায় মজাবান গ্রন্থ। গুহামন্দিরগুলির নানা চিত্র সম্বলিত। দাম—সাত ছয় টাকা।

নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী
সম্পাদিত

কাব্য দীপালি

'কাব্য-দীপালি' প্রবীণ ও নবীন সমৃদ্ধ বিশিষ্ট কবির সুনির্বাচিত কবিতার বহু সংকলন গ্রন্থ। বহুদিন পরে পরিবর্তিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল। দাম—সাত টাকা।

পরশুরাম

আনন্দীবাসী

... ৩.০০

গজলিকা

... ৩.০০

নীলতারা

... ৩.০০

কৃষ্ণকলি

... ২.৫০

গল্পকল্প

... ২.৫০

হনুমানের স্বপ্ন

... ২.৫০

ধনুতুরীমায়া

... ৩.০০

দীপক চৌধুরী

এই গ্রন্থের ক্রন্দন

... ৬.০০

কুমারী কন্যা

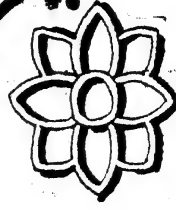
... ৫.০০

রোয়াক

... ৩.৫০

এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 7th November, 1959.

২৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২০শে নভেম্বর, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর বঙ্গ ভারতীর সেবা করিয়া 'দেশ' পত্রিকা সাতাশ বৎসরে পদাৰ্পণ করিল। আমাদের পক্ষে ইহা পরম সৌভাগ্য। যাহাদের সহানুভূতি, অনুরাগ ও সহযোগিতা আমাদের আরম্ভ কর্ম সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছে, তাহাদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ভবিষ্যতেও ইহাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইব না—এই ভরসা রাখি।

প্রায় তিন দশক হইতে চলিল, 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হইতেছে। একটি বাঙালী সাপ্তাহিকের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নয়। সম্ভবত বাঙালী সাপ্তাহিকের ইতিহাসে এইমুখ উদাহরণ আর নাই। ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে যখন 'দেশ' সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকরা এক মূহুর্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিলঃ "সাহিত্যিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিক—সকলের সাহচর্যে মানবজাতির সমুচিত জ্ঞানভাণ্ডারে বর্তমান ভগবতের চিন্তা-মন প্রবাহের সহিত দেশের আপামর সাধারণের পরিচয় সাধন....."। তাহাদের এই আদর্শই আমাদেরও অনুপ্রেরণা।

সেদিন পত্রিকাটির উদ্দেশ্যের ভিতর একটি রাজনৈতিক চেতনাও প্রচ্ছন্ন ছিল। প্রয়োজন বশে এই চেতনার প্রতি ইঙ্গিত তখন বেশি দৃষ্টি দেওয়া হইত। কিন্তু ইহা সত্য যে, কেবলমাত্র রাজনীতি 'দেশ' পত্রিকার আদর্শ ছিল না। জাতীয় জীবনের—বিশেষত বাঙালীর সম্প্রসারিত-মূলক সকল বিষয়ে আলোকপাত করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার সমৃদ্ধি সাধনে 'দেশ' পত্রিকা সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া চলিতেছে।

অতীতে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটিকে

আমাদের নববর্ষ

নানা বাধাবিঘোর সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। রাজরোষ তাহাকে মাঝে মাঝে বিপর্যস্ত করিয়াছে, কখনও না সংস্কার-পন্থীদের রক্তচক্ষু ইহাকে ভীত করিয়া হোলার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু আমরা যে-পথ ন্যায় ও নীতিসঙ্গত বলিয়া

বিজ্ঞপ্তি

প্রখ্যাত নট ও বঙ্গ-রংগমঞ্চের প্রবীণ শিল্পী শ্রীঅর্যদত্ত চৌধুরীর শিল্প-জীবনের নানা প্রশ্ন ও সমস্যা-জড়িত 'মৃতিকথামূলক রচনা' নিজের হারায়ে খুঁজি' আগামী সংখ্যা হইতে দেশ পত্রিকায় ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক—দেশ

ভাবিয়াছি, সেই পথে চলিয়াছি—পথভ্রষ্ট হই নাই। জনসাধারণের সহিত আমাদের মানসিক বৈষম্য যদি তেমন উৎকট হইত, তবে আজ ছাব্বিশ বৎসর ধরিয়া এই পত্রিকা দিনে দিনে অধিকতর জনপ্রিয় হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিত না। অস্তুত এই একটি মাত্র লক্ষণ হইতেই বলিতে পারি, ভিন্ন রুচি বাঙালী পাঠকের পাঠতৃষ্ণা মিটাইবার আয়োজনে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই।

প্রসঙ্গত আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করিতে হয়। 'দেশ' পত্রিকার ছাব্বিশ বৎসরের সাধনায় বাঙালী সাহিত্যের কতখানি সমৃদ্ধি হইয়াছে—তাহার হিসাব দাখিল করা আমাদের কর্তব্য নয়। কিন্তু এই ছাব্বিশ বৎসরের ইতিহাস অস্তুত এইটুকু সাক্ষ্য দিতে পারে যে, যে-সকল

প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক আজ বঙ্গভাষার গৌরব—তাহাদের অধিকাংশের রচনা প্রকাশের সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। অধুনা বাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতেছেন, তাহাদেরও অধিকাংশ এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ভবিষ্যতে—ইহারাও বঙ্গভাষার গৌরব হইতে পাবেন।

'দেশ' পত্রিকা কখনও কোনো দলগত আধিপত্যের সুযোগ দেয় নাই, কোনো সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়াও তাহার নীতি নয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই পত্রিকার ভূমিকা দলমতনির্বিশেষে নিরপেক্ষ। দেশের ও দেশের বাহা কল্যাণকর হইবে বলিয়া আমরা মনে করি, নির্বিধায় তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই না—ভবিষ্যতেও হইব না। সাহিত্য বিষয়েও আমাদের যুক্তিহীন গোঁড়ামি নাই। বিশ্বের অন্যান্য দেশে সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে যে-সকল নতুন চিন্তা ও ভাবধারা প্রাধান্য লাভ করিতেছে, আমরা সে-বিষয়ে যথাসাধ্য অবহিত থাকিতে চেষ্টা করি ও শিল্প-সংস্রাভ পরীক্ষানিরীক্ষায় উৎসাহ দান করিয়া আসিতেছি।

আধুনিক মানুষ বর্তমান বিশ্বের নব নব বিপ্লব ও আবিষ্কার সম্পর্কে সদাকৌতুহলী। বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজগঠন প্রভৃতি বিষয় পাঠকের উৎসাহ অপরিসীম। দ্রুতত পাঠক সম্প্রদায়ের মানসিক চেতনাকে যোগোপযোগী করার প্রয়াসে সাধানুমায়ী চেষ্টা হইতে আমরা বিরত হই না।

'দেশ' পত্রিকার নববর্ষে আমরা আমাদের প্রয়াসের বিষয় নিবেদন করিলাম। আমাদের আদর্শ ও অনুপ্রেরণার ইঙ্গিতও দিয়াছি। ভবিষ্যতে যাহাতে আমাদের কর্তব্যকর্ম আরও সচাচরূপে সম্পাদন করিতে পারি, আজ পত্রিকার নববর্ষে তাহাই কামনা করি।

প্রদর্শিত

চীনা সৈন্য কর্তৃক ভারতীয় পুলিশ দলের উপর অতর্কিত গুলীবর্ষণের ফলে সতেরোজন ভারতীয় নিহত এবং আরও অনেকজন ধৃত হয়েছে। এই সংবাদে ভারতবর্ষে ষাথেন্ট চাণ্ডলোর দাউট হয়েছে। দক্ষিণ লাডাকে ভারতীয় সীমানার অভ্যন্তরে ৪০ মাইল প্রবেশ করে তারা এই কাণ্ড করে গেছে। ভারতীয় সীমানা লঙ্ঘন এবং ভারতীয় প্রহরীদের উপর আক্রমণ এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বেই তারা ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করে লোংজু এবং উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বড়া ছোট্ট ও গুনুসা গোচারণ ভূমি দখল করে নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষ থেকে লম্বাঘাতি প্রতিবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু ফল হয়নি। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ভারতীয় কমিউনিস্ট দলের শ্রীঅজয় ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন নেতা চীনের মাও সে তুং, চৌ-এন লাই প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সংগে আলোচনাসভে ফিরে এসে যখন আশ্বাস দিলেন, চীন আপোস-আলোচনায় আগ্রহশীল, ভারতের সংগে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার আভিপ্রায় তার নেই এবং আর নতুন কোনো সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই, ঠিক সেই সময়েই এই অতর্কিত আক্রমণ ঘটল।

লাডাক অঞ্চলে চীন সীমানার অভ্যন্তরে বৎসর দুই আগেই চীনারা রক্তা ঠাইর করেছে নিশ্চয়ই সামরিক উদ্দেশ্য নিয়েই। ভারতীয় কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে চীনের আক্রমণাত্মক নীতি এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শান্তি কামনার মিথ্যা স্বেচ্ছাকারের অন্তরালে এই নীতি নির্ব্বাদে কাজ করে চলেছে। কখনও উত্তর-পূর্বে, কখনও উত্তর-পশ্চিমে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত সৈন্য-বাহিনী হাতে ছেড়ে দেওয়ার পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হানা দিচ্ছে। এদিকেও সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হবে নিশ্চয়ই। তখন চীনের দৃষ্টি কোথায় পড়বে কে জানে! হয়তো স্বেচ্ছাকার্য ও শান্তি কামনার আবরণ তখন ছিঁড়ে যাবে।

এই রকম একটা সম্ভাবনার আশংকা ভারতবর্ষের জনসাধারণের এবং সকল রাজনৈতিক দলের মনেই জেগেছে। বাদে অবশ্য কমিউনিস্ট দল। কিন্তু সেই দলেরও একটা প্রবল অংশ এই ঘটনায় উত্তেজিত হয়েছেন। দলের মধ্যে ভাঙনের আশংকা দেখা দিয়েছে। উভয় অংশের বিভিন্ন নেতার বিবৃতি থেকে আশা হচ্ছে, অন্য অংশ বৈদেশিক কমিউনিজম্ ভ্রাতৃদের স্বেচ্ছাকার্য কাটিয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত হয়তো দলের ঐক্যরক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হবেন। সেই সংগে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, শ্রীনেহেরুর দুর্বল নীতি চীনের আক্রমণ নীতিকে প্ররম্ব দিচ্ছে। ফাঁকা হৃদয়কারে কাজ হবে না।

দুইয়ের বিষয় ভারতের পূর্ব সীমান্ত নিয়ে পাকিস্তানের সংগে দীর্ঘকাল থেকে যে বিরোধ ও ছোট-খাটো সংঘর্ষ চলছিল তার আপোস-মীমাংসা হয়ে গেছে। সদীর স্মরণ সিং এর জনো লেফটেন্যান্ট জেনারেল শেখের প্রশংসা করেছেন এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল শেখ সদীর স্মরণ সিং-এর। এর ফল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু আপোস দেওয়ান-দেওয়ার ব্যাপার। এই আপোস আমবা টুকেরগ্রাম ফিরে পেরেছি, কিন্তু বেরুবাড়ির অধিকাংশ এবং পাথারিয়া জংগল পাকিস্তানের মধ্যে চলে যাবে।

কিন্তু এই আপোস লাভ-লোকসানের প্রশ্নের চেয়ে বড় হচ্ছে, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা। এবং সম্প্রীতির বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে চীনের পররাষ্ট্রনীতির জন্যে। এই নীতি পাকিস্তান এবং ভারত উভয়ের পক্ষেই আশংকাজনক। তা ছাড়া এর পরে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে যে গোলযোগ চলছে তারও আপোস-মীমাংসার অসম্ভবতার কথাও শোনা যাচ্ছে। বর্তমান আপোসের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ভবিষ্যতে যাতে আর বিরোধ না বাধে অথবা বাধলেও অতি দ্রুত তার ফসে মীমাংসা হয় তারও নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। পাকিস্তানের সংগে ভারত কোনদিনই বিরোধ চাকনি। দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র (এবং যা একদিন একই রাষ্ট্র ছিল) যাতে শান্তির মধ্যে নিজ নিজ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারে সেই কামনাই করেছে। তাই আপাত লাভ-লোকসানের হিসাব না করে এই আপোসকে অভিনবদন চানিয়েছে। অবশ্য রাজনীতি ক্ষেত্রে আপোসের মূল্য সম্বন্ধে কেউ নিশ্চিত হতে পারে না। আজকের আপোস কাল ছেঁড়া-কাগজের টুকরায় পরিণত হতে পারে। তবু আশা করব, নিজের নিজের স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই উভয় রাষ্ট্র উত্তরোত্তর অধিকতর সংখ্যার পথে অগ্রসর হবে।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই নাগারা সমস্ত নাগা-অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বাধীনতা দাবী করেছিল। এই নিয়ে যথেষ্ট অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। মাঝে মাঝেই সংঘর্ষ বাধছিল। এবং তাদের উস্কানি দেবার লোকেরও অভাব ঘটেছিল। মোককচাঙে সম্প্রতি নাগা জাতি সম্মেলনে

তিন হাজার প্রতিনিধির সর্বসম্মতিক্রমে ভারতীয় রাষ্ট্রের অধীনে নাগা পাহাড় ও টুয়েনসাং অঞ্চলটিকে একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই অঞ্চল এখন আসামের অন্তর্গত।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে এখানেও ভারতের অন্তর্গত অন্যান্য রাষ্ট্রের অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হোক। কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত হলে সেই শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বাহে। বিভিন্ন নাগা উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি পরামর্শদাতা সমিতি গঠিত হবে। সেই সমিতির ব্যবস্থা মত নির্বাচন পরিচালিত হবে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো আইন সভা ও মন্ত্রিসভা গঠিত হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলোচনার জন্যে শীঘ্রই নাগা প্রতিনিধিদের একটি দল দিল্লি যাচ্ছেন। অবশ্য হলে সমস্ত নাগা উপজাতি এই শাসনব্যবস্থার মধ্যে আসছে না। কয়েকটি উপজাতি এখনো ক্ষুব্ধ হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যবস্থায় সম্মত হলে অবশিষ্ট অঞ্চলেও এই শ্রেণীর শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন অসম্ভব হলে না, অবশ্য যদি তারা বিশেষ ই মনোভাব পরিচয় করেন।

উত্তর প্রদেশের কানপুরে এলাহাবাদ, বারাণসী, আগ্রা ও লাক্কী এই পাঁচটি শহরে এখন থেকে কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হলে। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত অনেকদিন গৃহীত হলেও নানা অলংকারে নির্বাচন বিলম্বিত হচ্ছিল। সম্প্রতি এর নির্বাচন ফল প্রকাশিত হয়েছে। ভোটে দেখা যায়, লাক্কী ছাড়া অন্য চারটি শহরে কংগ্রেসই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। লাক্কীতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে জনসংঘ। কয়েকজন স্বতন্ত্রের সাহায্যে জনসংঘ লাক্কী কর্পোরেশনের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করতে পারে। উত্তর প্রদেশের রাজধানী শহরে জনসংঘ দলের সদস্য মেয়র হবেন এ কম্পনা কয়েক সংস্থা আগেও কেউ করতে পারেনি।

কমিউনিস্ট দল এবং প্রজাসোস্যালিস্ট দল কোথাও খুব সুবিধা করতে পারেনি। স্বতন্ত্রেরা খুব অধিক সংখ্যায় সবুর্বেই জয়লাভ করেছেন। যে চারটি শহরে কংগ্রেস বিজয়ী হয়েছে সেখানেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুব বেশি নয়। সুতরাং পাঁচটি শহরেই কর্পোরেশনের পরিচালনাভার পেতে হলে কিছু সংখ্যক স্বতন্ত্র সদস্যের সমর্থন পাওয়া দরকার। বলা বাহুল্য কংগ্রেসের এই অবস্থায় জনো উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ অনেকখানি দারী।

কৃষি-সমস্যা ও উন্নয়ন-পটিকল্পনা

গোবিন্দচন্দ্র মন্ডল

পারিকল্পনার কথা

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি রচনার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। জাতির প্রয়োজনের সংগে সামগ্রিক রকমে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন নির্মাণ-কার্যের লক্ষ্য স্থির করা হচ্ছে। বিভিন্ন উৎপাদন, নির্মাণ-কার্য এবং হিতসাধন বিভাগের মধ্যে নিজ নিজ উন্নয়নের লক্ষ্যানুসারে অর্থবিনিয়োগের বরাদ্দও হচ্ছে। খুব সাধারণ সত্য হল যে এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, কৃষি বা শিল্প পণ্যের উৎপাদনের বেশীর ভাগ দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব এখন পর্যন্ত এদেশে বেসরকারী হাতেই ন্যস্ত আছে। দেশের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অর্গণিত শিল্প-সংস্থার হাত দিয়েই নানাপ্রকার শিল্প পণ্যের জোগান হয়। দেশের অর্গণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের খামার থেকেই আহরণ করতে হয় আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য। লেহা, বিনায়ে, সমরোপকরণ প্রভৃতি কার্যকরী মাত্র পণ্যের উৎপাদন ক্ষেত্রে সরকার প্রত্যক্ষভাবে অর্থসহায়তা দেয়। সুতরাং জাতির বিভিন্ন উৎপাদন বিভাগ যে সমস্ত লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে, তার পরিপূরণ নিশ্চিত করতে বেসরকারী বা জনসাধারণের স্বাধীন উন্নয়নের উপর সরকার শাখা জোগাড়ের প্রেরণা, বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা, যথার্থ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং অর্থসহায়তা। এখানে কৃষি উৎপাদনের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হবে।

খাদ্য-সমস্যা ও উন্নত খাদ্য

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আজ সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনীতি কৃষকের মুখোপেক্ষী হয়ে আছে। এটা যে শব্দ খাদ্যের জন্যই, একথা বললে সম্পূর্ণ সত্য বলা হবে না। কৃষকের নিকট হতে খাদ্যের জোগাড় হয়, সুতরাং তাদের নিজেদের খোরাক বাদে যত বেশী খাদ্য উন্নত থাকবে, যারা খাদ্য তৈরী করছে না—ঘরবাড়ি, রাস্তা, পথ প্রভৃতির নির্মাণকার্য অথবা যন্ত্রপাতি শিল্প-পণ্যাদির উৎপাদনে নিযুক্ত, তাদের পক্ষে খাদ্য পাওয়া ততই সর্বিধজনক হবে। কৃষক যদি উন্নত খাদ্য সৃষ্টি না করে, অন্য লোকদের প্রয়োজনমত খাদ্য জোগান দিতে সমর্থ না হয়, তা হলে শিল্প-পণ্যাদির উৎপাদন বা যাবতীয় নির্মাণকার্য সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে পারবে না। উন্নত খাদ্যই আজ হলে দেশের মুখশ্রী। একদিকে দেশের নানাবিধ সংগঠন কার্যে নিযুক্ত

নাভানার বই

ক বি তা

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৪.০০
বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা	৪.০০
শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর ॥ বৃন্দদেব বসু	২.৫০
পালা-বদল ॥ অমিয় চক্রবর্তী	২.০০
কঙ্কাবতী ॥ বৃন্দদেব বসু	৩.০০
নরকে এক ঋতু ॥ রায়বো। অনুবাদ—লোকনাথ ভট্টাচার্য	২.০০

গল্প সংগ্রহ ও উপন্যাস

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প	৫.০০
এক অঙ্গে এত রূপ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩.০০
ফারিাদ (উপন্যাস) ॥ দীপক চৌধুরী	৪.০০
সমুদ্র-হৃদয় (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৪.০০
বসন্তপঞ্চম ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২.৫০
গড় খ্রীখন্ড (উপন্যাস) ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার	৮.০০
মীরার দুপূর (উপন্যাস) ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	৩.০০
মেঘের পরে মেঘ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩.৭৫
তিন তরণ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৪.০০
চার দেয়াল (উপন্যাস) ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষ	৩.০০
বন্ধুপত্নী ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২.৫০
গ্রামবীর জন্য ॥ প্রতিভা বসু	২.৫০
নীল ভূইয়া (উপন্যাস) ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার	৫.০০
মনের ময়ূর (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩.০০
বিবাহিতা স্ত্রী (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩.৫০

প্রবন্ধ ও বিবিধ রচনা

আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ॥ দীপ্ত ত্রিপাঠী	৭.৫০
পলাশির যুদ্ধ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪.০০
সব-পেয়েছিঁর দেশে ॥ বৃন্দদেব বসু	২.৫০
রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম ॥ মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়	৬.০০
স্মৃতিরঙ্গ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়	২.৫০
রক্তের অক্ষরে ॥ কমলা দাশগুপ্ত	৩.৫০
সময়টা কেমন যাবে ॥ জ্যোতি বাচস্পতি	৩.০০

কিশোর সাহিত্য

মিঠুয়া ॥ সমর চট্টোপাধ্যায়	১.০০
অবন পটুয়া ॥ সমর চট্টোপাধ্যায়	২.০০

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পসংগ্রহ

চির দু পা

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাডর্ভিনউ, কলকাতা ১৩

প্রায়শঃ প্রয়োজন মিটিয়ে অন্য দিকে যাবকের হাতে অধিকতর অর্থ এনে দিয়ে—শহরজাত শিল্প-পণ্যাদির অধিকতর চাহিদা সৃষ্টি করে কৃষকের উৎসাহ খান্য দেশের শিল্প-সংগঠনের পথ প্রশস্ত করে তুলবে।

কৃষি-উৎপাদনের উৎসাহের কথা ভাবতে গিয়ে অনেক কিছু সমস্যার সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। মোটের উপর, যত দিন যাচ্ছে, ততই একটা ধারণা আজ মনের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে, তা এই: উন্নত বীজের ব্যবস্থা, সারের ব্যবস্থা, সেচের ব্যবস্থা আর কাজের ব্যবস্থা করলেই কৃষি-সমস্যার সমাধান হবে না। শব্দ, এই ধরনের কাজের মধ্যে কৃষি-উৎপাদনের স্থায়ী উন্নতির সম্ভাবনা—বিবেচ্য করে মূলধনসৃষ্টিকারী ক্রমবর্ধমান উৎসাহের সম্ভাবনা কোনো দিনই কার্যকরী হবে না। আজ কৃষকের যথোচিত সংগঠন-ব্যবস্থার মধ্যেই কৃষি-উৎপাদনের অগ্রগতি অন্তর্নিহিত রয়েছে।

কৃষি-সমস্যার অর্থনীতি

আজ জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনার মধ্যে জমি একটিকরণের উপরে প্রতিষ্ঠিত সমন্বয়-কৃষি-ব্যবস্থা একটা নির্দিষ্ট স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, যদিও এ বিষয়ে এখনও দেশের মধ্যে সংশয়ের সম্পূর্ণ অবসান হয়নি। একত্রিত কৃষি সম্পর্কে সন্তোষজনক স্থানীয় বাস্তব অভাব নেই। সমন্বয় সম্পর্কে সংশয়ের মীমাংসা হলে উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে তার স্থান সম্প্রসারিত হবে। এখন তাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করা যাক, সমন্বয়-কৃষির সুবিধা বা সার্বজনীন কী? আগেই বলা দরকার, সমন্বয়ের ভিত্তি হল জমির একত্রিকরণ। সুতরাং এখানে জমির একত্রিকরণ থেকে কী অসুবিধা আসতে পারে, তারই বিবেচনা হওয়া দরকার; তার কারণ জমি একত্রিত না করেও অন্য ধরনের সমন্বয় যথা অগসান সমিতি, জলসেচ সমিতি, ক্রয়বিক্রয় সমিতির মধ্য দিয়েও কৃষির উন্নয়নমূলক সুবিধা লাভ হতে পারে। একসঙ্গে অনেকখানি জমি ধরে বড় বহুরে চাষ করলে তার যদি কোনো সুবিধা থাকে, তা-ই হবে কৃষি-সমন্বয়ের নিজস্ব সুবিধা।

এখন দেখা যাক, বড় বহুরে উৎপাদনের সুবিধা কেমন করে আসে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায়, উৎপাদনের এমন কতকগুলি উপাদান আছে যে, উৎপাদনের পরিমাণ বা বহুর বাড়ালেও তাদের পরিমাণ বাড়তে হয় না—তারা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। তারা অবিকাজ্য পরিমাণেই নিযুক্ত হতে পারে, অর্থাৎ উৎপাদনের বহুর কমানোর দরুন তাদের কোনো ভণ্ডাংশকে উৎপাদন থেকে অপসারিত করা যায় না অথবা কোনো একটি উপাদানের এককের একটি ভণ্ডাংশবিশেষ নিয়ে কম বহুরে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায় না। উৎপাদনের

একটি বিশেষ অবস্থায় যে-কোনো উপাদানই অপরিবর্তনীয় উপাদানরূপে দেখা দিতে পারে—তবে সাধারণত যে উপাদানগুলিকে বিশেষ করে অপরিবর্তনীয়রূপে দেখতে পাই তা হচ্ছে যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন-পরিচালকের কর্মকৃশলতা। কোনো একটি যন্ত্রের অংশবিশেষ অথবা ভালো একজন উৎপাদন-পরিচালকের অংশবিশেষ নিয়ে পরিপূর্ণ উৎপাদনের পরিধিতে আংশিক উৎপাদনের কথা ভাবা যায় না। এদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের কমতা আছে—সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের সীমায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তাদের ব্যবহার যত অধিক হবে ততই উৎপাদনের সুবিধা বা বারসংকট হবে। অধিক বহুর উৎপাদন সম্পাদনের জন্যে অপচয় ক্রম হয়—প্রমথিত বোচ হয়—তাদের ন্যূনতম উৎপাদনের ক্ষেত্র বা উৎপাদন বর্ধিস্থর কাজ লাগানো যায়।

কৃষি-সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদনের দক্ষতা-বর্ধিস্থর কারণ সংযোগ আছে, তার হিসাব নিতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভেবে দেখা দরকার:

- (১) অপচয় থেকে নিবৃত্ত প্রমথিত;
- (২) উৎসৃত প্রমথিতের প্রয়োগের দ্বারা ন্যূনতম পরিমাণে উৎপাদন;
- (৩) সমন্বয়ের মাধ্যমে ন্যূনতম উৎপাদনের মূলধন বিনিয়োগের সংযোগ।

যন্ত্রের সহযোগে উৎপাদন-ব্যবস্থা বদলিয়ে আমরা একটির চারের সুবিধার কথা ভাবতে পারি। হাল-বলদ, যানবাহন, জলসেচ-ব্যবস্থা ও সংগঠনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থার সমন্বয় হয়, যখন অনেকখানি জমি একত্রিতভাবে চাষ হয়। এই সমন্বয় উৎপাদনের অবিকাজ্য পরিমাণগুলি আমাদের হিসাব করে দেখা উচিত।

কোনো কৃষকের জমির বিধা-প্রতি উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশি হলেই তার কৃষি-ব্যবস্থা যে সর্বাধিক দক্ষতা লাভ করেছে, একথা বলতে পারি না। কারণ এই উৎপাদনের পিছনে খরচ অনেক বেশী হয়ে থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের একক প্রতি গড় ব্যয় যদি ন্যূনতম হয়, তবেই আমরা বলতে পারি, সেই উৎপাদন সর্বাপেক্ষা দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান এবং ন্যূনতম গড় ব্যয় যে একই সঙ্গে ঘটবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। বসতত ন্যূনতম সাংসদ পরিমাণও পরিবর্তনশীল। একটি নির্দিষ্ট আয়তনবিশিষ্ট জোতের একটি নিজস্ব দক্ষতম উৎপাদনের সীমা আছে; পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির যথাযথ সামঞ্জস্যের মধ্যে দিয়ে সে তার নিজের সর্বোচ্চ দক্ষতার লিখরে উপস্থিত হতে পারে। এছাড়া সমস্ত প্রকার আয়তনের জোতের

মাধ্যমে এমন একটি বিশেষ আয়তনের জোতের বিষয় আমরা কল্পনা করতে পারি বা দক্ষতম উৎপাদনের শিখরগুলির মধ্যে উচ্চতম শিখরে উপস্থিত হতে পারে, যদি অবশ্য তার বিভিন্ন উপাদানসমন্বয়ের জোতের পেতে কোনোরূপে বাধা না থাকে।

অনেক সময় ক্ষুদ্র কৃষকের ক্ষুদ্র জোতও বিধা-প্রতি সর্বোচ্চ পরিমাণ ফসল পাওয়া গেছে; কিন্তু তা সর্বোচ্চ পরিমাণ মূল্যবান পরিচালক নয়। এমনও অনেক সময় দেখা যায়, ক্ষুদ্র কৃষক তার ক্ষুদ্র জোত থেকে ন্যূনতম খরচে ফসল উৎপাদন করে বিধা-প্রতি সর্বোচ্চ পরিমাণ মূল্যবান ভোগ করেছে। এই দিক থেকে বিচার করলে কৃষি-সমন্বয়ের পক্ষ দাবী হয়ে পড়ে। কিন্তু এখানে এই প্রশ্ন তোলা যায়: বিধা-প্রতি সর্বোচ্চ পরিমাণ মূল্যবান সংগে সংগে কৃষকেরা মধ্যস্থিত, মূল্যবান কি সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভ করবে? বিধা-প্রতি সর্বোচ্চ পরিমাণ মূল্যবান বা ন্যূনতম ব্যয় কি নিরবিচ্ছিন্ন কৃষি-উন্নয়নের স্থায়ী রসদ জোগাতে সমর্থ হবে? ক্ষুদ্র কৃষকের বিধা-প্রতি মূল্যবান সর্বোচ্চ হলেও তা কি তার নিজস্ব খোরাকেই নিশ্চেষ্ট করে যাবে না?

প্রকৃতপক্ষে কৃষকের মাধ্যমিত, উপস্থিতি হবে অপরিবর্তনীয় উন্নয়নের রসদ কৃষি-সমন্বয় প্রমথিতের অপচয় দূর করে কৃষকের মাধ্যমিত, উপস্থিতির পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে।

একটা তথ্য আজকাল আমাদের কাছে খুবই পরিচয়গত হয়ে উঠেছে, তা এই যে, ক্ষুদ্র কৃষকের ক্ষুদ্র জোতই প্রমথিত নিশ্চেষ্ট হতে পারে। এমন হতে পারে, কৃষক-পরিবারের নিজ-প্রতিষ্ঠানের নিজ খোজে প্রয়োজনের অতিরিক্তভার কাজ করে থাকে, অন্য দিকে বড় কৃষকদের পরিবারকে চাষের দায়িত্ব ছাড়িয়ে যায়। সুতরাং যতই প্রমথিতক যে ক্ষুদ্র কৃষক গৃহস্থের মাধ্যমিত, উপস্থিতি হলে এতদূর কম—তা থেকে ন্যূনতম উৎপাদন বা উৎপাদন বর্ধিস্থর উপযোগী মূলধন বর্ধিস্থর আসা সম্ভব নয়, যদিও তাদের ক্ষেত্র বর্ধিস্থর বিনিয়োগের মধ্যে বিধা-প্রতি উৎপাদন অধিক হতে পারে। কিন্তু পরিবারিক জোত-গুলিকে একটির করে সমন্বয় সম্প্রতিষ্ঠিত চাষ করলে প্রমথিতের ব্যয়-সংকটের দূর্যোগ উপস্থিত বা কমতর প্রমথিতের সংখ্যা বর্ধিস্থর পারে, সুতরাং সমন্বয়কৃত কৃষক গৃহস্থ সমন্বয় মাধ্যমিত আয় বাড়বে না। এটা অবশ্য কৃষক-পরিবারের সমাজপক্ষের কর্মসংগঠনের সমস্যা। যার সমাধান কেবলমাত্র কৃষি সমন্বয়ের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে না। বিভিন্নরূপ কর্মপন্থার কথা দিচ্ছি এই সমস্যার সমাধানের কথা ভাবতে হবে। অবশ্য আমরা আশা করতে পারি, কৃষি-

সমবায় নানাবিধ নতুন উৎপাদনে মূলধন বিনিয়োগের পথ উন্মুক্ত করে দেবে। সমবায়ের মাধ্যমে খণ্ড খণ্ড জমিগুলি সংলগ্নীকৃত হয়ে একটি বিস্তৃত জমিতে রূপান্তরিত হবে; জমির মধ্যবর্তী আল-গুলি লুপ্ত হয়ে জমির অপচয় দূর করবে, ক্ষেত থেকে ক্ষেতান্তরে যানবাহনের পথ বাধামুক্ত হবে, জলসেচের সুব্যবস্থা করা সহজসাধ্য হবে, বিভিন্ন প্রকার শ্রম ও কর্মশীলতার অধিকতর সমন্বয় হবে, উৎপাদন পরিকল্পনার সংগে জমি ও শ্রম-শক্তির অধিকতর সামঞ্জস্য হবে।

সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে ক্রমাগত একত্রিত কর্মচারীর মধ্য দিয়ে একটি সংঘ-সত্তা গড়ে উঠবে—যার ফলে অর্থনৈতিক দক্ষতা অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। পরিচালনার মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হওয়ার মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হবে, নব নব উৎপাদন পদ্ধতির পথ উন্মুক্ত হবে, ফসল বিক্রয় ও চাষের নিজস্ব দরকারী কিসাসের খরিদ ব্যবস্থার মধ্যে সমবায় নীতি প্রবর্তনের সুযোগ সঞ্চারিত হবে, অধিকতর কৃষক-গণের সুবিধার সৃষ্টি করবে; তাছাড়া উদ্ভবের সৃষ্টি করে মূলধন গড়ে তোলা উৎপাদন-পরিবহন-অপরিহার্য নীতি-রূপে অনুসৃত হবে, এতে প্রচুর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের পথ ক্রমশই প্রস্তুত হবে।

প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের দক্ষতা কতখানি বাড়বে, উন্নয়নের মূলধন কতখানি সংগ্রহ করবে, আশংকিত ঐক্য-সংগঠনে প্রণতিমূলক চিন্তাধারা এবং নব নব উন্নয়নের উৎপাদন পদ্ধতি ক'সংগঠন-ব্যবস্থার অনুপ্রাণনে কতখানি সহজসাধ্য করবে, তাই নিয়ে কৃষি-সমবায়ের সমালোচনা করাতে পারে।

আপেক্ষাকৃত কৃষি-সমবায় চালু হলে কৃষকদের মধ্যে উন্নত কৃষি শিক্ষার আন্দোলন অধিকতর সফল লাভ করবে। বর্তমান ভারতীয় কৃষি-শিক্ষা-সম্প্রসারণ বিভাগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণিত কৃষকের দ্বার দ্বারে নিয়ে যেতে হয় তাদের বিনয় পসর। গোমেব সমস্র কৃষি-উৎপাদনের পরিচালনার দায়িত্ব একটি সংস্থার উপর ন্যস্ত হলে কৃষি-শিক্ষার আন্দোলন একটিমাত্র পরিচালকের সম্মুখীন হয়ে এবং নিজস্ব একটিমাত্র কর্মক্ষেত্রের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে নিজের সাফল্যের মাত্রা বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে পারে।

আজ আর-একটা সত্য ক্রমশই পরিস্ফুট হচ্ছে তা এই যে, কৃষি ঋণদান সমিতিগুলি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণসমূহ যদি উৎপাদনের সংগে সম্পর্কিত হত, তা হলে কৃষি ঋণদান সমবায়ের কার্যকারিতা বেড়ে যেত। উৎপাদনের সংগে কৃষি-ক্ষেত্রের যোগাযোগ দৃঢ় হতে পারে, যদি কৃষি-সমবায়কে কেন্দ্র করেই কৃষি ঋণদান সমিতিগুলি গড়ে উঠে।

একথা কল্প-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর প্রযোজ্যতা কম নয়। উৎপাদন, কল্প, জয়বিজয়, কোনোরূপ বান্দিক ব্যবস্থা—সব কিছুই পরস্পরকে শক্তিশালী করতে পারে, যদি তারা

সমবায়িক পরিচালনার মধ্যে একত্রিত হয় এবং কৃষি-সমবায়ের ন্যায় একটি মূল সংস্থার সহিত সংযুক্ত হয়। পারিবারিক-কৃষি-ব্যবস্থা ও কৃষি-সমবায় প্রতিষ্ঠিত হলে কৃষি-

সদ্য প্রকাশিত

কুমারেশ ঘোষ

এক আজব

গ ন গ র

সাগরের বৃকে

নগরের কাহিনী

সাদাম্পটনে বিশ্রামরত লাক্ষ্মীর লাইনারটির গন্তব্যস্থল হচ্ছে বম্বে। সাগরনগর! ভাসমান সাজানো-গোছানো ছোট এই নগরের নাগরিকেরা নানা দেশের, নানা জাতের, নানা পেশার। এক কথায় সে এক বিশ্রাট হরেকরকমবা। সানিয়াল আর রামস্বামী, এগাস্টী আর গ্রেটন দম্পতির হাসি-কান্না সংসার-সাগরের চিরকালের চূর্ণিপান্না।

॥ সাম্প্রতিক প্রকাশনা ॥

বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ

বিনয় ঘোষ

১২.০০

১ তৃতীয় খণ্ড ॥

রাজা ও মালিনা

বারীন্দ্রনাথ দাশ

৩.০০

অপারেশন

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

১.০০

মাণিক্য

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

১.০০

ডেলিকি থেকে ডেলজ

আনন্দকিশোর মুনসী

৬.০০

সিদ্ধু পারের পাখি

প্রফুল্ল রায়

৯.০০

মনোজ বসুর নাটক

আকালংগো ২.২৫ ॥ শেষ লগ্ন ২.০০ ॥ নতুন প্রভাত (পঞ্চম মুদ্রণ) ২.০০ ॥ বিজয়সুজ্ঞা যোড়াজ ১.০০ ॥ প্রাবন (চতুর্থ মুদ্রণ) ১.০০ ॥ তার সাম্প্রতিকতম দুটি উপন্যাস ॥

মানুষ নামক জন্তু

বস্তুর বদলে রক্ত

গোমস বর্সি রহস্য — সভ্যতার
মাজঘরা হরেক চেহারা! মং
শিল্পীর নৈবৃত্তিক লেখনীতে বিচিত্র
চরিত্রের অপরূপ উদ্ঘাটন। ৩.০০

দাংগা চলেছে লাহোর ও কলকাতার।
কিন্তু নীরস্ত্র অশ্বকারের মধ্যে
বিদ্যাদীপ্ত; মানুষ ভালো, সুন্দর।
আশা আর বিশ্বাস রাখ জীবনের
উপর। ২.৫০

উপন্যাস

হাস্যবিহারের উপকথা তারাসংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭.০০ ॥ পদ্মানদীর
মাঝি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩.৫০ ॥ সন্তর্ভা বনফুল ৩.৫০ ॥ জাগরী
সত্রীনাথ ভান্ডারী ১.০০ ॥ বৃষ্টি, বৃষ্টি! মনোজ বসু ৫.০০ ॥
চন্দ্রবংশী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩.০০ ॥ বনহংসী প্রবোধকুমার
মান্নাল ১.৫০ ॥ একলা গোপাল হাসদার ৩.৫০ ॥ বৈজ্ঞানিক
নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩.৫০ ॥ গঙ্গা সমরেশ বসু ৫.৫০ ॥ সূর্য-
বংশের টেউ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১.০০ ॥ প্রদীপ্তি সুধীররঞ্জন মথো-
পাধ্যায় ১.০০ ॥ মাথুর স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১.০০ ॥ চলাচল
আশুতোষ মথোপাধ্যায় ৬.০০ ॥ তামসী জরাসন্ধ ৫.০০ ॥ একটি
নমস্কারে সুবোধ ঘোষ ১.০০ ॥ মৃত্যুভক্ষণ প্রণতোষ ঘটক ৫.০০
টিকানা বদল অমরেন্দ্র ঘোষ ৫.০০ ॥ ধলোমাটি ননী ভৌমিক ৬.০০

বেংগল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-বারো

গৃহস্থের সংগঠন ক্ষম হবে, তা বলাই বাহুল্য। পারিবারিক কৃষি-ব্যবস্থার কয়েকটা নিজস্ব সুবিধা আছে—তা এইঃ এখানে স্বার্থের একা অনেক বেশী, সুতরাং পরিবারের বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং কর্ম-বিভাগ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়; কায়িক পরিশ্রমে বিমুখতা থাকে না; উৎপাদনে দায়িত্ববোধ অত্যন্ত সুদৃঢ় থাকে; এখানে ব্যক্তিগত মালিকানা আর ব্যক্তিগত দায়িত্বের দরুণ উৎপাদনে যে আত্মতৃপ্তি ও উদানুষ্ঠানগত উৎসাহের সঞ্চার হয়, তা অন্যত্র দুর্লভ। কৃষি-সমবায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত হলে পারিবারিক কৃষি-ব্যবস্থার সুবিধাগুলি লুপ্ত হবে। ক্ষতিগ্রস্তস্বরূপ এমন সমস্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে, যাতে পারিবারিক কৃষি-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সংস্কৃতি সমবায়ের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়, পারিবারিক কৃষি-ব্যবস্থার অনুরূপ শ্রম-বিভাগ, কায়িক পরিশ্রমে উন্মুক্ততা এবং কর্মের উদ্দীপনা সেখানেও প্রবর্তিত হয়। তা না হলে কৃষি-সমবায়ের সুবিধাগুলি পারিবারিক-কৃষি-ব্যবস্থার অবসানজনিত ক্ষতির মধ্যে হারিয়ে যাবে।

সমবায়ের পরীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে বর্ধমান জেলায়

অনেক কৃষি-সমবায় গড়ে উঠেছে। তাদের সমস্যা অনেক; এখানে সবকিছু আলোচনার স্থান সঙ্কুলান হতে না। তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে কৃষি-সমবায় সম্পর্কে যে কয়েকটি মূল সত্য অনুভব করছি, তাই এখানে লিপিবদ্ধ করছিঃ

সামাজিক বৈষম্য এবং জোটসমূহের অসংলগ্নতা কৃষি-সমবায়ের প্রতিবন্ধকরূপে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এই প্রতিবন্ধক দূর করার জন্য সমবায়গুলিকে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা অসংগত হবে না। অল্পসংখ্যক সভা এবং অল্প পরিমাণ জমি নিয়ে গঠিত সমবায়ের মধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতির উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। ট্রাষ্টের-চালিত কৃষি-সমবায়ের ক্ষেত্রে অবশ্য এই নীতি প্রযোজ্য হবে না; কারণ সেখানে জমির পরিমাণ বেশী না হলে ট্রাষ্টের সম্পূর্ণ ব্যবহার না হয়ে বায়বাহুল্য দেখা যায়।

কৃষি-মজুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমবায়ের মধ্যে অকর্ষিত জমির কৃষি-ব্যবস্থার দক্ষতাহ্র ও খুব বিরল নয়। এই সমস্ত সমিতির সম্ভাবনা সম্পর্কে কোনো সংশয়ের অবকাশ নাই। পরিকল্পনার একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র হবে সমবায় মারফত ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে নতুন জমি বণ্টন ও নতুন

জমি কবণের ব্যবস্থা। যে সমস্ত কৃষকের জমি আছে, তারাও সমবায় মারফত তাদের জোতের পরিমাণ বাড়তে পারে। নিজস্ব পারিবারিক চাষ ছাড়াও তারা কিছু জমি সমবায় মারফত চাষ করতে পারে।

যে গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী, সেখানেই যে কৃষি-সমবায় বিশেষ করে সফল হয়ে উঠেছে, তার কোনো নজির আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। সুতরাং সাধারণ শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার না হলে কৃষি-সমবায় ঠিকমত গড়ে উঠবে না—এ ধারণা সত্য নয়, কোনো উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে নৈতিক উৎকর্ষের দিকে মনোযোগ দিলে তার থেকে যে শিক্ষার আলা উৎসারিত হয়, তাইই কার্যকারিতা বেশী। জাতীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহ এইরূপ শিক্ষাবিস্তারের দিকে অধিকতর মনোযোগী হলে তাদের চেণ্টা অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

সমবায়ের ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার উপযোগিতা যথেষ্ট হলেও কৃষি-সমবায় সবচেয়ে ভালোভাবে গড়ে উঠেছে কোনো একটি আর্থিক উন্নয়নের যান্ত্রিক পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে; দক্ষতাস্ত্বরূপ ট্রাষ্টের দ্বারা চাষ অথবা জলসেচ-যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যখনই জনসাধারণ উন্নয়নের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছে এবং ব্যেঙ্কে সমবায় ছাড়া এটা সম্ভব নয়, তখনই তারা সফলকাম সমবায় গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। মজুরের অনটন থেকে মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে ট্রাষ্টের অবলম্বন করাই বর্ধমানের অনেক কৃষক সমবায় গড়ে তুলেছে; ব্যক্তিগতভাবে কোনো কৃষকই ট্রাষ্টের পোষণ করতে সমর্থ হত না। চাষের সঙ্গে চাল-কেটা কলের সংযোগও অনেক ক্ষেত্রে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি বাড়িয়ে তুলেছে। নিজেদের আর্থিক উন্নতিকল্পে ব্যক্তিগত সাধারণ অতীত কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধা নেবার জন্য সমবায় স্থাপনের উপযোগিতা কৃষকদের মধ্যে একান্তভাবে উপলব্ধি হলেই সবচেয়ে ভালোভাবে সমবায় গড়ে উঠতে পারে। যদি কোনো জেলায় সমবায় ভিত্তিতে যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতির স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে, তা হলে সেই জেলার জেলা-উন্নয়ন-সংস্থার কাজ হবে এমন এক অনুকূল পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি করা, যাতে উক্ত কৃষি-পদ্ধতির বিস্তার হয়। দক্ষতাস্ত্বরূপ ট্রাষ্টের মেরামতের কারখানার কথা বলা যেতে পারে; নিকটই ট্রাষ্টের মেরামতের সুবিধা না থাকলে ট্রাষ্টের-চালিত কৃষি অত্যন্ত বায়বাস্য হয়ে পড়ে—এই ধরনের সুবিধা জেলার মধ্যেই জনসাধারণের আয়ত্তাধীন হলে যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতির ভিত্তিতে সমবায়-সংগঠন

৥ নাটক বাছাই করুন ৥

বীর্ভূ মন্থোপাধ্যায়ের ১৯৫৮ সালের গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক

সংক্রান্ত ২৫০

তুলসী লাহিড়ীর শ্রেষ্ঠ নাটক

লক্ষ্মীপ্রসার সংসার ২০০

কিরণ মৈত্রের স্টাচারিটরবর্জিত নাটক

নাটক নয় ১০২৫

ছোটদের অভিনয়ের জন্য

ছোটদের রঙমহল ৩০৫০

ববীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু, প্রেমেন্দু মিত্র, অন্নদাশঙ্কর প্রমুখ বাইশ জন খ্যাতনামা লেখকের নাটক সংকলন।

সুনীল দত্তের

স্টাচারিটরবর্জিত সুপরিচিত নাটক

অংকুর ১০৫০

উপহারে-অভিনয়ে ছোটদের জনবদ্য হাসির নাটক, সুনীল দত্তের

হবু রাজার দেশে ১-৭৫

যে-সব 'হুকুম'মুখে হ্যাংলার মুখে কাড়কুড় দিয়েও হাসি ফোটাতে যায় না, এই চারটি আনকোরা নাটিকা অভিনয় করলে কিম্বা অভিনয় দেখলে তাদের পেটে জ্বলমান হাসি 'সোজার মতো ডস্‌ডসিয়ে' বেরিয়ে আসবে।

৥ অন্যান্য নাটক ৥ দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাংক নাটক-সংকলন একাংক সপ্তক (৩০০) সুনীল দত্তের হিরণ্য দ্বন্দ্বের পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ (২০০) জড়ুগৃহ (১০৫০) স্টাচারিটর বর্জিত লুপ্তরাজ (৩০৫০) একাংক নাটক সংকলন গ্রিনয়ন (১০০) রমেন লাহিড়ীর অপরাধিত (১০৭৫) শান্তি মন্থোপাধ্যায়ের জিজ্ঞাসা (২০২৫) দীপংকর সরকারের অপরাধী (৩০৬২) সঞ্জীব সরকারের জয়ের পথে (১০৫০)

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

খবরই প্রেরণা লাভ করিয়া।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, কৃষি-সমস্যার উপরই ভারতীয় কৃষির কথা অর্থনীতির উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপিত হবে। এদেশে উন্নয়নের মূলধন গড়ে তুলবার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হবে কৃষি-সমস্যা। কৃষি-সমস্যায় তার নিজস্ব আয়ের কিছু অংশ সভাদের মধ্যে বিলি না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে উৎপাদনকে সর্বাসরিভাবে মূলধন সংগঠনের পথে নিশ্চিত করতে পারে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয় থেকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মূলধন গড়ে তোলা অসম্ভব; আর কিছু না হোক, ক্ষুদ্র কৃষকের ক্ষুদ্র সমুদয় ব্যর্থ হয়ে যায় তার দিনিয়োগের উপযুক্ত সন্যোগের অভাবে। এই সমস্যা ক্ষুদ্র সমুদয় প্রচেষ্টা তখনই সার্থক হয় যখন তারা একটি সংস্থার মধ্যে সম্মিলিত হয়ে একটি বৃহৎ প্রবাহে রূপান্তর লাভ করে। সমস্যার সমুদয় প্রচেষ্টাকে মানবের সাধারণ ভোগগোচ্য থেকে মুক্ত করে সামগ্রিক পদ্ধতির পথে এগিয়ে দেয়। ক্ষুদ্র কৃষকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে মধ্য দিয়াও উৎপাদন দৃষ্টি হতে পারে কিন্তু চিরকালীন উন্নয়নের জন্য মূলধন গড়ে উঠতে পারে না। এরিক থেকে বিচার করলে সমস্যার উপরই একমুখীভাবে নির্ভর করতে হয়। সামগ্রিক ক্ষেত্রে কৃষি-সমস্যার সর্বোচ্চ পর্যায়ে জ্ঞান-ব্যবহার হয়েছে তা হোক কৃষি সমস্যার মূলধন সঞ্চারের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস লাভ হওয়ায় যার নিজস্ব প্রাণ চাখতে না এমন ব্যক্তিগত মন কৃষি-সমস্যার সভ্যতালিকা তুলে এরা তা হলেও এটি সমস্যার ব্যতিক্রম হবে না।

কৃষি সমস্যার সংগঠনের সমস্যায় বড় সমস্যা হল সরকারের পরিচালনার মধ্যে কৃষকদের অস্বাভাবিক সাধারণত কৃষকদের সমস্যাতে কোনো প্রচেষ্টাকে সমস্যার চক্ষু দিয়ে পরিস্থিতিবাহিত কর্তৃক প্রচারিত হবার একটি আশংকা হবার মতো। মধ্যে সব সমস্যাতে কোনো জমি-একত্রিকরণের ক্ষেত্রে জমির মালিকানা অস্বাভাবিক আশংকা বিশেষভাবে উপস্থাপিত। সাধারণ সমস্যার গঠনগত মতদার সম্ভাব এমন হওয়া উচিত যে এই ধরনের আশংকা দূরীভূত হয়। বিহারের কৃষি-সমস্যার ক্ষেত্রে জমি-একত্রিকরণ হলেও গঠনগত সভ্যতালিকাভুক্ত কৃষকদের জমির ব্যক্তিগত স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। ইচ্ছা করলে কোনো সভ্য সমস্যায় থেকে নিজের জমি পারিবারিক চায়ের জন্য ফিরিয়ে নিতে পারে। গঠনগত এরূপ নিয়ম না থাকলে দেশের সমস্যার গড়ে তোলা কঠিন হত। বঙ্গদেশ জেলার কৃষি-সমস্যার ক্ষেত্রে ফসলের শতকরা ৩০ ভাগ ক্ষতি ক্ষতি নির্ধারণের আগেই সভ্যকৃষকের মধ্যে

বিলি করার ব্যবস্থা আছে। সভ্য-কৃষকদের জন্য একটি নির্দিষ্ট আয়ের সংস্থান করে এই ব্যবস্থা পরিচালকদের উপর সভ্য-কৃষকদের আস্থা সঞ্চেদ সহায়তা করেছে। তবে এই ব্যবস্থা সমস্যার নীতিবিরোধী। উৎপাদনের সমস্যাতে উদ্যোগের বিপাক থেকে মুক্ত থাকার দরুণ সভ্যেরা স্বাভাবিক ভোগ্য-প্রণীতে পরিণত হবে। সুতরাং

এইমুখ সভ্যতাকে ফসলের শতকরা ২০ ভাগের বেশী হতে দেওয়া উচিত নয়। মোটের উপর কৃষি-সমস্যার গঠন-ফল এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে ব্যক্তিগত অধিকার এবং সমবেত প্রচেষ্টার মধ্যে একটা সুন্দর সমঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়। এর উপরই সমস্যার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করবে।

প্রকাশিত হল

রম্যাপদ চৌধুরীর

নতুন উপন্যাস



ছটি চোখ
ছটি মন

সাত্ত্ব চার টাকা

সদ্য প্রকাশিত

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

ঐতিহাসিক উপন্যাস

আকাশলিপি

স্বদেশ প্রচ্ছদ । দাম ১.০০

লীলা মজুমদারের

আমর্ত্য রম্যচরিত

ইষ্টকুটুম

ব্যক্তিগত প্রচ্ছদ । দাম ৩.৫০

অন্যান্য বই

চীনে লন্ঠন (২য় সং)। লীলা মজুমদার।	৩.৫০
মুখের রেখা। সন্তোষকুমার ঘোষ।	৫.০০
ভূজা (২য় সং)। সমরেশ বসু।	৩.০০
মন মানে না। গৌরীকিশোর ঘোষ।	৩.৭৫
শুক্লসম্মা। সরোজকুমার রায়চৌধুরী।	৫.০০
বনভূমি (২য় সং)। বিমল কর।	৩.০০

প্রকাশের অপেক্ষায়

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অতি মধুর রোমান্টিক গল্প সংকলন

নীলাঞ্জলি

প্রবোধকুমার সান্যালের

উচ্চ পর্যায় বাঁধা বিনষ্ট সুরেব-নতুন উপন্যাস

অগ্নিসাক্ষী

বরণীয় লেখকের

অরণীয় গ্রন্থের প্রতীক



জি রে নী প্রকাশন

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

পশ্চিম জাপানের কিয়োটো য়ুনিভার্সিটির ইলেকট্রনিক বিভাগ একটি বিশেষ উন্নত ধরনের টাইপরাইটার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এই যন্ত্রের দ্বারা সাধারণভাবে মানুষের কথাবার্তা রোমান অক্ষরে লিখিত হবে। কতৃপক্ষ বলেন যে, এই টাইপরাইটার যন্ত্র প্রথমে মানুষের কথাবার্তার শব্দতরঙ্গ-গাল বৈদ্যুতিক প্রবাহে পরিবর্তিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ রোমান হরফে পরিণত হয়ে লিখিত হয়। এই য়ুনিভার্সিটির কতৃপক্ষরা বলেন যে, ১৯৫৩ সাল থেকে কয়েকজন বিজ্ঞানী এই টাইপরাইটারে কাজ করছেন।



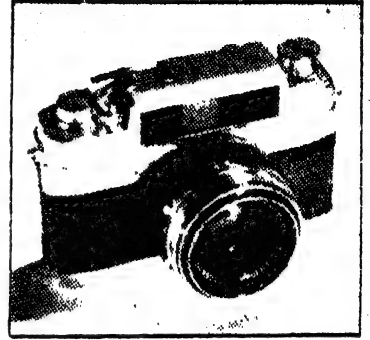
চক্রদণ্ড

পলিইউরেথিনের ফেনায় ভরা থাকে। এ যেন কোনও দেবতার বরে অভেদ্য হয়ে থাকে।

“সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে” এ নীতি আমাদের জানা থাকলেও আমরা বেশী ঘুমুলে কোনও ক্ষতি হয় না বরং শরীর ভাল হয়। কিন্তু সম্প্রতি ডিউক য়ুনিভার্সিটির ডাঃ সিকার প্রচার করেন যে, অতিরিক্ত ঘুম মৃত্যুকে এগিয়ে দেয়। সাধারণভাবে মানুষ যখন ঘুমায় তখন খুব ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে, ফলে রক্তসঞ্চালন জমা করা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সম্পূর্ণ বার হতে পারে না অথচ জাগ্রত অবস্থায় এটা অন্যরূপে ত্যাগ করা যায়। সাধারণত মানুষ দিনে আট থেকে দশ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমানার দরুণ যতটুকু কার্বন ডাইঅক্সাইড জমা হয় তাতে শরীরের খুব বেশী ক্ষতি হয় না; কিন্তু এর চেয়ে বেশী ঘুমালে বিশেষত দিনে ১৫।১৬ ঘণ্টা ঘুমালে শরীরের বিশেষ ক্ষতি হয়। কারণ, অতটা ঘুমের দরুণ যে অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শরীরের মধ্যে জমা হল, জেগে ওঠার পর শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে অতটা কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে মুক্তি পায় না; উপরন্তু তার আরও ঘুমা পেতে থাকে,

কারণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস অজ্ঞান করার কাজেও লাগে, সুতরাং অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডে অতিরিক্ত ঘুম পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। এভাবে শরীরের প্রাণশক্তি ক্রমশ কমে যাবে।

জাপানে ‘থিনওলট ভি টু’ নামে এক নতুন ৩৫ মিলিমিটার ফিল্ম ক্যামেরা তৈরী করা হয়েছে। এই ক্যামেরা শাটার

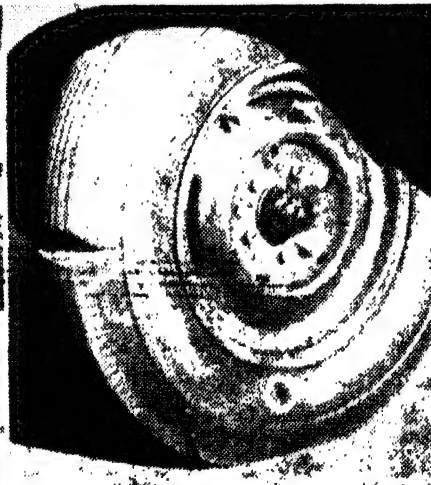


দ্রুত শাটারওয়ালা ক্যামেরা

১।২০০০ সেকেন্ডে ছবি তুলতে পারবে। এই ক্যামেরার শাটারই হচ্ছে এখন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুত শাটার।

বড় বড় শহরে অফিস অফিসে মোটর গাড়ি—পার্ক করে রাখবার খুব অসুবিধা হয়। ইংলণ্ডে এই অসুবিধা দূর করার জন্য একটি ৯।১০ তলা, উঁচু মোটর পার্ক তৈরী করা হচ্ছে। এখানে গাড়ি ওপর এবং নিচে করার কাজটি দ্বয়ক্ৰিয় এবং এক সঙ্গে ৫০০টি গাড়ি রাখা চলবে। এই ধরনের পার্ক ইংলণ্ডই প্রথম তৈরী করছে। এটি লন্ডনের সাউথ—ওয়ার্ক রিজের কাছে তৈরী করা হবে। আশা করা যাচ্ছে যে এটি ১৯৬১ সাল থেকে চালু হবে।

দশফুট উঁচু এবং চারফুট চওড়া টায়ারটিকে এখন পৃথিবীর দৃষ্টতম টায়ার বলা যায়। এই টায়ারে এতখানি রবার আছে যে ঐ দিয়ে তিন হাজার দুশোখানি ঘাত্রীবাহী গাড়ি এবং সাত হাজার মহিলায় জনা চোদ্দ হাজার মোজা তৈরীর উপযোগী নাইলনের বর্ড তৈরী হতে পারে। গুড-ইয়ার রাবার কোম্পানী পরীক্ষামূলকভাবেই এই টায়ারটি তৈরী করেছেন, যাতে ভবিষ্যতে বড় বড় যন্ত্রপাতিতে বিশেষ কাজকর্মের জন্য ব্যবহার করা যায়। এরা বলেন যে, এই টায়ার চালিত গাড়ি ৩০ টনের বেশী ওজন ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে নিয়ে যেতে পারবে।



একটি পলিইউরেথিন ভরা টায়ার। বাঁদিকের ছবিতে বিভিন্ন উপায়ে টায়ারটির উপর নিশীড়ন করা হচ্ছে এবং ডানদিকের ছবিতে নিশীড়িত টায়ারের অবস্থা দেখান হয়েছে

জাতীয় উন্নয়ন জলপথ

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

অতীতে মানবসভ্যতা জলপথের ওপর কতখানি নির্ভরশীল ছিল—সে কথা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। মিশর, ভারত এবং চীন সভ্যতা বিস্তারে যথাক্রমে নীল, গঙ্গা ও ইয়াংসিকিয়াং-এর অবদান আমাদের অজানা নেই। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রসারকল্পে ভারতীয় নৌবাহরের যে অসামান্য কীর্তির পরিচয় পাওয়া যায়—আজও তার স্বাক্ষর মেলে জাভা, বরুডধরের মন্দিরে। পরবর্তীকালে জলপথে প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতা যে সমগ্ৰ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, সে কথাও অস্বীকার করা যায় না।

ইতিহাসের কথা বাদ দিলেও আধুনিক যুগে আমাদের সমাজ-জীবন জলপথের ওপর কতখানি নির্ভরশীল এবং শিল্পোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে জলপথে আমদানি-রপ্তানি জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো রচনায় কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, তারই আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের অবতারণা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল, তার ফলে ইউরোপে সাধারণ জীবনযাত্রার মান আজ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শিল্পোন্নয়ন ব্যতীত এশিয়া, আফ্রিকা অথবা লাতিন আমেরিকার অনাভূত দেশসমূহের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করা যে অসম্ভব—সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অথচ শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা অথবা মজুত মাল আমদানি-রপ্তানির যে প্রয়োজন দেখা যায়, তার জন্য সাফল্যজনক পরিবহনব্যবস্থা অপরিহার্য বলেই পরিগণিত হয়। শিল্পজগতে প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াসেই আমদানি-রপ্তানির কাজে জলপথে যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা দেখা যায়, তা জাতীয় উন্নয়নে কত গুরুত্বপূর্ণ তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৫৬ সালে বুটেন এবং ফ্রান্সের সম্মিলিত মিশর আক্রমণে। শৃঙ্খলা জীবনযাত্রার মান উন্নতই নয়, তার সংরক্ষণকল্পেও এই জলপথের প্রয়োজনীয়তা কত সুদূরপ্রসারী—তা বর্তমানে ইস্পাতের কারখানায় ধমঘটহেতু আমেরিকা কর্তৃক ইউরোপ এবং জাপান থেকে ইস্পাত আমদানির ব্যাপারে সহজেই বোঝা যায়।

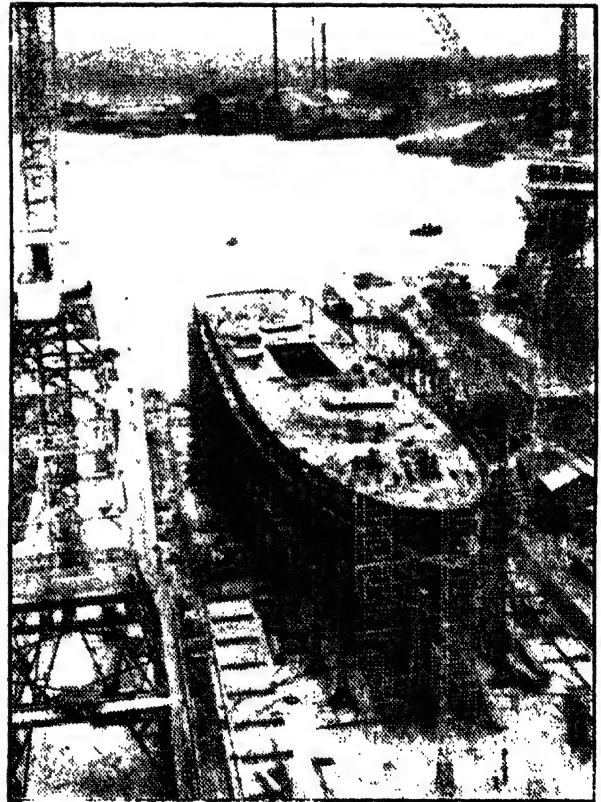
কেবলমাত্র নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে কাঁচা মাল আমদানি বা মজুত মাল রপ্তানির কাজে বিদেশী জলপথে

বিশেষ তৎপরতা দেখা যায় তাই নয়, অপরাপর দেশের জন্য আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থায় অথবা যাত্রীবাহী জাহাজ পরিচালনায় বুটেন, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, ইটালী প্রভৃতি দেশের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ অবশ্যই লক্ষ্যণীয়। জাহাজ পরিচালনায় ইউরোপের প্রায় সব দেশই নিজের দেশের জাহাজ কোম্পানীদের যেমন নানারকম সুবিধা দিয়ে থাকেন, তেমনই বৈদেশিক জাহাজের ওপর নানারকমের বাধা-নিষেধ আরোপ করেন—আপন আপন এলাকায়। তাছাড়া যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণে নিয়মিত বড় রকম অঙ্কের অর্থ-সাহায্য করা হয়। এট সম্পর্কে বুটেনের কুইন এলিজাবেথ এবং কুইন মেরী, নেদারল্যান্ডের বটারডাম, ইটালীর আন্দ্রে দোমেরিয়া এবং ফ্রান্সের ইলু স ফ্রান্সের নাম উল্লেখ করা যায়। জাহাজ পরিচালনায়

বর্তমানে কোন কোন দেশে নানারকমের সুযোগ-সুবিধা এমনই আকর্ষণীয়, যে অনেক বিদেশী জাহাজ কোম্পানীও সেই দেশের পতাকা উড়িয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন।

বিদেশী বাণিজ্য ব্যাপারে শৃঙ্খলা নৌপথে নির্মাণই নয়, কৃত্রিম জলপথ নির্মাণও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সুয়েজ, পানামা বা জার্মানির কীল খাল খননের সাহায্যে যেমন জলপথে দূরত্ব হ্রাসের বন্দোবস্ত করা হয়েছে—তেমনই গত জুন মাসে রানী এলিজাবেথ কর্তৃক উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স সাগরপথের উন্মোচনে যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার ডেট্রয়েট, মন্ট্রিয়াল, শিকাগো প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্প অঞ্চলগুলির সঙ্গে ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশের সঙ্গে জলপথে সরাসরি সংযোগসাধন ব্যস্তবিকই অভিনব।

এখন আন্তর্জাতিক জলপথের ব্যবহার বলতে যা বোঝা যায় তা হচ্ছে, নদী, খাল সাগরতীরের অগভীর জলপথে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের জলযান চালানার ব্যবস্থা। তবে ইউরোপের রাইন নদীতে অবশ্য সাড়ে



ভারতীয় নৌবাহরের প্রথম তদারকী জাহাজ 'আই-এন-এস বর্শক'—
বিশাখাপট্টমে নির্মাণমান অবস্থায়

পশ্চিম জাপানের কিয়োটো য়ুনিভার্সিটির ইলেকট্রনিক বিভাগ একটি বিশেষ উন্নত ধরনের টাইপরাইটার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এই যন্ত্রের দ্বারা সাধারণভাবে মানুষের কথাবার্তা রোমান অক্ষরে লিখিত হবে। কতৃপক্ষ বলেন যে, এ টাইপরাইটার যন্ত্রে প্রথমে মানুষের কথাবার্তার শব্দতরঙ্গ-গাল বৈদ্যুতিক প্রবাহে পরিবর্তিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ রোমান হরফে পরিণত হয়ে লিখিত হয়। এই য়ুনিভার্সিটির কতৃপক্ষরা বলেন যে, ১৯৫০ সাল থেকে কয়েকজন বিজ্ঞানী এই টাইপরাইটারে কাজ করছেন।

বিজ্ঞান (বাঁচক)

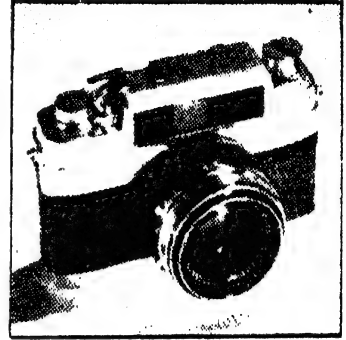
চরদত্ত

পলিইউরেথিনের ফেনায় ভরা থাকে। এ যেন কোনও দেবতার বরে অভেদ্য হয়ে থাকে।

“সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে” এ নীতি আমাদের জানা থাকলেও আমরা বেশী ঘূমলে কোনও ক্ষতি হয় না বরং শরীর ভাল হয়। কিন্তু সম্প্রতি ডিউক য়ুনিভার্সিটির ডাঃ সিকার প্রচার করেন যে, অতিরিক্ত ঘূম মৃত্যুকে এগিয়ে দেয়। সাধারণভাবে মানুষ যখন ঘুমায় তখন খুব ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে, ফলে রক্তমধ্যস্থ জন্ম করা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সম্পূর্ণ বার হতে পারে না অথচ জাগ্রত অবস্থায় এটা অন্যায়সে ত্যাগ করা যায়। সাধারণত মানুষ দিনে আট থেকে দশ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমায় দরুন যতটুকু কার্বন ডাইঅক্সাইড জমা হয় তাতে শরীরের খুব বেশী ক্ষতি হয় না; কিন্তু এর চেয়ে বেশী ঘুমালে বিশেষত দিনে ১৫।১৬ ঘণ্টা ঘুমালে শরীরের বিশেষ ক্ষতি হয়। কারণ, অতটা ঘুমের দরুন যে অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শরীরের মধ্যে জমা হল, জেগে ওঠার পর শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে অতটা কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে মুক্তি পায় না; উপরন্তু তার আরও ঘূমা পেতে থাকে,

কারণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস অজ্ঞান করার কাজেও লাগে, সুতরাং অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডে অতিরিক্ত ঘুম পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। এভাবে শরীরের শ্রাণশক্তি ক্রমশ কমে যাবে।

জাপানে ‘থিনওলট ভি টু’ নামে এক নতুন ৩৫ মিলিমিটার ফিল্ম ক্যামেরা তৈরী করা হয়েছে। এই ক্যামেরা শাটার

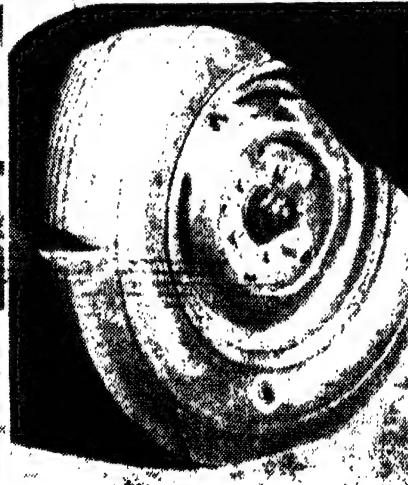


দ্রুত শাটারওয়ালা ক্যামেরা

১।২০০০ সেকেন্ডে ছাঁপ তুলতে পারবে। এই ক্যামেরার শাটারই হচ্ছে এখন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুত শাটার।

বড় বড় শহরে অফিস অঞ্চলে মোটর গাড়ি—‘পার্ক’ করে রাখার খুব অসুবিধা হয়। ইংল্যান্ডে এই অসুবিধা দূর করবার জন্য একটি ৯।১০ তলা উঁচু মোটর ‘পার্ক’ তৈরী করা হচ্ছে। এখানে গাড়ি ওপর এবং নিচে করার কাজটি দ্বয়ংক্রিয় এবং এক সপ্তে ৫০০টি গাড়ি রাখা চলবে। এই ধরনের ‘পার্ক’ ইংল্যান্ডই প্রথম তৈরী করছে। এটি লন্ডনের সাউথ—ওয়ারক ব্রিজের কাছে তৈরী করা হবে। আশা করা যাচ্ছে যে এটি ১৯৬১ সাল থেকে চালু হবে।

দশফুট উঁচু এবং চারফুট চওড়া টায়ারটিক এখন পৃথিবীর বৃহত্তম টায়ার বলা যায়। এই টায়ারে এতখানি রবার আছে যে ঐ দিয়ে তিন হাজার দুশোখানি যাত্রীবাহী গাড়ি এবং সাত হাজার মহিলার জন্য চোদ্দ হাজার মোজা তৈরীর উপযোগী নাইলনের কড় তৈরী হতে পারে। গড-ইয়ার রবার কোম্পানী পরীক্ষামূলকভাবেই এই টায়ারটি তৈরী করেছেন, যাতে ভবিষ্যতে বড় বড় যন্ত্রপাতিতে বিশেষ কাজকর্মের জন্য ব্যবহার করা যায়। এরা বলেন যে, এই টায়ারে চালিত গাড়ি ৩০ টনের বেশী ওজন ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে নিয়ে যেতে পারবে।



একটি পলিইউরেথিন ভরা টায়ার। বাঁদিকের ছবিতে বিভিন্ন উপায়ে টায়ারটির উপর নিশীড়ন করা হচ্ছে এবং ডানদিকের ছবিতে নিশীড়িত টায়ারের অবস্থা দেখান হয়েছে

জাতীয় উন্নয়ন জলপথ

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

অতীতে মানবসভ্যতা জলপথের ওপর কতখানি নির্ভরশীল ছিল—সে কথা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। মিশর, ভারত এবং চীন সভ্যতা বিস্তারে যথাক্রমে নীল, গঙ্গা ও ইয়াংসিকিয়াং-এর অবদান আমাদের অজানা নেই। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রসারকল্পে ভারতীয় নৌবহরের যে অসামান্য কীর্তির পরিচয় পাওয়া যায়—আজও তার স্মারক মেনে জাভা, বরুধরের মন্দিরে। পরবর্তীকালে জলপথে প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতা যে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, সে কথাও অস্বীকার করা যায় না।

ইতিহাসের কথা বাদ দিলেও আধুনিক যুগে আমাদের সমাজ-জীবন জলপথের ওপর কতখানি নির্ভরশীল এবং শিল্পোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে জলপথে আমদানি-রপ্তানি জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো রচনায় কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, তারই আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের অবতারণা। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, তার ফলে ইউরোপে সাধারণ জীবনযাত্রার মান আজ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শিল্পোন্নয়ন বাহ্যিক এশিয়া, আফ্রিকা অথবা ল্যাটিন আমেরিকার অনূন্যত দেশসমূহের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করা যে অসম্ভব—সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অথচ শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা অথবা মজুত মাল আমদানি-রপ্তানির যে প্রয়োজন দেখা যায়, তার জন্য সাফল্যজনক পরিবহনব্যবস্থা অপরিহার্য বলেই পরিগণিত হয়। শিল্পজগতে প্রতিষ্ঠানভেদে প্রয়াস-হেতু আমদানি-রপ্তানির কাজে জলপথে যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা দেখা যায়, তা জাতীয় উন্নয়নে কত গুরুত্বপূর্ণ তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৫৬ সালে ব্যটেন এবং ফ্রান্সের সম্মিলিত মিশর আক্রমণে। শূন্য-মাত্র জীবনযাত্রার মান উন্নতই নয়, তার সংরক্ষণকল্পেও এই জলপথের প্রয়োজনীয়তা কত সুদূরপ্রসারী! বর্তমানে ইস্পাতের কারখানায় ধর্মঘট-হেতু আমেরিকা কর্তৃক ইউরোপ এবং জাপান থেকে ইস্পাত আমদানির ব্যাপারে সহজেই বোঝা যায়।

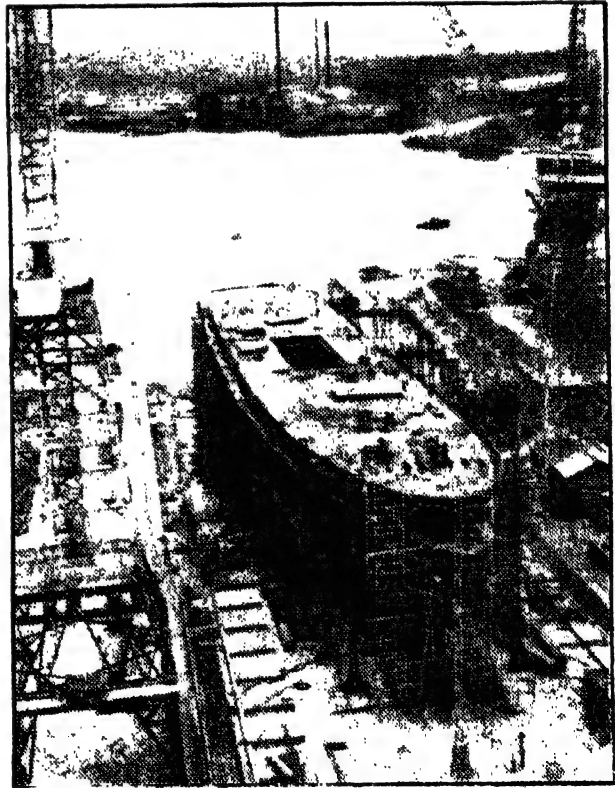
কেবলমাত্র নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে কাঁচা মাল আমদানি বা মজুত মাল রপ্তানির কাজে বিহীন জলপথে

বিশেষ তৎপরতা দেখা যায় তাই নয়, অপরাপর দেশের জন্য আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থায় অথবা যাত্রীবাহী জাহাজ পরিচালনায় ব্যটেন, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, ইটালী প্রভৃতি দেশের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ অবশ্যই লক্ষ্যণীয়। জাহাজ পরিচালনায় ইউরোপের প্রায় সব দেশই নিজের দেশের জাহাজ কোম্পানীদের যেমন নানারকম সুবিধা দিয়ে থাকেন, তেমনই বৈদেশিক জাহাজের ওপর নানারকমের বাধা-নিষেধ আরোপ করেন—আপন আপন এলাকায়। তাছাড়া যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণে নিয়মিত বড় রকম অঙ্কের অর্থ-সাহায্য করা হয়। এই সম্পর্কে ব্যটেনের কুইন এলিজাবেথ এবং কুইন মেরী, নেদারল্যান্ডের রটারডাম, ইটালীর আন্দ্রে মোরিয়া এবং ফ্রান্সের ইলু দ্য ফ্রান্সের নাম উল্লেখ করা যায়। জাহাজ পরিচালনায়

বর্তমানে কোন কোন দেশে নানারকমের সুযোগ-সুবিধা এমনই আকর্ষণীয়, যে অনেক বিদেশী জাহাজ কোম্পানীও সেই দেশের পতাকা উড়িয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন।

বিহীন জলপথে বাণিজ্য ব্যাপারে শূন্য নৌপথে নির্মাণই নয়, কৃত্রিম জলপথ নির্মাণও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সুয়েজ, পানামা বা জার্মানির কীল খাল খননের সাহায্যে যেমন জলপথে দ্রুত ট্রাকের বন্দোবস্ত করা হয়েছে—তেমনই গত জুন মাসে রানী এলিজাবেথ কর্তৃক উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স সাগরপথের উদ্ঘাটনে যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার ডেট্রয়েট, মন্ট্রিয়াল, শিকাগো প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্প অঞ্চলগুলির সঙ্গে ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশের সঙ্গে জলপথে সরাসরি সংযোগসাধন বাস্তবিকই অভিনব।

এখন আন্তর্জাতিক জলপথের ব্যবহার বলতে বা বোঝা যায় তা হচ্ছে, নদী, খাল সাগরবর্তীর অগভীর জলপথে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের জলযান চালানার ব্যবস্থা। তবে ইউরোপের রাইন নদীতে অবশ্য সাড়ে



ভারতীয় নৌবহরের প্রথম তদারকী জাহাজ 'জাই-এন-এস বর্শক'—
বিশাখাপট্টমে নির্ধারিত অবস্থায়

তিন হাজার টন পর্যন্ত জলযান নিয়মিত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য বিষয়ে জলপথ ব্যবহার প্রসঙ্গে রেল বা মোটরপথের কথা সহজেই মনে পড়ে। রেল অথবা মোটরপথের সঙ্গে জলপথের প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক হলেও বর্তমান শিপোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে মোটেই কামা নয়। বরং জলপথ, রেল এবং অন্যান্য স্থলপথের সম্পূরকমাত্র এবং জাতীয় উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পরের সহযোগিতা একান্তই বাঞ্ছনীয়। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাস এবং যুদ্ধ-জনিত বিপর্যয়হত ইউরোপের জনাকীর্ণ দেশগুলিতে জীবনযাত্রার মান উন্নতিকল্পে যেসব সমস্যা দেখা যায়, তার সমাধানের জন্য সর্বকালের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা একান্তই অপরিহার্য। এই কারণেই শিপ-জগতে উন্নতিশীল জার্মানী, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড কিংবা ফ্রান্সে রেল অথবা মোটরপথের ব্যবহার সাফল্যজনক বলে মনে হলেও, নিম্ন এবং মধ্যমজাতীয় বাণিজ্যের জন্য জলপথের ব্যাপকতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এদিকে এশিয়া ও আফ্রিকার যেসব দেশে রাস্তাঘাট নির্মাণ বা রেললাইন স্থাপন ব্যয়সাধ্য বলে বিবেচিত হয়, সেখানে আন্তর্দেশীয় পরিবহণ ব্যবস্থা হিসাবে জলপথের ব্যবহার একান্তই সমীচীন। এখানে ইউরোপের রইন, ড্যানিয, ভেসার নদীর যে সাফল্যজনক ব্যবহার দেখা যায়, সে

তুলনার আমাদের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র অথবা কাবেরী নদী সরকারী অসহযোগিতা এবং জনসাধারণের অনমনোযোগিতায় আমাদের আর্থিক জীবনে নিতান্তই নগণ্য স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু একথা অবিসংবাদিতভাবে সত্য যে, উপযুক্ত জলযানের সাহায্যে জলপথে পরিবহণ-ব্যবস্থা অর্থকরীভাবে সর্বাপেক্ষা লাভজনক। ভারতের ভবিষ্যৎ শিপোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে আমদানি-রপ্তানির কাজে সবচেয়ে সুবিধাজনক এই জলপথের ব্যবহার অস্বীকার করা নিতান্তই অদূরদৃষ্টির পরিচায়ক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারতের প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, জলপথ ব্যবহারে উন্নতিসাধনের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়নি। জলপথের সম্প্রসারণ কেন, বর্তমান জলপথগুলির সংরক্ষণ ব্যবস্থাও তেমন আশানুরূপ নয়। আসাম বাতীত পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উত্তর প্রদেশে যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান জলপথ ব্যবহারে এখনও উদ্যোগী, তাদের পক্ষে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে ভবিষ্যতে আন্তর্দেশীয় জলযান পরিচালনা অসম্ভব কিনা—সে সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা মোটেই অন্যায় হবে না।

ব্যাপক শিপোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্দেশীয় জলপথের প্রসার, প্রতিযোগিতামূলকভাবে সাগরে জাহাজ পরিচালনা,

জাহাজ এবং জাহাজের এঞ্জিন নির্মাণের সঙ্গে বন্দরসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা, নতুন বন্দর নির্মাণ, সকলপ্রকার জলযানে গাল বোঝাই এবং খালাস ব্যবস্থার আধুনিককরণ এবং জাহাজ চালানায় আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক উপকরণের ব্যবহার জাতীয় স্বার্থের খাতিরে যে একান্তই অপরিহার্য সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই।

অন্য সকল পরিবহণ ব্যবস্থা অপেক্ষা জলপথে আমদানি-রপ্তানি কেন অধিকতর লাভজনক, তা এখন আলোচনা করা যাক।

(১) কয়লা, খনিজপদার্থ, কাঠ, শস্য, তেল, বড় প্যাকেট প্রভৃতি নিকট ও মধ্যম দূরত্বের বাণিজ্যবস্তুর পরিবহণ ব্যবস্থায় যে ব্যয় হয়, তা বিক্রয়মূল্যের অনুপাতে খুবই বেশী। অথচ এইসব মাল চলাচলের ব্যাপারে চুক্তিগত কোন দরকার হয় না। অল্পপরিমাণে জলযানের সাহায্যে এইসব মাল চালানোর ব্যবস্থা করলে এঞ্জিনের জ্বালানি বাবদ ন্যূনতম খরচের সম্ভাবনা।

(২) দুই হাজার টনের বাজ বা লাইটার নির্মাণে অথবা তদরকম যে খরচ হয়, তার অনুপাতে ৫০ টন বহনের উপযোগী চাল্লিটি মালগাড়ী কিংবা ৫ টন বহনের উপযোগী চারশোটি ট্রাকের খরচ হয় বহুগুণে বেশী। তাছাড়া অনুপাতে জলযানের জীবনীশক্তিও অনেক বেশী।

(৩) খুব বড় একটিমাত্র আধার পরিচালনায় বা মাল বোঝাই এবং খালাসের কাজে

শীতের দিনে-ও

ল্যানোলিন-যুক্ত বোরোলীন
আপনার ত্বক-কে সজীব রাখবে

শীতের কনকনে হাওয়ার হাত থেকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য রক্ষা করতে বোরোলীন-ই হচ্ছে আদর্শ ত্বক-ক্রীম। নিয়মিত ব্যবহারে, ওষধিগুণ-যুক্ত, হ্রস্বভিত্ত বোরোলীনের সক্রিয় উপাদান ত্বক-কে কোমল, মন্থন ও সজীব করে তুলবে আর আপনার অন্তর্লীন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করবে। বোরোলীনের ব্যৱে নিজেকে রূপোজ্জ্বল করুন।



বোরোলীন

পন্থম প্রসাধন

পরিবেশক : জি. দত্ত এণ্ড কোং



বোরোলীনে—ল্যানোলিন আছে বলে
শীতের দিনে-ও গাল, হাত ও
চোঁটকাটার হাত থেকে রক্ষা করে আর
রক্ততম ত্বকের-ও লাগণা সুকি করে।



১৬, বনফিল্ড লেন - কলিকাতা-১

প্রমিতকর মজুরি ছোট ছোট অনেকগুলি
আধার অপেক্ষা অনেক কম।

(৪) জরুরী চালান ব্যবসায় রেল অথবা
মোটরপথে যে বিশেষ মূল্যধারের ব্যবস্থা
আছে, অল্পগতিসম্পন্ন জলযান অপরাপর
জলযান চালানায় কোনরকম বাধার সৃষ্টি
করে না বলে, জলপথে মাল চালানোর জন্য
সর্বত্র একই মূল্য ধার্য করা সম্ভব।

(৫) জলপথের দৈর্ঘ্য যত বেশী হবে,
প্রতি টন মাইল পিছু পরিবহণ ব্যয়
তদনুসারে কম হবে।

(৬) সংরক্ষণ হেতু রেলপথ বা
রাষ্ট্রাঘাট যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, সে
তুলনায় জলপথের তত্ত্বাবধানে খরচ অনেক
কম হয় বলে বিবেচনা করা হয়।

(৭) সরকারী প্রচেষ্টায় বর্তমান বহু
উদ্দেশ্যে ব্যবহারের উপযোগী যে সব
খাল করা হচ্ছে, সেগুলি মালপত্র চলাচলের
জন্য সহজেই ব্যবহার করা সম্ভব এবং
নতুন নতুন শিল্পের জন্য কলকারখানা
এইসব জলপথের তীরে নির্মাণ করা হলে
জলপথের সাহায্যে অপরাপর শিল্পকারখানার
সাথে সরাসরি যোগাযোগ সাধন
সম্ভবপর।

(৮) পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শিল্পক্ষেত্রে এবং
সেখানে হতে বন্দরে আমদানী রপ্তানী
ব্যবস্থায় রেল অথবা অন্যান্য জলপথের
ওপর যে সামাজিক চাপ পড়া সম্ভব,
জলপথের ব্যবহার তার উপশম আশা
করা যায়।

অতএব জলপথের ব্যবহার যে বিপুল
অর্থ সাহায্যের সম্ভাবনা বিদ্যমান, জাতীয়
উন্নতি প্রচেষ্টায় তা যে কতদূর তাৎপর্য-
পূর্ণ সে কথা আশা করি আমাদের
অর্থনীতিবিদগণ মোটেই বিস্মৃত হবেন
না। এখন জলপথের সংরক্ষণ অথবা সম্প্র-
সারণের জন্য বিশেষ কোন বিবরণ সৃষ্টি
দেওয়া আবশ্যিক, তা নীচে উল্লেখ করা
হল।

(ক) অর্থদর্শনীয় জলপথ—

(১) দেশের যে সকল জায়গায় যান-
বাহন ব্যবস্থার অপ্রাচুর্য রয়েছে, সেই
সকল স্থানে জলপথ নির্মাণে আগ্রহান্বিত
হওয়া উচিত। বর্তমান যেসব নদী, খাল
বা অন্য সকল প্রকারের জলাশয় নৌ চলা-
চালের পক্ষে অনুপযোগী, ত্রুটিং,
কানাকসাইজিং অথবা রেগুলেশনের সাহায্যে
সেইসব জলাশয় জলপথরূপে ব্যবহারের
প্রচেষ্টা করা দরকার। নৌ চলাচলের
উপযোগী বর্তমান বাবহৃত নদী অথবা
খালগুলির সহিত সংযোগ সাধনের জন্য
যোগাযোগ-খাল খননের দরকার। তাছাড়াও
বর্তমান খালগুলির সংরক্ষণ এবং সম্প্র-
সারণের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের
প্রয়োজন। একই জলযানের পক্ষে অধিক
সংখ্যায় জলপথের ব্যবহার হেতু নদী, খাল

এবং অন্যান্য জলপথে নির্দিষ্ট গভীরতা
এবং প্রস্থ নির্ণয়ের জন্য মনোযোগী হওয়া
দরকার।

(২) জলপথগুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধির
জন্য বাধা নির্মূলের ব্যবস্থা করা উচিত।

(৩) বন্যার জল যাতে জলপথের কোন-
কেন্দ্রে ক্ষতিসাধন না করে, তার জন্য
স্থানে স্থানে লক-গেট নির্মাণে যত্ন নেওয়া
কর্তব্য।

(৪) জলপথ বাগজের প্রদারে সর্বকম
আবহাওয়ায় দিনরাত্রি সকল সময়ে নৌ
চালনার জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা
করা দরকার।

(খ) বিদেশীয় জলপথ—

(১) ভারতীয় উপযোগী বহুদায়ন
ত হাজ যাহাতে সহজেই বন্দরে প্রবেশ
লাভে সমর্থ হয়, তার জন্য বন্দরের
সমীকটে জাহাজ পথের গভীরতা বৃদ্ধির

নারায়ণ চৌধুরী

সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি

বর্তমান প্রথমে সাংপ্রতিব বাংলা সাহিত্যের গতি, প্রকৃতি ও প্রবণতা নির্দেশের
চেষ্টা করে লেখক বইটিকে প্রকৃতিই সাংখ্যিকভাবে করে তুলেছেন ৩-২৫ ॥
শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি. কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সংক্ষিপ্ত প্রণীত

অপ্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল
ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত

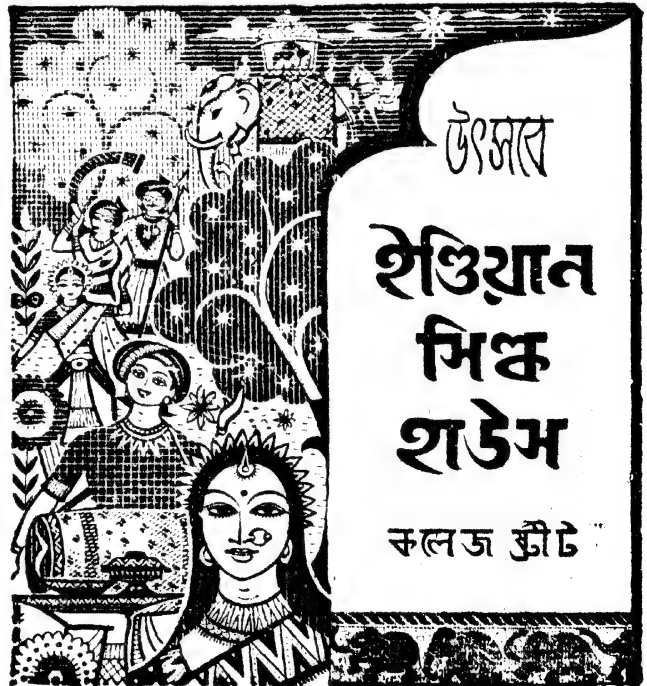
ধ্রুবা ৩ টাকা লুৎফ উল্লা ৩.৫০ টাকা

শ্রীমদ্বৈদ্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

রাজাপাল হরেন্দ্রকুমার ৩, সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন ২,

শান্তিনীতি পাঠাগার, ৬৫, বাধানাথ মল্লিক স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬

(সি ৮৯০৫)



প্রয়োজন। পলিমাটি, বালি বা অন্যান্য কারণে যেখানে জলপথের গভীরতা হ্রাসের সম্ভাবনা, উপযুক্ত প্রতিকারের দ্বারা সেখানকার নির্দিষ্ট গভীরতা রক্ষায় বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যিক। এছাড়া স্রোত, ঢেউ, হাওয়া অথবা বালির চলাচলের জন্য জলপথের ওপর যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, সে সম্পর্কে বিশেষ গবেষণার ব্যবস্থা করার জন্য গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

(২) জাহাজ চলাচলে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য বালির চড়ায় আটকে যাওয়া অথবা নিমজ্জিত জাহাজসমূহের উত্তোলন অথবা স্থানান্তরকরণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৩) সাগর উপকূলে অথবা নদী মোহনায় কিংবা জোয়ার ভাঁটায় প্রভাবান্বিত জলপথে বালি এবং পলিমাটি চলাচলের সঠিক পরিমাণ নিরাপিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিকারকল্পে সকল রকমের আধুনিক বন্দোবস্ত যেমন, রেডিও আইসোটোপ, লুসিনাফের ইত্যাদির প্রয়োগ বিশেষ যুক্তিযুক্ত।

জলপথের ব্যবহার প্রসঙ্গে বন্দরসমূহের আধুনিককরণের ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। জাহাজে মালপত্র বোঝাই বা খালাসের নিমিত্ত ভারতের যে কোন বন্দরে যে পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন হয়, সেই হিসাবে ইউরোপের বন্দরগুলির

কার্যব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত। নানা কারণে কলকাতা বন্দরে 'কী' (quay)তে স্থান পাবার জন্য যখন কোন কোন জাহাজকে সস্তাহ কালব্যাপী অপেক্ষা করতে হয়, তখন জার্মানীর হামবুর্গ বন্দরে লাসে গড়পড়তা ১৪৭০খানি জাহাজের মাল বোঝাই হয়ে সাগরপথে যাত্রা বাস্তবিকই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক উপকরণের সাহায্যে গড়ে প্রতি তিরিশ মিনিটে একখানি সম্পূর্ণ জাহাজের মালবোঝাই শৃঙ্খলা হামবুর্গ বা রটারডাম বন্দরেরই একচেটিয়া তাই নয়। পরন্তু রাইন, ড্যানিউব নদীর অন্তর্দেশীয় বন্দরগুলিতেও সমপরিমাণ যোগাতার পরিচর পাওয়া যায়। কয়লা, খনিজ পদার্থ, গম অথবা তেল ইত্যাদি বোঝাই এবং খালাসের জন্য এদেশের সব ছোটবড় বন্দরগুলিতেই 'স্বয়ংক্রিয়তার' বা অটোমেশনের প্রচলন দেখা যায়। তাছাড়া জলযান থেকে যন্ত্রপাত্র মালগাড়ি, ট্রাক অথবা লাইটের চাল-বোঝাই এবং খালাসের যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, অর্থকরীভাবে তার কার্যকারিতা কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়। অতএব বন্দরগুলির সংস্কারার্থে সাধারণভাবে যে যে বন্দোবস্তের প্রয়োজন, তা হচ্ছে—

(১) আধুনিকতম যন্ত্রের প্রচলন।

(২) 'স্বয়ংক্রিয়তা' বা অটোমেশনের পরিপ্রেক্ষিতে মাল বোঝাই এবং খালাসের ব্যবস্থা।

(৩) হেলের জাহাজের জন্য বিশেষ পাইপ লাইন নির্মাণের অবশ্যকতা।

(৪) মাল মজুতের জন্য গুদামঘরের আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজন।

(৫) অপরাপর স্থলপথ এবং রেলপথের সহিত সরাসরি সংযোগসাপন।

(৬) জলযান এবং মেরিন এঞ্জিনের মেরামত ব্যবস্থা।

(৭) জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় শ্রমিক সংঘের আর্থিক সহযোগিতা। জলপথের সাফল্যজনক ব্যবহার প্রসঙ্গে 'জলযান'এর প্রদগ্ধ কোনমতেই বাদ দেওয়া চলে না। পাঁচ হাজার মাইল দীর্ঘ সাগরতীরের অস্তিত্ব সত্ত্বেও জাহাজ বা তার এঞ্জিন নির্মাণে কোন বিশেষ সুব্যবস্থা আমরা এখনও পর্যন্ত করে উঠতে পারিনি। তৎকথিত বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ভিজাগাপটমের জাহাজ কাখানায় জাহাজ নির্মাণের চরম ব্যর্থতার কাহিনী শ্রুত ভারতে কেন, ভারতের শাঁইরেও সুবিদিত। অথচ ইউরোপের জার্মানী, যুগোস্লাভিয়া, নেদারল্যান্ড কিংবা জাপানের কাছ থেকে জাহাজ কেনা বাবদ যে পরিমাণ বৈদেশিক মূল্যের প্রয়োজন হয় তাও নিতান্ত সামান্য নহে। এদিকে জাহাজ নির্মাণে যদিও বা সূচনা দেখা যায়, জাহাজের এঞ্জিন

নির্মাণের কোন সম্ভাবনাই এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। জাহাজ ও জাহাজের এঞ্জিনের জন্য আমরা যে কোটি কোটি টাকা বিদেশে ব্যয় করি, তার প্রতিকারকল্পে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হচ্ছে না—ভাবতেও অবাক লাগে।

অন্তর্দেশীয় জলপথের জন্য ইউরোপে যেসব অভিনব আবিষ্কার দেখা যায়, তার অনুকরণে জলপথ এবং স্থলপথে ব্যবহারের জন্য amphibious containers বা উভচর আধারের প্রচলন করা দরকার। খনিজ দ্রব্য কোক অথবা কয়লার জন্য জার্মানিতে ডেস্টফাল রাফট (খনিজের টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ডঃ ডেস্টফালের নিজস্ব আবিষ্কার) বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। কৃষিজাত যেসব জিনিস নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা, তার পরিবহণ ব্যবস্থার জন্য রৌকজারটেড বাজের ব্যবহারও বিশেষ কার্যকরী। এদিকে এক বা ততোধিক বাজ বা লাইটার ইত্যাদি ঠেলে নিয়ে যাবার জন্য সম্প্রতি 'টেলারবোটের' প্রচলন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। টেলারবোট করে 'গাধাবোট' ঠেলে নিয়ে যাওয়া অপেক্ষা পিছন থেকে ঠেলে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত অনেক সরল বলে নির্মাণ প্রকারে এবং পরিচালনা হেতু প্রায় অধিক সংখ্যক জনবলের প্রয়োজন হওয়ায় একই পরিমাণ মাল চালানায় 'টেলারবোট' মারফত যে খরচ হয়, টেলারবোটের ব্যবহারে সেই খরচের পরিমাণ অত্যন্ত কম। আমেরিকায় এবং সম্প্রতি ইউরোপের সবচেয়ে বিশেষ করে রাইন নদীতে 'টেলারবোটের' জনপ্রিয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার কালটিমোর শহরে 'জান্তর্জাতিক জাহাজ পরিচালনা' বিষয়ে আলোচনার জন্য যে অধিবেশন হয়ে, সেখানে অন্তর্দেশীয় জলপথে ব্যবহারের জন্য 'টেলারবোটের' অর্থকরী কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছে।

যাই হোক, জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে আর্থিক বিষয়ে যে সবরকম প্রচেষ্টার দরকার, তা অনস্বীকার্য। অথচ বহির্দেশীয় এবং অন্তর্দেশীয় জলপথের সাফল্যজনক ব্যবহারে কোটি কোটি টাকা সঞ্চয়নের যে সম্ভাবনা বর্তমান সে সম্পর্কে সরকারী অমনোযোগিতা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয়। ইউরোপের পশ্চিম জার্মানী বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড এবং ফ্রান্সে সরকারী সহযোগিতায় বহির্দেশীয় এবং অন্তর্দেশীয় জলপথের সৃষ্টি, ব্যবহারের দ্বারা যে চরম অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়াস দেখা যায়, তার সার্থক অনুকরণে ভারতের জলপথ বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারে যে সচেষ্ট হওয়া দরকার, সে কথা আমরা যেন কোন মতেই বিস্মৃত না হই।

শঙ্খ মার্কাই

শ্রেষ্ঠ ঝিকরী

যশোর কুম্ব ইণ্ডাস্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

কে.হাডের

কণক

*** পাউডার ***



দেবী পরম শক্তি

ধ্বল অমোঘ

বাতর, গলিত, নাক কান হাতপায়ের আঙ্গুল প্রভৃতির স্ফীতিসহ চর্মের বিবর্ণতা, সোরাইসিস, একজিমা প্রভৃতি রোগের জন্য বৈদ্যিক জন্মবারসহ পত্র লিখুন। শ্রীঅমিয়-বালা দেবী, পাহাড়পুর ঐশ্বর্যপুর, মতিঝিল (দেমদম), কলিকাতা ২৮ ফোন ৫৭-২৪৭৮

ম নোহরদাস তড়াগ-এর উত্তর তীর ধরে

পন্ন্যাসনের মধ্যে এক শিবিরের দিকে সেদিন বিকেলে খাচীললাম কোন এক ক্রীড়া-বিন্দু বন্ধুর সন্ধানে। চৌরঙ্গী অঞ্চলের এই মনোহরদাস তড়াগতি পথশ্রান্ত পথিকের পিপাসা-নিবারণার্থে একদা প্রস্তুত হলো, আজ তা বজনের তৃষ্ণা নিবারণ করে জমি না, তবে এর চারপাশের চারটি গম্বুজ যে বহু ভব্বারেক আশ্রয় দান করে, এটা জানা ছিল। উত্তর দিকের প্রথম গম্বুজে, যেটি গ্রীষ্ম রাস্তার ধারে, সেটাও পার হয়ে দ্বিতীয়টির কাছাকাছি হয়ে, ক্রমে সেই গম্বুজটিও আভিযোজ্য এমন সময়, কে যেন পিছন থেকে হঠাৎ ডেকে উঠল অমার পনবা ধরে। পনবা ধরে সন্মুখদান করলেই যে নিশ্চিতরূপে সে লক্ষ্য আমি, একথা মনে করার কারণ দুষ্ট। তবে স্ফাতিক নিয়মেই থমকে দাঁড়ালাম। গম্বুজের মধ্যে থেকে লোকটি তৎক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। কাজে দিলে লক্ষ্যে ডিটার একটি পাট ধরে ঘন দিলি হাতের টুউডান পাল্লে, মধ্যাহ্নকালী লোকটি ধীরে ধীরে তামাকে লক্ষ্য করে দাঁড়াল মনোহর দ্বিগি হওয়া একটি হাঁসের দেখা—সেবার “চিরন্তন পারদন”

একই জাতির একটি মানুষের বিচার নির্ভর করে।" "আমি জানি কিন্তু মানুষের চরিত্রগুলি ভিন্ন। এদের চরিত্রের ভেতর—স্বস্বার্থপরতার দৃষ্টি আছে। আর বিচার—এর ভাষাগুলি লেখাগুলি অন্য বিচারের লক্ষ্যের দিকে, তাই।" "এক ও একের মধ্যে।" "কিন্তু একজন—একজন।" "আমাকে নিরুপস্থিত রাখা একটি অংশ একটি ভাষা, অন্যটি, অন্যটি।" "কিন্তু বিচারিত।" "আপনি জানেন না? জানি।" "কি তে জানেন।" "আমার কাছে।" "আমি জানি।"

চেতনের দ্বিত্য একান্তে লুকায়িত মনের
 আর কথা সরাইল না। আমার অন্তর-
 মানের জিজ্ঞাস্যতা ১৯৬৯ সালের।
 তারপরে কেটে গেছে দশ-দশটি বছর।
 পরিত্যক্তের প্রাথমিক প্রোবটো লক্ষ্য করেই
 এসেছিলাম, কিন্তু তৎক্ষণে আমার মনে সাপ্তা-
 সারণ হারিয়ে তখনপনের, আশেও কত নতুন
 মানসে ওখানে গিয়েছে তাদের দলিত সন্ধান
 আমি জানব কোনে করে? কিন্তু তবুই
 প্রত্যক্ষ করে এসেছিলাম, তা ত ভালোপার
 নয়। এবং সেই ভালো-না পারা মনুষ্য-
 পদ্বলির মধ্যে এবাড়িদের এই ডি কে বোস
 অন্যতম। আমি থেকেই নিয়ে ওখানে গিয়ে-
 ছিলাম, তা সাময়িক, কিন্তু ডি কে বোস
 গিয়েছিল চাকরী নিয়ে, আমি যখন ঠিক
 আমার বছরকতী। বিদ্যী ছাউনের বাগেলেস
 মনোচিত সে থাকত। ছাউনের দোশা
 ছিল, থিয়েটারের বহিষ্কৃত ছিল। আমার মতি
 এই কৈ-করা প্রকৃতির মানসে। কিন্তু তবু
 আমার বিশেষভাবে মনে রাখবার কারণ ছিল



नमो भगवते वासुदेवाय

অনা। কোন-কিছু ঘটনা বর্ণনা করার ভাণ্ড ছিল তার অভূত। শোনা কথাও সে চোখ বড় বড় করে, হাত নেড়ে এমনভাবে বলত, যে মনে হত, সবই সে নিজের চোখে দেখে এসেছে। জাপানীরা ওখানে শেষ যে বাঙালী ভদ্রলোকটিকে মাত্র গুলুচর সন্দেহ করে সেলুলার জেলে ফাঁসি দিয়েছিল, তাকে সে নিজে প্রত্যক্ষ করেনি, কিন্তু তার মানসিক অবস্থা, তার বেঁচে থাকবার অদম্য বাসনা, তার ফাঁসির দড়ি দেখে আতঙ্কে আতঁনাদ করে ওঠা, এসব সে সৈদিন এমনভাবে বর্ণনা করেছিল, যে মনে হচ্ছিল, সেই বাঙালী ভদ্রলোক, মিস্টার ব্যানার্জি তার নাম, তাকে যেন আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি!

এ ছাড়া, আরও একটা কারণে ডি কে বোসকে আমার ভোলা উচিত নয়,—সেটা হচ্ছে, ওর এক বিচিত্র মানসিকতা। এখানে জনান্তিকে বলে রাখা ভালো, ওর অবাঙালী বন্ধুবান্ধব, যাদের সঙ্গে ওর প্রতিদিনের দেখাসাক্ষাৎ, যাদের সঙ্গে ওর এ দ্বীপ থেকে ও দ্বীপ সুযোগ বুঝে ঘুরে বেড়ানো, তারা প্রায় সকলেই ব্যাচেলার হলেও নারীসঙ্গ-বিবর্জিত ছিল না। কিন্তু ভিন্ন ধরনের লোক ছিল ডি কে বোস। বলত, “হাতে কিছু পয়সা জমুক, চাকরির একটু উন্নতি হোক, একেবারে দেশ থেকে বিয়ে করে মেয়ে নিয়ে আসব। ভালো মেয়ে। মনের মত মেয়ে। তার আগে দেহটাকে অপবিত্র করব না।”

বন্ধুরা হেসে উঠত। কেউ-বা বলে উঠত, “তা বিয়েই কর না? এটা স্বীকৃতি বলে কি এখানে মেয়ে নেই?”

“না, নেই”, ডি কে বোস বলত, “আমি বিয়ে করব কলকাতায় গিয়ে। কলকাতার মেয়ে নিয়ে আসব, রীতিমত পড়শুনো-করা মেয়ে।”

যাই হক, ওকে দেখে একমুহূর্তকালের মধ্যে আমার সব-কিছু মনে পড়ে গেল।

রমণীজনের স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য



কেশরী কুটীরাম প্রাইভেট লিঃ
রয়পেট্রা, মাদ্রাজ-১৪

উজ্জ্বলিত কণ্ঠে বলে উঠলাম,—“আরে, ডি কে! তুমি এখানে?”

একটু হেসে বললে,—“এসেছিলাম। চলে যাচ্ছি।”

“মানে?”

বললে,—“হ্যাঁ। আমার ত কেউ ছিল না, এক জেঠামশায় ছাড়া। তাঁর ওখানেই এসে উঠেছিলাম। কিন্তু আজ চলে যাচ্ছি।”

“ছুটি নিয়ে এসেছিলে বুঝি? ফুরিয়ে গেল ছুটি?”

“না,” বললে, “ছুটি এক মাসের। এখনও দশ দিন বাকি। কিন্তু তার আগেই যেতে হচ্ছে।”

“কেন?”

বললে, “শুনতে চান? তাহলে আমার সঙ্গে জাহাজে চলুন। চাঁদপাল ঘাটে এম-ডি আন্দামান দাঁড়িয়ে আছে। কাল ভোরে ছাড়বে।”

বললাম, “আমার একটু কাজ ছিল। আচ্ছা, তা হক, চল তোমার সঙ্গেই যাই। তা তোমার চেহারা এমন হলো কেন? কী সন্দেহের চহারা ছিল তোমার! অথচ.....”

ম্লান একটু হেসে বললে, “বুঝেছি এই-জনাই চট করে চিনতে পারেননি! তা চেহারায় আর কী হবে? এগার বছর ওখানে থাকতে থাকতে একেবারে জংলী হয়ে গেছি।”

“এর মধ্যে একবারও আর দেশে আসনি?”

“না।”

“বিবাহ?”

হাটতে হাটতে আমরা ময়নানের সেই স্তম্ভটর কাছে এসে পৌঁছেছি ততক্ষণে, যার সামনে, দুটি সৈনিকের মর্তি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এদিক ওদিক লোকজন বসে আছে। ওরই মধ্যে একটু, নিভৃত খুঁজে নিয়ে বললাম, “জাহাজে একটু পরে যাচ্ছি। ততক্ষণ এখানে একটু বসে নিলে হয় না?”

“বেশ।”

অতএব স্তম্ভের ধারে বসলাম দুজনে। একটুক্ষণ থেমে থাকবার পর একটু ম্লান হেসে একসময় বললে,—“এগার বছর পরে ঐ বিবাহ করতাই আসা।”

উৎসুক হয়ে বলে উঠলাম,—“তারপর?”
বললে,—“তারপর আর কী? জেঠাইমার উপোগই বেশি। তাঁর দূরসম্পর্কের ভাইঝি বঝি। হল সম্বন্ধ। চিঠি পেয়ে ছুটিছাটা নিয়ে আমিও এলাম। পাকা দেখার কথা ছিল কাল। আমারই যাবার কথা ছিল। শুনোছি ভালোই দেখতে মেরেটিকে। আই-এ পড়ছে। কিন্তু যত কাছে আসতে লাগল তাকে দেখার মূহূর্ত, তত ভিতরে-ভিতরে একটা আতঙ্ক জাগতে লাগল ভেতরে। মনে হল, আমি কি সভ্যজগতের কেউ? এ মেয়ে কি ওখানে গিয়ে সুখী হবে? তাই।

আজ চুপি চুপি এজেন্টের সঙ্গে দেখা করে, সব বন্দোবস্ত করে, জাহাজে উঠে বসেছি। ওরা কেউ এখনও জানে না যে আমি পালাচ্ছি। জাহাজ থেকে নেমে হাটতে হাটতে এতদূর এসেও ট্রাম লাইনের ওদিকে যেতে পারছিলাম না, চেনাশোনা যদি কারুর সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়ে যায়। চেনাশোনা মানে, বিয়ের এই ব্যাপারের সঙ্গে যারা জড়িত। আপনার মত লোকের কথা নয় অবশ্য।”
বললাম, “কিন্তু, এ পলারনের কোনও অর্থ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এতে ঠিক পালারবার মধ্যে কী অবস্থা হল?”

বললে, “এগার বছর পরে কলকাতা এলাম। দেখি সব বদলে গেছে। মানুষ-গুলোও। কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই, স্বার্থ নিয়ে টানাটানি, হানাহানি। মানুষের মন বেন আরও ক্ষুদ্র, আরও নীচ হয়ে গেছে। চারিদিকে, মানুষের আচার-ব্যবহারে অভূত একটা কৃত্রিমতা। আমি হারিয়ে উঠলাম।”

বললাম, “বুঝেছি তোমার কথা। কিন্তু ওর সঙ্গে কিয় না-করার কী সম্বন্ধ? এভাবে পালানিইবা কেন চুপিচুপি?”

ও স্থির মনে কথাগুলি শুনছিল আমার। একসময় বলল,—“আপনার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে গেলে আপনাকে একটা গল্প শোনাতে হয়।”

“গল্প?” প্রকৃণ্ডিত করে বলে উঠলাম, “কী গল্প? বেশ শোনাও।”

হঠাৎ এই সময় ঘণিণ একটা হাওয়া জাগল। আমরা মাথা নিচু করে থেকে, সেটাকে পার করে দিতে আমার স্থির হয়ে বসলাম দুজনে।

ও বললে,—“কার নিকোবরের কথা আপনার মনে আছে? যাকে আমাদের প্রাচীনরা, লক্ষ্মী দিয়েছিলেন, নন্দনদ্বীপ? যেখান থেকে শব্দটির অভিধাসীর দল চাঁদ্রশ মাইল সমুদ্রের ঢেউ ঠেলে ঠেলে নৌকা করে যায় চাওড়দ্বীপে?”

বললাম,—“তা হাঁবে। কিন্তু কী বলতে চাও?”

ডি কে বললে, “কার নিকোবরের সমুদ্র-তীরবর্তী একটা গ্রাম, নাম, ধরুন, লাপাতি। এই লাপাতি গ্রামের একটি মানুষের কথা আমার আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে। তার কথা যখন এলভিন বসে প্রথম শুনি আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে, তখন নিছক একটা কাহিনীই শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আজ, তার মধ্যে একটা তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছি। এই যে এই শহরে এত মানুষ পথ দিয়ে যাচ্ছে আর আসছে, এদের মতের ভাব—এদের চলাফেরা—এদের সব-কিছু, এত কৃত্রিম,—এত ছকে-ফেলা,—যে, তা আপনার চোখে পড়ে কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের চোখে বড় লাগে। বড় মেকী মনে হয়।”

অবাক হয়ে ডি কে-র কথা শুন

বাচ্চিলাম। এবারিডনে ওর সঙ্গে যখন মিশেছি, তখন ওকে দেখেছিলাম অন্য মানুষ, তুচ্ছ মান-প্রতিমান কিংবা ছোট-ছোট আঘাত আর দুঃখে, যা দৈনান্দিন জীবন-যাত্রায় মানুষের সঙ্গে মানুষ থাকলেই এসে পড়তে বাধ্য,—সেসব ও কোনও দিন গায়ে মাখত না, বহু মানসিক আঘাত অথবা বণ্ডনার স্পর্শ ও হেসেই সেদিন উড়িয়ে দিয়েছে বলা চলে। কিন্তু আজ ওর কথাও ধরন অনারকম। কী এক অভাবনীয় আশ্চর্যমণ্ডায় ও আচ্ছন্ন হয়ে আছে। অবশ্য এগার বছরের বাবধান, এর মধ্যে মানুষের জীবনে কতরকমই না পরিবর্তন আসতে পারে! ওর চেহারারও কি পরিবর্তন এসেছে কম? এখন দেখলে মনে হয়, ও দু'কি বাঙালীই নয়, অন্য দেশের মানুষ।

ডি কে একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে শব্দে করলে, “স্বাধীনতার থেকে যে আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবের জন্য মন কাঁদত, কলকাতার এসে দেখি, তারা ভিন্ন মানুষ। তাদের সঙ্গে আমার সমস্ত সংযোগের সূক্ষ্ম তন্তুগুলিকে কে যেন কখন সবার অজান্তে হাওয়া দিগ করে দিয়েছে! সে-সব পরিবারে আমার আগে অব্যাহত দবার ছিল, সেখানে কেমন-কেন একটা সত্যকথার ভার। মেয়েরা, অথবা, আমার বোন, হোসি, মাসি-পিসার দল—যারা সর্বক্ষণ আমাকে ঘিরে একদিন গণপজেব করত,—আজ তারা কাছে আসতেও যেন ভয় পায়! কতজন ত সামনেই এসে না!”

ডি কে থেমে গেল। আমিও চুপ করে বসে আছি। সম্ভা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে নেমে এলো অন্ধকার।

এক সময় ডি কে আমার বলে উঠল, “আপনাকে দেখে ভয়ানক আনন্দ হল, পিতন থেকে ঢেকে ও উঠলাম, কিন্তু পরক্ষণেই ভয় হল, মনে হল, যদি আপনিও মুখ ফিরিয়ে চলে যান!”

বললাম “এটা তোমার শৃংখারও ভুল হতে পারে। আজ যারা সবচেয়ে তোমার কাছে আসতে পারেননি, বহুদিনের অর্শনীর জন্য তাদের পক্ষে সামান্য একটু লজ্জা অথবা সংকোচ হওয়া স্বাভাবিক। আরও দিন কয়েকের পরিচয়ে হয়ত এ জড়িমাও কেটে যেতে পারত।”

“না-না!” ডি কে ঈষৎ উত্তোজিত কণ্ঠে বলে উঠল, “সেটা আমিও ভেবেছিলাম। তাই মিশতে গিয়েছিলাম আরও আপনার হয়ে। কিন্তু অম্মকে ওরা কেউ ভাবতে পারছে না আপনার বলে। অথচ আমার স্বপ্ন ছিল, কলকাতায় আসব, এখানেই বিয়ে করব।”

বললাম, “হ্যাঁ তা আমি জানতাম। তুমি বলেছিলে।”

বললে, “বিশ্বাস করুন, আমার সেই আজও পবিত্র। আমি এই বিবাহ করব বলে

কখনও কুসংসর্গ করিনি, কু কাজ করিনি, কোন নেশা পর্যন্ত ছিল না আমার।”

বললাম, “কিন্তু এখনও আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না, সেই বিবাহ যখন স্থির হল, তখন সে কাজ শেষ না করে তোমার এভাবে চলে যাবার অর্থ কী?”

ডি কে চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে বললে, “তাহলে কার-নিকোবরের লাপাতি গ্রামের সেই আদিবাসী মানুষটির কথাই শুনুন। নারিকেল-বন ঘেরা সেই ছোট্ট দ্বীপ, চারিদিকে দিগন্ত বিস্তৃত উদাও সমুদ্র। সেই সমুদ্রপথে একদিন গ্রামের ধারে এসে লাগলে দু'টি ছোট মোটর-লঞ্চ, একটা খাড়ির মধ্যে বোটিংগুলি রেখে, বোটের সেই অচেনা মানুষগুলি গ্রামের ভিতরে চলে গেল গাঁওবুড়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর।”

একটু দূর থেকে এসবই সর্নিগদ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিছি সেই লোকটি। মাথায় ছোট-ছোট কৌকড়া-কৌকড়া চুল, কেমের লেংটি-

মত একটু করে কাপড় ছাড়া আর কোথাও কোন আবরণ নেই দেহে। মিশ্কালা ন্যূতিদীর্ঘ দোহারা চেহারা।

গাঁওবুড়ো আর তার দলবল আগন্তুক-দের নিয়ে গাঁয়ের অভ্যন্তরে মিলিয়ে যেতেই, লোকটি নিম্নকণ্ঠে ডেকে উঠল, “গাং?”

কাছেই যে বারোয়ারী ঘরটি রয়েছে কয়েকটি মোটা মোটা খুঁটির ওপরে আশ্রয় করে, যার নাম, এল-পানাম, যার নীচে রাখা আছে গাঁয়ের নৌকোখানা, তার পাশ থেকে উঠে এসে অমূরূপ বর্ণেরই একটি লোক। কাছে এসে বললে, “কী? ডাকলে কেন?” গাং-এর চেহারা ঐ লোকটির থেকে অনেক মজবুত। বরসে সে যথেষ্ট তরুণও বটে। চারদিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে নিয়ে লোকটি বললে, “গাংয়ে আমার নতুন ‘তারিক’ এল, দেখাশ ত?”

“হ্যাঁ দেখলাম। কিন্তু ‘তারিক’ কোথায়? ওদের আমাদের মত হাত-পা মাথা বলে কি

সম্প্রতি কয়েকখানি সময়োপযোগী নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে : একথা বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর দৈনিক এবং সাময়িক পত্রিকা উচ্চ কণ্ঠে স্বীকার করেছেন:

পশুপতি ভট্টাচার্যের • ডাক্তারের দুনিয়া • ৬.০০
শিবনারায়ণ রায়ের • প্রবাসের জানাল • ৫.০০
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের • তৃতীয় ভূবন • ৪.৫০
অচিন্ত্যশো যোষের • একালের চোখে • ৩.০০
রাজেশ্বর মিত্রের • বাংলার গীতিকার • ৩.৫০

বিভূতিভূষণের উপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা
চিত্তরঞ্জন ঘোষের

বি ভূ তি ভূ ব ৭ • ৫.০০

হ রি দা স বন্দ্যোপাধ্যায়ের
• জন র ব • ২.৫০

সুশীল ঘোষের • মৌন নন্দুর • ৪.৫০
উমা দেবীর • বাবার কথা • ৩.০০
গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের • অগ্নিসম্ভব • ৪.০০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর • পরম্পরা • ৪.০০
বাণী রায়ের • পুনরাবর্তি • ২.০০
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের • টি. বি. সম্বন্ধে • ৪.০০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের • লঘুপাক • ৩.০০
বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের • চাঁনা প্রেমের গল্প • ৪.৫০

যোগেন্দ্রনাথ সরকারের • ব্রহ্ম প্রবাসে শরৎচন্দ্র • ২.৫০
ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্তের • গম্বী • ৬.০০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের • মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন সেন • ৩.০০

মিচালয় • ১২ বঙ্কিম চাট্টোয় • স্ট্রীট • কলিকাতা ১২

ওরা আমাদের মত 'ভারিক'? ওদের পোশাক-আশাক দেখলি না? ওরা 'লাও'—'শয়তান'!

"শয়তান, ত, গাঁওবড়ো অত খাতির করে ওদের ভিতরে নিয়ে গেল কেন?"

গাং বললে, "খাতির না করে উপায়? ওরা রেগে গেলে কি আর রক্ষে আছে?"

"কেন?"

গাং এবার বিরক্ত হলো। বললে, "সেসব দেখবার আমাদের দরকার কী? গাঁওবড়ো যা করবে, আমাদের ভালোর জন্যই করবে। আমরা যে-কাজে লেগে আছি সে কাজেই থাকি। আর, সাব্ব হয়ে এল।

লোকটির নাম মারো। মারোর দেহের মাংসপেশীগুলি শিথিল হয়ে গিয়েছে, মুখেও বলি রেখার চিহ্ন। বয়স কোন না বাটের কাছাকাছি? কিন্তু এসব নিয়ে ওরা তেমন মাথা ঘামায় না।

'এল-পানাম' বা বারোয়ারী ঘরের কাছে সমুদ্রের দিকটা ঘেঁষে কাণ্ড আর পাতাসম্ম একটা বাঁশ পোঁতা আছে, তার কাছে গিয়ে ওরা হাটু গেড়ে বসল। মাথা নীচু করে দুটি হাত বকের উপর রেখে চুপচাপ বসে রইল ওরা বহুকণ। এই পাতাসম্ম বাঁশ ওদের কাছে দেবতার প্রতীক। ইনি ওদের সমস্ত অমংগল থেকে রক্ষা করেন।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। কুটিরের কাছে কাঠের গুঁড়ি জুড়ো করে দিনের বেলাতেই আগুন তেলে রাখা হয়েছিল। এই আগুন আনা হয়েছিল গ্রামের ভিতর থেকেই। সেই আগুনের শিখা রাস্তার অন্ধকারে আরও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। ইতিমধ্যে আরও একটি ছায়ামূর্তি এসে সেই আগুন থেকে আগুন জ্বালালে একটি ডাবের খোলসের মধ্যে সঞ্চিত চর্বিতে। তারপরে প্রস্রাবের মতো সেই শিখায়িত ডাবের খোলা নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে গেল বারোয়ারী ঘরের দিকে।

মারো আর গাং এল এবার বারোয়ারী ঘরের নীচে, তাদের সমস্ত রক্তিত নৌকোটর কাছে। হাতে ছোট্ট মশাল। সেটা একটু দূরে বালিতে পুঁতে রেখে, তারই আলোর তারা ভালো করে দেখাচ্ছিল নৌকোটিকে। এই বিচিত্র নৌকোটিকে করেই তারা বছর একবার করে তীর্থযাত্রার মত 'চাওড়া' সন্ধ্যাে যায়। এই নৌকোটির সঙ্গে বহু স্মৃতি তাদের বিজড়িত।

এক সময় নৌকোর পাশেও ওরা অনু-রূপভাবে হাটু, মূড়ে বসে রইল কিছুকণ চুপচাপ।

নৌকো ওদের 'ইয়োম'। অর্থাৎ পিতামহ। নৌকোরও প্রাণ আছে, নৌকোও জীবন্ত। ও'র রীতিমত পরিচর্যা করতে হয়।

সন্ধ্যাকালীন সেই পরিচর্যার পালা শেষ করে ওরা আবার এসে বসল ওদের সেই অগ্নিকুণ্ডের পাশে। সমুদ্রগর্জনের সঙ্গে মিশে একটানা একটা দুম-দুম শব্দ ভেসে আসছে এতক্ষণে। ওরা নীরবে ওদের খাওয়াদাওয়ার পালা শেষ করল। সে খাদ্য তালিকায় ওদের অতি প্রিয় 'কাঁকড়া' নেই। কারণ, কাঁকড়া খাওয়া ওদের এখন নিষেধ। ওরা এখন হচ্ছে 'ইয়োম-আব'। অর্থাৎ নৌকোর পরিচর্যা-কারী। ওরা নৌকো ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না, 'কাঁকড়া জাতীয়' কিছু খেতে পারবে না, এমনকি কাঠও চিরে নিতে পারবে না, কারণ তাতে 'ইয়োম' বা নৌকোর অমংগল হতে পারে।

মারো প্রশ্ন করল, "চাকের শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না? দুম-দুম-দুম? তাহলে 'কা-না-আন-হাউন' আরম্ভ হল, কী বলিস?"

গাং বললে, "হ্যাঁ, তা হল।"

'কা-না-আন-হাউন' বা 'কান-হাউন' ওদের জীবনের সব থেকে বড়ো উৎসব। প্রত্যেক নিকোবরী পল্লীর 'ট্রেট্ট' বা সারি সারি কুটিরগুলির সামনে দেখা যাবে, বিরতি একটা কাঠের গুঁড়ি সোজা দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে, আর তাতে ক্রশের মত করে পর-পর কাঠের বা বাঁশের টুকরো বাঁধা আছে ওপর থেকে একবারে নীচ পর্যন্ত। সেই ক্রশ-এর বাহুগুলিতে বুলছে নানারকম বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য, শুকনো শস্যের মাংস বা নানারকম শুকনো ফল। মাথায় হিশুলের মত তিনটি কটি। একে ওরা বলে, 'নায়া-আন-কু-পা' অতি পবিত্র বস্তু। গায়ের যারা মারা যায়, তাদের উপদেশে ঐ ক্রশে কুলিয়ে রাখা হয় খাদ্য-দ্রব্য। বছরের শেষে এই 'কান-হাউন' উৎসবে গুলিকে নামানো হয়, নামিয়ে নতুন খুঁটি পোঁতা হয়। আর পরদিন দিয়ে শুরু হয় উৎসব। আসলে ওটি মৃত আত্মাদের

স্মরণোৎসব। কিন্তু, এর নৃত্যগীত ও ভোজের আয়োজন যেকোন নিকোবরীকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। এবং এজন্য গায়ের প্রতিটি নর-নারী শিশু-বৃদ্ধ গিয়ে যোগ দেয় এই উৎসবে। একমাত্র 'ইয়োম-আব' ছাড়া। চাকের 'দুম-দুম-দুম' শব্দ ওদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করলেও, ওদের ওখানে কোনও-রকমে যাওয়ার উপায় নেই। 'ইয়োম' ক্রম্ধ হতে পারেন। তাতে আগামী 'চাওড়া' যাত্রার দুখটনা ঘটতে পারে। আর, চাওড়া-যাত্রার সঙ্গে প্রত্যেকটি নিকোবরী যুবকের ভাগ্য বিজড়িত। চাওড়ায় যে যারনি, এমন যুবকের হৃদয়ের আবেদন কোনো নিকোবরী রমণীর হৃদয় স্পর্শ করে না।

মারো বললে, "বেনোবুড়ীকে একবার ডাক না?"

"কেন?"

"জিজ্ঞাসা করি, তিরিন্ কেমন আছে? বাচ্চা হল কিনা?"

গাং অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললে, "তিরিনের বাচ্চা হলে কি আর বেনোবুড়ি ছুটে আসবে না খবর দিতে?"

মারো মুখ তুলে 'এল-পানাম' বা বারোয়ারী ঘরটার দিকে তাকাল। কোনও সাড়াশব্দ নেই, শুধু দূর থেকে শব্দ ভেসে আসছে দুম-দুম-দুম-দুম!

মারো বললে, "বেনোবুড়ি সারির বেলা আগুন নিয়ে একবার ঘরে গেল না?"

"তা গেল।"

মারো হেসে উঠল, "ঠিক হয়েছে, বড়িও আজ আচ্চা জন্ম, কান-হাউন এ যেতে পারল না!"

গাং বললে, "বেনো ত বড়ি? কিন্তু তিরিনের কী অসুখ? বল? যুবতী মেয়ে, কোথায় গিয়ে নাচের আসরে পা ভড়িয়ে বসে গানের ধারা ধরবে, 'রে-লে-লে-লে'! তা না, এল-পানাম আটকে রইল।"

মারো বললে, "হাত কী! বাচ্চা আসছে না! আচ্চা, কী বাচ্চা ওর হাং বলত? ছেলে, না মেয়ে?"

গাং বললে, "তা নিয়ে তোর তত মাথা-বাথা কেন? তিরিনের মরদ ওলিকে কান-হাউনে গিয়ে মেতেছে, তার কোনও খেয়াল নেই, আর ইনি করছেন এখানে বসে মাতব্বরী! বড়ো হলে মানুষের এই দশাই হয়।"

চাট উঠল মারো, বললে, "এই খবরবার! বড়ো বলবি না!"

"না, বলব না! নিজের শরীরের দিকে চেয়ে দেখছিস! চামড়া বলে পড়েছে। বেনোবুড়ির দশা হল বলে!"

কী এক অশুভ আবেগ এসে ইঠাতই কণ্ঠরোধ করল মারোর, প্রথমে ইচ্ছা হল, গাং-এর টাটি টিপে ধরে। কিন্তু ও জোয়ান, ও'র সঙ্গে শক্তিতে ও পারবে কেন? পরকণ্ঠেই মনে হল, কী-এক অব্যর্থ

জনপ্রিয় স্টীল পরিবেশক

গান্ধারাম এণ্ড সন্স



১৬০সি, বিজ্ঞানপথ ব্রড, কলিকাতা-৬

হাফাকায় যেন বৃকের মধ্যে দাপাদার্প করে মরছে!

ওকে নিঃসন্তর দেখে, গাং-এর মনটাও নরম হল। গাং বললে, "কত বয়স হল?" "কে জানে! তিন কুড়ি হবে হয়ত। এমন আর কী!"

আবার সব চুপচাপ। সমুদ্রের ঢেউ কিন্তু অক্লান্তভাবে তীরভূমিতে এসে ক্রমাগত ভেঙে পড়ছে। কিছুক্ষণ পরে মারোই ভগ্ন করল ওদের নীরবতা। বললে, "আমি কতবার চাওড়া গোঁজি বলত? আট-আটবার। আমার কি বিয়ে করার কোনও বাধা ছিল? কোনও মোহের মন পাওয়া কি কঠিন ছিল আমার পক্ষে? এই বোনো-বড়ি, বড়ি তখনও সে হয়নি, আমাকে বিয়ে করতে চ্যেঁকিছিল কতবার। আমি রাজী হইনি"

"কেন? সারাজীবন বিয়ে না করে কাটালিই বা কেনম করে?"

মারো বললে, "সারাজীবন কাটলাম কোথায়? এখনও কি বিয়ে করতে পারি না? খবে পারি।"

"তাহলে কর'ভস না কেন?"

হঠাৎ চুপ করে গেল মারো। মাথাটা নীচ করে কী এক প্রগড় চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল সে। যেমন প্রতিটি নিকোবরী তরুণ স্বপ্নান্বিত হয়ে বিয়ে করে, তেমনি মারোও হয়ত বিয়ে করত, যেমন সবাই জীবন কাটায়, তেমনি জীবন কাটাত। কিন্তু হঠাৎ তার মনে জাগল অদ্ভুত এক অভিলাষ!

তখন দু'পি মাথায় সাদা চামড়ার মানুষ-গুঁড়ি গ্রন্থীপে আসতে আরম্ভ করছে। কত কী উপহার নিয়ে আসত তারা! এখনও পুরোনো নিকোবরী ঘরে সেসব জিনিস সব্বের রীক্ষিত আঁচ, দেখা যায়।

একদল তরুণ ক্ষেপে গিয়েছিল, বলে-ছিল, "ওরা 'তারিক' বা 'মানুষ' নয়, ওরা 'লাও', শয়তান। কজপ-মারো বর্শা দিয়ে ওদের বিধি ফেলব!"

গাও-বড়ো ধমকে উঠেছিল, "ওদের হাতে কী রয়েছে দেখ'ভস না? চোখের কাছে উঠিয়ে দাবণ শব্দ করে, আর পাখিগুলো কিম্বা বোনো শয়োরগুলো ছুটফট করে মার যায়। তোরা ঐসব বর্শা আর তীরধনুক দিয়ে ওদের সঙ্গে যুদ্ধবি কতক্ষণ? আর, তাছাড়া, লোক ত ওরা খারাপ নয়। ওরা ত বন্ধু! তোাদের কোনও ক্ষতি করছে না ওরা!"

এইরকম, তখন তিন-চারবার এসেছিল সেই সাদা চামড়ার লোকগণি। তাদের গায়ে দু'তিন দিন থেকেও ঘোঁ।

দিন যায়। একদিন গায়ের একটি মেয়ে এল এল-পানামে। সেদিন আজকের মতই 'ইয়াম-আব' হয়েছিল মারো। শেষ রাত্রে দিকে কামা শোনা গেল কচি কণ্ঠের।

সকালবেলা, গাও-বড়োর সঙ্গে কুটিরের ওপরে উঠে দরজার দাঁড়িয়ে সেই বাচ্চাটিকে দেখে মারোর দু'চোখে আর পলক পড়তে চায় না। বাচ্চাটা মেয়ে সন্তান। কিন্তু কী চমৎকার নাক, আর চোখ-মাখের গড়ন। গায়ের রঙ লালচে নয়, বেশ সাদা, ধবধবে।

সেই থেকে মনে মনে অশ্রুত এক অভিলাষ জেগে উঠেছিল মারোর মনে। তখন তার এক কুড়ি বছর বয়স, সং একবার 'চাওড়া' ঘুরে এসেছে, বোনোর মত কত মেয়ে তার ঘর করতে প্রস্তুত। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হয়নি। মনে মনে তখন সে স্থির করেছিল, ঐ মেয়ে বড়ো হোক, ওকেই সে বিয়ে করবে।

বড়ো হল মেয়ে। ওরা নাম দিল, হানা। কিন্তু তার কাছে ঘোঁষবে, সাধা কার? গাও-বড়ো তাকে সবসময় কাছে কাছে চোখে-চোখে রাখে। কতো নিকোবরী তরুণের ইচ্ছা তাকে বিয়ে করে। মারোও আকারের ইংগিতে গাও-বড়োকে জানিয়ে-ছিল তার মনের কথা। কিন্তু, সবার সব কথাই বড়ো হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, সাদা মেয়ে আরও একটু বড়ো হোক, তখন ভালব বিয়ের কথা।

হানা আরও বড়ো হল। এক কুড়ি বয়স হল তার। কিন্তু কেউ তাকে পেল না। মজকে ঐ যে 'যন্তের নৌকো' এসেছে, ঐরকম একটা নৌকো এসে স্বীপ লাগল, এল সব সাদা চামড়ার দল, তাদের সঙ্গে যন্তের নৌকো করে কোথায় যেন চলে গেল হানা।

মারোর তখন দু-কুড়ি বয়স। ইতি-মাথো সেইসব সাদা মানুষগুলো আরও আসতে লাগল স্বীপে। এল-পানামে আরও একটি প্রসূতির বাচ্চা হল। এটিও সেই-রকম সাদা-ধবধবে, এটিও মেয়ে। এটিকে "লেশে এবারও প্রতিজ্ঞা করল মারো, বিয়ে দিই করতেই হয়, একেই সে করবে।

এইভাবে, তিন কুড়ি বয়সে এসে পেঁচেছে মারো। আর, সেই সাদা মেয়েটি তার নাম ওরা রেখেছে, 'বালা' একধরনের পাখির নামে নাম, সেও আজ বিশ বছরের তরুণী। অন্য সবার মত মাথা কামানো নয়, কাঁধ পর্যন্ত তার মাথার চুল। কী সুন্দর নুটি চোখ, নাক, আর ঠোঁট? এটি যেন আগেরটির থেকেও সুন্দর।

সেই পুরোনো গাও-বড়ো আর নেই, নতুন গাও-বড়ো সেই বড়োরই ভাই। তাকে সে



সুবোধ ঘোষের

গ্রন্থসমূহ

তিন বরনারী

আছে দুঃখ আছে দুঃখ

বিবাহ-সহন লাগে,

তবুও শান্তি তবুও আনন্দ

তবুও অনন্ত জাগে।

মনে জীবনের মধ্যে এই

শান্তি আনন্দ আর অনন্তের

সম্মান খুব কম শিক্ষণীয়

পেয়ে থাকেন। সাম্প্রতিক কালে বীরা পেয়েছেন, সুবোধ ঘোষ সেই অল্প-কয়েকজনের অন্যতম। তাঁর দৃষ্টিতে সেই সিন্ধু শান্তি স্থির আনন্দের স্পর্শ লেগেছে; যে আনন্দ আছে বলেই জীবনকে আজও আমরা ভালবাসতে পারি, যে আনন্দ আছে বলেই নন্দাটরুণী যথার্থবা ঘোষের জীবন এক সহজ মানুষের ভালবাসায় সুন্দর হয়ে উঠল। অনুরাগ আর অভিমানে সূত্রের গাথা, আনন্দের যন্ত্রণায় আশ্রুত এক অসাধারণ উপন্যাস। তৃতীয় মূদ্রণ। দাম ৩.০০

আমাদের প্রকাশিত সুবোধ ঘোষের অন্যান্য গ্রন্থ

কুসুমেশ্বর

ভোরের নালতি

তৃতীয় মূদ্রণ। দাম ২.৫০

দ্বিতীয় মূদ্রণ। দাম ২.০০

প্রত্যেকটি গ্রন্থই কাহিনীর ভাবসম্মত রূপকণে, আলংকারিক সমৃদ্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই :—

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—মেঘরাগ ২.৫০ ॥ সমুদ্রের বসু—মনোমুকুর ২.৫০

সাহসিকুমার ঘোষ—কুসুমের হাস ২.৫০ ॥ মিহির আচার্য—জোনাকীর আলো ২.০০

আশীষ বসু—সোনালি ঘিন ২.০০ ॥ সরোজ রায়চৌধুরী—আকাশ ও মস্তিষ্ক ৩.৫০

জ্যোতির্বিদ্য নন্দী—গীতিগোবিন্দ ২.০০ ॥ সুবোধ ঘোষ—নির্ভরশীল ৩.০০

হারিসক প্রেস : ৩/১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

মনের কথা খুঁলেই বলে রেখেছে। বালাকে তার চাই-ই।

বালার মন জয় করবার জন্য সে আরও কয়েকবার 'চাওড়া' গিয়েছে, বালাকে সে এনে দিয়েছে কচ্ছপের খোল, নানান রকমের খিনিক, শংখ, আরও কত কী।

গাং বললে, "কী চুপ করে আছিস যে?"

মারো বললে, "বিয়ে করব বালাকে।"

গাং হেসে বললে, "সে ত গাওবুড়ো সবাই জানে।"

মারো বললে, "গাওবুড়ো বলেছে, তার আপত্তি নেই। বালা রাজী হলেই হয়।"

"তা বালা কি রাজী নয়?"

"কে জানে? যতবার বলি, সে শুধু মুখ টিপে টিপে হাসে।"

গাং পরামর্শ দিলে, "তুই জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে কর।"

মারো বললে, "ছিঃ! তা কখনও হয়! ওরা মন না দিলে ওদের পেতে নেই।"

গাং বললে, "বাজে কথা।" বিলকু যখন প্রথম মানুষ 'মিথের'কে সৃষ্টি করলেন, মিথে মাটি দিয়ে একটা পুতুল তৈরী করেছিল। সেই পুতুল আগুনের তাত পেয়ে হল মানুষ। মেয়েমানুষ। সে প্রাণ পেয়ে মিথের দিকে চেয়ে একটা হেসেছিল। 'বলেছিল, তুমি আমাকে তৈরী করেছ, তুমিই আমাকে নাও। আমাতে তোমারই অধিকার শব্দ। মিথে গ্রহণ করেছিল তাকে, কিন্তু তখন কি মিথে তার মনের সত্যিকার কথাটা ভেবেছিল?"

মারো বললে, "সে ত মিথের নিজের হাতের তৈরী। বালা ত আমার হাতের তৈরী নয়। ওর মনের ওপর আমার কি অধিকার?"

ওরা কথা বলছে, এমন সময় দূর থেকে ঢাকের 'দুম-দুম-দুম' শব্দের সঙ্গে মিশে এক সঙ্গে অনেকগুলি লোকের মাটিতে পা ফেলার ধূপধাপ শব্দও শোনা গেল। সঙ্গে কী এক তীরস্বরের গানের সুর। একটুকুণ চলে একটানা সেই সুর, তার-

পরেই ভেসে আসে মিশ্রিত স্ট্রী-কণ্ঠের গানের ধূয়া, 'রে-লে-লে-লে!'

কিছুক্ষণের জন্য ওদের বৃষ্টি অভিভূত করে দিল ওদের সেই চিরপরিচিত সংগীত। ওরা চুপচাপ বসে বসে শুনতে লাগল।

একটুকুণ পরে মারো বললে, "বালার গলার স্বর ভেসে আসছে না?"

গাং বললে, "স্বশন দেখছিস নাকি? এক-সঙ্গে মেয়েগুলি চেঁচাচ্ছে, তার মধ্যে বালার গলার স্বর কোনটা, চিনে বার করবে কে?"

"ওর মা এই গাওবুড়োর মেয়ে। তাই বালা গাওবুড়োর কাছে থাকে। অন্য কারুর বাড়িতে থাকলে আমি ঠিক ভাব জমিয়ে নিতাম।"

গাং বললে, "তুই যা না লুকিয়ে লুকিয়ে গাংয়ের মধ্যে। আমি আছি। দেখে আয় কী করছে বালা।"

"ছিঃ!" মারো বললে, "আমি ইয়ামে-আব। নৌকো ফেলে কখনই যাবো না।"

গাং বললে, "তুই আচ্ছা বোকা কিন্তু। বালার জন্য বিরোটা পর্যন্ত করলি না? সারাটা জীবন এমন একা-একা কাটিয়ে দিলি?"

মারো একটা হাসল, বললে, "বোকা নই, আমিই ঢালাক। আমার কথা ত সবাই জানে। কে আমার মত বিয়ে-না-করে দিন কাটাতে পেরেছে? তুইও আমার সবই জানিস। হানা বোঝেনি, কিন্তু বালা ত বুঝবে? বালা ত বুঝবে, আমি কী মন নিয়ে তার জন্য বসে আছি।"

"কিন্তু, আজ যারা যন্ত্রের নৌকায় এসেছে, তারা?"

মুহূর্তে একটা কালো ছায়া খেলে গেল মারোর মুখের উপর দিয়ে। সে একটুকুণ থেমে থেমে তারপরে বললে, "জামাকাপড় সেইরকম পরলেও ওরা ঠিক সেই সাদা 'সাগু'র মত নয়। তাই না?"

"হবে। কিন্তু, বালাকে নিয়ে যদি ওরা চলে যায়?"

উত্তেজিত হয়ে সোজা উঠে দাঁড়াল মারো। বললে, "তাহলে সত্যি বলছি গাং, আমার ঐ মাছ-মাছ বশী দিয়ে আমি ওদের মনের ফেলব একেবারে! গাওবুড়োর কোনও নিষেধ আমি শুনব না।"

বলতে বলতে গলাটা ধরে এল মারোর। ধীরে ধীরে বসে পড়ল সে। তারপরে অশ্রুত করুণ কণ্ঠে বলে উঠল, "ঠিক এই কথাটাই আমি ভাবছি গাং। মেয়েদের মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুতেই যেতে চায় না গাংয়ের মাতস্বররা। বালা যদি বলে, সে ওদের সঙ্গে যাবে, তাহলে? গাওবুড়ো ত বাধা দিতে পারবে না।"

"জানা কি এমন করে নিজের ইচ্ছায় চলে গিয়েছিল?"

"হা।" পরানো গাওবুড়ো ত আমাকে তাই বলেছিল।"

"তাহলে?"

মারো বললে, "ওরা কান-হাউনে সবাই নৃত্য। ঐ নতুন মানুষগুলো বালাকে নিয়ে কী করছে কে জানে! কী তাকে বোঝাচ্ছে কে জানে! আমি এখন যেতাম ত বাজ-পাখির মত ছিনিয়ে নিয়ে আসতাম।"

"তাই যা না?"

"কী করে যাব? আমি যে ইয়ামে-আব।"

বলে পু-হাতে মাথা গুঁজে শ্বাণ্ডয় মত কিছুক্ষণ বসে রইল মারো।

গাংয়ের মনটা দেখতে দেখতে করুণায় ভরে গেল। সে বললে, "আমি যাব? দেখে আসব?"

মুখ তুলল মারো, বললে, "তুই কি করে নাবি! তুইওত ইয়ামে-আব। না-না, নৌকার দেবতাকে চটিয়ে সারা গাংয়ের আমগল ডেকে আনিস না।"

কিছুক্ষণ আরও কেটে গেল নাবিব। এক সময় মারো বললে, "দেখ, জানায় ঘটনার পরে বিশ বছর কেটে গেছে। ঐ নতুন মানুষগুলো আগের চেয়ে আরও সচা হয়েছেন না? হয়ত ওরা এবার কিছুই করবে না।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে গাং বলে উঠল, "তুই ত অচ্ছা মানুষ! নিজে কালো, সাদা মেয়ের দিকে বোঝ কেন?"

"কে বললে সাদা মেয়ে।" মারো বললে, "ও ত আমাদের মেয়ে। আমাদের শরীপের মেয়ের গর্ভে জন্ম। ঐ এস-পনামে।"

রাগিত বোধ হয় তখন শেষের দিকে। হঠাৎ এস-পনাম থেকে ভেসে এল একটি শিশুর কলকল।

গাং চমকে উঠে বললে, "বাচ্চা হল ব্যসি তিরিনের।"

বোনবাড়ি ছোটতে ছোটতে এল একটা পরেই। বললে, "মেয়ে হয়েছে গো, মেয়ে। আমি গাংে যাচ্ছি মেয়ের বাপকে খবর দিতে। গাওবুড়োকে খবর দিতে।"

দেখতে দেখতে ভের হয়ে গেল রাত। গাংয়ের মগের উসর্ব ততক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে সমুদ্রের ধারে আসতে লাগল লোকজন।

ভোরের বাতাসে ওরা দুজন বোধহয় একটা ঘামিয়েই পড়েছিল। হঠাৎ রৌদ্রের তেজ মুখে অন্তর্ভব করে ধড়মড় করে উঠে বসল গাং, তারপরে অন্ধরের মোটার-বোটের ওপর চোখ পড়ায় কী দেখে বৃষ্টি অবাকই হয়ে গেল গাং।

পরক্ষণে সম্মিৎ ফিরে আসতেই তড়-তাড়ি টেনে তুলল নিদ্রিত মারোকে। বললে, "ঐ দেখ?"

কী দেখল মারো? সেই নতুন মানুষ-গুলি গাওবুড়োর হাত থেকে বালাকে নিয়ে তাদের নৌকায় গিয়ে উঠল। নৌকো নোঙর

৬২২ কে.এ.এস.
ক্রিমি-নালিনী
প্রিন্স জোনাথান
ক্রিমি নাম কলে
এস.পি.চৌধুরী এও ব্রাদার্স লিম.
৩৬, অরফাট স্ট্রিট, কলিকাতা-৬

মাথায় ঢাক পড়া ও পালা চুল
আরোগ্য করিতে ২৬ বৎসর ভায়ত ও
ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডায়িগার সাহিত্য প্রাণ
দিন গাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার
বৈকাল ৩টা ৪৫মিনিট ৫টা১৫ সাক্ষাৎ করুন।
৩১৬ জনক রোড, বালাগঞ্জ, কালকাতা।

(সে ১৬৫৭)

তুলে শব্দ করতে করতে মুখ ফিরিয়ে খাড়া থেকে এখনি সমুদ্রে পড়বে।

ডীর বেগে গাওবড়োর কাছে ছোট্ট এলো মারো। বললে, “একী করলে! বালাকে ওদের হাতে সতিাই তুলে দিলে?”

গাওবড়ো ওর দিকে মুখ ফেরাল, বললে, “তুলে দিলাম, না ওরা নিয়ে গেল? পারব আমরা ওদের সঙ্গে জোরে? আমাদের ওরা মেরে ফেলবে না?”

ইচ্ছা করছিল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকোর গতির মুখ সে আটকাই। একটা চিংকার করে সে বোধহয় জলে ঝাঁপে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু চারিদিক থেকে লোকজন এসে ধরে ফেললে তাকে।

কিছুক্ষণ পাগলের মত ঝটপটি করে অবশেষে শান্ত হয়ে গেল মারো। কাকে সে আটকাবে? কাকে সে ধরবে? ওদের যন্ত্রের নৌকা তখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে। নিজস্বের মত বসে পড়েছে মারো। কী করবে সে? তারা সেন্টিনেল বা জারওয়ানের মত দুশ্চর্য নয়, তারা শান্তিপ্রিয়, অশঙ্কিত নিরীহও বটে।

এমন সময় বেনোবডি এসে ডাকল গাওবড়োকে।

“এল পানামে আয়। তীরের বাজা হয়েছে যে।”

সবাই ছোট্ট গেল নবজানকের দেখতে। গাওবড়ো জোর করে মারোকেও টেনে নিয়ে গেল। ঘটফটে সন্দের বাজাটো। মেয়ে। মারো বিশ্মিত-বিমূগ্ধ চেয়ে দেখতে লাগল, কী সন্দের বাজা, কী সন্দের তিক্তোলা নাক, কী সন্দের চোঁট। আর, গায়ের বস্ত্রও লাগতে নয়, ধরনের সন্দের।

দরজার কাছ থেকে নীচে এসে গাংক সন্ধ্যাকার আবার সে এসে বসল সমুদ্রের ধারে নারিকেলপাতার ছায়ায়। সমুদ্রে ঢেউ তেমনি অজলত তীরভূমিতে এসে তাকে পড়ায়। সেইদিকে তাকিয়ে মারো বললে, “ঠিক হয়েছে। বালা গেছে যাক। এই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করব। এ যখন বড়ো হবে।”

গাং কী বলতে গিয়েও বলতে পারল না। সে বলতে চাইছিল, এ মেয়ের বয়স যখন এক কুড়ি হবে, তখন তোমার বয়স হবে কত? তখন তুমি বেশির থাকবে কী? বেশির থাকলেও নতুন করে ঘর পাওয়ার সমর্থও আর তোমার থাকবে কী?

কিন্তু ওর দুটি স্বপ্নিল চোখের দিকে তাকিয়ে গাং তা আর বলতে পারল না। সে বললে অন্য কথা। বললে, “তখনও যদি এই ঘটনা ঘটে? নতুন লোক এসে এইভাবে ওকে নিয়ে যায়?”

কী-এক আবেগে আবার কণ্ঠস্থ হয়ে গেল মারোর। কিছুক্ষণ সে কোনও কথা বলতে পারল না। তারপরে, অনেক পরে নিজেই কোনকমে সামলে নিয়ে সে বললে,

“তখন? তখন কী হবে জানিস? এ নতুন মানুষগুলি আরও—আরও সভা হয়ে যাবে, তারা এভাবে মানুষ হয়ে মানুষের ওপর আর অত্যাচার করবে না।”

সেই স্তম্ভ, যার সামনে দুপাশে দুটি পাথরের সৈনিক মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সেইখানে বসে বসে ওর কাহিনী শুনতে শুনতে ওর সর্বশেষ কথাটা কানে আসতেই চমকে উঠলাম।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে ডি কে। বললে, “রাত হয়েছে। বাড়ি যান। আমিও জাহাজে যাই।”

ওর মুখেখুঁটি দাঁড়িয়ে আছি। বললাম, “তোমার কী হল? তুমি অত্যাচারিত হলে কোথায় যে, এভাবে চলে যাচ্ছ?”

ফ্রান হেসে ডি কে বললে, “বোঝানো শব্দ। তবুও বোঝাতে হবে। ওখানে থাকতে থাকতে আমিও বুদ্ধি দ্বীপকতরের মানুষ হয়ে গিয়েছি। এগার বছর পরে কলকাতায় ফিরে এসে দেখছি, আমার বিয়ের

সত্যিকার লগ্ন। আসেনি, যে-পাওয়া মানুষের কাছে পরম পাওয়া, সে পাওয়ার স্বর্ণ মুহূর্ত আজও আসেনি আমার জীবনে। এখানে এসে কী দেখলাম জানেন? মারোর অনুমান মিথ্যা। মানুষ আজও সভা হয়নি। তার সমস্ত আদিম বৃত্তিগুলিই রয়ে গেছে। এত শিক্ষা, এত সামাজিকতার মধ্য দিয়েও তা ঢাকা পড়েনি। পাগল মারোর সেই প্রেরসী যখন বড়ো হবে, তখন আবারও যাবে আরেক নতুন দল নগ্নশরীপে, নিজেদের আদিম প্রবৃত্তি-গুলি নয়, তার অশুদ্ধ চরিত্রটিই আমাকে উদ্ঘাটিত করে দিয়ে আসতে!.....”

চলে গেছে ডি কে। কিন্তু তার কথা-গুলি নয়, তার অশুদ্ধ চরিত্রটিই আমাকে দোলা দিয়ে গিয়েছে সব থেকে বেশী। সে আর তার পাগল ‘মারো’ একই ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ এক হয়ে গিয়েছে আজ, কোথাও। কোনও প্রভেদ পাচ্ছি না খুঁজে।

॥ একটি স্মরণীয় গ্রন্থ ॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
স্বংসং ঐতিহাসিক উপন্যাস

বহিঃবন্যা ২য় ভাগ ৮॥

লেখক প্রকৃত অর্থদৃষ্টির সহিত কাব্যকাবণের এই ফাঁকি কল্পনাপ্রয়াগে পূর্ণ করিয়াছেন এবং সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।..... উপন্যাসটির প্রধান কৌশল সর্বদা প্রশংসনীয়।..... ঘটনাবল্যাস ও উহার প্রমথবর্ণিতের মধ্য দিয়া লেখক যে ‘সিপাহী’ বিপ্লবের মত একটা বিরাট, বহু-বিস্তারিত, অসংখ্য ছোট-বড় পরস্পর-অসঙ্গত ধারায় প্রবাহিত গণ-অভ্যুত্থানের চিত্র আঁকিয়াছেন ও উহার যথার্থ গতিধার ও ভাবোৎকল্লার পরিচয় দিয়াছেন ইহা তাহার উচ্চতর কৃতিত্বের নিদর্শন।

—ডাঃ শ্রীকুমার বসুগোপাধ্যায় (বিংশ শতাব্দী)

বহিঃবন্যার লেখক উপন্যাস রচনায় সিম্বহস্ত..... ইতিহাসের এমন বৃহৎ পটভূমিতে বহিঃবন্যার গল্পও তাই সহজে জন্মে উঠেছে।..... এর মধ্যকার বহু চরিত্রে ইতিহাসের পাতা থেকে পুনরায় বেগে উঠে আমাদের চোখের সম্মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে।..... লেখকের চরিত্রচিত্রণ ক্ষমতা অসাধারণ এবং সমস্ত উপন্যাসখানিতে প্রাণের শিল্পনিষ্ঠার পরিচয় পাচ্ছি।

—পরিমল গোস্বামী (মৃগাস্তর)

কাহিনীবন্যাস এবং মূল কাহিনীর সঙ্গে সরু মোটা নানা উপকাহিনীর তত্ত্ব মিলিয়ে বিচিত্র জাল বুনতে গজেন্দ্রকুমার জড়ি বাংলাসাহিত্যে নৈই বললেও চলে। এটি অসমানে ক্ষমতা। অন্যায়সে গল্পের স্ত্রে টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা সত্যিকার সব ক্ষমতার মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে দুর্লভ ও কঠিন। সেই দুর্লভ ও কঠিন ক্ষমতায় গজেন্দ্রকুমার, অধিত্যায়ী..... বর্ণনায় লেখক অসাধারণ মূর্সায়ানা দেখিয়েছেন।..... বহিঃবন্যা শুধুর ফসল নয়, স্বাধীন বনস্পতি।

—প্রমথনাথ বিশী (আকাশবাণী)

The mutiny was never before brought so close to our emotions by any other writer. It is not merely history plus fiction; it is something greater than either, and greater than summation of the two; it is the magic of history mingled with the magic of fiction, resulting in the far greater magic of a perfect work of art.

—Amrita Bazar Patrika.

চো ওউ. ১৭ই অক্টোবর, '৫৯

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

তোমরা তো সহজেই দুর্বোধ পাথরে বাঁধো রাখী।
তোমরা তো পাহাড় ডিঙিয়ে যাও মুক্তক ডানায়
আমরা পাহাড় গড়ি: আর তোরা ধরিত্রীর পাখি
সূর্যে উপনীত, যবে পূরুষেরা পাহাড় বানায়।

কে বলে সমানভূমি? উঁচুনীচু প্রাচী ও প্রতীচী;
শান্তি, তরুলতা, দিবারাত্রি, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা
ছত্থান হয়ে পড়ে আছে, আর স্বপ্নের দধীচী
বিপর্যস্ত, দিনে-দিনে বেড়ে চলে বস্তুর অছিলা।

অথচ নিকটে এসে ভালোবাসো যখনি কচিং,
আমরা সৈনিক হই, কেউ কবি, অথবা স্থপতি,
কেউ-বা তেনজিং নোরকে; আর কেউ নিঃশব্দ শহীদ;
বনানী সবুজ করে চলে যায় কতো যে দম্পতি।

হৈমবতী! বিশ্বকর্মা শিরে দিল নীল জলনিধি,
অমল কমলমালা অভেদ্য কবচ যক্ষোদেশে,
রৌমকূপে আদিত্যের নিজস্ব কিরণ, নৃত্য এসে
অপিঙ্গ নির্মল বর্ম। ঈশ্বরের করতলে সিঁথি।

তবে কেন তেইশ হাজার ফুট গিরিশঙ্কর পরে
চতুর্থ শিবিরে দেহ রাখো, নারী অভিমাত্রীদল?
কামাত হুয়ার ঐ তোমাদের ডানায় বিহবল!
আমরা প্রত্যহ মরে বেঁচে থাকি মস্ত খেলাঘরে॥

সূর্য নেই

জ্যোতির্ময় গায়াগায়া

ওইখানে শূন্যেছিলো ছায়াগুঁলি, তা'রা
আর নেই, উঠে হেঁটে চলে গেছে ধীরে;
গাছগুঁলি যে যেখানে ছিলো, সারা
দিন সারা রাত ঠিক আছে তেমনি সেখানে। কা'রা
যেন দ্রুত হাতে মূছে দিলো, এইমাত্র ছিলো যে ছায়া'রা।
ডালপালা-মেলা বড়ো গাছগুঁলি ছোট হলো, কেমন অঁচরে;
চকিতে পড়েছে মনে, মাথার ওপরে নেই সূর্যের পাহারা;
ছায়াগুঁলি চুরি করে ডুবে গেছে আকাশের ছড়ানো আধিরে।

পাখিদের কণ্ঠস্বরে ডরেছিলো, ছায়াগুল যতো।
আলোর আকাশ থেকে সূর্যের ছুটি-নেওয়া প্রথামতো
ওদের নীরব করে রেখে গেলো পাতা-ঢাকা শাখার আড়ালে,
স্থান কাল অদৃশ্য নিঃশব্দ থেকে, কী যেন হারালে।
গাছেদের ছায়া নেই, পাখিদের কণ্ঠ নেই আর,
এতোক্ষণে মনে পড়ে, বন্ধ হলো সূর্যের দ্বার—
হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে খোলা পথে ঢুকে পড়ে অন্ধ অন্ধকার॥

স্বর্গের পাহাড় : হারেম এল-জেরীফ

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

রাণ ও অল্লাহ দুটো শব্দ জুড়ে রামাল্‌হা কথটির সৃষ্টি হয়েছে কিনা এ-মুসল্মকে কেউ জানেন না, কিন্তু জেরুজালেমের পাশেই এই মনোরম ছোট্ট শহর রামাল্‌হা দেখে সত্যিই রাম অথবা অল্লাহের কথা স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক। পাহাড়ের বাক চিরে কালো কুচকুচে পথ। লম্বা আকাশ-চুম্বী গাছের ভিড়। পথের বাঁদিকে ইহুদী দেয় সৃষ্টি নতুন রাষ্ট্র ইজরাইল। ডার্নদলে আরব জর্ডান। রাজনৈতিক হিসেবে পাকিস্তান আর হিন্দুস্তান।

আরবী বন্ধুরা কিন্তু বলেছিল উদাহরণটা ঠিক হয়নি। পাকিস্তান হিন্দুস্তান কূটনৈতিক সম্বন্ধ আছে। ইজরাইল আরব দুনিয়াতে নেই। পাকিস্তানী হিন্দুস্তানীতে খানাপিনা আছে আছে। ইজরাইল আরবীতে মদ্য লেখাশেখ নেই, নেই হ্যাঁকোপানি আজন্ম।

রামাল্‌হাও নিকটিকের মধ্য পথটা নেমে গিয়েছে ইজরাইলের গা ঘেঁষেই আরব জেরুজালেম। চার হাজার ফিট উঁচু পাহাড়েরই নৈবা মধ্য পাহাড়ের আকাশ জুড়ে বিরতি এক গম্বুজ। পাহাড়ী পেশার এ গম্বুজের ভিতর বন্দী পাহাড়ের পাহাড়—না বন্ধ অব পাহাড়ইস যার বিলম্বী নাম দা ডেম-অব-রক্। যাদের জিনিস তবু কিন্তু ওকে বলে হারেম এল-শেরীফ।

রোমান যুগে সব পথই যেমন রোমে যেত তেমনি আজকের জেরুজালেমের সব গলিই যায় হারেম শেরীফে। হজরত মুহাম্মদ হারেম শেরীফের গম্বুজে ঐ বন্দী পাহাড় থেকে অশ্বারোহে সোজা গিয়েছিলেন বেহসেত তাই ঐসলামিক মহাহোয়া মক্কার কথা তীর্থস্থানের পরই মুসলমানদের কাছে হারেম শেরীফ। কিন্তু সেইখানেই এর ইতিহাস শেষ নয়। ইতিহাসের পিছনে আছে আরো ইতিহাস। তারও পিছনে ইতিকথা।

পারস্যের মহাতীর্থ কুম-এ গিয়েছিলম নাম বদলে। ইরাকের সুপ্রসিদ্ধ কার-বেলায় বগদাদী বন্ধুরা আমায় নিয়ে গিয়েছিল ইসলামী নামের ছাপ দিলে। তাই জর্ডান রাজ্যের হত্যাকর্তা বিধাতা জেনারেল আলি আব্দু নাওয়ার রামাল্‌হাওর গ্রাণ্ড হোটেলে আমার ঘরে বাস যখন বললেন, পিতৃদত্ত নামেই আমি হারেম শেরীফে যেতে পারি তখন খুশী কম হয়নি। খুশী হয়ে-

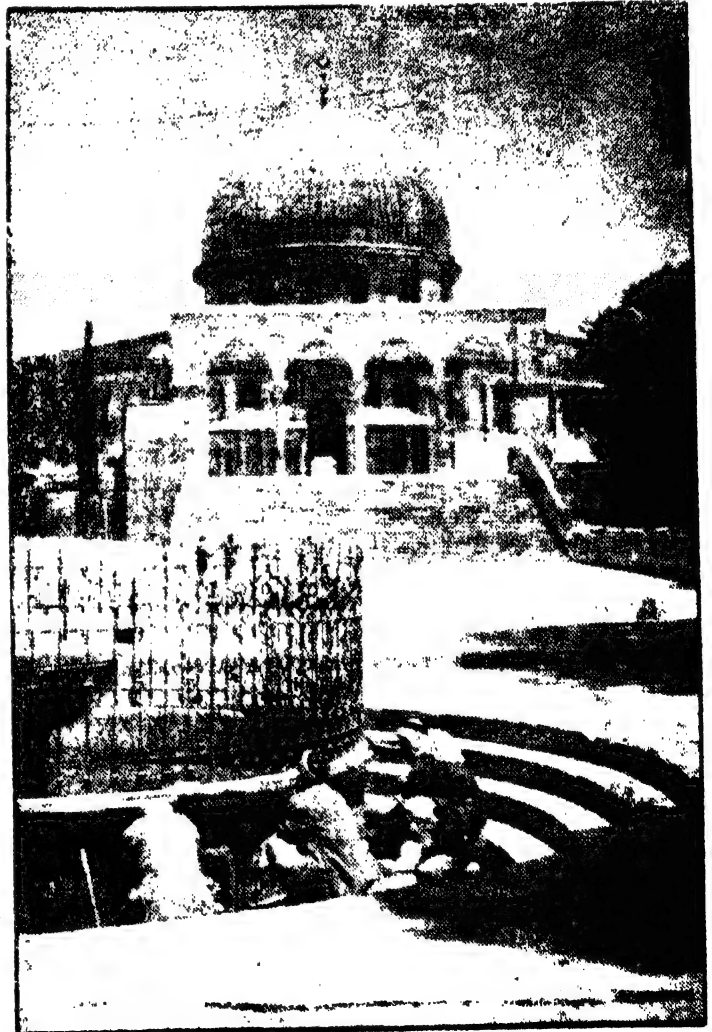
ছিলাম আরও—কারণ, অবাক করলেন প্যারিসে শিক্ষিতা বে-বোরখা মিসেস নাওয়ার আমার গাইড হবেন ঘোষণা করে। উনি আমাকে একবার ডেজ-সীতে চম্বেশ ঘণ্টার পিকনিক করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু খোদ খোদার ঘরে মুসলমান নারী গাইড? হজরত দুনিয়া বদল রহা হায়—মার্শাল লব নাম বাবাভী। আর জেনারেল আলি আব্দু নাওয়ার মনে মধ্যপ্রাচ্য থেকে কৃষ্ণ সিংহ জেনারেল সার্ব জন ব্যাগট

প্লাব 'পাশা'কে তাড়ানোর যোসান্দেব!

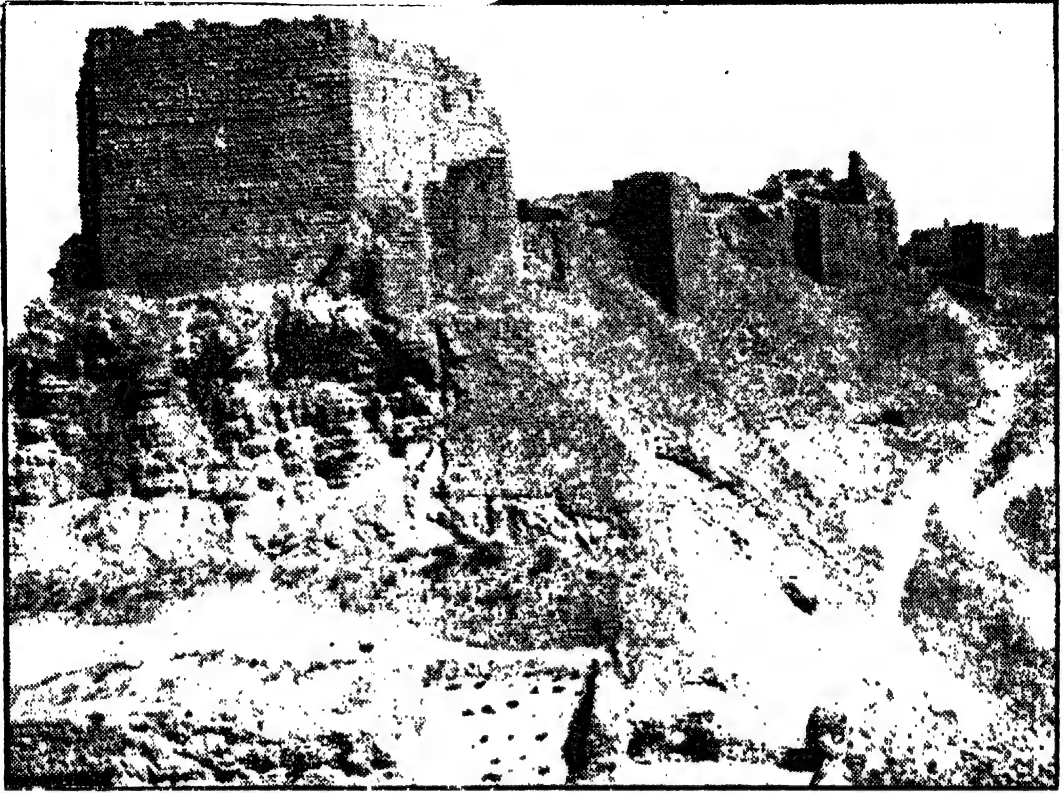
পথ চলতে চলতে জেনারেলের তল্‌খী তরুণী ভাব। "সলেন—সার্বোদিকতা ত' সব-জানতা জীব: অজ্ঞা বলুন তো হারেম শেরীফে ইহুদীরা কীভাবে কেন আসে?"

ভাবাছিলাম তখন অনা কিছু, কিন্তু বললেন—আপনাদের ইতিহাসের হিন্দ তো আপনারা ই আমাকে দেখেন।

জীপ্ গাড়ীকে আমরা সিটাডেলের পাশ দিয়ে নিয়ে গেলাম একটা পুরনো পাঁচিলের মেশিন-গানের গুলিতে ঝাঁঝালো দরজায়। ফাটকের মধ্যেই জেরুজালেম শহর। কাশীর গলিঘুপুচি এর কাছে নিয়া। শুনিয়েছিলাম, সম্ভ্যার পর এখানে নাকি গুন্ডার রাজ্য। পাশ্চাত্য লেখকদের বইয়ে পড়েছি, রাতে নাকি এখানে প্রবেশ



হারেম এল শেরীফ



হারেম এল শেরীফের পাশে সালাদীনের দুর্গ

মারাত্মক। মধ্যযুগেও একা একা এসব গলি-ঘুপুচির মধ্যে চলাফেরা করেও আঁমি দেখেছি, পাশ্চাত্য বর্ণিত বিশেষণের অপরিপাট। তবে হ্যাঁ, মিলিটারি পুলিশ ঘন ঘন সেলাম ঠেকবে। ছবি-সাঁটা পরিচয়-পত্র চাইবে। অভিজ্ঞান না থাকলেই ইজরাইলী গুলুতর বলে বিনা বাকবায়ে সকালের মত নিশ্চিত হয়ে খ্রীষের পুরেবে।

বড় গলি, কুচো গলি, নানা সুড়ঙ্গ পার হয়ে এলাম আমরা প্রশস্ত একটা প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণের উপরে নীল আকাশ। বাইরে মাউন্ট অব অলিভস। কিন্তু তৎক্ষণ হারেম শেরীফের প্রধান মোল্লাহ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভিসিটরস-বকে 'শিবলাস বন্দোপাধ্যায়' লিখেছি। 'শিবলাস' যে হিন্দু ভগবানের সৈনিক তার ব্যাখ্যা দিয়ে মোল্লাহ-জীর মতের দিকে তাকালাম। কারবেলা-ক্কে ঢুকেছিলাম প্রাণ হাতে নিয়ে: এই মহাতীর্থে ঢুকলাম রংচঙ্গে স্কট পরিহিতা ঠোট-রংগনো সঙ্গীনিীর বাঁহাতখানি হাতে নিয়ে।

পৃথিবীর লেখা ইতিহাসের শব্দে যেখানে তার প্রায় কাছাকাছি এবার আমরা প্রবেশ করেছি। বাবিলনের মদুমন্দ বাতাস আমাদের গায়ে লাগছে। মহাকালের

পৃথিতে অনেক কিছই জট পাকিয়ে রয়েছে। হেলেনীয় মানুষ তখনও সভ্যতার সূতিকাগারে পৌঁছয়নি। হামুরাবি বহু শতাব্দী হয় মারা গেছেন। উপনিষদ তখনও জন্মায়নি। ঋগবেদের রচনাকালেরও আগে। বাবিলনের সম্রাট নেবুকাডনেজার ধরে নিয়ে গেলেন পরাজিত লঙ্ঘিত জেরুজালেম থেকে করেক লক্ষ বন্দী ইহুদী। ইংল্যান্ড তখন সবে প্রস্তুত যুগ থেকে এগুচ্ছে। সম্রাট নেবুকাডনেজার পড়িয়ে দিয়ে গেলেন জেরুজালেম শহরটা। যাদের তিনি বন্দী করেন নি তারা একটা ছোট পাহাড়ের পাশে বসে দিনরাত কাঁদতে লাগল। কাঁদলো ঐ ভাগ্যহীন ইহুদীরা। পাঁচ হাজার বছর ধরে কাঁদলো আর কালো না ধামতেই ম্রিতীয় মহাবৃন্দ্রের পর সৃষ্টি করল একটা ইহুদী রাজা। ওরা যেখনটার বসে অশ্রমোচন করলো, গড়ে উঠলো সেখানে একটি প্রাচীর। নাম পড়লো তার 'কাঁদনে-দেওয়ান'—দা ওয়ালিং ওয়াল, আজ যা ইহুদীদের কাছে একাধারে কাশী-বৃন্দাবন-গয়া। সামনের ঐ ছোট পাহাড়টায় বসে মেঘ-পালক বালক ডেভিড সঙ্গীদের অপূর্ব সব জ্ঞানের কথা শোনাতে শোনাতে হঠাৎ একদিন তাদের রাজা হয়ে ইহুদীদের মধ্যে এনে দিলো

আশকের সুবর্ণ যুগ। ঐ পাহাড়টাকে 'দার', ডেভিডেরও অনেক পরে, রাজা সলোমন তৈরী করলেন তাঁর বিশাল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মন্দির। সময় ছুটে চলে। শিশু যিশুকে কোলে নিয়ে তাঁর কুমারী মা মেরণ নিলেন ঐ পাহাড়ের বুকে। দশ-বর্ষ মনের বাইরে অনেক ঐশ্বরিক গুণগুণ দেখা দিয়েছে তখন ঐ পাহাড়ে। ইতিহাসের রংমাণ্ডে আরও অনেক রথী মহাবীর এসে গেলো। বাবিলন কবে হয়েছে নিশ্চয়। রোম তখন তার সভ্যতার শিখরে বসে আঁসিরি সাম্রাজ্যের সবকিছুই লুটে দখল করে নিয়েছে। তারপর 'বর্ষ' বেদেইন আরব মরুভূমিতে উঠল একদিন একটা বড় বড়। মক্কায় ঘূর্ণিপাক দিতে দিতে সেই বড় ছাড়িয়ে পড়ল পশ্চিম এশিয়ার উপকূলে। সে বড়ের উপর বসে যিনি দুনিয়ার ইতিহাসটাকে একেবারে উল্টো-পাল্টে দিলেন তাঁর নাম হজরত মহম্মদ। তিনিও গেলেন স্বর্গে। ইহুদী ডেভিডের ঐ ছোট পাহাড়ের উপর যা ছিল একদিন রাজার সিংহাসন, সলোমনের দেবালয়, কালে তা পরিণত হলো মুসলমান দুনিয়ার হারেম এল-শেরীফে।

তিন হাজার বছর ইতিহাসের দু'গম

পথের আলিগলির সম্মান দিয়েছিলেন আমায় বিশ্বশ্রুত আরবী ঐতিহাসিক অধ্যাপক ফিলিপ হিঁত। শ্রীমতী নাওয়ারও আমায় অবাক করলেন তাঁর ইতিহাসের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মোচন করে। ততক্ষণে আমরা এসে পড়েছি মসজিদের চত্বরে যেখানে এই সৈনিক হাজারত মহম্মদের বংশধর স্বয়ং রাজা আব্দুল্লাহকে ওরা তিন-তিনটে গুলিতে করলো বিদ্ধ। মারলো প্রাণে। ফাতোয়া দিল, "পাশ্চাত্য বন্দুরা, বিদায়।"

রাজা আব্দুল্লাহর ইংরেজপ্রীতি সৃষ্টি করেছিল আরব-বেদুইন জর্ডান রাজা। সৃষ্টি করেছিল আরব ভেদনীরিত। সৃষ্টি করেছিল গ্লাস 'পাশা'। সৈনিক আলি আব্দু নাওয়ারকে গ্লাসে আঁড়িয়েছিল প্যারিসে। রাজধানী আম্মান দেরত নাওয়ার অবাক করলো হোয়াটাইলকে। বিলম্ব তখন হয়ে গেছে প্রচুর। পালিয়ে গিয়েও পালাবার পথ তখন বন্ধ। প্রাপ্ত বয়সে চক্কর ঘাটের আল-টিয়েটম সার কলর, 'পাশা'-মুহু, গোলেন আকাশপথে লুণ্ঠনে। আর ফিরলেন না। ফিরবার পথ তখন বন্ধ।

পল্লবের পিঁচিল শূন্যেছিলম নতুন জর্ডানের সৃষ্টিবর্তী জেনারেল আলি আব্দু নাওয়ারের কাজ। শিখরিত বাকর রাজা হোসেনের নিজ মঞ্চে। তুরনী বানী ডায়নার ঠোঁটকে। আজ শ্রীমতী নাওয়ারের মঞ্চে শুনলাম হারেম শেরীফে রাজা আব্দুল্লাহ হত্যার কথা। অমর হলম আর ভললম, মসজিদ শব্দে প্রাথমিকত কাজে ব্যস্ত হন না। বাকসীতক হত্যার কাজও। হতহরনে পাড়া মসজিদে দেহাভিলম ইংরেজপ্রমী একে প্রধানমন্ত্রী হত্যাপ্রদন। এখনও দেখলাম।

শ্রীমতী নাওয়ারের মঞ্চে গিয়ে মসজিদ — কি ভাবলাম এই গেমডায়না হ্যাঁ?

বকরায় দৃশ্যের সৃষ্টি তিনে তিনে হাকলেন। লক্ষ্যে হাকর কাজে উল্লি আরো উল্লি হাকর গেলেন। বকরায় গেমডায়না হ্যাঁ আমর সনাম হ্যাঁ গেমডায়না হ্যাঁ হাকর হক। ভাবি, আব্দুল্লাহর হত্যাই কি জর্ডানে শেষ কাজ হ্যাঁ?

গেরগের ঢাক ও আশ্চর্য বকর উপন্যাসের চরিত্রের চরিত্র ও গেমডায়না হ্যাঁ ভাবনা এখন আর বাকী নয় শ্রীমতী নাওয়ার এখন জর্ডানে ফলি-কিন্তু হারি আমর বহুমান প্রবন্ধের বিষয় নয়।

ততক্ষণে আমরা কাদিয়ে দিওলাম পেরিগ গিয়েছি। মহম্মদ সবুজ হাসভার্তি নব্বই একরার লিখল প্রাণে। মহম্মদের বাক সবজের মেল। বঙ্গবেরগের ফলকের বণিগ। ওধার বলজে আরব লিখনের কচকাওয়াজ। মসজিদের প্রাণে গেমের ডাকসজ। স্বপের দবার হত্যার ডক। সংলগ্ন সনাম একখানি হবি।

অবাক হই গম্বুজের প্রবেশপথে। রংগের

আতশবাজী। বিশাল হলের সুউচ্চ রং-বেরগের ঘষা কাচের মধ্য দিয়ে সূর্যালোকে প্রতিফলিত হয়েছে সিঁদুর বরণের ধোঁয়া। নীল রংগের ছায়া। সোনালী হলম সবজের আকুল বিকুল। রাজা ভৌভের পাহাড়, হজরত মহম্মদের স্বপের পথে বিশ্রামক্রে, পাড়েছ অমৃত রংগের অনাস ছোঁয়াচ। আট-কোনা গম্বুজময় বাড়টাকে আজ প্রথম দেখলাম সবচেয়ে ও বকরায়

কেন উম্মেদ খালফা আব্দুল এল খালিকের সৃষ্টি হারেম শেরীফকে সোকে বলে অত্যাশ্চর্য এক মসজিদ!

গম্বুজের মধ্যে অবাক কাচের শেষ নেই। মৌলানা ইতিহাস বলে চলেছেন আরবী ভাষায়। শ্রীমতী অনুবাদ করেছেন খাশ ইংরেজী-ফরাসীতে। আমি দেখছি, ঐতিহাসিক এই হারেম এল শেরীফ যা একদিন ছিল মসজিদ, পরে হলো

১২ই নভেম্বর প্রকাশিত হবে
অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সমালোচনার কথা

বাঙলা ভাষার সাহিত্যবিচারের তত্ত্ব ও

আনুপূর্বিক ইতিহাস সম্পর্কে অ-বিত্তীয় গ্রন্থ
সূচীপত্র : মুখবন্ধ ॥ সাহিত্যবিচারের বিভিন্ন রীতি ॥ সমালোচকের শ্রেণীভেদ ॥ সমালোচনার নানা প্রসঙ্গ ॥ পাশ্চাত্য সাহিত্যবিচারের ধারা (গ্রীক ও রোমান সমালোচনা) ॥ পাশ্চাত্য সমালোচনার ধারা (নবোত্তর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী) ॥ পাশ্চাত্য সাহিত্যবিচারের ধারা (উনিবিংশ ও বিংশ শতাব্দী) ॥ সংস্কৃত সাহিত্যবিচারের ধারা ॥ বাংলা সমালোচনার খসড়া ॥ ৫০০

এই পর্যায়ের আরও তিনখানি বই।

সাহিত্যের কথা । অধ্যাপক গুরুদাস ভট্টাচার্য । ৪-০০

নাটকের কথা । অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ । ৪-০০

ছোটগল্পের কথা । অধ্যাপক রথিন্দ্রনাথ রায় । ৫-০০

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড । ৯ বায়বাগান স্ট্রীট । কলকাতা ৬

টেলিফোন : ৫৫-৩১৮৮

(সি ১১৪)

॥ 'সাহিত্য'-র নতুন সাহিত্য ॥

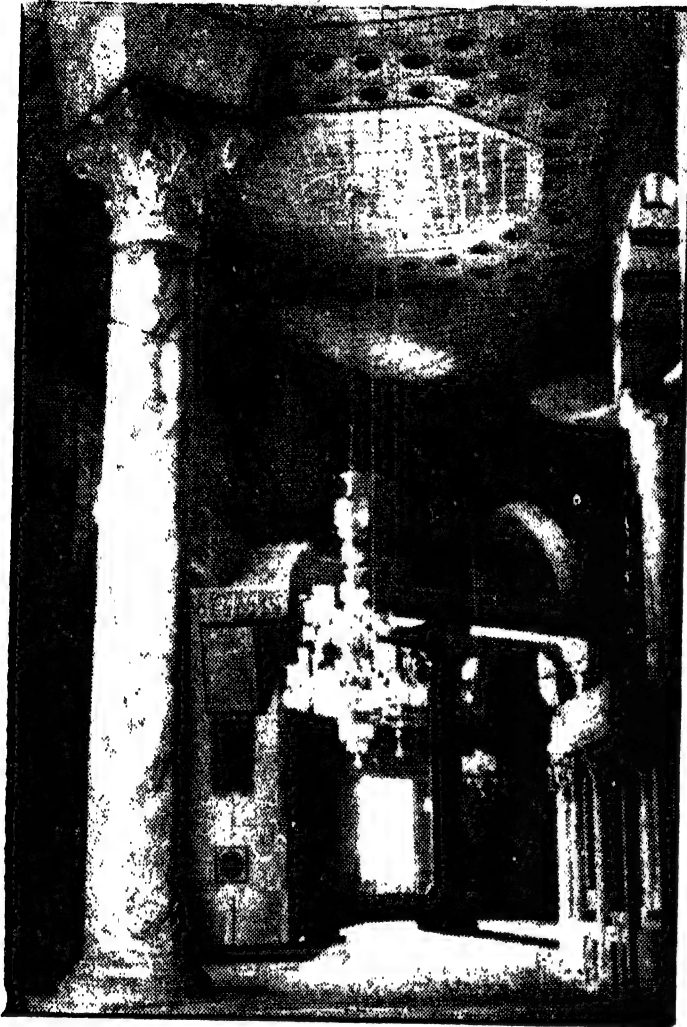
রিহার্সিস্ট উপন্যাস রচনায় সিংহভূমি — শতাব্দী, কাজল, কুরপালা, গৌরপ্রসাদের লেখক রমেশচন্দ্র সেনের বাংলায় আশ্রয়গের বস্তুবচিত্রে সুসঙ্গত নবতম উপন্যাস

সাংগিক

বিপ্লবগমনতা ও কমীনের আশা ও স্বপ্নের প্রত্যক্ষ রূপ, চেনা ও অচেনা মুখের আনাগোনার মূবর ছবি। দাম ৩-৫০ নং পঃ

পরিভ্রমণ মনসা	পূর্ণানন্দ পুত্রী	উপন্যাস	দাম ৩-৫০
উর্বাশী (২য় সংস্করণ)	নন্দকর গঙ্গোপাধ্যায়	গল্পগোষ্ঠ	দাম ২-৩০
সম্ভা সকাল	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	উপন্যাস	দাম ৪-৫০
শুভরাত্রি	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	গল্পগোষ্ঠ	দাম ২-০০
একটি সুরের কাগা	ভারতপুত্র	রমা রচনা	দাম ২-৫০
রাহুর প্রেম	এমিলি প্রুটী	উপন্যাস	দাম ৪-৫০
পূর্বক্ষণ	ননী ভৌমিক	গল্পগোষ্ঠ	দাম ২-০০
পরবাস	বীরেন্দ্র কীকট	কবিতা	দাম ২-০০

সাহিত্য ১, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলিকতা-১২



হজরত মহম্মদ যেখান থেকে বেহেস্তে গিয়েছিলেন তার স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য

ক্রসেডরদের অধিকৃত গির্জা ও আরও পরে আবার হলো মসজিদ। ভাগের হেরফের। ধর্মের তাড়না। একটা কথা মিসেস নাওয়ারকে না বলে থাকতে পারলাম না। বললাম—ইতিহাসের হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে মারধর, খুনোখুনি করেছে প্রচুর। কিন্তু কখনও কারু মসজিদ গির্জাকে ভেঙ্গে তারা মন্দির করেনি সৃষ্টি। ধর্মের নামে অন্যের ধর্ম দেয়নি তারা হানা।

শ্রীমতীর দূর্ঘর তারুণ্য আমার বক্তাবর মধ্যে প্রস্রবনর ইংগিতটিকে এড়িয়ে গেল।

হারেম শেরীফের ইতিহাস ইতিহাসের পুরনো পাতাতেই ধরাবাধা নেই। মধ্যযুগে ও এর উপর প্রবাহিত হয়েছে ঝড় তুফান ও বন্যা। খৃস্টান ক্রসেডরসরা একশ বছর ধরে এর পরে চালিয়েছে নানা বর্বরোচিত অভিযান। হত যুদ্ধ বাগ-বিতণ্ডা ও হত্যাকাণ্ড রচিত হয়েছে এই গম্বুজের মালিকানা নিয়ে তার সিকি ভাগও ক্রসেডরসরা অনা কোথাও করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইজরাইল সৃষ্টির সময়েও দু'দলের মধ্যে এ ক্রসেড প্রবৃত্তিই ছিল প্রবল। ধর্মের নামে যেখানে অনুষ্ঠিত হয় যুদ্ধ, ধর্মের নামে যেখানে সৃষ্টি হয় নতুন এক রাজ্য, তিক্ততার নেই সেখানে শেষ। কিন্তু তবু ধর্মের কল বাতাসে নড়েনি।

গম্বুজের ভিতরে চারিদিকে আরবী

ভাষার সুলতান সালাদিনের বীরত্ব কাহিনী লেখা সুন্দর হস্তাক্ষরে। অক্ষুত সুন্দর সে লেখা। ক্রসেডরস সেনাপতি রীচার্ড "দ্য-লয়েন-হার্টেড"কে পরাজিত করলেন আরব জেনারেল সালাদিন। তাড়ালেন ওদের জেরুজেলম থেকে চিরতরে কিন্তু তবু তিনি প্রতিশোধ নিলেন না ওদের শত বছরের অভিযানের। আগুন, হত্যা, পাশবিক অত্যাচার সবাকিছু ক্ষমা করে সালাদিন দিলেন ওদের বিনাশের্তে মৃত্তি। ওরা চেয়েছিল যিশুর জন্মস্থানের "মন্দির"। কিন্তু সালাদিন পাঠা মৃত্তির বাণী ছড়ালেন আরব দুনিয়াতে। আরব ইতিহাসে এই খৃস্টান সেনাপতির বীরত্বের কথা সোনার অক্ষরে রইল গাথা।

সীজরের কথা আমরা পড়েছি। আলেক-জান্ডারের কথা পড়েছি। নেপোলিয়নের কথা আমরা পড়েছি। পড়েছি কেননা তাঁরা "বীর" ছিলেন লুণ্ঠনে, নারী ধর্ষণে। বিজাতীদের ওরা দিয়েছিল পরাধীনতা ও অপমানের টিকা। সালাদিনের সেনাপতিত্বের মধ্যে লুণ্ঠন নারীধর্ষণের কথা কখনও আমি পড়িনি। তাঁর বীরত্ব নেপোলিয়ন-সীজরের অপেক্ষা কিছু কম ছিল বলে জানি না। কিন্তু তাঁর ইতিহাস আমরা কতটুকু জানি? ইতিহাসলেখক কারা? আমরা পরাধীন দেশকে দেখি ইউরোপীয় বিজ্ঞতার চোখ দিয়ে। তাই বিশাল আরব দুনিয়াতে গিয়ে প্রতি পদক্ষেপে পিছনে পড়ে থেকেরি আমি অক্ষমবীর্যব। বারবার ভেবেছি, আমি কিছই জানি না। কিছই বুঝি না। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আরব দুনিয়াকে বুঝবার ক্ষমতা আর যারই থাকুক না কেন আমার নেই।

চারচাটে ঘণ্টা ঘুরলাম হারেম এল শেরীফে। আবার গেলাম হারেম এল শেরীফে। গেলাম বাববার। ইসলাম ধর্ম মজার কাবার পরই যে মহাতীর্থস্থান তার দরজায় বাজে বাজনা। আরবী প্রার্থনারত মুসলমানদের হয় না তাতে প্রার্থনায় ব্যাঘাত। খানাপনা নিয়ে এখানে চলে না খুনোখুনি। এরা কোরান শেরীফ পড়ে। এরা হজরত মহম্মদের পায়ের ছাপের কাছে বসে। তবু এরা অল্লাহকে রাজনীতির মধ্যে খোঁজে না। এরা পাঁচবীর মসল-মানকে ভাঙি বলে। কিন্তু পাকিস্তানকে বোঝে না। ভারতের হিন্দুকে বুকে জড়ায়। হারেম শেরীফে আমার পরিচয় ছিল আমি হিন্দুস্থানের হিন্দু, আমি মানব।

ইতিহাসের এই অমর তীর্থস্থানে স্নগের পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আমি ডাবলাম, আমরা দু'দলের পাশচাতকে চিনবার জন্য কাড়াহাচড়া করি। কিন্তু নিকটের তারবী ভাইদের চিনি না। চিনবার চেষ্টাও করি না।

বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি.এম.বঙ্গুর হোমিয়ারী ম্যাকেরী
কলিকাতা-৭

তিন দিন তিন রাতি

*** নব্বেনাথ মিত্র ***

১৮

যত বেশি রাতেই শুষে যাক আর যত বেশি রাতেই ঘুম আসুক মানসীর সেই ঘুম রোজ একই সময়ে ভাঙবে। আজও তাই ভাঙল। আজও তার কোন ব্যতিক্রম হল না। আজও ভোর পাঁচটার সময় যখন ঘরের মাথা আবছা অন্ধকার ছেয়ে রয়েছে, মার, ছোট বোনদের, মাধবীর গভীর ঘামের নিশ্চিন্ত শ্বাস প্রশ্বাস বয়ে চলেতে মানসীর ঘুম ভেঙে গেল। কিছুদিন আগে একবার ইনস্ট্রুমেন্ট জরুরি হার্ডিল মানসীর। ঘুম ভাঙবার আগে আগে সারা গায়ে সে কাঁ বাধা। না পারে এ-পাশে ফিরতে না পারে ও-পাশে। আজও সেই বাধাটা অনুভব করল মানসী। তখন এই, গায়ে কাঁ বাধা না, জরুরি কাঁ বাধা না। এ কাঁ বাধার কোন নাম দেওয়া যায় না, বর্ণনা দেওয়া যায় না, এ কাঁ বাধা শুধু সারা মন অসাড় আর আচ্ছন্ন করে রাখে। রোজ ঘুম যখন ভাঙে, একটি নতুন দিন এক নতুন জগতের প্রবেশ পথ খুলে দেয়। কিন্তু আজ সেই পথ বন্ধ। আজ সেই পাথর মাথা প্রকাণ্ড এক পুরী হামডি খেয়ে ভেঙে পড়েছে। সেই বিশাল প্রাসাদের কোঁক কোঁক কত স্নেহ, কত প্রীতি, কত বিশ্বাস আর তৃপ্তির মাথা সে ঘামিয়ে রয়েছে। নিমেষের ভূমিকম্প সেই সৌধ আজ ধুলিসাং হয়েছে।

মানসী মুখ ফিরিয়ে মাধবীর ঘুমন্ত মুখের দিকে একবার তাকাল। পরম শান্তি আর তৃপ্তির মাথা যে ঘুমিয়ে রয়েছে। ঘুমিয়ে না কেন? মানসী যা হারিয়েছে তাই সে পোষক মাধবী। পোষকে না তিনি নিয়ে নিয়েছে? দিদির ঘুমন্ত মুখখানা এখন কাঁ শুষে নিরীহ আর নিদোষই না দেখাচ্ছে। ঘুম কি টরলেটের মত? স্নো আর ক্রীমের মত তা মুখে স্নিগ্ধতা আনে? চোব ডাকাত লম্পট যাতক ঘুমিয়ে পড়লে তাদের মুখও কি এমন নিরীহ নিরীহ দেখায়? তার এক বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতা এই বাড়িতেই ঘুমিয়ে রয়েছে। ঝুঁক পড়ে দেখলে হাত এই মহত্ব সেই মুখখানা কেমন দেখাচ্ছে। কেমন আর দেখাবে? নিরীহ মুখ ঘুমের প্রলেপে আরও নিরীহ হয়েছে। কিছুই ধরতে পারবে না মানসী,

যাকে না পারে না। যাতে ধরা যায় সেই দুটি চোখ যে বন্ধে আছে। আসলে মুখ না, চোখই মনের সূচীপত্র। চোখ সমস্ত লোভ লালসা অসংখ্য অশুচিত ধরিয়ে দেয়। অসীম জানে না যে চোখ চিরকাল বিশ্বাসঘাতক। মানসী গত ছ' দিনের মধ্যে কতবার যে সেই চোখের চুরি ধরে ফেনেছে তা তস্কর টের পারেনি। কি ধরা পড়লেও স্বীকার করেনি। সেই চোখ যখন মগ্নকে দেখেছে, কিশোরীর সেই পুষ্টাঙ্গ দেখে উজ্জ্বল হয়েছিল, আবার যখন মাধবীকে দেখেছে, তার আর কোন অঙ্গ তেমন সুন্দর না হলেও দুটি মাত্র প্রত্যঙ্গ মুখে হাত বিধ্ব হয়ে থাকত তার বাঁধনি। আর সেই তাঁর বেঁধা দুটি পর্দাকে নিয়ে মাধবী দিনরাত খেলছে। খেলছে আর খেলছে। কিন্তু হৃদয়হীন পুরোবর চোখ কি শুধু যে কোন হৃদয়চড়ায় বিধ্ব থাকবার জন্য? তা কি সেই হৃদয় সমস্ত

কোনদিন স্মান করবে না, যে সমস্ত অতল আর গভীর যেখানে তরঙ্গভাঙের শেষ নেই। রাসিকের সেই রহস্য সন্ধানী দৃষ্টি শুধু ভালোবাসারই বোধ হয় দেয়। সেই ভালোবাসার কাছে দেহের কুরূপ, তার গ্রীহীনতা বাধা হয় না। সেই ভালোবাসা এত নতুন রূপের পৃথিবী, রসের পৃথিবী সৃষ্টি করে নিয়ে সেখানে চিরকালের জন্যে বাসা বেঁধে থাকে।

মানসী হেসে মাথা নাড়ল। নিথো কথা নিথো কথা। এসব ওই অদর্শবাদিনী মাধবীর বই মুখস্থ করা বুলি। সে আদর্শ যে কত ভুলো, সে বুলি কত ফাঁকা মানসী তা জানে, মমো' মমো' টের পোষেছে। এখানে প্রেম নেই, প্রীতি নেই, স্নেহ নেই বিশ্বাস নেই, আজ শুধু এক বিশ্ববাসী দেহের ক্ষুধা। সেই ক্ষুধার কাছে আজকের খাদ্য কাল বাদি, আজকের আহায়ে কাল অরুচি। সমস্ত জগৎ এই অনিত্য দেহবাদের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। আর মুখে এক বাধা গৎ আউডছে—দেহ বাদ নাও, দেহ কিছু নয়। মানসী ভাবল আসলে সেইই সব, সেইই আসল। হুঁচি প্রতীতি, স্নেহ প্রীতি বিশ্বাস ভালোবাসা, রীতিনীতি, শিক্ষা সংস্কৃতি সব সেই মনের শব্দদের বৃন্দ। সেই মতালের অর্থহীন অসংলগ্ন প্রলাপ। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে সব

বাংলার ভাইবোনকে মাতৃপূজায় উপহার
দিবার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। দেবীচরিত—(জীবনী)

—ভাগিনা নিবেদিতা—

আপনি কি দেশকে ভালবাসেন? জানেন কি 'জাতীয়' ও 'স্বদেশী' শব্দের প্রেরণাদাত্রী কে? আপনার মাতৃভূমির জন্য দর্শাচির মত তিলে তিলে জীবন দিয়েছেন কে? রবীন্দ্র ভাষায় যিনি লোকমাতা, যিনি প্রতিদিন প্রতিমহত্বের তাঁর মহাজীবনের শুধু যা শ্রেষ্ঠ, যা মহত্তম—তাই দান করেছেন—তিনিই ভাগিনী নিবেদিতা। তাঁর প্রথম প্রামাণিক জীবনী লিখেছেন—প্রব্রাজিকা মনুপ্রাণা।

—প্রকাশক—

রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা স্কুল
বাগবাজার। দাম—৭-৫০

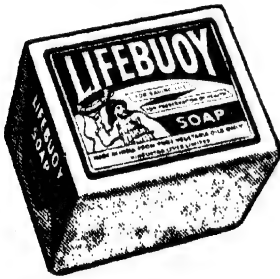
মানুষের দেহের স্বাদ তো একই রকম। সাধু আর দুর্বৃত্তের দেহের স্বাদ তো আলাদা হবার কথা নয়। মানসী মনে মনে হাসল। পরীক্ষা করে দেখলে হয়। একদিন কোন সাধুকে শয্যাসঙ্গী করে আর একদিন কোন এক চোরের বিছানার সঙ্গিনী হয়ে পরখ করে দেখলে হয়।

তাদের দেহে কোন স্বাদ বৈষম্য আছে কিনা। যতদূর মনে হয় তা নেই। বালক আর যুবকের মধ্যে আছে, যুবক আর বৃদ্ধের মধ্যে আছে, কিন্তু সং আর অসতের মধ্যে নেই, শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের মধ্যে নেই, ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে নেই, এমনকি রাত্রির অশ্বকরে

সুন্দর কুৎসিতের মধ্যে নেই। মানসী হাসল 'এখানে আসিলে সকলেই সমান হয়।' শব্দে শ্মশান শয্যায় আর ফুলশয্যায় সমের রাজত্ব। কিন্তু তাই যদি হয়, সব দেহই যদি মোটামুটি একই স্বাদের আধার হয়, তাহলে মানুষ কেন দেহের মধ্যেই যত নতুনত্ব, যত বৈচিত্র্য খোঁজে?

স্বাস্থ্য সম্পর্কে যাঁরাই সজাগ তাঁরা সকলেই লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন।

হাসি খুশি ছেলেমেয়েদের কে না ভালবাসে।
খেলেতে যের অকারণে ওরা গা হাত পা
নোংরা করে। ঐ নোংরা ধূলাবাণি থেকেই
কত রকমের রোগ হতে পারে।
তাই লাইফবয় সাবান সব রকম
রোগ বীজাণু ধুয়ে ফেলে ছেলেমেয়েদের
স্বাস্থ্যকে রক্ষা করে। আপনি নিজে
এবং আপনার ছেলেমেয়েদের লাইফবয়
সাবান দিয়ে স্নানের অভ্যাস করান।
এতে স্বাস্থ্যের ওয়ত্ন নেওয়া হবে আর
সেই সাথে পাবেন স্নানের আনন্দ।



সে কি বোঝে না আসল বৈচিত্র্য মনে, আসল সম্পদের আধার মন? তাই দেখে একাকার হয়েও সেই মনের বেধেমেই মানব ইতার আর বিশিষ্ট? মন শুধু দেখকে সাজায় না, দেখকে স্বাদযুক্ত করে। কিন্তু লোভ আর লিপ্সার জন্যে শুধু দেখকে দারী করে লাভ কি, শুধু চণ্ডল দুটি আঁধারে নিন্দা করে লাভ কি, সেই দুটি পাখির যে মালিক যার হাতে চালাবার সুতো, নিশা যদি করতে হয় তাকেই করা উচিত। নিশ্চিন্তই সেই হৃদয়হীন পুরুষ, যে সব ভুলে দুটি চোখকেই সর্বস্ব করেছে, আর সেই মায়াবিনী মেয়ে যে তাকে ভুলিয়েছে, বড় যেন হয়ে ছোট বোনের সর্বস্ব হ্রাসনা করে কেড়ে নিয়েছে, যদি হয়ে যে এমন অপরাধ করতে পারে, সে না পারে কী। মানসী কি ওদের ক্ষমা করবে, যার মনে সবার আসরে না শাসিত দেবে? এমন শাসিত যা ওরা কোনদিন ভুলবে না, যা ওদের মারবে না কিন্তু জীবনমুত করে রাখবে? সে শাসিত কী হতে পারে ইঠাং মাথা এখানে মানসীর।

মা উঠে পড়তেন। মশারির নড়ি খালোয়। মানসীকে শব্দে থাকতে দেখলে এদিকে আর এগিয়ে না। এর আগে আগে মা তাদের ছেলেকেসবার মানসী শব্দে থাকতে থাকতেই তাদের মশারির নড়ি খালে দিতেন। মশারিটা নাকের ওপর পড়লেই ঘুম ভেঙে যেত মানসীর। ঘুম ভাঙলেই ওই এক ধরন ছিল মার। মানসীর ঘুম ভাঙত, কিন্তু মাধুরীর ঘুম ভাঙত না। ও চিরকালই সেট রাইজার। ওর সমস্ত স্মৃতিতে। সবই স্মৃতিতে। নষ্ট হলো নষ্ট করবার স্মৃতিশিখ ওর কত স্মৃতিতেই না এল। মানসী হাসল। নষ্ট হওয়া তার নষ্ট করা আবার কি। ও সব স্নেহের পরণায় তার বিশ্বাস মেই। সেই নষ্ট হয় ভুলে যায়। সেই নষ্ট হয় ব্যর্থতায়। মৃত্যুতে তার বিশ্বাস হয়। আর কোন রকম নাশে সে বিশ্বাস করে না। মাধুরী নষ্ট করেছে একটি কতি মূর্খ সম্পর্ককে। সে আর কিছুর খোঁজেননি।

মানসী মশারি সরিয়ে বাইরে এল।

সুহাসিনী বললেন, 'এরই মধ্যে উঠে পড়লি মানসী? আর একটু শয়ে থাকলেই পরত।'

মানসী বলল, শব্দে থেকে কি লাভ মা। আমার ঘুম আসকক্ষণ ভাঙে গেছে। সুহাসিনী একটু ছেলে বললেন, 'এদিক থেকে তুই একবার আমার মত হয়েছিস। আমিও ঘুম ভেঙে গেলে বিছানায় শয়ে থাকতে পারিনে। পিঠে বাথা ধার যায়।'

এই হল মার সেনাই আর সহানুভূতি জনাবার ধরন—তুই আমার মত হয়েছিস। এইটুকু মিলের কথা উল্লেখ মা যেন তাকে

একেবারে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে রাখতে চান। ছোট মেয়ের মত বৃকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চান। না হলে মানসী জানে মার সঙ্গে তার সামান্যই মিল আছে। দুজনেই তারা ভোরের ওঠে শুধু এইটুকু মিল, দুজনেই তারা কাজকে ভালোবাসে, কাজ ফেলে রেখে আসল্যকে প্রশ্রয় দেয় না শুধু এইটুকু মিল। আর কোন মিল তাদের মধ্যে নেই।

'মা আমি কি বোনদের বিছানা তুলে দেব? সিঁইনা মা।'

সুহাসিনী বললেন, 'না না এখন থাক। ওরা ঘুমচ্ছে, আর একটু ঘুমুক। ঘরে এসে আমিই সব তুলে দেব।' তিনি একটু হাসলেন, 'তুই ঠিক পারবিনে। তুই যা, হাতমুখে ঢুক ধো গিয়ে।'

মানসী আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। টুংরুগে পের্ট লাগিয়ে বাথরুমে এসে ঢুকল। আগে আগে করলার গাউন্ট দিয়ে, কি বা হাতের তেলের পাউডার রেখে আঙুলের ডগা দিয়ে নীত মাজত মানসীরা। নীতন কি টুংরুগে লাগিয়ে করতে দেখলে বাবা খবর রাখ করতেন। বলতেন, 'ওকি পুরুষালি সবভার? মেয়েরা আবার নীতন করবে কেন? ক্রাশ করবে কেন? তারা ছাই দিয়ে নীত মাজলেই সেই নীত মূর্তির মত ঝক ঝক করে।'

বাবা বলেন, 'এখনকার মেয়েগুলি অতিরিক্ত পুরুষালি হয়ে গেছে বলেই ছেলেরা চট করে তাদের পরিত্যক্ত করে না। কবলে কেন? এখনকার মেয়েরা সব শান্তিপূর্ণ পুরুষ। ছেলেরাও যা করবে তাদের সঙ্গে শায়া সিঁহ মেয়েরাও তাই করবে। নিজস্বের জন্যে অকল্যাণ কেন আর, রাখবে না, আড়াল রাখবে না। তাদের সমানেই নীত মাজবে, খাবে, অঁচাবে। এর ফলে ছেলেরা ওদের খারাপ খারাপ পোজগুলি দেখে আর তাদের মন থেকে সমস্ত রোমান্স নষ্ট হয়ে যায়।'

বাবা তাহলে রোমান্সের ভাবনা ভাবেন। এই নিয়ে সিন্ধুর সংগে কত হাসাহাসি করত মানসী। কিন্তু বাবার সংগে কিছুতেই একমত হয়নি। নারী পুরুষের আকর্ষণের ভিত্তি কি অতই কাঁচা অতই ঠুনকো যে একটু এদিক ওদিক হলেই তা ভেঙে চূরমর হয়ে যাবে? আরুর মাহাত্ম্য যদি স্বীকার করতে হয় তাহলে তো ফের সেই নাকের ডগা অর্থাৎ ঘোমটা টেনে পর্দার আড়ালে অশ্রু নেওয়া ভাড়া আর উপায় থাকে না। কিন্তু মেয়ের আর কিছুতেই আড়ালে ঢাল যাবে না, বরং তারা অন্ধা বেশি করে, বেশি সংখ্যক পুরুষের চোখের সন্ধান এসে নড়াবে। তারা পুরুষের সংগে খাবে, বেড়াবে, কণ্ডা করবে, বন্দুজ করবে, কাজ করবে,

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.—প্রণীত

ব্যারামে বাঙালী	২৯
বীরভৈ বাঙালী	১১০
বিজ্ঞানে বাঙালী	২১০
বাংলার ঋষি	২১০
বাংলার মনীষী	১১০
বাংলার বিদ্বান	২১০
আচার্য জগদীশ	১১০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১১০
রাজবি রামমোহন	১১০
শ্রীসিদ্দেশী লাইব্রেরী	
১৫ কলেজ কোয়ার, কলিকাতা-১২	

বাস্তবিক পরিচিত

সুপরিচয়মোহন ভট্টাচার্য প্রণীত
হিন্দু ধর্ম-কর্মের প্রামাণ্য বিরাট গ্রন্থ

গুরোহিত দর্শন

সুপরিচয়মোহন—২, রাজ সংস্করণ—১০,

দেবতা ও আরাধনা

দেবতা আছেন—কোথায় আছেন। কেমন করিয়া আরাধনা করিলে তাহারা আবিভূত হন। তাহাদের স্বরূপ কি এবং কি কারণে ও কি প্রকারে তাহারা আমাদের বশীভূত হন তাহার বিজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও প্রত্যক্ষ দোষবার উপায় সকল আলোচিত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

জন্মান্তর রহস্য

আমার জন্মের বিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচিত; জন্মান্তর ও পরলোক সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের দার সংকলন। সূচনা বীথাই মূল্য ৩০০ মাত্র।

শ্রীমদ্ বাৎসর্যন মর্নি প্রণীত

কামসূত্র ৩-মাত্র।

প্রকাশক—সত্যনারায়ণ লাইব্রেরী

৩২নং গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, কলিকাতা

কে.হাডের

কণক

* পাঠ্যভার *

চাঞ্চিৎ খণ্টা কাছাকাছি পাশাপাশি থাকবে।
তবু পরস্পরের মোহ দূর হবে না। তারা
একজন আনেকজনকে যত জানবে তত
জানার আগ্রহ বাড়বে। মেয়েরা কী ভাবে
হাটে, কী করে খায়, কীভাবে আচার্য সেই
জানাই কি পুরুষের পক্ষে সবকিছু
জানার চরম। বাবার আপত্তি সত্ত্বেও
মানসী গ্রাশ আর টুথপেস্টের ব্যবস্থা
করেছে। বাবার চোখের সামনে অবশ্য দাঁত
মাজে না। কিন্তু তিনি জানেন মানসী
টুথগ্রাশ ব্যবহার করে। চাকরি বাকরি
পেয়ে সংসারে সবচেয়ে বেশি টাকা দেয়
বলেই হয়তো বাবা তার মুখের সামনে

এই সব ছোটখাট বিষয় নিয়ে কিছু বলতে
পারেন না। কিন্তু মানসী জানে আড়ালে
আবডালে তিনি এই নিয়ে এখনো গজ গজ
করেন। স্বাস্থ্য রক্ষার দোহাই দিয়ে বলেন,
গ্রাশ বেশি ব্যবহার করলে দাঁতের মাড়ি
নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু শব্দ কি এই
পরিবারে একটা টুথব্রাশেরই প্রচলন
করেছে মানসী? বাবার মতের বিরুদ্ধে
মেয়েদের চলাফেরার স্বাধীনতা উপার্জন
করবার স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করেনি?
দিদি পাশ করবার পরেও বছরখানেক
বসেছিল। বাবা কিছুতেই তাকে চাকরিতে
চুকতে দিতে চাননি। বলেছিলেন চাকরি

করলে মেয়েদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে,
চেহারা খারাপ হয়, কেমন একটা শক্ত শক্ত
পুরুষালি ভাব আসে। মেয়েদের নাম
গৃহলক্ষ্মী, অফিসলক্ষ্মী নয়। আর
মাস্টারি যারা করে, অনর্গল চোঁচিয়ে
চোঁচিয়ে তাদের গলা মিটতা হারায়,
দাঁতিন বছরে মধ্যেই তাদের মুখে দেশার
হাপ পড়ে।

তখন দাদার সঙ্গে বিবাদ হয়নি। বউদি
আসেনি। তখন দাদা মাইনের পুরোটাকই
বাবার হাতে দিত। তাই মেয়েদের স্বাস্থ্য
আর সৌন্দর্যকেই প্রথম বিবেচ্য করে
তুলেছিলেন বাবা। কিন্তু বেশিদিন সেই
বিবেচনা রাখতে পারেননি। সংসারের
হালচাল বদলে গেল, দাদা আদামা হল,
আর মেয়েদের অধিকার, মেয়েদের স্বাধীনতা
নিয়ে বাবার সঙ্গে মানসী সমানে তর্ক
চালাতে লাগল। তারপর মাধুরী—আর
মানসী দুজনেই চাকরিতে ভর্তি হল।
মাসিক খরচার টাকা আগে বাবাই রাখতেন,
তিনিই খরচ করতেন। তাতে অবাধস্বার
চ্যুত হত। তাই সব মায়ের হাতে তুলে
দিল মানসী। জমা খরচের খাতাখনা
পর্যন্ত বাবা আপত্তি করে বসলেন, 'তোরা
মা' হিসেব মেলাতে পারবে না, যোগ
বিসায়ে ভুল করবে।'

মানসী বলল, 'করুক, আমরা চেক
করে দেব। তবিল তস্তপের ভয় তো আর
নেই বাবা। না হয় একটা গরমিল হুমই।'
সাংসারিক ব্যাপার মায়ের পরামর্শ
আগে আগে বাবা গ্রহণ শুনতেই
চাইতেন না, এখন না শুনেন পারেন না।
শুধু ভাড়ার নয়, বায় বরাদ্দদের ব্যবস্থাও
এখন মার হাতে। ওদের সেই ঝগড়াও
কান গোছে। অসন্তত আগের সেই
প্রত্যুত্তর কবির এনেছে মানসীরা। আগে
আগে বাবার হাতে মা মার পর্যন্ত যেয়েছেন।
ভেলবেলার কথা মনে পড়। ঝড় উঠলে
যেমন ভয় করত, বাবা-মার মধ্যে ঝগড়া
লাগলেও তেমন ভয় পেত মানসী।
মাঝরাত্ত ঘুম ভাঙলেও ভয়ে ভয়ে চোখ
বুজে থাকত মানসী। ঘুমের ভান করে
পাশ পাশি জড়িয়ে ধরে চুপ করে পড়ে
থাকত। চোখ মেলেতে সহসা পেত না।
ভাবনা হত ঝড়ের দাপটে তাদের ছোট
পাখির বাসা ছিঁড়ে উড়ে কোঁথায়
নিশ্চয় হয়ে যাবে। আর তারা ছোট ছোট
পাখিরা গাজতলায় মরে পড়ে থাকবে।
গায়েব বাড়িতে একবার ঝড়ের পর
কয়েকটি পাখির লাচাকে অমনি পড়ে
থাকতে দেখেছিল মানসী। তাদের মাথা
নাড়বার শক্তি নেই, ডানা নাড়বার শক্তি নেই,
ডেঁড়া পাতার মত কাদা মাটির সঙ্গে
মিশে পড়ে আড়।

কিন্তু মানসীদের আশে তেমন ঝগড়া
আর লাগবার জো নেই। সেবারও বাবা



এরাসমিক

পারফিউমড

কোকেনাট হেয়ার অয়েল

এখন এই শত্ন আকর্ষনীয় বোতলে।

হুই রকম মুন্দর মুগন্ধে

গোলাপ ও সুই



খব খানিকটা বকাবকি করে মার গায়ে হাত তুলতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মানসী এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের মাঝখানে। কঠিন স্বরে বলেছিল, 'ফের যদি তুমি অমন কর বাবা, মাকে নিয়ে আমরা অন্য কোথাও চলে যাব। তুমি একা থেকে তোমার সংসারে।'

বাবা আর কথা বলেননি, মাথা তোলেবনি, অপরাধী হাতখানা ফতুয়ার পকেটে লুকিয়ে আস্তে আস্তে সরে গিয়াছিলেন। তারপর অমন কাণ্ড আর কোনদিন হয়নি।

সংসারে মায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে মানসী। বাবার অতিরিক্ত শাসন থেকে ছোট ডাইবোনদের মুক্তি সেই দিয়েছে। আগে বাবাই সব ঠিক করে দিতেন—ওরা কোন নাপিতের কাছে চুল ছাটবে, কোন করে টেরি কাটবে, টেরি কাটবে কি কাটবে না, কোন রঙের জামা পরবে, তার কল কটোক্ত থাকবে, সব ঠিক করবার বেলায় বাবার সৌন্দর্যবোধই ছিল চূড়ান্ত মাপকাঠি। মানসী সেই কাঠি বাবার হাত থেকে কেড়ে নেননি, তার কাঠি তার হাতেই আছে। শব্দে বর্চিবচরের আরো কয়েকটি নতুন কাঠি চলে করে দিয়েছে মানসী।

সংসারে মায়ের আরো অধিকার, বাবার অধিকার, ইচ্ছামত পোশাক পরিচ্ছদ পরাবার অধিকার ছাড়া কি আরো কোন অধিকার আসেনি মানসী? সেই অধিকারই সবচেয়ে বড়, সেই স্বাধীনতার তুলনা নেই। নিজের পছন্দমত ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার অধিকার, তারপর সেই বন্ধুত্বের জমির ওপর আস্তে আস্তে ভাস্কর্যবাসার ফলে তুলে যাওয়ার স্বাধীনতা। তার তুলনা হয় না, তুলনা হয় না, সে মায়ের তুলনা হয় না।

বাবা মা কি টের পেতেন না? আপত্তি করতেন না? আকস্মিক উত্তপ্তে শাসন করতেন না? করতেন বইকি? কিন্তু মানসী সব শাসন মানবে কেন? সে কি বড় হয়নি? তার কি ভাগ্যে মন্দ বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা হয়নি? নিজের হাতে অর্থাৎ উপাভ্রমের অধিকার আসেনি? মানসী যেমন ভয়ে চোখ বুজে থাকত, ওরাও তেমনি সব দেখে শুনে টের পেয়েও চোখ বুজে থাকত লগলগেন। যে বাতাস নিঃশ্বাস গ্রহণের মত আস্তে আস্তে বইছে, বড়জোর মলয় বায়ুর মত মাঝে মাঝে সুবাসিত হচ্ছে, পাছে তা প্রবল হয়, পাছে আরো বড় হয়ে ঝড় আসে। মুখে ধয়ে আয়নার দিকে তাকাল মানসী। এই সেদিনও মাধুরী আর সে এক সংগে দাঁত মেলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আয়নার মুখে দেখেছে। পাউডারের দাঁত বেশ পরিষ্কার হয়, না পেলেই তাই নিয়ে তর্ক করেছে। দাঁদি আবার পেদত করতে পারে

না। অশ্লুত ব্যতিক। নয়ম পেস্ট দেখলে তার নাকি গা ঘিনঘিন করে। গ্রাশ ব্যবহার করতেও দাঁদি অপটু। ওর মাড়ি ভাবি নয়ম। একটু গ্রাশ করলেই রক্ত বেরোয়। মানসীর সবই শক্ত। আয়নার মুখে দেখল মানসী। সমান সুগঠিত সুন্দর দাঁতের পংক্তি দেখল। অনেকদিন আগে দু' সম্পর্কের এক জেঠিমা মানসীদের বাড়িতে এসে কিছুদিন ছিলেন। মানসী তাঁকে কালীঘাট আর দক্ষিণেশ্বর দেখিয়ে এনেছিল। তাই তিনি তাকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি মাকে বলেছিলেন, 'সুহাস তোমার মানসী বড় বুদ্ধিমতী

মেয়ে, 'ওর এক দাঁতের বুদ্ধিও মাধুরীর নেই।' শব্দে মানসী হেসে বলেছিল, 'জেঠিমা, মানুষের বুদ্ধি কি দাঁতের গোড়ায় থাকে না মাথার কোষে?' জেঠিমা বলেছিলেন, 'কোথায় থাকে তা জানিনে বাছা। মঠাকুরমার মুখে বা শব্দেই তাই তোমাকে বললাম।'

দাঁতে বুদ্ধি না থাকুক, সৌন্দর্য আছে। এ কথা অনেকই বলেছে মানসীকে। বিশেষ করে একজন তো বারবার বলেছে। অসীম বলেছিল, 'দশন মুকুতার পতিতরে।' তোমার দাঁত দেখলে বৈষ্ণব কবির সেই উপমা মনে পড়ে।'

হোমিওপ্যাথিক

পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বঙ্গভাষায় মূল্য সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার উপরমাণিকা অংশে "হোমিওপ্যাথির মূলভিত্তিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ" এবং "হোমিওপ্যাথিক মতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি" প্রভৃতি বহু গবেষণাপত্র তথা আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় ব্যবহার্য রোগের ইতিহাস, কারণতত্ত্ব, রোগনিরূপণ, ঔষধ নির্বাচন এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশে ভেষজ সম্বন্ধ তথা, ভেষজ-লক্ষণ-সংগত রোগটির, খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ, জীবগতত্ব বা জীবগত রহস্য এবং মল-মূত্র-খাত্ত পরীক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিংশ সংস্করণ। মূল্য—৭.৫০ নং পঃ মাত্র।

এম. ডক্টার্স এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

ইকনমিক ফার্মেসী, ৭০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

মন্মথ রায়ের অবিস্মরণীয় নাট্যাবদান

"তার নতুন আঙ্গিকের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক এবং বিশেষ করে তার একান্ত নিজস্ব বিস্ময়কর একাংককাব্যলবীর ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করলে একক মন্মথ রায়েই একটি যুগ বলে আখ্যাত করা যেতে পারে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা : ৫-৫-৫৭

"একাংক নাটকের ক্ষেত্রে তো তিনি আজও সন্মুখ!"—দেশ : ২১-৫-৫৯

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ অভিনীত কৌতুকনাটক 'কোটিপতি নিরুদ্দেশ'

এবং তৎসহ : বিদ্যুৎপর্ণা — রাজনটী — রূপকথা

[প্রতিটি নাটকে একটিমাত্র দৃশ্যপট। বিখ্যাত নাট্যচতুষ্টয় : একত্রে] ৩-০০

নব একাংক দশটি আধুনিক একাংক নাটক সংকলন] ... ৩-০০

একাংকিকা [একুশটি প্রসিদ্ধ একাংক নাট্যগুচ্ছ] ... ৫-০০

ছোটদের একাংকিকা [ছোটদের বারোটি একাংক নাটক] ... ২-০০

কারাগার—মন্মথের ডাক—মহুয়া [সুপ্রসিদ্ধ নাটকত্রয়, একত্রে] ৩-৫০

মীরকাশিম — মমতাময়ী হাসপাতাল — রথডাকাত [একত্রে] ৩-০০

জীবনটাই নাটক — আরও নাটক [নব সংস্করণ] ... ২-৫০

ধর্মঘট — পথে বিপথে — চাষীর প্রেম — আজব দেশ

[চারিটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, নব নাট্য আন্দোলনের জয়সম্ভ, একত্রে] ৪-০০

মরা হাতী লাখ টাকা [শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ অভিনীত] ... ১-০০

চাঁদসাদাগর = অশোক = খনা = সারিঘরী [প্রত্যেকটি] ... ২-০০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স : কলিকাতা—৬

মানসী হেসে বলেছিল 'ওই পুরোন উপমা ছাড়া তুমি আর কিছুর খুঁজে পেলো না?'

অসীম বলেছিল, 'এখনকার কবিতা দাঁতের সপেণ আর কিসের তুলনা দিয়েছেন ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু মুকুতার পাতি অমর। সেজা কথার বলি, তোমার দাঁতের জন্যে যে কেউ প্রাণপাত করতে পারে।'

মানসী বলেছিল, 'পাত করে দরকার নেই। প্রাণটা যেখানে রেখেছ সেখানেই নিরাপদে থাক। দেখ সব বাদ দিয়ে তুমি কেন আমার দাঁতের সুখ্যাতি কর—আমার বড় ভয় হয়।'

'কেন ভয় কিসের?'

মানসী বলেছিল, 'আমি কি শূঁষে আমার দাঁত? আমি তো সত্যিই আর টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মত আমার দাঁতগুলি সব

সময় তোমার চোখের সামনে মেলে রাখতে পারব না।'

অসীম হেসে বলেছিল, 'সব সময় কেন রাখবে? তা ওই কমার্শিয়াল আর্টিস্টের আঁকা বিজ্ঞাপনের ছবিতেই মেলে রাখুক। তুমি ফাইন আর্টিস্টের ললিতকলা। তুমি যখন হাসো মানসী, তুমি জানেনা তোমাকে কি সুন্দর দেখায়। যে অমন করে হাসতে জানে তার আর কিছুর না জানলেও চলে।'

মানসী লজ্জা পেয়ে বলেছিল, 'তোমার সবতাত্ত্বি বাড়াবাড়ি।'

অসীম প্রতিবাদ করে বলেছিল, 'মোটাই বাড়াবাড়ি নয়। তোমার হাসি বড় মিষ্টি। আর এই হাসির জন্যেই তোমার দাঁট দন্তপঙ্ক্তির কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

অমন সরাসরি কেউ যদি সুখ্যাতি করে, অবশিষ্ট লাগে না? সেই অবশিষ্ট মানসী


তাই হেসে উঠিয়ে দিয়েছিল, 'হল কি সংসারে আমার দন্তপঙ্ক্তির কি আর কোন কাজ নেই? সেদিন রেন্ট্রোবোর্টে দুজনে মিলে যে সিঁচা ফাউল কাটলেট খেলাম দাঁত ছাড়া কি তা সম্ভব হত?'

অসীম বলেছিল, 'তুমি যতই চেষ্টা কর তোমার হাসির মহিমা তাতে চাপা পড়বে না বরং অচল চাপা দিলে তা আরো বাড়বে।'

আর একখানা চিঠির কথা মনে পড়ে। অসীম তাতে লিখেছিল, 'কতদিন তোমাকে দেখিনি। তোমার হাসি দেখিনি। আমার মন বিষাদের অশ্বকারে ঢাকা পর্ষিত কম্বরের মত। তার কোন কোন রঙ দিয়ে তোমার হাসির জ্যোৎস্না যখন এসে পড়ে, সেই পাহাড় নবজন্ম পায়। অচল গিরি হয়, রক্তগিরি। রূপেই তার চামুড়া রূপেই তার সচ্ছতা। নাকি আবার একটা কাটা উপমা দিয়ে বসলাম? জ্যোৎস্নার একই ধরণ, একই ধরন স্বভাবের একই সিন্ধুপাত। তোমার হাসি সব সময় সিন্ধু নয়। তাতে কখনো বা বৃষ্টির দর্শিত।'

তাই বৃষ্টি। আবার সেই ভেঁটিমার দাঁতের বৃষ্টি। বৃষ্টি দিয়ে মানসী কি মানুষকে চিনতে পারল, তার রাশ রাশ কথার রাশ রাশ চিঠির অসত্যতা পরতে পারল, বৃষ্টি দিয়ে সে কি কাউকে ধরে রাখতে পারল? তার বৃষ্টিরও কোন দম নেই, হাসিরও কোন দম নেই। মানসীর হাসি সেই মৃৎশিল্পের কাছে আর চিরদিনের মত বাকি হয়ে গেছে।

ভালোবাসার স্বাধীনতাকে একদিন সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা বলে ভেবেছিল মানসী। 'ভুল ভুল' ভালোবাসা স্বাধীনতা নয়, পরাধীনতা। পরের চাকির করা যেমন দাসত্ব পরকে ভালোবাসাও তেমনি পর দাসত্ব। যাকে ভালোবাসেছ তার মৃত্যুপঙ্কী হয়ে থাকতে হবে এই হলো দাসত্বের শর্ত। সে তোমার দিকে না তাকালে তোমার দিনের আলো নিভে যায়, তোমার জ্যোৎস্না রাত্রি অমাবস্যা নামে, সে তোমার দিকে না চেয়ে হাসলে তোমার পৃথিবী মরুভূমি হয়ে যায়, সে তোমাকে বৃকে টেনে না নিলে পৃথিবীর কোন আকর্ষণের কোন মানে থাকে না। এমন অধীনতা আর কিসে আছে? আগেকার দিনে মেয়েরা নিজদের নামের সঙ্গে দাসী জুড়ে সিত। নিজদের সত্যিকারের পরিচয় তারা জানত, ভালোবাসার পরিণাম তারা জানত। আমি ভালোবাসি একথা বলা যা, আমি দাসী একথা বলাও তাই। যখন প্রতিদান মেলে তখনই সম্মানধিকারের গৌরব। যখন কম করে মেনে কি একবারেই মেলে না তখন অমান্যকারিনীর অধ্যাত্তি অনেক নিচে নামিয়ে নিয়ে যায়। হতাশা নিরাশা শ্লানি




তাড়াতাড়ি...

নিরাপদে...

নিরাশ্রয় হই!

অর্শ
(হেমরয়েড্‌জ্‌)
এবং
ভগ্নদরের
জন্ম

হ্যাডেনসা

সর্বত্র  পাওয়া যায়

Hadensa

For piles, hemorrhoids, internal proctitis, proctus ani, tenesmus, chagates, fissures and squamous venularities.

DCZ-1 BEN

আর অপমানের কারণেরে চিরদিনের মত তোমাকে বলিদানী করে রাখা। এই বশনদশা কি কাটাতে পারবে না মানসী? এই দাসত্বের দড়ি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারবে না?

মুখ হাত ধরে মানসী ফিরে এসে দেখল নন্দুরা উঠে পড়েছে। কি মা-ই তাদের ডাকাডাকি করে তুলে দিয়েছেন। কালকের মত আজও দেয়াল ঘেঁষে সেই চায়ের টেবিল পাতা হয়েছে। তাদের চেয়ার-টেবিল, কাপ-ডিশ, ঘটি-শাট কাল যা ছিল আজও তাই আছে। কোন একটা জিনিস ভাঙেনি, নষ্ট হয়নি, চুরি যায়নি। যা যাবার শব্দ, মানসীরই গিয়েছে।

মায়া এসে বলল, 'সেজদি, ওরা ততক্ষণে আসেন। কালকের মত তোমাকে আগে এক কাপ চা করে দিই। তুমি সেকেন্ড কাপ সবাইর সঙ্গে খেয়ে।'

মানসী প্রথমে নিবেদন করল, 'না না থাক।' তারপর বলল, 'আজ্ঞা হে।'

আজ আর দ্বিতীয় কাপের অপেক্ষার থাকবে না মানসী। প্রথম কাপ খেয়েই চলে যাবে। আজ আর সবাইর সঙ্গে বাসে গল্প করবার কুটি নেই তার।

একটু, বাসে চায়ের কাপ সামনে এনে মায়া বলল, 'খালি পেটে চা খাবে সেজদি? একখানা বিস্কুট টিস্কুট এনে দিই, তাই দিয়ে খাও।'

মানসী বিবস্ত্র হয়ে বলল, 'থাক, তোর আর ভাতার করত হবে না।'

মায়া মুখ স্থান করে চলে যাচ্ছিল, মানসী ফের ডাকল, 'সেই বলল, 'আজ্ঞা, হে এক-খানা বিস্কুটই হে।'

তারপর ছোট বোনের গিটে হাত বেধে একটু আদর করে বলল, 'মায়া, তুই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো।'

মায়া সজিত হয়ে বলল, 'কেন সেজদি, তোমরাও তো ভালো।'

মানসী বলল, 'না। তোর মত অত ভালো আমরা কেউ নই। তোর মত অত সুখী আমরা কেউ নই। সুখী হওয়ার একমাত্র উপায় বোধ হয় ভালো হওয়া। তুই ঠিক পথ বেছে নিয়েছিস মায়া।'

মায়া বলল, 'কী যে বল সেজদি।'

'আমি বলছি তুই আরো সুখী হবি।'

মায়া একটু, চুপ করে থেকে বলল, 'আমাদের পরীক্ষার রেজাল্টটা কিছতেই জানা গেল না সেজদি। বিজুনা যে বল-ছিলেন জানাবেন। কেউ কেউ কিন্তু জেনে গেছে।'

মানসী বলল, 'আমরাও জানব। বিজুনা তো কখনো কথার খেলাপ করেন না। জানতে পারলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে জানিয়ে দেবেন। কি নিজেও চলে আসতে পারেন। অত ভাবিছিস কেন। তুই পাশ করে যাবি।'

মায়া হেসে বলল, 'সত্যি বলছ সেজদি? তোমার কথা যেন ফলে।'

খুশী হয়ে চলে গেল মায়া। যেন অমোঘ বর পেয়েছে দিদির কাছ থেকে।

বোকা মেয়ে। ও ভেবেছে জীবনের সব সুখ পরীক্ষার পাশ ফেলের ওপর নির্ভর করে। গোটা কয়েক পাশ তো মানসীও করেছিল। তাতে হল কী।

মানসী একা একা বসে চা খেতে লাগল। এককণে বাড়ির সবাই উঠে পড়েছে। কেউ ব্যথনমে ঢুকছে। কেউ বা বসে জড়তা ভাঙছে। এখনো মানসীর সামনে কেউ আসেনি, পাশেও না। সে এখন সম্পূর্ণ একা। একা থাকই সবচেয়ে ভালো। নিজের কাজে নিজে মগ্ন হয়ে থাকার মত আনন্দ আর কিছতে নেই। আত্মপ্রমত্ত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রেম। হলনা প্রতারণা প্রত্যাখ্যানের ভয় নেই।

বাবা এসে বসলেন। আজ বোধ হয়

আর মনিংওয়াকে বেরোননি। মুখখানা গম্ভীর। নন্দু মজু মিনু এস। এস মাধুরী। মানসী একবার ওর দিকে আঙ-চোখে তাকাল। ওর মুখখানাও কি তার ভার? না মানসীর সেখবার কুস? পুরো একটি রাত্রির স্মৃতিস্তর পর মুখ অমন ফোলা ফোলাই দেখায়। মাধুরী। শব্দটা উচ্চারণ করে মানসী মনে মনে হাসল। ছেলেবেলায় সে ওকে কিছতেই দিদি বলতে চাইত না। নাম ধরে ডাকত। বলত, 'ইস, দেড় বছরের বড় আবার বড় নাকি?'

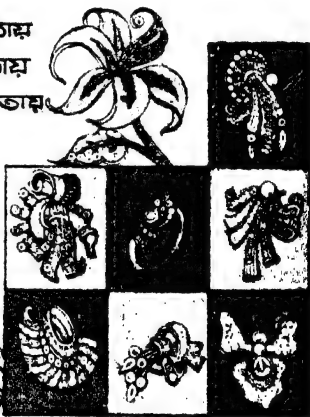
কিন্তু বাবা খুব শাসন করতেন, মা খুব বকতেন। তাই দিদি বলতে শুরু করল। এখন ওকে ফের নাম ধরে ডাকলে পারে মানসী। দিদি হয়ে যে ছোট বোনের লাভারের সঙ্গে প্রেমে পড়ে বয়সে বড় হলেও সে পর্যায় ছোট, অস্তরে ছোট।

কিন্তু সত্যিই যে ওদের মধ্যে কিছ হয়েছিল তা কী করে জানল মানসী? সে তো



সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য

মৌলিকতায়
নির্ভরতায়
আধুনিকতায়



মিনিম্যাক্স জুয়েলারী ডেসাইনিং

এম.বি.সরকার
এও সন্স

মানুথাকচাৰিং জুয়েলার

ফোন-৩৪-১৭৬১

গ্রাম-পুলিচাক

১৩৭/সি ১৩৭/সি/১ বহুবলয় টাই কলিকতা-১২
ব্রাঞ্চ-হাফি গল্ড-২০০/সি হাসবিহারী এজিউড কলিকতা ১২ ফোন-৩৩-৩৬৬৬
সোভারাম প্রায়তন সীতাবা ১২৪, ১২৪/১, বঙ্গবাজার স্ট্রীট, কলিকতা-১২
কেলমন্ডল রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- দিষ্ট ২০৫৮-এ

নিজের চোখে কিছু দেখেন, নিজের কানেও কিছু শোনেন। তা অবশ্য শোনেন। কিন্তু মনে অনুভব করেছে। সেই অনুভবই সবচেয়ে বড়। চোখের চেয়ে বড়, কানের চেয়ে বড়। চোখে কতটুকুই বা দেখা যায়, কানে কতটুকুই বা শোনা যায়। অঘটন

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ

(জন্মনিয়ন্ত্রণে মত ও পথ)

● সঠিক তৃতীয় সংস্করণ ●

—সর্বাধিকারিত জন্মপ্রিয় তথ্যবহুল

সংক্ষিপ্ত মূল্যে বাংলা সংস্করণ—

প্রত্যেক বিবাহিতের বাস্তব সাহায্যকারী একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য ডাকবায় সহ ৭৮ নয়া পয়স। M. O. তে অগ্রিম প্রেরিতবা। এত অল্পমূল্যের পুস্তক ভিঃ পিঃ হয় না। প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য সাক্ষাৎ বা ফোন বোলা ১টা—৬টা। রবিবার বন্ধ।

ফোন : ৩৯-২৫৮৬

মোডিকো ফ্যামিলি প্ল্যানিং স্টোর
(Family Planning Stores)

রুম নং ১৮ * ৩পা ফ্লোর

১৭৬ আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা ৯

(বৌবাজার আমহার্স্ট স্ট্রীট জংসনের উপরে)



যদি আপনি

পেপস

গলার ও বুকের

বড়ি গ্রহণ করেন

পেপস মুখে রেখে চুববেন।

এর আরোগ্যকারী

ভাপ গলা ব্যথা, বীজাণু নাকি কানি কি ভাবে

ধ্বংস করে তা লক্ষ্য করুন। পেপস সঙ্গে সঙ্গে

আরামদান করে ও জীবাণু ধ্বংস করে।

কোন প্রকার

সিপঙ্কনক ড্রাগ নেই

দ্রুতমেরও নির্দিষ্ট

সেওয়া চলে

স্বল্প নিরাময় করে

ব্রণকাইটিস,

গলার ক্ষত,

সর্দি,

কাশি ইত্যাদি

সব ঔষধ বিহীনতার

নিকট পাওয়া যায়

সি. ই. ফুলফর্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লি;

কোন প্রকার

সিপঙ্কনক ড্রাগ নেই

দ্রুতমেরও নির্দিষ্ট

সেওয়া চলে

স্বল্প নিরাময় করে

ব্রণকাইটিস,

গলার ক্ষত,

সর্দি,

কাশি ইত্যাদি

সব ঔষধ বিহীনতার

নিকট পাওয়া যায়

সি. ই. ফুলফর্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লি;

PPY-55-BEN

পারিবেশ-মেসার্স কোম্পানি লিমিটেড
৩২সি চিওরজন এডোনিউ, কলিকাতা-১২

যখন কিছু ঘটে, সবচেয়ে আগে জানান দেন মনে। মানসী দেখেছে সেই জানাই নিভুল জানা। কাল ওরা সারাদিন চোখে-চোখে লুকোচুরি খেলেছে, সারাদিন মানসীর চোখের আড়ালে লুকিয়ে বেড়িয়েছে, আর কাল দুপুরে রাতে টান্সি করে পালিয়ে যেতে তো মানসী নিজের চোখেই দেখল। তারপর নিজেদের বাড়ির সামনেই দেখতে পেল যুগল আসামীকে। অপরাধীর মুখ দেখলেও ধরতে পারবে না, মানসীর দৃষ্টি কি এমনই ক্ষীণ? বৃষ্টি কি এমনই নিম্প্রভ?

নন্দু বলল, 'এ কী, অসীমদা এখনো এলেন না যে। বাড়ির গেস্টই অনুপস্থিত। এ কী ব্যাপার।'

মনোমোহন ছেলেকে ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ করতো একটু। তুই সব সময় বড় বাচালতা করিস। এমন বদ অভ্যাস হয়েছে তোর।'

নন্দু একবার মানসীর দিকে তাকিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল। ও হয়তো ভেবেছে সেজনি তার পক্ষ নিয়ে দু' একটা কথা বলবে। কিন্তু সব সময় কি আর তা বলা যায়? সব সময় কি আর বাদ-প্রতিবাদ করতে মন চায় কারো।

সুহাসিনী খাবারের থালা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, 'ওমা তাইতো। অসীম যে খেতে টেতে এল না এখনো।'

মঞ্জু বলল, 'আসবেন কি, অসীমদা এখনো ওঠেননি। আমি ডেকে এলাম। অসীমদা বললেন, তোমরা এখন খাও গিয়ে। আমি খাব না। রাতে ভালো ঘুম হয়নি। একটু ঘুমিয়ে নি। কথা শোন সেজনি। উনি খরগোশের মত চোখ খুলে ঘুমোবেন। আমি পরিস্কার দেখলাম, অসীমদা মোটেই ঘুমোচ্ছেন না। মশারির চাঁদর দিকে তাকিয়ে হরনৈ হয়ে পড়ে আছেন।'

নন্দু বলল, 'দাদা, কই মঞ্জুকে তো তোমরা কেউ ধমকান না। ও কথা বললে বুঝি বাচালতা হয় না। 'যত দেশ আমার বেলায়?'

মনোমোহন আবার ধমক দিয়ে বললেন, 'আঃ। ফের গোলামাল করছিস?'

তারপর নিঃশব্দে চা খেতে লাগলেন। তার গোফের আগা চায়ের কাপের মধ্যে এসে পড়েছে। বিব্রী লাগছে দেখতে।

ইঠাং মানসীর মনে হল, একা ঘরে পেয়ে বাবা ওকে মারধোর করেননি তো? কিংবা মায়ের চেয়েও বাড়া চড়াওত কোন অপমান? উনি সব পারেন। যদি তেমন কিছু করে থাকেন, মানসী ওকে ছেড়ে দেবে না, বাপ বলে খাতির করবে না। অসীমকে যদি শাসিত দিতে হয়—মানসী নিজেই দেবে। তাকে আর কারো কিছু বলবার কোন অধিকার নেই।

সুহাসিনী বললেন, 'বেশ তো, এখন না

উঠতে চায় না উঠল। এক কাপ চা বরং তোর। ওকে কেউ দিয়ে আয়।'

মানসী বিরক্ত হয়ে বলল, 'কেন বাজে বকছ মা? সে কি কোনদিন বেড় টি খায় যে আজ খাবে?'

মাধুরী এতক্ষণে কথা বলল: 'কোনদিন না খেলেও একদিন খেতে তো বাধা নেই। চায়ের কাপটা তুই-ই দিয়ে আয় না মানসী।'

মাধুরীর কথার মধ্যে কোন বাগ্প আছে কিনা, বিদ্রূপ আছে কিনা বুঝে দেখতে চেষ্টা করল মানসী। ঠিক ধরতে পারল না। না চোখের দৃষ্টিতে, না গলার স্বরে, না মুখের ভাষায়। বড় মায়াবিনী মেয়ে। ওকে ধরা ভারি শক্ত।

মানসীও কথার সুরের ধরা না দিয়ে বলল, 'তুমিও তো দিয়ে আসতে পার দিদি।' মাধুরী কোন জবাব দিল না।

জবাব দেওয়ার আছে কী যে দেবে। চায়ের কাপের ওপর মুখ নামালেই কি সব ঢাকা পড়ে?

নন্দু বলল, 'আজ বোধ হয় অসীমদা চলে যাবেন।'

ইঠাং কেউ কোন কথা বলল না।

মনোমোহন বললেন, 'যাবেন বই কি। তার কি আর কোন কাজকর্ম নেই যে এখনো দিনের পর দিন পড়ে থাকবে?'

মানসী আবার দিকে তাকাল, 'তুমি বলেছ নাকি কিছু?'

মনোমোহন উচ্চ হয়ে বললেন, 'আমি আবার কি বলব। বলতে হবে কেন? আর কি বৃদ্ধিসৃষ্টি নেই?'

কেউ কোন কথা বলল না। চায়ের টেবিল মহোত্থের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল। কারো খাওয়ার শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

একটু বাদে মাধুরী বলল, 'চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে। মঞ্জু তুই-ই বরং যা। চা-টা দিয়ে আয়।'

মঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাচ্ছি সেজনি।'

মানসী মনে মনে বলল, 'আহা কী দরদ! কী গরজ!'

মঞ্জু চলে যাওয়ার পর তার মনে হল, এই সংযোগটা সে নিলেও পারত। চা দেওয়ার উপলক্ষে সোজাসজি তার সামনে গিয়ে তার চোখের দিকে তাকানো যেত। শোনা যেত সে কী বলে, কোন্ কৈফিয়ত দেয়।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, ছিঃ। তার কি আত্মসম্মান বলে কিছু নেই? সে কেন আগে থেকে যাবে? সে কেন নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে? দরকার হয় সে নিজেই বলবে। নিজেই বেরিয়ে আসবে। মশারির আড়াতে সারাদিন তো আর লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

(ক্রমশ)

স্মৃতি চরণ

দিলীপকুমার ভট্ট

ভেটিশ

বরদাবাবুর কাছে গ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের সত্যতা সম্বন্ধে বুদ্ধিমত্তা সন্দেহ করতে পারেন, বলতে পারেন যে, বরদাবাবু কোনো রকমে জেনে নিয়েছিলেন আমার হার্নিয়ার কথা। কিন্তু জানবেন কী করে? আমি তাঁর কাছে যাব কোনোনিন ভাবি নি, হঠাৎ গিয়ে হাজির হয়েছিলাম এক বন্ধুর অনুরোধে, যাকে আমি আভাস পর্যন্ত দিইনি—গ্রীঅরবিন্দ আমাকে ও সম্বন্ধে কী লিখেছিলেন। কথা উঠতে পারে বরদাবাবু, ধানে জেনে-ছিলেন আমার রোগটি আছে। তা হলে মিথ্যা বললেন কেন? গ্রীঅরবিন্দের মহিমা বাড়াতো? তিনি শব্দে গ্রীঅরবিন্দের শিষ্য ছিলেন না, বরদাবাবু ছিলেন বেপেরয়া মানুষ, যাঁর মধ্যে আসতে বলে দিতেন—কখনো কখনো কেউ প্রগলভতা করলে তাকে সাজা দিতে যোগ্যবৃত্তিও দেখাতেন। তাই আমাকে সেদিনই তিনি বলেছিলেন, এক অধ্যাত্মের অধ্যাপক তাঁর সামনে যোগ্যবৃত্তিকে আশ্রয় গল্প বলে হাস্যহাস্য করাত একঘর লোকের সামনে, তাকে ভালেমানুষের মতন প্রদান করে-করছিলেন, অম্কে জাগরণ তাঁর গতি বন্ধিত তি তাকে ছেড়ে আর একজনকে রক্ষক করল কী দোষ—তিনি কি তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাগতি দিতেন না?

যুরোপ গত পঞ্চাশ বৎসর এই শ্রেণীর মনঃশক্তি নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে এবং গবেষকদের মধ্যে একাধিক খাতনামা মনীষী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ-সব অতীন্দ্রিয় বোধ (extra-sensory perceptions) অপ্ৰতিপাদ্য সত্যের কেতব পড়ে। কিন্তু তবু আজও খাতনামা বৈজ্ঞানিক মনঃতাত্ত্বিকরা একাত্মীয় অতীন্দ্রিয় দর্শনশাস্ত্রকে পাশ কাটিয়ে যান যুক্তিবাদী বন্ধির মান বাঁচাতে। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্তিমান গবেষক রাইন সাহেব (J. B. Rhine) ১৯৩৭ সালে তাঁর বিশ্লেষণিত Frontiers of the mind বইটিতে এ-জাতীয় মনঃশক্তি নিয়ে তাঁর বহু গবেষণা প্রকাশ করে বহু বিশ্ববাদীর কাছই উৎসাহিত হন। কিন্তু তার পরে এ চিন্তা বংশের তাঁর বিশ্ববাদীদের মতের আনন্দ পরিমর্দন ঘটেছে, যার ফলে আজ যুরোপে

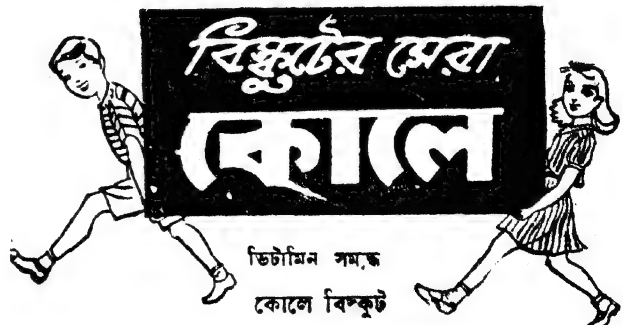
খাতনামা মনীষীদের মধ্যে অনেকে আবার বস্তুতান্ত্রিক বুদ্ধিবাদীদের বিদ্রূপ করে শোধ তুলছেন এই বলে যে, অতীন্দ্রিয় বোধ যে ইন্দ্রিয়বোধের চেয়ে কম সত্য নয়, একথা অস্বীকার করা যায় এক গাজোয়ারি (dogmatic) মতের বলে। কিন্তু তবু গড়পড়তা মানুষ এ-ধরনের সত্যের সংগে মোখামুখি হলে বলেন, “যেতে দাও”। রাইন সাহেব এ-জাতীয় পন্যাতক মনোবৃত্তিকে নিয়ে খেদ করে শেষে মন্তব্য দিয়েছেন যে, এসব অধ্যাত্মন আশঙ্কারের মাধ্যমে ‘আমরা’ দৃঢ়মান বস্তুতান্ত্রিকতার সম্ভব অসম্ভাবের ধারণাকে নীর্ণ করে মানুষের ব্যক্তিব্যাপার ভবিষ্যৎ চর্চার জন্যে সুন্দর-বিস্তীর্ণ নব-নব সমস্যার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছি—যার ফলে—বস্তুবিশেষের সম্বন্ধে আমাদের ধারণার ঐশ্বর্য্য অসত্য পরে এবং আমাদের জীবনযাত্রার একটি মহত্তর ভিত গড়ে উঠতে পারে।*

মন্তব্যটি যে সূচীকৃত, তার একটি প্রমাণ হতে হাতই দিতে পারি। বরদাবাবুকে ঠিক এই সময়ে গ্রীঅরবিন্দ অলৌকিক দর্শন দিয়ে

“...we have broken through the speculative position of entrenched materialism and have opened up for the future study of personality a whole area of new problems.... that may bring balance into our conception of things and a better foundation for living.”....Chapter XVII.... New Frontiers of The Mind.

আমাকে নিরস্ত করতে বলেছিলেন শব্দে এইজন্য যে, এ-ধরনের অলৌকিক দর্শন বা অতীন্দ্রিয় বোধশক্তি তখনো আমার মধ্যে উন্মোচিত হয়নি। তাই তাঁর মাধ্যমে তিনি আমাকে নিরস্ত করেছিলেন অভেদানন্দ স্বামীকে গুরুবরণ করতে। যদি না করতেন তাহলে আমার অধ্যাত্ম জীবনের ভিত ‘খবতের’ হত, কেননা, আমি গ্রীঅরবিন্দের মতন লোকের মতাপ্রবণের অন্তরংগ শিষ্য হয়ে গড়ে উঠতে পারতাম না। গ্রীঅরবিন্দের মতন মহা-ঋষির স্নেহভাজন অন্তরংগ হবার মতন সৌভাগ্য আমি কমপনই করতে পারি না। তাই বরদাবাবুর কাছে আমি চিরদিনই কৃতজ্ঞ থাকব তাঁর অলৌকিক দর্শনের বলিষ্ঠ অভিঘাতে আমাকে তিনি গ্রীঅরবিন্দের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন বলে।

এ প্রসঙ্গে আমার আর-একটি বক্তব্য আছে। সেটি এই যে, বরদাবাবুর কাছে গ্রীঅরবিন্দ এসেছিলেন বলেই যে তিনি আমাকে গ্রীঅরবিন্দের নানী দেন—গ্রীঅরবিন্দের প্রতি প্রগড় ভক্তিবশে নয়—একধর প্রমাণ এই যে, গ্রীঅরবিন্দকে তিনি গভীর গ্রন্থা করলেও গ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেও তাঁর বাধত না। সেদিন ও পরে ১৯৩৮ সালে কলকাতায় তিনি আমাকে বেপেরয়া হয়েই বলেছিলেন যে, গ্রীঅরবিন্দের সুপ্রামেণ্টাল দর্শন সত্য বলেও এ-সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করবেন না একটি বিশেষ কারণে। সে-কারণটি আমি আজ প্রকাশ করতে চাই না—কেবল বলব যে, ১৯৫০ সালে যখন গ্রীঅরবিন্দ হঠাৎ দেহত্যাগ করলেন, তখন আমার মনে পড়েছিল সর্বপ্রথম বরদাবাবুর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি—আর অনুভূত এসেছিল তাঁর সত্যভাষণের জন্যে রাগ করেছিলাম বলে। তছড়া বরদাবাবু যে গ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করেছিলেন বলেই তাঁর বাণীবাহ হয়ে আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে, সময় হলে গ্রীঅরবিন্দ আমাকে ডেকে



শব্দে ও গদ্যে.....আবশ্য দাবী।

নেবেনই নেবেন, তাঁর এ-ভবিষ্যৎবাণীটি অক্ষরে অক্ষরে ফলেনি কি? আর শব্দ ফলাই তো নয়, কীভাবে ফলেছিল ভাবতে আজও আমার গায়ে কাটা দেয়। সে-অবিস্বাস্য তথা অকাটা কাহিনী পেশ করবার সময় এসেছে, কেবল তার আগে বরদাবাবুর প্রসঙ্গ শেষ করে নিই।

বরদাবাবুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় বছর দশেক পরে কলকাতায় যখন আসি পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাসকয়েকের জন্যে। সেই সময়ে তিনি যখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসাশীল্য করেন, তখন আমি তাকে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করি, কবে আমি আমার ইশ্টের দর্শন পাব। তিনি হেসে বলেছিলেন মনে আছে: 'পাবে গো পাবে—তলে পশ্চিমবঙ্গের তলে। এক মহারসী অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে। তিনি যখন তোমার শিষ্য হয়ে এসে তোমার যত বাধার জঞ্জাল সাফ করে দেবেন, তখনই তোমার হবে বস্তুলাভ—তার আগে নয়।' আমি খুশি হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করি: 'কিন্তু সে-সুদিন আসবে তো?' বরদাবাবু জবাব দেন: 'এখনো অকিঞ্চিৎ? আমি তোমাক যা-যা বলেছিলাম ফলেনি কি?' আমি লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইতে তিনি বলেন: 'না গো, অজ্ঞান জানে না বলেই অবিস্বাস করে—এতে রাগ করে যে, সে জানেই নয়।'

এরও দশ বৎসর পরে ১৯৬৯ সালে যৌন ইন্দ্রিয়া আমার কাছে এসে সত্যিই কুমলন্দে দীক্ষা নেয়, সেদিন আর একবার

আমি বরদাবাবুর কথা স্মরণ করে তাঁকে মনে মনে প্রণাম করেছিলাম—শব্দ কৃতজ্ঞ-চিত্তই নয়, বিস্মিত প্লেকেও বটে। তার-পর (বরদাবাবুর ভাষায়) এ-‘মহারসী’-র ইন্দ্রিয়ার মাধ্যমে যোগবিভূতির আরো যেসব খেলা দেখেছি, তাতে চোখের ঠুলি গেছে খসে, দেখতে পেয়েছি ঠাকুরের কৃপা কবিকল্পনা নয়, জঙ্ঘলামান সত্য, অঘটনের যুগ গত নয়, ভক্তের জন্যে ভক্তবৎসল অনেক অঘটন ঘটান, তেমনি করণায়, স্নেহে, প্রেমে যেমন ঘটাতো পুরাকালে ভক্তের সংকট-মোচন করতে। সে-ইতিহাস হয়ত বলব কোনোদিন—এখন এ-প্রাক-যোগ পর্বের সমাপ্তি টানার সময় এসে।

বরদাবাবুর কাছ থেকে ফিরে আসার পরে প্রায়ই ইচ্ছা হত কৃষ্ণপ্রেমের কাছে ছুটে যেতে, কিন্তু সে ভিক্ষায়ে জীবিকা-নির্বাহ করছে সুদূর আলমোড়ায়—ভাবতেও রত হয়ে উঠতাম। ভাবতাম ঠাকুরকে: 'দেখো ঠাকুর, আমারও যেন এ-দশা না হয়।' কেবল মনে আমার অনুযোগ-অভিযোগ উঠত ফলে ফলে—কেন ঠাকুরকে পেতে উঠত কাটাগথেই চলতে হবে প্রতি সাধককে? জটধারণ, কৃচ্ছসাধন, উপবাস, অভোজ্য ভোজন, সৌন্দর্য-বিরাগ, কৌপীনবাদ—এসব কেন? সহজিয়া ছন্দে আমাদের কমনীর আলোয় ভক্তির রমণীয় পথে কেন এমন মূর্ত্তিমোহনকে মেলা অসম্ভব হয়ে উঠল? এ-প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি পরে দিনে দিনে

বহু দুঃখের পরীক্ষার—কিন্তু সে অন্য কথা—সাধনার কথা—হয়ত কোনোদিন বলব—ঠাকুরের ইচ্ছা হলো। কারণ আজ আর কিছু বৃষ্টি না বৃষ্টি, এটুকু বৃষ্টিবার কিনারায় এসেছি যে, ঘটায় মত কিছু, ঘটে কেবল ঠাকুরেরই ইচ্ছায়। আমাদের অজ্ঞান-উন্মূখ ইচ্ছায় ঘটে শব্দ, দুঃখটনা।

বরদাবাবুর কাছে গিয়েছিলাম ঐসুকা নিয়ে, তাঁর কাছ থেকে ফিরে এসাম শব্দ, ভক্তি নিয়ে নয়, যোগশক্তি সম্বন্ধে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে। তা হলে তো যেসব অঘটনের কথা আমি এযাবৎ আশায়ে গল্প বলে বরখাস্ত করে দিয়ে গেছি, সে-সব সত্য-ভিত্তি হতেও পারে! কয়েক বৎসর পরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে দিনের পর দিন নানা পত্র ও বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ফলে আমি কতকটা বৃষ্টিতে শিখি, কেন এসব যোগ-বিভূতিকে যোগীরা সাধকরা গোচ্ছকুর আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে-আলোচনা এ-স্মৃতিচারণে অব্যবহৃত বলে ঘটনার প্রকাশ্যালোকে ফিরে আসি ফের।

লালগোলা থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পর স্বামী অভয়ানন্দের চরণে দীক্ষা নেওয়ার সংকল্প ছেড়ে বরদাবাবুর কথা মনে শ্রীঅরবিনদের ডাক সেওয়ার পথ চেয়ে রইলাম। ফের চেষ্টা বরা শব্দ, কলকাতা ঠাকুরকে ডাকাডাকি করবার। কিন্তু হাজার, ডাকব বলেই কি ডাক যায়। যে-মন শৈশবের সরস বিস্ময়ে সূর্য্যামের ছাদের

কি ক'রে সুন্দর হওয়া যায়...



এই বরেন থেকেই কেমন ক'রে হৃদয় হতে হয়, কেশজঙ্ঘকে ঘন ও কালো ক'রে তোলা যায় তা জানবার জন্যে গুর আগ্রহের অন্ত নেই। ওকে টাটা-র সুবাসিত নারিকেল কেশতৈলের কথা বলুন। পঁচিশ বছর ধরে মাথার মেয়েদের এই চমৎকার তৈলের কথা বলে আসছেন। মূলের মিষ্টি গন্ধে ভরা এই খাটি নারিকেল তৈল যেমন হালকা, তেমনি সেরা জিনিষ। এতে কোমল কেশরাশির গোড়া পরিপুষ্ট হয়, চুল ভালো থাকে ও হৃদয় দেখায়।

টাটা-র
সুবাসিত
নারিকেল
কেশতৈল



কুঠুরিতে বসে কথামত পড়ে উজ্জরে উঠত, ঠিকুরকে সরল বিশ্বাসে দেখা লাও বলে চোখের জল ফেলত, সে তো আর নেই—সাধনায় মন বসাই কী করে? তাছাড়া সমরই বা কই শ্রবণ মনন নির্দিষ্টমাত্রের? শূন্য মাঝে মাঝে কান্ড কবির অপরাধ গান গাইতাম আকুল হয়ে।

আজ লক্ষা শূন্য লক্ষ বাসনা

ছুটিছে গভীর আধারে,

আমি জানি না কখন ডুবে যাবে কেন

অকূল পরল পাথারে,

প্রভু বিশ্ববিপদ হস্তা,

তুমি দাঁড়াও শূন্যে পথ্য

অব শ্রীচরণতলে নিয়ে এসো মৈত্র

মন্ত বাসনা গভীরে

তুমি নির্মল কণা মংগল করে

মজিন মর্ম মজারো।

কিন্তু কখনো কখনো ভিড়ের আবেশে মনে কণিক শান্তি এসেও আমার হাজারো স্মরণচিত্ত বাসিন্দের জগতে ফিরে আসতে না আসতে বৈরাগ্যের মধ্যে অনুরাগটুকু লুপ্ত হয়ে বেহে-বহেৎ থাকত শূন্য সর্বকল্পেই বিতৃষ্ণ।

এই সমালম্বি আমি বৈরাগ্যছিলম আমার একটি গান, হুমি ভুল-ভাব নিয়ে অকূল বাসনা, তার বিধাত—

কিও গান হই হল পাওয়া

আমি নিজে কোন পাওয়াও।

আমি গম্ভীরে নিজের এ সমরকর হৃদয়ের কোঁচবি এঁকিছিলম, সেটি পেশ করতে কয়েকটি চরণ উপস্থিত করিঃ

যদি দিন না পেরে তবে

এত বাধা কেন সওয়াও?

হাঁদি নাথ, আশা না রাখে—

মিছে পাকা কেন বসেও।

যদি মোর বাধে ফেলা

শূন্যে কণিক কলি খেলা,

কেন হাঁসে ওঠে প্রাণ মোরাত

সকাল সন্ধ্যাবসায়।

এর পায়ে চরণগুলি 'অনামী'তে আছে—পদবিশুদ্ধি অনুবাহক অরো এইভাবে হবে, এ-বৈরাগ্য খানিকটা মামুলিই বলব। সংসার যখনই আমার নানা আশা ও স্বপ্নন ভেঙে খন খন হয়ে যায়—মন বলে ওঠেঃ 'চলো নিজ নিকেতনে।' এ-বৈরাগ্য পথ দেখায় তখনই, যখন সে ভগবানে অনুরাগ জাগিয়ে তোলে। 'বৈরাগ্যমবাস্তবম্' বলতে ভক্তহীর পরাক্রান্তন এই ভগবদ্রাধারী বৈরাগ্য—শূন্য সংসারে বিতৃষ্ণা নয়।

তবু সত্যের খাঁড়ির না মেনে উপায় নেই সে, অতীত প্রথম সিক সংসারে খানিকটা গিরণ এসে ভগবানে অনুরাগ মনের কোণে ঠাই পায় না। বৈরাগ্যসাধনে হাতি সে আমার নবা—এবাণী সাজ তরই মতো, যাব মনে ভক্তি, প্রেম, মিঠা খানিকটা খিত্তে গেছে। অবধ রাম, শ্যাম, যদু,

মধু, কথায় কথায় সম্যাসী বৈরাগ্যকে মিরে যে হাস-হাসি করে, সে অজ্ঞানের প্রগলভতা। বরলাবাসের কছ থেকে ফিরে এইটুকুই আমার সত্য সাজ হলঃ বৈরাগ্যের মধ্যে যে ভগবৎ-করণা নিহিত তার সাংগে যেন নতুন করে শাভন্যি হল সব-জানা বিষাদের অঙ্গনে।

কিন্তু বাইরে কেউ জানতে পারেনি। জানবে কোথেকে? আমি বললে তো জানবে। আমি যে বলতে চাইতাম না, তা নয়, কিন্তু বিশ্বাস কি মুখ ফোটে, যদি সে জানে যে, তার বিশ্বাসের কারণ শূন্যে সবাই হাস-হাসি করবে? আমার বন্ধুরা যে সবাই বৈদ্যদী ছিলেন এমন ইঙ্গিত করছি না, আমি বলতে চাই শূন্যে এই কথা যে, প্রবল বৈরাগ্যের অমোঘতাই ফলের তরুণি, তারা কখনই ব্যর্থ হতে পারে না, তার ফলে বৈরাগ্যের ঠিক কী দশা হয়। সংসার আমার কেবল একটিমাত্র দরদী ছিল যে ব্যর্থতঃ কল্লপ্রেম। কিন্তু হাজার তখন সে নাগালের বাইরে—গরুর নির্দেশে সন্ধ্যাস নিয়ে ভিক্সের জীবন যাপন করছে। এ আর এক ভাবনা—তাকে চিঠি লিখেও যে সফলিত পাব, তার পথও বন্ধঃ ধরে যদি সে বলে—চলে এসো আলম-ডার, দু-তাইকে ভিক্স করে ঠাকুরের প্রসাদ উজ্জয় উঠি। ঠাকুরের প্রসাদ আমার মাথায় থাকক—ভিক্সের জীবন যাপন করব ভাবতেও আমার ব্যাকের মধ্যে রক্তের ভরসা থাকিয়ে কাঁই হয়ে আসত। সে যে কী অবস্থা জানে এক ভক্তভাগী।

দুরন্ত মনকেও এতদিন সেজা বেলপরে গিয়ে হাজির। কবি আমাকে গভীর সন্দেহ করতেন, আমার মূখ্য চেতনার চেহারা দেখে কান্ডসমস্ত হয়ে বলতেন, কী হয়েছে? আমি জবাব দিই বলব তারের ভরসা না পেয়ে এক চাঁদে আঁটলম কল্লপ্রেমের কথা উল্লেখ করে তবু ভোলভলম আমার একটি সার-বাঁধা গানঃ

বাসো লীলামতা, এ কী বসনা।

রূপে লাও রূপে কেন এ ভুলন... ইত্যাদি

গম্ভীর মেটেই ভাল হয়নি—কিন্তু গাইতে আমার ভাল লাগত। আমার মানস ছবিটি কান্ডে উঠেছিল বলে। গম্ভীর মেটেই গাইতে আমার চেয়ে ভাল তার এল। আমি কোনো-মতে অল্প গোপন করলাম।

কবি বিজ্ঞান দৃষ্টিতে, এক আঁচড়ে ব্যস্তে মিলেন। বলতেন অশপাশের দৃষ্টি রচনকে একটু বাটীর মতো। তারপর আমাকে কাছে ডেকে বসিয়ে আমার কাঁধে হাত রেখে অনেকক্ষণ ব্যস্ত বোঝা দেন। তাঁর ভাষা অবশ্য আমার মনে নেই, কিন্তু সত্যনার সারমর্মটি তো ভুলবার নয়। বসি নিজের মতন করে—রিপোর্টের যথার্থ সংকলন হস্তপ করে বলতে পাবি শূন্য একটি কথাঃ যে, ভাব ও ভক্তি আমার হাঙ্গ ও বা তিনি বলে-ছিলেন, আমি তুলিনি বা ভুল ব্যখ্যার

কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তিনি বলেছিলেন খাঁড়ির একটি কথাই ব্যস্তের ফিরিয়ে দেঃ 'রঙ রস রূপ এরা মারা নয় স্বপ্নন নয়। অরূপ আবহমানকাল নিজেকে এদের মধ্যে দিয়েই জানান দিয়েছেন। যে কবে বাধে তার নাম ল্যাসি। তাই বক্তনীর-রূপ নয়, রূপের মেং। কিন্তু মোহকে কাটাতে হবে বলে প্রাণের দোললীলাকেও পাশ কাটিয়ে নিস্তরংগ নীরস শূন্যে মস্ততে চাইলে আমরা দেবতার দানের অমর্যাদা করে শূন্যে যে অপরাধী হব তাই নয়—আত্মঘাতী হব।' বলে শেষে হঠাৎ বললেনঃ 'আমার নাতোর তালে তালে নটরাজ গানটি শুনছে কখনো?'

আমি বললামঃ 'শূন্য শোনা নয়, ও-গানটি আমাকে অত্যন্ত মূগ্ধ করে। বলতে কি আপনার তিনটি গান আমার সবচেয়ে প্রিয়,

শুষ্ক মূল্যারিষ্ট

শোষণযোগ্য সমস্ত শরীর ফুলিয়া হস্তীর দ্বারা আকৃতি বিশিষ্ট হইলেও ৩ দিনে শোষণ দ্বারা করে। মূল্য ১৯০ টাকা। কাঁচা কাঁচা প্রাকৃতিক রাম, ১৯৭, বহুবাকার দ্বীপ, কলিকাতা।

দি রিলিফ

২২৬, আপার সাকুলার রোড

এক্সরে, কফ প্রকৃতি পরীক্ষা হয়

দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮, টাকা

সময়ঃ—সকাল ৯টা থেকে ১২-০০ ও

বৈকাল ৪টা থেকে ৭টা

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ

হাঁসের বিশ্বাস এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাইরা আমার নিষ্ঠা আসিলে ১টি ছোট লক্ষ ঘিনামতো আরোগ্য করিয়া দিব।

বস্ত্র, অসাড়তা, একাকী, শ্বেতকুষ্ঠ, বিভিন্ন মেরোগ, হুঁলি মেচেতা, রোগের দ্বারা প্রকৃতি মেরোগের বিশ্বাস, চিকিৎসাক্ষেপ্ত।

হত্যা রোগী পরীক্ষা করুন।

২০ বৎসরের অভিজ্ঞ মেরোগ চিকিৎসক

পাণ্ডিত এম লক্ষী (সময় ০-৮)

২৬/৮ গার্ডেন রোড কলিকাতা-১

পত্র দ্বারা ঠিকানা পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগনা

কেহাডের

কর্ণক

* পাউডার *

আমি গেয়ে কী যে আনন্দ পাই—জীবনে
বত পূজা হল না সারা, আমার ক্ষম্যো হে
ক্ষম্যো, আর এই গানটিঃ নৃত্যের তালে তালে
হে নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্দ।'

কবি প্রসন্ন কণ্ঠে বললেনঃ 'খুব ভালো
কথা। কিন্তু এ-গান তিনটিতেই আমি কী
বলতে চেয়েছি ভেবে দেখেছ কখনো?'

আমি সবুটে বললামঃ দেখেছি—কিন্তু
কবি বাধা দিয়ে হেসে বললেনঃ 'কিন্তু
শুনলে আমার ভয় করে। তাই ভয় কাটাতে
গান শোনাই শোনো—'

বলে তাঁর সমুদুর কণ্ঠে ধরলেনঃ

'নৃত্যের তালে, তালে নটরাজ,

ঘুচাও সকল বন্দ হে।

সুদৃশ ভাঙাও, চিত্তে জাগাও

মুগ্ধ সুরের ছন্দ হে

তোমার চরণপদন পরশে

সরস্বতীর মানস-সরমে

যুগে যুগে কালে কালে

সুরে সুরে তালে তালে

চেউ ভুলে দাও, মাতিয়ে জাগাও

অমলকমল গন্ধ হে।

নমো নমো নমো—

তোমার নৃত্য অমিত বিস্ত

ভরুক চিত্ত মম।'

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম, হঠাৎ চমক
ভাঙল, যখন কবি এইটুকু গেয়েই থেমে
গেলেন, বললেনঃ 'এই-ই হল মানুষের
চিরদিনের কামনা, চিরদিনের সাধনা—
মুগ্ধ চাইতে হবে দুরন্ত বাধন থেকে, জেগে
উঠতে হবে কিম্বদন্ত অজ্ঞান থেকে, কিন্তু
সুর তাল ছন্দ নৃত্যকে অস্বীকার করে
নয়—অস্বীকার করেই। আনন্দ মায়্য নয়,
আনন্দের আলো-হাওয়াই তো সৃষ্টি—
আনন্দ মায়্য হলো সৃষ্টি দাঁড়য় কোথায়?'

তাই তো আমাদের প্রাণ যুগে যুগে কালে
কালে সুরে সুরে তালে তালে চেয়েছে
শিবের নৃত্যকে মগ্নগময়-বলে বরণ করতে,
গেয়েছে—(গন- গুন কর) —তোমার নৃত্য
অমিত বিস্ত ভরুক চিত্ত মম।'

সৈনিক কবি অনেকক্ষণ ধরে এই কথাটির
ভাষা করেছিলেন যে, আমাদের মামুলি
বৈরাগ্য-নৃত্যক-সদৃশক বৈরাগ্যের প্রসূতি
শব্দে সেই দৃষ্টি যে দেখতে শিখেছে, সে
ভগবানের লীলা না-র মধ্যে দিয়েই
পেঁচিয়েছে হা-তে। কবির দর্শন আমি
জানতাম, কাজেই তাঁকে যে ভুল বুঝিনি,
এ প্রব।

মনের আধার কেটে গেল বৈকি—কিন্তু
ঐ তখনকার মতন। এ-উপলব্ধি আমার
একবার নয় বহুবারই হয়েছে; বিবাদ নিয়ে
গেছি কবির কাছে—তার অমল ফেনাছে,
সিন্ধু রসিকতায়, সর্বোপরি আনন্দদীপ্ত
ব্যস্তিরূপের আলোয় মনের আধার কেটে
গেছে। আজও মনে পড়ে তাঁর মুখের
আশ্চর্য সৌম্যপ্রভা, যাকে কালজয়ী বললে
অতুলিত হয় না। মনে পড়ে বৎসরের পর
বৎসর তাঁর বিকাশ ঢাক্ষ করে আনন্দের
পথেয় পাওয়া—ভরসা, পাওয়া যে তবে
সংসারের হাজারো ধলো বালি কাদা কালির
মাথা থেকেও আমাদের মাপন্যে চেতনা
চিন্ময়ের দিশ পেতে পারে। কতিকে আমি
ভালোবেসেছিলাম সত্যিই—তাই হয়ত তাঁর
মহিমার স্বরূপের কিছটো চিনতে পেরে-
ছিলম আমার নবাবক দৃষ্টির শোকবহ
দৈন্য সত্ত্বেও।

কিন্তু তবু এটুকু বসতে আমার বেগ
পোতে হয়নি যে, তাঁর স্বধর্ম আর আমার
স্বধর্ম এক নয়। তছাড়া শ্রীঅরবিন্দের
'সিন্থেটিস অফ যোগের' একটি কথা আমার

অ-প্রতিবাদ্য মনে হত সে যুগেওঃ যে
প্রতি মানুষকেও খুঁজে বার করতে হবে তাঁর
জীবনের পূর্ণযোগকে। অর্থাৎ একজনের
বিকাশের চারিতার্থতা যে-পথে, সে-পথে
শব্দে তারই—আর কারুর নয়। এক কথায়
মর-মানুষের অস্তিত্ব লক্ষ্য এক হলেও প্রতি
মানুষকেই সে-লক্ষ্যে পেঁচাতে হবে তাঁর
নিজের নিজের পথে, নিজের নিজের ছন্দে।

বোলপুর থেকে ফিরতে না ফিরতে আমার
মন যে তিমিরে সেই তিমিরে। এমন কেন হল
সত্যিই ভেবে পেলাম না। শ্রীঅরবিন্দকে
১৯২৪ সালে বলছিলাম বটে যে, আমি সব
ছাড়তে রাজি কেবল গান ছাড়া। কিন্তু তাঁর
ওখান থেকে ফিরে এসে দেখি যে, ক্রমশ
গানও আমার কাছে বিস্ময় না-হক
অতৃপ্তিকর হয়ে উঠেছে। শৈশবের বৈরাগ্য
ফের আমাকে ছেঁকে ধরল। উত্তরকালে
শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একাধিকবার লিখে-
ছিলেন যে, আমার বৈরাগ্যপ্রবণতার মূলে
ছিল আমার জন্মসংস্কার। বৈরাগ্য
শ্রীঅরবিন্দ পুরোপুরি পছন্দ করতেন না,
বলতেন তিনি অন্যসকুরই পক্ষপাতী কিন্তু
আমাকে লিখেছিলেন একটি পত্রে যে বৈরাগ্য
আমার ক্ষেত্রে প্রবল না হলে আমি আমার
নানা আসক্তির ময়া কাটাতে পরতাম না।

কিন্তু একথা তখন জানতাম না যে—তাই
কেন মনে তাঁর দুঃখ হত। এই ভেবে যে,
বিধাতা আমাকে ভোগের জন্য গড়ে, অজ্ঞ
ভোগশক্তি দিয়ে একী নিষ্ঠুর ঠাট্টা করলেন
—ভোগের ক্ষমতাকে বেখে বর্চিয়ে কেড়ে
নিষে? সে কত ওটা-পড়া, কত ভাবনা-
চিন্তা, কত আগ-পাড়া—একবার ভাবি যাই
চল পিড়ারের সব ছেড়ে, তবে পূর্বেই
ভাবি—যদি সে গিড়ের নীরস আবহ
টুকতে না পারি? শ্রীঅরবিন্দের দীপ্ত

এনাসিন

মাথাধরা সর্দি জ্বর ও
পেশীর বেদনায়
সত্ত্বর আরাম দেয়, কারণ এতে
চারটি ওষুধ রয়েছে



ধাতিস্থল অমির মন টানে। কিন্তু সেখানকার অধিকাংশ হাসিহাসি গতানুগতিক গুরুবাদের শূন্যতা মুখ ভাব আর বকের মধ্যে কেমন করে ওঠে—আমিও হয়ত অমির শূন্যে যাব হসিতে গাইতে মিশতে জুলে গিয়ে!

এই সময়ে ত্রিবাঙ্গমে থেকে নিমন্ত্রণ এল এক মন্ত সংগীত কনফারেন্স সভাপতি হতে হবে। আনন্দ হল, কিন্তু ক্লিষ্ট। যশের স্বাদ তো পেয়েছি কিন্তু মন ভরছে কি? তবে? কেন এ-বিভ্রমণ? কী হবে ত্রিবাঙ্গমে সংগীত-সভার সভাপতি হয়ে? কিন্তু তবু পারলাম না এ-মহৎ সম্মান প্রত্যাখ্যান করতে। রুচি নেই, তবু লালসা আছে—এ যে কী বিপ্রীত আশা, বোঝানো যায় না—জানি কেবল ভুতভাঙ্গা।

ডিসেম্বরে (১৯২৮) ত্রিবাঙ্গমে সভাপতিত্ব করতে হবে। নভেম্বরের গোড়ায় গোলাম কাশী। আমার বড়মামা গঙ্গার কাছ এক বাড়ি কিনেছিলেন—দারোগ গিলির মধ্যে। কিন্তু কাশী তো—তার উপরে গঙ্গা। সাগ্রহে গোলাম সেখানে।

সেখানে এক বন্ধুর সংগে দেখা। গানের সমজ্ঞার—বিশ্বনাথ গুপ্তার। 'রইস' যাক বলে। সে নিয়ে গেল বিখ্যাত সিনেপারেরী বস্তীরের কাছ। এ-বিখ্যাত কাচিকারী সে-সময়ের বন্ধুর প্রতি আসক্ত তাই বন্ধু তাইই সাগ্রহে আমাদের অভ্যর্থনা করে গান শোনালেন।

মুখ হলান, কিন্তু ঐ তখনকার মতন। সেখান থেকে বাড়ি ফিরতে না ফিরতে যের মনের মধ্যে সেই স্মরণ টানটান—সংসার ভালো লাগে না অথচ সম্মান দেবার কথা ভাবতেও উদ্বিগ্ন উঠে। জড়ায় আজ বাধা, ছাড়ায় যেতে চাই, ছড়ায় গেলে কাথা বাজে... একবারে অক্ষরে অক্ষরে। তখন থেকে কী নিয়ে? দিন কাটবে কেমন করে?

করুণার অফটনের কথা বলেছি। এ আমার পুণ্যপড়া বুলি নয়, বারবারই দেখছি—যখনই কাতর হয়ে ঠাকুরকে ডেকেছি, এসেছে সহায়, কেটেছে আধার, মিলেছে দিশা, জুটেছে পাথের। কাশীতে ঠাকুরকে কোলে ডেকেছিলাম: 'পথ দেখাও বলে।' ঠাকুর এলেন দেবদূত হয়ে।

তিনি—সর্বজনপ্রিয় পুণ্যচরিত্র শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ। সে-দিনটিও আমার জীবনে অক্লান্তক্লান্ত থাকবে চিরকাল: এই নভেম্বর, ১৯২৮, সকাল সাড়ে নটা। কবিরাজ মহাশয় একঘর বইয়ের মধ্যে একা বলে। চোখের সে কী গভীর দৃষ্টি—শান্ত উজ্জ্বল অনাসক্ত। শুনেনিলাম, সারা ভাঙতে তাঁর মতন মহাপণ্ডিত দৃষ্টিচরিত্র বেশি নেই। যত শাস্ত তাঁর নথ্যপণ্ডে। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও পেলাম বৈকি—কত শাস্ত, কত শৈল্য, কত কাহিনী! কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠল তাঁর অসামান্য বার্তারূপ—সৌম্য, অচণ্ডল, আশ্বসমাহিত। তাঁকে

বললাম সব কথাই—খোলাখালি। রবীন্দ্রনাথকে বলতে পারিনি, তিনি বৈরাগ্য-বিমুখ জানতাম বলে। কিন্তু কবিরাজ মহাশয় গৃহস্থপ্রাণ থেকেও যোগ-সাধনার শিখরচারীদের সতীর্থ শুনেনিলাম—তাছাড়া তাঁর সিন্ধু সরল সম্ভাষণে মনের সব অশ্রুতারগুলিট একসাথে বেজে উঠল যেন। নইলে হয়ত বলতে পারতাম না সব কথা কিছুই বাদ-সাদ না দিয়ে।

খুব মন দিয়ে শুনলেন তিনি। তারপর বললেন অনেক কথা। সে-কথাসাপেক্ষ একটি রিপোর্ট তাঁকে পর পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু কবিরাজ মহাশয় কোনো উত্তর না দেওয়ার প্রকাশ করিনি। আজ সেসব কথা ফিল্মে বলার দরকার দেখি না। তবু বলব তিনি সবসময় আমাকে যে-উপদেশ দিয়েছিলেন।

কবিরাজ মহাশয় বললেন: 'আপনার গান শুনলে প্রথম দিনই আপনাকে আমি চিনিছিলাম। তাই আপনার খবর রাখতাম। আপনাকে কী বলব—শুধু এই ছাড়া যে, আপনি মহাভগবান। নইলে শুধু যে আপনার মনে এইরকমা স্থানকী হতে পারত না তাই নয়—আপনি কখনোই পোতেন না শ্রীঅরবিন্দের মতন মহাগুরুর কৃপা।

আমি ক্রিটকণ্ঠে বললাম: কিন্তু তিনি

আমার গুরু, একথা বরদাবাবুর আশ্বাসেও যে আমার বিশ্বাস হয় না।'

কবিরাজ মহাশয় হেসে বললেন: 'হবেই হবে—গুরুশক্তি আর একটি প্রকট হলে। হ্যাঁ, আমি এ বিষয়ে জানি বলেই বলাছি যে, গুরুশক্তির মতন মহাশক্তি আর নেই। ভগবান গুরুর মধ্যে দিয়েই সাধককে ডাক দেন—গুরুর মধ্যে দিয়েই পাইয়ে দেন, যা পাওয়ার। আচার্য শঙ্কর তাঁর বিবেকচূড়া-মণিতে বলেছেন:

দুর্লভং চরমেবৈতদ্ভবানুগ্রহম্ভেদকম।

মনোবাৎসল্যমুৎকৃষ্টমহাপুরুষসংস্পর্শং।

অর্থ্যাৎ শুধু কণবানের করুণায়ই এই তিনের যোগাযোগ হয়: মানব জন্ম, মস্তিষ্ক ও মতপূর্ববের সংস্পর্শ। তাই আপনার সম্বন্ধে আমার অনেক আশা আপনাকে কেবল একটি কথা বলব: আপনি নিশ্চয় জানতেন যে, শ্রীঅরবিন্দের যোগশক্তি গুরুশক্তি আপনার ক্ষমতার অলঙ্কার কাড় করেছে। নইলে তাঁর সংগে সাক্ষাৎকারের ঠিক পর থেকেই আপনার মনে বৈরাগ্য এভাবে প্রবল হয়ে উঠত না। তাই আপনি এমন কথা মনেও ঠাঁই দেবেন না যে, আপনাকে এইরকম বিপক্ষে নিয়ে যাচ্ছে—বিশ্বাস করেন এ অতি শূন্য লক্ষ্যণ। সাধনার



মুখের
 জৌকর্ড
 বান্ধি করে

রেকোকাশ্মীর

ফেস্ পাউডার

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়

দিকে মনকে ফেরাতে চেয়েই বৈরাগ্য আসে তাকে অনাসক্তির দীক্ষা দিতে। তাই আপনাকে শূদ্ধ আমি একটি অনুবোধ করতে চাই আজঃ আপনি আর একটু নিজেকে থাকবার চেষ্টা করুন—লোকসংগের মায়া কাটিয়ে। কারা গুরুশক্তি, খানিকটা সাধনার অপেক্ষা রাখে। গান করেন

করুন—খুব ভালো কথা, কেবল কিছুদিন একলা একলা গান করা অভ্যাস করলে মন্দ কি? দেখবেন একলা ঠাকুরকে গান শোনালে মনে শক্তি পাবেন, বিপদ কাটবে। কিন্তু ফের বসে, এ-বৈরাগ্য অতি শূভ চিহ্ন, আর গুরুশক্তি মহাশক্তি—সাবধে বরণীয়।

উইজডম ডে স্ট্রিট স্টোর
পরামর্শ মেনে চলুন!

সকালে ও রাতে

Wisdom

ব্রাশ দিয়ে দাঁত
মাজুন!



হাত সূক্ষ্ম রাখতে হলে সকালে ও রাতে এবং সম্ভব হলে প্রত্যেকবার যাওয়ার পর নিয়মিত হাতে পরিষ্কার করা চাই-ই। এজন্য আপনার চাই এমন একটি টুথ ব্রাশ—যা হাতের তীব্র থেকে প্রত্যেকটি খাদকব্যা বের করে দেবে সুতরাং সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করতে জনা পরিতৃপ্ত উইজডম টুথ ব্রাশ বেছে নিন।

উইজডম পরিতৃপ্তনার এই সব বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করুন—বাহ্যবাহের সুবিধার জন্য হাতা হাতের ঘূষের সকল অংশের নামান পাওয়ার উপযোগী করে হৈরী ব্রাশের খাটো অঙ্গভাগ হাতে প্রতিক্রিয়া প্রাপ্ত পৌছানোর জন্য ক্রমসূচী নাইলন গুঁড়।

এবং এই গুঁড়গুলি খুব নমনীয় বলে উইজডম ব্রাশ অনেক দিন টেকে। আপনার দোকান থেকে চেয়ে নিন।



REGD.
Wisdom

দীর্ঘস্থায়ী
টুথব্রাশ

আরো অনেক কথাই তিন বদোহিলেন কিন্তু যেসব প্রসঙ্গের অবতারণার আর প্রয়োজন নেই। যেটুকু সংক্ষেপে লিখলাম তা থেকে আশা করি, কবিব্রাজ মহাশয়ের উপদেশের সারবত্তা ও বাস্তবপূর্ণের কিছু আভাস দিতে পেরেছি। তাঁকে যেরূপোটিটি পাঠিয়েছিলাম, সেটি ত তিন প্রকাশ করতে অনুমতি দেননি সম্ভবত এই জন্যই যে আমি তাঁর গুণগানে অত্যধিক উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছিলাম। কবিব্রাজ মহাশয় স্বভাবে পরম বিনয়ী, তাই হয়ত তাঁর গুণগানে আমার পণ্ডমুখ হয়ে ওঠার ঈর্ষা বিস্তৃত হয়ে থাকবেন।

এর পরেই এল আমার জীবনের গভীর সন্ধিস্থান। যা ঘটেছিল, বলবার ভাষা সত্যিই খুবের পাওয়া যায়। তবে আমার সংসার জীবনপূর্ণে ছেদ এল কেনন করে ও বীভৎস তার কিছু আভাস না দিয়ে এ-সম্মতিচরণের শেকড়কা হার না। তাই সোটা লো করি অজ্ঞান এ অশ্রদ্ধা অধারের চোখে—কি বলা কী সত্যিকার।

শ্রীগোপীনাথ কবিব্রাজ মহাশয়ের উপদেশ আমার হৃদয় শূন্য যে পরোপার্জিট সত্য দিল তাই নয়, সে সত্যের গম্ভীর প্রভাব চলে না, আমার কলমের লেখকটিঃ—সম্পূর্ণ কথা জানাই হয়নি নয়, সেই অনাসক্তির লক্ষ্য করা হই। মনে পড়ল খ্যাতিসম্পন্ন কবি না ওরফে প্রবীণ পণ্ডা শোনার, যে ভগবান ভগবান করে হুঁতু হুঁতু উলিয়ে ওঠে সে আমার প্রিয় না আমার প্রিয় নেই তাই তাঁর স্বাভাবিক জীবনের সত্যের সম্মতি চাই। সাহসপাতি ভূতচিহ্ন শব্দে স্মরণ করলাম—কিছুদিন তেজস্বী হতে দিলে কোনো বিজ্ঞান বৈদ্য নিজে একা হাটাই। নিজস্বিতা পেতে হলে একটা দাবি যেওনা ছাড়া উপর নেই ছোট টিন সবলতা যে, তিব্বতীয় সভাপতিত্ব করে কাছাকাছি কোনো সাগরতীরে একটি কুটির নিয়ে সেখানেই থাকবে একস্মৃতি—কারও সঙ্গে বা মিশে। শ্রীঅর্জুনের গুরুশক্তি আমার উপর আরো সক্রিয় হয়—আপনিও নেই, কিন্তু গুরুশক্তিই যে আমার মনকে হঠাৎ বৈরাগ্যের দিকে ফের রওনা করে নিয়েছে, একথা ভাবতে আমার আপনো ভালো লাগত না। আমার আশীর্ষের দীক্ষা যৌবনে রূরোপের শিক্ষার স্বল্প হস্তান্তরপে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাতে নিয়োজিতঃ ফলে আমি যা কিছুই ঘটুক না কেন, তার একটা দৃষ্টিসংগত ব্যাখ্যাই খাড়া করতে চাইতাম—গুরু শক্তির অতিক্রম হবার না ছিল আমার তাগিদ না সময়। তাছাড়া নিরন্তর অন্তর্দর্শনে খানিকটা দ্রুত হয়েই আমি মৌনী হতে চেয়েছিলাম গীতার 'বিশুদ্ধ-বৈদ্যসংবিৎঃ বিরতিজনসংসর্গাঃ' মন্ত্র জপ করে। এ-সম্মতিটির পানেও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন স্বয়ং কবিব্রাজ

মহাশয়। তাঁর কাছ থেকে ফিরে ফের গীতা ও কথাগুলো পড়া শুরু করলাম। একেই তো শাস্ত্রে বলে স্বাধ্যায়—সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ।

কিন্তু কাশীতে আমার সেই বন্ধুটি মাঝে মাঝেই হানা দিয়ে আমাকে এখানে ওখানে টেনে নিয়ে যেতে চাইত গান গাইতে ও শোনাতে। গান যে আমার সত্যিই আর ভালো লাগছিল না, একথা তাকে বার বার বলা সত্ত্বেও সে বিশ্বাস করতে পারেনি। তার দোষ দেবই বা কেমন করে। আমার যে এমন দুরবস্থা হতে পারে দুদিন আগে কি আমিই ভাবতে পারতাম?

ওদিকে অতুলনা আমি লক্ষ্মী এসেছি শুনেনি একদিন সকালে এসে হাজির শব্দবাস্ত হয়ে। তাকে আমি লিখেছিলাম লক্ষ্মী যাব না এবার। তিনি নাছড়াড়বান্দা হয়ে আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন। তাঁর গভীর স্নেহে বিশেষ আরাম পেলাম বৈকি—কিন্তু আরাম আর শান্তি তো সমার্থক নয়। লক্ষ্মীয়ে এসে মনের অশান্তি কাটল না—আরো এই জন্যে যে হবি তো হ—১৯২৮-এর নবম্বর মাসে চিঠি এই সময়েই লক্ষ্মীয়ে আমার নুই জ্যেষ্ঠত্ব ভাই হেমেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্র-লালের সঙ্গে দেখা। ওদের দুজনকে আর অম্বিকা মজুমদার বলে একটি মেধাবী গায়ককে আমি মাসে মাসে সব ভিড়িয়ে দেশে টাকা বাণ্ডি দিয়ে লক্ষ্মী মরিস কলেজে গান শিখতে পাঠিয়েছিলাম ও নুই বৎসর এই ব্যক্তি জগিয়েছিল। এরা তিন জনেই পুরো পাঁচ বৎসর মরিস কলেজে শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের কাছে গান শিখে সংগীতের ভিত্তি নিয়ে কলকাতা ফেরে। আমার সে সময়ে ইচ্ছা ছিল ওদের হিজলনের সহযোগে কলকাতার সংগীত অকাদেমির পতন করা। আমার সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করে একটি নিখিল ভারতীয় গীতভবন গড়ে তুলব, যেখানে ভারতের বড় বড় ওস্তাদেরই একের পর এক অতিথি করে রাখা হবে আর এসবের খরচ তোলা হবে, সেই ভবনেরই নিচের তলার কন্সার্ট হল—এই ধরনের নানা জল্পনা কল্পনা নিয়ে আলোচনা করতাম পরমানন্দে সুভাষের সঙ্গে, সেও সোচ্চোহে সাড়া দিত। যদি আমি আর চার পাঁচ বৎসরও কলকাতায় থাকতাম, তবে জাতীয় সংগীত সন্মেলন মত অতবড় সন্মেলন না হোক একটা ছোটখাট আন্তঃপ্রাদেশিক সংগীত প্রতিষ্ঠান কলকাতায় গড়ে উঠতই উঠত। কিন্তু হয় রে, নিয়তিঃ কেন বাধতে!—

লক্ষ্মীয়ে এসে আমারই প্রেরিত ড্রাড-হুগল ও বন্ধুর লক্ষ্মীয়ে থাকা ও গান শেখার ব্যবস্থা করতে আমাকে বাস্তু হয়ে পড়তে হল। তিনজনেই মেধাবী গায়ক,

তার উপরে আমার স্নেহভাজন, ভালো লাগল বৈকি। আর এক শব্দ যোগাযোগ ঘটলঃ বিখ্যাত চিত্রনট পাহাড়ী সান্যালও সে সময়ে মরিস কলেজে রতনজনকরের কাছে গান শিখাছিলেন। পাহাড়ী সে সময়ে অতি সূক্ষ্ম ছিল বাদও নট হবার পরে গানের চর্চা রাখতে পারেনি। সে যাই হোক হেমেন, রবি, অম্বিকা ও পাহাড়ী এই চতুরাননের স্নেহসম্ভাষণে আমার মনের অশান্তি তখনকার মতন চাপা পড়ে গেল। তাছাড়া ধৃজীতি, নির্মলকুমার সিংধাতি, রাধাকমল, রাধাকুমার প্রমুখ প্রবীণ বন্ধুদের সংস্পর্শেও কিছু স্বস্তি পেলাম—সর্বোপরি অতুলদার নিতানন্তর গান বাধা দশচক্রে ভগবান জুত হন কিনা জানি না, তবে সব জাগা বৈরাগ্য ঘূমিয়ে না পড়লেও একটু যে কিম্বিয়ে পড়ে এ নিশ্চয়। আছেন বই তখন লক্ষ্মীয়ে ছিলেন না বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর আমার অনুরোধে আমাকে সাবরে কয়েকটি অপ্রচলিত গান শেখালেনঃ দেবগান্ধার, দেওগিরি, মেঘরজনী, দেসী ইত্যাদি।

কিন্তু বিধাতা যখন বার সাধেন, তখন হা হতোমি বলা ছাড়া উপায় কি? আমার নতুন ফের দারুণ হা লাগল ঠিক এই সময়েই রুক্মপ্রের এক চিঠি পেরে। সে লিখেছিল যে, সব ছেড়েছড়ে ঠাকুরের প্রসাদে পরম শান্তি পেয়েছে।

সে-চিঠি নিয়ে আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীজয়-গোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে গেলাম, বার নাম ইতিপূর্বে উল্লেখ করছি। তিনি করুণ হেসে বললেন, রুক্মপ্রের যে শান্তি পেয়েছে, এখনও তিনি পেয়েছেন অনেক আগেই। সংগে সংগে ফের কে যেন আমার মনকে ধমক উঠল, লক্ষ্মীয়ে আসতে না আসতে গোপীনাথ কবিরাজ কি বলে-ছিলেন ভুল গেলে? ভিড়ের মধ্যে কে করে মনের মানুষের খবর পেয়েছে?

অতুলনা ধৃজীতি, পাহাড়ী, হেমেন্দ্র, রবীন্দ্র, অম্বিকা এরা কেউই জানত না আমার দিন কী অসহ অশান্তিতে কাটছে। তবে বাইরে ঠাট রজার রাখতে হবেই হবে—পণ নিয়েছিলাম আমি। কাজেই আমার ভাবান্তর এক জরসা ছাড়া আর কারোরই চোখে পড়েনি।

১৯ই নভেম্বর অতুলনা গেলেন কাঁসিতে এক মামলার। আমাকে বললেন, 'তুমি সিলাপ, রাজার হাঙ্গে থাকো আমার বাড়িতে গনিয়ান হয়ে, আমি দু তিন দিনের মধ্যেই ফিরছি—তখন ফের দু ভায়ে মিলে ফের গানে মেতে ওঠা যাবে। কিন্তু কোথাও পার্লও না কেন—না, কথা দাও। তোমাকে নিয়ে আবার হয়েছে আমার এক জ্বালা—বলেই—ধরে দিলেন—আঁখির নিম্নে যদি নাহি দেখি, তবে যে পরাণে ঘরি—হা হা হা!'

দেবরত মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি চিত্র

বারটি ছবির এ্যালবাম
দাম এক টাকা



সারস্বত লাইব্রেরী

২০৬, কলকাতা-৬

দেব সাহিত্য কুর্টীর

২১, আমাপুত্রুর লেন

কলিকাতা-৬

এখানে চিঠি লিখলেই

হাজার রকম বইয়ের

স্বার্থপর পাঠ্যক্রম

শুকতারা

অবসরী পুস্তকালয়
ত্রয়োদশ বর্ষে পড়বে

লিজেল রেমার

নি বে দি তা

অনুবাদিকা—শ্রীনারায়ণী দেবী

বিবেকানন্দের মানসকন্যা, রবীন্দ্র-নাথের 'পলাকামতা' অরবিন্দের 'শিখাময়ী' সিন্ধার নির্বোঁতার অনুশ্রম জীবনালেখ্য। লেখিকার অপরূপ শিল্প-নিপুণতা এবং অনুবাদিকার সত্যিক ভাষান্তরণ নিরবিত্যকে বইখানির মধ্যে জীবন্ত করে তুলেছে। এ শব্দে কৌতূহল মেটায় না, প্রেরণা জাগায়। বহু পঠ-পঠিকায় অকুণ্ঠ প্রশংসিত। প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা, দাম ৭১/- মাত্র।

৥ অন্যান্য বই ৥

স্বামী শিবানন্দ প্রণীত

যোগবলে রোগ আরোগ্য ৫১/-

YOGIC THERAPY 7/-

যৌগিক ব্যায়াম (আসন-মুদ্রা) ২/-

এ (প্রাণায়াম) ২/-

হাতছাত্রীর রক্তচর্চ ১১/-

খাদ্যনীতি ও শিশুপালন ১০/-

ঔশোপানিষদ ২/-

৥ প্রাপ্তস্থান ৥

উমাচল প্রকাশনী

৫৮।১।বি. রাজা দীনেন্দ্র শ্রীষ্ট.

কলিকাতা-৬

এবং কলিকাতার অন্যান্য পুস্তকালয়।

(সি ১৮৭৬)

আমিও একগাল হেসে পাদপূরণ করলামঃ চণ্ডীদাস বলে অতুলরতন গলায় বাঁধিয়া পরি—হো হো হো।'

মনের ভার কত সময়েই না হালকা করেছি এইভাবে অকারণ হেসে। এখনো মনে পড়ে আমার সংসার জীবনের শেষ অধ্যায়ে কী ভাবে অতুলদার ও আর সব বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সমানে হাসি-মস্করায় কাল কাটাতাম মনের দুখে চুপে রেখে। কাউকে বুঝতে দিইনি একটাবারও আমার মনে কী দুঃসহ শব্দ চলছে—একটা সূর ডাকে সব ছাড়তে, আর-একটা সূর ভয় পেয়ে বলেঃ 'চুপ চুপ, অমন অসুখকুনে কথা বলে না—অনন্দের এ খেলা আসলো—হাওয়া ছেড়ে যাবে পিউচেরির গানহীন হ'সহীন কারাগারে! পাগল না ক্ষাপা!'

অতুলদা এই সময়ে বাঁসি চলে যেতে আমার মন আরো যেন খারাপ হয়ে গেল। ১৪ই রাতে জয়দার ওখানে গিয়ে হেসে

বললাম, 'আজ তোমার গুণের দ্বারে অতিথি সুন্দর!' জয়দার চিত্রাঙ্গদা পড়া ছিল বললেন, 'আর আমি তোমার গানের দ্বারে—যদিও রূপও যে তোমার নেই তা নয়।' এই ধরনের সে কত হালকা হাসি, ঠাট্টা, কাব্যকথা চলত জয়দার সঙ্গে। বড় স্নিগ্ধ সুন্দর দরদী মানুষ ছিলেন জয়দা।

সন্ধ্যায় জয়দা বললেন, 'গান শোনাও ভাই—না না ভিড়ের গান নয়—তোমার পিতৃদেবের ঐ গানটি গাও, ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সংগীত ভেসে আসে!

যখন সগরী ধরলাম—

'কেন ভূতের বোকা বহিস পিছে?

ভূতের বেগার খেটে মরিস মৈছে?

দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উজলিছে পূর্ণ

ইন্দু, পরকাশে

ভূতের বোকা ফেলে যাবের ছেলে আর

চলে আয় আমার কাছে'

তখন এই ধরনের আঁখর জুগুয়াসুল—মায়ার খেলা—সে কিনা সব ছায়ার মেলা আঁখর নিয়ে মাতিস 'কেন—যার যে

বেলা যায় যে বেলা...

গাইতে গাইতে চোখে জল এসে মন ভরে উঠল বেদনার পরমানন্দে।

গান শেষ হতে জয়দা আমাকে আঁলগ্ন করলেন জলভরা চোখে। বললেন, 'সত্যিই বলেছ ভাই—যায় যে বেলা, যায় যে বেলা।' তারপর তাকে বললাম সব খুলে, যা যা বলেছিলুম কবিরাজ মহাশয়কে। শেষে বললাম কবিরাজ মহাশয়ের উপদেশঃ কিছুদিন জনসঙ্গ ছেড়ে নিঃসঙ্গ হতে হবে পরমসংগের দিশা পেতে।

করদা বললেন অনেক কথা। বললেন, 'কারণ তো আমি বাগান কী ভালোবাসি। কত অজানা ফুলের গাছ বসিয়েছি আমার বাগানে। একসময়ে মনে হত ফুল নিয়ে চিরকাল পরমানন্দই কাটবে। কিন্তু ভাই কৃষ্ণপ্রম চলে যাওয়ার পর থেকে আর ফুল য ফুল তাও ভালো লাগে না—বিশ্বাস করে।'

আমি বললাম হোস, 'তার যাও না কেন তার কাছ?'

জয়দা হেসে বললেন 'এখনো মনের মধ্যে যোজ্ঞার পাইনি তবু পর যদি... বসে হঠাৎ বলে বসলেন—'তুমিও যাও ঐ পথে।'

আমি চমকে উঠলাম, 'ঐ পথে?'

জয়দা হেসে বললেন, 'ঐ পথে চলতে উঠির উঠল কেন? কীই বা এমন পরম শান্তিময় পথে আমরা চলছি বলে তো?'

আমি বললাম, 'কিন্তু সেখানো কোথো ভরসা হয় না যে। যদি শান্ত না পাই? দেখানে যে কেউ হোস নার ভাই?'

জয়দা বললেন, 'না-ই হোসল—তুমি যাচ্ছ তোমার গরুর কাছে, গরুভাইয়ের কথা নিয়ে মাথা বকাও কেন? শোনা দিল্লীপ, আমি তোমাকে কালই একটি টিকিট করে দিই—তুমি যাও চলে সোজা গোমার গরুর কাছে—নেও তাঁর চরণে আশ্রয়—যেমন কৃষ্ণপ্রম নিয়েছে যশোদা মার চরণে। এছাড়া আর পথ নেই।'

আমি দ্রুত কণ্ঠে বললাম, 'ওষাধের আগে রোগের নিদান তো পাওয়া চাই।'

জয়দা ডাক্তার তো—বুঝলেন বললেনঃ 'নিদানের প্রশ্ন কেন ভাই?'

আমি এড়িয়ে গিয়ে বিষয় সূর বললাম, 'জানি না ভাই, সব থেকেও কিছুই ভালো লাগে না কেন। জানি শুধু, এইটুকু মাত্র যে, আমি অধিকার হাতছাড়া—আমার গরুদেব আমাকে এখন কিছুই দেননি, যাকে 'পাওয়া' বলা চলে। তাঁর সঙ্গে দেখার ফল শুধু এইটুকু হয়েছে—যে সব কিছু



বাঘ ছাপ পাতা চা

LIPSON (INDIA) LIMITED (Incorporated in England)

বিস্বাদ হয়ে গেছে, এমন কি গান যে গান তাও ভালো লাগে না আর।"

জয়দা আমার কাছে হাত রেখে বললেন, 'কবিরাজ মহাশয় তোমাকে ঠিকই বলেছেন, কৃষ্ণপ্রেম থাকলে সেও বসন্ত এই কথাই যে, এ শব্দ লক্ষণ। তাই তো বলছি ভাই, তুমি আর কাল বিলম্ব না করে যাও চলে পণ্ডিচেরি। গান শুধু ভালো জিনিস, ফলও চমৎকার। কিন্তু দুইই কি খতিয়ে ইন্দিরাবীলাসই পাড়ায় না? বকে হাত দিয়ে বলা তো?'

আমি আহত হয়ে 'ইন্দিরাবীলাস' বলতেই জয়দা বললেন, 'আমাকে তুলে বসে কেন—স্থলে বীলাস নয়—স্বপ্ন বীলাস, তবু কানের মধ্যে দিয়েই ওকে মরমে পশতে হয় না কি? কৃষ্ণপ্রেম এ-সুখের পসারী হয়নি। তাই সে পেয়েছে শান্তি—অতীশ্রয়ের ছোঁওয়া পেয়ে, সব ছেড়েছে, এককথায় বলে।'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'কথটা ভাববার—একটি। কিন্তু আমার হয়েছে কি বলব? আমি যে গুরুর কাছে থেকে পাওয়ার মতন কিছুরই পাইনি ভূট! সব ছাড়তে আমিও পারি, কিন্তু কিছুর পেলে তবে—তার আগে না।'

মহাত্মা জয়দাও মধ্যে মধ্যে ছেঁদে গেল, একটু চুপ করে যেতে বললেন, 'দিলীপ, তোমাকে আমি যা ভেবেছিলুম তুমি তা নও। তুমি গেলে কিম্বা দরদস্তুর শব্দ করলে ঠাকুরের সংগে—কিছু পেলে তবে সব ছাড়ব? যারা ঠাকুরের জন্যে সব ছেড়েছে, তারা এভাবে সাংগোপাছু ভাবেন। তুমি পারবে না। এসো আমরা অন্য কথা কই।'

শ্রীমতী লালাবাবু বিষয় সম্পর্কিত ছেড়ে সম্যাসী হয়েছিলেন সম্ভাব্যবসায় একটি কথা শুনে। এক গঙ্গাস্নানার্থী পথে তার সম্মানীক বসেছিল, 'বলো যায় ভাই, চল যাই গঙ্গায়'। 'দেবী যাব'—এই সম্মান। কথাটি লালাবাবুর মনে বেজে উঠেছিল বাঁশির ডাক হয়ে। তিনি ধনসম্পত্তি ছেড়ে ভেকশারী বৈষ্ণব হন সেই দিনই।

কিন্তু আমার ব্যুৎ জয়দার 'দরদস্তুর' শব্দর অভ্যাসেও বোজাছিল শব্দ বাঁশির ডাক হয়ে নয়—দারুণ শেল হয়ে।

সারা রাত আমি ঘুমতে পারিনি। সাতাই মনের মধ্যে কে যেন চাবুক মারতে থাকে: আমি ঠাকুরের সংগে শব্দ দরদস্তুরই করে এসেছি এতদিন!

ভোরে উঠে বসলাম শ্যামে। গুরুদেবকে ডাকলাম, ঠাকুরকে ডাকলাম চোখের জলে: আমাকে বলা দাও, সব ছাড়বাব বল দাও, দরদস্তুর করার প্লানি থেকে বাঁচাও, আমি নিজের চোখে ছোট হয়ে গেছি। চোখের জলে বসে ভেসে গেল...অমন কামা বহুদিন কাঁদিনি।

ইঠাং শব্দের মধ্যে কী যেন থলে গেল—কী একটা পদ্ম মতন—অতান্ত আপসা অনুভূতি, ঠিক কী যে হল, আজো জানি না—কেবল এইটুকু জানি যে, এক মুহূর্তে দশা বদলে গেল ঠিক যেমন ধোরানো রংগমণ্ডে বদলে যায়—যেখানে ছিল মরু-ভূমি, জেগে উঠল নীল ঝরনা, বিঘাদের মরণ আনল এক অসহ আনন্দের নবজন্ম—সেই সংগে শব্দ: 'আমি পারব পারব পারব পারব—আমার যে না পারলেই নয়। বাঁচতে হলে যে আমাকে পারতেই হবে—ছাড়তেই হবে এই দিনগতপাপক্ষয়ের অর্ধাঙ্গীন গত্যনুগতিকতা।'

উঠে উঠে টেবল দেখলাম, মেল টেনে এক ঘণ্টা বাদ লাক্ষ্যায় আসবে। একটি বাক্স ও বিছানা পাক করে পনের মিনিটের মধ্যেই রওনা হলুম বকে—যেখান থেকে যাব পণ্ডিচেরি। গুরুদেবকে স্টেশন থেকে তার করে দিলাম: 'আমাকে গ্রহণ করতেই হবে—আমি সব ছাড়তে রাজি।' লাক্ষ্যায় স্টেশনে জয়দাকে একটি পোস্টকার্ড লিখে ডাকে 'দিলীপ! দরদস্তুর আর করব না জয়দা—পথ দেখতে' পেয়েছি তোমারই কৃপায়। তোমাকে প্রণাম প্রণাম প্রণাম। ড্রামা ইন রিয়াল লাইফ থাকে বলে—অক্ষর অক্ষরে। দৃষ্টান্তিক ও লিখে দিলাম আমার বিরানী হওয়ার কথা।

মহা টেনে ব্যুৎের মধ্যে কেবল অংশই কলকে উঠতে থাকে, থেকে থেকে অকারণে চোখে করে আনন্দপ্রাণ—মনে বিঘাদের, আধারের, সংসারের আর চিহ্নলেশও নেই। ঠাকুর ডাকলে সজা স্নান না, চাইলে নিশ্চয় স্নান না, অঘটন এ-যুগে ঘটে না আর—কে বলে?

এবার উপসংহারের পালা। শ্রীমদ্রবিন্দ আমাকে তার করেছিলেন আমার পত্র পেয়েই।

পণ্ডিচেরি পৌছে মনে হল বাইবেলের 'প্রতিগাল সন'এর কথা যে অনেক ঘণ্টার জন্য খোঁসে পিতৃগৃহে ফিরে তার পেয়েছিল শান্তির স্নাত্তর।

এ শান্তির তবু ব্যাখ্যা হয়। কিন্তু এর পরে আমার যে-অপূর্ব অনুভূতির আমি আজ পর্যন্ত কোনো ব্যাখ্যাই খুঁজে পাইনি—ইংগতে তার একটু আভাস দেওয়ার জন্যই এ-উপসংহারের অবতারণা। ইংগিত আভাস জাতীয় বিশেষায় প্রয়োগ করছি, শব্দ জানিয়ে রাখতে যে, সে-উপলব্ধিটি যখন হয়েছিল, তখন তার নিবিড়তা ও দীপ্ততার পাশে আমার দৈনন্দিন সব ইন্দিরাবোধই হয়ে গিয়েছিল তেমনি পাড়ুর, যেমন পূর্ণচন্দ্রের কান্দি হয় সূর্যোদয়ের পরে। আমরা আমাদের গভীর অনুভূতির কথা বলতে চাই পশ্চাত্তনের মতনই পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু শতাব্দীর উপলব্ধি

অত্যাধিকত কি প্রকাশ করা যায় এ-জাতীর আত্মিক অনুভূতি? তবু একটা অনুলিপি থাকুক—তাদের জন্যে যাদের অনুভবের পার্থক্য মধ্যে এসেছে এ-জাতীর অতীশ্রমর অনুভব—'যতো বাচো নিবর্ততে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—বর্চন ও মন যার নাগাল পাবার কাতাল হয়েও ফিরে ফিরে আসে। আমি জানি, আমি শব্দ যোগাই নেই, তার উপরে শিল্পী, কবি ও গায়ক—প্রকাশ না করে যার নিশ্চয় নেই। তাইতো এ-আকুল-বিকুল চিরদিনই আমাকে অশান্ত করেছে: কেমন করে বলব যা বলাও যায় না—আবার না বলে থাকাও যায় না?

বেশ মনে আছে সে অবিষ্মরণীয় দিনটি। শ্রীমদ্রবিন্দর দশন পাবার পরেই কী যেন হয়ে গেল—অজ্ঞানতমিরাম্ব নয়নে বেন ফুটে উঠল এক অপূর্ণ দৃষ্টি যা ছিল দেহুদিন। কী দেখেছিলেন এ-দৃষ্টি দিয়ে? জানি, বলতে পারব কিনা জানি না, তবু বলতে চেষ্টা করব—'বকে লোক যে কোনো সম্মান' মন্ত জপ করে।

মনে সোঁদিন কেবলই গুনগুনিয়ে উঠেছিল স্বপ্নবাদের:

: প্রকাশিত হইয়াছে : পঞ্চমবার :
নিতাপাঠে ও উপহারে অপরিহার্য

সারদা-রামকৃষ্ণ

সম্মানিত শ্রীমদ্রবিন্দ মহাশয় রচিত।
ভিমা ১৬৮ পৃষ্ঠা। ৩১খানি চিত্র ও
১টি মানচিত্র আছে। মূল্য—৫ টাকা॥

অল ইন্ডিয়া রেডিও এই অপূর্ণ গ্রন্থ সম্বন্ধে বহুবার বলিয়াছেন:—
শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী বহুকাল শ্রীমা সারদার সংগীত করিয়াছেন, তার সেই মহৎসংগার অভিজ্ঞতাই তিনি আলোয় গ্রন্থে প্রগাঢ় ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে স্বকল্প ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন।.....বইটি পাঠকমনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগোত্তর রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন আলোচ্যের এক-খানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে॥

শ্রীমদ্রবিন্দ মহাশয়

২৬, মহারানী বেহনতকুমারী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

(সি ১৪)

ডোল কোম্পানী

ফার ওকারের

অধ্যক্ষ মল্লিক

বরানগর কলিকাতা

মধু বাতা স্বভাবতে মধু কর্তি সিংধঃ
মধু নজ্জাতোযসো মধুমেং পার্থিবং রজঃ
ধরায় পবন মধুধারা, সিংধু হতে

মধু করে,
দিবস রজনী মধু, মধু বরে পৃথবী-
ধূলি পরে।

যেদিকে তাকাই মনে হয়, মধু ধরছে—
গাছপালা, ইটকাঠ পাথর, পার্থিব রজঃ
পর্যন্ত—একেবারে অকরে অকরে! কাক
যে কাক তাকেও দেখি অন্য চোখে—মনে
হয়, আনন্দে সে ওতপ্রোত—তার ককশ
কণ্ঠে বরছে অবিমিশ্র আনন্দ..... জগতে
নিরানন্দ কোথায়, কোথায় কণ্ঠাণ্ডা,
বন্ধুরতা, গরল? সবই তো মনোরম, সিন্ধু,
মধুময়—আকাশ বাতাস আনন্দ মথতে গলে
পড়ছে যেন পরম স্নেহে, বজছে যেন “ওরে
ভয় কি? আমি কি নেই? বিস্ময় তো
মায়া—আনন্দই সত্য। বিষ মায়া—সুধাই
সত্য।”

মনে হ'ল আমার সন্তান কানায় কানায়
উপছে পড়ছে বিনবাপী মধু, আমার
তনুর প্রতি অণু শিউরে উঠছে কার প্রেম-
সম্বোধনে। অথচ কাউকেই আমি দেখি নি,
কোনো স্বরই শুনি নি—কত সাধকের কণ্ঠ
কী দর্শন হয়, আমার কোনো দর্শনই হয় নি
—অথচ এ কী অভূতপূর্ব অনুভব! প্রতি
রোমের মধ্যে যেন সংগীত লেগে উঠল।
মনের প্রফুল্ল অবস্থায় এ-জগতকে কার না
ভালো লাগে? কিন্তু আমার সেদিন যে-
অনুভব হয়েছিল ও প্রায় দেড়দিন ছিল,
সে তো ভালো লাগার অনুভব নয়—সে যে
জগতকে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখার
যোগ্য! অথচ এমন কিছুই তো হয় নি
যার ফলে চেতনাব মধ্যে এ-আলো নামতে
পারে। না ছিল আমার জ্ঞানের ধ্যানের
সম্পদ, না সাধনার, ভক্তির ঐশ্বর্য। আমি
শুধু প্রমত্তা নিয়ে গিরোচ্ছলাম শ্রীঅরবিন্দকে
দর্শন করতে ও দেখেছিলাম তাঁর জ্যোতির্ময়

কান্দি, শান্ত সৌম্য আনন্দ—কিন্তু সে তো
এর আগেও কয়েকবার দেখেছি (পরেও)
কিন্তু এমন সর্বব্যাপী আনন্দের অনুভব
তো হয় নি! কোথেকে এল এ-অহেতুক
আনন্দ—না, শুধু আনন্দই তো নয়, এমন
এক দৃষ্টি যার ক্ষণভাবও আমি এর পূর্বে
কোনোদিন পাই নি জীবনে। নানা সাধকের
লেখায় পড়েছি এ-আনন্দের বর্ণনা কিন্তু
আমার মনে হ'ল, আমার অনুভবের সঙ্গে
তাদের কোনো মিল নেই বাকি! বোধহয়
প্রতি অনুভবের মাধ্যমে কোনো না কোনো
অস্পষ্টতীয় উপাদান আছে বলেই আমার
একম মনে হয়েছিল। আরও কত কী মনে
হয়েছিল—সে কত রকমার চিন্তা শিহরণ
জন্মনা কল্পনা মনে নেই আজ। কেবল
একটি মূল অনুভব চিরদিনই আমার কাছে
অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে যে, আমার মনে
হয়েছিলঃ—শুধু যে জগতের রূপান্তর
হয়েছে তাই নয়, আমাদেরও কে যেন ঢালে
সাজিয়েছিলঃ—যে-দিলীপ শ্রীঅরবিন্দকে
দর্শন করতে গিয়েছিল তার সঙ্গে সে-
দিলীপের কোনো মিলই ছিল না যে তাঁকে
দর্শন করে ফিরে এসে সমুদ্রের ধারে কানির
উপরে একলা বসে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছিল
“মধুং পার্থিবং রজঃ”—শিউরে উঠেছিল
সমগ্র জগত আনন্দে বিধ্বত দেখে। দু'জন
সম্পূর্ণ অজানা মানুষ—একজন আর এক-
জনকে জানলেও চেনে না। সে উচ্ছ্বাসের
উল্লেখন, পুনরুর পুনরুর, বিস্ময়ের
ব্যাপ্তি কেনম করে ভাবায় প্রকাশ কর?

অথচ আশ্চর্য—একটি কথা ভুলেই
পারি নি আজোঃ যে, আমার মনে প্রশ্ন
জাগল—(একেবারেই আকস্মিকভাবে, কেন
জানি না)।—“হাঁদ কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা
করেন কী দেখেছ তুমি—বলি বাকলে—কেনম
কারে বর্ণনা করবে তোমার এ-অনুভবিক—
তাহলে তুমি কী উত্তর দেবে শুনি?
প্রশ্নটি জাগতে না জাগতে আমার গহন

অন্তর থেকে একটি স্বর উঠল, আমি যেন
শুনছি সাক্ষী হয়েঃ

একটি স্বরঃ মানুষ সংসারে সবচেয়ে
কী ভালোবাসে?

আর একটি স্বরঃ আলো ও হাওয়া।

প্রথম স্বরঃ তাহলে তুমি তোমার
বন্ধুকে এ-অনুভবের বর্ণনায় এই জবাব
দেবেঃ “আমাকে যদি এক অন্ধকূপে
বাস করতে হয় তাহলেও আমি একবারের
জনো আলো কি হাওয়ার অভাব বোধ
করব না—এমনি অহেতুক আনন্দেই
প্রতিষ্ঠিত থাকব শেষ পর্যন্ত।”

এ কী আশ্চর্য প্রশ্ন, আর তাত্ত্বিক
আশ্চর্য উত্তর! মনস্তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিকরা
হয়তো বিজ্ঞ হলেও বলবেনঃ এ আর এমন
কী—আমাদের বিচিত্র মনেরই নানা সচিৎ
জন্মনা কল্পনা—যেমন স্বপ্নে দেখি বা
শুনি..... ইত্যাদি।

মরুক গে। আমার কোনো মতাবলম্বী
নেই কোন টীকাকার পণ্ডিত কী ব্যাখ্যা
দেবেন তা নিয়ে। আমি শুধু জানি যে,
আমার জীবনে একবার অন্তত এসেছিল
একটি অপরূপ আনন্দের উপলব্ধি যার
ছোঁওয়ার আমি কতকাল বোধ করে-
ছিলাম—হোক না সে স্বর্গের জন্যে, কিন্তু
এমন একটি চেতনার উদ্ভাস আমার
অধিগম্য হয়েছিল যার প্রমাণ আমার মনে
হয়েছিল, আমি ধন্য হয়েছি।

সে-অনুভব প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা ছিল। যখন
চলে গেল তখন আমার সে যে কী এক
অসহ বিষাদে আমি অবসর হয়ে পড়েছিলাম
তারও বর্ণনা প্রায় অসম্ভব কালকঠি।
শুধু আগবের একটি উপমা দেওয়া চলে
—যখন কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পরে অর্জুন
ধূর্বিষ্ঠের কাছে এসে বসেছিলেনঃ

রথোহে সবই সেই বধ ধনুর্ধারঃ

অথ গজ ধনুঃ শূরো সে বিমো

ভাসে অর্জুনের সম সে সব রতি

যাকিকে মনে হয় অর্থাহীনা।

হোক। বরং বলব যে, এ-অনুভবের
পরে আমার মনে অতীত একটি বিষয়ে আর
সন্দেহ আসে নি কোনোদিনইঃ যে এমন
এক ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার পরশ আমি সেদিন
পেয়েছিলাম যার সত্তার আমার কণ্ঠ গেয়ে
উঠেছিল ঝংকত কীতনেঃ

তার চেতনায় চিম্পয় বিগ্ধ,

নিরাকারে তার উদারের সমারোহ,

বন্দনে সেই নির্বিড়তা—সে-অতন,

কল্পনায় সে চঞ্চল জলধন,

জীবনে সে জয়-অভিধান,

নরনে সে বরাভয়,

মেঘ শূন্যতার অভিমান,

রবি যার পরিচয়।

সমাপ্ত

১৯৫৯-৬০ সালে আগনার ভাগ্যে কি আছে?



দিব। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। দৃষ্ট গ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায়
বজিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতিষবিদ্যায়
কিছুপ অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিবার গ্যারান্টি দিই।
পণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী। (DC-3) জলধর সিটি।

Pt. Dev Dutt Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3),
Jallundar City.

প্রথম অঙ্ক

সচিত্র প্রথম অঙ্ক

সিনেমা

৯

পড়তে-পড়তে কাকিল তাকাল জানলা দিয়ে। আবার মেঘ! সকালবেলায়ই মেঘ কেন? সৈনিক তো বিকেলবেলা করেছিল। বিকেলবেলা বৃষ্টি হলে সকালবেলা হতে পারবে না? রাতে ভালোবাসা এসেছিল বলে কি আসবে না ভোর হলেও?

আসুক বৃষ্টি। নামবার আগেই ঠিক বেরিয়ে পড়বে কাকিল। ভিজবে। কৃপণ আয়বন্ধার জন্য ছোটোছোটো করবে না। মন ভাসিয়ে দিয়ে শব্দ মধ্য বাঁচিয়ে চাইবে না। বৃষ্টি না হলে সেমন যা করত বৃষ্টি হলেও তেমনি তাই করে যাবে। শব্দ পায় হঠাৎ-হঠাৎ, ভিজতে-ভিজতে, বাস নেবে। ভিজতে-ভিজতে, শব্দ পায় হঠাৎ-হঠাৎ পৌঁছবে তার গন্তব্যে। সর্বজনীন শীতলতা হয়ে দাঁড়াবে সম্মুখে।

তারপর?

জানি না। মনে মনেই একটু হাসল কাকিল।

না, জানি। সন্ধ্যা-ভালা রোদ উঠবে। গায়ে-গায়েই শব্দিকের নৈব শাড়ি জমা। ভর হতে সূর্য হতে তপ্ত হতে পালাবনা বাড়ি, নিভৃত বঙ্গ গহায়। ধবধব আকাশের নিচ। উদ্ভূত দরবারে। সে আকাশ ভিজিয়েছে সে আকাশই শব্দিকের দেবে।

যে প্রেম ঘণ্ডাড়া করেছে সে প্রেমই মিলিয়ে দেবে ঘর।

সৈনিক সুকান্ত কী রকম ভিজছিল! ছি ছি, এমন অবস্থায় কেউ আসে? সিনেমার টিকিট কাটা থাকলেও কেউ আসে না। বাতিল করে দেয়।

কিন্তু, যাই বলো, সুকান্ত এসেছিল সত্যের টিকিট কেটেছিল বলে। কথা যখন দিয়েছে, রেখেছে কথা। বৃষ্টি অগুন, বজ্র-বন্যা, কিছুই গ্রাহ্য করেনি। আগাপাশতলা জলের মধ্যে সত্যের মত পূর্ণের মত এসে দাঁড়িয়েছে।

সত্য, কী অদ্ভুত সুন্দর দেখতে হয়েছিল, সুকান্তকে। মাথার চুলের

কতকগুলি ভিজে রেখায় নেবে এসেছে কপালে, কপাল ছাপিয়ে চোখের উপর, চোখের কিনারে জল, দুই চোখের পালকে, চিবকে বেয়ে কানের স্রিত বেয়ে ঝরছিল ফোঁটা-ফোঁটা। জামা আর পরনের ধূতি জায়গায়-জায়গায় লেপটে আছে গয়ের সাপে—কী অসলান সুন্দর দেখাচ্ছিল সুকান্তকে, কী দূর্ধ্ব স্বাভাবিক! কাকিল যে কাছে যায়নি, দূরে ভিড়ের আড়ালে লুকিয়েছিল, সে শব্দ ভয়ে। ভয়ও একটা শব্দ! কিন্তু যাই বলো, এমন একটা জনজাত সমস্যার সম্মুখে কী মীমাংসা নিয়ে দাঁড়াতে পারত সে! কী সাক্ষ্য ছিল তার সংগে, কী তাপভাণ্ড! কিন্তু এ কথা ভোজা যায় কি করে, তার জন্যেই তো ভেজা। সারারাত কী কণ্ঠের মধ্য দিয়েই কেটেছে কাকিলের। তারপর, কে জানে, ঠান্ডায় যদি অসুখ করে! কাকিল জানতেও পারবে না। যদি বাড়িবাড়ি হয়! কে বলে দেবে তার ঠিকানা! কে বা মনে করে রাখবে সেই বিদগ্ধে পলট নামবার! কে বা লিখবে। আর লিখবেই বা কেন?

টুক করে কাছে এসে দেখা দিলে কী এমন অশব্দ হত! বরং দেখা না দেওয়ার নবীন সুকান্ত কী ভাবল তাকে? 'মিথোবাদী' ভাবল, নয়তো 'ভাবল, অসহায়, নিরুপায় পরাধীন অপোগন্ড। নবালক ভাবল। ছি ছি, কী স্বার্থপর কাকিল! নিজ কেমন অপরক চেখে দেখে নিল অপবাপকে, অথচ সুকান্তকে জানতেই দিল না। জলের মরুভূমির মধ্যে কোথাও রয়েছে একটি ফসলের খেত, তার সন্ধানের অনুরোধে সোনার স্বীকৃতি। কেমন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল গোবেচারার মত। না-হারা শিশুর মত। অসহায় দেখা দিয়ে ওর মধ্যে অন্যতর পারত তো একটু তৃপ্তির রং। আর কিছু না হোক তাকে দিতে পারত তো একটু, কথার উদ্ভাষ, একটু বা চোখের দৃষ্টির সেক। তাই নিয়ে রাজা হয়ে ফিরে যেতে পারত বাড়িতে। অগো-প্রত্যগো এত ভিজল অথচ মনেই ভেজতে

পারল না একটুকু। ও চলে গেলো, বৃষ্টি থামবার পর, বাড়ি ফিরতে কাকিলও কম কাঙালিনী সাজেনি। কাউকে বাণ্ডিত করলে নিজের জন্যেও বৃষ্টি কিছু সঞ্চিত থাকে না।

সাধে কি আর হাতছানি দিয়ে ডাকার কথা বলেছিল সৈনিক বানিয়ে? সুকান্তর কাছে সে ধনী হয়ে আছে না? শব্দের ধন শাঠা দিয়েই শোধ করা উচিত কিনা জানি না কিন্তু হঠকারীর ধন তো হঠ দিয়েই শোধ করতে হয়। আর, কেমন অসম্ভব সুন্দর ভাবে সে এস! সেই বৃষ্টিতে আসার চেয়েও সুন্দর। কাউকে জানতে দিল না। বুঝতে দিল না। প্রস্তুত হতে দিল না, যেমন ঘুমের মধ্যে মৃত্যু আসে, তেমনি সহজের মত অবধারিতের মত এল। কোনো বিধি কোনো নিষেধ মানল না, খটলও না বৃষ্টি। সবাইকে চটিয়েও কেমন সটিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। বাবা ভঙ্গ দিয়ে শুলেন গিয়ে ঘরে। পর লেট সাজালেন খাবারের। জল খাবার পর কোথাও তর্জন-তরঙ্গকার হল না। পরিবেশটি 'মিটে' হয়েই রইল। শব্দ, ছাড়ে নয়, ঘরে, সিঁড়িতে-বরাব্দায়, কন্দমূল রেখে গেছে তার নিশ্বাসের জাদু।

কাকিলও প্রতিশোধ নিতে জানে। কেমন অসাবধানের মধ্যে ধরে ফেলেছি বলে। অফিসটাইমে কর্মচারীদের বেরিয়ে যাবার পর, এলামেলো সংসারের মাঝখানে কেমন চলে এসেছি ফিরেওলা সেজে। বাবু, বেরিয়ে গেলেই তো ফেরে-যোলা আসে। কিন্তু আমার আসা মেয়েদের কাছে নয়, আরেকজনের কাছে। আর এ ফেরি বেঁচবার নয়, অর্মান দিয়ে দেবার।

এখন তোয়ালে দিয়ে মুখের সাবান মুছেলেই বা কি, গেঞ্জির উপরে পাজিবি চড়ায়েই বা কি, আঁমি দেখে নিখোঁছ। কী দেখে নিয়েছে? আমার অপরিচ্ছন্নতা? আমার দারিদ্র্য? মোটেই তা নয়। দেখে নিয়েছি তুমি ছোট একটি শিশুর মতই

প্রীতোসেনপ্রচন্দ্র নন্দী

ছায়াবিহীন

(জাঁ পল সাত'র-এর Men Without Shadows অবলম্বনে)

উচ্চপ্রশাসিত প্রগতিশীল

বিলম্ব নাটক

মূল্য দুই টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কলিঃ ১২

এবং

৩০২ জাপার সাকুলার রোড, কলিঃ ৯

সরল হয়েও দুরন্ত, চণ্ডল হয়েও
অসহায়। নইলে এখন তোমার মা,
মৃণালিনী উপরে উঠছেন, হয়তো বা
তোমাকে মোকাবিলা করতে, তাই দেখে
কেমন ভয় পেয়ে গেলে। কি আশ্চর্য,
মাকে এমন ভয়?

টোবলের সামনে তাড়াতাড়ি চেয়ার
টেনে নিয়ে বসে খাতা মেলে ধরে কলম

উদাত্ত করল সূকান্ত। চেঁচিয়ে বললে,
'বলুন প্রশ্নগুলো।' তারপর অনড় কণ্ঠে
যোগ করল : 'যা হয় কিছ, বানিয়ে-
টানিয়ে বলো। একটা পড়াশোনার
আটমসফিয়ার তৈরি করো। খবরদার,
হাসি-হাসি মূখ নয়, সিরিয়স মূখ
করো। মাস্টারি মূখ। যা পশ্চাৎ হবে
তারই প্রাকছায়া আনো।'

'তা হলে হাসি-হাসিই রাখতে হয়।'
হাসল কাকলি।

মৃণালিনী দরজার কাছে এসে থামলেন,
ভিতরে ঢুকলেন না। সুকান্তকে গম্ভীর
মুখে ডেকে নিলেন বাইরে।

কী না জানি আদেশ হয় মার। হয়তো
সংগৃহীত করবার উদ্দেশ্যে বাজারে পাঠিয়ে
বসবেন। শুধু স্বর্ণ থেকে বিদায় নয়,

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচ যায়

— অর কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

আদরের পুতুলের জন্য সুন্দর জামাকাপড়!
মিষ্ণু তার পুতুলের জন্য সর্কসাই সুন্দর জামাকাপড়
যোগাড় করে। মিষ্ণু তার সিরির জামা নেয়, ভয়
মার শাভী নেয়, আর তাছাড়া ওর নিজের জামাকাপড়
তো আছেই। আর সব জামাকাপড় অল্প একটু সান-
লাইটে গিয়ে কাচ—কিন্তু কি বশবৎে ফস। আর কত
কতকে রঙীন।
জামাকাপড় তোরালৈ আর চাদরগুলোর বিকে দেখুন।
অত সব কাপড় কাচতে অল্পই একটু সানলাইট লেগেছে।
সানলাইটের সরের মত প্রচুর ফেনার অনেক কাপড় কাচা
যায়, আর আছড়নার দরকার হয়না। আপনায় কাপড়
কাচার জন্য সানলাইট সাবানই ব্যবহার করুন।

SUNLIGHT SOAP
WITH A LITTLE SUNLIGHT,
ALL YOUR SOAPING IS DONE.

সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে,

নরকে ফ্যালি। যা, ঠাণ্ডা কর। সিঁড়িটা সন্দেশ নিয়ে আয়।

বাইরে, বারান্দায়, বেশ খানিক দূরেই মৃণালিনী টেনে নিলেন সন্দেশটিকে। গলা খাটো করে বললেন, 'ও কার মেয়ে?'

'কার মেয়ে মানে? ভদ্রলোকের মেয়ে।' সুকান্ত অবাক হয়ে রইল।

'না, না সে কথা নয়। বসছি ওর বাবা কী করে? কোনো বড় চাকরি? বড়ো বাবসা?' গলা খুব খাদে রাখতে পারল না মৃণালিনী।

'ওর বাবা কী করে তা নিয়ে কী হবে?' সুকান্ত বিরক্তির দ্বার ঘেঁষে দাঁড়াল। 'ও আমার সঙ্গে পড়ে, এক ক্লাসে, এক সঙ্গে পরীক্ষা দেব এ বছর, এই ওর যথেষ্ট পরিচয়। ওর বাবাকে কী দরকার?'

'আহা! সেই কথা নয়।' চোখে মাঝে জটিলতার ভাঙ্গা জাকিল মৃণালিনী। 'আমাদের মধ্যে একটা কথা উঠছে, প্রায় প্রতি দ্বার মত। আমি আর বোমা একদিকে আর বিজয়া, তোর কাকিম্ম আরেক দিকে। আমরা বসছি ওর বাবা নিশ্চয়ই কেউ হোমারোজমার হবেন আর বিজয়া বলছে হোমিওপ্যাথি, মাজেরলের ক্রীশ হবেন না? হুই জার্মিস?'

'জানি যে কি।'

'কী? উইকল কেমারি, ম্যাটব?'

'না না, চম্পেপ্যাথির কেউ নয়, কাম-সিঙা। জাক ম্যাটব?'

উজ্জ্বল চোখ ঝলসে করে নিচে নামতে গেল মৃণালিনী। সিঁড়িতে বসনার মধ্যে দেখা। জাক-ম্যাটবের সঙ্গে মধ্য জটিলতা তোর পছন্দ হল। যার প্রত্যাপে তব স্বামী পরিত্রাণ সেই নিশ্চয় মহা-মহিম। বন্দনাকে বললে, 'দেবো গে বিজয়াকে, জাকসংস্কারের মেয়ে।'

আর সেইটাই বাড়িয়ে বন্দনা বললে, 'অন্যেতন কারিকম, সে-সে নয়, হাইকেটের জকের মেয়ে।'

শুয়ে শুয়ে হাই তুলছিল বিজয়া। বললে, 'হ্যাঁ, এমনি হাই-তাল্লা কোর্টের জাক। আর বিদ্যে ফলিও না হোঁয়া। সত্যিকার হলো বাড়ির গাড়ি করে আসত, পায়ে হেঁটে আসত না।'

'কেন, গাড়ি তো ওদের আছে।' এমনি ভাবে বললেই কথাটা জমে তাই বললে বন্দনা।

'হ্যাঁ, জানি, আছে, কারখানায় আছে। এখনই জিগগেস করলে গাড়ি কোথায়, শানের কারখানায়।' খাটে ম্যাগাজিন-হাতে উঠে বসল বিজয়া। 'গাড়ি না হয় হল, কিন্তু শার্মি কোথায়? শাড়ি বন্ধি শালক'রর দেখানো।'

'শশ, যেটা পরে এসেছে সেটা শাড়ি নয়?'

'ওটা কাপড় নিশ্চয়ই, আর যখন চওড়া পাড় আছে রয়ে-সয়ে বলা যায় শাড়ি। কিন্তু আটপোলেরও একটা সীমা আছে।'

'ভুলে যাচ্ছেন কেন, ও ছাত্রী।'

'ছাত্রীদের চিনতে আর ব্যক্তি নেই। চিকনচাকন দিতে পারলে কেউ ছাড়ে না। তুমি যা বললে, ওই যখন-যাকনের মেয়ে হলে দেখতে কেমন ভাল তেউ দিত। বললাম মেহাটই গবির গুরবো, অফ-পুজি—'

প্রত্যক্ষ সংস্কারের পরও এই কথা। অমহা লাগল বন্দনার অকারণে পরনিন্দা, পিতৃনিন্দা, খাজিরে উঠল নুখের উপরঃ 'যত পুজি আপনরা। যত বিদ্যেবর্ধি সমস্ত আপনরা একর পেটে।'

এখন আরও এই বউটার সঙ্গে ঝগড়া করে। বিজয়া বিজয় মাথ ফিরিয়ে নিল। ম্যাগাজিন হাতে জাবার ফেলল নিল বাসিলে।

এদিকে একটা হাতপাখা কুড়িয়ে নিয়ে মৃণালিনী সুকান্তর ঘরে ঢুকল।

সুকান্ত কাকলিকে লক্ষ্য করে বললে, 'হ্যাঁ, বলুন, তরপর—'

'তুই কী?' সুকান্তর উদ্দেশ্যে শানের ভাণ্ড করল মৃণালিনী। 'তুই ওকে নাড়া হত্যাশেষ বসিয়ে নিজ চেয়ার নিশ্চিন।'

'উপর কী? আমি যে লিখছি টেবিলে। উনি তো লিখছেন না, লেখাচ্ছেন। হ্যাঁ, তরপর বলুন, কোম্পেন নাম্বার ফোর—'

'এ ঘরটায় জান নেই।' কাকলিকে মৃণালিনী মদু-মদু হাওয়া করতে লাগল।

তড়াক করে লক্ষিয়ে উঠল কাকলি। 'কী সর্বনাশ।' হাত থেকে প্রায় লের করে কেড়ে নিল পাখা। উলটে মৃণালিনী-কেই হাওয়া করতে লাগল।

মৃণালিনী সরল ধরে বাইরে। বললে, 'কী লের হোমাক? সরলং না চা?'

'যা আপনরা বর্ধি।'

'বাসাস নিয়ে মাকে তাড়ালে।' বললে সুকান্ত, 'এবার তব একটা আমাকে দাও। পরিগ্রহ তো আর কম হচ্ছে না।'

'বলে গেছে। এই প্যামোপে অগাম সেবা পাবার চামাকি, তা বর্ধি আমি বর্ধি না? কাকলির চোখের সাদায় কাণো তব দৃষ্টি টল টল করে উঠল। 'বরং তুমি যদি দাও—'

'দেব? উঠি-উঠি করল সুকান্ত।

'আমি তাড়ালাম মাকে, তুমি তাড়াও আমাকে।'

'রক্ক করো। দরকার নেই পাখা। অন্ধ-বন্ধ হয়ে থাকাই ভালো।'

হাসল সুকান্ত। 'কিন্তু দেখলে তো আমার মা কত মিষ্ট। চা চাইলে চা সরলং চাইলে সরলং।'

'সব মা-ই মিষ্ট। তুমি আমার মার হাত থেকে নিলে না কেন খাবারের লেট?'

'মূলত্বব রেখে এলাম। আর, জানো তো, ময়রার মিষ্ট নয়, আমি গাছের ফল চাই। টাটকা ফল। আর সে ফল ঐচ্ছের ফল।'

'তার মানে, চোখের উপর চোখ রাখল কাকলি, 'বলতে চাও সবুজেরই মেওয়া ফলে।'

চলে যাবার সময় আবার এক চালাকি করল কাকলি। বললে, 'বড় রাস্তার শাটকাটা বলে দিন। আসবার সময় কত যে ঘুরেছি এলিক ওলিক তার ঠিক নেই।'

শাটকাটা বন্দনাও বলে দিতে পারে 'কিন্তু যদি কেউ ভেগেও চোখ বলে থাকে, সরলং জটিল করে দেখে তা হলো কার কী সাধা!'

মৃণালিনী বললে সুকান্তকে, 'তুই যা না, একটুখানি দে না এগিয়ে।'

কাঁপে রোদের দিকে তাকাল সুকান্ত। বললে, 'এই রোদে বেরলে ঠিক মাথা ধরে যাবে।' তারপর কাকলির দিকে তাকিয়ে বললে, 'যদি আসতে পারেন যেতও পারাবেন। বরং আসার চেয়ে যাওয়াটাই সোজা। চলে যান নাক ধরে—'

'তুই কী?' মৃণালিনী গল্পনা দিল।

'তোর জন্যে দরকার প্রশ্ন নিয়ে এল বাড়ি বসে আর তোর এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই। দে পা এগিয়ে দিতে পারিস না?'

'মাথা ধরে যে।'

'বরং আমি ছাতা দিচ্ছি।' বন্দনাও কাকলির দিকে।

'থাক, একধরা ছিল মাথা, আরেক ধরা হবে ছাতা।' মাথভরা অনিচ্ছা নিয়ে কাকলির দিকে তাকাল সুকান্ত। বললে, 'বসিছা'র

জটিল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ:

১৫ বৎসরের অভিজ্ঞ কোনবর্ধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ এল পি ম্যাথার্স (রোজি) সমাগত রোগী লিগকে গোপন ও জটিল রোগটির বিবরণ বৈকাল বাদে প্রাতে ৯—১১টা ও বৈকাল ৫—৮টা কক্ষা দেন ও চিকিৎসা করেন।

শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (রোজি)

১১৮, আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯



গুরু বিজ্ঞানসম্মত নয়!

হৃদে গুরু ও গুরু

গুরু গুরু জন্ম

কলি কলি - ৪

আপনাদের। তালুক-মালুক চুড়তে পারেন একা-একা বাড়ির রাস্তায় গাইড চাই। এ যে বলেছে সারা ঘর লেপে এসে দু'রায়ে আছাড়—আপনাদেরও তাই হয়েছে। চলুন—

রাস্তায় বেরিয়ে এসে কয়েক পা এগুতেই কাকলি বললে, 'উঃ, তুমি কী মিথ্যে কথাই যে বলতে পারো। মুখে এতটুকু বাধে না।'

'আর তুমি? চালুনির কাছে ধুচুনি।'
'দুজনেই সমান।' হেসে ফেলল কাকলি।

'কার নিন্দা করো তুমি, এ আমার এ তোমার পাপ।'

'খুব পাপ হচ্ছে, তাই না?' চোখ মুখ আর্ত করল কাকলি।

'মোটো না। এ ব্যাপারে মিথ্যে দোষের নয়।'

'কোন ব্যাপারে?'

'প্রণয় ব্যাপারে'

'কে বলেছে?'

'শাস্ত্র।'

'না, না, সে কথা নয়। কে বলেছে তোমাকে যে এ ব্যাপারটা প্রণয়?'

'না, না, কেউ বলেনি। তবে তো নিঃসংশয় মিথ্যে। বিনিশ্চিত পাপ। নিষ্পত্ত নরকবাস।' চোখমুখ কালো করল সুকান্ত।

'দেজনে একসঙ্গে তো?' হেসে ফেলল কাকলি।

কতক্ষণ চলবার পর সুকান্ত বললে, 'সাত পায় বেশি হাটিলাম একসঙ্গে। সাত পা একসঙ্গে হাটিলে কী হয়?'

'কিছুই হয় না। বড়জোর একটা স্ট্রেট লাইন হয়।'

'শাস্ত্রে যে বলে—'

'আবার শাস্ত্র! শাস্ত্রীয় কিছু হতে হলে একটা মণ্ডলের চারপাশে ঘোরা চাই। আবার হাসি।

জানসা দিয়ে আবার তাকাতেই কাকলি দেখল মেঘ নেই। রোদে পথঘাট দেকান-বেসাত গ্রাম-বাস লোকজন সব ঝলমল করে উঠেছে।

তোড়জোড় করে বেরুচ্ছে, বেলা প্রায় দশ, বিনতা এসে হাজির। বিনতা কাকলির চেয়ে দু বছরের অগ্রণী, বি-টি পাশ করে চেতলায় কোন মেয়ে-ইস্কুলে মাস্টারি করেছে। বয়সে বড় হলেও হৃদ্যতায় সমান-সমান। সমস্ত নিজনি-গোপনের অংশীদার।

'এ কি, বেরুচ্ছ? কোথায়?' বিনতা প্রশ্ন করল বাসত হয়ে।

'ছাত্রীবন্ধুর বাড়ি।' মুখে টিপে হাসল কাকলি। বললে, 'সকালের দিকে হলে ছাত্রীবন্ধু, দুপুরের দিকে হলে লাইব্রেরি, সন্ধ্যার দিকে হলে প্রোফেসর। তার মানে, বুঝতেই পাচ্ছ—'

'কী বুঝতে পারব?' তাঁ হয়ে রইল বিনতা।

'তার মানাই মিট করতে যাচ্ছি।'

'কার সঙ্গে মোকদ্দমা?'

সশব্দে হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'এ বাংলা মিট নয়, ঝগড়ার নিষ্পত্তি নয়, এ ইংরিজী মিট, এর মানে নিভুল-সাক্ষাৎ—'

'কার সঙ্গে?'

'এ জেনে তোমার লাভ নেই।'

'ভেট কোথায় হবে? কোন কুঞ্জে?'

'এও অবাস্তব।'

'তোমাদের পরীক্ষা করে শুনি?'

'একমাসও আর নেই।'

বহুতা জুড়ল বিনতা। পরীক্ষাকে এত কাছে রেখে সময় নিয়ে হেলাফেলা করার কোনো মানে হয় না। আগে পরীক্ষা পরে প্রেম। আগে কোরবর পরে আর সব। প্রেম একটা যায় আরেকটা আসে কিন্তু কোরবর একবার নষ্ট হয়ে গেলে আর তার সংশোধন চলে না। মনোবিলাসের জন্যে ফাঁকা মেঘ না কুড়িয়ে দড় ভূমির উপর মজবুত বাড়ি তৈরির জন্যে শঙ্কু ইট কাঠ লোহা লকড়ের দরকার।

'সব সত্য কথা।' বললে কাকলি, 'কিন্তু তোমার তো এখনো জোটেনি, তুমি কী বুঝবে বোলা।'

'জোটেনি তো জোটেনি।' রাগ করে উঠল বিনতা। 'জোটাবার জন্যে আমি ফোটা'না ফুল হয়ে মোমাছি ডেকে ডেকে ঘুরে বেড়াই না। জীবনে প্রেমই সর্বস্ব নয়। তার চেয়েও বড় জিনিস আছে। তা হচ্ছে কত'বা, তা হচ্ছে সংগ্রাম—'

'হবে হয়তো। কে জানে প্রেমই আবার মহত্তম কত'বা কিনা, সংগ্রাম কিনা। তবে, প্রার্থনা করি।' বিনতার দিকে করুণ চোখে তাকাল কাকলি : 'জীবনের সে আশ্চর্য অনুগ্রহ তোমার হাতে একবার অস্তিত্ব আসুক। সে প্রসাদের দ্বন্দ পেয়ে ডায়ের ভূমি কথা বোলা।'

'কে জানে কী করে আসে। বিনতার একটা শব্দ হচ্ছে গগমানাদের সঙ্গে,

বিশেষতঃ সংস্কারমুখ কবি-সাহায্যক-শিক্ষীদের সঙ্গে চিঠি লিখে-লিখে আলাপ করা, এবং দৈবী কৃপা যদি ঘটে কারু সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া, শেষ পর্যন্ত বা সর্বাধিক হওয়া।

তবুও তম ভাবের তীব্রতম কাঁপ, বর্তমানে, 'অনিরুদ্ধ।' চিঠি লিখে দিনক্ষণ ঠিক করে তার বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিল বিনতা। দেখল বাইরের ঘরে একটি সুদর্শন যুবক ইজিচেয়ারে শুয়ে এক একটা বই পড়ছে।

'আপনিই কি অনিরুদ্ধ?' রক্তের মধ্যে আনন্দের বন্ধুত্বের তুলে জিগেস করল বিনতা।

সাতাশ-আটাশ বছরের যুবকটি সসম্মুখে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'বসুন। বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।' যুবক চলে গেল ভিতরে।

'বিনতা প্রায় ঘুসোর উপর বসে পড়ল। যেমন ধরো বসবোধ। সাহিত্যে-শিল্পে বসবোধ। সে কি সকলেরই আসে? কিন্তু কেন যে কার আসে কেউ বলতে পারে না।' বলতে লাগল কাকলি। 'কিন্তু যার আছে ঐ বসবোধ সে কি জীবনকে বেশি করে উপভোগ করে না? তেমনি যার জীবনে এসেছে সেই দুর্গমের ডাক—সেই অজ্ঞেয়ের স্পর্শ—তুমিই বলো সে কি জীবনকে একটা বেশি করে পায় না? আর বচিতে এসে কার না বেশির প্রতি লালসা?'

কনিহারীর ঘরে কান্ডে এসে দাঁড়াল কাকলি।

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'একটি ছাত্রীর বাড়িতে বাবা।'

'তার দানব খোজ পেলি?'

'পেরেছি। ম' তোমাকে বলেনি?'

'কই না তো। কোথায় দেবনাথ?'

শ্রীরামপুর স্টেশনে দবা পড়ছে। ডালউ-টি উইদউ-টিকেটে ট্যাভেল করছিল। দবা পড়তে ফাইন হয়েছ বিচারে। জরিমানা দিতে পারেনি। জামিন দাঁড়াবারও লোক পায়নি কোথাও। তাই সাত দিনের জেল। নরুকা'কে 'মা পাঠিয়েছেন শ্রীরামপুর।'

উত্তেজনার উঠে বসেছিলেন কনিহারী, আবার শয়ে পড়লেন।

'কাকলির সঙ্গে-সঙ্গে বিনতাও বাইয়ে এল।

'তুমি তো অনাদিকে।' রুদ্ধ মুখে বলল বিনতা।

'হাঁ, স্মিতস্নিগ্ধ মুখে বলল কাকলি, 'প্রেমের দিকে। আর তুমি কত'বার দিকে, বিধেয়ের দিকে। যার যেমন বুঝে। যার যেমন মতি। আর যদি ডাক্তারি কথায় বোলা, যার যেমন এলার্জি।'

(কমণ)

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

ক্ষয়কর নবআবিস্কৃত ঔষধ দ্বারা। পরীরেত যে কোন স্থানের শ্বেত লাগ, অসাড়তা, লগ ফুলা পক্ষাঘাত একজন্মা ও সোরাইসিস রোগ দ্রুত-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাত অথবা পত্রে বিবরণ জানুন। **হাওড়া কৃষ্ণ কুটীর** প্রান্ততাতা—পণ্ডিত বামপ্রাণ শর্মা ১নং গ্রামখণ্ডে বোম্বে লেন ৮৪, টি ৫০৬। ফোন—৬৫ ২৩৫৯।
পাখা—০৬, হ্যারিসন রোড, কালকাতা—৯



১৯

এ পর্যন্ত সব্বাপত্যর ডাঙর যা বলে এসেছে, তার ভিতরে উল্লেখযোগ্য প্রায় সমস্তক প্রমথ চৌধুরীর লেখা চিত্রিত কথা নেই, কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরেনীর কথা ও প্রসঙ্গ আছে। এরা দুজনে সই করে লেখেন চিঠি, আমার লেখেন 'নি বাউ', কিন্তু একটি চিঠি আমার পত্র-সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে, যাতে চিঠির লেখকের নামের সেরা দেয়া যায়।

এই হল সং

আনন্দসভা

নববর্ষের আগতে অবতরণ।

শ্রীযুক্ত হারীতকক দেব

মানাবারো,

আগামী ১লা বৈশাখ রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় আমাবসিগের বাড়িতে নব-বর্ষের উৎসব হইবে। আপনাদ্বা সকলে যোগদান করিলে আনন্দিত হইব।

স্থান—৫৭নং ওল্ড

বালিগঞ্জ (৬৩৫ সানি

পাকা), সংগীত শ্রীআশুতোষ চৌধুরী সম্বন্ধে ছাত্রীগণ শ্রীপ্রীততা দেবী কর্তৃক গীতবাসাদি ও ভবানীপুর ক্লাব কর্তৃক নাট্যাভিনয়।

এ-পত্রের কাগজ মন্তব্য প্রস্তুত, কেবল 'আনন্দসভা' অংশটি প্রমথ চৌধুরীর হস্ত-লিপিত আর 'শ্রীযুক্ত হারীতকক দেব' অংশ শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর হস্তাক্ষর বর্তমান। কোনো তারিখ নেই। খামের ডাকছাপ দেখে বোঝা যায়, ১১ IS ১৯৮ তারিখে বালিগঞ্জ ডাকঘর থেকে বেরিয়ে ১২ IS ১৯৮ তারিখে হাটখোলা ডাকঘর এসেছিল। খামের ওপর আমার নাম ও ঠিকানা ইংরিজীতে প্রমথ

চৌধুরীর হাতে লেখা, যেমন অন্য সব চিঠিতেও থাকত।

বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গবেষণা করলে এ-পত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা যায় যে :—

১। প্রমথ চৌধুরীর দাদা আশু চৌধুরী সব্বাপত্যর আন্দোলন সত্ত্বেও চলিত বাংলার চেয়ে সাধু বাংলাকেই পরোচিত ভাষা মনে করতেন—এমন কি, 'আমাবসি' না 'লিখে' 'আমাবসিগের' লিখেছেন।

২। চিঠিতে তারিখ দেওয়াটা তাঁর প্রয়োজন বিবেচনা করেন নি, কিম্বা নিজে ভুলে গেছেন।

৩। উল্লিখিত অংশে রয়েছে—“আপনারা সকলে যোগদান করিলে কথিত হইবে।” এ-বাক্যটি সেখানেই প্রয়োজন যেখানে বহু-বক্তৃতক আমন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য আছে। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী যখন পত্রাবলীর কেবল আমার নামটি হাতে লিখে দেন, তখন নিশ্চয়ই ‘চলিত’ করেন নি যে, এখানে “আপনারা সকলে” কেউ দিয়ে “আপনি” লিখিলে ব্যাকরণসংগত হয়।

৪। প্রমথবাবু আমার “কল্যাণীয়ে,” পঠ লিখ পত্র প্রেরণ করতেন, এক্ষেত্রে তাঁর দাদা ও বৌদিদি “আমাবসি,” পঠ লিখেছেন দেখলে আমি যে একটি অপ্রস্তুত হই পাই, সে ভাবনা বোধ হয় কারও মনে আসে নি।

এই কথা তখন আমার চিত্তচঞ্চল ছিল না। খামের ওপর প্রমথবাবুর পরিচিত হস্তাক্ষর দেখাই ঠিক করলুম, ঘরের কোণে একলা বসে না থেকে ১লা ১২ একলা। বৈশাখে “আনন্দ সভা” বাঙালি ভাষা গীত দেখলুম, সইতা ভাল লাগে। আশু চৌধুরীর বাড়ির আসবাব দেখলে যে কেবল ডাঙর দেখে হয় তা নয়। নাকের সম্বন্ধে খুঁজি, কেমন ওই বড় ঘরে যে চক-ভাঁজ সীতামা পল্লী ছিল সেটির সবটুকু ফলন-কাঠের টৈরী তার-ফারের কাচ-করা, সুতরাং তার গা থেকে ভূর-ভূর করে চন্দনের গন্ধ বেরোচ্ছিল আর হাওয়ার সে গন্ধ ঘর-ঘর ছড়িয়ে পড়ছে। বাঘুর ‘গল্ল-বচ-মাক’ গ-বোকাগেও সাধক হয়েছিল। কামার সম্বন্ধে প্রচুর পাওয়া গেল, সংগীত-সম্বন্ধে কল্যাণে। সমাজনের জন্য আশু চৌধুরী বিখ্যাত ছিলেন, এবং তার প্রমাণ এই আনন্দ সভায় পাদ পাদে পেলুম। জনতম, তিনি চাংকার ইংরিজী লিখেছেন। তবু বাংলা দেশের নববর্ষক্রম পয়লা বৈশাখকে আনন্দ-মিলনের উপলক্ষ করে-ছিলেন তার কারণ বোধ হয় তাঁর আন্তরিক দেশপ্ৰীতি। শুনছি তিনি বিলেত থেকে

এসে বাংলার ভিজিটিং কার্ড, ছাপিয়ে-ছিলেন। তাঁর কাছে দেশ মানে বাংলাদেশ, জাতীয় ভাষার অর্থ বঙ্গভাষা। প্রমথ চৌধুরীর “বাঙালি পেট্রিটিজম্” প্রবন্ধ পড়লে দেখা যায় ঐ একই মনোভাব, এবং সে-প্রবন্ধের রচনাকাল বঙ্গাব্দ ১৩২৭—অর্থাৎ উক্ত নববর্ষ উৎসবের মাত্র দু'বৎসর পরে।

পরলা বৈশাখে কাল-বৈশাখীর প্রকোপ শুরুর হওয়ার কথা, কিন্তু আজকাল শাসন মনে পড়লো চলে না—স্বাধীনশাসন তবাব চায়। চল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গ-পর্বনের স্বাধীনতা যে ছিল না তা নয়, তবে এখন সেটা বড় বেড়ে গেছে। বৈশাখে শোভাবাজার থেকে বালিগঞ্জ যেতে হলে তখন ধূলোয় ধূসরিত হবার সম্ভাবনা ছিল বেশ। প্রমথ চৌধুরীর পত্র তার প্রমাণ।

৬৭

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে

বালিগঞ্জ

২৫ IS ১৯

কল্যাণীয়ে,

তোমার চিঠি পেলুম। কাল যে বৈশাখী সে তো প্রত্যক এবং একালে শোভাবাজার

ডাক্তার হউন

ঘরে বসে ডাক্তারোগে পড়াশোনা করে সবকারে স্বাস্থ্য বজায় রাখা কল্যাণ থেকে ভিল্পিয়া মিল। বিনামূল্যে প্রোগ্রামস্টাস এর জন্য লিখুন।

Indian Homoeopathic College
(DC.) Jullundur City.

থেকে বিকালে বালিগঞ্জ আসা যে
বপলজনের সে কথাও নিঃসন্দেহ। তবু
আসছে শনিবার বিকেলে এখানে যদি
উপস্থিত হতে পারে। ভালো হয়।
সুধীন্দ্রকে বলো, সেদিন রবিবার, মহাশয়ও
উপস্থিত থাকবেন, তোমাদের সকলের কাছ
থেকে বিদায় গ্রহণ করবার জন্য।—আজ

বারেন্দ্র সমাজের একটা বড় বিয়ে আছে—
খুব সম্ভবত বিবাহ সভায় সুধীন্দ্রের সঙ্গে
সাক্ষাৎ হবে—তাহলে তাকে মুখেই বলব—
নইলে তোমার উপর বরাত দিয়ে খালাস
হলুম। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

সাদা শাড়ি ধবধবে থেকে যায়

রবিন আলট্রাম্যারিন

ধন্যবাদ।



সাদা ডাম-কাপড় বার বার কাটার পর
একটু হলদেট হয়ে যেতে চায়, কিন্তু আপনি যদি দুয়ে তুলবাব সময়
দেখাবার সামান্য একটু রবিন আলট্রাম্যারিন মলে গলে
নেন তো তা' আর হবে না।

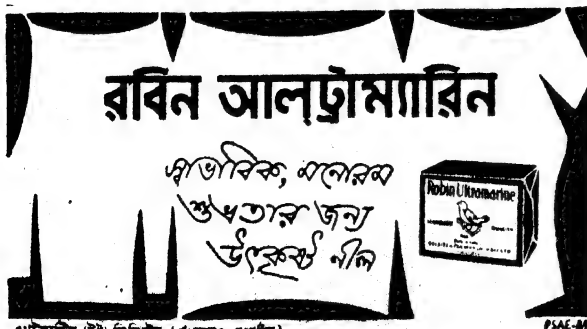
রবিন আলট্রাম্যারিন এক রকমের অতি মিহি মীল তৈরি।

এ অতি সহজেই এবং তাড়াতাড়ি জলের সঙ্গে মিশে যায়।

যে-কোনো রকমের দলা পাকানো অথবা খণ্ড আকারের
নীলের চাইতে এর ব্যবহারে খরচ কম হয়।

রবিন আলট্রাম্যারিন-এ কাপড়-চোপড়ের কোনো ক্ষতিই হয় না।

সব রকমের সাদা পোশাক-আশাকই এর দ্বারা স্বাভাবিক
মনোরম ধবধবে ভাব দিবে যায়।



আটলান্টিক (ইউ) লিমিটেড (ইংল্যান্ডে নথীভুক্ত)

PSAC-89

তখনও ইউরোপের মহাযুদ্ধ শেষ
হয় নি, সুতরাং war-economy-র দিকে
আমাদেরও নজর রাখতে হয়েছিল, কারণ
আমরা তখন ইংরেজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন,
এবং ইংল্যান্ডের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ হলে
আমাদের নিরপেক্ষ থাকার অধিকার ছিল
না—যেমন ডোমিনিয়ান-স্টেটাস্ পাবার পর
এখন আমাদের আছে। কাগজের টানাটানি
এখনকার চাইতে তখন বেশি হয়েছিল,
কারণ এ-দেশে কাগজ টৈরী হতো খুব কম।
কিন্তু ওয়ার-ইকনমির সঙ্গে কালচার-
ইকনমির দরকার, এটা প্রমথবাবু বুঝে-
ছিলেন, শুধু 'কাল-চার' শব্দটির সংস্কৃত
ব্যাখ্যা দেন নি, অর্থাৎ বলেন নি যে,
'কাল'-এর 'চার' অর্থ গতির মন্থরতা হতে
পারে।

৬৮

১নং গ্রাইট স্ট্রীট

বালিগঞ্জ

০৫।১৮

কল্যাণীয়েষু,

আমাদের কালকের সবুজসভায় গান
ধাকবে না, বাজনা থাকবে না, আবৃত্তি
ধাকবে না, অভিনয় থাকবে না। যদি পারো
ত এসো—গল্প করা যাবে। war
economy প্রথমে এই কাগজের উপর
দিগেই অভ্যাস করা যাচ্ছে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

যুদ্ধ-রত ইংরেজরা তখনও ভাবতবর্ষকে
শাসন করছিলেন, তথাপি ইংরেজদের
আঁচল-ধরা ভারতবাসীরা অসহ্যাবে বড়
একটা মারা যান নি। তখনকার ইকনমি
আমাদের শিক্ষা দিত না যে ধাওয়া কমানো
উচিত। ফলে আশার নিয়ন্ত্রণ জিনিসটা
ছিল প্রত্যেকের স্বায়ত্ত-শাসন-নিয়মিত।
যুদ্ধ-কালে রথীদের মধ্যে যে সব-চেয়ে বড়
তাকে রথীন্দ্র বলা প্রাচীনকালে সংগত মনে
হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু স্ব-পাক-শাসন-
প্রীতি অনুসরণ করেই তাঁর "পাক-শাসন"
নাম হয়েছিল, এ-কথা বলা যায় না।
আপ-বর্টি থানা—এই প্রবাদটাকে
স্বীকার করে প্রমথবাবু, আমার লেখেন যে,
আমি যেন রথীন্দ্র-সত্তা রথীন্দ্রের নিমন্ত্রণ
রক্ষা করি।

৬৯

১নং গ্রাইট স্ট্রীট

বালিগঞ্জ

০৫।১৮

কল্যাণীয়েষু,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম এবং
এইমাত্র তার জবাব দিচ্ছি, বিশেষ করে
একটি কথা বলবার জন্য।

আসছে বুধবারে রথীর নিমন্ত্রণ রক্ষা

করো। এ নিমন্ত্রণের একটা বিশেষ উপলক্ষ আছে এবং এ নিমন্ত্রণ সকলকে করা হয় নি। আসলে এটা একটা পারিবারিক ব্যাপার, শুধু জনকতক বন্ধুবান্ধবদের বেচে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। প্রথমে আছে গান-বাজনার মজলিশ—তারপর আহাৰ। আহাৰ না করতে গাও সভাপতি হলেই বাড়ি চলে যেতে পারো। অন্য কথা দেখা হলে মুখে হবে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

এর পরবর্তী পত্রগুলি কোনো ভাবেও অপেক্ষা রাখে না। তার ভিতর প্রথম চৌধুরীর যে-মন্তব্য আছে সে-মন্তব্য সর্বত্র-সম্পূর্ণ। কেবল দুটো কথা বলে রাখি। ‘অমৃতলাল বসুর কোনো লেখাই আমি সবুজপত্র ছাপাবার জন্যে জোগাড় করতে পারি নি। এবং Manchester Guardian-এ প্রমথনাথের যে ইংরেজী প্রবন্ধ জাপা হয়েছিল, সে-প্রবন্ধের কথা ‘ইংপুর্ক’ সবুজপত্রের ডাকে বলছি।

৭০

১নং হাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১০।৫।১৮

কল্যাণীয়েবু,

নানা কারণে এ-বছর থেকে সবুজপত্র বন্ধ করে দেব মনে করেছিলুম কিন্তু সবুজপত্রের অনুরোধে তা চালাতে সক্ষম হয়েছি। এর পরে সবুজপত্রের জন্যে লেখা সবুজপত্রের যে নিতান্ত কঠিন সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। অতএব তোমাদের প্রতিজনকে আমি এ কঠিনতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

তিনচার পাতের যা হয় হাস্যকা একটা কিছু লিখে দিযো। আমি বিশেষ করে হাস্যকা লেখাই চাই, কেননা আমার নিজের দেখা যে ক্রম ভাঙ্গি ও কাটখোটা গোছের হয়ে উঠছে, তার যথেষ্ট প্রমাণ এ-মাসের কাগজে পাবে।

অমৃতবাবুর লেখা আমি অবশ্য পেলে খুব খুশি হব,—তার কোনও বিশেষ লেখা ছাপাতে পারব কিনা, তা সে লেখা না দেখে বলতে পারি নে। তার লেখায় যে যথেষ্ট পরিমাণে হাস্যরস আছে, তা আমি জানি। তবে কথা হচ্ছে এই যে, ওরা সকল সময়ে রসিকতার line আমরা যেখানে টানি, সেখানে টানেন না। একথা অবশ্য তোমার কানে কানে বললাম।

তুমি কাল বিকেলে এখানে যদি এসো ত এ বিষয়ে কথা মুখেই হবে। ‘শর্তং বদ মা লিখ’ এ বিধি না মানলে নিরাপদে পরচর্চা করা যায় না। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

৭১

১নং হাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১৭।৫।১৮

কল্যাণীয়েবু,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। এ-দৈনিক লেখক নিমন্ত্রণ খাওয়াটাই হয়েছে তোমার প্রধান কাজ। যে স্বপাক খায়—নিমন্ত্রণ খেলে যে তাকে বিপাকে পড়তে হয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অতএব এক একটা নিমন্ত্রণ রক্ষার পর হস্তান্তর যে তোমাকে আতঙ্কিত করে ব্যাপ্ত থাকতে হয় একথা শুনো আশ্চর্য হলাম না।

তুমি নিজের লিখবে ও আমার জন্যে লেখা সংগ্রহ করার একথা শুনো খুশী হলাম। গত মাসের কাগজের বেশির ভাগ আমি লিখেছি। এবারও একটা প্রবন্ধ ধরেছি যা সম্ভবত তিন কন্টার কমে শেষ হবে না। এর চাইতে বেশি লিখলে সে লেখা কেউ পড়বে না। তবুে ক্ষতি নেই কিন্তু সর্বনাশ হবে আমার অর্থাৎ আমি Journalist হয়ে উঠব। এ বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র সবুজপত্র। অমৃত-বাবুর লেখা তুমি বাছাই করে আনলে আমি তা মন দিয়ে পড়ব এবং খুব সম্ভবত সবুজপত্রে প্রকাশ করব। অমৃতবাবু লেখক এবং তুমি সমালোচক, এই দুয়ের যোগাযোগের উপর অনেকটা নির্ভর করতে পারা যায়।

কাল বিকেলে দেবতা যদি অনুকূল থাকেন আর তোমার সেই যদি সচল থাকে তাহলে সংস্কার প্রকাশে এ অঞ্চলে একবার দেখা দিযো।

একটি দ্রোণায় দিই। রবিবার মহাশয়ের বড় মোরটি কাস সকালে মারা

গিয়েছে।—শুনছি তিনি এতে বিচলিত হবার কোনই বাহ্য লক্ষণ দেখাচ্ছেন না—এই ত আসল ভয়ের কারণ। ইতি
শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

৭২

১নং হাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৯।৫।১৮

কল্যাণীয়েবু,

আমার কলিকাতাবাসী বন্ধুবর্গের মধ্যে তুমি হচ্ছে একমাত্র লোক যার চেখে দেখা না পেলেও বাঁশ শুনতে পাই। সাদা কথার বলতে গেলে অস্তুত পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তুমি কখনও ভোলা না। আমার নববধূর মধ্যে এমন দু'এক ব্যক্তি আছেন, যারা থেকে থেকেই এই কলিকাতা শহরের লোকসংসারের মধ্যে এমন গা-ঢাকা দেন—যে তখনকার মত তাদের সম্বন্ধে “অসিত” “নাসিত”র সমসার পড়ে যেতে হয়। চিঠি লেখবার অভ্যাসটা তাদের থাকলে এসব তর্ক আমার মনে উঠত না। সে অভ্যাস আমারও ছিল না। তুমিই আমাকে এ ব্যাপারে দীক্ষিত করেছ। তার জন্যে তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ আছি। এই পত্রযোগেই আমি নবীন বন্ধুদের লাভ করেছি। পৃথিবীর কোন ভিনিসই নিষক ভালা নয় সেই কারণে এই চিঠি লেখবার অভ্যাসটাও পুরোপুরি ভালো নয়—শেষটা ওটা একটা বদভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। আমার ভাগ্যে তাই ঘটেছে। এখন প্রবন্ধ লিখতে বসলেই তা হয়ে ওঠে পত্র। এর পরিচয় বৈশাখ মাসের সবুজপত্রেই পেরেছ। এবার জৈষ্ঠ মাসেও পাবে। চিঠি লেখবার ভিতর কোনও দরিদ্র নেই। এ

ডাঃ কার্তিক বসু

টার্কোসোড | নানালা

অল্প, অর্জীর্ণ ও ডিপেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়

ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ-কলিকাতা ১

দ্রিমা জীবনের চলতি পথে প্রধান অবলম্বন হারিকেন লঠন

আর
ক্রিয়া
নঠন
সর্বোৎকৃষ্ট



শ্রীমোহনদাসজি

জিলা-কলিকাতা, ১৯১৮

ব্যাপারে কলমের মুখের লাগাম খুলে দেওয়া যায় আর তার ফলে মনোজব অশ্বের মত তা যেখানে খুশি সেখানে চলে যায়, দেশ হতে দেশান্তরে লাফিয়ে পড়ে—মধ্যে মধ্যে পক্ষীরাজের মত অকণ্ঠে উড়তেও চেষ্টা করে, তারপর 'মগে' গিয়ে এমন এক জায়গায় 'জমে' যায় যেখানে যাত্রা শেষ করবার অভিপ্রায় যাত্রীর মোটেই ছিল

না। সাধুকথার অভাবে, দুটি একটি আস্তাবলী বুলি ব্যবহার করতে বাধ্য হলুম—নিজগুণে তাকে সংস্কৃত করে নিয়ে।

এতকথা বলবার উদ্দেশ্য—আগেভাগেই তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি যে আসছে বারের সবজপাঠে বীরবলের পত্রের কোনও মাথামুঁড়ু নেই, আছে শুধু পদসম্পদ.

ভাষায় যাকে বলে কথা আর কথা। এ-লেখার ভিতর মাল কিছুই নেই—মশলা কিছু থাকতে পারে। লেখায় মালের চাইতে মশলার ভাগ বেশি হলে তা মুখ-রোচক হতে পারে—কিন্তু তাতে উদর-পূর্তি হয় না। সে যাই হোক এসব পট তোমাদের উদ্দেশ্যেই লেখা—কেননা—আমার এ ভরসা আছে যে তা পড়ে তোমরা

আপনারও -চিত্রতারকাদের মত উজ্জ্বল লাবন্য হতে পারে

বৈজয়ন্তীমালা বলেন "লাক্স টয়লেট সাবান
ব্যবহার করে আমার লাবণ্য সর্বদাই ত্বকের ও সতেজ
থাকে। লাবনের সতের মত ফণা আমার ত্বকের পক্ষে
ভাল—এর ফলে সৌরস আমারকে সত্যাবিন
ধরে সজ্জ করে রাখে।"
আপনিও বৈজয়ন্তীমালার মত লাবণ্যময়ী হতে
পারেন। লাক্স টয়লেট সাবান আপনার সেন্দ্বিন
ফোঁটা চর্চা হেঁচা হোক। মনে রাখবেন
লাক্স প্রানের সমস্ত দ্রবী় সানন্দরসক।

বিস্তৃত, শুভ্র
লাক্স

টয়লেট সাবান
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান



বলবে—'clever' কেননা তার ভিতর কলা না থাকে কৌশল আছে। আমাদের দেশের পাঠকসাধারণের দোষই এই যে, যার রসনায় শূন্য কৌশল আছে তার কাছ থেকে তারা কুশল বাতী শুনতে চান। দেখতে পাচ্ছি নিজের লেখার উপর একটা এক বিখ্যাত সমালোচনা লিখে ফেললুম। আমি যদি নাটক লিখতুম তাহলে Bernard Shaw'র নাটকের মত বোধহয় তার ঘটনার চাইতে প্রস্তাবনা ভারী হত।

যাক ও সব কথা। আমি Indian Literature-এর উপর ইংরাজিতে যে ক্ষুদ্রকার্য প্রবন্ধটি লিখি সেটি Manchester Guardian'র প্রকাশিত হয়েছে। হয়েছে যেমন সেটি আমি সবজন্মভায় পাঠ করি সেদিন তুমি সেক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলে কিনা মনে নেই। আসছে শনিবার বিকেলে যদি এখানে এসো তাহলে সেটি এবং রবীন্দ্র মহাশয়ের আর একটি প্রবন্ধ পড়ে শোনাবো। আমার প্রবন্ধের ভিতর বিশেষ কিছু নেই—তবে একটা 'আর্ট' আছে—miniature আঁকবার আর্ট।

আমার নিজের খবর এই যে, ল-কসেজের ভাবনা ভাগতে হচ্ছে না বলে—আমি লেখার মন দিচ্ছি। ভাল হোক মন্দ হোক লিখি যাচ্ছি। আমার ইচ্ছে কলেক্ট খোজবার আগে অমৃত দুমাসের কাগজের খোঁজা বৈঠকী করে রাখব। আজ তবে এইখানটী শেষ করি। কেননা কাগজের ও সীমার প্রবেশ পৌঁছেছি। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

পূঃ—পারো যদি অমৃতবাবুর দ্বারা একটা লেখা সংগে নিয়ে এসো—সকলে মিলে পড়ি যাবে।

৭০

১নং ব্রাইট স্ট্রীট

বার্লিংগ

৬।৬।১৮

কল্যাণীয়েষু,

কে, গেল হস্তায় ত অমৃতবাবুর লেখা আনলে না? যদি সেগুলো তোমার হস্ত-গত হয়ে থাকে ত আসছে শনিবারে সংগে নিয়ে এসো। সবজন্মপত্রের ভিতর ইংরাজিকে যাকে বলে 'টীকা রক্ত' তার এখন প্রয়োজন হয়েছে। লোকে বলে আমাদের লেখা সব ঐশিয়্যে যাচ্ছে, সুতরাং সবজন্মপত্রের লেখাকে জাগিয়ে তোলাবার ভার অপর হস্তে নাশ্ত করতে হবে।

যদি পারো ত সুধীশ্রুকে সংগে নিয়ে এসো। তার সংগে আমার কিছু কথা আছে। অবশ্য একথা আগে ফাঁস করলে সে এ অঞ্চলের দিক দিয়ে যাবে না। তুমি শূন্য

তাকে জানিয়ে যে সে এলে, আমি খুঁসি হব। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৭৪

১নং ব্রাইট স্ট্রীট

বার্লিংগ

১১।৬।১৮

কল্যাণীয়েষু,

চিঠিতে চিঠি টান, তাই তোমাকে যত চিঠি লিখছি, এত বোধহয় আর কাউকে লিখিনি, অন্তত অত লম্বা লম্বা চিঠি আমার কাছ থেকে আর কেউ পাননি। এ কাগজে কালি চূপে যাচ্ছে অথচ এতেই লিখতে হবে, কেননা বড়িতে আজকাল চিঠির কাগজের দূর্ভিক্ষ হয়েছে। সে যাই হোক, গেল পত্রের ছটিটি যেমন চিঠি লিখে কাটিয়েছিলাম, এই গ্রীষ্মের ছটিটি তেমন প্রবন্ধ লিখে কাটাচ্ছি। অভ্যর্থনা—সবজন্মপত্রের মাস তিনেকের খোরাক জোগাড় করে রাখা। ফলে লেখক হিসেবে আমার হাঙল ফুলে কলগাছ হয়েছে। আজকাল পত্র আকারে যে সব প্রবন্ধ লিখছি, সেসব ইচ্ছা করেই এসোমেলো করে লিখছি—অথচ তার ভিতর প্রবন্ধের খাটটা থাকেই যাচ্ছে কেননা এক কথা ছেড়ে আর এক কথায় যাওয়া আমার মনের স্বভাব নয়। তোমাদের জন্যে লিখতে বসলেই তা চিঠি হয়—পাঠক সমাজের জন্যে লিখতে গেলে, অজ্ঞতাদের তা প্রবন্ধ হয়ে ওঠে : অর্থাৎ তার বাদ্যবর্ণীধটে একটা প্রকৃষ্টি রকমই হয়। সুতরাং হাত বদলে নেবার জন্যে আমার পক্ষে মাঝে মাঝে চিঠি লেখা সরকার। আমি কিন্তু আসলে চিঠি লিখতে লোক নই—সে লোক হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি কল্প হাতে নিলেই তার মুখ দিয়ে আগুন আর আগুন ঠিকর বেরে! এবার সবজন্মপত্র তার দুখানি চিঠি বার করেছি—পড় দেখো—একখানি ছোট চিঠির কাগজের ভিতর মানুষের কতটা বস ও মাল পুরে দিতে পারে। আমাদের লেখা রঙিন কালিতে লিখলেও জরাজরল করে না। তা বলে কি করা যাবে, লেখা ত আর ছাড়া যায় না। এযে একটা দেশ।

আজকাল দেবত যেরকম অবাধস্থিত-চিন্তার পরিচয় দিচ্ছেন—“ক্ষণ রুট ক্ষণ তুট রুট তুট ক্ষণ ক্ষণ” হচ্ছেন ভাতে ভদ্রসংস্কৃত্য একদর আসতে বলতে ভরসা হয় না। কারণক্রমে যে কাজ করতে হয়, তা নিজে করাই ভাল অপরেরে ভা করতে বলা আমার মুখে শোভা পায় না, কেননা আমি শরীরকে কষ্ট দিতে স্বতঃই নারাজ। কারও ভাল করতে হলে, তার মনে কষ্ট দেওয়া সরকার। কথাটা Lord Henry Wotton-এর মত হলো।

Falstaff'র মত কোনও কথা জোগালো না বলে Wotton'এর অনুসরণ করলুম। তুমি ঠিক বলেছ যে এসের একজনের কথা যদি immoral হয় আর একজনের কথাও তাই। আসল ব্যাপার এই মানুষে যদি সত্যকথা ছাড়া আর কিছু বলব না, এই প্রতিজ্ঞা করে বসে, তাহলে বিজ্ঞান লিখতে হয়। অর্থাৎ সেই কথা লিখতে হয় যা মেশপ নিতে ওজন করতে পারে। যার অর্থঃ সত্যকে নেহাৎ ছোট করে আনাতে হয়। তারপর নীতি জিনিষটী মূষের জিনিষ নয়—কাজের জিনিষ। ও বস্তুর প্রয়োগ যেমন কঠিন, শিক্ষা তেমন সহজ। নীতিবাদের শিক্ষার আর প্রয়োগ এতটা গরমিল হয় যে যার একটা কাণ্ডজ্ঞান আছে, সেনাতির কথা মুখে অনাতে ভয় পায়। যিশু খ্রীষ্টের দশ আদেশের ইউরোপে কিরকম পলাশা হয়েছে তা ত সকলেই জানে। অতঃপর দেশে ফিরে আসা যাক। আমি একটি প্রবন্ধ লিখি, যে, সেকালে বেদান্ত পড়ে লোকে নেইটি পড়ে বনে যেত, আর একালে বেদান্ত পড়ে লোকে চাপকান পড়ে অপিপাসে যায়। শূন্য, তা হলেও ত বাঁচতুম। সেদিন একটি ভ্রমলোক একটি সভায় বেদান্ত সম্বন্ধে মহা বক্তৃতা করে, দেশান্তর লোককে “কামিনীকানুন” ত্যাগ করবার উপদেশ দিয়ে, সভাত্যাগ করে কোথায় গেলেন? নিজের ঘরে : না তা নয়। নিজের কামিনী ত্যাগ করে, নিজের কানুন অন্যতর করে চলে গেলেন। লোকে বললে, কি সধুপুরুষ। এ আমার বানানো কথা নয়। তবে সে মহাখার নাম করতে পারব না। সধু কি মানুষ Poradox বানায়!

ভালকথাকথা নীরেন্দ্র* পদ্য তোমার পত্রভাষ্যের আদর্শ। আসছে শনিবার তোমার নিমন্ত্রণ ত রইলই। তা ছাড়া নীরেন্দ্রকে আসতে বলা। তার সংগে একটা কাজ আছে। অজ তাহলে এখানেই ইতি করি।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

* বঙ্গবাসী কলেক্টর প্রাচীন অধ্যাপক জীনীরেন্দ্রনাথ রায়। রায় দেশে বঙ্গভাষা শিক্ষাদান করে ইনি সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। (গ্রন্থ)

কুঁচ তৈল

(হস্তী দন্ত ভূমি মিশ্রিত, টাকনাশক, কেশ বর্ধক, কারক, কেশ পতন নিবারক, ঘরামাস, অকালপক্বতা খারাবীভাব বধ করে।)

মূল্য ২/-, বড় ৭/-, ডাঃ মাঃ ১১/-। ভারত উৎপাদন, ১২৬।২ হাজরা রোড কালীঘাটা কালকাতা-২৯। ফোন : ৪৭-১৭১৯।

ভূতোদা ও বেলফুলের চারা



বিমল আর বিনয় মধুপুরে বেড়াতে এসেছে। সকালে তারা গেল ভূতোদার বাড়ী। গিয়ে দ্যাখে ভূতোদা পট পট করে বাগানে যত বেলফুলের চারা উপড়ে ফেলছেন আর নিজের মনেই গজগজ করছেন—

“তিনমাস ধরে জল দিছি আর মাটি কোপাছি কিন্তু ফুলের নাম নেই। দরকার নেই আমার এমন গাছ।” বিমল হস্ত দত্ত হয়ে দৌড়ে এল—

“আহা হা করছেন কি ভূতোদা।”

ভূতোদা : “করব না তো কি ?”

বিনয় : দোষ তো আপনারই। এ শক্ত মাটিতে কি শুধু জল দিলেই গাছ বাড়ে ?

ভূতোদা : তার মানে !

বিনয় : তার মানে মাটিতে সার মেলান দেখবেন গাছ চড়চড় করে বাড়বে। এখানকার মাটিতে রসকস কম কিনা।

ভূতোদা (অবিখাসের সঙ্গে) : হ্যাঁ : যতসব

কলকাতার ছোকরা
আমায় বাগান করা
শিখিও না।

বিমল : সে কি
ভূতোদা ? গাছ যে
মাহুষেরই মত, সার



জল, আলো এগুলো গাছের খাবার। মাহুষের যেমন পুষ্টিকর খাবার বেলে শরীর তাল হয় গাছেরও তেমনি।

ভূতোদা : যা : যা : তোদের কাছে পুষ্টি মানে হচ্ছে গাছের জন্যে সার আর মাহুষের জন্যে ‘ডালডা’।

বিনয় : নিশ্চই—জ্ঞানেন আজ লক্ষ লক্ষ পরিবার নিয়মিত ‘ডালডা’ ব্যবহার করছে ?

ভূতোদা : তাই বলেই কি আমায় মানতে হবে যে ‘ডালডা’ প্রাকৃতিক খাবারের মতনই ভাল ?

বিনয় : নিশ্চই। আপনাকে এবং আপনার মত আর সবাইকে একদিন মানতেই হবে এ কথা। তবে কিছু সময় লাগবে। পূর্ববো বিদ্যাস ভাঙতে একটু সময় লাগে। আর আমাদের রাস্তায় বনম্পতির ব্যবহার তো সেই দিন আরম্ভ হোল।

বিমল : ‘ডালডা’ মাত্র ৩২ বছর হোল আমাদের বাজারে এসেছে। অনেকের ধারণা যে তৈরী করা খাবার

সবসময় যেসব খাবার স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় তার তুলনায় অনেক কম পুষ্টিকর।

ভূতোদা : কিন্তু সে ধারণা কি সত্যি নয় ?

বিমল : মোটেই নয়। বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় বনম্পতি ‘ডালডার’ কথাই ধরুন না। এ কথা সত্যি যে ‘ডালডা’ তৈরী হয় বিস্তৃত ভেজ তেল থেকে—যে কেউ গিয়ে দেখতে পারে ‘ডালডা’ কি ভাবে তৈরী হয়।

বিনয় : আর এ কথাও সত্যি যে ‘ডালডায়’ যে পরিমাণ শরীরের পক্ষে অপরিহার্য ভিটামিন ‘এ’ এবং ‘ডি’ যোগ করা হয় তা অধিকাংশ সাধারণ ‘প্রাকৃতিক’ খাদ্যের সমান বা বেশীও।

ভূতোদা : দাঁড়াও, দাঁড়াও। ব্যাপারটা আরও খোলসা করে বল। ‘ডালডা’ তৈরী করার সময় খাদ্য-গুণ কি একেবারেই নষ্ট হয় না বলতে চাও।

বিনয় : একটুও না। পুষ্টি বিধারদেরা প্রমাণ করেছেন যেসব তেল থেকে ‘ডালডা’ তৈরী হয় সেগুলিতে তৈরীর সময়েও শক্তিদায়ী গুণগুলি পুরোপুরি বজায় থাকে। মনে রাখবেন ‘ডালডা’ তৈরী হয় কড়া সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী। ভারত সরকারের নিযুক্ত তদন্ত কমিটি বনম্পতি ভালভাবে পরখ করে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে বনম্পতি শুধু যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয় তাই না বনম্পতি শরীরের পক্ষে ভাল।

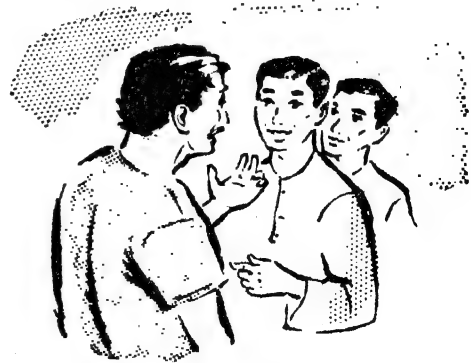
ভূতোদা : আচ্ছা আচ্ছা, সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমার বাড়ীতে যে ‘ডালডা’ দিয়ে রান্নাবান্না হয় সেটাও যে বিস্তৃত আর পুষ্টিকর হবে তার কি মানে আছে ?

বিমল : আপনি যেখানেই থাকুন না ‘ডালডা’ আপনি কিনতে পাবেন একমাত্র শীলকরা টিনে যাতে ভেজাল বা ছোঁয়াচের কোন আশঙ্কা থাকেনা।

বিনয় : তাছাড়া ‘ডালডা’ তৈরীর সময় হাত দিয়ে ছোঁওয়া হয় না। ‘ডালডা’র পেছনে রয়েছে ভারতবর্ষে মুপ্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানীর অঙ্গীকার যে ‘ডালডা’র সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তার সবই সত্যি—যে ‘ডালডা’ একটি উৎকৃষ্ট রাস্তার স্বৈহৃদপদার্থ যাতে যোগ করা হয় স্বাস্থ্যদায়ী ভিটামিন।

বিমল : এর পরেও কি ভুল ধারণা থাকতে পারে ?

ভূতোদা : কে বলেছে আমার ভুল ধারণা ছিল ? আমার বাড়ীর সব রান্নাবান্নাই ‘ডালডায়’ হয়। ওরে হরি আজ বাজার থেকে বেলফুলের চারাগুলোর জন্যে একটু সার আনিব তো।



কোন প্রতিনিধি পরিষদের বিসদৃশ আচরণ দেখলে বিদ্রূপ করে লোকে সদস্যদের গরু গাধা ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে সত্যিই কেউ গাধা গরুকে সদস্য নির্বাচন করে পাঠায় না। ব্রাজিলের লোকে কিন্তু ঠাট্টা বিদ্রূপের ধার ধারে না—সত্যিই তারা সদস্যরূপে জানোয়ারকে নির্বাচিত করে। চার বছর আগে ব্রাজিলের রাজধানী রিও দা জেনেরিরওর সাড়ে এগার শ মাইল উত্তরে জাবোয়াটাও শহরের পৌরসভায় ফাগরাষ্ট নামক এক ছাগলকে সদস্যপদে নির্বাচিত করে জনসাধারণ তখনকার কর্তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে। গত অক্টোবর মাসে ব্রাজিলের বৃহত্তম শহর সাও পাওলোর (অধিবাসী-সংখ্যা সাড়ে ছাতিশ লক্ষ) পৌরসভায় সদস্য নির্বাচন সূত্রে ভোট গণনাকালে দেখা যায় এবারও ভোটদাতারা এক চতুষ্পদ জীবকে নির্বাচন করেছে। পৌরসভার পয়তাল্লিশটি আসনের জন্য নির্বাচন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ পঁচিশ চার্লিশ জন প্রার্থীর মধ্যে সর্বাধিক ভোট (এক লক্ষ) পেয়েছে সাও পাওলো পশুশালায় অধিবাসী পাঁচ বছর বয়সের কাকেরকো নামক এক স্ত্রী-গাভার যার দৈনিক গ্রাস হচ্ছে সুত্তর পাউন্ড সন্জী। অধিবাসীদের একজন মন্তব্য করে যে, গাধার চেয়ে গাভার ভাল।

বানান্যার ঠাব মানুষের মনে কখন কি রূপ নিয়ে উদ্ভব হয় তা কেউ বলতে পারে না। গত বছর গরমকালে আমেরিকা প্রবাসী চীনা পরিব্রাজক রিচার্ড সি কাও কাররোর অস্বাভাবিক বিমান বন্দরে বাসে বাসে এক কাগজ নির্দিষ্টরূপে মিশরী ছেলের দিকে লক্ষ্য করছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে একখানিও কাগজ বিক্রি করতে না পেরে ছেলের দিকে রেষতায় চোঁপল থেকে এক টুকরো রুটি সরিয়ে নিতে উদ্যত হতে দেখেই কাও ঠিক করলেন তিনি বরং একখানি কাগজ কিনে ছেলের দিকে সাহায্য করবেন। এই অভিপ্রায়ে কাও ছেলের কাছ থেকে একখানি কাগজ নিয়ে পাঁচ পাউন্ডের একটি নোট তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। অঙ্গপঙ্কণের মধ্যেই ছেলেরি খুসরো করে এনে কাওয়ের হাতে দিতে তিনি গুণে দেখেন যে, ছেলেরি তা থেকে কাগজের দাম বাবদ কিছুই গ্রহণ করেনি। জিগ্যেস করতে ছেলেরি উত্তর দেয় যে, অমন দরদার পদ্দেশী ডন্দরলোকটির কাছে ঐ একখানি মাট নোটই সম্বল সে বুঝতে পেরেছিল তাই কাগজখানি বিনামূল্যেই দিয়েছে। সম্প্রতি সেই পনের বছরের ছেলেরি আবদুল রাসিক হেফনি তার সে উপকারের প্রতিদান লাভ করেছে। অন্যথ্য ছেলে



আবদুলের থাকবার মধ্যে এক ছোট ভাই এবং কোনক্রমে দৈনিক খুব বেশী হয়তো টাকা তিনকে মতো কাগজ বিক্রীর রোজগার। দুভায়ের কোনক্রমে চলছিল। কিন্তু এখন সে কাররোর অন্যতম প্রমুখ একটি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখার সুযোগ লাভ করেছে। এক বছর আগে রিচার্ড কাও বিনা পয়সার কাগজ পাওয়ার কথাটি ভুলে যাননি। তিনি নিজ আমেরিকার ইলিনয়স বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্র পি-এচ-ডি এবং অধ্যাপনা তার বৃত্তি। নিজে ধনী না হলেও রিচার্ড কাও বলেন যে, আবদুলের লেখাপড়া শিখতে বছরে হাজার সাড়ে তিন টাকা লাগবে। সে টাকাটা

তিনি অধ্যাপনা থেকেই ভুলে নিতে পারবেন। এইভাবে একটি দুঃস্থ ছেলেকে সাহায্য করা নিয়ে লোকে কৌতুহলী হয়েছে দেখে রিচার্ড কাও বিস্ময়বোধ করেন। তিনি বলেন, “একজন আরেকজনকে সাহায্য করবে তা নিয়ে কোন প্রশ্ন কেন ওঠে তিনি বুঝতে পারেন না। সামর্থ্য থাকে লোককে সাহায্য করো, এছাড়া আবার কি!”

*

নৈতিকতার দিক থেকে উচ্চশ্রেণী যাবার শহর বলে প্যারিসের যে নাম ছিল, মহা-যুদ্ধের পর লন্ডন সেই ‘খ্যাতি’ হিনিয়ে নিলেও আমেরিকার ফরাসী রাজধানীটি এখনও কিন্তু সুগন্ধী প্রস্তুতের সেয়া কেন্দ্র হয়ে আছে। ১৯৫৪ সনে প্যারিসে তার ভূগর্ভস্থিত সমগ্র রেলপথকে সুরক্ষিত করে তার সে খ্যাতির পরিচয় দেয়। বর্তমানে ট্রেনের পিছন থেকে নল দিয়ে সুগন্ধী স্প্রে করে দেবার এমন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, যাতে এক একটা স্থান অনুযায়ী গন্ধের তারতম্য ঘটানো সম্ভব হয়।

গড়ুন

সোভিয়েত দেশ

(সচিত্র পার্শ্বিক পরিচয়)

বাংলা, ওড়িয়া, ইংরাজ ও অন্যান্য মোট ১৩টি ভাষায় প্রকাশিত হয় ॥

যে দেশ—

- ভারতের সত্যকারের বন্ধু
- সর্বপ্রথম চন্দ্রে রকেট পাঠাইয়াছে
- যেখানে আয় বাড়িতেছে ও কাজের সময় কর্মিতেছে।

= গ্রাহকদের জন্য বিশেষ সুবিধা দান =

আগামী ১৯৬০ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত গ্রাহকদের জন্য চীনা কম্মইয় দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু গ্রাহকদের সুস্বাস্ট্য্য তার পাতার বহুবর্ণে রঞ্জিত ক্যালেন্ডার দেওয়া হইবে।

চাঁদার হার

ইংরাজি
বার্ষিক—৬ টাকা
বাৎসরিক—৩.৭৫ নং পঃ

বাংলা ও অন্যান্য ভাষায়
৪ টাকা
২.৭৫ নং পঃ

“সোভিয়েত দেশ” কার্যালয়

১১১ উড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

প্রথম পুরস্কার—১৫

দ্বিতীয় পুরস্কার—১০

গল্প পাঠাইবার শেষ তারিখ—৩০শে
নভেম্বর '৫৯। প্রতিযোগীকে অবশ্যই
লেখা-ও-লেখার গ্রাহকভুক্ত হইতে হইবে।

৭, বেনারস রোড (শিল্পতল),
সালকিয়া, হাওড়া।

(সি ৯৯৬০)

কিশোরদের নিজস্ব

অভিনব পার্শ্বিক

সচিত্র কিশোর জগৎ

খ্যাতনামা লেখকদের রচনা ও রসরচনা,
গল্প ও প্রবন্ধ সমৃদ্ধ। নতুন লেখকদের
প্রচুর সুযোগ। প্রতি সংখ্যা ২৫ নং পঃ

॥ সর্বত্র গ্রাহক ও এজেন্ট চাই ॥

৪৫এ স্কট লেন, কলিকাতা-৯

(সি ২০)



এব্যাপারে ফরাসীদের সঙ্গে প্রতি-
দ্বন্দ্বিতায় নামছে (বিরাটভাবে সব কিছু
পরিকল্পনা না করলে যাদের মন ওঠে
না) আমেরি... এর এক সুগন্ধী
ব্যবসায়ী। তার... পন্থা হচ্ছে আগামী
বড়দিনে সমগ্র... সুরভিত করে
তোলা। তার কোম্পানীর অভিপ্রায় হচ্ছে
উত্তর আমেরিকার ফ্লোরিডার উপকূলবর্তী
গাল্ফ স্ট্রীম উপসাগরে দশ গ্যালন সুরভিত
তেল তেল দেওয়া। এই তেল গাল্ফ
স্ট্রীমের প্রবাহে তাড়িত হয়ে আটলান্টিক
অতিক্রম করার সময় তার সঙ্গে তিন শ
পাউন্ড রক্ত মিশিয়ে দেওয়া হবে, যাতে
সুগন্ধী তেল ঠিকভাবে প্রবাহিত হয়ে
বট্টেনের দিক যাচ্ছে কিনা দেখবার জন্য
নিয়োজিত বিমানের সতত লক্ষ্যপথে
থাকার কোন অসুবিধা না হয়। গাল্ফ
স্ট্রীম থেকে প্রবাহিত তেলের গতি
নির্ণারণ করে সুগন্ধী তেল জলে ঢালবার
তারিখ নির্দিষ্ট করা হবে, যাতে ঠিক বড়-
দিনেই বট্টেনের উপকূলে গিয়ে পৌঁছতে
পারে।

সুরভিত বাহুর প্রথম আসাদ পাওয়া
যাবে স্কট-ই স্মিথ ও আরল্যাণ্ডের উত্তর
উপকূলে এবং স্থানীয় জল ও বায়ু-
প্রবাহের গতি অনুসারে ঐ সুগন্ধী তেল
হয় উত্তরের দিকে উপকূলে গিয়ে ঠেকবে,
নরতো ধীরে ধীরে আইরিশ সাগর দিয়ে
প্রবাহিত হয়ে বট্টেনের বড়দিনকে সুরভিত
করে তুলবে।

উত্তর মেক্সিকোর সামন্তা ফে শহরে এক
বাতি ওখানকার দৈনিক পত্রিকা 'নিউ
মেক্সিকান'কে টেলিফোন করে নিজের
পরিণয় বিজ্ঞপ্তিটির প্রকাশ বন্ধ করার জন্য
বলতে গিয়ে উত্তর পায়ে বিজ্ঞপ্তিটি
ইতিমধ্যেই ছাপা হয়ে গিয়েছে। তা শুনলে
সে মন্তব্য করে: 'আজ্ঞা তাহলে তে
ওকেই বিয়ে করতে হয়!'

লন্ডনের এক অবিবাহিত যুবক এক
যুবতীকে বিবাহ করার জন্য উনিশ শ
একত্রিশ বার প্রস্তাব পেশ করে, কিন্তু
প্রত্যেকবারই সে প্রত্যাখ্যাত হয়। এর পর
সন্তোষহানক সে চূপচাপ থাকার পর
মেরেটাই উৎসুক হয়ে ওঠে প্রস্তাব পেশ
বন্ধ হবার কারণ জানবার জন্য। লোকটিকে
প্রশ্ন করতে সে তার ডায়েরীর পাতা উল্টে
উল্টে জানায় যে, উনিশ শ একত্রিশ বার
সে প্রস্তাব করেছে এবং প্রতিবারই প্রত্যাখ্যাত
হয়েছে। মেরেটাই তখন আর একবার তাকে
প্রস্তাব করতে বলে এবং এইবারের প্রস্তাবের
পরেই মেরেটাই রাজী হয়ে যায়। পাশ্চাত্যের
ছেলেমেয়েদের বিবাহের জন্য প্রস্তাবের নানা
বিচিত্র কাহিনী শোনা যায়।

একবার একটি জার্মান তরুণীর ছবি
এক মার্কিন পত্রিকার প্রকাশিত হবার পর
তার কাছে তিন হাজারটি বিবাহের প্রস্তাব
এসে পৌঁছয় পৃথিবীর নানা দেশ থেকে।
কিন্তু মেরেটাই সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান
করে যে লোকটি তার ছবিটি তুলেছিল
সেই ফটোগ্রাফারকে বিবাহ করে। একাকিনী
সমগ্র ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা ভ্রমণের
কৃতিত্বসম্পন্ন এক মার্কিন মেয়ের কাছে
এক হাজারটি বিবাহের প্রস্তাব আসে যার
মধ্যে কয়েকজন রাজকুমারও ছিল। পঞ্চাশটি
প্রস্তাব ছিল ভিন্ন ভাষাতেই। এক স্পেনীয়
শব্দ-বোধে এমন নাছাড়াবাদের মতো
বিবাহের প্রস্তাব পেশ করতে থাকে যে
শেষপর্যন্ত মেরেটাই তাকেই গ্রহণ করে।
অনেক সময়ে কোন ব্যাপার বিশেষ
বাহাদুরী প্রকাশ করলে মেরেটাই উপ-
যাজিকা হয়ে প্রস্তাব পাঠায়। এক সুপরেস
ফরাসী চল্লিশ দিন এক কাঁচের শোকেসে
প্রায়োপব্রেশন করার কৃতিত্ব দেখাতে ষটটি
মেয়ে তাকে বিবাহ করার জন্য উৎসাহিত
হয়ে ওঠে। ভরসোকে অবিবাহিত থাকাই
সিদ্ধান্ত করেন।

মিস ক্যারিন হলবার্গ নামে এমন একজন
সুইডিস মহিলার কথা জানা গেছে যিনি
পৃথিবীর বিচিত্রতম চাকরি করেন বলে
লাবি জানিয়েছেন। তিনি উল্টোনাশ
'স্ল্যাট' সাইক্লোজিক্যাল ইনস্টিটিউটে
সুইং চাকরি করতেন।

তার কাজ কি জানেন? আগুনের
মাথার মত বড় গাছের পাতার একেকটি
পোকার দেহ থেকে রক্ত নিয়ে অন্য পোকের
দেহে সংগলন। বহুজাতীয় গাছের পাতায়
এই জাতীয় পোকের চাষ করে তিনি প্রচুর
অনন্দ পান। এই ধরনের পোকা গাছের
পাতার কি ক্ষতি করে তাও তার লক্ষ্যবীর্য
বিষয়। তিনি একের দেহ থেকে অন্য-
বীক্ষণিক ফোটোর এক ফোটো রক্ত নিয়ে অপর
দেহে সংগলন করে দেন।

তিনি আশা করেন এই প্রকৃতি শ্রম
ডাইরাস কিভাবে ছড়ার রক্তের মাধ্যমে না
সংগলন তা তিনি বের করতে পারবেন।

এই পোকগুলো কত বড় জানেন?
এগুলো এক ইঞ্চির ২৫ ভাগের ১ ভাগ
মাত্র লম্বা। একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে
এই পোকগুলোকে রেখে একের দেহ থেকে
রক্ত নিয়ে অপরের দেহে চালিয়ে দিতে হয়।
মিস হলবার্গ এ কাজে এমনই অভিজ্ঞ হয়ে
গেছেন যে প্রতিবারই তিনি অশ্রুত
তিরিশটি পোকের দেহে রক্ত সংগলন করতে
পারেন। এই রক্ত সংগলনে মাত্র শতকরা ৫টি
পোকের মৃত্যু ঘটে। পোকগুলি তাদের
অবসান খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠে আবার
স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করতে পারে।

শ্রী নেহরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে মন্তব্য করিয়াছেন, বন্যায় দুর্গতি-দের সাহায্যের দায়িত্ব সমগ্র ভারতের। বিশুণ্ডো বলিলেন—“ভারতের প্রধান-মন্ত্রীর সুযোগ্য মন্তব্য তিনি করেছেন। কিন্তু আমরা ভাবছি, ভাগের মা শের পর্যন্ত গম্ভা পাবেন তো!!!”

ক মাদ্রাস্ট পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়েছে বলিয়া যে রটনার কথা আমরা শুনিতাহিলাম, শ্রীমান্বত্ৰিপাল তাহা



অস্বীকার করিয়াছেন। —“কিন্তু সাম্প্রতিক বন্যার সঠিক খবর যারা রাখেন, ভাঙ্গাম সম্বন্ধে তাদের মত কিন্তু অন্যরূপ”—বলে আমাদের শ্যামলাল।

এ ক সংবাদে প্রকাশ, চীনারা তিব্বত হইতে নেপাল পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণ করিয়াছে। আমাদের জনৈক সহ-যাত্রী একটি “কাফি” করিয়া মন্তব্য করিলেন—“কিন্তু আমরা শ্রুতিতে সে পথের শেষ তিব্বত-ই নয়, সে পথ গেছে নিরবেদনশ, মানসলোক, গানের শেষে!!!”

আ মাসের কাগজ “আনন্দবাজার”এ আমরা “ছেঁড়া কাগজের রাম” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। ছেঁড়া কাগজ কী কী কাজে লাগে, সেই সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করা হইয়াছে। আমাদের জন্য এক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—“জনসাধারণের চেয়ে দেশের সরকার এ বিষয়ে অবহিত হলে একটা কাজের কাজ হয়। জনসাধারণের আবেদন নিবেদনের আরজিগলো সরকারী পন্থে পৌঁছামাত্র ছেঁড়া কাগজে পরিণত হয়। সুতরাং ছেঁড়া কাগজের কারবারে সরকার বেশ দু' পয়সা কামাতে পারেন।”

শু নিলাম চাচ' অব ইংলণ্ড মানুষের আত্মহত্যার অধিকার সমর্থন করিয়াছেন। —“মানুষের ব্যক্তিগত অধি



কারের কথা ছেড়ে দিলেও জাতিতে জাতিতে আজ দেখছি আত্মহত্যার তোড়-জোড় চলছে। সুতরাং আত্মহত্যার সমর্থন সবতই স্বীকৃত হইলেই যোগধর্মের স্বাভাবিক নিয়মেই, চাচ' অব ইংলণ্ড নির্মিত মাত্র—মন্তব্য—বিশুণ্ডো।

সা প্রতিক রাজপাল সম্প্রদানে জাপানী প্রথার নির্বাচনী বার হ্রাস সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। —“কিন্তু নির্বাচনের মতো তেরং কক্ষ বরচপত্তরই যদি না হবে, তবে তার ভঙ্গসে কোথায়”—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

ল ডনে সুওয়াসী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। —“লণ্ডন সরকার ছুঁচোবাতি



নিষিদ্ধ করেছেন কিনা, সে সংবাদ পাইনি”—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

ন শীমা জেলার প্রজা-সোসালিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জানাইয়াছেন যে, গর্ভাব পশুর জন্য সরকার যে খাদ্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে এই নির্দেশ জড়িয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এই খাদ্য শুধু বলদের জন্য। বিশুণ্ডো বলিলেন—“গাই মোর বাড়ি বন্ধনাদের কথা না বলে শুধু বলদের জন্য কেন নির্দেশ দেওয়া হলো, তা বোঝা যাচ্ছে না। হয়ত এটা “জোড়া বলদের” প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র, যে জানে!!!”

এ ক সংবাদে শ্রীমান, সাদা হরিণ একমাত্র ভারতবর্ষেই ছিল। সেই সাদা হরিণ প্রথমে চেকস্লোভা দেশে রপ্তানি করা হয়। সাম্প্রতিক খবর—সেই চেক দেশ হইতেই আবার ভারতে সাদা হরিণ আমদানীর ব্যবস্থা হইতেছে। —“সাদা হাতী পোষার দেশ ভারত, সুতরাং মোরা কি ডরই সখি ভিখারী হরিণে”—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

পা কিস্তানের প্রথম বিংশ বার্ষিকী উপলক্ষে জেনারেল আরব খাঁ বোষণা করিয়াছেন—গণতন্ত্র জনগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিশুণ্ডো



বুড়ো বলিলেন—“আশা করি, গণতন্ত্র রেজিস্টার্ড কাডারে উঠিৎ একনালজমেণ্ট ডিউ করেই পাঠানো হইবে!!!”

স প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমন্ত্রী মহাশয় পলিস কমিশনারের সঙ্গে এঁরিয়ান-মহম্মদন ক্লাবের মাঠে উপস্থিত হইয়া দুই ক্লাবেরই কর্মকর্তাদের ডাকিলেন। সবই ভাবিলেন, এবার তাহা হইলে হয়ত স্টেডিয়ামের ব্যাপারে একটা এম্পার-ওম্পার হইয়া যাইবে। কিন্তু পরে মন্ত্রী মহাশয়ের বার্নিক জালা গেল যে, স্টেডিয়াম নয়, তিনি “রামলীলার জন্য স্থান নির্বাচনে বাহির হইয়াছেন। বিশুণ্ডো বলিলেন—“তাই বল, কোথায় রাম, আর কোথায় রামহাগল!!!”

অভাব করণে
সর্বদা ব্যবহারযোগ্য
এসিড মুক্ত ২২kt গোল্ডপ্লাস্ট গহনা
রংগে ও স্থায়ীত্বে অতুলনীয়
গ্যারান্টি ১০ বৎসর
কম্পাউনগ শ্রী
পরিবার বোনগোল্ড কো
১০৮ ব্রজবাজার, কলকাতা

চিত্র প্রদর্শনী

গত সপ্তাহে আর্টিস্ট্রা হাউস-এ ১৭-১৫, দরগা রোড, পাক সার্কাস-এর আর্ট আকাদেমীর সভা সভাদের উদ্যোগে একটি চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। উক্ত আকাদেমীর সভা সভাদেরই চিত্রকলা সাজিয়ে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। এই আকাদেমীর সভা সভারা চিত্রকলা শিক্ষা করেন শ্রীমতী নমিতা দত্ত এবং চন্দ্রনাথ দে এই দু'জন শিল্পীর কাছ থেকে। শ্রীচন্দ্রনাথ দে চিত্রকলার কোনও প্রদর্শনী আমরা পূর্বে দেখি নি। ইনি সত্যিই শক্তিমান শিল্পী। এর প্রতিটি চিত্র থেকেই পরিণত কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এর রচনা অনুকারক নয় ব্যঙ্গক এবং ছন্দসিক। এর ছাত্রছাত্রীদেরও রচনা এই জাতের।

শ্রীমতী নমিতা দত্তের রচনা আমরা এর আগে দেখেছি এবং প্রশংসাও করেছি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে পরিণত কলা-কৌশল দেখিয়েছেন নিলুফার আবদুল্লাহ। নিলুফার আবদুল্লাহর মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এর রসবোধ সত্যিই প্রশংসনীয়। তুলি এবং বাণের ওপর এর দখল পরিণত শিল্পীদের মতনই। 'ইভনিং প্রেয়ার'

রচনাটিই এর রচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে আমাদের কাছে। এছাড়া, 'ফিশারম্যান অ্যান্ড জেনাই', 'পশারিনী' 'হ্যাসেল অ্যান্ড গ্রেটেল' এবং 'হিলশা ফিশ' এ কীট রচনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতসী রায়ের মহিষমর্দিনী, বিভা রায়ের 'স্টিল লাইফ', সোফিয়া সুজার 'বাসবদত্তা' অনুপা করের 'ক্লিসিফিকেশন', সিপ্রা রায়ের 'আলিস', মায়ী ঘোষের 'কাশ্মীর মহিষী করুণা' এ কীট চিত্রকলাও ছাত্রছাত্রীদের রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চন্দ্রনাথ দে 'মেলডী অব স্প্রিং' ছবিটি আমার ব্যক্তিগত বিচারে এ প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ রচনা। এমন উচ্চমানের মিনিয়চার খুব কমই দেখা যায়। এছাড়া, 'হোলী', 'পৃথিবীরাজ ও সংযুক্তা' এবং 'পার্থ সারথী' এই কীট ছবিও প্রশংসনীয় রচনা। নমিতা দত্তের তিনটি রচনার মধ্যে 'চেস প্লেয়ার' রচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই আর্ট আকাদেমীতে লক্ষ্য করা গেছে কেবলমাত্র ভারতীয় ধারা ছাড়া অন্য কোনও রকম চিত্রবিদ্যা চর্চা করা হয় না। ভারতীয় ধারা যথার্থই মহান সেকথা স্বীকার করলেও একালকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সেকালকে আঁকড়ে ধরে থাকার স্বপক্ষে কোনও যুক্তি আমি ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন করতে পারি না। সেকালের ভিত্তির ওপর একালের আর্টের প্রতিষ্ঠাই হল স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা। সেকালের আর্ট-এর স্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনভাবে একালের উপযোগী আর্ট রচনা যে শিল্পী করতে পারেন তাকেই রসিকেরা সার্থক শিল্পী বলে আর্টের দরবারে আসন দেন। সেকালের আর্টকে



অনুকরণ করে চলার সার্থকতা কি? শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথও এই শিক্ষাই দিয়েছেন। তবে একটা সার্থকতা আছে লক্ষ্য করা যায়—এইসব প্রাচীন ধারার রচনা করলে ছবি বিক্রী হয় বেশ। বিদেশী খরিশার দ্বারা আসন এবার ভারতীয় 'কিউর' সংগ্রহ করতে তারা ঘো খরিশ করেনই। তাছাড়া কিছু ফ্যানসেবল ভারতীয়ের ঘরে গিয়েও ওঠে এসব ছবি। কিন্তু জাতীয় শিল্পের প্রগতির কাজে এ আর্ট কতটুকু লাগে? পাশ্চাত্য আর্টকে অনুকরণ করা যতটা বোকামি ভারতীয়শিল্পের পুনরাবর্তিও ততটাই বোকামি বলে মনে করি আমরা। স্বাধীনভাবে রচনা করার স্বাভাবিক আনন্দও পাওয়া যায় না এতে।

মাই হোক, আশা করি ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন ধারার চিত্রকলা দেখতে পাব। এখানকার ছাত্রছাত্রীদের যথেষ্ট শক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি সুতরাং এমন কিছু শিল্প যা একালের ভারতের শিল্প ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে পারে তা এরা ভবিষ্যতে দিতে পারবেন বলেই আমরা বিশ্বাস করি।



ক্লিসিফিকেশন

—অনুপা কর

গত রবিবার দিল্লিতে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী জওহরলালজী তাঁর যে-বক্তৃতা করেছেন তাতে সীমালগ্ন ভারতের উপর চীনা আক্রমণ সম্পর্কে অনেক কথা ছিল, কিন্তু নতুন কথা বিশেষ কিছু ছিল না। ভারতের কোনো অংশ বিদেশীরা এসে গেড়ে বসবে এটা কখনই আমরা সহ্য করব না। ভারতভূমিকে সর্বস্বত্বাভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করা হবে। ভারত কারো ভয়ে তার কোনো নাযা দাঁবি কখনই ছাড়বে না— ইত্যাদি কথা পূর্বেও অনেকবার শুনো গেছে। দম্ভতপক্ষে ভারত যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে অনুর্বপ অবস্থায় পড়লে যে-কোনো দেশের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষই এইরকম কথা বলতেন। চীনাদের হাতে ভারতভূমির অংশবিশেষ থেকে আমরা বৈদখ্য হতে যাব এবং তার জন্য আমরা কিছু করব না—এমন কথা আমাদের সরকারী কর্তৃপক্ষ কখনো বলবেন এবং কেউ কোনদিন ভাবে নি বা ভাবে না। "মারবো মারবো, তাই বলে দাবী দিচ্ছ কেন?" বলে যারা পশ্চাৎপদ হয় তারাও কখনো বলে না যে, তারা দেশরক্ষা জন্য কখনো পরিত্যক্ত নয়। দেশের ভূমির জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দরদ আর কারোর চেয়ে কম এবং সশ্রদ্ধ করবো ও কোনো কারণ নেই। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে—আক্রমণকারী চীনাদের ভারতভূমি থেকে হাট্টা দেবার কী ব্যবস্থা হচ্ছে? কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা কী তা নিয়ে তর্ক নিঃপ্রয়োজন ধরে নেওয়া গেল যে সাধারণ অসদাচরণ সকলেই ভারতভূমি রক্ষা যে

বৈশিষ্ট্য

কর্তব্য এ বিষয়ে একমত। সেই কর্তব্য কীভাবে পালিত হচ্ছে সেইটাই হচ্ছে প্রশ্ন। দৃষ্টান্তের বিষয়, এই প্রশ্ন নিয়ে কিছু বলতে গেলেই জওহরলালজী চটে উঠছেন। শৃঙ্খল, চটে উঠছেন না, চটে উঠে এমন সব কথা বলছেন যেসব কথা ছেলেমানুষদের অগভীর শোভা পেতে পারে কিন্তু কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের মুখে সেটা অত্যন্ত বেমানান টেকে। তাঁনারা এসে যেসব জায়গা দেখল করেছে সেগুলো দৃষ্টান্ত জায়গা, সেখানে হাঙ্গর করা সহজ কাজ নয়। একথা সকলেই জানে, কিন্তু তাই বলে এ কেমন কথা যে, চীনাদের হাট্টাবার জন্য এদিক থেকে আমরা চাপ দেওয়া হচ্ছে না কেন, এবং প্রশ্ন করা যাচ্ছে জওহরলালজী চটে উঠে প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য বলবেন যে, নিজেকে যত্নে রেখে তার না বলেই এরকম দৃষ্টান্ত স্থাপন হাঙ্গর করার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। এটা যদি স্বাধীন রাষ্ট্রে সরকারী সমাজতন্ত্রের প্রতি সরকারী কর্তৃপক্ষের গণতান্ত্রিক সনিস্কারের নমুনা হয় তবে "বলো হ্যাঁ, তবু দাঁড়ই কোথা?" চীনারা যে জায়গায় এসে দাঁড় করছে পেয়েছে সে-

জায়গা ভারতীয় সৈন্যের পক্ষে অসম্ভব হবে বুঝা যাচ্ছে না। একটু তলিলে দেখলে দেখব যে, পাণ্ডিত্যী মা বলেছেন তাতে সমালোচকদের যতটা উপহাস করার চেষ্টা হয়েছে তার চেয়ে ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীকে বেশি অপমানিত করা হয়েছে, যদিও মনে হবে যেন সৈন্যদের প্রতি দরদেয় জনাই কথাগুলি বলা হয়েছে। চীনা সৈন্যরা যা পারছে ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষে সেটা করা কষ্টকর এবং ইঙ্গিত যে-কথার ভিতর থেকে বার করা যায় সেটা ভারতীয় সৈন্যদের

একদিকে অসম্ভব অন্যদিকে স্বাধীনতার পরিবেশ—অসম্ভব জয় করতে গেলে মনের শৃঙ্খল নষ্ট হয়—মনের শৃঙ্খল বজায় রাখতে গেলে যমকে টেকানো যায় না।

বাঙালী মধ্যবিত্তের এই দুঃখী সম্প্রদায় পটভূমিতে রচিত

কণাদ গুপ্তের

নতুন উপন্যাস

অবরোধ

পাঠকে ভাবাবে, হরতো পথও দেখাবে।

মূল্য : আড়াই টাকা

সমস্ত সম্প্রদায় দোকান পাচেন

প্রকাশক

কথা-সাহিত্য গ্রন্থালয়

৫১-বি, আমবাট্টা স্ট্রীট, কলিকাতা-১

(সি ৯৯২২)

সারাদিনের তাজা ভাবটির জন্যে ব্যবহার করুন **POMPEIA LOTION**

মূল ফরাসী ফরমুলা ও সৌভাগ্য।

সকল স্বাস্থ্য ও সকলরকম উপলক্ষে পৃথিবীময় লক্ষ লক্ষ লোক কর্তৃক ব্যবহৃত।

POMPEIA LOTION
keeps you cool & refreshed

ব্যবহার: অমৃদকানের জন্য নিঃ দিকানিঃ লিখুন : ইন্টারন্যাশনাল ট্রাফাইসেস্ প্রাইভেট লিমিঃ, কালিনা, মাদ্রাজ (৪৪), মোম্বাই-৪৪।



পক্ষে নিশ্চয়ই গৌরবের কথা নয়। আর যদি ষোল সাতেরো হাজার ফুট উঁচু পাহাড়া অরণ্যে কুতূব পালানের কণ্ট থেকে আমরা ভারতীয় সৈন্যদের বাঁচাতে চাই তাহলে অত উঁচু সব জায়গার দাবি রাখাই বা কেন? বলে দিলেই তো হয়, ৭।৮ বা ১১।১২

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার ঘোষ, বি-এল প্রণীত
অন্নী-সাধারণ উপন্যাস

‘কোপাই বদৌর মেয়ে’

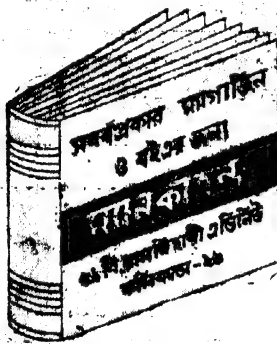
আধুনিক জীবন-ধারার পরিপ্রেক্ষিতে:
ঐতিক আঙ্গকের নবনারী যা চাষ—
তারই মনঃসমীক্ষা সম্বলিত রাসাতীর্ণ
নিখুঁত ছবি।

দাম—৫, ডাক-মাশুল—স্বতন্ত্র

প্রকাশকঃ—প্রনোভোজকুমার ঘোষ

৫৫ বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলি-২৬

(সি-১১৯১)



হাজার ফুটের চেয়ে কোনো উঁচু জায়গা আমরা রাখতে চাই না, যে-টাও নিয়ে যাও। আসলে কতৃপক্ষ এমন কোনো আলোচনাই চান না যাতে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভবের কারণগুলি খস্মা পড়তে পারে। চীনারা নাদাকের মধ্যে হঠাৎ এসে ঢুকে পড়ে নি, কয়েক বছর ধরে তুল্লা এখানে সেখানে ঢুকেছে এবং গেড়ে বসার আয়োজন সম্পূর্ণ করেছে। ততকাল ভারত সরকার কী করেছিল? ভারতীয় সৈন্যদের দুর্গম স্থান রক্ষা করার ক্ষমতা অক্ষমতার কোপাই ওঠে না। চীনা সৈন্যরা যা পারে ভারতীয় সৈন্যরা নিশ্চয়ই তা পারে। কিন্তু তাদের সে কার্যে লক্ষ্যমূল্য নেই তারা তা পারবে। এখানে লায়িং হাঙ্গে সম্পূর্ণ সরকারের—দেশরক্ষা এবং বৈদেশিক ব্যাপারাদির কতৃৎ যে-মন্তব্যের দায়িত্ব আঁদের। চীনারা যদি হঠাৎ এসে একদিন লাদাকে ঢুকে পড়ত তাহলেও বা একটা কথা ছিল। কিন্তু ঘটনা তো ভিন্ন। চীনারা তো কয়েক বছর ধরে একরকম “নোটিস” দিয়ে এগিয়েছে। আমাদের সরকার যদি সে “নোটিস” দেখেও না দেখে থাকেন, অথবা ভাষার উল্টা ব্যাখ্যা করে নিশ্চিতও থাকেন তবে সে দেখে কত?

গত রবিবারের বন্ধুত্ব পাণ্ডিত্যী একটি কথা বলেছেন যেটি হার মধ্যে আমাদের পরিহাসের মতো শুনায়। জওহরলালজী পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিকট তাকিয়ে বলেছেন যে পৃথিবীর সকলে আজ শান্তির নিকে চলেছে কেবল চীন ছাড়া। আর এই চীনের প্রধানমন্ত্রী এবং জওহরলালজী ছিলেন পাঁচ বছর আগে “পণ্ডশীলের” ব্যঙ্গ প্রচারক। আজ ভারতের

সম্মুখে যে-সমস্যা উপস্থিত সেটাকে একদিক দিয়ে “পাপের ফল” বলা যায়। কারণ সমরগ রাখতে হবে যে, “পণ্ডশীলের” প্রথম আবির্ভাব হয় ১৯৫৪ সালের তিব্বত সম্পর্কিত ভারত-চীন চুক্তির ন্যূনতমরূপে। অর্থাৎ “পণ্ডশীল” উচ্চারণ করে ভারত সরকার তিব্বতকে চীনের অংশ বলে স্বীকার করে নেন। তারপরের ঘটনাবলী স্বাভাবিকবিন্দিত। সেইজন্য মনে হয় যে “পণ্ডশীলের” জন্মের মূলে পাপ। পাপ যদি গোপন রাখার চেষ্টা হয় তাহলে তার বিপরীতা আরো বাড়ে। ১৯৫৪ সাল থেকে অর্থাৎ যে-কালে তিব্বত-সম্পর্কিত চুক্তি হয়েছে সেই সাল থেকেই ভারত-তিব্বত সীমান্ত চীনারা গোলাযোগ্য করে, করেছে। চীনাগের কার্য যে-কোনো গভর্নামেন্টে সঠিক মনে হয়ে উঠতেন এবং প্রতিবেশকের ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ দিতেন। কিন্তু আমাদের সরকার যে চীনের সঙ্গে “পণ্ডশীলের” প্রতিবেশিত তিব্বতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জলাঞ্জলি মন্ত—পড়েছেন। চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গেই কোন ক্ষেত্রে বলেন যে, চীনারা তিব্বত পেরিয়ে ভারত-তিব্বত চুক্তিতে আবদ্ধ করেছে। মনে রাখতে হবে, সে সময়ে বাস্তব সম্পন্ন পর্যন্ত হয়নি। তার আগেই চীনারা লাদাকে স্বাধীন রাষ্ট্র আদায় করেছে। ভারত সরকার সব চেষ্টা নিয়েছেন, জন-মতমাগ হলো বটে, পণ্ডশীলটিকে পর্যন্ত বছরের পর বছর কিংবা জনগণে দিওয়া হয়নি। পাণ্ডিত্যী চীন প্রধানমন্ত্রীর গত ১৬ নভেম্বরের পর লিখেছেন যে, উভয় দেশের জনসাধারণের মধ্যে বাঁচত কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি না হয় যাতে দুই গভর্নামেন্টের মধ্যে ঠান্ডা আরহাৎসর বিবাদগুলি নিষ্পত্তি হয়ে পারে এই আশঙ্কায়ই ভারত সরকার পণ্ডশীলটিকে কত থেকে-এটসব ব্যাপার গোপন রেখেছিলেন। তিব্বত চুক্তির ফল এবং “পণ্ডশীলের” ব্যাখ্যা ঢাকও ভারত সরকারের উদ্দেশ্য ছিল বলে অনুমান করা আরো অনুচিত হয়ে না। সেইজন্যই বলছিলাম যে ভারত সরকার পাপ গোপন করে এর বিপরীতা আরো বাড়িয়ে নিয়েছেন। যে সব ঘটনা ভারত সরকার গোপন রেখেছিলেন সেগুলো চীনের বিরুদ্ধে মন্ত নয়, সেগুলো প্রকাশ হলো ভারত সরকারের তিব্বত সম্পর্কিত নীতি এবং “পণ্ডশীল” প্রণতির প্রতীক। সে কথা ছিল সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ত। ভারত সরকার সেই লজ্জা যতদিন পেরেছেন চেপে রেখেছেন, তাতে পাপের ফল আরো বিস্তৃত হয়েছে। তাই এই পাঁচ বছরের তিস্যের দাবি ঘোষে কোনো প্রান কেউ করলেই আজো বাজে এবং অশিষ্ট কথা বলে তা চাপা দেবার চেষ্টা হচ্ছে।

২।১১।৫৯

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাস

প্রচ্ছদপট

পরিবর্তিত নবীন সংস্করণ

ভালোবাসা কি শত্রু মল্লকে, সন্ধ্যাকে নয়? শাস নেব বলে কি ঘোঁসাকে বাদ দিয়ে আসব? সার নেব বলে কি আবরণকে? যদি আকাশের প্রচ্ছদটি না থাকত পৃথিবী কি থাকত এমন সুন্দরী? যদি পোশাক চলে যায় তা হলে কি প্রেমও চলে যায় না? সমুদ্রের তীর থেকে যিহৌশিনীকে ঘরে এনে তারক শান্তি-স্যাণ্ডেল পরালে কি প্রেমকে উপহাস করা হয় না? শত্রুবাসাকে শায়র-সিন্দুরে বন্ধুত্ব-তামলে-ঘোঁসে-করলে থাকে কি আর সেই আদিম প্রেমের শূভতা?—একখানি কবিতা-বন্ধুত্ব-এই তাই বাসনারও বদল হবে?—পট যদি সরে যায় তা হলে কি উন্মোচনও রূপটি হয়ে গেল?

নিডাকালের চিত্তপল্লী উপন্যাস

দাম তিন টাকা পণ্ডাশ নয় পয়সা

আনন্দ পাণ্ডিশাল প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিত্রাঙ্গাল দাস সেন । কলিকাতা ২

সাহিত্য প্রসঙ্গ

চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ—সত্যকিঙ্কর সাহান।
জিজ্ঞাসা, কলিকাতা—২৯। দুই টাকা পণ্ডাশ
নয়া পয়সা।

চণ্ডীদাস একজন, কী একাধিক, তাঁর
বাসস্থান বাঁকুড়ার কী বীরভূমে—এই প্রশ্ন
বহু বিতর্কিত। আলোচ্য গ্রন্থে সত্য-
কিঙ্কর সাহান মহাশয় বাঁকুড়ার অনার্যদ্রুম
ছাত্রায় চণ্ডীদাস কিংবদন্তীর প্রাচীনতা ও
প্রামাণিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এক-
দিকে কিংবদন্তী অন্যদিকে পূর্ণাঙ্গত
প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে তিনি প্রতিষ্ঠা
করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের বড় চণ্ডী-
দাসই আদি চণ্ডীদাস। পরে তাঁর খ্যাতি
বহুদূর প্রসারিত হইবার পর বহু কবি
পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং পদের ভগ্নতায়
আদি চণ্ডীদাস, বড় চণ্ডীদাস, স্বল্প-
চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস প্রভৃতি শব্দ
ব্যবহার করিয়া একই পদগুলিকে খণ্ডি
চণ্ডীদাসের পদরূপে চণ্ডীদাসের চেষ্টা
করিয়াছিলেন। আর এই চণ্ডীদাসের
বসতি ছিল ছাত্রায় এবং তাঁর আরাধ্য দেবী
ছিলেন ঐ গ্রামেরই বাসলী দেবী। এই
প্রসঙ্গ রামকীর্তিকনী ও বড় শব্দ সম্বন্ধে
সাহান মহাশয় যা লিখেছেন তাও প্রাণপন-
যোগে—বাড় শব্দের চণ্ডীদাসের যেমন
প্রতি ছিল তখনই তখন হয় তিনি উহা
বলি শব্দের ব্যবহার এবং বহুভাব্য অর্থেই
ব্যবহার করিয়াছেন। অন্যত, “রামকীর্তিকনী
কথায় চণ্ডীদাসের সহজসংগের
কীর্তনিক পদবাক্যগুলির কোন কোন
ভাগের ব্যাকরণিক নিয়ম রূপকথা
ভিন্ন হইয়াছিল মনে করিতে পারা যায় না।”
চণ্ডীদাস-প্রসঙ্গ সাহান মহাশয় যে
বিচিত্র তথ্যসমূহ ও স্মৃতিমালা উপস্থাপিত
করেছেন তা চণ্ডীদাস কিংবদন্তী সম্বন্ধে
পঠকদেরই পড় দেখতে অনুরোধ করি।

২২৩।৫৯

শঙ্করভাষ্য বচসা—সত্যকিঙ্কর সাহান।
জিজ্ঞাসা—কলিকাতা—২৯। দুই টাকা
পণ্ডাশ নয়া পয়সা।

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান
শতকৃত্তসমের মননশীল ব্যাখ্যা সহযোগে
সহজ সংক্ষিপ্ত বংগানুবাদ আলোচ্য গ্রন্থ-
খানির বিষয়বস্তু। এ একাধারে সাহায্য
মহাশয়ের পণ্ডিত্য ও মনীষার এবং তাঁর
সরস প্রকাশভঙ্গী ও রচনশৈলীর উজ্জ্বল
নিদর্শন। মূল কাব্যের কবিত্বমাহাত্ম্য ও
ভাবগোবর এই অনুবাদে যে অক্ষর রঞ্জে
সে লগ্ন অসংকোচ বলা যায়।

বইখানির পরিশিষ্টে “কালিদাসের ফুল”
শীর্ষক যে নিবন্ধটি সন্নিবেশিত হয়েছে,
সেটি বইখানির একটি বড় আকর্ষণ। পণ্ড-

দুইটুকু দাবিচ্যু

বাণ ও ঋতুসূচক এই দুই প্রণীতে ভাগ
করে কালিদাসের রচনায় উল্লিখিত ফুল-
গুলোর যে পরিচয় তিনি দিয়েছেন, বাঙলার
বনেবালাড়ে তাদের যে সম্মান তিনি আমাদের
জানিয়েছেন, তা তাঁর অপূর্ব মৌলিকতার
সাক্ষ্য বহন করছে। ২২৭।৫৯

সাহিত্য ও পাঠক। ব্রজেনচন্দ্র ভট্টাচার্য।
কলেজ প্রকাশনী, কলিকাতা-১২। মূল্য
পাঁচ টাকা।

অনেকের ধারণা বৈজ্ঞানিক বিষয়কে অধি-
গত করার জন্য যেমন শিক্ষার প্রয়োজন
আছে, সাহিত্য পাঠের জন্য সে রকম কোনো
প্রাপ্ত শিক্ষার দরকার নেই। সাহিত্য
সকলেরই উপভোগ্য বস্তু—এ কথা সত্য
হলেও সাহিত্যভোগের মাত্রাভেদ নিশ্চয়ই
আছে। একটি লেখকের উপন্যাস এবং
বরদীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস পাঠের
অনন্দ নিশ্চয়ই একজাতের নয়। বিশ্ব-
বিদ্যালয়-নির্মিত সাহিত্যপাঠের পদ্ধতিতে
শেখান-হিসিকা যতই অবজ্ঞা করুন না
তেন বিশেষ শিক্ষা পাঠকমনকে মজিত,
শর্গিত এবং গ্রহণক্ষম করে তোলে, যার
ফলে সূক্ষ্ম এবং স্বপ্নের প্রভেদ বুদ্ধিতে
পারা সহজ এবং স্বাভাবিক হয়। ছাত্র
প্রস্তুত করার পদ্ধতি হয়তো বহু ব্যবহারে
যান্ত্রিক হয়ে ওঠে তবু এই পদ্ধতির যে
মোসা আছে—এ কথা একেবারেই উড়িয়ে
দেওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত ব্রজেনচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থ
রচনার উদ্দেশ্যে গোপন রাখেননি। বিশেষ
করে ছাত্রদের জন্যই যে বইখানি রচিত
এ কথা ভূমিকায়ই বলে দিয়েছেন। তাঁর
এই অকপট উদ্ভব প্রশংসা করি।
অবশ্য ছাত্র বলতে কলেজ অধ্যয়নরত-
দের কথাই শব্দ বলাই না—যারা সত্যি
সাহিত্যের বসরহাসা জানতে চান অলংকারের
ভাষায় যার ‘সহায়’ হতে চান—তাঁদের
সকলেরই এই বইটি কাজে লাগবে। দুটি
প্রধান ভাগ ‘সাহিত্যের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ’
এবং ‘সাহিত্যের নানা বিভাগ’ এই দুই
পর্বের লেখক সাহিত্যের প্রায় সব দিকই
আলোচনা করেছেন। আলোচনাপদ্ধতিতে
ভারতীয় এবং যুরোপীয় দু’ রকম সমা-
লোচনা ধারাকেই সমান মূল্য দিয়ে ছাত্রদের
জ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ করে ফুলবার চেষ্টা করা

হয়েছে। তবে মোটামুটি লেখক আধুনিক
সমালোচনারাতিরই পক্ষপাতী—সাহিত্যের
বৈচিত্র্যস্থান, বিভিন্ন সমস্যার উত্থাপন
এবং আলোচনার সেটা বুদ্ধিতে পারা গেল।
সাহিত্যজিজ্ঞাসায় দীক্ষিত করার পক্ষে
এই বই যথেষ্ট। কিন্তু উপরি পাওনাও
আছে—লেখকের উসার দৃষ্টি। ব্রজেনবাবুর
দিক-নির্দেশ প্রাচীন এবং আধুনিক কোনো
সাহিত্যের পথে যেতেই বাধা ঘটবে না।

৩৭৯।৫৯

উপন্যাস

পলিমারি নোনাভাষ্য। যজ্ঞেশ্বর রায়।
পরিবেষণা: কারেন্ট বুক সপ, ৫৭এ,
কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য:
২.২৫ ন প।

বংগোপসাগরের উপকূলবর্তী ক্ষুদ্র
একটি চরের পরিবেশকে কেন্দ্র করে
উপন্যাসখানি রচিত। স্বভাবতই উপন্যাসের
মধ্যে যে সব চরিত্র চলাফেরা করে বেড়িয়েছে
তাদের অধিকাংশদের সাথে বাঙালী পাঠকের
পরিচয় নিত্যই অল্প। অপরিচিত জগৎ,
অপরিচিত পরিবেশ, কিন্তু মানুষের
চিরন্তন সত্য একই থাকে বর্তমান। সুখ-

“মাকাল-মিটি”

(দ্বি-মাসিক সাহিত্যিক পত্রিকা)

‘শরৎ সংখ্যা’

বিশেষ আকর্ষণ

অধ্যাপক অমিয়ব্রজ মুখোপাধ্যায়ের

“বাঙালীর শান্তিপূজা”

পাঠ করুন—গ্রাহক হন।

নতুন লেখকদের স্বেচ্ছা আমরা প্রাথমিক সংখ্যে
পাঠ করি ও মনোনিবেশ হলে ছাপিয়ে থাকি।
সম্পাদক—নিখিলরতন মুখোপাধ্যায়।

১৫নং শশিভূষণ বানার্জি রোড, কলিকাতা-৮

(সি ১১৮)

শীপাজী সংখ্যা

গল্প-ভারতী

পড়িয়েছেন কি?

এখনি সংগ্রহ করুন

একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস — অনেক

গল্প, রস-রচনা ও প্রবাস সম্বন্ধে

পড়বার ও পড়াইবার মত প্রায় ২০০

পৃষ্ঠার এই অপূর্ব গ্রন্থের মূল্য মাত্র ১।০

গল্প-ভারতী

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এডিনার, কলিকাতা-৬

দুঃখ আশা-আকাংক্ষা প্রেম-ভালবাসা সব কিছু মিলিয়ে যে মানব, সেই মানব আত্মা অপরিচিত নয় এখানেও। লেখকের সার্থকতা এখানেই। কেবলমাত্র অপরিচিত জগতকে প্রাধান্য দিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত করে দেওয়াটাই লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, প্রমাণ তার কাহিনীর প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে স্পষ্ট।

কোন এক বিদেশী সার্ভেয়ারের নাম অনুসারে উপরিউক্ত চরের নাম চর নিউটন। এর অধিবাসীরা সকলেই বিহারাগত। কেউ এসেছে সুন্দর মগ মজলুক থেকে, কেউ মারোয়াড়, কেউ বা বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। মাশোয়ে এমনি এক মগ-কন্যা, কাহিনীর কেন্দ্রমণি। মাশোয়ের নারীই হল সেবা, প্রেম এবং স্নিগ্ধ কোমলতায়। সমস্ত আখ্যানবস্তু জুড়ে এই চরিতেই তাই উজ্জ্বল, সার্থক। অন্য দিক রতনলাল এবং রমজান আলি। রতনলাল কলকাতার কলেজে শিক্ষিত এক যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র যুবক। সভ্য জগৎ থেকে ছিটকে এসে মাশোয়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। রমজান আলি অশিক্ষিত এক শুল্ককের সারেঙ। মাশোয়ের প্রেমাকাংক্ষী। সুস্থ, পরিশ্রমী, বীর। ভোগের ইচ্ছা থেকে বঞ্চিত হতে চায়নি সারেঙ, কিন্তু রতনলালের হাত থেকে কৌশলে মাশোয়াকে ছিনিয়ে নেওয়ার পরও তার ইপিঁসত আকাংক্ষা পূরণের পথে অজস্র প্রতিবন্ধক এসে দাঁড়ায়। শত্রু রমজান কেন, মানবের জীবনের চরম ট্রাজেডিই হো এ। যে পলিমার্টির ওপর সোনার ফসল ফলাবার আকাংক্ষায় বিভোর হয় মানব, তার চতুর্দিকে সহস্র জিহবার লোঙ্গাহান হয়ে থাকে সোনারজলের অশ্লির আক্রোশ। পলিমার্টি নোনাঙ্গলের নামের সার্থকতা এখানেই।

যাজেশ্বর রায় সাহিত্য জগতে সম্প্রতি পরিচিত। এই উপন্যাসটি পাঠ করে আমরা তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।

০০৪।৫৯

নাটক

অপরূপের নকসা—(একাংকিকা প্রহসন) গ্রীষ্মপর্ণপ্ণ প্রকাশিকা; বীণাপাণি দেবী; ১৯, ইউ দমদম রোড, কলিকাতা—৩০ ১-৫০ নয়া পয়সা।

সত্যসত্যই কৌতুক নাট্যকার পতি আমাদের আকর্ষণ প্রবল। কিন্তু আলোচ্য প্রহসনখানি আমাদের আশা সফল করতে পারে নি। তনুগ্রীর বিবাহের জন্যে ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন একের পর এক ব্যারিস্টার, তোতলা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, দর্শনিক, অতিথনতা, কবি ইত্যাদি। কিন্তু কেউ মনোমত নয়, তাই অবশেষে তনুগ্রী

তার দাদু রামতনুর গলাতেই মাল্যদান করে। অনেক সুযোগ ছিল এই প্রহসনে। সংলাপ আরো তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিপ্রসূত হওয়া প্রয়োজন ছিল। পরিণতিও সুসংগত হয় নি। ২৬৯।৫৯

জেবউল্লিঙ্গা—গ্রীষ্মপর্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা—২০ মূল্য—১-২৫ নয়া পয়সা।

ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেবউল্লিঙ্গার জীবন-কাহিনী এই নাটকের উপাদান। তাছাড়া, এই নাটকে বিশেষভাবে ঔরঙ্গজেবের কুট রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাই। মাঝে মাঝে তার পিতৃহৃদয় উর্গক দেয় বটে, কিন্তু পরমুহুর্তে কর্তাবান্ধব, হিন্দুবিদ্বেষী, অত্যাচারী ইসলামধর্ম-রক্ষক মূর্তি প্রকট হয়ে ওঠে। জননিকৈ, বীর কিষণচাঁদ ও তার পুত্রয়িনী লছমীর অপূর্ণ চরিত্র আমাদের মুগ্ধ করে। ফলজানি, কমলা-বাই প্রভৃতি চরিত্রও মনে ছাপ রয়েছে। মোহবউল্লিঙ্গা পাঠকচিতে স্নিগ্ধ ভাব জাগায়। সর্বোপরি দেখতে পাই মহীরুস সৌন্দর্যপায়ণা নিষ্ঠাস্বতী নারী কবি জেবউল্লিঙ্গাকে। ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে গ্রন্থখানি সার্থক। ০০৪।৫৯

বক-বখ পালা—লীলা মজুমদার। বলাকা প্রকাশনী; ২৭ সি. আমহাস্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য ১-২৫ নয়া পয়সা।

বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রীষ্মক লীলা মজুমদার স্বনামধন্য। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তিনি নিজের বৈশিষ্ট্য কাজল্যমান। তার লেখনী-স্পর্শে তুচ্ছ ও সামান্য বিষয় যেমন মহনীয়তা লাভ করে, যেমন করুণার গুণে তিনি পাঠক-হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেন।

মহাভারতের একটি সামান্য কাহিনীকে বেছে নিয়ে গ্রীষ্মক মজুমদার ছোটবেলা উপযোগী করে বক-বখ পালা নাটকখানি লিখেছেন। ভীম বক্রাক্ষসকে কিতাবে বধ করেছেন, এই হচ্ছে কাহিনী। কিন্তু লোককীর রচনাশিল্পী ঔষবে এটি একটি চমৎকার নাটক হয়ে উঠেছে। ছোটদের অভিনয় তো ভাল লাগবেই, বড়রাও তা দেখে এবং কেবলমাত্র নাটকখানি পাঠ করেও অপরিমীয় আনন্দ পাবেন। তাছাড়া কবিতা, গান, সংলাপ সব দিকেই গ্রীষ্মক মজুমদারের কৃতিত্ব মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। পণ্ড-পাণ্ডব, কুলতী, হরিদ্রা ও রাক্ষসেরা যথেষ্ট জোয়ার সৃষ্টি করে। গ্রীষ্মক মজুমদারের কাছে এই ধরনের ছোটদের নাটক আরো প্রত্যাশা করি। ০১৪।৫৯

প্রীতৈতন্যবিজয় বা নাম ঘাইমা—গ্রীতবানী ভট্টাচার্য। লেখক কর্তৃক ১৬, চন্দ্রনাথ

সিমলাই লেন, কলিকাতা-২ হইতে প্রকাশিত। দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি ধর্মমূলক নাটক। এই নাটকে ভক্ত হরিদাসের চৈতন্যপ্রীতিক বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। মূলত নাটকটি শ্রীভূমিকা বর্জিত। কিন্তু পৌথিন বা পেশদারী নাট্যালয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে কয়েকটি পরিশিষ্ট দৃশ্য যোজনা করে লেখক শ্রীভূমিকা স্থান দিয়েছেন। এই নাটকের সংলাপাংশ স্থানে স্থানে এতো দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যে এটি কতোটা অভিনয়যোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। ০০৫।৫৮

শারদ-সাহিত্য

উন্মেষ—কান্দি গদ্য কর্তৃক 'উন্মেষ সাহিত্য আসন' সি আই টি ব্রিঙ্কিংস, কলিকাতা—১০ থেকে প্রকাশিত। মূল্য—পাঁচাত্তর নয়া পয়সা।

উন্মেষের শারদীয়া সংখ্যা খাত-অখাত অনেক লেখকের লেখা স্থান লাভ করেছে। পরশচন্দ্র দাশগুপ্তের 'প্রাচীন ভারতে শিক্ষা-সাধনা' প্রবন্ধটি এবং পরিমল গোস্বামী, মিথির সেন, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প কৃষ্ণ চন্দ্রের রস নক্সা এবং কবি নিমলচন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্রনাথ রায়, দয়াজ্যোৎস্না, তরুণ সামন্ত প্রভৃতির কবিতা এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য রচনা।

শারদীয়া বিশ্ববার্তা—সম্পাদক, প্রিন্সেপ্ট-নাথ চক্রবর্তী। ৪৪।১, গরুড়া রোড, কলিকাতা—১৯। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

গল্প কবিতা, প্রবন্ধ এবং রচনা রচনায় বিশ্ববার্তার শারদীয়া সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হয়েছে। উক্ত সংখ্যায় চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ডাঃ কালিদাস নাগ, প্রমথ বিহারী, মনোজ বসু, ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, কালিদাস রায়, নারদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনাক বর্তমান সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। দু'একটি কবিতা ছাড়া অন্যান্য কবিতাগুলির মোটেও প্রশংসা করা গেল না।

গম্ভবিক—গ্রীষ্মপর্ণ কৃষ্ণ ও গ্রীহাধর দত্ত সম্পাদিত। ৬৭।১১, স্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯ থেকে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

এটি গম্ভবিক সভার মঞ্চপত্র। পরিচিত ও অপরিচিত অনেক লেখকের বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যক্ষ ক্ষিত-মোহন সেন, কালিদাস রায়, ভারতী দত্ত ও বেণু গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা উল্লেখযোগ্য।

সোলাইটি—সম্পাদক প্রীনির্মলেন্দু ঘোষ ও প্রীঅরবিন্দ ঘোষ। ১৮, বাবুরাম শীল লেন, কলিকাতা ১২। মূল্য দু' টাকা। সম্পাদক, সহঃ সম্পাদক, পরিচালক

মুখ্যপাধ্যায়, নন্দলাল সেনগুপ্ত ও
চিত্ররঞ্জন সাহু প্রকৃতির নাম উল্লেখ করা
করাইতে পারে। প্রচ্ছদ ফটো মনোরম।

প্রাপ্ত দ্বীকার

निष्पत्तिविधिः दशगुणितः समाप्तोक्त्या
 आभासः दशगुणितः दशगुणितः ।

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ—ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ।

পাড়ি—সংগীত সিংহ :

लौला-कथन-श्रीहिमाचल-सदका ।

अथ यावत् नृप-वर्णनं समाप्तम् ।

টাপুর-টাপুর—শ্রীমোহন

বড় সাহেব—পরিব্রাজক।

ବିଜ୍ଞାନ-ବିଜ୍ଞାନ-ପରିବର୍ତ୍ତନ ।

दासित गङ्ग-श्रीअसमञ्जस

৬৭৭ সাক্ষ্য
৫৭৭ টীকা

আ. বকর খান
উপনাট

ইস্পাত ওর। ডাঙাবই

সাধারণতঃ প্রকাশনা

শিবপুৰ, হাওড়া ও কলকাতাৰ প্ৰধান প্ৰধান পুস্তকালয়

ভিন্নতর ভূমিকায় উত্তমকুমার

বাংলা ছবিতে রমণীবল্লভ নায়কের রূপে যে প্রিয়দর্শন অভিনেতার জুড়ি নেই, সেই লোকপ্রিয় উত্তমকুমারকে বিশিষ্ট চরিত্রাভিনেতা হিসাবে আজ অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাবার সময় এসেছে। ভিন্নতর ভূমিকায়—নায়কের বেশ ছেড়ে শিশুর দোস্তর হয়ে এই শক্তিশালী অভিনেতা তাঁর লোকরঞ্জন-ক্ষমতার নতুন প্রমাণ দিয়েছেন গৌতম চিত্রমের “অবাক পৃথিবী” ছবিতে।

কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের একটি কাহিনী অবলম্বন করে এই ছবি। তার নায়ক অর্জুন। বাবা মারা যাবার পর রোগাট ছোট ভাইকে মরণের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্য সে একদিন মৃত্যুতোর ভুলে চুরি করে ফেলে কন্যাদায়-গ্রন্থ এক ভদ্রলোকের টাকা ও গয়না ভর্তি এক সাটেকেস। চুরি করার পর তার অন্তরে বিবেক জেগে উঠেই সে সাটেকেসে পাওয়া ঠিকানা অনুসরণ করে ফেরত দিতে যায় ভদ্রলোককে অপহৃত দ্রব্য। ভদ্রলোক তাকে ক্ষমা করেন না, চালাকি করে ধরিয়ে

একুণ্ঠ

চন্দ্রশেখর

দেন পুলিশের হাতে। অর্জুনের জেল হয়।

পাপের পথে এমনিভাবেই অর্জুন দীক্ষা পায় দয়াহীন সংসারের অবিচার ও অবহেলার মধ্য দিয়ে। মানুষেরই নির্দয়তা একদিন তাকে বঞ্চিত করেছিল শিক্ষিত হবার ন্যায্য অধিকার থেকে। এই বঞ্চিতই তার মনে ধরিয়ে দেয় অপরাধের নেশা। লোকের পকেট মারা হয় তার বৃত্তি, আর জেলে যাওয়া তার বেতন।

জীবনের এই ঘটলগ্নে একদিন জেল থেকে বেরিয়ে অর্জুন শোনে তার মা আর বেঁচে নেই। আজীবন বঞ্চিত জীবনে এই বাথার প্রতিজ্ঞা তাকে বিদ্রোহী করে তোলে, তার মনুষ্যত্বের শেষ পূজটুকুও

যেন কেড়ে নিতে চায়। এমনি দিনে তার অপরাধ-জীবনের এক পর্বতন গড়ার কাছ থেকে সে পায় ভালো হবার প্রেরণা। ভালো সে হতে চায়, কিন্তু ভালো তাকে হতে দেয় না মানুষের ঘৃণা আর অবিশ্বাস।

শেষ পর্যন্ত তার পাপ-জীবনের কাহিনী শুনেও যিনি তাকে বিশ্বাস করেন, তার জন্য অনুক্ষম্পা প্রকাশ করেন, তাকে সুস্থ-ভাবে বাঁচবার অধিকার দেন, তিনি এক খৃষ্টান ধর্মযাজক। তারই পরিচালিত শিশুদের এক আবাসিক বিদ্যালয়ে অর্জুনের কাজ জেটে। শিশুদের দেখাশোনা করা, তাদের আনন্দ দেওয়া, খেলাধুলা শেখানোর ভার পড়ে তার ওপর। অর্জুন মুক্তি পায় তার ঘৃণা জীবনের বিষাক্ত জটিলতা থেকে। স্নেহের টানে সে আপন করে নেয় শিশুদের, তারা এই নতুন সাথীকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে সহজলভ্য।

কিন্তু এক দাগী অপরাধীর হাতে নিষ্পাপ শিশুদের ভার ছেড়ে দেওয়াই ক্ষুর হন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকরা। তাদের মধ্যে একজন যুবতী শিক্ষিকা

শ্রেষ্ঠ সাবানের খ্যাতির শীর্ষে

মিষ্টি মদির গন্ধে ভরা হিমালী গ্লিসারিন সাবানে দেহচর্মের পক্ষে পরম উপকারী এমন সব ম্লিক্কর তৈলাক্ত পদার্থ আছে যার নিয়মিত ব্যবহারে স্বক মসৃণ ও কোমল হয় এবং দেহলাবণ্য বৃদ্ধি পায়। শীত-গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত হিমালী গ্লিসারিন সাবান তাই সকলের এত প্রিয়।



হিমালী
গ্লিসারিন সোপ

হিমালী আইডেট লি: কলিকাতা-২



অপরাধ-জীবনে প্রবেশের একটি যুগ্মগ্রন্থ। নাট্যপ্রস্তুতি, এছাড়াও আধ্যাত্মিক পাতলায় এবং দিনে-দিনে যে শক্ত প্রভাবের স্পর্শে তার রূপান্তর ঘটেছে তাও একান্ত-ভাৱে মানসিক ও বৈশ্বাসযোগ্য। একজন যুগ্মীয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির মানবতা ও অপাপ-বিন্দু শিল্পীদের সরল ভালোবাসার কথা দিয়ে অভিনয়ের যে রূপান্তর তা দর্শকমনে

রঙমহল ফোন ৫৫-১৬১১

প্রতি বৃহস্পতি ও শনি: ৬টা-৮টা
রবি ও ছুটির দিন ৪টা-৬টা

এক ধূতো আকাশ

তরুণ রায়, নবীন, হারুন, জহর, শাসা,
শাক্তা, কেতকী, দত্ত ও গণপাশিকতা রায়

মিনার্ডা থিয়েটার

৬ বিডন স্ট্রীট :: ফোন: ৫৫-১১৮১

নীচের মহল

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার সন্ধ্যা ৬টা-৮টা
রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬টা
নাট্য পরিচালনা: লিটল থিয়েটার গ্রুপ।
(সি ১১২)

নিউ ইন্ডিয়া থিয়েটারের "রাতের অন্ধ কারে"র নায়িকা সান্ধিয়া জটোপাধ্যায়।

অভিনয়ের অপরাধ-জীবনের অতি পেয়ে-
ছিলেন অসহী শহুরের এক মেট্রোপলিট।
তাই অজ্ঞানত-নিমিত্তে তাইই সমস্ত দেশী।
এই সমস্তের মিরপুরে ঘটে একটি অশুভ
ঘটনা উপলব্ধি করে। প্রভু হাশিমের মৃত্যুর
সময়ে প্রথমবার অজ্ঞানকে অসহীকে
জোথের ফলে জোথ যেতে দেখে এই শিক্ষা-
কার মনে তার প্রতি জাগে গভীর সমবেদনা।
অজ্ঞানকে তিনি শিক্ষিত করে নেন চন্দ্র
সেও পরম অগোহ এই সন্ধ্যায় বরণ করে
নেয়। অজ্ঞানকে নিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা
ও অভিযোগ এই শিক্ষার মন জর সরা
দেয় না। দিনে দিনে অসহী শিক্ষার
শিক্ষিকারও অসহীকে অজ্ঞান, সমালোচনা
বিদ্যালয়ে ছিটকিয়ার পরে ছেলেদের মতো
বায় ফেঁসে বাড়তে। অজ্ঞানের শ্রম
জরগায়েই কোথাও। ছোট্ট একটি শিক্ষা-
নাম তার টুকরই-বাঁধন। হেরে অজ্ঞানকে
যেতে হবে তার সঙ্গে তাদের বাড়িতে।
শেষ পর্যন্ত অজ্ঞানকে যেতেও হয় তার
সঙ্গে। টুকরই-বাঁধনের কাছাকাছি গিয়ে
অজ্ঞান যখন তাকে সাধনা দিয়ে তার কাছ

থেকে ছিটকি নিয়ে চলে, তখন টুকরই "হাস
না, হাস না" বলে কথা জুড়ে দেয়। পুলিশ
এই কথা থেকে অজ্ঞানকে ছেলেধরা ভেবে
হতভম্ব পড়ে।
অসহী, অজ্ঞানদের একটাগড়ায় গিয়ে
নজির তরাজে অজ্ঞানকে। তার অতীতের
অপরাধ-জীবনের সব ধরে আদালত যখন
তাকে শাসন দিতে উদ্যত, তখন তার
দলক্ষ্যের উল্লেখের অনুরোধে টুকরইকে
জানা হয় অপরাধ। অজ্ঞানের প্রতি
বল অজ্ঞান হনরগে অসহীর বিরুদ্ধে
মালকতের সব অভিযোগই ভাসিয়ে নিয়ে
যায়। যে পরিবারে অজ্ঞানকে এত দুঃখ
ও অজ্ঞান দিয়েছে, সেই পরিবারে
নতুন দলক্ষণের মধ্যস্থতায় নিয়ে অজ্ঞান
শিল্পের হাত ধরে প্রাণে করে বিদ্যালয়ের
প্রাণপ্রাণ-মেঘনে শব্দ, নিপাপ প্রাণের
হাসি আর দরদী মানুষের ভালোবাসা।
কাহিনীর নতুন এই যে এতে ভদ্র-
সমতানের বিপথগমন ও প্রেমসীর প্রেমের
স্পর্শে তার ভাল হওয়ার গতানুগতিক নটী-
পরিণতি বজান করা হয়েছে। অজ্ঞানের

বিশ্বরূপা

[আজকাল প্রদর্শনমান নটমণ্ড]

(ফোন ৫৫-১১২৫)

শনিবার ও বৃহস্পতিবার ৬টা-৮টা
রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬টা
নবমণ্ড স্ট্রীটের পাশে

সেতু

কিরণ মেতের কাহিনীর প্রারম্ভিক

নাটক—বিধায়ক পরিচালনা—নরেশ মিত্র
সঙ্গীত—ডাঃ সেন দলপতি—অমর ঘোষ
প্রো: নরেশ মিত্র, অসিতবরণ, তরুণকুমার,
অমলকাক, সত্যেন্দ্র, ডায়াল, তমাস, প্রিয়ানী,
মাঃ দীপক, জয়ন্তী, সত্যেন্দ্র, ইয়া, আর্যভাট।

ভূমিত মিত্র (বন্দুগী)

দাগ কাটো কাহিনীর এই মৌলিক রস ও অভিনবত্বের জন্যই ছবিটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে এলো। রঙ্গারঙ্গের দিক দিয়েও ছবিটির আবেশন অনস্বীকার্য। এর সংলাপও বেশ রসাল। ছবির শেষের দিকে আদালত দৃশ্যের অবতারণা মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি। নাট্যপরিণতির দিক দিয়েও এই দৃশ্যটি রসহীন ঘটিয়েছে।

বিশ্ব চক্রবর্তী তার প্রথম স্বাধীন চিত্রপরিচালনায় এ-ছবিতে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব

দেখিয়েছেন। কাহিনীর বিন্যাস পরিচ্ছন্ন ও সরুচিপূর্ণ। পরিচালক অজুনের ও যুবতী শিক্ষিকার অবাস্তব সম্পর্ক যে সংঘর্মের মধ্য দিয়ে এড়িয়ে গেছেন এবং পরস্পরের সামান্য বিন্যাসে যে রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি ধন্যবাদার্থ। অজুনের অপরাধ-জীবনকে কেন্দ্র করে যে ঘণ্টা পাপচক্র ছবিতে দেখানো হয়নি তাতেও ছবিটির মর্যাদা বেড়েছে। সর্বোপরি অজুনের মধ্যমণি করে শিশুদের হাসি-গান,

খেলাধুলা ও গুরুপগুরুজ্ব এবং ছোট্ট একটি শিশুর সঙ্গে নারকের মধুর সম্পর্কের যে সুন্দর বিন্যাস রয়েছে ছবিতে, তা সঠিকভাবে এক নতুন রসের আশ্বাস দিয়েছে দর্শকদের। ছবির কতকগুলি দৃশ্য ও পরিপন্থিতার বিন্যাসে পরিচালক অবশ্য মামুলী ধারা অতিক্রম করতে পারেননি। খৃষ্টান বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার পক্ষে বন্ধুর সঙ্গে রেস্টুরেন্টে চা-খেতে আসাটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। এবং অজুনের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে তার প্রথম সাক্ষাৎ মামুলী প্রণয়োপাখ্যানেরই যেন একটি উপক্ৰমণিকা ধার সঙ্গে পরবর্তী কাহিনীধারার কোন যোগ নেই। কাহিনীর পরিবেশ-রচনায়ও পরিচালক যথার্থ বাস্তব-নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারেননি। যে বিদ্যালয়ের পটভূমিতে কাহিনীর মূল ঘটনাগুলি বিস্তারলাভ করেছে, সেই প্রতিষ্ঠানটি নাম-গোত্রহীন। ছবির প্রথমভাগে নায়ক অজুনের মনের প্রতিজ্ঞা দেখাবার জন্য কতকগুলি শৃঙ্খলার পরিকল্পনা—যেমন একটি মেয়ের গায়ে আচমকা ধাক্কা লাগায় তার অপমানিত হওয়া ও পরে তার কাপড়ের দোকানের কাঁচ ভাঙা—খুবই কৃত্রিম মনে হয়।

তবে ছবির অনেক ছোট-খাটো দুর্বলতা ঢাকা পড়ে যায় নায়ক উত্তমকুমারের অনবদ্য অভিনয়ে। অজুনের চরিত্রটি যেভাবে কবিপূর্ণ, শিল্পী তার পরোপরি মর্যাদা রেখেছেন তার অনিন্দ্য চরিত্রাভিনয়ে। বাধা, হতাশা, অভিমত, অন্তর-বিদ্রোহ, অসুখ, শিশুদের জন্য দরদ ও সব শেষে মনের প্রশান্তি তিনি যে সুন্দর স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি কৃতিত্বের তুলেছেন তা বাংলা ছবির পন্থায় অতুলনীয়। ফাসরের কাছ নিজেব অতীত জীবনের কাহিনী বলার সময় তার অভিনয় দর্শকরা কোনদিনই ভুলবেন না। অভিনয়ে তার পর অকুণ্ঠ প্রশংসার অধিকারী উত্তমকুমার অজু তরুণকুমার। ধর্মপ্রাণ খৃষ্টান যাজকের চরিত্রে তিনি যে ব্যক্তি ও সমবেদনা আরোপ করেছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। বিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষিকার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় সংযত ও সাবলীল। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বীপেন্দ্রবর সেন, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী ও ঈশলেন মুখোপাধ্যায়। কয়েকজন শিল্প-শিল্পী এ-ছবিতে সুন্দর অভিনয় করেছেন; অবশ্য তাদের মধ্যে দর্শকদের মন জয় করে নেয় সব চেয়ে বেশী শ্রীমান টুকাই।

সংগীত পরিচালনায় অমল মুখোপাধ্যায় তার প্রথম স্বাধীন দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদন করেছেন। বিভিন্ন দৃশ্যে ছবির আবহসঙ্গীত প্রশংসার দাবী রাখে। ছবির গানগুলিও সুন্দর। সুমারোপাধ্যায় ও

৬-ই নভেম্বর শুক্রবার শুভারম্ভ



রংগায়ণে: ছবি বিশ্বাস, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, চন্দ্রাবতী, শ্রদ্ধা সেন, কুমারী রাণী, অসীমকুমার, অনিল চ্যাটার্জি, দীপক মুখার্জি, স্বীরেন চ্যাটার্জি, জহর রায়, অমর মল্লিক, নবদীপ হালদার, হুয়া, নৃপতি চ্যাটার্জি

* ও বোম্বাই-এর হেলেন ও সবিতা চ্যাটার্জি *

নিউ ইন্ডিয়া থিয়েটার্স প্রাঃ লিঃ-র নিবেদন • কলক রিলিজ

রাধা ০ পূর্ণা ০ পূর্ণবী ও অন্যান্য ছবি



অগ্রদূত চিত্রের "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন"-এ ভূতা রাইচরণের উপস্থাপনা উজ্জলকুমার।

আলোকচিত্র পরিচালনায় ও চিত্রগ্রহণে যথাক্রমে কৃতিত্ব দেখাই করতে পারেন বিশ্ব চিত্রবর্তী ও কে রেজা। কলাকৌশলের অন্যান্য দিক ও সর্বশিখণী অগ্রদূতের পরিচয়।

প্রমোদের পথরা

ভূমিনীর ছবি বলতে বোঝায় অমোদ ও আভাসের। তাঁদের নবতম সামাজিক ছবি "পয়গম"-এ এই দুই উপাদানের অতিরিক্ত যা রয়েছে তা হলো শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ও শ্রমের মর্যাদা নিয়ে সন্ধানিত বাণী।

ছবিটির কাহিনী ভূমিনীর "স্টোরি ডিপার্টমেন্ট" তৈরী। এই কাহিনীর নায়ক রতনলালের গুণের শেষ নেই। রিকশা চালিয়ে সে "টেকনোলজি" স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে এবং সেই বিন্যাস জোড়েই একটি কাপড়ের মিলের এক বিকল যন্ত্র—যা এদেশে সারানো সম্ভব নয় বলে সকলের ধারণা—সে অনন্যসেই সারিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেয়। সুদর্শন ও গুণবান এই যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয় মিল-মালিকের কন্যা। নায়কের চাকুরী জুটে যায় সেই মিলে। কিন্তু তার প্রশ্রয়লাভ যে সমর্থ হয় সে ঐ মিলেরই নতুন টাইপিস্ট মজু। মজুর সংগে রতনলালের পরিচয় ছিল আগে থেকেই—শহরের একজন রিকশা-চালক হিসেবে।

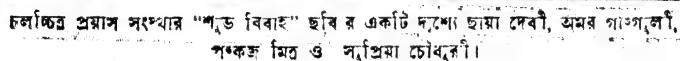
রতনলালের বড় ভাই রামলালও ঐ মিলেরই ফোরম্যান। বাড়িতে তাদের বংশা মা। পরিবারের অনান্যদের মধ্যে রয়েছে কামলালের স্ত্রী, বিবাহযোগ্য মেয়ে ও এক পুত্র। এই সূত্রে পরিবারে অশান্তি দেখা দেয় যখন রতনলাল মালিকের শোষণ থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করবার জন্যে মজদুর

ইউনিয়ন গড়ে তোলে। মিলের পুরনো শ্রমিক রামলালের কাছে পরিবারের স্বার্থ আগে। তার বাগদত্তা মেয়ে কমলার বিয়ের সমস্যা সে জড়িত। তাই শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষে যোগ দিয়ে সে তার নিশ্চিত জীবন-যাপনে কোন বিপর্যয়ে আনতে রাজী নয়। রতনলাল একনিষ্ঠ আদর্শবাদী এবং লক্ষ্যসাধনের পথে যে কোন কষ্ট-কর্তি সে মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত। শ্রমিকদল তাকে অনুসরণ করে, আর তাঁর কাজের সহায় হয়

হিমাংশুকুমার গুপ্তের
এমামাণ্ড ও নবম উপন্যাস
মনমুগ্ধা
উপহারের উপযোগী
বৎসরের স্ট্রেণ্ড নই
ডি এম লাইব্রেরী
৪২, কনওয়ার্লিস স্ট্রীট, কলি-৬
(সি-১১৭৭)

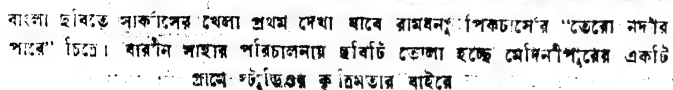
বন্যাতদের সাহায্যার্থে
ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নিবেদন
প্রান্তিক শাখা প্রযোজিত
'সংক্রান্তি'
(গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার
নয়টি স্ট্রেণ্ডে প্রদর্শনারবিজয়ী)
মিশ্রবৃন্দার ১৬ই নবেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ৭টার
প্রবেশমূল্য—১.১২, ২.২৫, ৩.৫০ ও ৫.
প্রাপ্তস্থান :
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলেজ স্কোয়ার,
কলকাতা—১০০, রাসবিহারী এডিনব্রা ও কেন্দ্রীয়
অফিস—১৫৫, দক্ষিণা স্ট্রীট (২৫-৩১৩০)
সংগৃহীত অর্থ পি, আর, সি.
তহবিলে দেওয়া হইবে।
(সি ৬০)

ফিলিপসের
ফিলেটা ডিউক্স
একটি অনন্যসাধারণ রেডিও
মূল্য—৩১৫.
অন্যান্য কয়েকটি মডেল :
বি ২ সিএ ৭৭ এ সি/ডি সি/অথবা ক্যাটারী - ১১৫.
বি ৪ সিএ ৬৭ এ সি অথবা এ সি/ডি সি - ৪৭৫.
বি ৫ সিএ ৬৭ " " " - ৫৭৫.
বি ৬ সিএ ৬৭ এ সি - ৭১৫.
এ ছাড়াও অন্যান্য মডেলের রেডিও, রেডিওগ্রাম, ক্যাটারী
জর্জার, ট্রানজিস্টর, রেডিও সেপারার পাটস, এম্ফিফর্মার,
হাইফ্রিকোম ইত্যাদি সবদিক আমাদের নিকট পাইবেন।
আমাদের বিক্রয়
রেডিওগ্রামফোনিকার্স ইণ্ডিয়া
১০, গার্লস চার্টার্ড এডুকেশনাল ট্রাস্ট, দিল্লি
... কলিকাতা-১০, ফোন-২৫ ৯৭৯২ ...



সে মজুকে ভালোবাসে এবং তাইই বিয়ে
করবে, তখন রামলালের অন্তঃশঃ সন্নিধি
ছাড়িয়ে যায়। সে ছেতভইনর গারে হাত
তোলে। ফল রতনলাল ব্যত ছেতভইন
যায়।

মিলে শুরু হয় হরতাল। তাঁর আগেই
মঞ্জু মিলের চাকরী থেকে বরখাস্ত হয় এবং
অসুস্থ্য মাকে নিয়ে রওনা হয় স্থানান্তর।
পাথ তাঁর মার মৃত্যু ঘটি এবং মরলেন স্মরণ
মায়ের কাছে সে জানতে পারে তার পিতৃ-
পরিচয়। শেষতাই তাঁর পিতা-গোপনে

[illegible]

রতনসালের প্রেতারের সংবাদ শুধা করিয়া
না পেরে তার মা মারা যান। এই আঘাতে
এবং শেঠজীর প্রকৃত স্বরূপ জানাতে পেরে
রতনসালের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তার
ছোট ভাইয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে তুলে নিয়ে।

মিলে আগুন লাগাবার অপরাধে
প্রাসঙ্গিতে যখন রত্নসিঙ্গার দাবীত শাওর
উপকৃত হয়, তখন শেখেরই কন্যা এসে
পিতার অর্থাৎ ও বৈদ্যমানের সুরক্ষার স্বপ্ন
তথা ফাঁস করে দেয়। সবকিছুই পায়
যে শেখেরই মেয়ে। এই বিবাহ কাননে
জানি হয়ে যাওয়ার পর শেখের দুইজন
আইনজ্ঞা করায়। রত্নসিংহ তাকে
করে সত্যিকার এবং শেষ পর্যন্ত ছাড়ের সত্যকই
তাদের উপস্থিতিতে রত্ন ও শেখের সত্যক
করবার দ্বারা পায়। মিলেই বিবাহ
দাঁড়ায় সুখপরিবর্তে।

[illegible]

নায়ক চরিত্র নিম্নোক্তকায়ের অভিনয়
 করে ও সাফল্য। এই জনপ্রিয় অভিনে-
 তার বিচিত্র ভাব-অভিনয় প্রশংসার
 একটি সুন্দর নমুনা নিম্নোক্ত লোক-
 কবিতার চরিত্র চিত্রিত হয়েছে।
 নায়ক সফলকাম হওয়ার পর তার
 ভিতরের গর্বে। মিলের স্বাধীনতা
 উদ্ভূত নায়কের চরিত্র চিত্রিত
 ভিন্নরূপে প্রকাশিত। রামলাল দীক্ষিত
 তার ও তার স্ত্রীর ভূমিকায় পাঠ্য-বই
 পাঠ্য-অভিনয়ের কৃত্রিম ভাব-কল্পনা
 মান্য বিশেষ চরিত্র ভাব-চিত্রিত
 রেখেন। বসন্তা দেবী তার স্ত্রীর

এস এম বানার্জী ও প্রতিভা দেবী। জমি ওয়াকিল তাঁর কৌতুকান্বিত দশকদের মাতিয়ে রাখেন। তাঁর উপস্থিত দশকের চরিত্রটির রূপ দিয়েছেন মিনু মমতাজ।

সি রামচন্দ্রের সংগীত পরিচালনা ছবিটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। গান ও আবহসংগীত এর বিশেষ আকর্ষণ।

আলোকচিত্র, শব্দগ্রহণ ও সম্পাদনার দিক দিয়ে ছবিটি উত্কৃষ্ট। আঙ্গিক আড়ম্বরের দিক দিয়েও ছবিটি জর্মনারী ঐতিহ্য রক্ষা করেছে।

চিত্রালাচনা

দ্বিতীয় অনাবৃষ্টির পর প্রত্যাশিত অতি-বর্ষার মত এ সাতাহ এক সপ্তাহ সুখানি হালা। দ্বিতীয় মুক্তি পাচ্ছে। সেই সপ্তাহ সুখানি হিন্দী ছবিও।

প্রযোজক সারজ মুখোপাধ্যায়ের নবতম অবদান 'বাতের অধকার' সমাজ জীবনের একটি অঙ্গকার দিক উদ্ঘাটিত করেছে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে। এক-দিক ক্রাইম-ড্রামাস্‌লিড রহস্য-রচনাও, অন্যদিক প্রেমের উপাদান ভরা একটি সুন্দর কাহিনী—এই দুয়ের সার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে নিউ ইন্ডিয়া থিয়েটারের এই নতুন ছবিটিতে। রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পুলিশ বিভাগে তার কর্ম-জীবন কাটিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছেন তাকে কিছুটা তিনি পরিবেশন করেছেন তারই লেখা এই গল্পে। হালক চিন্তাচার আকারে গোথোচন প্রেরণ দ্বিত। কয়েক-জন কল্যাণকামী 'অগ্রণী' ছদ্মনামে ছবিটি পরিচালনা করেছেন। হবি বিশ্বাস, সর্গী চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রবর্তী, অসীমকুমার, অমল চট্টোপাধ্যায়, মীপক মুখোপাধ্যায়, শব্দ্রা সেন, জহর রায়, নবাবীপ, হুসা, নীতীশ মুখোপাধ্যায় এবং বোম্বাইয়ের উত্তি তারকাশ্রম অন্যতম সর্গী চট্টোপাধ্যায় ও হেলেনকে নিয়ে ছবিটির ভূমিকাসিপি গঠিত হয়েছে। সংগীত পরিচালনা করেছেন ডি বালসারা।

অথাক পৃথিবী গোত্রম চিত্রের প্রথম প্রেসি। অভিনেতা-তরুণকুমার ও আলোক-চিত্রাঙ্গী বিশু চক্রবর্তী-ও এটি প্রথম প্রলাস চিত্র-প্রযোজক ও পরিচালক হিসেবে। এদের নতুন প্রচেষ্টা কতখানি সার্থক হয়েছে তার পরিচয় ছবিটির সমালোচনায় অমরা দিয়েছি। বিষয়ক ভট্টাচার্য রচিত কাহিনীতে এই চিত্ররূপে বারি অভিনয় করেছেন, তারিফ-পুরুষাঙ্গে আছেন উত্তমকুমার, সর্গী চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, অজিত বসু, মল্লিকা, তুলসী চক্রবর্তী, অগাধা

দেবী, বীরেশ্বর সেন, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, শ্রীমান টংকই ও তরুণকুমার। অমল মুখোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার। এক্ষেত্রে এরও এই প্রথম পরিক্ষণ।

হিন্দী ছবি দুটির মধ্যে 'স্কুল মাস্টার' মস্তান্তর পাশ্চাত্য পিকচারের নবতম নিবেদন। যে কানাডী ছবিটি সর্বভারতীয় বিচারে তৃতীয় স্থান অধিকার করে এই বছর বাঙালী পুরস্কার পেয়েছে, তারই হিন্দী সংস্করণ এটি। বি এর পাখালু একাধার এর প্রযোজক, পরিচালক ও নায়ক। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাজমা, বি সরোজা দেবী, শকিলা, কামিনী কাম, লীলা পাওয়ার, অচলা সচদেব, করণ দেওয়ান, জওহর কাউল, রাধাকিষণ, উল্লাস, ডেভিড, রাজা গোসাতি, শিবাজী গণেশ প্রমুখ পশ্চিম ও সিকিণ ভারতের বাঙা-বাঙা শিল্পীরা। ছোটদের দ্বারা অভিনীত রানায় নৃত্যনাট্য—যা গোলককারে রঞ্জিত—এই ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ। বনহাট দেখাই এতে সুব্যোজনা করেছেন।

অপর হিন্দী ছবির নাম—'চাচা কিল্লাবদ'। এটি লাইট এন্ড সোন্ডের নিবেদন। কিশোরকুমার ও অনিতা গুহ এর নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন জগদীশ্বর, মানোম, টুনটুন, অনুপ-কুমার, ভগবন ও এম প্রকাশ। শ্রেষ্ঠ ছবি প্রযোজনা ও পরিচালনার সন্নিহিত বহন করেছেন। রাজসুন্দর রচিত গীত ও মদন মোহনের সুরাযোজনার ছবিটি সমৃদ্ধ।

এস সি ফিল্মসের 'জীবিকার আঁত' 'অশু' নৃষির প্রতীক রচনা। যোবনের যে প্রেম মিলন পরিণতি লাভ করল না, তারে ক্রোধ করে এর কাহিনী। মায়ের বিরুদ্ধে হল অন্য একজনের সংগে, তাকেটি ডক্টর পাশ করে নিজেকে নিয়োজিত করল পাতের সেনার। পরস্পরের কাছে তারা বহন সন্নিহিত হস্ত, তখন তাদের দেখা হল তাদের। এমনি এক নাটকীয় পরিস্থিতির মাধ্যমে প্রেম ও বিবাহের একটি হুমুসপর্শ কাহিনী রূপ নিয়েছে। প্রচেষ্টাশ অভিনয় করেছেন রাজা গঙ্গালী ও মিলসকুমার। তাঁদের সাথে আছেন ছবি বিশ্বাস, রাধামোহন ভট্টাচার্য, অমল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, অতনুকুমার, শ্রীমান তরুণ প্রভৃতি। রচনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে তপন সিংহের। সুরসৃষ্টির সন্নিহিত বহন করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'বাতের মত' আগমন—ও মুক্তি-প্রতীকিত ছবিগুলির অন্যতম। এর মধ্যে যে হাস্যরসের প্রধানা তা এর নামেই প্রকাশ। ভূমিকাসিপিও কৃতী শিল্পী-বৈ মেলা। তাদের মধ্যে ভানু বন্দো-

পাধ্যায়, জহর রায়, হবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী, অজিত চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, বাসবী নন্দী, শিত্রা সাহা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 'মিলাফ্রেন্স' (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডে পতাকাভাসে ছবিটি তোলা হয়েছে।

এম সি প্রোডাকসন্সের পর্বতী আকর্ষণ 'কৃতক'—এর চিত্রগ্রহণও শেষ হয়েছে। এক সম্মতপূর্ণ জীবনের অপূর্ণ অলেখা এক্ষেত্রে উত্তমকুমার এর প্রধান চরিত্র। সর্গী চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, গঙ্গাপদ বসু এবং তুলসী চক্রবর্তী এ ছবিতেও তাঁর সহশিল্পী। 'কৃতক' পরিচালনা করেছেন অগ্রদূত পরিচালকবৃন্দ। সমারেশ বসু—এর লেখক এবং হেমন্তকুমার এতে সুরসৃষ্টি করেছেন।

মিলালয় হইতে প্রকাশিত

অ ব ধু তে র

বিশ্বায়ক রচনা আতাই পড়ুন

শুভায় ভবতু

• পাচ টাকা •

দুরি বৌদি

• চার টাকা •

(সি ৯৯৭০১২)

এলিট

প্রচার

৫, ৬ ও ৮ কার্তিক ১৩৬৬

নারীচরিত্র বিশেষজ্ঞ এক পুরুষকে কিতাব বিভিন্ন পরিবেশে সুন্দরী স্ত্রীর কাছে স্ত্রী-চরিত্রের প্রশংসা-রচনা শিখতে হয়েছিল তারই অপূর্ণ রচনা কাহিনী।



নির্মিত এলিট ছবি দেখুন ।।।

সাধারণপাঠের সম্মান

ভেনিসের জুল লন্ডনে সংশ্লিষ্ট হস্ত এতদিনে। লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে সাধারণত সেই সব ছবি দেখান হয় যেগুলি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেছে। কিন্তু 'সত্যজিৎ রায়ের "অপূর সংসার"-এর বেলায় তার বাস্তবিক ঘটনা। ভেনিসে প্রত্যাখ্যাত হয়েও, ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের বিশেষ আমন্ত্রণে ছবিটি লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবার গৌরব লাভ করেছে। শব্দ, তাই নয়, উৎসবের শেষ অনুষ্ঠানে "অপূর সংসার"কে দেওয়া হয়েছে সাদারল্যান্ড ট্রফি—উদ্যোক্তাদের শ্রেষ্ঠ সম্মান।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতামূলকভাবে কোন পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা নেই। সাদারল্যান্ড ট্রফি দিয়েছেন ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট, লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবের যারা অন্যতম উদ্যোক্তা। "অপূর সংসার"-এর গৃহ বিচারের ক্ষেত্রে উক্ত উৎসবের পরিধির বাইরে প্রসারিত। তাই ছবিটিকে পুরস্কৃত করা হয়েছে "গত ব্যারো মাসে ন্যাশানাল ফিল্ম থিয়েটারের ইংরেজ দর্শকদের সামনে সর্বপ্রথম প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক ও ডার-সমৃদ্ধ ছবি" হিসেবে।

"অপূর সংসার" ওখানকার দর্শক-সাধারণের আগ্রহ কি পরিমাণে আকর্ষণ করছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় এর পর পর তিনটি নৈশ প্রদর্শনীর ব্যবস্থায়। উৎসবে সাধারণত একটি প্রদর্শনীরই ব্যবস্থা থাকে প্রতিটি ছবির জন্য।

"অপূর সংসার"-এর এই সম্মানে ভারতীয় ছবির অনুরাগী মাত্রই গৌরব বোধ করবেন।

সাদারল্যান্ড ট্রফি ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পক্ষপাতি ক্রিউক অফ সাদারল্যান্ড কর্তৃক প্রস্তুত। রূপোর উপর সেরাফ বেনির কারুকর্মযুক্ত এই ট্রফিটি গত বছর পার জাপানী ছবি "বি টোকিও স্টোরি।"

মজার পরিবেশিত 'ভুলসংগ'

গত রবিবার রবীন্দ্রনাথের রচনা অবলম্বনে একটি অভিনয় নতানটোর প্রদর্শন দেখা গেল। নতানটোর নাম 'ভুলসংগ'; উপস্থাপন করেন 'মজার' শিল্পীগোষ্ঠী। রবীন্দ্রনাথের লিপিকার অংশগত একটি কাহিনী ছবিটির ভুলেছেন। তা হল এইঃ রমণী অকারণে মাধ্য মানব আপনাকে জানার তা-সম্মুখ পেয়ে পরম আনন্দের অধিকারী হতে পারে, কন্মের বাধাধরা গাঁড়র

মধ্যে সৈ-সুখ তার মেলে না। নৃত্য আর রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে কাহিনী ও তার বক্তব্য শিশুপীরা পরিস্ফুট করতে প্রয়াস পেয়েছেন। নৃত্য পরিকল্পনার কৃতিত্ব রবি দত্তর। প্রধান দুটি ভূমিকায় শ্রীমতী দত্ত ও কুসুমিকা বাগচী অংশ গ্রহণ করেন। গান-



সরকার প্রোডাকশনের নতুন ছবি "নতুন ফদল"-এর বিশিষ্ট চিত্র রসময়ের ভূমিকায় বিখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী

গান পরিচালন করেন দেবপ্রত বিন্দাস, দিয়েছেন মনোপাখ্যার, ধীরেন বন্দু, পূর্ববর্তী মনোপাখ্যার, পরবর্তী সরকার প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেন শিবজেন মনোপাখ্যার। নেপথ্য থেকে কাহিনীর সূত্রবন্ধের কাজ করেন সুবোধ বন্দু, সুকুমার দাস ও মীরা মিত্র।

চিঠিপত্র

"হেড মাস্টার" প্রসঙ্গে"

স্বামী,

"হেড মাস্টার" দেখে এলাম। জানি না, পরিচালক অগ্রগামী কে বা কাদের নিয়ে গঠিত। তবে তাঁদের সূক্ষ্ম শিল্প-রস-বোধের পরিচয় পাওয়া যায় এই ছবিটিতে। আশা করা যায়, তারা বাংলা চিত্রজগতে অনেক কিছু দিতে পারবেন।

দৃশ্যভঙ্গর কথা এই যে, সরকার যদি এই ধরনের উচ্চ শিল্পবোধ-সম্পন্ন প্রযোজক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য না করেন, তবে ভবিষ্যতে এরা হয়তো বাৎসরিক সাফল্যের সোভে অন্য ধরনের ছবি করবার দিকে কানবেন।

হেড মাস্টার"-এর একটি-দুটির উল্লেখ করব এখানে। আর পাঁচটা ছবির মত এ চিত্রেও আবহ সংগীতের সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় নি। আবহ সংগীতের কাজ ছবির ভাব পরিস্ফুটন সহায়তা করা। তাকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যে দর্শক যেন বৃত্তান্ত না পায় কখন আবহ সংগীত সুবৃহৎ এবং কখন হাল শেষ। তবেই তার সাধকতা। অধিকাংশ ছবিতেই দেখা যায় যে আবহ সংগীতের উৎকর্ষ প্রয়োগ না হওয়ায় প্রায়শঃ অভাব ভাবের জার দর্শকদের মনে সাধকতাব ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারে না। এবিষয়ে সংগীত পরিচালকদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ইতি—

শ্রীসঞ্জয়কুমার সেন,
কলিকাতা-৪০

আপাতকর ইংগিত

মহাশয়,

স্বাধীন দেশজনের পরিচালিত "অপূর সংসার" দেখা গেল। একটি ছবির আশা-আকাংক্ষা, আত্মশ্রমে লাভ কল্যাণে সিনেমা অনেক সাহায্য করে নাই কিন্তু সেই সাহায্য আশা-আকাংক্ষা চির যে কখনই সিনেমা সংলাপের দ্বারা ধরা দৃশ্যের মাঝে না—পরিচালকের সিনেমা চলচ্চিত্র এই ধরনের আগেও পরিচালকমশাই সেটা ধরতে পারেন নি।

ছবিটির সমর্থক কাহিনী নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ শব্দ, দুটি সিনেমার উল্লেখ করলে চলে এই লেখা যে ছবিটি বিশেষ প্রদর্শিত এবং আশঙ্ক্য, পুরস্কৃতও।

মাসা চাকরি খুলতে রেবিন্স দূরজন বড়কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। তাহলেই একজন সরকারী অফিসের প্রতিনিধি হয়ে একজন ভরমহিসার প্রতি অধিবাসা রকম যে সব অভাব মনসরা প্রয়োগ করলেন, আর শিল্পিতা "অপূর সংসার" হাস্যকর নিয়ে বিনা প্রতিবাদে যেভাবে সেই দুর্বাসার ও কুৎসিত মনসরাগলো হজম করানো হল তাতে পরিচালক মশাই সস্তা হাততালির সোভে যুগপৎ ভারত সরকার ও ভারতের গণসম্মানবাহকে বিশেষের ধোলায় লুটিয়ে সেননি কি?

আর পরিচালকের মাসার ঘৃণে নিয়ে বলিয়ে তিনি কি এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন—ভারতের মহিলারা লীলা অধিবাস চাকরি করেন, তারা সেটা তাঁদের বেহের (বিক্রমণ মহিলা বোধের) বিনিময়েই করে থাকেন? ইতি—

স্বাধীন বোধ,

কলিকাতা-৩২

সংগার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার উপর যবনিকা পড়েছে এবং গতবারের বিজয়ী বাংলা দল ফাইনালে বোম্বাইকে ০-১ গোলে হারিয়ে দিয়ে এবারও 'সেন্টার ট্রফি' লাভ করেছে। বাংলাকে শব্দে গতবারের বিজয়ী বললে জাতীয় ফুটবলে বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পর্কে বলার অনেক কিছুই বাকী থাকে। জাতীয় ফুটবলের ১৬ বারের অনুষ্ঠানের মধ্যে এবার নিয়ে বাংলা দল ১০ বার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে বললে ভারতীয় ফুটবলে বাংলার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় মেলে। এ ছাড়া, তিনবার রানাসের পুরস্কার লাভও শ্রেষ্ঠত্বের আংশিক পরিচায়ক।

বাই হোক, ফাইনালে বাংলায় খেলাযোড়রা উন্নত ক্রীড়ানুশীলনের পরিচয় দিয়েই বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। তবে ০-১ গোলে হার স্বীকার করলেও বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়রা খারাপ খেলেননি, একথা বলা যায় না। বাংলার সংগ তীব্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই তারা হার স্বীকার করেছে এবং জাতীয় ফুটবলের ফাইনালের ক্রীড়ামন হারাতে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ি অনুরূপ। হলেই লা না কেন? ভারতীয় ফুটবলে অশ্রু রাজ্য সং প্রতি ঘণ্টে সুনাম অর্জন করলেও বাংলাদেশে পবিত্র বোম্বাইয়ের স্থান। বাংলা দল ১০ বার জাতীয় ফুটবলের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে বোম্বাই দল ১০ বার এবং ৫ বার ফাইনালে হেরেছে। অশ্রু একবার ছাড়া বোম্বাই দলের পুরস্কার 'সেন্টার ট্রফি' হার পুনরিত পাবেনি। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, সর্বশেষ বিজয়ী ফাইনালে বোম্বাই ও বাংলার এটা মিল চকুর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এর আগেও তিনবার বাংলার কাছে বোম্বাইকে হার স্বীকার করতে হয়েছে, এবারও হার স্বীকার করতে হল।

জাতীয় ফুটবলের দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আগের সংস্করণের 'সেন্টার' পাতায় করা হয়েছে। এবার সেমি-ফাইনাল ও ফাইনালের আলোচনা করছি।

বোম্বাই (২) অশ্রু (০)
(ডেভিরিক ডিস্‌জা ও ডিসা)

দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলার দ্বিতীয় গ্রুপের চার্মপিয়ান বোম্বাই ও প্রথম গ্রুপের রানাস দলের মধ্যে প্রথম সেমি-ফাইনাল খেলায় বোম্বাই যোগ্য দল হিসাবেই শক্তি-শালী অশ্রু দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। বিরতির আগেই একে একে দুটি গোল করে বোম্বাই বিজয়ের পথ সুগম করে রাখে। দ্বিতীয়ার্ধে অশ্রু দলের খেলায় যথেষ্টই উন্নতি দেখা গিয়েছিল এবং এক সময়ে মনে হচ্ছিল,



একলব্য

অশ্রুর খেলোয়াড়রা বাকি দুটি গোলও শোধ করে দেবে। কিন্তু বোম্বাই রক্ষণ-ভাগের অনমনীয় দৃঢ়তার জন্য অশ্রু দলের পক্ষে কোন গোল করা সম্ভব হয়নি। বিজয়ী দলের ব্যাক লাইফ এবং স্টপার শেখর অশ্রু দলের সুনিয়ন্ত্রিত আক্রমণধারা বার বার ব্যর্থ করে দেন। এ ছাড়া, দুই ইন খেলোয়াড় চালস এবং জাফরও দ্বিতীয়ার্ধে পিছনে পড়ে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন।

অশ্রু দলের পরাজয়ের মূলে কিছুটা দ্রুতদুর্ভ ছিল না, একথা বলা যায় না।

কারণ সূচনার সেন্টার ফরোয়ার্ড গুলজারের একটি দর্শনীয় হেড ক্রসবারের মধ্যভাগে লেগে ফিরে আসায় অশ্রু দল একটি নিশ্চিত গোলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয়ার্ধে প্রাধান্য বিস্তার করে খেলেও কোন গোল করতে পারে না। তবে বলব, বোম্বাইয়ের জরলাভ ক্রীড়াধারার সংগতি-সূচক ফলাফল। কারণ প্রথমার্ধে তারাও কম আক্রমণ করেনি এবং আক্রমণের ফসলও তুলে নিয়েছে। তাছাড়া, দ্বিতীয়ার্ধে অশ্রুর আক্রমণের মধ্যেও বোম্বাই রক্ষণভাগের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা বেশী করে চোখে পড়েছে। বোম্বাইয়ের পক্ষে প্রথম গোল করেন সেন্টার ফরোয়ার্ড ডেরিক ডিস্‌জা প্রথমার্ধের পনেরো মিনিটের সময়। তিন মিনিট পরে রাইট আউট ডিসা প্রায় একক কৃতিত্বে দ্বিতীয় গোলটি করেন।

বাংলা (২) সার্ভিসেস (১)
(পি কে বানার্জি প্রেরণ বাহাদুর)

ও বামোদরন)
জাতীয় ফুটবলের দ্বিতীয় সেমি-



জাতীয় ফুটবলের বিজয়ী পুরস্কার 'সেন্টার ট্রফি' হাতে বাঙলার অধিনায়ক পি কে বানার্জি। সামনের দিকে দাঁড়িয়ে রানবাহাদুর, চুপী গোশ্বামী ও রহমান

জাতীয় ফুটবলের ফাইনাল খেলার
আগে সেমি-ফাইনালের পরাজিত দু'টি
দলের মধ্যে একটি বিশেষ খেলার ব্যবস্থা
আছে। এ খেলার বিজয়ী সম্প্রদায়ী কাপের
অধিকারী হয়। এবারকার বিশেষ খেলার
সার্ভিসেস দল ১-০ গোলে 'অম্বাক'
পরাজিত করে সম্প্রদায়ী কাপ লাভ
করেছে। খেলা অক্টোবর ১৭র শ্বিত্যায়
মিনিটেই। কাজিম। এই বিজয়চক
গোলটি করেন। অম্বাকের খাতনাম।
ফরমভার পরে আত্মঘাত উপর আত্মঘাত
চালিয়ে নেগালি শোখ। পরের না।
বংশীর ডাল শটই-তদির লকভ্রয় পরে।
বাম্পলা (৩) বাম্পাই (১)
(বলরাম, পি কে ধানিকি) (ক্রোফর

ও চন্দ্রশেখর—নিষ্ঠা গোড়া ॥

আগেই বলেছি ক্রাইনাল খেজার বোম্বাই
দল ৩-১ গোলে হার স্বীকার করলেও
বাংলা ও বোম্বাইয়ের ক্রাইনাল খেলা
হয়েছে শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ
খেলাইই অনুরূপ। সঁতাই দুই দল চমককার
ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে এবং খেলার
জলকলয় হারভিত্তের প্রশ্ন গৌন হয়ে
গিয়েছে। অবশ্য তুলনামূলক বিচারে
বাংলাহার কিছটা প্রাধান্য ছিল, একথা
অনসন্দেহীয়। বাংলাহার পুরোধারা বলরাম,
মুনী গোঙ্গবাম্বী, দামোদরান ও পি কে
ব্যানাজির অনবদ্য ক্রীড়াধারা অগণিত
দর্শককে বিপুল আনন্দ দেয়। 'বশেষ কার
বলরামের চাতুর্যপূর্ণ ড্রিভিং দর্শকের
আশীর খোরাক হয়। মধ্যভাগ জাবানল
সিং ও রামা লাহাদুরও দর্শকদের উজ্জ্বল
প্রশংসা অর্জন করেন। বোম্বাইয়ের প্রশংসা
পান অধিনায়ক লতিফ জাফর ও ফ্রাংকো।
সেতার ফেরায়জি নেভিল ডিসুজা মদ
খলনলি।

খেলা আরম্ভের পর এক মিনিট অর্থাৎ ঘণ্টা হতে না হতে বোম্বাইয়ের রাইট ইন জার্কর অতর্কিতে একটি গোল করে বসেন। তাঁর মাটিঘোঁসা শট, গোলকিপার এস শেঠের হাতের উপর দিয়ে গোলে প্রবেশ করে। কিন্তু এই বিপর্যয় বাৎসল্য খেলার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের মধ্যে খেলা চলেতে থাকে। ৩১ মিনিটের সময় পি.কে. গ্যোমার্কির দর্শনীর সেন্টারে আরও দর্শনীরভাবে হেড করে বলরাম গোলসিট শাধি করে দেন। এর পর সম্মিলিত আক্রমণধারা থেকে বল পেরে পি.কে. গ্যোমার্কি আর একটি গোল করলে বাৎসল্য দল বিশ্রাম সময়ে ২-১ গোলে এগিয়ে আসে।

থেকার শেষে আসামের নতুন রাজাপাস
জেনারেল শ্রীনাগেশ বিজয়ী ও বিজিতের
পুরস্কার বিতরণ করেন। রাজাপাসের
কার্যভার গ্রহণের পর এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে
সর্বপ্রথম শ্রীনাগেশ সাধারণের সামনে
উপস্থিত হন।

জাতীয় ফুটবলে আগ যারা বিজয়ী ও
 বানান্দ হকিমজাদ তাদেব নাম :-

সাল	বিভাগ	বানান
১৯৪১	বাংলা	ঢিল
১৯৪৫	ঢিল	বাংলা
১৯৪৬	বাংলা	বোম্বাই
১৯৪৬	মহাশূর	বাংলা
১৯৪৭	বাংলা	বোম্বাই
১৯৪৯	বাংলা	হায়দরাবাদ
১৯৫০	বাংলা	হায়দরাবাদ
১৯৫১	বাংলা	বোম্বাই
১৯৫২	মহাশূর	বাংলা
১৯৫৩	বাংলা	মহাশূর
১৯৫৫	বোম্বাই	সর্ভভারত
১৯৫৫	বাংলা	মহাশূর
১৯৫৬	হায়দরাবাদ	বোম্বাই
১৯৫৭	হায়দরাবাদ	বোম্বাই
১৯৫৮	বাংলা	সর্ভভারত

জাতীয় ফুটবলের ফাইনাল খেলা শেষ হবার পর ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচক সমিতি ৩০ জন খেলোয়াড় নিয়ে এশিয়ান কাপের জন্য প্রাথমিকভাৱে ভারতের দল গঠন করেছেন। নির্বাচিত খেলোয়াড়দের জন্য বোম্বাইতে ১৭ দিনব্যাপী এক শিক্ষা-শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ১৯ই নভেম্বর থেকে কোচ শ্রী হর্নাঙ্গর তত্ত্বাবধানে এই শিক্ষাশিবির পরিচালিত হবে। তারপর ২৮শে নভেম্বর চূড়ান্তভাবে এশিয়ান কাপের জন্য ভারতের দল গঠন করা হবে।

ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ থেকে এন-কুল্যামে এশিয়ান কাপের খেলা আরম্ভের কথা। কিন্তু যোগদানকারী ছয়টি দেশ—ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, ইস্রাইল, ইরান ও আফগানিস্থানের মধ্যে আফগানিস্থান ও ইস্রাইল এশিয়ান কাপের খেলার এখন যোগ দিতে অনিচ্ছুক। তাদের অবস্থা খেলোয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আবার তারা যোগ না

দিলে পাট্টা লীগ খেলার নিয়মে লীগ প্রথমে এশিয়ান কাপের খেলা পরিচালনার কথা উঠেছে। বাই হোক এশিয়ান কাপে ভারতের দল শক্তিশালী হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, সেখানে ১৯৬৬ সনে খেলোয়াড় নিয়ে দল গড়া হবে সেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক খেলোয়াড়কে মনোনীত করার কি সাধ্যকতা আছে? জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলার সমন্বয় ত বিভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড়দের গণগণ্য প্রত্যক্ষ করা গেছে। নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরাও এই খেলার সমন্বয় নগণ্য উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং কাদের নিয়ে দল গড়া হবে তার একটি ছকও তারা না আঁকছেন এমন নয়। ফুটবল মনস্ক্রমে শেষে এক গাদা খেলোয়াড়ের এ ধরনের শিক্ষাশিক্ষার কোন ফল হবে কি? তার চেয়ে পাকাপাকিভাৱে ভারতের দল গঠিত সেই দলের যদি ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে একটা সময়ের বাসস্থান করা হয় কিংবা একটা কেন্দ্রে কয়েকটি প্রশিক্ষণী খেলার বাসস্থান করা হয় তবে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা সময়ের সমন্বয় গড়ে উঠবে। এশিয়ান কাপে ভারতের ভরসারও ভাঙ্গা হবে। অর্থাৎ এশিয়ান কাপের জন্যই দল নির্বাচকদের জন্যও ভারতের দল গড়াই হবে। যদিও প্রত্যক্ষনির্বাচন প্রতিযোগিতার পদ্ধতি খেলার মনস্ক্রমে স্থায়ী হলেও অসমীয়াদের করত অসমীয়াদের জাত প্রত্যাশাশীলদের সংগে বেলায়ে থাকবে না। কিন্তু হাকচাক নির্বাচকদের এশিয়ান কাপের খেলার প্রতিযোগিতার শিরশালা দলের সমন্বয় নিয়ে হলে এবং সেই খেলার সময়সীমার উপরই নির্ভর করবে তখন নির্বাচকদের ভারতীয় দলটির দলকে মনস্ক্রমে নির্বাচকদের সমন্বয় পূর্ণ। কই দল হয়, কই দল হলে এবং দল গড়া দল না গড়া এমন খেলার পাকাপাকিভাৱে এশিয়ান কাপ ও অসমীয়াদের জন্য ভারতের দল গড়া উচিত। তারপর সে দলের শিক্ষা বাস্তবায়িত করে তীব্র অনুশীলনই হলে সব কিছুইই বাস্তব করা সম্ভব পাবে।

রাগধন স্যাকসের সুইস এমসানির মনস্ক্রমে পরিচালনা পরিচালনা কাদের সাধারণ প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর জাতীয় সাভারের জন্য বাঙালার দল গঠন করা হয়েছে। নবম্বরের ১২ তারিখ থেকে বোম্বাইতে জাতীয় সাভার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবার কথা। জাতীয় সাভার প্রতিযোগিতার কথা শুনে ঘুরে আসছি—তার আগে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

আজাদী-ইন্দ্র বাগে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের তিনদিনব্যাপী সাভার উৎসবে এগারো স্বর্ণপদক ১০টি বিজয়ী নতুন রাখা

রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সিনিয়র বিভাগে দুটি মেয়েদের বিভাগে পাঁচটি, ইন্টারমিডিয়েট বিভাগে দুটি আর জুনিয়র বিভাগে একটি।

যদিও মেয়েদের বিভাগে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সাভারপারিসী কুমারী সখ্যা চন্দ্রের নবপ্রতিষ্ঠিত ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকের এবং ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলের রেকর্ড ভারতীয় রেকর্ডের চেয়ে অনেকখানি উন্নত হলেও বৈশিষ্ট্য জাতীয় সাভারের অনুষ্ঠান ছাড়া কোন জাতীয় রেকর্ড অনুমোদনের বিধান নেই সেইহেতু সখ্যা চন্দ্রের নতুন



সাভারপারিসী কুমারী সখ্যা চন্দ্র

ভারতীয় রেকর্ডও স্বীকার করা হয় নি। ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক ও ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলের রেকর্ড জাভা কুমারী সখ্যা চন্দ্রের ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলেও নতুন রেকর্ড করেছেন। ফলে লক্ষ্য পূরণ হল এবং সখ্যা চন্দ্রা চারটি বিজয়ের অধিকারী হয়েছেন।

এ ছাড়া মেয়েদের ৪৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল বিভাগে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের নতুন রাজ্য রেকর্ডের স্বামী ত্রীচন্দ্র রাজার নতুন রাজ্য রেকর্ডের স্বামী ত্রীচন্দ্র রাজার ভারতীয় রেকর্ডের স্বামী ত্রীচন্দ্র রাজার ০.৪ সেকেন্ডের বেশি ৪৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের নতুন রাজ্য রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করি উল্লেখযোগ্য। মেয়ের উপর বাঙালার সাভার-মান দিম্বা সিন এগিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এক দম্বর ভারতীয় সাভার বাঙালারই প্রেরণ

ছিল; কিন্তু বোম্বাই ও সাভার দলের সাভারদের কাছে সে প্রধান খবর হয়ে যায়। বাঙালার সাভারদের মধ্যে সম্প্রতি যে উৎসাহ-উৎসাহী মনোবল আছে, তাতে অল্পদিনের মধ্যে ভারতীয় সাভার বাঙালার শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হবে, এ আশা অমূলক নয়।

মেয়েদের সাভারে অবশ্য বাঙালার এখনই ভারতের পুরোভাগে। গতবার সিলিটে জাতীয় সাভার প্রতিযোগিতায় বাঙালার মেয়েরাই দলগত চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারী হয়েছিল। কুমারী সখ্যা চন্দ্র ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাঙালার মেয়েদের ফ্রি টীম করেছিল ৪৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে নতুন জাতীয় রেকর্ড। এ ছাড়া ১০০ মিটার ব্যাক সাভারে কুমারী সখ্যা চন্দ্র গৃহসাক্ষরতা এবং ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে কুমারী কল্যাণী বসু প্রথম স্থানের অধিকারী হয়েছিলেন।

গতবারের জাতীয় সাভারে পুরুষদের ফলাফল আশাবাজক না হলেও ১০০ মিটার সাভারফ্রি স্ট্রোকে অরুণ সাভার নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠার কথা আর ওয়াটার পোস্টে বাঙালার জয়লাভের বিষয় বিশেষভাবেই উল্লেখ করার দরকার। এবার অসমীয়াদের জন্য অরুণ সাভার বাঙালার দলে নেওয়া হানি। তবে ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে কল্যাণী বসুর নতুন রেকর্ড করার খুবই সম্ভাবনা আছে।

আর-পূর্ব সাভার ও ওয়াটার-পোস্ট খেলোয়াড়দের নিয়ে মোট ২০ জন একটি দল এবার জাতীয় সাভারে বাঙালার প্রতিনিধিত্ব করছে। অল্প সাভারে পণ্ডিত হবার মা বলে বাটারফ্রি স্ট্রোকে বাঙালার কোন প্রতিদ্বন্দ্বি নির্বাচিত করা হয়নি। ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে বাঙালার দল অনেক নীচুতে এই জন্য ও বিজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বি বিন গেছেন। আর বাস গেছেন ডাইভিংয়ের প্রতিদ্বন্দ্বি কামিত সাহা। ফলস্বরূপ চারটি ছাত্র কামিত সাহা তার ডাইভিংয়ের শিক্ষাগুরু আশু দত্তকে পরাজিত করে বাঙালার ডাইভিংয়ে এবার প্রথম স্থান অধিকার করেছে। অনেকই মনে করেন কামিত সাহা তার ডাইভিংয়ের প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে বোম্বাইয়ের পাঠান উচিত ছিল। কিন্তু বাঙালার সাভারের কামিত সাহা মনে করেন এটা অল্প বয়সে কামিত সাহা জাতীয় সাভারে পাঠানোর অর্থ তার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ করা। কথাটা মিথ্যা নয়। অশরলত বয়সে প্রতিদ্বন্দ্বিদের অধিকার পেলেন অনেকই উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যায়। একটা পাকা পোড় হয়েই বহুতর কেন্দ্রে প্রতিযোগিতা করা উচিত।

দেশী সংবাদ

২৬শে অক্টোবর—ভারতের দারিদ্রশীল মহল এমন করে কষ্ট পড়েছে যে প্রথম সংগ্রহ করতে সমর্থ হইয়াছেন বাহার দ্বারা বোঝা গিয়াছে, হিমালয়ের কোলে অবস্থিত রাজ্যসমূহের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্যই কম্যুনিষ্ট চীন ভারত-সীমান্তে হামলা করিতেছে।

নবেম্বর মাসের প্রথম হইতে দণ্ডকারণে উদ্ভাসিত প্রেরণ শব্দ হইবে বলিয়া জানা যায়। প্রথম পর্বতে নবেম্বর এবং ডিসেম্বর এই দুই মাসে একদিন অন্তর চল্লিশটি করিয়া শিবির-বাদী উদ্ভাসিত পরিবারকে দণ্ডকারণে পুনর্বাসনের জন্য পাঠাইবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

২৭শে অক্টোবর—২১শে অক্টোবরের ঘটনায় চীনের দ্বারা বাদী দশজন ভারতীয় পুলিশকে প্রতাপনের জন্য একটি তারিখ ও পূর্ব লাজকে একটি স্থান নির্বাচন করিতে ভারত সরকার চীন সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।

সাম্প্রতিক বন্ডার বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গের সেন্ট বাস্কা ও বর্ধা মেয়ামতকম্পে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চলতি আর্থিক রংসরে অতিরিক্ত ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

২৮শে অক্টোবর—সরকারী মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, চীনারা তিব্বত হইতে নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণ করিয়াছে। সড়কটি ভারত সীমান্তের নিকট দিয়া সিম্রিম ঘোঁষিয়া গিয়াছে। উহা দিয়া তিন টন ট্রাক চলাচল করিতে পারে।

দণ্ডকারণ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পদস্থ কর্ম-চারীদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধের ফলে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং দণ্ডকারণা পলিকমন্ডার কাকর্ম প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

একটি সংবাদ প্রকাশ, বিহার সরকার কিছু-কাল ব্যবত পুটিয়া মোজার গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কর আদায় করিতেছেন। পুটিয়া মোজা পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমার গোয়ালপুকুর থানার অন্তর্গত।

২৯শে অক্টোবর—গত ২৮শে অক্টোবর রাত্রি আনুমানিক সাড়ে ১০টার সময় হাবড়ার বয়েজ হোমের পাট শত ছাত্রের মধ্যে এক খণ্ডবৃদ্ধ চলে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই খণ্ডবৃদ্ধের ফলে হোমের বহু ছাত্র আহত হয় এবং ১২ জনকে হাবড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রকাশ, গত বৎসরের দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রদের মধ্যে এই বিকোভের সৃষ্টি হয়।

ডাক ও তাব বিভাগ জানাইয়াছেন যে, একটি বোতার লাইসেন্স একই গৃহে একাধিক বোতার সেট রাখা চলিবে। তবে প্রত্যেক অতিরিক্ত সেটের জন্য বৎসরে তিন টাকা করিয়া ফি দিতে হইবে। ১৯৬০ সালে এবং তৎপরে যে সকল লাইসেন্স দেওয়া হইবে সেগুলি এই সুবিধা পাইবে।

৩০শে অক্টোবর—আল ইমাময়ে উপদেশক কমিটির এক বৈঠকে কমিটির সমস্যাগুলি সকল পর্বতে ট্রায় ভাড়া এক নয়া পরসা বন্ধির প্রস্তাবে একমত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায়।



তবে ঐ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও গৃহীত হয় নাই।

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্ভূত তথ্যভিত্তক মহল হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, তিব্বতের পথে হিয়াং সি তুঙ নামক জনৈক চীনা গুপ্তচরের নেতৃত্বে একদল চীনা নাগরিক ভারতে গত দুই মাসাধিককাল পূর্ব অনুপ্রবেশ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কেরল রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে এবং দিল্লিতে বসবাসকারী চীনাদের সহিত অবস্থান করিতেছে।

৩১শে অক্টোবর—ভারত সরকার সেনাবাহিনী নিয়োগ করিয়া লাড়ক সীমান্ত বরাবর পরীক্ষা ঘাটি নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সেন্ট্রাল রিসার্চ পুলিশ এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর অধীনে যে সমস্ত পরীক্ষা ঘাটি এখন আত্ম সেগুলির পরিষ্কার সেনা-বাহিনী গ্রহণ করিবে।

১লা নবেম্বর—ভাষার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও মিজোরাম পুনর্গঠনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদের দক্ষিণ কলিকাতা শাখার উদ্যোগে অদা দাবি দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সভাপতিত্বকালে কলিকাতার মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, ঘন-বসতিপূর্ণ ও উৎসাহিত অধিবাসিত পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ভাষার ভিত্তিতে এই রাজ্যের পুনর্গঠন করা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই।

গত ২৭শে অক্টোবর সম্মান বিদ্রোহী নাগা-দের আক্রমণের ফলে তামেংলং থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সাব ইন্সপেক্টর শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, তিনজন কনস্টেবল খণ্ডজাতীয় এক ব্যক্তি এবং একজন কাডার নিহত হয়। ঐ ঘটনায় আর একজন কনস্টেবল গুরুতর আহত হয়।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে অক্টোবর—পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট জেনারেল মহম্মদ আয়ুব খান আজ 'মূল গণ-তান্ত্রিক বিধান' প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহাতে সমগ্র দেশের পাঁচটি দফার অংশত নির্বাচিত ও অংশত মনোনীত পরিষদ গঠনের বিধান দেওয়া হইয়াছে।

একজন চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞানীকে রসায়ন-বিদ্যার জন্য এবং দুইজন আমেরিকানকে (হোবার্টের মধ্যে একজন ইতালীয় বংশোদ্ভূত) পদার্থবিদ্যার ১৯৫৯ সালের নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে।

২৭শে অক্টোবর—বহুসংখ্যক তিব্বতী পশ্চিম-নেপালের খোজা ও সামাডু গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া বিশ্ববাস্যসূত্রে জানা গেল। এই তিব্বতীরা তাহাদের আত্মীয়স্বজনদের নিকট অবস্থান করিতেছে এবং নেপালের যে অংশে তাহারা বসবাস করে তাহা তিব্বতের অন্তর্গত—আত্মীয়দের দ্বারা তাহারা (তিব্বতীরা) স্বীকার করিয়া লইতে চাহিতেছে।

চন্দ্রপ্র অদ্ভুত দিকটি সমতল মরু-প্রান্তর—সেই দীর্ঘ প্রান্তরের মধ্যে ময়ূ-সমুদ্রপী একটি গভীর গর্ত রহিয়াছে। ইহা সমতল ভাবে করেটি ছোট পাহাড় ও সমুদ্র বা হ্রদপী কয়েকটি অগভীর গর্ত থাকিলে পরিদৃশ্যমান অংশের তুলনায় তাহা নিতান্তই বৈচিত্র্যহীন মনে হয়।

২৮শে অক্টোবর—প্রেসিডেন্ট আইসেন-হাওয়ার আজ তাহার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, তিনি এবং বুটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম-জার্মানীর নেতৃবর্গ এখন পাচাত্তা শীর্ষ সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত।

গতকাল রাতে চীনের উপকূলরক্ষা কামান-শ্রেণী হইতে কয়েকটি নৌপে ২২৭টি গোলা নিক্ষেপিত হয়। আজ ফরমোজা সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই খবর জানাইয়াছে।

২৯শে অক্টোবর—আজ 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদিত হইবার 'সম্ভাবনা' আছে বলিয়া লন্ডনস্থিত ওয়াকিংবাল কন্টেন্টিক মংল মনে করেন।

ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রামিস কুভ দ্য মারভিল আজ ফরাসী জাতীয় পরিষদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিশনের নিকট বলেন যে, ১৫ই ডিসেম্বর নাগাদ পার্লামেন্ট পশ্চিমী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

৩০শে অক্টোবর—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানাইতেছেন, সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক কেজিভেভ চন্দ্রের আলফানসো গিরি-মুখের মধ্যবর্তী অংশের বগাঙ্গী বা স্পেস্টোপ্রাক স্থানে সক্ষম হইয়াছেন।

৩১শে অক্টোবর—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিবোতা খ্রুশ্চেভ আজ মস্কোতে বলেন, ভারত-চীন সীমান্তের ঘটনাবলীর জন্য রাশিয়ার অংশত দায়িত্ব।

দুইটি কামার ভাড়া নিয়োগ থানডাপ আজ ওয়াশিংটনে এক ভোক্ত-সভায় তিব্বত চীনাদের সম্মতিক্রমে ঘাটি নির্মাণ সম্পর্কে বলেন যে, কিছুকাল আগে এক চীনা কম্যুনিষ্ট জেনারেল তাহার সৈন্যদের নিকট বলিয়াছেন—তাহাদের শব্দে ইচ্ছা হইবে মৃত্যু করিলেই চলিবে না—ভারতীয় জনগণকে মৃত্যু করার জন্য ভারতে অভিযান চালাইতে হইবে।

১লা নভেম্বর—পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মিঃ জাকির হোসেন গতকাল লাহোরের সাংবাদিকগণের নিকট বলেন, পাকিস্তানের স্বাধীন রাজধানী হইবে ঢাকা শহরে। সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উত্তম এবং রাজধানীর পক্ষে প্রয়োজনীয় বাড়িঘরও রহিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পরসা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, বাৎসরিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মহৎসংস্করণ : (১ সডাক) বার্ষিক—২২, বাৎসরিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পরসা।
মহৎসংস্করণ ও প্রকাশক : শ্রীরাধাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনন্স প্রেস ৬ সুতাবারিকন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টোলফোন : ২৩—২২৪৩। স্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

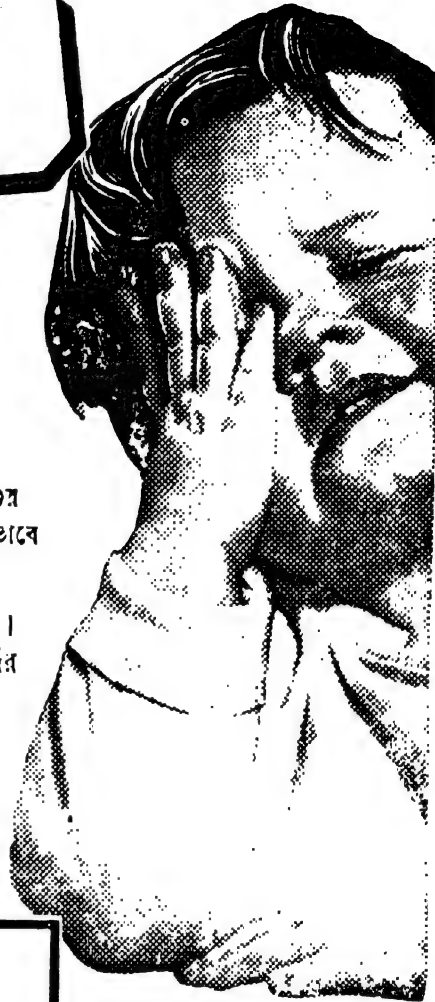
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বাধীন!

আপনার শিশুর আজকের সর্দি
কাল ফ্লু, ব্রঙ্কাইটিস কিম্বা
নিউমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে!

গুরুতর কোন রোগে পড়বার আগেই আপনার শিশুর
সর্দির যত্ননা চুর করুন। সর্দি নারাবার জন্য বিশেষভাবে
তৈরী এই শক্তিশালী ওষুধটি মালিশ করুন।

আপনার শিশুর স্বাস্থ্য মন্থকে অবহেলা করবেন না।
হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া কিম্বা গলা খুসখুস করা সর্দির
এই লক্ষণগুলো দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নাকে
গলায় ও পিঠে ভিকস্ ভেপোরাব মালিশ করুন।
ভারপা, আপনার শিশু যখন মাদারাত মরে শান্ত
হয়ে ঘুমাতে থাকবে, এই পরীক্ষিত ওষুধটি সর্দির
জটিলতা দূর করতে থাকবে। সকলের দেবদেব
তার মনটোনাগোড়ে ওষুধ আবার সুস্থ বোধ করছে।



ভিকস্ ভেপোরাব ২ ভাবে সর্দি সারায়।

১ এটি নাকের
মধ্য দিয়ে
কাজ করে।



২ এটি ঘুকের
মধ্য দিয়ে
কাজ করে।



ভিকস্ ভেপোরাব থেকে যে
শক্তিশালী ওষুধের বাষ্প বেরোয়
তা আপনার শিশু স্বাস্থ্যের সঙ্গে
গ্রহণ করে তার নাকের ও গলার
যন্ত্রণা দূর করতে পারে।

ভিকস্ ভেপোরাব আপনার শিশুর
বুক গরম রাখে ও তাকে আরাম
দেয়-দমবদ্ধতা ও যন্ত্রণা দূর করে।
আপনার শিশু তাড়াতাড়ি সুস্থ-
বোধ করে।

বড় নীলবর্ণের কোটা



নতুন
সবুজ টিন



ভিকস্ ভেপোরাব

বুকে, গলায় ও পিঠে মালিস করুন। সকলের পক্ষে উপকারী!

দেবতার কাছাকাছি...

পবিত্র-গরিষ্ঠর থাকটা ঠর কাছ প্রায়
ধর্মের সামিল। পূজার্নায় যাবার আগে
গোদরেজ স্যাণ্ডেল দিয়ে স্নান করা ঠর
নিতানৈমিত্তিক কৰ্ম। গোদরেজ স্যাণ্ডেল
ছাড়া অন্য কোন সাবানই উনি
ব্যবহার করেন না, কেননা ওটা নিচ্চিত-
ভাবে জ্ঞানব চৰ্কা থেকে মুক্ত।

কোনলকারক ভেজিটেবল অয়েলের সাবানে
বিশুদ্ধ মহীশূর স্যাণ্ডেলউড অয়েল মুক্ত হয়ে
গোদরেজ স্যাণ্ডেল সাবানকে একটা স্বতন্ত্র
বৈশিষ্ট্য এনে দেয়। ভেজিটেবল অয়েল
টয়লেট সাবানের প্রস্তুতকারকদের অগ্রগামী
কর্তৃক তৈরী এই সাবানে চটপট প্রচুর
ফেনা হয় যা শীতল ও স্নিগ্ধ করে এবং এর
গািটি চন্দনের গন্ধটি অনেককণ থাকে...

গোদরেজ স্যাণ্ডেল আপনাকে নামের পুরো
মূল্য দেয়।



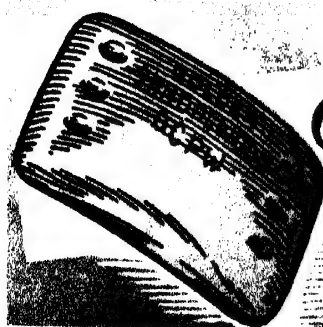
সাবানের
জগৎ
সেরা
নাম।



১২৬



২৬ বর্ষ] শনিবার, ১০ কার্তিক, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 31st October, 1959 মূল্য—১০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৫২



গোল্ডেন স্যাণ্ডালউড

স্নানে তুষ্টি-কর চর্চকের সঙ্গ প্রদান

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • ১০৮ • কানপুর

দেশ



“কাঁ সুপুরুষ ---

আহা, চুলগুলো যদি পাকা না হত”

আপনাকে নিয়ে এমন কানাকানি কতবার হয়েছে? মানুষ প্রথম আপনার দিকে যখন তাকায় তখন প্রথম নজর পড়ে মাথায়। তখন হয় তারা তারিফ করে আবার তাকায়.....না হয় মুখে ফিঁরিয়ে চলে যায়।

ভ্যাসমল যখন আপনার চুলকে চক্‌চকে কালো করতে পারে, যখন আপনি মানুষের নজরে পড়তে পারেন, তখন পাকা চুলের জন্য আপনার মনোবেদনা কেন?

গবেষণার ফলে ভ্যাসমলের এমালসিফায়েড বেসে গুণসম্পন্ন ভেজজ নির্যাস দেওয়া হচ্ছে যাতে অতি প্রয়োজনীয় কালো রঙ্গক রয়েছে। ভ্যাসমল তিনভাবে কাজ করে:

- চুল নিশ্চিতভাবে চক্‌চকে কালো করে
- চুলকে সজীব, পরিষ্কার ও রেশমের মত নরম করে
- মধুর গন্ধযুক্ত অতি সুন্দর হেয়ার ড্রেসিং, ভ্যাসমল সারাদিন চুল পরিপাটি রাখে।



আজই এক বোতল ভ্যাসমল কিনুন; যে কোন হেয়ার ড্রেসিংএর মত ব্যবহার করুন; চুলের গোড়ায় ভাল করে ঘষে দিন ও আস্তে আস্তে আপনার চুল কিভাবে কালো হয় দেখুন।

ভ্যাসমল

চুল কালো করার প্রতিজ্ঞা পালন করে

ভ্যাসমল দু'রকমের পাওয়া যায়—১ পাঃ ও ৫ পাঃ পিলফার প্রুফ বোতলে এমালসিফায়েড হেয়ার অয়েল হিসাবে ও ৪ পাঃ জারে পমেড হিসাবে।



ভ্যাসমল

লানোলিন থাকে—
যা চুলের পুষ্টি-
সাধন করে।
আপনার চুলকে
আরো চক্‌চকে
করে।



হাইজিনিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট,
পোঃ বক্স ১১৯২, বোম্বাই-১

বাংলা ও আসামের পরিবেষক:

জে. হ্যাঙ্গী অ্যান্ড কোং, প্রাঃ লি:

৩, ম্যাপ্পো লেন (ইস্ট ব্রক), কলিকাতা-১

প্রধান স্টকিস্ট: কেদারা কোং (কলিকাতা), ২ ম্যাজ লেন, কলিকাতা। (এইচ ডি বি)

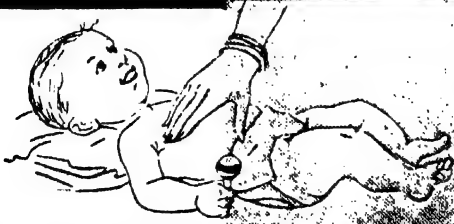
॥ স্ট্রেণ্ট বাংলাসাহিত্যের প্রতীক — মিত্র ও ঘোষ ॥

আশাপূর্ণা দেবীর ছাত্তপত্র ৪॥ গল্প-পঞ্চাশৎ ৮	প্রথমপঞ্চ বিদ্যার স্ট্রেণ্ট কীর্তি কেরা সাহেবের মুন্সী ৮॥ মাইকেল মধুসূদন ৪, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সম্ভাষন ঐতিহাসিক উপন্যাস বহুবন ৮॥ নারী ও নিম্নাতি ২॥° আশুতোষ মথোপাধ্যায়ের সমুদ্র সফল ৪॥ পঞ্চতপা ৬॥° হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের আরাকান ৫, উপকূল ৩, নীহাররঞ্জন গুপ্তের হোরাচুনিপাল্লা ৪,	তারানাথকরের প্রার বিগ্ণ পরিবর্তন উত্তরায়ণ ৫॥ প্রবোধকুমার সাল্যালের নতুন উপন্যাস বেলোয়ারী ৬॥ মহাপ্রস্থানের পথে ৪॥° = নাটক = তারানাথকরের বিশ শতাব্দী ২॥° কবি ২, প্রথমপঞ্চ বিদ্যার ভূতপূর্ব স্বামী ২, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের বিধির্নাতি ২, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ হিন্দু হোটেল ২, বনকালের রূপান্তর ২, নীহাররঞ্জন গুপ্তের মায়ামগ ২॥°
নিরুপমা দেবীর প্রতাপন ৩, শ্যামলী ৫, অনুপমা দেবীর বিচারপাত ৩, জ্যোতিঃহারা ৬॥° সম্ভাষনাথ ঘোষের পরপূর্বা ৪॥	মরুতীর্থ হিংলাজ ৫, উদ্ভাষণপূর্বের ঘাট ৪॥° সুই তারা ২॥° = অবধূতের বই = বহুব্রীহি ৪॥° বশীকরণ ৪॥°	

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বুকে সর্দি বসেছে ?

বুকে পিঠে সর্দি বসলে ভয়ের কারণ বৈকি! এ অবস্থায় ভেপোলীন মালিশ করলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়। কারণ ভেপোলীন ত্বকের মধা দিয়ে এক নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভেতরে যেয়ে একযোগে অতি দ্রুত কাজ করে। ঠাণ্ডা লেগে মাথাধরা ও গলাধরায়, বাথা ও বেদনায় ভেপোলীন আশ্চর্য্য মালিশ। আজই এক শিশি কিনে বাড়ীতে রেখে দিন।



ভেপোলিন

পরিবেশক : জি. কান্ত এণ্ড কোং
১৩৬, বনফিল্ড লেন - কলিকাতা-১ -

বেপোলীন এন্ড কোম্পানি লিমিটেড



আপনার আগামী দিনগুলি উজ্জ্বল করে তুলুন

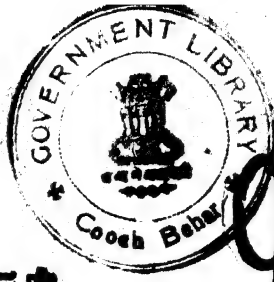
আজকের এই উজ্জ্বল দিনটির মধ্যে আপনার আগামী দিনগুলিও হয়ে উঠবে উজ্জ্বল যদি আপনি আপনার ভবিষ্যতের জন্য এখনই কিছু সঞ্চয় করতে যত্নবান হোন। নিয়মিত সঞ্চয়ে অভ্যস্ত হোন। যথেষ্ট পরিমাণে করবিহীন সুদ পেতে হলে ভারত সরকারের সঞ্চয় পরিকল্পনায় আপনার অর্থ লগ্নী করুন। আপনার এই লগ্নীকৃত অর্থ শুধু আপনারই সাহায্যে আসবে না, নতুন ভারত গড়ে তোলার মহৎ কাজেও এ সাহায্য করবে।

- * ১২ বছরের জাতীয় পরিকল্পনা সঞ্চয় সার্টিফিকেট
- * ১০ বছরের ট্রেজারী সেভিংস ডিপোজিট সার্টিফিকেট
- * ১৫ বছরের এনুইটি সার্টিফিকেট
- * পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক ডিপোজিট
- * ব্রহ্মবর্ধমান নির্দিষ্টকালীন জমা পরিকল্পনা
(যে কোন পোস্ট অফিসে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়)

ভারতের সেবা করুন সঞ্চয় করে সমৃদ্ধ হোন



জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা



সরকারী

মুদ্রাশ্রম



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শূন্য জয়	...	৮৮৯
প্রসঙ্গত	...	৮৯০
বৈদেশিকী	...	৮৯১
কবির দায়িত্ব—সালভাতোর কোয়র্নিসমোদো	...	৮৯৩
তিন্দারিতে ঝড়—কোয়র্নিসমোদো	...	৮৯৪
বিজ্ঞান বৈচিত্র্য—চক্রদত্ত	...	৮৯৫
শরণচন্দ্র ও রবীন্দ্রজয়ন্তী স্মৃতিকথা—অমল হোম	...	৮৯৭

অ্যালোসিয়েটেড-এর
প্রস্থতি

নম্রতি প্রকাশিত

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
অভিষেক (উপন্যাস) ৫৫০
হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
সৌখীন নাটকসমূহ রবীন্দ্রনাথ ৩১০
বনফুল-এর
নৃতন বাক (কবিতাগ্রন্থ) ২১০
জ্যোতিষীর ঘোষ (ভাস্কর)-এর
ফাংশন (সরস গল্পগ্রন্থ) ৩,
প্রশান্ত চৌধুরীর
স্বগতোক্তি (নব্যউপন্যাস) ৩০

“স্বগতোক্তি” বইটির সম্বন্ধে বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার অভিমত:—

সংস্কৃতের ইতিহাসে এক বিরাট অধ্যায় অধিকার করে আছে নাটক। এই নাটকগত ইতিহাসও যেমনই গৌরবময়, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। বাঙলার সাধারণ নাট্য জগতের বিশদ ইতিহাসকে কেন্দ্র করে পূর্বোক্ত উপন্যাসটি রচনা করে যথেষ্ট শক্তির পটভূমি দিয়েছেন শঙ্করনাথ সাহিত্যিক প্রকাশ চৌধুরী। উপন্যাস হালও এই প্রাথমিক বাঙলাদেশের রংগজগতের প্রামাণ্য ইতিহাস বলে অভিহিত করলে অমুক্তি হয় না। শূন্য বাঙলার অগাধতাকে তুলে ধরেই লেখক থেমে যাননি; ভারতের প্রথম নাটক, কি পরিবেশ, কেমন করে জন্মাল সে সম্বন্ধেই যথেষ্ট চিত্তবাহী একটি ছবি লেখক তুলে ধরেছেন। শূন্যনাথ্যারী হিসেবে এবং অন্তরঙ্গের নেপথ্য কর্মী হিসেবে বারো বৃন্ত এ প্রস্তে তার কেউই অবহেলিত নন। সামান্য কর্মী যারা—হৃদয়সজ্জক, ভাষাতরী, কালক হারবন্ধী এমনকি ভ্রূপের দ্বিত দিন যারা তারা প্রত্যেকেই লেখকের কাছে প্রশংসা ও সহানুভূতির পাত্র। উপন্যাসটিতে রংগজগতের নেপথ্য জগতে সৈন্যদল বিচলিত ঘটনা কাহিনী, পরিবেশ লেখনীর কলাগে সাধকিভাবে চিত্রিত হয়েছে।

৭ খানি ছোটদের বই পুঁজায় প্রকাশিত

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চাঁইবড়োর পুঁথি ৩, লীলা মজুমদারের গুণির গুস্ত খাতা ২,
প্রেমেন্দ্র মিত্রের অশ্বিনীয় ঘনাদা ২৫০ হেমেন্দ্র রায়ের গোয়েন্দা, ভূত ও মানুষ ২,
শিবরাম চক্রবর্তীর চুলচেরা শোধবোধ ২, জয়ন্ত চৌধুরীর হাওয়া বদল ৩,

শূন্য হাসির গল্প—(হাসির গল্পের সংকলন) ৫,

শ্রীমদচন্দ্র, ঠেলাকানাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, শরণচন্দ্র, সৌরীন্দ্র-
মহান, সুকুমার রায়, হেমেন্দ্রকুমার, বনফুল, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, তারাপ্রসাদ, তুষারকান্তি, পরিমল, প্রেমেন্দ্র, অশ্বিনী, শিবরাম,
প্রবোধ, মজুমদার আলী, লীলা মজুমদার, মোমাই, মণনবাজো প্রমুখ সাহিত্যরচয়িতাদের মোট ৫৫টি গল্পের সংকলন।

আমাদের প্রকাশনারী কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বিবিধ গ্রন্থ:

মজুমদার বন্দুর বিপ্লব ২০ ॥ মেহিতলাল মজুমদারের বাংলায় নবধর্ম ৬ ॥ সাহিত্য বিচার ৬ ॥ গায়ানার জৈবতরী
অলংকার-চরিত্র ৫১০ ॥ হুমায়ুন কবীরের শরণ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব ১১০ ॥ প্রবন্ধেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবনীন্দ্র-চরিত্র ৫ ॥
অসমজ মথোপাধ্যায়ের শরণচন্দ্রের সঙ্গে ২১০ ॥ কালীকেশবচন্দ্র রায়ের দেওয়ান কালীকেশবচন্দ্র রায়ের আত্মজীবন-চরিত্র ৩ ॥
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর পুরাতনী ৫ ॥ রাসসুন্দরী শর্মার আমার জীবন ২১০ ॥ যাদুগোপাল মথোপাধ্যায়ের
বিশ্ববী জীবনের স্মৃতি ১২ ॥ উমা দেবীর গোড়ীর বৈকুণ্ঠ রসের অলৌকিক ৬ ॥ অসিত মথোপাধ্যায়ের
বিবিধ নতানীর বাঙালী ও কলা সাহিত্য ৩ ॥ গ্রীনিয়াস ভট্টাচার্যের শিশুর জীবন ও শিক্ষা ৫৫০ ॥

আ মা দে র ব ই পে য়ে ও দি য়ে স মা ন ত্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যালোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রামঃ কালচাঁচ ৯৩, মহাস্থা গাঙ্গী রোড, কলিকাতা ৭ ফোনঃ ৩৪-২৬৪৩



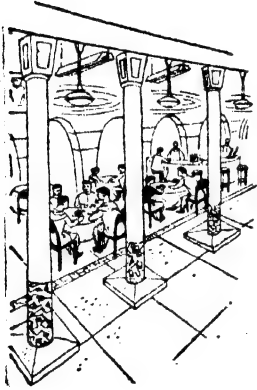
কোলকাতা বণাম মধুপুর



চায়ের দোকানে বেজায় তর্ক চলছিল। ভুতোদা থাকেন মধুপুরে। কোলকাতায় বেড়াতে এসেছেন কয়েকদিনের জন্তে। শুকে রূপাবার চেষ্টা করছিল ছেলেছোকরার দল।
বিমল: কি ভুতোদা, সইর দেখতে এসেছেন? সামলে চলেবেন। রাস্তায় ট্রাম চাপা পড়বেননা।

ভুতোদা: (অপ্রসন্ন মুখে) হ্যাঁ: যা তোদের সইরের ছিঁরি।
বিনয়: সেকি ভুতোদা, কোলকাতার মত এত পেন্নায় সইর আর পাবেন কোথায়?

ভুতোদা: সইর না ছাই। রাস্তায় বেরোনার জো নেই। একটু ধীরেস্থে চলেছো কি কুড়িজন খাড়ের ওপর হামলে পড়বে। সেদিন কি বিপদেই পড়েছিলাম।
বিমল তুই বলনা—তুই তো ছিল আমার সঙ্গে।
বিমল: ভুতোদা চৌরঙ্গীতে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু আয়েস করে পানজর্দা খাচ্ছিলেন। আর যাবে কোথায় খ্যাচ খ্যাচ করে প্রায় পঞ্চাশটা গাড়ী গুঁর ইঞ্চি কয়েক



ছুরে আটকে গেল। উনি পানজর্দা মুখে দিয়ে, চারি দিকে তাকিয়ে 'ভাল জালা' বলে বিরক্তমুখে রাস্তা পেরিয়ে এলেন। ট্রাফিক পুলিশেরা জীবনেও এরকম ঘটনা দেখেনি। তাই বেটন ফেটন নিয়ে হাঁ করে সবাই ভুতোদাকে দেখতে লাগল।

ভুতোদা: আচ্ছা তোরাই কল। বিকেলে বেড়াতে গিয়ে একটু আয়াম করে পানজর্দাও খেতে পারবনা? একি সইরের ছিঁরি!

আমার সইরের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

বিমল: মধুপুর আর কোলকাতা! জানেন কোলকাতায় পয়সা দিলে বাঘের চুখ পর্যন্ত পাওয়া যায়। আপনার অজ্ঞাপাড়াগায়ে—

ভুতোদা: যা: যা: তোদের কোলকাতায় পয়সা দিলেও সব পাওয়া যায়না।

বিমল বিনয় (একসঙ্গে): কি! কি!!

বিনয়: বলুন কি চাই আপনার—এরোপেন? রাজ-হাঁসের ডিম? এনসাইক্লোপিডিয়া?

ভুতোদা: (হাসিমুখে) তাকাতা ফুরকুরে হাওয়া। বিমল আর বিনয় একেবারে চুপসে গেল।

ভুতোদা: সকালবেলা যখন পাড়ড় জঙ্গল নদীর ওপার থেকে মটীর গন্ধ মেখে সে হাওয়া সর্বদে আদর করে যায় তখন মনে হয় স্বর্গে আছি।

এ ধোঁয়া কালি সিনেটের গরাজখানায় সে হাওয়ার

/ মশই তোরা বুঝিনারে। কিন্তু শুধু খোলা হাওয়াটি না। আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়না তোদের এ সইরে। বিমল আর বিনয় খাবড়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাল। বেজায় জ্বল করছেন ভুতোদা ওদের। আবার কি নে ছাড়েন।

ভুতোদা: কাল বাজারে গিয়েছিলাম। সখ হোল একটা মাছটা যলটা কেনার। কিন্তু মূদীর দোকানে যা ব্যাপার দেখলাম।

বিনয়: কি ব্যাপার?

ভুতোদা: এক খন্দের মূদীকে কি নাজেহালটাই করলো! হোত আমাদের মধুপুর মূদী চেলাকাঠ নিয়ে পেটাভো।

বিমল: বলুনইনা কি করলে?

ভুতোদা: খন্দের চেয়েছে

'ভালডা'। মূদী যেই 'ভালডার' টিনে হাতাটা ঢুকিয়েছে খন্দের রেগে খুন। বলে "তুমি লোক ঠকাবার জায়গা পাওনি? 'ভালডা' তো পাওয়া যায় শীলকরা টিনে। খোলা আঙেবাজে কি গছাচ্ছ আমার?" তারপর আমার দিকে ফিরে বলে "দেখুন তো মশাই 'ভালডার' এত কাটিতি বলে এরা সব আঙেবাজে জিনিষ 'ভালডার' নামে বিক্রী করছে। ভালডা কখনও খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।"

বিনয়: আপনি কি বললেন ভুতোদা?

ভুতোদা: আমি তো কেসেই অস্থির। ভত্সলোককে বললাম—মশাই আপনার সইরের হালচালই অলাদা মধুপুরে বিপিন মূদীর কাছ থেকে খোলা 'ভালডা' তে আমরা কিনে থাকি। ভত্সলোক গেলেন বেজায় চটে বললেন—"আপনি 'ভালডা' কেনেন না আরো কিছু কেনেন যত খোলা জিনিষ যাতে ধুলাময়লা আর মাছি বসে" বলে গট গট করে চলে গেলেন। (ভুতোদা: তটহাসি, বিমল আর বিনয় আরো জোরে হেসে উঠল ভুতোদার হাসি গেল মিলিয়ে। উনি ভেবেছেন বেজায় জ্বল করেছেন ওদের কিন্তু ওদের হাবভাব দেখে তো ত মনে হচ্ছেনা। বিমল: খোলা হাওয়া আর খোলা 'ভালডা'—আহাহা কি ভায়েট—হা: হা:

ভুতোদা: হাসির কি হোল?

বিনয়: ভত্সলোক আপনারকে ঠিকই বলছেন। 'ভালডা' কখনও খোলা অবস্থায় বিক্রী হয়না। ভুতোদা (চটে): তবে মধুপুরে আমরা কি খাই? বিনয়: ভত্সলোক যা বলেছেন তাই। কারণ 'ভালডা' কোন জায়গাতেই খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।

ভুতোদা: দ্যাখ? বাত্সলকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছিস?

বিমল: আপনি এই রেট্রেরটের মালিক হয়েনদাকে জিজ্ঞাসা করুন। বাত্সীতে মিহুদিকেও জিজ্ঞাসা করবেন। হয়েনদা: হ্যাঁ, ওয়া ঠিকই বলেছে। আমার 'ভালডা' নিয়েই তো কারবার। 'ভালডা' পাওয়া যায় একমাত্র শীলকরা বায়ুরোধক টিনে—হলদে খেজুর গাছ মার্কা টিনে।
বিনয়: শীলকরা টিনে 'ভালডা' তাকাতা ফুরকুরে হাওয়ার মতই ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়।

ভুতোদা চুপসে গেলেন। শুধু মিনমিন করে একবার বললেন "খোলা হাওয়া তো নেই এখানে।"

বিমল: একটা লেগেছে ভুতোদা। সেকেওটা মিসফায়ার হয়ে গেল।



ঐচ্ছিক

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সবুজ পাতার ডাক—শ্রীহারীতরুণ দেব	...	৯০৩
নকল আকাশ—শ্রীঅশোক মধুপাধ্যায়	...	৯০৯
বাড়ি (কবিতা)—শ্রীআলোক সরকার	...	৯১২
মাইথন (কবিতা)—শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য	...	৯১২
তিন দিন তিন রাত্রি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	৯১৩
স্মৃতিচারণ—শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	৯১৯
প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅর্চনাকুমার সেনগুপ্ত	...	৯২৭

প্রকাশিত হয়েছে

বিশ্বভারতী পত্রিকা

পঞ্চদশ বর্ষ - চতুর্থ সংখ্যা

এই সংখ্যার লেখকসমূহ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীপ্রমথনাথ বিণী
শ্রীরাজশেখর বসু	শ্রীভবতোষ দত্ত
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত	শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীনিমলীকান্ত গুপ্ত	শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়
শ্রীসুদর্শনচন্দ্র সরকার	শ্রীচন্দ্রগন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা

"মহাবিশেষ মহাকাশে..." ॥ জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর

চিত্রসূচী

প্রত্যাবর্তন	॥	শ্রীনন্দলাল বসু
অধিনারায়ণ	॥	এলিফাণ্টা গৃহ্য অষ্টম শতাব্দী
আলোকচিত্র	।	স্বর্ণস্কুমারী দেবী

প্রতি সংখ্যা ১, ৬ বার্ষিক সডাক ৫০০

বিশেষ জন্মশতবার্ষিক সংখ্যা

জগদীশচন্দ্র-বিপিনচন্দ্র-কার্বে

আধুনিক ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার পুরোধা, স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নায়ক এবং শ্রমশিক্ষাপ্রসারের একনিষ্ঠ সংগ্রহ—এই ত্রয়ীর জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতী পত্রিকার পঞ্চদশ বর্ষের ত্রিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

এই বিশেষ সংখ্যাটির কিছু কপি অর্পণশীল আছে। দৃশ্য ৩,

মোট কাগজে ছাপা, কাগজে বাঁধাই সংস্করণ ৫,

বিশ্বভারতী

৥ ন্যাশনালের প্রকাশিত বই ॥

লোকবিজ্ঞানের বই

রুশ বিজ্ঞানকাহিনীকারদের লেখা

চাঁদে অভিযান

"সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-নিরপেক্ষ পাঠক ও মহাশূন্যযাত্রার তত্ত্বগত দিকটি বৃকতে পারবেন।" —দেশ

দাম : তিন টাকা

এফ. আই. চেস্টনড

আয়নোশ্ফয়ারের কথা

"বিজ্ঞান হাতেখড়ি হয়নি এমন লোকের পক্ষেও বস্তুত অবদান হবে না কেবল ৬।" —দেশ

দাম : ১-৫০

ডি. আই. গ্রামড

অতীতের পৃথিবী

কেটি স্লেট বছর আগে জর্জির মতো একেবারে তলতল প্রাণী থেকে মানব-জাতির ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির মনোজ্ঞ বর্ণনা।

দাম : ১-৬২

ইলিন ও সেগালের

মানুষ কি করে বড়ো হ'ল

"অন্য মানুষ বিভাগে সভ্যতার পথে এগিয়ে এসেছে তাই ইতিহাস বই-খানিতে বিপ্লবের কথা হয়েছে।"

দাম : ৩-৫০

কিশোর সাহিত্যের কয়েকটি বই

নিকোলাই নোসভের

ভিটিয়ার কান্ড (২-৫০)

বোরিস পোলভের

একটি সাচ্চা মানুষের গল্প ২-৭৫

এল. কসমোভেইম্যানস্কায়

জয়া শূরার কথা (৩-৫০)

মস্কো থেকে প্রকাশিত

RADIO TODAY 3.12
THE CEREBRAL CORTEX
AND THE INTERNAL
ORGANS 9.37

SOVIET MEDICINE IN THE
FIGHT AGAINST MENTAL
DISEASE .44

STRENGTHEN YOUR
HEART 1.87

CONTROL OF COMMUNI-
CABLE DISEASES IN THE
U. S. S. R. .44

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লি:

১২ বাইক চার্জার্স স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১০

দেশ

তারানাথকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রেমের গল্প

দাম : ৪.০০ টাকা

তিন শূন্য

দাম : ৩.৫০ টাকা

শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর

রবীন্দ্রমানসের

উৎস-সঙ্কলনে

দাম : ৩.৫০ টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত্র

৯ম সংস্করণ : ৫.০০ টাকা

ছেলেদের বিবেকানন্দ

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ১.২৫ টাকা

প্রকাশিত হ'ল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

প্রচ্ছদগাট

দাম : ৩.৫০ টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

প্রেমের গল্প

দাম : ৪.০০ টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

রূপসী রাত্রি

দাম : ৫.০০ টাকা

সুবোধ ঘোষের

শতকিয়া

দাম : ৪.০০ টাকা

ভারত প্রেমকথা

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ৬.০০ টাকা

আচার্য ক্রিতিমোহন সেনের

চিৎসায় বঙ্গ

২য় সংস্করণ : ৪.০০ টাকা

সরলাবালা সরকারের

গল্প-সংগ্রহ

দাম : ৫.০০ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ৯ কলিকাতা ৯

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! কারণ অল্প কোন অ্যান্টিসেপ্টিকে
আই সি আই কতৃক নব-আবিষ্কৃত অসাধারণ
জীবাণুনাশক 'হিবিটেন' এবং আই সি আই'র
অপরিস্রবিত জীবাণু-নাশক ও পরিষ্কারক স্ফটিকাইড
নামক উপাদান নাই।

লণ্ডনের অজ্ঞাতনামা প্রধান হাসপাতালে
তুই বৎসর যাবৎ পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে
'স্যাভলন' সিকুইড অ্যান্টিসেপ্টিক
অল্প যে কোন অ্যান্টিসেপ্টিক অপেক্ষা সহস্র
অধিক জাতীয় জীবাণু অধিক সংখ্যায় নষ্ট করে।

শুধু আপনার জন্তই নহে,

শিশুর পক্ষেও নিরাপদ

অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন জীবাণুনাশক 'স্যাভলন'
সিকুইড অ্যান্টিসেপ্টিক একমাত্র নিরাপদ ও প্রস্রাব-
নামক যে শিশুর স্বেচ্ছামূল দেহের উপরও বহুক্ষেপে
ব্যবহার করা যায়। পাঠকের হৃদয় অপরিস্রবিত
'স্যাভলন' ব্যবহারে কোন আশা যত্নগ্ৰহণ হয় না এবং
সেইজন্য যে কোন কটি বা ক্ষতস্থানে ব্যবহার করা
যায়। 'স্যাভলন' সক্রিয়ক দ্রব্য দূর করার সঙ্গে
সঙ্গে দ্রুত স্থানকে পরিষ্কারও করে। ইহাকে
প্রাথমিক চিকিৎসা, ব্যক্তিগত ব্যায়াম এবং
অস্ত্রোপচার পরিস্কার প্রয়োজনে ব্যবহার করুন।
'স্যাভলন' সিকুইড অ্যান্টিসেপ্টিক সহজ
ব্যবহারযোগ্য ফলার ও অউল শিশিতে পাওয়া যায়।

ভারতে প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক
ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ

(ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ নয়া দিল্লী

সকল প্রধান ঔষধালয় ও দোকানে পাওয়া যায়



এখন হইতে স্যাভলন

(ট্রেড মার্ক)

আপনার জন্ত

সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যান্টিসেপ্টিক

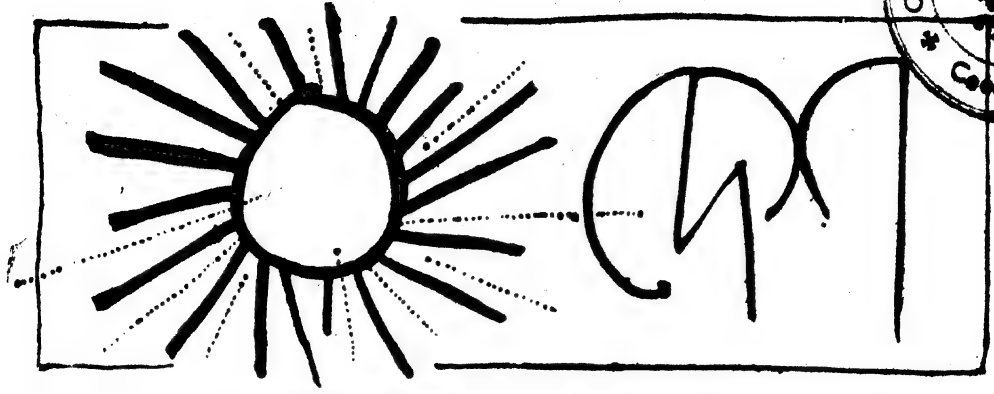
নির্বান্দ ও নির্ভরযোগ্য

স্যাভলন

নূতন গার্মেন্টস অ্যান্টিসেপ্টিক

স্যাভলন অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম
স্বাস্থ্যকর আরোগ্যের সহায়ক...

...সাধারণ কাটা, শোঁড়া ও চর্মরোগে 'স্যাভলন'
অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম ব্যবহার করুন। এই উপসমকায়ী
সাধা ক্রীমে আই সি আই'র অপরিস্রবিত জীবাণু-নাশক
ও পরিষ্কারক উপাদান স্ফটিকাইড আছে। 'স্যাভলন'
অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম ৩০ গ্রাম টিউবে পাওয়া যায়।
হাতের কাছে একটি টিউব রাখুন।



DESH 40 Naya Paisa

Saturday, 31st October, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫২ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৩ই কার্তিক, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

চন্দ্র অভিযানে সোভিয়েট রাশিয়ার সাফল্য নাকি সুনিশ্চিত। তিন নম্বর লুনার মতসীমা অতিক্রম করিয়া চন্দ্র-রাজের অতি নিকটে ঘোরাফেরা করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। শোনা গিয়াছিল, চন্দ্রের অদৃশ্য অংশের খবরাখবর শীঘ্রই পাওয়া যাইবে। সোভিয়েট আন্তর্গৃহ বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে অদৃশ্য অংশের কী পরিমাণ সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন জানি না, তবে এ-যাবৎ সাধারণের কৌতূহল নিরাকরণার্থে এমন কোনো সংবাদ বা তথ্য প্রচারিত হয় নাই যাহা বিস্ময়কর।

আমরা শেষ সংবাদ যাহা পাইয়াছি তাহাতে দেখি, লুনার-ও পৃথিবী হইতে ও লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া চন্দ্রের অদৃশ্য অংশের ছবি তুলিতেছে এবং অন্যান্য এমন বহু সত্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে যাহাতে চন্দ্রের জন্ম ইতিহাস উন্মোচন ও বর্তমান রূপ পরিগ্রহের বিষয় শীঘ্রই জানা যাইবে। সোভিয়েট বিজ্ঞানী অধ্যাপক বারাখানোভ যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ভরসা হয়, চন্দ্রদেহের রূপ বিবর্তন ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের আর দেরি নাই। এ-ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে অপেক্ষা করাই সঙ্গত। ইতিমধ্যে অ-রুশীয় বিজ্ঞানীদের কোনো কোনো মহল হইতে কিছ, কিছু, সন্দেহ-মূলক প্রশ্ন উঠিয়াছে। তবে, অধিকাংশ বিজ্ঞানীরই মত, সম্পূর্ণ না হইলেও অ-দেখা চন্দ্র-আননের অংশত চিত্র গ্রহণ লুনারিকের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

কিছুদিন হইতে 'শূন্য জয়ের' ধর্নি তুলিয়া সর্বত্র একটা হট্টগোল চলিতেছে। ভাবটা যেন এই, মানুষ শূন্য রাজ্য জয় করিয়া ফেলিয়াছে, মহাশূন্য গ্রহ উপগ্রহ আজ তার করতলগত। বলিতে কি—

শূন্য জয়

কুরিম উপগ্রহ সৃষ্টি, চন্দ্র অভিযান, মহাশূন্যে বিচরণকালে প্রাণী জীবনের পরিবর্তনাদি বিষয়ে সাফল্য ও জ্ঞান যে বিশেষতর্য বিজ্ঞানের এক চরম কীর্তি এ-সম্পর্কে আমাদের তিলমাত্র সন্দেহ নাই। গাণিতিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের এই অসাধ্য সাধনের গৌরব অবশ্যই যোগ্যজনের প্রাপ্য। কিন্তু প্রশ্ন এই, ইহার সহিত মানবসমাজের কতটুকু প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে।

উপরাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণ রাশিয়ার চন্দ্র জয়ের সাফল্যকে খুব বড় করিয়া দেখেন নাই। গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতার অবিশ্বাস্য বিশুদ্ধতা তাহাকে বিস্মিত করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার সহিত মানব সমাজের কল্যাণ বা মঙ্গলের সম্পর্ক আবিষ্কার করিতে না পারিয়া তিনি যেন বেদনার্ত হইয়াছেন।

দার্শনিক রাধাকৃষ্ণের বক্তব্য সরল, কিন্তু সরল হইলেও উপেক্ষা করার নয়। শূন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ নহে, পৃথিবীর অন্যত্র বহু মনুষ্যই এই শূন্য-জয়ের ব্যাপারটায় যথেষ্ট শানিত পাইতেছেন না। না পাওয়ার কারণ একাধিক। প্রথমত এই ধরনের শূন্য জয়ের ফলাফল মূলত বিজ্ঞানের একটি কি দুটি বিশেষ শাখার সমৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত ইহার দ্বারা মানবসমাজের বিশেষ কোনো কল্যাণ সাধন হইতে পারে বলিয়া আপাতত কিছু চোখে পড়ে না। তৃতীয়ত দেখা যাইতেছে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় অগ্রগামী রাষ্ট্র মাত্রেই এখন শূন্য জয়ের সাধনায় হঠাৎ তৎপর হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকা এবং রাশিয়ার রকেট পরি-

কল্পনা ও আন্তর্গৃহ-গবেষণার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতেছে বলিয়াও শোনা যায়। আর আশ্চর্যের কথা এই যে, এই পরীক্ষা নিরীক্ষার একটা সমান উত্তেজনা ও বেবারেখি জিয়াইয়া রাখা হইতেছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় কোন দেশ আগাইয়া আছে তাহা লইয়া ত এইরূপ সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখি না। তবে এ-ক্ষেত্রে এত উত্তেজনা কেন? সন্দেহ হয়, শূন্য জয়ের আপাত বিস্ময় যতই থাকুক পরোক্ষে একটা রহস্য যে একেবারে নই তাহা নয়।

আমরা বিজ্ঞানের কল্যাণমূর্তি না দেখিয়াছি এমন নহে, বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত বিজ্ঞানের প্রায় সকল আবিষ্কার ও অগ্রগতি মানবসমাজের কল্যাণের সহিত জড়িত হইয়াছে, সভ্যতাকে পুষ্ট প্রদর্শন করিতে হয় নাই, কিন্তু গত বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে বিজ্ঞানের যতখানি রাষ্ট্রের কৃষ্ণগত হইয়াছে এমন বুঝি আর আগে হয় নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ও সে-কালে জার্মানীর ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু নাৎসী রাষ্ট্রে বিজ্ঞান কাহার দাস হইয়াছিল, কোন পথে চলিয়াছিল তাহা কাহারও অজানা নয়। বলিতে কুণ্ঠা নাই, সেই চরম জৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের হাতে পড়িয়া আর যাহাই হোক জার্মানীর লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের ও পৃথিবীর অপরিমিত লোকসান বই লাভ হয় নাই।

লুনারিকের চন্দ্ররাজ্য জয়ে বিস্ময় অবশ্য আছে, কিন্তু ইহার দ্বারা যতক্ষণ না মানবসমাজের একটা প্রত্যক্ষ কল্যাণ-মূলক যোগাযোগ ঘটিতেছে ততক্ষণ বিহ্বল হইবার মতন কারণ দেখি না।

প্রসঙ্গ

গত বন্যার পরে যে দুটি সমস্যা সকলকে চিন্তিত করে তুলেছে সে হচ্ছে খাদ্য আর স্বাস্থ্য। অনেক অঞ্চলে ইতিমধ্যে কলোরা মহামারীরূপ দেখা দিয়েছে। বন্যার ফলে খাদ্য এবং পানীয় উৎসের অভাব ঘটেছে। মহামারী তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। চিকিৎসার জন্য সরকারী ও বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসকদল ওই সব অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে। দুর্গতদের জন্যে চাল, গম গুড়া দুধ প্রভৃতিও সরবরাহ করা হচ্ছে। অবশ্য সরবরাহের পরিমাণ সর্বত্র যে প্রয়োজনানুরূপ তা হয় তো নয়।

কিন্তু এই সমস্যা আপত-সমস্যার পরে বৃহত্তর সমস্যা আছে। পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যাশস্যের দিক দিয়ে এমনিতেই ঘাটতি অণ্ডুল। তার উপর অত্যন্ত দশ লক্ষ একর জমির ফসল এই বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে। যে সব অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ হয় নি সেখানে নাকি এখন পর্যন্ত ফসলের অবস্থা খুব ভালো। এখন পর্যন্ত বলা হল এই জন্যে যে শস্যহানির অনেক আশংকা এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান। মাঠের ফসল যতক্ষণ না ঘরে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত ফসলের সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

ফসল ওঠার সময় পর্যন্ত আর কোনো প্রাকৃতিক উপপাত যদি না ঘটে তাহলে, আশা করা যায়, এই সমস্যা অণ্ডলে ফসল বেশ ভালো হবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, একটা ঘাটতি অণ্ডলে দশ লক্ষ একর জমির ফসল নষ্ট হলে অবশিষ্ট অণ্ডলের সুফসলও ঘাটতি পরণের পক্ষে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এ বিষয়ে মিথ্যা স্বেচ্ছাবাক্য নিরর্থক। ভিক্ষাপত্র হাতে আমাদের বার হতেই হবে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সে কথা ভাবতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের সংগে এক প্রস্তাব আলোচনা হয়ে গেছে। তার ফলেও সন্তোষজনক বলেই মনে হয়। খুব সম্ভব পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যাকে নিয়ে একটি খাদ্য অণ্ডল গঠিত হবে। খাদ্য সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ যেমন ঘাটতি রাজ্য, উড়িষ্যা যেমন উন্নত রাজ্য। এই দুটি রাজ্যকে নিয়ে একটি খাদ্যাণ্ডল গঠিত হলে সে অণ্ডল খাদ্য সম্পর্কে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পারে। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিলের এবিষয়ে সম্মতি পাওয়া যাবে বলেই মনে হবে।

উদ্যোগি আপত্তি উঠেছে।

উড়িষ্যার জনসাধারণের একাংশ আপত্তি জানাচ্ছে যে, এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে চালের

দাম যেমন কমবে, উড়িষ্যায় বাড়বে। পশ্চিমবঙ্গ সম্পন্ন প্রদেশ। সেখানে বর্ধিত মূল্যে চাল কিনতে জনসাধারণের কষ্ট হবে না, কিন্তু দরিদ্র উড়িষ্যার জনসাধারণের কষ্ট হবে। এই আশংকা একেবারে অমূলক নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গও সম্পন্ন প্রদেশ নয়। উপর্যুপরি আঘাতে তার অর্থনৈতিক কাঠামো আজ বিপর্যস্ত। জনসাধারণ আজ দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত। গত বৎসর যদি চল্লিশ টাকা মণেও চাল কিনতে পেরে থাকে, সে এই জন্যে যে চাল না কিনে উপায় নেই। এবং তার জন্যে অন্যান্য অনেক আবশ্যকীয় বস্তু থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখতে হয়েছে।

বিশেষ এই বন্যার আঘাত আরও ভয়ংকর। এই আঘাতের ফলে শূন্য যে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোই বিপর্যস্ত হয়েছে তা নয়, তার সামাজিক কাঠামোও একটা প্রকাণ্ড বিপর্যয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের একটি রাজ্যের এই চরম দুর্দিনে ভারতবর্ষের অন্য একটি রাজ্য (প্রতিবেশী রাজ্য) প্রাদেশিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সবভাবিক উদারতার পরিচয় দেবে, এই প্রত্যাশাই পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ করে। এই উদারতা উভয় রাজ্যকে যে সহোদারের বন্ধনে আবদ্ধ করবে, ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে তার মূলা অনেকখানি।

আর আপত্তি উঠেছে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে। এইটেই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, যদিও ব্যবসায়ীদের গত কয়েক বৎসরের কর্মজীবনে একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়।

নিখিল ভারত খাদ্যাশস্য ব্যবসায়ী সমিতি-সমূহের সংঘের কার্যনির্বাহক মণ্ডলী হায়দরাবাদ অধিবেশনে মন্তব্য করেছেন, খাদ্যাণ্ডল গঠন ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ খাদ্য-সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে সমস্যা আরও গুরুতর করে তুলেছে। এর ফলে চালের চোরা-চালান বাড়বে। কারণ স্থলপথে চোরাচালান কিছুমাত্র কঠিন নয়। অল্প থেকে বোম্বাইতে চালের চোরা-চালান চলছে, উড়িষ্যা থেকে পশ্চিমবঙ্গেও চলবে, তাতেও সন্দেহ নেই। সংঘ সরকার কর্তৃক দুর্দিনের জন্যে চাল মজুত করার নীতিরও সমালোচনা করে জানিয়েছেন, এর ফলে দেশে খাদ্যাশস্যের কৃত্রিম অনটনের সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং মূল্যও সেই কারণে বাড়ছে। সংঘ দেশে খাদ্যাধিপাদন ব্যর্থ

পরামর্শ দিয়ে খাদ্যাশস্যের ব্যবসারে সরকারী হস্তক্ষেপের নিন্দা করেছেন।

*

একেই বলে দুর্ঘটনা। সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্যাশস্য মজুত করার নীতির মধ্যে ভুলভ্রান্তি এবং দুর্বলতা অবশ্যই আছে। কিন্তু ভ্রান্তি ও দুর্বলতার সুযোগ ব্যবসায়ীরাই গ্রহণ করে থাকেন, যার ফলে জনসাধারণের আজ দুর্গতির অবধি নেই।

দুর্ঘটনাত্ত স্বরূপ, অল্প থেকে বোম্বাইতে খাদ্যাশস্যের যে চোরাচালানের উল্লেখ সংঘ করেছেন এবং উড়িষ্যা থেকে পশ্চিমবঙ্গে যা হতে পারে বলে সংঘ শাসিয়েছেন, সেই চোরাচালান কারা করে? ব্যবসায়ীরাই নয় কি? এবং সরকারী নীতির ভুলভ্রান্তি ও দুর্বলতার সুযোগই কি এই অসাধুতা অবাধ প্রদ্রব পাচ্ছে না? লাভের লোভ আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের এমন-ভাবেই পেয়ে বসেছে যে, দেশের ধনপ্রণ ও স্বার্থ তার কাছে তুচ্ছ হয়ে পড়েছে। তারা সরকারের নীতি ও কাজের যে সমালোচনা করেছেন, তার সত্যতা স্বীকার করে নেওয়ার পরেও খাদ্যের কৃত্রিম অনটন ও মূল্যবৃদ্ধিতে তাদের দায়িত্ব ও অপরোধ লঘু প্রমাণিত হয় না। লোভ ও দুর্নীতি আমাদের দেশের ব্যবসায়ী এমনই মজাগত হয়ে পড়েছে যে তাদের কোনো উপদেশই বিনা শ্রদ্ধায় কেউ গ্রহণ করতে চাইবে না।

*

খাদ্যাধিপাদন ব্যর্থ যে খাদ্য সমস্যা সমাধানের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। প্রচুর খাদ্যাশস্য উৎপাদন হলে মূল্য নিজে থেকেই কমে যাবে। ব্যবসায়ীদের কোনো প্রয়াসই মূল্যবৃদ্ধি করতে পারবে না। আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোহনলাল বসুই বলেছেন, ভারতের খাদ্যাধিপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং তা তারা করবেনও। যা অন্য দেশে সম্ভব হয়েছে তা ভারতেও নিশ্চয়ই সম্ভব। খাদ্যাধিপাদন ব্যর্থের জন্যে এ পর্যন্ত সরকার দিক থেকে উদ্যম তো যথেষ্টই হয়েছে। কিন্তু তার ফলে ফসল বাড়েনি, বেড়েছে দুর্গতি। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গত অণ্ডল পরিদর্শন করে প্রধানমন্ত্রী নেহরুও এখন স্বীকার করছেন, "অন্যান্য সম্ভবপর ফসলফল সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করেই বাঁধগুলো তৈরি করা হয়েছে।" শূন্য বোধেই নয়, সরকারের সমস্ত ব্যয়বহুল কল্যাণ কর্মেই এমনি ঘাটে থাকে। জালের মতো টাকা খরচ হয়, বিনিময়ে শস্যহানি, শস্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং "মন্দ্যাস্ফুট" বন্যা, হয়তো বা দুর্ভিক্ষও।

বৈদেশিকী

দক্ষিণ লাদাকে—সীমান্ত থেকে ৪০ মাইল ভারতের ভিতরে—একটি ভারতীয় টহলদারী পুলিশের দল চীনাদের হাতে সাংঘাতিক রকম ঘায়েল হয়েছে। চীনা সৈন্যরা মর্টার, বোমা প্রভৃতি প্রয়োগ করে ভারতীয় দলের ১৭ জনকে নিহত এবং তিনজনকে গুরুত্বরূপ আহত করেছে। এই ঘটনা ২১শে অক্টোবর ঘটে এবং সরকারীসূত্রে ২৩শে অক্টোবর এই সংবাদ প্রচারিত হয়। তখনো ঘটনার পূর্ণ বিবরণ নিশ্চিত সরকারের হস্তগত হয় নি, হতা-হতের সংখ্যা এর চেয়ে বেশিও দাঁড়াতে পারে, চীনাদের হাতে ভারতীয় কেউ বা কজন বন্দী হয়েছে কিনা তাও ২৩ তারিখের সংবাদে জানা যায় নি। নেফায় লুংএর ঘটনার চেয়েও এটা অনেক বেশি গুরুত্বর ঘটনা, কেবল প্রাণহানির দিক থেকেই যে গুরুত্বর তা নয়। লুং সীমান্তের অতি নিকটবর্তী স্থান, একরূপে বর্সতিবর্তীনি অঞ্চলে অবস্থিত। কিন্তু ২১এ তারিখ লাদাকে যেখানে ১৭ জন ভারতীয় টহলদারী পুলিশ নিহত এবং তিনজন গুরুত্বরূপ আহত হয়েছে সেখানটা সীমানা থেকে ৪০ মাইল এতদিক এবং জয়গাটী কমতি-শুনা নয়। ঘটনার গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এই সম্পর্কে চীনা সরকারের মতো। নিজদেশের দুটি স্বাক্ষর দলের কথা, পিকিং সরকার ভারত সরকারকে এই অভিযোগ জানিয়েছেন যে, ভারতীয় টহলদারী দলকে মারা হয়েছে তারা চীন এলাকার মধ্যে অবৈধ প্রবেশকারী ছিল। তার অর্থ যে-জায়গায় এই ঘটনা ঘটে সেটা চীনের এলাকাভুক্ত বলে দাবি করা হচ্ছে। তাছাড়া রাইফেলমাত্র-ধারী ভারতীয় পুলিশদলের উপর এর বেশি শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র সমিতিত চীনা সৈন্যরা যে-রকম আক্রমণ চালিয়েছিল তা থেকে ভারতীয়দের কী চক্ষে দেখার নিশ্চয় তাদের প্রতি দেওয়া আছে সেটা অনুমান করা যায়।

লাদাকের এই ঘটনার তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্ব প্রধানমন্ত্রী অস্বীকার করেন নি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অভ্যস্ত রীতি অনুসারে দেশবাসীর প্রতি উপদেশ বর্ণন করেছেন। চীনের ব্যবহারে ভারতবাসীর স্বভাবতই ক্রোধানুভব হবে, কিন্তু এসব ব্যাপারে মাথা গরম করে কিছু করা উচিত নয়, আমরা কারো ভয়ে আমাদের ন্যায্য জায়গার দাবী কিছুতেই ছেড়ে দেব না।

প্রকাশাপেক্ষায়

কুমারেশ ঘোষ ॥ সাগর নগর
সাগরের বৃকে এক আজব নগরের কাহিনী

॥ সাম্প্রতিক প্রকাশনা ॥

বিদ্যাসাগর ও বাবুলী সমাজ	বিনয় ঘোষ	১২.০০
॥ তৃতীয় খণ্ড ॥		
রাজা ও মালিনী	বারীন্দ্রনাথ দাশ	৩.০০
রবি তাঁথে	বিনায়ক সান্যাল	৪.০০
অপারেশান	নীহাররঞ্জন গঙ্গু	৬.০০
নওরঙ্গী	প্রবোধকুমার সান্যাল	৩.০০
সিদ্ধু গারের গাথি	প্রফুল্ল রায়	৯.০০

মনোজ বসুর নাটক

ডাকবাংলো ২.২৫ ॥ বিপর্যয় ২.০০ ॥ শেষ লগ্ন ২.০০
নতুন প্রভাত (পঞ্চম মূদ্রণ) ২.০০ ॥ বিলাসকুঞ্জ বোর্ডেং ১.০০
প্রাবন (চতুর্থ মূদ্রণ) ১.০০

॥ তাঁর সাম্প্রতিকতম দুটি উপন্যাস ॥

মানুষ নামক জন্তু

রক্তের বদলে রক্ত

রেমাস হারিস রহস্য — সভ্যতার
মাজমা হারেক চেহারা! মহৎ
শিকারী নৈবাসিক লেখনীতে বিচিত্র
চরিত্রের অপরূপ উদ্ঘাটন। ৩.০০

দাঙ্গা চলেছে লাহোর ও কলকাতায়।
কিন্তু নীরব অন্ধকারের মধ্যে
বিদ্যমানীকৃত মানুষ ভালো সুন্দর।
আশা আর বিশ্বাস রাখা জীবনের
উপর। ২.০০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃগতৃষ্ণা ৩.০০ ॥ মধুমতী (দ্বিতীয় মূদ্রণ) ২.৫০
রাত ভোর (দ্বিতীয় মূদ্রণ) ২.০০ ॥ আধুর (দ্বিতীয় মূদ্রণ) ১.০০

টোড়াই-চরিত মানস (প্রথম চরণ) ৫.০০
টোড়াই-চরিত মানস (দ্বিতীয় চরণ) ৩.৫০
চিত্রগুপ্তের ফাইল (দ্বিতীয় মূদ্রণ) ২.০০
সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী (দ্বিতীয় মূদ্রণ) ৩.৫০

গতীনাথ ভাদুড়ী

জাগরণী (নবম মূদ্রণ) ৪.০০ ॥ গণনায়ক (দ্বিতীয় মূদ্রণ ২.০০ ॥ সংকট
(দ্বিতীয় মূদ্রণ) ৩.৫০ ॥ চক্ৰাচকী ২.০০ ॥ অপরিচিতা (দ্বিতীয়
মূদ্রণ) ৩.০০ ॥ অচিন রাগিণী (দ্বিতীয় মূদ্রণ) ৩.৫০

রম্যা রচনা ও ভ্রমণ-কাহিনী

সৈয়দ মুক্তাবা আলীর পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী এবং জলে ডাঙায় প্রত্যেকটি ৩.৫০
জরাসন্ধের লৌহকপাট (প্রথম পর্ব) ৩.৫০, (দ্বিতীয় পর্ব) ৩.৫০, (তৃতীয়
পর্ব) ৫.০০ ॥ নীলকণ্ঠের অঙ্গ ও প্রত্যাহ ৫.০০, চিত্র ও বিচিত্র ৩.৫০,
হারেকরকমবা ২.৫০ ॥ মনোজ বসুর সোবিয়তের দেশে দেশে ৬.০০, নতুন
ইয়োরোপ, নতুন মান্দ ৫.০০ ॥ আডা গোপাল হালদার ২.০০ ॥ তেলকি
থেকে তেলকি আনন্দ মূদ্রা ৬.০০ ॥ কুশী-প্রাঙ্গণের চিঠি বিভূতিভূষণ মুখো-
পাধ্যায় ৩.০০ ॥ অমৃতকুন্ডের সম্মানে কালকূট ৫.০০ ॥ রাজোয়ারা
দেবেশ দাশ ৩.৫০ ॥ হঠাৎ আলোর কলকানি বৃন্দেন বসু ২.৫০ ॥
বইয়ের বদলে রজন ২.৫০ ॥ মৃধার লুপ্ত স্মৃতিরজন মুখোপাধ্যায় ২.০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-বারো

ভাবে বলপ্রয়োগের পরিবর্তে আপোস সীমাসংসার পথ আমাদের কামা, যারা বসছে "চীনকে আক্রমণ কর" তাদের কথায় কল দিও না, নিজেদের তো সেই দৃগম জায়গায় গিয়ে লড়তে হবে না, সেইজন্য এরা এতো কথার ভুড়ি ছোটায়, ইত্যাদি। এই কথা-গুলি অসত্য, অর্ধসত্য এবং অসত্য ইংগিতে ঠাসা বলা যায়। প্রথমত এই প্রসঙ্গে বাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে তাদের অনেকেই চীন কর্তৃপক্ষের চেয়ে ভারতীয় কর্তাদের উপর রাগ হচ্ছে বোধহয় বেশি। হওয়াই বোধহয় উচিত। কারণ পিকিং সরকারের উদ্দেশ্য যত মন্দই হোক সেটা অবোধ নয়। মন্দ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেই উদ্দেশ্যকে গোপন করা, তাকে সাজিয়ে অন্যরকম দেখানো অথবা সোজা দিনকে রাত বলা—এসব বখা যায়, কারণ মন্দ উদ্দেশ্য সাধনের এই সব পন্থা আবহমানকাল অনুসৃত হয়ে আসছে। সুতরাং চীন সরকার যা করছেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। তবে রাজনীতিতে আশ্চর্য না হয়েও আশ্চর্য হওয়ার ভাব দেখানোর প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু সে প্রয়োজন রাজপুরুষদের পক্ষে হয়, সাধারণ লোকের পক্ষে নয়। এক্ষেত্রে সাধারণ লোকের যে ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে তার কারণ আমাদের কর্তারা, এদের উপরই বাগ হওয়া উচিত। চীনারা তাদের মন্দ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য সেই উদ্দেশ্য এবং নিজেদের আচরণের উপর নানা মিথ্যার সাজ পরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে এটা কিছু অস্বাভাবিক নয় কিন্তু আমাদের কর্তারা যে এই ব্যাপারের উপর ক্রমাগত কুহেলিকার আচ্ছাদন চালাচ্ছেন ইতিহাসে এর তুলনা আছে কিনা জানি না। চীনের কর্মকাণ্ড যতই প্রসারিত হচ্ছে এবং ঢাকা থেকে বোম্বার পড়ছে, আমাদের কর্তারা ততই কুহেলিকার চাদরটা আর একটা চাটান বাড়িয়ে আবার তাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছেন।

তা না হলে দুদিন মাত্র আগে কলকাতায় এক প্রেস কনফারেন্সে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, সীমাসংসার চীনাদের সমস্ত অভিযানের পিছনে পিকিং-এর বড়ো কিছু মতলব আছে বলে তিনি মনে করেন না। পণ্ডিতজী বলেন যে তিব্বতী বিদ্রোহীদের দমন এবং তাদের নিষ্কলশ-আগমনের পথ বন্ধ করতে গিয়েই চীনা সৈন্যরা এই সব সীমাসংসার গোলাযোগে জড়িয়ে পড়ছে। আশ্চর্য! যিনি গত ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র চীন প্রধানমন্ত্রীকে নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে জানাচ্ছেন কী রকম ভাবে ১৯৪৯ সালের তিব্বত সম্পর্কিত ভারত-চীন চুক্তি সম্পাদনের পর থেকে একটার পর একটা চীন কর্তৃক ভারত সীমাসংসার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে আসছে এবং ভারতের জনমত পাছে উত্তেজিত হয় সেই ভয়ে ভারত সরকার

ভারতীয় পার্লামেন্টের কাছ থেকে পর্যন্ত সেন্সব ঘটনার কথা চেপে রেখেছিলেন—তিনি কিনা পঁচিশ দিন পরে কলকাতার সাংবাদিকদের এমন কথা বললেন যার এই অর্থ লড়ায় যে তিব্বতী বিদ্রোহীদের দমন ও তাড়া করার ব্যাপার থেকেই এই সব সীমাসংসার হাঙ্গামার উৎপত্তি। পণ্ডিত নেহরু ভুলে গেলেন যে, যে-বিদ্রোহের কথা তিনি বলেছেন সেটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাপার, তিনি ভুলে গেলেন যে দলাই লামা এবং তার সঙ্গের অন্য শরণার্থীরা মাত্র মাস কয়েক হলো ভারতে আশ্রয়লাভ করেছেন। লুজংএর ঘটনা, যার দ্বারা মাক-মাহন লাইন লঙ্ঘিত হয়েছে তার সংগে তিব্বতী বিদ্রোহীদের তাড়নের পরস্পরাগত সম্পর্ক কিছু থাকতে পারে কিন্তু তার সংগে লাদাককে কয়েক বছর থেকে যে ঘটনা-গুলি ঘটেছে তার কী সম্পর্ক? মানচিত্র সম্পর্কিত কুহেলীর বরসও তো কয়েক মাস মাত্র নয়।

পাপের জন্য বিধিপ্রসূত সশ্রুত বিশ্বাস করুন আর নাই করুন এটা কিন্তু কি একটু আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, যে-২১ অক্টোবর তারিখে পণ্ডিতজী কলকাতার সাংবাদিকদের কাছে বলছিলেন যে, সীমাসংসার হাঙ্গামার পিছনে চীনের বড়ো কোনো মতলব আছে বলে তিনি মনে করেন না এবং এদের কাণ্ড চীনাদের তিব্বতী বিদ্রোহ দমনের পরস্পরাগত সশ্রুত বিশ্বাস—ঠিক সেই ২১ অক্টোবর তারিখেই সন্দেহে সীমাসংসার থেকে ৪০ মাইল ভারতের অভ্যন্তরে ভারতীয় পুলিশ চীনা সৈন্যদের দ্বারা নিহত হচ্ছে? পণ্ডিতজী যদি সেইদিনই খবরটা জানতেন তাহলে নিশ্চয়ই কলকাতার সাংবাদিকদের কাছে একথাগুলো বলতে পারতেন না। কি জানি, মাত্র ২৫ দিন আগে তিনি নিজে চীন প্রধানমন্ত্রীকে যে-সব কথা সিঁধ্যাছিলেন সেগুলো মনে থাকলেই বা কেমন করে কলকাতায় সেন্সিভ অমন "থিসিস" জরিফ করতে পারলেন?

অসল্য আমাদের কর্তারা বোধহয় আজকাল হয় এত বেশি "দৃশ্যহারা" হয়ে পড়ছেন অথবা জনসাধারণের দৃষ্টির প্রাচ্য তাদের অবজ্ঞা এতদূর বেড়েছে যে যাকের সংগে কালুর সংগীত বেখে কথা বলার প্রয়োজন আর তারা বোধ করেন না। পিকিং সরকার অভিযোগ করেছিলেন যে ভারত সরকার চীনের বিরুদ্ধে ভারতে উত্তেজনা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছেন। পার্লামেন্টের চীনা নীতির সমালোচনাত্মক পিকিং সরকার জোর প্রকাশ করেন। উত্তরে পণ্ডিতজী তার ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে মিঃ চু এন-লাইকে অভিযানের সূরে লেখেন যে ভারতে উত্তেজনা সৃষ্টিতে সহায়তা করার কথা দূরে থাক, পাছে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় সেই ভয়ে ভারত সরকার

বছরের পর বছর সীমাসংসার ঘটনা পার্লামেন্টের কাছ থেকে পর্যন্ত চেপে রেখে ছিলেন। তার জন্য ভারত সরকারের কার্যকর সমালোচনা হয়েছে এবং সে সমালোচনা যে অন্যায় সমালোচনা নয় তাও পণ্ডিতজী বলেন। সংগে সংগে পণ্ডিতজী মিঃ চু এন-লাইকে জানান যে ভারতের পার্লামেন্ট সম্পূর্ণ স্বাধীন, সেখানে কোনো আলোচন নিবারণ করার ক্ষমতা কারো নেই। কম্যুনিষ্ট চীনারা আমাদের পার্লামেন্টের ডোমে ক্রাসিতে বিশ্বাস করে না। করলেও তারা না হলে পরত না। যে পার্লামেন্টের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কথা পণ্ডিতজী বলেছেন সেই পার্লামেন্টের কাছ থেকেই গতনভেম্বর ৩০৪ বছর পর দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদেশী শক্তির দ্বারা ভূমি বৈদেশ্যের সংবাদ গোপন করে রেখেছিলেন।

পণ্ডিতজী জনসাধারণকে মাথা ঠান্ডা রাখতে বলেছেন। হায় জনসাধারণ। পার্লামেন্টের মাথা ঠান্ডা রাখার ক্ষমতা যদি কিংবদন্তি নেই তিনি জনসাধারণকে কতটুকু বিশ্বাস করতে পারেন? জনসাধারণের মাথা ঠান্ডা রাখার একমাত্র উপায় দেখাচ্ছে বর্তমান সম্ভাব্য সংবাদ চেপে রাখা আর যদি সংবাদ বার হয়েই যায় অথবা বার করে মিটেই হয় তাহলে হতদুর সম্ভাব্য তাকে যে-হিন্দী সমস্ত সাজিয়ে লোকের মনে ঢেঁকে উৎপালন করা। তা না হলে চীনে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের বর্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রচারিত পণ্ডিত নেহরুর শব্দভাষ্য বর্ণনা? উত্তর মিঃ চু এন-লাইএর তারকাচাঁদ একটা সাধারণ কথা নিয়ে এতো বা কলসানো, তার ভিতর থেকে এতো বড় একটি পতঙ্গের অর্থ নিষ্কাশনের চেষ্টা হয়? তাহলে চীনের মাথা সন্ধ্যা কক্ষতর ইতিহাসে সাম্প্রতিক ব্যাপারগুলি একটি "এপিগেম" মাত্র বলে গণ্য হবে—মিঃ চু এন-লাইএর এই কথার মধ্যে কতো কিছুই না থাকে বার করার চেষ্টা হয়েছে। অথচ একটুকু থেকে মিঃ চু এন-লাইএর কথাটা কতদূর অতীত নির্যাসজনক বলা যায়। কারণ যেখানে ভারত-চীনের সম্বন্ধের ইতিহাস রাজার হাজার বছর হিসাব করা হচ্ছে সেখানে একটা "এপিগেম" দু'তিন পুরুষ পরে চলাতেও তো পারে?

তাছাড়া আর একটা খবর কি আমরা জানি? চীনের প্রতি ভারতের কক্ষতর প্রতিশ্রুতিপূর্ণ শব্দভাষ্য জাপক তার শর্তের উত্তর মিঃ চু এন-লাইয়ের সেই তারকাচাঁদ যা নিয়ে এদেশে এতো টে টে হস, সেটা কিন্তু চীনে প্রকাশিত হয় নি। ভারতের সংগে বন্ধুত্বের কোনো উৎসব—সেটা প্রতীক বা আধুনিক যে কালেরই হোক—চীন শাসকদের মধ্যে যৌন হন-সাধারণের আগাভুত শোনা বোধহয় বার।

কবির দায়িত্ব

গালভাতের ক্রোয়ান্সিমোদো

ইতালির প্রবীণ কবি সাগলভাতের কোয়ান্সিমোদো-কে এ বছর নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। কবির বয়স ৫৮। ইনি আলবার্তো মোরাভিয়া, উনগ্রাটে প্রমুখ সোভিয়েত ও ইতালির কবিদের মধ্যে



কবি কোয়ান্সিমোদো

সেরা লিখিয়েদের বিশেষ বস্তু। গত ১৯৫৭ সালের শরতে ইতালিতে কাব্য সম্পর্কে যে বিতর্ক হয় তার নেতৃত্ব করেছিলেন কবি সাগলভাতের কোয়ান্সিমোদো। পরে, ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কবিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ইতালীয় ও সোভিয়েত কবিদের মধ্যে সেবারও এক আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু যাত্রাপথে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁর লিখিত রচনাটি অন্য একজন ইতালীয় কবি পাঠ করেন। সেই রচনাটিই এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হল। রচনাটির মধ্যে কাব্য ও নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে কবির বিশিষ্ট চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে।—অনুবাদক]

ক। বোর সমস্যা এমনই যা সর্বদাই আলোচনাযোগ্য। কবির “জন্ম” সব সময়ই “বিশৃংখলা” থেকে। জীবনের ঘনিষ্ঠ সামিমা প্রয়াসে এ যেন নতুন কোন পথ। এখানে একটা কথার স্বীকৃতি থাক, কবি কখনও জীবনকে দূরে সরিয়ে দেন না, কবি যখন হতাশায় দগ্ধ হন বা

নিজেকে তাঁর নিজস্ব মনে হয় অথবা জনমনে বিশ্বাসস্থল দেখেন; তখনও না। এমন কি যখন তিনি দেখেন মানব-সমাজের অধঃপতনের জন্যে স্বর্ণ-উপহার আর অন্য অধঃপতনের প্রত্যাহার রক্তির জন্যে মৃত্যুর মধ্যে স্বর্ণ আর রক্তের একটানা সংলাপ; তখনও না।

কেউ কেউ বলেন, আজকের মানুষ তার নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে। এই কথা থেকে আসে, এ যুগের কবি, যিনি নগ্ন আবেগকে পর্যন্ত অস্ত্রমণ করতে ছাড়েন না, তিনি পর্যন্ত “নিঃশব্দ” না হয়ে পারেন না এবং তিনি তাঁর সৃজনশীল লেখনীতে শূন্যমাত্র মানুষের ক্রমশঃ অধঃপতনকেই চিত্রিত করেন।

মানুষের সাময়িক ভাগ্যের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন, একথা যেসব অনভিজ্ঞ জন তারস্বরে বলে থাকেন তাঁদের মধ্যে প্রায়ই একটা দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়।

কখনই কবিতা “এটা” বা “ওটা” নয়। কবিতা সর্বদাই কবিতা; একথা পূর্বেও বলেছি। কবিতা হল সর্বদাই এক অমর্ত্যভঙ্গী, গভীর বিশ্বাস। দ্ব্যর্থহীন

ভাবার বলা যায়, এটা হল মানুষের সৃজনশীলতার ওপর আস্থা এবং এ কারণে তা অন্যকোনো প্রেরণার আভ্যবহ হতে পারে না।

কবি মানুষ হিসেবে সমাজ গঠনে ওঠা হন। যদিও এই নিমণ কর্মে তিনি “প্রধানত স্বতন্ত্র ব্যক্তি” মাত্র। এ প্রসঙ্গে বলা যাক যে তাঁর ক্ষমতার জন্যে কোন বাইরের উৎসাহের প্রয়োজন নেই। আমি বিশ্বাস করি না যে, কবিতা “সংশ্লিষ্ট” মাত্র। আমার কাছে কবিতা হল মানুষের হৃদয়ের গভীর জীবনের যে আশা আন্দোলিত হয়, তার-ই স্বাভাবিক আন্দোলন।

আধ্যাত্মিকতার “দলিল” কবিতা হতে পারে না। কোনও আধুনিক কবি কি “জ্ঞানের শীর্ষে” উঠে মানুষ ও পৃথিবীর ব্যাখ্যা করেন? এখানে টি এস এলিয়ট-দ্বারা সম্পর্কিত গ্রন্থে দার্শনিক ভাবার “শূন্যতা” সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঈর্ষা প্রকাশ করেছেন। [নিজের দিক থেকে যেমন, তেমনি আংশসাক্ষ্যকণন জগতের সমগ্র কবি, যার মধ্যে অবশ্য সেরা কবিরাও রয়েছেন, তাঁদের দিক থেকেও তাঁর এই ঈর্ষা]।

দার্শনিক আধুনিক কবিদের এক উপকূল শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদের শিক্ষিয়েছেন যে সমস্যাটাই বড় কথা নয় যেটা হল আসল কথা তা হল সময়ের “জনন”। তাই পোয়েট আর লিহোপারডি বিশ্বকবি, তাঁরা জনগণের অন্তরে বিরাজ মান। আমরা স্মরণ করি পোয়েটকে, স্মরণ করি তাঁর কবিতাকে যা এখন, আমাদের

* উৎসবে ও নিত্যপ্রয়োজনে *

যে কোনও **চাউলের** জন্য

পশুপতি দাস এন্ড সন্স প্রাইভেট লি:

ভারতের সর্ববৃহৎ চাউলের শ্রেষ্ঠতম সত্ত্ব প্রস্তুতকার

৪৩/২ ও ৩৭-এ, মুরেরি নাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪

ফোন : ২৪-৪০০১ গ্রাম : গাইসকিং

*

কম বেণী যে কোনও পরিমাণ বাজীতে পৌছাইয়া

দিবার ব্যবস্থা আছে।

কালে দূরের মনে হতে পারে, কিন্তু যা তিনশতাব্দী ধরে সমগ্র যুরোপীয় কবিতার মৌচাককে লালন করে আসছে। আমরা স্মরণ করি লিয়োপার্ডিকে কারণ তিনি ডার্জ'ল'-এর মত নিজের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে "ভাষার মুস্লিয়ানা" দেখিয়েছেন।

বস্তুত লিয়োপার্ডির পর থেকে ইতালীয় কাব্যে নতুন ঢেউ এল, যার ফলে আজকের ইতালীয়কাব্য প্রবাহিনী। যা হোক, আজ দায়িত্ব অনেক বেশি,

এখনই মানুষের "রূপান্তর"রের সময়। শব্দগুলো লক্ষ্য করুন। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ বদলে যাচ্ছে। মানুষকে বদলানো—যার গোপন আকাঙ্ক্ষার চোখ রয়েছে কবিতার বইয়ের পাতায়, যারা শয়তানকেই মানুষের প্রিয় ভাবে, যারা ঠাট্টা করে যাদের চোখের জলকে, যাদের রক্তাক্ত হাত রয়েছে পকেটে, তাদেরও নবজন্ম দিতে হবে।

মানুষের রূপান্তর—কবির প্রধান কর্তব্য। কিন্তু সমস্যা হল এখনও এমন মানুষ আছেন যাদের কাছে কবিতা নিছক

সাহিত্য-খেলা, কবির জীবনের পথে এক অজ্ঞাত পথিকমাত্র। এবং কেউ কেউ মনে প্রাণে এমন কামনাও করেন যে, রাতের বেলায় কবি ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠবেন এক মিনার শীর্ষে, সেখান থেকে খুশিমত উপভোগ করবেন মহাজাগতিক-দৃশ্যাবলী।

কিন্তু নক্ষত্র দেখার দিন, চলে গেছে। কবির কর্ম ও দায়িত্ব—মানুষের রূপান্তর।

অনুবাদ : মিহির ঘোষ দস্তিদার

তিন্দারিতে ঝড় সালভাতোর কোয়াসিমোদো

তিন্দারি, তোমায় চিনতাম—

দু'সার চওড়া পাহাড়ের মাঝখানে, আয় কোমলে,
অমরাবতীর সেই সুন্দর স্বীপটিতে
জলের ধারে বৃক্ষে তুমি দাঁড়িয়ে।
আজ রণরংগণী সাজে আলোড়িত করেছে
আমার সনসৃত হৃদয়।

পাইনবনের হাওয়ার সুস্বপর্শে ভেসে
আমি পাহাড়ে চড়ি,
পেঁচাই খাড়াই শিখরে,
আমায় যারা আনন্দময় সংগ দিয়েছিল
তারা শূন্যে যায় মিলিয়ে,
শব্দের তরঙ্গ আর ভালোবাসা,
মিলিয়ে যায় ছায়া আর স্তম্ভতার ভয়
স্বাভাব্য মরণ,
যাদের থেকে ভুল করে নিজেকে হিনিয়ে নিয়েছিলাম
সেইখানে আমাকে তুমি নাও
অতীতের সেই ক্লান্তির বিরাম কুঞ্জে,
একদা যে দিয়েছে আশ্রয়।

সে দেশ তোমার অচেনা
যেখানে প্রতিদিন আমি গোপনে এক ভাষাকে লালন করি:
আর এক আলোকে তোমার জানালায়
রাত্রিবাস-পরা তোমার অপূর্ণ রূপ উন্মোচিত হয়,

যে-আনন্দ আমি হারিয়েছি
সে তোমার কোলে শূন্যে আছে।

নিষ্ঠুর এই নিবাসনের দিনগুলি,
আর তোমার মাঝে যে সংগতি খুঁজেছিলাম
আজ তা' মর্মস্বরূপে উবেগে রূপান্তরিত,
আর সব ভালোবাসা বিষাদকে রূপবাব বর্ম,
সেই অশ্রুকারের বৃক্ষে স্তম্ভ পদক্ষেপ
যেখানে তুমি আমায় ঠেলেছ
জীবিকার তিক্ত অন্ন খুঁটে খেতে।

তিন্দারি, শান্তিময়ীর রূপে ফিরে এসো;
প্রিয়তমা, আমাকে জাগাও
যেন আমি গিরিশিখর থেকে স্বর্ণের দিকে উঠে যেতে পারি
আর আমি জানি তারা ভয় পাবে, যারা জানেনা
এই উদ্দাম হাওয়া আমার মধ্যে তোলপাড় করে
কী খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অনুবাদ : প্রমোদ মৃধোপাধ্যায়

("Wind at Tindari" কবিতার অনুবাদ)

তিন্দারি—সিসিলির একটি জায়গার নাম। এখানে কবি কোয়াসি-মোদোর কৈশোর কেটেছে। এই গীতি কবিতাটিতে সিসিলির সেই নান্দনিক কৈশোর পরিবেশের জন্য নন্দ্যালঙ্কার অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ "মুদ্র" সৃষ্টি করেছে—যা কবির রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। —অনুবাদক

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রবর্তী

খেসাদা আরম্ভ হওয়ার সময় বন্দুকের আওয়াজ দিয়ে সময় জ্ঞাপন করা হয় আর বন্দুকের আওয়াজ হওয়া মাত্র সময়-রক্ষক তার স্টপওয়াচটি টিপে দেন। কিন্তু দৌড়ের প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে লম্বা দৌড়ের দরকার হলে যেখান থেকে প্রতিযোগীগণ রওনা হবে অনেক সময় সেখান পর্যন্ত বন্দুকের



ক্রাশ বাফ সহ স্টার্টার

আওয়াজ পৌঁছায় না, ফলে সময়রক্ষকও তার ঘড়িটি সময় মত টিপতে পারেন না। অতীতকাল সেকেনা বন্দুকের সঙ্গে একটি ক্রাশ বাফ লাগানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। বন্দুকের বোড়া টেপার সঙ্গে সংগেই আলো জ্বলে উঠবে এবং সময়রক্ষকও তার ঘড়ি টিপে দিতে পারবেন।

*

শব্দভান্ডারী বাণের কথা আমাদের কাছে অজানা থাকার কথা নয়, তবে সেটা নিতান্তই কথার কথা হিসাবেই জানি। সত্যিকারের শব্দভান্ডারী বাণ আমরা এখানে দেখিনি এবং একান্তই হৃদয়গ্রহণের রোগ না থাকলে শব্দ শুনলে কারো মৃত্যু ঘটেছে এমন কথাও এখানে শোনা যায়নি। "সাইন্ড ইংক ইনকোপারেটেড" কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম টমাস ল্যাংসিং আবিষ্কার করেছেন যে, বর্তমান যুগেও শব্দের দ্বারা মানুষের মৃত্যু ঘটে। ল্যাংসিং বলেন যে, যে শব্দের দ্বারা মানুষের মৃত্যু ঘটান যায় সেটি একটি বিশেষ ধরনের শব্দ এবং জনসাধারণের সর্বাধিক জন এই নামকরণ করেছেন

“হিস” তিনি বলেন, “হিস” মানুষের শরীরের অন্তর্গত টিস্যুগুলি নষ্ট করে অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যু মানুষের সমস্ত দেহটাই এক ধরনের পেরিগে পরিণত করে ফেলতে পারে

এরচে ভ্যানে মানুষের মৃত্যু ঘটে। ল্যাংসিং আরও বলেন যে, “হিস” শব্দটি এত ক্ষেত্রে হয় যে এর দ্বারা একটি বাড়কে তার ভূমিকম্পপ্রণীত বাড়ির মত কাঁপতে

প্রকাশিত হয়

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

ঐতিহাসিক উপন্যাস

তাকাশলিপি

নাফসা ছিল কররাণীদের বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ উজীর মালিক মিয়া লোদী খাঁর একজন সামান্য বাদী-সুদূপা, তম্বা, তরুণী। কিন্তু আশ্রয়-প্রার্থীর কাতর অনুনয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে দারুণ কররাণী যখন তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করল, তখন নাফসা গেল মৃৎল শিবিরে। তার কাজল-কালে চোখের মিনতি আর রক্তগোলাপ পাখড়ির মত ওষ্ঠাধরে করুণ-মধুর হাসিই ছিল তার একমাত্র ছাড়পত্র। তারই পরামর্শে আকবর বাদশা হাজীপুরে দিলা অধিকার করেও আগনে লাগিয়ে দিল, গুলন্দার ও তুকারারের হৃদয়ে তার জনাই মৃৎলসেনা সহজেই জরী হল। অথচ সেই-ই আবার পুরস্কারস্বরূপ দারুনের প্রাণ-ভিক্ষা চেয়ে নিল মৃৎল সেনাপতি খান-খানান মুনীর খাঁর কাছে থেকে। ব্যর্থ-চরিতার্থ প্রতিরোধে, প্রেম-ঘণা-ভাতুরীর জটিল সংমিশ্রণ ও রাজা ডাঙা-গড়ার সংক্রম অংশগ্রহণে এই রহস্যময়ী বাদীর দ্বন্দ্বীধা বিচিত্র চরিত্র পাঠকে ক্রমে বোম্বিন্ত, কখনও বিস্ময়ে বিধুর কখনও আনন্দে অভিভূত করবে। পরিচ্ছন্ন ভাষায় লেখা ঐতিহাসিকভাবে একটি রসালো উপন্যাস। সুপরিবেশিত প্রচ্ছদ। দাম চারটাকা।

এর গল্প কিছু মজলিশে শোনা, কিছু আকবরবাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। এ সব ঘটনা না ঘটীর কোন কারণ নেই এবং ঘটতে কোন বাধা নেই, বরং ঘটাই উচিত ছিল। লীলা মজুমদারের সম্পূর্ণ নিরুপদ চিত্র লেখা গল্পগুলি পড়তে পড়তে হাসি পায়, তা অইংস নয়, স্মিত মধুর মজলিশী হাসি। মিস্ট্রি হাতের মিস্ট্রি আমেজী গল্প। অভিনব প্রচ্ছদ। দাম ৩.৫০

লীলা মজুমদারের

রমায়চনা

ইষ্ট কুটুম

তৃষা (২য় সং)। সমরেশ বসু।	৩-০০
কথাকলি। রমাপদ চৌধুরী।	৩-০০
একান্ত আপন। নবরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়।	৪-০০
বুধের রেখা। সন্তোষকুমার ঘোষ।	৫-০০
শুক্লসঙ্ক্কা। সরোজকুমার রায় চৌধুরী।	৫-০০
কলিতার্থ কালিঘাট (৭ম সং)। অবধূত।	৪-০০
মন থাকে না। গৌরকিশোর ঘোষ।	৩-৭৫

আসন্ন প্রকাশের অপেক্ষা

দুটি চোখ দুটি মন। রমাপদ চৌধুরী। দাম ৩ টকা পাতা না ৩০

বরণীয় লেখকের



বরণীয় গ্রন্থের প্রতীক

ত্রিবেণী প্রকাশন

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

ভূমিসাৎ করে ফেলা যায়। অবশ্য শব্দভেদী বাণের মত এ শব্দ খুঁধের কাজে লাগবে না কারণ খোলা জায়গায় শব্দটি বাতাসের সঙ্গে মিশতে পেয়ে শব্দতরঙ্গ বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার দরুণ শব্দটির মৃত্যু-ঘটনকারী ক্ষমতা লোপ পায়। যে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে হিস্ উৎপন্ন হয় সে যন্ত্রটি একটি

বিশ মজবুত কংক্রিটের বাড়ির মধ্যে রাখা আছে আর অনেকগুলো লাউড স্পীকারের ছোট মুখ দিয়ে শব্দটি বার করানর পর শব্দটি একটু পুর, ধাতব পদার্থে খান্না মেরে ধীরে ধীরে এখান থেকে মিলিয়ে গিয়ে অন্য একটি পদ্ধতির দ্বারা বাইরে চলে গেলে মৃত্যু ঘটনকারী ক্ষমতা

খুব জোরে শব্দটি শোনা যাবে। ল্যাবিং বসেন যে, এ শব্দ পরীক্ষামূলকভাবে মানুষের ওপর প্রয়োগ করে খুব লাভ হবে না, কারণ শব্দটি শোনামাত্রই মানুষের মৃত্যু ঘটবে। কাজেই শব্দটি কেমন করে কীভাবে তার কর্ণপটেই আঘাত করেছে সে খবর পাওয়া সম্ভব হবে না।



বড় সাধের এই বছর কয়টিতে

মেথেন-মা-মেথেনে চলে যায় আনন্দ মধুর এই দিনগুলি — যখন সারা জগতে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে ও জানেনা, যখন ওর যত্ন ও আশ্রয়ের জন্ত ও শুধু আপনাই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আপনিও আবার এজন্তে স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত করতে পারেন জনসন-এর প্রসাধনের ওপরে — কারণ তিন পুরুষেরও ওপর তাঁরা শিশুদের যত্ন নিয়ে আসছেন।

ওর মানের সমস্ত চাই জনসন বেবি সোপ আর আনের পর ও প্রতিবার পোশাক পালাটার সময় জনসন বেবি পাউডার। নিমল, স্নিগ্ধ ও হৃৎপ্রদ এইসব প্রসাধনে ওর গা জুড়োবে, ও আরাম পাবে।

ওর প্রসাধনের জন্ত আরও আছে —

জনসন বেবি অয়েল ও ক্রীম

জনসন এও জনসন

৬০ বছরের ওপর
শিশু-প্রসাধন প্রস্তুতকারী



শব্দচন্দ্র ও বীণাজঙ্ঘা

স্মৃতিচিহ্ন

অমল হোম



আমর বীণাজঙ্ঘা-শতবার্ষিকী উৎসবের কথা স্মরণ করে মনে জাগছে, কবির স্মৃতিচিহ্ন জন্মোৎসব বীণাজঙ্ঘা-উৎসব-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের সহায়তা ও সহযোগিতার কথা।

সে-কথা বলবার আগে শব্দ এই ভূমিকাটুকু করে নেওয়া হয়তো দরকার যে, শরৎচন্দ্রকে আমি প্রথম খুব কাছ থেকে দেখি কন'ওয়ার্লিস স্ট্রীটের শ্রীমান বাজারের সামনে—এখন যেখানে ডি রতন ফোটোগ্রাফারের দোকান, সেই বাড়িতে—“বমুন” মাসিক পত্রিকা আপিসে। সেটা ১৯১২ সন। তখন কলেজে পড়ি; আর, আজকালকার ছেলেরা যেমন কলেজ থেকেই পলিটিজ্ঞ-এ হাত পাকায়, তেমনি আমরা হাত পাকাতাম সাহিত্য-চর্চায়। অনেক বছর পরে শরৎবাবু তাঁর একখানি চিঠিতে আমাকে সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—

“—মনে পড়ে কন'ওয়ার্লিস স্ট্রীটের সেই সভাতেই জয়ন্তী-উৎসব-পরিষৎ আপিসের আড্ডা। ফণীর [‘বমুন’] সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালা ওখানেই প্রথম দেখি তোমাকে। —তুমি আর প্রভাত [বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]। কি তাকি'কই না ছিল তোমরা দুটি বন্ধু। সমানে আমাদের সঙ্গে তাল ঠেকে গিয়েছে। আর কি পাকা! কতই বা তখন বয়স তোমাদের!”

১৯০৮, ২৫শে বৈশাখ বীণাজঙ্ঘার সপ্তম বছর পূর্ণ হোল। তার কয়েক দিন আগে এই উপলক্ষ্যে দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁর সংবর্ধনা-প্রস্তাব নিয়ে শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম—রূপনারায়ণের ধারে সামান্যবেড়। সঙ্গে ছিলেন শ্রীমান নীহাররঞ্জন রায়। শরৎবাবু চিরদিনই খেয়ালী মানুষ; মনে একটু খটকা ছিল, আমাদের তরফ থেকে তাঁকে এই উৎসবে যোগদান করার আমন্ত্রণ তিনি কীভাবে গ্রহণ করেন। মধ্যাহ্নে ডিরিভজনের পর দোতলার বারান্দায় রূপনারায়ণের দিকে মুখ করে বসে কথাটা পাড়া গেল। আমরা জানালাম যে, তাঁকে আমাদের মধ্যে চাই—তাঁকে আসতেই হবে। এক কথাতেই তিনি রাজি হলেন। শব্দ বললেন,—“আমাকে বাপু, কমিটি-টর্মিটিতে রেখ না, ওসব আমি পারব না। আমি তোমাদের পেছনে থাকব। আর দেখ, আর-একটি কথা, বক্তৃতা-

টুকুতা আমার দ্বারা হবে না, ওসবে আমায় ডেকে না।” আমরা তখানতু বলে তখনই তাঁর সব কথা মেনে নিলাম। পরে কিছু এ-সব কথার একটিও আমরা রাখিনি বা তিনেও রাখেন নি।

২রা জুলাই, ১৯০৮ (১৬ই মে, ১৯০১) কলকাতার রুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বীণাজঙ্ঘার উদ্‌ঘাটন-সভা আহূত হোল। সে-সভার আহ্বানকদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের মনীষী কন্নবীর <লোকনায়কদের প্রায় সকলেই; আর ছিলেন কলকাতার দেশী-বিদেশী সমস্ত সম্প্রদায়ের নৃপপাঠগণ। (১)। সভাপতির আসনে মহোদয়পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বরণ করলেন বিপিনচন্দ্র পালা। বাকিম ও রবীন্দ্র-যুগের মধ্যে শাস্ত্রীমশাই সৈতু-স্বরূপ—এই কথা বিপিনচন্দ্র সৈতিন বলেছিলেন মনে আছে। সভা প্রথমেই কবির “বয়ঃক্রম স্মৃতি বৎসর” পূর্ণ হওয়ার তাঁকে সম্রাধ সম্ভাষণ ও আনন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন” করলেন। প্রস্তাবক ছিলেন—কবি কামিনী রায়; আর সমর্থক মধ্যে ছিলেন—ময়ূরভঙ্গের মহারানী সূচর, দেবী, মোলানা আবুল কালাম আজাদ কবি অতুলপ্রসাদ, হাসান সুরারসি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর), আর্থার মুর (স্টুটগার্ড-ম্যানের সম্পাদক), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অধঃস্কন্ধার গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয় প্রস্তাব—“এই সভার মতে, কবিরবীরের সমগ্র দেশবাসীর এবং সকল সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কলিকাতা নগরিতে, এই শব্দ ঘটন উপলক্ষ্যে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন সংবর্ধনা ও একটি আনন্দবৎসরের অনুষ্ঠান কর কতবা” উপস্থাপিত করলেন চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য রতন। এই প্রস্তাবের অনুমোদনে উঠলেন শরৎচন্দ্র। ঠিক পনের দিন আগে তিনি কেননা সভায় বক্তৃতা করতে পারবে

(১) সভার আমন্ত্রণপত্রের প্রতিলিপি এ-প্রবন্ধের সঙ্গে দেওয়া হোল। সে-পত্রে স্বাক্ষরসংগ্রহকালে পরিচয় পেরোইলেন বাংলা দেশে নিবাসী ও প্রবাসীদ শীর্ষস্থানে সৈতিন দ্বারা ছিলেন, কবি প্রতি তাঁদের প্রশংসা ও অনুগাণ কতখানি মূল পত্রটি আমার কাছে আছে। পত্রটি তাঁর অনবদ্য হস্তাক্ষরে আমাকে লিখে দিয়েছিলেন শ্রাবণের রাজশেখর বসু, মহাশয়।—লেখক ॥

শান্তির সঙ্গপ্রকাশিত করেখানি গ্রন্থ : নারায়ণ চৌধুরীর সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি

বর্তমান গ্রন্থে সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যের গতি, প্রকৃতি ও প্রবণতা নির্দেশের চেষ্টা করে লেখক বইটিকে প্রকৃতিই সাধকনামা করে তুলেছেন ॥ ৩.২৫ ॥

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরীর ভূতের গাঁঢ়ালি

॥ ২২ পংকরণ ॥
সুকুমার রায়-এর ‘আবোল-তাবোল’-এর পর শিশুসাহিত্যে এই ধরনের বই আর প্রকাশিত হয়নি বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমরা আশা করি, লেখকের এই বই-খানি চিরকাল বাংলার শিশু, কিশোর ও প্রবীণদের আনন্দ দেবে ॥ ২.৫০ ॥

ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর বৈঠক

বই-এর নাম দেখে যেন শিশুসাহিত্য বলে ভুল করবেন না। এই গ্রন্থে প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চৌধুরী মানুষ, সাহিত্য, ধর্ম, কর্ম, জন্মান্তর, স্বর্গ-নরক ও নিৰ্বাণ এই কয়টি অধ্যায়ে সুখদুঃখময় জীবনের কয়েকটি চিরন্তন সমস্যার আলোচনা মধুরভাবে পাঠকদের নিবেদন করেছেন।

আনন্দবাজারের অভিমতে : খুব খোলা মন নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।... ভাবুক মাত্রেই বাস্তবজগতে আশ্রয় ত্যাগে যে-দুঃখ অনুভব করেন; সেই দুঃখের বোধ একটি স্নান আভার মত বইটির সবটুকু পরিব্যাপ্ত।... বইটি সাধক ও সুখপাতি ॥ ২.৫০ ॥

বনমালী গোস্বামীর মৌসুমী সুর

বাংলা, বিহার ও আসামের পটভূমিকার একটি উপন্যাসের জন্ম। এই উপন্যাসের প্রস্তাবনা থেকে উপসংহার এক নিম্নশ্রেণে না পড়া পর্যন্ত মন খুঁতখুঁত করে। ডিমাই সাইজ ॥ ২.৫০ ॥

..... শীঘ্রই প্রকাশিত হবে.....

আমর	শান্তি লাইব্রেরী,
রাজশ্রী, তর	১০-বি, কলেজ মো,
কাকোরী বড়বস্ত্রের	কলিকাতা-৯
স্মৃতি	০৬-২০০২
বীণাজঙ্ঘার বজালা	

১০০ Calcutta.

শ্রী প্রমথনাথ সরকার

শ্রী প্রমথনাথ সরকার

শ্রী প্রমথনাথ সরকার

W. S. Hughes.

J. R. Banerji
(শ্রী জয়কৃষ্ণ বসু)

৭৭ (১০৬৬-১০৬৭)

২০৬ ২০৬৬-১০৬৭

Pradip

শ্রী প্রমথনাথ সরকার

শ্রী প্রমথনাথ সরকার

শ্রী প্রমথনাথ সরকার

শ্রী প্রমথনাথ সরকার

শ্রী প্রমথনাথ সরকার

২০৬৬-১০৬৭

শ্রী প্রমথনাথ সরকার

Chome

Shumethall

শ্রী প্রমথনাথ সরকার

Pradip

শ্রী প্রমথনাথ সরকার

শ্রী প্রমথনাথ সরকার

শ্রী প্রমথনাথ সরকার

২০৬৬-১০৬৭

শ্রী প্রমথনাথ সরকার

শ্রী প্রমথনাথ সরকার

(২০৬৬-১০৬৭)

স্বাক্ষরকারীগণের নাম

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীপ্রবালচন্দ্র রায়, শ্রীরমানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মল্লিক-পাধ্যায়, শ্রীকামিনী রায়, শ্রীবতীন্দ্রমোহন দেনগুপ্ত, বাসন্তী দেবী, শ্রীঅবলা বসু, শ্রীসরলা রায়, শ্রীনাগরতন সরকার, শ্রীপ্রমথনাথ সরকার-চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ, ঘনশ্যামবাস বিড়লা, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি ডি রমন, সারাওরাদি, শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিধান-চন্দ্র রায় মোহাম্মদ আত্ম খাঁ, শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী, শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ, শ্রীনিপনচন্দ্র পাল, শ্রীচরৎচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসুশ্রেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীবতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীসুখাচার্য সাংখ্যবৈদ্যনাথ, শ্রীকৃষ্ণকমল মিত্র, শ্রীকৃষ্ণেশ সাহা, ফকির কলিকাতা (মোট পঁচাত্তর), শ্রীসুপ্রসাদ সর্বাধিকারী, শ্রীশ্রীশচন্দ্র দলনী, ডাব্লিউ এস আকবরখান, জে জে বসু (শ্রীজ্ঞানরঞ্জন কল্যাণপাধ্যায়), শ্রীহরেন্দ্রনাথ মিত্র, এ কে ফজলুল হক, এচি এ মিত্র, শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীজগদীশ সেন, জগদীশ্বর রহমান, শ্রীনাগর-চন্দ্র দেনগুপ্ত, আনন্দকী হরিবাস, শ্রীসুশ্রেন্দ্রনাথ কল্যাণ, এ মিত্র (আমির মিত্র), ই সি বসু, ইমতি সরোজিনী দেবী, মিসেস কে সি সেন ওল্ডফিল্ড জেনিফার, শ্রীনাগরেন্দ্রনাথ সরকার এম এলএল, হরিবাস গোস্বামী, শ্রীঅরুণচন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পদ্মরাজ ঠাকুর, জগদীশ্বর কল্যাণী, শিবানন্দ (রামকৃষ্ণ মিশন)।

কমিটির সভাপতি এ প্রায় নিম্নলিখিত এসেছেন—
কখনও সেজা সামগ্র্যেই থাকে। যদিও পরামর্শ এখন যা তাঁর কাছে চলেছে, তিনি তৎকালের দিয়েছেন। কত সময়ে নিরুৎসাহ হয়েছি, উৎসাহ দিয়েছেন।
জয়ন্তীর কাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, হঠাৎ উত্তর বাংলায় এসে প্রবল বন্যা। ইতিমধ্যে একটি চিঠি পেলাম রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে—

কল্যাণীয়েষু,
অমল জয়ন্তী উপলক্ষে আমাকে পাস দেবার সংকল্প ত্যাগ কর। সে-টাকা তোমরা বন্যারতদের দিও। আমি শরণকে লিখলুম। চিঠিখানা তাকে পৌছে দিও। সে সমস্তা না আমতা কোথায় আত্মগোপন করে আছে, তার

পত্র পাওয়া কঠিন। ঠিকানা ভুল গেছে, সেখান আছে কেথায়। আপাতত হাতের কাছে অমিরও। কবির প্রাইভেট সেক্রেটারি অমির চরবতী। নেই। অতএব—দুটি মাজনারী। ইতি ১২ই ভাদ্র, ১৩৬৮

শুভার্থী,
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শরণবাক্যকে লেখা চিঠি—
কল্যাণীয়েষু,
শরণ, শ্রুতিজ তোমরা আমার অর্ঘ্য-রূপে কিছু টাকা সংগ্রহের সংকল্প করো। শেখ এখন শরণ দাঁড়ান, এ সময়ে অন্য কোনও ব্যাপারের জন্যে অর্থের দাবি করা বিহিত হবে না। যদি আমার হাতে কিছু দিতে চাও, তবে

সেটার লক্ষ্য হবে দুর্গাত্মের সংগ্রহণ। অর্ঘ্যও দ্রবতত্ত্বভার চ্যুত করি। এই উপলক্ষে একটা কিছু পাল্লাগানের কথা চলচে—এই উপায় কিছু কৃত্রিম ব্যবস্থা আশা করি। তোমরা জয়ন্তী উপলক্ষে অল্প স্বল্প বা কিছু একতর করতে পারবে আমার হাতে দিলে এই পুণ্যকর্ম আমার সহায়তা করা হবে। নিজের শক্তিও কিছু করতে পারি, এই বন্যাত্তে সে উপায় ব্যর্থনি। ইতি ১২ই ভাদ্র, ১৩৬৮

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাজেই জয়ন্তী-উদ্দেশ্য-সভার শরণ-চন্দ্রের প্রস্তাবমতো বিশ্বভারতীর জন্যে

কবিকে 'অর্ঘ্যদান সৈদন' হয়নি। এজন্যে শরৎবাবুর মনে বরাবরই ক্ষোভ ছিল।

কিন্তু ক্ষোভ শুধু এই ব্যাপারেই নয়, আরও কিছু কারণ ছিল ক্ষোভের। কার্তিকের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই চিঠিখানি পেলাম—

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

অমল, আজ এই চিঠিখানা পেরেছি। তোমাকে পাঠাই। লেখক নিশ্চিত জেনেছেন যে, জয়ন্তীর কল্পনা ও উদ্যোগ আমার—তোমাকে সামনে রেখে। অনেক পাপের জন্যই বাংলাদেশ আমাকে এ পর্যন্ত দায়ী করেছে, পাশও তো কম করিনি বাংলাদেশে জন্মে, তাই আজ সন্তর বছরে পূণ্য অর্জনে লেগে গিয়েছি মহা আড়ম্বরে নিজের জন্মোৎসব-সম্বর্ধনায়। শরৎকে চিঠিখানা দৈখও।*

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ যে-চিঠিখানি শরৎবাবুকে লেখা এই চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন, সেটা শরৎবাবু আমাকে সেন্ননি—আমি চেরেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'কী করবে ও চিঠি নিয়ে, শুধু তোমার মেজাজ খারাপ হবে।' তাঁর কিন্তু এ-চিঠির কথা মনে ছিল। জয়ন্তী-উৎসব থেকে সামতাবেড়ে ফিরে গিয়ে তিনি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন (২৮শে পৌষ, ১৩৩৮) তার মধ্যে অন্য কথার সাংগ এই কথাগুলিও ছিল—

".....জয়ন্তীর গোড়ায় এও শুনেছি, স্বয়ং কবি তোমাকে খাড়া করেছেন,

তার শিখণ্ডী মাত্র তুমি—পেছনে থেকে তিনি তোমাকে সব করছেন! এ যে বাংলাদেশ! অমল—সেন্ননার বাংলা।' তবু বলতে হবে—আমি তোমায় ভালবাসি।' মনে কোনো ক্ষোভ রেখো না,—যে যা বলে বলুক।"

জয়ন্তী-উৎসব আরও এগিয়ে এল। কবির মানপত্র রচনা করতে হবে। যথারীতি কথাটা কমিটির সামনে আনলাম। কে রচনা করবেন? কমিটিতে যেমন হয়—দু-চারজনের নাম হোল, মতভেদও ঘটল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও আমি ছিলাম যুগ্ম সহযোগী-সম্পাদক। (২) তর্কাতর্কি দেখে শ্যামাপ্রসাদ কমিটিকে বললেন—'আচ্ছা ওটা এখন থাক, পরের মিটিং-এ ওটা বিবেচনা করা যাবে।' পরদিন সকালে শ্যামাপ্রসাদ আমাকে ফোন করলেন—'কাকে দিয়ে করাবেন ভেবেছেন কিছু? কমিটিকে দিয়ে ও কাজ হবে না, আপনাকেই ঠিক করতে হবে।'

তক্ষণে আমার মুখে এল—'কেন, শরৎবাবু থাকতে আর কে করবেন?'

শ্যামাপ্রসাদ বললেন—'তা হলে সে-কথাটা মিটিং-এ কাল বললেন না কেন?'

আমি বললাম—'মিটিং-এ শরৎবাবু বলে; তাঁর সামনে তাঁর নাম করে দশজনের কমিটিতে দশজনের বিভিন্ন মত হয়ে অনারকম দাঁড়ালে সেটা কি ভালো হোত? আমি আজই বিকেলে হাওড়ায় শরৎবাবুকে গিয়ে বলব। তিনি মিউনিসিপ্যাল অফিসে এস পি সি-এর মিটিং-এ আসবেন। সেখানে গিয়ে তাকে আমি ধরব।'

(২) পরলোকগত স্বতীন্দ্রনাথ বসু, মহশয় 'জেনারেল সেক্রেটারী' নির্বাচিত হবার পরই যুরোপে চলে যান এবং ফিরে আসেন জয়ন্তী-উৎসবের মাঝখানে।

* চিঠিতে তারিখ ছিল না—লেখক।

—লেখক ৥

১৯৫৯-৬০ সালে আগনার ভাগ্যে কি আছে?



দিব। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। দ্রুত গ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতির্বিদ্যায় কিরূপে অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিবার গ্যারান্টি দিই।

পাণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী। (DC-3) জলমধর সিটি।

Pt. Dev Dutt Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3),
Jallundar City.

শরৎবাবুকে সেদিনই রাজি করিয়ে সোজা গেলাম শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে। সেনেট-সিণ্ডিকেট-মিটিংবিশারদ শ্যামাপ্রসাদ যুক্তি দিলেন—'কাউকে কিছু এখন বলবেন না। লেখাটা শরৎবাবুর কাছ থেকে এলে সোজা মিটিং-এ তুলবেন।'

কদিন বাদে সামতাবেড় থেকে এল মানপত্রের খসড়া আর তার সঙ্গে এই চিঠি। (ইতিমধ্যে মিটিং ডেকেছি)।

সামতাবেড়, পরিগ্রাস, হাবড়া

৮ই অগ্রায়ণ, ১৩৮ [নবেম্বর, ১৯৩৯]

ভাই অমল,

এই সঙ্গে লেখাটা পাঠালাম। দেখতেই পাবে, কারুকর্মের ছটায় অতিভূত করবার চেষ্টামাত্র করিনি। কারণ সেটা অসম্ভব।

তবে, তোমার নিজের দায়িত্ব কিছু করে কাজ নেই। যারা কমিটিতে আছেন, তাঁদের সকলের মত নাও। বড় অসুস্থ, তাই যেতে পারলাম না।

একটা কথা তোমাকে বার বার জানিয়েছিলাম যে, আমি এ-কাজের উপযুক্ত নই। কিন্তু তুমি তো কিছুমাত্রই শুনলে না।

তোমার
শরৎবা।

সে-মানপত্রের প্রথম পংক্তিটি চির-স্মরণীয় হারে থাকবে—

"কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিশ্বাসের সীমা নাই।" (৩)

কবির প্রতি চাহিয়া শরৎচন্দ্র এই বিশ্বাস, তিনি অন্য একটি উপলক্ষ্যেও প্রকাশ করেছিলেন আমার কাছে একটি চিঠিতে—

...অনেকদিন পরে সেদিন তোমার বিবাহ-সভায় [ডিসেম্বর ১৯২৭] রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। কী আশ্চর্য সুন্দর—চোখ ফেরানো যায় না। বয়স যত বাড়ছে, রূপ যেন তত ফেটে পড়ছে। না, রূপ নয়—সৌন্দর্য। জগতে এত বড় বিস্ময় জানি না।"

রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব সভায় সেই মানপত্র শরৎচন্দ্র স্বয়ং পাঠ করেন, এই আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কি করে জানি না তাঁর কানে গিয়েছিল, কমিটির সভাদের মধ্যে এতে সন্দেহ আছে; তাই তাকে রাজি করাবতে পারিনি। অসুস্থতাবশত সভাপতি আচার্য জগদীশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে সেই

(৩) মানপত্রের বাক্যকে শরৎচন্দ্র প্রবন্ধ ও ডানদিকে রবীন্দ্র-জয়ন্তী ও সব-পাঠ্যদের সভাপতি আচার্য জগদীশচন্দ্রের স্বাক্ষর রয়েছে। মূল মানপত্রখানি আমার সংগ্রহে আছে। —লেখক ৥

মানপত্র পঠ করছিলেন কবি কামিনী রায়। আমার হাতে আছে, মানপত্র এখন পড়া হচ্ছিল, শরৎবাৰু তখন বেশ সংকেতে সান্না হয়ে মাথা নিচু করে বসেছিলেন, কেননা, সেটি যে তাঁরই রচনা, সে-কথা কাগজে আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল।

মানপত্র পড়াতে রাজি করতে তাঁকে না পারলেও জয়ন্তী-উপলক্ষে রবীন্দ্র-সাহিত্য-আলোচনার জন্য টাউন হলে যে সম্মেলন হয়, সে-সভার অধিনায়ক ছিলেন শরৎচন্দ্র। সে-সভায় তাঁর অভিভাষণের এই কথাগুলি আজ কবির শততম-জন্ম-জয়ন্তীর পূর্বাঙ্কে বার বার আমার মনে পড়ছে—

—“কবির জীবনের সত্যতা বৎসর বয়স পূর্ণ হল: বিধাতার এই আশীর্বাদ কেবল আমাদেরই নয়, সমস্ত মানব-জাতিরই ধন্য করেছিল। সৌভাগ্যের এই স্মৃতিকে আনন্দোৎসবে মধুর ও উজ্জ্বল করে আমরা উত্তরকালের জন্য রেখে যেতে চাই এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও এই পরিচয়টুকু দিয়ে যাবো যে কবির শব্দে কাব্যই নয়, তাঁকে আমরা চোখে দেখছি, তাঁর কথা কানে শুনছি, তাঁর আসনের চারিদিকে ঘিরে বসবার ভাগ্য আমাদের ঘটেছে। মনে হয়, সেদিন আমাদের উপদেশও তরা নন্দকার কল্যাণ।”

এই সম্মেলনে হারা কবিতা পাঠ করে-ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, প্রিয়বংশ দেবী, নিরুপমা দেবী, কল্যাণমিত্রা বসুপাধ্যায়, বসন্তমোহন বাগচী, হতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার, নরেন্দ্র দেব, গোলাম মুহম্মদ, আর হারা প্রবন্ধ পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—জলধর সেন, নাগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, রাধাকান্ত মথোপাধ্যায়, শিশির-কুমার মৈত্র, শ্রীকুমার বসুপাধ্যায়, বৃন্দাবন বসু, অরুণকুমার মথোপাধ্যায় (ঙ)।

জয়ন্তী-উৎসবশেষে ‘রূপনারায়ণের কূলে’ ফিরে গিয়ে আমাকে যে-চিঠিখানি শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, তা থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি আমার এই অসম্পূর্ণ স্মৃতিকথা সমাপন করি—

“সত্যি অমল আমি যে কতখানি খুশী হয়ে এসেছি। সে তোমরা (না তুমি?) টাউন হলে সভাপতির আসনে আমাকে টেনে বসালে, আমার গলায়

বসুপাধ্যায় প্রমথচন্দ্র সেন মলিনী-কান্ত গুপ্ত, প্রমথচন্দ্র রায় প্রবন্ধ। এঁদের প্রায় সকলেরই রচনা ‘জয়ন্তী-উৎসব’-গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। এঁরা ছাড়া সেদিনের সম্মেলনে বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তরফ থেকে বাংলা ভাষায় কবির উপলক্ষে প্রমথ নিবেদন করেছিলেন—চরীকেশ ভট্টাচার্য (পোলাব বিশ্ব-বিদ্যালয়), ‘নিমিষকান্ত সেন (বিহার বিশ্ববিদ্যালয়), রাধাকান্ত মথোপাধ্যায় (সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়), শঙ্করজ্ঞান ভট্টাচার্য (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়), আশা অধিকারী (বেনারস হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়), চারু বসুপাধ্যায় ও মহম্মদ শাহীদুল্লাহ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), প্রমথ-নাথ বসুপাধ্যায় (মির্জাপুর প্রফেসর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে এই বাংলাসাহিত্য সম্মেলন ছাড়া আর একদিন একই ইচ্ছাজয়ী আলোচনাসভা হয়েছিল টাউন হলে। সভাপতি ছিলেন—সর্বশ্রী রাধাকৃষ্ণ।

মাল্য দিলে বলে নয়,—আমার লেখা মানপত্র কবির হাতে দিলে বলে নয়,—যেভাবে এই বিরাট ব্যাপারটি সম্পন্ন হল, এ অনুষ্ঠানটিকে যে নিষ্ঠায়, শ্রমে ও প্রাণের সার্থক করে তুলিলে,—তাতেই আমার আনন্দ, অকপট আনন্দ। কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়,—এ যেমন সত্যি, এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই,—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানে নি গুরু বলে,—আমার চাইতে কেউ বেশী মকসদ করেনি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলি—

PHILIPS
রেডিও
ফিলিপস...
উত্তর কলিকাতার আনন্দোদ্ভিত ডিলার্স
ইলেকট্রো রেডিও
এম্প্লোয়ামেন্ট
৭৬/২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
বড়মহল থিয়েটারের পাশে কলিকাতা-৩
ফোন:- ৫৫-১৮০৭

- (৫) সময়ের সীমার মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখক বা লেখিকার অসম্পূর্ণতা-বশত যাপন কবিতা বা প্রবন্ধ সেদিন সভায় পঠিত হতে পারেনি, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—বখাবাণী দেবী, কুমারজ্ঞান মল্লিক, সরোজচন্দ্র চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, লীলা দেবী, অতুলপ্রসাদ সেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পারশীমোহন সেনগুপ্ত, হেমচন্দ্র বাগচী, হেমেন্দ্রনাথ রায়, দিলীপকুমার রায় ও শিশিরকুমার বসু (কবিতা); আর বাঙালীপ্রসাদ মথোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, বিন্দু-পতি চৌধুরী, কাজী আবদুল ওহাব, কালিদাস রায়, প্রিয়বংশ সেন, চারু,

উৎসব
ইণ্ডিয়ান
মিল্ক
শাউম
কলজ স্ট্রীট

অমর চাইতে বেশী বার কেউ পড়ে ন
তার উপন্যাস—তার চোখের বাসি, তার
গোরা, তার গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে
যে এত লোক আমার লেখা পড়ে ভাল
বলে, সে তাঁর জন্যে। এ সত্য, পরম
সত্য আমি জানি। আর কেউ বললে
কি না বললে, মানলে কি না মানলে
তাতে কিছু এসে যায় না। তাই আমার

সমস্ত অন্তর দিয়ে যোগ দিয়েছি এই
জয়ন্তীতে, না দিয়ে পারি না। মস্ত বড়
কাজ করছি—তুমি।
প্রাণ ভরে তেমাকে আশীর্বাদ করি।”

রবীন্দ্রনাথের কাছে শরৎচন্দ্র যা
পেয়েছিলেন, সে-সম্বন্ধে তাঁর এমন
অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আমি আর কোথাও

দেখিনি। তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে জানবার
সুযোগ যদিই হয়েছিল তাঁরই শ্রদ্ধে
জানেন, রবীন্দ্রনাথকে কী চোখে দেখতেন
তিনি। আমি ভাবি, সেই সাহিত্য-
প্রতিষ্ঠা ও সেই অনুরাগ নিয়ে আজ
আর কেউ নেই আমাদের মধ্যে যিনি
রবীন্দ্র-শততম-জন্ম-জয়ন্তী-উৎসবে শরৎ-
চন্দ্রের আসন পূর্ণ করতে পারেন।

দিনে দিনে

দিনে দিনে দি



**রেজোনা
সাবান**

আপনার স্বকের লাবণ্য বাড়িয়ে তোলেন

রেজোনা সাবানে
'ক্যাডল' বলে একটি বিশেষ
ধরনের স্বকের অধিকারক
তৈলাক্ত পদার্থ রয়েছে যার
ফলে আপনার স্বক আরও
কোমল, আরও মহন দেখায়...
লাবণ্য এনে ধরে।

সৌন্দর্য সাধনায়
রেজোনা ব্যবহার
করুন!

Rexona
BLENDED WITH CADYL



প্রিয়ারীতকক দেব

উনবিংশ

বতা-দ্বন্দ্বের প্রকৃতি দৃষ্টান্ত যা চন্দ্রিত
 ভাবনা চিন্তিত আর যেটা ৫০৬ এই
 যে লক্ষ্যের সাধন সর্বস্বতীর চিরকালই
 অগত্যা। এদিকে যেমন মনো বিন-কোও
 নাকি বড় একটা দেখা যায় না। উত্তরা-
 ধিকার যুক্ত শ্রীমতীর ঘেরা কল্যাণ করে
 অকালের লক্ষ্যের দানতে সর্বস্বতীর চরণে
 নিলেন বরাবর নীচের বিবরণ, যেমন রাজা
 রাধাকান্ত তনু মহাশয় কল্যাণের নিমিত্ত
 মহাশয় কল্যাণের দান। বিদ্যাসাগর
 মহাশয় দ্বিতীয় দানকে প্রথম জন্মদানের।
 উত্তরকালের শ্রীমতীর দানকে দ্বিতীয় জন্মদান-
 কারী হন এবং সেই দ্বিতীয় জন্মদান
 পুনর্জন্মেও একই সর্বস্বতীর বন্ধন।
 তিনি পত্নী-পুত্র-ও শিশু অত্যাশ্রয়িত
 করেছিলেন। ইদমনি শোনা যায় অশ্রু-
 পূর্ণকৃত্রিম মনে অনেক টীকা বোঝানোর
 বরাদ্দ আছে। যেমন পাত্রে যেদিন
 দিলে খাড়াপ এখানেও মনেও এক
 যাত্রা, যেমনি অশ্রু-রসের আবেশে পূর্ণ
 নিঃশব্দ রক্তা সাধনগণ মনোমগ্ন মনকে
 আকৃষ্ট করতে পারেন। যাত্রা শক্তি বা
 সূর্য্যচর নির্বাসন সেটা রক্তেও বর্ণিত
 অর্ধ-স্পৃহা চিত্রিত হয়। যাত্রা এই
 জগৎকে যেমন জেতবার প্রয়াসেই যেমন
 কোষ হয় শরৎ চন্দ্রের ভাড়া আর কেউ
 বরাদ্দ করেন নি। বরং বারবার কটখর
 কটখি গোড়াল দিকে তত ছিল না এমনি
 প্রাইড পাবার পর তাঁর বিবরণ যথার্থ
 অর্থকরী হয়।

প্রথম পদ্যই বলা পদ্যিকা দ্বারা নি,
 সূত্রের দ্বারা অর্থোপাঙ্গন করা তার

কোষ্ঠীতে লেখা ছিল কিনা তা আমার
 জানা নেই। তবে এটা সকলেই জানেন যে,
 তাঁর ধনের পথ ধরেন নি, ধরেছিলেন মনের
 পথ। সর্বস্বতী ছিলেন ও'র ইশ্ট দেবতা।
 বাণীপুস্তকরাজিত হস্তে ভগবতী ভরতী
 তাঁর ভক্তের নমস্কার গ্রহণ করে যে বর দিয়ে
 গেলেন তার সার কথা এইঃ বাণীবাদন-
 তত্ত্বজ্ঞ শ্রুতিজ্ঞাতিবিশারদ হও, জন্মার্জিত-
 নামানুযায়ী রত্নলোকে যাও, কর্মার্জিত
 তলানুসারে মহান হও, শ্রুতির ডারতীর
 শ্রীত্বকে স্মরণ রেখে মুখের ভাষা পুস্তকে
 প্রতিষ্ঠিত করো, বাণীমন্দিরে রুচি ও শ্রুতি

অক্লম রাখো—সর্বস্বতী মানবের অস্তর হবে
 না।

এই বরপ্রাপ্তির প্রমাণ পাই ওর তিনখানি
 পত্রে।

৫৮

১নং রাইট স্ট্রীট
 বালিগঞ্জ
 ৮/২/১৮

কল্যাণীয়েবু,

এ শ্রীমদ্বারে সৈনিকের কথায় তোমাদের
 গানবাজমা শোনাতে পারব না, তাঁর কারণ
 সঙ্গীত-সংগঠনের সর্বস্বতী পূজার উৎসব

নি উ ক্লি স্ট প্র কা শি ত পু স্ত ক

রা-কা-বে-টে-না-পা

অধ্যক্ষা নলিনী দাস প্রণীত

জিউকটিউ সংগ্রহ নাম 'রা-কা-বে-টে-না-পা'। কাল সিন্ধু-পড়া একদল
 লিপিপট্ট সত্যসংধানী। স্বয়ংস্বকারীদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ সেই, শব্দ
 বি, এল, বি ১৯৬৭ আর লিপিপট্টের কাছের সেই লোকটি—পশ্চাতিয়ার বস্তী
 আর রাজাবাজারের বস্তী রহমৎ। অথচ পর-পর শাসনীর চিঠি। তবু লম্বা না
 রা-কা-বে-টে-না-পা; এ-রকম উপহার করতেই হবে।...

এক নিঃশব্দে বইখানা শেষ না করে ওঠা যায় না। এক সঙ্গে এ-রকম হাসি,
 আনন্দ ও উত্তেজনার্ণব আশ্রয় আভ্যন্তর-এর কাহিনী বাংলা কিশোর-
 সাহিত্যে বিরল। ১-৭৫

প্রবোধবন্ধু অধিকারী প্রণীত

প্রজাপতির রঙ

প্রজাপতির রঙ লেখকের সর্বশীর্ষম কণ্ঠ গল্পের সন্নিবিষ্টিত
 সংকলন। ২-৫০

গ ওপ লো ক

সুবোধ ঘোষ প্রণীত

বাংলা-সাহিত্যে সুবোধ ঘোষ একটি চিরকালীন সিংহভূম-উদ্ভূতমানসের নাম;
 তাঁর বিচিত্রতার তুলনা বিরল। গল্পলোকে সেই বিচিত্রতম কণ্ঠ গল্পের
 সূচীত সংকলন। ৪-০০

বিমল কর প্রণীত

আ ও র ল তা

'আনন্দবাজার' বলেন। প্রত্যেকটি গল্পই বহুলাংশে হাঁসের মত নানা দিক অলো
 বিচ্ছুরিত করেছে।...একটি খাজার বলিষ্ঠ আদর্শ প্রত্যেকটি গল্পে
 নিহিত আছে। ২-৭৫

অ প রা ও ব ত্ত

সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রণীত

'দেশ' বলেন। দুটি উপন্যাসই সমসাময়িক চরিত্রগুলো ও তাই এ সমস্যাকে
 বেশ কয়েক দৃষ্ট, বিকাশ লাভ করেছে। তবুও মনোমগ্ন ও নিপুণ বিশ্লেষণের
 ফলে চরিত্রগুলো যেমন সজীব হয়ে উঠছে, কাহিনীও যেমনি হয়েছে এক দৃষ্ট
 ও অলঙ্কার সূচীত। ০-০০ ও ২-৫০

পূর্ণানন্দ চক্রবর্তী প্রণীত

ছেলেবেলার দিনগাল

যেমন মজার-মজার কাহিনী যেমনি সত্যিকার রাজের অঁকা মজার ছবি, যেমন :
 ভীষণ হাস্য শরৎ হয়। সে যন্ত্রণার নাম পটুগুটিস ওয়ার...ছেলেবেলার
 প্রাণে নিম্নলি আনন্দের উৎস বলে দাবি। ০-০০

প্র কা শি ত বা গ্র ন্য

ত্রিভূত। সুদীপ্ত মজুমদার

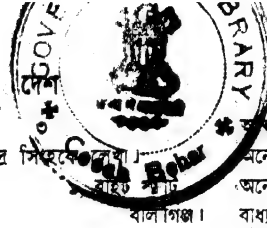
এ-ছাড়া রমেশচন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রকুমার

ঘোষ ও বিমল করের নতুন উপন্যাস।

নি উ ক্লি স্ট।

১৭২১০ রাসবিহারী আড্ডেনিউ, কলকাতা ২৯

এ ১৬ কলকাতা স্ট্রীট ব্রাকেট, কলকাতা ১২



সুধীন্দ্র সিংহ

বাংলাগঞ্জ।

১।৮।১৭

নিয়মে দিন কাটানো, আর যাই হোক, আরামের নয়। সুতরাং যদি কাউকে দেখতে পাই যে দিবা মনের আরামে আছে, তাহলে তা ভালো লাগে। যে সব সংশয় সমস্যা নিয়ে আমরা নিজেদের মনকে বাতিবাস্ত করে তুলেছি সে সব সংশয় ও সমস্যা থেকে যার মন মুক্ত তার অবস্থা যে হিংসনীয় ডাতে আর সন্দেহ কি? বাঙলার নবা হিন্দুয়ানিই আমার কাছে অসহ্য, কেননা তার মূলে কোনরূপ সরল বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস যে নেই তার প্রমাণ নবাহিন্দুরা তাঁদের মত খাড়া করবার জন্য একবার যান নোড়ে স্পেন্সার-এর কাছে, আর একবার শংকরের কাছে—তারপর Hegel, Eucken, Bergson, কবিরাজ গোস্বামী—দাশরথী রায়—শশধর তর্কচাঁদার্মাণ—Hertz, Poincare—এ সবই তাঁদের গুরু। একটু দাঁড়াবার জায়গা পাবার জন্য, তাঁরা একবার এর পায়ে ধরছেন আর একবার ওর পায়ে ধরছেন, শুধু এক কাজ করতে এঁরা একান্তই অক্ষম, সে হচ্ছে মনোবাজ্যে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। এই মানসিক কাপুরুষতা যেমন কর্মক তেমনি ট্রাজিক:—সে যাই হোক এ রোগের সৃষ্টি করেছে আমাদের দিশবিদ্যালয়। বুদ্ধিমত্তা মেরে বিদ্যাকে বাড়াতে যাওয়াতেই এই অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে। যাক ওসব কথা, সুধীন্দ্রকে ভরসা দিতে পারা যে, সে নির্ভয়ে আমার বুদ্ধিত্বক মজাঠাটা শুনতে পারে, তাতে তার হিন্দুমানির গায়ে দাগ ধরবে না। একজনের বিশ্বাস আর একজনে দূর করতে পারে না—যদি না তার মনে সে একটা নতুন বিশ্বাস জন্মে দিতে পারে। আমি যা বিশ্বাস করি তা অপরকে বিশ্বাস করানো শক্ত—কেননা তা ধরা-ছোঁয়া ত যায়ই না তা ডিফাইন পর্যন্ত করা যায় না—সে বস্তুর নাম হচ্ছে স্পিরিট—আমি ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করলাম, কেননা ওর সংস্কৃত প্রতিশব্দ “আত্মা”র আমাদের নবা হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে পাড়ে এতই দূর্গতি হয়েছে যে, ওর নাম উল্লেখ পর্যন্ত করতে প্রবৃত্তি হয় না। ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া আমার ধাতে আছে, সুতরাং এ-চিঠির শেষ অংশটি বাজে বকুনির কোঠায় ফেলে দিয়ে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

এ-চিঠিতে যে সুসঙ্গের সুধীন্দ্র-প্রসঙ্গ রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিত ভাল করে বঝতে হলে সুধীন্দ্রকে লেখা প্রমথ চৌধুরীর দুটি চিঠি পড়া উচিত। চিঠি দুটির তারিখ, ১।৮।১৭ আর ১৭।৮।১৭

কল্যাণীয়েষু,

হারিহর মূখে শুনলাম যে তুমি সেদিন আমার নিমন্ত্রণ কাটিয়ে দিলে তার কারণ, তোমার মনে সন্দেহ হয়েছে যে, সে নিমন্ত্রণ ফাঁকা নয়—কিন্তু একটা বিশেষ উদ্দেশ্য-মূলক।—শুনলাম তোমার ধারণা এই যে, তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা কল-কিনারা করে দেবার জন্যে তোমার আত্মীয়-স্বজনরা যে ষড়যন্ত্র করছেন, আমি সে ব্যাপারে যোগ দিয়েছি। এর ভিতর কিছু সত্য যে-নেই তা নয়। বিলেত যাওয়ার দরুণ আমি বারেন্দ্র সমাজে পতিত হলেও সে-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হই নি, তার কারণ বারেন্দ্র-সমাজ আমার আত্মীয়সমাজ। এই

আত্মীয়তার খাতিরে আমি বারেন্দ্র সমাজের অনেক ব্যাপারে ক্রমাগত জড়িয়ে পড়ি এবং অনেক সামাজিক পরামর্শের ভিতর থাকতে বাধ্য হই। এ-সকল ব্যাপারে আমার বাস্তবিকত কিম্বা পারিবারিক কোনও স্বার্থ নেই—সম্ভবত এই কারণে বারেন্দ্র সমাজের উপরওয়ালারা আমার মতামত ও সাহায্য চান এবং সে সব ক্ষেত্রে আমিও নারাজ হইনে—তবে এতে তোমার ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। জানই ত—আমি একটি আর্টিস্ট; সুতরাং আমার উপর এ-ভরসা রাখতে পারা যে আমার কাছ থেকে কোনও জিনিসের aesthetic দিকটাই উপেক্ষিত হবে না। তোমার সঙ্গের দেখা হলে এ সকল কথা তোমাকে মুখেই বলতুম। কেননা আমার মতে জীবনের বড় বড় ব্যাপারগুলো সকলের চোখ চেয়েই করা উচিত।

সে যাই হোক—আমার এখানে আসতে তোমার ইচ্ছা করবার কোনই কারণ নেই।

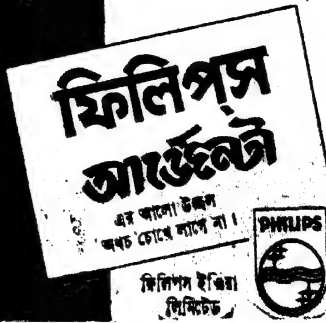


আলোর ব্যাপারে
কুপণতা
করবেন না ...

**ফিলিপ্স-এর
আর্জেন্ট**
ব্যবহার করে
সুবিবেচনার
পরিচয় দিন

খাবার জিনিস হাত থেকে
মুখে তোলার মধ্যে অনেক
কিছুই ঘটতে পারে, বিশেষ করে
যখন কম আলোর খাওয়া হয়।
কি থাকেন দেখে খান; আপনার
খাবার ঘরে ফিলিপ্স 'আর্জেন্ট'
বাতি লাগান।

এখন ১৫০ গুণাটের
বাতি পাওয়া যায়।



ধরো যদি তোমাকে উৎপাত করবার জন্য আমরা বশ্যপরিকর হয়ে থাকি, তাহলে সে উৎপাত আমার বাড়িতে করব না—তোমার বাড়িতে গিয়ে করব।

আসছে শনিবার বিকেলে যদি এখানে এসো ত খুঁসি হই। তুমি নিভয়ে আসতে পারো—এখানে সাহিত্য ছাড়া কোনো সাংসারিক বিষয়ের আলোচনা হবে না—কেননা এমন অনেকে উপস্থিত থাকবেন, যাদের সন্মুখে কোনও সামাজিক ব্যাপারের কথাবার্তা কওয়া চলবে না।

এ-চিঠি কাউকে দেখাবার দরকার নেই। কারণ তোমাকে মনে বসবে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৪

['সুধীন্দ্র' লিখে লেখা]

১নং ব্রাইট স্ট্রীট,

বালিগঞ্জ

১৭৮/১৭৭

কল্যাণীয়েষু,

তোমার শেষ পত্রের উত্তর দিই নি, কেননা—যে-কথা নিয়ে আমরা চিঠি চালাচলি করছিলাম সে কথাটা আপাতত কোনও কারণে চাপা পড়ে গিয়েছে। এ-সংবাদ শুনে তুমি বোধ হয় হাফ ছেড়ে বাচবে।



তুমি লিখেছ, তোমার "স্ব" বলে একটি পদার্থ আছে। কথাটা শুনে খুঁসি হলাম, কেননা আমাদের জাতের ভিতর এই পদার্থটিরই প্রকৃষ্ট অভাব। আমরা—হিন্দুরা—ভূমিষ্ঠ হবামাত্র আমাদের নিজের জীবনের উপর স্বক্ৰমামিচ্ছ হারিয়ে বসি। জীবনের বিষয়ে আমাদের মত "নিঃস্ব" জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।—আমার স্মরণ হচ্ছে আমি একটি প্রবন্ধে এই কথা লিখি যে—

"যেমন রাম না জন্মাতে রামায়ণ লেখা হয়েছিল, তেমন আমরা না জন্মাতে আমাদের "আমায়ণ" লেখা হয়।"

এ-দুই জীবনচরিতের মধ্যে তফাৎ এই-টুকু যে, রামায়ণ লিখেছিলেন বাস্তবিক, আর দেশসুন্দর লোকের "আমায়ণ" লিখেছেন মনু। এই বিশ্বাস থাকার দরুন আমি স্বজাতির ভিতর কোথাও "স্ব"র সম্ভাবনা পেলি খুঁসি হই। যুগে যুগে ধরে কোটি কোটি লোকে এ পৃথিবীর রংগামণ্ডে যে একই জীবন নাটকের অভিনয় করে চলেছে এটা আমার মোটেই ভাল লাগে না, হোক না সে নাটক একটা মস্তবড় ট্রাজেডি। এ অবস্থায় কেউ যদি ফুর্তি করে প্রহসনেরও অভিনয় করতে পারে—তাহলে আমি বলব—"বাহবা কি বাহবা, জীবিত রও, সোভানান্না, তুহারি কাম" ইত্যাদি, কেননা তার ভিতর আর কিছুই না হোক "স্ব"র পরিচয় পাওয়া যাবে। আমার এ সব কথা শুনে বিজ্ঞ ব্যক্তির অবশ্য কানে হাত দেবেন, কিন্তু তা বলে কি করা যায়। শাস্ত্রই লেখা আছে—লোকের রুচি নির্দিষ্ট। এবং আখেরে মানুষের আপ-রুচি ছাড়া আর আশ্রয় নেই।—কেননা আর সকল বিষয়েই তর্ক চলে, এক রুচি ছাড়া।—আমি অনেক ভেবে-চিন্তে দেখিছি—এ যুগে এক aestheticsই আমাদের ভরসা।—তুমি বিউটির নাম শুনেই তার শব্দ ইউটিলিটির কথা পেড়েছ। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে—বিউটিকে অগ্রাহ্য করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের স্বহস্তলিখিত পরিচয়পত্রকে অগ্রাহ্য করা—আমার নিজের ব্যঙ্গের এতটা ভরসা নেই যে তা অগ্রাহ্য করবার স্পর্শ করতে পারি। আর ইউটিলিটির লেহাই সেই সব ক্ষণজন্মা লোকেই লিতে পারে—যাদের ভবিষ্যদ্রুতি আছে—যাদের পাকা হিসেবে সব ব্যাপারেরই শেষ ফল আগে থাকতেই কশা হয়ে থাকে। যেহেতু আমাদের চোখে দ্রবীকরণও নেই অণুবীক্ষণও নেই—সুতরাং ইউটিলিটির চোখে ধরা পড়ে না।—সে যাই হোক, কল বিকেলে যদি পারো ত এখানে একবার এসো—জলযোগ করতে হবে না। যখন তুমি জলগ্রহণই নারাজ তখন অবশ্য

তোমাকে কারও "পানী"গ্রহণ করতে অনুরোধ করব না।—ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

এইবার খেই ধরি তোমাকে লেখা চিঠির।

৬১

১নং ব্রাইট স্ট্রীট,

বালিগঞ্জ

১৩৮/১৮৮

কল্যাণীয়েষু,

তথ্যসূত্র। কাজ বিফল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তোমাদের ওখানে গিয়ে উপস্থিত হব। যে যোড়া ওর টাট্টে সকালে যাওয়া কঠিন। পাখার অভাবটা আমার কাছ তেমন একটা অভাব নয়। আমি কারও পাখার ওলার প্রাক্তে চালবাসিনে—এমন কি বিদ্যাতেরও নয়।

ভাল কথা—তোমার সেই প্রথম চিঠির প্রস্তাব গৃহপত্র আমি কারো পরিণত করেছি। কাজ রেজাম লা' রংগভাষায় পরিণত। ৬৫ মিনিট একটানা বাঙালি বক্তৃতা করেছি। সে বক্তৃতা তোমারও চিঠির কোণায়ও বাসিনে, এবং আমার বিশ্বাস আমি আমার গৃহপত্রের ভিতর ইংরেজির কোনও দিষ্ট। এই জন্য শেষে আমাকে না কলেজের কতপক্ষদের কাছে জবাবদিহি না করতে হলেও বাকি। আমার বক্তৃতা শুনে কাদের মধ্যে হাসি তেজ দিসেছিল, সে হাসির পিছনে ভাল অনেক কি অজ্ঞতা বা বলহীনতা পরিণে। সে যাই হোক, আমার বিশ্বাস আমি এইটুকু গৃহপত্র রচনা সক্ষম হয়েছি যে বাঙালি ভাষা আর যাই হোক, যে-অষ্টমী নয়।

আমি যে বক্তৃতা সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারিনে। তবে বাস্তবিক বাস্তবের সকল সাপক্ষে যে আমার বক্তৃতা ভিত্তি এ দাবী আমি কারো পরিণে। যেহেতু সে থেকে বক্তৃতাগুলোর দীর্ঘতাপ্রসঙ্গ সঙ্গতভাবে—অজ্ঞানতার প্রমাণ আমার বক্তৃতা উত্তরাংশের দাবী অনেকটা মনে এসেছে। একজায়গা নাগাদ এ বক্তৃতা হয়ে পাবলিই তবে মন-কোণায়ের ফল হয়। যাক এ সব কাজে বক্তৃতা।—প্রমথনাথ চৌধুরী

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৬২

১নং ব্রাইট স্ট্রীট,

বালিগঞ্জ

১৩৮/১৮৮

কল্যাণীয়েষু,

আমাকে চিঠি লিখতে তোমরা পাঁচজন সে শিখিয়েছ, সে বিষয়ে আর কোনও সংশয় নেই, এবং সে পাঁচজনের মধ্যে তুমি হচ্ছে একজন। সর্বাঙ্গীন কেননা তোমার চিঠির জবাব তুমি আমার কাছ থেকে সদ-

১০ কার্তিক ১৩৬৬

দেশ



নতুন রকমের



শুদ্ধ আদায় করে নিয়েছি। সে যাই হোক
আজকাল আমি আবার চিঠি লেখায় ঢিলে
দিয়েছি, তার কারণ সময়ের অভাব। এখনি
এম এল-এর পড়া তৈরী করতে বসতে হবে,
আর তাতে সমস্ত সকালটা কেটে যাবে।
সেইজন্য এ-চিঠি নমঃ নমঃ করে সারব।

বাংস্যায়নের কথা এই—“কর্তব্যাকুন্তলঃ
শাতকর্ণিঃ শাতবাহনো মহাদেরীঃ মলয়-
বতীঃ”—এখানে “জঘান” উহা থেকে গেল।
শাতকর্ণি অর্থ “কানকাটা”—যদি
তেলেগ, স্ত্রীলোক দেখে থাকে তাহলে
অম্বুরাজদের কেন “কানকাটা”. বলা হত তা
সহজেই বুঝতে পারবে।

আমার এখানে আসছে শনিবারে না এসে
রবিবার বিকেলে এসে। শনিবার আমি
বাড়ি থাকব না। রবিবারে সত্যেন্দ্র দত্তকেও
আসতে লিখেছি, ছন্দ নিয়ে তর্ক করা যাবে।
ইতি—

প্রীতমখনাথ চৌধুরী

৬৩

১নং ব্রাইট স্ট্রীট,

বালিগঞ্জ

১৯।৩।১৮

কল্যাণীয়েষু,

ভূমি যদি বন্ধুর বিবাহে বিবৃত না থাক
তাহলে পরশু শনিবার সন্ধ্যায় আমার
এখানে উপস্থিত হওয়া। আমার গল্প তৈরী
রয়েছে—শনেতে চাও শোনাতে পারি—তবে
কথা হচ্ছে তাতে এত ছিবলিঙ্গ আছে যে,
তোমাদের পড়ে শোনাতে ঈষৎ সংকোচ হয়।
আমি আবার লেখায় হাত দিয়েছি—আশা
করিছি এ বোঝা কিছুদিন চলবে। ইতি—

প্রীতমখনাথ চৌধুরী

৬৪

১নং ব্রাইট স্ট্রীট,

বালিগঞ্জ

২৭।৩।১৮

কল্যাণীয়েষু,

আসছে শনিবারে এখানে একটু গান-
বাজনার বন্দোবস্ত করছি। ঢাক থেকে
একটি নামী সেতারী এসেছেন—তিনি
বাজাবেন এবং সেই সংগে আরও দু'একটি
গাইয়ে বাজিয়ে থাকবেন। সব বাজালের
দল এবং সেতারীটি বাতীত আর সকলেই
আমার স্বজাতি অর্থাৎ বারেন্দ্র। আশা করি
ভূমি সেদিন উপস্থিত থাকতে পারবে। যদি
পারো ত সুধীন্দ্রকে সংগে নিয়ে এসো।

এবারকার ছুটিটে আমার মাঠে মারা গেল
অর্থাৎ বালিগঞ্জেই কাটল। নানা কারণে
বাইরে যাওয়া হয়নি, তারপরে ঘরের বাইরে
যাওয়াও ঘটে উঠেছে না—তার প্রথম কারণ
শরীর তেমন চাঙ্গা নেই, দ্বিতীয় কারণ
হাতে কাজ আছে, তৃতীয় কারণ মোটর

এই নতুন রকমের সাবান—স্নিগ্ধ এবং মনোরম গন্ধযুক্ত সিন্ধল
ব্যবহার করুন—আপনার গায়ে কোন গন্ধ থাকবে না, গায়ের
চামড়া সুস্থ থাকবে এবং গায়ের রংও পরিষ্কার দাগহীন হবে।

ভারতে একমাত্র সিন্ধল সাবানেই জি-১১ (পেটেন্ট হেন্সাক্রো-
রোফিন) আছে। যে বীজাণুগুলি গায়ে দাগ ছড়ায় এবং গন্ধ সৃষ্টি
করে, জি-১১ সেগুলিকে নষ্ট করে। নিয়মিত ব্যবহারের পঞ্চম দিন
থেকে শতকরা ৯৫ ভাগ বীজাণু ধ্বংস হয়ে যায়—যা সাধারণ
সাবানে সম্ভব হয় না। জি-১১ যুক্ত সিন্ধল আপনাকে ঘামাচি,
তিল, ত্রণ এবং চুলকানি ও অন্যান্য চর্ম-উপজ্বাব থেকেও রক্ষা
করে। সিন্ধল সাধারণ সেরা সাবানের চাইতেও বেশী স্নিগ্ধকর,
চোখের কোন ক্ষতি করে না—শিশুর পক্ষে সব চাইতে ভাল।

মনে রাখবেন

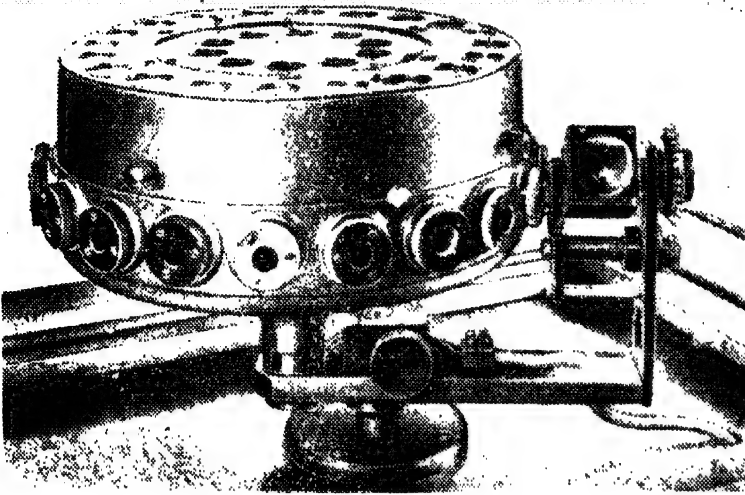
এটা প্রমাণিত হয়েছে যে জি-১১ একমাত্র রাসায়নিক পদার্থ যা শরীরের
ত্বকের পক্ষে ক্ষতিকর নয় এবং যা সাবানে ব্যবহার করলে সমস্ত
বীজাণু নাশ করে। পৃথিবীর সর্বত্র ডাক্তাররা জি-১১ যুক্ত সাবান
ব্যবহার কববার নির্দেশ দেন এবং আমেরিকার হাসপাতালগুলিতে
বিশেষভাবে জি-১১ যুক্ত সাবানই ব্যবহৃত হয়।

একমাত্র সাবান যা গায়ে ঘামের গন্ধ দূর করে এবং
গায়ের রঙের সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে দেয়—লক্ষ লক্ষ লোকের
ক্ষেত্রে প্রমাণিত।

জি-১১ সিন্ধল
যুক্ত

পুরোপুরি রক্ষার জন্যে সিন্ধল দিয়ে স্নান করবার পর মিষ্টি গন্ধসহ
স্নিগ্ধকর জি-১১ যুক্ত গোদরেজ টয়লেট পাউডার ব্যবহার করুন।
গোদরেজ-এর হেয়ার টনিক এবং শেভিং ষ্টিকও জি-১১ যুক্ত।

গোদরেজ সাবানের জগতে সেরা নাম



নক্ষত্রপুঞ্জ প্রক্ষেপের যন্ত্র

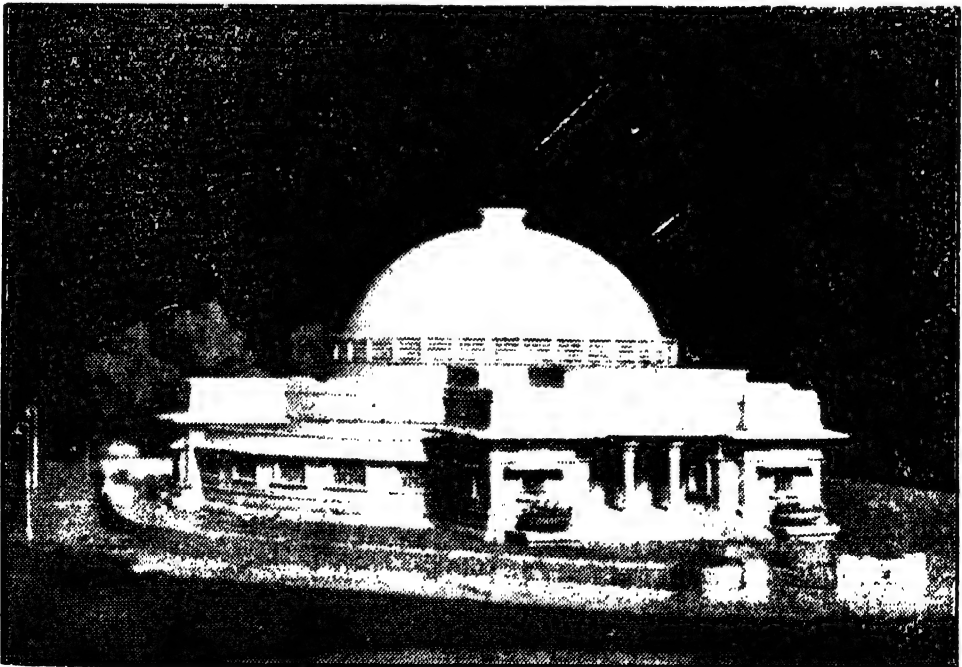
যে অভিন্ন জ্যোতিষ্ক ছাড়িয়ে আছে, তাদের যথাসাধ্য পরিচয় লাভ এবং তৎসঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কতগুলি জটিল তত্ত্ব সম্বন্ধে সহজ ও প্রাথমিক ধারণা গড়ে তোলাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর প্রথম গ্ল্যান্টোরিয়াম বা গ্রহানুশীলনকেন্দ্র নির্মাণের কৃতিত্ব জার্মানীর। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সেখানকার জেনা শহরে এটি স্থাপিত হয়। একটি অধিবৃত্তাকার গম্বুজের তলদেশ আকাশের প্রতিনিধিত্ব করে। কক্ষের মধ্যস্থলে অত্যন্ত জটিল যন্ত্রপাতিসমন্বিত একটি

অভিক্ষেপক (প্রজেক্টর) রাখা হয়। ঐ যন্ত্র সাহায্যে গম্বুজের বক্রতলের ওপর সূর্য, চন্দ্র এবং খালি-চেতন নক্ষত্র আরও পাঁচটি বিভিন্ন গ্রহের প্রতিকৃতি প্রক্ষেপিত হত। জ্যোতিষ্কগুলোর দেহাকৃতির পারস্পরিক অনুপাতই যে কেবল অক্ষুর রাখা হয়েছিল তা নয়, তাদের আপেক্ষিক দূরত্বেরও কোন বৈলক্ষণ্য ঘটেনি। গ্ল্যান্টোরিয়ামটি শিক্ষিত-অশিক্ষিত নিবাসীশেষে জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আগ্রহের সঞ্চার করে। প্রথম দেড় বছর কালের মধ্যে এখানে আশী হাজারেরও বেশি দর্শক-সমাগম ঘটে। এই

অভাবিত সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে উদ্যোক্তাগণ গ্ল্যান্টোরিয়ামটিকে আরও উন্নতকরণে প্রয়াসী হন। ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশেও গ্রহানুশীলন কেন্দ্র স্থাপনের এয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে সর্বসমেত সাতাশটি গ্ল্যান্টোরিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতায় যে কেন্দ্রটি স্থাপিত হতে চলেছে, বিশ্বগতভাবে তার স্থান সম্ভবত ছত্রিশতম।

গ্রহানুশীলন-কেন্দ্রের গম্বুজের আয়তন সম্বন্ধে কোন বাধ্যধারা নিয়ম নেই; তবে আশী ফুট ব্যাসবিশিষ্ট গম্বুজ মোটামুটি প্রমাণ আকারের বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। একটি বৃত্তাকার ধাতব কাঠামোর গায়ে লিনেন কিংবা সচ্ছিন্ন ইস্পাত বা অ্যাসুমিনিয়ামের চাদর ঢাঙিয়ে অবতল (Concave) অভিক্ষেপক্রে প্রস্তুত হয়। অভিক্ষেপকটি ডাম্বেলসনদৃশ এবং তিনটি পরস্পরচ্ছিন্ন অক্ষ ঘূর্ণনক্ষম। প্রথম অক্ষ ভূ-মেরুরেখার সঙ্গে সমান্তরাল। পৃথিবীর কোন স্থানে অধিক্ষেপিত হইবে আকাশের গ্রহনক্ষত্রের যে স্থান পরিবর্তন প্রতীয়মান হয়, ঐ অক্ষের চারদিকে অভিক্ষেপককে ঘুরিয়ে তা কৃত্রিম তোলা যায়। দ্বিতীয় অক্ষ পৃথিবীর কক্ষতলের সঙ্গে সমভাবে অবস্থিত, তৃতীয়টি প্রথম অক্ষের সঙ্গে নব্বই ডিগ্রী কোণে অবনত এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। পৃথিবীর উত্তর মেৰু থেকে একই দ্রাঘিমা বরাবর দক্ষিণ মেৰু



কলকাতায় যে গ্ল্যান্টোরিয়াম স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তার মডেলের আলোকচিত্র

দিকে অগ্রসরমান পর্যবেক্ষকের কাছে আকাশের যে ক্রমবৃদ্ধির ধরা দেয়, তৃতীয় অক্ষে ঘূর্ণনের দ্বারা অভিক্ষেপযন্ত্র নকল আকাশে তা সূচিত করতে সমর্থ। এর ফলে বিভিন্ন অক্ষাংশে আকাশের যে বিভিন্ন রূপ পরিদৃষ্ট হয়, আমরা একই জায়গায় বসে তা প্রত্যক্ষ করতে পারি। শুধু তাই নয়, এখানে অতীতসত্তার, এমন কি ভবিষ্যৎ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষাও নিবৃত্ত করা চলে। পাঁচ হাজার বছর আগেকার বা পাঁচ হাজার বছর পরেকার আকাশে ছবি কেমন হবে, প্ল্যানোটোরিয়ামে তা স্বল্পপায়াসেই দেখানো সম্ভব।

অভিক্ষেপযন্ত্রের দু'প্রান্তে দু'টি গোলক সংলগ্ন আছে। এরই নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রতি-কৃতি নিক্ষেপের জন্য দায়ী। একটি শান্তি-শালী নৈসর্গিক আলোকপ্রভব (source of illumination) এবং যোলটি সংগ্রাহক কাঁচ (condenser lense) প্রতিটি গোলকের অন্তর্ভুক্ত। আলোকরশ্মি সংগ্রাহকের মশা দিয়ে সংহত হয়। তারপর একটি সজ্জিত তত্ত্বফলক পার হয়ে অভিক্ষেপতলের ওপর আপতিত হয়। নক্ষত্রদের জায়গার সঠিক তারতম্য বজায় রাখার জন্য তত্ত্বফলকের ছিদ্রগুলি অসম আকৃতি-বিশিষ্ট। ছায়াপথের অভ্যাসসমিতির জন্য পারদপূর্ণ একটি বিশেষ ধরনের অভিক্ষেপক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অভিক্ষেপকের মধ্যাংশে সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহদের প্রতিকৃতি সৃষ্টির সবসময় রয়েছে। গ্রহমণ্ডলীর মশা দিয়ে সূর্যের আপাত পথ-পরিভ্রমণ এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চন্দ্রের চক্রবর্তন সাংখ্যিকভাবে উপস্থাপিত করার যন্ত্রকৌশলও উদ্ভাবিত হয়েছে। একই সংগে প্ল্যানোটোরিয়ামের আকাশে চমকটি বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের একত্র সমাবেশ ঘটানো সম্ভব। এছাড়া অত্যন্ত সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধি-সম্পন্ন দর্শকের কাছেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন দুরূহ তত্ত্ব এবং সংগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, জলবিদ্যুৎ, মহাবিদ্যুৎ প্রভৃতি সৌরজগতিক প্রক্রিয়াগুলি এমন প্রাণকভাবে বোঝানো করে তোলা যায় যা এককথায় অকল্পনীয়।

উন্নত সজসরগ্রাম এবং নিয়ন্ত্রণবাক্সের উৎকর্ষ বিচারে যন্ত্ররাস্ত্রের হাইডেনস্টিখ কেবলটি সমগ্র বিশ্বের অতলনীয়। এতে বিভিন্ন উচ্চতার দু'টি পিঠাপিঠি গম্বুজ রয়েছে। ওপরের গম্বুজে প্রধানত কড়বাঁচি

প্রতিরোধ এবং নিচেকার গম্বুজের ভার-বহনের জন্য নির্মিত। দ্বিতীয় গম্বুজের ভেতর পিঠে গ্রহনক্ষত্রের প্রতিকৃতি প্রক্ষেপ করা হয়। অভিক্ষেপযন্ত্র ১২ ফুট দৈর্ঘ্য

বিশিষ্ট এবং ১২০টি আলোকোৎস সমন্বিত। ফলত কৃত্রিম আকাশ রচনায় অন্যান্যদের তুলনায় এটি অনেক বেশি যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছে।

গ্রহ থেকে গ্রহে—১৫১

সোভিয়েট রকেটের চন্দ্র বিজয়ের পর গ্রহ থেকে গ্রহে পর্যটন আজ আর কল্পনাতীত নয়। কি করে তা সম্ভব হবে তারই আলোচনা করেছেন এই বইয়ে বিখ্যাত রুশ জ্যোতির্বিদ স্তান-ফেলদ, বঙ্গানুবাদ করেছেন অমল দাশগুপ্ত।

প্রবাসী—“পৃথিবীতে বসবাসে ভ্রমণের বিপদ, কৃত্রিম উপগ্রহের গঠন এবং ব্যবহার এবং পৃথিবী হইতে গ্রহান্তর যাইবার সম্ভাবনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা এই বইয়ে।”

লেখক—“সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের মহাশ্রমে পর্যটনের পরিকল্পনার এত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে।

বইখানি পড়তে বসলে মনে হয় গ্রহ থেকে গ্রহ পর্যটন ব্যাপারটা হয়তো আর ভবিষ্যতেই বাস্তব রূপ লাভ হবে।”

পপুলার লাইব্রেরী

১৯৫১বি, কনওয়ালিশ স্ট্রীট,

কলিকাতা

বাংলাদেশে যে ক'জন মূর্তিময় সাহিত্যিকের গ্রন্থ বিজ্ঞানের অপেক্ষা রাত্রে না, তাঁদের মধ্যে বিদ্যুতভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অগ্রগণ্য। তাঁর এ্যাবং অপ্রকাশিত দু'টি উপন্যাসের এবং গল্পগ্রন্থের শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

অশ্বিনসংকেত

অনুসন্ধান

বালগঞ্জের ফালগুন সাহেব

(লেখককে এই গ্রন্থ

প্রকাশিত হয়—১৩৫০)

(অপ্রকাশিত চিত্রোপন্যাস


—রচয়িতা)

(গল্পগ্রন্থের নতুন শ্রেণি

সংস্করণ—১৩৫০)

বিভূতি প্রকাশন : ২২/এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

(শি ১২৭২)



জোয়া বাদার্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

জুয়েলার্স অ্যান্ড সিলভার

২০৪, কলেজ স্ট্রীট,

কলিকাতা-২২

১২, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-২২

জলপাইগুড়ি

মাথায় টাক পড়া ও পাল্লা চল
আরোগ্য করিতে ২৬ বৎসর জায়ত ও
ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডায় ডিজেল সর্টিফ প্রাভ
দিন প্রাভে ও প্রাভ শনিবার ও রবিবার
বৈকাল ৩টা হইতে ৬টা সাফার অবর।
৩৬ নং রাস্তা, কলিকাতা, কলিকাতা।
(শি ১৪১৬)

বাড়ি

আলোক সরকার

এখন বৃষ্টির পরে নির্মেষ দুপুর, এখন পাখির উড়ে-উড়ে,
কতো সহজের পাতা জ্বলে ওঠে হীরক খণ্ডের অনুরূপ।
সম্পূর্ণ সংবাদ—দ্যাখো আকাশের অফুরান, প্রান্তরের বিজন
উজ্জ্বল;
প্রজাপতি, কালো ভ্রমরের ফুল, একাগ্র অমল নীল ধূপ;
গোপনে উঠেছে ফলে এই ফল?

একদিন নিশ্চয় একটি বাড়ি ছিলো, খুব রৌদ্র ছিলো
নাকি উন্মুখের বৃষ্টি তামসী প্রথর।
জানলার দুইটি কপাট যেন প্রতিবাদ, কিশোর চিত্তাঙ্গা—
স্রোতস্বিনী, আমার প্রেমিকা তুমি, মিলনের অবসর
এই ঘাটে? দ্যাখো, নৌকো ভাসিয়েছে শুভকামনায় কারা—
জ্যোৎস্না, আশা।
স্পষ্ট মনে আছে ঘরে পরদা ভাসিয়ে হাওয়া দিলো।

আমি যদি জানলা বন্ধ করি তুমি তো আমার পাশাপাশি
পাহাড়ের পাশে, দূর অরণ্যের সমান্তরাল।
স্বাভাবিক ভালোবাসা, দ্যাখো আমি আছি
কিন্তু এই পাতা এই পাখি এই নির্মেষ দুপুর
এই ফল ঘাসের উপরে—আমি কিছতেই প্রস্ফুটিত লাল
আলমারির ভিতরে রাখবো না।

নাকি অভিশাপ? আমি তোমার শরীর ভালোবাসি, তোমার
প্রেমের
মহিমা জানিনি। কতবার স্বতঃস্ফূর্ত দুই হাত অর্পিত
আকাশ,
রৌদ্র-বৃষ্টি দালানের নিবিড় সকাল, আরো প্রসন্ন মেঘের
নির্মলতা—প্রেমিক সংরাগে তারা শাস্বত চিত্রের অবকাশ
প্রবাহিত জ্বালে। স্রোতস্বিনী, দ্যাখো ওরা ছাদের কনির্শ
ধরে থাকে
শত্রু স্থির নিজের বাড়িকে কিন্তু করেন করেনি অবিশ্বাস।

মাইথন

পদার্থদ্বন্দ্বপ্রসাদ ভট্টাচার্য

একটা ইস্পাতী থুলা নদীটাকে আড়াআড়ি কেটে
গেঁথে আছে; বাঁয়ে ছিন্নমুণ্ড স্থির; সম্মুখে বিগ্রহ
উদাসীন মাইথন। ডাঙাটা সান্তাপ্তে বকে ঢালু জলা হেঁটে
পাহাড়ে প্রণত যেন। স্বর্গজয়ে মর্তিমান কঠিন নিগ্রহ।

রাস্তাটা পাথর ভেঙে এগিয়ে কিছটা দূরে আরেক পাথরে
কল্যাণেশ্বরী দেখে, নিভৃত আড়াল নিয়ে স্থির হয়ে থাকে—
কাঠুরে যেমন গাছ একে-একে কেটে শেষে গাছেরই মর্মরে
জিরোর, হুড়োয়, শোয়। এই পথ চার শব্দ তার মাটি-মাকে।

কেন মদুথ রাখো

সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

কেন মদুথ রাখো এই বকে—
তুমি-আমি বিপরীত গতি।
তুমি কাঁপো কী অসহ্য সখে!
তবু বকে রাখো এই বকে।
জানো না তো কঠিন নিয়তি
আনে জ্বর বিরহ-সিঁধকে।
কেন মদুথ রাখো এই বকে,
তুমি-আমি বিপরীত গতি ॥

তিন দিন তিন বার্ষিক

*** নব্বেন্নাথ মিত্র ***

১৭

মা ধরী ভোবোঁচল কত হৈ টে
গোলমালই না জানি হবে। পান
থেকে চুন-খসলে যে বাড়িতে চোচামিচ
বগড়াখাটির অন্ত থাকে না, সেই বাড়ির
মেয়ে রাত বারটার সময় ট্যাঙ্কিতে করে
অনায়াসে এক ব্রকের সঙ্গে বেড়িয়ে
এল, এ ঘটনার জেরে দু' একটি বাক্য কথায়,
তীব্রকি টিপ্পনীয়ত নিশ্চয়ই শেষ হবে না।
সারা রাত ধরে নিশা তিরসকার শাসন
অনুশাসনের ঝড় বইতে থাকবে, বাগ-
বিদ্রোহের সূচি বিধেতে বিধেতে মাধুরীর
কোন অংশে আর তিসমাত জায়গা বাকি
থাকবে না।

কিন্তু তেমন কিছুই হয় না। সে বার
তার নিশাশব্দ শুনতে পেল। বাক্য কী বেন
বলতে শুরু করলেন। কিন্তু মা টোটে
অপেক্ষা চোপ নিষেধের সংকল্প করলেন
আর কান সাংগ সংগ মনোযোগের মত সতর্ক
হয়ে গেলেন। এমন আশ্চর্য ঘটনা
এ বাড়িতে বেশি ঘটেই দেখা হয় নি।

নন্দু সেই পাশের মধ্যে বিছানা পেতে
শুয়ে পড়ল। বাক্য আর অসীমের যে এক
ঘরে শোয়ার বসেপা ছিল তুই ঠিক রইল।
হাতকড়া পরা চোবের মত অসীমকে বাক্য
পিছনে পিছনে রেখে রেখে তেমন তেন মায়া
হল মাধুরীর। অহা, সেচবাক্যে সররাত
ধরে জকাবিসিঁহ করতে হবে। সে শোশ
বাক্য মাধুরীর ওপর নিতে পারেন নি, ঘরের
দরজা বন্ধ করে গভীর রাতে ওর ওপর
দিয়ে হয়তো চকুগুণ্ণ শোধ তুলবেন।
বাক্যের তুলনার অসীমের গায়ের জের বোধ
হয় এমন বেশি, কিন্তু মনের জের তুই
আর সেই। তার লজ্জার আর সীমা
থাকবে না। তার অসহায়তার কথা ভেবে
এই মনোহে ভাবি ময়া হল মাধুরীর।
অসীম ভীরু, দুর্বল কাপুরুষ—বলতে
গেল পুরের নামেরই যোগ্য নয়। খবর
তার জন্য ব্যথার মাধুরীর সমস্ত বাক
টন টন করে উঠল। আর সেই বেদনার
মায়া অবসর আশা ঘূঁহিত হারানো প্রেমকে
ফের তেন অমূল্য করল মাধুরী—গভীর
শোশের মাধ্যম প্রাপ্ত সুপ্ত সন্তান যেমন
আঙুত আঙুত চোখ মেলে, প্রায় তেমন।

মা মায়া মত্ত আর মিন্ এক ঢালা
বিছানার শোয়। মাধুরী আর মানসীর
জনাে আলো ছোট বিছানা পাতা রয়েছে।
বড় হওয়ার পর থেকে তারা দুই বোন
এমনি পাশাপাশিই শুষে এসেছে। আজ
অনারকম হবে কেন?

তবু মা জিজ্ঞাসা করলেন, মাধুরী, তুই
কি আজ এখানে আসবি? মজুক
এখানে দেব?

মাধুরী বলল, 'কেন মা?'
'বিছানা তো ছোট তুই বসিবি।'

মাধুরী ভাবল তা ঠিক। আজ তাদের
দুজনের পক্ষে এই বিছানা বড়ই ছোট।
কিন্তু একটি বিছানায় যদি তাদের না ধরে,
একটি ঘর, একটি বাড়ি একটি পৃথিবীই
কি তাদের ধরে?

মাধুরী একটা হারির চকটা করে বলল,
কী দরকার মা? ওরা সব ঘুমিয়ে
পড়ছে। কেন মিছিমিছি টেনটনি
করবে?

মা তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেন না।
মানসীকে বললেন, 'তুই আজ এখানে
অস মা?'

মানসী প্রকৃচ্ছক বলল, 'কেন? এত
রাতে শেহশুর্কি নিয়ে এমন মাথা বাকবর
কেন কি দরকার পড়ল মা? আমি
সেখানে যেত থাকি সেখানে থাকব।'

মা একটা হেসে বললেন, 'ছোটবেলায়
তুই অমায়ের কাছে শোবার জন্য কত
কোঁদল করত, মনে আছে?'

মানসী বলল, 'আজ্ঞে।'

তারপর চুপ চাপ বিছানার গিরে শুষে
পড়ল।

মাধুরী ডিঙে কাপড় ছেড়ে আটপোরে
একখানা শাড়ি পরল। একই জোড়ার
শাড়ি দুজনে পরে। কে কারখানা পরে
অনেক সময় তা কেউ খোয়াল করে না।
কিন্তু আজ মাধুরী বিশেষ করে লক্ষ্য
রাখল যাত্রে ডুলে মানসীর শাড়ি গায়ে না
জড়িয়ে বসে।

আফনার সামনে পাঁড়রে ফুলের কাটা
খালল মাধুরী। ঝোঁপের ফুলগুলি
তুলে আনল। ফুলের পাগড়িতে

পাগড়িতে কাটা। আবার কাটের সূচী-
তীক্ষা মন্থে মন্থে মধুরীকে।

চারদিকে একবার তাক করে সেই ফুল-
গুলির ওপর দুই চোটে চেপে ধরল
মাধুরী। তার হাতের স্পর্শ এতে আছে,
তার অধর ফবলের কণিণ সাদৃশ্য এতে ধরা
রয়েছে।

কিন্তু এই শেষ। পুনঃপুনঃ এই
শেষ। তেমনার এই ফুলগুলি নিয়ে আমার
শেষ শয্যা রচিত হোক।'

ফুলগুলি মৃত্যুর মধ্যে চেপে ধরল
মাধুরী। দুটি চোটে হাতটুকু পীড়ন
করোঁজল, পাঁচটি অঙুলে তার চোব
হাজার গুণে দাঁলত করল। তারপর ফুল
জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে ছাড়ত ফুলে

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত

শ্রী গীতা

মূল, অর্থ, অত্ববাদ, টীকা, ভাষ্য-বঙ্গ
কৃতিকাসহ অসাধারণিক সমগ্রমূল্য
ব্যাখ্যা। : : : : : ৫০ টাকা।

শ্রী বৃক্ষ ও জাগবতর্ষম

ব্রহ্ম-তত্ত্ব ও লীলার সবতন্ত্রম
শাস্ত্রীয় আলোচনা। ৪১০ টাকা।


ভারত-আখ্যার বানী

উপনিষদের যুগ ইহঁতে ভারতের যুগ-
যুগান্তরের বিখ্যাতব্রী বাকীর
ধারাবাহিক আলোচনা। ৫০ টাকা।

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫ কলেজ কোয়ার, কলিকাতা-১২

বেশি দ্রুতপোন



পেন

"সুলেখা"

আর

"ব্রীফমেন"

PENMEN'S INDUSTRIAL SERVICES

108 BAY 47

য। কিন্তু হাতের যদি তেমন নিরিখ। থাকে মাদুরীর যদি জোর না থাকে? লেগলি যদি বাইরে গিয়ে না পড়ে ফিরে সে নিজের বুককেই পশুর হয়ে বিধে স! তাই দূর থেকে ছুড়ে ফেলতে হিস পেল না মাদুরী, জনতার কাছে গিয়ে গেল। আস্তে আস্তে গলিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হবে। কিন্তু পোড়া মূর্তি

যে ছাই আলগা হয় না। পাঁচটি আঙুল পাঁচটি ধনু হয়ে হাতের তালুর সঙ্গে মিশে রয়েছে। যেন বুক দিয়ে এক পরম সম্পদ রক্ষা করছে। মাদুরীর সাধা কি তা কেড়ে নেবে। হতাশ হয়ে মাদুরী বাইরের দিকে তাকাল। ঘন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। শুনতে পেল অল্প অল্প বৃষ্টি ফের শব্দ হয়েছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল খোলাল নেই, দুতিন মিনিটের বেশি হবে না হয়তো। কিন্তু মনে হল যেন যুগ যুগান্তর কেটে গেছে, আরও যুগযুগান্তর কাটবে। আর মাদুরী এই জনতার ধারে অন্ধকার বর্ষণ-মুখর আকাশের নিচে অস্তহীন প্রতীক্ষার এমনি চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে।

হঠাৎ কার একখানা হাত মাদুরীর

তড়াতাড়ি করো! তড়াতাড়ি করো!

সানলাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতা

২৫,০০০ টাকার চমৎকার পুরস্কার!

২টি প্রথম পুরস্কার
৪,০০০ টাকার ডেভার সান্না ওরত এমন বা নগদ ৪,০০০ টাকা

২য় পুরস্কার
এইচ.এম. ডি. রেডিওগ্রাম

৩য় পুরস্কার
মার্কি অল টায়েড চুক্তিও এবং একটি করে হিন্দু গ্রামসভার সাইকেল

২,০০০ অল্প পুরস্কার ছবি আঁকার
রঙের বায়ু বা তল দুটল

অভিভাবিকাঃ আপনাদের ছেলেমেয়েরা এখনও যোগদান করেছেন কি? মনে রাখবেন সানলাইটের প্রতিটি মোড়ক পাঠিয়ে তারা সানলাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে।

এই প্রতিযোগিতা দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে (১) ১০ বছর বয়সের কম (২) ১০ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত। এই দুটি বিভাগের ছবিগুলি আলাদা ভাবে বিচার করা হবে এবং প্রত্যেক বিভাগে ১ম, ২য় ও ৩য় ও অল্প পুরস্কার যারা পাবে তাদের একই রকম পুরস্কার দেওয়া হবে।

তড়াতাড়ি করো

শেষ তারিখঃ ১৬ই নভেম্বর ১৯৫৯।

অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায়।

বিজ্ঞান আপনায় সানলাইট বিক্রয় করার থেকে অনেক দ্রুত করে। প্রতিটি মোড়ক পাঠিয়ে একটি করে ছবি পাঠিয়ে আপনিও জেতে পারবেন ২৫ লাখের বেশি। যে রকম রঙ দেবেন ইচ্ছা যতবার করতে পারবেন।

SUNLIGHT SOAP

কাঁধে এসে লাগল। সীমাহীন সময় সমুদ্র ফের একটি বিশদ্বতে এসে আবদ্ধ হল।

মাধুরী চমকে পিছন ফিরে তাকাল। না মানসী নয়, মা, বারি কাছে সব সোবেরই কমা আছে।

সুহাসিনী বললেন, 'মাধুরী' যা এখন শব্দে যা।'

মাধুরী বলল, 'যাই মা।'

মা নিজেই সাইট টিপে বিন্দুতের আলো নিবয়ে দিলেন। বললেন, 'রাত অনেক হল, এখন শয়ে পড়।'

মাধুরী বলল, 'যাই মা।'

তারপর অন্ধকারে ওদের বিছানার পশ দিগে যাতে ছোট বেন্দনের কারো হাত কি পা মাড়িয়ে না দেয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে অন্ধকারে পা টিপে টিপে নিজের বিছানায় এসে পৌঁছল মাধুরী।

বিন্দুতের আলো থাকলেও লক্ষ্যের অসনের কাছে রোজক সম্মুখ পিতলের মাটিতে মঙ্গলদীপ মা রোজ জেলে দেন। আবার গভীর রাতে যে আলো চোখ জ্বলান্য ঘুম তড়ায় সে আলোও নিজের হাতই নির্ভিয়ে দিয়ে যান না। সম্মুখের জন্যে কখন আলো চাই কখন অন্ধকার চাই তা তিনি যেমন বোঝেন আর কেউ তা বোঝে না।

মাধুরীর মনে পড়ল আজ ভোরের মাই তাকে ঘুম থেকে জেগে তুলেছিলেন আরও এই শেষ রাতে তিনিই। তাকে ঘুমোতে পাঠলেন। মর মাথ লেখ আজ উঠাছিল মাধুরী। দিন কেটেছে হাসিনাকার খেলার। ঘড়ির পেন্ডুলুম ঘন ঘনে ঘলে নিমেষে নিমেষে সুখ ছাঁয়েছে, দুখ ছাঁয়েছে। ঘুমের মধ্যে সেই শেখা কি ধামরে? সব চাপলা শেষ হার মাধুরীর?

অশ্রুত, হাতের মূর্ছির মধ্যে সেই গুল-গুলি এখনো ধর রয়েছে। এ মূলে নিয়ে আর কী হবে? এ ফুল নিয়ে এখন কী করবে? বিছানায় বাথার? চিঁচিঁ? কেউ যদি দেখে—ভুল করে ভাববে ফুলশয্যা। এই রাতটুকুর জন্যে বাসিন্দার তলয় লুকিয়ে রাখলে হয়। কিন্তু সেখানেও যদি কারো চোখ পড়? যদি মনের ভুলে ফুলের কথা ভুলে যায় মাধুরী? যে বিছানা তুলতে আসবে, সেই দেখে ফেলবে? লক্ষ্যের আর শেষ থাকবে না। তাহলে ফুল এখন কোথায় রাখে? কোথায় লুকোয়? এই মুহূর্তেই সেই চিন্তাই বড় হয়ে উঠল মাধুরীর। উঠে যদি আরনের পিছনে রেখে আসে? মা নিশ্চয়ই ঘুমোননি। টের পেয়ে বলবেন, 'আবার কি খুঁটখুঁটি করছিস ওখানে?' কী বিড়ম্বনা। ফুলগুলি, কিছতেই ফেলে দিতে পারল না মাধুরী? খেগা শেষ হয়েছে, সঙ্গী চলে গেছে, তবু খেজাধর

ভাঙতে মন চায় না। তবু প্রাণ সেই শূন্য ঘরে লুটিয়ে লুটিয়ে কাদে। ফুলগুলি বৃষ্টি মাখায় এল। সেই এক মটো ফুল টাউজের মধ্যে ছেড়ে দিল। বৃকের ওপর কেথায় রাখে মাধুরী? ভাবতে ভাবতে পুষ্পবৃষ্টি, ফের সেই পুষ্পবৃষ্টি অনুভব করল মাধুরী। এর মত নিভৃত গোপন জায়গা আর নেই। দলিত গোলাপগুলি এখানে আজ রাত্রের মত লুকিয়ে থাক। ঘামোক। ঘুম যদি না পায় নির্ভয়ে কাদুক। তাদের সেই কাহ্না এখন কেউ শুনতে পারে না। বৃকের উত্তাপে ভেজা পাপড়িগুলি আস্তে আস্তে লুকিয়ে যাক, মঙ্গলদীপ জ্বল হতে জ্বলন্ত হোক, মাধুরীর মাথার ফুল আর মনের এখানে এক সপ্নে সমাধি রচিত হয়ে থাকুক।

ঘুম আজ আর আসবে না। ঘুমোতে পারলে ভালো হত মাধুরীর। সব কিছু ভুলতে পারত। না কি ঘুমের মধ্যে দুনিবার তৃষ্ণ আর বাসনা তার পিছনে পিছনে ছুঁত? তাকে আশেপাশে লীড়ত? জগৎপায়ী স্বপ্ন সবজীবনের বসন্তের বেশ ধরে ছলন করত? ঘুমোতেও যে সহস হয় না মাধুরীর। সেই অলীক স্বপ্নের ফাঁদ ফের যদি ধরা পড়তে হয়! অলীক। কিন্তু অ-রসিক ছাড় স্বপ্নকে কেউ অলীক বলে? অ-কবি ছাড় কল্পনাকে কেউ জীবন থেকে বাদ দিতে চায়? রম-

ধনুর রঙ পলকে মুছে যাবে কেউ কি তা অপসকে তাকিয়ে দেখে না।

শান্তির জন্যে নয়, স্বপ্নের জন্যেই মাধুরী ঘুমোবে। যা স্বপ্নের মত এসেছিল তা ফের স্বপ্নের মধ্যে আসুক। মাধুরীর মনে পড়ল গাড়ির মধ্যে অসীম তার হাত ধরেছিল, তাকে কান্ডে দেখে ফের তাকে বৃকে টেনে নিতে চেষ্টা করেছিল। সেই আকর্ষণ কি একেবারেই মিথো? শূন্য নেতিমূলক? তারপর ফিরে এসে সকলের জলন্ত লুটির সামনে মাধুরীর কাছেই তো দাঁড়িয়েছিল অসীম। নিঃশব্দে সমস্ত লাজনা আর অপমান সহ্য করেছিল। সেই একসঙ্গে আসা, একসঙ্গে দাঁড়ানো একসঙ্গে সহ্য করার কি কোন দাম নেই? আরো যদি কিছু ঘটত অসীম কি তাকে রক্ষা করত না? বাবা যদি মাধুরীকে এক বাস্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বসতেন—অসীম কি তাকে একা ছেড়ে দিত? সপো যেত না? আর সপ্নী যদি থাকে তাহলে পৃথিবীর কোন স্থানই বা অগম্য? কোন জায়গাই বা বাসের অযোগ্য? ভালোবাসা যদি মেলে তাহলে আর কোন কামাবস্থা আছে বা ছেড়ে দেওয়া যায় না? বাস দেওয়া যায় না? প্রেমের মূল্য সম্বন্ধে শুন তুলেছিল অসীম। প্রেম তার নিজের মূল্যে মূল্যবান। মাধুরী জানে তা আর কোন কিছুর ওপর নির্ভর করে না, বরং

Amicos
GREEN LINIMENT

আপনি নিশ্চয় বৈদিক ব্যাধার বহুগা পানকেন- কোথায় ?

কোথায়, হাঁটুতে, কিংবা কোন দহিয়ানে ?

তবে বুগী হবেন—

পারীষিক, বুক বা পিঠের পীড়নায়,
বাড়ের ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যাধার

এ্যামিকো গ্রীন লিনিমেন্ট

(সবুজ হালিণ)

বাহ্যিকষ্ট নিস্তারোপায় ।


মূল্যঃ বড় শিশি—২.৭৫ নঃ পঃ
ছোট শিশি—১.৭৫ নঃ পঃ

মাসুলে স্বতন্ত্র

বামন/মোহর ওয়া নিবু—

আধিন এণ্ড ইসমাইল (প্রাঃ) লিঃ

৬০ নঃ কলকাতা ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১



তার ওপরই ভগৎ সংসার নির্ভর করে। সব চেয়ে বড় সমস্যা সেই প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখা। যে আগুন কণিকের জন্যে জ্বলবে উঠল তাকে চিরদিনের মত ভাস্বর করে রাখা। তা যারা পারে তারা কখনো হারে না। যারা পারে না তরাই অর্ধ যশ প্রতিপত্তির মধ্যে মৃত প্রেমের সঞ্জীবনী সূচা খোঁজে। কিন্তু ভালোবাসা যাদের কাছে আরো পাঁচটা অকোম্পকার মধ্যে একটা, আরো পাঁচটা অসেবাবের একটা মাত্র—তারা কী করে তার সত্যিকারের স্বাদ পাবে? মাধুরীর ভালো-বাসা তো তা নয়। তার কাছে ভালোবাসার তুলনা অতুল গভীর মহাসমুদ্রের সংগে। সমস্ত জীবনকে যে ধরে রাখতে পারে ভরে রাখতে পারে। যার বৈচিত্র্যের শেষ নেই, তাৎপার্য অস্ত নেই, বিস্ময়ের পারাপার নেই। সেই অগাধ বিপুল ভালোবাসার ঐশ্বর্য দিয়ে মাধুরী কি আর একজনের সারাজীবন ভরে তুলতে পারবে না? জয়

করে নিতে পারবে না সব ঐদাস্য অবহেলা অনিচ্ছা আর অতীতকে? তাই যদি পারে তাহলে আর ভয় কিসের? তাই যদি পারে তাহলে কেন তুচ্ছ মান অভিমান, সম্ভ্রম মঞ্চাদার জনো মাধুরী দূরে সরে আসবে? কি দু'হাতে দূরে সরিয়ে দেবে? জড়িয়ে ধরায় জড়িয়ে থাকায় যে কী অপার্থিব আনন্দ তা যখন মাধুরী জেনেছে তখন কেন সে ইচ্ছা করে বিচ্ছেদ ডেকে আনবে? সমস্ত শক্তি দিয়ে কেন মিলনের সব বাধাকে ভষ্ম করবে না?

নিশ্চিত সংকল্প নিয়ে মাধুরী ঘুমোবার জন্য পাশ ফিরে শোতেই মানসীর গায়ে তার হাতখানা গিয়ে পড়ল। সংগে সংগে চমকে উঠল মাধুরী। তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিল। মানসী আছে। মানসী যেন শত্রুপক্ষের মরাত্মক সাবামরিন। মাধুরীর চেতনার সমুদ্রে অকস্মাৎ একেকবার ভেসে উঠে তার সাদৃশ্যের তরলীকে বানচাল করে দিয়ে যায়।

মা আজ দুজনকে এক বিছানায় শোতে দিতে চান নি। কী ভেবেছিলেন তিনি? মাধুরী আর মানসী সেই ছেলেবেলার মত মারামারি করবে? আঁচড়াবে, কানড়াবে, চুলের মূর্তি ধরে টানবে? সেই ছোটবেলা আর নেই। কিন্তু তাই বলে ছোটখাট কি আর গেছে? মানুষের ভিতর থেকে কোনদিনই কি তা যায়? না বাইরে মাধুরী আর মানসী কেউ কারো গায়ে আঁচড়টি কাটবে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নখ হবে নখর, শিশুর কাঁচ কাঁচ দাঁত হবে দংশন। সেই ধারালো অস্ত্র তারা পরস্পরকে কেটে ছিঁড়ে কুটি কুটি করবে। না হয় চিরজীবনের মত মুখ-দেখানো বন্ধ করে মনের মধ্যে অনিবার্য বিবেচনের আগুন জ্বালিয়ে রাখবে। নিজের পড়াবে আর একজনকে পোড়াবে। বাইরের আগুন শব্দ পোড়ায়, পড়তে জানে না। কিন্তু ভিতরের আগুন নিজেকে দহন করে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু অস্তর-বাইরে এই বিম্বব্যাপী অগ্নিকাণ্ড কিসের জন্য? প্রেমের জন্য। নিজের বোনকে বসি দিয়ে তব প্রেমের পূজায় বসতে হবে মাধুরীকে। নিজের বোনের সমর্থন ওপর এক পরম সন্তান মিলন মন্দির গড়ে তুলতে হবে। সে কি মিলন মন্দির না নিষ্ঠুরতার জায়গামত, নরক হিংস্র কাননার শোণিতসিক্ত সৌধ-চড়া? সে-চড়ার ওপর মাধুরীই কা কয়েকদণ্ড স্থির হয়ে থাকবে? সে-চড়া কি মাধুরীকে ও ব্যকে পিঠে গোঁয়ে দেবে না? অস্ত্র বন্ধবে না? বন্ধ করবে না?

মানসী তার দিকে পিছন ফিরে উল্টো দিকে মুখ করে শূন্যে আছে। মুখ সে ঘূমের ঘোরে অব্যবহৃত ফেরাবে। কিন্তু সেই প্রথম মুখ আর দেখতে পাবে না মাধুরী। সেই সিন্দূর প্রতীকিতরা অপর্যব দৃষ্টি চোখ—সেই ইশারা-ইশাহতের সাংস্কৃতিক দৃষ্টি চোখ চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে। তার বদলে চেয়ে থাকবে পাথরে-গড়া দুই কঠিন বিশেষ আর কিছুকি না আছে না, চড়া না, বদলায় না, হমতায় কোমল হয় না, অনৈক্য উজ্জ্বল হয় না, দুঃখে-কষ্টকে, সহ নড়াইতে সিক্ত হয় না, সেই কতকটা কঠিন পাথরের দৃষ্টি নির্মম চোখ মাধুরীর দিকে চিরকাল অপলক চেয়ে থাকবে।

খানিক আগে সিঁড়ির কাছে মানসীর সেই দৃষ্টি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছে মাধুরী। দৃষ্টি চোখ ধারণলা দৃষ্টি ছুরির ডগা। মাধুরী তাড়াতাড়ি চোখ ফিঁকিয়ে নিরোঁছল। আর এক পলক চেয়ে থাকলে যেন মাধুরীর আর পলক ফেলতে হত না। দৃষ্টি ছুরি তার দুই চোখকে বিধ্বং করত। মাধুরীর বে চোখের পাভা ক্রমশে ভিকোজল, অশ্রুতে ভিকোজল, তা রঙে সিক্ত হত।

কিন্তু কেন? মানসীর এক বিশেষ, এত হিংস্রতা কেন? সে হুতা নিজের চোখ কিছই দেখেনি। শব্দ, মাধুরী আর

মাথাধরা,

পেশী ও গ্রন্থির বেদনা,

সদি-জ্বর ও ইনফ্লুয়েঞ্জা

নিরাপদ ও
নিশ্চিত

আরামের জন্য

এলজিউ



বেঙ্গল ইন্সটিটিউট
কোং লিঃ

অসীমকে একসঙ্গে ট্যান্ড্রি থেকে নামতে দেখেছে। কিন্তু সে তো বুন্টির জন্যে। সে তো বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে। না হলে তো তারা বাসেই আসত। আর ট্যান্ড্রিতে পাশাপাশি বসে যদি তারা এসেই থাকে, তাহলেই বা এমন কি দোষ হয়েছে? অসীম কি তাদের পারিবারিক বন্ধু নয়? সে মানসীর প্রেমিক না হয়ে যদি স্বামীই হত, তাহলে কি মাধুরী কোনদিন ভগ্নীপতির সঙ্গে বেড়াতে যেতে না? আর দামে পড়লে এমনি একসঙ্গে ভিজ-পড়ে গাড়িতে করে ফিরত না? মানসী যখন 'কিছুই দেখিনি, শোনেনি, শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে মাধুরীর দিকে অমন ভালোবাসা চোখে না তুললেও পরত। শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে ঘণ্টা বিস্ময়ে কথা বলা না করে থাকলেও পরত। তাদের ফিরতে একটু দেরি হতে দেখে মানসীর কি উচিত ছিল অমন দলদল হয়ে ট্যান্ড্রি নিয়ে পিছনে পিছনে ছুটে যাওয়া! মাধুরী তা যেও না, মাধুরী তা পরত না। মানসী অলস মাখে একথা 'কিছুতেই স্বীকার করবে না যে, মাধুরীদের খিজুতেই সে বেরিয়েছিল। বলবে মানসীর ছেলের জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রাখতেই বেরিয়েছিল সে।' কিন্তু একথা কে বিশ্বাস করবে? মাধুরী অসহ্য করবে না। মাধুরী কি দেখনি সেই সকল জগৎ? হিম্মত আর সাহসে মানসী ভুলেছে? তার সংগে যখনই অসীম যেসে কথা বলেছে, কি একটা বেশি ঠাট্টা-তামাস করেছে, অসীম এর মাঝে তার হয়েছে, তা কি মাধুরী লক্ষ্য করেনি? 'তুই ফল হয়ে ফটে উঠেছিস।' 'তুই অত্যাশ্রয় অটখানা হয়েছিস।' এমন কত বাক্য বাক্য ঠেস-দেওয়া কথাই না মানসী সেই সকলটুকু মাঝে তাকে বলে সোজাছে। মাধুরীর মনে হল, মানসী যে সবদিনের মধ্যে অসীমের সংগে আর কোন সম্ভাব রাখা নি, যেন করে নি, যেন ধরে নি, প্রেমের সম্মেলনপত্রবাক্যে সেবার নতুন বইয়ের বইয়ে কটিকছে, তা অসীমকে শাসিত দেওয়ার জন্যে। কেন? অপরাধের শাসিত? না অসীম মাধুরীর সংগে বেশি কথা বলেছে, মাধুরীকে দেখে বেশি খুশি হয়েছে, হাসেছে, হাসিয়েছে। তার বেশি তো কিছু দেখে যায় নি মানসী। কিন্তু ওইটুকুতেই চোখে অন্ধকার দেখে মুখ-খানাকে অন্ধকার করে গেছে। চিরকালের ভিৎসটে মরে মানসী। ওকে কি আর একসঙ্গে ফিরতে দেখে মানসী মনে মনে কত হতপনই করেছে। যা হয়েছে তাও ছোপেছে, যা হয় নি তাও নিশ্চয়ই ভাবতে বাকি রাখা নি। যদি রাখত তাহলে মাধুরীর দিকে তাকিয়ে এমন স্থির হয়ে থাকত না। মানসী এখন শান্ত হয়ে আছে, কিন্তু কাল নিশ্চয়ই জ্বালাদায়ে চাইবে। অসীমের কাছেও চাইবে, মাধুরীর কাছেও

চাইবে। অসীম কী বলবে তার ওপর, মাধুরীর বলা নির্ভর করে। অসীম কী বলবে তার ওপর তার নিজের পৌরুষ আর মাধুরীর মর্যাদা নির্ভর করে। অসীম যদি সত্য কথা বলতে ভয় না পায় তাহলে মাধুরী তার পায়ের তলায় রঙীন আঁচলের মত অনুরাগরঞ্জিত হৃদয়-আসন পেতে দেবে। হোক সে সাধারণ একজন পুলিশ-কমিচারী, হোক সে নাকহীন, খ্যাতিহীন, বিতর্ধান দুর্বল পুরুষ। এখন একটি পরীক্ষায় যদি সে উত্তীর্ণ হয় মাধুরী তাকে জীবনের সব পরীক্ষায় শুধু পাসমার্কস নয়, ফল মার্কস দেবে। মানসীর গণ্ডনার জবাবে, তিরস্কারের জবাবে, বিষাক্ত বাগ-বিদ্বেষের জবাবে অসীম যদি সেই পাথরের চোখের দিকে তাকিয়ে নির্ভয়ে বলতে পারে, 'অসীম মাধুরীকে মোব বলেই কয়েক টেনে নিয়েছি, তাকে ছাড়া আমার চলবে না কেনেই তাকে সংগে নিয়েছি।' তাহলে মাধুরীর সমস্ত লজ্জা, দীনতা, দোষলা সেই সত্যের ঔজ্জ্বল্যে ঢেকে যাবে। অসীম যদি নিজের মাঝে তার এক ভালোবাসার মৃত্যু এবং আর এক ভালোবাসার জন্মের ঘোষণা করতে পারে তাহলে ধরলো তরকারির নিষ্টার মিম্ম অসহ্য রক্তক্ষয় মাধুরীর সব কলঙ্ক-কলিমা মুছে যাবে। সেই দীর্ঘজীবীর গলায় রক্তনিঃসরণ নয়, শব্দহীন বৃষ্টি-বল-বকুলের নয়, রক্ততরঙ্গ মলা হয়ে দুলবে মাধুরী।

দিদি তুই এই করলি?

মাধুরী চমকে উঠল। মানসীর গলা। অসহ্য, ঘুমকাতুরে মানসী এখন এই শেষ-হাতেও জেগে আছে নাকি? এতক্ষণ তাহলে কি ঘুমের ভান করে পড়েছিল! মাধুরী কান খাড়া করে রইল। না আর কোন কথা নেই। মানসীর নিঃশব্দ-প্রশ্বাস স্বাভাবিক-ভাবেই পড়ছে। ঘুমন্ত মানসীর যেমন পড়ে। তাহলে কথাটা কি ঘুমের ঘোর বলেছে মানসী? তাই হবে। নইলে ওর মত ভেদী তেজী মেয়ের গলা থেকে হো! এমন কাতর-করণ স্বর বেরোবার কথা নয়। মাধুরী কান পেতে বসল। না, আর কোন সাদা নেই, শব্দ নেই। আর কোন কথাই মানসীর মাঝ থেকে বেরোয় না। কিন্তু যেটুকু বেরিয়েছে তাই যে বাধন্ত। ছোট বোনের মাঝ থেকে যে কথাটুকু শুনছে, তার বুকের ভিতর থেকে অতি গোপনে এই নিশ্চিহ্ন রক্তির অন্ধকার যে কামটুকু উঠে এসেছে তারই যে ধর্মান-প্রতিধ্বনির বিরাম নেই। মানসীর মধ্যে এত যে গিরিকান্নের লুকিয়ে আছে, মাধুরী কি জানত। সেই কন্দরে কন্দরে অজস্র কান্নার গরন ছাটে চলেছে—'দিদি তুই এই করলি, দিদি তুই এই করলি, দিদি তুই এই করলি।'

একটু, আগে পাছে অন্ধকারে ছোট

বোনদের হাত-পা মাড়িয়ে বসে সেই ভয়ে কত সাবধানে পা টিপ টিপে নিজের বিছানায় এসে শয়নোচ্ছ মাধুরী। তার আগে আর এক বোনের হৃদয় যে দুই পায়ে ধোঁতলে দির এসেছে তা কি তার মনে পড়ে নি?

মাধুরীর ইচ্ছা হল ছোট বোনকে এবার নিজের বুকে টেনে নেয়। কিন্তু সাহস হল না। কাল মানসীর যে নির্দিষ্ট ছিল, আজ তো আর সেই নির্দিষ্ট নেই। মানসী যদি জেগে থাকে? 'কি ঘুম থেকে জেগে উঠে মাধুরীকে দু-হাতে ঠেসে সরায়ে দেয়! কি পরম ঘণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, 'ছায়া না, তুমি আমাকে ছায়া না।' ট্যান্ড্রির মধ্যে মাধুরী আর একজনকে যেমন বলেছিল—বোনের সেই ঘণা কি মাধুরী সত্য করতে পারবে? মাধুরীর একবার ইচ্ছা হল ঝুকে পড়ে মানসীর মুখখানা একবার দেখে। চেয়ে আছে না চোখ বুজে আছে একবার দেখে নেয়। এমন লোকটির খেলা বুঝলে মিলে এর আগে কত খেলেছে, কতবার নকল ঘুম জেতেছে আসল ঘুম ভেগেছে। কিন্তু আজ তো আর মাধুরীর সে দাবি নেই। তাছাড়া বিশ্বাস কি—সেখানে গিয়ে ঘুমন্ত চোখের দুটি জলের ধারাই দেখবে মাধুরী। সেই ধরা আঁচল দিয়ে মাঁছারে দেওয়ার অধিকার তো তার আর নেই।

কী করে সেই অধিকার ফিরে পাওয়া যায়? বোনের সেই ক্ষেত্র-সম্মত নির্ভরতার নিধি সখী-বান্ধবী মেজদিলি ফের কী করে হতে পারে মাধুরী? সব গোপন করে? না সব প্রকাশ করে? তাই করবে মাধুরী। গোপন করার তো কিছু আর নেই, প্রকাশই করবে। অসীম কিছু বলুক আর না বলুক, মাধুরী ওর কাছে সব বলবে। পাওয়ার কথাও বলবে, হারাবার কথাও বলবে, ফলের কথাও বলবে, ভুলের কথাও বলবে। না, আর কাজিক দেখা করবে না মাধুরী, সমস্ত শেষ নিজের ওপর টেনে নেবে। সেই প্রলম্ব করেছিল। কথা দিয়ে, হাসি দিয়ে, দাঁটি দিয়ে, স্পর্শ দিয়ে, বসন্তের রক্তা ফলগুলি দেহের ভাঁজতে সজিতের দিয়ে, সেই আগে সর্বস্ব ধরে নিয়েছিল, একথা স্বীকার করবে মাধুরী। তারপর? তারপর, কাল সন্ধ্যা-দিন কি দিনই থাকবে? সন্ধ্যার সন্তান কোহলুদী চোখ তার দিকে দিনের তাকিয়ে থাকলেও রক্তির অন্ধকারে সবই নির্মূলিত হবে। বাবার চোখ, মায়ের চোখ, অসীমের চোখ, মানসীর চোখ, কারো চোখই আর তখন তার দিকে চোখ থাকবে না। তখন সেই গভীর রাত্রে মাধুরী পা-টিপে টিপে তেজোয় উঠবে। রক্তদান, তাকে ছাদের চাঁদ দেখেন। তিনি মাধুরীর সব অনুরোধ রেখেছেন, এবারও রাখবেন। তারপর ছোট দাঁড়িয়ে নিম্ন উদার বিকল অসীম আকাশের দিকে তাকাবে মাধুরী।

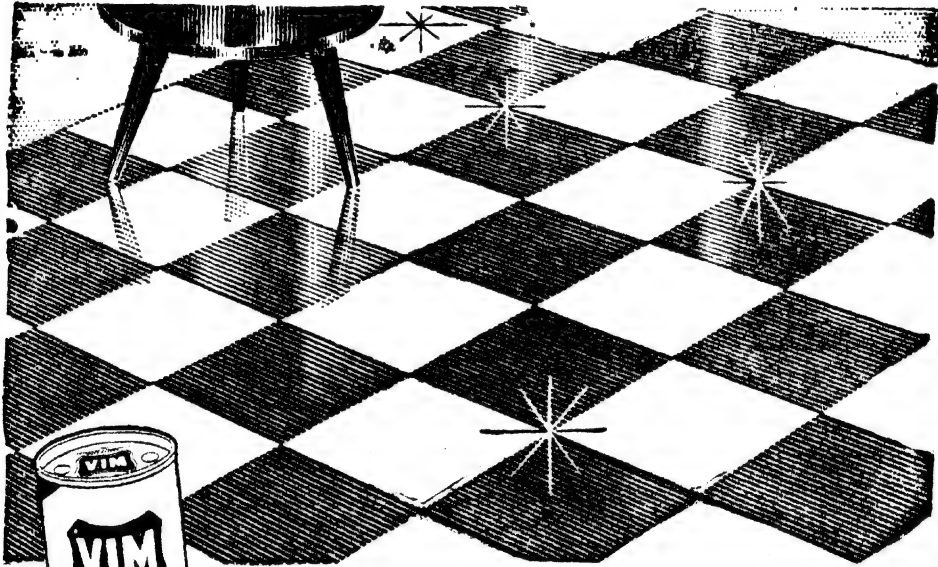
কালে রাতে নিশ্চয়ই আর এমন মেঘ থাকবে না। মুষ্ত আকাশে মুষ্তোর মত তারাগুলি জ্বলতে থাকবে। সেই তারাগুলির মধ্যে মুষ্তির ইশারা দেখতে দেখতে ছাদের ধারে এগোতে থাকবে মাধুরী। ধীরে ধীরে আলিসার ওপর উঠবে। আরো খানিকটা দাঁড়িয়ে থাকবে। দেখবে আর ভাববে, দেখবে আর ভাববে। তারপর! তারপর টুপ করে একটি শব্দ হবে। অত রাতে কেউ নিশ্চয়ই

আর তেতলায় জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। নীচে ফুটপাথের কাছে নিজের রিক্‌শার ওপর প্রান্ত ঘুমন্ত কোন রিক্‌শাওয়ালা যদি সেই সামান্য শব্দে একটু জেগে ওঠে সে ঘুমের-ঘোরে স্বপ্নের মত দেখবে একটি নাম-না-জানা তারা আকাশ থেকে খসে পড়েছে। রাত ফুরোতে না ফুরোতে এমন কত তারাই তো করে যায়। আকাশে তবু তারার শেষ হয় না। বোঝাই যায় না যে

একটি চলে গেছে। মাধুরীও তেমনি করে যাবে।

নিজের মৃত্যুর কল্পনাকে মধুর থেকে মধুরতর করতে করতে, তাকে প্রিয়তমের মত নিজের হাতে সাজাতে সাজাতে মাধুরী আস্তে আস্তে ঘুমের আশ্রয় পেল—যে ঘুমে সাময়িক মৃত্যু, সাময়িক বিরতি, জীবনের অবিস্মরণ সংগ্রামের সাময়িক ছেদ, সাময়িক সন্ধি। (কুমার)

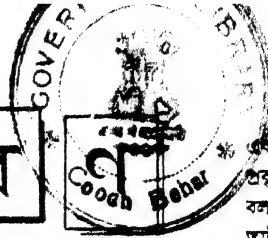
ভিম ব্যবহার করলে পরে —দেখুন কেমন ঝলমল করে



ভিম অল্প একটু ব্যবহার করলে পরেই সবজিনিষের চেহারা বদলে যায়। মেঝে, বাথরুমের বেগির ও সিঁক, খেকে, রান্নার হাঁড়ী, ডেক্টা, বাসব-কোসন, কাঁচের ও চামের বাসন—সবই এক নতুন রূপ নেবে। ভিম দিয়ে পরিষ্কার করলে জিনিষপত্রে কোর বরকম আচড় লাগে না। আর কত সোজা ও কম ঝাটনিতে হয় ডোবে দেখুন। ডেক্সা বাকডায় একটু ভিম দিয়ে আন্তে আন্তে ধনুর্ন—দেখবেন বত মরলা আর দাগ নিষেবের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। ভিম ব্যবহার করলে আপনাবাড়ী আপনাবার গর্বেত কারণ হবে।

ভিম সবজিনিষেরই উজ্জ্বলতা বাড়ায়

স্মৃতি চার



দিলীপকুমার

দ্বিপ্র

আমার সাপ্তাহিক জীবন সম্বন্ধে চেষ্টা করেও এক অধ্যায়ে সব শেষ করতে পারলাম না। বলবার আরো অনেক কিছুই ছিল ইতিহাসের সিক দিয়ে, কিন্তু সে-সব হ'ল—মাকে সাহেবী ভাকায় বলে, "টপকাল"—গাল্পিক, অর্থাৎ দুদিনই বাস হয়ে যায়। স্মৃতিচারণ লেখা যখন শুরু করি তখন বার বার নিজেকে মনে করিয়ে দিতে হত যে: "মন! লোকের চিত্তবর্তন করতে ছুটে না চটল রাসের বেসতি করে: যথাসাধ্য চেষ্টা করে সেই সব স্মৃতিই ছবি আঁকতে যাদের উপজীব্য চিরন্তন। লোকে নেবে কি না নেবে—আমার এক কণ্ঠের ডাক।" "তোমার চরিত্র তোমার স্মৃতির সত্যকে আচ্ছন্ন করেছে কিনা মাথা ঝিকিয়ে না এসব হারিকীর সূচনা নিয়ে: শব্দে লিখে চলে যা সিন্ধুতে তোমার জন্তর সত্যিকার সত্য পাও।" আমার গানের নানা-তালিম-সেওয়ার ধ্বনিটি ইতিহাসে লিখতে আমার মন সত্য পেয়ে নি। তবে, সংক্ষেপে এ বিষয় কিছু লিখছি শব্দে একটি ডাঙস দিয়ে: ভক্তি সাধনা বার বারের মতো শিল্প বা কীর্তির ডাক সত্য নিলে তার চিত্তশুদ্ধি হয় কীভাবে ও তার প্রতিষ্ঠিত কী ধরনের উপস্থিতি এসে হানা দিয়ে থাকে বিপাক করে। তাই বলি—এ-প্রতিষ্ঠিত এল কীভাবে।

গান লিখতে আমি শুরু করি বহিন্দী জন্তরের প্রেরণায় বটে, কেন না, গান আমি ভাব্যবাস্য চিরদিনই। কিন্তু গান লিখতে লিখতে কলকাতা প্রবল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্তরজীবনের অবশেষে লক্ষ্য ভক্তি লিখন নিখ্যা একটু একটু করে পুরে সরে গেল। বহু লোকের—কিশোর করে গুণী ও সমাজসেবক—কাহবা পোয়ে আমি মোত উইলাম গান নিয়ে তত নয় হত গানের স্মৃতি-পাওয়া প্রবর্তমান নামডাক নিয়ে। এজন্য আমার সময়ে সময়ে যে চিত্তশান্তি হ'ত না তা নয়, কিন্তু সত্য কাম শব্দে তা বন্ধনই আনে না, সেই সঙ্গে আনে অশ্রুতা বার ফলে মানব কণ্ঠকে বন্ধন বলে চিনতেও বেগ পায়। এইজন্যই কখনো পুরনো খিড়ের লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি দাঁড়ায় জমাখরচের খাতায়। সুতরাং আমারও হ'ল লোকসান।

ভক্তির সম্পদ শব্দে: শব্দে: করে করে শেষে একদিন আবিষ্কার করলাম যে, যে-আধ্যাতিক মূলধন শৈশবে পেয়েছিলাম, যৌবনজলন্তরঙ্গকম্বোলে প্রায় সবটুকুই ভেসে গেছে। এই সময়ে আমাকে চিরন্তনের কথা মনে করিয়ে দেন দুটি মহৎ মানব: শ্রীকৃষ্ণপ্রেম—আমার কণ্ঠ তথা সত্যার্থ—ও শ্রীঅরবিন্দ—আমার আশ্রয়দাতা তথা গুরু। কৃষ্ণপ্রেমের কথাই বলি আত্ম—গুরুদেবের কথা বসব পরে।

কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের কথা বলতে হাওরার এক মুশকিল আছে। ও স্বভাবে ঢাপা প্রকৃতির মানব, তাই সাধন-জীবনের কথা বলতে শব্দে যে ওর নিজের আপত্তি আছে তাই নয়, আমি বলতে গেলেও ও আমাকে পই পই করে ঘানা করে এসেছে বরাবরই। আমি শুনিনি, নিজের কথা লিখেছি অবোধে, ওর চিঠিপত্র ছাপিয়েছি সানন্দে, লোকের কাছে ওর কথা বলেছি সগোরে যে, কৃষ্ণপ্রেমের মত পরম ভাগবতের দেখা পাওয়া ভাগ্য। ও রাগ করেছে, ধমকছে কত, কিন্তু আমি ওর নিষেধ মানি নি। শেষে ও লিখেছে: "আর কেউ হ'লে আমি তার মুখশ্রবণও করতাম না, কিন্তু আমার মুশকিল হয়েছে এই যে, তোমার পরে কিছুতেই রাগ আমার মাঝে পারি না।"

ও কেন আমার পরে রাগ করত আমি বুঝতাম: সাধনার পথে নানা বাধাই



আপনার
গায়ের
রংকে
পাঁপড়ির
মত
নিখুঁত করে তুলুন!

শালিমারের ফুলের মত কোমলতা, হৃদয়তা ও সুগন্ধ আপনাকে হতে পারে, যদি নিঃশর্তভাবে বেবী স্নো এবং পাউডার ব্যবহার করেন।



একমাত্র পরিবেশক:
এ ডি আর এ এন্ড কোং
কোমাই—২

MPB-BEN.

রকমারি ছন্দবশে হানা দিয়ে মন ভুলিয়ে সাধকে বিপথে ঠেলে। এদের মধ্যে একটি মস্ত বাধা হল—প্রতিষ্ঠার কামনা। তাই শাস্ত্রীরা বলেছেন—প্রতিষ্ঠা শূন্যের কিস্টার মতই বজ্রনীর। কিন্তু বললে হবে কি, আমার মন আলাদা এই একটি পথে অটল ছিল যে, আমি পরের মুখে খাল খাব না, বা বাইরের নজির মেনে চলব না—যদি দেখি তাতে আমার মন সাড়া দিচ্ছে না। তাই ভেবেচিন্তে আমি ঠিক করেছিলাম যে, আমি চলব আমার স্বভাবের কোঁকেই ব্যতীর্ণ না এ-চমার ফলে আমার অস্তিত্ববাদের বিকাশ ব্যাহত হয়। পরমহংসদেবের বিখ্যাত উপমা আমার “অঘটন অজ্ঞা ঘটে” বইটির ভূমিকায় উদ্ভূত করেছি আমার অস্তিত্ববাদের সাফাই হিসেবে : যে, দুর্বল মানব আছে, এক যারা কোথাও মিথি অম খেলে মুখ মুছে চুপ করে থাকেন, আর এক যারা কোনো বাগানে মিথি অম খেলে সবাইকেই খবর দিতে চান : “যাও হে অমক বাগানের অম খেয়ে এসে—মিথি তেন গুড়!” যারা অম খেয়ে মৌন হয়ে থাকেন তাদের শ্রমসাধ করতে আমার বাধে না, কেননা আমি জানি, এ হল মনিত্রের স্বভাবের কথা, তাই একজনকে কাছে যা বরণীর আত একজনকে কাছে তা বজ্রনীর হাতে পারে ঠিক। কেলে আমি বহু ওঠা-পড়ার পরে শিখছি একটি পরম তত্ত্ব : যে, আমার স্বভাব ও

স্বধর্ম আমাকে আবিষ্কার করতে হবে নিজের আঁজ্ঞাতারই এজাহারে—আন্ত-বাক্যের নির্দেশে নয় নয় নয়। আন্তবাক্য প্রাণের বটেই তো, একশোবার—কিন্তু তা বলে অলংঘনীয় নয়। যারা মনে করেন আন্তবাক্য না মানলে শিবের নরকে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাদের সপ্রাণ নমস্কার করেও আমি বলব : “যা আমার কাছে অন্যায় মনে হয় না তাতে আর কারুর নজিরই অন্যায় বলে মনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়—আমি নিরুপায়।” আমার মন চিরদিনই গেটের ফাউন্টের একটি ভাগবত বাণীতে সাড়া দিয়ে এসেছে :

Ein guter Mensch in seinem
dunklen Drange
ist sich des rechten Weges wohl
bewusst

অর্থঃ

শুভমতি যে-অন্তর—আন্তর প্রেরণা

মানি যদি

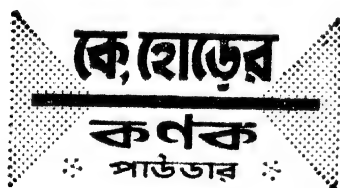
চলে—অধারেও—তবু লজির সে

সত্যপর্যায়।

একথা যদি সত্য না হয় তাহলে ভাগবত করুণাকও সত্য বলে মানা চলে না। অবশ্য মানবের ভুল ভ্রান্তি হতেই—নে হাজার “শুভমতি” হোক না কেন। গেটের আর একটি উক্তিও আমার কাছে সমান অপ্রতিরাস মনে হয় : Es irrt der Mensch so lang er strebt অর্থঃ মানুষ যতদিন সাধনা করতে ততদিন সে ভুলভ্রান্তি করবেই করবে—সময়ে সময়ে বিপথে পড়বেই পড়বে। কিন্তু এমনিই মানুষের করুণার সীমা যে, এই ভ্রান্তির আলোও আমার সত্য হতে গভীরতর সত্যের অভাব পাই বাধার মধ্য দিয়েই বিকাশের নব সিঁধা পাই। অতঃপর আমার মনে হয়, এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই সত্যকে জন্মের, চিরবর, নিজের স্বরূপের সঙ্গে মনোমুখি করার। তাই আমি অনাবরণি মনুষ্যজাতির কাণীতে বিস্তার করতে না পেরে অম খেয়ে আমার খবর সবাইকে বলে বেড়াতেচি—আমার স্বভাব বলে বরণ করে এসেছি কোথাও কিছু নতুন তথ্য বা তত্ত্বের সম্ভাব্য পেতে না পেতে পাঁচজনকে বলে এসেছি কী পেলাম, কেমন করে পেলাম কেন? অঘটনের মাধ্যমে। আমি বহুসাধা নিজেকে খাঁটিয়ে দেখেছি যে, এতে করে আমার ক্ষতি হয়ই নি, বরং আনন্দের পূর্জি দেখা-দেখা করতে করতে বেড়ে চলেছে। তাই হে পাবে পাবেই ঘোষণা করতে পেরেছি—অনেক তথ্যকথিত বন্ধুর বাগবিবরণ সত্ত্বেও—যে ঠাকুর আছেন, তাঁর কৃপা অঘটন কালে ভক্তকে বাঁচিয়ে, তাঁর বাঁধির ডাল চলেস বংশধরের দিশা পাওয়া যায়—একটু একটু

করে মনের অধার কাটেই কাটে। এ আমার পদুখপড়া বুলি নয়—প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যে আমাকে প্রকাশের দিকে ঠেলেছে। তাই মা বলে যে আমি থাকতে পারি নি, এতে আমার কোনোদিন চিন্তালালি তো হয়ইনি—বরং চিত্তপ্রসাদই গভীরতর হয়েছে বলবঃ আমার বারবারই মনে হয়েছে—গভীর কথা গভীর সূরে বললে আবিষ্কারগণ্য অস্বীকৃতিতে কথক শাসিত পায় এ-রটনা আর যার পক্ষেই সত্য হোক না কেন, আমার পক্ষে সত্য নয়। অন্য ভাষায়, আমি শূন্য জিজ্ঞাসু বা, সাধকই নই, যে পেয়ে সফল হতে চায়, আমি ঐ সঙ্গে শিশুপীও বটে, কর্মীও বটে, যে যা পায় তা পাঁচজনের সঙ্গে ভোগ করে উজিরে উঠতে চায় গৃহা কথাকে গৃহা না রেখে। প্রকাশের এ-প্রবৃত্তি যার কাছে দুর্নিরোধা তথা বরণীয় বলে মনে হয় তাকে তারা সুনজরে দেখে না যারা প্রকাশ করে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কৃষ্ণপ্রেম আমাকে প্রাই তিরস্কার করে এসেছে বুঝতে না পেরে যে আমার এ স্বধর্ম, কাজেই এতে নিধন হলেও তাকেই আমার বরণ করতে হবে এই বিশ্বাসে যে, মনুষ্যের মাপ দিয়েই মুক্তি অমাকে তাক করে যদি জীবন না দেয়। এসব কথা সম্প্রতি যোগেশ্বর মহারামস্বামী শ্রীমং অনির্বাক্য ধোলাখুরি লিখেছিলেন তাঁর অভিমত চ্যুরে। তিনি আমাকে যা লিখেছেন আমার মন পুরোপুরিই নিয়েছে, তাই উদ্ভূত করি।

অনির্বাক্য শিল্প থেকে ১৯ জুলাই ১৯৫৯ তারিখে লিখাখনঃ “অনুভূতির কথা সাধারণে বলার সম্ভাব্য দুর্বল মতই তো আছে। আমার বিশ্বাস, যার যার স্বভাবের অনুসরণ করাই ভাল। আসল কথাটা হল অত্যাচার না থাকে কেন। একটা কিছু পেরেছি, দেখেছি, সে-আনন্দ ধীরে ধীরে পাওয়া যায় না, সবাইকে তার ভাগ দিতে চাইছি—আমার অহীম্যকে চিরতর্ক করার জন্য নয়, ঠাকুরের মতিমতকেই প্রসাদকেই হিসেবে হিসেবে জন্মের জন্য—এতে দোষ হবে কেন? ঠাকুর হরিবাস উল্লেখেরে নম করতেন। লোক বলত : ‘কেন বাপ? মনে মনে তাকে ডাকলে হয় না?’ তিনি জবাব দিয়েছিলেন : ‘আমি হে শূন্য আমার নিজের জন্যেই নাম করি না, যারা নাম করতে পারে না তাদের শোনাবার জন্যেও চাইতে নাম করি যাত আমার সবাই তবু রাই।’ বলল টিপে নাচা আপনাদ স্বভাব নয়, দৃষ্টিতে তুলে নাচর দোষ কোথায়? যা করবেন আপনাদালা হয়ে যুক্তপ্রাণে করবেন। আজ তিনিই বলাজেন বলে বলছেন, যেদিন চুপ করিয়ে দেবেন মুখ থেকে একটি কথাও বেরবে না, কিন্তু সমস্ত সত্য থেকে আসে ঠিকের



সর্বদা পাওয়া যায়

পড়বে—যেমন ইন্দ্রিয়া দেবীর পড়ে। সেও তো প্রকাশ।"

আজ বাটের কোটা পেরিয়ে দেখতে পাই একটি অপ্রতিবাদী সত্য : যে কৃষ্ণপ্রেম মস্ত সাধক হ'লেও তার চলার ছন্দের সঙ্গে আমার নিজের চলার, ছন্দের সর্বত্র মিল নেই, এবং যেখানে যেখানে আমি সেখানে তাকে গভীর শ্রদ্ধা করতে পারি, কিন্তু অনুকরণ করতে গেলে আমাকে দায়ে মজতে হবে। তাই কৃষ্ণপ্রেমের আপত্তি সেহেও আমাকে বলতেই হবে ঢাক পিটিয়ে যে, সে একজন মহৎ সাধক। শ্রীমৎ শ্রীঅরবিন্দ ঠিকই বলেছেন : "আজ ঠাকুর বলাচ্ছেন বলেই বলছি—যেদিন ঠাকুর চূপ করিয়ে দেবেন সেদিন সাধা কি আর কিছু বলি। তাই আজ অনন্ততঃ চেষ্টা বশবশত করে বলব কৃষ্ণপ্রেমের গুণগান—বলব যা প্রাণ চায় : কীভাবে ও আমাকে পাথের পাথের জুগিয়েছে ওর স্নেহোপদেশ, যন্ত্রের সমর্থনে, জ্ঞানের আলো—সর্বোপরি ওর পূণ্য ব্যক্তিরূপের নীপত অকরণে। আমার শতভাষী বন্দনের মধ্যে অনেকটাই নানা সময়ে আমাকে দিয়েছেন অনেক কিছু আত্মবিকারের পাথের, উৎসাহের প্রেরণা, দরদর একমাস। কিন্তু কোনো বন্ধুর কাছটাই আজ পর্যন্ত আমার প্রাণের পরম তৃপ্তিপথে পাই নি যা পেয়েছি কৃষ্ণপ্রেমের কাছ। কেবল সত্যজনের কাছে পেয়েছি আরো বেশি পাথের পাথের তথা অভাবের ভরসা : গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দ ও কন্যাশিষ্যা ইন্দ্রিয়া। শ্রীঅরবিন্দর কথা গুলি বিশ বৎসর ধরে বসেছি নানা কথা। যদিও যা বলি নি তার তুলনায় সত্যজিত হরণ করেছি সেটুকু সামান্যই বলব। তবে, তাই মতিমার কিছু সংবাদ দিয়েছি আমার Sri Anurobindo came to Me আত্মকথায়। কেবল ইন্দ্রিয়ার কথা বিশেষ বলা হয় নি। বলব একদিন নিশ্চয়ই, কারণ ওর মধ্যে যে-মহাশক্তি অকারণে ঢাক্ষের করেছি সে-এজহাবের কিছু অস্তিত্ব না রেখে গেলেই নয়—আরো এইজন্য যে, আমি বিশ্বাস করি যে, সে-সব কথা শুনে অনেক অবিশ্বাসীর মনও বিশ্বাসের দিকে মোড় নেবে। অনেক প্রশ্ন করেন—কবে লিখব ওর কথা। উত্তরে আমি বলি : "এখনো জানি না—তার আশা করি, পুন্য ঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করার পরে আমাদের জীবন যে-সাধনার দিকে মোড় নিয়েছে তার একটা স্থায়ী পরিণতি লাভ হ'লে বলা সম্ভব হবে।" তাই আপাততঃ কৃষ্ণপ্রেমের কথা কিছু বলেই স্মৃতিচারণের যৌবনপর্ব শেষ করি—ইতিপাঠের সময়ও এসেছে বৈ কি।

কৃষ্ণপ্রেমের কথা আমি প্রথম লিখি আমার অনাথীর প্রথম সংস্করণে—পাঠাধ্যায়, ওর অনেকগুলি চমৎকার পদ ও

গুরুদেবের মন্তব্য ছাপিয়ে। তার পর লিখি বধাক্রমে আমার তীর্থংকরে, Among the Great-এ, আবার প্রামাণ্য-এ ও সর্বশেষে Sri Anurobindo came to Me শীর্ষক স্মৃতিচারণে। তাই এখানে বেশ ফলিয়ে বলব না—কারণ এসব ছবি-ভাবি কথা ও পড়বে না এ-ভরসা থাকলেও লোকমুখে ওর কাছে সাতখানা হয়ে পৌঁছবেই পৌঁছবে, সুতরাং মুখ সমাল কথ্য কওয়াই বৃথামানের কাজ।

বলোছি, অতুলদার ওখানেই আমার প্রথম কৃষ্ণপ্রেমের সংশ্লিষ্ট দেখা হয় ও প্রথম দেখায়ই ওকে আমি ভালোবাসে ফেলি। সেসময়ে ও ছিল লক্ষ্যোন্মুখ ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক। মোটের সাইকে ও কী যে দ্রুততর বেগে ছুটত—কখনো কখনো আমাকে ওর সাইড-কারের নিয়ে—যে আমি ভায়েই মরি। আমার বড় অত্যাচার ছিল যে, আমি সবচেয়ে ভয় পাই না, কিন্তু ওর সঙ্গে নক্ষত্রের মতো লক্ষ্যোন্মুখের পাথে বৈকি নিতে না নিতে বাববাই মনে হয়েছিল আমি যখনকোপন হ'ল বা অপছাড়া! ও হাসত ওর নিম্নলি, নির্ভয় হাসি। কিন্তু আমার চেয়ে আসত শূন্য ব্যক্তিবির অশ্রু—কী হয় কী হয়! বেঁচে যেতাম তারবারই আর মনে পড়ত মধুসূদনাক, যাকি ভাবতাম ওর সাইড-কারে বাসে : "প্রভু, দেখা কিন্তু!"

ও-প্রণয়নত করলেন একটি সন্দেহ উদ্দেশ্য—কৃষ্ণপ্রেমের এই বৈশিষ্ট্যের সত্যবতির কথা জ্ঞানত। অতুলদা হেসে বলতেন : "তার না কেন দিল্লীপ? মুখে ও কৃষ্ণ কৃষ্ণ করলে কী হয়—বাত্ত হ'ল ও গোরাই বাট।" তারও উদ্দেশ্যের অর্থ ছিল না পাছে আমার সাম্প্রতিক লীলা সাময়িক হয় স্বলয়ানে ওর সহযোগী হয়ে।

তখন শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুরুতর লক্ষ্যো বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধ্যায়। তিনি ছিলেন যোগিপুরুষ, যেমন সদর্শন তেমন জন-প্রিয়, তেমন সর্বপ্রাণের। আমার মূখ্য ভজন শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন। তার স্ত্রী শ্রীমতী যোগেন্দ্রা দেবীও আমার ভজন শুনতে চোখের জল ফেলতেন প্রায়ই। কৃষ্ণপ্রেম পরে এর কাছেই কৃষ্ণপ্রেম দীক্ষা নিয়েছিল। কিন্তু প্রথম যখন আমি জ্ঞানেন্দ্র-বাবুর অতিথি হই তখনো ও দীক্ষা নেয় নি বলেই মনে হয়। "মানে হয়" বলছি এইজন্য যে, ওর কাছে দীক্ষার কথা সে সময়ে শুনিনি।

লক্ষ্যো আমি ভাগ্যভাগি করে থাকতাম—কখনো অতুলদার ওখানে, কখনো জ্ঞানেন্দ্রবাবুর রমা নিকেতনে। জ্ঞানেন্দ্র-বাবুর ওখানে থাকতে ভাল লাগত এইজন্যই যে, কৃষ্ণপ্রেমও থাকত তার অতিথি হয়ে একটি মস্ত ঘরে চারদিকে ছড়ানো বইয়ের মাঝে ওর অশ্রুত ধূমপান এবং এর ওর তার সংগ নানা বিষয়ে উদ্দীপ্ত তর্ক বিতর্ক আলোচনার স্মৃতি আজও আমার চিত্তপটে অক্ষয় ছবি হয়ে আঁকা আছে। কী চমৎকার যে লাগত আমার ওর নীতি নিম্নলি ব্যক্তি-উক্তল মাঝে। কখনো কখনো সর্বত্র করত ওর কোলা হাসি আর স্নেহ-ভাষণ। এভাবে পড়ে পড়ে আমাকে আর কেউ কোনোদিন ভাবেনা করে নি আমার অস্বাভাবিক ও সংকল্প নিয়ে। অন্য কারুর পক্ষে অবশ্য সে ধরনের ভাবনা করা সম্ভবও ছিল না, কারণ ছিল না ওর মহান অস্বাভাবিক কারণ আমার বন্দনের মধ্যে আর কিবাসের ভেতর। তাই তো অত্যা ওর স্মৃতির স্মৃতি পেয়ে ওর তিরস্করণের মধ্যে

আপনার গৃহ ও ভ্রমণের জন্য



নামকর্তা, স্মৃতিপত্র, ফার্মিস, টাইম-ব্রিঞ্জ—একদিন চাই দিল্লী চলে। ইমপোর্ট-করা, রেডিম-কৃত, তরিক গরমের সুবিধা সহ। আকার ৫" x ৫"। মূল্য ২২, টাকা মাত্র। ডাকখরচ ও প্যাকিং খরচ অতিরিক্ত ২, টাকা। একটি প্যাকিং-এ দুইটি টাইম-কীপারের অর্ডার থাকিলে ডাক খরচ ও প্যাকিং খরচ লাগিবে না।

VIJAYARAJAN WATCH COMPANY
P. Box No. 3065 Bombay 3.

দিয়ে আমার মনে নামত বিশ্বাস-প্রশংসা—
আর সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তর শব্দ যে
কৃতজ্ঞতায় কোমল হয়ে আসত তাই নয়,
বিস্মিত-গৌরবে ভরে উঠত যে, এহেন
মহাজ্ঞানী ও মহাবৈরাগী আমার মতন
নিভাসিন্দ্রধকেও স্নেহ করে! না, শব্দ
গৌরবই নয়, ধর্ম সম্বন্ধে ওর নানা
মতামতের মধ্যে দিয়ে এমনই এক আশ্চর্য
দীপ্তি ফুটে উঠত যে, আমার অনেক
অবিশ্বাসের অধিকারও প্রত্যয়ের পূর্বরূপ
দেখা দিত। যোগশক্তির সম্বন্ধে অনেক
মতনকেই আমি যে সময়ে অল্প বৃদ্ধি-
বালীদের মতন “আষাঢ়ে গণপ” বলে
হাস্যহাস করতাম—(তখনো তো আমি
বরদাবাবু বা ইন্দিরার সম্পর্কে আসি নি)
—এতে ও ঘোর আপত্তি করে তেঁর বলে
—“দুঃখি মেরে আমাকে ধমকাত:—তখন তুমি
সংসারীদের এজহারকে এত বড় ক্রোধ দেখ
দিলি? মনে নেই গীতার কথা—
‘সংসারীয়া বিনশ্যতি’? না দিলি? এসব
সংসারী বন্ধুদের কথাই কখনো না মনে
রেখে। তুমি মহাভাগ্যবান যে কয়েক
ভারতবর্ষে যেখানে কৃষ্ণ লীলা করে গেছেন
আর শূন্যে তঁর বাঁশি শ্রবণেরই।”

বলেছি, ওর স্নেহ-প্রতিভার আমার
কানে অত্যন্ত মিটি লাগত। কিন্তু শব্দ
স্নেহের মাধ্যমই নয়, ওর বুদ্ধিদীপ্ত
বাস্তবতার আন্তরিক ঘোষণার মধ্যে
প্রায়ই কানে উঠত এমন এক আশ্চর্য
সহজ প্রত্যয়ের স্বর্ণচ্ছটা যার কোনো সংজ্ঞা
দেওয়াও অসম্ভব। ওকে যদিও একটু
কাছ থেকে জানার সৌভাগ্য হয়েছে কারাই
আমার একথায় সায় দেবেন।

হিন্দুধর্মের অনেক আচারকেই ও ওর
বলিষ্ঠ চক্রে সমর্থন করত এই ব্যক্তিতে যে,
এ-সব আমারই আধ্যাতিক উপলব্ধির সহজ
সোপান। এ নিয়ে ওর তর্ক বদন্ত বেশি
ধূর্তিটির সমগেই, কারণ ধূর্তি ছিল
বুদ্ধিবাদী, কৃষ্ণপ্রেম বিশ্বাসবাদী। আরো
দুচারজন অধ্যাপক ওর সঙ্গে লড়তে
আসতেন আধুনিক ধর্ম ও বিজ্ঞানবাদের
বন্ধন উর্গায়ে কিন্তু ওর সঙ্গে তর্করণে
সবাই হার মেনে শেষত পু হাত তুলে
বসতেন কালিদাসের ছন্দে: “আর বণ-
বর্ণণা করো না, যথেষ্ট হয়েছে—ন খলু ন
খলু, বাণং.....” ইত্যাদি।

পার্বতী বংশের বন্ধুরে। বয়সের সঙ্গে
সঙ্গে এ-বন্ধুত্ব বন্ধন অনেক মতবৈধ
সত্ত্বেও আজো শিথিল হয় নি, বরং আরো
দৃঢ়ত হতে বসে। আমি জমি ও খন্দী
হাত যদি আমি মনে-প্রাণে শাস্ত্রবাসী ও
আচারী হতাম। কিন্তু এ-ও জমি যে,
আমার বাইরের চলাই চলা ওর চলাই চলা
সঙ্গে মর্মে মিলিয়ে ও মনে মনে আমি
আজও ওর কাছে তেমনি কৃতজ্ঞ আমি যেমন

ছিলাম। গ্রিষ্ম বৎসর আগে। আর এ-
কৃতজ্ঞতার মোটামুটি তিনটি কারণ আছে
বা বলবার মত।

প্রথম: কৃষ্ণপ্রেমই আমাকে সব আগে
বলে যে, শ্রীঅরবিন্দ যোগসাধনা করে এমন
এক প্রজ্ঞার আসো পেয়েছেন যা বৃদ্ধির
নাগালের বাইরে—শব্দ সাধনাতেই অর্জনীয়।
বলে তার Essays on the Gita পড়তে
—যে-বইটি লক্ষ্যেই সে ছাড়া আর কেউই
পড়ে নি সে-সময়ে। এই বইটি পড়ে আমি
এতই মুগ্ধ হই যে, শ্রীঅরবিন্দকে লিখি তার
দর্শন চ্যে। কিন্তু এসব কথাই আমার
তীর্থংকর-এ লিখোঁছ তাই এখানে পুনরাবৃত্তি
করব না।

ওর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার দ্বিতীয়
কারণ এই যে, শ্রীঅরবিন্দ অশ্রমে যখন
আমি কৃষ্ণপূজা করে আমার গুরুত্বইদের
বিরাগভাজন হয়েছিলাম, তাঁদের ঘোষণা
মানতে না পেরে যে শ্রীঅরবিন্দ কৃষ্ণের
চেয়েও বড়—তখন কেবল কৃষ্ণপ্রেমই আমাকে
আশ্বাস দেয় সন্মানে—লেখো ওর
১৭-১-১৯৪২ তারিখের দীর্ঘপত্রে (এখানে
সে চিঠির শেষের দিকের কয়েক লাইনের
অনুবাদ দিলাম):

“কৃষ্ণের দিকে চোখ রাখো, কৃষ্ণকে চিন্তা
করো, কৃষ্ণের জন্যে কর্ম করো—‘বিশ্বাস
করো’ তাহলে কৃষ্ণকে তুমি পাবেই পাবে,
এমন কি, যদি ধর্মীয় ভেদমত পাবে নিচে
বিশ্বাস হন তাহলেও। এই-ই হলে সহ্যের
সত্য, তিনি ছাড়া আর যাকিছু, সবই ভাঁকি,
একবারে হাওয়া।

“অপিত, যারা বলে—তাদের যোগে কৃষ্ণের
কেনো স্থান নেই—তারা অজ্ঞান বলেই
এমন কথা উচ্চারণ করতে পারে। তারা
যে জানেই না কৃষ্ণ কে—তাই না নিজেদের
অজ্ঞানের বড়ই কারণ বলতে সহস পায়—
কৃষ্ণ সেকেন্দ্রে মামুলি! যেম যেভাবে ধর্ম
নিহিততন পার্থক্যের ঘাটন প্রবর্তন
কর!”

আমার আলো আশ্চর্য লাগে ভাবতে—
কৃষ্ণকে ও সত্যি কী করে এমন ভাবনাগে!
একবার ভাবি মজা হয়েছিল। কৃষ্ণপ্রেম
পরিভাষার থেকে ফেরে মাদ্রাস হয়ে।
মাত্রাল আমার এক বাঙালী বন্ধু ছিলেন—
ও তাঁরই এখানে ওঠে। সম্ভার তিনি ওকে
স্টেশনে ট্রেন তুলে দিতে যান। কর্মরার

একটি ইংরাজ মহিলা গেম্‌য়া-তিলকধারী
স্বদেশবাসীকে দেখে রেগেই আগুন।
বন্ধুর আমাকে হাসতে হাসতে বললেন:
“সে যদি দেখতেন দিলীপদা—কী কাণ্ড!
মেমসাহেব যেন কেঁপে গেলেন—বকতে
লাগলেন নেটিভদের পুতুলপুজা কুসংস্কার,
আরো কত কিছুর আদ্যপ্রাশ্য করে। শেষে
কৃষ্ণপ্রেমকে বললেন: ‘খুঁটের মতন মহা-
তারকে ছেড়ে কী পেয়েছ তুমি বলতে
পারো?’ কৃষ্ণপ্রেম হেসে বলল: পারি।
কৃষ্ণ।”

সত্যিই অবাধ লাগে আমার এখনো।
জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় বলে আমার এক
ডাক্তার বন্ধু ছিলেন লক্ষ্যেই। তিনি
কৃষ্ণপ্রেমকে আর আমাকে অত্যন্ত স্নেহ
করতেন। তিনি একদিন বলেছিলেন মনে
আছে তখন কৃষ্ণপ্রেম আলমোরার দোরে
দোরে ভিক্ষা করে সাধনা করছে: “ভাবো
দিলীপ, একবার ভাবো। দেখেছিল তো
তাকে? একবারে খাস গোরা—লাল গোরা
তেমনি পিতৃদেবের ভাষায় ‘শুক্লগোমুগ-
মাংসে পুষ্ট, আছে বন্ধা হটলে কুট?’
মনে আছে ত? ওর দৃষ্টিতে মোটর-
সাইকেল তেমনি চরম? ও ছিল
আকাশগঙ্গার বৈমনিষ্ঠ এও মনে রেখো।
এখন রণপুত্রের পাক্স সাতের আঁচ কী
করছে? না কৃষ্ণ কৃষ্ণ। কী কাণ্ড? না,
ভিক্ষার। কেতখান আর? না বিশেষ
বিভাস—একটি—বন্দা গুরুদেবীর সাধনা।
কী গাটতে? না ‘অরবিন্দ মনঃ সন্ন্যাস
মহিমা—কান্ধে হেন গুরুদেবী’ কানের দিক
হবে? তবু, লোক বলে—অস্ট্রেলিয়ার যুগে
গত।”

ওর সম্বন্ধে আরো কত কথাই যে মনে
আসে, ভিত্ত করে। কী ভালেই ও বসত
তখন শব্দকে—বিশেষ করে আমার কৃষ্ণ-
কর্তব্য “বৃন্দাবনের লীলা অভিব্যক্তি”।
একটিটি সম্পর্কে একটি অস্বাভাবিক
অস্ট্রেলিয়ার কথা আজ বলব—যা এতদিন
বলি নি ওরই ভাষা।

১৯৪০ সালের কথা। তখন আমি
আলমোরাতে থাকি কৃষ্ণপ্রেমেরই পাশের ঘরে।
ও তখন শব্দ ওর গবেষণার ঘরে মাটিতে
কমল বিছিয়ে। চম্বিশ ঘণ্টাই ওকে তাঁর
দেখানো করতে হত, কেননা তখন তাঁর
শরীর অত্যন্ত খারাপ—শাখাশাখী—কৃষ্ণ-
প্রেমকে প্রায় চম্বিশ ঘণ্টাই তাঁর দেখানো
করতে হত। এমন গুরুসেবা করতেও
কড়কে দেখি নি সে সময়ে—যদিও পরে
দেখেছিলাম: ইন্দিরাকে। ও কোথাও যেত
না, সব কাজ ফেলে এই গুরুসেবাকেই বরণ
করে নিরুচ্ছিন্ন ওর পরম সাধনা বলে।
আমাকে প্রায়ই বলত যে, ভাগবতে কৃষ্ণের
—বাণী চিরন্তন-সত্য যে:

“As for those who say that seeking Krishna has no part in their Yoga—that is the ignorant talk of those who do not know who Krishna is and vainly plume themselves on their own vain ignorance of 'all that old stuff' Paris fashion's in Yoga!

ঐক্যাত্মক শিখা যবে করে তার আত্মনিবেদন
গরুর সেবায়—তার জেনো আর নাহি

নাহি প্রয়োজন
কৃচ্ছ্র উপসার—সর্বসিদ্ধি তার
বরতলগত।

গুরুসেবার কিছু তবু মরশা আমি
জানতাম—কারণ গরুরকে আমিও ভাল-
বেসেছিলাম যদিও কৃষ্ণপ্রেমের মতন গরুর
সেবা করবার অধিকার পাই নি—গুরু
গ্রহবিগলো পদানশীল হয়েছিলেন বলে।
তবু গরুর জন্যে সব ছাড়বার প্রেরণা
পেয়েছিলাম আমি প্রথম কৃষ্ণপ্রেমের
দৃঢ়তায়। সব কথা বলতে গেলে এ-
স্মৃতিচারণ অতিক্রম করে উঠবে, তাই
সংক্ষেপে বলতে হবে

হয়েছিল কি কৃষ্ণপ্রেম ১৯২৬ না ২৭শে
অধাপনা ছেড়ে দিয়ে আলমোদা যাব এর
গরুর সংগে। গরুর কথাই ও চিন্তা
বিবর্ত। তিনি ওকে সম্যাস নিয়েছিলেন
তাই ও নিয়েছিল ওকে ভিক্ষার ভিক্ষাক-
নিবার করতে বলেছিলেন তাই ও পোত
সোত ভিক্ষা গরুরে করেছিল ও কনা স্মৃতি-
বন্যাক ওর কাছ দক্ষিণে নিতে বলেছিলেন
তাই তাকে ও শিখা করেছিল—এক কথা
গরুরে কথায় ও উত্তর দিতে, অতীত স্বজন
দেশ এমন কি মাতৃভাষা কথা কওয়া ও
ছেড়ে দিয়েছিল গরুরে সন্নিধ্য পেতে।
যশোদা মা ও মোতিরানীর সংগে ও সচরিত
হিসাবিত বা কালব্য কথা বলত। হিসাবিত
ভাষায় পড়ত গরুর সংগে পালক
চরিতমত পড়ত সচরিত মোতিরানীর
সংগে। কষ্টপন্থিতের ভাষা নিয়েছিল
শিক্ষার জন্যে ও ছিল গরুরেই ও
কন্যাসিদ্ধান্তে পূর্ণ।

একর হাসানো খেই খরি, বঁজি অমোদন
কাহিনী

কৃষ্ণপ্রেমের মিলনটি ছিল বানিকট
পেলাকরা। একমণ কাহিনীটির মত ঐক
বৈক্যের জন্যে বঁজি ও হাস
নিপুণতায় বা—হাসানো মত শব্দকক।
দাঁড়ি ঘুরে মাকে দরজা। সেখানে একটি
চৌকাঠে বাস মোতিরানী কৃষ্ণপ্রেমের
সংগে রোজ সন্ধ্যায় কীতান করতে সে
এচৌকাঠে বসলে যশোদামা যাব থেকে
মন্দির কাছ পেঁচিতে হাসে মন্দির পরিচরমা
করা ছাড়া উপায় নেই। ষ বছরিতে খাটে
যশোদা মা অষ্টপ্রহর বসে বা শয়ে থাকতেন
—কারণ ওসামেরা করা জাভারের মন।
আমি মিরতোলায় যে-কদিন ছিলাম প্রতাহ
সন্ধ্যায় কৃষ্ণপ্রেম ও মোতিরানীর সংগে বসে
ভজন ও আত্মতঃ যোগ দিতাম। সে
সময়ে মিরতোলায় মন্দিরে কৃষ্ণপ্রেমের সংগে
ছিল ওর জ্ঞার এক উদাসী বখ-
হরিনাস—পুণীপ্রায়ের নাম Alexander
—লক্ষ্যোয়ের প্রাচীন সার্জন। তাকে আমরা

আলেক বলেও ডাকতাম সময়ে-সময়ে।
যশোদা মা, মোতিরানী ও হরিনাস তিন-
জনই ইহুগত থেকে বিনায় নিয়েছেন,
মিরতোলায় এখন আছে মাত দু জন :
কৃষ্ণপ্রেম ও তার ইংরাজ শিবা আশীষ।
সে সময়ে আশীষ আসেন।

প্রথম দিন ভজনের সময় কৃষ্ণপ্রেম
গেয়েছিল বিখ্যাত কীতান "মরিব মরিব
সখী নিশ্চয় মরিব।" মোতিরানীও বখ-
বিশি যোগ দিয়েছিল ভজনে তখা নাম-
কীতান। যশোদা মা শুনিয়েলেন তার
ঘর থেকে খাটে বসেই, কারণ হরিনাস তাকে
পই পই করে মন করেছিল উঠতে কি
চলানোর করতে। সে সময়ে তিনি সঁতাই
অত্যন্ত অসুস্থ অথচ মূখে সিন্ধ শব্দ
হাসিটি লেগেই আছে। একদিনও তাঁকে
অন্যথায় করতে শুনি নি। তিনি বলে-
ছিলেন অমায়ক যে ব্যাকের মধ্যে তিনি
তার ঠিকরকে সর্বদাই দেখতে পান।

দ্বিতীয় দিন বখবিশি ভজন শুরুর
করলাম। মোতিরানী মন্দিরের খানজের
বা দিকের দরজার চৌকাঠে বসে—আজ
তেন তাকে দেখতে পাই কম্পনচাক-
মাখে সবল ভক্তি কমনীর অভ্য প্রকর
হাসির আসে। যশোদা মা তাঁর ঘর

চৌকাঠের ওপারে খাটে বসেই রোজ ভজন
কীতান শুনতেন। আমি কৃষ্ণপ্রেমের
অনুরোধে ধরলাম:

সেই বন্ধাবনের লীলা অঁড়রাম সবি
আজো পড়ে মনে মোর,
পড়ে যে কেবল মনে!
গান গাইতে গাইতে চক্ষে ধরা দিয়ে যায়
গেয়ে চলি উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে:

ওরা হাসে সব বলে :
"হা রে মধুর স্বপন!"
বলে : "কৃষ্ণকাহিনী কম্পনা কবিকথন।"
ওরা হাসে.....কলভাষে
ওরা জানে না—তাই হাসে।
ওরা জানে না—তাই মনে না,
আমি জানি—তাই মনি,
আমি অস্তরে তেমনি বাক্ষরী শুনোছি
তাই বখ আমি জানি

আমি বাপুল তেমনি জানি,
আমি কিরণে তেমনি জানি,
আমি বিরহে তেমনি জানি,
আমি মিলনে তেমনি জানি,
আমি হবষে তেমনি জানি,
আমি বেদনে তেমনি জানি,
আমি জীবনে তেমনি জানি,
আমি মরণে তেমনি জানি

মুখের
জৌন্দর্য
হাঙ্গি করে



রেকোকাশীর

ফেস্. পাউডার

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যাবে



গানের সময় মন্দিরের ছাওয়া যেন স্বমুখে হয়ে আসে...বৃকের মধ্যে বাণ ডেকে যায়.....

গান শেষ হতে কৃষ্ণপ্রেম সন্মুখে আমার দিকে তাকায়। আমি চোখ মুছে ঠাকুরের বিগ্রহের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে।

হঠাৎ চমক ভাঙল হরিদাসের কণ্ঠস্বরে। সে কৃষ্ণপ্রেমকে বলল : "জানো, তোমরা এখন গান করছিলে মা সামনে থোলো জায়গার এই ঠাণ্ডায় হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিগ্রহের দিকে একদণ্টে চেয়ে?"

কৃষ্ণপ্রেম চমকে ওঠে : "সে কি? তারি যে অসুখ....."

আমরা তৎক্ষণাৎ মোতিহানী যে চৌকাঠ বসে ছিল সেটি পেরিয়ে যিরে এলাম বশাদা মার ঘরে। লেখি তিনি হাত জোড় করে বসে।

তারপর তিনি বললেন ঠাকুরের অদ্ভুত আবির্ভাবের কাহিনী। তাঁর কথার প্রতি শব্দটি মনে আছে আজো। সে কি ভুলবার কথা? সাক্ষাৎ ঠাকুরের দর্শন!

যশোদা মা : আহা বাবা, দেখতে পেলে না?

আমি : দেখতে পেলাম না? কী মা?

যশোদা মা : ঠাকুর, বাবা, ঠাকুর! তিনি স্বয়ং এসেছিলেন যে—দেখতে পেলে না?

আমি (বিহবল হয়ে) : না তো। (একটু বাদে) কখন এসেছিলেন মা?

যশোদা মা : শেষের দিকে—যখন তুমি আখর দিতে দিতে নিজেকে ভুলে গিয়েছিলে বাবা! আহা...ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন প্রথম আমার সামনে...তারপর ঐ চৌকাঠ ডিঙিয়ে মন্দিরে ঢলে গেলেন।...আমি কেমন করে আর বসে থাকি বলা দেখি বাবা?...উঠে বা দিকের দোর দিয়ে বেরিয়ে ওলক দিয়ে চক দিয়ে ঠাকুর দাঁড়িয়ে...স্বয়ং ঠাকুর বাবা...আর মন্দিরের সামনে পৌঁছলাম। দেখি তখনো তোমার গান শুনছেন...তোমারি কাছে...অথচ তুমি দেখতে পাচ্ছ না হয় হয়। আমি ঠাকুরকে মনে মনে বললাম : "ঠাকুর! আহা—তুমি নিজেকে এসে ওর গান শুনছ অথচ ও বেতারা দেখতে পাচ্ছে না!...ওকে চোখ দাও ঠাকুর...দেখুক ও নয়ন ভরে..."

শেষে বললেন যে আমার তখন করেই ভগবানের দর্শন মিলবে। কিন্তু সে কথা "আমার প্রায়শ্চিত্ত"-এ লিখেছি বলে পুনরাবৃত্তি করলাম না।

ঠাকুর আমার গান শুনতে এসেছেন এর পরে আরো অনেকবার—ভাগবতী ইন্দিরা দেখেছে তার ভাবনাতে যশোদা মার কথা মনে পড়ে আক প্রতিবারই এখনই ও আমার স্তব্ধতার সময়ে কখনো কখনো ঠাকুরকে

দেখতে পায়। কখনো বা ঠাকুরকে ছোঁয়, আর অমনি ওর হাত পা কণ্ঠ বৃক থেকে নিঃসৃত কস্তুরীগন্ধ ঘর ছেয়ে যায়। এ বহুব্যবহায়ে...

আশ্চর্য ব্যাপার—ঠাকুর লিখেছিলেন কাল বিকেলে ১৮-৬-৫৯ তারিখে। সম্মুখ্য আমাদের মন্দিরের ককে গাইলাম ইন্দিরারই একটি গান—ইকবার জো দরশন পটি :

যদি একবার সখি পাই তার দরশন,
ভুলে জনমানব-বাধা রাজা পায়

লব সো তার শরণ।...ইত্যাদি

হঠাৎ ইন্দিরার গম্ভীর সমাধি। তারপর চোখ চাইতে কিছুই দেখতে পায় না, লোকে প্রণাম করে টেরও পায় না। আমি গাইতে গাইতেই হঠাৎ ওর অঙ্গ থেকে নিঃসৃত কস্তুরীগন্ধ পেয়েছিলাম। গানের শেষে সবাই প্রণাম করতে এসে দেখে পারের সূর্যগন্ধ অরো বেশি নিবিড়। শব্দ, তাই নয়—বারই হাতে হাতে ঘরে তারই হাতে কস্তুরী-সোবত পাওয়া যায়—কি বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী।

সকলে ঢলে গেলে বিহবলতা কাটলে বলল : "ঠাকুর এসেছিলেন—কী সুন্দর যে লাভ! ছোট্ট বালাগোপাল! এসে বললেন, 'আমাকে পরিষ্কার করে দাও।' এখানে ওখানে কাদাখুলো। পরিষ্কার করে দিলাম।"

এইভাবে এখনই ঠাকুরের অঙ্গ ও স্পর্শ করে অমনি ওর অঙ্গ থেকে প্রবল কস্তুরী-গন্ধ নিঃসৃত হয়ে ঘর ছেয়ে যায়। একথা গোপন করতে একটুও ইচ্ছা করে না, বলে ফেলে কই, অনুতাপের নেশাও তো জাগে না।—তা ছাড়া এ-আশ্চর্য ঘটছে বার বার বহু সৌকর্য সামনে—গোপন রাখিই বা কেমন করে?—অবশ্য অবিশ্বাসীরা কেউ কেউ অবিশ্বাস করে না কি আর? করে বৈ কি। কিন্তু তারা না-মজুর করলই বা, বিশ্বাসীরা তো আনন্দে অধীর হল ভাব-সমাধিতে ওর অঙ্গ কস্তুরী-গন্ধ পেয়ে! তাই কেমন করে বলি—ঠাকুর তাঁর নিজের অঙ্গসৌরভের কাহিনী গোপন রাখতেই চান? যদি চাইতেন তবে সকলের সামনেই এ অঘটন বার বার ঘটাতেন কি?—তাই সাক্ষাৎ রেখে ধরি ফের হারানো খেই।

কৃষ্ণপ্রেমের সম্বন্ধে কত কথাই যে বলতে সাধ্য যায়—কিন্তু ভর ভয় করে—যদি ও শেষটায় উত্থাপ্ত হয়ে সত্যিই আমাকে তাজা-বন্দু করে—বলা তো যায় না। তাই ওর কথা বেশি না বলে যশোদা মার কথাই বলি, কারণ তাঁকে তো কোনো কথা দিই নি যে, তাঁর কথা কাক-পক্ষীকেও বলব না। কৃষ্ণপ্রেম এজন্যেও রাগ করতে পারে হয়ত—কিন্তু যদি করে তবে তাকে বলার পথ রইল : "বলেছি আমি তোমার গর্বের দর্শনের কথা—তিনি শব্দ, তোমার গর্বই তো নয়, আমিও যে তাঁর অপায় স্নেহ

পেয়েছিলাম ভাই। তাই জানি তাঁর ভাইকে তাঁর ঠাকুর দর্শনের কথা লেখার জন্যে তিনি আমার 'পরে অপসরা হবেন না। তা হলে তুমিই বা রাগ করবে কেন?"

এবার বলি—কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার তৃতীয় কারণ। এ-কারণটির উল্লেখ করছি সব শেষে কেননা আমার জীবনের মোড় ফের খানিকটা ওরই জন্যে বলব। কীভাবে বলবার সময় এল।

বলেছি, লক্ষ্যে আমি প্রায়ই আসতাম ঘরেফরে। অতুলনা বলতেন হেসে : "আমার বাড়িই তোমার গানের হেড-কোয়ার্টার হোক, দিল্লীপা!"

সত্যিই আমার গণিতরাজের রাজধানী দাঁড়িয়েছিল দৃষ্টি—কলকাতা ও লক্ষ্যে। একদিকে অতুলনা অন্যদিকে কৃষ্ণপ্রেম—দু'দোটা প্রবল টানে আমাকে প্রায়ই টেনে আনত লক্ষ্যে।

কিন্তু ধীরে ধীরে কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাব ছাপিয়ে গেল অতুলনার প্রভাবকে। অত-স্বাক্ষর শব্দে হল ফের। আমাকে সংসার গান সংগীত আকর্ষণ প্রভৃতির দিকে টানেন আমার অতুলনা প্রমাণে আত্মীয়-স্বজন কষ্টকরভাবে বৈরাগ্যের দিকে টানেন একা কৃষ্ণপ্রেম। বলে হেসে : "চিরদিনের তীর্থযাত্রী কী করবে ঐদিক সামলা নিয়ে—মা দর্শনের?" আমার সংগীতরসিক শ্রুতগীর্ণা বলেন : "গগনং পরতরং নভী।" কৃষ্ণপ্রেম হাসে : "বটে, কিন্তু সে কোনা গান? যে-গান শিল্পীরা হাততালি দেন সেই গান—না-সে-গান ঠাকুর প্রসাদ হয়ে আশীর্বাদ করেন সেই গান?" পরে ও একটি পৃষ্ঠে লিখেছেন (১৯৬০ খ্রুন, ১৯৬৩-এখানে অনুবাদ দিলাম) :

"তুমি লিখেছ তুমি গান গাইতে চাও কৃষ্ণকে নিবেদন করে। খুব ভাল কথা। কিন্তু ঐ সঙ্গে এমন কথা লিখলে কেন যে, এর ওর তার সামনেও গাওয়া তোমার কর্তব্য? কর্তব্য? মোটেই না। যদি কেউ নিজে থেকে গান শুনতে আসে আসুক। কিন্তু তুমি কেন তাদের কথা ভাববে? তুমি শব্দ, ঠাকুরকে গান শোনানো—কেউ আসুক বা না আসুক। শ্রোতার কথা তুমি আদৌ ভাববে না, শব্দ ঠাকুরের কথা ও কিসে তিনি শুন্যী হবেন। তারপর তুমি তাঁকে যে-গান নিবেদন করবে, সে-প্রসাদ অপর উপভোগ করুক বা না করুক তোমার কী? আমি যদি তুমি হতাম, তা হলে কী করতাম বলব? একা শব্দ ঠাকুরকে গান শোনাতে—অন্ততঃ যতদিন না ঠাকুরের নামে তন্ময় হয়ে শ্রোতাদের উপস্থিতির কথা ভুলে যেতে পারি। আসল কথা হল তোমার কণ্ঠ কী চায়? কৃষ্ণের কাছে গান গেয়ে কৃতার্থ হতে—না লোকের বাহবা পেয়ে দীর্ঘজীবন করতে?"

এই ধরনের কথা ও সে-সময়েও বসত
স্বপ্নভোগ্যে। আর গুনতে গুনতে আমার
মনে ফের জেগে উঠত স্বপ্নময়-পড়া
বৈরাগ্য। এইবারে একটু একটু করে
আমার দৃষ্টি সেন ফের খুলে গেল, আমি
সেখাতে পেলাম—আমি গানের নাম করে
যশ কুড়োতেই চলেছি—এর নাম আশা-
বণী ছাড়া আর কী? সংগে সংগে কেমন
করে জানি না, মনে হল শ্রীঅরবিন্দের কথা,
মনে বেড়ে উঠল—তার একটি বিশেষ বাণী
যে, ভাগবত সাধক "যদি করুক না করবে
শব্দে ভগবানের জ্ঞান—যজ্ঞ বা নিবেদনের
ভাবে উপস্থিত হয়ে কোনো আসক্তি বা
বাসনাকে আমল না দিয়ে।"

যজ্ঞ (Sacrifice) সমস্তই শ্রীঅরবিন্দ
নামা অতীতকাল ও গভীর ভাব্য আমাকে
একটু একটু করে আকর্ষণ করে তুলতে না
তুলতে আমি সেখানে পেলাম আমি ভুল
পথে চলেছি। তখন তাঁকে চিঠি লিখলাম
ও তাঁর উত্তরে পেরে পণ্ডিত্যের গিরে
তাঁর সংগে দেখা করলাম ১৯২৬ সালে।
তাঁর সেখান থেকে বহু উঠল দুলে,
মনে পড়ল উপনিষদের স্বপ্নের কথা, "যিনি
বাস্তবজ্ঞান।"

"সেই সময়ের পরেই আমার
আত্মজীবনী প্রকাশিত
হয়। যিনি 'স্বপ্নময়' নামে
আমার প্রথম বিনোদনসময়।"

আমি তাঁর জ্ঞান উল্লেখের পরে আসীন
চাই আত্মজীবনী প্রকাশিত। তাঁকে
জিজ্ঞাসা করি "মনে রাখতে হবে, তাঁকে
স্বপ্নময় পড়ে—আত্মজীবনের জন্য পথ দেখি।"
(একটা পরে বর্ণিতভাবে বাসনাসমূহ—
কলকাতা)।

স্বপ্নময় প্রথম পণ্ডিত, যিনি তাঁর
জীবনীতে তাঁর জীবন, তাঁর জীবন
নির্ভরতা জীবন জীবন হলে উঠল প্রথম
অতীতকালের জীবন। মনে আমার কলম :
একটু পরে, করলে হলে, এই হলে নাম
দিল।

কিন্তু হলে তাঁর জীবন আমার দাঁত
দিলেন না, বললেন—আমার সময় হল।
আমি জিজ্ঞাসা করে "কিভাবে এজন্য
কলকাতায়।" কিন্তু যে-কোনো পণ্ডিতের
পিতৃস্থল মহাপুরুষ দর্শনে, আর
যে-কোনো তাঁর দর্শনের পরে সংসার
যিরে এসে, তাঁর বাইরে সেখানে এক হলে
আসলে দৃষ্টি আসলে মানসই হল। একথা
কলমে চিত্র যে কী কলমে বাধ্য করে
সেখানেই দর্শককে। সংক্ষেপে বলা যেতে
পারে—কিন্তু কী কলমেই মানস গড়ে-

খান-খানতে জেগে উঠল ফের সেই সন্ত
দুরাশা—যে সেখানে চেয়েছিল শব্দে
কলকে—যে মান যশ কাব্য গান শিল্প
কিছুই নয়।

একটি মানসের মধ্যে মানস মানস থাকে
অধ্যাত্মিক হয়ে—একটা পরে শ্রীঅরবিন্দের
শ্রীমুখের শব্দে, কিন্তু সে-সময়ে জানতাম
না। তাই বিপদ বোধ করলাম সেখান থেকে,
আমি সংসার চাই ও চাই, চাই না-ও চাই।

ফিরে এসে কলকাতায় ১৯২৬ সালে
বৈরাগ্য নিয়ে। কিন্তুদিন পরে কলকাতায়
এক চিঠি পেরে চমকে উঠলাম : ও সব
ভেড়ে ওর গর্বের সংগে চলে গেছে
মিরেজের—গভীর অরণ্যে, সেখানে এক
মন্দির স্থাপন করে সাধনায় বসেছি। মনের
মাথা দিকের জেগে উঠল : আমি নিজেকে
ভারতীয় বলে গর্বের করে, কখন কখন
বলি ভারতের ধর্ম আত্ম ও জীবন, কিন্তু
কিন্তু গর্বের গর্বের হয়ে ও হা পড়ল খস
জীবন গর্বেরময়ী জীবন হয়ে ও আমি
হা পড়লাম কই? মনে আমার তখন
বৈরাগ্য চাই তুলেছি, কিন্তু সে না জানি
আমাকে কেমন ভাসিয়ে নিয়ে যায়—এই
ভাস আমি ঘাটী কলমে পড়ে অর্জিত।
সবিত্তই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের গুরুগোষ্ঠীর
হাস্যজনক অবস্থা হয়ে গিয়ে জাগ্রতমনা
করতে বসে যায় ভারতের ব্যাকের মধ্যে

আত্মকের উদয় বেজে উঠল। আমার কি
এই-ই স্বপ্নময়? —কোপীনবৃত্ত? খস
ভগবানবৃত্ত? মনে রূপতে রূপতে সংসারে
হাসি অশ্রু আনন্দ বেদনের অপরাধ খেতে-
রক্তা ছেড়ে নিস্তরঙ্গ নিম্নমুখি অবস্থায়
ঘটে আত্ম নৈবেদ্য? মনে পড়ত আমার
কৃষ্ণের কথা—সম্মানসী হওয়া আমার লসার-
লিখন : কিন্তু একদিন গৌরিকণ্ঠার হা
ভাবতে আনন্দ, অনাদিক সংসার ছাড়ব
ভাবতে হাস—এ-দুই বিরোধী মনোবৃত্তির
টানছেড়ার আমার মনের একটি গানের
অবস্থা হল প্রায় : "দিবস ন তুং নীদ
নাই" ইত্যাদি। এক কথায় আমি অর্জিত
হয়ে উঠলাম।

ভারতের ঠিক করলাম, শ্রীঅরবিন্দ
যখন আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তখন
সংসার থেকে সাধনা শুরু করি। সংসারও
কি ভগবানকে পণ্ডিত্য করে না?
পরে সংসারের বার বার বলেছেন—হার।
তার : এই নিরাসের কী আছে?

এই সময় হটাৎ আত্মজীবনী প্রকাশিত
কলম আমার আত্মতা হয়ে সেজ্ঞা তাঁকে
গিরে বসলাম আমার বৈরাগ্যের কথা :
আমাকে কীভাবে সেবেন কি? তিনি কী
হলেন।

এই সময় আমার একটি কথা—ইনি
পরে অরবিন্দ আশ্রমে প্রবেশ করেন—

বারি হল
বারি হল

মধুবেণ

অনির্বচ্যের মিষ্টি মধুর ও বৃহৎ উপন্যাস

এই লেখকের

ভূয়া অনুরাগিণী রাধা

মূল্য ০-৫০ নং পঃ

সুন্দর ম

২২৯, বোম্বে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রতিস্থান—

করুণা প্রকাশনী

১২, শ্যামচরণ চন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

কাজল নিম

দৃষ্টিশক্তি

ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক

এস, মেহের এলাহি মো: সফি

৩৭, লোহার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-১

মূল্য - ৫০ নং পঃ।

অন্যান্য সম্ভ্রান্ত দোকান ও পাওয়া যায়

* "He does works for the sake of
the Divine or it is a pure sacrifice,
without attachment or desire."
... Essays on Gita—Chapter XII

আমাকে বললেন অভেদানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা নেওয়ার আগে তাঁর এক যোগী বন্ধুর উপদেশে নিলে মনে কি? বন্ধুর বললেন তিনি মস্ত যোগী নাম বরদাচরণ মজুমদার লালগোলায় এক শুল্কের হেড-মাস্টার। শুনলাম রাতে দশ বাজা ঘণ্টা তিনি এক আসনে বসে ধ্যানস্থ থাকেন। মহা উৎসাহে বন্ধুর সঙ্গে ছাটলাম লালগোলায়। এই বরদাবাবুর কাছেই পরে কাজি নজরুল ইসলাম দীক্ষা নিয়েছিলেন ও শুনেনি দ্রুত উন্নতিও করেছিলেন। তারপর কেন কাজি পাগল হয়েছিলেন তাও জানি, কিন্তু বলব না—আরো। এই জন্য যে তার সঙ্গে আমার অন্তর্জীবনের বিকাশের কোনো সম্বন্ধই নেই।

বরদাবাবুর কথা একটু না বললেই নয়। আমি তার কাছেই সর্বপ্রথম যোগবিশিষ্টের পরিচয় পাই বলেই নয়—আনুষঙ্গিক দেখে আমার গভীর প্রশ্ন। হার্বিস্ট কালও বাট। পরে নানা বন্ধুর কাছ হতে নানা আলৌকিক শক্তির কথা শুনি। অনেক কথা বিশ্বাস করতে পারি নি সে সময়ে। কিন্তু পরে এই সব শক্তির বিকাশ ইন্দিরার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে আস্ত মান হয় বরদাবাবুর এসব যোগবিশিষ্ট ছিল—যথা দূরদর্শন, পারের চিন্তার খবর পাওয়া, ধ্যানের দেকাত পাওয়া, কাব কাম দরশন। আমার একটি বন্ধুর কাছ পরে পণ্ডিতব্রত শান-চিলাম বরদাবাবুর একটি বিশেষ শক্তির কথা। অঘটনটী বরদাবাবু মৃত হই বসি সংক্ষেপ।

বন্ধু, আমাকে কথার কথার বলেন যে,

বরদাবাবুর কাছে তিনি বিশেষ ধর্মী হয়েছিল কি—বন্ধুর ভাষায়ই বলি:

“আমার শিশুপুত্রের পেটেব অসুখ। কিছতেই সারে না। ছয়মাসের শিশু। ডাক্তারের বলে পেটে ফোড়া—অপারেশন না করলে বাঁচবার আশা নেই। ভয় পেয়ে সেটা গেলাম লালগোলায় বরদাবাবুর কাছে—যেমন আরো অনেকে যেতেন বিপন্ন হয়ে। তিনি শুনেন আমাকে সামনে বসিয়ে ধ্যান শুরুর করলেন। একটু বাদে বললেন: তোমার ছেলের পেটে ফোড়া হয় নি কিছু হয়েছে। অমুকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়াও সেরে যাবে।”

“আমার শাও প্রাণ এল। কলকাতায় ফিরে ওষধটি ছেলেকে খাওয়াতেই পর দিন দশতর সাগা বহু ক্রিমি বেরিয়ে গেল। ছেলে বেশ ভাল।”

আরো শুনছিলাম—বরদাবাবুর মুখেই—যে পণ্ডিতব্রত শ্রীঅববিন্দব ঘর শ্রীঅববিন্দব তিনি দেখেছেন নিজে লালগোলায় বাস। এক বলে ক্রোধাবহ্যাস—দূরদর্শন। ইন্দিরার মাধ্যমে এ শক্তির প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ বিকাশ দেখি বহুবৎসর পরে কিন্তু যেসময়ে এ শক্তির কথা শুধু কটকটী পড়তাম বলে পরোপরি বিশ্বাস হয় নি। এবার বিশ্বাসের থেকে নতুনোকে নমস্কার সময় হল।

বন্ধুর সঙ্গে বরদাবাবুর কাছে যেতেই তিনি সদাশিব বসলেন। সব শুনেন আমাকে সামান্য রেখা ধ্যান বসলেন। ধ্যানিক বাদে বললেন একটা অশ্রুত হয়েই: “আপনি কেন অন্য গুরে করতে যাচ্ছেন? শ্রীঅববিন্দবই আপনার গুরে।”

আমি (আশঙ্কিত হয়ে): “সে কি? তিনি তো আমাকে দীক্ষা দিয়েই চাইলেন না।”

বরদা (প্রত্যবর্ত): “তিনিই আপনার গুরে। আপনি ভুলারান। ইমালয়ের নিচ এতবড় যোগী আর নেই এখন।

আমি ঠিকের না পেয়ে: “কিন্তু তিনি আমাকে বলছেন আমার সমস্যা হয় নি। আমি সব ছাড়তে পারি কিন্তু গান ছাড়তে পারি না বলবামত বললেন এটা কথা যে আমার চিন্তাসংক্রামে বন্দির কোঠাই অগুচ তাই আমাকে তিনি দীক্ষা দিতে পারেন না।

বরদাবাবু (হেসে): “তার শুনেন। তিনি আমাকে এই মাত্র বলে গেলেন—আপনার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে—ওকে মানা করে। অন্য গুরে বরণ করতে সময় হলেই আমি ডেকে নেব ওকে।

ঠিক এই কথাগুলি বরদাবাবু বলেছিলেন, আমি সত্যিই বসছি না। এ তো ভুলবার কথা নয় তাই ভুল হওয়া অসম্ভব আরো এই জন্য যে আমি কিস্কয়ের অথই জলে গড়ে তাঁকে স্নেহ অবিশ্বাসই করে-

ছিলাম। তাঁকে এসে শ্রীঅববিন্দব বলে গেছেন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে—একথা শুনে আমি প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে ধ্যানিক চূপ করে থেকে শেষে বললাম: “কিন্তু...” বরদাবাবু (মুচকে হেসে): “বিশ্বাস হয় না এই তো? আপনার খুব অপরাধ নেই। তবে যে বলেছি অঙ্করে অঙ্করে সত্য। আমি যে সহাবাদী তার একটা প্রমাণ চান আপনি—এই না?”

সত্যিই আমি তাইছিলাম তাঁর সত্য-পরায়ণতা সম্বন্ধে। প্রমাণের কথা। তাই অপ্রতিভ হয়ে চূপ করে বইলাম। বরদাবাবু বললেন: “শুনেন তবে বসি আর একটু, এবার হাত বিশ্বাস হবে। আপনার ডান-বামের তলপেট কি হাল্কা আছে?”

আমি (অবাক হয়ে): “আছে। টাণ অফ ওহের কবচে বাপচর হয়। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন? যোগবলে?”

বরদাবাবু: “কতকটা তবে যেলে জানা নয়। কারণ শ্রীঅববিন্দবকে দেখলাম যোগবলে কিছু একথা জানলেন। তার মুখে শুনতে। তিনিই বললেন: ‘লিখিত প্রমাণে লিখে ছিল ওর হার্নিয়ার কথা। আমি ওকে লিখেছিলাম অপারেশন করিয়ে। অপারেশনের পরেই ওকে তোর দেব।’

আমি সন্তোষিত হয়ে গেলাম। এর পর আর অবিশ্বাসের পথ কী? শ্রীঅববিন্দব আমাকে যে অবিকল ঐ কথাগুলিই লিখেছিলেন।

বরদাবাবুর মাধ্যমে এই যে প্রাণবদ্ধিত আমি চাক্ষুষ দর্শনছিলাম তার ফল আমার মনে হয়েছিল সত্যবিশ্বাসী—আরো এই জন্য যে এ অঘটনটির উপস্থাপনগীও মনেছিল দূরবৎসরের মতোই—সে কার্তন্য পদের অশ্রুত বসতি—এখানে বরদাবাবুর প্রসংগটি শেষ করে।

বরদাবাবুর কথাবোটার ভাঁগ ছিল চমৎকার—গম্ভীর, সন্দেহ, অস্বাভাবিক। তাইজন্যে তার যোগবিশিষ্ট আমাকে আরো অভিভূত করেছিল—সমস্ত বোলচাল তিনি দিতেন না বলে। তাঁর কথা পরে আমি শ্রীঅববিন্দবকে লিখেছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে লিখেছিলেন যে যোগীদের যোগ-বিশিষ্ট নানারকম থাকে। সে-আলোচনা এক্ষেত্রে অবাস্তব। আমি শূন্য বলতে চাই যে যোগের রাজ্যে এই-ই আমার প্রথম অঘটনের—miracle-এর অভিভূত। এরকম আলৌকিক ঘটনা পণ্ডিতব্রতের আমি একটিও দেখি নি, দেখছি শুধু ইন্দিরার মাধ্যমে—শ্রীঅববিন্দব দেহান্তের পরে—আর দেখেছি মাসের পর মাস দিনের পর দিন—যার ফলে আমার সব সংশয় ভেঙে-চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু সে অন্য কথা। এবার শেষ অধ্যায় আসার সময় হল।

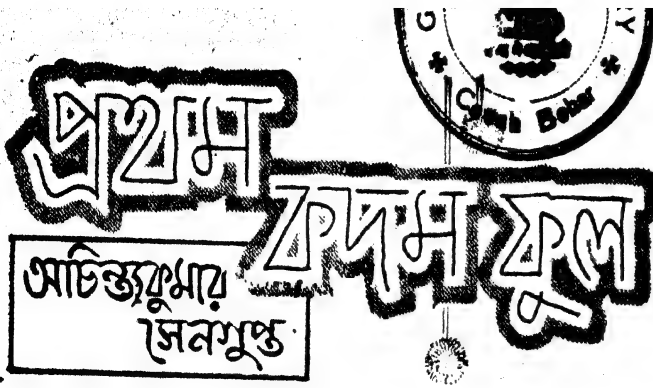
[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

কুঁচ তৈল (হস্তী দন্ত তৈল মিশ্রিত)।
টাকনাশক রোগ বশি
কাবক রোগ পতন
নিবারক প্ররামাস প্রকাশপদ্ধতি।
খায়াভাণ্ডে গম্ব
কার। মলা ২, ৪, ৭, ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৫, ৮০, ৮৫, ৯০, ৯৫, ১০০।
১২৬।২ হাজব বোড কার্ণাঘট
কালকাতা—২৬। ফোন : ৬৭-১৭১৬।

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

কিন্তুযেও নবআবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা পরীক্ষার
যে কোন স্থানের দেহত নাগ, অসাড়ত্ব, নাগ,
কুল, পক্ষাঘাত, একজন্মা ও সোরাইস্ট রোগ
দ্রুতনিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষ্যেত প্রমাণ
পড়ে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুঁচ কুঁচী,
প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা ১নং হাওড়া
বোম লেন, খরট্ট হাওড়া। ফোন—৬৭-১০৫১।
খায়া—০৬, গ্যারিসন রোড, কালকাতা—৯



‘না না, এ বাড়িতে নয়। এ বাড়িতে
লাগের না।’ মাঝে মাঝে উঠল
মৃণালিনী। অন্য বাড়ি দেখুন।’

মন মেজাজ ভাল ছিল না মৃণালিনীর।
অফিস থেকে ফিরে এসে খাবার বলে
প্রশ্নের কণা। এক বাড়ি মাত্র মিউসিয়ামের
এক কোণে রেখেছিল সত্যিকার তবু বিকলা
খাওয়া পোহে বার করে খাবার নিয়েছে
হোমসের। এ নিজে খাবার আগে হয়ে
গেছে বড়প্রশ্ন। স্বামীকে বেশি করে
খাওয়াতে হয় আশা করে জানেই। এ
চলি। কে খাবে খাওয়া? এ বেশি করে
খাওয়ানো না এ সময় ভাবে, লক্ষ্য ভাগে
খাওয়ানো। অফিসে আসতেই যখনওলা
‘হিন্দু-ভাস্কর্য’, ‘ভাস্কর্য’ আর
‘হিন্দু-ভাস্কর্য’ পালক পালক-পালক মনের
কাটি গিয়েছে বার বার গেলেন উপরে,
কিন্তু কী করবে? কী করে গেলেন,
ভাস্কর্য, হেই বন্ধি, দেখতে গেল না।
এখন তো আসছেন ঢাকা ঢাকা, ‘হিন্দু’
সময় নিয়েছেন। লক্ষ্যমাত্র, নিজের স্বামী-
পুত্রের বাড়িতে লক্ষ্যমাত্র করে আর লক্ষ্যমাত্র
লক্ষ্যমাত্র একজন। মনে হয় এ বাড়ি নয়,
এ বাড়ি, এ আশা, এক উচিত নয়
সহ্য করা। কিন্তু আর কি করেন। প্রতি-
কার্য চাবলিক একটা সত্যক হয়ে থাকতেই
মিলে গেল প্রত্যন্তের। মিউসিয়ামে ভিতরে,
প্রশ্ন নিগড়ে, লক্ষ্যমাত্র একটা বাড়ি, আর
তার ঢাকা ধলাটে সত্যক কি, কোলে-
ভাসা লক্ষ্যমাত্র ঢাকা-ঢাকা মাত্র। কী
কর্তব্য সিদ্ধ করতে প্রচেষ্টা করতে-নড়াতে
হল না, পালকের মতো বাড়ি লক্ষ্যমাত্র
বলসি করে ফেললেন।

‘আমি ভাগ করে দিয়েছি, আমার উপরে
আবার কথা কী।’ লক্ষ্যমাত্র করে উঠল
মৃণালিনী। ‘আমি বড় নই? আমার মান
রাখবে না তুমি?’

‘বড় শব্দে মানে নয় বড় প্রাণে।’ পালটা
জবাব দিল বিজয়া। ‘আর, প্রশ্ন ঠিক বড়

না হোক অন্যতম প্রশ্নসাইজ হলেই হাতের
মাপ ঠিক থাকে।’

‘প্রশ্নের প্রশ্ন, ওকে একটা বেশি খেতে
দিলে তোমার হিসাব হয় কেন?’

‘একটা ঘরে-বাঁহের হত খনি থাক না
প্রশ্নের কে দেখতে যাচ্ছে, কে বলতে যাচ্ছে?
কিন্তু একসঙ্গে এক পড়তে বসিয়ে
ছোটক বেশি ও বড়ক কম দেওয়ার স্বেচ্ছা-
চবকে শোনে করার নাম হিসাব নয়,
গণতন্ত্র।’

‘তীব্র গরমে খুব যে বড়-বড় কথা
বলতে শিখছে।’

‘বড় কথা বলা যুলছেন তখন প্রশ্নের
ঢায়ে তার কণা বড় ছিল।’ কিন্তু এখন
বড়-ছোটের কথা নয়, সমানতর কথা। আর,
আপনার কথা মত, বড় হলেই বসি তার
বেশি প্রশ্ন, তার, সত্যিকার থেকে দেখুন—

‘বেশি খেতে হলে বেশি দিতে হয়।’ সু-
ছাত মাঝের কাছে তুলে কাকে বেশি বলা
হয় গরুর চেনা করে দেখল মৃণালিনী।

‘এখন আরও তো ঠিকই ছিল
সিঁহেরই গেললেন।’ হিন্দুটো এবার
বড়ের উপর খেতে দিয়ে নিজে লক্ষ্যমাত্র না
সহ্য।

‘তখন লক্ষ্যমাত্র তার ঢায়ে তোমরা এ
বাড়ি ছাড় দূর হয়ে যাও।’

‘আর বাড়ি কে ছাড়?’ বিজয়ার মত
ফোন উঠল বিজয়া।

‘কর ব’ড় মানে? এ বাড়ির ভাড়া করে
নামে চলছে। টাকাটা দেবে কে? কর নামে
লক্ষ্যমাত্র।’ হত কিছ, শোনেছে যাকেই,
একধর থেকে বলা বসন্ত মৃণালিনী।

‘ও সত্যই থাকুন।’ বিজয়া তেজী ভণিগ
করে সত্যিকার সত্য হয়ে। ‘বাড়িওয়ার
সত্যক ভীম দেখা করে এসেছেন। গোটা বাড়ি
উনি কিনে নেনবে একসা। তখন কে কাকে
তাড়ান দেখা যাবে।’

‘দেখা যাবে।’ থপ থপ করতে, করতে
দেখলেন উঠ গেল মৃণালিনী।

উপরে ধোপা এসেছে, এক তাল মরসা
কাপড়ের মধ্যে বলে খাতার হিসাব লিখছে।

বপনা। হিসাব লিখছে মানে যোগে বিরোধে
হিসাবম আছে। ধোপার মোট গণিতের মধ্যে
কিছুতেই ঘটাতে পারছে না অধিকার
সমানত। মাত্র কমান তো ফেল বাড়ি, কোল
কমায় তে মাত্র লক্ষ্যমাত্র। মাত্র-কোলে-
কটায় ঘাটি পারিয়ে যায়।

‘তুমি কী করো? তুমি দেখতে পারো
না?’ মৃণালিনী এবার বদন্যক নিয়ে
পড়ল।

‘হা, কখন থেকে তো আমি রামধনমকে
নিয়ে আছি।’ তীব্র ঢোখে তাকাল বদন্যক।

এবার রামধনমের উপর উলাত হল
মৃণালিনী। ‘তোমাকে কর্তনিন বলাই না
এই অফিসটাইম ঘোরে এস না, বিকেলের
দিকে এস। বাকুর সবাই অফিস-কাচারি
সেবাবর সময় তোমার এই গ্রীষ্ম দেখে
গেল তো।’ কি জানি কি আছে আক
অন্যটা। ‘গোড়াতেই বা নমনো—’

‘কী হয়েছে?’ মায়ের মায়ের উপর প্রশ্ন
করাও উচিত নয় তথ্য না করতীও কেনম,
বলেই ফেলল বদন্যক।

‘মৃণালিনী কান-কান মূখ করে বললেন,
‘প্রশ্নের মাত্র থেকে নিজে গেলো।’

প্রশ্নের হাত না পা কাটা পড়ছে
স্বয়ংক্রিয়, টীমের ঢাকা না বাসের ঢাকা
থেকে নিজে গেলো এমনি যেন শুনল বদন্যক।
‘কাজে?’ কাকাল মূখে প্রশ্ন আঁতলা
করে উঠল।

ডাক্তার ইউন

যার বসে ডাক্তারগণ পড়াশুনা করে
সবকর দ্বারা পরিচালিত করা কলেজ
থেকে ডাক্তারগণ নিন। বিনমূল্যে
প্রোগ্রাম-এর জন্য লিখুন।

Indian Homoeopathic College

(D.C.) Jullundur City.

‘হাতই আপনার ভাগ্য’

জানতে চান?

অসুন অথবা দুই হাতের ছাপ পাতান।
পারিত্রিক ৫, টাকা হইতে ২০, টাকা।

মাস্টার প্যামিস্ট

ফুপেন চ্যাটার্জি, বি-এ

নিউ টোলগঞ্জ (ব্রিটিশ বাড়ী)

ডাক্তার-কলিকাতা-৫০

[৬ম বাসে নেতাজী নগরে নেমে
গঙ্গার ওপারে অথবা ৫ম বাস-
গোড়া থেকে আসতে হয়।]

মিট সেফে। বকেলের জন্যে যে মাছ তুলে রেখেছিলাম ঢাকা দিয়ে তার আদ্যো-পান্ত কিছুই রাখে নি।

খাতস্থ হল বন্দনা। আঙুলের মধ্যে বরনা কলমটা স্থির হয়ে গিয়েছিল, প্রাণ পেয়ে নড়ে উঠল। বললে, 'কে খেয়ে গিয়েছে? বেড়াল?'

'বেড়ালের বড়িদি। বিজয়া।'

'কার্কিমা খেয়েছেন?' হাসতে গিয়ে আঁতকে উঠল বন্দনা।

'ও একই কথা। সোয়ামীকে খাইয়েছে। আর সকলের দুখানা করে, ওর সোয়ামীর একখানা। এ সইল না ঠাকুরগের। মিট-সেফ থেকে চুরি করে এনে সোয়ামীর পাতে ঢেলে দিল।'

'সে কি কথা? অফিস যাবার আগে খবে লাইট, হালকা খাবেন এই তো কারকার হুকুম। এক হাতা ভাত, এক চিলতে মাছ—'

'আর, এক চামচ দই! তোমাকে আর সর্দার করতে হবে না, বউমা।' কান ঠিক খাড়া রেখেছিল, নীচে থেকে বিজয়া বাক্যের দিয়ে উঠল। 'কবে আবার ঐ ফরমান জারি করল তোমার কাছে? কই আমি তো শূনিনি। ভাবখানা দেখাচ্ছ যেন ঐ নির্দেশের জনেই ঐ সরু ব্যবস্থা। তই যদি হবে তবে দু টুকরা মাছের ভরপুর খেলের বাটিটা উনি 'না' করলেন না কেন? চকচকে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কেন খেলেন চোটপুটে? সর্দার! হালকা খাওয়াবার আর তুমি জাহাঙ্গীর পেলেন না?'

কী বলতে যাচ্ছিল বন্দনা, চোখেমুখে নীরব তর্জন করে দমন করল মৃণালিনী। তারা দুজন, শাশুড়ি-বউ, এক পক্ষে, ইংগিতটা তাই বিশদ করল। বললে, 'কিছু বলতে যেও না। ওরা এই বাড়ি কিনাছে, কিনেই উচ্ছেদের নোটিশ দেবে আমাদের।'

'খাদ্য নাকি অনেকেরই নথ পরতে সাধ যায়।' মুখে টিপে হাসল বন্দনা। 'তা স্যাকরার বাড়ি থেকে নথ আগে আসুক গড়িয়ে। যত দিন না আসে ততদিন নাক উঁচু করতে না চাওয়াই ভালো।'

'হ্যাঁ, ততদিন মানতে হবেই আমার কতান্তি। শোনো, আমি আবার বাজার থেকে মাছ আনাচ্ছি।' ঘরে গিয়ে আসবার খসে টকা বের করল মৃণালিনী। 'তুমি গিয়ে

রে'খে ফেল নতুন করে। রে'খে মিটসেফে রেখে তালো দিয়ে বন্ধ করে এস ভালো করে। হ্যাঁ, রূপোর মল আগে গড়িয়ে আসুক তারপর যেন গোদা পায়ের লাথি তোলে।'

বারান্দার একধারে ছোট আয়নাটাকে অনেক কায়দা কসরৎ করে দাঁড় করিয়ে দাঁড়ি কামাচ্ছে সুকান্ত বুকের ভিতরটা এবার ছাঁৎ করে উঠল। এবার না তাকে স্বরণ হয়! বাজারে যাবার লোকের দরকার, এবার না যোগ্য বুকে কোপ পড়ে। মাছ খালে অন্য আর কটা বিধে তার নিজের গলায়। নতুন করে গালে সাবান ঘষতে লাগল সুকান্ত। ভাবখানা এমনি যেন কারু-কার্যের এই মোটে আরম্ভ।

মৃণালিনী নীচেই নেমে গেল চাকরের খোঁজে। নীচে আবার না আরেক প্রস্থ শব্দ হয়! এক দেশের বুলি তো অন্য দেশের গালি। মায়ের কাছে কার্কিমা চোর, কার্কিমার কাছে মা জোচোর। যেনন হিটলারের কাছে চার্চিল, চার্চিলের কাছে হিটলার। অথচ কী সামান্য নিয়ে কলহ, কী অসামান্য ক্ষুদ্রতা! এ মিটবে কবে, মিটবে কিসে?

ঘন করে ফের বুরুশ করতে লাগল সুকান্ত, কিন্তু এ কী, নীচে আবার এ কিসের গোলমাল?

হরিপদর খোঁজে মৃণালিনী সদরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, কাগ কাঁধে আছেন মহিলা সামনে পড়তেই খাঁজিয়ে উঠল: 'না, না, এ বাড়িতে নয়। এ বাড়িতে লাগল না। অন্য বাড়ি দেখুন।'

'আমাকে বলছেন?' সদরের মুখে রাস্তার উপরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কার্কিল।

'তা ছাড়া আবার কাকে! আপনি কী এনেছেন, কিসের স্যাম্পল?'

'স্যাম্পল?'

'হ্যাঁ, চা, না, সাবান, না গুড়ো দুধ? বাই আনুন কিছু, লাগবে না আমাদের।' মৃণালিনী চাকরের জন্যে উকিঝুঁকি মারতে লাগল।

'না, চা হলে আমার লাগবে।' নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল বিজয়া। 'একমালি চায়ে ভীষণ কামেলা, তাই আমার আলাদা স্টোভ জ্বলে। আলাদা টি-সেট। আসুন। আপনি কোন কোম্পানির এজেন্ট? দার্জিলিং না আসাম না মধ্যপ্রদেশ?'

হাসতে-হাসতে প্যাসেজটাতে উঠে এল কার্কিল। বললে, 'না, আমি এজেন্ট নই, আমি প্রিন্সিপাল।'

'প্রিন্সিপাল?' হাঁ হয়ে গেল মৃণালিনী। 'কোন কলেজের?' সবিস্ময় চোখে জিগগেস করল বিজয়া। সসন্ডমে বললে, 'আসুন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ঘরে আসুন। ফ্যান আছে ঘরে।'

বাইরেই শিখা করতে লাগল কার্কিল। বললে, 'প্রিন্সিপাল মানে বলতে চাচ্ছি, আমি নিজেই নিজের কতী, কারু আমি প্রতিনিধি নই। গোমস্তা বা আমমোস্তার নই। তা ছাড়া অধাক হব কোথেকে? আমি এখনো ছাত্রী।'

'এত বড় মেয়ে এখনো ছাত্রী?' মৃণালিনী আবার প্রায় হাই তুলল। ঠিকমত প্রমোশন পাওনা ব্যর্থ।

'প্রায় তাই। এবার শেষ প্রমোশনের চেষ্টা।' কার্কিল বাড়ির মধ্যে তাকাল।

'শেষ মানে?' বিজয়া বেশ ওয়াকিবহাল, তই গম্ভীর আঙ্গুল করল: 'বি-এ দেবে ব্যর্থ?'

'এম-এ দেবে।'

'এম-এ!' বিজয়ার কটক মৃণালিনীর উপর। বললে, 'এইটুকু ছোট এক চিলতে মেয়ে, এম-এ দেবে! বলো কি!'

মৃণালিনীও গম্ভীর হতে জ্বলেন। বললে, 'কেন, আমার সুকান্ত—সুকান্ত—সেও তো এবার এম-এ দেবে।'

'ও! আপনিই তাহলে সুকান্তবাবুর মা?' আরম্ভে মৃণালিনীকে প্রণাম করল কার্কিল। বিজয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনি?'

'যাই হই, ও'ক যখন কারু আমাকেও করতে পারবে।' বিজয় চিড়বিড় করে উঠল।

বিজয়াকেও প্রণাম করতে দৌঁর হল না। সহাস্য নম্রমুখে বললে, 'আমি আর সুকান্তবাবু একসঙ্গে পড়ি, একই বিষয়। পরীক্ষাসমূহে আমরা একই জাহাজের নোয়ারি, যদিও উনি ফাস্ট ক্লাস কোর্সে আর আমি থোলো ডেকে। উনি বাড়ি আছেন?' তাকাল মৃণালিনীর দিকে।

'কী জানি আছে কিনা। সারাক্ষণই তো আড্ডা দিয়ে বেড়ায়।' মৃণালিনী পাশ কাটাতে চাইল: 'পড়ার নামে ঠন ঠন। কখন বেরিয়ে গেছে টো-টো কোম্পানি হয়ে কিছু ঠিক আছে?'

'আপনি জানেন?' কার্কিল তাকাল বিজয়ার দিকে।

'অনেকক্ষণ তো শূনিনি সাদাশব্দ। বোধহয় নেই।' মৃণালিনীর সঙ্গে চোখো-চোখি হল বিজয়ার।

'দেখুন না একটু। ও'ক আমার দরকার।' যেন পুলিশ হ'ল গোল্ডার কব্জিতে এসেছে এমনি শোনাল কার্কিলকে।

ডাঃ কার্তিক বসু

টার্কোসোড | নানালা

অল্প, অজীর্ণ ও ডায়াবেটিসিয়ায় ব্যথা ও বেদনায়

ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরি লিঃ-কলিকাতা ৯

‘কেন, দরকার কেন?’

‘আমায় প্রোফেসর, মানে বিনি আমাকে বাড়িতে পড়ান, তিনি জানতেন পেরেছেন কটা প্রশ্ন যা ঠিক আসবে পরীক্ষায়, নিশ্চয় আসবে।’ ঢোক না গিলে দিবা বানাতে পারছে কার্কাসি: ‘বতই কম পড়ুন সুকান্ত-বাবু, ঠিক পাবেন ফাস্ট ক্লাস, আর যদি এ প্রশ্নগুলিও তাকে পৌঁছে দিতে পারি তবে আর দেখতে হবে না, একেবারে সকালের মাথায় উপরে। চুড়োর উপরে ময়ূরপাখা হয়ে বসবেন। তাই ও’র জন্যেই ও’কে দরকার আমার জন্যে নয়।’ বলতে বলতে নিজেরই দু’ পা এগিয়ে গেলে আত্মহতরে।

‘সুকু, সুকু’ স্বর বতদূর কর্কশ করা যায় ডাক ছাড়ল মৃণালিনী। ‘সাম এস কে এক মেয়ে তোকে ডাকছে, কে এক ছাত্রী—’

খালি গা, পরনে লুঙ্গ, গায়ে হাত-কাটা গেঞ্জি, এক গালে সাদান আরেক গাল কামানো, পড়ি-মরি ছুটে এল সুকান্ত। দেখল কার্কাসি দাঁড়িয়ে। অভ্যাসের দেশে অশ্রুচরিত্র মত। যে মাধুরীর শেষ নেই ইহতে নেই, যে মাধুরী আশ্বাস করে জীবনে কেউ বললে না আমার আশা মিটেছে সেটো নিত্যা-অক্লান্ত নিত্যা-অপূর্ণের মত। পরানসমূহের তুল্য এজানো নিকরিতনী। ‘এ কী, অপর্ণি?’ ন বরো ন তসেবীর মত কব উঠল সুকান্ত।

যেন সুকান্তকে এখন দু’ চোখ ভরে দেখবার মত নয় এমনি উনানীন চোখে বাগ দাঁড়তে লাগল কার্কাসি। বললে, ‘দাঁড়ান, যার জন্যে আসা, আপনার কটা শিওর কোশচন দিই। আপনারা কিন্তু কপি করে নিতে হবে।’

‘আপনি একটা বন্ধু কার্কাসির ঘর। ঐ ঘরের শব্দে যান আছে এ বাড়িতে।’ নিশ্চয়ই উপস্থিত হয়ে উঠল সুকান্ত: ‘আমি একটা আসাও মানুষ হই।’

‘এখন ব্যক্তি বনমানুষ হচ্ছেন’ স্বরচ্ছত্রের সারসলয় ঘনিত তুলল কার্কাসি: ‘আর কগজ-কলম নিয়ে আসবেন।’

‘না, আমার ঘরে অত লেখালেখির জায়গা নেই।’ বিজয়া কাঠ-কাঠ গলায় বললে, ‘তোমার নিজের ঘরেই নিয়ে যাও। সেখানেই ভালো জমবে।’

‘তাই চলুন।’ যেন বাঁচিয়ে দিয়েছে এমনি কুতজ চোখে বিজয়ার দিকে তাকাল কার্কাসি। তারপরে নির্ভয়ে যেন কতদিনের আনাগোনা, ভিতরে ঢুকে পড়ল। উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। যেন সুকান্ত তাকে টোনে আনছে না। কার্কাসিই তাকে টেলে তুলছে।

দুই জারে আর ঝগড়া নেই, তৃতীয়

একটি মেয়ের বিষয়ে আলোচনার খাতিরে একত্ব হয়েছে।

‘কে এই মেয়ে?’ বিজয়া কোনো হাদিস দিতে পারে কিনা এমনি অসহায় চোখে তার দিকে তাকাল মৃণালিনী।

‘আর কে! সুকান্তের বন্ধু। নইলে, কী সাহস দেখলেন, সটান ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে?’ মৃণালিনীর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়াল বিজয়া।

‘বন্ধু মানে?’ হতাশপাশু মুখ করল মৃণালিনী।

‘ঐ যে নাকে দাঁড় বিধিয়ে টোনে। মানে যে বোধে আর ব্যপ্তে তাকেই বন্ধু বলে। কিন্তু যাই বলি মোহটা কিন্তু দেখতে মন্দ নয়।’

‘আর বেশ বড়লোক তাই না? বাপ না জানি কী করে।’ মৃণালিনী বিজয়ার কাছে আবার আশ্রয় খঁজল।

‘হাতে ঘড়িভাঙা জামায় ফাউন্টেন পেনের রিপ এই সরগাম থেকে আর কী বোঝা যাবে?’

‘কিন্তু হাতে চুড়ি একগাছা দুগাছা নয়, চাহগাছা করে। তা বুঝি দেখিনি?’ আরো সঙ্গীত হইল মৃণালিনী।

‘আরো কত দেখব কে জানে।’

এক রাজ্যের মোহরর মধ্য দিয়ে নিয়ে আসছে কার্কাসিকে। নিচে এঁটো বাসনের পাহাড় পড়ে আছে উপরে ময়লা কাপড়ের কুড়। সমস্ত শরীরে ছি ছি ছি করে উঠল সুকান্ত। আর তার নিজের এই রাজ-নয়না!

‘আপনাকে একটা জুগলের জুগলে নিয়ে এলাম।’ উঠতে-উঠতে সুকান্ত বললে।

‘আহা! এতে কুণ্ঠিত হবার কী! এ সব অবজ্ঞাই হো সংসারের শোভা।’ এক কথা জল করে দিল কার্কাসি।

‘আর এই আমার বউদি। গোময়ে কমল-মণি।’ বন্দনাকে লজ্জা করল সুকান্ত।

প্রস্তুত হতে দিল না, কুপ করে বন্দনাকে প্রণাম করল কার্কাসি।

‘আর এ কার্কাসি।’ কী বিশেষণ সেবে একসঙ্গে এতগুলি সিঁড়ি ভাঙবার পর সুকান্তের মাথায় এল না।

একসঙ্গে ঘর ঢুকল দুজনে আর বন্দনা নীচে নামিল হবার জন্যে ছুট দিল। সন্মিলিত আলোচনার বৈঠকে তারও কোন না বহুবা পেশ করা যাবে!

‘তুমি কী জাদুকরি!’ বিগড় চোখে তাকাল সুকান্ত।

‘তার চেয়েও বেশি।’ হাসতে লাগল কার্কাসি। ‘সাবানের এজেন্ট। ও’রা তাই আমাকে ডেবেছেন নীচে।’

‘সাবানের এজেন্ট? ঠিকই ডেবেছেন তবে।’

‘ঠিকই ডেবেছেন।’

‘হ্যাঁ, কে জানে এ সংসারে অনেক ধরলা সাক হবার জন্যে তোমার সাবানের অপেক্ষা করে আছে। আগে থেকে খবর দিয়ে আসনি কন?’

‘তুমি খবর দিয়ে গিয়েছিলে? আমাকে একেবারে ধরে ফেলে দিলে স্বপ্নের মধ্যে।’ চোখের মধ্যে কৌতুকে কুহক নিয়ে তাকাল কার্কাসি।

‘আমি তার চেয়েও স্বপ্ন।’ ব্র্যাকেটে হাত বাড়াল সুকান্ত। ‘দাঁড়াও, জামটা গায়ে দিই।’

‘কেন, মানুষ হতে চাও? বেশ তো দেবতা হয়ে আছ। তাই আরেকটু থাকো না দেবতা হয়ে।’

ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠল সুকান্ত। অশ-পাশে দ্রুত তাকিয়ে বললে, ‘দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।’

পাশের ঘর থেকে দুহাতে করে কী একটা মস্ত পুতুলের মতন কাকে নিয়ে এক সুকান্ত। বললে, ‘এই আমার সেণ্টু। আর, সেণ্টু’, পুতুলটার দিকে তাকাল: ‘এই কে জানিস?’

কেল থেকে ঘাই দিতে-দিতে নেমে পড়ল সেণ্টু। বললে, ‘কে?’

‘সেই তোকে বলেছিলাম না এমন এক লোক আছে যে আসে অথচ দেখা দেয় না সে।’

‘তুমি সেই?’ নীচু একটা তক্তাপাশের উপর বসেছে কার্কাসি তার কোলের মধ্যে ঢুকে পড়ল সেণ্টু।

‘হ্যাঁ, সেই।’ দু’ হাতে তার চুলের মধ্যে আনন্দে হাত বুলোতে লাগল কার্কাসি।

‘না রে, সে নয়। আরেকজন।’ ব্র্যাকেট থেকে জামটা তুলে নিয়ে গায়ে দিল সুকান্ত। বললে প্রায় বিষম সুরে, ‘যে দেখা দেয় অথচ আসে না সে।’

(ক্রমশঃ)



কাশন
সুরভিত
কেশ
তৈল

কোণার্ক কেমিক্যাল
কলিকাতা - ১২

টাতার ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবান দিয়েই আমি আমার সব কিছু কাচি

তার কারণ

- ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবানে প্রচুর কেশা হয় আর তাতে জামাকাপড়ের মরলা আঁসসা হয়ে যেয়ে যায়।
- এতে খুব সহজে ও ভালোভাবে জামাকাপড় পরিষ্কার হয়।
- এর ক্ষেত্রে অণু টিক্যাল ব্রাইটনার থাকার শাবা কাপড় বর্ণহবে আর সজীন কাপড় ঝলককে দেখায়।

তাছাড়া

- ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবান যে কোন কাপড় কাচবার পক্ষেই সেরা—কিনকিনে সাইলর, দামী সিক, সরষ পশম কি হুতী কাপড় সব কিছু।

বিনা জাম্বাসে কাঁচতে হ'লে



দ্য টাটা অয়েল বিল্ড কোম্পানী লিমিটেড

সা "প্রতিক সাংবাদিক ষষ্ঠকে জনৈক সাংবাদিক নেহেরুজীকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য তাঁহার কী বাণী তত্বা ভিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে নেহেরুজী বলিয়াছেন—“হাসি মুখে কাজ করিয়া যাও।” ষষ্ঠকে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নাকি বলেন—“কথাটা ঘুরাইয়াও বলা যায় কঠোর পরিপ্রদে মুখের হাসি সমান রাখ।” বিশু-খুড়ো বলিলেন—“আরো ঘুরিয়ে বলার প্রয়োজন নেই, একথা আগেই বলা হয়েছে—হাসি মুখে অব্যাহতের করে তারা পরিহাস।”

কে "দ্বিতীয় খামারী মহাশয় অঙ্গের অভাব দূরে মিটাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। —“দুধের সাধ ঘোলে মোটে, পিটলি-গোলাতেও মোটে একথাই হয়ত বলতে চেয়ে-ছেন শ্রীপতিসহ—বলে আমাদের শ্যামলাল।

সং "বাসে শুনিলাম কমুনিস্ট নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠ্যসম্পাদিত নাকি একটি স্কুল স্থাপন করা হইয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী ক্যাপা বাউলের গান ধরিলেন—“তুই কণ্ঠ পাতি শেককাল, ভালো কইরা পড়গা ইস্কুলে।”

জো ডাবাটের সম্বন্ধে প্রকাশ সেখানে পল্লিদের জন্য গান পাঠ্যের জন্য টিপি লাবহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।



—“উদ্দেশ্য যদি জজের ভয়া দেখান হইত থাকে, তবে তা নিরর্থক হইতে বধ্য। এ চেষ্টা আগেও বাধা হইয়াছে এখন তো জজ জলভারের স্যামস—বলেন অন্য এক সহ-যাত্রী।

ম ধাপ্রদেশ সরকারের চতুর্থ শ্রেণীর প্রায় চারিশত কর্মচারী জেলা পরিসংখ্যান অফিসারের বাসভবনের সম্মুখে বসিয়া তাই আচরণের প্রতিবাদে দুই ঘণ্টাকাল রাম-ধুন গান করে। শ্যামলাল বলিল—“বাক্সাট দাবী মানতে হবে ধনির চেয়ে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্টতর। কিন্তু কথা হলো ধর্মের কাহিনী সবাই শোনে না। শোনাতে হলে কণ্ঠটহের সঙ্গকটে একটি মাইক সন্নিবেশই

ট্রায়ে-বাসে

একমাত্র পথ। রামধুন ফেল করলেও রাম-আওয়াজ করবে না।

ন "মার্শালস কুর্ষিমেলার চীন যোগদান করিলেন বলিয়া গোড়াতে সিদ্ধান্ত করিলেও সম্প্রতি নাকি যোগদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বিশু-খুড়ো একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ঘাট করিয়া বলিলেন—“নিকিতা খ্রুশ্চেভ এক পত্র চীন সরকারকে জানিয়েছেন—চো তুমি কৃষি কাজ জান না; এমন ভারত-ভারি বইল পঠিত—ইত্যাদি”।

লু "নিক-ও কৃষক চতুর অপর পক্ষের চিত্ত গ্রহণ—একটি সংবাদের শিরোনাম। —“লুনটিক কৃষক চতুরমুখের চিত্ত গ্রহণের সংবাদই শূণ্য সাংবাদিক রাখেন না”। সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন জনৈক সহ-যাত্রী।

ব "টেনে সাধারণ নিবারণ কনজারভেটিভ পটি জরী হইয়াছে। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—“এটা শূণ্য সংবাদ হিসেবেই গ্রহণ। অন্য দিকের বিচার বলতে হয়—ইথে কী হইবে বল নবন পিসির”।

সা "প্রতিক সংবাদ শুনিলাম খ্রুশ্চেভ জায়েসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। —“অমরা একথাও শুনিলাম (সংবাদ অবশ্য অসমর্থিত) যে জায়েস নাকি পত্র জানিয়েছে যে সোভিয়েতের পরিবর্তে আশীর্বাদ বাঞ্ছনীয়”—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

এ "এক সংবাদের শুনিলাম জামানীতে ক্যানরী পাখির গান শিখাইবার জন্য নাকি স্কুল আছে।—“আমরা স্কুল করিনি,



কিন্তু মনকে হীরামন ততো সাজিরে শিখিয়েছি পাড়িয়েছি আবার এই মনকেই কতাজনা করে কতোর বুলি কপচানো অভ্যাস করিয়েছি”—বলে আমাদের শ্যাম-লাল।

সা "প্রতি অভিনয় শিল্পীর বনাতপের সাহায্যের জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া নগর " পরিক্রমায় বাহির হইয়াছিলেন। —“তাদের এই উসাম নিঃসংশয়ে প্রশংসনীয়। এতে বনাতর উপকৃত হবে। আবার ভাব-বনায় প্লাবিতরাও কণেকের তার প্রতি-পদের চাঁদ দেখে কৃতকৃতার্থ হয়েছি”—বলে আমাদের শ্যামলাল।

মা "লয়ের শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন এশিয়ার শাশুড়ীর নাকি পরম সন্তোষী ও জামাতা বাসল। —“কথাটা হেতু ততোই মিথ্যা নয়। কতি দির কিনা দতি দির বেধে থাকে ভাটকিরোছি তার সম্বন্ধে শাশুড়ীর রূপ স্নেহেরই রূপ। কিন্তু শাশুড়ীর অন্য একটি রূপ আছে, শিক্ষামন্ত্রী সে খবর জানেন কিনা জানিনা সে রূপ হলো বধু সম্পর্ক। সেখানে আগে ছিলেন তিনি ছাকমরী বতমানে ছাক চলে না বলেনই করহমরী। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে তবে অনির্মান জানি না পরের মোর মানি না”—হেতু বলিলেন বিশু-খুড়ো।

দেবরত মুখোপাধ্যায়ের

কায়েকটি চিত্র

বারটি ছবির এ্যালবাম

দাম এক টাকা



সারস্বত লাইব্রেরী

২০৬, কনওয়ার্ডশ স্ট্রীট, কাল ৬

কে.হাডের

কণক

* পাউডার *

এ সংসারে ফটোগ্রাফিক আর্সোসিয়েশন অব দমদম-এর ব্যবস্থায় তাঁদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফী প্রদর্শনী চলছে মিউজিয়াম-এ। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সিংহল, ইংল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, হংকং, হাংগারী, ভারতবর্ষ, ইতালী, মালয়, ফিলিপাইন, পর্তুগাল, দঃ আফ্রিকা, সুইডেন, আমেরিকা, ভিয়েতনাম এবং পঃ জার্মানী এই ১৭টি দেশ থেকে এবার ফটোগ্রাফ এসেছে। এবারের প্রদর্শনীর মান সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রায় ৬০০টি ছবিঃ মধ্যে থেকে ২৪৯টি ছবি বাছাই করে এঁরা প্রদর্শন করেছেন। গতবার মাত্র ছয়টি দেশ থেকে ছবি এসেছিল সুতরাং বোঝা যাচ্ছে এই প্রদর্শনীটি বিশেষে ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। হংকং থেকে যে ফটোগ্রাফ-গুলি এসেছে সেইগুলিই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে আমাদের। ইংল্যান্ড, মালয়, ফিনল্যান্ড, হাংগারী ভিয়েতনাম এবং ফিলিপাইন এই কয়টি দেশ থেকেও বেশ উচ্চ মানের কয়েকটি কাজ এসেছে। এদের তুলনায় ভারতীয় মান অনেক নিম্ন। একমাত্র শ্রীলঙ্কা দানবই রচনাগুলি

চিহ্ন প্রদর্শনী

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে রাখার উপযুক্ত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা শি এফ অঞ্জেলোর 'মে মনিং', কে, সি, চিউ-এর 'রেইন' ডে', এডী চিং-এর 'উইজো ইন হোয়াইট', কোন্ডাঙ্ক গিউলার 'আডোলে-সেন্টাস' ওয়েলিংটন জীর 'ডে ড্রীমিং', বেনু সেনের 'মাদার', পুন পোর ইয়েট-এর 'প্যাসচোরাল পোয়েট্রী' এবং হুং অয়েউং-এর 'অর্ডার'।

ফটোগ্রাফিক আর্সোসিয়েশন অব দমদম-এর মুখপত্র 'ইমেজ'-এ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে একা জানিয়েছেন কাস্টমস অফিস থেকে বিদেশী ফটোগ্রাফগুলি আদায় করতে এঁদের কি রকম বেগ পেতে হয়েছিল।

কাস্টমস অফিসের 'বিরুদ্ধে' এ রকম অভিযোগ আমরা আগেও শুনিয়েছি। কাগজে লেখালেখিও হয়েছে অনেক কিন্তু প্রতিকার হয়নি কিছুই। আশ্চর্যের বিষয়, কাস্টমস আইন সম্বন্ধে সেখানকার অফিসারদের বিভিন্ন ধরনের মতামত।

গত সংসারে আর্টিস্ট হাউস-এ ইস্টার নাশনাল ক্যালেন্ডার একজিবিশন সোসাইটির ব্যবস্থায় তৃতীয় হাতে-তেরী দিনপঞ্জী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। হাতে তেরী দিনপঞ্জী প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য, কুটির-শিল্পের কিছুটা চহিদা বাড়িয়ে দেওয়া। হাতে তেরী দিনপঞ্জীর জনপ্রিয়তা বেড়ে উঠলে, আশা হয় কুটির শিল্পীদের মধ্যে যে বেকার সমস্যা বর্তমানে দেখা দিয়েছে তার কিছুটা সমাধান হতে পারে। এবারের এই প্রদর্শনীতে অন্যান্য-বার অপেক্ষা অনেক বেশী রকম কাল্প-শিল্পের অবিভাব লক্ষ্য করা গেছে। এটা সত্যিই ভাল লক্ষণ। মৃগা, সূতি, বাঁশ, মাদুর, কাঠ, পল্ট উড, ম্যানোনটী, নারকজের খোলা, তারপাতা, বেক হাতীর দাঁত, পেডামটি কুড়ি, বিভিন্ন মাধানে এসব দিনপঞ্জী তৈরী। হুব উচ্চমানের আর্ট ব্রেন এগুলিকে সজীকর করতে না পারলেও এগুলির কারিগরী অসীকার করা চলে না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে এসব দিনপঞ্জী এসেছে। এগুলি আকর্ষণীয় কারণ এগুলির মধ্যে কারত্বের ক্ষেত্র-শিল্পের আঁচ রয়েছে। মূলতঃ পুরুষ হতেই তৈরি না কেন হাতে তেরী ডিনপঞ্জির মান কখনই কমে না, সেই কারণে এসব ক্যালেন্ডার ছাপা ক্যালেন্ডার অপেক্ষা মূল্যবান। মতীশ্বরর কাঠের কাড়টি, উমরভিলার কয়েকটি কাজ, লাবী শিল্প মন্দিরের কয়েকটি কাজ এবং ডি এস ডাবলিউ সিংর কাজগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে আমার মনে হয় সাজানোর দৈব এগুলির আকর্ষণ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। লল দীড় এবং ছোটো কালো চিত্রকর্মগুলির মধ্যে দাঁতেরাগুলি রাখার ফলে এগুলির স্কা উৎকর্ষ ঢাকা পড়ে গেছে। চ্যাবের সমগ্র শব্দ ৬ কালো চিত্রকর্ম এবং লল তীর কর্মগুলিই আসে। এ ধরনের আধুনিকতা শোক শিল্পের পরমর্শীর থাক উপযুক্ত নয় বলেই আমার মতামত। সাজানোর দাব কেনও বিশেষজ্ঞ নিয়ন্ত্রণ আর্টিস্ট অথবা কোনও ডিসকাল আর্ট প্রতিষ্ঠানের হাতে হেউ দিয়েই কর্তৃক বিশেষজ্ঞের পরিচালিত হতে। অনেক সমা ডিসকাল দোরে অতি উৎকৃষ্ট বিশপকর্মও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।



গানের আসর

শার্গদেব

ভাস্তি না পরস্বাপহরণ?

'গানের আসর'-এ একটি তথ্য জানাতে চাই। এবারকার পূজা সংখ্যা উত্তোরখে পূজার রেকর্ড তালিকা এবং গানগুলির বাণী প্রকাশিত হয়েছে। তাতে সেখানাম হিন্দুস্থান রেকর্ডে জনৈক হীরামাল সরখেল একটি গান গেরোছেন—'চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে দেখিস না মা' ইত্যাদি। গানটির সুরকার হিসাবে নাম আছে রাজেন সেনের এবং গীতকারের নামোয়োধের বনসে লেখা আছে প্রচলিত। অথচ আমরা জানি গানটি শ্রীকৃষ্ণলালের রচনা। সুর যোজনাও তিনিই করেছিলেন। গানটি একবারে অপ্রচলিতও নয়। শ্রীকৃষ্ণলালের গ্রন্থাবলীতে গানটি মুদ্রিতও আছে। একেত্র আধুনিক রেকর্ড কোম্পানী এই চৌদ্দাশপরাধের বিচার কে করবে? সমগ্র ঘটনাটি কি বর্তমান বাংলার সাংগীতজগতের চ্যুতান্নি অরাজকতা এবং প্রসঙ্গমত অজ্ঞতার পরিচয় নয়?

সুধীর চক্রবর্তী,

বিশ্বকানন কলেজ, কলকাতা-৮

সাধারণতঃ বাংলা গানে পুরের সুর চুরির কথাই শুনে আসছি। কিন্তু সুরকে স্থানান্তর করে পুরের ভাষা বদল করার রীতিও যে শীঘ্র শীঘ্র প্রচলিত হতে আরম্ভ হয়েছে, এটি থেকে সে ধরও পাওয়া গেল। এসুটিসক অপরাধের প্রতিফলন বা সুরকারগণ অনুসরণ করতে থাকলে বাংলার সাংগীত স্রষ্ট্রিষ্ঠিত গীতিকারদের মর্যাদা কমেই যোগ্য পাবে এবং অর্চনের রাসিক্যাল বলে কিছুই থাকবে না।

বিষয়টি অরাজকতার পর রেকর্ডটি সি সি সত্যার দোকানের আনুকুল্যে শোনার সুযোগ পেয়েছি। মূল সুরের সাংগ রেকর্ডের সুরের কোন সম্বন্ধ নেই। বলা বাহুল্য রেকর্ডে যে সুর শুনলাম, সেটি শ্রীকৃষ্ণলালের সুরের কাছে দাঁড়াবার যোগ্য নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটি অজ্ঞতাক্রান্ত না ইচ্ছাকৃত। অজ্ঞতা বিচিত্র নয় কিন্তু অপার সম্ভবতঃ প্রবল হয় এখন দোখ রেকর্ডের উপযোগী করে গানটির

দুটি কলি ছোট্ট ফেলা হয়েছে। অতএব, জানতে ইচ্ছে করে কোন সংগ্রহ পুস্তক বা কোন সূত্র থেকে রেকর্ড কোম্পানী গানটির এই আকৃতি লাভ করেছেন। গানের সঙ্গে তার সুরের উল্লেখ থাকাও

স্বাভাবিক। সেই প্রচলিত সুরটিকেই বা বজায় করা হল কেন? এছাড়া মূল সুর অবলম্বনে এ গানটির রেকর্ড পূর্বেও ছিল এবং সে রেকর্ড শুনেন এমন লোকের অভাব হবে না। সুরকার বা হিন্দুস্থান

৪টি কারণে নটন সাইকেলই শ্রেষ্ঠ সওদা



নটনের চেয়ে সুলভ ফ্রেম কিনতে পাওয়া যায় না। (দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য ভারতে শতকরা ৮০টিরও বেশী সাইকেল রিক্সায় অনুরূপ ফ্রেম ব্যবহৃত হয়)।



হ্যাণ্ডেলবার — ফ্রেম স্পেস্টের, মরিচানিরোধক; অধিকতর আরামের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন ও আচ্ছন্ন করা।



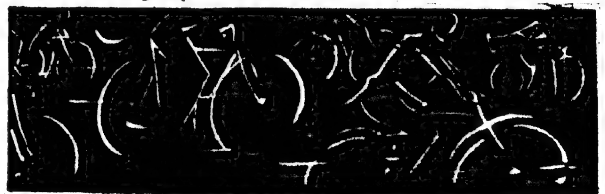
নটনের ফর্ক — এ বিশেষ স্প্রিং আছে, যার জন্য রাস্তার ওঠা-নামার ও ধাক্কা অসুবিধা হয় না।



নটনের সেন্সাল-পুল রেক ট্রাউ ও নিরাপদভাবে গাড়ী থামায়।



অর্থের বিনিময়ে নটনই শ্রেষ্ঠ সওদা—
হাল্কা ও সাবলীল গাঁতের জন্য প্রসিদ্ধ
হিন্দু সাইকেলস্ লিম্, ২৫০ ওহাল, বোম্বাই ১৮



ASP/MC-150

রেকর্ড কোম্পানী এসব খবর রাখেন না, সেটা আশ্চর্য্য টেকছে।

অবশ্য ভুল হয়। লেখকেরই করেকবার হয়েছে। এইতো সৈদিন মুকুন্দ দাসের আলোচনায় 'জাতের নামে বজ্রাতি সব' গানটি সবধে লেখকের ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করে দিয়েছেন নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়। কিন্তু পতিকায় লেখা আর বাজারে রেকর্ড প্রচারের মধ্যে অনেক তফাৎ। পতিকায় প্রম অনায়াসে সংশোধন করা যায়, কিন্তু রেকর্ডে যে লেবেল পড়ে তাকে তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব যতটা পারা যায় নিঃসন্দেহ হয়ে রেকর্ড বাজারে চলু করা উচিত। কপিরাইটের ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা প্রয়োজন অনুসারে খবরের কাগজে উল্লেখ দ্বারা বিজ্ঞপন দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে কপিরাইটের ব্যাপার কতখানি আচ্ছন্ন জানি না, তবে রচয়িতা বা প্রচলিত সুর সম্বন্ধে কোন নাগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। যাই হোক, সর্বোপরি বিবেক বলে একটা কথা আছে। বাংলা সাহিত্য এবং সংগীতেরও একটা বিরাট মর্যাদা আছে। প্রবল স্বার্থান্বেষ এসবই উপেক্ষা করে অগ্রসর হলেও তার কাছে শ্রুতবৃন্দার আবেদন আমরা জানান।

এই জিনিসগুলি সংঘটিত হতে পারছে কেবলমাত্র এই কারণে যে, আমরা আমাদের দেশের গীতিকারদের সাংগ পরিচিত নই, সংগীতের বিবর্তন সম্বন্ধে আমরা উদাসীন এবং সাংগীতিক মূল্যায়নশীলও আমাদের অল্প। সংগীত জগতে অধিষ্ঠিত থেকে শ্রিজ্ঞান্সালের গানের সাংগ পরিচয় না থাকার কারণে গভীর পরিচয়পের বিহীন নই? একটা প্রচলিত গান যদি আমাদের হাতে আসে তাহলেও কি আমাদের মনে কৌতূহল জাগে না যে গানটির রচয়িতা কে এবং তার কোন সব প্রচলিত আছে কিনা। এইরকম উদাসীনতার প্রথার কোন

দায়িত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যেতে পারে, সেটা আমরা ভারতেই পাবি না।

বাংলার ভক্তিরসাত্মক সংগীতের মধ্যে 'চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে দেখিস না মা' একটি শ্রেষ্ঠ গান। এই ধরনের রচনায় শ্রিজ্ঞান্সালের একটি বৈশিষ্ট্য আছে যেটি তাঁর নিজস্ব। তিনি চিরাচরিত ধরা বাঁধা পথ অনুসরণ করেননি। শ্যামা-সংগীতকেও তিনি সাহিত্যে এবং সুরে কাব্যসংগীতের স্তরে নিয়ে এসেছেন অথচ ভক্তির সৌমা প্রকাশ তাতে অব্যাহত থেকে গেছে। সমগ্র গানটি উদ্ধৃত করি—

চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে
দেখিস না মা
মত্ত আঁখি আপন খেলায় আপন
ভাবে বিভোর বামা।

একি খেলা খেলিস যার স্বগমিতা
পাতাল জুড়ে
ভরে নিখিল মূদে আঁখি চরণ ধরে
তাকে মা মা।

হাতে মা তোর মহাপ্রসন্ন পায়ে ভব
আত্মহারা

মুখে 'হা হা অটুহাসি অঙ্গ সেরে
বস্তগরা।

চারা ক্ষেমাংকরী ক্ষেমা অভয়ে অভয়
দে মা

কোলে তুলে নে মা শ্যামা কোলে তুলে
নে মা শ্যামা।

আর না এখন তারা রূপে স্নিতমুখে
অটুহাসে

নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন
লোম আসে

এতদিন যে কারো ভীমা তেরই পূজা
কর'ত মা

পূজা আমার সাংগ হল এখন মা
তোর অসি না মা।

বর্তমান রেকর্ডে "হাতে মা তোর মহাপ্রসন্ন" এবং "আর না এখন তারা রূপে"—এই দুটি কালি বাদ দেওয়া হয়েছে অথচ এই দুটি কালিতে অশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বর্তমান। এই দুটি সগারীতেই শ্রিজ্ঞান্সালের স্বকীয় পৌর্য্য এবং ভক্তিবিনত কর্মনিয়তার সমস্তর ঘটেছে। ভক্তিবীতে এমন একটি মধুর গান বাংলা সংগীতে খুব কমই মেলে। দ্বন্দ্বীপর্ম্মার রায় মহাশয় বহু পূর্বেই মূল সুরের স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর শ্রিজ্ঞান্স গীতির শ্রিতীয় খণ্ডে ৩৫ পৃষ্ঠায় এই স্বরলিপিটি মুদ্রিত আছে। এই স্বরলিপি থেকেই মূল সুরটির মূহুর উপলব্ধি করা যাবে। এসব চমৎকারিত্ব মূল বা লিখে বোঝানো যায় না। নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন লোম আসে।—এর আবেগ এবং প্রকাশ না শুনলে হৃদয়গম্য করা যাবে না।

অতএব অধিক বাগ্‌বিস্তার করে লাভ নেই।

হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী যে ভাবে এই রেকর্ডটি প্রকাশ করেছেন তাতে শুধু যে গানটির অগ্‌হানি ঘটেছে তাই নয় তাকে নামমূলি পর্যায়ের এনে ফেলা হয়েছে। ফলে সংগীত জগতের একটি কীর্তি সাধিত হয়েছে এবং বাংলার প্রকৃত সংগীত রসিকগণ অত্যন্ত মর্ম্মপীড়া অনুভব করেছেন। অথচ গানটিকে যদি যথাযথভাবে মূল সুরে গাওয়ান হত তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের গৌরব বাড়ত এবং রেকর্ডটি সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতে পারত। এক্ষেত্রে উচিত কর্তব্য সমগ্র রেকর্ড বাজার থেকে প্রত্যাহার করে আবার নতুন করে শ্রিজ্ঞান্সালের সুরে এ গানটি রেকর্ড করা। একমাত্র তাহলেই শ্রিজ্ঞান্সালের স্মৃতির প্রতি স্মৃতিচার করা হবে এবং শ্রোতাসধারণের মন থেকে ক্ষোভ দূরীভূত হবে। তাঁদের কাছ থেকে এটা আমরা আশা করতে পারি কি? এটি সাংগ সংগীত জগতের "প্রাকফনান্সাল"ের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ বাংলা গানের ঐতিহ্যে ঘন আঁধার কাছ অশ্রুজলিত না হয়। বিশেষ সুরকারগণের সুরের তমসাবির অর্থ দেশের সংস্কৃতির অক্ষয়ন—একথাও আজ স্মরণ্য করতে হয় এটাই আমাদের দৃষ্টি।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সংগীত সম্মেলন

২৫শে অক্টোবর হিন্দী রাই পঙ্কজ ভট্টন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন শ্রী বি ডি কল্যাণস্বর (পুণা), শ্রীরাইস থা (কোম্প), শ্রীমতী পদ্মাবতী গেলখল (নায়পুত্র), শ্রীমোহনসুন্দর (সিমলা) এবং শ্রীনারায়ণও বসু (কোম্প)। এদের মধ্যে হাইস বাঁ সোনার বাজারেন এবং গোপালসুন্দর (বহুটি) বাজারেন প্রোগ্রামে তার নাম রাখতে নির্দেশনা। কলি সিন-জন কল্যাণস্বরী পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে নারায়ণও বসুর মিত্রোমতার এবং ভজন উল্লেখযোগ্য। এই দু'কণ্ঠে শিখপীর সংগীত পরিবেশন মধুর, পরিচ্ছন্ন অথচ এর কাজগুলিতে স্নাতকতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীর শিখপী বলাতে বোধ হয় এই একজনের নামই করা যায়। পাঁচজন শিখপীর মধ্যে চারজনকেই কোম্প অংশ থেকে বাছাই না করে হিন্দী অংশ থেকে বাছাই করলে ভাঙ্গ হাত। কলব্যাতার সংগীত সম্মেলনে ভবিষ্যতে আরও উন্নততর প্রতিভার সমাবেশ না করতে পারলে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর এই জাতীয় সম্মেলনের গুরুত্ব বা আকর্ষণ থাকবে বলে মনে হয় না।

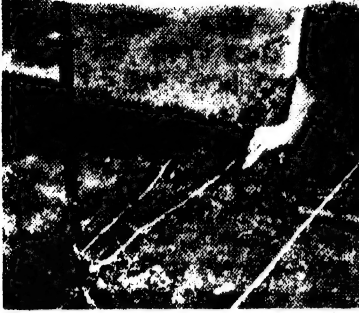


কে.হাডের

কণক

* সাড়িভার *

বাইবেলে আছে পৃথিবী জলে ভেসে
বাবার উপরম হতে নোয়া জীবজন্তুদের
বাঁচাবার জন্যে তাঁর জলযানে তাদের আশ্রয়
সেন। বলতে গেলে তেমন একটা কাজের
দায়িত্ব দেখা দিয়েছে আফ্রিকার দক্ষিণ
রোডেশিয়ার জামবোজি নদীর কূলে।
তফাৎ এই যে জামবোজির এই বন্যা
মানুষের সৃষ্টি এবং এখানের নোয়া হাচ্ছে
একদল বনরক্ষক যারা পশু-পক্ষির দল বাঁধের



খেলার মাঠকে শুষ্ক করে তোলা—এডিনবারার
ম্যারোফন্ড রাগবি খেলার ময়দানটিকে হিম
এবং তুষারশাতকালে তাপমাত্রা চটমশ
ভিত্তির কম হয়ে গেলে তাঁর ও টীফ নীচে
দিয়ে তারের সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে
মাটি গরম করার পৃথিবীর মধ্যে প্রথম এবং
একমাত্র এই ব্যবস্থা

জল ভেসে যাওয়া জীবদের রক্ষার অস্ব-
নিয়োগ করেছেন। জামবোজিতে কীভাবে বাধ
সমাপ্ত হওয়ায় পর গভীর রাতকাল
থেকে এই কাজ আরম্ভ হয়েছে। নদীর
জলপ্রবাহ বাঁধের দরলে রুখে যাওয়ার
ক্রমান্বয়ে একটা দশ মাইলব্যাপী হ্রদ সৃষ্টি
হতে থাকে। এখনকার পঞ্চাশ হাজার
বাসোপা আধবাসী গভর্ণমেন্টের তত্ত্বা-
ধান প্ৰশাসনস্থিত হয় কিন্তু ন্যায়কন্মের
বহু সচিব জীবজন্তুর রক্ষার কোন ব্যবস্থা
করা হয়নি। যদিও এর মধ্যে এমন জীবও
ভিল যারা হঠাৎ গেল তাদের বাকী
সম্পূর্ণ লোপ পেতে যেতো। জল ঢেলে
থাকার প্রথম জন্তুগুলো ডাঙা দেখে আশ্রয়
রেখে নিজেদের কিন্তু ক্রমশ সেইসব ডাঙাও
জলের তলার ঢাল বেতে অনেক দূরত্ব
ডুবে যায়। এই অবস্থায় জন সার্বজন
বিভাগের চিরিশজন এবং জনকতক স্থানীয়
সেচ্ছাসেবককে নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়।
কতগুলো ছোট নৌকা জোড়াড করে
অসিন্দেব তারা কাজ আরম্ভ করে দেয়।
জলে কলিঙ্গ একটা পর একটা নৌপে
গিয়ে তারা জীবজন্তুদের উদ্ধার করে
স্থানীয় শিক্ষারিদের নাগালের বাইরে কেন
লকণায় এনে ছেড়ে দেয়। কাজটা শুনতে
যেমন, তেমন সহজসাধ্য মোটেই নয়। কারণ

বিশ্ব-বিচিত্রা

জীবজন্তুর কাছে জলের চেয়ে মানুষ বেশী
ভীতিপ্রদ এবং তাদেরই উদ্ধারকার্যের জন্যে
হলেও মানুষ দেখলেই তারা প্রাণপণে প্রতি-
রোধ করতে থাকে। এপর্যন্ত প্রায় দেড়
হাজার প্রাণীকে রক্ষা করা হয়েছে তবে কাজ
এখনও চলছে। কারণ ১৯৬০ সনে এই
হ্রদটি পারকম্পনানযোগ্যী ক্রমশ পঁচাত্তর
মাইল দীর্ঘ হবে কাজেই এখন যা
আছে তার চেয়ে বিশাল একটা
ভূখণ্ড জলে নিমজ্জিত হবে। তাই এখন
থেকেই জীবজন্তুদের রক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে।
উদ্ধারকার্যে নিয়োজিত শিক্ষারিদের হ্রদ
রকম কৌশল জানা আছে সবই খাটতে হয়।
প্রচণ্ড আঘাত হানা শীত ও তীব্র সূর্য
উৎকণ্ঠায় বহু দেওয়া পায়ের ক্ষিপ্ত নিক্ষেপ,
বিস্তৃত সাপ মানুষকে একবারে ধারেল
করে দেবার এই সব বিপদ। 'তাজা' চালার
এমন স্বাদী জীবও আছে যাদের কঠিন
হাতে পরলে মার মার সম্ভাবনা।
এক একটি জীবের আচরণ অন্যরকী
তাদের ধরনের ভীতি প্রয়োগ করা হয়।
প্রথম হাতী, গন্ডার মহিষ প্রভৃতি বড়
দল জানোয়ারদের তড়া করে নৌপ থেকে

জলে নামিয়ে ফেলে নৌকার সাহায্যে
তাড়িয়ে তাড়িয়ে মূল ভূমিভাগে হাজির করে
দেওয়া হয়। ছোট ছোট জন্তুগুলোকে
পাকড়াও করে নৌকার বা কুলসে উপরি
নেই। অনেক উদ্ধারকারিদের নৌড় তড়া
করে দূর থেকে গলায় ফাঁস অটকে কোন
কোন জানোয়ারকে ধরতে হয়। হয়তো
তাড়া করতে করতে কুমীরসংকুল জলে
খাঁপিয়ে পড়ে কয়েক শ গজ সীতারও ভয়ে
সমুদ্রত পলায়মান কোন জীবকে পাকড়াও
করে ডাঙায় তুলতে হয়। অনেক
জানোয়ারকে ধরবার জন্যে বড় বড় জাল
পাতা হয়। বহুর কয়েকজনকে পাইথনের
কামড় খাওয়া ছাড়া উদ্ধারকারিদের কটিকে
বিশেষ ভূগতে হয়নি—পাইথনের কামড়
অবশ্য মারাত্মক হয় না।

বিপদ যে একেবারে আসেনি তা নয়।
একদিন উদ্ধারকারিদের অন্যতম রেক্স বীন
ন' ফিট লম্বা এক কুকুরের মাম্বা সাপকে
সীতার তাদের নৌকার দিকে আসতে দেখে।
মাম্বার একটি কামড় মানব সাপে
ওষধ প্রযুক্ত না হলে কয়েক মিনিটের
মধ্যে মৃত্যু অনিবার্য। রেক্স কিন্তু একটা
বড়ীর ফাঁস ধুলিয়ে সাপটিকে বেধে
নৌকার তুলে নেয়। পরে একবার কয়েক-
জনকে একটা দশ ফিট লম্বা কটের নৌকার
কোতে যেতে এক মাইল দূরের ডাঙা থেকে
জলে নেমে সীতার আসা একটা বানো
শকরের সমান সামনি পড়তে হয়। রেক্স
নৌকাটিকে আড়মড়িভাবে রেখে

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস গ্রন্থ

"GLIMPSSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

শ্রী. ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের
বিভাগ। 'আন্তর্জাতিক ঘটনারকী সম্পর্কে' হার একটা ক্রমান্বয়ে সৃষ্টিগত ধারণা
অর্জন করতে চান, প্রায়-আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই ইতিহাস-গ্রন্থ পাঠে
তারা অপরিসীম উপকৃত হবেন। বিশেষভাবে ইতির কাগজে বাংলা লাইনোড
জাপা ডবল ডিমাই ১৬ পেজী লাইনে ২৬২ পৃষ্ঠার ছোট গ্রন্থ। জে এফ
হোরারিন-অঙ্কিত ৫০ খানা মানচিত্রসহ ॥ ছিটটির সংস্করণ : ১৫.০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর ॥ আত্ম-চরিত ॥ ৩য় সং টা. ১০.০০
শ্রীচক্রবর্তী রায়গোপালচন্দ্র ॥ ভারতকথা ॥ টা. ৮.০০
অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের ॥ ভারতে মাউন্টব্যাটেন ॥ টা. ৭.৫০
আর জে মিনির ॥ চার্লস চ্যাপলিন ॥ সচিত্র ॥ টা. ৫.০০

গ্রীণোরাজ প্রেস প্রাইভেট লিঃ । ৫ চিত্তমণি দাস লেন । কলিকাতা ৯

একমাত্র আনন্দ পাঠশালা প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত পুস্তক আমাদের কাছে পাওয়া যায়।

দিতে অপর একজন একটা ফাঁস গলিয়ে দিলে জন্তুটার চোয়ালে। কিন্তু তারপরই শূকরটি এমন ধসতামনসিত আরম্ভ করলে যে নোকাটাই উল্টে যায় যায়। অমানুষিক চেঁচায় কোন-কন্মে শূকরটিকে নোকায় টেনে তোলা হল।

তবে অত্যন্ত সংকটে পড়তে হয়েছিল। কারণ নোকা উল্টে গিয়ে কুমীর আর বিবাক্ত সর্পসংকুল সেই জলাশয়ের মধ্যে যদি আরোহীদের পড়তে হতো তাহলে এক-জনেরও বোধহয় প্রাণরক্ষা করা সম্ভব হতো না। শূকরটা নোকাতে উঠতেই

পলকের মধ্যেই রেজা তার পিছনের পা মূচড়ে তাকে কাৎ করে শূকরে ফেলে দেয় এবং অন্যান্য স্কাউটরা ওর ঘাড়ের চেপে সংগে সংগেই বেধে ফেলে।

জীবজন্তু জলে থাকলে তাদের আয়ত্বে আনা সহজ, কারণ ডাঙায় খোলা জমিতে স্বাধীনভাবে যদেচ্ছ তারা ছুটোছুটি করতে পারে এবং তাদের গতিও তীব্র হয়ে ওঠে। একবার একটা শ্বীপে জাল ফেলা হয়েছিল জানানোয়ার ধরবার জন্য। দলের ফটো-গ্রাফার টেরেন্স স্পেন্সার একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে স্কাউটদের জংগল ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে চাঁৎকার করা শুনছে, হঠাৎ একটা ঝোপ থেকে দুটো দাভাল বরাহ লাফিয়ে পড়লো এবং সামনে জালটি দেখে টেরেন্সের দিকে বেগে তেড়ে গেল। একেবারে শেষ মুহূর্তে কি মনে করে ওরা পাশ কাটিয়ে চলে যায়। আর এক শ্বীপে একদিন এই অভিযানের এক-দলের নেতা রুপার্ট ফসারজিল এবং টেরেন্স একটা ক্ষুদ্র শশককে ধরবার জন্য এগিয়ে যেতে পারেন নীচের জমি হঠাৎ বিদীর্ণ হয়ে যায়।

ধরা পড়লে ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন দেখা যায়। ক্ষুদ্রাকার সিং ওয়ালা হরিণগুলোকে ধরলে শিশুর মতো কঁকিয়ে ওঠে। বন্য শূকররা ভীষণ হুটোপাটি করে তাক্ষ্য চাঁৎকারে বাতাস ভরিয়ে তোলে, কিন্তু একবার বেঁধে ফেলতে পারলে একে-বারে নিঃশব্দ পড়ে থাকে। এক প্রকার চমরী গাই ধরা পড়লে হুব দাপাদাপি করে কিন্তু ক্ষণকাল মাপেই এমন শব্দ হয়ে যায় যে তখন হাত চাটতে থাকে, কিছ, বলে না। সবচেয়ে মনোমগ্ন শ্বীপাণ্ডা হলো বানর ও বেবুনদের সম্পর্কে। জল থেকে বাঁচতে তারা গাছের ওপর আশ্রয় নিয়ে সেই গাছের পাতা খেয়ে নিঃশব্দিত করে শেষে গাছের বাকলও খেয়ে কাল কাটাচ্ছে। কতকগুলোকে তাড়া করে জলে ফেলে দিয়ে তরুণের মেজ ধরে জল থেকে টেনে তুলে রক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু ওদের মাপে যাঁদের শক্তি কিছু অবশিষ্ট আছে তারা তাড়া খেয়ে এমন এ-ডাল সে-ডাল করে বেড়ায় যে তাদের উদ্ধার করা একেবারে অসম্ভব।



আমাদের হস্তচালিত তাঁত

বহু প্রাচীনকাল থেকেই হস্তচালিত তাঁত ভারতের অর্থনীতিতে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। এই শিল্প লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর জীবনধারণ গঠন করেছে। বর্তমানে এটি হোল ভারতের প্রধানতম কুটিরশিল্প, প্রায় ৭০ লক্ষ লোক এই শিল্পে নিযুক্ত আছেন। এরা এঁদের কুশলতা ও নিপুণতা দিয়ে বিশ্বের মনোরম বস্ত্রজগতে ভারতের সুপ্রাচীন প্রসিদ্ধি অক্ষুর রেখেছেন।

ভারতের অর্থনীতির একটি আচ্ছদা যোগসূত্র

নিখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত বোর্ড

পোষ্ট বাগ নং ১০০০৪,

বোম্বাই ১



০৮৯০/১১৩



অস্ট্রেলিয়ার টার্নীতে 'চালস' পিটার্স নামক এক ব্যক্তির হাতে বিবাক্ত সাপ ধংশন করতে বিবাক্ত রক্ত প্রবৃত্তি বের করে দেবার জন্যে সংশ্লিষ্ট স্থানে সে পিস্তল দিয়ে গুলী করে। চালস তারপর অবশ্য আরোগ্য লাভ করে কিন্তু সেটা রবিবার হওয়ার এবং রবিবার পিস্তল নিয়ে ঘোরা আইন-বিরুদ্ধ হওয়ার চালসকে আদালতে জরিমানা দিতে হয়।

দুস্তক পরিচয়

দর্শন

পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা ও মাস্তুলীয় দর্শন
—রবি রায়। সিগনেট প্রেস। কলকাতা-২০।
দাম পাঁচ টাকা।

বাংলা সাহিত্যে সম্প্রতি দর্শনের আলোচনা বালক-পাঠ্যতার স্তর থেকে পরিণত প্রকৃতির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থ একাধিক রচিত হয়ে আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। রবি রায়ের পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা ও মাস্তুলীয় দর্শন নিঃসন্দেহে তাকে সমৃদ্ধতর করেছে।

লেখক এখানে প্রাচীনতম গ্রীক দর্শন থেকেই আরম্ভ করেছেন। গ্রীক দর্শনেই পরবর্তী যুগের ভাববাদ এবং বাস্তববাদের বীজ নিহিত রয়েছে। মাস্তুলীয় দর্শনে আসবার জন্য লেখককে স্বভাবতই ভাববাদ খণ্ডন করেই অগ্রসর হতে হয়েছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ভাববাদের প্রতি অবিস্মরণ্য তিনি করেননি তবে পদত্ববাদের ক্রমবিবর্তনেই তাঁর লক্ষ্য নিবিষ্ট বলে পাঠককে স্বভাবতই এদের বন্ধন কৌতুহলী করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এখানেই লেখকের প্রথম সফলতা। দ্বিতীয়ত মাস্তুল-বাদ যে নেহাত যুগের অংশকতার ফল নয়, এটাও তিনি প্রতিপন্ন করেছেন, যদিও যুগের পটভূমির প্রতিও পাঠকের মনোযোগ ঘটিয়েছেন। তাই মাস্তুলবাদের দার্শনিক ঐতিহ্যে পাঠক জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠেন। তৃতীয়ত লেখক ইংরেজী উপধ্বতি এবং শব্দ-বাদ দিয়ে আড়াই হাজার বৎসরের দর্শনের ইতিহাসকে যেভাবে প্রায় একশ নম্বই পৃষ্ঠার মধ্যে ধরে দিয়েছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। স্কুল কলেজ দর্শনের রীতিমত শিক্ষা যারা পায়নি তারা এই বইখানা পড়ে উপকৃত হতে হবেনই বিশেষজ্ঞেরা অল্প পরিসরে আলোচনাযোগ্যরূপে দর্শনের ইতিহাসকে পেলেন বলে খুশী হবেন। সমগ্র ইতিহাসকে দুই ভাগ করে মাস্তুল-এর দর্শন (ষাট পৃষ্ঠা) দ্বিতীয় ভাগে এবং পরবর্তী দর্শনকে (১২৫ পৃষ্ঠা) প্রথম ভাগে আলোচনা করেছেন। হেগেল-ফরারব্যাখে পূর্ববর্তী দর্শন শেষ করে মাস্তুল-এর আলোচনা শুরু করা হয়েছে। যদিও ইউটিলিটারিয়ানদের সঙ্গে মাস্তুলের সাদৃশ্য সুন্দর, তবু 'সোশ্যাল ফিলজফার' রূপে তাদের আলোচনা থাকলে ভালোই হত মনে

হয়। গ্রন্থশেষে দার্শনিক পরিভাষার তালিকাটি মূল্যবান। ২০৮।৫৯

আণবিক অস্ত্র

সত্যতা ও আণবিক যুদ্ধ—বার্ট্রান্ড রাসেল। অনুবাদ—কম্পনা রায়। আর্ট অ্যান্ড লেটার্স পাবলিশার্স, ৩৪ চিত্তরঞ্জন আর্ভিনন্দ, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২। মূল্য—২.৫০ নং পঃ।

চিত্তাশীল লেখক হিসেবে বার্ট্রান্ড রাসেলের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। রাসেলের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি যে কোনো বিষয়ের সমগ্র দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং স্বচ্ছ ও মৃদু দৃষ্টিতে যুক্তিবাদের সাহায্যে শেষ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান। অথচ তাঁর বিচারশীল মন বিশ্বমানবতাবাদী। আলোচ্যগ্রন্থেও তিনি শান্তির পক্ষে পদক্ষেপ করার জন্যে পক্ষপাতহীন এমন কর্মসূচী দান করেছেন যা কম্যুনিষ্ট, ন্যাটোর চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি এবং নিরপেক্ষ দেশগুলি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারে। আণবিক অস্ত্রকে তিনি উন্নত কুকুর ও প্রাককডেথের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ কি বলতে পারে যে তারা আমাদের ছেড়ে শত্রুদেরই বৈশিষ্ট্য ক্ষতি করবে? কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, রাজনীতিবাদের এই সামান্য কথাটুকুও চিন্তা করার অবসর নেই! যদি আসন্ন যুদ্ধের আশংকা অবিচ্ছিন্ন থাকে, যদি আণবিকযুদ্ধ বাধে, নিরস্ত্রীকরণ, শান্তির পক্ষে পদক্ষেপ প্রভৃতি সম্পর্কে রাসেল তাঁর হৃদয়মত পরিস্কারভাবে শব্দ

গ্রীষ্মাখব রায়ের

● সহযাত্রী ●

(তিনাংক মৌলিক নটক)

॥ সাহিত্য ও অভিনয়ে যুগের এমন যুগ্ম সংমিশ্রণ আর দেখা যায়নি ॥
শ্রীগদর, লাইরেট্রী : কলিকাতা-৬।
(সি ৯৯৯৪)

নৃতন বই—

বাংলা শর্টস্টোরি [বাণীরেখা]

স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের উপযোগী যুগোত্তরকারী বাংলা শর্টস্টোরি পুস্তক "বাংলা সর্গ লেখা" প্রকাশিত হইল। মূল্য ২.৫০ নং পঃ। রোজমুর্দার বুক-পোস্ট ডাক মাধ্যমে ৩.১২ নং পঃ অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

[ভিত্তিপতে বই পাঠানো হয় না]
প্রাপ্তিস্থান—“বাণীরেখা প্রকাশন কার্যালয়”, ২০ স্কট স্ট্রেন, কলিকাতা—৯।
(সি ৯৯৯৭)

দেব সাহিত্য কুটার

২১, আমাধুকুর লেন

কলিকাতা-৯

এখানে চিঠি লিখলেই

হাজার রকম বইয়ের

ক্যাটালগ পাঠানো হয়

শুকতারা

পরবর্তী পুড়ার দিলি
ত্রয়োদশ বর্ষে পড়বে

লেখক মানুষকে জনবার ভূমায় পশ্চিম ভূমণীতে অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন। বিচিত্র রূপগণীর অভিজ্ঞতার অল্পস্বল্প থেকে কটোমোতি পরিহার করে তিনি কুড়িয়ে আনলেন অনন্য কয়েকটি মণিগুণ্ডা। আর রচিত হলো এই বই। একলা যাযাবরের 'দুর্ভিক্ষপাত' যে চমক এনেছিল বাংলা সাহিত্যে, সৌরীন সেনের 'অন্য কোনখানে' তারই সমধর্মী বৈচিত্র্যের দাবী এনেছে।

প্রকাশিত হলো

সৌরীন সেনের

অন্য কোন খানে

মূল্য—৫.৫০

দিনের বেলায় অমিষনী — নিশীথে নারী — উর্বশী। ফুল্লরা—লোরা, তরুণ পুরুষ দিনে, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে যে শব্দ ফুল্লরা — নারী, আর মাতাল কুণ্ডাপ্রমের ডাক্তার শব্দস্কর! কিন্তু মণিকা, সত্যি কি সে স্মেরিণী!

নীহাররঞ্জন গুপ্তের অনবদ্য উপন্যাস

অজ্ঞাত বাস

মূল্য—৫.

রাইটার্স সিগ্নিফিকেট

৮৭ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

• অজিত মন্থোপাধ্যায়ের •

সদ্য-প্রকাশিত
রমা-উপন্যাস

• অমৃত মত্তন •

বাংলা সাহিত্যে
নতুন সংযোজন

* কালাঘাট আর কালীমন্দিরের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লিখিত এক অশ্বিত্যীয় রমা-উপন্যাস : শাস্ত্র প্রেমের বলিষ্ঠ বিশ্লেষণ : মানুষ আর মনুষ্যের ভূমিকায় বিচিত্র চরিত্রের অপরূপ সমাবেশ—যা কাহিনীর দিক থেকে রসালো—তথ্যের দিক থেকে ও মূল্যবান।

প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীহৃদয় নন্দগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয় বলেছেন—

“শ্রীঅজিত মন্থোপাধ্যায়ের ‘অমৃত মত্তন’ বইটি পড়ে আমি যে আনন্দ পেরেছি, আশা আছে, প্রত্যেক বিচারশীল পাঠক তা পাবেন...অন্যন হাজার বছর ধরে বাংলায় বীর পূজা করেছেন—সেই কালীকা ও তার পূজাপাঠ এই কালীঘাট অনেক কালের পরানো। সেইজনা আছে তার ইতিহাস। লেখক সেই ইতিহাস বিবৃত করেছেন এই বইয়ে। তার ভাষা যেমন সরস সুন্দর বলার ভঙ্গীও তেমন হয়। তাই প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস না হয়ে বইটি হয়েছে উপভোগ্য সাহিত্য যা এই শ্রেণীর বইয়ে সচরাচর হয় না।”

॥ মূল্য চার টাকা ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ॥ ১৪, বাংকম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রকাশিত হল

অমৃত মত্তন

অমৃত মত্তন

লেখক বলেনঃ

শান্তিনিকেতনের আদি যুগের কথা বহু লোক বহুব্যাপ্য বলেছেন এবং আমিও বলেছি। কিন্তু শান্তিনিকেতনে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ এর অতি সামান্য পরিচয় অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে পেয়েও বাল্য-জীবনে যে আনন্দসুখ অনুভব করেছিলাম তার কথা বলে তো শেষ করা যায় না। অতীতের সে সব কথা বলবার লোকসংখ্যাও কমে আসছে।

যতদূরঃ এমন করে হয়তো রবীন্দ্রনাথের একাগ্র ধ্যান ও সাধনার সৃষ্টি শান্তিনিকেতন-গ্রন্থাচার্যবিদ্যালয়ের কথা ইতিপূর্বে আর কেউ বলেন নি। ধীমান বালকের অনাবিল মমসুকুরে যে ছবি ফটে উঠেছিল, যুগান্তরে, কালান্তরে, আজও তা সমানই উজ্জ্বল। এই লেখায় যে আনন্দ-কৌতুক উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকৃতিপ্রীতি ও সাধনার পরিবেশ সঞ্চিত হয়েছে পরিচ্ছন্ন-সুন্দর ভাষার সহজ সাবলীল ছন্দে, তাই ফলে আত্মাসিত হয়ে উঠেছে শান্তিনিকেতন-গ্রন্থাচার্যবিদ্যালয় বা বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে কী ছিল মহাকাব্যের ধ্যান ধারণা ও সাধনা।

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসুর আঁকা চিত্রণ ও একবর্ণ চিত্রে, শোভন প্রচ্ছদে, অবনীন্দ্রনাথ জ্যোতির্বিদ্যনাথ মুকুলচন্দ্র রমেন্দ্রনাথ বিশ্বরূপ প্রভৃতি বহু শিল্পীর বহু বিচিত্র আলেখ্যমালায় — এ গ্রন্থ যুগপৎ নয়ন ও মনের চমৎকারজনক, মননেরও বিষয়। মূল্য পাঁচ টাকা

বিশ্বভারতী

কলিকাতা-৭

করেছেন। মৃত্যুবশ্তে তিনি জানিয়েছেন—
“আমার এই আবেদন মনুষ্য জাতির কাছে, বিশেষ করে তাদের কাছে যারা বাঁচতে চান।” অনুবাদ সহজ ও প্রাজ্ঞ।
৩৫১।৫৯

শারদ সাহিত্য

মঞ্জরী (১৩৬৬)। সম্পাদিকা শ্রীআরতি সেন। ৫ চিত্রামণি দাস লেন, কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত।

অতি সুন্দর কাগজে ছাপা এবং অত্যন্তই সুন্দরভাবে ছাপা এই শারদ সংকলনটি আশা করি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তারারশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ এবং শ্রীবিমল মিত্রের একটি উপন্যাস এই সংকলনটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। অন্যান্য লেখক-লেখিকাদের মধ্যে শ্রীআশাপূর্ণা দেবী, শ্রীবিনয় ঘোষ, শ্রীলীলা মজুমদার, শ্রীমহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ও শ্রীহারিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

শারদ বসুধারা (আশ্বিন, ১৩৬৬)। সম্পাদক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। গ্রন্থখনর শ্রীপ্রমোদ মিত্র। ৪২ কন'ওয়ারিস স্ট্রীট, কলকাতা ৬ থেকে শ্রীজয়ন্ত বসু কতৃক প্রকাশিত। তিন টাকা।

গত বছরের ‘শারদ বসুধারা’ পাঠক-মহলে খুবই আদৃত হয়েছিল। এবারেও হবে, তাতে সন্দেহ নেই। গুলী লেখকদের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ আর কবিতায় কাগজটিকে এখানে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা হয়েছে। এবারকার ‘শারদ বসুধারা’য় উপন্যাস লিখেছেন শ্রীসংগোপ ঘোষ ও শ্রীদীপক চৌধুরী। উপন্যাস দুটির নাম ‘শমিতা’ ও ‘সলীল সেনার বসতি’। গল্প লিখেছেন পরশুরাম, শ্রীপ্রমোদ মিত্র, শ্রীসরজকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীনারায়ণ গাঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুশীল রায়, শ্রীসরোজকুমার ঘোষ, শ্রীজ্যোতির্ময় নন্দী এবং আরও অনেক খ্যাতনামা লেখক-লেখিকা। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরুণকুমার মন্থোপাধ্যায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মন্থোপাধ্যায় এবং রূপদর্শীর বচনা খুবই উপভোগ্য ও সুন্দর হয়েছে। কবিতার মধ্যে শ্রীউমা দেবী, শ্রীমণিপ্রসন্ন রায়, শ্রীমঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমোদ মন্থোপাধ্যায় ও শ্রীঅনেকরঞ্জন দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। সম্পাদনার পরিপাট্যও উল্লেখ করবার মত। তা ছাড়া অঙ্গসজ্জাও অতি মনোরম হয়েছে।

বাঁকিমধু—সম্পাদনা কুমারেশ ঘোষ। ৪৫, গড়পার রোড। কলি-৯। দাম ১-৭৫ নং পঃ।

বাংগ ও সরস পত্রিকার এই পূজা সংখ্যাটি বিচিত্র রচনাসম্ভারে পূর্ণ। অনেকগুলি সেকালীন প্রেষ্ঠ বাগ্ন-কবিতা,

প্রকাশিত হ'ল.....

প্রবেশ নিষেধ

মিহির সেন

চলচ্চিত্রে সুপরিচিত সামাজিক নাটক।
দাম ২.৫০

ক্যালকাটা পাবলিশার্স

১০ শ্যামাচরণ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সদা প্রকাশিত কথানা নতুন বই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

রূপকথার দেশে ২.৫০

নানা ধরণের তেরোটি রূপকথা

বিদ্রোহী বালক ২.২৫

দুঃস্ট্রে, ছেলের বহির্মনী। অপর প্রজন্ম
অরুণ ঘোষ

রুশ দেশের উপকথা ২.২৫

নবটি মনোপ্রবী রুশ গল্প
পাতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু হারিস ডেবো না ১.৫০

রুমারি হারিসের কাহিনী। বই ১৫ পৃষ্ঠা

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

২২/১, কল্যাণী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাস

শান্তি দাশগুপ্তার

অগ্নিসম্ভবা ৩.৭৫

এই বইটির চিত্রগুলি বিভিন্ন
চিত্রকরে আয়তাকার করেছে।

মনোজিৎ বসুর

বেলাভূমি ২.৫০

মনোজ সান্যালের

শেবত-চন্দন ৩.৭৫

শান্তিপদ রায়গুপ্তার

অবাক পৃথিবী ৩.৫০

পথ বয়ে যায় ৩.৭৫

শিবদাস চক্রবর্তীর

মেঘমেদুর ২.৫০

এমিল জোন্সার "হিউমান বিস্ট"-এর
বর্ণনাব্যয়

পার্শ্বিক ৫.০০

অনুবাদক-প্রবীর ঘোষ

চলচ্চিত্র প্রকাশক

১২, কন ওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

(সি ১১৫১)

কার্টুন ও পরশুরাম, বনফুল, কালিদাস
রায়, সজনীকান্ত দাস, প্র-না-বি, আশা-
পূর্ণা দেবী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, দিগিন
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখা এবং তার
সঙ্গে উঠতি চৌকশ লেখকদের নানা
ধরনের রচনা এতে স্থান পেয়েছে।

নবরত-সম্পাদক শ্রীশৈলেনকুমার সেন-
গুপ্ত। ৮।৩৫, চক্রবর্তী রোড, সাউথ
কলিকাতা ২৫। মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীকমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস এবং
এখনকার উঠতি লেখক সর্বশ্রী দেবেশ রায়,
প্রবোধবন্দু, অধিকারী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়
প্রভৃতির গল্প এবং ডাঃ যতীন্দ্রবিমল
চৌধুরী ও ডাঃ রমা চৌধুরীর প্রবন্ধ
সম্বলিত বিশেষ সংখ্যাখানি পাঠকদের
মনোরঞ্জন করবে।

শারদীয়া নববারী-সাধারণ সম্পাদক-
শ্রীগুরুদাস মৈত্র। ৫, মৈত্রীকা চট্টোপাধ্যায়
স্ট্রীট, কলিকাতা-৩৬। মূল্য এক টাকা।

নববারীর শারদীয়া সংখ্যাটি সাহিত্য-
রসিক পাঠকমহলে বিশেষ আদরণীয় হবে।
কবিতা কলেবরের মধ্যে কিছু কিছু উত্তম
রচনা সম্ভারের পটিকটির মধ্যে বৈচিত্র্য
সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। আশুতোষ
ভট্টাচার্য, অশোক সেনের প্রবন্ধ, সুশীল
ঘোষ, নরেন্দ্র মিত্রের গল্প এবং তরুণ দলের
মধ্যে মতি নন্দী, হারেন ঘোষ, শঙ্কর
চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র আচার্য, অরিন্দম ঘোষ
ও বীরেন্দ্র মিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অমিয়-
বরেন মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়,
কাঁবতা সিংহ, শোভন সোম, মানস রায়-
চৌধুরী, সমরেন্দ্র সেন ও আলোক
সবকারের কাঁবতা উল্লেখযোগ্য। মিত্রেনের
'বৈঠক' পঠক সাধারণের ভাল লাগতে
পারে।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনাথ
অমরেন হস্তগত হইয়াছে।

এল্ ভোরোডো-শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ।

পঞ্চক ও প্রেম-শ্রীকল্যাণীকঙ্কর সেন-
গুপ্ত।

শুভ-নির্মাল্যা-নবীনচন্দ্র সেন।

রাজনীতিশিল্প (নাটক)-সত্যকাম।

ঢাকার কথা-নির্মল গুপ্ত।

প্রাথমিক সংগীত বিজ্ঞান-শ্রীবারিদেববর্মণ।

Short History of Indian Music
-Barid Debbarman.

রবীন্দ্র সংগীত-রাধেশ্যাম পুরোহিত।

জগদেব (প্রথম অঙ্ক)-

ডক্টর মতিলাল দাশ।

একটি রাতের রূপ-সুধীরকুমার দাশ।

অবধূতের সর্বাধুনিক উপন্যাস মিড গমক মুর্ছনা

অম্বিতীয়।
উপহারে
মনোরম প্রজন্ম। উপহারে
এ বই শুধু পড়ায় না ভাবায়ও। দাম চার টাকা।

প্রকাশিত হ'লো।

রাজা নয় রানী নয়

আশাপূর্ণা দেবী

ছেলেমেয়েদের মজার গল্পের বই।

১.৬০

বাড়ের গালক

বিমল ঘোষ (মোমাছ)

বড়রা ছোটরা সমান আনন্দ পাবেন
এই উপন্যাস পড়ে। দাম ৩.০০

ডাইনীর মায়া

অমলেন্দু ভট্টাচার্য

এক অক্ষুত ডাইনীর গল্প। ১.৬০

প্রকাশিত হয়েছে।

কিংশুক বহিঃ। ২.০০

প্রমথনাথ বিশী

হৈমন্তী। ২.৭৫

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রাগলতা। সূক্ষ্মনাথ ঘোষ ৪.৫০

একটি স্বাক্ষর। ৩.০০

রামপদ মুখোপাধ্যায়

ছায়াসংগিনী। ৪.৫০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স

এ/৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট।

কলিকাতা ১২

আত্মসেবার আহ্বান

বন্যাত দেশবাসীর সাহায্যের জন্যে রঙ্গ-
জগতের শিল্পী, কলাকুশলী ও শিল্পপতি-
দের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সারাদেশে আজ
আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

শিল্পীদের যে শোভাযাত্রা গত ১৮ই
অক্টোবর দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসীদের

বিশ্বদৃশ্য

চন্দ্রশেখর

দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার আবেদন নিয়ে
উপস্থিত হয়েছিল। গত রবিবার (২৫শে
অক্টোবর) তারই অনুরূপ আর একটি শোভা-
যাত্রা উত্তরাঞ্চলে নগর পরিভ্রম্য বেরিয়ে-
ছিল। এখানেও শিল্পীদের পুরোহা হয়ে
এগিয়ে এসেছিলেন উত্তমকুমার, বিকাশ রায়,
নিমলকুমার, তরুণকুমার, অনুভা গুপ্তা,
কমলা মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়,
অনুপকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ জনপ্রিয় শিল্পীদের দল।
এই শোভাযাত্রায় বহু কণ্ঠশিল্পী, চিত্র
প্রযোজক, পরিচালক ও কলাকুশলীও যোগ
দিয়েছিলেন। এই শোভাযাত্রায় সংগৃহীত
অর্থের পারিমাণ ন্যূনাধিক পনেরো হাজার
টাকা।

এছাড়াও শিল্পীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়
আরও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে।
এণ্টারটেনমেন্টস্ নামে একটি সমিতি গঠিত
হয়েছে যার উদ্যোগে আগামী ৬ই নভেম্বর
থেকে এক সপ্তাহব্যাপী অনেকগুলি
বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে
বন্যাতদের জন্যে অর্থসংগ্রহ করতে। এই
উপলক্ষে চৌরঙ্গী রোড ও হ্যারিংটন
স্ট্রীটের সংযোগস্থলে সাড়ে চার হাজার
দশক বসবার উপযোগী একটি বিরাট মণ্ডপ

তৈরি হচ্ছে। প্রথম দিনের বিচিত্রানুষ্ঠানে
বাংলা ও বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী
ও সঙ্গীতশিল্পীরা যোগ দেবেন। বিত্তীয়
দিন একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক
অনুষ্ঠান বসবে এবং তাতে বাশিরা, চীন,
জাপান, আমেরিকা, নেপাল, আফ্রিকা,
ইন্দোনেশিয়া, মিশর, ভারত প্রভৃতি দেশের
নৃত্যগীত পারবেশন করা হবে। এছাড়া
বিভিন্ন দিনে “শ্যামলী”, “ঠাকুর শ্রীশ্রীরাম-
কৃষ্ণ” ও “চারুহীন” এই তিনটি নাটকও
অভিনীত হবে বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে।
উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন অহম্মদ চৌধুরী
(সভাপতি), কানন দেবী, পঞ্চক মল্লিক,
জহর গাঙ্গুলী, উত্তমকুমার, সুচিরা সেন,
বিকাশ রায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র,
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রভৃতি। মণ্ডি বসু এই
সমিতির সম্পাদক। দশ, ছয়, চার ও দুই
টাকা মূল্যের প্রবেশপত্র অন্তিম বিক্রি
হচ্ছে।

বঙমহলে ধনঞ্জয় বৈরাগীর লেখা “এক-
মুঠো আকাশ”-এর অভিনয় শারদীয়া পূজার
আগেই শতরাত্ৰি অতিক্রম করেছে। এই
উপলক্ষে কেন্দ্র স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত
হয়নি প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যে। এই
উৎসব আগামী ১৬ই নভেম্বর করা স্থির
হয়েছে। বঙমহলের কর্তৃপক্ষ ৩ দিনকার
টিকিট বিক্রির সমস্ত টাকা বন্যা তহবিলে
দেবেন বলে জানিয়েছেন। স্মারক রক্তাণী
উপলক্ষে শিল্পীদের যেসব উপহার দেওয়া
হয়ে থাকে তারা তা না নিয়ে কর্তৃপক্ষকে
অনুরোধ করেছেন যেন সেই টাকাটাও তারা
বন্যা তহবিলে দেন।

যারা এমনিভাবে দুর্গতির দশবায়
এগিয়ে আসছেন তাদের প্রতিবেদকে আমাদের
শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, আর কামনা করছি—
তাদের এই কলাগরত জনসাধারণকে উৎসাহ
বলে তুলুক বৃহত্তর জনকল্যাণের সাধনায়।

বিশ্বরূপা

[অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমণ্ডল]

(ফোনঃ ৫৫-১৪২০)

শনিবার ও বৃহস্পতিবার ৬টায়া
রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬টায়া

• নতুন নাটক •

স্নেহ

কিরণ মৈত্রের কাহিনীর ছায়াবলম্বনে
নাটক—বিষায়ক পরিচালনা—নরেশ মিত্র
আলোক—তাপস সেন রূপসজ্জা—শক্তি সেন
প্রেঃ নরেশ মিত্র, অসিতবরণ, তরুণকুমার,
মমতাজ, সন্তোষ, তারক, তমাল, জয়নারায়ণ,
শ্রীমানী, মাঃ দীপক, জয়শ্রী, সুরভা, ইবা

কৃষ্ণিত মিত্র (বহুরূপী)

ফিলিপসের

ফিলেটা ডিলক্স

একটি অনন্যসাধারণ রেডিও
মূল্য—৩১৫

অন্যান্য কয়েকটি মডেল :

বি ২ সি এ ৭৭ এ সি/ডি সি/অথবা ব্যাটারী	— ১৯৫.
বি ৪ সি এ ৬৭ এ সি অথবা এ সি/ডি সি	— ৪৭৫.
বি ৫ সি এ ৬৭ " " "	— ৫৭৫.
বি ৬ সি এ ৬৭ এ সি	— ৭৯৫.

এ ছাড়াও অন্যান্য মডেলের রেডিও, রেডিওগ্রাম, ব্যাটারি
চালিত, ট্রানজিস্টর, রেডিও স্পকার, পাটস, এম্পিফায়ার,
মাইক্রোফোন ইত্যাদি সবদা আমাদের নিকট পাইবেন।

তাল্লুমোহিত শিল্পী

রেডিওম্যানুফাকচারার্স অফ ইণ্ডিয়া

৭০, কলকাতা-১৩, প্রভিন্সিউ (হিন্দু সিনেমার নিকটে)

.... কলিকাতা-১৩ ফোন-২৪-১৩৯২

নাট্যাভিনয়

বিশ্বরূপায় 'স্নেহ'

বাংলা মণ্ডলকে আজ সাংস্কৃতিক
উজ্জীবনের নতুন সাড়া জেগেছে। এই নব-
জাগরণের ধারায় নাটকের কথাবস্তু, আঙ্গিক,
সংলাপ এবং অভিনয়-শৈলীরও বৈশ্ববিক
পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

প্রসঙ্গত বলা যায় আজকের দিনের সর্ব-
ব্যাপক শিল্পমাধ্যম চলচ্চিত্রের প্রভাবও
তিব্বভাবে এসে পড়েছে নাট্য-শিল্পের উপর।
চলচ্চিত্রেপটে অভিনয়ের বিস্তার ঘটে
যাচ্ছে কলাকৌশলের সাহায্যে, তাই ভাষণ
ও ভাবের 'অতিশয়তা' এখনে অব্যাহত।
মত্তে শিল্পী সশরীরে এসে দাঁড়ান দর্শকের



শ্রবণের বর্তমান নাটক "সেতু"-র নায়ক-নায়িকা ভূমিকায় অসিতবরণ ও
ভীষ্ম মিত্র

মুখ্যমন্ত্রী—আবেগ ও অভিব্যক্তির পরিমিত অতিশয়তায় পূরণ করে দেন যত্নকোশলের অভ্যাস। নাট্যাভিনয়ে এই বিকৃত অতিশয়তাকে পুষ্ট করে গবেষণামূলক সংলাপ। নাট্য-ভাববোধের এই স্বভাব-সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্ব থেকে বিনয় নিতে বসেছে। চিত্রাভিনয়ের সীমিত ও শাসিত আবেগ ও লঘুত্বের এবং সেই সংগে যত্নকোশলের চমৎকর্তব্য—যা অনেক সময় নাট্য-প্রণালীবদ্ধ আবেগের আতিশয়্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে—আজ মঞ্চকে প্রভাবিত করে চলেছে।

নাট্য-অভিনয়নের নবধারায় গুরুশিল্পের এই দিকপরিবর্তনের শূভাশুভ-বিচারের দিন হয়তো এখনো আসেনি। ঊনশতাব্দীর নাট্যধারার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের স্মৃতি যে-সব নাট্যমোদীদের মনে আজও অঙ্গান, তারা নাট্যশিল্পের এই নব-উদ্দেশ্যকে হয়তো শঙ্কার চোখে দেখেন, নতুন যুগের নাট্য-রসিকেরা একে হয়তো অভিনন্দন জানাবেন। তবে অশা ও আশঙ্কার এই দ্বন্দ্ব পরিহার করে বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, বিশ্ববর্ষা রণমণ্ড পুরাতনকে পুরোপুরি বিসর্জন না দিয়েও নতুনকে স্বাগত জানাবার প্রগতি-মূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্ববর্ষার তৃতীয় নাট্যোপহার 'সেতু' পুরাতন ও নতুনের এই সেতুবন্ধের আয়োজন।

করণকুমার মৈত্রের কহিনী অবলম্বনে 'সেতু'র নাট্যরূপ ও সংলাপ রচনা করেছেন প্রখ্যাত নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। নাটকটি দৃষ্ট অংক সম্পূর্ণ। নাটকের প্রধান পুরুষ এক বোঝা-ফুড করখানার স্বাধিকারী সহৃদয় চরিত্রবান তাপস রায়। তার স্ত্রী অসীমা নিঃসন্তান এবং তাকে কেশু করেই

নাটকের ভাব-মূলের বিস্তার। স্ত্রী মাতৃ-হত্যার সেই শব্দে নিরন্তর অশার ময়াজল ক্রমে চলে অতৃপ্ত হৃদয় গ্রন্থিতে। কল্পনায় সংগে বাস্তবের গরমিল শব্দে বাড়িয়ে দেয় তার অন্তরের জ্বালা। অসীমার এই জ্বালায় নতুন বাঁধিত হৃদয়ে অনুভব করে তার স্বামী ও স্নেহের পলক। অসীমার বিগত-বিভূষিত মনের অব্যক্ত-তটী দিশাহারা হয়ে যেতে তারা, তাকে বাঁধতে পারে না সংসারের বাঁধনে।

এই নিঃসন্তান রমণীর অশেষপাশে যারা ঘোরাক্ষর করেন তাঁদের মধ্যে আছেন এক বৃদ্ধ যিনি তাঁর একমাত্র পুত্রের অকাল-মৃত্যুকে অশ্রুধারা করে জীবনের অবশিষ্ট

দিনগুলি সুখময়্যার শাস্তিতে ভরে রাখতে চান। এই মায়াকে যখন বিদ্রুপ করে নির্মম সত্য তখন তাঁরও বাঁচার দিন ফুরিয়ে আসে। এক প্রোচা বিপথগামী সন্তানের কলঙ্ক ঢেকে রাখেন অপরিচীত লজ্জার, ঢেকে রাখেন এই বিশ্ববাসে যে তারও সন্তত মনুষ্যই হয়তো একদিন জাগবে। অসীমার বাড়ির ঝিহের মনে তার পর-হয়ে-বাওয়া সন্তানকে নিয়ে দূরত অভিমান। অভিমানে একদিন কাটে, পরম সন্তোষে সেও একদিন চলে যায় ছেলের ঘরে।

স্টার থিয়েটার

ফোন: ৫৫-১২৫৯

ভারতের একমাত্র শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা
অনুপম কার্যকলাসমীকৃত প্রেক্ষাগৃহ

মনোজ বসু

ডাকবাংলো

অনাবিল হাস্য-কৌতুকে মিলন-

মধুর অভিনব দৃশ্য-কাব্য!

অপূর্ণ দৃশ্যসজ্জা ও

আলোক-সম্পাত।

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬টাটার
রবিবার ও ছুটির দিন ২:৩০ ও ৬টাটার

রূপায়ণে: হরি বিশ্বাস, আশীষকুমার, লক্ষ্মী
রায়, অজিত বসু, অপর্ণা দেবী, অনুপকুমার,
মিতা চট্টো, তুলসী চট্টো, গীতা দে, শ্যাম
লাহা, লাবনা রায় চৌধুরী, পদ্মান,
চন্দ্রশেখর, প্রমোদ, ডানু, বসু

ন্যায্যমূল্যে আধুনিক ডিজাইনের

শীতবস্ত্রের

বিপুল আয়োজনসহ আপনাদের সেবায় নিযুক্ত—

রামগোপাল গোরামল

৪৮, মনোহরদাস স্ট্রীট (সোনাপতি), দোতলা, কলিকাতা-৭

ফোন নং—৩০-৩৬৯৯

বিঃ দ্রঃ—বেনারসী এবং যাবতীয় সিল্কের ও তাঁতের ধুতি-সাড়ী
সর্বসময়ে পাওয়া যায়।

বণনা ও সাধকতার এই যে নিত্য প্রবাহ তা একদিকে যেমন কল ভাঙে, অপর দিকে তেমনি আনে নতুন উর্বরতার আশ্বাস। অসমীয়া জীবনে কিন্তু এর একাদিক থেকে অন্য দিকে উত্তরণের সেতু রচিত হয় না। সে বন্ধ্যা, তাই যেন তার কোন বন্ধন নেই সংসারে। সহোদরা অগ্নিমার প্রথম সন্তানের গলায় 'আশীর্বাদী' হার পরিয়ে দিতে গিয়ে সে নিঃস্বার্থ হয় এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুত্র-নারীর কাছে। সে সচরিত হয়ে শোনে, নিঃসন্তান নারীর স্পর্শে নাকি পরের শিশু জ্বলে-পুড়ে মরে। অগ্নিমার অনুদার মনও তাই বিশ্বাস করে বসে, দিদির কঠিন আঘাতে জর্জরিত করতে তার বাধে না।

এর পর বেঁচে থাকবার কোন আগ্রহ থাকে না অসমীয়ার মনে। সে চলন্ত ট্রেনের তলায়

আত্মবিসর্জন দিতে যায়। স্বামী স্নেহ বন্ধন তাকে নিবৃত্ত করে এই সর্বনাশা সংকল্প থেকে।

এর পর অসমীয়ার জীবনের বণনার সঙ্গে এসে মেশে নির্যাতনের ছলনা। মিথ্যা মাতৃস্নেহ লক্ষণ দেখা দেয় তার দেহে। অপ্রত্যাশিত পুত্রকে অসমীয়ার অন্তরের দুই কল ছাপিয়ে ওঠে।

অগ্নিমার স্বামী অপরেণ তাপস রায়ের কারখানার বেবি-ফুডের পরিবেশক। এক কুটুম্বী অবাংগালী ব্যবসায়ীর খল পরামর্শে বেবি-ফুডে ভেজাল দিয়ে রাতারাতি অর্থ-বান হবার পাপ-পিচ্ছল পথে দ্রুত পদক্ষেপে সিদ্ধিলাভ করে অপরেণ। তার এই পাপ-বৈভবে অগ্নিমারও গর্বের অন্ত নেই, তার অর্থকামনা পূর্ণ করেছে অপরেণ। দিদি ও

জামাইবাবুর প্রতি চরম ঔখ্যতা দেখাতেও তার বাধে না।

অসমীয়ার দেবর পুত্রকের সঙ্গে তার প্রেমসী রীতার বিবাহও আসন্ন। দুই পরিবারের সাময়িক সুখস্নোত যখন এমনিভাবে প্রবাহিত, তখন পুত্রের গ্রেপ্তার করে অপরেণকে। তার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়।

নিরাশ্রয়া অগ্নিমা যখন এসে দাঁড়ায় আশ্রয়ের ভিক্ষায় অসমীয়ার কাছে, অসমীয়া তখন সবে জানতে পেরেছে তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলার কথা। সন্তান-সম্ভবা সে কোনদিনই হয়নি। কোন এক শারীরিক বৈকল্য প্রবণিত করেছে তাকে, তার চিকিৎসককেও। বাথার পাশাগড়ারে সে যখন ভেঙে পড়েছে, তখন অগ্নিমার আঁর্ত এসে তার কানে পৌঁছায়। অগ্নিমাকে সে দুঃভাগ্য থেকে বাঁচাল নিজের বাড়িতে তাকে আশ্রয় দিয়ে।

অসমীাকে নিয়ে ভাগ্যের নির্দয় পরি-হাসের শেষ অঙ্কটুকু তখনও বাকী। নব-দম্পতি পুত্রক ও রীতাকে বরণ করে ঘরে তুলতে হবে তাকে। অসমীা তার জীবনের অপার দুঃখবরণের বাধ্যভরা লগ্নে মূখে হাসি ফুটিয়ে, অন্তরের কান্না রূঢ় শাসনে স্তম্ভ করে হাত বাড়িয়ে ঘরে তুলে নিল পুত্রক ও রীতাকে। অসমীয়ার এই নিঃসীম আত্মনিঃসরণে বিস্ময়-বিমূঢ়, মূক সাক্ষী রইল শূন্য তাপস রায়। জীবনে যারা পেল তাদের পাওয়ার আনন্দের সঙ্গে অসমীয়ার জীবনের না-পাওয়ার বেদনার সেতু-বন্ধনের মধ্যেই রূপ নেয় কাহিনীর নাট্যপরিণতি।

বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'সেতুর নাট্য-রূপের গতি স্বচ্ছন্দ হলেও এতে অনবশ্যক-ভাবে কতকগুলি দৃশ্যের সংযোজন ঘটনো হয়েছে। অসমীয়ার চার পাশে সন্তান-সুখে আহ্বাদিত এবং সন্তান-সন্তাপে বিষম যে কয়টি চরিত্র ভিড় করে আসে তারা নাটকের মর্মরস সত্ত্বের অপরিহার্য হয়ে ওঠেন; বরং এই চরিত্রগুলি নাটকের মূল রসের আবর্তনে ছন্দপতন ঘটায়। অপরেণের অপরাধ-প্রবণতা ও এই নিয়ে যে আলাদা ছোট উপাখ্যানের সূচনা তা নাট্যবস্তুতে জনমনোহরতার জন্য অনেকটা প্রসিদ্ধ ও কঠিন আয়োজনেরই সাক্ষী। নাটকের সংলাপ সাহিত্যরসপূর্ণ; কিন্তু দুর্যক জায়গায় কোন বিশেষ বস্তুর উপর জোর দিতে গিয়ে সংলাপ-কর্তা 'রামকৃষ্ণ কথামতের বাণী ও ঔপম্যের সরাসরি সাহায্য নিয়েছেন। অগ্নিমার চরিত্রটিও অনেকক্ষেত্রে কণ্টকিপিত ও সংগতিবিহীন বলে মনে হয়।

নরেশ মিত্রের পরিচালনায় নাটকটি সামগ্রিকভাবে উপভোগ্য ও আবেগপ্রধান হয়ে উঠেছে। তবে এর কয়েকটি ট্রটি-বিচ্ছাদিত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অন্ত-প্রাশনের দিন অগ্নিমার অসমীাকে অত্যাধীন

প্রকাশিত হয়েছে

মানুষের ঠিকানা

অমল দাশগুপ্ত

মানুষ কি করে মানুষ হয়েছে তারও একটি কাহিনী আছে। লিখিত ইতিহাসের সীমানা ছাড়িয়ে সে কাহিনীর বিস্তার। লিখিত ইতিহাস তো মাত্র পাঁচ হাজার বছরের কিন্তু তার আগে আরো অন্তত পাঁচ লক্ষ বছর কেটেছে বনা-জীবন থেকে নগরজীবনে পৌঁছতে। এই প্রাগৈতিহাসিক কালটিও অনেকগুলো বৈশ্বিক আবিষ্কার ও একাধিক যুগান্তকারী বিপ্লবের দ্বারা চিহ্নিত। এবং প্রাগৈতিহাসিক কালটিই হচ্ছে মানুষের মানুষ হবার প্রস্তুতির পর্ব—তার বাংলা কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভ, তার সত্যিকারের ঠিকানা। প্রব্রিড্যা, জীবাশ্মবিদ্যা, ভূবিদ্যা ও আরো নানান বিদ্যার ভাঁড়ার ঘেঁটে মানুষের এই ঠিকানাটি খুঁজে বার করেছেন 'মহাকাশের ঠিকানা' ও 'পৃথিবীর ঠিকানা' বইয়ের লেখক অমল দাশগুপ্ত। সহজ ভাষায় ও প্রয়োজনীয় চিত্রের মাধ্যমে তিনি এমন সরস ভঙ্গিতে এই দূরত্ব বিষয়বস্তুটিকে উপস্থিত করেছেন যা যে-কোনো পাঠককে বিষয়বস্তুর গভীরে অনয়াসে আকর্ষণ করবে। দাম পাঁচ টাকা।

এই লেখকের আরেকটি বিজ্ঞানের বই পৃথিবীর ঠিকানা দাম ৪.০০

আরও কয়েকটি বই	
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	সত্য বাদ
তিন তাসের খেলা	৬.০০
কুয়াশার রঙ	২.৫০
ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য	সত্য বাদির রোজনামা
আকাশ মাটি	২.৫০
টেকচাঁদ ঠাকুর	৩.২৫
আলালের ঘরের দুলাল	৩.৫০
কালীপ্রসন্ন সিংহ	অমল দাশগুপ্ত
হুতোম পাঁচার নকশা	৪.০০
	মর্ত্তের মৃত্তিকা
	৫.০০
	অজ্ঞাত গোস্থানী
	৬.০০
	বাংলা উপন্যাসের ধারা
	৬.০০
	সমগ্র গুপ্ত
	৫.০০
	শহর কনকাতার আদিপর্ব
	৫.০০

(যন্ত্রপাতি)

অমল দাশগুপ্তের বিখ্যাত চিত্রোপন্যাস
কারা নগরীর নতুন (চতুর্থ) সংস্করণ ৥ দাম ৩.০০

নতুন সাহিত্য ডবন

৩ শম্ভুনাথ পাণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা-২০ ৥ ফোন : ৪৭-৪২৫৫

স্বভাবের অপমান করার দৃষ্টিটি স্বতঃস্ফূর্ত নয়। যে অগ্নিমাকে দিদি আসতে পারেন বলে অভিমানে ফেটে পড়তে দেখা যায়, এর পর তার পক্ষে এই ব্যবহার অস্বাভাবিক। বিপথগামী স্বপনের পক্ষেও তার মাঝে ঠেলে মাটিতে ফেলে দেওয়ার ঘটনাটি একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। এইটুকু বাপ দিলেও ঘটনাটির বক্তব্য সুপরিষ্কৃত থাকতে পারত।

‘সেতু’র সব চাইতে বড় সম্পদ অভিনয় অসীমার ভূমিকায় তপ্ত মিতের অভিনয় ইদানীংকালের পেশাদারী মধ্যে এক অকৃত-পূর্ব ঘটনা। যে নিপুণতার সঙ্গে তিনি চরিত্রটির মর্মবেদনা, সূক্ষ্ম মানসিক বস্তু, আশা-আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়ে তুলেছেন তা মণ্ডাভিনয়ে তার অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর বহন করে। তাপস রায়ের চরিত্রে অসিত-বরণের অভিনয় যেমন সংবেদনশীল তেমনি স্বচ্ছন্দ। মমতাজ আহমেদ অপারেশনের চরিত্রটিকে তার অভিনয়ে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। পূর্নাকেশরূপী তরণকুমার তার সাবলীল অভিনয় দক্ষতার নতুন করে প্রমাণ দিয়েছেন। জয়শ্রী সেনের অগ্নিমা দর্শকদের সহানুভূতি পায় না সংগত কারণেই। কিন্তু চরিত্রটির প্রতি তিনি অবিচল করেননি। নরেশ মিত্র এক পুরুষোক্তার ব্যুৎপন্ন চরিত্রে মনে ছাপ রেখে যান। অন্যান্য পাশ্চাত্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সন্তোষ সিংহ, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, দীপক, অরতি দাস ও ইরা চক্রবর্তী।

নাটকটির অন্যতম সম্পদ এর দৃশ্যসজ্জা ও সঙ্গীতক উপসেচিত্র। আলো-আধারের অনবদ্য বিন্যাস ও সম্পাতের মধ্য দিয়ে তাপস সেন মধ্যে যে ময়াজাল বিস্তার করেছেন তা সঠিকই অপূর্ব। অসীমার চলচ্চিত্রের নীচ পড়ে আত্মহত্যা করতে যাওয়ার দৃষ্টিটি দর্শকের কেন্দ্রিনই ভুলবেন না। শুধু আলোকসম্পাতের অকৃত কৃতিত্বের সহায়তায় তিনি দৃষ্টিটিকে রূপাঢা ও বর্ণাঢা করে তুলেছেন। দৃশ্যপরিচালনায় অমর ঘোষের কৃতিত্বও অনস্বীকার্য।



ইন্টার সার্কিটের নির্মাণমণ ছবি ‘ক্ষুধিত পাখা’-এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় রাধামোহন ভট্টাচার্যকে এই রূপ-সজ্জায় দেখা যাচ্ছে

কুমার, বৈজয়ন্তীমালা, রতনকুমার ও জনি ওয়াকার।

এ সপ্তাহের দ্বিতীয় আকর্ষণ দীপক ফিল্মসের ‘লাল নিশান’। এখানিও হিন্দী ছবি। দলজিত, ভগবান, রাধিকা, হীরলাস ও মজনুকে নিয়ে এর ভূমিকানিষি গঠিত হয়েছে। প্রকাশ ছবিখানির পরিচালক।

দীপালী সংখ্যা

গল্প-ভারতী

বাংলা সাহিত্যে

নতুন ধরনের সৃষ্টি করিবারে।

একখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস, অনেকগুলি গল্প ও প্রবন্ধ ইত্যাদি সমৃদ্ধ ও সমৃদ্ধকর করিবারে।

যাহারা লিখিয়াছেনঃ—

ডায় নরেশ সেনগুপ্ত, অধ্যাপক যোগেন্দ্র মিত্র, রিপূরণাশঙ্কর সেন, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, অন্নদাকম্বার মল্লী, নরেশচন্দ্র মিত্র, গজেন্দ্র মিত্র, সুখানন্দ, বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমধু ঘোষ, শক্তিধর রাজগুরু, ককখন দে প্রভৃতি।

প্রায় দুইশত পৃষ্ঠার এই অপূর্ব গ্রন্থের মূল্য মাত্র ১০।

সবর সংগ্রহ করুন। এজেন্টদের বাহার বা প্রয়োজন জানাইয়া পর দিন।

গল্পভারতী

২৭৯টি চিত্ররঞ্জন এডিভিনিউ, কলিকাতা-৬

ফোন নংঃ—৫৫-৩২১৪



ক্যালকাটা রেডিও সার্ভিস

ট্রানজিস্টার রেডিও

৬৫, হাইতে, ন্যাশনাল একো-২৫০, হাইতে, আই আর পি-১৫০, হাইতে এবং কনভার্টার ও ব্যাটারি চার্জার ইত্যাদি পাওয়া যায়।

৫৪, গণেশচন্দ্র এডিভিনিউ, কলিঃ-১০
ফোন : ২৪-৫০৮৫

চিত্রালোচনা

জেমিনীর নতুন হিন্দী ছবি ‘পর্যগম’ এ সপ্তাহের সর্বপ্রথম আকর্ষণ। জাকজমক ও আশিষ্ট উৎকর্ষের দিক দিয়ে মাত্রাজের এই চিত্র প্রতিষ্ঠানটি সারা ভারতে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সামাজিক পটভূমিতে রচিত ‘পর্যগম’ সে ঐতিহ্য রক্ষা করবার প্রতি-শ্রুতি নিয়ে এসেছে। এস এস ভাসান প্রযোজিত ও পরিচালিত এই ছবির প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন দিলীপ-

শ্রীমতী সত্যজিৎ রায় প্রণীত

অপ্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস এই প্রথম প্রকাশিত হইল
ডায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত

ধ্রুব ৩ টাকা

ব্রহ্ম উল্লা ৩০.৫০ টাকা

শ্রীসুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ের

রাজাপাল হরেন্দ্রকুমার ৩.

সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন ২.

লালবতী পাঠাগার, ৬এ, বাধানাথ মল্লিক সেন, কলিঃ-১২। ডি.এম. লাইব্রেরী, কলিঃ-৪

(সি ৮১০৩)



গৌতম চিত্রমের "অবাক পৃথিবী"র একটি দৃশ্যে নায়ক-অভিনেতা উত্তমকুমারের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্রে শিল্পী শ্রীমান টুকাই-কে

"কল্যাণ পারিসু" নামক একটি তামিল ছবিও এ সপ্তাহে নিয়মিত প্রদর্শনীতে দেখান হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতীয় চিত্রমোদী-দের পক্ষে এটি সুসংবাদ।

শুধু বাংলা ছবির ব্যাপারে এ সপ্তাহে নিষ্ফল রইল। আগামী সপ্তাহে "অবাক

পৃথিবী" ও "রাতের অন্ধকারে" একসঙ্গে মুক্তিলাভ করবে আশা করা যাচ্ছে।

আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবিগুলির অন্যতম চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার প্রথম নিবেদন "শুভ বিবাহ"। শম্ভু মিত্রের ও অমিত মৈত্রের যুগ্ম পরিচালনায় তোলা এই ছবিটি আমাদের সমাজ-বাবস্থার একটি অবহেলিত অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ওপর আলোকপাত করবে আধুনিক যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে। "একদিন রাতে" ছবিতে যে লেখক-পরিচালক জুটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন "শুভ বিবাহ" তাদেরই সৃজনী প্রতিভার স্বতীয় অবদান। ছবি বিশ্বাস, তৃপ্ত মিত্র, করুণা বন্দোপাধ্যায়, ছায়াদেবী, পাহাড়ী সান্যাল, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কমলা মুখোপাধ্যায়, অমর গঙ্গুলি ও শম্ভু মিত্র নিজেদের অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এই ছবিতে।

ইস্টার্ন সার্কিটের "ক্ষুধিত পাষণ্ড"-এর শ্রেষ্ঠ শত্রু হয়েচে এই সৈনিক। এরই মধ্যে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন পরিচালক তপন সিংহ অমর্ত্যীশা গ্রহণের ব্যাপারে। পুরো নভেম্বর মাস ধরে ছবিখানির বহির্দৃশ্য নেওয়া হবে ভূপালে ও বিকানীরে। কলাকুশলীদের নিয়ে পরিচালক সিংহ আর দু'একদিনের মধ্যেই ভূপালে যাচ্ছেন। সেখানকার কাজ সেরে তরি যাবেন রাজস্থানে। এই ছবির প্রধান ভূমিকাগুলি রূপায়িত করছেন অরুণ্ডতী মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, রাধামোহন ভট্টাচার্য ও বাণী

চাঁদ। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিজেই নেওতাড় আলি আকবর খাঁ।

নাচে-গানে অননা বৈচিত্র্য নিয়ে আসছে "সুরের পিয়াসী", যার কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে বিশদ দাশগুপ্তের পরিচালনায়। শুধু সুরের মজ্জানায় নয়, ছবির পদ্যায় কয়েকজন স্বনামধন্য সঙ্গীত-শিল্পীকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ দিয়ে ছবিখানি দর্শক মহলে অবশ্যই আলোড়ন সৃষ্টি করবে। এ'দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আলি আকবর খাঁ, হীরাবাদি বরোদেকর, বিলায়েৎ হোসেন, ইমরাৎ হোসেন, পামালাল ঘোষ, শান্তাপ্রসাদ, নিখিল ঘোষ প্রভৃতির নাম। এরা ছাড়া নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে থাকবেন লক্ষ্মী শংকর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, এ টি কানন, প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, সত্যিনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ এ ছবিটিরও সুরকার। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, প্রবীর কুমার, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, নমিতা সিংহ, অপর্ণা দেবী, পদ্মা দেবী ও নবগতা কান্তা রায়। চিত্রনাট্য লিখেছেন জ্যোতির্ময় রায়।

আর একখানি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ছবি তুলছেন পরিচালক বারীন সত্হা নব-গতিত রামধন পিকচার্সের পতাকাতে। ছবিটির নাম "তেরো নদীর পারে"। এর সবটাই তোলা হচ্ছে স্টুডিওর বাইরে একেবারে প্রকৃতির কোলে। একটি গ্রাম্য সার্কাসের দলকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী। একে সব দিক দিয়ে পরিবেশনগুণ করে ছবির পদ্যায় তুলে ধরতে গত কয়েকমাস ধরে এর চিত্রগ্রহণ চলছে মেদিনীপুরে হলদী নদীর ধারে তেরো লেখা নামক একটি জায়গায়। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, প্রিয়ম্বদা হাজারিকা এবং একটি পুরো সার্কাস দলকে এই ছবিতে দেখা যাবে। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ সুরসৃষ্টি করছেন সমাপ্তপ্রায় এই ছবিটির জন্যে।

ইউ বি ফিল্মসের প্রথম ছবি "মনে মনে"-র কাজও অনেকখানি এগিয়েছে। কাহিনীকার-পরিচালক উমাপ্রসাদ মৈত্র কলকাতার বহির্দৃশ্য গ্রহণ শেষ করে সম্প্রতি সদলবলে কাশ্মীরে রওনা হয়েছেন বরফ-ঢাকা পটভূমিকায় বিশেষ ধরনের চিত্রগ্রহণের উদ্দেশ্যে—যা বাংলা ছবির ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন তুলসী চক্রবর্তী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, অলক চট্টোপাধ্যায়, অরুণ চক্রবর্তী, নবগতা ঈষা এবং আরো অনেকে। চিত্রনাট্য এবং সংলাপ

মিনার্ডা থিয়েটার

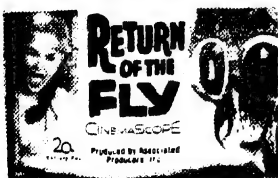
৬ বিডন স্ট্রীট :: ফোনঃ ৫৫-৪৫৮৯

নীচের মহল

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার সন্ধ্যা ৬টাের রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬টাের নাট্য পরিচালনাঃ লিটল থিয়েটার গ্রুপ। (সি ৮)

এলিট

প্রত্যহঃ ৩, ৬ ও রাতি ৯টাের
এটমিক শক্তি হইতে উদ্ভূত মহিার মুখমণ্ডল
আর মানুষের পূর্ণ অবয়বে এক বিরাট দৈত্যের
লোমহর্ষণ তাণ্ডবলীলা।



শ্রেষ্ঠাংশঃ ভিনসেন্ট প্রাইস
(কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)

রচনা করেছেন আশুতোষ সরকার। চিত্র-গ্রহণ করেছেন তপন বাগ্‌চি।

কিশোরকুমারের নবরূপ

হিন্দী ছবির আমেদ-আয়েজনে যে-সব উপাদান আজকাল অপরিহার্যরূপে দেখা যায় এবং দর্শকদের বাস্তবের দুঃখ-কষ্ট কিছ্রক্ষণের জন্য ভুলিয়ে দেয় ললিত কলা-মন্দিরদের "জাল সাজ" ছবিতে তার কোনটাই অনুপস্থিত নয়।

নবরূপ ঘোষের যে-কাহিনীর ভিত্তিতে এ-ছবি তৈরী, তার শুরুতে দেখা যায় কুচক্রী সুন্দরদাস ও তার কুচক্রাধীন এক চালচলী বিহীন "আওয়ারা" যুবক কুন্দনকে। তাদের এক যুগ্ম পাগ-প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর বিস্তার।

পনের বছর আগে একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে ধনী ব্যবসায়ী শ্রাবকদাস ও তার সহধর্মিণীর দুঃখের অস্ত্র নেই। তাদের হারানো ছেলে শঙ্করের সংগে কুন্দনের চেহারার সাদৃশ্য আবিষ্কার করার পর সুন্দরদাসের মনে এক নতুন পাগবৃত্তির উদয় হয়। সে কুন্দনকে শঙ্কর সাজিয়ে শ্রাবকদাসের বাড়িতে পড়িয়ে প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করার মতলব আঁটে। তার এটী সকল ক্রমচালার প্রাথমিক কাজে সহায় হয় শ্রাবকদাসের বাড়িরই এক কর্মচারী রাজেশ।

শঙ্কররূপী কুন্দন শ্রাবকদাসের বাড়িতে এসেই জীবনে প্রথম অপত্যদেহের মধুর স্পর্শ পায়। ফলে সুন্দরদাসের অসংসঙ্গ ও সে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে এবং পাগের পথ ছেড়ে মানুষ হতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে নিয়ে নিজের অসং উদ্দেশ্য সাধনে মনোহা হয়ে ওঠে সুন্দরদাস।

হীতমধ্যে সে একটি হত্যাকাণ্ডের অপরাধ কৌশলে চাঁপিয়ে দেয় রাজেশের উপর। ভয়ে রাজেশ ফেরারী হয়। রাজেশের অনুপস্থিতিতে তার বোন মীরার সংগে কুন্দন ঘটনাচক্রে প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সুন্দরদাস মীরাকে বোঝায় কুন্দনই রাজেশের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। রাজেশের ফেরারী হয়ে যাওয়ার দিন কুন্দনই প্রথম তারের বাড়িতে যায় রাজেশকে সুন্দরদাসের সংগে দেখা করার জন্যে খবর দিতে। কিন্তু রাজেশের সংগে গোপন সাক্ষাতের পর মীরার ভুল ভেগে যায়। সেও চেষ্টা করে সুন্দরদাসের অপরাধ প্রমাণ করতে। অবিশেষে পুলিশের সঙ্গেই ও গিয়ে পড়ে সুন্দরদাসের উপর। পুলিশের আড়ান্নায়ে সে ফেরারী হয়। ফেরারী অবস্থায় আসল শঙ্করের সন্ধান পেয়ে সে কুন্দনকে ভয় দেখিয়ে শেষ চেষ্টা করে অর্থ আদায়ের।

কুন্দন অসীম সাহসে সুন্দরদাসকে বাহুবল্যে অচেতন করে পুলিশের হাতে



ললিতকলা মন্দিরের 'জাল সাজ' ছবির
নায়িকা মালা সিংহ

তাকে হারিয়ে আসল শঙ্করকে নিয়ে আসে তার লব-মার কাজে। কুন্দনের জীবনের "জাল সাজ" খসে পড়ে—আসল মানবোচিত সন্ধান পায় ধনী সম্পতি এবং মীরার। শ্রাবকদাস ও তার পত্নী তাদের হারানো ছেলেকে বৃদ্ধ ভুলে নেয় আর জড়িয়ে ধরে তাদের নতুন ছেলে কুন্দনকে। শঙ্করের সংগে পূর্বসংস্রবতা বিজয়া, আর কুন্দনের সংগে মীরার আশু মিলনের পূর্বভাবনে ঘটে ঘটনাটির সুখপরিণতি।

কাহিনীর বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্র সূক্ষ্ম চিত্র ও ব্যঙ্গের কটিকথাতে মীরা যতই লবনত যাবেন তঁরা এ-ছবি থেকে আমের তাৎপার্য হয়তো ব্যর্থ হবেন। পরিচালক অরবিন্দ সেন প্রণয়, কৌতুক, ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড নাচ-গান প্রভৃতি উপাদানের সমৃদ্ধ বিন্যাসের মধ্য দিয়ে ছবিত্তিক নিঃসংশয় আমেদ করে তুলেছেন। বিপুল প্রমাণ-সম্ভারে সমৃদ্ধ এ-ছবি দর্শক মনো-রঞ্জন সক্ষম হবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ছবির প্রধান আকর্ষণ নায়ক কিশোরকুমার। কৌতুক পরিবর্তনে সর্বক্ষণ তিনি দর্শকদের মাতিকে রাখেন। তাঁর হাব-ভাব, চলা-ফেরা, কথা বলার ভঙ্গি ও নাচ-গান প্রেক্ষাগৃহে হাসির কুফল ছুটিয়ে দেয়। নৈক-ভূমিকায় অরবিন্দ-মহোদেও তাঁর অভিনয় প্রশংসনীয়। মালা সিংহ নায়িকা মীরার চরিত্রটি আনন্দ-ব্যথার অভিব্যক্তিতে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। নাচ-গান ও কৌতুক দৃশ্যেও তিনি দর্শকমনোলাভা হয়ে উঠেছেন। কুচক্রী শঠের ভূমিকায় প্রাণের অভিনয় প্রাণবন্ত। অন্যান্যদের মধ্যে নজর পড়বার মতো অভিনয় করেছেন নাজির হুসেন, অচলা সচদেব, নরগাভ কমল চৌধুরী ও নানা পঙ্গিকর।

সংগীত পরিচালক এন দত্তের সুধারোপে ছবির কয়েকটি গান সুখপ্রাপ্য। ছবির



নিজে পরীক্ষা করে দেখুন...এলফিন কী অপূর্ব সৌন্দর্যাকর্ষক! এলফিন সবার ফলপ্রসূ যে, এক মিনিট বা দু মিনিটের মধ্যেই অব্যক্ত কেশ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। এলফিন মোলারম্ম যে, মোটেই কোন জ্বালাদগ্ধতা হয়না।

এলফিন সমস্ত কেশ নির্মূল করে, তার ফলে স্বক স্বন্দর সৌন্দর্য ও মঙ্গল বোধ হয়—যেমন কোন কাজেই কেশ গজায় নাই।

অধিক কি, নিয়মিত ব্যবহারে

ক্রমাগত কেশ বর্ধি নিশ্চিতরূপে প্রতিরোধ করে। অতি সহজে ও অসামান্য অবাঞ্ছিত কেশ নাশ করতে হলে ব্যবহার করুন—

অত্যাবশ্য এলফিন।

সোল এজেন্টস:

দি

এসোসিয়েটেড মার্কেটিং কোং,

পি বি ১০০৯৭, বোম্বাই-১১।



শিশু রংমহলের ক্ষুদ্র শিল্পীর দল বোম্বাইয়ের আরে মিল্ক কলোনীর উদ্যানে
আনন্দের হাট বসিয়েছে

আলোকচিত্র ও অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ,
এবং আঙ্গিক পারিপাট্য উচ্চতরের।

বোম্বাই শহরে শিশু রংমহল
(নিজস্ব সংবাদদাতা)

চারিদিকে বন্যা ও প্লাবনের মধ্যে
একটি ছোট্ট সি এল টি-র দল গত ৯ই
অক্টোবর বোম্বাই যাত্রা করে। বৃষ্টি ভেজা
কলকাতা শহর পূজার সময় পিছে ফেলে
যাওয়ার মূলে ছিল বোম্বাইয়ের প্রবাসী
বাংলাদেশের কাছে কথা দেওয়া “আমরা
পূজার সময় দুর্গাবাড়ির জন্য অর্থ-
সাহায্যের উদ্দেশ্যে আসবো”।

সারা রাস্তা বৃষ্টি। দশমীর দিন ১১টার
দাদার স্টেশনে এই ১০০ জনের দলটি যখন
নামে তখনো বৃষ্টি চলছে। কিন্তু এই
শিশুবাহিনীর আনন্দ তরঙ্গ কে রুদ্ধ
করবে? যদিও প্রতিমা নিরঞ্জন শ্রীগৌরী-
নাথ শাস্ত্রীর ব্যবস্থায় প্রাতঃকালেই শেষ
হয়ে গিয়েছিল, শোভাযাত্রা হয়নি। মণ্ডপ
ও প্রদর্শনী গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত। সবাই
আকাশের দিকে তাকিয়ে। দুর্ঘটনা কাটলে
কি? বাচ্চারা বলে “নিশ্চয়—আমরা
স্টেজে উঠলে বৃষ্টিও পালাবে। আর আমরা
কখনো গাইব না—মাগো বৃষ্টি ভেজা কেন
মানা?”

১২ তারিখে “জিজ্ঞাসা” দিয়ে যখন
উৎসবের শুরুর হয়, বোম্বাইয়ের সমস্ত
সাংবাদিকরা উপস্থিত। ক্রশ ময়দান তখনো
জল কাদা ভর্তি। বোম্বাইয়ের শিশু
বন্দুরা মৃৎ গড়ে বাৎসরিক পরীক্ষা
দিয়েছে। মণ্ডপে বড়রই বেশী। তারপলিন
ভেদ করে নানা জায়গায় জল পড়ছে।
স্টেজেও মিউজিসিয়ানরা টুপি মাথায়
বাজাচ্ছে, গ্রীনরুম একেবারে গ্রে রুম।
তা হলে কি? জিজ্ঞাসার রূপকথা সমস্ত
অডিটোরিয়ামকে স্তম্ভ করে দিয়েছে।
বাচ্চারা অভিনয়ের পর সাত মাইল দূর
দাদার বাংলা স্কুলে ফিরে যাওয়ার পরও
স্থানীয় সাংবাদিকরা খুঁটিনাটি প্রশ্ন
করছেন—“এক করে সম্ভব হল?” তেমনি
কি যাদু জ্ঞান?”

পরের দিন কাগজে—তোলাপাড়! টাইমস
অব ইন্ডিয়া বলল: “একমাত্র কথা
magnificent! এ ছাড়া প্রকাশ করার অন্য
ভাষা নেই।” ইন্ডিয়ান একসপ্রেস বলল:
“তাজবর বনে গেলাম—এমনটি বোম্বাই
শহর আর কখনো দেখিনি।” গুজরাটি ও

মারাঠি ভাষার কাগজ উচ্ছ্বাসিত: “শিশু
রংমহলের নাম শুনোঁছলাম, কিন্তু আজ
দেখে প্রাণ ভরে উঠলো।”

পরের দিন আকাশ একটু ফরসা হল,
কিন্তু “অবনপটুয়া” শব্দ হবার আগেই
আবার জল, আর সাগরের নোনা হাওয়া।
বোম্বাইয়ের গণমান্য সবাই এসেছেন: শিশুর
সংখ্যাও মন্দ নয়। সাংবাদিকরা উপস্থিত—
আর আছেন বোম্বাইয়ের মেয়র। শিশু
রংমহলের পুরাতন বন্ধু স্টেট ব্যাংক-এর
চেয়ারম্যান শ্রীপাশে ডট্টাচার্যকে দেখে
কলকাতার উদ্যোক্তার আনন্দিত। অনুষ্ঠানের
পর আবার উচ্ছল আনন্দ। মারাঠি, গুজরাতি,
ও অন্যান্য অবাংলাদেশের অভিনন্দন।

১৪ ও ১৫ তারিখে রবিশঙ্কর ও আসী
আকবরের যুগ্ম বাদন, তারপর ১৬ তারিখে
শিশু রংমহলের “মিঠুয়া”। ইতিমধ্যে
বোম্বাই শহরে সংবাদপত্র মারফৎ সি এল
টি-র কথা ছড়িয়ে পড়ছে। প্যারেল, শিবাজী
পার্ক, দাদার থেকে নিমন্ত্ৰণ—“বোম্বাই বড়
শহর, ক্রশ ময়দান যাবার সংগতি নেই—
আপনারা আমাদের সহায়্য আসেন।” পূর্ণা
থেকে টেলিগ্রাফ—“তোমরা এসো।” কিন্তু
১৮ তারিখে ফিরতে হবেই। “মিঠুয়া”
অভিনয়ে স্থানীয় লোকদের অপরিসীম
বিস্ময়।

“সানডে স্টাণ্ডার্ড” বলল: “বোম্বাই
শহর অনেক বিষয়েই অন্যান্য শহর থেকে
অগ্রগামী, কিন্তু শিশু রংমহলের দিক থেকে
কলকাতা অনেক অনেক এগিয়ে আছে।”
“জামে জামেসন” বলল: “শিশু রংমহল
পৃথিবীর দশম আশ্চর্য।”

১৭ তারিখে বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী চাবন
এলেন। “অবনপটুয়া” দিয়ে বোম্বাইয়ের
অভিযান সমাপ্ত। সারা ফোঁটভাগে সেই-
দিনই সবচেয়ে বেশী লোক এসেছিল ক্রশ
ময়দানে। সি এল টি-র বাচ্চাদের কিন্তু
আফশোস রইল—“আহা! সমানে কেন
আমাদের ছোট্ট বন্দুরা নেই!” তারা সারা
সপ্তাহ বাৎসরিক পরীক্ষা দিয়ে চলেছে।
বোম্বাইয়ের অবাংলাধী সাংবাদিকরা বললেন,
“আবার এসো বন্দুরা, তখন শিশু প্রোতা
দিয়ে সারা প্রাণগণ ভরিয়ে দেবো।”

আর সি এল টি-র বাচ্চারা? নিয়মানু-
বর্তিতা, সহনশীলতা ও প্রকৃষ্টতার উচ্চ
নিদর্শন দেখিয়েছে তারা এই এক পক্ষকাল।
বৃষ্টি ও কাদায় স্কুলবাড়ীর ঠান্ডা মেঝেতেই
তাদের থাকতে হয়েছে। এই দলে গুজরাতি,
দক্ষিণী ও উত্তর প্রদেশের বাচ্চাও ছিল,
কিন্তু বোকবার উপায় ছিল না কে কোথা
থেকে এসেছে। বোম্বাইয়ের নানা দর্শনীয়
স্থান তাদের আনন্দের খোরাক জুটিয়েছে।
সাঁউথ ইন্সটান ও সেন্ট্রাল রেলওয়ের
কর্তৃপক্ষের সুব্যবস্থায় পূজার হিড়কো
তারা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ্য বোম্বাই
দর্শন করে ঘরে ফিরেছে সুস্থ শরীরে।

রঙমহল ৫০-১৬৯

প্রতি বৃহস্পতি ও শনি: ৬টা-৮টা
রবি ও দুটি দিন: ৪টা-৬টা

এক মুঠো আকাশ

তরুণ রায়, রবীন, হারিশ, জহর, শীলা,
শাক্তা, কেতকী দত্ত ও দীপাশ্রিতা রায়

উমানাথ ভট্টাচার্যের নাটক

নীচের মহল

(২-৫০)

ঘূর্ণী জল

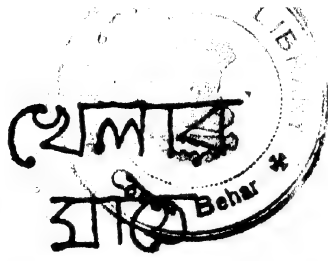
(২-২৫)

(২-৫০)

কথকতা

৩৩সি, নেপাল ডট্টাচার্য সেন, কলি-২৬

(সি ১)



একদবা

মণ্ডায় ভারতের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা শেষ মুখে এসে পৌছেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। বাকী শব্দ নক আউট প্রথার সেমি ফাইনাল ও ফাইনাল খেলা। গত সপ্তাহে এ বছরে জাতীয় ফুটবলের উদ্যোগ আয়োজন সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করছি। এ সপ্তাহে সব সমাপ্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

আগেই বলেছি দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে অর্থাৎ মূল প্রতিযোগিতায় ৮টি দলকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। একদিকে আছে গতবারের বিজয়ী বাংলা, অম্ব, বিহার ও উত্তর প্রদেশ। অপর দিকে আছে গতবারের রানার্স—সার্ভিসেস, বোম্বাই, কেরালা ও আসাম। এর মধ্যে এ গ্রুপ বা প্রথম গ্রুপে বাংলা অপরাধিত থেকে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে, অম্ব লাভ করেছে রানার্সের সম্মান। দ্বিতীয় বা বি গ্রুপের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে বোম্বাই, সার্ভিসেস লাভ করেছে দ্বিতীয় স্থান। প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী এ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশকে সেমি-ফাইনালে খেলতে হচ্ছে। বি গ্রুপের রানার্স সার্ভিসেসের সঙ্গে আর বি গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন বোম্বাই খেলছে এ গ্রুপের রানার্স অম্বের সঙ্গে। তারপরেই দু'টি সেমিফাইনালের দুই বিজয়ীর মধ্যে ফাইনাল খেলা।

অর্থাৎ আগেও বলেছি এখনো বাকি—জাতীয় ফুটবলের ১৫ বারের অনুষ্ঠানে ৯ বারের বিজয়ী ও ৩ বারের রানার্স বাংলা দলের এবারও বিজয়ী হবার সম্ভাবনা। যদি না হয় সেটাকে অঘটন বলে ধরে নিতে হবে, যেমন অঘটন ঘটিছিল কটক প্রাথমিক পর্যায়ের লীগ খেলায় আসামের কাছে বাংলার পরাজয়ের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় বাংলা দল যে এবার সবচেয়ে শক্তিশালী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলার আলোচনা করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগের দু'টি গ্রুপের আটটি দলের মধ্যে একমাত্র বাংলা দলকেই কোন পরাণে হারাতে হয়নি, তাকে বিরুদ্ধেও কোন গোল হয়নি, তাছাড়া গোল করেছেও সবচেয়ে বেশী। এই সঙ্গে দু'টি গ্রুপের লীগ টেবিল ট্রাউট।

এখন গ্রুপ হিসাবে প্রতিটি রাজ্য দলের খেলা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। 'এ' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বাংলা দল তিনটি খেলাতেই নিজস্বের প্রাধান্যের পর্যাপ্ত পরিচয় দিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। প্রথম খেলায় বাংলা বিহারকে পরাজিত করে ৩-০ গোলে। দ্বিতীয় খেলায় উত্তর প্রদেশকে শক্তিশালী বাংলা দলের কাছে ৭-০ গোলে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। তৃতীয় খেলায় অম্বকে পরাজয় স্বীকার করতে হয় ৩-০

গোলে। বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য বিষয়ের বিরুদ্ধে একই পর পর তিনটি গোল করে বাংলার রাইট ইন রহমতুল্লা দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায় প্রথম হ্যাটট্রিক করেন। দ্বিতীয় খেলায় বাংলার অন্যতম স্টার ফরওয়ার্ড সামোদরণ হ্যাটট্রিক করেন উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে।

বাংলা (৩) বিহার (০)
(রহমতুল্লা—হ্যাটট্রিক)

বিহারকে ৩-০ গোলে হারাতে বাংলার একটিও গোল পোত হয়নি। প্রায় সমস্ত সময় বিহারের উপর আধিপত্য বিস্তার করে বাংলার খেলোয়াড়ের। প্রায় একতরফা আক্রমণ চলাতে দেখা যায়। নিজস্বের পায়ে বল বেয়ে বাংলার খেলোয়াড়রা যদি পারতেন তবু গোলসংখ্যা অনেক বাড়তে পারত। এ খেলার বাংলার রক্ষণভাগে স্টপার জারনাল সিং ও লেফট হাফ রাম বাহাদুর খুব ভাল খেলেন। ফরওয়ার্ড ভাগে বেলেন রহমতুল্লা, চুনী গোস্বামী ও অধিনায়ক পি কে বানার্জি। বলরাম ও চুনীর যোগাযোগপূর্ণ আক্রমণধারাও দশকদের যথেষ্ট আনন্দ দেয়। বিহারের একমাত্র রাইট ব্যাক ওয়েশ জাভা আর কারো খেলাই চোখে পড়েনি। বিজয়ী বাংলার পক্ষে রহমতুল্লা বিশ্রামের আগে

একটি ও দ্বিতীয়ার্ধে আরও দু'টি গোল করে হ্যাটট্রিক করেন।

বাংলা (৭) উত্তর প্রদেশ (০)
(সামোদরণ—৪—হ্যাটট্রিক,
সি গোস্বামী, রহমতুল্লা ও
বলরাম)

বাংলা দল দ্বিতীয় খেলায় ৭-০ গোলে উত্তর প্রদেশকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেও বিশ্রাম সময়ের মধ্যে একটির বেশী গোল করতে পারে না। উত্তর প্রদেশের খেলোয়াড়রা শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রথমার্ধে যথেষ্ট দৃঢ়তা নিয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কয়েকবার বাংলার গোলে হানা দিতেও তারা কসর করে না। উত্তর প্রদেশের স্টার হাফ ব্যাক কমলার খেলা বেশ প্রশংসনীয় হয়। তিনি শব্দ প্রতিপক্ষের আক্রমণই প্রতিরোধ করেন না, নিজের পুরোভাগকে প্রচুর বল সরবরাহ করেন। কিন্তু পুরোভাগের খেলোয়াড়রা কোন গোল করতে অসমর্থ হয়।

বাংলার পক্ষে এ খেলাতেও জারনাল সিং ও চুনী গোস্বামী দশকদের প্রশংসা অর্জন করেন, কিন্তু হ্যাটট্রিক সমেত চারটি গোল করে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হন স্টার ফরওয়ার্ড সামোদরণ।

সামোদরণ ত্রিশ মিনিটের সময় একটি গোল করে বিশ্রাম সময়ে বাংলা দল ১-০ গোলে এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের ১১ মিনিটে চুনী গোস্বামী দলের দ্বিতীয় গোল করেন ২-০। এর পর সামোদরণ তৃতীয় গোল করেন—২-২ ও ২৩ মিনিটের সময় পর পর আরও দু'টি গোল করলে তার হ্যাটট্রিক পূর্ণ হয়ে যায় ৫-০। খেলার শেষ দুই মিনিটে রহমতুল্লা ষষ্ঠ এবং বলরাম সপ্তম গোল করেন ৭-০।



জাতীয় ফুটবলের উদ্বোধন দিনে আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা বোম্বাই দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে কবচদান করছেন



জাতীয় ফুটবলে সার্ভিসেস ও কোরলা দলের খেলায় কোরলার গোলের মুহূর্ত
এক উবেগঙ্গ নক পরিণতি

বাংলা (০) অম্ব (০)
(রহমতুল্লা, ভারালু ও
নামোদরণ)

বাংলা ও অম্ব দলের খেলাটি ছিল জাতীয় ফুটবলের দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও আকর্ষণীয় খেলা। একে দুটি দলই রীতিমত শক্তিশালী। তারপর দু'দলই এ খেলায় আগে সেমি-ফাইনালে উঠে বসেছিল। কে গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হবে এ খেলা ছিল তারই পরীক্ষা। সুতরাং খেলা যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে সে কথা আগেই সকলে ধরে নিয়েছিল। কার্যক্ষেত্রেও তার পরিচয় পাওয়া গেছে।

বাংলার কয়েকজন নিয়মিত খেলোয়াড়ের মধ্যে অধিনায়ক পি কে বানার্জি, রাম বাহাদুর ও বলরাম এ খেলায় যোগ দিতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা যোগ্য দল হিসাবেই অম্বকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

খেলার সূচনায় অবশ্য অম্বকেই প্রাধান্য বিস্তার করে আক্রমণ চালাতে দেখা যায় এবং কোন গোল না হয়েই প্রথমার্ধ শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে রহমতুল্লা, ভারালু ও নামোদরণ বাংলার পক্ষে একটি করে গোল করেন।

দুই দলেরই কয়েকজন খেলোয়াড়ের খেলা দর্শকদের মনে গেঁথে থাকে। এদের মধ্যে একজন বাংলার স্টপার জারনেল সিং।

এ গ্রুপের রানার্স অম্ব দল প্রথম খেলায় উত্তর প্রদেশকে ৫-১ গোলে ও দ্বিতীয় খেলায় বিহারকে ৬-০ গোলে অর্থাৎ সহজেই পরাজিত করে। তৃতীয় খেলায় বাংলার কাছে অম্বকে হার স্বীকার করতে হয় ৩-০ গোলে।

এ বছর অম্ব দলে কয়েকজন নতুন খেলোয়াড়কে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। এর মধ্যে রাইট ইন হামিল ও সেণ্টার ফরোয়ার্ড গুলজারের যথেষ্ট নৈপুণ্যের

পরিচয় পাওয়া গেছে। অম্বের ডব্বাঘাতে ভারতীয় দলে এরা নিজস্বের স্থান করে নিতে পারবেন বলে মনে হয়। বিহারের বিরুদ্ধে গুলজারের হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব সমেত চারটি গোল করার ঘটনা মনে রাখবার মত।

অম্ব (৪) উত্তর প্রদেশ (১)
(হামিদ, গুলজার—২ (কটজার)
এ কানকি দাশ)

উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে অম্ব দল আগাগোড়াই আধিপত্য বিস্তার করে খেলে ৪-১ গোলে বিজয়ী হয়। খেলার প্রথম মিনিটেই সেণ্টার ফরোয়ার্ড গুলজার একটি পেনাল্টি কিকের অপব্যবহার করেন। কিন্তু অম্ব দলের গোল করতে বেশী দেরি হয় না। ৮ মিনিটের সময় হামিদের স্মৃতি শ্রুতি উত্তর প্রদেশ গোলরক্ষকে পরাভূত করে গোল প্রবেশ করে।

দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় উত্তর প্রদেশের কটজার গোলটি শোধ করে দেন। ফলে অম্ব সময়ের জন্য উত্তর প্রদেশের খেলায় প্রাধান্য প্রকাশ পায়। অম্ব দল সম্মিলিতভাবে আক্রমণ আরম্ভ করলে আবার উত্তর প্রদেশের খেলা স্থানীয় হয়ে পড়ে। গুলজার পর পর দুটি ও কানকি দাশ একটি গোল করায় অম্ব ৮-১ গোলে বিজয়ী হয়।

অম্ব (৬) বিহার (০)
গুলজার—৪-হ্যাটট্রিক
জুলফিকার ও জাকার)

বিহারকে একরকম হেলা ফেলা করেই অম্ব ৬-০ গোলে পরাজিত করে। ফরোয়ার্ডদের কয়েকটি শট গোলপোস্ট ও ক্রসবারে লেগে ফিরে না এলে তবুও এ খেলায় আরও বেশী গোল করতে পারত। সেণ্টার ফরোয়ার্ড গুলজার ও রাইট ইনের সংযুক্ত আক্রমণধারা দর্শক চোখের খুবই আনন্দদায়ক হয়।

গুলজার, জুলফিকার ও জাকার প্রথমার্ধেই একটি করে গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধের তিনটি গোলই করেন গুলজার। ফলে তিনি হ্যাটট্রিক লাভ করেন।

বিহার (৫) উত্তর প্রদেশ (১)
(বিধান—হ্যাটট্রিক, পি (কাইজার)
চ্যাটার্জি ও গণেশ)

উত্তর প্রদেশ ও বিহার দুই রাজ্যই পর পর দুটি করে খেলায় বাংলা ও অম্বের কাছে পরাজয় স্বীকার করে পরস্পর তৃতীয় খেলায় মিলিত হয়। বিহার ৫-১ গোলে উত্তর প্রদেশকে পরাজিত করায় কোন পরশেট না পেয়েই উত্তর প্রদেশ দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগের খেলা শেষ করে।

তিনটি খেলায় উত্তর প্রদেশকে ১৬টি গোল খেতে হয়। অপরদিকে বিহার এই খেলাতেই পাঁচটি গোল করে। তাদের বিরুদ্ধে হয় মোট ১০টি গোল।

এই খেলায় বিহারের সেণ্টার ফরোয়ার্ড বিধানের হ্যাটট্রিক করার বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। পর পর প্রথম তিনটি গোল করে তিনি হ্যাটট্রিক করেন। এর পর পি চ্যাটার্জি পেনাল্টি থেকে চতুর্থ গোল শোধ করে দেন। গণেশ বিহারের পক্ষে পঞ্চম গোল করেন।

গ্রুপ—এ'
খে: জ: ভু: পরা: পর: বি: প
বাংলা ৩ ৩ ০ ০ ১৩ ০ ৬
অম্ব ৩ ২ ০ ১ ১০ ৫ ৪
বিহার ৩ ১ ০ ২ ৫ ১০ ২
উত্তর প্রদেশ ৩ ০ ০ ৩ ২ ১৬ ০

দ্বিতীয় গ্রুপের খেলার বাংলার মত বোম্বাই দলও অপরাধীত থেকে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে। তবে বাংলার মত বোম্বাইয়ের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ানশিপ নিখুঁত হয়নি। সার্ভিস দলের কাছে তাদের একটি পায়ের নষ্ট করতে হয়েছে।

বোম্বাই (১) আসাম (০)
(ভৌরিক ভিস্তা)

নগরীয় জাতীয় ফুটবলের উদ্বোধনী খেলায় বোম্বাই ১-০ গোলে আসামকে পরাজিত করে। দর্শকসমাজীর্ণ মাঠে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে খেলাটি আরম্ভ হয়। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনিবাসা-প্রসাদ চালিহা খেলার আগে দুই দলের খেলোয়াড়দের সংগে করমর্দন করেন। কিন্তু খেলাটি মোটেই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয় না। অবশ্য শক্তিশালী বোম্বাই দলের সংগে আসামকে আগাগোড়াই দৃঢ়তার সংগে খেলতে দেখা যায়। আসামের খেলার মধ্যে কিছুটা দৈহিক শক্তির ছাপ পড়ে। তুলনায় বোম্বাইয়ের খেলায় ছিল নৈপুণ্যগত উৎকর্ষের পরিচয়। কিন্তু তবু জড়িত নৈপুণ্যে বোম্বাই সুনাম পায়নি। কেবল পুরোজগের ভৌরিক ভিস্তা ও জাকারের

খেলা দশকদের কিছুটা আনন্দ বের।
শ্রিতীরোধের মাঝমাঝি সময়ে ডেরিক
ডিস্‌জাই বোম্বাইয়ের পক্ষে বিজয়সূচক
গোলটি করেন।

বোম্বাই (৪) কেরালা (০)
(জন, ডিসা ও
ডেরিক ডিস্‌জাই)

শ্রিতীর খেলার বোম্বাই দল প্রতি অর্ধে
দুটি করে গোল করে কেরালাকে অতি
সহজেই পরাজিত করে। বোম্বাইয়ের প্রথম
খেলার সংগে এ খেলার আকাশ-পাতাল
পার্থক্য ছিল। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা
হেমন অদৃশ্য দৃঢ়তার সংগে কেরালার
আক্রমণ প্রতিহত করেন, আক্রমণভাগের
খেলোয়াড়রা তেমন চমৎকার যোগাযোগ
বজায় রেখে প্রতিনিয়ত কেরালা গোলে
হানা দেন। বোম্বাইয়ের পক্ষে ডেরিক
ডিস্‌জাই দুটি ও জন ও ডিসা একটি করে
গোল করেন। কেরালার রাইট ব্যাক
রবীন্দ্রনাথ খেলা শেষ হবার কিছু আগে
বোম্বাইয়ের লেফট ইন জনকে বিস্তীর্ণভাবে
ফাউল করায় রেফারী তিন দেন রবীন্দ্রনাথকে
মাঠ থেকে বের করে দিতে বাধ্য হন।

বোম্বাই (০) সার্ভিসেস (০)

বোম্বাই ও সার্ভিসেস দলের খেলাটি
হয় খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। দুই দলের
খেলোয়াড়দের কাছ থেকেই উন্নত ক্রীড়া-
নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিছু সময়
সার্ভিসেস দলের খেলোয়াড়রা প্রধানত নিস্তার
করে আক্রমণ চালায়, অন্যের কিছু সময়
বোম্বাই আধিপত্য স্বাপন করে পল্টা
আক্রমণ চালায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন
দলই গোলে করতে পারে না। দুই দলের
রক্ষণভাগের সম্মানই বজায় থাকে। বোম্বাই
ও পরোটা সংগে করে অপরাধিতের জোরের
সম্মত শ্রিতীর গুপে বিজয়ী হয়।

সার্ভিসেস (১) আসাম (১)
(কার্জপানি) (রিয়াজ)

জাতীয় ফুটবলের গভীরতার বার্নার্স
সার্ভিসেস দল আসামের সংগে মোটেই তাদের
খ্যাতি অন্যায়ভাবে খেলতে পারেনি। অপর-
নিকে আসাম, যারা গভীরতার বিজয়ী
কাপালা দলকে আঞ্চলিক লীগের খেলায়
পরাজিত করেছিল তারা সার্ভিসেসের সংগে
খুবই ভাল খেলে। দুই দলই খেলায়
গোল করবার প্রায় সমান সুযোগ পায়।
ভাগ্য একটি সহায় থাকলে আসামের পক্ষে
এ খেলায় জয়লাভ করাও অসম্ভব ছিল না।
দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সার্ভিসেস
দলের রাইট ইন কার্জপানি এবং আসামের
রাইট হাফব্যাক বিলাস বড়ো সব চাইতে
বেশী প্রশংসা অর্জন করেন।

বিশ্রামের একটি আগে রাইট ইন কার্জ-
পানি একটি গোল করায় বিরতির সময়ে
সার্ভিসেস দল ১-০ গোলে এগিয়ে থাকে।

শ্রিতীরোধের ২০ মিনিটের সময় রিয়াজ
গোলটি পরিশোধ করে দেন।

সার্ভিসেস (৪) কেরালা (০)
(পূরণ বাহাদুর-২,
কার্জপানি ও লাইডী)

উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে
সার্ভিসেস দল কেরালাকে ৪-০ গোলে
পরাজিত করলেও কেরালা এ খেলার মাঝে
মাঝে সার্ভিসেস দলের রক্ষণভাগকে বিরত
করেনি, এমন নয়। কিন্তু বিজয়ী দলের
গোলাকিপার খংগরাজের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার
জনাই কেরালা কোন গোল করতে পারে না।
সার্ভিসেস দলের পক্ষে পূরণ বাহাদুর দুটি
এবং কার্জপানি ও লাইডী একটি করে
গোল করেন।

আসাম (১) কেরালা (১)
(নঙ্গরতী) (জর্জ)

জাতীয় ফুটবলের শ্রিতীর পর্যায়ের
লীগের শেষ খেলাটি হয় আসাম ও
কেরালার মধ্যে। ১-১ গোলে খেলাটির
ফলাফল অসম্মত থাকার দুই দলই
একটি করে পরোটা লাভ করে। প্রথমার্ধে
লেফট ইন নঙ্গরতী আসামের পক্ষে প্রথম
গোল করেন। কেরালার রাইট ইন জর্জ
শ্রিতীরোধে গোলটি শোধ করে দেন। দুই

দলই এ খেলায় গোলের অনেক সহজ
সুযোগ সৃষ্টি করে এবং আক্রমণ ও প্রতি-
আক্রমণের মধ্যে খেলা চলতে থাকে। দুই
দলেরই একটি করে শট ক্রসবারে লেগে বার্থ
হয়, বাকী সুযোগগুলি বার্থ করে দেন দুই
দলের দুই গোলরক্ষক।

গ্রুপ-বি'

খে: জ: ড: পরা: ল: বি: প:

বোম্বাই	৩	২	১	০	৫	০	৫
সার্ভিসেস	৩	১	২	০	৫	১	৪
আসাম	৩	০	২	১	২	৩	২
কেরালা	৩	০	১	২	১	১	১



দেবী পরম শক্তি

ধন-অসাধ

বাতরহ, গলিত, নাক কান ছাড়াপারের
আঙ্গুল প্রভৃতির স্ফীতিসহ চর্মের বিবর্ণতা,
সেরাইসিস, একজমা প্রভৃতি রোগের জন্য
রোগীর জন্মবারসহ পত্র লিখুন। শ্রীঅমির-
বাল্য দেবী, পাহাড়পুর ঔষধালয়, হাতিঝিল
(দমদম), কলিকাতা ২৮ ফোন ৫৭-২৫৭৮



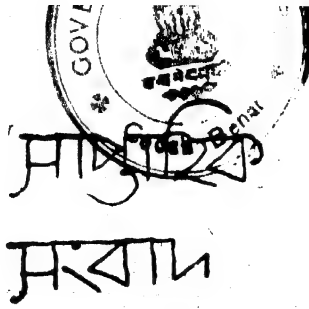
সর্দি কাসিতে নো-কাফ

সকলের পক্ষেই উপকারী

হাসানালীর এন্ডাই ও বুক্রে মেডা
ইত্যাদিতে অভ্যস্ত ফলপ্রসূ।
কার্মাকোপিয়া-নির্দিষ্ট রসায়নের
সঙ্গে বাসক, কটিকারী প্রভৃতির
সংমিশ্রণে তৈরী। পুরানো ও
হাঁপানিজনিত কাসিতে ব্যবহারের
অল্প কোডিন ও এফিড্রিন সহ
পাওয়া যায়। চিকিৎসকের
নির্দেশাধুযায়ী ব্যবহার্য।
৩০ সি. সি. পরিমাণে এবং বৃহত্তর
আকারেও পাওয়া যায়।

দি কালকাটা কেমিক্যাল কোং লি., কলিকাতা-২৯





দেশী সংবাদ

১৯শে অক্টোবর—কালি মহকুমার বিদ্রোহী বন্দির কারণ সম্পর্কে তদন্ত করতে এবং ময়রোক্ষী পরিকল্পনার কান্ডা বাই এইস পুঁথোগের অন্যতম কারণ কিনা, তাহা নিষারণ করতে বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন কমিশন গঠনের সবজনীন দাবি দলমত-নির্বিশেষে কালির সকল শ্রেণীর লোকের মুখে শুনো যাইতেছে।

অজ্ঞাত পরিচয় বিমান কতৃক নেফা, নাগা পাহাড় তুয়েনসাং এলাকা ও আসামের আকাশ সীমানা পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘনের ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত রহস্যাবৃতই বাকী গিয়াছে। এই সমস্ত বিমান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাতিতে এই সমস্ত এলাকার অত্যন্ত উদ্ভীকাশ দিয়া উড়িয়া যায়।

কম্যুনিষ্ট পার্টির কেরল কমিটি বলিয়াছেন যে, কেরলে ২৪ মাসব্যাপী কম্যুনিষ্ট শাসনের আমলে ভুলভ্রান্তি, দুর্বলতা এবং কতব্যাপালনে চ্যুতি বিচ্যুতি ঘটিয়াছে।

কলিকাতা পুলিশের সাবইন্সপেক্টর পদে লোক সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠিত এক পরীক্ষায় জটিল গ্র্যান্ড্‌য়েট পরীক্ষার্থী একটি প্রশ্নের জবাব দেয় যে, 'আচা' বিনোদা ভাবে একজন 'খাদ্যক' (মার্জিশিয়ান)।

২০শে অক্টোবর—এলাহাবাদের সংবাদ প্রকাশ যে আজ ২২নং ডাউন অগ্রা-এলাহাবাদ পান্ডেশ্বর ট্রেনের সহিত একটি মালগাড়ির ম্যানোম্যাথ সংঘর্ষের ফলে তিনজনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ২৬জন আহত হইয়াছে।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের কতৃপক্ষধর্মীয় ব্যক্তিদের 'খামখেয়ালীপনা' অমনোযোগিতা এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বাবধানের অভাবে ভারত সরকারকে কোটি কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে বলিয়া ১৯৫৮ সালের অডিট রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে।

চট্টগ্রামের হাতে ধরা পড়িবার ভয়ে জনৈক বিনা ডিক্টোর যাত্রী ট্রেন হইতে পতনের লক্ষ্যইয়া পড়িবার পর মারা গেলে, ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অস সরকারের সিকি বাইপার স্টেশনে এক গুরুতর হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়।

২১শে অক্টোবর—বন্যবিধ্বস্ত কয়েকটি অগ্নি পরিশোধন করিয়া আসিবার পর অগ্নি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু, পশ্চিমবঙ্গের রাজধান্য অনুষ্ঠিত এক সাংকীর্ষ্য বৈঠকে বলেন যে, ভয়াবহ বন্যার আক্রমণে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ যে ক্ষয় ও ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, সেই বন্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার ভার সর্বোৎকৃষ্ট বিশেষজ্ঞগণের হস্তে ন্যস্ত করা হউক—এ বিষয়ে আমি একমত।

আলাহাবাদের সেনা মার্জিশটি শ্রী জি বি রাও পটন্যককে কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ-ক্রমে সম্মতিত অভিযোগে সাসপেন্ড করা হইয়াছে। গবর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর শ্রী পটন্যককে বিদ্রোহ মামলা হাজি করিয়াছেন।

১২শে অক্টোবর—আর্মি মেডিকেল কলেজের প্রেসনে তফিসদারত নজরদারী গত সংস্কার নগর পল্লভা-সমসং প্রশাসন এলাকার বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ নাগা বিদ্রোহী-

গণ কতৃক নিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নাগা বিদ্রোহীরা পশ্চিমবঙ্গস্থিত অরণ্য মধ্যে ওৎপাতিয়া থাকিয়া অতীতে আক্রমণ চালায় বলিয়া প্রকাশ।

২৩শে অক্টোবর—দক্ষিণ লাডাকের চাং টেন মো উপত্যকায় অধিকৃত শক্তিশালী চীনা সশস্ত্র বাহিনীর একটি সৈন্যদলের আক্রমণে সতেরজন টাইলদার ভারতীয় পুলিশ নিহত ও তিনজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। গত ২১শে অক্টোবর তারিখে ভারতীয় এলাকার ৫০ মাইল অভ্যন্তরে একটি স্থানে এই ঘটনা ঘটি।

নয়াগিরিতে ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত আলোচনা সম্পর্কে প্রচারিত একটি বৃহৎ ইস্তাহারে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের তিনটি মূল বিরোধের মীমাংসা সম্পর্কে মন্তব্যের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। পাকিস্তান আসামের কাছাত জেলার অবস্থিত টেকেরগ্রাম পরিভাগ করিয়া স্থিতিবোধ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সম্মত হইয়াছে।

ভারত সরকার আজ ঘানোভিং এজেন্ট, সেক্রেটারী এবং কোষাধ্যক্ষগণকে পারিভাসিক হিসাব কমিশনদ্বারা নতুন এক আনুপাতিক হিসাবের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। কোম্পানি আইনের উপসর্গে কমিটির পরামর্শানুসারে এই নিষেধ করা হইয়াছে।

২৫শে অক্টোবর—জুজসভার কম্যুনিষ্ট দলের সহকারী নেতা শ্রী এ কে গোপালন আজ ট্রেনের এক বিলম্বিত বঙ্গল হে, কলকাতা লাডাক সীমান্ত যে ঘটনা ঘটিয়াছে, যদি তাহার পুনরাবৃত্তি হয়, তবে ভারতের প্রধান জনগণের মধ্যে চীন সম্পর্কেইয়া হারাইবে।

২৫শে অক্টোবর—বর্ধমান হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদ প্রকাশ যে ২২শে অক্টোবর ডি ডি সি কতৃপক্ষ প্রতি সেকেন্ডে ৫৫০০০ হাজার ঘন-ফুট জল ছাড়িবার ফল গত ২৩শে অক্টোবর দক্ষিণ দামোদর এলাকার আবার প্লাবন সৃষ্টি হইয়াছে।

চীন কতৃক ভারত ভূখণ্ডে হামলা ভারত-বানী চীনা মতলের এক উল্লম্বযোগা অংশের মধ্য গভীর উল্লম্ব তীর নিরাসা ও হস্তাধার সঞ্চার করিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

বিদেশী সংবাদ

১৯শে অক্টোবর—রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের সভাপতি ডাঃ ভিক্টর আন্তোন্স সিলভে আন্ত সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বন্যাক্রান্ত ভারতের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

২০শে অক্টোবর—সিংহলের প্রধানমন্ত্রী

শ্রীবিজয়ানন্দ দমনায়ক প্রধানী সাধারণসম্মেলন ও গৃহানামা মন্ত্রী শ্রীমতী সিন্ধু বাজবানকে মন্ত্রপদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। শ্রীমতী বাজবান সিংহল মন্ত্রিসভায় প্রথম এবং একমাত্র মহিলা মন্ত্রী।

২১শে অক্টোবর—সান এন্টোনিও (কেন্সাস) মার্কিন বিমানবাহিনীর জনৈক লেফটেন্যান্টের পত্নী শ্রীমতী সোসিলা হাসান গতকাল বিমান ঘাটি হাসপাতালে তিন মিনিট অন্তর পাউচি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। প্রত্যেকটি শিশুর ওজন ছিল দুই পাউন্ডের কিছু বেশী। দশ ঘণ্টার মধ্যে চারটি শিশু মারা যায়। পঞ্চমটি এখনও বাঁচিয়া আছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ অদ্য রাতিতে তিস্তার ঘটনাবলিতে গভীর উল্লম্ব প্রকাশ করিয়া তিস্তার অধিবাসীদের মৌলিক মানবীয় অধিকারসমূহের প্রতি এবং তাহাদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ধর্মমূলক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আবশ্যকতা বিবৃত করেন।

২২শে অক্টোবর—সিঙ্গাপুর কবি অধ্যাপক সালভাতোর কোয়ার্সিমোদাকে ১৯৫৯ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া বেসরকারী সূত্রে একটি খবর পাওয়া গিয়াছে তাহার বিখ্যাত গীত-কবিতার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এই গীতি-কবিতা-আন্দোলন যুগে জীবনের মর্মস্পর্ষিত অভিজ্ঞতা বর্ণিত হইয়াছে।

কটম্যান্ডুর খবর প্রকাশ, নেপালের উন্নয়ন মন্ত্রী ডাঃ কুমারী গিরি সিকি হইতে আজ প্রত্যাহার করিয়া হলেন, চীন কতৃপক্ষ ও সার্বভৌম উপায় ভারতের সহিত তাহার সরকারের মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক।

২৩শে অক্টোবর—কমিউনিস্টদের (সমসং) জেনারেল অফিস খান অস ঘোষণা করেন— ভারত ও পাকিস্তান আর সমস্ত এইস পরাম্পরের মূহুর্ত্ম্য থাকিতে পারে না। এক সাধারণ বৈঠকে প্রতিবেদিত উক্ত ঘোষণা মধ্য সমরপূর্ণ সম্পর্কের জন্য আসন্ন জ্ঞান।

কিউবা স্বেচ্ছাবে এক ঘোষণা প্রকাশ, জনৈক বর্ষিক আন্তর্জাতিকভাবে স্বেচ্ছাবে প্রদানমন্ত্রী ও ফিল্ডেল কাস্তুর প্রবলতর চ্যাপী করে। জেনারেল প্রবলতর করা হইয়াছে।

২৪শে অক্টোবর—আজ ভারতের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী শ্রী ডি কে কুমারম মিত্রাবল্যে সাংসদ-গণকে বলেন যে, ভারত প্রতিরক্ষার নিকটস্থ লাডাক হইতে ভারতীয় টেকসবী চীনা ও চীনা সৈন্যদের মধ্যে সম্পর্কে যে সন্যাস পাওয়া গিয়াছে, পাকিস্তান ঘটনা হইতে ইতি আরও বিপজ্জনক।

২৫শে অক্টোবর—মুক্তি বৈচিত্র্যে প্রচারিত এক সংবাদ দিয়া হইয়াছে যে, ময়রোক্ষ প্রথম সম্পর্কে পরীক্ষাকারের জন্য কতৃক মিশ্রককে একটি প্রেসার চেম্বারে রাখিয়া চাপ ১০০০ ডাং কমইয়া দেওয়া হয়। মিশ্রক একটি ফুটল রডারের সহ ফাঁসিতে থাকে। পরীক্ষার্থী শেষ হইলে চাপ বৃদ্ধি করিবার পর মিশ্রক এক হইতে লাফাইয়া বাহির হয়।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৫০ নম্বর পরমা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, বামাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা। ময়রোক্ষ : (সডাক) বার্ষিক—২২, বামাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নম্বর পরমা। মাদ্রাস ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। টেলিফোন : ২০—২২৮৮। স্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পাঠকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

॥ বর্ণানুক্রমিক সূচিপত্র ॥

২৬ বর্ষ

[৪০শ সংখ্যা হইতে ৫২শ সংখ্যা পর্যন্ত]

—ক—

অখই জলবাগানে আলোয় সমুদ্রে (কবিতা)

—শ্রীঅরুণ মিত্র ... ৩০৪

জন্মক—শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ... ৪৪৯

অধিকারের কবিতা ও তাকে (কবিতা)—শ্রীবিষ্ণু দে ... ১০০

অনা অশ্ব (কবিতা)—শ্রীদীপেন্দ্রকুমার গুপ্ত ... ৭৫২

—জা—

নকল-অকাশ—শ্রীঅশোক ঘোষোপাধ্যায় ... ২০৯

অজ্ঞানী (কবিতা)—শ্রীগুরুচাঁদ নন্দী ... ৭৬৪

ভালোচনা— ... ২৫, ৬৮৭

—ই—

ইন্দ্রধনু, প্রতিবিম্ব (কবিতা)—শ্রীবিষ্ণু দে ... ৭৬৪

—এ—

এই কলচাতা (কবিতা)—শ্রীব্রজকুমারী সেনা ... ৫২

একটি হাসক (কবিতা) (কবিতা)—শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র ... ৭৫২

এপস্টাইন—শ্রীচিহ্নভাষণ কর ... ৩৮৩

—ক—

কবিগুরু, সরগে— ... ৮১

কবির সন্নিবিষ্ট—সালভাতের কোরাসিমোনে ... ৮৯০

কালিকাতা প্রসঙ্গ— ... ২৯৭

কামারের যুদ্ধরত সৈনিক স্বামীর উদ্দেশ্য (কবিতা)— ... ৬৭৮

কিশোরী—শ্রীরাঘব রায় ... ৭৫৯

কেরল সমস্যার আর এক দিক— ... ৯

—খ—

খেলার মাঠ—একসব ৬৯, ১৪১, ২১০, ২৮৫, ৩৫৭, ৪২৯,

৫০১, ৫৮২, ৬৫৩, ৭০৩, ৮০৫, ৮৭৭, ৯৫৭

—গ—

গানের আসর—শাংগীসের ৩৭, ১৭৬, ৩১৯, ৪৪৩, ৬০৯, ৭৬৫,

৯০০

গাম্ধী জয়ন্তী— ... ৭৪৫

গুণীবাবুর কাহিনী—অরুণাক ... ৪৮৫

গোড়ের গলদ—শ্রীকানাইলাল বসু ... ১২১

—ঙ—

চন্দ্রসেনের হাটী—শ্রীঅশোক ঘোষোপাধ্যায় ... ৬৮৯

চাবাক—শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ... ৩২৭

চিত্র প্রদর্শনী—

৪১০, ৫৬৯, ৬৮৫, ৯০২

—ক—

কল পড়ে পাতা নড়ে—শ্রীগৌরীকিশোর ঘোষ ... ১৭, ৯৪, ১৯৫,

২০০, ৩০৫,

জাতীয় সংকট— ... ৪৪১

জাহাজ চালানায় পরমাণবিক শক্তি—শ্রীরাধেশ্বর ভট্টাচার্য ... ৩৯০

—ঙ—

টোলিভিনের সংবাদ—শ্রীসোমেন্দ্র নাথ গুপ্ত ... ৫৩

ট্রামে-বাসে— ২৯, ১২৫, ১৬৮, ২৭৭, ৩১৭, ৪১৫, ৪৯০,

৫৭০, ৬১৬, ৭১৯, ৭৬৩, ৮৬৯, ৯০১

—ড—

ডিন দিন ডিন রাতি—শ্রীনেত্রনাথ মিত্র ১১, ৮০, ১৬৯, ২৬৭,

৩৩৯, ৩৮৬, ৪৫৫, ৫৬১, ৫৯৫, ৬৬৭, ৭৫১, ৯২০

ডিল্লিরিতে বড়—কোমলসিন্ধু ... ৮৯৪

ডুকা (কবিতা)—শ্রীসুন্দরীকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ২৬৬

—দ—

দিন নির্দিষ্ট : টেম্পে (কবিতা)—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য ... ৭৫২

দুর্ভাগা—শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ... ১৭৭

—ন—

নয়া সড়ক—শ্রীপুতাল দেব-সরকার ... ১০৫

নৈসর্গিক (কবিতা)—শ্রীদুর্গাদাস সরকার ... ৩০৪

—প—

পঞ্চক—সৈয়দ হুজুতলা আলী ... ৮৯

পাণ্ডিত্যের যিওজের গোমস্তাসুকার—শ্রীবিষ্ণু দে ভট্টাচার্য ... ৭৮৯

পররাষ্ট্র নীতির পুনর্নির্ধারণ— ... ৩৬৯,

পূর্বনো নীতি নতুন যোজনা—শ্রীদীপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ১৬১

পরিবর্তনশীল প্রাচ্য— ... ৫১০

পুস্তক পরিচয়— ৫৯, ১০১, ২০৩, ২৭০, ৩৫৭, ৪১৭, ৪৮৯

৫৭১, ৬৪০, ৭২০, ৭৯৫, ৮৬৫, ৯০৭

প্রতীক (কবিতা)—শ্রীদেবীপ্রসাদ বসুোপাধ্যায় ... ৩২

প্রভালা (স্কেচ)—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৭৫৭

প্রথম কণক কল—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩৭৭, ৫৭৯, ৫২১,

৬২৭, ৬৯৭, ৭৮১, ৮৬১, ৯২৭

প্রসঙ্গত— ১০, ৮২, ১৫৫, ২২৬, ২৯৮, ৩৭০, ৪৫২, ৫১৫

৫৯৫, ৬৬৬, ৭৫৬, ৮১৮, ৮৯০

বাঙালীর ইতিহাসে সন্নিহান—	...	৫১০
বাড়ি (কবিতা)—শ্রীআলোক সরকার	...	১১২
বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য—চক্রবর্তী ৫৬, ১২৭, ২৬৫, ৩১৮, ৪৬০, ৫০৫, ৬৮০, ৭৬৮, ৭৯৮, ৮২৪, ৮৯৫	...	২৪১
বিশেষ সাহিত্য সংস্কৃতি—রামট ভট্ট	...	২৪১
বিশ্ববিদ্যা— ১৭, ১২৬, ২৩৭, ৩৪৫, ৪২১, ৪৪৭, ৫১৮, ৬৩৯, ৭২৭, ৭৬৭, ৮২২, ৯০৫	...	৫১৮
বৈদেশিক— ৫৭, ১২৯, ১৫৫, ২২৭, ৩৭১, ৪৪০ ৫১৫ ৬৪১, ৭৪৮, ৮১৯, ৮৯১	...	৮১৭
বোধন ও বিসর্জন—	...	৮১৭

—ড—

ডায়—শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	...	৬১৭
ডেক—মোলানা খাকী খান	...	২৪১

—ঘ—

ঘনবস্ত্র (কবিতা)—শ্রীঅঞ্জলি মুখোপাধ্যায়	...	২৬৬
ঘনীষী সামুয়েল জনসন—সুরজন	...	৫০১
ঘয়াল একটি সাপের নাম—শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য	...	৫০৭
মহাম্মদ—শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	...	৪৫
ঘা : সন্তানের জন্য (কবিতা)—শ্রীআরতি দাস	...	৬৭৮
ঘাইখন (কবিতা)—শ্রীপুণ্ড্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য	...	১১২
ঘাড়াবা ও জাঁরিকা—শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়	...	৪৬৫

—য—

যার গেছে (কবিতা)—শ্রীজ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়	...	২৬৬
--	-----	-----

—র—

রংগজগৎ—চন্দ্রশেখর ৬২, ১০৫, ২০৬, ২৭৮, ৩৫০, ৪২০ ৪৯৫, ৫৭৫, ৬৪৭, ৭২৫, ৭৯৯, ৮৭১, ৯৪০	...	০২
রূপকথা—শ্রীআরতি দাস	...	০২

—গ—

গভনে রোগশয্যা থেকে—ডায় শশধর সিংহ	...	৬১২
গড় উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক—জসলিন হেমসি	...	০২১

—দ—

দরংচন্দ্র ও রবীন্দ্র জয়ন্তী স্মৃতি কথা—শ্রীঅমল হোম	...	৮১৭
দলো রাজেশ্বর আদায়—	...	৬৬৫
দান্ড (কবিতা)—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...	৬৭৮
দার্শনিকেন্দ্রন আশ্রম বিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন—	...	৮২৫
শ্রীসুধীরজন দাস	...	২২৫
শিকার কথা—	...	৮৮৯
দ্বন্দ্ব জয়—	...	৮৮৯

—স—

সংবাদ সংগ্রাম—শ্রীজিতকুমার দাস	...	৩০
সিঁড়ি—শ্রীযশোদাজীবন ভট্টাচার্য	...	৭০৫
সবুজ পাতার ডাক—শ্রীহারীতরুণ দেব ১৯, ১০১, ১৫৭, ২২৯, ২৯৯, ৩৭০, ৪৪৯, ৫৫০, ৬০১, ৬৭০, ৭৫০, ৮৩৩, ৯০৩	...	৫২৮
সন্তান গৃহনির্মায়—	...	৩৩১
সাপের চেতনের ভিতর দিয়ে—শ্রীসুধীরজিতকুমার বসুদ্যাপাধ্যায়	...	৫০৫
সাম্প্রতিক সংবাদ— ৭২, ১৪৪, ২১৬, ২৮৮ ৩৬০, ৪৩২ ৫০৫ ৫৮৫, ৬৫৬, ৭০৬, ৮০৮, ৮৮০, ৯৫০	...	১৫০
স্বাধীনতা উৎসবের সংকল্প—	...	৩২৫
স্মৃতিচারণ—শ্রীসমীপকুমার রায় ৩৯, ১১৭, ১৮৫, ২৫৯, ৩২৫, ৪০৭, ৪৭১, ৫৫৫, ৬০৩, ৬৮৯, ৭৮৫, ৮৪৯, ৯২৯	...	৭৬৯
স্মৃতিহরা—শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	...	৭৬৯

—হ—

হাসির কান্না (কবিতা)—আরশাক	...	১০০
----------------------------	-----	-----

সোভিয়েত দেশের ইতিহাস

আদিম কাল থেকে ক্রুশেভের আমেরিকা সফর পর্যন্ত সোভিয়েত ভূমির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাবাহিক বিবরণ। সোভিয়েত বিপ্লবের পটভূমি ও পরিণতি বুঝবার জন্যে বইখানি অপরিহার্য। আধুনিক ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদেরও খুবই কাজে লাগবে। দাম—(বোর্ড বাঁধাই) সাড়ে বারো টাকা; (রেক্সবাইন বাঁধাই) পনেরো টাকা।

অসমজ মুখোপাধ্যায়ের

হাসির গল্প

প্রবীণ রস-রচয়িতার শ্রেষ্ঠ গল্প-সংকলন
দাম — পাঁচ টাকা

ক্যালকাটা পাবলিশার্স :

১৪ রমানাথ হজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা - ৯

পশ্চিম লেখক
পরিব্রাজক-রচিত

বড় সাহেব ২,

বর্তমান বড়সাহেবদের জীবনালেখ্য

রতি বিলাপ ২,

রোমান্টিক ঐতিহাসিক উপন্যাস

খ্যাতনামা লেখক
ধীরেন্দ্রলাল ধরের

পশ্চিম দিগন্তে ৫,

পশ্চিম ভারতের প্রমথকথা
জল্পিত চিত্রে সমৃদ্ধ

দেশ

এক দুই তিন...



আপনি ষাট পর্যন্ত গুণতে গুণতে অর্থাৎ
ধরুন এক মিনিটের মধ্যে সারা ভারতে অন্তত
৫,০০০ লোক সিজার্স সিগারেট ধরিয়েছেন।



দশ মিনিট যেতে যেতে সিজার্সের
ধূমপান করছেন প্রায় ৫০,০০০ লোক।

৪৭ বছর ধরে সিজার্স এত লোকের
প্রিয় সিগারেট কেন? কারণ সিগারেটটা
সত্যিই ভালো।

উইলস-এর

সিজার্স

সিগারেটটা ভালো - সেটাই আসল কথা

১০টির দাম ৩০ নয়া পয়সা





আনন্দে
উজবে...
প্রাণত্বি প্রাণজল..
সবার মলারজন...

পবিত্রীমবসনীয়া
কিনতেন

কিনরাজন

কিনরাজন ওয়াশ, সান এণ্ড স্ক্রাব প্রাইভেট লিমিটেড।



কিনরাজন



২০ নং] শনিবার, ৬ই কার্তিক, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 24th October, 1959 দ্বিতীয়—৪০ নম্বর পৃষ্ঠা [সংখ্যা ৫১]

অভিজাত প্রমোদন



উষ্মী ফেম প্রাউডার

বেঙ্গল কেমিক্যাল *

কলিকাতা
বোম্বাই
কানপুর

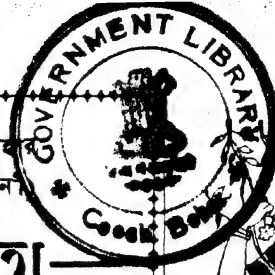


হিমাচল প্রদেশ—হিমালয়ের
পদপ্রান্তে অবিস্মরণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে
ভরা এই দেশ। চাষবাস, খে-
পালন বা হাতের কাজ করে
এখানকার হাসিখুসী, কর্ণঠ পাহাড়ী
অধিবাসীরা জীবিকা নির্বাহ করে।
প্রকৃতির সঙ্গে এদের যোগ

নিবিড়—তাই প্রাকৃতিক
শক্তিকে কেন্দ্র করেই
এবের সরল বিশ্বাস গড়ে উঠেছে।
প্রকৃতির দেবতাদের প্রসন্ন রাখবার জন্য
এদের উদ্বেগের অন্ত নেই—সেই
উদ্দেশ্যে এরা উৎসবের আয়োজন করে,
বেলা বসায়। ইষ্টদেবতার তুষ্টির জন্য চমায়
গদী মেঘপালকরা যে সমবেত নৃত্য করে,
অপরূপ লাগিতা তার ভঙ্গীতে,
সুসমগ্রস তালবদ্ধ তার গতি।
ভারতবর্ষের যেখানেই যান, কুলু ও
কাড্ডার উপত্যকা থেকে কানাড়ার
সমুদ্রতট পর্যন্ত সর্বত্রই আপনার
ভ্রমণের আনন্দ বাড়িয়ে তুলবে
উইলস-এর গোল্ড ফ্লেক সিগারেটের
অতুলনীয় স্বাদগন্ধ।

গোল্ড ফ্লেকের চোয়
ভালো সিগারেট কোথায় পাবেন ?





বাংলার ভাইবোনকে মাতৃপুজায় উপহার
দিবার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। দেবীচরিত—(জীবনী)

—ভগিনী নিবেদিতা—

আপনি কি দেশকে ভালবাসেন? জানেন কি
'জাতীয়' ও 'স্বদেশী' শব্দের প্রেরণাদাতী কে?
আপনার মাতৃভূমির জন্য দর্শীচরিত মত তিলে তিলে
জীবন দিয়েছেন কে? রবীন্দ্র ভাষায় যিনি
লোকমাতা, যিনি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তাঁর
মহাজীবনের শুদ্ধ যা শ্রেষ্ঠ, যা মহত্তম—তাই দান
করেছেন—তিনিই ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর প্রথম
প্রামাণিক জীবনী লিখেছেন—প্রব্রাজিকা মৃন্তিপ্ৰাণা।

—প্রকাশক—

রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা স্কুল
বাগবাজার। দাম—৭-৫০

কাঞ্চন
সুরভিত
কেশ
তৈল

কোণার্ক কেমিক্যাল
কলিকাতা - ১২

বিখ্যাত
সংখ্য ৩ পদ্ম স্মার্ক
গেঞ্জী ব্যবহার করুন

ডি.এন.বসুর ছোঁসিয়ারী ফ্যাক্টরি
কলিকাতা-৭

॥ শ্রেষ্ঠ বাংলাসাহিত্যের প্রতীক — মিত্র ও ঘোষ ॥

আশাপূর্ণা দেবীর	প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি	তারাকঙ্করের প্রায় দ্বিগুণ পরিবর্ধিত
ছাড়পত্র ৪॥	কেরা সাহেবের মুন্সী ৮॥	উত্তরাযণ ৫॥
গল্প পঞ্চাশৎ ৮.	মাইকেল মধুসূদন ৩॥	প্রবোধকুমার সান্যাসের নতুন উপন্যাস
নীহাররঞ্জন গগৈস্তর	গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সুহান ঐতিহাসিক উপন্যাস	বেলোয়ারী ৬॥
উত্তর ফাল্গুনী ৬॥	বাকুবন ৮॥	মহাপ্রস্থানের পথে ৪॥
অস্তিত্ত ভাগীরথী তীরে ৭.	নারী ও নিয়তি ২॥	= নাটক =
নিরুপমা দেবীর	আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের	তারাকঙ্করের
প্রতাপর্পণ ৩.	সমুদ্র সফেন ৪॥	বিংশ শতাব্দী
শ্যামলী ৫.	পঞ্চতপা ৬॥	কবি ২.
অনুপমা দেবীর	হারিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের	প্রমথনাথ বিশীর
বচারণাত ৩॥	আরাকান ৫.	ভূতপূর্ব স্বামী ২.
জ্যোতিঃহার ৬॥	উপকূল ৩॥	গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সমথনাথ ঘোষের	নীহাররঞ্জন গগৈস্তর	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পরপূর্বা ৪॥	হোরাচূণিপাল্লা ৪.	আদর্শ হিন্দু হোটেল ২.
= অবধূতর বই =		বনমাল্যের
মরুতীর্থ হিংলাজ ৫.	বহুব্রীহি ৪॥	রূপান্তর ২.
উদ্ভারণপূর্বের ঘাট ৪॥	বশীকরণ ৪॥	নীহাররঞ্জন গগৈস্তর
দুই তারা ২॥		মায়ামৃগ ২॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দেশ

আমাদের হস্তশিল্প সম্পর্কে অলঙ্কার শিল্প

এগুলি সারল্যে রমণীয়

ও ঐতিহ্যে প্রায় অমূল্য

শিল্পচাতুর্যে অপূর্ণ

এগুলির বিশেষ নক্সা বিচিত্র গঠন

আধুনিক

বা সরল পছন্দীবালা

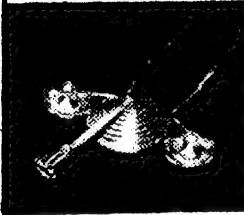
শিশু অথবা বধু সকলেরই

মানোহর্য করে।

এগুলি হোল

আমাদের সুপ্রাচীন

কারুকলার নিপুণতম প্রকাশ



নিখিল

ভারত হস্তশিল্প

বোর্ড



বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়

ভারত সরকার

নতুন দিল্লী

ঐচ্ছিক



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বোধন ও বিসর্জন—	...	৮১৭
প্রসঙ্গত—	...	৮১৮
বৈদেশিকী—	...	৮১৯
বিশ্ব বিচিত্রা—	...	৮২২
বিজ্ঞান বৈচিত্র্য—চক্রদত্ত	...	৮২৪

শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন—

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস ... ৮২৫

আলোচনামূলক-এবং
প্রস্তুতি

সম্প্রতি প্রকাশিত

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
অভিষেক (উপন্যাস) ৫৭০

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ ৩০০

বনমাল্য-এর
নৃতন বাক্য (কবিতাগ্রন্থ) ২৪০

জ্যোতির্ময় ঘোষ (ডাক্তার)-এর
ফাংশন (সরস গল্পগ্রন্থ) ৩০

জয়ন্ত চৌধুরীর
দ্বগতোত্তর (দ্ব্যুপন্যাস) ৩০

গু জা য় ৭ খা নি

ছেলেদের নতুন বই বার হয়েছে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চাঁইবুড়োর পুঁথি ৫,	লাীলা মজুমদারের গম্বীর গল্পত খাতা ২,
প্রেমেন্দ্র মিত্রের অম্বিতীয় ঘনাদা ২৫০	হেমেন্দ্র রায়ের গোয়েন্দা, ভূত ও মানুষ ২,
শিবরাম চক্রবর্তীর চুলচেরা শোধবোধ ২,	জয়ন্ত চৌধুরীর হাওয়া বদল ৫,

শুধু হাসির গল্প—(হাসির গল্পের সংকলন) ৫,

বিশ্বম্ভর, ইন্দ্রকুমার, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সৌরীন্দ্র-
মোহন, সুকুমার বায়, হেমেন্দ্রকুমার, বনমাল্য, জ্যোতির্ময় ঘোষ, লক্ষ্মীশঙ্কর, সুবোধকান্ত, পরিমল, প্রেমেন্দ্র, অচিন্তা, শিবরাম,
প্রমথ, মজুমদার আদর্শ, লীলা মজুমদার, সৌমিত্র, সংগন প্রভৃতি প্রমথ সাহিত্যবিগণের মোট ৫০টি গল্পের সংকলন।

অ ম র ক খা শি ঙ্গা

শ র ৭ চ ক্র চ টো পা খা য়ে র

প'প্ততমশাই ২৥	হরিনক্ষত্রী ৩৥	পল্লাসমাজ ৩,
গৃহদাহ ৪৥	শেষ প্রস্থ ৫৥	শ্রীকান্ত (৩য় পর্ব) ৩,
স্বোভাষা ২,	দেবদাস ২	বিজয়া ২,

ইণ্ডিয়ান আলোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রামঃ কালিকা ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোনঃ ৩৪-২৬৪২

যদি আপনি
জীবনযাত্রার মান
উঁচু করতে চান

—পড়ে দেখুন!



আজকাল ভালভাবে বাঁচবার কত সুযোগ হয়েছে—তবু গুরুশো-
সংস্কার আর সেকেলে ধারণা আঁকড়ে থেকে কত লোক সে সব
সুযোগ নষ্ট করে।

দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের বাবার অভ্যাসের কথাই ধরুন।
বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে হলে
প্রত্যেক মানুষের 'দৈনন্দিন অন্ততঃ দু' আউন্স শ্বেতপদার্থ' খাওয়া
দরকার। বনস্পতির ভেতর এই শ্বেতপদার্থ আমরা সহজেই
পাই। তবুও বনস্পতি দিয়ে রাগা করতে এখনো অনেক
লোকের সংস্কারে বাধে। তারা মনে করে যে এই উদ্ভিদে
শ্বেতপদার্থ কেবল ভারতেই তৈরী হয়—কিন্তু মোটেই ভেবে
মেখে না যে সারা পৃথিবীতেই স্বাস্থ্যবান লোকেরা বিশেষ
প্রণালীতে তৈরী উদ্ভিদে খেত দিয়ে রাগা করা পছন্দ করেন।
এমন কি ডেনমার্ক, হল্যান্ড ও আমেরিকার মত পৃথিবীর মধ্যে
নামকরা মাখনের দেশেও দুর্ভাগ্যত শ্বেতপদার্থের চেয়ে বনস্পতির

মত উদ্ভিদে খেতের ব্যবহারের চেষ্টা বেশী। কেন বলবো? কারণ
লোকে গেনেছে যে এই সব উদ্ভিদে খেত দুর্ভাগ্যত শ্বেতপদার্থের
মতই পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ এবং এতে খরচও কম।

পুরোপুরি পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় ভিটামিনে সমৃদ্ধ
বনস্পতি চিনাবাদাম ও তিলের তেলে তৈরী। কঠোর
নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত কারখানায় বিশেষ
প্রণালীতে বনস্পতি তৈরী হয়—যাতে আপনার কাছে তা
নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ ও ঘনীভূত উপকারিতার আকারে পৌঁছয়।
উপরন্তু, বনস্পতির প্রতি আউন্স এ-ভিটামিনের ৭০০ আন্ত-
জাতিক ইউনিটে সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন স্বক ও চোখ ভাল
রাখবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

যে সব লোকের জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু তারা রাগার
জগ্রে বিশুদ্ধ শ্বেতপদার্থ পদার্থ পছন্দ করেন—আপনারও
বনস্পতি ব্যবহার শুরু করা উচিত নয় কি?

বনস্পতি — বাড়ীর গিল্লীর বন্ধু

মুষ্টিগ্ৰন্থ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সবুজ পাতার ডাক—শ্রীহারীতরুণ দেব	...	৮৩০
অন্তক—শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	...	৮৪১
স্মৃতিচারণ—শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	৮৪৯
প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত	...	৮৬১
পদ্যতক পরিচয়—	...	৮৬৫



“সব
শিশুই
চায়!”



Trade Mark

আর কাম্যাকাটি কেন বেবুলিন খেলেই পেট কামড়ানি, পেট ফোলা, সর্দি-কাশ, পেটের গোলমাল, দাঁত উঠার সময় বমি ও পেটের অসুখ ও অন্যান্য অসুখাবিসুখ পাসাবে।
ডাক্তারেরা বারম্বার দেন, ২৫ বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ হাসপাতালে চলাছে।
এইটি খেলেই আবার মখে হাসি ফুটে উঠবে

BABULINE

B. A. & BROTHERS
BOMBAY 2, CALCUTTA, PATNA, GAUHATI, CUTTACK

GUJARAT

চাঁদ পৃথিবী বায়ুমণ্ডল

রুশ বিজ্ঞান কাহিনীকারদের
চাঁদে অভিযান

“সাধারণের বোধগম্য, কল্পনার জন্যে উপন্যাস রমণী আশ্চর্যের মাধ্যমে মহাশয় যাত্রার সমগ্র ভাবিক দিকটিকে উপস্থাপিত করবার এখান চমৎকার নিদর্শন। ইতিপূর্বে আমরা পাইনি।” —স্বাধীনতা
“সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নিরপেক্ষ পাঠকও মহাশয় যাত্রার তত্ত্বগত দিকটি বুঝতে পারবেন, এমন সহৃদয়তার সংগে লেখা হয়েছে বইটি। —বেশ

তিন টাকা

এফ. আই. চেস্টনড

আয়নোপিক্সারের কথা

বায়ুমণ্ডল, মেরুজ্যোতি, সৌরমণ্ডল, হেতার তরঙ্গ ইত্যাদি সম্পর্কে নানা বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাবেশ।
“বিজ্ঞানের হাতে খড়ি হলনি, এমন কোকের পক্ষেও কখনো অসম্ভব হলে না কোথাও।” —বেশ

দেড় টাকা

—লোক বিজ্ঞানের অন্যান্য বই—

ডি. আই. গ্রামডের

অতীতের পৃথিবী

প্রায় দুশো কোটি বছর আগে পৃথিবীতে এক কোটি জলজ প্রাণী থেকে মানব জাতির উদ্ভব, তার ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির যন্ত্রোক্ত বর্ণনা। ১-৬২

ইলিন ও সেগালের

মানুষ কি করে বড়ো হল

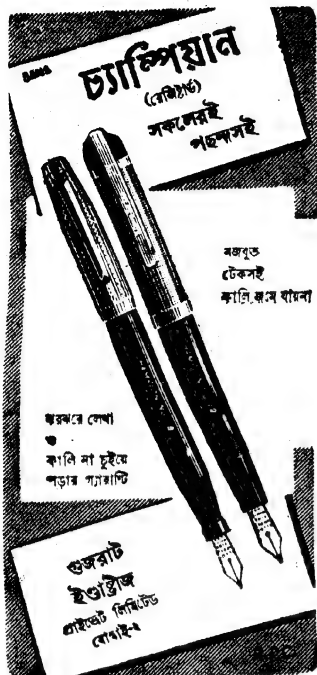
লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুষের বড়ো হবার আশ্চর্য কাহিনী। পাতার পাতার ভস্মাংগ জীব।
“অসভ্য মানুষ কি ভাবে সভ্যতার পথে এগিয়ে এসেছে তাই ইতিহাস বিস্মৃত-ভাবে বইখানিতে বলা হয়েছে।” ৩-৫০
—জানসনবাজার

কল-কব্জার গল্প

ইজিন, সিমার, এরায়েলন থেকে সেলাইয়ের কল পর্যন্ত যোজ্ঞাকার চেনা যন্ত্রপাতির নতুন পরিচয়। ০-৬২

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লি:

১২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা ১২
১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা ১০



এজেন্টস: আলকা ট্রেডার্স,
নি-২১৬, বাগরী মার্কেট;
৭১, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

আরো পরিকার!
আরো বরবারে!



মার্গো
টয়লেট
সোপ

বিশেষ গুণসম্পন্ন
নিম্ন-স্বল্প প্রসাধন সাবান

প্রস্তুতকারক
বি. ক্যালক্যাটা কেমিক্যাল কোং লি.
কলিকাতা ২২

রবিনসনস
'পেটেণ্ট'
বালিতে
শরীরটি
চমৎকার গড়ে উঠছে



জটপুষ্ট ছোট শরীরটির প্রতি রেখায় যেন সবল স্বাস্থ্যের বলক।
হবেই তো, কেননা রবিনসন পেটেণ্ট বালি যে ওকে দরকারী
পুষ্টিকর উপাদান যুগিয়ে থাকে, তাও আবার খুবই সহজে হজম
হবার মতো করে। ওর পক্ষে রবিনসন এর মতো জিনিস
আর হয় না। রবিনসন পেটেণ্ট বালি ওর দুর্বল পাকস্থলীতে গরুর
ছুরকে শক্ত চাপ বাঁধতে দেয় না, সহজে হজম করিয়ে দেয়।
তাছাড়া, এতে শিশু আস্তে আস্তে শক্ত খাবার খেতে শেখে এবং
শিশুকে মায়ের দুধ ছাড়াতে খামেলা পোয়াতে হয় না।
রবিনসন পেটেণ্ট বালি খেয়ে শিশুরা তৃপ্তি পায়, সুস্থ সবল হয়ে
বাড়তে থাকে। খাইয়ে দেখুন শিশুদের কেমন স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।



ম্যারদের প্রতি

সুভ্রাশ্রমী জননীয়া রবিনসন পেটেণ্ট বালি পেলে আশ্চর্য কাজ
পাবেন—তাদের শিশুদের পরিমাণ বাড়বে। উৎকৃষ্ট বালিশক্ত
থেকে ভৈরী এই বালি বিশেষ উপাধানে সুরক্ষিত থাকে।
হজমের কষ্টতা যাদের খুবই কম, তাদের পক্ষেও হজম করা
অত্যন্ত সহজ।

এই বালিতে অনধিক ০.০২৮% আয়রন
বি-পি ও ১.৫% ক্রিটা প্রিপঃ-এর
সংমিশ্রণ আছে।



স্ট্রীচার



বিভিন্ন টিকা ও ভ্রম সুবীজন কর্তৃক
উচ্চপ্রশংসিত
ডাঃ আর. এ. আর. এ. এ. এ.
"বাল্যে এনা কাহিনী!"

রচিত **গদাধর**

ঠাকুরের বাল্যজীবনের একমাত্র
প্রামাণিক পূর্ণাঙ্গ পুস্তক

কম্পন, প্রকাশনী

৮ কে, কে, রায় চৌধুরী রোড

(সি-৯৭৭৮)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
টোমেবাসে—	...	৮৬৯
রক্তজগৎ—চন্দ্রশেখর	...	৮৭১
খেজার মাঠে—একলব্য	...	৮৭৭
সাম্প্রতিক সংবাদ—	...	৮৮০

হিউলেটস মিক্সচার
বদহজম এবং খাওয়ার পর
পাকস্থলীর ব্যথায়
দীর্ঘস্থায়ী উপশম এনে দেবে

হাতের কাছে সবসময়
এক শিশি রাখুন



মানসিক দুঃখিতা ও সহনশীলতা
না থাকে, পরিপাকশক্তি প্রাচীর দুর্বল
করে ফেলে এবং তার ফলে বদহজম ও
খাওয়ার পর পাকস্থলীতে ব্যথা হয়।
হিউলেটস মিক্সচার পাকস্থলীকে খাদ্য
পরিপাকের শক্তি দিতে রক্তের সহায়তা
করে। হজমশীলক অম্লসের হাত থেকে
পাকস্থলীর ত্বককে সুরক্ষিত রেখে
শেষের ব্যথাও চটপট আরাম এনে দেয়।
৮- বছরের ওপর পুষ্টিবিদ্যাগত সব
ডাক্তাররা হিউলেটস মিক্সচার বাওবার
ব্যবস্থা দিয়ে আসছেন।

শিশু : শিশুর পেটের পীড়ায়ও
হিউলেটস মিক্সচার চমৎকার।
কয়েকটি ঘণ্টাভেই সঙ্গে সঙ্গে আরাম।
পেট ব্যথায় আকস্মিক বায়ু
হিউলেটস মিক্সচার ব্যবহার করুন।
হিউলেটস মিক্সচার আকস্মিক বা
আকস্মিক হাড়া হারকমই পাওয়া যায়।

হিউলেটস মিক্সচার

সি. জে. হিউলেট এণ্ড সন (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

৮৬/এ, নাইনিম্বালা বায়ক স্ট্রিট, মাদ্রাস-৩

সর্বোচ্চ উচ্চপ্রশংসিত কয়েকখানা বই

বিপ্লবের পদচিহ্ন ১০.০০

বিপ্লব যুগের উজ্জ্বল ইতিহাস
শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

অব্যর্থ শিশুশিক্ষা সমস্যা

অধ্যাপক বিভূষণ গুহ ৩.০০

সৃষ্টি ও সত্ত্বা

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ ২.৫০

রাষ্ট্র জ্ঞানের মধ্যভাগ ৩.০০

দিনকাল (উপন্যাস) ৪.০০

শ্রীপ্রভাত দেব সরকার

—ছোটদের জন্য—

'সন্ন্যাসী চন্দ্রগুপ্ত' ১.০০

(৮৭ সং) শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

'মনোবাদের ছোটবেলা' ২.৭৫

(৬৩ সং) মোমোহি

'পলাশীর প্রান্তরে' ১.৫০

(২য় সং) হরিদাস মজুমদার

'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' ১.৭৫

(২য় সং) শ্রীনারায়ণ রায়

'বানো ফুলের সাজি' ৩.৫০

শ্রীনারায়ণকুমার সেন

সরস্বতী লাইব্রেরী

৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

ও অন্যান্য পুস্তকালয়

দেশ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

রূপসী রাত্রি

দাম : ৫.০০ টাকা

শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর

রবীন্দ্রমানসের

উৎস-সঙ্কানে

দাম : ৩.৫০ টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত

৯ম সংস্করণ : ৫.০০ টাকা

ছেলেদের বিবেকানন্দ

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ১.২৫ টাকা

প্রকাশিত হল

তারানাথকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রোমের গল্প

প্রেম-বিষয়ক সাহিত্যে এক অসামান্য
সংযোজন

দাম : ৪.০০ টাকা

তারানাথকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তিন শূন্য

দাম : ৩.৫০ টাকা

সুবোধ ঘোষের

শতকিয়া

দাম : ৮.০০ টাকা

ভারত প্রেমকথা

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ৬.০০ টাকা

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের

চিৎসর বঙ্গ

২য় সংস্করণ : ৪.০০ টাকা

সরলাবালা সরকারের

গল্প-সংগ্রহ

দাম : ৫.০০ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ৥ কলিকাতা ৯



কেন মিছে

কষ্ট পাচ্ছেন ?

তাড়াতাড়ি আরামের জন্যে

বি.আই.কফ সিরাপ ব্যবহার করুন

দমকা ও পুরোনো কাশিতে

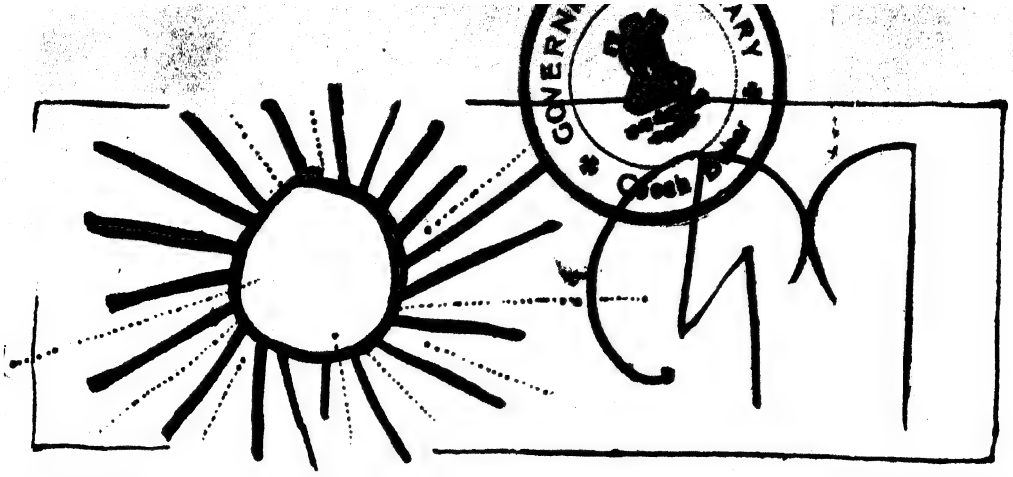
এবং শ্বাসনালীর প্রদাহে

বিশেষ উপযোগী



বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী লিমিটেড





DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 24th October, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫১ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৬ই কার্তিক, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

দেশ পত্রিকার পাঠক ও অনুগ্রাহক-
বর্গকে আমাদের বিজয়-এ প্রীতি সম্ভাষণ
ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। আর সেই সব
হৃৎভাণ্য বেদনাবিমুক্ত নিঃস্বপ্ন মানু-
শ-গুলি—যাহারা প্রকৃতির নিদারুণ খেয়াল
খুশিতে আজ নিরম্ম নিরাশ্রয় তাহাদের
প্রতিও আমাদের প্রগাঢ় সহানুভূতি
জানাই।

এবারে আনন্দময়ীর আগমনের
পূর্বভাষ্য তেমন উজ্জ্বল ছিল না।
পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক এবং
প্রাকৃতিক আবহাওয়া যেরূপ দুর্যোগ-
পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল তাহাতে
আশঙ্কিত হওয়ারই কথা। সারা
পশ্চিম বাংলায় খাদ্য আন্দোলনের
বিস্ফোভ দিনে দিনে যে মূর্তি পরিগ্রহ
করিতেছিল তাহাতে মনে স্বেপিত থাকার
কথা নয়। যাহা হউক, এ-তরফ খানিকটা
শান্ত হইল, কিন্তু ও-তরফ হইতে যাহা
আসিল তাহার রূপ আরও ভয়ংকর।
প্রবল বাত্যা ও অবিরাম বর্ষণের ছেদ
পড়িল না। স্বভাবতই সন্দেহ হইয়াছিল,
এবারে আনন্দময়ীর আগমন তেমন শূভ
নয়। তথাপি কেমন যেন এক ভরসা
ছিল। বাঙালী জাতিকে দোষিয়াছিল,
মারী এবং মহামারীতেও দুর্গোৎসবের
কয়েকটি দিনের আয়োজনে সে কদাচিত
বিস্ময়-মুখ, উৎসাহহীন। ইহা যে
কতদূর সত্য তাহার একটি প্রমাণ এবারও
পাওয়া গেল। বন্যাক্লাবিত অঞ্চলের
কোনো এক স্থানে বিসর্গ জলরাশির
উপর নৌকার পাটাতনে মহামায়ার
বোধন ও বিসর্জন যথার্থীত সমাপ্ত
হইয়াছে। এইরূপ ঘটনা অবশ্য বিরল,
কোথাও কোথাও বোধনের পূর্বেই বন্যার
জলে প্রতিমা ভাসিয়া গিয়াছে, কোথাও বা
ঝড়ের দাপটে গৃহপ্রাঙ্গণ ও পূজাপ্রাঙ্গণ
ভগ্নস্বরূপে পরিণত হইয়াছে। বৃষ্টিতে

বোধন ও বিসর্জন

পারি, যাহারা গৃহ আশ্রয় অন্ন বস্ত্র
এমন কি আত্মীয় পরিজনকেও হারাইয়া
তখন অকলে ভাসিতেছিল তাহাদের
চোখেও প্রতিমা এই অকাল-বিসর্জনে
দু ফোঁটা অশ্রু নামিয়াছিল।

তাহাদের এই অশ্রুর মূল্য কে দিবে
জানি না। বাঙালীর অশ্রু বিসর্জন
এখন নিত্যকার। এবং নিত্যকার বলিয়া
ব্যাপারটা গা-সহ্য, মূলাহীন। আমরাও
যত কেন না কলরব তুলি, মনে মনে এক
ভীষণ হতাশা লইয়া বাঁচিয়া আছি।
রাজরোষ যেন আমাদের ভাগ্যের সহিত
ওগোপ্রভাবের জড়িত হইয়া গিয়াছে।
রাজরোষের সহিত রক্তরোষ যোগ হইলে
বৃষ্টি হতাশাটুকু আরও গভীরভাবে
উপলব্ধি করিতে পারি। এবার তাহাই
হইয়াছে রাজরোষ ও রক্তরোষের কবলে
পড়িয়া আমাদের হতাশা অপরিমিত
হইয়াছে।

শূন্যিয়াছিলাম এবার পশ্চিম বাংলায়
পানের ফলন ভাল হইয়াছে। এত ভাল
নাকি অনেক বৎসর হয় নাই। চাষীর
মুখে হাসি ফুটিয়াছিল, নিরম্ম মানু-
শ আশা করিয়াছিল দু মূঠা অন্ন হয়ত
জুটিবে। অথচ এত আশা ভরসা
আকাশের অভিশাপে মিলাইয়া যাইতে
দেবী হইল না।

পশ্চিম বাংলায় এবারের বন্যা ভয়াবহ।
সরকারী হিসাবে এই বন্যার ফলে ৭০
কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে,
৪০ লক্ষ নরনারী আজ বিপন্ন, দেড়
শতাধিক নরনারী প্রাণ হারাইয়াছে,
অসংখ্য গবাদি পশু বন্যার জলে
ভাসিয়াছে, সহস্র সহস্র কুটির বিধ্বস্ত,
ফসল-ক্ষতির পরিমাণও ভয়াবহ। মৌদীনী-

পুর, বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, হাওড়া,
চব্বিশ পরগণা—বন্যার জল স্পর্শ করে
নাই এমন জিলা পশ্চিমবঙ্গে বাকি ছিল
না। ১৯৫৬ সালের বন্যার তুলনায়
এবারের বন্যা বহুগুণে সর্বনাশী হইয়া
আসিয়াছিল। অথচ তিন বৎসর পূর্বেও
যাহা শূন্যিয়াছিলাম আজও তাহাই শূন্য-
তেছি। সরকারী প্রচার দপ্তর বার বার
শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণের আশ্বাস দিয়াই
খালাস হইতেছেন। প্রশ্ন করি, বন্যা ও
ফসল নাশ, প্রাণহানি, গৃহসম্পত্তি গবাদি
পশুর ক্ষয়ক্ষতি যদি ভোগ করিতেই হয়
তবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আশ্বাস কেন
দেওয়া হয়! অত্যন্ত লজ্জার কথা,
এবারের দামোদরের বিধ্বংসী বন্যা
নিয়ন্ত্রণে ডি ডি সির ব্যর্থতা লইয়া
নানা মহলে সন্দেহ ও সমালোচনা দেখা
দিয়াছে। যদি সরকারের বহু নিনাদী
পরিচালনাগুলির পরিণাম এইরূপ হয়
তবে বৃষ্টিতে হইবে আমাদের দুর্ভাগ্যের
রজনী পোহাইতে পোহাইতে আরও
অনেক বন্যার জল এ-দেশের মাটি
ভুলাইয়া বহিয়া যাইবে।

দুর্গতজনকে সাহায্য দেওয়ার প্রশ্নই
এখন বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। সরকারী
তরফ হইতে সাহায্য দেওয়া হইতেছে,
বিভিন্ন কল্যাণ প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের
সহানুভূতিপূর্ণ সাহায্যও পাওয়া
যাইতেছে। লক্ষ লক্ষ বাঙালীর এই
দুর্গতি আজিরে দূর হউক ইহাই আমরা
কামনা করি। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রত্যাশা
করিব, বাংলার পরী অঞ্চলকে ভয়াবহ
ও জলক্ষতির দুই বাহুগ্রাস হইতে
মুক্ত করার জন্য সরকারী প্রচেষ্টা যেন
সত্য সত্যই যোগা ও কার্যকরী হয়।
সাহায্য অপেক্ষা স্বাবলম্বনের মর্যাদা-
পূর্ণ ব্যবস্থা দাবী নিশ্চয় গৌরবজনক
এবং সুসঙ্গত।

পূজাস্তে সকলকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাই। যিনি আনন্দময়ী, যার আবির্ভাবে চারিদিকে আনন্দ বিচ্ছুরিত হয়—যিনি বরাভয়কর—বাঙলার মাটি এবং আকাশে তাঁর স্পর্শ এবারে পাওয়া যাবেন। ভেসে গেছে কত মানুষ, কত গ্রাম-মাঠ, মাঠের ফসল। তার সংগে সংগে পূজার আনন্দও। সমস্ত বৎসর দুঃখী মানুষ যে আনন্দের দিকে চায়ে প্রতিদিনের দুঃখের বোঝা বয়ে চলে—কত উদাম, কত আয়োজন, কত প্রস্তুতি—সেই অনাবিল আনন্দের দিনগুলি বন্যাপীড়িত মানুষের চোখের জলে মেঘলা আকাশের মতো মলিন হয়ে গেল।

এবং সেইখানেই দুঃখের শেষ নয়। যাদের ঘর ভেসে গেল, আশ্রয় রইল না, তাদের পক্ষে আবার ঘর তোলা সহজ নয়। শূন্য ঘানের গোলা আগামী বৎসরও শূন্য থাকবে। ক্ষুধার পিছু পিছু আসবে মহামারী, মড়ক। নানা সমস্যার জটিল গ্রন্থি পড়বে শূন্য তাদেরই জীবনে নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-জীবনে।

রন্য নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে পশ্চিম-বঙ্গের পরিচালনা নেই। তার অসংখ্য সমস্যার সমাধান দূরের কথা, বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠবে।

এই সমস্যার দৃষ্টি দিকঃ একটি সাময়িক অপরাধি স্থায়ী। যাত্রা চারিদিকে জল-বেষ্টিত হয়ে আটকে পড়েছে, কিন্তু গাছের উপর আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে। তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসতে হবে। আশ্রয়হীনকে আশ্রয়, অগ্নাহীনকে অগ্নি এবং বস্তুহীনকে বস্তু দিতে হবে। শিশুদের দিতে হবে দুধ, রোগীদের ঔষধ এবং পথ্য। বারোটির বেশি সেবাসামিতি এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। কিন্তু এদের মধ্যে সংযোগ না থাকায় কিছু বিশৃঙ্খলা হওয়া অসম্ভব নয়। এইগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনে আনলে কাজে শৃঙ্খলা আসে। সে কি কোনোরূপে সম্ভব নয়?

এর পরেই আসবে স্থায়ী সমাধানের প্রশ্ন। সে প্রশ্ন শূন্যই দৃষ্টি মানবসমূহ পুনর্বাসিত নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের রন্য-নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থার সংস্কার। এবং এ বিষয়ে আমরা ডাঃ সিমানচন্দ্র রায়ের সংগে একমত যে, এই পশ্চিমবঙ্গের এই জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নটিকে সর্বাধিক রাজনৈতিক দলদলির উর্ধ্বে রাখতে হবে।

সমস্যা অবশ্য শূন্য পশ্চিমবঙ্গের নয়। বন্য ভাঙতবষের আরও কতকগুলি রাষ্ট্রই, পশ্চিমবঙ্গের মতো না হলেও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত। প্রায় সবগুলি রাষ্ট্রই কম-বেশি অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। পশ্চিমবঙ্গ তো কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী

পোষ্যই পরিণত হয়েছে, অন্য রাষ্ট্রও তথৈবচ। সকল রাষ্ট্রই নানা সূত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ। তার ফলে সমস্ত ক্ষমতা ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। আমেদাবাদে হায়দর ল্যান্সিক ইনস্টিটিউট অফ পোলিটিক্যাল সায়েন্সের সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষণ-মন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহ এই সম্পর্কে একটি চমৎকার ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

“একথা সত্য নয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার যত বেশি সম্ভব ক্ষমতা ও প্রভুত্ব হস্তগত করার জন্যে ব্যস্ত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, ভারত সরকার তা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার আজ স্টীম রোলারের পরিণত হচ্ছেন এবং রাষ্ট্রগুলির অবস্থা করুণ হয়ে উঠছে।”

শ্রীজগদীশপালাচারীও কেন্দ্রের এই এক-নায়ক-লোভের বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর বলবার কথা, কেন্দ্রের ক্ষমতালোভের ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। তার ফলে ভারতের শাসনপদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠন থেকে এককেন্দ্রিকতায় সরে আসছে। শ্রী শাহ অভিযোগটা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু বলেছেন, এটা ঘটছে কেন্দ্রীয় গভর্ন-মেন্টের লোভের জন্যে নয়, অসুপাচার্য্য কারণটা ঘাই হোক, ব্যাপারটা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক।

প্রশাসনিক ব্যয় সকল রাষ্ট্রই প্রয়োজনের তাগিদে অতি দ্রুত বেড়ে বাচ্ছে। অল্প যথেষ্ট করবর্ধি সত্ত্বেও আর সে অনুপাতে বাড়ছে না। তার ফলে, সকল রাষ্ট্রকেই ক্রমাগত কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হতে হয়। সুতরাং বহুলাংশে দাতা ও ভিক্ষকের মধ্যে যে বাসাবাধকতার সম্পর্ক, কেন্দ্রের সংগে রাষ্ট্রের সম্পর্কে সেই রকম দাঁড়াচ্ছে। এর যা পরিণতি, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, কেন্দ্রীয় সরকার অসহায় দুপাপ্রার্থী রাষ্ট্রগুলিকে সেই অনিবার্য পরিণতির দিকেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন। এব কেন্দ্রীয় প্রতিকার নেই তা নয়। আজ, কিন্তু সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় শিক্ষণমন্ত্রী কোনো কথা বলেন নি।

ডিক্টেটরী বা একনায়ক শাসনের ধর্ম হচ্ছে, শূন্য মন্ত্রীদের নয়, রাজপুরুষদেরও প্রভাব এবং প্রভুত্ব বৃদ্ধি। এই প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু হায়দরা-

বাদের শাদনগরে পণ্ডায়েং সর্দারের উল্লেখধনে কঠোর মন্তব্য করেছেন। সাধারণ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকায় প্রায়ই মন্ত্রী এবং সরকারী কর্মচারীদের ভাব প্রকাশিত হয়ে থাকে। তার সংগে প্রধান মন্ত্রীর প্রতিরূপিতও ছাপা হয়ে থাকে, সে তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই ব্যাপারটা তাঁকে পীড়িত করে—তার মন্তব্য তা বোঝা গেল। তিনি বলেছেন, দেশের এই নতুন গণ-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের স্থান পুরোভাগে এবং সরকারী কর্মচারীদের স্থান পিছনের দিকে। কিন্তু আমাদের গণতন্ত্রে উল্টা ব্যবস্থা। এখানে এই দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা যে জনসাধারণের হাতে তা বোঝবার উপায় নেই। পাঁচ বৎসর অন্তর নির্বাচনের সময় তাদের মূল্য এবং মর্যাদা একবার বাড়ে। কিন্তু তাদের শক্তি যথার্থ কি, কত মহৎ এবং কত পবিত্র, তা তাদের মর্দাচিং বুদ্ধিতে দেওয়া হয়। অশিক্ষিত জনসাধারণ নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হবার সুযোগ পায় না। হটগোলা মিথ্যা-প্রচার এবং ঘৃণা ও দুর্নীতির মধ্যে কোনোরূপে সে পদটি শেষ করা হয়। এই একদিনেই গণতন্ত্রের জন্ম ও সমাধি। ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপে এইরকম।

শ্রীমহর্ষি সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকায় মন্ত্রী ও সরকারী কর্ম-চারীদের ভাব ছাপা দেখে পীড়িত এবং ব্যথিত হয়েছেন। হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এরকম প্রতিরূপিত প্রকাশ যে শূন্য জনসমূহের ঐক্যনিষ্ঠার কাঙ্ক্ষার দৃষ্টিতে প্রতিরূপিত উৎসবে এই প্রথম তা হতো নয়। কেন্দ্রীয় এবং রাষ্ট্রীয় কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সমস্ত সম্মুখিত পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়, শ্রীমহর্ষির দৃষ্টি এঁড়িয়ে দোত পারবে, কিন্তু তার প্রায় সমস্তদর্শনে এই একটি ব্যাপার ঘটে। এবং শ্রীমহর্ষির তিরস্কর সত্ত্বেও ভবিষ্যতেও এই একই ব্যাপার ঘটেবে সে আশংকাও আমাদের রয়েছে। গণতন্ত্রের গোড়াতাই যেখানে গলদ—যেখানে জনসাধারণ ‘সবার নীচে, সবার পিছে, সবজাতির মাঝে’ বসে ভাববার জন্যে এবং দৃষ্টিক্ষেপ মরবার জন্যে, সেখানে জনসাধারণের পুরোভাগে থাকার সম্ভাবনা কোথায়? তাদের সম্মুখের দৃষ্টি আবৃত করে দাঁড়িয়ে আছেন মন্ত্রী এবং রাজপুরুষের দল, যদিও তাঁরা আসলে জন-সাধারণের সেবক। শ্রীমহর্ষির তিরস্কর সম্মুখিত সন্দেহ নেই। এই গোড়ার গলদ দূরীভূত করা আবশ্যিক। জন-সাধারণকে বুদ্ধতে দেওয়া হোক এ রাজ্য তাদেরই। সার্বভৌম শক্তি তাদেরই হতে।

বুটেনের সাধারণ নির্বাচনে কনজার-ভেটিব পার্টি জয়ী হয়েছে। উপর্যুপরি তিনবার কনজারভেটিবদের জয় হলো। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এর কারণ বিশ্লেষণ চলেছে এবং চমক এবং সকলে একমতও হবেন না। ভোটদাতাদের মনের উপর কিসের কতটা প্রভাব পড়েছে, ভোট দেবার আগ্রহ বা অনাগ্রহ (চার ভাগের এক ভাগ লোক ভোট দেয়নি) স্পষ্ট করেছে তার নিখুঁত হিসাব দেওয়া কোনো বিশ্লেষকেরই সাধ্য নয়। বাইরের লোকের পক্ষে অনেক জিনিস বুঝাই দুঃসাধ্য। যেমন, শুন্য যায় যে, রানী যে সম্মতসম্ভবা হয়েছেন এই সুসংবাদও নাকি কনজারভেটিব রাজত্বের প্রতি প্রসন্নতার বৃদ্ধি করেছে। তবে মোটের উপর, 'বেশ আছি'—সাধারণের মনের এই ভাবের উপর জোর দিয়ে এবং সেটি কাজে লাগিয়ে কনজারভেটিবরা ইলেকশন জিতেছে। বুটেনের বর্তমান অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অনস্বীকার্য। দারিদ্র্যের দুঃখ থাকে বলে তা প্রায় কোথাও নেই। অশ্রা তর জন্ম কনজারভেটিব রাজত্বের বিশেষ কোনো কৃতিত্ব আছে একথা বলা যায় না। সারা পশ্চিম ইউরোপেই ক' বছর ধরে থাকে বলে 'বন্দু' 'পরিষদ' চলেছে। লেবার পার্টির বরঞ্চ এই অভিযোগ যে এই সময়ে বৃটিশ শিল্পে উৎপাদন শক্তির যে-প্রসার সম্ভাব্য ছিল কনজারভেটিব গভর্নমেন্টের পলিসি দ্বারা সেটা ব্যাহত হয়েছে। লেবার পার্টির আরো অভিযোগ এই যে, বুটেনে দারিদ্র্যের নিতপেষণ না থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য আরো বাড়ানো সম্ভব। তা ছাড়া কনজারভেটিব রাজত্ব বড়লোক এবং 'স্পেকুলেটর'দের টাকা করার সুযোগ অব্যাহত থাকায় সমাজে অসমতা বেড়ে চলেছে, ১৯৫৬-৫০এ লেবার গভর্নমেন্টের আমলে সমসার দিকে যে গতি প্রবর্তিত হয়েছিল পরের সাত ন' বছরে কনজারভেটিবরা তা উল্টামুখে নিয়ে গেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কিছু লোক যাদের ভোট এদিকে বা ওদিকে যাওয়ার উপর এ-দল বা ও-দলের জয় নির্ভর করে তারা—'বেশ আছি—গভর্নমেন্ট বদলালে আমার কী না কী হবে, তার চেয়ে যেমন অশুচি থাকে'—এই মনোভাব নিয়ে ভোট দিয়েছে। বৈদেশিক ব্যাপারাদির কোনো প্রভাব যদি এই শ্রেণীর ভোটদাতাদের মনের উপর পড়ে থাকে তাও মূলত এই 'বেশ আছি'র মনোভাব পুষ্ট করেছে। গত বছর-খানেক মিঃ ম্যাকমিলান 'শীর্ষ' সম্মেলনে ঘটাবার জন্য অনেক ছোটো-ছোট করেছেন। আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়াকে পরস্পরের কাছাকাছি আনতে ব্যাপারে মিঃ ম্যাকমিলানের যেটুকু কৃতিত্ব—

বৈদেশিকী

এর পরিমাণ স্থির করা মুশকিল—তাকে ফলিয়ে এমন করে প্রচার করা হয়েছে যে অনেকের ধারণা হয়েছে—পিছনে মিঃ ম্যাকমিলানের চেণ্টা না থাকলে বুঝি মিঃ খুশ্চেভের আমেরিকা যাওয়াই ঘটে উঠত না। যুদ্ধের ভয়ে সকলেই ভীত, তার মধ্যে বুটেনের ভয় বোধহয় সবচেয়ে বেশি। কারণ হাইড্রোজেন বম্ব বাধলে বুটেনের নিশিচয়। হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সেইজন্য 'শীর্ষ' সম্মেলন দলনির্বাণে বুটেনের আকর্ষিত। কিন্তু এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে যে, মিঃ ম্যাকমিলান বুটেনের প্রধানমন্ত্রী থাকলে বেন শীর্ষ সম্মেলনের সম্ভাবনা এবং সফলতার আশা বেশি। এর অবশ্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। মিঃ ম্যাকমিলানের নির্বাচনী প্রচারে

এই কথাটা জোর দিয়ে বলা হয় যে, 'শীর্ষ' সম্মেলনে বুটেনের যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হলে মিঃ ম্যাকমিলানের প্রধানমন্ত্রী পদনির্বাচিত হওয়া আবশ্যিক। শব্দ, তাই নয়, 'শীর্ষ' সম্মেলনে বৃটিশ প্রতিনিধি হিসাবে তাকে জোরদার করার জন্য পার্লামেন্টে তার দলের গরিষ্ঠতা বৃদ্ধি করার জন্য মিঃ ম্যাকমিলান ভোটদাতাদের কাছে আবেদন জানান। নির্বাচনের ফলে অবশ্য কনজারভেটিব দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বেড়েছে, কিন্তু তাতে 'শীর্ষ' সম্মেলনে মিঃ ম্যাকমিলান কিসে বেশি জোরদার হবেন তা বুঝা যায় না। বৃটিশ ভোটদাতারা পার্লামেন্টে কতকগুলি বেশি কনজারভেটিব সদস্য পাঠিয়ে কার বিরুদ্ধে মিঃ ম্যাকমিলানকে জোরদার করলেন? বুটেনে 'শীর্ষ' সম্মেলনের বিরুদ্ধে কোনো দল আছে কি? তা ছাড়া 'শীর্ষ' সম্মেলনের সফলতা আসলে যাদের উপর নির্ভর করে তাদের মধ্যে তো বুটেন নেই। বিশ্বব্যাপী লাগানো বা না লাগানোর মালিক তো বুটেন নয়, সেটা তো নির্ভর করে এক পক্ষে আমেরিকা ও অন্য পক্ষে সোভিয়েটের উপর

॥ প্রকাশের অপেক্ষার ॥

কুমারেশ ঘোষ ॥ সাগর নগর

সাগরের বকে এক আঙ্গুর নগরের কাহিনী

॥ সাম্প্রতিক প্রকাশনা ॥

মনোজ বসুর মানব নামক জম্বু ৩-০০, রক্তের বসলে রক্ত ২-৫০

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (তৃতীয় খণ্ড) বিনয় ঘোষ ১২-০০

অপারেশান নীহাররজন গুপ্ত ৬-০০ ॥ রাজা ও মালিনী

বারীন্দ্রনাথ দাশ ৩-০০ ॥ রবীন্দ্রী বিনায়ক সান্যাল ৪-০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-বারো

সেখানে বৃটেনের ভূমিকা ততো প্রকৃত প্রস্তাবে
গৌণ। কিন্তু যাই হোক কনজারভেটিবদের
প্রচারের ফলে একশ্রেণীর লোকের মনে
নিশ্চয়ই এই রকম একটা ধারণা হয়েছে যে,
বৃটিশ প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ ম্যাকমিলান
না গেলে বাকি 'শীর্ষ' সম্মেলনের কাজ
ব্যাছত হবে অথবা তাতে বৃটেনের মত

স্বাধোপযুক্ত প্রাধান্য পাবে না। এ ব্যাপারেও
সেই পরিবর্তনের ভয়, যদিও যুক্তির দিক
থেকে সেই ভয় অমূলক মনে হয়।
অভাবতর ব্যাপারটিকেও যেমন, তেমনি
বৈদেশিক প্রশ্নেও সেই এক ভাব—বেশ
খাচ্ছি, কিছু বদলিয়ে কাজ নেই, কী
জানি বদলালে কী হবে।" তা না হলে

সুয়েজের কাণ্ডে, সাইপ্রাসে বৃটিশ নীতির
দীর্ঘায়ত এবং রক্তাক্ত বিডম্বনা, আফ্রিকায়
বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতির পরিচালনায়
কনজারভেটিব গভর্নমেন্ট যে কুকাতির
পরিচয় দিয়েছেন তা কেমেন করে উপেক্ষিত
হতে পারে? এই নিষাচনের ফল দিয়ে
যদি জাতির বিচার করতে হয়, তবে বলতে



আগামীরা প্রস্তুতি

খোঁকা আর খোঁকা নেই। আজ সে বড়
হয়েছে। দু'দিন পরে বাবার মতো ওকেও অনেক দায়িত্ব নিয়ে
এগিয়ে আসতে হবে সংসারের মর্যাদার সংগ্রামে।.....
বুক বাবা আজ রাস্তা। কপালের ডাঁকে ডাঁকে তার বার্ককোর ছাপ।
জীবনের সব অবিজ্ঞতা, সব সঙ্কর দিয়ে খোকাকে সে বড় করে
তুলেছে। তার বুক ঢালা মেহের ছায়ায় দিনে দিনে ছোট্ট চারটি
মতো বেড়ে উঠেছে খোঁকা, আর কেনেছে জীবনের
কঠিন সত্যকে—খোঁচে থাকার কঠিন সংগ্রাম।
এ শুধু আগামীরাই প্রস্তুতি। আজকের এই মহান
সংগ্রামই যে একদিন প্রান্তিকের, রাস্তার পৃথিবীকে আনন্দ স্থলের
উজ্জ্বল হাসি গানের উৎস করে গড়বে।

আজ সমুদ্রের গোরবে আমাদের পণ্যক্রম এ দেশের সমগ্র
পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্য ও সুখী করে রেখেছে।
তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে
আগামীরা পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে
মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের
সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি, আমাদের
মতন মত, মতন পথ আর মতন পণ্য নিয়ে—

৬ কার্তিক ১৩৬৬

হয় বুটেনের জাতীয় মনে ভীরুতা এবং আদর্শবিমুখতার প্রয়োগ আশ্রয় নিয়েছে। এমন কি গণতান্ত্রিকতার দৃষ্টিকোণ থেকেও বুটেনের এই নির্বাচন ফল গৌরবের নয়। শুনো যেত কে বুটিশ গণতন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এক দলের হাতে একাদিক্রমে ক্ষমতা থাকে না, ভোটদাতারা কোনো দলের হাতে উপর্যুপরি বার বার ক্ষমতা অর্পণ করে না, সরকারী কাজের রেকর্ড যাই হোক, কারণ একাদিক্রমে এক দলের হাতে ক্ষমতা থাকতেই গণতান্ত্রিকতার দিক থেকে একটা খারাপ জিনিস। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বুটেনের এই চিন্তার প্রভাব নির্বাচনে কার্যকর হয়নি। অবশ্য অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং সংবাদপত্র যারা লেবার পার্টির সংগে একমত নয় তারাও এবার নির্বাচনে লেবার পার্টিতে সমর্থন করার জন্য আবেদন করেছিলেন এই কারণে যে কন্জারভেটিভ পার্টির পুনর্নির্বাচন বুটিশ গণতন্ত্রের পক্ষে অস্বীকার করে। কিন্তু দেখা গেল যে, এই ব্যক্তির দ্বারা 'ফ্রেন্ডিং ভোট'—অর্থাৎ যারা কোনো দলের একমত সমর্থক নয় এবং নির্বাচনের সময়ে কোনো দলে ভোট দেবে স্থির করে, তারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয় নি। বুটিশ গণতন্ত্রের পক্ষে এটা গৌরবকর নয়।

বুটেনে যে দলেরই গভর্নামেন্ট হোক স্বাধীন ভারতের পক্ষে সম্মত, এ কথা ঠিক নয়। ভারত সরকার অবশ্য বুটেনে যে দলের গভর্নামেন্ট হোক তার সঙ্গে সংযোগিত ব্যবস্থা এবং সেখানেই সংসদীয় রক্ষা করে চলেছেন। বুটিশ কন্জারভেটিভ গভর্নামেন্ট এবং ভারত সরকারের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা উভয়পক্ষেরই প্রশংসার কথা। কিন্তু বুটেনে লেবার অথবা কন্জারভেটিভ যে গভর্নামেন্টই হোক আমাদের পক্ষে সম্মত এ কথা বলা আন্তর্জাতিক সরকারী প্রতিশ্রুতীসম্মত হতে পারে, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে নিশ্চয়ই পক্ষপাত আছে এবং সে পক্ষপাত আমাদের অনুমোদন করা উচিত। বুটেনে কোন দলের রাজত্ব চলে সেটা ক্ষর নির্ভরকম হোক দেখলে ভারতের নিজস্ব স্বাধীনতার পক্ষে আজ অবস্থার মতন হতে পারে, কিন্তু প্রাক-স্বাধীনতা কালের কথা একটা মনবণ কালেই বুঝা যায় যে, এখনও আমরা বুটিশ উপনিবেশিক শাসনের পাশ থেকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছি—অন্য আফ্রিকার একাধিক জাতিকে তাদের পক্ষে প্রণয়ী মোটেই অবশ্যের নয়। এই সব জাতির স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসের প্রতি ভারতবাসীরা এবং আমরা কবো যাই যে, ভারত সরকারও উদাসীন থাকতে পারেন না। তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি অস্বীকার করার জিনিস নয়। এবং এ সম্বন্ধে কোনো

দেশ

সন্দেহেরই কারণ নেই যে, নির্বাচনে লেবার পার্টির পরাজয় এবং কন্জারভেটিভ গভর্নামেন্টের পুনর্নির্বাচন স্বাধীনতাকামী লক্ষ লক্ষ আফ্রিকানদের পক্ষে একটি শোচনীয় ঘটনা। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে যেসব ক্ষেত্রে পরাধীন জাতিদের মুক্তির সমস্যা আলোচনার বিষয় হয় সে সব ক্ষেত্রে ভারত সরকার এবং বুটিশ সরকারের মধ্যে সহযোগিতা বুটেনে লেবার গভর্নামেন্ট হলে নিশ্চয়ই অধিকতর সহজ হতো। ভারতের দিক থেকে আর একটি ভাববার কথা আছে। বুটেনে কন্জারভেটিভ পার্টির জয় থেকে আমাদের সরকার গেন মনে না করেন যে, কন্জারভেটিভ পার্টির মনোবৃত্তি এবং

তবনিসূত নীতির দিকে সর্বদাই ব্যাক লোকের মন ঝুঁকছে। যে সব দেশে সাধারণের পক্ষে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য মোটের উপর একটা উচ্চ স্তরে পৌঁছেছে সে সব দেশে পরিবর্তনের বিপ্লব না নেওয়ার দিকে অনেকের মন কিছুটা ঝুঁকতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের মতো দেশে সেসব চিন্তাও বিপজ্জনক। বুটেনে লেবার পার্টির পরাজয়ে ভারতবর্ষের নেতারা যদি দুঃখিত না হয়ে থাকেন (প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ সরকারী পক্ষে প্রতিষ্ঠিত বাস্তবের পক্ষে করা অবশ্য বিধেয় নয়) তবে সেটা ভারতের কথা বলেই মনে করি। ১৮/১০/৫৯

নববৃন্দাবন • নালকণ্ঠ

কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চকে প্রথম ডিল — নির্মম নির্ভীক লেখনীতে দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধোত্তর কলকাতার স্তারূপ — কৃষ্ণ অভিশাপে কখনও নতুন সমাবেশনার ধারান্যানে কখনও করুণ-মেদুর। পাঁচ টাকা

ব্রাত্য • নারায়ণ সান্যাল

অনিমেষে লীলা নিয়ে যার বিপ্লবী জীবন শুরু, এমন নিশ্চিত, নিরাজ্য নীতিহীনতায় কেন তাঁর জীবনের শেষ? তিন টাকা
সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড । ৯ রায়বাগান স্ট্রীট
কলকাতা ৬ । ফোন: ৫৫-৩১৪৮

(সি ১৭৭৯)

মন্মথ রায়ের আবিস্মরণীয় নাট্যাবদান

"তার নতুন অর্পণের পৌরাতন ও ঐতিহাসিক নাটক এবং বিশেষ করে তাঁর একমাত্র নিজস্ব বিষয়বস্তুর একাধিকবর্ষীয় ধাববীহিকতাকে অনুসরণ করলে একরকম মন্মথ রায়েরই একটি যুগ বল আঘাত করা যেতে পারে।"

—মানসবাজার পত্রিকা : ৫-৫-৫৭

"একমাত্র নাট্যকার ক্ষেত্রে তো তিনি আজও সত্যি।"—দেশ : ২১-৫-৫৯

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ অভিনীত কোহিনূরনাটক 'কোটিপতি নিরুদ্দেশ'

এবং হোসহ ২ বিদ্যাপর্ণা — রাজনটী — রূপকথা

[প্রতিটি নাটকে একটিমাত্র দৃশ্যপট। বিখ্যাত নাট্যচতুষ্টয় : একত্রে] ৩০.০০

নব একাধিক 'দশটি আধুনিক একাধিক নাটক সংকলন' ... ৩.০০

একাধিক 'একুশটি পুস্তিক একাধিক নাট্যগুরু' ... ৫.০০

ছোটদের একাধিক 'ছোটদের বারোটি একাধিক নাটক' ... ২.০০

কারাগার—মুন্ডির ডাক—মহুয়া (সুপ্রসিদ্ধ নাটকতর, একত্রে) ... ৩.৫০

মীরকাশিম — মমতাময়ী হাসপাতাল — রঘুডাকাত (একত্রে) ... ৩.০০

জীবনটাই নাটক — আরও নাটক (নব সংস্করণ) ... ২.৫০

ধর্মঘট — পথে বিপথে — চাষীর প্রেম — আজব দেশ

[চারটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, নব নাট্য আন্দোলনের জয়সম্ভ, একত্রে] ৪.০০

মরা হাতী লাখ টাকা [শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ অভিনীত] ... ১.০০

চাঁদসাদাগর = অগোলাক = খনা = সাবিত্রী [প্রত্যেকটি] ... ২.০০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স : কলিকাতা-৬

সেখানে বটেনের ভূমিকা তো প্রকৃত প্রস্তাবে গৌণ। কিন্তু যাই হোক কনজারভেটিবদের প্রচারণার ফলে একশ্রেণীর লোকের মনে নিশ্চয়ই এই রকম একটা ধারণা হয়েছে যে, ব্রিটিশ প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ ম্যাকমিসান না গেলে বৃষি 'শীর্ষ' সম্মেলনের কাজ ব্যাহত হবে অথবা তাতে বটেনের মত

ব্যখোপযুক্ত প্রাধান্য পাবে না। এ ব্যাপারেও সেই পরিবর্তনের ভয়, যদিও যুক্তির দিক থেকে সেই ভয় অমূলক মনে হয়। অভ্যন্তর ব্যাপারটিকেও যেমন, তেমনি বৈদেশিক প্রশ্নেও সেই এক ভাব—বেশ আছি, কিছু বদলায় কাজ নেই, কী জানি বদলালে কী হবে! তা না হলে

সুয়েজের কান্ডে, সাইপ্রাসে ব্রিটিশ নীতির দীর্ঘায়ত এবং রক্তাক্ত বিড়ম্বনা, আর্মির ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির পরিচালনায় কনজারভেটিব গভর্নমেন্ট যে কুকীর্তির পরিচয় দিয়েছেন তা কের্মন করে উপেক্ষিত হতে পারে? এই নিষাচনের ফল দিয়ে যদি জাতির বিচার করতে হয়, তবে বলতে



আগামীরা প্রস্তুতি

খোকা আর আর খোকা নেই। আজ সে বড় হয়েছে। দু'দিন পরে বাবার মতো গুকেও অনেক ছায়ির নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে সংসারের মনোবিচার সংগ্রামে।..... বৃক বাবা আর রক্ত। কপালের তাক তাকে তার বার্ষিকের ছাপ। জীবনের সব অবিজ্ঞতা, সব সঙ্কর দিয়ে খোকাকে সে বড় করে তুলেছে। তার বৃক ঢালা মেহের ছায়ায় দিনে দিনে ছোট চারটির মতো বেড়ে উঠেছে খোকা, আর মেহেছে জীবনের কঠিন সত্যকে—থেকে থাকার কঠিন সংগ্রাম। এ শুধু আগামীরাই প্রস্তুতি। আজকের এই মহান সংগ্রামই যে একদিন শ্রান্তিময়, ক্লান্তিময় পৃথিবীকে আনন্দ সুখের উজ্জ্বল হাসি গানের উৎস করে পড়বে।

আজ সমুদ্রের গৌরবে আমাদের পণ্যক্রয় এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্য ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি, আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে—

হয় বটেনের জাতীয় মনে ভীৰুতা এবং আদর্শবিমুখ আরাধ্যপ্রত্যা আশ্রয় নিয়েছে। এমন কি গণতান্ত্রিকতার দৃষ্টিকোণ থেকেও বটেনের এই নির্বাচন ফল গোরবের নয়। শুন্য যেত তে বটিশ গণতন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এক দলের হাতে একাদিক্রমে ক্ষমতা থাকে না, ছোটখাটারা কোনো দলের হাতে উপযুক্তি পায় বার বার ক্ষমতা অর্পণ করে না, সরকারী কাজের রেকর্ড খাই হোক, কারণ একাদিক্রমে এক দলের হাতে ক্ষমতা থাকারই গণতান্ত্রিকতার দিক থেকে একটা খারাপ জিনিস। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বটেনের এই চিন্তার প্রভাব নির্বাচনে কার্যকর হয়নি। অদৃশ্য অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং সংবাদপত্র যারা লেবার পার্টির সংগে একমুখ নন হারিও এবার নির্বাচনে লেবার পার্টিতে সমর্থন করার জন্য আবেদন করেছিলেন এই কারণে যে কন্সজারভেটিভ পার্টির পুনর্নির্বাচন বটিশ গণতন্ত্রের পক্ষে অনিষ্টকর হবে। কিন্তু দেখা গেল যে, এই ব্যক্তির দ্বারা যেটা ছোট-একথা যারা কোনো দলের একনিষ্ঠ সমর্থক নয় এবং নির্বাচনের সময়ে কোন দলে ভোট দেবে সিদ্ধ করে, তাবা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয় নি। বটিশ গণতন্ত্রের পক্ষে এটা পোষক নয়।

বটেনে যে দলেরই গণতান্ত্রিক মতের সমর্থন ভারতের পক্ষে সমান, এরকম চিন্তা নয়। ভারত সরকার অবশ্য বটেনে যে দলের গণতান্ত্রিক মতের তার সংগে সমর্থনীয়ত বলায়ক এবং তৎসমর্থন সম্পর্কিত কথা বলে চলেছেন। বটিশ কন্সজারভেটিভ গণতান্ত্রিকতা এবং ভারত সরকারের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা উভয়পক্ষেরই প্রশংসার কথা। কিন্তু বটেনে লেবার অথবা কন্সজারভেটিভের যে গণতান্ত্রিক মতেরই কোন অমানে পক্ষে সমান, এরকম বলা অমতান্ত্রিক সরকারী প্রতিশ্রুতীসমূহ হাতে পালে, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে নিশ্চয়ই পক্ষের আশ্রয় এবং সে পর্যন্ত অমানে অনুভব করা উচিত। বটেনে কোন দলের রাজত্ব চলে সেটা ক্ষেত্র নির্ধারণের থেকে দেখান ভারতের নিজস্ব স্বাধীনতা পক্ষে যতটা অসংকলন মনে হতে পারে ততটা প্রকাশ্যভাবে কাজের কথা। একটা সমর্থন কালই বুঝা যায় যে, এখনও ভারত বটিশ উপনিবেশিক শাসনের পক্ষ চলেই স্বাধীনতার জন্য লড়াই হচ্ছে—চলবে যাঁচুকর একাধিক জাতিকে—তার পক্ষে প্রশংসা মোটেই অবশ্যই নয়। এই নব জীবনের স্বাধীনতা কাজের প্রয়াসে প্রতি ভারতবাসীরা এবং আশা করা যায় যে, ভারত সরকারও উদারীন থাকতে পারেন না। তাদের প্রতি অমানের সহানুভূতি অস্বীকার করার জিনিস নয়। এবং এ সম্বন্ধে কোনো

সন্দেহেরই কারণ নেই যে, নির্বাচনে লেবার পার্টির পরাজয় এবং কন্সজারভেটিভ গণতান্ত্রিক মতের পুনর্নির্বাচন স্বাধীনতাকামী লক্ষ লক্ষ আফ্রিকানদের পক্ষে একটি শোচনীয় ঘটনা। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে যেসব ক্ষেত্রে পরাধীন জাতিদের মূর্তির সমস্যা আলোচনার বিষয় হয় সে সব ক্ষেত্রে ভারত সরকার এবং বটিশ সরকারের মধ্যে সহযোগিতা বটেনে লেবার গণতান্ত্রিক হলে নিশ্চয়ই অধিকতর সহজ হতো। ভারতের দিক থেকে আর একটি ভারতের কথা আছে। বটেনে কন্সজারভেটিভ পার্টির জয় থেকে আমাদের সরকার গেন মনে না করেন যে, কন্সজারভেটিভ পার্টির মনোবৃত্তি এবং

তর্কনিসূত নীতির দিকে সর্বদাই বৃদ্ধি লোকের মন ঝুঁকছে। যে সব দেশে সাধারণের পক্ষে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য মোটের উপর একটা উঁচু স্তরে পৌঁছেছে সে সব দেশে পরিবর্তনের রিস্ক না নেওয়ার দিকে অনেকের মন কিছুটা ঝুঁকতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের মতো দেশে সেসব চিন্তাও বিপজ্জনক। বটেনে লেবার পার্টির পরাজয়ে ভারতবর্ষের নেতারা যদি দুঃখিত না হয়ে থাকেন (প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ সরকারী পক্ষে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষে করা অবশ্য বিধের নয়) তবে সেটা ভারতের কথা বলেই মনে করি।

১৮/১০/৫৯

নববুদ্ধাবন • নীলকণ্ঠ

কলকাতার সিভিল সার্ভিসে প্রথম টিল — নির্মম নির্ভীক লেখনীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কলকাতার সত্যরূপ — ভ্রূক অভিভাষণে কখনও বক্তা সমবেদনার ধারাসমানে কখনও করুণ-মোহুর। পাঁচ টাকা

ব্রাত্য • নারায়ণ সান্যাল

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে যার বিপ্লবী জীবন শুরু, এমন নিশ্চিত, নিরাতপ নীতিহীনতায় কেন তার জীবনের শেষ? তিন টাকা

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড । ৯ বাবুগান স্ট্রীট

কলকাতা ৬ । ফোন : ৫৫-৫১৪৮

(সি ১৭৭৯)

মন্মথ রায়ের অবিস্মরণীয় নাট্যাবদান

“তার নতুন আবিষ্কার পেট্রোলিক ও ব্রিটনিস্ট নাটক এবং বিশেষ করে তার এতদূর নিজস্ব বিস্ময়কর একাধিককণ্ঠস্বর ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করলে একই মতের সহস্রটি একটি যোগ বলে অস্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা : ৫-৫-৫৭

“একটি নাটকের ক্ষেত্রে তাই তিনি আঙুর সম্ভার।” —দেশ : ২১-৫-৫৯

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ অভিনীত কৌতুকনাটক ‘কোটিপতি নিরুদ্দেশ’

এক প্রহসন ৩ বিদ্যাপথ্য — রাজনটী — রূপকথা

‘প্রতিটি নাটকে একটিন্দ্র দৃশ্যপট। বিখ্যাত নাট্যতত্ত্ববিদ : একত্রে]

নব একাধিক পত্রি আধুনিক একাধিক নাটক সংকলন] ... ৩০.০০

একাধিক একাধিক পত্রি একাধিক নাট্যগুরু] ... ৫০.০০

ছোটদের একাধিককা ছোটদের বারোটি একাধিক নাটক] ... ২০.০০

কারাগার—মহাশূর ডাক—মহাশূর ‘সুপ্রসিদ্ধ নাটকত্রয়, একত্রে] ... ৩০.০০

নীলকণ্ঠ — মমতাময়ী হাসপাতাল — রঘুডাকাত [একত্রে] ... ৩০.০০

জীবনটাই নাটক — আরও নাটক নব সংস্করণ] ... ২০.০০

ধর্মঘট — পথে বিপথে — চাষীর প্রেম — আজব দেশ

[চারটি পৃথক নাটক, নব নাট্য আন্দোলনের জয়সম্ভব, একত্রে] ৪০.০০

মরা হাতী লাখ টাকা [শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ অভিনীত] ... ১০.০০

চাঁদসদাগর = অশোক = খনা = সার্বভৌম [প্রত্যেকটি] ... ২০.০০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স । কলকাতা-৬

পৃথিবীতে এমন জীবও আছে, যাদের দেহ সোনার ওজনের চেয়েও বেশী দামে বিক্রী হয়। এ জীবটির নাম চিগুলা। নিবাস দক্ষিণ আমেরিকা। দেখতে কাট-বিড়ালী আর বনবিড়ালের মাঝামাঝি। চিগুলার কদর হচ্ছে ওর গায়ের ওপরকার ঘন রেশমী লোমযুক্ত চামড়ার জন্য। এঁউস গর্ভতমালার প্রায় উনিশ হাজার ফিট উঁচু চাড়ার এদের পাওয়া যায় এবং এক সময়ে এঁ অঞ্চলের প্রাচীন ইনকা নৃপতিদের পরিচ্ছদের শোভাবিধিতে চিগুলার লোমশ চামড়া ব্যবহৃত হতো। আজ ইউরোপ এবং আমেরিকায় চিগুলার লোমশ চামড়ার ব্যবহার এমন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে জীবিত ধরে এনে নানা জায়গায় এদের পালন ও প্রজননের ব্যবস্থা হয়েছে। চিগুলার লোমযুক্ত চামড়ার কদরের কারণে তার গাটা অত্যন্ত মোসাম্বিক এবং ওজন অতি হালকা—এক বর্গ গজ চামড়ার ওজন এক বর্গগজ রেবনের সমান। চিগুলার চর্মের চাহিদা খুব বেশি। চিগুলা ধরার ব্যবসা এমন অবস্থায়

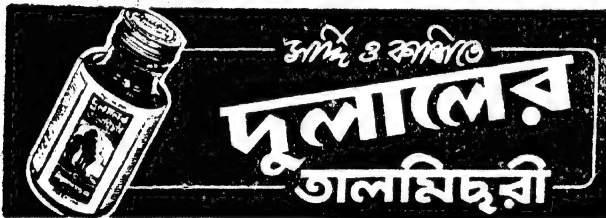
বিশ্ব-বিস্ত্রি

পৌঁছায় যে এক সময়ে জীবটির অস্তিত্বই লোপ পাবার উপক্রম হয়। পাহাড়ের অতি উঁচুতে ওদের ধরতে গিয়ে ঠাণ্ডায় অনেক শিকারীকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। চল্লিশ বছর আগে চিগুলা অতি দুর্লভ হয়ে যায়। চিনির গভর্নমেন্ট সে সময়ে আইন করে জীবিত বা মৃত চিগুলার রপ্তানি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন। পেট্রা, ইকোয়েডর ও বোলিভিয়াতেও চিগুলার ক্রমবর্ধে বিলোপ এমন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় যে, এ দেশগুলির গভর্নমেন্ট শিকার ও রপ্তানি সম্পূর্ণ বন্ধ করতে এমন আইন প্রণয়ন করেন যাতে আইনভঙ্গকারীর প্রথমবার অপরাধের জন্য একটা হাত কেটে দেওয়া এবং দ্বিতীয়বার অপরাধ করলে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এক

সময়ে চিগুলার চর্ম রপ্তানি বছরে চার লক্ষতে পৌঁছেছিল। বর্তমানে আমেরিকার বহু স্থানে চিগুলা পালন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বিশ বছর আগে এক জোড়া চিগুলার দাম ছিল সাড়ে ছ' হাজার থেকে আট হাজার টাকা অর্থাৎ একটা চিগুলাকে পাল্লার একধারে সোনা রেখে ওজন করলে সেই সোনার যে দাম চিগুলার দাম হয় তার চেয়েও বেশী।

পাখিদের জন্য গানের স্কুল—শুনতে অদ্ভুত লাগলেও হার্সিং পর্বত ও জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চলে ক্যানেরী পাখিদের গান শেখাবার জন্য স্কুল আছে। অনশৌলিন প্রকাশ পেয়েছে যে, ১৯৫৯-এর ক্যানেরীর প্রাক-মহাযুদ্ধ আমলের তুলনায় গানের প্রতি কম অনুরক্ত। যুদ্ধের পর সম্ভবত ক্যানেরীর প্রতিপালকরা সময়ের অভাবের কারণে গানের গাইতে শেখানোর দিকে তেমন মন দিতে পারেন না। মোডল শতাব্দীর প্রারম্ভে আত্মসংকীর্ণ সাগরের ক্যানেরী স্বাধিপাঞ্জ থেকে ইউরোপে প্রথম এই পাখি আমদানী হয়। স্বাধিপাঞ্জ নামানুসারেই হলান্ড দেশের পাখিটির ক্যানেরী নাম হয় এবং পাখিটির সর্বপ্রথম আজ এই নামটিই প্রচলিত। বিভিন্ন সবরের অনুকরণের একটি প্রবণতা এদের থাকলেও এমন মেজাজী পাখি যে অনেক দমকে দখিৎকাল ধরে গেম্বারী হয়ে খাটো বসে থাকে। উনিশশ শতাব্দীর শেষের সহায়তায় এদের কাছে সুর ফোঁটারের চেষ্টা করা হতো। এখন এদের কাছে সুর এনে দেবার পদ্ধতি বদলেছে। জার্মানীর অনেক স্থানে যেখানে পাখিয়ার গান শোনা যায় অনেকে তাদের ক্যানেরীর পাখি খাটো করে সেসব অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে কোম্পার ধারে রেখে দেন। এইভাবে পাখিয়ার অনবদ্য সুরতান ক্যানেরী পাখিটাকে নিয়ে আয়ত্ত করিয়ে নেওয়া হয়।

ব্যাটেন কোন কোন লোকের ক্যানেরী এমন মিষ্টি সুর আয়ত্ত করেছে যে তাদের গান শুনিয়ে মজিবরা বেশ বেজগার করতে সক্ষম হয়। ১৯২০র আমলে একটা ক্যানেরী ব্যাটেনের মিউজিক-হলগুলিতে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কোন ড্রিংব্রুমের দৃশ্যে ওকে হাজির করা হতো। মণ্ডের মাঝখানে একটা টেবিলের ওপর সেমসের গিল্টি করা তার খাটোটি বসিয়ে রাখা হতো। উইংগাসের ধার থেকে একটা ঘণ্টা বাজবার আগে সাংগেট ছোট্ট ক্যানেরীটি মিষ্টি গান আবহ করে পরবর্তী শিশুপীর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত শ্রোতাদের পূজিত করে গেয়ে যেত।



ন্যায্যমূল্যে আধুনিক ডিজাইনের
শীতবস্ত্রের

বিপুল আয়োজনসহ আগনাদের সেবায় নিযুক্ত—

রামগোপাল গোরামল

৪৮, মনোহরদাস স্ট্রীট (সোনাপটি), দোতলা, কলিকাতা-৭
ফোন নং—৩৩-৩৫৯৪

বিঃ দ্রঃ—বেনারসী এবং খাবতীয় সিলেক্ট ও তাঁতের ধুতি-সাড়ী
সর্বসময়ে পাওয়া যায়।

এক গাইয়ে ক্যানেরীকে মশে বাসিয়ে দেবার পর কোন কোন সময়ে এখন গোমড়ামুখে করে থাকতে দেখা যেত যে কোন উপায়েই তাকে গাইতে উৎসাহিত করা সম্ভব হতো না। বারকয়েক তার এইভাবেটা লক্ষ্য করে শেষে তার মলিক আবিষ্কার করে যে যেভাবে জাজ সংগীত শুনলেই পাখিটি গম্ভীর হয়ে ওঠে। এই 'উন্নাসিক' ক্যানেরীটি জাজ জাতীয় সংগীত বড়ো ঘণা করতো, কিন্তু বেথোফেন, মোজার্ট প্রভৃতির ক্লাসিকাল সংগীত এমন একটা প্রভাব এনে দিত যে তারপর তার কণ্ঠের সুরমাজ্ঞান আর তুলনা থাকতো না।

বরাং যে কার কখন কিভাবে খেলে যায় কেউ বলতে পারে না। বলিষ্ঠ এবং সুসোহসী আর্থার মাইলস কুইন্সল্যান্ডের রকহাম্পটন রেডিও ময়দানে বন্য ঘোড়ার পিঠে চড়ার প্রতিযোগিতায় নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে সে দশ পয়েন্ট এগিয়ে। বিজয়তা বলে ঘোষিত হতে দশ সেকেন্ডের জন্য এক অতি দূরন্ত প্রকৃতির ঘোড়ার পিঠে চড়া কেবল কঠিন। ঘোড়ার খঁচর নেটেটা খুলতেই তারপায়ে লক্ষ্যমান উন্নত ঘোড়ার পিঠে অধিষ্ঠিত হয়ে আর্থার বেরিয়ে আসতে যেতেই এক উত্তেজিত ব্যঙ্গ একবারে ট্র্যাকের ওপরে হুটুটি পড়ল এসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আর্থার এক লম্বা ঘোড়া থেকে নামে বম্বাক বিচ থেকে চিনে সবিতে অবশ্য নিনে বিন্দু ঘোড়ার পিঠ থেকে হুটুটি খেয়ে লোকজনকে পড়ে আর্থারের অক্ষাংশ ছোঙে যায়। আর্থারকে হাসপাতালে চলেত হয়।

যে কখন লোকটিকে আর্থার উন্নত ঘোড়ার কবল থেকে রক্ষা করে তার নাম ছিল জেমস লুটফিল্ড এক প্রভূত ধনী পশুপালক। অত্যন্ত আর্থারকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে বলে: "তোমার এই দুর্বলতার জন্যে আমি দম্বী, তুমি বিজয়তার পুরস্কার পেলেন না বটে তবে এর জন্যে তোমায় আফশোষ পোষণ করে থাকতে হবে না।" ব্যাপারটা খাট ছাপছব আশে। ইতিমধ্যে আর্থার সঠি বাক্সের কথা বিস্মৃত হয় এবং সম্প্রতি রোগভেগের পর হাসপাতালের হাসপাতালে থেকে জাড়া পেয়ে বেকার এবং দ্রুত অবসায় দিন কাটাচ্ছিল। ততঃ একদিন এক এজেন্ট তার কাছে উপস্থিত — অনেক ঘোরাঘুরি করে আর্থারের খোঁজ পেয়েছে সে। এজেন্ট জানালে যে জেমস লুটফিল্ড সম্প্রতি মারা গিয়েছে এবং তার উইলে সস তার কুইন্সল্যান্ডের প্রায় সাত লক্ষ টাকা র গবাদি পশুর বাবসা এবং শরতীর নগর প্রায় চার লক্ষ টাকা আর্থারকে দিয়ে গিয়েছে।

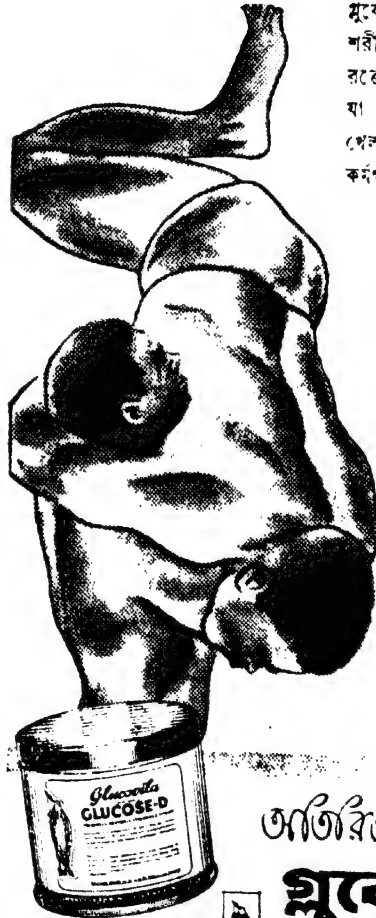
কালু ওজনে কম হলেও,
নিজের শক্তি দিয়ে
সেটা পুথিয়ে নিত।

কালু কুস্তিতে জিতে গেল

সেই জনোই প্রতিদ্বন্দী
ওজনে বেশী হলেও শেষ
পর্যন্ত কালুই জিতে
গেল। এই অতিরিক্ত
শক্তি কালু পেয়েছে
মুকোভিটা থেকে।
মুকোভিটা আপনার
শরীরের প্রয়োজনীয় শর্করা
রক্তে যোগান দেয়,
যা থেকে কাজেকর্মে
খেলাধুলায় অতিরিক্ত
কর্মক্ষম হওয়া যায়।

★ ★ ★

চা. ককি, চুখ ও শীতল
পানিখের সহিত মুকোভিটা
গ্রহণ করুন। এক থেকে
তিন চা চামচ প্রত্যেক
কাশ বা রোগের সহিত
মিশিয়ে দিন। সহজেই
মিশ্রিত হয়।



অতিরিক্ত শক্তির জন্য
মুকোভিটা

কলি প্রাইভেট লিমিটেড (কাং / ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
ভারতের এজেন্ট: শ্যারী হুও কোং (ইন্ডিয়া) আইডেট লিমিটেড

আজকের দিনে ক্ষয়রোগকে আর 'শিবের অসাধা' রোগ বলা যায় না। প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যমে মানুষে টানাটানির পর মানুষই জয়লাভ করেছে। এ রোগ নিরাময়ের জন্য কত রকমই ওষুধ আবিষ্কার করার চেষ্টা হয়েছে এবং হচ্ছে। অবশ্য কোনও ওষুধেই বোধহয় রোগনিরাময় করা এ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করার উপযোগী অনেক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমানে ডাঃ হামাও এবং ডাঃ সুমিও উমেজোয়া নামে দুটি ভাই মিলে অত্যশ্চর্য-এক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। ক্ষয়রোগ প্রতিরোধকরা নতুন ওষুধটির সর্বশেষ নামকরণ হয়েছে—সুপার কানা-মাইসিন। প্রথমে ছোটভাই, হামাও উমেজাওয়া 'কানামাইসিন' আবিষ্কার করে। 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের' অধ্যক্ষ ডাঃ হামাও উমেজাওয়া জাপানের নানা দেশ থেকে মাটি সংগ্রহ করে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কানামাইসিন ওষুধটি আবিষ্কার করে দেখেন যে, ওষুধটি যেমন তেমন ক্ষয়রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী তা বটেই এমন কী যে সব রোগ-বীজাণুর স্ট্রেপটোমাইসিন প্রতিরোধকারী ক্ষমতা জন্ম গেছে সেগুলিকেও প্রতিরোধ করতে পারে। গত তিন বছর ধরে এ ওষুধটি বিভিন্ন হাসপাতালে পরীক্ষা করে দেখার পর জানা যায় যে, ওষুধটির মধ্যে কতকগুলি খুঁত আছে। কানামাইসিনের মধ্যে অনেকগুলি বিষাক্ত উপাদান থাকবে ওষুধটি প্রয়োগ করায় আসন্ন রোগ নির্বেশ করা যায় সত্য কিন্তু নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ডাঃ হামাও উমেজাওয়া বলেন যে, এই সব বিষাক্ত উপাদানগুলি নষ্ট করা সম্ভব হলে 'কানামাইসিন'কে বিশেষ উপকারী ওষুধ বলে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

কিন্তু এ কাজ রাসায়নিকের, সুতরাং একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট হামাও উমেজাওয়ায় পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। এইবার বড় ভাই ডাঃ সুমিও উমেজাওয়া রণভূমিতে নামেন। তিনি সাংশ্লেসিক রাসায়নিকে বিশেষ দক্ষ ব্যক্তি। বড়ভাই যখন ওষুধটির রাসায়নিক সংগঠনের রহস্যবদল করেন, ছোটভাই তখন অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করতে থাকেন ফলে 'কানামাইসিন' 'সুপার-কানামাইসিন' পরিণত হলো। সাধারণ 'কানামাইসিন' যে পরিমাণে বিষাক্ত পদার্থ বর্তমান ছিল 'সুপার কানামাইসিন' তার আটভাগের একভাগও নেই। ফলে এখন নির্ভয়ে 'সুপার কানামাইসিন' অনেকখানি পরিমাণেই ব্যবহার করা যায়। কেনওরকম প্রতিক্রিয়ার ভয় থাকে না। দুই ভাইয়ের প্রচেষ্টায় শুধু যে একটি অতি নির্দোষ বিশেষ উপকারী ওষুধই আবিষ্কৃত হলো তা নয়, যে পদ্ধতিতে 'কানামাইসিন'কে প্রতিক্রিয়াহীন 'সুপার কানামাইসিন' পরিণত করা হলো সেই পদ্ধতিতে অন্যান্য অনেক আণ্টিবায়োটিক ওষুধকেও এখন থেকে প্রতিক্রিয়াহীন করা সম্ভব হতে পারে।

আমরা পরস্পর দিয়ে বনস্পতি কিনতে রাজী কিন্তু পরস্পর দিয়ে ভেজাল খি কিনতে রাজী নই। আজকাল বাজারে খাটি খি বলে কোন জিনিসই পাওয়া যায় না। কতরকমের যে ভেজাল দেওয়া হয় ঘিয়েতে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। সবচেয়ে বড় ভেজাল হচ্ছে ঘি-এর সঙ্গে বনস্পতি মিশিয়ে খাটি খি বলে চালান। মহাশয়ের 'সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট' ঘিয়ের ভেজাল ধরার বুডাইন পরীক্ষা পদ্ধতির দুরকমভাবে একটু রহ-বদল করে পরীক্ষার উপায় বেশ সহজ করে দিয়েছেন। সাধারণভাবে বুডাইন পরীক্ষায় ফারফরোলের আলকালিক সলিউশনের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মিশ্রণের পর ঐ সংমিশ্রণ যদি ঘিয়ের নমুনায় মেশান হয় তাহলে রং বদলে গোলাপী রং হয়ে যায় এবং তাহলে বুঝতে হবে যে ঘিয়ে ভেজাল আছে। কিন্তু সাধারণভাবে সংমিশ্রিত ফারফরাসকে ব্যবহার করে বেশীদিন রাখা যায় না—তার রং বদলে যায়। এখন সংশ্লিষ্ট পদ্ধতির এটি প্রায় মাস তিনেক রাখা যায়। আলকালিক দুটি পদার্থ অর্থাৎ ফারফরাস ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড দুটি বিভিন্ন কন্সেন্ট্রেশন বদল করে রাখা হয়। অপর সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে ফারফরোলের সলশন হাইড্রো-ক্লোরিক এসিডের সাথে মিশ্রিত করা হয়। যখনই ফারফরোলের প্রয়োজন হবে তখন ঐ গাড়োলে যদি কয়েক ফোটা হাইড্রো-ক্লোরিক এসিড মেশান যায় তাহলে তখনই ফারফরোলের পাতলা যাবে। এই নতুন দুটি পদ্ধতির সুবিধা এই যে, যদি শক্তকরা দশভাগ ভেজাল মেশান থাকে তাহলে মাত্র দশ ফোটা ঘি-এর ওপর পরীক্ষা করলেই ভেজাল ধরা পড়বে।

এবার পূজায় শ্রেষ্ঠ উপহার-গ্রন্থ

ঋষি দাস রচিত

সোভিয়েত দেশের ইতিহাস

আদিম কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত

দাম—সড়ে বারো টাকা

অসমঞ্জ মূখোপাধ্যায়ের

হাসির গণ্ড

প্রবীণ রস-রচয়িতার শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন

দাম—পাঁচ টাকা

ক্যালকাটা পার্বলিশার্স : ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

শক্তিমান লেখক

পরিব্রাজক রচিত

বড় সাহেব ২০

বর্তমান বড় সাহেবদের জীবনলেখ

রুতি বিলাপ ২০

রোমান্টিক ঐতিহাসিক উপন্যাস

খ্যাতনামা লেখক

প্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের

পশ্চিম দিগন্তে ৫০

পশ্চিম ভারতের ভ্রমণ কথা

অল্প চিত্র সম্বলিত

(সি ৯৬৩৩)

শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রজীবন



শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

এ কবার আমরা গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি না গিয়ে আশ্রমেই থাকব এবং জগদানন্দবাবুর কাছে আমাদের অংকের জ্ঞানটা খালিয়ে নেব—এইরকম কথা হয়েছিল। চিঠি লিখে বাড়িতে সে কথা জানিয়ে দিলাম। ছেলের পড়াশুনায় চাড় দেখে বাবা খুঁশ হয়ে অনুমতি দিলেন। আমাদের সহপাঠীরাও বাড়ি থেকে অনুমতি পেলেন। অন্যান্য ছেলেরা বাড়ি চলে গেলেন—আশ্রম প্রায় খালি হয়ে গেল। জগদানন্দবাবু ও আর দু-একজন ছড়া মাস্টারমশায়রাও অনেকেই চলে গেলেন।

সারা গ্রীষ্মের ছুটিটা সকালে বিকেলে জগদানন্দবাবুর কাছে চলে আমাদের পাঠ-গণিত, জ্যামিতি আর বীজগণিতের চর্চা। সকালের ক্লাসটা নির্বিঘ্নে হয়ে যেত, মাঝে মাঝে গোল হত ঐ সম্ভার ক্লাসে। ব্যাপারটা হুলেই বাস। অনেক গীতরচয়িতা প্রথমে গানের পদগুলি লেখেন, পরে তাকে সুর সংযোগ করেন বা করিয়ে নেন। এতে করে অনেকসময় কথার এবং সুরের সামঞ্জস্য থাকে না। এ কথা এখন সকলেই জানেন যে গুরুদেবের বেশির ভাগ গানই আরম্ভ হয়েছিল সুরে, কথা এসেছিল পরে। কত সময়ে দেখেছি গুরুদেব নিঃশব্দ হয়ে বাস প্রকৃতির সৌন্দর্যের অমৃতধারা নিঃশেষে টেনে নিচ্ছেন নিজের অন্তরে গুনগুন করতে করতে। সেই সুরের অঙ্কুরকে পরিণত মূর্তি দেবার জন্যে কথা যেন আপনি আসত। আর যখনই এইরকম সুরের স্রোতে কথা জটে একটি কে নো গান রচনা হত তখন সেটি তিনি কাউকে শিখিয়ে দিতেন, নইলে সে সুর অনেক সময় আর তাঁর মনে থাকত না। যার অন্তরে সুরের সূরধুনী নিত্য প্রবাহিত হচ্ছে, তার একটি ঢেউ যে মিলিয়ে মিশিয়ে যাবে অন্য শত শত ঢেউয়ের মধ্যে তাতে আর বিচিত্র কী! এইজন্যে তাঁর প্রয়োজন ছিল তাঁর 'গানের ভান্ডারী' দিন্দুবাবুকে। দিন্দুবাবু অনুপস্থিত থাকলে অনেক সময় অজিতবাবুকেও শিখিয়ে দিতেন। এখন হল কী, ঐ গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন আমরা বাড়ি না গিয়ে আশ্রমেই রয়ে গেলাম, আশ্রমে তখন না ছিলেন দিন্দুবাবু,

না ছিলেন অজিতবাবু। দায়ে পড়ে বলতে হল, আমাদের ক্লাসের ছেলেরদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কারো গানের খ্যাতি ছিল না। সুতরাং মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়ত সম্ভার সময়। ভাতা কুলাও যেমন অনেক সময় কাজে লেগে যায়। দূর থেকে দেখা যেত লণ্ঠনটি হাতে ঝুলিয়ে কে আসছে জগদানন্দবাবুর বাড়ির দিকে। তার পরেই দেখা প্লামতহানা উমাচরণ সসম্ভ্রমে সম্ভার জ্ঞাপন করছে, 'আজ্ঞে, সুধীরঞ্জন-দাদাবাবুকে বাবুমশায় ডেকেছেন।' জগদানন্দবাবু যে খুঁশ হলে ন না তা তাঁর মুখের ভাবে ও চোখের চাহনিতেই বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। কিন্তু উপায় নেই; বাবুমশায় ডেকেছেন, কাজেই ইচ্ছা না থাকলেও যেতেই বললেন। আমিও যেন একান্ত অনিচ্ছা নিয়ে উঠে পড়লাম। এই ব্যাপারটা যখন একটা নিয়মিতভাবে ঘটে লাগল, জগদানন্দবাবুর অসুস্থতারের তাপও দিনে দিনে বাড়তে লাগল বৈ কমল না। শেষে একদিন যেই না দেখা গেল লণ্ঠনটি এগিয়ে আসছে তিনি বলে ফেললেন, 'আর কেন ধাড়্যো—পা তো বাড়িয়েই অছ, উঠে পড়ো।' বাবুমশায়কে আমিও বলে রাখব যে তোমার পাস-ফেলের মধ্যে আমি নেই।

পশ্চ দেখছি তুমি ফেল হবে আর আমারও নাম ডোবাবে। নাও, উঠে পড়ো।' আমি তখন গাটি হয়ে মাথা গুজে জ্যামিতির একটা নকশা আঁকতে লেগে গেলাম। 'কৈ হে, উঠছ না যে বড়ো—হল কী?' আমি বললাম, 'না মশায়, আমি যাব না, কে শেষে গান শিখতে গিয়ে পরীক্ষায় ফেল হবে?' জগদানন্দবাবু ভাবলেন তিরস্কারটা আর-একটু কড়া হলেই আমি উঠব। তাই বললেন, 'নাও, চের হয়েছো। লেখাপড়ার এত মন কবে থেকে হল হে?' পড়াশুনায় মন যদি থাকবে তবে তোমার বাপ-মা বাড়ি থেকে তোমায় দু-দুবার খেঁদিয়ে দেবেন। কেন? এঁদের বাপ-মারেরা এঁদের একবারই খেঁদিয়েছেন। আর তুমি এমনি ছলে যে তোমার বাপমা তোমাকে দু-দুবার বাড়ি থেকে তাড়িয়েছেন। বাস্ রে, কী ছেলে। যাও যাও খসে পড়ো।' তখনা আমি নড়বার নয় করি নে। অবশেষে মাস্টারমশায় দেখলেন, শান্তির পন্থা অবলম্বন না করলেই নয়। বললেন, 'আহা দেখছ না? বাবুমশায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। কাল সকালে না-হবে একটু আগে এসো—ঐ আঁকটা তখন ভালো করে ব্যাখ্যা দেব।' দেখলাম যে এই অবস্থায় সন্ধি করই শ্রয়। সুতরাং উঠে পড়লাম। উমাচরণ মূর্চ্চক মূর্চ্চক হাসছে, আর মাস্টারমশায় খালি বললেন, 'বাস্ রে, কী ছেলে।' এর পরে মাস্টারমশায়ের সঙ্গে গান শেখা নিয়ে কোনো অসুবিধা হয় নি।

গুরুদেবের কাছ থেকে গান শিখে ফিরে আসতাম ঠিক রাতে খাবার ঘণ্টা পড়বার অব্যবহিত পরে। খাবার পরেই এক বিশৃঙ্খল ছাড়া প্রায় সবই অত্যন্ত আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করতেন 'আজকে কী গান শিখে এলে ডাই?'



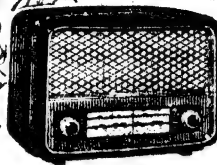
বাঁথকা-গৃহ

ন্যাশনাল একো সপ্তাহ—১৮ই থেকে ২৪ই অক্টোবর

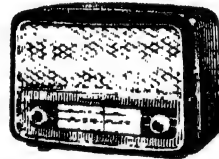
এই উৎসবের দিনগুলোয়—

সঙ্গীতে ও কৌতুকে আপনার হৃদয় আনন্দমুগ্ধ
ক'রে তুলতে সুন্দর একটি

ন্যাশনাল একো রেডিও
ঘরে রাখুন



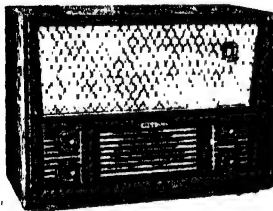
মডেল ইউ-৭১৭ঃ৫ ভালভ, ৩ বাত
এসি বা ডিসি। বাদামী রঙের ব্যাক-
লাইট কেবিনেট—২৫০০ টাকা।
ক্রীম, নীল ও সবুজ রঙের।
২৬০০ টাকা।



মডেল বি-৭১৭ঃ৪ ভালভ, ৩ বাত,
ড্রাই ব্যাটারী। বাদামী রঙের ব্যাক-
লাইট কেবিনেট—২৫০০ টাকা। ক্রীম,
নীল ও সবুজ রঙের। ২৬০০ টাকা।



মডেল টি-৭৩১ঃ৭ ভালভ, ৮ বাত, এসি।
লক্ষগ্রহণ ক্ষমতা। অত্যন্ত উচ্চ দূরত্ব। স্বরনিয়ন্ত্রিত
আবর, এক স্টেজমুড। সমস্ত ন্যাশনাল-একো
রেডিওর মধ্যে সেরা। ৬২৫০ টাকা।



মডেল-৭৩০ঃ৬ ভালভ, ৮ বাত,
'মাগ'নি-ব্যাও টিউনিং। মডেল এ-৭৩০
এসি; মডেল ইউ-৭৩০ এসি বা ডিসি।
৪২৫০ টাকা।



মডেল-৭২২ঃ৬ ভালভ, ৩ বাত,
মডেল এ-৭২২—শুধু এসি। মডেল
ইউ-৭২২ এসি বা ডিসি।
৩৩৫০ টাকা।



মডেল বি-৭২২ঃ৫ ভালভ,
৩ বাত, ড্রাই ব্যাটারী।
৩৩৫০ টাকা।

ন্যাশনাল-একো রেডিওই সেরা

—এগুলি 'মনমুগ্ধনাইজড'

জেনারেল রেডিও এণ্ড এপ্লায়েন্সেস
প্রাইভেট লিমিটেড

৩ মাদান স্ট্রিট, কলিকাতা-১৩। অপর
হাউস, বোম্বাই-৪। ফেরার রোড, পাটনা।
১/১৮, মাইল-রোড, মাদ্রাজ। ৩৬৭৭,
সিলভার জুবিলী, পাক রোড, বাক্সালোর।
জগদীশ্বর কলোনি, টানবী চক, দিল্লী।
রাষ্ট্রপতি রোড, সেকেন্দরাবাদ।



হাতিমতলায় মর্দখির সাধনবেদী

তখন তাঁদের শোনাতেই হাত সেই সদা-শেখা গানগুলি, যা পুরে গীতাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছিল। দিনুবাৰু, ফিরলে যে-কটা গান আমি শিখিয়েছিলাম সেগুলি তাকে শুনিয়ে দিতে হয়েছিল। পুরে তিনি সেগুলি আবার গুরুদেবকে শুনিয়ে ঠিক করেছে কি না জেনে নিলেন। একদিন এইরকম একটা নতুন গান শিখলাম—

‘সে যে পাশ এসে বসেছিল তবু জাগি নি,
কী ব্যথা তোর পোরেছিল হৃদয়গিনী।’

সেদিন রক্তির গৌরপ্রসঙ্গ ভেসে গেছে জ্যোৎস্নায়। খাবার পর সাহায্য আর আমি মাপে বেড়িয়েছিলাম শরীরটো একটু জড়িয়ে। গুরুদেবের নিরাময়িতশায়া নতুন-শেখা গানটি গম্বা ছোড়ে গাইতে লাগলাম। গানটোর প্রথম অম্বতরাটা পেরিয়ে খাবার জায়গাটোতে পৌঁছাতে না-পৌঁছাতে শুনলাম মর্দখি-ধীরজন। মর্দখিজন।—কণ্ঠস্বরটাই বৃক্সম কোন মাস্টারমশায় ডাকছেন। গান গুলুটরি রেখে মাস্টারমশায়ের সামান্য সিঁড়ারই বৃক্সম্বরে তিনি বসলেন লক্ষ্মীছাড়া ছান, থিয়েটারি গান করবার আর জায়গা কোল না? আশ্রম গান হাচ্চ—হৃদয়গিনী জাগেন নি। হাও। একদিন ঘর গিয়ে শায়ে পড়া। আমি নেহাত রোকার চড়া বাল বসলাম, থিয়েটারি গান কী মশায় গুরুদেব তো নিকে শিখিয়ে দিলেন আজকেই। মাস্টারমশায়ের ঠিক যেন প্রত্যয় হল না, বসলেন, ‘হ্যাঁ, গুরুদেব শিখিয়েছেন।’ আমি যখন তবু কোর করে বসলাম, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ—গুরুদেবই তো শেখালেন।’ তখন তিনি বসলেন ‘গাও তো দেখি শুনি।’ আমি তখন আবার গানটির আদ্যোপাংগত তাকে শুনিয়ে দিলাম। শুনতে শুনতেই দেখলাম মাস্টার-মশায়ের মাথাটি নড়ছে। গান শেষ হলে খালি বসলেন, ‘হ্যাঁ, কথাগুলোই বাধনি রাখছে বৈকি। আচ্ছা যা শীগগি যা।’ সহস্রাণ্ড অগত্যা যে সেদিন গোপনে একটু হাসাহাসি করি মি সে কথা বলতে পারব না।

গ্রীষ্মের ছুটির পর আবার আমাদের জীবনযাত্রা বাধা নিয়মের সইন ধরে চলতে শুরু করল। দিনুবাৰু গানর ক্রমে এই গানটা নতুন শেখা গেল—

‘আজি স্বপ্নের রাত তোমার অভিশপ্ত,
পরানন্দা বধু, হে আমার।’

আকাশ কাঁপে হৃদয়-সম,

নাই যে ঘুম নয়ান মম—

দূরের খুঁসি হে প্রিয়তম,

চাই যে বার বার।’

এই গানটোর কথা আর মুর মনের মতো প্রবল নড়া দিচ্ছেন তা বীটা, কিন্তু গানটা এখনো গান থকবার জন্য কারণ ঘাট ছিল এই সময়, সত্যি তবু খুঁসিই বসি। দিনুবাৰু,

সে সময়ে কিছুদিন ছিলেন গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটরি-বাড়ির ভৃত্যের কামরাটোতে। নগেন আইচ মাস্টারমশায় তখন ছোলেনদের সঙ্গে পাশের প্রাক-কুটিংই থাকেন। নগেনবাৰু বেশ সুর করে করে আমাদের নবী কবিতাটি পড়াতেন। এ ছাড়া দিনের বেলায় অন্য কোনো গান তাকে গাইতে শুনিনি নি কখনো। দিনুবাৰু একদিন বসলেন, ‘ওহ, নগেন-বাৰুকে গান পোরেছে শুনিয়েছিন।’ আমরা বসলাম, ‘শুনিনি নি তো।’ দিনুবাৰু বসলেন, ‘গান পোরেছে নিশ্চয়ই জানি।’ এমনিতে আমার আপত্তি নেই—কিন্তু এই আমারই জানসারি পাশে রাত দুপুরের না গাইলেই কি নয়? কী করা যায় বসু তো? তাকে তাকে বলে দিলেই হয় যে একটু, তকতে মাস্টার মশা গিয়ে গাইলে আসে।’ দিনুবাৰু বসলেন, ‘তা কি বলা চলে রে বোক! দেখি কী করা যায়।’ সেই দিনই একটু বেশি রক্তির আমাদের ঘর থেকেও শুনতে পেলাম নগেনবাৰু, গুন গুন করে কী একটা গান করছেন। সেই-না নগেনবাৰু, গুনগুনিরে উঠেছেন অমনি দিনুবাৰু এসবজটা নিয়ে গান জড়ালেন—

গভীর রাত তোমার অভিশপ্ত

নগেন আইচ শব্দ, হে আমার।

তোমর গান কল্যা-সম

আপসে না ঘুম নয়ান মম—

দূরের খুঁসি হে আমার মম

তোমর হৃদয়ে বার বার।’



ঘন ঘন চুল পরিষ্কারের জন্য

টাটা-র

কোকোনাট অয়েল

শ্যাম্পু

ব্যবহার করুন

- খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
- ময়লা, ধুলোবাগি ও বাসি তেল
দূর করে
- সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়
- চুলের গোড়া পরিষ্কার রাখে ও
চুল চকচকে উজ্জ্বল করে তোলে



দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড



নগেনবাবুর গনগনানি নিয়েই থেমে গেল। তার পর থেকে আশ্রমে কেউ তার গান শোনে নি কখনো।

২

একবার বৃষবারের আগে অন্য তিন দিনের ছুটি এসে পড়ায় একটানা তিন-চার দিন ছুটি পাওয়া গেল। মাস্তুরমাশায়দের মধ্যে কেউ কেউ বললেন যে, কটা দিন একটু বোড়িয়ে এলে ছেলের দেহমানের প্রাপ্তি হবে। ঠিক হল যে, ক্ষিতিবাবু, সত্যেশ্বরবাবু আর বাংকমবাবু কারকজন বড়ো ছেলেকে নিয়ে ভ্রমণে বের হবেন। আগে আগে মাটি-কুলেশান রাসের অনেকেই আমরা বলে ডিডলাম। যখন তোড়জোড় সব হয়ে গেল তখন প্রশ্ন উঠল কেন দিক যাওয়া যাবে—পথে না পশ্চিমে। কেউ বললেন, ছেলের কলকাতায় জন্মের চিড়িয়াখানা শিবপুর বাগান, মারবেল প্যালেস এই সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনা হোক। কেউ-বা বললেন, 'আর ছা—কলকাতায় যোরা কি হল ভ্রমণ? পশ্চিমের দিকেই যাওয়া বাক্য।' বাংকমবাবু বলা করলেন—'চালা তো টেটশানে যে দিক থেকেই হোক প্রথম যে গাড়ি আসবে তাই তাই চড়া যাবে।' এ একটা বেশ সত্যির মতো নিশ্চিত হল। মগলবাবু অপরাহ্নেই হেঁ হেঁ করে টেটশানে যাওয়া হল—বোসপুত্রের লোকেরা বলে যে ঠাকুরমাশায়ের ইচ্ছাকৃত দাদাবাবুর ভ্রমণ বেরিয়েছেন। টেটশানের মাস্তুরবাবুর কাছে থেকে নিয়ে জানা গেল যে, কলকাতার দিক থেকেই প্রথম গাড়ি আসবে, যাবে নলহাটি পেরিয়ে পশ্চিমের দিকে। সত্যেশ্বরবাবু, বললেন, 'ঠিকই হয়েছে—নলহাটিতে জ্ঞানবাবু, জ্ঞান চ্যাট্টোপাধ্যায়। পিতা থাকেন তার ভ্রাতৃদলবৃত্তে। সেখানে না গিয়ে গেলে তিনি খালি ক্ষয় হবেন।' কথাটা বাংকমবাবু এবং ক্ষিতিবাবুও মান ধরল যেন। নলহাটি পর্যন্তই সত্যির প্রেরণা তীব্রত কটা হল। গাড়িতে ওরই মতো একটা খালি কামরা দেখে উঠে পড়া গেল। টেট ছড়তেই বাংকমবাবু বললেন 'এর তলোয়া ঐ যাত্রার গানটা ধরুন।' অর্থাৎ আমার শব্দ করে দিয়া—

অমাদের গান হল শব্দ, এখন ওগো কণ্ঠার প্রোমারে করি নমস্কার।
সে কামরায় আর যে বসন নিরই লোক ছিলেন, তারা নিশ্চিত ভেবে নিলেন যে একটা যাত্রাদল চলেছে কোথাও পালা গাইতে। অবশেষে টেট এসে থামল নলহাটি সংশয়। সকল নেম পড়লাম। আগে মাসপত্রের কিছু হাণ্ডামা ছিল না। নিজের নিজের কলকাতার মধ্যে গুটিয়ে রাখা না ধতি, কি পাঞ্জামা, একটি গেঞ্জি এবং একটি শাট কি পাঞ্জাবি নিয়েছিলো প্রত্যেকে— পরনে ছিল ধূতির উপর গেঞ্জি জামা, তার উপরে ছিল গেরায়া আদখাম, আর বাতে ছিল মাথা-সমান



'গাঁরিক'

স্রষ্টি। নিজের নিজের বোচকটি কাঁধে কি বগলে নিয়ে রওনা হলো জ্ঞানবাবুর বাড়ির দিকে। পৌঁছলাম সন্ধ্যা নাগাল। জ্ঞানবাবুর পিতাকে সত্যেশ্বরবাবু, প্রথমেই বললেন যে, আশ্রমবালকেরা ভ্রমণে বেরিয়েছেন—রাতিতে টেটশানের প্লাটফর্মেই নিশিথাপন করে অতি প্রত্যুষে আবার রওনা হবেন। প্রত্যুষে সমর-সংক্ষেপ বলে আজ সন্ধ্যায়ই তার তারক প্রণাম করে যেতে এসেছেন। এতগুলি লোকের রাতের বিড়ানা মশারি সহবাস করতে হবে না কেন বেশ খানিকটা অশ্রুতে হয়ে জ্ঞানবাবুর পিতা বললেন, 'ছেলেকার রাতের না খাওয়া ছাড়লেন না? সত্যেশ্বরবাবু মুখে খুঁশির তার গোপন করে বিনীত ডাব চোখ মটির দিক করে অঙ্গ একটা হোসে কুতজতা প্রকাশ করলেন। আমরা ব্যপে নিলাম যে, রাতের আবেদনবী, অতিথির উপর দিয়ে চালিয়ে দেবার জন্যই নলহাটি পর্যন্ত টিকি ফেলা। যা হোক, ভিতর খবর দিয়ে জ্ঞানবাবুর বলা বললেন মাস্তুরমাশায় ও আমাদের নিয়ে। আশ্রম সম্বন্ধে অনেক

কথা হল 'ক্ষিতিবাবুর আগে, আমাদের কয়েকটা গানও তিনি শুনলেন। রাতে ভূমি-ভোজন শেষে নলহাটি টেটশানের প্লাটফর্মে কীর এসে কলকাতা পথে শব্দ পড়া গেল। মনে আসে সেদিন যামেবার আগে আমি গান করেছিলুম—

আমার এ ঘরে আপনার কার
পুত্রস্বপ্নখনি জ্বলো হে।'

আমরা গাঁয়ের ভেতরে হাওর আমাজে গান করত-রতি করে যখন ঘুম ভাঙল তখনো মাস-আকাশে দু-একটা তারা জ্বলছে—কলকাতা থেকে একটা মিক আসল রেখা ঘুটেছে মত। দু-একটা পাখি আসল ভোয়ের খবর পেয়ে আমাদের ডাকডাকি শব্দ করে। নলহাটি গাঙ্গার উপরেই। হঠাৎ একটা ফেরি-গাঁয়ের ভেতর থেকে উঠল। সেই ডাক ঘুম ভেঙে উঠেই সীকচবাবু, ক্ষিতিবাবুকে জাগিয়ে বললেন, 'ক্ষিতিবাবু শীঘ্রই ডেকেছে'। খড়খড় করে নলহাটি উঠে পড়া যে ঘর কলকাতা থেকে আসার পৌন্ড্রা রেখে ফেলল। টেটশানেই হাতমুখ ধরে উপস্থিত



অত্রকৃত



ছুটিতে দেশভ্রমণে

হুলাম ফেরি ঘাটে। গঙ্গার উপরটা তখনো কুয়াশায় ঢাকা। পৌঁছে দক্ষিণ স্টীমার প্রস্তুত। আমরাও প্রস্তুত—টিকিট কোটে চটপট উঠে পড়া গেল। অনেকবার ভেপু বাজিয়ে তবে স্টীমার ছাড়ল এবং আধঘণ্টার মধ্যেই ও পারে পৌঁছে দিল। শুনলাম জায়গাটির নাম সৈয়দাবাদ। জাহাজ-ঘাট থেকে সোজা রাস্তায় খানিকটা হেঁটে একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদের মতো বাড়ির সামনে গিয়ে পড়লাম। বাড়িটি বস্তুতই প্রাসাদ—দেউড়িতে এক সিঁপাই সিঁগিন উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে। বঙ্কিমবাবু বললেন, ‘আরে, এই তো মহারাজ মণীন্দ্র নন্দীর রাজপ্রাসাদ। খবর নেওড়া দরকার মহারাজা এখানেই আছেন কি না।’ তখন সবে সূর্যের রক্তিমরাগ ফটে উঠেছে। মরারীকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, মহারাজা প্রাসাদেই রয়েছেন, তবে বৈঠকখানায় নামতে কিছু বিলম্ব আছে, আটটার আগে দেখা হবে না। বঙ্কিমবাবু বললেন, ‘মহারাজা যখন রয়েছেন তখন তো অপেক্ষা করাই কর্তব্য—নইলে অভদ্রতা হবে।’ ক্ষতিবাবু বললেন, ‘রাজদর্শনে পূণ্য হয় এ কথা শাস্ত্রে লেখে।’ সত্যেশ্বরবাবু মন্তব্য করলেন, ‘এমন আড়াল দিয়ে পালিয়ে গেলে চলবে না—জানতে পারলে মহারাজা বেজার হবেন।’ সাব্যস্ত হল, আমরা তবে অপেক্ষাই করব। আমাদের বুঝতে ব্যক্তি রইল না যে, মাদারমহাশয়ের আমাদের প্রাতঃশাখার সুবন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে গোড়াতেই মনোনিবেশ করে এই পথে এসেছেন। অপেক্ষা করতে গিয়ে সময় যেন আর কাটে না। আটটা নাগাদ খবর এল, মহারাজা বৈঠকখানায় নেমে আমাদের তলব করেছেন। ক্ষতিবাবুকে এগিয়ে দিয়ে বঙ্কিমবাবু ও সত্যেশ্বরবাবু আমাদের পিছনে রইলেন। বৈঠকখানায় প্রবেশ করাই আমরা ছাত্রভাস্কর প্রণতি জানালাম। অতি প্রশস্ত ঘর—মূল্যবান কাচের খাড়লপটন ঝুলছে। দেয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে ঢাল-তলোয়ার

টাঙালো, নানা আকার-প্রকারের। দু’একটি আলমারিতে ছোটো বড়ো কামানের গোলা সবলে সাজানো রয়েছে। সাদা ফরাশের উপর মহারাজা বাসেছেন। বেশ ফরসা চেহারা—গোঁফজোড়িতে একটু একটু পাক ধরেছে—পরনে সাদা ধূতি, সাদা পাঞ্জাবি। প্রশান্ত মুখছবি, দেখলেই ভক্তি হয়। জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনারা?’ ক্ষতিবাবু বললেন তিনি এবং তার দুটি সহকর্মী রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন রথচর্যাশ্রমের শিক্ষক। জনকতর আশ্রমবালককে নিয়ে ভ্রমণে বের হয়ে মহারাজের প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন—মহারাজা প্রাসাদেই রয়েছেন জেনে রাজদর্শন করে প্রণাম জানিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়েছিল ছেলের। মহারাজা বললেন, ‘ববিবাবু, ভালো আছেন তো? আপনারা এসেছেন বলে ভারি খুশি হলাম। বসুন আপনারা—কাফা, তোমরা আসো।’ এখানে চার পাশে ঐতিহাসিক স্থান বিস্তার রয়েছে—আপনারে যখন পেয়েছি তখন সহজ যেতে দিচ্ছি নে। আমার এখানে হেডকোয়ার্টার করে চার দিক ভ্রমণ করে দেখুন। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব। এ-যে গোলাগুলো দেখাচ্ছেন, পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র দাখ করতে করতে পাওয়া গিয়েছিল। পলাশী নিকটেই—সেটা অবশ্য দেখাবন।’ এইরকম করে আশে পাশে বা-যা দেখবার সবগুলিই উল্লেখ করলেন। আশ্রম সম্বন্ধে খুঁটিয়ে অনেক কথা জেনে নিলেন। পিছনে সত্যেশ্বরবাবু, বঙ্কিমবাবুকে খুব নিচু গলায় বললেন, ‘কেমন, বলছিলাম না মহারাজা বেজার হবেন পাশ কাটিয়ে যদি চলে যেতাম।’ ঠিক সেই সময়ে মহারাজের প্রশ্নের জবাবে ক্ষতিবাবু বললেন যে, আশ্রমের ছেলেরা নিরামিষ আহারই করে থাকেন। শুন্যেই বঙ্কিমবাবু একটু নড়ে চড়ে উঠে সত্যেশ্বরবাবুর কান কানি বললেন, ‘দেখলে সত্যি, ক্ষতিদার কাণ্ডটা

দেখলে। রাজভশনে নিরামিষ আহার! আরে ছ্যা!’ পরে আড়ালে ক্ষতিবাবুকে তিরস্কার করায় তিনি বঙ্কিমবাবুকে বললেন, ‘আরে, আমি তো বলেছি আশ্রমে ছেলেরা নিরামিষ খান। তারা যে রাজবাড়িতেও নিরামিষ খাবেন এমন কথা তো আমি বলি নি।’ কিছূক্ষণ পরে মহারাজা একজন কর্মচারীকে কী যেন বলায় সে ব্যক্তি আমাদের ইংগিত করতেই আমরা উঠে বাঁজলাম এবং মহারাজকে আবার নমস্কার জানিয়ে কর্মচারীটির পিছু নিলাম। প্রাতঃভাস্কর বাক্ষর করতে গিয়ে গোটা ছুটিটারই ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় শিক্ষক ছাত্র সকলেরই খুব স্ফুট বোধ হল।

কত হলঘর ও কাবান্দা পেরিয়ে কত সিঁড়ি নিয়ে উঠে গেলে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম একেবারে নীচের তলার একটা প্রকাণ্ড খর, যার তিন দিকেই গঙ্গা প্রবাহিত। মনে হয় প্রাসাদের একটা ত্রাতা যেন চলে গিয়েছে নদীবক্ষে। ঘরের তিন দিকে মোক্কা খোকেই উঠেছে বড়ো বড়ো জানালা, যাতে করে ঘরের মাঝেই বসেই দেখা যায়, যেন নদীপ্রবাহ ঢেকেছে ঘরটি। ঘিরে নিয়ে মাগুরের নিকট। পরে শোনা গেল, ঐ ঘরটির তলা দিয়ে সুড়ঙ্গপথ করে রানীমার স্নানের জন্য গাংঘর চল চলে যার একেবারে প্রাসাদের দরজাপথে। আমরা আমাদের তথ্যপত্রখণ্ড খুলে এক খান ধূতি ও গামড়া বের করে নিয়ে সবলে মিলে গঙ্গার স্নান করে স্নাত্তর নিয়ে অপূর্ব উদ্ভাস অনুভব করছিলাম। স্নানান্তে নিচের কাপড় ও বেশি লাফ নিঙিয়ে থাকতে দিয়ে আমরা সে ঘর কম্বলের আসন পেতে এখানে এখানে নির্দিষ্ট বিশ বিশ গেলুম আমাদের উদ্দেশ্য উপা-সময়। পরে শ্রুতগীতিক সেই সময়ে রানীমা নরিক এসেছিলেন অশ্রমবালকদের দেখতে। এসে যখন দেখলেন ছেলেরা সিঁড়িমুখেই ধানাসনে পতন হয়ে বসেছেন, সে সন্ধ্যা নরিক রানীমার বড়ো ভালো লেগেছিল এবং ছেলেরদের উদ্দেশ্যে তার মাতৃহৃদয়ের স্নেহ উদ্বেগ হয়ে উঠেছিল এর বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল যখন আমরা বেলা দশটা নাগাদ খেতে বসলাম। সে খাওয়াকে ভোজ বললেও যথোচিত হবে না। কত না ভাড়াভাল, ঝাল ঝোল, চটনি, অমল - হৃদয় ভাঙনের কম হবে না। তারপর শব্দ হল মিটিং-হরক বকমের মিষ্টি—জির্সেপি, পনতুয়া, আর রাজভোগ। কী বিশাল আকৃতি! পানতুয়ার জন্যে পতনমূর্খ অণ্ডলের যে নামডাক শোনা ছিল দেখলাম তা মিথ্যে নয়। নিরামিষ আহারের কথা শুন্যে বঙ্কিমবাবুর যে নৈরাশ্য হয়েছিল দু’চারটে মিষ্টি খেয়েই তার অসদান হয়ে মুখে হাসি ফুটে বের হল। তার উপর যখন এল বাদাম-কিশমিশ-দেওয়া পরমান্ন, তখন

সবাইতে হর মানতে হল। কিরণচন্দ্র সেবার আমাদের সঙ্গে ছিলেন কি না মনে নেই। থাকলে পরম পরিতুষ্ট হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। আর না থেকে থাকেন তো পরে আমাদের কাছে ভোজের বর্ণনাটা শুনে আপশোষ-অনলে দগ্ধ হয়েছেন তাতেই বা সন্দেহ কী।

তারপর শুরু হল আমাদের ঐতিহাসিক-স্থান পরিদর্শন। কত যে দেখলাম জারগা—যার খবর শূন্য ইতিহাসের পাতায় পড়ছি। দেখলাম পলাশীর রণক্ষেত্র। ডিসিষ্ট্রি বোর্ডের রাস্তা গিয়েছে ডাকবাংলা পর্যন্ত। সামনেই একটি স্মৃতিস্তম্ভ। ডাকবাংলোতে রয়েছে যুদ্ধের একটি মানচিত্র। সেটি ভালো করে দেখে নেমে পড়া গেল ফ্রান্সের মতো। এক জায়গায় একটি শান-বাধনা স্তম্ভে লেখা রয়েছে ইংরেজিতে: Right Flank of Mir Jaffer's Army। বেশ খানিকটা হেঁটে যাবার পর আর-একটি স্তম্ভ পাওয়া গেল যেটিতে লেখা আছে: Left Flank of Mir Jaffer's Army। বেশ বোঝা গেল মীরজাফরের সৈন্যদল কোন্ জায়গায় খাড়া পাড়িয়ে ছিল, বিশ্বাসঘাতকতা করে পা বাড়ায় নি এক কদম। সূরে নিশানী পেলাম: French Guns। বোকা গেল ফরাসী গোলান্দাজ। কোথায় কোন্ দাঙা ছিল। এইরকম কত স্তম্ভ পাড়িয়ে রয়েছে বাংলা থা ভারতের অগমন ও দূর্ভাগ্যের মূক সাক্ষী রূপে। লর্ড কার্জনর উৎসাহে এইসব চিহ্ন রক্ষা করা হয়েছে এবং এখনো সোপ পাখি। ক্যান্টন ক্লাউন্ডের শিখর যে অমরগায়ে ছিল তা এখন আর নেই—নদীগর্ভ নিমজ্জিত হয়ে গেছে। মোহনলাল কোথায় অহত হয়ে পড়েছিলেন এবং মারা গেলেন, মীরজাফরের সমাধি, সহস্রটি দেখলাম। আমাদের মানসক্ষেপে এইসব বীরপুরুষেরা যেন জীবন্ত হয়ে উঠলেন আমাদের তরুণ মানসে রূপনার। আমরা সকলেই যেন কেমন বিম্বা হয়ে গিয়েছিলাম। একটা ঘর্ষবেদনার যেন মুষ্ণু পড়ল। কেবলই মনে পড়তে লাগল বাংলার ভগা-হীন শেষ নবাবের করুণ কাহিনী। কত অপরাধ তাঁর ধয়ে মৃত্যু গিয়েছিল জীবনের অন্তিম আত্মসংগে।

দেখলাম হীরাক্ষল, মতিবিল, এক কালে যা নবাবের প্রমোদোদ্যান ছিল। সে শ্রী লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল নবাবের শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সংগেই। আমরা যখন গিয়েছিলাম, দুটি কিলিই কচুরিপানায় ছেয়ে গেছে। গোলাম সিরাজের সমাধি দেখতে। সেখান দিয়ে ঘেরা বেশ খানিকটা বাগান। মাঝ রাস্তাে বড়ো একটি গম্বুজের তলায় শেতুপ্রস্তরের রূপ। উর্দু ফার্স



গোয়ালপাড়ার রাস্তা

হরফ ও ভার্য ক্ষিতিবাদ ছিলেন ওয়াকিফহাল। পড়ে তিনি বললেন, 'এটি নবাব আলিবর্দী খাঁর সমাধি।' সদস্যের মাথা নোয়ালাম। এই কবরের সামনেই প্রশস্ত একটি শান-বাধনা চাটাল, সেই চাটালের উপর ইট সিমেন্ট দিয়ে তৈরি একটা উঁচু উঁচু অসংখ্য কবর-নবাব-পরিবারের কতনা বিস্মৃত অজানা নর-নারীর শেষ আবাসস্থান। কোনো কবর কতও নাম লেখা দেখলাম না। তাঁদের পরিচয় কেউ আর জানবে না কোনোরূপে। এইসব নামগোষ্ঠান হারানো কবরের মধ্যে একটির শিয়ারে দেখা গেল একখানা সাদা প্রস্তরফলক। পড়ে ক্ষিতিবাদ বললেন, 'এইটিই নবাব সিরাজউদ্দৌলার সমাধি।' সত্য হয়ে পাড়িয়ে রইলম বহুকণ। বাংলাদেশের দেশপ্রেমপ্রতাপ নবাবের এই শেষ স্মৃতিচিহ্ন। এও রয়েছে লর্ড কার্জনের অনুক্ষপায়। মনে হয় না আমাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন সেনিক, সেই বাগানে সিরাজের এই পরিণাম দেখে যিনি বিচলিত হননি। কণাক্ষে ঢাকবার সময় দেখেছিলেন প্রাচীরদ্বার এবং দেয়ালের গায় খঁড় দিয়ে কিংবা কয়লা লেখা কত উদ্ভক্তনাময় বাণী বা কবিতা—জগা। সিরাজ! ওটা সিরাজ! পশ্চাৎ বুকলম যে আমাদেরই মতো বহু তরুণের প্রাণ এইসব লেখার আপন আপন মহাত্মা হৃদয়ের বেদনাক ডাক দিতে চেষ্টা করেছে। মনে পড়ল বিদেশী বণিকের সাত্ত্বজবিস্তার, মনে পড়ল নীচাশয় বিশ্বাসঘাতকতা। মনে পড়ল সর্বস্বহারা একাকিনী সুখউন্মিসার নিত্য অভিসার এই বিজন বনে। আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক অনাসৃত, সেনাপতি ও সামন্তগণের দ্বারা পরিত্যক্ত, দোষীরা স্বাধীন সন্মিতিস্থলে প্রতি সম্মুখ নিষ্ঠুর সঙ্গে একটি প্রতীপ জেলে এই পতিততা নবী তাঁর উদ্দেশ্য নিবেদন করতেন তাঁর বেদনাতুর চিত্রের অপরিণীম প্রেম—ভুলি নি হে প্রিয়তম, তোমাকে ভুলিনি। কী সুরুণ সে চিত্র হনশ্যক ভ্রমে উঠেছিল। সেই নিত্য অভিসার করে বন্ধ হয়ে গেছে—সে সম্মুখাশীল আর তো কেউ জন্মে না। অনন্তশিরে ক্ষুণ্ণচিত্তে বের হয়ে এলাম সেই সম্মুখিত্ত থেকে।

তারপর আরো কত কী দেখলাম—ভগৎশেঠের বাড়ি, মর্শিবাবাদ-নবাবের আধুনিক প্রাসাদ। আমরা শতাব্দীকতনের ছত্র বলে এবং নবাববাহাদুর তখন ছিলেন না বলে সে প্রাসাদে ঢাকবার অনুমতি পেরেছিলাম। মর্শিবাবাদের বা দেখবার সব লেখা চললম বহরনপুরে। প্রথমে দেখলাম সেখানকার রেশমীকৃষ্টি। রেশম সম্বন্ধে মেট্রোপলিটন রকমের জ্ঞান আমাদের হয়েছিল ভগবাননবাবের কাছে গল্প শুনে আর সুধাকান্তের খঁচার পোষা গুটিপোকা দেখে দেখে। এখানে কত রকম পোকায় কত স্তরের চেহারাও দেখলাম। তারপর জানলাম কেমন করে গুটি ফটিয়ে প্রজাপতিটি বেরিয়ে যায়। দেখে নিলাম কী করে পেঁচের সূতো তৈরি হয়, কী করে সেই সূতো থেকে কাপড় চদর বোনে। তারপর ঢাল গেলাম সূরে নিবিড় বেলবনের মধ্যস্থিত এক শিবমন্দির দেখতে। কিং-বল্লভী শূন্যে। সেই শিবমন্দিরের একটি কুঠারতে বসেই নাকি বাংলাদেশের সিপাহী-বিদ্রোহের প্রথম গণ্ডে মরণ হয়েছিল। আমাদের কিণোর বয়সে স্বদেশী আন্দোলন খুব জোরে চলছিল আমাদের মন নিঃশব্দে প্রস্তুত হাজির স্বদেশের দীক্ষা প্রকাশের জন্যে। সূর্যের এই বিজন শিব-মন্দির দেখে ও তাঁর গল্প শুনে আমাদের মনে যে কিম্বদে 'বৈহল' হয়ে পড়বে তাতে আর অশ্চর্য কী। এই মন্দিরে বিদ্রোহের সম্মান প্রণাম করতে গিয়ে, 'বিশেষী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও লড়াই করবার সংকেত' করেছিলেন যে-সব সর্বভাগী স্বদেশভক্ত তাঁদের কথা স্মরণ করে মনে আশ্রুত হয়েছিল সম্রাট ও শ্রমণ্য। এই মন্দিরের বিদ্রোহের নিষিদ্ধ পূজা কেউ হয়তো আর করতে না, সম্মারতির ধপের ধৌরা আর হয়তো ওঠে না, মন্দিরে কাসর ছাড়া হয়তো আর বাক্ত না—সে দিনও টেই সে সোকসময়ও নেই। সেই-সকল বিদ্রোহী প্রাণের ব্যাকুলতার মূক সাক্ষী হয়ে পাড়িয়ে রয়েছে কেবল ভাঙা দেউলের দেবতা।

[লেখকের পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ এক প্রকার।
লেখচিত্রগুলি শ্রীবিবরণ বসু কর্তৃক অঙ্কিত।

একান্ত নিজস্ব

শ্রীশান্তিসংঘ*

ম্যাকলীনস্

পেরআইড টুথপেস্ট



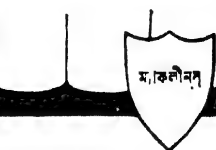
সব চেয়ে বেশী
* পরিকার করে।

আপনার দাঁতের ওপর মেক-পারগের
অপেক্ষিত পরীক্ষা করুন। ম্যাকলীনস্
পেড ম্যাকলীনস্ এর দাঁতের নিজস্ব
'নিপাত' সনাক্ত করে পরিষ্কার
করে এবং প্যাকিং করে রাখা দিয়ে
এই ম্যাকলীনস্ টুথপেস্ট আপনার
দাঁতের ওপর অসুস্থতা সৃষ্টি
পরিষ্কার করে।



সব চেয়ে বেশী
* সাদা করে।

ম্যাকলীনস্ এর হাইড্রোজেন পের-
ক্সাইড দাঁতের দাগ ও বদন
কালে আপনার দাঁতের ওপর
সাদা করে তোলে।



সব চেয়ে বেশী
* রক্ষা করে।

আপনি যথার্থই অনুভব করেন
ম্যাকলীনস্ এর অপরূপ তাজা আগ্রাণ
দাঁতের মাড়িকে শক্তিশালী করেছে এবং
ক্ষয়কারী ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে
রোধ করেছে।



সবচেয়ে বেশী পরিকার করে। * সবচেয়ে বেশী সাদা করে।
সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।

এই তিনটি গুণের অপরূপ সমন্বয়েই ম্যাকলীনস্ এর
একান্ত নিজস্ব শ্রীশান্তি।

আরও পরিকা: আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য
আজই ম্যাকলীনস্ কিনুন।



শ্রীহারীতক্ক দেব

আটশ

শারবীয়া পূজার মহাষ্টমীর স্থান উচ্চ বিশেষত এই কারণে যে দেবী-পক্ষ আরম্ভ হয় আশ্বিনের অমাবস্যা পরেই আর শেষ হয় তৎপরবর্তী পূর্ণিমা, এবং মহাষ্টমীর স্থান হচ্ছে ঠিক তার মাঝখানে। মহালয়ার পর চন্দ্র প্রতি তিথিতে এক কলা বেড়ে বেড়ে মহাষ্টমীর সময় অধিবৃত্তাকার ধারণ করে, আর কোজাগরী পূর্ণিমায় পূর্ণপ্রকাশ প্রাপ্ত হয়। একথা যখন লিখছি, তখনই শুনতে পেলুম কলকাতা আকাশ-বাণীতে মহালয়ার আবেশ-সংগীতের সুর। সুতরাং কলমকে ছুটি দিয়ে এখন গান শুনছি। প্যার আবার লিখতে।

আশ্চর্য! রেডিও থেকে যে-সব সুর কাণে এল, তার 'সা' ঠিক আমার ঘরের ঘড়ির ঘণ্টার সঙ্গে মিলে গেছে! এ-ধরনের ঘটনাকে কেউ কেউ হয়তো: Coincidence বলবেন, যেমন গান গাইতে গাইতে সময় সময় রাস্তা থেকে মোটরের হর্ন এমন শোনা যায় যে ঠিক ঐ সুরের 'সা'। কম্পনার লাগাম ছেড়ে দিলে বল: হায় এ 'সা'-য় মোটরের হানের সাই আছে! শীঘ্রগতি পথচারী যেন হীণিত করে গেল মস্তক-গতি গৃহবাসীর সংগীতকে : বহুং আচ্ছা, ঠিক হায়। কিন্তু আর দুটি ঘটনা বলছি, যার সামনে সায়েন্স এখনও কিছুকাল অবাক হয়ে থাকবে।

বম্বের সংগীতজ্ঞ কৃষ্ণনাগরিক ডাক্তার অমিয়নাথ সান্যাল এক সময়ে কলকাতায় ডাক্তারী প্রাকটিস করছিলেন। তাঁর বাসা যখন মানিকতলা স্ট্রীটের একটি বাড়িতে, তখন একদিন সেখানে যাচ্ছি। হেদের

ঘরে পৌঁছতে না পৌঁছতে মনে পড়ল একটা খাম্বাজ-রাগিনীর গান, আর তদুপরে চলতে লাগলুম গলার সেটিকে গুলুগুনিয়ে আর পায়ে তার ভাল ফেলে—যেটা সম্ভব আছে, যাতে রাস্তার লোক না ভাবে যে আমি একটা আস্ত পাগল। এইভাবে যেতে যেতে অমিয়নাথের ডেরায় গিয়ে যখন হাজির হলুম, তখন আমার কাণে ভেসে এল ও'রই গলার গান, যার ঠিক ঐ 'সা' আর ঠিক ঐ সুর ও ভাল। এতটা মিল-কে কেউ কি Coincidence বলবেন?

আর একটি ঘটনা এই। দুর্গাপূজা আর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার সময়ে আমাদের ঠাকুরবাড়িতে তখন থিয়েটার হোতো। তদুপলক্ষে চার রাত্তির ধরে হরেক রকম শ্বেল দেখার সুযোগ পেয়েছি বালাকল থেকে অনেকবার। আলিবারার অভিনয় যে কতবার হয়েছে তা গুণে বলতে পারি না যদিও তার গুণ-গান করি। এ-নাটকের গান আমার বরবরই এত ভাল লেগেছে যে শুন-শুন-শুন আবার শোনার ইচ্ছে আজ পর্যন্ত থেকে গেছে। একবার কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন খবর পেলুম, একটি থিয়েটার-পার্টি সে-রাত্তিরে আলিবারা শ্বেল করবে দুই আতিনায়—আমাদের ঠাকুরবাড়িতে আর আমাদের ঈন্দুরদাদার বাড়িতে যেখানকার পান-সাজের কথা বলেছি প্রমথ চৌধুরীর "কমলালয়ে" পান সাজের প্রসঙ্গে। শ্বেল রাত্তিরে আলিবারা হার, এ-খবর পেয়ে ভাবলুম একটা ঘুমিয়ে নিই—কপালে থাকে তো ঠিক সময়েই ঘুম ভেঙে যাবে। শবে, "ছিছি এতুজবাল"-টা শোনার ভাবী ইচ্ছে। আসাম-ওয়াল ঘড়ি আমার ঠাকুরদাদার ছিল: আমার নেই। ভালই। যাচ্ছেতাই বিদ্রী আওয়াজ শুনে ঘুম ভাঙলে

মেজাজ বিগড়ে যাওয়ার কথা। তবে তাঁর একটা টাক-ঘড়ি ছিল মেকেবের টেরী, যেটার পিন টিপলে শোনা যেত, কটা বেজে ক' মিনিট—টুংটুং' আর টিং টিং' করে সুরেলা আওয়াজে সে ঘণ্টা-মিনিট দুই-ই জানিয়ে দিত। সে-ঘড়িও আমি পাইনি। সুতরাং কপাল ঠেকেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুম থেকে ওঠার পর কি হাল, পুরে বলছি। ততক্ষণ আলিবারার গান সম্বন্ধে চৌধুরী পরিবারের মন্তব্য শুনাই—কলার পৌরীপথ উপেক্ষা করে, কারণ নিদ্রাতুরের কালজ্ঞান থাকে না।

প্রমথবাবু তখন সম্প্রদিক শাস্ত্রানীকতনে বসবাস করছেন। রবিবাবু স্বর্ণগত, সুতরাং আমি সেখানে অদ্যাপক প্রবেশ সেনের আহবানে তাঁর অতিথি হয়ে একবার বৈশাখ মাসে যাই। দেখলুম, প্রমথ চৌধুরীর তরঙ্গ বানডবনে প্রতি সন্ধ্যায় ছোট্ট আসর বসে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন সবুজ-সভারই সেকেন্ড এডিশন। পূর্ব স্মৃতির স্মারক-চিহ্নের অভাব নেই। সেখানে ননী নামক ভূতটিও



6RC-52 BEN

তখন রয়েছে। কথার ওপর Pun আর গণেশের ওপর গান আগেকার মতনই সম্মান পাচ্ছে। একটা বিলিভী সুরের স্বরলিপি আমার লিখে দেবেন বলে মিসেস চৌধুরী আমাকে খুঁজতে বললেন তাঁর টেবিলের কলম। সে-কলমের মাথা আলগা থাকায় আমার হাত থেকে যখন ডুয়ে পড়ে

গেল, তার শব্দ শুন্যে তিনি বললেন : কি, হারীত, কলমের মন্ডপাত হল বুঝি? গণেশের মন্ডপাতের কথা তখন শুন্যে ছিলুম বটে, কিন্তু তাঁর লেখনীর মন্ডপাত কখনো আমার কণ্ঠগোচর হয়নি। ইন্দিরা দেবী ব্যাসদেবের মতন জিজ্ঞেস করে গেলেন সেই বিলিভী সুরের স্বরলিপি, আর

আমিও গণেশের মতন বুঝে লিখে নেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সিদ্ধিদাতার প্রসাদ না পাওয়ায় ততটা কৃতকার্য হইনি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন একটি পাশী-মহিলা, যিনি তখন কলা-ভবনে ছবি-শ্রাব্যে নিচ্ছিলেন। ইন্দিরা দেবী তাঁকে রাত বলে ডাকতেন। মেয়েটি



সবল হাতের সাহায্য

পিতৃহর আনন্দে ও গর্বে তাঁর বুক ভরে আছে, শিশুটিকে হাতে ধরে তিনি চলতে শেখাচ্ছেন। শিশুটির এই সবল হাতের সাহায্যের প্রয়োজন হবে যতদিন না সে জীবনের পথে নিজের পায়ে চলতে পারে। তিনি একজন বিচক্ষণ পিতা যিনি অল্প প্রিমিয়ামে মোটা টাকার চিল্ডরেন ডেফার্ড এন্সুরেন্স পলিসি কিনে, তাঁর অবর্তমানেও, এই সাহায্যের বাবস্থাকে পাকা করে রেখে নিশ্চিত হয়েছেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য একজন জীবন-বীমার এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন



লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া



দেখতে-শুনতে ভালো, অর্থাৎ দেখতেও ভালো, শুনতেও ভালো—ছবিও আঁকতেন, গীটারও বাজাতেন। তাঁর গীটারের সঙ্গে আমার গান গাওয়ার ব্যবস্থা করলেন ইন্দিরা দেবী। তার পরের দিন ছিল পূর্ণিমা। সন্ধ্যায় দুজনেই রাজী হলুম। রাতিকলায় গলা-যোগ দেবার, সুযোগ দুর্লভ, একথা তখন ভেবেছিলুম কিনা মনে নেই। কিন্তু এখন ভাবছি, পূর্ণিমার চাঁদ আমায় চিরকালই ঠিকিয়ে আসছে।

শৈশবে মাতৃস্বামীস্বামীর মুখে ডাক শুনছিলাম : “আয় চাঁদ, আয় চাঁদ, খোকার কপালে টী দিয়ে যা।” টী পেয়েছি পরে, যা সোমরাসের পঞ্চায়তুহ, অর্থাৎ চাঁ। বোধ হয় “টী দিয়ে যা” মানে “চাঁ দিয়ে চলে যা।” কিন্তু “আয় চাঁদ” ক’রে আলোর ডাক! সে-ডাক শুনেন কি চাঁদ না এসে থাকতে পারে? এসেছিল নিশ্চয়। টী দিয়ে চলে গেছে। পেজ-মুখে দেখাবার জন্যে আসে একবার তার মুখস্বর্নব চোখাচোখি দেখিয়ে যায়।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা স্বীকার করে নিলে চাঁদের “মুখ-পেজ” আখ্যাই প্রাপ্য মনে হয়। কবী যাকে কলায় বলেছে, বিজ্ঞান দেখিয়ে দিয়েছে যে সেগুলো একে অপরকে গিঁড়িয়ে ধরে রাখায়। অর্থাৎ নিজের আগুনটুকু দিয়ে নিজের মুখে পুটিয়েছে। কৃষ্ণ চন্দ্রের বৈজ্ঞানিকরা যে তাকে রাকট ছাড়ে মোড়ান, দেখ করেছে। চাঁদের আর একটা বৈজ্ঞানিকের জন্যে শিঁড়ই সে শাসিত পাত্র। পাত্র প্রদর্শনে সে এখনো পরামর্শে।

Astronomy-তে দেখানো হয়, চন্দ্রের পশ্চিমে গাছেরা দেখতে পাই না এই কারণে যে তার পৃথিবী পরিভ্রমণে যে সময় লাগে তিক সেই সময়েই লাগে তার নিজের একদল ওপর একবার ঘুরে যেতে। কেন্দ্র এটাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলা যায় না—কেবল যা দেখি তাই বর্ণনা মাত্র। কেন যে চাঁদের পৃথিবীর অক্ষ রেখার মতো আর পৃথিবীর অক্ষ রেখার মতো সে-প্রশ্নকে চাপ দেওয়া হল। রায় বৈজ্ঞানিকদের ইচ্ছা, চাঁদের ওপরিষ্কার ভবি তুলে দেন। সে ইচ্ছা পূর্ণ হলেও বিজ্ঞান আমাদের যেমতো পাবার না চন্দ্র কেন এক দৃষ্টি চেয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। আমার মনে হয়, সূর্যমণ্ডলী ফলে যেমন সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, কারণ কথা শোনে না, ধরণী-গর্ভ সম্ভবত চন্দ্রও যেমনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে তার গর্ভধারিনীর দিকে। এই ধরণীকে ভাসবেসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এখানে সবুজ পত্রা ছেয়ে আছে চির-যৌবনের আশ্বাস নিয়ে। তাই চাঁদও চেয়ে থাকবে আমাদের দিকে চিরকাল।

Geography-তে দেখে, পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। এবং জোয়ার-ভাটার সম্ভান যারা জানে তারা

এটাও জানে যে, চাঁদের তল জলের ওপরই বেশি। এতে মাটির মনে হিঁসে একটু হতে পারে, কিন্তু রাগ হওয়া উচিত নয়। জলের দেহ নরম, সূর্য্য তাকে কাছে টানা সোজা। তাই জলের ওপর খেলা করে যায় চাঁদের আলোর ধরণী-ধারা।

সাগর-ময় সূর্যের জলদ্রীড়াকে লক্ষ্য করে একটি ইউরোপীয় ভাবুক সুন্দর কথা বলে গেছেন। মূল গলা-রুপটি ভুলে গেছি। শব্দের মথায় তার যে সংস্কৃত অনুবাদ করে ছেদে বেঁধেছিলুম সেটা মনে আছে :

জলসা হাসাং কিরণগর্মিসংগমে
তরপাভাগে অকৃতি শচ বেদিতা
নিরকুশলং থলু, নিব্বরে সলা
রহা মহাভগু সফেনগর্জনে।

এখানে অবশ্য ‘হাঁরা’ করা হয়েছে জল-দেবতাকে। আমি কিন্তু আবার সাহায্য মতন ইংলিশ চ্যানেল পর না হয়েও জাহাজে দাঁড়িয়েই লক্ষ-হীরার সন্নিহিত দেখছি সাগর-বাক, যখন রবির আলো সাদা দিল সাগর-পারে, আর চক-গতি-ছন্দে উল্লস জলদল হীরের ফল ছড়িয়ে দিলে, নতুন তলে তলে।

গোদাবরীর উৎস-সম্ভান গিয়েও দেখছি, সূর্যের আলো পেয়ে জল হীরের মতন জ্বল-জ্বল করছে, যেন অহাশে আটখানা। আবার পাহাড়ের গায়ে অচড়ে পড়ছে যেন জানতে চায়, মধুরভাব, স্নেহস্বতীর প্রসব-বন্দনা। এ-দৃশ্য থেকে সন্নিহিত-তত্ত্বের বহুসা উদ্ঘাটন করা যায় না, কেবল তার মহিমাই উপলব্ধি করা যায়।

সূর্যের আলো যখন চন্দ্র গিয়ে পড়ে, আর আমরা তারপর চন্দ্রলোক থেকে পূর্ণিমাতে পাই, তখন আমরা বলি : পূর্ণিমা হয়েছে। এই ধার-করা আলোর ধব কম, কিন্তু কদর বেশি। চন্দ্রলোক থেকে সন্ধ্যায় এসে চন্দ্রলোক জলে পড়লেও স্বীকার করে না যে সে সীতা জলই পড়েছে। তার অধঃপতনের ফলে যে মধুর্যের সন্নিহিত হয় তা সব দেশের কারো প্রশংসিত পোয়েছে। আমি কবি নই। কেবল পূর্ণিমার চাঁদ কেমন করে একদিন জল-তরঙ্গ নেমে আমার নয়ন-মন রস-সিক্ত করেছিল, তার গল্প বলতে চাই।

নামের নন্দীতে সে-বছর ভীষণ বন্য। বরাকের নন্দী—যা অনেক বার হেঁটে পার হয়ে গেছি—সেই বনার ফলে তখন স্নেহস্বতী। বরাকের আকর-কার্য ব্যাপ্ত বন্দুরের সাক্ষর রক্ষিতের ডাক আমি প্রায়ই বছর-বছর সাড়া দিতুম। সে-বছরও দিয়েছিলুম। তাই বাংলা যে-গ্রামের সাগাও, তাই নাম রাখানগর। তাই একবার যখন আমি কৃষ্ণনগরে ছিলাম তখন সূর্যমণ্ডলের চিহ্ন পেলাম যে নগরিক থাকতে হলে আমায় কৃষ্ণ আর রাধা

দুজনেই টান সহ্য করতে হবে। করতে কোনো কষ্ট হয়নি। অন্যার প্রকোপ হাস হওয়ার পর সূর্যমণ্ডলের কন্যা অনুবোধ জানালে : চলুন, আমরা সবাই মিলে বরাকের ঝিলে বেড়াতে যাই।—পূর্ণিমার চাঁদ এখনো মেঘে ঢাকা, কি দেখব সেখানে? পরবী বসলে : কেন? একবার শান্তি-নিকেতনে রবি ঠাকুরকে দর্শন করে এখানে যখন এসেছিলেন, তখন কি আপনাকে দেখাইনি, আমাদের বাড়ির পেছনে লেকের ধারে কেমন রবির আলো ফটে ওঠে?—হ্যাঁ, সীতা চমৎকার।—আপনি কি তখন বলেন

নবতর সৌন্দর্য

কৃষ্ণনগরের চিকিৎসা



ফ্লোরোজোন গাত্রককে শূদ্রতর ও সুন্দরতর করে

হাতের হাতের আকর্ষণে প্রবেশ ও নারী ফ্লোরোজোন সহায়্যে সমাজে ও অনন্ত গাফিল লভ্য হবেন। ‘ফ্লোরোজোন’ শূদ্রতর একটি সমাজে রীম বা লোশন নয়, যা বরাকের অভ্যাস এন দেখ। এটি একটি আদর্শ বর্ণশোধক যা ছাল, মেজতা ও ত্বণ তুলে দিয়ে আপনার বরাক শূদ্রতর ও সুন্দরতর করে। ‘ফ্লোরোজোন’ বরাকের কোমল লাবণ্য বোধ করে নতুন জীবন দেয়। আজই এই বহু পরীক্ষিত সৌন্দর্য প্রক্রিয়া শুরু করুন। আপনার কোমলতর নিকট অথবা হাইড্রিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পোঃ অঃ বক্স ১১১২, বোম্বাই-১ চিকিৎসা পাবন ফ্লোরোজোন লোশন টাঃ ১৫-২৫ নং পঃ প্রতি বোম্বাই, ফ্লোরোজোন কনসেনট্রেটেড ক্রীম (জটিল ক্ষেত্র) টাঃ ৫-৫০ নং পঃ প্রতি ভার।

FLOROZONE
আদর্শ সৌন্দর্যশোধক
(H.V.B.)

সি, রবি ঠাকুর আমার না দেখেও আমার নাম দিয়ে একটি কবিতার বই লিখেছেন? —বলেছিলুম নিশ্চয়। কিন্তু তুমি তো তার কবিতাপ্রণ পয়েছিলে, সেটা বাকি ফুল গেছে?—ফুল নি। তার নাম আর আমার নাম দিয়ে আপনি যে পদ্য লিখেছিলেন, সেটা মুদ্রণ করে রেখেছি, বলব?...ব্যয়ন করলেও বলব:—

পূরবীর কবি কহিতেছে রবি,
নিবে যাবে মোর আলো।
সুদূরিতর সাজে সাজিয়া যে সাথে
আসিবে, সে ঘোর কালো॥

কোরে না তাহারে ভয়।
স্বপ্নমের কোলে ধীরে যেও চলে,
আপনি হবে সে লয়।
প্রভাতে উঠিয়া দেখিবে লুটিয়া
পাড়িয়া হয়েছে ক্ষয়॥

অকবির রচনা, মেয়েটি কিন্তু ঠিক মনে রেখেছে। কৃতজ্ঞচিত্তে তঁর আদর মনে নিলুম। তাদের মোটরে চড়ে তার মা, বাবা, মাসীকে সংগে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালুম বরাকরের সেতুতে।

নিম্নে খরপ্রোত সশব্দে বহমান। এত খাদের সুব ওখানকার কয়লা-খনির খাদ

সেমেও কখনো শুনিনি। দেখতে দেখতে আকাশের মেঘ পাড়লা হয়ে এসে। পূর্ণিমার চাঁদ যেন জল থেকে ভেসে উঠল। জলতরঙ্গে ফটল তার মৃদু মধুর হাসি। ঢেউগুলো সব পলকে পলকে পূর্ণিমার ছোয়া জানিয়ে খুঁসি! পূরবী বললে : সেই গানটা গান—ও-ও-ও-ও গো-ও তুমি পশুদশী, ও-ও-ও-ও গো-ও-ও-ও পশুদশী, তুমি পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।

অবান্তর? কখনো নয়। পূর্ণিমার চাঁদ কবে কোথায় আমার ঠিকিয়ে খুঁসি করেছে, তা বলব না? আচ্ছা না হয় যেখানে থেকে গতি-পরিবর্তন করেছিলুম, এইবার সেখানেই ফিরে যাই। সে-ও পূর্ণিমার ঘটনা, প্রমথ চৌধুরীর সামনে ঘটেছিল, এই যা তথ্য। হ্যাঁ পূর্ণী মেয়েটি কো ইন্দিরা দেবীর কথা মত গীটার নিয়ে এসে বসলেন। প্রথমটা ধরলেন নিজের থোয়াল মত একছত্র আলিবাবার গানের সুর—পিড়িং-পিড়িং করে তঁর গীটারে। আমি চমকে উঠলুম। শান্তিনিকেতনে আলি-বাবার গান? ভাবলুম, হয়তো বা কেউ কেবল সুরটি নিয়েছে, কথা বললে বিরহে।

এমনও ত হয়। কৌতূহলী আমি প্রশ্ন করলুম : এ-সুর আপনি পেলেন কোথায়? উত্তর আসতে বিলম্ব হয়নি : কেন? মাঝে বোসের কাছ থেকে। বোমা গেল মধু বোসের আলিবাবা-ফিল্মের রেকর্ড থেকে। বলে ফেললুম, প্রমথবাবুকে শুনিয়েই : কেন তা জানি না, কিন্তু আলিবাবার গান আমার বহুটা ভাল লাগে—কথাটা বলছি জিত কেটে ফেলছি। ইন্দিরা দেবী কি একটা সেলাই করছিলেন। তিনি সেলাই না ছেড়ে আমার দিকে চেয়ে বসলেন : আলিবাবার গান তেঁমার ভাল লাগে? আমি তো ভয়ে কণ্ঠ! মনে মনে বললুম : এই, রে! বকুনি খেতে হবে এবার। ভবসা কেবল এই যে, উনি ভাবনা করবার সময়ও উদ্ভ্রাণে ভুলে যান না। বেশকিছু এরকম ভাবতে হয়নি। সেলাইটা বন্ধ করে হাত থেকে টেবিলে ফেলে দিলেন বললেন : আলিবাবার গান? ওর প্রত্যেকটি জনবদ। আমিও চমক ছেড়ে বসলুম। সহস্র শেষে নানের কথা তুলতে প্রমথবাবু মাথা খসলেন : কিপা কোসব না? আমি বলাবান্দা সেগছি। সেই তো আবদুল্লাহ সোফা নব্বিনার সংগে মাসত। খুব ভাল সো-নাচ।—আলিবাবার গান কে সব দেখছিলেন, জানি না। সম্ভবত 'রামতারণ সান্নাল'।

বিতর গীটারের সংগে কী গান গেয়ে-ছিলুম সেদিন ফুল গেছে। তবে মনে আছে, টেবিলের ওপর পূর্ণিমার চাঁদ হামলা করায় শ্রীমতী চৌধুরণী বসলেন : বোমাস যদি ভাল করে পোত চাও হাবাত তহলে বিজলী ব্যাটটা নিমিয়ে দাও—দিলুম। কিন্তু আমার অস্ত্রের এক ঝলক বিদ্যে খোসে গেল। এখন মনে হয়, সেটা কণপ্রভা। পূর্ণিমার চাঁদও আমার রোমাস দিয়ে যাবনি। শিশু-কাল কপালে যে টী নিয়ে গেছে, সেই-টীই আমার সম্বল।

বলছি, সেই কৌজারণী পূর্ণিমার রাস্ত ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, বিশেষ করে আলি-বাবার একটা গান শোনার ইচ্ছা দিল। যখন ঘাম ডাঙল, তখন রাত্তির দুটো কি অড়াইটে। চা না খেয়ে তো লেবানো খাব না। যে টী শিশুকালে পেয়েছিলুম সেই-টী যেন ডাম্প লেগে খরাপ হয়ে গেল। কিন্তু স্পিরিট ঠিক আছে ডাম্প হয়নি। স্পিরিট দিয়ে স্টোভ জ্বালিয়ে বৌ করে এক পেরোয়া চা ইতীর করে নিলুম। গরম লেবাবা বটির দিকে চেয়ে দেখি পশু পৌনে তিনটে। ওঁ যাঃ! একক্ষণ কি "ছিঁচি এস্তা জগ্গাল"—গানটা হয়ে যাবনি? কী ঘুম বাবা! একটু, আগে ডাঙত পারছি না? নিদ্রাদেবীকে এ-ভাবে তই-তোকরী করটা উচিত নয়, একথা আজ-



SKIN LOVELINESS
OF YOUR
FONDEST
DAY DREAMS...

ELFIN delicately perfumed
HAIR REMOVER

যেকোনো কমনীয়তার জন্য সবচেয়েই যথোচিত যত্ন নিন! আপনার অব্যাহত ও বিস্তীর্ণ চুল দূর করুন—সর্বাপেক্ষা সহজ, পরিচ্ছন্ন ও আরামপ্রদ উপায়ে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য ও লালসা বোধের সঙ্গে! নোংরা নয়, দুর্গন্ধ নাই, প্রদাহ হয় না

বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার একমাত্র পরিবেশক : মেসার্স
কনসালিডেটেড এন্টারপ্রাইজেস্, পি-৩৩-এ, মিশন রো, এক্সটেনশন,

কলিকাতা-১৩।

(HVM)

কালকার সভ্য-সমাজ বলবে বটে, কিন্তু ভক্ত রামপ্রসাদের গানে তো শ্যামা-মাকে তুই-মুই করা আছে। সুতরাং একটা বড় নজীর হাতে পেলুম। তাছাড়া নিদ্রাদেবীর আগমনের আগে আমি যে-মাকে ভজনা করেছিলাম, তিনি স্বর-গ্রামের মা—সুধ-লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দূর-দূর, বন্ধে আমি 'ইন্দু বোরাণীর' আঙিনায় যখন প্রবেশ করলাম, দেখি ভূপ-সীন উঠে গেছে, আর ময়ূর-পুচ্ছের সম্মার্জনী-হস্তে দণ্ডায়মানা মজিনা গান ধরেছে : ছিছি এত জজাল, এত বড়া বাড়িমে এত জজাল! মজিনার মজি না হলে এ-সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে পারতুম বটে। কিন্তু মজি দিলেন কে? 'কো জাগতি' এ-প্রশ্ন নিয়ে এলেন কে—লক্ষ্মী, না সরস্বতী? কেবল ডুবুর জল খেয়ে যখন আমি রাহি-জাগরণ কারিনি তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে লক্ষ্মী নিশ্চয় এসেছিলেন কিন্তু আমার ঘুমন্তের মধ্যে চলে গেছেন। আমার সৌভাগ্য-দাত্রী হলেন সরস্বতী।

সবুজপাতার ডাকে প্রথমেই বলছি, প্রমথ চৌধুরীর প্রথম দর্শন লেখালে পাই, সেই 'কমলাঙ্গী'র ক মান হয়েছিল সেন লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলন-কেন্দ্র। এই দই দেবতার সম্পর্ক কী হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে ওর মত একটা পরে জানাবো। তার আগে আমার একটা আপলটি পেশ করবো আছে।

আমার কার্যে। বিজয়া-দশমীকে পূজন না করিয়া দে-জাগরণী পূর্ণিমার কথা বোঝাই। প্রমথ চৌধুরী বহুরের পর বছর আমার বিজয়ার অশীর্বাদ নিয়ে গেলেন, সুতরাং বিজয়া উপলক্ষে তার মর্মেই প্রীতি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা আমার কর্তব্য। হয়তো 'কম' চাইতে পারি এই বলে যে, বিজয়ার নামকায় লক্ষ্মী-পূজা পবিত্র করা চলে। এ প্রকার মর্মে কথা বোঝা সোজা। যথেষ্ট বিজয়ার পর লক্ষ্মী-স্ত্রী জাত হবার এ আশা নিয়েই মানুষ যুদ্ধ করে। 'কম' লাভের পর জয়ী-লাভ উৎসাহ-সম্পন্ন, এই হিতোপদেশ সমরণ করিয়ে দেবার জন্যে কল্পনা করা হয়েছে যে, নিদ্রাতুর মোহের কাছে সম্পদ হাতে করে এমনও লক্ষ্মীদেবী ফিরে যান।

কিন্তু বিজয়ার শান্তির জল না পেয়ে তো আর লক্ষ্মীলাভ হয় না। সিংহ-বাহিনী দুপার বিজয়া-বার্তা ঘোষণা করাই যখন বিজয়া-দশমীর প্রধান উদ্দেশ্য, তখন এ-প্রশ্ন ওঠে—জয়মাল্য প্রাপ্য কার? দেবীর না তাঁর বাহনের? পূর্বে বলছি, বুঘাণ রাজা হুবিংকের মৃত্যুতেই আমরা সিংহ-বাহিনীর প্রথম সাক্ষাৎ পাই। তার আগে কনিকের মৃত্যুতে কেবল দেবীর মর্তি আছে। তারও আগে শব্দীশ নামক রাজার মৃত্যুর কেবল বাহনের রূপ দেখা যায়।

এই তিন প্রকার মৃত্যুতেই গ্রীক অক্ষরে 'সনা' লেখা। গ্রীক মৃত্যুর রীতিকে স্মরণ রাখলে আমাদের স্বীকার করতে হয় যে দেবীর বাহন সিংহকে এখানে দেবতার স্থান দেওয়া হয়েছে। এখনকার দুর্গা-প্রতিমাতেও সিংহের বিকৃত স্পষ্ট করা হয়ে থাকে—তার কান্ডেই মহিষাসুর কাবা। আমার বিচারে, জয়ের জন্যে মালা সিংহকেই দেওয়া উচিত। অন্য বিচারক দেবী-পক্ষে 'ভোট' দিলে একটা 'টাই' হতে পারে। কিন্তু যাই হোক না কেন, আমার বিশ্বাস, যিনি 'আমপায়ার' হলেন তিনিও মালা সিংহকেই নিতে বলবেন। ফলে আমার বা তাঁর লক্ষ্মীলাভ হলেও হতে পারে, কেননা সংস্কৃত কচন আছে : উদোগনিং পূর্বে-সিংহমূর্তিতে লক্ষ্মীঃ।

আমাদের যেমন বিজয়া-দশমীতে শান্তি নিয়ে মিষ্টি মুখ করার ব্যবস্থা রয়েছে, রোমানদেরও তেমনি পরলা জানুয়ারীতে শান্তি-দিবকে স্মরণ করে মিষ্টিমুখ বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। উভয়ের উদ্দেশ্য সনান—নতুন বৎসরকে মিষ্ট সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা। নতুন কাপড়, নতুন জামা, নতুন জুতা—সবের মধ্যেই নতনের সূচনা।

১৯১৮ সালের পরলা জানুয়ারীতে যখন স্যেটন বোসের চম্পল বছর বয়স পূর্ণ হল, তখন আমাদের বাড়িতে যে সবুজ সভার বৈঠক বসেছিল, সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাবার একজন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু—রসরাজ 'অমৃতলাল বসু। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে সোদিন তাঁর প্রথম পরিচয় হল। দুজনেই খুব খুসি। আমিও খুসি, কারণ আমি জানতুম যে হাসির জন্যে ওদের দুজনেরই মন কাঁদে।

ইংরেজদের নিউ ইয়র্ক ডে-কে আমরা যেন ডেকে আনলাম। এইরকম একটা মনোভাব প্রমথ চৌধুরীর বোধ হয় হয়েছিল, কেননা উনি আমার লিখলেন—

৫৫

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ, ১০।১।১৯।

কল্যাণীয়েবু—

আমার নতুন ইংরাজি লেখাটা শেষ করেছি—আসছে শনিবারে সেটি 'সবুজ পাতার' পড়ে শোনাবার ইচ্ছা আছে। তুমি সেদিন বিকেলে অর্থাৎ করে এসো। না এলে একটি সমজদার প্রোতা হারাও। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

ভারতে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়

হিমালী

বাডি ও
ফেস পাউডার

হিমালী আইভেট লি:
কলিকাতা-২

পত্রোত্তরে সে-শনিবারে গিয়েছিলুম নিশ্চয়। কিন্তু নতুন ইংরাজী বঙ্গসরের নতুন ইংরাজী লেখাটির বিষয়-বস্তু কি ছিল তা মনে পড়ছে না। তার পরের শনিবারে ওর ওখানে যাবার কথা ছিল বটে, তবে যাওয়া ঘটে উঠনি কারণ এ-পাড়াতেই কোনো বন্ধুর বিয়ের বৌভাতে নেমস্তর যেতে হল। প্রমথবাবু সেদিন আমায় আব্রুসেণ্ট-মার্ক্ করেই ক্ষান্ত হইনি, চিঠিতেও তৌকা দিয়েছিলেন।

৫৬

১নং রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ ২৪।১২।১৮

কল্যাণীয়েষু,

গত শনিবারে ত তেমনা কেউ আসতে পারলে না। অশা করি সামনের শনিবারে তেমনা কোন বন্ধুর বিবাহের বৌভাতে যেতে হবে না। অন্য কোনও বাধা না থাকলে সেদিন আমাদের বৈকালিক বৈঠকে উপস্থিত হইয়ো। পিচজন মিলে "রাজা রুজির" মারা যাবে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

পিচতী ভাষায় বৌ-ভাতকে 'পাক-স্পর্শ' বলে। কুমারী যখন বধূ হন, তার গোত্র-পরিবর্তন হয়ে যায়—তিনি স্বশ্বশুর-কুলের গোত্র পান। কিন্তু স্বশ্বশুরবাড়ির জাত-গোত্র-বা যে তাকে বাড়ির বৌ বলে মেনে নিলেন, তার প্রমাণ ত চাই। নববধূর হস্ত-পাক-করা অন্ন গ্রহণ করলে একাধিটি সিদ্ধ হয়। দণ্ডেখর বিষয়, বৌভাত—যথার্থ বৌভাত—আজকাল উঠে যবার দাঁখল হয়েছে। তার বদলে হয় প্রীতি-ভোজনের নিমন্ত্রণ, আর হাল আমলের আইন-মত নিমন্ত্রণকে নিমন্ত্রণ করতে হয়, অনেক

সময়ে। কিন্তু বৌ-এর হাতের রান্না কেমন, সেটা টের পাওয়া যায় কোথা? আজকাল গৃহলক্ষ্মীরা অনেকেরই গৃহ-সরস্বতী হতে চান। গান না গেয়ে রান্না করতে বাড়রটা যেন কেমন-কেমন লাগে।

মনু-স্মৃতিতে বলে তৌষাণিক অর্থাৎ নৃত্য-গীত-বাদ্য হচ্ছে কামজ বাসন, সুতরাং রাজার পরিহার্য। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও নাচ-গান-রাজনার ওপর আকোশ দেখা যায়। কিন্তু যাজ্ঞ-বল্ক্য-স্মৃতিতে পাই সঙ্গীতের ভূয়সী প্রশংসা, এবং রাজার পক্ষে বিহিত বিধান হচ্ছে রোজ সংস্থার পর অন্দরমহলে নাচ-গান-রাজনা উপভোগ করা। মনু-স্মৃতিতে নারী-প্রশংসা-প্রসঙ্গো বলা আছে যে তারা গৃহ-দর্শিত অর্থাৎ ঘর আলো করে রাখেন (ভাগ্যসু! সেকালে ARP ছিল না), আর 'প্রিয়ংসুয়শ্চ গেহেবু নাসিত ভেনো কথগুন, অর্থাৎ স্ত্রী হচ্ছেন গৃহলক্ষ্মী। সবচেয়ে বড় প্রশংসা যে-শ্লোকে পাই, সেই শ্লোককে বড় নিন্দা বলে ধরে নিয়েছেন কেউ কেউ : পিতা রক্ষিত কৌমারে ভর্তা রক্ষিত যৌবনে। রক্ষিত স্থাবিরে পত্রে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য-মহীত। মহাভারতে 'স্ত্রী প্রশংসা'-অধ্যায়ের মুকটমণি এই শ্লোক। এবং তার পরেই 'স্ত্রী-নিন্দা'-অধ্যায়ে যা বলা আছে (অদি বেশ্যা পণ্ড্যুড়ার মুখ দিয়ে) তা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। এই দুইটি ঘন-সীমাবদ্ধ অধ্যায়ের উক্তিগুলি মনু-স্মৃতির নবম অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত অকারে মেলে এবং এই স্মৃতিতে ঐ উক্তিগুলি সাজানো আছে এমনভাবে যেন পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ আর সিদ্ধান্ত।

এখন মনু-স্মৃতিকে রেহাই দিয়ে আবার

প্রমথ-প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রমথবাবু ১।২।১৮ তারিখের পত্রে তাঁর 'স্ত্রী-প্রশংসা' আছে।

৫৭

১নং রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ ১।২।১৮

কল্যাণীয়েষু,

কাল পারোত বিকেলে আমার এখনে এসো। এক গল্প করা ছাড়া অপর কোনও কাজ নেই। লেখা আজকাল আমার দ্বারা হয়ে উঠছে না—সুতরাং কোনও নতুন লেখা শোনাতে পারব না। গান বাজনাও একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে গান শুনতে চাও যদি, তাহলে শ্রীমতী সরলা দেবীর গান শোনাতে পারি। তিনি সম্প্রতি লাহোর থেকে কলিকাতার এসেছেন এবং খুব সম্ভবতঃ কাল সম্মানবেলা আমার ওখানে উপস্থিত থাকবেন।

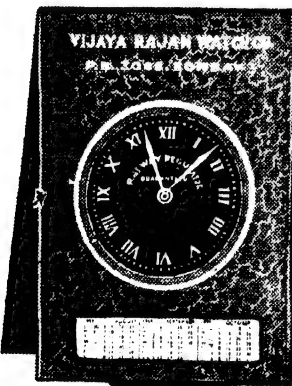
সুধীশ্রুকে বসো তার যখন শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর লেখা অত পছন্দ হয়েছে, তখন তাকে তাইই শিখা করে দেব। সুধীশ্রু দেখতে পাচ্ছি একটা সত্য আবিষ্কার করেছে—সে-সত্য এই যে আমার বাড়ির সদরটা radical আর অন্দরটা conservative, এ-বাবস্থা আসলে মন্দ নয়। ও না হলে আমাদের মত শিকলি-ছেঁড়া লোককে ঘরে রাখাই কঠিন হত। তবে বাড়লী জীবনের বৈচিত্র্য আছে। আমি দু'এক পরিবার জটিল যাদের সদরটা conservative আর মফঃস্বলটা radical সুতরাং লিখতে জানলে গল্পের খোরক আমাদের সমাজেও কম পাওয়া যায় না। যাক এ-বিষয়ে বস্তুটা মুখে করা যাবে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

পঃ—ভালো কথা পারোত কাল সুধীশ্রুকেও সংগে নিয়ে এসো।

পত্রোক্ত শ্রীমতী সরলা দেবীর মুখে শুনলেম, লাহোরের স্থানীয় প্রসিদ্ধ এই যে তাঁর স্বামী ছিলেন বিখ্যাত 'পোরাস'-রাজার বংশধর। এ-কথা যখন শুনি, তখন আমার মনে ঐ পোরাস-এর যুগে বাস করছে, আর ঐতিহাসিকদের এ-অনুমান আমার অজ্ঞাত ছিল না যে, 'পোরাস'-নামটি 'পোরব'-শব্দেরই প্রতীচা রূপান্তর। পুরাণে রাজ বংশকথন-প্রসঙ্গে বলা আছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর অর্জুনের বংশধর-রা, যারা প্রথমে হস্তিনাপুরে এবং পরে কৌশাম্বীতে রাজত্ব করেন, তাঁরাই 'পোরব'। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় (ইংরাজীতে লেখা) আমি প্রমাণ দেখিয়েছি যে অর্জুনেরই এক বংশধর, এবং তৎসম যুগপৎ যোধা ও প্রেমিক, যাকে 'বৎসরাজ

আপনার গৃহ ও প্রমণের জন্য



VIJAYARAJAN WATCH COMPANY

P. Box No. 3068 Bombay 3.

নভেলটি, ফোন্টিং, ফ্যান্সি, টেবিল টাইম-কীপার—একদিন চাবি দিলেই চলে। ইম্পোর্ট-করা: রেডিয়াম-যন্ত্র, তারিখ বদলের সুবিধা সহ। আকার ৪"×৫"। মূল্য ২২, টাকা মাত্র। ডাকখরচ ও প্যাকিং খরচ অতিরিক্ত ২, টাকা। একটি প্যাকিং-এ দুইটি টাইম-কীপারের অর্ডার থাকিলে ডাক খরচ ও প্যাকিং খরচ লাগবে না।

উদয়ন' কল্পা হয়, পৌরব-বংশের, লক্ষ্য গৌরবকে পূনরুৎসাহ করেন। হাজারের দৃষ্টি নাটক, প্রতিজ্ঞাযোগধরন ও স্বনবাসবদন্তা, আমাদের কাছে সাক্ষাদান করছে যে, উদয়নের প্রথমা পত্নী ছিলেন অবশিত-রাজ প্রসোত-মহাসেনের দুঃহিতা বাসবদত্তা এবং দ্বিতীয়া পত্নী হলেন মগধ-রাজ দশকের ভগিনী (অজাতশত্রুর কন্যা) পদ্মাবতী। হর্ষের রত্নাবলী-নাটকে উদয়নের সার্ব-ভৌম্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী যে-ভাবে দেওয়া আছে, তার থেকে এ-সিদ্ধান্ত করা যায় যে তিনি সভাই সার্বভৌম রাজা হয়েছিলেন। বৃহৎকথায় তার দীর্ঘজয় প্রসঙ্গে বলা আছে যে তিনি মগধে ও অবশিততে পূজিত হয়েছিলেন।

সিংহলের ইতিহাস 'মহাবংশ' বলে যে, 'নাগ-দাসক' অর্থাৎ শিশুনাগ-বংশীয় দশক, পূর্ববাসী-কর্তৃক বাজাচ্যুত হন, এবং শত্ৰুর মূচ্ছকটিক-নাটকের নাটকীয়তা বাদ দিলে বোঝা যায় যে, অবশিত-রাজ পালক (প্রদোতের পুত্র) পশ্চাৎ নিহত হন এবং তারপর 'গোপাল' প্রকৃতি 'আর্য' অর্থাৎ বংশরাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কার্লিনাসের কাল ও অবশিততে উদয়ন-কথা-কোঁপে গ্রন্থবন্ধ অনেক ছিলেন। বিশেষ করে অবশিতের কথা কার্লিনাস বলেছেন এট কারণ যে, বিরহী মক্ষ মেঘকে দূত করে পাঠাচ্ছেন তার দলবলসম্বত প্রিমার উদয়নো এবং উদয়ন-মহাসেনের প্রেমের স্থান ছিল অবশিত কথানে তিনি বল্লী—অলম্পাত তার বর্ণিণী বজ্রকে বাসবদত্তার মত তরণ করেন। প্রদোত-মহাসেনকে দীর্ঘ সন্ততি 'শত পাতক' বলা আছে, যেমন কৃষ্ণক অশোকের বর্ণনায় তার 'চন্দ্র-অশোক' বলা হয়েছে। উদয়ন সেই প্রসূত যোগ্য প্রদোতকে কল্য ণ্ডিয়ায় যখন বাসবদত্তাকে হরণ করে নিয়ে যান, তখন হয়তো তার পূর্বপুরুষ অজ্ঞানের সুভদ্রা-হরণ ব্যতীত সর্বত্র করেছিলেন।

আমার বিশ্বাস যে-মহাভারত আমার শত-সাহস্রী-সংহিতা-রূপে পেয়েছে, তার গোড়াপত্তন হয়েছিল উদয়নের সময়ে এবং তারই সহায়তায়। অজ্ঞানই মহাভারতের আসল 'হীরক'।

উদয়ন বাহুবলে এবং বিবাহ বলে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন যার বিস্তার বংশোপাসগর থেকে আরব-সাগর পর্যন্ত। এই সংহিত সীমহন হওয়ার ফলেই পারস্য সাম্রাজ্য পঞ্জাব আর সিন্ধুদেশের চাইতে বেশি এদিকে এগোতে পারেনি। তিনি পাটলীপুত্রে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। তার পরে নন্দবর্ধন এবং পৌত্র মহারাক্ষী-এরা ছিলেন 'পূর্ব-নন্দ'। মহা-নন্দীর এক-শতাব্দী মহিষীর গর্ভজাত মহাপ্রম এবং মহাপ্রমের আট পুত্র (সহস্র-

প্রকৃতি)—এরা ছিলেন 'নব-নন্দ'। চাণক্যের চেষ্টায় 'নব-নন্দ'-দের উচ্ছেদ-শমন হল; এবং 'পূর্ব-নন্দ'-বংশীয় অভিজাত চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন লাভ করলেন। জম্ববালই প্রথমে নব-নন্দের নব-ব্যাখ্যা দেন।

প্রমথ চৌধুরী ১৬/১১/১৭ তারিখের পত্রে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, চন্দ্র-গুপ্তের একটা "হেসত-নেসত" করে ফেলি। ১৯১৮ সালে জম্ববাল-সম্পাদিত বিহার উড়িষ্যা জর্নালে আমার যে প্রবন্ধ ছাপা হল, তাতে ঐ হেসত-নেসত করা আছে। এখন আর চন্দ্রগুপ্তকে কেউ অনভিজাত বলেন না।

ঐ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ স্মরণ-যোগ্য। সে-প্রবন্ধ—"ভারতবর্ষের ঐক্য" প্রকাশ হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের অষাঢ় মাসে। তার প্রবন্ধ-সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীমতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এ-প্রবন্ধকে প্রথম স্থান দিয়েছেন। তাতে প্রমথবাব বলেছিলেন, চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যে মনোভাব ছিল সেটা বৈদিক নয়, সম্ভবতঃ আর্যও নয়। কোটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ধর্মশাস্ত্রের স্থান নীচু করা আছে। 'কোটিলীর মতে রাজশাসন সবল ধর্মের উপরে। একথা বৈদিক ব্রহ্মণ কখনেই মেনে নেননি। আমার সিদ্ধান্ত হয়েছে এই যে, কোটিলীয় মতটি পারস্য-রাজনীতি থেকে ধার করা। আসেক-জাভারের মতাব পর স্লেজটিকস যখন পরস্য দেশের অর্থশাস্ত্রের হন, তখন লক্ষ্যলেন সেখানে রাজ-শাসনই হচ্ছে 'ল'। কিন্তু আমাদের দেশে ঐ মতের প্রথম প্রবর্তক কোটিল্য নন—তার পূর্বেই মহাপ্রম-এই মতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরেলেও পাই, মহাপ্রম "অনার্যগত-শাসন" ছিলেন। তার সমকালীন পরস্য-রাজ দ্বিতীয় দারুস (Darius II. Nothus) তারই মতন অনভিজাত ছিলেন এবং এই রাজার মধ্যে কি-রকম সম্ভাব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় Otesias এর বিবরণে এই পরস্য প্রভাবের ফলে যে 'ব্যুরোক্রাসী' (bureau-ocracy) ভারতের শাসন-প্রণালীতে অনু-প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটাই কোটিল্য বহাল রাখলেন, কিন্তু অদল-বদল করে। অগস-সম্রাজ্যে সেই প্রণালী বহন, পরিমাণ অনুসৃত হচ্ছিল এবং ইংরেজ আমলেও এই মহাসৌ শাসনপ্রণালীতে মোটামুটি বজায় আছে, দেখা যায়।

প্রমথ চৌধুরী শব্দ ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র আসে চেনা করেই সংকুলি খকতে পারেননি। কমশাস্ত্রেরও তিনি যথেষ্ট চর্চা করেছিলেন। তার পরিচয় এর 'দই পড়া' শীর্ষক প্রবন্ধে পাওয়া যায়। প্রবন্ধ-সংগ্রহের প্রথম ভাগে এটি ছাপা আছে। রচনা-কাল '১৩২৫' বঙ্গাব্দের 'শ্রাবণ'

মাস অর্থাৎ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই আগস্ট। এর অন্যতম পূর্ব উনি যে-কথারি চিঠি আমায় লিখেছিলেন তা পড়লেই বোঝা যায়, উনি বাৎসর্যনের কামসূত্র কতো মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করছিলেন সে-সময়ে।

[ক্রমশঃ]

ডাক্তার ইউন

ঘরে বসে ডাকযোগে পড়াশুনা করে সরকার দ্বারা রেজিস্ট্রী করা কলেজ থেকে ডিপ্লোমা নিন। বিনামূল্যে প্রোফেশ্যন্স-এর জন্য লিখুন।

Indian Homoeopathic College
(DC.) Jullundur City.



★ আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাক্সি কার্য করা হয়।

★ আকর্ষণীয় হারে ক্যাস সাটফিকেট দেওয়া হয়।

★ স্পেশাল সেজিস ডিপোজিট একাউন্টে বার্ষিক ২১% হারে সুদ দেওয়া হয়।

হেড অফিস
৪ হাইড ঘাট স্ট্রিট, কলিকাতা ১

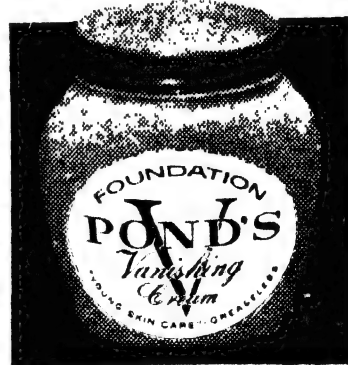
লাবণ্যে ভরা মুখখানি ... ইনি পণ্ডস ব্যবহার করেন



পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম মেখে
আপনার মুখখানিও মসৃণ, কোমল ও সুন্দর রাখুন !

হাল্কা ও তুষার-সুত্র পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম
আপনার মুখের কমনীয় সৌন্দর্য রক্ষা করবে—
মুখখানি সূত্রী ও লাবণ্যোজ্জ্বল রাখবে। পণ্ডস
ভ্যানিশিং ক্রীম মাথবার পরক্ষণেই মিলিয়ে যায়।
এই ক্রীম তেল-চর্চটে নয় অথচ এর ওপর পাউডার
অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে লেগে থাকে।

মুখখানি পরিষ্কার রাখার পক্ষে চমৎকার
রোজ রাত্তিরে আপনার মুখে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম
ভালো করে মাখুন। এই ক্রীম আপনার কোমল
ত্বক পরিষ্কার করবে—আপনার লাবণ্য অটুট রাখবে।



চীজব্রো-পণ্ডস ইনক (সীমিত দায়িত্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)



ত্রি-লোকীয় সাক্ষরিক অধিকারের উদাত গ্রাসের মত ভয়ঙ্কর সেই গহো-গহর। তারই ভিতর দিয়ে বহুদূর প্রসারিত সৃষ্টির পুরাতনী পথ। বিশ্বমানবের শাশ্বতী ধ্রুবা গতি। কিন্তু পরমশূন্য! সে পথের পরিচয় কেউ জানে না। বিস্মৃতির অধীর-ঘেরা নীহার-শীতল পথ—যেন কুহেলিকাময়, আর অধিকারের সমাচ্ছন্ন। সেখানে সার্থ্য নেই, চন্দ্র নেই, নক্ষত্র নেই। নির্বিশি, নিঃপ্রদীপ—জ্যোতিঃশূন্যে মহাত্মিত্তা। তমিস্রার জঘতি শব্দ। সেখানে নিঃসত্ত্ব শব্দভরগ। অন্ধ শব্দক ভ্রাহ্মণীনিহার মত অনন্ত শূন্যতা, অনন্ত নিঃশব্দ—যেন এক অনন্ত, অনুত্তর জিজ্ঞাসা।

অজ্ঞাতপরিচয় সেই নির্গমি নিগূঢ় পথের সম্মান জানে শুধু সে। পুরোণ পথের অগ্র-পথিক—অনার্য কাল থেকে সে সেই পথের পথ-প্রদর্শক। ওই পথের মতই সে রহস্যময়। সে অশ্রুতা অসম্ভা—চির-অচেনা, চির-অজানা। কে বলতে পারে, কে তাকে দেখেছে? কে তার স্বপ্ন জানেছে?

কিন্তু সে আছে। জগতের বৃক্কে সে এক নিময়, কঠিন সত্তা। মহাত্মা-কর্ষণ মহাভয়াল। তার আঘাত পদক্ষেপ মর্ত্যলোক অত্যন্ত শিউরে ওঠে। কলহাসো সে করুণ ক্রন্দন, সুখের নীড়ে মহা দুঃখ, বসুপার্ণা কসুমারায় বসুহা বর্ষণপল। সে যৌন কিন্তু অমোঘ তার হস্তসংকেত। প্রচণ্ড শক্তি প্রচণ্ড বেগ। তারই প্রবল আকর্ষণে সম্মোহিতের মত তার পশ্চাতে দ্রুতবেগে ধাবিত হয়—

কবিত কৃষ্ণছায়ার মত অশরীরী সত্তা যেন ঘোর ছায়ার পশ্চাতে লক্ষ লক্ষ সুসূক্ষ্ম ছায়ার বীজাণু। তারা পাণবধ, লম্বা-স্মৃতি। তারা জানে না, কেমন করে পথ অতিবাহিত হয়—কোন স্মৃতিহারা হরণ করে স্মৃতি, কোন স্ববৎসরিকা হরণ করে জ্ঞান।

সেই ভীষণ বিস্মৃতির পথে একমুখ স্থির ব্যক্তি, স্থিরসৃষ্টি সে। ধ্রুবা স্মৃতি, ধ্রুবা লক্ষ্য। সে পথে পদাঙ্ক পড়ে না—তমিস্রায় নিঃশিখর পদচিহ্ন। যে অধিকারের আক্ষর্য দাঁপি ও বর্ষা—সে অধিকার সে অতন্ত অজ্ঞাত—যেন অবল অধিকার সপ্নের এক অদ্ভুত সিংহ-অর্চন। প্রসারের প্রাক্কলনের মত অটল গাম্ভীর্য নিয়ে সে নিঃশব্দে অতি দ্রুতবেগে সেই গহোস্থিত ভয়ঙ্কর পথ অতিক্রম করে।

তার জীবনের আর-এক গঢ় রহস্য তার একাকিত্ব। বহুর মধ্যে সে এক। কোটি কোটি সত্তার নিয়ন্তা, ক্রান্ত সংগীতীন। সে নিঃসংগতা ধারণার অতীত। উত্তমত মধ্যাহ্নে তৎকালের মরুভূমির নির্জনতা ধারণ করা সম্ভব আসন্ন সন্ধ্যার সংখ্যার বিশাল প্রাফল্লবের বিপুলে বিরজতাও বোধের অতীত নয় গভীর অমরসারের রাত্রিতে পরিভ্রমক শ্মশানের ভয়েহ একাকিত্বও কম্পনা করা যায়—কিন্তু সকল বোধের অতীত, অনিন্দনীয়, অনিবর্য তার একাকিত্ব। সেই ভীষণ একাকিত্ব নিয়ে গঢ় কৃষ্ণ ছায়ার মত নিঃশব্দ গাম্ভীর্য মধ্যে সে পথ চলে।

সুদীর্ঘ সেই গম্ভ পথের দুই প্রান্ত

কোলাহলমুখর। যে প্রান্তে অধিকারের মত রহস্যময় সেই গহর, সেই প্রান্তে গহোর গ্রাম্যরূপে প্রাণ-প্রাচুর্যে পূর্ণ হাদি-কান্নার সংসার—অপর প্রান্তে ক্রন্দনে-উত্তরোত্তে উত্তাল ভয়ঙ্করী সংযমী পুরী। সংযমী পুরীর প্রত্যন্ত সীমার এসে পথ স্থিতিবিভক্ত হয়েছে। উর্ধ্বে দেবদান নিম্নে পিতৃদান। উর্ধ্বে নভোমন্ডলে আলো—আলো—শুধু আলোর বর্ষা। ওই আকাশগগণ অলকনন্দা, ওই সুশুভ্র জ্বালপথ ওই দিবা হিরণ্ময় আদিত্যলোক, —আলোকনন্দ উত্তরারণ। আর নিম্নে অধিকার—নিম্নাঙ্গ অধিকার যেন নির্ভাজ তমিস্রার পূর্ণিত স্থূপ। সেদিকে পাতাল-গগণা ভোগবতীর উত্তরণ গজনি, কাদের যেন হৃৎকোর, কাদের যেন বৃক্ভাঙা আত্মন্য সেদিকে পিতৃলোক নিররপূরী—সাক্ষরগণে গুণিত ভয়চ্ছত্র। শত্রু কৃকে গতীহোত—বিষমের শাশ্বতী দুই গতি।

এই দ্বিপথের সংযোগস্থলে কখনো কখনো সে এসে দাঁড়ায়, উদ্গৃহীতে তবৎ চতুর্দিক। জীবনের একাকিত্ব যেন বিভীষিকার মত তাকে অধিকার করে। পর্জীবিত যখন সিন এখানে উত্থান রাতি। কোমল-মোহিত অনন্ত নীরবতা। উপরে অসীম শূন্য আকাশ, আকাশের বৃকে কানচুর গুণিত অগণিত নক্ষত্র। শূন্যতার বৃকের আনন্দ এই নক্ষত্ররাতি। আরো দূরে অগপট নীহারিকা—মিটসীর মত নৃত্যচপল। ওদের নিঃশব্দ চপল চরণ-সংগে স্থিরিত শব্দাংগ। আকাশের শেষ সীমায় দিব্যসয়—বলরবেশনে

আনন্দবিলীন দিগ্‌বন্দু। সপ্তাহীহ সুখী
নিখিল আকাশ—শূন্যতার পূর্ণতার
আনন্দ। কিন্তু সে? সে একা, অসংলগ্ন—
যেন সৃষ্টির বিরাট ব্যতিক্রম।
'হৃৎ-হৃৎ করে হৃদয়। আপিগল অগ্রহীন
নয়ন। অতি শূন্য, অতিশয় রুদ্ধদৃষ্টি।
আনন্দপূর্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে সে

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। অসহ বোধ হয় ভীষণ
একাকিত্ব। সে জানে, সংযমী পুরীর
ওপরে—ওই আলোক-লোকে তার প্রবেশ
নিষিদ্ধ। ওই নক্ষত্র, ওই নীহারিকা, ওই
ছায়াপথ, ওই দিগ্‌গুণা—তার নিরাশার
স্বপ্ন।
নিঃশব্দে আপন কক্ষপথে পদক্ষেপ

করে সে। সে পথ আনন্দ অসুখ। 'অনন্দা
নাম তে লোকা অশ্বেন তমসাবতা'। কিন্তু
সেই পথটিই বৃষ্টি তার একমাত্র আপন,
একান্ত পরিচিত। তারই মত ঘোর কৃষ্ণ,
তারই মত গহন-গভীর, তারই মত
রহস্যময়। অপেক্ষা দৃষ্টিতে খানিক সেই
পথের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। শূন্য
জীবনের প্রিয়তম বন্ধু ওই পথ—বিশ্ব-
লোকের মহাভর, ঘোর কুটিল—কিন্তু তার
প্রিয় বান্ধব। চির নীরব বন্ধু, চির
নীরবতাময় বন্ধু। মৌন সখে সুখ
আছে কি? —দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে
সে পথের এ-প্রান্তে এসে দাঁড়ায়।

পথের এ-প্রান্তে প্রাণময়ী পৃথিবী,
উজ্জ্বল জীবন-নদী। কি মত্ততা, কি
উজ্জ্বল, কি আনন্দ চাওয়া! মৌনরত
ভগ্ন কক্ষে মমতাময়ী ধরণী। সংগীত-
মুখর সমীরণ, কলমুখর কম্পলিনী, পিক-
কুঁজিত কুঞ্জবন। পঞ্চযজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত
কল্যাণী প্রজা। গৃহে গৃহে মাতা-পিতা,
শ্রীতা-ভগ্নী, পতি-পত্নীর কলকোলাহল।
বাংসলো, প্রীতিতে, প্রেমে—মিলন-সুখের
আনন্দ-গুঞ্জে আত্মহারা স্নেহময়ী
বসুধারা।

ধরণীর এ-মিলনযজ্ঞ সে অনহত,
অব্যাহত। জগতে কেউ তাকে প্রার্থনা
করে না। সংগায়ক সম্ভাগের জগতে সে
একা, সৃষ্টির বৃকে এক মহাশূন্য।
উসসীন সাক্ষীর মত সে পুর দাঁড়িয়ে
দেখতে পারে নিখিলের আনন্দ-উৎসব,
ইচ্ছা করলে নিম্নে নীরব করে দিতে পারে
সমস্ত কোলাহল—কিন্তু যোগ দিতে পারে
না। জগতের আনন্দ-জোয়ারে অবগাহন
করার অধিকার তার নেই।

বন্ধ ভেদ করে জগৎ শূন্যে ক্রন্দন! কেন
এই অভিশাপ? কেন সে একা? সে তো
একা ছিল না। মিথুনে-সম্ভব সমাজে তার
জন্ম—মাতা ছিল পিতা ছিল, ছিল শ্রীতা
ও ভগ্নী। অগম্যপ্রভব মহাভর 'অনন্ত'
তার জনক, নিরুত্ত-নিপুণে 'নিরুত্ত' তার
জননী। কামনা-কুটিল সমাজ, অত্যাগ
ক্ষুধা। সে ক্ষুধা নায়-অন্য বিচারহীন।
চিরশোভা, চিরমদ্য অধর্মের কুল। ইচ্ছা
করলে এই জীবনকে গ্রহণ করে সে সুখী
হতে পারত। কিন্তু পারেনি। কোথা থেকে
যেন তার ভিতরে দেখা সিরিজিল অশুভ
ধর্মলোভ। দুর্নীতির রাজত্ব সে হেরেছিল
নীতির ধারক। সে-ও উগ্র, উগ্রত, জোখ-
বশ—নিরংকুল তার ক্ষমতা, কিন্তু
নিরপেক্ষ বিচার।

ন্যায়াদীশ বিধাতাপুরুষ তারই হাতে
নাশ্ত করেছিলেন সৃষ্টির এক কর্মভার।
অধর্মের বংশধর হয়েও সে হেরেছিল
ধর্মরাজের অনুচর। যেমন সৃষ্টি, তেমন
প্রলয়; যেমন আনন্দ, তেমন বেদনা।
প্রলয়-বেদনার ন্যায়দণ্ড বিধাতা তার

বিক্রী এখন অনেক উঁচুতে উঠেছে

লোমা শুধু চুল কালো করবার
জন্মই নয়, চুলের প্রশাসনেও
অতুলনীয়। সেই জন্মই দিনকে
দিন ভারতের সর্বত্র এবং বাইরেও,
তরুণ ও বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ
সবাই চুল কালো করবার জন্যে
অন্য সব কিছু ছেড়ে লোমা-র
দিকেই বৃক্ষেছেন।



চুল কালো করবার জন্যে,
সর্বত্র প্রশংসিত।



সোন এজেন্টস:
এম. এম. খান্ডাটওয়ারা
জামলাবাগ—১
এজেন্টস:
সি নরেন্দ্রম এণ্ড কোং
বোম্বাই—২

হাতেই তুলে দিচ্ছেলেন; বলেছিলেন, 'দুঃখের আঘাতে ধরণীতে সুখের শতদল ফটিয়ে তোল তুমি, শ্মশানের চিতাধূমে মেঘ সঞ্চার করে নবসৃষ্টির সহায়ক হও তুমি! নাও এই প্রাণ ও অপান বারুর বিশেষকারী 'উৎক্রান্তি' শক্তি', নাও এই অমিতপ্রভ ন্যায়ের দণ্ড। নবজীবনের অভ্যাস সূচিত হোক তোমার 'প্রাণঘনী-বেদনায়', নীতির নিয়ম রক্ষা কর প্রলয়-বেদন হাতে রেখে। কণ্টক-মুকুটে তোমার অভিষেক করলুম।'

সে এক বিস্ময়কর পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। তখন আদ্যকল্প। প্রজাপতি ব্রহ্মার ঋতাতীথ্যানে প্রজায় পূর্ণ সন্তসোক। পরিপূর্ণা সৃষ্টি। সুন্দর নিয়ম, সুন্দর শৃঙ্খলা। কিন্তু সৃষ্টি চলল অব্যাহত-গতিতে, দেখা দিল স্থানাভাব। ভূরি-সঞ্জন শ্বাসরুদ্ধ তীব্রবন। চিন্তিত হলেন প্রজাপতি। তিনি লক্ষ্য করলেন, শৃঙ্খলার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে একদল প্রজা হয়ে উঠেছে স্বাধীন, স্বাধিকারপ্রমত্ত। উদগ্র তাদের কাঙ্গাল, উৎকট দন্দ। তাদের হৃৎকোর-গর্জনে, শাসনে-শোষণে পাণ্ডিত কল্যাণী সৃষ্টি। অস্বীকৃত এই জীবনের ভারই ভারাক্রান্ত ধরণী।

ক্রোধ হাসন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। শক্তির রাজ্যে এক অশান্তি। কল্যাণী সৃষ্টিতে এক বিপর্যয়! সহসা সংক্রোধ ব্রহ্মার ইন্দ্রিয়বশে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল, আকণ্ঠে ত্র্যম্বক ভেদ করে দক্ষিণবর্তে বহির্গত হল সেই রক্তবর্ণা বহিঃশিখা। নীল-লেহিত বর্ণ পুঞ্জিত প্রগঢ় ক্রোধের ভীষণ সংহার মূর্তি। নীল-লেহিত সেই অগ্নি দ্রুত আগের হল উজ্জ্বল প্রজাব প্রতি। পলকে প্রলয়। ব্রহ্মন কবে উঠল অত্যাচারী স্বার্থপর। 'তাহি হাহি' আত্মবাণী উচ্চারিত হতে না হতেই তস্মীকৃত হল কামুক, লম্পট। রক্ত কাঙ্গালিন তাদের ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হল না, প্রচণ্ডবেগে প্রধাবিত হল সমগ্র সৃষ্টির দিক। স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে ব্যাপ্ত ক্রোধবহিঃ। করুণ ব্রহ্মদেব পূর্ণ চকুদগ্ধ ভূবন।

মহাপ্রলয়ের অশিকর্তা মহাকাল রক্ত, কিন্তু তিনি শিব, তিনি শঙ্কর। তার বামপদের নৃত্য রক্তবীণায় অগ্নি করে, দক্ষিণ পদের নৃত্য সুন্দর হয়ে ফেটে সৃষ্টির শতদল। ত্র্যম্বকের এই অশিব অকাল প্রলয়ে তিনি বাধিত হলেন। দেব-সংখ্যের পুরোবর্তী হয়ে তিনি উপস্থিত হলেন ক্রোধাধ্ব ব্রহ্মার নিকট, কাতরকণ্ঠে বললেন, 'ক্রোধবহিঃ সংহরণ করুন, সংহরণ করুন। সৃষ্টির উপর এ উপদ্রব অশিবজনক।'

শত্ৰুংকর শঙ্করের প্রার্থনায় প্রজাপতি প্রকৃতিস্থ হলেন। দেখলেন, মূর্ত্তের ক্রোধে প্রলয় ঘটে গেছে। দ্রুত রুদ্ধবহিঃ

সংহরণ করলেন তিনি। স্বীয় দেহেই সংরুদ্ধ হল তেজ, শান্ত হল সৃষ্টি। শবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন মহাকাল, 'কার এই প্রলয়ংকরী শক্তি? কে এই মহাতয়ংকর লোক-সংহারক?'

সহসা দেখা গেল, ব্রহ্মার দক্ষিণদিকে প্রজ্জ্বলিত বাহির মত আবর্তিত হয়েছে—অতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মহাকায় উদ্‌রোমা, জ্বলন্তটা ক্রোধভীষণ এক উগ্র মূর্তি! একি নারী, না পুরুষ? ইচ্ছানুরূপ বেল-ধারী আশ্চর্য শক্তি! কণকাল পরে আরো স্পষ্ট হল মূর্তি। সাতকে, শবিস্ময়ে সকলে দেখল, সে আর কেউ নয়—সেই উগ্রভীষণ নীতির নিঃশর্ত-নন্দন।

সে-ও বিস্মিত! ব্যথিত পেরেনি কোন শক্তিবলে সে উপস্থিত হল ব্রহ্মার সম্মুখে। মূর্ত্তের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাত করেছে সে। প্রচণ্ড বহিঃরূপে সে প্রত্যাক করেছে নিজের প্রলয়ংকর তেজ, প্রত্যাক করেছে স্ব-শক্তির বিভীষণ রূপ। ধ্বংসের রক্ত মূর্ত্তিতে অগ্রসর হয়েছে সে। তার পদাপণে পৃথিবীতে জেগেছে আকুল ব্রহ্মন! কি কাতর মিনতি! তব, সে ক্ষান্ত হতে পারেনি। মাতা-পিতা-পত্নীর প্রার্থনা উপেক্ষা করে নির্মমভাবে সে আকর্ষণ করেছে প্রাণীর প্রাণ! শৃংখ আকর্ষণ নয়, আরো বিস্ময়কর তার অভিজ্ঞতা। নিদারুণ অশঙ্কর—সেই অশঙ্করে গৃহহিত এক বন্ধুপথ। বয়হীন, নিষ্কম্প, ছিন্নশীতল, সতম্ব। সেই পথে প্রচণ্ডবেগে সে অগ্রসর হচ্ছে—পশ্চাতে ছায়ার মত অসংখ্য স্ফটিক জীববাণ। আলোহীন সেই মহাত্মমন্ত্রর কেন্দ্র করে সে অগ্রসর হল?—তা সে জানে না। শৃংখ এইমাত্র জানে, নিমেষের প্রথর দৃষ্টিতে সে সে-পথ দেখেছে—স্পষ্ট দেখেছে পথের প্রতিটি রেখা, প্রতিটি বাক, প্রতিটি অশ্বিসন্ধি। অতি ভীষণ বিভীষিকাপূর্ণ সে পথ।

সমুদ্রাংশ নদনে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন মহাকাল মহাশেব, 'এই সেই?' সগর্বে স্মিতহাসে চতুর্মুখে উত্তর করলেন ব্রহ্মা, 'এই সেই।' তারপর আপন ক্রোধ-মূর্ত্তিকে উল্লেখ্য করে তিনি বললেন, 'অধর্মের বংশে অন্ত-নিঃশর্তিত নন্দন তুমি, আমার ক্রোধাংশে নরকম্বল হল তোমার। অজ থেকে জীব-জগতের মূর্ত্ত-শক্তির অধিকারী হলে তুমি, তোমার নাম হল 'মাতৃ'। তুমি জীবনের অমৃতকারী 'অমৃতক', পাণ্ডোভৌতিক দেহের 'পণ্ডিত'—তুমিই 'অবসান' তুমিই 'নিমীলন'। হে ভয়ংকর, যাও, ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে, কর্মের বিধান অনুসারে, পুরুষরূপে পুরুষের—নারীরূপে নারীর প্রাণ সংহার কর।'

নারীবে দাঁড়িয়ে রইল অমৃতক। একেই সে গম্ভীর, মল্লপাড়া। দুঃখে কণ্ঠ রুদ্ধ হল তার। একি পুরুষকার, না অভিশাপ?

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দার

ছায়াবিহীন

(জাঁ পল সাত-এর Men Without Shadows অবলম্বনে)

উচ্চপ্রশস্তিত প্রগতিশীল

বলিষ্ট নাটক

মূল্য নূই টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাই) লি., কলিঃ ১২
এবং

৩০২ আপার সাকুলার রোড, কলিঃ ১

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. এম. এ.

ব্যাগামে বাঙালী	২১
বীরছে বাঙালী	১১০
বিজ্ঞানে বাঙালী	২১০
বাংলার ঋষি	২১০
বাংলার মনীষী	১১০
বাংলার বিদ্বান	২১০
আচার্য জগদীশ	১১০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১১০
রাজবি রামমোহন	১১০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী	
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২	

পারিবার-নিয়ন্ত্রণ

(জন্মনিয়ন্ত্রণে মৃত ও পথ)

● সঠিক ভূতীর সংস্কার ●

—সর্বাধিকারিত জনপ্রিয় তথ্যবহুল

সংক্ষিপ্ত সুস্বাদু বাংলা সংস্করণ—

প্রত্যেক বিবাহের পর বাস্তব সাহায্যকারী একমাত্র প্রমুখ পুস্তক। মূল্য ডাকবার সহ ৭৮ নয়া পাসে M. O. তে অগ্রিম প্রেরিতব্য। এত অল্পমূল্যের পুস্তক ডিঃ পিঃ হয় না। প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য সাক্ষাৎ বা ফোন বেলা ১টা—৬টা। রবিবার বন্ধ।

ফোন : ৩৪—২৫৮৬

মোডিকো ফ্যামিলি প্ল্যানিং সোসাইটি
(Family Planning Society)

রুম নং ১৮ * টপ ফ্লোর

১৯৬, 'অমহার্ট' ষ্ট্রীট কলিকাতা-১

(বোম্বেজার-অমহার্ট) ষ্ট্রীট জংসনের উত্তরে)

কে.হোডের

কণক

* পাউন্ডার *

অধর্মের বংশধর বলে বিধাতা কি কঠিন শাস্তি দিলেন অর্কে? কি নির্দয় এই লোক-সংহার কর্ম। প্রীতির জগতে প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করতে হবে, স্নেহের নীড় থেকে হরণ করতে হবে প্রাণময় জীবন। অত্যান্ত হৃদয়-বিদারক এই সংহার-ক্রিয়া।

বেদনায় ক্লিপিত হর অস্তকের আয়ত

রক্তলোচন। অস্তকের অস্তর্ভাব বোঝেন অস্তর্ভাবমী রহস্য প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আমার বাক্য অসত্য হয় না। জগতে তুমিই প্রথম রহস্যময় নিমীলনের পথ সম্পর্শন করেছ। গৃহহীত নিগূঢ় পথের সম্ভান জেনেছ তুমি। তোমাকেই এ পূরুষ কতবা গ্রহণ করতে হবে।'

তবু পাষণের মত পতন্য দাঁড়িয়ে থাকে

অস্তক। হায়, প্রিয় পিতা, প্রিয় মাতা, প্রিয় পতি, প্রিয় পত্নীর মিলন-ভোর কেমন করে ছিন্ন করবে সে! মহা ভয়ঙ্কর এই নিমীলন, অতি ভৈরব এই মৃত্যু! শাস্তির জগতে এ অশান্তি, এ অকল্যাণ! মনে মনে প্রার্থনা করে অস্তক—স্নেহ-প্রীতির জগতে অক্ষয় হোক প্রীতির বন্ধন, মৃত্যুর কবল-মুক্ত হয়ে কল্যাণ লাভ করুক মানুষ।

গম্ভীর স্বরে বলেন বিধাতাপূরুষ, 'জগতের পক্ষে মৃত্যু অকল্যাণকর নয়। জাতমাত্রেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মৃত্যু। সত্য যেমন জন্ম, তেমনি সত্য মৃত্যু।

মৃত্যুজন্মবৃত্তের বীর দেখেন সহ জায়তে।

আদ্য বা অস্ত শতান্তে মৃত্যুর্ধে

প্রাণিবাং ধ্রুবঃ॥

মৃত্যু সনাতন। মৃত্যু আছে, তাই অব্যাহত বস্তুর ভারে সৃষ্টি দুর্বল হয় না। মৃত্যু আছে, তাই রক্ষা হয় সৃষ্টির ভারসাম্য। অস্তক, তুমি এই সনাতন সত্যকে স্বীকার কর, আমার বাক্য রক্ষা কর। আমার জোখই লোক-সংহার করবে, তুমি হবে নির্মিতমত।

তবু বিধাতার বাক্য স্বীকার করতে পারে না অস্তক। অতিশাপ ভরু সে ভীত হয়। বিচ্ছেদ-কাতর সংসার অতিশাপ দিতে তাকেই চেষ্টে! অন্যদিকে মানুষের প্রতি করুণায় পূর্ণ হয়ে ওঠে তার অস্তর। একান্তমানে মানুষের কল্যাণ কামনা করে সে। একান্তমানে বিধাতার জোখকে শাপ্ত করতে চেষ্টা করে সে। অস্তক রত্নী হয় সৃষ্টির উপভোগ্য। উপবাসে কষ্টগতন, ব্যায়সে অস্তক প্রার্থনা করে, জেধশপ্তে হোনে বিধাতাপূরুষ, জগৎ শান্তিময় হোক। একপাশে দণ্ডায়মান হয়ে সে আকাশ কামনা জানায়, 'প্রসন্ন বিধাতার আশীর্ব্বাস মৃত্যু-মুক্ত হোক অসহায় মানুষ—শান্তি হোক জগতের।' তীর্থ তীর্থ পরিভ্রমণ করে বিশ্বের কল্যাণ কল্যাণিতিকা করে অস্তক—পবিত্র তীর্থনীরে স্নানোত্তম করে মানুষের জন্ম শান্তি প্রার্থনা করে সে।

কিন্তু সত্যমীর্ষ বেদনাক্ত রক্তা। তিনি বলেন, 'মিথ্যা অধর্মের ভয়ে কাতর হয়েছ তুমি। তোমার কর্ম ভয়ানক ভয়ানক—এ তো পাপ নয়, অধর্ম নয়। নবজীবনের অভ্যস্ত-সূচক তোমার কর্ম—পাপের প্রার্থিত্য, পাপের আকর। পৃথিবী জীবনে তুমি স্বপ্নের আশীর্ব্বাস, ধর্মিকের জীবন গভীর প্রশংসিত। তাদের কাছে তুমি সন্দর—পবন সন্দর। হে অনন্ত মৌন হে রস-সুন্দর, যাও তোমার কর্মভার গঠন কর। পিতৃতপস্বে লোকে প্রশংসার সঞ্চে উচ্চারণ করবে তোমার নাম।'

অবিচল সত্যের বাঙমূর্তি সত্যদগী রক্তা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অক্ষয়ক তাঁর আদেশ স্বীকার করতে হয়। আশীর্ব্বাস রক্ষ চক্—সেখানে অস্তক

উইজডম ডেপ্টিস্টের পরামর্শ
মেনে চলুন!

আপনার
দাঁত রক্ষা
করুন

Wisdom

ব্যবহার করে :

আপনার দাঁতগুলিকে সূক্ষ্ম রাখুন। সকালে ও রাতে এবং সম্ভব হলে খাওয়ার পর উইজডম ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজুন। যথেষ্ট-ব্যবহার সহ উইজডম টুথ ব্রাশ এমন ভাবেই প্রস্তুত, যাতে নাকি আগাগোড়াই পরিষ্কার হয়। সহজ ব্যবহারযোগ্য একটি বাক্য হাতল এতে রয়েছে আর বদেছে মৃদুতর সকল অংশের নাগাল পাওয়ার উপযোগী করে তৈরী গ্রানের খাটো অগ্রভাগ, দাঁতের প্রতিটি অংশে পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুত নাইজান গুচ্ছ। যেকোন থেকে উইজডম চেয়ে নিন।

দীর্ঘস্থায়ী
টুথ ব্রাশ

Wisdom

উদগত হয় না। তবু বেদনায় চিক্ চিক্ করতে থাকে রক্তস্ফায়ী আঁড়ের মত তার রক্ত নয়ন। রাতিদেবী—কালরাতি, মোহরাতি আর মহারাতির ছায়ায় সাজিয়ে দেন তাকে: মহাকাল রুদ্র তার দেহে আধান করেন রুদ্র তেজ। পাশা বরুণ তার হাতে তুলে দেন অমোঘ পশা, ধর্মরাজ দেন অমিতপ্রভ ন্যায়ের দণ্ড। প্রলয়-সেনার কণ্টক-মুকুটে অভিষিক্ত হয়ে নিজের সমাজে ফিরে আসে সর্বসংহারক অনন্ত-নন্দন।

সমাজে তার প্রতি 'নিষ্কণ্ট' হল বজ্র-কটাক। কেউ সম্বোধে বলস, 'ওহে, অধমের বংশে ইনি যে হলেন ধর্মপুত্রের! পক্ষে পক্ষজ।' কেউ বাধা হাসা কুরে বলস, 'অন্তক হল সর্বাংকক।' হাসি হল, আশ্রয় ওর আত্মীয়স্বজন—অমরা অমর হব।' সর্বাপেক্ষা ক্রোধ হল কামনা-বড়ুক, সমাজের নারী। অমরবৃক্ষ উচ্ছ্বল কামনার মহোচ্চ মৃত্যু। তারা বলস, 'অমরা দেখে নেন কত বড় শক্তিমান অংকক।'

সোঁদন সমাগত হল কাল-রাতির মত দারোয়ান এক বক্তনী। অংককের আচ্ছন্ন নিঃশব্দত, মহামাঘে আঘাত অকাশ। ক্রক ঘর্ননকার অকরুণ দর্শিত। নিপাধা সংবত ফাঁসিতে ধোর ডবর—উনপঞ্চাশ পবনের মত হুংকার। বৃক্ষে বৃক্ষে বধন কম্পন, দীর্ঘিকা গভীর হৃদয়াবাস। দর্শিতকে আর বধনমুক্ত নিঃশব্দ আর উল্লাস সহস্ররূপে বাসকী। সর্পি জুড়ে যেন গজল করত বদনগণের কৃত প্রেত পিণ্ড। অধ দর্শিত, বধির কণ, তন্দ্রাহীন নয়নে দগ্ধগন।

স্বর্গ প্রাকার্যে দাঁড়িয়েছিল অংকক—ন্যায়ের বক্ষক, নীরের তত্ত্ববধায়ক। তাকেও শব্দে কবতে হবে এই সংহারসীল। কি কঠিন বিধাতার নিঃশব্দ। সে ভোল পায় না কেন উন্মাদিনী হয় প্রকৃতি, কেন বেসার বাজ সর্পের বগী।

সইসা কে তাকে ডাকল, ডাকল তবই নাম ধরে। চমকে দিলে তাকাল অংকক। বিস্ময় হতস্রাক হয়ে দেখল বাইরের এই উন্মাদিনী, ঝটিকের মতই নিজন কক্ষের সহপাঠ্যকে এসে দাঁড়িয়েছে কামাতী তবই সম্মুখের।

কি কঠিন কন্যা দর্শিত। বিদ্যাতর মত তাঁর জনসাময় কটাক। বিস্মৃত বাক, শব্দর কুতল। স্মৃতির অধরে মলিনার গাধ।

শিউরে উঠল অংকক—ভয়ে নয়, ঘণা। কিন্তু প্রতিবাদ করব পাবেই ঝটিকের বগে জুটে এসে কামিনী, যেন বংশের নিঃগত ব্যক্তির জুটে এসে তাকে বৃত্তান্ত করবে। প্রাণপণে শক্তি সঞ্চার করে প্রস্তুত হল অংকক।

সে কথা বলে না। সজ্ঞ গম্ভীর গম্ভ। স্তম্ভ নীরবতার মত প্রতীক। বিপদে

অংককের মত বিশাল বগ, সূচিমুখ শঙ্কর মত উর্ধ্বরেমা। সংরক্ত নয়নে নীরবে সে শব্দ উত্তোলন করে দোপ-ড কালদণ্ড। অস্পষ্ট আলোকে অতি ভীষণ তার মর্তি!

দম্ভভীতা স্বেচ্ছাচারিনী স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়, যেন বাদদণ্ডে সঞ্চালনে স্তম্ভ কাল-নাগিনী। উদাত ফণা অগ্নিবর্ষা নয়ন।

বাইরে তখন উনপঞ্চাশ পবনের মত হুংকার, উন্মত্ত সংবতের গজনি। সমগ্র সৃষ্টিকে ধ্বংস করার ক্ষমতা তাদের নেই, কিন্তু সৃষ্টির একাংশকে পঞ্চ করে দিচ্ছে তারা।

ক্রোধা সহোদরার অভিশাপ তেমন পঞ্চ করে দিয়েছিল অংককের ভয়ঙ্কর জীবনের একটি দিক। ক্ষুধিতা নারীর তপস্বাস বিধাত কণ্ঠে গজনি করে উঠছিল, 'বংশের নিয়ম লঙ্ঘন করে যে দণ্ডকে বড় বলে মনে করলে তুমি সেই দণ্ড দুইদেব সৃষ্টি করবে তোমার জীবনে। এ জগতে কোন নর, কোন নারী স্বেচ্ছায় তোমাকে কামনা করবে না। যে নিমম—নীরস, নিঃসঙ্গা মরুর মত পরাপাতাহীন শব্দে, শব্দা হবে তোমার জীবন।'

ঝড়ের বগে বেরিয়ে গেল কামিনী, যেন শেষ কাপড় দিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল উন্মাদিনী ঝটিকা। উদাত দণ্ড হস্ত

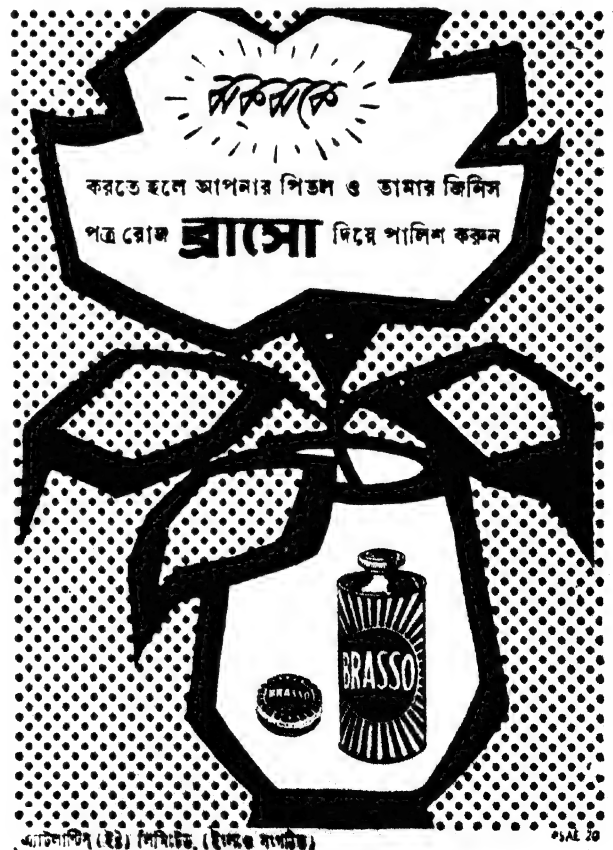
স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অংকক। শান্ত ঝড়, তবু কেন মর্মবিধারী চাপা জ্বলন?

অভিশপ্ত অংকক এসে দাঁড়াল বিধাতার সম্মুখে। তেমনি মৌন, তেমনি গম্ভীর। পাঁজর যেন ভেঙে গিয়েছে তার। মূর্খে সূগভীর বেদনার ছায়া।

'সাধু! সাধু অংকক!—উৎসাহে বলে উঠলেন সর্বদর্শী বিধাতা: 'কদম্ব কামকে জয় করে অংকক কীর্তি অর্জন করলে তুমি। কুটিল কামনায় যারা অম্ব, তারা জানক—শাস্তার শক্তি কি ভয়ঙ্কর! সকল কামনার পরমা নিবর্তি, অজ্ঞ থেকে তোমার দণ্ড হবে কাম-কিকরের মহাভয়।'

বিধাতার উৎসাহে অংকক উৎসাহিত হয় না। 'হার, সপ্তজা প্রজাপতি কেমন করে বৃক্বে, নিঃসঙ্গতার কি দূখে—শূন্যতার কি হাহাকার! সূখী কি করে বৃক্বে দূখীর অস্তদর্শ?

অন্তর্গতা ব্রহ্মা। তিনি সবই দেখেন, সবই বোঝেন। নিঃসঙ্গতার বেদনা তাঁর অজ্ঞাত নয়। কিন্তু এ বেদনা অংককে বহন করতে হবেই—এ বিধাতারই অভিশপ্ত। প্রশান্ত কণ্ঠে সাফল্যের বাক্য বলেন তিনি, 'শোন অংকক জগতে দুঃখই মহৎ কার্যে ব্রতী যারা, তাঁরা সকলেই একা—



নিঃসঙ্গ। জ্ঞানী একা, যোগী একা, কর্মী একা। আত্মীয় তাঁদের বর্জন করে, প্রিয়জন মৃদু ফিরিয়ে নেন। একাই তাঁরা অগ্রসর হন কঠিন কর্মের পথে। চেয়ে দেখ, জগতের ওই শাস্বতী গতিপথ যে পথের পরিচালক তুমি স্বয়ং। সে পথে কে একা নয়? একা কোটি কোটি প্রাণী, একা আসে—একা যায়। একা তাদের অনন্ত

গম-পরিভ্রমা, একা তাদের কর্মফলভোগ। মিথ্যা ভ্রান্তি মহান এককে বহুরূপে প্রতিভাসিত করে। অন্তর্ক, তুমি সেই বিরাট এককে দেখ, তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি কর। এক ছাড়া দুইয়ের অস্তিত্ব কোথায়?

নীরব হন বিধাতা পুরুষ, নীরব হর একটি সুগম্ভীর নার। বিস্ফারিত নয়নে

দ্বিবাঙ্গীতে দেখে অন্তর্ক—বিশ্ব জুড়ে আছে শব্দ, এক। কমলবোনি রহস্য, কমলাগতি বিকর, প্রলয়করী মহাকাল—সব সেই একের অঙ্গভূক্ত। একেরই দেহগত আকাশ, সাগর, সন্তলোক, চতুর্দশ ভুবন। এক—এক—এক। দুইয়ের অস্তিত্ব তো নেই কোথাও!

আবার সব মিলিয়ে যায়। নির্বাক, স্তম্ভ মূর্তি। নীরবে সে বেরিয়ে আসে। নিশ্চল গাম্ভীর্যে সে আরম্ভ করে বিধি-নির্দিষ্ট কর্ম। বিশ্বের সন্তাস সে, মহাভয়াস। প্রাণঘণী বেদনায় সে মূহুর্তে নীল করে দেয় প্রাণময় দেহ, কোটি কোটি প্রাণীকে নিয়ে যায় জীবন-নদীর ওপারে, স্তম্ভশীতল গৃহাপথে। সে নিমোহ, নির্মম। পশ্চাতে ফেরে সহোদরার অভিলাষ। নিঃসীম একাকিত্ব!

অন্তরে ক্ষোভের সহস্র তরঙ্গ, বাইরে জোড়ের কম্পন! অসহিষ্ণু হারে ওঠে অন্তর্ক। বিদ্রোহী যেন চণ্ডল বক্তৃতা। মিথ্যা মিথ্যা! কে বলে, বিশ্ব নিঃসঙ্গ? এ জগতে কেউ একা নয়। সংজ্ঞা-প্রিয় সূর্য, রোহিণী-প্রিয় চন্দ্র, পৃথিবী-প্রিয় দৌম্পত্য। একাকী নিরানন্দ স্বয়ং ব্রহ্ম। 'একাকী ন রেমে'—পূরণ-প্রসিদ্ধ এ বাক্য। 'একোহি পি বহু স্যাম্'—এ অকম্পক স্বয়ং প্রজাপতির। আত্মশ উদাত্ত হব তৈরব বাহু। একাকিত্বের বিধান কি শব্দে তার জন্য?

রূঢ় উপদ্রুতিতে তাক্য পৃথিবীর প্রতি। বসন্তের আবির্ভাবে আরম্ভিত প্রকৃতি, দ্বিবাঙ্গীতের রক্তম্বর পরিহিতা ধরণী যেন নববিবাহের বধূ; কণ্ঠে চম্পকমলা, কর্ণে রক্তাশোকের দুস্তল, কটিতে কুমুদ মেখলা। সালোক ঋতুরঙ্গশাল্য কে ওই নারী?

'মমতা'—প্রাণচণ্ডালো সজীব প্রাণ-প্রতিমা। এই মমতাকে চেনে অন্তর্ক। জীবনের স্নেহঃস্বর্গ এক মর্ত্য। মমতাকে সে দেখেছে—জারার প্রেম, জননীর স্নেহে। তাকে দেখেছে গৃহীর গৃহাঙ্গনে, সে স্নেহের স্নিগ্ধ স্থিতি। দেহে লাভগোচর উজ্জল তরঙ্গ, নয়নে যোষের সজলতা। হৃদয়ের শান্তি, করুণার কমকান্ত মমতা। ধরণী মমতা-ধন্যা।

হু হু করে ওঠে নিঃসঙ্গ মৃত্যুর হৃদয়। কংকাম সমান্তর চিব্বন্তন ক্খায় উন্মাদ বুকি শোণিত-কণিকা!

তখন বসন্তের রংগশালায় সংগীতে ছন্দিত জীবনের স্পন্দন, নৃত্য-চণ্ডল চরণে আর চারু অঙ্গো উজ্জল প্রাণতরঙ্গ। কোতুকে বলছে সখীদল:

'দেখ সখি, অশোক হয়েছে লাল।'

'দেখ, বকুল হোল মকুলিত।'

'কার দোহনে অশোক লাল হল, বকুল হল গন্ধে ডোর?'

ওটিন

নূতন সৌন্দর্য নিয়ে শয্যাভ্যাগ করুন!

আপনি যখন নিদ্রাময়, ওটিন ক্রীম ও প্রকৃতির ওপর আপনার পরিচর্যার ভার দিন। ওটিন ক্রীম মেখে তুতে যান, এবং পরদিন কোমল, মৃদু ও যৌবনোচিত সৌন্দর্য নিয়ে শয্যাভ্যাগ করুন; তারপর ওটিন স্নো মেখে স্বচ্ছন্দে বিশ্বের সমুখীন হোন।

ক্রীম ছক
পরিচারের জন্য রাখে
ব্যবহার্য।



ক্রীম

‘মমতার ছোঁয়ার প্রাণের বসন্ত।’

‘মমতা-বন্য ওগো অশোক, ওগো বকুল,
—তোমরা প্রতিদান দাও।’ হেসে লুটিয়ে
পড়ে তরুণীলল, বেনার ভরে ওঠে মমতার
অন্তরতল। রণিত হল কোমল করুণ
কণ্ঠ, যেন সস্রুণ সুরে রণিত হল বীণার
তার।

‘হার সাঁখি, প্রতিকূল বারুতে

ঝরে যার অশোক, ঝরে

যার বকুল। আলোর স্বর্ণিক

আশীর্বাদ স্বর্ণিকের ওই ফোটা

ফুল! মমতার ছোঁয়ার লাল হারে

ফোটে, কুড়ি মেলে গন্ধ

বিলার। তারপর নিম্নে মিসিয়ে

যার আনন্দের বৃন্দবন্দ!

কি প্রতিদান দেবে ওরা?

করুণার কাঁপত হর মমতার নীল নরন,
যেন বাতাহতনীলোৎপল। শব্দরত হর
নধর ওষ্ঠাধর। সহসা তার চোখে কিসের
যেন ছায়া পড়ে। এশোকের বুক কি
প্রসার মেঘের রক্তছায়া? বকুল কি ছাইয়ের
মত বিবর্ণ? দিনে কেন আকাশে এত
তারার ফুল? কে আসে ওরা? ছায়ার
মত অস্পষ্ট অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ কোটি কোটি
জীবগণ! দুতবেগে দক্ষিণদিকে ছুটেছে
ওরা। ওদের পুরোভাগে অধিকারের মত
বিশালকার, রক্তবর পরিহিত এক পুরুষ।
কে ওই ভরস! প্রাণের আনন্দ-নিকতনে
কার আবির্ভাব? ভরে একবর্ণময় বাকা,
উদবেহ শব্দ, বিঘর্ণিত দৃষ্টি পরিশুদ্ধ
কণ্ঠ—করুণ চিংকার করে ভূমিতে লুটিয়ে
পড়ল মমতা। আতঙ্কে ছুটে পালান
সখীলল।

দ্রুত এগিয়ে এস ক্ষুধাতুর অস্তক দ্রুত
ভূমিতে জানু স্পর্শ করে বসল সে দ্রুত
উগ্র দৃষ্টিতে তাকাল মমতার দিকে। কিন্তু
এক! এক! পশুত্বের রক্তধার। সর্বদার
নির্মালিত কুমারিনীর মত সংকুচিত আঁখি,
চন্দ্রদরে মূর্তিত পঙ্কজের মত ক্ষান বদন।
শব্দহীন চারু অঙ্গ। ধীরে সে স্পর্শ করল
মমতার দেহ। সূতীর হিম-শিহরণ খেলে
গেল নিজেরই সর্বভোগ। এ যে ভূহিন-
শীতল! সে করেছে কি? মৃহর্তের
আখিষ্মরণ। সে আকর্ষণ করেছে মমতার
প্রাণ—রাহুর মত প্রাস করেছে রাক্ষাস।

বেদনার নর, জ্বাধে রক্তনীল অস্তক উঠে
দাঁড়ায়। বসন্তের রক্তরূপ আচ্ছন্ন হারেছে
শীতের ধূলিল ধূসরতার। সে সর্বান্তক
জীবের মতো অবসান। সে নিম্মলিন সে
প্রলয়। প্রলয়ই সৃষ্টি করবে সে। ফণা
তুলে খাড়া হল জলস্ফুটা, মাথা তুলে
দাঁড়াল। সচিমুখ শঙ্কর মত রোমানলী।
জল জল- করে উঠল পিণ্ডাল চক্ক, যেন
মুখিরবর্ষী রক্তমেঘ। উদাত পাশ, উদাত
দণ্ড। ভরৎকর ছায়াটা চলতে শুরুর করল।

বার্ণকাম ক্যাপা প্রেমিকের বিকট
ক্যাপামি নিরয়ের রাজ্যে স্বেচ্ছাচার
উদ্ভাল হয়ে উঠল। সবুজ শস্যক্ষেত্রে দখ
হল, শ্মশানভূমিতে পরিণত হল জনপদ।
মাতার অশ্রু আর জারার রক্তসিঁদুরে
প্রবাহিত হল রক্তসিঁদুর স্রোত। মৃহর্তে
অশান্ত কলন, মৃহর্তে অনন্ত শতখতা।

কল্যাণী সৃষ্টির প্রতি করুণায়ন নরন
মেলে তাকালেন কমলবোনি। বেদনার
উল্লিখিত চিত্তপ্রদেশ, নরনে হলছল অশ্রু।
মহাভয়ংকর উল্লাসকে আহ্বান করে রুধ-
কণ্ঠে বললেন তিনি, ‘পাগল, দেখ তোমার
কীর্তি!’ দেখ, আমার সৃষ্টির করুণ দশা!’

সংরক্ত নরনে শবীর সংহার-লীলার প্রতি
তাকাল অস্তক। শূন্যতার রক্তা বসুমতী।
সম্মিৎ যেন ফিরে এস। অপরাধীর মত
মস্তক অবনত করে দাঁড়াল সে, বিচারক
বিধাতা পুরুষ।

প্রথমে স্নেহহ্রব কণ্ঠেই বললেন প্রজা-
পতি, ‘বাস্তবগত স্বার্থে’ শক্তির প্রয়োগ—
শক্তির অপব্যবহার। তোমাকে অমোঘ
উল্লেখিত শক্তির অধিকারী করেছি,
তোমার হাতে তুলে দিয়েছি প্রাণঘনী বেননা।
সে কি স্বেচ্ছাচার সৃষ্টির অভিপ্রায়ে?
এ তুমি করেছে কি?’

উল্লিখিত হলেন অমিততজ্ঞা রহুয়া।
কঠিন কণ্ঠে বললেন তিনি, ‘তুমি কি
ভেবেছ, তোমার শক্তির ওপর শক্তি নেই?
তুমি কি জানো না, বিরটি বিশ্বশক্তির নিকট
তুণের মত তুচ্ছ তোমার দণ্ড। তোমার
অধিকর্তা কাল, কালের অধীশ্বর বৈবস্বত
হম, যমের নিরস্তা মহাকাল রুদ্র। মহাকাল
—যিনি কম্পান্তে সমগ্র সৃষ্টি কলন করেন
—তারও কলন-কর্তা সেই বিশ্বশক্তি।
সৃষ্টির মহাশয় সেই শক্তির প্রশাসনে সূর্য
উসিত হয়, মেঘ বর্ষিত বর্ষণ করে, বায়ু
প্রবাহিত হয়। তারই প্রশাসনে সমস্ত
মহাকাল, হম, চাওবেগ কাল। সে শক্তির
কথা কি জানো না তুমি?’

সংস্কাচ তুণের মতই যেন ঘটিতে মিলে
যার অস্তক। বক্তব্যের নিম্নসিত হয়
প্রণীর কণ্ঠ: ‘তোমার শক্তি আকর্ষণ করে
কাকে? কার ওপর বিস্তৃত হয় তোমার
অধিকার? এ জগতে ক্ষুদ্র যারা, কাম-
কিংকর, ভীরু, যারা—মৃত্যুর পূর্বে
সহস্রবার বরণ করে মৃত্যু, অজ্ঞান যারা—
মোহাশ—তারাই তোমার ভরে সমস্ত হয়।
তুমি কি পারো কীর্তিমানের কীর্তি প্রাস
করতে? পারো কি অমৃতলোকের বাহীর
প্রাণ আকর্ষণ করতে? ওই চির-চলমান
মহাজীবন—কালপ্রবাহে ভাসমান অক্ষর
অমর জীবন—তুমি কি পারো তার
গতিরোধ করতে? তুচ্ছাতুচ্ছ নিতা
প্রলয় তুমি, মহাজীবন প্রবাহের কণিক
ছের—ভাতেই এত গর্ব! কম্পান্তে বা

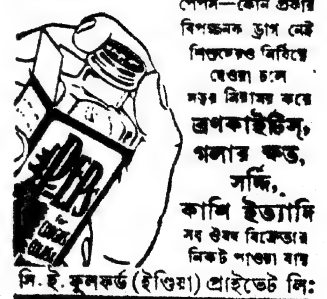
প্রতিসঙ্করে কোথায় থাকে ডোমর
অস্তিত্ব?’

কাঁপিত হয় মৃত্যু, বেদন মৃত্যুর নাচে
কাঁপিত হয় মোহাশ জীব। রুদ্রশব্দে
বলেন বেগমত রহুয়া, ‘বিনা কারণে মমতার
বন্ধন ছিন্ন করেছে তুমি! হে মমতাকর্ষণ
তাহলে কঠিন সত্যে পরিণত হোক এই
বিধিবাক্য—‘দেব পদে বধমোক্ষার মর্মেতি
ন মর্মেতি চ’—মমত্ব হোক বন্ধন-মৃত্যুর
কারণ। কামনার খিঙ্গ হয়ে ছিন্ন করেছে
স্নেহের শৃংখল—চিরকাল বন্ধিত হও
স্নেহ-মমতা থেকে, ভোগের সূত্রাশপত গরল
হারে উঠুক তোমার হাতে। মমতার
অন্তকারী রূপে চিরশূন্য হোক তোমার
জীবন।’

নীরব হন রহুয়া। অপমানে, দুঃখে,
লজ্জার কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসে
অস্তক। জ্বাধের মৃত প্রতীক সে,
জ্বাধবল। আজ নিরুদ্ব জ্বাধের বাঁহঃপ্রকাশ
—কে যেন কঠিন বন্ধন-রেখা টেনে দিয়েছে
দুঃখ প্রোতামুখে। আজ সংরুদ্ধ কোষ,
সংকুপ্ত গর্জন—আজ শব্দ শব্দ উদ্ভাপ।
সে অভিশাপ, সৃষ্টির অভিশাপ! সে
সর্বাতক—বিশ্বের আতঙ্ক। পণ্ডিত-



যদি আপনি
পেপস
পানীয় ও বুক
বড়ি গ্রহণ করেন
পেপস মুখে রেখে দিন—এর আরোগ্যকারী জ্ঞান
কিভাবে পলার কণ্ড, ব্রণ্ডাইটস, কালি ও
সিঁড়ি আরামপ্রদানে সাহায্য করে তা অদ্বিত্য
কল্পন। পেপস এসবে সঙ্গে সঙ্গে আরামদান ও
নিরাময় করে।



পরিবেশক—মেসার্স কোম্পানি এন্ড কোং লি.
৩২১ চিত্তরঞ্জন এডোবল্ট, কলিকাতা-১২

মুখ, বলবান-দুর্বল, সম্মান-দরিদ্র—সকলের কাছে সে মহাভয়। 'নিভাৎ সন্নিহিতো মৃত্যুঃ'—এবেশ চরম বিভীষিকা। কেউ তাকে প্রাধ্বনা করে না—না নর, না নারী। সে একা। জীবন তার শূন্য হাহাকার!

হৃদয়ে অন্তর্গত বিষ্মেষ্ণাটকের বস্ত্রণা, মস্তিষ্কে সত্যের জ্বালা, দেহময় প্রচণ্ড প্রলাহ। সে উন্মাদ, অস্থির। পাগলের মত সে ছুটে যায় পূজিত ছায়াবীথিকার, নিমেষে দখল হয়ে যায় সিরিং-সরোবর। রহস্যময় নীল লোহিতের মত অভিভূত, জ্বালাময় তার জীবন। রক্ত নীল লোহিত—তিনি একদিন শাপমুক্ত হয়েছিলেন; কপাল-মোচন তীর্থে প্রেমময়ী কপালীর স্নেহস্পর্শে শান্তি পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু হায়, অন্তকের জীবনে কে বর্ষণ করবে সুধাধারা? সুধাপাত্র তার স্পর্শে গরল হয়ে যায়। মমতাকে হত্যা করেছে সে। কামনার বস্ত্রাঘাতে সে পঙ্গু, কামিনীর অভিধাপে সে নিঃসঙ্গ। জগতে সুন্দরীভ প্রেম!

রক্তাক্ত অন্তর বিদীর্ণ করে জাগে দীর্ঘশ্বাস, জাগে শূন্য জগদন। অশ্রুহীন জগদন। বিরাট পাশাগ-শিলার মত শূন্য তার দেহ। নিঃপ্রাণ পাশাগে কোথায় প্রাণময় অশ্রু? সে নীরস, ডেরব—নিদর, নিষ্করণ!

অচ্ছ অশ্রুময়ী পৃথিবী। ওই কোথায় গৃহপ্রাণগে কাঁদছেন জননী। কি আকুল-করা জগদন! কোথাও বন্ধে করাঘাত করে কাঁদছেন পিতা—শোকের উন্মাদ মূর্তি! ওই শোকাতুর পতি, ওই শোকাতুর পত্নী।

দি রিালিফ

২২৬, আপার সাকুলার রোড

এজরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়
দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮ টাকা
সময়ঃ—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও
বৈকাল ৪টা থেকে ৭টা



অশ্রুতে বিধৌত শিখার সিঁদুর। অশ্রুর কি শেষ নেই? নিখিল বিস্মে উন্মাদ অশ্রুসিঁদু!

অসহ্য মনে হয় অন্তকের। অস্থির হয়ে ওঠে সে। সে তো অবিরত করেছে অশ্রুর উৎস। নিজের অশ্রুহীন, কিন্তু জগৎ পারাবারে অশ্রুর প্লাবন তারই সৃষ্টি কর্তন দারিদ্র্যের অর্পণ করে অভিধাপ দিয়েছেন বিধাতাপুরে।

সংসার ভাল সাগে না তার। সংসারে অপাংক্ত্যে সে। অন্তাজের মত সে এসে দাঁড়ায় শ্মশানপ্রান্তে। ধীরে প্রদোষের ছায়া নামে। এমনি করেই আলোর জগতে নামে মৃত্যুর স্তম্ভ ঘবনিকা। অদূরের শ্মশান—মৃত্যুর নিম্নম বিজয়-কাঁতি। স্থিরদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে অন্তক। লক্ লক্ করে জ্বলছে উদ্ভি-শিখা অগ্নি—তার জয়ধ্বজা; চিৎকার করছে অসংখ্য শিবা—তার জয়ধ্বনি।

সহসা শিউরে ওঠে অন্তক। বিজয়ের আশীর্বাদ নয়, বাণীর অভিধাপ যেন রূপ ধরেছে অন্ধকার শ্মশানে! অন্ধকার যেন রাক্ষসের মত করল গ্রাস বিস্তার করেছে। রক্তাঙা নয়ন মেলে তাকিয়েছে জ্ববাদ চিত্রাঙ্গি—কাদের যেন রক্তচক্ষু! সহস্র শিবার চিৎকার যেন উন্মত্ত প্রতি-হিংসার গর্জন।

অভিধাপ! অভিধাপ যেন তুরন্ত গতিতে ছুটে আসছে অন্তকের দিকে। রহস্যর অভিধাপ, সাহসবীর অভিধাপ, স্বজন-বিরহিত আত্মীয়ের অভিধাপ। অভিধাপ বাণী উচ্চারণ করছে প্রিয় মাতা, প্রিয় পিতা, প্রিয় ভ্রাতা, প্রিয় ভগ্নী প্রিয় পতি, প্রিয় পত্নী। অন্য শিশু, তারা অবুঝ—উচ্চারণে দারুণ অভিধাপ দিচ্ছে তারা। চিত্রাঙ্গির হু-হু শ্বাসে অভিধাপ, শিবাকণ্ঠে ধ্বনিত অভিধাপ, বাতাসে প্রতিধ্বনিত অভিধাপ। নিখিল বিস্মের মর্ম থেকে উচ্চারিত ডয়াল অভিধাপ!

পলয়নের পথ পায় না অন্তক। রেম-হর্ষক ভীতি! শিহরিত আপাদমস্তক। কোথায় আশ্রয় নেবে সে। সম্মুখে সেই গৃহহিত পথ। পাগলের মত দ্রুত সে সেই রম্যপথে পদক্ষেপ করে।

অন্ধকার—নিবিড় অন্ধকার। অন্ধকারে আতঙ্কপ্রসূত অন্তক। পরিচিত পথ—তবু সর্বাঙ্গে ছমছম! অন্ধকারের বন্ধ বিদীর্ণ করে উঠছে যেন নিকট, অদূর চিৎকার—চিৎকার উঠছে রম্যহীন, নিস্তম্ভ গৃহাপথ থেকে। অভিধাপ দিচ্ছে কি প্রিয়তম বাধব? অভিধাপ দিচ্ছে বৃদ্ধি কোটি কোটি অণুতত্ত্বমাণ সত্তা।

সত্তার উদ্ভবসময়ে ছুটে চলে অন্তক—যেন বহুভয়ে দ্রুত ছুটে চলে বিশাল মন্দির—যেন অকুল-ভাঙিত হয়ে উন্মাদের

মত ছুটে চলে ঐরাবত। আতঙ্কপ্রসূত ভীষণ মৌন, প্রচণ্ড তার গতি। পশ্চাতে পড়ে থাকে সংসার, পড়ে থাকে গহন গৃহাপথ, পড়ে থাকে বিশাল সংযমণী পুরী। অম্ব উন্মাদের মত সে এসে উপস্থিত হয় সেই শীতবতী শত্রুত্বক গতিপথের সংযোগস্থলে।

ভয় কাটে, কিন্তু হু-হু করে ওঠে সমগ্র অন্তরাঘা। উদ্ভি, নাভোমণ্ডলে ওই দেহযান, অর্চিচিহ্নমানী দেহলোকের পথ। অমৃত ও অভয়ের আশীর্বাদ। সহস্র ধারার ঠিকরে পড়ছে অজস্র আলোর ধারা। জ্যোতির তরঙ্গগে সংগীতমুখর উত্তরগণ। কিন্তু সে?

আলোর আঘাতে কাঁপছে কি পাশাগ-শিলা? কাঁপছে কি অম্ব গৃহের পাশাগ-চাপা নিকর? বন্ধে কিসের যেন অশান্ত কম্পন! একি কোথা থেকে শূন্য পাশাগে এসে জল? কোথা থেকে উন্মত্ত হোল ভ্রূপাল কেতলি? অন্তকের নয়ন অশ্রু! শূন্য নয়ন প্রাণের হৃদধারা! কেন্দ্রিন কেন্দ্রিন সে। আজ কাঁদছে—অবির ধারের কাঁদিত নিমেষ, নিম্নম, নিষ্করণে মৃত্যু। সেই নয়ন স্নেহ প্রবর্তিত হৃদয় স্বর্গগাংগার সূক্ষ্মে মৃত্যুধারা।

বিস্ময়, বিগলিত অন্তক। নিখিলের নয়নে সে তাকিয়ে থাকে সেই নয়ন-ধারার প্রতি। অজস্র পূর্ণ করে সে ধার রাখতে চায়—ধার রাখতে চায় প্রাণের এই সঞ্জীৱনী সুধা। কিন্তু পায় না। বধ্যজলি ছাণির সে অশ্রুধারা সংযমণী পুরী অস্তিত্ব করে—অনন্ত অন্ধকারগহন গৃহাপথ কোয় মৃত্যু অশ্রুধারা কলকল শব্দে হুঁতবে পড়ে মৃত্যু। অভিধাপ মৃত্যুর অগ্রগম অশ্রু উচ্চারণ পূর্ণ হয় প্লাবিত হয় ধরতল।

শূন্য বন্ধ-নিঃভাণে এই অশ্রুই মৃত্যুর অভিধাপ মোচন করেছে। বিধাতা বসে-ছিলেন, এই অশ্রু ভয়ঙ্কর ব্যাধিরূপে জীবকে আক্রমণ করবে—ব্যাধির আক্রমণেই নিজীব হবে জীবকুল। মানুষ ব্যাধিকেই অভিধাপ দেবে, মৃত্যুকে নয়। কিন্তু অভিধাপমুক্ত হয়েছি কি অন্তক? মৃত্যুর তন্ত অশ্রু কি রেখ করতে পেরেছে বিস্মের অশ্রু-অভিধাপ। ভীষণ রহস্যময় সেই ছায়েদেহকে কি প্রিয় বলে গ্রহণ করেছে কেউ? অসকচ্চারী মৃত্যু আজো অভিধাপে আজো অবাঞ্ছিত, আজো একা। মৃত্যু বিভীষিকা মৃত্যু অনন্ত মৌন, মৃত্যু বিরাট রহস্য।*

* স্মার্তশিখণী মৃত্যুর কাঁহিনী রক্তেহে মাজারতে (শান্তিপর্ব, ২৫৩ অঃ), এখানে মৃত্যুক পরবরণে কল্পনা করা হয়েছে। মমতা-মৃত্যু কাঁহিনী রূপক।

স্মৃতি চাকরী



দিল্লী পুস্তকালয়

উনিচিশ

কিন্তু সুরেনমামার কাছে বহুদিন ধরে গান শিখলেও গানে রীতিমত তালিম নেওয়া বলতে যা বোঝায় তা নেওয়া হয়নি—যদিও উপদেশ নিতাম নানা গায়ক-গায়িকার শৈলী তথা আঙ্গিক সম্বন্ধে। বাল্যস্মৃতিতে লিখেছি, গ্রামোফোন থেকে আমি অনেক গায়ক-গায়িকার গানই গলায় তুলেছিলাম। সুরেনমামা ও পিতৃদেব ভালাবাসন্তেন বিনোদিনীর কুজভামিনীর ও লালচাঁদ বড়ালের গান। লালচাঁদ বড়ালের একটি দেশ রাগে গান—“এ হো বাজা”—আমি অসিকল তুলি গলায়। এতে পিতৃদেবের গানের সীমা ছিল না, বহু-বাহুদেবের ডেকে ডেকে শোনাতেন আমার তানঃ “দেখো হে আমার কুলতিলকের কাণ্ড! সাংকো লালচাঁদ বড়ালের তান গলায় তেল...” ইত্যাদি। গ্রামোফোনের আরো অনেক গানগুপ করতে পারি, কিন্তু দরকার নেই। শুধু কয়েকজনের নাম কীর, হাদির গান ও বন থেকে আমি লাভ করেছিলামঃ

লালচাঁদ বড়াল, বিনোদিনী, যোহরা বাউ, জানকী বাউ, মমতাজ জান, গহবরজান, দেবেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায়, অক্ষ শরৎ, অক্ষ নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, বেদনা দাসী, মানদাসদেবী, মুকুন্দচন্দ্র নন্দন, বিজয় জাহিডী, টপগায়ক রমজান খাঁ, বিবেকনাথ রাও, আবদুল করিম মৈজুদ্দীন খাঁ, রাধিকা গোস্বামী, বকুবাবু, নগেন্দ্র-বাবা অমলা দাশ (দেশভেদ্যর ভগ্নী), পান্না দাসী (কীর্তিনী), ইত্যাদি।

গ্রামোফোন ছিল আমার শৃংখলা-সহচর নয়—স্টেন্ড ফিলসফার আশে গাইড থাকে বলে—অক্ষরে অক্ষরে। এক-একটা রেকর্ড এত বাজাতাম যে কয়েক মাস পরেই আর বাজত না, তখন আবার কিনতে হত—এমনই ছিল আমার উৎসাহ। গানেই আমার বার-আনা সময় কাটত—নৈলে ক্লাসের পরীক্ষায় ঢের বেশি নাম করতে পারতাম। কিন্তু পড়াশুনোয় তেমন মন বসত না—বিশেষ নতুন কোনো রেকর্ড এলে। আমি কোনেমতে ক্লাসের পড়া সেরেই ফিরতাম আসল কাজে—গ্রামোফোন চর্চায়। তা সত্ত্বেও আমি পড়াশুনোয় যে ‘ভালো ছেলেই ছিলাম, এতে আমি ধরকে

সরা জ্ঞান করতাম। ডাবটা “খদি গানে গানে এত সময় না দিয়ে ভালো ছেলে হয়ে পড়াশুনো করতাম, তবে ভাবে—কী হতাম!” স্বভাবে যে-মানুষ অহংকারী, তার আত্মপ্রসাদকে মারের কে? এই অহংকার চূর্ণ হয়, প্রথম যখন বি এস-সিতে ফেল হই রসায়নের ব্যবহারিক পরীক্ষায়। ঠাকুরের করুণা বলে তখন একে চিনতে পারিনি বাউ, কিন্তু পরে বরবারই দেখছি যে, যখনই মাথা গরম হয়েছিল, তার করুণা এসে আমার আত্মভিমানকে ধূলিসং করেছিল, আর গাইতে হয়েছিল—সত্যিই চোখের জলে!

আমার মাথা নত করে দাওছে তোমার
চরণ ধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

মাষ্টার প্রথম কুড়িজননের মধ্যে হয়ে দশ টাকার স্কলারশিপ পেয়ে খুশি হয়েই শুরুর করলাম বকুবাবুর কাছে গান শিখতে। বকুবাবুর কথা বলেছি—বিখ্যাত অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল উপপদ্মনাথ মজুমদারের ডাউনপুটে।

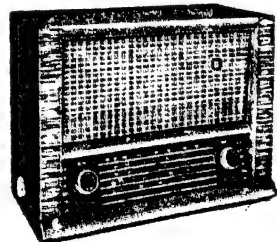
আমার বকুবাবুর গান যে কী ভালো লাগত, কী বলব। গ্রামোফোন থেকে তাঁর ইয়াদ আঁত হয়—খাবাজ; পারের কথা শুনেন—সিন্দুর; কোন ছেলে তোমার আমার মতন—রজনীকান্তের গান; পতিত

পাবনী তারো গগে—কাফি; আরো অনেক গান গলায় তুলি, এমন কি, তাঁর খাচার পাখি গেল উড়ে বড়ো দুটো লম্বা ঠাং-ও গাইতাম। উৎসাহ আমার উজিয়ে উঠলে কি আর রকে আছে? আমি গানে ছিলাম সর্বভূক, বাছ-বিচার করতাম না—তাই নিম্নশ্রেণীর আদি রসায়ক গানও গাইতাম মানে না বলে। যথা লালচাঁদ বড়ালের—

আমারে আসতে বলে
এত অপমান করা।
মনে কি পড়ে না জাদু
সুহাত দিয়ে পারে ধরা?

কি বেদনা দাসীর—
তুমি যে পরের সোনা
আগে তো ছিল না জানা
জনলে পরে পরের সোনা
দিতাম নক কিংবা কর্ণমূলে।
ভালোবেসে ভালো কানলে

গানে সর্বভূক হওয়ার ফলে আমার ক্ষতি হয়েছিল সময়ে—বিশেষ রচিত দিক দিয়ে। নইলে নিশ্চয়ই বালাকালে পিতৃদেবের ভালো ভালো গান আরও শিখে রাখতাম। আমি খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারতাম বলেই তাঁর শতাধিক গানের সুর মনে রেখেছিলাম। এ একটা কীর্তিই বলব, কেননা, আমি লোকের কাছে গাইতাম এই সব বাজ গানই বেশি—ওসতাদি তান হলেই আমি উৎফুল্ল—কথ যেমনই হোক। সুরচিত্তে নব দীক্ষা হয় পার সত্যাবের সংস্পর্শে এসে। তখনই এসব বাজ গান গাওয়া ছাড়ি তার ‘ছি-ছি’ শব্দে। সে বলতঃ “আমার অবাধ লাগে—সুত-ডি এম রায়ের ছেলে হয়েও তুমি তাঁর চমৎকার চমৎকার গান ছেড়ে কী করে এই সব বাজ গ্রামোফোনের গান



রেডিও এণ্ড ফটো স্টোর্স

৬৫, গণেশচন্দ্র এডিনউ, কলিকাতা-১৩।

ফোন : ২৪-৪৭১০

আমাদের নিকট নগদ মূল্যে অথবা সহজ কিস্তিতে অনেক রকমের রেডিও সেট পাওয়া যায়। এইসু, এম ডি ও অন্যান্য রেডিওগ্রাম, টপ রেকর্ডার, ট্রান্সিস্টার রেডিও, এমপ্লিফায়ার, মাইক, ইউনিট, ইল, রেডিও ও ইলেকট্রিকের বিভিন্ন প্রকারের সাজসজ্জামাদি বিক্রয়ের জন্য আমরা সর্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া থাকি।

নিম্নে মেতে থাকো!" তার ভৎসনায় আমার চৈতন্য হয়—আমি এসব গান ছেড়ে ফিরি পিতৃদেবের গানের দিকে। ভাগ্যক্রমে আমার স্মরণশক্তির জোর ছিল, তাই তার শতাধিক গান শুনেনেই শেখা হয়ে গিয়েছিল, নিজে বেশি না গাওয়া সত্ত্বেও। বিধাতার আর-এক করুণার দান—আমার এই স্মৃতিশক্তি। আমার শত্রুরাও অবাক হত—অনেক বুদ্ধ ক্রিতিকও আমাকে পরীক্ষা করতে এসে সদীঘ্যস্বাসে বলতেন, স্মিঞ্জাবাবু নাই দিয়ে এমন ছেলের মতো মাথা খেলেন। পড়াশুনোর নাম নেই—কেবল গান আর তর্ক আর ডেপোজিট।.....ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিষংসমাজে স্মরণশক্তির মূল্য সম্প্রদেহ মতভেদ আছে। আমি নিজের জীবনে দু'শ্রেণীর মনীষী দেখেছিঃ এক, লোকের কাকা (পালিত)—কী যে অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি—কত কবিতা যে তিনি অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করতে পারতেন—নানা ভাষায় দু'ত কথা বলতে পারতেন—“নিজের জন্মে ওঁকে বই খুলতে হয় না তো, নিজের মাথায় টোকা দিলেই হয়—” পিতৃদেব প্রায়ই বলতেন হোসে। অন্য দিকে বিরাট প্রতিভা স্ববীন্দ্রনাথ, যিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন যে, ওঁর স্মৃতিশক্তি সামান্যই। বেশ মন আছে, তিনি হেসে বলতেনঃ “বলব কি দিলীপ সময়ে সময়ে এমন লজ্জাও পড়তে হয়েছে যে, দিনের মধ্যে আমার নিজের গান শুনেন চমকে উঠে বলেছি—কর গান দিন? বেশ লিখেছে তো!” (বলেই তার সে কী চিন্তা স্বপ্ন সলজ্জ হাসি—আহ, সে-হাসি কি ভুলবার?) কোনো কোনো মনীষীর পটভেদ পড়েছি যে, স্মৃতিশক্তি হল স্বধর্ম কৈশরী, কর্মী—সম্পদ ওর স্মৃতিশক্তি—মনের প্রেরণা শক্তির কোঠায় পড়ে না।

কুঁচ তৈল (হুগলী দত্ত ভদ্র মিশ্রিত)
টাকনাশক বেশ বর্ষিক
কারক ফেঞ্চ পতন
নিবারক, মরামাস, অকালপজ্জতা থোয়ীভাবে বধ
করে। মূল্য ২, বড় ৭, ডাঃ মাঃ ১১/৬। **ভারতী**
ঔষধালয়, ১২৬/২, হাজরা রোড কালীঘাট,
কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৭-১৭১৬।

জটিল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ
ডাঃ এস পি ম্যাথার্স (বৌজঃ) সমাগত রোগী-
দিগকে গোপন ও জটিল রোগাধির রবিস্বর
বৈকাল বাদে প্রাতে ৯-১১টা ও বৈকালে
৫-৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।
শাসনসংলগ্ন হোমিও ক্লিনিক (বৌজঃ)
১৪৮, আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

অভিযোগটির মধ্যে কিছু সত্য থাকলেও আমার মনে হয়, স্মরণশক্তির প্রাথমিক অনেক মনীষীর প্রতিভা, বিকাশেও প্রচুর সহায়তা করেছে। যথাঃ শ্রীঅরবিন্দ, অলড্রাস হাক্সলি, বাটলার-রাসেল। তবে জীবন বিচিত্র তাই এ বিষয়ে কোনো সাধারণ সূত্র দেওয়া চলে না।

মরুকগে, আমি নিজে ভেবেচিন্তে স্থির করেছি যে, ঠাকুর আমাকে যতগুলি মূল্যবান সম্পদ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আমার স্মৃতিশক্তি প্রধানদের মধ্যেই পড়ে। অতঃপর আমি নিজে আমার স্মৃতিশক্তির কাছে চিরদিনই ঋণী থাকব—বিশেষ করে এইজন্য যে, নানা সময়ে নানা মহাজনের উক্তি টুকে রেখে শুধু যে নিজেই গভীর অনন্দ পেরেছি তা নয়, বহু মহাজন-পন্থীকেই আনন্দ পরিবেশন করেছি। তাই তো আমি না মেনে পারি না যে, গানে সর্বভূক হওয়ার ফলে আমার শুধু ক্ষতিই হয়নি—লাভও হয়েছিল সমগ্র—কেননা, বহু গান ও বহু সুর মনে রাখার নিত্য সাধনার ফলে আমার স্মৃতিশক্তির আরো উন্নতি হয়েছিল। সবাই জানেন—কোনো ব্যক্তির অনুশীলন করলে তার তেজ বাড়বে। স্মরণশক্তির বেলায়ও একথা খাটে। আমি খুব চেষ্টা করতাম নানা গান ও সুর মনে রাখতে। বোধ হয় অতীতি হবে না যদি বলি যে, হিন্দী, উর্দু, বাংলা মিলিয়ে আমি চার-পাঁচশো গান খাতা না দেখে গাইতে পারতাম যখন তখন—অতলদা আমার স্মরণশক্তির এ-দৌড় দেখে খুশি হয়ে আমাকে ‘স্মৃতিধর’ বলে ডাকতেন সময়ে সময়ে। যুরোপে যখন প্রথম রোসার সংগে কথালাপের রিপোর্ট লিখতে বসি, তখন আনন্দে আমি আশ্চর্য্য হই উঠি লক্ষ্য করে যে তার বার আনা কথা আমার মনে গেথে গেছে! কোম্পেন্স দাবা খেলার নাম করি। খেলার পরে বাড়ি ফিরে দাঁকড়া ফের খেলে দেখতাম। কোথায় কোন-চাসে ভুল হয়েছিল। তারপর শ্রীঅরবিনদের কাছে এসে তার মহাভারতপ্রমাণ গ্রন্থগুলি পড়বার সময়েও ঠাকুরকে হনুবাদ দিতাম যে, গুরুদেবের কান্না স্মরণীয় উক্তি কোন-বইয়ে পড়েছিলাম। অবলীলাক্রমেই রেকর্ডের দিতে পারতাম বন্ধুস্বাম্যবকে—যদিও এর একটি কুফল ফলেছিল এই যে, আমি বড় বড় উদ্ভূতি দিয়ে মরুকিয়ানা করতাম। এর পরে এ-মোহ কাটে বিষয় আঘাত পেয়ে, যখন দেখি, এমনকি, স্বাধীন-কল্প গুরুবোকা আওড়ালেও মনে শালিত নামে না। তখনই লিখি সুনামীতে আমার কবিতাঃ “কথা কথা কথা”—যে কবিতাটির অন্তর্ভুক্ত গুরুকণ্ঠে স্মৃতিশক্তি করেছিলেন, ওর মধ্যে আমার মধ্যকার দুটি সদ্ব্যুতি

ফুটেছিল বলেঃ দীনতা ও জিজ্ঞাসাত্মা। কিন্তু বকুবাবুর কথায় ফিরে আসি।

বকুবাবুই গানে আমাকে প্রথম তালিম দেন নাড়া বেঁধে। এতে আমার আনন্দের অবধি ছিল না—এইবার প্রথম ওস্তাদ বনতে চললাম—সুয়েপেকার গায়ে প্রজ্ঞাপতির পাখা উঠতে শুরু করল বৃষ্টি মহা উৎসাহে আমি তার কাছে একের পর এক আদ্যন্ত ভুল হিন্দী গান রং করতে শুরু করলাম মানে না জেনে। একটি গান শুনেন পরে সুরেশনা হেসে অধিথর—তার কথো বলছি পরে—বললেনঃ “তন মন তু পয়দার, আ—এ কী রে!” এ-গানের অন্তরায় ছিলঃ বিন দেখ নাহি পরত চায়নু, কও কায়সে কাটি হা দিনু আর বিনু, সুরেশনা বললেনঃ “দিনু আর বিনু, দু'ভাই বেশ বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তাদের কেটে ফেলবার জন্যে বকুবাবুর এ নিদারুণ রোখ চেপে গেল কেন রে?” বলে বললেনঃ এ-গানটির শৃঙ্গ বাদী হবেঃ

তন মন তো পে ডেরিয়ান।

বিন দেখ নাহি পরত চায়নু

কহা কয়সে কটুংগ দিন ঔর বয়ন।

অর্থাৎ তনু মন তেমনকে সংপলাম—তোমার অদর্শনে আসে না শান্তি, কটুতে চায় না দিন ও রাত.....” ইত্যাদি।

কিন্তু তখনো হিন্দীতে সুরেশনার অভ্যাস হয়নি তো—তাই আমি বকুবাবুর কাছে সানিধায়া সানিধায়া করে পন্ডমিত্রিক স্বরনিপিতে ভুল হিন্দী বাণীর গান-গুলি পরম ভক্তির মনের মস্তুরে প্রতিষ্ঠা সাজিয়ে পুজা করে চলছি। বকুবাবুর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মিষ্ট ছিল—তাই তো তিনি দেখতে আমার মনের মানস হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আরো আমি ভুলতে পারি নি কোমল গাম্ভীর্য খবজে তার তারসংযুক্ত পঙ্কজে স্থিতি। তার টম্পার দানাও ছিল চমৎকার। নেনদিনী বোলো নাগরে ডুবছে রই কলিঙ্কনী কুম কলংক সাগরে—দাশরায়ের এ-গানটি তিনি চমৎকার গাইতেন—আমি এখনো গাই সময়ে সময়ে। বড় সুন্দর খাম্বাজ টম্পা। তার কাছে কয়েকটি নিধুবাবুর টম্পাও শিখেছিলাম। তবে তিনি খোয়াল বেশি জানতেন না, তাই মাসকয়েক তার কাছে শিখে যাঁই দৌলতরামের কাছে।

এ-পালোয়ানটি আমাকে শেখালেন দুর্ধর্ষ সাগর্মই একটি ভৈরো। খোয়ালও শিখিয়েছিলেন। সুরটি ছিল ভালো—কিন্তু সাগর্মের চাকরিতে গানটি মম বন্ধ হয়ে মারা গেল। এত বেশি সাগর্ম ভালো লাগল না। তাছাড়া তিনি ছিলেন বড় কটুভাষী ও বিশ্বনিম্নক। কোনো ওস্তাদই কিছু জানে না, যিগোকে সবজ্ঞাত

দিলোকী দৌলভরাম। তাই কিছুদিন পরেই বিরক্ত হয়ে বিদায় নিই। তবু মানতে হবে, সগমি শিখে আমার কিছু উপকার হয়েছিল।

তারপর শিখি একজন সত্যিকার বড় গায়কের কাছে শ্রোণীয় টপ্পা। তিনি চন্দননগরের রাম কণক। বড় মধুর গায়কের কাছে শোরধীর টপ্পা। তিনি খুব স্নেহ করতেন। তার কাছে ত্রিশ-চল্লিশটি টপ্পা শিখে আমি বিশেষ লাভ করি—আরো এইজন্য যে, তানপুরার সংগে প্রথম গাওয়া শুরুর কারি আমি তার কাছেই বলতে ভুলেছি—বিশ্বনাথ রাওয়ের কাছে আমার বোন মায়া গান শিখেছিল কিছুদিন। ঐ সঙ্গে আমিও শুনেন শুনেন শিখেছিলাম কয়েকটি রাগ। একটি রাগ—মধুমাদ সারং—“ধর্ম সংধিনি দনুজ সংধিনি...” আরো কয়েকটি ধ্রুপদ তথা তেলানা শিখেছিলাম মনে নেই। তবে লাভ হাল এই যে, ধ্রুপদে প্রথম রস পাই তার গান শুনেন। গ্রামোফোনেও তার রেকর্ড থেকে শিখেছিলাম কয়েকটি গান ও কিছু সগমি।

এর পরে আমি কখন তার কাছে কী পর্যায়ে গান শিখি ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে মনে আছে, ভরমীন্দ্রনাথ খাঁর কাছে কিছুদিন শিখেছিলাম খেয়াল ও গৌরী-শংকর মিশ্রের কাছে ঠংরি। মিশ্রজি ছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীতগুরু—সংস্কৃত কবিতার গুরু-জ্ঞানের সংগে। সুরেনদাসের কাছে প্রায়ই শুনতাম যে, সার্বাঙ্গ্য বা সুরের অধিস্থিতি জানে ও বহুজনের শ্রবণে। এই কথা শুনেন মহা উৎসাহে তার শরণাপন্ন হই ও পানের কাউন্টি খেয়াল ও ঠংরি—ঠংরিই বেশি। লচ্ছমীপ্রসাদ মিশ্রের কাছেই কিছুদিন খেয়াল ও ঠংরি শিখি।

কিন্তু এসব শিক্ষা ধানিকট গৌরই বলব। কারণ এঁদের কাছে গান শিখে আমি কমার্শ লভ করলেও এরা কেউই আমার কিশোর মনে যেমন ছাপ ফেলতে পারেন নি। আমার জীবনের একটি লাণ্ডমার্ক হয়ে এসেছিলেন এক অকস্মিকগণ্য সন্ন্যাসী একটু আগে যার নামান্তর করেছি—সুরেনদাস। তাই এর কথা একটু ফলিসেই বলতে হবে।

ইনি ছিলেন সন্ন্যাসী—বলেছি। কিন্তু এমন সন্ন্যাসী আমি আর দেখি নি—বহু সন্ন্যাসীর সংগে মেশার পরেও। যেমন সুপারেশ তেমন সুগায়ক, তেমন মিশ্রক, তেমন ফিটফট সাজসজ্জা। গৌরক রঙে রাজ্যনা রেশমি চুড়িদার পাজাম ও পাঞ্জাবি পাগড়ি পরে যখন তিনি আসরে বসতেন তখন সভা উজ্জ্বল হয়ে উঠত। রাপেই তিনি অধিক যশ জয় করে ফেলতেন। সত্যিকার পার্সনালিস্ট থাকে বলে। তার পর যখন কিশোরবিন্দিত কণ্ঠে ভজন ধরতেন অপৰূপ হার্মোনিয়ম সংগতে—মনে

টাটার ৩-ডি-কোলন ও ৩-ডি-কোলন সাবান



সেই স্নিগ্ধ পরশটুকু

টাটার ৩-ডি-কোলন ... স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান আনন্দদায়ক। এর ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ ভাব আপনাকে সব সময় স্মৃতি এনে দেবে।

টাটার ৩-ডি-কোলন সাবান। এই সাবানটি গন্ধেও মনোরম। বিশেষ ধরণের সোনালী মোড়কে মোড়া যাতে এর সতেজ ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে।

টাটার তৈরী — তাই নিশ্চয়ই ভাল।

হ'ত যেন আকাশ থেকে গম্ভীর প্রসন্ন হয়ে পদ্মপঙ্ক্তি শুরু করেছেন। তাঁর স্নেহ পেয়ে আমি সঁতাই নিজেকে ধন্য মনে করে এসেছি চিরদিনই। তিনি আজ বেঁচে আছেন কিনা জানি না। তবে বছর কুড়ি আগে সার আকবর হায়দারের এক মেয়ের বাড়িতে যখন আমি গান করি—বম্বে শহরে—তখন সেখানে এক মুসলমান ভদ্রলোক আমার মুখে সুরেশদার শেখানো “তুনে ক্যা কিয়া মন্নে বতা তো সহি” গজসটি শুনেন চমকে উঠে বলেন আমাকে যে, বৃন্দাবনের কাছে কোন এক জঙ্গলে একদিন তিনি এক সুপুরুষ সম্মুখীকে এ-গানটি গাইতে শুনছিলেন। তিনি একলা গাছতলার বসে গাইছিলেন গানটি—শুনেন মুসলমান প্রোতাটি মুগ্ধ হয়ে আস্তাপ করেন ও শোনেন তাঁর নাম—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী। আমি বলি—তিনিই আমার গুরু—ভজনের।

আমি যখন বি এস-সি পাড়ি তখন এই অপরূপ ব্রহ্মচারী কলকাতায় এসে এণ্টালিতে ও নানা মাড়ায়ার বাড়িতে দিনের পর দিন আসর জমাতেন। শান্তি-পূরের ব্রাহ্মণ—সুরেশ মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্বগ্রমের নাম। কিন্তু বাঙালী প্রোতার তাকে এত ভালোবাসতেন যে, সুরেশদার বলেই ডাকতেন।

ইনি শুধু যে অশ্রুত গাইতেন তাই নয়—তাঁর হিন্দি ও উর্দু গানের বাণী ছিল নিখুঁত, অনবদ্য। বহু বৎসর বৃন্দাবনে

থেকে হিন্দি ও উর্দু তিনি বলতে পারতেন মাতৃভাষার মতনই স্বচ্ছন্দে। ভাষাশিকার তাঁর একটা সহজপটুতা ছিল মনে হয়। কারণ গজসটি ভাষাও তিনি চমৎকার বলতে পারতেন। বাঙালীর মুখে এমন অনর্গল চোস্ত হিন্দি বা উর্দু খুব কমই শুনছি। তাই তাঁর কাছে গানের তালিম নিয়ে আমার একটি মস্ত লাভ হয় এই যে, আমি শুধু বাণীতে হিন্দি ও উর্দু গান গাইতে শিখি। তিনি প্রায়ই ঠাট্টা করতেন বাঙালীদের হিন্দি উচ্চারণ ও হিন্দিদের বাংলা উচ্চারণ নিয়ে। তাঁর কাছ থেকেই আমি শিখি বাইজদের বাংলা গানের ক্যারিকেচার করতে:

নিমিসের দেখা জোদি (আরে হাঁ)

পাই হে তুমহারি

আথেতে মছাই জোতো (আরে হাঁ)

বলাই তুমহারি

...সুরেশদার ঠোট বোঁকিয়ে বাইজদের নকলে এই ধরনের গান গাওয়া শুনেন আমরা হেসে গড়িয়ে পড়তাম—“গুণেমণি! দাঁসি তোবো পোয়”...ছিল তাঁর আর একটি প্রিয় গান। কিন্তু একর প্রগলভতা রেখে তাঁর গুণকীর্তনের কোঠায় আসি।

সুরেশদার যাই গাইতেন চমৎকার আসর জমিয়ে গাইতেন—তালে তালে হাজানিফ-সংগতে সুরোপরি, দিশিভয়ী ভঙ্গিতে। তাঁর উর্দু হিন্দি ও বাংলা গান শুনেন আমরা মনে হ'ত যেন দেবদূত সশরীরে নেমে এসেছেন দেবতার খবর দিতে। সেখান

দেখতে তিনি আমাকে তাঁর ভজনে ও কীর্তনে আকৃষ্ট করে তুলতেন, আর অমনি মনে মনে ফিরে এল আমার শৈশবের ভক্তি-উচ্ছ্বাস যাকে মিথো খেয়ালটপ্পার মোহে ভুলতে বসেছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে যখনই গান শিখতাম পুলকে আমার রোমাঞ্চ হ'ত। চোখে জল ভরে আসত তাঁর অপরূপ গজসভা সুরে গাইতে:

কী গুণ বলো কী গুণ জানে হরি হে,

তোমার বাঁশের বাঁশি।

এ কি সাধনা তার, মহিমা তোমার

কেমনে ঢালে সে অমিয়রাশি।

আহা, এ গানটি কী অপূর্ণ যে গাইতেন তিনি!—যখন তিনি গাইতেন শেষ অস্তর:

হাসে বাঁশি নাথ তব সহচর—কেবল

হ'রিতে সরসা অবসা অস্তর,

অবোধ পরণে দোহে না কো তাই

সকলি তজিয়া ছুটিয়া আসি।

তখন সঁতাই বৃকের মধ্যে আমার অশ্রুসাগর উঠত দল্লো, মন হয়ে যেত উদাস—তখনকার মতন। কিন্তু সে অন্যাক্ষা! গানের কথাই বলি, নৈস শ্রেয় করা মুখটি করে।

এ-গানটি তিনি বানিয়েছিলেন একটি উর্দু গজসের সুরে—সেটি পরে গ্রামোফোনে আমার হিন্দুস্তানী গানের মধ্যে সবচেয়ে লোকপ্রিয় গান হয়ে ওঠে। এ-গানটির বাণী শুধু ছিল বসে সেখানে সেখানে গেয়ে উর্দু হিন্দি ভাষীদের মন গলিয়েছে। গানটি গ্রামোফোনে অনেকের শুনিয়েছে।

মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া

ম্যাগনেসিয়া ম্যাগমা ইউ এস. পি.

বয়স্ক, ছোট ছেলেমেয়ে ও শিশুদের সকলের পক্ষেই নিরাপদ ও ফলপ্রসূ

অম্লনাশক ও মৃদু বিরেচক

সব সময়ই কিনতে চেষ্টা করবেন...

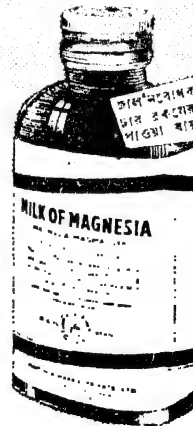


প্রায় ১৩০
ব্রাণ্ড

MANUFACTURED IN INDIA BY
MARTIN & HARRIS (PRIVATE) LTD.

10, HUTCHINSON ROAD, CALCUTTA 20

আমাদের প্যাকিং কিনা
দোহা নিন



টাসানল জরুরীকালীনকালের সময়

ভুলে কা' কিয়া মনে বজাতো সহি
মেরা চেন গয়া মেরি নিদ গই।

তার কাছে আরো উদ্, গজল শিখে-
ছিলো কিছু সেগুলির মধ্যে কোনো
বিশেষ্য ছিল না। এছাড়া, তার কাছে
অনেকগুলি চমৎকার ভজন শিখি যদিও
ইংলিশরা' অতুলনীয় ভক্তনের পরে সে-সব
ভজন আর গাইতে মন চায় না। বলে নাঃ
"ভালোর সবচেয়ে বড় শত্রু মন নয়, সে
হল—আরো ভালো।"

কিন্তু তবু বসবই বসব যে আমার
জীবন ভক্তনের দিকে মোড় নেয় প্রথম
সুরেশদাসের গান শুনাই। এখানেও আজ
লেখতে পাই বিধাতার সেই একটি করুণার
অভাগ্য—যে ওহুতদি গানের সগরম পার্শ্বের
মোহরগানে এসে আমাকে মনে করিয়ে
দিয়োছিলঃ

অকোয়ঃ ফলঃ হৃদয়শদধনঃ হি
তবঃ ফলঃ হৃদয়শদধনঃ হি
হিহুদয়শদধনঃ হৃদয়শদধনঃ হি
সুদুসুভা ভাগ্যতঃ হি হোকে।

অর্থঃ

নয়নের শেষ লক্ষ্য—তোমার দরশন,
তবু দরশন—তুমার অংগ পরশন,
তবু দরশন—তবু—অগনকর্তন,
দুঃখী তার মনে ভাগবত মহাত্মন।

মনে পড়ে, সেই দিনেই বড় সমস্যাটো
দেখা গিয়েছিল। তখনো গানের সম্পদে ঠিক
পথটি খোঁজা পোত আমার মনোবল দাঁড়
হাত। সেরি হাত বজাচ্ছি এই জন্য যে,
আমার জীবন ভজন-চলন আসতে আসতে,
কারণ আমি আগে ওহুতদিপন্থী হলেও
আমাদের ভিক্রম তবু ভক্তপন্থী বটে—
কিন্তু তখনো অস্থায়ীভাবে হয় নি ভাল
দেখার শেষ লক্ষ্য হরিনামকীর্তন এই
সত্যের সত্যটিকেই ভালো বসেছিলোম।
কিন্তু ঠিকর যাকে কৃপা করেন সে ঠিকরকে
ভুলিয়েও তিন হাত তার তাক ভেঙেন না
—তাই নানা সময়ে অপ্রত্যাশিত সপ্নে
দেখাশো মূর্খের মতনই হানো দিয়ে চমকে
ডাক দিয়ে বলেনঃ "অহমহঃ ভোঃ!"
দুঃখীসার সঙ্গে ঠাকুরের তখনো কেবল
এইখানে যে, আনমনা শব্দতলা অর্থাৎ
সংকার না করলেও তিনি শাপ দেন না—
মানু, তসে অসুখা হন—বলে যে পরে
আসবেন আবার—সময় হুগে। আমার
গানের বিকাশ এই সময়ে তিনি ঠিক এমন
ভাবে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিলেন—
আমার তখনো ওহুতদি গানের মোহ
কাটেনি বলে। কিন্তু সুরেশদাস মাধ্যমে
ঠাকুর এসময়ে এসেছিলেন শব্দ ভক্তন
শেখাতেই নয়—মনে আর এগটি ইংগত
অনন্দ-রূপে বসে রেখে যোকে। যে, হিন্দী
ভক্তনের সারো বাংলা গান বোধলে বাংলা
ভক্তিসংগীতের সম্পদ বাড়বে। উত্তরজীবনে

আমি ইন্দিরার প্রায় পাঁচশ হিন্দী ভক্তনের
অনুবাদ করি খানিকটা এই পরম ইংগতকে
স্মরণ করেই বসব। মনে পড়ে, তার একটি
গজলের সুর—(গজলটি আমি আজো
গাইতে পারি—যদিও গাই না)—কী সুন্দর
সুরটি অহা! যখন তিনি গাইতেন তার
বিশুদ্ধ উদ্ভাস—কান ও প্রাণ দুইই
জুড়িয়ে যেত যেন। তবু বাঙালীদের মন
খুঁৎ খুঁৎ করত এর সঙ্গতা ভাবে। তাই
একটি স্লোক (শের) মাত্র উদ্ধৃত করিঃ

ভয়াল, বেমারোর বেবফা না আশনা

তুম হো

মগরই তনই বুরায়ী পর ভী কিংনই

খেবনুম তুম হো

অর্থঃ

প্রেমিক তুমি নও তুমি নও একান্ত

হে নটর!

ভালর দোসের নেই নীম হার, তবু

তুম কী সুন্দর!

কিন্তু এই সুরে এই গানে বসিয়ে যখন
তিনি গাইতেনঃ

নীসসজ্জা নহরীসীয়া যমুন্য কীর্তনী

(ও বর) শ্যাম তট শ্যামর বীন্দরী

কহিতে দিবযামিনী

তখন মন আমার উজ্জল হয়ে উঠত যমুনার
তটে সেই চিরন্তন মুরলীধরের হাবি কল্পনা
করে। শব্দ আমার নর, অনেক ভক্ত-
প্রার্থীই বসিয়ে উঠত, চোখ ঝাপসা হয়ে
আসত অশ্রু-আভাসে।

সুরেশদাস কাছে গান শিখতে গিয়ে যেন
নতুন করে দীক্ষা পেয়েছিলোম আমার
শৈশবের প্রায় ভুলে-যাওয়া মুরলীমন্তে—
যে-বাঁশি আমার পবিত্র শিশুহৃদয় শুনাইল
কিন্তু তার পরে আবার ভুলে গিয়েছিল
কৈশোরে। কিন্তু ভুলতে কি কেউ পারে
কিছু—বিশেষ করে নীল যমুনার বাঁশি?
সে-বাঁশির রাঙে যে-মন একটবারও রঙিয়ে
উঠছে তার সর্বনাশ হয়ে গেছে চিরদিনের
জনো—কেন না, সে যে-মোহের টানেই
বিপথে পা বাড়াক না কেন, মোহের অধার
তার একদিন না একদিন কটবেই কাটবে
সেই হারিয়ে-যাওয়া বাঁশির আসোরে।
এই-ই বাকি ঠাকুরের সীমা—তাই ভাগবতে
বার বার গোপবীহিয়া কোরে বলেছেঃ

পতিসুখম্বর-ভ্রাতবধবান

অতিবিসংখ্য তেহেচাতাগতঃ।

গতিবিসংখ্যরোগীতমহিতঃ।

কিতব! মোহিতঃ কস্তাকেমিশি।

মুখের

জৌকরু

হাঙ্গি করে



রেকোকাশ্মীর

ফেন্স পাউডার

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়

প্রার্থা
প্রিয়-পার্বজন-লাজকুলতর-
মান-অভিমান-বাধা
সব ভেসে যায় যবে বর্ষা তব
শোনে নাথ হিয়া রাধা!
শুধু হায় লীলা নিঠুর তোমার একী!—
সব ছেড়ে যাব আমি বমনায়—দেখিঃ
মুরলীমোহন নাই নাই—
হয় সর শুধু কথা কান্দা
বাজে কানে বাজে প্রাণে মুরলীর
“আয় আয়” সুর সাধা!

সুরেশদার কাছে শিখেছিলাম অনেক-
গুলি হিন্দি ভজন, কয়েকটি উর্দু গজল ও
চার পাঁচটি বাংলা কীর্তন। উর্দু গজল-
গুলির মধ্যে একটিই (তুনে কা কিয়া)
আমার উত্তরজীবনে কাজে এসেছিল যখন
আমি (শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগদীক্ষা
নেওয়ার পরে) ভক্তিসংগীত ছাড়া আর
কোনো গানই গাইতাম না। পাঁচচোরিতে
আট বছর কাটিয়ে ১৯৩৭-এ যখন
কলকাতায় আসি তখন আমাকে অনেকেই
গাইতে বলতেন আমার সাবেক কালের
প্রাক্ত যোগজীবনের—গজল ঠংরি। কিন্তু
আমি গাইতাম না বলে তাঁরা ক্ষুব্ধ হতেন।
এ নিয়ে একবার পিঁড়িচারিতেও তর্ক উঠে-
ছিল—আমার এক বান্ধবী বন্ধু ‘আর্টি-
ফর’ আর্টস সেক’ নীতিবৈ সমর্থন করে
আমাকে বলেন যে, প্রেমের গান গাইতে না
চাওয়া চেতনার অবনতিই সূচনা করে।
আমি শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর এ-মিডযোগের কথা
জানালে গুরুদেব ২৭-৮-৩৩ তারিখে একটি
চিঠিতে আমাকে লেখেন (অনুবাদ দিলাম):
‘ম—যদি বলে থাকে যে তোমার শৃংগার
রসের গান গাওয়া ছেড়ে দেওয়াটা তোমার
সংকীর্ণতা বা অধোগতির সূচনা করে

তাহলে আমাকে একটু ফাঁপরেই পড়তে হয়
বৈকি। যদি কারুর বুচি বদল হওয়ার ফলে
তার আর জ্যাজ সংগীত ভালো না লাগে
ও সে শুধু শ্রেষ্ঠ সংগীতকারদের সুর-
শৈলীই উপভোগ করে তা হলে বলবে
কি—তার অধঃপতন হয়েছে? নিচের স্তরের
থেকে উপরের স্তরের চিন্তা, ভাব ও কলা-
কারের আশ্রয়প্রকাশে উত্তীর্ণ হওয়াকে
অধোগতি বলব কেন? আমি নিজে
এক সময়ে প্রাথমিক স্তরের প্রেমের-কবিতা
লিখতাম—কিন্তু এখন আমি কেবল
আত্মিক প্রেমের সম্বন্ধেই কবিতা লিখতে
পারি—এথেকে কি প্রমাণ হয় আমি সংকীর্ণ
হয়ে পড়েছি, না বলব—আমি উচ্চতর
চেতনায় অধিষ্ঠিত হয়েছি বলেই নিম্নতর
প্রাণশক্তির প্রকাশে নিজেকে রুতারাঁ বাধ
করতে পারি না? যারই চেতনার স্তর
বদলায় তারই সম্বন্ধে একথা খাটে। যদি
কেউ বয়স্ক হবার পর তার ছেলেমনটি
খেলনায় আর আমন্দ না পায় তাহলে বলবে
কি এর জন্যে দায়ী তার সংকীর্ণতা বা
অধঃপতন? (মূল ইংরাজি চিঠিটি
শ্রীঅরবিন্দের পত্রবলীতে ছাপা হয়েছে।)
শ্রীঅরবিন্দের এ-চিঠিটি থেকে আমি কম
আলো পাইনি, কেন না তাঁর নির্দেশে
আমার কাছে আরো পপস্টার হয়ে উঠে-
ছিল একটি সনাতন উপলক্ষ্যঃ বৃন্দা-
বনের বাঁশির ভাব শুনলে যে-মানুষ বাতা-
রাত্তি সাবালক বনে গেছে তার আনন্দ সে-
নাবালক বনেতে পারে না যে সে-বাঁশি
আলো শোনেননি। এইজন্যেই অধ্যায়
সাধকের ও গড়পড়তা সংসারীর মধ্যে দেখতে
দেখতে দৃষ্টির বারধান গড়ে ওঠে এবং
সংসারীরা বৈরাগীকে বেদবদনী মনে করে
ভুল বোঝেন। গানের ক্ষেত্রেও এই কথাঃ
অর্থৎ কীর্তনের গভীর রসে যার মগপ্রাণ

রাঙিয়ে উঠেছে তার কাছে অভজন
অকীর্তনের রং ফ্যাকাশে না লেগেই পারে
না—পক্ষান্তরে ভজন কীর্তনে যে-গড়পড়তা
সংগীতরসিক আলো রস পেতে শেখেনি
তার কাছে মনে হয় ভজন কীর্তন উচ্চ-
সংগীতই নয়। এ-প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত
আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল। আমার এক
সংগীতজ্ঞ বন্ধু আমাকে বলেছিলেন
বিস্ময়িত নেত্রেঃ ‘তুমি বলা কী—
দিলীপ? তুমি যোগী হয়ে এমনিই অরসিক
বনে গেলে যে নজরুলের ‘আমারে চোখ
ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী’-র
মতন সরস গানকে জাতে ঠেলা করতে
চাও!’ আমার বুচি বদলের কাহিনীটা
কোনোমতেই তিনি হৃদয়গম্য করতে
পারেননি, ভজনকীর্তনকে তিনি গানই মনে
করেন না, বলেনঃ ‘এক আশুটা ভজন মন্দ
লাগে না, কিন্তু গানের রাজ্যে ওর দাম
নাই বললেই হয়।’ মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-
দেবের কথিকা—পারাবলঃঃ

একদা এক শিষ্য পোলা একটি মণি
পথের বাঁকে।

কুড়িয়ে নিয়ে ফিরেও ঘরে

বলেন হোসে গুণে তবোঃ

‘বলিচলাম না সেদিন হোক—

যেমন আশার তেমনি বিচার,

যেমন পড়িও যার—

সে ঘরে দর তেমনিই যা দেখে তারঃ

পারাবলি তুই

এ কথাটির নিষ্ঠ তথা বোঝে—না রেঃ

বুঝিও ফাদ এই মণিটি

বুঝিও বধে যাস বুঝিওরাঃ”

বেগুন বেচে মদীঃ

শিষ্য গেল প্রথম তার দেবানেঃ

মণি দেখে বলল মদীঃ

‘শেখাঃ এর দাম কে না জানেঃ

নয়টি বেগুন দিতে পারি এর বদলে।’

শিষ্য বলেঃ

বন্ধ করুন

মাড়ির রোগ
দাঁতের ক্ষয়
খারাপ শ্বাসপ্রশ্বাস

উজ্জ্বল শুভ্র সুস্থ দাঁতের জন্য

ফরহান টুথপেস্ট ব্যবহার করুন

একমাত্র এই টুথপেস্টেই শক্ত সুস্থ মাড়ি গঠনের জন্য ডাঃ আর. জে.
করহানের আবিষ্কৃত বিশেষ উপাদানটি আছে

Geoffrey Manners & Co. Private Ltd.



"দশটি দিন পরোপদ্রা।"

মুদী বলে: "যাও ছে চলে।"

কেন বকাও? কে না জানে—

পাটটি বেগুন ঠিক লাম এটোর—

দর দিয়েছি জামি বেশি।"

শিখা হেসে শালওয়ার

কাছে যেতে বলল সে:

"এর বদলে তাই দিতে পারি

গাল বড় জোর দুটি।"

শিখা তখন জবর ভারি

এক জহুরি কাছে।

দেখেই চমকে বলে সে: "এ কীয়ে?

লাখ টাকা নে—একদিন দে—

ছাড়ব না তো—এ যে চিরে!"

কথাকাটি বন্ধশুকে বলিনি কারণ ভজন-কীর্তনের ব্যাপারে তিনি যে বেগুনওয়ারার মতই অজ্ঞ ও অসমর্থতার এতেন দারুন ইশ্টিগত করলোও তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়ে যেতে। মল্লক গেল, ফিরে আসি ইতিহাসের অধ্যায়ে।

বিলোতেও আমার নতুন নতুন গান শেখার উৎসাহে ভাটি পড়িনি—আমি বিখ্যাত কবি শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অনেকগুলি রাগ ও ভজন শিখোঁচ্ছিলাম। হারীনের গলা চমৎকার খেলত, এমন কি আমলুল কারিমের অনেক তানই সে হুবহু নকল করতে পারত। এর মধ্যে অবশুল কারিমের গানের অপরাধ চমৎকানই আমি প্রথম অবশুল কারিমের ভক্ত হয়ে উঠি ও সবচেয়ে বেশি গানের তার কাছে কিছুদিন থেকালের তালিম নিতেই হবে।

বিলোতে আমি সুরেশদাস নানা ভজন ও গজল গেয়ে নাম করছিলাম ছাত্রসমাজে। কিন্তু আমি গজল গেলেও বাজ গজল বড় একটা গাইতাম না—যে সব গজলের লক্ষ্য ভগবান শ্রী, সেই সব গজলই গাইতাম সাধামত। দেশে ফিরেও আমি মূলত এই আদর্শের পথেই চলেছিলাম, যখন যদিও হারী গজল বর্ণাশী গান গাইতাম নানা সভায়ই। কিন্তু সবাই স্বীকার করে যে আমার কণ্ঠ ও অস্তর সবচেয়ে ছাড়া পেতে ভক্তিসংগীতই। এইজন্যই এতলদার ভক্তির গান আমি সবার বরণ করে নিয়েছিলাম। যদিও তাঁর এক আবার বাজায় বাঁশি, বাঁধেয়া 'নদ নাহি অধিপাতে' এক তামি বসি নদীকূলে একেলা' জাতীয় সেণ্টি-মেণ্টাল প্রেমের গানও কখনো কখনো উপরোধে পড়ে গাইতাম—বিশেষ করে আমার চারিটি কনসার্টে। গম্ভীরীয়া নীতি-বাদীরা প্রশ্ন করতে পারেনঃ কখনো কখনোই বা গাইতাম কেন ভক্তিসংগীতকে বরণ করার পরেও? উত্তর এই যে, জীবনে রচি বদলালেও স্বভাব বদলাতে সময় লাগে—অতীতের অভ্যাস পেয়ে বসে মানুষকে—মারিয়া-না-মেরে-রাম ঢঙেই দাবি করে তার চিরাত্মসত্ত্ব খোঁজা। ফল এ-দেটোনায জাগত দোলা অতীত অম্বসিত যার অশান্তি থেকে সে-সময়ে কিছুতেই

অব্যাহতি পেতাম না। সবপ্রথম মৃত্তির স্বাদ পাই—যখন শ্রীঅরবিন্দের চরণে আশ্রয় নিয়ে মনের জোর অমান করি ও পণ নিই যে ভক্তিসংগীত ছাড়া আর কোনো গানই গাইব না ভক্তিবিরোধী শিল্পী বন্ধুদের যোর আপত্তি সত্ত্বেও। গুরুদ্বীকার্য কীভাবে শিল্পসাধনাকে অধ্যাসাধনার কাজে লাগিয়েছিলাম সে-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার সময় এখনো আসেনি—জানি না কোনোদিন লেখা হয়ে উঠবে কিনা—কারণ আজ যে-মন আশ্বকথা লেখার তাগিদ পাচ্ছে এমন হতে পারে বৈকি যে সে-মনের মতিগতি পরে একদম বদলে যাবে, মনে হবে কী হবে লিখে? কিন্তু পরের কথা জানেন শ্রী, পরাংমপর আর কেউ নয়, তাই ও নিয়ে মিথো মাথা বাক্যের লড়াই নেই, চল যে-পথে চলতে আজকের শ্রাব সন্তান আনন্দ সড়া দেয়—লিখে যাই কত ঘাটের জল খেয়ে কেমন করে "পশিছেছি ঠাকরের চরণে"—কী ভাবে সাংগীতিক বন্ধপন্থা আদর্শবাদের মনোশ পরে আমাকে নাকনিচোবান খাইয়েছে যদিও তা থেকেও যে তীর্থপথের কিছু পাথর পাইনি এমন নয়।

বন্ধপন্থা—ঠিক শব্দটিই এসে গেছে। কারণ বিলোত থেকে ফিরে বন্ধপন্থী হতে না হতে আমার মনে আমাকে পেয়ে বসল—আমি মহা দাপদাপি শুর, করলাম অসুর বন্ধপন্থী হতে চেষ্টা। শ্রী গানে নয়—সাহিত্যে। কিন্তু পশ্চিচির প্রবেশের আগের অর্থাৎ ১৯১৩ থেকে ১৯২৮-এর মধ্যে—আমার সাংগীতিক জীবনের মধুরতা এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে আমার সাহিত্য-সৃষ্টির অধঃক্ষতি অবদান ডার গিয়েছিল আমার সাংগীতানুরণীর করতালিতে। আমি সে করতালিতে উজিয়ে উঠে একের পর এক ওসহাদ ও বইজির কাছে গান শিখে বাহাদুর ওস্তাদ বনতে বন্ধপন্থিকর হয়ে উঠলাম অসুর ওস্তাদদেরও ওস্তাদ পশ্চত বিকুনাবরণ ভাটখন্ডের উচ্ছসিত তরির পেয়ে। তিনি একবার আমাকে নাইটিংগেল অব বংশল বলে আমার সংগীতপ্রতিভা সম্বন্ধে যে-তারিফ করে-ছিলেন আমি তাঁকে আমার প্রাপ্য ডিউ। বলে গলা করে হয়ে উঠতে চাইলাম তাই, যাতে আমার মন সায় দিত নাঃ অর্থাৎ ধন্যবীর ওস্তাদ। ফল যা হবার—কর্মফল এভাবে কে?—বাহাদুরির অস্বাভিমানে আমার অন্তরের সরল উচ্ছল ভক্তিরস এল শিকিয়ে, অথচ তা, আমি দেখেও দেখতে চাইলাম না যে আমি চিরদিন যাব বিরোধে লড়েছি—কি না প্রাগজীন কালোয়াতির কসরৎ—দ্যুত মোহে তাকেই বরণ করতে চাইছি—কাতন ছেড়ে কাঁচ কুড়োতে। তাই তো আমি ঠিক করলাম ভজনকীর্তন—ও তো হবেই, এখন কবে শিখি ঠাপদ খোঁজাঃ সোকে যেন বলতে না পারে উচ্ছলপন্থীর

বাইওকৌমিক

গাইস্থ্য চিকিৎসা

ডাঃ টিউ, এম, সামন্ত, এল, এম, এস প্রণীত এই পুস্তকে পীড়ার বিবরণ ও চিকিৎসার অতি সহজ ভাষায় লিখিত আছে। গৃহস্থেরা অতি সহজেই এই পুস্তকের সাহায্যে চিকিৎসা করিতে পারিবেন। মূল্য ২-৫০।

সামন্ত বাইওকৌমিক ফার্মেসী

৫৮/৭ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-২
বাইওকৌমিক ঔষধ এবং পুস্তকের বিক্রয় ও প্রচলনস্থ প্রতিষ্ঠান।

দার্শনিক পন্থিত

সুরেশদাসের ভক্ত্যচর প্রণীত
হিন্দু, বর্ম-কর্মের প্রামাণ্য ঘিরাট গ্রন্থ

পরোহিত দর্পণ

মূল্য সংস্করণ—১, রাজ সংস্করণ—১০

দেবতা ও আরাধনা

দেবতা আছেন—কোথার আছেন। কেমন করিয়া আরাধনা করিলে তাহারা আবিভূত হন। তাহাদের স্বরূপ কি এবং কি কারণে ও কি প্রকারে তাহারা আমাদের বলভূত হন তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও প্রত্যক্ষ দর্শনব্যব উপায় সকল আলোচিত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

জন্মান্তর রহস্য

আমার অস্তিত্ব বিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচিতঃ জন্মান্তর ও পরলোক সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের সার সংকলন। নন্দনা বাঁধাই মূল্য ৩০০ মাত্র।

শ্রীমদ বাৎসায়ন মনি প্রণীত

কামসূত্র ৩০ মাত্র।

প্রকাশক—সতানারায়ণ লাইব্রেরী

৩২নং গোপীকৃষ্ণ পাল সেন, কলিকাতা



শুধু বিজ্ঞানসিই
নয়!

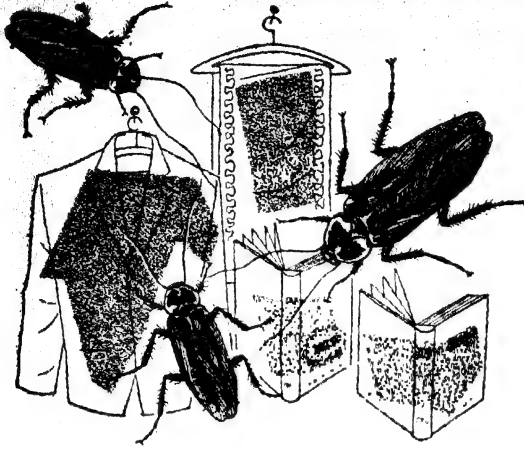
বহু গন্ধ ও রস



তারক গ্রন্থের জন্ম

৩ মি কা ৩ ৩

আপনার জামাকাপড় ওদের পেট ভরাচ্ছে তো ?



খুব সম্ভবত: তাই। জামাকাপড়ই বেশী মার
বইপত্র নষ্ট করে—প্রায় একেজো করে ফেলে এই
আরশোলার দল যাদের চলাফেরা শুরু হয়
রাতিরাবেলা। বেশমীকাপড়, পশমের পোষাকপরিচ্ছদ
ও ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রর খেয়ে আরশোলারা
বেঁচে থাকে। মোংবার মধ্যে আরশোলাদের
বংশগৃহীত হয়, তাই এরা একেবারে সাক্ষাৎ রোগের
বাহন। আপনার বাড়ীতে অসুখবিসুখ এনে
টোকাবার কিছা জিনিস পত্র নষ্ট করার আগেই
এদের ঘেরে সাবাড় করুন।

এইসব আপদকে




টগন বেট



দিয়ে সাবাড় করুন!



টগন বেট এমন একটি বিশেষ উপাদান দিয়ে
তৈরী যা আরশোলা, মাছি ও অন্যান্য পোকামাকড়
আপদকে প্রথমে আকৃষ্ট করে তারপর ঘেরে ফেলে।
টগন বেট এমনিতেও বেশ সস্তা-যেখানে
পোকামাকড় জড় হয় সেখানে মাত্র কয়েক দানা
ব্যবহার করলেই কাজ হয়। টগন বেট নিরাপদ।

ব্যবহার করা খুবই সোজা	কোন ক্ষেত্র করার দরপাড়া নেই	নিরাপদ
 <p>এক টুকরো ভিলে কাগজের ওপর কয়েকটা দানা ছড়িয়ে দিন</p>	 <p>যেখানে পোকা- মাকড় জড় হয় কাগজটা সেখানে পেতে রাখুন</p>	 <p>পোকামাকড় টগন খেয়ে হয় কয়েক দিনের মধ্যে মরবে নয়তো মরবার জন্য গড়াগড়ি করবে</p>
<p>টগন বেটার কোম্পানীর একটি পরীক্ষিত দ্রব্য—চিকিৎসা প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য প্রস্তুত পরিবেশক জি ও ফ্রে ম্যানার্স এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই</p>		

কেন্দে আমার নেই। যে-কথা সেই কাজ। ধরলাম একেবারে ধূপের মূর্তিমণি শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীকে। তিনি তখন পাথুরিয়াঘাটায় থাকতেন।

এ-মহাগুরু প্রসাদে আমি দেখতে দেখতে অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর ধূপদ, ধামার ও চোতাল শিখে পাথোরাজে শূদ্ধ যে নিখুঁত তালে গাইতে শিখিছিলাম তাই নয়—নানা দূন চৌদন আড়ি কুরাড়ির কসরং করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে দিলাশা দিতাম 'বা রে আমি' বলে। গোসাঁইজি আমার 'বাহাদুর' দেখে বিস্মিত হয়ে বলতেন: 'ছেলেটির যদি মাথা গরম না হয়ে যায় তবে ও একজন বড় ধূপদী হয়ে উঠবে।' কিন্তু হায়ের নিয়তির পরিহাস!—এই সাবধান-বাক্যই আমার কাল হল—আমার মাথা একেবারে ঝগঝগে হয়ে উঠল—আমি আরো কবে কোমর বাঁধলাম শত্ৰুদের মধ্যে ছাই দিয়ে কুস্তিগির কালোয়াং বনতে।

আমার একটি মাত্র বাঁচোয়া ছিল: আমি অধরকার করলেও শেখা যে দরকার এতকু তুলতাম না। তাই ধূপদ শিখার সঙ্গে সঙ্গে খেঁজ করতে লাগলাম একজন বড় খেয়ালী ওস্তাদের।

ধূপের মিথ্যা বালনান—হু সীকখ ফাই-ওধ—আমিও খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম একজন উচুপরের খেয়ালী গুরু: শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন চমৎকার গম্ভীর ও মানাহর খেয়ালের ঢং আমি বেশ শুনিনি। বামাচরণবাবুর গরকণী কঠিন বেশি ছিল না। কিন্তু শিককী কঠিন ছিল অসম্ভব। তামালাপে তিনি সুরেনমামা বা আবদুল করিমের সমকক্ষ ছিলেন না কিন্তু উদাত খেয়ালের কলীন চলে যে-ছবিটি তিনি ফুটিয়ে তুলতেন এর মধুর ও গম্ভীর কণ্ঠে যে মন্থ হতে হত—বিশেষ করে তার হলক তানে। এত ভালো হলক তান আমি আর কোনার বাঙালীর কণ্ঠে শুনিনি সদিনও সগমক তানে আল্লাবন্দে খাঁ ও বিন্দুগোষ্ঠি তানে আবদুল করিম তার চেয়ে অনেক বেশি রসসঞ্চিত করতে পারতেন।

বামাচরণবাবু যৌবনে ধূপদ ও খেয়াল শিখতে পাড়ি দিতেন মেটেবুরুজে যখন লক্ষ্মীয়ার বিখ্যাত নবাব ওয়াজিদ আলি শা লক্ষ্মী থেকে নির্বাসিত হয়ে সেখানে বসবাস শুরু করেন। তার সবপ্রধান সভাগায়ক আল্লাবন্দ খাঁ ছিলেন এই উৎসাহী বাঙালী যুবকের একমাত্র গুরু। বিখ্যাত অখোর চক্রবর্তী ছিলেন তার গুরুভাই। তবে অখোর বাবু শিখতেন ধূপদ, বামাচরণবাবু খেয়াল। তার কাছে ওয়াজিদ আলি শাহ সভার আরো কয়েকটি ওস্তাদ ও বাইজির গম্প শুনতাম প্রায়ই মন্থ হয়ে। সে সব বলার প্রয়োজন নেই—কেন না তার

সঙ্গে আমার গীতসাধনার কোনো সম্বন্ধই নেই। কেবল একটি কথা বলব।

বামাচরণবাবু আমাকে পুরাতন স্নেহে খেয়াল শেখাতেন। কিন্তু কী যে বকতেন দিনের পর দিন: "ছি ছি দিলীপ; শেষে ঠুংরি! তোমার এমন গলা—তুমি কি না ঠুংরি গাও? সাত নকলে আসল খাস্তা! তোমার মূখে হলক তান আমাকে মেটেবুরুজের খেয়ালের কথা মনে করিয়ে দেয়—এ-হেন তুমি কিনা বাইজির ঢং নকল করো? ওদের কণ্ঠের মিহি তানে পারবে তুমি ওদের টেকা দিতে? তুমি চলো তোমার পথে—অপরের পথে চলবার এ-দুর্মতি কেন? দুটো সস্তা হাততালি পেতে? ছি ছি ছি! তোমার আশ্চর্য কণ্ঠ শুনি আর কপাল চাপড়াই—কণ্ঠে যার সরস্বতী মগজে তার দুটি সরস্বতী ভর করল কেন গো বলে।".....এইভাবে তিনি আমাকে নিরন্তরই ধমকাতেন। কিন্তু সে স্নেহের মিষ্টি ভাবসনা, তাতে তান নেই তো—তাই তার ভাবসনা শুনে আমার কণ্ঠবান্ধব সবাই হতেন হেসে কুটিকুটি, আমিও হেসে পাল দিতাম। মনে আছে একদিন আমার গীতিশিষ্য তার অশ্রুত বকুনি শুনে কী যে খসি! হাততালি দিয়ে বলেছিল: 'তোমাকেও বকতে পারে এমন গাইয়ে আছে মশুদা?'

তার কাছে আমি পুরো দুটি বৎসর গান শিখিছিলাম। এর আগে বা পরে এতদিন ধরে কোনো ওস্তাদের কাছেই আমি গান শিখিনি কখনো—শেখা সম্ভব ছিল না বলেই। কারণ আমার তো শূদ্ধ গানের নেশা নয়—ছিল আরো অনেক নেশা: ডাঙা শেখার, পড়ার, ভ্রমণের, শূদ্ধ খেজির,

তার কাছে আমি পুরো দুটি বৎসর গান শিখিছিলাম। এর আগে বা পরে এতদিন ধরে কোনো ওস্তাদের কাছেই আমি গান শিখিনি কখনো—শেখা সম্ভব ছিল না বলেই। কারণ আমার তো শূদ্ধ গানের নেশা নয়—ছিল আরো অনেক নেশা: ডাঙা শেখার, পড়ার, ভ্রমণের, শূদ্ধ খেজির,



সর্বক্ষণ ঐচ্ছলতার জন্য



মধুর সুগন্ধযুক্ত, মোলারম ট্যান্ডু পাউডার এবং অন্য টরলেট পাউডারে নেই, ডাকের দাগ এবং বামের দুর্গন্ধ উৎপাদক জীবাণু বিনাশকারী জি-১১* যুক্ত...তবুও সোদরেক টরলেট পাউডারের দাম বেশী নয়।

অতি সস্তার বামাচি, চুলকানি হারো-ভাবে ঘুর করে...তাই শিশুদের বিশেষ উপযোগী।

গোদরেজ

টরলেট পাউডার

দুর্গন্ধ নিবারক ডাকের

পরিচর্যা করে সুগন্ধযুক্ত আনন্দদায়ক

সর্বাপেক্ষা মূল্য পেতে হ'লে সিল্প

দিয়ে ছানের পর ব্যবহার করুন।

(* পেটেন্ট ডেসাইনসিওসি ইন্ডিয়া, পি.)

গোদরেজ সর্ব শ্রেষ্ঠ সা বা ন ও অন্যান্য এসবন সামগ্রী বিক্রয়

বাণীসংগ্রহের, মৌল্যেশ্বর — সর্বোপরি, লেখার। এখানে একটি কথা বলবই বলব— যা থাকে কপালে। মানে সুখিস্থ মন্দ হেসে মাথা নাড়লেও বলব কেন না এ বিশ্বাস আমার বহুদিনের। কথাটা এই যে, আমি নিজেকে খুব গভীরভাবে নিরীক্ষা তথা পরীক্ষা করে দেখেছি যে সাহিত্য আমার কাছে গানের থেকে একটুও কম প্রিয় নয়। বড় লেখকের লেখা পড়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তা বড় গায়কের গান-শব্দে-পাওয়া আনন্দের চেয়ে এক তিলও কম নয়। এক্ষেত্রে আমার হয়ত বৌলার সংগে কিছু মিল আছে কারণ তিনিও

শেষ পর্যন্ত কোনোদিনই জোর করে বলতে পারেননি—কাকে তিনি বেশ ভালোবেসেছিলেন—সাহিত্য না সংগীত? আমার জীবনে প্রাক-যোগপর্বে অবশ্য সংগীত-চর্চাতেই বেশি আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু ১৯২৮-এ শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগদীক্ষার পরে আমার সাহিত্য-অনুরাগ আমাকে বানের জলের মতন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে—দিনের পর দিন। পশ্চিমে পশ্চিম বৎসর থেকে শ্রীঅরবিন্দের স্নেহসাহায়ে আমি দিনের পর দিন সাহিত্য সাধনাতেই ডুবে থাকতাম বললে একটুও অত্যাতি হবে না।

কিন্তু সে-বিকাশ পরে হলেও প্রাক-যোগপর্বেও আমি হৃদয়ে প্রবল টান অনুভব করতাম সাহিত্যের দিকে—বিশেষ করে শরৎ-চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্বনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পর থেকে। তাই বলছিলাম গানে আমার পক্ষে সে-সময়েও ঐকান্তিক হওয়া সম্ভব ছিল না। লেখার না হোক পড়াশুনোর আমার বহু সময় যেত—লিখতামও সময় পেলেই কিন্তু সময় বেশি পেতাম না বলে পশ্চিমে প্রয়াণের পূর্বে লেখার সাধনাকে বরণ করতে পারিনি তেমন করে—যেকথা শরৎদা আমাকে একাধিকবার লিখেছিলেন ধমক দিয়ে। এ-সময়ে আমি সাহিত্যসাধনায় উৎসাহ পেয়েছিলাম শব্দে তারই কাছে। আমার বন্ধুরা কেউই আমার সাহিত্যিক উচ্চাশাকে আমল দেননি—অধিকাংশই স্বতঃসিদ্ধের মতন ধরে নিয়েছিলেন যে, আমি স্বপক্ষে সাংগীতিক মাত্র, সাহিত্যিক বা কবি নই। এতে আমি গভীর দুঃখ পেতাম বলেই শরৎদার কাছে কৃতজ্ঞতার আমার অবধি ছিল না। পরে মহাগুরে শ্রীঅরবিন্দের উৎসাহ পেয়ে আমার এ-দুঃখ ঘোচে। কিন্তু সে অনেক পারের কথা। যা বলছিলাম বাকি।

সংগীতে যতদূরপ্রাচুর্য দেখতে দেখতে আমাকে উদ্দীপ্ত করে তুলল। বাসনাদের নিষেধ না শুকু কতক কামনা উপভোগের শ্যামলিতা-হবিষ্য ককবাহার ডুর এরাভিবর্ধিত হ'ল মনকে মাঝে আমার মনকে টুকলেও আমি তার প্রত্যই করতাম না নিষিদ্ধের নিষেধ—আরো এইজন্যে যে হবিষ্য তো হ'লিক এই সময়ে অলংকারীদের মধ্যেও আমার নাম হ'ল গাণধীজী, ভগবান দাস, যোগলক্ষ্মীর বিরলা, প্রমী প্রমদনন্দ, শিউপ্রসাদ মিশ্র, অক্ষয়লাল সান্নাভাই প্রমথ ব্যাসনাদের সমাদরে। এতে আমি আরো মোত উঠে লক্ষ্যে এসেছিলাম কালী আশ্রয় গোয়ালিয়র আমেদাবাদ দিল্লি হিল্লি সর্বত্র গান গেয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা। চলে যেতেই লাগলাম। তিনি এই সময়ে মাঝে মাঝে দেখা হলেই আমাকে সন্দেহ পরিত্যাগে বলতেনঃ “তোমার বাবাও গান গেয়েছেন দিল্লি, আমিও বড় কম যাইনি, কিন্তু তোমার মত দাপাদাপি করে ডভারত চলে যেতেনি।” কিন্তু তিনি আমার আর একটি সাথী উচ্চাশার কথা উল্লেখ করেননি—গান শোনা। সেখানে বড় ওস্তাদের খেঁজ পেয়েছি গিয়ে দিয়েছি মগা। কিন্তু হায়রে খবে কম ওস্তাদই লেখাতেন হন দিয়ে—যদিও টাকা নিতেন খালি হয়েই। সময় সময়ে বহু অর্থ বায় করছি হাদ একটি কি দুটি গান শিখতে। একটি দৃষ্টান্ত দেই

* নিরন্ত উপভোগ করে হয়
তুস্ত ভোগের বাসনা? আহর্ষিত
হতেই পাও 'হৃদ্যশনে' তত জনসে
ওঠে দাহন।

হোমিওপ্যাথিক

পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বঙ্গভাষায় মূদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার
উপকরণিকা আছে ‘হোমিওপ্যাথিক মূলভাবের বৈজ্ঞানিক মতবাব’ এবং ‘হোমিওপ্যাথিক মতের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য’ প্রভৃতি বহু গবেষণাপণে তথা আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে ব্যবহৃত রোগের ইতিহাস কারণত্ব রোগারম্ভপণ, ঔষধ নিবাচন এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পরিচিষ্ট অংশে ভেদজ সম্পদ্য তথা, ভেদজ-লক্ষণ সংগে রোগটির খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ, জীবগতত্ব বা জীবগম হেমা এবং মল-মূত্র-খতু পরীক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিংশ সংস্করণ মূল্য—৭ ৫০ নং পঃ মাত্র।

এম. ভট্টাচার্য এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
ইকনমিক ফার্মেসী, ৭৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

কেমিকো



হোমিওপ্যাথিক লিভার টনিক

লিভারের সর্বপ্রকার দোষে ও হজমের
গোলমালে বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে
চমৎকার ফলপ্রসূ।

দেশ এজেন্ট :-

এম. ভট্টাচার্য এন্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা-১

মহেশ লেবরেটরিজ প্রাইভেট লিঃ

৩০১৪, ক্যানেল ইন্ড রোড, কলিকাতা-১১

নমুনা হিসেবে : বরোদার গেলাম ফৈয়াজ খাঁ কাছ গান শিখতে। কিন্তু প্রতিদিন তের টাকা করে নিয়েও তিনি দিনে একটির বেশি গান শেখাতে চাননি—যদিও আমার দিনে একটি করে গান শেখার ক্ষমতা সাঁতাই ছিল। কিন্তু সে-খেদ থাক—এখানে শুধু একটা ছক কেটে গাই কার কার কাছে গান শিখছিলাম।

গরার সোনি, গোহালিয়ারের হাকেক আলি, মিরজের আবদুল করিম, গরার ফৈয়াজ খাঁ, মথুরার চন্দন চৌধুরী, উদয়পুরের জিয়াউদ্দিন—জাফরউদ্দিনের পুত্র, ইশনারের কেশবরাও আশে, জয়পুরের ফাজিল ভট্ট, কবের বাসগধর, দিল্লির মজাফর খাঁ, কাশীর মোহিত বাই, এলাহাবাদের জানকী বাই, লক্ষ্মীপুরের অজুন বাই। এ ছাড়া বরোদার রাইহানা তায়েরাজর কাছেও শিখছিলাম। কারেকটি রাগ তথা ভজন। হ্যাঁ, ইশনারের সার্বাধ্যায় বন্দু খাঁর কাছেও কারেকটি গান শিখছিলাম। এবং রতনজনকরের কাছে অনেকগুলি গানেরই তালিম নিয়েছিলাম। লক্ষ্মীপুরে একটি সম্মতি ভুলবের নয়। রতনজনকর ও আমি দিল্লির পর দিন সোহাম বিধান স্মৃতির সুরকার নবাব কবের পুত্রের পুত্র নুরুদ্দীন মির্জার কাছে। স্মৃতির শিখ্য আমি সবচেয়ে লাভ করি এই নবাব পুত্রটির তথা অজুন বাইয়ের কাছে। স্মৃতির শেষ ঘটনা চলি শিখি। এর কাছে ও গায়কী কানশা শিখি। অজুন বাইয়ের কাছে। এই নবাবসহী অপরাধা আমার পুত্রটির কেনই করতে। তার বরস তখন বহান্না তিহাস, আমার সত্যশ চমক। তিনি আমাকে বহু বহু নিয়ে শেখাতেন। তার সেনা ও সনশরতর কথা আমি ভুলব না। আমি তখনই কেন না কর্মস করতে, তিনি তৎক্ষণাৎ শোনাতেন অনেক সময়ই সার্বাধ্যায়ের সাংগত। সে গভীরতা অধ্যাপকটির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তার বহু সত্যকার গান শুনিয়েছিলাম। এইভাবেই—আমর কার শোনতে চাইলে তিনি ভার ও-মুখাই হাতেন না। একথা সঠি সাহসকার কাছে বিদায় নেবার দিন বলি হাসতে হাসতে। কিন্তু বহু সাহসকা না হলে হঠাৎ এমন এক সুর ধরলেন যে, আমি শুধু যে অবাধ হার গিয়েছিলাম, তাই নয়—আমার মনের উপর তার কথাগুলির ছাপ পড়েছিল গভীরভাবে। কেন—বললেই বোধগম্য হার কেননা তিনি স্বার্থক ভাষায় কথা বলেননি, অতি মধুর মসলমানি বাংলায় দিয়েছিলেন আমাকে সাবধান করে। একটু নমুনা দেই তাঁর বাক-ভাণ্ডারঃ

“তোমাকে বাচ্চা, আমি নিজের লড়কার গানই দেখেছি প্রথম থেকে। তোমার শকল দেখে আমার মাথা

পড়েছিল। তোমার আওরাজও আমার মন টেনেছিল—আমি আদাজ করতে পেরেছিলাম যে, তুমি পারবে বাক্যাদা শিখতে। কিন্তু একটি কথা তোমাকে বলি বাচ্চা, কিছু মনে কোরো না। তুমি যে-প্রফেসরটির ভয় পাওয়া নিয়ে মজাক করলে তার ভয়ের বেশক কারণ ছিল জেনো। গান খোদার দান বটে বাচ্চা, কিন্তু গনা শিখে কত নেক লড়কা যে জাহান্নামে গেছে তুমি বা প্রফেসর না জানলেও আমি জানি তে। তাই তোমাকে বলি—গানে তালিম নাও—কিন্তু বাজীদের কাছে নয়। আমি তোমার মা-র মতন, আমার কাছে এসে তোমার কোনো আফ হার না। কিন্তু জেহান্নার পথ বড় পিছল বাচ্চা, আরো এইজন্য যে, তোমার শখ বুপাই নেই, আচ্ছ নুর আর মৌচাঁ আওরাজ। তুমি জানা না বাচ্চা, তলাফ-দের হালচাল। তাদের মাপ ভালো অওর একবারই মনে না, এমন কথা বলি না। কিন্তু বহু হা-শিয়ার না হলে খুবসং অওরার প্রবই মরসের গিরকতার কার—বাস করাক তোমার মতন শরীফ নও—জাহান্নাক তরা নানা নাজ হাওজাওম করতে চায় বেবশ—বুঝলে না? না না বাচ্চা, গুনেনা তোমার না। তছত্তা তুমি জানা না তলাফতা মৌচাঁ আওরাজ শুনলে অম্মসর কী বকম দিবানী বনে বহু... ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, কথাগুলি একটি সাজির বসলাম ইচ্ছা করেই—এনিকটা তাঁর সাগে আমার কী ধরনের কথা হত তার একটা নমুনা দিতেও বাট।

দেব সাহিত্য কুটীর

২১, বামাপুত্রুর লেন

কলিকাতা-৯

এখানে চিঠি লিখলেই

হাজার রকম বইয়ের

জ্যোতিষগ পাঠ্যক্রম

শুকতারা

পরবর্তী পুড়ার দিন

ত্রয়োদশ বর্ষে পাড়বে

কে,হোডের

কণক

* পাউডার *

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

কিন্ময়র নবজীবিত ওষধ দ্বারা পরীক্ষিত যে কোন স্থানের খেবত নাগ, অসাভ্যতা নাগ, কুলা, পক্ষাঘাত, একজমা ও সোরাইসিস রোগ মুক্ত-নিরাম্য করা হইতেছে। সাক্ষ্যে অথবা পত্র বিরণ জানুন। হাওড়া কুট কুটীর, চিত্তগড়া-পাণ্ডাঃ রামপ্রাণ গুপ্তা ১নং দ্বাধ্ব বেষ লেন, বহুই হাওড়া। ফোন—৬৭-২৩৫১।

নাগা-৩৬ হারিসন রোড কলিকাতা-৯

ডাঃ কার্তিক বসু

টাইকোসোড | নানালা

অম্ল, অজীর্ণ ও ডিম্বেপসিয়ায় ব্যথা ও বেদনায়

ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরি লিং-কলিকাতা ৯

বনকো

টুথ-পেস্ট

উজ্জ্বল শুভ্র দাঁত ও সুস্থ মূড়ীর জন্য



ফোনঃ ৭৬-৩২১৩

ব্রনকল প্রাইভেট লিঃ

২৫, ইন্ডাবিশ্বাস রোড • কলিকাতা-৩৭

কিন্তু তিনি আরো অনেক কথা বলেছিলেন—শুনেওছিলাম কিছু কিছু, তিনি কত দুঃখ পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে দুটি স্মৃতি আমার কাছে চিরদিনই অবিস্মরণীয় থাকবে: এক, তিনি পণ্ডের মধ্যে বাস করেও পিংকল হননি, ফুটে উঠেছিলেন পঙ্কজিনীর মতন, আর দুই, আমি তাঁর কাছে যে-সেই

পেরেছিলাম, তার মধ্যে সত্যিই মাড়ল্লেনহের অমেজে আমার মন ভরে উঠেছিল। তিনি বইজী হয়ে কীভাবে জীবনযাপন করেছিলেন, আমি আজো জানি না, জানতেও চাইনি কোনোদিন। কারণ আমার মনে তিনি এমন একটি অমল গোরবের স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন তাঁর মিশ্র অভ্যর্থনায়, কিম্বরী-কণ্ঠে ও (সর্বোপরি)

মাড়ল্লেনহের সহজ মর্যাদার বে তাঁর অণ আমি কোনোদিনই শূন্যে পারব না—আরো এইজন্যে যে, তাঁর সাবধান-বাক্য আমার মনকে স্পর্শ করেছিল—এর পরে আমি আর কোনো তবারফের কাছেই গানের তালিম নিইনি—এক বর্ষীয়সী মোতি বাঈয়ের কাছে ছাড়া।

(কুমার)



প্রিয়ার্জ

... সুন্দরী

নারীদের

ঐতিহ্য



“প্রিয়ার্জ” নামটি সারা পৃথিবীর সুন্দরী নারীদের কাছে অতুলনীয় গুণাবলীর প্রতীক—মোলায়েম এবং ভাল প্রিয়ার্জ তাদের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। সেইজন্যই তাঁরা প্রিয়ার্জ সাবানের সাহায্যে তাঁদের লাবণ্যের যত্ন নেন—প্রিয়ার্জ আদল প্রিসারিগ যুক্ত সৌন্দর্য সাবান। এটি স্পর্শকাতর ত্বকের পক্ষে এত বিশুদ্ধ এত ভাল। শিশুদের পক্ষে সেইজন্যই এটি আদর্শ সাবান। মথমলের মত মোলায়েম প্রিয়ার্জ ট্যালকম পাউডারে অর্ধ স্বপ্ন ছাড়াও আছে সেই একই গুণাবলী এবং বিশুদ্ধতা।

আপনার সৌন্দর্য
চর্চায় নিঃশব্দ
প্রিয়ার্জ ব্যবহার করুন

PSIP. 3-352 RD

এ অ্যাও এফপারস লি: লওনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিটারার লি: কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

‘পিছন থেকে গায়ত୍ରী বাস উঠল, ‘
‘আবার কোনদিশা ভ্রমতা?’

মা-ও বুঝি উঠছেন পিছ-পিছ। পা না উঠলেও কান উঠছে নিশ্চয়ই। তাই ছাড়ে দয়জার কাছে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য স্থির রেখে অসমাপ্ত কথাটা শেষ করতে চাইল কাকলি। কিন্তু কই : সুকান্ত কোথায় ?

‘এ কী, কোথায় গেলেন?’

এপাশ ওপাশ কাকলি তাকাল ব্যাকুল হয়ে। ছাদ এমন কিছু ঘোড়দোড়ের মত নয় যে নজরে আসবে না। কিন্তু সত্যি,

গেল কোথায়? গাছটা যেখানে ডালে-ফুলে উজ্জ্বলিত হয়ে রৌলঙ ছাশিয়ে ঝুঁকে পড়েছে সেদিকটাতো নয়। একি আশ্চর্য, হাওয়া হয়ে গেল নাকি? না কি লাফিয়ে পড়ল ছাদ থেকে?

কাকলি গাছটার কাছে এসে দাঁড়াল। রৌলঙে ভর রেখে ঝুঁকল নিচে।

না কি গাছ বেয়ে নেমে রাস্তায়?

তাকাল ফুলগুলির দিকে। যেন ওরা

জানে। ওরাই বলতে পারবে। যেন ওদেরই একটি হয়ে বয়েছে লুকিয়ে। বয়েছে ঘুমিয়ে। সুগাশ্ণ হয়ে।

কী অদ্ভুত ছেলোমানুষ! জলের ট্যাংকটার পিছনে লুকিয়েছিল গাড়ি মেয়ে। ঝকঝক দাঁতে এক পাতিহাসি উড়িয়ে বেরিয়ে এলেন কালো মেঘ।

‘কী সাংঘাতিক ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন!’ ফ্যাকাসে মুখের সব জায়গায় এখনো নিশ্চিত রক্ত আসেনি, কাকলি বললে বুকের স্বরে, ‘বুক এখনো কাঁপছে নিদারুণ।’

‘বিশ্বাস করি না।’ বললে সুকান্ত।

‘কী বিশ্বাস করেন না?’

‘অপনার বুক যে কাঁপছে।’

‘মুখে বলছি—’

‘বুকের কথা কি মুখের কথায় প্রযোজ্য? পরীক্ষা চাই।’

‘পরীক্ষা। আপনি কি ডাক্তার! সাগে আপনাদের স্টেথিসকোপ আছে?’ তুমি চালাক হতে পারো, আমি হতে পারি না—এমনি দূরন্ত জিজ্ঞাসার ঢোং তাকাল কাকলি।

‘কিন্তু আমার পরীক্ষা আরো নিকট, আরো নিশ্চিত।’ হাসল সুকান্ত : ‘আমি আকস্মিক পরিত্যাগ কান, শুনোনি তোমার গান—’

‘অপনার ছাদ থেকে পাখি যাওয়াই উচিত ছিল।’

‘সেটা তো মজিবে, রাস্তার পড়া হবে। যদি পড়ত তো এভারেস্ট থেকে পড়ত। আর পড়ত এই ছাদের উপর।’

‘কেন এই ছাদের উপর কেন?’ যেন এতে বিশেষ আপত্তি বর্তমান, এমনি ডার কলে কাকলি।

‘ছাদের উপর মান পাহারার কোলির কচ-কচি।’ দিকি বলল, বলতে পারল সুকান্ত : ‘যেখানে এভারেস্ট, চিরন্তনে বিহীন।’

আশির পদনখে গম্ভীর হয়ে গেল কাকলি। ফিসফিসে ঘুরিয়ে যাচ্ছে এমনি ভ্রূত শেষ করবার উদ্যোগে বললে, ‘থার জেনা এসেছিলেন ছাদে, এই দেখুন সেই কদমগাছ।’ দেখুন কী গাছ পাতা আর কী নিটোল ফুল, সদায়-সোনার গারে হলুদ।

এক কণায় সব যেন উড়িয়ে দেবার মত। সুকান্ত বললে, ‘মানুষ পেলে গাছ কে দেখে।’

‘মানুষ পেলে।’

‘হ্যাঁ তা ছাড়া ঐ গাছ, কদমগাছ—তো অশ্লীল।’

‘অশ্লীল?’ যেন বসে পড়ল কাকলি।

‘হ্যাঁ। আমাদের মধ্যে যারা শ্রেয়দেবী মান না নিরাকার মান তারা কদমগাছকে অশ্লীল বলে। এই কদমগাছের উপরে-নিচে

আপনি কি জানেন

কেন

কেএমপি নারিকেল তৈল

সবচেয়ে সেরা?

কারণ এই তৈল কলম্বো (সিংহল) থেকে আমদানী করা ‘কেপেরা’ থেকে উদ্ভূত। এই কোপেরা থেকে বৈজ্ঞানিক প্রকৃত মলাই করা হয়। তারপর বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ বিদেশী বৈজ্ঞানিক-গণের তত্ত্বাবধানে সর্বাধুনিক যন্ত্রে পবিত্রত করে লেবোরেটরীতে বিশেষভাবে পরীক্ষিত হয়। এই তৈল ১০০% শুদ্ধ।

সবই অন্ন পায়, এক পায়, এবং দুই পায় : ডাক্তারানবরা টানে পাওয়া যায়।



১০০ বিনামূল্যে উপহার

শুধু এই অক্টোবরের জন্য দেওয়া হইবে

আপনি যে সেকান হইতে কে. এম. পি. মাকা চিনে ভর্তি নারিকেল তৈল খরিদ করিয়াছেন—উহার কাশ মেমো এবং আপনার নাম, ঠিকানা লিখিয়া ৩১শে অক্টোবরের পূর্বে নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিন :

ডিস্ট্রিবিউটরস— জি, এ্যাথারটন এন্ড কোঃ (প্রাইভেট), লিঃ

৪, মিশন রো, কালিকাতা—১

আমাদের কুক অনেক দুঃখান্ড করেছেন, তারই জন্য।

‘উপরে-নিচে?’

‘নিচে’ থেকে বাঁশি বাঁজিয়ে ঘরের বউকে বার করে এনেছেন। আর ‘চোখ মূখে হাসির কখুম ছড়াল সুকান্ত : ‘আর, উপরের কথা শুনতে চেয়ো না। এবার কুল-চোর নয়, দুঃখ-চোর। স্নানার্থিনীদের শাড়ি চুরি করে নিয়ে দাঁবা বসেছেন মগডালে। জলাগনীদের কী দুঃখ! দুঃখ দেখেও দয়া নেই গুণমাণব।’

‘জানো’, গলার স্বর আশ্রয় করল কার্কাস : ‘মা তোমাকে কালো মেঘ বলেছেন।’

‘সে আমার গায়ের রঙ দেখে। আমি স্বেচ্ছায় কুক বলে নয়। তাছাড়া আমার নাম তো শ্রীকান্ত নয়, আমার নাম সুকান্ত।’

‘কিন্তু কালো মেঘ দেখে শ্রীমতীর কী আকর্ষণ! সুকান্তের চোখের মাধ্যম তাকাল কার্কাস।

‘কার্কাস! শ্রীমতীর তো কালো মেঘকে তাড়াতে পারলেই শান্ত। বলে, ছাচ থেকে লাফিয়ে পড়ুন। চাপট দিন।’

‘কিন্তু আমি কি শ্রীমতী?’

‘তুমি এই কলকাতার সম্রাণ। দেখ দেখি তাকিয়ে। এখানে জন্মলেন আলো, গায়ের হাতে পারলেন একটিও গমনের চিহ্ন। অভরণহীনতার অভাৱ। রঙি মালা-মালা, মৃদু-মৃদু মিষ্টি। আর ঘুম ভাঙা চুল, অস্বস্তি-অস্বস্তি পড়ছে চড়িয়ে গড়িয়ে। আর মোখ ভরা দৃষ্টির মমতা। তুমি আরকরকম শ্রীমতী।’

‘সম্রাণ হয়েছে। এবার তবে বাড়ি যাও।’ যেন সত্যিসত্যি বলেছে কার্কাস।

‘যেতে ইচ্ছা করছে না।’ শিশুর মত মুখ করল সুকান্ত। মুখ করল বটে কিন্তু নির্ভুল ফিরে চলে দরজার দিকে। দুঃখহর মত পা ফেলে।

‘ওকি, এখানে চলে যাচ্ছেন কি?’ প্রহ আতঁ হাঁক দিল কার্কাস : ‘একটা অশ্রুত ফুল নিয়ে যান। যার জন্যে এত কষ্ট করে আসা।’

‘ফিরল সুকান্ত। কাছে এস।

‘কাছে আসতেই কার্কাস বললে, ‘ফুল একটা দেখাবে না? ধরবে না?’

‘নিষ্ঠুর নিসিঃ’তার মত সুকান্ত গাছেরই একটা ফুল ধরল মুঠোতে। বলল, ‘জানো কদম ঘুরে খাটি ফুল।’

‘খাটি?’ বিশেষণ শুনলে আশ্চর্য হল কার্কাস।

‘হ্যাঁ, একনিষ্ঠ। প্রথম থেকে উগম থেকেই গোল হয়ে দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত গোলই থাকে। আকার বা অবয়ব কিছুই বদলায় না একটুকু। আদম থেকে অর্ধমাত্র এক অবস্থিতি। জীবনে প্রথম ভালোবাসার মত।’

গোবর্ধন দুঃখের দুই বেতের চেয়ার নিয়ে এসে উপস্থিত হল।

‘এ কি, চেয়ার কেন? চেয়ার দিয়ে কী হবে?’ কার্কাস হকচকিয়ে উঠল।

‘বাবু পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, আপনারা পড়বেন বসে। ঘরে ঘরে পড়তে নাকি অসুবিধে হচ্ছে। তারপরে, যাচ্ছি, আবার একটা টেবিল নিয়ে আসতে হবে।’

‘টেবিল? কিন্তু এখানে আলো কই?’

‘তা জানি না।’ চলে গেল গোবর্ধন।

‘তার মানে দুঃখের হয়েই হয়নি এবার অশ্রুকারে টেবিল ছুঁড়ে মারা হবে। এবার পালাই।’ পিছন ফিরেও তাকাল না, মেমে চলল সুকান্ত।

‘সে কি, একটা ফুল নিয়ে যান।’ ডেকে উঠল কার্কাস।

একটা ফুল হাতে করে নিয়ে না গেল এখানে আমার সাধুতাতা সবাস্ত হয় কী করে?’

‘কিন্তু নীড়াল না সুকান্ত।

‘সেতমার তলেই টেবিল কাঁধে গোবর্ধনের সমানে পড়ল। ‘কি মাথার এল, বলে বলল, ‘বাবু, কেথায়?’

ঘর দেখিয়ে দিল গোবর্ধন।

প্রশ্ন করলে কি, না পা পুরে কক্ষলে ঢাক শব্দে আছেন বনবিহারী।

‘আমি এলার যাই।’ বিনয়নন্দ হয়ে বললে সুকান্ত।

‘ও! তুমি? তুমি এখানে অতঃ কি, এখন যাবে? বেশ, যাও। এরপর আকার বহন আসবে, যদি আস, বহুর থেকে প্রথম জানন দেবে—সুকান্ত।’

‘কেন, এখন তো জানাশোনা হয়ে গেল।’ সুকান্ত মাথা চুলকালো : ‘এখন তো সতীন চলে আসতে পারব।’

‘সতীন? অতঃ সতীন দরকার নেই। শোনো—’ বনবিহারী থামলেন সুকান্তকে : ‘তুমি বাকি কি করেন?’

‘বাকি টেকিল।’

‘সে বাড়িতে থাকো সেটা নিজেদের বাড়ি?’

‘না, ভাড়াটা কাড়ি।’

‘কি ক, কখন থাকে সে বাড়িতে?’

‘রাবণের গুপ্তি। আমরা একসময়ই কিনা—এক-একগুঁলি সে-সে চিড়িয়া—’ ঘর থেকে বেরিয়ে আবার নিজের সিঁড়ি ধরল সুকান্ত। আর বনবিহারী পায়ের কক্ষলে মাথা ঢাকলেন।

সিঁড়ির মুখেই কার্কাস। তার হাতে একটা কবরের ডাল। তাতে তিনটি ফুল। কী ভেবে একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে ডালটাকে দুঃফুল করলে। কোনো কথা বলল না। ডালটি দিয়ে দিল সুকান্তের হাতে।

‘নিচের তলায় নেমেছে, গায়ত্রীর সঙ্গে দেখা। তার এক হাতে চায়ের কাপ আরেক হাতে খাদ্যের প্লেট।’

‘এ কি, চা করেছিলাম যে—’

‘আরেকদিন এসে খাব।’ হুত বেরিয়ে গেল সুকান্ত।

বাড়িতে এসেই ডাক দিল সেটুকু। দাখ তোর জন্যে কী এমোছ।

‘কী এনেছ কার্কাস?’ পড়ি-মরি করে ছুটল সেটুকু।

‘দেখনি আর। রাধাকৃষ্ণ এনেছি।

‘খুব ভালো, খুব ভালো।’ ফলের বস্ত ধরে সেটুকুর খুশি আর ধরে না।

‘ভীষণ ভালো।’ বললে সুকান্ত, ‘বাসেও ভালো রসেও ভালো। রসেও ভালো দিনেও ভালো। সুখেও ভালো শ্রুতিতেও ভালো। এমন ভালো আর হয় না।’

কদিন পরে এ বাড়িতে একটা হটুগোল উঠল।

‘কাকে চাই?’

‘সুকান্তবাবু, আছেন?’

ওরে সুকান্ত, শিগগির আর, তোর কাছে কে এসেছে। চরমিক থেকে সমস্বর কোলাহল উঠল।

এসেছে তো এসেছে, তার এত ভূমিকম্প কিসের? এসেছে তো রসতর সীতাক, অপেক্ষা করুক। আমি এখন সত্যি কামাচ্ছি।

বলনা চোখ মুখ স্বর কপলা করে বললে, ‘এ তুমির সুবল সম্বাদের কেউ নয়। এ মের। হাতে ডানটি বাগ। ফুটনিলা ডিক।’

(কল্যাণ)

কে.হোডের
কর্ণক
* পাউডার *

রমণীজনের স্বাস্থ্য
ও সুখের জন্য



কেশরী কুটীরাম প্রাইভেট লি:
রমা পেটো, মাদ্রাজ - ১৪

ভূতোদা ও বেলফুলের চারা



বিমল আর বিনয় মধুপুরে বেড়াতে এসেছে। সকালে তারা গেল ভূতোদার বাড়ী। গিয়ে দ্যাখে ভূতোদা পটু পটু করে বাগানে যত বেলফুলের চারা উপড়ে ফেলছেন আর নিজের মনেই গজগজ করছেন—

“তিনমাস ধরে জল দিছি আর মাটি কোপাছি কিন্তু ফুলের নাম নেই। দরকার নেই আমার এমন গাছে।” বিমল হস্ত দস্ত হয়ে নৌড়ে এল—

“আহা হা করছেন কি ভূতোদা।”

ভূতোদা : “করব না তো কি?”

বিনয় : দোষ তো আপনারই। এ শক্ত মাটিতে কি শুধু জল দিলেই গাছ বাড়ে?

ভূতোদা : তার মানে!

বিনয় : তার মানে মাটিতে সার মেলান দেখবেন গাছ চড়বে করে বাড়বে। এখনকার মাটিতে রসকস কম কিনা।

ভূতোদা (অবিশ্বাসের সঙ্গে) : হ্যাঁ : যতসব কলকাতার ছোকরা আমার বাগান করা শিখিও না।

বিমল : সে কি ভূতোদা? গাছ যে মাহুঘেরই মত, সার



জল, আলো এগুলো গাছের খাবার। মাহুঘের যেমন পুষ্টিকর খাবার খেলে শরীর ভাল হয় গাছেরও তেমনি।

ভূতোদা : যাঃ যাঃ তোদের কাছে পুষ্টি মানে হচ্ছে গাছের জন্যে সার আর মাহুঘের জন্যে ‘ডালডা’।

বিনয় : নিশ্চই—জানেন আজ লক্ষ লক্ষ পরিবার নিয়মিত ‘ডালডা’ ব্যবহার করছে?

ভূতোদা : তাই বলেই কি আমার মানতে হবে যে ‘ডালডা’ প্রাকৃতিক পাবারের মতনই ভাল?

বিনয় : নিশ্চই! আপনাকে এবং আপনার মত আর সবাইকে একদিন মানতেই হবে এ কথা। তবে কিছু সময় লাগবে। পুরনো বিশ্বাস ভাঙতে একটু সময় লাগে। আর আমাদের রান্নায় বনস্পতির ব্যবহার তো সেই দিন আরম্ভ হোল।

বিমল : ‘ডালডা’ মাত্র ৩২ বছর হোল আমাদের বাজারে এসেছে। অনেকের ধারণা যে তৈরী করা খাবার

সবসময় যেসব খাবার স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় তার তুলনায় অনেক কম পুষ্টিকর।

ভূতোদা : কিন্তু সে ধারণা কি সত্যি নয়?

বিমল : মোটেই নয়। বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় বনস্পতি ‘ডালডার’ কথাই ধরুন না। এ কথা সত্যি যে ‘ডালডা’ তৈরী হয় বিত্তর ভেজ ভেজ থেকে—যে কেউ গিয়ে দেখতে পারে ‘ডালডা’ কিভাবে তৈরী হয়।

বিনয় : আর এ কথাও সত্যি যে ‘ডালডার’ যে পরিমাণ শরীরের পক্ষে অপরিহার্য ভিটামিন ‘এ’ এবং ‘ডি’ যোগ করা হয় তা অধিকাংশ সাধারণ ‘প্রাকৃতিক’ খাদ্যের সমান বা বেশীও।

ভূতোদা : দাঁড়াও, দাঁড়াও। ব্যাপারটা আরও খোলসা করে বল। ‘ডালডা’ তৈরী করার সময় খাদ্য-গুণ কি একেবারেই নষ্ট হয় না বলতে চাও।

বিনয় : একটুও না। পুষ্টি বিষারদেরা প্রমাণ করেছেন যেসব তেল থেকে ‘ডালডা’ তৈরী হয় সেগুলিতে তৈরী সময়েরও শক্তিদায়ী গুণগুলি পুরোপুরি বজায় থাকে। মনে রাখবেন ‘ডালডা’ তৈরী হয় কড়া সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী। ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রিত তদন্ত কমিটি বনস্পতি ভালভাবে পরখ করে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে বনস্পতি শুধু যে শরীরের পক্ষে কতকর নয় তাই না বনস্পতি শরীরের পক্ষে ভাল।

ভূতোদা : আচ্ছা, সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমার বাড়ীতে যে ‘ডালডা’ দিয়ে রান্নাবান্না হয় সেটাও যে বিত্তর আর পুষ্টিকর হবে তার কি মানে আছে?

বিমল : আপনি যেখানেই থাকুন না ‘ডালডা’ আপনি কিনতে পারেন একমাত্র শীলকরা টিনে যাতে ভেজাল বা ছোঁয়াচের কোন আশঙ্কা থাকেনা।

বিনয় : তাছাড়া ‘ডালডা’ তৈরীর সময় হাত দিয়ে ছোঁওয়া হয় না। ‘ডালডা’র পেছনে রয়েছে ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানীর অঙ্গীকার যে ‘ডালডা’র সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তার সবই সত্যি—যে ‘ডালডা’ একটি উৎকৃষ্ট রান্নার স্নেহপদার্থ যাতে যোগ করা হয় স্বাস্থ্যদায়ী ভিটামিন।

বিমল : এর পরেও কি তুল ধারণা থাকতে পারে?

ভূতোদা : কে বলেছে আমার তুল ধারণা ছিল? আমার বাড়ীর সব রান্নাবান্নাই ‘ডালডার’ হয়। ওরে হরি আজ বাজার থেকে বেলফুলের চারাগুলোর জন্যে একটু সার আনিগ তো।



হিন্দুস্থান লিটার লিমিটেড, কোম্পানী

ভ্রমণ

জাপানে—অমদাশংকর রায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা—১২। ছয় টাকা পণ্ডাল নয়।

‘পথে প্রবাসে’ পড়ার সময় শব্দ প্রমথ চৌধুরী কেন, দেশসুখ সবাই চমকে উঠেছিলেন। তারপর এলেন ‘সত্যসত্যের’ লেখক, বিনু, এবং সবশেষে দেখা দিলো ‘রঙ্গ ও গ্রীমতীর’ মৃগভাষিকা। ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক পি ই এন কংগ্রেসের টোকিও অধিবেশনে ‘জাপানের মত ভূমণ্ডলে যাবার নিখরচার নিমন্ত্ৰণ’ পেয়েছিলেন অমদাশংকর। অধিবেশন শেষ হবার পরেও তিনি সেখানে কিছুকাল কাটিয়ে আসেনঃ ‘ভোজ-বাজির মত সব কেমন করে ঘটে গেছে। সেই ‘ভোজবাজির’ সবাক চিত্র ‘জাপানে’।

কিন্তু ‘চোখে মায়াকাজল’ লাগলেও সরসতার অভাব ঘটেনি—হেমপুরে ‘ভোজা মছ বললে ঠিক বোঝা যাবে না’, ‘ভোজ-ব্যাণ্ড, হাজিরাবন্ড ইজ দি গ্রেটেস্ট টিয়ার জফ জাপান’ থেকে মো, কাব্যিক শব্দতা, গৌরীশ, স্নানসময়ে কিছুই বাদ যাকনি। নানা বস্তুর দিনগুণ, মনোহর উল্লেস ছবি, ঘটনা, বিবরণ থাকলে অলংকার—চলচ্চিত্রের মতো পড়তে এর চমক। আর পড়তে দিয়ে চলছে অমদাশংকরের ভাষা। কিন্তু যে বর্ণনা মন ও উচ্চাটিকা নিয়ে পথে প্রবাসেরে সত্যের দিয়েছে এটাই—কিছুটা ভাষার বিচ্ছিন্নতা, গুইড বুক, নাকিটা অন্যচ্ছিন্নতার পরিচয় পাওয়ার চেয়ে অন্যচ্ছিন্নতা। অভিজ্ঞতাকে পুতে লিপিবদ্ধ করা তার একটি কারণ হতে পারে। অগচ্ছিন্নতার পরিচয়, বহুপাশাণের নয় হতে নিম্নের নেই। মৈত্রী ভবনের প্রতি তার আকর্ষণ সহজাত, কিন্তু হলে হলে ব্যপকতার রাজ্য। কিশোরের ‘মাসসী’ আসেও তাকে হাতছানি দেয়া ঘরছাড় করে। ঠাণ্ডা করে মায়াকাজল বসে উড়ে যেতে এক যুগ থেকে আরেক যুগে। কিন্তু তিনি নিজেও জানেন এই রাজ্যের উপর কী যেন একটা অভিযাণ আছে। কেমন কী যেন গলি। সেইজন্যে তাকে আর নীচ আর শ্রম আর সৌন্দর্য আর ব্যক্তি আর বিবেক থেকেও টিকমত মিশ্রণ হয়নি। এসব কথা উঠতে এইজন্যে যে ‘জাপানে শব্দ ভ্রমণকাহিনী নয়, তার চেয়ে কিছু বেশী’। ‘জাপানের’ সমস্ত ঘটনা, বর্ণনা, অভিজ্ঞতার পিছনে একটি তত্ত্ব, অমদাশংকরের ভাষায় ‘জীবনবিধাতার উদ্দেশ্য’, আছে। সেটি তার শিল্পীজীবনের সার কথাঃ ‘রঙ্গ ও গ্রীমতীর’ লিখতে ‘লিখতে কলম কেবলি থেয়ে যাচ্ছে। মন বসছিল সত্যই যথেষ্ট নয়, সৌন্দর্যও চাই। কেবল বীতিসৌন্দর্য নয়। অতঃসৌন্দর্য। সৌন্দর্যের দীক্ষা যে পাবে কোনদিন হয়নি তা নয়,

পুস্তক পরিচয়

কিন্তু পরিপূর্ণ সৌন্দর্য অভিজ্ঞতা জাপানে গিয়েই হলো।

শুদ্ধির আকর্ষণ সৌন্দর্যসাধনার অনলস ও অগ্রগণ্য জীবনশিক্তার পরিণতির, ‘টিকমত মিশ্রণের’ জন্য অপেক্ষা করবে। সে হলে একধারের পরিণতি ও পরীক্ষা। বিনুর তপস্যা। পুনর্দর্শনার চ।

২৬৭/৫৯

শারদ সাহিত্য

শারদীয় বেতারভগ্নঃ। সম্পাদক শ্রী জি সি চক্রবর্তী। ১ পোস্টাল পেন্স, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। দু টাকা।

৪৮ম সম্পাদক এবং মনুপ-পরিপাট্যে বেতার ভগ্নঃ এর এই বিশেষ সংখ্যাটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। রম্যপদ চৌধুরী অমল হোম, স্যুসুমার সেন, গোবিন্দ চক্রবর্তী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র অচ্যায়, অক্ষপর্ণা দেবী, সুশীল বসু, পরমজা গোহরমণী, বিজিতভূষণ মথো-পাধ্যায়, অসিতকুমার হাজরা প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের লেখক-লেখিকাদের গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ছাড়া দৃষ্টি উপন্যাসও এই সংখ্যায় পড়তে হতেছে। উপন্যাস দৃষ্টি ‘সিগেডন মনোজ বসু ও সমরেশ বসু। সংখ্যাটির মাগসত্য এবং চিত্রসমভারও উল্লেখযোগ্য।

রোশনাই— সম্পাদক—শ্রীব্রজেন দাস। বঙ্গীয় শিশুসাহিত্য পরিষদ থেকে এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী প্রকাশিত। ১০২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট নারকেট, কলিঃ ১২। মূল্য তিন টাকা।

বড়দের মতো ছোটদের জন্য পুজুর বিশেষ সংকলনের সংখ্যা বহু। তাদের মধ্যে ‘রোশনাই’ বিশিষ্ট লেখকদের লেখা গল্প, জীবনী, নটিকা ও কবিতা এবং প্রখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবির সম্ভার দৃষ্টিতে পড়বার মতো। ছাপা ও বাঁধাইও

ভাল। দীক্ষণারজন মিত্র মজুমদার, নরেন্দ্র দেব, অমদাশংকর রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সুখসত্য রাও, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, স্বপন বড়ো, ধীরেন বসু, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, গৌর-কিশোর ঘোষ, নারায়ণ গম্গোপাধ্যায়, আশা-পূর্ণা দেবী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুনির্মল বসু, শৈল চক্রবর্তী, বসন্ত আলি মিহা, কার্তিক দাশগুপ্ত, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ চিত্রশিল্পীদের লেখা এবং অমদা, মুনসী, শৈল চক্রবর্তী, ধীরেন বসু, জমান শিল্পী মিঃ এম আই ই, রেবতী-ভূষণ ঘোষ প্রমুখ শিল্পীদের দ্বারা অলংকরণে ‘রোশনাই’ কিশোরদের একটি সুখপাঠ্য ও সুদৃশ্য সংকলন।

বৃক্ষমণ্ড—সম্পাদক—শ্রীকালীশ মথো-পাধ্যায়। ৮১, কলিঃ ওয়াশিং স্ট্রীট, কলিকাতা ৪। মূল্য তিন টাকা।

মণ্ড ও পদ্য সম্পর্কিত সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকা ‘বৃক্ষমণ্ড’ এবার তাদের শারদীয়া বিশেষ সংখ্যাটিকে স্বর্গত নট্যাচার্য শিশিরকুমারের উদ্দেশ্যে ‘শিশির-স্মৃতি-তপণ-সংখ্যা’রূপে প্রকাশ করেছেন। নট্যাচার্যের জীবনের ঘটনাপঞ্জী, শিশির-কুমার ও নজরুল বগলাগচ্ছ ও শিশির-কুমার ইত্যাদি বিভিন্ন দিক নিয়ে শচীন সেনগুপ্ত, ‘নটাই’ সেন, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসাদ ঘোষ মম্বত বসু, শিশির মল্লিক, সেনরঞ্জন গুপ্ত, পবিত্র গম্গোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনা আছে। শিশিরকুমারের দলে থেকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতিভার সন্ধানের মতো এসেছেন তাঁদের মধ্যে অজিত বন্দ্যো-পাধ্যায়, কাল, বন্দ্যোপাধ্যায় লীলা মথো-পাধ্যায়, উষারমণী, প্রফুল্লবালা প্রমুখ শিল্পীদের শ্রদ্ধাবনত স্মৃতিচারণও সংখ্যানৈমিত্যে এমন একটি তথ্যপূর্ণ সংকলনে পরিণত করেছে যা নট্যাচার্যী জনসাধারণের সংগ্রহ করে রাখার মতো মূল্যবান।

এছাড়া, নট ও নট্যকার মাহেন্দ্র গুপ্ত ‘গম্ভীরস্নানকে’ ইস্যুভার ডানকান, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদকুমারী, প্রবোধ গুহ, ভেজিত গায়িক, মিসেস বিনসন, মেল গোয়াল, এডমন্ড কীন, শিশিরকুমার, নিমলেন্দু, লজিডী, সলিত মাস্টার, দামোদর রায় প্রভৃতির জড়িয়ে

৫ম বর্ষে মাসিক জাগরী কার্তিকে প্রকাশিত হবে।

বার্ষিক ২-৫০ টাকা। বাৎসরিক ১-০১ টাকা। গ্রাহক হোন, লেখা পাঠান।

‘সাগরগানে ফিরি’ (২-৫০)র পর কবিতা পুস্তক ‘লক্ষ্যভার আলো’-তে এবং জাগরী কবিতা ও গল্প প্রতিযোগিতায় যোগদান করুন।

নিয়মাবলী, এডুকেশনাল জনা Reply Card লিখুন। JAGARI: Cal-১

একখান উপন্যাস রচনা করেছেন। অল্প ছবিও সংখ্যাখানির একটি আকর্ষণ।

চলচ্চিত্র—প্রেস এন্টারপ্রাইজ। ৭১, ক্যানিং স্ট্রীট, বাগরি মার্কেট, কলিকাতা-১। মূল্য দুই টাকা।

বাঙালার চলচ্চিত্র আজ বিশ্বের চলচ্চিত্র-রসিকদের কাছে সম্মানিত হবার মতো প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও, চলচ্চিত্র সম্পর্কে 'সিরীয়াস' চিন্তা প্রসারের উপযুক্ত মাধ্যমের অভাবটা বিশেষভাবেই অনুভব করা যায়। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা যা আছে তারা সস্তা বাজারে উপাদান নিয়েই মাতামাতি করে, গঠনমূলক কোন চিন্তাধারার ধার ঘেঁষেও তারা যায় না। এমনি অবস্থায় "চলচ্চিত্র" বাষিকীর আবির্ভাব একটা মসত প্রয়োজন মেটাতে যে এঁগিয়ে এসেছে সেটা আলোচ্য সংখ্যাখানি দেখে বোঝা যায়। বিশেষ আশ্চর্য হবার বিষয় হচ্ছে যে, আজকের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে চিন্তায় ও কাজে যারা অগ্রণী তাদেরই কতকজন রয়েছেন "চলচ্চিত্র" প্রকাশের মূলে। সত্যজিৎ রায়, নিরঞ্জন পাল, গোপাল হালদার, শম্ভু মিত্র, জ্যোতির্ময় রায়, ঋত্বিক ঘটক, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, তপ্ত মিত্র, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি সান্যাল, অসীম সেন, রম্যনাথ গোস্বামী প্রমুখের রচনা সম্ভারে সংখ্যাখানি বৈশিষ্ট্য অর্জন করার মতো। বিভিন্ন বিষয় নিয়েই আলোচনা পাওয়া যায়। এছাড়া, আগেকার নানা স্মরণীয় ছবির দৃশ্য সংকলনও সংখ্যাখানির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। জানা নেই, এদের পরিকল্পনা কি তবে এরকম একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ যদি উদ্যোক্তারা সম্ভব করে তোলেন তাহলে চলচ্চিত্রের প্রকৃত সুরসিকদের বড়ো একটা প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে। বাঙলাতে এ একটি অভিনব প্রচেষ্টা।

হিমাদ্রী—সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য। ১৬, গণেশচন্দ্র এডিন্দা, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, রম্যপদ চৌধুরী প্রভৃতির গল্প, ডঃ গোবিন্দ-গোপাল মুখোপাধ্যায়, রানী চন্দ, ডঃ রমা চৌধুরী, কালিদাস রায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, নলিনী সরকার, শ্রীশ্রীজীব নারায়ণী প্রভৃতির প্রবন্ধ এবং কাজী নজরুল ইসলাম, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, দিলীপকুমার রায়, জগদানন্দ বাজাপেয়ী প্রভৃতির কবিতা সমন্বয়ে প্রকাশিত এই বিশেষ সংখ্যা। রচনাবলীর দিক থেকে সংখ্যাখানি সুখপাঠ্য।

শনিবারের চিঠি—সম্পাদক শ্রীসজনী-কান্ত দাস। ৫৭, ইন্দু বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য দু' টাকা।

বিশিষ্ট লেখকদের রচনা সম্ভারে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে "শনিবারের চিঠি" অন্যান্য বছরের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। এবারের বিশেষ আকর্ষণের মধ্যে আছে মহাস্থাণ্ডারের লেখা উপন্যাস "চতুর্থ পদ"। "মহাস্থাণ্ডারের চতুর্থ পদ" ও বাণী রায়ের তত্ত্বীয়াক নাটক একখানি। এছাড়া, নারায়ণ গণ্ডোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, কুমারেশ ঘোষ অমরা দেবী, সুশীল রায়, প্রফুল্ল রায় প্রভৃতির গল্প ও রচনায়, যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, শশি-ভূষণ দাশগুপ্ত, মশু বসু প্রভৃতির প্রবন্ধ এবং কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সারিতাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন দৈ প্রমুখ কবির রচনা সংখ্যাখানিকে শোভন করে তুলেছে।

ডানপিটেদের হাস—পরিচালক রত্নাকর। জলপাইগুড়ি। মূল্য এক টাকা।

জলপাইগুড়ির ছোট্টদের হাসের মাখ-পত্র। গোপাল ভৌমিক, মনোজিৎ বসু, প্রভৃতি এবং স্থানীয় লেখকদের রচনা নিয়ে এই বিশেষ সংখ্যা।

শ্রীলিঙ্গ—সম্পাদক শ্রীসদাশুভূষণ নাথক। কুমারভূবি, ধর্মাবাদ। মূল্য এক টাকা।

দীপক চৌধুরী, সুশীল রায় প্রভৃতির গল্প; হারিসরাশি সন্দরী একাংকিকা; নরেন্দ্র দেব, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির কবিতা নিয়ে প্রকাশিত বিশেষ শারদীয় সংখ্যাখানি মঙ্গল শতাব্দির সাহিত্য সেবার প্রশংসনীয় উৎসাহের পরিচয় দেয়।

ময়ূখ—সম্পাদক সর্বশ্রী হেম বসু, রবীন গুহ ও কল্যাণ সেন। হোমি হাউস, নাগ-

পুর। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা। নাগপুরের ইউথ কালচারাল স্ট্রীপের মুখপত্র "ময়ূখ"—এর শারদীয় সংখ্যাখানি প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দেয়। গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা ছাড়া ছোটদের জন্য একটি বিভাগ সংখ্যাখানির বৈশিষ্ট্য। লেখকদের সকলেই স্থানীয় প্রবাসী বাঙালী এবং এদের এই উদ্যম প্রশংসা লাভের যোগ্য।

শিক্ষক—সম্পাদক শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী। ৬১, বালিগঞ্জ স্টেশন, কলিকাতা-১১। মূল্য এক টাকা।

প্রতিযোগিতা পণ্ডিত ও শিক্ষকত্বীদের প্রবন্ধ, কবিতা, গল্পের সমাবেশে শারদীয় সংখ্যাখানি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধগুলি যার লেখকদের মধ্যে আছেন ডঃ কে এল শ্রীমালি, ডঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সমকালীন—সম্পাদক আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। ২৫, চৌবগী রোড, কলিকাতা-১৩। মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সাহিত্য সম্পর্কিত মাসিক পত্রিকার আলোচ্য শারদীয় সংখ্যাখানি সুনির্বাচিত রচনাগুলির জন্য আদরনীয় হবার যোগ্য। লেখকদের মধ্যে আছেন ভবতোষ দত্ত, চিত্ত-বজ্র দত্ত, নন্দোপাধ্যায়, ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, কল্যাণী দত্ত, সোমন বসু, পবিত্র পাল, রাখাল ভট্টাচার্য, উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। প্রতিটি রচনাই চিন্তাশীল পাঠকদের মোহনরত্ন করবে।

বিচিত্রা—সম্পাদক শ্রীহরিন চৌধুরী। ৮২/১, যতীন্দ্রমোহন এডিন্দা, কলিকাতা-১। মূল্য তিন টাকা।

চলচ্চিত্র সম্পর্কিত মাসিক পত্রিকার বিশেষ শারদীয় সংখ্যা হিসেবে "বিচিত্রা" মঙ্গল সৌভব ও আশিষক পারিপাট্যের জন্য দুর্দ্বিট আকর্ষণ করবে। শৈলজানন্দ, বনমল ও নরেন্দ্র ঘোষের লেখা উপন্যাস ছাড়া প্রমোদ মিত্রের কবিতা, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর প্রভৃতির গল্প, রূপদর্শীর রচনায়, নন্দলাল বসুর চকচক দেবরত মুখোপাধ্যায়ের অঁকা চিত্রও ছবি এছাড়া চলচ্চিত্রের শিল্পীদের ছবির সম্ভারে সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ।

জাগরী—সম্পাদক শ্রীঅশ্বকুমার সাহা। ১৫, হরলাল মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। মূল্য পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার আদর্শ প্রকাশিত মাসিক পত্রিকার বিশেষ শারদীয় সংখ্যার লেখকদের মধ্যে আছেন গল্প ও রচনা

শাওথ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ চিত্রকণী
যাণোর কুম্ব ইণ্ডাস্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

শ্রীমি-ন্যাসিনী
এস. সি. চৌধুরী ২৩ গ্রাদার্স লি.
৪১, গ্রামসার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৩

গৌরকিশোর ঘোষ, বিমল কর সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি; প্রবন্ধ রচনায় হরপ্রসাদ মিত্র, পশুপতি ভট্টাচার্য প্রভৃতি এবং কবিতা রচনায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নরেন্দ্র দেব, নিশিকান্ত প্রভৃতি।

সারণী—সম্পাদক ত্রীললিত শত্ৰু। সারণী কর্ম পরিষদের পক্ষে করিমগঞ্জ, আসাম থেকে প্রকাশিত। মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আসামের বাঙলাভাষীদের দ্বারা প্রকাশিত শারদীয় সংকলন। স্থানীয় লেখকদেরই রচিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও রম্যরচনা এই সংখ্যাটিতে আছে।

ভ্রমসংশোধন

গত ১০ই অক্টোবর—(২৬ বর্ষ ৫০ সংখ্যা) দেশ পত্রিকায় 'অন্য অঙ্গ' শীর্ষক যে কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছে উক্ত কবিতার লেখকের নাম শ্রীকীর্ত্তিকুমার গুপ্ত। ২৫শে গোলাযোগে লেখকের পদবী বাদ গিয়াছে।

প্রাপ্ত স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

অবরোধ—কনক গুপ্ত।
ইতিউক্তি—শ্রীধর্মদাস।

মুখর ঘোঁস—বিভূপ্রসাদ বসু।

কাণ্ডনজ্ঞার ছেলেমেয়ে—শ্রীনিহাররঞ্জন চক্রবর্তী।

দেবতত্ত্ব মতোপাধ্যায়ের ক-একটি চিত্র।
প্রাধানতার পথে প্রাচ্য জগৎ—অনিমা দাশগুপ্ত।

অশ্রুতরে সোভিয়েত দেশ—সরোজ-কুমার দত্ত।

প্রেমের কবিতা—আবদুস রশীদ খান ও মোহাম্মদ হামিদ।

রূপচাঁদ পক্ষী—পক্ষধর ভট্টাচার্য।

সহযাত্রী—শ্রীনাথ রায়।



Interesting vignettes of life of Soviet women...



Subscription rates:

Annual Rs. 4.25

2 years : Rs. 6/-

Subscribe today

Don't Delay'

is what the SOVIET WOMAN the ideal journal for women brings to you. Every month the journal, published in Hindi, English and Urdu acquaints you of the SOVIET WOMAN as she is—full fledged citizen of her country, happy as a worker and a mother—with her joys and sorrows, triumphs and plans for the future. Regular features include current fashions, cookery, short stories, upbringing of children.

UNIQUE GIFTS OFFERED TO ANNUAL SUBSCRIBERS!

Gift

- * A beautiful 6-page multicoloured calendar entitled SPUTNIK for every subscriber who enrol himself before 15-11-'59. The title cover of this calendar will be a pictorial representation of the SPUTNIK. Other pages will carry multicoloured pictures of one of the capitals of Central Asian Republics.
- * Anybody enrolling 10 subscribers for the URDU edition of SOVIET WOMAN will be entitled to a free Subscription for SOVIET UNION or SOVIET WOMAN in any Language.
- * Special rates for 2 year subscribers: Pay only Rs. 6/- instead of Rs. 8.50

Subscriptions
Accepted At:

NATIONAL BOOK AGENCY (P) LTD.,

12, Bankim Chatterjee St., Calcutta-12.

Branch: 172, Dharamtalla St., Calcutta-18.

দেশ

সোয়েটার পরে ইমুল, কলেজ, অফিস সব
জায়গায়ই যাওয়া যায়—তাই যত খুসী
সোয়েটার বুনুন, পড়ে থাকবে না।
লাল-ইমলি উল দিয়ে সোয়েটার বুনুন নিম্নঃ
এই উলের পোশাক স্বচ্ছন্দে কাটা যায়।

হাল ফ্যাশানের উলের পোশাক বুনতে—লাল-ইমলি উল চাই

লাল-ইমলি উল সব সময় মোলায়েম
থাকে। বিদেশ থেকে আমদানী
উলের স্বত্ত্বের বিশেষ ধরনে তৈরী
এই লাল-ইমলি উল—অনেক রকম
রঙে পাবেন। সেরা 'কাউন্টস'
উল ৬-গ্রাই, 'লেটী লেনলী' ও
'তক্ষীলা' উল ৪-গ্রাই।



দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন লিমিটেড
কানপুর উলেন মিলস শাখা—কানপুর, ইউ, পি



আপনার যদি বোনের
অভ্যাস না থাকে
—নানা আবহাওয়ায়
ভিজাইনে তৈরী
লাল-ইমলী উলের
রেডিমেন্ট পোশাক
ব্যবহার করে দেখুন।

বিজ্ঞানসত্ত্ব গ্রীমে-বাসের পাঠক-পাঠিকা-দের প্রীতি-শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। প্রার্থনা করিতেছি দুর্গতিনাশিনী সবার জন্যই গ্রীমে-বাসের সীট যেন সুলভ করিয়া দেন। পরমানন্দে লেডীস সীটে সমাসীন



ধাকাকালীন লেডীসদের আকস্মিক আবির্ভাব যেন তাঁরা উৎখাত না হন। ব্যপ, জয়, বশ ত অনেকবারই প্রার্থনা করিয়াছি, এবারে সম্পূর্ণ নতুন প্রার্থনা গ্রীমে-বাসের নিষ্কটিক আসন।

শ্রী নিলাম দেবী নাকি এবারে দেশায় আগমন করিয়াছেন এবং মহামারীর আভাসও পাইতেছি। কিন্তু গমন করিয়াছেন গড়ে, অথচ তার ফল যে শাসাপূর্ণা বসন্তের একথা বিশ্বাস করিবার মত ভয় এক খাদ্যদ্রব্যের কান্ডারীরা ছাড়া বৃষ্টি আর কেউ নাই।

আমাদের অসংখ্য দুর্গতির মধ্যে দুর্গতিনাশিনী এইবারে একটি দুর্গতির আংশিক নাশ করিয়াছেন, সেইটি হইল মাইক। সুতরাং আংশিক বিশ্বাস আবার ফিরাইয়া পাইয়াছি, তাই পুনরাগমনীয় ৫ বলিয়া মাকে প্রণাম করিয়াছি।

মায়ের আসা-যাওয়া সম্বন্ধে আলোচনার মাধ্যমানে জনৈক সহযাত্রী অকস্মাৎ আমাদিগকে একটি অশ্রুত কথা শুনাইলেন, বলিলেন—“মা এখানে আসেন নি মোটে। হিমালয় থেকে নাবার পথে মাকমোহন লাইনের গোলমালে পথেই আটকা পড়ে গেছেন।” কথাটা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু চীনারা ভারতীয় এলাকা ছাড়িয়া না গেলে কোন আলোচনাই তাদের সঙ্গে করিব না স্থির করিয়াছি বলিয়া মায়ের মাঝপথে আটকা পড়িয়া যওয়া সম্বন্ধে সঠিক খবরাখবর নেওয়া সম্ভব

ট্রায়ে-বাসে

হইতেছে না। আমরা হতভম্ব হইয়া সহযাত্রীর দিকে তাকাইলে তিনি বলিলেন—“এ একবারে পাকা খবর। কিন্তু অবিশ্বাসী তো বুঝবে না, যারা “সিগ্গি” লাভ করেছেন তাঁরাই বুঝেন।”

মহা তরিতরকারি বাজার হইতে উধাও হইয়া গেলেও পূজাবাজারে একটি বস্তুর অভাব হয় নাই, তাহা হইল “পূজা-সংখ্যা”। অনন্ত শঙ্কশতের মতই অনন্ত পূজা-সংখ্যা। স্বল্প আয় ও বহু বিঘোর মধ্যে পাট নমাণা সম্ভব নয়। পাড়া উঠাইতে উঠাইতে সুখিলাম সেই সাকাসের “থেল”। সেই এক হাতী-ঘোড়া-সিংহ-বাঘ।



কিন্তু লোখলাম সব হাতী এরাবত নয়, সব ছোড়া নয় পক্ষীরাজ। সিংহের নীত নাই। বাঘ শূন্য ভোরার মহিমায় টিকিয়া আছেন।।

প্রজার বাজারে উচ্চাঙ্গ আলোচনার মাধ্যমানে জনৈক সহযাত্রী অকস্মাৎ আমাদিগকে বৃষ্টি মতে টানিয়া নিয়া আসিলেন। বলিলেন—হায়দ্রাবাদে খ্রীতনবেরুজী তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীদের ছবি প্রকাশের নীতির নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—জনগণের স্থান হওয়া উচিত পুরোভাগে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—“আরো একটি নীতি আছে; হয়ত নবেরুজী তা জানেন না। সেটা হলো—আগে গেলে বাঘে খায়!”

শ্রী শ্রীপ্রকাশ বলিয়াছেন যে, নবগঠিত মহাশক্তিবাদের প্রথম রাজাপাল একজন নারী মনোনীত হইতে পারেন;

নারীরা পরিগ্রহী ও তাঁরাই কাজে বেশি মন দিতে পারেন। বিশুদ্ধতা বলিলেন—“আমাদের এতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু শ্রীপ্রকাশজী নিজে বৃটিশ আমলে রেল-আইনের বিতর্কে আইনসভার বলেছিলেন, রেল-আইনে নারী তিন শ্রেণীর, যথা—জেনানা, মহিলা আর লেডীস। কথাটা নিশ্চয়ই তাঁর মনে আছে। এখন প্রশ্ন, কোন-শ্রেণীর নারী রাজাপাল হতে পারেন বলে তাঁর ধারণা।”

করাচার সংবাদে জানা গেল যে, কতৃপক্ষ সহশিক্ষা সমর্থন করিলেও আদেশ জারি করিয়াছেন, কোন ছেলে কোন মেয়ের সঙ্গে বা কোন মেয়ে কোন ছেলের সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে না, করিলে প্রথমে পাঁচ টাকা জরিমানা এবং পরে রাষ্ট্রকেট পর্যন্ত করা হইবে। শ্যামলাল বলিল—“এই হুকুমের আডাস পেয়েই কি গান লেখা হয়েছিল—চোখে চোখে কথা কও, মুখে কেন বল না!!”

একটি সংবাদে শুনিলাম, নিউগিনি দ্বীপপুঞ্জে তের লক্ষাধিক অধিবাসীর অধিকই নাকি গত পাঁচ বছরে “হাসারোগে” মারা গিয়াছে। মারা গিয়াছে হাসিতে হাসিতে দম আটকাইরা। এই রোগের নাকি লক্ষণই এই: আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—“হাসতে হাসতে মরা এক হিসেবে মন্দ নয়। তবু নিরাময় যদি



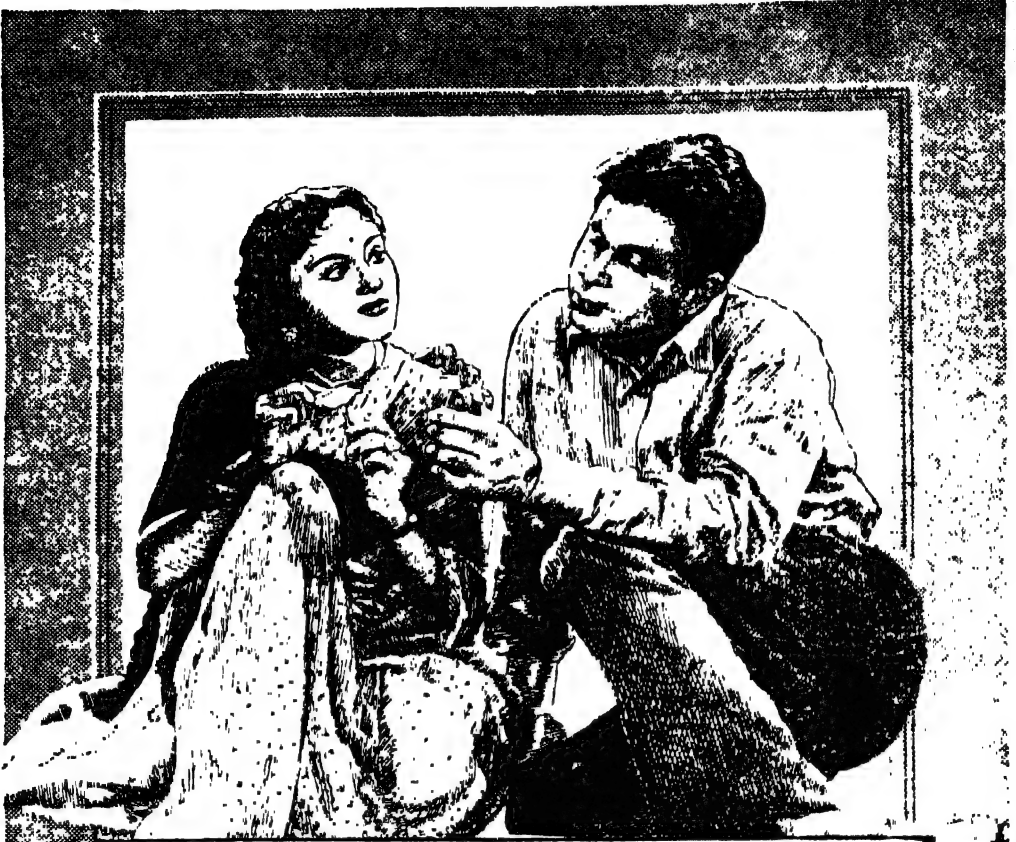
কামাই হয়ে থাকে, তাহলে ডাক্তার-কবরেজ না ভেঁকে দেশবিদেশ থেকে জাহাজ গিম্বী আমদানীর চেষ্টা দেখুন, হাসি বাপ বাপ বলে পালাবে।”

টোল কোম্পানীর

দ্রাব ও কার্ডের

অব্যর্থ মলম

বরানগর . কলিকাতা



শুভারম্ভ

৬শে অক্টোবর রবি

হিন্দু . বঙ্গোপদী . বীণা

কলিকাতা ও সম্ভবতলীবি অন্যান্য প্রধান কেন্দ্ৰসমূহে

জাতিবীর মহান (৬) প্রামাণিক চিত্র

পয়গাম

ভূমিকায় : দিলীপকুমার • বৈজয়ন্তীমালা • রাজকুমার • মোতীলাস
পাণ্ডুরী বাঈ • বি. সরোজা দেবী • মিনু, মমতাজ ও জিনি ওয়াকার
সঙ্গীত : সি. রামচন্দ্র • গীতিকার : প্রদীপ • সংলাপ : রামানন্দ সাগর
প্রযোজনা ও পরিচালনা : এস. এস. ভানসন

রংগজগতের সমবেদনা

বন্যাত্ত্বের পাশ্চাত্য ধর্মের নর-নারীর সাহায্যকল্পে আজ নানা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছেন। ফিল্মশিপ্পের যারা শিরোমণি তারাও বাদ যান নি।

বংগীয় চলচ্চিত্র সংঘের সভাপতির বন্যাত্ত্ব তহবিল অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে প্রশংসনীয় তৎপরতা দেখিয়েছে। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে শোভাযাত্রা বার করে একদিকে যেমন জন-সাধারণের কাছ থেকে অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা চলছে, অপরদিকে বি-এম-পি-এর অতীত্ব প্রতিটি সিনেমার নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় যাতে এই তহবিলে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

স্টারস্ অফ বেঙ্গল নামে অভিনয়শিল্পী ও সুরাশিল্পীদের একটি যুক্ত-সমিতি ইতোমধ্যেই প্রায় ছয় হাজার টাকা তুলেছেন গত রবিবার নিউ এম্পায়ারে পি সি সরকারের ইন্সপেক্টরের একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। একাধিক চলসার আয়োজন করেও এই সমিতি আরও অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

কয়েকটি শৌখিন নটী সম্প্রদায় মিলিতভাবে নাট্যভাষার ব্যবস্থা করে টাকা তুলতে সহায়তা করবেন স্থির করেছেন।

এমনি ধারা আরও অনেক ধরনের পাতড়া যাচ্ছে যাতে করে বন্যাত্ত্ব দেশবাসীর প্রতি রংগজগতের অকৃত সমবেদনা সর্বজনস্বত হয় উঠবে।

বন্যাত্ত্বের সাহায্যে চিত্রজগৎ

গত রবিবার (১৮ই অক্টোবর) দক্ষিণ কলিকাতাবাসীদের সৈনিকান ভাবে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটেছে। এই অভিজ্ঞতা আশাব ও আশঙ্কাদর। ভাস্করীর ও মণ্ডের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী ও সঙ্গীত-শিল্পীর দক্ষিণ কলিকাতার পাশে পাশে বৈরীয়েছিলেন বি-এম-পি-এ সভাপতির বন্যাত্ত্ব সাহায্য ভাণ্ডার অর্থ-কল্প আর সংগ্রহের জন্য। সকাল ৮টার সময় এলগিন রোড থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয় এবং বেলা ১টার সময় গড়িয়াহাটের মোড়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রার যোগ দিয়েছিলেন বি-এম-পি-এর সভাপতি মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ সরকার, দেবকীকুমার বসু, ফিল্ম ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া'র সভাপতি অজিত বসু, অসিত চৌধুরী প্রমুখ চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন উত্তমকুমার বিকাশ রায় জহর রায়, তরণ রায়, কমল মিত্র, রবীন্দ্র মজুমদার, তরুণকুমার, শ্যামল মিত্র, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, খনিজ চট্টোপাধ্যায়, কানন দেবী চন্দ্রদেবী, সুনন্দা দেবী, ভারতী দেবী, রুমা দেবী, শীলা



চন্দ্রশেখর

পাল, দীপান্বিতা রায়, জয়ন্তী সেন, কাবিতা রায় এবং আরও অনেকে। চিত্র-পরিচালকের মধ্যে যারা শোভাযাত্রার পুরোভাগে বন্যাত্ত্বের জন্য সাহায্য সংগ্রহে বৈরীয়ে-ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন—তপন সিংহ, বিভূতি লাহা ও সুশীল মজুমদার। এ বাদেও অনেক প্রযোজক, কলাকুশলী, প্রদর্শক, পরিবেশক এবং কয়েকজন বিশিষ্ট চিত্র-সাহিত্যিক এই শোভাযাত্রার যোগ দিয়েছিলেন।

শোভাযাত্রা শুরুর হবার পরই হাতে সাহায্য-ভাণ্ড নিয়ে শিল্পীরা ট্রাকের ওপর থেকে পাথে নেমে পড়েন। উত্তমকুমার হাতে ভিক্ষা ভাণ্ড নিয়ে গিয়ে দাঁড়ান পথের দুই ধরের সারি সারি বিপণীর দরজায়, পথ-পাশের দাড়ায়মান জনতার সামনে মেলে ধরেন সাহায্যের কলি। এই সর্বজনপ্রিয় চিত্রাভিনয়ের নতুন পরিচয় ব্যক্তি পান তাঁর গণমুখের—তাই বলে বলে, হাজার হাজারের তীক অনুসরণ করেন জনতার এক বিরাট অংশ। রোহিত্যত রাজপথে তিনি

শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেন বন্যাত্ত্বের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করে ও বিপুল জনতার উল্লাস-অভিনন্দন ও সাধুবাদ কুড়িয়ে কুড়িয়ে। সঙ্গে তাঁর প্রখ্যাত গায়ক শ্যামল মিত্র ও অসিত চৌধুরী। অপর রাজপথে প্রযোজক-পরিচালক-শিল্পী বিকাশ রায় দোকানে দোকানে, পথচারীর সামনে তুলে ধরেন সাহায্য-ভাণ্ড। সাহায্য-ভাণ্ড নিয়ে তিনি গিয়ে দাঁড়ান সিনেমা-হাউসের পাশে চিকিটের জন্য সারি বেঁধে দাঁড়ানো জনতার সামনে। অন্যান্য শিল্পীরা ভিক্ষা-ভাণ্ড নিয়ে কখনও ট্রাকে পড়েন চলন্ত বাস অথবা ট্রামে, শহরবাসীর গৃহাঙ্গে, পথিপাশের দোকানে। শহরবাসীরা সাধায়েনারী ভয়ে তোলেন সকলের সাহায্য-ভাণ্ডার। বন্যাত্ত্ব দেশবাসীর সাহায্যের জন্য শিল্পীদের এই স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য-সংগ্রহ অভিনয়কে অকৃতিচিতে অভিনন্দিত করেন দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসীরা। গৃহের অলিন্দে, রাজপথে দাড়ায়মান জনতার চোখে-মুখে ভেসে ওঠে সপ্রশংসে বিস্ময়। বস্ত্রাববসারীরা মন্তব্যসহ নতুন বস্ত্রের বোকা উজাড় করে ঢলে দেন শিল্পীদের সাহায্য-কলিতে। এক বস্ত্রা ভিক্ষকে দেখা যায় তাঁর সাধ-দিবসের সঞ্চার এক শিল্পীর সাহায্য-ভাণ্ডে ঢলে দিতে। শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে



আত্মতরপ অভিনয়শিল্পী: গত রবিবার বন্যাত্ত্ব দেশবাসীর সাহায্যকল্পে সর্বজনপ্রিয় উত্তমকুমার ও উদীয়মান অভিনেতা বিশ্বজিৎকে দেখা যাচ্ছে ভিক্ষাপাত্র হাতে দক্ষিণ কলিকাতার রাজপথে

মাইকে শিল্পীরা গান ধরেন, “বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার আমার দেশ।” জনৈক সাংবাদিক উদাত্ত কণ্ঠে আবেদন জানান জনজার উদ্দেশে শিল্পীদের সাহায্য-ভান্ডার পূর্ণ করে তুলতে। জনতার দান-বজ্র ও শিল্পীদের সানন্দ সাহায্য-ভিকার

এই বিস্ময়কর পর্বের সমাপ্তি ঘটে হয়তো অল্পকালের মধ্যেই; কিন্তু মানবতার যে মহান আদর্শ এতে রূপ পেয়েছে, তা সর্বকালের প্রেরণা হয়ে থাকবে। ভিকার সত্তর যতটুকুই হোক, এই শোভাযাত্রার মাধ্যমে চিত্রজগতের লোকদের চলার পথের সত্তর

অপরিমেয় হয়ে উঠেছে। দেশবাসীর সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করতে পেরেছেন তারা এই প্রশংসনীয় উদ্যমের ভেতর দিয়ে।

চিত্রালোচনা

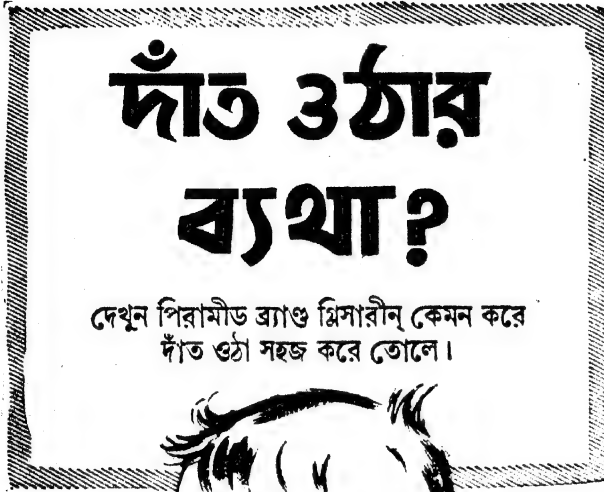
হালে যে ক'খানি বাঙলা ছবি মুক্তি পেয়েছে, তাদের অধিকাংশই ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেছে। বাঙলা ছবি সম্বন্ধে যেটা সবচেয়ে বড় আশার কথা, সেটা হচ্ছে তার প্রগতিশীলতা। বাঙলা ছবি আজ এক জায়গায় আটকে নেই—কাহিনী, বিন্যাস, অভিনয়, আঙ্গিক নৌষ্ঠব, সজ্জনধর্মিতা, সব দিক দিয়েই। সব ক'টি গুণের সমন্বয় হয়েছে এমন ছবি হয়তো বিরল, কিন্তু নব দিগন্তের সম্মুখে বেরিয়ে পাড়ছেন আজকের অধিকাংশ প্রযোজক। ফাল প্রমোদ-মাধ্যমের সংগে যুক্ত হয়েছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, যা দর্শকের কাছে তুলে ধরেছে আনন্দের নতুন উপভার, নব নব রসের সংগে তাঁদের পরিচয় ঘটিয়ে দিচ্ছে। যাদের জন্যে প্রযোজকদের এত আয়োজন, এত চেষ্টা, তাঁরা যে তপিত পাচ্ছেন ছবির জনপ্রিয়তার তাইটে সন্তুষ্ট প্রকাশ। এর দ্বারা ছবির নির্মাতারা যেমন হাল ছবি তৈরী করার প্রেরণা পাবেন, তেমনি সমগ্র চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যবসায়িক তিষ্ঠিও সুদৃঢ় হবে এই সাক্ষ্যে।

পূজার পর আর কোন নতুন বাঙলা ছবি মুক্তি পায় নি—এ সংসারও নয়। মাত্র একখানি ছিন্দ্নী ছবি এ সংসারের নতুন আকর্ষণ—ললিত কলা মন্দিরের “জাল মজা”। অতীত সেনের পরিচালনায় তৈরি এই ছবির মুখ্যভূমি অভিনয় করেছেন কিশোরকুমার, হাল্লা সিংহ ও প্রাণ। এন দত্ত এর সংগীত পরিচালক।

মুক্তি প্রতীক্ষিত বাঙলা ছবিগুলির পূর্বভাগে রয়েছে গৌতম চিত্রামের “অবাক পৃথিবী” ও নিউ ইন্ডিয়া থিয়েটারের “বাহুর অন্ধকার”। আর দু'এক সংসারের মতোই সিনেমার রক্তপটে এদের সাক্ষাৎ মিলবে। “অবাক পৃথিবী”র নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। উত্তমকুমারের অমূল্য তরুণকুমার ছবিখানির প্রযোজক। “বাহুর অন্ধকার” প্রযোজক মরোজ মুখোপাধ্যায়ের নবতম নিবেদন। ভূমিকালিপিতে তারকার সমারোহ ছবি-খানির অন্যতম আকর্ষণ।

ইতোমধ্যে কতকগুলি নতুন বাঙলা ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং একাধিক নতুন ছবির তোড়জোড় চলছে।

গত ১৪ই অক্টোবর মিরকালাস (ইংল্যান্ড) প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বিতীয় চিত্র “বাহুর



দাঁত ওঠার ব্যথা?

দেখুন পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীন্ কেমন করে দাঁত ওঠা সহজ করে তোলে।



D.W.G.

দাঁত ওঠার সময়? মাড়ির ব্যথা? একটা নরম কাপড়ে আপনার আলুল জড়িয়ে পিরামীড গ্লিসারীনে একটু আধুনা ডুবিয়ে নিব তারপর আঙুলে আঙুলে শিশুর মাড়িতে মালিশ করে দিন এবং তাড়াতাড়ি ব্যথা কমে যাবে আর এর নিষ্ক ও সুস্বাদু শিশুদের প্রিয়। এটা বিশুদ্ধ এবং গৃহকর্মে ও বৃষ্টি হিসাবে, অমাখনে ও নানারকম ভাবে সারা বছরই কাজে লাগে—আপনার হাতের কাছেই একটা বোতল রাখুন।

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে পুস্তিকা : এই কৃপণতা করে নীচের ঠিকানার পাঠান :
হিন্দুস্থান লিটারেচার লিমিটেড, পোষ্ট অফিস বক্স নং ৪০৯, বোম্বাই।

আমাকে অগ্রহণ করে পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীনের গৃহকর্মে ব্যবহার
প্রণালী পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা

আমার ওখের বোকারের নাম ও ঠিকানা



শিল্পী শোভাযাত্রার অপরাংশ : সামনের সারিতে রয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) পরিচালক ভাবন বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, জয়শ্রী সেন, নারতা সরকার প্রভৃতি। পিছনে ফিল্ম প্রোডাকশন অফ ইন্ডিয়া'র সভাপতি অজিত বসু, হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় (সান্দ্যাবৎ), ধনেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় (হারু বারু), বিনয় চট্টোপাধ্যায়, হরিভাই, বিভূতি লাহা প্রভৃতি কে দেখা যাচ্ছে

অতিথিদের ঘরবাড়ি অনুষ্ঠান ইন্ডিয়ান স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে। পরিচালক পদ্মকবী বসুজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য প্রযোজনা করে শ্রী। চিত্রনাট্যের নিজস্ব ইউনিটের ওপর নির্ভর করে পরিচালনার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার দিন সন্ধ্যায় কলকাতা-মন্দিরে আনুষ্ঠানিকভাবে এ আর প্রোডাকশনস কর্তৃক প্রথম নিবেদন "নাসিৎ তোমার" এর আয়োজন করেন। রমেন ঘোষ ভূমিকায় পরিচালক।

রবীন্দ্রনাথের "সুপ্রতি পাখি" অনুসরণে পরিচালক তপন সিংহ যে ভাবে চিত্রগ্রহণ করে, তার নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শব্দে, হয়েছে সেকেন্ডারের শব্দের সিক। নিউ থিয়েটার স্টুডিওতে ছবিটি হলো হচ্ছে ইন্টার সার্কিট প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষাভাসে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, ছবি বিশ্বাস, অরুণাচলী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে।

গোরাগঙ্গা চিত্রের প্রথমধরু সমাজিক আলোচনা "মনীষের প্রেম"-এর চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হয়েছে ইন্ডিয়ান স্টুডিওতে অমলো বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। অনেকগুলি

নতুন মুখ দেখা যাবে এই ছবিতে।

টাইম মিসমানেস সিনেটর ছবির নাম "পুত্রিক" থেকে। যাত্রিক পরিচালক-প্রোডাক্টর জ্যোতি পাণ্ডা বলেছেন যে, সাফল্য অর্জন করেছেন, এ ছবির তুলে অতিমম্ব করবার সংকল্প নিয়ে তার কাছ থেকে নেমেছেন। সুচিত্রা সেন একটি স্টেট ভূমিকায় অভিনয় করবেন জনৈক চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

পরিচালক যাত্রিক ছবিতে পরবর্তী ছবি "মোহন চাক" এর নামক নির্বাচিত হয়েছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী। শ্রীপদ রাজ-গুপ্তার গল্প অনুসরণে চিত্রনাট্যের এই প্রথম চিত্রের প্রযোজক ও পরিচালক।

প্রযোজক জিএম ইউনিটের পরবর্তীকাল বঙ্গালী ও প্রসঙ্গের পথে। এর ভূমিকা-লিপিতে আছেন আশীষকুমার, বসন্তী মল্লী, রমণা মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা বসু, চন্দ্রাবতী, তৃপসী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালীবনের ওপর একটি ছোট প্রামাণ্য চিত্র তুলে আশীষ মুখোপাধ্যায় চিত্রবিস্তারের প্রশংসা পেয়েছেন। আরো চারখানি প্রামাণ্য চিত্র তিনি ইতোমধ্যে

তৈরি করেছেন। তার একটি "গুরুদেবী বিদ্যা" মাগসংগীতকে কেন্দ্র করে তোলা। ওস্তাদ আমীর খাঁ এতে অংশ গ্রহণ করেছেন। "মুশিদাবাদের ইতিকথা" আর একটি ছবির নাম। এই নামের মধ্যেই বিশ্ববন্দুত ইংগিত রয়েছে। বাঙালার রেশম শিল্প ও কাসারি সম্প্রদায়ের ওপর আর দুটি ছবি তোলা হয়েছে।

বাঙলা ছবির বোম্বাই গতি

কলকাতার রেম নিদর্শন ন্যাশনাল থিয়েটারের "সেনার হরিণ" অর্থের প্রযোজন সেনার হরিণের মতই মানবকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে যাবে, বিবেকহীন করে তোলে—এই ধরনের একটি বস্তুর আভাস

মিনার্ভা থিয়েটার

৬ বিজন স্ট্রিট : ফোন : ৫৫-৪৪৮৯
প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার সন্ধ্যা ৬৯
রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬ টায়

নীচের মহল

শ্রী শোভা সেন, নিলীমা দাস, মাল্য চক্রবর্তী, উৎপল দত্ত, তরুণ মিত্র, রাই মোহন, সুনীল রায় এবং নীচুতার আরও অনেক।
নতুন পরিচালনা : লিটল থিয়েটার গ্রুপ।
(সি ১৮০৭)

বিশ্বরূপা

[সি ৬৬৩৩ বঙ্গবাজার নাট্যমঞ্চ]
ফোন : ৫৫-১৪২০

শনিবার ও বৃহস্পতিবার ৬ টায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬ টায়
• নতুন নাটক •

জু

বিভিন্ন মাত্রের কাহিনীর জায়বন্দ্যবনে
নটক—বিষয়ক পরিচালনা—নরেন্দ্র মিত্র
অভিনয়—তাপস সেন, বৃন্দাভা—মতি সেন
—রূপায়ণ—

নরেন্দ্র মিত্র অসিতবরণ

তরুণকুমার, মমতাজ, সন্তোষ, তারক, ওমল, জরনায়ণ, শ্রীমানী, বাঃ দীপক, জয়শ্রী, সুরভা, ইরা, কান্তা, আরতি।

ও
ভূমিত্র মিত্র (বহরপা)

(সি ১৭৩৩/৩)

আছে ছবিটিতে। কিন্তু যে কাহিনীর মাধ্যমে এই বস্তুরকে ফাঁটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে, তা এতই অসার ও পারস্পর্যবিহীন যে, একটি রসপূর্ণ শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে ছবিটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

রাসবিহারী লাল রচিত যে কণ্টকলিপত কাহিনীর চিত্ররূপ এই ছবি, এতে দুটি উদ্ভ্রান্ত যুবকের সম্মান মিলে। একজন সম্মদীপ, যে সোনার হরিণের মারার অম্ব।

দমদম বিমান-বন্দরের গ্রাউন্ড এজিনীরায় সে। পণ্ডা ছোট ভাইকে বিশেষ পাঠিয়ে চিকিৎসা করানোর দায়িত্ব তার ওপর এবং মা ও বোনদের সুখে রাখবার। অতএব বিচার-বৃদ্ধি বিসর্জন দিয়ে এক পাপচক্রের সঙ্গে যোগসাজসে সে তার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন মিটিয়ে চলে এবং চোরাইকারবার থেকে আরম্ভ করে হীন ষড়যন্ত্রমূলক ও ধ্বংসাত্মক কাজেও সে শেহপাও হয় না।

এ-ছবির অপর উদ্ভ্রান্ত যুবক পাইলট জয়ন্ত—অবশ্য সংক্ষেপে থেকে। ভীষণ এক সেনা দুর্ঘটনায় আহত হবার পর প্রথমটায় তাকে দেখা যায় কিছুটা অপ্রকৃতিত্ব ও বেশীরভাগ আত্মধিকারে স্থিরমান। এই দুর্ঘটনায় সে হারিয়েছে তার একমাত্র ভগিনীপতি ও এক উদ্ভ্রান্ত সহকর্মীকে। পরে হঠাৎ কলকাতায় এসে সে পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে সপ্রতিভ গোয়েন্দার মতো এই দুর্ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে আত্মনিয়োগ করে। পুলিশের সহায়তায় ছদ্মপরিচয় নিয়ে সে সম্মদীপের কর্মকাণ্ডের ওপর নজর রাখে এবং শেষ পর্যন্ত পাপচক্রটির সম্মান পায়।

ইতিমধ্যে জয়ন্তের শিল্পী-প্রবাসিনী প্রণয়িনী কুন্তলা কলকাতায় আসে এবং জয়ন্ত জানতে পারে যে, সে সম্মদীপেরই সহোদরা। উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে সে কুন্তলাকে আঘাত দিয়ে নিজের কাত থেকে সরিয়ে দেয়।

অন্যদিকে সম্মদীপ রুন ভাই বিশেষে আসে বলে এবং বোনদের বিয়ে হয়নি বলে নিজের প্রণয়িনী রুনীকে বধূর মর্যাদা দিয়ে ঘরে আনতে পারেন। এই না পারার গভীরতর কারণ তার অপরাধী জীবনের অনিশ্চয়তা। রুনী সংসার চালাবার জন্য অসুখ ব্যাপার অজ্ঞাতে নাইট ক্লাবে নর্তকীর কাজ করে।

কাহিনীতে জয়ন্ত ও সম্মদীপের এই দুই প্রেমকে উপলব্ধি করেই প্রেমের অনুপ্রাণিত। এই প্রেমই জাইমের মনোহাশ খুলে ধরে যখন প্রণয়-বিড়ম্বিতা বোনকে সুখী করবার পন্থা নিয়ে সম্মদীপ হোটেলে জয়ন্তের ঘরে প্রবেশ করে। এর আগেই সম্মদীপ জয়ন্তের আসল পরিচয় জানতে পেরেছে এবং উভয়ের কথাবারতীর সত্ত্ব ধরে কাহিনীর পাপ-রহস্য যখন উদ্ঘাটিত হবার পাথে তখন তাদের লক্ষ্য করে বাটের থেকে রিভলবারের গুলী ছোঁড়ে স্ফোটকরীদের একজন। জয়ন্তের হাতও রিভলবার গজ্ঞে ওঠে এবং অপরাধী মারা যায়। গুলীতে আহত হয় সম্মদীপও এবং মৃত্যুর আগে সকল রহস্য সে বর্ণন করে পুলিশের কাছে। সম্মদীপের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়—জয়ন্ত ও কুন্তলায় আশা, মিলন সম্ভাবনার মাধ্যমে চিত্রনাট্যের সমাপ্তি ঘটে।

এই জাইম-ছবিটি মূলত 'সাসপেন্সধর্মী'। কিন্তু রহস্যের গ্রন্থিমোচনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকমনে যে কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা দানা বেধে ওঠে, এই ছবিতে তার আয়োজন নেই। এ-ছবিতে রহস্যজ্ঞানী গোয়েন্দা পুরুষটি বেশ ত্রিকালসম্মী ও সবজ্ঞ। কলকাতায় এসে জয়ন্তকে সরাসরি বিমান-বন্দরের ঢাকে অলঙ্কা শূন্য কর্মরত সম্মদীপের ওপরই যেভাবে নজরপাত করতে

রবিন আলট্রাম্যারিন

সব সময়েই ঘরে থাকা চাই,



রবিন আলট্রাম্যারিন এক রকমের

অতি মিহি নীল গুঁড়ো। এ অতি সহজেই এবং তাড়াতাড়ি জলের সঙ্গে মিশে যায়। শেখবার ঘোবার সময় এই গুঁড়ো সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিলেই সব রকমের সাধা জামা-কাপড়ই বাতাবিক। কোনোমত ধবধবে ভাব ফিরে পাবে।

যে-কোনো রকমের কলা পাকানো বা খণ্ড আকারে নীলের চাইতে রবিন আলট্রাম্যারিন অনেক সজা। আপনার বাড়ীর কাপড়-চোপড় খোবার জন্য এক প্যাকেট রবিন আলট্রাম্যারিন সব সময়েই এনে রাখুন।

রবিন আলট্রাম্যারিন

ঐতিহাসিক, নবোন্নত
সুখতার জন্য
উৎকৃষ্ট নীল



এসিএসি (ইস) লিমিটেড (ইংল্যান্ডে নিবন্ধিত)

PSAE-88

দেখা যায়, তাতে মনে হয় সে যেন অপরাধী কে তা জেনেই তদন্তকার্যে ব্রতী। এর পর সামান্যতম বিপদ ও বাধার সম্মুখীন না হয়েও যতটো অনায়াসে দুর্ভাগ্যের অনুসরণ করা, রেশমেরেটের পাশের ঘরে বসে তাদের গোপন কথা অবলম্বিতম্বে শুনেন নেওড়া এবং ছদ্মপরিচয় নিয়ে সহজেই সমসীপের আত্মবিকৃত্য ও বশব্দ লাভ করা প্রভৃতি ঘটনাবলি রহস্য-চিত্রের গতি ও প্রকৃতিতে কোন রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার শিহরণই আনতে পারেনি। ফলে কাহিনীর মূল রহস্য নিয়ে দর্শকের কৌতুহলও আপনাই স্তিমিত হয়ে আসে। যে ঘটনা ঘটেছে এবং যা জানানো হচ্ছে না, তা জানবার আকাঙ্ক্ষা দর্শকের থাকে ঠিকই। কিন্তু শেষ রহস্য জনবীর যে উৎকণ্ঠা ও ব্যগ্রতা দর্শকমণ্ডলে উদ্ভূত হয়ে ওঠবার কথা, তা ঘটে না। তাৎপর্ষ্যে কাহিনীর এই অবসরভিত্তিক। পরে পটভূমিকার ও কাহিনীর যে সব ঘটনার অবজ্ঞায় এ-ভবি ভাবজগত তা দর্শকের মনে বিবর্তিত ও বিতৃষ্ণার ভাবে ফোটে।

'কুইম' এবং প্রেম এই দুই উপাদানই চবিত্তে আছে। কুইম এর উপাদান যে অবজ্ঞাভীর বিশেষ লাভ করেছে, তাতে অতিমাত্রায় সন্তোষ, নষ্টে ক্রোধ নষ্টকার অভ্যাস অধ্যবসায় ও কল্যাণের গান ফোটে অসংগত নষ্ট। কিন্তু মাঝে ভাবিত এই ধরনের কল্যাণই বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট। দর্শকদের বিরুদ্ধে কল্যাণ প্রতিষ্ঠাও প্রেমের উপাদানের মতো কিন্তু এ চবিত্তে মাঝেবিরত। চবিত্তে দুই প্রণয়নীর—কল্যাণ ও মিন্টু—দুইজন জনমন্ডলবাসীর মতো সজ্ঞান 'দুঃখগান'। প্রণয়নীর অসংগত তারা নষ্ট।

এই রহস্য-চিত্র পরিচালক এমন কথক-গুণি রহস্য অনুসরণটিতে রোমাঞ্চে বা হাস্যকর। জঘন্য খ্যাতিমানের কল্যাণবাসীর কায় সমাধির ওপর পুণ্যপতক অঙ্গণ করল, জঘন্যের সাম্প্রতিক পরিচয়। এমন সমসীপের দেখানো হয়েছে। কি এরা তার বিপদা বোনের গতিই এ কি হল, ভাবির প্রথমদিকে জঘন্য কেন নিজেকে অপরাধী ভাবায়—প্রভৃতি অনেক প্রশ্নের উত্তর দেবার গরজ দেখাননি পরিচালক-চিত্রনাট্যকার মঙ্গল চক্রবর্তী তাঁর ভাবিতে। এর ফলে ভাবির সমাগ্রিক বিবরণ নট্যরূপে ও এর কল্যাণ-কল্যাণে কাহিনীটির দীন বিন্যাস দর্শক দর্শকের আনন্দ দেওয়া তো দূরের কথা, শব্দে বিভ্রান্ত করে।

চবিত্তির গুণের দিক হল উৎকণ্ঠ কল্যাণ-কল্যাণের কাজ ও সূক্ষ্ম আঙ্গিক সজ্ঞা। এক্ষেত্রে কাজ মিত্র সূক্ষ্মজ্ঞস কায়ের কাজ চবিত্তিক প্রশংসনীয় অঙ্গসূক্ষ্ম মণ্ডিত করেছে এ বিভিন্ন দৃশ্যচলার

পরিচালককে খুবই সাহায্য করেছে। তবে দুঃখের কথা, ছবির এ সকল সম্পদের নিদারুণ অপচয় ঘটেছে কাহিনী ও এর বিন্যাসের দিগভ্রান্তিতে।

শিক্ষণীয়া ও এ-ছবিতে কাহিনীকার ও পরিচালক-চিত্রনাট্যকারের কল্যাণপনার কৌতুক মাত্র। এদের মধ্যে জঘন্যবর্গী উত্তমকুমার তাঁর অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন ক্ষেত্রবিশেষে। সমসীপবর্গী কালী বসুপাখ্যায়ের অভিনয় সময় সময় আতিশয্যবৃত্তি হলেও মোটামুটি মানোগ্রাহী। অভিনয়ের দিক দিয়ে নিরাশ করেছেন কল্যাণের চরিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী। পরিচালকও ব্যাধ হয় এই চরিত্রটিকে হাব-ভাব-বচন-ভূষণে দর্শক-বাস্তবতা কোন জনপ্রিয় অভিনয়ীর মতো করেই পেশ করতে চেয়েছিলেন। পরিচালকের এই দাবির কল্যাণ সুপ্রিয়া চৌধুরী নিজের শিক্ষণীয়-শক্তি নিয়ে উপস্থিত হতে পারেন নি। মিস কল্যাণের চরিত্রে নীতি সিংহের অভিনয় আভূত। নষ্টে-কল্যাণ নষ্টকার ভূমিকায় তাঁর নাচ ও বশব্দ্য পটভূমিকায়। পটভূমিকার মতো 'হিন্দুর তরুণকমর পরিচালকের দাবি মিত্রিয়েছেন। তাঁর দুই সকারের ভূমিকায় কল্যাণ ও ভানুর অভিনয়ও প্রশংসনীয়। অন্যান্য চরিত্রে আছে—চবিত্তে কল্যাণ, মিত্রের ভূমিকায়, পদ্ম দেবী, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলী দেবী ও ভানু বসুপাখ্যায়ের ভূমিকা। কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনা এ-ছবির আরেকটি কল্যাণবর্গী অভিনয়। তাঁর কল্যাণ আরেকটি গান 'শ্রুতিবর্তী' কল্যাণের গান। এরা এই গানগুলির সুর কল্যাণবর্গীর পরিচালনা আশা ও শ্রুতিবর্তী কল্যাণ মনে হয়। অবশ্যসংগীত বশব্দ্য।

চবিত্তে প্রশংসনীয় কাজের পরিচয় দিতেছেন শিক্ষণীয়-শক্তি 'সুনীল সরকার', শব্দগ্রহক অল্ল চট্টোপাধ্যায় এবং সংগীত-প্রচলন সাহায্য চট্টোপাধ্যায় ও মিন্টু কল্যাণ।

শিশু-চিত্রের প্রয়োজনীয়তা

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর নতুন নির্মিত 'চলচ্চিত্র' ফিল্ম সোসাইটির অধীনস্থ দুটি চিত্রের উদ্বোধন উপলক্ষে কেবলীয় হারিকণ ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশঙ্করবাবুর শাস্ত্রী মহোদয় করেন—ভারতবর্ষে অতিক্রম্য সংখ্যায় শিশু-চিত্রের প্রয়োজন। 'যাত্রা' নামক একটি প্রসঙ্গ-বিশেষ প্রমাণ-চিত্র ও 'আসাদিন অ্যাণ্ড দি মাসিক ল্যান্স' নামে একটি রাশিয়ান 'পটপট শো'র চিত্ররূপে সংগৃহীত এই সোসাইটির উদ্যোগে নির্মিত হয়।

এই অনুষ্ঠানে শ্রীশঙ্কর অরও বলেন, সর্বাধুনিক উন্নত কলাকৌশলের সাহায্য নিয়ে সৃষ্টির বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে শিশুদের

জন্যে শিশুপদ-সমর্পিত ও শিক্ষামূলক ছবি তৈরীর প্রয়োজন আছে। অনস্বীকার্য: মন্ত্রী মহোদয় পরিশ্রমে এই আশা প্রকাশ করেন যে, শিক্ষিত জনসাধারণ ও সরকার সোসাইটির লক্ষ্য ও কর্মপ্রচেষ্টা সফল করবে এগিয়ে আসবেন।

সভায় ফিল্ম সোসাইটির কর্মচারকে সাধুবাদ জানিয়ে মন্ত্রীর অর্থমন্ত্রী শ্রী সুব্রহ্মণ্যম ও কেবলীয় তথা এ বোতার মন্ত্রী ডঃ বি ভি কেশবর বক্তৃতা করেন।

এভিনবরা চলচ্চিত্র উৎসবে কি দেখে এলাম

সৌখিনা : জোন লিটলকিন্ড

এভিনবরয় সম্প্রতি যে চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল তাতে বিশেষ ৩৬টি দেশের ২৫০০ বেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এই উৎসবে রাষ্ট্র সংঘ ও তার কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে।

২৩শে আগস্ট উৎসবের প্রথম দিন ঘোষণা করা হয় যে কাউন্সিল অফ

রঙমহল ৫৫৩৬৩৯

প্রতি বুধবার ৩ শনি: ৩৫-৩৬
রবি ও ছুটি দিন: ৩৫-৩৬

এক ধূর্তা আকাশ

তরুণ রায়, হরান, হারিধন, জহর, শীলা, শ্রুতি, কেতকী মত এ শীলান্বিতা রায়

ফ্টার থিয়েটার

ফোন: ৫৫-১২৫৯

ভারতের একমাত্র শ্রীমতপনির্ভূত নট্যশালা
অনুপম কার্যকলাপসম্বন্ধিত প্রেক্ষাগৃহ

মনোজ বন্দু

ডাকবাংলো

অনাবিল হাস্য-কৌতুকে মিলন-

মধুর জাতিবর দৃশ্য-কাব্য!

অপরূপ দৃশ্যসজ্জা ও

আলোক-সম্পাত ॥

প্রতি বুধবার ও শনিবার ৩৫টির
বাবার ও ছুটির দিন ২৫ ও ৩৬টির

ব্যাপার: ছবি বিশ্বাস, আশীষকুমার, সম্মা
রায়, অজিত বসু, অপরূপ দেবী, জনপ্ৰকুমার,
মিতা চট্টা, কল্যাণী কল্যাণ, গীতা দে, শ্যাম
লাহা, সাধনা রায় চৌধুরী, মৃণালিন,
কল্যাণবর, প্রেমেশ্বর, কল্যাণ, বাসুদেব



মিনার্ডা থিয়েটারের বর্তমান আকর্ষণ 'নাইচের মহল'-এর একটি দৃশ্য। লিটল থিয়েটার গ্রুপ অভিনীত এই নাটকটি গো কির 'লোয়ার ডেপথ্‌স' অবলম্বনে রচিত।

ইওরোপের প্রধান পুরস্কারটি এবার বেসল রাইটস্‌ক তীর গ্রীস সম্পর্কে তোলা 'দি ইমর্টাল ল্যান্ড' চিত্রের জন্য প্রদান করা হয়েছে। ইতালী তার বার্লিন-ইওরোপীয়ান প্রবলেম চিত্রটির জন্য লাভ করেছে সংবাদচিত্রের পুরস্কারটি। অ্যাসোসিয়েটেড ব্রিটিশ প্যাথে তাদের উৎসাহু সংক্রান্ত একটি সংবাদচিত্রের জন্য লাভ করেছে একটি পুরস্কার। যে সমস্ত চিত্র জাতি-সমূহের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করতে সাহায্য করে সেই সমস্ত চিত্র এই পুরস্কার লাভ করে থাকে।

এডিনবরা চলচ্চিত্র উৎসবের সমস্ত চিত্র সম্পর্কে এই কথা বলা চলে। এই সমস্ত চিত্রের মাধ্যমে দিয়ে জাতিসমূহ নিজেদের পরস্পরকে ভাল করে জানবার ও বোঝার সুযোগ পেয়ে থাকে। এই বৎসর এই সমস্ত চিত্রের মাধ্যমে আমরা প্রাগ, ওয়ারস এবং বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বৌড়িয়েছি। লস এঞ্জেলসের জীবন যাত্রা লক্ষ্য করেছি; নিউ ইয়র্কের আকাশচুম্বী অট্টালিকা এবং আক্তার সার্জ বোট দেখে এসেছি; আর দেখছি উৎসবকালীন রিও ডি জানেরিওর রূপসজ্জা; সুইডিশ কৃষকদের চিত্রাবলী এবং জাপানের শিশুসম্ভার; আর সেই সঙ্গে উপভোগ করেছি স্কট-ল্যান্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

ভারতের যে চিত্রটি উৎসবে প্রদর্শিত হয় সেটি হল বিমল রায় প্রযোজিত 'বধূমাতি'; চিত্রটি দুইটি তরুণতরুণীর প্রেম কাহিনী নিয়ে তোলা। সিংহলের চিত্রটি হল 'দি লিভিং ওয়াল্ড'—এটি একটি আদমবটীর চিত্র; এতে রূপায়িত হয়েছে শবীপের অরণ্যজীবন।

আমি অনেকগুলি ছবি দেখেছি, কিন্তু আমার মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে বৃহত্তরুর 'দি স্যাডেজ আই', ক্রাসের অফিউ নিগ্রো, সুইডেনের 'দি ফেস' এবং রাশিয়ার ইউজিন ওর্নোগিন।

আমেরিকার তিনটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান চার বৎসর ধরে 'দি স্যাডেজ আই' চিত্রটি নিয়োগ করে। এটি লস এঞ্জেল শহরের একটি দলিল চিত্র বিশেষ।

অফিউ নিগ্রো চিত্রটি এই বৎসরের কান উৎসবে গোল্ডেন পাম পুরস্কার লাভ করে। মার্শেল কামু উৎসবকালীন রিও ডি জানেরিওর আধুনিক পটভূমিকার অফিউস ও ইউরিপিডিস-এর পুরাতন কাহিনী শূন্যরেখেন।

'দি ফেস' চিত্রটি একটি ভৌতিক কাহিনী। ইংমার বার্গমাস এতে আলোছারার যে 'এফেক্ট' সৃষ্টি করেছেন তা দর্শকগণ বহুকাল ধরে স্মরণে রাখবেন।

ইউজিন ওর্নোগিন সাইকোড্রামের অপেরার একটি চিত্ররূপ; এর সংগীতংশে অংশ গ্রহণ করেছেন বলশয় অপেরার সবসঙ্গণ।

আর একটি চিত্রের কথা আমি এই প্রসঙ্গে স্মরণ না করে পারছি না, তা হল চেক চিত্র অ্যাপাশানাটা, জিরি উইস এই চিত্রটি পরিচালনা করেছেন। একটি ছাত্রী ও বিবাহিত অধ্যাপকের প্রেম কাহিনী নিয়ে চিত্রটি তৈরি।

জাপানী চিত্র হুইসল ইন হাই হার্টও আমাকে সমানভাবে মুগ্ধ করে—হে'কাইজোর আইনু উপজাতির ছেলেকেয়েদের নিয়ে এই ছবিটি তোলা। তাদের সমস্যা তাদের সুখদুঃখ এতে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

পোলাশ্ড তার তিনটি কাহিনী চিত্র এবং কতগুলি স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্রের মধ্য দিয়ে বোঝাতে পেরেছে চিত্র নির্মাণের দক্ষতা তার কতখানি। কাহিনী চিত্রগুলির মধ্যে দুটি বৃহৎকালীন অবস্থার পটভূমিকা তোলা; তৃতীয়টি—মি অ্যানাটোলস্ ইন্সপেকশন—একটি কমেডি হল্যান্ডের একটি উপভোগ্য চিত্র হল ক্যানফের—দলিল চিত্র তুলে যিনি বিখ্যাত হয়েছেন সেই বাট হানস্টার-এর এটি প্রথম কাহিনী চিত্র। এর আলোক চিত্রশিল্পীয় শিল্প সৌন্দর্য লক্ষণীয়।

উৎসবে বীভৎস রসের চিত্রও কিছু কিছু প্রদর্শিত হয়: জর্জের ফ্রানজের আইজ উইদাউট এ কেস এদিক দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র। এতে একজন শালা চিকিৎসককে (পিপের রাস্তার) কেন্দ্র করে বীভৎস কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। চিকিৎসক তার কন্যার বিকৃত মূর্তি জীবন্ত টিশুর সাহায্যে স্বাভাবিক করার জন্য শরীর সহায়তায় বাইরে থেকে বহু মেয়ে অপহরণ করে আনেন। তার পরীক্ষার কাজে সাহায্যের জন্য থাকে কতগুলি ককর। এই কুরবগুলিই শেষ পর্যন্ত তার বিশেষ কারণ হয়।

এই বৎসরের উৎসবে ইতালী থেকে কোন কাহিনী চিত্র প্রেরিত হয় না। এবং ব্রিটেনের একটি ছাত্র কাহিনী চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়, চিত্রটি হল হারি ওয়াট-এর 'দি সীজ অব পিগগ্যাট'—সিডনী স্কসরের পটভূমিকার তোলা। নিউজিল্যান্ড থেকে অ্যাস চারটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র, অস্ট্রেলিয়া থেকে তিনটি, কানাডা থেকে একটি।

এডিনবরা এই সব স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্রের আকর্ষণ করারই লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই বৎসর আমি বিশেষভাবে উপভোগ করি চেকোস্লোভাকিয়ার হিয়ার আর শো বাটারফ্লাইজ চিত্রটি। ব্রিটেনের স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্রটি হল 'দি রাইং, জাম্পিং অ্যান্ড শট্যাংগ' স্টি ফিল্ম, এটি পিটার সেসারস-এর একটি হাস্যমধুর অতি বাস্তব-বাহী চিত্র।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চিত্র হল ব্রিটেনের 'দি কালচার' এপ এবং পোলাশ্ডের 'হাউস অ্যান্ড ক্যাট'।

এডিনবরা উৎসবে কোন পুরস্কার প্রদান করা হয় না; প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষ প্রদান করে থাকেন 'ডিস্লামা অব মেরিট'। ১৯৫৯ সালে যে সমস্ত চিত্র ডিস্লামা অব মেরিট লাভ করে তাদের মধ্যে থাকে অফিউ নিগ্রো, ক্যানফের, 'দি ফেস', 'দি স্যাডেজ আই', 'দি হোয়াইট বিয়র', 'দি নাসস টোটার', ও ওয়াল্ট ডিস্নির 'হোয়াইট ওয়াইল্ডারনেস'।

মহাপঞ্জার আগেই কলকাতার ফুটবল মরসুমের উপর যাবতিকা পড়েছে। মহাপঞ্জার পর আসামের নগরীয় অরুণ্ড হয়েছে ফুটবলের মহা-উৎসব—ভারতের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। অবশ্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে জাতীয় ফুটবলের খেলা আগেই আরম্ভ হয়েছিল। নগরীয় এখন চলছে জাতীয় ফুটবলের দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ের খেলা। তই সারা ভারতের ফুটবল ক্রীড়াবিদদের দৃষ্টি এখন আসামের দিকে।

কলকাতার খেলোয়াড়ের আসর এখন একেবারেই শান্ত। এখানকার খেলোয়াড় ও খেলোয়াড়ের পরিচালকরা এখন রাস্তায় নেমেছেন বন্যাক্রান্ত নরনারীদের জন্য অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে কয়েক হাজার টাকাও সংগৃহীত হয়েছে। খেলোয়াড় ও খেলোয়াড়ের পরিচালকদের এই প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। প্রকৃতির রসদেবে আল সংসার দিক দিক হাজার হাজার। নিরন্তরকে ভরা দান, নিরন্তরকে অশ্রু এবং নিরন্তরকে বস্ত্র দেবার জন্য আজ সবাই যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। খেলোয়াড়দেরও এই চেষ্টায় এগিয়ে এসেছেন এবং সবাই সম্মিলিত। সাধারণের কাছে খেলোয়াড়দের আবেদনের একটি বিশেষ মূল্য আছে। তাই একদিন রাস্তায় দের হাতের তালি হাজার দশক টাকা ফুলাহীন। ঘণ্টা কয়েক তালি আরও বহু হাজার টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন বলে আমাদের বিশেষ আশা। রাস্তার রাস্তায়

খেলার গ্রাঠ

একলব্য

এক পক্ষের দ্বারে অর্থসংগ্রহ করা ছাড়া এরা নানা পন্থানে ছোট-বড় চারিটি মাঠের আরোজন করেও বহু অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। অন্যান্য রাজ্যের খেলোয়াড়দের কাছে আবেদন করলেও কিছু অর্থ আসতে পারে। নগরীয় জাতীয় ফুটবলের একটি বিশেষ খেলাও বন্যাক্রান্ত ভাণ্ডারের জন্য চারিটি মাঠ হিসাবে আরোজিত হতে পারে। এই-ভার যেখান থেকে যতটা অর্থ সংগ্রহ করা যায়, ততটাই আত্মের সেবার কাজে আসবে।

সবশেষে বলি—এই সময়ে আই এফ এ শীর্ষের অসমাপ্ত ফাইনাল খেলাটি কি বন্যাক্রান্ত ভাণ্ডারের অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আরোজিত হতে পারে না? জাতীয় ফুটবলের খেলা শেষ না হলে অবশ্য ফাইনাল খেলার বদলে করা সম্ভব নয়। কারণ ফাইনালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের কয়েকজন খেলোয়াড় জাতীয় ফুটবলে এখন বাংলা দলের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। কিন্তু জাতীয় ফুটবলের খেলা শেষ হয়ে গেলে নভেম্বরের

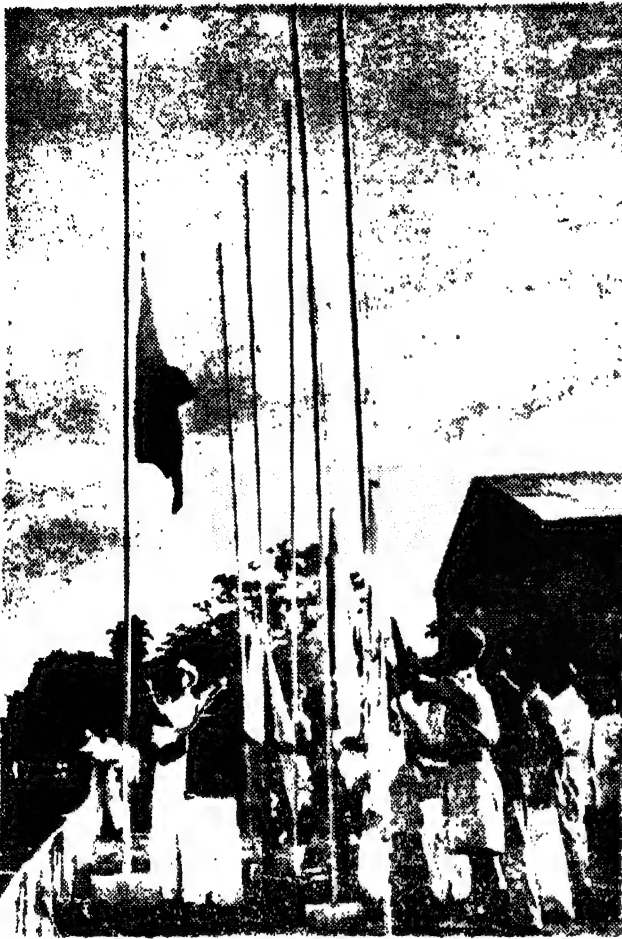
প্রথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহে আসামেই কলকাতার আই এফ এ শীর্ষের অসমাপ্ত ফাইনাল খেলার আরোজন করা যেতে পারে। আশা করি, বন্যাক্রান্ত মহা উদ্দেশ্যে খেলাটির কথা উঠলে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের তরফ থেকে কোন ওজর-আপত্তি উঠবে না, যাঁরা পাওয়া সম্পর্কেও কোন সমস্যা দেখা দেবে না।

গত ১৫ই অক্টোবর আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিমলাপ্রসাদ চলিহা নগরীয় জাতীয় ফুটবলের উদ্বোধন করেছেন। বর্তমান বাকসম্মত অক্টোবরের ৩১শে তারিখে জাতীয় ফুটবলের ফাইনাল খেলা শেষ হবার কথা। তবে শেষ পর্যায়ে সেমি-ফাইনাল বা ফাইনাল খেলা এক-আধদিন অসমাপ্ত-ভাবে শেষ হলে প্রতিযোগিতা শেষ হতেও এক-আধদিন দেরি হতে পারে।

জাতীয় ফুটবলের এবার মোড়ল অনন্দান। এতদিন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্য নক আউট প্রথম এই প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়ে এসেছে। গতবার থেকে লীগ ও নক আউট প্রথম খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রথমে আঞ্চলিক ভিত্তির লীগ খেলা করে চারটি অঞ্চলের বিজয়ী ও রানার্স-আউট দলের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ। তারপর নক আউট প্রথম সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল খেলা। দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে আছে আরও দুটি গ্রুপ। একটি গ্রুপে আছে



মুন্সীগঞ্জে আই এফ এ ও জাপানের ইয়াওয়াটা স্টিলওয়ার্ক ফুটবল দলের প্রদর্শনী খেলার আগে তোলা দলের খেলোয়াড়দের ছবি



আগরতলায় নিখিল ভারত স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলীয় লীগ খেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্কুল গেম ফেডারেশনের সহ সভাপতি শ্রী বি এন বসু, ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের শতাকা উত্তোলন করছেন

বাংগলা, অম্প, বিহার ও উত্তর প্রদেশ। আর একটি গ্রুপে আছে সার্ভিসেস, আসাম, কেরালা ও বোম্বাই।

এবার সার্ভিসেস দল স্যামেট মোট ১৫টি রাজ্য জাতীয় ফুটবলে অংশ গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে দিল্লি, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পঞ্জাব, মহাশূর ও মধ্যপ্রদেশ আঞ্চলিক লীগ খেলার প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। আঞ্চলিক লীগে বিভিন্ন দলের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ—

পূর্বাঞ্চল

খেঃ জঃ ভূঃ পবঃ স্বঃ বিঃ পঃ

আসাম	২	১	১	০	১	০	৩
বাংগলা	২	১	০	১	৫	১	২
উড়িষ্যা	২	০	১	১	০	৫	১

উত্তরাঞ্চল

সার্ভিসেস	৩	০	০	০	১	০	৬
উত্তর প্রদেশ	৩	২	০	১	৩	২	৪
সিঙ্গ	৩	১	০	২	৫	৭	২
মধ্যপ্রদেশ	৩	০	০	৩	২	১২	০

মধ্যাঞ্চল

বোম্বাই	৩	১	২	০	২	১	৪
বিহার	৩	১	২	০	৬	৩	৪
রাজস্থান	৩	১	১	১	২	৪	৩
পঞ্জাব	৩	০	১	২	৩	৫	১

দক্ষিণাঞ্চল

অম্প	৩	২	১	০	৪	১	৫
কেরালা	৩	১	২	০	২	১	৪
মহাশূর	৩	১	০	২	৪	৬	২
মল্লাজ	৩	০	১	২	৩	৫	১

বলা বাহুল্য, ফুটবল মাঠে ভারতের রাজ্য রাজ্য এই লড়াইয়ের নামই জাতীয় ফুটবল। আই এফ এর পরম ক্রীড়ানুরাগী প্রাক্তন সভাপতি পরলোকগত সন্তোষের মহাকবির নামান্বয়ে এই প্রতিযোগিতার বিজয়ীর পুরস্কারের নাম 'সন্তোষ ট্রফি'। এইজন্য জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা সন্তোষ ট্রফির খেলা নামেও পরিচিত। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে ১৯৪১ সাল থেকে এই প্রতি-

যোগিতা আরম্ভ হয়েছে এবং এক-এক বৎসর এক-এক রাজ্য প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে আসছে।

দ্বিতীয় এবং শেষ পর্যায়ের খেলা পরিচালনার ভার পেয়েছে এবার আসাম রাজ্য ফুটবল এসোসিয়েশন। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন আসতে পারে, রাজধানী শিলং অথবা আসামের অন্যতম প্রধান কর্মকেন্দ্র জোড়হাট বা গোহাটীতে খেলার ব্যবস্থা না করে আসাম ফুটবল এসোসিয়েশন নওগায় খেলার আয়োজন করলেন কেন? এর উত্তর— আসামের বিভিন্ন জেলার মধ্যে নওগায় ফুটবল খেলা সবচেয়ে জনপ্রিয়। নওগায় টোপাটিং মাঠ আসামের মধ্যে সবচেয়ে ভাল মাঠ। আর আসাম ফুটবলের প্রধান কর্মকেন্দ্রও এখন নওগায় অবস্থিত।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার সফল পরিচালনার জন্য আসাম ফুটবল এসোসিয়েশন কোন চেষ্টাও ছাড়ি করেননি। মাঠে পানরো থেকে বিশ হাজারের মত দর্শকের জায়গা করা হয়েছে। গোহাটী, জোড়হাট, শিলচর ও তিরুগুড় প্রভৃতি আসামের প্রধান প্রধান কর্মকেন্দ্র থেকে দর্শকরা ঘাড়ে সহজে নওগায় এসে খেলা দেখতে পারে, তাই জন্য সমস্ত রাত্রে বিশেষ স্টল বাস চলাচলের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণকারী আটটি দলের খেলাঘাত বিভিন্ন দলের কর্মকর্তাও বেফারবীন্দর থাকা-থাকার জন্য নওগায়ের স্টেট লাইব্রেরীতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন রকমের এবং বিভিন্ন বর্ণের আহাব্যেরও ব্যবস্থা আছে।

ইতিমধ্যে কতকটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু সে খেলার ফলাফল জাতীয় ফুটবলের পরে করা যাবে। গতবারের বিজয়ী শব্দ, গুজরাটের দল জাতীয় ফুটবলের ১৫ বারের অনুষ্ঠানে ৯ বারের বিজয়ী এবং ৬ বারের বারনাসি বাংগলা দলের একাধি বিজয়ী হবার সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশী।

ভারতের ফুটবল ক্ষেত্রে বাংগালার শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। চিরদিনই বাংগলা দল শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছে। আজও তাই শ্রেষ্ঠত্ব সেই, একথা বলা যায় না। কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েকটি খেলায় বাংগলা ফুটবলের কঠিনবৃত্তদের পরাজয় বাংগালার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রীড়ামোদীদের বেশ চিন্তিত করে তুলেছে। নুজোমেরই প্রথম পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে জাতীয় ফুটবলের আঞ্চলিক লীগের খেলায় আসামের কাছে। পরে কাশ্মীরে আন্তঃ-নির্মলবিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে হার স্বীকার করতে হয়েছে ওদুমানিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। একে বাংগালার মাঝারি খেলোয়াড়দের

দেশী সংবাদ

১২ই অক্টোবর—গত রাববার নবীয়া জেলার কুনগারের কাছে চুপী নদীর জলাচ্ছন্নতার প্রবল স্রোতে একটি নৌকা ভুবিয়া যায় এবং উহার আরোহীদের মধ্যে ১০ জন নিমজ্জিত ও ৬ জন নিখোজ হয় বলিয়া অদা সংখ্যায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৩ই অক্টোবর—মাত্র ৪টি বাধ নিম্নাংশ পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ রাখায় ডি ডি সির বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাধে হইয়াছে বলিয়া বখন বে-সরকারী বিভিন্ন মহল মনে করিতেছেন—বন্যা নিয়ন্ত্রণের এই প্রসঙ্গ লইয়া নাকি এখন রাজা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং ডি ডি সির কর্তৃপক্ষের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিয়াছে।

জানা গেল ডাউন্য সরকার কালাহাণ্ডির জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে ধর্মোন্নিতির অভিযোগে মামলা দায়ের করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

১৪ই অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে গত সোমবার পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে জিনিসপত্র ও নগদে ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়াদ করা হইয়াছে বলিয়া সরকারী সূত্রে জানা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 'জম্বুবা' সরবরাহ হিসাবে ৪ হাজার টন গম ও ৫ হাজার টন চাউল পশ্চিমবঙ্গে প্রেরণ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এ পর্যন্ত ১২২ জনের প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বর্ধমান বিভিন্ন স্থান হইতে কলরা প্রকৃতি সংক্রমক রোগের প্রাদুর্ভাবের খবরও পাওয়া যাইতেছে।

১৫ই অক্টোবর—দশকারণা পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত উদ্ভাবনদের পুনর্বাসনের জন্য মধ্যপ্রদেশের কতোর জেলার পরালকোট প্রায় ৫২ হাজার একর চব্বের জমি পাওয়া যাইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আগামী ১৫ই নভেম্বর প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আনুষ্ঠানিকভাবে ডি ডি সির পাণ্ডে বধের উদ্বোধন করিবেন। ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই বাধটি ডি ডি সির প্রথম পর্যায়ের শেষ বাধ।

১৬ই অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শক্তবার সাংবাদিকদিগকে জানান যে, প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আগামী ২১শে অক্টোবর বৃহবার পশ্চিমবঙ্গের বন্যা-পীড়িত এলাকাগুলি পরিদর্শন করিবেন।

সুপ্রীম কোর্ট আজ এই মর্মে রায় দেন যে, শিল্প-বিরোধ আইনের ২৫ (এফ) ধারা মতে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী ছুটিই কর্মীগণ গ্রাফুইটি পরিকল্পনার সুবিধাও দাবি করিতে পারেন।

নিম্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত সংবাদ জানা য় যে, সর্বত্র বন্যার জল কমিতেছে, কিন্তু

সাপ্তাহিক সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ ইতোমধ্যেই সাধিত হইয়া গিয়াছে। পাকা আউল ধান পর্যন্ত জমিতে নাই। উর্বর ভূমি স্থানে স্থানে বালুর স্তূপে পরিণত হইয়াছে। অনেক স্থানে নদীর ভাঙ্গনে বহু কৃষিজমি নদীগর্ভে গিয়াছে।

১৭ই অক্টোবর—সরকারী সূত্রে সাম্প্রতিক বিধুসী বন্যার দরুণ কয়-ক্ষতির অসংখ্যত যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তদনুযায়ী প্রায় ৭০ কোটি টাকার মত সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। বিভিন্ন জেলার বন্যা-দুর্গত লোকের সংখ্যা ৫৫ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষের মধ্যে।

কলিকাতা পোর্ট কর্তৃপক্ষ হালদিয়া বন্দরের মাল খালারের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া কোন 'নিগূঢ় কারণে' সমস্ত কণ্ট্রীটি একটি বিদেশী কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করেন এবং উক্ত কোম্পানী বাঙালার বাহিরের কয়েকটি রাজ্য হইতে শ্রমিক আমদানীর ব্যবস্থা পাক করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ফলে বাঙালী শ্রমিকের কর্মসংস্থানের খার লুপ্ত হইয়াছে।

১৮ই অক্টোবর—দশকারণের কর্তৃক লইয়া কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমোহনচাঁদ খান্না এবং দশকারণ উন্নয়ন পরিকল্পনার চীফ অফিসার মিস্ট্রের মধ্য মন কষাকষি বর্তমানে এমন প্রকাশ্য স্বেচ্ছাকৃত পন্থায় পৌঁছিয়াছে যে, উহা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শিরোপাড়ার কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

অত্র পক্ষান বিমান বন্দরে সংবাদিকদের প্রশ্নের তত্ত্বের ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতঃ ঘোষ বলেন যে, কিংবা-এ ঘটনের সঙ্গে তিনি সাক্ষর করিয়াছেন, তাহাও প্রত্যেক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যথাসাধ্য ভারতীয় নীতিমূলক বিরোধের মীমাংসার বিশেষ আর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১২ই অক্টোবর—রাশিয়ার চন্দ্র প্রদক্ষিণকারী রকেট কক্ষপথে পৃথিবী হইতে দ্রুততম কিন্তু অতিক্রম করিয়া এখন পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতেছে বলিয়া আজ সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী "তাস" সংবাদ দিয়াছেন।

আজ মার্কেন্টাইল গার্ডিয়ান এ পাশাপাশি চীনা ও রাশিয়ান মানচিত্র প্রকাশ করিয়া দেখান হইয়াছে যে, চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের মত চীন-সোভিয়েট সীমান্ত লড়াইও বিরোধ হইয়াছে।

১৩ই অক্টোবর—রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে গত রাতে তিব্বত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অয়ল্যান্ড ও মালয়ে প্রস্তাব অনুযায়ী তিব্বত প্রসঙ্গ বিতর্ক-সূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ভিয়েনার ৮৩ বৎসর বয়স্কা মহিলা মেরি সুবার্ট ভিয়েনার একই হাসপাতালের একই ওয়ার্ডের একই শয্যা ৬৫ বৎসর যাবৎ রহিয়াছেন। অস্টিওমিলাইটিস রোগে আক্রান্ত হইয়া সুবার্ট ১৮ বৎসর বয়সে হাসপাতালে ভর্তি হন। আজ তাহার বয়স ৮৩ বৎসর। রোগ উপশমের লক্ষণ কিন্তু এখনও দেখা গেল না।

১৪ই অক্টোবর—পাকিস্তান ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত একটি রাজ্য অর্থাৎ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক, আইনসম্মত ও প্রশাসনমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনে রাষ্ট্রপুঞ্জে আপত্তি উত্থাপন করায় ভারত বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন।

১৫ই অক্টোবর—অধ্যাপক ডাঃ সোভেরা ওচেরা ও অধ্যাপক ডাঃ আব্বাস কনিংহাম ১৯৫৯ সালের জন্য কেমব্রিজের অদা নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহার উভয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী।

সহাবাস্থিতি সম্পর্কে মারকা ও পাকি এর মধ্যে মতভেদ সম্পর্কে পাকিস্তান রাষ্ট্রসমূহ যে ভাষণে কখনো চলেছে, সেটিয়াই প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ব্রাহ্মচন্দ্র অর্য অস্ত্রায়ার দ্বারা অস্বীকার করিয়াছেন।

১৬ই অক্টোবর—লাওনে একটি নতুন গণিতিক যন্ত্র (ইলেকট্রনিক ডেন) প্রস্তুত হইয়াছে। হিসাব, গণনা বিত্তীয় গণনা ও সংখ্যাগতিক সমস্যাগুলি তাহা এই যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন হইবে। ডি ডি পি নামে অভিহিত এই যন্ত্রটি খরচ প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার দুইশত টাকার ও লক্ষ পঞ্চাশ। ইহার গণনা ক্ষমতা এত ব্যাপক যে পৃথিবীতে এই যন্ত্রের সমস্ত যন্ত্র জর নাই।

১৭ই অক্টোবর—অগামী তিস্তা নদে মাস দ্বিতীয় যে দ্রুত ভীষণ মেলার আশঙ্কিত হইবে তাহাতে চীন সরকার যোগ দিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন চীনের এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৮ই অক্টোবর—দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যে এই জনবল চলেতেছে যে, কনিষ্ঠায়া অল্প বিভাগ আইন সম্পর্কে সরকারের নীতির দ্বারা পরিবর্তন ঘটবে। এই সমস্ত জনবল প্রকাশ্যে ভারতীয়গণ যদি বিশেষ অগণন লিপি স্বতন্ত্রভাবে বাসের ব্যবস্থা মানিয়া দেন তাহা হইলে সরকার তদ্বিধানকে নগর শহর ও গাম্বুলিতে তাহাদের দোকানদারত রাখিতে দিবেন।

সোভিয়েট আন্তর্গত স্টেশন লুইক-ও পৃথিবী হইতে চন্দ্রের যে দিকটা দেখা যায় না, সেট দিকের চিত্র প্রণয় করিয়াছে বলিয়া তাস আজ ঘোষণা করিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পরস। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, বাৎসরিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মহাসংস্ক : (সত্যক) বার্ষিক—২২, বাৎসরিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পরস।
মহাসংস্ক ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস ৬ সত্যার্কন শ্রীট, কলিকাতা—১।
টোলফোন : ২০-২২৮৩। স্ববাহিকারী ও পারিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

লেখ

একটুখানি 'ভিম' দিয়ে তাই করুন পরবর্তী আজ এখুনি! 'বেসিন' বাসন ঘড়াঘাট, কাঁচের জিনিষ চীনেমাটি থেকে না কেন
 ঘরের প্রত্যেক স্থান ঘরের যন্ত্রাঘাট, সব কিছুতে চকমকানি দেখতে যদি চান আপনি
 'ভিম' বাসন ঘড়াঘাট, কাঁচের জিনিষ চীনেমাটি থেকে না কেন
 ঘরের প্রত্যেক স্থান ঘরের যন্ত্রাঘাট, সব কিছুতে চকমকানি দেখতে যদি চান আপনি

ভিম 'কবিতা' প্রতিযোগিতায় যোগদান করুন!

১২,০০০ টাকার

বিভিন্ন মূল্যবান পুরস্কার!

আপনিও এই চমকপ্রদ পুরস্কারগুলোর যে কোন একটি পেতে পারেন

৩টি প্রথম পুরস্কার

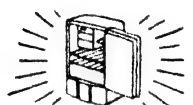
৩টি দ্বিতীয় পুরস্কার

৬০টি যোগাতার পুরস্কার

রেফ্রিজারেটর অথবা
নগদ ২০০০ টাকা

ফিলিপসের ৬ ভল্টের
অলওয়েভ রেডিও

পার্কার ক্লিনার
ফাউন্টেন পেন



আপনি শুধু দুই বা তদধিক ছাত্র বাংলা বা হিন্দি বা ইংরেজীতে ছন্দমিল মেখে ভিমের ওপর একটি কবিতা লিখুন। কবিতাটিতে ভিমের নানাগুণ ও পরিচয় করার ক্ষমতার কথাও বলতে হবে।

যেমন—'বেসিন' বাসন ঘড়া ঘাট, কাঁচের জিনিষ চীনেমাটি
 হোকনা কেন ঘরের মেঝে, বাগা ঘরের খালা বাটি,
 সব কিছুতে চকমকানি দেখতে যদি চান আপনি
 একটুখানি 'ভিম' দিয়ে তাই করুন পরবর্তী আজ এখুনি।

আপনি যতগুলো খুশী কবিতা পাঠাতে পারেন। বাংলা বা হিন্দি বা ইংরেজীতে। তবে মনে রাখবেন প্রতিটি কবিতাই আলাদা আলাদা কাগজে পরিষ্কার করে লিখে পাঠাতে হবে। এবং প্রতিটি কবিতা-এ সঙ্গে ভিমের কোটোর ওপর থেকে 'ভিম' হিন্দি ছাপটি কেটে পাঠাতে হবে। গঠন এবং ছন্দমিলের গুণাগুণ দেখে কবিতার বিচার করা হবে। এবং আরও দেখা হবে কবিতাটিতে 'ভিমের' বিভিন্ন ব্যবহারেরও উল্লেখ আছে কিনা।

প্রতিযোগিতার নিয়মগুলো ভাল করে পড়ুন: (১) প্রতিটি কবিতা ৪৫ ছব্বরের পূর্বে নাম দিকনা সব কবিতার করে কবিতা নিয়ে খালিখালি কাগজে লিখে পাঠাতে হবে। (২) প্রতিটি কবিতার সঙ্গে ভিমের কোটোর ওপর থেকে 'ভিম' হিন্দি ছাপটি কেটে পাঠাতে হবে। (৩) সব কবিতাই সোমবার, ২৫ নভেম্বর ১৯৬৬ বেলা ৪টা টিকে পৌঁছাবে। 'ভিম' বাসন ঘড়াঘাট, কাঁচের জিনিষ চীনেমাটি থেকে না কেন' (৪) এই প্রতিযোগিতায় হিন্দুস্থান লিটারে 'লিমিটেড' অথবা ইন্ডিয়ান লিটারে 'লিমিটেড' কর্তৃক করা হবে। (৫) এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা পাবেন ১২,০০০ টাকার পুরস্কার। (৬) এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা পাবেন ১২,০০০ টাকার পুরস্কার। (৭) এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা পাবেন ১২,০০০ টাকার পুরস্কার। (৮) এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা পাবেন ১২,০০০ টাকার পুরস্কার। (৯) এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা পাবেন ১২,০০০ টাকার পুরস্কার। (১০) এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা পাবেন ১২,০০০ টাকার পুরস্কার।



শিগগির
করুন!
যোগদানের
শেষ তারিখ:
১৫ নভেম্বর
১৯৬৬

ভিমের সাফল্যের প্রমাণ উজ্জ্বলতায়

V.102-X52 DG

হিন্দুস্থান লিটারে লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত।

চলতি রেওয়াজ

এখনকার চলতি রেওয়াজ হলো তাঁতের কাপড়ের। তার কারণ হলো এর অসংখ্য রকমারি। বিরাট ভারতের মতোই বিশাল এর প্রসার আর চাহিদা। এদের প্রতি গজ কাপড়ই যেন শিল্পের প্রতীক—চলিত প্রথা থেকে আধুনিকতম রুচীর প্রকাশ রয়েছে এ সব কাপড়ের রং আর নক্সায়। তাই “হ্যাণ্ডলুম হাউস” আপনার জন্য ভারতের সারা প্রান্ত থেকে তাঁতের উৎকৃষ্ট শাড়ী, পোষাকের কাপড় আর ঘর সাজানোর সরঞ্জাম এনে জড়ো করেছে।

মরকত মণির মতো সবুজ জমিনের ওপর জরির বড়ার দেওয়া মাদুরাই-এর ‘চুনারী’ শাড়ী— গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায় একখানি আদর্শ পরিধেয়।



শীততাপ নিরামিত

হ্যাণ্ডলুম হাউস

ফ্যাশান নামের অগ্রদূত

২নং লিফটসে স্ট্রীট, কোলকাতা-১৬

পাইকারী ডিপো—৩এ গার্ডিন স্ট্রাস, কোলকাতা-১

২২১নং ডাঃ দাদাভাই নরোজি রোড, বোম্বাই-১ •
বিশেষ বিক্রয় শাখা : এডেন, ব্যাংকক, কলম্বো,
হেড অফিস : অল ইন্ডিয়া ফেরিকস মারকেটিং কো-অপারেটিভ

১নং রতন বাজার, মাদ্রাজ-৩
কুয়ালালামপুর, সিঙ্গাপুর
সোসাইটি লি., জম্মুয়াম চেন্নাই, ফোর্ট স্ট্রীট, বোম্বাই-১



২৫ বর্ষ] শনিবার, ২০ আশ্বিন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 10th October, 1959. মূল্য-৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৫০

অভিজাত প্রসাধন বেলু



উষসী ফেস পাউডার

বেঙ্গল কেমিক্যাল * কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

৩০খানি 'ভিম' দিয়ে তাই করুন পরম আজ এখুনি! 'বেসিন' বাসন ঘড়াঘাট, কাঁচের জিনিষ চীনেমাটি হোকনা হোকনা হোকনা তোকে রান্না ঘরের খালোবাটি, সব কিছুতে চকমকানি দেখতে যদি চান আপনি

ভিম 'কবিতা' প্রতিযোগিতায় যোগদান করুন!

১২,০০০ টাকার
বিভিন্ন মূল্যবান পুরস্কার!

আপনিও এই চমকপ্রদ পুরস্কারগুলোর যে কোন একটি পেতে পারেন

৩টি প্রথম পুরস্কার

রেফ্রিজারেটর অথবা
নগদ ২০০০ টাকা



৩টি দ্বিতীয় পুরস্কার

ফিলিপসের ৬ ভল্টের
অলওয়েভ রেডিও



৬০টি যোগ্যতার পুরস্কার

পার্কার কুনিয়ার
কাউন্টেন পেন



আপনি শুধু দুই বা তদধিক ছত্রে বাংলা বা হিন্দি বা ইংরেজীতে ছন্দমিল রেখে ভিমের ওপর একটি কবিতা লিখুন। কবিতাটিতে ভিমের নানাগুণ ও পরিষ্কার করার ক্ষমতার কথাও বলতে হবে।

যেমন—'বেসিন' বাসন ঘড়া ঘাট, কাঁচের জিনিষ চীনেমাটি

হোকনা কেন ঘরের মধ্যে, রান্না ঘরের খালা বাটি,
সব কিছুতে চকমকানি দেখতে যদি চান আপনি

একটু ধানি 'ভিম' দিয়ে তাই করুন পরম আজ এখুনি।

আপনি যতগুলো শূন্য কবিতা পাঠাতে পারেন। বাংলা বা হিন্দি বা ইংরেজীতে। তবে মনে রাখবেন প্রতিটি কবিতাই আলাদা আলাদা কাগজে পরিষ্কার করে লিখে পাঠাতে হবে। এবং প্রতিটি কবিতা সঙ্গ ভিমের কোটোর ওপর থেকে 'ভিম' হিন্দি ছাপটি কেটে পাঠাতে হবে। গঠন এবং ছন্দমিলের গুণাগুণ দেখে কবিতার বিচার করা হবে। এবং আরও দেখা হবে কবিতাটিতে 'ভিম'র বিভিন্ন ব্যবহারেরও উল্লেখ আছে কিনা।

প্রতিযোগিতার নিয়মগুলো ভাল করে পড়ুন: (১) প্রতিটি কবিতা বড় অক্ষরের পুরো নাম টিকানা সহ হস্তাক্ষর করে কালি দিয়ে আলাদা আলাদা কাগজে লিখে পাঠাতে হবে। (২) প্রতিটি কবিতার সঙ্গে ভিমের কোটোর ওপর থেকে 'ভিম' হিন্দি ছাপটি কেটে পাঠাতে হবে। (৩) সব কবিতাই সোমবার, ২১ নভেম্বর ১৯৬২ বঙ্গাব্দ বার টার সেরে, 'ভিম হাউস কম্প্লেক্স', পোস্ট বাগান-১০০০৬ বোম্বাই-১ এই ঠিকানায় পৌছানো চাই। (৪) কোন কবিতা হারিয়ে গেলে, দেহীতে পৌঁছালে অথবা নষ্ট হয়ে গেলে তার জন্য কোন দায়িত্ব নেওয়া হবে না। এবং এ বিষয়ে কোন পরামর্শও দেবে না। (৫) কবিতাগুলো যে সব বিচারকরা দেখবেন তাদের মতামতই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। (৬) এই প্রতিযোগিতার হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড অথবা তাদের বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ছাড়া ভারতের সমস্ত অধিবাসীরা অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। (৭) যে সব খৈনিক পরিকাঙ্কণেতে ভিম কবিতা প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে—প্রতিযোগিতার ১ম এবং ২য় স্থান অধিকারীদের নাম সেই সব পরিকাঙ্কণে মাত্র ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৬২ নাগাদ লেখা করা হবে। অন্যনা পুরস্কার যাত্রা পাবেন উদ্দেশ্যে ডাক মারফত জানানো হবে। (৮) একটির বেশী পুরস্কার কোন বিজয়ী প্রতিযোগীকেই দেওয়া হবে না।



**শিখারি
করুন!
যোগদানের
শেষ তারিখ:
২১ নভেম্বর
১৯৬২**

ভিমের সাফল্যের প্রমাণ উজ্জ্বলতায়

চমৎকার



ব্রিটানিয়া

ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে দিলে হাসি আর মুখে
ধরে না ! বাচ্চাদের জন্যে অদ্ভুত ভালো এই
ব্রিটানিয়া বিস্কুট—ওদের দৈনন্দিন খাবারে প্রায়ই
যেসব জিনিসের অভাব থেকে যায় সেই স্বাস্থ্য ও
শক্তিপ্রদ পুষ্টি ও ভিটামিনে ভরপুর। আপনার
ছেলেমেয়েদের ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে দিন—এই
বিস্কুট খুব সহজে হজম হয় !

বড়দের মধ্যে ধারা কেবল ভালো জিনিসই চান তারা।
ব্রিটানিয়া বিস্কুটই নিয়ে থাকেন, কেননা স্বাদে ও
গন্ধে ব্রিটানিয়ার তুলনা নেই।



বাজারের সেরা

বি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

সেইসময়ও তুমি প্রয়োজন



- ১২ বছরের জাতীয় পত্রিকাদ্বারা সংগৃহীত সাটফিক্রেট
- ১০ বছরের ইক্সপেরিয়েন্স ডিপেন্ডেন্স সাটফিক্রেট
- ১৫ বছরের এ্যাডুইট সাটফিক্রেট
- পোষ্ট অফিস সার্ভিসে ১০ বছর ডিপেন্ডেন্স
- ফ্রান্সাইজিং সিটিজেনশিপ অফিস পত্রিকাদ্বারা

জাতীয় সংসদ সংস্থা

পরিচালনা
সাধারণ
নির্দেশক সাহিত্যিক

স্ট্রীচাণ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গান্ধী জন্ম-জয়ন্তী—	...	৭৪৫
প্রসংগত—	...	৭৪৬
প্রত্যাশা (স্কেচ)—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৭৪৭
বৈদেশিকী—	...	৭৪৮
তিন দিন তিন রাত্রি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	৭৪৯
অন্য অস্ত্র (কবিতা)—শ্রীবারেন্দ্র কুমার	...	৭৫২
দিন-লিপি : জ্যৈষ্ঠ (কবিতা)—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য	...	৭৫২
একটি হালকা কাবিতা (কবিতা)—শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র	...	৭৫২



আরসোনিমেটেড-এব
গ্রন্থ তি থি

৭৫ ডায়ের বই
জগদীশ গুপ্তের
স্বনির্বাচিত গল্প ৪
৭৫ প্রাণের বই
প্রশান্ত চৌধুরীর
স্বগতোক্তি ৩১০

(নবোপন্যাস)
যেখানে সীতা স্বপ্ননাথকে দেখায়
নতুন বানরালার ডিক্রাইন, লত
ক্রাইব, সিরাজউদ্দৌলাকে খাওয়ার
মোরগমশরম, যেখানে উপরানায়ের
রোগীরা হন বাকোদর, লম্বোদরা
হন কীংকটি, সেই রপজগতের
বিচিত্র সব মানুষের হৃৎকলন।

গৃ জা য় ৭ খা নি ছেলেদের বচন বই বার হলো

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চাইবুড়োর পদার্থ ৩, নীলামজুমদারের গদ্যপির গদ্যস্ত খাতা ২১
প্রেমেন্দ্র মিত্রের অম্বিতীয় ঘনাদা ২৫০, হেমেন্দ্র রায়ের গোয়েন্দা, ভূত ও মানুষ ২১
শিবরাম চক্রবর্তীর চুলচেরা শোধবোধ ২১, জয়ন্ত চৌধুরীর হাওয়া বদল ৩১

শুদ্ধ হাসির গল্প—(হাসির গল্পের সংকলন) ৫

কলিমচন্দ্র, ট্রোলোকনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সৌরভ-
মোহন, সুকুমার রায়, হেমেন্দ্রকুমার, বনফুল, বিজুই বসু, তারাপ্রসাদ, ভূপেন্দ্রনাথ, পণ্ডিত, প্রেমেন্দ্র, অজিতা, শিবরাম,
প্রবোধ, মনুজা আলী, নীলামজুমদার, মোহাম্মদ, রূপনবজো প্রমুখ সাহিত্যিকগণের মোট ৫৩টি গল্পের সংকলন।

আমাদের প্রকাশনার কয়েকটি ছোটদের বই:

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প (৫য় সং) ৩, ১১ শিবরাম চক্রবর্তীর নিখরচায় জগদায়োগ (২য় সং) ২, ১১
ভূতভূত অশুভুভূত ১৫০ ৥ বনফুলের করবী ১৫০ ৥ বিমল মিত্রের টক-বাল-মিষ্ট ২, ১১ বিজুই ভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের ভাল
নবমী ২১০ ৥ বিজুইভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের হেসে যাও ২, ১১ সৌরভমোহন বন্দোপাধ্যায়ের রূপকথার কাঁপ ২১০ ৥ পশুপতি
জট্টাচার্যের সঙ্গের দেশের রূপকথা ২, ১১ রূপনবজোর মজার গল্প ২১০ ৥ রবীন্দ্র মিত্রের মায়াবাঁশী ২১০ ৥ সীতা দেবী ও শতভা
দেবীর হিন্দুস্থানী উপকথা ৩১০ ৥ প্রতিভা বসুর সব চেয়ে যা বড়ো ১১০ ৥ দীরেন্দ্রনাথ রায় বাঘের লকোচরী (২য় সং)
২, ১১ স্বামী প্রেমমহানন্দের উপনিষদের গল্প ২, ১১ রামকৃষ্ণের গল্প ২, ১১ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অম্বিতীয় ঘনাদা ৩১০
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মারুতির পদার্থ ৩১০ ৥ প্রবোধনাথ ঠাকুরের কামধরীর কথা ২১০ ৥
নীলামজুমদারের হলুদে পাখীর পালক ২ ৥ গিরীন্দ্রশেখর বসুর লাল-কালো ৩, ১১ শিবরাম চক্রবর্তীর বমীর মায়া ২১০ ৥
প্রশান্ত চৌধুরী ও জয়ন্ত চৌধুরীর ছোট্ট (জন্মতিথি) কথাচিত্রের রূপ ২১০ ৥ অন্যথানাথ বসুর ছোটদের কলকবিতা ১, ১১
প্রবোধ বন্দোপাধ্যায়ের হাওয়া বদল ২১০ ৥ শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের বাঘা যতীন ২৫০ ৥ অন্যথানাথ বসুর গান্ধীজী ১, ১১
বায়াম ও খেলাধুলার বই : শ্রীখেলোয়াড়ের খেলাধুলার জ্ঞানের কথা ৩১০ : খেলাধুলার সাধারণ জ্ঞান ১১০ : জগৎজোড়া
খেলার খেলা ১ম ২১০ : ২য় ২, ৩য় ২, ১১ বিশ্বরীড়াগণের প্রথমীয় যারা ১ম ৩১০ : ২য় ৩১০ ৥

ইণ্ডিয়ান অ্যালাইন্সডেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি:

গ্রাম : কালিচাঁদ ৯৩, মহাজ্ঞা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন : ৩৪-২৬৪৩

দেশ

ঘন, সতেজ ও পরিপাটী

কেশ ও চোখের জন্য

টটার কোকোনাট অয়েল শ্যাম্পু



- সহজে বারে বারে চুল পরিষ্কার করা যায়
- খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
- চুল ও চুলের গোড়া নিখুঁতভাবে পরিষ্কার হয়
- সহজে ধুয়ে ফেলা যায়
- চুল কালো কৃচ্ছতে দেখায়



‘মি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

স্টাণ্ডার্ড

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সবুজপাতার ডাক—শ্রীহারীতরুণ দেব	...	৭৫৩
কিশোরী—শ্রীরাম রায়	...	৭৫৯
প্রাণে-বাসে—	...	৭৬৩
ইন্দ্রধনু প্রতীক (কবিতা)—শ্রীবিষ্ণু দে	...	৭৬৪
আজাদী (কবিতা)—শ্রীগোরাচাঁদ নন্দী	...	৭৬৪
গানের আসর—শাওগদেব	...	৭৬৫
বিশ্ববিচিত্রা—	...	৭৬৭
স্মৃতিহরা—শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	...	৭৬৯

—উপহারের বই—

॥ উপন্যাস ॥	॥ গল্প ও ভ্রমণকাহিনী ॥
দক্ষিণারঞ্জন বসু	দক্ষিণারঞ্জন বসু
রোদ জল বাড় ৪-৫০	ছেড়ে আসাশ্রম ৩-৫০
বতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের	(২য় খণ্ড)
ডিকম নদীর দলং ২-২৫	কেরালার গঙ্গাগুচ্ছ ২-২৫
শেফালি নন্দীর	শেফালি নন্দীর
সাগরে হাওরে ৩-৫০	গীতিমুখর ডিয়েনা ২-০০
গনচারভের	পাল্লাদ্বীপ ১-০০
সেই পুনাতন কথা ৩-৫০	সজ্ঞানীর চোখে পশ্চিম ২-৭৫
অনুবাদ—অশোক গুহ	অজিতকুমার তারনের
কপতায়োভার	ইন্সোচীনের কথা ২-৫০
ইডান ইণ্ডোনোভিচ ৪-০০	॥ নাটক ॥
অনুবাদ—শেফালি নন্দী	উৎপল দত্তের
	ছায়ানট ২-৫০

॥ প্রবন্ধ আলোচনা ॥

নারায়ণ চৌধুরীর	সত্যজিৎরায়ের
সাহিত্যের সমস্যা ৩-০০	গ্রহ থেকে গ্রহে ১-৫০
ত্রিশদশকর সেনের	অনুবাদ—অমল দাশগুপ্ত
উনিশ শতকের বাংলা	ডাঃ অমিনাশ ভট্টাচার্যের
সাহিত্য ৫-০০	ইয়োরোপে ভারতীয়
গোবিন্দ চন্দ্র	বিশ্ববের সাধনা ৪-০০
	যোগেশ বাগসের
	ভারতের মন্দির সম্বন্ধী ৫-০০

পপুলার লাইব্রেরী

১৯৫/১বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ছোট্টে পড়ার মত ছোট্টদের বই

আলেক্সি তলসতয়ের সোনার চাবি

শিশুসাহিত্যের এক বিশ্বজনীন কাহিনী—
এক কাঠের পুতুলের অভিযানের উদ্ভট
আজগাবী গল্প। পাতার পাতার অসংখ্য
ছবি আর ছড়া। দাম: ২-৫০

আন্তন চেখভের কাশতানকা

বহুসংখ্য এক কুহেলীর কাহিনী, কিন্তু
এমন হৃদয়গ্রাহী যে একবার পড়লে
ছোটরা কোন্‌দিন ভুলতে পারবে না। পাতার
পাতার অসংখ্য ছবি। দাম: ১-০০

ইলিন ও সেগালের কলকলজার গল্প

ইলিন, স্টিমার, এরাপেলেন থেকে সেলাইয়ের
কল পর্যন্ত রোজকার চেনা বস্তুপাতির কথা
ছোট্টদের মতন করে লেখা। পাতার
পাতার ছবি। দাম: ০-৬২

নিকোলাই নোসভের ভিটিয়ার কান্ড

সোবিয়তের নতুন শিক্ষাপদ্ধতিতে শুল্ক
পালানো দুটো ছেলে কেমন করে সেটা
ছাড়ে পরিণত হল, তার কৌতুহলজনক
অণ্ড শিক্ষণীয় কাহিনী। দাম: ২-৫০

এল কসমোপোমিয়ানস্কারার জয়শ্রীর কথা

গত মহাদেশে মাতৃভূমিকে জয়মান কবলম্ভ
করতে গিয়ে দুটি কিশোর-কিশোরীর আত্ম-
সানের কাহিনী লিখছেন তারাই মা।
দাম: ৩-৫০

কিশোরদের বিজ্ঞানের বই

ইলিন ও সেগাল:
মানুষ কি করে বড় হয়
দাম: ৩-৫০

ডি আই গ্রমভ:
অতীতের পৃথিবী
দাম: ১-৬২

রুশ বিজ্ঞান কাহিনীকারগণ:
চাঁদে অভিযান
দাম: ৩-০০

এফ আই চেন্টনভ:
আয়নোস্কোপের কথা
দাম: ১-৫০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বাল্লম চাটাজি স্ট্রীট, কলি-১২
১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১০

দেশ

একান্ত নিজস্ব

ট্রিশাণ্ডিসম্বন্ধ*

ম্যাকলীনস্

পেরস্‌আইড

টুথপেস্ট



* সব চেয়ে বেশী
পরীক্ষার করে।

আপনার দাঁতের ওপর যেক-পদার্থের
অপরিস্কার ও বীজাণুবৃত্তে আচ্ছাদন
পড়ে ম্যাকলীনস্ এর একান্ত নিজস্ব
'লিশপেস্ট' সলভেন্ট তার প্রতিরোধ
করে এবং লেগেজেন মত কেনা দিয়ে
এই আচ্ছাদন উচ্চন করে আপ-
নার দাঁতকে আরও ফলপূর্ণ ভাবে
পরীক্ষার করে।



* সব চেয়ে বেশী
সাদা করে।

ম্যাকলীনস্ এর প্রতিখ্যাত 'পের-
স্‌আইড' দাঁতের দিশী লাগ ও বন বঃ
তুলে আপনার দাঁতগুলিকে স্বচ্ছককে
সাদা করে তোলে।



* সব চেয়ে বেশী
রক্ষা করে।

আপনি যথার্থই অনুভব করবেন
ম্যাকলীনস্ এর অপরূপ তাজা আগ্রাণ
দাঁতের মাজিকে প্রতিমান করছে এবং
করকারী বীজাণুকে রোধ করছে।



সবচেয়ে বেশী পরীক্ষার করে। * সবচেয়ে বেশী সাদা করে।
সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।

এই তিনটি গুণের অপরূপ সমন্বয়েই ম্যাকলীনস্ এর
একান্ত নিজস্ব ট্রিশাণ্ডিসম্বন্ধ।

আরও পরীক্ষার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য
আজই ম্যাকলীনস্ কিনুন।

মুষ্টিগ্রন্থ

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রথম কদম কুল—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	৭৮১
স্মৃতিচারণ—শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	৭৮৫
পশ্চিমবঙ্গের খিওড়ার গোলেডস্ট্রকার—শ্রীবিজ্ঞানন্দ ভট্টাচার্য	...	৭৮৯
শ্রুতক পরিচয়—	...	৭৯৪
বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য—চন্দ্রদত্ত	...	৭৯৮
রংগজগৎ—চন্দ্রশেখর	...	৭৯৯
খেলার মাঠে—একলব্য	...	৮০৫
সাম্প্রতিক সংবাদ—	...	৮০৮



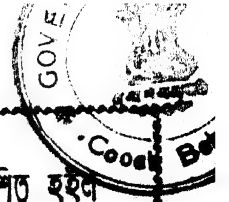
নিখুঁত করে তুলুন!

শালিয়ারের কুলের মত কোমলতা, মন্থগতা
ও সুগন্ধ আপনাবও হাতে পারে, যদি
নিয়মিতভাবে রেমী স্নো ও পাউডার
ব্যবহার করেন।



একমাত্র পরিবেশক :
এন্ডি আর এ এণ্ড কোং
বোম্বাই-২

MPS-BEN.



নূতন প্রকাশিত হইবে

কাশ্মীর গরিক্রমা

মূল্য ২.০০ টাকা মাত্র

সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন কাশ্মীর।
ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও
কাশ্মীরের অতীত ও বর্তমান
জানিতে হইলে এই গ্রন্থ অপরিহার্য।
একাধারে রম্যরচনা, ইতিবৃত্ত ও
ভূ-বৃত্তান্তের এমন পরিবেষণ
বঙ্গসাহিত্যে দুলভ।

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

শারদীয়পূজাবকাশে চিত্র-
বিনোদনের সুমধুর উপাদান

শারদীয়

মধুরাংশু

নূতন সংস্করণ : পূজা সংখ্যা

সংস্করণ :

সাংবাদিক শ্রীদীপকারণজেন বসু

এই নূতন সংস্করণ বাংলার খ্যাতি-
মান লেখকগণের পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস,
পূর্ণাঙ্গ নাটক, গল্প, রম্যরচনা, প্রবন্ধ
কাব্য প্রভৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ হইবে।

এ মূখ্যার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বার্কুম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিঃ ১২

এডারেস্টের আগামী উপন্যাস
সন্তোষকুমার ঘোষের

ফুলের নামে নাম

প্রবোধবন্ধু অধিকারীর

উ গ ক ঠ

এ-ছাড়া

শৈলজ্ঞানন্দ ও বিমল
করের উপন্যাস

অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ :

॥ ডঃ আদিত্য ওহদেয়ার ॥ রবীন্দ্র
সাহিত্য সমালোচনার ধারা—৭ ॥
বিমল কর । সুধাময়—৩ ॥ দীক্ষা-
রঞ্জম বসু । অনেক সুর—৩ ॥ নির্মল
সেন । বুজুয়া । ২-৫০ ॥

এ ডা রে স্ট ব ক হা উ স
এ ১২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা ১২

(সি ৯৩০৫)

বেশ

শ্রীমাদ্ধব রায়ের সহযাত্রী

উপকথার শৈলীর মত মাসেমাখে দড়িকাককে সুসংগীতজ্ঞ বঙ্গার ভেঁতের
যে প্রশংসা তা থেকে বিরত থেকেও নাট্যকার স্বার্থবিভেদের মাজাখিবা
সহযোগিতা ও সহ-অবস্থানের সে রূপটা ভুলে ধরেছেন
নবনাট্য আন্দোলনে তারই অপূর্ব সংযোজন এই নাটক।
শ্রীগুরু লাইব্রেরী ॥ কলিকাতা-৬

(সি ৯৬৪৬)

নিষ্ঠা ব্যবহারে



একটি
ক্যালকেমিকো
অবদান

ছেলেবেলা থেকে এই টুথ
পেস্ট ব্যবহার করলে দাঁত
শক্ত ও মাটি মুদ্রু হয়।

M.P. 1908

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

রূপসী রাত্রি

দাম : ৫.০০ টাকা

শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর

রবীন্দ্রমানসের

উৎস-সন্ধান

দাম : ৩.৫০ টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত

৯ম সংস্করণ : ৫.০০ টাকা

ছেলেদের বিবেকানন্দ

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ১.২৫ টাকা

প্রকাশিত হল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রেমের গল্প

প্রেম-বিষয়ক সাহিত্যে এক অসামান্য
সংযোজন

দাম : ৪.০০ টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তিন শূন্য

দাম : ৩.৫০ টাকা

সুবোধ ঘোষের

শতকিয়া

দাম : ৪.০০ টাকা

ভারত প্রেমকথা

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ৬.০০ টাকা

আচার্য ক্রিতিমোহন সেনের

চিৎসর বসু

২য় সংস্করণ : ৪.০০ টাকা

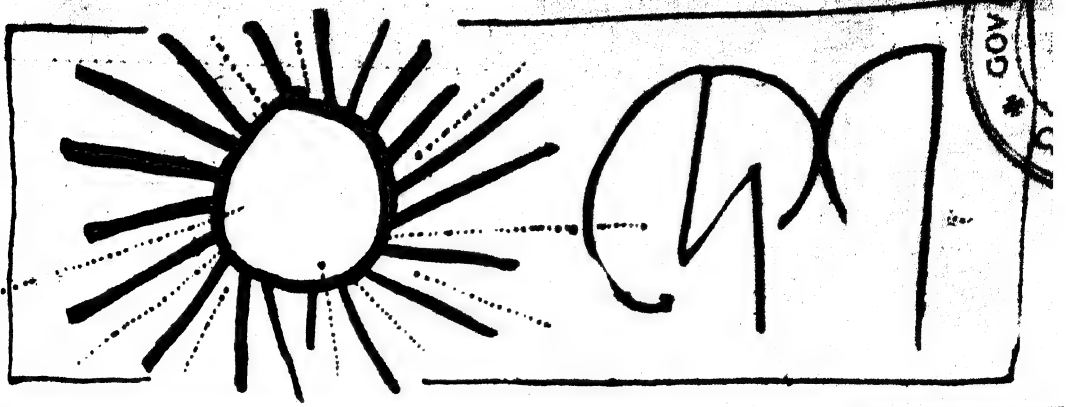
সরলাবালা সরকারের

গল্প-সংগ্রহ

দাম : ৫.০০ টাকা

জ্ঞানন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯



DESH 40 Naya Palsa
Saturday, 10th October, 1939.

২৬ বর্ষ ৥ সংখ্যা ৫০ ৥ ৪০ নম্বা পরস
শনিবার, ২০ অক্টোবর, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

গত ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীজী একনব্ব্বতম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হইয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে, এই বিশেষ দিনটি ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যময় হইলেও দেশবাসী যেন সেই তাৎপর্য ও সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিতে কিছুটা উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এই দিনটিতে সরকারী বাধা ছকের অনুষ্ঠান ও সংবাদপত্রের ক্রোড় পৃষ্ঠা প্রকাশ বাতীত আর কোথাও তেমন কোনো সাড়া দেখি না। আমরা আড়ম্বর অথবা অনুষ্ঠান-আতিশয্যের পক্ষপাতী নহি, একটি পূর্ণা মহত্ত্বের ভাবগভীরতার মর্মও না বুঝি এমন নহে—তথ্যাপিত সত্য বলিতে কি, দেশ-বাসীর এই উদাসীনতায় বিস্মিত না হইয়া পারি না। স্বভাবতই এ-প্রসঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে, দেশবাসীর এইরূপ উদাসীনতা ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত।

ইচ্ছাকৃত, এমন কথা বলিতে পারি না। অনিচ্ছাকৃত বটে, তবে সম্ভবত পরোক্ষভাবে এই অনিচ্ছার পিছনে কিছু, কিছু কারণও দেখা দিয়াছে। গান্ধীজী একক পুরুষ-মহাপুরুষ—ইইলেও তাহার সহিত একটি প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ক এমনিভাবে জড়িত যে এককে বাদ দিয়া অপরটিকে দেখা অথবা ভাবা একেবারে অসম্ভব। সত্য বলিতে কি, গান্ধীজীর প্রতি জনসাধারণ যে আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছে, যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে—এই প্রতিষ্ঠান সেই আনুগত্য ও শ্রদ্ধা হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত হয় নাই। কিন্তু ইহাও ভুলিলে চলবে না, গান্ধীজীর নিকট সাধারণের যে প্রত্যাশা ছিল সে-প্রত্যাশা উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপর আপনম হতেই স্বাভাবিকভাবেই বর্তাইয়াছিল। এই

গান্ধী জন্মজয়ন্তী

প্রত্যাশা কী? সহজ কথায় বলা যায়, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী অধ্যায়ে মানুষ হিসাবে বাঁচবার নৈতিক ও প্রাথমিক দাবীগুলির পূরণ। মহাত্মাজী পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানটি ত আছে। তাহার দায়িত্ব যায় কোথায়! অথচ, এই প্রতিষ্ঠান—অর্থাৎ কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

জাতির জনকের প্রতিও আমরা উদাসীন হইতে বসিয়াছি। সাধারণ মানুষের স্বভাব-ধর্ম যুক্তি অপেক্ষা যুক্তিহীনতাই বেশী, কংগ্রেসের বহু নায়-অনায়ের ভাগ্যিদার করিয়া গান্ধীজীকে আমরা কম পণ্ডন পূর্বেও করি নাই, হয়ত এখনও সেই দায় হইতে এই মানুষটিকে বাদ দিতে পারি না। ইহা পরম পরিতাপ ও লজ্জার বিষয়।

সাধারণ মানুষের মন হইতে এই হতাশার ভাব দূর করিবার দায়িত্ব অবশ্য নেতাদের—বিশেষত গান্ধীপন্থী নেতাদের। বলা বাহুল্য গান্ধীজীর মত ও পথ হইতে অধুনা কংগ্রেস যে দূরে সরিয়া আসিতেছে এ-বিষয়ে কটকট অনেক হইয়াছে; হয়ত ইহাও সত্য, গোড়া গান্ধীবাদীরা কেহ কেহ শাসক কংগ্রেসের মধ্যে নীতিহীনতা ও প্রবণতার রূপ দেখিয়া দিশেহারা হইয়া কংগ্রেস জাড়িয়াছেন। কিন্তু মূলত সমগ্রভাবে কংগ্রেস-নীতি এখনও যাহা গহিয়াছে তাহাতে আমরা গান্ধীজীর আদর্শ বিকৃতি দেখি নাই। গান্ধীজী একদা মহাসংকটকালে বলিয়াছিলেন, “বিশ্বে ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ, যে জাতসারে সত্য ও অহিংসাকে মূর্তির একমাত্র উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে।” শ্রী নেহরু পরিচালিত কংগ্রেস যে এখনও জাতসারে সত্য ও অহিংসাকে মানব-সমাজের মূর্তির একমাত্র পথ হিসাবে গ্রহণ করিয়া আছে আমরা তাহা বিস্মৃত। কংগ্রেসের কিছু বিপথগামী নেতৃবর্গ যদি আজও গান্ধীজী প্রদর্শিত মানব-কল্যাণের পথকে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হন—সাধারণ মানুষের মনে জাতির জনকের সুউজ্জ্বল মহান রূপটি কিছুমাত্র অপরিচ্ছন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দেশ
পত্রিকা কার্যালয় এক সপ্তাহ বন্ধ
থাকিবে। পরবর্তী সংখ্যা ১৭ই
অক্টোবর প্রকাশিত না হইয়া ২৪শে
অক্টোবর প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক 'দেশ'।

থাকিয়া সাধারণ মানুষের দিন যাপনের গ্লানির ভার কটকটু কমাইতে পারিয়াছে তাহা ভাবিবার বিষয়। বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনা কর্ম-প্রচেষ্টার সুদূরপ্রসারী ফল লাভের জন্য বর্তমানের মানুষ স্থির হইয়া ধৈর্য ভরে বসিয়া থাকিলে কি হইত জানি না—তবে সাধারণ মানুষের প্রত্যাহার ও বর্তমানের জন্য যতটা চিন্তা ব্যগ্রতা ভবিষ্যতের জন্য ততটা নহে। অস্বীকার করা যায় না, সাধারণ মানুষ বর্তমানকে লইয়া তেমন খুশী নয়। কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে দিনে দিনে তাহাদের মনে যে অসন্তোষ, ক্ষোভ, হতাশা সৃষ্টি হইতেছে তাহার পরিণাম হয়ত এই, কংগ্রেসের প্রতি বিতৃষ্ণা

#

সিংহলের প্রধান মন্ত্রী শ্রী বন্দরনায়কের হত্যা দুঃখ এবং উদ্বেগবোধ সিংহলেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। সিংহল ভারতের এত সান্নিধ্য যে, আমাদের কাছে শ্রী বন্দরনায়কের মৃত্যু একজন বিদেশীর মৃত্যু বলেই মনে হয়নি, যেন এই দেশেরই একজন প্রিয় সন্তান আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিয়েছেন। আহত হবার পর থেকে যে সময়টুকু শ্রী বন্দরনায়ক জীবিত ছিলেন, সেই সময়কার তার কথা এবং ব্যবহারের যে বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে, সেটি একটি মহাপ্রাণ মানুষের মহিমায় উজ্জ্বল। মৃত্যুর দ্বারা যে-ছবিটি আঁকা হল, সেটি তার কর্মময় জীবনের স্মৃতিকেও স্লেদন করে দিয়েছে। সেই জন্যই বোধ হয়, শ্রী বন্দরনায়কের মৃত্যুতে সিংহলে যে শোকোচ্ছ্বাস দেখা গেছে, সেদেশে তেমন করে কখনো দেখা যায়নি। বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে এসে গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধের নামের যে অপমান করল, সেই অপমান বন্দরনায়ক আপন করুণার দ্বারা মুছে দিলেন, জীবনের প্রান্তে এসে বন্দরনায়ক প্রমাণ রেখে গেলেন যে, তার বৌদ্ধ দীক্ষা নিরপেক্ষ হয়নি।

কিন্তু এই মহান সান্নিধ্যও ব্যর্থ কাপুরুষের রাজনীতি বার্থ করে দেয়। কারণ তদন্ত আরম্ভ হতে না হতেই কলম্বোর ডিটেকটিভ পুলিশের কর্তা এই মত প্রকাশ করেছেন যে, বন্দরনায়কের হত্যা বাস্তবিক আক্কেশের ফল, কোনো রাজনৈতিক অস্তিসম্মি এর পিছনে নেই। এত তাড়াহাড় পুলিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে এরূপ ঘোষণা খুবই সন্দেহজনক। সিংহলের বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে অনেকে এর প্রতিবাদ করে গভীরভাবে এই ব্যাপারের তদন্তের দাবী করেছেন। কারো কারো বিশ্বাস, এক সময়ে যারা বন্দরনায়কের দ্বারা নিজেদের হীন রাজনৈতিক মতলব হাসিল করার চেষ্টা করত, তারাই বন্দরনায়কের উপর চটে গিয়ে তাকে হত্যা করিয়েছে। সিংহলে প্রধানত যাদের দ্বারা গত বছর ভীষণ দাঙ্গা সংঘটিত হয়, মহাসম্মে অন্তর্গত সেই গোড়া দূর্বৃত্তের দলই বন্দরনায়কের হত্যা ঘটিয়েছে বলে অনেকেরই বিশ্বাস। এই গোড়ার দলই সিংহল থেকে তামিল ভাষা এবং তামিলভাষী সিংহলীদের উচ্ছেদের প্রয়াসী।

বন্দরনায়কের হত্যার প্রকৃত রহস্য সিংহল সরকার চাপা দেবার চেষ্টায় আছেন, এই সন্দেহ আরো দৃঢ়ীভূত হয়েছে নতুন প্রধান মন্ত্রী শ্রী দহনায়কের কয়েকটি উজ্জ্বল দ্বারা। গত শনিবার শ্রী দহনায়ক কলম্বোতে একটি প্রেস কনফারেন্সে নানা বিষয়ে সরকারী

বেদেশিকি

নীতির ব্যাখ্যা করেন। তাতে অনেক ভালো ভালো কথা তিনি বলেন। তিনি দেশে শৃঙ্খলা রক্ষার উপর বিশেষ করে জোর দেন। সংখ্যালঘুদের প্রতি তিনি এই আশ্বাসবাক্য বলেন যে, গত কয়েক বছর তারা যে একটা ভীষণ ভয়ের মধ্যে ছিল, সেটা একটা সাময়িক ব্যাপার 'পাসিং ফেজ' ছিল। তিনি সংখ্যালঘুদের কোনো রকম আঘাত করবেন না, পুরাতন ক্ষতগুলি যাতে শুকিয়ে যায়, তার জন্য যথাসাধ্য করবেন। সিংহলবাসী ভারতীয়দের সমস্যাও তিনি আগামী দেড় বছরের মধ্যে সমাধান করে ফেলবেন। শ্রী দহনায়ক বলেন যে, এসব ব্যাপারে কী কর্তব্য, তা বন্দরনায়কই স্থির করে গেছেন, সুতরাং নীতি-নির্ধারণের কোনো সমস্যা নেই। এসব ভালো কথা, কিন্তু সবই মামুলি সাধারণ কথা, এর মধ্যে কোনো বিশিষ্ট কাজের কথা নেই। এরকম প্রেস কনফারেন্সে হয়ত এই রকম সাধারণভাবে কতকগুলি আশ্বাস দেওয়া ছাড়া কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলার আশাও করা যায় না। কিন্তু যে একটি বিষয় শ্রী দহনায়ককে বিশেষভাবে প্রস্ন করা হয়, তাতে তিনি যে উত্তর দেন, সেটা মোটেই সন্তোষজনক বলা যায় না।

বৌদ্ধ মহাসম্মের ভিতর কোনো সংস্কারের জন্য সরকার চেষ্টা করবেন কিনা, শ্রী দহনায়ক এই প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট উত্তর না নিয়ে যা বলেন, তাতে বুঝা যায় যে সরকার মহাসম্মকে ঘটিতে চান না। তিনি বলেন, মহাসম্ম সিংহলের সাম্প্রতিক এবং জাতীয় জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, মহাসম্মের যে ভূমিকা পালন ছিল, তাই থাকবে; কোন একজন সদস্যের পুত-কার্যের জন্য মহাসম্মের সেই ভূমিকার কোনও ক্ষতি হতে পারে না। ভিক্ষুরে বাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার স্বাধীনতার উপরও সরকার কোনও হস্তক্ষেপ করবেন না।

মহাসম্মের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে সংকচন কেউ দাবি করে না। বাস্তবিকভাবে কোনও ভিক্ষুর বাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার স্বাধীনতাও হরণ করা হয়ত উচিত নয়। কিন্তু মহাসম্মের মধ্যে যে-দলীয় এবং দূরচার চলেছে। এবং সেই দূরচারের সহ-যোগিতায় একদল ভিক্ষু, যেভাবে স্থিৎসাধিক কাজে অগ্রণী-হয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাআগামা

বাধিয়ে সিংহলের রাজনীতিকে কলুষিত করেছে—একথা সর্বজনবিদিত। বোধহয় সিংহলের অধিকাংশ অধিবাসী আজ মহাসম্মের ভিতরকার দূরচার এবং ভিক্ষু বৈশ্য দূর্বৃত্তদের দমন চায়। সিংহলের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে স্পষ্ট লেখা হয়েছে যে, মহাসম্মের মধ্যে যদি এই দূরচারীদের দল না থাকত তবে বন্দরনায়কের হত্যা সংঘটিত হত না। মহাসম্মের মধ্যে সেই দূরচারী দলগুলি দলনীয় এবং ভোগবিল্যাস নিমগ্ন, অগাধ অর্থ প্রাপ্তির হাতে এবং ইচ্ছামত তারা মানুষ খুন করে। শ্রী বন্দরনায়কের হত্যার পরে যারা সিংহলে যে শোকোচ্ছ্বাস দেখা গেছে তা থেকে বুঝা যায় যে, সিংহলের সর্বসাধারণ চায় যে, বুদ্ধের নামে কলঙ্ক-লেপনকারী এই ধর্মবৈশ্য দূর্বৃত্তদের দমন করা হোক।

জনমতের সমর্থনে এই সময়ে মহাসম্মের অভ্যন্তর সংস্কারের জন্য চাপ দিলে সেটা অবশ্যই কার্যকর হত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সরকার তা করতে রাজী নন বা ভীত। মহাসম্মের পবিত্রভূমিকা যাদের দ্বারা পাপের ভূমিকায় পরিণত হয়েছে তাদের প্রতি দণ্ড উত্তোলন করতে শ্রী দহনায়ক সতর্ক হচ্চেন না। সাধারণতাব প্রয়োজন হয়ত আছে। প্রেস কনফারেন্সে হিম্মতময় বক্তব্য কেনও প্রশ্ন উঠছে না। শ্রী দহনায়ক এই সম্পর্কে যে-সব কথা যেভাবে বলেছেন, তাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, মহাসম্মের ভিতরকার দলনীয় এবং সিংহলের রাজনৈতিক জীবনের উপর তার বৃপ্তভাবের বিরুদ্ধে সিংহল সরকার দাঁড়াতে রাজী নন। কারো কারো মনে এ সন্দেহও হতে পারে যে, বন্দরনায়কের হত্যাকারীদের প্রভাব থেকে বর্তমান সরকারও মুক্ত নন। তাই যদি হয়, তবে সিংহলের দূর্বৃত্তগণ বন্দরনায়কের হত্যার দ্বারা ই নীতিমত নয়, তবে-পারও কিংবদন্তি।

১৯৬০/৬৯

রমণীজনের স্বাস্থ্য
ও সুখের জন্য

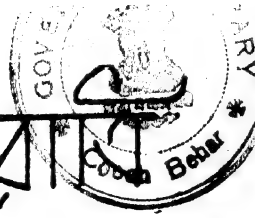


কেশরী কুটীরাম প্রাইভেট লি:

রাস্তা পেটা, মাদ্রাজ - ১৪

তিন দিন তিন বাৰ

*** নবোদ্যনাথ মিত্র ***



১৬

মি নিট কয়েকের মধ্যেই দুজনে ভিজে প্রায় নিয়ে উঠল। কুটিরে কুটিরে বন্ধ দ্বার। এরই মধ্যে দোকানঘরগুলিতে পর্যন্ত বাপ পড়েছে। কোথাও দাঁড়বার একটু জায়গা নেই।

আশ্রয় শূন্য আছে একটি ছ'তার তলে। আশ্রয় আছে শূন্য আর একজনের ঘন সান্নিধ্যে।

অসীম বলল, 'মাধুরী, এ যে দুজনেরই পালা করে ভেড়া হচ্ছে। এর চেয়ে বরং তুমিই ছাড়াটা নাও।'

মাধুরী বলল, 'আর পুরো ডেলাটা বুঝি তুমিই ভিজেবে। এ কথাটা যদি আমি বলতাম।'

অসীম বলল, 'মনে বরতাম অমৃতং অবলা ভাষিতম্।'

এতক্ষণে বড় রাস্তার বাস-স্টপটা পাওয়া গেল। কিন্তু বাস কেঁদেছে। চারদিকে শূন্য, ধরাপড়ের শব্দ। রাস্তার ওপর দিয়ে শব্দ, জনস্রোত বয়ে চলেছে। একটু দূরে কাঁটী পোস্তের মাথায় বাসবের মধ্যে যে জনপ্রভা সারস্বতীর জন্য বঁধা পড়েছে ধারানামনে তারও যেন আধখানা চোখ বেঁজা।

এমন জায়গা, এমন বৃষ্টি, এমন একজন পাশে নিয়ে এমন কয়েকটি মুহূর্ত যাপন মাধুরীর জীবনে এই প্রথম, অনাস্বাদিত, অভূতপূর্ব। এত যে ভিজে গেছে মাধুরী তবু ঠান্ডা লাগছে না। শীত করছে না, কোনরকম অস্বস্তি বোধ নেই। যে তীব্র অনুভূতি তার সর্বোপেক্ষ সঞ্চারিত হয়ে চলেছে তাকে শূন্য সঞ্চিত বললে, শুধু বললে তার তীব্রতার বিস্মৃতিও বোঝানো যায় না। মাধুরী মনে মনে বলল, এই বৃষ্টি যেন না থামে, এই রাত্তি যেন শেষ না হয়, এই কয়েকটি মুহূর্ত যেন সারা-জীবন পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

অসীম বলল, 'বাস বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেছে। আর কোন যানবাহনের তো দেখা নেই। আজ বোধ হয় এই প্রাগৈতিহাসিক নিঃসীম নগরই আমাদের থেকে যেতে হবে।'

মাধুরী একটা হাসল, 'তাই যদি হয়। তাতেই বা ভয় কিসের।'

অসীম বলল, 'আমার আর ভয় কি। ভয় তো তোমাকে নিয়ে।'

মাধুরী বলল, 'তুমি যে কত বড় সাহসী জানা আছে। আমাকে নিয়ে তোমার কোন ভয় পেতে হবে না।'

পরক্ষণেই তার মনে হল 'ছি ছি ছি, এ কী বলে বলল মাধুরী। অসীম যদি একথার অন্য কোন বাখ্যা করে। কী মানে করবে সেই জানে।

ছাতা মাথায় একটি লোক তাদের দিকে তাকতে তাকতে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেল।

অসীম বলল, 'লোকটি কীভাবে তাকাচ্ছিল দেখলে?'

মাধুরী লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাও। ওর আবার দেখবার কি আছে। পাথর লোক তো ওইভাবে তাকাতে তাকাতেই যায়।'

অসীম বলল, 'আর পাথর লোক বুঝি যায় না। সে আশায় আশায় দড়িয়েই থাকে।'

মাধুরী এবারও বলল, 'যাও।'

কিন্তু সঙ্গে সাংগাই যে অসীম ছাতা তার হাতে গাছিয়ে দিয়ে 'এই টাক্সি, টাক্সি' করে ছাটে যাবে তা ভাবতে পারেনি মাধুরী। সে অসীমের তৎপরত দেখে অবাক হয়ে রইল।

টাক্সিটা রাস্তার উল্টোদিকের একটা গলির মুখে গিয়ে থামল। মাধুরী দেখল, অসীম তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখ কাণ্ড। 'বৎসক তলে প্রাণ দেবে নাকি।' মাধুরী দড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ড্রাইভারের সঙ্গে খনিক্ষণ কী যেন কথা বলল অসীম। মাধুরী এখন থেকে মনেতে পেল না। কিন্তু অনুমান করতে পারল, অনিচ্ছুক সর্বথিকে প্রাণপণে প্রস্তুত করবার চেষ্টা করছে অসীম। শেষ পর্যন্ত রথীকেই বিজয়ী হতে দেখে মাধুরী হতুনি হল। টাক্সিটা অসীমকে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে মাধুরীর সামনে এসে দাঁড়াল।

অসীম দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'এসো।'

দুটি অক্ষরের মধ্যে যে অপরিমেয় ধর্নি-মাধুর্য আছে মাধুরী সেই মুহূর্তে মগ্ন হল। সে পাশে এসে বসলে অসীমই ঝুঁক পড়ে দরজা বন্ধ করে দিল। মাধুরী নিজের ভিজে শরীরে আর একজনের সিস্কতার

স্পর্শ পেল। কিন্তু মানুষের দেহের উপাধি বৃষ্টিতে কটকটুই বা শীতল হয়। অসীম ড্রাইভারকে বলল, 'গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে যান একটু।'

মাধুরী চমকে উঠে বলল, 'না না সে কি। বেলগাছিয়া যেতে গঙ্গার ধার পড়বে কিসে। সোজা বি টি রোড দিয়ে বেরিয়ে গেলেই তো হয়।'

অসীম ড্রাইভারকে বলল, 'গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে যান একটু।'

অসীম বলল, 'সোজা পথ বড় সংক্ষিপ্ত হবে মাধুরী। তাড়াহাড়ি গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। কিন্তু আমরা বোধ হয় আজ গন্তব্যে চাইনে, শূন্য গমনটুকুই চাই। তাই যত ঘুরপথ হয় ততই ভালো।'

মাধুরী ভয়াবহের মত বলল, 'না না, চল সোজা পথেই ফিরে যাই। এই ভিজে কাপড় চোপড় বেশিক্ষণ থাকলে অসুখ-বিসুখ হবে।'

শুভ বিজয়ায়

সুগন্ধি

বাসমতী

চাউলের

'পোলাও'

পরম উপভোগ্য



পশুপতি দাস

এক মুহূর্ত

আইডেট লিমিটেড

ভারতের সর্ববিধ চাউলের স্বেচ্ছাচারী প্রতিষ্ঠান

৪০/২ ও ৩৭/২, ফুটপাথ ন্যাশনাল রোড

কলিকাতা-১৪

টেলিফোন:

২৪-৪০৬৩/৮২

টেলিগ্রাম:

'পাইমকিংস'

কিন্তু ব্যক্তিগত শব্দে তার কথাগুলি এত অক্ষুণ্ণ হয়ে রইল যে, কি রথী, কি সারথী কারোরই তা কানে গেল না। না কি কথা-গুলি মাধুরী শব্দ বলে মনে করেছে, সত্যি সত্যি উচ্চারণ করেনি, করতে পারেনি?

অসীম নিরন্তর থাকায় তাই মনে হল।

টান্জি কোন দিকে কোন পথে যাচ্ছে মাধুরী তা চিনতে পারল না। শব্দ এইটুকু বুঝতে পারল, এ-পথে সে এর আগে আর আসেনি। অসীম প্রাগৈতি-হাসিক নগরের কথা বলেছিল মাধুরীর মনে হল, সত্যিই যেন তাই। ঘাটির তল থেকে খুঁড়ে বার করা এক পরিত্যক্ত পাতালপুরীর অলি গলি দিয়ে তারা যে কোথায় যাচ্ছে তা মাধুরী জানে না। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন এক অলৌকিক স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। এই ব্যক্তি অলৌকিক, অশ্বকর অলৌকিক, অচেনা পথে উদ্দেশ্যহীন যাত্রা অলৌকিক, তার পাশে যে মানুষটি বসে আছে সেও যেন এ-স্বপ্নের কেউ নয়।

ব্যক্তির ঝাপটায় গাড়ির সামনের কাঁচের আবরণ অক্ষুণ্ণ হয়ে আসছে, দু'দিক থেকে দু'টি স্বয়ংক্রিয় বস্তৃপিন্ড এসে সেই জল আবার মুছে নিচ্ছে। এই সাধারণ ব্যাপারটাকে পর্যন্ত এ মুহূর্তে অপার্থিব বলে মনে হল মাধুরীর।

টান্জি ধরতে গিয়ে কি ভেজাটাই ভিজছে। তোমার কাছে কোন শকুনো রুমাল টুমাল আছে মাধুরী? আমার পকেটের রুমালটাও জামাকাপড়ের মত ভিজছে জবজবে হয়ে গেছে।

মাধুরী একটু যেন চমকে উঠল। আর একজন পার্থিব শরীরী ব্যক্তি যে তার পশে রয়েছে তা যেন একটু আগেও তার খেয়াল ছিল না। কিন্তু এই চমক তাকে আর হ্রাস্ত করে তুলল না। বরং যেন এক নতুন আশ্রয় আর আশ্বাস এনে দিল। এই অশ্বকরে নিরুদ্দেশ যাত্রায় মাধুরী একক নয়, নিঃসংগ নয়, তার দোসর আছে। তুমি যা-ই কর না কেন, যা-ই ভাব না কেন, যেখানেই যাওনা কেন তোমার দোসর আছে। এর চেয়ে বড় আশ্বাস আর কী আছে জীবনে?

কোন রুমাল টুমাল নেই নাকি মাধুরী?

আছে, মাধুরীর সব আছে। এই মুহূর্তেও যদি তার কিছু না থাকে আর কখন থাকবে?

মাধুরী বলল, আমার হাতের রুমাল তো তোমার মতই ভিজছে। ব্যাগের মধ্যে আর একখানা আছে কিনা দেখা।

রঙীন খলিটার সূতো শিথিল করে তার মধ্যে হাত দিল মাধুরী। ভাঁজ করা ছোট একখানা রুমাল বেরোল আর বেরোল এক

গুচ্ছ টকটকে রঙগোলাপ। বিস্ময়কর, অপ্রত্যাশিত।

আশ্চর্য, এই ফুলের কথা তো মাধুরী একেবারে ভুলেই গিয়েছিল।

অসীম বলল, 'বাঃ, এ ফুল কোথায় পেলো?'

মাধুরী বলল, 'সম্মুখবোলায় আমার এক ছাত্রী দিয়েছিল। তাদের টবের ফুল।' তারপর একটু হেসে বলল, 'তুমি নাও।'

অসীম বলল, 'নেব তো, কিন্তু রাখব কোথায়?'

মাধুরী হেসে বলল, 'বাঃ রে, কয়েকটা ফুল রাখবার মত ফুলদানি তোমার কি আর নেই?'

অসীম বলল, 'একটি অপরূপ ফুলদানি আমার কাছেই আছে। যদি অনুমতি দাও তো ফুলগুলি সেখানে রেখে দিই।'

মাধুরী কথাটা যে বুঝতে না পারল তা নয়, কিন্তু জবাবটা কী দেবে ঠিক করতে না করতে নিমেষের মধ্যে অসীম তাকে কাছে টেনে নিল। তারপর একটু একটু করে তোড়ার ফুল খুলে মাধুরীর ঘোঁষায় গুচ্ছ রাখতে লাগল।

মাধুরী বাধা দিয়ে বলল, 'এ কি হচ্ছে?' কিন্তু তার সেই অক্ষুণ্ণ প্রতিবাদ ব্যক্তি-ধারার মধ্যে ভেঙে গেল।

সর্বশেষ এমন করে কাঁপছে কেন মাধুরীর? এতক্ষণ বাদে কি সে শীতল হয়েছিল? কিন্তু যে দেহের সংগে সে আশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে তা তো শীতল নয়, তা আগুনের মতই উত্তপ্ত। না, শৈত্য নয়, মাধুরী নিজের দেহের অনুপ্রমাণমতে সেই আগ্নেয় উত্তাপই অনুভব করছে। এ কম্পন কি তা হলে দু'টি অনিশ্চিততার? আর এই ব্যক্তি? তার ঠোঁটে গালে চিবুকে চোখের পাতায়—সর্বশেষ এই যে নিরবচ্ছিন্ন স্ফূর্তি হচ্ছিল বাইরের ধারাপতনের সংগে তার কি কোন মিল আছে? একটু আগে আকাশেরই সেই বাসনা-বাষ্টি মাধুরী তো সর্বশেষ পেতে নিচ্ছে। তাতে কি এমন অসহ্য আনন্দ ছিল? এমন অনিশ্চয়তার অনাস্বাদিত সুখ? সেই অবিচ্ছিন্ন দাহ আর শান্তি, গরল আর অমৃত, মৃত্যু আর জীবনের রসায়ন? আকাশ যত বিশালই হোক আর যত ব্যষ্টিই ঝরাক মানুষের দুই ঠোঁটের সেই অপরিমেয় ব্রহ্মবী কোথায় পাবে? বাক্য আর চুম্বনের অক্ষুণ্ণ সম্পদ অধর ছাড়া আর কিসে পাবে?

অবশ্য আচ্ছন্ন মাধুরী যে কতক্ষণ এমনভাবে রইল তা সে টের পেল না। কখন ব্যক্তি থেমে গেল, আকর্ষণীয় ঘুর পথ ছেড়ে টান্জিটা কখন যে ফের তাদের চেনা পথ, সোজা পথ ধরে মাধুরী তাও খেয়াল করতে পারল না। শব্দ কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে এনে খানিকটা দূরে বলল। ভিজছে

আঁচল দিয়ে নিজের মুখখানা ভালো করে মুছে নিল মাধুরী। কিন্তু তাতে কি সব দাগ মোছে?

ছি ছি ছি, ডাইভার তো যান্ত্রিক রকেট নয়; এমন নয় যে স্ট্রীয়ারিং ধরবার মত তার শব্দ দুখানা হাতই আছে, তার ঘাড় ফেরাবার শক্তি নেই, তার দু'টি চোখ নেই। চোখের তারায় দৃষ্টি নেই তাতো নয়। ও যদি দেখতে পেত তাহলে কি হত! দেখেছে কিনা তাই বা কে জানে। তাহলে লজ্জায় মরে যাবে মাধুরী। গাড়ি থেকে নামবার সময় কী করে ওর দিকে তাকাবে? সে নিজে না তাকালেও ওর দু'টি চোখ বন্ধ করবে কী করে।

ডাইভার রকেট নয়। তার দু' হাত নড়ছে। মুখ নড়ছে, পান চিবুচ্ছে বোধ হয়। কানে একটি বিড়ি গোঁজা। ডাইভার যদিও এদিকে চোখ ফেরাচ্ছে না তবু সে যে জীবন্ত মানুষ মাধুরী তাতে কোন সন্দেহ নেই। বরং পাশে যে মানুষটি স্পির হয়ে বসে আছে সেই যেন মুহূর্তের মধ্যে রবেট হয়ে গেছে। তার নড়া নেই, চড়া নেই, ভাষা নেই, ইশারা নেই, যেন কাঁচ দিয়ে তৈরি এক মনুষ্যমূর্তি। এই মুহূর্তে বিশ্বাস করা শক্ত যে, একটু আগে ওই দারুণতাই দাবানল জ্বলিছিল; ওই দু'টি শব্দে নিশ্চল হাতের চামুকের শেষ ছিল না, ওই দু'টি নীরব ওচ্চারণের প্রতিটি স্পর্শে সঙ্কলিত ব্যক্তি হচ্ছিল। এখন সেই মানুষই এমনভাবে চূপ করে বসে যেন মাধুরীকে সে চেনে না, কি সমানাই পরিচয় আছে তার সংগে। মাধুরী নিজের মনেই হাসল। কর্মবীর মানুষটি বসে বসে কি ভালো এখন? এমন একটা অঘটন কেন ঘটল তার কারণ বিশেষভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে নাকি?

মাধুরীর অনেক কথাই আজ বলবার ছিল। তার সকল যাওয়ার পথে কালমর্গে টুকরার সময় যে গর্বের প্রশ্নট করেছিল অসীম, মাধুরী ভেবেছিল ফেরার পথে তার জবাব দেবে। প্রেমের মর্যাদা যে কিসে, অসীমের সংগে তাই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করবে। কিন্তু সে সুযোগই হল না। তাকে মুখ খুলতে দিল না অসীম। এক অপূর্ণ কৌশলে সব বন্ধ করে রাখল, দুই টোঁট এক করে এক সংগে গোঁথে দিল। একটি শব্দের নামই কি পশুশব্দ? লক্ষ গুণ বাড়ালেও কি শব্দ সংখ্যায় তার তীব্রতা প্রকাশ করা যায়? অসীমের সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি বলে মাধুরীর এই মুহূর্তে আর কোন ক্ষোভ নেই। যে জবাব শব্দ সে বাক্য দিত তাই কায়মনোবাক্যে দিয়েছে। এর চেয়ে প্রাজ্ঞ বাখ্যা আর কীই বা সম্ভব ছিল? এবাং চেয়ে স্পন্দনের আর কিভাবেই বা দিতে পারত মাধুরী?

আশ্চর্য! 'আশ্চর্য' আবার তার কাছে এতখানি এসেছে। মাধুরীর হাতখানা ফের তুলে নিয়েছে তার হাতের মধ্যে। যে হাত তার হাতখানাই কি কাঁপছে, না কি যে ধরেছে তার হাত? নিরাপদ নীড়ের মধ্যে পাখি যখন কাঁপে, তার সে কম্পন কি ভয়ের, না কি তা বৃকের মধ্যে হৃদস্পন্দন, মনের মধ্যে বাসনার শিহরণ? একটু আগে মাধুরী সর্বাঙ্গ দিয়ে সর্বাঙ্গ অনুভব করেছে, সর্বাঙ্গের স্বাদ নিয়েছে। এখন শুধু হাতের সঙ্গে হাতের মিল। কিন্তু একই আগে সেই সর্বাঙ্গের স্বাদ। কখনো প্রতি অপ্সার লাগি প্রতি অঙ্গ কাদে, কখনো একই আগে সর্বাঙ্গ এসে বাসা বাঁধে। একটি হাতের মধ্যে যে একটি পরো জীবনের শ্বাস ফেলে, একটি হাত বাড়িয়ে যে একটি সম্পূর্ণ জগৎকে ধরা যায়, এ রহস্য কি কোনদিন মাধুরীর জানা ছিল? কোনদিন কি অনুভব করেছিল যে হাতে হাত দিলেই সর্বস্ব দেওয়া হয়? আর সর্বস্ব দেওয়া মানেই সর্বস্ব পাওয়া?

অসীম বলল, 'মাধুরী, তুমি কি বাগ করেছে?'

কীতিল্পের পুরষের কথা শোন। এতক্ষণ কাদে তার খোঁজ নেওয়ার সাধ হয়েছে মাধুরী বাগ করেছে কিনা। সে কি মুখে ফুটে বলতে বাগ করেছে? সে কি মুখে ফুটে বলতে বাগ করেছে? সে কথা বলবার সঙ্গ কি তার আছে মাধুরীর?

তুমি এত কি ভাবছ বলতো? কার কথা ভাবছ মাধুরী? মানসীর কথা?

মাধুরী ঢাক উঠল। প্রথমটা কি পাশ থেকে এসে না তিরের থেকে তা যেন হঠাৎ ঠিক করতে পারল না। মানসী! কোথেকে এই শব্দটা? তীক্ষ্ণ তীব্রিটি এসে ব্যকে বিধ্বস্ত করেছিল। তার অস্তিত্ব তো কোথাও ছিল না। সে তো গগন থেকে সম্পূর্ণ বিসর্জিত হয়ে গিয়েছিল। তাকে পরাজয়বন কেন দিল অসীম, কেন ওই নাম ফের মাঝে আনল? সে মুখে এতক্ষণ মাধুরীর মুখের সঙ্গে মিশে ছিল সে মুখে আর একজনের নাম কেন? পঞ্চদশ বোমার ভাগ এই শব্দটি ছিল। এই টমার সিঁচক তীরে তমিও কি বিদ্রূপ হয়? না কি মানসীর এই পরম ক্রব ঘণ্টা বিপদী তোমার চিত্ত-সংহত, প্রিয় সহচর?

মাধুরী যেন অসীমকে জবাব দিল না, নিজেকে বলল, 'তার কথা না ভেবে কি আমরা পারব? সে তো একদিন জানবেই।'

'জানক। কিন্তু এসে যায় না মাধুরীর। সে আর আমাদের কাঁদা বাসে না। আমাদের পেড়ে দিল তার আর কোন দৃষ্টি নেই। তার চেখে আমি এখন অকর্মণ্য,

অপাংক্বেয় পালিস কর্মচারী ছাড়া আর কিছু নেই।'

অসীমের গলায় এ কী ক্রোধ, এ কী আক্ষেপ, এ কী নৈরাশ্য! তবু সব ছাপিয়ে এ কী তীর আবেগ! আর তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি করুণ সুর-তরঙ্গ। অপমানিত, অহত বাসনার এ কী গোপন কামা না গঞ্জরণ?

মাধুরী শ্বশ্ব হয়ে রইল।

অসীম বলতে লাগল 'মানুষের কাজটাই তার কাছে বড়। কীতিল্প তার কাছে একমাত্র পরিচয়। তাই সধরণ একজন পালিস কর্মচারীকে নিয়ে তার লক্ষ্যের সীমা নেই। তাই একজন খোঁড়া বুদ্ধো প্রফেসরের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতেও তার এত গৌরব।'

মাধুরী অশ্রুপট প্রতিবাদের সুরে বলল, 'তুমি এসব কী বলছ।'

অসীম বলল, 'আমি ঠিকই বলছি মাধুরী, সব জেনে শুনেই বলছি। আমি দু'দুবার তাকে ফোন করছি, পাইনি। অসম্ভব কষ্টকে কে না দেখতে যায়? কিন্তু কে সরাসরি ধরে তার কাছে অটক থাকে? এর মানে যে কী বাক্যে পরছ না?'

ব্যবসায় আবার পারেনি মাধুরী? অনেকক্ষণ আগেই বাক্যে! কেন আরো আগে বোঝেনি, সেই দিকটাই এখন তার মনের মধ্যে বড় হয়ে উঠল। এই লক্ষ্য যে কী করে ঢাকবে এই অশ্রুমান সে কোথায় লুকোবে? এই মুখে সে কি রে দেখাবে? হাজার বার অঁচল দিয়ে চাফালেও যে এ চিহ্ন মিলাবে না, হাজার বার চোখের জল ধালেও যে একক শব্দকে না। তার ঠোঁট গালে কপালে চিবুকে হো কোন সত্যিকারের গুণ্য-চিহ্ন নেই, এক বাধা অহত, জাঁকট, কামাট পুরষের নিখরদা অস্ত্রের অশ্রুট দমন-কৃত জলজল করছে। সেই ঔফুফুসা হাব সমস্ত জীবনকে যে ফলন করে দিল। মাধুরী তা বুঝবে কী করে।

হঠাৎ হাতখানা ছড়িয়ে নিল মাধুরী। তার এসে জনসার কাঁচ নাথ। রাগস। মাথা খজ করে রাখার জোর আর নেই তার।

অসীমের ক্ষম্ব, বিবর্তিত সুর কোন এল, 'এ কী মাধুরী, তুমি কীছ। কী হল তোমার-কী হল মাধুরী।'

মাধুরী আরো সরে, আরো সংকুচিত হয়ে কাঁচের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল বলল, 'ছায়া না, কীট আমরা আর ছায়া না।'

একটা আগ গাধারী হাব ফলগের সূখা পেরোঁছিল। কুস মুখে দিতে না

দিতেই তা নিমেষে বিব হয়ে গেছে।

আশ্চর্য, টাকসিটা কোন অ্যাকসিডেন্ট ঘটাতে পারল না, পারল না ভীক ভেঙে খালের জলে পড়ে যেতে, মধ্যরাতির প্রমত্ত দোতলা বাসটার সঙ্গে ধাক্কা খেতে। কিছই তার সাধো কি বৃষ্টিতে কুলোয় না। নিবিবাদের মাধুরীরে বাড়ির সামনেই এসে দাঁড়াল।

টাকসির সাড়া পেতে লোর খুলে প্রায় সবাই বোঁয়রে এসেছেন। বাবা, মা, নন্দু, মানসী।

সুহাসিনী বললেন, 'এত হাত করলি যে মাধু, আমরা তো ভেবেই জঁশ্বর।'

মাধুরী মনুষ্বরে বলল, 'যা জল।'

নন্দু উল্লসের সঙ্গে বলল, 'টাকসি করে এসেছ না কি মেজদি? আমাদের চেয়ে বেশি ভিততে পারনি। আমরাও টাকসিকে গিয়েছি, টাকসিতে এসেছি।'

মাধুরী একটা হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'তাই নাকি? কোথায় গিয়েছিলি তোরা।'

নন্দু বলল, 'কোথায় আবার? বরানগরে। দলব ওখানে। আমি আর সেজদি তোমাদের বাড়িতে বেরিয়েছিলেন। গিয়ে শুনলাম, একটা আগে তোমরা বেরিয়ে পড়েছ। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বেরোলাম। মনে হল কাশীপুরে রোড দিয়ে যে টাকসিটা চলে গেল, সেইসব তোমরাই আছ। সেজদিকে বললাম, আর আমরা চলে করি। দুরাগার পিছনে গ্যোয়েলা হয়ে ছুটি। কী মজাদার একখানা ডিটকটিত উপন্যাস হত তাহলে। কিন্তু সেজদির মনে কোন রস কষ নেই। আমাকে ধমকে ধমকে সেজা বাড়িতে নিয়ে এল।'

মাধুরী লক্ষ্য করল মানসী নিচপ্প পষাণ মূর্তির মত নীড়িয়ে আছে।

টাকসির ভাড়া মিটিয়ে নিয়ে অসীমও ততক্ষণ সকলের পিছনে এসে নীড়িয়েছে। তার মুখেও কোন কথা নেই।

সুহাসিনী বললেন, 'যাক, ভালোয় ভালোয় সব বাড়িতে এসে পৌঁছেছে, এই আমার ভালো। এখন ঘবে এসো তোমরা।'

মাধুরী মার পিছনে পিছনে পাসেজের ভিতর দিয়ে এগোতে লাগল।

হঠাৎ নন্দু বলল, 'বাঃ কত বড় বড় গোলাপ পরেছ মেজদি। এ-ফল কোথায় পেলে।'

মাধুরী জবাব দেওয়ার আগেই মনো-মোহন মন্তব্য করলেন, 'শুধু কি ফুল? খোঁপার ফুলের বাগান বর্সেছে। চল ঘরে চলা।' (ছমশ)

অ ন্য অ ন্য

বীরেন্দ্রকুমার

দিন - লিপি — জ্যৈষ্ঠ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

এ-জন্যে কুণ্ঠিত। থাকি সবার আড়ালে আবড়ালে।
নিজেরি কাপণ্যে যেন শশকের মতন গুটিয়ে
সংকোচের ঝরাটোপে সংগোপনে নিভতে লুকিয়ে।
আসি না সভায় কিংবা গানের আসরে তালে তালে
যেখানে অনেকের আসে— নানা রং দাঁপিশিখা জ্বালে।
নিজেরি দৈন্যের দায়ে মুখ ঢাকি। অশঙ্কার নিয়ে
একরাশ একাকিৎবে ক্রান্তি আর নৈশঙ্ক কুড়িয়ে।
কারণ, বিদগ্ধজন যে-উচ্চ মার্গের বেড়াজালে
সমাধিত, সেখানে আমার দৌড় অপাংক্তেয়, পাশে।

অবশ্য, এমন বিস্ত নেই যাতে দম্ভের প্রকাশে
দাঁড়াই। উদ্ভত বুক উজ্জ্বলিত সোজা সগৌরবে।
তাই নতমাথা আমি সশরীকৃত তোমার নিকটে
হতবাক। অন্য অঙ্গ তুণে নেই—শব্দে এ-সংকটে
কবি কৃতি ছাড়া, তাতে কী ও-মন দ্রব হবে?

বর্ষার বিষন্ন রোদে বাড়িঘর প্রৌঢ় হয়ে গেছে
আমার মতন।
আমি তুলে নিই বেছে বেছে
ক্রান্ত পায়ে ওখানে যে কারা কাজ করে।
তাদের অনীহা-ভরা মন
ছোঁয়াচ লাগায় মনে, বসে থাকি ঘরে।

বৃদ্ধ বৃকে কী আলস্য বাসা বাঁধে আজ—
মেঘে-রোদ্রে চেয়ে থাকি, তার কারুকাজ
আমাকে ভাবায় শান্ত জীবন-মরণ—।
কবে তুমি, কন্যা, সব ভেঙে দিয়ে পণ
আমাকে ভাসাবে—
অনিদেশে, সেই অনিদেশে তুমি আজও নিয়ে

একটি হালকা কবিতা

হরপ্রসাদ মিত্র

একটি কবিতাও লেখিনি মগ্নিময়
ছিলো সে কবিতার সত্য।
ভালো সে বেসেছিল হারিয়ে সংশয়
তাতেই একদিন মরতো—
যদি-না থাকতুম আমরা—অর্থাৎ
মর্তে ফেরাবার বন্ধন,
ফিরলো তাই শেষে—কিন্তু দৈবাৎ
মনটা রইলোই পণ্ডা!
একটি গল্পও লেখিনি মগ্নিময়,
নিজেই হোলো এক গল্প।
রইলো আপনার লুপ্ত অধ্যায়ে
যেখানে লোকজন অল্প।
বাতাস, আলো আর ফুল বা পাতা আর
পাখি বা পোকাদের উৎপাত
কিছুই ঢোকবার রাস্তা রাখিনি সে,
যেহেতু আমরাই দৈবাৎ।
একটি নাটকের বিবরণ অন্তিম
ছিলো সে শূন্যের সম্মুখে!
আমরা বলতুম কাজ কি জাঁহাপনা?
একলা থাকা এক বিভ্রাট!
তাই সে-দশের স্বল্প পরিসরে
হঠাৎ এলো শেষ-রাত্রি।
পড়লো যবনিকা, মরলো মগ্নিময়।
আমরা জীবনেরই যাত্রী!
এ সাদা গল্পের কিছুই মানে নেই
হালকা ঢেউটাই গ্রাসা—
হিসেবী মানদণ্ডেই বাচার অধিকারী
আগুনে বোকারাই দাহ্য।



শ্রীহারাতকৃৎ দেব

২৭

বিদ্যামশ নবসর পূর্ব 'মহাষ্টমীর' দিন রীতি থেকে প্রথম চৌধুরী আমার চিঠি লেখেন।

৯৬

গত সংখ্যায় প্রকাশিত।

রীচী

২০/১০/১৭

কল্যাণীয়েষু,

তোমার প্রবন্ধ এবং তদন্তগত পত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে আমার হস্তগত হয়েছে। পত্রপাঠ উত্তর দিতে বাসেছি—কেননা হাতে কোনও কাজ নেই, তাছাড়া বাইরে যে ঘরে ফিরে বেড়ান তারও জো নেই—দুটি এখানেও সমান চলেছে।

তোমার নম্র প্রবন্ধ ছাপাবার মত হয়েছে। সুতরাং তুমি পত্রোত্তর তার নাম লিখে পাঠিয়ে, তখনই সব্যজপত্র আমরা পেনসী লেখা তাপাইনে। ছাপাখানার ভাষায় বলতে হলে এ প্রবন্ধে Composition-এর না তুটি আছে imposition-এর আমি তা সেবের নৈব। অর্থাৎ যেখানে দেখব লাইনগুলো তেড়া-বোকা হয়েছে সেখানে সেগুলোকে সিপে করে নেব।

আজ অষ্টমী পূজোর দিন, এই কথা ত পাঁজিতে বলে, কিন্তু চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি জন্মাষ্টমী—কেননা আকাশ একবারে মেঘাচ্ছন্ন আর মাঝে মাঝে শ্রাবণের ধারা বর্ষে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষে সব ক্ষতু লোপ পেয়ে শেষটা এক বর্ষই টিকবে, এরপরে এদেশে আর আকাশ হবে না—যা হবে তা হচ্ছে চির বিকাল। যদিচ এখন বেলা সবে সাড়ে

চারটে—তবুও বিনা বাতিতে ভালো দেখতে পাচ্ছিনে বলে, লেখা এইখানেই শেষ করি। তুমি আমার বিজয়ার আশীর্বাদ জেনো। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

এ-চিঠি আমার হাতে পৌঁছায় দুবছর পরে, ঠিক মহাষ্টমীর দিনেই। ডাকঘরের গাফিলতির জন্যে নয় চিঠিটি বাড়িতেই কি রকম অন্য কাগজপত্রের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, দুবছর বাদে সেই সব ঘটিতে ঘটিতে ইঠাং আমার নজরে পড়ল। এ-ঘটনাটি অশ্চর্য লাগায় আমি তার অদ্যোপাত্ত যুগান্ত বর্ণনা করে সেইদিনই প্রমথনাথকে চিঠি লিখলাম। পত্রোত্তর উনি আবার রীচি থেকেই লিখলেন:

৪৫

রীচি

৪/১০/১৯

কল্যাণীয়েষু,

কার্যনাথ আগে তোমাকে আমার বিজয়ার আশীর্বাদ জানিয়ে পরে জানাচ্ছি যে তোমার চিঠি কাল পেরেছি।

দুবৎসর পূর্বের অষ্টমীতে লেখা আমার পত্র দুবৎসর পরে আর এক অষ্টমীতে যে তোমার হাতে পৌঁছেছে এটা অবশ্য আশ্চর্য ব্যাপার বটে। তুমি জিজ্ঞেস করছে যে এর পর দুর্গায় বিশ্বাস করতে ইচ্ছা যায় না? আমার উত্তর, এই রকম Coincidence-এর বলেই যদি "দুর্গা"র উপর বিশ্বাস পাকা করতে হয়, তাহলে বিশ্বাসী খুঁজতে গিয়ে আমাদের শেষটা বলতে হবে "নাথো না মিলিল এক"। সে যাই হোক, এ ঘটনার মধ্যে একটু মজা আছে। আমাদের চারপাশে যা বটে তা এমনি নিয়মতই ঘটে যে মানুষ ঘটনা সকলের মধ্যে একটা কার্য কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করে উঠতে পেরেছে অর্থাৎ মানুষের মগজ থেকে Science বলে একটা বিনো বেরিয়েছে। এর ফলে আমাদের কাছে কোনও জিনিসই আর নতুন ঠেকে না যার কারণ জানি তার কার্যের ভিতর নতুন আর কি থাকতে পারে? এর একটি ত আর একটির ফল মাত্র। সেদিন থেকে আমরা এ বিশ্বের ভেদ মেনে নিয়েছি সেদিন থেকে মানুষ আর

পূজোয় বেরলে

ইষ্ট কুটুম

লীলা মজুমদার

এর গল্প কিছু মজলিশে শোনা, কিছু আত্ম-স্বজনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। এ সব ঘটনা না ঘটার কোন কারণ নেই এবং ঘটতে কোন বাধা নেই, এবং ঘটেই উঠতে ছিল। লীলা মজুমদার সম্পূর্ণ নিজস্ব চোঙে লেখা গল্পগুলো পড়তে পড়তে হাসি পায়, তা অস্বাভাবিক নয়, সিমত মধুর মজলিশ হাসি।

মিটি হাতের মিটি আসামী গল্প। অভিনব গ্রন্থ। দাম ৩.৫০

পূজোর পরই বেরবে

গজেন্দ্রকুমার মিতের

রম্যপদ চৌধুরীর

আকাশ লিপ

দুটি চোখ দুটি মন

ঐতিহাসিক উপন্যাস

শহর-জীবনের মধুর উপন্যাস

ধরণীয় লেখকের



দ্বিবেনী প্রকাশন

ধরণীয় গ্রন্থের প্রতীক

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

কিছুতেই আশ্চর্য হয় না—কেননা তার বিশ্বাস যে, এই আইন-শাসিত বিশ্বে কোনরূপে আশ্চর্যকর অর্থৎ বেআইনী ঘটনা ঘটতেই পারে না। অবস্থা যখন দাঁড়িয়েছে এইরূপ তখন যদি এমন কোনও ঘটনা চোখে পড়ে যা নিত্যসত্যি আপজ্ঞা, যার কোনও হিজের পাওয়া যায় না—তখন ঘনটার ভিতর বিস্ময় আপনা হতেই জন্মায়। এই দেখ না কেন, আমরা গরুর প্রতি ভুলেও দৃষ্টিপাত করিনে, কিন্তু বৈদ্যনাথের গরু পয়সা দিয়ে দেখি, কেননা সে গরু চারপেয়ে নয়, পাঁচপেয়ে—আর আমরা জানি যে বৈজ্ঞানিক গরু চতুষ্পদ। এ চিঠি সত্যোক্তক দেখিও না,—সে চটে মাঝে। বিজ্ঞান হচ্ছে এ যুগের mythology, সত্যরূপ তার উপর ঠাট্টা বিদ্রূপ ভক্তের দল সইতে পারে না। সে খাই হোক, যে সব জিনিসের অর্থ বোঝা যায় না, সে সব জিনিসের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা আমার শোভা নেই—আর যার আছে তার ধাত বদলাবার জন্য চিকিৎসা করা প্রয়োজন। যা আশ্চর্যজনক তা exception বলেই গণ্য। দেশসুন্দর গরু যদি বৈদ্যনাথের গরু হয়ে ওঠে তাহলে চারপেয়ে গরুই একটা freak of nature হয়ে উঠবে। এই মোটা কথাটা উপেক্ষা করেই বাঙালি দেশের গরু লেখকেরা সাহিত্যজগতে একধার থেকে বৈদ্যনাথের গরু সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। তাঁদের এ ক্ষেত্রের প্রতিবাদ করলে দেশসুন্দর লোক চাঁৎকার করে বলবে—“বাঙালীজাত romantic—অতএব সাহিত্যরাজ্যে সে তার স্বধর্ম পালন করেছে চলছে।” স্বধর্ম নিধন যে শ্রেয়—একথা ত সবর ভগবান বলে শোভেন, সন্তোষ আমি কটাক্ষও তাঁর স্বধর্মচর্চা হতে নিবৃত্ত করতে চাই না। বলতে চাই শূন্য এইটুকু যে ও চর্চার ফলে নিধন শ্রেয় হোক আর না হোক নিধন নিশ্চিত।

কি কথা থেকে কি কথায় এসে পড়লাম? একেই বলে বলে বলব—যে বিষয়ে আমি চতুর্মুখ। এখন কিন্তু ভেড় চার ফিরে আসা যাক। এখানে দ্বিবি শান্তিতে আছি, ফলে এতটা শব্দ হতে পড়োঁছি যে, জড়শব্দার্থের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছোঁছি। কাকের মধ্যে সুই, খাই আর কুই, তবে সুই সমান মাত্রার নয়—খাই কম—সুই বেশি। দেখাপড়ার হিসেব এই। চিঠি লিখি আর পড়ি, হাতের গোড়ায় যা পড়ে তাই অর্থৎ বিশেষ কিছু না। আত এ বইয়ের দৃষ্টান্ত কাল ও বই—এর তিন-পাতা—এই হচ্ছে আমার দৈনিক বসাদ। শূন্যপকটা এইভাবেই কাটা। ইচ্ছে আছে পঞ্চাশতের কালি কলম নিয়ে বসব। আমার বিশ্বাস মানব জাতিও মাঝে মাঝে পতিত রাখা দরকার।

এখানে এসে সন্দীপিত আর একখানি

চিঠি পেরিয়েছি। সে যে মহা ফর্টিতে আছে তার পরিচয় তার চিঠির প্রতি অক্ষরে ফুটে উঠেছে। এইত চাই। সন্দীপিত মহা-গুণ যে আধমরা লোক নয়। যেমন শতকরা নিরানব্বইজন বাঙালীর ছেলে হয়ে থাকে। কাল তাকে আটপাতা পুরে একখানি চিঠি লিখেছি। তবে তেমন যত করে লিখতে পারিনি। হালে আমার মনটা বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল আছে, তার কারণ বর্তমানে আমি ‘গৃহহীন’। ববিবাবু তাঁর একটা গানে দুঃখ করে বলেছেন, ‘হয় গৃহহীন হয় পথহারা’। ‘গৃহহীন’ ব্যক্তি যে কতটা কৃপার পাত্র সে সত্যের সমাক উপলব্ধি ইতিপূর্বে আমি কখনো করতে পারিনি। তবে ভরসার কথা এই যে আমি ‘পথহারা’ নই এবং সম্ভবত কখনও হব না। আমি জীবনে আমার একটা পথ ধরে নিয়েছি এবং ধীরে ধীরে হোঁচট খেতে খেতে সেই পথেই অগ্রসর হচ্ছি—এর চাইতে অবশ্য টের বড় বড় পথ আছে—যথা ধনের পথ, মানের পথ ইত্যাদি—কিন্তু আমি ঐ মানের পথ ধরেই চলি। এ পথের পথিকদের কপালে ঘরে বাইরে পুরুষকারের চাইতে তিরস্কারই জোটে বেশি, তাতে যারা ভরার তাদের পক্ষে ধনের পথ ধরতে উচিত—কেননা ধনের পিছনে মান আসে। তখন তারা দাবী করেন যে তাঁদের ঘনও খুব বড় এবং দেশ-সুন্দর সে দাবী সাগ্রহে মঞ্জুর করেন। যাক ও সব কথা—স্বদেশ চরিত্রীর বীরবল প্রশংসা কি রকম লাগল? ও ভদ্রলোকের কলমের মুখে আর কিছু থাক আর না থাক, ‘কিন্তু কিন্তু’ নেই। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ আমায় যে ‘নাম-লজির’ কথা বলেছিলেন সৈনিক কেঁকে ভেদে দেখলে বলতে হয় যে শিল-কম যার নাম সেই প্রমথনাথের উচিত ভিন্ন দুর্গায় বিশ্বাস করা, কারণ শব্দের পড়ী দুর্গা। হয়তো এ মন্তব্য আমার কলম দ্বারা বেরোনা অনশ্চিত, কেননা আমি তাঁর আশীর্বাদ পোষণই এই চিঠিতেই। প্রাচীনতার অন্যতম বিধান অনুসারে এখন পড়ীতত্ত্বের সঙ্গে প্রজ্ঞাত মিশিয়ে একটা ‘ইন্ডলজি’ করি, যাতে পিড়নেরই স্মৃতিতত্ত্ব হতে পারে।

শিল ও দুর্গা এ-দৃষ্টি নামের ছাপ নিয়ে আছে দৃষ্টি সংস্কৃত শব্দ, ‘শিব’ আর ‘দুর্গ’। পূর্বেরই বলেছি, মহেন্দ্র-জা দুর্গাতে দক্ষ-রক্ত-বিনশকারী ‘মহেশা-শিবের’ দর্শন মেলে। আলেকজান্ডারের সময়ে হারাণ্ডা ও মাহেন-জো-দুর্গা অঞ্চলে ‘শিব’ ও ‘শূত্র’ নামে যে দুই জাতি বসবাস করতেন তাঁরা দাবী করেছিলেন যে তাঁরা ওখানকার প্রাচীন অধিবাসী এবং তাঁদের ধমনীতে গ্রীকদের সমগোত্রীয় জাতির রক্ত আছে। এ দাবীকে আলেক-

জান্ডার স্বীকার করে নেন। আমরাও যদি অস্বীকার না করি, তাহলে বুঝতে পারবো, কেন ওখানকার প্রাচীনতম শিল্পে এত চমৎকার কারু-কাষ এবং শিব কেন শূত্র-দের জন্যে নাট্য-বেশ ভেঁরী করলেন—যে কথা ভারত-নাট্য-শাস্ত্রে বলে। কোটিলীয় অর্থ-শাস্ত্রেও দেখি, কারু-কর্ম আর কুশীলব-কর্ম হচ্ছে বিশেষ করে শূত্রের কাজ।

হুইলার সায়েব প্রমাণ করেছেন যে হারাণ্ডা ও মাহেন-জো-দুর্গার সভ্যতা দুর্গ-প্রধান, যেমন আমরা মোহী শূত্রের প্রারম্ভেও দেখি। কোটিল্যের পূর্বে বৃত্তপতি বলে গেছেন, রাজা হচ্ছে সত্যাগ-স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোস, রাষ্ট্র, দুর্গ আর বল—একথা কামন্দকীয় নীতিসারে লেখে। একটা বাহু-পতা অর্থ-শাস্ত্র পাই বটে, কিন্তু সেটা পরবর্তীকালের রচনা। কোটিলীয় অর্থ-শাস্ত্রের ‘দুর্গ-নিবেশ’ অধ্যায়ে বিধান রয়েছে, দুর্গের বিশিষ্ট স্থানে বিশিষ্ট দেবতার মূর্তি স্থাপন করার। তাঁদের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছেন শিব, বৈশ্রবণ, অশ্ব শ্রী আর মদিতা। এখানে ‘মদিতা’ যে দুর্গারই নামান্তর, সেটা দেখায়ে গেছেন বন্ধুদের ‘ডক্টর নারায়ণচন্দ্র ব্যানার্জি’। আমার মনে হয় শিব যখন এখানে সন্দীপিত উপস্থিত, তখন বৈশ্রবণই বা একল গুরুত্ব কেন? অশ্বশ্রীকে আমি মিসেস বৈশ্রবণ বলতে চাই। সন্দীপিত জানেন, দলপতি কুবেরের নাম বৈশ্রবণ, এবং তিনি ছিলেন যক্ষ-কিঙ্গবংশের রাজা। সেখানকার নারী-দের কিঙ্গরী বলা হয় এবং কিঙ্গরীরা অশ্বমুখী।

বংশবলে সত্য্য মন্ডলের আওতাধীন সন্তোহকদের ‘বাকব’ বলা আছে, এবং সেখানকারী শিব-জাতি ও অন্যান্য জাতির লোক নিয়ে রাজ্য সজ্জার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩১ সালে জার্মানিতে প্রকাশিত আমার একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছি যে এই সব সন্দেশ-বিরোধী জাতির মধ্যে চারটির নাম পাওয়া যায় (বক্ষ-তুর-বশ-শিল্প) যারা সমবেতভাবে খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে মিশর আক্রমণ করে, এবং ‘বাকব’ হচ্ছে (রাশরীয় চিচাকদের ‘ইঅখউঅস’) সেই জাতি যাকে গ্রীকরা বলতেন ‘অইথোয়ী’ আর ইংরেজরা বলেন Achaean। বংশবলের উক্ত সন্তোহ এদের সববংশ বলা হয়েছে যে এরা অশ্ব-মুণ্ড বল-রূপে ইল্লের উল্লেখশো সমর্পণ করতেন। প্রতীচা পুথ্যতত্ত্বেও Achaean-দের সঙ্গে অশ্বের সম্পর্ক বর্ণিত। ডক্টর সন্দীপিত চাটুগের মধ্যে শূন্যে, একজন আধুনিক প্রতীচা পণ্ডিত প্রমাণ দেখিয়েছেন যে গ্রীকদের কিংদের-নামক বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আমাদের কিঙ্গর-কিঙ্গরীর স্বরগত সম্পর্ক আছে।

বৈশ্রবণ ছিলেন পুন্ড্র-পুত্র বিশ্রব-র তনয়, আর রাবণ ছিলেন তাঁর বৈমাত্র-

ডাটা। রহস্যর যবে তিনি ন-কি একটি পুণ্যক-রথ পান! কথাটা সত্য হলে বস্তুতে হয়, সেকালেও এয়ারোপ্লেন ছিল। আমি কিন্তু এটিকে সেকলে সাবানের ফান্দুস বলে বিশ্বাস করি। কম্পনাকে হাওয়ায় ওড়ালে অনেক উড়তে যাওয়া যায়। রাবণের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় বৈশ্রবণ-কুবের পিতৃ-নির্দেশে লঙ্কা ত্যাগ করে কৈলাসে চলে যাওয়ার কাহিনীকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, স্বর্ণ-সম্পদে বিশ্বাসী মানুষের মনে রাবণের স্বর্ণ-চুল লঙ্কা, আর স্বর্ণ-বহুল তিব্বত-ভূমিতে অর্ধস্থিত কৈলাস, তুলামূল্য বলে যথেষ্ট হ'তছিল।

যক্ষ-রা যে বাক্ষসদের সমগোত্রীয়, একথা ব্যাপকভাবেও আছে। সেখানে যক্ষ-দের ভূড়ি-ওয়ালা চেহারার বর্ণনা পাই, আর পৌলস্তা-বাক্ষসদের বর্ণনায় বলা আছে যে, তাঁদের হাতের চুলগুলো ছিল উল-খড়ের শীশের মতন খাড়া-খাড়া। বৈদিক টীকাকাররাও পুণ্যস্থিত-শব্দের অনু-রূপ লাতিন দিয়েছেন। ঠিক এইরকম চুল-ওয়ালা মাথা আঁকা আছে ক্রীট-এর মাটি থাঙে পাওয়া চিত্র লিপিতে। এ-লিপি পড়ে বোঝাবার জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এখনো মাথা খাঙে মরতে প্রস্তুত, এবং অনেক মাথা চুলকেও এর পাঠোপধার তদনা-বসি কেউ করতে পারেন নি। তবে ঐ মাথাকে 'ফিলিস্টাইন হেড' বলা হয়, কারণ ইরাক মাথাওয়ালা মানুষ আঁকা আছে ১২০০ খ্রি পূর্বের মিশরীয় শিল্পলিপি-য়কে ফলকে, যেখানে এরূপ মানুষকে 'পুলসতি' নামে ডেওয়া হয়েছে এবং বাই-বোলে বলে এদেরই নাম হচ্ছে 'ফিলিস্টাইন'। এখন সে-দেশকে প্যালেস্টাইন বলা হয়, সেই দেশই এদের অধিকাংশ বসতি করেছিল।

আমার ধারণা, আসল স্বর্ণ-লঙ্কার অনু-সন্ধান করতে গেলে আমাদের যেতে হয় ক্রীট-অঞ্চলে। 'পালিট'র স্যারেভের মতে লঙ্কার ব্যবস্থা বললে বুঝতে হবে শুবু, 'স্বর্গের রাজা', কারণ ব্রিটিশ ভাষায় ইব্রিগন (=রাবণ) মানে 'রাজা', আর 'লঙ্কা' মানে 'স্বর্গ'। কোন স্বর্গ এ সমস্যার সমাধান করতে পারে ক্রীট-এ যাওয়া অসম্ভব নয়। ট্রয়-এর মতন সেখানেও মাটির নীচে অনেক সোনার বাসনাকোসন পাওয়া গেছে। বামায়ণের মন্তব্য-কাণ্ডে লঙ্কার যে স্বর্গের বর্ণনা পাই, তার মধ্যে প্রাচুর্য দেখা যায় স্বর্গের আর বস্তু-প্রবালের। ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশেই বস্তু-প্রবালের বাস্তবিক প্রাচুর্য। স্বর্গের-কাণ্ডে বর্ণিত লঙ্কার কারু-কাবে যে পশু ও মনুষ্যক-চিত্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, সে-প্রাধান্যও পরিস্ফুট হয়ে আছে ট্রয় ও ক্রীটের প্রাচীন শিল্পে।

ক্রীট-এর আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, সেখানে বহুসংখ্যক 'গোলোক-ধাধা' (Labyrinth) ছিল। মহাপণ্ডিত আল-বেরুনী লিখে গেছেন তাঁর 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে যে, রাবণ ছিলেন 'রাবন-ক্রাট'র, রাজা আর তাঁর পুরীতে ছিল একটি গোলোক-ধাধা, যার ছবিও ঐ গ্রন্থে আঁকা দেখি। অবশ্য, আলবেরুনী রাবণের সমকালীন ছিলেন না কিন্তু রাবণ-সম্বন্ধে এ-সংবাদ নিশ্চয়ই কোনো পরম্পরাগত কিংবদন্তী থেকে আহরণ করা। আলবেরুনী লিখেছেন যে, হিন্দুরা এই কথা তাঁকে বলেছিল।

এ-ধাধার কাছ থেকে এখন ছটি নিয়ে একবার কলকাতার যাদুঘরে আসা যাক। এখানে দুটি পাথরের যক্ষমূর্তি আছে, বাদে গায়ে-লেখা অক্ষর দেখে অনুমান করা যায় যে সে-লেখা শৃংগ-যুগের, যদিচ শিল্পশৈলী থেকে মনে হয় যে, উভয়েরই মূর্তি গড়া হয়েছিল তার পূর্বে। মথুরার যাদুঘরে এদের মতন আর একটি যক্ষ-মূর্তি নীড়িয়ে আছে, যার পাথর কাছে কুশাগ-যুগের অক্ষরে লেখা দেখে টের পাওয়া যায় যে সেটি মণিভদ্র নামক যক্ষের মূর্তি। তিনটিরই চেহারা ক্রীট-ওফাল। এদের হাতে যে চমর আছে

তা দেখলেই স্মরণ করতে হয় তিব্বতের চমরী-গাই, কেননা চাম্বেরের জনো চমরীর চুল চাই।

এখনও দেখা যায়, বড়-মানুষদের প্রায়ই ভূড়ি হয়ে থাকে। স্ট্যাটিস্টিকস্ কেউ নেরান, কিন্তু স্যাম্পল-সার্ভে করার সুযোগ একবার পেয়েছিলুম এই বাড়িতেই বসে। পাশেই, জয়পুরেরা কলেজে, একটি বিদ্যুৎ বিবাহ উপলক্ষ্যে জমায়েৎ হন অনেক ধনী বাড়োয়ারী। তাঁরা যখন গাড়ি থেকে নামাছিলেন, তখন লক্ষ্য করে দেখলুম যে, শতকরা নিরেন্দ্রবই জনের বেশ ভূড়ি—যাকে আমার ঠাকুরদাদার আমলে লোকে নেরাপাতি-ভূড়ি বলত। ভূড়ি বাগানোর কাজটা তখন জমিদাররা জানতেন ভাল। বেশ হয় সেটাকে lost art বলা যায় না, যেমন মৌর্য-যুগের পাথর-পালিশকে ভিন্টেনেট পদ্ধতি বলেছেন।

ভাল কথা। মনে পড়ল, পাটনা যাদুঘরে একটি সুন্দরী যক্ষগীর সুল্লের পাথরের মূর্তি দেখেছি, যার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমনভাবে পালিশ করা যে, সবচেয়ে বেশি চক্চকে তার মাথা, আর সবচেয়ে কম চক্চকে তার পা। এর কারণ কি? শিল্পীর যে পালিশ করার হাত ছিল তা ঐ মাথা দেখলেই মালুম হয়। এক



সুজোয়

ইণ্ডিয়ান মিস্ গ্রাউপ
কলেজ ক্রীট মার্কেট-কলিকাতা



জেরে ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু আশ্চর্য-সত্যক নিরীক্ষণ করলে অনুভূতি আসে যে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত নেমে আসার সময় শিল্পী তাঁর পালিশের হাত খাটো করছেন ধমে ধমে—হঠাৎ পায়ের কাছে নেমে এসে নয়। যখন এই যক্ষণীর সাক্ষাৎ পাই পাটনার ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে গিয়ে ১৯৩০ সালে, তখন মনে হল বাৎস্যায়নের একটি কথা : কুসুম সধর্ম্যাণো হি বোধিতা, অর্থাৎ মেয়েরা হচ্ছে ফুলের মতন। আমার নিদ্রাস, শিল্পী যখন এ-মূর্তিকে পালিশ করে তখন সে ফুলের কথাই মনে রেখেছিল। ফুলের চিকনাই সবচেয়ে বেশি হয় ওপর দিকে, আর সবচেয়ে কম বোটার কাছে। এটি নিশ্চয় অগোচরে আমলে নিয়ে। সে-সময়েই পাথর-পালিশের কাজ শিল্পীদের পূর্ণা সাধনার উচ্চতম স্তরে ওঠে। দারনাথের যে অশোক-সম্ভবত-শীর্ষকে আমরা জাতীয়-প্রতীক-রূপে গ্রহণ করেছি, তার চাকচিক্য এই যক্ষণী-মূর্তির অনুরূপ। অবশ্য অশোক ছিলেন রাজা, এবং তিনি বহু অর্থব্যয় করে উত্তম শিল্পীর নিয়োগ করতে পারতেন। সেই দূরের শিল্পীর হাতেই এই যক্ষণী-মূর্তি তার রূপ পেয়েছিল, সম্ভবত কোনো তৎকালীন ধন-কুবের শ্রেষ্ঠীর উদারতায়। বৃন্দদেবকে জেতবন-বিহার দান করার যে-গল্প ভারহৃত স্তূপে রূপায়িত দেখি, তার থেকে এ-গন্ধা লাভ করা যায় যে ধনীরা সেকালেও দিল-দরিয়া মেজাজ দেখাতে পেছ-পাও ছিলেন না। তাদেরই ত যক্ষপুঞ্জের শখ হওয়া উচিত বেশি।

পাথরে প্রমাণ বলছে যে যক্ষ-পুঞ্জের ঘাটটি পড়েছিল খৃষ্ট-জন্মের কিছু পরে, কুষাণ-পুঞ্জ। হোমালিখা-পত্রিকার ১০৬৯ সনের পূজা-সংখ্যায় আমার লেখা 'খৃষ্ট-কৃষ্ণ ও কুষাণ বংশ' প্রবন্ধে দেখিয়েছি যে খৃষ্ট ছিলেন সম্ভবত কুষাণ-বংশ-জাত এবং কুষাণরাও সম্ভবত দাবী করতেন যে, তাঁরা কুষাণই বংশধর। খৃষ্ট-প্রচারিত ধর্মে দানের এত প্রশংসা আছে যে তাঁকে গরীবের দেবতাই বলা উচিত। উক্ত প্রবন্ধে খৃষ্ট-শিল্পী টমাস-এর ভারত-আগমন-কালীনকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত দেওয়া আছে যে টমাস ছিলেন ভারীই যমজ ভ্রাতা এবং মথুরার মন্দিরে কনিষ্ঠের (কানিস্কের) বলা উচিত। মূর্তির পাশেই ছিল খৃষ্টের যমজ টমাসের মূর্তি যার পাদ-দেশে উৎকর্ষ লিপিতে তার নাম দেওয়া আছে, 'দেবতক্ষম' অর্থাৎ 'যমজ-টমাস'। ইনি যখন ভারতে আসেন, তখন গণ্ডফার্নিস পত্রের রাজ্য করছিলেন। এই রাজ্য ইচ্ছে হয়েছিল একটা জম্বকার রাজবাড়ি বানাবার। সেই জন্যে স্থাপত্য-শিল্পে কৃশালী লোকের সম্মানে তিনি দেশান্তরে পাঠালেন একজন বণিক হুস্বানিকে।

টমাস জানালেন, তাঁর দক্ষতা আছে কাষ্ঠ-প্রস্তুত-তক্ষণ-কার্যে। টমাসকে কুড়ি টাকায় কিনে নিয়ে এসে হুস্বানি যখন গণ্ডফার্নিসের কাছে তাঁর সুপারিশ পেশ করলেন, তখন গণ্ডফার্নিস অনেক টাকা দেন টমাসের হাতে, যাতে তাঁর মনোমত প্রাসাদ নির্মাণ করা যায়। দিনকতক বাদে, রাজা প্রশ্ন করলেন : কৈ, প্রাসাদ-নির্মাণ ত এখনও হল না, ব্যাপার কি? টমাস উত্তর দিলেন : আপনি যে-টাকা দিয়েছিলেন সে-সব আমি দান-খরচায় করেছি, এবং দানার্জিত পুণ্যের ফলে স্বর্গে আপনার জন্যে সৌধ নির্মাণ হয়েচে। এইভাবে ধর্ম-প্রচার করার ফলে গণ্ডফার্নিস, তাঁর ভাই এবং অন্য অনেকে খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত হলেন।

এ-কাহিনী থেকে বোঝা যায়, খৃষ্ট ধর্ম যখন এদেশে প্রথম প্রচার করা হয়, খৃষ্ট-জন্মের ৪০৫০ বৎসর পরে তখন সে-ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল দরিদ্রদারামণ-সেবা। শৌখিন বড়লোকদের বিরুদ্ধে এটা হল একটা প্রকাশ্য অভিযান। এইরকম ধাক্কা খেয়ে এখানকার ধন-কুবেররা ভেবে থাকতেন যে, যক্ষ-পূজা করা আর বেশিদিন চলবে না। এ-অনুমানকে স্বীকার করলে আমরা বুঝতে পারি, কেন এই সময় থেকে যক্ষ-পূজা ক্ষয়িষ্ণু হল।

কিন্তু বহুকাল-পূজিত মূর্তির ভূপে মন থেকে সহজে উঠিয়ে দেওয়া যায় না। অর্থাৎ আদর্শ না করলেও, কার্যসিদ্ধি সবলেনই চায়। সে-সিদ্ধির কার্যে দৈব সহায় লাভ করতে গেলে সিদ্ধি-দাতা কোনো দেবতার মূর্তিকে কল্পনা করা প্রয়োজন। বৃন্দদেবের সিম্বার্থ নামা স্মরণ করে শিল্পী এসে গেলেন কল্পনাকে রূপ-দান করার কাজে। মাতা-দেবী, বৃন্দ-মাতা, স্মরণ দেখেছিলেন, এক শ্বেত-হস্তী আকাশ থেকে এসে তাঁর কৃষ্ণ বিলম্ব করে প্রবেশ করছে তাঁর গর্ভে। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতেই এ-স্বপ্নের পাশাণ-ময় প্রতিফলনকে সাধারণ মানুষের কাছে পরিবেশন করতে পেরেছিল প্রতিভা-শালী শিল্পীর অসাধারণ কৌশল। তার নিদর্শন কলকাতার বাদ্যঘরেই আছে, ভার-হৃত স্তূপের ঝোল-ঘরে। পরবর্তীকালের শিল্পী এ-স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিলেন, যক্ষ-মূর্তির কবন্ধ-দেহের উপর হস্তী-মুণ্ড স্থাপন করলেন। বৃন্দদেব বারণ করে গিয়েছিলেন, তাঁর মূর্তি কেউ যেন না গড়ে। এ-নিষেধকে তাঁর মহানির্বাহের পটী-শো বহর পরেও মান্য করা হয়েছিল। সেইজন্যেই দেখি, ভারহৃত স্তূপ বা সাঁচী স্তূপে তাঁর উপস্থিতি জানাতে হলে শিল্পী তাঁর মূর্তির পরিবর্তে অঙ্কিত করেছেন তাঁর মূর্তির প্রতীক—বোধিদ্রুম, ধর্মচক্র বা পদ-চিহ্ন। আত্মক পথ দেখিয়েছিলেন

দারনাথের স্তম্ভশীর্ষে। এবং অশোকেও ঐতিহ্যকে বরণ করে নিয়ে পরবর্তীকালের শিল্পী শ্বেত-হস্তীর মূণ্ডকে বৃন্দ-প্রতীক-রূপে কবন্ধ যক্ষের শীর্ষে আরোপণ করলেন, কারণ আমরা ভুবনেশ্বরের (খোঁলি) অশোক-অনুশাসন পাঠ করতে গেলে দেখতে পাই, উপর দিকে পাহাড়ের গা কেটে যেন বেশিই আসছে একটা হাতী, আর একটু তলার দিকে লেখা আছে 'সেতো' অর্থাৎ 'শ্বেতঃ' এবং দেবাদ্বারের (কলুসি) পাহাড়ে তাঁর অনুশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত হস্তী-চিত্রের 'লেবেল' হচ্ছে 'গজতমঃ' অর্থাৎ 'গজোত্তমঃ'। অনুগড় (গিরনার) পর্বতেও সম্ভবতঃ অশোক এরকম একটি হস্তী-মূর্তি আঁকিয়েছিলেন যেটা এখন নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু এক-লাইন লেখা এখনও পাওয়া যায় যেটি অশোকানুশাসনের অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও তৎকালীন বটী : 'সোবলেনতো হস্তি সর্বলোকসুখায়িতো নামা'। স্তূপের কোনো সন্দেহ থাকলে পারে না যে, অশোক ও তাঁর শিল্পীরা বৃন্দদেবের মান্য মেয়ে বৃন্দ-মূর্তি না গড়ে বৃন্দ-ভ্রাতাকে রূপ দিয়েছিলেন মাতা-দেবীর স্বপ্ননকে স্মরণ করে।

গণেশ মূর্তির উত্তর সম্মুখে আমার এ-খিওরিটি পিতৃদেবের কাছ থেকে পেয়ে-ছিলেন। তিনি নিজের ঠাকুরপুত্রকে পছন্দ করতেন না এবং বৃন্দদেবের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি দলতেন, মানুষ পাপ কাজ করে তার জন্যে শাসিত ভোগ করত অশিক্ষ হওয়ায় দেবতার কৃপা-আখ্যা হয় এবং কর্ম-ফলের নিম্ন অস্তিত্ব করতে চায়।

আমাদের একটি পৌরাণিক উপাখ্যান আছে। গণেশের হস্তী-মুণ্ড হল কেন, সেটা বোঝবার জন্যে এই উপাখ্যান। শব্দের দৃষ্টিতে গণেশের মূণ্ডপাথর হয় আর শব্দের নিদর্শনেই এক শ্বেত হস্তীর মূণ্ড কেটে এনে সেটা বসানো হয় গণেশের কবন্ধ দেহে। সাধারণ লোকের কাছে এ-মূর্তি পাতে অ-প্রিয় হয় তাই শিব আদেশ দিলেন, গণেশ সবদিকে পূজনীয়। এ-উপাখ্যানে শনিগ্রহকে এত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর কৃষ্ণ-চিহ্ন বা সুদৃষ্টি পড়লে দেবতারও মাথা কাটা যায় বা কাটা মূণ্ড জেড়া দেওয়া সম্ভব হয়। সূতরাং এই উপা-খ্যান রচনা করার সময়ে গ্রহ-পূজা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নিশ্চয়।

গ্রহ-পূজার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় এ পূজা অতি প্রাচীনকাল বাবিলোনিয়ায় প্রচলিত ছিল। কিন্তু, যদিও সেখানকার গণিত-জ্যোতিষের প্রভাব ভারতের গণিত-জ্যোতিষে লক্ষ্য করা যায়, সেখানকার ফলিত-জ্যোতিষ এখানে গোড়ায় ততটা পাত্রা পায়নি। জ্যোতিষ-বেদাঙ্গে, কিম্বা কোটিলীয় অর্থশাস্ত্রে

কাল-মান-প্রসঙ্গে গ্রহ-সংস্কৃতির উল্লেখ নেই, যে-গ্রহের নাম অনুযায়ী আমরা পরবর্তীকালে বারের নাম বলে আসছি (যেমন, শনিবার, মঙ্গলবার ইত্যাদি)। গ্রীকরা ব্যাবিলোনিয়া থেকে গ্রহ-গতি সম্পর্কে যে জ্ঞান পেলেন, সেই জ্ঞান তারা আমাদের দিলেন যবে থেকে, তবে থেকেই আমরা গ্রহ-গতি এবং গ্রহ-পূজা, এ-দুই বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে শুরু করি। এর পূর্বে গ্রহ-গতি সম্পর্কে ব্যাবিলোনিয়ার জ্ঞানকে অবহেলা করার একটা কারণ এ হতে পারে যে, গ্রহের গতি সূর্য-চন্দ্র-তারানক্ষত্রের মতন নিয়ন্ত্রিত মনে হয়নি, কেননা, প্রত্যক্ষ-দৃষ্টিতে গ্রহ-গতি কখনো শীঘ্র কখনো বক্র। পঞ্জিকা-রচনার কাজে এরকম খামখেয়ালী চালকে চালু করা যুক্তিযুক্ত না মনে হওয়াটা স্বাভাবিক।

এ-কৈফিয়তকে মেনে না নিলেও আমরা বলতে পারি যে, কুশাণ-যুগের প্রথমেই এদেশে গ্রহ-পূজার অমর্যাদা হয়। কনিষ্ক-বংশের মৃত্যুতেই আমরা সর্বপ্রথম সকল গ্রহের মূর্তি পাই—একথা কোমিনহাম সাহেব দেখিয়ে গেছেন। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ও মনুস্মৃতিতে গ্রহ-পূজার নাম গন্ধ নেই। অথচ, এ-দুই গ্রন্থের উপরে অত্যন্ত নিভরশীল যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে গ্রহ পূজার জরুরীকরণ: প্রাচীনতম ন্যায়-সমাজবিদ্যা পতনানি চ। মনুস্মৃতির কান-কান-নির্গমের জন্য আমি দুইটি শিল্পকর্মসম্মত মানবো। শক-যবন পুণ্ডরীকচন্দ্রের কর্তৃত্ব স্বীকার করা আছে—অর্থাৎ স্বয়ং এরা ভাবচর্চা করে রচনা করেন। অতএব এরাই কান-কান-নির্গমের মনুস্মৃতির প্রাচীনতম প্রমাণ। সে-প্রমাণের হার শূন্যতমক আর ‘সিহীরাগার’ হার শূন্যতম। এই নিয়মের অনুবর্তী কাল রাজা সুশমার নাম। শূন্য-রাজ্যের সময় তাঁরা মনুস্মৃতিকে ফেলেন, তাঁরা লেখা করেন না যে, শিশু জাতির ভূতী নামাংশ সে-রাজ্যের নামকরণে দেখা যায়।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির রচনা-কাল সম্পর্কে আমি ‘সিহীলসন সাহেবের একটি মত উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলছিলেন ঐ সময়ের নামক নাম যে-যেবার কথা পড়ে, সে-নামের উচ্চারণ হয় কুশাণ-সমাজের লেখা NANA শব্দ থেকে। আমি সন্তোষপাতার ডাকে পূর্বেই বলেছি যে, এ-ই ‘ননা’ ছিলেন ব্যাবিলোনিয়ার উর্বক মগধের দেবতা। এর মূর্তিকে দেখান গেছে দুটিমাত্র নিয়ে এসে সম্মাননাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বহু শতাব্দী বরে সূর্য্য পূজা পাবার পর মূর্তির সৌভাগ্য হল সমগ্রদেশ ঘিরে যাবার এবং সে-সৌভাগ্যের ফলে হস খাং পাং বহু শতাব্দীর শেষভাগে, আসিরিয়ান রাজা অসুর-বাশী-

পালের সৌজন্যে। এ-ঘটনার কিছু পূর্বে খৃঃ পূঃ ৭০০ এমনি সময়ে, সুদূর থেকে এক রাজপুত্র এসে মগধে রাজা হন, যাকে আমরা শিশু-নাগ বলি। ইনি ছিলেন রাজর্ষি, আর এই শিশু-ঋষির একটি সূত্র আছে ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলে, যেখানে ‘মাকে ‘ননা’ বলেছেন। এই ‘ননা’কে সিংহবাহিনী দুর্গারূপে দর্শন করি কুশাণ-যুগে হর্ষবিক্রমের মৃত্যুর।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেই গ্রহ-পূজার সঙ্গে সঙ্গে বিনায়কের অর্থাৎ গণেশের পূজা করার বিধান দেখি। এর পূর্বে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে, নাগ-পূজা ও মূষিক-পূজার বিধান পাই। গণেশ মূর্তির আধা-মূষক, আধা-বোম্ব রূপে ক্রিপত হবার পর মূষিককে এর বাহন করে দেওয়া হল, অর্থাৎ মূষিককে গণেশ পূজার জোমিনরেন দেওয়া। পোরেই খুশী থাকতে হল। সম্প্রদায় মূষক-পূজার অর্থ লাভের কথা। ভারতবর্ষের মানবতার নিয়েই নাগ-পূজা আর মূষিক-পূজা বিহিত হয়েছিল। ইদুর বেচারী এই নিম্নসত্যকে মূষিক নামটি পেয়েছিলেন সেকালের কাপিটলিস্টদের কাছ থেকে। ইংরেজীতে চরম বিরক্ততার উপমা দিতে গেলে চাচির ইদুরকে উপলক্ষ্য করা হয়। সেখানে যে ঘটনা-সহানুভূতিক প্রতিফলিত দেখি, তাতেই অন্যরূপে মানবতার এখন রূপান্তর হয়ে আছে গণেশের বাহনে। আমরা যখন পূজা-পূজা করছি নিই, তার কিণ্ডে অংশ ইদুর বেচারীও পায়। শিল্পকর্ম প্রত্যক্ষ শাসনকেই বেঁধে যায়, শিল্পের পূজ্য বহু-খনি বিকৃতর আদর্শ অকর্তৃমিত। সেই পরম-বিকৃত ভোলানথের ক্রিপত হওয়ার পূজ্য শীঘ্রস্থান লাভ করেছেন পরম ভাগ্যী বুদ্ধদেব, আর পরদেশ ত-স্থান করেন চরম দরিদ্র ইদুর।

শিল্পের সঙ্গে কুশাণের যে সংঘর্ষ দেখি, সেটি আদর্শের দিক থেকে হাচ্ছ বিকৃতর সঙ্গে সম্প্রদায় সমন্বয়। কাপিটলিস্ট কাদের অনুচর হয়ে হঠাৎ কমানিস্ট শিল্পের। পোরেই বলেছি, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের ‘সুপারিশ’ অনুযায়ী আমরা সস্ত্রীক শিল্পের সঙ্গে সস্ত্রীক কুশাণের পূজ্য সেবাস্থানের প্রধান আসনে চলেতে পাই। সেখানে শিল্প-সুখের লড়াইয়ে তা-কই বরণ করা হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে বিকৃতর গুণগণন থাকতে পারে না। রাজ্য-জগতের তার অর্থ-শাস্ত্রের ইচ্ছাই ও-শাস্ত্রের প্রেরণা দিয়েছে।

মহাভারতের সন্দর্ভে কুশাণ-সভার যে বর্ণনা আছে তাতে লক্ষ্য করা যায়, লক্ষ্মী সেখানেই বসে বসে করছেন। জ্ঞানবৃত্ত শূন্যতম দেখি, শিশু-মহা-দেখাশি দেখে, একটি যথীরও সেই রূপ। এই ‘সিহী’ অর্থাৎ ‘শ্রী’ মক্ষরাজকে

ত্যাগ করে বিষ্ণুপ্রয়া হলেন কেন? কুশাণের সভায় দেখি, মেনকা, বম্ভা, মিশ্রকেশী, ইরা, প্রভৃতি অস্পরাশ ও নৃত্য-গীতে বিশারদ গণধর্মী কুশাণের উপাসনা করছেন। সুতরাং এ অনুমান সংগত যে, তৎসম কুশাণ-পারীর পরিণয় হয়েছিল গণধর্মী বিধান।

গাণধর্ব শব্দের বাংলা উচ্চারণকে স্বীকার করে নিলে একটা মজাদার ব্যাপ্তি পাওয়া যায়। ‘গান ধরবো’, একথা প্রশ্ন-ছলে যদি কোনো আধুনিক বলেন আর গানও ধরেন, সে-গান শুনে মূগ্ধ হয়ে কোনো আধুনিক হয়তো তাঁর পাণগ্রহণ করতে ইচ্ছুক হতে পারেন, আর আধুনিকতম আইন অনুযায়ী কেবল খাতার নাম নই করে বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন করার ব্যবস্থা আছে। এই ধরনের পরিণয়কে বাংলাদেশে গাণধর্ব-বিবাহ বলা চলে। এ-বিবাহে ডিভোর্স সংগত। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও বিধান রয়েছে, গাণধর্ব-বিসত করার পর ‘মোক্ষ’ অর্থাৎ ডিভোর্স করা যায়। অন্যরূপে মিলন, সুতরাং বিরোধে বিচ্ছেদ। কুশাণ-পত্নী

ডাঃ শ্রীশীতলাচরণ মিত্র প্রণীত সরল হোমিওপ্যাথিক গ্রহ চিকিৎসা

সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত নতুন শিক্ষার্থী ও গার্হস্থিকদের পক্ষে উপযুক্ত। ইহাতে প্রত্যেক রোগের কারণ, তাহার চিকিৎসা ও পথ্যপান প্রভৃতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। সামান্য লেখাপড়া জানা স্বাস্থ্যলোকও ব্যয়িত্তে পারিবেন। ৫৭৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য-৪ টাকা মাত্র।

পকাশক—ন্যাস এন্ড কোং

জামিরাবাস হোমিওপ্যাথিক কলেজী

১৯২৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, শ্যামবাজার কলি-৪ (বি-ও ৮৪)

শ্রীশ্রী তথাগুরু

শ্রীবচনভূষণ

“একবার নহে, দুইবার নহে বহুবার পাঠ করিয়াও যেন আমাদের সাধ মিটিত হই না। শ্রীবচনভূষণ এমনই উপায়ের গ্রন্থ। বাস্তবিক পক্ষে গুরুত্বানি ভগবতীয় আধ্যাত্মিকতার মৌলিক, মৌলিক।”
—সেই।
“এই গ্রন্থের আলোচনায় সার্বভৌম অধ্যাত্ম মতা উন্মুক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রন্থখানি সাধক মাতেই পরম সমাদরের বস্তু।”
—আনন্দবাজার পত্রিকা।

৭০০ পৃষ্ঠা : মূল্য—৮

মানব উজ্জীবন

মানব জীবনের উজ্জীবন, বিভিন্ন সহজ, ক্রমোন্নতির উপায় প্রভৃতি বিভিন্ন তথ্য-বহুল আলোচনায় পূর্ণ। প্রত্যেকেরই পাঠ করা উচিত। মূল্য—২.৭৫
শ্রীবল্লভ হর্মনোপান, যুগ্ম, ২৫ পরগনা

বোধ হয় এই বিধান অনুসারেই বৈশ্রবণের গৃহ ত্যাগ করে বিষ্ণু-প্রিয়া হন।

মৌর্যরা ছিলেন হিরণ্যার্থী, একথা পতঞ্জলির মহাভাষ্যে লেখা আছে। পতঞ্জলি যখন লিখছিলেন, তখন শেষ মৌর্য রাজাকে হত্যা করে তাঁর সেনানী পূর্যামিত্র শৃংগ রাজ্যভার হাতে নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করছিলেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তারনাথ লিখে গেছেন, পূর্যামিত্র মগধ থেকে জলন্ধর পর্যন্ত নিম্নম আভিযান করেন, যার ফলে বহু বৌদ্ধ মঠ ভস্মসাৎ হয়। যার ফলে, তার কিছুও বটে, এই প্রবাদ-বাক্য মেনে নিলে আমরা অনুমান করতে পারি যে, পূর্যামিত্রেরও উদ্দেশ্য ছিল, তিব্বতের হিরণ্য-সম্পদ আত্মসাৎ করার। কোটিলীসী অর্থশাস্ত্রের যে 'এডিশন'-টা আমরা পেয়েছি, সেটা খুব সম্ভব ও'রই আমাদের। আসল কোটিলীসীর ধার্মিকতা এই 'সংস্করণে' চাপা দেওয়া হল—নৃশংসতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, অর্থলোলুপতা, হয়ে উঠল এর প্রধান লক্ষণ।

পূর্বে বলেছি, ধর্মের নাম করে পশু-বলি অশোকের কাছে অপছন্দ হওয়ায় তিনি শেষটা ইষ্ঠাৎ বলিপ্রথাকে বন্ধ করে দেন। এই অনুশাসনকে সেকালের যাজ্ঞিকরা নিশ্চয়ই মনে মনে মানা করেন নি। তাঁদের অসন্তোষকে মূলধন করেই বোধ হয় পূর্যামিত্র শৃংগ অশ্বমেধ-যজ্ঞের আয়োজন করলেন।

এইবার এখনকার এবং এখানকার একটি বলির কথা বলি। "দুর্গা-পূজার জীববলি" নামক একটি পুস্তিকায় প্রমথবাবুর বাংলা-বন্ধু আমার "অনাথকাঁকা"র অনেক শাস্ত্রীয় যুক্তি আছে যার দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, জীবকে হত্যা করে বলিদান করাটা অনুচিত। এ-পুস্তিকা লেখার উপলক্ষ্য এই। আমাদের ঠাকুরবাড়িতে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা হয়ে আসছে আজ দু'শো বছরের ওপর। সে-পূজায় পাঠা বলি হয়। এককোপে কাটা নিয়ম, কিন্তু একবার সেটা না হওয়ায় বলি-কার্যে খাধা পড়ে। বলি-প্রথা এর পর রাখা হবে, না তুলে দেওয়া হবে, এ-প্রশ্ন নিয়ে দু'টো মত হল। তাই বাংলাদেশের বড়-বড় পণ্ডিত-দের আহ্বান করে এখানে এক সভা বসালেন অনাথকাঁকা। সে-সভার সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় 'চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার'। সভায় অনাথকাঁকা তাঁর পুস্তিকাকপি পাঠ করেন। কিন্তু সভাপতি মহাশয় অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন, অনাথকাঁক অনেক শাস্ত্র

অধ্যয়ন করেছেন দেখে তাঁরা আনন্দিত বটে, কিন্তু যোহেতু তিনি জাতিতে কার্যার্থ এবং এই সভা আহুত হবার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমবেত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের নির্দেশ ও আদেশ গ্রহণ করা, সেহেতু ওঁদের আদেশই এই যে, বলিদান চলুক!—এতে অনাথকাঁকা ক্ষুব্ধ হয়ে আমায় বলছিলেন: আমি তোমার বাবার চেয়ে বেশি ব্রাহ্মণ-ভক্ত ছিলাম, কিন্তু চন্দ্রকান্ত তর্কালংকারের মতন সদ-ব্রাহ্মণের মুখে একথা শুনলে আমার সে-ভক্তি কমে গেল।—বোধ হয় তর্কালংকার মহাশয় ভেবেছিলেন, যুক্তি দেখিয়ে বিধান দিলে সে-বিধান অনু-লম্বনীয় 'আদেশ' হয় না। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিশাস্ত্র মনুসংহিতায় যখন রয়েছে: যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা, তখন পাঠাবলিতে আপত্তি কি? এজাতীয় মনোভাবকে নির্বাসন দেওয়া কঠিন।

শারদীয়া পূজা নববর্ষারম্ভের পূজা। প্রাচীনকালে বৎসর-আরম্ভ-বিষয়ে নানান মত ছিল। 'বর্ষ'-শব্দ থেকে বোকা যায়, বর্ষা থেকে একরকম নতুন বছর শুরু হয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে পশ্চিম শতবর্ষ পরমায়ু কামনা করে বলা হয়েছে—দীর্ঘায়ুরস্য যঃ পতিজীবীতি শরবঃ শতম্। সুতরাং সেখানে বছর আরম্ভ হচ্ছে শরৎকালে। এই ঋতুকে শ্রবণত সম্ভাষণ জানাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ গোস্বামী ছিলেন : শরৎ তোমার অরুণ-আলোর অঞ্জলি।

ইংরেজরা যে নিউ ইয়ার্স ডে পালন করেন পয়লা January-তে, তার আদিতে আছে রোমান Janus-এর অর্চনা। এই Janus ছিলেন দু'মুখো। রোমের এর যে-মন্দির ছিল সে-মন্দিরকে বন্ধ করা হত, যখন রোমক সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজমান।

রোমানরা এত লড়াইয়ে-জাত ছিল যে, Janus-এর মন্দির বন্ধ করার সুযোগ বড় পাওয়া যেত না। সম্রাট অগস্টস- (খৃঃ পূঃ ২৭—১৪ খৃষ্টাব্দ) তিনবার এই সুযোগ পেয়েছিলেন, কেননা তিনি যুদ্ধ-বলের চেয়ে বৃন্দবলের ওপর বেশি বিশ্বাস করতেন। সম্রাট নীরো (৫৪—৬৮ খৃঃ) একবার মাত্র এই দেবতার মন্দির-দ্বার বন্ধ করেন, যখন আম্মানিয়া নিয়ে পাদ্রিয়ার সঙ্গে রোমের যে যুদ্ধ বহুকাল ধরে চলাছিল সে-যুদ্ধের অবসান হয় (৬৬—৬৭ খৃঃ)।

এই Janus-দেবতার মূর্তি আঁকা দেখি,

সমকালীন বিম-কন্ট্রিসের একটি তাম্র-মুদ্রায়। তাতে রাজার দণ্ডায়মান মূর্তির ওপর দিকে একটি রোমান জাহাজের অগ্রভাগ দেখা যায়। এইপ্রকার তাম্রমুদ্রা উপহার দেওয়ার রীতি ছিল রোমান নব-বর্ষের আরম্ভে, পয়লা জানুয়ারীতে। সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টান্নও দেওয়া হত। বিম-কন্ট্রিসের একপ্রকার মুদ্রায় ও'কে যে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখা যায়, সে-সিংহাসন রোমান Bisellium-এর অনুরূপ। তাঁর পিতা কুজুল-এর মুদ্রাতেও রোমান চেয়ার Sella Curulis পাওয়া যায়। মথুরায় যে 'দেবকুল' অর্থাৎ মন্দির-এ কাণিক্সের মূর্তি পাওয়া গেছে, সে দেবকুলেও রোমান-প্রভাব অনুমান করেছিলেন অধ্যাপক 'দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর'। সুতরাং আশ্চর্য নয় যে, কুষাণ যুগে এদেশে Janus-এর মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর পয়লা জানুয়ারী তখনই নববর্ষারম্ভের সম্মান লাভ করে।

তবে এইটুকু বলে রাখি যে, আমাদের বাড়িতে ১৯১৮ সালের পয়লা জানুয়ারীতে যে সবজ-সভা আহুত হয়, সেটি সতীন বোসের জন্মদিন পালনের জন্যে। সেদিন সবজ পাতার ডাক এসেছিল, পুষের ঝরা পাতাকে বিদায় দিতে। এর তিনদিন পরে প্রমথ চৌধুরী যে-চিঠি আমার লেখেন তার অনুলিপি এই:

৫৪

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৪।১।১৮

কল্যাণীয়েষু,

সেদিন তোমাদের এখানে তোমাদের আসর আপ্যায়িত যে কতদূর খুশী হয়েছি বলতে পারি। আমি মত না সাহিত্যিক তার চাইতে ঢের বেশি সামাজিক, সুতরাং সমালোচকের স্থখাতির চাইতে সামাজিক-দের স্বাবহার আমার কাছে বেশি প্রিয়। সবজপত্রের দৌলতে আমি যথেষ্ট খ্যাতি না হোক জনকতক বন্ধু লাভ করেছি এই অমোহ মহালাভ।

যদি নিতান্ত শীতভীত হয়ে পড়ে না থাকো তাহলে, কাল বিকেলে এখানে এলে খুশী হব। কাজ গল্প করা। সুদীপ্তকে যদি সঙ্গে আনতে পারো ত খুশী হই। তাকে ভরসা দিতে পারো যে, সবজ-সভা প্রজাপতি সমিতি হয়ে ওঠনি। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

(ক্রমশঃ)





ফ্রকের বেগুনি তন্তুতড়ি ফোয়ার এগুট
নির রুমী রোজই নীচে নেমে এসে
ভাসমান চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে
করে, এখনো ভাত বাড়নি মা! আজ
নিশ্চয়ই কেট করিয়ে ছাড়বে। দুটি হাত
কেন্দ্রিন পঙ্কস পড়নি। না হলে বাক্যই
আমাদের অংকর সিসিগি কত কড়া।

চন্দ্র-প্রিয় রুমীর তম্ব কন্য।

মা এই কথা কহলে মিসিটি মিষ্টি
হাসবেন। ব্যস্ত রুমীর দমত রাগ কোথা
দিয়ে জল হয়ে যাবে।

এদিকে কোনরকমে জলের প্লাস্টা
বাড়িয়ে নিয়ে কচলো ফকটা বাঁচিয়ে
মেঝেতেই খপু করে বসে পড়বে রুমী।

মা সামনেই হাঁড়ি থেকে থালাতে ভাত
গাউলেন ছাত দিয়ে থেংড়ে থেংড়ে। আর
মিসিটি মিষ্টি হাসবেন।

রুমী বসে বসে ভেতরে বাইরে শরুণ
একটা ওড়া নিয়ে বাঁতে করে নেখে কাটবে।

এদিকে আবার দশটা না বাজতেই
খিড়কিগিলির চামেলী আসবে হাঁপাতে
হাঁপাতে।

সদর থেকেই হাঁক পাড়বে, রুমী তোর
হলো। আমি যাচ্ছি ভাই। কত আজ
দেঁরি হয়ে গেলো।

চামেলীর যেন সবেতেই একটু ভাড়া।

অবশ্য তার ঐ মোটা শরীরটা বাঁসকা বাণী
মসিদের সদর গেট পর্যন্ত টেনে নিয়ে
যোত পাকা পনের মিনিট সময় লাগবে।
পঙ্কলের শেষ দশটা পড়বার বশ মিনিট
আগেই সে রোজ পৌছে যায়। তবু
ভাড়া। একটু বাঁড়াতে বললেই অমনি
খিড়কিগিলির খোঁকিয়ে উঠবে।

রুমীর পাত্রে অধোকেই বেশি ভাত
পড়ে থাকে।

তজনী বাড়িয়ে তখনও মা অদেশের
ভগ্নিতে বলেন রুমী এটা খাও। ওটা
খাও। রুমী অত কম করে ভাত কেটে না।

না। মা-টা যেন কি। কিছুর বোঝে না।
একটু দেঁরি হয়ে গেলে রুমীর যে তখন
কি হবে! এই ভরাপেটের ওপর অঙ্কের
সিসিগিলির কড়া কড়া কথাগুলো তাকে তখন
একই হুজুম করতে হবে।

মা তো কেন্দ্রিন পঙ্কস যায়নি। গেলে
টের পেতো মজাটা একবার।

মায়ের খুব অবাধ্য হয়ে নাকে-মুখে
চারটি কোনরকমে গাউজই উঠে পড়বে
রুমী।

বাথরুমে গিয়ে কোনরকমে চৌবাচ্চার
মগ-টা ডুবিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নেবে। মা
গামছা বাড়িয়ে ধরবেন। রুমী হাত-মুখ
যুছেই এক-দোড়ে ওপরে উঠে আসবে।

বই আর খাওয়ালো টেনে নেবার আগে
আরশিটার সামনে গিয়ে একবার ঝাঁড়াবে।

কপাল থেকে সুন্দর চিকন সরু
খুঁতনিটা পর্যন্ত পাউডার পাফটা আর
একবার আলতোভাবে বুলায়ে নেবে। লম্বা
খিনুনি দুটি বুকের ওপর ফেলে টেনে
টেনে পরীক্ষা করে নেবে রিবনের ফাসি-
গুলো। তারপর ড্রেসিং টেবিলটার সামনে
আবো একটু এগিয়ে গিয়ে বুকে পড়ে
আরশির কাছে প্রতিফলিত নিজের প্রতি-
বিস্বাক্ষর একবার ভেংচি কেটেই তরতরিয়ে
বইখাওয়ালো টেনে নিয়ে সিঁড়িগুলো
উপকাত্রে উপকাত্রে নীচে নেমে আসবে।

আজ রুমীর কি একটা হয়েছে।
ভুগোলর বইটা থেকে চোখ তুলে আসন্ন
শীতের শব্দ নীল বর্ণের আকাশটার দিকে
ডাকাতেই হনটা তার কেমন করে উঠলো।
ভোরের দিকে খুব ক্লান্ত হয়েছিল।
গাছগুলো সব ভিজিয়ে দিয়ে গেছে। তার
ওপর আবার সকালের সন্ধ্যা রোদটা পড়ে
ঠিক অপ্রের মত চিক্ চিক্ করছে।

পেন্সিলের শিখটা ত্রুড় দিয়ে ছুঁলে
বাড়িয়ে নেবার অবসর, কিম্বা ফাউন্টেন
পেনটার কালি ভরে নেবার ফাঁক এরকম
দৃশ্য রোজই দেখে রুমী। পড়ার মধ্যে

আবার কখন ভাব গেছে সে খেয়াল রাখেনি। তারপর নটা বাজতেই শুলে যাবার তাড়া পড়ে গেছে।

কিন্তু আজকের মত রুমীর কোনদিন হয়নি।

সকালবেলা দাঁত মাজবার সময় ঠিক এমনি হয়েছিল। ডেণ্টাল ক্রিমের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটা ভাবের ভালো লাগে। একদিন তো একটু চেঁচাই দেখেছিল সে।

চোখে-মুখে কেমন একটা ঘুম ঘুম ভাব। না, ঠিক ঘুম নয়—খুব সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভেঙে তার রেশটা যেমন অনুভূতিগতভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে—ঠিক তেমনি আর কি।

এই তন্ময়তাকে ভাঙতে একটুও ইচ্ছে করছিলো না তার।

কিন্তু হলে কি হবে। ঠিক সময়ে মানস বাথরুমে ঢকে পড়ে অবাক হয়ে বসলে, ওমা দিদিমণি তুমি এখানে দাঁত মার্জন!

রুমীর যা রং হচ্ছিল। কে তোমাকে হুটে করে এখানে আসতে বলেছে বাপু। আবার নাকো নাকো কথা দেখ না। আমি দাঁত মার্জি কি না মার্জি তোমার কি।

ঝি-টার সবচেঁই বাডলাড়ি। মাতার জন্যেই এত আশঙ্কায় পেয়েছে দিন দিন।

রুমী ঘাই ভাবুক। মনসার কিন্তু দাঁড়বার একটুও সময় নেই।

চলো গো, একটু জল নেন।

রুমীর খুব রং হচ্ছিল। কিন্তু একটুও কথা বললো না সে। যেমন দাঁড়িয়ে ছিলো, তেমন দাঁড়িয়ে রইলো।

ঠকান্দু করে তুলেই বালিশটা মাটির ঠুকে বসিয়ে রেখে মানস আপন। মনেই গজ গজ করে উঠলো, আমার হাস্যজ্ঞ জ্ঞানো! এখনও স্নাত্ত বাড়ির কাজ পড়ে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কখন কলতলা খালি হবে বলে।

ওপরের পাট চুকিয়ে মা তখন বোধ হয় নীচে আসছিলেন। দাঁড়ি থেকে গম্ভীর গলায় বললেন, রুমী!

রুমী যখন খুব অবাক হয়, মা তখন এমনিভাবে ডাক দেন। রুমীর তখন চোখে জল আঁ।

দাঁত না মার্জানো মুখে-চোখে কোনরকমে একটু জল দিয়ে চিটে দিয়ে দুম দুম করে সে বাথরুমে থেকে বেরিয়ে ওপরে উঠে যায়।

নীচ থেকে খানিক সাপেই ডাক আসে, রুমী.....রুমী.....

খালি রুমী আর রুমী! রুমীর কিচ্ছু ভাব লাগে না। অথচ কালও সে এমন ছিল না।

একি ভেবে ভেবে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে পড়ার মশগলে ভেবে চা আর জল-খাবার ওপরেই পড়িয়ে দিয়েছিলেন মা।

রুমী চাও পানি। খাবারও খায়নি। নটা বেজে গেলো ঢং ঢং করে। মা

একবার করে এসে উঁকি দিয়ে গেলেন। তারপর নীচে নেমে গিয়ে খানিক বাদে আবার ওপরে এসে রুমীকে সেই একইভাবে বসে থাকতে দেখে বললেন, রুমী নটা বেজে গেলো যে?

রুমী শুধু বললে, হুঁ।

মেয়েকে এবার ভালো করে পরখ করলেন মা। তারপর কাছে এগিয়ে এসে কপালে একটা হাত রেখে কতকটা শঙ্কিত হয়ে বললেন, কি রে, জ্বরটর হয়নি ত?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রুমী এবার খুব বাস্তব হয়ে বলে উঠলো, না মা, আমার কিচ্ছু হয়নি। উঃ কখন নটা বেজে গেছে! তুমি ডাকতে পারনি মা!

মা বললেন, সেই কখন থেকে ত ডাকছি চাও খাসনি, খাবারও খাসনি! দেখে বাবা শরীরটরীর খারাপ হলে ইস্কুলে গিয়ে কাজ নেই।

রুমী মিষ্টি করে হাসে বললে, আমার কিচ্ছু হয়নি।

না হলেই ভালো। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে মা নীচে নেমে গেলেন।

সত্যিই ত আমার কিচ্ছু হয়নি। হেঁসের শিশিটা হাতের চেটায় উপড় করে ভাবলো রুমী। ঘড়ির দিকে আবার চোখ পড়লো। ইস্। কখন নটা বেজে গেছে। দশটা বাজবার আগেই চামেলী এসে তাড়া দেবে।

রুমি দেখে বইগুলো গাড়িয়ে নিয়ে নীচে নেমে এলো সে। কাঁধে গামছা ফেলে কোনরকমে কাক-ফ্যান সেরে ওপরে উঠে এলো আবার।

কচ্যানো ফক বাইরে আর একটাও নেই। কালো-বালো যেখানে যা ছিলো মানস টেনেটেনে নিয়ে গেছে সাবান দেবে বলে।

বাস খুলে পাতলা একটা শাটিনের জিন্স দেখা ফক বার করে কোনরকমে গলা দিয়ে গলিয়ে নিলো। ভিকে চুলের রাশে বার-কয়েক চিরনি দিলো। রিবন বাঁধলো। তারপর দুই ভুর ফাকে ছোট একটা ক্রম-ক্রমের টিপ দিয়ে হিমালয়ের শিশি খুলে তক্তানীর ডগা দিয়ে তুলে নিলো গরম চুলের মত খানিকটা স্নো।

এদিকে দশটা বেজে গেলো। কাটা-গলো তো আর রুমীর জন্যে বসে থাকবে না। মা নীচ থেকে চেঁচাচ্ছেন, রুমী.....রুমী.....

না। রুমীর কোন সাড়াশব্দ নেই। মেয়ে যেন এ জগতেই নেই। স্নো-টা কখন শুকিয়ে চড় চড় করছে আঙুলের ডগাতে। সে খেয়াল নেই। আরশির দিকে চেয়েই আছে অপলক।

মা ডাকছেন, রুমী.....রুমী.....

খালি রুমী আর রুমী। না। কিচ্ছু ভাবা লাগে না। অথচ কালও সে এমন ছিল না।

হিমালয়ের শিশিটা ঠকান্দু করে বাসিয়ে দিলো রেডিও-বক্সটার ওপর।

শুকনো চড়চড়ে আঙুলের ডগার স্নোটা তুলে ফেললে ফকের ওপর ঘষে ঘষে। তারপর রাগের মাথায় পাউডার কেসটা টেবিলের ওপর থেকে টেনে আনতে গিয়ে ভেঙে ফেললে খুব সুন্দর একটা নক্সাকাটা কাঁচের গ্লাস।

নীচে নেমে আসতেই মা রুমীর দিকে তাকিয়ে রুঢ় কণ্ঠে বললেন, আজ কি তোর হয়েছে বল তো?

রুমী বলতে খাচ্ছিল, কই, কি হয়েছে? কিন্তু মা এমনভাবে তার দিকে তাকালে যে, রুমী লজ্জায় অসম্ভব লাল হয়ে উঠলো। মাটা যেন কি! রুমী ভাবলো।

চামেলী বললে, জানিস আজ ফাস্ট প্রিয়াডে ছুটি হয়ে যাবে।

রুমী কোন জবাব কাটলো না। গলিটা পেরিয়ে ওরা তখন বড় রাস্তাটার এসে পড়েছে। রুমী দেখলে একটা দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকটের ভেতর হাত দাঁটি ঢুকিয়ে দিয়ে অরুণ ওদের দিকেই চোয় আঁছে।

গলি দুটো, অরুণবাব। ফুরটা এবার ঠেকানো যায় কিনা এখানে অর্ধ সে ভেবে কিচ্ছু ঠিক করতে পারেনি।

রুমীর হঠাৎ মনে পড়লো কাল অনেক রাতির পরেই অরুণ জানমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন করছিল।

মরগু গে। রাজ জবান বাপু ভাবতে পারি না।

এদিকে শামসবাবু ঘাট রোসের ঘাট, মণ্ডলবাবুলা থেকে শীলা লীলা এমার দশটা এসে ওদের দর ফেললো।

শকলে পড়ুয়া প্রগল্ভ কিশোরীর দল চপল একটা চেউ তুলে রাস্তার মোড়টা শূন্য করে দিয়ে চলে গেলো।

রুমীও মিশে গেলো ওদের সংগে। অব একবারও সে অরুণের দিকে ফিরে তাকানো না।

ফাস্ট প্রিয়াডে ঘাটা বাজিয়ে ছুটি হয়ে গেলো। শকল-গেটটা কলরবে মূখর হয়ে উঠলো।

আজ শনিবার। কাল রবিবারে পুরো ছুটি থাকবে। সকলের মুখগুলোই তাই হাসা-উজ্জ্বল।

কেবল রুমীর মুখে হাসি নেই। অথচ কালও সে এমন ছিল না।

সকালের ঘটনাগুলো ভেবে মনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠছে ক্রমশ।

কাঁচের গ্লাসটা ভেঙে ফেলেছি। রুমী ভাবলো। কে জানে মা এতক্ষণ জানতে পেরেছে কিনা। পারলেই বা জানতে।

রুমী তো আজ কাঁচের গ্লাস নতুন ভাঙছে না। কত ভেঙেছে। মা বকে না। খালি বলে, রুমী তুমি বড় আশ্চর্য!

তবে? ভবে কেন তার এত ভয়?

ভাবতে গিয়ে রুমী আবার লাল হয়ে উঠলো। আসলে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তার লজ্জা। না। মরে গেলেও রুমী আজ মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

শীলা আর লীলা বাদাম কিনছিলো। রুমীকে দেখে লীলা চোঁচিয়ে উঠলো, এই রুমী যাবি?

রুমী জানে, কোথায়। তাই না দাঁড়িয়েই মাথা নেড়ে ও বললে, না।

শীলা ছুটে এসে হাত ধরে সাধতে লাগলো। চল না ভাই। এক্ষুনি চলে আসবো।

না। তোরো যা। আমি যাব না।

ওং। বলে চৌট ফুলিয়ে একটু আহত হয়ে রুমীর হাতটা ছেড়ে দিলে লীলা।

শনিবার হাফ ছুটির পর শীলা লীলা করবী বসু দু'নম্বর এলা দত্ত (রুমীও মাঝে মাঝে থাকে) কলেজ ঘাট দিয়ে নেমে গঙ্গার চড়া ধরে অনেকদূর হাঁকি বেড়িয়ে আসে।

ব্যাপারটা একদিন এলার মুখে থেকে জানতে পেরেছিল রুমী। আসল টানটা ওদের কলেজ।

ছেলেগুলো এমন ভাব দেখিয়ে ওদের দিকে তাকায়। সিগারেট খায়।

রুমীর খুব বিচ্ছিরি সাগে। অথচ শীলা লীলা কি মজাটাই না এতে পায়।

পাকা মেয়ে বলে শীলার একটা বদনাম আছে। একবার কি একটা কথা বলেছিল শীলা। রুমী যার অথটা জানে না। অথচ ক্রাসসুন্দর মেয়ে হোস লুটোপুটি খাচ্ছিল। রুমী ভারি অপ্রস্তুত বনে গিয়েছিল সেদিন। তখন তার বিচ্ছিরি লাগছিলো। কেন, কেন সে মানোটা জানে না। আর ভীষণ একটা কৌতূহল ওর মনে পাক দাঁড়াল। ওকে অস্থির করে তুলছিল।

বাড়ি এসে কথাটা মাকে বলতেই মা কিন্তু কড়া এক ধমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে রুমী আর শীলার সংগে ভাল করে কথা বলাই নাই।

শীলাকে কিন্তু রুমীর মাঝে মাকে একটুও খারাপ লাগে না। জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে তখন। গাল টিপে দিতে ইচ্ছে করে ওর।

কলেজের কথা মনে পড়তেই প্রায় সংগে সংগে দু'টো কথা মনে এলো রুমীর। এক—তাদের শুল্কের মত কলেজে ভেতন নিবন্ধ বাধ্যতা নেই নিশ্চয়ই। না হলে রোজ ঐ

ঘাটে বসে ছেলেগুলোকে আঁতা মারতে, সিগারেট ফুঁকতে দেখত না।

রুমী মনে মনে বললে, কলেজটা বেশ। আরো কিছু দিন পরে আমি তখন কলেজে পড়ব। তখন ফাস্ট প্রিন্সে অঙ্কের নির্দিষ্টতার ভয়টা থাকবে না।

দুই—অরুণা কলেজে পড়ে। কখন যায়?

রুমী একদিনও অরুণাকে কলেজে দেখেনি। মরুক গো! বাজে ভাবনা আর ভাবতে পারি না।

লীলা আর শীলা চলে গেছে। চামেলীও কখন এগিয়ে গেছে।

স্কুলে যাবার পথে ও একবার ডাক বটে। কিন্তু ছুটির পর ও ছাতাটা খসে টুকস্ টুকস্ করে একাই এগিয়ে যায় কাউকে না ডেকে।

রুমী আর দাঁড়ালো না।

বাড়ির কাছে আসতেই আবার বুকটা দুপ-দুপ করে উঠলো।

মা কি এতক্ষণ ওপর গেছে!

সন্দরটা যদি বন্ধ হয়ে থাকে, আর মানসা যদি কাজ সেরে চলে গিয়ে থাকে, তাহলে কড়া নড়ার শব্দ পেয়ে মা-ই নেমে এসে খিল খালে দেবে।

রুমী মায়ের দিকে তাকাত পারবে না। মরে গেলেও না।

হে ভগবান দরজাটা যেন খোলা থাকে! হে ভগবান মানসা যেন এখুনিই না চলে যায়!

রুমী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলো।

না। দরজাটা খোলাই আছে। ভেতরের একটা পান্সা টানা খালি। কেমন নিখুঁত নিখুঁত সব। জুতো খসে ফেললে রুমী। কে যেন তার সংগে কথা বলছে। পিসিমা নিশ্চয়ই। বারটা তাহলে বাজেনি। কারণ এগারটার সময় পিসিমা বোজ আসেন। পান খান। গাল-গল্প করেন মায়ের সংগে। গল্প পোলে মায়ের তখন কিছুই মনে থাকে না।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললে রুমী। তারপর খুব সন্তপণে পা টিপে টিপে উঠান পেরিয়ে, বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপর উঠি গেলো তার তর করে।

দুই আর খাতার কাশগুলো ছড়িয়ে ছিড়িয়ে দিলো টেবিলে। মাথার রিবন খসে ছুঁড়লো। আয়নার ফ্রেম টিপ করে। কুঁজোটা একবার মুখে উপড়ে করলো। তারপর শরীরটা একটা বলের মত ছুঁড়ে দিলো নরম সাদা বিছানার মধ্যে।

পাড়াটা ক্রমে ক্রমে আরো থম-থমে নিখুঁত হয়ে উঠলো। দুপুরটা গড় হলো। পায়রা-গলো গলা ফুলিয়ে বকম্ বকম্ ডেকে উঠলো।

আর ভীষণ একটা মন খারাপ এলো, রুমীর বুককে।

ঘরে একটা ফাঁড়ি আসে। তার পিছন আর একটা। একটার রং হলদে। নিক সকালাবেলার রোদের মত। অপরাটা কালো। আর খুব লম্বা। মাথাটা বেটপ।

বুকের ওপর হাত রেখে রুমী ফাঁড়ি দু'টোকে দেখল।

উড়তে উড়তে হলদেটা সীলিংএ ধাক্কা খেয়ে রুমীর প্রায় মাথার কাছে নেমে এলো।



রবিনসন 'পেটেন্ট' বার্লি খাওয়াবার এই ত সময়

রবিনসন পেটেন্ট বার্লি গোন্ধের সুগন্ধ মিলিত হিলে শিশুর শাকসবজিতে দুধ পুঙ্ক চাপ বেঁধে হজমের অসুবিধা ঘটায় না এবং তা হজম করা শিশুর পক্ষে আরো সহজ হয়। তাছাড়া, রবিনসন পেটেন্ট বার্লি শিশুর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়। রবিনসন পেটেন্ট বার্লি শিশুর খেতে কুস্তি পায়—এতে ওদের শরীরও গড়ে ওঠে। আপনার থোককে খাইয়ে দেখুন সে কেমন বেড়ে ওঠে।

এই বার্লিতে অনধিক
০.২৮% আয়রন বিপি
ও ১.৫% জিটা প্রিপ:এর
সংশ্লিষ্ট আছে।



★ ক্যালিফোর্নিয়া ও নোথ সংযোগ্য সুরক্ষিত

আমেরিকা (ইউ) লিমিটেড (ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র)

তারপর পায়ের দিকের খোলা জানলাটা দিয়ে বেগে বেরিয়ে গেলো।

কালোটাও গেল হলদেটার পিছ, পিছ।

স্বতন্ত্রতার সমুদ্রে ঘরটা আবার ভরে গেলো। পায়রাটাও ডাকছে না আর। ডানা খটপট করছে না। শব্দ শোনা গেল বাস্তব কাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে পিয়নটা চেঁচিয়ে

উঠলো, চিঠি আছে।

আবার সব থম-থমে। সেই একঘেয়ে স্তম্ভতা।

হেমন্তের দুপুরটাকে কে যেন মোসের কাল দিয়ে মিছারির আটার মত গাঢ় তুলছে।

একাকিৎ রুমীর মনটা অস্থির হয়ে উঠছে উত্তরোত্তর।

না। কিছুই ভালো লাগে না। উঠতে-বসতে। স্কুলের ছুটিটা না হলেই ধরং ভাল হ'ত। রুমী বাঁচত। এখন তার কিছু ভাল লাগছে না।

ফকটা খালে ফেলল। ভেতরের টেপ-ফকটা ঘামে জবজবিয়ে গেছে। সময় ৬:৫৫ আজ যেন গরমটাও পড়েছে বেশ।

খড়খড়ি দিয়ে রুমী এক সময় উর্গিক ধরে দেখলে, জানলায় স্থাগুর মত দাঁড়িয়ে বাইরের আকাশটার দিকে অরুণ অপলক তাকিয়ে আছে।

কালও অরুণ এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। মরুক-গে। রুমী ভাবলো।

আকাশটার দিকে তাকালো। খুব দূরে একটা চিল ঘুরপাক খাচ্ছে। লাল বাড়ির ছাদটার কে যেন উঠলো। অনেকগুলো কাপড় শুকোচ্ছে। একটা কাক এসে বসলো। চিলটা ডাকছে। কেমন বিচ্ছিরি লাগে। ভালো লাগে না দৃশ্যটা।

জানলার পর্যাগলো টেনে দিলো রুমী। বিছানায় লায়ফের পড়লো। একটা মাসিক পত্রিকা নিলো।

পড়ে না। ছবি দেখে। তারপর পাঠকাটা দুমড়ে ছুড়ে দেয় আয়নার পেছনে। ওঠে। রেডিওটা খুলে দেয়। শেষে একটা 'চ'-ই শব্দ ছাড়া আর কিছুই বেরুল না। মা পান চিবতে চিবতে ওপরে উঠে এসেছেন।

তারপর অসহ্য দুপুষ্টি কেটে গিয়ে রুমীর সুন্দর বিকেল আসে।

মানদা এলো। তারপর বাবা। রাজ্যের জিনিসপত্রের দু'হাতে ধুঁলিয়ে।

বাড়িটা আবার গম্-গম্ করে উঠলো। রুমী সাবান মাখলো। মা সুন্দর খোঁপা করে দিলেন।

ছাদে উঠে মনটা এক জিনিসপত্রের আনন্দে কানায় কানায় উপচে উঠলো। কত রং লেগেছে আকাশে। ঠিক এলা সেনের বাহারি শাড়িটার মত।

যে দিকেই তাকায় রুমী খালি রং আর রং।

কে একজন ডাকলো অরুণকে। রুমী কানকে পড়লো আলসেতে বুক রেখে। বোরিয়ে এলো অরুণ। রুমীর দিকে একবার তাকালো। রুমী হেসে ফেললো। গলিটার আন্দেক গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে অরুণ আর-একবার তাকাল।

রুমী তখন আর সেখানে নেই। ছাদের ওপাশে গিয়ে গলা ফাটিয়ে পাশের বাড়ির বাণীকে ডাকছে।

বাণী রোজই আসে। আজও এলো। দুই সখীতে কত কথা হলো। মনের গড়ে কথা খলে বলে একে অপসকে।

তারপর দু'জন অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো প্রাক-সন্ধ্যার স্তম্ভ আকাশটার দিকে চোখ রেখে।

হেমন্তের বিকেল ভারি সুন্দর। তাই কখন এক সময় টিপ- করে ফুরিয়ে যায়। বাণী চলে গেল সন্ধ্যা দিতে চলে দিলে। ফিকে অন্ধকার নামে এলো বাড়িগুলো আর চড়ায়। রাস্তার মোড়ের আলোটা জ্বলে উঠলো।

দিনের অন্তিম মনোহর আকাশটার মাঝ দিয়ে ক্রান্ত জানার উড় গেলো এক ঝাঁক বক।

বৃকের মাঝে কোথায় যেন বেদনাটা আবার প্রকট হয়ে উঠলো।

একটা উরা উঠছে। ঐ শেষ গোখলির তরতর মধ্যে রুমী যেন নিজেকে দেখতে পেলে। আর সংগে সংগে কায়টা আবার বুক টেলে এলো।

প্রগাঢ় স্বতন্ত্রতার চারিদিক ভরে যাচ্ছে। এ স্বতন্ত্রতার আকৃতি আছে। সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সাঁপ দেবার দুর্বীর যন্ত্রণা।

সব ফোটা একটা প্রেম তার সব কটি পাগড়ি মেলেতে চাইছে। আর এ-ফোটার আকৃতি কোন ভোরের দুয়ারে মাথা কুটছে। বলাই আমি এখন কত এক।

ছাদ থেকে রুমী নামে এলো কান্না চেপে।

পা টিপে টিপে ঘরে এলো। কেউ নেই। ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালানো না রুমী। শরীরটা গাটিয়ে বিজ্ঞান শব্দে পড়লো। চোখের জলটা মুছে নিলো বাঁশিলে।

খানিক বাদেই বাবা আসবে।



ফোন ১
৫৬-৩২১০

সং বাবে দেখিলাম, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মধ্যমস্ত্রী ডাঃ রায় বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন—“আপনারা কোন পথে যাইতেছেন?” বিশদ খুঁড়ো বলিলেন—“এ প্রশ্নের কোন জবাব কেউ দেননি। কিন্তু বিরোধী দল বলসেই পারতেন, প্রথম পথ ছিল রাজভবনের পূর্ব দিক ধরে সেক্রেটারিয়েটের পথে, তার-পরের পথ দক্ষিণ দিক ধরে বিধান সভার দিকে। অতীত সহজ উত্তর। গোলমালের এতে কী আছে?”

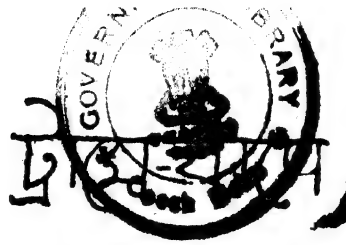
অ না এক সংবাদে শুনিলাম, বিধান সভার কোন কোন সদস্য নাকি তাহাদের জুতা ফিরিয়া পাওয়ার জন্য ডেপুটি স্পীকারকে ধরাদরি করিতেছেন। কিন্তু তিনি রাজী হন নাই। শ্যামলাল বলিল—“সবিনয়ে বলব, ডেপুটি স্পীকার মশাইর এ অতীত অন্যায়। পূজার



বাজারে বাচ্চাদের জুতা পূর্ববার আকলার তো তিনি ইচ্ছা করলেই রাখতে পারতেন” !!

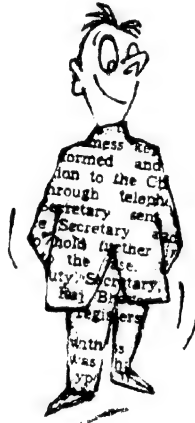
এ বার পূজার বাজারে দেখিলাম, পূর্ণপাখনা 'দৌপ জেরলে যাই' প্রভৃতি নতুন নতুন শাড়ি। —“মনে হলো এসব বিজ্ঞাপনসমূহের নেহাত পক্ষপাতিত্ব ছাড়া কিছু নয়। পূজার বাজার তো শূন্য মেয়েদেরই নয়। পুরুষও তো আছে। এই বোচারাদের জন্যে অসহ্য একখানা “হনুমানের পাতাল পরিকল্পনা” ছড়িয়ে ছাড়লেও তো পারতেন”—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

পশ্চিম তিব্বতে খাম্পা বিদ্রোহীদের সঙ্গে চীনা সৈন্যের সংঘর্ষ হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। “চীনা সৈন্যদের ভারত ভূমিতে পদাণি



অনেকেই খাম্পা হয়ে আছেন”—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

সিডনী হইতে প্রকাশিত সংবাদে ঘোষণা করা হইয়াছে, অর্চরেই নাকি ছোটদের জন্য কাগজের পোশাক প্রস্তুতের ব্যবস্থা



করা সম্ভব হইবে। —“শুধু ছোটদের ব্যবস্থা না করে বড়দের জন্যও একটা কিছু করা উচিত। আমাদের তো মনে হয়, কালার প্রিন্টিং ছোটদের, আর্ট পেপার মহিলাদের আর নিউজ প্রিন্ট পুরুষদের জন্য বেশ দিলে বেশ হয়”—বলেন আমাদের শ্যামলাল।

আ মেরিকাতে তামাক ছাড়া সিগারেট তৈরির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিশদ খুঁড়ো একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—“শুনিলাম, এই সিগ্রেট মা খুঁড়োদের জন্যই করা হয়েছিল। তাকে কালক দেওয়া হবে না বলেই সিগ্রেটের ব্যবস্থা তা-ও অবশ্য তামাক ছাড়া”।

মাননীয় অগা খাঁ সাহেব বলিয়াছেন—আমি এমন একটি মেয়েকে বিবাহ করিব, যার দ্বারা আমার বাহার রুটির সঙ্গে আমার রুটির একটি সহাবস্থান সম্ভব। —“বিশ জংসই কথাই তিনি বলছেন এবং অগা খাঁর জন্য গাছকোমর বেশ অনেক হয়ত রাসা শেখার কাজেও লেগে যেতে পারেন। রুটিটা এক হলে ভালো হয়, কিন্তু না হলেও এমন কিছু যায় আসে না। এই যেমন ধরুন, মাছের কাটা আমার দু'চোখের বিষ। আবার

গির্সি দু'চোখ নিমীলিত করে পরমানন্দে কাটাচকড়ি চিবোন। কিন্তু সহাবস্থান ঠিকই আছে”—বলেন আমাদের শ্যামলাল।

ইন্ডিয়া, ধোলাই-র সংস্থায় কয়েকটি মেয়েকে কাজ করিতে দেখিয়া খুঁড়োভাজী নাকি বলিয়াছেন—তোমাদের সাফল্য কামনা করি। কিন্তু তোমাদের পক্ষে আসল কাজ হইতেছে একটি ভালো স্বামী লাভ করা। —“নতুন কথা বলেন নি। আমরা বহু আগেই বলে রেখেছি—কিঞ্চিৎ লিখনং, বিবাহের কারণং”—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী

আ মেরিকার বস্তুতঃ খুঁড়োভাজী বলিয়াছেন—সম্রাট আমাদের দিকে। বিশদ খুঁড়ো বলিলেন—“পৃথিবীর সাধারণ মানুষের তাতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠার কোন কারণ নেই। মহাভারতের যুদ্ধে ভগবান ক্রীক এক পক্ষ নিয়েছিলেন; তার সে পক্ষের হলো বটে, কিন্তু কুরুক্ষেত্রটা বন্ধ করা গেল না।”

পেলিডেবল্ট আইসেনহাওয়ারকে শরণ-কালের পরিবর্তে বসন্তকালে রাশ্যা পরিভ্রমণের আহ্বান জানানো হইয়াছে। এ ব্যাপারে কেহই কোন মন্তব্য করিলেন না। শুধু শ্যামলালকে গুন গুন করে গাইতে শোনা গেল—“বসন্ত তোর শেষ করে দে রংগ”!!

কলিকাতায় এবার আই এফ এ শীর্ষক খেলা স্বর্গিত আছে। শুনিলাম, ইস্টবেংগল সান-ডেতে খেলিতে রাজী হন নাই আর মোহনবাগান রাজী হন নাই মাদ্রাসেতে খেলিতে। বিশদ খুঁড়ো এই প্রসঙ্গেই অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন—“আজকাল সবাই সহাবস্থান সহাবস্থান করেন। কিন্তু এটা যে কিছু নয়, তার প্রমাণ এই দুটি ক্রবের অবস্থান। একই মঠ, পাশাপাশি দুটি তাঁব, কিন্তু — — — বিশদ খুঁড়ো কথাটা শেষ করিলেন না, কে জানে দু'পক্ষেরই ফ্যানদের অভাব তো নাই। গরম, তন্ত ফ্যান”!!

অভ্যুৎকরণ
সর্বদা ব্যবহার্যপযোগী
এ্যালিড মুক্ত ২২৫৫ রোলসোড পছন্দ
রংগে ও স্থায়িত্বে অতুলনীয়
গ্যারান্টি ১০ বৎসর
ক্যাটালাগ ফ্রী
ইন্ডিয়ান রোলসোড কোং
১৯০, বহুবিজ্ঞান স্ট্রীট, কলি ১২

ইন্দ্রধনু প্রতিবিম্ব

বর্ষাঋতু

কোন্মুণ্ডি পার হয়ে আকাশের মেজাজ পাল্টাল,
অশ্রুর লাবণ্য স্নানে এল স্বচ্ছ হাসির প্রসাদ,
টারমাক পথের বাকি, গাছে, মাঠে, ন্যাড়া কালো কালো
পাহাড়ে পাথরে রৌদ্র : সত্য হল মামুলি প্রবাদ,
আশ্চর্য সৌন্দর্যে ভিজা পৃথিবীর নির্মল শরীরে।
নয়নাভিগাম পথে চলেছি কজনে, আঁকাবাকা
উঁচুনিচু বিস্ময়ের ক্রমাগত বৃষ্টি স্নিগ্ধ তীরে,
চোখের খুঁশির আর মনের খুঁশির স্রোতে আঁকা
দৃশ্যের নদীর পাড়ে, প্রকৃতির খেলালী কৌশলে।
এ প্রকৃতি এ নিসর্গ ঘনিষ্ঠ সৌন্দর্য চেতনায়,
আজন্ম এ তীর স্নিত সৌন্দর্য চেয়েছি ছলে বলে
প্রাত্যহিক সাধারণ্যে, সেই জলে রৌদ্রে বেদনায়
এল নেমে ইন্দ্রধনু, পরগনার পাহাড়ে পাহাড়ে;
পাহাড়-আকাশ ষেধে আদি সাতরঙের বাহারে,
আর তার পুনর্বৃষ্টি বৃষ্টির শিশিরে সদা ধোয়া
সবুজ প্রান্তরে মুক্তা প্রতিবিম্ব মর্তীর দোহারে।
ননিহাট পাঁচপাহাড়, অন্যদিকে মহুয়াগড়ের
অনেক চড়ার আভা শৈবত পায় পথের ধাপাশে;
মাটিতে আদৃত জোড়া ইন্দ্রধনু আনন্ড আকাশে
তোমার দুহাতে বর্ষা, এ দৃশ্য যাবে না আর খোঁরা

আ জা দী

গোরাচাঁদ নন্দী

উদ্ভত উজ্জ্বল মুহূর্ত আঘাত হানে
আলসে অবকাশী উষাকে।
আজাদী চোখ মেলে দেখে আর ভ্রুকুটি তোলে,
রাষ্ট্রের তুংপার শিশুরা ছুটেছে বরমালা দিতে
অভিজাত আত্মার গলায়।

জনতার অস্বস্তি অব্যক্ত আপত্তি পেশ হয় না।
সুধীজনেরা দূরে থাকে,
সহযোদ্ধা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে
কোটিগোলের কেতাবে এ কি ব্যঙ্গচিত্র।

চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা প্রশ্ন।
ইতিহাসের নির্যাস আর দেশজ বিকাশ থেকে
নতুন বিধানের জন্ম হয়—
কড় বড় পরিকল্পনা গড়ে ওঠে।

অধীনতার অমানিশা ভরে বহুনির্বাসনে
ধননিত হয়েছে এরই দৈববাণী।
অত্যাচারের চাবুক বেজেছে তার শব্দলের তালে,
আকাশের বৃক্ চিরে বোরগেছে আদিগন্ত আলো।
তারারা মিটমিট করে হেনেছে রহস্য-কটাক্ষ,
বাতাস গাছের মাথায় মাথায় ছড়িয়েছে তার বাতী।

নিশাচরেরা সময় থাকতে সরে পড়েছে।
এখন অকলুষ মেঘশিশুরা নির্ভয়ে খেলা করে প্রভাতে
শহীদ-জননী বসুন্ধরা শিশির-ভেজা চোখে
হৃদয়ের ব্যথা চাপে।

অদূরে পাগল! বৃষ্টি ঝাঁকড়া মাথা নেড়ে
পুকুরের জলে জলদে পিয়নো বাজায়।
গাড়ির চাকা কড়মড় করে পথের পাথরকুচি চব্বায়,
আজাদীর খুঁশির বর্ষা বেজে চলে
আর দরজা হাতে চারদিকে আনন্দ বিলোয়।

গানের আসর

শাওগর্দেই

সদারগণ মিউজিক কনফারেন্সের কর্তৃপক্ষ এবার যথেষ্ট অর্থব্যয়ে অনেকখানি জমি নিয়ে তাদের অনুষ্ঠান-গম্বুজ তৈরি করেছিলেন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, উৎসাহী শ্রোতার সংখ্যা বিস্ময়কর কিন্তু আসলে তেমন কিছুই মনে হল না। দু-একটি নাচের অনুষ্ঠান ব্যতীত তেমন জনসমাগম দেখা গেল না। অনুষ্ঠান মঞ্চপে যতবার প্রবেশ করেছি ততবারই মনে হয়েছে গানবাজনার আবহাওয়া বিশেষ নেই। পোট্টো চিপ্‌স্‌, চকলেট, ঠান্ডা পানি—ঘন ঘন হেঁক যাচ্ছে; আর তার সংগ—“আরে ইয়ার এক বাত তো শুনো—এ পানওয়ালা জবুর আও ইয়ার”—এ সবারও বিরাম নেই। প্রায় কনফারেন্সই একশ্রেণীর লোক আসেন তাঁরা বোধ করি যেটা ড্যান্স-সনের সরুন সামনের আসনগুলির পর উপভোগ করেন। গান বাজনার দিকে তাঁদের আদৌ আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। খানিকক্ষণ বসেন, তারপর চলে যান। অনেকগুলো আসন ফাঁকা পড়ে থাকে। সদারগণ মিউজিক কনফারেন্সেও এই ধরনের লোকের অভাব ছিল না। আর একটা দৃষ্টিকটু ব্যাপার হচ্ছে লোকজনের সর্বক্ষণ অসামান্য। কারুর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি কারুর চক্ষুপ নেই। এতে একটা গোলমাল লেগেই থাকে। যাক্কা মন দিয়ে কোন অনুষ্ঠান শোনে তাঁরা অত্যন্ত বধা পান। ইউরোপীয় কনসার্টের সংগে আমাদের কনসার্টের কত তফাৎ—এই কলকাতাতেই সেটা প্রত্যক্ষ করেছি। একটা অনুষ্ঠান চলাবার সময় তাঁরা কাউকে হলে ঢুকতে দেন না। এতটুকু গোলমাল হয় না যতক্ষণ গানবাজনা চলে—এমন কি তার অবসরও নয়।

আগন্তুকদের প্রান্তিরও যে কারণ নেই তা নয়। পনেরোটি অধিবেশন। সংস্থা সাভাটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত। ছুটির দিনে সকালেও আছে। এমন অফুরন্ত সময় কারুর নেই যে সব অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে পারেন। কার্যকর শিল্পীদের অনুষ্ঠান একাধিক এবং বৈচিত্র্যময়। এছাড়া, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান অনেক সংক্ষিপ্ত করা যেত। একই কর্তব্যের পুনরাবৃত্তি নিত্যন্ত ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। নাম-করা গাইয়ে বাজিয়েছেন অনুষ্ঠান শুনেন মনে হল—তাঁদের কেউ কেউ এরই মধ্যে—পূর্বাচলের পানে তাকই অন্ততাল্পন পায়ে আসি।

নাচের অনুষ্ঠানগুলিতে অনেককেই বেশ ভালো দেখা গেল। কেরল সিস্টেমের মডার্ন ভারতনাট্যম দেখে অনেকে খুশিতে

বিহ্বল হয়েছেন। দক্ষিণ ভারতীয় রক্ষণ-শীল সংগীতকার দ্রুত আধুনিক পরিবর্তন কতখানি সমর্থনযোগ্য সেটা দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধুদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

বহু শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নামের তালিকা দিয়ে লাভ নেই, কেননা, প্রত্যেকের অনুষ্ঠানের পরিচয় দেওয়া যাবে না। একটি পূর্ণসংস্কৃত সংগ্রহ করেছিলাম নামগুলির সংগে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে—তারও অতিরিক্ত পেরেছি। পেটন এবং একজিকিউটিভ কমিটির মেম্বারদের ছবিও পাওয়া গেছে। না—সেসব দিক দিয়ে কোন ট্রুটি নেই।

শিল্পীরা যেনব বগ-বাগিনী গেয়েছেন বা বাজিয়েছেন তার চুলচেরা আলোচনা প্রবৃত্তি হবার কোন সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। যিনি যেটা গেয়েছেন বা বাজিয়েছেন তিনি সেটা ভাল করেই শিখেছেন নিশ্চয়—আমরা যদি মূল্যী কমান্ড, ইমর্সন, ছায়া-হিস্টোরাল, এমন সব বাগের তৎপর্য না বুঝতে পারি সেটা আমাদেরই অজ্ঞতা। কেবলমাত্র কবিগুরু “কত অজ্ঞানারে জনাইল ভূমি” স্মরণ করে তাঁদের সাধারণ দ্বি। আমাদের সম্প্রতি নতুন বাগ বা মিশ্র বাগ তৈরি করা শক্ত নয়, বিভিন্ন সবার বিভিন্ন সমাবেশ করে নিলেই হলে। এইরকম ধারণাই তো আমাদের সংগীত সম্বন্ধে প্রায় বাস্তবই আছে। কিন্তু এর মধ্যে গলদ কোথায় আর ফাঁক কোথায় সেটা অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত—“রাগজ এন্ড রাগিনীজ” গ্রন্থের অনেক যত্ন করেই দেখিয়েছেন। কীলত সে বই—এর খোঁজ করে কে? কাজ উদ্ধার করবার সহজ উপায় থাকতে কে আব গোলমালের মধ্যে যেতে চায়।

অনুষ্ঠান কারুর নির্দলীয় হবার কথা নয় এবং সেটা হইও নি। গোপবন্দর বাল্যাপাখ্য, বিনোদ পটুর্দান, ওংকারনাথ ঠাকুর, রবিশঙ্কর, অজি আকবর, তারাপদ চক্রবর্তী, বিলায়েত খাঁ, রমেশ বাল্যাপাখ্য—সবাই যথেষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তা ছাড়া, আরোনা, তবলায় সঞ্জিবদীন, কমান্ডি সন্ত, রামনাথ মিশ্র, রহিমরায়ণ, কেইমিং, শান্তা-

প্রসাদ, নিখিল ঘোষ, সুবোধ নন্দী—এরা সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত। যতগুলি অনুষ্ঠান আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কোনটিতেই কৌশলের অভাব দেখা যায় নি। তবে পছন্দ, অপছন্দ সবাইকার সমান নয়—তা ছাড়া, সংগীত সম্বন্ধে আপ্রোচটিও এক একজনের এক একরকম।

ইমরাটের রাজনা বেশ লাগল তবে শেষের দিকে দ্রুততা তাকে পেয়ে পরেছিল। খেয়াল ঠুরি মন্দ নয়, তবে গলিটাটা ভাল লাগল। তাকে ধন্যবাদ যে, মামুলি খেয়াল ঠুরির বাইরে একটি তিনিসও তিনি শুনিয়ে গেলেন। রবিশঙ্কর, অজি আকবর যেনব বাজান তেমন ব্যাভিয়েছেন। ২৬শে সেপ্টেম্বরের প্রোগ্রামে রবিশঙ্করের সঙ্গে লাভা প্রসাদের তবলা ছিল। তবলার সামনে দুটো মাইক রাখা সম্প্রতি হয় নি। লাভা প্রসাদ খেলা বজাতে অভ্যস্ত। কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল তবলা থেকে মাইকটা একটু দূরে রাখা। এতে যদি তবলার আওয়াজটা বেশি প্রবল হয়ে ওঠে তবে তবলারা দোষী নন। শান্ত প্রসাদ এগার তবলা লহরায় এগার মাত্রার শাধি তাল এবং ন’ মাত্রার খট তাল বাজিয়ে আমাদের বিশেষ উপভোগ করেছেন। শুনুটি, এক সময় অঘোর চক্রবর্তী বেনারসে এইসব তালে ধ্রুপদ গাইতেন। গোপবন্দর সঙ্গে নাচে তিনি পঞ্চম সৌর্যার এবং ধর্মার বাজিয়ে প্রশংসা অর্জন করেন।

তারাপদ চক্রবর্তীর সাংগীতানুষ্ঠান ভালো লাগল। ২৬শে সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠানে তাঁর শেষের গানটি কি বাংলা? “দুমে দুমে লতার লতায়”—এইরকম ভাষা শুনলাম বলে মনে হচ্ছে। যদি বাংলাই হয়ে থাকে তাহলে তাকে হুবহু তিন্মী চক্রে পরিবেশন না করে একটু পরিষ্কার উচ্চারণে বাঙালীর সেমিটমেন্ট দিয়ে গাইলে বেশি রস পাওয়া যেত এবং একটা

কে.হাডের

কর্ণক

* পাউডার *



বিখ্যাত

শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা

গোষ্ঠী ব্যবহার করুন

ডি.এন.বমুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরি

কলিকাতা-৭

বৈশিষ্ট্যও থাকত বলে আমাদের ধারণা।
অবশ্য তিনি যে ঢঙে গেয়েছেন সেদিক দিয়ে
বিচার করলে গানটি অসাধক হয় নি।

গৌর গোস্বামীর বাণী আমাদের
চমৎকার লেগেছে। বাণীতে অনেক দৃষ্ট-
কাজ তিনি অবনীলাক্কে দেখিয়েছেন।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ওংকারনাথ
এবং পটুর্ধন সম্বন্ধে নতুন কিছু বলবার
নেই। তাঁদের উপস্থিতি অনেককে উৎসাহ
প্রদান করেছে।

নবাগতদের মধ্যে সবাইকার অনুষ্ঠান
মোটামুটি ভালই হয়েছে—এইরকম
প্রোতসাহস ধারণা।

পশ্চিমবঙ্গীয় স্টেট একাডেমি অফ
ড্যান্স ড্রামা এন্ড মিউজিক কর্তৃক পরি-
বেশিত অনুষ্ঠানটি বিশেষ আগ্রহ নিয়ে
দেখতে এবং শুনতে গিয়েছিলাম—কিন্তু
নেহা মামুলি লাগল। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া
আর কারুর সঙ্গে একাডেমির পরিচয়
আছে বলে মনে হল না। টপ্পা যদি
শোনতে হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথের টপ্পাও
ব্যতীত বাংলার টপ্পা কি ছিল না? এতে
তাঁদের নানাভাবেই মনোমুগ্ধতার দেখাবার
সুযোগ ছিল, কিন্তু অনুষ্ঠান এমন হল
যেন এটি একটি সামান্য ইস্কুলের প্রাইজ
ডিস্ট্রিবিউশন মাত্র। তাও, রবীন্দ্রনাথের
গানে তান এবং বিস্তারের প্রয়োগ যোগাও
নয় সুপারিকলিপাতও নয়। যেসব বাংলা
গানে তান বিস্তারের বিশেষ সুযোগ আছে
সেগুলি সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়েই রইল।
বাংলা গানের এমন অকিঞ্চিৎকর পরিবেশনা
না করাই উচিত ছিল। নৃত্যে বন্দনা সেন-
গুপ্ত কিছু কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।
চেষ্টা করলে ইনি খ্যাতি অর্জনে সমর্থ
হবেন।

একাডেমির অনুষ্ঠানে কনকারেসের
কর্তৃপক্ষ মঞ্চার উপর যথোচ্চ বিচরণ
করেছেন। একটা অনুষ্ঠান যে চলছে এবং
সেটোর একটা গুরুত্ব তাঁরা দিয়েছেন সেটা
সম্যক বিস্মৃত হয়েছেন বলে মনে হল।
ছাত্রছাত্রীরা মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার পরে
সর্বসমক্ষে মঞ্চার ওপর ব্যাবসায়িক
সম্মার্জনী পরিচালনা অতিশয় অশোভন
ব্যাপার। তাছাড়া, যখন যার টপ্পা তখনই
তিনি প্রবেশ করেছেন। মণিপুরী রাস
নৃত্যে রাধা আর তাঁর সখীদের সংগে সংগে
সার্টপ্যাণ্ট পরা দৃঢ়ারজন লোকও প্রবেশ
করলেন। এতে সেটজ-এফেক্ট বিলম্বিত
থাকে কি? অথচ কেবল সিস্টেমটিকে
নাচের বেলায় এঁরা কতই না সাবধানতা
অবলম্বন করেছিলেন। এই ধরনের বিসঙ্গ
আচরণ অতিশয় পরিতোষনক। মঞ্চে
একটা পর্দার ব্যবস্থা করলে অনেক কাজ
পর্দার আড়ালে তাঁরা করতে পারতেন এবং
আমাদেরও এই পীড়াদায়ক আলোচনা
করতে হত না।

যাই হোক, এইরকম দু-একটি ঘটনা
ব্যতীত সদারগণ মিউজিক কনকারেসের
ব্যবস্থা ভালই হয়েছিল। মণ্ডপনির্মাতার
যোগ্যতা বিশেষ প্রশংসনীয়। এই বড়-
বড়িতে এতটুকু জল ভিতরে আসতে
পারে নি। তবে, ভারতীয় সংগীতের
সংস্কৃতির দিকটা চিন্তা করে দেখলে
এইরকম বিস্মৃত আসর অসুবিধাজনক বলে
মনে হয়। কোন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান হলে
অনেক সুব্যবস্থায় কার্যনির্বাহ করা যেতে
পারে।

বিক্রী এখন অনেক উঁচুতে উঠেছে

লোম্বা শুধু চুল কালো করবার
জন্মেই নয়, চুলের প্রশংসনেও
অতুলনীয়। সেই জনোই দিনকে
দিন ভারতের সর্বত্র এবং বাইরেও,
তরুণ ও বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ
সবাই চুল কালো করবার জন্যে
অনা সব কিছু ভেড়ে লোম্বা-র
দিকেই ঝুঁকেছেন।



চুল কালো করবার জন্যে
সর্বত্র প্রশংসিত।



মোল এজেন্টস :

এম, এম, থান্ডাটওয়ালা।

জামেদাভাব-১।

এজেন্টস :

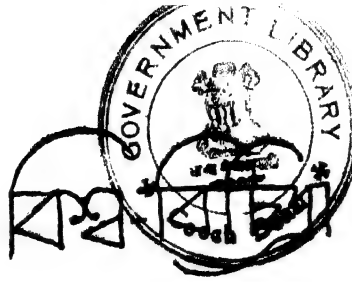
সি নরোত্তম এণ্ড কোং।

বোম্বাই-২।

BEN.

বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের অমূল্য পেইন্টিং চুরি যাওয়ার একটা ব্যাপক রেওয়াজ ইউরোপ ও আমেরিকায় দেখা যায়। বড় বড় আর্ট মিউজিয়াম থেকে ছবি চুরির খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। এই সেদিন গত মাসের মাঝামাঝি একদিন টরন্টোর আর্ট গ্যালারি থেকে ছবিখানি পেইন্টিং, যার মধ্যে ছিল ফ্রান্সিস হলের 'ইসাক এব্রাহাম মাসার' (খুব কম করেও যার বর্তমান মূল্য প্রায় পোনে ছ লক্ষ টাকা) ও 'ভিনসেন্ট লরেন্স ভ্যান দার ভিনের' (দাম প্রায় চার লক্ষ টাকা), রেমব্রান্ট 'লেডি উইথ এ থ্রো ডগ' (সাত লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা) ও 'লেডি উইথ এ হ্যান্ডকার্টিং' (প্রায় দশ লক্ষ টাকা), পিয়ের রেগোয়ার 'পোর্ট্রেট অফ ক্রুজ' (পঁচানব্বই হাজার টাকা) এবং পিটার পল রুবেন্সের 'এলিভেশন অফ দি ক্রস' (পঁচানব্বই হাজার টাকা)। এছাড়া গেলসবোরের 'দি হার্ভেস্ট ওয়গন' (সাত্বে একুশ লক্ষ টাকা) এবং 'ভ্যান ডাইকের 'ডেডউডস আন্ড আইকোনেস' ছবি দুখানির ক্যানভাস ফ্রেম থেকে ওর কেটে ফেলে, তবে নিক্ষেপ করেন। এছাড়া 'টিনটোরের একখানি এবং 'রেনোয়ার ও 'ডিগাসের একখানি' বার পেইন্টিংয়ে চোটে হাত দেননি। কাল বাক্স থেকে শ' পঁচেক মতো টাকাও চোবো নিয়ে পুলিশকে এবং এ থেকে পুলিশ মনে করে যে, ছবিগুলি চুরির পিছনে অর্থ ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না। ঘাট হোক ১৯১১ সনে লন্ডনের 'মিউজিয়াম থেকে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'মোনা লিসা' (প্রায় সাত্বে সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা) ছবি যাবার পর এত বড় চুরি আর ঘটেনি।

চুরি যাওয়া ছবিগুলি ফিরে পাওয়া যায় কিনা, এ বিষয়ে নিশ্চিত কেউ কিছু বলতে পারে না। কারণ গত কয়েকশত বৎসর ধরে বিভিন্ন রক্ষণাগার থেকে বহু ছবি চুরি গিয়েছে পরে যাদের কোন হাদিশ আর পাওয়া হয়নি। 'মোনা লিসা' অবশ্য চুরি যাবার দু বছর পর সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়েছিল—ভিসেস্সো পেরুজিয়া নামক লাতভিয়ার যে কর্মচারী ছবিখানি চুরি করেছিল, দু বছর পরে সে ভুলক্রমে এক সং চিত্র-ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করতে গিয়েই ধরা পড়ে। এর তিনশ বছর আগে মোডেনার 'ডিউক কোরিজিও' 'ডাক্কিন উইথ সেন্ট ম্যাগডালেন আন্ড সেন্ট লুসি' ছবিখানির মোহে পড়ে এলবিনিয়ার গির্জা থেকে সেখানি চুরি করায়। ১৮৭৬ সনে লন্ডনের বিখ্যাত লিপ্স বিশপ এগল্জ ক্যান্ড কোম্পানি থেকে গেলসবোর অঁকা 'জি'মানা, ডাচেস অফ ভিন্ডনগার-এর



পোর্ট্রেটখানি চুরি যাবার পঁচিশ বছর পর পুরস্কারের বিনিময়ে ছবিখানি শিকাগোর এক জুয়াকীর কব্জ থেকে ফেরত পাওয়া যায়। টরন্টো আর্ট গ্যালারিতেই এর আগেও ছবি চুরি হয়েছে। ১৯৫৫ সনে রুয়লের 'দি সাক্কিন' ছবিখানি চুরি যায়, আজো তার পাতা নেই। এবার রুবেন্সের যে ছবি চুরি গিয়েছে, পাঁচ বছর আগেও সেখানি একবার চুরি গিয়েছিল, কিন্তু চুরি করে নিয়ে পালিয়ে

যাবার সময় অসতর্কভাবেই চোরের হাত লেগে সতর্কীকরণ ঘণ্টা বেজে ওঠার পে চোরাই নাল সামনের পাকে ফেলে চম্পট দেয়।

পেইন্টিং চুরির অধিক কম নয়, কারণ এটা সোনা-রূপার মতো এমন ভিনিস নয় যে, গালিয়ে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করে ফেলা যাবে। শিল্প ব্যাপারীরা যতোই অর্থলোলুপ হোক, খুব বিখ্যাত কোন শিল্পসমগ্রী হাতে রেখে সেওয়ার বিশদটা দাবা ঘাড়ে নিতে চায় না। আগেকার দিনে বড় মাঝকরা ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে ততো পাওয়া যেত এবং অনেক সময়ে কোন ছবির ওপর নজর পড়লে কেউ কেউ টাকা দিয়ে লোক লাগিয়ে চুরিও করতো। কিন্তু এখন আর সেটা চলে না। টরন্টো আর্ট গ্যালারি থেকে এই যে ছবিগুলি চুরি গেল,



এথেন্সের পুরাতাত্ত্বিক বঙ্গর পাইরিয়াসে জানামানিক 'স্ট্যুপার' পঁচিশত বৎসর আগেকার গ্রীসীদ শিল্পকলার প্রচুর নিদ দান সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে—উপরে রুমের ডেরী আটোমদের মূর্তি

এ সম্পর্কে পল্লিসের মত হচ্ছে যে, বানী কেম্পানি একটা মোটা অঙ্কের মস্তিষ্কপণ ঘোষণা না করা পর্যন্ত চোরেরা ছবিগুলি হাতে রেখে দেবে।

*

দক্ষিণ রোডেশিয়ার সিনোয়াতে সি টি আর উইলিয়ামস নামক এক ব্যক্তি ঋণ আদায়কারী এক প্রতিষ্ঠান তার পাঠ্য জানবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করায় সে নিজেই নিজের বর্তমান ঠিকানা জানিয়ে পুরস্কারটি আদায় করে।

*

বিরাত আকারের একটা নীলকান্তমণি নিয়ে শিকাগোর ন্যাচুরাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের বৈজ্ঞানিকরা বড় ফাপরে পড়েছেন। তিনশ বারো পাউন্ড ওজনের এবং উচ্চতায় দু' ফিট ও প্রস্থে চৌদ্দ

ইঞ্চি এই নীলাটি প্রস্তর বিশেষজ্ঞদের মতে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত এই ধরনের পাথরের মধ্যে বৃহত্তম। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা পড়ার কারণ, পাথরটির উৎপত্তি স্থান নির্ণয় নিয়ে। সাধারণত দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে নীলা পাওয়া যায়, কিন্তু এই বৃহৎ নীলাটির মতো পাথর ওখানেও কখনো দেখা যায় না। পেরুর রাজধানী চিলির যেখানে নীলা পাওয়া যায়, আলোচ্য পাথরটি সেখান থেকে ছ'শ মাইল দূরে পেরুর প্রাচীন এক রাজার কবরে পাওয়া যায়। পাথরটা কিভাবে এতটা দূরে দুর্গম রাস্তা পার করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল, বৈজ্ঞানিকদের সেটা একটা ভাববার বিষয়—আজও তার কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন ওঠে, নীলার এই বিরাত খণ্ডটি শত শত বৎসর পূর্বে স্পেনীয়রা দক্ষিণ আমেরিকা আক্রমণ করার সময়ে তাদের দৃষ্টি কিভাবে এড়িয়ে ছিল। সেটা কেউ বলতে পারে না। তবে খুব আশাবাদী খনিজ ইঞ্জিনিয়াররা মনে করেন, কোনদিন হয়তো এর চেয়েও বড় নীলা খণ্ড পাওয়া যাবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কোথায়?

এটা বোঝা যাচ্ছে যে, শিকাগো মিউজিয়ামের এই পাথরটির ঝকঝকে বর্ণ তার প্রাচীন উত্তরাধিকারীকে এতটা আকৃষ্ট করে থাকবে যে জনো সে তার অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে এটিকেও কবরে সংগে করে নিয়ে রেখেছিল। প্রাচীনকালে এদেশে নীলাকে মনমরা ভাব ও ঘৃণ্যের জন্মের প্রতিষেধক বলে লোকে মনে করতো। হয়তো সেই কারণেই এর উত্তরাধিকারী পাথরটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকবে।

*

সার্ডিনিয়ায় ক্যাসলিয়ারি শহরে মারিও মামেলি নামক এক ব্যক্তি স্থানীয় টাউন হলে যায় তার একটা নতুন পরিচয়পত্র করে নিতে। এক করনিক বেশ খানিকক্ষণ ধরে খাতাপত্র ঘেঁটে, গবেষণা করে মামেলিকে জানায় যে, সরকারি কাগজপত্রে সে উনিশ বছর হল মৃত বলে উল্লিখিত হয়ে রয়েছে এবং এখন বেঁচে থেকে মামেলি আইন ভঙ্গ করছে।

*

প্রস্তর যুগের মানুষ এখনও কি বেঁচে আছে? অস্ট্রেলিয়ার ডাঃ জন প্রাইনিয়াসের নেতৃত্বাধীন পাঁচজনের একটি দল উত্তর মাণ্ডুরিয়ার এক জঙ্গলের রোমশ মানুষ দেখে এই সত্য আবিষ্কারে যাত্রা করেছেন। সভ্য জগতের ছোঁয়া থেকে দূরে থাকার জন্য এদের দেখে পাঁচ লক্ষ বছর বা তার চেয়ে বেশী দিন আগেকার মানুষের

কি রকম আচরণ ছিল, কি ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল, এসব জানতে পারা যাবে। আলামাস নামে খ্যাত এই আধা-মানুষ জীবরা গর্জন বা কণ্ঠ দ্বারা এক প্রকার শব্দের সাহায্যে কথা বলে তবে সভ্য জগতের একটা যে শীলতা তাদের মধ্যে পাওয়া যায়, তা হচ্ছে লজ্জা আচরণের জন্য চামড়ার বস্ত্র পরিধান। এক রুশীয় বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক বি পোশনার সম্প্রতি এই আদি মানুষদের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

ডাঃ প্রাইনিয়াসের দল এই আদি-মানুষদের খুঁজে বের করে তাদের সংস্পর্শে এসে যাবতীয় কথা বের করতে চান। তাদের বিন্যাস, কোথাও পাহাড়ের গুহায় এই প্রস্তর যুগের মানুষদের খুঁজে বের করতে পারবেন।

*

দীর্ঘতম প্রেমপত্র লেখার ব্যাপারে ভিয়েনার রাজা উলরিকের রেকর্ড রোধ হয় কেউ ছাপিয়ে যেতে পারবে না। আজই বছর ধরে তিন হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী এই চিঠি। মেয়েটি প্রতিজ্ঞা করে যে, তার প্রেমিককে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত সে তার পত্র ইতি টানবে না। তার প্রেমিক এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রহার করে ভিয়েনা থেকে অদশা হয়ে গিয়েছিল। শেষে ১৯৩৭ সনে মেয়েটি তার প্রেমিকের ঠিকানা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় এবং সংগে সংগেই সে তার সেই চিঠি ডাকে পাঠিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, অতো লেখবার পর ওদের মিলন হতে আর বিলম্ব হয়নি।

সম্প্রতি প্রেমপত্র রচনায় একটি রেকর্ড স্থাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের এক সৈনিক। পাঁচ মাসে সে তার প্রেমিককে দেশ ছিয়ার্ত্তরখানি প্রেমপত্র পাঠিয়েছে। অবশ্য তার প্রেমিকাও কম যাত্মি এই সময়ের মধ্যে তার লেখা উত্তরের সংখ্যা পাঁচশ পনের। কিউবার এক প্রেমিক আর স্পেনের এক প্রেমিকার মধ্যে কুড়ি বছর ধরে যে প্রেমপত্র বিনিময় হয় তা পরিমাণে দাঁড়ায় দু' টন। কুড়ি বছর পর তাদের বিয়ে হয় এবং এখন তারা সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুখে ঘর করছে তবে প্রেমপত্র লেখার ব্যতিক্রম কিন্তু তাদের আজো এত তীব্র রয়েছে যে, প্রায়ই ওরা একই বাড়িতে থেকেই পরস্পরের সঙ্গে প্রেমপত্র আদান-প্রদান করে।

চুটি স্বীকার: গত ২৬শ বর্ষ ৪৮ সংখ্যায় ভ্রমবশত একটি খবর এই বিভাগে প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা ইতিপূর্বে ২৬শ বর্ষ ৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। (সে দেশ)।

TIGER BRAND



ute

Carpet



প্রস্তুতকারক

গ্রীহনম্মান জুট মিলস

৮, ডালহৌসী সেক্যার ইন্ট, কলিকাতা
ফোন: ২২-৬৮৫১ (১টি লাইন)
স্থানীয় ডিস্ট্রিবিউটস

১। হার্ডওয়ার কনসার্ন (২৪-২৩৫৪)
৩। এ. এল. এল. (৩য় গেট, কলিকাতা)
২। বেডুওয়ালা ব্রাদার্স (৩৬-১৫২৫)
৭১, কলিকাতা জুট, কলিকাতা



স্বপ্নকার নিশীথ রাত্রি। বিশাল নিজনি প্রান্তরে বিকশিত পথচারী। কোন দূর জলাভূমিতে কলসে উঠছে আলোয়া—আলোর মায়া। প্রুত অগ্রসর হচ্ছে ভয়াব্র ভ্রান্ত পথিক—তার চোখে আশার নিশা। দূরে-বহুদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে আলো। বিভ্রমবতী আলোয়া ভুলিয়ে সর্বনাশ করছে পথিকের।

উত্তপ্ত মধ্যাহ্নের দগ্ধ মরুভূমি। প্রচলিত সূর্যের দহন ধু ধু করছে বাত। তাপিত তৃষ্ণার্ত মরুভূমি—যেন কণাহত উচ্চৈঃশ্রবা, যেন অশ্রুশ-তাপিত ঐক্যবত। সহসা তার নয়ন সম্মুখে উঠল মরীচিকা—মরুর মায়া। নয়ন-বিমোহন মরুমান—শীতল ছায়াতির, সবুজ সরসী-নীর। দূরত্বগে হুটে চলল ত্বরিত পাখ। হায় ! দূরে—আরো দূরে মিলিয়ে গেল মরীচিকা। অশ্রুত এ ভ্রান্তি।

ওই ভূতলে নন্দনবনসর পগবটী। রাজপুত্র, রাজবধূ এসেছেন নিরীক্ষনে। জীবনে দখে নেই তাদের। বন বেন প্রজাত পূর্ণ জনপদ। সুখের সংসার। তাদেরও ভ্রান্তি। সজীব সানার হরিণ এসেছে বনে। কি অভিরাম স্বর্ণাঙ্গিন! কি সুন্দর স্বর্ণা-শৃংগ। বধূ প্রার্থনায় মগের প্রতি ধাবিত হলেন ঋষিবংশী রাজপুত্র। হায় মায়া! স্বর্ণাঙ্গ—সে কি সত্য? তবু ভ্রান্ত হলেন নরমণী নারায়ণ।

কে এই মোহিনী যার ঘায়ায় মোহিত চিত্তবন? কে এই নিকৃতি-নিপুণা, যে প্রতি মূহুর্তে হুসনা করে নিশ্চিত ধংসের

মুখে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মানুষকে? আলোরায় মত রূপসী, মৃগভূককার মত ঘারাবিনী—কে এই বিভ্রমবতী?—স্মৃতিহারা? নিম্নে দু'বিধে দেব বিস্মৃতির অতল সাগরে?

নাম তার 'স্মৃতিহারা'। স্মৃতির প্রথম লগ্ন থেকে বিস্মৃতির স্মৃতি হরণ করছে সে। ক্রম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সংসারীর ওপর বিস্মৃতি তার ভীষণ ঘায়াজাল। ভয়ংকরী সে, স্মৃতির প্রলয়ংকরী। বিবকনার মত বিভ্রমবতী।

শত্ৰু-ভাগিন্যে মৃত্যুগর্ভে স্মৃতি হয় ভীষনতার বীজাঙ্কুর। ক্রমে গঠিত হয় অঙ্গাঙ্গক, উপাঙ্গ। উদ্ভবকোরে বর্ধমান সত্তা—পূর্বজন্মের সংস্কার ও স্মৃতির একটি বৃক্ষবৃন্দ—অনুভূতিপ্রবণ, সংবেদন-শীল। গভীরাস বহুগার কাতর সে প্রতিজ্ঞা করে—আর দুঃকর্ম নয়, এ জন্মে স্মৃতি তুচ্ছ করব, স্মৃতি লাভ করব। সংসার স্মৃতিমারাত তার আকর্ষণ করে, উদর থেকে অধঃশিয়ার নিষ্কৃত হর ভীষ। জন্ম-মত অলস আলো 'স্মৃতিহারা', মূহুর্তে আচ্ছন্ন করে গভঃস্মৃতি। কোথায় ভীষের স্মার? কোথায় তার কলাগণী ইচ্ছা?—'বিস্মৃতিং সকলং জ্ঞানং গর্ভে বিন্ধিতং হসি।' ভ্রান্ত স্মৃতি, মোহিতভ্রান্ত জীব আবার সংসার-মারাত বশ হর। আবার কাম, আবার ক্রোধ, আবার পাণ্ডুর্য বর্ডারপূর্ব তুডমা। এমন করে কৈলোরে, পৌগণ্ডে, ঘোবনে, বাধুতো—জীবন ভরে চলে স্মৃতি-হরার লীলা। তারপর জীব উপাশ্রিত হয়

মৃত্যুর দ্বারে। তখনো অপূর্ণ মোহিনীর বেশে আসে মৃত্যুসূতী 'স্মৃতিহারা'। পশ্চাতে প্রিজন্মের কল্পন কল্পন, সম্মুখে বিভ্রমবতী স্মৃতিহরার রূপমায়া। অলসকা শক্তি বিস্তার করে সে স্মৃতি আকর্ষণ করে। চেতনাশূন্য জীব মূহুর্তে হর, বাক্যভেদে পারে না, কে কবিস, কে আকর্ষণ করে। তারপর ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অশ্রুত সে 'স্মৃতিহারা'।

অত ভীষণ স্মৃতিহরার ক্যাপাসি। উন্মাদিনীর মতই সে জ্ঞানশূন্য। তার স্মৃতিভ্রংশতা আরো পোচনীয়। অচ্ছ সে রূপসী। আলোরায় মত, মরীচিকার মত, স্বর্ণাঙ্গের মত তার বিভ্রান্তিকর রূপ; অবশ্য রূপের সে জলসে আভ আর নেই। রূপসী আভ নিজে উন্মাদিনী। তবু যে রূপ অবশিষ্ট আছে, চুম্বকের মত তার আকর্ষণ। আজ তার কটা কটাক, জটর মত কুটিল কেশ, রক্তাক্ত কর্তরিকত দল্ল-পৃষ্ঠি, অভিক্রান্ত অসহসম চরণ। আজ উগ্রা ভৈরবীর মত সে ভীষণ। তবু যাকে যাকে ষিলিক দিয়ে জাগে সেই মহাসামরী রূপ, চপসার মত চিকিতে চমক দেয় সেই মোহিনী হাসি। হানুর মোহগ্রস্ত হর তারই ঘারায়।

রূপের কোন এমন বিপদ? ভুবন-মোহিনী সৌন্দর্যের কোন এমন পোচনীয় পরিণাম? কোথায় তার জীবনের সমস্তমোর সুর? নরেন উজ্জ্বল দীপিত, সরোজা হাসবতকী কি ছিল না তার? কেমন করে নিভসো নীল নরনের জ্যোতি—এসো

আলোর পাণ্ডুরতা? কিসের কঠিন
আঘাতে ছিন্ন হল হৃদয়-বীণার তার?

—সে এক লোক-বিশ্রুত সক্রিয় পুরুষ
কাহিনী!

কমলাধারি ঝড়ের সত্ত্বগুণাঙ্ক কলেবর
থেকে একে একে উৎপন্ন হয়েছে সত্ত্ব-
গুণাধার ধর্ম, ধর্মপ্রভব দেব-দেবতা, ঋষি।

তার তমোমাত্রাখিকা তন্দ্র থেকে সৃষ্টি
হয়েছে মহামোহ অধর্ম, অধর্ম-প্রভব
ক্লমকাম অনাসৃষ্টি: হিংসা, ক্রুরতা,
মিথামারিত, দুঃখ, ভয় বেদনা—বিশ্বের
বিভীষিকা এরা। এই বংশেরই আর একটি
লোকটাস সম্প্রদায় 'দুঃসহ'।

দুঃসহ চিরকুণ্ডল, চির অযোদ্ধা, চির

অসহিষ্ণু। প্রচণ্ড ধর্মবৈরী সে। তার
ভাষা 'নির্মারিত'। নির্মারিত যমদুহিতা।
যেমন কুটিল, তেমনি ভয়ঙ্করী। এই
দুঃসহ-নির্মারিতের বোড়শ সন্তান—আট
পুত্র, আট কন্যা, তথোক্তি, পরিবর্ত, অগ-
ধৃক্, প্রমুখ পুত্র অতি ভীষণ জগৎ-
অমঙ্গলের নিদান: নিয়োজিকা, ভ্রামণী,
স্বয়ংহারিকা প্রভৃতি কন্যা বিশ্ব-বিভীষিকা।
বিশাকাকল এরাই জীবকে আক্রমণ করে,
অধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে প্রাণীকে মৃত্যুর
পথে টেনে নিয়ে যায়। দুঃসহের প্রত্যেকটি
সন্তান সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত ও মৃত্যুদূতী।
দুঃসহগণের দৌরাখে ব্যাপ্ত নিখিল জগৎ।

এই দুঃসহ-নির্মারিতের অন্যতম নন্দিনী
'স্মৃতিহরা'। নিখিল মানবের দুঃখের
কারণ সে। সে কামগতি, কামচারিণী,
ছলনাময়ী। সে বিশেষিণী—বিশ্বের বৃকে
দারণ অক্ষমা। স্মৃতির প্রলয় সৃষ্টিতে সে
অশ্বিতীয়া।

কিন্তু আকৃতির দিক থেকে দুঃসহের
কুলে আশ্চর্য ব্যতিক্রম এই স্মৃতিহরা।
অশ্রুত তার রূপ। সম্ভার অধিকারে যেমন
রূপ সমুদিত একটিমাত্র সম্ভারার, প্রলয়-
রাজিতে যেমন রূপ চণ্ডলা চণ্ডলার—
তমাময় তামসকুলে তেমনি রূপ এই
কনার। মনোহরা স্মৃতিহরা যেন তমিস্রার
দীপশিখা।

কৃষ্ণকর মিথুন-সমাজে কোথা থেকে এসে
এই প্রভাতরস জোড়িত—ভাবের পার না
মাত্রাপিতা। এ যে নৌদস্যসমুদ্রীর চূরি-
করা অগণকানিত। নয়নে সুবাসনীর
সিন্ধু দীপিত, হ্রদ্বলসে স্ববপসরীর ভাঙ্গা,
অঙ্গে অঙ্গে বিদ্যাপরীর লাস্য। রুচির
স্বগম্ভী যেন শাপভ্রমী হয়ে এসেছে অধর্মের
বংশে। ব্যবহৃত্যে দর্শনে সে কালিতচ্ছটা
নয়নদ্বয় মোহিত করে, দেহে কাণ্ডার
উদ্ভাসনা। পরমহৃৎসেই সত্যভিত্ত মন,
লুপ্ত স্মৃতির সূত্র। সকলে আসর করে
তাকে ডাকে বিভ্রমবতী, উদ্ভাসিনী। তার
সার্থক নম স্মৃতিহরা।

যোগে যোগেন যোক্তরং—ভাবের দৃষ্টি-
মতি দুঃসহ। কিন্তু তার রাজ্যে কোথায়
এমন যোগ্য পাত্র? কুরূপ, কল্যাকার,
ভীষণদর্শন প্রকার পূর্ণ অধর্মের কুল—কেউ
বিকলাপ কেউ বিকৃত। সুন্দর-দর্শন
পুরুষ ধর্মরাজের অধিবাসী। যেমন
শুদ্ধ তাদের অন্তর, তেমনি নয়ন-মোহন
রূপ—যেন স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত
সুন্দর প্রতিকৃতি।

অনেক চিন্তার পর দুঃসহ এসে উপস্থিত
হল রাজা ঔশীনর শিশি-পুত্রের সভায়।
ত্যাগশূন্য নিমল শিববংশ, দানধর্ম
প্রতিষ্ঠিত ঔশীনর কুল। শিবপুত্র নিজে
যেমন ধর্মশীল, তেমনি রূপবান। অশ্বিনী-
কুমারের মত তার রূপ, শশাংক-সদৃশ
কানিত। দুঃসহ ভাবল, রূপবান অবশ্যই

উইজডম ডেপ্টিস্টের
পরামর্শ মেনে চলুন!

সকালে ও রাতে

Wisdom REGD.

ব্রাশ দিয়ে দাঁত
মাজুন!



দাঁত শুদ্ধ রাখতে হলে সকালে ও
রাতে এবং সম্ভব হলে প্রত্যেকবার খাওয়ার
পর নির্দিষ্ট ব্রাশ পরিষ্কার করা চাই-ই।
এজন্য আপনার চাই এমন একটি টুথ ব্রাশ
—যা দাঁতের চাঁক থেকে প্রত্যেকটি খালকণা
বের করে দেবে, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে
পরিষ্কার করার জন্য পরিকল্পিত উইজডম
টুথ ব্রাশ বেছে নিন।

উইজডম পরিচালনার এই সব বিশেষ
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করুন—রাখার পদ্ধতি
জনা হাঁকা হাতল, ঘূমের সকল অংশের
নাগাল পাওয়ার উপযোগী করে তৈরী
ব্রাশের খাটো অগ্রভাগ দাঁতের প্রতিটি অংশে
পৌঁছানোর জন্য কৃষ্ণকৃত নাইলন গুঁড়।
এবং এই গুঁড়গুলি খুব নমনীয় বলে
উইজডম ব্রাশ অনেক দিন টেকে। আপনার
দোকান থেকে চেরে নিন।



Wisdom REGD.

দীর্ঘস্থায়ী
টুথব্রাশ

রূপের মর্যাদা রক্ষা করবেন। তাই রাজাকে উদ্দেশ্য করে বলল সে, 'আমার বংশে কমলাকানী কমলার মত প্রস্ফুটিত হয়েছে এক কমলিনী। নাম তার স্মৃতিহারা। রাজ-রাজেশ্বরীর মত রূপ—রাজভোগেরই যোগ্য। তার লক্ষণ পরীক্ষা করে আপনি তাকে গ্রহণ করুন।'

যোগ্যকে সমাদর করা রাজারই কর্তব্য—ভাবলেন 'শিবধামে' প্রতিষ্ঠিত ঔশানীর। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন লক্ষণ-বিদ-ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করলেন দূরসহরে গৃহে।

যথায়োগ্য অভ্যর্থনার গুটি হল না। ব্রাহ্মণেরা এসে উপস্থিত হলেন পরীক্ষা-গৃহে। বিচিত্র আসন, বিচিত্র ভোজন-পাত্র, বিবিধ চর্বা-চোষা-সেহা-পের অহাফ। 'নৃত্যনিত ভোজনে বিপ্রাঃ—কিকতু নৃত্যের কথা ভুলে গেলেন ব্রাহ্মণবর্গ। আহাৎ! চোরেও আকর্ষণীয় এক জপপ্রতিমা তাঁদের সম্মুখে। সে স্মৃতিহারা। দীপ্ত কাণ্ডনের মত অঙ্গবর্ণ, পরিধানে শূদ্র চীনাংশুক। শূদ্র অঙ্গ ভেদ করে যেমন ঘোড়শকলার প্রকাশিত হয় পরিপূর্ণ চন্দ্র, তেমনি সূক্ষ্ম রেশম ভেদ করে পূর্ণ প্রকাশিত নবমৌবনের ফুল সূক্ষ্ম। সমস্তগঠিত অঙ্গে সযত্ন-বিন্যস্ত অভরণ—যেন একখানি রহস্যময় দ্রবণ।

বিমূগ্ধ লক্ষণবিদ-বটুবল্ল। 'অহো রূপম্ অহো রূপম্' ভাবতে ভাবতে স্মৃতিবদ্রম ঘটল তাঁদের। বিকলচিত্তে হাস্যকর কান্ড করে বসলেন তারা। কেউ আসন ছেঁতে বসে পড়লেন আহাফ-স্থানীতে, কেউ আহাফ মনে করে আসনকেই তুলে ধরলেন মাথায়; কারো বা আসন উপবেশন করতে গিয়ে হল পন্দধলন, কেউ বা 'প্রাণায় ন্যাসা' বলে আহাফ দ্রব্যকে অর্পণ করলেন মস্তকে।

অস্থিরচিত্তে এই বটুবল্ল পরীক্ষা করবে তার রূপ?—চার, দশ পংক্তি বিকাশ করে উচ্চ সম্ভ্রম হাস্য করে উঠল কুটিল স্মৃতি-হারা। লজ্জিত হলেন লক্ষণ-বিশারদ ব্রাহ্মণ। পরমহেতু ক্রোধে আরক্ত হলেন তারা। অতি ভীষণ অপমানিতের ক্রোধ। সত্যকে আচ্ছন্ন করে রূদ্ররোধ। রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে মিথ্যাবাক্য বললেন সত্যবাদী ব্রাহ্মণ, 'অসুরী নয়, এক কাল-কর্ণী যক্ষী। সমাজী হবার যোগ্য সে নয়।'

বিন্যাসবিচারে তাঁদের বাক্যে আস্থা স্থাপন করলেন ধর্মভীরু ঔশানীর। নিলোভ, সত্যসম্মত ব্রাহ্মণ, তারা মিথ্যাই বা বলবেন কেন? দূরসহরে গৃহে সংবাদ প্রেরিত হল—স্মৃতিহরাকে গ্রহণ করা রাজার পক্ষে সম্ভব নয়।

ক্রোধে উত্তপ্ত হল স্মৃতিহারা। এত দূর্ণ রাজার? তিনি কি এতই নির্মোহ যে

স্মৃতিহরার রূপ তার কাছে তুচ্ছ! একবার যদি সুযোগ আসে দেখে নেবে সে, কত বড় যত্নাধ্য রাজা ঔশানীর। রুষ্টা হয়ে রইল আহতা ভূতাপানী। সুযোগ পেলে বিবোশ্ণার করবে সে।

ঔশানীরের পরম বন্ধু, আবালোর সহচর, সুযোগ্য সেনাপতি অহিপারক। ধর্মবান্ধবত্রে ও কর্তব্যে সে অবিচল। সে শাস্ত্রপারদগম অস্বাভিজ্ঞ। রাজা স্মৃতি-হরাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন জেনেই সে তাকে বিবাহ করল। রাজা জানলেন না, আহতা নাগিনী আশ্রয় পেয়েছে তারই রাজ্যে, দংশন করার সুযোগ খুঁজছে সে। বন্ধুবৎসল অহিপারকও জানতে পারেনি পত্নীর অভিসন্ধি। সে শব্দে জেনেছে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে—আশ্চর্য স্মৃতিহরার উন্মাদিনী শক্তি, অতিশয় বিভ্রান্তিকর তার রূপ। ইচ্ছা করলে যে কোন মানুষকে সে উন্মাদ করতে পারে।

সেদিন শিবিররাজ্যে কাতিকী পৌর্ণমাসী উৎসব। চান্দ্রকান্দাত, আলোকমালার সজ্জিত সন্ধ্যায় এইদিন রাজা নগর প্রদক্ষিণ করেন, গৃহের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়ে বিতরণ করেন দ্রুতি-প্রসাদ। অহিপারকের গৃহে থাকবার উপায় নেই নগর সীমান্তে অতিক্রান্ত অক্রমণ প্রতিরোধ করার দায়িত্ব তার ওপর। বাহগমিনকালে স্মৃতিহরাকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, 'আজ কাতিকী পূর্ণিমার উৎসব। রাজা নিশ্চয় আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হবেন। তাঁকে দর্শন দিও না তুমি।'


'কেন, ভয় কিসের?'

'তুমি কি জানো না, অতি উন্মাদক তোমার রূপ!'

'রূপভর্য্যী রাজর্ষি ঔশানীর। তিনি নির্মোহ।'

'রাজর্ষি বিশ্বাসমিত্রও নির্মোহ ছিলেন, তাঁরও পরাজয় হয়েছিল।'


খুব কষ্ট পাচ্ছেন রা?



গীড়াদায়ক কাশি থেকে
বিস্তিত আরাম
পেতে হলে

টাসমানল

তাক সিরাগ খাব



'অজের তোমার রাজা, তিনি নিষ্কাম।
প্রভুভক্ত সেনাপতির স্ত্রীর কত'বাই পালন
করব আমি।'

বম'চমে' আবৃত অহিহারক বহির্গত
হল নিজের কত'ব্যপথে। জুলজল
করে উঠল স্মৃতিহরার হিংসাকুটিল চোখ।
প্রত্যাখ্যানের মম'জমালার অস্থিরা রূপ-

প্রমত্ত। আজ প্রতিশোধ নেবার মাহেল্লা যোগ।
দাসীকে নির্দেশ দিল সে, 'রাজা উপস্থিত
হলেই সংবাদ দিবি আমাকে।' স্বভাবসুন্দরী
তিলোত্তমা তারপর মনোনিবেশ করল অঙ্গ-
প্রসাধনে। কলপের দগ্ধইরণ করতে হবে
আজ।

ক্রমে প্রতীচী সীমান্তে অস্তে গমন

করলেন দীপ্ত বীর্ষবীর পিষাকর, পূর্বাচলে
দেখা দিলেন যামিনী-প্রীতঙ্গ। মহাতেজা
মহর্ষি অতির নয়ন-সম্ভূত স্নিগ্ধ তেজে
সোমের জন্ম-পূর্ণিমায় তার পূর্ণ
সমৃদ্ধি। স্নিগ্ধ কিরণ বিস্তার করে
সমগ্র সৃষ্টিতে রসসঞ্চার করেন তিনি।
রসময় হয়ে ওঠে ওষধি-বনস্পতি, প্রাণ-



প্রিয়াস

সুন্দরী

মহিলাদের

ঐতিহ্য!



প্রিয়াস সাবান—বিশুদ্ধ সিসামিন্ড্রুম সৌন্দর্য সাবান—আপনার

হৃদয়ের পক্ষে এত ভাল, আপনার সৌন্দর্যের পক্ষে এত প্রিয়াস।

কৃষ্ণ প্রিয়াস সাবান আপনার সৌন্দর্যচর্চার নিত্য সঙ্গী হোক।

শিউরে কোমল হৃদয়ের পক্ষেও প্রিয়াস আদর্শ।

প্রিয়াস ট্যালকাম, এত স্বচ্ছতার দিক বোলায়নি, এত অপূর্ণ কৃষ্ণ—

আপনাকে সারাদিন সজ্জা, কৃষ্ণ রাখে। কৃষ্ণ হস্তে কৃষ্ণ-সংক-

সোমালী গিলে প্রিয়াস ট্যালকাম কিসুম।

চাণ্ডো উদ্ভাস ছয় নিস্তরঙ্গ সাগর। এই চন্দ্রোদয়ে শিবপুত্রী অর্ধ শোভা ধারণ করল। গৃহচন্দ্রায় দীপমালার দীপাল, পদ্মপহারে সজ্জিত গৃহভোষণ। পূর্ণচন্দ্র, ফুলকুসুম, উজ্জ্বল দীপালোক, মধুর সঙ্গীত। উৎসবমত্তা শিবপুত্রী যেন দ্বিতীয় অমরাপুত্রী।

অহিপারকের গৃহে আজ সৌন্দর্য-শোভার সার। শত্রু স্ফটিকে নির্মিত শ্বিতল মর্মর প্রাসাদ, প্রাচীর-গায়ে মনঃশিলার মণিদীপ্তি। রত্নের সহস্র চক্রের মত জ্বল-জ্বল করছে তারের দীপ্তি। ভোরের সহস্র দীপসজ্জা, আলোয় আলোয় উজ্জ্বলিত প্রাসাদ-প্রাকার।

প্রজাবংশল প্রিয়দর্শী রাজা ঔশীনর বহির্গত হয়েছেন নগর-ভ্রমণে। সম্ভাব্য-বাহিত রথ চলেছে মৃদুমন্দ গতিতে। অগ্রে, পশ্চাতে পাত, মিত্র, সভাসদ। বাদ্যভাণ্ডে মুখের উৎসব যাত্রা। প্রিয়দর্শন রাজা আজ শব্দার শব্দে উপস্থিত হয়ে দৃষ্টি-প্রসাদ বিতরণ করছেন। উন্মত্ত পুর-বাতায়ন। গবাক্ষপথে সহস্র পূরনরতীর নীল উৎসুক নয়ন রাজাকে অভিনন্দিত করছে। ওপর থেকে ধারাসার পুষ্পবাণী হচ্ছে, দর্শিত হচ্ছে পবিত্র, শত্রু লাভাঙসি। আজ রাজস্ব-প্রভায় মিলন, আজ রাজস্ব-প্রভায় দৃষ্টির কোলাকুলি। ধনা রাজ্য, ধনা তার প্রজা।

উৎসব-যাত্রা এসে দাঁড়াল অহিপারকের গৃহ-ভোষণে। কি আত্মিক নিষ্ঠা। রাজা জানেন না, কার এ গৃহ, কে গৃহস্বামী। যে-ই হোক সে রাজত্ব প্রজা। উৎসবের ময়াদা যথাসাধা বন্ধা করতে যত্ন করেছে সে। পরিত্যক্ত রাজার রথ এসে থামল বহির্দ্বারে।

দাসী এসে দ্বারে সম্মতিহরকে কানাল রাজার আগমন সংবাদ। সর্বাঙ্গাঙ্গ-বেশোদ্ভাস সজ্জা, পুষ্পকরুণ হস্তে সম্মতিহরা এসে দাঁড়াল বাতায়নপথে। ক্রিয়বী-কলায় রাজার মস্তকে সে পুষ্প বর্ষণ করল। দাসীরা বাতাল শব্দ শব্দ।

সর্বসময় উদ্ভাসিত দৃষ্টিপাত করলেন যাত্রা ঔশীনর। বাতায়নপথে কে এই সুন্দরী? আবক্ষমস্তক মাঠ প্রকাশিত, যেন টেলিচার অঙ্কিত একটি চিত্রাংক। এক গম্বধকন্যা, অঙ্গস্বা, না সুবদনা! রহস্যময় চন্দ্রাস্রোকে রাজার মনে হল, স্বপ্নাবেশময় সর্বসময়কে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। দৃষ্টির সম্মুখে জ্যোতির্বিম্বিতা সুন্দর-কন্যা; বাকাচন্দ্রের মত অঙ্গবর্ণ, সর্বিলাসিত কবরী, সমীক্ষিত চন্দ্রচর্চিত রত্নসিন্দুর। মরি মরি, কি রূপ! কি অপূরণ প্রসাধন-নৈপুণ্য! বিধাতার নিমিগ-কৌশল সেই দেখে, মানসের কলাচক্র সেই সজ্জায়—যেন উজ্জ্বল শিবপুত্রী পদপদ প্রতিফলিত করে এই অঙ্গ তারের স্ব স্ব শক্তিসীমা নিঃশেষ করেছে।

বিজ্ঞে আদিত্যকুলা ঔশীনর, সংঘে রহস্যচারীকুলা শিবপুত্রী মূহুর্তে বিজ্ঞ ও সংঘম হারিয়ে ফেললেন। বিহবলকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'কে এই রমণী?' উত্তর করলেন অমাত্য প্রধান, 'অহারাচ, ইনি আপনার হিতকাম সেবক অহিপারকের পত্নী। দুঃসহ কুলে উৎপন্না ইনি বিভ্রমবতী স্মৃতিহরা।' 'স্মৃতিহরা! বাচক হয়ে বার পিতা এসেছিলেন তারই দ্বারে? লক্ষ্যবিশারদ



কি যে
মহামূল্য ধন!

বছরের পর বছর চমৎকারভাবে যে-কাজ করে যায় তার জন্য আপনি মার্কি মডেল ০৩৫২-কে মহামূল্য ধন বলেই মনে করবেন। সুদৃশ্য, নিটোল কেবিনেটে একটি চমৎকার রেডিও..... টৈরীর প্রত্যেকটি পর্যায় বিশদ গবেষণা, হুঁমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষা এই রেডিওকে সর্বদিক দিয়েই এত ভালো করে তুলেছে!

- এ-সি ও এ-সি/ডি-সি—
—উভয় প্রকার
- ৩ ব্যান্ডে অল ওয়েভস
- ৫ ডায়াল, ৮ ফ্রিকোয়েন্সি
- টা. ২৭৫.০০ মাত্র
- উদ্ভাসিত স্থানীয় টায়ার

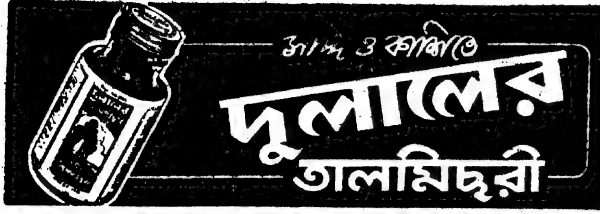


দেখতে শুনেও অনন্যসাধারণ



অনুমোদিত মার্কি ডীলার
জাল্ফা রেডিওজ্ জ্যান্ড নভেলটিজ্ (প্রাইভেট) লিমি

৮, মাদান স্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ২০-১৭৭৯ ও ২০-১০৪০



ওটিন

নূতন সৌন্দর্য নিয়ে শয্যাভ্যাগ করুন!

আপনি যখন নিশ্রাময়, ওটিন ক্রীম ও প্রকৃতির ওপর
আপনার পরিচর্যার ভার দিন। ওটিন ক্রীম মেখে ওড়ে
যান, এবং পরদিন কোমল, মন্থণ ও যৌবনোচিত সৌন্দর্য
নিয়ে শয্যাভ্যাগ করুন; তারপর ওটিন স্নো মেখে
স্বচ্ছ বিবের সম্মুখীন হোন।

ক্রীম স্বক
পরিচর্যার ভিত্তি রাখে
ব্যবহার্য।



ক্রীম

পাণ্ডিত্যগণ বার লক্ষণ পরীক্ষা করে বলে-
ছিলেন—ও একটা যক্ষী, কালকর্ণী?

জ্ঞোষে আরক্ত হলেন ঔগীনর। করজোড়ে
নিবেদন করলেন অমাত্য—‘এই বিপ্রমবত’
কন্যাকে গ্রহণ করলে আপনি রাজকাথে
উদাসীন হবেন, তাই আপনাকে মিথ্যা বল
হয়েছিল মহারাজ!’

ইবং শান্ত হলেন রাজা। যথার্থই বটে।
অলোকসামান্য এ রূপের অত্যাশ্চর্য মোহিনী
শক্তি। অতি উন্মাদক এর মাদকতা। নিজের
অজ্ঞাতসারে পুনর্বীর উদ্ভূতিকে দৃষ্টি
নিক্ষেপ করলেন ধর্মশীল ঔগীনর। কোথায়
রূপমায়া?

রুদ্ধ বাতায়ন, অন্তর্হিত লাবণ্যরাশি।
রাজার মনে হল, সহসা অস্বাভাবিক হয়েছিল
চন্দ্র, সহসা নিভে গিয়েছে দীপের সহস্র
আলো, সহসা কৃষ্ণ যবনিকার মত নেমে
এসেছে অন্ধকার। দোলাচল চিত্ত নৃপতি
আর অগ্রসর হতে পারলেন না। গম্ভীর
মুখে সারাধিকে বললেন তিনি, ‘রাজপ্রাসাদে
রথ ফিরিয়ে নিয়ে চল সার্থক!’

নিমেষে নীরব হয়ে গেল উৎসববাসা,
নীরব হলো প্রমত্ত কোলাহল। আজানয়
অম্ববাহিত রথের গতিমুখ ঘুরে গেল।
বিরস বদন রাজাকে বহন করে লম্বসমুদ্রে
রথ ফিরে এল রাজপ্রাসাদে। কারো সংগে
কথা বললেন না রাজা। স্থলিত চরণে
স্বকক্ষে প্রবেশ করে শয্যা আশ্রয় নিলেন
তিনি। রুদ্ধ হয়ে গেল কক্ষদ্বার।

পরদিন আর রাজসভা বসল না।
অমাত্যগণ নীরবে প্রতীক্ষা করলেন, প্রার্থী
নিরাশ হয়ে ফিরে গেল, বিচারার্থী বিমুখ
হয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করল, রাজসিংহাসন
রইল শূন্য। শিবিরাজ্যে এই প্রথম নিয়ম-
ভঙ্গা। রাজা সেই যে শয্যা আশ্রয় করেছেন,
আর বাইরে আসেন নি। কে জানে, তাঁর
অন্তরে ঢলেছে কোন-স্বপ্ন ও নরকের কি
ভীষণ দ্বন্দ্ব!

চিন্তিত হলেন অমাত্যগণ। অতি পারকর
জানলেন তাঁরা—সেনাপতির গৃহদ্বারে
পৌঁছেই বিচ্যেতন হয়েছেন ঈশ্বরতুল্য
নরেশ্বর।

অহিপারক বৃদ্ধ, সর্বনাশ হয়ে গেল।
মৃত গৃহে ফিরে অভিযোগের সুরে স্মৃতিক-
হরকে প্রশ্ন করল সে, ‘রাজাকে দর্শন দিয়েছে
তুমি?’

‘আমি! কখন?’

‘কাল কার্তিকী পূর্ণিমার সম্মুখায়!’

‘কে জানে, তিনিই রাজা কি না! গৃহ-
দ্বারে এসে একটি রথ থেমেছিল বটে।
সভ্যাত কোন ব্যক্তি হবেন বিবেচনা করে
আমি বাতায়ন-পথে তাঁর মস্তকে পৃথক-
বৃষ্টি করেছি।’

‘সর্বনাশ করেছে। তিনিই রাজা। তেমায়ে
দেখে বিভ্রান্ত হয়েছেন।’ বিজয়ের আনন্দে
মুগ্ধ করে উঠল উন্মাদিনীর অন্তর।

আশ্চর্য ছন্দানায়ী নারী। হৃদয়ে কুটিল হাস্য, মূখে ছদ্ম বিবাদ গান্ধীর্ষ। কপট সমবেদনার সুরে টেনে টেনে বলল সে, 'ভারি দুঃসংবাদ! এখন উপায়?'

'উপায়?—উত্তর দিতে পারে না অহিপারক। দুঃখে জোখে জজ্ঞর হৃদয়। পাগলের মত সে বেরিয়ে আসে কক্ষ থেকে। বিজয়োদ্ভাসে বিহ্বলা বিজয়িনী। শিকারকে হিংস্র নখরে আহত করে সত্যীর উল্লাস দৃষ্টি নিয়ে প্রতীক্ষা করে বাতায়ী। যন্তুগায় ছুটফুট করে শিকার—পাশর প্রসন্নতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে ব্যতীর বদন। তেহনি পৈশাচিক উল্লাসে উল্লাসিতা হয় রূপদীপিতা স্মৃতিহারা। ঔসুকো সে প্রতীক্ষা করে—আরো কি তুষ্ণতকর সংবাদ বহন করে আনে তার স্বামী!'

ওদিকে চিত্তাক্রান্ত অহিপারক এসে উপস্থিত হয় প্রজাবৎসল, তাপাধীর ঔশীনরের কক্ষস্থার। অগ্নিবধ কক্ষ। কক্ষমধ্যে অস্থির পচাচরণা ধানি। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ হা-হুতাশ, তাঁর আশ্ব-সংযমন। ত্তি—ত্টি—শিবিরপাতের এক চিত্তবৈকলা! এতদিনের অভ্যাস সংযম এতদিনের অজিত মৃদু কব এই পরিণাম? রূপময়হ পনভ্যট ধর্মব্যা? অসংগ আজ সাংগামুখ, আনন্দক আনন্দ অমরক! রাজা কিনা প্রজার সম্পদ সৌন্দর্য। দিক! আমার শিকার, দিক! আমার কবিরণ।'

হৃদয় সিঁদুরি হয়ে যায় অহিপারকের। রাজার এই মৃত্যু, এই সংঘের হেতু সে। সে যদি স্মৃতিহরাকে গ্রহণ না করত, তাহলে এ বিপদ ঘটিত না আজ। এর প্রতিবেদন করতই হবে। মূহুর্তে কুশি পির কার সে, কক্ষস্থার করাঘাত করে বলে, 'স্বার খলুন মহারাজ!'

কক্ষস্থার থেকে উত্তর আসে, 'কে-ক-অঁমু অঁতপারক!'

'অহিপারক! না-না, তুমি ফিরে যাও! ফিরে যাব না। প্রজা রাজার বশনি-প্রার্থী!'

'রাজা আমি নই। বিনষ্ট আমার রাজধর্ম!'

'শিবিরাজো রাজধর্ম' বিনষ্ট হতে পারে না। দূরার খলতেই হবে। আমি শব্দ, প্রজা নই, আপনার ভূতা। ভূতা কি প্রভুর দশনলাভে বঞ্চিত হবে?'

পবিত্র-মধুর প্রভু-ভূতোর সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারেন না রাজা। কিন্তু আজ কে প্রভু, কে ভূতা? আজ অনপায়রত ঔশীনর। আত্নান্দ করে তিনি বলেন, 'এ আমি নই। আমি ভূতোরও অধম অহিপারক!'

রহস্য-ভোক্তারী রাজার দৈন্য অহিপারক অগ্র সংবরণ করতে পারে না। সিঁজ কণ্ঠে সে বলে, 'আপনি তো শব্দ, রাজা নন, শব্দ প্রভু নন। শৈশবের বন্দু আপনি।'

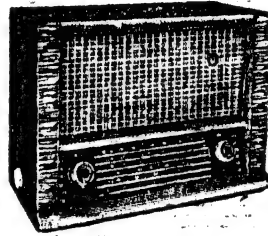
বন্দু কি কেবল সম্পৎ-কালের সঙ্গী? আপৎ-কালের কেউ নয়?'

এ কাকূতি উপেক্ষা করতে পারেন না ঔশীনর। কক্ষস্থার উন্মুক্ত হয়ে যায়। প্রভু কক্ষ প্রবেশ করে অহিপারক। এ কি মূর্তি হয়েছে রাজার! একটি রাত্রি ও একটি দিনের করেক হরের মাত্র ব্যবধান। অকাল বাধা দেখা দিয়েছে পূর্ণ যৌবনে। চক্ষু কোটরাগত, নয়নকোণে গাঢ় কালিমা, হৃদয়ে বিগ্নিত রজনীর দৃষ্টিভঙ্গির চিহ্ন—যেন অশ্লিষ্পর্শে বিশৃঙ্খল অঙ্গান পঙ্কজ। কাতরকণ্ঠে কৃতজ্ঞালিপুটে বলে অহিপারক, 'উপায় থাকলেও যেন অসিধার রত গ্রহণ করেছেন, মহারাজ! স্মৃতিহারা আপনার দাসী।'

আদেশ করলেই সে আপনার সেবার নিমন্ত হতে পারে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অহিপারকের প্রতি তাকান ধর্মশীল ঔশীনর। তিনি কাম-মোহিত; কিন্তু বিবেকরহিত নন। লজ্জার আরম্ভ হয়ে বলেন, 'আমি স্মৃতিহরার রূপ-মুগ্ধ, একথা ভূমিও জেনেছ অহিপারক? সবাই জেনেছে?—কোন্ডে ভেঙ্গে পড়েন ধর্মধীর। সুগভীর আত্নান্দ ধর্মিত হই তাঁর কণ্ঠে, নিম্নলিখক শিবিকুলে ফলকের কালিমা লেপন করোছ আমি। রাজার যদি ধর্ম গেল, তবে আর কি অবশিষ্ট থাকল, অহিপারক!'

'আপনার পক্ষে এ দৈন্য অশোভন।'



আমাদের নিকট নগদ মূল্যে অথবা সহজ কিস্তিতে অনেক রকমের রেডিও সেট পাওয়া যায়। এইচ, এম ডি ও অন্যান্য রেডিওগ্রাম, টেন্স রেকর্ডার, ট্রান্সমিটার, রেডিও, এম্পিফায়ার, মাইক, ইউনিট, ব্লক, রেডিও ও ইলেকট্রিকের বিভিন্ন প্রকারের সাজসরঞ্জামাদি বিক্রয়ের জন্য আমরা সর্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া থাকি।



রেডিও এণ্ড ফটো স্টোর্স

৬৫, গণেশচন্দ্র এডিনিউ কলিকাতা—১০।

ফোন : ২৫-৫৭৬০

মন্মথ রায়ের অবিস্মরণীয় নাট্যাবদান

'তাঁর নতুন আঙ্গকের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক এবং বিশেষ করে তাঁর একান্ত নিজস্ব বিশ্বরক্ত একাঙ্ককাবলীর যাবতীয়কৃতাকে অনুস্মরণ করলে একক মন্মথ রায়কেই একটি মূল বলে আখ্যাত করা যেতে পারে।'

—আনন্দবাজার পত্রিকা : ৫-৫-৫৭

'একাঙ্ক নাট্যকার ক্ষেত্রে ত্রো তিনি আজও সন্মত।'—দেশ : ২১-৫-৫৯

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ অভিনীত ক্রৌড়কনাটক 'কোটিপতি নিরুৎসেহ' এবং তৎসহ : বিদ্যাসুন্দরী — রাজনটী — রূপকথা

[প্রতিটি নাটকে একটিমাত্র দৃশ্যপট। বিখ্যাত নাট্যচতুষ্টয় : একট্রে] ৩.০০

নব একাঙ্ক [দশটি আধুনিক একাঙ্ক নাটক সংকলন] ... ৩.০০

একাক্ষিক [একটিটি প্রসিদ্ধ একাঙ্ক নাট্যগুচ্ছ] ... ৫.০০

ছোটদের একাঙ্কিকা [ছোটদের বারোটি একাঙ্ক নাটক] ... ২.০০

কারাগার—মৃত্তির ডাক—মহুয়া [সুপ্রসিদ্ধ নাটকত্রয়, একট্রে] ... ৩.৫০

মীরকাশিম — মমতাময়ী হাসপাতাল — রথডাকাত [একট্রে] ... ৩.০০

জীবনটাই নাটক — আরও নাটক [নব সংস্করণ] ... ২.৫০

ধর্মঘট — পথে বিপথে — চাবীর প্রেম — আজব দেশ

[চারটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, নব নাট্য আন্দোলনের স্রষ্টাশ্রম, একট্রে] ৪.০০

মরা হাতী লাখ টাকা [শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ অভিনীত] ... ১.০০

চাঁদসদাগর = অশোক = খনা = সাবিত্রী [প্রত্যেকটি] ... ২.০০

গৃহদান চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স : কলিকাতা—৬

আপনি রাজা, রাজ্যের প্রভু। রাজ্যের যে-কোন দ্রব্য গ্রহণে রাজার শূণ্য অধিকার।

‘এ হৃদয় স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের। রাজা প্রজার রক্ষক। রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, তাহলে তা সৈন্যচোর। আমি সন্ন্যাসী হলেও শাস্ত্রজ্ঞান হারাঁইনি, অহিঁসারক! ‘বরং ভিক্ষার্থী’র মত চ পরধনান্য হি হরণম্’— শাস্ত্রত এ শাস্ত্র-শাসন।’

‘শাস্ত্র এ অনুশাসনও আছে, ভর্তা ইচ্ছা করলে পরের কল্যাণে আপন ভাষাকে দান করতে পারে। পতি আমি, আমি স্বেচ্ছার আমার পত্নীকে দান করছি। আপন গ্রহণ করুন।’

যুহুতে কঠিন হয়ে ওঠেন ধর্মধারী বীর ঔশীনর, বলেন, ‘শিবিরবংশের রাজা চির-কাল দান করেই এসেছে, দান গ্রহণ করেনি।

পরার্থে প্রাণ পর্যন্ত দান করেছেন তাঁরা। দুর্ভলতার সুযোগে সেই মহৎ মর্বাদায় আঘাত করছ তুমি?’

কোড়ে উদ্ভাসবৎ হয়ে ওঠেন শিবিরপুত্র। ধর্মিকের হৃদয়বল্লভ অতি প্রচণ্ড, অতি প্রচণ্ড তার অভিঘাত। আশ্চর্যবশে তিনি আতঁনাদ করে ওঠেন। চিংকার করে বলেন, ‘তা হয় না। অনন্তপারা দুঃপূরা

টেক-এ এমন কি আছে যা অন্য টুথব্রাশে নেই?

চোখ বুজে বলা যায়—কেননা একমাত্র ‘টেক’ টুথব্রাশেই পাবেন—



★ আরামের ধরবার সঙ্গ মিরাকুল গ্রিপ

★ পছন্দমত ২ রকমের মাথা

— ওজাল ও শীট ওজাল

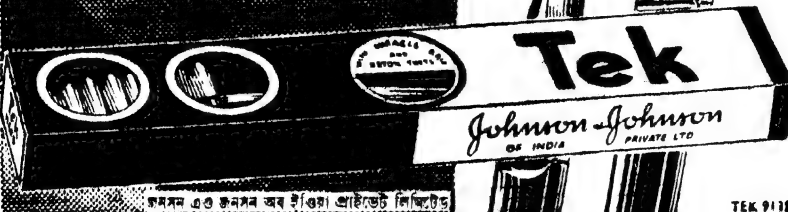
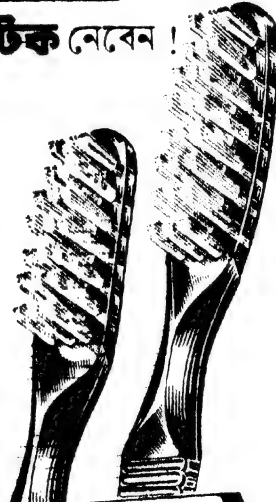
★ বিশেষ ধরনের ‘কীটন’ কুঁচি

—নরম ও ভালভাবে দাঁত পরিষ্কার হয়।

টুথব্রাশ চাই তো—

সব সময়ই

টেক নেবেন!



TEK 9110

তুকা!—তার নিশ্চিন্ত নেই, শান্তি নেই। আমি মৃত্যু বরণ করব, তবু তুকাকে প্রণয় দেব না। রাজা প্রজার নেতা, রাজার আদর্শই প্রজার আদর্শ। বরু পথানসারী রাজা প্রজাদের বরুপথেই আকর্ষণ করে। সে রাজধর্ম শিবিকুলের ধর্ম নয়। তুমি যাও অহিপারক আমার রত আমি রক্ষা করব।'

অহিপারক আর প্রতিবাদ করতে পারে না। দুঃখে যে তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু অলংঘ্যনীয় প্রকৃত নিবেদন। বেদনা-বিশুর হৃদয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে সে।

এদিকে চরম রূপ ধারণ করে রাজার অন্তঃস্বপ্ন। বিশ্বকাটকের মত গঢ়োদাহী যন্ত্রণা। একদিকে নীতির অনাশ্রয়, অন্যদিকে রূপের উন্মাদনা; একদিকে বিবেকের নাকা, অন্যদিকে কন্দোপের প্ররোচনা; একদিকে নিয়মের বশন, অন্যদিকে অনিয়মিত মোহ। অশ্বের ঔশীনর। পক্ষের বশ মন্ত হস্তী যেমন হস্তীপাকের কঠিন কাশাঘাতে পক্ষ থেকে উথানের প্রয়াস করে, গভীর পক্ষ গহ্বর থেকে তেমনি উঠতে চেষ্টা করেন তিনি। ভীষণ দ্বন্দ্বের ক্ষত-বিক্ষত শিবিকুলের হৃদয় যেন বিবেক ও মোহের ভয়ঙ্কর রণভূমি-দশ, প্লাবিত, বিপর্যসিত।

দশদিন ধরে চলল এই ভীষণ দ্বন্দ্ব। দশদিনে বিবর্তনিত দশ দশা অতিক্রম করলেন ঔশীনর। লালসা, উদবেগ, জাগরণ, তপস, জড়িত বৈরাগ্য, ব্যর্থ, উন্মাদ মোহ ও মৃত্যু। অষ্টম দিনে রপট উন্মাদ লক্ষণ দেখা দিল। ঘোর বিকার, ঘোর উন্মাদতা। বরুদিনে অশ্রুত মোহ—অচৈতন্য জড় দেহ। দশম দিনে বিরহের দশমী দশায় উপনীত হলেন ধর্মিক, প্রজাবৎসল রাজা।

বিশ্বদাঙ্গ্য রাজা আকুল প্রজা। চিন্তা-ক্লিষ্ট অমাত্য, পুরোহিত। শান্তি, স্নেহভর প্রাথমিক পূর্ণ শিবিরাজা। সকলের মধ্যে এক কথা—সম্মত হোন রাজা, সম্মত হোক শিবিরাজা। সর্বাপেক্ষা মমতাহত হল অহিপারক।

কিন্তু উৎকট উল্লাস আজ স্মৃতিহারা। গণিতার গর্ব সার্থক তার স্মৃতিহারা নাম। নিঃশেষে খর্ব করেছে ধর্মিকের দম্ভ স্মৃতিভ্রংশ করেছে যতাজ্ঞাপুরুষকে। নিজের প্রকোষ্ঠে বিজয়োৎসবের আয়োজন করে কুটিল। বিজয়িনী। উমাদের মত এসে উপস্থিত হয় অহিপারক, 'রাজার কথা শিখায় শ্যামেছ তুমি।'

'ও, সেই রাজা!'—নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে উত্তর করে স্মৃতিহারা, যেন রাজার ব্যাপারটা নগণ্য। অসহ্য মনে হয় অহিপারকের। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলে, 'দুঃখ হচ্ছে না তোমার?'

'দুঃখ? কেন?'—আসায়ার মত কুটিল দৃষ্টি স্মৃতিহারা, কণ্ঠে যেন বিষের বাণী,

'ধর্মিক তোমার রাজা, রূপাত্মক কঠিন তার প্রায়শ্চিত্ত।'

'এ রূপাত্মক সৃষ্টি করেছে তুমি'—গর্জন করে ওঠে অহিপারক। সশ্লেষে বলে স্মৃতিহারা, 'আমি নই। আত্মকের বীজ ছিল তোমার রাজারই মনে। বাইরে ধর্মিক, অন্তরে কুটিল কামনা! ভণ্ড, কামাচারী ঔশীনর।'

ললনার রসনা যেন ধোপানসী খজা। জোখে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয় অহিপারক। পিধানমুখ হতে চায় অস্ত্রাভিজের অস্ত্র। রক্তস্বরে গর্জন করে ওঠে সে।

কিন্তু মুহূর্তে স্তম্ভ হয়ে যায় অহিপারক। দূত এসে রক্তে জনায়, 'অন্তিম দশায় উপনীত রাজা। সচিব সেনাপতিকে স্মরণ করেছেন।'

কড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয় অহিপারক। বাধা দেয় স্মৃতিহারা। প্রতি-

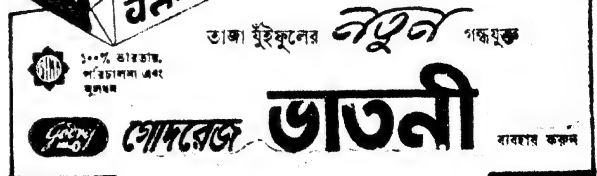
হিংসার আগুন তার চোখে, রূপের আগুন তার দেহে। সে অহিপারকের সামনে এসে দাঁড়ায় মরিয়া হয়ে ওঠে অহিপারক। বজ্র-রবে সে বলে, 'সরে দাঁড়াও! রাজার চেয়ে প্রেয় নয় প্রিয়া, বন্ধুত্বের চেয়ে বড় নয় রূপজ মোহ!' কঠিন বীর্য দুবার বিজয়ে রূপকে দলিত করে চলে যায়।

গর্জন করে ওঠে অপমানিতা, যেন দলিতা ফণিনী। পিশাচীর মত জ্বল জ্বল করে তার হিংস্র চোখ। তারপর কি ভেবে সে এসে দাঁড়ায় বাতায়ন পথে, দেখে, —স্মৃতিকারেণে অহিপারক চলেছে রাজ-সমিধানে।

রাজপথে বাধামুক্ত জনপ্রোত। প্রোত চলেছে রাজপ্রাসাদের দিকে। সকলের মধ্যে এক প্রার্থনা, 'ইহ উশ্বর, রাজাকে রক্ষা কর।' কেউ বা বক কটাক্ষ নিষ্ক্ষেপ করছে অহিপারকে গৃহ-গবাক্ষে 'ওই পিশাচীই রাজার সর্বনাশ করেছে! নিপাত যাক যক্ষী।'



মধুবালার
দৃষ্টান্ত অনুকরণ করুন



স্বত্ব স্বাধীনতা। কে যেন কণ্ঠ রোধ করেছে তার। অথবা কে জানে, স্বত্ব সাগর-তলে রচিত হচ্ছে কিসের আদর্শ? অথবা এ স্বত্বতা প্রাণের পূর্ণাঙ্গ।

সহসা দূর থেকে ভেসে আসে বিষাদ-ঘন বিশাল ক্রন্দন। হাঠকাবে পূর্ণ গগন, পূর্ণ প্রতিটি ভবন। যুগলোত্তে নিহত শির কোটি কোটি মেঘশাবক যেন সমবেত আত ক্রন্দনে দিম্বাঙ্গল করিয়ে তুলছে। বিন্দুগ হয়ে যায় স্বাধীনতার কণ। তবু সে স্থির। তার বক্ষ বেদনাময়ী, তার কণ্ঠ ক্রন্দনহারা। দাসী এসে বুখাই জানিয়ে যায়, 'শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রজাপ্রাণ ঐশীন্দর।'—তেমনি নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে স্বাধীনতা। অবিকৃত বদন, অবিচল হৃদয়, শূন্য স্থির নয়ন—যেন নিঃপ্রাণ অন্ত পায়াল।

নিম্পলক দৃষ্টিপথে দিব্যসের গতি অগ্রসর হয়। ত্রিবিধ সূর্যের বথ এগিয়ে চলে। নুটি, বধ, লব, নিমেষ, ক্ষণ কাটা লঘু দণ্ড, মৃদু, প্রহর অতিক্রান্ত হয়। সংসারবাহিত হিব্রুয় রথ এখন মস্তক-শীর্ষে। তুফান অঙ্গ যেন মরুর মত জিহবা বিস্তার করে ভরনরস পান করেছে। অন্য প্রজাবর্গের চাহাকা যেন ক্রান্ত সংসারের শ্রুতিবাহী হয়ে। এক যেন দারুণ কণ্ঠঘাত করেছে তাদের।

ক্রমে উপস্থিত হয় অপবাহকাল। তন্ত-বাস পরিচালনা করে উত্তম ধরণী। শূন্য

সমীরণে সমীরিত দীর্ঘশ্বাস। একটা শূন্য ঘূর্ণি ধরণী-কোড় থেকে আকাশের দিকে উড়ে চলে।

শব্দাভা বেরিয়েছে রাজপথে। অপার জনসাধারণ। কক্ষসাগরে কোটি কোটি কক্ষ চলোমি। নীরবে বসিত হচ্ছে অশ্রুধারা, কক্ষ উমির সিক্ত শীকর। কি গভীর নিস্তব্ধতা! মহাভাগে স্বর্ণপালকের শব্দাধার। রক্তরেশমে আচ্ছাদিত শব্দেহ, পংপমালো আবৃত রক্ত-রেশম। কালীর দহে কি ফুটে উঠল রক্তকমল।

গৃহে গৃহে উন্মুক্ত বাতায়ন। বাতায়ন-পথে সহস্র বরাণনার নীল উৎসুক নয়ন। আজও যেন কার্তিকী পূর্ণিমার উৎসব। রাজা নগর-প্রদক্ষিণে বহির্গত হয়েছেন। নিম্পলক সদশ মহাভাগ রাজা ঐশীন্দর। প্রিয়দর্শী তিনি, লোকপ্রিয়। সহস্র সহস্র পুরাণনা অন্তরের শূন্য কামনা নিয়ে পথ অগ্রাহ নরনভার দর্শন করছে প্রিয়-দর্শী রাজাকে। ধারাসারে হচ্ছে পূর্ণবর্ষিট—রক্তীন শূন্য কামনা; বসিত হচ্ছে শূন্য লাজাঙ্গলি—হৃদয়ের পথি আশীর্বাদ। আজও রাজার পাশে পাশে চলেছে কাতারে কাতারে অমাত্য, সন্ন্যাসী। সৈন্য তার ছিল মুখের, আজ মুক। আজ তাদের মৌনবৃত্ত। উপরন্তু আর রাজার সঙ্গ পদব্রজে চলেছে সৈন্যবাহক অহিপারিক, রাজার আবালোর

বন্ধু—নগ্নশির, নগ্নপদ, জানত জানন। গভীর শোকে নিরস্ত, নিরস্ত অস্তবীর।

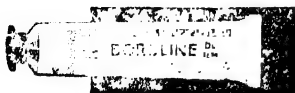
শব্দাভা অহিপারিকের গৃহের সম্মুখে আসে। মৃদুতে চঞ্চল হয়ে ওঠে জনসময়, মৃদুতে গজমুখর হয়ে ওঠে উত্তাল তরণ। ক্রন্দন শ্রেষ বসিত হয় বাতায়নে। জাবার সব নিস্তব্ধ। পূর্ণ করণ্ড হস্তে দাসীরা পূর্ণ বর্ণ করে। আজ সে পূর্ণবর্ষিণে কেউ সাড়া দেয় না, মৃদু লোচনে কেউ উদ্ভূতিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। সভয়ে থির দাঁড়িয়ে থাকে স্বাধীনতা। স্বর্ণ-পালকের শব্দাধার রক্ত-রেশমে আবৃত দেহ, পূর্ণে পূর্ণে সমাচ্ছন্ন—কেবল অনাবৃত কাতার বদন। একখানি সুশ্রুত পাণ্ডুর প্রসন্নতা। স্থির, উদাসীন। কোথাও কি মদনাতুরতার চিহ্ন আছে?—কোথাও নেই। নিম্পলক তাকিয়ে থাকে স্বাধীনতা। তার আয়ত উগ্র চক্ষু দুটি আরো বিস্ফারিত হয়। প্রকাণ্ড, নিশ্চল, অতিশয় তীর তার দৃষ্টি।

শব্দাভা অহিপারিকের গতি অতিক্রম করে যায়। অদূরে অস্ত যাকুন প্রদীপ্ত স্বর্ণ-ভানু। রক্তিত সমস্যাতের আবরণে যেন এক-খানি দীপ্ত আনন। কিংবা মল্লম, কিংবা কি প্রশান্ত, কি মহনীয়। সত্য বোধে উদাসীন!

ও উদাসীন স্বাধীনতার উত্তীর্ণ কর হেলে না, এ অপমান দগেদগ-নিন্দনীর অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে না। নিঃশেষিত

অমিত লাভ্য আপনারই জন্য বোরোলীন

আপনার লাভ্যময় প্রকাশেই আপনার সৌন্দর্য। কিন্তু রোদ আর সূর্য হাওয়া প্রতি-দিন আপনার সে মাধুরী স্নান করে দিচ্ছে। ওষধিগুণযুক্ত সুরভিত বোরোলীন এই করুণ অবস্থার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। এর সক্রিয় উপাদানগুলি আপনার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে শুকিয়ে যাওয়া রেহজাতীয় পদার্থ ফিরিয়ে এনে আপনার ত্বককে মখমলের মত কোমল ও নরম করে সজীব ও তাকারের দীপ্তিতে উজ্জ্বল করে তুলবে। আবেশ-লাগা সুরভিযুক্ত বোরোলীন ক্রীম মেখে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষা করুন আর নিজেই কপোজ্জল করে তুলুন।



পরিবেশক: জি. বসু এন্ড কোং. ১৬ বনবিহাঙ্গ রোড, কলিকাতা-৩

क्रिप्स-नामिनी
क्रिप्स नामिनी
अम.मि.को.पु.सी २३ आदर्श लि.
२०, बालगार्ड रोड, बलिवरमा-२

শ্রীলোকেশেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

ছায়াবিহীন

(জী পল সার্ভার-এর Men Without Shadows অবলম্বনে)

উচ্চ প্রশংসিত প্রগতিভঙ্গীল
বলিষ্ঠ নাটক

মৃদালা নুই টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিঃ, কলিঃ ১২
এবং
৩০২ আশার দাকুলার রোড, কলিঃ ১

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত	
ব্যায়ামে বাঙালী	২৮
বীরে বাঙালী	১১০
বিজ্ঞানে বাঙালী	২১০
বাংলার ঋষি	২১০
বাংলার মনীষী	১০
বাংলার বিদ্বদ্বী	২১০
আচার্য জগদীশ	১১০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১১০
রাজষি রামমোহন	১১০
২৮. হেলিকডেলী লাইব্রেরী	
১৫ কলেজ কোয়ার, কলিকাতা-১২	

१९४, आभशण्टे श्रुते, कनिकाता-२

তারপর সেই অনিন্দনাক্ষর দেহকান্তির
এক স্বেচ্ছান্বিত পরিণাম। কাগজের মত
অগণ্য বহুমানবের স্বরোত্তর বিবরণ হইল
গেল, সুদীন্যস্ত কেশপাশ হল অবিদ্যমত।
দীর্ঘদিনের অম্লত্ব ভটার আভার ধারণ করল
কাজল কুন্তল। ঘোলাটে চোখ, অর্থহীন
দৃষ্টি। কুণ্ডলীকৃত স্মৃতি—মাঝে মাঝে
সুদৃশীন প্রসাধ। এই উত্তেজনা, এই গর্জন,
এই মৃত্যুর স্তম্ভত। কখনো বৃকডাংগা
আটনান। অতি মমান্তিক সে তুলন।
বশ উদ্ভাদনীর স্মৃতিহারা—সঙ্গে সঙ্গে
উদ্ভাদনীর তার কুটিল প্রকৃতি। ভীষণ
আক্রোশ, চ্যারাইনি তার আক্রমণ। স্পন্দ
মানবিক মহত্ত্ব! মাতাল, উদ্ভাদ, বিভ্রান্ত
করে সে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা
যায়, এই বীভৎস উদ্ভাদতার মধ্যেও কোথায়

রুম নং ১৮ * টপ ফ্লোর
 ১৪৬, আমহার্ট শ্রীট, কলিকাতা-১
 বোম্বাই-আমহার্ট শ্রীট জংসনের উত্তরে

যেন রয়েছে উদ্ভাসিতকর এক রূপের মায়া। এই রূপ-মায়াই মানুষের স্মৃতি হরণ করে।

আজও স্মৃষ্টিকে উদ্ভাসিত করছে আলোয়ার মত রূপবতী এই উদ্ভাসিনী। মরীচিকার মত বিভ্রান্ত করছে এই বিভ্রমবতী। জনমে, জীবনে, মরণে, স্মৃতিহরা লুপ্ত করে দিচ্ছে

স্মৃতি। প্রলোকময় তার প্রমত্ত সঞ্চার। প্রচণ্ড আকর্ষণ। স্তব্ধত সংযমীরও মূর্তি নেই তার হাতে। রূপের মোহিনী মায়া স্মৃতিহরা—স্মৃতিহরা উদ্ভাসিনী, স্মৃতিহরা বিভ্রমবতী, স্মৃতিহরা মৃত্যুর অগ্রদূতী।*

* দুঃসহ-নন্দিনী স্মৃতিহরার পরিচয় ও

প্রকৃতির বর্ণনা রয়েছে মার্কিনের পদ্যে (৫০—৫১ অধ্যায়); উশীনর-বাঁটিত যে কাহিনীটি স্মৃতিহরার ওপর আরোপিত হয়েছে, তা 'উদ্ভাসিনী' জাতক থেকে গৃহীত। কথাসরিংসাগর ও বেঙাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থেও পরিবর্তিত আকারে 'উদ্ভাসিনী'র কাহিনী আছে।



আপনারও চিত্রতারকার

মত কুসুম ফেশল লাবন্য

জুন্দয়া সুপ্রিয়া চৌধুরী বলেন—“সবচেয়ে ভালভাবে লাভগেল যত্ন নেওয়ার জন্য লাক্স টবলেট সাবানই আমার মতে সবচেয়ে ভাল। এটা এত সুগন্ধ ও বিশুদ্ধ।” আপনার লাভগাও ওই বকমই সুন্দর হবে উঠতে পারে যদি আপনি বিশুদ্ধ শুভ্র লাক্স টবলেট সাবান ব্যবহার করেন। মনে রাখবেন লাক্স স্নানের সময় সত্যিই আনন্দদায়ক।

বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টবলেট সাবান
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান



প্রথম অদম্য ফুল মেডিক্যাল জৈনগুপ্ত

৬

একটু এগিয়ে আসতেই সিঁড়ি।
এ নিচটা ফাঁকা। কেউ নেই কি
কোথাও? এ কখনো হরে পারে? এ দিক
ও দিক একটু, উৎকর্ষকি খালি সুকান্ত।
দুটো টিকিটিক একসাথে পড়ে গেল
মাটিতে। বাগড় করছিল নাকি? কী
দেখতে বাইরে, একটা কালো বোরাল বোঁধে
গেল জামলা দিয়ে।

কেন যেন থমকি করছে চারদিক।
মিষ্ণু মিষ্ণু নীচে শূন্যে পাচ্ছি।

দরকার নেই, দিগের চাই।

বাড়িটা, বাগড়টা, দেখে গেলাম—আজ
এটা পল্লব, বাগড়। কিন্তু কী আসছে,
কমলা বাগড়টা হতে পারেন। কোন দিকে
গাছটা? ফুল কি গাছ ভরে ফটে আছে,
না কি একটি দুটি? নিজের মনেই হাসল
একটা সুকান্ত। গাছের চোখে আর কিছু
অবদিত আসে কিছু, ফুলের দেখারই
দুর্ভাগ্য হতে পারে। কই তখন তো কিছু
লুকিয়ে চলেছে। কে যেন টেনে এনে
বোলা দরজা দিয়ে ঠেকে ঢুকিয়ে দিয়েছে।
চুকিয়ে দিয়েছে তো বাঁমিয়ে দিলে কেন?
হাত দিয়ে চাই। হাবার সময় দেখে
সামান্য গাছটা। ফুল ফুলে দেখে মেঝে
কত উজ্জ্বল হতে পারে দরজা।

এতদূর এসে, শব্দে এসে নয়, এতটা
চোখে পড়ে। ফিরে যাবার কেনে মনে
হয়? চোখ হয়ে এসে বরং সহজ ছিল।
এতদূর পথগুর মত দাঁড়িয়ে থাকতে হত
না, দেখাশোনা করতে হত না। টেবিলের
উপর টেবিল ক্রমটা আছে তাতে ঐ কটা
বাসন-কোসন আর কাপড়চোপড় জড়িয়ে
নিরে গিলের মধ্যে খিড়িকির দরজাটা খুলে
সটকান দিলেই চলে যেত। আর যদি উপরে
যাবার, ছাদে যাবার দরকার হত তাহলে
সিঁড়িটা লাগত না। বাইরে থেকে গাছে
চড়েই, গাছ বেয়েই, পারত হাজির হতে।
বাড়িটা অবশ্য ছোট, তাই বলে নিচে
কাজে পিঠে, একটুও লোক থাকবে না?
লোক থাকলে তার কী এমন সম্পদ বাড়ত?

যদি সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলত, ও

মশাই, শুনছেন, কাকলি দেবীকে ডেকে
দিন, তাহলে কি সিঁড়িটা সুগম হত?
সভ্যস্থলে দেবীতে ওঠবার আগে লাট-
বেলাটদের জন্য যে ঘাসের উপর লাল শাল,
পড়ে তেমনি শাল, পড়ত সিঁড়িতে? যদি
জিগেস করত, কে আপনি, একটা
চলনসই উত্তর না হয় পেওয়া যেত, কিন্তু
যদি নিরুত্তর না হয়ে শিবতীর প্রশ্ন করত,
কী দরকার, তাহলেই গলার কাছে দলা
পাকাত। বরং এই ভালো হয়েছ কাজে-
পিঠে কেউ কোথাও নেই। খালি মাঠে বল
ফাঁকায় ফাঁকায় এগিয়ে শেষ মুহুর্তে
বলটা গোলকিপালের হাতে কুলে দেবার
মত। আমি তো দেবার করতে চাই না।
দরজা পড়তেই চাই।

সিঁড়িটা যেন স্বর্গের সিঁড়ি হয়ে
গেছে। হয়তো এরই একটানে নাগড়ে উঠে
যাওয়া যাবে ছাদে। পাওয়া যাবে কাকলিকে।
দরজা বে উপেক্ষা করতে পারে সেই
শুধুকে। আর, তখন, তারপর দরজা পড়ে
গেলে সুকান্তকে আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে
না। কাকলির ডাক পড়বে। আর, কৈফিয়ৎ
দিতে, বানিয়ে বলতে, বাঁচার বলতে, মেয়ে-
দের ছাড়ি নেই।

সিঁড়ির দিকে এক পা এগুলো সুকান্ত।
বুকের মধ্যে থেকে কে খুঁট করে উঠল।
আবার খামল, আবার তাকাল চারপাশ।
মহাশূন্যতার ইতিহাস ছাড়া দেয়ালে আর
কিছুই লেখা দেখল না।

আচ্ছা, কী করা উচিত, যে জায়গায়
এসে পেঁচির সেখান থেকে কী করা
উচিত? পিছন হটে সদর পর্যন্ত ফিরে
গিরে চাকরের শরণাপন্ন হবে, আর চাকর
যদি ততক্ষণ পানের লোকান বা তাসের
আজ্ঞার সরে গিরে থাকে, তাহলে খোলা
দরজায় কড়া নাড়বে? কড়া কি খোলা
দরজায় নাড়বার জন্য? খোলা দরজা
মানেই তো চলে এসে, তোমাকে মোকাবিলা
করবার জন্যে ভিতরে লোক আছে। ঠাকুর-
ঠাকুর বলে ডাকবে? সেটা সম্প্রদায়
শোনাবে? নয়কি নর কাঠের জানলায়
গয়ে অভিলেখ গিট দিগে শালীন শব্দ

শারদীয়া আনন্দোৎসবে—

আত্মীয়তা ও মিত্রতা স্মরণীয় রাখায় সহায়তা করে।

না যা য় লো আমাদের রকমারী আর্থনিক
ভিজাইনের সিন্কেস সার্ভী ও তাঁদের ধর্মিত সার্ভী।

রামগোপাল গোরামল

৫৮নং মনোহর দাস স্ট্রীট (সোনাপট) মোতালা, কলিকাতা-৭
ফোন নং ৩০-৩৫৯৪

প্রমাণ জীবনের চলতি পাপ প্রদান তামলময় স্বরিক্তন নটন



আর
ক্রিয়া
লক্ষণ
সর্বোৎকৃষ্ট

গৌরচন্দ্র দাস
১০৮-১০৯ নং মোতালা স্ট্রীট-কলি

করবে? নিজের সরু সরু আঙুলগুলির জন্যে মায়া হল। সুকান্তর। কাকিলর হাতের আঙুল না জানি কি স্পন্দ দেখতে? মোটোসোটো বেঁটে-বেঁটে ভৌতা-ভৌতা? না কি ছুঁচলো ধারালো খরশান?

শুধু উঁকি মারলেই চলে না বন্ধু! নিতে হয়। দু'ধাপ সিঁড়ি উঠে পড়ল সুকান্ত। কিন্তু সত্যি যা সে করছে, করতে চাচ্ছে বা করে ফেলেছে তা আইনের চোখে রীতিমত অপরাধ। বিনান্দুমতিতে ঢুকে পড়েছে এবং ঢোকার উদ্দেশ্য, সে নিজেকে ঘাই ভান বা ভাব করুক, খুব স্বচ্ছ নয়। সুতরাং—আবার থামল সুকান্ত, আঙুল না ভেবে লাঙুল ভাবুক। আঙুল না দেখে লাঙুল দেখিয়ে পালিয়ে যাক। ছোট একটা ছেলে মেয়েও বাড়িতে নেই? কাকিল কি একশতদ্রু? হয়তো আছে ভাই-বোন, কিন্তু এ সময় ভাই গিয়েছে হয়তো খেলতে আর বোন পাড়া বেড়াতে। আর ওরা থাকলেই বা এগোত কী? হয়তো গলার রগ ফুলিয়ে চোঁচিয়ে উঠত, ও দিদি, নিচে তোমাকে কে ডাকছে দেখবে এস। একতারার জিনিস মাটি হত ঢাকে-ঢোলে। আর, ভাই-বোন কেন, দিদিও তো এসময়টায় একটু নিচে থাকতে পারতেন। তিনি একদম নিচে নামেন না এমন তো নয়। এবং কখনো-কখনো, এমন হওয়াও আশ্চর্য নয় যে যখন তিনি নেমেছেন তখন তিনি একলা আর নিচের এমনি হা-হা করা সাদা শূন্যের দেশ।

নিচে, দোরগোড়ায় বা প্রথম উঁকিতেই, দেখা হলে লাভ হত কী! কী ধরনের আলাপ হত?

কাকিল বলত, এই দিকে এসেছিলেন বন্ধু?

ও, হ্যাঁ, এই পাড়ায় আমার মাসিমার বাড়ি।

কম্পরে বলুন তো?

ঐ যে ওখানে—হাত দিয়ে দিশেহারা একটা প্রাচ্য নাচের ভাগ করে দিত।

মাঝে-মাঝে আসতে হয় বন্ধু এদিকে। কচিৎ-কদাচিৎ।

তারপরে আরো হয়তো একটু বলত কাকিল। বলত, সেদিন কী বৃষ্টি!

হ্যাঁ, বেরাল-কুকুর। মানে ক্যাটস অ্যান্ড ডগসের বাঙলা করলাম।

আর আপনি কেমন নামলেন রিকশা থেকে। নামবার কী দরকার ছিল!

রিকশাওলা আর যেতে চাইল না। আমতা-আমতা করে বলত সুকান্ত।

আর এক পা এগিয়েই তো বাস-স্টপ।

অম্ভুর পর্যন্ত নিয়ে গেলেই পারত। অত ভেজবার পর যত শিগগির সম্ভব বাড়ি চলে যাওয়া উচিত। নামবার বা থামবার কোনো মানে হয় না।

না, কিছু না। ঢৌক গিলত সুকান্ত। কিন্তু আপনি দেখলেন কোথেকে?

আমি যে ছিলাম ওখানে।

সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন বন্ধু?

না।

তবে?

ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম বৃষ্টি এসে পড়তেই আগ্রয়ের জন্যে ঢুকে পড়লাম। আমি ভিজিনি, আমার দাঁড়বার মানে হয়। আর আপনি ডোবা জাহাজের থেকে জ্যাস্ত তোলা সোয়ারি—আপনার ওখানে দাঁড়বার, দেরি করবার মানে হয় না—

আমার বন্ধু অনিবেশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কিনা—

তাই। তবু—

আজ্ঞা। আসি।

নমস্কার।

তার চেয়ে এ অনেক অনেক অনেক অনেক ভালো যে কাকিল নিচে নেই, ছাদ আছে। 'তারপরে'র দেশে আছে। সিঁড়ি না ভাঙলে ছাদ কই। যা হয় তাই হবে, পিছু হঠব না। একটা কিছু বাধা না থাকলে চলার সুখ কী! পাশ করতে চাই অথচ পড়ার পাশ কাটিয়ে যাব, এ হতে পারে না। বাধা আছে বলেই তো মজা। সরকার চালাব অথচ বিরুদ্ধবাদী রাখব না, জল কাত বললে সবাই একবাক্যে ঘাড় কাত করবে, এ একটা চালানোই নয়। ব্যাট করব অথচ ফাস্ট বল দেখলে উইকেট ছেড়ে অস্পায়ারের পিছে গিয়ে লুকোব এ ছেলে-মানসি বললেও বেশি বলা হয়, এ শিশুসোল।

একটার পর একটা করে সুকান্ত সিঁড়ি

ধীরে ধীরে 'সুন্দর' হতে শিখাচ্...



যেমন গুরুত্বপূর্ণ হলেও নিজের চেহারা নিয়ে গর্ব অনুভব করা বা মাথার ঘন কালো চুল কেমন করে ভালো রাখা যায় তা জানতে চাইবার মত ব্যয় হয়েছে। শুধু টাটা-র প্রযুক্তি নারিকেল কেশটেলের কথা বলুন — এই পাঁচ নারিকেল তেল আছে মিলি গন্ধের স্বামেজ — এ তেল হালকা ও সেরা। পঁচিশ বছর ধরে সবাই এই তেল ব্যবহার করে আসছেন। এতে ঘন কালো চুল হালক দেখায় — সতেজ থাকে!



টাটা-র
সুবাসিত
নারিকেল
কেশটেল

বি টাটা অ্যান্ড মিলস কোম্পানী লিমিটেড,

ভাঙতে লাগল। ঢাকরের বা বর্ণনা ভাঙে কোথাও ঠেকবার কথা নয়, একেবারে সোজা বলরে গিয়ে পেঁপেছনো। আর যদি পেঁপেছবার আগেই নৌকোর তলা ফুটো হয়ে যায় তো যাবে। ভরাডুবি করে দিয়ে এসেছি বলা যাবে সেটাকে। ছাতের দান আর ফেরৎ হয় না।

দোতলা পেরিয়ে ছাদের সিঁড়ি ধরেছে, পিছন থেকে কে বলে উঠল: 'এ কে।'

এ একটা ধূসর বিস্ময়ের সুর মাত্র, স্বগতোক্তি, তাই সুকান্ত গায়ে মাখল না। উপেক্ষা করেই উঠে চলল।

এবার যে স্বহাটা নিগুণ্ট হল সেটা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, পরব্যপ্তর।

'কে?'

সিঁড়ির উপরেই থামল সুকান্ত।

'কে যাচ্ছে উপরে?'

একটা ঘাড় কাটা পড়ে উড়ে এসেছে ছাদে, এ যদি বলতে পারত সুকান্ত, এ বলবার যদি তার দরস থাকত। কাটা ঘাড় কোথায় না নিয়ে যেতে পারে, গোটে-মাটে-ময়দান বনে-জল-জংগলে, বিদেশ-বিভূত, ছাদ হতে সামান্য। আর কাটা ঘাড় মাথা উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখলে মনে-মনে হাত তুলার না এমন মানুষও আছে নাকি পৃথিবীতে। তাই বলবে নাকি কাটা ঘাড়? বহিন ঘাড়?

'এ কি, কে তুমি? কোথায় যাচ্ছে?'

হঠাৎ উঠল পরবসর।

ফিরল সুকান্ত। নিম্নে এসে দেখল শ্বেলোংগ প্রোট এক ভদ্রলোক দোতলার কারদসর, আঙ্গ-ই-জচেয়ারে আধশোয়াভাবে হোলন আছেন। আর তার পাশে মেয়ের উপর বসে তার দই পায়ের পাতার তেল মেখে দিচ্ছেন এক ভদ্রমহিলা।

এগিয়ে এসে সুকান্ত। কিছু হয়ে একটা প্রণাম চুকে দিলেই চুকে যায়, থমকে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোকের পা দুখনি অস্বাভাবিক ফলে, তাকে অস্বস্তি এখন তেল মাখানো। প্রণাম করতে প্রাণ বসে পেল না। দুহাতে শাকানা নমস্কার করে বললে, 'অমি সুকান্ত বসু—'

'অমি বনবিহারী মিত্র—শুধু এটুকু বললেই পরিচয় হল?' গর্জন ছাড়লেন ভদ্রলোক।

'আসে-আসে বলছি।' ঢোক গিলল সুকান্ত: 'আমার বাবার নাম—'

'তোমার বংশ পরিচয়ে আমার কৌতূহল নেই। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে তুমি কী সবোদে এ বাড়িতে চুকবে? কী চাই তোমার?'

বলগা বাড়িয়ে লাভ নেই, সুকান্ত বললে, 'কাকলি কে চাই।'

'কে কাকলি?' পায় নিশ্চয়ই বাঁধ ও বাধা, একটানে ঝটকা মেয়ে দাঁড়তে

পারেন না ভদ্রলোক, তবু উত্তেজনা নড়ে চড়ে উঠলেন।

সুকান্তর মুখ ঝুঁকিয়ে গেল। বললে, 'কাকলি এ বাড়ি থাকে না?'

'থাকে কি না থাকে তাতে তোমার কী?'

'তাহলে থাকে।' অক্ষটসরে বললে সুকান্ত।

'হ্যাঁ, থাকে। সে আমার মেয়ে। কিন্তু তোমার তাকে কী প্রয়োজন?' ভদ্রলোক বললেন আবার রোখা গলায়।

এখানে আবার আরেকটা সম্ভাবনা ছিল। নত হয়ে সুকান্ত হাকল আবার ভদ্র-লোকের পায়ের দিকে। ভরসা পেল না। কে জানে পায় হাত ঠেকলেই হয়তো তারস্বর চিংকার করে উঠবেন। ঢাকর যে বলেছে বাবুর অসুখে তার মানে এই পায়ের অসুখ।

ঘাড়টা আস্তে-আস্তে একটু ফুলকে নমস্বরে সুকান্ত বললে, 'তার সঙ্গে আমি পড়ি।'

শুধু মার্কাই

শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা

যশোর কুমু ইণ্ডাস্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯



শুধু বিজ্ঞানই
নয়!

স্বাদে গজগত ড্রপুল



তারক গুপ্তের জন্ম

কলিকাতা-৯

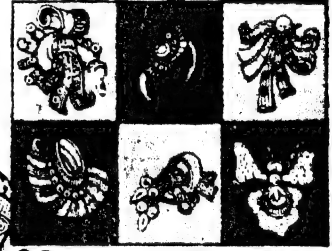


সৌন্দর্যে মার্কার

মৌলিকতায়

নির্ভরতায়

আধুনিকতায়



মিনিমাম তুয়েলারী স্বেচ্ছালিক

এম.বি.সরকার
এও মন্স

মালিকানাধীন ও প্রকাশিত

ফোন-৩৫-৬৭৬১

গ্রাম-টিলিগাইস

১৩৭/সি ১৩৭/সি/১ বহুবাজার ট্রাউ, কলিকাতা-১২

এক-বালি গজ-২০০/সি মাসবিহারী এজিনিউ কলিকাতা-১২ ফোন-৪৩-৪৪৬৬

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড, ২২৪, ২২৫/১, বহুবাজার ট্রাউ, কলিকাতা-১২

কলকাতা মুদ্রার খোলা থাকে

ব্রাথ-আমসেদপুর ফোন-৩৫-৬৭৬১ সিটি ২০০৮ এ

পড়ে তো এখানে কী, বাড়িতে কী।
সটার উঠে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে তার মানেটা
কী 'বনবিহারী' আবার হুমকালেন।

'দরজাটা খোলা পেলাম—'

'দরজা খোলা পেলেই উঠে আসতে হয়?
নিচে থেকে খবর দিলে না কেন?'

'লোকজন কাউকে দেখলাম না—একটা
কলিং বেল নেই।'

'কলিং বেল! তোমার জন্যে কলিং বেল
ফিট করতে হবে।' বনবিহারী আবার
তড়পালেনঃ 'কেউ নেই তো নিচে ওয়েট
করো।'

'সে এক ক্যাসাবিয়ানকা পেরেছিল।'
সুকান্ত তাকাল আরেকবার চাবপাশ।
বললে, 'ভাবলাম নিচে নেই হয়তো
উপরে পাব।'

'তা আমাদের লক্ষ্য না করেই তো উঠে

যাচ্ছ ছাদে। ছাদে কী! আজকাল পড়া-
শেনা ছাদে হচ্ছে নাকি?'

'ঘরে-ছাদে কোথাও হচ্ছে না। তবে
ঘরের মধ্যে তো গুমোট, ছাদে ঘুরলে
মাথাটা ঠান্ডা থাকে, রিক্যাপিচুসেশানটা
ভালো হয়।'

'কী ভালো হয়?' বনবিহারী ছুঁড়লেন
আরেক মেঘধানী।

কথাটা পুনরাবৃত্তি আওড়াতে সাহস পেল
না সুকান্ত।

'গোবর্ধন! গোবর্ধন!' ডাকাত পরা
আওয়াজ তুললেন বনবিহারী।

সুকান্ত বৃথক চাকরকে ডাকছে।

'দাঁড়, আমি ডাকছি।' এইক্ষণে মুখ
খুললেন ভদ্রমহিলা। মালিশ ফেললে উঠে
দাঁড়ালেন।

তবুও আশ্বাস নেই বনবিহারীর। এবার
অন্য ডাক ডাকলেন। 'বিজন, বিজন!
বিজন বাড়ি নেই।'

সুকান্ত বৃথক এবার তুলেছে ডাকছেন।

একটা ফাটাকাটি না হয়ে আর যায় না।
হাত দিয়ে নিজের মাথাটা একবার অনুভব
করল সুকান্ত। যদি খাড়া পায় দাঁড়তে
পারতেন তাহলে বনবিহারী নিজেই প্রমাণ
করে দিতেন যে তিনি বনেই ভ্রাম্যমাণ।

'কোলাহলটি' এমন আর মধুর কে খায়।
যার লক্ষ্য, নিজের লোককে সন্তুষ্ট করা,
বাড়ির অনায়ে-কানায়ে তোলপাড় জাগানো,
বিজনকে পর্যন্ত সজনে নিয়ে আসা, তা
এক নিভতর্জণবী ছাদবিহারীর কামে
চুকছে না।

তাকেও আর কথা হল না শাস্রুতে।
ভদ্রমহিলা উপরের দিকের সিঁড়ির ক ধাপ
উঠে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকতে
লাগলেনঃ 'কাকলি! কাকলি!'

এবার উঠে এসে কী সূত্র ধরেন ভদ্রমহি-
লাই বলতে পারে।

এক দ্রুত সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইল
সুকান্ত।

অহা, এ কি কীলং বেল টিপে কাজ
পাঠিয়ে দেখা করতে এসে দেখা যেত। না

কি দিনক্ষণ ঠিক করে এসে জাঁয় রুমের
পারিপাট্য চিত্রাংগিত করে।

দ্রুত পাসে ধূপ ধূপ করে নেমে
আসতে লাগল কাকলি।

সন্ধ্যার গা ধোয়া হরনি তারই আগেকার
মৌখিক শাড়িতে-শরীরে গুচ্ছীকৃত হয়ে
আছে। চুল খোলা, খালি পা। পরনের
আটপোরে শাড়িখানি আধমথলা। এবং
সব চেয়ে আশ্চর্য, এই একটু নিজের সঙ্গে
নিজের মিসেংগ হয়েও অন্তরংগ মূহুর্তে,
হাত দুখানি খালি।

কে এই লোক ঘোর সঙ্গে দেখা করছে
এসেছে 'ভদ্রমহিলা' বিবিকিত খাঁজিয়ে
উঠলেন।

'ও, আপনি কেছেন! আমি ভাবলাম
শুনতে পেলেন না বন্ধি ডাক।' কাকলি
বললনিজে উঠল। বনবিহারীর শিনীভূত
দুই চোখের দিকে তাকিয়ে বললে,
'আমাদের সংগে পড়ে বাসা, ঘুরে ভালো
ভেঙে ফাস্ট রাশ পায় নিখাঁহ।' এখান দিয়ে
খাঁড়লেন, ছাদ থেকে দেখতে পেলাম।'

'কখনে পেলেন।'

'কী কথা কীভাবে কীকে দাঁড়িয়ে দেখা
যায়।' বনবিহারী পোশাককায় হাতখানি
দিয়ে, 'আমি হ্যাঁ, কখনো না বন্ধি,
সুখের কথা না লক্ষ্য।'

'কাকলি! দিকে তাক করুন মনেবা' বন-
বিহারীর চোখের পাতা ফেন কাঁপছে না
এখনো।

'কীক তবুও বিজন! হাড্ডা অনুভব
কেনে, কাকলি! কি ডাকার মত কখনো?'

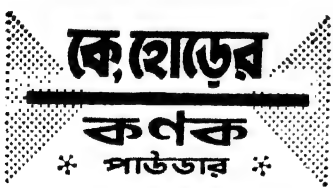
'কী ইশারক ডাকছেন।'

বলল, বর্তমান যেটাকেই প্রশংসাই
আসিত করিনি, তাই ভাব ছিল কত না
জামি পিছিয়ে আছি। 'কী ঠিক ডেকে
একটু দেখে শুনুন কাকলি! করে দেওয়া—'

ততাপর ভদ্রমহিলায় কয়েক এগেলে
কাকলি। ভদ্রমহিলায় আগের সূত্র বের
করা বললে, 'আমি, না, উনি এখনো
নাকি কলকাতা দেলেননি। বাঙালী ছেলের
কী দুরূহতা! সেখানপড়া ওহুহু ওহুহু
নিজের লেশের ফল ফল চেয়ে না। আসুন,
দেখলেন, আসুন, এবার লক্ষ্য করল
সুকান্তকে।' ভদ্রমহিলা বেশে খুলে সরেছে
ছাদের উপর।

উঠে দাঁড়ান ভাঙাভাঙা চেঁচা করছেন
দেখে কাকলি এল ববাক তুলতে। সে
সংযম প্রত্যাখ্যান করে বনবিহারী স্ত্রীর
দিকে হাত বাড়লেন। স্ত্রীর হাত ধরে
উঠলেন, লাঠি নিয়ে ভর দিয়ে দিয়ে
এগলেন ঘরের দিকে। পিছন ফিরে লক্ষ্য
করলেন সুকান্তকে। বললেন, 'যাও
দাঁড়িয়ে আছে কেন? ছাদে গিয়ে কদমফল
দেখে এস।'

(ক্রমশঃ)



স্বাদে ও গুণে.....আদর্শ স্থানীয়।

স্মৃতি চারণ

দিলীপকুমার ঘোষ

আঠাণ

স্মৃতিচারণ লেখা যখন শুরু করি তখন ভেবেচিন্তে সিদ্ধ করছিলাম যে আমার সাংগীতিক জীবনের সমগ্র বৈশিষ্ট্য লিখব না। কারণ শুরু এইটুকু যে এ সমগ্রের আমার নামা লেখারই বর্নোক্তি, কীভাবে আমার সাংগীতিক জীবনের বিকাশ হয়—এও বাটো যে, সংগীতের ইতিহাস কথার মাধ্যমে পেশ করা যায় না, গেয়ে শোনতে ও লেখাতে হয়—যার জন্য নাম—লেখককে ডেমনস্ট্রেশন—এক সময়ে আমি এভাবে নামা লুক্কায়িত হইলাম সারা জীবন টিহল মেরে—বোকা শব্দও সাধারণ কোননা আমার নাম। আমার লুক্কায়িত স্মৃতিচারণ ফানিলিটা মাসিক পত্রের কাকতালিক পৃষ্ঠার পরে মনে হত রানের প্রথম উল্লেখ। আমেরিকার স্মৃতি কথা আমার কৌতুক প্রবন্ধ চিরচাৰ্য্য কথা—যেটা তই গল্প সমগ্রের লুক্কায়িত স্মৃতিচারণ—স্মৃতিচারণ—এক ফানিলিটা পাতায়ই আমার জীবন। আমার নাম থেকে জীবনের লুক্কায়িত স্মৃতিচারণ আমার সাংগীতিক জীবনের ইতিহাস পড়তে ও চমক সাধিত না। পণ্ডিত বুদ্ধিও একেটি আমাকে একবার লুক্কায়িত নিরীক্ষণের পথ প্রদান করে। এই প্রাণপাত চেষ্টায় আমি কথায় আমার জন্মস্থানের বিনোদিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত, দুই সেকেন্ড লম্বা পত্রের পৃষ্ঠায় না। কাল শুরু এইটুকু বলেই আমি যে, কথার সংগীত আমেরিকায় লেখিত ইনি তালবন্দি মনে—গড়পড়তা মানবের কাল মনে—যার সিমেন্ট পাথরের কাল মনে—এক কালই চলে, যাঁদের কালই লিখে সাংগীতিক ইনি ভাগ্যবশতই মনে পড়ত। জীবনের সপ্তর—অর্থো তথা সন্ধ্যা—ইনি নিশ্চয় করেছিলেন বীণাপাণির পুণ্য। ভারতে আজ সংগীত কনসার্টের অধিশ্রুতির পর অধিশ্রুতি বসছে, তার অধিশ্রুতি চিহ্নন এই মহায়া। লক্ষ্যে ১৯২৭-এ তিনি যে যুগপ্রবর্তক সংগীত কনসার্টের ওকেন, তার কথা 'জানামানের বিনোদিতকাল' লিখেছি। ভারতে কোথায় কোন্ ওকেন কোন্ গায়কী না চাল, কারণে, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে খুঁজে খুঁজে তালবন্দি কাল লাগিয়েছেন—শিক্ষক তৈরি করে, চাঁদা আদায়

করে, কনসার্টের পর কনসার্ট প্রদর্শন করে। এ বিষয়ে বেশি লেখার এখন আর প্রয়োজন নেই কেননা এ অকালকর্মী সংগীতপ্রেমিক তথা রাগশাস্ত্রীর সংগীতে দানের কথা শ্রাব্যের প্রমুখ অনেক সাংগীতকারই জানেন, যদিও এখন আমি এর সমগ্র লেখা শুরু করি তখন বড় কেউই জানতেন না বলে আমাকে কম নিম্না সহিতে হয়নি নামা লিখকটির। যাক, যা বলতে তাঁর প্রমুখের অবতরণ।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে দুর্গা রাগটির প্রবর্তন করেন প্রথম বেশী। সে কাহিনী বলেছি ইতিপূর্বে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিঃ "দুর্গা রাগ আমরা সবাই শিখেছি, কিন্তু এরাগটির সুরকার আপনি জানতাম না।

তো—আপনিও তো কই কোথাও প্রশাশ্য বলেন নি?" তবে পণ্ডিতজী হেসে উত্তর দেন, "দরকার কী? সংগীতে গানের তোলাখানায় একটা রাগের মণি বেশি সঞ্চিত হ'ল—এইটুকুই স্মরণীয়। সে-মণি কে কোথা থেকে এনেছিল কই হবে সে—ইতিহাসে?"

আমি স্তম্ভিত হই একথা শুনে। স্রষ্টা সৃষ্টির আনন্দে সৃষ্টি করলেই তাঁর সৃষ্টির পরে নিজের নামের শিল্পমোহর ছাপতে চায়—সব দেশে এটি তো শব্দে এসিছি বহাবর। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে আমার একবার প্রতিবাদ আমাকে বলেনঃ "ভারতের ধারা অন্য। আমরা বস চাই, ইতিহাস চাই না, সৃষ্টি চাই প্রবর্তকের বংশতাসিকা না। ভারতীয় সংগীতে ভূপালী, ভৈরবী, ধর্মাজ, দেশ, কোদারা কামো ইত্যাদি রাগ কে করে রচনা করেছিল আমরা কোনদিন মনে রাখিনি—তাই বলে এসিছি যে, শিব নারদ ব্রহ্মা বা ভরতমনি এদের সৃষ্টিকর্তা।"

তারপরে ক্রমশ আমি বুঝি যে, একথা ধর্মের জগতেও সত্য। ধর্ম আমাদের

মুখের
জৌকরু
বান্ধি করে

রেকোকাশ্মীর

ফেস্ পাউডার

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়

দেশে আজও জীবিত—যারা তার অশেষ গবেষণা অফুরন্ত : কিন্তু কোথায় কোন সাধনার কোন গুরু কোন নবগণ্যতির সৃষ্টি করেন কেউ জানে না, কোন মার্গ কার পায়েচলা পথে প্রথম তাঁর হাত ওঠে কেউ খবর রাখেন না। আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি এক সমৃদ্ধ যোগরাজ্য, ধর্মক্ষেত্র যার তুলনা নেই এ-জগতে। এ-মহারাজ্যে কবে কোন-দিক-পাল মন ঐশ্বর্য আহরণ করেছিলেন কার পীকার বা সহায়তায়, এ-পূণ্যক্ষেত্রে নানা-রকম সারের উদ্ভাবনা, নানারকম আশ্চর্য মন্তব্য ধ্যানপন্থার প্রবর্তক কে—কে খবর রাখে? সম্পদ হাজারি, বিলাহ, আমরা ডাক্তার ভোগ করছি, জানাত চাইনি কোনোদিনই কে এমন দিল সে-সম্পদ, বা কে কোন সম্পদকে খাটিয়ে চতুর্গুণ করে

তুলল। এক কথায় ভারতীয় মন সৃষ্টিকে সমাদর করলেও সৃষ্টির ব্যাকরণ বা ইতি-হাসকে—‘এই বাহ্য’ বলেই সমাদর করে এসেছে।

পাঁড়তাজির কথায় আমারও উৎসাহ কমে যায়। যমের হর—সুর রচনার মাম রেখে গিয়ে কী হবে? গান গেয়ে বাই—ফলদাতা ঠাকুর গীতার এ-মহাবাণী শিরোধার্য করে। তাই কার কাছে কবে কোন ঢালের গান শিখে কী লাভ করে-ছিলাম তার বর্ণনা সম্পূর্ণ নিরর্থক না হলেও সে নিয়ে বেশ খুঁটিয়ে আলোচনা কার কাছে আসবে! এইজন্য গানের তীর্থযাত্রার কবে কোন গীতমন্ডের কাছে কী ভাবে দীক্ষা পেয়েছি তার ইতিহাস লিখে রাখিনি আমার উত্তর জীবনের দিন-পঞ্জিকার।

কিন্তু হঠাৎ মনে হল: যখন এখানে নামা সূত্রে প্রসঙ্গাত কোনো কোনো ওস্তাদ বা বাইজির নাম করে ফেলছি, তখন সংগীতে কার কার কাছে কী পেয়েছি তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ রেখে যাওয়া মন্দ কি? ইতিহাসের মাধো দিয়ে যে তথ্য লাভ হয়, তা থেকে কিছু হয়ত তত্ত্বেরও ছিটেফোটা মিলতে পারে। যদি নাও মেলে তবে কাহিনী সরস হলে রসের দিক দিয়েও কিঞ্চিৎ মনুফা হতে পারে তো। তাই সংক্ষেপে বলি, আমার নীতি-শিক্ষার তথা ভজনদীকার ইতিহাস।

ছেলেবেলায় আমার গানের প্রথম গুরু ছিলেন অবশ্যই পিতৃদেব। তিনি গান অভ্যস্ত ভালোবাসতেন—বিশেষ কীর্তন ও হিন্দুস্থানী গান। তাই যেখানেই তিনি যান না কেন, ডাকতেন হিন্দুস্থানী ওস্তাদের বা বাঙালি গায়ককে। আমাদের গয়ার বাড়িতে মনে পড়ে হনুমান দাশের ওস্তাদি গান, তাঁর সুযোগ্য পুত্র সোনির হারামনিয়াম বাজনা। এমন হারামনিয়াম বাজনা আমি আর শুনিনি। এমন কি ঠাকুর নবাবানির বাজনাও সোনির বাজনার সমকক্ষ নয়। সেখানে আর এক মাস্ত এম্রাজির এম্রাজ শুনিনি, হার নাম কিভাবেই হোক করতে পারিনি না। হয়ত আমি সান্যাল মহাশয় বলতে পারবেন। ইনি পরে থিয়েটার কোম্পাণ্ডে কাজিয়েছিলেন এম্রাজ। সোনিও কাজিয়ে-ছিলেন হারামনিয়াম থিয়েটার কোম্পাণ্ডে—আমার বহু বন্ধু এসে শুনেন্তেছিলেন। শিখতে পারত অথবা চতুর্ভাষীর ধাপস গানও হার—তার অপূর্ণ উপায় করে আজও শুনতে লাগত। কিন্তুনাথ হারের দুপদ সুরের-নাথ মজুমদারের থেফস, তখন ১৯৩৫-৩৬ টম্পা পোবেলমাস মজুমদারের শাসন-সংগীত, আরো কত খ্যাত ও অখ্যাতনামা গায়কের গান নিরন্তরই আমার ঘরানিতে সুরের মায়াভাস সৃষ্টি করত। বহু সময় আমি গানে খানিকটা প্রাণতর মনই ঢেলে উঠি। মনে আসত সূত্রে কিছু কিছু, মনে রাখতে পারতাম কিছুদিন বরং। থিয়েটারের নামা নাটকও কত সুর শুনতাম, লাড়ি এসে পিতৃদেবকে শোনাতাম—নানা গানের ধুরাটুকু। পিতৃদেব অশ্চর্য হার বন্দবাসদেবের ডাক শোনাতেন, দেখত আমার কল্কতিস্বরের কীর্তি! এর পরে হার কাজ থেকে স্থায়ীভাবে লাভ করি, তাঁর নাম সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। লাড়া হোলে তাঁর কাছে গান না শিখলেও আমার গানের দ্বিতীয় গুরু ছিলেন তিনিই। আমার রাঙা জ্যাঠিহাশয় হরেন্দ্র-লালের শ্যালক বলে তাকে আমি সুরেন-মামা বলে ডাকতাম, আমার জেষ্ঠ্যভ্রাতা হই-বোনের সুরে সুরে মিলিয়ে। পিতৃদেব বলতেন প্রায়ই: ‘আহা এমন ঢং সুরেনের—ও একেবারে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা। শিখে

ডাঃ কার্তিক বসু

টার্কোসোড **নানালা**

অল্প, অজীর্ণ ও ডায়াবেটিসিয়ায় **ব্যথা ও বেদনায়**

ডাঃ বসুর ল্যাংগুয়েটরি লিঃ-কলিকাতা ১

ভারতে সর্বপ্রথম জনপ্রিয়

হিমালী

বডি ও ফেস পউডার



হিমালী প্রাইভেট লি:
কলিকাতা-২

এ টং গড়ে ভোলেন সুরেন—নিজে থেকেই ও ফটে উঠেছে—আশপাশের জল-হাওয়া থেকে প্রাণের খোরাক টেনে—ফলের মতন।

সাঁতা, এমন অপরূপ টং আমি জীবনে আর শুনিনি। কি হিন্দুস্থানী খ্যেল টম্পা, কি ধ্রুপদ (যদি ধ্রুপদ তিনি বেশি গাইতেন না শ্রোতার তানকর্তাই বেশি চাইতে বলে) কি কীর্তন কি বাংলা ভক্তি-সঙ্গীত যা গাইতেন তারি উপর তিনি রেখে যেতেন নিজের প্রতিভার আশ্চর্য ছাপ। সে টঙ আর কাউকে আজ পর্যন্ত গাইতে শুনলাম না। কিন্তু তাঁর টং থেকে আমি পেয়েছিলাম অনেক সুস্মার ইঙ্গিত, বিস্তারের সংকেত। তাঁর অনেক হিন্দী তথা বাংলা গানই আমি গাইতাম নিজের টঙে বসিয়ে। কারণ তিনি বলতেন পিতৃ-দেবকে: 'দেখবেন দ্বিপদ-বান্দু মঠে যেন কারুর নকল করতে না ছোটে, যেন নিজের পথ কেটে চলে—অপরের কাছ থেকে নেবে বই কি, কিন্তু নকল করতে নয়, হজম করতে। ওর বেশি শেখার দরকার নেই। শুনতে শুনতে শেখাই ভালো। 'আশ্চর্য': অনেক বৎসর বাদে অবিকল এই কথাগুলিই পণ্ডিত ভাটখাণ্ডে একদিন বলেছিলেন ধ্রুজটিকে। কিন্তু একথার আনন্দ বা গৌরব নিতান্তই সস্তা, মাত্র অহমিকারই এতে শ্রীদর্শি বিকাশের দুর্গতি। বেশি প্রশংসা পেয়ে আমার ক্ষতি হয়েছিল খুবই প্রথম দিকে। তাই না ঠাকুরকে ভুলতে বসে—হিলাম গানে যশস্বী হতে না হতে। তাঁর অপার করুণা, তাই গানের নেওড় ও ছাড়িয়ে আমাকে ঠেলে দিল সোজা অকল পাথরে—তাঁর চরা বন্দরের শেষ ধ্রুবিশা দিতে। কিন্তু সে অন্য কথা।

সুরেনমামার কাছে উৎসাহ পেয়ে আমি খুব গলাবাজি আরম্ভ করলাম—বিশেষ করে তাঁর শেখানো কয়েকটি গানে: যথা, রাঙা জবা কে দিলে হের পরে মুঠো মুঠো—সিন্দু কাঁচি; রাঙা কমল রাগা করে—মালকোষ; জাউ জাউ ঘন গরজ—বেশ; নিবিড় অগ্নির মাগো—কাপেগ্রী; বিফল জনম—ভৈরবী; আমার মন ডুলালো যে—ভৈরবী; শ্যামপ্রেমরসসায়রে আমি মীনের মতন ডুবে রইতাম—কীর্তন; এই তো কানন গো—কীর্তন। আরো অনেক গান শিখেছিলাম। অবশ্য তার মতন গাইব কেমন করে? (মগিমামার পরিহাস স্মরণীয়: 'ভালো গান গাওয়া কি সোজা?') কিন্তু বাংলা গানে সুরবিহার-এর এই ইঙ্গিতটি আমি প্রথম তাঁর কাছেই পাই যে, বাংলা গানে ডাব বজায় রাখতে হলে কথার সঙ্গে মিশিয়ে তান দিতে হবে। অর্থাৎ 'রাঙা জবা কে দিলো' বলে আ আ করে তান দেওয়া নয়, দিলো-র ও-কে টেনেই তান দিতে হবে। আকারান্ত তান দিতে হলে

দিতে হবে জবা-র শেষে কিম্বা রা-র শেষে। কিন্তু ঐ যে বললাম, এসব করে দেখানোর জিনিস বলে বোঝাবার নয়। তাই এ-খণ্ডিনাটি আণিকের বর্ণনা থাক।

সুরেনমামার কাছে আর একটি সত্যের দীক্ষা পেয়েছিলাম যে, ওস্তাদি গানেও কণ্ঠলাবণ্যের দাম খুব শেবি। তাই বেশি সেধে কণ্ঠকে ভেঙে ফেলা আত্মহত্যারই সামিল। 'তানের সৌকর্য' সাধনার্থে এ-ভুল অনেক ওস্তাদেই করে থাকেন—বলতেন তিনি প্রায়ই। আমার উত্তরজীবনে দেখে-ছিলাম আমার এক প্রিয় গায়ক এই ভুলই করেন লক্ষ্যেই বিপর্যয় সেধে। তাঁর কণ্ঠ-স্বর ছিল অপূর্ণ মধুর, কিন্তু লক্ষ্যে থেকে তিনি যখন ফিরলেন—হা হতোস্মি—সেখলাম তাঁর কণ্ঠের সে-মাধুর্য লুপ্ত হয়েছে অত্যধিক সাধনায়। অর্থাৎ কৌকল-কণ্ঠ মারে ভুত হয়ে নবজন্ম নিয়েছে কালোয়াংরূপে। আমি এ-ভুল করিনি সুরেনমামারই উপদেশে। তাঁর কাছে আরো আমি শিখি যে, কণ্ঠলাবণ্য বজায় রাখলে আট আনা শ্রম করে যে সুরের আনন্দ বিলানো যায়, কণ্ঠ অমধুর হলে সে-আনন্দের সিকিও সৃষ্টি করা যায় না বোলো অন্য পরিশ্রম করেও। একথা বলছি গায়ের জোর নয়—কণ্ঠলাবণ্যের অপরিসীম জাদু-শক্তি স্বচক্ষে দেখে তবে। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

একবার সুরেনমামা ছিলেন শ্রোতা সুকিয়া স্ট্রীটে ডাক্তার কৈলাসবাবুর বাড়িতে। সেখানে ধ্রুপদ গেয়ে শ্রীঅঘোরচন্দ্র চক্রবর্তী সবাইকে মস্তমুগ্ধ করার পরে আর কোনো ওস্তাদই গাইতে রাজি হলেন না। যাকই ধরই হয়, তিনিই মাথা নেড়ে বলেন: 'এর পরে গাইব আমি? পাগল!' পিতৃদেব ছিলেন সুরেনমামার মহাভক্ত, ধরলেন: 'সুরেন! তুমি ধরো একটি কীর্তন।' সুরেনমামার কৃপা কেটে গেল পিতৃদেবের সমর্থন পেয়ে। তিনি ধরলেন, 'এই তো কানন গো.....'

তান আঁথরে সুরবিস্তারে ডাবে তিনি এমন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করলেন যে, অঘোর-

গুজার আনন্দে

কুমুদশঙ্কর রায়

যক্ষ্মা হাসপাতাল

আপনাদের

সকলের নিকট হইতে

কৃপা-সাহায্য আশা করে।

অসহায় রোগীদের নির্যাস
করিবেন না।

কুমুদশঙ্কর রায়

যক্ষ্মা হাসপাতাল

বাদবপুর, কলিকাতা-৩২

সিক, উল, সুতী বা
নাইলন-এর জামা-
কাপড়



টাটা-র

৫০১

খাঁটি গুঁড়ো সাবানে বিলা-
আম্রাসে চটপট পরিষ্কার
করা যায়

TS 7160

এবার 'গুজার' প্রিয়জনের হাতে জুলে দেবার মত

দু'খানা সর্বোত্তম গ্রন্থ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

কু প ম তী


উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বে ল কুঁ ড

নাম : প্রভোকারি দৃষ্টিকা পঞ্চাশ নম্বা পরমা

পরিবেশনা : বঙ্গ বন্ধু স্টল

১০নং খ্যামাচরণ যে স্ট্রীট, কলি-১২




কোমল স্নায়ু

আর্গিকল

আর্গিকা কেশ তৈল

আর্গিকা,
ভুজরাজ, পাই-
লোকারপাল প্রভৃতি
ভেবজ সহযোগে প্রস্তুত।
অকাল পক্কতা ও পতন
নিবারক এবং কেশ বর্ধক।

★
মহেশ
লাবরেটরিজ
প্রাইভেট লিঃ
৩০/৪, ক্যানেল ইষ্ট
রোড, কলিকাতা-১১



সোস এন্ড সনঃ

এন, ভট্টাচার্য এন্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ

৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

কিন্তু অমন অপরাধে ধ্বংসও ভেঙ্গে গেল—সবাই আঁহা আঁহা করে অধীর হয়ে উঠলো। গানের শেষে অখোরবাবু যে অখোরবাবু, তর্কনিও প্রতিযোগিতার ঈর্ষা ভুলে বৃক সুব্রতনাথের চিবুক ধরে আদর করে বললেনঃ ‘এমন কণ্ঠ কোথায় পেলে বাবা?’

কণ্ঠলাবণের আর একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ল—যদিও এ পুরা কাহিনী—আমার সিঁদুরিয়ার কাছে শোনা। ঘটনাটি অষ্টটনের পঞ্চায়ে পড়ে ঝংগেই বলবার মতন। আমার সিঁদুরিয়ার ভাবার বলি (একটু সাজিয়ে অবিশ্যি নইলে সাধারণ পাঠকের কাছে আমার বক্তব্যটি সুশ্রবণমুগ্ধ হবে না)।

‘আমার দাদামশায় রামদাস গোস্বামী ছিলেন ব্রীহন্নপুরের এক ডাকসাইটে ধ্রুপদী জানিস? তোরো কীই বা গাস অজকাল—কেউ উৎপায় না। দাদামশায়ের গান শুনলে ঘুমন্ত ভেলেরা আঁতকে উঠে ম-র বৃক চেপে থর থর করে কঁপতে কঁপতে দূর খেত। আমরা চিকর মধ্যে থেকে শুনতাম তে—তবু বৃক কেঁপে উঠত তাঁর দুল চোদল বটি শুনত। এমন বাজখই আওরাজ—যে সে কী বলব? কিন্তু আর একটা ভিনিস আমাদের চোখে দেখা যে মট্টা—চাক্ষুস করা—আর একটুও ব্যক্তির বলিছনে, বিশ্বাস কর। দাদামশায়ের একটি রকিতা ছিল, নাম গুণমণি। সে-যুগে জমিদারদের রকিতা রাখাই সস্তুর ছিল। আমরা প্রাইই শুনতামঃ ‘তা পুতুয় নান্দুর মদ—তার উপর জমিদার—রকিতা না রাখলে মান থাকে কখনো?’ সত্যি বলছি।

‘কিন্তু হালে চলে কি, গিলি সিঁদুরিয়ার সে কী মনঃকণ্ঠ! দাদামশায়ের মুখে গুণমণির গুণগান শুনলে ডিচ্চিমা রোগ করে গোসাংঘের ঢলে গেলোঁম। গুণমণি ছিল তাঁর চক্ষুশূল। সে থাকত দাদা-মহাশয়ের পাশেই একটি ঘরকল তিন-চারটি ঘর নিয়ে। আমরা গেল খবে আদর করে গান শোনাতে তার আঁমরা। চুপ হয়ে শুনতাম। আঁহা সে কী গলা রে ঝংট! কী তোদের বেদমা দাসী, মামলা-সুন্দরী, গহরজান—গুণমণির গান শুনলে পাখিরাও ঘাড় নাড়ত ভুলে যেত। তখন মধু জমাট হয়ে গলার দাঁড়িয়েছে রে।

আমি (হেসে)ঃ নানি, তুমি নটক লিখলে বাবা বাঁসে পড়তেন। ভাগো কেংখো মি’

দিচ্চিমাঃ ভাবিছস ব্যক্তিগে বলছি, না রে না। তবে শোন বলি তাঁর গলার জাদু। আমার সিঁদুরিমা না? বর্গেছি তিনি হিংসের জ্বলেপুড়ে মরতেন। কিন্তু গুণমণি কীতন ধরলে তিনি গুটি গুটি এসে পাশে বাঁসে শুনতেন আর চোখ মুছতেন। একেই

বলি গলা রে, একেই বলি গলা। গহরজান মাশা বাই—খাটা মার।’

সুবেনমামাও ছিলেন এমনি গাইয়ে। গুণমণিকে যদি উপাধি দেওয়া যায় কিম্বরী, তবে সুবেনমামাকে উপাধি দিতে হয় কিম্বর। তিনি নিজেও কণ্ঠস্বরের লাভ্যে আত্মহারা হতেন। তাই পরীক্ষার সময়ে রাতে পালিয়ে বাইজীর গান শুনতেন। রাঙা জেঠামহাশয়ের মুখে শুনছি—ফলে তিনি পরীক্ষায় প্রথমবার ফেল করতে তাঁর পিতৃদেব তাঁকে খড়ম দিয়ে বেদম মারেন। পরেরবার ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষায় গম্ভীর হই ফের।

বড় বেশি চালকা গালগল হয়ে যাচ্ছে। গম্ভীর হই ঢের।

সুবেনমামার গান যারা শুনতেন তারা ভুলতে পারবেন না তাঁর কণ্ঠলাবণের জাদু। ভগলপুরে ও অন্যত্র আমি দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনছি তাঁর গান—তাঁর সঙ্গে হার্মোনিয়মে সংগত করে। আমার কান অত্যন্ত তৎপর ছিল বলে আমার সংগত সুবেনমামা খবে তুষ্ট হতেন—তিনি কোনো পদ্য গলার ভুলতে না ভুলতে আমি বাজনায়ে সেটি টিপেছি। এইভাবে বাজনার সংগত করার ফলে তাঁর অনেক চানোহর সুরভিগুটি আমার কণ্ঠাকত হয়—যদিও তাঁর সে অনুশ্রম যে আমি আশ্রয় করতে পারিনি। তবে তিনি বলতেনঃ ‘আমার এতে প্রত্যেক মিস্ত্রন—একেই ব্যক্তিগে ব্যক্তিগে হেঁচকা গান—অন্যের চে নকল করতে যাবে কেন? আমি মিশাসের ঘরানা খোলাস শিখতাম কিন্তু তাদের চে নকল করতেই হোমনাসিন? কখনো না—নাগরাত নিজের গণ্ডের ঢাকিচি—কালুর অনুকরণ বা করে। তাঁর বাক্যটা হৌ হৌ, বার—নিজের গণ্ডের ঢোলা নিজের গণ্ডে নিজের জোনা।’

এর পরে আমি ‘বিশ্বনাথ ওসমান মদা বীরবাহু লুডমিনারগণ’ শিরের কণ্ঠে কিছদিন শিখি মিশাসের গার সুবেনমামাও চোঁড়ে তালিম পার করেছি। কিন্তু শিখত না গিয়ে দেখি মিশাসের মতো লড় লড় কনহদ থাকলেও তাদের গানের চে বসন্ত। সুবেন কখন হানতে বাধা হই যে, সুবেনমামাও চোঁ হার প্রতিভার মিস্ত্রন অবসান করেই ধবল-পিত্তা সুন্দর নয়।

(ক্রেঃ)

কে,হোড়ের

কণক

★ পাউডার ★

পাণ্ডিত্যের শিখাডণ্ড গোলাডস্ট্রাকার



(১)

১৮৬৬ খৃঃ ১৭ই জানুয়ারী লন্ডন হইতে
লিখিত এক পত্রে কবিবর মাইকেল
মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে
জানাইতেছেন—

"I have even refused the offer of
the Bengali Professorship at Uni-
versity College, London, a post of
great honour and dignity though
without a salary. Mr. Goldstrucker
(of whom you have no doubt heard)
was anxious to have me, but I told
him plainly that I was too poor to
live in England without a hand-
some salary. The Doctor is a
profound Sanskrit Scholar and
loves all Hindus."

উদ্ধৃত পত্রাংশের অন্তিম ভরটিতে মনীষী
গোল্ডস্ট্রাকারের প্রতি যে সন্তোষভর
প্রশংসা করিচিও হইতে উৎসারিত হইয়াছে,
তাঁহারই সাক্ষ্য মধুসূদনের মিসেসমহোদয়
চতুর্দশ শব্দী কবিতাটিতেও স্বেচ্ছাকারে
লিপিবদ্ধ হইয়া আছে—

খাঁখ জলমাখে যথা দেব সৈন্যদলে
লজিলা অমৃত রস, তুমি শ্রুতক্ষণে
যগোরাপে সুধা, সাধ, লজিলা সস-বলে,
সংস্কৃত বিদ্যা-রূপে সিংহুর মস্থানে!

পাণ্ডিত্যকুলের পরি তুমি এ মনজল
আছে যত পিবর ভারত কাননে,
সংস্কৃতি-রূপে তোমার হোমার শরণে।
কোন রাজা হেন পূজা পায় এ অংশল!

বাজায় সুকল-বাঁগা বাস্মাণিক আপনি
ক'হন রামের কথা তোমায় অদ্বন্দ্ব;
কবিরীক্সম হাতে মহা-গীত ধরনি
শির-জাত স্রোতঃ-সম ভীম ধরনি করে!
সঁখা গুব কালিদাস কবির-কুল-ধনি!
কে জানে, কি পুণ্য তব ছিল জন্মভূমির!

মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভাধর পুণ্ড্র
খাঁখর বিদ্যাবিদ্যায় বিমুগ্ধ হইয়া এই জাতীয়
প্রশংসিত গাইতে পারেন, তিনি যে সত্যই
'পাণ্ডিত্য-কুলের পতি' ছিলেন, তাহাতে আর
সন্দেহ কি? উনিবেংশ শতাব্দীর উত্তীয়
পাদ পর্যন্ত যিনি আগম পাণ্ডিত্যপ্রভায়
মুরোপীয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চাকিত করিয়া
রাখিয়াছিলেন, সেই ভারততত্ত্ববিদ মনীষী
গোল্ডস্ট্রাকারের বিলায়মান স্মৃতি
বাঙালী পাঠসমাজের হৃদয়ে পুনরু-

জীবিত করিবার মানসে তাঁহার এই
সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যটি প্রকাশ প্রবৃত্ত
হইল।

(২)

১৮২১ খৃঃ ১৮ই জানুয়ারী প্রুসিয়ার
অন্তর্গত কানিংস্বের্গ (Konigsberg)
শহরে জন্মিল ইহুদী পরিবারে খিওডোর
গোল্ডস্ট্রাকারের জন্ম হয়। স্বামীর
বিদ্যালয়ে (Das Alt Stadtische
Gymnasium) তিনি বিদ্যালভ করেন—

১৮২৯ হইতে ১৮৩৬ খৃঃ পর্যন্ত তিনি ঐ
বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং স্ট্রোভ ও
এলম্বেসেন নামক দুইজন খ্যাতনামা
প্রধান শিক্ষকের অধীনে তাঁহার বিদ্যালয়ের
শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ১৮৩৬ খৃঃ কানিংস্বে-
র্গে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া গোল্ডস্ট্রাকার ঐ
বিশ্ববিদ্যালয়েই উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্ররূপে
যোগদান করেন এবং সেই সময় লোবেক্

(Lobeck), শূবের্গ (Schubert),
রোজেনক্রান্ৎস্ (Rosenkrantz) প্রমুখ
প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট হইতে
ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়
অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন। উক্ত বিশ্ব-
বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তিনি বোলেন্
(P. von Bohlen)-এর অধীনে সংস্কৃত
ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন প্রবৃত্ত হন।
দর্শনবিদ্যাপক রোজেনক্রান্ৎস্ এবং
সংস্কৃতবিদ্যাপক বোলেনের সাহচর্য তাঁহার
পরবর্তী জীবনের শিক্ষাধারাকে বিশেষভাবে
নিয়ন্ত্রিত করে এবং তখন হইতেই তিনি
সংস্কৃত ও দর্শন—এই উভয় বিষয়ের প্রতি
সমধিক আকৃষ্ট হন। কিছুকাল পরে
১৮৩৮ খৃঃ গোল্ডস্ট্রাকার বন (Bonn)
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে যোগদান করেন
এবং অধ্যাপক ফ্রেয়টাক (Freitag)-এর
অধীনে আরবীয় ভাষা এবং সুবিখ্যাত
মনীষী স্কেগেলের (A W von Sche-
gel) অধীনে ভারতীয় সাহিত্যের অনু-
শীলন করিবার সুযোগ লাভ করেন। বন
বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য
বিষয়ে তাঁহার গুরু ছিলেন সুবিখ্যাত
ভারততত্ত্ববিদ মনীষী লাস্‌সেন (Las-

sen)। ১০ বন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত
করিয়া তিনি পুনরায় কানিংস্বের্গে
প্রত্যাবর্তন করেন এবং কানিংস্বের্গ
বিশ্ববিদ্যালয়ে হইতেই মাত্র উনিশ বৎসর
বয়সে ১৮৪০ খৃঃ ২রা জুলাই 'ডক্টর'
উপাধি লাভ করেন। এইবার প্রকৃতপক্ষে
গোল্ডস্ট্রাকারের বিদ্যাজন শুরূ হইল।
তিনি ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক
গবেষণায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ
করিলেন। ১৮৪২ খৃঃ গোল্ডস্ট্রাকার কৃষ্ণ
মিশ্র বিরচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক
সংস্কৃত রূপকখানির একখানি জার্মান
অনুবাদ প্রণয়ন করেন—ইহাই তাঁহার
সংস্কৃত বিষয়ক গবেষণার প্রথম নিদর্শন-
রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। তিনি
এখানি দর্শনাধ্যাপক রোজেনক্রান্ৎসকে
প্রদর্শন করেন, এবং তাঁহারই উৎসাহ ও
অনুপ্রেরণায় গোল্ডস্ট্রাকার উক্ত অনুবাদ
গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, যদিও নিজের নাম
প্রকাশ করিতে তিনি শেষপর্যন্ত কিছুতেই
সম্মত হন নাই। ঐ বৎসরই গোল্ডস্ট্রাকার
কানিংস্বের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা
কার্যে জনা প্রুসীয় সরকারের নিকট
আবেদন করেন; কিন্তু লুগেথর বিষয়
ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ক্রমভূমির
শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার অধিকার
হইতে তিনি বঞ্চিত হন।

কিন্তু গোল্ডস্ট্রাকার ইহাতে কিছুমাত্র

জামাকাপড় আরো
সাদা ধপ্পে আর
কক্বকে হয়—



টাটা-র

(১০)

খাঁটি ও ডো সাধানে বিনা
আয়াসে চটপট পরিষ্কার
করা যায়

বিচলিত হইলেন না। তিনি ১৮৪২ খৃঃ আগস্ট মাসে জন্মভূমি প্রুসিয়া ত্যাগ করিয়া উচ্চতর জ্ঞানার্বেষণের উদ্দেশ্যে পারী নগরীতে উপস্থিত হইলেন, এবং তৎকালিক রুরোপের সংস্কৃতবিদ্যার শ্রেষ্ঠ কর্ণধার অধ্যাপক বুনুফের (B Burnouf) শিষ্য গ্রহণ করিলেন। বুনুফের অধীনে তিন বৎসর নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া গোল্ডস্ট্যাকার পুনরায় ১৮৪৫ খৃঃ কানিগ্‌সবের্গে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি সেখানে অবস্থান করিতে পারিলেন না—১৮৪৭ খৃঃ তিনি বার্লিন শহরে আসিয়া উপস্থিত হন। বার্লিনে অবস্থানকালে গোল্ডস্ট্যাকারের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি মহামনীষী হুমবোল্‌ৎ (Alexander von Humboldt)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং গোল্ডস্ট্যাকারের বিদ্যাবৃত্তার প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাবিত হন। হুমবোল্‌ৎ গোল্ডস্ট্যাকারকে কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাহার নিদর্শনরূপে তাহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'Kosmos'-এ প্রাচীন ভারতীয় আয়ংগণের প্রকৃতিপ্রীতি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে গোল্ডস্ট্যাকারের মতবাদের সপ্রমাণ উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উক্ত আলোচনার সমাপ্তিতে একটি পাদটীকায় মনীষী হুমবোল্‌ৎ গোল্ডস্ট্যাকারের একটি দীর্ঘ পট্‌ উদ্ধার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"In order to render more complete the small portion of the text which belongs to Indian literature, and to enable me, (as I did before with relation to Greek and Roman Literature,) to indicate the different works referred to, I will here introduce some notices on the more general consideration of the love of nature evinced by Indian writers, and kindly communicated to me in manuscript by Herr Theodor Goldstucker, a distinguished and philosophical scholar thoroughly versed in Indian poetry".

কিন্তু গোল্ডস্ট্যাকারের পক্ষে দীর্ঘকাল বার্লিনে অবস্থানও সম্ভবপর হইল না। রাজনৈতিক মতবাদের জন্য শাসকবর্গের আদেশে গোল্ডস্ট্যাকারকে শীঘ্রই বার্লিন ত্যাগ করিতে হইল। দৌড়াগাবশত সেই মুহূর্তে তিনি তদানীন্তন সুবিখ্যাত ইংরাজ সংস্কৃতবিদ অধ্যাপক হ্যারিস্‌ হেমন্‌ উইলসনের (H H Wilson) নিকট হইতে ইংলণ্ড গমনের জন্য এক আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হন। উইলসন তাহার সংস্কৃত অভিধানের একটি নূতন সংস্করণ প্রণয়নের জন্য উহার সম্পাদনাভার গোল্ডস্ট্যাকারের হস্তে অর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গোল্ডস্ট্যাকারও এই সুযোগ সন্মানে গ্রহণ করেন। বিশেষত, ইহার ফলে তিনি ইষ্ট, ইণ্ডিয়া হাউসের সংগৃহীত

মহামূল্য সংস্কৃতগ্রন্থভাণ্ডারে অবাধ প্রবেশের অধিকার লাভ করিবেন—গোল্ডস্ট্যাকারের নিকট এই প্রলোভন ছিল সর্বাধিক। অধ্যাপক উইলসনের আমন্ত্রণে গোল্ডস্ট্যাকার ১৮৫০ খৃঃ মাঝামাঝি ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। ইহার কিছুকাল পরেই উইলসনের প্রস্তাবক্রমে গোল্ডস্ট্যাকার লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক সংস্কৃতভাষাপ্রকপদে নিযুক্ত হন, এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণকে অকুপণভাবে বিদ্যাবিতরণ করিয়া গিয়াছেন।

লন্ডনে অবস্থানকালে গোল্ডস্ট্যাকারের সহিত বহু ভারতীয় ছাত্র ও গণ্যমান্য ব্যক্তির পরিচয় ঘটে। তিনি ছিলেন ভারতীয়গণের পরম আত্মীয় ও হিতৈষী ব্যক্তি। গোল্ডস্ট্যাকারের ভারতপ্রীতি সম্পর্কে একজন ইংরেজ লেখকের সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে উদ্ভারযোগ্য—

"No other European appeared to understand them (i.e. the Indians) so well as Goldstucker; he seemed to have watched over their development from the infancy of their civilization, and to have a parental affection for them. Whether he could help them or not, and he did held many of them, they knew they could place implicit confidence in him."

ইহা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তাহা এই প্রবন্ধের সূচনায় উদ্ধৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রখণ্ড হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে গিয়া মনীষী গোল্ডস্ট্যাকারের সহিত সাক্ষাৎকার না করিয়াই স্বদেশে ফিরিয়াছেন, এইরূপ শিকিত ভারতীয়ের সংখ্যা অল্পই ছিল।

ইংলণ্ডে প্রবাসই গোল্ডস্ট্যাকারের নিকট ভারতের প্রাচীন ঐশ্বর্যময় জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। ইণ্ডিয়া হাউসের সুবিশাল গ্রন্থসংগ্রহ গোল্ডস্ট্যাকার অদমা অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাত্রিতেও তাহার অধ্যয়নের বিরাম ছিল না। জীর্ণ প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহ হইতে তিনি নিত্য নব নব তথ্য আবিষ্কার করিয়া আপন জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহার কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ হইত না। ভারতীয় সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান এমনই গভীর ছিল যে, যখনই হিন্দু আইন সংক্রান্ত কোন জটিল প্রশ্ন প্রতি কৌশিলের সমক্ষে উপস্থিত হইত, তখনই তাহার মীমাংসার ভার গোল্ডস্ট্যাকারের উপর পড়িত। এ বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্তের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত।

কিন্তু দীর্ঘদিনের এই বিরামহীন তপস্যা তাহার শরীরকে ক্রমশ পৃথক করিয়া

ফেলিতে লাগিল। অকস্মাৎ ১৮৭২ খৃঃ ৬ই মার্চ রন্ধাটিস্‌ রোগে আক্রান্ত হইয়া গোল্ডস্ট্যাকার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

(৩)

ইহাই সংক্ষেপে গোল্ডস্ট্যাকারের জীবন-বৃত্তান্ত। কিন্তু গোল্ডস্ট্যাকারের রচনাবলীর কিঞ্চিৎ বিবরণ না দিলে, এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীর জীবনালেখ্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। দুঃখের বিষয় পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও ব্যাপকতার তুলনায় তাহার রচিত গ্রন্থাদির সংখ্যা স্বল্পই বলিতেই হইবে। গোল্ডস্ট্যাকারের প্রবন্ধ-সংকলনের ভূমিকায় সম্পাদকের মন্তব্য এইঃ—

"The more materials Goldstucker accumulated sifted, and arranged for use in the various publications he had projected, the more fastidious he became in going to print, more especially as he worked with no view to literary fame, or to any selfish advancement. Thus it is that what he published amounts to considerably less than what most other scholars with his brilliant intellect, his indefatigable industry, his vast erudition, and his splendid opportunities, would have accomplished."

যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রয়োজনীয় তথ্যই নিঃশেষে তাহার আয়ত্ত হইয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত গোল্ডস্ট্যাকার তাহার বহুদা স্নেহ-সমক্ষে প্রকাশ করিতে কোনওমতেই সম্মত হইতেন না। জনপ্রিয়তা বা প্রতিষ্ঠা অর্জন তাহার লক্ষ্য ছিল না, তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল সত্যানুসন্ধান। কিন্তু তথ্যসংগ্রহের কি আর অন্ত আছে? "অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং স্বরূপং তৎস্বরূপং বিশালাঃ" সুতরাং গোল্ডস্ট্যাকারের অনুসন্ধিৎসার বিরাম ছিল না, আত্মতৃপ্তিও সহজলভ্য ছিল না। গোল্ডস্ট্যাকারের এই তর্জানিস্ত্যও সত্যানুসন্ধিৎসা কতদূর প্রবল হইতে পারে, তাহা একটি উদাহরণ হইতেই স্পষ্ট হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৮৫০ খৃঃ অধ্যাপক উইলসনের অস্থানে গোল্ডস্ট্যাকার ইংলণ্ডে আগমন করেন এবং উইলসনের সংস্কৃত অভিধানটির একখানি অভিনব সংস্করণ প্রণয়নে রতী হন। কিন্তু গোল্ডস্ট্যাকার যে কার্যে চতুর্দক্ষেপ করিতেন, তাহা যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার আদর্শের সহিত না মিলিত, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা হইতে বিরত হইতেন না। উইলসন সাহেবের অভিধানের পুনঃ-সম্পাদন করিতে গিয়া তিনি এত নূতন নূতন শব্দ ও তাহাদের এত নূতন নূতন প্রয়োগ অক্লান্ত অধ্যয়ন ও গবেষণার সাহায্যে আবিষ্কার করিতে লাগিলেন যে, সে-সকল যথার্থভাবে সুবিমলিত করিল একখানি ভূতিকায় কোষগ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়। ফলত

এ-কার্বে তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, পূর্বসূচীর রচিত গ্রন্থের পূর্বে সম্পাদকের দ্বারা তাঁহার আদর্শ চিত্রভাবে রূপায়িত করা সম্ভব হইবে না। গোড়-শট্যাকরের সম্পাদিত অভিধানখানি বঙ্গভাষার প্রথম অক্ষর ('অ') পর্যন্ত কোনও প্রকারে পৌঁছিয়াছে এবং তাহাতেই ইহার পরিমাণ দাঁড়ইয়াছে ৪৮০ পৃ। ১৮৫৬-৬৭ খঃ মাসে এই অংশটুকু প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সমগ্র অভিধানখানি পূর্বে সম্পাদকের জন্য যে সময় ও অর্থের প্রয়োজন ছিল, তাহাতে প্রকাশকগণের পক্ষে সম্ভব হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। ফলে প্রথম বর্গ পর্যন্ত সম্পাদিত হইতে না হইতে অভিধানখানির প্রকাশ কার্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গোড়-শট্যাকরের গবেষণার পদ্ধতিসম্বন্ধে বর্ণনাকার ইহা পক্ষে প্রমাণ উল্লেখণ আর কি হইবে পরে ১২০

১৮৬১ খঃ গোড়-শট্যাকের 'মানব কল্প-সূত্র' নামক প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিই ছিলো সংস্করণ প্রকাশ করেন। (১১) ইহার ভূমিকাবলম্বি পরিচীর 'অভ্যুদয়' শিরোনামে তাঁহার গবেষণা প্রণীতি ও প্রকাশিত হয়। ১২ পরিচীর ব্যাকরণ গোড়-শট্যাকের অধ্যয়ন বর্ণনায় নিম্নলিখিতঃ এই গবেষণা গৃহীত সংস্কৃত সাহিত্য হিন্দুধর্মের নিকট চির-অবসরগীর হইয়া রহিয়াছে। এই নিম্নলিখিত জ্ঞানকল্পস্বরূপ এই গ্রন্থে পরিচীর ব্যাকরণের সিঁড়ি দ্বারা ক্রমশঃ সমগ্র প্রকাশ্য যে জনসাধারণের মনোভাব পরিষ্কার হইয়াছে, তাহা অসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস হইয়া যাইতে হয়। এই গ্রন্থের প্রতি ছাপে তাঁহার সমগ্র চিত্র কল্পসূত্র হইয়া উঠিয়াছে। গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া সম্পূর্ণ ভারতীয় মানবজাত অধ্যয়ন করত কাম্যকরবোধিত উল্লেখ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগণের সহযোগে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুশীলন করিতে পারা যায় গোড়-শট্যাকের এই গ্রন্থখানি তাহার আদর্শরূপে বিরাজমান থাকিবে। স্বকীয় সিদ্ধান্তের সহায় স্বপ্নন করিতে গিয়া তিনি সমসাময়িক বহু বিদগ্ধজনের মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। বেরবা, মাজুল্লার, রোট লটলিংক প্রভৃতি বিশ্ববিদ্রুত সংস্কৃতের পণ্ডিতগণের মতের জালিত প্রশংসা করিতে তিনি বিস্ময় ও ইতস্তত করেন নাই—ইহার ফলে তিনি পণ্ডিতসমাজের অনেকেরই বিরোধভাজন হইয়া পড়েন। কিন্তু গোড়-শট্যাকের আদ্যের নিদা বা প্রাণসো বিধায় সম্পূর্ণ উল্লসিত ছিলেন। পশ্চাত্য গবেষণা পদ্ধতির সহিত অস্তরগভাবে পরিচিত হইয়াও গোড়-শ-

ট্যাকের প্রাচীন ভারতের পণ্ডিত সম্প্রদায়ের অলোকসামান্য প্রতিভা ও বৈদগ্ধ্যের প্রতি কিছুটাও প্রাণা হারান নাই, বরং যতই তিনি জ্ঞানার্ণবে অগ্রসর হইয়াছেন, ভারতীয় আচার্যগণের প্রজ্ঞা প্রতি তাঁহার প্রাণা জন্মণ ততই গভীরতা অর্জন করিয়াছে। রুডল্ফ রোট (Rudolph Roth) যখন তাঁহার বৈদ্য বাখ্যায় সায়নাচার্যের ভাবের প্রতি অশোভন কটাক্ষ করিয়াছেন, তখন গোড়-শট্যাকের তাঁর ভাষা উহার সমালোচনা করিতে ক্রটিত হন নাই। সে সমালোচনার ভাষা এমনই শান্ত ও 'বদুপপূর্ণ' যে, প্রতিপক্ষের পক্ষে উহা মর্যাদাক হইয়া উঠিত। এই প্রসঙ্গে রোটের ভাষা বাখ্যায় সমালোচনার কিয়দংশ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইল—

"Professor Roth no doubt enjoys a great advantage when he can put some ten or twenty passages for examining the sense of a word which occurs in them. But the assurance with which he implies that Sayana was not capable of mustering ten or twenty passages which are at the command of Professor Roth, presupposes, indeed, in his readers a degree of imbecile credulity which is, no doubt, a happy condition of mind for those who rejoice in it, and perhaps at best fitted for reading assertions like these, but which may not be quite so universal as he seems to assume. Madhava-Sayana, one of the profoundest scholars of India, the exegete of all the three Vedas as he tells us himself—of the most important Brahmanas and a kalpa work.—Madhava, the renowned Mimamsist—he, the great grammarian, who wrote the learned commentary on the Sanskrit radicals, who shows at every step that he has Panini and Kalyayana at his fingers' ends.—Madhava, who on account of his gigantic learning and his deep sense of religion, lives in the legends of India as an incarnation of Shiva, in short, the great Madhava, we are told, had not the proficiency of combining in his mind or otherwise those ten or twenty passages of his own Veda, which Professor Roth has the powerful advantage of bringing together by means of his little memoranda"

সুবিখ্যাত St. Petersburg Sanskrit-Wörterbuch নামক বিশালকায় অভিধানখানির সম্পাদন করেন—বার্টলিংক এবং রোট। রোট বৈদিক শব্দগুলির বাখ্যা করেন এবং বার্টলিংকের উপর বৈদিক সংস্কৃত শব্দগুলির বাখ্যার ভার

পড়ে। এই অভিধানখানির প্রকাশ সংস্কৃত শিক্ষার ইতিহাসে যোগ্যতাকারী ঘটনারূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। কিন্তু গোড়-শট্যাকের প্রশংসা অর্জনের সৌভাগ্য হইবে সম্প্রসংখ্যক মনীষীর ভাগ্যই ঘটয়াছে। ডঃ রোটের বৈদিক শব্দ বাখ্যায় প্রণালী সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—
"...I will merely here state that I know of no such work which has come before the public with such unmeasured pretensions of scholarship and critical ingenuity as this Wörterbuch, and which has, at the same time, laid itself open to such serious reproaches of the profoundest grammatical ignorance."

বৈদিক সংস্কৃত শব্দরাতির বিন্যাস ও বাখ্যায় ডঃ বার্টলিংকের অনুসৃত প্রণালীতে গোড়-শট্যাকের সত্যতা বিধান করিতে পারেন নাই—ফলে বার্টলিংককে তাঁকা বিরূপের সম্মুখীন হইতে হয়। তাহার জ্ঞান যে কিরূপ অসহনীয়, তাহা নিম্নলিখিত পণ্ডিগলি হইতে কিছুটা অনুমান করিতে পারা যাইবে—
"...It is known that many Sanskrit bases, and amongst them the bases in ri undergo various changes in their declension and otherwise. Pitrī, for instance, becomes pitar, in the accusative pitarām, while it remains as it is, in the instrumental Pitrī—his; dadhi remains so in dadhi this; but it base is dadhan, with the loss of a, in dadhu—a;

এই গুঁড়ো সাবানে
প্রচুর নরম ফেনা হয়



টটা-র
(৫০১)
খাঁটি গুঁড়ো সাবানে বিনা-
আয়াসে চটপট পরিষ্কার
হয়

75 7262

উপহারের ও পাঠ্যগারের যোগ্য পুস্তক
জাতিস্মরণ-কথা

শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু, প্রণীত

এই ধরণের গ্রন্থ বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। জন্মান্তর যে সত্য ও মৃত্যুই যে বৃহত্তর জীবনের দ্বার তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলিলে জাতিস্মরণের পূর্ব পূর্ব জীবনের বিস্ময়াকর স্মৃতির যথাযথ বিবরণ পাঠ্য।
মূল্য—৪.৭৫ ন. প। প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত পাবলিশিং হাউস, দেওঘর; ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২নং কন ওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ঢোল কোম্পানীর
ঢোল ও কাউন্সেলর
অব্যর্থ মলম
বরাতগর • কলিকাতা

চ্যাম্পিয়ান
(কেমিস্ট্রি)
সকলেরই
পছন্দসই

মজুত
টেকসই
ক্যাশিয়াম ঘনো

গুজরাট
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল
কোম্পানী লিমিটেড
বোম্বে

এজেন্টসঃ আলকা ট্রেডার্স,
লি-১১৪, বাগরী মার্কেট,
৭১, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

কুঁচ তৈল (হেস্টী দলত ভিন্ন মিশ্রিত)
টাকনাশক কেশ বৃদ্ধি
কারক কেশ পতন
নিবারক, মণমাস, অকালপক্কতা, পায়ীভাঙ্গ বন্ধ
করে। মূল্য ২.০০, ৫.০০, ১০.০০, ১৫.০০। ভারতী
উদ্বলয়, ২২৬/২ হাজরা রোড কলিকাতা,
কলিকাতা-২৩। ফোন : ৪৭-১৭৬৬।

asthi forms asthi-bhis, but asthau. Now there exist a paper of Dr. Rochtink on Sanskrit declension; but whoever reads it must fancy that the language either played dice with these and similar forms, or is undergoing some remarkable Cure. He talks of bases "which are strengthened as well as weakened", of bases "which are only strengthened" and of bases "which are only weakened". Why language should nurse and physic its bases, as we learn from him, no one will understand. But a sadder spectacle of the treatment of a language or of linguistic facts than is presented in that paper, it is not possible to imagine. Exactly the same game at dice or the same vagaries of disease reign in this Dictionary...."

কিন্তু এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। শেষ কয়টি ছত্রে তাহার বিদ্রূপ চরমে পৌঁছিয়াছে। মহাভারতের 'পশুপা' অধ্যায়কে তিনি মহর্ষি পতঞ্জলির একটি সুপরিচিত উক্তি ১৬ উদ্ধার করিয়া গোল্ডস্ট্যাকের এই প্রসঙ্গের উপর বহনিকপাত করিয়াছেন—

".....Happy Patanjali! blessed in thy ignorance! Here we have potters who can fabricate—and not simply meanings of words but the very words themselves, and words, too, which you laboured so earnestly, so learnedly, so conscientiously, to save from the pottering of all future "exegetes and lexicographers". Nay, we have, too, men who can reproach to these potters, and call for, and admire, their linguistic wares!"

ব্যটিলিংক কর্তৃক সম্পাদিত পাণিনীয় ব্যাকরণের ১৮ নানারূপে দেখানুটি গোল্ডস্ট্যাকের সর্বসমক্ষে উল্লেখিত করিয়া দেন—সমালোচনার কথা ছাড়িয়া দিলেও গোল্ডস্ট্যাকের পাণিনীয় ব্যাকরণে অতুলনীয় বাৎপত্যের নিদর্শনরূপে তাহা আজও পণ্ডিতগণের অবশ্য আলোচ্য বলিয়া মনে হয়। এক জয়গায় ব্যটিলিংক সম্পাদে তিনি বলিতেছেন—

"But what must one think of the proficiency of an "editor" of Panini, who has none of the laborious work—which always gives a title to indulgence—of comparing MSS. and compiling a Commentary,—who merely reprints the labours of others,—and yet, even a simple case like this, does not feel induced to consult the Kasika or Siddhanta—Kaumudi, though he talks a great deal, even on this occasion, of the Kasika "A. B. and C." but without mastering its "a. b. c", simply repeats the gross blun-

der of the editors of his edition of Panini!"

ম্যাক্সমুলার, রেবর প্রভৃতির ন্যায় ধর্মম্বরে পণ্ডিতকেও গোল্ডস্ট্যাকের উগ্র আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে। মোট কথা, 'Panini' গ্রন্থে গোল্ডস্ট্যাকের আমরা যে মূর্তিতে দেখি, তাহা এতই বীরত্ববাহক, যে তাহা বিদগ্ধ পাঠকের সম্মুখে উদ্ভেক না করিয়া পারে না। পাণিনীয় ব্যাকরণের যথোচিত বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার পথিকৃৎ-রূপে গোল্ডস্ট্যাক যে সংস্কৃত গবেষণা-ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া থাকিবেন, ইহা নিঃসন্দেহ। ১২

ইহা ছাড়া, গোল্ডস্ট্যাকের রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে Chambers' Encyclopaedia নাম বিশ্বকোষে ভারতীয় সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তাহার নানা প্রবন্ধ। ঐগুলি ১৮৬২ খৃঃ হইতে ১৮৬৮ খৃঃ মধ্যে উক্ত বিশ্বকোষের ষষ্ঠ হইতে দশম খণ্ডের নানা-স্থলে বর্ণনাত্মকভাবে প্রকাশিত হয়। ১২ দুইখণ্ডের বিষয় (৭) অক্ষরদের পূর্বে গোল্ডস্ট্যাকের উক্ত বিশ্বকোষের সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগদানের জন্য আহ্বিত হন নাই—নতুবা তাহার লেখনী হইতে অধিকসংখ্যক মূল্যবান রচনা আমাদের পাইতাম। পাণিনি, কালিদাস প্রমুখ সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় লেখক সম্পর্কে গোল্ডস্ট্যাকের বহু সূচিন্তিত মন্তব্য। ঐ সকল রচনার মধ্যে বিদ্যুৎ হইয়া আছে।

গোল্ডস্ট্যাকের রচনাবলীর বহুমান মূল্য ইহাৎ পূর্ণাঙ্গের একে কলিকাতা—কিনন্য জ্ঞান সাধনার পথে মানবের মৌল্য। রচনাই আগুনি চুলিয়াছে, এক ভাষাশেখণ্ডে কলিকাতা দাঁড়িয়া নাই। কিন্তু যে আদর্শনিষ্ঠা, কৃষ্ণকরমুকুট দলিত-দুষ্টি, লজ-পূজা-যাতির সর্বদিক প্রস্ফুটন জয় করিয়া জ্ঞানসাধনে নিরন্তর যত্ন করিয়া রাখিবার অলস সাধনা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত গণের সমাবেশে এই পাশ্চাত্য মনীষীর জীবন রাত্রিগোচরী হইতে হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সকল গণে বর্তমান বিশ্বের সমাধে এতই বিরল যে, সেই আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা উদ্ভাবকের জন্য এই জ্ঞানতপস্বীর স্মৃতিতপণ অবশ্য করণীয় বলিয়া মনে করি।

পাণটীকা

- (১) ডঃ মধুসূদন, পৃ. ৪২০ (নগেন্দ্রনাথ সোম প্রণীত, ১৩২৭)
- (২) চতুর্দশপদী কবিতাবলী: 'পণ্ডিতবর খিওড়ার গোপাডস্ট্যাক'।
- (৩) প্রাসঙ্গ্য Inside Alterthumskunde
- (৪) খণ্ডে সম্পর্ক গ্রন্থের রচয়িতা।
- (৫) 'Description of Nature—The

Difference of Feeling excited by the Contemplation of Nature at Different Epochs, and amongst Different Races of Man'—

—নামক পরিচ্ছেদ দুটো।

(৬) ৩০

A. von Humboldt: *Cosmos*, voll. II, 3. 406 (Translated from the German by E. C. Otte). London. Henry G. Bohn, 1864.

(৬) সিংহল, মতিসু পর্বীকার্থী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমেশচন্দ্র দত্ত সংস্কৃত বিষয়ে গোল্ডস্টুকারের ভূমিকা।

(৬) J Dickinson প্রঃ Literary Remains ভূমিকা।

(৬) ৩০

'Article VI: Opinions on Privy Council Law cases. A. On the Case between Neelkisto Deb Burmano and Beerchunder Thakoor. B. On the Question whether the Law of Bengal favours or discountenances the Principle of Perpetuity as Applicable to the Right of Inheritance.' *Literary Remains of the late Professor Theodore Goldstucker*. In Two Volumes (London: W. H. Allen & Co., 13, Waterloo Place, Pall Mall, S. W. 1879

হিন্দু আইন ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে গোল্ডস্টুকারের অবদান জেন ও গড্ডার লিখিত 'On the Deficiencies in the Present Administration of Hindu Law' নীতিগত ভিত্তিতে বিশদভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৬) Literary Remains, Vol. I. P. XIII.

(৬) গোল্ডস্টুকার তাঁহার অভিধানখানি অসম্পূর্ণ উল্লেখসহ উপলব্ধি উপস্থাপন করেন। A Dictionary, Sanskrit And English Extended and Improved from the Second Edition of the Dictionary of Professor H. H. Wilson. With his Sanction and Concurrence Together with A Supplement, Grammatical Appendices and Index, Serving as An English Sanskrit Vocabulary. By Theodor Goldstucker. Berlin. A. Asher and Co. London: D. Nutt, and Trubner and Co. MDCCCLVI.

(৬) Manava-Kalpa-Sutra Being a Portion of this Ancient Work on Vaidik Rites, together with the commentary of Kumarila-Swamin, with a Preface by Theodor Goldstucker. London, N. Trubner & Co., 1861.

(৬) Panini: His Place in Sanskrit literature! An Investigation of Some Literary and Chronological Questions which may be settled by a study of his work.

পরবর্তীকালে এই ভূমিকা অংশটি পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ খ্রীঃ এলফোন্সাস পানিনি অফিস হইতে ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধ শেষোক্ত সংস্করণটিই গ্রহণ করা হইয়াছে।

(৬) ৪ Panini পৃ. ১৯১-১২,

(৬) ৫ পৃ. ১১

(৬) ৫ পৃ. ১৯৬-১৭

(৬) ৫

(৬) ৫ পৃ. ১৯৮

(৬) Panini's *Grammatik*, herausgegeben, "übersetzt, erl." utert und mit verschiedenen Indias versehen von Otto Bohtlingk Leipzig.

(৬) ৫: পা স্ত ৩ ও ১১২ 'নায়' শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়।

(৬) Panini পৃ. ১৯৬ (পাদটীকা ১৭৮)। ২০ নানা দোষ, টি সংগ্রহ বটলিংকের পানিনি সংস্করণের উপযোগিতা যে নিহত অংশ নহে, তাহা অস্বীকার কারবার উপায় নাই। এ সংকলনে নিম্নোক্ত উৎসর্গ-পত্রটি উল্লেখযোগ্য—

"Goldstucker has admirably attacked Bohtlingk, but for Bohtlingk we forget Goldstucker; and Whitney has admirably attacked Panini, but for Panini we forget Whitney.

I adore Bohtlingk because he reveals to us the spirit of Panini.

I adore Panini because he reveals to the Spirit of India, adore India because it reveals to us the Spirit, the Spirit."

—Barend Faddegon: *Studies on Panini's Grammar*

(Amsterdam, 1936)

(৬) গোল্ডস্টুকারের Panini

শব্দের স্বরূপী মূল্য সম্পর্কে পান্ডিত্যবানের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকমত্য যে আছে, একথা বলা যায় না। বিরোধী মতের উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত মন্তব্যটি লক্ষণীয়—

"I cannot agree with Panini that Goldstucker's Panini (1861) is the "fundamental work on Panini (and accessorially, the *Maha bhasya*). ... If his Panini seems "eternally vivante" it is because of its brilliant style and witty—though often malicious—argumentation and the spark of intuitive genius that keeps flashing up now and again (without, however, shedding any light that could be trusted as a guidance). In reality and for all serious purposes—aside from its significance as a not altogether

glorious chapter in the history of Western Indology—it is a corpse which should not be allowed to haunt our pertinent discussions, it can only cause mischief."—Paul Thieme: *Panini and the Paninistas* (Journal of the American Oriental Society, vol. 76, No 1, P. 12. f.n. 26)

(৬) ২ Literary remains —প্রস্তা

এই সকল প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে।

দার্শনিক পণ্ডিত

সুপারিশমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

হিন্দু, বর্ম-ব্রহ্মের প্রামাণ্য বিরাট গ্রন্থ

পরোহিত দর্পণ

সংস্কৃত সংস্করণ—১, রাজ সংস্করণ—১০,

দেবতা ও আরাধনা

দেবতা আছেন—কোথায় আছেন। কেমন করিয়া আরাধনা করিলে তাহারা আবির্ভূত হন। তাহাদের স্বরূপ কি এবং কি কারণে ও কি প্রকারে তাহারা আমাদের দর্শিত হন, তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও প্রত্যক্ষ দেখিবার উপায় সকল আলোচিত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

জন্মান্তর রহস্য

আমার অস্তিত্ব বিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচিত; জন্মান্তর ও পরলোক সম্বন্ধে প্রাচীন ও প্রতীচীন যত্নের দ্বারা সংকলন। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ বাৎসর্যয়ন মর্মান প্রণীত

কামসূত্র ৩০ মাত্র।

প্রকাশক—সত্যনারায়ণ লাইব্রেরী

৩৬ নং গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাষ্যমহাশয় প্রণীত

অপূর্বকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস এই প্রথম প্রকাশিত হইল
ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত

ধ্রুব ৩ টাকা

লুৎফ উল্লাহ ৩.৬০ টাকা

শ্রীসুবেদ গঙ্গোপাধ্যায়ে

রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার ৩,

সুজাঘচন্দ্রের ছাত্রজীবন ২,

দাম্পত্যী পরিচয়, ৬৫, রাধানাথ মালিক লেন, কলিকাতা ১২। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা

(সি ৮৯০৫)

रविवार २५

॥ ३३ ॥

সমাজের একটি মধ্যবিত্ত শ্রমিক-দ্রাবিদকে
কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি রচিত। সেই

সুখ
দারিদ্র্য

060142

টি বি রোগে বর্তমান শতাব্দীর এক অভিশাপ। এর দ্বাৰা থেকে বেঁচেই পাওয়ার জন্য যেমন বিভিন্ন ধরনের হাসপাতাল, নানাপ্রকারীয় ঔষধি প্রভৃতি নেই তেমনি অভাব নেই বিভিন্ন ধরনের বইয়ের। এসব প্রায় সবগুলিই প্রবন্ধ আকারে লিখিত। মোট ভলুম বড় টি বি রোগের সম্পর্কে লিখিত হলেও এই বইটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। গবেষণার প্রবেশের বিষয়কে শিক্ষাব্যবস্থা সহজ ও সাবলীল ভাষায় অল্প পরিচয় রাখা হয়েছে একটি কহিনীয়ে সাজিয়ে নেয়া। বইটি একটানা পড়ে যাওয়া যায়।

२४४।५२

গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কঠিনের
বিস্তার উল্লম্বযোগ উপন্যাসের অপরিস্তার
সম্ভবনায় নিম্ন কঠিনের গণনাংশ দর্শন
ভাবে উপস্থিত। বরং একটি স্বাভাবিক
ছোটগণনা হিসাবে পাঠক কঠিনটিকে
নিজের মনের মধ্যে ভাবতে পাবেন না
হবে। সেখানের মধ্যে অস্বাভাবিক এবং
কল্পনাশক্তির অসম্ভাব্য নেই। বরং নিপুণ
আলোচনা এবং একত্রিত চরিত্রচিত্রণ এবং
কঠিনের সমগ্র নিপুণ কঠিনের
কঠিনের বিশেষ সম্ভাব্য করে পাননি।
সেখানের আলোচনা আলোচনা দর্শন
ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর দর্শন।
দাবলী এবং কঠিন বিশেষ বিশেষ উপমা

প্রয়োগের কৌশল প্রকাশ্য। তবে বাক-ভঙ্গীর অথবা পুনরাবৃত্তি এবং স্থানে স্থানে দীর্ঘসংলাপ, প্রতি প্যারাগ্ৰাফে ব্যবহৃত অতিরিক্ত 'স্পেস' ইত্যাদি গল্প পাঠের আমেজকে কম্ব করে।

গ্রন্থসম্ভাষা এবং প্রচ্ছদ সাধারণ রুচির পরিচায়ক ॥ ৩২৫।৫৯

বার—উত্তমপূর্ব, তুলি-কলম, ৫৭-এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—২.৫০ ন প।

নবাবী আমলের একটি জীর্ণপ্রায় রহস্যময় ভূমিদার বাড়ি এই উপন্যাসের পটভূমি। ঘটনাক্রমে অগ্নিকাণ্ড হতা, প্রেম প্রভৃতি কোনো বিষয়ই বাদ থাকেনি। ভূমিদারপুত্রের সঙ্গে এক গৃহশিক্ষিকার যে অনুরাগ কাহিনী তাতে তেমন মন টানে না।

উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করে কৌতূহলচরিতার্থ হয় না। শেষ পর্যন্ত বলা হয়েছে 'বিদ্রোহী উপন্যাসের কঠোর অনুসরণে।' ৩৪৮।৫৯

ধানস্রবী—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। বিশ্বসাহিত্য প্রকাশনী, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—০.৭।

শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্য সাধনা করছেন। স্বভাবতই তার কণ্ঠ থেকে নতুন কিছু প্রকাশ্য করা অনায়াস নয়। কিন্তু অধুনা প্রকাশিত গ্রন্থে যখন সেই গ্রাম্য সমাজের একাধারে জীবনের পুনরাবৃত্তি, রহস্য-রোমাঞ্চের সম্মিশ্রণ দেখি, তখন আমাদের আশাভঙ্গ্য করেন তিনি, একথা বলাই বাহুল্য। বর্তমানকালে সাহিত্যিকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণকণ্ঠিতে বুপালী পদার দিকে প্রতিফলিত হচ্ছে। শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী এই গভীর দিক থেকে নিজেকে মনোবৃত্তি পাঠান নি—'ধানস্রবী' উপন্যাসটিই তার প্রমাণ। ভূমিদারবাবু ভালের উচ্ছ্বল জীবন এবং পরবর্তীকালে তার পরিবর্তন, বিজয় ও উদয়ের মনোমালিন্য এবং মিলন, দাদুর মহৎচরিত্র এবং সর্বোপরি শ্যামার চরিত্রের শ্রেষ্ঠতা মনে ছাপ রাখলেও সর্বাধুনিক জীবন এতে অনুপস্থিত। ২৪০।৫৯

ঝরা বকুল : কৃষ্ণকলি। প্রকাশক : ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা : ৬। দাম : পাঁচ টাকা।

সাধারণ বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা একটি উপন্যাস। বিষয়বস্তু সাধারণ হলেও ছদ্মনামী লেখক বা লেখিকার একটি ত্র্যাক দাঁড়ি,কোণ আছে। সাজিয়ে গুঁছিয়ে একটি গল্পকে তিনি বুনতে পেরেছেন। শেষ পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল অক্ষুর থাকে।

রচনার এটি একটি বিশেষ গুণ। বারী ঘাত-প্রতিবাদপূর্ণ ঘটনাবলি উপন্যাস পড়তে ভালবাসেন, এই বই তাঁদের প্রিয় হবে।

কবিতা

আকাশিনী ও মন্থরী—শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। এম সি সরকার আন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—দু' টাকা।

উত্তর কল্যাণচরণের খাতনামা কবিদের অন্যতম হচ্ছেন শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই অধুনা প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থে তাঁর নিজস্ব ভাষারই সন্ধান করোঁছি। এই কাব্যগ্রন্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিত্রতার বিস্তৃতির পরিচয় পেরোঁছি। কিন্তু সেই অনুপাতে পংক্তিতে পংক্তিতে গভীর যত্নের দীর্ঘ-নিশ্বাসের সুর ধনিত হয়নি। অবশ্য, রোমাঞ্চিক মনের 'মিষ্টি সুর' অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের সমন্বয় ও নিসর্গবোধের অভাব কোথাও ঘটেনি। 'সকাল : কুমার-হাট' কবিতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে নিসর্গবোধের 'মিষ্টি সুরের' সম্মিশ্রণ ঘটেছে। বাগ্ম্যও ধনিত হয়েছে সুরের প্রলেপে। অথচ 'মিসি-সাসের মতো' কবিতায় যে দীর্ঘ-নিশ্বাসকে 'চিরন্তন করা সম্ভব' ছিল, —তা অশীর্ণানীতা মত্তেও পরোপরি সার্থক হয় নি। স্থানে স্থানে চলমান চিত্র ফুটিয়ে তুলতেও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জাটেন—

উর্ণার মতো চুল যার

আর চিত্রার মতো পাকানো জুট

বন্যার মতো উজ্জল যার দেহের ঘট

বিকেল-বন্যা সেই কনার ভাসাক মুখ।

আলো-বন্যার স্বর্ণিল সেচে

ভিজাক বুক।

এসব সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য-নির্মিত্যে কয়েকটি ত্রুটি লক্ষিত হয়। তিনি অনেক কবিতায় দুই বা ততোধিক পংক্তিতে অন্তর্মিল দিয়েছেন ত্রিরাপদের সাহায্যে—যা কবিত্বের নান্যতারই পরিচয় দান করে। ত ছাড়া তিনি প্রত্ন, পরা-প্রেক্ষা, অত্যাগ, দীহার, প্রজ্ঞাপিক প্রভৃতি দুরোচ্ছা' শব্দ ব্যবহারের মোহ এখনো ত্যাগ করতে পারেননি। সাধারণ পাঠক এখন কবিতা মুখী হয়েছেন, তাঁরা যেন পুনরায় তীর্থাট্রস্ত হয়ে না পড়েন। ছন্দের ব্যবহারও মাঝে মাঝে দ্রুততর লক্ষণ দেখা যায়। যেমন, 'ডাকপাখি' কবিতার হৃদয়ের তন্দ্রাতে তাঁর যাতে 'মুছন' পংক্তিটি ধীরলয় তান-প্রধান ছন্দে লেখা। কিন্তু পংক্তিটির যশ্ম শব্দগুলিকে তেঁনে না পড়ে যদি একটু এদিক ওদিক করে লেখা হত, তাতে ছন্দের টানা-পোড়েন পড়তে হত কি? তবু বলবো 'একটি গায়ে দুটি' ছোঁরাএর মতো খুব

ভালো কবিতাও এই কাব্যগ্রন্থে আছে। প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই ভালো।

১৭৯।৫৯

রোদনভরা এ বসন্ত—চন্দ্রমাধব মল্লোপাধ্যায়। প্রকাশক—গোবিন্দকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩১।১এ, গোবিন্দ বসু লেন, কলিকাতা-২৫। মূল্য এক টাকা॥

দর্শটি কবিতা নিয়ে এই কাব্যপুস্তিকটি প্রকাশিত হয়েছে। না পওয়ার বৈদ্যনাথের অনুভবকে কবি কাব্যরূপ দেবার চেষ্টা করেছেন—প্রতিটি লেখায় অপরিণত হাতের পনাগম্ভীর তরল উচ্ছ্বাস বর্তমান। 'রোদনভরা এ বসন্ত' নামে অন্য একজন কথা-সাহিত্যিকের একটি উপন্যাস রয়েছে—পাঠক যে নামবিজ্ঞাতে পড়বেন,—এ তথ্য কবির জানা উচিত। ২৫২।৫৮

শিশিরবিশ্ব—সমীরকুমার গুপ্ত। স্বাক্ষর প্রকাশনী, ৬৬ কার্লানথ মন্ডল লেন, কলিকাতা-৩৬। মূল্য : এক টাকা॥

উনিশটি কবিতা নিয়ে একখানি নতুন কবিতার বই। কবি কাতব অভিজ্ঞতা থেকে কবির উপকরণ আহরণ করলেও তাঁর কণ্ঠে যৌবনযত্নের একটা কবুণ সুর ফুটে উঠছে, কোনো সুস্থির লক্ষ্যে পৌঁছাবার প্রচেষ্টা এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। ছন্দিকার

ডাঃ গুরুদাস পালের
আধুনিক উপন্যাস—

শিবাবী

সদা প্রকাশিত

বর্তমান সমাজ সমস্যার জীবন্ত ছবি।
পড়বার ও ঘরে রাখবার মত বই।

মূল্য ৩/-

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট - কলি: ৬

(সি ১৫৭২)

দেব সাহিত্য কুটীর

২১, বামাপুত্র লেন

কলিকাতা-৯

এখানে চিঠি লিখলেই

হাজার রকম বইয়ের

ক্যাটালগ পাঠানো হয়

শুকতারা

১৯৩৩ পুস্তক দ্রষ্টা
ত্রয়োদশ বর্ষ, পড়বে

লেখক বলেছেন, সময়ের অপব্যবহার, শত্রুর অচ্যুত এবং অক্ষম কবি-কল্পনা-বিশাল ছাড়াও মননশীল পাঠক যদি এর মধ্যে গভীরতর কিছু খুঁজে পান, সেটা তাঁর সৌভাগ্য। অবশ্য সহজ ভাষেগবাহী 'নদী, প্রেমমন্ডা, মস্তিকা, কান্না, পঞ্চবতী, রাধিকা, শিশিরবিন্দু' ইত্যাদি কবিতাগুলি অনায়াসে হৃদয়কে স্পর্শ করবে। ২৯৫।৫৮,

ভ্রমণ কাহিনী

হিমতী—সুকুমার রায়। প্রাপ্তিস্থান: বেংগল পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২।

মূল্য ০.৫০ নং পঃ।

শ্রীসুকুমার রায় রচিত 'হিমতী'—হিমালয় সম্পর্কিত ভ্রমণ-সাহিত্যের তালিকায় নতুন সংযোজন। এই গ্রন্থের লেখক বয়সে তরুণ, হিমালয়ের ডাকে তিনি বেরিয়েছিলেন দুর্গমতম সড়কে এবং লাভান হয়েছেন। শ্রীসুকুমার রায় সেই জাতের লেখক, যাদের চোখ নিগুহই থোলা আর মন সর্বদা সজাগ। এই থোলা চোখ আর মন নিয়ে তিনি সব দেখেছেন—ক্যামেরার লেন্সের মত যা কিছু, মানব ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, তাই ব্যঙ্গিত করেছেন তাঁর গ্রন্থের প্রতিটি চিত্রে। অতি সুন্দর ব্যবহারে ভাষায় ভাববেগমত্ত ভাষাতে যে চির নতুন ভগ্নতের সন্ধান তিনি দিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়। এই ভ্রমণ কথা পড়ে মনে হয়, হিমালয় লেখককে বারবার আকর্ষণ করবে, আর পরিণত মন নিয়ে লেখক তাঁর অনাজন্মের ভাষাতে সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁর মানসিক প্রতিভা প্রকাশ করবেন। ভারতবর্ষ এবং ভারতের বাইরেও যে হিমকন্ঠের বয়েছে, লেখক সন্দেহে দর্জি দিলে সাহিত্যের উপকার হবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

১৯২।৫৯

সুন্দরী কাম্বারী—শ্রীশ্রীশ্রীশ্রী রায়। শ্রীশ্রীশ্রী বিশ্বাস, ১, হরিতকী বাগান সেন, কলিকাতা। মূল্য—১.২৫ নং পঃ।

গ্রন্থকার কিছুকাল পর্বে ভ্রমণ কাম্বারী ভ্রমণ করে এসে যে প্রাকৃতিক ও অলৌকিক আনন্দ উপভোগ করেছেন, তারই বিবরণ তিনি বর্তমান পাঠকের প্রকাশ করেছেন। পর্বতকে 'দ' চোখ ভরা দেখার বা অনুভব করার একটা মন লেখকের আছে, তবে সেটী অনুভবিত যে একেবারে সক্ষা সেকথা বলা যায় না। আবেগের দরুন হাওয়া বর্তমান কাহিনীর সর্বত্র স্পন্দিত হয়ে আছে একেবারে এলোমেলো করে দিয়েছে লেখকের ভাষা এবং বর্ণনাভাষী আদর্শ-স্থানীয় নয়। ২৮২।৫৯

আত্মকাহিনী

ডাক্তারের মুনিয়া পদ্মপতি ভট্টাচার্য।

মিষ্টানল, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৬।

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রী দেহের যোগের চিকিৎসকই ইনি নন, মনের বিচিত্র যোগের অনুসন্ধানও করেছেন। শ্রী, তাই নয়, সংবেদনশীল মন নিয়ে বিচার করেছেন মানুষকে। দীর্ঘ চিকিৎসক-জীবনের অভিজ্ঞতার অল্প নর-নারীর সান্নিধ্যে একে আসতে হয়েছে। তবু এর 'ফি'-এর চেয়ে দরদী মনটাই বড়—তারই পরিচয় পাই এই গ্রন্থে। আর সবার পেছনে বয়েছে একটি কবিতা, অগাধ সাহিত্য-প্রীতি। তাই রবীন্দ্রনাথের শ্রী, তিনি চিকিৎসকই করেননি, তাঁর গানের আসরের অন্যতম গায়কের পদও অলঙ্কৃত করেছেন। কতো বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে এই গ্রন্থে; সাধারণ মানুষের মধ্যে কত অসাধারণতা। মালার মতো নারীচরিত্র—প্রথম থেকে যে রহস্যময়ী, নির্মলার মত মেয়ে—যার বাসনা 'মিটেও মিটলো না, বাই-চরণের মতো কয়েকটি—যে পরবর্তী জীবনে ভেদ হয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, কমলের মতো কবি সাধীর যোগেশের মতো রূপ-মণ্ডে স্বাধীনবর্ষী, বনদীয়ার মতো উদার-হাস্য মতিসমী নারী,—এমনকি আরো অনেক চরিত্র মনে স্থায়ী ছাপ রাখে। লেখকের ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনীর একটি অধ্যায় মাত্র হলেও, এই গ্রন্থে একটি সর্বজনীন আবেদন আছে। তদুপরি গ্রন্থটির ভাষা সাবলীল ও সুখপাঠ্য। ৩৩১।৫৯

সংগীত

রাগ ও তাল—অধ্যাপক নীহারবিন্দু চৌধুরী। সাম্প্রতিক প্রকাশনী, ১০।সি লেক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা—২৯। মূল্য: দু' টাকা।

ঔপনিবেশিক সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ার সংগীত বিলাসের বস্তু হিসেবে মুদ্রিত হয় রাজা মহারাজা ও ধনী কৃষিকের কৃষ্ণগত ছিল। যদিও তাদের দানসক স্বীকার করা যায়, তথাপি জনসাধারণই এর প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক হওয়া উচিত। সেই কারণে সংগীত বিষয়ক পুস্তকের প্রয়োজনীয়তাও দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া আনন্দের ব্যাপার।

উপরোক্ত পুস্তকে পাঁচশটি প্রচলিত ও অপ্রচলিত তালের তালিকা সম্বলিত তবলা পাঠ্যপুস্তকের ছোটা দিয়েছেন এবং বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে অনুসরণ করে শতাব্দিক প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের ছোট ছোট গং সমিবেশিত করেছেন। এই ছোট ছোট গংগুলি তবলা লহরীর সঙ্গে রাজ্যের বিশেষ উপযোগী। এই ধরনের রাগান্বিত ছোট গংগুলোকে উর্দুতে নগমা (short melody) বলা হয়। রাগ রাগিণীর এই সংযোগ গং বা ধর-রাগিকাগুলো কণ্ঠ-সংগীত ও নৃত্যশিল্পীদের রাগ ও

তালের জ্ঞান অর্জনেও বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদানরূপে কাজে লাগবে। তাই, সংগীতের নবাগত অনুশীলনকারী, গায়ক, বাদক, তালবিশিষ্টার্থী, নৃত্যার্থী এবং পরীক্ষার্থীদের এগুলো বিশেষ কাজে লাগবে। রাগরাগিণী নির্ণয়েও এ গংগুলো অভিজ্ঞতারূপে সাহায্য করবে।

এ গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত হলেও এর যত্নে প্রচার কামনা করি। বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে হলে এ ধরনের গ্রন্থও অবশ্য প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য। ৬৪।৫৯

প্রাথমিক হাওয়াইয়ান গীটার শিক্ষা—প্রদোষ দাস, এস চন্দ্র এন্ড কোং, ৪, ওয়েলসলি স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬। তিন টাকা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকটিতে হাওয়াইয়ান গীটারের উৎপত্তি, গীটারের প্রকারভেদ, বাজাইবার পদ্ধতি, সুর বাঁধবার পদ্ধতি, আঙুলের চিহ্ন ও বাজাইবার নিয়ম প্রভৃতি সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে স্ট্রাক নোটেসনের প্রণালীও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পুস্তকটিতে কয়েকটি গং এবং রবীন্দ্রনাথের শিউলি ফুল শিউলি ফুল, সন্ধ্যাকাক বিহঙ্গম, নিজেরে অপমান, তুমি কেমন করে গান কর হে গুল্মী এবং আসা হাওয়ায় পথের ধারে—এই চারটি গানের গীটরের উপযোগী স্বরলিপি প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকটি নবীন শিক্ষার্থীদের উপযোগী করিয়া লেখা এবং তাহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে। দাম আরও কম করিতে পারিলে ভাল হইত। ৩৬।৫৯

কবির লড়াই—শ্রীশ্রীশ্রীশ্রী মল্লিক। প্রকাশক শ্রীমতী মন্মথী দেবী, ৯৫ বনরাম বস, ফাউ সেন, কলিকাতা-২০। মূল্য এক টাকা।

অবর্ণিত ও অর্জনিত সহজভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ কয়েকটি মাত্র ছড়ার মাধ্যমে লেখক হরমমতি বালক-বালিকাদের নিঃসন্দেহে হাসি এবং আনন্দের খেতাক জোগাইতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রতিটি ছড়ার সঙ্গে চিত্র সংযোজিত হইয়া পুস্তকখানি আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ছড়াগুলি উপদেশাত্মক হইলে বালক-বালিকারা ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপিক জ্ঞানলাভও সমর্থ হইতে পারিত। ছাপা ভাল এবং প্রচ্ছদপট সুন্দর।

৪২৭।৫৮

বিবিধ

চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব অবদান: আর্থেনগার্ড ইবার্স। প্রকাশক: শ্রীচুমি পাবলিশিং কোম্পানি। ৭৯ মহাশা: গম্বী রোড। কলিকাতা: ৯। দাম: ১.১০।

সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যে উজ্জ্বল কতকগুলি লক্ষণ দেখা দিতে শরুৎ করেছে। এই লক্ষণগুলি পাঠকের প্রত্যশাকে বাড়িয়ে

ভুলছে। Total বা পরিপূর্ণ সাহিত্য বলতে যা বোঝা যায়, তা শুধু গল্প এবং উপন্যাসের বকেই সীমাবদ্ধ নয়। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সকল শাখাকে সে আচ্ছাদিত করে নেয়।

ইসানী মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, চিকিৎসাবিজ্ঞান—নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার পথ খুলে গিয়েছে। সাহিত্যের কলিত, পুষ্টি এবং আশ্বিনের জন্য এই উন্মোচন খুবই প্রয়োজন ছিল।

‘চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব অবদান’—নামট বইটির বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দেয়। এই ছোট বইটি আর্নেস্ট ইবান্সের Modern Medical Discoveries-এর অনুবাদ।

সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের রোগজন্মের ইতিহাসটি জড়িত। যতদূর পুরনো থেকেই মানুষের ব্যাধি ও জটিল হয়েছে। নতুন নতুন রোগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোগ নিরাময়ের নতুন নতুন পদ্ধতিও উদ্ভব হয়েছে। মানুষ কোনদিন রোগের কাছ হার মানেনি।

‘চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব অবদান’ আধুনিক ব্যাধি এবং আধুনিক চেষ্টা সম্বন্ধে সুন্দর, মূল্যবান একটি আলোচনা। (১৮৯।৫৯)

যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়ামে রোগ-নিবারণ—আরননমান গ্রীনিরদকুমার সরকার। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ০।

ছাত্রদের শাসনা ব্যায়াম ও আসন—আরননমান গ্রীনিরদকুমার সরকার। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ মূল্য ১-৫০ ন প

গ্রীষ্মকালীন নীরদকুমার সরকার ব্যায়াম শিক্ষক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘকাল ধরে তিনি রোগ দূরীকরণের ও প্ৰত্যাহ্বান করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাই তাঁর অভিজ্ঞতা অসামান্য এবং মতামতও অমোঘ।

অবশ্য ব্যায়ামেই মানুষ নীরোগ হয় না। ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে রোগ ও রোগের দ্রুতি দূর করাও প্রথম এবং প্রধান কঠব্য। দেশী-বিদেশী পদ্ধতিতে ব্যায়াম করে ‘মোটো-সোটো’ হওয়া যায়, রোগ দূর করা যায় না। পরে সেই রোগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাই আভ্যন্তরিক রোগ নির্মূল করার জন্যে চাই যৌগিক ব্যায়াম। প্রথম গ্রন্থটিতে শ্রীসরকার কমপক্ষে ৩৬ রকম অসুখ ও যৌগিক ব্যায়ামের দ্বারা তা প্রতিকার করার উপায় নির্দেশ করেছেন। সর্দি, কাশি, উদরাময়, প্লেগ, ক্রান্ত-কাঠিন্য, বাত, একশিরা, আমাশয় ইত্যাদি রোগ শ্রীসরকার যৌগিক ব্যায়ামের দ্বারা সারিয়েছেন। পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশে

কয়েকটি যৌগিক আসনলম্বলিত ছবিও আছে। পুস্তকের শেষে মলশুদ্ধি, অশ্বিনীমূত্র, অগ্নিসার ধোঁয়া, শীতলী-কুম্ভক ও নাভিকুণ্ড ধ্যান সম্বন্ধেও আলোচনা আছে।

দ্বিতীয় পুস্তকটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত। উপদেষ্টা ছাত্রা ব্যায়াম-চর্চা অনেক সময় স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই এই পুস্তকের সাহায্যে যাতে ‘রোগ-পটকার’ও ছেলেরা ঘরে থেকে ব্যায়াম-চর্চা করতে পারে, শ্রীসরকার সেইভাবেই পুস্তকটি রচনা করেছেন। ভাষা সহজ ও সরল। প্রত্যেকটি আসন-প্রণালী চিত্রের দ্বারা সহজবোধ্য করা হয়েছে। তাছাড়া এই পুস্তকটির লভ্যতার অধিকাংশ শরীর-চর্চা প্রচারে ব্যয়িত হবে বলে লেখক ভূমিকায় জানিয়েছেন।

২০৮।৫৯, ২০৭।৫৯

শারদ সাহিত্য

নতুন খবর—সম্পাদক দীপেন মল্লিক ও শচীন সিংহ। ১৬।১৭ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২-৫০ নয় পয়সা।

চলচ্চিত্র সংক্রান্ত সাময়িক পত্রিকাটির এই বিশেষ শারদীয়া সংখ্যাটির বিশিষ্টা শৈলজা-নন্দর বড় গল্প, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও বিজয় গুপ্তের উপন্যাস, মনোজ বসু, প্রশান্ত চৌধুরী ও অখিল নিয়োগীর নাটক। এ ছাড়া কয়েকজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সংবাদিকের রচনা সংখ্যাধিনির শোভা বর্ধন করেছে। চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট শিল্পী ও অগম্যী আকর্ষণের ছবি ছাড়া শৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ের শিল্পীদের ছবি এর আর একটি আকর্ষণ।

আলোছায়া—সম্পাদক মাধবলাল মল্লিক। ১৬।১৭ কলেজ স্ট্রীট। মূল্য এক টাকা চার আনা।

মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারজন বসু, ছাত্রা প্রধানত নতুন লেখকদের গল্প প্রবন্ধ সম্ভার প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। এখনকার বেওয়াস মতো চলচ্চিত্রের শিল্পীদের ছবিও যথেষ্ট মূল্যবান হয়েছে।

চতুষ্কোণ—সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী ও প্রদোষ গুহ। ২০৬ কলিওয়াসিগ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ২, টাকা।

সংগ্রহকুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখ প্রতিষ্ঠাবান কথ-সাহিত্যিকদের সঙ্গে নবীনদের লেখা আটটি গল্প, সুদীপ ঘোষ রচিত একখানি উপন্যাস; বিষ্ণু দে, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়, দক্ষিণারজন বসু, মণিলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বোলজেন কবির রচনা; প্রবন্ধের দিকে সরোজ আচার্য, গোপাল হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, রমারচনা হিরণকুমার সান্যাল এবং এ ছাড়া

চলচ্চিত্র ও মঞ্চ সম্পর্কিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে ‘চতুষ্কোণ’ রচিবান পাঠকদের মনোমগ্ন করতে পারবে।

ঘরে বাইরে: সম্পাদিকা—কনক মুখোপাধ্যায়। কার্যালয়, ১৮৮।২, বোম্বাই স্ট্রীট, কলিকাতা—১২; মূল্য : ১-৫০ টাকা।

লেখিকাবৃন্দের রচনায় সমৃদ্ধ শারদীয়া ঘরে বাইরে। বর্তমান যুগের কয়েকজন—যে সকল খ্যাতিমানী মহিলা সাহিত্যিকের লিখিত উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি সংখ্যাটির গুরুত্ব বর্ধিত করিয়াছে, তাহার মধ্যে আছেন প্রবন্ধ গ্রীষ্মাপূর্ণা দেবী, ডাঃ রমা চৌধুরী, গ্রীষ্মকুমতী সেন, কবিতায় গ্রীষ্মা রায়; রমা-রচনায় গ্রীষ্মা মজুমদার; গল্প ও উপন্যাসে গ্রীষ্মাবতী দেবী সর্বস্বতী, গ্রীষ্মা দে ইত্যাদি। আলোচ্য পুস্তকটিতে সম্মিলিত আলোকচিত্রগুলির মধ্যে গ্রীষ্মা সেনের ‘রাতির তপস’ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষকসংলিঙ্গে ‘চাইনিজ এমব্রয়ডারী প্যাটার্নস’ গুলি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া মনে হয়। সংখ্যাটির পরিচ্ছন্নতা আকর্ষণীয়।

ময়মানে (শারদ সংকলন) : সম্পাদক—মনিলাল চক্রবর্তী : ৪৫, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। হইতে প্রকাশিত মূল্য : ০-৫০ ন প।

আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাটি জীভা মোহন পট্টের নিকট সমাদৃত হবে বলে মনে হয়। গ্রীষ্মারচনাকুমার সেনের ‘অসিদ্ধিকের টিকিটকী’ এবং সম্প্রতি ইংলন্ড সফর করায় ভারতীয় দলের পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে গ্রীষ্মাসমিরতন গণ্যোপাধ্যায়ের গুলি কোতুলকী পট্টকের কোতুলকী বিহীন মতোবে। কয়েকটি ছোট গল্পও সংখ্যাটিতে আছে।

প্রতি-স্বাকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইবে—

Our Struggle—Moni Ghosh, Basic Labour Problems—Edited by Pratap Kumar Banerjee.

সর্বগী—দীনেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

আমি কে?—উত্তর—গ্রীষ্মকুমার দত্ত।

চন্দ্রগুপ্ত—গ্রীষ্মারচন সাহা।

রস ও কাব্য—ডক্টর হিরহর মিত্র।

ধান ও প্রার্থনা ২য় ভাগ—গ্রীষ্মা।

জাতিস্মরণ-কথা—গ্রীষ্মাশীলচন্দ্র বসু।

রূপমতী—নারায়ণ গণ্যোপাধ্যায়।

মেঘের গল্প—অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত।

বিশ্বকম-জিজ্ঞাসা—গ্রীষ্মপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজকাল ধান চাষের সাহায্যের জন্য একটি বেশ সস্তার নতুন যন্ত্র বার হয়েছে। কটকের “সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট” এই যন্ত্রটি বার করেছেন। ধানক্ষেতে জল জমলে এই যন্ত্র দিয়ে জমি চাষ করা সহজ হবে। যন্ত্রটি খুব জটিল নয় এবং চালান খুব সহজ। একজোড়া বলদের সাহায্যে চালান যাবে। ঘুরে ঘুরে মাটি কাটার উপযোগী অনেকগুলি রেড এর মধ্যে আছে। যন্ত্রটি যখন চালান হবে, তখন শুধু যে মাটি কাটা হবে তা নয়, কাটা মাটি জলের সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়ারও সহায়তা করবে। রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, শুধু মাত্র খুব শক্ত এটেল মাটি ছাড়া আর সব রকম মাটির ওপরেই এ-যন্ত্রটি কাজ দেবে। আট ঘণ্টার মধ্যে প্রায় তিন একর জমি যন্ত্র দিয়ে চাষ করা সম্ভব হবে। একথা সকলেরই জানা আছে যে, ধান রোপণের আগে জমিতে অতি অবশ্যই হালচষাতে হয়। সাধারণভাবে জমি ধান রোপণের উপযোগী করতে হলে অনেকবার করে চষতে হয়, কিন্তু এই যন্ত্র দিয়ে মাত্র দুবার জমি চষে ফেলেলে অনেক বেশী উপকার পাওয়া যায়। বর্তমানে যন্ত্রটি বাণিজ্যিকভাবে কোয়েম্বটুর ও হায়দরাবাদের দুটি বিভিন্ন কোম্পানি তৈরী করছেন, তবে এটি খুব জটিল না হওয়ায় যে-কোনও স্থানেই তৈরী করা সম্ভব হবে। মাত্র সস্তার টাকা দামে এত কার্যকরী যন্ত্র পাওয়া সত্যি খুব লাভজনক মনে হয়।

বছর দুই আগে যুক্তরাজ্যের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক গবেষক হঠাৎ এমন একটি ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলেছেন, যার

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

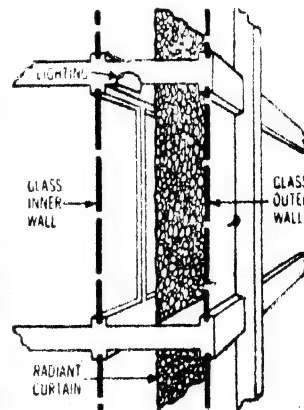
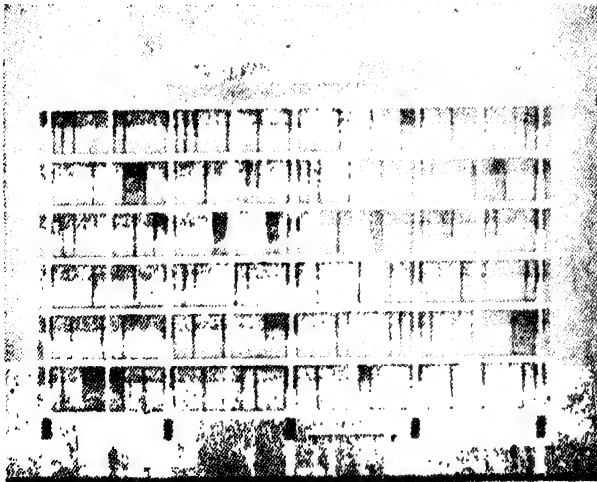
চক্রদত্ত

সাহায্যে চোখের ছানি অপারেশন করা সহজ হয়ে গেছে। এমনিভেই ছানি অপারেশন করা খুব একটা শক্ত ব্যাপার ছিল না। তবু চোখে অস্ত্রোপচার করতে হলে বিশেষভাবে সচেতন অবলম্বন করতেই হয়। অনেক সময় চোখে ছানি পড়া সত্ত্বেও চোখের মণিটা শক্ত না হওয়া পর্যন্ত ডাক্তাররা বেশ কয়েক বছরের জন্য অস্ত্রোপচার স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। আলফ্রা-সাই মোট্রিপসিন নামে নতুন ওষুধটির সাহায্যে আর অথবা অপেক্ষা করার দরকার তেঁ হয়ই না, উপরন্তু খুব অল্প অয়ালে অস্ত্রোপচার সম্ভব হয়। যেসব লিগামেন্টের দ্বারা চোখের মণি অটকান থাকে, এই ওষুধ দিয়ে অন্যান্য টিস্যুগুলি নষ্ট না করে ঐ লিগামেন্টগুলো গুলিয়ে ফেলা যায়—ফলে সাধারণভাবে যতটা কাটাছেঁড়া করা হতো ততটাও দরকার হয় না।

আজকের দিনে খোদার ওপর খেদকবরী করা কিছু নতুন কথা নয়। নকল মুরো, নকল হীরার গয়না যে-কোনও দেশকানেই দেখতে পাওয়া যায়। সফটিক একটি অমূল্য

বস্তু বলেই জানি এবং এখানেও যে প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ করা যায়, একথা সত্যি নতুন মনে হয়। যুক্তরাজ্যে একটি কারখানায় এই অমূল্য বস্তু উৎপন্ন করা হচ্ছে এবং সেগুলি প্রাকৃতিক রত্নগুলির চেয়েও নিখুঁত হয়। কতকগুলি ছোট ছোট সফটিকের দানা প্রেসারের কুকারে রেখে তার সঙ্গে কিছুটা সোডার জল ও আলুমিনিয়াম অক্সাইড দিয়ে কিছুক্ষণ গরম করতে থাকলে আলুমিনিয়াম অক্সাইড গলে গিয়ে সফটিকের দানার মত দানা বাঁধতে থাকে। এরপরে কোনও রকম দাগ থাকে না। এগুলো টেলিফোন সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাপারে খুব কাজে লাগে। প্রকৃতির বিধানে এই বস্তু জন্মতে হাজার হাজার বছর লাগে, কিন্তু মানুষের হাতে এক মাসের মধ্যেই তৈরী হয়ে যায়।

প্রফেসর উইলিয়াম হাজার বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এক রকম বাড়ি তৈরী করেছেন। একটা স্টীল ফ্রেমের চার পার্শ্বে দেওয়াল হিসাবে দু'খানা করে কাঁচের মধ্যে একখানা প্লাস্টিকের চাদর দেওয়া থাকে, আর প্লাস্টিকের চাদরে এমন ব্যবস্থা করা আছে যে, শীতের দিনে ঘর গরম করার জন্য তাপ উৎপন্ন করা যায়, আর গরমের দিনে ঠান্ডা হওয়া পাম্প করে ঢুকিয়ে দিলে ঘরটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। পরীক্ষামূলকভাবে ২০ ফুট-২০ ফুট মাপের একখান ঘর এই পদ্ধতিতে তৈরী করেছেন এবং প্রফেসর উইলিয়াম আশা করেন যে ঐ ঘর যদি সত্যি কার্যকরী হয় তাহলে পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এই পদ্ধতিতে একটি আটতলা বড় বাড়ি তৈরী করবেন।



বাদকে বায়ু নিয়ন্ত্রিত বাড়ির নক্সা এবং ডানসিকে ঐ বাড়ির দেওয়ালের নির্মাণপদ্ধতি

হ' মাসের ছবি

বর্তমান বাংলা বছরে অর্থাৎ গত ১লা বৈশাখ থেকে এই সপ্তাহ পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের যে সঞ্চয় তা পথপ্রাপ্ত ফেলে যাবার মতো নয়, পাথের করে চলবার মতো। এই স্বল্পকালের মধ্যেই এমন তিন-খানি ছবির শ্রুতিমুখি ঘটেছে যেগুলি বাংলা তথা ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের সবকালীন শ্রেষ্ঠ চিত্রসৃষ্টিগুলির পঙ্খিতে স্থান পাবার যোগ্য। বলা বাহুল্য, ছবি তিনটি 'সাগর সংগমে', 'অপূর্ব সংসার' ও 'হেডমাস্টার'। এ-বাংলা আরও দুটি উল্লেখযোগ্য ছবি এই সময়ের মধ্যেই দর্শকের অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেয়েছে। ছবি দুটি হলঃ 'কিছুক্ষণ' এবং 'ইন্দ্রনাথ প্রীকান্ত ও অন্নদাদি'।

বাংলা ছায়াছবির উৎকর্ষের মূলে রয়েছে মূল্যবান তিনটি কারণঃ—(১) প্রযোজনৈপুণ্যের বিচিত্র ধারা, (২) নবাগত রূপকার ও শিল্পীর অর্পিতভাব, (৩) চলচ্চিত্রে সাহিত্যের মণীশ।

প্রযোজনৈপুণ্যের আলোচনার একতরফের শ্রেষ্ঠ তিনটি ছবির কথাই ধরা যাক। কলা-কৌশলের বহু আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যকে দূরে সরিয়ে রেখে কার্যনির্বাহী গড় মৌসুমেরী রসাতিক পদার্থ আস্তে আস্তে গ্রহণ করে

বদ্যুৎ

সম্প্রদায়

পরিবেশন করবার সহজ, সরল গৃহমিষ্টাতি দেবকী বসু বাত করেছেন, 'সাগর সংগমে' ছবিতে। সত্যজিৎ রায়ের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে যে শিল্পশোভনতা, কথাবস্তুর যে শ্রুতি-মোহন ও দৃষ্টিনন্দন বিন্যাস, বাজনা ও ইঙ্গিতের যে সূক্ষ্ম ব্যবহার তাতে অপরিণত বা নাট্যভাব-গ্রাহক, দর্শকের প্রবেশাধিকার নেই বলে যে অভিযোগ প্রায়ই শোনা যেত—বিশেষত 'পাথের পাটালী'র পরের ছবিগুলিতে—'অপূর্ব সংসার'-এর মাধ্যমে প্রথমে পরিচালক সে অভিযোগ সমূলে খণ্ডন করেছেন। অগ্রগামী রূপকার গোষ্ঠী 'হেডমাস্টার' ছবিতে যে অসাধারণ প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা শব্দে এ-বিশেষের ছবিতে নয়, বিদেশের ছবিতেও বিরল। চলচ্চিত্রের যে ভাষা অনেক সময় পাঁথির ভাষার চাইতেও মূখর তাই আশ্চর্যভাবে ব্যর্থ করে তুলেছে 'হেডমাস্টার'কে।

উল্লিখিত ছবিগুলি ছাড়াও প্রযোজনৈপুণ্যের বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে অসি

সেনের 'দীপ জেলে ঘাই' ও খণ্ডিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছবি দুটিতেও। বুদ্ধিদীপ্ত, বাস্তবধর্মী ও শিল্পসচেতন চিত্রপরিচালনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এই দুটি ছবি। 'কিছুক্ষণ' ছবিতে নবাগত প্রয়োগ-শিল্পী অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় রসানুভূতির অনাড়ম্বর পথটি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। চিত্রপরিচালনার ক্ষেত্রে শব্দ প্রগাঢ় সাহিত্য-চেতনার জন্যে যারা দর্শকের অন্তর জ্বর করেছেন তাদের মধ্যে অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবি করতে পারেন, 'ইন্দ্রনাথ প্রীকান্ত ও অন্নদাদি'র পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য ও 'কিছুক্ষণ'-এর পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

আলোচ্য কালে বাংলা ছবিতে যে দৃজন নতুন রূপকারের স্বাগত আবির্ভাব ঘটেছে, তাদের মধ্যে 'মহাত্ম বন্দ্যোপাধ্যায়'র পরিচালক ভূপেন হাজারিকা ও 'কিছুক্ষণ'-এর পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। নতুন শিল্পশিল্পীদের মধ্যে প্রথম অবতরণেই দর্শকের অভিনন্দন পেয়েছেন মঞ্জু অধিকারী ('সাগর সংগমে'), পরম-ভট্টারক লাহিড়ী ('বাড়ি থেকে পালিয়ে'), বাসবী বন্দ্যোপাধ্যায় ('নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে') সত্যজিৎ রায় ('ইন্দ্রনাথ



জয়ন্তী পিকচার্সের প্রথম নিবেদন 'অন্নদাদি কাহিনী'র সঙ্গীত গ্রন্থকালীন এই দৃশ্যে (বাম দিক থেকে) দেখা যাচ্ছে ছবির পরিচালক সুনীলবরুণ, গায়ক হেমন্তকুমার ও সঙ্গীত পরিচালক অপরের লাহিড়ীকে

শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি)। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে বাংলা ছবির গৌরব বাড়াতে তারা নতুন এসেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হেমাল্পিনী দেবী (‘কিছুক্ষণ’), শর্মিষ্ঠা ঠাকুর (‘অপূর সংসার’) সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (‘অপূর সংসার’) ও রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় (‘হেডমাস্টার’)। সুপ্রিয়া চৌধুরীকে বাংলা ছবির একজন নতুন নায়িকারূপে দেখা গেল এ বছরে ‘আম্রপালী’, ‘এ জহর সে জহর নয়’ ও ‘সোনার হরিণ’ ছবিগুলিতে। নতুন পটিনী ও সুঅভিনেত্রী এই নায়িকা সহজেই দর্শকের মন জয় করে নিয়েছেন। শিল্পী-নির্বাচনে এ বছরে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে ‘নতোরই তালে তালে’, ‘মাহাত বন্দুরে’ ও ‘পুষ্পধনু’ ছবি তিনটিতে অবাতালী শিল্পী-সমাবেশের ফলে।

মহৎ সাহিত্য রজতপটে রূপায়িত করবার গৌরব বাংলা অর্জন করেছে ফিল্মশিল্পের আদি যুগ থেকেই। এই ঐতিহ্যেরই প্রকৃষ্ট বাহক হয়ে উপস্থিত হয়েছে এ বছরের কয়েকটি ছবি। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যে সমস্ত ছবির শ্রেষ্ঠত্ব ঘটেছে সেগুলির মাধ্যমে অনেক বিচিত্রধরনের চরিত্র ভিড় করে



করোয়াল ফিল্মসের ‘বাইশে প্রাণ’ চিত্রে নবাগতা মাধবী মুখোপাধ্যায়। মৃণাল সেন ছবিটি পরিচালনা করছেন

এসেছে বাংলা চলচ্চিত্রপটে। এদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাতাসী ও দাম্ভাঘণ্টা (‘সাগর সংগমে’), বনফুলের লেখনীতে জন্ম-নেওয়া একটি আটকে পড়া ট্রেনের বিচিত্ররূপী

বাহিদল (‘কিছুক্ষণ’) নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কুক-প্রসন্ন (‘হেডমাস্টার’) ও শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি (‘ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি’) অন্যতর দাঁকি মিলে এসেছে। শব্দ চরিত্রগুলির প্রকৃত সাহিত্য-পরিচয় প্রতিষ্ঠাই নয়, রসসিদ্ধ এই সাহিত্যিকদের অমর সাহিত্যকীর্তির মূল রস ও বক্তব্যের বিস্ময়কর অবয়ব হিসাবেও উপস্থিত হয়েছে এই ছবিগুলি। ‘অপূর সংসার’-এর অপূর অনেকাংশে সত্যজিৎ রায়ের মানস-কল্পিত চরিত্র হলেও তার উত্তর-বিবাহিত জীবনের কাহিনীতে সাহিত্যরসের অভাব নেই। সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের যাত্রাশ্রম যে একই, উভয়ের সম্পর্কও যে অবিচ্ছিন্ন ও বিবিড়, এবং সাহিত্যের রসে সঞ্জীবিত হয়েই যে ছায়াছবি আটের রাজ্যে স্থায়ী প্রবেশপত্র লাভ করতে পারে, বর্তমান বছরের এই ছবিগুলি তা প্রমাণ করেছে।

হেমেন্দ্রকুমার রায় ও শিবরাম চক্রবর্তীর দুটি মধুর শিশু-কাহিনী রূপ নিয়েছে ‘দেউলো খোকার কাণ্ড’ ও ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’তে। আশাপূর্ণা দেবীর একটি মেরমী পারিবারিক গল্প চিত্রায়িত হয়েছে ‘শশীবাবুর সংসার’-এ। এ বাদেও প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সাম্যাল, মনোজ বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও অবধূত-এর কাহিনী অবলম্বনে তৈরী ‘পুষ্পধনু’, ‘জল জগল’, ‘দাঁপ জেরলে ঘাই’ ও ‘নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে’ ছবিগুলি অভিনব বিষয়বস্তুর আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিরল প্রয়োগ-নৈপুণ্য, বিষয়বস্তুর অভিনবতা ও নতুন রূপ-কারের আবির্ভাব (পরিচালক ও শিল্পী) বর্তমান বছরের বাংলা ছবিগুলিকে একটি বিশেষ কৌলীনা দান করেছে।

চিত্রালাচনা

শারদীয়া পূজার প্রাকালে এ সংসারে তিনখানি নতুন ছবি মুক্তি পেয়েছে—বাংলায় ‘সোনার হরিণ’ এবং হিন্দীতে ‘চার দিল চার রাহে’ ও ‘দিল দেকে দেখো’

রাসবিহারী লাল ও মৃণাল চক্রবর্তী—এই লেখক-পরিচালক জুটি ছবির পর্দায় ইতিপূর্বে যে সাফল্য অর্জন করেছে, তারই ঐতিহ্য বহন করে এসেছে তাঁদের নবতম যৌথ অবদান ‘সোনার হরিণ’। ন্যাশন্যাল পিকচার্সের এই ছবিতে তারকা সমাবেশও লক্ষ্যণীয়। উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী এর নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য ছুটিমুকের অভিনয় করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, বিপ্লব গুপ্ত, মিহির ভট্টাচার্য,



নতুন পরাভূত হবার আগেই চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নেবেন তার আসন্ন পরিণয়ের পর। ‘বসন্ত’ ও ‘মঞ্জিল’ এই ছবি দুখানিতে তাকে আঁচরেই দেখা যাবে



চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার "শুভ বিবাহ" ছবির একটি আবেগময় দৃশ্যে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাহাড়ী সান্যাল

তরুণকুমার, পদ্মা দেবী, নিমিতা সিংহ প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরযোজনা এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ।

হিন্দী ছবি দুটিতে "দিল"-এর ছড়া-ছড়ি, স্তরঃ "মহানত"-এরও মহাৎসব। নয়াসংসারের "চার দিল চার রাহে" খাজা আহমেদ আব্বাসের প্রযোজনা ও পরিচালনায় তোলা হয়েছে। ভূমিকালিগির পুরোভাগে স্থান পেয়েছেন রাজকাপুর, মীনাকুমারী, নিমি, কুমকুম, ফররাজ, অচলা, সচিন্দেব, ডেভিড, আনোয়ার ও শাম্মী কাপুর। এককথায় এটি একটি তারকা-খচিত ছবি। অনিল বিশ্বাস এতে সুর-সৃষ্টি করেছেন।

শশধর মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ফিল্মালয়ের প্রথম নিবেদন "দিল থেকে দেখো"। শাম্মী কাপুরের বিপরীতে প্রধান স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেছেন নবাগতা তারকা আশা পারোথ। অন্যান্য ভূমিকায়ও একাধিক নতুন শিল্পীর দর্শন পাওয়া যাবে। তাড়াহুড়ে এতে আছেন সুলোচনা, রাজমোহরা, রণধীর, ওয়াস্তী, রাজেন্দ্রনাথ, মমতাজ আলী, সুব্রত প্রভৃতি। গল্প, চিত্রনাট্য, পরিচালনা—এসব কিছুর কৃতিত্ব নাসির হুসেনের প্রাপ্য। সম্প্রতি পরিচালনা করেছেন উষা খান্না—সাম্প্রতিক কালের একমাত্র মহিলা সুরশিল্পী।

গত সপ্তাহে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি "দেবী"র শ্যুটিং শুরুর হয়েছে। একটি বোডিং হাউসের সেটে প্রথম দিনের কাজ হয় এবং সেদিন ক্যামেরার সম্মুখীন হয়েছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় ও কালী

সরকার। এরা ছাড়াও ভূমিকালিগিরে আছেন ছবি বিশ্বাস, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শর্মিষ্ঠা ঠাকুর।

রূপজ্যোতির নতুন অসমীয়া ছবি "পুরতি নিশার সপোন"-এর একটি বিশেষ প্রদর্শনী সম্প্রতি ওরিয়েন্ট সিনেমায় অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক-কাহিনীকার ফণী শর্মার এই সমাজিক ছবির নাট্য অবদান গভীর। ভূপেন হাজারিকার সংগীত পরিচালনায় ছবিটি সমৃদ্ধ। কার্যকরী সুব্রতলা গান ও পরিবেশনাগুণ অবহসংগীত ছবিটিকে আবেগমণ্ডিত করে তুলেছে। অনিল গুপ্ত আলোকচিত্র গ্রহণে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবির প্রধান চরিত্র-গুলিতে রূপ দিয়েছেন ফণী শর্মা, জ্ঞানদা ককোতি, দুর্গা গোস্বামী, ইতা আচাও, ইউসুফ, ধীরাজ দাস প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

শরৎচন্দ্রের "বড়দিদি" অবলম্বনে দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী ভানুমতী একটি তামিল ছবির প্রযোজনায় হাত দিয়েছেন। ভানুমতীর স্বামী রামকৃষ্ণ ছবিটি পরিচালনা করবেন। এর নাকরণ হয়েছে "কনলা নীড়"। প্রধান স্ত্রী ভূমিকায় ভানুমতী ও নাগেশ্বর রাও অভিনয় করবেন।

দিলীপ চিত্রমের প্রথম প্রয়াস "কে জাগে"-এর শূভমহরত উৎসব সম্প্রতি ইন্সপ্লুরী স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিধায়ক শুভচাচ্যের কাহিনীর ভিত্তিতে নির্মাণমাণ এ-ছবির পরিচালক নারায়ণ দাস।

কাগজেরই ফুল

সিনেমাস্কোপে-তোলা ভারতের প্রথম ছবি গুরু দত্ত ফিল্মস-এর "কাগজ-কে-ফুল"-রে অভিনব চিত্রগ্রহণ পদ্ধতির সুফল ফলেছে ছবিটির অনিশা অঙ্গাসজ্জায়, কিন্তু এর বিষয়বস্তুর ভাবরূপে হারিয়ে গেছে আঙ্গিকের সমারোহের মধ্যে। কলা-কৌশলের দিক দিয়ে ছবিটি যেন কাগজের ফুলেরই

মিনার্ডা থিয়েটার

৬ নিউন স্ট্রীট : ফোন ৫৫-৪৪৮৯

"অভিনয় ক্ষেত্রে বিশ্বাসে অভিজ্ঞ হায়েন্স"

(স্বাধীনতা)

"এই নাটকটির প্রযোজনা দর্শকদের নীতি-মত চমৎকৃত করেছে"

(যুগান্তর)

নীচের মহল

পারদোবের উপলক্ষে ৮, ৯, ১০, ১৬, ১৭, ১৮

১৮ই অক্টোবর প্রত্যহ ৩টা ও ৬টাটার

১৫ই ও ২২শে বৃহস্পতি ও ৬টাটার।

নাট্য পরিচালনা: দিউল্ থিয়েটার গ্রুপ।

(সি ৯৭২১)

বিশ্বরূপা

[অভিজাত প্রগতিশীল নাট্যগুণ]

(ফোন: ৫৫-২৪২০)

প্রতি ছবিটির দিন ৩ রবিবার ৩ ও ৬টাটার

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬টাটার

নতুন নাটক

মেতু

কিশর মেতের কাহিনীর দ্বারা বালম্বনে
নাটক—বিধায়ক। পরিচালনা—নরেশ মিত্র
আলোক—তাপস সেন। দৃশ্য—জয়ন বোথ
রূপসজ্জা—দর্শি সেন। শব্দবন্দী—চৌধুরী কোং

—রূপায়ণ—

নরেশ মিত্র অসিতবরণ

শান্তি গুপ্তা

তরুণকুমার জরজী
সত্যজিৎ সারাজ
তারক বোথ সূতরা
তমাল লাহিড়ী ইরা
জয়নারায়ণ কান্ডা
হাঁপ গ্রীমানী দারা
ম্যা: দীপক দীরা
মমতাজ আহমেদ দীপিক

ভূমিত্র মিত্র (বহুবর্ণী)



অলংকার চিত্রের "শাহাদত" ছবিতে নামক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন সেবানন্দ ও সৃষ্টিয়া সেন। ছবিখানি বর্তমানে মন্দির প্রতীকায় রয়েছে

প্রতীক—সুন্দর অথচ নিঃপ্রাণ। ছবির প্রযোজক-পরিচালক গুরু দত্ত দ্বারা কাহিনীর চিত্রপরিচালক-নায়কের ভূমিকায় অন্তরণ করেছেন।

গুরুদত্ত পটম যে যুগে তখন ফিল্ম জগৎ ও তার ধার্মিকদের সম্বন্ধে অভিজাত

মহলের বিরূপতার অধীন নেই। ফলস্বরূপ সুরেশ যখন চিত্রপরিচালকের ব্যক্তি গ্রহণ করে, তখন তার স্ত্রী তার বয়ে-যাবতী স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যায় পিতৃ-গৃহে। একমাত্র কন্যাকে স্বামীর কাছ থেকে দূরে রাখতে তার অভিজাতাধারিত বাপ-মা এগিয়ে আসেন।

সুরেশের জীবনের এমনি সংকটময় মুহূর্তে আসে শাহাদত। সে শহরে আসে জীবিকার সন্ধানে, আর এই শহরের হাশেই সুরেশ খুঁজে পায় তার ছবির নায়িকাকে। সুরেশের কাছেই হয় শাহাদতের প্রেম-জীবনের সীকা। নায়িকা তিস্যার ওর মন অচিরেই চরিত্রকে ছাড়ায় পড়ে। আর ছড়িয়ে পড়ে সুরেশ ও শাহাদতের চমকিততার বেশে করে মানবকণের অপমান। এই অপমানের জটাই সুরেশের মেরুতে ও ছোট আদতে হয় গুরুদত্তের হাট্টেল। সুরেশের মেরুর অভিযোগ শাহাদতের বিরুদ্ধে—তারই জন্যে তার ধারার অসম্মান। শাহাদত অভিনয়কার জীবন হারাতে চলে যায় অতীত শহরে। এসবের অট্টালিকা সহ্য করে সুরেশের মন থেকে মেরুকে মিত্রের কাছে নিয়ে আসে তার স্ত্রী।

একসঙ্গে কাটিয়াত জীবনের এই বাধা বড়না, অসম্মানের শাহাদতের বিরুদ্ধে সুরেশের হেই-হুম জেগে পড়ে দিয়ে গিয়ে। সে মন ধরে। এমনিভাবে প্রথমে চিত্রপরিচালক জনাবল্লভের ওতসে তিস্যার ঘেঁও থাকে দিকের পর সিন। শাহাদত তার দূরবন্দ্য কথ্য জেনে আবার ছুঁতে আসে তার কাছ তাকে নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করতে। কিন্তু

সুরেশের অবস্থা জীবনে সে নতুন প্রাণের সাদা জগতে পারে না।

বিয়ের আগে মেয়ে কথাকে খোঁজ পথে পথে, সুরেশ দূর থেকে তাকে দেখে, কিন্তু দূর দেখে না। শহরের কোণে লক্ষ্যহীন হুপমাল আর দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে দিন কাটে সুরেশের। জীবনসময় একদিন এসে সে তাকে চুপি চুপি তার পরনে পাইড ওয়েট বার্তার অধিকারে। জেগে ওঠে তার মনে প্রতীতি তিনের মন স্মৃতি। ছবির অলংকার পাইড ওয়েট দরজা খুলে নতুন সিনের রূপকার আর লগা-লুগলুয়া দেখে বিগত-সিনের বহুগুণ প্রয়োজনীয়তা চিরকালের জন্যে বিস্তার নিয়েছে চিত্রপরিচালকের অসম্মান-এই আসনকে সে একসাৎ উল্লঙ্ঘন করেছে নিজের প্রতিভা ও নিষ্ঠার।

গুরু দত্ত ছবির কাহিনীতে যে স্ত্রী চিত্রপরিচালকের ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন, কর্মহীনতা জীবনে এই ছবির পরিচালক হিসেবে তিনি সে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন নি। কথাসমূহের সিক দিয়ে এ-ছবিতে অভিনয় দেখবার চেষ্টা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে-চেষ্টা মোটেই সফল হয়নি বলে বসন্ত কাহিনীটিকে ছেয়ে রয়েছে ন্যাটো-উপাসনের বিবরণ। ভারবোনের ভাট্টার টানে টানে কাহিনী শেষ পর্যন্ত যে দৃশ্য দিয়ে মড়ায় জা-সৃষ্টিগত হলোও স্মৃতি, ন্যাটোপরিচালকের রস দৃশ্যমানে বিস্তার করতে পারে না। নায়ক-চিত্রপরিচালকের জীবনের লক্ষ্য-বাধা—তা পারিবারিক জীবনেই হোক, আর অভিনয়ী শাহাদতকে উপলব্ধি করেই হোক—ছবিতে বানা বেঁধে উঠতে পারে নি

স্টার থিয়েটার

ফোন : ৫৫-১১৫৯

ভারতের একমাত্র শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা
অনুপম কার্যকলাপনিবৃত্ত প্রেক্ষাগৃহ

মনোজ বসু

ডাকবাংলো

অনাবিল হাস-কোড়কে মিলন-

মধুর অভিনয় দৃশ্য-কাব্য।

অপরূপ দৃশ্যসজ্জা ও

আলোক-সম্পাত ৷

প্রতি বুধবারের ও শনিবার ৬টাের
রাববার ও ছুটির দিন ২৥ ও ৬টাের

দুপুরে ১ টা বিখ্যাত, অশ্রীকুমার,
সম্মান গায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্রী দেবী,
অনুপমদেবী, মিতা, গৌরী, কুসুমী কের,
গীতা, বি. বাম্বা মতো, সঞ্চয়ী কবি চৌধুরী,
পঞ্চানন, চন্দ্রশেখর, প্রেমচন্দ্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

উপাখ্যাসের দুর্বলতা ও এর শিথিল বিন্যাসের দোষে। একদিক দিয়ে পরিচালক যেমন মাজিত রস ও চিত্রার পরিচয় দিতে চেয়েছেন, তেমনি অপরদিকে অতি-মায়া লঘুতার প্রমাণ দিয়েছেন জ্ঞান ওয়াকার ও মিনু মমতাজ অভিনীত দুটি অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের বিন্যাসে।

তবে আশিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে ছবিটি অতি উন্নত মানের পরিচয় বহন করে এনেছে। সিনেমাস্কোপ পদ্ধতিতে চিত্রগ্রহণের ফলে পরিচালক স্টাডিওর স্কোরের দৃশ্যগুলি যেমন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চমকপ্রদ ও জাঁকজমকপূর্ণ করে দেখাতে পেরেছেন, তেমনি সবাংশীণ আশিক পারিপাটের দিক দিয়েও ছবিটি নতুনত্বের দাবী রাখে। আলোকচিত্র ও কলা-কৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজও উচ্চশ্রেণীর।

নায়কের চরিত্রে গদ্যু দাতার অভিনয় বেশ সংযত ও সাবলীল। বিলু চরিত্রটির নিগড়ে মর্মবাসা তিনি যেমন সহজগত্যা করে তুলতে পারেননি। শান্তির চরিত্রটি ওয়াহীরা রেহমান শান্ত-মধুর অভিনয়ে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। পারিপাটের কনি ওয়াকার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ লোক হাস্যকার ক্ষমতা দেখিয়েছেন। নায়কের কন্যার ভূমিকায় তুমারী নাজের অভিনয় মনোমগ্ন। অন্যান্য চরিত্রে মহেশ কাউল, বাঁগা ও মিনু মমতাজ-এর অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীত পরিচালনায় শচীন দেববর্মণ তাঁর সুনাম অক্ষয় রেখেছেন। আবহসঙ্গীত মনোরম; ছবির প্রারম্ভিক গানটি সুন্দর সুরারোপিত ও সুগীত।

নাট্যাভিনয়

গত বহুসংস্কৃতির মহাসম্মেলন দিন বিশ্বরূপার নতুন নাট্যোপহার 'সেতুর উদ্ভাবন' হয়। কিরণ মৈত্র রচিত একটি রসমধুর কাহিনীর ভিত্তিতে 'সেতুর নাট্য' রূপ দিয়েছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। নাট্য পরিচালনা ও আলোকসম্পাতের দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে নরেশ মিত্র ও তাপস সেন। এই নাটকে অভাবনীয় শৈল্পী-সমাবেশ করা হয়েছে। অপেশাদারী নাট্য-সংস্কার প্রতিভাবান শিল্পীদের মধ্যে যারা এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে আছেন মমতাজ আহমেদ খাঁ ('অনুশীলন'), তারক ঘোষ ('অভূদয়'), দীপিকা দাস ('খেয়ালী সংসদ')। এরা ছাড়া বহুরূপীর প্রখ্যাতা অভিনেত্রী তৃপ্ত মিত্রকে এই নাটকের একটি বিশেষ ভূমিকায় বেলা হবে। বিশ্বরূপার অন্যান্য



'মুঘল-এ-আজম', 'হাফ টিকিট', 'নীল আশমান' ইত্যাদি হিন্দী ছবির নায়িকা মধুবালা

খ্যাতনামা শিল্পীদের মধ্যে আছেন নরেশ মিত্র, শান্তি গুপ্তা, অসিতবরণ, তর্পকুমার, বমাল সাহিড়ী, সত্যেন সিংহ, জয়নারায়ণ নুখাপাধ্যায়, দুর্গা শ্রীমানী, জহী সেন, সুপ্রভা সেন, অরতি দাস এবং ইরা চক্রবর্তী।

বঙমহলের বর্তমান নাট্য নিবেদন ধনঞ্জয় বৈরাগীর বাসববিন্দু ও ভিল্লধর্মী নাটক 'এক মুঠো আর শতের শতরম' অভিনয়-রজনীর উৎসব সমাপ্ত। জন-অভিনন্দনের পাশে নাটকটি নতুন ইতিহাস রচনা করে চলেছে। নাটকটির প্রধান ভূমিকাগুলিতে রূপদান করেছেন তর্পক রায়, দীপাবিন্দা রায়, রবীন মজুমদার, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার, শীলা পাল, শঙ্কা দাশ, কবিতা রায়, কেতকী সন্ত প্রভৃতি।

গত ২৬শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর রাম-রাজতলার রামন গাঙ্গুলীর লেখা পাঁচখানি একাংক নাটকের অভিনয় হয়ে গেল। প্রথম দিন অভিনীত হয় 'মালোর নীচই' ও

'রাজঘোটক'। দ্বিতীয় দিন 'ধূসর দিগন্ত', 'জীবন বিহ্বল' ও 'মনোবিকলন'। মৌলিক ও মনস্তত্ত্বমূলক নাটকগুলি রচনার লেখক বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। রচনার গুণে 'রাজঘোটক' নাটকটিকেও বিদেশী নাটকের অনুরূপ বলে মনে হয়নি। এই নাটকটির অভিনয়ে স্থানীয় হাওড়া অ্যামেচার্স দল বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। অন্যান্য নাটকগুলোর প্রযোজনার কলকাতার লোকমণ্ড ও লোক ও নাটক সম্প্রদায় সাফল্য লাভ করেন। যথুচক্রের অভিনয়ে নিষ্ঠার অভাব অনুভূত হয়েছিল।

বঙমহল ৫৫-১৬৬৬

প্রতি বুধবার ও শনি: ৬টা-৮টা
রবি ও দুটির দিন ৩টা-৬টা

এক মুঠো আর শত

তর্পক রায়, রবীন, হরিশচন্দ্র, জহর, শীলা, শঙ্কা, কেতকী সন্ত ও দীপাবিন্দা রায়



ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত ইতালীয় ছবি "ভেনারেল ডেলা রোডেয়ার"-এর পরিচালক রবার্টো রোসেলিনির সংগে তার সিনারিও-লেখিকা সোনালী দাশগুপ্তকে পটু ডিও ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে

শৌভানিকের শূভ প্রচেষ্টা

দক্ষিণ কলিকাতার সুখাত নাট্য সংস্থা শৌভানিক মৃত্যুংগন রংগমঞ্চে গণ-মনোরঞ্জনীর জন্য নাটক পরিবেশনের সাংক্ৰিয় গ্রহণ করেছেন কিছুকাল হলো। গণ-রঙমহল নাট্যাঙ্গনের মাধ্যমে বিশ্বের শ্রুত নাট্যকারসমূহ সর্বাধিকমাত্রায় করে তোলায় ক্ষেত্রে গত বছর তাঁদের পরীক্ষামূলক প্রয়াস সফল হয়েছে। মৃত্যুংগন রংগমঞ্চে অল্প প্রবেশ-মূল্যে তাঁরা একই সঙ্গে পাঁচ হাজার দর্শককে আনন্দ-রস পরিবেশন করতে সক্ষম হয়েছেন। শৌভানিকের বর্তমান সক্ষম শৌভানিক নাট্যনিকেতন প্রতিষ্ঠা। এই পরিকল্পনায় কলিকাতায় একটি নিয়মিত স্থায়ী মৃত্যুংগন রংগমঞ্চে পরিচালনা এবং সেই সংগে একটি নাট্য-বিদ্যালয়, নাট্যবিষয়ক পঠ্যাগার ও প্রকাশ্য প্রকাশনা; এবং গ্রামাঞ্চলে অসহযোগিতা বারোটি মৃত্যুংগন নাট্যকেন্দ্র উদ্‌ঘাটনের সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনার ব্যাপারে অসহযোগিতা দুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন। তাই শৌভানিক জনসাধারণ ও সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থী।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শৌভানিক শীঘ্রই রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র নাট্যরূপ পরিবেশন করবেন। এই নাটকের একটি পূর্ব-প্রদর্শনী গত ৪ঠা অক্টোবর লোডাউন চিত্রগারে অনুষ্ঠিত হয়।

চিঠিপত্র

আত্মপ্রত্যয়ের অভাব

মহাশয়,

'দেশ'-এর রঙ্গভঙ্গি-এ প্রকাশিত দুখানি চিঠিতে দেখলাম, বিস্ময়ের একাধিক সংবাদপত্র 'অপুর সংসার' সম্বন্ধে কী উচ্চ মত পোষণ করেন। ভারতবাসী হিসাবে এতে আমরা অংশত গৌরব বোধ করতে পারি। ওদেশের সাংবাদিকদের মন্তব্য থেকে এই ধারণাও আমাদের হয় যে, ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের বিচারকমণ্ডলী এবারে নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করেন নি; বরঞ্চ এখানে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ছবির শিল্পগত গুণ দেখে নয়, অন্য বিশেষ কয়েকটি কারণ বিচার করে। এই ধারণা হয়েছে বলেই একটি প্রশ্ন মনে থেকে কিছুতেই সরাসরে পারছি না। তাই আপনাদের শরণ নিলাম।

ভেনিস ফেস্টিভালে এই পাপের স্বীকৃতি করে অনুপ্রবেশ করেছে? মাত্র এই বছরই কি? না, কি আরও আগে? ব্যাপারটি সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে, বোধ হয়।

এই সংগে আরও একটি কথা আমি ভেবেছি। আমাদের শিল্পবস্তু সম্পর্কে বিদেশের সমালোচক বা শিল্পবেত্তাদের অভিমতকে চরম, অদ্বার্য বিচার বলে কেন

আমরা মেনে নেব? রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা কেন্দ্রি এ কথা জানবার জমা নিশ্চয় আমরা ওদেশের দ্বারস্থ হব না। বলতে কী, রবীন্দ্রনাথের পাঁচখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম লিখতে হলে আমরা সেই তালিকার মোবিল-পুরস্কারপ্রাপ্ত "গীতাঞ্জলি"কে স্থান নাও দিতে পারি। ছায়াছবির ব্যাপারেই বা কেন আমাদের এই আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব? সত্যিই বলাকে সর্ব-প্রথম আমরাই অভিনন্দন জানিয়েছি। জানি, "পথের পাঁচালী" কান উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে; কিন্তু এও জানি, তার আগে ছবিটি পেয়েছে বাংলা দেশের রসিকজন এবং অগণা দর্শকের সাধুস্বাস। বিদেশের হাততালি না পেলেও তার গুণ কমে যেত না।

আজ বিস্ময়ের 'সামডে অবজারভার'-এ বেথজি 'জলসংঘ'-এর ভূমসী প্রশংসা। দুঃখ এই, সমালোচক কাহিনীটি না বুকেই তার সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। আবার ফরাসী সমালোচকেরা 'পরশ-পাথরকে' যে-ভাবে নিন্দা করেছেন, তা আত্মমগ্নাঙ্ক, ভব্যতাবিশুদ্ধ বলতে পারেন, তবু কেন নিজেদের বিচারশক্তি প্রয়োগ না করে আমরা বিদেশের ভাবের দিকে তাকিয়ে থাকব?

ইতি—

কাকদ্বী বসু,
কলিকাতা

কুমারী আরতি সাহা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের খবর গত সপ্তাহের খেলাধুলার খবরের মধ্যে ভারতবাসীর কাছে সব চেয়ে বড় খবর। কয়েকদিন আগে এই উপমহাদেশের অন্যতম সীতারু ব্রজেন দাশের অপেক্ষাকৃত কঠিন পথে অর্থাৎ ইংলন্ড থেকে

খেলাব্রাঠ

একলব্য



ইংলিশ চ্যানেল বিজয়িনী কুমারী আরতি সাহা

ফ্রান্স পর্যন্ত সীতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল পার হবার ঘটনাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। ব্রজেন দাশ গত বছর ভারত ও পাকিস্থানের প্রথম সীতারু হিসাবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন। এ বছরও বাটলিন রেসের আন্তর্জাতিক সীতার প্রতিযোগিতায় তিনি ইংলিশ চ্যানেল জয় করেছেন। তার পর অপেক্ষাকৃত কঠিন পথ হিসাবে আখ্যাত ইংলন্ড-ফ্রান্স পথে তার চ্যানেল পাড়ি দেবার ঘটনা খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক সম্ভবত নেই। এডওয়ার্ড টেসি, নেভ বার্নি, ফোরেন্স চ্যাডউইক, ফিলিপ-মিকমান, টম ব্রোয়ার, হাসান আশেল রহিম, বাট টমাস প্রভৃতি দূরপাল্লার সীতারুরা এর আগে দুই পথে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করলেও স্কটল্যান্ডের নেভ বার্নি ও আমেরিকার বাট টমাস ছাড়া একই বছরে আর কেউ দুই পথে

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে পারেননি। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে নেভ বার্নি ফ্রান্স-ইংলন্ড পথে ইংলিশ চ্যানেল জয় করে আগস্ট মাসে আবার ইংলন্ড-ফ্রান্স পথে চ্যানেল জয় করেন। বাট টমাস দুই পথে চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন গতবার। সুতরাং ব্রজেন দাশ বিশ্বের তৃতীয় সীতারু যিনি একই বছরে দুই পথে চ্যানেল জয় করেছেন। তবে এক সিক দিয়ে ব্রজেন দাশ দূরপাল্লার সীতার কেটে এক নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। কারণ ইংলন্ডে পৌঁছে—এই বছরই তিনি ভূমধ্যসাগরের বৃহৎ 'নেপসিস' থেকে 'ক্যাপ্রি' পর্যন্ত সীতার কেটে পার হয়েছেন। দূরপাল্লার সীতার ক্ষেত্রে নেপসিস-ক্যাপ্রি সমানও কম নয়। একই বছরে নেপসিস-ক্যাপ্রি প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করে দুইবার ভরাবহ ইংলিশ চ্যানেল জয় করা বিশ্বের যে কোন সীতারুর পক্ষেই এক মহাসম্মানের কথা।

ঘর-কুলা বাঙালীর প্রথম মেয়ে প্রতিনিধি হিসাবেই নয়—কুমারী আরতি সাহা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছেন এশিয়ার সবপ্রথম মেয়ে হিসাবে। সাম্প্রদায়িক অভিযান আরতির দীর্ঘতম কৃতিত্ব তাই আজ শূন্য বাঙালীর মূখ উজ্জ্বল করনি, বাঙালীর

গর্বেরও কারণ হয়েছে—খেলাধুলার ক্ষেত্রে বাড়িয়েছে ভারতের সম্মান। আর বঙ্গ-ললনা আরতি সমগ্র এশিয়ার মাভূজাতিকে দিয়েছেন এক নতুন সম্মান। নিজের কৃতিত্বের দূর করেছেন তাদের অকৃতিত্বের অপবাদ। তাই ইংলিশ চ্যানেল বিজয়িনী আরতি এশিয়ার মাভূজতির কাছে গর্বের পাত্রী।

অটুট মনোবল, ঐকান্তিক আগ্রহ এবং দৃঢ় সংকল্প থাকলে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের একটি মেয়ে অশীত সাধনার কতখানি সাফল্য অর্জন করতে পারে আরতি তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক ১০০ মিটার ট্রি স্টাইল সীতার ছাড়া মহিলাদের সীতারের সমস্ত বিষয়েই তিনি এক সময়ে রাজ্য রেকর্ডের অধিকারিণী ছিলেন। ১৯৫২ সালে হেলসিন্গি অলিম্পিকেও তিনি ভারতীয় দলে স্থান পেয়েছিলেন। সুতরাং বাঙলা তথা ভারতের সীতার ক্ষেত্রে আরতির প্রতিষ্ঠা অজনির বিষয় কারোই অজানা নেই। কিন্তু তাঁর কৃতিত্বের অন্যান্য যে সব বিষয় সাধারণের অজ্ঞাত আজ তারই কিছু কিছু উল্লেখ করতে চাই। শূন্য সীতার আর লেখাপড়া নিয়েই অর্জিত সম্মান কাটাননি। গনবন্ধনারও চর্চা করেছেন। অল বেংগল মিউজিক কম্পিটিশনে তিনি রবীন্দ্র সংগীত ও খেয়ালে অংশ গ্রহণ করেছেন। তার ছাত্র অল বেংগল মিউজিক কম্পিটিশন থেকে অতরঙ্গ করা কৃতিত্ব নিম্নশ্রী পট ও লেখচিত্র। অভিনয় ক্ষেত্রে সের্বিচ কল সঙ্গীত সঙ্গীতের ডিম্বকার একাধিকবার সু-অভিনয় করতে। সাইকেল চালনায় তিনি দীর্ঘতম পট। অধুনা মোটর চালনাতেও পট হয়েছেন। সংসারের কাজকর্ম করেই আরতিকে এই সাবের চর্চা



চ্যানেল বিজয়ী কুমারী—মাঝখানে আরতি সাহা, বাঁদিকে ব্রজেন দাশ ও ডানদিকে জয় বিমল দাস



জাপানের ইয়াওয়াটা স্টিল ওয়াক ফুটবল টীম—ভারতের ইম্পাত শিম্পকেন্দ্রে কয়েকটি প্রশ্রনী ফুটবল খেলায় জং প্রহণের জন্য জাপানী দলটি এখন ভারত সফর করছে

করতে হয়েছে। শিশুকালে মাতৃহারা আরতিকে শব্দ বিপন্নক পিতাকেই দেখতে হয়নি, বৃন্দা পিতামহী এবং শিশুভগিনী ভারতীকেও দেখতে হয়েছে। মধ্যবিত্ত ঘর—মধ্যবিত্ত কেন, নিম্নবিত্ত ঘরের যাবতীয় কাজকর্মও করতে হয়েছে। আরতি এখন সিটি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক কলার ছাত্রী। সাউথ ইস্টার্ন রেল একটি চাকরীও সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সব দিকের তাল রেখেও তিনি সাতারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেননি। এবং বলা যায় সাতার জীবনের গৌরবদীপ্ত লগ্ন পার হবার পরেই তিনি অর্জন করেছেন সাতার ক্ষেত্রে গৌরবময় সম্মান।

আরতির এই গৌরবের দিনে আজ একটি লোকের কথা বিশেষভাবেই মনে পড়ছে। তিনি হচ্ছেন স্বর্ণীয় বিজিতেন বসু। সাতার-পাগল বিজিতেন বসুর কাছেই আরতির সাতারের প্রথম হাতে খড়ি হয়েছিল। ছোট্ট মেয়ে আরতি রোজ গাংগার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে একটু একটু সাতার কাটত। হাট দেখে বিজিতেনবাবু আরতির বাবার অনুমতি নিয়ে আরতিকে এনে ভর্তি করেন হাটখোলা ক্লাবে। বিজিতেনবাবুর কাছেই তার সাতারের হাতে খড়ি হয়। অবশ্য আরতির সাতারের প্রকৃত শিক্ষাগুরু শচীন নাগ। শচীন নাগই আরতিকে সাতারের উপর চলাকলার শিক্ষিত করেছেন। সেই শিক্ষা এবং নিজের অধবসায় আজ তার ব্যাপকতর ক্ষেত্রে দল্লভ সম্মান এনে দিয়েছে।

রাজেন দাশ, মিহির সেন, বিনয়চন্দ্র ও আরতি দাশ—ভারত ও পাকিস্তানের এই ৫জন বাঙালীর সাক্ষা অর্জনের পর ইংলিশ চ্যানেলের উদ্বোধন সম্পর্কে সাধারণের ধারণা কিছুটা বদলে গেছে। চ্যানেলের দুর্জয় রহস্যও যেন অনেকটা উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। এখন অনেকেই ভাবতে আরম্ভ করেছেন ইংলিশ চ্যানেল আর দুর্যতত্ত্ব নয়—সহজেই একে অতিক্রম করা যায়। কিন্তু ইংলিশ চ্যানেল সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক মহল এ কথা মনে কারেন না। তাদের ধারণা বহুজনের সাক্ষা সত্ত্বেও চ্যানেল জয় করার কৃতিত্ব এক দুর্জয় কৃতিত্বের সাক্ষ্য। বোধ করি আমি আগেও একবার নিখোঁড়—এখনও নিখোঁড়, চ্যানেলের কোলে লালিত পালিত বহু দক্ষ সাতারের পক্ষেও ইংলিশ চ্যানেল জয় করা সম্ভব হয়নি। একজনের একুশবারের প্রচেষ্টা বার্থ হয়েছে এমন ঘটনাও লিপিবদ্ধ আছে।

তবে একথা সত্য, একজন মহিলা সত্ত্বেও ৫জন বাঙালীর ইংলিশ চ্যানেল জয়ের পর আর কোন বাঙালী হয়তো চ্যানেল অতিক্রমের কৃতিত্ব উৎসাহী হবেন না। ইংলিশের একখানি পত্রিকাও এ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

এখন সাতারদের লক্ষ্য হবে অধিকতর কৃতিত্ব অর্জনের দিকে। অর্থাৎ একই সঙ্গে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম ও প্রতি অতিক্রম করা যায় কিনা সেইটাই সাতারদের প্রচেষ্টা হবে। আজ পর্যন্ত কেউই এ প্রচেষ্টা করেননি। ফ্রান্স ফিরে আসা আপাতত অসম্ভব বলে মনে হলেও

একদিন হয়তো দেখা যাবে কোনো বাঙালী এই কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু এই কৃতিত্ব অর্জনের প্রধান অন্তরায় অর্থ। উপযুক্ত অর্থ সাহায্য পেলে নদীমাতৃক এই বাঙলা দেশে এমন সাতার পাওয়া হয়তো কষ্ট নয়, যার পক্ষে একই প্রচেষ্টায় ইংলিশ চ্যানেল পারাপার হওয়া সম্ভব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে সরকার ও জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেলে এখনই কয়েকজন বাঙালী এই কৃতিত্বের জন্য এগিয়ে আসবেন।

সংবাদিক ও সংবাদপত্রসেবীদের ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রফুল্লকুমার সরকার সচি কাপের ফাইনাল খেলায় এবার অমৃতবাজার পত্রিকা স্পোর্টস ক্লাব ১-০ গোলে আনন্দবাজার পত্রিকা স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে।

প্রফুল্লকুমার সরকার সচি কাপের খেলায় এবার বেশ কয়েকটি দল অংশ গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে প্রায়শই বেঙ্গল পাবলিসিটি এবং ইউ এস আই এস অর্থাৎ ইউনাইটেড স্টেট অব ইনফরমেশন সার্ভিস দল দুইটি ছিল প্রতিযোগিতায় নবাগত।

‘আনন্দবাজার’ পত্রিকার স্বর্গত সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্টোপার্ড ও দেশ পত্রিকার কর্মীরা সে প্রতিযোগিতায় ব্যবস্থা করেছিলেন এমন সেই প্রতিযোগিতার ভার গ্রহণ করেছেন কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থা। কয়েক বছর ধরে এরা সন্তোষবর্ধী প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে আসছেন।

দেশী সংবাদ

২৪শে সেপ্টেম্বর—অঙ্গা পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার রাজ্য মন্ত্রিসভার বিরোধে বিরোধী পক্ষ হইতে উত্থাপিত দুইটি অনাস্থা প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

সম্প্রতি প্রায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাল্লা রোড স্টেশনের নিকট ডি ডি সি খালের উপর নির্মিত একটি সেতু গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রাতে ভাঙিয়া পড়ে।

২৯শে সেপ্টেম্বর—সংগঠনপত্র ও সংসদে বহুবার দাবি উত্থাপিত হইবার পর আজ ভারতের একটি রাজনৈতিক মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মানচিত্রের উত্তরভাগে প্রচলিত ২৫০০ মাইলব্যাপী আন্তর্জাতিক সীমারেখা প্রদর্শিত হইয়াছে।

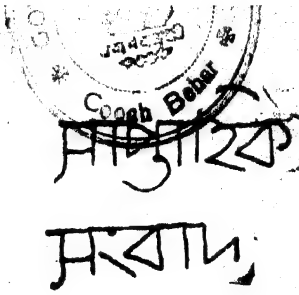
৩০শে সেপ্টেম্বর—অঙ্গা নার্সারিতে আগামী ছয় মাসের জন্য (অক্টোবর হইতে মার্চ) যে আমদানী নীতি ঘোষিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, এখানে সেখানে অল্প স্বল্প পরিবর্তন ভিন্ন আমদানী সম্পর্কে কমবেশী পরিমাণে বর্তমানে অনুসৃত নীতি অপরিবর্তিত রাখিয়াছে।

গত এই হইতে ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮ ধরিয় যে বর্ষণ হয়—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তখন মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার একর জমি জল-প্লাবিত হইয়াছে। তাহাযোগে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার একর জমিতে ফসলের ক্ষতি হয়। এজনা প্রায় ২ লক্ষ টন ধান নষ্ট হইবে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে।

১লা অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলে বিশেষ করিয়া ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার কোন কোন স্থানে গত দুই দিন ধরিয় অবিভ্রান্ত বর্ষণ ও ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ৭ জনের প্রাণহানি ঘটে। হাওড়ায় লতাঙ্গি পতনে আহত ৭২ জনের মধ্যে ১১ জনের অবস্থা আশংকাজনক। বর্তমানে ২৫ ঘণ্টায় ১৮ ইঞ্চি বরিষণ হইয়া হাওড়া জেলার একাংশে খণ্ড প্রলয় হইয়া চিয়াছে বলিয়া বলা চলে।

এক খবরে প্রকাশ, রাজ্য সরকারের কার্যকর্মী কর্মচারীরা নবীকৃত অঙ্গের ফলাফল 'জমি' বন্ধক রাখিয়াই উপভোগ্যে কৃষিক্ষণ মঞ্জুর করিয়াছেন। অন্যদিকে বাহারা ডি ডি সি খালের জল সরবরাহ ব্যবস্থা হইবার আগেই জলকর আদায়ের জন্য রাজস্ব বিভাগ সৃষ্টি করিয়া কর্মচারীদের বেতন বাড়া গরু ইত্যাদি বরাদ্দ ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ৫ বছরে মাত্র ২৫০ টাকা জলকর সরকারী আচারের জমা দিলেন।

২রা অক্টোবর—গত তিন দিনের সমুদ্রবায় এবং প্রবল বর্ষণের ফলে মেদিনীপুরে সন্ধ্যা ঘাটল, কাঁথি ও হুমড়ক মহকুমার কিছুটা অঞ্চল প্লাবিত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন



হওয়ার হাজার হাজার পরিবার বন্য়ার জল আঁটকা পড়িয়া গিয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু, অঙ্গা জরুরে বলেন যে, রাজস্বাধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থার গণতন্ত্র-সম্মত বিবেচনাকরণ পরিকল্পনা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। "ইহা যে সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করিতে সে সম্পর্কে আমরা কোন সন্দেহ নাই।"

অঙ্গা সকালে কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দূরে পূর্ব রেলপথের শিয়ালদহ-লনগ্রাম শাখায় 'আশোকনগর স্টেশনের' উদ্দেশ্যে হয়।

৩রা অক্টোবর—কলিকাতায় সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত ১লা অক্টোবর বাঁকুড়া কামাদের লাইট রেলওয়ের কুমরুন ও ইন্ডাস স্টেশনসবয়ের মধ্যে এক চলন্ত ট্রেন ঘূর্ণিঝড়ায় লাইনচুত হইয়া পড়িয়া যাওয়ার একজন যাত্রী হত এবং আটজন আহত হইয়াছে। বগিচুলির গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি জবন হইতে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, রাষ্ট্রপতি ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন সেনাপাঞ্চ জেনারেল এস এম শ্রীনাগেশকে আসামের রাজ্যপাল নিযুক্ত করিয়াছেন।

পি টি আই কর্তৃক শেষবারে প্রেরিত সংবাদে জানা যায়, মাইথন জলাধারের কল জপাইয়া জল প্রবাহিত হইতেছে।

৩রা অক্টোবর—প্রধান মন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহরু, চীনের প্রধান মন্ত্রী শ্রী চু এন লাইয়ের চিঠির উত্তরে বলিয়াছেন যে, গত শতাব্দী যাবৎ ইতিহাস-ভাষাগল, রীতি ও প্রথা প্রভৃতি নির্ধারণিত ভারতের সমগ্র উত্তর দীর্ঘা সম্পর্কে চীনের সঠিক আলোচনার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

বর্তমান কলিকাতার নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে বিপুলসংখ্যক বহু বন্য়ার প্রদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এইদিন চন্দ্রাবত প্রান্ত সংসদে জানা যায়, পটকুলসারী কলার জল প্রবল বেগে নলকর্ষণ এবং কলিতপ্পের শক্তিতে ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কলিত-সংক্রান্ত স্থানীয় জনবসতির নিরাপত্তা অপ্রত্যক্ষ ভাণ্ডার অনাহু হুটিয়া চলিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৪শে সেপ্টেম্বর—গত সাতাহার শেষভাগে যশা জাপানে যে প্রচণ্ড সামরিক ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহার ফলে ২৫০০ এরও অধিক লোক নিহত অথবা নিরুপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীনিবর্তা খুশেভ দুই সংসাহব্যাপী মার্কিন যুক্তরাজ্য পরিভ্রমণের উপসংহারে গতকাল এখানে ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েট-আমেরিকান সহযোগিতার পুনরোন্মেষের পক্ষে "দুরীভুক্ত্য কোন বাধা নাই।"

২৯শে সেপ্টেম্বর—তাদের সংবাদে জানা যায় যে, চীনের দশম পার্বত্য উৎসবে যোগদানের জন্য সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিবর্তা খুশেভ আজ রাতে বিমানযোগে শিকং যাত্রা করিয়াছেন।

৩০শে সেপ্টেম্বর—ভারতীয় মহিলা সাঁতারু কুমারী আর্ভি সাহা প্রথম এশিয়ান মহিলা হিসাবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়াছেন। এই ১৯ বছর বয়স্কা কলিকাতা কলেজের ছাত্রী কুমারী আর্ভি সাহা ফ্রান্স উপকূল হইতে যাত্রা করিয়া ১৬ ঘণ্টা ২০ মিনিটে ইংলণ্ড উপকূলে উপনীত হইয়াছেন।

১লা অক্টোবর—ভারত ও পাকিস্তান শি পরিমাণ সৃষ্টি কাপড় রপ্তানি করিতে পারিলে, তৎসম্পর্কে ল্যাংকাশায়ার ভারত ও পাকিস্তানিস্থানের সঠিত চুক্তি করিয়াছে।

২রা অক্টোবর—করাচীর ওয়াকিফখার মংল হইতে বলা হয় যে, পাকিস্তানের ৬ হাজার বর্গমাইলব্যাপী এলাকা চীনের মানচিত্রে প্রকাশনের প্রস্তুতি সম্পর্কে পাকিস্তান সম্ভবত শীঘ্রই চীনের সঠিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে।

৩রা অক্টোবর—মিশরের 'আল্-অরব' সংবাদপত্রে এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, চীনা বহুপক্ষ সংঘর্ষে যাদের প্রজাতন্ত্রের পাকিস্তান মূল্যবাস সংবাদে করিয়াছেন। বর্তমানে মাতামসকারী স্বাধীনতার প্রস্তুতি বাধা হইয়াছে।

পশ্চিম বিশ্বে পদাধিবাসী একটি যুগ স্বাক্ষরকলিপতে করিয়াছেন যে, ঐতিহাসিক যে সকল বাণিজ্য পরীক্ষা হইয়াছে তাহার তৎকালকার ফলে "কিউকামিয়া" এবং কলকটি বোলে ওল মধ্যমিক লোকের মাতৃ হইবে। এই পশ্চিম বৈজ্ঞানিকের মধ্যে চীনজন জাপানী, একজন আমেরিকান ও একজন ফরাসী।

৬রা অক্টোবর—চতুর্থ চুক্তিতে প্রসিদ্ধকরণে সোভিয়েট ইউনিয়ন অঙ্গা মহাকালেশ একটি 'সংস্কৃত' আবেগে 'মহাভারত' আখ্যান করিয়াছেন। 'ভাসা' এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন যে, আত্মহনত মল্লি একটি চৌ জগৎজক রকতে ঘোষিত হয়। অঙ্গ প্রত্যক্ষ সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে উক মহাভারতক রকটে উল্লিখিত হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পরস। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, বাৎসরিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা
মকরবল : (সভাক) বার্ষিক—২২, বাৎসরিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পরস
মহাকর ও প্রকাশক : শ্রীরাঘব চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ও সত্যরাক্ষস শ্রীটি, কলিকাতা—১।
ফোননো : ২৩-২৫৪০। স্বাধীনকরী ও পরিচালক : আনন্দবাবু পাঠক (প্রাইভেট) লিমেটেড

দেশ

নিশ্চিত হউন

সুস্থ মাড়ি
শক্ত দাঁত
মধুর শ্বাস প্রশ্বাস

উজ্জ্বল শুভ্র সুস্থ দাঁতের জন্য

ফরহান্স টুথপেস্ট ব্যবহার করুন

একমাত্র এই টুথপেস্টেই শক্ত সুস্থ মাড়ি গঠনের জন্য ডাঃ আর. জে. ফরহান্সের আবিষ্কৃত বিশেষ উপাদানটি আছে

Geoffrey Manners & Co. Private Ltd.



85A

8. 3



তিনি যথার্থভাবে
আপনার
সেবা করেন

জীবন বীমার এজেন্ট পলিসির একজন বিক্রেতা মাত্র নন। তিনি আপনার বন্ধু। তিনি তাঁর পেশায় বিশেষভাবে শিক্ষা অর্জন করেছেন। আপনাকে একটি পলিসি বিক্রী করা তাঁর সেবায় আরম্ভ মাত্র। আপনার পলিসি থেকে আপনি যাতে সবচেয়ে বেশী লাভবান হন, সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি থাকে। সব সনয়েই আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের সেবার জন্য তিনি প্রস্তুত রয়েছেন। আপনার জীবন বীমার সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আপনার এজেন্টের সঙ্গে আলোচনা করুন, তিনি যথার্থভাবে আপনার সেবা করবেন।

জীবনবীমার এজেন্টকে আপনার পারিবারিক
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা করে তুলুন।

LIC-CB 68

লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া



নতুনের অভিযান...



দিকে দিকে আজ নতুনের অভিযান—নবীন
শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্রন্দন বয়ে নিয়ে আসে নতুনের সংকেত,
সাড়া জাগে লক্ষ মানুষের প্রাণে, তারা জেগে ওঠে, চেষ্টা
দিয়ে, কক্ষ দিয়ে জাতিকে তারা নতুন করে গড়বেই.....মহৎ
কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শ্রান্তিময়,
ক্লান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে।
বৈচিত্র্য আর অভিনবত্ব জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর।
কালের জড়তা ভুলে অতীতের এক মহান
জাতিও আজ তাই জেগেছে, পেয়েছে সে নতুনের আশ্বাস.....

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যজীব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে
পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে
আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে
চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই
প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

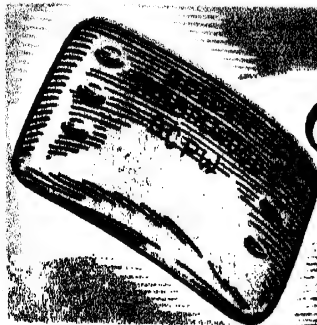
আজও আগামীতেও...দেশের সেবায় হিন্দুস্তান লিভার

PR 2-X52 BO

১২৬



২৬ বর্ষ] শনিবার, ১৬ অক্টোবর, ১৯৫৯ বঙ্গবন্ধু **DESH** Saturday, 3rd October, 1959. মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৪৯



গোল্ডেন স্যাডালউড.

জ্ঞানে তৃপ্তিকর চল্লিশ গল্প সাবান

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

দেশ

লাল-ইমলি উলের পোশাকে ফ্যাশানছরস্ত দেখাবে

—আরাম পাবেন



বাড়ীর সবার জন্তে তুলোর মত কোমল ও মোলায়েম লাল-ইমলি উলের পোশাক বুনুন।
বিশেষ থেকে উল হুতো আনিয়ে বিশেষ ধরনে তৈরী লাল-ইমলি উলের মসৃণ ও নরম পোশাক সবার পছন্দ হবে।
তার চেয়েও বড় কথা, লাল-ইমলি উলের আশ্চর্য হৃন্দর হৃন্দর রঙের কথা ক্যাশন দ্রুত মতলে এখন সবার মুখে মুখে। নানান ধরনের উল পাবেন—মিহি 'কাউন্টেন' উল ৩-মাই আর 'লেডী লেনলী' ও 'ভকশীলা' উল ৪-মাই।

'কাউন্টেন'
৩-মাই



'লেডী লেনলী' ও
'ভকশীলা' ৪-মাই



রেডিমেন্ট উলের পোশাক

লাল-ইমলি
উল

বুনবার সময় পান না?
কিন্তু হাল-ফ্যাশানের চমৎকার উলের পোশাক পরতে হয়তো আপনি ভালবাসেন।
লাল-ইমলি উলের হরেক রকম রেডিমেন্ট পোশাক পাওয়া যায়—পছন্দ মতো বেছে নিন।

ট্রেড



মার্ক

দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন লিমিটেড
কানপুর উলেন মিলস শাখা—কানপুর, ইউ, পি

লেখ



== মূল্য নাই! ==

== মূল্য নাই! ==

আশাপূর্ণা দেবীর
নতুন উপন্যাস

ছাড়পত্র ৪॥

নীহাররঞ্জন মজুমদার
নবতম উপন্যাস

উত্তর ফাল্গুনী ৬॥

প্রত্যর্পণ ৩৭

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সাংগীত সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস

বহি
বন্যা

মাত্র চার মাসে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছিল

॥ পরিমার্জিত দ্বিতীয় মূদ্রণ ॥

— সাড়ে সাত টাকা —

কথাসাহিত্য-মহাট
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের
ছোটদের সোনার বই

দাদামশায়ের
থলে

সুন্দরিত, সুসজ্জিত, রক্ত-জ্বলন্তী সংস্করণ

== চিত্রে চিত্রে চিত্রময় ==

— চার টাকা —

কারাশংকর
বন্দোপাধ্যায়ের

উত্তরায়ণ

— সাড়ে পাঁচ টাকা —

প্রারম্ভিক বহি
ও আদ্যোপান্ত
পুনর্মুদ্রিত
তৃতীয় সংস্করণ

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বৃন্দাবন বসু

নতুন উপন্যাস

শোণপাণ্ডু

এই উপন্যাসের লক্ষণগণ্য চরিত্রসমূহ, ক্রান্তিনীতি ও ইতিহাস-ভিত্তিক চরিত্রের বিশ্লেষণ, আচরণে ক্রান্তিনীতি উপলব্ধি, বৃন্দাবন বসুর বিশিষ্ট কল্পিত চরিত্রসমূহ, সাংগীত উপন্যাস।

মূল্য—৫.০০

সর্বোপলব্ধী সাধকসকল

এ বাটজেন দার্শনিক কল্পিত সংকলিত

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস

প্রথম ভাগ — প্রথম খণ্ড

ইতিহাস, বৈদ্য, মনু, কোটিল্য, বিক্রম, ভগবদ গুণাধর, চার্লস মার্কস, সেন দর্শন, বোপ দর্শন, ন্যায়, বৈশিষ্ট্যবাদ, সাংখ্যবাদ, পাঠ্যমীমাংসা, ইত্যাদি বিষয়ে দেশবিশুদ্ধ দার্শনিকদের অবদানের জ্ঞানগর্ভ রচনা। বাংলা ভাষায় অসম্ভব গুরু।

মূল্য—সাত টাকা

বৃন্দাবন

চট্টোপাধ্যায়ের

প্রাচীন মিশর

প্রাচীন মিশরের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, আকো, মোহ, মনোজ গল্প। মার্কসীয় ভাষা ও রচনা নিপুণে উপন্যাসের মতো চিত্রিত।

মূল্য—১.৫০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পথের দাবী ৬.০০

অন্যসংস্করণ মূল্য

আপাতো ... ৬.৫০
রূপের দাবী ... ৩.০০
কায়দা ... ৩.০০
অন্যসংস্করণ ... ৩.০০

দ্বিতীয় প্রকাশিত

পরিমার্জিত

চমৎকারী ইত্যাদি গল্প

অভিনবজ্ঞান মেন

দীর্ঘশব্দ বিবেচনা ... ৫.০০
সুধীরচন্দ্র সরকার ... ৫.০০
দীর্ঘশব্দ অভিধান ... ৫.০০
মহাশব্দতা তত্ত্ব ... ৫.০০
প্রমত্তা ... ৫.০০

দ্বৈত চৌধুরী

সংস্করণ ... ৫.৫০
এই গ্রন্থের রচনা ... ৬.০০
বোম্বাই ... ৩.৫০
পাতালে এক কল্প ... ৫.০০
(প্রথম খণ্ড)

পরিমার্জিত

আনন্দীবাঈ ৩.০০

নীলদাস ইত্যাদি গল্প ... ৩.০০
বৃন্দাবন ইত্যাদি গল্প ... ৩.০০
গল্পসংগ্রহ ২.৫০ ... ২.৫০
দীর্ঘশব্দ তত্ত্ব ... ৩.০০
নব নব নব ... ৩.০০
সুন্দর ... ৫.০০
মায়ার বই ... ৫.০০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৫, বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

• শারদীয়া সাহিত্য

• বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস •
আনাভোল গ্রাসের
Gods Are Athirst-এর অনুবাদ

তৃষিত দেবতা ৫৮

• ভ্রমণ-কাহিনী •

জ্যোতিষচন্দ্র রায়ের

কেদার বদরী ৪১০

• সাহিত্যের ইতিহাস •

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ৭৮

• শিশু ও কিশোর সাহিত্য •

আহরণী ৪৮

খোকনবাব—

কল্যাণী প্রামাণিক

কোলেস্কদের গল্প শোন	২৮
আবিষ্কারের গল্প	২১০
বিশ্বমানবের কাহিনী	৩৮
ছোটদের পঞ্চতন্ত্র	২৮০
মহাবিজ্ঞানী নিউটন	২১০
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু	২১০
ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার	২১০
ছড়া ও ছন্দ—কুঞ্জদয়াল বসু	৩৮
তিস্তাডুড়ী—	

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্দিরে মন্দিরে—ধীরেন্দ্রলাল ধর	২৮
রূপ দেশের রূপকথা	২১০
কিশোরদের রূপকথা—গজেন্দ্র মিত্র	২৮
ভারত ভ্রমণ—রামনাথ বিশ্বাস	৩৮

• সুনামল বসুর •

জীবন খাতার কয়েক পাতা	৩১০
ছোটদের কবিতা শেখা	২৮
ছন্দের গোপন কথা	২৮
সুনামল বসুর শিশুনাট্য	২৮
তেপান্তরের মাঠে (নাটক)	৮০

• স্বপন বড়োর •

স্বপন বড়োর শিশুনাট্য	
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড ২, ২, ২	
স্বপন বড়োর শৈশব	৩৮
দেশে দেশে মোর ঘর আছে	২১০
সাত লক্ষদ্বীপের তের লক্ষী পারে	২১০
এত ভক্ত বঙ্গদেশ তবু রক্ত ডরা	২১০

ওয়েস্ট বুক কোম্পানি। কলিকাতা ১২

শ্রীমদ্রামায়ণমহাভারতম্ প্রণীত

অপ্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস এই প্রথম প্রকাশিত হইল
ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত

ধ্রুব ৩ টাকা লুৎফ উল্লাহ ৩৫০ টাকা

শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার ৩৮

সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন ২৮

শাম্ভবতী পাঠাগার, ৬৬, বাধানাগ মারিক লেন, কলিঃ ১২। ফোন ৩৫-৫০১৭

(সি ৮১০৫)

অভ্যুদয়ের শারদীয় সম্ভার

এক ঘেঁছিল রাজা

রূপকথার সংকলন

সুকুমার দে সরকারের

বাঘমায়ার গল্প

ডাল্লুকদাদার গল্প

বেলুনরাজার দেশে

ছবি ও লেখা—শৈল চক্রবর্তী

জানি টু দি সেক্টার

অব দি আর্থ

জমল ডান

দি ইনিড

ভার্জিলের মহাকাব্য অনুসরণে
মণীন্দ্র দত্ত

রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দাঁকণারঙ্গন
ও আরো অনেকের একটা করে রূপ-
কথার গল্প। গল্পে, ছাপায়, ছবিতে
অতুলনীয়। সম্পাদক অমিয়কুমার
চক্রবর্তী, শ্যামাপ্রসাদ সরকার। ৩-৫০

জীবজন্তুর গল্প লেখায় সিন্ধুসহ
সুকুমারবাবুর এই দুটি বই ছবি,
ছাপা ও লেখার ঐক্যের সবার দৃষ্টি
আকর্ষণ করবে। প্রতিটি ১-২৫

সম্পূর্ণ নতুন ধরনের আসংখ্য ছবি
নিয়ে লেগা এই মজার বইটি সকলের
ভাল লাগবে। ১-০০

এই সুবিখ্যাত উপন্যাসটি মানবেন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে অপরূপ হয়ে
উঠেছে। এইসঙ্গে পশমীর মানবেন্দ্র
অনূদিত জুল ভার্নের চমক দি আর্থ
টু দি মুন ও এরাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন
এইটি ডেজ। প্রতিটি ২-০০

ঈনিডের মূল কাহিনীর এই অনুবাদ
মণিবাবুর নির্জিত হাতে অপরূপ হয়ে
উঠেছে। ঈনিডের বাংলা রূপায়ণ
এই প্রথম। এইসঙ্গে পশমীর ইন্সিয়াড
ও অর্ডারস অনুবাদ। ২-০০

কিছুদিন আগে বেরিয়েছে • গ্রীক পুরাণের গল্প—নির্মালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
৪-০০, বারোদাঁঘির রায়বাড়ী—ক্ষীতিন্দনারায়ণ ভট্টাচার্য ২-৫০, বাড়ি
থেকে পাঁচিয়ে (তৃতীয় সংস্করণ) শিবরাম চক্রবর্তী ২-০০, চলচ্চিত্রে
রূপায়িত মনোরঞ্জন ঘোষের পরিবর্তনএর নাট্যরূপ ১-২৫।

কয়েকটি সুবিখ্যাত বই হালকা হাসির গল্প—৩-৫০ (হাসির গল্পের
সংকলন), খেলাল-খালি-অসম্ভব ৩-০০ (আজগুণি গল্পের সংকলন),
বিদেশী গল্পগুচ্ছ ৩-৫০ (অনুবাদ গল্পের সংকলন), ঝং ঝেং—অবনীন্দ্র-
নাথ ঠাকুর ৩-৫০, পৃথিবীর সংকীর্ণ ইতিহাস—এইচ জি ওয়েলস্ ৬-০০।
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প সিরিজের হোয়েন্স, মানিক, জরাসন্ধ, প্রেমেন্দ্র,
শরদিন্দ্র, শৈলজানন্দ, অচিন্তা, রবীন্দ্রলাল রায়, কামাকী, মণিলাল গঙ্গো,
মোহনলাল, তারাকঙ্কর, শিবরাম, বুদ্ধদেব, হেমেন্দ্রকুমার, নারায়ণ, লীলা
মজুমদার, সুকুমার দে সরকার, সৌরীন্দ্র, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিটি ২-০০

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির ৬, বাকিম চাট্‌জে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

(সি ১৬২৫)

স্ট্রীট লাইট



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শস্যের রাজস্ব আদায়—	...	৬৬৫
প্রসংগত—	...	৬৬৬
তিন দিন তিন রাত্রি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	৬৬৭
সবুজ পাতার ডাক—শ্রীহারীচক্র দেব	...	৬৭৩
শান্ত (কবিতা)—শ্রীনিমলাপ্রসাদ মথোপাধ্যায়	...	৬৭৮
কাশ্মীরে যুদ্ধরত সৈনিক স্বামীর উদ্দেশে (কবিতা)—
শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য	...	৬৭৮

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস লিঃ

৭ই ডায়ের বই
জগদীশ গুপ্তের
স্বনির্বাচিত গল্প ৫
৭ই প্রবন্ধের বই
প্রশান্ত চৌধুরীর
স্বগতোক্তি ৩০

(নব্যপন্যাস)

যেখানে সীতা সুপানথাকে সেখানে
নতুন কান্ডালার ডিক্রাইন, লত
কোইল, সিঁহতউল্লসালকে খাওয়ার
মোরগমশকর, যেখানে উপরাময়ের
রোগালা হন কাকের লক্ষ্যসহ
হন কাকের লক্ষ্যসহ
বিস্তৃত সব মানবের হৃৎকপন।

গৃজায় ৭ খানি

ছেলেদের নতুন বই বার হলো

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চাইবড়োর পদার্থ
প্রমোদ মিত্রের আশ্রিতীয় ঘনাদা
শিবরাম চক্রবর্তীর চুলচেরা শোধবোধ

লীলা মজুমদারের গুপির গুপ্ত খাতা
হেমেন্দ্র রায়ের গোয়েন্দা, ভূত ও মানুষ
জয়ন্ত চৌধুরীর হাওয়া বদল

শুদ্ধ হাসির গল্প

বিক্রমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বীরবল, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুকুমার রায়, বনমল্ল, বিদ্যুত মন্ডল, তারকেশ্বর, ঠাকুর, অচিন্তা, শিবরাম, প্রবোধ, মনসকা আলা প্রমুখ সহিত ৭৭টি গল্পের সর্ব গল্প-সংকলন।

আমাদের প্রকাশনার কয়েকটি ছোটদের বই:

প্রমোদ মিত্রের ঘনাদার গল্প ১৩৭ পৃষ্ঠা ৩/- ৥ শিবরাম চক্রবর্তীর নিখরচায় জলযোগ (২য় সং) ২/- ৥
ভূতুড়ি অশুভুড়ি ১৫০ ৥ বনমল্লের করবী ১৫০ ৥ বিদ্যুত মিত্রের টক-ঝাল-মিষ্টি ২/- ৥ বিদ্যুত মিত্রের কল্যাণপাথারের তাম
নবমী ২০০ ৥ বিদ্যুত মিত্রের মথোপাধ্যায়ের হেসে যাও ২/- ৥ সৌরেন্দ্রনাথ মথোপাধ্যায়ের রূপকথার খাঁপি ২০০ ৥ পঞ্চপাতি
ভট্টাচার্যের সূর্যের দেশের রূপকথা ২/- ৥ স্বপনবড়োর রাজার গল্প ১০০ ৥ রবীন্দ্র মিত্রের মাঝরাশী ১০০ ৥ সীতা দেবী ও শব্দ
দেবীর হিন্দুস্থানী উপকথা ৩০০ ৥ প্রতিভা বসুর সব চেয়ে যা বড়ো ১০০ ৥ শ্রীমদভগবদ্গীতা রায় লক্ষ্মীচরণ (২য় সং)
২/- ৥ স্বামী প্রমথানন্দের উপনিষদের গল্প ১/- ৥ বামরুকের গল্প ১/- ৥ নৃসিংহরুকের চৌপাধ্যায়ের তবিস্মরণীয় মূর্তি ৩০০
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মারাত্মক পদার্থ ৩০০ ৥ প্রবোধমন্ডল ঠাকুরের কামরূপীর কথা ২০০ ৥
লীলা মজুমদারের হলদে পাখীর পালক ২/- ৥ গিরিশঙ্কর বসুর লাল-কালো ৩/- ৥ শিবরাম চক্রবর্তীর বমার মামা ২০০ ৥
প্রশান্ত চৌধুরী ও জয়ন্ত চৌধুরীর ছোট্ট কেসমিথি কথাটির রূপ ২০০ ৥ অনাথনাথ বসুর ছোটদের কল্যাণবতী ১/- ৥
অকুণ্ডলার খামখেয়ালী ছড়া ১০০ ৥ শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের বাবা যতীন ২৫০ ৥ অনাথনাথ বসুর গাধাজী ১/- ৥
বায়াম ও খেলাধুলার বই : শ্রী খেলোয়াড়ের খেলাধুলায় জানের কথা ৩০০ : খেলাধুলায় সাধারণ জ্ঞান ১০০ : জগৎজোড়া
খেলার খেলা ১ম ২০০ : ২য় ২/- : ৩য় ২/- ৥ বিশ্বকবিভাষণে স্মরণীয় যারা ১ম ৩০০ : ২য় ৩০০ ৥

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস লিঃ কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রাম : কালিচাঁদ ২৩, মহাজ্ঞা গাঙ্গুলী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন : ৩৪২৬৪৩

একটি মূল্যবান শারদ সন্কেজন, ১-২৫

ব্রিধারা সম্পাদনা শান্তিপ্ৰিয় চট্টোপাধ্যায়
কালি-৩৪

প্রবন্ধ ও রচনা : ডাঃ আশুতোষ ভট্টাঃ
ডাঃ গৃহপতি মিত্র, অধ্যাঃ বিভাস রায়চৌধুরী
অধ্যাঃ অমররতন মুখোঃ, বিধুভূষণ সেন
গদ্য : নন্দকোপাল সেনগুপ্ত, ভবানী
মুখোঃ, আয়কনা প্রভৃতি।

গল্প : অবনীনাথ রায়, দ্বীপীচৈ মৈত্র
সরিংশেশ্বর, ইন্দ্রিরা দেবী প্রভৃতি।

কাব্য : মোহিতলাল মজুমদার, 'সুনির্মল'
কন্দু, কালিদাস রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন, নরেন্দ্র
শেখ, অরবিন্দ গুহ, গোবিন্দ মুখোঃ, দুর্গা-
দাস সরকার, রজনীশঙ্কর, নচিকেতা, দেবী
প্রসাদ, নীহারকান্ত ঘোষদাস্তদার, অরতি
চট্টোপাধ্যায়, মানব বড়ুয়া প্রভৃতি।

বিশেষ সংযোজন : অমর ভট্টাচার্যের সাতটি
বিদেশী ভাষা, জ্যোতিষ রায়ের মূল চীনা ও
সিল্পীশ মুখোপাধ্যায়ের টি. এম. এলফট
হইতে কাব্যানুবাদ।

এছাড়া পাউণ্ড, লি-পো, মোহিতলাল,
মনোজ মুখোঃ, প্রভৃতির প্রতিকৃতি ও অন্যান্য
বহু চিত্র শোভিত।

যোগাযোগ করুন : চ্যাটার্জি প্রিন্টার্স,
৭৬নং বহুবাজার স্ট্রীট।

(সি ২৫১১)

ত

ব

ধু

ত

বি র চি ত

দু রি বৌ দি

চ ত্ত্ব ম্ দ্র গ

প্রকাশিত হয়েছে ৥ চার টাকা

স্ত ভা য় ভ ব তু

ষষ্ঠ মূদ্রণ ৥ পাঁচ টাকা

মিগ্রালয় : ১২ বঙ্কিম চাট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট : কালি-১২

(সি ২৫৬৮)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

রূপসী রাত্রি

দাম : ৫.০০ টাকা

শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর

রবীন্দ্রমানসের

উৎস-সঙ্কানে

দাম : ৩.৫০ টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত

৯ম সংস্করণ : ৫.০০ টাকা

ছেলেদের বিবেকানন্দ

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ১.২৫ টাকা

প্রকাশিত হল

তারানাথকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রেমের গল্প

প্রেম-বিশয়ক সাহিত্যে এক অসামান্য
সংযোজন

দাম : ৪.০০ টাকা

তারানাথকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তিন শূন্য

দাম : ৩.৫০ টাকা

সুবোধ ঘোষের

শতকিয়া

দাম : ৮.০০ টাকা

ভারত প্রেমকথা

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ৬.০০ টাকা

আচার্য ক্রিতিমোহন সেনের

চিৎসায় বঙ্গ

২য় সংস্করণ : ৪.০০ টাকা

সরলাবালা সরকারের

গল্প-সংগ্রহ

দাম : ৫.০০ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ৥ কলিকাতা ৯

স্টাণ্ডার্ড



নতুন বের হল

অমরেন্দ্র ঘোষের

চরকাশেম

পদ্মা ভাঙে, পদ্মা গড়ে। তার ভাঙা-
গড়ার খেলালী খেলার কত গ্রাম জেবে,
আবার কত গ্রাম ভাসে!.....

ভেসে ওঠে সেকালের ভূরে-হাওয়া জন্ম-
পদ—একালের চরকাশেম। এক ঘর, দু'
ঘর, তিন ঘর—গড়ে ওঠে নব জীবনের
নতুন উপনিবেশ।.....

কল্লব আর কোলাহল ডালোবাসা
আর হিংসা—আর মহাজনী লোভ আর
ঠিকাদারী নারীমুগ্ধা!.....

বাণিজ্যিক পদ্ধতির পটভূমিকার সমস্যা-
জটিল খেলায় জীবনের সাধারণ কথারূপ
শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষের "চরকাশেম"।

সম : ০-৭৫

ছোট গল্প

ননী ভৌমিকের

চৈতন্য

বাল্যের জীবন ও যৌবনের পটভূমিকার
স্মৃতি ছোট গল্পের সংকলন। ৫.০০

অরুণ চৌধুরীর

সীমানা

পূর্ববঙ্গের জন-জীবনের ওপর পড়তি
গল্পের সংকলন। ১.৭৫

কবিতা

মহাশয় চট্টোপাধ্যায়ের

ক'টি কবিতা ও একসন্ধ্যা

সাম্প্রতিকতম কবিতার সংকলন। ২.০০

প্রবন্ধ

মীরেন্দ্রনাথ রায়

সাহিত্যবীক্ষা

বাংলা সাহিত্যের ওপর প্রবন্ধের
সংকলন। ০.০০

রেবতী বসু

সমাজ ও সভ্যতার রূপবিকাশ

০.৫০

ন্যাশনাল বুক একজেন্স প্রাইভেট লি:

১২ বাল্লভ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা ১০

বিষয়	লেখক	পাতা
মা : সন্তানের জন্ম (কবিতা)—শ্রীআরতি দাস	...	৬৭৮
বিজ্ঞান বৈচিত্র্য—চক্রদত্ত	...	৬৮০
চন্দ্রলোকের যাত্রী—শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়	...	৬৮১
চিত্র প্রদর্শনী—	...	৬৮৬
আলোচনা—	...	৬৮৭
স্মৃতিচারণ—শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	৬৮৯
প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত	...	৬৯৭

সদ্য প্রকাশিত

মহামহোপাধ্যায় উত্তর গোপীনাথ কবিরাজের

সাধুদর্শন ও সংপ্রসঙ্গ (১ম খণ্ড)

মূল্য—৫.০০

ভারতবর্ষের মহাপণ্ডিত ও সাধকের দৃষ্টিতে সরকারীকৃত ধর্ম এবং পড়েছে যে সব
অর্থনৈতিক জীবন ও তত্ত্ব, এ প্রস্তাব তা বর্ণিত হয়েছে সংকট সাবলীল ভাষায় ও সঙ্গীত।

সরিংশেশ্বর মজুমদারের

পাক

৪.৫০

প্রতিভার সমাজ-সংগঠন লেখকের এ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সংযোজন।
লেখক—গণতন্ত্র-পন্থীর কোণারের সিক থেকে আলোচনা প্রবর্তন একটি অনন্য সৃষ্টি। * *
শাসনতন্ত্র মানব মনুষ্যের ওপর ভিত্তি স্থাপন করেছে। * * কবিদর্শন বর্ণনায় যে সব
চরিত্র ভিত্তি করে এসেছে, তাদের পরিকল্পনায় লেখক মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

* * বইখানি পড়ে পাঠকমণ্ডলই যে তৃপ্ত হবেন, সে কথা অসংকোচে বলা যেতে পারে।

মনজুল : কল্পমের জোর আছে, তবু স্বপ্ন, বর্ণনা কবিতায়, উদ্ভৃতি ও সাবলীল।

লেখকের চোখ ও আবেগ। গল্পটি বইই বর্ণন এবং বর্তমান সমাজের একটি cross-
section। মূল্য হয়েছে সেরা।

শাসিবাদের চিত্র : (সংকলিত গল্প).....ভারত, মানব-কৌশল ও যৌন বিন্যাস

লেখক শিখরী মানব পরিচয় দিয়েছেন।.....উপন্যাসের গল্প ভিত্তিকৃষ্ণ উপন্যাসের

মত চমকপ্রদ হইয়া ও মানবজীবনের উদার ও মহৎ আদর্শকেই জঘন্য করিয়াছে। সুকৃষ্ণ

অনুভূতি ও মননশীলতার ইহা মিত্রক রোমাঞ্চ কাহিনী হইয়াছে, গল্পসমূহ হইয়াছে।

যোগাভার :নির্ভর জীবনকালের সঙ্গী গোরাবলা-কাহিনী পরিবেশন, বাংলা

উপন্যাস-সাহিত্যে এই রূপ ও ধৈর্য, আশ্রয়ের মনে হয় সম্পূর্ণ নতুন।

শংকরনাথ রায়ের

ভারতের সাধক

(৫ম খণ্ড) মূল্য ৬.৫০

সবজনের আত্মদমনধর্ম সাধক-জীবনী। নিম্নে তথ্য ও তত্ত্ব পরিচয়।

প্রাচী পার্বলিকেশনস্

২/২ সেবকবোদা স্ট্রীট — কলিকাতা-২৯

ফোন—৪৬-২৯৬৫

(সি ১৬২১)

জয়ন্তী

শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬৬
মহালয়ার পূর্বে বের হলো

শরৎস্মৃতি

দিলীপকুমার রায়
শরৎচন্দ্র সম্পর্কে ব্যক্তিগত বড় রচনা

: প্রবন্ধ :

অম্মদাশঙ্কর রায় । ডাঃ সতেন সেন
ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত
ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র । অঃ অঙ্গান দত্ত
অঃ রাজকুমার চক্রবর্তী
অঃ সুনন্দা দাশগুপ্ত
অঃ হরিদাস ও অঃ উমা মনোপাধ্যায়
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবীপদ ভট্টাচার্য ও শিবদাস চক্রবর্তী

গল্প

নরেন্দ্র মিত্র । সুশীল রায়
আশাপূর্ণা দেবী । দক্ষিণারঞ্জন বসু
নীলিমা দাশগুপ্ত । সুনন্দা ঘোষ
মীরা দত্ত । সাধনা সোম ও অন্য

: বিচিত্রা :

লীলা মজুমদার
কুমারলাল দাশগুপ্ত । বিজন ঘোষ
শক্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়

: রসরচনা :

শচীন্দ্রনাথ বসু

: কবিতা :

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
সোপাল ভৌমিক । নীরেন্দ্র চক্রবর্তী
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
আনন্দ বাগ্গিচি । প্রভাকর মাকি
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বান্তশীল দাশ
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও আরো।

দাম ২.০০ : সডাক ২.০৬ ন.প.

৪৭এ রানবিহারী এ্যাডমিনিউ : ২৬

ফোন : ৪৬-৪১১৬

শারদীয়া মঞ্জরী—১৩৬৬

সম্পাদিকা—আরতি সেন

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হচ্ছে।

আগাগোড়া মূল্যবান আর্ট পেপারে লাইনো টাইপে বন্ধুকে ছাপা।

একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস “নায়ক-নায়িকা”

লিখেছেন—বিমল মিত্র

ছোট গল্প ও অন্যান্য রচনা :

ভার্যাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী,
হারিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার,
সন্তোষকুমার ঘোষ, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ও আরো অনেকে।

তাছাড়া আধুনিক কবিতার একটি সুনির্বাচিত সংকলন।

মূল্য দু' টাকা

সকল বড় বড় বুক ছলেই পাওয়া যাবে। অনুসন্ধান করুন।

এ. পি. র. নতুন বই প্রকাশিত হ'লো

রাজা নয় রানী নয়

আশাপূর্ণা দেবী

ছোটদের মনমাতানো গল্পের বই। যেমনি হাসির তেমন মজার।

আরম্ভ করলে শেষ না করে পারা যায় না। দাম ১.৬০

এ. পি. র. নতুন বই প্রকাশিত হ'লো

ডাইনীরা মায়া

অমলেন্দু ভট্টাচার্য

এক অশ্রুত রূপকথার উপন্যাস। পড়তে পড়তে উধাও হয়ে যেতে হয়
সেই অশ্রুত রূপকথার দেশে—যেখানে ডাইনীরা মায়ায় রাজা হয়ে
গেছে গাছ, মন্ত্রী হয়ে গেছে কুকুর..... অশ্রুত অশ্রুত সব ব্যাপার।
বড় সাইজের বই, কাপড়ে বাঁধাই, ভিতরে ছবি অনেক। দাম ১.৫০

এ. পি. র. নতুন বই প্রকাশিত হ'লো

ঝড়ের পালক

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

একটি উন্মাদ পরিবারের কিশোর দুখ আর বোন লখ। এক বিচিত্র
জীবনপ্রবাহের ছবি এমনভাবে পরিবেশিত করেছেন খ্যাতিমান লেখক
যা বড় ছোট প্রত্যেকেরই মন গভীর অনুভূতিতে ডরে যাবে। দাম ৩.০০

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স

এ-১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

মুষ্টিগ্রন্থ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সিঁড়ি—শ্রীযশোদাজীবন ডট্টাচার্য	...	৭০৬
বিশ্ববাবচিত্রা—	...	৭১৭
ট্রামেবাসে—	...	৭১৯
পদুমতক পরিচয়	...	৭২০
বংগজগৎ—চন্দ্রশেখর	...	৭২৬
খেলার মাঠে—একলব্য	...	৭৩৩
স্বাস্থ্যাহিক সংবাদ—	...	৭৩৬

গ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত বিজ্ঞানের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

(বর্ণবিজ্ঞান ও নবজাগরণের প্রারম্ভ)
এই প্রথম প্রাগৈতিহাসিক কাজ, মিশর, ক্যাবিসন, বৈদিক ভারতের, চীন, জাপান, ইন্দো-ইরান, অর্য, অর্যের সমগ্র প্রাচীন দুনিয়ার বিজ্ঞান-সাধনার আলোচনা। প্রথম মূল্য নির্দেশিতপ্রণয়। বিস্তারিত সংস্করণ হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

এই আলোচনায় বিষয়—আবহূত বিজ্ঞান (বৈদ্যুতিক যন্ত্র, অর্যক বিজ্ঞান, ইউরোপীয় বিজ্ঞানোন্নতির পুনরুজ্জীবন, রোমশাসন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব)।

বিখ্যাত লন্ডন গণিতিক Nature লিখছেন:

"The first volume of this work covered the period of ancient science up to the Roman empire; the second carries the story forward to the Renaissance and the birth of modern science. It amply fulfils the expectations aroused by its predecessor, indeed it surpasses them.... It is indeed a pleasure to find in an Indian language so balanced and objective an account of this vast subject..... Mr. Sen is to be congratulated upon a remarkable achievement."

প্রথম খণ্ড—১০.৫০। দ্বিতীয় খণ্ড—১২.০০। তৃতীয় খণ্ড একত্রে—২১.০০।

প্রকাশক: ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স,
হাটবপুর্, কলিকাতা—৩২

পরিবেশক: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লি:
১৫ বার্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

নূতন প্রকাশিত হইল

কাশ্মীর পরিক্রমা

মূল্য ২.০০ টাকা মাত্র

সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন কাশ্মীর।
ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও
কাশ্মীরের অতীত ও বর্তমান
জানিতে হইলে এই গ্রন্থ অপরিহার্য।
একাধারে রম্যরচনা, ইতিবৃত্ত ও
ভূ-বৃত্তান্তের এমন পরিবেষণ
বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ।

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

শারদীয়পূজাবকাশে চিত্র-
বিনোদনের সুমধুর উপাদান

শারদীয়

মধুরাংশু

নূতন সংস্করণ : পূজা সংখ্যা

সম্পাদক:

সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

এই নূতন সংস্কলন বাংলার খ্যাত-
মান লেখকগণের পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস,
পূর্ণাঙ্গ নাটক, গল্প, রম্যরচনা, প্রবন্ধ,
কবিতা প্রভৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ হইবে।

এ মধুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বার্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ ৯২

সারদীয়া দেশপত্রিকা ১৩৩৬

প্রকাশিত হইল

রসরচনা
য শো ম তী
পরশুরাম

দীর্ঘ কবিতা
পদ জো র চি টি
নিশিকান্ত

*

বড় গল্প

সি ধ্বে ধব রে র ম্ তু
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
ম ম্ রী
নরেন্দ্রনাথ মিত্র

*

অন্যান্য গল্প : লেখক-সূচী

অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, দেবেশ রায়, ধনঞ্জয়
বৈরাগী, নবেন্দু ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিহারী বন-
ফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিমল কর, মনোজ বসু, রমাপদ
চৌধুরী, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, সন্তোষ-
কুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, সরলাবালা সরকার, সরোজকুমার রায়-
চৌধুরী, স্খীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, স্খীল রায়,
শীবেন্দু মুখোপাধ্যায়, হারিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

আমিয়াকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ, ফির্তানোহন সেন, দীপক
সেন, ধরণী সেন, বসন্তকমল সেন, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
রঞ্জন, শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,
সোনালী দাশগুপ্ত

কাবিতা

অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, অরুণকুমার সরকার, অলোক-
রঞ্জন দাশগুপ্ত, আনন্দ বার্গাচি, আরতি দাস, ইন্দুমতী ভট্টাচার্য,
উমা দেবী, গোবিন্দ চক্রবর্তী, জগন্নাথ চক্রবর্তী, দিনেশ দাস,
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়,
রাজলক্ষ্মী দেবী, রামেন্দ্র দেশমুখা, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সরোজ আচার্য,
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র
'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ সমাজপতির পত্রাবলী

রঙীন চিত্র ও স্কেচ

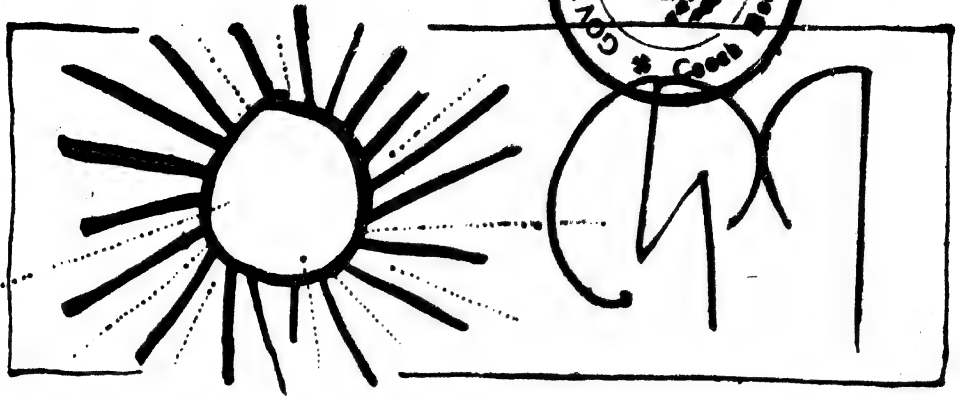
বাংলার প্রাচীন পট : শ্রীশ্রীদুর্গা

অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

মূল্য : : তিন টাকা

রেজিস্ট্রি ডাকে ৩-৫৮ নং পঃ

৬ স্টারকিং স্ট্রীট, কলিকাতা ১



DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 3rd October 1959.

২৬ বর্ষ ২ সংখ্যা ৫৯ ৥ ৫০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৬ই অক্টোবর, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

শস্যের রাজস্ব আদায়

খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা দেশের একটি বৃহত্তম সমস্যা। ১৯৬০ সালের মন্দবৎসর গিয়াছে কিন্তু এখনও তাহার ছায়াটা থাকিয়া থাকিয়া দেশের লোকের মনে ভীতি সঞ্চার করিয়া থাকে। খাদ্যশস্যের অল্প-বিস্তর ঘাটতি একটি সর্বত্রারতীয় সমস্যা। হইলেনও এখনো আমাদের প্রধান লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ। চাষের সম্মুখে এখনো প্রতি বৎসর "দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ" উপলক্ষ্যে আন্দোলন হইয়া থাকে। এবারে সেই আন্দোলনটা অত্যন্ত শোচনীয় পরিণামে গিয়া চোঁকয়াছে। এই প্রসঙ্গো এবারও কল দেশের মধ্যে যাহা ঘটিয়া গেল তাহার বিশদ সমালোচনায় কোন লাভ নাই। তিক্ততা বর্জিতবে মাত্র। আমাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন, আর তাহা হইতেই প্রতিকারের পথ সন্ধান।

এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের দর ঢড়া। সরকার পক্ষ বলেন শস্যের দর গত বছরের মতই। কোন কোন ক্ষেত্রে কম।

তাহা যদি হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে যে গত বছরের দর ঢড়া ছিল। কিন্তু কারণটা কী?

সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষ যে সব কারণ দর্শাইয়া থাকেন এতদিনে তাহা সকলেই জানিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষকেই পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এখনও দুই পক্ষের নির্ভর স্বতন্ত্র। সরকার পক্ষের পরিসংখ্যান বিরোধীগণ মানিতে রাজি নন। আবার বিরোধীগণের পরিসংখ্যান সরকার মানিতে রাজি নন। এখন নীমাংসা হইবে কিরূপে?

বছরের পর বছর এইভাবে বাদ প্রতিবাদ চলিতে থাকিবে কি? কলহ জ্বলিয়া বাধ্য হলে আর বাহ্যিকেরই সাহায্য চোক না কেন? জনসাধারণের সাহায্য হইবার কথা নয়।

আমরা প্রতিকার চাই। আর যত শীঘ্র সম্ভব প্রতিকার চাই। নানা জনে নানা উপায়ের নিদেশ করিয়াছেন—এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানকল্পে। আমরা একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করিতে চাই। ধানী জমির বৎসর মূল্যের "সিরাতি" শাস্য আদায় করা সম্ভব কিনা তাহা বিচার দেখবার সময় আসিয়াছে। প্রস্তাব শুনিয়া চোঁকিয়া চটিবার কারণ নাই যে যেত কিছু কাল আগে এই প্রস্তাব সর্বত্র রতীয় ক্ষেত্রে কেহ কেহ করিয়াছেন। সে কথা ছাড়িয়া নিলেও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে হিন্দু, অমল, পাটন ও মুন্সল অমলও শহ শহ বৎসর এই পদ্ধতিতেই রাজস্ব সংগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। অনেক বাল্যের যে তখন দেশের জনসংখ্যা অল্প ছিল কাজেই ব্যাপারটা সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু অপর পক্ষে মনে রাখিতে হইবে পঞ্চাশটি অপ্রচুর ও দুর্গম ছিল যখনবাহনাদি "নিত্য" "সেকেন্ড" ছিল—তখনও এখন সমস্ত বাসস্থান অনেক উন্নত। আমরা জানি, একে নীমাংসা বৃহৎ কাজের নীমাংসা হয় না, একেবারে কাজে নীমাংসা পড়িতে হয়। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে ধানী জমির শস্যো রাজস্ব আদায়কে বিকল্পরূপে

বান্ধার কথা ঘাইতে পারে অধীক মূল্যের বা শস্যো রাজস্ব দেওয়া প্রত্যক্ষ ইচ্ছাধীন। ইহার প্রধান অন্তরায় হইতেছে শস্য আদায়ের, শস্য সংগ্রহের, শস্য সংরক্ষণের উপযোগী কমচারী ও গুণম প্রভৃতির অভাব। কাজ শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি দৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। সব ক্ষেত্রে সূচনার যে অনিবার্য অসুবিধা দেখা যায় এক্ষেত্রেও তাহা ঘটিবে ধরয়া লইয়া না মনে হইবে। গ্রামীণ পাণ্ডুরতগুলির উপরে এ ভার কতখানি দেওয়া যায় তাহাও তাহা বিচারের মত। আমাদের প্রস্তাবে যদি কিছু সম্ভবত থাকে তাহা হইবে কলহ আমরা বিশ্বাস করি। তবে বিশেষজ্ঞগণ কতক তাহার পরীক্ষা হওয়া আবশ্যিক। এ প্রস্তাবের প্রধান সাহায্য এই যে, বছরের প্রথমেই প্রচুর বন সরকারের হাতে আসিয়া পড়িলে আর সে ধান মতবতই বিভিন্ন জেলায় মজুত থাকিবে বাসিয়া কোন জেলায় মূল্য বাড়িলে বা অত্যন্ত ঘটিলে সরকার বাতরে ধান ছাড়িতে পারিবেন। অনেক বলেন যে, মজুতদারেরা ধান ঢাল কোণঠাসা করায় বিপাক ঘটয়। ইহা যদি সত্য হয় তবে সরকার বৃহত্তম মজুতদার হইলে অপেক্ষাকৃত ছোট মজুতদারেরা শাসিত থাকিবে। সরকারের হাতে ধান নাই, অর্থাৎ দর বৃদ্ধি দেওয়া হইল—ইহাই যত দুরবস্থা নল। শস্যো রাজস্ব আদায় হইলে সরকার নিজে বৃহত্তম মজুতদার হইয়া ইহার প্রতিকার করিতে পারিবেন। আর আশা করা যায় ইহাতে "দুর্ভিক্ষেরও" অবসান ঘটবে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সদস্যগণের
অংশোভন আচরণে সকলেই মুগ্ধিত এবং
লক্ষিত। বহু অংশোভন আচরণ বিধান-
সভার জাতীয় ইতিহাসে কলঙ্কিত করে
রয়েছে। কিন্তু ২১শে সেপ্টেম্বরের ঘটনা
এই শ্রেণীর সমস্ত অতীত ঘটনাকে অতিক্রম
করে গেছে। সুখের বিষয়, এই অংশোভনতা
স্থায়ী হয়নি। স্পীকারের আসনে
অধিষ্ঠিত শ্রীঅশুতোষ মল্লিক ও মুখ্যমন্ত্রী
ডায় বিধানচন্দ্র রায়ের বিচক্ষণতা ও
উদারতায় পরের দিনই সভায় শান্তি ও
শৃঙ্খলা ফিরে আসে। কংগ্রেস পরিষদ
দলের সভায় স্থির হয়েছিল, বিরোধীপক্ষ
তাদের আচরণের জন্যে অনুতাপ প্রকাশ ও
মজিনা প্রার্থনা না করলে তাদের বিশেষ
করে কমিউনিষ্ট দলের নেতা শ্রীজ্যোতি
বসুকে বলতে দেওয়া হবে না। এই প্রকার
সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে সন্দেহ
নেই। কিন্তু মল্লিক মহাশয় সে পথে
যাননি। তিনি বলেছিলেন, এভাবে সভায়
শান্তি ফিরে আসবে না। পরন্তু কদম্বতার
উত্তেজনা এবং অধিকতর লক্ষ্যকার
বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। নিজেদের
আচরণের জন্যে অনুতাপ হওয়ার প্রশ্নই
কারো মনে উত্থব না। আইন-কানুন,
ধার্মা-উপহারের সাহায্য সবক্ষেত্রে শান্তি
ফিরিয়ে আনা যায় না।

মল্লিক মহাশয় অন্য পথ বেছে নিয়ে-
ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর পথ। ২১শে
তারিখের ঘটনার সমস্ত দায়িত্ব নিজের
কাঁধে নিয়ে উভয়পক্ষের পাল থেকে সমস্ত
উত্তেজনা তিনি বার করে দেন। তার
জটিলিত আবেদনে কয়েক মূহুর্তের জন্যে
সভা শান্ত হয়েছিল। সভা এমনটির জন্যে
প্রস্তুত ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ
পড়ায়মান হয়ে মল্লিক মহাশয়ের আবেদন
সমর্থন করে যুগপৎ শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক-
সম্মতি বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও উদারতার
প্রকাশনার পরিচয় দেন। তাদের উভয়ের
কৃতিত্ব বিধানসভায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী এ সম্বন্ধে নবীন-
নগর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির बैठকে
যে উক্তি করেছেন তাতে কিন্তু মনে হয়,
তিনি এই উদারতা সমর্থন করতে পারেননি।
মনে হয়, স্পীকার শান্তিমূলক ব্যবস্থা
অবলম্বন করলেই তিনি খুশি হতেন।
অবশ্য সংবাদপত্রের বিবরণের উপর নির্ভর
করেই তিনি এই রকম মন্তব্য করেছেন,
স্বৈক্য এই সপক্ষে বিবেচ্য। তা ছাড়া বাঙালি
দেশকেও তিনি তেমন ভালো করে চেনেন
না, যেমন চেনেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়।

বৌদ্ধিকবোধী জনৈক আততায়ীর
গুলীরা আঘাতে সিংহলের প্রধান মন্ত্রী

প্রসঙ্গ

খ্রীস্টোম বন্দরনায়ক নিহত হয়েছেন। এই
জঘনা এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিন্দা
করার ভাষা নেই। এই কার্যে সিংহলের
সুন্মাম এবং বোধি ভিক্ষুর পীতবাস
উভয়ই কলঙ্কিত হয়েছে। হত্যার কাণ
জানা যায়নি। এই পর্যন্ত জানা গেছে যে,
এর পিছনে একটা দল আছে। তাদেরই
প্ররোচনায় আততায়ী এই পৈশাচিক কাজ
করেছে এবং প্রধান মন্ত্রীর শাল্টার গুলীতে
আহত হয়ে হাসপাতালে আশ্রয় না নিলে
সে নিজেও তাদের দ্বারা নিহত হত।

স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব এশিয়ার
বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই শ্রেণীর রাজনৈতিক
হত্যাকাণ্ড অনেকদিন থেকেই শুরু হয়েছে।
দুর্ভাগ্য জীবনযাত্রা থেকে আরম্ভ করে
বক্তৃতা অথবা দলগত স্বার্থান্বেষিত পন্থায়
সবই এর পিছনে আছে।

প্রধান মন্ত্রী বন্দরনায়ক যে মন্তব্য বড়
মানুষ ছিলেন মৃত্যুকালে তার পরিচয়
তিনি রেখে গেছেন। যখনই জ্ঞান হয়েছে
তখনই তিনি আততায়ীর অবস্থা জানতে
চেষ্টা করে, তাকে মার্জনা করতে বলেছেন।
তিনি নিজেও তাকে মার্জনা করে গেছেন।
অমরা তার পরলোকে আত্মার জন্যে এবং
সমগ্র সিংহলের জন্যে শান্তি প্রার্থনা করে।
সে জীবন তিনি মৃত্যুভূমির জন্যে উৎসর্গ
করে গেলেন তার মতো সিংহল যেন মহত্ব
এবং প্রসঙ্গের জীবনের সম্মান লাভ করে।

*

পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অকৃতকাব্যতার
ক্রমবর্ধমান হার কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তরকে
উদ্বেগ করেছে। সমস্যাটা তাদের পাস
করিয়ে দেওয়া নয়। প্রশ্নপত্র সহজ করে এবং
অকৃপণভাবে মার্ক বিতরণ করেই আঁত
সহজ তার সমাধান করা যায়। কিন্তু
সমস্যা তার চেয়ে জটিল। শিক্ষার মান
কমানো তো নয়ই বরং আরও বড়ানো
দরকার এবং শিক্ষা ও পরীক্ষা গ্রহণের
উচ্চতর মান আরও অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রী
যাতে সগৌরবে উত্তীর্ণ হতে পারে, সেইটাই
চিন্তার বিষয়। তার জন্যে প্রয়োজন
শিক্ষালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্যে
উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি।

বেতন বৃদ্ধির দ্বারা শিক্ষকদের মধ্যে
সন্তোষ আনা এবং যোগ্যতর বৃত্তিদের
শিক্ষাক্ষেত্রে আনা সম্ভব। কিন্তু তার
দ্বারা যে শিক্ষাদানের উন্নতি হবেই এমন
কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। দৃষ্টান্ত-
স্বরূপ বলা যায়, গত কয়েক বৎসরে
শিক্ষকদের কিছু পরিমাণ বেতন বৃদ্ধি করা
হয়েছে। শিক্ষালানের (যার পরিচয়

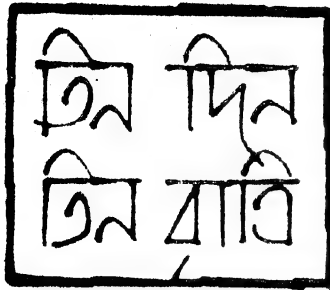
পরীক্ষার ফলাফলে জ্ঞাতব্য) কি সেই
পরিমাণ উন্নতি হয়েছে? বরং উত্তরোত্তর
অবনতিরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তার
জন্যে জনসাধারণ থেকে গভর্নমেন্ট পর্যন্ত
সকলেই শঙ্কা অনুভব করছেন। যদি বোঝা
যেত, শিক্ষকদের বেতন ১০% বাড়িলে
পরীক্ষায় পাসের হারও ১০% বাড়বে,
তাহলে আর সমস্যা কোথায়?

*

আসল সমস্যা হচ্ছে, শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা
জাগানো। শিক্ষক, অতিভাবক এবং
শিক্ষার্থীর মনে যতক্ষণ না শিক্ষা সম্বন্ধে
শ্রদ্ধা জাগছে ততক্ষণ শিক্ষার উন্নতি
পরিবেশ সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা আছে
বলে মনে করি না। উন্নত ক্ষেত্র, উন্নত সার
এবং উন্নত বীজের সাধারণত। অবশ্যই আছে,
কিন্তু উন্নত আবহাওয়ার অভাবে জীবন
ফসল তৃপ্তি পড়ত হয়ে যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে
সেই আবহাওয়া আসে শ্রদ্ধা থেকে।
শিক্ষাক্ষেত্রে সেই শ্রদ্ধাযুক্ত ভাব জাগ্রত। সৃষ্টি
করতে পারিনি। তার জন্যে রাজনৈতিক দল-
গুলির উপর দোষারোপ করা মিথ্যা। অধ্যয়ন
যে ছাত্রদের একমুগ্ধতাপস, এককোষীয়
পরিবেশ বোধায়? এবং জনসাধারণ এবং
পরিবারবর্গের থেকে বিচ্ছিন্ন স্বার্থ-
সম্পূর্ণ একটা অংশ নয়। গুরু আত্মতরেকের
মনোভাব থেকে শিক্ষারতনের শিক্ষাদান
সম্বন্ধিত পন্থায় সম্বৃদ্ধি হই বড়ই তাড়ার
সবুজের মনে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে যে,
বিদ্যালোভর চেয়ে বড় কাজ পরীক্ষায় পাস
করা এবং সাধারণতঃ একটি অপর্যাপ্ত
পরিপন্থী। পরীক্ষা-পাসের পরবর্ত্ত
কৌশল। শুল্ক-কাস্তে এবং টিউটোরিয়াল
কারখানায় সেই কৌশলটাই বেশি করে
শেখানো হয়।

*

তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের বাছ থেকে অমরা
কী প্রত্যাশা করতে পারি? যে দেশে
পশ্চিমের চেয়ে মুখ্য মন্ত্রীর সম্মান
কম, সাধারণ চেয়ে অসম্মান, যেখানে
দেশের চেয়ে দল বড় এবং দলের চেয়ে
নীতি, সত্য ভাবগণের সংস্কার যেখানে
অবস্থার পরিবর্তন, সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের
কাছ থেকে মহৎ কিছু প্রত্যাশা করা
নিষ্ফল। তারা সেখানে করবে কি?
বিদ্যালয়ে নিত্য পরীক্ষা, সিনেমা-হলে কিছু
দিয়ে দাঁড়ানো রোড বার্টে তুচ্ছ কয়ে,
পরীক্ষায়ে ছাঁচ এবং বাধা দিলে গাড়ীকে
প্রহার, আর কি করবে? এই শোচনীয়
অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্যে চাই
শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণের উপায়,
আবেগিত সৃষ্টি। ছেলেমেয়েদের চোখের
সামনে মহৎ এবং উজ্জ্বল আদর্শের সৃষ্টি।
ভারতের ভাগ্য পরিবর্তনের মহান দায়িত্ব
যা গ্রহণ করেছেন, এ কাজ তাদের।



নরেন্দ্রনাথ মিত্র

১৫

জানলার ধারে দেয়াল ঘেঁষে যে ডবল বেডের খাটখানা পাতা রয়েছে তার ওপর অঘোরে ঘুমচ্ছে পিলু। ছোট পা খানা পাশ বালিশে তোলা। কতবড় নবাব! ঘুমন্ত শিশুর ঠোঁটে হাসি তো নয় এক ফোঁটা মধু। দেখে মৃদু হয়ে গেল মাধুরী। দাদার ছেলেরা বড় সুন্দর হবে, বংশের মধ্যে সব চেয়ে সুপুরুষ হবে বোধ হয়। দাদা দেখতে তেমন সুন্দর নয়। তাদের বংশে কেউ রূপ নিয়ে জন্মায়নি। কিন্তু বৃদ্ধি করে দাদা একটি রূপতীকে ঘরে এনেছে। ভিঁমিয়ে নিয়ে এসেও এনেছে। সেই রূপ পেয়েছে ছেলে। শাখা গায়ে রঙই নয়, মায়ের নাক চোখ জু সবই বোধহয় পিলু পাবে। পোষে রূপবান পুরষ হয়ে উঠবে। মায় রূপ পেলে পুরষ নাকি ভাগ্যবান হয়। অসীমকার রূপ পেয়েছে?

নন্দিতা বলল, 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পিসীকে বোধ হয় স্বপ্ন দেখছে আর হাসছে। চল আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে। আকাশের অবস্থা তর ভাঙলো নয়। ভাসের বাঁসুয়ে দিই গিয়ে। এক ব্যাঙেই সব তপা যাবে।'

ঘর থেকে বেরোবার আগে মাধুরী মূখ ফিরায়ে আর একবার পিলুকে দেখে গেল। লাল নীল হলদে সবুজ চারদিকে ভড়ানো একরাশ পতুলের মধ্যে পিলু বংশরাজ রাঙ্গেশ্বর হয়ে রত্নীন স্বপ্ন দেখছে।

ছেলের দিক থেকে চোখ ফিরাতে না ফিরাতে বাপ এসে হাজির।

শংকর বলল, 'মাধু, সজীবরা কিছুতেই ছাড়ছে না। ওরা তোর একখানা গান না শুনলে নাকি এখান থেকে কিছু না খেয়ে-দেয়েই চলে যাবে।'

মাধুরী বলল, 'তাহলে তোমার বন্ধুদের তাই যেতে বল দাদা। গান আমি কিছুতেই গাইতে পারব না। এ কি তোমার বক্তৃতা যে দুখ খুললেই অরব্বার করে করে পড়বে? গানের কি স্থান কাল নেই?'

নন্দিতা বিরক্ত হয়ে বলল, 'এখন যদি

গান টান নিয়ে বসো তাহলে কখনই বা খেতে দেবে কখনই বা কি করবে। আর এর মধ্যে যদি ঝপঝপ করে একবার নেমে পড়ে তাহলেই হয়েছে।'

শংকর বলল, 'কী আর হবে। কেউ তো

আর বেশি দূর থেকে আসে নি। যেতে পারবেই। আর মাধুরী আজ এখানে থেকে যাবে।' তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল শংকর, 'তোমার ছেলের জন্মদিনে একখানা গান হবে না সেইটাই কি ভালো?'

৪২ কণ-ওয়ার্লিস স্ট্রীট

কলকাতা ৬

ফোন ৩৪-১০৬৬

সবিনয় নিবেদন,

এ চিঠি যখন আপনাদের হাতে পৌঁছবে তখন আপনারা পূজার আনন্দে বাস্তু, ক্ষিপ্ত, চঞ্চল। আমাদের জীবন্ত দুঃখ দুর্দশার অন্ত নেই, হতাশা আর ক্লান্তিতে দেশের আকাশ ছাওয়া। তবু কটি দিনের জন্যে বাঙালী প্রত্যেক শরৎকালে শরৎ আলোর খুঁশির মতোই উজ্জ্বল হয়ে উপচে পড়তে চায়। আর সেই সংগে চাই বই। এটুকুই বাঙালী জীবনের বৈশিষ্ট্য।

কতজনে এই অবকাশ কাটাতে কত দূরে দূরে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু যদি ঘরে বসেই তামাম ভারত ঘুরে আসা যেত তবে কী মজাটাই হতো। সীতা তেমন ঘোরা যায় নাকি? যায়। গোপালদাস মজুমদার সম্পাদিত 'ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত' (৫৩০) বইখানি হাতে করে আরম্ভ কৈলায় গা এলিয়ে দিন। দেখবেন ওই কৈদারা কখন আপনায় পম্পীরাজ ঘোড়া হয়ে গেছে।

অবশ্যি যারা এধরনের অভিযানের চাইতে মধুর ও বিধুর কৈমন ও অভিসারে বের হতে চান, তারা হারিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'অভিসারিকা' (৩) বোধ হয় বেশি পছন্দ করবেন। যারা তার 'পূর্বরাগ' (২৩০) কিংবা 'অন্তিকার রং' (৩) পড়েছেন তারা তো জানেন হারিনারায়ণের বৈশিষ্ট্য লেখনীর স্নিগ্ধতা ও মাধুরীতে। উঠোত দিকে অর্জুন রূপদর্শী। যারা টক-ঝালের পক্ষপাতী তারা পড়তে পারেন 'রংগবাগ' (৩৮০)। এর দর্পণে আমরা দেখতে পাব নিজেদেরই প্রতিবিম্ব। কেন না আমরা আজ যে-যুগে বাস করছি সেটা এক তখনের যুগ। এতদিন আমরা যেসব ভাবনাচিন্তাকে মঃঃ ও সত্য বলে জানতাম সেসব আজ বাস্তবক্ষেপে মূলাহীন হয়ে পড়েছে। কেমন করে সমস্ত তখনই হয়ে যাচ্ছে তা বিমল কর খুর পরিষ্কারভাবে খুলে দেখিয়েছেন 'দেওয়াল' (১ম ভাগ ৫৩০, ২য় ভাগ ৬১) উপন্যাসে। আর নবকুমার ঘোষ রূপকের ছলে তা দেখিয়েছেন 'আজব নগরের কাহিনী' (৮) নামক বিশাল গ্রন্থে, সম্প্রতি যার অভিনব নব সম্প্রসারণ ছাপা হয়েছে। অবশ্যি এপথে পথিকৃৎদের সম্মান বোধ হয় কিন্তু 'গোয়ালার গিলি' (৩৩০) এর লেখক সন্তোষকুমার ঘোষের প্রাপ্য।

তবে কি সত্য বলে কিছু নেই? সব মিথো? সব শূন্য? বেশে থাকে কি তবে 'অধঃগামী'। এই সব প্রশ্নের জবাব বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। যেমন 'সপগমিত' (৫৩০) অথবা 'পদ্মপুণ্ডলী' (৬১)তে প্রকাশকর দিয়েছেন একভাবে। আরও সেই সত্যের সম্মানেই দীপক চৌধুরী ইতিহাসের পাতায় 'দাগ' (১ম ভাগ ৫০, ২য় ভাগ ৬১) কেটে চলেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এক-ভাবে দিয়েছেন 'নীল দিগন্তে' (৩)। আরও সারা পৃথিবী জুড়ে এই অন্তঃস্বপ্নের স্বরূপ কী তার কিছ প্রমাণ মিলবে তার 'সাহিত্যে ছোটগল্প' (৮) নামক প্রবন্ধগ্রন্থে। প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দী মানবজীবনে যে-বিপর্যয় এনেছে তার ছায়াপাত বাংলা সাহিত্যে ঘটে 'কল্লোল যুগে' (৬) যার পরিচয় অচিন্ত্যকুমার দিয়েছেন তার স্বকীয় এবং 'অননা ভিগ্নে'। তখন থেকেই বাংলা সাহিত্যে 'সত্যসত্য' (৩১) মিশ্রণের চেষ্টা অগ্রদূতের করে আসছেন। এই শতাব্দীর মানসবৈচিত্র্যকে তিনি ধরে দিয়েছেন তার উপন্যাসে। 'আগুন নিয়ে খেলা' (৩) থেকে 'যব যোদ্ধা দেশ' (৫১) এবং 'অপসরণ' (৫) থেকে তার আধুনিকতম রচনা 'বহু ও শ্রীমতী' (১ম ভাগ ৩, ২য় ভাগ ৩৩০) শব্দে বৈচিত্র্যের নয়, এক বিপুল বিবর্তনের এবং বর্ষি ও ক্ষুদ্রের ইতিহাস।

আপনারাও কেউ কেউ নিশ্চয়ই নিজস্ব চিন্তাধারাতে আজকের দেশ কাল ও পাত্রকে অনুধাবন করতে চাইছেন। হয়তো এই শারদ অবকাশ তার সহায়ক হবে। যা হোক, চিঠি বড়ো হয়ে যাচ্ছে।

শারদীয় শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। ইতি। জনমস্কার

ডি. এম. লাইবেরী

ঐ যুগের বিশ্বয় অবধূত

সাপ্তাহিক বাঙলা সাহিত্যের পাঠক-
পাঠিকারা যে-সমিটি বিশ্বয়, গ্রন্থা
আর অপার কোডহলের সঙ্গে

স্মরণ করেন, তিনি হচ্ছেন অবধূত। তাঁর
রচনার যে নানা বিচিত্রের সমাবেশ, তা তাঁর
বৈচিত্র্যময় জীবনপথের বহুধা অভিজ্ঞতার
প্রতিফলন। সে-অভিজ্ঞতা শব্দই রচনার
বর্ণসমারোহ সৃষ্টি করে নি উপলব্ধির
এমন এক অভঙ্গপূর্ণ গভীরতার স্বাদও
এনে দিয়েছে যার ফলে পঠকমন
নিবিড়তা লাভ করে পরিহৃত হয়।
বৌবনের প্রারম্ভে অত্যন্ত নিরপেক্ষ
জীবনের চেনা-পথ ছেড়ে কী এক অজ্ঞাত
সত্যের অনুসন্ধান সাধন-পথের দুর্গমতার মধ্যে
তিনি যাত্রা করেছিলেন, সে-সত্যের
সন্ধান তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনে কোন স্তরে এসে পৌঁছেছে, তা আমাদের অজানা;
কিন্তু তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে যে-সত্যের আলোক প্রতিফলিত তা থেকে একথা
মিসেগেদেই বলা যায় তাঁর অনুসন্ধান ব্যা হুই নিকি। তিনি খুঁজে পেয়েছেন মানুষের
অন্তরের মহিমা—যে-মানুষ তাঁথের চেয়ে বড়, দেবতার প্রসাদের চাইতে যে-মানুষের
অন্তরের ভালবাসা অনেক বেশী কামা। সে-মানুষের জয়গানেই মুখরিত তাঁর
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি

কলিতীর্থ কালীঘাট

[সপ্তম সংস্করণ : দাম ৪.০০]

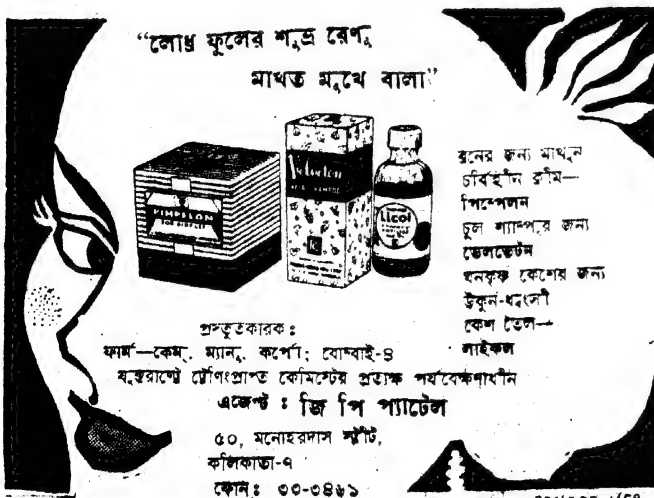
অবধূত এতদিন ভাবিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন; ঘটনা-সমাবেশের ফলে পাঠক-মন রেমাণ্ডিত
হয়েছে, ভয় বিহীন হয়েছে; এবার তিনি হাসানেন। সে-হাসি কোড়ুক-বসন্তকহল
হাসি—অনাখিল আনন্দের প্রকাশ সে-হাসিতে। জীবন-সমুদ্র মন্থন করে তিনি
আহরণ করেছেন আনন্দের সাধবস্তু। তাই তাঁর পরবর্তী বইয়ের নাম দিয়েছেন

ক্রীয়

আগামী অগ্রহায়ণের শীতে কোড়ুকের উচ্চ স্পর্শ কণায়ে এই গ্রন্থ

ত্রিবেণী প্রকাশন ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

“লোভ ফুলের শত্রু রঞ্জন
মাখত মূখে বালা”



রক্তের জন্য মাখত
চর্বিহীন ক্রীম—
পিম্পেলস
চুল শ্যাম্পোর জন্য
ভেলভেটম
হনকৃষ্ণ কেশের জন্য
উজুন-ধসৌ
কেশ তেল—
লাইকল

প্রস্তুতকারক:
ফার্ম—কেম, ম্যানু, কর্পোরেশন; বোম্বাই-৪
বহুপ্রশস্ত টোংগপ্রাস্ট কমিটির প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণাধীন
এজেন্ট: জি পি প্যাটেল
৫০, মনোহরদাস স্ট্রিট,
কলিকাতা-৫
ফোন: ৩০-০৪৬১

PPG/CPP-1/59

মেয়েদের মধ্যে শ্বিমত দেখা গেল। কেউ
কেউ যাওয়ার জন্য বাস্তব; ছেলেমেয়ে ফেলে
এসেছে। ওসব পাট বাদে এখনো হয়নি,
কি হতে দেওয়া হয়নি তারা গান শুনতে
চায়।

শেষপর্যন্ত দাদার মুখে চেয়ে মাধুরীকে
বাইরের ঘরে এসে হারমনিয়ম সামনে নিয়ে
বসতেই হল।

সঞ্জীব অজ্ঞানতা জানিয়ে বলল, ‘বেশ
বেগ। এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। মাধুরী
তোমার গান শুনিয়ে এক যুগ হয়ে গেল।’

মুম্বয় পাশ থেকে টিপনী কাটল,
‘তাহলে স্বাপরে শুনিয়েছিল বলা? স্বাপরে
হুই কোন মর্মেতে ছিল সঞ্জীব? সুবল
না সুবলসথা?’

কেউ কেউ হাসল। মাধুরী লক্ষ্য কবল
অসীমের মধ্যেও হাসি কুটেছে। এতক্ষণ
তাকে যেন বিষম আর ক্রান্ত দেখাচ্ছিল।
কেন? মানসীর সঙ্গে সারাদিন ঘরে
ঘুরেই কি পরিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে অসীম?
অমন ঘোরায কি ভ্রান্তি আসে? মানসীকে
কেন সঙ্গো করে নিয়ে আসে নি? সেও কি
ভ্রান্ত? না কি নতুন একসঙ্গে আসতে
লক্ষ্য পেয়েছে? কার জন্যে লক্ষ্য?
কার কাছে লক্ষ্য?

পূর্বের বন্ধুত্বের সর্বোদে সঞ্জীব একটু
এলিকে এগিয়ে এসেছে। হেসে বলল, ‘হে
মাধুরী বিধা কেন? হে মাধুরী বিধা কেন?
গান শব্দ, হোক।’

মেয়েরাও এসে আসরের ভান্ডিকে কাড়া
হয়ে বসেছে। তববিতকোর ভয়ে যারা
পলিয়ে গিয়েছিল, গানের নাম শুন তারা
ফের ধরা দিয়েছে। গান কি সবাইকে ধরা
বর?

মাধুরী বলল, ‘কী গাইব?’

মুম্বয় হেসে বলল, ‘হেতা আমি কি
গাইব গান?’

সঞ্জীব বলল, ‘না, ও গান নয়। রবীন্দ্র
সঙ্গীতই হোক।’

শংকর সোলের পাশে দাঁড়িয়েছিল, বলল,
‘একথানি জন্মদিনের গানটান ধর না।’

মুম্বয় হেসে বলল, ‘কেন, তোমার
ছেলের জন্মদিন বলে? তোমার ছেলে কি
রবীন্দ্রনাথ হয়ে জন্মেছে না কি?’

ঘরের অনেকেই জোর হেসে উঠল।
শংকর তাঁর অপ্রতিভ হল।

অম্ভাবাব, সহকর্মীকে রক্ষার জন্যে
এগিয়ে এসেন। যেন কলেজের ক্লাস নিচ্ছেন
তেমনি বিশুদ্ধ ভাষায় উদাত্ত কণ্ঠে বললেন,
‘শংকরের ছেলে রবীন্দ্রনাথ হয়ে জন্মায়নি,
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা সবাই
জন্মেছি। আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি নব-
জন্ম নিয়েছে। আরও কয়েক পুরুষ ধরে
নবজাতকরা তাঁর কাব্যে গানে এমনি করে
পূনর্জন্ম নেবে।’

প্রদোষ ফস করে বলে উঠল, 'নিজের পুরষের কথাই বলুন। উত্তর পুরষ সম্বন্ধে অত অসংকোচে দৈববাণী করবেন না। রবীন্দ্রসাহিত্যে আমরা যেমন এস পাচ্ছি, আমাদের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রেরা তা না পেতেও পারে।'

অমলোবাবু বললেন, 'তা যদি না পারে তাদের দৃষ্টিগা বলতে হবে। এই দৃষ্টিগা তোমাদের মনে এসেছে, কারণ সেই রস তোমরা 'নিজেরাই পাচ্ছ না। তোমরা কি তেমন নিষ্ঠার সংগে চর্চা কর যে পারে? আমার তো মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এখনো আধুনিকতম। তোমরা তার চেয়ে একপাও এগিয়ে যেতে পারনি। না পেরেছ কোন নতুন সম্পদ বাড়াতে, না পেরেছ কোন নতুন মূল্য সৃষ্টি করতে। একদল তাঁকে দুর্বলের মত অনুকরণ করে যাচ্ছ আর একদল প্রগতির নামে, অতি আধুনিকতার নামে যতসর উৎকর্ষ দিকট—।'

প্রদোষ তাঁকে বাধা দিয়ে হেসে বলল, 'এস কটকট। আর কি কোন অনুপ্রাস আছে অমলোবাবু? বোধহয় নেই। উপমর্শা যেমন সূক্ষ্ম নয়, গালাগালিও তেমনই কৃষ্ণাঙ্ক। একটু আগে আপনি নলিশ করছিলেন আমরা নবিক স্বদেশে বাস করিনে। সে কথা সত্যি নয়। কিন্তু আপনাদের মতো এখনোই যে স্বদেশের ধৈর্যধর রাখেন না, নিজের সেই জৌনকাসেই প্রবাসী হয়ে রয়েছেন তাব কি হবে? সেইজন্যই আধুনিক কাব্য আপনাদের কাছে অপার্ট। আধুনিক সঙ্গীত অপ্রাণ। আধুনিক চিত্রকলা দেখবর অসম্ভব। আপনাদের ভাবন আপনাদের যৌবনেই সমস্ত আধুনিকতা শেষ হয়েছ। তারপরে কাল আর এগোয় নি। পৃথিবীর সমস্ত দাঁড়ই যেন ব্যর্থতা বেছে বধ হয়ে আছে আপনাদের সেইসকল ধারণা।'

অমলোবাবু বললেন, 'তুমি ভুল করছ। যদি বধ হবে কেন না তবুই নম পড়ছ, চলাছুও ঠিক। কথাটা হচ্ছে দাম নিয়ে। আমি বলতে চাই সময়ের আধুনিকতাই মূল্যবিচারের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। সবচেয়ে যে পরে জন্মাল সেই ক্ষণ-জন্মা একথা ভাবা ভুল। এমনি হতে পারে, সেও ক্ষণকালের জন্যই এসেছে।'

প্রদোষ বলল, 'ক্ষণকালের না দীর্ঘকালের সে বিচার করবার অধিকার কার? যিনি দূরে থেকে দেখেন, ভালো লাগবে না বলে আত্মকে পিচ্ছিয়ে থাকেন তাঁর অস্থিত নয়। তাছাড়া অনেক সময় মাতৃকাল পরশের তুচ্ছতার ভিতর থেকেই তবশরে অমলো সম্পদ গড়ে ওঠে। নিজাকালের দোহাই দিয়ে আজ আর কালকে আপনি বাদ দিয়ে চলতে পারেন না।'

গানের আসরকে তাকের আসর হতে দেখে মেয়েরা লক্ষ্মীর মতই চণ্ডা হন। মাধুরী

সাম্প্রতিক প্রকাশনা

বা রীন্দ্রনাথ দাশের

রাজা ও মালিনা

মালিনীর প্রেম শূন্য স্বচ্ছ নয়, সহজ এবং গভীরতায় তাই অতুলনীয়।
বোধের অতীত নয়, মার্জিত বৃদ্ধির আলোয় বিশ্লেষণ। ৩-০০

তার অনান্য বই

রহস্য বিবি ৩-০০ ॥ চায়না টাউন ১-৫০ ॥ বেগমবাহার লেন ৩-৫০ ॥

অন্তরতম ২-৫০

বিদ্যাগাগর ও বাঙ্গালী সমাজ বিনয় ঘোষ ১২-০০

১ তৃতীয় খণ্ড ॥

রবি তীর্থে বিনায়ক সান্যাল ৪-০০

অপারেশন নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৬-০০

মণিগল্প সুবোধকুমার চক্রবর্তী ৪-০০

মনোজ বসু

অনবদ্য ভ্রমণ-কাহিনী

চীন দেশে এসলাম প্রথম পর্ব ৪ অষ্টম মূদ্রণ ৩-০০, চীন দেশে এসলাম

দ্বিতীয় পর্ব ২ পঞ্চম মূদ্রণ ৩-৫০ ॥ সোবিয়েতের দেশে দেশে ৬-০০

নতুন ইরোপোল নতুন মানস ৫-০০ ॥ পথ চলি (দ্বিতীয় মূদ্রণ) ৩-০০

॥ তাঁর সর্বাধুনিক দৃষ্টি উপন্যাস ॥

মানুষ নামক জন্তু ১ তিন টাকা ॥

রক্তের বদলে রক্ত ৩ আড়াই টাকা ॥

বসোভাগ এবং জনপ্রিয়তা একদিকে

অসম্ভব! - পণ্ডিতমন্ডলের এবিস্বিধ

মন্তব্যের প্রতিবাদ পণ্ডিতদের মতামত

উদ্ধারণের চেয়ে সে নার্মটি উদ্ধারণ মাত্র

নিশ্চিত কার্যসিদ্ধি, তা হচ্ছে—

জরাসন্ধ

শ্রেষ্ঠ গল্প (তৃতীয় মূদ্রণ) ৫-৫০ ॥ শিলার্লি

(চতুর্থ মূদ্রণ) ৫-৫০ ॥ বৈতালিক (দ্বিতীয়

মূদ্রণ) ৩-৫০ ॥ সূর্যসারথি (চতুর্থ

মূদ্রণ) ৩-৫০ ॥ স্বর্ণসীতা (ষষ্ঠ মূদ্রণ) ২-৫০ ॥

(তৃতীয় মূদ্রণ) ২-৫০ ॥ একতলা (তৃতীয় মূদ্রণ) ২-২৫ ॥

(দ্বিতীয় মূদ্রণ) ৩-৫০ ॥ রামমোহন (নাটক) ২-০০ ॥

বাংলা

গল্প-বিচিত্রা ৩-০০

উপন্যাস

ধাত্রী দেবতা আবশ্যিক বন্দোপাধ্যায় ৬-০০ ॥ চলন বিল প্রমথনাথ

বিশী ১-৫০ ॥ দর্পণ মলিক বন্দোপাধ্যায় ১-৫০ ॥ নব সম্মান বিকৃতি-

ভূষণ মন্ডোপাধ্যায় ৭-০০ ॥ জাগরী সত্যনাথ ভাদুড়ী ১-০০ ॥ হাস্যবান,

প্রবোধকুমার সান্যাল ৭-৫০ ॥ নীলাঞ্জন সবেজকুমার রায়চৌধুরী ১-০০ ॥

শ্রীমতী কাকে সমরেশ বসু ৫-৫০ ॥ প্রদীপ্ত স্বধীরজন মন্ডোপাধ্যায়

১-০০ ॥ চলাচল অণুতোষ মন্ডোপাধ্যায় ৬-০০ ॥ একটি নমস্কারে

সুবোধ ঘোষ ১-০০ ॥ দ্বৈত সঙ্গীত রণজিৎকুমার সেন ৪-০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-বাগো

লক্ষ্য করল হেলেনের মধ্যেও জানকীই অগ্রসর হয়ে উঠেছে। তারা নারায়ণের মত চরপাণি না হলেও বারম্বার প্রকট হচ্ছে।

সঞ্জীব বলল, 'মাধুরী এসো আমরা সবাই মিলে কোরাস ধরি, নইলে এ তকের তুফান ধামবে না। ধর, ধর বায়, বহে বেগে—'

মাধুরী হেসে বলল, 'তোমরাই ধরে দাও।' অমল্যাবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'সত্যি আমারই দেখ। কোথায় একটু গানটান হবে তা নয় আমরা তর্ক জুড়ি দিয়েছি। আপনি শুনুন, কবুন।'

এর পরে কি আর গানের মেলাজ থাকে? মূঢ় একেবারে নশ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু সঞ্জীব আর মন্মথ নাছোড়বান্দা। ওরা তার গান না শুনলে আজ অব ছাড়বে না। কী গান গাইবে তা নিয়েও মতবৈধ। কেউ বলল বাদলদিনের গান, কেউ বলল জন্মদিনের, কারো বয়না অন্য গান শোনবার।

প্রথমে দাবার অনুরোধই রাখল মাধুরী। গাইল, 'তাবার তারার দাঁত শিখায় অগ্নি জ্বলেন।'

তারপর মন্মথের কবরমারশ, 'যে রাতে মের দরবারগলি ডাঙল কড়ে।'

শেষ করে উঠাত ঘটিছিল, সঞ্জীব ছাড়ল না। তার অনুরোধও বাণতে হল। চিনাল না আমার কি।'

মাধুরী লক্ষ্য করল অসীম কোন কবরমায়েশ করল না। কিন্তু তিনখানা গানই সাগ্রহে শুনল। মনে হল সে বেশ খাশীই হয়েছে। তার মধ্যে যে রাস্তিব মেঘ ছিল তা যেন আসে আসে কোট যচ্ছে।

গাইবার জন্য আরো দু'একটি মেয়েকে সাধাসাধি করা হচ্ছে—ভিতর থেকে ডাক এসে খেতে দেওয়া হয়েছে। আকাশ মেঘের

ডাকও কানে আসছে। অমল্যাবাবু, ফস্ট হয়ে উঠে পড়লেন।

ভিতরের একখানা ঘরে দুইসারিতে আসন পাতা হয়েছে। মেয়েদের পাশাপাশি বসতে লজ্জা, কারো-কারো মুখোমুখি বসতেও আপত্তি।

সঞ্জীব বলল, 'পাশেও নয়, সামনেও নয়, তাহলে আমাদের কাঁধ আর পিঠ ছাড়া ওদের কোন আসনই থাকে না।'

শেষপর্যন্ত সামনের সামিতেই বসলেন ওরা।

নিশ্চিন্তা বলল, 'মাধুরী তুমিও বসে যাও। আমি আর দ্বিদি পরিবেশন করব।'

মাধুরী বলল, 'মা আর মাসীই বয়ি হেলের সব? পিসার কি ভেসে এসেছে?'

নিশ্চিন্তার দ্বিদি ভাঁড়র থেকে জোগান দিতে লাগলেন। বউদর সঙ্গে মাধুরীই পরিবেশনের ভার নিল।

সঞ্জীব মন্মথ আর অসীম পাশাপাশি বসেছে।

মাধুরী লুচির থালা এঁগিয়ে নিয়ে যেতে সঞ্জীব বলল, 'নন্দ আর ভাজের মাথা পটুতা কার বেশি এবার দেখা যাবে।'

মাধুরী হেসে বলল, 'এর মধ্যে আমার পটুতা অপটুতাও কী আছে। এবং তোমাকে কত খেতে পার তই দেখব।'

মন্মথ বলল, 'শুনলে তো অসীম কম্পিটিশনে নাম দিতে রাজী আছ তো? আর কিছু না পারি খেতে পারি খাব। কী বল, কম্পটিট করবে?'

অসীম মাথা নেড়ে হেসে বলল, 'না, আমি কোনরকম প্রতিযোগিতার মধ্যে নেই। যাওয়ার প্রতিযোগিতাই হোক, আর পরার প্রতিযোগিতাই হোক। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাই হোক আর নন্দবর্ণ প্রতিযোগিতাই হোক।'

সঞ্জীব বলল, 'এই তো অসীমের মুখ ফুটেছে। তুমি বলতে চাও তুমি মোটেই প্রতিযোগী নও, শুধু যোগী? তোমার কোনরকম উপসর্গই নেই?'

পরিহাসরত বন্ধুদের রেখে মাধুরী এঁগিয়ে চলল।

পদ খুব বেশি কুরা হয়নি। আবার কমও নয়। লুচি, মড়িঘণ্টের ভাস, একটা মাছ, মাংস, চাটনি, দুই মিষ্টি। ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করতে লাগল মাধুরী। কোমরে শক্ত করে আঁচল জড়িয়ে নিয়েছে মাধুরী। দ্রুত-দ্রুত নিশ্চিন্তদের পাতে পাতে চর্বা চোষা লেহা জুগিয়ে যাচ্ছে। পেটটাই শুধু ভরে।

মাংসের বালতি নিয়ে আবার সঞ্জীবদের কাছে ঘুরে আসতে সে বলল, 'তোমার মহিমা স্বীকার করছি মাধুরী। দেখ অসীম দেখ। কে বলবে একটু, আরো এই মেয়েই সুর পরিবেশন করছিল, এখন বক্ষসদের মাংস খাওয়াচ্ছে।'

মন্মথ বলল, 'কপাটা কি আমাকে লক্ষ্য করে বলা হল? আগেকার দিনে যারা বেশি খেতে পারত তারাই আমাদের বেশি আদর পেত। কিন্তু আজকাল অন্য সোঁতন নেই। হ্যাঁ, আমিও মাধুরী তোমার দিন গিচ্ছাচ্ছে। এখন তারা খেতে পার না তাদের পাতের দিকেই মেয়েদের পক্ষপাত বেশি।'

তারপর অসীমের পাতের দিকে একটা মাউচোখ তাকিয়ে মন্মথ হেসে বলল, 'দেখোও ওখানে দিককম উল্টা করে সব ঢেলে দেওয়া হয়েছে।'

মাধুরী লজ্জিত হয়ে প্রতিবাদ কর বলল, 'দী না তা বলছ। উনি বাক্সন না, তাই সব পড়ে যাচ্ছে।'

অসীম হেসে বলল, 'অত কথার দরকার



শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে
দাম ৩৬ টাকা

কি। তুমি হালিও নতুন, মাম্মদের দাত্ত
ঢেলে দিয়ে মাঙ। তাহলে ওর আর কোন
আক্ষেপ থাকবে না। মাম্মর, তুমি যেভাবে
খাচ্ছ তেমনকে হাত ধরে টেনে ছুলতে হবে,
না হলে উঠতে পারবে না।

অসীমকে খুঁজি হয়ে হালি-পারিহাসে
যোগ দিতে দেখে মাধুরীর ভালো লাগল।
একটু আগে ও যে বিষয় আর গম্ভীর
হয়ে ছিল তা মাধুরীর মনে পড়তে হচ্ছিল
না। উৎসবের বাড়িতে এসেও অত ভাবনা
কিসের অসীমের? যেখানে সবাই
আনন্দিত, উজ্জ্বল উল্লাসে মগ্ন, সেখানে
কেউ যদি চুপচাপ গম্ভীরভাবে বসে থাকে
তাহলে কি দেখতে ভালো লাগে?

অমলাবাবু আর প্রদোষ বাদ আর প্রাচী-
বাদ দুজনে এখন পাশাপাশি বসে যাচ্ছেন।
তারা কি ইচ্ছা করে পাশাপাশি বসেছেন,
নাকি আর পাঁচজনে চক্ৰান্ত করে তাঁদের
অমনভাবে বসিয়ে দিয়েছে কে জানে। মাধুরী
মিষ্টি পরিবেশন করতে গির তদের অন্যকে
একটু হাসল। তারপর ফের ঘুরে এসে
অসীমদের সারিতে।

সঞ্জীব বলল, 'মানসীর কথা হচ্ছিল। সে
এল না যে।' এর আগে তেমনদের দুই
সহোদরকে একসঙ্গে দেখেছিল। আজ যে
বিচ্ছিন্ন।

যুব সাধারণ পরিবেশ। তবু মাধুরীকে
তা হঠাৎ বড় অচ্যুত করল। সেতরে কোন
অরসিক যেন বেশরোয় কংকার দিয়েছে।
বেদনায় টন টন করে উঠল মন।
সীতা তারই তো আগে খেঁজ নেওয়া উচিত
ছিল। মানসীর কথা সবচেয়ে আগে জিজ্ঞাসা
করা উচিত ছিল। কিন্তু নিজেকে সম্মান
করবার যত্নেও আছে মাধুরীর। সে কি
সময় পেয়েছে যে জিজ্ঞাসা করবে? প্রথমে
তো এক গুচ্ছের গান গাইতে হ'ল। তারপর
এই পরিবেশন। এ সব দিতে দিতে কি
আর অত কথা জিজ্ঞাসা করা যায়? যদি
কিছু জানাবার মত থাকত, অসীম নিজেই
কি তা বলত না?

সঞ্জীবের স্মৃতি একটা সন্দেশ ছুলে দিতে

দিতে মাধুরী বলল, 'পারিহরী থেকে ওইও
তো অসবাল কথা ছিল। কিন্তু এল কই।'
তারপর অসীমের দিকে তাকিয়ে বলল,
'তোমার সঙ্গো—' বলেই তাকাডাকি খেঁমে
গেল।

অসীম বলল, 'না আমার সঙ্গো আর দেখা
হয়নি।'

এ প্রসঙ্গ এখানেই চাপা দেওয়া ভালো।
সঞ্জীব আর মাম্মর তো কেউ কম ঢালাক না।
হী করতেই পেটের কথা সব বুঝে ফেলে।
শেটুক মাম্মরকে দুটো সন্দেশ দিল
মাধুরী। বলল, 'দই খাবে আর একটু?
খাওনা, নিয়ে আসছি।'

খানিক বাদে সবাই উঠে পড়ল। মাম্মর
বলতে লাগল, 'শংকর আশীর্বাদ কর

তোমার এমনি আরো গাউট তিনেক ছেলে
হোক। আর তাদের প্রত্যেকের জন্মদিন
পালন করার স্মৃতি হোক তোমার। তাহলে
বছরে চারবার আমাদের বাঁধা বলোবিশ্ত
থাকবে। যা খাওয়াবে! জীবনে কোনোদিন
ভুলবে না। লোকে আজকাল নিজের বিয়েতে
এমন খাওয়ায় না যে। আর তো ছেলের
জন্মদিন।'

সঞ্জীব বলল, 'খাওয়াবে না! নিজের
বিয়েতে খাওয়ায়নি, ছেলের জন্মপ্রদানে
খাওয়ায়নি, জন্মদিনটাও যদি বাদ দিত
তাহলে কি ওকে আস্ত রাখতাম নাকি
অমরা?'

মাম্মর বলল, 'ও, তিনটেই মিলে! তাহলে

প্রকাশিত হল

মুখেরুখে

সঞ্জীবের লেখা

'মুখেরুখে' বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা করল, নিঃসংকোচে এ লবণী করা
যায়। ইনটেলেকচুয়াল নয়, দাস্যবৃত্তিক নয়, শাশু, ঘটনা-প্রধান নয়, শাশু, ব্যঙ্গ-প্রধান
নয়—এখানকার বৈশিষ্ট্য প্রচলিত প্রণীতে একে ফেলা যায় না। 'কি' ও 'কেন'—
অন্যকর্তার প্রশ্নে অস্থির হয়ে এর বক্তা যেখানে পৌঁছায় সেখানে ব্যঙ্গপ্রাধান্যই সঙ্গো
হওয়াবেগের অঙ্গ। সম্মেলন বিস্মিত করে, বিহ্বল করে।

মাদ্যুরীত ফালগুন মত বঙ্গনাময় ভাষা ও বিষয়বস্তু আঙ্গুরের অভিনবত্বের জন্যই
সংগ্রাহকদের ঘোষের প্রতিশ্রুতি। এবারে তাঁর যাত্রা সম্পূর্ণ নতুন পথে; সেখানে তিনি
একোবার নিঃসঙ্গ নন, সেখানে, উল, সৌর-সৌরেশ, মৌহুতদা, সিলিঙ্গ, লতা বউদা,
মখন, পাঁখি ও সতী আছে তাদের মনের রেখার লুকানো কাঁছনই নিয়ে।

'মুখেরুখে' বাংলা উপন্যাসের মধ্যে হয়ত প্রাচীনতম নয়, সচেতনত্বমূলের নিজের
অন্য বচনার কুনায়ত্ব ওয়ত প্রাচীনতম নয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের
রচনা হিসাবে স্বীকৃতির দাবী রয়েছে।

সূত্রের প্রচ্ছদ

দাম পাঁচ টাকা

সদা প্রকাশিত

মন মানে না	। গোবীন্দশোর ঘোষ।	৩.৫০
একান্ত আপন	। স্ববাক্ষ বন্দোপাধ্যায়।	৪.০০
শুক্ল সন্ধ্যা	। সরোজকুমার বাঘচৌধুরী।	৫.০০
কথাকলি	। রমাপদ চৌধুরী।	৩.০০
তুফা (২য় সং)	। সমরেশ বসু।	৩.০০
আমার ঘরাসি হল	(২য় সং) । মনোজ বসু।	৩.৫০

আসাম প্রকাশ

আকাশবাণী	। গুরুভক্তকুমার মিত্র।	৪.০০
ইকুটিম	। কীনা মজুমদার।	৩.৫০
দুটি চোখ দুটি মন	। রমাপদ চৌধুরী।	৪.৫০

ধরণীয় লেখকের

অধরণীয় গ্রন্থের প্রতীক



জিহ্না প্রকাশন

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রকাশিত হল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

প্র

চ্ছ

দ

প

ট

প্রথম পরিবারিত সংস্করণ

দামঃ ৬.৫০ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

৫ জিহ্মামণি দাস সেন । কলিকাতা-১২

কিন্তু হবে বেশি হয়নি। তাহলে কিন্তু আমি কথাটা ফিরায়ে নিচ্ছি।'
সবাই হেসে উঠল। তারপর ফের বসল গিয়ে বাইরের ঘরে। পানের বাটা সেখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নন্দিতার দিদি অমিতার বয়স চাঁদশের কাছাকাছি। বেশ মোটোসোটা চেহারা। তাই দেখে শম্ভর আড়ালে বলে, 'অপরিমিতা' ছেলেমেয়ে হয়নি। জরুরী কাজে স্বামী এসতে পারেননি। নিজে এসে বোনের

স্ব করে দিচ্ছেন। দুই বোলে বেশ ভাব। এরই মধ্যে মাধুরীর সঙ্গে বেশ আসাপ পরিচয় হয়ে গেছে।

তিনি বললেন, 'মাধুরী তুমি এবার খেয়ে নাও। রাত অনেক হল।'

মাধুরী বলল, 'অমিতাদি, আমার কিছু এখন হচ্ছে না।'

অমিতা বললেন, 'দিয়ে-টিয়ে উঠলে অমন হয়। তাই বলে তুমি না খেলে কি আর চলে।'

শেষ পর্যন্ত মাধুরীকে ওদের সঙ্গে বসতে হল।

বসবার ঘরের কলবর ক্ষণিক হয়ে ক্ষণিকর হতে লাগল। শম্ভরের বন্ধুদের মধ্যে যারা জোড়ে এসেছিল, তারা আগেই বিদায় নিয়েছে। এবার বিজোড়বাক্ষে বসে পড়তে লাগল।

খোয় উঠে পান মুখে নিয়ে মাধুরী বাইরের ঘরে এসে দেখলে সবাই চলে গেছে। শম্ভর দাদা তার পুরোন বন্ধুর সঙ্গে মজোমুখি হয়ে গল্প করছে।

মাধুরী বলল 'দাদা, আমি এবার পালাই। রাত দশটা বেজে গেছে।'

শম্ভর বলল, 'বুঝি পড়ছে যো কী করে যাঁবা। আজ রবি এখানে থেকে যা।'

মাধুরী বলল, 'না দাদা, বাড়িতে বলে আসিনি। শেষে এই নিয়ে অশান্ত হবে।'

শম্ভর গম্ভীরভাবে বলল, 'আচ্ছ, হ'লো যা। আমার ছ ভাই নিয়ে যা।'

পাশের ঘর থেকে নিজের ছাত্তি এনে মাধুরীর হাতে দিল শম্ভর।

মাধুরী হেসে বলল, 'তু ছাত্তি বরণ তোমার বন্ধুকে দাও। আমি বউদিরটা নিচ্ছি।'

নন্দিতা বলল, 'ইশ, এই জলবীজের দিনে দুটো ছাত্তি তোমাদের দমন করে বসি। আর কি। বাস স্টপ অবশি একটাটাই বেগ মেতে পারবে।'

খুশি হইয়া শিশুকে আর একবার দেখে এর কপালে চুম্ব খেল মাধুরী। তারপর নন্দিতার দিককে প্রণাম করে, দাদা বউদির কাছে আর একবার হাঁসি মুখে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল মাধুরী। রঙীন খালিটি শম্ভর তার হাতে। ছত্ৰধর হয়ে অসীম চলল পাশে পাশে।

ছাত্তার ওপর টপ টপ করে জল পড়ছে।

অসীম বলল, 'সব এসে ভিজে গেলে যে।'

মাধুরী সরে এলেও তার আশখানা গা ভিজতে লাগল। বৃষ্টিতে পারল অসীমও শুকনো নেই।

গলিটা অন্ধকার। বাস ঘরবার জন্য দুজনে ভিজতে ভিজতে এসোতে লাগল।

সকালে ছাত্তি ছিল না। তবু ভিজতে হয়নি। এখন ছাত্তি আছে তবু বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা নেই।

(ক্রমশঃ)

রঞ্জন সেনের

আফ্রিকার শিকার

মিসেসদের শিকার সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন।

অপূর্ব প্রচ্ছদ ২০

বুকস্ : ১৮বি, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

কবিতা

কবিতা

কবিতা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের

ক'টি ক'বিতা
একিলব্য

সম্প্রতিকতম কবিতার সংকলন

দাম : দু টাকা

নাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বাম্বিক চাটাজ স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

শ্রীমানব গঙ্গোপাধ্যায়ের
প্রথম উপন্যাস

নীল নীল চোখ

সম্পর্কে দু'গাছের বলেছেন—

"প্রশ্নকার নবীন, কিন্তু নবীন হলেও নতিস তিনি নন। তার হাত জোয়াল, চোখ ধারাল, মনও সতেজ। এই তিনের গুঁজি একসঙ্গে নিয়ে তিনি কথা সাহিত্য রচনা করেছেন। তার সফলতা তাই প্রায় সন্নিহিত বলে মনে করি। আলোচ্য উপন্যাসে একটি মননশীল জীবনের অসচরাচর কয়েকটি দিককে লেখক নিপুণ হাতে ফুটিয়েছেন। একই সঙ্গে গভীর দরদ ও শান্তিত বিদূষণের আলোচ্যায় তার কল্পনা বার বার বিচিত্র মোড়ে রং বদল করেছে। আর স্বাভাবিক অস্বাভাবিকের সীমা রেখা মুছে গিয়ে তার গল্পও বার বার দু'জের রহস্যের কিনারা স্পর্শ করেছে।.....এই বইকে সাদর স্বাগত জানাচ্ছি।"

। তিন টাকা ।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লি:

কলিকাতা — বারো



শ্রীহারাতকৃষ্ণ দেব জান্নাশ

জন্মভাগ্য সত্যের সত্যের সঙ্গে আমি যখন প্রথম চোখের আলোচনা করিলাম তখন ১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে—তখন কুমারবাড়ী—মানে বিশেষ উৎসাহে কলকাতা, বিজ্ঞানে জ্ঞানবান হবার এবং এই উৎসাহে চোখের আলোচনা করিলাম। এমনি কলকাতায় বসে পড়ার সময় বিজ্ঞানের পরিচয় সহজে সরল হবার সম্ভাবনা দেখা গেল। একদা পুস্তক পড়তাম, তা ছাড়া বসন্তের দি। ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে—তখন কলকাতা—স্বপ্নে পাতার ডাক নামে একটি পুস্তক আমায় হস্তান্তর করে দেওয়া হল। আমি এই পুস্তকটি পড়ে দেখিলাম—কিন্তু এক কলকাতায় পড়ার পরেই কোন পুস্তকের স্মৃতিতে পড়ি নি। বসন্তের প্রান্ত ভাগের উপর পুস্তক ভাল ভাল ছোট্ট বই আছে।—আমি তার দু'একখানা মিনিরেছি। আমার বিশ্বাস আমারও কলকাতায় ভাগ ভাগ করে নিতে হবে। আমি যদি ইংল্যান্ডের ডার ভেঙে তৎকালে একদিনে পুস্তকের বই দিতে পারি। তার থেকে আমি অনেক সাহায্য পাব, অতঃপর কি রাখতে হবে, কি ছাড়তে হবে—তার হিসেব পাবে। এই উক্তি থেকে দেখা যায়, কলকাতা ভাষায় ইউরোপীয় বিজ্ঞানের স্থল পরিচয় দিয়ে বিজ্ঞানকে সাধারণ বাঙালীর জ্ঞানগম্য করার জন্য উনি কত উৎসাহে হয়েছেন তখন। সত্যের সঙ্গে পরিচয় হবার পক্ষে ওর বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান ভাষা-ভাষা ছিল। উনি ছাত্র-জীবনে স্যারস সঙ্গে কিছু শেখেন নি, কেননা ওদের সময়ে এখানকার মতন প্রাকটিক্যাল ক্লাস ছিল না। বি-এ আর এম-এ পরীক্ষায় জন্যে উনি সার্ভিস আর দর্শন-শাস্ত্র দেখি করেই পড়েছিলেন এবং কলকাতা ছাড়ার পর

এ-দুই বিষয় নিয়েই ওর মন সবচেয়েই মেতেছিল। সে-সময়ে ইউরোপীয় দার্শনিক-দের মধ্যে দু'জনের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। একজন হচ্ছেন ফরাসী Comte; আর একজন হচ্ছেন Herbert Spencer, যার সিনথেটিক ফিলোসফিতে পরে পরে বৈজ্ঞানিক উদাহরণ দেখা যায়। কিন্তু সে-কারণেই হোক, এই সব তত্ত্বের দীর্ঘায়ামালিফট। দার্শনিকদের প্রতি প্রমথ-পূর্ব্ব তদর্শন ভক্তি না থাকায় এদের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার ভোঁয়ড ওর মনে লগেন নি। ফিলসফি শব্দটির আগম হয় গ্রীক ভাষা থেকে। সে ভাষায় ওর অর্থ "জ্ঞান-প্রিয়তা"। প্রাচীন-দর্শনে প্রতীচা বিজ্ঞানের স্থান উচ্চ হয়ে উঠে, যখন দেখানকার বিজ্ঞানও উন্নতি করলে। প্রাক-দর্শন বিনা দর্শন-লাভই হয় না, এমনিমাত্র প্রতীচা বিজ্ঞানে অন্তর্নিহিত।

আমাদের দেশের চারুক-দর্শনেও বলে, প্রাক-জাতি আর কিছুই প্রমাণ গ্রহণ নয়, আর পরলোক যখন নেই, তখন ইহলোকে যা সুখ পাওয়া যায় তাই কাম্য।

সাধারণ মানুষের কাছে এই মতটি সহজ-বোধ্য। ইউরোপীয় রাশানালিস্টদেরও অনুরূপ মত। দেখানকার মানুষের সাধারণত ঐহিক সুখকে লেগে করেন। প্রাক-দর্শনের উপর প্রতারণালি ফিলসফি বিজ্ঞান ইউরোপে স্থায়ী প্রভাব এতটা বিস্তার করেছে, তার প্রধান কারণ এই যে, মানুষ চায় সুখ, চায় জীবনের পরিপূর্ণ সম্ভাগ। সুখ-নিবারণও তাদের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। রোগ দূর করা, প্রভৃতি সমাজের কল্যাণকর কাজ প্রতীচা বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেকটা করা যায়, সে-জন্যেও তার সমাদর। লোকের জীবনযাত্রাকে সুখহীন ও সুখময় করার ভার নিয়েছে বিজ্ঞান।

প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সংযোগ রক্ষা করার চেষ্টাকে আমি স্তররূপে গ্রহণ করছি। তাই স্বপ্নে পাতার ডাকে আমি কলকাতা পাতাকে ডাকি। প্রাচীনকে বারমবার আহবান জানাই। সেকালের সঙ্গে একালের মিল কোথায়, গর্ব-মিল কোথায়, উন্নতি হয়েছে কি অবনতি হয়েছে সেটা ভেবে দেখা উচিত।



স্বপ্নে

ইন্ডিয়ান মিলি গার্ডেন

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা



প্রথম চৌধুরীর মনে সবুজ-পত্রের যুগে যে সাহিত্য ও সারসংগ্রহ প্রাচীন ইতিহাসের পরিস্ফুটনিত ছিলিত হয়েছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। ১৯১৭ ডারিংয়ের পক্ষে উনি আমার লিখছেন : “ভূমি কাল ‘বিভিটা’র গেলেন না কেন? প্রফেসর গেডেস দিখা বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে রস ও সার সমান মাত্রায় ছিল।” এই কথা থেকেই বোঝা যায়, উনি তখন সাহিত্য-রস এবং বস্তু-সামগ্রিক যুগপৎ গ্রহণ করতেন। গেডেস ছিলেন বৈজ্ঞানিক। এর দেখা জগদীশ বোসের জীবনী ১৯২০ সালে বেয়েল। বইটি সুখপাঠ্য ও সারবান। কলকাতার টাউন-হলে ইনি টাউন-পল্লী সংলগ্নে চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন : বাংলার ছোটসাঁট সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একে কলকাতার সিটি আর্কিটেক্ট করা হবে, এ-সংবাদ খবরের কাগজে পেরুল। তারপর উনি আর এক বক্তৃতা বললেন : কলকাতা শহর গঙ্গার ধারে, চন্দননগর ও গঙ্গার ধারে। সেখানে ছোট স্ট্রাণ্ডকে ফরাসীরা কেমন সুন্দর করে রেখেছে। আর কলকাতার স্ট্রাণ্ড কি দিল্লী করে রাখা

হয়েছে। কলকাতার তৎকালীন পোর্ট কমিশনাররা প্রায় সকলেই ছিলেন, ইংরেজ। Geddes-এর মন্তব্যকে তারা নিশ্চয়ই সার্টিফিকেট বলে মনে করেন নি। এর পরেই শোনা গেল, ওকে সিটি আর্কিটেক্ট করা হবে না। উদার তলার কারা বাদ দেবেছিলেন, তা জানি না। তবে প্রত্যেকেই প্রত্যাক দেখতে পাচ্ছেন, এ-মহানগরীর নদীতীর এখনো অসুন্দর। যে ভাগীরথীর উৎস-সম্মানে বেশির জগদীশ দেখে-ছিলেন রাস্তা-বিক শিবের জটা, সেই নদীকেই গেসিথ এখানে দেখে বললেন, এ তো সুন্দর নয়! সত্যকে সত্য করে শিম-সুন্দরের মিল হয় নি।

সুন্দরের উপাসনাকে সুন্দর ভাবে প্রশংসা করেছিলেন প্রথম চৌধুরী, তাঁর সবুজপত্র ছাপা ‘রূপের কথা’র। এর ‘সুন্দর কথা’র হামনি-প্রধান ইউরোপীয় সংগীতকে মেলডি-প্রধান হিন্দু সংগীতের চেয়ে উচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে। এর কারণ খুব সম্ভব ওর সহধর্মিণীর ইউরোপীয় সংগীতে অসাধারণ দক্ষতা, কেননা আমাদের বিবাহ-সংযুক্ত স্ত্রী-

আচারে একজন প্রশ্ন করেন, “বর বড়, না কান বড়?” আর সে-প্রশ্নের সগর্ভ উত্তর আসে সমবেত-কাঠে—“কান বড়।”

“কমলালয়” অর্থাৎ এক নম্বর গ্রাইট স্ট্রীটে যে দিন শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরীকে পিয়ানো বাজিয়ে বীট হোফমেনের Moonlight Sonata পরিবেশন করতে দেখালাম, সেদিনই তাঁর অগ্নি-চালনার অসামান্য কৃতিত্ব লক্ষ্য করি। সংগে সংগে একটা জিজ্ঞাসার ও উপর হস্ত আমার মনে : হিন্দু-সংগীতে এরকম হামনি নেই কেন? কোনো উত্তর তখন খুঁজে পাঠি নি। এখন মনে হচ্ছে, এর কারণ, আমরা একক-সাদনাতাই বিশ্বাস করি। হিন্দু-সংগীতের মূলে আছে এক-কর্ণনির্মিত সুন্দর পরম্পরা : এবং গানের বাণী এই সুন্দর-পরম্পরার সংযোগে যে রস-সৃষ্টি করে, সেই রসই শোভার ভোগ্য পদার্থ। বিবাহটা আমাদের কণ্ঠ-বহন এবং পদ্যে গড়েছেন যে, সে-যন্ত্র এককালীন একটি মাত্র সু-নির্গত হতে পারে। অর্থাৎ, সু-জিনিস এমন যে, মানুষের হাত-গাড়া যন্ত্র যদি তিনটি সু-ও একসঙ্গে লাগানো যায় (যথা সা-গা-পা), সেই যোগফল বিবাহাসু-ও কণ-মুক্ত প্রবেশ লাভ করে আমাদের চিত্তে অগ্নি-অনল এনে দিতে পারে। এ সত্য যে প্রাচীন হিন্দুদের অধিষ্ঠিত ছিল, তা নয়। হিন্দুদের হাতে ‘সা-গা-পা’ সা-কোমল-রবেশে একটি হার্মনিক ব্যাকগ্রাউন্ড লক্ষ্য করে আসতে অনেককাল। এই হার্মনিক কথা কেমন ও আমাদের পূর্বপুরুষের একক-সাদনের বিরুদ্ধে থেকে মেলডি-প্রধান সংগীতেরই উৎকর্ষ-সাপনে যত্নবান হন।

সংযত্ন হয় কাজ করাতো ভারতের নিজস্ব প্রকৃতি নয়। পক্ষান্তরে সেটা ইউরোপের বিশিষ্ট ঐতিহ্য। এখানকার যোগ্য প্রাশ্ন নিজনি স্থানেই দান করেন। বৌদ্ধ ত্রি-শব্দের মধ্যে ‘সংঘ’ আছে। বুদ্ধদেবের সময়েই দেখা যায়, হঠাৎ একধিক সংঘের আবির্ভাব। আমার ধারণা, সংঘ-শব্দটির উদ্ভব হয়েছিল স্কোরিয়ন ‘সংগু’ থেকে। ‘সংগু’ মানে ‘Corporation of priests’। সিংগু গুহ-ত্যাগ করার পর যে দুজন জ্ঞান-বৃদ্ধ লার্শনিকের কাছে শাস্ত্রের শিক্ষা নিলেন, তাঁদের এক-জনের নাম ছাঁকা ব্যাবিলোনিয়ন—আম্বাড কলম। তাঁর সময়কার যুগে ছিলেন বিন্ধুদার রাজা, এবং পুরোৎপন্ন রাজবংশকখন-প্রসঙ্গে লেখা আছে, শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ষ, তৎপুত্র ক্ষেমধর্মী, তৎপুত্র ক্ষত্রোজ, আর তৎপুত্র বিন্ধুদার। এই শেষের নামের শেষাংশ ‘সাক’ সম্ভবতঃ ব্যাবিলোনিয়ন। আর শিশুনাগই যখন দেশ-নাগে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কাছে

ক্যান্থারল



(ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল)

অলিভ অয়েল ও অন্যান্য উল্লিঙ্ক তৈলের-বিজ্ঞান-

সম্মত সংমিশ্রণে প্রস্তুত অনুপম সুবাসিত কেশতৈল।

৫ আউন্স শিশি কাটন সমেত ও ১০ আউন্স শিশি কাটন ছাড়া পাওয়া যায়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

কলিকাতা-২৯

এসেছেন, তখন তাঁর অনন্ত-নামকে স্মরণ করেই আজ শয়ন করি, এ-ইচ্ছা মনে উদয় হলেও কার্যে পরিণত করতে পারলুম না। ১৯১৭ সালের শেষার্ধ্বে প্রমথবাৰু আমার চিঠিতে যা লিখেছিলেন তার মধ্যে 'রস ও সার' সমান মাত্রার বর্তমান, এবং সেটা গোপন রাখলে অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে।

৪৬

রািচি—২৩।১০।১৭

কল্যাণীয়েবু,

তোমার প্রথম এবং তদন্তগত পত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে আমার হস্তগত হয়েছে। পত্রপাঠ উত্তর দিতে বসেছি—কেননা হাতে কোনও কাজ নেই, তাজড়া বাইরে যে ঘরে ঘিরে বেড়ানোর তারও জো নেই—বাকি এখানেও সমান চলছে।

তোমার বন্ধুর প্রথম ছাপাবার মত হয়েছে। সুতরাং তুমি পত্রপত্রের তাঁর নাম লিখে পাঠিয়ে, জানত সবজ্ঞপত্র আমরা কেনামা লেখা ছাপাইনি। ছাপাখানার ডাকায় বলাত হলে এ-প্রকরণ Composition এর যা ত্রুটি আছে imposition এ আমি তা সার নেব। অর্থাৎ সেখানে সেখান হাইনগারের ত্রুটিবাক্য হয়েছে সেখানে সেখানেকে সিল্প করে নেব।

তাছাড়া তুমি পত্রের দিন, এই কথা ত পত্রিতে বসে—কিন্তু চাওর সমুদখে দেখতে পাই। কল্যাণী—কেননা অকল্য এককালের অসম্পূর্ণ জীবন মনে মনে ছাপাবার দায় হয়ে থাকে। দেখতে পাই ভারতবর্ষে সব মত লেখা পোয়ে শেলটা একে কল্যাণী দিকের, এরপর একেই আর অকল্য ছাপে না—যা করে তা হচ্ছে চিব-বিজ্ঞান। যদিও এখন বেলা সার সাড় চাপে—কিন্তু কিনা কল্যাণী ভাঙা দেখতে পাইনি বলে, লেখা এইখানেই শেষ করি। তুমি আমার বিজ্ঞানের আশীর্বাদ জেনে। ইতি

প্রমথনাথ চৌধুরী

৪৭

মেরবাদি—রািচি

২৮।১০।১৭

কল্যাণীয়েবু,

তোমার চিঠি দু'পোয়েছি তার প্রথম তার উত্তর লিখতে বসেছি। ববিবাবু মহাশয় একসময় আমাকে বেশি কথা কহিতে আরম্ভ করেন। তাঁর বিশ্বাস মানের কথা একবার মখে বলে ফেললে তা লেখবার প্রবৃত্তি আর থাকে না। সেই অবশি, আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব, তাঁর পরামর্শ মেনে চলছি। কিন্তু সেই সপক্ষে তিনি আমার বন্ধনের আর একটা দরকা বাংলা দেন। অল্প বয়সে তিনিও আগে আমি কাউকেও চিঠি

দেশ

৬৭৫

লিখতুম না; এমন কি অপরিচিত লোকের চিঠির উত্তরও দিতুম না। তারপর ববিবাবু মহাশয়ের পরামর্শ মত আমি চিঠির জবাব দিতে আরম্ভ করি। তার সফল হয়েছে আমার ভাগ্যে বন্ধুলাভ তুমি, সুরেশচন্দ্র, কিরণ, অমির প্রভৃতির সপক্ষে পত্রসত্তেই আমার পরিচয় হয়, এবং এখন তোমরাই

হচ্ছ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি বক্তৃতা না করে থাকতে পারি নে, সুতরাং ববিবাবু আমার মুখবন্ধ করে এবং সেই সপক্ষে হাত খুলে দিয়ে আমার লেখার তেমন সুসার করতে পারেননি। চিঠি হয়েছে এখন আমার লেখার প্রধান প্রতিশ্রুতি। আমার মনটা এখন চিঠির ফাঁক দিয়েই

আলান কাম্বেল জনসন-এর
"MISSION WITH MOUNTBATTEN" গ্রন্থের সংগানুবাদ

ভারতে মাউন্টব্যাটেন

ভারত-ইতিহাসের এক বিরাট পরিবর্তনের সাক্ষ্যরূপে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভারতে যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক ঝটিকের সৃষ্টি হয়েছিল, সে-সবের প্রত্যক্ষদর্শীর বিচিত্র বর্ণনা। বড় বহুসা ও অস্ত্রা তথ্যাবলীর প্রমাণে বিবরণ। দ্বিতীয় সংস্করণ : ৭.৫০ টাকা

শ্রীজিওহরলাল নেহরুর ॥ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ ॥

২য় সং টা ১৫.০০

শ্রীজিওহরলাল নেহরুর ॥ আত্ম-চরিত ॥ ৩য় সং টা ১০.০০

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর ॥ ভারতকথা ॥ টা ৮.০০

আর জে মিনির ॥ চার্লস চ্যাপলিন ॥ টা ৫.০০

প্রসঙ্গসমূহের সরকারের

অনাগত

২.০০

দ্রষ্টব্য

২.৫০

টেলোক মহারাজের

গীতা

৩.০০

শ্রীমদভগবত সরকারের

অর্থ

৩.০০

শ্রীগোবিন্দ প্রেস প্রাইভেট লিঃ

৫ চিত্তমণি হাус লেন। কলিকতা-৯

একমাত্র আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত পুস্তক আমাদের কাছে পাওয়া যায়।

সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস ॥

॥ শান্তিপদ রাজগুরু — সর্বাধুনিক উপন্যাস ॥

দেবাংশী

৩৭

কালের পশ্চিম সীমান্তে কল্যাণী আর শালবনের বৃক্ক মনোহর বসন্ত চতোর চিরসুপ্রতি একটি সেপেরা ছত্রছাড়া মানুষ, আর বাবুল কামনাময়ী অসিমে একটি নরীর জীবনবৈদ্য। বিশ্ববন্ধুর উপন্যাস।

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের : উপমা কালিদাসস্য ৩.

..... আরও কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস ॥.....
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের : অববোধ ৩, বনকপোতা ৩, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের : পঞ্চক ৩, মনিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের : মাশুল ৩, পাশাপাশি ৩, নাগপাশ ৩, হরফ S, মণিসজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের : আধুনিক ৩, নীহার গুপ্তের : রঙের টোকা ৩, পৃথিবী ভূট্টাচার্যের : সোনার পাতুল ৩, সুধীরজ্ঞান মুখোপাধ্যায়ের : লুপ্তভাষণ ৩, এমিল-জোলেস বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস : অঙ্কুর (জার্মান) ১০.

সাহিত্য জগৎ—২০৩।৪, কল্যাণী প্রাইভেট, কলিকতা—৩

গলে বোঁরয়ে যাচ্ছে—প্রবন্ধাদির জন্য বেশ কিছু জমিরে রাখতে পারছি নে। এর কারণও স্পষ্ট। কথা কওয়া ও চিঠি লেখার ভিতর কোনরূপ দায়িত্বজ্ঞান থাকে না, সুতরাং সে-কাজ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, স্বচ্ছন্দভাবে, বেপরোয়াভাবে ও বেকারভাবে করা যায়। তাই এখানে এসে অবধি চিঠি লিখছি আর কিছু করছি নে। চারপাশে আমার ঘুরা শূঁড়ার্থী আছেন তারা অবশ্য বলেন যে আমি সবুজপত্রের বদলে পত্র লিখে মিছে সময় নষ্ট করছি। জানি কথাটা সত্য, কিন্তু মুখে তা স্বীকার করিনে। আমি উত্তর দিই যে চিঠি লিখে

আমি লেখার হাত তৈরী করে নিছি; কথাটা অবশ্য সম্পূর্ণ সত্যও নয় সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়। কথাটা এই হিসাবে মিথ্যা যে, আমার উদ্দেশ্য ও নয়, আর এই হিসাবে সত্য যে, যে-উদ্দেশ্যই হোক—লিখলেই লেখার হাত তৈরী হয়। আসল কথা এক বছরের নানারূপ খাটুনির পর—আমার কোমর বেঁধে লিখতে বসবার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। অষ্টোবরের বাকী কটা দিন এইভাবেই কেটে যাবে—এলা নবেম্বরের থেকে আবার সাহিত্যরচনার বাস যাবে। আমি যে মনের আলসেমি কাটিয়ে উঠতে পারছি নে, তার আর একটা কারণ এখানকার আবহাওয়ার গুণে আমার শরীরেও আলসেমি ধরেছে। এ বৎসর রাঁচির হাওয়া এষাৎ শরীর মনকে চাপা করে ভোসবার মত হয়নি। এসে প্রথমে পেয়েছিলাম বর্ষা, এখন পাচ্ছি গ্রীষ্ম। যে কারণেই হোক, আমাদের দেশের ঋতুগুলো সব উল্টা পাল্টে গেছে। অন্য বৎসর এ-সময় রাঁচিতে কক্ষল জড়তে হয়। এ বৎসর শাল ওড়তেও হচ্ছে না। তবে আশা করছি, শীত একদিন ইষ্টাং আকাশ থেকে ঝপ করে আমাদের গায়ে এসে পড়বে, তখন সেইময়ের সকল প্লানি কেটে যাবে আর আমার কলমের মুখ দিয়ে কালির ফোয়ারা ছুটবে। উপরে যা লিখলাম তার থেকে বৃষ্টিতে পারছ আমি একরকম "আলোতালে" দিন কাটাচ্ছি।

তোমার বন্ধুর লেখটার এইবার হাত দেব। মৌলিকিছু, কাটকুট করতে হবে না। ওরকম আরও দু'একটি সহযোগী পেলে ত আমি বেঁচে যাই। কেননা তাঁদের হাতে লেখার কাজ চ্যাপরে সিতে পরি। রবিবার, মহাশয় আমাকে ক্রমাগত তড়া লিচ্ছেন। ইউরোপের নূতন চিন্তা সব সবুজপত্রে প্রকাশ করতে। আমার শাকে একহাতে তা করা অসম্ভব। সুতরাং আমি দু'চারটি এমন লোক চাই, যাদের হাতে ইংরাজি বই সিলে তা বাংলা প্রবন্ধ রূপান্তরিত হবে। তুমি ত এখন অশোকের যুগে বাস করছ, সুতরাং বর্তমান যুগে তোমাকে ফিফিরে আনতে চর সময় লাগবে। কলকাতায় গিয়ে সবুজের এই নতুন recruit-টির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাবে। এইখানেই শেষ করি, সন্দের সময় গতপ্রায় হয়ে এল।

আশা করি তোমাদের সব খবর ভালো। ইতি—

প্রীতমধনাথ চৌধুরী

করিনি, তার কারণ এ কর্ণিস চিঠি লেখা বন্ধ করেছিলাম। দেখলাম আস্তে আস্তে ও মেলা আমাকে বেশ পেয়ে বসছে—তাই মাসে কটা দিন ফাঁক দিলাম। আমি লেখা-পড়ার বিবর কোনরূপ অভ্যাসের দাস হতে ভালবাসিনে। আমি সঙ্গো যে সব বই এমনিই তা দেখলে বুঝতে পারতে আমি মনের খোরাক কেমন থেকে থেকেই বদলে নিই। এখন Semantics পড়ছি—এ হচ্ছে একটি নতুন শাস্ত্র। আসলে জিনিসটে হচ্ছে ভাষাতত্ত্ব—তবে আমরা যাকে ডাবা-বিজ্ঞান বলে জানি তা নয়—বরং তার উল্টো বললেও অতুক্তি হয় না। ইউরোপের একজন সেরা ডাবাবৈজ্ঞানিক এই নূতন শাস্ত্র বার করেছেন। এ বই থেকে কি নতুন বিদ্যা লাভ করেছি তার পরিচয় একদিন না একদিন পাবে হয় কথায় নয় লেখায়।

চিঠি লেখা বন্ধ করে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছিলাম। সবুজপত্রের দুমাসের খোরাক জোগাড় হয়েছে। এইবার কলকাতায় ফিরে গল্প লেখার হাত সেরে যদি-না রাজনীতির হুজুগে মেতে উঠি। মেতে উঠি আর না উঠি তাতে যে কতকটা জড়িয়ে পড়ব তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে—একটা গুরুত্বের কথা আছে। আমার "কংগ্রেসের কল্যাণ" পড়ে কংগ্রেসের দু'শকুই হয়ত আমাকে স্ববল থেকে বার করে দেবেন। ও লেখটি পড়ে তাঁরা যে খুশি হবেন না, তার প্রমাণ দেবার লোক খুঁশি হয়েছেন। রাজনৈতিক-দের উপর ওভাবে হাত চালানোর দরুণ পচ-জনে আমাকে ধনবাদ দিয়ে পাঠাচ্ছে। তবে রাজনৈতিকদের আমাকে একদম ছোঁতে নাও দিতে পারেন—কেননা যাদের হাতে কলম আছে তাদের তাঁরা পারংপকে চটতে চান না।

এখন আমার আসল খবর হচ্ছে এই যে আমি কাল কলকাতামুখা রওনা হচ্ছি। পঞ্চম, সকালে বাড়ি পৌঁছিব। সামনে হস্তার তোমাদের সকলের সঙ্গো দেখা হবে। এখানে আমি সত্য সত্যই নিজনিবাসে থাকি—সুতরাং এর পরে বন্ধুসঙ্গ একটু বেশী করেই ভালো লাগে।

আশা করি, তোমার খবর ভালো আর চরিত্রগুণের দা হয় একটা হেতুভরিত হয়ে গেছে। কেননা তোমার শূঁড়ার্থীরা চান যে যত শীঘ্র সম্ভব তুমি অশোকে এসে পৌঁছও। ইতি—

প্রীতমধনাথ চৌধুরী

অজিত মৃধোপাধ্যায়ের

অমৃত যত্ন

কল্যাণময়ী তথাবহুল রম্যকাহিনী

অমৃত-মণ্ডলের ক্ষেত্র কাশীঘাট—কিন্তু তার তরঙ্গ প্রসারিত বহুদূর। এ মণ্ডলে নিকটে ও দূরে লোক যা কিছু পেয়েছেন—তা বলেছেন পরম রমণীর করে।

একদিকে কালীঘাটের কালীকান্দেবীর আবির্ভাব—আর এক দিকে তাঁর সেবক-সম্প্রদায়। এক দিকে কল্যাণঘাটের ঐতিহ্য—আর এক দিকে বিচিত্র মানুষের আনাগোনা।

যে নারী কল্যাণঘাটের ঐতিহ্য বজায় রাখতে তুষের আগুনে ধিক্ধিকি করে দহন হলো—স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে যে নারী নিজের সাথে সংগ্রাম করল চিরকাল—সেই কল্যাণময়ী হালদার-কন্যা সর্বাঙ্গীণী কথা, তার চতুঃপাশের মানব ও দানবের কথা—

মা কালীকে কেন্দ্র করে যাদের জীবিকা—তাদের সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার বেপনামধুর কাহিনী।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট
লিমিটেড

১৪, বরকম চার্টার্ড স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

৪৮

রাঁচি

১৬/১১/১৭

কল্যাণীয়েব,

আমার কাছ থেকে তোমার একখানা চিঠি পাওনা আছে। এ ঋণ যে হাত হাটু শোধ

৪৯

১মং রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ

শ্রুতগাম (২৩/১১/১৭)•

কল্যাণীয়েব,

তোমার চিঠি পেয়েছি। এখানে এসে

অর্থাৎ এতটা কাজের ভিড়ে পড়ে গিয়েছি, যে একখানা চিঠি লেখবারও অবসর পাইনি। তাই তোমাকে সংক্ষেপে জানাচ্ছি যে, কাল বিকেলে এখানে এসে খুশি হব। সবুজ-দল এখানে একত্র হবার কথা আছে। ইতি—
শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৫০

১নং হাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৩০।১১।১৭

কল্যাণীকর,

কাল বিকেলে বাড়ি থাকবে, সুতরাং তুমি এসে মিশটার আমার সাক্ষাৎ পাবে। একত্রে চিঠি সারবার কারণ দ্রুত লেখবার অবসর নেই। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৫১

১নং হাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৩১।১২।১৭

কল্যাণীকর,

ফিরি আশ্বিনের শতাব্দীভর্তি হয়ে যা থাক' তা' কাল বিকেলে সবুজের বৈঠকে উপস্থিত হলে খুশি হব। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৫২

১নং হাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৪।১২।১৭

কল্যাণীকর,

তোমার চিঠি পেলাম এবং বলা বহুলা যে, তোমার নিমন্ত্রণ সন্মত গ্রহণ করলাম। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের পরমা জানুয়ারি তারিখে যথাসময়ে তোমাদের ওখানে গিয়ে উপস্থিত হব।

সুতরাং প্রজ্ঞাপিত যে-কিছু সবুজদের ক্ষেত্রে তোমার প্রসঙ্গে লাভ করবে তাইবের ঠিকানা তা তোমার জন্য আছে। যাবার কাজের নামকান যতদূর মনে পড়ে নীচে লিখে দিচ্ছি।

- (১) শ্রীমতিপুত্র নাথাপাধ্যায়—
51.5, Okhli Mistry's Lane,
Amherst Street.
- (২) শ্রীমতি বসু রায়
44, European Asylum Lane.
- (৩) বরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
37, Harrison Road.
- (৪) অরুণাচল
66, Lansdowne Road.
- (৫) প্রবোধ এবং স্বদেশ চট্টোপাধ্যায়—
8, Jellatola Lane, Simla P.O.

এছাড়া আর কেউ যোগদান এখন কার্যকর নয়, যথা—অমিয়, সোমনাথ ইত্যাদি। সবুজদলে যারা নতুন ভর্তি হয়ে-

ছেন তাঁদের মধ্যে চাও ত সুন্দরীত চট্টো-
পাধ্যায়কে বলতে পারো। তার ঠিকানা—
3, Sukhia Row.

আমার ইচ্ছে এই সঙ্গে শ্রীযুত রথীন্দ্র-
নাথ ঠাকুরকেও নিমন্ত্রণ করে।

আমার ৩০শে ডিসেম্বর এখানে সবুজের
বৈঠক বসাবার ইচ্ছে আছে। সুতরাং সৌদন
বিকেলটা খালি রেখো। কাল পরশুর মধ্যে
পাকা খবর জানাব। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৫৩

১নং হাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৯।১২।১৭

কল্যাণীকর,

শুভপাত্র জানিরোহনকে যে আসছে কাল
এখানে সবুজের বৈঠক বসাবো। কিন্তু সে

সংকল্প ত্যাগ করতে বাধ্য হকুম। চার-
দিকে এখন মহা মহা সভাসমিতি বসছে
তখন তার মধ্যে একটি অনু-সভা বসাবার
চেষ্টা বন্ধ, হুজু'র মধ্যে সাহিত্যের চর্চা
করা চলে না।

সে বাই হোক পরমা জানুয়ারি বিকেল
সাতটা চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে তোমাদের
ওখানে গিয়ে হাজির হব। কিরণ ও ভুল-
বাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব।
হুজুটির বাড়িও আমার পথে পড়ে সুতরাং
সম্ভবতঃ তাকেও তুলে নিয়ে যাব। আজ
এই পর্যন্ত। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

[ক্রমশঃ]

* এ-তারিখ চিহ্নিত নেই; তার বার দেখে
আর খান ডাকহাশ দেখে এ সৌদে নির্ণয় করা
গেল।

শারদীয়

ওকণের ধ্বংস

অন্যান্য বংশের ন্যায় এবারও শারদীর তরুণের মতক তাহার জিহ্মন শিশুটি
ও রচিশাল আভিজাত্য বনে করিয়া পূজার পূর্ববর্তী প্রকাশিত হইতেছে। খ্যাতিমান
প্রাণি ও নবীনদের সন্নিবিষ্ট বচনা-প্রতিবেদনই এই পত্রিকার শিশুটি। এই সংখ্যার
বিশেষ আকর্ষণ :

বাংলা বানান সম্বন্ধে রথীন্দ্রনাথ বাজশেখর বসু
ও বিশ্বভারতী কতৃপক্ষের মধ্যে পত্রলাপ।
পরশুরামের রস-রচনা
ভারত-শঙ্করের

গণকর

গল্প

আরও বার লিখছেন :

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মুনোপাধ্যায়, অরুণাচল রায়, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বিমলচন্দ্র সিংহ, স্বদেশ চট্টোপাধ্যায়, অশ্বপাণী দেবী, কণী রায়,
সুযোগ রায়, শ্রীধরনাথ মুনোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নরায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়,
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ ঘিষ, শিবচন্দ্র মুনোপাধ্যায়, বিশ্বজিত মৈত্র, গোপাল
ভৌমিক, মনোজ বসু, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রামাল ভট্টাচার্য, হরিন্দ্রনাথের
মুনোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত মুনোপাধ্যায়,
হেনা ইন্দর, শম্ভু চট্টোপাধ্যায়, শোভন সোম প্রভৃতি।

: দুইখান সম্পূর্ণ উপন্যাস :

৥ দ্বিতীয় অঙ্ক ৥

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

যে ওকণাড়া মানুষটি মরণকালিক
সমাজের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে মরে
গিয়েছিল, সেই আবার আশ্রয় খুঁজ
পেল অশ্বপাণী দ্বিতীয় আর এক
অন্তরের মধ্যে।

৥ অগ্নিকন্যা ৥

চিত্তরঞ্জন মাইতি

তখনও রম্যমানবের প্রচণ্ডই সত্যিই
সমস্ত বৈচিত্র্যের ঐতিহাসিক চোরাণা
প্রচারিত হইনি। অগ্নিকন্যা সারা দেশে
প্রচুর বিস্তারের আশঙ্কন করছে, নিম্নবর্ণ
চলেছে মগ আর পতুগীজ জনসমূহ
অত্যাচার। তারই পশুপাশি ভারতীয় হিন্দু
সমাজে চলেছে বীভৎস সহমরণ প্রথা। সেই
অগ্নিকন্যা দিনে একটি চিত্রিত্য কন্যার
বিস্ময়কর কাহিনী।

খ্যাতনামা শিল্পীদের আঁকিত দুইখান চিত্র

বঙ্গা-দুই টকা পঞ্চাশ নম্বা পরমা, সভাক-তিন টকা
ওকণের দ্বিতীয় অঙ্ক ১. ৭২-১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শা স্ত

বিমলাপ্রসাদ মুনোপাধ্যায়

কাশ্মীরে যুদ্ধরত সৈনিক স্বামীর উদ্দেশে

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

ক্ষুধ জগৎ, তুফান এল ধৈর্যে
ঝোড়ো মেঘে আকাশ গেল ছেয়ে
নোঙর-ছেঁড়া বাতাস সর্বনাশ।

দ্বীপের পাহাড় ছোট পাথর বাসা
দুলছে ভয়ে কাঁপছে থর থর।
মস্ত হাওয়া ফোভে প্রবলতর
ভাঙতে চায় প্রাচীর কারা বাঁধন আগল যত।
গর্জে ওঠে শপথ করে, 'না হয়ে পারে না'—
ধাক্কা খেয়ে নিজের দেহে ফুটেছে শুধু ক্ষত,
চিরকালের যন্ত্রি অটল শিকড় ছাড়েনা।

ফুঁসল উঠে সাগর অজগর—
জুঁক চোখ কুটিল ফণা নেইকো ভয় ভর।
আছড়ে শত ছোবল মারে শত্রু পাথর পায়
বিষের বলক কাল্চে হল সোনা বালির গায়।
গাড়িয়ে পড়ে রক্তধারা রাঙায় গোখাল
ঝিকঝিকিয়ে উঠল ফেণার শঙ্খচড়ের খাল।

নৈতিয়ে পড়ে দৈত্য পাহাড়, শিখিল হল মূর্তি
কাতর হয়ে পাথর তবে ছাড়ল নিজের খাঁটি।
বলল : হতেই হবে যখন হবার যা হয় হোক!
লগ্ন এল, শান্ত হল সিঁধুশকুন শোক।

তোমার গাঁয়ে অস্ত্রাণের গায়ে-হলুদ,
অড়হরের হলুদ ফুলে হনহনিয়ে
আস্ত্রাণের নেশায় বঁদু নানা জাতির
হলদে ডানায় প্রজাপতি উড়ে এলেও,

মোমবাতির শিষের মতন ফুটফুটে
হলদে ধানের টানে মাতাল অস্ত্রাণেই
শহর থেকে ঝাঁকড়া চুলে কাটতে ধান
বোয়ের কাছে সবুজ চাষী ফিরে এলেও,

এমন দিনে হলুদ গাঁয়ে নাই বা এলে,
তোমার গান ভোমরা গায় তানপুরায়
হলদে ফুলে হিমের ভোরে শিমলতায়,
আমিই যেন গায়ে-হলুদ অস্ত্রাণের,
আমার নাকি হয় মাসের মায়ের রঙ,
শ্যামলা গায়ে হলুদবরণ ফুটন্ত,
হীরার ধার ভেতর থেকে কাটছে কাচ,
চোখের জলে গড়াই শিশু দুরন্ত।
কী যে লড়াই দুই দলের, বুঝাই দায়,
কোথায় তুমি হাটছ তুমার-কাশ্মীরে?
লড়াই তবু শেষ না-হলে হিরিয়ালের
ডানা মেলে পালিয়ে এসো হলুদ গায়।

মা : স স্তা নে র জ ন্য

আরতি দাস

হে ঈশ্বর
এ সংকটে গায় যেন টাণ
আমার সন্তান।

ওরা যে অবোধ
একান্ত খেলার ছলে করে পথরোধ
সম্মুখে বিষাক্তফণা যে লুপ্ত ময়াল
তিস্ক ক দূচোখে চায়। ভীষণ ভয়াল
অব্যর্থ শিকার কোনো হিংস্র শ্বাপদের
এ যুগের জনারণ্যে কারো না ওদের,
হে ঈশ্বর চেয়ে দেখো মানুষের হিংসামত্ত রূপ
মুখোশের অন্তরালে, ওরা শিশু, হোয়ো না বিরূপ।

তার চেয়ে ওরা হোক
বহুদূর অরণ্যের তরুণ তমাল
পল্লবপ্রসার ঘন শাল কি পিরাল,
আমি হব মাটি
কোমল শয়ন পরিপাটি
আমার স্নেহের কোলে
ওরা যেন বাতাসের দেলনার দোলে।

আনন্দবাজার পত্রিকা

॥ ১৩৬৬ ॥

প্রকাশিত হইয়াছে

এই সংখ্যার আকর্ষণ

শ্রীশৈলজানন্দ মথোপাধ্যায়ের সুবহু উপন্যাস

সা রা রা ত

*

তারাকঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উপন্যাসোপম বড়গল্প

ম হা শ্বে তা

*

পরশুরামের অভুলনীয় গল্প 'সাড়ে সাত লাখ'

*

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ব্যঙ্গাত্মক ছড়া 'ডপ্পালোচন'

*

খ্যাতনামা কথাসিঙ্গীদেদের তিনটি বড়গল্প

কুড়িটি গল্প

শ্রীঅর্চিতাকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

শ্রীনবেন্দু ঘোষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীনরায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পরশুরাম

শ্রীপ্রবুদ্ধ রায়

শ্রীপ্ৰমথনাথ বিহারী

বনফুল

শ্রীবিভূতিভূষণ মথোপাধ্যায়

শ্রীবিমল কর

শ্রীমনোজ বসু

শ্রীশরদীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসহীনাথ ভাদুড়ী

শ্রীসহস্রকুমার ঘোষ

শ্রীসমরেশ বসু

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

শ্রীসুধীরজন মথোপাধ্যায়

শ্রীসুবোধ ঘোষ

রমারচনা ও প্রবন্ধ

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীকলিতমোহন সেন, ডঃ শ্রীপূর্ণেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীবাঞ্ছন-চন্দ্র সেন, শ্রীবাকু আতা, শ্রীশিবতোষ মথোপাধ্যায়, 'সমুদ্রগুপ্ত' শ্রীসরলাভালা সরকার, শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ মথোপাধ্যায়

কবিতা

শ্রীঅবন্তী সান্যাল, শ্রীঅরবিন্দ গুহ, শ্রীঅরুণকুমার সরকার, শ্রীঅরুণ মিত্র, শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীউমা দেবী, শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণধন দে, শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী, শ্রীচিত্ত ঘোষ, শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী, শ্রীদিনেশ দাস, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীপ্রণবকুমার মথোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমোদ মথোপাধ্যায়, শ্রীষটকৃষ্ণ দে, শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীরায়েশ্বর দেশমুখা, শ্রীশরৎকুমার মথোপাধ্যায়, শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুনীল বসু, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

*

ইহা বাতীত চম্ভিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী আনন্দ-মেলা

তিনখানি বহুবর্ণ আর্ট প্লেট

শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনীর প্রাচীন পট : শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত বর্ণচিত্র
দাম সামু তিন টাকা রেজিস্ট্রি ডাকে : চার টাকা বার নয়া পয়সা

টেপ রেকর্ডারের নাম এখন আমাদের কারো কাছেই প্রায় অজানা নয়; কিন্তু সিস্টেরিডারের নামটা এখনও প্রায় অনেকের কাছেই অজানা। এটি টেপ রেকর্ডারের মতই একটি যন্ত্র। "টোকিও ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির" প্রফেসর ইয়াসুশি হোসিনো এই অণুর্বে যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছেন। ১৯৫২ সাল থেকেই তিনি এই যন্ত্রে একটি যন্ত্র আবিষ্কারের সাধু ইচ্ছা করেন। এখানে পোষণ করতেন, অবশেষে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৫৬ সালে তার আবিষ্কৃত যন্ত্রের প্রথম মডেলটি প্রকাশিত হয়। প্রফেসর হোসিনোর এই আবিষ্কার বিশ্বব্যাপী অলোড়নের সৃষ্টি করে এবং তিনিও ঘরে বাইরে প্রভুত খ্যাতি লাভ করেন। বিশেষত গত বছর গ্রাসেলসের বিশ্বমেলায় এটিও একটি প্রদর্শনী বস্তু ছিল।

আগেই বলেছি যে, জাপানী যন্ত্র সিস্টেরিডার টেপ রেকর্ডারের মতই একটি যন্ত্র। তবে টেপ রেকর্ডারে যেমন শব্দটি রেকর্ড করে রাখার জন্য মাগনেটিক টেপ ব্যবহার করা হয়, এখানে তার বদলে সিস্টেরিডার টেপে এক টুকরো কাগজ ব্যবহার করা হয়। সিস্টেরিডারের পিছন দিকে মাগনেটিক লোহার গুড়োর সঙ্গে আরকালি মিশিয়ে লেপা থাকে, তাতেই গলার আওয়াজ বা কে কোনও রকম শব্দ ভুলে রাখা হয়, আর ঐ আওয়াজ শুনতে হলে ঐ মাগনেটিক ফিল্মটা অথবা সিস্টেরিডারের পেছনটা সিস্টেরিডারের ওপর রেখে বোতাম টিপে দিলে ঐ যন্ত্রের দ্বারা ই সব শোনা যায়। আবার সিস্টেরিডারের সামনের পিঠে যদি ঐ খবরগুলো ছাপা হয়ে থাকে তাহলে সিস্টেরিডারের যখন খবরটা শোনা যাবে, তখন ঐ ছাপার আঁকরের কথাগুলোও শুনতে পাওয়া যাবে। বিদেশী কোনও ভাষার উচ্চারণের দিকে বেশী দৃষ্টি দিতে হলে ঐ পদ্ধতি বেশ কাজ দেয়।

আজুড়া টেলিফোনের কথাবার্তা, বারম্যয় সংজ্ঞাত অস্বপ্ন অলোড়না এবং ধমালো-চনা ইত্যাদি রেকর্ড করার পক্ষেও এটি বিশেষ সুবিধাজনক পদ্ধতি। কারণ সিস্টেরিডার থেকে অন্য কাগজে এটি উপায় এগুলো ভুলে রাখতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগে। সোজা কথা বলতে হয় যে, সিস্টেরিডারের মধ্যে যে খবরাখবর থাকে সেগুলিও সাধারণ খবরের কাগজ বা পত্র-পত্রিকার মতই ভেঁপে রাখা যায়। বহুরকমে এ যন্ত্রের ব্যবহার হতে পারে। কাউকে চিঠি লেখার দরকার হলেও সিস্টেরিডারের মধ্যে লেখা বিবরণ লিখে পাঠালে কোনই ক্ষতি হয় না, কারণ সিস্টেরিডারখানা হুটাত হুটাত পোকো, বজ্জলে দেখা যাবে গলার খবরের কোনও সত্যতা হয় না। দেখা যাচ্ছে যে, যন্ত্রটি সিস্টেরিডারের মতো এটিকে কথা বলা খবরের কাগজে পরিণত করা যাবে। একটি

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চন্দ্রদত্ত

সিস্টেরিডার খবরের কাগজে কোনও দাংগা বা যন্ত্রের ছবি দেখে যদি ঐ সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে ইচ্ছা করে, তাহলে ঐ মাগনেটিক লোহার গুড়ো লেপা কাগজটি সিস্টেরিডারের রেখে যথারীতি বোতাম টিপলেই দাংগা বা যন্ত্রের সমস্ত বিবরণ জানা যাবে। অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তার সিস্টেরিডারের এক পিঠে রোগীর অবস্থার বিবরণ এবং অন্য পিঠে রোগীর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন রেকর্ড করে রাখেন।

বাংলাদেশ আজ জলে থৈ থৈ করছে, পায়ে লোক চলাচলের স্বাভাবিক অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। অসুবিধার মধ্যেও একটি সুবিধার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। ডাক্তার-কাঠ দিয়ে একটা চেয়ার মত নির্মিত বৈরী করে নিতে হবে, আর স্কী করার জন্য যেমন কাঠের স্কট একটি খাঁজ করা থাকে সেই রকম একটা খাঁজ করে পা স্কী ঢাকতে রাখার মত করা দরকার, তাহলে ঐ বৈরী পা আটকে কাঠের ভেতর দিয়ে চলে গেলে ওপর দিকে বেশ পারাপার করা যায়। ঐ চেয়ারটা একটা ব্যস্তের আকারের হবে এবং জল

নিকাশের জন্য একটা ছেঁপা করে সেট সাধারণভাবে ছিঁপি আটা থাকবে, যদি কোনও কারণে ভিতরে জল ঢকে যায় তাহলে ছিঁপিটা খুলে অনায়াসেই জল বার করে দেওয়া যাবে।

শহর কলকাতায় মশা মার্কির উৎপাতে উভয় হাত গুত কবির মুখ দিয়ে তার সর্বপ্রথম কাব্য রচিত হয়েছিল।—“মশা মশা দিনে মার্কি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।” শব্দ কলকাতা কেন অনেক শব্দই মানুষ মশামার্কির উৎপাতে উভয় হাতের ওঠেন। কবি কাব্য করেই নিশ্চিন্ত, কিন্তু বৈজ্ঞানিক অতঃসহজে নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি; তাই মানুষের বিরুদ্ধে মশা-মার্কির ঐ অক্রমণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ফিলিপাইনের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন যে, মশা নিত্যন্ত অত্যন্তকভাবে মানুষকে অক্রমণ করে না উপরন্তু নিজস্বের উপকারের জন্যই মানুষকে লামডাত হয়। মানুষ-দেহের রাগ সেরোটোনিন ও হোমোপাইনি-ফ্রিন নামক দুটি কেমিক্যাল থাকে সেগুলি মশামার্কি ও এটেলি জাতীয় কীটের জীবনশীলক বিষয়। এই কেমিক্যালগুলির কারণে ঐ পোকামাকড়গুলির জীবনশীলক বলে মনে হয়। জলে ওদের খাওয়ানো হয়। মশা-মাকড়গুলি থেকে আরম্ভ করে প্রজন্ম ধরেও দেখা যায়। মশামার্কি সাধারণতঃ সর্বপ্রথমের শব্দ বিবরণ করে তা সব লোকের মতামত বিশেষতঃ কলকাতার লোকের মত। মশার দ্বারা দেহের কীট-অক্রমণ হয় কারণ কলকাতা ঐ কেমিক্যাল দুটি খুব বেশী পরিমাণে বর্তমান থাকে।



জলে ঢক্ক ডেপ:

চন্দ্রলোকের যাত্রা

অশোক মৃধোপাধ্যায়

চাঁদের বাধ ভেঙ্গেছে। মানুষের প্রতিভার এক কণা প্রায় আড়াই-লক্ষ মাইলের ব্যবধান পার হয়ে তাকে গিয়ে আঘাত করেছে। কিন্তু এতো সবে শুরু। যন্ত্রের চোখে আর বেতারের ভাষায় বিশ্বকে দেখে শুনতে শুরু করেছিল শেষ কথা নয়। আসল উদ্দেশ্য মানুষ নিজেই একদিন হবে মহাকাশের যাত্রী।

চন্দ্রলোকে রকেট পৌঁছেছে। অতএব সেখানেই হবে আমাদের প্রথম লক্ষ্য। লক্ষ্যভেদ খুব দূরে নেই, একথা প্রায় জোর করেই বলা যায়।

আমরা কেউই এখনও চাঁদে যাইনি। না গেলেও পথে বা সেখানে যাবার পূর যে সকল অভিজ্ঞতা-আমরা সমুদ্র করে দিয়ে আসব। যদি ফিরে আসতে পারি। তাদের কিছু কিছু, আঁচ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। সেগুলো যেমন লোভনীয়, তেমনি বিপজ্জনক।

পৃথিবী ছাড়ার সময় থেকেই শুরু করা যাক। বিস্ফোরণ হল। রকেট তীব্রবেগে ওপর দিকে চলল। সঠিক সঠিক আরোহীদেরও নানা যন্ত্রণাকর অনড়ুত সৃষ্টি হতে লাগল। রকেট যদি বরাবর একই গতিতে চলত, তবলে আমরা মোটামুটি বহাল তাবিয়তেই থাকতে পারতাম। এরোপ্লেন না উঠে-নেমে সমান জোরে চললে আমরা খুব অসুবিধে বোধ করি না। কিন্তু রকেটের ভ্রমণ মোটেই তেমন হবার সম্ভাবনা নেই। মাধ্যাকর্ষণের সূত্র ছিঁড়তে হলে তাকে সেকেন্ডে সাত মাইলের বেশি জোরে ছুটতেই হবে। অথচ যাত্রা শুরুর আগে গতিবেগ ছিল শূন্য। এই যে বৃদ্ধি এটা ঘটতে হলে ত্বরণ (acceleration) আসবেই, যা সহ্যে আমরা অভ্যস্ত নই। দেখা গেছে গতির উৎপত্তি পরিবর্তনও মানুষকে দুর্বল করে ফেলে।

রকেটের খোলসের মধ্যে বসে বসে আমরা যখন ত্বরণের হালকা সামলাচ্ছি, তখন ধীরে ধীরে অনুভব করব আমাদের ভারবেগ ভীষণ বাড়ছে। অবশ্য এমনিতেই নানান ভারি ধাক্কাতে তৈরী এক জমকালো পোশাক আমাদের পরতে হয়েছে যার নাম স্পেশ স্যুট। স্পেশ স্যুট না পরলে মহাশয়না যেসব নারগরশ্মির বিনা বাধায় চলাচল

হয়, তাতে মৃত্যুতেই আমাদের ইহলীলা সাংগ হতে বাধ্য। পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়া সূতোর তৈরী জামাকাপড় পরে (এবং কিছু না পরেও) আমরা নিরাপদ থাকতে পারি, কারণ পৃথিবীর চারদিকের বায়ুর উড়ুনি সবাবিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করে। মহাশয়না তা নেই। তাই স্পেশ স্যুটের আবরণ অপরিহার্য। তবে স্পেশ স্যুট হল বোঝার ওপর শাকের মাটি, কারণ ওটা না থাকলেও এমনিতেই নিজের গতি পাগুলো। নড়াচড়া করাও কষ্টকর মনে হত। এখানেই দুর্গতির শেষ নয়। এমন হ্রত পরে যে এসময় যানিকর্ষণের জন্য স্পিটশিটও আমরা ধারিয়ে বসতে পারি।

মাধ্যাকর্ষণের টানকে অগ্রহণ করে চলেছি বলেই এই ভারবোধের জন্ম। মাধ্যাকর্ষণের সীমানা যেই পেরে লম্বা অর্ধটিক ঊর্দ্ধে ব্যাপার। ভারবোধই হঠাৎ যেন মিলেছিল অদৃশ্য হয়ে গেলে। সব কারণের মত ইচ্ছা। হাত-পাগুলো যেন কাঁচ, দেহের সঙ্গে সঙ্গে আছে বলেও মনে

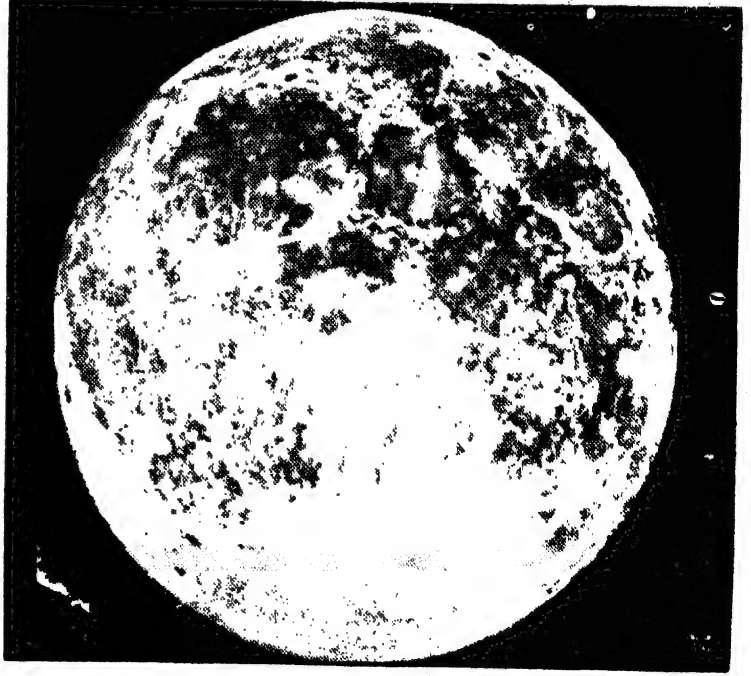
হচ্ছে না। আরও নানা গোলমালে ব্যাপার ঘটতে থাকবে। রকেট বিজ্ঞানের অনড়ুত জন্মদাতা থিসওলকভাস্ক সেগুলো স্বাক্ষর করে প্রকাশ করেছেন এইভাবে।

রকেটের ওপর মাধ্যাকর্ষণের টান নেই। যেসব বস্তু আলুগা ছিল, তারা হচ্ছেনুত স্থান পরিবর্তন করে শূন্যে বসেছে। আমরা যে শূন্য রকেটের মেজেতেই দাঁড়িয়ে থাকছি তা নয়—মেজে, ছাল বা দেয়াল যে কোন কিছুর ওপর যে কোনভাবে দাঁড়িয়ে বা খালে থাকতে পারছি। আবার কোন কিছুকে স্পর্শ না করেও ডেসে থাকতে পারছি ইচ্ছামত।

কলসী থেকে জল ঢাললে পড়ছে না। ঘড়ির পেণ্ডুলাম আর দুলছে না। হাতের মুঠো আলুগা করে কিছু ফেলে দিলে, সেটা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকছে।

সব মনে হচ্ছে অকর্তন। যেন কোমলতম পালকের বিছানায় শয়ন করছি। রত মায়ির গিরে ভ্রমা হচ্ছে। যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর বাত্বিও ভীষণ অসুবিধে বোধ করবে এ অবস্থায়।

সব কিছু শূন্য এবং সত্যত জনসমূহ বাইরে দেখা যাবে দুটে আকাশ—একটা ওপরে, আরেকটা নিচে যেন আমরা। একটা ফাঁপা বলের তিক মকখানটাতে রয়েছে। ওপরের আকাশটা গাঢ় কালো, সেখানে রয়েছে সূর্য। নিচেরটা হরিদ্রাভ। তার ওপর উজ্জল এবং অন্ধকার বিস্ময়



পৃথিবীর আড়াই লক্ষ মাইল দূরের চন্দ্রের সাড়াকার রূপ

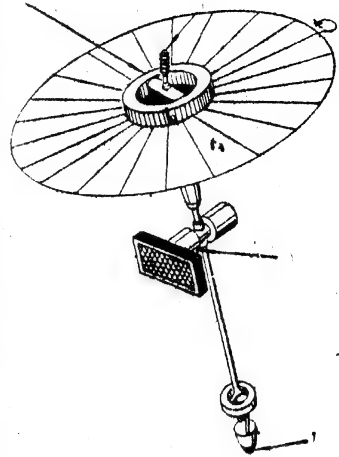


চর্চিস-দ্যুট পরাহিত মহাশয়ের মন্ত্রী

সমারোহ। এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী। য-এইমাত্র আমরা ছেড়ে এলাম। পৃথিবী গোলাকার... কিন্তু এখন তার পিঠটা উঁচু দেখাচ্ছে না... উসেট একটা ঢালু বাটির মতই

দেখাচ্ছে। এমনিন নানা বিচিত্র অবস্থা পার হয়ে হয়ে আমরা চন্দ্ৰের মাধ্যাকর্ষণের আওতায় গিয়ে পৌঁছোলাম। চন্দ্ৰের কলেবর মা বসুন্ধরার মত অত পৃথল নয়। তাই তার স্নেহের টানও কম। তবে যত কমই হোক, আমাদের রকেটকে সে টান থেকে রক্ষা না করলে আমরা তার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব। এটা এড়ানোর দৃষ্টো পথ খোলা। একঃ—চাঁদের খানিকটা দূরে থাকতেই রকেটকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাতে সে মারমুখী হয়ে ছুটে না গিয়ে পাশ কাটিয়ে চাঁদের সঙ্গে আনুভূমিক (horizontal) হতে পারে। তাতে সে চাঁদের এক উপ-উপগ্রহে পরিণত হবে এবং তাকে কেন্দ্র করে একটা নির্দিষ্ট গতিতে আবর্তিত হয়ে চলবে। শ্বিতীয় পথটা আরও মজার। সেটা হল রকেটের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে চাঁদের টানের এক বিপরীত-মুখী গতি সৃষ্টি করা। তার জন্যে চাঁদের দিকে মুখ করে রকেটে বিস্ফোরণ ঘটতে হবে। এই বিস্ফোরণ রকেটের ওপর চান-বিমুখী একটা চাপ দেবে; তাতে চাঁদের টান অনেক কম কাঙ্ক্ষণীয় হবে।

যাহোক, মনে করা যাক কোনরূপে চাঁদের মাটিতে নামা হল। সংগে সংগে চাঁদ সম্বন্ধে আমাদের এককাল যে মোহ ছিল, তা গেল কেটে। দূর থেকে তাকে যত নয়নাভিরাম মনে হত, এখন দেখা গেল সে ঠিক ততটা কুৎসিত। সারাটা গা ঝড়িয়া। কোথাও গর্ত, কোথাও মলভূমি, আর সবটাই নরভূমি। তাছাড়া ধুলোর আবেরণ তো রয়েছেই।



তথ্যবাহ্যের পারমাণবিক শক্তিচালিত চেন্স-শিপ

মহাশূন্যের বিভিন্ন দিক থেকে এখানে উল্কারা নেমে আসে ঝটিক ঝটিক এবং অবশেষে আর অতীতে এখানে আনেনয়গিরর অননুপাত লেগেই ছিল। তাতে ওপরের পাথরের শিলা চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছিল। সূত্রাং ধুলোর অভাব কি!

পৃথিবী থেকে চাঁদের গায়ে যে ছায়াগুলো দেখে চাঁদদেশের সোকেরা বলত, ওখানে খরগোস লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, সে ছায়াগুলো যে আসলে উঁচু উঁচু সব পাথরের তা পৃথিবীতে থাকতেই জানা ছিল। কিন্তু সেগুলো যে কত উঁচু তা বোঝা গেল চাঁদে আসার পর। এদের কাছে পৃথিবীর অনেক পর্বতই পাহাড় আর অনেক পাহাড়ই টিলা হয়ে যাবে।

চাঁদের গায়ে রয়েছে বিশাল খাদের ছড়াছড়ি। আগেকার দিনে এগুলোকে সমুদ্র বলে ভাবা হত। বিজ্ঞানীরাও তা বলতেন। বড় বড় কয়েকটার নাম দেওয়া হয়েছিল—ঝড়বৃষ্টির সমুদ্র (দি সি অব শাওয়ারস), প্রশান্তির সমুদ্র (দি সি অব সিরিনিটি), স্তম্ভতার সমুদ্র (দি সি অব গ্র্যাকুইলিটি) ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো যে নিজস্বা সমুদ্র সে খবর পেতেও বিজ্ঞানীদের দেরী হয়নি। জল হল এক ধরনের তরল আয়না। তাতে আমরা প্রতিবিম্ব দেখি। কিন্তু চাঁদের সমুদ্রে অজ্ঞ অবধি কেউ মূখ্যর মূখ দেখতে পারিনি।

জল কেন নেই, সে রহস্যও জলের মতই সহজ হয়ে গেছে। এটা ভালো করে বোঝার জন্য পৃথিবীকে তেনে অন্ন যেতে পারে। পৃথিবীতে জলের উপস্থিতি হল কি করে? সূর্যের আদিম অবস্থায়, সৌর-

শিক্ষক

খাত নামা শিক্ষাবিদ ও
সাহিত্যিকদের রচনায় সমৃদ্ধ,
শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী ও
অভিভাবকদের অবশ্য পাঠ্য

লেখকগণের মধ্যে আছেন—

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী
ডাঃ সুনীতি চাটার্জী
শ্রী এ কে চন্দ্র
ডাঃ ত্রিকুমার বানার্জী
শ্রীমশ্রীনারায়ণ রায়

অধ্যাপক বিজয়রঞ্জন গহ
অধ্যাপক হেজেন সেন
অধ্যাপক হীরেন ঘোষ
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র
শ্রীনাথলরঞ্জন রায়

শ্রীযোগেন গুপ্ত
শ্রীকালিদাস রায়
শ্রীউপেন গাঙ্গুলী
ডাঃ পল্লভ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরণজিৎকুমার সেন

সম্পাদক : অধ্যাপক শ্রীমহাত্মা রায়চৌধুরী

৬১ বাসিগঞ্জ লেন, কলিকাতা ১২

মূল্য মাত্র ১ টাকা : রো ডাকমাশুল-৬৪ নং প.

গ্রাহক হইলে বার্ষিক মূল্য ৬ টাকাতেই পূজাসংখ্যা প্রাপ্য

(সি-৯৫৮০)

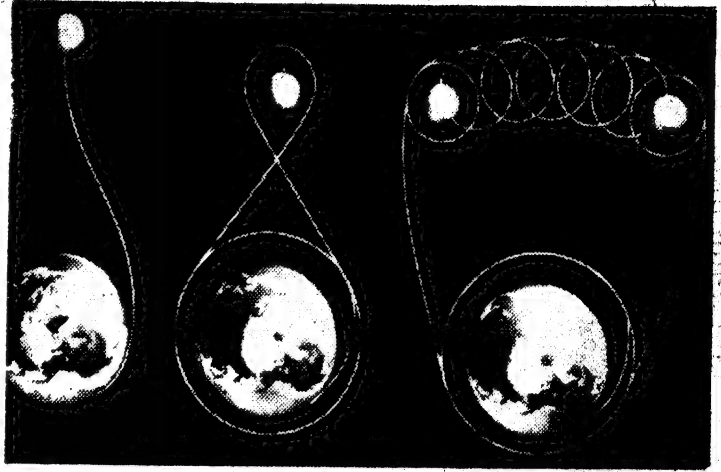
কন্যারা যখন শৈশব—তরলতা কাটিয়ে কঠিন হতে লাগল, তখন তাদের দেহের খায়বীর উপাদানগুলো (যেগুলো কঠিন হবার নয়) ছাড়া পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসাছিল। কিন্তু বেরিয়ে বেশি দূর যেতে পারেনি। মাধ্যাকর্ষণের টানে তার দেহের চারপাশে ঘুরঘুর করতে বাধ্য হল। আর তখন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন একত্র মিলে মিশে জলের অণু তৈরী করল। তা জমে জমে মেঘ এবং মেঘ জমে জল হয়ে পৃথিবীকে সরস করল। চাঁদেরও সেই লগ্ন এসেছিল। কিন্তু সে সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেনি। পারেনি কারণ, শক্তির অভাব। শারীরিকভাবে পৃথিবীর অনেক ছোট বলে তার মাধ্যাকর্ষণের টান ভূ-মাধ্যাকর্ষণের মত দু' ভাগের এক ভাগ। সুতরাং তার খায়বীর উপাদানগুলো ছাড়া পেয়েই মহাশূন্যে লাক দিয়েছে। ঠিক এ জন্যই বায়ুমণ্ডল থেকেও চাঁদ হয়েছে বর্ণিত।

সুতরাং চাঁদে যখন আমরা হেটে বেড়াচ্ছি, তখন গুরুত্বহীন হয়ে মহানসেপ লাকলাকি করতে পারলেও বকভরে নিশ্বাস টানতে পারছি না। নাক নল আর পিঠে অক্সিজেনের সিলিন্ডার চাপলে আমাদের জব্দ হবে হয়ে থাকতে হচ্ছে।

এছাড়া প্রাণভরে কথা কয়ে বাঁচবারও কি উপায় আছে? এমনিতে যতই চিৎকার করি না কেন, এক হাত দূরে দাঁড়ানো মানুষও তার বিন্দুবিবর্ণ শব্দেতে পাবে না। এরও কারণ হাওয়ার অনুপস্থিতি। হাওয়ার সম্মুখে চেঁচি উঠলে, তার কাঁপন কানের পর্দায় আঘাত করে শব্দ শুনিয়ে দেয়। পৃথিবীতে হাওয়া আছে তাই পৃথিবী মুখর। চাঁদে তা নেই, তাই সে মুক। কিন্তু মানুষ তো মুক হয়ে থাকতে পারে না। সুতরাং চাঁদ থাকাকালে আমাদের সঙ্গে রেডিও সেট বয়ে বেড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। একমাত্র বেতারের মাধ্যমেই পৃথিবী বা সংগের বন্ধদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করতে পারব।

চাঁদে সবজির ছিটেফোঁটাও দেখতে পাব না। জল ছাড়া গাছপালা এবং সরলতম শ্রেণীর প্রাণীর অস্তিত্বও অকল্পনীয়। তবে চাঁদ গেলে একটা বড় লাভ হবে। পৃথিবীর এবং চাঁদ—উভয়ের জোবতনের যোগাযোগে পড়ে তার একটা দিক সব সময়েই আমাদের দাঁটির বাইরে থেকে গোছে।

"To us dwellers on the Earth, the moon shows always the same face. It moves like a child who holds both our hands and dances round us in a circle. The child is actually revolving, but in such a way that his laughing face is looking up at us".



ওপরের ছবি তিনটি পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত স্পেস-শিপের ভ্রমণের তিনটি সন্ধাবা পথ দেখাচ্ছে। প্রথম ছবিতে চাঁদের মাটিতে গিয়ে স্পেস-শিপের বাতাস শেষ হচ্ছে। দ্বিতীয় ছবিতে দেখানো হয়েছে স্পেস-শিপ চাঁদের চারদিকে একপাক দিয়ে কেমন করে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে। তৃতীয় ছবিতে স্পেস-শিপ চাঁদের চারদিকে বেশ কয়েকটি পাক দিয়ে আসতে পারছে (বহুস্তর গোলকটি পৃথিবীর এবং ক্ষুদ্র তর গোলকটি চন্দ্রের প্রতীক)

চাঁদের সেই মুখ ফিরিয়ে থাকা অংশটা চন্দ্রলোকের বায়বীয় কাকি দিতে পারবে না।

বায়ুমণ্ডলের অভাবে চাঁদকে বিন্দুয়কর উত্তাপের ওঠানমার কষ্ট ভোগ করতে হয়। সেখানে দিন এবং রাত্রি পৃথিবীর দিনরাত্রির চোদ্দ গুণ বড়। দিনের বেলা তাপমাত্রা ওঠে শূন্যের ১৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট ওপরে, আর রাত্রিবেলা নামে শূন্যের ১৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট নিচে। পৃথিবীর অধিবাসীরা উত্তাপের এই তারতম্য সহ্যেতে অভ্যস্ত নয়। সুতরাং চাঁদে কয়েকদিন বাস করতে হলেও আমাদের থাকতে হবে বিশেষভাবে তৈরী তাপনিরোধক আধারের আশ্রয়ে, যার মধ্যে কৃত্রিম আবহাওয়া সৃষ্টি করা যাবে। এছাড়া শিলায় নিচে গর্ত করে থাকলেও প্রচণ্ড শীত বা গরমের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর হবে বলে মনে হয়। কারণ চাঁদের মাটির এক ইঞ্চি ওপরে যখন ফুটফুট জলের উত্তাপ, তখন ঠিক এক ইঞ্চি নিচেই তাপমাত্রা হিমাকরও বহু ডিগ্রি তলায়। চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে নীল আকাশ দেখা যাবে না। সেখানে দিন রাত্রির সব সময়েই আকাশ ধমধমে কালো। সেই কালো আকাশের পদার্থ পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের। রক্তগোলাপের মত ফটে থাকবে। চাঁদে রাত্রির আবির্ভাব মন্ডুমন্ড গতিতে নয়। মনে হবে নিকটবর্তী যেন অকস্মাৎ ছোট হতে হতে চারদিক থেকে আমাদের গ্রাস করতে আসছে।

চন্দ্র থেকে ফিরে আসা হবে কষ্টকর হবে

না। পৃথিবী ছাড়তে রকেটের হতটা শক্তি প্রয়োজন, চাঁদ ছেড়ে আসতে তার অনেক কম হলেই চলবে।

=চন্দ্রগ্রহ= সমুদ্রের জল একেবারে শুকনো হয়ে গেছে না; চন্দ্রই তাহার একমাত্র কারণ। উহার বিজ্ঞান এই গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ৯ টাকা।

প্রাপ্তিস্থানঃ পুস্তকালয় ও "আবিস্বজ্ঞান সংস্কার সমিতি," ১০নং ব্রীক লেন, কলিকাতা—৪ (সি ১৪৬৬)

শারদীয়

॥ সমাপ্তে ॥

(১৭ বর্ষ ২য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬৬)

প্রকাশিত হইল

লিখিতেনঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রথীন্দ্রনাথ রায়, আশা দেবী, রবেন আয়ন দত্ত, ভবানী মুখোপাধ্যায়, শ্যাম গুহাচক্রবর্তী, কৃষ্ণচন্দ্র সূত্রী, মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অতুল ভট্টাচার্য, শ্যাম চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথনাথ, সুবোধ চৌধুরী ও প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ

● গিরিশ নটী প্রত্নযৌগিক প্রথম পুস্তকপ্রাপ্ত অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের নটিক "সাম্বিক"ও প্রকাশিত হয়েছে।
● প্রখ্যাত শিল্পী রবেন আয়ন দত্তের আকা প্রচ্ছদ ও দু'খনি স্কেচ।
● লিখন বা কলি খোঁজ করুন। মূল্য ১/-
সম্পাদনাঃ রথীন্দ্রনাথ গুপ্ত ● সত্যজিত সেন ১১৫এ, আমহাট নগরী, কলিকাতা—১।

(সি ১৪৬৬)

আর্ট পেপারে মুদ্রিত সুন্দর, রচনা-গৌরবে গৌরবান্বিত শারদীয় পুজোপচার

শারদীয়

মধু রাং শ্চ

মূল্য—৩.০০

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু সম্পাদিত শারদ-সংকলন 'মধু রাং শ্চ' নিম্নলিখিত এই বৎসরের শ্রেষ্ঠ পুজার্থী

লেখক-লেখিকার মধ্যে আছেন :

প্রবন্ধ :—ডঃ সুশীলকুমার দে, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, যিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত, শ্রীমলিনীকিশোর গুহ, অধ্যাপক ত্রিপুরাশংকর সেন-শাস্ত্রী, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীপ্রদ্যোৎ মিহ, ডঃ সুশীল-কুমার গুপ্ত, ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ পদ্মান যোষাজ, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকৃতি সেন, ববুণ রায়, ননোজিং বসু, নিখিলরঞ্জন রায়, শ্রীমতী অপর্ণা ব্যানার্জি প্রভৃতি।

উপন্যাস, গল্প, নাটক :—মনোজ বসু, গোপাল হালদার, ভবানী মুখোপাধ্যায়, ডঃ ব্রহ্মগোপাল দাস, মনমথ রায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিহ, গজেন্দ্রকুমার মিহ, মহাশেষ ভট্টাচার্য, সুবোধকুমার চক্রবর্তী, সুমথ ঘোষ, অশোক সেন, নীলিমা দাশগুপ্ত, মানবেন্দ্র পাল, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সুভাষ সমাজদার, দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রকুমার দে, চিত্ত সিংহ ও দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রভৃতি।

কবিতা :—সজনীকান্ত দাস, কালিদাস রায়, মণীশ ঘটক, দিনেশ দাশ, বিরগণশংকর সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, দণ্ডাদাস সরকার, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, আবুল কাশেম রহিমুদ্দিন প্রভৃতি।

রম্যরচনা :—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পুসকেশ দে-সরকার ও নিখিল সেন।

কার্টুন :—কাফী খাঁ ও রেবতীভূষণ।

এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াই আমরা চারিদিক হইতে আশীর্বাদ সাড়া পাইয়াছি। এ বিষয়ে আমরা গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও বিভিন্ন পুজা-সংখ্যার বিক্রেতা ও বিজ্ঞাপন-এজেন্টদের নিকট সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

ডাক মামূল—১.৫০। যাহারা চারি টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন তাহারা আট আনা কমেই সংখ্যাটী রেজিস্ট্রীযোগে পাইবেন।—

প্রাপ্তিস্থান :—

এ, মধুজর্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-১৬০৬। গ্রাম : প্রকাশিকা

গত সপ্তাহে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ শিল্পী কল্যাণ বসুর চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। 'উত্তরাঙ্গ শিল্পকেন্দ্র' উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। এই সপ্তকে কল্যাণ বসুর ছাত্রী এগারো বছরের ইন্দ্রাণী সেনেরও কিছু ছবি প্রদর্শন করা হয়। শ্রী বসু গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট-এর প্রাক্তন

চিত্র প্রদর্শনী



রিসেটিং ম্যান —কল্যাণ বসু

ছাত্র। তবে বর্তমানে এর চিত্রকলায় কলেজী শিক্ষা কোন ছাপ নেই। ইনি অনুপ্রাণন, বিকৃতকরণ, বর্ণিকান্তন, ডাই-মেনশন প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষণ-মিথীকরণ করে চলেছেন স্বতন্ত্রভাবে গতানুগতিকতা বর্জন করে। সুতরাং এর ছবির মেলোজ 'আধুনিক'। রচনাগুলি বাস্তব ছাড়া কল্পনা না হলেও আপন প্রবর্তিত এবং বসবাসের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে শিল্পী যে রূপ সৃষ্টি করেছেন তা বাস্তবতার

পশ্চিৎ পেরিয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। শিল্পী এটা বেশ অনুভব করেন যে, ভক্ত-জগতের লোকপ্রসিদ্ধ সব আকৃতির হৃদয়ে অনুকরণ রসোত্তীর্ণ শিল্প সৃষ্টির কাল আসে না। কি ভাবে দেখলে উপাদানগুলি শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের ভাব আনে, প্রকৃতি থেকে কতটা গ্রহণ বা বর্জন করলে এবং কোন স্থানে কি রং ব্যবহার করলে যে রসের অবতারণা হতে পারে সে বিষয় শিল্পী বেশ সচেতন।

ইনি মাধ্যম ব্যবহার করেছেন তেল, জল এবং প্যাস্টেল। সবসম্মুখ ছবি পেশ করে-ছিলেন ৫০টি। প্রত্যেক মাধ্যমেই প্রায় সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা 'দি পিপুল', 'রিসেটিং ম্যান', 'দি মুন', 'নাইট টাউনগার', 'ক্যাস্ট্রী আর্ট দুর্গাপুর', 'স্ট্রাগল ফর একজিসট্যান্স' এবং বান্ধার প্রতিচ্ছবিটি। কোনও কোনও রচনায় বর্ণ উপর অবার কোনও কোনও রচনায় স্মিত। বিষয়বস্তু এবং ভাব অনুযায়ী বর্ণের এই পরিবর্তন। কক্ষবর্ণের স্থলে রেখার প্রা-পরিবেশনে বাঁচত ছবিগুলি ব্যক্তিগত ভাবে আত্ম সমর্থন করতে পারি নি। লাইনের সহায়তায় আমরা আকৃতির বোধে পারি কিন্তু আবহাওয়া আইডিয়া যেখানে

প্রধান সেখানে রেখার পাট গৌণ। রেখা প্রধান হয়ে রেখা দিলেই ছবির তাৎপর্য সীমার দ্বারা পরিমিত হয়ে পড়ে। এর এই রেখাপ্রধান রচনাগুলি কিছুটা কমার্শিয়াল আর্ট ধর্মী 'স্টাণ্ড' বলে মনে হয়েছে। উপাদানগুলির আকৃতির বিকৃতি-করণও কুচিসম্মত বলে মনে হয় না। যাই হোক অন্য সব রচনায় শিল্পী যে



হারভেস্ট গার্ল —কল্যাণ বসু

প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না। কি কি গুণ থাকলে রচনা একটি পূর্ণাঙ্গা ছবির পর্যায়ের উঠতে পারে সেবিষয়ে শিল্পীর জ্ঞান পাকা।

ইন্দ্রাণী সেনের ছবি ছিল ২৭টি। আট বছর বয়স থেকে আঁকা আরম্ভ করে কলা-কৌশলে ক্রমশ কি ভাবে এ উন্নতি করে চলেছে তার পরিচয় এ প্রদর্শনী থেকে বেশ পাওয়া যায়। বৈলক্ষ্য থাকলেও রচনাগুলি সরল মনের ভাবাবেগে বিশিষ্ট এবং আনন্দ-দায়ক। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইনি 'দি জু' এবং 'গ্রী গার্লস্ বাই দি ওয়েল্ড'।

শ্রীবসুর আত্মনিষ্ঠা অনস্বীকার্য। পরিণত শিল্পী বলে একে এখনও ঘোষণা করা যায় না বটে, তবে এর সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। ভবিষ্যতে অসাধারণ কিছু করে ফেলা এর পক্ষে অসম্ভব নয়।



ইন্দ্রাণী সেনের আঁকা একটি ছবি

কে.হোড়ের

কর্ণক

* পাউডার *

দীনেশনাথ সেনগুপ্ত রচিত

সবর্ণী

আধুনিক সমাজ সমস্যা নিয়ে লিখিত
বাস্তবধর্মী উপন্যাস

সকলের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত।

একমাত্র পরিবেশক—ডি. এম. লাইব্রেরী।
(সি ২৫১৮)

ইলারাগী মৃধোপাধ্যায়ের

নারী ও গ্লিয়া

সমালোচকের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসায় গর্বিত।
মৃগেন্দ্র বলেন—“.....জীবন ও সমাজ
সম্পর্কে তাহার অস্বাভাবিক গভীর, গম্ভী-
গাধার কারকোশল ও তাহার প্রশংসনীয়।.....
নারীর পক্ষ প্রকাশ কোথায়—মাতারপে,
না প্রিয়রূপে, না পুর্ণ নারী এই দুইএর
উর্ধ্ব—এই প্রশ্নটিই উপন্যাসের মধ্যে মৃত
হইয়াছে।..... ইত্যাদি।”

(সি ২৫০৮)

দেশ

মোবাইল রকেটের চাঁদে অভিযান

চাঁদে অভিযানের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ জানতে হলে পড়ুন

মহাশূন্যের পথে

শ্রীশৈলেন ভট্টাচার্য

মূল্য—২।০ টাকা

এ বই-এর ভূমিকা লিখেছেন

বিজ্ঞানার্চ্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

বাঙলা সাহিত্যের প্রামাণ্য পুস্তক পড়ুন

বাঙলা সাহিত্যের সেকাল ও একাল

—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মৃধোপাধ্যায়

মূল্য ২-২৫ নং পঃ

শিশুদের উপহারের বই

সোনার পাখি

—অধ্যাপক শিশির দাস

মূল্য ৬২ নং পঃ

নবায়ণ প্রকাশনী

সি ৫১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি—১২

The World By 1975

K. C. BANERJEE

(world-tourist) Rs. 5 8

দেশে বিদেশে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসিত এই
বইখানি পড়েছেন আইসেনহাওয়ার,
কুৎচেভ, এ্যাডিনাওয়ার, এ্যাটল এবং
আরও অনেকে।

MANHEIMER MORGAN—
(WEST GERMANY)

....A thought provoking and
very impressive book.
South China Morning Post—
....Very, very interesting book.
The picture of the world by 1975
is very exciting indeed.

দেশ—“১৭টি অধ্যায় সমৃদ্ধ এই পুস্তক-
খানি বিশ্ববাস্তবতা সম্পর্কে সকল
পাঠককেই ভাবিয়ে তুলবে।”

লেখকের অন্যান্য বই :

আমার পৃথিবী ভ্রমণ—৩, বন্ধন

ভ্রমণ—৩, উদ্ভাস যৌবনে (উপন্যাস)

—৩, মানব-না-জানোয়ার (ডিটেক-

টিভ)—১, বিভিন্ন দেশের নারী ও

সমাজ—২।০

K. C. BANERJEE & CO.

192 C, Cornwallis St., Calcutta-6.

প্রথম বিশ্ব প্রেস্ত রচনা

বাংলার কবি ৪,

সুখো চক্রবর্তীর উপন্যাস

একটি আত্মবী ৬।০

প্রশান্ত চৌধুরীর উপন্যাস

সমান্তরাল ৩।০

মহেন্দ্র গুপ্তের নবতম বই

যোগেশ বাগল প্রণীত

হে অতীত কথা কও ৪,

কলিকাতার সংস্কৃতিবেঙ্গ ৫,

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

দেশবন্ধু স্মৃতি

১০,

বাঙলা সাহিত্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কৰ্ম ও চিন্তার প্রামাণ্য গ্রন্থ

ডাঃ মাখনলাল রায় চৌধুরী

রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা ৪,

গজেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস

দোহাগুপ্তা ... ৫,

কেতকীবন ... ৩।০

শরাসিন্দ্র, বন্দোপাধ্যায়

মায়া কুরঙ্গী ... ৩।০

বৃন্দাবন ... ৩।০

বনফল

উজ্জ্বলা ... ৩।০

কিছুক্ষণ ... ২,

প্রবোধ সান্যাল

গল্পসংগ্রহ ... ৪,

এক বাঙালি কথা ৪,

বন্দী বিহঙ্গ ... ৩।০

বিমল কর

দিবারাট্র ... ৩,

প্রশান্ত চৌধুরী

লাল পাথর ... ৫,

শ্রীগুরু, লাইব্রেরী, ২০৪, কলকাতা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

অন্য দিগন্ত ... ৫,

মৃগশিরা ... ৩।০

কিবনাথ চট্টোপাধ্যায়

অরণ্যবাসর ... ৬,

হায়ানট ... ২।০

অশোক গুহ অনালিত

নগরীতে বড় ... ৫,

বিভূতি মৃধোপাধ্যায়

আনন্দনট ... ৩,

তারাকঙ্কর বন্দোপাধ্যায়

বিষপাথর ... ২।০

শক্তিপদ রাজগুরু

বনমাতারী ... ৩।০

মানিক ভট্টাচার্য

স্মৃতির মূল্য ... ৩,

রামাপদ ঘোষ

আমার পৃথিবী ভূমি ৩,

শ্রীকান্তের উপন্যাস

একাকার ... ৫,

চাওলা ... ২।০

রামপদ মৃধোপাধ্যায়

মনকেতকী ... ৬,

দুরন্ত মন ... ৩,

নেতাজী সত্যাব বসু

তরুণের স্বপ্ন ... ২।০

নৃতনের সম্মান ... ২,

সত্যরত্ন মৈত্র

বন্দুহিতা ... ২।০

আশাপূর্ণা দেবী

অতিক্রান্ত ... ৩।০

ইন্দ্রমতী ভট্টাচার্য

অতীত কাণ্ড ... ৩,

বেলা দেবী

জীবনতীর্থ ... ৩,

ফোন: ৩৪-২৯৪৪

মাতৃভাষা ও জীবিকা

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীঅমল মত্বেথাপাধ্যায়ের 'মাতৃভাষা ও জীবিকা' শীর্ষক প্রবন্ধটির দেশ, ২৬ ভাদ্র ১৩৬৬) জনা ধন্যবাদ। বাংলা ভাষা-চর্চার মূলে দুটিগুলো তিনি নির্দেশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ছাত্র হিসেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের রীতি এবং মান সম্পর্কে দু' একটি কথা বলতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ছাত্রসংখ্যা, গড়পড়তা পাঠের হার এবং সার্বিক মেধা থেকে যে কেউ অনুধাবন করতে পারবেন যে, বাংলা পড়ানোর মান কত নীচ। বিশেষভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, স্নাতক শ্রেণীতে যে সাম্মানিক বাংলা পড়ানো হয় তা যে কোনো ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে আয়ত্ত কলা সম্ভব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান পাওয়াও অসম্ভব নয়। কেন এমনটা হচ্ছে? কেউ কি বলবেন যে, বাংলা সাহিত্যটা খুব সহজ এবং যে কেউ তা আয়ত্ত করতে পারে? শৃঙ্খলাত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়লেই বোঝা যায় যে, বাংলা সাহিত্যকে সহজ বলা শ্রোতৃপক্ষে উচ্চারণের কারণ হতে পারে না। সুতরাং তা নয়। তবে এত আশঙ্ক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বাংলা নিয়ে উত্তীর্ণ হচ্ছেন কি কারণে? উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও কেন তাদের বাংলা অলঙ্কার, ছন্দ এবং ব্যাকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে এবং তা সত্ত্বেও কেন স্নাতকোত্তর শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে গিয়ে তারা মোটেই ক্লেশ বোধ করছেন না? এর উত্তর দিতে পারেন তারাই যারা স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যবিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। এত অসংজ্ঞানিক পাঠ্য-তালিকা খুব কম চোখে পড়ে। ফলস্বরূপ যারা

আলোচনা

চাকরি করেন তাঁরা মানপত্রের আশায় যারা বহুমুখী বা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন তারা বেতন বর্ধনের আশায়, যাদের মনো কিছুর করবার নেই, তাঁরা সময় কাটানোর আশায় বাংলায় স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করছেন। চর্চিত হওয়ারও ধরাবাধা কড়াকড়ি কোনো আইন নেই। অথচ উত্তীর্ণের হারও কমছে না। শ্রিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণের হার রীতিমত বিস্ময়কর। বিশেষ সম্মান (special honours) পরীক্ষা প্রবর্তনের ফলেও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে।

পাঠ্যতালিকার সংশোধন ছাড়া এর বোধহয় কোনো সমাধান নেই। খুব কম নম্বরের জন্য বেশী বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত হলে সবগুলো বই আয়ত্ত করা ব্যথা-পরিগ্রহ বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। ফলস্বরূপ অনেকেই সাহায্যকারী (Reference এবং Note) বইগুলোর ওপর নির্ভর করতে ভালবাসেন এবং এর ফলে ব্যাপক হয় না, যদিও বইগুলো প্রায় অপ্রতিষ্ঠিত থেকে যায়। শ্রিতীয়ত, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ছন্দ সম্বন্ধে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে কিছুই পড়ানো হয় না, আর সাম্মানিক বাংলায় স্নাতক শ্রেণীতে যা পড়ানো হয় তা প্রায় না পড়ানোরই সমিল। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যেটুকু পড়ানো হয় তাও যথেষ্ট বলে মনে করবার কোনো যেত্র নেই। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেই ভাষাতত্ত্বের জন্য আছে মোট

৫০ নম্বর। তৃতীয়ত, স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে যে পার্সি ও প্রাকৃত পড়ানো হয় তার সত্যিকারের প্রয়োজন কতটুকু তা অনেক ছাত্রছাত্রীই জানেন না বা ও নিয়ে মাথা ঘামান না। সত্যি কথা যে, বাংলা ভাষাকে জানতে গেলে পার্সি ও প্রাকৃত সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার কিন্তু পরিচাপের বিষয় যে, ও দুটি ভাষার বর্ণ-পরিচয় শুরু হয় স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেই এবং তারও পাঠ্যবিষয়ের জন্য (দুটি বিষয় একসঙ্গে) পঞ্চাশ নম্বরের বেশী দেওয়া হয় না এবং পাঠ্য-তালিকা খুব সংক্ষিপ্ত নয়। অথচ এদুটিকে ঐচ্ছিক বিষয় অনায়াসে করা যেতে পারে এবং উৎসুক ছাত্রছাত্রীর পক্ষে তখন ও দুটি বিষয়ে ব্যাপক পড়াশুনো করা সম্ভব হতে পারে। স্নাতকোত্তর শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়েছ এমন ছাত্রের মধ্যেই শুনছি যে, পার্সি ও প্রাকৃত তার কিছুই মনে নেই, কিন্তু তার জন্য অধ্যাপনার ক্ষেত্রে তার কোনোই অসুবিধে হচ্ছে না। চতুর্থত, সম্ভবত স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে একমাত্র বাংলায় ঐচ্ছিক বিষয়ের পত্র মাত্র একটি নিতে হয়। ঐচ্ছিক বিষয়ের পত্র-সংখ্যা বর্ধনের প্রয়োজনীয়তা যে-কোনো ছাত্র-ছাত্রীই অনুভব করবেন। সত্যিই আবশ্যিক পর প্রস্তুত করতে গিয়ে প্রতি-যোগিতার কথা অনেকে ভাবতেই ভয় পান। নিজের ইচ্ছাক্রমে বিষয় নির্বাচন করতে পারলে প্রতিযোগিতার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিমত, নতুন একটি বিষয়কে (তুলনামূলক সাহিত্য) ঐচ্ছিক পত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, অথচ পড়াচ্ছেন মাত্র একজন অধ্যাপক। ফলত, এই পত্রটি যাঁদেরই জনপ্রিয়তা হারাবে বলে মনে হচ্ছে, কারণ, দু' বছর ওর পাঠ্যতালিকা শেষ করা একজন অধ্যাপকের পক্ষে সম্ভব নয়। সবশেষে একথা বলে রাখা ভাল যে, বাংলা পাঠ্যতালিকার ত্রুটির জন্যেই অনায়াসে যাকি দিয়ে পালা করে যাওয়া সহজসাধ্য হয়েছে। এবং এর ফলে ভাল ছাত্ররা প্রতি-যোগিতা করতে গিয়ে পিছু ছাটছেন এবং অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ছাত্র শৃঙ্খলাত মুগ্ধ করার জোরে ভাল ফল করছেন। সত্যিকার পড়াশুনো বা বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞান বাংলায় স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করছে না।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে এই বিষয়গুলির প্রতি কড়াকড়ি দৃষ্টি অকণ্ঠ্য করছি।

বঙ্গ মত্বেথাপাধ্যায়, বর্ষ বর্ষ (বাহিনীমী) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলার বাবু কালচাঁর আমলের এক সম্ভ্রান্ত্র্যরক্ষক
জীবনীমূলক উপন্যাস
পঞ্চম ভাগের ৩৩তম অধ্যায়

॥ রূপচাঁদ পক্ষী ॥ ৩,

"শোনুন, ভট্ট-ইতরজন! পাখীর দল বসছে শহর বনকান্দায়। রূপচাঁদ হলো সেই পাখীর দলের রাজা। রাজা কিন্তু পাখী হয়েও পাখী নয়, মানুষ হয়েও মানুষ নয়। রাজা হলো মানুষ পাখী। উড়ু উড়ু দেখে গোড়া সমাজ্যাক..."

Orissa And Her Remains গ্রন্থের লেখক

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের

স্বাধীনতা-শিল্পের ক্রমিকা ৪

বাংলা ভাষায় বিশুদ্ধ স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ

ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর

চার্যক দর্শন ৫

পুরোগামী প্রকাশনী ॥ ১০০ ১, কৃষ্ণদেব বন্দু এডিনিট ॥ কলিকাতা-৪

(সি ১৩১০)

পুরনো অন্ধ-সংস্কার নিষে

আপনার
উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগ
নষ্ট করছেন কি ?



এমন অনেক লোক আছেন যারা কোন সুযোগই হাতছাড়া করেন না মনে ক'রে নিজেদের আধুনিক বলে গর্ব বোধ করেন। কিন্তু আসলে তাঁরাই অন্ধ-সংস্কার আর সেকেলে ধারণা আঁকড়ে থেকে নিজেদের সুযোগ নষ্ট করেন।

দৃষ্টান্তরূপ, রাস্তার জেঙ্গে স্নেহজাতীয় জিনিসের কথাই ধরুন। অনেকেই বলেন “বনস্পতি দিয়ে রাধা খাবার আমি কখনো খাই না। এটা একটা কৃত্রিম স্নেহ। কাজেই প্রাকৃতিক স্নেহপদার্থের মত ভাল হতেই পারে না।” অথচ, সত্যি কথা বলতে কি, একমাত্র ভৈরী করতে মানুষের অসাধারণ যত্ন ছাড়া এর ভেতর কৃত্রিম বলে কিছুই নেই।

আগাগোড়া কঠোর নিয়ন্ত্রণ

বনস্পতি চিনাবাদাম ও তিলের তেলে তৈরী একটি বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ। কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে

পরিচালিত আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত কাবখানায় বিশেষ প্রণালীতে বনস্পতি তৈরী হয়। এই বিশুদ্ধ স্নেহপদার্থ সহজেই হজম হয় ও সবরকম রাসায়নিক পক্ষেই উৎকৃষ্ট—কারণ বনস্পতি দিয়ে রাধা খাবারের স্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হয় না। বনস্পতি কেনায় ও ব্যবহারে খরচ কম—কারণ এর প্রতিটি আউন্সই খাঁটি ও পুষ্টিকর।

ভাল স্বাস্থ্য ও ভালভাবে বাঁচার জেঙ্গে

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে হলে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্ততঃ দু' আউন্স স্নেহজাতীয় পদার্থ খাওয়া দরকার। বিশুদ্ধ ও সুবাস্ক বনস্পতি অল্প খরচে আপনাকে এই সুযোগ দিচ্ছে। ভাল স্বাস্থ্য ও ভালভাবে বেঁচে থাকার জেঙ্গে বনস্পতির ব্যবহার শুরু করা আপনার উচিত নয় কি?

বনস্পতি — বাড়ীর গিরীর বন্ধু

দি বনস্পতি হ্যাঙ্ককাকচারিং এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

স্মৃতি চারণ

দিলীপকুমার

সাতাশ

অতুলপ্রসাদের স্মরণার্থী সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া হবে পণ্ডিত্রম, কেননা যা কেবল কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে তার বৈয়াকরণিক ব্যাখ্যা করবে কে? তবে তার গানের তানের সম্বন্ধে কিছু না বললেই নয়। সংক্ষেপেই বলব—শুধু এইজন্যই নয় যে তার গানের কাব্যরস সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমার নানা ভাষণে যথেষ্ট বলেছি, এজন্যও বটে যে, স্মৃতি-চারণের প্রধান উপজীব্য গবেষণা নয়—জীব-চার্য। তাই বলি দু' কথা—যা পারি।

তার গানের একটি প্রধান গুণ—সবারই মন টানে; তার সরল প্রকাশভঙ্গিঃ এত সরল যে, শুনতে না শুনতে সে-ভাবের মাধ্যমে বাকুর তার বেজে ওঠে—যাকে ইংরাজীতে বলা চলে direct appeal. এ-সরলতায় তিনি দেশটা ক'র পৌঁছেন নি—পৌঁছেছেন না ভেবে চিন্তে—যা তার প্রাণে বেজে উঠেছে তাকে ঠিক সেইভাবেই পরিবেষণ করেছেন উপমা উপেক্ষা অনুপ্রাস অলংকারকে পাশ কাটিয়ে। তার গান শুনতে শুনতে মনে হয়, নৈর্মল্যের পরকল্পার মধ্যে দিয়ে যেন একটি সরল উচ্ছ্বাসী কবি-হৃদয় নিজের হৃদয়ের কথা বলে চলেছে—আনন্দ বেদনা আশা নিরাশার পন্থা নিয়ে। এই নৈর্মল্যের সরলতা তার কাব্য গানেরূপে উঠেছে একটি মৃদু 'পল্লব' স্মিতিক রসে রসিয়ে। স্মিতিক-এর বাংলা প্রতিশব্দ গীতিকাব্য। কিন্তু গানেরও নানা রূপ। অতুলপ্রসাদের গান চোখে একান্ত করে গানের ঘরোয়া রূপ, যার ভাব সরল, ছন্দ সরল, ভাষা সরল, ভাষণ সরল। তার গানে নেই কল্লোল, ওজস্ব, ধ্বনিসমৃদ্ধি, গঠন-চাতুরী। কিন্তু কোনো কবিই কাব্যে কী নেই তা দিয়ে তার বিচার চলে না—কী আছে তাই দিয়েই তাকে কষতে হবে, নৈলে সে হবে অশিচর্য। এসব কথা বলছি তার গানকে ছোট করতে নয়, কারণ তার গান গান হয়ে উঠেছে বলেই বড় হয়ে উঠেছে, তাকে ছোট করে কার সাধ্য? ভাষা প্রকাশ-শক্তিই পরম হয়ে ফুটে উঠল সাহিত্যে, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ কারো, কারো চরম অভিব্যক্তি গানে। তাই অতুলপ্রসাদের গান গান হয়ে উঠেছে বলবামাত্র তাকে মেলা শিরোপাই দেওয়া হচ্ছে—অথবা এইজন্য যে, সে-গানে আমরা পাই হৃদয়ের স্বভা-

উৎসারিত আনন্দ বেদনা যার গতি নির্বাহ, তার ভাব সরল, রস মধুর, স্পর্শ স্নিগ্ধ। তাই তো তার শ্রেষ্ঠ গানের ছন্দে ছন্দে ফুটে উঠেছে কবির আপনভোলা আত্মপ্রকাশ—দার্শনিকের বৃদ্ধিবৈভব নয়; প্রাথীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনা—তত্ত্বজ্ঞানীর আশু-বাক্য নয়। যথা (পুরো গানগুলির জন্যে অতুলপ্রসাদের "গীতিগুঞ্জ" দ্রষ্টব্য) :

যদি তোর হৃদয়মুনা হোলো রে
উছল রে ভোলা,
তবে তুই একল ওকল ভাসিয়ে
দিয়ে চল-রে ভোলা।
যে আসে মনের সুখে
যে আসে ফলে মখে,
টেনে নে সবার বকে—তোর থাক না
চোখে জল রে ভোলা।
জীবনের হাট আসি
বাক্য তুই বাক্য বাঁচি,
থাক না সেথা বেচাকেনার দরুন
কেলাইল রে ভোলা।...
কখনো তিনি শোনেন জক—কিন্তু
হৃদয়েও ধরতে পারেন না :

অসীমের অন্বেষণ

জটিল গাঠী সাধক কতক প্রণীত এই গ্রন্থে ভগবৎ অনুভূতি ও তাহার কৃপা-লাভের সহজ পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দ কতক উক্ত প্রণীত। মূল্য ১০। বর্ধিত ইংরাজ সংস্করণ মূল্য ১০। এজেন্ট আবশ্যক।
ধর্মসুতরা ভবন,
১৯৭নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

দি রিলিফ

২২৬, আপার সার্কুলার রোড

এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়
দ্রুত রোগীদের জন্য—মাত্র ৮ টাকা
সময়।—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও
বিকাল ৪টা থেকে ৭টা

শুধু বিজ্ঞাপনই
নয়!
হৃদে গুঞ্জে জয়



গুরু গুঞ্জে জয়
কলিঙ্গ ৪

বাংলার ডাইবোনকে মাতৃপূজায় উপহার
দিবার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। দেবীচরিত—(জীবনী)

—ভগিনী নিবেদিতা—

আপনি কি দেশকে ভালবাসেন? জানেন কি 'জাতীয়' ও 'স্বদেশী' শব্দের প্রেরণাদাত্রী কে? আপনার মাতৃভূমির জন্য দর্শীচর মত তিলে তিলে জীবন দিয়েছেন কে? রবীন্দ্র ভাষায় যিনি লোকমাতা, যিনি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তার মহাজীবনের শব্দে যা শ্রেষ্ঠ, যা মহত্তম—তাই দান করেছেন—তিনিই ভগিনী নিবেদিতা। তার প্রথম প্রামাণিক জীবনী লিখেছেন—প্রব্রাজিকা মৃদুপ্রাণা।

—প্রকাশক—

রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা কল
বাগবাজার। দাম—৭-৫০

কে ধেম আধায়ে বারে বারে চায়।
আমি তো চিনি মি ভায়ে, সে চেলে আমার।
ববে থাকি ঘুমঘোরে
কে দোরে আঘাত করে,
“কে তুমি”?—বলে ডাকিলে কে ধেম
পালার!...

কখনো দূরত্বের হাতের পেরেছেন ভরসা,
তাই হরেছেন অভয়:
বিশি, আর তো তোমারে নাহি ভরি
আমি পেরেছি অকস্মে আজি ভরী।
হানো যদি খর বাণ,
আমারো তো আছে গান,

আমি বিশ্বাসে রহিব তারে ধরি
বারে বাধা দিবে তুমি
তাহার মরম চুমি
সব হতমে বেদনা তার হরি’!...
কখনো শব্দে মধুর নিষেদনেই
কৃতার্থ!

তাড়াতাড়ি করো! তাড়াতাড়ি করো!

সানলাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতা

২৫,০০০ টাকার চমৎকার পুরস্কার!

২ টি প্রথম পুরস্কার
৪,০০০ টাকার ডেজার সারা জরত স্রম বা নগদ ৪,০০০ টাকা

চারটি ২য় পুরস্কার
এইচ.এম. ডি. রেডিওগ্রাম

৬ টি ৩য় পুরস্কার
মাস্কি অল ওয়েজ রেডিও এবং একটি কালি হিল প্রাইমডার সাইকেল

২,০০০ জন পুরস্কার ছবি আঁকার
হুকের বাস্তব বা তল হুতুন

অভিভাবকরা: আপনার ছেলেমেয়েরা এখনও যোগদান করেছে কি? মনে রাখবেন সানলাইটের প্রতিটি মোড়ক পাঠিয়ে তারা সানলাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে।

এই প্রতিযোগিতা দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে (১) ১০ বছর বয়সের কম (২) ১০ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত। এই দুটি বিভাগের ছবিগুলি আলাদা ভাবে বিচার করা হবে এবং প্রত্যেক বিভাগে ১ম, ২য় ও ৩য় ও অল্প পুরস্কার বারা পাবে তাদের একই স্বকম পুরস্কার দেওয়া হবে।

তাড়াতাড়ি করো

শেষ তারিখ: ১৬ই নভেম্বর ১৯৫৯।

নিম্নলিখিত আপনার সানলাইট পিসের কার থেকে প্রবেশপত্র নিয়ে আসুন। প্রতিটি প্রবেশপত্রে একটি কলার ছবি আছে। ওয়ে আপনার প্রবেশপত্রের ৪৫ লাগানো হবে। যে ৪৫৫ ১৬ আশের ইচ্ছা রাখার করতে পারবে।

SUNLIGHT SOAP

অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায়।

বধু, ধরো, ধরো মালা পাকো গলে,
ফিরে দিয়ে না বনকুসুম বলে।
কাটার ঘায়ে, রাঙা হাতে,
ফুল তুলেছি আঁধার দুখ রাতে,
আছে গেঁথেছি বিজনে

আঁখিজলে...

কখনো শব্দে স্মরণ করে ব্যথার
বিলাসেই পরম তৃপ্ত:

তাঁহারে তুলিব বলে কেমনে?
গীথা যে সে তব শত গানে যতনে।
কি হবে রুধিরা দেব
ভাঙা যে হৃদয় তোর,
মানিবে না মনোর বাহিরের বারণে।...

এই ধরনের কত উদাস করুণ গানেই যে
তিনি সুরের আসোড় আনন্দ-বেশনার
অপরূপ রস পরিবেশন করেছেন—কিন্তু
শব্দে গানের পদাবলি উদ্ভূত করে কী
করে ফোটান সে মাধুর্য—যা বহুকাল
আগে কোটাতাম আমার তরুণ মানস রঙিন
আবেগে?

তাই গানে তার আর একটি মানস কথা
উল্লেখ করেই আমি অতুলপ্রসাদের গীতি-
মূল্যায়ন-পর্বের সমাপ্তি টানব : বলব তার
ভক্তির কথা।

ভক্তি বলতে আমি শব্দে ভক্তিসূত্রের
সংজ্ঞা দিচ্ছি না তা "পরমব্রহ্মের"।
অনুরাগ তা বটেই, কিন্তু জীবনে এ-
অনুরাগ সব আশা প্রত্যাশ পায় কিনে?
না, পূজায়। অত্যাধুনিক প্রেমের
উচ্চতম বিকাশও পূজার ডাব থাকবেই
থাকবে, কিন্তু তবু ঐ পূজা আমার অনেক
মিশ্রণও থাকবে। ভগবদ্ভক্তির স্রষ্টা
বিকাশ—কি না অসম্ভব প্রীতিতে—
পূজাই হয়ে ওঠে তার পরম ও চরম লক্ষ্য।
ভক্তির উচ্চতম বিকাশের স্রষ্টা গানও পূজার
পরিচয় মিলিয়ে ছাড়ে ছাড়ে। কিন্তু স্রষ্টা
গান সব সময়ই বিরল তাই খুব কম সান-
সংগীতেই ভক্তির সৌভাগ্য মিলে জীবিক রসে
জড়িয়ে। আমাদের আগেকার বংশ
(generation) ভক্তির গানে ফুলের মতন
ফুলে উঠেছিলেন চারজন কবি : বিবেকানন্দ-
লাল, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও অতুল-
প্রসাদ। এঁদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ সর্বকর্তা
তথা অত্যাধুনিকই বলব। তাই তার গানের
হিন্দুস্তানি বারষা ভক্তির মধুর উজ্জলতা
জাগার—আরো এইজন্য যে, তিনি গড়ে
উঠেছিলেন ইংল্যান্ড ব্রাহ্মণের আধুনিক
আবহাওয়ায়। আমাকে এখানে ভুল বুঝবার
সম্ভাবনা আছে বলে একটু চীকা করি।
ব্রাহ্মণের মধ্যে ভক্তি নেই একথা কেহই
বলবেন না, আমার "বাস্তবস্মৃতিতে" আমি
খাঁটি ভক্তমান্ ব্রাহ্মণের প্রণাম জানিয়েছি,
এখানে তাঁদের আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি।
কিন্তু তাঁদের মধ্যে ভক্তি থাকলেও যে কবিত্ব
ছিল না একধার প্রকৃষ্ট পরিচয় মিলবে

ব্রহ্মসংগীতের পাতা উল্টালেই। রবীন্দ্র-
নাথের গানগুলি বাস দিলে দেখা হবে,
প্রায় সাড়ে পনের আনা ব্রহ্মসংগীতেই ভক্তি
ফুটে পড়নি গদ্যের গুরুগম্ভীর
শাসনিত। দুটোত সেওয়া বাহুলা হবে,
তাই কেবল একটিমাত্র পরিচায়ক (typical)

ব্রহ্মসংগীতের চারটিমাত্র চরণ উদ্ভূত করি
যেটি ছেলেবেলা আমি গাইতাম সোহাগে :
আঁখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, প্রণমি চরণে তব
প্রেমভিত্তিরে শরণ লাগি।
দুর্মতি দূর করি শূভমতি দাও হে,
এই বরদান ভগবান, মার্গি।

প্রাচ্য জীবনের চলটি পথে প্রদান অবলম্বন ইলিকন লটন



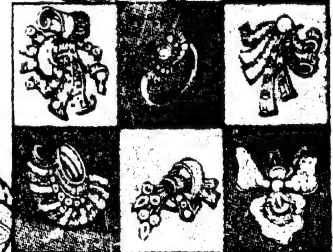
আর
কিয়ার
লটন
সর্বোৎকৃষ্ট

গৌরমোহন দাস
কল্যাণ-১৩৬০-১৩৬১



জোদ্যে মাধুর্য

মৌলিকতাম
নির্ভরতাম
আধুনিকতাম



গিনিগোড তুলেদী মেমালিহ

এমবি, সরকার
এও মন্স
মাত্রাশুদ্ধিচারি জুয়েলার্স

ফোন-৩১-১৭৬১

এম-টি-ই-গার্ড

১৩৬/সি ১৩৬/সি/১ বহুভাষ্য টাই কলিকাতা-১২

গ্রাম-বালি গণ্ড-১০০/সি রাসবিহারী এডিভিড কলিকাতা ১২ ফোন- ৪৩-৪৩৬৬
স্বাক্ষরিত প্রকাশনা ১২৪, ১২৪/১, বহুভাষ্য টাই, কলিকাতা ১২
কেলমাত্র প্রকাশনা ১২৪/১, বহুভাষ্য টাই, কলিকাতা ১২
৪৪. গ্রাম-আমসেনপুর ফোন- জামসেনপুর- সিটি ২০০৮-২

টাটার ও-ডি-কোলন ও ও-ডি-কোলন সাবান



সেই স্নিগ্ধ পরশটুকু

টাটার ও-ডি-কোলন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান আনন্দদায়ক। এর ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ ভাব আপনাকে সব সময় স্মৃতি এনে দেবে।

টাটার ও-ডি-কোলন সাবান। এই সাবানটি গন্ধেও মনোহর। বিশেষ ধরণের সোনালী মোড়কে মোড়া যাতে এর সতেজ ভাবটি অক্ষুর থাকে।

টাটার তৈরী — তাই নিশ্চয়ই ভাল।

গানতে না গানতে মন ভরিয়ে বলে ওঠে নাকি : “হায়া গো!”

হরোঁছল কি, সে-সময়ে এ-প্রেশীর গানের রচয়িতারা প্রাণে ভক্তি অনুভব করলেও তাকে গানে প্রকাশ করবার কৌশলটি জানতেন না হার নাম আট বা হৃদয়ের রসায়নসিদ্ধি। অতুলপ্রসাদ এ-গণ্ডির তথ্য সাহেবী স্বাহ্ন আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে প্রথমদিকে এ নীরস শ্মশ্রুস ভারিঞ্জিয়ানার সাত থেকে নিষ্কৃতি পান নি, তাই লিখে-ছিলেন এমন নিষ্ঠক গদ্যায়ক গান :

“ক্ষমিয়ে হে শিব, আর না কাঁহব
দুঃখ বিপদে বার্থ জীবন মম।

মৃত্তিকা বলে মোরে : “ওরে মূঢ় নর,
হৃদয়-আঘাতে তব এত কেন ডর?
দীর্ঘ মম বন্ধ যত, আঘাত যত ধর,
শস্য সফল তত ততই শ্যাম

মনোরম।”...

কিংবা কুলীন ব্রহ্মসংগীতের ধনুর্ধর টুকোরে :

বিষ-হরণ সুখবিধায়ক নারক একচ্ছত্র
রিম্বেল্লবর :

ধরণীধর জগপতি গুরে, মহেশ
ধর্ম্ম সিদ্ধি বিধাতা, গণেশ্বর মহান-
বিপদকল হর কৃপানিধি বিধি
অসীম চির-অবিনাশ

দুর্ভাজন-পিতা পাতা বধু, দীনেশ।”

গীতিগুঞ্জে এ-গানটি ছাপা না হলে বিশ্লেষক করতে পারতাম না যে, স্বভাব-গীতিকার অতুলপ্রসাদ এর রচয়িতা।

কিন্তু ঠিক এইজন্যই তাঁর হৃদয়ের কয়দর্শন করা যায় আরো আশ্চর্য হতে কেননা, এট হৃদয়ের প্রেমের টানেই তিনি এ জাতীয় গুরুগম্ভীর স্বাভাবিক মনোভাবের হুমকি ছেড়ে চলতে শিখছিলেন হৃদয়ের প্রাণোচ্ছলতার পাথে। নৈলে তাঁর হৃদয়ে কখনই ন্যাক না ভগবৎ কব্ধার ধরা ভাঁজের ঢলে তিনি প্রেমের ঠাকুরের পায়ে এমন করে মাথা কুটে পারতেন না :

শক্তি নাই তোমায় ধরি,

হার মনোছি হে জীহার,

সিরে খুলি চোখের ঠুলি

দেখা দাও হে দুঃখহর।

অতুলপ্রসাদ স্বভাবে বড় অমায়িক ছিলেন, কাউকেই সহজে “না” বলতে পারতেন না। তাই দশচক্রে পড়ে তিনি অনেক সময়েই চলেছেন, পরধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম ভাবতে চেষ্টা করে। পারেন নি—আর অম্মনি ফিরে এসেছেন গুটি গুটি নিজের এলাকায়—কি না গানে। জিবারেল্লদের পাল্লায় পড়ে নিষ্ফল ভাষা দিয়েছেন ফাঁপা স্বাভাবিকতার অপলক। রংগমাণ্ডে—কিন্তু তার পরেই টের পেয়েছেন যে, এ তাঁর কাজ নয়—স্বদেশসংগীত লেখাও তাই তাঁর বার্থ হয়েছে, কেননা স্বিজেল্প্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্তের মত দেশভক্তি তাঁর স্বভাব-

সিম্ব ছিল না। ভাঙির দিকেই ছিল তার হৃদয়ের সহজ তথা প্রবল টান। বসোঁছি, মানু'ব হিসেবেও তিনি ছিলেন সরল, উদার, একরোখা—তর্ক, বিতর্ক, সংশয়, বিচার—এসবের তিনি ধার খারতেন না। তাই যখনই জীবনে গভীর দুঃখ পেয়েছেন, শরণ চেয়েছেন দুঃখহারীর কাছে। গেয়ে উঠেছেন: “আমারো ভো আছে গান”! তার মুখে একটি গান আমার কী যে ভালো লাগত!—গানটি দেশ রঙ্গে বাধা, কিন্তু তার স্বকীয় স্বেচ্ছামাত্র চ্যুত। এ-গানটির ছন্দ সুরে শুনলে তবেই এর চিত্রাত্মক কদমের রস পুরোপুরি মিলবে। গানটি এই:

প্রভাতে যারে নন্দে পাখি,
কেমনে বলে তারে ডাকি,
কোন ভরসায় তাহারে মাগি?
কুসুম লয়ে গন্ধ চরণ
নিতি নিতি যারে চিরে বরণ
এ কণ্টকবনে কী করি চয়ন,
কোন ফুলে বলে সে-পদ ঢাকি?
নিশার আধারে ডাকিব তোমারে—
যখন গাবে না পাখি,
কণ্টক দিব চরণে—যবে
কুসুম মৃদবে আঁখি।
হেন পূজা যদি নাহি লাগে ভালো—
কেন তুমি মোরে করিলে বাঙাল
বলো হে হরি! আর কতকাল
সুদিনের লাগি রাঁহব জাগি?

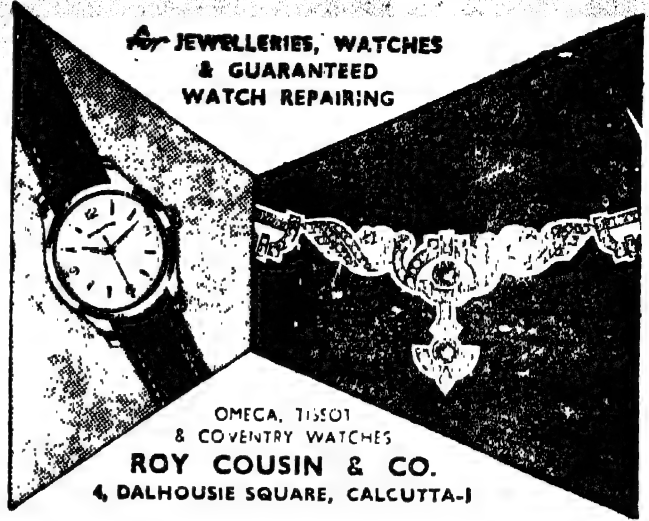
এহেন ভাঙি যার হৃদয়ে এমন সহজে ফটে উঠেছে তার সর্বোচ্চ উপাধি—
“ভাগ্যবান”। কারণ ভক্তের চেয়ে ভাগ্যবান কে এ-সংসারে? অতুলন ছিলেন স্বভাবে কবি ও স্বধর্মে ভক্ত তাই দুঃখ পেয়েও এমন সহজ স্বাক্ষরে হিন্দু সাধকের সরল বিশ্বাসের অমল উজ্জ্বল বসন্তে পেরে-
ছিলেন:

তোমার ঠাকুর, বলব নিষ্ঠুর কোন মূর্খ?
শাসন তোমার যতই গুরু,
ততই টেনে লও বৃকে।...
ভবের পথে শুনো খালি,
বেড়াই ঘরে দীন কাঙালি
দেনা আমার ঘুচবে যবে পাব
দীনবন্ধকে।

কিংবা

নীচুর কাছে নীচু হ'তে শিখলি
না রে মন?
সুখী জনের করিস সেবা দুখীর
অযতন। (মুড় মন!)
লাগে নি যার পায়ে ধূলি, কী নিবি
তার চরণধূলি?
নয় রে সোনার, বনের কাঠেই হয় রে
চন্দন। (মুড় মন!)

**JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING**



OMEGA, TISSOT
& COVENTRY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1

বাঘ ছাপ
পাতা চা



TIGER
TEA

জোরদার বাঘ ছাপ চা

LIPTON (INDIA) LIMITED (Incorporated in England)

LTCW BEN

কিংবা
সবসে বাসে ভালো
(নইলে) মনের কালো ঘুচে না রে!
আছে তোর বাহা ভালো ফুলের মতন
দে সবসে
যার দুই ভাবিস ফণী, তারো মাথার
আছে মণি,
বাজা তোর প্রেমের বাঁশ, ভবের বনে
ডর বা কারে?

এরকম মর্মস্পর্শী বহু গান তিনি
বৈধিছিলেন ভক্তির আবেশে। তাই তো
তাকে আমি এত কাছে পেরেছিলাম প্রাণের
সহজ টানে। কারণ সংসারে যত গান আজ
পর্যন্ত বাঁধা হয়েছে তাদের মধ্যে যুগে যুগে
হৃদয়ের সবচেয়ে গভীর সুর বেজে উঠেছে
ভক্তির গানে—বিশেষ করে আমাদের দেশে।
তাই তো কৃষ্ণপ্রিয় একটি চিত্রিতে আমাকে
সিঁখেছিল:



স্বাধীন ও গর্বিত.....আদর্শ স্থানীয়।

কেন নিচ্ছে
কষ্ট পাচ্ছেন?
তাড়াতাড়ি
আস্ত্রামের জন্যে

বি. আই
কফ সিরাপ
ব্যবহার করুন

দমকা ও
পুরোনো কাশিতে এবং
শ্বাসনালীর প্রদাহে
বিশেষ উপযোগী



বি. আই
কফ সিরাপ



বেঙ্গল ইন্ডিয়ানি

"After all India is India!"

সাঁতা কথা, তাই হাজার হাজার বাণীর
ঘনঘোর তজ্জন গজ্জনের মাঝেও আমাদের
শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ সুরকার, শ্রেষ্ঠ বাউল,
শ্রেষ্ঠ কীর্তনী চিরদিনই কান পেতে
এসেছেন ঠাকুরের সেই ঘরছাড়া বাঁশির
সুরে—যার জন্যে উদাস হয়ে বিলাত-ফেরত
রাহস্যকবি অতুলপ্রসাদও গেয়েছিলেন সরল
হিন্দুর উচ্ছল আবেগে:

যদি যতই মার মেরে তুমি ততই রবে দুরে,
তবে কেন বাঁশির সুরে তব উঠে শব্দ,

ধাওয়াও?

কিন্তু এবার স্মৃতিচারণে ফিরে আসার
সময় এল। কবি অতুলপ্রসাদের গান ও
সুর সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হয়েছে,
এবার কিছু বলা মানুষ অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে।

তিনি ছিলেন সেই ভারতের মানুষ যারা
বর্ষিককে মেনেও মানতে পারে না—হৃদয়
এসে বাদ সাধে বলে। এইজন্যেই তিনি
রাহস্যময়তার লোক হয়েও রাহস্যের মধ্যে
জনপ্রিয় ছিলেন না। চলতি কৈত কান্দনে
মোনে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।
একথা বলছি না তিনি ভুল ভ্রান্তি করেন নি
কখনো—যার জন্যে লোকের তাঁর পরে গভীর
অবিচার করেছিল। আমাকে তিনি তাঁর
জীবনের অনেক কথাই বলেছিলেন। কেন
কখন কীভাবে তিনি ভ্রমে পড়েন। কিন্তু
জগতে ভুল ভ্রান্তি হয়নি করে? মধ্য তবু,
এমনই বিচিত্র মানবচরিত্রে যে, গড়পড়তা
মানুষ অপকৃষ্ট বিচার করার সময়ে অতি
সহজেই ভুলে যায় যে, সে নিজে কিছু
অপাপবিশিষ্ট অবতার নয়। অতুলপ্রসাদ ছিলেন
স্পর্শকাতর মানুষ, তাই পাঁচজন যখন তাঁর
ভুল ভ্রান্তির জন্যে তাঁকে কঠোরভাবে বিচার
করত তখন তিনি নিজেদের শাস্তি নিয়ে
সঙ্গে নিমন্তন তাঁর ঠাকুরের চরণে, গেয়ে:

সংসারে যদি নাহি পাই সাজা,

তুমি তো আমার রহিব
বহিবারে যদি না পাই এ-ভার,

তুমি তো বধু বহিবো।
দুখেই আমি উরিব না আর,

কণ্টক হোক কণ্টকের হার,
জানি তুমি মোরে করিবে অমল,

যতই অনল দহিবো।

তিনি মিথ্যা বলেন নি, কারণ দুখে পেয়ে
তিনি সত্যিই আরো মহৎ, আরো উদার-
ধর্মী হয়ে উঠেছিলেন—যেজন্যে তাঁর
অনুরাগী জটোঁছিল অতল—শব্দ বাঙালির
মধ্যেই নয়—সর্বপ্রদেশের সর্ববিধ মানুষের
মধ্যেই। না জটোঁবে কেন? দানে মস্তহস্ত,
স্বভাবে সরল, ভাবাবেগে একরোখা,
স্পর্শকাতর, সুরকার, বন্ধুবৎসল, বিদগ্ধ,
সরসিক...গুণ কি ছিল তাঁর একটা?
আমি প্রায়ই তাকে ডাকতাম "গুণধাম"
বলে।

শেষে তার রসিকতার কিছু পরিচয় দিয়ে এ-উপনিষদের মধুরণ সমাপনের করি।

পিতৃদেবের অট্টহাস্যের কথা বলেছি। অতুলদার হাসিও ছিল সেই জাতের। আমরা এক রসিক আশ্রয় ছিলেন, তাকে আমরা ডাকতাম মণিমামা বলে। গল্প বলার এমন রসিক মানুষ আমরা আর দেখি নি। বিখ্যাত গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভাই। সেবার শিশুসভার আমরা অতুলদাকে নিয়ে খুব গান-বাজনার আসর বসিয়েছি আমার যোন মায়ার বাড়িতে। আমার ভগিনীপতি শঙ্করও ছিল রসিক, বলল: "ডাক নাও মণিমামাকে।" টেনেভাড়া পাঠিয়ে স্নেহে টেনে আনা হল সাগরপূর থেকে। তার রসিকতার দু-একটা নমুনা দেই—যা শনে অতুলদা হাসতে হাসতে সত্যিই গড়িয়ে পড়তেন—মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠত। তারপরই বলতেন—'ঐ, এত হাসা আমার ভালো নয় দিলীপ—বড়ের চাপ বেশি কি না।"

কিন্তু মণিমামার বসনা একবার সওয়াসত হলে আমরা সবাই নিরুপায়—না হেসে পারবে কে? মনে আছে পরে, একদিন টেনে প্রশান্তের (মহলানবিশ) মতন বাশজারি মানুষেরও হোসে গড়িয়ে পড়া তাঁর গাল-গল্লেপ। পিতৃদেবেরও এ অবস্থা হ'ত সর্বদায়ে। কিন্তু তুমিকারে রেখে গল্লেপ নাহি। মণিমামা অতিভাজনবলসঙ্গী ছিলেন, আর সবচেয়ে ভাসবাসতেন নিষিদ্ধ পক্ষীর মাংস। যৌনন তিনি এলেন, শঙ্কর, তিনিটি রামপক্ষী ফলমাস করল। মণিমামা বললেন,

"এ কী? শঙ্কর! এ যে দারুণ গুরু-পাক—কাছ!" কিন্তু না না করতে করতে তিনি খেয়ে ফেললেন অজান্তে। পরদিন সকালে গানের আসরে বসতেই অতুলদা হোসে বললেন—"কী মণিবাবু! নুখ মেখলা যে?"

মণিমামা: আর কেন অতুলবাবু! অ-কবির দৃষ্টি কবি কী বুঝবে? ভ্রমের জালাচ্ছে। হ্যাঁ—সকাল থেকে তিনবার—বুঝলেন না? কিন্তু আমার অসহায় অবস্থাপ্রতি একবার সম্মুখে দেখুন অতুলবাবু! আমি করি কী? আমার পেট হিন্দু, জিভ মুসলমান—অষ্টপ্রহর আমার পেটে দাঙ্গা বেধেই আছে.....করুণ হোসে। কিন্তু আমার পেটের কী পিটিফুল প্লাইট বসুন তো? ওর অবাচীন! তোর কি এটুকু বুঝবার মতো? তেনেই যে তোকে আমি সুবিধে পেলেই এত সরেস মাস দিই তোরই ভালোর জন্যে? তবু, তুই-ই হলি কি না আমার সবচেয়ে বড় শত্রু!

অথ অতুলদার অট্টহাস্য কল্পনীয়। মণিমামা চমৎকার হোমোনিয়ম ব্যাঙ্গতেন। গাইতেনও ভালো। সুরেনমামার কাছে শেখা গান। একদিন অতুলদা স্নেহে বললেন: "গান তো সুরেনবাবুর সেই মাসাকোষটি—আহা! সেই 'যন যন নুরঙ্গিয়া বাঁক বাঁক রে' কী গানই গান আপনার দাদা! লক্ষ্যোয়ের সেবা ওসুন্দর! হব মানে তাঁর আনের কাছে।"

মণিমামা সহস্র সুরেনমামার গান গাইতে চাইতেন না। কিন্তু অতুলদার উপরোধে গাইতে হ'ল। গাইলেন, কিন্তু জমল না। অতুলদা: কিন্তু গান তো আর তেমন ভালো হল না মণিবাবু?

মণিমামা: ভালো হবে কোথেকে অতুলবাবু? ভালো গান গাওয়া কি সোজা? অথ অতুলদার পনেরটুহাসি।

এবার অতুলদার বসনোথের প্রসঙ্গ রেখে তাঁর রসিকতার দু' একটি নমুনা দিই।

অতুলদা বললেন: "তবে আমার গল্পও শুনুন মণিবাবু—হাঁও আপনাকে টেকা দেওয়া অসম্ভব—তবু। (একটু থেমে হাসি চাপে) মনে করতেও হাসি পায় মণিবাবু! সেবার আমার ওখানে এক গার্ভেন পলিটি দিয়েছি। এসেছেন গভর্নর সাহেব স্যার। সেখানে ছিলেন এক বিখ্যাত ডাক্তার। লক্ষ্যোয়ের ডাক্তারের বুঝতেই পারেন। গভর্নর সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'শুনসাম এবার নাকি এ-অঞ্চলে শ্লেগের বাড়াবাড়ি হয়েছে?' ডাক্তারের সমস্ত্রমে বললেন: 'ঐ সে আর কী বলব সার? এমন শ্লেগ আর কখনো হয়নি এ-অঞ্চলে—যারা এর আগে কখনো মর্ষনি তরোও এঁদের পটস ডসল (people who never died before are dying this year, sir!) হা হা হা।"

: প্রকাশিত হইয়াছে : পঞ্চমবার : নিত্যপাঠে ও উপহারে অপরিহার্য

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীপার্বী মাতা রচিত।
তিমিই ৪৬৮ পৃষ্ঠা। ৩১খানি চিত্র ও ১টি মানচিত্র আছে। মূল্য—৫ টাকা।
অল ইণ্ডিয়া বোর্ডিং এই অপূর্ব গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—বইটি পাঠকমণ্ডে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতীর রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন আলোচ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

গৌরীমা

৩০
যুগান্তর—গৌরীমার অলোকসামান্য জীবন ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে। বহুচিত্র-শোভিত ॥

অর্ঘ্য

১১০
গৌরীমাতার শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে বিশিষ্ট বাহুগণ প্রবন্ধ ও কবিতায় তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা, পরহিত্তেবশ্য, বাগ্মিত্য, তেজস্বিতা প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে আলোকসংস্কৃত করিয়াছেন।

সাধনা

২১০
চতুর্থ (সংস্কৃত) সংস্করণ
বেদ-উপনিষৎ-গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রোক্ত উক্তি, বহু চোত্রে ও সংগীত আছে ॥

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ মহারানী হোমভট্ঠমারী স্ট্রীট, কলিকাতা
(সি ৮১৯৪)



ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ

বাহিরের বিশ্বাস এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাহার। আমরা নিকট আসিলে ১টি ছোট লাল বিনামূল্যে আরোগ্য করিয়া দিব।
বাতক, অসাড়তা, একজিমা, শ্বেতকুষ্ঠ, বিবিধ চর্মরোগ, ছালি মেচেরতা, গুণাধর দাশ প্রভৃতি চর্মরোগের বিষমস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র।
হোমোগী পরীক্ষা করুন।
২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ চিকিৎসক
পণ্ডিত এস মশী (সময় ৩-৮)
২৬/৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-১
পত্র দিবার ঠিকানা পোঃ জটপাড়া, ২৪ পুরনয়

বিপ্লো এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
জানতে হলে - - - পড়তে হবে
ত্রিযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত

শিশু-ভারতী

ছোটদের বিশ্বজ্ঞান-ভান্ডার। বিভিন্ন বিষয়ের অপূর্ব সংযোজন। বহু চিত্র শোভিত দশ খণ্ড পূর্ণ। পুরো সেট—১০০/-

বিদ্রোহী বালক ২-৫০
কিশোর উপন্যাস। রচনার ধরণটিও সুন্দর বলেছেন ঘোচাক। নতুন ধরণের প্রচ্ছদ।

রূপকথার দেশে ২-৫০
শৈশু-বিশেষী রূপকথার স্বর্গ।

যাদুপূরী ৩-২৫
এক আত্মা মাকোর কাহিনী।

শ্রীপার্বতীদেবীর বর্ণনামালায় ১-৫০
হাসি ডেবো না
হাসির সাথে অনেক গল্পী কথা

জগদানন্দ রায় সম্পাদিত
বিজ্ঞান গ্রন্থমালা
১৫খানা বইয়ের পূর্ণ

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২-১, কনওয়ারিস স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

মণিমাঃ আমাদের এক বিহারী রাজাও
অমনি বলেছিলেন এক গোরা সাহেবকে।
you look fine sir, bloody!

হো হো হো।
অতুলদাঃ আমাদের তালুকদাররাও
বলতে পারেন এমন ইংরাজী। একদিন
আমাদের কার্ডিস্টলে এক উপরওয়াল
সাহেব বললেন, গ্রামে জলকণ্ট নিবারণের
জন্যে গভর্নমেন্ট দু' তিন লাখ টাকা দিতে
পারবেন না। তাতে এক বগচটা তালুকদার
গল্পে উঠলেনঃ The Government
can't sanction money. আরে!
Whose money? Your father's
money? উঃ—কী বলব দিলীপ—ঠিক
যে টোনে ওরা উদ্‌র বলে সেই টোনেই বলে
ইংরাজীঃ আরে! কিসকা রূপয়া? তেরা
বাপকা রূপয়া?.....হা হা হা!

অতুলদা প্রায়ই, গল্প করতেন বিখ্যাত
বিশ্বাবী ব্যারিস্টার পি মিত্রের। বললেনঃ
“সংজ্ঞে তখন আমরা এক ঘরে থাকি।
একদিন আমরা শুনলাম এলাম এক মেমের
গান All the way to Mandalay!
পি মিত্রের ঘরে ফিরেই ভাবাবেশে ধরলেনঃ
All the way to Mandalay—স্বা-
লিপিতে রে রে রে রে রে—সা সা সা
সা সা সা। তারপরই ধরলেন এক বাঙলা
গান দাশরথি রায়েরঃ ছিল বারি কক্ষে ক্রমে
এল বক্ষে—ঠিক ঐ এক সার রে রে রে রে
রে রে—সা সা সা সা সা সা।

কিন্তু এরসিকতাটি সূরে না শুনলে
তখন মজা পাওয়া যাবে না। অতুলদার
রসিকতার নমনা আর দেব না, কেননা,
তার বলবার ভঙ্গিটার স্বরলিপি করতে না
পারলে শব্দ, বক্তব্যের পেশ করা নিষ্ফল।
তাই শব্দ তার আর একটি কাহিনী বলেই
ইতি করব।

অতুলদা একদিন আমাকে ও খুঁজটিকে
বললেনঃ “তোমাদের কাছে কলোছি
“ডাকাত”ে” ক্লাবের কথা। একটা ঘটনা মনে
পড়ে। আমি ছিলাম সে-ক্লাবের সর্বকনিষ্ঠ
মেম্বর। একদিন গানের আসর দারুন
জমেছে। আমি শেষে গাইলাম, যে-গানটি
সৈদন তোমাকে শেখালাম—বলেই ধরে
দিলেনঃ

“আমার মনের ভগন দুয়ারে
সহসা তুমি কোণা, তুমি কে?
নন্দন-আভা-বেশিত তনু

উজল নিজ আলোতে
তুমি কে গো, তুমি কে?
এক প্রেমপ্রতিম অঙ্গ! এ কি
যৌবন-রূপ-রঙ্গ!
এ কি রঙ্গাকিনী-মন্দ-সলিল ভঙ্গ!
এ কি সহসা মম জীবন-বন পুষ্পিত

তোমার নয়ন পলকে—
তুমি কে গো, তুমি কে?”.....
বলে থেমেঃ “তারপর কী হ'ল জানো?
রবিবাবু খুশী হয়ে মাথা নাড়লেন, দ্বিজ-
বাবু হেসে বললেনঃ জিতা রহে। আমার
মন একেবারে অহুসে আত্মবিস্ময়।
বুকেই পারছ—আমি তখন সবে গান
বাঁধা শুরু করেছি—সেখানে গেরেছিলাম
ভয়ে ভয়ে—ভয় হ'বে না? প্রোতা কে?
স্বরং রবিবাবু, তোমার বাবা, সোকেল
পালিত, সুব্রহ্ম সমাজপতি—সব দিকপাল
তো। আমার তখন সবে গৌফ উঠেছে—
আমি অস্পৃহ্যসই ব্যাবিস্টারি শুরু করি
তো। আচ্ছা।

“এ হেন আমি—বুকে না?—উজল
হায়ে উঠলাম সকলের প্রশংসা ও হাততালি
পেয়ে। মনে হ'ল গানটি উত্তরেছে বটে।
এমন সময় ঘরের ওদিক বারান্দায় বসে
ছিলেন নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ

বার—ডাকলেন আমাকে হাতছানি দিয়ে।
আমি দরদরদর বকে গেলাম—নিশ্চর
তিনিও বাহবা দেবেন—আমাকে আর পায়
কে?

“আমি আসতেই তিনি আমার ঘাড় ধরে
নিজের মূখের কাছে টেনে নিয়ে ফিস ফিস
করে বললেনঃ কে র্যা?”—ও হোঃ হোঃ
হোঃ হোঃ.....”

সে প্রাণখোলা হাসি আজো কানে বাজে—
মনের সব গুমট কেটে যেত তার দমকা
হাওয়ায়।

শেষবার যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তখন
তার রক্তের চাপ খুব বেড়েছে। কিন্তু ঠিক
তেরমনিই প্রাণখোলা সদানন্দ মানুষ—কথায়
কথায় হাসি। একদিন আমি বলেছিলামঃ
“ডাকাতের বলেছে আপনার অত জোরে হাসি
চালো নয়—বক্তের চাপ এত বেশি.....”

অতুলদা টপ করে জবাব দিয়েছিলেনঃ
“দিলীপ, না হোসে খাচর দরকারই বা কী
বলে হো? শুনবে, আজকাল আমি কী
ভাবিঃ ভাবি—যদিও আমাকে খাটে করে
শ্রমশানে নিয়ে যাবে সৈদনও আমি একটবার
উঠে ফিৎ করে হোসে হায়ে চিতায় শয্যা
নেব—তারি আগে না।”

একথা বলবার একবার তাঁর ছিলঃ
জীবনে সকলকে জিভালন আনন্দই
যে দিয়ে এসেছিলেন তিনি—বন্দনা
বেরেছিলেন নিজের অন্তর গহনে।
তিনি প্রায়ই উদ্‌ত করতেন একটি ইংরাজী
প্রবন্ধঃ

Laugh and the world laughs with you
Weep and you weep alone

হাসিলে তুমি—তোমার সাথে হাসবে

ভাই নব,

কাঁদিলে—একা কাঁদতে হবে।

(কুমার)

এনাসিন
মাথাধরা সর্দি জ্বর ও
পেশীর বেদনায়
সত্বর আরাম দেয়, কারণ এতে
চারটি ওষুধ রয়েছে



প্রথম ভূদস ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৫

কিন্তু কোথায় নীলাকাশ?

দেখতে দেখতে মেঘ করে এল পশ্চিমে।
বাসএর জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল একবার
সুন্দর। চোখজুড়ানো কিন্তু হৃদয়-
জ্বালানো কাশ। মনে হল যেমনি আছে
তেমনি লেগে থাক আকাশে, চিত্রাপিতের
মত। আর যেন না ছাড়িয়ে পড়ে। যেন
আর না জমাট বাধে।

বাস এ একজন সোয়্যার তার পাশের
বন্ধুকে বললে, 'কী সুন্দর মেঘ করেছে
দেখছি'— এবার করাবে।'

এদিক থেকে আরেকজন টিটকিবি দিয়ে
উঠল: 'তাকাবেন না মশাই। নজর
দেবেন না।'

'হ্যাঁ, প্রথমোক্ত বন্ধু বললে, 'নজর
দিয়েছেন কি লজ্জার সরে গেছে নববধূ।'

সুন্দর একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তার
দৃষ্টির কি খেনে শক্তি আছে, সম্মোহনী কি
উচ্চটনী? সে কি ভঙ্গলোচন? তার
চোখের দৃষ্টিতে মেঘ কি ভঙ্গ হয়ে যাবে?
চল যাবে দৃষ্টিভর?

কত মেঘ তো আসে আবার চলে যায়।
এও যেমনি এসেছে তেমনি চলে যেতে পারে
না? একবেলা দৌর করে সরলে কলকাতা
কী এমন প্রশংসা হবে?

'ঝরু' মশাই ঝরু'। প্রাণ ভরে ঝরু'।
হাডমাস সেন্দ্র হয়ে গেলে।'

'ফ্যানের হাওয়া খেতে খেতে বাত ধরে
গেল শরীরে।'

'কী ঘাম আর ঘামাচি রে বাবা। মশা-
মাছি তো গা-সওয়া। এ ঘাম আর সর্পর্বি
একসঙ্গে। ঘাম আর ঘামাচি, এই নিয়ে
কলকাতায় আছি।'

সবাই খিঁচ। তাই যে বার মনে টিকা-
টিপ্পনী কাটছে।

প্রথমোক্ত বললে, 'মাইরি যদি খিঁচ নামে
তাহলে ফাল্গু হ'বে না। ঠিক বলবে,
বৃষ্টির জন্যে দেখছেন না বিজ্রিবার
অবস্থা। মাইরি দেবে না টিকা।'

'বা, দুই তো বৃষ্টির আগেই গিয়ে
গড়বি।'

'জান না পারব কিনা পেঁপঁছতে যে
রকম 'তোড়তোড়' ঢালিয়েছে। বৃষ্টির আগে
পেঁপঁছতে পারলেই বা কি। বলবে, মেঘ
দেখেই খন্দররা হাটা-চলা বন্ধ করে
দিয়েছে। মাইরি, সব ভঙ্গুল হয়ে যাবে।'

'তবু, নামুক বৃষ্টি। সব ভঙ্গুল হয়ে
যাক।'

'তোব কী—'

'কারুই কিচ্ছু না। আকাশের খেয়াল।
বৃষ্টি হলে আমি মাইরি গান ধরব।'

'আমি মশাই ভিজব গা খুলে।'

'খুব তো উৎসাহ দেখাচ্ছেন, তারপর
যখন খানিক করার পর বাস্তবায়ন এক হাট,
কি এক কোমর হবে, ট্যাম-বাস বন্ধ হবে
তখন কী করবেন?' বললে আরেকজন।

'হ্যাঁ, সে কথা কেউ ভেবে দেখে না।' বলে
ফেলল সুন্দর। 'তখন কী?'

'যে মুখে প্রশংসিত করছি সেই মুখেই
গালাগাল দেব।'

'দোষ বৃষ্টির কী মশাই। দোষ
করপোরেশনের।'

'করপোরেশান নয় মশাই, পারফোরেশান।
টোলা থেকে টালি আর টাংরা থেকে খ্যাংরা
এফোড-ওফোড।'

'শহরে লহর খেলে।'

'আহাহা, তবু আসুক। মাটি ঠান্ডা
হোক। ঘাস-পাতা সবুজ হোক।'

'বলুন না ব্যাঙ ডাকুক, সাপ বেছোক,
পি'পড়ের পাখা গজাক, বাদসা-পোকারা
ফর ফর করুক।'

'চাষারা আশা করে বসে আছে।'

শ্রীবিষ্ণুর

বৈচিত্র্যময়, প্রাণপূর্ণ ও বিস্ময়কর

শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন

সানাই-বাঁশীর মাঠ-৭৫

সুত্র প্রকাশন

১৪, গৌর নাহা স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

(সি ১০৪৮)

প্রকাশিত হল

প্রেম-বিষয়ক সাহিত্যে এক অসামান্য
সংযোজন

প্রেমের গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-রচিত

এই সিরিজের পরবর্তী বই

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

প্রেমের গল্প

গঙ্গানদীর ধারতে গোমুখী, সন্নিহিতে গঙ্গাসাগর। কিন্তু জীবনের অরম্ভও
প্রেম, সন্নিহিতেও প্রেম। দতার সেই আশ্রয় নিষাস—সাম্প্রদায়িক সমর্থ রীতি—
অচিন্ত্যকুমার ছাড়া কে লিখবে সেই ভরপুর প্রেমের গল্প? সে প্রেম কখনো
কুন্ডা, কখনো রাধিকা, কখনো রুক্মিণী। কখনো সাক্ষীর মেয়ে, কখনো মাঠের
কুন্ডা, কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সে প্রেম ক্ষণে, সে প্রেম ধ্রুবে—জড়,
প্রাণ, সর্বত্র। কোথাও শিশিরের কণা, কোথাও রক্তের ছিটে, কোথাও মগমদ-
বিন্দু। বিচিত্রের ঘরে অগাধের উৎসব। বাংলা সাহিত্যে অপরূপ সংযোজন।
নিত্য তৃপ্ত হবার ও প্রিয়জনক তৃপ্ত করার স্বাদুতম, মধুমত্তম রসারন।

দাম—৪.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫নং চিত্তমাণ দাস লেন

কলিকাতা-১

কেশরাশি

কি ক'রে

সুন্দর হ'ল...



পঁচিশ বছর ধরে মায়েরা বলে আসছেন, তাঁদের
চুল কেমন করে সুন্দর হ'ল... বলে আসছেন তাঁদের
মেয়েদের টাটা-র সুবাসিত নারিকেল কেশতৈলের কথা...
যিটি গন্ধের আবেল ভরা। ষাঁটি নারিকেল ডেল... যেমন
হালকা তেমনি চমৎকার... যা যাদের হতে। যেদেরও
উজল ও দীপল কেশতৈলের অমূল্য সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখবে

ভাঙা-র সুবাসিত

নারিকেল কেশতৈল

দি টাটা অয়েল লিমিটেড কোম্পানী লিমিটেড



'তা চাষার মাঠেই খরদুক না। কে বারণ করছে?' বললে সুকান্ত। 'কলকাতা যেখানে বরলেই সমুদ্র, সেখানে এ উৎপাত কেন?'

'শেষ রাতে খেয়েদেয়ে ঘুমবে, ঘুম আসবার আগ মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে, ধামবে ভোররাতে। উঠে দেখবে রাস্তাঘাট জলে ডোবা। স্বপ্নের মত লাগবে।'

'আগস দোর করে যাব।'

'কিংবা বাকই না। বৃষ্টির অজুহাত দেব। বৃষ্টি কল্যাণকারিণী।'

'আগে বৃষ্টি নেই বৃষ্টি নেই বলে হাছাকার, পরে বেশি বৃষ্টি বেশি বৃষ্টি বলে আত্মনাচ।'

'সব জিনিসেই তাই। আগে কাজী পরে পাঞ্জ।'

'তারপরেই বন্যা।' যার যার মনে আসছে বলে যাচ্ছে। 'সব মুখশত মশাই। তার পরেই বন্যাচাপ। উপশমের ঢেউ। তার-পরেই ছোট। বন্যাতে তাই কারু কারু শিঠের পৌষমাস।'

'তেমনি আগুনেও।' বৃষ্টির সম্ভাবনায় সকলেই প্রায় প্রগলভ হয়ে উঠেছে। বললে আরেকজনঃ 'আগুনে সেগে বসিত ছাই হয়ে গেল। তার পরেই নিয়ে এস খাস-বন্দ, গৃহস্থালির সবজি। তার পরেই ছোট।'

'দুটু সোকে বলে ছোট পাবার জন্যে নিজেই নাকি আগুনে জাগিয়েছিল। যাতে উপশমে ভুঁসিয়ে ছোট-কসুম ভুলতে পারে।'

'সব মুখশত মশাই সব মুখশত। তারই জন্যে প্রতি বছরে কন্যা, প্রতি বছরেই ধস।' কে একজন কবি-কবি ছিল, বলে উঠল, 'নতুনবের মধ্য শব্দে এই নীল মেঘ।'

একদল লোক বৃষ্টি চায়, আরেক দল লোক চায় না। বৃষ্টি আর না-বৃষ্টি কোন দিকেই সুকান্ত নেই। তার শব্দে এক ইচ্ছে, ছোট এক ইচ্ছে, কাকলির সঙ্গে দেখা হোক। বৃষ্টি হলে ও আসবে কি করে? কিভাবে কি করে? ওর বাড়ি ফিরে যাবার পর বৃষ্টি হোক, যত পারুক ঢালুক আকাশ। তার এক সমুদ্র স্নেহ ঢালে সিক পৃথিবীর হৃদয়ে। প্রসার নমক। কলকাতার ভরতীর বেশটা বড়ের তড়নায় ছিন্নভিন্ন হয়ে থাক। যত ইচ্ছে তার নিজের কন্ঠ হোক, অসুবিধে হোক, অসুখ হোক, শব্দ যেন সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ হয়।

কত সামান্য প্রার্থনা। সুকান্ত তাকাল আকাশের দিকে। নিবোধ নিষিদ্ধ আকাশ। তার শব্দে তো ভারি মাথা-বাথা পড়েছে। কিন্তু কত সময় তো মেঘ শব্দে জমাটই বেঁধে থাকে, বর্ষায় না। কত বাথা পুঞ্জিত হয়ে থাকে, বলা হয় না। কত ডাব সঞ্চিত হয়ে থাকে, দেখা হয় না। কত কত তারের বন্ধনের পরেও আর বাজনা নেই, কান্না নেই।

তার কন্ঠ একটা অভিশাপকে ধরে মূঢ় দেবার জন্যে নিষ্ঠুর ভাগ্য এক আকাশ অভিযানের আয়োজন করেছে। যে অল্প-বল তারই উপর নিয়তির প্রকৃষ্টি।

সেই মেয়ে-বাপের গল্পের কথা মনে পড়ল সুকান্তর। বাপ মুমুর্ষু, সেবামগ্ন মেয়ে রাত-দিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, বাবাকে নিও না, বাবা ছাড়া আমার কেউ নেই। কত কান্না দিয়ে মেয়ে, কত মাথা-মুড় খুঁড়ছে, বাবাকে বাঁচাও। তবু কিছুতেই কিছু হয় না, টলল না ভগবান। বাপ মারা গেল। স্বপ্নে মেয়েকে দর্শন দিল ভগবান। মেয়ে নানা কথা বলে ভগবানকে গল্পনা দিতে লাগল, নিষ্ঠুর, একচোখো, খামেবোলা। ভগবান বললে, আমি করি কি, আমি কার প্রার্থনা শুনি? তুমি বলছ, বাবাকে বাঁচাও, আর বাবা বলছে আমাকে নও। আর সেইটে পাচ্ছি না এ ভবদার। নীচুচুলে জন্মেছি আমাকে উচ্চ-

চুলে পুনর্জন্ম দাও। আমি কাকে লই, কাকে খুঁই?

তেমনি কত লোক হয়তো প্রার্থনা করছে, আজ, এই লগ্নে বৃষ্টি হোক। হয়তো কেউ তার মনের মানুষের থেকে বিদায় নিয়ে যাবে, বৃষ্টির জন্যে অটকে গেল, সম্ভ্রাট দীর্ঘতর মনোহরতর করবার সুযোগ পেল। তার প্রার্থনা শুনল অন্তরীক্ষ। হয়তো কত বৃগণী কন্ঠ পাচ্ছে গরমে, বৃষ্টি তাদের আরাম দেবে, ঘুম দেবে। কত বিচ্ছিন্নকে তাপতপ্ত সান্নিধ্য দেবে। কত মনে পাড়িয়ে দেবে জন্মান্তরের সুহৃদের কথা।

বৃষ্টি যারা চায় তাদেরই দল ভারি। আর, সুকান্ত দেখল তাদের প্রার্থনাই নান্য। বাস থেকে নেমেছে, অমনি খড় উঠল। সতর্ক-অসতর্ক সকলকে মুহূর্তে নজেহাল করবার জন্যে এসেছে উড়নচন্ডী। এসেছে বৈহিসেবী। বরাপাতা, ধুলো তো বাটেই, উড়তে লাগল টাঁপ, উড়তে লাগল ছাড়া,

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.		শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.	
গ্রীণীতা	৬-০০	ব্যায়ামে বাঙালী	২-০০
গ্রীক	৫-০০	বীরবে বাঙালী	১-৫০
ভারত-আবার বাণী	৫-০০	বিজ্ঞানে বাঙালী	৫-০০
Soul of India Speaks	5.00	বাংলার কবি	৫-০০
কর্মবানী	১-২৫	বাংলার বিদূষী	২-০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১-৫০	বাংলার মনীষী	১-২৫
গ্রীষ্মচন্দ্রী	২-০০	রাজর্ষি রামমোহন	১-৫০
গ্রীষ্মালিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি.		বুগাচার্য বিবেকানন্দ	১-২৫
শিলালাগর	২-২৫	আচার্য জগদীশ	১-৫০
ভূপথিক রামনাথ বিশ্বাসের		আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১-৫০
তরুণ তুর্কী (নতুন সংস্করণ) ২-০০		হুসাইননাথ	১-২৫
ভয়ংকর আফ্রিকা-১ম, ২য় খণ্ড		জীবন গড়া	০-৭৫
(নতুন সংস্করণ) ৩-২৫		Students' Own Dictionary	
মণি বাগচীর		(প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য)	
নিবেদিতা	৫-০০	আধুনিক অভিধান	৭-৫০
বিদ্যাসাগর	৭-০০	শিক্ষার ইতিহাস (কল্পী)	৩-২৫
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস	৫-০০	Prof. P. B. Jinnarkar	
Our Buddha	3.00	Sri Sri Sarada Devi	5.50
Sister Nivedita	5.00	Prof. H & U. Mukherjee	
হাস্যকর এ. সি. সরকারের		The Growth of Nationalism	
ম্যাজিক করা কঠিন নয়		in India	4.00

শিবরামের কিশোর নাটিকা ২-০০
(হাস্যরসিক শিবরামের ছোটদের প্রমুখ নাটিকা-সংকলন)
আবরনম্যান নীরদ সরকারের

বৌগিক নিয়ম ও ব্যায়ামে	শরীর ও শক্তি	১-২৫
যোগ-নিবারণ	সরল যোগব্যায়াম	১-২৫
যোগব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য	নারীকে দেহে দীর্ঘজীবন	১-২৫
ও সৌন্দর্য	আলনের চাট, ব্যায়ামের চাট	০-৫০

কিন্তু পুস্তক-আলিকার জন্য লিখুন

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :: ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-১২

দোকানের খাঁপ, চাগের টিন, সাইনবোর্ড।
ভাঙতে লাগল গাছের ডাল, তখনই তখনই—
বাবা, এত মারগম্ভীতি কেন? ব্যাট
নামাও। শান্ত হও প্রভঞ্জন।

কি আশ্চর্য, কখন সুকান্ত ব্যাটের জন্যেই
প্রার্থনা করে বসেছে। ঝড়ের প্রেক্ষিতে
ব্যাটই ব্যাট কামনীয়। ছুটতে ছুটতে

ভিজতে ভিজতে ঢুকে পড়ল সে ছাপা-
খানায়।

‘দিন মশাই, ব্যাট প্রফটা দিয়ে দিন।’
ম্যানেজারের সামনে টোখলের উপর প্রফের
তাড়া রেখে মূর্তিমন্ত ঝড়ের মত দাঁড়াল
সুকান্ত।

‘বসুন।’ বললে ম্যানেজার।

শারদীয়া আনন্দোৎসবে—

আত্মীয়তা ও মিত্রতা প্ৰরণীয় রাখায় সহায়তা করে:

ন্যা ঘা ম্ লো আমাদের রকমারী আ ধু নি ক
ভিজাইনের সিলেক্ট সাড়ী ও তাঁতের ধতি সাড়ী।

রামগোপাল গোরামল

৫৮নং মনোহর দাস স্ট্রীট (সোনাপতি) দোতলা, কলিকাতা-৭
ফোন নং ৩৩-৩৫৯৯

কিছু বসেই কাজ

নিজ প্রকারেই কাজ

বাই-কোলেটস

শ্রমের বন্ধু

বন্ধুত্বের গোলাযোগ
পুরাতন কোম্পানী ও
পিতৃ-পাথরীত
কল্যাণকর

REGISTERED USERS OF TRADE MARK AND SOLE AGENTS.
MARTIN & HARRIS (PRIVATE) LTD.
CALCUTTA BOMBAY MADRAS DELHI

‘বসবার সময় নেই। দিন তাড়াতাড়ি।’
কথাবাতী বলে ম্যানেজার ব্যাল, কিসের
প্রফ কী ব্যাট—

‘না বসে উপায় কী। এত ব্যাটতে
যাবেন কোথায়? ব্যাটটা ধরবে তবে তো
যাবেন।’

নিরুপায়। চেয়ার টেনে বসল সুকান্ত।
ব্যাট হচ্ছে, যেন গলানো সিসে ঢেলে দিচ্ছে।
হাতখাড়ি নেই, সুকান্ত জিগগেস করলে,
‘কটা বেজেছে বলতে পারেন?’

প্রশ্ন নিরর্থক। সামনে দেখালেই ঘড়ি।
তাকিয়ে দেখল পাঁচটা দশ।

আধ ঘণ্টা বসা যায় বোধ হয়। এখান
থেকে স্বাভাবিক সিনেমায় আধ ঘণ্টা
যাবে। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে রাস্তার
কী অবস্থা হবে কে জানে। সঙ্গে একটা
ছাতা নেই যে, মাথা ঢেকে চলে যাবে হাটু
ডুবিয়ে। এদিকে বাস-ট্রাম কোথায়?
থাকলেও হয় মরেছে, নয় নাভিস্বাস উঠেছে।
একটা রিকশা লাগবে, কী বীভৎস ভাড়া
চায় তা কে জানে। অত পয়সা কোথায়
পাবে? সবচেয়ে অনিশ্চিত, রিকশা পাবে
কি না।

‘দিন না, দয়া করে ব্যাট প্রফটা তুলে
দিন না—’

‘দিচ্ছি—ওরে—’ ডাক ছাড়ল ম্যানেজার।
তারপর সুকান্তকে লক্ষ্য করে বললে, ‘অত
তাড়া কিসের? এই অক্ষর ব্যাটতে যাবেন
কি করে?’

‘যেতেই হবে। আমার একটি ছাত্রীর
রোগপদ অসুখ।’ বল ফেলল সুকান্ত।
‘হবে খরাপ অবস্থা? থাকে কোথায়?’
‘এই কাছাকাছি।’ বলে ফেলল সুকান্ত।
সমস্ত পাড়া নখনপ্নে, জিগগেস করলে
ম্যানেজার, ‘কোন বাড়ি?’
‘মন্ডরটম্বর জামি না।’
‘কার বাড়ি?’

‘তাও না। শব্দ এইটুকু জামি মেয়েটির
নাম আশা। ডাক-নাম আশা, পোশাক
নাম প্রতীক্ষা। আমার অদর্শনে তার বদি
আজ মৃত্যু হয়—’

বিস্মিত হল ম্যানেজার। ভিতরে
নিজেই গেল খোঁজ নিতে। ফিরে এসে
বললে, ‘আধ ঘণ্টাও দেরি হবে।’ ‘তা এক
কাজ করুন না। আপনি চলে যান। প্রফ
কাল পাঠিয়ে দেব।’

‘না, আমি যে এসেছি তার প্রফ দেখাতে
হবে বাবাকে।’

‘তাহলে একটু না বসলে তো চলে না?’
অপর্যায়ের মত মৃদু করল ম্যানেজার।

‘বসিছি। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। এরই
মধ্যে ধরে যেতে পারে ব্যাট, কি বলেন?’

পাণ্ডি-ধরার নাম নেই। অজ্ঞান ঝরে
চুকোছে।

টিক আধ ঘণ্টার মধ্যেই তুলে দিল প্রফ।

‘যাবেন বে, প্রুফ সব ভিজ়ে যাবে।’ বললে
ম্যানেজার।

‘প্রুফ ভিজ়ে কী হয়? তব্দ প্রমাণ
গরম থাকবে। প্রমাণ ভিজ়ে গেলেই
মুশকিল।’

‘যাবেন কী করে? একটা রিকশা ডেকে
দি।’ নারোরানকে পাঠিয়ে দিল ম্যানেজার।
বললে, ‘বলবে ভীষণ জরুরি। একজন রুগী
মরতে চলেছে—’

কোথায় দারোয়ান! কোথায় রিকশা!
পৌনে ছটা প্রায় হল।

আর কি, নিজেই বসে বসে এখন প্রুফ
দেখি। ভাবল সুকান্ত। ‘ম’-কে কেটে দস্তা
‘স’ করি। প্রেমকে কেটে প্রেস করি।

এসেছে রিকশা। কিছু দরপস্থুর না
করেই উঠে পড়ল সুকান্ত। ঘোরাটোপের
মাধ্যে বন্দ্ব হল।

রিকশাওলা জিগগেস করলে, ‘কোথায়
যাবেন?’

‘স্বাতী সিনেমা।’

‘দু টাকা লাগবে।’

এ কী জুলমবাজী! এমনিতে পাঁচ
আনা ছ’ আনা বড় জোর। আজ নৌকা
পেয়েই হামলাদার হয়ে উঠেছে।

‘বলুন দু টাকা দেবেন কিনা। নয়তো
নেমে যান। কিংবা বলুন আমি গাড়ি
ছেড়ে দিই। কী রকম জল!’

ঝগড়া-বচসা করে লাভ নেই। পকেটে
কুড়িয়ে-জাড়ির দুটা টাকাই হয়তো আছে।
নে, চল, তাই দেব।

অপরূপ অপরূপ চলেছে রিকশা।
উপরে সমস্ত নিচে সমস্ত, মাঝখানে ডুব-
ডুব পানাসি।

কোথায় চলেছে কে জানে। সমস্ত
অলাস্তব মনে হচ্ছে সুকান্তর, সমস্ত
বিদেশ। যেন শহর-পসার নয়, পাথর-
দেয়াল নয়, অনাদ্যস্ত জল। জলের মর-
ভূমি।

গাড়িবারান্দার নিচে কতগুলি লোক
দাঁড়িয়ে ছিল ভিড় করে, তার মধ্যে থেকে
একটা লোক সোজা রিকশার দিকে ধাওয়া
করলে।

‘আমি দেখছি রিকশায় শুধু একজন
আছেন।’ লোকটা বললে আকুল হয়ে,
‘আমাকে দয়া করে তুলে নিন মশাই। ভীষণ
জরুরি।’

সত্যি হয়তো কেউ মরতে বসেছে।

প্রায় জোর করে রিকশা নামিয়ে তার
মাধ্যে ঢুকে পড়ল আগন্তুক।

গাইগুই করে লাভ নেই। সুকান্ত বললে,
‘কেন্দ্রে যাবেন?’

‘ঐ বাজার পর্যন্ত। ডর নেই আপনার
ভাড়ার শেয়ার দেব। আপনি কোথায়?’

‘স্বাতী সিনেমা।’

‘বই দেখতে? কী হচ্ছে ওখানে?’ এক

এবার ‘পূজার প্রিয়জনের হাতে তুলে দেবার মত

দুখানা সর্বোত্তম গ্রন্থ
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

রূপমণ্ডিত

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বেল কুঁড়ি

দাম : প্রত্যেকটির দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

পরিবেশনা : বসু বৃক শটল

১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

পাক-ভারতীয় রাজনীতির চাঞ্চল্যকর নতুন ইতিহাস

দেশবিভাগ ও পরবর্তী কার্যকলাপসমূহের

গোপন রহস্য জানিতে একমাত্র বই

সুনীলকুমার গুহের

“স্বাধীনতার” আবোল তাবোল

(পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ : দু টাকা-৩ টাকা)

চীন ভারত আক্রমণ করেছে, কোলকাতার রাস্তায় বেপরোয়া গুলী চলছে। কেন?
কার নপুংসকতা, ডাঙামি এবং বিশ্বাসঘাতকতার উপসাহিত হয়ে চীন ভারত আক্রমণে
সাহসী হয়েছে, এবং কেনই-না ভারত স্বামী অহলে তুলিয়ে যাচ্ছে? এসবের বিশদ
অলোচনা বইদ্বিতে বহুপুর্বেই করা হয়েছে। বইখানি প্রত্যেকেরই অবশ্য পাঠ্য।

পারিলেশক : “জিজ্ঞাসা”, ৩০নং কলেজ রো, কলিকাতা-৯

(সি ৯১৭৮)

শিশু-সাহিত্যসম্রাট দক্ষিণারবিন্দ মিত্র মহাশয়ের
অমর অবদান

ঠাকুরদার ঝুলি ৪১

ঠাকুমার ঝুলি ৪২

দাদা মশায়ের খেলে ৪৩

সুবর্ণ জয়ন্তী সংস্করণ—উপহারের আদর্শ বই

সুখলতা রাও প্রণীত

গল্প আর গল্প ৪৪

সোণার ময়ূর ২১১

বাংলার নবীন ও প্রবীণ ঐতিহাসিকগণের

সরস রচনায় সমৃদ্ধ

ঐতিহাসিক গল্প সংকলন

— তিন টাকা —

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

বিদেশী গল্প সংকলন ১ম খণ্ড ২১০

২য় খণ্ড ২১০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি ১২

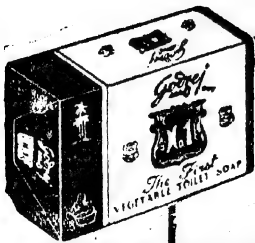


“স্বর্গের এক কণা স্মরণি”

গোলাপের সুমধুর গন্ধ কবি যাকে স্বর্গের
এক কণা স্মরণি বলে অভিহিত করেছেন তাই
অপূর্বভাবে ধ্বা পড়েছে মেশিনে-মোড়া
সাবানের রাজা, বিরাট সাইজের গোদরেজ
১ নং সাবানে।

নতুন নতুন গবেষণা ও পদ্ধতি, আধুনিক কলকজা ও বহু
বৎসর যাবৎ ভালোভাবে কলাকৌশল আয়ত্ত করার ফলে
গোদরেজের অনান্য সাবানের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথম
উজ্জ্বল গায়েমাখা সাবানের চিত্রাচারিত গাণ্ড পরিষ্কার ও
কোমল করার গুণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

গোদরেজ নং ১ গায়েমাখা সাবান
শ্রেষ্ঠ এবং স্বদেশী



ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :

‘আমি গোদরেজ সাবানের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন
বিদেশী সাবানের কথা জানিনা এবং এজন্য একমাত্র
গোদরেজের সাবানই ব্যবহার করি’



গোদরেজ

শ্রেষ্ঠ সাবান নির্মাতা

হৃদয় চিত্তা করল আগন্তুক। বললে,
হ্যাঁ, হাওয়া-দিয়ে-বাই। বইয়ের শেষটা
মাইর—কী প্যাথটিক। মাঠ দিয়ে নারিকা
মাইলখানেক প্রায় ছুটেছে, মাঠ পেরিয়ে এসে
পলকে নারিকের বৃকের উপর—ধনুস—

রিকশাটা প্রায় পড়ে ব্যক্তিগত হোট
থেকে। সামলেছে।

‘কত ভাড়া হয়েছে?’

‘দু টাকা।’

‘বেশ, এক টাকা আমি দেব। আমাকে
বাজারে নামিয়ে দিয়েই আপনি চলে যাবেন
স্বাভাবিক। ছটার শো আরম্ভ। তা ছটা
এখন বেড়ে গেছে। তা আজবাজেতে আধ
ঘণ্টা। সাড়ে ছটাতে ঢুকলেই চলবে। কী
বন্টি মশাই, কী বন্টি।’

যাক এক টাকা সুরাহা হল। স্বাস্থ্যের
মধ্য দেখল সুকান্ত। পকেটে একটাও
টাকা না থাকলে কী রকম। যদি দেখা হয়
কার্কার সঙ্গে, যদি আবার একটা রিকশা
করতে হয় তাকে নিয়ে।

বাজার আসতেই নেমে গেল আগন্তুক।
একটা পান, টাকাটা নিয়ে আসি। গেল
আর এস না। গেল গেল। মিলিয়ে গেল।
চলল আবার রিকশাওয়ালা।

নৈরাস্যের মতই ভাল চারিদিকে। কী
হাসে প্রকৃতিতে গিরে? এত বৃষ্টিতে যে
কাকলি আসেনি, কোন মেয়েই ব আসতে
পার না, আসে না, সে তো জানা কথা।
আর ও তো প্রাচীনপন্থীর মেয়ে। তবে
সুকান্ত যাচ্ছিল কেন? যাচ্ছে, সে যে
কথা বোঝে শূন্য সেই প্রমাণের অন্তরঙ্গ।
সেই তার কথা বোঝে এইটুকুই তার
তৃপ্তি, এইটুকুই তার প্রাণ। বলতে
পারত চিন্তিত, আমি শিকড়ের মত
হেমনা দেখা গাইনি।

স্বাভাবিক পৌছেছিল রিকশা। কিন্তু
কাকলি কী?

শো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তবু কাকলি
অনেক স্নেহ। সব কাকলির ভয়ে অশ্রয়
নিরস্ত। দরোয়ান হাটের দিকে চাইছে,
বলছে, চিকিৎসকের ঢুকতে দিন, কিন্তু
কেউই হটেছে না। সকালেরই কাকলি
চিকিৎসা।

‘এ কী, স্কু যো! এ তোর কী চেহারা!
ভিজে একবারে ঢোল হয়েছিস যো!’

ওর কাকলির ছাত্র অনিমেধ।

‘তুই এ পাড়ায় কেন? এ হাউসে বই
দেখতে এসেছিস? রাশি বই। যৌন ছাড়া
আর সবই এর গৌণ। সেন্সর কি ঘুমোয়,
না কি সেন্সরই ঐ রকম?’

‘ভাই, চার আনা পরমা দিতে পারিস?
সাঁতা বাসভাড়া নেই।’

একটা সিল্ক সিল অনিমেধ।

ডায়াস কাকলি আসেনি। দেখিনি তার
এই বৈদ্যের চেহারা। এই হাত পাতা।

‘বা দেখি করিসনে। বখল পুরোপুরি ভিজিটিস তখন আর দাঁড়ানো কিসের জন্যে। সোজা বাড়ি চলে যা। নইলে অসুখ করবে। যেমন চেহারা করছে না বাস-এও জরুরি দিলে হয়।’

‘না হয় হে’টেই চলে যাব। কিন্তু জলে জুড়োর স্ট্রাপটিও ছিঁড়ে গেছে দেখছি।’ সুকান্ত মিচু হয়ে তাকাল জুড়োর দিকে। বললে ‘খালি পায়েই ঘেরে দেব ঠিক।’

ভাগ্যস কাকলি আসেনি। সেখনি তার এই কাতরতার মূর্তি।

তবু একবার তাকাল এসিক-ওদিক। ওদিক-এদিক। কোথায় কাকলি! তার তন্তুলেশও নেই। ব্যুটির জলে তার মুখ যেন মুছে গেছে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না সুকান্ত। তবু যদি কেউ দেখবার থাকে, সে দেখতে আঁমি এসেছি আঁমি কথা রেখেছি। সত্যের মত সুখ নেই। সব্বাংশে তো জল নয়-সুকান্তের মনে হল, সত্যের শাস্তি।

বাড়ি কির এসে সেটু, বাস উঠল। এ তুমি কী হয়ে এসেছ কাকা! কোথায় গিয়েছিলে?’

এবার খুজায় নুতন বই-
রাঞ্জিৎ থেক্স দুমুও টালকা
সব সাহিত্য কুর্টীর - কলিকাতা

“হাতই আপনার ভাগ্য”

জানতে চান?

আসুন অথবা হাই হাতের ছাপা পড়ান।
পারিশ্রমিক ও, হাইতে ২০, টাকা।

হাটের পারিশ্রমিক

ভূপেন চ্যাটার্জি, বি-এ

মিউ টালগঞ্জ, প্রিন্স কাটী

ডায়াল-কলিকাতা-৩০

[৬নং বাসে নেতাজী নগরে কোম
গণগার ওপারে অথবা ৬নং বাস-
স্ট্যান্ড থেকে আসতে হয়।]

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

কিন্ময়ক নবআবিস্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, অসাড়মুত দাগ, কুলা, পক্ষাঘাত একজন্মা ও সোরাইসিস রোগ দ্রুত-নিরাময় করা হইতেছে। সাধুতে অথবা পত্র বিবরণ জানুন। হাওড়া কুন্ড কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা-পণ্ডিত রামপ্রাণ দাস। ১নং হাওড়া কোম লেন, খরগটে হাওড়া। ফোন-৬৭-২৩৫৯।

বাখা-৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

‘একজন্মে’ সঙ্গে দেখা করতে গিরে-
হিজাম।’ বললে সুকান্ত।

‘দেখা পেলো’

‘তারও দেখানে আসবার কথা, কিন্তু জানিস,’ মুখে ব্যথা আঁকল সুকান্ত, ‘সে এল না।’

‘এল না? দেখা হল না তার সঙ্গে?’

‘না, না, দেখা হল ঠিক।’

‘সে কি কথা কাকা? এল না অথচ দেখা হল?’ অসিক মানল সেটু।

‘জানিস সেটু, জীবনে এমন লোকও আছে যে আসে না অথচ তার সঙ্গে দেখা হয়।’

দুদিন পরে খামে চিঠি এসে কাকলির: ‘সেদিন স্বাভাবিক দেখলাম আপনাকে, কী চেহারা নিয়ে নামলেন রিকশা থেকে! কাছে যাতে সাইস হল না। কে এক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। আপনি আমাকে দেখেন নি। না দেখে ডালাই করছেন। দখতে পেলোই ভিজিট কার্ডে আটকে থাকতেন অনেকক্ষণ। আপনার বন্ধুর কাছে আমিও বসে পড়তাম। সত্যি কথাও জাহাঙ্গীর নেই যে, একটু মিথিলাই দেখা হয়।’

খোকা খোকা আরও কদমকুল ফুটেছে।
আপনাকে যদি পারতাম দেখাতে।’

বাসাটা চিনে নিতে কতক্ষণ! এক সম্মান
ঠিক হাজির হল সুকান্ত। এই তো সেই
কিন্ময়কিয়াম টিকামা।

দাঁড়ের সপরে ঢাকের বসে।

‘আজ্ঞা এ বাড়িতে কাকলি থাকে?’

‘কে, এম-এর পরিশ্রমিক? হ্যাঁ, থাকে।’

‘কোথায় আসছেন এখন?’

‘একবার আকাশের দিকে তাকাল ঢাকের।
বললে, ‘বোধ হয় ছাদে বেড়াচ্ছেন।’

‘সকলো কোথায়?’

‘কড়াকবর অসুখ, বরের মধ্যে শোয়া।

‘হা তীর কাছে। পাহারাক মেরিয়ে গেসেন।’

‘তোমার পরিশ্রমিক সঙ্গে দেখা হয়?’

‘কেন হবে না? আপনি কেন আসছেন?’

‘হ্যাঁ, নিষ্ঠুর আসছেন।’

‘তবে সোজা উঠে যান উপরে। ছাদেই
হয়তো পাবেন। নয়তো বাজারদার। সব
দিন ঘুরছেন আর পড়ছেন।’

সুকান্ত এসিক-ওদিক তাকাতো লাগল।

হাট না চলে ভিতরে। কী হবে? বা

হবার তাই হবে। তবু একটা কিছু হোক।

সেইদিনে ব্যুটির পর নগীর জল কি একটুও

বাড়ি মি? বাস কি হয় মি একটুও হন-

দ্বাস? কদম অনেক উচ্চুতে, হাটের

কাছাকাছি ফেটেটিন সোপাটি? লাল

মোজোটা সাদা সোমালি।

পা টিপে টিপে ঢাক পড়ল সুকান্ত।

(চরিত্র)

SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY

সর্বত্রের সর্বব্যবহার্য পদ্য
বিশেষ করিয়া শিক্ষক ও
ছাত্রদের উপরিহার্য।

১৩৭২ পৃষ্ঠা, মূল্য—১২/০০

দুইটি প্রামাণ্য অভিধান

মূল্য ৪০.০০০ শব্দক এবং
১৩০০-এর উপর বিশিষ্টার

প্রকাশক দক্ষসহায় বাখা
ও প্রোগ্রামের উপস্থাপন সমিতি

বাংলা অভিধান।

২০০ পৃষ্ঠা, মূল্য—৭/০০

সংসদ বাংলা অভিধান



সাহিত্য সংসদ

২৫ আচার্য প্রব্রুজ রোড, কলিকাতা-২



বিশ্ববিখ্যাত
গলার ও
বুকের বড়ি
দ্বারা কত ব্রণকাইটিস, ক্রান্তি এবং সমি
পেপস গলার ও বুকের বড়ি তড়িত্তি
দ্বারা দেয়। পেপস চুবে সলুন, এর আরো
গুরুত্বপূর্ণ ভাষা কি ভাবে কাজ করছে। কি
ভাবে বেচনা নিবারণ ও জীবন জন্ম করছে।



পেপস
গলার ও
বুকের বড়ি

যে কোন ঔষধ
বিক্রেতার নিকট
পাওয়া যায়।

সি. ই. কুলকোর্ট (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লি:

পরিবেশক—মেসার্স কেম্প এন্ড কোং লি:
৩৬১ চিত্রবঙ্গ এডোবল, কলিকাতা-১২

ভূতোদা ও বেলফুলের চারা

বিমল আর বিনয় মধুপুরে বেড়াতে এসেছে। সকালে তারা গেল ভূতোদার বাড়ী। গিয়ে দ্যাখে ভূতোদা পটু পটু করে বাগানে যত বেলফুলের চারা উপড়ে ফেলছেন আর নিজের মনেই গজগজ করছেন—

“তিনমাস ধরে জল দিছি আর মাটি কোপাচ্ছি কিন্তু ফুলের নাম নেই। দরকার নেই আমার এমন গাছে।” বিমল হস্ত দস্ত হয়ে দৌড়ে এল—

“আহা হা করছেন কি ভূতোদা।”

ভূতোদা : “করব না তো কি ?”

বিনয় : দোষ তো আপনারই। এ শক্ত মাটিতে কি শুধু জল দিলেই গাছ বাড়ে ?

ভূতোদা : তার মান।

বিনয় : তার মানে মাটিতে সার যেলান দেখবেন গাছ চড়চড় করে বাড়বে। এখানকার মাটিতে রসকস কম কিনা।

ভূতোদা (অবিস্মারের সঙ্গে) : হ্যাঁ : যতসব কলকাতার ছোকরা আমার বাগান করা নিখিও না।

বিমল : সে কি ভূতোদা ? গাছ যে মাহুঘেরই মত, সার



জল, আলো এগুলো গাছের খাবার। মাহুঘের যেমন পুষ্টিকর খাবার বেলে শরীর ভাল হয় গাছেরও তেমনি।

ভূতোদা : যাঃ যাঃ তোদের কাছে পুষ্টি মানে হচ্ছে গাছের জন্যে সার আর মাহুঘের জন্যে ‘ডালডা’।

বিনয় : নিশ্চই—জ্ঞানেন আজ লক্ষ লক্ষ পরিবার নিয়মিত ‘ডালডা’ ব্যবহার করছে ?

ভূতোদা : তাই বলেই কি আমার মানতে হবে যে ‘ডালডা’ প্রাকৃতিক খাবারের মতনই ভাল ?

বিনয় : নিশ্চই। আপনাকে এবং আপনার মত আর সবাইকে একদিন মানতেই হবে এ কথা। তবে কিছু সময় লাগবে। পুরনো বিশ্বাস ভাঙতে একটু সময় লাগে। আর আমাদের রাস্তার বনস্পতির ব্যবহার তো সেই দিন আরম্ভ হোল।

বিমল : ‘ডালডা’ মাত্র ৩২ বছর হোল আমাদের বাজারে এসেছে। অনেকের ধারণা যে তৈরী করা খাবার

সবসময় যেসব খাবার ব্যাবিকভাবে পাওয়া যায় তার তুলনায় অনেক কম পুষ্টিকর।

ভূতোদা : কিন্তু সে ধারণা কি সত্যি নয় ?

বিমল : মোটেই নয়। বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় বনস্পতি ‘ডালডার’ কথাই ধরুন না। এ কথা সত্যি যে ‘ডালডা’ তৈরী হয় বিস্তৃত ভেদজ তেল থেকে—যে কেউ গিয়ে দেখতে পারে ‘ডালডা’ কিভাবে তৈরী হয়।

বিনয় : আর এ কথাও সত্যি যে ‘ডালডার’ যে পরিমাণ শরীরের পক্ষে অপরিহার্য ভিটামিন ‘এ’ এবং ‘ডি’ যোগ করা হয় তা অধিকাংশ সাধারণ ‘প্রাকৃতিক’ খাদ্যের সমান বা বেশীও।

ভূতোদা : দাঁড়াও, দাঁড়াও। ব্যাপারটা আরও খোলসা করে বল। ‘ডালডা’ তৈরী করার সময় খাদ্য-গুণ কি একেবারেই নষ্ট হয় না বলতে চাও।

বিনয় : একটুও না। পুষ্টি বিষারদের প্রমাণ করেছেন যেসব তেল থেকে ‘ডালডা’ তৈরী হয় সেগুলিতে তৈরী হয় সময়েও শক্তিদায়ী গুণগুলি পুরোপুরি বজায় থাকে। মনে রাখবেন ‘ডালডা’ তৈরী হয় কড়া সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী। ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রিত তদন্ত কমিটি বনস্পতি ভালভাবে পরখ করে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে বনস্পতি শুধু যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয় তাই না বনস্পতি শরীরের পক্ষে ভাল।

ভূতোদা : আচ্ছা আচ্ছা, সে তো স্বত্লাম। কিন্তু আমার বাড়ীতে যে ‘ডালডা’ দিয়ে রাস্তাবাদা হয় সেটাও যে বিস্তৃত আর পুষ্টিকর হবে তার কি মানে আছে ?

বিমল : আপনি যেখানেই থাকুন না ‘ডালডা’ আপনি কিনতে পাবেন একমাত্র শীলকরা টিনে বাতে ভেজাল বা ছোঁয়াচের কোন আশঙ্কা থাকেনা।

বিনয় : তাছাড়া ‘ডালডা’ তৈরী করার সময় হাত দিয়ে ছোঁওয়া হয় না। ‘ডালডার’ পেছনে রয়েছে ভারতবর্ষে অপ্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানীর অঙ্গীকার যে ‘ডালডা’র সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তার সবই সত্যি—যে ‘ডালডা’ একটি উৎকৃষ্ট রাস্তার স্বেচ্ছপদার্থ যাতে যোগ করা হয় স্বাস্থ্যদায়ী ভিটামিন।

বিমল : এর পরেও কি তুল ধারণা থাকতে পারে ?

ভূতোদা : কে বলেছে আমার তুল ধারণা ছিল ? আমার বাড়ীর সব রাস্তাবাদাই ‘ডালডার’ হয়। ওয়ে হরি আজ বাজার থেকে বেলফুলের চারাগুলোর জন্যে একটু সার আনিগ তো।



ছন্দুমান লিভার লিমিটেড, কোম্পানী



এই ঘর তার। দুর্দিন আগেও এ ঘরেই সে ছিল। ওপরে থেকে-ও থেকে সেতে সে আছে। নিশ্চন্দ্র মনে হলো ও তার অস্তিত্ব অনুভব করা যেতো। অন্যতর অনুভব করতে কত হত না কোনাে আতঙ্কের মত নিসঙ্গ লাগত না ভাবতো সে আছে। কেবল এ এই বোঝুকই, এই মন্থর অনুভূতিটুকুই কী এক সহজাত সূখে স্নানতাকে সজাগ করে রেখেছে এতদিন। দুর্দিন আগেও:

দুর্দিন আগেও এই ঘর আসাত হায়েছে স্নানতাকে। বার-বার একাধিকবার ভট্টা নামা করতে হয়েছ। ওপরে থেকে নিচে নিচে থেকে ওপরে। সিঁড়ি ভাটার সূখকর রাস্তাটুকুকেই আনন্দ আর বিবাক দিয়ে স্বীকার করতে হয়েছে কতবার। দরং ছিল। ওর নিচে বাবধান ছিল না তবু। টেকনি। টাঁকয়ে রাখেনি তারাই। তাকালে কাছে না এসে পারে। অজুহাতের গোজা-মিলেই কি কোন মিল বাঁচে।

পায়ের শব্দে মূখ ভুলে তাকাত। লেখা থামিয়ে কলমের মাথায় টুপি পরাত। চোখ-চোখে হেসে একটা অকারণ মূদ্রা দেহের মতই সেই অনেক-বলা আর অনেক-শোনা কথাটাঁই আরো একবার উচ্চারণ করত 'শিখরেশ', 'তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। বার-বার। ঘরিয়েরা-ঘরিয়ের।

তুফা তবু মেটে না যে। অবার ভয় পাই। আমার চোখ-চোখেই তুমি উবে যাবে না তো। এই দূরে সীতয়ে দিই। পরম-হীতেই কাছে টানি। থাকতে পারিনা। একল হটিপয়ে উঠি। আবার তোমাকে পেয়ে বাঁচি। মনে মনে ভাবি না এখনো মরিনি। আমি বেগুটেই আছি এখনো। বার-বার ডাকি বলে তুমি 'কি ব্যাপ সব লত'। যেন রক্ত-মাংসে গড়া মনুষ্য না শিখরেশ। মনুষ্যের ছায়া। বধ্যাঙ্গলে ওরা। শিখরেশেরই কম্পনা আর লুপ্তির দিয়ে বদান্যতা এবং সীতের হৃদয়ে ছাপানো কোন অশ্রুবাণী নাযাবের উঁক। সাভানে-গেছনো মিলি মিলি কথা। একটা মেয়ের মন ভুলানোর পক্ষ। যথেষ্ট ছাড়া কী আর স্নানতা নয় লতা। অন্তর্হীন আদরে দেহকে না ছাড়াও মনবে পিণ্ডি করার কি অতিনব বৌশল।

শান্তা আর অচল। দাঁজনেই তখন পৃথিবীতে এসেছে। দূরত্বের আতর্জপাছ। বয়সের সীমা ভুলেই সর্বকথ্য হোকব নেশায় তখনো মেতে ওঠেন কেউ। তবু, তো ছেলে-মেয়ে। কথ্যগুলি যদি ওদের কানেই ওঠে। মানে না ব্যক্তি-ও না জানি কী ভাববে ওরা। ভালবাসার আরেক তেজনো শিখরেশের কথ্যগুলি বড় বেশী মন-তাতানো। আর কক-কক। কথার উত্তাপ একটু, আগের স্রাত আর বিরত মনটাই

এখন মোহের মত গলতে-গলতে আর গলে না। ঘলিখে ওটা ভেতরটা হঠাৎ খতিয়ে শান্ত হয়ে যায়। কেমন নিস্তরঙ্গ আর আড়ল্ট মনে হয় স্নানতাকে। 'সিঁড়ি' বেয়ে নিচে নামছে ওরা। 'শান্তা' অব এচল। অরঙ্ক হয়ে স্নানতা বলে, 'আর কেন? ছেলে-মেয়েরা বড় হল এবাব। তোমার-আমার বয়স কি তব; বাড়বে না?' কথা শোনা যায় কি যায় না। এত ধীর, এত তপ্পট স্নানতা।

শিখরেশ হাসে। মূঠের ভেতরে স্নানতার হাতটা খেমে উঠেছিল। ছেড়ে দিয়ে বলে, 'মন যে মানে না।' এক সেকেন্ড ধেমো নিশ্বাস ছাড়ে। দাঁড়ায়। স্নানতার চোখে চোখ রেখে বলে, 'মনটা বড়িয়ে গেলে বাঁচাব কী নিয়ে?'

—না, না অমন করে ডেকে না।' একটা ছোট্ট আর অবাক মেয়ের মতই মাথা ঝাঁকি স্নানতা বলে, 'বার-বার সিঁড়ি তাকতে আমার কণ্ট হয়।'

'সিঁড়ি' নয়, সেতু। আমানদে ভলবাসার সেতুবৃথ, স্নানতা' কথা যেন বলে না। কথার গায়ে রং মাখায় শিখরেশ। কথ্য কথায় ভাল বানো। আর ছেট্ট একটা পোকার মতই ভাবনার পাখায় উড়তে উড়তে, উড়তে-উড়তে কখন সেই জালে জড়িয়ে হাবিয়ে যায় স্নানতা।

শেষ রাতে স্বপ্ন দেখেছে। কী ভয়ঙ্কর, বিন ঘুটে স্বপ্ন! সম্মুখে আসছিল। একটা পাহাড়ে চড়ে থেকে কে যেন ঠেলে ফেললে। বহুদূর শূন্য থেকে সীমাহীন অভূত ডুবে যাচ্ছে। একটু পরেই অমন সুন্দর শরীর গিরে ধুলোর মতই গুঁড়িয়ে যাবে। নিশ্চয়ই হবে। নিজস্ব, নিঃসঙ্গ পাহাড়। সুস্বাদু এক। কেউ চাঁৎকার

শুনছে না। বাঁচতে ছুটে আসছে না কেউ। সুস্বাদু মরে যাচ্ছে!

কিন্তু পাহাড়ের নিচে না। কার ডাক শুনেন দরজা খুলে বাইরে এস। ঠিক তখনই। এক সংগে আলোগুলি নিবে গেল সব। চারদিক থেকে হৈ-হৈ করে কারা ছুটে এস। অশ্বকার ঘিরে ধরল ওকে। এক পা নড়তে পারছে না। পা দুটো পাথর হয়ে

আটকে রইল মেঝের। ভয়ে কাঁপতে লাগল কান পাতল। কারা যেন ডাকছে। নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু শিখরেশের গলা শোনা গেল না।

নিচে দাঁড়িয়ে কারা চোঁচিয়ে ডাকছে ভূমিকম্প নাকি এখনি ভেঙে পড়বে বাড়িটা। সুস্বাদু চোখ মেলে তাকাল। ভয়ে-ভয়ে দেখল চারদিক। অশ্বকারে ভুতের মতই বাড়িটা দুলছে। চারদিকে কিসের শব্দ! ভাঙছে! ভেঙে-ভেঙে পড়ছে সব। সুস্বাদু মনে হল, এখনি বাড়িটা শূন্যে মিলিয়ে যাবে। এখানেও নিজস্বতা। এখানেও একলা সুস্বাদু। শিখরেশ নেই। একা-একা কী করবে সে! ভূমিকম্পের হাত থেকে কেমন করে বাঁচবে বাড়িটাকে!

জাবার কে ডাকল। সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে নাম ধরে কে ডাকল ডাককই। সুস্বাদু ছুটে গেল। কিন্তু নিচ নামা আর হল না। ওপরে দাঁড়িয়ে নিচে অতল অশ্বকারের দিকে চেয়ে আঁতকে উঠল। সিঁড়িটা নেই। ভেঙে গুঁড়িয়ে নিশ্চয়ই হয়ে গেছে। শূন্য অশ্বকার। এলা-এলা অশ্বকারে কে যেন কাঁদছে। নতুনায় কাকিয়ে উঠছে কে। ভীষণ অসহায় মনে মনে হল নিজেকে। কারা পেল। কীভাবে কেউ উঠল সুস্বাদু।

ঘুমটা ভেঙে গেল চারদিক হাকাল। নিজের ঘরেই শয়ে আছে সে। বাঁশের নখে গুলে দম বন্ধ হয়ে আসছিল শ্বাস।

রবিন আলট্রাম্যারিন

সব সময়ই করে থাকে চাই



রবিন আলট্রাম্যারিন এক রকমের

অতি মিষ্টি নীল শুঁড়ো। এ অতি নরমই এবং ভাঙাতাড়ি আলোর সন্ধ্যা নিশে কম। শেষবার কোয়ার সময় এই শুঁড়ো সায্যত আলোর সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই সব রকমের সাদা জামা-কাপড়ই কাভাবিক মনোমগ্ন থাকবে ভাব কিয়ে পাবে।

যে-কোনো রকমের দ্বন্দ্ব পাড়ানো বা খণ্ড আঁকারে বীরলর

চাইতে রবিন আলট্রাম্যারিন অনেক সত্য। আপনায় ককীল কাপড়-চোপড় কোয়ার অত এক পামকেট রবিন আলট্রাম্যারিন সব সময়ই এনে রাখুন।

রবিন আলট্রাম্যারিন

ক্রান্তিক, বনোবন

শুধু তার জন্য

উৎসাহ নীল



আলট্রাম্যারিন (ইউ) লিমিটেড (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

ওপরে-নিচে এখানে ওরা ঘুমিয়ে। কবল একলা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সুস্বাদু। আরো একটা রাত কাটল। আরো একটা দিনের শুরু হবে এইবার। গোবর বয়স বাড়ল আর একটু। হয়তো এখনি করেই আসে আসে পারেনা হবে। সময়ের সঙ্গে ছুটে গিয়ে ক্রান্ত হবে। খেমে যাবে একদিন। চলতে-চলতে হাতি মড়ে এক ভাগ্যের বসে পড়বে। পাথর হয়ে পড়ে থাকবে কোথাও। নড়তে পারবে না। সাধে কিন্না শক্তিতে আর কুলোবে না হয়তো। এই বাড়িয়ে-বাঁধা দেহের মত, দেহের আড়ালে আঁত গোপন অবসর মনের মত শূন্য একটা ঘটনার স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকবে শোকটা। না-বাঁচার মত। না-থাকার মত। কেবল মাঝে-মাঝে মনে পড়বে তাকে। কোন একটা মুহূর্তে কেমন উম্মদ হয়ে যাবে সুস্বাদু। কিন্তু কবে, কতদূর সেইদিন! সুস্বাদু জানে না। জানে না তাই কষ্ট হচ্ছে। বেজায় ক্রান্ত লাগছে। মনটা এখনো বিষন্ন। ঠিক আগের মতই ভাবি। মনকে হালকা করার সাধেই চোঁচিয়ে কানিতে ইচ্ছে হয়েছে। কেঁদে ভারমত হতে চেয়েছে সে। তবু পারেনি। এবং না পারার প্রাণান্তকর কণ্ঠে শুভ্র যে কী করে কাট।

অজল নেই। এতক্ষণে খবর পেয়েই গোল। বিকেলের গাড়িতেই হয়তো আসবে।

১৬ আশ্বিন ১৩৬৬

টেলিগ্রামটা হাতে পেয়ে কী ভাবছে এবং ভেবে আসে কোঁদেছে কিনা কে জানে। কামা কী উচিত ভেবেছে কিনা। পূর্বের জাত। পায়-পায়ে যুক্তি মনে চলাই যে স্বভাব। আবেগের পাশ কাটিয়ে চলা। শিখরেশ নিজেই কি জীবনে কোঁদেছে? বরং হাসি-আর পরিহাসের প্রচণ্ডে ঢাকতে চেয়েছে দুঃখ। আর দুঃখ থাকেন তখন। সুখের কটা হয়ে বকে বিধেছে। সুতরং শিখরেশের ছেলে হয়ে অচল কি আর কাদবে? বাপের শোকে পাগল হবে কি আর? সমস্ত শিক্ষা আর যুক্তির বলাই ঘুচিয়ে মন কি আর ছেলেমানুষ হতে চাইবে? স্নেহতা জানে না। এবং এই না-জানার অসহায়তাই ওকে কাবু করে ফেলছে।

অথচ এই দুর্দিনে কতবার কত চেষ্টাই না করেছে! ইচ্ছা হয়েছে কাদে। কোঁদে হালকা হয়। কি করণ, কি অসহায়, কি সাধাইনি সাধে স্নেহতার! কি দুর্বল বাসনা!

তবে কি কাদার একচেটিয়া অধিকার শুধু ওদের। চোখের জলের পুষ্টি কেবল ওদেরই! শত কামা কোঁদে-এ চোখের জল ওদের ফরোষ না। চোখ-চোখে তর-কোঁটালের বান। অথচ স্নেহতার চোখ শুকনো ভটা। কী যে অবাধা চোখ! চোখের জল! কাদতে না পারার আপনোয় কাদতে ইচ্ছা করে স্নেহতার। এক ফোঁটা লোক-দেখানো নোনাল জল-ও কি ফেলতে নেই চোখে! তবুও এত আয়োজনের জীবনে একটা মনুষ্যের রূপ কেমন মলোহীন হয়ে যায়। সংসারের অসংখ্য ঘটনার কাছ শিখরেশের মৃত্যু-ও কি তবে অতি সংসারগ। তুচ্ছ আর অর্থহীন ঘটনামত? অথবা কোন ঘটনাই নয়?

এ বাড়িতে আর সবাই কোঁদেছে। সদা চোখের অফুরন্ত জল ফেলে জীবনযাপনের আর পাঁচটা নিয়মের আর কতবার মাই একটা সহজ আর স্বাভাবিক অনিয়মকে অমৃত একদিনের জন্য-ও মেনে নিয়েছে। কোঁদে কতবার নয় মেটোতে চেয়েছে যে-বার! খন শোখের!

বার বছরের পরে যে-শান্তা ইহজীবনে আর কখনো কাদবে না ভেবেছিল, হাস-পাতাল থেকে ফিরে এসে সকলের আগে কোঁদে জিততে চেয়েছে ওই। টেবিলে মাথা কুটে কপালের ঠিক মাঝখানে টাঁপ-পরার বদলে একটা আঁত অবি বনিয়েছে এজই মাথা। কান্নার পরিগ্রহ আর অধ্যবসায়ের ছাপ ওর সর্বাংশে। কোঁদে-কোঁদে চোখ দুটো কন্নচা। বাপ কিনা ওকেই ভালবাসত সবচেয়ে বেশী! মেয়েটা জন্মবার পরেই বত উন্নতি। একটা মেয়ে বিয়োনোর সঙ্গে সংসারের ক্রমোন্নতির যোগাযোগটা স্নেহতার চোখে স্পষ্ট হয়ে থর না দিলেও ব্যাপারটা

দেশ

অধ্যাপক তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নুতন আলোচনা-গ্রন্থ

বন্ধিম-জিজ্ঞাসা

৥ ৩-২৫ ১

লেখক বন্ধিমের প্রয়াসকে প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন : উপন্যাসের প্রচলিত সংজ্ঞার দুর্বলতাকে বন্ধিম-প্রতিভার নূতন মূল্যায়ন হয়েছে। বন্ধিম-সাহিত্যে স্বপ্নগুলির নূতন শিক্ষাগোব আবিস্কার করেছেন লেখক। তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান যুগের পটভূমিকায় বন্ধিমের জীবনধারার পরিচয় গ্রহণ করেছেন। বন্ধিম-জিজ্ঞাসায় ধর্মচেতনা, সমাজচেতনা, শিক্ষাচেতনা, বন্ধিমচন্দ্রের উত্তরসূরী — পাঁচটি বিভিন্ন অধ্যায়ে বন্ধিম-প্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।

পরিবেশক

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী ও শান্তি লাইব্রেরী

সাবিত্রী

শারদীয় সংখ্যা :

দাম আড়াই টাকা

৥ প্রবন্ধ ও লঘুরচনা ৥

অমলশঙ্কর রায়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, ভাস্কর পানিকর, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র হালদার, সরোজ আচার্য, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুনীল সেন, হিরণকুমার সান্যাল ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৥ গল্প ৥

অমল দাশগুপ্ত, গোপাল হালদার, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবশ রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মতি মল্লী, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, সত্য গুপ্ত, সমরেশ বসু, সমরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

৥ কবিতা ৥

অরুণ মিত্র, উৎপল বসু, বিরগশঙ্কর সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, চিত্ত ঘোষ, তরুল সান্যাল, ধনঞ্জয় দাস, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, যুগান্তর স্ত্রবতী, রাম বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, সিমেশ্বর সেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

পরিচয় ৥ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রাপ্তিস্থানঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১২

আমি সবাই জলের মত বয়ে যায়, মেয়েটো ভাগ্য নিয়েই জন্মেছে! শাস্তা সত্যি-সত্যি পরা! ওর গর্ভিণীতে আসাটাই একটা আশ্চর্য রকমের দৈবিক ঘটনা! বত জন্মভূমিকই হোক, স্বচ্ছল জীবনের দিকে তাকিয়ে অমন যুক্তিবাদী শিখরেশও মনে-মনে কথাটা না মেনে শান্তি পায় না। শাস্তার নাকি তাই এত আদর! আহো,

আখ্যাতটা না জানি কী ভাবেই ঢকে বেজেছে! কত গভীর ওর দুঃখ!

কিন্তু বিচারক মিরপেক হলে প্রথম গুরুত্বের কমলারই প্রাপ্য। আপন জন না হয়েও কেন্দ্রে প্রথম হয়েছে ও-ই। কাল রাত্রে ঘুম না-আসা পর্বন্ত নাকে সর্দি টানার মত অস্পষ্ট আওরাজ করে কেঁদেছে। হায়-হায়! বাড়ির ঝি বলে কি ওর মন নেই! এত বছর

এক নাগাড়ে কাজ করেও বাড়ির মানুষ-গুলির ওপরে বৃষ্টি মারা পড়ে না! কমলা ভাই কাদে। সূর করে গান গাওয়ার মতই কান্নাটাকে বজায় রাখে গলায়। নীলি এতবড় একটা অহতনের মান যুক্তি আর থাকে না!

দেখে অদিশোতা মনে হয়েছিল! শব্দে হাড় পর্যন্ত জুড়লে উঠেছিল সুলতার।



শরতের আবির্ভাবে উৎসবের ঘণ্টা বেজে উঠেছে



যেগুলি সরে গেছে—আকাশ পরিষ্কার! উৎসবের ঘণ্টা বেজে উঠেছে।
আজকের শুভ শরৎকে আশ্রয়ী হানাহে। আরও এবং সুখ হবে
এর শরৎ এল আপনাকে আমোদিত করতে।

বাসল হোক, আর ঘনাই হোক, শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, সারাবছরই
আপনার চুলকে জলা চাই একই প্রকারের যত্ন। সারা বছর ধরে
আপনার চুলকে অপকৃত কাসো এবং সুস্থ রাখবার যত্ন। চুল কালো কটবার
কালো সর্বত্র প্রসারিত “লোমা” এই যত্ন রীতি সক্ষম। আর মনে রাখাবেন
“লোমা” শুধু শালা চুলকেই কাসো কাসে না, কুশের শালা হায়ে ওঠাও
রোধ করে। যে দিক থেকেই দেবুর না কেব, চুলবার এটা আরও ভালো।



একবার পরিশোধক : এম্ এম্ খামাটাওয়ারা, আমোদাবাদ—১
ওয়েট : সি, লয়েন্ডন এন্ড কোং, লন্ডন—২

একি যার-তার মরা! বন্দু-মুখের মত একটা সাধারণ আর অখ্যাত জীবনের কেমন-তেমন সমাপ্তি! শব্দ-মুখে-মুখে নয়, ছাপার অক্ষরে খ্যাতিমান শিখরেশ। ক-অক্ষর গোমাংস কমলার। ওর গঙ্গার কামাটা তাই বেমানান মনে হয়। যেতাদা লাগে। ইচ্ছে হয়েছিল, এক ধমকে চুপ করিয়ে দেয়। ফসী গালের ওপরে একটা চড় কষিয়ে দিলে আর হয়তো রা কাড়বে না। কিন্তু শক্তিতে কুলোয়নি। পুরোপুরি উৎসাহ বোধ করেনি সুলতা। নিজেকে নিয়েই কেমন ক্রান্ত আর বান্ধ খাওয়া হয়েচে সারাক্ষণ। সংসারের অনেক কিছু ভুলেই নিজেকে নিয়ে ভাবতে হয়েছে। তারপর বিস্ময়ে কাটাতে চলেছে।

লোকটা যে কোমরিনই মরবে কে জানত! অমৃত ভুল করেও কথাটা কেউ ভাবত কি? সুলতার মনে পড়ে না। এখনো বিবাস করতে বাধ্য। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, লোকটা আর নেই। বেঁচে নেই সংসারে। অথচ বেঁচে থাকতে সুলতাকে ছাড়া সময় কাটেনি তার। একলা বস্বিতে ছেলেমানুষের মতই অসহায় মনে হত শিখরেশকে। হাসি পেতো সুলতার। ছেলে-মায়-খ-ডাকেরের সমান লজ্জা। ধূশী ন হলে খাশা যেতো না। বিজিরিনী মনে হত নিজেকে। চমকে পৌরবে জ্ঞান অহংকার মোটে পড়তে ইচ্ছে হত। কাঁচের মনুষ্যের কাছে অবেঁচে আকাশখোঁজ নামটা শব্দ তার কাছেই সহজ-সবিরল হয়ে আসে। তার মত জড় সাধারণ একটা মায়ের কাছে। আশা, পর্বসেবা কি এসেছে। পথিকের সব প্রবন্ধই কি এমনি। একটি মেয়ের কাছে একা নিজে এমনি করেই নিজেকে মন আর উল্লাস করে শব্দ পেতে চায়? সুলতা কতবার ছেলেমানুষ পাল্টা। তবুও একটা সন্তান লাগে তার চারিদিক। গলিমাখ করেছে। অমনো উল্লাস মনে মোটে ইচ্ছা হতো।

আজ এই মনোবল আরওবার সেই প্রবল কথাগুলিই ডাকল সুলতা। যেসে কামা পেল না। মনে হল না, লোকটা নেই। বরং তখনো এক মুখের সন্তান। হস্তপার মত একটা ছোট আর কালো পিপড়ের মত মসিতাক্ষর তেতুরে কয়ে-কয়ে খোঁজ লাগল। এতক্ষণ মাথা-ধরাটা টের পেল সুলতা।

অচল আসবে বিবেকে। রাজার মাইল দূর থেকে ছোট আসবে। হয়তো চোখ মুছতে-মুছতেই মায়ের কাছে এসে দাঁড়াবে। সুলতা কি তখনো কলবে? বিবাস করবে, শিখরেশ নেই? বাকের মধ্যে কোঁপে উঠবে একবার? বোবা আর কঠিন বস্তুগাটা তখনো কি চোখের জলে গলেবে না? ভাবা যায় না, কী হবে তখন। নিজেকে বোঝা যায় না আর। যেন নিজের ওপরে কোন হাত নেই সুলতার। কোন কর্তৃত্ব। এখন নিজেকেই বড় অচেনা আর অবিবাসী মনে হয়।

দুখে না। লজ্জার মাথা তোলা দার। শাস্তা কানে। কে'লেই ও এখন ক্রান্ত। ক্রান্তির ফাঁকে জিহ্বায় নিতেই মুখ ভুলে আকার। মায়ের মিরশ্রু চোখের দিকে চেয়ে থমকে যায়। ভয়ে-ভয়ে কত কথাই না ভাবে!

চুপি-চুপি কমলাই কথাটা শোনার। মাথাটা বড় বেঁকেছে। কে'দে হাসকা না হলে বাঁচবে না। সুলতা-ও মরবে! দুর্দিন আগে আর পরে! মরবেই! শাস্তা তাই বাপকে ভুলে মায়ের কথাই ভাবে। ভেবে কল-কিনারা পায় না। সুলতাকে কাঁদাবর পথ খুঁজে পায় না। বয়স তো কম হল না! নাবাগিকা আর নেই শাস্তা। বৃষ্টি তার চেয়ে-ও প্রখর। মায়ের এমন আকস্মিক পতনখা আর বাবার আচমকা মরে যাওয়ার কার্যকারণ খোঁজতে খুঁজতেই তাদের দৈহিক আর মানসিক সম্পর্কের জটিলতায় কখন দাঁ করে জড়িয়ে গিয়ে কলেজের আশ্রিত

এবার পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার

ছোটদের ছড়া-সঞ্চয়ন

আদিকালের
নানা সুবর্ণের ছদ্ম
ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ,
যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি
২৫ জনের ছড়ায় সমৃদ্ধ।

মূল্য
২৫ টাকা
আত্র

ছন্দ ও রাঙের অপরূপ সমাবেশ

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ,
কলিকাতা-৯

কে.হোডের

কণক

* পাউডার *

খাবার পর আপনি পাকস্থলীর ব্যথায় ভোগেন কি?



অতিরিক্ত খাদ্য ও মানসিক চাপের
পরিণাম-ফলক প্রায়ই দুর্বল করে
যেমন --- এবং তার ফলে দলহস্ত
ও খাবার পর পাকস্থলীতে ব্যথা হয়।
হিউলেটস মিক্সচার পাকস্থলীকে
খাদ্য পরিপাকের শক্তি দিয়ে হালকা
সহায়তা করে। যত্নশীলতার আরম্ভের
হাত থেকে পাকস্থলীর বিরীকিত বৃদ্ধি
যেখ পেটের ব্যথা চটপট জারাম
এনে দেয়। ৮- বছরেরও ওপর
পুষ্টিবিদ্যাপী সব ডাক্তাররা হিউলেটস
মিক্সচার খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে আসছেন।
শিশু : শিশুর পেটের শীতায়ও
হিউলেটস মিক্সচার চমৎকার। কয়েকটি
ফোঁটেই সঙ্গে সঙ্গে জারাম।
পেট ব্যাধির জটিল সহযোগে ব্যবহার
করুন। হিউলেটস মিক্সচার আশ্বিনসহ বা
আকিম জাড়া গ্রবকমই পাওয়া যায়।



হিউলেটস মিক্সচার

সি. জে. হিউলেট এন্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

৩৩/৬, নাইনিয়ামা বায়ক স্ট্রিট, বাম্বাই-৩

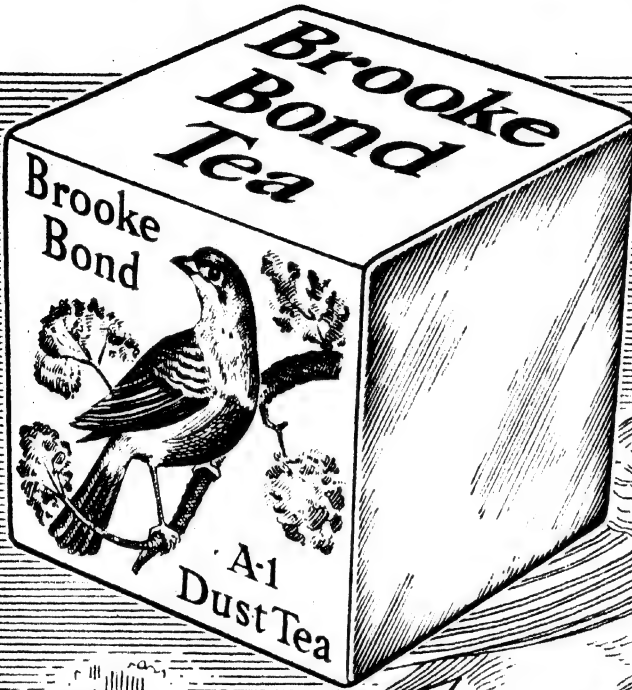
CIN 698

গোটা নো, ব্যায়ামে তৈরী মজবুত চেহারা
ছেলেটিকে মনে পড়ে বার, শান্তা টের
পায় না।
মেয়ের চোখে চোখ রাখতে ডর পায়
সুন্দর। লজ্জা-ও। শান্তাকে বন্ধ বেশী
সেইরানো মনে হয়।

কমলা কাছে আসে। গলার সহানুভূতি
মাথিয়ে বলে, 'জেরে আর কী হবে না?
সবাই তো মরবে। লোহার টোপর মাথায়
পরে কেউ পৃথিবীতে আসিনি আমরা।'
লাগসই কথা শোনাতে পেরেই কমলা
খুশি। সুন্দরতার মনে তার কথার প্রতিক্রিয়া-

টুকু বোঝার ইচ্ছে-ও আর হয় না। একটা
মানুষ মরে গিয়ে এত বড় সংসারের সব কাজ
এসোমেলা করে দেয়, ভাবতে আশ্চর্য
লাগে। কমলা দেখে, দুদিনে কোন কাজই
সে করেনি। আগোছালা হয়ে পড়ে আছে
সব। অথচ মাসের হিসেব ঠিকই চলবে।

ব্রুক বন্ড চা



বাজারের সেরা

টাকা ছাড়া মাল চলেবে না তার-ও। কল্লের ভয়ে কমলা তাই কাজে লাগে।

শান্তার লেখা-পড়া জানা মাথাটাই বিগড়ে যায়। নেশার মতই শোকের কোঁকটা প্রায় কেটে গেলে কমলার কথাটা ভাবে। ভেবে হাত-পা হিম হয়ে আসে। মায়ের চোখে এক ফোঁটা জলও দেখেনি সে। বাবার শোকে কেমন বোবা হয়ে গেছে মা। কেমন উদ্ভ্রান্ত। যদি কমলার কথাই সত্য হয়! বাবা গেল! মা-ও যদি না বাঁচে! আতঙ্কে শিউরে ওঠে শান্তা। মায়ের কাছে এগিয়ে যায়। নেশার খোয়ার ভাতার মতই বকে মুখ গুলে আরেক চোট কাঁদে। সুলতা তবু কি পাখান! শান্ত ভাবেলেশহীন দুটো চোখ। মেয়ের কান্না দেখে ঠাট্টার মতই টোট দুটো বোঁকে গেল একটু। দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল হাসির রেখাটা। ভয়ে পিছুয়ে গেল শান্তা। আর না-কান্নার প্রতিজ্ঞায় পালব হয় বইল সাবাসাত। সারারাত্তে আর একবারও কান্না শোনা যায়নি ওর। ও হয়তো আর কাঁদবে না। অনেক রাত্রে ও ঘুমিয়ে পড়েছে। ভেগে উঠে আবার কাঁদবে কিনা কে জানে! কিন্তু কমলার কান্নাটা যেমন একেবারে আর স্মরণে। ঘুম-পাড়নি গানের মত। কমলাকে তই বিদ্রী় আর অশ্লীল লাগে। কন পেতে শুনতে ইচ্ছে হয় না। অথচ কত চেষ্টা করে ইনিম্মিষিতার কীট ও।

সিঁড়ির শেষে গুলে দাঁড়িয়ে এইসব সাত-পাচ তর্কাতর্ক সুলতা। শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিল। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ভাতপের কতক্ষণ চেসিয়ে কনটই চেপে দাঁড়িয়ে আছে মনে নেই।

আলত আলত চোখের সামনে অন্ধকার ফিক হয়ে আসে। দেখতে দেখতে রাতটা দিন হয়। একটা প্রিয়তম ফুলগার বসে বাড়ে। শোকের আঘাত আরেকটু কর হয়।

হাওয়া বইছে। ঝির-ঝির ঠাণ্ডা বাতাস চোখ বকে আসছে। অনেকক্ষণ অন্ধকারে চেয়ে-থাকা চোখ দুটো ঘূমে জড়িয়ে আসছে এখন। ক্রান্ত লাগছে। এইখানে, এই সাপের শরীরের মত ঠাণ্ডা শানের ওপরই এলিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে।

নিখুম চোখ দুটো কর কর করছিল। দু'হাতে চোখ বগড়ে সামনে তাকাল। উঠানে কাক ডাকছে। সুলতা শুনল। দেখতে পেল না কাকটাকে। পাঁচিলের ওপাশে অশ্বখের মাথাটা চিকচিক করছে। আর একটু পরেই রোদে ঝল-ঝলিয়ে উঠবে। আলোয় অস্লে হয়ে যাবে চারিদিক। হাওয়া উঠবে জোর। অশ্বখ পাতার হরতনে ছাত-তালির শব্দ শোনা যাবে। বেলা বাড়লে অনাদিনের মত হয়তো আজকেও আসবে জগদীশ। শিশুরেশের কথা বলে, গল্পে-গল্পে আজকেও কাঁদতে চাইবে তাকে।

কিন্তু পারবে না। হয়তো ইচ্ছে করেই কাঁদবে না সুলতা। চুপ করে একদমো চেয়ে থাকবে। দেয়াল দেখবে। দেয়ালের ছবি। জগদীশ ফিরে যাবে। বিয়ত, বিস্মিত মনে হবে তাকে। প্রসাদিনের মতই চোখে-মুখে দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ দেখা যাবে। আজকেও যেতে-যেতে বসবে, 'একটু, কাঁদুন বৌদি। কাঁদতে হয়। কেন্দে হালকা হতে হয়।' থামবে। ফিরে তাকাবে জগদীশ।

আবার বলবে, 'একজন করে। কিন্তু বাঁচে অনেক। বাঁচার দাঁড়ি মরার চেয়ে কম ভেবেছেন নাকি?'

সুলতা তবু কিছু বলবে না। একবার হাসতে চাইবে। পারবে না। পরাজিতের মত ফিরে যাবে জগদীশ। ঠিক অনাদিনের মতই। কাল আর পরশ, যেমন করেছে।

ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাবে জগদীশ। সুলতার চোখের আড়ালে দাঁড়িয়ে কী

হোমিওপ্যাথিক

পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বঙ্গভাষায় মূদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার উপরমণিকা অংশে "হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সহবাস" এবং "হোমিওপ্যাথিক মতের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা" প্রকৃতি বহু গবেষণাপত্র ওথা আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে যাবতীয় রোগের ইতিহাস, কারণতত্ত্ব, রোগনিরূপণ, ঔষধ নির্বাচন এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশে ভেষজ সংকলন তথা, ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ, রোগপত্রী, খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ, জীবাত্তত্ত্ব বা জীবগম বহুসা এবং মন-মস্তিষ্ক-প্রতীক প্রকৃতি নানাবিধ অত্যাশংকীয় বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিশেষ সংস্করণ। মূল্য—৭.৫০ নং পঃ মাত্র।

এম. ভট্টাচার্য এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
ইকরমিক ফার্মেসী, ৭০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

মুখের
জৌন্দর্য
হান্দি করে



রেকোকাশ্মীর

ফেস, পাউডার

ভারতের সর্বপ্রথম গওয়া যায়

ভাববে। ক'লকের মতই, গান্ধীজী কারো ভাববে। চুপি-চুপি কী-সব বক্তব্যে জুলতা শুনতে পারে না।

—আমার ভয় করছে, শান্তা। তোমার মাকে দেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারাচ্ছেন।

—আমার-ও শশু ভাষতেই হচ্ছে করছে। ভেবে ক'ল পাচ্চেন কাকাবাবু। তাই কান্না পাচ্ছে। ছোট পিসরী অবস্থাও হয়েছিল এমন। ব্যাক ফেল পড়ার খবর শুনাই কেমন বোবা হয়ে গিয়েছিল। পিসেমশাই

কো দূরিন কোঁদে-কোঁদে চাণ্ডা হয়ে উঠলেন। কিন্তু কান্না তো দূরের কথা, পিসরীমার স্বর বেগুন না গলায়। না মরে তাই পাগল হয়ে রইল। এখনো বেঁচে আছে। মা জানে। মা-ও কি তবে—' গলা বজ্র এসেছিল। অমন টানা-টানা বড়-বড় চোখ দুটোই জলে ঝাপসা হয়ে এসেছিল শান্তার। দেখে কী ভালই যে লাগছিল! নিজের বমসের কথা ভুলেই যেন দু' পা কাছে এগিয়ে এসেছিল জগদীশ। চোখের

জল মুছিয়ে গায়ে-পায়ে হাত বুলায়ে দিয়েছিল। পরম সান্দ্রনা আর সহানুভূতির জারকে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে বসেছিল, 'ভয় কী? আমি তো মরে যািনি এখনো।' এক মুহূর্ত খেমে হেসে বসেছিল, 'গরবো না। মরার বয়স এখনো হয়নি। ঠিক সময়েই মরেছে তোমার বাবা। এ বয়সে রোগে ভুগেই মরা উচিত ছিল ওর।' আরো কিছুক্ষণ খেমে মনের কথাটাই গাঢ় হয়ে মখে বলতে চেষ্টাছিল, 'বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিল কিনা শিখরেশ!'

শান্তা কী করে টের পেয়েছিল কে জানে। অতি সহজ একটা মানসাত্মক মতই জগদীশের ছোট হাতে যাওয়ার সমস্যাটা তার নিজের বড় হতে চাওয়ার মতই আর জটিল মনে হল না। একবার চারদিকে চোখ চেয়ে দেখল শান্তা। শিখরেশের কথা মনে পড়ল না। স্নেহটাকে-ও ভুলে গেল। সন্তপণে জগদীশের হাতখানা টেনে বাকি চেপে ধরল শান্তা। বললে, 'দেখুন, দেখুন, বাকটা এখনো কাঁপছে!'

হাতটা বন্ধ পড়ে গেল। চমকে সরে গেল জগদীশ। হাতটা ছিনিয়ে নিল শান্তার মতো। খেঁচে। কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'অতি যাই। আমার আসবো। তোমার মা কদিন কিম যোমন জন্মের দিবা। সবচেয়ে তোমাদের কথা ভাবই বাক্যে পৌঁছান।'

শান্তা জলে জগদীশ আর আসবে না। কিন্তু স্নেহটাকে বন্ধিয়ে কে? দৃষ্টিভঙ্গি পোকটা অতঃপর মাঝার ভেতরে মোর-চাঁবি শুরুর করে। কান্না পায়। বাবার জানো নয়। মায়ের কথা ভাবতেই।

চাকরির ব্যামোলা কি একটা। হাজার বকমের ব্যয়নাক্ষ মিটিয়ে তবে বাক্য রাখা একটা চাকরি। কিন্তু সব ব্যামোলাই কি মেটে! শশু যেন জল-তোলা আর বাসন মাজাই নয়। বাড়ির মনুষ্যপল্লীর মনের অবকার গলিপথেও নিভিয়ে যাতায়াতের অভ্যাস থাকা চাই। কখন কী যে খেয়াল হবে কার! স্নেহতার যেমন হয়েছিল। অমন দেবতার মত স্বামী মরে গেলেও না-কান্নার বদখয়াল চেপেছে মাথায়। কমলার মনটা তাই খচ খচ করে। সারাদিন একটা অস্বস্তি তাকে বসে থাকতে দেয় না। ব্যামোলে যত সব দৃষ্টবশনের বালাই এসে জোটে। জেগে থেকে স্নেহটাকে কান্দবার দৃষ্টিভঙ্গি তাই যেতেই নিতে হয়। কিন্তু স্নেহটা কি সে কথা বোঝে? কমলার অশান্তির কথা?

একে একে জানসাগর জল দিল স্নেহটা। এতক্ষণ আবছা অশ্বকার ঘরটা কেমন নিখুঁত মনে হচ্ছিল। নকড়সার

S. M. D. 1971



আপনার শিশু যদি কান্নাকাটি করে



তার মুখে হাসি ফেরান



ম্যানার্স
ট্রাইপ মিক্সচার দিয়ে

এই চিহ্নটি দেখে নেবেন  এটি ম্যানার্স এর তৈরী

GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD.
BOMBAY • DELHI • CALCUTTA • MADRAS



জালের মতই ছেঁড়া-ছেঁড়া, টুকরো-টুকরো অশ্রুকার বুলিছিল এখানে-ওখানে। আলোর হাতে ছিঁড়েখুঁড়ে উঠেও হ'ল এবার। হাওয়া এল। এক বলক ঠান্ডা হাওয়ার সন্তুখতা কেশে উঠল যেন। নিঃশব্দতা আড়া-মোড়া ভাঙল। পাখির পাখা বাপটানোর মত ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলি শব্দ করে কাঁপল। আবার হাওয়া এল। হাওয়া কিসের গন্ধ।

—বাইরে কাঠ-চাঁপা গাছটা বৃষ্টি এতদিনে সোনালী হল, লতা।

অবুখ দাঁষ্ট তুলে ধরল সুলতা।

—চল ছাদে যাই। ঘরের ভেতরে ভাল লাগে না।

ছাদের কোল ঘেঁসে কাঠ-চাঁপা গাছটা দাঁড়িয়ে। গাটে-গাটে ফুল ফুটিয়ে মাথা দোলাচ্ছে গাছটা। কুলের গায়ে পাগল হয়ে ছোটোছোটো করছে হাওয়া। হাওয়ার চুল উড়ছে সুলতার। মনে-চোখে চুমো খাচ্ছে চুল।

—চল, নিচে যাই। পাশের বাড়ির চিলে কেঠায় পড়া থামিয়ে জেসেটা আমাদের দেখছে।

—সেথেকে। সেখান ফলস-পড়ে মরুক।

—আহ, ছাড়ো। আমি চাচ্চো নইনে।

বিছানার চামড়ার স্পর্শ নেই। হৃদয়ক হারানি কোথায়। সুদিন আগে পাবতুমি

পালটে দিয়েছে সুলতা। বাইরে যাবার আগে হয়তো একবারও বিছানাটা হুঁরে দেখিনি শিখরেণ। সে কি জানত আর ফিরবে না? রাস্তা থেকেই হাসপাতালে যেতে হবে তাকে? আর কোনদিনই এঘরে আসবে না?

—বাইরে রাত জাগতে পারি। কিন্তু অন্য কারো বিছানায় শূরে ঘুমোতে পারি না। আমার ঘেন্না করে, সুলতা।

সুলতা ডাবলে, এবার কাঁদবে। কিন্তু পারল না। শুকনো চোখে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পরখ করতে ইচ্ছে হল সব। সেইসব ডাবনা এসে ভিড় জমাচ্ছে মনে।

টোবিলে থানিকটা লেখা হয়ে পড়ে আছে গল্পটা। পাশে টীপ-পরা কলমটা কাত হয়ে। কাচের পেপার-ওয়ারের তলার থান দুয়েক চিঠি। একখানা চিঠিও হয়তো পড়ে দেখিনি। খামের মুখটা বন্ধ। কাচের গ্লাসে থানিকটা জল। ওপরে চানি বাটির ডিশের ঢাকনা। বাটির সাকার আগে থানিকটা জল থেয়েছে শিখরেণ। নরর কোণে হাকাল সুলতা। কুঁজটা এখনো আছে। অতঃ আর কোন কাজ নেই এক বিরাট। শিখরেণের সাংগ ওর প্রয়োজন-ও যেন সুরিষা গেছে। কলমদ্বিতের ফলে-গুলি শাকনো। আর কখনো কাগজে যাবে না সুলতা। আজ সুলে ফলসানটিকে সত্যকর না। এই ঘরের সব কিছই মনে। সব কিছই এখন প্রাথমিক। আলোরির বইকিটো আর নাকচাড়া করবে না কেউ। অতঃ না এসব তার সাংগের না। সময় হবে না এসবের পত্তর। মানুষের বাড়ী ঠিক আর ওরুধের লবণা দির হাওয়ার সময়কুও নাকি হাতের রাখতে পারে না সে। লিপের লেখা এত বই পড়ল কখন। সহ্য-মিথার বানানো এক গল্প।

অতঃ আর কাপড়-কম্বা শিখরেণের। দুটি পবন চমকত না। সেব করে সুলতাই দুটি পবন শিখরেণে। একপাশে চানিটা বন্ধক। কুঁজি দিচ্ছ ঘর ফিরেছিল কখন হাত। কুঁজির কান অতঃ হাতে হস্তজিল রসহায। কবিতা নিজ দোকান নিজেছিল সুলতা। চানিটা কখন এনেছিল।

—কহা, বড় অসহ্য! হুঁদীতে চিক-চিকের উঠছিল শিখরেণের চোখ দুটা। ছেলমানের মতই আকাশ দেখছিল। সুলতা কিন্তু উৎসাহ বোধ করনি।

—তাত কী হয়েছে? আসুক না বড়।
—চল, বাইরে যাবো।
অশ্রুত আবদার। হাত সব অবুখ বারনা।
—বাঁধি নামবে যে।
—আমরা হুঁদীতে ভিত্তে আঁস, চল।
হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নির

প্রবাসী বুদ্ধি উৎসাহক
শিখির গ্রাফিক্স বোম
দেশ-স্বাধীনতা-সংগঠন
দাঁড়
টাক

লিজেস রেখর
নি বে দি তা
অনুবাদিকা—শ্রীনারায়ণী দেবী

বি বেকানেশ্বর মানসকন্যা, রবীন্দ্র-নাথের 'শ্রীকামাতা' অরবিন্দের 'শিখাময়ী' সিন্ধুর নির্বোধতার অনুপম কীর্তনালেক্ষ্য। লেখকের অপরূপ শিল্প-নৈপুণ্য এবং অনুবাদিকার সাধক ভাষান্তরণ নির্বোধতাকে বইখানির মধ্যে কীলন্ত করে তুলেছে। এ শূধ, কৌতুকল মেটায় না, প্রেরণা জাগায়। বহু পত্র-পত্রিকায় অকুণ্ড প্রকাশিত। প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা, দম ৭।০০ মাত্র।
॥ অন্যান্য বই ॥

স্বামী শিবানন্দ প্রণীত
যোগবলে রোগ আরোগ্য ৫।০০
YOGIC THERAPY 7-
যৌগিক ব্যায়াম (আসন-মুদ্রা) ২.
ঐ (প্রাণায়াম) ২.
হাতছাটার ব্রহ্মচর্য ১।০০
খাদ্যনীতি ও শিশু-পালন ১।০০
ঔষোপনিষদ ২.
॥ প্রাপ্তিস্থান ॥
উমাচল প্রকাশনী
৫৮।১।৭বি রাজ্য পল্লিভদ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
এবং কলিকাতার জন্যানা পুস্তকালয়।
(সি ১৫৬৩)

চ্যাম্পিয়ান
(ব্রিক্স)
সবসময়ই
পড়ুনসই

হস্তক
কেন্দ্র
কালি কলম

ওজরট
ইণ্ডাস্ট্রিজ
একটি লিফট
বোম্বাই-৬

এজেন্টস: আনকা ট্রেডার্স,
বি-২১৪, বাণরী মার্কেট,
৭১, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

কুঁচ তৈল (হস্তী দন্ত ভস্ম মিশ্রিত)
টাকনাশক কেশ বৃদ্ধি
কাবক কেশ পতন
নিবারক, ঘরামাস, অকালপক্বতা, স্খায়ীভাব কম
করে। মূল্য ২.০০, বড় ৭.০০, ডাঃ মাঃ ১০.০০। ভারতী
ঔষধালয়, ১২৬।২, হাজরা রোড, কালীঘাট,
কলিকাতা-২৬। ফোন: ১৭৭১৬।

বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেট্রী ব্যবহার ককন
ডি.এন.বম্বর থোমিয়ারী ফ্যাক্টরি
কলিকাতা ৭

জনপ্রিয় মিটার পরিবেশক

গান্ধীবায় এণ্ড সন্স



০১-০০০১

১৫১ সি. বিলেকানল রোড, কলিকাতা-৬

দাঁত ওঠার ব্যথা?

দেখুন পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীন্ কেমন করে
দাঁত ওঠা সহজ করে তোলে।



D.W.C.

দাঁত ওঠার সমস্যা? মাটির বাগা? একটা নবর কাশাড আপনার
আছিল জড়িয়ে পিরামীড গ্লিসারীনে একটু আঙ্গুটা ঢুকিয়ে
নিম্ন তাহপার আগে আগে শিশুর মাড়িতে মালিশ করে দিন
এক ভাড়াভাড়া বাধা কমে যাবে আর এম নিষ্টি ও প্রবাস
শিশুর প্রিয়। এটা বিতরুণ এবং সুস্বাদু, এবং হিসাবে, কদামত
ও নানারকর ভাবে সারা বছরই কাজে লাগে—আপনার হাতের
কাছেই একটা বোতল রাখুন।

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে পুস্তিকা : এই পুস্তিকা শুধু নীচের ঠিকানা পাঠান :
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, পোষ্ট অফিস বক্স নং ৪০৯, বোম্বাই।

আমাকে অল্পকাল করে পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীনের গুরুত্ব বোঝার
এগালী পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা

আমার ওপুণের লোকদের নাম ও ঠিকানা

গিরোদিল সুলতানকে। আর কোন আপত্তি
করতে পারেনি সুলতা। বাইরে যাতে
দাঁড়িয়ে ঘনের বিরতি চেপে ভিজতে
হয়েছিল।

আশ্চর্য স্বভাব ছিল লোকটার। অবশ্য
ছেলে-মেয়েরা বড় হলে ম্বাডাবিকভাবেই
শান্ত হয়ে এসেছিল। এ ঘেন আরেক
অস্বস্তি। অনেক রাতে সবাই ঘুমোলে এই
কথাটাই কতদিন শিখরেশকে শোনাতে
এসেছে সুলতা। আফশোস করেছে।
ছেলে-মেয়ে বড় হয়েছে। আমরাও বড়ো
হলাম না?

বৃকটা বৃষ্টি টন-টনয়ে উঠেছিল।
ডাবনা থামিয়ে সুলতা কাদতে চেষ্টা করল
একবার। এবারেও ব্যপসা হল না চোখ।
চোঁচয়ে কাদতে পারল না।

নিভাজ-নিপাট বিজ্ঞানার ওপরে চোখ
রাখল। আরেকবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল
সব। দেয়ালে ল্যাণ্ডস্কেপ। শিখরেশের
ছবি। সুলতার। একা-একা। আগার
এক সংগে। ছাঁচ ফেলার ভীষণ বাসিক
ছিল লোকটার। ক্যালেন্ডারে মাস ফর্মারের
কাল। পাতাটা ছিঁড়ে ফেলার হারনি। কে
ছিঁড়বে? শিখরেশ নেই। সুলতা-ও
এবার আর আসেনি। কতলা এবারে কখনই
আসে না। শিখরেশ পতঙ্গ করত না অন্য
কারো আসা। সুলতা হাড় আর কাশ
কাজই যে ভাল লাগত না তার! ছেলে-
মেয়েদের কাছেই কি তাহে কম লজ্জার
পড়তে হয়েছে। তবু সুখ ছিল। সে
লজ্জার অপমান কিংবা অস্বস্তি ছিল না।
বরং আনন্দ।

ছাঁচনির ওপরে আধ-পাড়া সিগারেট।
নিবিত্তে রেখেছিল। তুল করে যাওয়া আর
হরনি। ফুলসানির ফুলগুলি শূন্যে।
কেমন বিমর্ষ করুণ দেখাচ্ছে ফুলসানিটা।
বড় ফাঁকা আর শূন্য মনে হচ্ছে বর। সে
নেই। সব সর্বাঙ্গিকই জড়িয়ে আছে
সে। সর্বাঙ্গিকই টুকরো টুকরো হয়ে
জড়িয়ে আছে অসংখ্য শিখরেশের অগ্নিনি
কথা। সেখানেই চোখ রাখা সুলতা,
সেখানেই স্থায়ী। শিখরেশকে মনে পড়ে।
তার কথা। তার কণ্ঠস্বর। অথচ কান
পাচ্ছে না সুলতার।

ক্যালেন্ডারের পাতায় মাসটা পুরনো হয়ে
গেছে কাল। তবু পাতাটা ছিঁড়ে ফেলার
আজ আর কোন আগ্রহ নেই সুলতার।
কোন উৎসাহ। কেমন বিমর্ষ। বিমর্ষ চোখে
দেখতে লাগল সহ। ঘেন হাজার বছর পরে
কোন এক সুলতা পৃথিবীর যত্নের
দাঁড়িয়ে তার অতীতকে দেখছে। তার সমস্ত
মন এখন বিস্ময়, শ্রদ্ধা আর কৌতূহলে
আড়ষ্ট। চারদিকে হিম আর কুয়াশার মাঝে
সত্যতা। সুলতা বড় একলা, বড় অসহায়।

অন্যদিকের মতই জগদীশ এল। একটু

বেলা করেই এস আজ। আর সূর্য্যতারা কাছে গেল না। ওপরে শাস্তার কাছে এস। মুখ চুন করে এখান থেকে বেতে হয়েছিল কাল। শাস্তা অপমান করেছিল। মনটা তাই তিত্ত আর বিষাদময়। ইচ্ছে, কিছ, রুঢ় কথা শোনাবার। যেমন করেই হোক, অপমান করে পাট্টা প্রতিশোধ নেবার। কিন্তু কমলার কাছে অমন করে কথা বলা যায়? বাড়ির ঝি-চাকরের সামনে? কথায় কথায় শাস্তাকে তাই সিঁড়ির কাছে টেনে আনে। নিচে নেমে মুখটা কালো করে দিতে সাধ হয়। কিন্তু অপমান করার মত তেমন জোরালো ভাষা এই মুহূর্তে আর যে মুখে জোগায় না জগদীশের। তাই সেই পরিচিত পুরনো সুরেই বলতে হয়, 'সারারাত একদম ঘুমোতে পারিনি কাল।'

শাস্তা সংকুচিত হয়ে বলে, 'লজ্জা পাচ্ছি, কাকাবাবু। আমাদের জন্যে আপনার ভোগান্তির একশেষে।'

জগদীশ হাসে। বলে, 'না, তোমার কাকিমাকে কালকে আমার হাসপাতালে পাঠিয়েছি। সারারাত তার কথাই ভেবেছি। ভোর বেলা দেখে এলাম একটা ছোলা হয়েছে। কী সুন্দর যে ছোলাটা হয়েছে, শরত, আমাকে দেখে তুমি তা বিশ্বাস করতে পারবে না।'

হাসিন মুখে মুখটাকে গম্ভীর করে জগদীশ। একদৃষ্টে শাস্তার মুখ দেখে।

আর কালো না, মুখে কেমন লালচে-আভা ধরে শাস্তার। অশ্রুট গলার কোনমতে বলে, 'কমলা কেন ডাকছে শূনে আসি, কাকাবাবু।' শাস্তা পালিয়ে যায়। পৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে ঘেন বাঁচে। হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের ঘরে ঢুকে দরজার খিল তুলে দেয়।

জগদীশ দাঁড়িয়ে থেকে মনে-মনে হাসে। ডাবে, এখন থেকে কমলার ডাকাডাকির আর শেষ হবে না! মনের সমস্ত জ্বালা জ্বাড়িয়ে যায়। এক অমানুষিক তৃপ্তিতে গলে গিয়ে দেহটাকে একটা পাখির মতই হালকা লাগে জগদীশের। অনেকদিন পরে উরুংকর সুখী মনে হয়।

যেত-যেতে থমকে দাঁড়ায়।

—কার ছেলে হয়েছে, আপনার? শিশুরাশের মরার পরে এই প্রথম কথা সূর্য্যতার।

গতমত ভাবটা কাটিয়ে জগদীশ বলে, 'হ্যাঁ।'

আর কিছুই বলে না সূর্য্যতা। আর কোন কথাই শোনে না। নিঃশব্দ ভেতরে ঢলে যায় ফের। জগদীশ আরো কিছুক্ষণ চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে বিস্ময় মোখে খোলা দরজার দিকে চেয়ে থাকে। একটা আগেও যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সূর্য্যতা। তারপর ফিরে যায়।

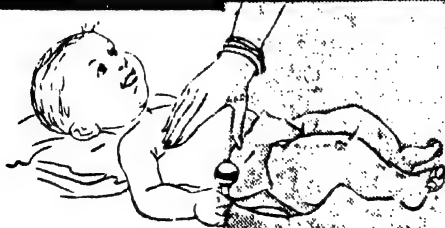
খাটের বাজু দু'হাতে চেপে ধরে পাখর হয়ে বার সূর্য্যতা। জগদীশের কথা শূনে ভীষণ কণ্ট হয়। এতকণে শূন্য মনে হয় নিজেকে। সব থেকেও কিছই না-থাকার অসহায়তা। রক্ত-রক্তে এক অস্থির যন্ত্রণার দাপাদাপি শূরু হয় এইবার। এ-জীবনে রক্তের গভীরে এসে আর কেউ বাসা বাঁধবে না। কোন সুন্দরতম কীর্তির প্রার্থনা শোনা যাবে না রক্তে। জন্মের দাবী নিয়ে আর কেউ তাকে ক্রান্ত, ক্রান্ত আর সুখী করতে আসবে না। সে এখন একা। নিম্জুল-ডাবেই শূন্য। জগদীশের বউ হয়তো আবার হাসপাতালে যাবে। আরো অনেকবার। কিন্তু এ-জীবনে আর কখনো হাসপাতালে যাবে না সূর্য্যতা। কোনদিন না। একটা মনোরম যন্ত্রণার স্বাদ নতুন করে আর কখনো পাবে না।

শেষরাতের স্বপ্নটা সত্যি। একলা মরেনি শিশুরাশ। সিঁড়িটা ভেঙে গেছে। তাদের ভালবাসার সেতুবন্ধ। আর কেউ ডাকবে না। কোনদিন না। সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামবে না সূর্য্যতা। লজ্জায় আর আনন্দের আর অবসানে কোনদিনই ফিরে যাবে না ওপরে!

সমস্ত শরীর কোঁপে উঠল। বুকটা শূলে উঠল। চারদিক আবছা, অস্পষ্ট মনে হল। জ্বালা করে উঠল চোখ দুটো। জল এস।

বুকে সিঁদ্ধি বাসেছে?

বুকে পিঠে সিঁদ্ধি বসলে ভয়ের কারণ বৈকি! এ অবস্থায় ভেপোলিন মালিশ করলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়। কারণ ভেপোলিন হকের মধ্য দিয়ে এক নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভেতরে যেয়ে একযোগে অতি দ্রুত কাজ করে। ঠাণ্ডা লেগে মাথাধরা ও গলাধরার, বাপা ও বেদনায় ভেপোলিন আশ্চর্য্য মালিশ। আজই এক শিশি কিনে বাড়ীতে রেখে দিন।



ভেপোলিন

পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোং

১৯, বনফিল্ড পেন - কলিকাতা-১

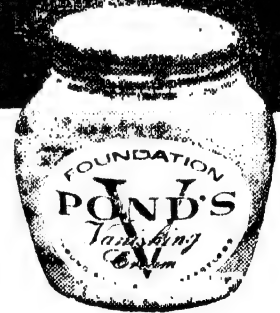
যেয়েচেন এণ্ড কার্ভেন মাস্কি

মুখখানি লাবণ্যমাখা ...

ইনি পণ্ড্র ব্যবহার করেন



আপনার মুখখানিও
মসৃণ, কমলীয় ও স্তম্ভর রাখতে হলে
পণ্ড্র
ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন



হাল্কা ও তুফার-বিহীন পণ্ড্র ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার মুখের জন্তপম লাবণ্য অর্জন
রাখবে—মুখখানি হাল্কা ও কমলীয় দেখাবে। পণ্ড্র ভ্যানিশিং ক্রীম মাখবার সঙ্গে
সঙ্গেই মিলিয়ে যাবে। এই ক্রীম চটুচটে নয় অথচ এর ওপর ঘড়ার পর ঘড়ী
নির্ভরভাবে পাউডার লেগে থাকবে।

অক নির্মল বাখার উৎকৃষ্ট ক্রীম—রোজ রাত্তিরে পণ্ড্র কোন্ট ক্রীম মুখে মাখুন। এতে
হকের ময়লা দূর হবে ও লাবণ্য অটুট থাকবে।

চী জ ব্রো - পণ্ড্র ইন্ড (সীমিত দায়দায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

মোটর বাসের দুর্ঘটনা রোধ করবার একটা অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন টোকিওর কোকুসাই বাস কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট মোতোজি হাতানো। এ বছরের গোড়ার ক-মাসে কোম্পানীর উনবাচখানি বাস বাইশটি দুর্ঘটনা ঘটার—পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে তিন গুণ বেশী দুর্ঘটনা। জাপানে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে নিয়োজিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির বাসসমূহের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দুর্ঘটনার আধিক্য ঘটে: একাধিক দুর্ঘটনা, পনেরটি মৃত্যু এবং আটশ তেতাল্লিশ জন আহত। ব্যাপারটি প্রেসিডেন্ট হাতানোকে বিশেষ বিচলিত করে তুলতে তার কোম্পানীর ম্যানেজার দুর্ঘটনা নিরোধকরণের এক উপায় প্রস্তাব করেন। উপারটি হচ্ছে: বাসের চালকদের বৃদ্ধ মনুষ্যের গিরে কিছুকাল ধর্মানুষ্ঠানে অতিবাহিত করে আসা।

এই ধর্মানুষ্ঠানের রীতি হচ্ছে কোন বৌদ্ধমন্দিরে গিরে পশ্চিম ভোর সাড়ে চারটেয় যুম থেকে ওঠা, নিজের ঘর ও মন্দির প্রাঙ্গণ বাড়ু গিরে পরিষ্কার করা এবং ধ্যান করা। ধ্যান করার সময় কেউ যদি মনে করে যে তার মন চণ্ডল এবং বিকলভাবে বিচরণ করছে তাহলে তার সংকেত হিসেবে সে ব্যক্তি তার যন্ত্রকের যন্ত্র করে দেবে এবং তাহলেই প্রহরকর্ত মন্দিরের সম্মুখী একটা ছড়ি দিয়ে তিনবার তীর আঘাত করবে। মন্দিরের প্রধান অধক্ষক দিনে দুবার করে তাদের বোঝাবেন: 'বাসে স্টিয়ারিং হাইলের সামনে যখন বসবে বা হাট্টোনের সঙ্গে কথা বলতে যদি মনে হয় ক্লান্তি তেমনকে অবসর করে কিছুকাল তাহলে যা করছিলেন তা থেকে বিরত হও এবং যন্ত্রকের দশ মিনিট সোজা হস্ত বসে থাকবে। ঈশ্বরের নাম করবে। দশ মিনিট পর গাড়ি চালিয়ে যাবে।'

নির্দিষ্ট ধর্মোচরণ কাল সমাপ্ত হইলে বাস ড্রাইভাররা চাল হাবার সময় মন্দিরের মোহাট 'তাদের বাণী' শ্রবণ: 'ধ্যান করার অভ্যাস রেখে যাবে, নয়তো মনের জ্যোতি নিভে যাবে।'

শুধু প্রাচ্যেই নয়, পাশ্চাত্যেও মোটর-চালকদের দুর্ঘটনা সম্পর্কে সন্তক করে দেবার জন্যে ঈশ্বরের আরাধনার প্রবন্ধ করার কথা শোনা যায়। বটেম্বে যেখানে মোটর দুর্ঘটনার গত বছর ছহাজারের বেশী লোক নিহত এবং প্রায় তিন লক্ষ লোক আহত হয়, চাচ' অফ ইংলণ্ডের এক যাত্রাকের জাপানের অনুরূপ একটি মিশেষ আছে। ডালস্টনের পল স্টেট চার্চের যাত্রক ডিড্যান ওয়াটস জোন্সের নির্দেশ হচ্ছে প্রত্যেকসর গাড়ি চালানোর আগে ডায়সবার্ডে 'স্টেট' কথা এই প্রার্থনা করতে হবে: 'হে ডগবান, যখন গাড়ি চালানো



আমার প্রতিবেশীদের আমার নিজের মতোই ভালবাসতে সহায় হও, বাতে আমি যেন এমন কিছু না করি বাতে তোমার কোন সন্তান আঘাত পায় বা বিপদগ্রস্ত হয়। আমার চোখের দৃষ্টি স্পষ্ট রেখো এবং আমার হাত ও পায়ের দক্ষতা বজায় রেখো। আমার চিত্তকে শান্ত রেখো, সেহকে ধীর রেখো। প্রতিবন্ধিতার উদ্দীপনা থেকে এবং অপরের কোন কাজের ওপর বিরক্তি থেকে আমাকে রক্ষা করো এবং আমাকে আমার বাটার সমাশ্রিতে পৌছে দাও।'

বটেম্বের অধিবাসীদের সম্পর্কে একটা প্রবচন আছে যে, হরুভূমিতে যদি দুজন মানুষ লোক থাকে আর রীতিসম্মতভাবে তাদের পরস্পরের পরিচর না করে থাকে, তাহলে তারা কথা বলবে না। বিশেষর বহু লোক বাটেনে প্রথমকালে ওদের পরিচর না থাকলে কথা না-বলার নীতিতে বিরক্ত হয়ে ওঠে। এই ধর্মীয় যোচবার জন্যে ১৯৫০ সনে সেচওয়ার্থে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার বর্তমান সভ্য সংখ্যা

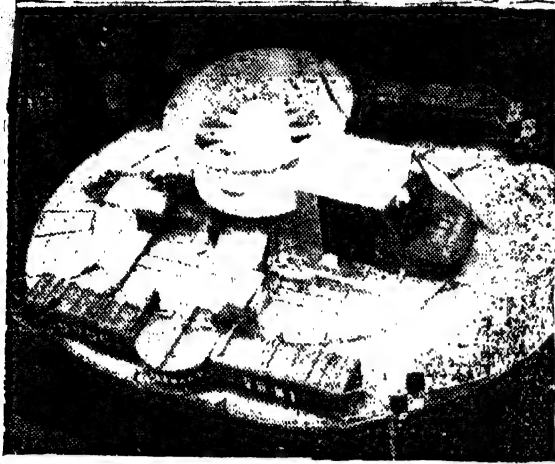
এক হাজার। এই সমিতির সভ্যদের মীতি হচ্ছে টেন বা বাসে একত্রে ভ্রমণ করার সময়ে অপরিচিতদের সঙ্গেও সাময়িক বিবরে আলাপ আলাচনা করা। সমিতির সভ্যদের একটি করে বাজ পুরে থাকবার নিয়ম। সভ্যদের নিয়ম হচ্ছে প্রথমকালে অপরিচিত বে কোন লোকের সঙ্গেই আলাপ করতে পারবে এবং যাত্রাশেষে পরস্পরের অনুমতি নিয়ে আলাপ বন্ধ করবে।

পৃথিবীর বিশ্বকর কাজ নিয়ে যারা আছে, তাদের মধ্যে কেরিম হুজবগের নাম অবশ্যই করতে হয়। সুইডেনের এক উদ্ভিদসর শারীরবৃত্ত বিদ্যক এক প্রতিষ্ঠানে সে কাজ করে। তার কাজ হচ্ছে

পূনা বাসীকী
দায়ী
দায়ী
দায়ী
দেব দেউল
দেব দায়িত্ব কুটীর কলিকাতা-৯

ডাঃ বসু
টাইকোমোডা
এস. এ. জীবন ও ডিসপেনসারি
এম. এ.

Amico's
GREEN LINIMENT
আমিকো গ্রিন লিনিমেন্ট
আমিকো গ্রিন লিনিমেন্ট বাটার যন্ত্রণা শাঙ্কন- কোথায় ?
সময়, ঈটিতে, কিং কোন দৃষ্টান্তে ?
তবে দুই হবেন -
দায়ীক, দুক বা পিঠের দীর্ঘকাল,
গায়ে ইত্যাদি দায়ীক বাটার
এমিকো গ্রিন লিনিমেন্ট
(সুখ মালি)
দায়ীকই নির্ভরযোগ্য।
মূল্য: বড় গিলি-২.৭৫ নং পঃ
ছোট গিলি-১.৭৫ নং পঃ
মালি মালি
দায়ীক মালি মালি
আমিন এণ্ড ইসমাইল (প্রাঃ) লিঃ
১০ নং কলিকাতা ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১



উড়ন্ত পিরীট—হোভারক্রাফ্ট যা পরিবহণ করে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার বলে পরিগণিত

পিনের মাথার মত ক্ষুদ্রাকার একপ্রকার পত-
কীটের দেহে রক্ত প্রবাহিত করে দেওয়া।
মূল্যের পাতার গায়ে এই পোকাকে উল্লীভিত
করে তোলায় কেরিন খুব আনন্দ পায়।
আর উল্লীদের রোগ প্রসারের কারণ নিগণ্য

করতে কেরিন একটি পোকাকার রক্ত নিয়ে
আর একটি পোকাকার দেহে সম্ভবিত করে
দেয়।

এই উপায়ে কেরিন আবিষ্কার
করতে পারবেন বলে আশা করেন যে,
উল্লীদের রোগজীবাণু পোকাকার রক্তের মধ্যে
দিয়ে অথবা কেবলমাত্র স্পর্শ দ্বারা
সংক্রমিত হয় কিনা। মাইক্রোস্কোপের
নীচে রেখে এই ক্ষুদ্র পোকাকার দেহে
অতি সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার করায় কেরিন
এমন হাত পাকিয়েছে যে, ঘণ্টায় এ রকম
তিলকশক্তি করে রক্ত সম্ভরণ কাজ করে
থাকে। তার দ্রুত মাত্র শতকরা পাঁচটি
হত হয়। কাকিগুলি অস্ত্রোপচারের পর
ছোর কাটিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার
ছুর-ফিরে বেড়ায়।

ইতালির মোনজা শহরে চমকিত দেখা
হত ভার্জিনিও বোনকণ্ডিকে ছুরির
অপরূপ পুন্ডল প্রোথার করতে সে ছবি-
খানি শেষ পর্যন্ত দেখে হাবার অনুমতি
চাওয়া বাধ্য হয়ে জামিনে খালাস হয়ে
আবার ছবিখানি দেখতে আসে।

উচ্চ আয়েহ ও নিম্নে অবতরণের
ঘটনাবলি জীবনের কথা বলতে জোহান-
বিন সেলিমের নাম করতে হয় যে, উনিশ
হাজার ফিট উঁচু আফ্রিকার উচ্চতম
কিলিমাঞ্জারো পর্বত শত শত বার ওঠানমা
করেছে। এক পর্বতারোহী জীবনরকার
জনা এ বছরের নবম মাসে বৃটিশ এম্পায়ার
মেডেল পুরস্কার পাবার পর সেলিম তার
কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছে। শিখরের
প্রায় কাছাকাছি উঠে পড়ে গিয়ে সোকেটির
মাথায় খুঁজি ডেঙে গিয়েছিল। কাজ

চালাবার মতো একটা স্টেচার তৈরী করে
নিরে সেলিম পর্বতারোহী মালবাহকদের
সহায়তায় আহত ব্যক্তিটিকে ব্রিটিশ মাইল
পথ নেমে ডাঙার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

কিলিমাঞ্জারো পর্বতটি পৃথিবীর একটি
আশ্চর্য্যতম বস্তু। আজো স্থানীয়
অধিবাসীদের বিশ্বাস যে, পাহাড়ের চূড়াটি
রূপের, তবে সেলিম জানে যে, সত্যি তা
নয়। পৃথিবীর আদিকালে এক ভীষণ
বিস্ফোরণের ফলে পাহাড়টি উদ্ভূত হয়।
পাহাড়টিতে ওঠায় হৃৎপিণ্ড ও ফলফলে
খুবই চাপ লাগে। লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে
ঐ উনিশ হাজার ফিট উচ্চ নাড়ীর গতি
১২০-১৩০; অথচ শ্বাস পড়ে মিনিটে
পঁচাত্তর বার।

কিংবদন্তী আছে যে, পর্বতটির প্রধান
চূড়া কিশোর হুম্বারবর্ণের নীচে ইষ্ট-ও-
পিমার প্রাচীন শাসকরা কবরিত হয়ে আছে
এবং রাজা সেলিমানের আমলের সম্পত্তি
প্রাপ্তি হয়ে রয়েছে।

*

দুটো পরিচাক খানের টিন ও একটা
ভাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে
গিয়ে একদম উদ্ভাবিত হয় এস আর
এন-১ হোভারক্রাফট-বৃটিশের উদ্ভূত
পরিচাক। পরিচাকের ক্ষেত্রে এই হোভার-
ক্রাফট একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার।
গত ২৫শে জুলাই হোভারক্রাফট স্ট্যান্ড-
বো টেস্ট পাইলট লেঃ কমান্ডার পিটার
ল্যান্ডের পরিচালনাধীন কালে থেকে
ডোডার পক্ষের চ্যান্স ডায়াল ডায়াল করে ৬
ঘণ্টার—এই সময় তার গড়পড়তা গতিবেগ
হয় ১৩ মাইল। প্রসংগত স্বরণ করা যেতে
পারে ৫০ বছর পূর্বে সিক এই সিন্ডি
ট্রেরিতে হার বিমানের প্রথম ইংলিশ চ্যান্সেল
আবিষ্কার করেন।

নিঃসি এস কক্সের আবিষ্কার এই
হোভারক্রাফট যানটি বিমান নয়, কারণ
তার পখা নেই এবং তা কেবল সামনের
দিকেই চলে না; এটি জাহাজও নয়, কারণ
তা লল স্পর্শ না করেই চলে। এটি এক
হিসাবের বিমান ও জাহাজের মাঝামাঝি
একটি যান।

যানটির উদ্ভাবন বীতি সম্পূর্ণ নতুন
ধরনের এবং তা আবিষ্কৃত অন্যান্য যান
থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। উপর ও নীচ
থেকে বাতাসের চাপ সৃষ্টি করে যানটিকে
শালো ভাসিয়ে বাগা হয়। গতি সৃষ্টি
করা হয় দুটি চশমেকণ পাইপের মাধ্যমে
বাতাস প্রবেশ করিয়ে, এই পাইপ দুটি
এয়ার-কন্ডিশনিং ব্যবস্থায় যে ধরনের পাইপ
ব্যবহৃত হয় অনেকটা সেট ধরনের। এই
বাতাস যোগায় এস আর এন-এর ক্ষেত্রে
৪৩৫ অবশিষ্টসম্পদ এলিসিস সিওনাইডস
এঞ্জিনচালিত একটা যান।



পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার শরৎকালীন
অধিবেশনের প্রথম দিন কমিউনিস্ট
ও কংগ্রেস সদস্যদের কেহ কেহ মার্ক
পরস্পর পরস্পরে গারে জুতা ছুঁড়িয়াছেন।
বিশ্বনাথের একটি অসমর্থিত সংবাদ



उभयतः करारा वसिष्ठम्—“श्वसतां वीर्यं
एकौ, वृक्षस्यैव आश्रयः, रात्रौ नमिष्ये एतेभ्यः
जन्तुभ्यः आकाशस्यैव साक्ष्यं कुरु तेषां धनः
इत्येव भवत्यस्य” निरालम्बः प्राचीन शिवस्य
साक्षात्पश्यतः कथम् ?”

তা	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	অষ্টমোঃ অধ্যায়ঃ	সাত্ত্বিক
	নিরস্বর্গিকভাষ্য	স্বাতন্ত্র্য	স্বকাম্যে
সংগৃহীত হইয়াছেন—এককঃ স্বাক্ষর করায়			



এক দাঃ শ্রুতিগত ক্রান্তি কালের
হিসেব—এক অক্ষর শব্দভাণ্ডার।

মঃ হুজুত্‌ত্বের সঙ্গে এরকম তাগাতের প্রকাশের বদলে শরিয়তম যে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কোন কথা বলেন নাই, তবে জানিত্যহেন। আমদের সত্যিক সাংবাদী বাঙ্গালেন—“এই হারিস অর্থাৎ কী, তা নিজে সাংবাদিকদের মাধ্যমে জানাবরকম গণতন্ত্রে চলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঠিক কোন সিদ্ধান্ত পেইছতে না পেরে কেহ সিংগলেন—হারিস যেরে কোঁসে হরি তবু হারু, হারু, হারু—আবার কেহ সিংগলেন। কোন ভুল নাইচা নাইচা মুঠক হারিস চাইসা হারু।”

মি সেন কুশেভকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন হাইল যন্ত্রাংশের কী দোখতে তাঁহার খুব ভালো লাগিয়াছে—তখন তিনি উত্তরে জানাইয়াছেন—“পন্নী অংশ”। তাঁহার আর কী কী দোখতে ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন—“আমার স্বামী

દ્રોણ-વાસ

যা যা দেখতে চান আমি তা-ই দেখতে ইচ্ছা করি।" বিশ্বখুড়ো বললেন—“কথটা কি তিনি শব্দাশীর অনুগামীরা গৃহিণী হিসেবে বলেছেন, যা অনুরাগে প্রাটেক্স-এর রঙ মিশিয়ে বলেছেন তা কিন্তু ঠিক বোঝা গেছে না”।

সঃ জলসেড হাউটে গিরা জনৈক কোটিপতি প্রবাক্তকের সংগ দেখা ও কথা কাটাকাটি করিয়াছেন। আরাদের এক কিশোর সহযোগী বসিলেন—“হেতাকর তোকা হে! এত বড় ‘চামন’ ঘাটি ক’র দিলক। আর জলসেড চামন কি চাটুখানি কথা!”

প্র বিবন্ধ। দ্বিতীয় দীক্ষক হোমেন। দ্বিতীয়-
পাণ্ডা ঘোষণা করিয়াছেন—আমাদের
মাতৃভূমি ভারতের জন্য অপারের উপস্থিতি
স্বাভাবিক নয়। শাসনসূত্র বলিল—“এই
ঘোষণার পর ঘোষণা দেয় প্রথম মাসের। কি
আর সম্ভবত্বান সার প্রিয়দেব।”

কে শ্রীযুক্ত খানসামা শ্রীকান্ত দত্ত বসিহাউস
 হে. বসিহাউস ৫০ নং টাউন ওয়ার্ড
 খানসামা ডাকঘর হস্তান্তর করার জন্য লুকার্ণ
 সরকারকে আবেদন করে গিয়ে। তিনি
 বসিহাউস, ইহা আদালত ব্যাংকের হাট
 নাক্ত করিয়ে। —বিক্রয় ওভারদুফারের
 নগণ্যের নী হার, তা তিনি বলেন নি—
 বলেন বিবাহ দাত।

জৈন পুণ্যস্থল বর্ণিত—জাফ-
 পুণ্ড্রিক উভয়ই নৃপতির হস্ত
 মণি বহু। যাক জানে পুণ্ড্রিকের হস্ত
 উভয়ই স্বাক্ষর পুণ্ড্রিকের স্বাক্ষর নষ্ট।
 —“পুণ্ড্রিকের স্বাক্ষর চমক পুণ্ড্রিক
 স্বাক্ষরিত হস্ত মণি। নিজের স্বাক্ষর
 বিবির স্বাক্ষর—স্বাক্ষর স্বাক্ষর।

এক সংবাদে শহীদসম্মান লাভের চুক্তি
সংবাদেই ভিত্তি। ইরাক সরকার
এই চুক্তির ফলে কয়েকজন পাণ্ডাকে বণ্টন
প্রদানের অভিশাপে অভিযুক্ত করিয়াছেন,
কিন্তু ভোক্তাবর্গ তাহাদেরই একজন।
সংবাদে প্রকাশ, সামরিক আগন্তুক
হোদারাবাদি ছাত্রদের অনুরোধিতাই
কিছুতে তাহার ফাঁসির আদেশ হইয়াছে।
কিন্তু সহযোগী প্রদান করিলেন—ক' মাসের
ফাঁসী, তা'কি সংবাদে বলা হইবে!!

জৈনক মিশনারি ন্যাক জিভের ডোকে
 দেখিয়েছেন সিড-সীর উপর কিরা
 সম্প্রতি একটি "উত্তম পিঁয়ূজ" উদ্ভাৱ
 গিয়াছে। পিঁয়ূজ চারটি, রসমাখাণ্ডিত
 ছিল। আর শব্দ তাই নয়, হাতছানি গিলে
 সেই মানবদের একজন ন্যাক আবার হাত-
 ছানি কিরা সাজা দিরাছে। —"বোধ হয়
 তার অর্থ—দেখা হবে ছানিভালার, বলে
 গেল ইশারার!"

পূর্ব পাকিস্তানের মারায়ণগঞ্জে একটি
লাইব্রেরী নাকি জম্মার আশ্রয়
পরিণত হইয়াছে। শ্যামলাল বর্মান—



"বইর এত পাতা নিয়ে কে হাথা ধামায়, তার
চেহে "ভিতপাতি" বা "আটপাতি" অনেক
দুঃখ"।

যা মাতে “কন্ট্রোল স্টাম্প” প্রচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। —“গাছে চড়ে ফটকেন থেলা দেখার স্টাম্প চালু করা যায় কিনা তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার আই এফ এ কম্প্লেক্সের সংগে পরামর্শ করে দেখিবেন”— বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

সে। বিদ্যে বিজ্ঞানই সমুদ্রের গভীর
তলদেশেই হইয়া সমুদ্রের অভিমানে
বাহির হইয়াছেন। — হাঁসের অভিমানে হরত
সমুদ্রাশ্রিত হবে। কিন্তু যে-হইয়া পূর্ণ-
চাঁদের মাহাত্ম সমুদ্র উত্থা হইবে ওঠে তার
সমুদ্র হরত আর কোনদিনই মিলবে না। —
মহত্ব করিলেন বিশাখাডা।



আলোকে
সর্বদা কাছাকাছি থাকো
এটি শুধু ১১ ক্র রোলপোল্ড গহনা
হস্তে ও স্থায়ীতে অভুলনীয়
দ্যারাণী ১০ বৎসর
ক্যাটালগ ফ্রী
ইন্ডিয়ান রোলপোল্ড ফো;
১৯০ বহুবার ফ্রী, লিন ১১

রবীন্দ্রচর্চা

রাবিজীর্থে—অসিত হালদার। পরিবেশক—
পাইওনিয়ার বুক কোং, ১৮, শ্যামাচরণ দে
স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম—৫০

রবীন্দ্র-সাহিত্যই শব্দ নয়, রবীন্দ্র-
জীবনও আমাদের কাছে এক অনন্ত
বিস্ময়। সুদীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ
কেবলমাত্র কবি-সাহিত্যিকই নন—বিভিন্ন
বাক্যে বাক্যে তার কত বিচিত্র রূপ! এমন
মহিমাময় জীবনকে তার স্বরূপে ধরে রাখা,
কোনো বাহ্যিক, একজন লেখকের পক্ষে
সম্ভবই নয়। তাই বৃহৎ 'রবীন্দ্র-জীবন'
আমাদের যা দিয়েছে, আমরা তার চেয়েও
বেশী কিছু চাই এবং এখন পর্যন্ত এই
একটি জীবনকে অবলম্বন করে বাঙালি

সাহিত্য খানিকটা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠারও
সুযোগ পেয়েছে। তথাপি রবীন্দ্রনাথ
সম্বন্ধে এখনও বোধ হয় অনেক কিছুই
জানার বাকী আছে।

প্রখ্যাত শিল্পী অসিত হালদার শব্দই
যে রবীন্দ্র-সামগ্রী লালিত হওয়ার সুযোগ
পেয়েছিলেন তাই নয়, বাস্তবতাবোধে তিনি

দুস্তক পরিচয়

এই মহান পুরুষের সত্ত্বা আত্মীয়তাসত্ত্বেও
আবশ্য ছিলেন। সুতরাং শিল্পকাল থেকে
তিনি রবীন্দ্রনাথকে এবং তার পরিপার্শ্বকে
এমন নির্ভর্য্যে দেখতে পেয়েছিলেন, যা
কিছু লোকের ভাগ্যই জুটেছে। একটু
দেখতে হলেও লেখক যে তার সেই
পরিচয়কে আমাদের কাছে খুলে ধরেছেন,
তার জন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার
যোগ্য। এই গ্রন্থ থেকে কৌতূহলী পাঠক
রবীন্দ্রনাথের বাস্তব জীবন সম্পর্কে
অনেক কিছুই জানতে পারবেন সন্দেহ কি,
কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, রবীন্দ্র জীবনের
স্বাভাবিক গতিও যেন লেখকের দেখার
গুণে এখানে অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে ধরা
পড়েছে। এ বইটি থেকে পাঠকদের বোধ
হয় সেইটাই আসল সত্য।

কিন্তু এখানে শিল্পী শব্দ, ভাবের পরে
ভাব একেছেন। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রতি
মানসযোগ দেন নি। সাহিত্য-সৃষ্টির উপরন্তু
বিস্ময়বস্তুর পেছনে কেন যে লেখক ভাবার
প্রতি এমন উদাসীন থাকতে পারেন তা
জানলে আশ্চর্য হতে হয়। ৭২।৫৯

অনুবাদ

কালিদাসের শব্দভাষা—অনুবাদক—শব্দ-
ভাষা—বিশ্বনাথ। প্রকাশক—চিরায়ত
সাহিত্য, ১৬-এম ডায়মন্ড রোড, কলিকাতা
১৯। দাম ৫-৭৫ নয়া পয়সা।

কালিদাসের শব্দভাষার পরিচয় ভারত-
বর্ষের পাঠকদের কাছে নিঃপ্রাণন।
পুণ্ডিতের বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ
হয়েছে। কালিদাসের রচনাবলীর পঞ্চমুখ
তার প্রশংসা করেছেন, এ সংগ্রহ সত্য সত্য-
অনবিস্ময়। শব্দভাষা ভাষায় শব্দভাষা
কালিদাসকে যতদূরই জিজ্ঞাসিত করেছেন।
কিন্তু আধুনিক বাংলা ভাষায় তার একটি
নির্ভরযোগ্য অনুবাদের সন্নিবিষ্ট প্রয়োজন
ছিল। শব্দভাষা ভাষায় তার আভাস
পূরণ করলেন। অনুবাদ সফল হলেও
যতদূর হয় না একেবারে মারাত্মক কথা-
বাতার আমোদ এখানেও এসে পড়েছে পাঠ-
কাত্মক কথাগুলো। তার ফলে অবশ্য
অনেক নাটকীয় মন্তব্য হালকা হাওয়ায়
ভেসে গেছে। প্রয়োজনমতো আরও একটি
গাম্ভীর্য বলায় রাখলে অনুবাদক ভয়তো
ভালো করতেন। অনুবাদের চিত্রও
প্রাথমিকতার তার সম্পত্তি। শব্দভাষা
সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব তিনি কথার
জোহান সিতে চেষ্টা করেছেন এ গ্রন্থে।
বিশেষ করে এই কারণেও এই গ্রন্থটি
বাঙালী পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে।
এ-সংগ্রহে 'বর্ণ' ও 'এক বর্ণ' করে একটি
প্রাচীন ভবিষ্যৎ করে প্রকাশক বইটির আং-
সাজা নিখুঁত করেছেন। শিল্পী গোপাল
ঘোষের আঁকা প্রচ্ছদপট ইংগিতপূর্ণ এবং
সুন্দর। ৭৬।৫৯

উপহারের ও পাঠাগারের যোগ্য পুস্তক

জাতিস্মরণ-কথা

শ্রীসুদীর্ঘচন্দ্র বসু, প্রণীত

এই গ্রন্থের গ্রন্থ বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। কল্যাণের যে সত্য ও
মুহুর্তই যে বৃহত্তর জীবনের স্থান, তাহার প্রত্যেক প্রমাণ মানবের জাতিস্মরণের পূর্ব-
পূর্ব জীবনের বিস্ময়কর স্মৃতির যথাস্থ বিবরণ পাঠে। মুদ্রা ৫-৭৫ ন. প।

প্রাপ্তিস্থানঃ—সংসঙ্গ পার্শ্বাংশ হাউস, দেওঘর।

ডি. এম. লাইব্রেরী ১১নং কল্যাণিস্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

কাহির হইয়াছে

কাহির হইয়াছে

ডক্টর সুধীরকুমার নন্দীর

নন্দনতত্ত্ব

একথা স্বীকার্য যে এ-দেশে নন্দনতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনা বিরল।
যে মনননিষ্ঠা এবং বিশ্লেষণী প্রয়াসের একাগ্রতা থাকিলে এই প্রণেতার
আলোচনা করা যায় তাহার অসম্ভাব যে একেবারে এ দেশে ঘটে নাই তাহার
প্রকৃষ্ট উদাহরণ ডক্টর নন্দীর গ্রন্থখানি। শিশুদের প্রকৃতি-চারিত্র্য সম্পর্কে
এই গ্রন্থের সুনিপুণ আলোচনা কলারাসিক ও বিদগ্ধজনের আনন্দ বর্ধন
করিবে। রোমা রান্নো, হেগেল, ভরত এবং অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ এদেশীয়
এবং ওদেশীয় শিল্পী এবং নন্দনতত্ত্বের নন্দনতত্ত্বের আলোচনার
গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ।

পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন কেন্দ্রীয় কৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা
গুরুত্বালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর।

মূল্য ৫. (পাঁচ) টাকা মাত্র

প্রকাশক :

প্রকাশ মন্দির

৩ কলকাতা
কলিকাতা-৯

ছোট গল্প

বিয়ের প্রথ বউ—শিবরাম চক্রবর্তী।
কথামালা প্রকাশনী, ১৮এ, কলেজ স্ট্রীট
মার্কেট, কলিকাতা—১২। মূল্য দু' টাকা
পাঁচাত্তর নয় পয়সা।

এগারোটি গল্পের সংকলন। শিবরাম
চক্রবর্তীর পূর্বকৃতি এই এগারোটি
গল্পের মধ্যে অব্যাহত। তার নিপুণ
ব্যঙ্গ-বিন্যাস তার যমক ও অনুপ্রাসের
স্বন্দয়কর প্রচুর উজ্জ্বল। এই গল্প-
গল্পিতে সেই বৈশিষ্ট্য অক্ষর এবং বহু-
বর্ণনামিত। এই সংকলনের আরেকটি
বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। দুর্ভাগ্যবশত
এইসব গল্প ছোট গল্পের নিয়ম অনুসারে
ছোট এবং গল্প। নিরবচ্ছিন্ন এবং পরিণতি-
মিতর। উচ্চৈঃ অথচ পরিপূর্ণ হাস্যরস-
রচনায় শিবরাম চক্রবর্তী বর্তমানে অন্যতম
অগ্রণী লেখক। সেই ক্ষমতা এগারোটি
গল্পের অনেকগুলি গল্পেই প্রদর্শিত।

একবারে বাব্বিস্তর ও বক্সস্বয়ং

“সাকার”

সাঁলসরজন সেন

মূল্য দু' টাকা নয় পয়সা

কথামালা প্রকাশনী, ১৮ শাখাচল স্ট্রীট
কলিকাতা।

এই অনন্য পুস্তক নির্দেশ করে The
Profile Series যুক্ত ও Educational
pamphlet series Hist of Psycho-
logy, world literature & Belgson
এইসব কলিকাতা, দিল্লী ও কলকাতার
প্রধান পুস্তকালয় প্রাপ্য।

(এম ও ১৭১)

প্রতিশব্দ কোষ

(যন্ত্রস্বা)

গ্রীষ্মবৈশ্বনাথ সিংহ কতৃক
সংকলিত

বাঙলা Synonym এর সব্ববিধ সংগ্রহ।
এই কোষখানি ছাপা হইলে পর্যায়
(Synonym) শব্দ খুঁজবার জন্য
কোনোও বস্তু পাঠে হইবে না। বাঙলা
আভাষনের প্রতিবাক্য একটি মস্ত অভাব
দূর হইবে। গ্রীষ্মবৈশ্বনাথ সিংহ কতৃক। ১৬ই
জুন, ১৯৩৮।

কথার মতো কথা

গ্রীষ্মবৈশ্বনাথ সিংহ কতৃক
সংগৃহীত বাঙলায় সব্বপ্রথম
কোশেনের অভিধান।

(সি ১৪৩৮)

জনা এই বইখানি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে,
একথা বলা বাহুল্য। এ দুয়ের আড়ালে
যে-টারইয়ের সমস্যা, হাস্যরসিক প্রায়শই
সেই সমস্যাটি বিচিত্র উপায়ে সহজ করে
তোলেন। এখানেও লেখকের সেই সাবলীল
দক্ষতা ফুটে উঠছে। কিন্তু এ বইয়ের
নাম-কাহিনীতে নিহিত অথচ অতিক্রান্ত
কার্যের যে মমস্পর্শী ইঙ্গিতটি আছে,
তা কি সহস্র পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে
যাবে? লেখক কি তার পরবর্তী রচনার
প্রবাহে প্রচ্ছন্ন বেদনাকে হাস্যরসের আরো
সম্মিষ্ট করে তুলবেন না?

(১৯৩৫)

ময়নামতীর দাঁঘ—গ্রীষ্মবৈশ্বনাথ
কবিতা ভবন, আমল, হাওড়া, মূল্য—১।
রচিত্রী রচিত কাব্যে ছাপা সাতটি
গল্পের সমষ্টি। ময়নামতীর দাঁঘ
গল্পটিতে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতের
আশায় বিয়ে করলেন ময়নাকো। ময়নাকো
সন্তানও হল বেশ কিছুদিন পর। কিন্তু
সে সন্তানের মৃত্যুকৃত হল ময়নাকো পুত্র-
প্রেমিক প্রভাতের মত। অথচ বিয়ের পর
কিছুদিনের মধ্যে প্রভাতের দেখাই হয়নি।
এই শোকের মধ্যে সে দীর্ঘদিনে আত্মহত্যা
করে। এই গল্পের কোথাও মনস্তাত্ত্বিক
বিশ্লেষণ নেই এবং প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন
পড়তে হয় না। অন্যান্য গল্পগুলির মত
অন্য এক দাঁঘ। বাংলা গল্পসাহিত্যের
অন্য এক দাঁঘ। দেখা দেয় যে, এ
ধরনের গল্পগ্রন্থকে প্রগ্রহ দিতে হবে।

১৯৩৫

ভ্রমণ কাহিনী

সুন্দরী কাশ্মীর—গ্রীষ্মবৈশ্বনাথ
১. হিরিকী বসন্ত সেন, কলিকাতা ৬
২. হিরিকী বসন্ত সেন, কলিকাতা ৬
৩. হিরিকী বসন্ত সেন, কলিকাতা ৬
৪. হিরিকী বসন্ত সেন, কলিকাতা ৬
৫. হিরিকী বসন্ত সেন, কলিকাতা ৬
৬. হিরিকী বসন্ত সেন, কলিকাতা ৬
৭. হিরিকী বসন্ত সেন, কলিকাতা ৬
৮. হিরিকী বসন্ত সেন, কলিকাতা ৬
৯. হিরিকী বসন্ত সেন, কলিকাতা ৬
১০. হিরিকী বসন্ত সেন, কলিকাতা ৬

১৯৩৫

তুষারতীর্থে—গ্রীষ্মবৈশ্বনাথ চৌধুরী।
গ্রীষ্মবৈশ্বনাথ, ৬-এ, সাধু তারাচরণ রোড,
কলকাতা—২৬। দাম তিন টাকা।

লেখক তারামঠের সাধুবাবা এবং অপর
এক সম্ভ্রান্তার সাথে প্রায় চৌদ্দ বছর আগে
কাশ্মীরের তুষারতীর্থে অমরনাথ দর্শনে
গিয়েছিলেন—কাশ্মীরের কথা, সেই তীর্থ-
যাত্রার কাহিনী এবং বিশেষ করে তুষারতীর্থে
অমরনাথ যাত্রার রোমাঞ্চকর বিবরণ লেখক

রসাকর পরিচালিত

ডাবপিটেদের আসর

জলপাইগুড়ি, পাঃ বঙ্গ।
প্রাপ্যে ৫ম বর্ষ পড়েছে।
কিশোর কিশোরীদের সহায়তার সম্পাদিত
একমাত্র পত্রিকা।
দিনের হাব বাঁধ করা হয় নাই।
সভাসভা—৩০, প্রাপ্য—৮।
১৫ নয়া পয়সার ডাক টিকিট পাঠালে
মিয়ামলী ও আবদুল কাউ পাঠান হয়।

(এম ও ১৬৩)

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিজয়ী

মৌমাছির

বহিন ছবি ও গল্পের বই

১. চেঙা-বেঙা

২. নাকাল-নেংটি

৩. ঢালক-বোক

শিশু সাহিত্য সংসদ

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

বর্তমান গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন। শ্বিতীর বিশ্ববৃক্ষের শট্টাখিতে লেখক কাম্মীর দর্শন করেছিলেন। বর্তমানের মতো পাঠানকোট দিয়ে যাবার ব্যবস্থা তখন ছিল না—তিনি রাওয়ালপিন্ড থেকে মুরী হয়ে কাম্মীর প্রবেশ করেছিলেন, সে পথটা এখন অবাধা পাকিস্থানী এলাকায়ে। সেদিনের কাম্মীর আর আভকের কাম্মীর চোয়ারাম রাজনীতিগত প্রভেদ থাকলেও নিসর্গ চেতনায় তার আরেদন চিরন্তন। এবং বুঝার-দেবতা অমরনাথ তার বিশিষ্ট মহিমায় যে কারণে আজও লক্ষ লক্ষ তুচ্ছ হাতছান দিয়ে আহ্বান করে সেই লৌকিক কাহিনীও লেখকের বক্তব্যে একটি বিশেষ রূপ ধারণ করেছে। লেখকের বসবার রীতিটি মন্দ নয়, তবে সহযাত্রীদের একেবারে তুচ্ছাতিতুচ্ছ সংলাপ ভ্রমণ-কাহিনীর আমেজটিকে অত্যন্ত ক্ষান্তগ্রস্ত করেছে। ধর্মশিপাস, ব্যক্তিগণ 'তুহারতীখ' পাঠ করে আনন্দ পাবেন। গ্রন্থের ভেতরকার আলোকচিত্রগুলি অত্যন্ত সাধারণ, কোনো আকর্ষণ নেই বলা যেতে পারে।

২৭৮।৫৯

উপন্যাস

একটি স্বাক্ষর—রামপদ মথোপাধ্যায় প্রণীত। এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, এন, কলকাতা স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

এক দিকে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির নামে লক্ষ্যহীন আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা, অন্য দিকে সমস্ত বাধানিষেধের গণ্ডি ভাঙিয়া স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন—এই দুই দিকের টানে আমাদের সমাজ-জীবন প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে। শান্তিতে চিত্তের সংস্থাপিত আমরা পাইতেছি না। এই অবস্থা আমাদের পারিবারিক জীবনের উপর নিম্নম এবং নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিতেছে। রামপদ-বাবু আলোচ্য উপন্যাসখানিতে আমাদের বর্তমান পারিবারিক প্রতিবেশের বেদনাময় একটি আলোচ্য উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাহার মতে আমাদের এই সমস্যার মূলে রহিয়াছে অহঙ্কার। ব্যক্তিগত বিচারকে আমরা বড় করিয়া দেখিতেছি। ইহার ফলে তরুণ-তরুণীদের চিত্তে পরিস্ফীতি জাগিতেছে এবং জীবনে তাহারা সংগতি

পাইতেছে না। সমাজ সৌষ্ঠবহীন হইয়া পড়িতেছে। মনুজ ও উর্মিলা, তাহাদের ছেলেমেয়েদের জীবনকে আদর্শনিদ্যারী গঠন করিবেন, ইহাই ছিল তাহাদের কল্পনা। কিন্তু উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া তাহারা কেহ বিশেষ গিয়া সাহেব বনিল, কেহ বা সিনেমা আর্টিস্ট হইবার মোহে জীবনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিল। ছোট হইয়া তাহারা কেহই থাকিতে চায় না। কিন্তু জীবনের মৌলিক ভিত্তি যে চারশতক, তাহা হারাইলে বড় হওয়া যায় কি? পরিণতি পরিতাপজনক হইয়া দাঁড়ায়। নিজের সুখ প্রধান হইলেও অন্যের বেদনাত্ত উপেক্ষাব নয়। কিন্তু বহুতর বেদনা আমাদের সমাজকে উজ্জীবিত করিতে পারিতেছে না। আমরা নিজে নিজেদের সুখই শাখা খুঁজিতেছি। মানুষের চিত্তবিস্তার এখানে পরিস্ফীতি নাই। এই বিষয় জুড়িয়া আছে এক অনন্ত জীবন—আনন্দময় জীবন, তাকে সম্পূর্ণ করিতে না পারিলে আমরা সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, কতকটা নীতি, প্রেম কিছুই লাভ করিতে পারিব না। দম্বরের প্রতি বিশ্ববাস, জীবনের মূলে এই সত্য উপলব্ধ যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে মহৎ জীবনের আশ্রয়ে আমাদের জীবনের মূলে দেবর সংঘম সৌষ্ঠব জাগ্রত করিতে হইবে। গ্রন্থকার ঠিকতায় নৈব এবং ত্রীত্রীয়ারমক্ক পরমহংস দেবের জীবনকে আমাদের সমাজ-জীবনের সংগতি এবং নৈতিক সংগতির আদর্শরূপে আমাদের দর্শিতে উন্মুক্ত করিয়াছেন। রামপদবাবু আলোচ্য উপন্যাসখানি বর্তমান সমাজে সত্য, চেতনার জগরণে বিশেষভাবে সাধা করা যাবে। পাঠক পাঠকগণ এই পাঠকখানিতে চিত্তের অনেক কিছু, খোঁজ পাইবেন। ছাপা, বঁধাই এবং বাক্য সুন্দর।

২৫৮।৫৯

শারদী সৌমপ্রকাশ

॥ আজই প্রকাশিত হোল ॥

গ্রন্থক : সিন্ধু ঘোষ, দেবব্রত মথোপাধ্যায়, তবানী মথোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, দেবকুমারবসু, শশীপতি ভট্টাচার্য, কালীকঙ্কর ভট্টাচার্য, কালিদাস দত্ত, অমরনাথ ভট্টাচার্য, অশোক ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন বসু, সুশীল ভট্টাচার্য।

গল্প : অমরেন্দ্র ঘোষ, সত্য বাদা, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, মণ্ডুকমার ভট্টাচার্য, বিক্র, চন্দ্রকী, সঞ্জয়।

কবিতা : বিমলচন্দ্র ঘোষ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, কুশল মিত্র, সুশীলকুমার গুপ্ত, অমিত্র ভট্টাচার্য, দুর্গাদাস সর্বাঙ্গ, পুষ্প পট্টক, নিশাণ মিত্র, শচীন দত্ত, অমলেন্দু দত্ত, অনাথ মথোপাধ্যায়, বরেন চৌধুরী, মণাল মথোপাধ্যায়, শিশুা ঘোষ।

লেখক : নন্দলাল বসু, সুভাষ সিংহ রায়, চার, খান। প্রচ্ছদ : দেবব্রত মথোপাধ্যায়।

১। মাম : এক টাকা। ২। লক্ষণী, কায়ীপার, ২৬ পরগণা।

(স ৯৬৩২)

শারদীয় গণবাতা

আলোচনা-সংকলন : ভারতবর্ষ কি সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ?

সুচেতা কৃপালানী এম পি (কংগ্রেস), রোহিত দাভে এম পি (পি-এস-পি),

বি. টি. রণদিত্তে (কম্যুনিস্ট পার্টি), মাখন পাল (আর-এস-পি)।

গ্রন্থক : জে. বি. এস. হলডেন, প্রশান্তচন্দ্র মহলানাবিশ, চৌধুরী, ডা. আর. দেশাই, বি. প্রাণচৌধুরী, বিনয় ঘোষ, চিত্তরঞ্জন ধর্মোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, পল্লকেশ দে সরকার, অরবিন্দ পোসদার।

উপন্যাস : অমিয়কৃষ্ণ মজুমদার।

গল্প : সত্যপ্রিয় ঘোষ, রবি সেন, বোলেন্দ্র প্রসাদ।

কবিতা : প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং আরো অনেক।

সম্পাদক : বৃন্দেব ভট্টাচার্য

মূল্য আড়াই টাকা

মহানগর দিন প্রকাশিত হলো

গণবাতা,

৩৭, রিপন স্ট্রীট, কলিকাতা-১০।

(স-৯৬৩৩)

প্রেমতারা—মহানগর ভট্টাচার্য। এম পি সরকার আশ্রিত সঙ্গ (প্রভ) লিমিটেড।

কলিকাতা ১২। মূল্য ৪।

আলোচ্য উপন্যাসটিতে সাক্ষীদের মানুসেরাই এর নাযক নাযিকা। যদিও নাযিকা প্রেমতারার নামেই উপন্যাসটি লিখিত। আসলে তাই একবার কথাই বড় হয়ে উঠে নি। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাচ্ছি অজস্র টবির—যারা খেলা দেখায়, লোককে আনন্দ দেয়, কিন্তু তাদের আনন্দ বেদনার খবর কেউ রাখে না। তবে কি তাই যত্ন? তা নয় এবং সে কথাই জানতে পারি এই উপন্যাসে। সাক্ষীদের মানুসের একটি খেলা শিখতে সময় লাগে। পনের বছর, অথচ সে খেলা দেখায় সাত-আট বছর। যৌবন গেলেই খেলা ফুরায়। তখন বড় থেকে মাঝারি সাক্ষার। সেখান

প্রমথনাথ বিশী
কেরী সাহেবের
মুজী ৮॥ (৪র্থ
মুদ্রণ)

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
আন্ত ডাগরখা
তোর (২য়
মুদ্রণ) ৭,

আশুতোষ মৃধোপাধ্যায়ের
পঞ্চতপা (২য়
মুদ্রণ) ৬॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
বেলোয়ারী (২য়
মুদ্রণ) ৬॥

রাজশেখর বসু
চলচ্চিত্র ২॥

গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের
অনা শিবির ৩,

কালীন্দ্র ঘটকের
চন্দন-বাঁহ ৫॥

হারিশচন্দ্র শর্মাস্তায়ের
অপকৃপা ৫॥

ভৃগুজাতক ৫,

দেবেশ দাশের
সেই চিরকাল ৩॥

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
চেনামহল ৫॥

রামপদ মৃধোপাধ্যায়ের
জীবন-জাহ্নবী ৬॥

মহাত্মা গান্ধীর
দুটি অম্লনা প্রবন্ধ গ্রন্থ
আমার ধ্যানের ভারত ৩-
ছাত্রদের প্রতি ৪॥

প্রফুল্ল রায়ের
নাগমতী ৫,

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা ১২

বাংলার একমাত্র নির্ভেজাল সাহিত্যগুরু
অভিজাত মাসিক

কথামাহিণী

শারদায়া সংখ্যা পূজোর পূর্বেই প্রকাশিত হইবে
এই সংখ্যায় লিখিয়াছেন :

অবধূত

অমল হোম

আশাপূর্ণা দেবী

আশুতোষ মৃধোপাধ্যায়

উমা দেবী

কালিদাস রায়

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কৃষ্ণধন দে

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

গোপাল ভৌমিক

তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

নরেন্দ্র দেব

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নিশিকান্ত

পরিমল গোস্বামী

প্রমথনাথ বিশী

বনফুল

বাণী রায়

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (ডাঃ)

বিভূতিভূষণ মৃধোপাধ্যায়

মনোজ বসু

মনোজিত বসু

মানবেন্দ্র পাল

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী (ডাঃ)

প্রগনাথ

রাজশেখর বসু

শশিভূষণ দাশগুপ্ত (ডাঃ)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাঃ)

সন্তোষকুমার দে

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সুপ্রমথনাথ ঘোষ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রভূতি

আরও আছে :

ইন্দ্র দুগারের

ত্রিবর্ণ চিত্র

প্রাচীন পটের ছবি

এই সংখ্যার মূল্য ২। গ্রাহকদের অতিরিক্ত লাগিবে না। সত্বে
বার্ষিক মূল্য ৫.৫০ নয়। সাধারণ সংখ্যা ৫০ নয়। পরমা

কার্যালয় : ১০, আমাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৮২



থেকে হস্তান্তর ধারে তাঁরা কোলে বেঁধে, অবশেষে ছেঁড়া কাগজের পাল খাতিয়ে দু'জানার টিকিটে বেঁধে সেখানে। এই তাদের জীবন। সাকাসের লোকদের ইপিঙের হয় না। যে কোন মহাতে মৃত্যু ঘটেছে পায়ে, সাকাস কোম্পানীও দায়ী নয়।

নারীকা প্রেমতারা সাধারণ সমাজের নীতি আদর্শ মানে না, তবু সে বাধা দেয় নাস্তার গোপনিকে, মৃত্যু হতে চায় তার সোলম্প ফল থেকে। মনোহরকে সে ভালবেসেছে, সেই তার স্বামী যদিও তাদের বিবাহ কোন আইনসিদ্ধ ব্যাপার নয়। তারা পরস্পরকে ভালবাসে, আর দলের সবাই তাদের মিলনকে মেনে নিয়েছে অকুণ্ঠিতচিত্তে। তাই তারা স্বামী-স্ত্রীর জীবন গঠন করে। সাকাসের সেরা সম্পদ শাস্ত্রেরই পুঁজি। তাকে বশ করেছে মনোহর। বাকী প্রতি অসীম মমতা—সেই বাদশাই মনোহরকে গ্রহণ করে, অকল্যাণ করে দেয়। উচ্চ আসন থেকে মনোহর নেমে যায় সাধারণ ক্রাউনে। এবার অন্য কাহিনী। প্রেমতারার দুঃসহ জীবন, মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। অবশেষে তাদের জীবনের কী করণ পরিণতি। বিগতবাবনা প্রেমতারা, তার সৌন্দর্য নিরোষিত, আর সে সাকাস-কুইন নয়। এখন সে বিতবাসিনী—জুয়া খেল, গোপনে মদ বিক্রয় করে। তবু মরে নি তার প্রেম। সেজেগুজে প্রায়ই বেড়াতে যায় মনোহরকে নিয়ে। দুজনে ঝগড়া করে, ভালও হয়। কেউ কাউকে ছেঁড় ধকতে পারে না। এই তো মানব-মনের রহস্য।

শাখা প্রেমতারা নয়, ছোট-বড় নানা চরিত্র, বধা—শশী, জামেল, মাসী, লাল-বাবু, কেউবাবু, কিরণ, বিমল, তিরা চন্দনা প্রভৃতি ভিড় করেছে এই উপন্যাসে। ২৬৮।৫৯

পূজাবার্ষিকী

সেবেদেল—দেব সত্যতা কুটীল, ২৯, কামাপুর লেন কলিকাতা—৯ পাঁচ টাকা।
বাঙলা দেশের শিশুদের কাছে দেব-সাহিত্য কুটীরের পূজাবার্ষিকী পরম সমাদরের জিনিস। মন্ত্রণ পারিপাট্যে, অলংকরণ মাধুর্যে এবং রচনা সৌন্দর্যে এই বার্ষিকী প্রতি বৎসরই কিশোরদের মধ্যে মানন্দের সাত জাগিয়ে তোলে। এ বছরের পূজাবার্ষিকী সেবেদেল পূর্বে গৌরব অক্ষরে লেখা বাঙালার স্বরণীয় ও বরণীয় লেখকদের বহু বিচিত্র রচনা বহু বর্ণের চিত্রে সজীবিত হয়ে বৃন্দারতনে প্রকাশিত হয়েছে। বড়বা ছোটদের হাতে এমন একখানি মনোরম গ্রন্থ তুলে দিয়ে সন্মান

আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

বার্ষিক শিশুসাহিত্য। প্রকাশক : বৃন্দাবন ধর আশু সস, ৫ বাঁকম চাটুজো স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, লাম ৪।

বাংলা দেশে শিশু সাহিত্যের সম্ভার নিয়ে একাধিক শারদীয়া পূজা বার্ষিকী প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে বার্ষিক শিশুসাহিত্য অন্যতম। তিনশতাধিক পুস্তক এই সচিত্র সংকলন গ্রন্থে পঁচাত্তরজন লেখকের গল্প-প্রবন্ধ-কাব্যতা আছে, আর আছে বহু ফটো ও ছবি। খ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনাগুণে ও শিশুচিত্র আকর্ষণকারী সাহিত্যিকদের রচনা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এই বার্ষিকী শিশুদের পূজার ছুটির দিনগুলি আনন্দে ভরিয়ে তুলবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মহালায়া ও শে-কোমো উপলবে পরিবেশনযোগ্য
বেতাবের প্রথম অনুষ্ঠান

মহিষমূরমদিনী

২৫টি সংস্কৃত ও বাংলা গানের স্বরলিপি সহ এবং অনুষ্ঠানের নির্দেশাবলীসহ সৌখীন নাট্য-সংস্থা, সংগীত-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সাগ্রহ অনুবোধে প্রকাশিত হইয়াছে

রচনা : স্বরালংকার
বাণীকুমার : পঞ্চক মাল্লিক
মূল্য ৪-৫০ ন প।

প্রাপ্তিস্থান : লালগুপ্ত এন্ড কোং
৫৫/০, বঙ্গেশ্বর স্ট্রীট কলি-১২

(সি ১৬৮০)

—কিশোর সাহিত্য—

ভেরা চ্যাপলিনার

চিড়িয়াখানার

খোকাখুক ৪-০০

অনুবাদ—প্রতিভা লালগুপ্ত

“কলু কানোয়ারদের বাচ্চাদের বন্ধ গল্পের মত মিলি করে বলেছেন। ছোটরা পড়ে আনন্দ পাবে। ফটোচিত্র সংযুক্ত থাকায় বইখানি আরও আকর্ষণীয় হয়েছে।”

—আনন্দবাজার

বড় ডবল ফুলস্কেপ সাইক কাগজে ছাপা। ১১৬ পৃষ্ঠা। পাতার পাতায় রেখা ছবি, উনিশখানা হাফটোন ছবি, সুন্দর তিনরঙা প্রচ্ছদ।

শেফালি নন্দার

গান্ধী

১-০০

ছোটদের জন্য লেখা আনন্দোৎসাহের গল্প।

অজিতকুমার তারণের

ইন্দোচীনের কথা ২-৫০

ইন্দোচীনের অধিবাসীদের সনাক্ত জীবন, তাদের খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে মজার মজার গল্প।

আলেক্সি তলস্তয়ের

নির্কিতার ছেলেবেলা ০-০০

অনুবাদ—প্রশান্ত গুহ

ছোট ছেলের মনের সাধ খেয়ালনা, যে সে সবই সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

সোর্টিনকের

আজব পাখী

২-২৫

অনুবাদ—অমল্যাকাশন দত্ত
সৌরভের কিশোর কিশোরীদের জন্য লেখা বইখুকব বইটি ছোট ছোট গল্পের সংকলন।

মেটাবের

সাহা

০-০০

অনুবাদ—প্রশান্ত গুহ
সৌরভের কিশোরদের শিশুসাহিত্যের কাহিনী।

ভেরা চ্যাপলিনার

পিতা ও পুত্র

২-৭৫

অনুবাদ—শিউলী মজুমদার
শিশুসাহিত্যের বিচিত্র ভাবন।
কল্পনা তার ছোটখাট লেখকদের মত ছোট ছোট
যে ছবি লেখক এঁকেছেন তা অনুবোধ।

—দেশ

প্রিয়ম সোমাসেকরের

বরকের দেশে

আইডিয়াম ১-৭৫

অনুবাদ—শেফালি নন্দা
“মের দেশে সম্বন্ধে বহু কাহিনী সংগ্রহ
রোমাঞ্চকর বই।”

নোসভের

ডিটিয়ার কাণ্ড

২-৫০

অনুবাদ—শেফালি নন্দা
একটি কিশোর উপন্যাস।

পপুলার লাইব্রেরী

১১৫/১১ কন'ওয়ার্লিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

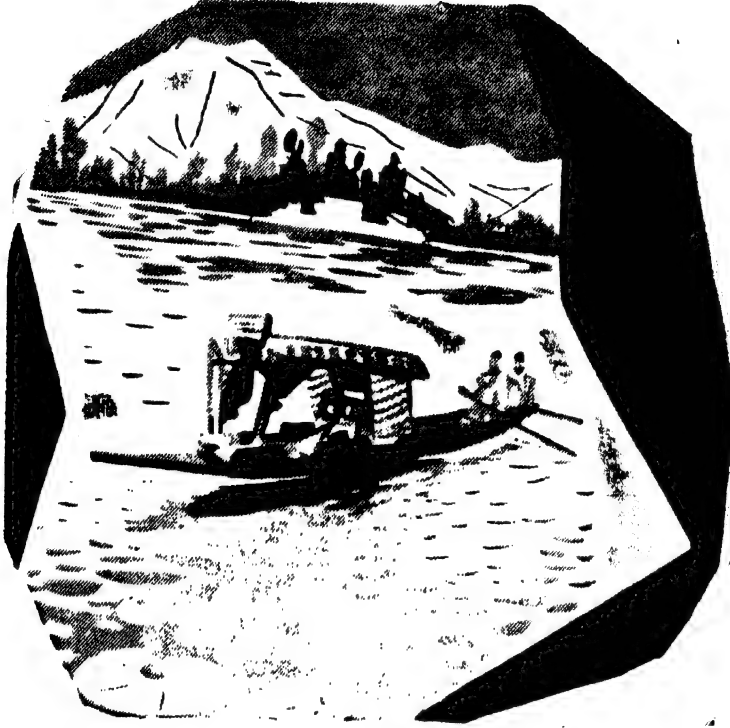
সি ১৫২৬

কন্যা চলে আসে সাপুড়ের জীবনে—চরম
লাঞ্ছনা ও নিদারুণ অবমাননায় মধ্যে—তাই
জানতে পারে গ্রীকান্ত অমরাদির চিঠি পড়ে।
জানতে পারে এই অবমানিতা মানবীর
অন্তর-মহত্ত্ব ও ত্যাগের কথা। কল্যাণগিনী
বলে সমাজ ঘর কপালে একে দিয়েছে
কলঙ্ক-টীকা, তার সিঁথির সিঁদুরেই যে

সত্যীত্বের মহিমা অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে
প্রকাশ পেয়েছে এই অবজ্ঞাত সত্যের
বেদনালব্ধ উপলব্ধিই গ্রীকান্তের জীবনে
অমরাদির সব চাইতে বড় দান হয়ে থাকে।

মহৎ সাহিত্যের মর্মমূলে সহজ, স্বচ্ছন্দ
প্রবেশের গৃহ্যপথটি সুস্বাদু রসবোধের মধ্য
দিয়ে ছায়াছবির খে পরিচালক অনায়াসে

আবিষ্কার করে নিতে পারেন, তার সৃষ্টি
দর্শকদের নিমেষে আবিষ্ট করে রাখার
ক্ষমতা রাখে। পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য
এ-ছবিতে সে অনিন্দ্য রস-চেতনার পরিচয়
দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের অপূর্ণ উপাখ্যানের
মর্মরস ছবিটিতে আবেগমধুর রূপ নিয়েছে
সুপ্রতিষ্ঠ চিত্রনাট্যের বাকি বাকি। ক্ল্যাশ-



শরৎকালীন ছুটি কাশ্মীরে গিয়ে উপভোগ করুন

বর্ষার জলে ঘোষা কাশ্মীর উপত্যকা এখন নতুন সম্ভার সজ্জিত
হয়েছে। নিনগালি এখন পরিষ্কার ও উজ্জ্বল, রাইগোলিতে আছে চমৎকার
একটা শীতের আমেজ।

শ্রীনগরে এসে আরামপ্রদ হাউসবোটে থাকুন এবং প্রশান্ত ডাল হুদের
স্বচ্ছ নীল জলে ঘুরে বেড়ান। গলমার্গে পাখিবার সুন্দরতম গল্‌ফ কোর্সে
গল্‌ফ খেলুন, আচ্ছাদন ও কোকরানাগের পাহাড় নদীগুলিতে মাছ ধরুন,
পহলগামের অভুলনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করুন।

পরিষ্কার বক বকে রাস্তা, সস্তা পরিবহন, রসাল ফল—সুপ্তদায়ক
আহার—অনার্জব আনন্দ—সব বিছুর প্রার্থ্য, আপনার

কাশ্মীর

বিশেষ বিবরণের জন্য আপনার
নিকটবর্তী ট্যুরিস্ট অফিসে যোগ
করুন অথবা নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:
ডাইরেক্টর অব ট্যুরিজম
কাশ্মীর গভর্নমেন্ট
শ্রীনগর।

ভ্রমণকে সুখসম্পন্ন করে তুলবে
DA-59/199



শ্রীমতী পিকচার্সের সবতম অবদান "ইন্সনাথ শ্রীকান্ত ও অন্নদাশিস"-র প্রকটি দৃশ্য।
অন্নদাশিস ও শাহজাদী কুমিকার স্বাক্ষর কানন দেবী ও বিকাশ রায়

ম্যাকে অন্নদাশিসের জীবনের করণ ইতিহাস
ছবিতে সুন্দর বসবোধ ও কম্পনার মধ্য দিয়ে
ফটোটি তোলা হয়েছে। এই অংশের
অতিবিক্ত সংলাপগুলিও সার্থকভাবে
মণ্ডিত। কাহিনীর নাট্যপরিণতিতে চিত্র-
নাট্যকার-পরিচালক শরৎচন্দ্রের অসামান্য
সার্থিতাকর্মের মূল বস ও সূত্রের সঙ্গে
দর্শকদের যথাসম্ভব পরিচয় ঘটিয়ে
দিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে এক বিরল

রসাবাদনের আয়োজন। শরৎ-সাহিত্যের এই
আধানতলে কিশোর প্রণয়প্রাচুর্যের যে মর্মমী
রূপ প্রকাশ পেয়েছে, পরিচালক চলচ্চিত্রশটে
তাও সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন।
নয়নাভির মর্ম বহির্দৃশ্যশটে ইন্সনাথ ও
শ্রীকান্তের বাতাইন, ভয়হীন দৃষ্টির
অভিযানের চিত্রাঙ্গ মনোরম। জীবন্ত সাপ
নিষে ইন্সনাথ ও শাহজাদীর যে খেলা ও
সাহসিকতা দেখানো হয়েছে বাঙালি ছবিতে
তা অদ্বিতীয়।

ছবি শেষ হবার পর মেজদারকে নিয়ে
কয়েকটি দৃশ্য অপ্রয়োজনীয়ভাবে দীর্ঘায়িত।
নকল বাহু মেজদার ভাষায় 'বহাল বেগল
টাইগার' নিয়ে হাস সন্তোরের ঘটনাটিও
আশানুরূপ কৌতুকজনক হয়ে উঠতে
পারে নি। ছোটখাটো এরকম দৃশ্যকটি
ট্রেট বাদ দিলে ছবিটি সার্মগ্রকভাবে
সুবিমলমত ও পরিচ্ছন্ন।

শরৎ-কাহিনীর বালক শ্রীকান্ত ও অন্নদাশিস
যেন সত্য সাহিত্য-পরিচয় নিয়ে এ-ছবিতে
উপস্থিত হয়েছে। এর জন্যে এই দুই
চরিত্রের শিক্ষণীয় অনিন্দ্যসুন্দর অতিনয়
অতিনন্দনযোগ্য। শ্রীকান্তের চরিত্রটির
মূল ভাব, তার অপার কৌতুহল, অন্নদাশিস
জনা গভীর মমতা নবাবত কিশোর শিক্ষণীয়
সজল ঘোষ স্বাভাবিক অভিব্যক্তির সঙ্গে
অতি নিপুণভাবে ফটিয়ে তুলেছেন।
অনেকদিন পরে কানন দেবী তার পরিণত,
স্বভাবসুন্দর অতিনয়-দক্ষতার পরিচয়
দিয়েছেন এ-ছবিতে। শরৎচন্দ্রের অপূর্ণ
নারী-চরিত্র অন্নদাশিসের মর্মবাহুটি তার
অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সাপুড়ে
জীবনের পূর্ববর্তী অংশেও অন্নদাশিস চরিত্রে
তিনি যে বাস্তব এবং বেশনার যে অভিব্যক্তি
আবেশ করেছেন দর্শকদের কাছে তা

স্টার থিয়েটার

ফোন : ৫৫-১১৩৯

জারভের একমাত্র শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা
অনুপম কার্যকলাপমণ্ডির প্রেক্ষাগৃহ

মনোজ বসু

ডাকবাংলো

অনারবিল হাস্য-কৌতুকে মিলন-

মধুর অভিনব দৃশ্য-কাব্য।

অপূর্ণ দৃশ্যসজ্জা ও

আলোক-সম্পাত।

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৩টাটায়
রবিবার ও ছুটির দিন ২টা ও ৩টাটায়

রূপায়ণ : দ্বি বিমলাস, আশীষকুমার,
লক্ষ্মী রায়, অজিত বসু, অপর্ণা দেবী,
অনুপকুমার, মিতা চট্টো, তুলসী চক্র,
পীতা দে, দ্যায় দায়া, সাবলা রায় চৌধুরী,
পঙ্কজেন, চন্দ্রশেখর, জ্যোৎস্না, রানু বসু

রঙমহল ৫৫-১১৩৯

প্রতি বৃহস্পতি ও শনি: ৩টাটায়
রবি ও ছুটির দিন: ২টা-৩টাটায়

এক মুঠো আকাশ

জয়ন্ত রায়, সুনীল হারদন, জহর, শীলা,
পঙ্কজ, কেতকী মজ ও দীপাশিখা রায়

বছরের সেরা নাটক
শৈলেশ গুহ নিয়োগীর
প্রাইভেট এন্সপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ
(স্টা কৃত্রিমকা বীজিত) - ৬*

রাইটস: কল্যাণ
৫-৮৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিঙ্গ - ১২

TIGER BRAND

Jute

Carpets

প্রস্তুতকারক

শ্রীহনুমান জুট মিলস

৮, ডালহৌসী স্ট্রোয়ার ইন্ড, কলিকাতা
ফোন: ২২-৬৮৩১, ১৯টি লাইন।

স্থানীয় ডিস্ট্রিবিউটর

- ১। হার্ডওয়ার কনসার্ন, ২৬-২৬৩৯।
- ৩। এ. এম. এ. ১৩৭ পোস্ট, কলিকাতা
- ২। বেকওয়ারা ব্রাদার্স, ১৫৬-১৫২৫।
- ৭১, কানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

অভিনয়-কৃতিত্বের এক নতুন নিদর্শন হয়ে থাকবে।

ইন্দ্রনাথবংশী পার্শ্বাভিষেক চৌধুরীর অভিনয়ে সামান্য আড়ম্বার ছাপ থাকলেও

মোটের ওপর তা মনোজ্ঞ। ইন্দ্রনাথ চরিত্রের ঘরছাড়া-বাধনহারা রূপটি তিনি সবচেয়ে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। শাহজাদী চরিত্রটি বিকাশ রায়ের অভিনয়ে প্রাণবন্ত।

শাহজাদী পরিচয় দেবার আগে অমরতার উচ্চাভিলাষী চরিত্রটিও তিনি নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। মেজদার শী শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় চরিত্রটির মতই কিছুটা অতিরঞ্জিত। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন মলিনা দেবী, বীরেশ্বর সেন, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী কুমারী।

আলোকচিত্র পরিচালনায় জি কে মেহতা ভূয়সী প্রশংসার দাবি রাখেন। মনোময় চিত্রগ্রহণ ছবির পরিবেশ রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

সুরসংগীতে পবিত্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। তাঁর কাজ মামুলি ধরনের। রূপসজ্জা ও শিল্পনির্দেশ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। দেবেশ ঘোষের শব্দগ্রহণ যথার্থ। কতকগুলি সলাপ উচ্চপদায় গৃহীত হওয়ার ফলে ছবির স্বাভাবিকতা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কলাকৌশলের অন্যান্য বিহীনতার কাজ ও আঙ্গুর পারিপাট্য উল্লেখ্য।

চিত্রালাচনা

যে হোকনাথ ও জীবনধর্ম্মতা শব্দ-চক্রের প্রাকৃতিক বহুর মধ্যে অন্যতর করেছে, তবুও প্রতিফলন দেখা যায়। প্রাকৃতিক পিকচারের নবতম নিবেদন হিসেবে নাথ প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক ছবিতে। বড়সে ছবির পদায় এইটাই আ সত্যের প্রাকৃতিক নতুন আকর্ষণ। প্রাকৃতিকের বাস্তবতাবোধের এই চিত্রায়ণে দুজন নতুন কিশোর শিল্পীর নাম। চিত্রপ্রসঙ্গের পরিচয় ঘটবে। একজন পঞ্চপ্রতিম চৌধুরী ইন্দ্রনাথের ভূমিকায় নেমেছেন। অপরজন প্রাকৃতিকবোধী সজল মেঘ। কখন দেবী এ ছবির প্রযুক্তিকা এবং দীর্ঘ চার বছর বাদে অমরত্বের ভূমিকায় তিনি আবার কামেরার সময়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় যাচ্ছেন বিকাশ রায়, মলিনা দেবী, গুরুদাস, অতনু ঘোষ, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনার কৃতিত্ব হীরদাস ভট্টাচার্যের প্রাপ্য। পবিত্র চট্টোপাধ্যায় এতে সুরযোজনা করেছেন।

এ সত্যের হিন্দী ছবির ডায়ালগে তিনখান নতুন ছবির নাম। তার মধ্যে প্রধান গুরুদাসের "কাজ-কে-ফুল"-সিনেমা-স্কোপ পদ্ধতিতে তোলা প্রথম ভারতীয় ছবি। অন্য দুটি হচ্ছে এন সি ফিল্মসের "দাবন" ও ধীরেন্দ্রা ফিল্মসের "ও তেরা কা কুইনা"।

গুরুদাস ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেডের "কাজ-কে-ফুল" চিত্রালোকের একটি

ফিলিপ্সের
ইন্টারন্যাশনাল
একটি অননসাধারণ বোর্ড
মডেল : ৪৭৫



অন্যান্য কয়েকটি মডেল :

বি ২ সি এ ৭৭ বি/ইউ	এস/ডি/সি	— ১৯৫
বি ৩ সি এ ৭৭ এ ইউ	"	— ৩১৫
বি ৫ সি এ ৬৭ এ/ইউ	"	— ৫৭৫
বি ৬ সি এ ৬৭ এ	এস	— ৭৯৫

এ ছাড়াও অন্যান্য মডেলের রেডিও, রেডিওগ্রাম, ব্যাটারি টাঙ্ক, ট্রানজিস্টর, রেডিও স্পিকার পাউন্স, এম্প্লিফায়ার, মাইক্রোফোন ইত্যাদি সবদিক আমাদের নিকট পাইবেন।

আন্তর্জাতিক নিকট

রেডিওম্যাক্সিকারাস লক্ষ ইণ্ডিয়া
৭০, গুরুদাস চন্দ্র প্রভিন্ডি (হিন্দু সিনেমার নিকট)
... কলিকাতা-১৩০ ফোন-২৪-৬৩৩২ ...




মাতৃ পূজায়

শাড়ী ও পোষাকের
জন্য

বঙ্গবালিকা

রাসবিহারী প্রভিন্ডি (লেক্সার্কট) কলি: ২৯
ফোন: ৪৬-৬২০৯

০ ভীড় এড়াতে হ'লে দপ্তর বেজাই ভাল সময় ০



নিউ ইন্ডিয়া থিয়েটার্সের রহস্যঘন চিত্র "রাতের অশ্বকারে"-র তিনজন প্রধান শিল্পী আনল চট্টোপাধ্যায়, সারিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও জর্জ বিশ্বাসকে এই দশো দেথা যাচ্ছে

জানকিমাণ কাঁচনী অরক্ষণে হেলা। এর
 ফারাকচিহ্ন কঁচকাঁচির শব্দদে
 কাকন প্রাণের বেরান, গুরু, বহু, পেরী
 নাক, ক, কনি, কাকার। গুরু, বহু, নিচের
 কঁচকাঁচির প্রাণের। শব্দে বেরান
 গুরু, বহু, কাকার।

[illegible]

১০। তথ্যে বলা হয় যে নারী কর্মচারী পুরুষ
 কর্মচারীদের তুলনায় এ প্রতিশ্রুতি পূরণ
 কর্মসংস্থানপক্ষে প্রায়শঃ অসমর্থ। ফলে
 বেকারী, অসংস্থান, অসংস্থান প্রভৃতি সমস্যা
 এর কারণে এ সমস্যাগুলি বর্তমানে সমাধান
 এর প্রতিশ্রুতি ও সমাধান।

[illegible][illegible]

১. নারায়ণ : ১. কৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায়।
 ২. কামিনীকান্ত।
 ৩. অবিভাগ্য : ১. চন্দ্রনাথ সিংহাচার্য।
 ২. চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
 ৩. চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
 ৪. চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
 ৫. চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
 ৬. চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
 ৭. চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
 ৮. চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
 ৯. চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
 ১০. চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

[illegible][illegible]

পরিচালনাও করছেন তাঁরা। কাহিনীর
নায়ক-নায়িকার দেখা হয় বিশেষ
থেকে আসবার পথে এক
জাহাজে এবং সাগরবন্দে তাদের
প্রণয় অঙ্কুরিত হয়। এই অংশের
সমাপ্তি রূপায়ণের জন্যে প্রযোজক-
পরিচালক একটি প্রমোদ-পোত ভাড়া করে
শিশুপী ও কলাকুশলীদের নিয়ে সমুদ্র
সিংগাপুরের দিকে রওনা হয়েছেন। নায়ক-
নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন অসি-
বরণ ও অরুণমহী মুখোপাধ্যায়। সৃষ্টি
প্রধান পান্ডবচরিত্রে আছেন পাহাড়ী সানাদ
ও কাজরী গুহ। নির্মল গুপ্ত আলোক
চিত্র গ্রহণ করছেন এবং সুর-যোজনার দায়িত্ব
নিয়ন্ত্রণে রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চরিত্রাভিনেতা বিপিন গুপ্ত একটি বাংলা
চরিত্র প্রযোজনা ভার গ্রহণ করবেন স্থির

শুভ্রের দিনের সোনারাজ বই!

श्रीयोगेन्द्रनाथ गुरु
विद्वाही वासक

କିନ୍ତୁ ଅପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ
କିନ୍ତୁ ଅପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ

রূপকথার দেশে

নামা হিটিক সংস্কৃত বাক্য ২.৫০

यादुपुत्री

সহ. কালেক্টর কার্জনী ১.১৭

শ্রীপতিতপাবন বাল্লভ্যাপাধ্যায়

শুদ্ধ হার্সি ভেবোনা

ମିଡ଼ିଆ କ୍ରାନ୍ତିର ନିମ୍ନ ବିବରଣ ୧.୩୦

ଅମିତ୍ତ-ଭାବନା

(b) $\frac{1}{2} \pi$ and $\frac{3}{2} \pi$



श्रीयोगेन्द्रनाथ पुत्र-अमादि

• दशम स्कंध पूर्ण •

প্রায় ১০০ টাকার

இலங்கைப் பாவலர்

এ. শি. র. ব. হে।

বিস্ময়কর লেখক অবধূতের মনোমধকর উপন্যাস

ବିଠ୍ ଗନ୍ଧକ ସୂର୍ଯ୍ୟନା ୪୧

৫৫ সংস্করণ আগতপ্রায়।

এক্সামিনেটড শার্লটসবার্গ । ৩৯। কলকাতা পাব্লিশিং হাউস । কলকাতা । ১৯৬৩।



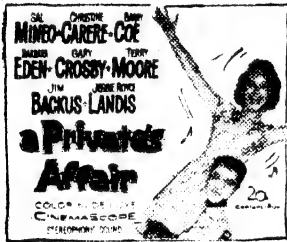
গণ-চিত্রের আগামী ছবি "প্রবেশ নিষেধ"-এর একটি কৌতুককর দৃশ্যে নমিতা সিংহ ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়

এলিট

—প্রত্যাহ—

৩, ৬ ও রাত্রে ৯টা

আবেগ-চঞ্চল যৌবনে যুবক-যুবতীদের নাচ-গান,
হাসি-কৌতুক ও মধুর প্রণয়ের
অপূর্ণ ছায়া ছবি!



(সর্বজনীন দৃশ্য)

নির্মিত এলিটে ছবি দেখুন!!!

বিশ্বরূপা

ফোন
৫৫-২৫২০

[অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ]

— নৃত্য নাটক —

সেতু

কিরণ মিত্রের কাহিনীর দ্বারা বস্তুবোধে
নাটক—বিধায়ক ● পরিচালনা—নরেশ মিত্র
আলোক—আপস সেন ● দৃশ্য—অজয় ঘোষ
সুপসঙ্গীতা—শ্যাম সেন ● শব্দসম্পাদনা—চৌধুরী কোং
প্রযোজনা—মি. অসিতবরণ, রায়হাট অয়েশ খান,
তর্কেশ্বরদাস, সন্তোষ, তমাল।
ভূমিত মিত্র, (বহুবংশী), জয়ন্তী, ইরা চক্রবর্তী,
সুভদ্রা, দীপিকা দাস, আর্যতি।
শব্দ উদ্ভাবন আলস্য

করেছেন। গয়াসুন্দের পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে তৈরি হবে তাঁর প্রযোজিত প্রথম বাংলা ছবি "গয়াসুন্দর"। নাম-ভূমিকার অভিনয়ও করবেন তিনি। রশ্মিগণ এই চরিত্রটিকে রূপায়িত করে তিনি ইতিপূর্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

শ্রীনিবাস ফিল্মস রবীন্দ্রনাথের "ভূমি" গল্পটিকে চিত্রে রূপ দেবার পরিকল্পনা করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ওপর চিত্রনাট্য লেখবার ভার দেওয়া হয়েছে। চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনার দায়িত্ব বহন করবেন নরসিংহ রাও। ফটিকের ভূমিকায় শ্রীনিবাস বীপক নির্বাচিত হয়েছে। হিম্মতী হাবির সুবিখ্যাত তারকা বলরাজ সাহনীকে মামার ভূমিকায় নামবার চেষ্টা চলেছে।

নাট্যাভিনয়

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর হিম্মতী হাই স্কুলের ছাত্রেরা "গীতা-ভাব-দর্শন" নামে একটি নতুন ধরনের ছায়ানাট্য পরিবেশন করেছিলেন স্কুলেরই প্রেক্ষাগৃহে। উদ্দেশ্য এই প্রেক্ষাগৃহটি শীতকাল নিরাশ্রিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা। কুরফেক্টের সুপেয় ভগবান ত্রীকুণ্ড অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তারই সারমর্ম নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যমে রূপায়িত করেছিলেন কিশোর শিপারী দল। কাজটি মোটেই সুসাদা নয়। কিন্তু যে তাত্ত্বিক সুবমার সংগে সৌন্দর্য-তার এই দুঃসাদা কাজ সম্পন্ন করেছিলেন তা সত্যিই অভিনন্দন-যোগ্য। অরুণা সমগ্র প্রচেষ্টাটির পেছনে ছিলেন কয়েকজন দক্ষ শিল্পী ও কলা-কুশলী। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ-

যোগ্য পরিচালনার আশিত্যের ঘোষ, শিল্প-নির্দেশনায় স্মারিকানামা চট্টোপাধ্যায় ও আলোকসম্পাতে আপস সেনের অনিন্দ্য কৃতিত্ব।

আগামী ২রা অক্টোবর থিয়েটার-লাই-বারের সভাপতি কতৃক নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হবে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন কামল মিত্র এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন সরস্বতী দেবী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে থিয়েটার-লাইবারের বাস্তবধর্মী নাটক "ভূমি শব্দ ছবি" যাদুগ্রন্থ হবে। সংগীত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পী।

সংগৃহীত রঞ্জনার সভাপতি কতৃক রঙহাল ছাগে বীন্দ্রবন্দু মিত্রের অমর নাটক "সংসার একাধারী" প্রিন্স হুখাজীর পরিচালনায় চতুর্থবার অভিনীত হয়। কতমানে প্রাসিকাল নাটক অভিনয় অমরত কাম যাদু। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের শিল্পাধারের পর বাস্তবের দর্শকসমাজ এই ধরনের নাটক অভিনয়ের অমর শেষ করবেন। সেই কারণে রঙহাল প্রচেষ্টা বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর সংগৃহীত নাট্য-সংগ্ৰহ "গীতা-ভাব-দর্শন" থানা থেকে আসছে" ও "অমর" একাধারী পরিবেশন করেন। নাটক দুটির মূল রস ও আভিগত দর্শকদের আকর্ষণ করে। সম্মিলিত অভিনয়-সৌন্দর্যের দিক দিয়েও নাটক দুটি উপভোগ্য হয়। "থানা থেকে আসছে"র কামল মোস কনিষ্ঠ রায় ও শ্যামল ঘোষের অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "অমর"র স্বপ্না চক্রবর্তীর অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে।

বিবিধ সংবাদ

লন্ডনের চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথম দিনেই প্রদর্শিত হয়ে সত্যজিৎ রায়ের 'অপরে সংসার'—এই ছবি লন্ডনের ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট একটি খবর পাঠিয়েছেন। উক্ত ইনস্টিটিউটের উদ্যোগেই এই উৎসবটি গত দিন বছর ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অন্যান্য উৎসবের পুরস্কৃত ছবিগুলিই কেবলমাত্র দেখান হয় এই উৎসবে। 'অপরে সংসার'-এর বেলায় তার ব্যতিক্রম করে উদ্যোগেরা ছবিটিকে একটি বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

আগামী ২রা অক্টোবর থেকে এক সপ্তাহের জন্যে বোম্বাইতে পূর্ব জার্মানীর



রবীন্দ্রনাথের "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" গল্পটির চিত্ররূপ দিচ্চেন অগ্রদূত পরিচালকবৃন্দ। ড. রাইচরণ ও খোকাবাবুর মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করছেন যথাক্রমে উত্তমকুমার ও দীপ্তি রায়।

ছবির একটি উৎসবের আয়োজন করেছেন একেডেমি সিনেমা নামক একটি প্রতিষ্ঠান। এই উপলক্ষে প্রধানকার এক্সপ্লোজিভের থিয়েটারের তিনখানি পর্বে সিনেমা ও অনেকগুলি নাকলবা প্রমাণে চিত্র প্রদর্শিত হবে। এইসব ছবির মাধ্যমে 'কুট' ম্যাগাজিন, কনরাট উলফ, জর্জ জে. এলসেন, হার্বার্ট ব্লুম্যান প্রমুখ বিখ্যাত নামান পরিচালকদের শিল্পকীর্তির বস গ্রহণ করবার সুযোগ পাবেন এদেশের চিত্রপ্রিয়রা। বোস ইন্ডের পর এই চিত্রোৎসব দীর্ঘ, কলকাতা ও মাদ্রাসে পুনরুদ্বোধিত হবে।

গত বছরের মত এবারও শীতের প্রারম্ভ কলকাতায় একটি শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। গত বছরের উৎসবে পনেরোটি বিভিন্ন দেশ থেকে ১১৩ খানি শিশু চিত্র পাওয়া গিয়েছিল এই উৎসবে দেখাবার জন্যে। এবং সেগুলি বাংলার বিভিন্ন জায়গায় দেখান হয় সাতানব্বইটি প্রদর্শনীতে। প্রায় ৭০,০০০ শিশু এই সব প্রদর্শনীতে দর্শক হিসাবে উপস্থিত থেকেছে। এবছরে, আশা করা যাচ্ছে, অত্যাধিক ভাবে এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে। এ সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ জানা যাবে অফিসি়াল শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের পশ্চিমবঙ্গ শাখার কার্যালয়ে (১০৭, লোহার সর্কুলার রোড, কলিকাতা-১৬)।

আগামী ৬ষ্ঠা অক্টোবর, রবিবার, সংখ্যা ৭টার দক্ষিণী 'বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব' আশুতোষ কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হবে। শান্তিনিকেতন সংগীত ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার এই উৎসবে

ভাস্কর দেবদত্ত এবং স্নাতকদের যোগ্যতাপূর্ণ বিবরণ করবেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংগীতের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর চিত্ররূপে "সদু" নামে সুপরিচিত প্রবীণ শিল্পী দীপ্তি-চন্দ্র মজুমদার ৭১ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলা চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের "অপূর্ব সংসার"-এ অপুর শশুরের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় এই প্রমাণে উল্লেখযোগ্য। "খোকাবাবুর"-এ বিচারকের ভূমিকায় তাঁর সর্বশেষ অভিনয়।

চিত্রিপত্র

ডেনিসের প্রত্যাখ্যান

মহাশয়,

এই ভদ্র সংখ্যার বিবিসি সংবাদ বিভাগে আপনাকে লিখোত্তর, "বিশবাস্যসত্ত্বে জানা গেল, প্রাথমিক ব্যক্তিদের পর যে চোদ্দটি ছবির মধ্য থেকে ফ্রেডিভালের শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্বাচিত হয় তার মধ্যে 'অপূর্ব সংসার' স্থান পায় নি।"

আপনার এই উদ্ধৃত পাঠকগণের হৃদয় ধারণা হবে যে, উক্ত চিত্র আন্তর্জাতিক চিত্রসমালোচকের চোখে আশানুরূপ মান অর্জন করতে পারেন নি। সেইজন্যে নিম্নে "দি অবজারভার" পত্রিকার ৬ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রাতিশ্রুতি দেবার লিখিত "Venetian Lion" শীর্ষক আলোচনার একটি অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলাম। তিনি লিখছেন:

বিঃসঙ্গ বিহঙ্গ (রম্যরচনা)

বাণী রায় ৩-৫০

মবে মবে (উপন্যাস)

সত্যরত্ন মৈত্র ২-০০

তুষারদুর্গ (প্রথম খণ্ডে রচিত)

২-৭৫ রম্যরচনা উপন্যাস

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাজি (শিশু সাহিত্য) ১-২৫

মুখার্জি বুক হাউস

৫৭নং বর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

(সি ১৫৭০)

মিনাভী থিয়েটার

৬ ডিজন স্ট্রীট : ফোন : ৫৫-৫৫৮৯
সমাজের অবজ্ঞা, বিদ্বেষিত চরিত্রগুলির
কামনা ও কান্না, বাসনা ও বঞ্চিতা, স্বপ্ন-
সংগ্রামের গাথা : এই (সেশ)

নীচের মহল

(উমানাথ ভট্টাচার্য কৃত কৃষ্ণাঙ্ককারী
নাট্যসংলিপি)

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার সন্ধ্যা ৬টার
প্রতি ছুটির দিন ও রবিবার ৩ ও ৬টার
নাট্য পরিচালনা : লিটল থিয়েটার গ্রুপ।
বিঃ প্রঃ—বিজ্ঞাপনদাতাগণ শীঘ্র যোগাযোগের
সহিত যোগাযোগ করুন।

(সি ১৫৭৫)

প্রবর্তক-এর কয়েকখানি পুনর্বিচিত্র গ্রন্থ

॥ সংঘর্ষ, শ্রীমতিলাস ॥

বেদান্ত-দর্শন ৭-৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১ম খণ্ড) ৫,

জীবন সন্ধিনী ৫,

আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২-৭৫

উপাসনা মন্ত্রের ১ম-১১, ২য়-২,

॥ শ্রীরবীন্দ্রকৃষ্ণ সিদ্ধান্তাস্ত্রী

এম-এ, পি-আর-এস ॥

শঙ্করভট্ট-১৫,

শঙ্করভট্ট-৫,

জাতিভেদ-১,

বেদ ও কোরানের সাদৃশ্য ১,

প্রবর্তক পাবলিশার্স

৬১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলি-১২



কামরোতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে কথাকাল সত্য প্রদর্শন করছেন অনুরাধা বসু ও তবলা সংগত করছেন তার মা প্রীমতী বসু।

"....The best film of the festival was refused by the festival committee. Like its two predecessors, 'The World of Apu' by Satyajit Roy, screened privately at a tiny theatre on the Lido, clearly is a truly great work. One was left to the conclusion that the selection committee had felt unwilling to award a second Golden Lion ('Aparajito' won one in 1957) to India. It is sad to think that Venice, which some twenty years ago awarded

'Man of Aran' a Golden Lion, has now become bound to interests quite remote from judgements on merit."

এ পর্যন্ত কোনো বিদেশী চিত্রসমালোচক কতক "অপুর সংসার" সম্পর্কে বিম্ব আলোচনা পড়ি নি। ইতি

এস চক্রবর্তী,
হাম্পস্টেড, লন্ডন।

ডেনিস সম্বন্ধে আরো একটি

বিশেষ—

"অপুর সংসার" এ-বছর দুইনিচ চলচিত্র উৎসবের প্রাথমিক নির্বাচনে যে কারণে মানানীয় হয়নি তা নিতান্তই হাস্যকর, এবং তা ছবি হিসেবে "অপুর সংসার"-এর গণাগণ্যের ওপর কোন আলোকপাত করে না। এই প্রসঙ্গে "দি গার্ডিয়ান" ("ম্যাগনেটর গার্ডিয়ান"-এর নতুন নাম) কাগজের সমালোচকের মন্তব্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। প্রবন্ধের শিরোনাম হ'ল—

Bumbledom In Venice.

দুইনিচ লেখক লিখেন— "Having been on rounds of European film festivals for several years, I should not really be surprised by the strange

quirks and fancies of the committees responsible for selecting the films in competition. At Venice this year, for instance, many of the most rewarding items could be found in the so-called Information and Retrospective sections, while many official entries scarcely deserved the honour of a full-dress evening performance. The inadequacy of the official selection was made even more acute by the absence of the third part of Satyajit Ray's Bengali trilogy 'The World of Apu,' which was denied official entry apparently because the committee felt 'it was rather similar to the preceding parts.' (Two years ago 'Aparajito' won the Grand Prix at Venice!) The extreme illogicality of this attitude became apparent when a small group of journalists and filmmakers saw the film privately at a little down-town cinema. 'The World of Apu' triumphantly confirms Ray as one of the greatest film talents of the post-war generation, it is a work of outstanding beauty and humanity and is clearly destined for worldwide acclaim and many prizes—but not, unfortunately, at Venice."

ইতি—কলকাতার ভট্টাচার্য, নীল স্ট্রীট, লন্ডন।

দ্বিগুণে বাংলা ছবি

মহাশয়,

২৮শে আগস্টের সংখ্যায় সন্নিবেশবাহর চিত্র পত্রিকায় 'তবির অজ্ঞানত' তিন আমর স্ক্রীনের কারণ হয়েছেন। কারণ? দ্বিগুণী আর কণ্ঠীর এক নয় বলে।

মহাশয়! আমরা 'দ্বিগুণ' প্রবন্ধী নাওলাই। বহুবাহুর বাংলা ছবির মর্মান্তিকতা বেশি। চিত্রকের মত চয়ে ধর্মিক বাংলা ছবির ইচ্ছাসমূহের জন্য।

বাংলা ছবি পথ ভুল যদিও বা আসে, আসে বড় অল্প সময়ে। বহিবহর বা দুইটি স্ক্রিনের সাত মর্যাদে। তাও আবার সাত দিন আগে তার টিকিট নিষেধ হয়ে যায়। ছবির ভাষা-মতের কাছাকাছি থাকে না। মর্যাদামতে হল। বিশেষ-অশুদ্ধের কেউ প্রশ্ন তোলে না।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—নিয়মিত শোরে টাটকা-তাজা বাংলা ছবি কেন সেখানে হয় না? নাগপুর, কানপুর, ওসাহাবাদ ও লখনউতে কেনম হয়ে থাকে। দ্বিগুণে বাংলা ছবির বাজার আছে। কিন্তু সুযোগ নেবার দোক নেই। বাঙালী বাবসা বিম্ব। কথাটা নেহাত রটনা নয়। তা না হলে এমন হয়। "অপুর সংসার" তাই দ্বিগুণে আজও সেখানে হল না। ইতি

পুলক দত্ত,
বিনয়গঞ্জ, মিউ দ্বিগুণ।

উমানাথ ভট্টাচার্যের
পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক

সদ্য প্রকাশিত
মূল্য ২.৫০

মহল প্রকাশিত
মূল্য ২.২৫

যোগাযোগকারী
মূল্য ২.৫০

জল ঘূণী
নীচের মহল

কথাকতা

৩৩শি, মেপাল ভট্টাচার্য সেন, কলি-২৬।
(সি ২৫৫২)



নাট্য আলোকচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাকমান নাট্য প্রাঙ্গণিক দ্বিমাসিক বা শারদীয়ার ভীড়ে একমাত্র সাধক ব্যক্তিগত। গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার পুরস্কৃত একমাত্র অঙ্কুর, বহু তরুণের অঙ্গাঙ্গী, চিত্রগত প্রবন্ধ বা পত্ৰ হলেও, তা প্রত্যেক নাট্যগোষ্ঠী ও নাট্যমোদীর পক্ষে অপরিহার্য। ১৫ সংখ্যা বহুলো। মূল্য ০.৩৫ !! পরিবেশক : পারিজাত গ্রামার গম্বর্ধ ২০৩/১৫ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সেন। কলকাতা ৬

“এক যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রানী! সুয়ো আর দুরো। রাজা সুয়ো রানীকেই বেশী ভালবাসতেন। দুরো রানীকে যে কখনো-সখনো ভালবাসতেন না, তা নয়। কিন্তু যখনই দুরো রানীর আঙ্গার রাখতেন তখনই সুয়ো রানী যেতেন ভীষণ চটে। সুয়ো রানীর ঘান ভাঙাতে রাজা গলদঘর্ম হয়ে উঠতেন।”

ছোট বেলার সুয়ো রানী আর দুরো রানীর এইরূপ কথা যা ঠাকুরমার কাছে শুনে এসেছি। এখন দেখাচ্ছি আমাদের ফুটবল খেলাতেও এই সুয়ো রানী, দুরো রানীর পালা চলছে। এখনো রাজা আই এফ এ। আর তার দুই রানী ইন্টারগোল ও মোহন-বাগান। রাজার অবশ্য আরও অনেক রানী আছে। কিন্তু সাধারণত তাদের মর্যাদা ঘটে কুড়ুনী, ঘুম পাড়ানী বা ফুল তুলুনী রানীর উপরে নয়। তবে যদি কখন সখনো প্রয়োজন দেখা দেয় তবে তারাও সুয়ো রানীর মর্যাদা পেয়ে থাকে।

ইন্টারগোল ও মোহনবাগানের মধ্যে কারেক সুয়ো রানী তার কারেক সুয়ো রানীর মর্যাদা দেবে? আই এফ এ রাজার উপর দু'জনকেই ত প্রায় সমান প্রতিপত্তি। তাই দু'জনকেই পাটরানীর মর্যাদা দেওয়া ভাল। এর মধ্যে অবশ্য ছোট বড় আছে। ইন্টারগোল নিশ্চয়ই ছোট রানী। আর বড় রানীর মর্যাদা মোহনবাগানের। রাজা কোন সময় বড় রানীর প্রতি অনুরক্ত থাকেন, কোনো অনুরক্ত থাকেন ছোট রানীর প্রতি। তা রাজা অসুখেপূরে অশান্তিও প্রায় সব সময় লেগে থাকে।

যারা আই এফ এ রাজ-পরিবারের খোঁজ খবর রাখেন তাঁরা সবাই জানেন দুই পাটরানীর ঘন অভিমানের সৈন্য আই এফ এ রাজার অশান্তির অন্য নেই। এবারকার আই এফ এ শীশুদের ফাইনাল খেলার ব্যাপারেই দেখেন না। আই এফ এ রাজ ফাইনাল খেলার তারিখ ঠিক করলেন। ছোট রানী আঙ্গার ধরলেন ও তারিখে খেলতে পারবে না। অগত্যা তারিখ বদলাতে হল। এবার চ্যুট গেলেন বড় রানী। ‘ও বড় যে সেখাগ দেখছি। ছোট রানীর আঙ্গার শোনা, দাঁড়াও দেখাচ্ছি।’ পরের, নির্ধারিত তারিখে তিনিও বেসে বসলেন। বড় রানী বললেন আমরাও ও তারিখে খেলতে পারবো না। রাজা অনেক কাপুরুষ মিনতি করলেন। কিন্তু যে রাজার জীমিরতি ধরেছে তার কথা কোন রানী শোনে? পারবে না ত পারবে না, এখন একেবারেই খেলতে পারবে না। কর তোমার যা করার ক্ষমতা আছে।

রাজার কিছু করার ক্ষমতা নেই বলতে তো রানীদের এত জোর। কিছু করার



একলব্য

ক্ষমতা থাকলে রানীরাও সোজা হয়ে যেতেন। শীশুদের খেলাও নির্ধারিত তারিখে শেষ হয়ে যেত। এখন শীশুদের খেলা কলে রইল অনির্দিষ্টকালের জন্য। রানীদের ঘান অভিমানের পালা ঘুটলে নভেম্বরের ঘাঝাঝাঝি ফাইনাল খেলার ব্যবস্থা হতে পারে আবার নাও হতে পারে। কারণ রানীর অর্ধান দু'জন রাজার পক্ষে সবল কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায় নেই।

না। মল্লকা নয়। সাতাই আই এফ এর দুই পাটরানী ইন্টারগোল ও মোহন-বাগান ফাইনালে উঠলেই এই অশান্তি দেখা দেয়। হয় খেলার তারিখ নিয়ে গণ্ডগোল দেখা দেয়, না হয় খেলার সময় গণ্ডগোল বাধে, না হয় গণ্ডগোল কাধে খেলার পরে। গতবারও ইন্টারগোল ও মোহনবাগান ক্লাবের মধ্যে আই এফ এ শীশুদের ফাইনাল খেলা সময় মত অনুষ্ঠিত হয়নি। ফুটবল ফাইনালের মীমাংসা হয়েছে ক্রিকেট মরসুমে। ফুটবলের শেষ ম্যাচে একদিন ফাইনাল খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হবার পর গোল বাধে চ্যারিটি খেলার প্রশ্ন নিয়ে। ইন্টারগোল ক্লাব বলে আমরা চ্যারিটি ছাড়া ম্যাচ খেলবো না। মোহনবাগান বলে আমরা চ্যারিটি হলে খেলব না। এ যেন দুই সতীনের কণ্ঠা। পরস্পরবিরাধী অভিমত। বলা বাহুল্য, আই এফ এ চ্যারিটি ম্যাচ হিম্মতেই খেলার আয়োজন করতে চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত খেলাও হয়েছিল চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে। তবে সময় নয়, অসময়ে। ‘অভিশপ্ত’ আই এফ এ শীশুদের ফাইনাল খেলা এবারও হয়তো অসময়েই অনুষ্ঠিত হবে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভারতের সবচেয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা—আই এফ এ শীশুদের উপর বার বার এই ‘অভিশপ্ত’ তাকে আনার জন্য কি আই এফ এ দরদার নয়? তাদের সিদ্ধান্ত এভাবে পরদলিত হয়ে কেন? রবিবার ২৭শে সেপ্টেম্বর ফাইনাল খেলার দিন রথ কার কোন তাঁরা ইন্টারগোল ক্লাবের দাবীতে সে তারিখ পরিবর্তন করলেন? ২৫শে তারিখে ইন্টারগোল ও মহামোজান স্পোর্টিংয়ের সোম-ফাইনাল খেলার আগেই ত আই এফ এর তরফ থেকে দুটি ক্লাব

সঙ্গে চিঠি দিয়ে জািলের দেওয়া হয়েছিল সিন সোম-ফাইনালের নিষ্পত্তি হলে ২৭ তারিখে মোহনবাগানের সঙ্গে তাদের ফাইনাল খেলতে হবে। তবু ইন্টারগোল তরফ থেকে ২৭ তারিখে ফাইনাল খেলার বিষয়ে আপত্তি উঠল কেন?

ইন্টারগোল ক্লাব এই জল্পনায় তুলে আই এফ এর কাছে আপত্তি জানানোর সৈ, একদিনের মধ্যে তাদের পক্ষে সভ্যদের কাছে টিকিট বিক্রি করা সম্ভব নয়। কিন্তু মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে যদি একদিনে সভ্যদের কাছে টিকিট বিক্রি করা সম্ভব হয় তবে ইন্টারগোল ক্লাবের পক্ষেই বা তা সম্ভব হবে না কেন? আর একদিনে টিকিট বিক্রির নজরও ত এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বে আরও কারেকবার একদিনে টিকিট বিক্রি করা হয়েছে। যথারীতি খেলাও হয়েছে। আসল কথা ইন্টারগোল ক্লাবের একজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় নারায়ণ অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ থাকার জন্যই সোম-ফাইনালে তিনি মহামোজান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি। নারায়ণ যাতে একটা সুস্থ হয়ে ফাইনাল খেলার যোগ-দানের সুযোগ পান সেই জন্যই ইন্টারগোল তরফ থেকে ২৭ তারিখে খেলতে আপত্তি জানান হয়েছিল। আই এফ এর কর্তৃপক্ষ এ কথাটা না জানতেন এমন নয়। তবুও তাঁরা খেলার তারিখ পরিবর্তন করে দু'জন চিত্তবিরত পরিচয় দিলেন। ফলে মোহন-বাগান ক্লাবও বেসে বসল। আই এফ এর আই এফ এ শীশুদের ফাইনাল খেলাও অসম্পন্ন রইল।

ফাইনাল খেলা রবিবার সন্ধ্যায় রাখা ব্যাপারে ইন্টারগোল ক্লাবের আবেদনে নারায়ণ অসুস্থের কথা কোন উল্লেখ ছিল না। কিন্তু একটা অসুস্থতার কারণে উপায় নেই যে, নারায়ণ অসুস্থতায় খেলা সন্ধ্যায় রাখা ব্যাপারে ঐকান্তরে আই এফ এর প্রস্তাবিত করেছে। অথচ খেলোয়াড়ের অসুস্থতার জন্য খেলা সন্ধ্যায় রাখা হয় বিশ্বের সৃষ্টিতে কোন ফুটবল এসোসিয়েশনে এমন নিয়ম নেই। একজন খেলোয়াড় ত দুরের কথা। একাধিক, এমন কি ৫।৬ জন খেলোয়াড়ের অসুস্থতাও কোন ক্লাবের খেলা সন্ধ্যায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয়। যাদের অসুস্থতায় আমাদের সৈন্য খেলোয়াড়ের কাঠামো রচিত হয়েছে সেই ইংলণ্ডে তো নয়ই।

ইংলণ্ডে যদি এমন ব্যবস্থা থাকত তবে গত বছর ম্যাগগেন্সের ইউনাইটেড ক্লাবের শেচনীর বিমান দুর্ঘটনার পর তাদেরও খেলা বন্ধ থাকত। মিউনিক বিমান দুর্ঘটনায় ম্যাগগেন্সের ইউনাইটেড ক্লাবের বজায় রাম, টমিঙ্গার, এডি



আই এক এ শীফের সেমিফাইনালে ইস্ট বেঙ্গল ও মহম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের চারি টি খেলায় ইস্ট বেঙ্গল গোলরক্ষক আর গুরুকে ডাইড দিয়ে একটি বল বাঁচাতে দেখা যাচ্ছে। ইস্ট বেঙ্গল এ খেলায় ৪-০ গোলে জয়লাভের করে

কোসমান, জোঁজু বেগ, জিৎক বেণী, মার্ক জোন্স ও বিলি হুইলম্যানের মত ৭ জন কুতী খেলোয়াড় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া সত্ত্বেও লীগে এবং এফ এ কাপে ম্যাগডেনবার্গ ইউনাইটেড ক্লাবের খেলা বন্ধ থাকেনি। আর আমাদের দেশে কারো 'জু' হয়েছে, কেউ জুরে পড়েছে, খেলার দিন করো উপাসনার তারিখ পড়েছে—এইসব খুঁটিনাটি ও তুচ্ছ কারণেও খেলা বন্ধ রাখা হয়। অতীতে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আর একটি ক্ষতিনয়ন খেলার তারিখ রবিবার পড়ে। কিন্তু রবিবার মোহনবাগানের এক ত্রিশদিন খেলোয়াড়ের উপাসনার দিন এই জন্য খেলা স্থগিত রাখা হয়। সেবারও ফাইনালে খেলা নিয়ে যথেষ্ট টালবাহানা হয়েছিল। যেমন এবার হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়ের অসুস্থতায় খেলা স্থগিত রাখার জন্য।

অবশ্য এবার ইস্টবেঙ্গলের জন্য একদিন এবং মোহনবাগানের জন্য একদিন ফাইনাল খেলা স্থগিত থাকার দুই দলের আশ্বাসের আশ্বাসের এক রকম কাটাকাটি হয়ে গিয়েছিল। তারপর মোহনবাগান ক্লাব একটি অফিসিয়াল ভাণ্ড করলে জানায় যে ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফাইনাল খেলা শেষ হতে পারবে। কিন্তু মোহনবাগান ক্লাব তাদের অভিমান ভাণ্ড করেনি। এদিকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ফুটবল মরসুমও শেষ হয়ে গেছে।

নিরপেক্ষ ক্রীড়ামোদী যাত্রই যেমন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলা স্থগিতের আবেদন সফল করতে পারেননি, তেমন বর্তমানে মোহনবাগান ক্লাবের না খেলার সিদ্ধান্তকে

ততোধিক দিক্কার দিচ্ছেন। কোন কোন মহল থেকে এমনও কথা উঠতেছে যে, মহম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৪-০ গোলে শোচনীয় পরাজিত করার পর মোহনবাগান ক্লাবের মনে পরাজিত হবার একটা শব্দও জেগে উঠেছে। তাই তাদের বর্তমানে না খেলার সিদ্ধান্ত। কিন্তু এমন কিছু ধারণা করার কোন মূল্য নেই। কারণ খেলার জন্যই মোহনবাগান ক্লাব প্রস্তুত হয়েছিল, সভাপদের কাছে তাদের চিকিৎসা করাও শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৪-০ গোলে মহম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করতেছে বলে মোহনবাগানের কাছে তারা পরাজিত হয়ে না এর কি কোন মূল্য আছে? তবে মোহনবাগান ক্লাব এক কোপে প্যাঁচ না কোর্টে দুই কোপে প্যাঁচ কেটেছে। খেলা স্থগিতের জন্য ইস্টবেঙ্গলের দাবী যেমন আই এক এ কল স্বীকৃত হয়েছিল, মোহনবাগানের দাবীও তেমন স্বীকৃত হয়েছিল। তাবপরও মোহনবাগানের না খেলার কোন সংগত কারণ ছিল না। পরিবর্তিত আবেগে খেলতে পারবে না, মোহনবাগান ক্লাব এই কথা জানিয়ে দিয়ে কবে খেলতে পারবে তা জানাবার জন্য পরেরদিন সময় নেয়। পরের দিন বলে বর্তমানে তাদের পক্ষে খেলা সম্ভব নয়। এ যেন সেই দেনাদার ও পাওনাদারের টালবাহানা। পাওনাদার এলেন টাকার ভাণ্ডা করতে। দেনাদার বললেন, আজ নয় পরশু এসো। পাওনাদার বললেন পরশু টাকা দেবেন ত? দেনাদার বললেন—না, কবে দিতে পারব তা পরশু দিন জানিয়ে দেব। পরশু দিন

পাওনাদার এলেন শুনলেন দেনাদার একে-বদলেই টাকা দিতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে মোহনবাগান ক্লাব কবে খেলতে পারবে তা না বলে, বললো বর্তমানে খেলতে পারবে না। প্রয়োজন হলে ইস্টবেঙ্গলকে বিজয়ী সাব্যস্ত করার ছোঁড়ার শীড় দিয়ে দিতে পারি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বললো—আমরা না খেলে শীড় নিয়ে রক্ত নই। পরশুবার প্রতি দুই ক্লাবের অনুষ্ঠান এবং উদ্বোধন কম নয় দেখাচ্ছি। কিন্তু এ কোন ধরনের উপায়? ক্রীড়ামোদীদের তা অস্বস্তি নেই। মোহনবাগান ক্লাবের ন্যূনতম আই এক এ শীফের ফাইনাল খেলা নিয়ে দুই প্রসিদ্ধ ক্লাব এবং পরিচালক প্রতিষ্ঠান যে লাভ করলেন তাতে কারো সম্মতিই বজায় থাকেনি। বিশেষ করে, শেষ-মুখে মোহনবাগান ক্লাব যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাতে ক্লাবের সন্মতান এইতরা বেশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সন্দেহ নেই।

* * *

আই এক এ শীফের ফাইনাল খেলা ছাড়া ফুটবলের সমস্ত খেলাই শেষ হয়েছে। সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখে কলকাতা ফুটবল মরসুমের উপরও যাবতিকা পড়েছে। পরশু অক্টোবর থেকে ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত ময়দানে খেলাধুলার অকাল। পূর্বে কলকাতার বিধান মত এই সময়ে ময়দানে সমস্ত রকমের খেলাধুলা বন্ধ থাকে। ক্লাব তাবও বন্ধ রাখতে হয়। ময়দান এলাকায় ক্লাবতাবও ৩ মাসের উপবস্তুভোগীদের যাতে চিরদিনের জন্য জমির উপর দৃষ্টি স্থানীয় না জন্মায় তাই জন্যই এই ব্যবস্থা। আগে এই সময়ে সমস্ত ক্লাব তাবই ভেঙে

ফেলার ব্যবস্থা ছিল। এখন শূন্য ক্রাবের কাজকর্ম বন্ধ রাখা হয়।

১৫ই অক্টোবরের পর থেকে কলকাতা ময়দানে আকন্ড হয়ে ক্রিকেট মরসুম। তবে ফটবলের দাপাদাপিতে কতটুকু মঠকে ক্রিকেট খেলার উপযোগী করতে বেশ কিছু সময় লাগবে। আর ভিজ়ে মঠ ভাল মত শুকিয়ে না উঠলে তা ক্রিকেট খেলা যাবে না। সুতরাং কিছুদিনের জন্য কলকাতার খেলোয়াড়ের প্রাণকেন্দ্র ময়দান থাকবে শূন্য।

দীর্ঘস্থায়ী ফুটবল মরসুমের আলোচনা করতে গেলে অনেক কিছুই লিখতে হয়। ৬ মাসের মধ্যে লীগ ও নক আউটের বহু খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সব খেলাকে কেন্দ্র করে অনেক ঘটনাও ঘটে গেছে। আজ শূন্য সাম্প্রতিক দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি যে ঘটনা খেলোয়াড়ের নিয়মান্বিতার প্রতি সম্পূর্ণগত দেখিয়েছে।

একটি ঘটনা ঘটে উইলিয়াম ইয়ংগার ক্যাপের ফাইনাল খেলাকে কেন্দ্র করে। অপর ঘটনা ঘটে আর্থার কালজ নক আউট ইমিট শীফার ফাইনাল খেলায়। ইয়ংগার ক্যাপ ফাইনালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল ফরান্সীসের ও ফলগোসী ক্রাব। ইমিট শীফার ফাইনালে পরোপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল লাবরপুর কলিকটকানিক ও আশুতোষ কলকজ। ফাইনাল খেলার শেষে দুটি ক্ষেত্রেই দুই পরাজিত পক্ষ ফলগোসী ক্রাব ও আশুতোষ কলজ বেকারীর বিরুদ্ধে কঠোর অভিযোগ করে পরস্পর পরস্পরের সম্মান লঙ্ঘন করেছে। বিজয়ের পরস্পর হুজুম করেছিল। খেলার মত শূন্য ক্রীড়া ক্ষতই নহে। নিয়মান্বিতা, সততা এবং শিষ্টাচার খেলারও এমন অনেক কিছু আছে। আজ ফলগোসী ক্রাব এবং আশুতোষ কলজ যে বিজয়ের পরস্পর হুজুম করছেন না এটা কি অসাধারণ নয়। এ ক্ষেত্রে আই এফ এর কি কিছুই করণীয় নেই? এসব ক্ষেত্রে আই এফ এ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না বলেই আজ খেলোয়াড়ের ক্ষেত্র থেকে শাসনান্বিতা ও নিয়মান্বিতা ধীরে ধীরে বিস্ময় নিচ্ছে। আশা করি আই এফ এর কড়াপক্ষ কথটা ডেবল দেখাবেন।

আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের কাছে প্রিয়জন-বিয়োগ চিহ্নানই বেদনাদায়ক। পরিণত বয়সেও কারো মৃত্যু হলে প্রিয়জন বাধা অনুভব করে। আর অপরিণত বয়সে মৃত্যু হলে তা কথাই নেই। সে বাধা আরও বেশী করে বৃদ্ধি বাজে যদি অপরিণত বয়সে এবং অস্বাভাবিকভাবে কোন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে।

খেলোয়াড় বা ক্রীড়াবিদ দশকমাত্রের কাছেই প্রিয়। দেশজোড়া তাদের জনপ্রীতি।

করেক মাস আগে ইন্টার্নেল রেলের উঠতি ফুটবল খেলোয়াড় অসীম সোমের অকস্মাত মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্রীড়ামহলে কি পরিমাণ শোকের ছায়া নিয়ে এসেছিল তা কারো অজানা নেই। সম্প্রতি আরও তিনজন ক্রীড়াবীর অকস্মাত মৃত্যু ঘটেছে। এবং অস্বাভাবিকভাবেই এরা অপরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে একজন ছিলেন কলকাতার পুলিশ ক্রাবের খেলোয়াড়। নাম উইদার্স। দ্বিতীয় ব্যক্তি হাফেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের চৌকস ক্রিকেট খেলোয়াড় কোলী সিমথ। আর তৃতীয় ব্যক্তি ট্রান্সের একজন সাতারু। নাম জাপন জিরগানস।

ইন্ডোপুর্নর উইদার্স ছিলেন কালকাতা পুলিশ ক্রাবের একজন নামকরা হকি খেলোয়াড়। ফুটবল এবং বাগদী খেলায়ও তার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। একজন আঞ্চলীক হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করে ছিলেন। করেক সাতাই আড়া কালকাতা ঘটে রাগনী খেলার সময় আঘাত পেয়ে তিনি দুইবার মর্টিটে পড়ে যান। সেবার শেষে তিনি পুলিশ হাবের মধ্যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উইদার্সকে পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সেখান থেকে তিনি আর ফিরে আসতে পারেননি। পরের দিন তার জীবনীশীল নির্বাণিত হয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় কোলী সিমথের জীবনদীপ নির্বাণিত হয়েছে লন্ডনে এক মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে। তিনজন ক্রিকেট খেলোয়াড় পারফিঞ্চ সোবাস, টম ডিউডনে ও কোলী সিমথ মোটরযোগে যাচ্ছিলেন ক্রিকেট মাঠে। সোবাস গাড়ি চালান্নিয়ে এমন সময় এক চালবাহী ভারী সারির সঙ্গে মোটরের সংঘর্ষের ফলে তিনজনই ভীষণ আঘাত হন। তখনই তাদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দুদিন পর কোলী সিমথ মারা যান। তার শব্দেই লন্ডন থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সিমথকে অস্তিম শযায় সমাহিত করা হয়েছে।

ট্রান্সের সাতারু জাপন জিরগানস সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন আইসল্যান্ড থেকে সাতার কেটে স্কটল্যান্ডে পৌঁছবার পথে। দীর্ঘ রোগ হস্তী সাতার কাটবার পর তিনি এখন স্কটল্যান্ড থেকে মাত্র এক মাইল দূরে ছিলেন তখন এক প্রবল ঢেউয়ের তোড়ে তিনি তিন মাইল পিছিয়ে যান। তার পক্ষে আর ফিরে আসা সম্ভব হয় না ক্রাবের মধ্যেই তার জীবনের খেলা শেষ হয়। জিরগানস একাধিকবার ইংলিশচ্যানেল অতিক্রম করেছেন, লোক উইণ্ডারয়েরীও পার হয়েছেন। তাছাড়া ইউরোপে ইনি একজন দক্ষ সাতারু হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে-

ছিলেন। অথচ আইসল্যান্ড থেকে স্কটল্যান্ড পর্যন্ত ২২ মাইল সাতার কাটবার সময় জিরগানসের মৃত্যু হল। উইদার্স, কোলী সিমথ ও জিরগানস কেউই পরিণত বয়সে মৃত্যুমাঝে পতিত হননি। সিমথ তো একেবারে কাঁচা বয়সেই মৃত্যুবরণ করেছেন। এ সব ঘটনাকে নির্যাত বলেই মনেতে হবে।

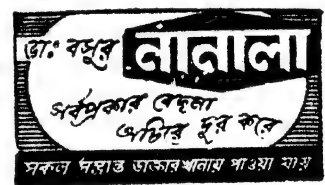
বহুরের সেরা মার্ক
শৈলেশ গদহ নিয়োগীর
শ্রী ভূমিকা বর্জিত

ফ্রু—১

হাইটার্স কলার
এ-১৫, কলকাতা শ্রীমতি মার্কি, কলি-১৫



মাথায় ঢাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৬ বৎসর ভারত ও
ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিগার সাহিত্য প্রতি
দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার
বেলা ৩টা হইতে ৭টার মাঝায় করুন।
৩৬ জনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
(সি ১৬১৯)



বেশি চিঠিখোলে
পেন
“সুলেখা”
আর
“ব্রীফমেন”
PENMEN'S INDUSTRIAL SERVICES
BOMBAY 47

দেশী সংবাদ

২২শে সেপ্টেম্বর—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার শারদ অধিবেশনের প্রথম দিনে সমস্ত শারদ শচীতার অপমৃত্যু ঘটে। হাটগোলের ঘণ্টাই এই উৎসবে প্রতীকিত দিনের পট উত্তোলন, যদ্য মধ্যে অশালা গামিগালাজ, অসমিষ্, উত্তরনা, জুতা ছোড়াছড়ি, অবশেষে চরম বিশাখার মধ্যে বারিনকা-পাত।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস কে পার্থস আজ মাদ্রাজে বলেন, ভারতে আমেরিকার ৫০ লক্ষ টন উল্লভ খাদ্যাদা মন্ত করার জন্য শ্রীম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে আগ্রহান্বিত করার চেষ্টা করিতেছেন।

২২শে সেপ্টেম্বর—সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ জেনারেল থিমিয়া অদ্য রাত্রে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, সেনাবাহিনী লাডাক এলাকার ভারত-চীন সীমান্তের প্রতি-রক্ষা দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

চীনা সৈন্যগণ সিকিমের সীমান্তে মোতায়েন হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। লস্কৃত নাথলো হইতে চীনা সৈন্যগণকে এখন দেখা যায়।

২৩শে সেপ্টেম্বর—অদ্য সকালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের অধিবেশনে সমস্ত সদস্য গ্রীষ্মকালেশ্বর সান্যাল সাংবিধানিক গুরুত্বপূর্ণ এক ষেদতার প্রস্তাব দ্বারা সারাদি এই অভিলাষ করেন যে, রাজ্যের মন্ডলসভা ক্ষমতাসীন থাকার অধিকার হারাইয়াছেন। কারণ মন্ত্রীরা জনস্বার্থের প্রতি প্রত্যক্ষ করেন নাই এবং তারা ও ভারত বিক বিয়া নিজেদের শপথের মর্যাদা রক্ষা করেন নাই।

২৪শে সেপ্টেম্বর—নির্ভরযোগ্য সত্তে প্রাপ্ত সংবাদ জানা গেল যে, আলমোড়া জেলার ভারতীয় সীমান্তে ঘাটি ভিপিও হইতে মাইল দুইয়ক মত দূরে টাকলাকেটে চীনা সৈন্যগণ ঘাটি নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। হাওয়া এই স্থানে পরিখা খনন করিতেছে এবং ঘাটির নিচে অন্যান্য প্রতিরক্ষাকারক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে।

সরকারী দলের সহিত সংশ্লিষ্ট উপাধিক্ত মহলের আলোচনায় প্রকাশ যে, খাদ্য অধিদপ্তর মন্ত্রণালয় সাংসদিক হাওয়ায় গুলিসী সপক্ষে সম্পর্ক রাখা সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রেক্ষিতে এক্ষণে বিবেচনা করিতেছেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ সমস্তিক হাওয়ায় প্রকাশ্যে বিরোধী পক্ষের বর্মান মূল্যবান প্রস্তাব সম্পর্কে বিরোধী সম্প্রদায় ভোট গণনার দ্বারা উত্তরিয়ে মোট দশটি মূল্যবান প্রস্তাবের উপর একটি ভোট গণনা করা হয় এবং উহা ২০-২০ ভোটে নাথাক্তর হয়। অদ্য নবাবসিয়ারে জানা গিয়াছে যে, বংমান

সাধারণ সংবাদ

মাসের মধ্যে বারাউনিতে সরকারী টেক শোধনাগারের জন্য সাজ-সরঞ্জাম সরকার সম্পর্কে ভারত সরকার এবং সোভিয়েট সরকারের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে।

২৬শে সেপ্টেম্বর—অদ্য নবীনগরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে পরিকল্পনা সার কমিটির রিপোর্ট আলোচনা-কালে ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত হন। হুশিয়ার পরিকল্পনাকালে শিল্পোন্নয়ন এবং কৃষি উপোন্নয়নের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হইবে।

২৭শে সেপ্টেম্বর—ভারতের তৃতীয় পাঁচালা পরিকল্পনার রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী জীলালাবাদীর শাস্ত্রী ঘোষণা করেন যে, বড় বড় ম্যানুফ্যাক্চারিং এন্ড-ট্রেলের কমিশনের মূল্যবান ও সর্বোচ্চ সীমা শতকরা দশ ভাগ হইতে কমটিয়া শতকরা ৬৫ ভাগ করা হইতেছে। এই সম্পর্কে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে বলিয়া গ্রীষ্মস্বী জানান।

বিদেশী সংবাদ

২৮শে সেপ্টেম্বর—শ্রীমন্তিরা স্ট্রাটজের নিরস্ত্রীকরণ প্রচারাভারীর সত্তে দরিয়া। অক্টোবরটি উইনিয়ন "সাধারণ ও সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ" সম্পর্কে একটি নতুন সিস্টেম রাষ্ট্রপুত্র সাধারণ পরিষদের আলোচ্য বিষয়ের অনুভূক্ত করার জন্য সরকারীভাবে অনুবেদ প্রাপ্তন করিয়াছে।

২৯শে সেপ্টেম্বর—আফগানিস্তান এবং ইরান পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া দিল্লি যাবার পথে প্রদান মন্ত্রী জীলেন্দর, যদ্য তেরাহানে এক চমকাদরক বৈঠকে বলেন, সিমলাতে এবং ভারত-চীন সীমান্তে সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা সন্তোষ স্থান উত্তর স্থিত হইতে চাহেন যে, ভারত নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করিবেন।

রাষ্ট্রপুত্র জীনের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে ভারত যে প্রস্তাব করেন, সাধারণ পরিষদ আলোচ্য উহার কমিসিয়ার অনুভূক্ত করিতে অস্বীকার করেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর—৮৮ বৎসর বয়স্ক বান্ধু-রাজনীতিক স্যার উইলকিন্স চার্লিস খ্যায় নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বাচনী লঙ্কায় বলেন, চার বৎসরের মধ্যে পুরোপুরি নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা সোভিয়েট প্রদান মন্ত্রী উপাধি করিয়াছেন। প্রস্তাবটি গতিমাত্রায় বিস্তারক।

উত্তর নাটজিরায় কানেতে একটি মর্গিয়া ছোড়া লাগা সমস্ত সন্তান প্রসব করিয়াছেন। কানেতে এই ঘটনার এ ঘটনা ঘটিল।

২৮শে সেপ্টেম্বর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগামী মাসে চলিত যে বৈঠকটি প্রেরণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল, আজ তাহা উপলক্ষেই বিলম্বিত হইয়া সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়।

২৯শে সেপ্টেম্বর—সিংগাপুর প্রদানমন্ত্রী জীলেন্দরায়ক আজ হাজার নিরস্ত্র প্রসঙ্গের বৈঠক ডিক্লারেশনারী এক আলোচনার গুলিতে মারত হইয়াছেন। মরণে সিংগাপুর সত্তে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়।

মৌজার্ডি আর্মিয়েস নামক কলিকাতা বিশ্বকোষক বিশেষজ্ঞ সিমলায় বলেন যে, অস্বাভাবিক বনবনের মধ্যে যখন বন্য জন্তুরাফেলো কাগজের পক্ষপাত প্রকাশ্যে পরিদর্শন করিবে। কলিকাতা মাস কাগজের পর তাহারা উহা ছিটিকা ফেলিয়া দিবে।

২৯শে সেপ্টেম্বর—সিংগাপুর প্রদানমন্ত্রী জীলেন্দর, বনবনেরায়ক আজ সন্তান পুত্র দ্বিতীয় সমস্ত কলিকাতায়নি করিয়াছেন। সিংগাপুরী জীলেন্দর বনবনেরায়ক আজ সেকা ১২ ৩০বির মত সিংগাপুর প্রদানমন্ত্রিত্ব সম্পন্ন গণে করেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর—অদ্য একটি লস্ক ইন্দ্রসিংহ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ অধিসেনাওয়ার ও প্রদানমন্ত্রী লস্কসিংহ এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, সারসংক্ষেপে লস্ক প্রসঙ্গের অনুভবান পাওয়া গেছে বর্মান সম্পর্কে গুরুত্ব আলোচনা শুরুর করা উচিত।

আগামী অক্টোবর আজ এই মর্গে ঘোষণা করিয়াছে যে, গুরুত্ব সমস্ত আগামী পুত্র গুলিসিয়ার উপলক্ষে ৮৮৫ জন নিরস্ত্র, ৬২৫৬ জন সারস ও ১২৫১ জন সিংগাপুর হইয়াছে এবং ৩ লক্ষ ১৮ হাজারেরও বেশী লোক গুরুত্ব হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রী অশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রী সাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৫০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, সাপ্তাহিক—১০, ও ট্রেমাসিক—৫, টাকা।
মহম্মদ : (সংখ্যক) বার্ষিক—২২, সাপ্তাহিক—১২, টাকা ও ট্রেমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
হুদার ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সূত্রাকিন শ্রীট, কলিকাতা—১।
ট্রান্সমিট : ২০-৬৬৬৩। স্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সহযোগিতার অলৌকিক ফল

স্বাভাবিক ও সহযোগিতা কি রকম সুন্দর ফল দিতে পারে, উত্তর প্রদেশের সেহানী গ্রামের চারজন নারী তা প্রমাণ করেছেন।

এঁদের বহু দূর থেকে জল নিয়ে আসতে হতো। আসা যাওয়ার পথে এঁরা রোজই ভাবতেন “আহা বাড়ীর কাছে যদি একটা কূয়ো থাকতো”। পুরুষ আত্মীয়রা এঁদের এই আকাঙ্ক্ষাকে এক অসম্ভব আবিদার বলে মনে করতেন এবং এঁদের এই ইচ্ছা পূরণের জন্য কোন চেষ্টাই করেন নি।

কাজেই এঁ চারজন মহিলা স্থির করলেন যে তাঁরা নিজেরাই কূয়ো কেটে নেবেন। বাড়ীর কাজকর্মের পর এঁরা সবাই মিলে কূয়ো কাটতেন। সমবেত প্রচেষ্টার ফল এঁরা শিগগীরই পেয়ে গেলেন। ৬০ ফিটের কিছু বেশী কাটবার পর তাঁদের পরিশ্রম সফল হোল। তাঁদের বহুদিনের আশা—পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল দেখা গেল। ৪ জন মহিলার এই সাফল্যে পুরুষ আত্মীয়রা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

সেহানীর মহিলাদের এই সাফল্য কাছাকাছির গ্রামগুলিকেও উৎসাহিত করে তুলেছে।



সমবেত প্রচেষ্টা যেমন অনেক সুযোগ সুবিধে নিয়ে আসে তেমনি সমাজেরও অনেক কল্যাণ সাধন করে জাতির অগ্রগতিও ত্বরান্বিত করে।

পরিকল্পনাকে সাহায্য করে
নিজেকেই সাহায্য করুন

দেশী সংবাদ

২২শে সেপ্টেম্বর—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার শারদ অধিবেশনের প্রথম দিনে সমস্ত শারদ শুচীয়ার অপসৃত্য ঘটে। হাটগোলের মধ্যেই এই উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষিত দিনের পট উত্তোলন, মণা অনেক অশাবা গালিগালাজ, অসভ্যিক, উদ্বেহনা, জুতা ছোড়াছড়ি, অবশেষে চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে সন্নিবিষ্ট পাত।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল আজ মন্ত্রকে বলেন, ভারতে আমেরিকার ৫০ লক্ষ টন উদ্ভৃত খাদ্যশস্য মজুত করার চিন্তা যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে আগ্রহান্বিত করার চেষ্টা করিতেছেন।

২২শে সেপ্টেম্বর—সেনাবাহিনীর চীফ অব পর্বত সেনারেল থিমায়্য অদ্য রাতিতে এক সংবাদিক বৈঠকে বলেন, সেনাবাহিনী লাডাক এলাকার ভারত-চীন সীমান্তের প্রতি-রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

চীনা সৈন্যগণ সিন্ধু নদীর সীমান্তে মোড়ায়ন হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বস্তুত নাগালে হইতে চীনা সৈন্যগণকে এখন দেখা যায়।

২৩শে সেপ্টেম্বর—অদ্য সকালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের অধিবেশনে সুলভ সঙ্গীত শ্রীশ্যামকেশবর সামান্য সংবিধানগত গুরুত্বপূর্ণ এক বিধানের প্রথম কুলিয়া সরকারি এই অধিবেশন করেন যে, রাজ্যের মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন থাকার অধিকার হারাষ্টয়াছেন। কারণ মন্ত্রীরা জনসাধারণের প্রতি ভ্রমকেপ করেন নাই এবং ভাষা ও ভাষার ভিত্তি দিয়া নিজেদের শপথের মর্মাদি রক্ষা করেন নাই।

২৬শে সেপ্টেম্বর—নিভরসোয়ায় সূত্র প্রান্ত সংবাদে জানা গেছে যে, আলমোড়া জেলার ভারতীয় সীমান্তে ঘাটি ভিত্তিপট হইতে মাইল দুইকে মাত্র দূরে টাকসাকোটে চীনা সৈন্যরা ঘাটি সিমান করিতেছে। এতারা এই স্থানে প্রতিরক্ষা গুলন করিতেছে এবং ঘাটির নিচে অনান্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। সরকারী দলের মতে সংশ্লিষ্ট গোপনিত মন্ত্রকের আলোচনায় প্রকাশ যে, খাদ্য আধারবান সংরক্ষিত সম্প্রদায়ক ভাণ্ডারায় পলিসী লক্ষ্যে সম্পর্কে রাজ্য সরকার বিচার বিভাগীয় উদ্দেশ্যের প্রকল্পটি এক্ষণে বিবেচনা করিতেছেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে সাম্প্রতিক ভাণ্ডারায় প্রসঙ্গে বিরোধী পক্ষের সর্বমুখী মূল্যবোধী প্রস্তাব সম্পর্কে বিরোধী সদস্যরা যেট গণনার দায় উঠাইলে যেট দশটি মূল্যবোধী প্রস্তাবের উপর একটি ভোট গণনা করা হয় এবং উহা ২০-৬০ ভোটে নাগ্রহণ করা হয়। অদ্য সন্ধ্যাকালিত জানা গিয়াছে যে, বর্তমান

সাপ্তাহিক সংবাদ

মাসের মধ্যে বারউনিতে সরকারী তৈল শোধনাগারের জন্য মাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ সম্পর্কে ভারত সরকার এবং সৌভিয়েত সরকারের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে।

২৬শে সেপ্টেম্বর—অদ্য নবীনগরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে পরিচালনা সাব কমিটির রিপোর্ট আলোচনা-কালে ১০ হাজার কোটি টাকা শিল্পোৎপাদন সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত হন। কৃষীয় পরিচালনাকালে শিক্ষোৎপাদন এবং কৃষি উৎপাদনের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হইবে।

২৭শে সেপ্টেম্বর—ভারতের কৃষীয় পটস্থানা পরিচালনার উপযোগে সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষা ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীমানবাণোদর শাস্ত্রী ঘোষণা করেন যে, বড় বড় ম্যানোফ্যাকচারিংয়ের কমিশনের মূলাদা ও মারফাক সীমা শতকরা দশ ভাগ হইতে বৃদ্ধি করা শতকরা চার ভাগ করা হইতেছে। এই সম্পর্কে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে বলিয়া শ্রীশাস্ত্রী জানান।

বিদেশী সংবাদ

২৯শে সেপ্টেম্বর—জার্মানরা যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধকরণ পক্ষসারবলীর সূত্রে ধরিয়া আর মোজারট উটনিয়ন "সোভারেন ও সম্পর্কে" নিষেধকরণ সম্পর্কে একটি নতুন বিদ্য রায়পুত্র সামগ্রণ পরিষদের মালোচ্য বিস্তারিত অনুভূত করার জন্য সরকারীভাবে অনুপ্রের জ্ঞাপন করিয়াছে।

২৯শে সেপ্টেম্বর—ফ্রান্সগান্ধন্যন এবং ইরান পরিবেশন সমাপ্ত করিয়া ব্রিটিশ রাজের পক্ষে প্রদান মন্ত্রী জীনেহর অদ্য হেয়ারানে এর সম্বন্ধিত বৈঠকে বলেন, কিস্তিতে এবং ভারত-চীন সীমান্তে সম্প্রতি হুমস লটনা রাখিয়াছে। বর্তা সন্তোষ বিনি উঠাই বলিতে চায়েন যে, ভারত নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করিবে।

রাষ্ট্রপুত্রে চীনের প্রতিনিধি সম্পর্কে ভারত যে প্রস্তাব করেন, সাধারণ পরিষদ অদ্য উহারে তাহার কমস্চার অন্তর্ভুক্ত করিতে অস্বীকার করেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর—৮৬ বৎসর বয়স্ক ক্যান্ড-রাজনীতিক স্যার উটনস্টন চাচিল দ্বিতীয় নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বাচনী বক্তৃতায় বলেন, চার বৎসরের মধ্যে পরোপার্জিত নিষেধকরণের প্রস্তাব সৌভিয়েত প্রদান মন্ত্রী উত্থাপন করিয়াছেন। প্রস্তাবটি অতিমাত্রায় নিষ্পন্নকর।

উত্তর নাইজেরিয়ায় কানোতে একটি মন্ত্রণা ছোড়া-লাগা যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রসব করিয়াছেন। কানোতে এই কৃত্যীয়বার এ ঘটনা ঘটিল।

২৬শে সেপ্টেম্বর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগামী মাসে চলে যে রকেটটি প্রেরণ করিতে বলিয়া দিবার কাঁচিয়াছিল, আজ তাহা ডুপারজেই বিলম্বিত হইয়া সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়।

২৬শে সেপ্টেম্বর—সিংগের প্রধানমন্ত্রী মৌলম্বরনায়ক আজ রাতে নিজস্ব বাসভবনে বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেসদারী এক আতঙ্কপ্রাপ্ত গুলোতে মৃত্যু হইয়াছেন। মৃত্যু সিংগের সর্বত্র জবরদী সম্প্রদায় ঘোষিত হয়।

গ্রীসার্ড আর্মিয়ার মাত্র কয়েক বর্ষিক যোদ্ধা বিশেষক ভিসানীতে বহন যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে যতগুলি বয়স জেলেরদের কাগজের প্রস্তুত পোশাক পরিধান করিবে। কয়েক মাস সাধারণের পর শাহারা ইস্তা জিঁদুয়া ফেলিয়া দিবে।

২৬শে সেপ্টেম্বর—সিংগের প্রধানমন্ত্রী শ্রীসেলমান বন্দননায়ক আজ সকালে পূর্ব দিকের সমস্ত পরিসরকরম করিয়াছেন। শিক্ষাব্যবস্থাী শিক্ষাব্যবস্থা বন্দননায়ক আজ সকালে ১২-৩০ মিনিট সময় সিংগের প্রধানমন্ত্রিরূপে শপথ গ্রহণ করেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর—অদ্য একটি যুদ্ধ বিমানের ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রসিদ্ধের মতিসনহাওয়ার ও প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, সরকারীভাবে যুদ্ধ মলমুল্লির অনুমোদন পাওয়া গেলে কলম্বি সম্পর্কে পুনরায় আরোচনা শুরু করা উচিত।

সাপ্তাহিক পলিসি আজ এই মর্মে ঘোষণা করিয়াছে যে, গণসংসদ সমগ্র জাপানে পূর্ণল দৃষ্টিগোচর অন্তর্ভুক্ত ৮৭২ জন নিহত, ৩৯৩০ জন আহত ও ১৬৬২ জন নিখোজ হইয়াছে এবং ৩ লক্ষ ১৬ হাজারেরও বেশী লোক গৃহহীন হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৫০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, বামাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।

মফসস : (সংস্কৃত) বার্ষিক—২২, বামাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

ম্যাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস ও সত্যরিকম শ্রীটি, কলিকাতা-১।

টোলকোন : ২০-৬৬৪৮। স্বরাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সহযোগিতার অলৌকিক ফল

স্বাবলম্বন ও সহযোগিতা কি রকম সুন্দর ফল দিতে পারে, উত্তর প্রদেশের সেহানী গ্রামের চারজন নারী তা প্রমাণ করেছেন।

এঁদের বহু দূর থেকে জল নিয়ে আসতে হতো। আসা যাওয়ার পথে এঁরা রোজই ভাবতেন “আহা বাড়ীর কাছে যদি একটা কূয়ো থাকতো”। পুরুষ আত্মীয়রা এঁদের এই আকাঙ্ক্ষাকে এক অসম্ভব আবদার বলে মনে করতেন এবং এঁদের এই ইচ্ছা পূরণের জন্য কোন চেষ্টাই করেন নি।

কাজেই ঐ চারজন মহিলা স্থির করলেন যে তারা নিজেরাই কূয়ো কেটে নেবেন। বাড়ীর কাজকর্মের পর এঁরা সবাই মিলে কূয়ো কাটতেন। সমবেত প্রচেষ্টার ফল এঁরা শিগগীরই পেয়ে গেলেন। ৬০ ফিটেই কিছু বেশী কাটবার পর তাঁদের পরিশ্রম সফল হোল। তাঁদের বহুদিনের আশা—পরিকার ঠাণ্ডা জল দেখা গেল। ৪ জন মহিলার এই সাফল্য পুরুষ আত্মীয়রা বিশ্বে হতবাক হয়ে গেলেন।

সেহানীর মহিলাদের এই সাফল্য কাছাকাছির গ্রামগুলিকেও উৎসাহিত করে তুলেছে।



সমবেত প্রচেষ্টা যেমন অনেক সুযোগ সুবিধে নিয়ে আসে তেমনি সমাজেরও অনেক কল্যাণ সাধন করে জাতির অগ্রগতিও ত্বরান্বিত করে।

পরিকল্পনাকে সাহায্য করে
নিজেকেই সাহায্য করুন

দিনের পর দিন প্রতিদিন...



**রেক্সোনা
সাবান**

**আপনার ত্বকে
আরও সুন্দর করে**

অভাবাই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে ত্বক ধোবেন—
আপনার ত্বক আরও মৃদু, আরও মসৃণ হবে।
তার কারণ, রেক্সোনা থেকে ক্যাডিল—অর্থাৎ
কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার
সাবানকে সুন্দর করে তোলে এবং আপনার ত্বকে
সুস্থ রাখে। রেক্সোনা সব সময় ফেণা আবু দেবেন
আপনার ত্বক প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠছে।

আপনার সৌন্দর্যের জন্যে... রেক্সোনা





২৬ বর্ষ] শনিবার, ৯ আশ্বিন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 26th September, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৪৮

অভিজাত প্রসাধন বেরু



উষসী ফেস পাউডার

বেঙ্গল কেমিক্যাল * কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

দেশ



ফ্যাশান

যাঁর পরশ দিয়ে যায় না ধরা

চেষ্টা করলেও 'ফ্যাশান'কে ঠিক পুরোপুরি
বোঝানো যায় না। স্পর্শ দিয়েও একে
ছোঁয়া যায় না। তবে এ-ও সত্যি দেখা
মাত্র একে আপনি বুঝতে পারেন।
বিশেষ করে যখন আপনি আসেন
'হ্যাণ্ডলুম হাউসে', ফ্যাশানকে চেনা
যেন স্বয়ং সহজ হয়ে ওঠে।

ভারতের সেরা আর সুন্দর তাঁতের কাপড়
পেতে হলে -

শীতাপনিয়ন্ত্রিত

“হ্যাণ্ডলুম হাউস”

ফ্যাশন নামের অপ্রদত্ত

২নং লিনড্‌সে স্ট্রীট, কোলকাতা-১৬

সোনার কারুকার্যভরা একখানি মনোভোলানো ★
বিরল শাড়ী - হ্যাণ্ডলুম হাউসের ডিজাইন
সে-টােরের তৈরী।

২২১, ডাঃ দামোদাই নওরোজি রোড, বোম্বাই-১ • ১, বতন বাজার, মাদ্রাস-৩
বিশেষ বিভিন্ন শাখা : এডেন, ব্যাংকক, কলম্বো, কুম্বালায়ামপুরে, সিঙ্গাপুরে
হেড আপিস :
অল ইন্ডিয়া ফেরিকস্‌ মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, জামহুদী চেন্দ্রাবান্, ফোর্ট স্ট্রীট, বোম্বাই-১

WESTERN



শারদীয় বিংশ শতাব্দী

তিনটি সম্মুখ উদ্যোগ

নারায়ণ গম্ভোপাধ্যায়ের জৈয়ন্তী	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মাল্লেশ্বর গতন মাল্লেশ্বর	সুবোধ ঘোষের ইব্রাবতী
---	---	--------------------------------

গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অবধূত, মনোজ বসু, বিমল বর, রমাপদ চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী, সন্তোষকুমার ঘোষ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, আশা দেবী, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, কুমারেশ ঘোষ, মৈতালী রায়চৌধুরী, সুকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীভানুগ চক্রবর্তী।

প্রবন্ধ

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, মজাফ ফর আহমদ, ডাঃ সুকুমার সেন, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, বিমলা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, সরোজ আচার্য, পঙ্কজ দত্ত, শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অজয় সিংহরায়, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

সমগ্র বসু বড় গল্প	প্রভুত্ব	শনিবারের- চিঠি ও আমি	মোহিতমান মজুমদার অস্বকামিত মত
-----------------------	----------	-------------------------	-------------------------------------

কবিতা

প্রমোদ মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, কৃষ্ণ ধর, অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর দে।

এ ছাড়া আর্ট প্লেট, ফটো প্লেট, রেবতীভূষণ ও কে সরকারের কার্টুন, বহু চিত্র সম্মিলিত রং-জগৎ, ছড়া, বিজ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয়। অগসজ্জা গণেশ বসু।

বড় আকারের চারশত পৃষ্ঠার এই শারদীয় সংখ্যা।

দাম মাত্র আড়াই টাকা

হয় টাকার বার্ষিক গ্রাহকদের কোন অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। রেজিস্ট্রি ডাকে পাবার জন্য আরো আট আনা অতিরিক্ত লাগবে। এজেন্টগণ আগ্রহ সহ আজই অর্ডার দিন। পত্রিকা মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে।

বিংশ শতাব্দী ২০ প্রে নম্বর, কলিকাতা-৫ ॥ ফোন : ৫৫-৫৪২৬

দেশ

এবার পুজায় নতুন বই -
রাধাকৃষ্ণ খোব্রাজ দাম ৩০ টাকা
এবং লায়নালি স্টোরি - কলিকাতা -

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিজয়ী
মৌমাছির

রঙিন ছবি ও গল্পের বই

১ **চঙা-বেঙা**

২ **নাকাল-নেংটি**

৩ **ঢালাক-বোকা**

শিশু সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা - ২

আজই বেরুল ছোটদের চির আদরের

বার্ষিক শিশুসাথী

দাম চার টাকা

বার্ষিক শিশুসাথী বিরাট বিজ্ঞাপনের অপেক্ষা রাখে না — একটি ছোট বিজ্ঞাপিতই যথেষ্ট। দিগিন বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত বার্ষিক শিশুসাথী নিয়ে গত বছর ছোটদের মহলে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। এ বছরই কি না পড়বে।

বৃন্দাবন এর এন্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড

৫ বংকিম চাটজী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



শারদীয় সংখ্যা আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হবে ॥ দাম তিন টাকা

এই সংখ্যায় একটি বড় উপন্যাস লিখেছেন অবধূত। আগামী কালের এক কাল্পনিক ঘটনা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস-এর পটভূমি ছিন্নমূল উদ্ভাস্তু কলোনী আর প্রধান চরিত্র একটি অগ্নিসম্ভবা নারী। সমরেশ বসু বেছে নিয়েছেন বিস্তীর্ণ বাদা অঞ্চলের আরণ্যক পরিবেশকেই তাঁর উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে। দুইটি প্রথম শ্রেণীর গল্প লিখেছেন রম্যাপ চৌধুরী এবং সন্তোষকুমার ঘোষ। সৈয়দ মজতবা আলী, সাগরময় ঘোষ এবং রূপদর্শীর রচনা রসস্ফুটতে রম্য যেমন, তেমনি বক্তব্যে গভীরও বটে। দুইটি প্রবন্ধ লিখেছেন অমিতাভ চৌধুরী এবং পঙ্কজ দত্ত—বিষয় যথাক্রমে স্বর্গত শিশির-কুমার ভাদুড়ীর শেষ জীবনের স্বপ্ন জাতীয় নাট্যশালা সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনা এবং ভারতে টেলিভিশন। সাক্ষাৎকার ও পরিচিতির মারফত যাদের অন্তরঙ্গ কথা জানা যাবে তাঁরা হচ্ছেন শান্তিদেব ঘোষ, উত্তমকুমার, অসিত সেন, ওয়াহিদা রেহমান, গীতা রায় প্রভৃতি। এ-ছাড়া নিয়মিত বিভাগের মধ্যে রয়েছে শচীন ভৌমিকের প্রশ্নবাণ ও বোম্বের খবর; আশীষতরু মৃথোপাধ্যায় পরিচালিত গানের আসর; শ্রীসরকারের চিঠির উত্তর; নামগদ্য-এর টিপ্পনী; অমল বোসের লন্ডন স্টুডিওর আশেপাশে ॥

চিত্রগতের অজস্র ছবি ছাড়াও জলসার নিজস্ব পরিকল্পিত বিভিন্ন চিত্রমালার জন্য ছবি তুলেছেন হেমেন মিত্র ও মৃকুল সরকার এবং ছবি পাঠিয়েছেন শচীন ভৌমিক ॥

প্রায় প্রত্যেকটি রচনাই শিল্পী পূর্ণেন্দু পট্টীর তুলির আঁচড়ে অলঙ্কৃত ॥

জলসা ॥ ৫বি, সুরেশ সরকার রোড ॥ কলকাতা ১৪

সৃষ্টিগ্ৰন্থ



বিষয়

লেখক

পৃষ্ঠা

বাঙালীর ইতিহাসে সাক্ষ্যস্থান—	...	৫৯০
প্রসঙ্গত—	...	৫৯৪
তিন দিন তিন রাত্রি—শ্রীনারায়ণনাথ মিত্র	...	৫৯৫
সবুজ পাতার ডাক—শ্রীহারীতরুণ দেব	...	৬০১
গানের আসর—শার্দেব	...	৬০৯

আলোসিয়েটেড প্রিন্টিং

৭ই ডায়ের বই
জগদীশ গুপ্তের
স্বনির্বাচিত গল্প ৪.

সদা প্রকাশিত :
প্রকাশিত চৌধুরীর স্বর্ণযন্ত্রের ৩১
(নব্যোপন্যাস)
কালিনের বংশ আর রূপমণ্ডলের
তালিন, এ দুয়ের অন্তরঙ্গ কথা,
অন্তরঙ্গতার কথা। মাস্তুর সঙ্গ
জড়িত সকল লতার মাল্যের
কিছু কালিনের ৪০০০০০০০০০
কালিনী।

এবার গুজায় ৭খান ছেলের নতুন বই ৭ই আশ্বিন বাঁর হবে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চাইবড়োর পূর্বাং ৩.

প্রেমেন্দ্র মিত্রের অস্থিতীয় ঘনাদা	২১০	হেমেন্দ্র রায়ের গোয়েন্দা, ভূত ও মানুষ ২.
শিবরাম চক্রবর্তীর চুলচেরা শোধবোধ ২.		জয়ন্ত চৌধুরীর হাওয়া বদল ২১০
জীলা মজুমদারের গুপির গুপ্ত খাতা ২.		হাসির গল্পের সংকলন শব্দ, হাসির গল্প ৫.

আমাদের প্রকাশনার কয়েকটি ছোটদের বই:

গল্পগ্রন্থ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প ৩য় সং ৩. ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর নিখরচায় জলযোগ (২য় সং) ২. ॥
জুজুড়ে জুজুড়ে ১৫০ ॥ বনফুলের করবী ১৫০ ॥ বিমল মিত্রের টক-মাল-মাল্ট ২. ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাল
নবমী ২১০ ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেসে যাও ২. ॥ নীরঞ্জনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হৃৎকথার খাঁসি ২১০ ॥ পদার্থ
উত্তীর্ণতার মস্তুর দেশের হৃৎকথা ২. ॥ মনপনবড়োর মজার গল্প ১১০ ॥ রবীন্দ্র মিত্রের মায়াবী ১১০ ॥ সীতা দেবী
ও শান্তা দেবীর হিন্দুস্থানী উপকথা ৩০ ॥ প্রতিভা বসুর নব চেয়ে যা বড়ো ১১০ ॥ বীরেন্দ্রনাথ রায় বাঘের লুকোচুরি ২.
॥ শ্যামলী প্রেমচন্দ্রনাথের উপনিষদের গল্প ১. ॥ হামককের গল্প ১. ॥
উপন্যাস ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মার্কিন পূর্বাং ৩০ ॥ প্রণবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালবর্তীর কথা ২১০ ॥
কীলা মজুমদারের হৃৎকথার পালক ২. ॥ শিবীন্দ্রনাথের বসুর লাল-কালো ৩. ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর বর্মার ঘামা ২১০ ॥
প্রকাশিত চৌধুরী ও জয়ন্ত চৌধুরীর ছোট (জন্মতিথি) কথাচিত্রের গল্প ২১০ ॥ অবনীন্দ্রনাথ বসুর ছোটদের কল্যাণ ১. ॥
বিবোধ ॥ অ-বর মায়েমালী বড়ো ১১০ ॥ শচীনন্দন গুপ্তোপাধ্যায়ের বাবা বতীন ২৫০ ॥ অনাথনাথ বসুর গাধাজী ১. ॥

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
গ্রামঃ কালভাট ২৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোনঃ ৩৪২৬৪৩

(সি ১৪৫১)

নৌলকণ্ঠের
নবতম উপন্যাস
ন ব

বৃন্দাবন

দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধোত্তর
কলকাতার উপরতলার

নির্মম, নিষ্ঠুর,

নিরাবরণ চিত্র

দাম পাঁচ টাকা

নারায়ণ

সান্যালের

নতুন উপন্যাস

ব্রাত্য

মুখ কেমন করে মুখোশ

হয়ে দাঁড়ায় তার অঙ্গ-

সজল ইতিবৃত্ত

দাম তিন টাকা

সংপ্রকাশ প্রাইভেট লিঃ

৯ রায়বাগান স্ট্রীট,

কলকাতা ৬

টেলিফোন : ৫৫-৩১৬৮

(সি ৯০৬২)

লেখ

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

নূতন

চিত্রায়

সমৃদ্ধ

চলচ্চিত্রের নতুন ধরনের বার্ষিকী



সম্পাদকমণ্ডলী ॥ সত্যজিৎ রায় । ক্ষত্রিক ঘটক । মৃণাল সেন । চিদানন্দ
দাশগুপ্ত । গোপাল হালদার । বিমল ভৌমিক । সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

লিখছেন ॥ জ্যোতির্ময় রায় । শম্ভু মিত্র । তৃপ্তি মিত্র । রঘুনাথ
গোস্বামী । সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় । অসীম সোম । বিভূতি-
ভূষণ সান্যাল । গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শ্যামল চক্রবর্তী ।
মৃগাঙ্কশেখর রায় । চিদানন্দ দাশগুপ্ত । নিরঞ্জন পাল ।
গোপাল হালদার । সত্যজিৎ রায় । ক্ষত্রিক ঘটক ও আরো
অনেকে ।

॥ আর্ট শেপারে ছাপা অসংখ্য ছবি ॥

দাম দু' টাকা

। মফস্বলের এজেন্টরা অবিলম্বে অর্ডার দিন ।

প্রেস এন্টারপ্রাইজ

এ-২১১ বাগড়ি মার্কেট, ৭১ কামিং স্ট্রীট । কলি-১

সাগর পানে ফির'-র পরে

লক্ষতারার আলো

'জাগরী'র দ্বিতীয় কবিতা-সংকলনে

যোগদান করতে হলে 'রিংলাই কার্ডে' লিখুন।
* মাসিক 'জাগরী'র পূজা-সংখ্যা দ্বিবা-
মুগের সূচীপত্র নিয়ে মহালয়ার প্রকাশিত
হবে। গ্রাহকগণ এ সংখ্যা (এক টাকা)
এমন পাবেন। বার্ষিক টাকা ২-৫০ টাকা।
JAGARI: 9A, Hara Lal Mitra
Street, Calcutta-3.

(সি ৯৫৬০)

এবার পূজায় শ্রেষ্ঠ উপহার

**ছোটদের
ছড়া-সংকলন**

আদিকালের

নানা সুরের ছড়া

ছড়াও রবীন্দ্রনাথ,

যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি

২০ জনের ছড়ায় সমৃদ্ধ।

মূল্য
২৫ টাকা
মাত্র

ছন্দ ও রঙের অপূর্ণ সমাবেশ

• শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ •
কলিকাতা-২

"হুকো-মুখো হ্যাংলা, বাড়ী তার বাংলা

মুখে তার হাস নেই... দেখেছো?"

অন্ধরে অন্ধরে পাতায় পাতায় বাঙালীর

এই চিরন্তন দুর্নামকে ঘৃণার চ্যালেঞ্জ

নিরে মহালয়ার পুর্বেই বের হচ্ছে

স্মৃতিচিত্রিতা

অসংখ্য কাউন ও রঙিন ছবি এবং
শব্দ, হাসির গল্প-কবিতা-প্রবন্ধে ঠাসা

মূল্য মাত্র দেড় টাকা

শিবরাম, লীলা মজুমদার বারেন ভদ্র,

মুরারী সেন, পবিত্র গাঙ্গুলী, সুধার

সরকার, পি-সি-এল, চণ্ডী, অমিয়

ইত্যাদি বার্ষিক জনের কলমে ও তুলিতে

রসাল হয়ে আছে।

এজেন্টগণ এখনই যোগাযোগ করুন

রেলওয়ে হুইলার স্টলেও পাবেন।

৭৬, বউবাজার স্ট্রীট, কলি ৯২

ফোন ৫৪-২০০২

(সি ৯৫৬০)

শারদ

বাহির বসুধারা হইল

শারদ বসুধারায় কি কি আছে—

• সম্পূর্ণ উপন্যাস •

সুবোধ ঘোষ

শমিতা

দীপক চৌধুরী

বীলে সোনায়ে বসতি

রসরচনা :

গরগুরাম ঃ গুপ্ত সাহেব

বড়গল্প :

শংকর ঃ মনে পড়ে

বিশেষ রচনা :

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, দেবকী-
কুমার বসু, রূপদর্শী, অশ্বিনীমিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু,
কুমারেশ ঘোষ প্রভৃতি

গল্প :

প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সরোজকুমার রায়চৌধুরী,
অজিতকৃষ্ণ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার
ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার মহাশেবতা
ভট্টাচার্য, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্বিদ্যুৎ নন্দী,
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, ইন্দ্রদেবী
প্রভৃতি

কবিতা :

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, উমা দেবী, মণীন্দ্র রায় প্রভৃতি

• মূল্য তিন টাকা •

'বসুধারা' কার্যালয়

৪২ কন'ওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। ফোন : ৩৪-১১০০

সূচীপত্র



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বৈদেশিকী—	...	৬৪১
পুস্তক পরিচয়—	...	৬৪৩
রাজস্ব—চন্দ্রশেখর	...	৬৪৭
খেলার মাঠে—একলব্য	...	৬৫৩
সাপ্তাহিক সংবাদ—	...	৬৫৬

প্রকাশিত হল

দিলীপকুমার রায়ের বিদ্রূপজনচিত্তবিমোহন সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস



"এ উপন্যাসটির মধ্যে মানবের অন্তরের অসম আকৃতির সঙ্গে তার মনপ্রাণের নানা তরঙ্গের চিরন্তন বিরোধের ছবি আমার অন্য উপন্যাসগুলির চেয়ে বেশি উজ্জ্বল ও গভীর হয়ে উঠেছে।"—লেখক

আগাগোড়া পরিমার্জিত ও পুনর্লিখিত। তিন শতাধিক পৃষ্ঠা। দাম ছ' টাকা।

অন্যান্য উপন্যাস ও কাহিনী

এক মৃত্যু আকাশ ॥ ধনঞ্জয় বৈরাগী ॥	পাঁচ টাকা ॥
মুগ্ধাকারী স্মৃতি ॥ তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায় ॥	দু' টাকা ॥
মধুরাই ॥ ধনঞ্জয় বৈরাগী ॥	দু' টাকা ॥
কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী ॥ বিচিত্র মনস্তত্ত্ব ॥	দু' টাকা ॥
স্কুলের মেয়েরা ॥ পরিমল গোস্বামী ॥	তিন টাকা ॥
ভজহরির সংসার ॥ জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর) ॥	তিন টাকা ॥
অজানিতার চিঠি ॥ বিধায়ক ভট্টাচার্য ॥	তিন টাকা ॥
সঙ্গীত পঠশালা ॥ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥	দুই টাকা ॥
সামনে চড়াই ॥ প্রেমেন্দু মিত্র ॥	দুই টাকা ॥

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

অভিনয়যোগ্য নাটক

এক মৃত্যু আকাশ ॥ ধনঞ্জয় বৈরাগী ॥	দু' টাকা ॥
একাক্ষ নাটক সংকলন ॥ অহীন্দ্র চৌধুরীর ভূমিকাসহ ॥	তিন টাকা ॥
ছ'জন শত্রুমান নাটকের ছ'টি প্রেক্ষাপ্রাপ্ত একাক্ষিকা ॥	তিন টাকা ॥

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০



গ্রন্থ ম

২২/১, কনোয়ালাস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

নিউ এজ এর বই বলতে বোঝায় : সেবা

লেখক, সার্থক রচনা, সুন্দর মূল্য

যা বলো তাই বলো

শংকর-এর নতুন বই

কত অজানার পর আর এক অজানা
দ্বিতীয় সংস্করণ বন্দুস্ত ০,

প্রকাশিত হলো

মল্লিকরাজ আনন্দের

বায়কের কৈফিয়ত ৩,

শরাদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চিড়িয়াখানা ৩,

বোমকেশের বিচিত্র কাহিনী

খড়ির লিখন

সুকন্যা

এক নবীন শিল্পিকার সমুদয়ে স্মৃতিচিত্র।
দ্বিতীয় সংস্করণ বন্দুস্ত ০,

হিন্দী বই

বিষয়বস্তুর নিবন্ধনে এবং অল্প শোভার
শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করে আমাদের হিন্দী
পুস্তকগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠক-
পাঠিকাদের মনোবলনে সমর্থ হয়েছে।
হিন্দী পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

এ-কালের এক অবিস্মরণীয় গবেষণা-কীর্তি

A HISTORY OF CENTRAL
ASIA

by

Rahul Sankrityayan

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ

২২ ক্যানিং স্ট্রীট, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি
স্ট্রীট, কলিকাতা - গোল মার্কেট, নই দিল্লী - ১

চন্দ্র বিজয়

সোভিয়েট বকেট লুনিক ২ চন্দ্রে পৌঁছিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে
মানুষও চন্দ্রে পৌঁছাবে। এই বকেটের রহস্য বুঝবার জন্য পড়ুন।
বিখ্যাত রুশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী
লুনার ফেলদের

গ্রহ থেকে গ্রহে ২-০০

অনুবাদ—সম্মল দাশগুপ্ত

শুধুমাত্র পড়তে মসলো মনে হয় গ্রহ থেকে গ্রহে পথটন ব্যাপারটা হঠাৎ
কান্দে কবিভাবে কান্ডে যে ব্যাপারিত হবে। —বেশ

পপুলার লাইব্রেরী

১৯৫১ সাল, কলকাতা-৬

বিভিন্ন বই :

মহাসোভিয়েট

—মিসেরী দেবী ... ৬.০০

আবরণ

—সম্মারস্ট মম ... ৫.০০

মাজব দেশ

২.০০

নিরেট গুরুর কাহিনী

—সীতাদেবী ... ১.৫০

বিভিন্ন, ৬, বঙ্কিম চারুকো স্ট্রীট, কলি-১২

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

সুবিপুল ঐতিহাসিক উপন্যাস

ব হি ব ন্যা

অতি সামান্য সময়ের মধ্যেই ইহার
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছিল

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল ॥

— সাড়ে আট টাকা —

আশাপূর্ণা দেবীর
নতুনতম উপন্যাস

ছা ড গ ত্র

— সাড়ে চার টাকা —

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
নবতম উপন্যাস

উত্তরফাগুনী

— সাড়ে ছ টাকা —

নিরুপমা দেবীর
নতুন উপন্যাস

প্রত্যর্গণ

— বিন টাকা —

প্রমথনাথ বিশীর
ক্রান্তিক উপন্যাসকেরী
সাহেবের
মুন্সী— চতুর্থ মুদ্রণ —
॥ সাড়ে আট টাকা ॥

তারানাথের

দ্বিগুণে পরিবর্ধিত ও
আঙ্গোপান্ত পুনর্লিখিত

উত্তরায়ণ

॥ তৃতীয় মুদ্রণ ॥

— সাড়ে পাঁচ টাকা —

দুঃখনাথ ঘোষের

গর-
পূর্বা

(নতুন মুদ্রণ)

— সাড়ে চার টাকা —

প্রফুল্ল বায়ের
অনন্যসাধারণ উপন্যাস

নাগমণী

বেঙ্গল-জীবনের পটভূমিকায় সম্মান
কাহিনী। দ্বিতীয় মুদ্রণ — দাম—৫.

॥ নতুন উপন্যাস ॥

তটিনী তরঙ্গে ॥ যন্ত্রণা ॥

মিষ্ণু ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



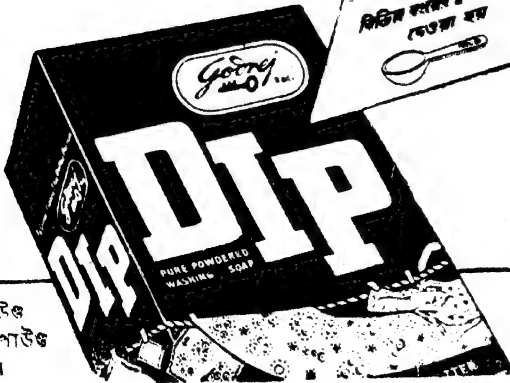
কাপড় ভাল ধোওয়ার গোপন কথা

বিনা আয়াসে, কাপড় না আঁজড়ে, যাবতীয়
বস্ত্র পশম, সিল্ক, রেয়ন ও তুলো—এই সস্তা উপায়ে
আরও ভালভাবে পরিষ্কার করুন...
আরও শুভ্র করে, নতুনের চাইতে উজ্জ্বল করে।

... দীপ ব্যবহারের মধ্যে

সবরকম জিনিস ধোওয়ার এই সাবান
দীপ ব্যবহারে একই ভাবে সূক্ষ্ম
রীমে মাটির বাসনপত্র, পোর্সেলিনের
জিনিস, মেঝে ও পরিষ্কার করা চলে।

- বিশুদ্ধ গুড়ো
সাবান
- অপটিক্যাল
টাইটনার
- সোডা বিহীন



দীপের সহিত
বিনামূল্যে
বিভিন্ন ধরনের হুকুম চানলে
ভেতলা হয়

১০০% ভারতীয় পরিচালনা ও মূলধন

গোদরেজ সাবান নির্মাণে শ্রেষ্ঠ নাম

১ পাউণ্ড
৩ পাউণ্ড
৫ পাউণ্ড
কাটন



একর
গুডেয়া
রঙ-বেরঙের

বিনীত কাপড় চাই

বাড়ীর সবক'র লালো বিনীর কাপড় পাবেন।
হালুদ সিকের শাড়ি, আপনার ও আপনার ছেলে-
মোকদের লালো রঙ-বেরঙের কটনউল, চমৎকার
হাতীর শাট্টিং, ক্রপ, ড্রিস, তলর ও স্কাটের
কাপড়—বার সেমনটি চাই। আজই বিনীর
কাপড়ের লোকানে গিয়ে দেখে আসুন।

মি বাকিংহাম এণ্ড কর্ণাটিক কোম্পানী লিমিটেড
মি বাজালোর উলেন, কটন এণ্ড লিন্স মিলস কোম্পানী লিমিটেড
ম্যানেজিং এজেন্টস্: বিনী এণ্ড কোং (মাদ্রাজ) লি:

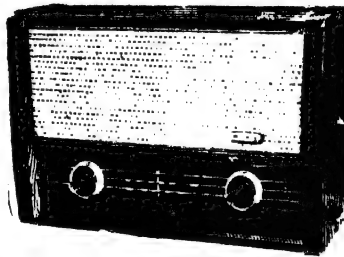




কি যে
মহামূল্য ধন!

বাজারের পর বাজার চমকে উঠবে
যে-কাজ করে যায় তার জন্য আপন মার্কি মডেল ০৩৫২-কে
মহামূল্যে ঘন ক্রয়ই ঘন করবেন। সুশীল, নিষ্ঠুর কৌতুহলে একটি চমকে
বডিও..... তৈরী প্রকৃতি পছন্দে বিশদ গবেষণা,
বহুসংখ্যক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গুণোৎকর্ষ এই বডিওকে
সব দিক দিয়েই এক সত্য করে তুলেছে।

- ৪-সি ও ৫-সি/ডি-সি—
—উভয় প্রকার
- ৩ বাণ্ড ৩০০ ও ৫০০
- ৫ ডালব, ৮ ক্যাপসুল-৫২
- টি. ২৭৫-১০ ৫২
- উৎপাদিত স্থানীয় গ্যার



লেখতে শুনতে অনন্যসাধারণ

MR-81

অনুমোদিত মার্কি ডীলার
আল্ফা রেডিওজ্ অ্যান্ড নভেলটিজ্ (প্রাইভেট) লিঃ

৮, থাউন শাট, কলকাতা
ফোন : ২০-২৭৭৯ ও ২০-৩০৫০

অবিস্মরণীয় গ্রন্থপঞ্জী

● উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ●

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের ইন্দ্রপাতের
স্বাক্ষর ১০-০০ : বারীন্দ্রনাথ দাশের
বিশাখার জন্মদিন ২-৫০ : সমরেশ
বসুর উত্তরঙ্গ ৩-৫০ : রণজিৎকুমার
সেনের নিশিলা ৪-৫০ : অপরাধিতা
দেবীর বিজয়ী ৪-৫০ : বাঙলার
মাটি ৬-০০ : গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
কঠিন মায়ী ২-৫০ : আশু চট্টো-
পাধ্যায়ের রাতি ৪-৫০ : প্রবোধকুমার
সান্যালের দুরাশার ডাক ১-৫০ :
প্রবোধ সরকারের অদৃশ্য মানুষ
৩-৫০ : বন পাণিনী ২-০০ :
হুমছাড়া ২-০০ : প্রমোদকুমার চট্টো-
পাধ্যায়ের অতীত স্বপন ৫-০০ :
ধীরেন্দ্রলাল ধরের ডেউ ২-৫০

● সুনির্বাচিত গল্পগ্রন্থ ●

প্রনা-বি-ব নীরস গল্প-সংগ্ৰহ
১-৫০ : সমরেশ বসুর অকাল
বাঁট ২-৫০ : মরশুমের একদিন
২-৫০ : গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
রথহে ২-৫০ : সুশীল জানার
ঘরের ঠিকানা ২-৫০ : গজেন্দ্রকুমার
মিত্র : সুমথনাথ ঘোষ : সুশীল বার :
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের
গল্প-সংগ্ৰহ প্রত্যেকখান ৩-৫০

● বিশ্ব সাহিত্যের অনন্দ ●

মার্কসম্ গর্কির জীবন-প্রভাত
৫-০০ : তাহেরই তিনজন : ডাঙন
৬-০০ : টলস্টয়ের স্মৃতি ২-০০ :
লেনিনের সাথে ২-৫০ : রোমী বোকার
মহাভা গান্ধী ২-৫০ : শ্রীমৎকৃষ্ণের
জীবন ৬-০০ : বিবেকানন্দের জীবন
২-০০ : ডক্টরেডিস্কর বাড়িওয়ালী
২-০০ জুয়াজী ৩-০০ : এমিল
জোন্সার নানা ১-০০ : আনাতল ফ্রান্স
দুর্ভিত দেবতা ৫-০০

● সচিত্র গ্রন্থ সাহিত্যী ●

কালীপদ বিশ্বাসের নতুন জাপান
৮-০০ : কল্যাণী প্রামাণিকের দুনিয়া
দুর্ভাষ ৫-০০ : প্রমোদকুমার চট্টো-
পাধ্যায়ের হিমালয়ের পারে কৈলাস
ও মানস সরোবর ৬-০০ : বার্তাবহ :
এর মহাচীনে গ্রীনেহর ৩-৫০ :
রামনাথ বিশ্বাসের ভারত ভ্রমণ
৫-০০ : স্বপনবৃন্দের সাত সমুদ্রে
হের নদী পারে ২-৫০ : দেশে দেশে
মোর ঘর আছে ২-৫০ : জ্যোতিষচন্দ্র
রায়ের কেদার বদরী ৪-৫০

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

৯, মধ্যমার্গ, ১২, কলকাতা-১

পূজা

আসিতেছে !

আপনার

বাড়ীতে

যথেষ্ট

ডালডা

এনে রাখুন ।



ডালডা মাকা বনস্পতি

॥ শারদীয়া ॥

সংগীতি

সংগীত জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা—

পুজোর আগেই পাবে

॥ সম্পাদনার ॥

আর্ঘ্য মিত্র

- ॥ উপন্যাস ॥ বিধায়ক ভট্টাচার্য । ॥ নাটক ॥ মম্বথ রায় ।
- ॥ গল্প ॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র । শ্রীতারাসংকর বন্দ্যোপাধ্যায় । শান্তি দাসগুপ্ত । সুনীলকুমার ঘোষ । মণি সিংহ । বাণী রায় ।
- ॥ প্রবন্ধ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ । পংকজকুমার ঘন্মিক । সলিল চৌধুরী । শ্রীহারি গাংগুলী । নির্মলেন্দু ভৌমিক ।
- ॥ নতুন গান ॥ তারাসংকর বন্দ্যোপাধ্যায় । সজনীকান্ত দাস । কবি বিমল ঘোষ । কবি শৈলেন রায় । প্রণব রায় । সলিল চৌধুরী । গৌরীপ্রসন্ন । শ্যামল গুপ্ত । পবিত্র মিত্র । সুধীন দাসগুপ্ত । পঙ্কক বন্দ্যোপাধ্যায় । অনল চট্টোপাধ্যায় । প্রবীর মজুমদার । অর্ভিজিৎ । সুনীলবরণ ।
- ॥ রস রচনা ॥ নরেন্দ্র দেব । জহর রায় ।
- ॥ শিল্পী পরিচিতি ॥ সংগীতসাধক ভক্ত কবীর ॥ কুশল চৌধুরী । বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক পণ্ডিত রবিশংকর ॥ পর্ণেন্দু রায় । ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর আফ্রিকা-ইউরোপ সফর ॥ লোকেন্দ্র সেনগুপ্ত । আমার চোখে শ্যামল মিত্র ॥ অনল চট্টোপাধ্যায় । আমার জানা শৈলেন মুখোপাধ্যায় ॥ পঙ্কক বন্দ্যোপাধ্যায় । শিল্পী প্রতিমা বন্দ্যোঃ ॥ সুনীল সাহা ।

॥ এ ছাড়া নিয়মিত বিভাগ ॥

- ॥ প্রশ্ন উত্তর দেবেন ॥ বিশিষ্ট সাংবাদিক সরোজ কুমার সেনগুপ্ত ।
- ॥ স্বরলিপি ॥ লতা মণেশকর । গীতা দত্ত । আশা ভোসলে । সম্মা মুখোপাধ্যায় । বাসবী নন্দী । উৎপলা সেন । সুপ্রভা সরকার । ইলা বসু । ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় । মহম্মদ রফি । মাহ্মা দে । আলাত হাম্মদ । ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য । সত্যীনাথ মুখোপাধ্যায় । শ্যামল মিত্র । মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় । তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় । পাহালাল ভট্টাচার্য । সনৎ সিংহ । রবীন মজুমদার । অখিলবন্দু ঘোষ । অপরেশ লাহিড়ী । বিশ্বনাথ মৈত্র । অনিল দত্ত ও সুচিহ্না সেন । [এদের পুজোর সব গানের স্বরলিপি] ॥ এ ছাড়া তিমিরবরণের স্বরোদ । কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণের বাঁশী ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আর গীটারের অনেকগুলি স্বরলিপি । “দীপ জ্বলে যাই” । “সজাতা” । “ছোট বাঁহন” প্রভৃতি হিন্দী ও বাংলা ছায়াছবির জনপ্রিয় মোট

॥ প্রায় ৬৩ খালি গানের স্বরলিপি ॥

॥ ১০০ খালির উপর মনের মত ছবি, কার্টুন আর কেচ ॥

- ॥ ছবি একেছেন ॥ অম্বা মুন্সী । প্রমীলা দ্রিবেদী । সজল রায় । নরেন রায় । অশোককুমার বসু ।
- ॥ ছবি তুলেছেন ॥ অশোক বসু । সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ বসু । বিশ্বজিৎ সেন । কুমার শান্তনু ।
- ॥ কার্যালয় ॥ । সংগীতিকা । ৬।৩, ম্যাডান স্ট্রীট । কলিকাতা-১৩।
ফোনঃ-২০-২৪৩৯।
- ॥ স্থানীয় পরিবেশক ॥ । পারিজাত ব্রাদার্স । ৮১, হ্যারিসন রোড । কলি-৯

দাম মাত্র তিন টাকা

প্ৰজ্ঞার অভিমুখোপযোগী ছোট্টদের নাটক।
প্রশান্ত চৌধুরীর কুস্তকধর্মের শিল্পভঙ্গ ১-২৫
লীলা মজুমদার রচিত বক-বধ-পালা ১-২৫
(সম্প্রতি রেডিওর 'গল্প-দাদুর আসবে'
বক-বধ-পালা অভিনীত হচ্ছে)।

৥ বলাকা প্রকাশনী ৥
৥ ২৭-লি. আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-১ ৥

শ্রীসোমেশ্বরচন্দ্র নন্দীর

ছায়াবিহীন

(জাঁ পল সাত্তর-এর Men Without
Shadows অবলম্বনে)
উচ্চপ্রশংসিত প্রগতিশীল
বলিষ্ঠ নাটক

মূল্য দুই টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিঃ, কলিঃ ১২
এবং

১০২ আপার সাকুলার রোড, কলিঃ ৯

নূতন প্রকাশিত হইল

কাশ্মীর পরিদ্রমা

শ্রীনির্লীকশোর গদ্য

মূল্য ২.০০ টাকা মাত্র

সৌন্দর্যের জীলা নিকেতন কাশ্মীর।
ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও
কাশ্মীরের অতীত ও বর্তমান
জানিতে হইলে এই গ্রন্থ অপরিহার্য।
একাধারে রম্যরচনা, ইতিবৃত্ত ও
ভূ-বৃত্তান্তের এমন পরিবেষণ
বঙ্গসাহিত্যে দুলভ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গালার নবজাগরণ

৭.০০

ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত

এম. এসসি., এম. এ. ডি, ফিল

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার
সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতিতে
যে নবজাগরণ দেখা দেয় তার রূপায়ণ
কবি-সমালোচক গ্রন্থকারের লেখনী-
নৈপুণ্যে সত্যকার রসোত্তীর্ণ
মহালেখ্য হয়ে উঠেছে।

এ সুখাজী' অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ ১২



সুস্বাদু এই

মাচ্ ব্রান্না

পরখ করুন



ষ্ট পাউচ আকা মাচ্, ডু শাইটিউস, বিন
চা চামচ ব্রান্না এও পলসন পেটেট
কর্ণমাগুহার ১ আউন্স মাখন, ১ টেবল
চামচ কাঁচা পরিমলী, মাখা আলু,
নিংড়ানো লেবুর রস।
মাছের কাঁটা ও ছাল বার করে বিন
এবং ছোট ছোট পাতলা টুকরো করুন।
পাটে মাখন গলিয়ে নিন।

ইংরাজী, হিন্দী ও তামিল ভাষায় চমৎ-
কার নতুন পাক প্রণালী পুস্তিকার জন্য
নীচের কৃপন করি করে পাইনি। যে
ভাষার প্রয়োজন নেই, কোটে বাদ দিন।
এট সমস্ত ১০ নং পাঃ ডাকটিকিট পাহালাম।

মিঃ/মিসেস/মিস্.....

ঠিকানা.....

ড্রিপার্টমেন্ট DSH-15

কর্ণ প্রোডাক্টস কোং
(ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড,
পোষ্ট বক্স নং ৯৯৯ বম্বে-১



ব্রান্না এও পলসন পেটেট কর্ণমাগুহার
যোগ করে ভালভাবে মেশান। মাগু
থেকে সরিয়ে ছদ্র আলু করে নাটুন।
আবার পরম করুন, সিক্ত হওয়া পরাম
নাড়তে থাকুন। তিন মিনিট সিক্ত করুন।
মাগু, পরিমলী, লেবুর রস যোগ করে
সাবধান বাত্মা করুন। অতিবেধক
পাটে ঢেলে, মাখা আলু স্বাদে ঢেকে
দিন, মাগুবিগ হিটিতে দিন। সমান
আগে ১০ মিনিট সেকেনে নিন।

ব্রান্না এও পলসন কর্ণমাগুহার পেটেট
করা। লিডকতার এই পদ্ধতি করুন:-

এক গ্রাম সিক্তকরা ডাঙা জলে দুই
চা চামচ ব্রান্না এও পলসন
পেটেট কর্ণমাগুহার নেড়ে নিন।
এমনকি ৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত এট
গরমিষ্টান, ময়লাবিহীন ও ক্ষতি-
হীন জীবাণুহীন থাকবে।
অন্যান্য বি এণ্ড পি উন্নত গুণসম্পন্ন
সামগ্রী:-কেইসলী কাষ্টাও
পাউডার, গন্ধকৃত। কর্ণমাগুহার।

কর্ণ প্রোডাক্টস কোং (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

ভারতের এক্সপোর্ট:-ম্যারী এও কোঃ লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

আনন্দবাজার পত্রিকা

॥ ১৩৬৬ ॥

এই সংখ্যার আকর্ষণ

কল্লোল যুগের জনস্বাক্ষরী কথাসিঁপী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সুবহু উপন্যাস

সা রা রা ত

রস-সাহিত্যক্ষেত্রে দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির পর শৈলজানন্দের সর্বপ্রথম এবং একমাত্র চাপেরপূর্ণ পুস্তক উপন্যাস

*

এ যুগের সর্বজনপ্রিয় উপন্যাস

তারাকঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উপন্যাসোপম বড় গল্প

ম হা শ্বে তা

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকার প্রকাশিত 'বিচারক' সংস্করণের পর লেখকের পরিণত মানসের মহত্তম সৃষ্টি।

*

পরশুরামের অভুলনীয় গল্প 'সাড়ে সাত লাখ'

*

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাঙ্গালিক লেখনীতে 'ভস্মনোচন'

খ্যাতনামা কথাসিঁপীদের তিনটি বড় গল্প

গল্প

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীঅম্বদাশঙ্কর রায়

শ্রীআশাপর্ণা দেবী

শ্রীনরেন্দ্র ঘোষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পরশুরাম

শ্রীপ্রফুল্ল রায়

শ্রীপ্রমথনাথ বিহারী

বনকুল

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীবিমল কর

শ্রীমানোজ বসু

শ্রীশরদীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসত্যনাথ ভাদুরী

শ্রীসন্দেহকুমার ঘোষ

শ্রীসমবেশ বসু

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শ্রীসুবোধ ঘোষ

রম্যরচনা ও প্রবন্ধ

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালিদাস রায়, ডঃ শ্রীপর্ণেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীবিক্রমচন্দ্র সেন, শ্রীবাবু ত্যাগী,

শ্রীশিবভোষ মুখোপাধ্যায়, 'সমুদ্রগুপ্ত', শ্রীসরলা শাল্লা সরকার, শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,

শ্রীক্ষিতমোহন সেন প্রভৃতি

প্রবীণ ও নবীন কবিদের সর্গশ্রুতি কবিতা

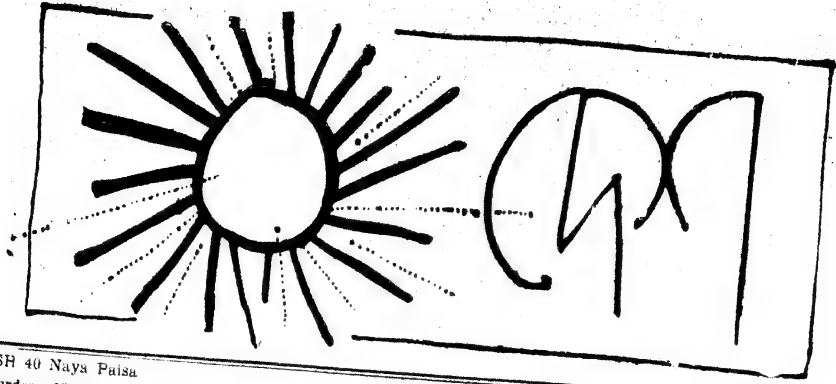
ইহা বাস্তব চর্চাশীল পুস্তক ব্যাপী আনন্দ-মেলা

*

তিনখানি বহুবর্ণ আর্ট প্লেট

শ্রীশ্রীমহিমাদিনীর প্রাচীন পট : শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু আঁকিত বর্ণচিত্র
লেখচিত্র : রমেন্দ্রনাথ চন্দ্রবর্তী, শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপাল ঘোষ, শ্রীমাখন দত্তগুপ্ত,
শ্রীবলেন্দ্র আশ্রম দত্ত। অঙ্ককরণ : শ্রীঅর্ধেন্দ্র দত্ত, শ্রীঅর্ধীভূষণ মিত্র, শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসত্যই দে, শ্রীপর্ণেন্দ্র পত্রী,
শ্রীসমীল সরকার, শ্রীসুধীর মৈত্রী, শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত।

দাম সাড়ে তিন টাকা রেজিস্ট্রার তাকে : চার টাকা বার নয় পয়সা



DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 30th September, 1939.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৬৮ ॥ ৫০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৯ই আশ্বিন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

কয়েকদিন আগে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় "The Decline of the Bengalees" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় দিল্লী নগরীর বাঙালী সমাজের অবস্থা, কিন্তু তৎসঙ্গে সামগ্রিক বাঙালী সমাজ সম্বন্ধেও অনেক কথা তাহাতে আছে এবং কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। বাঙালী সমাজের বর্তমান দুরবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া লেখক একটি সঠিক ও একটি বিবর্তনের দ্বারা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার একটি সিদ্ধান্ত এই যে, বাঙালী সমাজকে যেন একটি ভঙ্গ করবার ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে অপসারিত করিয়াছিলেন—আর সেই হইতেই বাঙালীর সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা হ্রাস পাইতে থাকে। এখন লেখকের সর্বগোল মস্তব্য সম্বন্ধে একমত না হইয়াও বর্তমান মস্তব্যটি স্বীকার করিয়া লভ্য হইতে পারে। কোন সমাজের অবনতির একটমাত্র কারণ হইতে পারে না কিম্বা একটমাত্র ঘটনা বা তারিখ দ্বারাও অবনতির সূচনা চিহ্নিত করা যাইতে পারে না সত্য, কিন্তু একটি বিষয়ে লেখকের সঙ্গে আমরা একমত। যে-সব কার্যকারণের ফলে বাঙালী সমাজের সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা হ্রাস পাইতে থাকে, কলিকাতা হইতে দিল্লীতে রাজধানী অপসারণ তাহাদের অন্যতম প্রধান। বিষয়টির গুরুত্ব সমকালেও কোন কোন লোকের মনে উদ্ভূত হইয়াছিল যদিচ উভয় বক্তার পুনর্যোগ্যতার আনন্দকে অতিক্রম করিয়া তাহা পক্ষ হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সবেল্লনাথের 'A Nation in the Making' গ্রন্থে যাহা আছে, তাহার একটি খসড়া আমরা উদ্ধার করিয়া দিলাম।

বাঙালীর ইতিহাসে সন্ধিস্থান

অবশেষে একদিন সত্যায় বঙ্গ-ভঙ্গ রাহত হইবার সংবাদ আসিল। জনতা বেঙ্গলী পত্রিকার অফিসে আসিয়া রাষ্ট্র-নায়ক সুরেন্দ্রনাথকে একখানা গাড়িতে বসাইয়া তানিয়া লইয়া গোলন্দায়ের দিকে চলিল। এবারে সুরেন্দ্রনাথের ভাষাতেই শোনা যাক। "সেখানে উপস্থিত হইয়া বিষম উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করিলাম। এখনও আলো জ্বলে নাই, সব অন্ধকার, আমরা কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিলাম না, সকলে উল্লাস চীৎকার করিতেছিল, কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেছিল। একটি কণ্ঠস্বর শাশাইল—দিল্লীতে রাজধানী সবাইবার বিষয়ে আপনার মত কী? আমি বাঁসিয়া উঠিলাম, তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই। পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, আমার আকস্মিক জবাব মূলতঃ সত্য।" রাষ্ট্রপতি, বলিয়াছিলেন যে, পরবর্তী ঘটনা তাহার সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী কালেরও যে পরবর্তী কাল আছে। আমরা সেই পরবর্তী কালে বাস করিতেছি, আর বাকিতেছি এই ঘটনা বাঙালীর সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা হ্রাসের একটি পত্রিকাস্থান।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে গোড়া হইতেই কলিকাতা ভারতের রাজধানী ছিল আর স্বাভাবিক কারণেই বাঙালী বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিল। বৈষয়িক ব্যাপারে অর্থাৎ ব্যবসায়ে ও চাকুরিতে বাঙালীর বিশেষ সুযোগ সেই আমলে আরম্ভ হয়। তৎকালীন কোম্পানির রাজত্বের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী ও শ্রেষ্ঠ চাকুরে ছিল প্রধানত বাঙালী। উদাৎ শতকের মধ্যভাগ হইতেই বাঙালীর হাত হইতে ব্যবসা চলিয়া বাইতে শুরু করিল। ইহার কারণ ব্যবসায়ের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে অস্বস্তি-

বোধ ও আত্মপ্রত্যাহার। ব্যবসায়ে অর্জিত বিপুল বিত্তে ভ্রমপূর্ণ প্রয় করিয়া ব্যবসায়ীদের উত্তরপুরুষ জমিদার হইয়া বাসিল (প্রধানত কলিকাতায়)। বাঙালী ব্যবসায়ীর স্থান অবাঙালী আধিকার করিয়া লইতে লাগিল। কিন্তু তখনও তাহার হাতে শ্রেষ্ঠ চাকুরীগলি ছিল। ইহার কারণ, ইংরাজ শিক্ষায় বাঙালীর অগ্রসরতা—আর কলিকাতায় রাজধানী। তারপরে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার ফলে স্বাভাবিক কারণেই কালক্রমে বাঙালীর চাকুরীক্ষেত্রে যে প্রধান ছিল, এহাও গেল। যে-সমাজের উন্নতিব মলে ছিল চাকুরী ও ব্যবসা, তাহা লোপ পাইলে তাহার প্রধান হ্রাস পাইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে।

কলিকাতায় গোড়া হইতে ভারতের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে বৈষয়িক ব্যাপারে বাঙালী যেমন সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল, তেমনি সর্বভারতীয় দৃষ্টিও সে লাভ করিয়াছিল। রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ একাধারে সেই সর্বভারতীয় দৃষ্টির সন্নিবিষ্ট ও স্রষ্টা। কিন্তু কলিকাতার সর্বভারতীয় সত্তা লোপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর সর্বভারতীয় দৃষ্টিও যেন ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, এখনও যে তাহা সাকুলো লোপ পায় নাই, তাহা পূর্বোক্ত মহাপুরুষগণের কল্যাণে। কিন্তু যদি কালক্রমে সেই সর্বভারতীয় দৃষ্টিও লোপ পায়, তবে বাঙালীর হাতে আর অবশিষ্ট থাকিবে কী? এখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথা জল্পনা না করিয়াও বলা যায় যে, কলিকাতা হইতে রাজধানী স্থানান্তরকরণ বর্তমান বাঙালীর ইতিহাসের একটি সন্ধিস্থান। যিনি নিরাসক্তভাবে এই ইতিহাস আলোচনা করিবেন, বিষয়টির উপর তাহাকে যথোচিত গুরুত্ব দিতেই হইবে।

প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। সেজন্যে প্রথম পদার্থ্যক পরিকল্পনায় কৃষিকেই প্রধানা দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে ন্যায়োপায়াদন কি পরিমাণে বেড়েছে তার একটি সরকারী হিসাব অবশ্য আছে, কিন্তু কন্যাক্ষেপে দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্যশস্যের মূল্যে উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছে এবং আজ মানবের প্রয়োজনের উর্ধ্বে উঠে গেছে। এর দুটো কারণ সম্ভবঃ হয় সরকারী হিসাব ভুল, নয় সরকারী দুর্বৃত্ততা ও অব্যবস্থা। কারণ ঘাই হোক, এ নিয়ে শৃঙ্খল পশ্চিমবঙ্গেরই নয়, ভারতের সর্বত্র উদ্বেজনা এবং অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। তার জন্যে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী জৈনকে পদত্যাগ করতে হল। বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী শ্রী পাতিল এই সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করছেন। খাদ্যোপাদান বর্ধিত হাড়া কোনো উপায় নেই। এবং তার জন্যে সরকার উন্নততর সেচ ও সার ব্যবস্থা এবং আবশ্যক হলে কৃষিব্যবস্থারও উন্নয়ন। সেই সঙ্গে আরও একটা কথা ভাবতে হচ্ছে, পতিত জমিগুলি কাজে লাগানো। এর কোনোটাই এলোমেলো করে করবার নয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পরিকল্পনা সরকার।

দুর্ভিক্ষস্বরূপ গ্রেট ব্রিটেনের উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তেন কৃষিপ্রধান দেশ নয়, শিল্পপ্রধান। তথাপি বৃন্দকালীন এবং যুদ্ধপরবর্তী অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদের জন্যে স্বাবলম্বী হবার কথা ভাবতে হাতছিল। সেখানে সেজন্যে একটা কৃষি আইন প্রণয়ন করা হয় এবং সেই সাংগ কৃষিযোগা জমির মাপও হেরি করা হয়।

ভারতবর্ষও জরিপের মাপ রয়েছে। তাতে আবাদী এবং পতিত জমির নক্সাও আছে। কিন্তু জমিগুলি কেন পতিত হয়েছে তা নির্ণয় করা হয়নি। নানা কারণে জমি পতিত থাকতে পারে। কোথাও জলের অভাবে, কোথাও জলে ডুবে থাকার ফলে, কোথাও বা মালিকের ঔদাসীনে জমি পতিত থাকে। কিন্তু এই দুর্দশিন কেনো মালিকই শৃঙ্খল খেয়ালের বশে জমি ফেল রাখে না। তারও নিশ্চয় একটা কারণ আছে। তা নির্ণয় করতে হবে। অন্য জমিগুলিও যাতে কৃষিযোগ্য হয় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। নচেৎ শৃঙ্খল অনাবসী জমির পরিমাণের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত ফসলের পরিমাণ জায়গায় খসে সমস্যার সমাধান হবে না। সরকারী পরিসংখ্যান সর্বদিকে যথাসম্ভব নিখুঁত না করতে পারলে আমাদের সমস্যার যথার্থ পরিচয় এবং তার সমাধান কোনোটাই নির্ণয় করতে পারা যাবে না।

পশ্চিমবঙ্গের পল্লী-অঞ্চলের যে বন্যাসর অনেকখানি অতিবর্ষগের জন্যে, আর কিছুটা মাসোদার এবং মরুস্রাক্ষীর বাঁধের

জন্মে। এবার অত্যন্ত বর্ষগের ফলে নদী-নালা, খাল-বিল সমস্তই ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। মাঠ ডুবে গেছে, গ্রামও ডোবে-ডোবে, যখন এই অবস্থা তখন দামোদর এবং মরুস্রাক্ষীর বাঁধ থেকে জল ছাড়া হতে লাগল। এবং এই উভয় দিকের চাপে জন-সাধারণের অবস্থা সংগীণ হয়ে উঠল। আরামবাগ মহকুমা এইভাবেই বন্যাস্রাবিত হয়েছে। তার উত্তরে ডি ডি সির সহকারী ইন-ফরমেশন অফিসার জার্নিয়েছেন, তাঁরা বার্ষিক, করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সেচ-বিভাগের অনুমোদনক্রমে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই করেছেন। অর্থাৎ ১০ই ও ১১ই সেপ্টেম্বর যখন 'নিরাপদে' আড়াই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া চলত, তখন মাত্র এক লক্ষ কিউসেক ছেড়েছেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর যখন বর্তমান সরবরাহের জল বিপদ-রেখার মাত্র দেড় ফুট নিচে তখন প্রায় চল্লিশ হাজার কিউসেক ছাড়েন এবং পরের দিন সম্ভার চৌদ্দ হাজার কিউসেক। অর্থাৎ উত্তম। কিন্তু সরকারী অনুমোদন এবং সতর্কতার সাধকতার পরিমাপ যদি জন-সাধারণের সুখ-দুঃখের মানসে করতে হয় তাহলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে যে, এক্ষেত্রে (এবং অন্যক্ষেত্রেও) তা ব্যর্থ হয়েছে।

‘মরিচ না মরে বাম’! হিন্দীক জৈব করে রণ্ডভাষ করার আন্দোলন গ্রীষ্মকালের স্পষ্টত্বের পরেও রয়েছে। সম্প্রতি পঞ্জাব হিন্দীক সমিতি স্থির করেছেন, আগামী ২৭শে ডিসেম্বর থেকে তাঁরা আরও দুই বৎসর পর। আন্দোলন আরম্ভ করবেন। অর্থাৎ আরও একটা অনাবশ্যক অশান্তির সৃষ্টি। গ্রীষ্মকালে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে-ছেন, এখনও অনিশ্চিতকাল ইংরাজিই ‘সহযোগী রাষ্ট্রভাষা’ হিসাবে থাকবে। তার পরেও পঞ্জাব হিন্দীক সমিতির আন্দোলন হিন্দীক কতখানি রক্ষা করবে জানি না, কিন্তু শান্তিবন্ধন করতে পারবে না, অতীত-অশান্তিতে থেকে এ আশংকা প্রকাশ করা যায়। মানুষের মনের উপর জোর চলে না। দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতে হিন্দী প্রসার হচ্ছে। মদ্রাজে দক্ষিণ ভারত হিন্দী প্রচার সমিতির উদ্যোগে অনাশ্রিত নমাবর্তন উৎসবে প্রায় দুই হাজার প্রার্থী সমাবেশ হয়েছিল। অম্বু, মদ্রাজ, মহেশ্বর, কেরল প্রভৃতি রাজ্যে গত চার বৎসরে প্রায় দশ লক্ষ প্রার্থী বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়েছেন। এই যে প্রত্যন্ত ধীরে ধীরে হিন্দী জনকুল হচ্ছে, মানুষের মন থেকে হিন্দী-বিরোধিতা

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে, ‘হিন্দী বাঁচাও’-এর ধাক্কা সেইটেই ব্যাহত হবে।

যারা ‘হিন্দী বাঁচাও’ ধরে ভুলেছেন তাঁরা আন্দোলন করার চেয়ে ভাষার ঐশ্বর্য-বর্ধিতে মনোযোগ দিলে আসল কাজ হবে। প্রভুশঙ্কর ভাষা হিসাবে পরাধীন ভারতের মন ইংরাজির অনুকুল ছিল না। যদিচ ঐশ্বর্যের জন্যে ইংরাজির উপর কখনই অপ্রসন্নতা ছিল না। তার পরিচয় পাওয়া গেল ইংরেজ চলে যাবার পর। সংবিধান রচনার সময় ইংরাজকে স্থানপ্রণীত করার জন্যে যে দৃঢ়তা এবং উদ্যম দেখা গিয়েছিল, দেখতে দেখতে তা ফিকে হয়ে গেল। দাপাদপি করে তথাকথিত হিন্দী রক্ষা-কারীরা তার মোড় ঘুরিয়ে দিলে। যেসব অঞ্চল হিন্দী বলে না, বলতে পারেও না, তাদের মন এই জবরদস্তির বিরোধে উগ্র হয়ে উঠল। আরম্ভ হয়ে গেল অশান্তি এবং উপদ্রব। দেখা গেল, ‘হিন্দী’ বিরোধ তাদের মন ইংরাজির উপর প্রসন্ন হার উঠেছে। অকস্মাৎ নয়, এই প্রসন্নতা তার মনের গভীরে ছিল।

এই ব্যাপারটা শৃঙ্খল, বহু ভাষা-ভাষী ভাবতবর্ষেই চলেছে তা নয়। বর্মী, মালয়, সিংহল, থাই—যে সমস্ত রাষ্ট্র সম্প্রতিজালে ইংরেজের অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত হয়েছে—মনে হয়েছিল সব জায়গায় ক্ষেপেই ইংরেজ-প্রভুত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ছাড়াও অপসৃত হবে। কিন্তু তা হলো ‘বৈদেশিক’ বাসনের জরতখানের সঙ্গে অল্প বৈদেশিক ভাষার উপর অপ্রসন্নতাও লুপ্ত হবার গাছ। পরাধীনতাকালে এই সমস্ত রাষ্ট্র ইংরেজি-শিক্ষিতদের পদবিরোধপ্রিয়তা, দেশীয় নস্কর্ষিতা উপর বিতর্ক ও উপেক্ষা এবং জনসাধারণের সাংগ ব্যবধানের ফলে প্রচলিত ইংরেজির উপর অপ্রসন্নতার স্রোত হয়েছিল। ‘কিন্তু পরাধীনতাকালের সাংগ সাংগ ইংরেজি শিক্ষিতদের মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত এবং দৃষ্টিশীল হতে লাগল। এই অবস্থা ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু মস্তিষ্ক ইচ্ছা জাগার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের মনে থেকে পরান্যকরণপ্রিয়তা রোপণ পর্ব। পরাধীন ভারত আজ যে রকম অসামান্য ইংরেজিকেই সহযোগী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে রাখতে চায় তার কারণ ইংরেজি ভাষার মোহ নয়, প্রয়োজনের তৃপ্তি। হিন্দী রক্ষাকারীরা দল এই সহজ সত্য উপলব্ধি না করে যদি দাপাদপি চক্রেতে চায় তাহলে, তার ফলে প্রাদেশিক সংকীর্ণতাই প্রভাব পাবে।

ত্রি দিন ত্রি রাত্রি

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

১৯

দু'জন ভদ্রলোক সেভীল সীটে বসে গল্প করতে করতে ঘাটছিলেন। মাধুরীকে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াইলেন। সে বেন অনাধিকার প্রবেশ করেছে।

একজন বললেন, 'আমি তোমাকে তখনই বলেছিলাম ওখানে বোসো না। ও বড় আনিশচিত জায়গা।'

তার বন্ধু গম্ভীর স্বরে দার্শনিকের ছাঁপিতে বললেন, 'জীবনে সবই হতে আনিশচিত।'

একথা শুনে মাধুরীর হাসি পেল। একটু আগে তার মনে যে অস্বস্তির ভাব ছিল, সেই ছোট একটা হাসির ঢেউয়ে তা ভেসে চলে গেল। 'মাধুরী জানাকার দিকে সরে গিয়ে দুই বন্ধুর একজনকে বলল, 'বসুন।'

তিনি তার বন্ধুকে বললেন, 'তুমি বোসো।'

'আ রে না না, তুমি বোসো।'

আরো বার দুই দু'জনের মধ্যে সেইজন্য বিনিময় চলল। তারপর একটা দুপুর আর একটা সন্ধ্যা খালি হয়েচে দেখে একজন সেখানে চলে গেলেন। আর একজন মাধুরীর পাশেই বসলেন। এদের মধ্যে কোন-জন যে জীবনের সবরকম আনন্দকে দর্শিকার করে নিয়েছেন আর কে যে তা করতে পারল না। এরা এই অক্ষমতার জন্যে সে যে কোনরকম অস্বস্তি বোধ করল তা-ও নয়।

ট্রামে-বাসে মেয়েদের আসাদ্য বসবার ব্যবস্থা রাখা উচিত কিনা এই নিয়ে মাধুরীদের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোচনা হয়। এখনো হয়। কারণ সমস্যাটা রয়ে গেছে। রেওয়াজটা উঠেও উঠছে না। অরুণা খবরের কাগলের বিতর্কের আসরে যোগ দিয়েছিল। সে আসাদ্য সীট রাখবার পক্ষপাতী। নইলে মেয়েদের অনেক অসুবিধে ভোগ করতে হয়। পুরুষদের মধ্যে সেই উলার বীর্য আজকাল আর দেখা যায় না যে, মেয়েদের দাঁড়িয়ে যেতে দেখলে নিজের উঠে দাঁড়াবে। অফিসের সময় মেয়েদের বাসে-ট্রামে দেখলে অনেক

নাভানা'র বই

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'লো

Clough Bazar



দীর্ঘ কালের অধ্যবসায় ও সুগভীর গবেষণায় আধুনিক বাংলা কবিতার রস-উন্মীলনে অগ্রণী হওয়ায় ডক্টর দাঁপ্তি ত্রিপাঠী কাব্যপ্রেমিকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন অর্জন করেছেন। নিজলা ভালো মন্দের সুলভ

নিষ্ঠুরে মামুলি নস্তুক নয়, কবি-মানস ও কবিকর্মের অবিচ্ছিন্ন আলোচনায় গমনকর্মী সমালোচনার আদর্শ বিধিত হয়েছে তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়' গ্রন্থে।

আধুনিক বাংলা কবিতার বয়স তিরিশ উত্তীর্ণ হ'লেও তার সংহতির পদাশ আজো স্বপ্নোদ্ভাটিত। ভাগ্যীরথা গঙ্গার মতো তার প্রোতোধারার হয়তো পরিচ্ছন্ন পবিত্রতা নেই, যুগস্বভাবের আবিলিতার হয়তো তা আপাত-উদ্বেল, কিন্তু তাবও প্রার্থনা সমদ্রসংগম।

আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়

প্রত্যয়ে অকপট, প্রতিকূলতার অবিচল যে-সব আধুনিক কবি জীবন-ব্যাপী সাধনায় বাংলা কাব্যকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী সর্বাগ্রগণ্য। 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়' গ্রন্থের বিস্তৃত পরিসরে গ্রীমতী ত্রিপাঠী আধুনিক কাব্যের প্রকৃতি ও পটভূমিকা এবং এই পাঁচজন কবির সমুদয় গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি বিশিষ্ট কবিতা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দৃঢ়তা থেকে সিদ্ধির সেতু নির্ণয়ে, পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের সুচারুভাৱে 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়' বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয় গ্রন্থ, ঐতিহাসিক মূল্যেও অসামান্য ॥

দাম : সাড়ে সাত টাকা ॥

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র আর্ভিনিউ, কলকাতা ১৩

সহযোগী বিরক্ত হন। তাঁদের মত মেয়েদেরও যে অফিসটফিস থাকতে পারে, কি বাইরে অন্য দরকারী কাজ থাকতে পারে তা যেন তাঁরা ধারণা করতে পারেন না। তাছাড়া অনেক ভদ্র যুবককে পাশে বসতে দিয়ে অরূণাদের অভিজ্ঞতা প্রদীপ্ত করেছেন। সেই সহযোগীরা শব্দে অধাসন পেয়েই নাকি খুশী থাকেন নি, পার্শ্ববর্তিনীকেও পরোপূর্ণি জয় করে নিতে চেয়েছেন। অরূণার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ায় মাধুরীর হাসি পেল। অরূণার নাকি এমন অভিজ্ঞতা অনেকবার হয়েছে। মাধুরীর কিন্তু একবারও হয়নি। নানা বয়সের নানা প্রেরণার নানা পোশাবের লোককেই তো মাধুরী পাশে বসতে দিয়েছে, কারো কাছ থেকেই কোন আপত্তিকর ব্যবহার সে পায়নি। যে যার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়েই তো কণ্ঠটাকে ঘাটাই করে। মাধুরী অধুনা এক ঠাট্টা করে বলেছে, 'ওরা জানে কাকে বিরক্ত করতে হবে। ওরা মাঝ দেখলেই টের পায়, চোখ দেখলেই বুঝতে পারে।'

কিন্তু হাসির কথা নয়। শব্দে অরূণা

কেন, রমলাদি, অনুপমাদি প্রত্যেকেরই নাকি ও ধরনের অবাকুত অভিজ্ঞতা আছে। তাই তাঁরা সবাই স্বতন্ত্র মহিলা আসনের পক্ষে। যতদিন না দেশের পুরুষরা ভদ্র হয়, শালীনতা শেখে, মেয়েদের এই স্বাভাবিক বজায় রেখে চলতে হবে। হেডমিস্ট্রেস বেলাদি কিন্তু মাধুরীর পক্ষে। তিনি বলেন, পুরুষদের ওভাবে আলাদা রেখে তাদের ভদ্রতা শেখানো যাবে না। একাসনে বসে এবং একাসনে বসিয়েই তাদের ব্যবহার শব্দে দিতে হবে। রমলাদি প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'আপনি বলেছেন কি। ভদ্রবেশী ওইসব ইতরলোকের উৎপাত মেনে নেব?' তিনি বলেছিলেন, 'মিনি নেবেন কেন? কী করে ভদ্রভাবে চলতে হয় তাকে শিখিয়ে দেবেন। শব্দে চোখের দৃষ্টি দিয়েই তা শেখানো যায়। চোখের অমোঘ শক্তি আপনাব চোখে শব্দে যে সম্মোহনের যাদু আছে, তা ভেবে রেখেছেন কেন। তেমনভাবে তাকাত পারলে আপনাব চোখকে ভয় করবে না, এমন কে আছে।'

বেলাদির কথাগুলিই বেশি মনোপ্

হয়েছে মাধুরীর। সত্যি ওর চোখে যে একদিন সম্মোহনের যাদু ছিল তা বোঝা যায়। সে চোখ যেমন দীর্ঘ তেমনি কালো। কিন্তু সেই চোখকে এখন তিনি শব্দে মোহ-ভগ্নের কাজে লাগিয়েছেন। দুই চোখ এখন শব্দে তাঁর কাছে শাসনের অস্ত্র। আর কিছু নয়। বেলাদি কেন এমন হয়েছেন, আঘাত দিয়ে দিয়ে না আঘাত পেয়ে পেয়ে— তা মাধুরী জানে না। কিন্তু বেলাদি পরোপূর্ণি সিনিক হয়ে যান নি। পুরুষের কাছ থেকে তিনি ঘর পাননি, সংসার পাননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরুষের নাম শুনলে তিনি কান্নে আঁতুল দেন না। পুরুষ মাঠেই তাঁর চক্ষুশলে নয়। সে যেখানে শ্রেষ্ঠ, সেখানে তিনি তাকে স্বীকার করেন। মেয়েদের জীবনে তার সমীক্ষা সাহচর্য, সহযোগিতার প্রয়োজনের কথা তিনি বার বার বলেন। বেলাদির বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে মাধুরীর। তাঁর ভাষায় মিথ্যতা কম, ব্যবহারে রূঢ়তা বেশি, অল্পেই চটে যান, মেজাজ বড় খারাপ। কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে জীবন সম্বন্ধে তিনি যেসব কথা বলেন তার সঙ্গে মাধুরীর নিজের মত বেশ মিলে যায়। তিনি বলেন, পুরুষের ছোঁয়া লাগলেই মেয়েদের জাত যায়, তাদের সত্যি, শালীলতা, মানসম্পন্ন নষ্ট হয়, এই সংস্কার ছাড়তে হবে। কী আপনাদের ছোঁয়ায় তো ওদের জাত যায় না। ওদের সঙ্গে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান, ওদের সমান হতে চান এই ছাঁৎনাগের শূচিকায় ছাড়ুন। পুরুষদের এখনই কি—ওরা যা মানেন না তাই আপনাদের দিবে মানিয়ে নেয়। শাস্ত্রের নামে পারিবারিক শূচিতার সমাজব্যবস্থার নোহাই দিয়ে যত ব্যক্তির বস্ত্রপট্টা জুগলে ওবা আপনাদের ভাড়ার ঘর, বাসঘর, আঁড়-ঘর ভরে রেখেছে। সেই বেতি ওবা নিজেরা যে কতবার ছাউ, তার ঠিক নেই। কিন্তু আপনরা ভাঙলেই দোষ। ওরা বলেছে সেই বীধনই আপনাদের ভূষণ, অমনি আপনরা তাই মেনে নিয়েছেন। ওরা বলেছে সেই সৌভর্য মোধাই যত নদীই অমনি আপনরা মাথা নেড়ে বলেছেন ঠিক ঠিক। তাইতো তাইতো তাইতো। যে অন্য কথা বলে সে পরেরই হোক নদীই শাক সে আপনাদের চোখে অশুচি অসম্মতিক অসচ্চারিত।

হেডমিস্ট্রেসের ভাষা তাঁর হয়ে উঠেছে, চোখ ধারলো।

রমলাদিরা ওর এসব কথা পছন্দ করেন নি। তাঁরা ভেবেছেন পবিত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এ কী সমাজবিবোধী প্রচারকার্য। আড়ালে এসে তাঁরা বলেছেন, ওর মতামত তো এমন উগ্র হবেই, উনি তো জীবনে মাধুরীর স্বাদ পাননি। আমাদের সংসার আর সমাজকে উনি যে ছেঁড়া কাগজের

মহালয়ার পূর্বেই বেরুবে—পূজা সংখ্যা

নতুন খবর

সাম : ২, টাকা

১৬।১৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২



পূজা সংখ্যা

পূজা সংখ্যা

একটি উপন্যাস ॥ একটি অনুবাদ উপন্যাস ॥ একটি বড় গল্প ॥ তাছাড়া অন্যান্য খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের ছোট গল্প ও প্রবন্ধ নিয়ে মহালয়ার পূর্বেই বাহির হবে।

- কমলকুমার মজুমদার লিখিত উপন্যাস

॥ অমৃতজলী বাহা ॥

- এডওয়ার্ড গুটীরের সাহিত্য উপন্যাস বাহা চিত্রকোণে অশ্ব' সমালোচিত

॥ কনের বাবা ॥ (Father of the Bride)

- জীলচাঁদনাথ ভট্টাচার্য

“ভোরের আঁধার”—পুলিশ জীবনের কাহিনী

প্রবন্ধ—ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী : ডাঃ রমা চৌধুরী : বাধামাস গুপ্ত : চিত্রনাট্য লালমোহন : কৃষ্ণ বর : সাধীয়া গাঙ্গুলী ও আরও কয়েকজন : ছোট গল্প—সুধীরঞ্জন মথোপাধ্যায় : অজয় দাসগুপ্ত : প্রবোধ অধিকারী : বরেন গঙ্গোপাধ্যায় : দেবেশ রায় ও আরও অনেকে :

২৫০ পৃষ্ঠার মত কলেবর — ডিমাই ১/৮ মাপে

মূল্য ২।০০ প্রক্তি সংখ্যা

বিক্রেতাগণ পথ লিখুন—

৮।৩৫ চক্ৰবর্তী রোড, সাইথ

কলিকাতা—২৫

(সি ১৩৯২)

টুকরোর নতুন ফুটিয়ে উঠিয়ে দেবেন, সে আর বেশি কথা কি।

মাধুরীর কিন্তু হেডমিস্ট্রেসের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সত্য বলে মনে হয়নি। বরং তার কথার মধ্যেই এক ভিন্নতার সত্যের স্বাদ সে পেয়েছে।

হেডমিস্ট্রেস বলেছেন, 'পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্যে তার সঙ্গ আপনারা এড়িয়ে চলবেন না, বরং তার সঙ্গে সঙ্গের চেষ্টা করবেন। তার মতটাকে আঘাত করবেন, তার জোড়কে শাসন করবেন, তার প্রলোভনকে চিনতে শিখবেন। সে যেখানে ঠক প্রবঞ্চক, সেখানে তাকে বার বার ঘা দেবেন, কিছু তাজ দুর্জন সংসর্গ এ নীতি মেনে নেবেন না। তাহলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। জীবনে আর দোসর মিলবে না। পুরুষের সঙ্গে লড়বার জন্যে আসানো মহিলা সমিতি গড়ব, সংঘ গড়ব, স্বতন্ত্র নারী-বাহিনী তৈরী করব, এ পথ আমার পথ নয়। পুরুষের সঙ্গে লড়তে হবে তার স্ত্রী হয়ে, তাই প্রণয়নী হয়ে। খেতে, বসতে, শোতে সেই সংগমই আসল সংগ্রাম।'

বানরদি বলেছিলেন, 'সে তো দাম্পত্য ফলহ। বহুরাস্তে লক্ষ্যক্রিয়া।'

হেডমিস্ট্রেস জবাব দিয়েছিলেন, 'লক্ষ্যক্রিয়া করণ আমার বিনামূল্য-বুদ্ধিতে খাটো। করণ জাত যাবত ভয়ে, ঘর দারাবার ভয়ে আমাদের দেশের তরুণীরা ও জালবুজী। এই ভয় ভাঙতে হবে। তার জন্যে মেয়েদের জন্যে আসানো করণ, পুরুষের কাগজে আসানো পাতা, ট্রাম-বাসে আসানো সীটের কোন দরকার নেই। বংশীলভূত শ্রেণীর মত উপশীলভূত সেক্স হয়ে থাক। মেয়েদের পক্ষে পুরুষ অপমানের। তার চেয়ে এক মেয়ে বসলে যদি শ্রমীলতা হারি হয় দোক। আপনাদের পক্ষে বসলে কারো যদি আঙুল চুলকলে করে আপন তার হাত চেপে ধরবেন, যদি আরো বাতাবাড় করে ঘাড় ধরে তুলে দেবেন, কিন্তু কখনো আসানো সীটের দাবি করবেন না। মাঝে মাঝে আমার ডাবনা হয় মেয়েবা লক্ষ্যায়, ভয়ে, গাণায় পুরুষের উপর অভিমান আসানো নারীস্থানের দাবি না করে বসে।'

শেষে আর ব্যাংক হেডমিস্ট্রেসের ভাষা-ভাষি তীরের হয়ে উঠেছিল। তিনি আমনিতে কলীগদের সঙ্গে বেশি কথা বলেন না, যেদিন বলেন একেবারে বর্ণীর বন্যায় সব ভাসিয়ে নিয়ে যান।

মাধুরীর হঠাৎ খেয়াল হল তার পাশ যে অপরিচিত ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি আর নেই। তিনি যে কখন উঠে বসে গেছেন, তা মাধুরী জানতেও পারেনি। তখন মনে পড়ল সকালবেলায় আরো একজন সঙ্গী তার পাশে বসে গিয়েছিল। হাসিতে গাশেপ আগাশে সারাটা পথ সে ভরে

লক্ষ্য প্রকাশিত

রঙের বিবি, বেগমবাহার সেন, অমৃতসুতমা ও চায়না টাউনের

পর আরেকটি নতুন পটভূমিকায়
বারীন্দ্রনাথ দাশের নতুন উপন্যাস

রাজা ও মালিনী

সুতীক্ষ্ণ মননশীলতায় যিনি সাহিত্যে অনন্য, তার এ উপন্যাসে প্রেমের এক বিশেষ বহুবা উপস্থাপিত হয়েছে। মালিনীর প্রেম শুধু স্বচ্ছ নয়, সহজ এবং তাই গভীরতার অফুলনীর। বোধের অতীত নয়, মার্জিত বুদ্ধির আলোয় প্রেমের অসাধারণ বিশ্লেষণ। বাংলা সাহিত্যে যে অল্প কয়েকটি রোমাণ্টিক উপন্যাস আছে, তাইই মধ্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন।

দাম : তিন টাকা।

বিনায়ক সান্যাল

রবিবার্থে ৪-০০

মনোজ বসু

মানুষ নামক জন্তু

৥ তিন টাকা ৥

রঙের বদলে রঙ

৥ আড়াই টাকা ৥

বিনয় ঘোষ

বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ

৥ তৃতীয় খণ্ড : বারো টাকা ৥

নৌহাররঞ্জন গুপ্ত

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

অপারেশান ৥ ৬-০০ ৥

মণিপদ্ম ৥ চার টাকা ৥

বিজ্ঞাপনের যিনি নাগালের বাইরে

এবং

সর্ব বিশেষণ বারি ভূষণ, সেই

সৈয়দ মুজতবা আলীর

জগদন্ত (১৫শ মূদ্রণ) ৩-৫০ ৥ ময়ূরকণ্ঠী (১৩শ মূদ্রণ) ৩-৫০ ৥

অবিখ্যাস্য (৮ম মূদ্রণ) ৩-০০ ৥ জলে ডাঙায় (৭ম মূদ্রণ) ৩-৫০ ৥

সমরেশ বসুর

গদ্য (৮ম মূদ্রণ) ৫-৫০

বি টি রোডের ধারে (৮ম মূদ্রণ)

২-৫০

গ্রীষ্মকী কাফে (৮ম মূদ্রণ)

৫-০০

পূর্ব পার্বতী (৮ম মূদ্রণ) ৮-৫০

সিদ্ধপারের পাখি ১-০০

প্রফুল্ল রায়

৥ হরেকরকমবা ৥

রাইকমল তালুকদার বন্দোপাধ্যায় ২-৫০ ৥ লেন বেল প্রমথনাথ বিশী ৪-৫০ ৥ ইংল্যান্ডের ভায়েরী শিবনাথ শাস্ত্রী ৪-০০ ৥ নীলকণ্ঠের অদ্য ও প্রভাৎ ৫-০০, চিত্র ও বিচিত্র ৩-৫০, হরেকরকমবা ২-৫০ ৥ এরিস্টটলের গোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব সাধনকুমার ভট্টাচার্য ৬-০০ ৥ বিদেশ-বিভূই দীক্ষণরঞ্জন বসু ৬-৫০ ৥ নেপোলিয়নের দেশে দিলীপ মজাকার ২-০০ ৥ অপরিচিতা সত্যীনাথ ভাদুড়ী ৩-৫০ ৥ তিকান বদল অমরেন্দ্র ঘোষ ৫-০০ ৥ চলাচল আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৬-৫০ ৥ কাম্বীর প্রিন্সেস কার্নিক ৪-০০ ৥ পথ চালি মনোজ বসু ৩-০০ ৥ অসিধারা নারায়ণ গণ্ডোপাধ্যায় ৩-৫০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

কলিকাতা — বারো

রেখেছিল। এখন তার পাশের আসন খালি। শুধু কি পাশের আসনই?

বাসটা তাদের বাড়ির রাস্তা ছাড়িয়ে টালা পাকের পাশ দিয়ে মণীন্দু রোডের মোড় ঘুরে কখন যে বি টি রোডে এসে পড়েছে সে খেয়াল নেই মাধুরীর। বাসে করে নিজেদের বাড়ির পাশ দিয়েই এসেছে কিন্তু বাড়ি চোখে পড়েনি, বাড়ির কারো কথা মনেও পড়েনি। ভেবে অবাক লাগল মাধুরীর। সে যেন বাসে করে আসছে না, নিজের চিত্তপ্রস্রাবে ভেসে চলেছে। সেই স্নোতশব্দতীর তীরে তীরে যেসব ঘাট গাছ-পালা তাদের দেখেও দেখেনি মাধুরী, চিনেও চিনতে পারেনি। চিনতে পারেনি না কি চিনতে সাহস পারিনি? তার মন

আজ বার বার এমন করে দলিত মথিত হচ্ছে কেন; সে তো এসব চায়নি।

মল্লিক কলোনী।
বাস কন্ডাক্টর জায়গটার নাম বলতেই মাধুরী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। বাসতড়াবে নেমে পড়ল বাস থেকে। কন্ডাক্টর না ডেকে দিলে সে এই স্টপ ছাড়িয়ে যেত। একেবারে দক্ষিণেশ্বরের টার্মিনাসে গিয়ে পৌঁছত হয়তো।

নম্বরটা বড় রাস্তার। কিন্তু শঙ্করের ফ্লাট বাড়িটা গলির ভিতরে গিয়ে। গলি হলেও তার মধ্যে গাড়ি ঢুকতে পারে। শঙ্করের বাড়ির সামনে দুখানা গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মাধুরী বুঝতে পারল দাদার অতিথিদের মধ্যে অভিজাত

মহাগতবাও আছেন। সবাই তার নত বাসবার্ত্তনয়ী নয়।

সিঁপড়র মুখেই শঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার গায়ে রেঞ্জি পবনে পাজিমা নম, চুলপেড়ে ধূতি। মাধুরী হাসল। দাদা আজ কর্মকর্তা। বারার বোম্বনের যে ফোটা আছে বাড়িতে একটি বাচ্চা ছেলেকে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছেন সেই চেহারার সঙ্গে প্রায় অবিকল মিল আছে দাদার। শুধু গোফটাই যা নেই।

শঙ্কর হেসে বলল, 'হাক, তুই এসেছিস। যা ওয়েদার। ভাবলাম আসতে পারবি কি পারাবনে। আমি তো আশা প্রার ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

মাধুরী বলল, 'দাদা, আর কেউ আসেনি।'

জিজ্ঞাসা আর জবাবের মাঝখানের মূহুর্তটি তার কবের মধ্যে টিপ টিপ করতে লাগল।

শঙ্কর বলল, 'না, আর কে আসবে। আমাদের বাড়ির আর কাউকে আমি আশাও করিনি।'

বাড়ির কেউ ছাড়া আর কেউ এসেছে কিনা সে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে মাধুরীর বাধল। শঙ্করও সেই অনুজ্ঞাবৃত প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

শঙ্কর বলল, 'আর, তিতরে আর।'

প্রথম ঘরখানা তিতরের নয়, বাইরের ঘর। সেখা সেট চেয়ার টেবিল সাববে এই ঘর জুড়ে আজ ফরশ পাতা হয়েছে। সেখানে কয়েকজন ভদ্রলোক গোল হয়ে বসে জোর তর্ক জুড়ে নিয়েছেন। গোলটেবিল বৈঠক নয় গোল ফরশ বৈঠক। দোহরব কাছ এসে দাঁড়িয়েই আলোচনার মামলাশ মাধুরীর কানে এসে উঠে "আগে ছিল যত দোষ নন্দ ছেলে এখন যত দোষ গভনামটেব। আরে মশাই গভনামটেব কি নিষবধ কোন বস্তু কি কয়েকটি বাড়ি যে তাদের দোষ দিলেই আপন রেহাই পেয়ে যাবেন? দেশের গভনামটেব যদি খারাপ হয় সে তোমার সে আমার পাপ। সরকারি আমলা কর্মচারী কে? সে তোমার ভাই বন্ধু, সে আমার বাপ।'

কমবয়েসী কয়েকজন যবক পিছন থেকে হেসে উঠল। একজন বলল, 'বাং, বেশ মিলিয়েছেন তো। আমরাও তই বলি। আসল বাপের সংগেই পাপের মিল। বাপই পরম পাপী এবং চরমে পাপী। ছেলেরা নিদোষ। ছেলেরা যদি খারাপ হয় সে রক্তের দোষে। তার জন্য বাপকে সালসা খওয়াতে হবে, আধুনিক চিকিৎসায় লাখ লাখ পেনিসিলিনের সঁচ।'

প্রোড় ভদ্রলোক এ পরিহাসে অশ্রুপ করলেন না। তিনি তেমনি জোরাল গলার উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলেন, 'যত দোষ

—উপহারের বই—

॥ উপন্যাস ॥

দক্ষিণাঙ্গন বসু

রোদ জল ঝড় ৪-৫০

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

ডিকম্ব নদীর দলং ২-২৫

শেফালি নন্দীর

সাগরে হাওরে ৩-৫০

গনচারভের

সেই পুরাতন কথা ৩-৫০

অনুবাদ—অশোক গুহ

কপতায়োভার

ইভান ইভানোভিচ ৪-০০

অনুবাদ—শেফালি নন্দী

॥ গল্প ও ভ্রমণকাহিনী ॥

দক্ষিণাঙ্গন বসু

ছেড়ে আসা গ্রাম ৩-৫০

(২য় খণ্ড)

কেরালার গঙ্গগুম্ব ২-৫০

শেফালি নন্দীর

গীতিমুখর ডিয়েনা ২-০০

পাল্লাদ্বীপ ১-০০

সক্সানার চোখে গশ্চিয় ২-৭৫

অজিতকুমার তারনের

ইন্দোচীনের কথা ২-৫০

॥ নাটক ॥

উৎপল দত্তের

ছায়ানট ২-৫০

॥ প্রবন্ধ আলোচনা ॥

নারায়ণ চৌধুরীর

সাহিত্যের সমস্যা ৩-০০

ত্ৰিপদাশঙ্কর সেনের

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ৫-০০

গোর্কির স্মৃতিচিত্র ৪-০০

সত্যজিৎরায়ের

গ্রহ থেকে গ্রহে ১-৫০

অনুবাদ—অমল দাশগুপ্ত

ডাঃ অরিনাশ ভট্টাচার্যের

ইয়োরোপে ভারতীয়

বিস্তারের সাধনা ৪-০০

যোগেশ বাগলোর

ভারতের মূল্য সম্বন্ধী ৫-০০

পপুলার লাইব্রেরী

১৯৫/১বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট

কলিকাতা—৬

এটি গলদ সব গভনমেন্টের। গভনমেন্ট যেন কতগুণ বাড়ি গাড়ি চেয়ার টেবিল বেগ আর অলমারি। সেখানে যারা বসে কাজ করে তারা যেন এই দেশের মানুষ নয়। তারা বাসের ভিতরে ঢুকে বসেছে আর আমরা বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকবার জন্যে চেষ্টা করছি। আমাদের মধ্যে ওফাত শাবু এইটুকুই। ভিতরে ঢুকতে পারলে আমাদেরও চেহারা পালটে যাবে। তখন নতুন যারা ঢুকতে চাইবে আমরাও তাদের টোকিয়ে রাখব, কথাই না থামাতে পারলে মাথায় লাঠি মারব।

পিভনের সবকিছু বলল, উপমাটা নিখুঁত অম্লধারব্দ। আপনি সাহিত্য পড়ান। উপমা উৎপ্রেক্ষা অনুপ্রাস আপনিত্য খুলেই বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষের ইতিহাস আর রাজনীতি, অর্থনীতি, শব্দ উপমা দিয়ে লেখা যায় না, বোঝানো যায় না, বিচারও করা যায় না। আমি স্বীকার করি, দোয় হুটি শব্দ সেসকটোরিয়ারে বারিটির মধ্যে নেই। তার মিসেস আরো নিখুঁত। তা দেশের ঘরে ঘরে জনে জনে প্রবেশের মতো বাসা বেগেছে। আমরা যারা চারিদিক পর্যায় বসে কাজটিকে সফল করে পারলে ভাঙিয়ে, তারই হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা চুরির সম্ভাবনা করি। চুরি হুট হুট। একথা শুনে কিংবা অপরদের মূল্য কোথায় তা আজ বুঝে বের করনা। পাশের বিলিট থেকে ধাপে ধাপে অপর ভেঁটে না অপর থেকে ধাপে ধাপে নীচে নামে? সাধারণ মানুষের অপরদের পার্থক্যের অনুসরণ করে। তা হুট হুটের কীংকট কথা। আপনাদের কথটা কথাকলমেই বলানো। আসসা হুট হুট আমদেরও, শব্দ আমদেরও।

প্রতি উদ্যোগে হোসে বললেন, মনে তো হয় না? মনে হয়, তা একটি বিশেষ দেশই আপনাদের দেশ। আপনাদের কাছে আজ নী হুট হুট দেশমানস হুট হুট বিদ্রোহ।

এই প্রতিপক্ষ বলল, একথা আমার মাঝে মাঝে মনের মধ্যে ঘুরে, কখনও মনে আসে। মানুষের মনোবিশেষতা। যদি দেশ না হুট হুট বলব, দস্যবী দেশ মানে তো দেশের মাটি নয়, দেশ মানে এর জন-সাধারণ। দেশ সাধারণ লোক অসাধারণদের পায়ে পড়ে চলে। তাদের কাছে পদচিহ্ন কি খুব স্পষ্ট না সব পাব অনুসরণযোগ্য।

প্রতি উদ্যোগে বললেন, 'আপনার মতে তখন একজন আদর্শ পুরুষ চাই? একজন সর্বগোষ্ঠীভিত্তিক চেক্টর? তার হাতে একটি শাসনরত্ন? আর আপনাদের সব বক্তব্যেই হুট হুটের মত—'

সবকিছু প্রতিবাদ করে বলল, 'মোটেই

তা চাইনে। আমরা শব্দ ব্যবস্থাটা বদলে নিতে চাই যাতে প্রত্যেকের মধ্যে সেই আদর্শের সাক্ষাৎ মেলে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের স্ফূর্তি জ্বলে ওঠে—'

প্রতি বললেন, 'শব্দ ব্যবস্থাটা পালটালেই রাতারাতি সেই আলাদা নীর আদর্শ প্রদীপ জ্বলবে?'

প্রতিপক্ষ বলল, 'সাক্ষাৎ কেন হচ্ছে? মাথারী দোরে পাশে একটু আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। এবার বলল, 'দাদা আমি ভিতরে যাঁই। দেখি গিয়ে বউদি কী করেছে।'

শব্দ বলল, 'আরে না না। এখানে

সন্তোষকুমার ঘোষ

মুখের রেখা

লতা বউদির দাঁতের একটা কোল ছিল ভাঙা হাই তুললে কিংবা হাসলে তার সুন্দর দেখাত আর তাই দেশবার জনা সৌর তার লাগ ঢুকুকে চৌতের দিকে তারিয়ে থাকত, নমন আর পাখির প্রয়োজন সোনাতে নিজের পড়ার বই বেচত। গাচ সৌর যখন টলু ছিল তখন কিছু জানত না—মোটিতলা ওকে বলত 'পয়চাটি', বলেছিল সব শিশুরে দেখে।

আবার সৌর যখন সেরিশ হল, যখন স্বাধীনকে আহ্বান করল তখন অপরদের মুখ মনে পড়ে গেল। সৌরেশ দেখলেন ওদের কাছ থেকে তুলে তুলে নিমেষে এর মনে পড়ে উঠেছে। জানলেন, 'আমি আমায় তুলে পারিনি।

'মুখের রেখা' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের

উপন্যাস, বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম বৌদ্ধ ও অনুভূতির স্বত্বার্থী রচনার প্রয়াস। প্রতিপক্ষের সঙ্গে 'কেন' এনে সন্তোষকুমার ঘোষ মনুষ্যস্বর্গিত ফুলের মত বাজানায় ভাষার আর জটিলত্ব আলোকে এ কাহিনী সজীব হয়েছে। এছাড়াও 'টনটেলকটুয়া' নয়, দৃশ্যভিত্তিক নয় আবার সাধারণ নয় 'মুখের রেখা' বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে ইচ্ছা-বোধের বিচ্ছিন্নতার সম্মেলন হিসাবে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র রচিত। বইটি সমস্ত প্রচ্ছদ দাম পাঁচ টাকা।

প্রকাশিত হল

সদ্য প্রকাশিত

মন মানেনা	গৌরীকিশোর ঘোষ	৩-৭৫
প্রকাশিত আন	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪-০০
কথাকলি	রমাপদ চৌধুরী	৩-০০
গলাশের বেশা (৩য় সং)	সুবোধ ঘোষ	৬-০০
রূপসাগর (২য় সং)		৪-৫০
বনভূমি (২য় সং)	বিমল কর	৬-০০
পরমায়	সন্তোষকুমার ঘোষ	৩-৫০
শুরুসন্ধ্যা	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৫-০০
আসন্ন প্রকাশ		
হেটুকুটুম	সীতা মজুমদার	৬-৫০
আকাশগাণি	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৪-২৫

বরণীয় লেখকের



ত্রিবেণী প্রকাশন

২, গ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,

কলিকাতা-১২

বরণীয় গ্রন্থের প্রতীক

আয়। আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।'

মাধুরী লক্ষ্য করল ঘরের মধ্যে তাদের সেই একজন বন্ধু ছাড়া আর সব বন্ধুই আছেন। অবশ্য এদের কারো সঙ্গেই মাধুরীর প্রায় পরিচয় নেই। এই বন্ধুত্ব পরিচিত হবার খুব বেশি আগ্রহও সে বোধ করল না।

কিন্তু শঙ্করের আগ্রহে যেতেই হল। সে আলাপ করিয়ে দিতে লাগল, 'আমাদের কলেজের বাংলার সিনিয়র প্রফেসর অমলা রতন চট্টোপাধ্যায়। আর এ হল প্রদোশ লস্কর, এতক্ষণ ঘরে চুপিয়ে গলা ফাটিচ্ছিল। মাস কয়েক হল আমাদের ইকনমিক ডিপার্টমেন্টে এসে চুকোছে। প্রদোশ, আমার বোন মাধুরী।'

অমলাবাবু বললেন, বেশ বেশ। দেখতো কি কাণ্ড। শঙ্করের ছেলের জন্য-

দিনে আমরা সব তর্ক করে মরিছি। এর চেয়ে দু' একটা গান টান হলে বেশ হত। প্রদোশ, তোমার জন্যেই এই তর্কটা বাঁধল। প্রদোশ হেসে বলল, 'যত দোষ দাশ প্রদোষ।'

শঙ্কর তার আরো জনদশেক বন্ধুর সঙ্গে মাধুরীর পরিচয় করিয়ে দিল। তাদের মধ্যে দু' একজন মাধুরীর চেনা। সঞ্জীব সেন আর মাময় ভদ্র।

সঞ্জীব বলল, 'তর্ক' শব্দে শব্দে কান বাগাশালা। এবার একটা গান গাও তো মাধুরী। ঘরখানা জুড়োক।'

মাধুরী কোনরকমে ওদের হাত এড়িয়ে বউদির শোবার ঘরে এসে ঢুকল। সেখানে মেয়েদের মজলিশে সবসময় শব্দ ফেলত মাধুরী। বেলুদি যাই বলুন, সব সময় পুরুষদের সঙ্গে যদি তাদের খকতে হত দম বন্ধ হয়ে যেত। মেয়েদের চেমনে

নিজেদের মধ্যে অতি উৎসাহে ওরা তর্কের বাড়ি তুলে দেয়। কিন্তু মেনেরা যে ওসব তত্ত্ব সব সময় পছন্দ করে না সে কথা কববার সাধা ওদের নেই। মাধুরী নিজের মনেই হাসল।

'বউদি, পিসা, কোথায়?'

নিমিত্তা বলল, 'পিসা? সে পিসার আশায় আশায় সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ছেগেছিল। তারপরে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি তো ভাবলাম তুমি আর এলেই না। অবশ্য আর কেউ না এলও তুমি যে আসবে একথা আমার মনে বসেছিল।'

মাধুরী হেসে বলল, 'স্ট্র, আমার কথা কত খোঁ মনে থাকে তোমার। এত মনে রাখা কথাও বারিষে বারিষে বলতে পার।'

নিমিত্তা ওদেরা অপ্যাপকজায়গার সঙ্গে মাধুরীর পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। হেসে বলল, 'পিসা এসে দূর করে ভাড়াঘরে তার নিয়ন্ত্রণ। তাই ওদের কাছে একটু বসতে পেরেছি, নইলে কি আর। একা একা হত অসুবিধে। তোমার দাদা তা বকেতে চান না।'

শঙ্করের নাম করতে কবাইই সে এসে গিজির। স্বামীকে নিমিত্তার নাম ধরে ডাকতে হয় না। মনে মনে খুব সম্বল করবেই চলে।

শঙ্কর পেরের কাছে এসে বলল, 'অস্ট্রিম এসেছে। এতক্ষণে তার সময় হ'ল।'

মাধুরী বলল, 'এসেছে।'

নিজের অগ্নিরের জন্য নিজেই লাইফট হাল। নিজের গলার স্বরটাকে শোপন করতে পারলে যেন বাঁচত।

নিমিত্তা বলল, 'আর কে এসেছে।'

শঙ্কর বলল, 'আর কেউ নয়। সে একাই।'

পার্থিবদিত সূচক কি অন্যতর। তাও কি কোন সীমা নেই, পার নেই।

ডি ডি ডি।

মাধুরী বলল, 'বউদি চলে। পিসাকে দেখি গিয়ে। তার জন্যে এই হাতীটা নিয়ে এসেছি। সাল হাতী দেখলে ও বোকাহু খুব খুশী হবে।' (ব্রহ্মা)

যারা চিত্রাশীল পাঠক তাদেরই জন্য.....

শারদ সাহিত্যের সন্নিবিচিত প্রের্ত সংগ্রহ

শারদীয় সপ্তাহী ১৩৬৬

উৎকৃষ্ট কাগজে বহু চিত্রে শোভিত হয়ে মহালয়ার প্রকাশিত হবে।

প্রবন্ধ :

গোপাল হালদারের বহুমান 'শিক্ষাব্যবস্থার উপর চিত্রাশীল প্রবন্ধ 'পাতের পাখা'। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যবিশ্লেষণ 'কোট উপশিক্ষা'। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণাত্মক রচনা, 'লেখক ও সমাজ'। নন্দগোপাল সেনগুপ্তের দার্শনিক আলোচনা 'শান্তি বিজ্ঞান দর্শন'। অদ্য গোপালীর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'সাম্প্রতিককালের ঐতিহাসিক উপন্যাস'। পঞ্চক দত্তের সিনেমা সংক্রান্ত মনোজ্ঞ রচনা 'চলচ্চিত্রের প্রকৃতি'।

এক 'চলচ্চিত্রের একটি সরস রচনা।

গল্প : কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর ছোট ও বড় গল্প লিখেছেন

প্রমোদ মিত্র, অচিন্তা সেনগুপ্ত, পার্শ্বমল ঘোষাখানী, নারায়ণ ঘোষাখানী, তবানী মুখোপাধ্যায়, মহাশেবা ভট্টাচার্য, অশ্বত্থ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ করন, মীহার আচার্য ও স্বপ্নেন দত্ত।

কাব্যতা :

বিক্র, দে, হরপ্রসাদ মিত্র, গোপাল ভৌমিক, নীরেদ্র চক্রবর্তী, কবিরামস্বর সেনগুপ্ত, অদ্য চট্টোপাধ্যায়, কগদ গুপ্ত, রমেন্দ্র মিত্রক।

শারদীয় সপ্তাহীর অন্যতম আকর্ষণ

প্রখ্যাত কথাসিঙ্গী সুবোধ ঘোষের
সুহৃৎ উপন্যাস

চিত্রলেখা

মূল্য—২., সভার ২-৫০ ন. প. (ভি. পি-তে পাঠানো হবে না)

কলিকাতা দপ্তর—১১ অক্টোবর দত্ত লেন, কলিকাতা—১২

চিত্রলেখা, টাকাকড়ি সম্পাদকীয় দপ্তর—এন কিউ, ১০১২, নিউ ল্যান্ড
বার্টনগরে প্রেরিতব্য।

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

কিম্বদন্তের নবজাবিকৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের ক্ষেত দাগ, অসাড়তা দাগ, ফুলা, পক্ষাঘাত, একজিমা ও সোরাইসিস, বোগ চুল-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানেন। হাওড়া কুঠি কুঠি, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ গাঙ্গা ১নং মাঘ ঘোষ লেন, ধরট হাওড়া। ফোন—৬০-২৩৫৯।
দ্বারা—৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯

রেজিস্ট্রি ডাকে ৩.৫৮ নং পঃ

দেখ।”—সুরেশচন্দ্রের উজ্জ্বল একটু অনিচ্ছার সূর শূন্যতে পেলুম, তাই প্রবন্ধটি আর ছাপতে দিলাম না। এবং টেকনিক্যাল শব্দের অভাব অনুভব করে বাংলায় বড়-একটা ঐতিহাসিক গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ লিখি নি। এ-অভাব এখনো আছে এবং সাধু-বাংলায় লিখে সেটা দূর করা যাবে না।

বাঙালী ও বাংলা-ভাষা পাঠকদের জন্যে গভীর-আলোচনামূলক নিবন্ধ চর্চিত বাংলাতেই লিখতে হবে, এই ছিল প্রমথ চৌধুরীর অভিপ্রায়, এবং সেই উদ্দেশ্যেই জ্যোতির্সাক্ষর ১৭৬১৭ তারিখে প্রবীন্দ্রনাথের দেহের সজ্জা বসে। পুণ্যেই বলছি, প্রমথ চৌধুরীর ইচ্ছা ছিল, সন্যাসীদের সুধীন্দ্র সিংহকে দিয়ে Physics-এর বইখানা লেখাবার। সুধীন্দ্র ঐদিন জ্যোতির্সাক্ষর অনুপস্থিত থাকায় প্রমথবাবু

আমার তাঁর ২৮৬১৭ তারিখের চিঠিতে লিখলেনঃ “আসছে শনিবারে সুধীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে এসো, তাকে Physics-এর বইখানা লেখবার জন্যে ভিজাতে চেষ্টা করণ।” তার ১২১৭১৭ তারিখের পত্রই প্রকাশ পায়, সতেরন বোসের বিবৃতি বন্ধ। মার্কিন প্রেস সতেরনের “লেজাউ” হয়ে যাবে অন্যতর। সুধীন্দ্রও তেমন আমার সংগী মাত্র হয়ে রবিনাবু বা প্রমথবাবুর শুখানো ঘোরে কল্যাণ বোধ করেছিলেন। প্রমথবাবুকে সুধীন্দ্রের ঠিকানা নিয়ে যখন প্যারিসে গেলেন ১২১৭১৭-এর চিঠি পেয়ে, তখন প্রমথবাবুর কাছ থেকে সবিস্তারের পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাওয়ার পর সুধীন্দ্র রবিনাবু গেলেন, কিন্তু আমার শব্দীয় বাতাল ঘরকো আমি সেদিন ১২১৭১৭-এর ঘরে পারিনি। তারপর আমার পাই প্রমথবাবুর চিঠি।

(৪০)

১নং লাইট স্ট্রিট
বালিগড়
১৭১৭১৭

কল্যাণীন্দ্র,

সুধীন্দ্রের মৃত্যু আমার অসহ্যের জন্যে সেদিন শূন্যে ছি। আমার মনে এখন যেমন প্রমথ চৌধুরী হাজি শরীরকে চাওয়া করে তোলে। সেখানে Huxley's Physical basis of life নামক একটি প্রমথ চৌধুরীর বিষয় প্রকাশিত শৈল্পিক মাত্র ত্রি-মাত্রিক মান নাই মর্মে, প্রত্যাশিত সাংসার হৈলো যেক, তাঁর কাগজে প্রকাশিত মাত্র প্রকাশিত ছাত্র কেবলমাত্র সেদিন সেটি সূত্রের জীবনের শব্দী বসে ভিৎসি প্রকাশ করা সকলের পক্ষেই সম্ভব। যদি প্রমথবাবুকে যদি সতেরন এলটি, হিমির কল্যাণ



আপনার
সঞ্চয়-পরিকল্পনার ভার
তাঁর হাতে দিন

জীবন বীমার এজেন্ট আপনার একজন প্রকৃত বন্ধু, কারণ শুধু তিনিই আপনাকে প্রয়োজন মতো বিশেষ পলিসি নির্বাচন করে দিতে সাহায্য করতে পারেন। বীমা করতে প্রথমেই যে আপনাকে বিপুল অর্থের কথা ভাবতে হবে, এমন নয়। আপনি ক্রমে ক্রমে আর্থিক নিরাপত্তা গড়ে তুলতে পারেন। জীবন বীমার এজেন্টের উপর আস্থা রেখে তাঁকে সব কথা বলে বলুন, তিনিই আপনার জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয় পরিকল্পনা করে দেবেন।

লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া

LIC-CB 5 BEN



তাহলে আমার দ্বারা সংসারের কিছু কাজ হত।

ভারতবর্ষে সবুজ অসবুজ-এর কথোপকথন পড়েছি। তুমিই তার উত্তর দিয়ে। আমার এ-বিষয়ে বক্তব্য এই যে, “অসবুজ” বলেছেন যে আমি বঙ্কিমের মত মানিনে, সে কথা ঠিক নয়। বঙ্কিমের মত আমি কতটা মানি আর কতটা মানিনে, তার পরিচয় গত বৈশাখ মাসের সবুজপত্রে পাবে।

আর এক কথা—“অসবুজ” বলেছেন যে, ২৪ বছর আগে “ফুলসানী” নামক গল্প আমি সাধুসাহিত্যেই লিখি। একথা সত্য যে বঙ্গসাহিত্যে যখন আমি হাতে খড়ি দেই তখন মনশা বড় হাতের অক্ষরই লিখি তারপর ছোট অক্ষর ধরি। তবে সাধুসাহিত্যের মত আমি বেশিদিন করি নি। “ফুলসানী”র পিঠিপিঠি আমি “আদিম মানব” নামক একটি প্রবন্ধ লিখি কিন্তু সে চলতি ভাষায়। সেই অবধি যে “হজ্জ-করাডে” ধরছি—আজও তা ছাড়িনি। ঐ “আদিম মানব”ই হজ্জ আসলে আমার হাতের প্রথম লেখা। সে লেখায় বীরবলি টং পুরোমাত্রায় ফুটে উঠছিল। সুতরাং কলেক্ট থেকে বেরতে না বেরতে সাহিত্য-সমাজে আমার অধঃপতন হয়েছে। এর থেকে একটা জিনিস প্রমাণ হয় যে, বিস্মিত যাবার পূর্বেই আমি সাহিত্যে একঘরে হই।

অসবুজ লিখেছেন যে, চলতি ভাষা-পদের সঙ্গে তৎসম কথা খাপ খায় না। এবং এ দুই একত্র করলে ভাষা বিটকেল হয়। এর উত্তর, এ-কাজ কথকরা চির-কালই করে আসছেন এবং স্ক্রুতা নিত্য করেন। অথচ কি কথকতা কি বক্তৃতা কারও কানে বিটকেল টেকে না।

তুমি লেখাটা শনিবারের মধ্যে তৈরী করে আমাকে এনে দিয়ে। আশা করি, আসছে শনিবারে তুমি আসতে পারবে।

ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

এরপর সুধীশ্রুকেও ১৯।৭।২৭ এবং ২০।৭।২৭ তারিখে প্রমথবাবু চিঠি লেখেন।

১

[সুধীশ্রু সিংহকে লেখা]

১নং ব্রাইট স্ট্রীট

বালিগঞ্জ

১৯।৭।১৭

কল্যাণীরে,

আমি ইতিমধ্যে অনেক খুঁজে দেখেছি কিন্তু এক ডলুমে Physics-এর বই কোন popular series-য়ে পাইনি—তবে ও বিষয়ের প্রতি ভাগের উপর খুব ভাল

—রীডার্স কর্নারের বই—

উপন্যাস

শুশ্রুখলিতা	। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।	— ৩.৫০
রোশনচৌকি	। রমাপতি বসু।	— ২.৭৫
পরাদীন প্রেম	। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।	— ৩.০০
চক্রবৎ	। বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়।	— ৪.০০
পাঁক	। প্রেমেন্দ্র মিত্র।	— ২.৫০
বদ্বিজ্ঞেতা	। রমেশচন্দ্র দত্ত।	— ২.৫০
ভাঙ্গাগড়া	। কুমারেশ ঘোষ।	— ২.৫০
সম্মান	। বীরেন দাশ।	— ২.৫০
থেরেসা	। এমিল জোলা।	(অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল অনূদিত) — ৫.০০
কার্ডিনালের প্রণয়িনী	। মুসোলিনী। (অনুবাদ) — ৩.৫০	
১৪ই ডিসেম্বর	। মেরেককোবস্কা।	ঐ — ৩.৫০
রুডিন	। ইবান তুর্গেনেফ।	ঐ — ৩.০০
পাংকল	। আলেকজান্দার কুপারিন।	ঐ (৩য় সংস্করণ)
দি মুন এ্যান্ড সিক্সপেন্স	। সোমারসেট মম।	ঐ (যন্ত্রস্থ)
অফ হিউমান বন্ডজ	।	ঐ (প্রকাশিতবা)
সন্স এ্যান্ড লাজার	। লরেন্স।	ঐ (ঐ)

গল্প

প্রেমের গল্প (সংকলন)

বিশ্ব মূখোপাধ্যায় সম্পাদিত।	— ৭.৫০
মহাভারতের গল্প।	অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। — ৪.৫০
লাজুকলতা।	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। — ২.৫০
মারকে লেঙ্গে।	পরিমল গোস্বামী। — ৪.০০
অনির্বাপ শিখা।	পশুপতি ভট্টাচার্য। — ২.৭৫

প্রবন্ধ, সমালোচনা ও ভ্রম

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়।	শচীন সেন। — ৭.০০
আধুনিক বাংলা কাব্যের গতি-প্রকৃতি।	শুশ্রুখলিতা বসু। — ২.৫০
সাহিত্যী যমুনার উৎস-সম্মানে।	জহনত বন্দ্যোপাধ্যায়। — ৩.৫০
গান্ধী ও স্ট্যালিন।	লুই ফিসার। (অনুবাদ) — ৪.০০
চর্মউর্নিস্ম।	হ্যারল্ড ল্যাস্কী। ঐ — ২.৭৫
সেহ রক্ষা।	ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য। — ২.৫০
বুই কারি।	সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। — (যন্ত্রস্থ)
বাংলার রূপরস সাধনা।	যামিনীকান্ত সেন। (ঐ)
গ্রন্থাগারের রূপ ও বিকাশ।	বিমলকুমার দত্ত। (প্রকাশিতবা)
প্রকাশনের মূল কথা।	আনুইন। (অনুবাদ) (ঐ)

জীবনী ও নটক

রাজা রামমোহন রায়।	তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। — ১.৭৫
আডন নদীর তীরে (সেঙ্গপায়র-কথা)।	সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত। — ১.২৫
দুটি সরস নাটক।	প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। — ২.০০

ছোটগল্প

লে মিজারেবল।	। ভিক্টর হুগো। (অনুবাদ) — ৩.০০
বশু চেনা বিষম দায়।	। শিবরাম ক্রুবর্তী। — ১.৫০
ভূত ও অশুভ।	। ঐ — ১.৫০
মানুষের বশু।	। পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। — ১.৫০
বিশ্ববের সন্তানশিখা।	। পদ্মনাভ বিরাচিত। — ১.৫০
ছোট রাঁব।	। যামিনীকান্ত সোম। — ১.৫০
ছোট গান্ধী।	। ঐ — ০.৯৫
আমাদের শরণচন্দ্র।	। ঐ — (যন্ত্রস্থ)
শিশু কবিতা।	। সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র সংকলিত। — ০.৮০

রীডার্স কর্নার ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

ভাল ছোট বই আছে।—আমি তার দু'এক-খানা আনিয়েছি।

আমার বিশ্বাস, আমাদেরও Physics-তে ভাগ-ভাগ করে নিতে হবে। তুমি যদি Electricityর ভার নেও ত তোমাকে এ বিষয়ে popular বই দিতে পারি। তার থেকে তুমি অনেক সাহায্য পাবে, অন্ততঃ

কি রাখতে হবে আর কি ছাড়তে হবে—তার হিসেব পাবে।—আসছে শনিবারে যদি আমার এখানে এসো ত তোমাকে দু'এক-খানা বই দেব।—আমার এখানে আসা অবশ্য তোমাদের পক্ষে কষ্টকর—কতকটা উত্তর-মেরু থেকে দক্ষিণ-মেরু যাওয়ার মত; তবে তোমাদের বয়েস অল্প—তাই

কতক পথ উজান ঠেলে আসা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

সুতরাং যদি বিশেষ কোনও অসুবিধা না হয় ত শনিবারে বিকেলে আসতে, চেষ্টা করো। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

[সুদীপ্ত সিংহকে লেখা]

১নং রাইট স্ট্রীট

বালিগঞ্জ

২০।৭।১৭

কল্যাণীয়েষু,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। আমার কালকের চিঠি আশা করি পেয়েছে। Physicsটা তিন চারজন ভাগ করে নিয়ে লিখতে হবে—সেকথা পূর্বেই তোমাকে লিখেছি।—Cambridge University series-য়ে এ বিষয়ে চারখানা বই আছে—(1) Beyond Atom, (2) Earth, (3) Sun—আর চতুর্থখানার নাম মনে পড়ছে না। এর একখানিও বাজারে পাওয়া যায় না—নচেৎ দেখতে পাওয়া যেত, ১৫০ পাতার ভিতর কিভাবে এক একটা বিষয়ের মৌলিক কথা লেখা হয়েছে।

আমি পুঙ্ক কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষক করিনি, সেইজন্যই এই বই লেখা সম্বন্ধে আমাদের মতামতের একটা বিশেষ মতো আছে। তেমনটা যে বই লিখবে আমার, হবে তার পাঠক।—সুতরাং কিরকম লেখা পঠকের মধ্যবর্তক হবে—সেকথা আমরাই ভাগ বলতে পারব। মানুষের এই চিত্তপ্রবল বই লেখে যা, অপরে তা পড়লে সুখের বা অপরাধ তা বই-ই নয়।—শুধু বিজ্ঞান কেন—সকল বিষয়ের বই—এই নিয়মের অধীন।

অবশ্য পাঠকে পাঠক বিপদের প্রত্যয় আছে। একশ্রেণীর পাঠকের কাছে যা অপাঠ্য আর একশ্রেণীর পাঠকের কাছে তা অতি সুপাঠ্য হতে পারে। সুতরাং লেখকের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে কোন শ্রেণীর পাঠকের জন্য তিনি বই লিখছেন তাইটি স্থির করা। এক্ষেত্রে ত কারও কোন চিন্তা হবার প্রয়োজন নেই। ধরে নিতে পারো যে, এসব বই কারাই পড়বেন যাঁদের শিক্ষা সংসারের খবর জনবাব জন্য কৌতুহল আছে, অথচ বিশেষ শিক্ষার অভাবে সুফল তরু বোকবার ক্ষমতা নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের সকল শাখার ছোট কথ্যগুলো সহজভাবে বলাই হবে তোমাদের কর্তব্য।

কাল বিকেলে প্রশান্তবাবু, আমার এখানে আসবেন তুমি উপস্থিত থাকতে পারলে ভাল হয়। তাঁর সঙ্গে 'আজোচনা' করে যথাকর্তব্য স্থির করা যাবে।—তবে একটি কথা বলে রাখছি, একটা বড়গোছ

১ শ্রীপ্রমথচন্দ্র মহলানবীশ

ফাউণ্ডেশন ফ্রীম কম্প্রজাধনে অসম্ভব

আপনার সৌন্দর্যের
পূর্ণ বিকাশের জন্য
ভাল 'ফাউণ্ডেশন
ফ্রীম' ব্যবহার করা
উচিত। বসন্ত
মালতীর মধ্যে এর
সবরকম উপাদানই
আছে—পাউডার
মুখে যায় না, ত্বক
মসৃণ ও কোমল হয়।
রোদ হাওয়া বা ধূলা
ময়লা থেকে আপনার
ত্বকে রক্ষা করতে
হলে বসন্ত মালতী
ব্যবহার করুন।

বসন্ত
মালতী
ব্যবহার করুন

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাবুহুম হাউস, কলিকাতা-১২

KALPANA.BM.B

তর্ক উঠবার খুব সম্ভাবনা আছে—কেননা প্রশান্ত হচ্ছেন strong in Logic এবং তাও আবার যে-সে logic নয়—mathematical logic, বলা বাহুল্য, আমি ও-শাস্ত্রের বিম্ববিসর্গও জানিনে,—অথচ তর্ক উঠলে তাতে যোগ নিশ্চয়ই দেব। অঙ্কের আর কিছু জানি আর না জানি, আমি যোগ দিতে জানি। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৪২

১নং ব্রাইট স্ট্রীট

২০।৭।১৭

(সোমবার)

কল্যাণীয়েষু,

পরশু তোমরা চলে যাবার পর আমার ওস্তাদজির গান হল। কিরণের স্নেহগান এত ভাল লেগেছে যে, তার অনুরোধে কাল সম্ভারবেলা এখানে একটি ছোটখাটো গানের মজলিস বসাজি। কিরণ, ধর্জিটি ও মশু, থাকবে। তুমি গানবাজনা ভালবাসো—সুতরাং তুমিও যদি আসতে পারো ত ভাল হয়। গানবাজনা একবার শুরু করলে তা “সারাক” করতে প্রায়ই দেরি হয়—সুতরাং শ্রোতাদের কাতকের আহ্বারের বশেনবস্তী এখানেই করা য়েছে। যদি এসো ত তুমিও এখানে থেকে য়েয়ো। ভাতার মত অহার সম্বন্ধেও আমি “চলতি”র পক্ষপাতী—অর্থাৎ সামান্যই অহারই আমার পছন্দসই। সুতরাং আমার এখানে অহার করতে কারও ভয় পাবার কারণ নেই।

দেশি বাদ্য নিয়ে না—সাদে ভাতিস মলি গান শুরুর পরা হয়ে ত মটর ভিতর তা শেষ করা যায়।—যেহেতু তার ছাপ নেই—তারপর আমার মোটর প্রোডাক্টের ইম শব্দে দেব।

তোমার লেখা সমস্তই আমার একটা প্রস্তাব আছে। দেখা হলে মুখে বলব। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৪২

১নং ব্রাইট স্ট্রীট

বালিগঞ্জ

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু,

আজ সম্ভারবেলা এখানে এসে অবশ্য আমার দেখা পাবে। আমিও আজ বিকেলে একটু সভাপতিত্ব করতে চলেছি। হেয়ার স্কুলের ছেলেরা আজ বেলা চারটেই একটা কি হাংগাম করবে, তাতে আমার যোগদান করতে হবে—যেহেতু আমি এককালে হেয়ার স্কুলের ছাত্র ছিলাম। আশা করছি, ছাটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে পারব।

তুমি বলেছ “প্রাণের কথা”য় আমি বৈজ্ঞানিকদের উপর অধিষ্ঠার করেছি—কেননা আমি একজন দার্শনিক। কিন্তু

আলোচনা প্রসঙ্গে

যুগ-পূর্বোত্তম খ্রীষ্টীয়ের অনুকূলচন্দ্রের কথোপকথনের অভিনয় সংকলন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড (চতুর্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ) মূল্য প্রতি খণ্ড ৬-০০ টাকা।
যুগান্তর বলেন—“.....আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে। বহুজনের বহু সমস্যা ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অবলীলাক্রমে সমাধান করে দিয়েছেন এবং জিজ্ঞাসুরাও তার উপদেশামতে পরিতৃপ্ত হয়েছেন।”

সত্যানুসরণ

খ্রীষ্টীয়ের অনুকূলচন্দ্রের দ্ব্যস্তিত্তি—নবযুগের নীতি।

মূল্য ১-০০ টাকা বাঁধাই ১-৫০ টাকা।

দৈনিক বঙ্গমতী বলেন—“গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হলেও এর মধ্যে মহৎ জীবনলাভের উপায়, সাংসারিক তাপস্য থেকে নিষ্কর্তিত ও ঈশ্বরের সাম্যজ্ঞানভের সহজপথ সম্বন্ধে অমোঘ নির্দেশসমূহ নাস্ত হয়েছে—সাবলীল সহজবোধ্য ভাষায়।”

ইসলাম প্রসঙ্গে

সাম্প্রদায়িক বিরোধে খ্রীষ্টীয়ের অনুকূলচন্দ্রের মৌমাংসাবলী—

প্রেরিত নির্দেশের বিশদ বিশ্লেষণ। মূল্য—৫-০০ টাকা।

শ্রুতকথানি পাঠে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই জ্ঞান ধারণার নিয়ম দৃষ্টব্য।

প্রকাশক—সংসদ পাবলিশিং হাউস

পোঃ সংসদ, দেওঘর, জেলা এস. পি. (বিহার)



সুজোয়

ইণ্ডিয়ান মিলি শাউম

কলেজ ক্রীট মার্কেট কলিকাতা



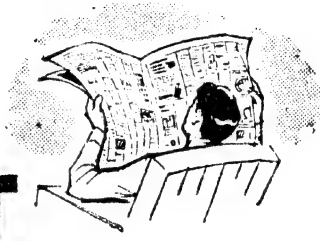
আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগের ভিত্তেমন পাকা নয়। উক্ত প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিকের ক্ষেত্রে দার্শনিকের উপরই চোটটা বেশি পড়েছে। সর্বোত্তম আমার সমান বক্তৃতি। কলকাতায় একটা কথা আছে যে, সেকালে জনৈক ভদ্রলোক রামগোপাল ঘোষের শ্যালক বলে পরিচয় দেওয়াতে লোকে হেসেছিল এবং সেই হাসির জবাবে তিনি বলেন যে—

“রামগোপাল ঘোষের শালা অনেকের বাবার চাইতে বড়”। একথাটা কতদূর সত্য তা বলতে পারিনে, তবে রবিবাবুর চিঠি যে অনেকের প্রবন্ধের চাইতে ঢের ভালো সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ইংরেজরা বলে যে, ভগবান কাউকে ২ রূপের চামচ মুখে দিয়ে এ পৃথিবীতে পাঠান। কিন্তু সে-সব লোককে আমি হিংসে করিনে—

যদিচ আমাকে অনেক সময়ে দাঁতে কাঠি দিয়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু আমি হিংসে করি রবিবাবুকে, কেননা ভগবান তাঁকে সোনার কলম হাতে দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যাক্ তা বলে আর আক্ষেপ করে কি হবে?

তুমি কাল “বিচিত্রায়” গেলে না কেন? Professor Geddes দাঁড়া বক্তৃতা করে-

এই বিজ্ঞাপনটি পড়তে আপনার কতক্ষণ লাগবে?



আপনি পড়তে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই, সারা ভারতবর্ষে
৫,০০০ লোক তাঁদের প্রিয় সিগারেট ‘সিজার্স’ ধরিয়েছেন।

এক মিনিটের মধ্যে আরও ৫,০০০ লোক সে দলে যোগ দেবেন।

এখন, আপনি নিজে একটি ‘সিজার্স’ সিগারেট ধরান।

সিগারেটটি শেষ হওয়ার আগেই প্রায় ৫০,০০০

লোক আপনারই মত ‘সিজার্স’-এর ধূমপানে মশগুল থাকবেন।

৪৫ বছরেরও বেশী, সিজার্স সিগারেটের জনপ্রিয়তা

অতুলনীয় হ’য়ে র’য়েছে। কেন জানেন?

সিগারেটটা সত্যিই ভালো।

উইল্‌স-এর

সিজার্স

সিগারেটটা ভালো — সেইটাই আসল কথা

১০টির দাম ৩০ নয়া পয়সা



ছিলেন। তাতে রস ও সার সমান মাত্রার ছিল।

ভাল কথা, কাল সম্বোধন ছাটীর রবীন্দ্রবাহু মহাশয় দাদার বাড়িতে সংগীত সম্বোধন একটি সোদাহরণ বক্তৃতা করবেন। তুমি ছটার ভিতরে যদি এখানে এসে জুটতে পারো তাহলে তোমাকে সংগে নিয়ে যাব। সবুজপল প্রায় সকলেই যাচ্ছে—কাল “বিচিত্রায়” যাদের সংগে সাক্ষাৎ হয়েছিল তাদের মুখে বলেছি। আর এক কথা—তোমাকে একটা প্রবন্ধ লেখবার ভার দিতে চাই—তারি জোগাড়ি কাগজ কাল তুমি এলে তোমার হাতে দেব। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৪০

১নং হুইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৭।৯।১৭

কল্যাণীয়েক,

তোমার চিঠি পেলুম। আজ বছর চারেক আগে আমি ভাস সম্বোধন একটি প্রবন্ধ লিখি—সেটি Modern Review-র ছাপা হয়েছিল। খুবই খেয়াল সে কাগজ-খানা এ কাজেরে আস্ত কিনা।

কাল বিকালে সবুজের পুরো নৈটক কলকাতা-রাস আদার পুরো ত ভাল হয়। “বিচিত্রায়” কবিতা মুক্ত কলকাতা-রাসে। Sarkis-এর বক্তৃতা কাল হলে না—অসম্ভব হওয়ার শরৎকাল হলে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৪১

১নং হুইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৬।১০।১৭

কল্যাণীয়েক,

আমি প্রত্যেক দিনের ভিতরে কলকাতা থেকে বেরিয়ে যাব। সন্ধ্যায় আমার ইচ্ছা কাল কলকাতা এখানে জমজমাট পুরো আদার রাস। আদার কবিতা, তুমি আসতে পারবে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৪২

১নং হুইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৭।১০।১৭

কল্যাণীয়েক,

কাল যে তোমার কেউ আসতে পারেনি, তাতে আশ্চর্য হইনি, কেউ একেই আশ্চর্য হইয়া। তুমি বখন “জরস্বালের” সংগে জুটতে গেছ—তখন যে তুমি যা হয় একটা কিছু পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করবে তাতে আর সন্দেহ নেই। আমি যে “ভাস”র কাল নির্ণয় করতে ব্যস্ত হয়েছিলুম, সেও

ঐ সঙ্গগণে। “জরস্বাল” আর কিছুদিন কলকাতার থাকলে আমি যদিও যেরে জমে যেতুম। পুরাতত্ত্বের যে একটা নেশা আছে, তা আমি বিজ্ঞান জানি।

বালিগঞ্জের চাইতে জোড়াসাঁকোর তোমার সাক্ষাৎ যে বেশি পাওয়া যায়—তাতে আমার কিছু মনে করবার কারণ নেই। আমি সিকি-বিসিক, জানতুম না—সুতরাং জোড়াসাঁকোর সংগে বালিগঞ্জের যে তফাৎ আছে সে বিষয়ে আমি খুবই সজ্ঞান।

আমি আরও দু'চারদিন কলকাতায় আছি, সুতরাং পারো ত আসতে মঙ্গলবার বিকেলে এখানে একবার এসো। কাজ—গমণ করা।

ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

উদ্ধৃত পত্র-গুরু—যার প্রথম দুটি সুধীশ্রুকে লেখা, আর বাকি পাঁচটি আমার—একটি হাম্মার টাইপার পাওয়া যায়। এখানে সায়েন্স আর সাহিত্য ছাত মিলিয়েছে। প্রথম চৌধুরীর ঐ সম্বন্ধের চিঠি রচনা—“স্বপ্নের কথা”, “স্বপ্নের কথা”, “স্বপ্নের কথা”—পাঠ করলে দেখা যায়, প্রথমবার, জাতি ও সায়েন্স, এ দুই বিষয়েই মৌলিকভাবে চিন্তা করছেন এবং তার শিল্পের বিষয়-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাহ। ওর ৭।১০।১৭ তারিখের চিঠিতে যে জরস্বালের কথা লিখছেন, তিনি প্রিন্সের লালসীর এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্বের গবেষণা। প্রথমে কলকাতাতেই প্রাকৃতিক করতেন, তারপর শান্তির চলে যান। তার কথাবার্তায় হাস, ছিল, সুতরাং বেশিদিন কলকাতায় থাকলে ইতি প্রমথনাথকে হাস্যের জমতে পারতেন। কটাক্ষের ভাস যে কাল সংখ্যায় রাজা নারায়ণের সমালোচনা, জরস্বালের এ মতটি শেলবাক্ষক এবং স্বয়ং বঙ্গীর মামে হলেও এখন বঙ্গবীর্য বোধ করে।

প্রথম চৌধুরীর “প্রবন্ধের কথা” প্রবন্ধের আচার্য উপনিষদদের বৈদ্যের আবিষ্কার সম্বন্ধে “অবলম্বিত” আমার ভাল লাগেনি। তার কারণ, আমি বেশি মহাশয়ের দুটি পুস্তক পাঠ করে এবং তার সংগে ঐ বিষয়ে আর্থিক আলোচনা অনুষ্ঠানের সুযোগ পেয়ে তার আবিষ্কারকে শ্রদ্ধা করিতে লিখি। ১৯১৭ সালে লেখা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমি সেখানকার মেম্বরও হয়েছিলুম। সেই প্রমাণ থাকার জন্যে ১৯১৭ সালে ইংরেজী ভাষায় “অচ্যুত উপনিষদ বৈদ্য” নামে যে বার্থ-সার্টিফিকেট পুস্তিকটি প্রকাশিত হয়, তার সম্পাদনা-কার্যে আমি সান্নাধ্য বধূদের অমল হোমের সহায়তা করতে পেরেছি। আমার প্রবন্ধ বিবরণ, সবুজ পাতার ডাক শব্দেই জগদীশচন্দ্র সাদা দিয়েছিলেন। লজ্জাবতী লতার মানভঙ্গ, তার প্রণের

কথাকে কলম দিয়ে লেখানো, অব্যক্তকে ব্যক্ত করা, তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ, ঐটি ঔপনিষদকে মনে-প্রাণে ভালবাসতেন। (জমজ)

বহুরের সেবা শ্রী
শৈলেশ গুহ নিয়োগীর
গোল পাক ৭০
রাইটার্স কন্সার্ন
৬-৮এ, কলেজ স্ট্রীট হাউস, কলি-১২

প্রভাতের শারদীয়া সংখ্যা
মহালয়ার পূর্বে প্রকাশিত হইবে
মহাবী হিমের সরকারের
হিন্দু-সাহিত্যে প্রেম—৩
অনুবাদক
শরৎ-সাহিত্যে নারী প্রশ্নেতা
শ্রীপ্রমথনাথ পাল
কল্যাণীয়েক জামিনার পূর্বে
শীতকালের কল্যাণী পড়ুন
শ্রীবিদ্যজ্ঞানী যোহের
অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু
হেমচন্দ্র —৩

প্রভাত কাম্যালয়
২১, মধ্য কলকাতা লেন,
(বলকাতা জো ইন্সটি)
কলিকাতা-৯
(সি-১৩১৭)

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাস
শান্তি দাশগুপ্তার
অগ্নিসম্ভবা ৩.৭৫
এই বইটির চিত্ররূপ বিভিন্ন
চিত্রগেহে প্রাপ্যপ্রকাশ করছে
মনোনির্ভর বসুর
বেলাভূমি ২.৫০
মনোজ সান্যালের
মেঘত-চন্দন ৩.৭৫
শান্তিপদ রাজগুরুর
অবাক পৃথিবী ৩.৫০
পথ বয়ে যায় ৩.৭৫
শিবদাস চক্রবর্তীর
মেঘমেদুর ২.৫০
এইল জেলার “হিউম্যান বিস্ট”-এর
বংগালেশ্বর
পাশ্চাত্য (বলুস্‌থ)
অনুবাদক—প্রবীর যোষ

চলন্তিকা প্রকাশক
১২, কন'ওয়ার্ল্ড স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
(সি-১৩০৯)

মনভোলাবে



ব্রিটানিয়া

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্মে ব্রিটানিয়া বিস্কুটের মতন ভালো জিনিস আর হয়না। অতিরিক্ত ভিটামিন ও পুষ্টিকর জিনিসে তৈরী বলে দৈনন্দিন খাওয়া পুষ্টির অভাব মেটায়, স্বাস্থ্য ভালো করে ও শক্তি বাড়ায়। ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে এত ভালো যে বাচ্চারা ব্রিটানিয়ার লোভ সামলাতে পারে না।

ব্রিটানিয়া বিস্কুট বড়দেরও তারি প্রিয় জিনিস। ভালো জিনিস ছাড়া খাবার চলেনা তারা ব্রিটানিয়া বিস্কুটই চান — স্বাদে ও গন্ধে অপূর্ব এ বিস্কুট।



বাজারের সেরা

দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনে সংগীত

শিক্ষার ব্যবস্থা

হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের সিলেবাসে সংগীত শিক্ষার বিষয়বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, কিন্তু অনেক ব্যাপারে সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডের উদ্দেশ্য আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়নি। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরাও অন্যরূপে অসুবিধা পড়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে হায়ার সেকেন্ডারি প্রথম পরীক্ষা হবে; অতএব এ বিষয়ে যাতে কোন সমস্যার উদ্ভব না হয়, সেদিকে বোর্ডের দৃষ্টি রাখা কতখানি। সিলেবাসের অসংগতিগুলি সংক্ষেপে দেখাবার চেষ্টা করছি। অপরপূর্ণ পটপটিকায় দীর্ঘতর আলোচনায় আরো বহু ত্রুটি উদ্ঘাটিত হবার আগেই সেগুলি সংশোধিত করার ব্যবস্থা বোর্ড করবেন এই আশাই আমরা করি।

যদিও সংগীত শিক্ষার একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে, তবুও যার কোন পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত হয়নি। বোর্ডের নির্দেশ হচ্ছে এই যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সর্বশেষ শিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত করবেন। তাঁদের মধ্যে সেরাটি ভুল বই হতেই কাজ চলবে। এই ব্যাপারে শিক্ষকদের কিছু



শাণ্ডর্গদেব

অসুবিধা পড়তে হয়েছে। অসুবিধাটা পাঠ্যপুস্তকের জন্য নয়—আসলে শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে নির্দেশ অত্যন্ত অস্পষ্ট ও গুরুতর। তারা বোর্ডের উদ্দেশ্য বুঝতে অসমর্থ হচ্ছেন। বোর্ড যখন একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন, তখন নিশ্চয়ই তারা কিছু কিছু গ্রন্থের সহায় নিয়েছেন। সেই সব গ্রন্থের একটা উল্লেখ করলেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সুবিধা হয়। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে তারা মনের মত বই বেছে নিয়ে পড়তে পারতেন।

প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার কতগুলি বিষয় যে বর্ণিত আছে প্রাকটিক্যাল অসুবিধা আছে, সেটা বোর্ড আপনো ভেবে দেখেছেন কি না সন্দেহ। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

মীরা, সত্যেন্দ্র হকদাস এবং কবীরের ভজন গাইতে বলা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই

সব ভজনের নির্ভরযোগ্য এবং প্রমাণিক সুর কোথায় পাওয়া যাবে? এসম্বন্ধে কোন নির্দেশ বোর্ডের সিলেবাসে নেই। ক্রাশ ইন্ডাস্ট্রির তালিকায় দেখছি একটি ট্রাডিসনাল এবং বাংলা ভজনের কথা বলা হয়েছে। এই ট্রাডিসনাল ভজনই হচ্ছে প্রকৃত ভজন এবং এর আকৃতি প্রকৃতি লোক-সংগীতের মত। বাকি ভজন হয় মূর্খের নয় খেয়ালের ঢঙ গাওয়া হয়। সিনেমার স্টিলে নানারকম সুরের তো অভাব নেই। অনেক শিক্ষকের কাছে সেগুলি রীতিমত পাকা হয়েই বসে আছে। পরীক্ষার নামে সেগুলি চালিয়ে দিলে ক্ষতি কি? বাংলা ভজন অর্থে বোর্ড কোন গান বোঝাচ্ছেন, তা বলেননি। ঐ সম্বন্ধেও বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল। ক্রাশ নাইন এবং টেনের সিলেবাসে বেদগান গাইবার নির্দেশ আছে। বদৌলনাথ বেদগান নিজের সুরে গেয়েছেন। আরো কিছু কিছু বেদ-মন্ত্র আছে, যাতে আধুনিক কালের বাস্তব-গণ সুররূপ করেছেন। প্রকৃত সাম-গান শোবার বদল্যে বাংলায় কেবলও আপনো আচ্ছ বলে জানি না। অতএব এ সম্বন্ধেও যথেষ্ট অসুবিধা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ঘটেছে, কেননা তারা বুঝতে পারছেন না যে, বেদগান সম্বন্ধে বোর্ডের অতিপ্রায় কী।

<p>প্রবোধকুমার সান্যালের</p> <p>বেলোয়ারী ৬৥</p> <p>প্রবোধকুমার সান্যালের</p> <p>মহাপ্রস্থানের পথে</p> <p>— নতুন মূদ্রণ —</p> <p>॥ সাড়ে চার টাকা ॥</p> <p>প্রাণতোষ ঘটকের</p> <p>বাসক-</p> <p>সজ্জিকা ৪</p> <p>নরেন্দ্রনাথ মিত্রের</p> <p>শ্রেষ্ঠগম্প ৫</p>	<p>কালীপদ ঘটকের</p> <p>চন্দন-বাহু ৫</p> <p>দ্বারেশ শর্মাচার্যের</p> <p>অপরূপা ৫৥</p> <p>ভৃগুজাতক ৫</p> <p>রামপদ মুখোপাধ্যায়ের</p> <p>জীবন-</p> <p>ভাস্করী ৬৥</p> <p>নরেন্দ্রনাথ মিত্রের</p> <p>চেনামহল ৫৥</p>	<p>দেবেশ দাশের</p> <p>সেই চরক ৭৥</p> <p>তরু দত্তের</p> <p>মূল ভবনটি হইতে অর্জিত</p> <p>শ্রীমতী আর্টের</p> <p>— সাড়ে চার টাকা —</p> <p>প্রাণতোষ মুখোপাধ্যায়ের</p> <p>পঞ্চতপা ৬৥</p> <p>নরেন্দ্রনাথ মিত্রের</p> <p>মিশ্ররাগ ৩৥</p>	<p>বিমল ঘোষের</p> <p>মায়ের বাঁশী ৪৥</p> <p>জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর</p> <p>অত্যাশ্চর্য ভ্রমণ কাহিনী</p> <p>অকাবণের পথ</p> <p>— সাড়ে চার টাকা —</p> <p>অজ্ঞাত সৈনিকের</p> <p>চেনা-</p> <p>অচেনা ২৥</p> <p>পরিমল গোস্বামীর</p> <p>সপ্তপঞ্চ ৩</p>
--	--	--	--

চিরন্তনের সামান্য পটভূমিতে অধুনাতনের অসামান্য প্রয়োগফল—
বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ

আকাশবাণী ও মৃন্ময়া

সম—দুর্গা টাকা

প্রকাশক : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বাংকম গার্ডেন্স স্ট্রীট, কলিকাতা-১৪

(সি ১২৮৮)

পাক-ভারতীয় রাজনীতির চাঞ্চল্যকর নতুন ইতিহাস
দেশবিভাগ ও পরবর্তী কার্যকলাপসমূহের
গোপন গ্রন্থ জ্ঞানিতে একমাত্র বই
সুনীলকুমার গুহের

“স্বাধীনতার” আবোল তাবোল

(পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ : মূল—৪, টাকা)

চীন ভারত আক্রমণ করেছে, কোলকাতার রাস্তায় বেপরোয়া গুলী চলেছে। কেন? কার নপুংসকতা, উদ্ভ্রম এবং বিশ্বাসঘাতকতায় উৎসাহিত হয়ে চীন ভারত আক্রমণে সাহসী হয়েছে, এবং কেনই-বা ভারত স্বমেই অতলে তলিয়ে যাচ্ছে? এসবের বিশদ আলোচনা বইটিতে বহুপুর্বেই করা হয়েছে। বইখানি প্রত্যেকেরই অবশ্য পাঠ্য।
পরিবেশক : “জিআলস”, ৩০নং কলকাতা রো, কলিকাতা-১

(সি ১১৭৮)



মস্তিষ্ক সজীব রাখে
ও সুনিদ্রার সহায়তা করে



ভুলল শুধু যে কেশের পক্ষেই বিশেষ
উপকারী তাহা নহে, ইহা মস্তিষ্ক
সুস্থ ও শীতল রাখে এবং সুনিদ্রার
সহায়তা করে।

ভ্রুংগোল

সুগন্ধি সহজপাচ্য কেশ তৈল

৫ আউন্স শিশি কার্টন সমেত ও ১০ আউন্স
শিশি কার্টন হাফা পাওয়া যায়।

বি ক্যালকাটা জেনিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-১০

শ্যামাসংগীত এবং ব্রহ্মসংগীত গাইবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ দুই প্রকার সংগীতেই ধ্রুপদ, খেয়াস বা টপ্পার রীতি প্রচলিত। শিদ্ধান্তধারী কোনটা বেছে নেবে? এক্ষেত্রে গীতিকার এবং সুরকারদের স্পষ্ট উল্লেখ থাকা উচিত ছিল এবং গানগুন্নিও নির্দিষ্ট করে দিলে ভাল হত।

সমগ্র সিলেবাসের মধ্যে নিম্নলিখিত দুটি বিষয়ের অর্থ বোধ করা আমাদের দৃষ্টিসাধ্য হয়ে পড়েছে। বোর্ডের ভাষাও যাকে বলে রীতিমত “জুপিটিক”।

(১) শার্ট হিফটের অফ ইন্ডিয়ান মিউজিক উইথ স্পেশ্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস অফ বেংগলস রিজিঅনাল মিউজিক।

বাংলায়—বাংলার আঞ্চলিক সংগীতের ওপর বিশেষ প্রভাবসহ ভারতীয় সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

যেমন ইংরেজি বাংলাও তেমনি করা হল। উপদেশ্য কি দেখা কঠিন। “রিজিঅনাল স্টাইল” কথাটি সিলেবাসে প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে। “রিজিঅন” এর অর্থে বাংলার

যাত্রার সংগীতকেই ধরা হয়েছে। নতুন বা বর্ধিতসংগীত এর অর্থক্লান্ত হত না।

কিন্তু কোনও কোনও লজ্জায় আবার বলা হয়েছে—বেংগলস “রিজিঅনাল মিউজিক”। একবার অর্থ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত সংগীত অর্থাৎ সাদা কথাই বাংলার আঞ্চলিক লোকসংগীত। বর্ধিত-সংগীত বা রামপ্রসাদস্বর্গীর এর অর্থগত করলে ভুল হবে। কথিতব্যকেও বাংলার আঞ্চলিক সংগীত বলা যায় না। কোনো কঠিন একটা আসল নির্দিষ্ট সংগীত।

যদি বলা যায়, ভারতীয় সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং বাংলায় নিজস্ব সংগীতের ওপর মূল ভারতীয় সংগীতের প্রভাব—তা হল উপদেশ্যটি দেখা যাক। এখন আসল উপদেশ্য যে কী, সেটা সেটাই একমাত্র বোঝায় দিতে পারেন।

(২) ইনস্ট্রুমেন্টস অফ বেংগলস “রিজিঅনাল মিউজিক অ্যান্ড পপুলার সঙ্গ ইন আওয়ার ন্যাশনাল স্টাইল”। বাংলায় লিখায় এইরকম—আমাদের জাতীয় স্টাইলের ওপর বাংলার আঞ্চলিক সংগীত এবং লোকসংগীতের প্রভাব। এক্ষেত্রেও আঞ্চলিক সংগীত অর্থে কী বোঝানো, সেটা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া আবশ্যক।

সমগ্র ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিশি—রিজিঅন অফ বেংগল, তাহলে গোটা বাংলা দেশকে বোঝান। রিজিঅন শব্দের আসল অর্থটা ভৌগোলিক এবং ভারতবর্ষের একটি অঞ্চল হচ্ছে বাংলা দেশ। কিন্তু বেংগলস “রিজিঅনাল মিউজিক বঙ্গল সেটা বাংলার সংগীতকে সামগ্রিকভাবে বোঝায় না—তখন বোঝায় বাংলার বিভিন্ন রিজিঅনে বা অঞ্চলে প্রচলিত সংগীত।

বোর্ড' যাদের ওপর সিলেবাসের ভার দিয়েছিলেন, তারা রিজিঅন শব্দটির প্রয়োগে গভজগোল করেছেন—বোর্ডকে ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

ক্রান্তি ইন্সটিটিউটের প্রাকটিক্যাল পরীক্ষায় একটি জয়দেবের পদাবলী গাইতে বলা হয়েছে। গত শতাব্দী থেকে এ পর্যন্ত জয়দেবের গানের যত সুর পাওয়া গেছে তার কোনটাই প্রামাণিক নয় ট্রান্সক্রিপশনও নয়। বহু শতাব্দীর পরে মূল সুর খুঁজতে যাওয়াও বৃথা। তা সত্ত্বেও যদি গাইতে হয় ছেলেমেয়েরা আধুনিক যাত্রা, থিয়েটার বা সিনেমার সুর অবলম্বন করে কাজ উদ্ধার করবে। বোর্ড যদি তাই চান তাহলে বলবার কিছু নেই।

সিলেবাস অনুযায়ী যেসব শব্দ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হওয়া দরকার, তার তালিকা থেকে কতগুলি বিশেষ শব্দ বাদ গেছে, যথা—ধর্মান, নাদ, সংগীত, মচ্ছানা, মার্গ দেশী, প্রবংশ। এ কটাই মানে এল—এ ছাড়াও বহু প্রয়োজনীয় শব্দ আছে, যা শিক্ষার্থীদের জানা প্রয়োজন।

ক্রান্তি ইন্সটিটিউটের তালিকায় রয়েছে—টাইম থিওরী অফ ইন্ডিয়ান রাগজ। কথ্যটা পোপালার বই থেকে ধার করা বলে মনে হয়। পোপালার ভাষাভাষীদের সমীক্ষকরা রাগের কথা বলেছেন, কিন্তু ওইটুকুই সব নয় এর বহু পূর্বে নারদের সংগীত মকরন্দ থেকে এর জের শব্দে হয়েছে। এসম্বন্ধে শিক্ষা সিন্ডিকেট গোল শিক্ষকগণ যেন খেটেখসেটে বিদ্রূত মোটে প্রস্তুত করেন। বোর্ড' এসম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বাসনাম।

কণ্ঠ সংগীতের ব্যাপারে প্রেট মিউজিসিয়ানস্ আন্ড কম্পোজার্স বলতে সিলেবাসে এই কণ্ঠ নামের উল্লেখ আছে—বৈজ্ঞ, নায়ক গোপাল, তানাসেন, সতনস, কুলসীদাস মীরা জয়দেব চণ্ডীদাস সিদ্যাপতি রামপ্রসাদ যদুভট্ট ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ভাতখণ্ডে বিষ্ণু দিগম্বর এবং রবীন্দ্রনাথ।

এ থেকে বোঝা যায়, মিউজিসিয়ান এবং কম্পোজার এ দুটি শব্দের স্পষ্ট অর্থ সিলেবাস প্রণেতাদের জানা নেই। এ যোগে ধ্রুপদ, খ্যাস, টম্পা এবং টুংরি—এই চারটি রীতি প্রধানত প্রচলিত। এর মাধ্যমে খ্যাস, টম্পা এবং টুংরি—এই তিনটির একটিরও প্রতিনিধিত্বমূলক কোন ব্যক্তি উল্লেখ এই তালিকায় নেই। আমীর খস্র এবং সদাঙ্গ—এই দুটি নামও এদের মনে পড়েন। একথা অবশ্যই বলা যে, উক্ত তালিকায় খুব কম ব্যক্তিকেই প্রকৃত মিউজিসিয়ান বা কম্পোজারের মধ্যে ফেলা যায়।

ভারতীয় সংগীত সাহিত্য বা সংগীত শাস্ত্রকার সম্পর্কে পরিচয়ের কোন

আবশ্যকতা আছে বলে বোর্ড' মনে করেন না এবং এসম্বন্ধে কোন উল্লেখ তাদের সিলেবাসে নেই।

বাংলার টম্পা তথা কাব্যসংগীত এবং বাংলার নাট্য সংগীত, যা দুই শতাব্দী ধরে বাংলা গানকে সংগঠিত করেছে, সে সম্বন্ধে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা সিলেবাসে নেই। তার আগেকার কথা ছেড়েই দিলাম। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী বা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে স্থান পেয়েছেন, সেখানে জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুরের মত ব্যক্তির স্থান হয়নি। রবীন্দ্রনাথের গানের অতি প্রাধান্য এবং অপরাপর বিশিষ্ট গীতিকারের সম্পূর্ণ অনুল্লেখ অতিশয় পরিতাপের বিষয়। রামানিধি থেকে শ্রীজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল প্রভৃতি কোন গীতিকারের নাম পর্যন্ত 'সিলেবাসে' নেই—অথচ রিজিঅনাল মিউজিকের বড়ই ঘটা করেই করা হয়েছে।

এই সিলেবাস থেকে ছেলেমেয়েরা ভারতীয় সংগীত বা বাংলা গানের ধারাবাহিক প্রণতির প্রায় কোন পরিচয়ই পাবে না। আসলে এই পট্টা তালিকার মূল একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয়নার একান্ত অভাব, যার ফলে তিন বৎসরব্যাপী শিক্ষার মধ্যেও সমাসংগীত ব্যাপকতার একান্ত অভাবই পরিলক্ষিত হবে। বস্তুত এই সিলেবাসে ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নেই—কেবলমাত্র কতক-

গুলি বিষয়বস্তুর প্রক্ষেপে একটা খাপছাড়া তালিকা তৈরি হয়েছে, যার সার্থকতা তদনুরূপ পারম্পর্যবিহীন শিক্ষাতেই পর্যবসিত হবে।

বোর্ড' অফ সেকেন্ডারী এডুকেশনকে আমরা অবিলম্বে এই অতি অসম্পূর্ণ এবং অসংগতিবহুল সিলেবাসের পূর্ণতা এবং শৃঙ্খলতা সাধনে যত্নবান হতে অনুরোধ করি।



গ্রন্থশ্রী

পূজার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

গানের হাল-বিস্তার লক্ষ্য করে বলে কখনও যত্নের দৃষ্টিক মন্ত অবস্থার প্রধান সম্ভাব্য দিকের নিকট জানতে চেষ্টা ছিল—তার দিকে লক্ষিত যে কল্যাণ জলসে, তার পাওয়ার বৃত্ত।

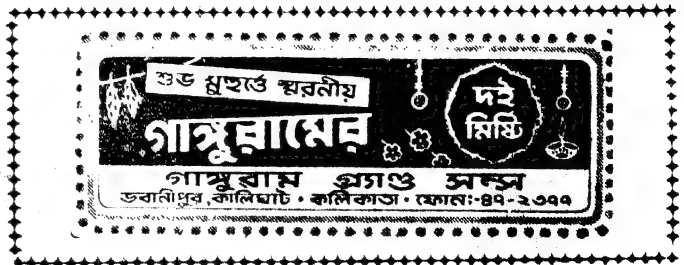
প্রতিবাদে দ্বিগুণে কঠিন উত্তর দিচ্ছি, তাতে দাপকের নেশা ধানিকটা কেটে গিয়েছিল। সতপাতের এই সংঘর্ষ নিয়ে গড়া সদ্য-প্রকাশিত দ্বন্দ্ব-গভীর উপন্যাস

ক ন্যা মৃ গ যা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত
মুলা তিন টাক

বেংগল পার্বলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

(সি ১২৪২)



লভের ভাগ্য নিয়ে

ডঃ শশধর সিংহ

৯৪৯

প্রথম যখন হাসপাতালে আছি, তখন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আমার চিকিৎসা নিয়ে নানা ভ্রমণ কল্পনা চলছিল। অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন হবে কিনা, এই নিয়ে এঁদের মধ্যে মতবৈধ ছিল। তাই পর্যবেক্ষণের জন্য আমাকে মেডিক্যাল ওয়ার্ড থেকে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে আনা স্থির হ'ল।

একদিন বিকালবেলা আমি এই অনিশ্চিত অভিযানের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। নার্সরা আমার খাটটা ঠেলে নিয়ে লিফটে করে উপরের তাল্লায় নিয়ে গেল। এখানে এসে দেখি সবই নতুন, সবই অপরিচিত। বড় একা একা লাগল। কিন্তু সীভাগ্যের বিষয় এই যে, বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। অল্প সময়ের মধ্যেই নানারকমের পরীক্ষা শুরু হ'ল। এতে করে সময় কাটতে লাগল। নিজের সম্বন্ধে ভাববার বেশী সুযোগ মিলল না।

সন্ধ্যায় সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত "ভিজিটিং আওয়ার" অর্থাৎ রোগীদের দেখতে আসার সময়। দিনান্তে কাজের শেষে আমার পত্নী রোজ আমাকে দেখতে

আসে। এই সময়টা আমার কাছে বড় লোভনীয়। এর জন্য সমস্ত দিন অপেক্ষা করে থাকি। তার আসার সংগে সংগে আমি যেন আবার নতুন জীবন লাভ করি। নিরাশা দূর হয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে আশা ফিরে আসে।

যে-সব আদর্শ নিয়ে মানুষ হয়েছিলাম, তার এই ক্রুর পরিণতি হবে তা কখনও কল্পনা করিনি। আমার স্ত্রীর বিষাদ মুখের দিকে যখন তাকাই আর ভাবি আমার জন্য তাকে কত দুঃখ বরণ করতে হয়েছে, তখন নতুন করে সংকল্প করি, বাঁচতেই হবে, সুস্থ হয়ে উঠতেই হবে। জীবনে এখনও ত কাজ অসম্পন্ন রয়ে গেছে, কত কর্তব্য করা হয়নি। এসব অসম্পূর্ণ রেখে চলে যাব, তা হ'লেই পারে না, এসব কথা মনেও স্থান দিতে চাই না। মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে উঠি সত্য, সে ত স্বাভাবিক। কিন্তু মনে মনে পণ করি, কিছুতেই হার মানব না। হার যদি মানি, তাহ'লে কোথায় রইল আমার পৌরুষ, কোথায় রইল আমার মনুষ্যত্ব। অবশেষে বিধাতার কাছে কি কৈফিয়ত দেব?

নতুন জায়গায় এসেছি, গতটা কিভাবে কাটবে ভেবে দুঃশ্রুত হইছি। আমার স্ত্রীর আসার পর থেকে মনটা শান্ত হয়েছে, সাময়িক কাপুরুষতাও দূর হ'ল। সেই রাতে আমার ঘুমের কোন ব্যাধি হ'ল না।

পূর্বদিন ভোর যখন ঘুম ভাঙল, তখন ভাবলাম যেন এক নতুন জগতে এসেছি। যেখানে শূন্যে আছি, সেই বাহ্যিক কামরাটা বেগে ভরে গেছে। মনে পড়ল পিয়ের লোটি (Pierre Loti) একটা লেখার কথা। ভারতবর্ষের সংগে যখন তার প্রথম পরিচয় হয় তখন তিনি উল্লসিত হয়ে লিখেছিলেন "আলো! আলো! আলো!" আমারও মনের কণ্ঠ একই পুনরাবৃত্তি। চারিদিকে আলোয় আলোয়। বেশ ভাল যেন সমস্ত জীবের কোন এক বড় হোলেলের কামবায় শূন্যে জড়ি। হঠাৎময় ছবিটি উদ্ভবনা। চতুর্দিকে নারীপুরুষের ছাটোছুটি করছে। তাদের কথাবার্তা, হাসিহাস্যমাণ, কানে ভেসে আসছে। কামবায় এক কোণে একটি মেয়ে গান গাইছে। মনে হ'ল ইংল্যান্ড সর ও গান। মন শূন্যে পড়ি, তেঁতুলের শব্দ, ছবিবস্ত্র সমস্তই উপর ভোগে পড়ছে। এবারও সম্পূর্ণ হুমি যে, যা শূন্যে পড়ি তা শহরের রাস্তার শব্দ মাত্র।

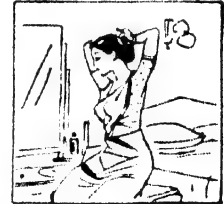
"তুমি এত আলো ফালিয়েছ এই গগনে কি উৎসবের লগনে"

আমার জীবনে আজ ত উৎসবের দিন নয়, তবুও মনটা উল্লসিত হয়ে উঠল।

ঘুম পোয়াছ? - চুল বেঁধে শ্রুত কিন্তু ভুলাবেন না!



প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততার পর রাতে যখন চোখের পাতা বুজে জড়িয়ে আসে তখন স্বভাবতই ইচ্ছে করে কোনরকমে ঘুমে পড়তে। চুল আঁট কবে না বেঁধে তলে চুলের সাবলীলতা হার পায়। হাঁদের অল্প বা অধিক কারণে চুল উঠে বা হাঁদের চুলের সৌন্দর্যস্বাভাবিকভাবে যান তাঁদের পক্ষে বিশেষ করে খানিক ক্ষণ চুলের গোড়াগুলিতে জ্বাকুসুম তেল মালিশ করে, তারপর ভাল করে চুল আঁচড়ে, আঁট কবে চুল বেঁধে, তবে শোওয়া উচিত। মনে রাখবেন, চুলের খোঁরাক আর গুঁড়োই সমান দরকার।



জ্বাকুসুম

সি, কে, সেন এন্ড কোঃ প্রাইভেট লিঃ
জ্বাকুসুম হাউস, ৩৯, চিত্ররঞ্জন এডিনিউ, কলিকাতা-১২

চারিপাশের যৌবনের মাদকতা আমাদেরও স্পর্শ করেছে।

কৌতুহল হ'ল কোথায় আছি জানতে। বিদ্যমান পাশে একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে, তাকে তাকাসা করলাম, “আচ্ছা, বলতে পার এটা সমগ্রতীরের কোন শহর আর আমরা কোন থিয়েটারে আছি।” প্রশ্ন শুনে সে একটু অস্বস্তি হ'ল বলে মনে হ'ল। উত্তর দিল, “না আমরা তা লন্ডনেই আছি, ন্যাশনাল হাসপাতালে।”

ঘুমের ঘোর কাটল। কম্পলোক থেকে বাস্তুর রূপগত নেবে এলাম। প্রথম আগের দিনের সব কথা মনে পড়তে লাগল।

এই ইংরেজ যুবকটির কথা আগেই পিছোঁছি। এর অভিনেতা হওয়ার খুব শখ। এর পর থেকে যখনই সময় পেলাম এর সঙ্গে ইংরেজী রঙ্গমঞ্চের বিষয় আলোচনা করতাম। ইংরেজী তথা যুরোপীয় রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে আমার পরিচয় বিশেষ বছরের উপরে। মনে পড়ে ইংল্যান্ড চতুঃসপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, কখনও কখনও এর অনাধীন থিয়েটার যাত্রীদের সান্নিধ্যের যোগে পিতামহ এবং সস্তার গ্যালারী বা পিটের টিকেট কিনে কত নাটক দেখেছি। এইভাবে দর্শকদের ও পরজীবনে ইংল্যান্ডের এমন কোন প্রসিদ্ধ নাটক নাই যা আমি না দেখেছি। বলা বহুলা ইংল্যান্ডের নামজাদা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখারও আমার সৌভাগ্য হয়েছে। ইক্সেন, স্ট্রিন্ডবার্গ (Strindberg) ও চেখভের বেশ কিছু নাটকই দেখার আমার অনেক সাংগেগ মিলেছে। ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় মলিয়ারেরও (Moliere) কত নাটক দেখেছি।

দুঃখের বিষয় এই যে, গত যুদ্ধের পর থেকে এদেশে থিয়েটারে যাওয়া এত ব্যয়-সংগেগ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে যুরোপীয় সংস্কৃতির একটা বিশেষ দিকের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে। আমরা মনে হয়, এর দরমুদ এদের শিক্ষার একটা অঙ্গর রূপে রূপে রূপে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ নাট্যকারদের কথা। আমার যৌবনে বার্নার্ড শ' ইংরেজী রঙ্গমঞ্চের একচ্ছত্র সম্রাট। তাকে কতবার দেখেছি ও তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। একবার মনে আছে, তিনি কিংসওয়ে হলে (Kingsway Hall) আচার্য জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনেতে এসেছিলেন এবং আমাদের খুব কাছে এসে বসেছিলেন। আর তাঁর লেখা এমন কোন নাটক নাই যা দেখিনি। দেখলাম, আমরা এই যুবক বধূটিও শর খুব ভয়। আমাদের কোন অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় ভাল লাগে, সেই নিয়ে আমরা

প্রায়ই আলোচনা করতাম। দেখলাম যে, আমাদের আশ্চর্য মনের মিল। আমাদের যৌবনের অনেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী আজ বেঁচে নেই বা বয়স হওয়াতে অভিনয় করেন না। তবুও এদের স্মৃতি এখনও সজীব রয়েছে। ইংল্যান্ডের রঙ্গমঞ্চ এখনও খুব সজাগ এবং এর উৎকর্ষ কোনপ্রকারে কমেনি। কেবল তফাত হ'ল এই যে, আগে তুলনায় প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী নাটকের অভাব। এর একটা ফল হয়েছে এই যে, বাধ্য হয়ে ইংরেজী রঙ্গমঞ্চকে ভাল নাটকের জন্য আমেরিকা ও ফ্রান্সের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এই অবস্থাকে খুব শোচনীয় বলে মনে করি না, কারণ এতে করে হয়ত একটা আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হচ্ছে। পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক ঐক্যও এতে বাড়বে বলে আশা করা যায়।

বছরের সেরা নাটক
কিরণ মৈত্রেয়

বারো ঘণ্টা ১১০

রাইটার্স কর্পার
এ চএ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

আলাপকরণে
সর্বদা ব্যবহারযোগ্য
এসিড প্রুভ ২২৫৫ রোজগোল্ড গহনা
রংয়ে ও স্থায়িত্বে অতুলনীয়
গ্যারান্টি ১০ বছর
কমার্শাল ফ্রী
ইন্ডিয়ান রোজগোল্ড কোং
১৯০, বহুবাজার স্ট্রীট, কলি-১২

সাহিত্যের খবর

॥ আশ্বিন সংখ্যাই নববর্ষ সংখ্যা ॥

॥ বর্ধিত আকারে প্রকাশিত হচ্ছে মহালয়ায় ॥

— বর্ণানুক্রমিক লেখক-সূচী —

অমিয়রতন মূখোপাধ্যায় ॥ অরুণকুমার মূখোপাধ্যায় ॥ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ॥
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু ॥
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ নারায়ণ চৌধুরী ॥ নীলকণ্ঠ ॥ প্রফুল্ল রায় ॥ বিনয় ঘোষ ॥
বিভূতিভূষণ মূখোপাধ্যায় ॥ ভবানী মূখোপাধ্যায় ॥ মনোজ বসু ॥ শিবতোষ
মূখোপাধ্যায় ॥ সমরেশ বসু ॥ সুধীর করণ ॥ হরপ্রসাদ মিত্র

৩ দায় : প্রকাশ নয়া পয়সা ॥

বেঙ্গল পার্ভালিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-বারো

শারদীয়া

বিশ্ব-বাণী

সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, বাদ্য,
নৃত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ সমৃদ্ধ।

এতে লিখছেন,

স্বামী সত্যানন্দ, স্বামী সদ্বাদনন্দ, স্বামী দুর্গানন্দ, ডাঃ শ্রীশঙ্কর দাশগুপ্ত,
ডাঃ শ্রীঅশুতোষ ভট্টাচার্য, ডাঃ রমা চৌধুরী, ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী অধ্যাপক
বীরানন্দ ঠাকুর, অধ্যাপক নবজেন্দ্রলাল নাথ, ডাঃ গুবোদাস ভট্টাচার্য, শ্রীসরেশচন্দ্র
চক্রবর্তী, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রভৃতি। সর্বমুদ্রা ২০

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, বাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা —৬

সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে আসার পর থেকে রোগে বিশেষজ্ঞরা আসছেন। এঁরা এসে আমার খাটের চারপাশে বৈঠক বসেছেন। আমি শূন্যে শূন্যে এঁদের আলোচনা শুনছি এবং তাতে মাঝে মাঝে যোগও নিই। এঁদের সঙ্গে এইভাবে খুব জানাশুনা হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস যে, এঁরা আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুশী হ'তেন। দুর্দিনে এঁদের আশ্বাসবাণী আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছে। সেজন্য আমি এঁদের কাছে খুব কৃতজ্ঞ।

মনে আছে, একদিন এঁদের মধ্যে একজন একটা সংবাদপত্র নিয়ে এলেন এবং আমাকে

তার প্রথম পাতাটা পড়তে বললেন। চশমা কাছে ছিল না তাই ছোট হরফে লেখা পড়তে পারলাম না। কিন্তু বড় হরফে লেখা সবই অনায়াসে পড়ে দিলাম। বিজ্ঞানী পণ্টেকরভের নাম চোখে পড়ল। চিকিৎসকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “পণ্টেকরভ কে?” আমি উত্তর দিলাম, “কেন, ইনিও বিশ্ববিখ্যাত আণবিক বিজ্ঞানী; ইনি জাতিতে ইতালীয় আর তাঁর স্ত্রী সুইডেন থেকে এসেছেন। ইনি আগে ইংলণ্ডে কাজ করতেন, এখন রাশিয়াতে আছেন মস্কোর কাছে এক আণবিক বিজ্ঞানাগারের অধ্যক্ষ হিসেবে”। উত্তর শুনে চিকিৎসকটি একটু অবাক হলেন। বললেন, “আপনি এত সব জানসেন কি করে?” আমি বললাম, “এসব জানা ত আমার বাবসার”। বৃদ্ধকে পারলাম, আমার মানসিক কোন অবনতি হয়েছে কিনা ইনি পরীক্ষা করে নিলেন।

সে যাই হোক, এখানে আর বেশীদিন থাকতে হ'ল না। স্থির হ'ল, অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে না। আবার মেডিক্যাল ওয়ার্ডে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা হ'ল।

ইতিমধ্যে ফিজিওথেরাপি (physiotherapy) শুরু হ'ল। এর উদ্দেশ্য হ'ল ব্যায়ামের সাহায্যে রোগীর অবশ্যগতকে কেবল পুনরায় চালু করা নয়, সঙ্গে সঙ্গে রোগীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। প্রথমদিন থেকেই আমার “চিকিৎসার” বা ট্রিটমেন্টের ভার পড়ল একটি মার্কিন মেয়ের উপর। রোগে বিকেলে দুটোর সময় এসে উপস্থিত হ'ত এসেই বলত, “গুড আফটারনুন, ডক্টর, আমরা কাজে লেগে যাব”। এই কাজে লাগার কথাটা মার্কিন চরিত্রের পরিচায়ক। কাজের ভিতর দিয়েই মার্কিন জাতি এত বড় হয়েছে। একে দেখেই মনে হ'ত যে, এই মেয়েটি ফিজিওথেরাপিতে খুব অভিজ্ঞ। আমি তখন একবারে অচল, আমাকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে চলন্ত চেয়ারে করে লিফটের সাহায্যে ব্যায়ামাগারে নিয়ে যেত। সেখানে গিয়ে আমার হাটবার প্রথম হাত-খুঁড়ি হ'ল। কি ঠৈফ! কি কর্মনিষ্ঠা! এই বিভাগে নানা দেশের মেয়েরা কাজ করে—ইংরেজ, ওয়েলস্, জার্মান, মার্কিন, ক্যান-ডিয়ান। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে এরা কত রোগীকে আবার নতুন জীবনদান করেছে। মার্কিন মেয়েটি কিছুদিন পর ছুটিতে গেল এবং তারপর পর পর দু'টি ওয়েলস্ মেয়ে ও দু'টি ইংরেজ মেয়ের উপর আমার “চিকিৎসার” ভার পড়ল। এরা অল্পবয়সের মেয়ে, অন্য হাসপাতাল থেকে শিক্ষানবীশ হিসেবে এসেছে। এদের সবার কাছ থেকে কন্য়ার সেবা পেয়েছি। যেদিন প্রথম ওয়েলস্ মেয়েটি নিজের হাসপাতালে ফিরে যাবে সেদিন এসে সে বলল, “ডক্টর সিন্‌হা,

তুমি এত ভেবে না, এ-ব্যাধি সারতে সময় লাগে, তুমি ভাল হয়ে যাবে।” হাসপাতাল ছাড়বার শেষদিন, ইংরেজ মেয়েটিকে বললাম, সেয়ে উঠলে আমি দেশ থেকে তাকে একটা চিঠি লিখব। সে ভারি খুশী হয়ে উঠল। বলল, ঠিকানা লিখতে ভুলো না, চিঠি ফিজিওথেরাপি বিভাগের ঠিকানায় পাঠিও। এখানে একটি জাপানী মেয়ের সঙ্গেও আলাপ হ'ল। সে খুব কাজের মেয়ে, দেখলাম, এর উপর সবাই নির্ভর করে এবং কোন সমস্যা উঠলে তার কাছে ছুটে যায়। একদিন তাকে সম্বাদন করে জাপানী কটা কথা, যা জানি আওড়ালাম। দেখলাম সে কিছু বৃদ্ধকে পারল না। সে বলল যে, সে কখনও নিজের দেশে যায়নি, যাবার খুব ইচ্ছা, কিন্তু অর্থাতাব, তাই পরয়া জমাচ্ছে। প্রথম প্রথম সে খুব লাজুক ছিল, কিন্তু যখন লজ্জা ভাঙল, তখন সে এসে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলত।

একদিন সম্মার মেডিক্যাল ওয়ার্ডে ফিরে এলাম। আমার নাস'রা একে একে দেখা করতে এল। ঝটু, ষ্টাফ নাস'টি এসে বলল, “আমাকে খবর পাঠাওনি কেন, তাহলে আমি তোমাকে দেখতে যেতাম।” পরে একটা নাইট-নাস' এল। বলল, “আমাকে চিনতে পারছ?” কথা শুনে বললাম যে, সে ফরাসী। তার নাম ভুল গেছি বলে তার খুব অভিমান হ'ল। এ মেয়েটির মধ্যে তার স্বজাতির দোহ-গুণ দুই-ই লক্ষ্য করতাম। তার প্রথর বৃদ্ধি ও কর্মকৌশল উপেক্ষা করার উপায় নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার জাতিসুলভ চরিত্রের অসহিষ্ণুতাও চোখে পড়ত। ইংরেজদের তুলনায় ফরাসীরা নিজদের মতামত সম্বন্ধে খুব অসহিষ্ণু। অন্যদের মতামতও যে শ্রদ্ধার যোগ্য হতে পারে তা এরা বিশ্বাস করে না।

হাসপাতালে যখন ছিলাম, তখন অনেক বন্ধুবান্ধব আমাকে দেখতে আসতেন। তাঁদের মধ্যে আমার এক পুরাতন বাঙালী মুসলমান বন্ধু ও তাঁর স্ত্রীও আসতেন। এই মেয়েটি অনেক সময় নিজের হাতের তৈরী খাবার নিয়ে আসত। এর সঙ্গে মাঝে মাঝে বাংলাদেশের সুখ-দুঃখের কথা আলোচনা করতাম। একদিন তাকে বললাম, “বিদেশে এসে এভাবে বোনের আদর পাব তা কখনও ভাবিনি।” এসব দেখে-শুনে প্রায়ই ভেবেছি যে, হিন্দু-মুসলমান আমরা এক রকমের মানুষ, তবু আমরা আজ বিভক্ত। এতে করে বাংলাদেশের মোরশুড ভেগে গেছে, কিন্তু তাতে কার উপকার হয়েছে? ভারতবর্ষের পক্ষে বাংলাদেশের উন্নতি দরকার। সম্প্রতি ‘মোসান’ আলফদের শ্রুতক পড়ার পর থেকে সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে।

নবতর সৌন্দর্য

কৃষ্ণকর চিকিৎসা



ফ্লোরোজোন গাত্রককে শূদ্রতর ও সুন্দরতর করে

হাজার হাজার আত্মসচেতন পুরুষ ও নারী ‘ফ্লোরোজোনের’ সাহায্যে সমাজে ও অন্যতর সাক্ষ্য লাভ করেছেন। ‘ফ্লোরোজোন’ শূদ্রমোর একটি সাধারণ ক্রীম বা লোশন নয়, যা ক্রকের আভা এনে দেয়। এটি একটি আদর্শ বর্ণশোধক যা ছালি, মেচেতা ও ব্রণ তুলে দিয়ে আপনার ক্রকে শূদ্রতর ও সুন্দরতর করবে। ‘ফ্লোরোজোন’ ক্রকের কোমল জালব্য বৃদ্ধি করে নতুন জীবন দেয়। আজই এই বহু পরীক্ষিত সৌন্দর্য প্রক্রিয়া শুরু করুন। আপনার কোমিষ্টের নিকট অথবা হাইজিনিক রিসাল্ট ইনস্টিটিউট, পোঃ অঃ বক্স ১১৯২, বেসবাই-১ ঠিকানায় পাবেন-ফ্লোরোজোন লোশন টঃ ৫-২৫ নং পঃ প্রতি পোতল, ফ্লোরোজোন কনসেনট্রেটেড ক্রীম (জটিল ক্ষেত্রে) টঃ ৫-৫০ নং পঃ প্রতি জার।

FLOROZONE



আদর্শ সৌন্দর্যশোধক

(H.V.B.)

পূজা সংখ্যা

সিনেমা

জগৎ



তিনটি
সংস্করণ
উপন্যাস



দাম তিন টাকা
সভাক সাড়ে তিন টাকা



২২১১, কনওয়েলস স্ট্রীট
কলিকাতা - ৬

প্রকাশিত হবে ২৬শে সেপ্টেম্বর

এ সংস্কারের জোর খবর রাশ্যার রকেট চন্দ্রলোকে পৌঁছিয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, লুডাপেস্ট হইতে চন্দ্র একটি কৃষ্ণ বৃত্তে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। এই কৃষ্ণ বৃত্ত রকেটের আঘাতচর্চিত সূচিকৃত বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। বিশৃঙ্খলিত বলিলেমন "শুধু অনুমান কেন, এ সূচিকৃত না হয়ে যায় না। মানুষের এই অমানুষিক প্রচেষ্টার গায় চন্দ্রলোক নিশ্চয়ই ধুলো দিয়েছে। চন্দ্রকে তাদের কাণ্ড দেখে "তারকা" লাঞ্ছিত পাতকা লজ্জায় অবনমিত হতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষের এতে আনন্দে মত্তকচ্ছ হবার কোন কারণ নেই।"

প রবর্তী জোর খবর রাশ্যার প্রধান-মন্ত্রী মা খ্রুশ্চেভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পদাধিষ্ঠা করিয়াছেন। সংবাদে দেখা গেছে, দ্ব্যস্ত্রীয় সংবাদমাধ্য খ্রুশ্চেভ বেশ সফলসঙ্গত



ছিলেন কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইজার মধ্যস্থী কঠোর ভাব ধারণ করে—মা করে উপায় কী। খ্রুশ্চেভ তাঁর বক্তব্য বলেছেন— আজ আপনারা আমদের চেয়ে ধনী, কাল

দ্রোহ-বামে

আমরা আপনাদের মতোই ধনী হব এবং পরশু আপনাদের চেয়েও ধনী হব।—এই ধরনের কথা শুনে তো আর ধনীরা দাঁত বাঁক করে হাসতে পারে না— বলে শামলাল।

মঃ খ্রুশ্চেভের হাসির কারণ নিম্নায় করিয়াছেন জনৈক সহযাত্রী, বলিয়াছেন—"চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উম্মলে পড়ে আলো— সুতরাং কাজ কাটাই"।

ক মিউনিষ্ট নেতা শ্রী ডাংগে ঘোষণা করিয়াছেন—চীন ভারত অক্রমণ করবে না। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন "ভারতের সীমানা লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই আরো বেশ করে চাইড-রইস বাওষানো। শ্রী ডাংগে হাত তুলে বলতেন, কিন্তু সভাবা হৈ হৈ করে তাঁকে কথাটা শেষ করতেই দিলেন না"।

এ ক সংবাদে শামলাল, পার্শ্বস্থানে অল্পক্ষেত্র ডিক্সনাবি নির্দেশ করা হইয়াছে। বিশৃঙ্খলিত বলিলেন—"কথার খালের মাথা মড়ু নেই তঁরা অতিশয়ের দার খারেন না। সুতরাং ডিক্সনাবি-টির অভাবে পার্শ্বস্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। তবে একথাও বলি, যে পোষাই অতি-ধানটিকে নিবাসিত করে থাকুন, এর নামের সঙ্গে অন্তত "অল্প" তো যুক্ত ছিল, স্পষ্ট থেকে একটা ক্ষমা মেলা করা উচিত ছিল বৈ কি"।

এ কটি সংবাদ শিরোনামে বলি হইয়াছে "স্পীকার অম্বেসনের প্রচেষ্টা বাধা"। আমাদের শামলাল বলেইয়া বলিল—"কথাটা হলো বিধান-সভার স্পীকারকে নিয়ে; নইলে অলি গলি, ট্রাম-বাস, মন্যমেস্টের তলা তো স্পীকারে স্পীকারে ধুলপরিমাণ"।

কে শ্রীম খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—দেশে খানের অভাব নেই, অভাব শুধু বিশ্বাসের।—"অথচ এই সমান্য কথাটা আমরা মনেই করতে পারলাম না যে, বিশ্বাসে শ্রীরক্ষ পর্যন্ত মিলে, আর খাদ্য মিলবে না। মনে করতে পারিনি বলেই না এত বড় লক্ষকাণ্ডটা ঘটে গেল"— মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

শ্রী নিলাম, ভারতের রেলগাড়ীগলির চলার হিসেবে সেইগুলি দিনে অন্তত পঞ্চাশবার পৃথিবী পরিক্রম করে।—"আমাদের রক্ত যে-গতিতে মাথায় উঠে চাপ সৃষ্টি করে, পরিসংখ্যান নিলে দেখা যেতো এতে দিনে অন্তত একবার সেই রক্তপ্রোত চন্দ্রলোকে না হলেও তার কাছে-পিঠে নিশ্চয়ই পৌঁছে যায়" মন্তব্য করেন বিশৃঙ্খলিত।

ভা রতে টেলিভিশনযোগে বেতার-বার্তা প্রচারের প্রথম প্রচেষ্টা সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"টেলিভিশনকে বেতারবীক্ষণ বলা হইয়াছে। কিন্তু খবরের কথাটা ভেবে একে "টেলি-ই-ভীষণ" ছাড়া আর কিছুর বলা যায় না"।

কে শ্রীম বার্মিজামন্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি ভারতের রবর্তী বার্মিজা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়াছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"হাঁ ভাষণে



কংগ্রেস পক্ষের প্রায় সমস্তজুই উল্লেখ আছে, সেই শব্দে বদলের। একে শ্রীম-ভিলাম, বৈদেশিক মতো মত না বলিবার স্থান মেহাত নিজে নয়। চারদিকে ব্যঙ্গামো দেখে তো মনে হয় না বদলের অভাব"।

এ ক সংবাদে প্রকাশ, বার্মিজামের কোন এক বীমা কোম্পানী প্রণয়-প্রেমের বীমার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রণয়িনী অকস্মৎ প্রেমম্পদকে ডাড়া যদি অনেকের প্রতি প্রণয়সক্ হন তাহা হইলে বৃষ্টিত প্রেমিক বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে মোটা টাকার অঙ্ক পাটবেন, ইহাই হইল-প্রেম-পালিসির মর্ম। বিশৃঙ্খলিত বলিলেন—"বৃদ্ধেই পারছি, এটা হলো "বিবাহের চেয়ে বড়" প্রেমের কথা। কিন্তু এ ব্যাপারে বীমার ব্যবস্থা করতে হলে কোম্পানীকে গণেশ উল্টাতে হবে। আমরা ভাবছিলাম বিয়ের পরের পলিসির কথা। প্রেম নেই অথচ প্রেমসী আছে আটার মতো লেটেট, এই অবস্থার বীমা হলে একটা কাজের মতো কাজ হতো"।

কি, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

শুধু বিজ্ঞপ্তাই নয়!
গড়ে গড়ও জয়ন্ত

জয়ন্ত গার্মেন্টস
কলিকাতা ৪



অতি ভয়ঙ্কর ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা! কাল-নাগিনীরা মৃত ঘোর কুকল্যাণী এর কলনা—দুই হাতের গোড়ায় বসেছে মটিতে। পুষ্পাচারে প্রসারিত পদাংগগুলি, ইদং নব সন্মুখের কল্যাণসার দেখাযাচ্ছে। বিহ্বল করাল বসন, কটা চোখে অতুল্য কৃষ্টি স্থানিত কণ্ঠে অসংখ্য উচ্চারিত আতিশয়িক মন্ত্র। দুই হস্ত অপ্রলিপ্ত করে দুই-লোম্বিহ রসনায় কি যেন পান করছে সে।

তামসী সিংহাসন কলেবর পান করছে কালকন্যা 'ভাষা'। পুরুষ, মহাভয়ঙ্কর কাল। ক্ষমাহীন করাল গ্রাসে তিনি বিশবাস পান করেন। তার তিনশত ষাট পুত্র, তিনশত ষাট কন্যা। প্রত্যেকেই ভীষণশক্তি, উপদ্রবভার, পিতৃ-প্রকৃতির প্রতিবৃদ্ধ।

এই কালেরই অগাধতা কন্যা ভাষা। পিতার মতই অত্যাচার, ভ্রাতৃ-ভগ্নীর মতই ভয়ঙ্করী। তারও সম্ভবের চিরজগত ক্ষুধা। উদাত্ত গ্রাস, উদ্ভত প্রকৃতি। কুটিল-ভাষণে সে অধিকারী—বাক্যে বহিঃ-স্বলিঙ্গা, জিহবায় দৃষ্টা সত্যসত্যী। ভগ্নীরা সহোদরার নাম রেখেছিল 'দম্ভুখা'। দম্ভুখা কেবল দৃষ্টভাষিণী নয়, সে দৃষ্টমুখে পান করে মানুষের কলেবর—নিমেষে শোষণ করে নেয় দেহের সবগুণে—বিদ্যা, বিনয়, সদাচার। অতি ভীষণ তার তামসী বিদ্যা।

পিতা আদর করে নয়ানবদ দম্ভালী কন্যার নাম রেখেছিলেন 'সুনীথা' অর্থাৎ

ধর্মশীলা। অধর্ম-সম্ভল কাল, ধর্মের চিরবৈরী। কিন্তু তিনি জানতেন, ধর্ম ও অধর্মের আদি পুরুষ এক। একই বিরাত পুরুষের বন্ধ থেকে ধর্ম, পৃষ্ঠ থেকে অধর্মের উৎপত্তি। কালভয়ে বাঙালিকার বিচ্ছিন্ন হয়েচে, দুই বংশের মধ্যে জেগেচে বিরোধ। কৃষ্ণ কালের অন্তরে তাই প্রচ্ছন্ন ছিল একটি কামনা—আবার দুই বংশের মেলবন্ধন স্থাপন করা যায় কিনা। তিনি বিশ্বাস করছিলেন, এই কন্যাকে সমর্পণ করবেন কোন ধর্মশীলার করে, একসঙ্গে গঠিত করবেন দুই বিরোধী কুল। সাধ করে তাই তিনি ভদ্র নামকরণ করেছিলেন সুনীথা।

শৈশব অতিবাহিত করে সুনীথা মৌরবে উদ্যোগী হল, সত্যে সত্যে প্রকৃত হল বংশগত দুর্গুণে। বক্তৃকলিত প্রকৃতি, দুর্দমনীয় ঔষধতা। সর্বোপরি তার কলেবর পানর মস্ততা। চিন্তিত হলেম প্রবংশ কাল, কোন ধর্মশীল গ্রহণ করবেন এই দৃষ্টবিনীত অধর্মশীলাকে?

স্বাভাবিক মনঃবংশের ধর্মপ্রভব রাজা অগরাজ 'ক্ষুত'—সুকৃতকর্মী, আচারনিষ্ঠ, শাস্তপারগম। তিনি প্রজাবৎসল, সাধু-সজ্জনের একান্ত্রায়। তার রাজ্যে নিত্য ষাণ, নিত্য দানপ্রিয়, নিত্য অতিথিসংস্কার। প্রজাপুঞ্জ রাজভক্ত, সূদীক্ষ, ধর্মপরায়ণ।

কাল ভাষাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন রাজা অগের দ্বারে। ঘিলোকগ্রাস মহামান্য

কাল। সংস্কৃত অগরাজ। পরম সমাদরে তিনি অতিথিকে পাল-অর্থ দিলেন, মধু-পর্ক ও আসন নিবেদন করে বিনীতভাবে করালেন কুশলপ্রশ্ন।


কাল বললেন, 'প্রার্থী' হয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি। আমার বহু কন্যার মধ্যে আদারিনী কন্যা এই সুনীথা। সংপাত্রে কন্যাদান করাই পিতার কর্তব্য। তুমি ধর্মপরায়ণ, সুকৃতিশীল। আমার কন্যাকে তুমি গ্রহণ কর।'

কাল-বাক্যে চিন্তিত হলেন অগরাজ। কালের বংশগত শীলতার তার অজ্ঞাত নয়। সেখানে পুরুষ দংশীল, নারী দুঃশীল—প্রত্যেকেই অধর্মবদ্ধ, ধর্মবৈরী। অতঃ প্রার্থী সফল কাম। প্রার্থীকে বিমুখ করাও অধর্ম। চোখে যেন অশ্রুকার নেমে আসে, সে অশ্রুকার পথ খোঁজেন আলোর সত্যান অগরাজ।

মিনতিভরা গম্ভীর কণ্ঠে বলেন কাল, 'ধর্মের পুত্র স্পর্শে আমার বংশ পবিত্র হোক—এই আমার আকাংক্ষা। স্পর্শমণির স্পর্শে সৌহ স্বর্ণে পরিণত হয়, তোমার বরস্পর্শে কল্যেবিত সর্বগণের মত উজ্জ্বল হোক আমার কন্যা। তুমি একে গ্রহণ কর। এই সেতুবন্ধ যুক্ত হোক ধর্ম ও অধর্মের দুই বিরোধী কুল।'

মহোত্তর সিংহ, পরমহৃৎতেই বিশ্ব-সংকল্প, পিতৃবধী, সংযত অগরাজ—নীলকণ্ঠের মতই তার দুঃখ তপঃশক্তি।

কেমিকো



হোমিওপ্যাথিক লিভার টনিক

লিভারের সর্বপ্রকার দোষে ও হজমের
গোলমালে বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে
চমৎকার ফলপ্রসূ।

সোল এজেন্ট :-
এম. ভট্টাচার্য এণ্ড কোঃ প্রাইভেট লিঃ
৭৩, নেতাজী চত্বর রোড, কলিকাতা-১

মহেশ লেবরেটরিজ প্রাইভেট লিঃ
৩০১৪, ক্যানেল ইন্ড রোড, কলিকাতা-১১

কালকূট তিনি নির্ভর। তাঁর নিকট সমান
মৃত্যু ও অমৃত, ভয় ও অভয়। পুণ্যের
স্পর্শে পাপ যদি সুগতি লাভ করে, পুণ্য-
বান্ কি তাতে বিমুখ হয়? কল্যাণ-মিত্র
অংগরাজের আমনে ধর্মের জ্যোতির্ময় প্রভা
বিকশিত হয়, মূর্খের কণ্ঠে তিনি বলেন,
'প্রার্থীকে বিমুখ করা অধর্ম'। আপনার
হৃদি একমুহূর্তে এই ইচ্ছা 'এবমমৃত্যু', আমি
সামনেই আপনার কন্যাকে প্রেরণ করছি।

প্রজাগণ কিম্বদন্তি হল না, সত্যকথা
হলেন না রাজার কল্যাণকামী স্ববিশ্বাস।
দুর্নিয়মে আশংকা করে শত্রুকুল হলেন
কুলপুত্রবাহিত। অথচ রাজাকে বাধাও
দিয়ে পারলেন না তাঁরা। সাহসে বৃদ্ধ
বোঁদের যথার্থিত অচ্যুত অংগরাজ কাল-
কন্যা ভয়কে পরাস্ত করলেন। দুর্নীতি
পেলা অসম্মান তরিকার।

'স্বদেশ' জিহবে ভাষা শাস্ত্রের এ
জ্ঞানবান অংগরাজ জন্মলেন। কিন্তু
শত্রুর উল্লেখে তিনি সুনীতির কুসিত
মস্তক লেগে। কি রীতিতে কল্যাণকামী
কি কন্যা কলিকাতায়। সে রাজকুল
জানিন্দগ। ভয়ানক পীড়নের মধ্যে যেন
ভয়র বৃক্ষ। যেন সব চপড়ার পরী
পেরে যেন কালকূটের ভাষা মোত ফারত।
কাল যেন বৃহত্তম বরষা কন্যা জন্মে
পাতাল। প্রজাগণ প্রায়সন্ন করলেন
অংগরাজ, সংরক্ষণ করলেন। সেখানে রোজ
আমর আশ্রয়। সংরক্ষণের দলবলে
স্বাধীনতা হবে স্বাধীনতার সন্যাস। মাতার
পাপপিত্ত থেকে মুক্ত হোক চামর পশিত
কুল। হোক বংশ কোপ, বধ, অশ্রুয বার
রক্ত বংশের পুণ্য, নিকলক হোক সবাস্তব
মনুর রোজ।

কিম্বদন্তি উৎকট কামনা ব্যর্থ হল ধ্বংস
অনিবার্যের নিকট, কিন্তু ভয়বর আকর
ধরন করল অভিজ্ঞতা নরীর আকোশ।
জ্ঞান কুসিত বদন আরও ভয়ানক হল, বক্ত-
পতন হল বরজুর। সে কি শিষ্টনীতি?—
গজনি করে উঠল দুর্মুখ। কালকন্যা সে,
কালের মুহূর্তে সোদর, সুবির। কামনাই বিনা
তার অক্ষও, সে কলবর পৃথি। স্বামী
কলবর সে পান করতে পারে না, কিন্তু
রাজ্য সৃষ্টি করতে পারে বিপর্যয়। সে
প্রাস করতে পারে প্রকৃতিপঞ্জের সঙ্গণে।

সৌন্দর্য রাসিতে সে উদ্ব্যাপন করল সেই
মহামোর তামস রত্ন। অদ্যসার্য রাসি।
বইরে অশ্বকার অদ্যসার্য প্রকৃতি। অজল
বিষমুখ মুক্তবন্দ যেন অশরীরী অদ্য।
অশ্ব অশ্বকারে সহস্র প্রেত-পিশাচের তাড়ন,
নিশাচর বস্তু যেন নিশীথের বৃকে। সেই
ভীষণ রজনীতে রাজ-প্রাসাদের একটি
নির্জন প্রকোষ্ঠে উজ্জ্বল দীপাবলী নিভিয়ে
দিল ভয়া, জদালাল এক মহাতল প্রদীপ।

পরিবারের সবলের পক্ষেই ভালো।



জীবাণুনাশক নিমন্তল থেকে তৈরী, অগন্ধি মার্গো সোপ
কোমলতম ত্বকের পক্ষেও আদর্শ সাবান। মার্গো সোপের
প্রচুর নরম ফেনা রোমকূপের গভীরে প্রবেশ করে
ত্বকের সবরকম মালিশ দূর করে। অস্ত্রতির প্রত্যেক
খাপেই উৎকর্ষের সঙ্গ বিশেষভাবে পরীক্ষিত এই সাবান
বাংলায় আপনি সারাদিন অনেক বেশী পরিষ্কার ও
প্রভূত থাকবেন।



মার্গো সোপ

পরিবারের সকলেরই প্রিয় সাবান

[বি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা-২২]

KEMECO

উৎপাতই সৃষ্টি করবে সে! রাজ্যময় ছড়িয়ে দেবে পুত্রক মা নারীর ব্যথা হাহাকার!

রাষ্ট্র গভীর হলেও শয্যাকক্ষে সুনীথাকে না দেখে চিন্তিত হলেন অঙ্গরাজ। অনেক-ক্ষণ প্রতীক্ষা করলেন। 'কোথায় গেল রে!'—এমন তো হয় না কোনদিন! কামাতা আফালন করে, গজনি করে—শেষ পর্যন্ত শান্ত হয়ে চলে পড়ে নিদ্রার জোড়ে। কিন্তু আজ—

চিন্তাকুল চিহ্নে রাজা বেরিয়ে এলেন কক্ষ থেকে। পার্শ্বকক্ষে প্রদীপ নেই, অথচ কক্ষ নিম্প্রদীপও নয়। ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি! সোৎকণ্ঠ অঙ্গরাজ-স্বাবের কাছে এসেন। দ্বার অর্ধলব্ধ নয়। একটু ঠেলে দেখলেন, তৈলপ্রদীপের স্বল্পালোকে রহস্যময় কক্ষ। রুম্মস্বাসে কক্ষে প্রবেশ করলেন তিনি।

এ কি ভয়ংকর দৃশ্য! প্রায়াকার প্রকোষ্ঠে অভিচার ক্রিয়ায় বস সুনীথা। সম্মুখে ক্রিয়াক্রম দ্বা—কপালপাত, রক্তজবা, রক্তসিন্দুর। নতকানু হয়ে পদযুগল পশ্চাতে প্রসারিত করে বসেছে সে, সম্মুখে কাঁকে পড়েছে কক্ষসার বিশাণ দেহ। অথবাণ মস্তুর ফলগুটি হৃৎকণ্ড হাব করে, দ্রুত চলছে উপাংশে জপ। মাঝে মাঝে হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করে উল্ল তথাবুরের মত কি যেন পান করছে সে!

এ কি যক্ষী, না রাক্ষসী? ডাইনী, না ত্রৈলোক্যী! আহতের শিরিত রাজা। দ্রুত সম্মুখে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে তিনি ডাকলেন, 'সুনীথা!'

সুনীথা তখন এ রাজ্যে নেই, যেন সে চলে গিয়েছে ভূত প্রতাপিশাচের জগতে। রাজার আহবানে অর্ধজাগরিতের মত তার সম্মুখে ফিরে এল। উৎকট, দ্বিজাত, অর্থহীন দৃষ্টি মেলে হাকাল অঙ্গরাজের প্রতি। রাজার মনে হল, সেহ যেন বিশকেক হয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে চিত্তকর করে তিনি বললেন, 'এ কি করছ সুনীথা!'

উদ্ভ্রান্তের মত অহিসা করে উঠল ভবা, যেন অধিকারের অক্ষগর্ভে পিশাচীর অট্টহাস, যেন মহাত্মিন্স নরকে নরকদ্রুতের খলখল উক্তরোল। ভয়ে, কম্পিতপদে দ্রুত বেরিয়ে এলেন অঙ্গরাজ।

পরদিন থেকে রাজ্য ঘোর দুর্নিমিত্ত সূচিত হল। দিনমানে অধিকার সিংহমণ্ডল ধূলিপটলে আচ্ছন্ন গগন। কোথাও উল্কা-মুখী শিবির ধনি, কোথাও অধি করকা, কোথাও অকারণ শোণিতদৃষ্টি। সীমান্ত থেকে এসে শাসহানির সংবাদ, অকালমৃত্যু দেখা দিল রাজ্যে।

আতঙ্কগ্রস্ত প্রজা, আতঙ্কিত অঙ্গরাজ। ঋষিদের আহবান করলেন তিনি, আহবান করলেন কুলপদ্রোহিতকে। একে একে

• সূত্রাহতো সূত্রকাশ •

। সজনশীল সাহিত্যের মননশীল বিচার ।

সাহিত্যের কথা

অধ্যাপক গুরুদাস ভট্টাচার্য ॥ ৪-০০

'উৎসের সন্ধান', 'উৎস থেকে মোহনায়'—প্রথম দুটি অধ্যায়ে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে সমাজবিবর্তনের পটভূমিতে বিবৃত হয়েছে সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাস। তৃতীয় অধ্যায়ে 'শিল্পের চতুরঙ্গ'—সাহিত্যের রূপান্তরে সমাজ, শিল্পপরীতি, শিল্পীর ব্যক্তিত্ব এবং ঐতিহ্যের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা। চতুর্থ অধ্যায়ে 'শিল্পের রূপকলা'—সাহিত্যের রূপভেদ, বিচারপদ্ধতির পরিচয় এবং সাহিত্যের ফলশ্রুতির বিশ্লেষণ। পঞ্চম অধ্যায়ে 'বাঙলা সাহিত্য : মানচিত্র ও মানসচিত্র' এবং তার উপ-অধ্যায়ে 'সমকালীন বাঙলা সাহিত্য'—বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা॥

নাটকের কথা

অধ্যাপক অভিজিতকুমার ঘোষ ॥ ৪-০০

নাটকের রস ও রূপের প্রত্যেকটি দিকই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। ক্রমশঃ ধারা ও মণ্ডকলার বিশদ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি বিষয়ের পরিসংখ্যানেই দেশী-বিদেশী নাটক থেকে প্রচুর উদাহরণ উদ্ধৃত হয়েছে। ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও পরবর্তী বিশিষ্ট নাট্যশাস্ত্রীদের বিচার-পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তও আলোচিত হয়েছে। অধ্যায়বিভাগ : নাটক ও নাটকীয়তা। ট্রাজেডি। কমেডি। নাটক ও সমাজ। মঞ্চ ও নাটক। নাটকের কয়েকটি প্রধান রূপ ও রীতি॥

ছোটগল্পের কথা

অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় ॥ ৫-০০

ছোটগল্পের উৎস সূত্রের অতীতে নিহিত। কিন্তু একালে যে বিশিষ্ট চেনাটিক ছোটগল্প বলা হয় উনিশ শতকেই তার আবিষ্কার ও পরিণতি এবং বিশ শতকেও তার ভাববস্তু ও রূপকলার ক্ষেত্রে নতুন নতুন পথ-সন্ধানের বিরাম নেই। প্রথম চারটি অধ্যায়ে—'ইতিহাসের অনুসরণে', 'স্বদেশিকের আলোছায়া', 'উনিবিংশ শতাব্দী : ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ', 'বাঙলা ছোটগল্পের প্রথম অধ্যায়'—বিবৃত হয়েছে বিদেশের ও এদেশের ছোটগল্পের ইতিহাস। পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে—'ছোটগল্পের স্বরূপ-ধর্ম', 'রূপকর্মের বৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিন্যাস', 'ছোটগল্পের নানা প্রসঙ্গ'—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির উদাহরণের সাহায্যে ছোটগল্পের রূপ ও রীতি বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

। প্রকাশের অপেক্ষায় এই পর্যায়ের আরো চারখানি বই ।

সমালোচনার কথা। অধ্যাপক হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতার কথা। অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ সরকার

উপন্যাসের কথা। অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য

শিল্পতত্ত্বের কথা। অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য

সূত্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড

৯ রায়বাগান স্ট্রীট । কলকাতা ৬। টেলিফোন : ৫৫-৩১৪৮

সমবেত হলেন অগ্নিরা, কশ্যপ, ভৃগু, কৃতু।
অমঙ্গল শান্তির জন্য স্বস্তায়ন হোমের
নির্দেশ দিলেন তাঁরা।

রাজোচিত আড়ম্বরে হোমের আরোজন
হল। দেশবিশেষ থেকে সমাহৃত হল যজ্ঞ-

দ্রব্য। নানা স্থান থেকে এলেন বেদবিদ
ঋষিক, অধ্বর্যু, উম্মগাতা, হোতা। সূত,
ডাট, মাগধে পূর্ণ হল যজ্ঞস্থল। কৃত
সংকল্প হয়ে রাজা বললেন যজ্ঞমানের
আসনে, বামপার্শ্বে বসল, ডান পা সুনীথা।

উদাতকণ্ঠে সামগান গীত হল, পদানুক্রমে
সংস্পর্শ মন্ত্র উচ্চারণ করে হোতা
যজ্ঞস্থানে হাবি আহুতি দিলেন।

কিন্তু কি দুর্দৈব! বেদমন্ত্রের আকর্ষণে
করমাস্কী দেবতা আবির্ভূত হলেন না।
বিমূখ দেবমূখ অগ্নিদেব। যজ্ঞের হাবি
কুণ্ড ভূমিতে গড়িয়ে পড়ল। সোমপাত্র ভেঁদন
পূর্ণ, তেমন পূর্ণ রইল। বিস্মিত
পুরোহিতবর্গ, বিস্মিত সমাগত ঋষিবৃন্দ।
যজ্ঞমান অগ্নিরাজের অন্তরে আশংকা—
এ কি বিষয়!

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন পুরোহিত, 'রাজা
অপূত্রক—এইজন্যই হবিগ্রহণে পরাম্ভ
হয়েছেন দেবতা।'

উৎকট উন্মাদে জ্বল জ্বল করে উঠল
ভয়র উণ চক্ষু, জ্ঞান আরক্ত হল রাজার
বদন। সংকটে তিনি নস্তুক আনত
করলেন। তাঁর নয়ন সম্মুখে ভেসে উঠল,
প্রত্যাপাত! রাহিকাম নারীর কুটিল মুখ,
ভেসে উঠল—অধ্বর্যুর নিশীথে কণ্ঠে
সুনীথার প্রাণলি-পানীয় বিকট শূশা! কখন
কার তিনি শূদ্র, কখন ঋষির দেবদায়ন,
কোন তিনি অপূত্রক! পুরুষমনা কি হারও
ছিল না? জীব-প্রাণির মজাগত বশ-
রক্ষার আকর্ষণে—কিন্তু তিনি শব্দিত
হয়েছেন, পুরোহিত গম্ভীর ভাবের স্বরূপ
দেখে! জলজা, জলজ, অন্যতপে নীরব
রইলেন অগ্নিরাজ।

ঋষিগণ নির্দেশ দিলেন, 'পুরোহিত! কার
আর্পণ যজ্ঞ করুন, নিশ্চয় মনস্কামনা সিদ্ধ
হবে। যজ্ঞের অন্তিমার্গে অবশ্যই আশীর্বাদ
বান করুন।'

সুনীথার কটা চোখে উন্মাদের ষৈশাচিক
লীলিত। শেষ পর্যন্ত অগ্নিরাজ সম্মত
হলেন। যজ্ঞে যদি সুনীথার অন্তর শূদ্র
হয়, তখনো সম্পূর্ণ ও লাভ করাত পাবেন
তিনি!

সমস্তরন হোমের হোমস্থলীতেই
পূর্তোত্ত বসে সুনীথার। যাজ্ঞিক ঋষি-
গণ যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশ্যে হাবি নিবেদন
করতেই পরিবৃত্ত দেবতার আশীর্বাদস্বরূপ
যজ্ঞে আবির্ভূত হলেন এক লীলিত হিরণ্ময়
পুরুষ—স্বর্ণকান্ত কাশিত, কণ্ঠে কাণ্ডনমালা,
হস্তে সিদ্ধি পায়সায়। ব্রহ্মব্রহ্মগণের নির্দেশে
অগ্নিরাজ অঙ্গলিপুটে সেই পায়স গ্রহণ
করলেন, যজ্ঞেশ্বরকে স্মরণ করে প্রথমে নিজে
আশ্রয় করলেন সেই পরমায়—
তারপর অন্নপাত্র দিলেন রাজ্যী সুনীথার
হস্তে। নিলঞ্জা সুনীথার, তার রসনায়
বাঁহাড়া। ঋষি, ঋষিক ও সদস্যগণের
সম্মুখেই সে এক নিশ্বাসে অন্নপাত্র নিঃশেষ
করে ফেলল। ইতবাক অগ্নিরাজ, স্তম্ভিত
জনগণ! কামনার এ কী কদর্য নগ্ন মর্তী!
যজ্ঞ শেষ হল। তাঁর দক্ষিণ গ্রহণ করে

✱

প্রতি দিন
প্রত্যেক বাড়ীতেই
কেউ না কেউ

লোম

হয় চুল কালো করবার জন্যে
নয় চুলের প্রসাধনের জন্যে
ব্যবহার করাছেন






সোল একটন :
এম এম বাজাতউল্লাহ।
পাকিস্তান—১

একট :
সি মরোভন এণ্ড কোং
বোম্বাই—২

বিদায় হলেন রাহাগগণ। আশীর্বাদ করে প্রধান করলেন রাজ্যের মঙ্গলকামী খিষ্-বন্দ। চিহ্নিত অন্তরে রাজা প্রবেশ করলেন অন্তঃপুরে।

তখন আসন্ন সন্ধ্যা, প্রদোষের ছায়ার প্রায়াম্ভকার জগৎ। লোকে একে বলে আসন্নী মূহুর্ত। অসূরের মস্ততা প্রকাশ পায় সন্ধ্যার রহস্যঘন আধআলো, আধঅন্ধকারে। ক্ষমাত কামনার বাঁজ সৃষ্টিকে আকুল করে তোলে, এমন কি স্বয়ং রহস্য পর্যন্ত বিভ্রান্ত হন সন্ধ্যায়। যাই, সম্যাসী, ধৃতব্রত গহ্বী তাই এ সময়ে নিষ্কৃত হন সন্ধ্যা-বন্দনার। 'স্বদক্ষা পাগমকার্যম' মন্ত্রে কলুষের বাঁজানু নিনেও হয়ে যায়, হৃদয়ে জাগে অমেয় প্রশান্তি! কিন্তু কলুষ-চিন্তা-জীব সন্ধ্যাক্ষণেই পীড়িত হয় কামবাণে। রুদ্ধাধিকারভুক্ত সন্ধ্যায় যজ্ঞ-জিয়াহীন অসূর-বন্ত জীব উদ্দাম হয়ে ওঠে আসন্নিক মন্তায়।

কালকন্যা ভয়ার অন্তরেও আসন্ন সন্ধ্যায় মন্মথের মত্ত সঞ্চার। রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করতই বিহ্বলার মত ছুটে আসে সে, যেন ছুটে আসে বিষমুখ একটা অব্যর্থ তীক্ষ্ণ তীর। ব্যাক পাশব উত্তেজনা, মুখে আনিমত্তম আরণ্য প্রবৃত্তির বীভৎসতা! ধর্মশীল অগারাজ আতঙ্কিত হুঁ, অনুর্যে-উপদেশে শান্ত করতে চেষ্টা করেন অশান্তে তরুণ। অশান্ত মূহুর্তের বিভীষিকার কথা স্মরণ করিয়ে পূরণ-হিতৈশ্য থেকে উদ্ধৃত করেন অসংযত কামনার ভীষণ পরিণামের উদাহরণ। কিন্তু সুদৃঢ়ের যেমন বায়ু, অনিয়ত যেমন প্রণয়কার উৎকা, প্রমত্তা যেমন মদস্ত্রবী কারণী—তেমন উদ্দাম ভয়া। বিচারহীন প্রচণ্ড ক্ষমা, কামাধের নিকট বার্থ শাস্তের অনুশাসন। অসহায়, উপায়-হীন অগারাজ।

ফলও ফলল প্রত্যক্ষ। ভয়ার দুর্বির্ভাবীত বাসন-ভোগের বাসনায় ভ্রমগ্রহণ করল অধর্মীশপ্রভব পুত্র বেগ। মাতামহের মত দুর্য্যতিক্রমণীয়, মাতৃসনের মত অতি কুটিল, মাতৃস্বসাদের মতই মহাত্ম্যংকর। সে নিদ্রা, নিষ্ঠুর, নিম্মম। শিশু হলেও বালভূজংগের মত বিষধর, ক্ষুদ্র হলেও সর্বগ্রাসী অশ্বিন-ক্ষয়লিঙ্গের মত কণ্টকর। মর্জিমান অধর্ম, হিংস্রতা, দুঃসহ মহামাদ আবির্ভূত হল ধর্ম-পরায়ণ স্বায়ম্ভুভ মনুর গোষ্ঠে।

কিন্তু এই দুর্য্যত শিশু হল জননী ভয়ার নয়নানন্দ, দ্বিতীয় আত্মা। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। নন্দন-দর্শনে আত্মারূপের প্রতিবিম্ব দেখে পরিতৃপ্ত হল সে। কি অপূর্ব শিশুর শৈশব-লীলা! দেখে দেখে সাধ মেটে না মায়ের। শিশু বেগ অত্যাশঙ্ক করে পক্ষি-শাবকের কণ্ঠ দ্বিবিধিত করে, ফিনকি দিয়ে ছোটে রক্তধারা—ভয়ার অন্তরে পৈশাচিক তৃপ্তি! বেগ ক্রীড়াহলে অন্যান্য শিশুদের কণ্ঠ চেপে ধরে, পীড়নে কর্ত

আতঁনাল করে ওঠে ক্রীড়া-সংগী—মূহুর্তে দেহ নীল হয়ে যায়, মূহুর্তে নিশ্চুপ হয় দুঃখপোষ্য বালক। উৎকট উল্লাসে নৃত্য করতে থাকে, ভয়ার হৃদয়। ভয়ার বন্ধ-স্বভাবের অবিকল প্রতিরূপ দৃষ্ট বৈশ। জঘন্য পুত্রবেগে গর্বিতা কালকন্যা। বেগ তার নয়নের আনন্দ, প্রাণের প্রাণ। চোখের আড়াল হলে সে পলকে পাগল হয়।

কিন্তু কুর হন, খিষ্ হন ধর্মভীরু অগারাজ। বংশে এ কি অভিশাপ! এই আশঙ্কাই পূর্বে করেছিলেন তিনি—কুমাতার স্বভাব-দোষে জন্ম নেবে কুসন্তান, কুটিল কামনার বিষবীজে অঙ্কুরিত হবে লোকগ্রাসি বিষ-বৃক্ষ। সন্তানের দুষ্কিয়া তাকে চিন্তাকুল করে তোলে,—‘এর চেয়ে কি নিঃসন্তান হওয়া ভাল নয়?’ সংক্রামক ব্যাধির বিভীষিকার ব্যাকুল অন্তরে রাজা, গহ,

পুত্র—সবই অসার মনে হয়, মনে হয়—অর্থহীন প্রপঞ্চসার সংসার। অন্তরে বিরক্তি, গহর্ধর্মে নৈরাশ্য, রাজকার্যে নিরাসক্তি—নির্বির মহারাজ ক্ষুভ। একদিন নিশিষোলে নিরীহা দুর্বির্ভাবী ভাষা ও দুর্বির্ভাবী পুত্রকে পরিভাণ করে নিবেদপ্রাপ্ত অগারাজ বিহবর্ত হইলেন নিরুদ্দেশ বাহ্যার। পশ্চাতে পড়ে রইল সবসম্পত্তি পূর্ণ রাজহু!

প্রজাবর্গ পিতৃহীন অনাথের মত হাহাকার করে উঠল। চতুর্দিকে চলল অনু-সন্ধান। বার্থ চেষ্টা। অনন্ত অমৃত পথের পথিক ধর্মশীল অগারাজ। মরজগতের মানুষ সে সারিবর্তী-পথের সন্ধান পাবে কোথা থেকে?

প্রথমে ক্রোধে গর্জন করে উঠল স্বামি-পরিভাষা দুর্মুখা, যেন অভিজ্ঞতা কাল-

মন্মথ রায়ের অবিষ্মরণীয় নাট্যাবদান

“তারি নতুন আশংকের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক এবং বিশেষ করে তার একান্ত নিজস্ব বিস্ময়কর একাঙ্ককাবলীর ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করলে একক মন্মথ রায়কেই একটি যুগ বলে আখ্যাত করা যেতে পারে।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা : ৫-৫-৫৭

“একাঙ্ক নাটিকার ক্ষেত্রে তো তিনি আজও সম্রাট।”—দেশ : ২১-৫-৫৯

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ অভিনীত কোভুকনাটক ‘কোটিপতি নিরুদ্দেশ’ এবং তৎসহ : বিদ্যুৎপর্ণা — রাজনটী — রূপকথা

[প্রতিটি নাটকে একটিমাত্র দৃশ্যপট। বিখ্যাত নাট্যচতুষ্টয় : একত্রে] ৩০০০

নব একাঙ্ক [দশটি আধুনিক একাঙ্ক নাটক সংকলন] ... ৩০০০

একাঙ্কিকা [একুশটি প্রসিদ্ধ একাঙ্ক নাট্যগুচ্ছ] ... ৫০০০

ছোটদের একাঙ্কিকা [ছোটদের বারোটি একাঙ্ক নাটক] ... ২০০০

কারাগার—মৃত্তির ডাক—মহুয়া [সুপ্রসিদ্ধ নাটকতয়, একত্রে] ... ৩০৫০

মীরকাশিম — মমতাময়ী হাসপাতাল — রঘুডাকাত [একত্রে] ... ৩০০০

জীবনটাই নাটক — আরও নাটক [নব সংস্করণ] ... ২৫০০

ধর্মঘট — পথে বিপথে — চাষীর প্রেম — আজব দেশ

[চারটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, নব নাট্য আন্দোলনের জয়সম্ভব, একত্রে] ৪০০০

মরা হাতী লাখ টাকা [শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ অভিনীত] ... ১০০০

চাঁদসদাগর = অশোক = খনা = সারিবর্তী [প্রত্যেকটি] ... ২০০০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স : কলিকাতা—৬



যোষ্যবাদার্ম

ম্যানুয়ালগারিং জুয়েলার্ম

জুয়েলারী ম্যানুয়াল

১৯৪, কলেজ স্ট্রিট,

কলিকাতা-৩২

শাখা : ১৬ গড়িয়াহাট রোড, বালিগঞ্জ ও জলপাইগুড়ি

নাগিনী। অকথা দুরন্তির অসংখ্য শিবরাত্রি—স্বামী বলে ক্ষমা নেই, গুরুজন বলে শ্রদ্ধা নেই। তারপর আকুল স্নেহে সে বৃকে তুলে নিল শিশু বেণকে—পত্নীর ক্ষোভ উত্তাল হল মাতৃষের অন্ধ স্নেহোজ্জ্বল। স্বামী গিয়েছে যাক—ধর্ম-ভীরু, দুর্বল স্বামীকে সে কামনা করে

না—সে চায় না শান্তির নিঃসীম নিজীবতা। বেঁচে থাক তার পুত্র। হৃদয়ের ধন এই পুত্রই হবে রাজ্যের সর্বস্ব, প্রজার দণ্ডধর রাজা। অন্তরের দুঃশীলতার নির্মাস ডেসে দিলেন পুত্রের ওপর। তার মাড়ুয়ে বসিত হল দুর্বল কালের মতই মহাভয়ঙ্কর বেণ, যেন অতি দৃষ্ট এক কালসর্প! একে ঘোর কৃষ্ণ-

বর্ণ দেহ, অন্ধ স্নেহের প্রপ্রয়ে এই কৃষ্ণতা বিকৃত হল অন্তরে ও আচরণে—যেন বিকৃত হল সর্বযুদ্ধসী, বজ্রসূচি কালভেদ্য নীললোহিত মেঘ।

নিরুপায় অমাত্যবর্ণ ও প্রজা। সমাজী সুনীথার নির্দেশে দুঃশীল বেণকেই তার অঙ্গরাজ্যে অভিযুক্ত করতে বাধ্য হল।

দিনের পর দিন প্রতিদিন...



রেক্সোনা
সাবান
আপনার ত্বককে
আরও সুন্দর করে

অত্যাধিক আপনি বেজোনা সাবান দিয়ে মুখ ধোবেন—
আপনার ত্বক আরও মৃদু, আরও মোলায়েম হবে।
তার কারণ, বেজোনা সাবান ত্যাগ করে—অর্থাৎ
কয়েকটি হোলেব এক বিশেষ সানিট্রেশন যা আপনার
সাবানকে সুন্দর করে তোলে এবং আপনার ত্বককে
সুস্থ রাখে। বেজোনা সাবান মত দেখা মানুষ দেখবেন
আপনার ত্বক প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

আপনার সৌন্দর্যের জন্যে... রেক্সোনা

Rexona
BLENDED WITH CADYL

অশিক্ষামূলক লেখকগণ শিখা বিস্তার করল এবার। মাতৃস্বভাব বেগের পিতৃ-স্বভাব বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভীষণ ক্রোধ, মহাদম্ভ, নিম্নমি নিষ্ঠুরতা—তার সঙ্গে যুক্ত হল দণ্ডনীতি, ঐশ্বর্য-মত্ততা ও আত্মদার-পন্থাপনতা। 'নিরংকুশ গজেন্দ্রের মত দুর্বিনীত, মদোদ্বিত বেগ। প্রচণ্ড দম্ভ—তার পীড়নে ও যজ্ঞেচারে তটস্থ হিড়ম্বন। বেগ-বাহুণ কাউকেই সে গ্রাহ্য করে না। বৈদিক ক্রিয়ার মত প্রতিবাদ, ব্রাহ্মণ-সজ্জনের বৈরাগ্য, অধর্মের পরম মিত্র বেগ। সমাজ-শৃঙ্খলার মূলে সে কঠিন অঘাত হানক। বর্ণাশ্রমধর্মিক উপেক্ষা করে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করল অবিদ্যমান অমূল্য, প্রতিধ্বনি মিলন: সে মিলন বিলম্ব নয়, ব্যাধিচার—দাম্পত্যবধন নয়, সৈবরাচার। প্রদম্ভা স্বাধীনতা থেকে ক্রম উপসন্ন হল কুলঘা বর্ণ-সংকর। আত্মদম্ভ শৃঙ্খলার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে বহুনায়ে মোহন্য করল ভরা-নন্দন—তার রাজ্যে নিষিদ্ধ সেব-অরাধনা, নিষিদ্ধ যজ্ঞক্রিয়া: একমাত্র রাজাই সাক্ষ্যে ইন্দ্রের এই প্রত্যক্ষ পরমেশ্বরেরই পূজা করতে হার বেগ রাজ্যের।

যোষণা শব্দে পরম পরিচয়িত হারি হারসন ভয়া। স্বামী প্রাতি প্রচ্ছন্ন ছিল সে আরোহণ—এ যোষণা যেন তারই প্রতিশোধ। ধর্মকে যোগ্য অঘাত হানেছে তার উপরিত সন্তান: কটা চোখে কুটিল প্রসন্ন দৃষ্টি। কিন্তু তলসমান ভায় ভীত হলেন যেমতা বর্ণ, কিংলোপে প্রমদ গণসন নিরীহ পুরোহিত, দণ্ডভয়ে দম্ভিত হল প্রজাকুল। পণ্ডযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত গহমদী অতঃকল্পিত হলেন। এ কি দিপদ্য!

ধর্মহীন রাজ্যে প্রজা ক্রিয়াহীন। মহা-দুর্ভিক্ষ আসন্ন ভবে চিহ্নিত হলেন রাজ্যের হিতার্থী উপেক্ষণে স্বাধীন। উপস্যার যত্নভাগ তারা কররূপে রাজাকে অর্পণ করেন। সেই কর অশেষ কল্যাণের আকব। সেই করেই সুখে ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয় রাজ্যে। কিন্তু অন্ন, ঐশ্বর্য, শ্রী—সেই যজ্ঞ-দম্ভের। অধর্মচারী রাজা সেই যজ্ঞ বন্ধ করতে নিষেধ দিয়েছে। কয়েক হলেন অহিতার্থী পুষ্টিসংগ। অস্তরের বিক্ষোভ বহিঃ অস্তরের প্রচ্ছন্ন রেখে ভুগু প্রমুখ প্রজাপতি বিনীতভাবে উপস্থিত হলেন বেগ-সকাশে।

চণ্ড-শাসন ভরা-নন্দন তখন দম্ভভয়ে বসেছিল রাজসভায়। সে সভার মন্ত্রী—কুমন্ত্রী, কৌটিল্য-নীতিবিশারদ: পণ্ডিত বিত্ত-ভাবাদী চারুকপণী: কবি কামশাস্ত্র—পারঙ্গম। বিচারমণ্ডে ভূপতির বিচারহীন সভা। মহামান্য মূনিগণ উপস্থিত হলেও উদ্ভট রাজা আসন থেকে উঠে প্রত্যাগমন করল না, এমন কি আসন পর্যন্ত প্রদান করল না তাদের। মহা ঔষধতা মুখ থেকে

কেবল উচ্চারিত হল মদম্বলিত বক্তৃৎসব, 'কি প্রয়োজন!'

বিনম্রভাবে দাঁড়িয়েই বললেন মূনিগণ, 'যজ্ঞ থেকেই পজ্ঞনা, পজ্ঞনা থেকে অন্ন। স্বাধীন ও সিংহের মূল যজ্ঞ। যজ্ঞনিষিদ্ধ হওয়া উচিত নয়।'

'কার যজ্ঞ? কে যজ্ঞেশ্বর?'—দ্রুটি-কুটিল নয়নে গর্জন করে উঠল দাম্ভিক বেগ। মহাদম্ভে আশ্বালন করে সে বলল, 'রাজাই যজ্ঞেশ্বর, মর্ত্যের প্রত্যক্ষ দেবতা: রাজ-দেহেই বর্তমান কাম্পনিক ব্রহ্ম-বিকৃ-নহেশ্বর, ইন্দ্র-মিত্রবরুণ। রাজার পূজাই দেবপূজা, যজ্ঞের হাব-সোমে রাজারই অধিকার।'

দুর্ভিক্ষের ভর করেছে বেগের রসনায়। বিনষ্ট সন্তার সর্ববৃষ্টি। স্বাধীন বুললেন, মাতৃদোষে দুষ্ট সন্তান। যে কাম-মত্তা নারীর শোণিতে পুষ্ট এই পুত্রদেহ, এ দম্ভচারিও সেই দুর্ভিক্ষ জননীর প্রকৃতি-

সম্ভব। প্রতিকার প্রয়োজন! দীপ্তকণ্ঠে বললেন, মহর্ষি ভৃগু, 'রাজা বিবর্তীয় ইন্দ্র, কিন্তু তার ওপরে রয়েছেন পরমেশ্বর—তিনি সর্ব-নিয়ন্তা: বেদে-পুত্রাঙ্গ নানাছন্দে তার মহিমা কীর্তিত।'।

ক্রোধে কৃণ্ডিত ভৃগুগ, মদম্বর্ণিত আরম্ভ লোচন—বক্তৃনিষোষে বলল মদোদ্বিত বেগ, 'মিথ্যা কথা। মিথ্যা বেদ, মিথ্যা যজ্ঞক্রিয়া। এ সকল ধ্বংস, লোভী ব্রাহ্মণের রচনা। রাজাই সর্বদেব, রাজদণ্ডই সর্ব-নিয়ন্তা, নৃপতিই একমাত্র প্রভু, স্বামী। সৈবরাচারীণী বরাংগনার মত তোমাদের পর-পুত্রবে আদর্শ। যাও, স্বীয় পতিরূপ নৃপতির নির্মিত ভোগ্য সামগ্রী আহরণ কর।'

বারবার যজ্ঞেশ্বরের নিন্দায় রুষ্ট হয়েই ছিলেন দাম্ভিক স্বাধীন, অস্তরে গঢ়ে ছিল প্রচণ্ড ক্রোধ। সেই ক্রোধ দীপ্ত শিখা বিস্তার করে বাইরে প্রজ্জ্বলিত হল। তন্ত তন্ত্রের মত আরম্ভ হল অগ্নি। তারা অভিশাপ, বাণী

মাথাধরা,

পেশী ও গ্রন্থির বেদনা,

সদি-জ্বর ও ইনফুয়েঞ্জা

নিরাপদ ও

নিশ্চিত

আরামের জন্য

এলজিড



বেঙ্গল ইমিউনিটি
কোং লি:

উচ্চারণ করলেন, 'সম্ম হও, ধর্মস হও!' বাক্য সমাপ্ত হতে না হতেই ভীষণ পরিণাম সূচিত হল। ক্রোধ ঋষিদের বাক্যই আশংক্য বস্তু। সেই বাগবাজে নিমেষে গত-জীবন হল বেদনিষ্পেক্ষ, দুর্ভিক্ষ ভয়ানন্দন।

ক্লেশের তরে নিস্তত্ব স্বভাকক্ষ। পর-মুহুর্তেই সেখানে উঠল ভয়ান্তরঙ্গ দন্দন-রোল। চিরকালের ভীরা, দৃষ্ট অধর্মচারী—তাদের নিকট অতি ভয়ংকর মৃত্যুভয়। কু-মস্তী, কৃত্যকিক পণ্ডিত, সত্যবক-দলের চমত হাহাকার সভা অতিক্রম করে প্রবেশ করল রাজ-অন্তঃপুরে।

পাগলিনীর মত ছুটে এল বেগ-জননী ভয়া। রক্ষ, ধর্মস, আল্লাল্লাহিত কেশ—বিশুদ্ধ বদন—শুদ্ধ পিঙ্গল নয়ন। শোকা-তুর হিংস্রতা—অতি করুণ, কিন্তু অতিশয় ভীষণ। হাহাকার করে সে লুটিয়ে পড়ল পুত্রের প্রাণহীন দেহের ওপর, যেন বিধ্বস্ত বকের ওপর সবেগে প্রবাহিত হল শোকের বড়। মুখে বুকভাঙা গভীর, স্থানিত আত্মনাশ, 'বেগ! আমার দুলাল!—মর্ম-বিদারী সে পুত্রশোক।

জননীর এই শোকমূর্তি দেখে বেদনাতুর হলেন করুণাময় ঋষিগণ। স্বভাব-শান্ত তারি—চির নয়ন হৃদয়। রূপে কারণই তাঁদের রূপভঙ্গ প্রকাশিত হয়। বেগের উদ্ভত আচরণে নিক্রান্ত হয়েছিল বাগ-বস্তু, শোকাভী জননীর অরুণ্ড চক্ষুনে সে

বস্তু বিগলিত হল। তারা দেখলেন, সকল জননীই শোকে একাকার। মাতা জুরা হোন, পিশাচীহোন, হোন পাপীয়সী—সন্তান শোকে বিশেষ নেই। পুত্রশোকাতুরা জননী যেন ঋষাঘাতে হিংস্রমুণ্ড জীব। প্রবীড়ত হৃদয়ে তারা দেখলেন—প্রাণহীন নৃপতির দেহ, দেখলেন জননীর মর্মাস্তিক শোক-করুণ মূর্তি, দেখলেন হীনসত্ত্ব প্রকৃতি-পুঞ্জের অসহায় মুখ। তাঁদের মনে একে একে জেগে উঠল স্বায়ম্ভুব মনুসংশয়ের ধর্ম-শীল, কীর্তিমান নৃপতিবর্গের চিত্র। মহানৃপ 'বৎসর', বিনীত 'পুংপাণ', 'সর্ব-তেজা 'চক্ষু', 'নভ্বলা-পতি মনু'—সর্বো-পরি ধর্মপারায়ণ 'ক্ষত' এমন বংশ নিম্নল হব?—কিন্তু কি উপায়? তাপাবল তাঁদের আছে, ইচ্ছা করলে তপশশক্তি প্রভাবে এই মৃত বেগ-দেহেই তারা প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন। কিন্তু পাপে পূর্ণ দুঃশীল বেগ। এ পাপদেহ পুনর্জীবিত করলে পাপেরই পুনরাবির্ভাব ঘটবে। যদি কেউ শোষণ করে নিতে পারত বেগ-দেহের দৃষ্টি!

চাকিতে উপায় উদ্ভাবিত হল। কলবর-পায়ী সুনীথা একমাত্র সেই-ই পুত্রের দুঃশীলতা পান করতে পারে। কিন্তু সে কি সম্মত হবে?—তাকে সম্মত করতেই হবে। গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন ঋষিবৃন্দ ভৃগু, 'সন্তানজ সুনীথা।'

মূর্ছাহতা ভয়ার কর্ণে দ্রোণত বস্তু-

ধনীর মত ধনিত হল সেই রব। সে যেন চলে গিয়েছিল এমন এক লোকে, যেখানে কেবল মুহুর্ত আর নিদ্রা। নিদারুণ শোকের আশ্রয় সে লোক। ঋষির আহ্বানে সূক্ষ্মতথিতের মত জেগে উঠল ভয়া। স্মৃতি ও বিস্মৃতির মোহময় ঘোর। বিমূঢ় দৃষ্টি, বিধ্বস্ত ওষ্ঠাধর। সভয়ে সে মূর্ছ তুলে তাকাল। শব্দে চোখে গভীর বেদনার ছায়া।

'বংশরক্ষা করতে হবে। রাজ্যীকেই অগ্রণী হতে হবে এ কাজে।'—বললেন ভৃগু। নিরাশয় আশার আলো! কোথায় ভয়ার বক্তৃতি প্রকৃতি? কিসের আঘাতে যেন বস্তু হয়েছে ঋজু! সোৎকণ্ঠে মাতৃ-হৃদয়, সোৎ-সূক প্রতীক্ষা।

ঋষি বললেন, 'তামসী বিদ্যা পারদর্শিনী তুমি, কলবর-পানে অস্বিতীয়া। তোমাকে পান করতে হবে পুত্রের কলবর।'

অতঃক শিউরে উঠল ভয়া। ভয়ংকরী সে, ভীষণা। কিন্তু তার চেয়েও ভয়াবহ এই নির্দেশ! মাতা হয়ে পুত্রের কলবর পান? পিশাচী হোক, রাক্ষসী হোক—কোনও জননী এ কাজ করেন কোনদিন। জননী কি সন্তানের দেহভুক্ত হতে পারে? কক'শম্বরে প্রতিবাদ করে ভয়া, 'এ অসম্ভব। মাতা সন্তানের দেহ পান করতে পারে না।'

'মাতাই চিরকাল সন্তানের দেহ পান করে—কঠিন কণ্ঠে বলেন মহর্ষি ভৃগু, তাঁ-

অমিত লাভ্য আপনারই জন্য বোরোলীন

আপনার লাভ্যময় প্রকাশেই আপনার সৌন্দর্য। কিন্তু রোদ আর শুক হাওয়া প্রতি-দিন আপনার সে মাধুরী ম্লান করে দিচ্ছে। ওষধিগুণযুক্ত সুরভিত বোরোলীন এই করুণ অবস্থার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। এর সক্রিয় উপাদানগুলি আপনার হৃকের গভীরে প্রবেশ করে শুকিয়ে যাওয়া রৌহজাতীয় পদার্থ ফিরিয়ে এনে আপনার হৃকে মখমলের মত কোমল ও মসৃণ কোরে সজীব ও তাকণের দীপ্তিতে উজ্জল করে তুলবে। আবেশ-লাগা সুরভিযুক্ত বোরোলীন ক্রীম মেখে আপনার হৃকে সৌন্দর্য রক্ষা করুন আর নিজেকে রূপোজ্জল করে তুলুন।



পরিবেশক : জি. বসু এণ্ড কোং, ১৬ বনবিহঙ্গ রোড, কলিকাতা-৩

নয়নে রোষ-দর্শিতঃ। কুমাতার কাঁশক্ষাই
শেষণ করে সন্তানের সদগুণ, সদবৃত্তি।
তার দৃষ্টান্ত তুমি।

‘আমি!’—শব্দকণ্ঠে বলে ভয়া। দেহ
যেন হিম হয়ে আসছে। বজ্রমস্তে বলেন
ক্ষীণ, ‘হ্যাঁ তুমি! ধার্মিক স্বয়ম্ভূব মনুর
বংশে এ পাপ ছড়িয়ে দিয়েছে কল-তুমি।
তুমিই পান করেছ ধর্মপুত্রের ধর্ম, ক্ষান্তি,
উদারতা।’

প্রতিবাদ করতে পারে না দুর্মুখ। একে
শোকে বিদীর্ণ হৃদয়, তার ওপর এই কঠিন
অভিযোগ। উদ্ভাস শোক ও দুর্ভয় জোখে
স্বত্ব কণ্ঠ। কেবল কম্পিত হয় তার নয়ন,
মহামুহূর্, কম্পিত হয় গণ্ডি। বজ্র স্মারই
বলেন ভগ্ন, ‘মাতা একদিকে যেমন সন্তানের
ভক্ষক, তেমনি তব রক্ষক। মাতাই বংশে
নবজীবন সঞ্চার করতে পারে। এতদিন তুমি
পান করেছ সন্তানের সদগুণ, এবার তার
দুর্গুণ শেষণ করে বংশ রক্ষা কর।’

দাবণ ভয়ে কাঁপতে থাকে ভয়ার দেহ।
নির্বাপিত যেন আশার ক্ষীণ নীপা-সম্মুখে
মাতার বিভীষিকাময় অংকন। বসপানী
কলের কল, সে, কলববভূক। কিন্তু চিৎ-
কাক, হামসী, দিনগলে, সে পান করে
এসেছে। কলববের সদগুণ। কলববের
দেহ, ক্ষণ, কলব, ধর্মবৃদ্ধিই তার পানীয়
—বংশীয়তা নয়। একে সন্তানের দেহ পান
তব পিত্র এই দুপাচ্য পানীয়। কঠিন হয়ে
এই ভয়া মনে দেব দেয় সেই পান
কুটিলতা। কঠিন চেয়ে বংশীর হিংস্রতা,
কুটিল কোশে ঢাকি কাল নির্গমীর ফণা।
জোরে দাঁতে থাকে তার দেহ।

ব্রহ্মদেহ ধর্মিত হয় সন্তানের কার্যকণ্ঠ,
‘ধর্মবংশ পুত্রের উদীয়িত বয়ো না
সমাজ। পানীয় তুমি পান করে পান করে
বংশ রক্ষা কর। মিলে বংশবলে হেমমক ও
বংশ করতে হয় পুত্রের মত দশদর্শীর
পরিণাম।’

সম্মুখে মাতা, পশ্চাতে মাতা। কোন কথা
মলাতে পারে না ভয়া। একে শোকে বিদীর্ণ
বক্ষ, তার ওপর এই কঠিন বাগবজের
ভাষিত। বিমূঢ়া বিষধর ডুজিগমী।
সম্মুখে নিশ্চিত মৃত্যু, তব, কোথা থেকে
যেন ক্ষত বক্ষে ক্ষরিত হচ্ছে মহামুহূর্—এক
যেন কঠিন অমৃতপদ সঞ্চার করেছে তার
ফণায়।

কম্পিত দেহে নীরবে উঠে দাঁড়াল ভয়া।
মহামুহূর্ মত তার পরাধীনতা। স্তম্ভিত
বিদ্রোহী শক্তি। উঠে দাঁড়াল—কিন্তু
শোকে টলমল অগা—যেন কতকালের এক-
খনি পিশাচ, শোকাতা জননীমূর্তি। তার-
পর মন্তচালকের মত দুই হাট, ভূমিচর্চা
করে বসল সে জোড় পাঠে দিল পশ্চাৎ-
ভাগ। বিদীর্ণ দেহ কণ্ঠে পড়ল সম্মুখের
দিকে। শব্দক দুইখান হাত একত্র করে

প্রাঞ্জল পানের মূর্তা ধারণ করে গুণ্ডাধরের
নিকট নিয়ে এল সেই অঞ্জলি। বিকট মুখ,
বীভৎস দর্শিত। সমস্ত শব্দ সঙ্ঘর করে
স্থলিতকণ্ঠে কি যেন সে উচ্চারণ করল।
তারপর অগস্তা যেমন করে সমস্ত শেষণ
করেছিলেন, তেমনি করে উত্তরাসে শেষণ
করতে লাগল প্রিয়তম পুত্রের কলববের।
এবারকার পানীয় দেহের সদগুণবিনী নয়,
অতি দুপাচ্য পৈশাচ, দম্ভ, কাম, হিংস্র,
নিম্নমত।

দেখতে দেখতে উদর ফাটত হল, বক্ষে
সখন শব্দ। চক্ষুতারকা প্রথমে বিসফারিত
হল, তারপর নিশ্চল। নিশ্বাস রূপ হয়ে
গেল, দেহ পায়ণের মত শব্দ, ভিম শীতল
তার স্পর্শ। সন্তানের পাপ পান করে প্রাণ-
হানি দেহে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল কালকন্ধ্যা
বেগ-জননী ভয়া। এতদূর তার চোখে চিকি-
টিকা কম্বলিল এককণা কয়লা যেমন কুটিল
চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল শব্দে বক্ষ-
নিম্নভাগে দ, ফাটল অশ্রু। কালকন্ধ্যা তার
বক্ষে কৈথায় ঘোপন ছিল এই মুহূর্ত মত
নয়নফল।

তখন মৃত বেগের দক্ষিণ-বৈ, মননে কর-
তিলেন তপসসদ্ব ক্ষীণবলী। তার মলমলিত

স্পর্শিত বহু থেকেই জন্ম নিয়েছিলেন
নিবাক্ষণ্যক স্বপ্নপায়ণ প্রজাবৎসল
‘পুত্র’। স্বায়ম্ভূব মনুর গোষ্ঠে প্রমিতপ্রভ
মূর্তি এই পুত্র, তার নামই সাগর-মেখলা
বসন্তবর নাম হয়েছে ‘পুত্রবী’। তিনি
কালকন্ধ্যা ভয়র পোতা।

• (১) হিমালয় ভাষ্য—১৭৭ স্বাক্ষ, ১৩-১৩
অধ্যায়।
(২) বামনপুরাণ—৬৭ অধ্যায়।

বাইওকেমিক

গাইন্থ চিকিৎসা

ডাঃ ই. টি. এম. সান্ডেট, এম. এম্., এস. পুনীত
এই পুস্তকটি পড়ুন বিবরণ ও চিকিৎসার
মত সংগ্রহ করার জন্য। গাইন্থ
মত সন্তান এই পুস্তকের সাহায্যে চিকিৎসা
করতে পারবেন। মূল্য ২০০০।


সামন্ত বাইওকেমিক ফার্মেসী

১৫/৭ বারাকপুর ট্রাক রোড, কলিকাতা-২
বাইওকেমিক ফার্মেসী পুস্তকটির বিবরণ ও
প্রতিমূল্য প্রাপ্য।

ভারতে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়

হিমালী

বডি ও
ফেস পাউডার

হিমালী প্রাইভেট লি:
কলিকাতা-২

হামাম

ওরা সবাই বলে...আমরা পছন্দ করি



নরম, মসৃণ ফেনা...

নূতন কোমলকারক পদার্থ আছে বলে!

ডক পরিকারের সঙ্গে-সঙ্গে
স্নিগ্ধও করে...

হামাম মাথতে এত চমৎকার এবং সুগন্ধি!

কিছুতেই যেন আর ক্ষয় হতে
চায় না...

এত অল্পই খরচ হয়!

হামাম

মেখে তাজা বোধ করুন এবং

তাজা গন্ধে ভরে উঠুন



বাড়ীর সবাই হামাম পছন্দ করে

টা টা র তৈরী তাই নিশ্চয়ই ভাল

প্রথম অভিজ্ঞান জিন্মুখ



৪

সকলের আগে যাবে আর সকলের শেষে ফিরবে, এই ছিল ভূপেনবাবুর গরমন্টা: আর কখনো হাকিমের সঙ্গে খগড়া করবে না। তোমার আইন না-জানা থাকলেও চলেবে, হাকিমকে জানো, লোকটারিগ্রে ব্যাংপরা হও। হাকিম যদি ত্যাগী হয় তাকে খোসা-মোসের ঘি ডলে নরমা করো, যদি অঘামারা হয় তুমি তাকে বজিয়ে সজিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে নাও আর যদি তুখোড় হয় তুমি বোকা সাজো। নইলে তুমি কিসের উকিল? কিসের তোমার কথাবোলা পেশা? কিসের লাব তোমার তুচ্ছক। উচ্চাটন-পশীকরণ? যেমন তরবার তেমন দরবার। যে ব্রতে যে কথা। শনিপুজোর নারকেল, হরির লুটে বাতাস। সত্যনারায়ণে সিমি। হাকিম যদি স্তম্ভ হয়, যদি সাতচড়েও রা না কাড়ে তা হলেই গেছে। যদি শতং লিখ না বদ এই মশ্র ধরে, বলে, বলব না, শুধু লিখব তা হলেই কঠিন। তখন তাকে তোয়াজ করো, যা করে পারো কথা কওনাও। যে বউ হাসে না কাদে না কথা কয় না, তাকে নিয়ে ঘর করবে কি করে? তবে তুমি উকিল, তোমার অসাধ্য বলতে কিছ নেই, হয় তুমি তাকে হাসাও, নয় রাগাও, নয়তো পিছনে লেগে তাকে কাঁদিয়ে ছাড়ো। বোবার শত্রু নেই ভেবেছ, কিন্তু উকিল কার, মিথ্র নয়, এমন কি নিজের মজেলেরও নয়।

‘এত সকালে যাচ্ছ কি, কোটে গিয়ে ঝটি দেবে নাকি?’ মৃণালিনী গোড়ায় গোড়ায় বিদ্রূপ করত : ‘এখন তো লাই-ব্রেরিও খোলেনি।’

‘উকিলের লাইব্রেরি কি ঘর নাকি? উকিলের লাইব্রেরি তো সমস্ত বটতলা।’ ‘বটতলা?’

‘ভূসংসারে এমন কোনো আদালত পাবে যেখানে বটগাছ নেই? বটতলার বই কথাটা চলেছে শুনতে পাই, কেন চলেছে জানি না। আসলে কথাটা হবে বটতলার বউ, মানে উকিলের স্ত্রী—’

এমন সকল সকাল গিয়েই এক মজেল গেঁথেছিল ভূপেন। কে একটা লোক দূর

জন্মিয়ে সম্ভব পাকা করে নিল। পরে দেখা গেল শাসিনো মজেল—ক্ষীরের বাটি—হাত লাগাতে না লাগাতেই ডুবে যায় কান্না পর্যন্ত।

‘আশেপাশের সমস্ত বাবুদার কখন সম্ভো হতে না হতেই ফিরে আসে। তোমারই আর দেখা নেই।’ মৃণালিনীর এ আরেক অভিযোগ।

‘ওদের আপিস, আমার আদালত। কত’বা শেষ হয় ধর্ত’বা শেষ হয় না, মানে কখন কাকে ধরা যাবে কেউ বলতে পারে না।’

তেমনি সম্ভোর দিকে বেশ খানিকক্ষণ বসে ভূপেন ধরেছিল আরেক মজেল। হাকিমরা চলে যায় বটে, কিন্তু আমলারা থাকে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকে, সরকারী আলো জ্বালিয়ে কাজ করে। আর যতক্ষণ আমলা ততক্ষণ আমলা। এ নথি ঘাঁটো ও-নথি হাটকাও। এর থেকে চোরাই নিকল নাও ওর থেকে সিল খুলে দলিল দেখ। ঘষ দেওয়া

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীঅমিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

গীতাশাস্ত্রী	৬-০০
গ্রীকক	৫-০০
ভারত-আম্বার বাণী	৫-০০
Soul of India Speaks	5.00
কর্মবাণী	১-২৫
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১-৫০
গ্রীকচন্দ্রী	২-০০
গ্রীনীলিনা ঘোষ এম. এ., বি. টি.	
বিদ্যাসাগর	২-২৫

ভূপয়টক রামনাথ বিশ্বাসের

তরুণ তুর্কী (নূতন সংস্করণ)	২-০০
ডায়েরির আফ্রিকা-১ম, ২য় খণ্ড	
(নূতন সংস্করণ)	৩-২৫

মণি বাগচীর

নিবেদিতা	৫-০০
বিদ্যাসাগর	৭-০০
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস	৫-০০
Our Buddha	3.00
Sister Nivedita	5.00

হাস্কুর এ. সি. সরকারের

ম্যাজক করা কঠিন নয়

যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১-২৫
আচার্য জগদীশ	১-৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১-৫০
রবীন্দ্রনাথ	১-২৫
জর্জিন গড়া	৭-৫
Students' Own Dictionary	
(প্রোগ্রামমূলক ইংরেজি বাংলা	
অনুক্রমিক অভিধান)	৭-৫০
শিক্ষার ইতিহাস (বেঙ্গী)	৩-২৫
Prof. P. B. Junnarkar	
Sri Sri Sarada Devi	5.50
Prof. H & U. Mukherjee	
The Growth of Nationalism	
in India	4.00

শিবরামের কিশোর নাটিকা ২-০০

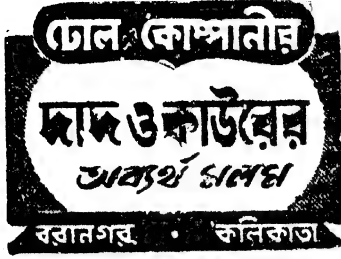
(হাস্যরাসিক শিবরামের ছোটদের শ্রেষ্ঠ নাটিকা-সংকলন)

অমরনন্ডান নীরদ সরকারের

মৌগিক নিয়ম ও ব্যায়ামে	শরীর ও শক্তি	১-২৫
রোগ-নিবারণ	সরল যোগব্যায়াম	১-২৫
যোগব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য	নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন	১-২৫
ও সৌন্দর্য	আসনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট	৫০

বিস্তৃত পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :: ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-১২



জটিল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ বৈদ্যব্যাধি বিশেষজ্ঞ
ডাঃ এম পি হুবাতি (রোজিঃ) সমাগত রোগী-
দিগকে গোপন ও জটিল রোগাদির দ্রাব্যত
বৈজ্ঞানিক বাদে প্রাপ্ত ১-১১টা ও বৈজ্ঞানিক
৮-৮টা বালস্বাঃ দৈন ও চিকিৎসা করেন।
শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (রোজিঃ)
১৪৮, আমহাট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

অপরাধ হতে পারে, কিন্তু ধলো দেওয়া
হলো অপরাধ নয়। অনেকে আছে হাত পেতে
ঘুষ নেবে না, কিন্তু চোখ পেতে ধলো
নেবে না এমন চোখ কার। স্বয়ং বট-
কই ধলো দিতে পারে এ তো ভুল-
বুদ্ধি, আর ধলো দিয়ে দাঁলিল দরও,
সত্যকথা বেরিয়ে আসে। আর কিংবা
কিংবটপ কেটে দাঁও। আর এই সব
কৌশলের কার্যকর, যে যাই বলো, উকিলই।
আমলার ঘরও যদি বন্ধ হয়, আছে খাবারের
দোকান, পানের দোকান; অবশেষে বারান্দা।
উকিলের সেরেসতা ট্রান্সমিট পর্যন্ত
প্রসারিত।

ডেমন একদিন অনেকগুলি থেকে, শেষ
পর্যন্ত থেকে, এক সাহেব ধরেছিল ভূপেন।
বেল কোম্পানির সাহেব।
আসতে আসতে দৌর করে ফেলেছে।
বিদেশী মানুস, কায়দাকানুন কিছু জানে
না, জানে না আত্মসম্মতি, চারদিক কালো

দেখছে। তার মধ্যে আরেক কালো, কালোর
কালো দেখে উৎফুল্ল হন।
হালো ব্রাক-হাত ভুলে ভূপেনকে ডাকিল
সহেব।

ভূপেন ব্রাক্স ব্রাক মানে এখন কালো
নয়, ব্রাক মানে এখন কালো বেটা।
এত বড় সম্মান তাকে আর কে দিয়েছে?
এতখানি আসান!

সাহেব জিগগেস করলে, 'তুমি উকিল?'
হ্যাঁ।

সিডিল না জিমনিয়াল?
চোমার নিঃসন্দেহ সিডিল, চিরন্তন কি-
রুপ, মাথা চুলকে ভূপেন বললে, তুমি
বলবে।

আমাকে উপশম দিতে পারো?
উকিল উপশম করতে সক্ষম। তবে
আইন বতদূর সিডি ফেলে রেখেছে ততদূর
নিয়ে যেতে পারে উকিল—এই পর্যন্ত।

ভূপেনকে ভালো লাগল সাহেবের।
ভূপেনের জটিল আরেক কার্ডেব থেকে।

কয়েকটা বছর নথিতে নাক ডুবিয়ে
প্রাকটিস করেছিল ভূপেন, কিন্তু কখন কখন
তার কেমন বেসুরো লগতে লাগল। সে
লেখল সত্যের স্থান খুঁজে সংকীর্ণ আলাপের
—শব্দে স্থান কেন, সম্মানও। তার মামলা
দ্রাব্যত সত্য তাকেও মিথ্যের গহনায়
পর্যন্ত হয়—গহনায় না-পড়া থাকলে কোনো
মামলাই পারে না ছাড়পত্র। আর তার মামলা
উদাহরণ্য, নিবারণ, বন্দাপ্রেরণ, মত
বন্দোবস্ত, সে শব্দে টিকার জোরে, সত্যের
জোরে, উকিল-ব্যবস্থারের চাপের জোরে
টিক জিতে নেবে মামলা। পরপর সত্য
মিথ্যে মামলা জিতে বতদূর হতে গেল
ভূপেন।

জিতলে না কেন? আইনকে গহনায়
ভাবার পেশার, আর ভাবার গহনায় বতদূর
প্রকাশের উপায় না হলে প্রকাশের ভাব,
তখন সেখানে বিচার সম্বন্ধে ঢাল দিয়েছে,
ঢাল দিয়েছে কাম্যাসম্বন্ধে। প্রথম
ভাষাভাষ। সত্য সত্য হতে পারে না,
মিথ্যারই সত্যের প্রকাশ। প্রকাশের
সোজাসজি বিচার নয়, আত্মসম্মতি বিচার।
বিচার ভাবগতই নয় ভাষাগতই। তাই
কার্যকারণের জয়, আত্মসম্মতি নয়। কতক
জয় নয়, শিথিলের জয়। স্বাস্থ্যের জয় নয়,
চাকচিক্যের জয়, পরিপাকের জয়। আর
সেই হারবে যে গরিব, যে দুর্বল, যে
মুর্থ। তবে আজকাল গরিবও ভাল সাজ,
দুর্বলও দুশুঁ আর যে মুর্থ সে আসলে
দুর্বোধনের মাতুল।

যতই এগুতে লাগল ততই বিতর্ক ধরল
ভূপেনের। এফিডেভিট, যাকে গায়ের
লোকেরা বলে এপিঠ-ওপিঠ, এপিঠ-ওপিঠই
মিথ্যে। উপায় কি, একটা সাক্ষীরও পারো
সত্য কথা বলার স্বাধীনতা নেই। মানসের
যেভাবে স্বয়ংলিপি করা হয়েছে সেভাবেই

বিশেষ ভাবে বিশোধিত

কেএমপি মার্ক

নারিকেল তৈল

- ১০০% বিশুদ্ধ গ্যারান্টিয়ড
- বসারলাগারে পরীক্ষিত
- ১/২ পাঃ, ১ পাঃ ও ২ পাঃ টিনে
- সর্বত্র পাওয়া যায়



তাকে তাল মান রেখে গাইতে হবে। স্বাধীন সুর দিয়েছ কি মামলা ফান্স হয়ে গেছে। হুগু দেওয়া কেন? সতোর পাকা গোঁফে মিথোর কলপ দেওয়ার জন্য।

‘আইন যদি এ ঢালাকি করতে দেয় আপনি করবেন না কেন?’ সহযোগীরা কেউ বলে: ‘আমরা তো আইনেরই খিদমৎ করতে এসেছি।’

‘মানুষের জন্যে আইন, আইনের জন্যে মানুষ নয়।’ ভূপেন বলে: ‘ঢালাকির জোরে আরেকজনের ন্যায় দাবি ভণ্ডুল হয়ে বাবে তাতে আমি নেই।’

এ উকিলের পসার হয় কি করে?

‘আপনি তো দোষ করেছেন, গিলটি-গিলড করুন, দোষ স্বীকার করুন।’

‘হা, আমি বাঁচবার চেষ্টা করব না?’

‘তার মানে আইনকে কলা দেখাবেন?’

‘দেখালামই বা। আইন যদি কলা দেখাবার জন্যে বাজার বসায় আমি জড়ি কেন? আমার কলাই যে পণ্য।’

‘ও সবার মধ্যে আমি নেই।’ ভূপেন কাঠখোটা: ‘মিথো ডিফেন্স আমি নিতে পারব না।’

কিন্তু ও পক্ষের তো প্রমাণ করতে হবে। সেইখানে আপনি লড়ুন। ওদের প্রমাণের সাহায্যে চিড় দবিরে দিন।

‘অন্ত শত আমি বুঝি না। দোষ করেছেন যখন তখন পরে হাতকড়া। নয়তো অন্য উকিল দেখুন।’ ভূপেন মাথা ঢেঁকাল।

‘আপনি আমাকে, ব্যক্তিটাকে দেখছেন কেন? আপনি মজেলকে দেখুন। আইনের ফল বিচার, অবশ্যের ফল মজেল। বিশেষ অবস্থায় পড়ে মজেল যদি অন্যচার কিছু হবে থাক ওকে তার পক্ষে বলবার বা বলবার কিছুই থাকবে না? সে নিজের থেকে গলা বাড়িয়ে কোপ নেবে?’

‘না, কোপ নেবে কেন? গলা বাড়িয়ে মালা নেবে। রপ কোপের অসম্মী, তাকে গলায় ফুলের মালা দেবে। নিয়ে যাবে মিছিল করে।’

করে কাম প্রাকটিস আরে পড়ে গেল ভূপেনের। সংসারে দেখা দিল অন্যটন। পেটালুন ছোট হতে শুরু করল। কতলে গেল কালো কোটা।

যেটা সতি-মামলা বুঝল সেটা নেব। তেমন আর কাটা? এ প্রায় শিশিরের আশায় চাষ করা। ভূপেনের যদিও সং উকিল বলে সনাম, সং মামলার ইনাম পাবার সনাম নেই। তা হাবলে হাবব, সত্য প্রতিষ্ঠা করতে লাড়িচি এই আমার তপ্তি। কারু তপ্তি টাকায় কাড় তপ্তি সপ্ততায়।

‘সাধু, সাধু হয়েছেন।’ মণালিনী বত গজনা দিয়েছে। ‘সত্যপীর এসেছেন চেঁরাগ জোলা।’

উকিল উকিল, তার মধ্যে সাধু অসাধু কি। টাকা টাকা, তার মধ্যে ভিতরি-উপরি

কি। প্রেম প্রেম, তার মধ্যে বৈধ-অবৈধ কি।

কোটে যাওয়া ছাড়নি ভূপেন। তার এখন প্রধান কাজ হচ্ছে বই লেখা। গল্প-উপন্যাস নয়, গীতা-ভাগবতের ব্যাখ্যা-ভাব্য নয়, লিখছে আইনের বই। স্ট্যাম্প র‍্যাঙ্ক, রোজিস্ট্রেশন র‍্যাঙ্ক, কেম্‌স্‌ফিজ র‍্যাঙ্ক। সব বই-ই বাজারে চালু, নাম-দামও যথেষ্ট কিন্তু ঢালাঢালি টাকা কই? প্রকাশকরা ঠিকমত হিসেব দেয় না আর দিলেও বেশি ছাপিয়ে কম দেখায়।

হ্যাঁ, বিদ্যাই তপ্তি। বিদ্যাই সকল অভাবের ভরণপূরণ।

উমতির সরু ডগায় এসে উঠলেও সকল উন্নতেরই যে বৃক্ষের ডগা সরু নয় তাই তার বইয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে ভূপেন। যারা নিজের সৃষ্টি করেছে তাদের নিজস্ব যে নিভুল নয়, বহু জায়গায় তাই প্রতিপন্ন হয়েছে। আর আজকাল হাকিমদের রায়ের কি ছিঁরি? না আছে রস না আছে গম্ব। বলে আইনে আবার রস কি। আইন নীরস হোক, আইন যে কাহিনীটি আছে

শ্রীমানমানসকমোদনশ্রী প্রণীত
অপ্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস এই প্রথম প্রকাশিত হইল

ধ্রুব ৩ টাকা **ভূৎফ টল্লা** ৩-৫০ টাকা

ডাঃ প্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্পর্কিত
দ্বিতীয় পটভাগ, ৬এ, রামনাথ মল্লিক লেন, কলি: ১২
ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলি: ৬

(সি ৮৯০৫)

পাণ্ডিত্য-র আধার
দুর্গাধার গ্রন্থ বেরিয়েছে

নারায়ণ চৌধুরীর

সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি

বর্তমান গ্রন্থে সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যের গতি, প্রকৃতি ও প্রবণতা নির্দেশের চেষ্টা করে লেখক বইটিকে প্রকৃতিই সাধকনাম্য করে তুলেছেন। এতে এমন সব বিষয়ের আলোচনা আছে যা সাহিত্যবিষয়ক সচরাচর পাঠ্যের আলোচনার গম্ভীর মধ্যে পড়ে না অথচ যা আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপলক্ষণ ও প্রাথমিক বোঝবার পক্ষে একান্তরূপে আবশ্যিক। ডিমাই সাইজ—১২৬ পৃষ্ঠা।

॥ ৩-২৫ ॥

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরীর

ভূতের পাঁচালি

॥ ২য় সংস্করণ—২-৫০ ॥

সুকুমার রায়ের পর সত্যকার কিশোর-কবিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথই ‘ভূতের পাঁচালি’তে লিখলেন। ভূতের কথা এতে অবশ্যই আছে—কিন্তু প্রাকৃতিক চিত্রবর্ণনা, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ এবং বাস্তব পরিবেশের উপস্থাপনে প্রত্যেকটি পাঁচালি আগাগোড়া বাস্তব হারেও কোতাহলোক্ষীপক। এ জাতের বই বাঙালার একখানিও বেবেয় নি।

ডিমাই, নতুন রেখাচিত্র, তিনরঙা
প্রচ্ছদ, উপহারে অভিলক্ষণী।

লাজি লাইব্রেরী, ১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

তাকে দেখার গুণে লেখার গুণে সরস করা যায়। কাঠঠোকরা পর্যন্ত শুকনো কাঠের মধ্য থেকে চিনির বাসা আবিষ্কার করে।

বড় কতাদের অশুদ্ধি আর শৈথিল্য শাসন করছেন, ওঁরাটা করে কে! দিব্যরাত্র গজগজ করে মণালিনী! তবু যদি বৃক্কতাম লিখেই, ঘরভরা দূরে থাক, পেট ভরছে।

টাকা একদিক দিয়ে এলেই হয়, ঘোড়ায় নয় তাতে নয় বইয়ে। আর সে বই প্রসিদ্ধই হোক কি নিষিদ্ধই হোক। রোজগার দিয়ে কথা। হালালিতে না পারো দালালিতে। কাঁচি দিয়ে পাকেট মোরে নয়তো কলম দিয়ে। এ জাতও গেল, পেটও ভরল না। 'সুকু' ডাক দিলেন ভূপেনবাবু।

শনিবারে জজ'কোর্ট খোলা থাকে কিন্তু মৃৎফরাফা ঘামলায় সেদিন তো সমস্ত আদালত বোকাই। তিনটের মধ্যেই বাড়ি চলে আসে কে? বার লাইব্রেরীতে দাঁড়া ফরাস আছে, গড়গড়া আছে, আচ্ছা আছে, কেছা আছে, ওসব ছেড়ে ছেড়ে অসময়ে কে প্রত্যাবৃত্ত হয়! তারপর যা একখানা হাঁক দিয়েছেন নিশ্চয়ই ফরমায়েরের হাঁক, কী বিপদে ফেলেন না জর্নি!

'কেন?' কাছে এসে দাঁড়াল সুকান্ত।

'শোন, একবার প্রেসে যাবি। এই অর্ডার প্রুফগুলি দিয়ে আসবি। আর নতুন প্রুফ যা হয়েছে নিয়ে আসবি। সাত ফর্মী পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। যদি আরো কিছু ছাপা হয়ে গিয়ে থাকে নিয়ে আসবি ফাইল-কপি।'

'এ কীরকম প্রেস!' গলার কাছে বালি-বালি লাগতে লাগল সুকান্তের। 'ওদের লোক দেয়া-দেয়া করতে পারে না?'

'তাই তো করে।' হাল এ প্রুফগুলি ভারি জরুরি। ওদের লোকের জন্যে বাস থাকলে তুমিগে দাঁড়া হয়ে থাকবে। বইটা খুব শিগগির বাকি করে দেওয়া বরফার।'

'না, আমার পড়া নেই!'

'শেষে বালি আর আসবি।' কলফারের বা ঘামলা! একটা ঘেনে অপরাহ্নে শোমল ভূপেনবাবুকে। 'পড়িটা মাড় পড়িটা মতো জেরা যাবে!'

'তারপর ফেরবার সময় বাসন্তীকে একবার দেখে আসিস।' বললে মণালিনী। 'কাছেই তো বাড়ি। আর যদি আসতে চায়—'

'নিজে আসিস—' ভেঙে উঠল সুকান্ত। বিজয়া এসেছে উপরে।

'কি, তোমার জামাটা দেখাও দেখে আসতে হবে।' সুকান্ত মাথায়ে উঠল।

'না, তুমি যদি বসো তো তোমার বাগে যাবে। আমার কোনপার ছেলেরা কি অসুখ শাসতি?' বললে বিজয়া। 'আমাকে সেখানে রেখে প্রেসে যাবে আর ফেরবার সময় নিয়ে আসবে!'

'তোমার কোনপা থাকে তো সেই কার-বালার।' ভারতবর্ষের বইয়ে।

'না, না বাসন্তী যদি আসতে চায় তাহলে বাস-এ ট্রামে দুজনকে ও সামলাবে কি করে।' বললে মণালিনী। 'বাসন্তী এলে তার আশ্চর্য্যাক্ত কোন-না নিয়ে আসবে!'

'কেন যে তোমাদের চলনদার লাগে কাকিমা—'

'ট্রাম-বাস লাগবে না। ট্যাক্সি নেবে।' বলল দিল বিজয়া। 'এ'পট-এ'পট দু'পিঠেবই না হয় ভাড়া দেবে।'

'বন্দনা বেরছে ঘর থেকে।'

'তোমার কিছু ফরমায়ের?' সুকান্ত তাকাল চোখ তুলে।



জুনসনে-এর বিখ্যাত ২টি উপায়ে
ঘামাচি দূর হয়

মানের সময় জনসল প্রিক্লি হীট সাবান গায়ে মাখুন। এই সাবান স্ফিক ও জীবাণুনাশক, এবং রোসম্প পরিষ্কার রেখে ঘামাচির কারণ দূর করে।
মানের পরে, বেশ করে জনসল প্রিক্লি হীট শাউডার গায়ে ছড়িয়ে দিন। এই কোমল শাউডার ব্যবহারে আপনাদের গা স্ফিক মনে হবে ও খুব স্বস্তির অনুভব করবেন।



জনসল প্রিক্লি হীট সোপ ও শাউডার—এমনভাবে তৈরী যে ঘামাচি দূর করার জন্যে দুটোতে একসাথে মিলে কাজ করে।

জনসন এও জনসন অব ইন্ডিয়া আইডেট লিমিটেড

‘আমার কথা তুমি কত শোনো।’ মধু ভার করল বলনা।

‘তোমার কথাটা দাদার কথা বলে এসে না শোনে সাধা কার।’

‘তোমার দাদা বলছিলেন—’

‘ঐ তো—’

‘তোমার দাদা বলছিলেন’, হাসতে-হাসতে গম্ভীর হল বলনা, ‘তোমার দাদা বলছিলেন, যদি ও’র ওষুধটা একবার খেঁজ করো।’

‘কেউ পায়না খতে, কেউ আবার পায় না হজম করতে।’ ‘দার্শনিক হবার ভাব করল সুকান্তঃ ‘শুধু খাবার তলসেই চলে না, আবার হজম করবার ওষুধ চাই।’

‘তা তো বাটেই।’ বলনা ফোড়ন দিলঃ ‘শুধু পরীক্ষা’ পাশ করলেই চলে না, তারপর আবার চাকরি চাই।’

‘শুধু চাকরি পেলেই চলে না, মাসান্তে আবার মাইনে চাই। তুমি চট্ট কেন?’ একটা মোলায়েম হাস সুকান্তঃ ‘তুমিই বলো কখন খেঁজ করব শুধু।’

‘তা জানি না—’ হলকা হুট করে চলে গেল বলনা।

‘কেন প্রেসে যাবার পথেই না হয় খেঁজ করলি।’ মণ্ডলিনী বললে, ‘একটা আগে না হয় গেলো—’

‘একটা জোক আর সতেরো গণ্ডা ফরমাস।’ বিজ্ঞার দিকে তাকাল সুকান্তঃ ‘তাই তো বলি কটকটা বদল শান্তি চাও, একটা ফাল্গুন নাও, নইতো হোটেল গিয়ে ওঠো—’

‘অতশয় কাকের জোক দিও না ওকে।’ ভোপনবাব হাঁক দিলেনঃ ‘আমার প্রফ ঠিক আনা চাই।’

‘নিজের ঘরে ঘিরে এসে সুকান্তঃ। এরা কী জানে কত কী কাণ্ড হাস গেছে এর মধ্যে এই তরুণের পৃথিবীতে। আজ কি সমস্ত দুঃখেরটা পথে-পাশে ঘুরে ঘুরে এখানে-ওখানে ছোটখাটো আঁচা দিয়ে চলল মানুষের মাঝে দেখে-দেখে কাটাবার মতন নয়? কাকলি যেহেতু ছুটির সময় দেখা করতে বসেছে, ঠিক ঘড়ি ধরে সাড়ে পাঁচটার সময়ই সে বেরবো ঠিক করেছিল। এমন সংকেত সে আনতে চেয়েছিল হিসাবের মধ্যে, বোধহয় চেয়েছিল ঘড়ি-ঘণ্টার? বেশ হয়েছে। কাকলের ঘরে থাকা মানেই গিয়ে কালি লাগানো। সংসারে বসবাস করা মানেই পাঁচজননের ফরমাস খাটা।

কত চল চলে গেল গম্ভীর। কত হাওয়া বয়ে গেল মাঠ দিয়ে। কত মেঘ ভেসে গেল আকাশে-আকাশে।

কত মনোহর তার সিনরাতির সবুজ ঝরে পড়ল সোনার শিশিরের মত।

তারপর?

তারপরের পাপড়ি মেলতে-মেলতে এটুকু

পর্যন্ত খলোছে। এটুকু রক্ত এটুকু রস এটুকু সঙ্গম।

‘তোমাকে ভারি দেখতে হচ্ছে করছে।’ বিপদের চোখে নয়, বিস্ময়ের চোখে নয়, আশ্চর্যের চোখে। আশ্চর্য কথার মানে কমে গিয়েছে অভিধানে, তাই না?

তোমাকে বাড়িতে ডাক সাহস নেই। কিন্তু যদি ডাকতে পারতাম, ছাদে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারতাম দেয়াল-ঘেঁষা রাস্তার কদমগাছে কেমন সুন্দর ফুল ফুটেছে। দেখেছ কদমফুল? ছুঁয়েছ? শুনিয়েছ?

‘তাই বলছি, ‘স্বাভাব্য’ সিনেমার সামনে আগামী বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে ছুটির মধ্যে দেখা করতে এস। আমি থাকব। এস কিন্তু। কাকলি।’

পায়ের কদাকার কার্ভিটার দিকে তাকাল সুকান্তঃ, সায়েলটা আরো রোমন্বল। কে তাকাবে পায়ের দিকে? ধূতি আর শাট একেবারেই বিনখুটি। কে দেখবে ধূতি-শাট? আর পকেট তো গগন-লসার। কে উর্ধ্ব মাসের পকেটে?

সুকান্তর কত দুশ্চিন্তা কত ক্রেশ। পড়ে কিছই মনে থাকছে না, রাত জাগতে পারছে না। কী খাতা না জানি রেখে আসে সে পরীক্ষার। টিউশনি ছেড়ে

দিয়েছে, দাড়ি কামাবার তুচ্ছ বেত্রেড তাও ঠিক দিনে কিনতে পাচ্ছে না। অব, এতসব সত্ত্বেও, তার সুখ কেন? তার তো এখন সেয়েলে মাথা কেঁচো উঁচু, বাতে পরীক্ষাটা মানে-মানে উত্তরে যায়, বাতে একটা চলনসই চাকরি হয়, মার মেজাজটা একটু বেশে আসে, বাবা একটু ছেলে নিয়ে



শিশু-সাহিত্যসম্রাট লক্ষণারজন মিত্র সঙ্কল্পের
অমর অবদান

ঠাকুরদার ঝুলি ৪৮

ঠাকুরদার ঝুলি ৪৮

দাদা মশায়ের খেল ৪৮

সুবর্ণ জয়ন্তী সংস্করণ—উপহারের আদর্শ বই

সুখলতা রায় প্রণীত

গল্প আর গল্প ৪৮

মোণার ময়ূর ২৥

বাংলার নবীন ও প্রবীণ ঐতিহাসিকগণের
সরস রচনার সমগ্র

ঐতিহাসিক গল্প সংগ্রহ

— তিন টাকা —

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

বিদেশী গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড ২৥০
২য় খণ্ড ২৥০

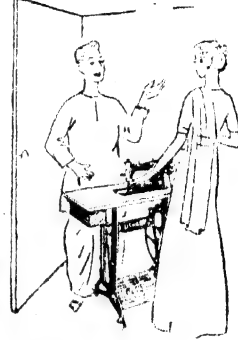
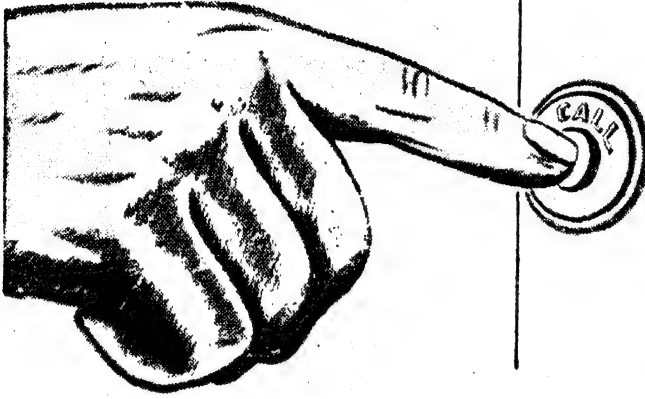
মিঃ ও. বোম্ব : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি ১২

গরু করতে পারেন, নাদাকে খাটতে না হয় ওজারটাইম, বোর্দি নিজেকে একটু কম দখখী বলে মনে করে, কাকিমার অহংকারটা একটু নরম হয়, সুবীরের একটা মাস্টার জোটে আর বাসন্তীর নিষীতন নিবারণের পথ মেলে—তার কত সমস্যা, কত অভাব, কত দায়িত্ব, কত যত্নগা, কত সন্তানের ভূমিকা—তবু, তবু, তার সুখ কেন? এত

কালো বর্ষাও আকাশ আলোর নীল কেন? কেন না চাইলেও সুখ আসে। এত এত সুখ। কেন সুখকে ফিবিয়ে দেওয়া যায় না? কেন বলা যায় না, আমি সংগ্রামী, আমার সময় নেই, তুমি চলে যাও। বললেও যায় না কেন? মারি চায় না তবু কেন আসে বন্যা? মরাকঠি চায় না তবু কেন মস্তুরীরলন?

শোন, সত্যেরো আউরো না দুটোর আউর গেলো। ভূপেনবাবু বলাছেন যখন সুকান্ত বেরাচ্ছে, আর পথের দাঁড়িপথে যেন এক গ্রাপ করে দেয়। উনিশশুটু যা দেয় নিয়ে আসবি। শোন, দেখে যাও। তুমি কি এখনো দাঁড়িপথে না মেরে-আপে?

(কবিতা)



আপনি বলা মাত্র
আপনার বাড়িতে
উষা

মেশিন নিয়ে
যাওয়া হবে।

প্রত্যেক নগবে ও সকল স্থানে উষা সেলাই কলের
দোকান রয়েছে। অতি সহজেই সে সব
দোকানে গিয়ে আপনার পছন্দমত কলটি আপনি
বেছে নিতে পারেন।

আপনার আরও বিশেষ সুবিধার জ্ঞান আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি যে আপনি বলা মাত্র
আপনার নিকটতম উষা বিক্রেতা আপনার বাড়িতে এসে বিনা খরচায় আপনাকে উষা
মেশিনের গুণাবলী কল চালিয়ে দেখিয়ে যাবে। আপনার কোনও রকম বাধাব্যবস্থা
থাকবে না।

ডাকযোগে কেবল নীচের কুপনটি পাঠিয়ে দিলেই হবে। বাকি যা ক'রনার আমরা ক'রব।

উষা
সেলাই মেশিন

জন্ম
ইঞ্জিনিয়ারিং
ওয়ার্ল্ড লিঃ
কলিকাতা-৩১

আমার বাড়িতে উষা সেলাই মেশিনের
ডেমন্স্ট্রেশনের জ্ঞান আমি আগ্রহী।

নাম.....

ঠিকানা.....

যে কোনদিন.....টা ইহতে.....টার মধ্যে

↑ CUT & POST

এই কুপনটি উষা সেলাই মেশিনের নিকট জন্ম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ল্ড লিঃ, কলিকাতা-৩১
একটোনশন (সর্বোচ্চতম), কলিকাতা-১ ঠিকানায় ডাকযোগে প্রেরণ করুন।

স্মৃতি চরণ

দিলীপকুমার সেন

স্মৃতি

প্রথম বয়সে আমার চার পনের দুটি
এবার বড় হলোও তাকে আমি
পিতৃদেহ, হিসেবে কাকা বলতাম না।
কারণ তব মনটি পৃথকশেও ছিল কিশোরী
বলত-শিশুর কার বাজুকতায়। যে-
কোনো সভাসমিতিতে তিনি এলেই উজ্জল
হয়ে উঠত, কিন্তু তিনি কখনো ভুলেও
নিজেকে সামনে ধরতেন না। এরি তো
নাম সৌকুমার।

ধূসরটির সঙ্গে লক্ষ্যে যোঁদন প্রথম
তার ওখানে হাই সেদিন তিনি কী যে
খশী! উজিয়ে উঠে বসতে লাগলেন,
পিতৃদেহের সঙ্গে এক সময়ে কী আনন্দেই
না তার দিন কাটত! মন ডিঙে উঠল
দেখতে দেখতে—পূর্বরাগ ও প্রণয়ের
যোগে অভূত। আমি যথার্থই গান
গাইলাম। তারপর অভুলদাকে অনুবাদ
করলাম তার নিজের দু' একটি গান
শোনান। তিনি অতি কুণ্ঠিত হয়ে "না না"
কার ধরে গাইলেন তার মিত গাও কণ্ঠে
পাওয়া মনটাকে তুই বাঁধ
কেনরে তুই যখন এখন পরিস প্রাণে
ফির

শীতল বায় আসলে নিশি,
তুই কেন রে হোস উলসী?
(ওরে) নীলাকণ্ঠ অমন করে

হোসেই ফলে চাঁদ।
চলতি ঠৈরবী, কিন্তু তার গানের একটি
বিশিষ্ট ও ছিল বিশেষ করে তার ঠৈরি-
ভাষিমে গানে। এর পরেই তিনি গাইলেন।
রুমক রুমক রুম রুম
নাগের বাজ.....

কিরী পলায়নী সে দুটি চরণ বাড়ে।
ধূসরটি সমস্তের তো বলে উঠল।
"ইউরেকা! এয়ে তো নাম স্মৃতি!"

আমি সাহ দিয়ে দোঁদোঁদে বললাম।
"ধূসর স্মৃতি নয়, বালা গান এর অঙ্গ
ধূসর গেলান টিপার আমদানি
হলো—কেল টুপি বাকি ছিল। আপনাই
তার এ অভাব প্রথম পূর্ণ করলেন।"

এ গানটি যে তিনটি ঠৈরের পর্যায়ে গড়ে
তার প্রমাণ হিসেবে একটি অঘটনের কথা
বলি। অভুলদার গান তখন আমি খুব
গোয়ে দেখছি। হঠাৎ কলকাতার
প্রীতমোদরাস মায়া নিমন্ত্রণ করলেন
কাশীর বিখ্যাত মোতিবাইয়ের গান

শুনতে। এক বাগানবাড়িতে তার গান শুনলে
মুগ্ধ হয়ে তাকে ধরলাম আমাকে কিছু
গান শেখানোই হবে। তিনি বললেন:
"আপনি আগে গান শোনান একটি।"
আমি এই "রুমক রুমক রুম রুম" গানটি
গাইতে তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন: "আমি
আপনাকে শেখাতে পারি যদি আপনিও
আমাকে এই গানটি শেখান।" আমি
মহানন্দে রাজি হয়ে কলকাতার তিনি যে
বাসায় ছিলেন—চিত্ররঞ্জন আভনিউরে—
যেতাম সিনের পর দিন। তিনি আমাকে
শিখিয়েছিলেন অনেকগুলি ভজন। তার
মাঝে একটি ঠৈরবী ভজন—আওত রজ
নন্দলাল ওসী ছব বনিয়া—আমি আমার
কয়েকটি ছত্ত্বতটিকে শিখিয়ে চারটিতে
গাওরাই। আর একটি গান শিখিয়েছিলেন
হংসকামিনী রাগে—লক্ষাগীত।

আমি তাকে দেখাই পিতৃদেহের একটি
সীমপল্লী খেঁহাল—"এ জগতে আমি বড়ই
একা" এবং অভুলদার এই খাম্বাজটি।
আহা কী অপূর্ণই না গাইলেন এ পিক-
কণ্ঠী বাইজি! একদিন আসর করে আমার
বন্ধুবান্ধবদের শোনালাম। ব্রাহ্ম
সংগীতানুগামীও কয়েকজন শুঁকিয়ে এসে-
ছিলেন তার গান শুনতে। আমার মনে
ছিল—অভুলদাকেও শোনানোই হবে, কিন্তু
দুঃখের বিষয়, যোগাযোগ ঘটে নি বলে
শোনানো হয়নি। কিন্তু এবার ফিরে
হারানো খেই ধরি।

শিহরগড়ক অবিস্মরণীয় বলেই
অভুলদার মুখ শোনা এ গান দুটির কথা
মনে আছে, বিশেষ করে শিকতীরটি—পিলু
গলবাজ ঠৈরিতে বানানো। কিন্তু এ সম্বন্ধে
লিখে কী বোকাবো—হরফের মাধ্যমে তো
নয়, কণ্ঠস্বরের মাধ্যমেই যে গানের স্মৃতি।
তাই বেশি বলা কথা—যানকটী পরমা-
সুন্দরীর সৌন্দর্য বর্ণনার পশুশ্রমে যত।

অতঃপর যা হবার তাই হল—ভবিতব্য—
কিনা আমি অভুলদাকে তথা তার গানকে
ভালোবাসে ফেললাম, শব্দ, করে দিলাম
তার গানের প্রচার, আমার নানা কসসাটে
গাওয়ানো আরম্ভ করলাম তার নানা সুন্দর



মুখের
সৌন্দর্য
বাহি করে



রেকোশ্মীর

ফেজ পাউডার

জরতের সর্বত্র খাওয়া যায়

নিম্ন ব্যবহারে

নিম্ন
টুথপেস্ট



একটি
ক্যালকেমিকো
অবদান

ভেলেবেলা থেকে এই টুথ
পেস্ট ব্যবহার করলে দাঁত
শক্ত ও নাড়ী স্বদৃঢ় হয়।

৪৭৮ ১৯৬৮



আলোর ব্যাপারে
কুপণতা করবেন না...

**ফিলিপ্স-এর
আর্কেস্টা**

ব্যবহার করে
সুবিবেচনার
পরিচয় দিন

কর আলোর সেসাই করে
আপনাকে চুট ফোটান না।
না আপনার চোখকে কষ্ট
হবেন না। ফিলিপ্স-এর
'আর্কেস্টা' ব্যতির বানারাম
উজ্জ্বল আলোয় সেসাই
করে সেসাইয়ের আলোক
উপভোগ করুন—এ আলো
চোখে লাগে না।

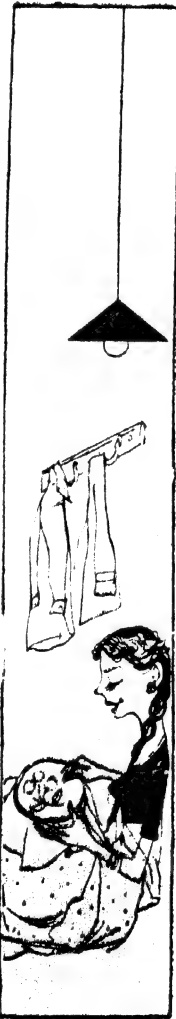
এখন ১২০ ওয়াটের
বাতি পাওয়া যায়।

**ফিলিপ্স
আর্কেস্টা**

এর আলো উজ্জ্বল
অথচ চোখে লাগে না।



ফিলিপ্পাইন ইন্ডিয়া
লিমিটেড



সুন্দর গান আমার ছাত্রছাত্রীকে দিয়ে।
দেখতে দেখতে অতুলসার গান খুবই লোক-
প্রিয় হয়ে উঠল। সে-সময়ে তার গানের
কিরকম আদর হয়েছিল সংগীতরসিকরা
করক বৎসর আগেও বলতেন, বথা সোমনাথ
মৈত্র, উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, মেঘনাদ সাহা,
পাহাড়ী সান্যাল, রেণুকা দাশগুপ্ত আরো
অনেকে। যাক।

অতুলসার গান আমার কাছে ঠিক সময়েই
এসেছিল, কেননা সে-সময়ে আমি বানা
ওপেন্ডের ও কাউন্টার কাছে বিশেষ করে
হিন্দী ঠুংরিতেই তালিম নিচ্ছিলাম। তাই
বাংলাহ ঠুংরি রস পরিবেশন করে আমি
নিখচায় নাম কিনলাম।

"নিখচায় নাম কিনলাম" বলতে অবশ্য
আত্মাঙ্কি, কারণ অতুলসার গান প্রচার করতে
আমাকে কম খাটতে হয়নি, এমন কি
দলবলিগও করতে হয়েছিল তার অনেক
গানর। আমার বলবার কথা শুধু এই
যে সব কিনিদের মতন গানেরও এক একটা
ধুগে আসে। বাংলা গানের রসাত্মক প্রথম
রূপসী ভূমিতে গান বসেন। তারপর
বিবেকচন্দ্র দাঁতন বেহালা ও টম্পাভাণ্ডার
গান—যে কথা আমি তার গান সম্বন্ধে
নানা বক্তৃতা বক্তব্যে সে-সময়ে। এই সময়ে
বাংলাদেশে খণ্ডিত হিন্দুস্থানী গানের গান
অনেক সংগীতরসিকের মনকেই একটু
একটু করে বসিয়ে তুলেছিল। ফল
বাঙালী সংগীতরসিকের ঠুংরি রস
চাইছিলেন বাংলা গানে, কেননা হিন্দুস্থানী
ঠুংরি নানা গানেরই কথা অতি রসালো—
ক্রীমর গায়ক ভুরে কামান চোখ, কপাট
(কিনা নছনকাণ), লোকটু দুল (একটি
গান কিম্বাত ঠুংরি গায়ক শ্রীশ্রীকৃষ্ণশঙ্কর
চক্রবর্তী মহাশয় গাইতেন "নান্দিনী গান
থাকে মুখে লাগে")—এক কথায় নিম্নোক্তগুলি
শ্রাব্য রসে তর। ভদ্র বাঙালী শ্রেণীর
আঁকরে এমন গান পাওয়া অসম্ভব, অথচ
ঠুংরি পেলার আদরকে আশ্রিত করলে
যে অরসিক ভাড়া? এইরকম পরিস্থিতিতে
জাতির হাল অতুলসার নানা ঠুংরি-ভাণ্ডার
গানঃ ইমুক কামুক রূম কমে, শ্রাবণ
কল্যাণে, জানি জানি তোমারে গো রঙ্গ-
রানী চাঁদনি রাত কে গো আসিলে, আমার
বাগানে এত ফুল.....কীত বলব?

অতুলসার তার এই শ্রেণীর বাংলা
গানের মধ্যে দিয়ে যে হিন্দী ঠুংরি অনেক
চমৎকার তান, মিড়, খোঁচের প্রবর্তন করতে
শেখাছিলেন তার কারণ তিনি সুন্দরকারের
প্রতিভা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন, নৈসে তার
গানের বাঙালী কাঠামোর হিন্দী সুব-
কারের চলচ্চিত্র এমন সুন্দর করে পাঠাতে
পারতেন না কখনই। তাছাড়া, লোকগীয়ে
বহু বৎসর থেকে সেখানকার দেবী ঠুংরি
রস তার কানের ভিতর দিয়ে মরমে পণেছিল

তো, তাই যে-রসে নিজে রসিয়ে উঠেছিলেন অপরকে সে-রসের রসিক করে তুলতে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি। কীভাবে লক্ষ্যোয়ের ঠংরি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি স্মৃতি-চারণী জেওই।

বলোছি, বিলেত থেকে ফিরে আমি নানা গুস্তাদের ও বাইজীর কাছে খেয়াল ও ঠংরিতে তালিম নেওয়া শুরু করি। লক্ষ্যোয়ে আছেন বাইয়ের কাছে পৌঁছাই অতুলদারই মাধ্যমে। হ'ল কি, লক্ষ্যোয়ে সেবার যেতেই আছেন বাইয়ের গান শোনার সুযোগ হ'ল এক বাঙালী ভক্তলোকের বাড়িতে। বাইজীর দক্ষিণা অতুলদাই দিয়েছিলেন, কারণ সে ভক্তলোকের পক্ষ অত খরচ করা সম্ভব ছিল না। আমি অতুলদাকে ধরেছিলাম—আছেন বাইয়ের গান না শুনলে মান থাকে না। অতুলদা হেসে বলেছিলেনঃ “কেবল দেখ দিলীপ প্রাণ নিয়ে না টানাটানি হয়।”

বলতে মনে পড়ল ১৩৪৯ ঘটনা। সে-আসরের বাইসাহাবার গান হয় সে-আসরের আমিই ভিলাত কর্মকর্তা। কিছু ওয়া অধ্যাপকের নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে দাঁড়ি, অনেকটাই অধ্যাপক যান হাকাকেশ হয়ে গেছেনঃ “বল কী দিলীপ? আমরা বাইনয় দেখতে যাব?” আমি বলেলামঃ “নাও নয়, শূধু দৈনিক গান।” তাঁরা তবু মাথা চুলকে বললেনঃ “তবু—রাই বো। মনে বাকল না, আমাদের একটা ঠাট্টা পায় রাখতে হয় কিনা?” কী বলি—সিয়ার মত ফিরে গিয়ে অতুলদার মন বললামঃ “তিনি হোসেই কী কী বললেনঃ “শাধ, ঠাট্টা নয় দিলীপ, ঠমকও আছে।”

যাহোক, সে-আসরে দু' একজন অধ্যাপক দুর্গা বলে এসে এক কোণে গানবধ জড়িয়ে ভক্তলোক হয়ে বাসে গান শুনতে-ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন পরে আমার কাছে এসে একদিন ফিসফিস করে বললেন, “দিলীপ, অত্যা কী গানই শোনালে! শুননি, তুমি তাঁর ওখানে যাও গান শিখতে—আমাকে—মানে—ইয়ে—একদিন লজ্বিয়ে নিয়ে যেতে পারো?”

এমনিই গাইতেন আছেন বাইঃ অধ্যাপক যে অধ্যাপক সেও চার জুকের গিয়ে শুনেন আসতে—অতুলদার ভাষায়—প্রাণের মায়া ছেড়ে! যাক।

আমি আছেন বাইয়ের অপূর্ণ চরণ এতই মগ্ন হয়েছিলাম যে, অবিলম্বেই তাঁর কাছে দিনের পর দিন গিয়ে অনেকগুলি ঠংরি শিখেছিলাম। সেকথা পরে বলছি। সেদিন সম্ভায় এ-মহীরসী গায়িকা কী গানই যে গাইলেন সমজদার প্রোতা পেয়ে! কোনোদিন কি ভুলব তাঁর “মুকুটধারী কানহ বজায়ে বাঁসিয়া রে।” সে কত তান, কত মিড, সুরকে নিয়ে কত আদর, কখনো

অপ্র, কখনো আনন্দ.....মনে হ'ল ক'ন সত্যিই মুকুটধারীর মুরলী শুনছি। অতুলদার চোখ আবেশে সজল হয়ে এল সাবাস দিতে দিতে। ধূজটি ও আমরা অবস্থা তথৈবচ। অতুলদার সংগে দাদা পাতয়েছিলাম কি সাথে? অমন খাঁটি সুর-প্রেমিক জীবনে কটাই বা দেখেছি? যাহোক বলি যা বসবার জন্যে এ-প্রসঙ্গের অবতারণা।

পরদিন সম্ভায় অতুলদা আমাকে তাঁর সুরমা ছাদে ডাকলেন। নিজের গান শোনাতে তিনি সত্যিই লজ্জা পেতেন, তাঁর উপর ঈষৎ তোতলামি তাঁর সৌকুম্যকে আরো মধুর করে তুলত। বললেন লজ্জুক সুরঃ “দিলীপ..... ক-কাল রাতে একটি গু-গান বোধছি। ক-কমন হয়েই কে জানে?”

আমি সোৎসাহে ধরলামঃ “একদিন শিখিয়ে দাও।”

পরেণ ধর রচিত পূর্ণাংগ নাটক

শুধু ছায়া

মুদ্রা ২-৫০
সৌখীন সম্প্রদায়ের সম্পদ
সম্প্রদায় পুস্তকালয়গোষ্ঠীতে পাইবেন।
প্রকাশকঃ
বিজয়ী আখর,
৭, ফাঁকির চকবতী লেন, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-১৫৯৪
(সি-১১৬৯)

এলাচ প্রজন্ম উপহাস

২৫টির গার্টেন বোম

দাম ২১ টিকা



আপনার
গায়ের
রংকে
পাঁপড়ির
মত
নিখুত করে তুলুন!

শালিমারের স্ক্রলর মত কোমলতা, মসৃণতা
ও স্বগন্ধ আপনারও হতে পারে, যদি
নিয়মিতভাবে রেমী স্নো এবং পাউডার
ব্যবহার করেন।



একমাত্র পরিবেশকঃ
এভি আর এএও কোং
বোম্বাই—২

অতুলদা: আহা.....শু-শোনোই তো
আগে.....ত-তারপর তো বিচার.....

আমি (হেসে): না অতুলদা, তোমার গান
যখন, তখন আগে ফাঁসি তারপর বিচার।
অতুলদা হো হো করে হেসে উঠলেন—
সে প্রাণখোলা হাসি আজও কানে বাজে।
পরে তাঁর সুকুমার লাজুক ভণিগতে,
স্মৃতিস্মৃতি সুরেলা কণ্ঠে গাইলেন:

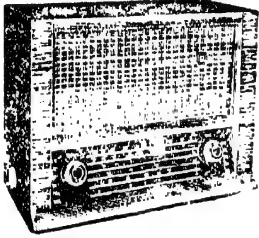
চাঁদিনি রাতে কে গো আসিলে।
উজল নয়নে কে গো হাসিলে।
মোহন সুরে ধীরে মধুরে

পরাণ বীণায় কে গো বাজিলে.....
সেদিন সন্ধ্যায় ধূজটি আসতেই তাকে
গেয়ে শোনালাম এ-গানটি নিজের নানা
তানে মিড়ে সম্মিশ্র করে। ধূজটি আনন্দে
আত্মহারা, বলল হাততালি দিয়ে: “কী
গানই বোধেছেন অতুলদা! উঃ!”
অতুলদা (স্বকণ্ঠে): না না। হয়েছে
কি—দু-দিলীপ গাইছে তো। মৃ-মান—
ক-কণ্ঠ—বুঝলে না?
কিন্তু তারিফের কথা অব্যাহত।
প্রাসঙ্গিক কথাটা হচ্ছে এই যে, এ-গানটি
পরে বাংলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল

এইজন্যই যে, এর ঠাঁর চালে বাঙালী
বাসক পেয়েছিল বাংলা কাঁবতার ভাব ও
হিন্দী ঠাঁরির সুর, দুইয়ের মনোহর
সম্মিশ্র—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, অধুনাব্যবহার
যুগলমিসনের রস। এই সংগে আরো
স্মরণীয়: আচ্ছন্ন বাইরের নানা মর্মস্পর্শী
মিড়, কম্পন ও সূক্ষ্ম কারুকাজ এ-গানটির
মাধ্যম সহজেই অনুপ্রবেশ করেছিল
অতুলদার শিশিপহস্যের আনন্দের সহজ
তাগিদ। তাই না চিরস্মরণীয় উজল নয়নের
চাহনি সুরে বিগলিত হয়ে তাঁর প্রাণের
বীণায় বেজে উঠেছিল। এর পরে আমার
ও কাজ নজরুলের কয়েকটি সুর নিয়েও
তিনি গান বোধেছিলেন কয়েকটি।
এইজন্যই বলছিলাম, তিনি এসেছিলেন
বাংলা গানের সুর-উচ্ছলতার জোয়ারের
দিনে তাঁর সুকুমার হৃদয়ের প্রেম নিয়ে,
লাজুক মনের মাধ্যমে নিয়ে সূক্ষ্ম আবেশের
রং নিয়ে। এক কথায় তাঁর গান হিন্দী
ঠাঁরির নকল ছিল না বরংই বাঙালী তাঁর
রসসংগীতকে সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং
ভবিষ্যতেও করবে যদি তাঁর গানের প্রাণের
রসটি ঠিক মত পরিবেশন করা যায়।

কিন্তু বলি, এই সূত্র আমার এই
সময়কার জীবনপটের আরো কিছু কাহিনী
—কেন না তা থেকে সে সময়ের সংগীত-
আবেশের কতকটা পরিচয় মিলবে।

হোলার কথা আমি ভুলি নি, তাঁকে
মাঝে মাঝেই সব খবর দিয়ে বড় বড় চিঠি
লিখতাম। তিনিও বহুশী হয়ে লিখতেন—
চলো গানের অভিসারে। রবীন্দ্রনাথও
নিতেন দিলাশা। সর্বোপরি, বাঙালী ও
অবাঙালীর মধ্যে বহু অনুরাগী অনু-
রাগিণীর উৎসাহ ও প্রশংসমান দৃষ্টি
আমাকে উদ্দীপিত করে তুলল। আমি
সুভাষের সংগে পরামর্শ করে ঠিক করলাম
যে, কলকাতায় একটি মস্ত সংগীতসদন
তৈরি করতেই হবে—মিউজিকাল আক্যাডেমি।
ইতপূর্বে শ্রীমানমোহন মালবা আমাকে
দু-তিনবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর
কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতের
আসন (chair) গ্রহণ করতে, ও আমি তাঁকে
ধনবাদ দিয়ে লিখেছিলাম যে, কলকাতায়
আমাকে একটি সংগীত প্রতিষ্ঠান গড়ে
তুলতে হবে, কাজেই.....ইত্যাদি। বসন্তে
ভুলেছি, রবীন্দ্রনাথও আমাকে সন্মানে ডাক
দিয়েছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনে। সেখানে
মাগুরার লোভ আমার খুবই ছিল—বিশেষ
করে তাঁর দুর্লভ সংগের লোভে, কিন্তু
শাখ, যে কলকাতা আমাকে পেয়ে বসেছিল
তাঁই নয় আমার পরম শূভার্থী, আত্মীয়
ও বন্ধুরা সবাই বাধা দিলেন। শরৎদা
বললেন: “তুমি গেলে আমাদের গান
শোনাবে কে?” সুভাষ বলল: “দেশের
কাজে চারিটি করে টাকা তুলবে কে?”



রেডিও এণ্ড ফটো স্টোর্স

৬৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।

ফোন : ২৪-৪৭৯৩

সর্বক্ষণ প্রযুক্তির জন্য



মধুর সুগন্ধযুক্ত, মোলায়ম ট্যালুক
পাউডার এবং অন্য টয়লেট পাউ-
ডারে বেই, ডকের দাগ এবং ঘামের
দুর্গন্ধ উৎপাদক জীবাণু বিনাশকারী
জি-১১* যুক্ত...তবুও গোদরেজ
টয়লেট পাউডারের দাম বেশী নয়।

অতি সস্তর ঘামাচি, চুলকানি হারা-
ভাবে ঘুর করে...তাই শিশুদের
বিশেষ উপযোগী।

গোদরেজ

টয়লেট পাউডার
দুর্গন্ধ নিবারক ডকের
পরিচয় করে সুগন্ধযুক্ত আনন্দপায়ক

সর্বোপক্কা স্ক্রল পেতে হ'লে সিঁহল
দিয়ে ছানের পর ব্যবহার করুন।

(★ পোট্টো কেমিক্যালস ইন্ড এন্ড, পি.)

গোদরেজ সর্ব শ্রেষ্ঠ সা বা ন ও অন্যান্য এসএন সামগ্রীর নির্বাচ

৯ আশ্বিন ১৩৬৬

বেশ

অতুলদা বাসন্তসময় হুয়ে লক্ষ্মী থেবে রসিকতা করে পত্র লিখলেনঃ “বাংলা বদশে গান ছড়িয়ে দিতে হলে কলকাতাকেই তোমার সন্মারানী করতে হবে।” পরে আমার সংগে দেখা হতে তিনি বলেছিলেনঃ “দেখ দিলীপ, রবীন্দ্রনাথ বিরাট পুরুষ, কিন্তু জানো তো বড় গাছের আওতায়ে এমন কি চারাগাছও বাড়তে পায় না.....” ইত্যাদি। এ সূত্রে বলি—রবীন্দ্রনাথের সংগে বাংলাগানে গায়কের তানবিস্তারের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রাচীন আমার সোন্দর চলত সে-স্বাদের অতুলদা ছিলেন আমার দিকেই। কিন্তু এনির্বিশ্বাসী অজ্ঞাতশত্রু মানুষটি কারোর ঘরেই আঘাত দিতে চাইতেন না, তাই আমাকে বলতেনঃ “রবীন্দ্রনাথকে বোলো না কিন্তু দিলীপ, তুমি আবার যে মুখহলসা মানুষ—ভয়ে মরি।” আমাকে নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সীমা ছিল না—কণিকার মাথায় আমি কখন কী করে বসি।

এই মানুষটির মধ্যে দেখেছিলাম আশ্চর্য আপন করে নিওয়ার শক্তি। লক্ষ্মীতে তাঁর নিরুপম নিকটতম তাঁর কত যে ভক্ত ও অনুসরণী তাঁর সাধা মজলিশের গলগলপের মনসানিগল উজ্জ্বল উঠত সে একটি দেখবার মিনিস ছিল। কিন্তু গলগলপ ভালো-বাসলেও তাঁর প্রাণের উপজীবী ছিল—গান। তাঁর একটি স্মরণে গান তিনি জোনপূর্বী তেজিতে বাঁসার ফাদে প্রায়ই ধোলাতনঃ ওগো দুখ সাখার সাথী, সাগরী দিন রাত, সাগরী মোর। তুমি মনসানিকতার মাস্ত

শীতল শান্তির সোর। তাঁর একটি স্মরণার্থে গান সমস্তের একটি বড় অপরাধ স্মৃতি মনে পড়ে। অতুলদার ও গানটি আজো আমার কাছে সর্বদা প্রিয় আছে। ঠিকই ঘরে বাঁধাঃ কী আর চাইলি বলা হে মোর প্রিয়। শব্দঃ তুমি যে শিব তাহা ব্যক্তিগত নিও। যে পথে চলার নিজে চলিবে

চাব না পিছ
তুমি যাহা ভালো বোঝো তাই করিও।
বলিব না রেখো সখে,

চাছো যদি রেখো দুখে
আমার ভাবনা প্রিয় তুমি ভাবিও।
দেখ সকল আনিল মালা,

ভক্তি চন্দন থালা,
আমার এ শব্দে ডালা তুমি ভরিও।

একদিন অতুলদা কি কাজে বাইরে গেছেন। আমি তাঁর ঠাকুর ঘরে একলা বসে এ-গানটি গাইতে গাইতে ভাবাবেশে চোখের জল রাখতে পারি নি। গানের শেষে উঠে দাঁড়াতেই দেখি—সামনেই অতুলদা—তাঁরও চোখে জল। আমাকে জিজ্ঞেস ধরে বললেন গান কণীঃ “জানো দিলীপ, এ-গানটি আমি দেখেছিলাম আমার জীবনের এক

দারুণ দুঃখের সময়ে—বধূন ঘনে হরৌজলবাচ্-সে কথা আর একদিন বলব—” বলেই চোখের জল গোপন করতে হুটে বেরিয়ে গেলেন। সেদিন আমি অতুলদাকে দেখতে শিখি এক নতুন দৃষ্টিতে। জীবনে দুঃখ পায় শতকরা একশোজনই। কিন্তু কজন বেদনাকে বোধনায় রূপান্তরিত করতে পারে অন্তঃশক্তির রসায়নে? গোটে বলতেন প্রায়ই যে, গভীর দুঃখ পাওয়াও সাধক যদি সে-দুঃখে একটি গানও ফুটে ওঠে অধারে তারার মত। কিন্তু একথা সাজে করিবই মুখে। সাধারণ মানুষ দুঃখে হাহাকার করেই মরে, এক কবিই দুঃখের দহনে ধূপের সৌরভ বিস্ফাবার শক্তি ধরেন। অতুলদা ছিলেন কবি তাই পেরেছিলেনঃ

হৃদয়ের শব্দ শুনে

চমকি ভাবি ঘনেঃ

ঐ বৃক্ষ এল বধূ ঘাসুল চরণে।

পরশে লাগলে বাধা ভাবি বৃক্ষ—

আমার ছুঁলে।

বধূ আমার

আর কীতকাল থাকব বসে দুয়ার খুলে

বধূ আমার।

এর পরে অতুলদার সংগে আমার স্নেহ-সম্বন্ধ নিহিত হয়ে উঠল দুটি আনন্দের বোগাযোগেঃ এক আমি তাঁর গান সর্বত প্রচার করার ফলে তিনি গানের পর গান বাঁধতে আরম্ভ করলেন—একে বলতে পারি সাংগীতিক লাভ। দুইঃ আমাদের গানের আনন্দ পেতে আমরা নানা অভিব্যক্তি করে, করলাম—কখনো মধুপূরে, কখনো সুন্দর-বন স্তম্ভারে, কখনো বা শিমুলতলার আমার কোন মায়ার সুন্দর ভিলায়। এক নাম দেওয়া যেতে পারে হারিক লাভ। দুয়ের বোগাযোগে গান গান আমরা যেন মাতুল হয়ে উঠতাম অতুলদা যোগ দিতে না দিতে। কিন্তু তাঁর গানের কথা ফিরে আসি।

আমি দিনের পর দিন তাঁর কাছে তাঁর নানা গান শিখে তানবিস্তারের সন্ধান করে শব্দে যে কাঙ্গার নানা শহর গারে বেজাতম হুই নর, ঐ সংগে নানা বক্তৃতা দিয়ে সাংগীতরসিকদের সাংসার বেকতাম—অতুলদার সরেকর বৈশিষ্ট্য কোথায়। কিন্তু এ নিয়ে বহু সেকা লিখেছি, তাই আজ আর নতুন করে এ-গবেষণা করতে মন চায় না। শব্দঃ এইটুকু বসলেই যথেষ্ট হবে যে অতুলদার গানের সহজ সরল কথার আবেশে হৃদয়ের সন্তোষার্থে মাধ্যমে সত্যিই এক বিচিত্র রকমের সত্যি করতে যাতে সাংগীত কোঁসদা সবাই অকুণ্ঠ হয়েছিলেন। আজ বাংলাদেশে শ্বিজেন্ড-লালের বা তাঁর গানের শব্দ সে-আলর নেই শব্দঃ রবীন্দ্র-সঙ্গীতেরই জরজরকার। আমিও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুসরণী। কিন্তু শব্দকার হিসেবে আমি আজো শ্বিজেন্ড-

পূজার ওরিয়েন্টের প্রকাশিত

আইবরনী ৪.

এবারের অভিনব পূজা-বার্ষিকী

পূজার পাঁচমিশালী গল্প

টক আল বোলতা মিতি

দুন্দবুত্তের বিশ্রুনাট্য

জলপ্রিয় নাটকের পরবর্তী খণ্ড

কল্যাণী প্রামাণিকের

খোকনবাবু

ছবি ও কবিতায় ধরা পড়েছে খোকন

ধীবেন বালের

তালপাড়

শিশুমনে তালপাড় করলে

ঠেকে হাবল শেখে

ছোটকা কে না জেনে এই হাবলকে?

কাড়াকাড়ি

কাড়াকাড়ি তৈরী করে কটিন

জমজমাট

পাতায় পাতায় ছবি আর গল্প

আটখানা

গল্প আর গল্প-হাসি আর হাসি

সব বইগুলিই কাগজ বাঁধাই

ছবি ও ছাপাতে রচিত পরিচায়ক

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

কলিকাতা-২৬। ফোনঃ ৫৭-১৭১৬।

কুঁচ তৈল

হেস্টা দলত ভিন্ন মিশ্রিত।
টাকনাশক বেগে বর্ষিক
কারক বেগে পতন
নিরবক, মরামস, অকলগকতা। স্বাধীনভাবে বর্ষ
করে। মূল্য ২/-, বড় ৭/-, জো মূল্য ১০/-। ভারতী
ওষধালয়, ১২৬৮ হাজরা রোড কালীঘাট,
কলিকাতা-২৬। ফোনঃ ৫৭-১৭১৬।

রমণীজনের স্বাস্থ্য

এ সংখ্যের জন্য



কেশরী কুটীরাম প্রাইভেট লিঃ
১১৮ পেট্রো, মাদ্রাজ-১৫

লাল ও অতুলপ্রসাদেরই বেশি পক্ষপাতী। এ নিয়ে বেশি নাই বললো—রবীন্দ্রনাথের সংগীত যাঁরা সজিই ভালোবাসেন তাঁদের মনে আঘাত লাগতে পারে, কাজ কি? তাই আমি তাঁকে পাশ কাটিয়ে শুধু অতুলদার সুরভঙ্গি ও কলাকার, সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কথা বলেই ক্ষান্ত হব।

আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে পিতৃদেব কি অতুলদার শ্রেষ্ঠ গান বাংলাদেশে আজকের দিনে খুব বেশি লোকপ্রিয় হবে না। তবে লোকপ্রিয়তাকে আমি কোনো শিখেরই একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে গ্রহণ করতে পারি নি। কোনো শিখের শ্রেষ্ঠ

আবেদন কোথার ও কোন পথে ফুটে ওঠে তার বিচার করতে হলে সব আগে বিচার করতে হবে “কার কাছে” ফুটে উঠছে, বিচারক কে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কাবোর রস কোন নিকষে কষতে হবে এ নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সংগে বহু আলোচনার অন্তে আমি তাঁর মতে সায় দিতে বাধ্য হই—যেকথা তিনি আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন—যেঃ “Contemporary judgments we know to be unreliable; there are only two judges whose joint verdict cannot easily be disputed: the World and Time, but the world's verdict is secure only when it is confirmed by Time—the verdict of posterity.”

অর্থাৎ জনমত আর কাল এই দুই বিচারকের রায়ই প্রামাণ্য, এবং জনমতের রায় বলতে বোঝায় না তার আজকের রায়, বোঝায় অনাগত বিশ্বের লোকমতের পাকা রায়। রবীন্দ্রনাথও একথা বলতেন প্রায়ই নান্য সূত্রে যে, সমসাময়িকদের বিচার নির্ভরযোগ্য নয়। আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেনঃ “নিজের বিচারব্যাপ্তি আমি অঙ্গভাবে বিচার করি নে।.....আমাদের ছুটির পরে যে-আনন্দত বসবে তার উপরেই শেষ বিচারের ভার রইল। কিন্তু হায় রে, শেষ বিচারের দরবার শতাব্দীর কোন প্রান্তে বসবে তা কেউ বলতে পারি নে।” (তীর্থ-কর, ১৯৯ পৃঃ) মোক্ষা কথা, মানুষের রচিত তাপমান যন্ত বহু ওঠাপড়ার পর কাস্মিতপাতে থানিকটা খিতরে না এলে কোনো কলাকরুর যথার্থ দাম দর্য সম্ভব নয়।

তাঁই আমার মনে হয় যে, শিবজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্ত বা অতুলপ্রসাদের গানে সুরভঙ্গির বেশিটা আজ সাধারণের কাছে যেমন আসে না, পোলেও আমাদের ক্লর হবার কোনো কারণ নেই, মোহকু কালের দরবারেই হবে শেষ বিচার—যাকে কেউ কাটিতে পারবে না। সব বিচারই সাময়িক, কাজেই অপেক্ষা।

এইটুকু মাত্র বলে সংক্ষেপে দু'কথার 'বল কেন অতুলদার শ্রেষ্ঠ গানকে আমি গানের দিক থেকে রসোত্তীর্ণ মনে করি। এখানে একটু থোমে বলে নিই, গানের দিক থেকে রসোত্তীর্ণ বলতে কী বোঝছি।

অতুলদার অনেক গানেই ছন্দের খুঁত আছে। উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য হবে—যেকোন ছন্দেই তাঁর নানা মনোজ্ঞ গানেও ছন্দপতন ধরতে পারবেন। এরকম ছন্দেব খুঁত রবীন্দ্রনাথেরও অনেক গানে আছে, শিবজেন্দ্রলাল রজনীকান্তেরও কোনো গানের মাত্রা সুরের টানে টেনে পড়তে হয়। কিন্তু তবু বলব যে অতুলদার ছন্দের কান রবীন্দ্রনাথ, শিবজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্তের মতন অনুশীলিত ছিল না। মানে তাঁর অনেক গানে এমন সব ছন্দপতন আছে যাকে সহজেই নিখুঁত করা যেত এবং করলে সুরের জলস বাড়ত বৈ কমত না। এরূপ ক্ষেত্রে যে গানের ছন্দও নিখুঁত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এ নিয়ে বোধ করি রসিক সমাজে মতদৈর্ঘ্য হবে না।

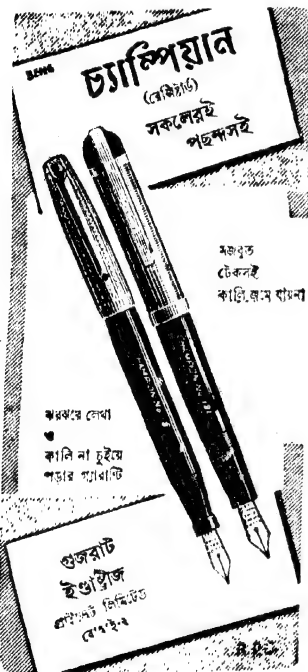
কিন্তু একথা বলার সংগে সংগে মানতেই হবে যে অতুলদার অনেক গানেই যেখানে ছন্দের ফাঁক সুরে এমন অপূর্ণ্য আছে ভরাট করা হয়েছে যে সেখানে ফাঁক রাখা অনায়াস হয় নি—সেখা দর্য যাক তাঁর “শুধু তুমি যে কবি তাহা ব্যক্তিগত দিও।” রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গানের নজির দিচ্ছি আমার এ-ওকালটির স্বপক্ষেঃ

না না গো না কোরো না ভাবনা
হৃদি বা নিশি যায় যাব না যাব না.....

চিরকুমার সভার এ-গানটি সুরের শোনবার সময় আমার মন আনন্দে উজ্জ্বল উদ্বেজল—তাঁই বলছি এ-গানে ছন্দপতনকে খুঁত বললেই ভুল হবে। নতুনটা চিত্রাঙ্গদার অধিকাংশ গানেই রবীন্দ্রনাথ এই ভাবেই সুরের জন্যে ফাঁক রেখেছেন তাঁর ছন্দ। আমি এ-গানগুলি সুরের সংগাতে শুনি নি, তবে মনে আছে রবীন্দ্রনাথ আমাকে প্রায়ই বলতেন যে কারো ছন্দকে নিখুঁত করা চাইই বটে, কিন্তু গানের বেলায় সময়ে সময়ে সুরকে ছাড়া দেওয়ার জন্যে ছন্দের ফাঁক রাখলে অপরাধ হয় না।

একথা সম্রাধে মেনেও বলব যে অতুলদার অনেক গানের ছন্দে এরকম ফাঁক সমর্থনীয় হলেও তাঁর অনেক ছন্দে—তথা মিলে—কান ব্যাহত না হয়েই পারে না। কিন্তু এটুকু উল্টো গেয়ে ফিরে তাঁর গানের সাধবাদের বলতে পারি অসংকেচেই যে, তাঁর শ্রেষ্ঠ গানে মন যে গভীর আনন্দ পায় তার জন্যে সংগীতরসিকদের কাছে তিনি চিরদিনই বাংলার একজন বড় কবি না হোন, সুরকার বলে আদরণীয় থাকবেনই থাকবেন।

(তমস)



এজেন্টসঃ আলকা ট্রেডার্স,
বি-২১৪, লাগরী মার্কেট,
৭১, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

সত্যীশ কবিরাজের
মহাভূক্তরাজতৈল

পারিকল্পনা কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানচাৰ্য স্বৰ্গীয় ডাঃ জ্ঞান-চন্দ্র ঘোষ, ডি. এস. সি কতৃক পরীক্ষিত ও সন্মোদিত।

আর্য্য ঞ্জয়ধালয় - কলিকাতা

বিশ্ব-বিদিশা

কন্যাসন ব্যাপারে ভাবী জামাতার যোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখবার মান। অদ্ভুত রকমের দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। সম্মার এক মোড়কাল-ছাত্র একবার এক ধনী মহাজনের কন্যার প্রেমে পড়ে। কিন্তু ছাত্রটি ভাবনার পড়লো এই জন্যে যে, ধনীর কন্যা যেভাবে ঐশ্বর্যের মধ্যে পালিতা হয়েছে তার পক্ষে সেই ঠাট বজায় রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু ছেলেটি দমে গেল না। খবর নিয়ে জানতে পারলে সেই মহাজন লোকটি এক সামাজিক জ্যাড়ী। একথা জানবার পর ছেলেটি মহাজনের কাছে গিয়ে এক বিচিত্র প্রস্তাব পেশ করলো। একলো, বিবাহ সাপে ভর্তি একটা কামরায় সে এক রাত কাটাবে। মহাজন বাতী হয়ে জানালে যে, সে যদি সেই রাতের পর জীবিত থাকে তাহলে কন্যাসন তার সম্পত্তির একাংশ দান করবে।

দাতার শর্ত অনুযায়ী সেই মহাজন লোক কর্তৃক বিবাহ সাপে প্রবেশ বেছে নেওয়া হয়। একটা ঘরে ভর্তি করে দিলে। মহাজনের ঘরে ঢুকলে সেখানে কিছু ভয় বা উদ্বেগ কিছু প্রকাশ পেল না। কথামতো সে ঘরামধ্যে সাপভর্তি সেই ঘরে প্রবেশ করলো। পরদিন সকালে দরজা খুলে দিতেই হাসতে হাসতে সে দেখিলো এনা। মহাজন তার কথা রাখলো। পরে অবশ্য জানতে পারলে যে তার জামাতা ধর্ম পাল সাপের ঘরে রাত কাটিয়েছিল, কিন্তু এখন আর উপায় কিছু নেই।

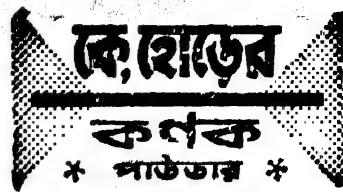
আফ্রিকার গ্রন্থভাসের এক বর্ণিকা কুমক-কন্যার পাণিগ্রহণ করার অভিপ্রায়ে ড্যান এন্টলারহুয়েস নামক এক যুবক একটি সিঁহটিকে ধরে তার দুই দাঁড় শর্ত পালন করে। পালওয়ানের মতো চেহারা হলেও ড্যান বাঘ-সিংহ ত দূরের কথা একটা বিড়াল ছানাও কোন্‌দিন হাতে ধরেনি। নতুন ভালমানুষ একটা দৈত্য বলে সে অণ্ডে ওর খাতি ছিল। কেউ কেউ তাকে কাপুরুষও বসাতো। ড্যান এইসব মন্তব্য নির্বিকার চিত্তে সহ্য করে যেত এবং ক্রমে সে কুমক দুইটা এন্টলার হুয়েস জয় করে নেয়। এন্টলার বয়েস তখন মাত্র আঠারো এবং তার বাবার ইচ্ছে ছিল না এমন জামাই করে তার অবর্তমানে লোকে যাকে গ্রাহ্য করবে না।

এন্টলারকে লাভ করার কঠিন শর্ত ঠিক হবার পর এক সপ্তাহ ধরে ড্যান সিঁহটী-

দের আচরণ লক্ষ্য করে যেতে লাগলো এবং যেটাই সে পশ্চাদ্গম্যভাবে লক্ষ্য করতে থাকে ততাই সে তার শর্ত পালনে বিরাম করুক বিষয়ে অবহিত হতে থাকে। ড্যান বুঝলে যে কুমক জানোয়ারটির একটি বটকামিতেই অস্থিগঞ্জ চুরমার হয়ে যাবে।

এক সপ্তাহ পর কিন্তু ড্যান বৃশ কুমক জোয়ানসায়নের কাছে জামালে, সে শর্ত পালন করতে প্রস্তুত। বৃশ বললে "তোমাকে আমি পশুপ্রাণিক এবং একটি কুমক দেব। কিন্তু তুমি যদি তা লাবহার কর তাহলে এন্টলারকে লাভ করার কথা ভুলে যেতে হবে।"

টাকে তার সিঁহৎসংকুল অণ্ডে ওরা



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক
ডাঃ শ্রীশাশুভষণ দাশগুপ্তের ভূমিকা সম্বলিত
অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের

প্রাচীন কাব্য

সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব-মূল্যায়ন

".....গ্রন্থমধ্যে সচকিত হইয়া উঠিবার অনেক অবকাশ রহিয়াছে, ইত্যাকই আমি গ্রন্থখানির স্বরূপকে বড় অন্বেষণ বলিয়া মনে করি এবং সেই কারণেই প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ হিসাবে আমি এই গ্রন্থখানিকে প্রবর্ত্তা জানাইতেছি।" —ডাঃ শ্রীশাশুভষণ দাশগুপ্ত।

মূল্য : আট টাকা

[প্রাচীন কাব্য-পাঠক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রী

এবং গ্রন্থাগারের পক্ষে একখানি অপরিহার্য গ্রন্থ।]

প্রকাশের অপেক্ষায় প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত
অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের কুমদরজনের কাব্যবিচার

গ্রন্থানলয়, ১৭২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

নব কালবরে পূজা-সংখ্যা

সাঁচত্র ভারত

১লা অক্টোবর আত্মপ্রকাশ করছে।

বহু কাউন এঁকেছেন প্রখ্যাত শিল্পিরা, সুখপাঠ্য গল্প ও রম্য-রচনা
লিখেছেন সুখ্যাত লেখকরা আর থাকছে অগণ্যত ছবি।

সাঁচত্র ভারত পূজা-সংখ্যার

দাম : ১-৭৫ ন. পু.

এখনই লিখুন : সাঁচত্র ভারত

৮৬ ধর্মতলা স্ট্রীট :: কলিকাতা-১৩



মুন্সীগঞ্জের মাসচেস্টে শহরে মোটরচালকদের রাস্তায় চলতে সাইকেল-আরোহীদের সংপর্কে অবহিত করে তোলার জন্য সম্প্রতি ফেলেমেয়েরা রাস্তায় সাইকেল নিয়ে শূয়ে পড়ে এইভাবে ধর্মঘট করে। ১৯৫৮ সনে মোটরবের ধাক্কায় ১৩৩৭টি দর্ঘটনা ঘটে।

পৌছিল বিকালের দিকে। ড্যান বন্দুকটা ট্রাকে বসে পিছনের পায়ের ডাণ দেখে দেখে অসংগামী সড়কের দিকে এগিয়ে চললো। সন্ধ্যার মধ্যে ড্যান এসে পৌঁছিলো একটা জলকরা গাভীর ধারে। সিংহের পায়ের বাগ দেখানে এসে মিনিরে গেছে। ড্যান সেখানে একটা ফাঁস পাওয়া এবং সে আর বহু অসংগতকারীরা সেই জলের গাভীর চারদিক ও পেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

বিশ্রুত পুর পিরট এক সিংহীকে সেই জলাশয়ের ধারে আসতে দেখা গেল— সেই দলের সেই কখনো অত বড়ো সিংহী

দেখানো। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে সিংহী ফাঁসে পড়লো। একটা দড়ির ফাঁস হাতে নিয়ে ড্যান এগিয়ে গেল। ফাঁসটা গলায় ভিড়িয়ে দড়িটাকে গাভীর খেঁচ সিংহীর সন্ধ্যা পাক খাইতে তাকে আটকিয়ে দিতে ফেললো ড্যান। তারপর একটা সন্ধ্যা এক কেহানীর পাউট দূর দূরে নিলে। অসংগতকারীদের অসংগতভাবে চলে উঠে স্থানটা। কিন্তু ড্যানকে সেই সিংহীকে ধরে প্রহার করতে দেখে অসংগতভাবে ভয়ানক আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। বিশ্রুত ধরে মানস আর বহু মধ্যস্থতি হয়ে বড়ো

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সিংহী খানিক-কণ ড্যানের চোখে চোখ রেখে আসতে আসতে চলে গেল।

বৃষ্ণ কৃষকের কাছে গিয়ে পৌঁছবার আগেই ড্যানের এই বৃষ্ণসাহসিক কৃতিত্বের কথা তার কানে পৌঁছে গিয়েছিল। ড্যান সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই জোয়ানেস্যান বললে: "অনেক বাহাদুরী দেখিয়েছ, যতোটা চেয়েছিলাম তার চেয়েও বেশী। এফিল: এখন তোমার।"

ব্যুরেশ এয়ারের এক মেয়ের পার্শ্ব-প্রার্থী হয় দুই মূরক। দুজনেই ওরা দূত গাড়ি চালানোর ওস্তাদ। মেয়েটির পিতা ঠিক করলে, দুত গাড়ি চালানোর প্রতিযোগিতায় তাদের মধ্যে যে জিতবে তারই হাতে কন্যাকে অর্পণ করবে।

সেইমতো ওরা দুজনে গাড়ি নিয়ে দৌড় আরম্ভ করলে, কিন্তু মেয়েটিকে লাভ করলে যে শেষে পৌঁছেছিল সেই। কারণ তার প্রতিদ্বন্দ্বী একশতের অধিক মাইল বেগে চলাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে বসে।

*

ইওরোপ বিজ্ঞানে খোঁজ এগিয়ে যাক, সাধারণ মানুষের কল্যাণের দিক থেকে তখন অনগ্রসর দেশের চেয়ে কম নয়। জার্মানীর দূর পাহাী অঞ্চলে যাদের বাস ক্ষেতনকার গতকর্তীদের একটা কলংপার আছে যে, হিবিশ এপ্রিলের রাতে বইয়ের শের হলে ডাইনীর হাংপার পড়তে যত এবং এই বিশ্রুত তারা একপ্রকার স্বেচ্ছা প্রদ্রুত করে ডাইনীরের হাত থেকে বলা পাকর প্রতিরোধক হিসেবে। প্রাচীন এক কিসদমতী অনুসারে এই বইটি হলো ডাইনীরের উৎসব বারি এবং তারা সাধারণ লোকের অনিষ্ট করে বেড়ায়। আজ এই ১৯৫৯ সনে লন্ডনকে এই কলংকরটাকে ছেদে উড়িয়ে দিলেও অনেক আছে যারা এই রাতে বাড়ির বাইরে বের হবার কথা ভাবতে পারে না। তাদের ভয়, এই রাতে বাদড়ের মত নিঃশব্দে দূতগামী এক অকৃত্রিম খাপরে পড়তে পারে। কিসদমতী আছে, "এই রাতে যদি কোন গির্জা বা কোন বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখা যায় তাহলে তার দোষ নেও না যেন। ভেতরে ডাইনীর উৎসব করে এবং তোমায় দেখলে আবার করবে পরে।"

নিজদের বাড়ির মধ্যে থেকেও লোকে নিরাপন্ন ভাবে করে না, অনেকের বিশ্বাস, ডাইনীর মাঝবাত পশ্চিম বাড়ির দরজায় দরজায় ঘেঁষাফেঁসা করে। যারা বিশ্বাস করে তাদের মতে কুনিপারের ডাল দরজার বেধ রাখলে ডাইনীরের করে সরিয়ে রাখা যায়। কারণ বলা হয় এই যে, ডাইনীর কুনিপারের অসংখ্য পাতা গনোতে গনোতে ঝেঁপে হারিয়ে ক্রান্ত হয়ে সরে পড়ে।



শূলামূত

ভারত গভ: রেজি: নং ১৮৫৪০৮

অল্পশূল, পিত্তশূল, অল্পপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মন্দাগ্নি ও পেটের মানবীয় বেদনার মর্হোষধ।

দেখিগু গাছ গাছড়া হইতে আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত। লবঙ্গজলে নবজিলন লাভ করিবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।

৩২ তোলা টিন ২-২৭ নং, ১১ তোলা টিন ১-৩৭ নং
পটিকারী দ্রব স্বতন্ত্র ডাঃ মা: প্রথক।

শূলামূত ওষধালয়

৪৮, মোকোং বাসু লেন, কলিকাতা-২

বিউটি মেডিক্যাল স্টোর্স

৭১, কালি, স্ট্রীট, কলিকাতা-২

বৈদেশিকি

ইউ-এন-এসে মিস্থেচ য়ে বক্তৃতা দিয়ছেন তাত্তে তিনি চাব বক্তরের মধ্যে পশ্চিমী যাবতীয় রাষ্ট্রের সৈন্য-সামগ্র্য ও সামরিক অস্ত্রশস্ত্র সাজ সজ্জা বিলোপ সাধনের একটি প্রস্তাব করেছেন। মিস্থেচের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভিত্তি বাপ এই কাজ নিষ্পন্ন করতে হবে। প্রথম বাপে "মধ্যযোগ্য কন্ট্রোল" এর ব্যবস্থা য়েখ সোভিয়েট রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের সৈন্যসংখ্যা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ১৭ লক্ষে এবং বটেন ও ফ্রান্সের ক্ষেত্রে সাড়ে ছয় লক্ষে নামিয়ে আনা। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সৈন্যসংখ্যাও কমাতে হবে, তার পরিমাণ কী হবে সেটা ইউ এন আসেমব্লীর একটি বিশেষ অধিবেশনে অথবা এই উদ্দেশ্যে একটি বিশ্বসম্মেলন আহ্বান করে স্থির করতে হবে। সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও কমাতে হবে, অর্থাৎ হ্রাস করার পরে প্রত্যেক রাষ্ট্রে অবশিষ্ট সৈন্যসংখ্যার উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র থাকতে পারবে। পশ্চিমী ধাপে অবশিষ্ট সৈন্য-বাহিনীগণের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করতে হবে। বৈদেশিক য়েসব সামরিক ঘাট্টা আছে সেগুলো তুলে দিতে হবে এবং সেইসব ঘাট্টা থেকে সৈন্যসামগ্র্য স্বদেশে ফিরিয়ে এনে তাদের সামরিক কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। তৃতীয় ধাপ সমস্ত রকম নিউক্লিয়ার এবং বাকট অস্ত্র নষ্ট করে দিতে হবে। বাসায়নিক এবং জীবগণ, যুদ্ধ চালানোর উপকরণ তৈরি এবং রাখা নিষিদ্ধ হবে এবং ঐরকমের সমস্ত মজুত উপকরণ প্রত্যেক রাষ্ট্রের কাজ থেকে নিজে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের তত্ত্বাবধানে নষ্ট করে দেওয়া হবে। সামরিক উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং যন্ত্রের জন্য অর্পে এবং অনাবিধ উপকরণ উন্নয়নের কাজ নিষিদ্ধ হবে। যন্ত্রের জন্য কোনোরকম শিক্ষা দেওয়া চলবে না, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ-ভাবে কোনো সামরিক সংস্থা বা ভলান্টিয়ার দল রাখা চলবে না, যুবকযুবতীদের সামরিক শিক্ষাদান প্রত্যেক রাষ্ট্রে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হবে। কোনো রাষ্ট্রের বাজেটে কোনো সামরিক উদ্দেশ্যে টাকা ব্যয় করা চলবে না।

মিস্থেচের এই প্রস্তাব একটি ই-ই পাড়ে ধাবার মতো ব্যাপার নয়, পশ্চিমা মহলে এই তাব রক্ষা করা হচ্ছে। কাজের কাজ কিছু হোক না হোক, মিস্থেচ

প্রোগ্রাম-কার দিক থেকে লাভবান হতে পারেন, এই ভয় রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, সোভিয়েট নেতার প্রস্তাব ভালো করে তলিয়ে না দেখে কোনো মতামত দেওয়া যায় না। কেউ কেউ আবার মিস্থেচের প্রস্তাবের মধ্যে পশ্চিমা দৃষ্টি-কোণের দিকে সোভিয়েটের এগিয়ে আসা প্রমাণ সাবিত্য করেছেন। ব্রিটিশ কতীরা বলেছেন যে, সোভিয়েট পতনমুখে অত্যন্ত ভীতিকর পরিস্থিতি এবং কণ্ট্রোলের কথায় যে রাজী হয়েছেন এইটাই সবচেয়ে আশঙ্ক কথ্য। সোভিয়েট নেতার প্রস্তাব একটি অপর্যাপ্ত ব্যাপার, এই ধারণার প্রচারে পশ্চিমা মহলেই আপত্তি।

মিস্থেচের প্রস্তাব যথাযথ

ইউ-এন-এসে নিরস্ত্রীকরণ কমিটির আলোচনা বিষয় হবে। প্রথম লন্ডনে, তারপর জেনেভায় বছরের পর বছর এই কমিটির আলোচনা চলছে। কিন্তু ফল কিছু হয়নি। বছরের পর বছর নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার পরে হঠাৎ একটা আশ্চর্য পরিবর্তন কখনো যে ঘটে না তা নয়। হঠাৎ ভয় অথবা অন্য কোনো প্রবল আবেগের বশে মানুষ পূর্বে যা করতে পারে নি, এমন কি করার কথা ভাবতে পারে নি, এরকম কাজ করে বসতে পারে। মানুষের বর্তমান ভাববৈষম্য এরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাষ্ট্র বা অন্য ব্যক্তি কোনো সংস্থার পক্ষে ঠিক সের্প ঘট খুঁজি কঠিন, তবে অসম্ভব না হতে পারে। নিউক্লিয়ার এবং বাকট অস্ত্রের ভয়াবহতা

শারদীয়া তানন্দোৎসবে—

আত্মীয়তা ও মিত্রতা প্ৰবৰ্ণীয় রাখায় সহায়তা করেঃ
ন্যায্য মূল্যে জামাদের রকমারী আর্থনিক
উজ্জ্বলনের সিলেক্স সাক্ষী ও তাত্তের ধৃতি সাক্ষী।

রামগোপাল গোরামল

৫৮নং মনোহর দাস গাতি (সোনাপতি) কোতাল, কালিকাতা-৭
ফোন নং ৩৩-৩৩৯৬

প্রকাশিত হল

প্রমোদবিষয়ক সাহিত্যে এক অসামান্য
সংযোজন

প্রেমের গম্প

অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত-রচিত

এই সিরিজের পূর্ববর্তী বই
শৈলজানন্দ মল্লোপাধ্যায়ের
প্রেমের গম্প

গঙ্গানদীর আরম্ভে গোমুখী, সমাপ্তিতে গঙ্গাসাগর। কিন্তু জীবনের আরম্ভেও প্রেম, সমাপ্তিতেও প্রেম। সস্তার সেই আশ্রয় নিয়াস সান্ত্বনা সমুখী রতি— অচিন্তাকুমার ছাড় কে লিখবে সেই ভরপুর প্রেমের গম্প? সে প্রেম কখনো কখনো রাগিকা, কখনো রুক্মিণী! কখনো সাক্ষীসেব মেয়ে, কখনো মাঠের কৃষাণী, কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সে প্রেম ক্ষণে, সে প্রেম ধ্রুবে—জুড়ে, প্রাণে সবত্র। কোথাও শিশুরের কণা, কোথাও রক্তের ছিটে, কোথাও মগন-বিন্দু। বিচারের ঘরে অগাধের উৎসব। বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব সংযোজন। নিজে তৃপ্ত হবার ও প্রিয়জনক তৃপ্ত করার স্বাভাবিক, মধ্যমতম রসায়ন।

দাম—৪.০০

আনন্দ পার্বলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫নং চিত্তামণি দাস লেন

কালিকাতা-৯

ক্রমশঃ বাড়ছে। সাধারণ লোকের চোরেও দাম্ভ্যনেতারা তার খবর আরো বেশি রাখেন। সুতরাং এই ক্রমের আক্রমণ অত্যন্ত পথ ছেড়ে একটি দম্ভ্যনৈতিক আদর্শের দিকে লক্ষ্য মারা অভিজ্ঞতানীর নয় কিন্তু তার সম্ভাবনা স্বসামান্য।

চার বছরের মধ্যে পৃথিবীর কোথাও সৈন্যবাহিনীর চিহ্ন থাকবে না, যুদ্ধের সমস্ত অস্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম অস্ত্রসম্পত্তি সামরিক শিক্ষাদান পর্যন্ত নিষিদ্ধ, যুদ্ধের

শ্রীবিষ্ণুর

বৈচিত্র্যময়, প্রাগম্পণশীল ও বিস্ময়কর

শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন

সানাই-বঁশীর ষাঠ-৭৫

সূত্র প্রকাশন

১৪, গৌর লাহা স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

(সি ৯৩৬৮)

বিপ্লবী এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!

জানতে হলে - - - পড়তে হবে

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত

শিশু-ভারতী

ছোটদের বিশ্বেজ্ঞান-ভান্ডার। বিভিন্ন বিষয়ের অপূর্ণ সংযোজন। বহু চিত্র শোভিত দশ খণ্ডে সূচী। পুরো সেট-১০০।

বিরোধী বালক ২-৫০

কিশোর উপন্যাস। রচনার ধর্মশক্তি সূত্রের বলেছেন মোড়াক। নতুন প্রকাশ প্রস্তুত।

রূপকথার দেশে ২-৫০

দৌশ-বিশেষী রূপকথার খাঁস

যাদু-দুর্গা ৩-২৫

এক আত্মা রাজ্যের কাহিনী

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু হাস ডেবো না ১-৫০

হাসির সাথে অনেক দামী কথা

জগদানন্দ রায় সম্পাদিত

বিজ্ঞান গ্রন্থমালা

১৩খানা বইয়ে পূর্ণ

ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

১২-১, বর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মাধ্যম টাক পড়া ও পাকা চল

আরোগ্য করিতে ২৬ বৎসর ভারত ও

ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিগবির মহাশয় পিত

মিন শ্রান্ত ও প্রতি শনিবার ও বাৎসরিক

বেকাল তীর্থেই হইতে নগর সাফল্য করেন।

৩৬ জনক বেড বালিগঞ্জ কলিকাতা।

(সি ৯৩৬৫)

উদ্দেশ্যে কোনো দেশের রাজ্যে একটি টাকাও খরচ হবে না—এর মধ্যে সুখের কল্পনা আর কী হতে পারে? কিন্তু এই কল্পনা বাস্তবে পরিণত করার যে উপায় বলা হয়েছে সেটা কষ্টকর হবে, এ আশা কি করা যায়? যুদ্ধ আক্রমণ দিনে সবনাশ। রূপ নিয়েছে কিন্তু সেটা নিউ-ক্লিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধেই ভাবা হয় অথবা আর্টমিক শাওয়ার দ্বারা তাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধলেই সবনাশ হবে এইটাই হল দুই প্রকারের কতাদের সম্ভাবনা। কিন্তু এদেরই প্রত্যয়ে পৃথিবীর নানা জগলে যুদ্ধ চলছেইছে, নরহত্যারও বিরাম নেই। যুদ্ধের কারণ এখনো পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে। সেইসব কারণের যদি নিরসন বা উপশম না হয় তাহলে সংঘর্ষ থাকবে কী করে? মানুষ সব মহাশয় বনে না গেলে যুদ্ধ বন্ধ হবে না, এটা কথা নয়। কিন্তু হয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির অথবা আন্তর্জাতিক অনায়া নিবারণের জন্য বলপ্রয়োগ বিনা অন্য কোনো নৈতিক উপায় গ্রহণ করতে হবে অথবা এক রাষ্ট্রের মধ্যে মানুষের বিবাদ নিষ্পত্তি এবং শান্তিরক্ষার যে ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত আছে তাই গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আইন আদালত এবং শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ আছে। আইনসম্মত বাস্তবিক উপায় যতদিন উদ্ভাবিত বা গৃহীত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধ নিরসনের উপায় কেবল ওয়াশিংটন কোর্ট দিয়ে হবে না, ওয়াশিংটন গভর্নমেন্টও তাহ যার দ্বারা পৃথিবীর ব্যবসায়ী রাষ্ট্র তাদের সামরিক কড়ার সমাপ্ত করবে।

পৃথিবীতে যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচতে হলে পৃথিবী থেকে একেবারে সমস্ত মিলিটারী বিশ্লেষণের কল্পনা না করে প্রকৃতি মিলিটারীর কড়ি বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির হাত থেকে একটি বিশ্বেসংস্থার হাতে সংগৃহীত করার চেষ্টা। অবিকল্পিত যুদ্ধসংগত হবে এবং তার সফলতার সম্ভাবনা বেশি। জাতিগত সমাজ যেখানে পুলিশ ছাড়া জীবন কল্পনা করতে পারছে না সেখানে বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন মানবসমাজ একেবারে সমস্ত যুদ্ধাশ্রয় ত্যাগ করে বসবে, এটা সম্ভব নয়। তার চেয়ে একটি ওয়াশিংটন গভর্নমেন্ট যার দ্বারা রাষ্ট্রগুলি তাদের সামরিক কড়ি সমাপ্ত করবে সেটা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হবে। এই অর্থে ওয়াশিংটন গভর্নমেন্ট স্থাপনের ফলে জাতি-সমাজের রাষ্ট্রীয় সত্তার বিশ্লেষণ হবে না, কেবল মিলিটারীর ভর থেকে রাষ্ট্রীয় সবকার মুক্ত থাকবেন। ওয়াশিংটন গভর্নমেন্টের অধীনে যে-মিলিটারী সংস্থা থাকবে তার আয়তন স্বত্বাভবই পৃথিবীর ব্যবসায়ী রাষ্ট্রের সামরিক সংস্থার যোগকলের চেয়ে

অনেক ছোট হবে। বাড়িতে বাড়িতে বা গ্রামে গ্রামে আশ্রয়কার জন্য অস্ত্র রাখতে হলে বহু অস্ত্রের প্রয়োজন হত তার চেয়ে পুলিশের মোট অস্ত্রের প্রয়োজন নিশ্চয়ই অনেক কম।

ওয়াশিংটন গভর্নমেন্টের পরিকল্পনার সঙ্গে আদর্শের দিক দিয়ে পৃথিবীব্যাপী নিরস্ত্রীকরণের আদর্শের কোনো অসংগতি নেই। যে রাষ্ট্রে সমাজ জীবন বহু সুশৃঙ্খল হয় তার পুলিশের প্রয়োজন এবং পুলিশ বাহিনীর আয়তনও তত কমে আসে। ওয়াশিংটন গভর্নমেন্টের সামরিক সংস্থা আন্তর্জাতিক পুলিশের কাজ করবে, সুতরাং এ বিষয়ে তার ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। আশঙ্কা হতে পারে যে, সকল জাতি নিজের হাত থেকে তার মিলিটারী ছেড়ে দিতে রাজী হবে না। অথবা এ আশঙ্কাও কোনো কোনো রাষ্ট্রের মনে উঠবে যে, ইউএনকে যেমন এক গোষ্ঠী করায়ও করে অন্যকে কেটেচাঁচা করার চেষ্টা করে তেমনি ওয়াশিংটন গভর্নমেন্টের হাতে মিলিটারীও দখলি রাখা-সাধনের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। এরূপ সংশয় ও অবিশ্বাস ওয়াশিংটন গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার পক্ষে অসম্মত হবে না কারণ প্রারম্ভে সকল রাষ্ট্র যদি মোড় না দেয় তাহলেও ওয়াশিংটন গভর্নমেন্টের পতন হতে পারে। যদি একবারও এমন কি একটিমাত্র রাষ্ট্র শক্তি নিজের রাষ্ট্রীয় সামরিক কড়ি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে অস্ত্রহস্তের থেকে দিতে অস্বীকার করে তার কয়েকটি রাষ্ট্র এগুলাই সেই অস্ত্রহস্তে সাজা দেবে এবং তার দ্বারাও ওয়াশিংটন গভর্নমেন্টের পতন হবে। এই নতুন সংস্থা যদি প্রথমেই খেঁচকা করে যে, কোনো রাষ্ট্রকেই এমন কি আশ্রয়ার্থীদের তথা নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করবে না তাহলে ক্রমশঃ অন্যের সাংগতি ও অবিশ্বাস দূর হতে থাকবে। মোট কথা কোনো এক জাতি থেকে অন্যনিরপেক্ষ বাস্তবের খেঁচকা হওয়া চাই। তা নাহলে স্বাধীন সকল রাষ্ট্র হবার নয়। বল বাহুল্যে কোনো রাষ্ট্রীয় সরকারেরই প্রকৃত ত্যাগের ক্ষমতা নেই বা হয় না যতক্ষণ না তার উপর জাতিমানবের আশ্রয়ের চাপ পড়ে। মার্কিনিস এই নয়, সেই ত্যাগের আগ্রহ যারা মানবের মান জগতে পাবেন তাদের সত্যতার উচ্চাকাংক্ষা দেখা যায় না।

শ্রী নেহরুর আফগানিস্তান ও ইরান ভ্রমণের সংবাদ দু' নম্বর সূচিক এবং 'মঃ খুশেচের মার্কিন সফরের সংবাদ অনেকখানি চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু এই নিকটবাসী মিত্রদের সৌহার্দ্য কেলনা জিনিস নয়। ১৯৬৯

দুস্তক পরিচয়

ছোট গল্প

ভাল লাগার বেশা—শৈলজানন্দ মুখো-
পাধ্যায়। কথামালা প্রকাশনী, ১৮এ, কলকাতা
স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। মূল্য :
দু' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম
গর্বের বিষয় তার কথাসংগ্রহ। রবীন্দ্রনাথ
এবং মন্ডিতা, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁকে
নিরে ও তাঁকে এড়িয়ে যে কল্পন কথ-
শিল্পী অশ্রু নবর সঞ্চার করেছিলেন,
শৈলজানন্দ সেই সংখ্যালঘুদের একজন।
সেই সংখ্যালঘু শিল্পীর দল একটি
সৌহার্দ্যপূর্ণ অন্তরঙ্গ ছিলেন—সে হলো
মানবজীবনের 'উপেক্ষিত' অংশের সাহিত্য-
ভূমি। 'উপেক্ষিত' শব্দটি এখানে কোনো
রাজনৈতিক বাঙালি ব্যবহার করেনি, একথা
বলা বাহুল্য।

শৈলজানন্দ কলকাতার দুজোয় জীবন-
বহন। যখন আশ্রয় কলঙ্কিত, তখন
বিস্মৃত হয়েছিলেন। শিল্পীসমূহ
অন্তর্দৃষ্টি সেই আশ্রয়কার স্বরূপ লক্ষণ,
যে-অন্তর্দৃষ্টি নিশ্চিত, গভীর। 'কি করে
প্রদর্শনীয় বিষয়বস্তুর উপর আলো ফেলতে
হয় চিত্রশিল্পজ্ঞ শৈলজানন্দ তা ভালো
ভাবেই জানেন। তাঁর মনোগত বিষয়কে
লেখকের সময় কোথাও তিনি এই দৃষ্টি-
ক্ষেপের ব্যর্থ অসমর্থ হন না। 'ভাল
লাগার বেশা' সেই একই শৈলজানন্দ
অগ্রস্রবর্তন।

'তোরা বাসিত' গল্পটি ধরা যাক। বাসিত
বাপারটা এখানে কোথাও বাঁচার থেকে
সংযোজিত নয়, অপরিহার্যরূপে অন্তর্ভুক্ত।
'এত বড় কলকাতা! শহর, কোথাও একখানা
ঘর পেলাম না। শেষ পর্যন্ত বাসিতের
ঘরখানাই 'নতে হলো।' এভাবেই গল্পের
শুরু। এই স্বাভাবিকতা গল্পের শেষে
অদিকৃত এবং দীর্ঘনিশ্চিত হয়ে উঠেছে।
স্বাভাবিক ও উজ্জ্বলতার এই সন্নিবেশ
শৈলজানন্দের গল্পের বৈশিষ্ট্য। তাঁর
গল্পকথনে কোনো অয়োজিত চমক নেই,
কোনো কেম্বোজিত থাকছে নেই।

অথচ 'লোকদুর্বার' গল্পের পরিবেশ যে
সদ্যোক্ত 'চমক' বা 'বাক্‌ছন্দে' সহজেই
লক্ষ্যপ্রসূ হতে পারতো। এর পরিবেশ
থেকে আরম্ভ করে 'মুড়ি'—সমস্তটাই
অতিজাগতিকতার আচ্ছন্ন হতে পারতো।

নুতন উপন্যাস

স্রীবাসব-এর

প্রকাশিত হ'ল

সুসাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়-এর

দ্বিতীয় উপন্যাস

নাজমা বেগম

হযোদশ শতকের বাঙালার গৌরবময়
ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লিখিত
বোনামুগ্ধের প্রেমের কাহিনী।

দাম : পাঁচ টাকা

খাতুরঙ্গ

পরিবেশিত :--

মহালয়ার পূর্বেই বেরবে

অনিবন্ধে

মধুরেন ৩'৫০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

প্রান্তিক ২'৫০

অপূর্ব প্রচ্ছদপট। দাম : তিন টাকা
আমাদের অন্যান্য বই :

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য-এর 'এতটুকু আশা' ৩.০০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়-এর 'সুধা সম্ভ্রম' ২.৫০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়-এর 'চন্দন কুঙ্কুম' ২.০০

নীলকণ্ঠ-এর 'বসন্ত কোবিন' ২.৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়-এর 'রেলরঙ্গ' ২.৫০

করুণা প্রকাশনী

এগার, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা বাম্বো

প্রকাশিত হল

বিশ্বভারতী পত্রিকা

পঞ্চদশ বর্ষ . তৃতীয় সংখ্যা

এই সংখ্যার লেখকসমূহ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

শ্রীক্যানাই সামন্ত

শ্রীঅমরকুমার সেন

শ্রীপ্রমথনাথ বিশাী

আবু সয়ীদ আবু-দত্ত

শ্রীবিনয় ঘোষ

শ্রীনিবঞ্জন সরকার

শ্রীঅবুগা হালদার

স্বর্গসঙ্গী

"বাহিব হলেম আমি আপন ভিতর হতে" ॥ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

চিরস্মৃতি

"পদ্মা" ॥ বহুবর্ণ । গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

আলোকচিত্র । অক্ষয়কুমার বড়াল, তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ ইত্যাদি

প্রতি সংখ্যা এক টাকা ॥ বার্ষিক সভ্যক সাড়ে পাঁচ টাকা

বিশেষ শতবার্ষিক সংখ্যা

জগদীশচন্দ্র . বিপিনচন্দ্র . কার্বে

আধুনিক ভরতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার পুরোধা, স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম প্রধান
নায়ক এবং স্বাধীনতা-প্রসারের একনিষ্ঠ সাধক—এই ঘোরী জন্মশতবার্ষিক উৎসব
উপলক্ষে বিশ্বভারতী পত্রিকার পঞ্চদশ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

এই বিশেষ সংখ্যাটির কিছু কপি এখনও অবশিষ্ট আছে। মূল্য তিন টাকা

মোট কাগজে ছাপা, কাগজে বাঁধা সংস্করণ পাঁচ টাকা

বিশ্বভারতী

কিন্তু মানুষের মনের একটি চিরন্তন দুর্বলতা আর তার শাস্তি এই গল্পটিকে কোথাও সংগতির পথ হারিয়ে দেয়নি। যাবনিকার সূত্রপাত অথবা কাহিনীপট

প্রাকৃত অথচ সেই পরিচিত পরিবেশটনাকে মানবমনের একটি স্নাতন প্রবীণের অধা দিয়ে নিয়ে গিয়ে কিভাবে যে লেখক শিল্পের অর্থে বাস্তবিক করে তুলেছেন,

সেই সাবলীল নিপুণতা আশ্চর্য পাঠক ছাড়া আর কেউ বুঝবেন না। সুখানুগম্য জীবনের কয়েকটি বিষয়সমূহের উন্মোচন ভাল লাগার বেশীকৈ পাঠকপ্রিয় করে তুলবে।

সুবোধ দাশগুপ্তের আঁকা প্রচ্ছদ
অনবদ্য। (১৩৯/১৪১)

—শারদোৎসবে শ্রেষ্ঠ উপহার—

প্রবোধকুমার সান্যালের

নদ ও

নদী

পরিবর্তিত ষষ্ঠ সংস্করণ

আশাপূর্ণা দেবীর

স্ব

প্ত

শর্বরী

৩

মহেশ্বরী সাহিত্যিকদের

—যুক্ত শিল্প-সৃষ্টি—

অপূর্ণ উপন্যাস

উল্লেখ ৩১০

আশুতোষ মুনোপাধ্যায়ের

ম

হু

য়া

কথা

৩১০

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়—ফণভঙ্গুর গজেন্দ্রকুমার মিত্র—সমারোহ ২৫০
প্রবোধ সান্যাল—মল্লিকা ২১ সীমান্ত রেখা ৪১

গুরু প্রকাশিকা, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

দীপক চৌধুরীর নতুন উপন্যাস

ক্রোশে
ক্রোশে
মুখে

‘ক্রোশে ক্রোশে মুখে’ এক বিস্ময়কর নতুন পাঠ্যমূল্য লেখা বাস্তবধর্মী উপন্যাস। অসংখ্য কাহিনীটি যেন এক নতুন প্রভাবে নব্য-সৃষ্টি, জীবনসম্ভব এক বিপ্লবময় অনুভূতি। ভাষাসৌন্দর্য ও আশ্রয়ণ্যের চোরাবাসিতে আত্মকিত মানুষ অলৌকিক স্বপ্নের জাল খুলেছে অনেক, স্বচ্ছ দৃষ্টির জানলা দিয়ে দীপক চৌধুরীর অনন্ত বিস্তার দিকে তীব্রবেগে দেখতে এবার—দীপকচৌধুরী মহোদয় দীপক চৌধুরী এই অজস্র নির্দেশ রেখে দিলেন ‘ক্রোশে ক্রোশে মুখে’ উপন্যাসে। মূল্য : সাড়ে তিন টাকা।

আনন্দ বাগচীর নতুন উপন্যাস

বিকালের রঙ

একটি প্রাগৈতিহাসিক শহরের বৃক্ষের অধা চিরকালীন মেঘরোস্ত্রের খেলা জমেছে। দশ দিন আর নিকর রাতেই মাঝখানে সেই চিরস্মরণীয় গোখরী—বিকালের রঙ।

মূল্য : ২.৭৫।

বিহার সাহিত্য ভবন (প্রাইভেট) লি:

৩, ভবানী মন্ডল রোড, কলিকাতা-৩।

কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের স্বনির্বাচিত কবিতা—
প্রকাশক, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড প্রেস-
লিথিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, মহাশ্মা
গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম-৪।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রবীণ সাহিত্যিক। দীর্ঘদিনে তিনি বাংলাসাহিত্যের এমন একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছেন, যা গতানুগতিক সাহিত্যের মনোপাত ঠিক ধরা পড়ে না। তিনি মোটামুটি মননধর্মী লেখক এবং এই বিশেষণই আজ পর্যন্ত তিনি তার পাঠকদের কাছে পরিচিত হয়ে আছেন। বহুত মানবধর্মী বলে তাঁকে বিশেষভাবে চেনা যায় তার গদ্যসাহিত্যে—প্রধানত উপন্যাসে। কবিতার ক্ষেত্রেও সে এই মননধর্মীকে তিনি কখনও কখনও আশ্রয় করেছেন তার প্রমাণ আছে ‘প্রাচীন প্রাচীর’, আর ‘কিছুটা নতুন দিন’ ও ‘যৌবনভরা’। কিন্তু সঞ্জয় ভট্টাচার্য যে মাথাত রেমাণ্টিক কবি তার অল্প প্রমাণ আছে তাঁর কবিতার সম্পূর্ণ সংকলনে। ‘সংকলিত’ থেকে ‘অপ্রেম ও প্রেম’ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত পঞ্চাশটি একটা অখণ্ড সুরের বঁধা সে সুর রোমাণ্টিক সুর। কখনও-কখনও এমন মনে হতে পারে যে, কবি একান্তভাবেই আত্মমগ্ন এবং সে-কারণই এই মনোমগ্ন স্বপ্নময়তায় তিনি লুপ্ত হয়ে যেতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর কবিতার পরোক্ষ সম্পদে ধরা পড়ার যে, তিনি আত্মমগ্নও বটে মাকুষ্য বিস্মৃত পটভূমিতে মন্তোপক বিহাণের মতো বিচরণ করবার জন্য তিনি উদগ্রীবও বটে। অসল কথা, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ভালোবাসার কবি। শব্দে মানবই নয়, আত্মা ও আত্মার অতীত জড়বস্তুতেও তাঁর ভালোবাসা সঞ্চারমান। এবং এইজন্যই ‘প্রাচীন প্রাচীর’ মহোদয় দীর্ঘ প্রেমী-কাব্য বচনও তাঁর স্বাভাবিক সম্পদ।

আলোচ্য গ্রন্থটি কবিতা স্বনির্বাচিত কবিতাসংগ্রহ। দীর্ঘকালে তিনি অসংখ্য ভালো কবিতা লিখেছেন, তার পূর্ণ সংকলন হয়তো সম্ভব নয়। সেদিক থেকে বিচার করলে এই সংকলনটিকে সাধক বলা চলে। কারণ, পক্ষ সম্পাদকের মহোদয় তিনি অবশ্যগ্রহণ কবিতা কবিতাকে এখানে স্থান দিয়েছেন, অবাচ্যত্বের মোহ তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তথ্যটি একটি প্রচলিত থাকে, এ-সংকলনে ‘পত্রাবলী’ গ্রন্থ থেকে এখানিও কবিতা নেই কেন? কবি কি নিজের স্বাক্ষর

করেন না যে, সেখানে এমন করেকটি কবিতা আছে যা বাংলা কবাসাহিত্যের পক্ষে সত্যিই গৌরবের জিনিস!

৬২১।৫৮

নাটক

প্রিয়া—সংস্কৃত ঘোষ। নব সংস্কৃতি প্রকাশন, ২১০।১-এ রাসবিহারী এডেন্দা। কলিকাতা—২১। মূল্য ২।

সমাজ-সমসামূলক একটি পুণর্গঠন

৥ ভ্রম সংশোধন ॥

গত সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় 'বলাকা প্রকাশনীর 'দুই পকেট হাসি'র বিজ্ঞাপনে দাম ৩.৭৫ মূল্যে উল্লেখ হয়েছে, হবে ২.৭৫।

নতুন বই—

বাংলা শর্টহ্যান্ড [বাণীরেখা]

শুভ-কালোত্তর শিক্ষার্থীদের উপযোগী বাংলা শর্টহ্যান্ড পুস্তক "বলাকা সংগ লেখা" প্রকাশিত হল— মূল্য ২.৫০ ন-প। প্রাপ্তিস্থান—বাণীরেখা প্রকাশন কাঞ্চালয়, ২০, স্কট লেন, কলি-১ ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

(সি ১৩৬৬)

SAMSAD
ANGLO-BENGALI
DICTIONARY

সর্বজনীন সঙ্গতিপূর্ণ পদ্য
বিশেষ কবিতা শিষ্টক ও
চরিত্রের সংগ্রহ।
১৯৭৭ পূজা, কলি-১ ও ১৩

দুইটি প্রামাণ্য
অভিধান

প্রায় ৬০০০০ শব্দের প্রায়
৬০০০-এর উপর বিশিষ্ট
প্রকাশন পদ্ধতিগত বান্দা
প্রয়োজ্য উপায়গত সমগ্র
বাংলা অভিধান।
১৯০০ পূজা, কলি-১ ও ১৩

সংসাদ
বাঙলা অভিধান

সাহিত্য সংসাদ
১১ মাচা প্রদ্রুতক মোড়। কলিকাতা-২

নাটক। নাট্যকার নিমসদেহে লুপ্তসাহসী। তিনি যে বিষয়বস্তু বেছে নিয়েছেন, তাতেই তার সাহসের পরিচয় পাই। তবে একটি নাটকে একাধিক সমস্যা সৃষ্টি করলে সব কটি সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর হয় না। কাহিনী ও চরিত্র বিশ্লেষণ উপযোগী হয়েছে। কণিকা পতিতা নারী, কিন্তু তার অতীত জীবন এ নয়। সে ছিল রজা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, বিবাহের রাতে স্বামী-পরিভাষা হয়ে অদৃষ্টের পরিহাসে আজ সে পতিতা। কিন্তু এ জীবন সে মেনে নেয় নি। তাই মনের মানুষ অধ্যাপক সাহিত্যিক যুগলকে পেয়ে সব ঘটনা আনুষ্ঠানিক বর্ণনা করে। তারই ঘরে আসে চন্দন, আসলে সে অশোক, কণিকার প্রথম জীবনের স্বামী। অশোক তার মনের বাধা ভুলতে চায়—সে তার প্রথম স্ত্রীকে ভাগ করেছে, অনুশোচনায় জ্বলে দরছে। বিবর্তনের বিবাহ করে শান্তি পায় নি। রেবা অত্যাধুনিক সেসাইটি গার্ল, ক্লাব-বন্দু নিয়েই মেতে থাকে। অন্যরূপে সে তার স্বামী অশোককে ভাগ করে চলে গেল। অশোকের সন্যস্তনপন্থী পিতার ও কর্মচারী হরিহরের চরিত্র ভালভাবে ফুটে উঠেছে। অশোক জানতে পারলে কণিকাই তার পূর্ব-পরিণীতা স্ত্রী রজা—এখন পতিতা, সে সমাজের ভয়ে তাকে স্বীকার বা গৃহণ করতে পারলো না। করুণ রসে নাটকটির যবনিকাপাত হয়েছে।

৫৪৫।৫৮

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থে হস্তগত হইয়াছে—

যান্ত্রিক—প্রবন্ধমূলক বঙ্গোপাধ্যায়।
কন্যামগয়া—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
দুর্ভাগ্য গল্প—সুখা চক্রবর্তী।
প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব-মল্যায়ণ—স্বপ্ন গুপ্ত।
গ্রীনিয়াম-ভাগবতম (১ম খণ্ড)।

শ্রীপূর্ণকন্দমোহন ঘোষ ঠাকুর।

The Kerala Upsurge
স্বগতোক্তি—প্রশান্ত চৌধুরী।
উপদীপ্ত গুরুতর স্ব-নির্বাচিত গল্প।
বক্তা আশা—মোহনানন্দ অনুবাদক—গঙ্গোপাধ্যায় চৌধুরী।

বাম্মীর পরিভাষা—গ্রীনিয়ামীকেশোর গুহ।
নীল দর্পণ—দীনবন্ধু মিত্র (গ্রীনিয়াম-ভাষ্য ভট্টাচার্য সম্পাদিত)।

দুই পকেট হাসি—প্রবন্ধ।
মুখের রেখা—সম্ভোতকুমার ঘোষ।
মন মানে না—গৌরীকিশোর ঘোষ।

প্রকাশিত হলো
নীহার গুপ্তের

অজ্ঞাত বাস মূল্য ৫,
সৌরীন সেনের

“অন্য কোন থানে”

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে
রাইটার্স সিন্ডিকেট

৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
(সি ১৪৪৯)

পুস্তক
বারিক
দাম
সাঁচ
চাকা

এবার পুস্তক নতুন উপহার

দেব দেউল

দেব সাহিত্য কুটির কলিকাতা-৯

The World By 1975

K. C. BANERJEE
(world-tourist) Rs. 5/8

দেশে বিদেশে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসিত এই
বইখানি পড়েছেন আইসেনহাওয়ার,
কুৎচেং, এ্যাডিনাওয়ার, এ্যাটলি এবং
অন্যে অনেকে।

MANHEIMER MORGAN—
(WEST GERMANY)

...A thought provoking and
very impressive book.
South China Morning Post—
...Very, very interesting book.
The picture of the world by 1975
is very exciting indeed.

দেশ—“১৭টি অধ্যায়ে সমৃদ্ধ এই পুস্তক-
খানি বিশ্ববাসনায় সম্প্রদেয় সবল
পাঠকেই তাবিয়ে তুলবে।”

লেখকের অন্যান্য বই :

আমার পৃথিবী ভ্রমণ—৩, বঙ্কান
ভ্রমণ—৩, উদ্ভাস যৌবনে (উপন্যাস)
—৩, মানুষ-না-জানোয়ার (ভিক্টো-
রিত)—১, বিভিন্ন দেশের নারী ও
সমাজ—২।

K. C. BANERJEE & CO.
192 C, Cornwallis St., Calcutta-8.

অণ্ডা মার্কাই

শ্রেষ্ঠ চিত্রকণী

মাসোব কুম ইভাফী কো:
ফলিতকল-৯

আশাপূর্ণা দেবী • মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য • সন্তোষকুমার ঘোষের

উপন্যাস-সমৃদ্ধ

পূজা সংখ্যা

সিনেমা জগৎ

দাম তিন টাকা

সড়াক সাত্বে তিন টাকা

গল্প লিখেছেন :

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
স্বরাক বন্দ্যোপাধ্যায়
অতিপদ রাজগুরু

আশুতোষ মল্লোপাধ্যায়
সন্তোষকুমার দে
গৌর শী

শিল্পী-পরিচালিত :

সুপ্রভা চৌধুরী
নতন সমর্থ
সঙ্ক্যা মল্লোপাধ্যায়

বিচিত্র :

‘আধুনিকা’ ছবির নচিত কাহিনী
স্টুডিও পরিচালনা
বিশ্বাস করুন।
রত্নবেরত
কঠিনগড়ার আসানী
বহুরূপীর রস-রচনা
জহর রায়ের কৌতুক-নজ্জা
বিখ্যাজিং-এর ‘নতুন করে চেনা’
সরোজ সেনগুপ্তের ‘চিঠির উত্তর’
বোম্বাই স্টুডিও পরিচালনা ও চিঠির উত্তর

অনুরোধের আসরে :

আম্মা দে * লতা
রফি * গীতা
তালাত * আশা
ল্যামলা * সঙ্ক্যা
সত্যীনাথ * উৎপলা
অপরেখ * সুপ্রভা
জনজয় * ইলা
যানব * সনৎ
চরুণ * অখিলবল্লভ
মবীন * বাসবী

১৫০ খানি ছবি ও কার্টুন

ব্রহ্মদ্য

চন্দ্রশেখর

অগ্রণীয় শিক্ষকীর্তি

যে তরুণ রূপকার-গোষ্ঠী অপার আশ-
বিশ্বাসে একদা "অগ্রণামী" নাম গ্রহণ করে-
ছিলেন, চিত্রপরিচালনার ক্ষেত্রে সে ভ্রমণময়ই
আজ তাদের সত্যপরিচয় ঘোষণা করেছে।
কিছুকাল আগে "ডাক হরকরা" ছবিতে
তাদের বিশিষ্ট পদক্ষেপকে অভিনন্দন
জানিয়েছিলেন আমাদের রসিকসমাজ।
অগ্রণামী পরিচালক-গোষ্ঠীর এই অকম্পিত
শিক্ষাপণ্ড পবিত্রমাব এক মহান উত্তরণের
প্রোক্ষদল স্বাক্ষর নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন
রচিতেন আদ্য কোম্পানীর "হেডমাস্টার"।
কালো ছবির বরণীয় নব-ঐতিহ্যের স্বপ্নে
এক অসমাপ্ত চিত্রসৃষ্টি এই "হেডমাস্টার"।
রসিকসমাজ সত্যীকৃত করেছিলেন যে



গ্রীষ্মতী পিকচার্সের "ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও
অন্নদাদা"-তে অন্নদাদার ভূমিকায়
কানন দেবী।

একটি ছোট গল্পের এই চিত্ররূপের প্রধান
পুরুষ বাণীর দেউলের একজন একনিষ্ঠ
পুত্রাবধী পূর্ববংশের এক অখ্যাত মধ্য-
ইরাজী বিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রধান শিক্ষক।
দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরে তিনি জ্ঞানের প্রদীপ
জ্বালিয়ে রেখে এসেছেন তার এই বাণী-
পুত্রে। কিন্তু দেশভিভাগের প্রচণ্ড কাপড়ার
একদিন প্রদীপের শিখা নিবের গেল।
বিদ্যালয়টি বন্ধ হবার পর শিক্ষার জীবন
ছেড়ে জীবিকার সম্বন্ধে সপরিবারে তিনি
হলেন কলকাতায়। কতী ছাত্রদের সঙ্গে
দেখা করে নিজের দুরবস্থার কথা জানালেন।
অবশেষে গুরুদীক্ষণা তিনি পেলেন প্রতিষ্ঠা-
বান এক ভূতপূর্ব ছাত্রের কাছ থেকে-
যেব চেষ্টা তাইই অক্ষিমে তার চাকুরি
জুটুক।

অক্ষিরের কাজ ঢুকে দিনের পর দিন
তিনি লেখেন মনোবাক ও শিক্ষার কি নিদারুণ
অপচয় সহরে সহরে সীমিত হয়ে আছে এই
জীবিকাজনের সাধ। অজীবন সত্য ও
ন্যায়ের উপাসকের কণ্ঠে ঘনিত হয়ে ওঠে
কম্পনশীল চোখের সম্মুখে ঘটে-যাওয়া অনেক
অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ। কিন্তু জীবন-
ধরণের নিম্নম প্রয়োজনে চাকুরি জীবনের
সব গ্লানি পরম বেদনায় মেনে নেওয়ার চেষ্টা
সত্ত্বেও তাঁর স্থান হয় না এই উন্নয়ন ও
অকরণ পরিবেশে। জাতির শিক্ষা ও
সংস্কৃতির এই অবমানিত পুরোহিত বেরিষে
পড়েন আবার পথে ক্রান্তপথে এক বিবর্তিত-
হীন জীবন-জিজ্ঞাসার প্রতিভু হয়ে।

মহৎ চিত্রসৃষ্টির যে সংজ্ঞা বিদগ্ধ ও
রসিকজন মেনে নিয়েছেন তাই যেন অগ্র-
ণামীর এই ছবিতে পরিপূর্ণ রূপ নিয়েছে।

এলিট

—প্রভাহ—

৬, ৬ ও ৬ রাতে ৯টা

দুসাহসী বীরত্ব, রোমাঞ্চকর ব্যাকভেদ
আর মধুর প্রেমের অশ্রু চির।



ইলেইন কুয়ার্ট — ফেইথ ডোমার্গ
—টোয়েন্টিয়েথ সেন্টুরী ফিল্ম পরিবেশিত—

রঙমহল ৫৫-১৬৬৬

প্রতি বৃহস্পতি ও শনি: ৬টা-৮টা
রবি ও ছুটির দিন: ৩টা-৬টা

এক মুঠো আকাশ

তরুণ রায়, হারমণ, তরুর, শীলা,
শ্রী, কেতকী দত্ত ও শীপালিতা রায়

স্টার থিয়েটার

ফোন : ৫৫-১১০৯

ভারতের একমাত্র শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা
অনুপম কাব্যকলাসম্মিলিত প্রেক্ষাগৃহ

মনোজ বসু

ডাকবাংলো

অনারিبل হাসা-কৌতুকে মিলন-

মধুর অভিনব দৃশ্য-কাব্য।

অপরূপ দৃশ্যসজ্জা ও

আলোক-সম্পাত।

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬টা-৮টা
রবিবার ও ছুটির দিন ২টা ও ৬টা

রূপায়ণ : ছবি বিশ্বাস, আশীষকুমার,
লক্ষ্মী রায়, অজিত বসুয়া, অপসী দেবী,
অনুপকুমার, মিতা চট্টো, তুলসী চক্ৰ,
শীতা দে, বামুদা লাহা, লাবনা রায় চৌধুরী,
কল্যাণ, লক্ষ্মণবর্মা, সোমেশ্বর, জয়, অক্ষয়

৩৭% বস্তুর **দানালো**
সর্বপ্রকার পিন্ধনা
অটোর দূর করে
সকল ধাত্ত ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়

ডাঃ এ. কে. চৌধুরী
ক্রিমি-নালিনী
কিমি-নালিনী
এস.পি. চৌধুরী ও গ্রান্ড লি.
৯৭, আমহার্ট গুটি কলিকতা-৬

পরিবার-বিয়ন্ত্রণ
(জন্মনিয়ন্ত্রণ মত ও পথ)
● সঠিত তথ্য সংকরণ ●
—স্বাধীনকারিত্ব জনপ্রিয় তথ্যসমূহ
সংক্ষিপ্ত সুলভ বাংলা সংস্করণ—
প্রত্যেক বিবাহিতের কন্যে সাহায্যকারী
একমাত্র স্রোত পুস্তক। মূল্য ডাকবাংলো সহ
৭৮ নয়া পয়সা। M O তে অগ্রিম প্রেরিতব্য।
এত অল্পমূল্যের পুস্তক ভিন্ন পাই হয় না।
প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য সাফল্য বা ফোন
কল ১টা-৬টা। বিক্রেতা বন্ধ।
ফোন : ৩৮-২৫৮৬
মোডিকো সান্লাইং কর্পোরেশন
(Family Planning Stores)
রুম নং ১৮ * টপ ফ্লোর
১৪৬, আমহার্ট গুটি কলিকতা-১
(বোম্বেজার-আমহার্ট গুটি কলনের উত্তরে)

অবধূতের স্রষ্টা বই

ম রু তা থ হি ৭ লা জ (১৮শ মূদ্রণ) ৫।

উ দ্ধা র ৭ গুরে র ঘা ট (১০ম মূদ্রণ) ৪।।

ব হু ল্লী হি (৫ম মূদ্রণ) ৪।।

ব শী ক র ৭ (৭ম মূদ্রণ) ৪।।

দু ই তা রা (৩ম মূদ্রণ) ২।।

এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বই

দু র্গ ম গ হা—যন্ত্রস্থ

মিহ ও ঘোষ : কালিকাতা-১২

ন তুন
সাহিত্য

শারদীয় সংখ্যা

১লা অক্টোবর বেরাবে

দাম দু-টাকা

চিন্তাশীল প্রবন্ধ এবং চিত্তাকর্ষক গল্প, নাটক ও কাব্যের সমৃদ্ধ একখান অভিনব সাহিত্য-সংকলন। আগাগোড়া পুরো অ্যান্টিক কাগজে ছাপা।

৥ শারদীয় সংখ্যায় লিখছেন ৥

অমিয়ভূষণ মজুমদার, জ্যোতির্বিদ্য নন্দী, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, অমল দাশগুপ্ত, প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য্য, দেবেশ রায়, দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সমুদ্র গুপ্ত, সুধীর রায় চৌধুরী, সুধীর চক্রবর্তী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, মৃণালক রায়, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, সিন্ধেশ্বর সেন, অবলম্বী সান্যাল, তারাপদ রায়, নন্দলাল সরকার, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, অনিলকুমার সিংহ প্রভৃতি।

এই সংখ্যায় থাকবে

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ কৌতুক-নাটক “প্রমত্ত প্রহসন”

মফস্বল এজেন্টদের কাগজ ১লা অক্টোবরের মধ্যেই পড়ানো হবে। অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

নতুন সাহিত্য কার্যালয়

৩ শঙ্করাচার্য পণ্ডিত স্ট্রীট, কালিকাতা-২০

ফোন : ৪৭-৪২৫৫

এক বিড়ম্বিত অথচ মহান ও সুন্দর জীবনের এই আবেগমধুর চমকিত একাদিকে যেমন মহৎ বেদনা ও রসের আলপনায় রঞ্জিত, অনাদিকে তেমনি অনন্যসুন্দর শিল্পগরিমা ও অংশশোভার বিচিত্র রামধনুতে বর্ণোজ্জ্বলে। ছবির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পরিচালক-গোষ্ঠী প্রতি দৃশ্যে যে সুস্বাদু রসবোধ, বাস্তব নিষ্ঠা, অপূর্ণ পরিমিত ও শিল্প-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা দশকমনকে সর্বক্ষণ এক অনাস্বাদিত রসানুভূতিতে উদ্দীপ্ত ও আবিষ্ট করে রাখে।

কাহিনীর বিন্যাসে ও সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্রনাট্যের বিস্তারিত রূপকাবেরা জায়গায় জায়গায় যে ব্যঙ্গনা ও ইঙ্গিতের আশ্রয় নিয়েছেন তা কাহিনীর অমরসত্যকে বাস্তব করে তোলে। কাহিনীর অপ্রধান চরিত্রগুলিও ছবিতে বাস্তবের প্রতীকরূপে উপস্থিত। ক্ষায়ক, মর্দাবতী পরিবারের একটি পারিপার্শ্বিক বাস্তবানুগ ও মনোময় রূপ ফটে উঠেছে এ-ছবিতে যত্নে ছোট ছোট মানুষের ছোট ছোট ব্যথা, আশা ও আশঙ্কের মূহুর্তগুলি দশকের মনকে অনাস্বাদিত বাসে তরে দেয়। হেডমাস্টারের কন্যা গীতা ও তার পরম উপকারী ছাত্র নিরুপমের স্নেহমধুর সায়িকা ছবিতে যে প্রণয়োপাখ্যানের রূপ নেয়নি এবং নীরুদ, জীবনমোহন, সিঁদুরাচরণ শিল্পকের কাহিনীতে যে বেহেমান সমাজ-বাস্তবের গভীর নিয়ে কোন বর্ণনা প্রচুরের ছোট করা ঘটান তার জন্যে এগুপ্তমী পরিচালকদের রসজ্ঞ দশকের সম্বোধন পাবেন। সমাজিক-ভাবে অগ্রগামীরা এগুপ্ত সাধনা ও বিবল সিঁদুর এই গ্রীষ্মকালীন চিত্রশিল্প শব্দে হাঁসেই নয়, সমগ্র বাংলা চিত্রশিল্পের গোরব।

যে প্রতিভার অভিনেতাকে নিয়ে বাংলা চিত্রশিল্পের গোরবের অন্য নেই, সেই অভিনেত্রী ছবি বিশ্বাস এক অনিন্দ্য জীবন-শিল্পীর গোবব অজান করেছেন এ ছবিতে। নরম ভূমিকার রূপায়ণে তিনি যে অনবদ্য অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা শব্দে তার শিল্পীজীবনের নয়, বাংলা রঙতপটের গোরব। তার সঙ্গী ভূমিকায় করণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে সময় সময় দুর্বলকণ্ট জীবনের রূপকার রূপে আত্মরক্তভাবে ফটে উঠলেও তিনি চরিত্রটিকে সমাজিকভাবে বঙ্গবান্দুগ করে তুলেছেন। নবাগতা হয়েও হেডমাস্টারের কন্যার ভূমিকায় বঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম অবহরণেই তার শব্দ-নয়ন কাচনভাঙ্গা ও মধুর অভিব্যক্তিতে দশক মন জয় করে নিয়েছেন। নিরুপমবেশী শ্যামল ঘোষের অভিনয় সংযত ও চরিত্রানুগ। অনান্য বিশেষ চরিত্রে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন শোভা সেন, শিশির বট্টাচার্য্য ও বাণাপদ বসু। কতকগুলি পার্শ্ব-চরিত্রে



অগণ্যমী পরিচালিত "হেডমাস্টার"-এর মধ্য ভূমিকায় হাব বিশ্বাস ও একটি পানব চরিত্রে নবাগত শ্যামল ঘোষাল।

কয়েকজন অগণ্যমী অভিনেত্রী মনোজ অভিনয়ের পটভূমি দিয়েছেন।

চিরপ্রচলিত রামায়ণ ভেদেগোত্রের অগণ্যমী কৃত্রিম ছবির ব্যতিক্রমকে কাম্যকর করেছে। যে বিরাট প্রচেষ্টার মধ্যে ভবিষ্যৎ মধ্যমীয়াশিল্পী হিসেবে প্রতীকিত চিত্রের সীমিতাঙ্গে তা অকল্যাণের। সত্যিকার পানব নামটির সূক্ষ্ম বস্তুগত আরও সংগঠিত জায়গায় মনোনিবেশ করা দরকার। শব্দ-ধারার জগৎকে চ্যুতাবস্থায় সংগঠনায় মনোনিবেশ করে রাখাও প্রয়োজনীয়। মধ্যমীয়া শিল্পের ধর্ম প্রকাশের সীমাবদ্ধতা। কলা-কৌশলের অনমনা বিভাজনের কঠোর উদ্ভাবন।

"বিবাদের মাঝে সিদান যখন"

বিশুদ্ধতা ও মানব কর্মিলের মধ্যে হামস-মিলনের যে চরম চূড়ান্তের প্রায়শ্চিত্ত ঘটিত দ্বিতীয় চক্রম ইংল প্রোডাকশনের "নোভার্টী ভালে ভালে" ছবিতে তাই বর্ণনায় আয়োজন।

বাংলার তরুণ মধ্যমীয়া নৃত্যশিল্পী অরুণোদয় ও তার নৃত্যশিল্পীসহী রেন নন্দিতার সঙ্গে পাঞ্জাবী নাচের শ্যাম ও তার ডট ইন্ডিজের প্রথম কাহিনী এ-ছবির মূল কথাবস্তু। শৈলশব্দ মনোবীর্যে নৃত্যের ভালে ভালে তাদের প্রণয়মধুর নিগলিত আকর্ষিত হয়ে থাকে। শ্যাম ও ইন্ডিজিত কলাবিন পাঞ্জাবী রাত্রে সেমনাথজীর কন্যা ও পুত্র। সেমনাথজীর কলাকেলুই প্রণয়ী-প্রণয়িনী। পরম্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়। সেমনাথজীর উদার মনে প্রাদেশিকতার স্থান নেই। বড় মেয়ে উমার বিয়ে দিলেই এক মাদ্রাজী মবকের সঙ্গে। বণসংস্কৃতির তিনি পবন অনুবাহী। মনোবীর্য কলোভের

অধ্যাপক নির্মলকুমার তাঁকে বাংলার কৃষিতে দীক্ষিত করেছেন। নির্মলকুমার অরুণোদয় ও নন্দিতার ভূমীপতি এবং আন্তঃপ্রাদেশিক দ্বিতীয় কিশোরী। অরুণোদয়কে পেয়ে

সেমনাথজী ও নির্মল উত্তর ভারতীয় কলা-কেন্দ্রে গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করলেন।

অরুণোদয় ও নন্দিতার আন্তঃপ্রাদেশিক দাপত্য সম্বন্ধ স্থাপনের বাসনা জেনে তাদের পিতামহ জিতেমুনাথ প্রথমে ক্ষুণ্ণ হলেন। কিন্তু পরে মনোবীর্যে এসে সেমনাথজী ও গামার দাবহারে মগ্ন হয়ে এবং বাংলা দেশের প্রতি তাদের অনুরাগের কথা জেনে তাঁর শরণা গেল বদলে। সকলকে অবাক করে দিয়ে কিভাবে তিনি পাঞ্জাবী নাচের ও বাত-জামাইকে সরণ করে নিয়ে সেমনাথজীর বন সার্থক করে ফুলেন—তা নিজেই চিত্র-চরিত্র পরিগত।

সুদীর্ঘকাল পরিচালিত এবং তারি রাঁচত মানিনী অবস্ফাবন তৈরী এ-ছবির কাহিনীতে চমক আছে। ভিন্ন ভাবভাষী ও ভিন্ন বেশধারী দুই প্রণয়ী-বৃগলের উপাখ্যানের সাক্ষর সাক্ষর হাস্যরস ও কৌতুককে বিস্তারিত চিত্রিত করে স্মৃতিচারণ করে ফুলেছে। অগণ্যমীরা বাংলায় কথা কলা, বাংলা গান গাওয়া ও বাংলা সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ এবং বনীব্রনাথ, মনোবীর্য, তুলসীপ্রসাদের গান ও বৈষ্ণব পদ্যরচনার মাধ্যমে বাংলার সাংস্কৃতিক

শারদীয়া

জোয়াহাট

অভিনয়

অভিনয়

* দাম—দুটাকা *

সম্পাদনা : নির্মলেন্দু ঘোষ
অরুণোদয় ঘোষ

রূপরেখা দিয়ে প্রকাশিত যখন বড় মধ্যমীয়া উপন্যাস
ফিল্মস্টোরের অভিনয় ছবিতে চরপূর

নরেশনাথ মৈত্রের
(সম্পূর্ণ উপন্যাস)

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের
(সম্পূর্ণ উপন্যাস)

‘শাস্তী’

‘ক্ষুধানল’

গল্প, কাহিন্য, প্রবন্ধ, চিত্র-জগৎ সম্বন্ধে নাটকে সরস। লিখেছেন—
প্রমথ চৌধুরী, মনোজ বসু, রমাপতি বসু, স্বপনকুমার, নরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অরুণেন্দুকুমার সেন, শান্তি মোষাল, রবীন্দ্র কিশোর, নির্মলেন্দু ঘোষ, কৃতান্তনাথ বাগচী, বৈষ্ণবনাথ ঘোষ, দিলীপ কুমার রায়, বাণী মোষাল, সেমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণোদয় ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী রায়, হাসিবাহি দেবী, দিনেশ দাস, এ, কে, স্বয়ংনাথ আলোদীন, এস্ ওয়াজেদ আলি, আরো অনেকে—

— এজেন্সিগণ সহায় অর্জার বুক করুন —

১৮নং বাবুয়াম শীল লেন, কলিকাতা—১২

(শি ১৪৫৯)

ঐতিহ্যের উপর আলোকসম্পাত হ্রিহিতে
যেভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে, বাঙালী
দর্শকের মনে তার ফলে হ্রিটি অনারাসেই
প্রীতির ও আত্মপ্রসাদের সঞ্চার করবে।

তবে ছাঁড় প্রয়োপাখ্যানে আমোদের
আমেক থাকলেও এমন নাট্যসংঘাত এতে
দানা বেধে ওঠেন যা দর্শকমনকে আবেগে
উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে। এর মূল

শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিকদের রচনায় ভরপুর হয়ে
আজ বেঁচে হল!

ସାମ୍ବାର୍ଦ୍ଧ

শিশু ও কিশোর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পড়া-বার্ষিকী ॥ ৩.০০ ॥

এশিয়া আবলিশিঃ কোম্পানি

कलेज् स्ट्रीट मार्केट ॥ कर्मकाण्ड—बाररा ॥

ফোন : ৩৬-২৩৮৬

(সি ৯৩৫৫)

भारतीय

ଓକ୍ସଜେନ୍ ଧୂମ୍ର

অন্যান্য বংসদের ন্যায় এদেরও শাবকরা তরুণের স্যায় হবার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ক্রান্তিশীল আভিজাত্য বহন করিয়া পূজার পদবী প্রকাশিত হইতেছে। খ্যাতমান প্রবীণ ও নবীনদের সঙ্গীতস্থি রচনা-পরিবেশনই এই পটভূমির বৈশিষ্ট্য। এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ :

বাংলা বানান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ রাজশেখর বসু
ও বিশ্বভারতী কৰ্তৃপক্ষের মধ্যে পরামাণ।

ଅରଣ୍ୟ, ସାଧ୍ୟର ରଜ-ରଚନା

ভাৰাণ্ডকাৰ

গণকীর

গল্প

ଆବଂ ସାଂସା ନିଅନ୍ତୁନ ।

[illegible]

: दृष्टिमान सम्पूर्ण उपन्यास :

॥ द्वितीय अङ्क ॥

अहोरात्रिनाथ वदन्त्याभाषास्य

যে ছাত্রছাত্রী মানবাধিকার নগরকেন্দ্রিত
সমাজের কাজ থেকে আঘাত পেয়ে সবে
গিরোদিল, সেই অবির আশ্রয় খুঁজে
পেলেন অনিবার্জনীয় শ্রমতার আর এক
অন্তিমের মধ্যে।

॥ ଅମ୍ବିକା ॥

ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଯାହିତି

তখনও রামমোহনের প্রাচ্যবাসী মাতৃশাস্ত্র
সম্বোধন দৃষ্টিভঙ্গর ঐতিহাসিক যোগ
প্রচারিত। যোগক সম্বোধন: মাঝে মাঝে
প্রভুত্ব বিকৃতাকরে আয়াজন করছে, নিম্নবর্ণ
রসোত্তে মগ্ন আর পশুগণিক জনবহু
অভ্যচার। তাইই পাশাপাশি ভারতীয় মিল
সমাজ চলেছে কীভাবে সমর্থন প্রথা। তে
পাশ্চাত্যবাসী সিনে একটি চিত্রপ্রদর্শন কলা
বিমানকাল পরিদে।

খ্যাতনামা শিল্পীদেবর আঁকিত দুইখানি ত্রিধর্ম চিত্র

मन्ना-पूई ठोका भण्ण मन्ना भण्ण, मण्णक-इन ठोका
उत्तरार्ध भूषण कार्यालय : १२-२, कलकत्ता स्ट्रीट, कलकत्ता-२२

কারণ গল্পের ও চিত্রনাট্যের শিক্ষণ বিষয়্যস—নাটকের পরিণতিতে বা সুপরিণ্যফটে। আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহের নৈতিক সমর্থনে এবং ভারতের জাতীয় সংহতি ও ঐক্যে এর অবদান প্রসঙ্গে ছবিতে যে বহুবার্তা প্রাধান্য লাভ করেছে, তা মেনে অনেকটা কাহিনীর প্রয়োজনাধিনেয় যৌক্তিক ছাড়পত্রের মত—যা নাট্যরস অস্বাভাবনে কৃত্রিম বাধা হয়ে পড়ায়। “নিষিদ্ধের মায়ে মিলন মহান” এই কবিবাক্য—ছবির বা মর্মবাণী—বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতের একাসাধনের মন্বষ্টি নিহিত এবং এর বাস্তব-সিঁদধি শব্দে আন্তঃ-প্রাদেশিক বিবাহ-বিষয়েই সম্ভব এমন ভাবটি কল্কটপনার নিমিশ্রণ। ছবির বহুলা শব্দে কিন্তু এমন হয় যেন ভিন্ন ভাষাভাষী ও ভিন্ন দেশেশব্দীর শব্দ-পরিণ্যহই জাতীয় ঐক্যের আদর্শ সাধক হতে পারে।

সুতরাং বিমল ছাত্রের কাহিনী ও চিত্রনাট্যের
কবিত্বগর্ভিত ভাবের দৃষ্টে হারভেড নাট্য ও
গানের সম্ভার-ছাত্রের আত্মিক আত্মসমীক্ষা
যা পূর্ণ করে তোলে। কথক ও চিত্রনাট্যের
নাট্যরূপে গোপনীয় মনোভাব ও বহিঃলব্ধ
অসাধারণ চিত্রণ। চিত্রনাট্যের চিত্রকল্প করে
হাস্যে। সংগোপন করে নিজস্ব চরিত্রের
প্রকাশ্যে। সেই অর্থগানের কালোজাল গল্প-
মানবপ্রকৃতির জন্য প্রথম প্রয়োজ্য করে
থাকেন। এই চিত্রনাট্যে এই একটি কথোপকথন
হিসেব বহিঃস্থের ছাত্রের হৃদয়। চিত্রনাট্য
ও সুকুমারের নাট্যভঙ্গের কর্মকাণ্ডের সমীক্ষা-
সের মন প্রকাশ করে দেয়। 'সুসংগঠিত আর্থিক
হার্টের কলম' গানের দ্বারা গোপনীয়তার
কালোজাল প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে
ছাত্রের প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে। প্রকাশ্যে
প্রকাশ্যে ও প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে ও
চিত্রনাট্যের।

বিশিষ্ট শৈশবপালের অভিনয়-কৃতিত্ব এ-ছবির অন্যতম সম্পদ। শাম্মা ও তার বড় বোন উমার চরিত্রে সুসুমারী ও বাগিনারী বসন্তকুমারী ও সাতললি অভিনয় দর্শকদের অসুখ প্রথমে আকর্ষণ করলে ছবি বিশ্ববাসের মতো শীঘ্রই অতিভক্তির সামনে দাঁড়িয়ে বাগিনারী একটি কণ্ঠে যে অভিনয় টিপ্পণের পরিচয় দেন তা বঙ্গদলিত দর্শনার্থী গোপালকৃষ্ণ ন্যূতা কৃতিত্ব দেখানো ও অভিনয়ে অমূল্যোদ্যমের চরিত্রটিতে প্রাণসঞ্চার করতে পারেননি। বৃন্দ ক্রিয়হীননাথের ভূমিকায় জলি বিশ্বাসের অভিনয় তার খ্যাতির অনুরূপ। সোম-নাথজীর চরিত্রটি পাহাড়ী সাম্রাজ্যের অভিনয়ের মূণ্ড প্রাপক হয়ে উঠেছে। উভরকণ্ঠে গাওয়া তার গানের একটি অংশ যেমন সুখ-প্রাণ, তেমনি তা দর্শকের মনে এই প্রখ্যাত গায়ক-অভিনয়ের পুরনো দিনের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। অসম্ভব তার সঙ্গভাবিক অভিনয়-বস্তুতার পরিচয় দিয়েছেন অধ্যাপক

নির্মলের চরিত্রে। নন্দিতাবোধিনী সম্মা
রায়ের অভিনয় চরিত্রাঙ্গ। অন্যান্য বিশেষ
চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন পদ্মা
দেবী, মিতা চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন বসু,
পশুপতি কুণ্ডু ও রাজলক্ষ্মী।

সংগীত পরিচালনায় রথীন ঘোষ
প্রাংশনীয়ভাবে তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করে-
ছেন। প্রচলিত সুরে রবীন্দ্রনাথ, অতুল-
প্রসাদ ও সত্যেন দত্তের গান ছবির
সাংগীতিক আবেদন বাড়িয়েছে। নির্মাণ
মিশ্রের গাওয়া কবি সত্যেন দত্তের “বধূরে
মহামানবের গাহ জয়” গানটি মনমাতানো।

ছবির সম্পাদনায় ভূয়সী প্রাংশনায়
অধিকারী হয়েছেন অধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও
অমরেশ তালুকদার। আলোকচিত্র ও কলা-
কৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ উৎসাহের
না হলেও পরিচ্ছন্ন। মুসৌরী ও মাত্রাজের
বহির্দৃশ্যাবলী ছবিটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

চিত্রালাচনা

এ সংগ্রহে দু'খানি নতুন ছবির মুক্তি।
একখানি অগ্রগামী পরিচালিত বাংলা ছবি
“হেডমাস্টার”, অপরটি হিন্দীভাষার
হিন্দী উপহার “চাঁদ”।

এক আদর্শশিল্পী শিল্পকের জীবনের
মহানন্দ ট্রাজেডিকে উপজীব্য করে নরেন্দ্র-
নাথ মিশ্রের যে কাহিনী বাংলা সাহিত্যে
অকিস্পরণীয় হয়ে আছে, তাকেই রূপে-রসে
সম্পদ করে তাঁর পদ্যায় এনে তাজির করে-
ছেন অগ্রগামী পরিচালকবৃন্দ রীতেন আশু
কোম্পানীর “হেডমাস্টার”-এ। নাম-
ভূমিকায় ছবি বিশ্রাস তাঁর শিল্পীজীবনের
শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের স্বাক্ষর বেগোলছেন। অন্যান্য
ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কর্ণা বন্দ্যো-
পাধ্যায়, শোভা সেন, শিশির বট্টসাল,
গংগাপদ বসু এবং নবাবত শিল্পীসকল রঞ্জনা
বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামল ঘোষাল। সংগীত
পরিচালনা করেছেন সূধীন দাশগুপ্ত।

বিশ্বরূপা

ফোন
৫৫-১৪২৩

(অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ)

নবতম যাত্রাপথের আঁড়নব ঘোষণায়

আমাদের নতুন নাটক

কিরণ মিশ্রের কাহিনীর ছায়াবল্কল

বিধায়ক ভট্টাচার্যের

সেতু

বিশিষ্ট ভূমিকায়

ভূমিত মিত্র (বহুবর্ণী)

বিদ্যোদয়ের পূজা প্রকাশন

চিত্রদর্শন

প্রবীণ চিত্র-সমালোচকের দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম ও গবেষণার ফল
কানাই দাম্পত্য এই সুবহু গ্রন্থখানি। আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয়
চিত্রকলার ইতিহাস, বিশেষ বিশেষ চিত্রশৈলী ও শিল্পী সম্পর্কিত আলোচনার সমৃদ্ধ
এই গ্রন্থ প্রবিন আর্ট পেপারে ছাপা ১৯ খানি বহুবর্ণের ও ৩৯ খানি একবর্ণের
চিত্রে সজ্জিত ॥

মূল্য : ২২.০০

মানববিকাশের ধারা

এই সুবহু গ্রন্থে লেখক জীবনের লীলামণ্ড এই
প্রকল্প চক্রবর্তী পৃথিবীর প্রদূত-পর্ব থেকে শুরু করে জীবনের উদ্ভব
এবং প্রাগৈতিহাসিক ও তৎপরবর্তী বিভিন্ন প্রাণীর ক্রমবিকাশ এবং সর্বশেষে মানবের
উদ্ভব ও তার দৈহিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের একটি ধারাবাহিক পরিচয় দিয়েছেন
প্রাঞ্জল ভাষায়, সম্যক-তর রেখা টেনেছেন সুমের, মিশর ও সিংধ-সভ্যতার এসে।
গ্রন্থখানি আর্ট পেপারে ছাপা ৬০ খানি চিত্র সমৃদ্ধ ॥

মূল্য : ১২.০০

পরিব্রাজকের ডায়েরী

কত-না বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর সন্মিলন-ভূমি আমাদের
নির্মলকুমার বসু এই দেশ। বিচিত্র তাদের জীবন, বিচিত্র তাদের
রীতিনীতি ও সংস্কৃতি। এদেরই জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন প্রসিদ্ধ
নৃত্যবিদ তাঁর এই বইয়ের পাতায় পাতায় ॥

মূল্য : ৪.৫০

পূর্ব-প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ : পরিভাষা কোষ—সুপ্রকাশ রায়...১০.০০ ॥ বিজ্ঞানী
জীবি রণদীপচন্দ্র...৬.০০ ॥ লভ্যবীর শিশু-সাহিত্য—বগেন্দ্রনাথ মিত্র...৭.০০ ॥
সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা—ডাঃ বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য...৬.৫০ ॥ বস্তুবাদ—ধূম্রজি-
প্রসাদ মনোপাধ্যায়...৫.০০ ॥ মহাকাব্য—শ্রীমদমলকান্ত চৌধুরী...১২.০০ ॥

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৯২ মহাত্মা গান্ধী (জ্যারিসন) রোড ॥ কলিকাতা ৯

প্রতিনিধিমূলক রচনার উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি শারদীয়

আবাহন

[৬ষ্ঠ বর্ষ]

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হচ্ছে

গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ,
হারিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত,
অমলা দেবী, রণজিৎকুমার সেন, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলকুমার
ঘোষ, দাশিত দাশগুপ্ত, অনিলা দাশগুপ্ত, রেণা বসু, হরিনাস
ধূম্রোপাধ্যায়, সত্বেদী, অমল দাশগুপ্ত, সত্যপ্রিয় ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ
মিত্র, দিব্যেন্দু পালিত ॥

কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, গোপাল ভৌমিক, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত,
ডাস, অরীন্দ্রজিৎ ধূম্রোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্রশঙ্কর,
হবি দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অশোক সরকার, জগৎ ঘোষ,
সুনীলবরুণ, শঙ্করানন্দ, রাম বসু, সুপ্রিয় ধূম্রোপাধ্যায়, শিপ্রা ঘোষ ॥

প্রবন্ধ

ত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুব্রহ্মচন্দ্র সেন, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যো-
পাধ্যায়, দেবপ্রসাদ সুর্য্যাল, দীপশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ॥

নাটক : শূন্যসত্ত্ব বসু

॥ প্রচ্ছদচিত্র ও অলংকরণে শারদীয় আবাহন

নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ॥

মূল্য ১.৫০ টাকা। ডাক মাগল স্বতন্ত্র

আবাহন : বাণীতীর্থ, ২৬।২বি, বেনেটোলা লেন, কলকাতা ৯

মাতৃস্নেহের একটি কাহিনীকে ঘিরে চন্দ্রবীরশক্তসের "চাঁর"। মিনাকুমারী, পাণ্ডারীবাঈ, বলরাজ সাহানী ও ভেজি ইরানী মধ্য ভূমিকাগুলিতে রূপদান করেছেন। লেখকাজ ভক্টরী ও হেমন্তকুমার যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

কাননদেবী প্রযোজিত "ইন্দ্রনাথ গ্রীকান্ত ও অন্নদাস"র মূর্তি ঘোষিত হয়েছে আগামী সপ্তাহে। শরৎচন্দ্রের "গ্রীকান্ত"-এর শিবতীর খণ্ড অবলম্বনে "রাজলক্ষ্মী ও গ্রীকান্ত" তুলে গ্রীমতী শিকচাস ইতিপূর্বে যে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তারই পরিপূরক হিসাবে আসছে তাঁদের এই নতুন চিত্রসৃষ্টি— "গ্রীকান্ত"-র প্রথম খণ্ডের ঘটনাবলী যার

ভিত্তি। ইন্দ্রনাথ ও গ্রীকান্তের ভূমিকায় দুটি নতুন কিশোরশিল্পী—পাখুপ্রিয় ও সঞ্জল ঘোষ—এই ছবিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করবেন। আর সব চেয়ে বড় খবর হলো—সেটা হল প্রায় চার বছর বাদে কানন দেবীর প্রথম চিত্রাবতরণ অন্নদাসের ভূমিকায়। এর অন্যান্য ভূমিকায় আছেন বিকাশ রায়, মালিনা দেবী, গুরুদাস, অতনু ঘোষ, শীতল বসুয়া-পাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। হিরদাস ভট্টাচার্য একাধারে এর চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক।

নাশানাল শিকচাসের "সোনার হরিণ"ও পজাবকাশের অন্যতম আকর্ষণ। রাস-বিহারী লাল রচিত এই গোয়েন্দা কাহিনীর নায়ক উত্তমকুমার। তাঁর বিশরীতে অভিনয় করেছেন উসীরমান চিত্তারকা সুপ্রিয়া চৌধুরী। চিত্রনাট্য ও পরিচালনার কৃতিত্ব মণ্ডল চক্রবর্তীর। হেমন্তকুমার এ ছবির সুরকার।

সবার সংগীত সম্মেলন
নিখিল ভারত সবার সংগীত সম্মেলনের
বৃষ্টি অধিবেশন এই সপ্তাহে (২৫শে

সেপ্টেম্বর থেকে) শুরুর হয়ে ওঠা অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। শুরুর ও বিরাট মঞ্চে (৪০, চৌরঙ্গী রোড) এখারকার সংস্থারদের মোট ১১টি অধিবেশনের মধ্যে সংখ্যা ৬-৩০টা থেকে রাতি ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৮টি, সকালে ২টি ও সন্ধ্যা-রাতিব্যাপী ১টি।

কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করবেন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ওম্মদ আমীর খাঁ, ওম্মদ নিসার হোসেন খাঁ, পণ্ডিত ডি এন পটরধর্ম, গোপবন্দর বসুপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী, রমেশচন্দ্র বসুপাধ্যায় প্রভৃতি। হস্ত-সংগীতে অংশ গ্রহণ করবেন পণ্ডিত রবি-শঙ্কর, ওম্মদ বিলারথ খাঁ, ওম্মদ আজী আকবর খাঁ, পণ্ডিত রামনারায়ণ, পণ্ডিত শাহতাপ্রসাদ, নিখিল ঘোষ প্রভৃতি। নৃত্যক্ষেত্রে সশকদের অনঙ্গ দেবেন কেরল ভান্ডার, গোপীকাক, কুমারী রাণী, শ্রীলক্ষা মৃধো-পাধ্যায় ও স্মৃতি ভট্টাচার্য।

চিত্রপত্র

শিল্পনির্দেশকের বক্তব্য

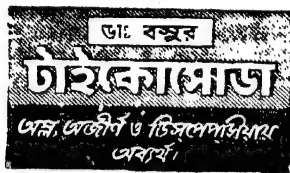
মহাশয়,

২৬শে ডায়ের "ডেশ" পত্রিকার "বিশ্ব-পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক অঙ্গগণিত সম্মেলন" আসেচনা পত্রিকা সেই সাথে আপনাদের উপযুক্ত উত্তর পত্রিকাও বিশেষ আনন্দ পাইনাম। চমকিতকোষে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির রূপ সিকর চাইতে সম্মিলিত রূপে কল অনবদ্যী সুরের পরিবেশ সৃষ্টি করাই উচিত।

পত্রলেখক "সৌর-গতাক" বিষয় বাহা লিখিয়েছেন সে বিষয় আমার বক্তব্য। বৌদ্ধধর্মের স্বপ্নাতা আমার স্বপ্নাতার পূর্ব রূপ সৌরগত পাই এবং টি বৃগাই সৌর-গতাকের বসন্তরূপে সুররূপে দেখা যায়। কিন্তু সৌর-গতাক বসন্তরূপের বহু পূর্বেই ছিল এবং তাহার রূপ পরি-গ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ আছে। এবিধের পশি ব্রাউনের লেখা "ইন্ডিয়ান অর্কিটেকচার" গ্রন্থের চতুর্থ পৃষ্ঠার "সি ইন্ডাস" "সিভিলিজেশান" (খৃষ্টপূর্ব ৩০০০-২০০০) ও "সি বৌদ্ধ কালচার" (খৃষ্টপূর্ব ১৫০০-৮০০) সংজ্ঞাত নিবন্ধ পত্রিকা সৌরগত অনুরোধ করি।

নটরাজ বিষয় পত্রলেখক নিজাই স্বীকার করিয়াছেন যে, হিন্দু পুরাণে নটরাজের উল্লেখ আছে। অতএব ঐ বিষয় বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন দেখি না। তবে ইন্দোলজ বৌদ্ধ চিত্রশিল্পীর দ্বারা ১৬মং গুহারা ছায়ে আট হাত বিশিষ্ট নটরাজ মূর্তি ফাঁকা দেখাযাই। এর দ্বারা প্রমাণ হয়, বৌদ্ধধর্মগণ শিল্পীদের কল্পনায় নটরাজ মূর্তির রূপ ছিল। ইতি

সুধেন রায় চৌধুরী,
কালিকাতা-৩৫।



এবার 'পূজার' প্রিয়জনের হাতে তুলে দেবার মত

দু'খানা সর্বোত্তম গ্রন্থ
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

রূপমতী

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বেল কুঁড়ি

দাম : প্রত্যেকটির দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

পরিবেশনা : বসু বৃক পটল

১০মং শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

পায়দায়

১৩৬৬

ছোট গল্প

প্রকাশিত

হলো

১. তরুণ ছোটগল্পকারদের একমাত্র মূখপত্র ॥

বঙ্গীর তরুণ-প্রতিভার সম্বলিত সমাবেশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বরংগীত এই শরদ সংখ্যার যে সব সন্নিবিষ্টিত গল্প থাকছে তার প্রত্যেকটি গল্পই আজকে অভিনব, প্রসঙ্গে বলিত জীবন নির্ভর। প্রেম-অপ্রেম প্রত্যয়-অপ্রত্যয়ে যে মৌনমুখর জীবন তার কথাবার্তা :

দীপেন্দ্রনাথ বসুপাধ্যায় । দেবেন রায় । বালেশ্বরীকন ভট্টাচার্য । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । দিব্যেন্দু পালিত । ঘোষিত চট্টোপাধ্যায় । ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় । শরৎকুমার মৃধোপাধ্যায় । মিশীথ দে । নটীল বিশ্বাস । লালমোহন দাস ।

সংগে রয়েছে মরেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পর্কে লিপিত আসেচনা : মহান চক্রবর্তী ॥

উজ্জ্বল প্রকৃষ্ট । অ্যাটিকে গোড়ন মূত্রপ । মূল্য ১.২৫ ॥ সভাক ১.৫০ অগ্রন দেয় ॥ আসাম, দিল্লী প্রভৃতি স্থলে এজেন্ট চাই । কলকাতার একমাত্র পরিবেশক : পরিজা রাসদাস । কলকাতা স্ট্রীট ॥

জ্যেটগল্প ॥ ১৯/৪ নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীট । কলকাতা ৬ । ফোন : ৫৫-১৯৭০

কলকাতার ফুটবল মরসুম প্রায় শেষ হয়ে এসে। আই এফ এ শীল্ডের খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার ফুটবল মরসুমের উপর বর্ষাবিকা পড়বে। আই এফ এ শীল্ডের খেলাও শেষ হয়েছে। এসে পড়েছে। তবে না আচলে বিশ্বাস নেই। খাদ্য আন্দোলনের জন্য যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে কতৃপক্ষ বেশ অসুবিধার পড়েছেন। কারণ পুলিশের সাহায্য ছাড়া তো কলকাতার বড় খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। অথচ অনিশ্চিত পরিস্থিতির জন্য খেলার মাঠে পুলিশের সাহায্য পাওয়াও মুশকিল হয়ে পড়েছে। তাই কলিকাতা পুলিশ ডায়েরি এখন আই এফ এ শীল্ডের বাকী লিট খেলা শেষ হয়েছেই বাঁচাচারা। না হলে 'অভিসপ্ত' আই এফ এ শীল্ডের অন্তর্গত এবার কি আছে কে জানে।

এদিকে খাদ্য আন্দোলন ও রাজ্যের উত্তপ্ত রাজনৈতিক অবস্থাওয়ার মধ্যে স্টোডিয়ামের কথাটা ধামচাপা পড়ে গেছে। ফুটবল মরসুমের মাঝে এক সময় মনে হয়েছিল একেনবরা কোর্সে এই ধর্মি স্টোডিয়ামের প্রতি স্থাপন হয়। কলকাতার স্টোডিয়ামের যে নিত্যন্ত প্রয়োজন রাজ্য সরকার থেকে অর্থায়ন করে সাধারণ ক্রীড়া-মন্দির পর্যন্ত সবাই একথা উপলব্ধি করছেন। সম্প্রতি আই এফ এ শীল্ডের করেকটি খেলার অসম্ভব দর্শক সমাগম হওয়ার স্টোডিয়ামের অভাবের কথা বহুবার মনে পড়তে পারছে। সৈদিক এরিয়ান-মহমেডান মাঠে মহমেডান স্পোর্টিং ও সেরেনের গাথা ব্রিগেড দলের মধ্যে আই এফ এ শীল্ডের করেকটির ফাইনাল খেলার সময় ৫০১৬০ জন গাছে-চড়া দর্শক সম্মত একটা বড় অশব্দ গাছ মটিতে পড়ে যাওয়ার ২০১২ জন দর্শক অতর্কিতভাবে অঘাতে পেরেছেন। যুবাই ভাগ্যের কথা মন্দির পূর্ব দিকে গালাগালা সন্নিহিত গাছটি মাঠের মধ্যে না পড়ে বইয়ের পড়েছে। এ প্রকাণ্ড গাছটি তার আশ্রিত ৫০১৬০ জন দর্শক সম্মত মাঠের মধ্যে পড়লে সেখানে বসে যারা খেলা দেখছিলেন তাদের অনেকের জীবনের খেলা সাংগ হয়ে যেত। বই হক খেলার সময় দর্শকসম্মত গাছ পড়ার এ ঘটনাও স্টোডিয়ামের অভাবের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

অন্য স্টোডিয়াম তৈরী হলে লোকে গাছে চড়ে খেলা দেখবে না, এমন কথা বলছি না। বসি গাছে চড়ে স্টোডিয়ামের মধ্যে খেলা দেখার সুযোগ থাকে তবে এক প্রশ্নের দর্শক তখনো গাছে চড়ে খেলা দেখবে। মরতো গাছ থেকে পড়ে তাদের হাত পাও ডাঙাবে। কিন্তু স্টোডিয়াম খাড়া হলে

খেলার ব্রাঠ

একলায়

লোকে তার জন্য সরকারকে বাধ্য করতে পারবে না।

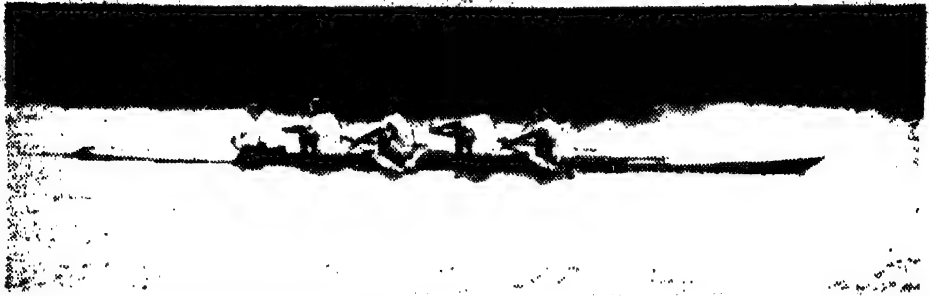
আরও একটি কথা। আজ পুলিশের সাহায্য ছাড়া কোন বড় ব্যাচ হতে পারে না। কিন্তু স্টোডিয়ামের মধ্যে খেলা হলে সাধারণ দর্শক, সমর্থক, খেলোয়াড় ও রেফারীদের নিরাপত্তার অনেক ব্যর্থতাই করা যেতে পারে। সৈদিক দিয়েও স্টোডিয়ামের আশু প্রয়োজন। স্টোডিয়াম নির্মাণ সম্পর্কে সরকারের একটা নৈতিক ও সামাজিক

দায়িত্ব আছে। এই কথাটা উপলব্ধি করে সরকার যত শীঘ্র স্টোডিয়াম রচনা করেন ততই যতগল।

আই এফ এ শীল্ডের খেলা শেষ হবার আগে কলকাতার ফুটবল মরসুমের উপর বর্ষাবিকা পড়লেই না আমরা ফুটবলের হাত থেকে নিশ্চিত পাচ্ছি কোথায়? ভারতে এখন সারা বছরই ফুটবল খেলা লেগে আছে। এবং সমস্ত খেলার সঙ্গেই আছে কলকাতার ক্লাবগুলোর প্রগড় যোগাযোগ। আই এফ এ শীল্ডের পর আরম্ভ হবে সিনিয়র লিগ ফুটবল প্রতিযোগিতা। তারপর আছে বোম্বাইতে রোডার্স কাপের এবং সিলিতে ড্রপড কাপের দুই নামজারের প্রতিযোগিতা। ভারতের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা এখনো আরম্ভ হয়নি। তা ছাড়া আন্তঃবিভাগীয় ফুটবল প্রতি-



কলেজ ছাত্রদের আশ্রয়: কলেজ দাঁড়ার প্রতিযোগিতায় রিলে রেসের বিজয়ী স্কটিশ চার্চ কলেজ দল। বাঁ দিক থেকে—তপতী লব্ধ, মীনা দেবী, বাঁদা মহেশ্বর ও কল্যাণী রঙ্গ। কল্যাণী রঙ্গ চারটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে বাস্তবগত চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারিনী হয়েছেন



চাকুরিয়া লেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নৌ-চালকদের নৌ-চালনার দৃশ্য।

বৌগিতা এখনো বাকী আছে। বাকী আছে এশিয়ান কাপের পশ্চিমোত্তরের খেলা। তা ছাড়া এখানে ওখানে ছোট বড় নানা প্রতিযোগিতা তো আছেই। আবার জাপান থেকেও একটি দল আসছে বিভিন্ন ইস্পাত নগরীতে কয়েকটি ফুটবল খেলার জন্য। বঙ্গা বাহুলা, অধিকাংশ প্রতিযোগিতাতেই কলকাতার বহু ক্লাবকে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যাবে। প্রতিনিধিমূলক খেলাতেও অংশ গ্রহণ করবেন কলকাতার নামকরা খেলোয়াড়রা।

এখন কথা হচ্ছে এমচার খেলোয়াড়দের পক্ষে সারাবছর ধরে এইভাবে ফুটবল খেলে বেড়ান কি সম্ভব? না এতে খেলার ঘান বাড়বে? খেলোয়াড়দের চাকরী দেবার জন্য সাধারণভাবে একটা দাবী উঠেছে। সরকার, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ অফিসের মালিকরা খেলোয়াড়দের চাকরী দিয়ে নানা সুযোগ সুবিধাও করে দিচ্ছেন। কিন্তু কোন অফিসের খেলোয়াড় কর্মী যদি কাজ না করে সারা বছরই এইভাবে খেলে বেড়ার ভাতে অফিস কতৃপক্ষ ভবিষ্যতে খেলোয়াড়দের চাকরী দিতে পরামুখে হতে পারেন। কলেজের ছাত্রদের পক্ষেও এইভাবে খেলে বেড়ান পড়াশুনার পক্ষে খুবই ক্ষতিবর। তা হলে উপায়? এর একমাত্র উপায় ফুটবলকে এমচার ও প্রেশেশনমাল এই দুই পন্থায় ভাগ করা। খেলাকে যদি কেউ বার্তা হিসাবে গ্রহণ করে তবে তার পক্ষে সারা বছর খেলে বেড়ানর পক্ষে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এমচার বা শাখার খেলোয়াড়ের পক্ষে সারা বছর খেলে বেড়ানর অনেক অসুবিধা আছে। এর ভবিষ্যৎও ভাঙ্গ নয়। এতে এসচার খেলোয়াড়দের চাকরী পাবার পথে বিঘা দেখা দিতে পারে।

ভারতের ফুটবল কতৃপক্ষ অনেকদিন থেকেই আমাদের দেশের ফুটবল খেলার পেশাদার বৃত্তির প্রবর্তন করবেন বলে পরিকল্পনা করে আসছেন। কিন্তু কার্যকরী কোন পন্থাই আজ পর্যন্ত গ্রহণ করেননি। বরং নতুন নতুন নানা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে ফুটবল মরসুমকে দীর্ঘ ও ভারী করে তুলছেন। ভারতের ফুটবল খেলার উন্নতির

জন্য এবং খেলোয়াড়দের ভবিষ্যতের জন্যই এ সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু পারিকল্পনার প্রয়োজন। অশা করি, নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের কতৃপক্ষ কখনো ভেবে দেখেন।

ভারত সফরের জন্য অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টীমের আগামী ১০ই ডিসেম্বর বিদায়তে এসে পৌঁছবার কথা। ভারত সফর বলতে অস্ট্রেলিয়ান দলের মত এটি খেলার কথাই বুলতে হবে। পাঁচটি টেস্ট। অর বাকী দুটির একটি ক্রিকেট ক্যাপ্টেন বোয়ের সভাপতির একাদেশের সঙ্গে, অপরটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দলের। এই ব্যবস্থার নাম যদি ভারত সফর হয় তবে তাকে 'সফর' কথাটির অপ্রাসঙ্গ্যই বলাযো। মাত্র এটি কেন্দ্র নিয়ে এই বিকল্প দল ব্যবস্থার নয়। ১৯৫৬ সালে ইংল্যান্ড খেলে যাওয়া ফেরবার সময়ও অস্ট্রেলিয়া দল ভারতে মাত্র তিনটি টেস্ট খেলে গিয়েছিল। এরপর তারা এটি মাচের দেশী খেলতে বাকী হয়নি। এইভাবে কোন দেশের সঙ্গে সফরের ব্যবস্থা করা হীনমন্যতাই পরিচায়ক। তবে সফরের বিষয় অস্ট্রেলিয়া দল ভারতে আসছে তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে। ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমরা গো-হারা ফেরত। আবার ইংল্যান্ড যে তারা ফেরতের অস্ট্রেলিয়ার কাছে। বর্তমান ক্রিকেট বিশ্বের প্রকৃত শক্তি সেই অস্ট্রেলিয়া আসছে ভারত। ভারতের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার দ্বন্দ্বের শত্রুর কোন তুলনাই চলে না। সুতরাং ফলাফল সম্পর্কে কারেই আগ্রহ থাকবার কথা নয়। আগ্রহ অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতিনামা বোলার ও ব্যাটসম্যানদের নৈপুণ্য পরখ করার। সেই অশাফেই ভারতের ক্রিকেটারসকরা উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের যে পাঁচটি টেস্ট খেলার আয়োজন করা হয়েছে এবার তার শেষ খেলাটি হবে কলকাতায়। এতদিন কলকাতায় তৃতীয় টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে এবং বড়দিনের ছুটির সময় ডিসেম্বর-জানুয়ারীর সন্ধিক্ষণে অনুষ্ঠিত হয়েছে কলকাতার টেস্ট খেলা। কিন্তু

এবার খেলা হচ্ছে জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে! আকর্ষণ কমে যাবে। কারণ অস্ট্রেলিয়া যদি আগেই 'রাবার' পেয়ে যায় বা চারটি খেলাতেই বিজয়ী হয় তবে কলকাতার টেস্ট খেলায় আর আকর্ষণ থাকলে না। তবে আগেই বলাইচ ফলাফলের জন্য নয়, স্বাস্থ্যলিখ্য দলের খেলা দেখার জন্যই এ সফরের যা কিছু আকর্ষণ। তাছাড়া কলকাতা হচ্ছে বিচিত্র শহর। ভারতীয় দলের সুনাম হতেই নষ্ট হক আর তরা খেলাতে পারুক না পারুক কলকাতার টেস্ট খেলার দর্শকের অভাব হবে না।

হারদরবাদে একটি টেস্ট খেলার ব্যবস্থা করার জন্য হারদরবাদ ক্রিকেট এসোসিয়েশন ক্রিকেট ক্যাপ্টেন বোয়ের কাছে এক দাবী পেশ করেছিলেন। কিন্তু সে দাবী গ্রহণ করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে লো চর ক্রিকেট কতৃপক্ষ ক্রিকেট খেলায় জন ভারতকে পরিচিত 'জোয়া' বা অম্বলে ভাগ করেছেন। পূর্বে পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এবং মধ্য ভারত। এই পাঁচটি অঞ্চলে পাঁচটি টেস্ট খেলার ব্যবস্থার কথা স্বীকৃত হবে আসছে। এবং পূর্বে অঞ্চলের খেলার ব্যবস্থা করতেন যোগেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন। পশ্চিম অঞ্চলের খেলার আয়োজন করতেন বেসমট ক্রিকেট এসোসিয়েশন। উত্তর অঞ্চলের ব্যবস্থা করতেন উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন। দক্ষিণ অঞ্চলে ব্যবস্থা হাদ্রাজ ক্রিকেট এসোসিয়েশন এবং মধ্য অঞ্চলের ব্যবস্থা দিল্লি ক্রিকেট এসোসিয়েশন করে আসছেন। হারদরবাদের তরফ থেকে বলা হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ভারত সফরের সময় উত্তর প্রদেশ ও হারদরবাদ ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সঙ্গে এমন এক চুক্তি হয়েছিল যার ফলে দুই রক্তা পর্যায়ক্রমে টেস্ট খেলায় আয়োজনের অধিকারী। কিন্তু ক্রিকেট ক্যাপ্টেন বোর্ড বলছেন এই চুক্তি সম্পর্কে তারা কিছুই জানেন না। সুতরাং তাদের দাবীও গ্রাহ্য হয়নি। কিন্তু কথা হচ্ছে চুক্তি সম্বন্ধে কিছু জানা না থাকলেও নতুন চুক্তি হতে পারে না কি? টেস্ট কেন্দ্র হিসাবে লক্ষ্যে বা

কানপুরের চেয়ে হারদরবাদের দাবী কোন অংশে গৌণ নয়। হারদরবাদের ক্রিকেটও ফুটবলের মত জনপ্রিয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে বোর্ডের কিছু করণীয় ছিল বলেই মনে হয়। একই জোন বা অঞ্চলের দুটি রাজ্য এসোসিয়েশনের মধ্যে টেস্ট খেলার বিধিব্যবস্থা নিয়ে হেরদরবাস বাড়লে আর কন্ট্রোল বোর্ড নিষীদ্ধ দশকের ভূমিকা গ্রহণ করবেন, এটা সম্ভবনীয় নয়। আমরা আশা করি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড হারদরবাদ ও উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশনের মধ্যে একটি দৃষ্টির ব্যবস্থা করে শোভামালের অপমান ঘটাবেন।

নীচের অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের খেলার তালিকা দেওয়া হলঃ—

প্রথম টেস্ট—দিল্লি: ১২ই, ১৩ই, ১৪ই, ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর।

দ্বিতীয় টেস্ট—কানপুর লংহা লেক্সা: ১৯শ, ২০শ, ২১শ, ২৩শ ও ২৪শ ডিসেম্বর।

বোর্ড সভাপতির একাধিক সঙ্গ খেলা—আমদাবাদ: ২৭শ, ২৮শ ও ২৯শ ডিসেম্বর।

তৃতীয় টেস্ট—কলকাতা: ১লা, ২রা, ৩রা, ৫ই ও ৬ই জানুয়ারী।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাধিক সঙ্গ খেলা—ব্যাংকোরে: ৯ই, ১০ই ও ১১ই জানুয়ারী।

চতুর্থ টেস্ট—মাদ্রাস: ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই, ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী।

পঞ্চম টেস্ট—কলকাতা: ২০শ, ২১শ, ২৩শ, ২৭শ ও ২৮শ জানুয়ারী।

অজ্ঞাতপন্থ ইটালিয়ানি বোর্ড ক্লাবের বিশ্বখ্যাত নৌ-চালকরা অল্প করকর্তাদের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। ঢাকুরিয়া লেকে এরা তিনদিন ধরে নৌ-চালনার কলা-কৌশল দেখিয়ে দেশে ফিরে গেছেন। অজ্ঞাতপন্থের নৌ-চালকরা এর আগে কোনবার কলকাতায় আসেননি। সুতরাং এদের নৌ-চালনা দেখবার জন্য বাইচ ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। ঢাকুরিয়া লেকে এরা তিনদিন ধরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন কালকাটা বোয়িং ক্লাব, বেংগল বোয়িং ক্লাব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বোয়িং ক্লাব এবং লেক ক্লাবের নৌ-চালকদের সঙ্গে। স্কালিং, পেয়ারস, ফোরস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হারিয়েছেন। এর মধ্যে কলকাতার নৌ-চালকরা একটি বিষয়েও জিততে পারেননি। অজ্ঞাতপন্থের নৌ-চালকরা ১৫টি রেসেই বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরে গেছেন।

অজ্ঞাতপন্থের বিশ্বখ্যাত নৌ-চালকদের কাছে এখানকার সবাই পরাজিত হবেন

এটা আগেই জানা ছিল। আর অজ্ঞাতপন্থের ১০ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জনই হলেন সেই 'নব খ্যাতিমান' নৌ-চালক বা একককার কৌশল-অজ্ঞাতপন্থের ঐতিহাসিক নৌ প্রতিযোগিতায় কৌশল-বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করেছিলেন। এদের দীর্ঘ-কালিক, সুঠাম গঠন, চওড়া বুক, সর্বোপরি সারা দেহে শক্তির উজ্জলতা। সত্যি বলাকৈ চোখের আনন্দদায়ক। আর নৌ-চালনার ক্ষমতা কত মানোন্নয়ন। একই সঙ্গে জমজম বকে দাঁড় পড়তে ছপাং ছপাং। তাদের সূক্ষ্ম পতনোন্নয়নের সঙ্গে সূচীযুক্ত কাঠের ছিপ এগিয়ে চলতে তীব্রবেগে। দাঁড় পড়া আর নৌকো চলার ছপাং নয়, সুরের ঐক্য-তানের মতই সু-সমজস্য।

বিলেতী কলকাতা বড় বড় জলাশয়সম্পন্ন শহর কিন্তু ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও তথাকথিত নৌ-বাইচ আমদানের দেশে এখনো জনপ্রিয় হয়নি। ইটালিয়ানিটির কিছু কিছু ছপাং এবং কালিকার ধীরে ধীরে চলার মধ্যেই আমাদের নৌ-বাইচ সীমাবদ্ধ আছে। অবশ্য বাঙ্গালী উত্তর-পাড়ায় নৌ-বাহন সন্নিবিষ্ট নামে একটি সন্নিবিষ্টও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। গংগার বুককে ডাকা 'বাহিনী' নৌ-প্রতিযোগিতার আয়োজনও করে আসছেন। নদী-মাছুক এই বাংলা দেশে একদিন গ্রামা প্রচার নৌ-চালনার মধ্যেই বেওয়াঙ্ক ছিল। বাংলার খাল-বিল-নদীতে পুজা পার্বণ বা ঐ ধরনের অনুষ্ঠানের সময় গলার

দুয়াল বেঁধে প্রকা নৌ-চালকরা বাইচ খেলতেন। লম্বা লম্বা কাঠের পালসী নৌকো ছিল। তার গল্ল-ইতে কারুকর্ম করা পেতলের চোখ বসান। বাইচের আগে নৌ-চালকরা নৌকো পজো করে তার গলার মালা পরিবে, সিঁদুর মাখিয়ে তারপর 'হে'-ই মায়ে মার টান 'হে'-ই-ও' বলে বাইচ খেলতেন। তার মধ্যে কি উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল, কি অনাবল আমদ ছিল। বিলেতী কলকাতা নৌ-বাইচ দেখে আজ সেই কথাই মনে পড়তে।

এক সাহিত্যিক ক্রীড়াসমালোচক অজ্ঞাতপন্থের নৌ-বাইচের আলাচিনা প্রসঙ্গে বলেছেন—“খেলা তো খেলা বাইচ খেলা। এমন নিখুঁত ছন্দজ্ঞান, এমন একদাধি আর কোন খেলায় বরকার হয়? 'এক প্রাণ একটা বাইচ খেলার মধ্যেই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। এ খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। জ্ঞাত শব্দ, অজ্ঞাত। এগিয়ে যেতে পারলেই হয়। সৌভাগ্য প্রতিযোগিতাতেও এগিয়ে গিয়ে জিততে হয়। কিন্তু সে হল একক সৌভাগ্য। আর বাইচ হচ্ছে একক সৌভাগ্য, অবশ্য জলের 'পরে নৌকোর চাপ'। বাইচ খেলা সেই ধরনের খেলা যাতে সাক্ষ্যের সৌন্দর্য, সৌন্দর্যের উজ্জল প্রাণভরে উপভোগ করা যায়।”

কথনা গুইই সত্য। বাঙ্গালী নৌ-বাহন সন্নিবিষ্ট তাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করে আবার কি বাংলার গ্রামে গ্রামে নৌবাইচের প্রবর্তন করতে পারেন না।

পূজায় কি বই উপহার দেবেন?

সাগরপাশে ফিরি

ও শারদীয়া 'জাগরী'

১৭ আশ্বিন ১৩৬৬, কলকাতা সন্ধ্যায় 'জাগরী' কবি সম্মেলনে বোম্বা

কলকাতা, প্রকাশনার পূজা উপহার
বকল পত্রিকা ও ভক্ত সৃষ্টিজন কর্তৃক উৎসর্গসিঁহ
অজাতপন্থ, রচিত

গদাধর

১ম ও ২য় খণ্ড

আনন্দবাজার: জেথবের বস্ত্রবাস ভাণ্ডারটি সূক্ষ্ম, শব্দে গল্পের মতই সুখপাঠ্য।
হৃদয়ানুভব। বইখানি পড়তে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না।

কলী লাহিড়ী বোম্বাভকর কিশোর উপন্যাস	বহুকাল পরে আবার বাহির হইল সুরসাগর জগদম্বর মিত্রের গীতিকথা (২য় সংস্করণ)
--	---

খৈরাগড়ের ঐশ্বর্যচিক দূর্গ
অমি জনপ্রিয় গানের সর্বস্বত্ব পুস্তক
৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৪, ৫৯৫, ৫৯৬, ৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০০, ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১০, ৬১১, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৬, ৬১৭, ৬১৮, ৬১৯, ৬২০, ৬২১, ৬২২, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৭, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৭৯, ৬৮০, ৬৮১, ৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১১, ৭১২, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৭, ৭১৮, ৭১৯, ৭২০, ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬১, ৭৬২, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩, ৭৭৪, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯, ৭৮০, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০, ৮০১, ৮০২, ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮০৮, ৮০৯, ৮১০, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ৮৯২, ৮৯৩, ৮৯৪, ৮৯৫, ৮৯৬, ৮৯৭, ৮৯৮, ৮৯৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪, ৯০৫, ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯০৯, ৯১০, ৯১১, ৯১২, ৯১৩, ৯১৪, ৯১৫, ৯১৬, ৯১৭, ৯১৮, ৯১৯, ৯২০, ৯২১, ৯২২, ৯২৩, ৯২৪, ৯২৫, ৯২৬, ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০, ৯৩১, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৭, ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১, ৯৪২, ৯৪৩, ৯৪৪, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৬০, ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৭৬, ৯৭৭, ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮২, ৯৮৩, ৯৮৪, ৯৮৫, ৯৮৬, ৯৮৭, ৯৮৮, ৯৮৯, ৯৯০, ৯৯১, ৯৯২, ৯৯৩, ৯৯৪, ৯৯৫, ৯৯৬, ৯৯৭, ৯৯৮, ৯৯৯, ১০০০

দেশী সংবাদ

১৬ই সেপ্টেম্বর—প্রতিদিন ভারতীয় কলেজের টেনিসলি ও লক্ষ ৬২ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে। অর্থাৎ দিনে সেন্টিমিটার ২৫ বার বিশ্বের রেখার নিকট পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবে। প্রতিদিন চলাচলকারী সাড়ে সাত হাজার মাইল সাড়ে চার হাজার রাত্রিবাহী এবং তিন হাজার মালবাহী। ভারতের লোক-সংখ্যার একশতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৪০ লক্ষ লোক প্রতিদিন টেনে যাতায়াত করে।

কলিকাতা: শিল্পপতি শ্রীহরিসাব মস্ত্রা লক্ষ্যে এই সপেশাল ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন-জজ শ্রী বি বি মিশ্র কর্তৃক বিভিন্ন অভিযোগ ও লংগারের সম্মুখ কারাদণ্ড ও ২ লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর—সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল থিমায়া প্রাসাদের রাজত্ববনে জমা জমায়ারিক ও সামরিক অফিসারদের সহিত ১০০ মাইলের ম্যাকমাহন লাইন বন্ধা সম্পর্কিত পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা সমাপ্ত করিয়াছেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর—কৃষিকাজ পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুসারে যে সব শিগণ ও বাবসাহ প্রতিক্রিয়া উল্লেখ্যদের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতিতে পুনর্বাসন বিভাগের নিকট হইতে সুবিধাক্ষেপক সন্ত ১ লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছিল; কিন্তু বীণকালের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারে নাই। তাহাদের সম্পর্কে কঠোরতা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত হইল।

মাস-বর্ষিক এবং বার্ষিক প্রতিবছর কমিটি পরিচালিত প্রাসাদেরকাল পশ্চিমবঙ্গে পুন্নিম্বের গভীরবর্ষ সম্পর্কে প্রধান বিভাগের জরুরি জাগরণী সম্মেলন হইতে হইতে হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

১৫ই সেপ্টেম্বর—হাঙ্গারী নদীতে পুনরুদ্ধার কাজে সুরাট নদীর তিন-চতুর্থাংশ বৃহৎ হইতে পুনরুদ্ধার পথের কাজ নিম্নাঙ্কিত হইয়াছে। বঙ্গ মহাসাগরিক লোক নামা খ্যানে নিষ্কল হইয়া আসিতে হইয়া বহিয়াছে। উপর ও লোকসাহিত্য জমা কর্তৃপক্ষ সৈন্যবাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

সাম্প্রতিক অতিশয় উজ্জ্বলিত বন্যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রায় ৫৫ হাজার দিন দান। আউশ ও আমন। নষ্ট হইতে বহিয়া রাজ্য সরকার শাসন করিতেছেন। প্রায় ১০ লক্ষ একর মানজমি জল ডুবিয়া উপলব্ধ পশ্চিমবঙ্গ শস্যভূমি সম্বন্ধে রাজ্য সরকারের আর্থিক হিসাব প্রকাশ।

জমা সম্প্রদায়। পঞ্জীর দিনে দুই উজ্জ্বলিত জমা কর্তৃক হার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ৬০ জন ছাত্র হইতে পড়িয়া গিয়া বা অনাগারে মৃত্যু হয়।

১৬ই সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের জমাগারিহ গণগণমাত্রের সমস্যাগোষ্ঠি মিটার বিরোধী কর্তৃক প্রাসাদ সমাপনের উপলক্ষ্যে নিম্নাঙ্কিত উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি কারিগরি মাস-কর্মদি গঠন করিয়াছেন। গত বৃত্তপতিবার

রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

খাস আন্দোলনে যোগ দিয়া বৃত্তপতিবার পর্যন্ত গত দুই মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মোট ১০৫৬১ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

১৯শে সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী পক্ষের অধিকাংশ বঙ্গ হইতে রাজ্যের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এক জনাধিপক্ষিক প্রস্তাব গ্রহণ বিধান সভার অধিবেশন বাতিল করা হয়।

নরায়ণপুরে সরকারীভাবে বোমবাং করা হইয়াছে যে, ভারতীয় শাহিনী এবং প্রাসাদ রাইফেলস উত্তর-পূর্ব মৌমাঘর এজেন্সির লংক, লালিহা বৃহৎ মাইলের মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে। লংক এখনও চীনাগের অধিকারে বহিয়াছে।

২০শে সেপ্টেম্বর—আজ রাজকোটি এক জেলার দুইহাতিহর ফলে ৬১ জন লোক পিষ্ট হইয়া মারা গিয়াছে এবং ২৯ জন আহত হইয়াছে। জাতহর মারা ফিল্ডের গুরুত্ব।

ভাণ্ডারী নদীর বন্যার নিম্নাঙ্কিত হইয়া জমাগ-প্রসাদ এক নদী গত বৃত্তপতিবার এক বঙ্গ-খাওয়া চাহার হইয়াছে। সেখানে সে একটি সম্মান প্রদান করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সংবাদ প্রকাশ যে, বর্তমান সংসদে শেষভাগে মাগল ম্যাকলী বিধানসভার রাজ্যের বাগমন্ত্রী শ্রীপ্রদীপচন্দ্র সেনের নিকট হইতে মাগল মন্ত্রীর ভার গ্রহণ করিতে পারেন।

বিদেশী সংবাদ

১২ই সেপ্টেম্বর—বুসাপেট রোডিও আজ ঘোষণা করিয়াছে যে, বুসাপেট মান-মন্ত্রীর রাশিয়ান রকেটের চন্দ্র অবসরগের সময় চন্দ্র উপরে একটি কক্ষকে লক্ষ্য করেন। রকেট চন্দ্রের গতি প্রসার করিলে যে দূর উল্লিখিত হয়, তাহাতেই সম্ভবত এই বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ সকালে ১১-৩০ মিনিটের সময় কাবুলে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাহাকে বিপুলভায়ে সম্মাননা জানান করা হয়। প্রাক্কালন সরকারের আমন্ত্রণে চারি-দিনের জন্য তিনি এখানে আসিয়াছেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর—সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনিলাতা বুদ্ধেন্দ্র আজ ওয়াশিংটনে মিলিটারি এজেন্সি বিমান মাটিতে ভারতীয় সমর রাই ১০ ৫১ মিনিটে মার্কিন বুদ্ধেন্দ্রের ভূমিতে পলাপণ করিয়া বলেন, "সমিষ্টা এবং খোলা হন লইয়া" তিনি ওয়াশিংটনে আসিয়াছেন।

নিউ চারনা নিউজ এজেন্সি কর্তৃক লাসা হইতে প্রচারিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, তিব্বতের 'কাসাগ'-এর (শাসন পরিষদ) প্রাক্তন সদস্য শ্রীরাওনা টিটন কুংগ বহিয়াছেন যে, তিব্বতের দ্বাদশীয় সরকার কখনও ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী রেখাটিকে আকস্মিক লাইন স্বীকার করেন নাই এবং সম্ভবত ইহার পক্ষে প্রমাণন করা প্রমাণ করিয়াছেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর—সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনিলাতা বুদ্ধেন্দ্র গত রাতে বলেন যে, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত 'আম-ক'রিক সম্মেলনী সম্পর্কে তাহার আলোচনা হইয়াছে। এই তাহাদের পূর্বে আলোচনা। আলোচনার ফলে তিনি 'ইউরোপ' বোধ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতির মাদারগ পরিসরের সিমেন্টা কমিটি আজ পুনরায় ১২ জন বঙ্গীয় সিমেন্টা পরিসরকে প্রকাশ্যে হামিলে আসন গ্রহণ করা কোন প্রস্তাব বিরোধ করিতে পারা হইতেই স্থগিত করিয়াছেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর—সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনিলাতা বুদ্ধেন্দ্র গত রাতে ওয়াশিংটনে এক সরকারী প্রকাশ্যে বলেন, চন্দ্রবুদ্ধেন্দ্রের কুসারে শূন্য দৃশ্যের দূরে নাই, তাহাওয়া গাঢ়ত্ব আসন করিয়াছে।

১৮ই সেপ্টেম্বর সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী আজ রাষ্ট্রপতির মাদারগ পরিসরকে বঙ্গীয় সিমেন্টা কমিটি বোধে সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রকাশের পলাপণ এই প্রস্তাব।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু, সরকারী-ফলে চারিদিন ইরান পরিদর্শনের জন্য আজ চন্দ্রবুদ্ধে। বিমানের কাবুল হইতে মেহরান আসিয়াছেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর—সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনিলাতা বুদ্ধেন্দ্র চারি বঙ্গদেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাষ্ট্রনীতিমতের বিরোধে মাদার সম্প্রদায় গতকাল রাষ্ট্রপতির মাদারগ পরিসরে যা প্রস্তাব করিয়াছেন, ২৫সম্পর্কে সম্প্রদায় বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ ও প্রতিনিমিত্তক আজ মাদারগ তাহাদের সরকারসমূহের সহিত পলাপণ করিতেছেন।

গতকাল কাবুলের প্রধান মন্ত্রীর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, শিহোদীরা সামনেউরা প্রদেশের বৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধের উপর আঘাত হানিতেছে।

২০শে সেপ্টেম্বর চীনাগ গতকাল ভোর হওয়ার আগেই কুয়াম লীপের উপর গোলা-বর্ষণ আরম্ভ করে এবং ক্ষুদ্র কুয়াম লীপের উপর ৫৬টি গোলা নিক্ষেপ হয়। বহিয়া ক্রান্তিকা-মাত্রী চীনাগের প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক টহতাহারে বলা হয়।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৬০ নম্বর পরমা। কলিকাতা । দ্বিতীয়—২০, বাণ্যাসক—১০, ও প্রেমাসক—৫, টাকা।
 প্রথম—১ (মডক) । দ্বিতীয়—২২, বাণ্যাসক—১১, টাকা ও প্রেমাসক—৫, টাকা ৫০ নম্বর পরমা।
 দ্বিতীয় ও প্রকাশক : শ্রীরাণদ গুপ্তাচার্য, আমল প্রেস, ৬ সুতারকিন, শ্রীশ্রী, কলিকাতা-১।
 ডায়ালকোন : ২৩-২৪০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আলমবাজার পাটকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশ

আবর্জনা



মাছি

আবর্জনা






**এইসব আপদকে
টুগন বেট দিয়ে সাবাত্ত করুন।**

টুগন বেট এমন এক বিশেষ উপাদান দিয়ে তৈরী যা মাছি, আরশোলা ও অন্যান্য সব পোকামাকড় আপদ সাবাত্ত করে। টুগন বেট এমনিতেও বেশ সস্তা—যেখানে যেখানে পোকামাকড় জড় হয় সেখানে মাত্র কয়েকটা দানা ব্যবহার করলেই কাজ হাসিল হয়। টুগন বেট নিরাপদ।



টুগন বেট

ব্যবহার করা খুবই সোজা	কোন স্প্রে করার যত্নপাতি লাগেনা	ফলপ্রসি
 <p>এক টুকরো ভিক্ষে কাগজের ওপর কয়েকটা দানা ছড়িয়ে দিন</p>	 <p>যেখানে পোকা-মাকড় জড় হয় কাগজটা সেখানে পেতে রাখুন</p>	 <p>পোকামাকড় টুগন খেয়ে হয় কয়েক মিনিটের মধ্যে মরবে নয়তো মরবার জন্য গড়াগড়ি করবে</p>

টুগন বেয়ার কোম্পানীর একটি পরীক্ষিত জব্য—
চিকা প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য প্রস্তুত

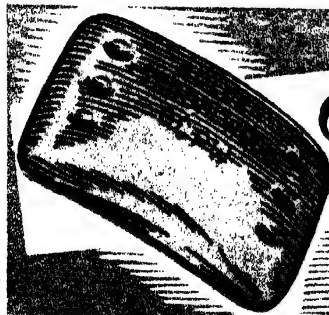
TB-3

পরিবেশক

জি ও ফ্রে ম্যা না স' এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই



২৬ বর্ষ] শনিবার, ২ আশ্বিন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 19th September, 1959 মূল্য—৪০ নম্বা পরসো [সংখ্যা ৪৭



গোল্ডেন স্যাণ্ডালউড

স্নানে তৃপ্তিকর চন্দন গন্ধ সাবান

বিস্মল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

শারদীয়া সংখ্যা

মাসিক

রোমাঞ্চ

তিনটি সম্পূর্ণ রহস্যোপন্যাস ও অনেকগুলি রোমাঞ্চ-গল্প লিখেছেন

প্রেমেন্দ্র মিত্র সুবোধ ঘোষ

শিবরাম চক্রবর্তী

পরিমল গোস্বামী প্রণব রায়

সন্তোষকুমার ঘোষ

মণি বর্ম। ॥ বিধায়ক ডট্টাচার্য ॥ অঙ্গীশ বর্ধন ইত্যাদি

চারশো পাতার বই ॥ দাম আড়াই টাকা

সডাক তিন টাকা

রোমাঞ্চ ॥ ১২, হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা-৬



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পরিবর্তনশীল প্রাচ্য—	...	৫১৩
প্রসংগত—	...	৫১৪
বৈদেশিকী—	...	৫১৫
বিশ্বব্যাচীড়া—	...	৫১৮
প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত	...	৫২১
সুপ্তায় গৃহ নির্মাণ	...	৫২৮

ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ଏହି ଭାସ୍କର ବହି
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର
ସ୍ଥାନବିଧିଗତ ଗନ୍ଧ ୫

[illegible]

শ র ৎ চ ল্ল চ ট্টো গা ধ্যা য়ে র

পণ্ডিত মশাই	২,	হরিলক্ষ্মী	১৥৩	গল্পীসমাজ	৩,
গৃহদাহ	৪৥০	শেষ প্রস্থ	৫,	শ্রীকান্ত (৩য় পর্ব)	৩,
মোড়শী	২,	দেবদাস	২,	বিজয়া	২

সদা প্রকাশিত :

প্রশান্ত চৌধুরীর স্বগতোক্তি (নবোপন্যাস) ৩১০

[illegible]

ଆହାଦେବ ପ୍ରକାଶନାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବିବିଧ ଗ୍ରନ୍ଥ :

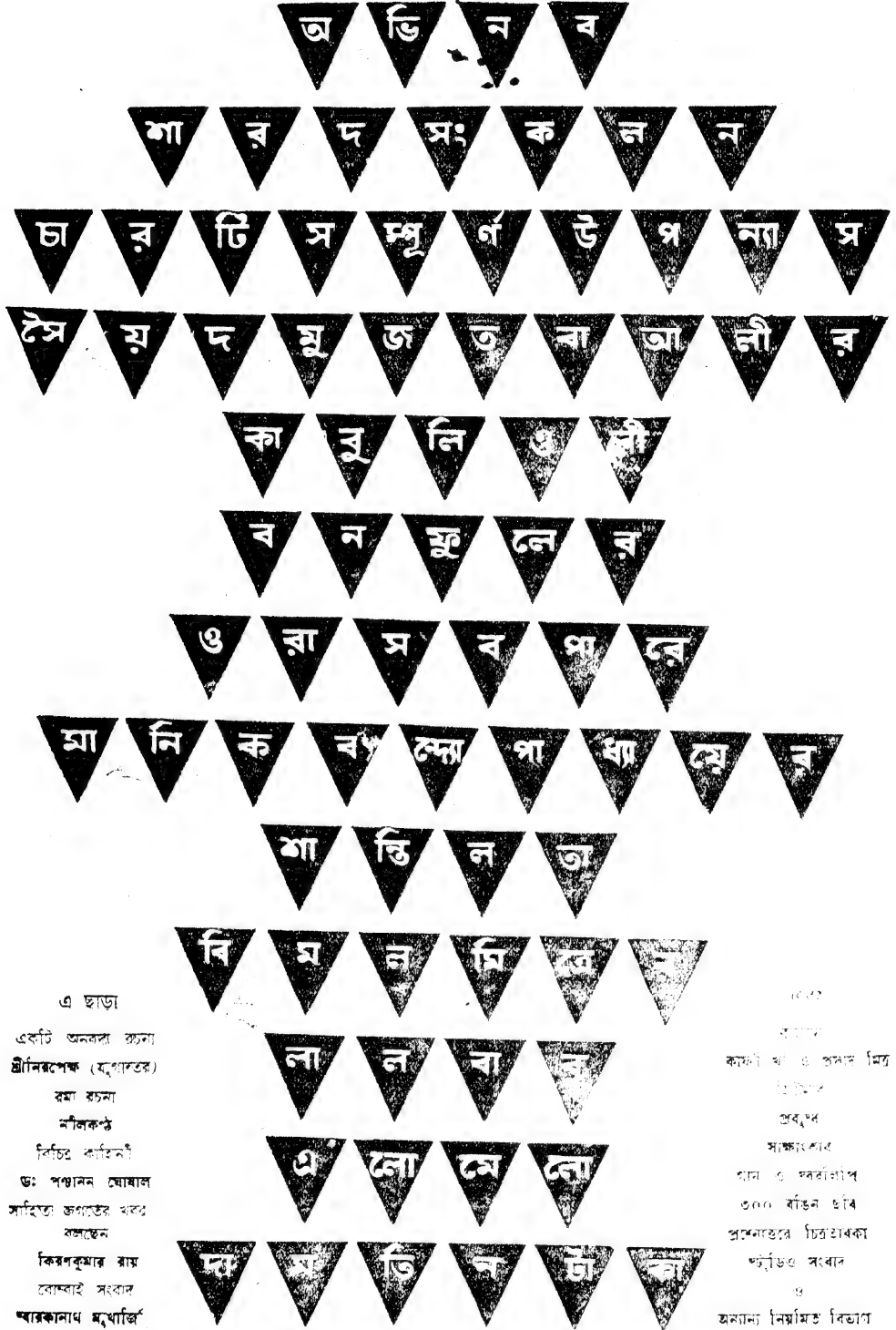
[illegible]

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রামঃ কালচাঁব ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোনঃ ৩৪২৬৪১

দেশ

মহালয়ার আগেই বেরবে



একোমো : ৩, দুর্গাচাঁদ মধ্যস্থি পুস্তক, দুর্গাচাঁদ, ঢাকা - ১০০১০০০



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মনীষী সাম্মুয়েল জনসন—সুদরঞ্জন	...	৫৩১
বিজ্ঞান বৈচিত্র্য—চরদত্ত	...	৫৩৫
ময়াল একটি সাপের নাম—শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য	...	৫৩৭
স্মৃতিচারণ—শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	৫৪১
সবুজপাতার ডাক—শ্রীশারীতরুঙ্গ সেন	...	৫৫৩
তিনাঙ্গন তিনরাতি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	৫৬১

সর্বশ্রেষ্ঠ পূজার অর্ঘ্য

গল্পভারতী

সং. ১০০০ : শ্রীউ. পদ্মনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[illegible][illegible]

ହରିତି ଉପନ୍ୟାସ

ଡାବଟୀ ବଡ଼ ଗଳ୍ପ

ବହୁ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ ।

ଜନାବ (ମୁ. ଶେଫ), ଶାନ୍ତିନଗର, ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି (ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ)

[illegible]

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/044665>; this version posted April 11, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

সোভিয়েট পরিবার গ্রাহকদের
জন্য বিশেষ উপহার ও সন্নিবিধা

১০ই সেপ্টেম্বর থেকে ৫ই নভেম্বর,
১৯৫৯-এর ব্যয়

ମିଳିତା ମହାବଳୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

* ২ নম্বরের গ্রাহকদের চাঁদা
কমপক্ষে ২৫% হ্রাস

* Soviet Union ও Soviet Woman (দুটি পত্রিকাই ইংরেজী, হিব্রী ও উর্দু সংস্করণেই এক বছরের প্রাক্কদের জন্য 'SPUTNIK' নামে একটি সচিত্র মেসায়-ক্যাম্পেয়ার উপহার

* অন্য পত্রিকার গ্রাহকদের জন্য
এক সেট সচিত্র পোস্ট কার্ড
বা সোভিয়েট ডাকটিকিট
উপহার

পৰিৱাসনমূলক নৱম ৬ কনসেশ্যন ৱেৰ্ট

2. Soviet Union 1950-1955
1950-1955
1950-1955
1950-1955
1950-1955

Soviet Women (2) 10
 10-10-10
 10-10-10
 10-10-10

International Affairs (3)
 1. 1948-1949 : 10.00
 2. 1950-1951 : 10.00

६: Soviet Literature 12-
 ६:००
 ६:००

3. Soviet Film - ২-২২৮৮
কলেবর : ১.৫৫ - দুই বঙ্গবন্ধু
২৫.৩৫ - ১০.০০

६. Culture and Life :-	
सिनेमा : :-	६.००
ग्रीक साहित्य :-	२.००

१. New Times (English)	₹ 6.00
२. New Times (Hindi)	₹ 8.00

1. Moscow News 2-1/2
 2. Moscow News 2-1/2
 3. Moscow News 2-1/2

ন্যাশনাল বুক এন্ড প্ৰাইভেট লি

२१३ महाराष्ट्र शासकीय न्यायिक

দেশ

মহালয়ার পূর্বেই বেরাবে।

খাম : ৩

শ্রীযোষিকুমার সাম্যাল

তিমিচি

সম্মোহন যমু

অবস্থিত

সম্মুখ

উপগ্রাম



গল্প প্রবন্ধ ও

ব্যয়বচসাম

মেঘদ গুজাওয়া আনি

মাতোষিকুমার ঘোষ

পঞ্চদ দত্ত

রমাপদ চৌধুরী

শচিন ভৌমিক

রূপদর্শী

মানসময় ঘোষ

প্রভৃতি



স্বাধীনতা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চিত্রপ্রদর্শনী—	...	৫৬৯
ঘোষাবাসে—	...	৫৭০
পুস্তক পরিচয়—	...	৫৭১
বঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর	...	৫৭৫
খেলার মাঠে—একলব্য	...	৫৮১
সাপ্তাহিক সংবাদ—	...	৫৮৪

মেঘদূত কাগজ

শারদীয়া সংখ্যা : দাম দু' টাকা

শেষ সঙ্খ্যা

সহরতলীর মেঘে

কবিতা ও চিত্রশিল্পের উপন্যাস

রচিত্রিত প্রণয় উপন্যাস

২টি উপন্যাস ১টি বহুগল্প ২টি ছোটগল্প
প্রবন্ধ, কৌতুক, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিভা বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়,
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, আশা দেবী, শিবরাম চক্রবর্তী, ডঃ উমা
দেবী, রামপদ মুখোপাধ্যায়, হাসিরাশী দেবী, শিবানী ঘোষ,
বিধায়ক গুপ্তাচার্য, গীতা গুহ, বেলা দে, ইন্দিরা দেবী,
জয়ন্তী সেন, উমা দেবী সরস্বতী, সুপ্তা সেন ও আরো অনেকে।

শিল্প ও চিত্রের ছবি, প্রথম মুদ্রা, সত্যীন্দ্র নাথ

চিত্রাভিনেত্রী সচিত্রা সেনের কণ্ঠে গীত রেকর্ডের গান ও স্মরণীয়

এছাড়া মডার্ন ক্যাসিনো, সচিত্র সেলাই বোনা ও অজস্র কার্টুন

১লা অক্টোবরের আগেই প্রকাশিত হবে। বৈজ্ঞানিক ডাকে ২-৬৫

কার্যালয়—২৭এ, তারক চ্যাটার্জী সেন, কলিকাতা—৫

নতুন প্রকাশিত হইল

কাশ্মীর পরিভ্রম

মূল্য ২.০০ টাকা মাত্র

সৌন্দর্যের জীবা নিবোধনে কাশ্মীর।
ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য জাহ্নবী
কাশ্মীরের অতীত ও বর্তমান
চর্চনিত হইলো এই গুরুত্বপূর্ণ অপরিসংখ্য
একপারে বসন্তের, ইতিহাস ও
ভূ-ব্যবস্থার এমন পরিবেশ
বিস্ময়িতো মূল্যে।

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

শারদীয়পুস্তকাকারে চিত্র-
বিনোদনের স্মৃতিধুর উপন্যাস

শারদীয়

মধুরাংশু

নতুন সংস্করণ : পুস্তক সংখ্যা

সংস্করণ :

সংস্কৃত শ্রীকৃষ্ণগরজন রস

এই নতুন সংস্করণে কাব্যের প্রাচীন
মূল লেখকগণের পুস্তক উপন্যাস
সংস্করণে নবীন গল্প, বসন্তের প্রণয়
কবিতা প্রভৃতি স্বাক্ষরিত হইল।

এ মধুরাংশু আশুত কো প্রাচীন

২ কবিতা ছোটগল্প গীত কবিতা ১২

[illegible]

কিন্তু তা'র সঙ্গে অসংখ্য মানুষের সংযোগ
কেননা? কেননা এইরূপে কল্যাণ কলহাসনে যে
অন্যমন করা হচ্ছে তা এই যে কেন্দ্রীয়
খাদ্য দপ্তরের পরিবর্তন এবং উন্নয়ন
ও উন্নয়ন প্রদান থেকে তার অসম্পূর্ণ
হওয়ার আশঙ্ক। কিন্তু কেন্দ্রীয় এবং
কেন্দ্রীয় খাদ্যনির্ভর কোনো পরিবর্তন

ଆମର

বিকল্প পরামর্শও শুন, হ্যাঁ বাসার ক্ষমতাই
নয়। প্রায় সমস্তইকট। বহুকাল ধরে
হবেই। কাজেই সবকটী শাসনের ধরিয়ে
তাকে 'কাদাম গাস' দিয়ে ছুঁতেও করা
যায় না, বরংই দিয়েও বিধ করা যায় না।

[illegible]

বৈদেশিকি

"দু" নম্বর লুইক" নামধারী সোভিয়েট বকেট চাঁদে গিয়ে লেগেছে। মানবের বৈজ্ঞানিক ব্যুৎপত্তি এই দৌড় দেখে যথেষ্ট বিস্ময় ও আশ্চর্যবোধ হবে। আশ্চর্যের কারণ এই যে, বৈজ্ঞানিক ব্যুৎপত্তি দৌড় যত বেড়ে যাচ্ছে ধর্মবিশ্বাস থেকে তত দূরেও তত বেড়ে যাচ্ছে। চাঁদে বকেট পাঠানোর শক্তি নারণাবিদ্যার আরো উন্নীতলাভের দ্যোতক। এই শক্তি যদি এক বা একাধিক জাতির হাতে আলাদা আলাদাভাবে না থাকত, এই শক্তিকে যদি জাতির সংগে জাতির প্রতি-দ্বন্দ্বিতাবাদ থেকে থেকে সঠিকভাবে নিয়ে সকল জাতির উপরে একটি সুবিশালবাহী সম্পদার আধিকারভুক্ত করা যেত তাহলে আশ্চর্যের প্রশংসা হত। কিন্তু সে সম্ভাবনা কোথায়? এই শক্তির প্রতিনিধিত্ব নিবারণের কোনো আশা দেখা যাচ্ছে না।

বকেট বিদ্যায় পাশ্চাত্যের অতঃসমীচীনতার দূরপাল্লার ফলস্বরূপ প্রয়োগ-নিয়ন্ত্রণের সত্যিকার এই বিদ্যায় বাঁশিয়া আমেরিকায় প্রবেশের দি ইচ্ছা প্রকাশিত। কিন্তু বাঁশিয়া এই প্রকল্পে বিশ্ববাসী হবার প্রসঙ্গ মাত্রাতিরিক্ত কোনো কারণ নেই। এক সময়ে আমেরিকা প্রথম আমেরিকার একচেটিয়া ক্ষমতা কিন্তু তত সময়ের জন্য ছিল। বকেট বিদ্যায় বাঁশিয়া প্রথম এগিয়ে গিয়েছে যেমন আমেরিকা বিদ্যায় এবং প্রয়োগ ব্যবস্থায় অন্য কোনো ক্ষেত্রে হয়ত আমেরিকা প্রথম বাঁশিয়ার চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এক ইচ্ছা এই যে বিশ্বের বাকী আরো সেই সেই বিশেষ অপারের সমন্বয় হতে পারে। অপারের চর্চিত ব্যবহার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই দৌড়ে যে যখন আশ্চর্যিক প্রাধান্যলাভ করছে যেমন সত্যের জ্ঞানকে দেবার চেষ্টাও আছে। তখন কোনো পক্ষই অপারের প্রাধান্যের চিন্তা করে দিয়ে রাখেনি। তবু তখনই পালায় না। মিং খোমেন্ডভের আমেরিকা গমনের ঠিক পূর্বক্ষণে যে দু'নম্বর লুইক হাজা হস এটাকে আশ্চর্যকর বলে যায় না। মিং খোমেন্ডভের মরাদ্দ পাঠানোর জন্য ঠিক এই সময় এই ব্যাপারটি ঘটানোর জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করা হয়েছে বলে অনুমান হয়। কিন্তু আপস নিষ্পত্তির মান্যতার সূচীত করা, বাঁশিয়ার শক্তির দ্বারা বিশ্বাস জন্মানে, দুই বকের মধ্যে প্রত্যাহারের ভাব কমোনাই যদি মিং খোমেন্ডভের আমেরিকা গমনের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ঠিক এই সময়ে

বাঁশিয়ার বকেট-বিদ্যায় এই অসাধারণ বলে অশ্রদ্ধা করা যায় না। কারণ এই সত্যের প্রমাণ জাহির করা কি সেই সময়ে দুই বকের মধ্যে যেরাযেরি বড়ে উদ্দেশ্যের পরিপোষক হবে? অথচ মিং এমন ঘটনা কিছু ঘটে, এটা সোভিয়েটের বংশেচরের প্রচারিত উদ্দেশ্যকে তৎপরিণতি আঁতপ্রেত নয় একম অনুমান করা অসঙ্গত

সদ্য প্রকাশিত

নীহাররঞ্জন গুপ্ত অপারেশান

না: কোনো 'কৌতুহলোদ্দীপক' রহস্যোপন্যাস নয়! অপারেশান সাম্প্রতিককালের এক উজ্জ্বল সাহিত্য-অটোপিস। মানবমনের অন্তরমহলে, তার নিভৃততম অংশেও প্রবেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন নীহাররঞ্জন বর্তমান গ্রন্থে। এবং সেই প্রয়াস কালের মানদণ্ডেও নিঃসন্দেহে সাধক। ৬-০০

বিনয় ঘোষ

বিদ্যাসাগর

ও বাঙালী সমাজ

২ তৃতীয় খণ্ড : ১২-০০

বিনিপদ

১ ৫-০০

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

মনোজ বসু

মানুষ নামক জন্তু

তিন টাকা

রক্তের বদলে রক্ত

আড়াই টাকা

পূনর্মুদ্রণ

মহাবিশ্বজীবনের মহাকাব্য

নীলকণ্ঠ

চিত্র ও বিচিত্র

অন্য ও প্রত্যহ

১ ৫-০০

চতুর্থ মুদ্রণ : নড়ে তিন টাকা

হরেকরকমবা (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ২-৫০

লালাভুলু (তৃতীয় মুদ্রণ) বাণভট্ট ৩-০০

একতলা (তৃতীয় মুদ্রণ) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ২-৫০

বকুলডালা পি. এল. কাম্প (দ্বিতীয় মুদ্রণ) নারায়ণ সান্যাল ৩-৫০
উপন্যাস

তারাম্বকর বন্দোপাধ্যায়

সমুদ্রপদী ২-০০ ॥ বিচারক ২-০০ ॥ আরোপা নিকেতন ৬-০০
বর্তীসেবতা ৬-০০ ॥ ডাকহরকরা ২-৫০ ॥ রাইকমল ২-৫০
চাঁপাডাওয়ার বউ ২-৫০ ॥ চৈতালী বর্ণি ২-০০ ॥ হাঁসুলী বাকের
উপকথা ৭-০০

তামসী ভবাসক ৫-০০

জয়ন্ত মানিক বন্দোপাধ্যায় ৫-০০ ॥ চোড়াই-চারিত্র মানস সত্যীনাথ
ভাদুড়ী (১ম) ৫-০০, (২য়) ৩-৫০ ॥ হাস্‌বান্দু প্রবোধকুমার
সান্যাল ৭-৫০ ॥ স্বর্ণসীতা নরায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ২-৫০ ॥ গোখালী
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ২-০০ ॥ মাধুর সারজ বন্দোপাধ্যায় ৫-০০ ॥ চায়না
টাইন বারিন্দ্রনাথ দাশ ৫-০০

বেঙ্গল পারলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা - বারো

অধ্যক্ষ সোর্ভিয়েট সরকার নিজের বাতহায়ে
সংযম দেখাতে পারছেন না। এই সময়ে
লব্ধিকের সাফল্য প্রদর্শন মিঃ থ্রেশেভের
আমেরিকা সফরের সফলতার পক্ষে সহায়ক
না হয়ে অন্তরায় হবে বলেই আশঙ্কা হয়।

লানিকের চন্দ্রসপর্শের সংবাদে মার্কিন জনমত সন্তুষ্ট হবে কিন্তু সেই সন্তোষের ফলে আমেরিকায় আপস-নিষ্পত্তির মনোভাব বর্ধিত হবে এখুঁপ আশা করা যায় না। বরং ভীত মার্কিন জনমত একচেঁবিদ্যায় আমেরিকার নানান দূর কবায় জনা মার্কিন সরকারের উপর আরো ঘেষি করে চাপ দেবে। ফলে ঘটনার গতি নিরস্বৈকরণের সিদ্ধি না হয়ে মস্তমস্তব্য পর্যায়াপ্তির উপরই হলে উঠার সম্ভাবনা। দুই পক্ষ সেখানে মোটামুটিভাবে সমান পরোশসী

সেখানে কোনো এক বিষয়ে একপক্ষের
বলবৃদ্ধির প্রমাণ অন্য পক্ষের ভয় উপস্থান
করবে। সেই ভয় থেকে আপস নিষ্পত্তির
সম্ভাব্য হলে না। যে পিছিয়ে আছে তার
এগিয়ে যাবার হেদ বাড়ছে মাত্র। আমেরিকার
অসহনকার কঠোর যাবার হাতে, দু' নম্বর
সুনির্ভরকর খোঁজ খোঁজ হবার নকম না হলে
আমরা গুরুত্ব হলে উপস্থান।

[illegible][illegible]

দেশ

5066

মহানগর প্রবেশ প্রকাশিত হইবে

আমাদের পূর্ণ সংযোগের বংশের পর বংশের যে সন্ধান ও জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়া আসিতেছে, এ বংশও সাহায্যে এই অক্ষয় থাকে—তাহার জন্য বংশাণুগে উৎসাহ-আবেগজন চসিতেছে।

এ বৎসর আনন্দবাজার পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ সংখ্যায়

একটি মুনসিফ উইলিয়াম মার্সেলসন লন্ডন (ইংল্যান্ড)

आर्शिङ्कः श्रीः अल्लभान्नः भूः सभाः ॥

তাহা ছাড়া প্ৰসিদ্ধ কথাসাহিত্যিকগণের স্মৃতিৰ্ঘটিত গল্প
প্ৰবন্ধ ও কবিতার এই সংস্কৰ্ণই সমস্ত হোৱে।

મહાનિબદ્ધ શિલ્પિગણેત્ર ઓલિવેટ વર્ણ, મહેનતથી

চিত্র সংযোগ্যতার সৌন্দর্য বর্ধন করিবে :

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ੧੭

আনন্দবাজার পত্রিকা : ৩ ৫০ তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পরস

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড : ৩০০ তিন টাকা

দেশ : ৩'০০ তিন টাকা

বিমান প্রেরিত হইলে স্বতন্ত্র বিমান বাহিনী লাগবে।

ଦ୍ରବିଡ଼ମାନଙ୍କ ଡାକପାଠର ସ୍ୱରୂପ :

आनन्दबाजार पत्रिका - ४२२ छवि टोका बंद नया प्रकाश

हिन्दुस्थान स्टोण्डार्ड - ७/५४ दिन टाका आठवा नया पदका

দেশ — ৩' ৫৮ দিন টোকা আটোয়া নয়া পয়সা

ପିତା ମାତା ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟିତାପେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼ର ଜନ୍ମ ଆମର ୧୯୭୩ ଡିସେମ୍ବର
ମାସର ଅଗ୍ରଣିମ ଡିକା ପ୍ରକାଶନର ଜନ୍ମ ଅନୁରୋଧ କରା ଯାଉଅଛି ।

সার্কুলেশন ম্যানুস্ক্রিপ

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ

৬নং সাতারদিকিন জুটিট, কানকাতা-২

তা সত্ত্বেও শ্রী নেহরু আশঙ্কা করেন না যে, আপাতত চীনাদের সঙ্গে বড়রকমের কোনো সামরিক সংঘর্ষ বেধে উঠবে। হয়ত উঠবে না। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে বিবাদ মীমাংসারও কোনো পথ দেখা যাচ্ছে না। শ্রী নেহরু ১৬ই সেপ্টেম্বর আফগানিস্তান পরিদর্শনে গেলেন। সেখান থেকে ইরান যাবার তিনি ২২শে সেপ্টেম্বর দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। অতীত এই সময়ের মধ্যে কোনো বিরাট ঘটনার সম্ভাবনা নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত বোধ না করলে তিনি এখন কইরে যাবেন না, এইটুকু বরাবর। হাজারি বনেন-খিমরা কাপড় পরে সেনা-পরিষদের উপর আস্থা প্রদর্শনেরও একটি সময়ে নেওয়া হল।

ઉપરના બે અભિપ્રાયોના આધારે
 જનતા પાર્ટીના આગેવાનોએ આ પોર્ટલ
 પરથી એ જાણ કરાવવામાં આવી છે કે
 ઉપરના અભિપ્રાયોના આધારે, આ પોર્ટલ
 ઉપર ઉપરના બે અભિપ્રાયોના આધારે, આ
 પોર્ટલ ઉપર ઉપરના બે અભિપ્રાયોના આધારે, આ

कलिकाता-१२

মাসের-বর্তমানে মেয়েদের চাকরিস্থল-
গুলো পতিলাভ করার এক একটা কেষ্ট
হয়ে উঠেছে। মিশরীয় নারীকে অর্থনৈতিক
দিক থেকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্যে
হাদের কর্মে নিয়োগ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট

বিশ্ব-বিচিরা



পারস্যের শোগা জানবিলে খনন করে দু'
হাজার বৎসরের পুরাতন স্ট্রালোকের
অন্তকাকূর্ত পূম্পাধার

নাসেরের আবেদন শুনে কামবোর এক পরি-
বহন প্রতিষ্ঠান পটিশজনকে বণ্ডারীরে কাজ
দেয়। ছ' মাসের মধ্যে তাদের বেশীত ভাগই
হয় বাসগৃহটির ভাইভাব নমুনা বর্দীনের
কাউকে বিয়ে করে বাসে এবং এখন মাত্র
তিনজন কাজে নিযুক্ত রয়েছে। আফাক
আবু আলি নামক অজেকজান্দ্রয়ার এক
বর্ধিষ্ণু পরিবারের প্রাজুরেট দৃষ্টি

রোজগারের উদ্দেশ্যে যত না হোক, মেয়েরা
কাজ করতে বের হোক এই নীতিটির
প্রতিষ্ঠাকল্পে কাযরায় নাইল হিল্টন
হোটেলের পরিচালিকার কাজ গ্রহণ করে।
দীর্ঘসময় ধরে কাজে মিসরীয় মেয়েদের কাজ
গ্রহণ করা কষ্ট ছিল এতাবৎকাল। তাছাড়া
আফাক এটাও দেখে যে কোন সবকারী
বিভাগে কাজ নিলে যে বেতন পাত্না যায়
হোটেলের পরিচালিকার কাজে পাওয়া যায়
তার তিনগুণে। উপরন্তু অভাবনীয়ভাবে
পরিণয়ের যোগাযোগ ঘটে যায়। আফাকের
পরিবেশনানীর্ন একটি টেবিলে রোজ এসে
বসে এমন এক ব্যক্তি একদিন আফাকের
কাছে জানতে চায় সে কখনো গিয়ে কাজ
করতে রাজী কিনা। প্রথমে আফাক বধূটির
অর্থ ঠিক ধরতে পারেনি। কিন্তু পরে
বুদ্ধিতে পাবে, লোকটি পরিষ্কাবতায়
জানতে চায় যে, সে তার দুরীপে যেতে
রাজী কিনা। প্রশ্নাতক ডাঃ ওহরা এমের
খালিদ এর পূর্ব আফাকের বাপ-মার সঙ্গে
দেখা করে এবং সম্প্রতি তাদের বিবাহ
সম্পন্ন হয়েছে।

নাইল হিল্টন হোটেলটি উল্লেখ্য
হবার পর ছ' মাসের মধ্যে ওখানকার বহুশ-
জন পরিচালিকার ঐতরে পতি জন্মে
গিয়েছে। হিল্টন হোটেল কাজে নিয়োগ
কারী হিসেবে এখন এত জনপ্রিয় যে,
ওখানে কাজ পাবার জন্য চাক্ষণ হাজার
আবেদনের মধ্যে বেশীসংখ্যক হচ্ছে মেয়েদের
আবেদন।

ব্রাজিলের রাজধানী রিও দ্য জেনেইরোতে
হাস্যটো মেনেসেন নামক এক ব্যক্তি এক
সাপ ধরাই দর্শিত হয়ে সেই সাপটিকে
কন্ডে দেয়। সাপটি মারা যায় কিন্তু
হাস্যটো বেঁচে ওঠে।

প্রাণের মায়ার মানুষ যে কিরকম বেপারোয়া
সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারে তার
একটি উদাহরণ সম্প্রতি পাওয়া গেল জাপান
থেকে। সাহসিকতা আরো কোতালোদীপক
করণ ঘটনার নজর আসে বছর থেকে ন
বছর বয়স পর্যন্ত একটি ফেল চার ভাই।
জেলের জেলিয়া যখন জামান গেরা হয়,
মাসামি কুবুশ, মাসাকাসা, মাসাশি ও
একিগেও সেই প্রকৃতিতে। দিন কাযক
মাগে জেলের পরিচালক সম্মেলনের ধরে জেল
কমিশনে পড়ে ওঠা বড় ভাই মাসামি একটি
পদ্মাবের ধান জমায়। এটি দিয়ে জেলের
গভীর তত্ত্ব নিজে সজ্জা গরু মারের একটি
পদ্মাবের দ্বারা এটিতে জেলের দ্বারা এবং
তার জেলি তিন ভাই একত্রে কাজ করে
যাচ্ছে। মাসামি জেলের পরিচালক দ্বারা
তিনজনকে এমন পদ্মাব জেলের এটিয়া
সঙ্গে ধারণ। এটি মাসামি কুবুশের
উপরমোটে বসে পদ্মাবের পদ্মাবের
সঙ্গে এটিয়া দিলে পরিচালক দ্বারা
জেলের দ্বারা মাসামি কুবুশের দ্বারা মাসামি
তিন ভাই মাসামি দ্বারা জেলের মাসামি
মাসামি লক্ষ্য বসে থাকে। মাসামি গরু
লক্ষ্য কিন্তু মাসামি গরু লক্ষ্য মাসামি গরু
তিনজনকে সঙ্গে সঙ্গে জেলের এটিয়া বসে
জেলের দ্বারা। মাসামি মাসামি গরু
পদ্মাবের জামান মাসামি মাসামি
তিন ভাই জেলের দ্বারা জেলের। সেই
জেলের সঙ্গে সঙ্গে মাসামি গরু লক্ষ্য
দুটি পদ্মাব দিলে জেলের দ্বারা জেলের
জেলের ওপর জেলের জেলের।



রূপ চর্চার চারটি প্রধান অঙ্গ

হিমালী

হিমালী সাবান • বিউটি পাউডার
হিমালী তৈল ও ক্রিম

হিমালী আই ভেট লি: কলিকাতা-২

[illegible]



ଆଚିନ୍ତ୍ୟଭାଷା
ଜିନ

ΣΡΗΪΣΡΜ

ତା'ର ଅନ୍ତର ଏକଟି ଚିନ୍ତି ଏବଂ
ସେଇ କଣ୍ଠି ଏକଟି ହାତ୍ତା ହେବ ।

[illegible]
$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1}{2^{n+1}} \quad \text{for } n \geq 0$$
[illegible]

१००० रु. १००० रु. १००० रु. १००० रु. १००० रु.
 १००० रु. १००० रु. १००० रु. १००० रु. १००० रु.
 १००० रु. १००० रु. १००० रु. १००० रु. १००० रु.
 १००० रु. १००० रु. १००० रु. १००० रु. १००० रु.

[illegible]

আপনার
কাশি শীঘ্রই
সেরে যাবে

যদি আপনি
মেশ্‌স
গল্প ও নুকের
বডি গ্রহণ করেন

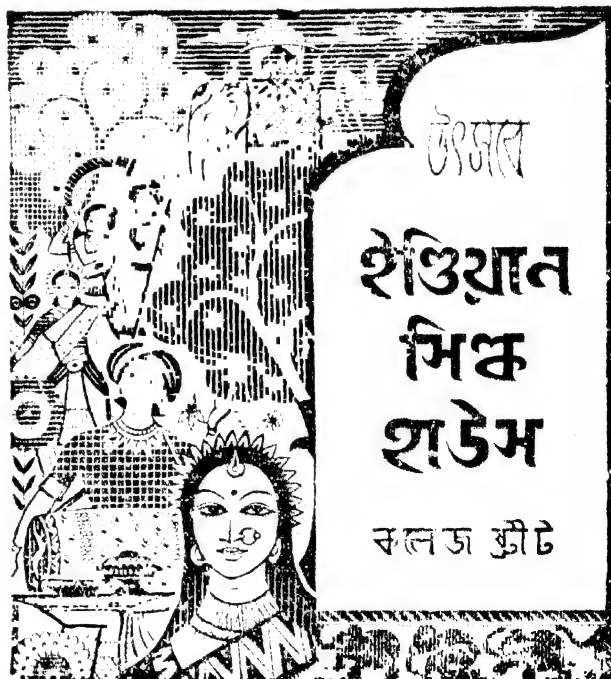
পেশায় মুখে বেগে চমকেন। এরা আরোগ্যাকাঙ্ক্ষী
ভাণ গলা বাধা, বীজ্যন্ত সন্ধি কাশী কি আরে
দূর করে তা' লক্ষ করন। পেশায় সস্ত্র সঙ্গে
স্বাধীন করেন ও জীবন কাম করে।

(कानून कांड)
 निष्पक्षक जुगल कौर
 निजामुद्दौलत निजामुद्दौलत
 (फरवरी 5/19)
 मद्रास निजामुद्दौलत कौर
 उषकाईटिस,
 गलवार फरवरी,
 मद्रास,
 कानून ईलाहाबाद
 मद्रास निजामुद्दौलत कौर
 निजामुद्दौलत कौर



12. ક્ર. ૩૪૭ (૨) (૩) આદેશનું નિઃ

EPK-55-028

[illegible]

উমানাথ ভট্টাচার্যের
প্ৰগাঙ্ক মৌলিক নাটক

প্রকাশিত হইয়াছে
মাস ২.৫.০

জল

উমানাথ ভট্টাচার্যের অন্যান্য নাটক

প্রথম ওষাৎস
মাস ২.২.০

ঘুর্ণী

সুগোষ্ঠকারী
মাস ২.৫.০

বাচের ম হল

কথকতা

৩৩৯, নেপাল ভট্টাচার্য পেন, কলিকাতা-২৬

(১ম ১৯৬০)

সে তুল যেন না হয়!

সুপিং ছেড়ে পরল ট্রাউজার্স, গেঞ্জির উপর শার্ট। বইটা তুলে নিল; না। অটুট আছে চিঠি উড়ে যাবার অবসর হয়ে। না, বাড়িতে বসে পড়বে না—পরে আরো একশো সাক্ষর না হয় পড়বে, যদি পড়ার মত কিছু থাকে—প্রথমবার পড়বে নিম্নলিখিত একটি নিজস্ব। চিঠিটা বুকপকেটে রাখল। আর নিল ছুরিটা। অপারেশন করার ছুরি।

বইটা হাতে নিয়েই নামল নিচ। বাবা অটোফোন মান মুখে আর দাঁত আলোয় করে ধুয়েছেন, দেখতে পেলেন। বললেন, কি, হায় গেল পড়া?

‘একটা সেকশান একটু দেখে নিলাম—’

কোন সেকশান জিগগাস না করলে হয়। তাড়াতাড়ি বইটা রেখে কেটে পড়লেন, মা ধরলেন। ‘পড়া উঠা ছেড়ে এখন চর্মাল কোথায়?’

‘একজন ছাত্রের কাছে বাড়ি প্রফেসরের স্মার্ট আনবার জন্যে।’ বোমালুম বললে সুকান্ত।

সোহাই ওরকম ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিও না। খমসী যে পকেটের থেকে টাঙা এ মার বকলে পড়লেই হয়েছে। অবশ্য পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে কিন্তু মার চোখে সন্তানের সাপ মরবে না। সসপ ঘরে কি কার কাছ শান্তিতে?

তার চোখে চিঠিটাকে ভাঁজ করে ছোট করে নিলেই হত। ও বাবা, চিঠিটা তাহলে দমেতে দাগী হয়ে যেত যে। যে দাগী তার কি আর দাঁপ্ত আছ?

‘যিবতে দেরি করিসনে যেম।’ মা মনে করিয়ে দিল।

‘না, বাব আর আসব।’ সুকান্ত বাইরের বকে দাঁড়াল এক পা। ‘আর যদি দেরি হবে হেতমরা খেতে নিও, কোন খেতলা না।’

‘তার মানসই হচ্ছে’, বোদি টিপনি কটল। ‘ভাব নিয়ে বসে থাকবার সৌকরিক করে নাও।’

‘হুম কি, পরীক্ষার পর স্কুলে এবার ফিরে যাবো কি?’ বলল কাকিম।

‘বিরে কি?’ মা উল্লস খমসী দিয়ে। ‘কই নিয়ে উঠবে তার ঘর কোথায়?’

কাকিমও ধন্যক ‘হিলা চতুর্দশ। অতমের বজ্র হুট। বেশ হুট, হুট ফিরে নাও, কই আসবার আগের দিনই আমি ঘর ছেড়ে ফিরে চলে যাব।’

‘আমি সেই কথা বললাম।’ মা বুজিয়ে দিলেন। ‘কই-বরণের সময় দুই সাত ঘণ্টা নাও।’

‘হেতমরা করে গতি পরীক্ষা বেলকো পাইব।’ কাকিম হুতমের পাতী নয়। ‘তার কতবার মর কই, কিকম সুখি, অসুখি হই কে জানে।’

সুজা লজাই। বাবের সিনীং হই নুই। তাড়াতাড়ি বাড়ি ছেড়ে পাবে, পেশীস সাক্ষর। অনেক দিন অনেক গতি লরি, উত্থাপন, বিকল গতি, হাওয়া সানো, সেলস/সিনেডোয়লি, অনেক বিকল/গতি/গতি/গতি—তা ফিরিয়ে এগিয়ে লগল তাকাত-কাকিম। হুটপরে হুতমের সাক্ষর, অনেক মিউজিকাল ও গতি/হুতমের নিউ সীতির অনায়েস পাত সোহা ফল। কিংবা এ বিকল/গতি/হুতমের সাক্ষর।

কী যে মানুষের কথা। এ বই একটা বর যে এক জাতি গিলে নেবে। মাথা উচু করে এক চমক দেখে নেবে কী হচ্ছে ভিতরে মনে? এ কি শব্দ, চিঠি পড়া? এ একজনকে পাশে নিয়ে বস। তাই মাস বা তিন বা একটা জলের বার পোলে ভেঙে হত। হুতমের সবচেয়ে ঘাস, নরহা মিউজিকাল থায়া গাছ, নরহা কিকমিক-আলো জল।



আপনার
গায়ের

রং-কে
পাঁপড়ির
মত

নিখুঁত করে তুলুন!

শালিমাবেব কুলের মত কোমনতা, মসৃণতা ও স্বগন্ধ আপনারও হতে পারে, যদি নিয়মিতভাবে বেমী স্নো এবং পাউডার ব্যবহার করেন।



একমাত্র পরিবেশক :
এভিআরএএওকোং
বোম্বাই-২

MPS-BEN.

পড়ল: 'আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? তারপর—? ইতি কাকলী' তারপর? তারপর?

লক্ষ্মিরা উঠল সুকান্ত। গাছপাখা ঘাস-ফুল পর-ঘর লোকজন সবাই তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসে করতে লাগল—তারপর? একটি অনন্তকালের প্রশ্ন জড়ো প্রাণ মনে সর্বদা দুলতে লাগল চেতনার উপর: তারপর? তারপর?

এক কবি লিখেছিল কে যেন রোদ হয়ে গিয়েছে। তখন কথাটা বোধহীন সুকান্ত। আজ মনে হল সে যেন সত্যি। রোদ হয়ে গিয়েছে আলো হয়ে গিয়েছে, তারপর হয়ে গিয়েছে।

ঈশ্বরের প্রস্তুতি কে? ঈশ্বর। তার প্রস্তুতি কে? ঈশ্বর। যদি শেষ প্রস্তুতি কম্পনা করতে পারো সেই ঈশ্বর।

তার পরের পরে কী? তার পরে? তার পরে? তার পরের শেষ সংস্কৃতি তারপর। ঈশ্বরের জন্ম নেই। তারপরের মৃত্যু নেই।

এখন ঘাই কোথায়?

একবার দীপংকরের কাছ ঘাই।

পকেট ফাঁকা মাঠ, হেঁটেই ঘাই। হটিয়েই

ভালো লাগছে। নিবারাতি কত নালিশ করেছে ঘর পরে, ভালো লাগে না। এই মেয়েলি কাগজটি তো জীবনের নিশ্বাসবায়ু হয়ে আছে, কিন্তু, আশ্চর্য, এখন যেন তবুও বলে কিছু নেই অভিজ্ঞতাও বিশেষত্বই। এটি রোদ এই পল এই চলবার ইচ্ছা, চলতে পারার শক্তি এই অনেকানেক। দীপংকরও তাই বলে। বলে, চাকরি-বাকরি চাই, ধার-ভারে দুখে-কষ্টে আছি, তবু এত সুভেদ নিয়েও অস্বাভাবিক ভাবে লাভ্য করে। একেই সমস্যা মনে হয়, আমি তো রাজ্যে। কখন জীবন?

‘অন্য কবিতা লিখি।’

‘সহিষ্ণু।’

‘একটা গোটা রাত কেটে যায় কখনো। একটা কবিতার মেনাতে চলতে সত্যাত-গোপনে, ভাঙতে চরম। সে যা কী স্বাধ কাম, হেলকার।’ জীবন, বলা হোকের এ আনন্দে অধিকার নেই। কবি লোক কবিতা পাড়ে একটি প্যারোমিগন হতে জানে না, এক আকাশ তবু যা এক মণি মণির কোনোই অর্থ অমূল্য না, বাপের কাছ। জীবন, ওদের চেয়ে আমার পক্ষা কি ভুলই নয়? ওদের? আমার এই চাকরির মত

মন বোমবার মত মন এ কি আমার একটা সম্পদ নয়? না-এর মধ্যেও কি হ্যাঁ নেই?

‘সাধে কি আর তোকে কবি বলি?’

‘কিন্তু যখন চাকরি পাব, প্রাচুর্যের ঘরে আসব, তখন কে জানে এই মন থাকবে কিনা, এতখানি থাকবে কিনা। তখন কে জানে, নরুন পাব নাক খোয়াব। কত লোক জর্নি আরাম পেয়ে অভিরামকে হারিয়েছে। স্থলে পেয়ে সুকান্তকে। স্ত্রী পেয়ে প্রেমসীকে।’

‘তবু দরকার তো উদর আর স্ত্রী আর টাকা—’

‘একশাবার দরকার। শূণ্য দরকার নয় ফুল আর তারা, প্রেম আর শ্রী, ধর্ম আর কবিতা—’

‘আমরা তোমাকে এমন স্টেট দেব যেখানে তুমি আরামে থাকবে আর কবিতা লিখবে।’

‘কে জানে সত্যক্ষে থাকলে চন্দ্র বাজবে কিনা। যন্ত্রণা না থাকলে হব কি না সর্পিট। আর যদি সংগ্রামই না থাকে থাকলে কিনা ভালোবাসা।’

‘কী বলছ তুমি? সংগ্রাম তো ঘণার, আকাশে।’

‘না, ঘরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি তাদের প্রতি ঘণা নয় রোপ নয়। বাসের জন্য সংগ্রাম করছি তাদের প্রতি ভালোবাসা। এই ভালোবাসা কাজ করছে না বসেই কিছু হচ্ছে না।’

‘হাই ভালোবাসি বোলা, জীবনের ভালোবাসি। কোনোকিছু, কবিতা-ছবিই নয়, বস্তু-সাদ দিবা নয়, না মথুরা বিল, না পরের দিকে। বিরুদ্ধের ব্যর্থতাই মানুষ, তার পা পাতালে মাথা আকাশে।’

‘আজ যদি এসব কথা বলে দীপংকর, হার সুকান্ত বলবে, ‘তারপর?’

‘কাকে দখল করে দেবে।’

‘দীপংকর কোথায়?’ ঘর খালি দেখে থমকে দাঁড়াল সুকান্ত।

‘জীবিত।’ চাকরি পেয়েছে তো? মেসের বসিয়েছে একজন বললে।

‘চাকরি পেয়েছে?’ উৎকলে হল সুকান্ত: ‘কোথায়?’

‘পীরেন এম সনসে।’

‘ও, আমাদের বরেনদের ফার্ম?’ এ যেন অসহ্য খুশির দর।

‘কিন্তু—তারপর?’

‘বাকপকেট থেকে চিঠিটা আবার বার করল সুকান্ত। একটা একদারসাইজ খাতার মাঝখানে থেকে উল্ল পৃষ্ঠার অসহ্য পাতা ডিড়ে প্রথম পংক্তির লিখে দ্বিতীয়টা সাদা রেখেছে। তবে, তারপরে কি শূন্যতা, শূন্যতা, নিশ্চিন্ততা?

‘তবুও থেকে যাচ্ছে প্রশ্ন। তারপর?’

(জন্ম)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক

ডাঃ শ্রীশর্মাভূষণ দাশগুপ্তের ভূমিকা সম্বলিত

অধ্যাপক ক্ষেত্র গবেষণার

প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন

“.....গ্রন্থমধ্যে সচকিত হইয়া উঠিলর অনেক অসংশয় প্রমাণে, ইহাওই আমি গ্রন্থখানির স্বাধিকার বড় অবলম্বন বলিয়া মনে করি এবং সেই কারণেই প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ হিসাবে আমি এই গ্রন্থখানিকে স্বাগত জনাইতেছি।”

—ডাঃ শ্রীশর্মাভূষণ দাশগুপ্ত।

মূল্যঃ আট টাকা

বিষয়সূচী:— প্রাচীন কাব্যপাঠের ভূমিকা । চন্দ্রগোবিন্দ কবিরামের । চন্দ্র-গীতিতে হাস্যরস । শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন । মনসামঙ্গল । বিজয়গুপ্তের হাস্যরস । মনসামঙ্গলে করুণরস ও নারায়ণ দেব । কৈতবকাস মেঘমলক । দ্বিতীয় মাধব । মৃত্যুন্দরাম । আলাওল ও পদ্মাবতী । মেঘনাসিংহ গীতিকার কবি জীবচন্দ্র । রামপ্রসাদ ও শান্ত পদাবলী । প্রথম বাংলা প্যারোমিগ ও আশা, ঘোষাই । বৈকুণ্ঠ কাব্যপাঠের ভূমিকা । বিদ্যাপতি । চণ্ডীদাস । জয়দাস । গোবিন্দদাস ।

[প্রাচীন কাব্য-পাঠ, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রদের এবং গ্রন্থাগারের পক্ষে এক্ষণি অপরিসীম প্রশংসা]

প্রকাশের অপেক্ষায়—অধ্যাপক ক্ষেত্র গবেষণার

কুমুদরঞ্জনের কবি-চিত্র ও কাব্যচিত্রণ

গ্রন্থানলয়, ১৭২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—উ।



দেশ

চমৎকার!



ব্রিটানিয়া

ব্রিটানিয়া বিস্কট খোঁজ দিলে হাসি আর মুখে
ধরে না। বাচ্চাদের জন্যে অদ্বিত্য ভালো এই
ব্রিটানিয়া বিস্কট—ওদের দৈনন্দিন খাবারে প্রায়ই
বেসর জিনিসের অভাব থেকে বাঁচবে সেই স্বাস্থ্য ও
শক্তিপ্রদ পুষ্টি ও ভিটামিনে ভরপুর। আপনার
ছেলেমেয়েদের ব্রিটানিয়া বিস্কট খেতে দিন—এই
বিস্কট খুব সহজে হজম হয়।

বড়দের মতো খাওয়া কেবল ভালো জিনিসই চান তাঁরা।
ব্রিটানিয়া বিস্কটই নিয়ে থাকেন, কেননা স্বাদে ও
গন্ধে ব্রিটানিয়ার তুলনা নেই।

**ব্রিটানিয়া
বিস্কট**

বাজারের সেরা

দি ব্রিটানিয়া বিস্কট কোম্পানী লিমিটেড

ମନ୍ତ୍ରାୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ

বিশেষতঃ উন্নীতশীল দেশসমূহের পক্ষে
উৎসাহজনক মূল্যের বাণিজ্য, মূল্যসমন
এ আদানো অফসেট বা সমাধিকরণ
প্রকল্পসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় গৃহের বা
নিম্নগত স্থানীয় মুদ্রা দিয়েই তা পূরণের
সম্ভাব্যতা লক্ষ্য সাধনযোগ্য। তবে
অফসেট বা অফসেট আইনী। কিন্তু গার
নিম্নগত প্রদান উপকরণ ইত্য প্রভৃতি নৈমিত্তিক
সাপেক্ষে যে বিশেষ ক্ষমতা থাকে প্রয়োজন
বা কখনো হয়। তাই স্বাধা নিম্নগতপক্ষে
একটি সন্তোষজনক প্রকল্পে ফলাফল যাতে এমন
একটি কোন মরল ফল বাসের মতো ফল
প্রাপ্তি ঘটা না হয় দিলে তারা নিম্নগত ইত্য
প্রভৃতি গার নিম্নগতপক্ষে অফসেট নৈমিত্তিক
মরল অফসেট।

[illegible][illegible]

স্বাধীন আর্থিক শিক্ষা পরিবারের ক্ষেত্রে
নিজস্ব এই ক্ষেত্রে সমাজের দ্বারা স্বাধীন
ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বাধীনভাবে জ্ঞান প্রদানকারী



তা বানান দুই ভেদে দুই দিগে বৈভীক্য লক্ষ্য

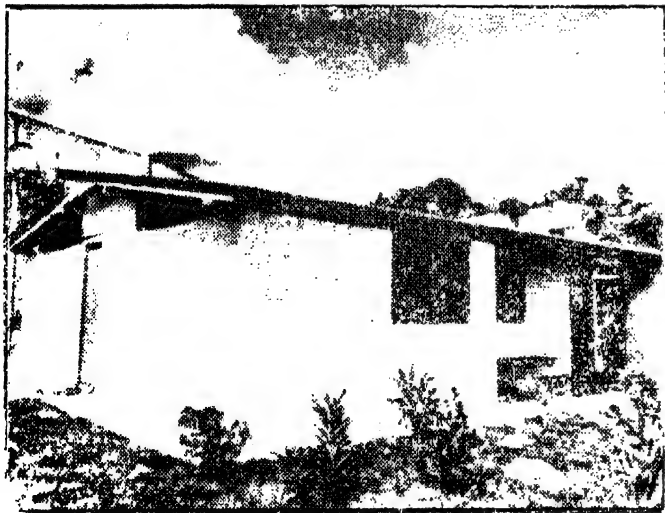
३१. विभिन्न प्रकार - विभिन्न प्रकार के प्रकार।
 विभिन्न प्रकार के प्रकार। विभिन्न प्रकार के प्रकार।
 विभिन्न प्रकार के प्रकार। विभिन्न प्रकार के प्रकार।
 विभिन्न प्रकार के प्रकार। विभिन्न प्रकार के प्रकार।
 विभिन्न प्रकार के प्रकार। विभिन्न प्रकार के प्रकार।

যন্ত্রটি ব্যবহার করতে পারে।

সিহেল ও পানামার স্ট্রীমাকেরা
মিলেকেরা তাদের ঘর-বাড়ি নির্মাণ করতে
আর তাদের সংস্কারের পরেও ফোটে-
গোমার কাচে করে অথবা মণিকরী কোন
কাচে নিষ্কৃত থাকে। মেজিকেরা অন্যভাবে
স্ট্রীমাকেরা কোন কোন ফোটে ও পানী আর
দুধের বিশেষ সংস্কার করে। সিনলা-গোম

7000 7200 7400 7600 7800 8000

7000 7200 7400 7600 7800 8000

[illegible]

ਸਿਨਭਾ ਕਾਨ ਇਠੋ ਟੇਰੀ ਤਿਨ ਬਰਯਯਾ ਏਕਾਠੇ ਗੁਰ

କିଞ୍ଚ ଦେଖ


1. 1990年12月31日	2. 1991年12月31日	3. 1992年12月31日
4. 1993年12月31日	5. 1994年12月31日	6. 1995年12月31日
7. 1996年12月31日	8. 1997年12月31日	9. 1998年12月31日

[illegible]

কে হেঁডের

कथक

* পাউডার *



পুষ্টের আদিভা ওহদেদারের

ਸਰਬਤਮਾਨੁਸ਼-ਸਿਰੁ ਅਰਥਾਪਾਠੇ ਭੁਭੁ

मूल्य : १.००

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটি অতীত :

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 26

—ସାମାନ୍ତର

48. *संस्कृत-संज्ञा-संग्रहः*

— स्यान्मवाङ्मात्रे

বাংলাদেশ দেশে চিকিৎসা কৌশল প্রণয়ন এবং প্রচলন। প্রয়োজনীয় প্রকৃত প্রশ্ন
সংক্রান্ত আলোচনা সভা/সম্মেলন করে তুলেছে। —আশিক বসুমতী

आजकल वन, झरना

এই কালের এই কালের এই প্রথম কবি প্রমথনাথের সমালোচনামূলক পাঠ্য
 কালের পূর্ণ কালের প্রথম কবি প্রমথনাথের সমালোচনামূলক পাঠ্য
 প্রথম কালের প্রথম কবি প্রমথনাথের সমালোচনামূলক পাঠ্য
 —শ্রীমতী প্রমথনাথ

—शनिवाद्दिवस दिवादि

শ্রদ্ধা, বর্জনসম্বন্ধিত সমাজে উন্নয়ন ঘটানো, সংগঠন-বাহিনী সমাজোচ্চারণ-সাধকতায়
 দক্ষতা, প্রামাণ্যের সূত্রের সম্মানে সম্পদ হওয়া, অস্তিত্ব : — স্বাধীনতা।

...श्व.सौ.न.तु.

স্বাক্ষর: বিজয় কবি ৩০০০ অনেক স্নেহে দাঁতখানারজন বস, ৩০০০

এ ভায়ে স্টে ব, ক হা উ স ॥

२६२६, बंगाल प्रभु-नाटक,
कलशा-२२

(825401)

प्रकाशित इति

2000 年 7 月 15 日 星期五

এই চমিকৃত পৰ্যবেক্ষণে এই
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
প্রেমের গল্প

ପ୍ରେମେର ଖଳ୍ଲ

ହାରାଶଙ୍କର ବସନ୍ତାମାଧାୟ

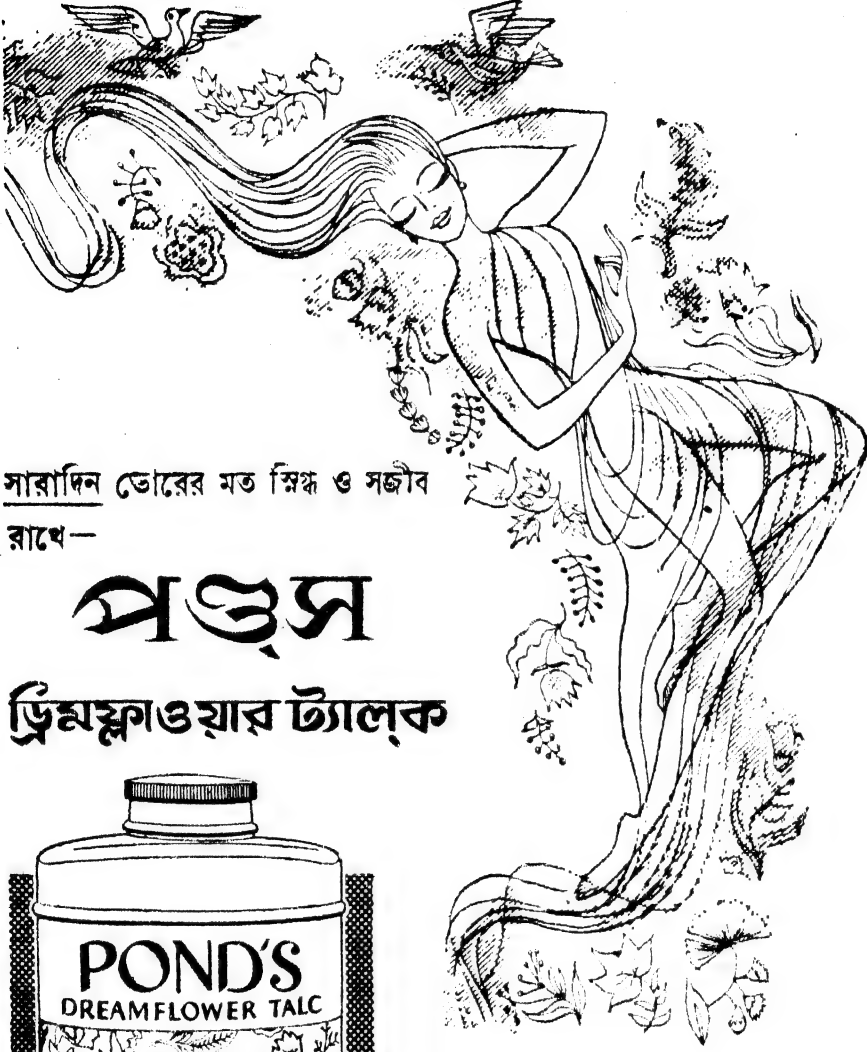
সেখানে তাদের উৎসাহ ও গুরুত্ব না, অথবা সীমিত উদ্দেশ্য, তাই সর্বদাই প্রকৃত প্রণয় বন্ধনও তার শাকব এর সাহায্যে উপকৃত, কার্যকর। তাই বৈধিত্ব প্রণয়ের একমাত্র সোপান রয়েছে এক মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। সোপানকে জ্ঞান বৈদ্যেই রয়েছে এক আশ্রয় স্থাপিতর প্রশংসিত। এই উদ্দেশ্যের এর এই প্রশংসার সহায়তায়ই এমন সত্যি করেছেন প্রণয়ের এক স্পষ্ট বঙ্গমতল। বঙ্গমত গ্রন্থে সেই বঙ্গমতলের আরও উদ্দেশ্যিত হয়। এর একটি স্পষ্ট সত্য নিউটন এবং একটি মূল্য, যার কোনো সত্যই হঠাৎই আসন্নিত হয়ে। এইই নিজে ত আপদ পড়বেনই, এইই, অন্যকেও আপদ পড়বেন। নিজে মূল্য দিয়া এবং প্রিয়জনকে মূল্য করবার এ এক আশ্রয় পদার্থ। আর মূল্য চাই দিয়া

সংগঠিত কামার ও সাদাকামার লোকের আন্দোলন প্রচলিত হয়। একজন নিমিত্তবর্তী কামার। অপর এক মজুরি নিমিত্তের অন্য কামার। তারা দুজনে একে বটে হোলেও মনে করে দুইজন। ফলে এই আন্দোলন সফলতা লাভ করে। ফলে এই আন্দোলন সফলতা লাভ করে। ফলে এই আন্দোলন সফলতা লাভ করে।

আনন্দ পার্বলশাস প্রাঃ লিমিটেড

৫নং চিত্রাঙ্কণ দ্রুত জেন

ଦଳିକାତା - ୯



সারাদিন ভোরের মত স্নিগ্ধ ও সজীব
রাখে—

পণ্ডস

ড্রিমফ্লোওয়ার ট্যালক

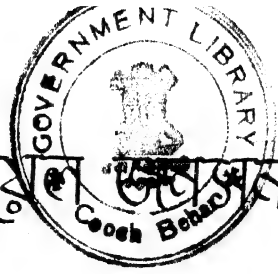


সারাদিন স্নিগ্ধ ও সতেজ থাকতে হলে
স্নানের পর পণ্ডস ড্রিমফ্লোওয়ার ট্যালকম পাউডার
ব্যবহার করুন।

পণ্ডস ড্রিমফ্লোওয়ার ট্যালকম পাউডার ভার
কোমল, মিষ্টি গন্ধে ভরপুর ও ঘাম
ভাঙে নেয়—এতে দিনভোর স্ববন্ধের ও সতেজ
মনে হবে!

চিঅ ব্রো-পণ্ডস ইন্ক (সীমিত দায়সহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

মনীষী জ্যামুয়েল জনসন



স্মরণ

এ বছর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ইংল্যান্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর মনীষী ডাঃ জ্যামুয়েল জনসনের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন বিশেষভাবে করা হয়েছে। এই ব্যবসায়ী পরিধীতে উৎসাহী পাঠক যেন আবার নতুন করে জনসনের সমগ্র জীবন অলৌকিক প্রেরণা পায়। শব্দে বিনয় প্রবন্ধকার হিসেবে নয়, বাকশক্তিই নিপুণ আর জীবন সংগ্রামে অপরাধমুক্ত এই চিন্তাশীল দার্শনিকের জন্মপ্রিয়তা তার কালের মতোই আজও অসংখ্য মানুষের মনে অটুট হয়ে আছে।

বার্মিংহামের কাজাকিট ছোট একটি শহরের নাম লিচফিল্ড। তিন চুড়ো প্রাচীন গির্জার সামনে মাঝে মাঝে স্কয়ারের কাছে সেই বাড়িটি আজও ঠিক তেমনি আছে। আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে এই বাড়ির নিজস্ব এলাকা ছিল মাইকেল জনসনের বই এর সেকান। তার ওপরের ঘরে ১৭০৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর জ্যামুয়েলের জন্মভূমি। তখন রানী আনোর রাজত্বকাল।

ভবিষ্যতে সর্বাধিক ছাত্র তাঁর একটি ইনস্টিটিউশন। ডাঃ জনসনের জন্মস্থানের সংশ্লিষ্ট লিচফিল্ড। এই শিশু যখন মনেই লেখা বাঁজত নাকি পড়ত বই। অসংখ্য। এক একটি এক এক বছর। আসে যায়। বড় পড়ত। একটি বড় ছাত্রের সংগে যখন সেই শিশু লেখত পড়ত সে বই। গেলির আসা-যাওয়ার কপটই। কালের পরিবর্তনের সাথে সাক্ষরতা প্রচলিত হওয়ার কারণে।

কিন্তু তখন জনসনের পড়া-লেখ-প্রীতির মতো জীবিকা অর্জনের কোন আশা ছিল না। কাজাকিট ছোট শহর উটকাজিটের মাইকেল তাঁর দোকানের একটি শাখা খুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল জ্যামুয়েল সেই নতুন শাখার সমস্ত ভার নিয়ে সেখানে গিয়ে বসবে।

কিন্তু প্রকৃতির শাসন মাথা বাকিয়ে পুসল আপড়ি জানায় কিশোর জনসন। এ বছরের ভার সে কিছয়েই পড়ে না। সে ইচ্ছাকৃত যাবে। যত বই আছে এ বাড়িতে—সব-গোলে পড়ে অর্ধ বাক্যে। সেই অংশ-বাক্যই কিশোর মনের ভীত, আগছায়া সাক্ষরত পপট। ভাষাতত্ত্বই ঘামনা করজিল তাঁর আদর্শগণ সেই এর সেকানের ওপর নয়—শব্দ বইগুলির ওপর।

কিন্তু এ ঘটনার আর একটি আশে। যখনই দোকানের শাখা খোলার কথা ছিল, সেই উটকাজিটের প্রায় পঞ্চাশ



ডাঃ জ্যামুয়েল জনসন

বছর পর হঠাৎ জনসন এতদিন এসে উপস্থিত হন। অসংখ্য মনো-ভিত্তিক ভাবে তখন। পিতার অনুপস্থিতি রাখেন নি বলে তখনই তারিখ পঞ্চাশ বছর পর

পিতার অবাধা হওয়ার শাস্তি হিসেবে উটকাজিটের বাজার খালি রাখার এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে সন্মানার্থে ডাঃ জ্যামুয়েল জনসন নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

বাড়িতে বসেই জনসন দেখতে পেতেন গির্জার চিনিটি চুড়া। তার আশপাশে তাজা সবুজ ঘাস। শীতের আগে আগে কোথা থেকে একটি ধোঁয়াটে রঙ এসে মেলে সবুজের সঙ্গে। মির্জান শহর। মানুষের আনন্দগোনা এত কিংবা, কান দূরত্ব হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে। স্কাইলাকের ডানা কাপটনি ওক আর ইউক্যালিপটাসের সারি গিরায় কবি কিশোরকে টেনে নিয়ে যায় অনেক দূরে। গির্জার মিলি ঘণ্টা বাজছে ওক। লিচফিল্ডের তামাতে মাটি। মোলাটে অকশ। কোথায় শুর? কোথায় শেষ? বই-এর দোকানে অসংখ্য বই নাড়চড়া করতে করতে একটি কিশোর মন বিচল হয়ে যায়।

লিচফিল্ড জনসনের স্মৃতি-সংরক্ষিত তার প্রবেশ কার হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। এবদিকে জনসনের সমসাময়িক লেখকদের অনেক দুলভ বই। তিনি যে টেবিলে বসে বিখ্যাত "রেমবলস" গ্রন্থ লিখেছেন সেই টেবিল। অন্যদিকে তাঁর পেন অফারের সময় ব্যবহার করা চ্যার। নিজের কৌট। তামাকের কাটি।

দেখতে দেখতে বেশ কিছুক্ষণ সিধ হয়ে থাকতে হয়। হাতের সিগ্রেট ধরা-ই থেকে যানেকাং তখন। পা এসে না—পাছে কোরে মৃত্যুর আওশাক হয়। যেন

প্রাধাপক তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা-গ্রন্থ

কবিগুরু রত্নকর বী

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা

বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা

এই ভাবসমূহ যে মানবজীবনের মনস্বত্ব প্রকাশ করেছে লেখক সেই বইখানি প্রতিষ্ঠিত করেছে। এদিক থেকে আকস্মিক গ্রন্থখানি রত্নকরবীর অন্যান্য সমালোচনা গ্রন্থ থেকে সার্থক ব্যতিক্রম।

১। ২য় সংস্করণ ১৯৩৩

মানসী থেকে গণিতালি পর্যন্ত রবীন্দ্র-দর্শন ও রবীন্দ্রজীবনবোধের সমালোচনা ১৯২৩

মৌল্যতনা, জীবনচেতনা, সমাজচেতনা, শিল্পচেতনা, বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরী পটভূমি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম-প্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় ১৯২৩

পরিবেশক :

সিগনেট বুকশপ, শান্তি লাইব্রেরী, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী

লিখতে লিখতে লেখক এটো মাত্র উঠে গেছেন। হঠাৎ আবার এখুনি ফিরে আসবেন।

সাহিত্য, শিক্ষা, অভিনয়—এই তিন শাখার অনেক শিক্ষার্থী জনসনের অন্তর্ভুক্ত। তার গণে যেন এক সূত্রে বঁধা পড়েছিলেন। অলিভার গোল্ডস্মিথ, জেমস বসওয়েল, জেমসো বেনফ্রড আর ডেভিড গ্যারিগ—এদের সঙ্গে জনসনের অটো বন্দুকের মতো উদাররূপ ইতিহাসে সহজে পাওয়া যায় না। সিচিফল্ড জনসন বসওয়েল আর গ্যারিগের সম্মুখভিত্তি আঁড় তাদের নিবিড় বন্ধনের কথা দশককে মনে করিয়ে দেয়।

কিন্তু শব্দ, জার্মানী-গুপ্তীদের সঙ্গে না সাধারণ মানুষের সংগে জনসন খুব সহজেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠতে পারতেন। প্রকাশক থেকে আরম্ভ করে হাসপাতালের নাজেন কিম্বা পশম ব্যবসায়ী—বার্মিংহামে তাঁর এমন অনেক বন্ধুর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছিল।

সিচিফল্ড থেকে বার্মিংহাম। তেতিশ বছর বয়সে জনসন তার পুস্তক-ব্যবসায়ী বন্ধু ওয়ারেনের বাড়িতে এসে উঠলেন। এই বন্ধুই তাঁর প্রথম বই প্রকাশ করেন। কিন্তু শব্দ প্রথম বই প্রকাশের রোমাঞ্চ নয়, এই বার্মিংহাম শহর তাঁর মনে অন্য আর এক অনুভূতি হঠাৎ হাওয়ার বালকের মতো সঞ্চারিত করে দিল। নিগূঢ় এক দলবল: কাকে পাবার কোন উপায় নেই, তাকে পাবার গোপন তর্জিগ। আজ হোক, কাল হোক তাকে পেতেই হবে। তাকে না পেলে হাতড়ে হাতড়ে অন্ধকারে চলতে হবে সারা-জীবন।

বার্মিংহামেই জনসন প্রথম লেখাছিলেন পশম ব্যবসায়ী হ্যারি পেট্রিগের দলী



সিচিফল্ড : মিন চক্কোর প্রাচীন দালান।

এসিজাবেথকে। এর প্রায় পঁচাত্তর বছর। হ্যারি পেট্রিগের মৃত্যুর পর বিধবা এসিজাবেথকে তিনি বিয়ে করলেন। নতুন নামে তাঁকে ডাকলেন, রেডি।

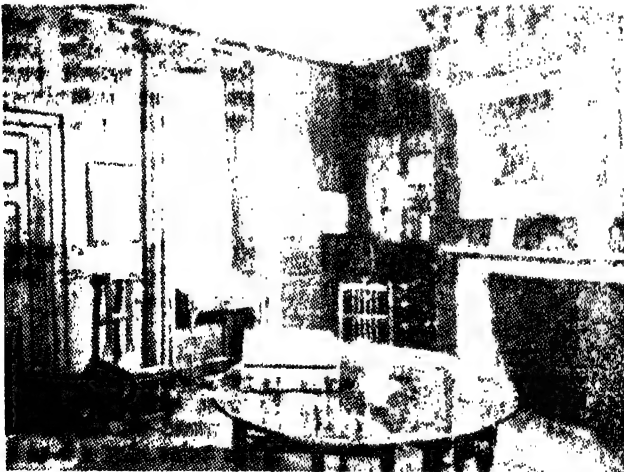
কিন্তু সাধারণত যা কিছু, সেখানে জনসন, যত পারতেন এখানে এখানে—সিচিফল্ড, বার্মিংহাম, উল্লেখ্য তাঁর স্কটিস্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে আর কত ছোট বড় গ্রাম শহর—জনসনের কাছে তারা কিছু নয়। কি এক মোহা, উন্মাদার খট খট শব্দ অস্বস্তি এক অশেষ রূপ বাসনের কঠিন পাক জনসনের বোধেছিল দলী মাসব্যবসায়ী। মৃত্যুর আগের মর্যাদা পূর্ণত সে বন্ধন শিথিল হয় নি। অস্বস্তি দলীরা লিখছেন

হয়ে পড়লেও এ শহরের ম্বাদ তাঁর কাছে ছিল একই রকম।

তিন বছর বয়সে প্রথম যখন লন্ডনে আসেন—ভাল মনে পড়ে না। হাঁবে ঝলমলে এক নারী। দীর্ঘ কোনো আবরণ। রানী আনের ভাসা-ভাসা মুখ—লন্ডনকে তখনই তাঁর কাছে অপরূপ করে তোলে। মায়ের 'স্করফুল্লা' রোগ শিশুর শরীরে সংক্রামিত হয়েছে মনে করে তখনকার দিনের সাধারণ লোকের বিশ্বাস অনুসারে জনসনকে এর মা নিশ্চিত অরোগের জন্যে রানী আনের কাছে পঠান এর পবিত্র হাতের স্পর্শ লাভের আশায়। জনসনের অসুখে 'সের্ভেটস' কিনা জানা যায় না, তবে লন্ডনের আঁতে গলিতে সব রোগে অবসানের যে একটা আশা উদ্ভাপ চারিয়ে আছে, সে কথা তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। তাঁর জীবনিকার বন্ধু বসওয়েলকে এই শহরের কথাই তিনি একদিন বলেছিলেন, এই শহরের বিশালত্বের কথা যদি মনে জামতে চাও, তাহলে শব্দে বড় বড় ব্যস্তা আর পারা দেবেই খুঁশি হাসি চলেবে না—তেমতকে খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে এখানকার অসংখ্য গলি-ঘাট ও লেখ বেড়াতে হবে। লন্ডন সম্পর্কে যে উৎসাহ হারান, তাহলে বেড়াতে হবে জীবন সম্পর্কে তার আর কোন উৎসাহ নেই। কারণ জীবনে যা প্রয়োজন লন্ডন তার সব কিছুই দিতে পারে।

পত্রাঙ্গনিকভাবে লন্ডনে যাবার তখন এলিজাবেথের সঙ্গে জনসন লন্ডনে এসেন ১৮৬৮ সালে। সাপ্তাহিকপত্র ছুটি পত্রীতে কাজে মেটে একটা বাড়ি। গর মরফাতির সময় লেমার মাগারে কিছু কিছু লিখতে। ওপরে ছুপটি একটা ছোট ঘর। সংস্কারের কোন কাজে লগ্নে না বলে ওই এক কাজি চাপা ঘরের দিকে কখনও পা বাড়াতেন না এসিজাবেথ। কয়েকটি বিশিষ্টত্ব হলে জনসন এটিরই এর লেখাপড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন। এখানে প্রায়ই তিনি "রেকলার" রচনা করেন যার এর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিদ্বন্দ্বি এ ঘরেই সম্পূর্ণ করা হয়। প্রায় বছর চারেক পর একদিন এই ঘরটিতেই এসিজাবেথ শেষ নিশ্বাস ফেলেন।

গাও সেকারার এই বাড়িটির নাম এল "ডার জনসনস হাউস"। চুকেই দলীরা কাছে জোখ পড়ে মেটে একটা শিবল। ইংল্যান্ডের রাসিবমহলে প্রচলিত যে প্রকাশক আর পাওনারদের ভিড় এড়ানোর জন্যে নাকে মাঝে জনসন দলীরা ওপর এই শিবল নামিয়ে দিলেন। এ বাড়ির খবর-খবরও জনসনের স্মৃতি ছাড়িয়ে আছে, আর তার প্রাণ চিরকাল ধরে রাখবার সুন্দর ব্যবস্থা করেছে ইংল্যান্ডের অসংখ্য উৎসাহী



লন্ডনে ডাঃ জনসনের লেখাপড়ার ঘর : আজও টোঁবলে রাখা আছে তাঁর প্রখ্যাত অভিধান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ

নাগরিক। দেউলার ঘরে জোসুয়া বেনজের অঁকা লেখকের একটা বিরূপ টেলিচিত। অলিভার গোল্ডস্মিথকে লেখা ফ্রেমে রাখাও তাঁর এক চিঠি। আর স্ট্রীটের ওল্ডকক টেডান পাশ্চাত্য থেকে আনা মসত বড় এক চেয়ার। এই চেয়ারে সেখানে রোজই খালি থাকত জনসনের জন্যে। তিনি গিয়ে বসতেন। লোক তখন এই চেয়ারের দিকে আঙুলে দেখিয়ে বলত, জনসনের চেয়ার। সারা বাড়িতে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের গভীর ছাপ। পুরনো প্রথায় গাঁথা দেয়াল। মূল্যবান প্রাচীন কার্পেটে ঢাকা সিঁড়ি। সেকেন্দার নামের ফ্লোর। অতীতের হাতছানি ভারতীয় দর্শককে কোলাহলমুখের বর্তমান সাংবাদিক পঞ্জীর কথা ভুলিয়ে দেয়। শরীফের দুপুরে সেই অটোমিক থেকে বেরিয়ে এসে ডাক্তারী ইন্ডা হাওয়ার নিজের দেহটা যেন হঠাৎ অসাড় হয়ে যায়।

জনসনের লাঙলের বাড়ির পাশেই সবুজ একটা গলি। নাম ওয়াইন অফিস কোর্ট। সেই গলিতে থাকতেন "ডাকার অব ওয়াক-ফিল্ডের" লেখক অলিভার গোল্ডস্মিথ। নতুন অমরত্ব প্রত্যাশী মিলে আসতেন কলকাতা "ওল্ড গেসেটের ডাক টেডান"। গভীর মনোনিবেশে কাটতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এই সবাইখানার চেয়েই টাঙনো জনসনের প্রতিভাটি আরও গভীরের সমুদ্র। তখন তাঁর এখানে আসার কথা হলে আমাদের মনস্তত্ত্ববিদের কাছে প্রশংসা করে।

লাঙল শহরের রাস্তা অলিভার পথচারী পদার্থ এবং সবাইখানা এক একদিন জনসনকে এক-এক বছর সবার পরিবেশন করলেও মাসে মাসে তিনি বেরিয়ে পড়তেন চাইলেই সত্যিকারের সমুদ্র—নিজের কোন ঠিকানা ছাড়া বেরিয়ে পড়তেন প্রবৃত্তির ছায়াছন্দে নীরবতায়। ভ্রমণ সম্পর্কে তাঁর এক বন্ধুকে লিখি এবং তার সিনেমাফিল্মের বাস্তবের সত্যকে একপন্থায় পরিচালনা করা আর কেউটা যেমন হাত পায়ে সে-ভাবনা না করে সেটা যেমন হাতে তিরে তেমনভাবে প্রত্যক্ষ করাই ভ্রমণের সার্থকতা।

জনসনের বয়স যখন ষাটের উপর, তখন বসন্তের সময় দক্ষিণকালের জলম বাইরে কোথাও কালিবার অসম ইচ্ছা দেখা দেয় তাঁর মনে। বয়সের কথা ভুলিয়ে জনসন। বসন্তের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। স্কটল্যান্ডের ইনভারনেস থেকে ফোডা চলে তাঁরা এলেন গেলেনলগে। সেখানে নব্বই বছরী মনোবৈজ্ঞানিক পরামর্শ। তখন গ্রীষ্ম শেষ হয়ে গেছে। ভয়ংকর শরীফের ইংগিতের থম থম করছে ন্যাডা গার আর টাঙা মাটি। ইংল্যান্ডের চেয়ে স্কটল্যান্ডে আরও অনেক বেশি শীত। শব্দ সে-বালের

এবার অনেক ভাল ভাল শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হবে। এই অনেক ভাল সংখ্যাগুলির চাইতে অনেক বেশী ভাল হবে—

শারদীয় নতুন জীবন

এ আমাদের দম্ভাজ্ঞ নয়, একান্ত বিনীত সন্তা ভাষণ। বিচিত্র এবং বিশিষ্ট বচন আর এমন সমাবেশ এর পূর্বে আর কোন শারদীয় সংখ্যায় যে হয়নি সে বিষয়ে আপনাদের লেখার সচল থেকে বিচ্ছিন্ন ধারণা করতে পারবেন।

—কয়েকটি অনন্যসাধারণ রচনা—

আমার প্রথম প্রেম
(বিখ্যাত পরিবার সম্পাদক)

পঞ্চ কন্যার প্রেমপত্র

আকাশে কত তারা

পরিচ্ছন্নতার কলকাতা

বাংলায় সমালোচনার ধারা

বাংলা নাটক ও নাট্যশালার উপর

সেক্সপীয়ারের প্রভাব

দ্বন্দ্ব দেখেছেন হবচন্দ্র ভূপ

ইন্ড্রানন্দ (সচিত্র)

প্রেমিক চার্লি চ্যাপলিন

আমার প্রথম প্রেম

(বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী)

আমি ভালবাসি (সচিত্র)

হারানো-প্রাণী-নিরুদ্দেশ

রাতের কলকাতা

চিত্রাশিল্পে প্রয়োজকের দায়িত্ব

নাটকে যৌন-আবেদন

নিখিল-বঙ্গ সৌখীন নাট্য সংস্থা

উত্তমকুমার বিভিন্ন নায়িকার

সংগে (সচিত্র)

জীবনসন্ধানী তুলসী লাহিড়ী

ডাল-লাগার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি বিশেষ রচনা

গল্প লিখছেন : অট্টহাস্যের সেনপন্থে, সুনীতিকুমার ঘোষ, বিমল কব, তবনী মজুমদার, শশিভদ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, শরীরেজ্ঞ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল বস, প্রমোদবর্মা, অরুণাচলী অম্বা দাশগুপ্ত : সূত্রকার রয় চৌধুরী

বাহু বিসর্পিত : সুনীতিকুমার ঘোষ

[স্বল্প-পরিচিত লেখকের বিস্ময়কর উপন্যাস]

এ ছাড়া আছে সেনপন্থে চৌধুরী মজুর বরবরবর, স্ট্রিটের স্ট্রিটের, বসন্ত থেকে বলাই : খেলা খেলা আর খেলা

৪০০ পৃষ্ঠার বই : ১০০ বঙ্গোপাধী শেল : এরীধক সমালোচনামূলক কার্টুন

৩০শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে

দাম : ২-৫০, রোজস্ট্রি পোস্ট : ৩ দিন টিক, ৩-১২ পি পোস্টে পত্রিকা পাইন হবে না : টিকা পত্রিতে এর—

নতুন জীবন : ৭-১২-১২, কলিকাতা স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ : ফোন : ৫৫২১৫৬

কলিকাতার সোল এজেন্ট :

মলচাঁদ এন্ড কোং, ১১-এ, এসপ্ল্যানেন্ড ইস্ট, কলিকাতা-১

সুতীশ কবিরাজের
মহাভূজরাজতৈল

পরিচালনা কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানার্চ্য স্বর্গীয় ডাঃ জ্ঞান-চন্দ্র ঘোষ, ডি. এস. সি কতৃক পরীক্ষিত ও সর্বাঙ্গিত।

আর্য ঔষধালয়, কলিকাতা

এবারকার পুজায় তিনটি বিশিষ্ট উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবীর

বিচিত্র মধুর উপন্যাস
নতুন

ছা ড় প ত্র

—সাড়ে চার টাকা—

নিরুপমা দেবীর

নতুন
আবেগগন্ডীর উপন্যাস

প্ল ত্য গ ণ

—তিন টাকা—

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

আধুনিকতম বিপ্লব উপন্যাস

উ ত্ত র ফা ল্ত্ত না

সাড়ে ছয় টাকা

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা-১২

আজ্ঞা ইন্টারন্যাশনাল



সঙ্গীতাত্মক ও মঞ্চাভিনয়, ভাষণ প্রদান ও জনসভা এবং সংগ্রহকার প্রচারকার্যের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম। মাইক্রোফোন, লাউডস্পীকার ইউনিট এবং শব্দযন্ত্র সংক্রান্ত সমস্ত জিনিস সব সময় স্টক থেকে পাওয়া যায়।

স্টকিই

ইন্টারন্যাশনাল রেডিও
এম্পোরিয়াম প্রাইভেট লিঃ
৩, ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা-১০

পরিবেশক : দেবসনস প্রাইভেট লিমিটেড

২, ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা-১০

D.PA.10

ভ্রমণ আজকের মতো এমন সহজ ও সুখের ছিল না। শব্দ বয়সের কথা নয়, মনের অন্য আর এক তাগিদে পাখের সব দুঃখ-কষ্টের কথা ভুললেন জনসন।

প্রকৃতির বন্য সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ স্বকীয় দীপ। দৈচিত্র্যে উজ্জ্বল। ১৭৪৫ সালে স্টয়ার্টনের হুভ সিংহাসন পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করে এই স্বকীয়পেই যুবরাজ চার্লিস আত্মগোপন করেছিলেন। চারপাশে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন জনসন। এমন কোন দীপে চিরকাল বসবাস করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বসওয়ারের কাছে। কথা শুনতে শুনতে মনে মনে হোসে বসওয়ারের ভেতরেছিলেন, আর কিছুদিন থাক। তারপর দেখা যাবে দর্শনিক বন্দুকের এ ইচ্ছা স্বকীয় হয়ে আসে কিনা। লন্ডনকে বর্তদিন আর ভুল থাকবেন তিনি।

স্বকীয় থেকে আর এক দীপে যাবার সময় হুভ এল প্রবল কড়। অজ্ঞাতবস্তুর ভয়াবহ রাত। কনকনে ঠান্ডা। উত্তাল ঢেউএর দাক্ষিণ্য দীপে উঠতে নামতে। বসওয়ারের হাতের কাছে মোটা নীড়টি ধরে আবুল প্রাণের কবর খোঁজেন। কিন্তু অন্ধকার এক দীপে ভাসছেন। একটুও বিচলিত নন তিনি। হুভের সঙ্গে সঙ্গীত। চারপাশে উত্তাল ঢেউএর উল্লসে বিচ্ছিন্ন। প্রকৃতির এক অপরিচিত রূপ। অসীম সমুদ্র কোন অসীম আত্মতা রাখেনি। তন্ময় বেনসনের দীপটি স্থির। নিরাক।

প্রায় তিন মাস ধরে বন্য দীপে বসওয়ারের সত্যে ভ্রমণ করে ছেড়লেন জনসন। এই দীপেই তিনি আর কখনও লন্ডনের কবিরে কখনো মিলে। কিন্তু কিছুদিন ধরেই বসওয়ারের জঙ্ক রাখেন। শব্দ প্রকৃতির সৌন্দর্যে হুভ হুভ না জনসনের। শব্দেই হুভ সবদে পাখের বন্য তিনি ছড়িয়ে রাখেন। নিজেই দীপে চিরকাল বস করবার ইচ্ছা ঘুড়ে গেছে এর মাহাত্ম্য।

স্বকীয়ের আরও দিকের হলেন ও'রা। আর কখনোই নয়, নিজেই আকর্ষণ করে হুভ জনসনের বৃহৎ রোগমণ্ড লন্ডনের গতি ধরেন জনসন।

এরদিকে হুভ প্রকৃতি। অন্যায়ের শব্দের কানাকাটা রূপ। নিচিনতা আর কোলাহল। অসীম সৌন্দর্য আর আধুনিক সভ্যতা। এ দুয়ের সমন্বয় জনসন নিয়ে।

দীপে পরিভ্রমণ শেষ করে লন্ডনের টানে অধীর জনসন বসওয়ারের কাছে উভি রাখছিলেন। শব্দ স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে বাস করলেই এসে না। হুভ সত্যে চাই সভ্যতার প্রাণ। না হুভ হুভের পরিপূর্ণ বস গ্রহণ করা অসম্ভব।

[illegible]

GOVERNMENT OF INDIA

1950

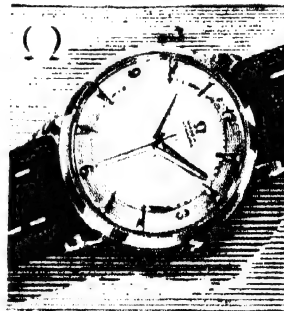
सत्यमेव जयते

[illegible]

আমনি যত কলমে গোপাল জন্মগুরু করিয়াছি তেনে
কি কাজ করিবেন এবং কি প্রজাতির শ্রেষ্ঠ
জীবন—১। আপনার আ জন্মের পটভূমি মূল্য-
বান কথা—২। আপনার ভাবী আশার রূপ দেখে
যিনি যত প্রজাতি—৩। তেলের তি, পিত্ত।
এক, তেলপান দস্য, তেলের আদী বস্তু,
এক, তেলপান দস্য, তেলের আদী বস্তু,

1994-95-2021

*** পাঠ্যভাগ ***



OMEGA, TISSOT & COVENTRY WATCHES

টাতার ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবান দিয়েই আমি আমার সব কিছু কাচি

ভার কারণ

- ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবানে গরুর কেনা হয় আর তাকে জামাকাপড়ের ময়লা আনগা হয়ে বেরিয়ে যায়।
- এতে খুব সংজ্ঞা ও ভালোভাবে জামাকাপড় পরিষ্কার হয়।
- এর স্বেচ্ছায় অপটিক্যাল ব্রাইটনার প্রকারে শাদা কাপড় ধবংসে আর বড়ান কাপড় ঝকঝকে দেখায়।

ভাছাড়া

- ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবান যে কোন কাপড় কাচবার পক্ষেই সেরা—ফিনফিনে নাইলন, দামো সিল্ক, নরম পশম কি হুতী কাপড় সব কিছু।

বিনা আত্মাঙ্গ কাচতে হ'লে



নি টাটা অ্যান্ড সন্স কোম্পানী লিমিটেড



গোপাল ভট্টাচার্য

কল বসন্তে এই একটিল। সন্ধ্যায় বিন্দু
একটা না। সন্ধ্যায়... ভাঙা...
বসন্তের... নাই। তিনি...
বসন্তের... নাই। তিনি...
বসন্তের... নাই। তিনি...

অনিচ্ছাকৃত অসহায় নাই। ইচ্ছাকৃত
অসহায় এটির... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...

বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...

পায় আর চাপলেদের... চাপল...
বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...

বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...

বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...

বসন্তের... বসন্তের...

বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...

বসন্তের... বসন্তের...

বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...

বসন্তের... বসন্তের...
বসন্তের... বসন্তের...

করে নি। প্যাকাটিদি লক্ষ্য করেছে। বিমল এসে দাঁড়িয়েছিল। প্যাকাটিদির বড় ছেলে বিমল। শহরতলীর কারখানায় কাজ করে। মাইনে সামান্য। কাজ করছে কিন্তু ক বছর।

ছেলেটা কি শুনতে পেরেছে? প্যাকাটিদি লজ্জা পেল। গায়ে কাপড় জড়াল। আকস্মিক

বসতে যদি কিছ্ থাকে। দেখে শুন, রেখে ঢেকে কথা বলতে পারে না। এই তো মাত্র ক'মাস। ছেলেপিলে নেই বলে এমন হ্যাঙলা!

পা পা করে বাইরে এল ও। প্যাকাটিদি। কলতলায় বেশ অম্বকার। বাইরে বড় আলো। চোখে লাগে। এত আলোয় কেমন

কেমন বোধ হয়। চারিদিকে কাপড় আলগা না থাকলেও গায়েও তা সাপটে সুপটে দিল। ইঠাৎ দুপুরের বাড়ি এল কেন? শরীর খারাপ নাকি? ওর কি চাকরি গেছে? ওদের কারখানায় তেমন কাজকর্ম নেই—সকালে ছেলেটা বলছিল। ভাত খেতে খেতে মুখ নীচু করে কথাগুলো বলেছিল। অপরাধীর মত। ভয়ে ভয়ে; থেমে থেমে। তা ওর দোষ কি! ও কি করবে! সত্যি যদি যার?

বড় পায়ে পায়ে কাছ এগিয়ে গেল। প্যাকাটিদি।—দুপুরের বাড়ি এলি যে বড়? শরীর খারাপ?

চাকরির কথা শুধোল না। মুখে কেমন বাঁধল। না, ঘামে খটকা লাগল।

ছেলের কথাগুলো হাত রাখল ও। না—গরম নয়। বিস্ম, বিস্ম, বামা জামে কপালটা চিটী চিটী করছে। কোমর থেকে অচিলটা বুলে ঐ অচিল দিয়ে ছেলেটার মুখ মুছিয়ে দিতে ওর ইচ্ছা করল। কেমন অসহায় মুখটা। কচি-কচি।

—এমনি। ও লজ্জা। মাটিতে ওর দাঁষ্ট। পা দিয়ে মাটি খুঁটছে। বাক দুটি হাত একটা অশরটকে জড়িয়ে রয়েছে।

—তাই ভুল। আমি ভেবেছি কি তো কি।

ও লম্বিতর নিঃশ্বাস ফেলল। বিস্ম ছেলেটা ভাল করে রা খাটছে না কেন? ও ভাবল। এক সন্ধ্যা ছেলেকে বাধা করে চাকরি করতে হচ্ছে। চাকরি করবে কি বলস হারাবে? ওর বয়সটা অনেকটা বয়স পড়ে। পোতা কপাল দিয়ে জামেটিক তাই এ সন্ধ্যা। গত জামে আনতে পাশ করেছিল। ও জামে তার শরীর। তার প্যাকাটিদি চিন্তার সময় অসহায় পাশ ছুঁতে করত। করেছে ও মিলে। ভাবল কি বোঝে। সেমপড়া সেমপড়া পরিচি, মনোব করবে পরিচি। হুজুর বালককে তম্বর সেমপা পিটতে সিরিচি ওর বাক বলে, সেমপা পেটের তম্বর সেমপা পিটবে। বসে। সেমপা পেটের ছেলে যদি সেমপড়া সেমপা তম্বর সেমপা পিটবে ভাত সেমপা ও উল্টা সেমপা পিটবে সিরিচি সেমপা করবে। ও বিস্ম পড়বে; তম্বরও পড়বে। তার চাক এই ঠিক হারাবে। এ কথা ও বিস্ম করে না। অম্বার বিস্ম সে ছেলেই নয়। সে সব অসহায় ছেলে। ছেলেটার মুখটা শুকিয়ে গেছে।

লম্বল কিছ্ ভাবতে পারছিল না। ওর নে অন্যত, যেমন ও মিলে। দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়েই আছে। অবশ্য কপালোর ভেতরে তখনও গ্যাটলী। বোধ হয় তাই ওর নড়ার কোন চেষ্টাই নেই। তাই কি।

—কিছ্ খাৰ?

লম্বারের মা ওর প্রশ্ন করল। প্রশ্ন করেই বুকটা কেমন করে উঠল। হিম্

মামা জীবনের চলতি পথে প্রধান অবলম্বন হারিকেন লঠন



আর
ক্রিয়া
লঠন
সর্বোৎকৃষ্ট

গৌরমোহনদাস ঙ্গলো
সিদ্ধ্যা ওয়াং কোং লিমিটেড

খুব কষ্ট পাচ্ছেন?



পীড়াদায়ক কাশি থেকে
নিশ্চিত আরাম
পেতে হলে

ডোয়ানল

কফ সিরাপ খান



অমনি নানা প্রশ্ন করবে। কি উত্তর দেব তখন মাকে?

যতক্ষণ চেপে রাখা যায় ততক্ষণই ভাল। তবে, কিছুক্ষণ নিশিচেষ্টে কাটাতে পারবে। তাই থাকুক। অশ্রুত সনে পর্যন্ত।

এপাশ ওপাশ ও দেখল। বামাগুড়ি দিয়ে যেন ঘরে ঢুকল। মা শয়েছে। ঘামিয়ে পড়েছে? ভাই-বোনগুলো উল্লংগ অবস্থায় ছড়িয়ে আছে। এর ঠ্যাং ওর ঘাড়ে। এরা ছোট। নিম্পাপ। ওদের বকে তুলতে মনে চাইল। কি যে করবে বিমল ঠিক ভেবে পায় না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

আহা! মেচরী! মাকে ও নতুন করে দেখল। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। খেটে খেটে জীবন শেষ করে ফেলল। একদিনের জন্যও এতটুকু আরাম পায় নি। বাবা শরীত লেখনি। যত শেষ যেন মায়ের। মা কি করবে? মাইনে পাও পড়াশ টকা। ওভার টাইম, ফাইম করলে সত্তর আশির মত হয়। নিজের চা বিড়িতেই দশ পনের টকা ফাঁক। বাকি টকায় এতদূর সন্সব বেমন করে ঢাকানো। ফান্দিন তে দেখলাম না না মাঝেমাঝে খেল। একবেলই জোটে না সর্বদিন। লুকিয়ে লুকিয়ে কে খায়। আমি এসব দেখতে পেরেছিলাম।

মার গেমের ওপর শতাব্দী পড়ল বেশ হয়। মা চমকে উঠে। মারের দর ছুটি করবে। বলবে, তের ছাতার পর্টার না লাগে। মার ছাতার এলি! নরো বরার ঘর দিন যাতে তর চেন ছেলমানের হাঙ্গল। কিন্তু মা আমক পারবে। না মাঝে হাত ব্যাকার দের। ও ছুটিট করে উঠল। ছুটি দর কত থেকে পালিয়ে ছোরে চাইল। মা বিন ভেবে যায়। এখনি মই ঘরে ভাঙে। ঘাম ডাকলেই শোতে বলতে পারে। ও শোতে পারবে না। না-না-না হক না। মা শুনলেই কাঁদবে। চুপ করে যাবে। অসহ্য।

জড় করা বিছানাগুলের ওপর জামাট পড়েছিল। এক কোণে। পা টিপে টিপে ওটা হাতল। কাঁদে ঢেলেই ও তেমন-ভার ঘর হাতে পালিয়ে এল। মুক্তি পেয়েছে ও। এক গুকে বাতাস উঠল। কতক এত সন্সব আর এর মিটিও হয়। অশ্রুত! বাড়ির সন্সবই সন্তোষিত হলো। কি নেই ওখানে? যার যা খুশী ঢাল। এখন ওটা চোখেই পড়ল না। অমনি পড়ে। তখন ও বাগে গড়া গড়া করে। শালা, এখনি সাফ্য করতে হবে। করেও মাকে মাঝ একে ওকে সন্সব নিজে। ওর মা যা তা কয়। কেন তাই যা তা নোংরা ঘাটতিস! ও হাসল। ওটা আজ ওর চোখেই পড়ল না। হন হন করে এগিয়ে গেল।

গলি! রাস্তা। ঘোড়ার ওপর নটি

ফেলা। রোদে জলে ফলে ফেঁপে ঢোল। পায় লাগে। কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেছে। আজ পায় বিখঁচিল।

দু'পাশে ভাঙা নদমা। তার ভর্তি নোংরা। কটা ছেলে নোংরা করছে। মার পেটে লাগি। যত সব ভিখারী দল। ও বেড়ে গেল। ছেলেগুলো পালল। বিমলদার 'কি যে হয়েছে আজকাল!—ওর' ভেবে পায় না। এখনি কয়ে মাকে মাকে। আগে তো এমন ছিল না। নিরাপদ দূরে সরে ওরা ভাবছিল এবং দেখছিল বিমলদাকে। চোখ পিট পিট করে আড়ে আড়ে লক্ষ্য রাখছিল পালবার পথটা ঠিক আছে কি নেই।

বিবিস্তৃত পদক্ষেপে বিমল গলিটা পার হাল। গলিটার শেষ হয়েছে বড় রাস্তায় মিশে। ওটা বাসের রাস্তা। পিচ ঢাল। এখনকার মানুষগুলো কেন পরিষ্কার, পরিষ্কার! এমন সন্সবের পশা এমন

নোংরা? ও ভাবল। একটা বাস গেল মোটর একটা। ধূসো ভর্তি বাতাস। তাও কেনন যেন ঝঝঝকে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলো কেনন ফিটফিট! ও দেখছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কোথায় যাব? ও ভাবল। কারখানার দিকে একবার গেলে হয় না! গেলও কয়েক পা। বেশ কয়েক পা। ভাবতে ভাবতে গিয়ে 'দখল সব ছোট ছোট দলে গুলতানী করছে। কারখানার তক্ষা বুলছে। খাঁস হামবড়াই—এই করব, সেই করব। কত কি করবি তা জানা আছে। মোজার দৌড় মসজিদতক। একবার ডাকলে দৌড় কুটার নত ছুঁবে সব শাল। আমার বাত কত! যেমা ধরে গেছে! এককম এত কথা আওড়ে ও খেতে পড়ল। এক দল। থুথু ফেলল। ও কোটকাল।

মুখের চেতরা ভেঙে ভুঙে একসা এমনভাবে দাঁতের পাটি বেরিয়ে যাবে

বিশেষ ভাবে বিশোধিত
কএম পি মার্ক
তারিকেল তৈল

- ১০০% বিশুদ্ধ গ্যারান্টিয়াকৃত
- বসায়ানাগরে পরীক্ষিত

$\frac{1}{2}$ পাঃ, ১ পাঃ ও ২ পাঃ টিমে
সর্বত্র পাওয়া যায়

দেখলে বোধ হবে কাকে বুঝি ও দাঁত দেখাচ্ছে। শালার ঘোন দেখনা—যেন বয়লায়!

একটা দোকানের জায়ায় ঢুকল। পকেট হাত ঢোকাল। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়েও গোটা বিড়ি মেলে না। পোড়া বিড়ি একটা। বাড়িতে ঢোকায় আগে কয়েক টান দিয়ে আগুন নিভিয়ে পকেটে পুরেছিল।

অসময়ের সত্ত্বা। পকেটে পয়সা নেই। তবু একবার টানা খাবে। এটাই টেনে বের করল পকেট থেকে। পকেটে যে পয়সা নেই এবং সেই সঙ্গে গোটা বিড়িও—এতক্ষণে ও যেন অনুভব করল। যা শালার যা হয় হবে। দিই গোটা কতক টান। বিড়িটা বার দুয়েক দেখল। কি ভাবল। আবার পকেটে পুরল। হাতট শব্দ করল।

একটা বাস হাওয়ার ধাক্কায় ওকে কাত করে দিল। একটু হলে ও পড়ে যেত। বাসের তলায়। পড়লেই চিড়ে-চ্যাপটা। চোখ, মূখ, নাক, গোটা শরীর মূসো বালি ভর্তি। এইসব একদিন দেব-বাস চালান কাকে বলে শিখিয়ে ছাড়বে। অব্যস্ত আক্রোশ ও পালিয়ে যাওয়া বাসটাকে দেখেছিল এবং হাঁটছিল। পদক্ষেপ সামনের দিকে; দৃষ্টি পেছনে।

আর একটু হলে মেয়েটার সঙ্গে ধাক্কা লাগত। ইস্টা মূসো হয়ে পথ চলার ফল। খুব জোর বেঁচে গেছে। বিমল একটু ভয় পেল। হৃৎপিণ্ডটার দ্রুত তাল। মেয়েটার দৃষ্টিতে আগুন। জ্বলে জ্বল্লাস। বদিরামো হচ্ছে? তা যদি না হয়; দেখে পথ চলতে পার না।

পকেট ও হাত ঢুকিয়েছে অনেকক্ষণ। গতি গেছে বেড়ে। পিঠের ওপর প্রোদীপিত দৃষ্টি। জামা ফাড়ে বুকের ফর্টাইল। মেয়েমানুষের দৃষ্টি এত বিদ্রী। টারাতার দেখল মেয়েটাকে। মেয়েটা দেখতে না। হাত বের করল এবার। গজা গজা শব্দে হল। ভারী আমার রে। ভিড়ি অমন হয়-ই। অত যদি ছাড়িয়েই গাড়িতে মোহ হয়। গাড়ি নয় নাই জটিল, বাস তো ছিল। আরে বাবা—সব শাসনকে জ্বল। বাইরে কোঁচের পতন হেতরে ছুঁচের বেতন। জোরে জোরে পা পড়তে ওর। কত যেন বসত। দেখতে দেখ না। এরবারে গলে ফেলবে। ভাল হামা কাপড় পরা বাবা হলে ইচ্ছে করে ধাক্কা লাগত। দৃষ্টি অন্যরকম হতো। মেয়েমানুষের চিন্তায়, বিমল আবারও ফিরে ফিরত। সেই পি পি লম্বা দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। না—নেই অসম্ম।

বাড়ির মেয়েমানুষের কথা এবার ওর মনে এল। এতক্ষণ আসে নি। ভয়ে ও উত্তেজনায় ওর মন ফুলেফুলে পলিয়ে গিছিল। অম্মানের বাড়ির মেয়েমানুষ যখন সেরেগেলে বেবেয়া তখন কে বলবে অসম্ম-কুঁড়ে বাস করে। মনে হতো কত না তাড়াতাড়ি লোকের মোহ। কত না লেগেপড়া জানে। কত উদ্ভ্র। শালার হাণ্ডটই এমনি।

চায়ের দোকান একটা। ভীষণ হটপেল ওখানে। বহু মানুষের কপালবধির খিচুড়ি-আওয়াল এর কানে ঝিল্ল। চলতে চলতে—গতি সামান্য সাম্প্র হাঙ্গ শব্দ—মোহা ঘেঁষাল।

লোকগুলো হক করতে বাসত। এত তর্কও করতে পারে? কোথা থেকে এত শক্তি পায় সে, এত চেঁচায়? ওরা তো বড়লোক নয়। বড়লোকেরা রেস্টুরেন্টে চা খায়। আমাদের মতন বেগলো শব্দে এমনি বাড়বড়ে চায়ের দোকানে চা খায়। ঐ তে সব চেহারা। মানুষ নয় যেন বাদব পড়ল। সোজা হয়ে বসতে পার না। পদমুড়ে হাত দিয়ে অঁকড়ে বসে আছে। এই

ওটিন

নূতন সৌন্দর্য নিয়ে
শয্যাগাগ করুন!

আপনি যখন নিদ্রামগ্ন, ওটিন ক্রীম ও শ্রুতির ওপর আপনার পরিচর্যার ভার দিন। ওটিন ক্রীম যেখাে শুভ্রত। যান, এবং পরদিন কোমল, মসৃণ ও যৌবনোচিত সৌন্দর্য নিয়ে শয্যাগাগ করুন; তারপর ওটিন স্নো যেখাে বন্ধনৈ বিবের সপ্তকীর্ণ হোন।

ক্রীম দ্বক
পরিচারের অল্প রায়ে
ব্যবহার্য।

ক্রীম

শোকগল্লোর গলায় এত তেজ? নাকি
এক কাপ চা খেলে এত শক্তি পাওয়া যায়?

হঠাৎ বার্ষিক ও এ-তরফটা আবিষ্কার করে ফেলেছে। আর আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে এক কাপ—ঐ ফুটে টিনের চায়ের দোকানে বসে—খাবার হারে ওর মনটা আকৃ-পাকৃ দবলল। চোখ চক্ চক্। জিবে ইচ্ছার জল।

এঁদেরও গোছে কয়েক পা। এমন সময়
এই দৃষ্টিভঙ্গির বোধ্য হয়ে এতখিনি পথ
হেঁটে, এই দুঃস্বপ্ন-শেষ-হাস্য-আসা বেসায়
কার না ইচ্ছে করে এক কাশ চা খাওয়ার।
বাহুর খরচ কেন করবে মনে তব
সিঁদুরের কবচ কমত 'পকেট' যে ছোটো
হয়ে মাথায়' সে-সত্য চোখের সামনে ফটে
উঠল। পকেটই হাত ঢোকায় গিয়ে সব-
সময় যে পকেট খণ্ডি তা নতুন করে মনে
হতে ও মনে ফোঁপে গেজ। গা-হাত-পা
ভালো ভালো। হুঁসখ হুঁসখ মাথা
হেঁটে হেঁটে।

—ହର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ! ମୋଢ଼ା ବିଢ଼ି-ଇ ନେଇ ।
ଆଦାର ପହସା ।

[illegible]

সবাব শেষে বাস পড়ল। হাস্যহাস্য।
উঃ হাঃ। ছাড় বেকাদম। মতা নীক।
ও কাউক দেখতে পাচ্ছ না, অতএব ওকে
কেউ দেখতে পাচ্ছ না এমনভাবে। বড়
ফাঁকি ফাঁকি লাগেছে। মরিসের সোজজন।
মরাক্কীরা বসছে। তবু যেমন শুন।
আসাদিন লাগেছে। ঠাট বাস উঠে পড়তে
মান চাইছে। বাসের সব সেকগলো
আস কিছ, না দেখে, গভীরে গভীরে পড়ার
ভয়ক উপেক্ষা করেও ওকে ফাঁকি দেবে।
এই হুমকি। কেই যদি এসে প্রমাণ করে,
কি হুমকি? অসম্ভবিসম্ভব নাকি।
না, ওকে কেউ জিজ্ঞেস করবে না। যা

চেহারা! নাক সিঁটকে পালাবে। আমাদের সাহায্য করতে এলে পকেট থেকে কিছু খসবে। উপরি লাভ হতো হবেই না। ও কি হাসল?

বাকের হাপারে ওঠা-নাথ। তখনও চলছে।
তবে কামছে। কুমার সাধে সাধে বিমনি
ভাব। বিমনি ডাক্তার ওর সব চিন্তাকে
ঠেকেরে রাখছিল। কিছু পরে নি
কারণমার চিন্তাকে। কি দেখার ও
আর ভাবতে ভাবতে যখন যখন
কিছুই তার না। কিছু হবার আর কোন
উপায় নেই। তখনই ওর বাসের দরজা চাপন
সঙ্গে উঠল। ও উঠল। টিউব একসঙ্গে
দেখানোর নয়। পা বাড়ল ও।

কিছুক্ষণ আগে ভগ্না খাবার ইচ্ছে হয়েছিল। তবে তেমন জোরাল ছিল না এখনকার মত। সামান্য স্নোবলটিকে মেরে যদি কিছু খাওয়া যেত? ও ভালো! অজ্ঞা, খেয়েমিয়ে লুক্কিরে মেরে পড়ল তা না! ধরে যদি সেজেই তহলুে কবের আর কি? দুচার ঘা মারলেই। এমনি যা তা বলে ও ছেড়ে দিতে হো পাবে। যা তা বলল হো। ভারী বয়েই গেল। আমার কাছে কি ঘেসকা পড়ল? এমন কি করে না সেজে? আমাদের মত লোকেরা? যাবা হোতে পাব না? পরতে পাব না? যাবা হোকের? যাবার চাকরি হোতে?

করতখনই কাঁচ বরফের এসে গেছে। এখন
ওর বাড়ি যারে ইচ্ছে করছে: কিন্তু ও
ডাবছে 'কি হবে গেল' এমন হয়। দাচ্ছ।
করতখনই এসে মনে হয় বাড়ি বই। বাড়ি
গেলে ইচ্ছে করে করতখনই যারে: এতটুকু
শান্তির অনুভূতি ও। শান্তির শব্দে বসেছে না
ওক।

এখানেই সবাই মনোহর। গান্ধীজী
লেখেন কি বসন্ত বাকি বেয়েই প্রথমেই
মারি করে ওর মনে পড়ল। না তাঁর মনোহর
পাঠিত বসন্ত না। অত্যাচার বসন্ত বসন্ত
চোখের জল চোখের। মারি এ এক চোখের
জল। মারি না মনোহর না। কিন্তু চোখের
জল না চোখের জল বসন্ত মনে গান্ধীজী
দিত। মনোহর মনোহর মনোহর মনোহর।

[illegible]

সংসার? বছরে বছরে তোমরা যখন সংসারের
পার্শ্ব বাড়াও তখন মনে থাকে না?

ও চমকে উঠল। মৃত্যুর রক্তটুকু কে যেন
 শুষে নিয়েছে। ওর মনে মনে কথা বদ্বি
 সবাই শুনতে পেয়েছে! চেনাশোনা কেউ
 সামনে, কাছে আছে?

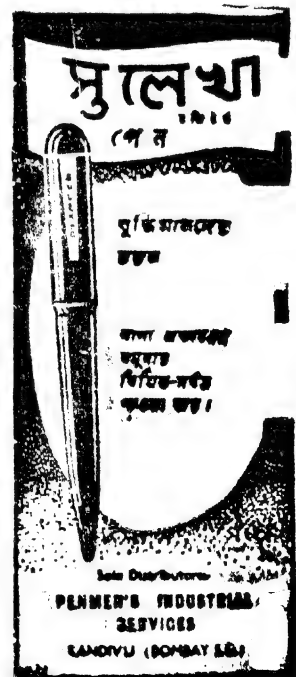
সমন্বিত দেখল। এপাশ ওপাশ। পৈছন
ফিরেই ও আঁতকে উঠল, খোঁড়া একটা লোক
ভিক্রে চাইছে। মুখময় যা। পিছুটিতরা
তোখনাটী কোথা গরিয়ে গেছে। আর একটা
মহত ময়াল সাপ লোকটাকে পাকে পাকে
তড়িয়ে ধরেছে।

ও বর্ষা ভয় পেয়েছে। ভীষণ ভয়। অন্য
সময় হলে ও হাসত। বলত, ভিখারীর কাছে
ভিক্ষা! এখন ও ছুটতে শয়্ম করল
উধারবাসে। নির্দিষ্ট কোন দিকে নয়; যে-
কোনও দিকে।

অসীমের অন্ত্র

জৈনিক পাদবী সাক্ষ্য কড়ক প্রণীত এই গ্রন্থে ভগবদ অমৃত্যু ও তাঁহার কৃপা-স্নাতের সহক পদ্ম প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাবতের শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দ কড়ক উক্ত প্রণীত। মূল্য ১০। বিখ্যাত ইমোজি সংস্করণ মূল্য ২০। এজেন্ট আবশ্যক।

১৯৭নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।



একান্ত নিজস্ব

ত্রিশতিসম্বৎ*

ম্যাকলীনস্

পেরস্‌আইড টুথপেস্ট



* সব চেয়ে বেশী
পরিষ্কার করে।

আপনার ঠোঁটের ওপর ম্যাকলীনস্
অপরিষ্কার ও বীজাণু-প্রতিরোধী
পণ্ডে ম্যাকলীনস্ এর একটি নিচের
'লিপথেক্ট' দাঁতের ওপর আরোপ
করে এবং ম্যাকলীনস্ মত ঘনালিঙ্গ
এই কালসিন উজ্জ্বল রাব আপ-
নার ঠোঁটের আবেগ ক্ষমতা প্রদান
পারবার করে।



* সব চেয়ে বেশী
সাদা করে।

ম্যাকলীনস্ এর টুথপেস্ট 'লিপ-
থেক্ট' দাঁতের 'হাল্' দাঁত ও বন
তুলে আপনার দাঁতের পেরস্‌আইড
সাদা করে তোলে।



* সব চেয়ে বেশী
রক্ষা করে।

আপনি যখনই অনুভব করেন
ম্যাকলীনস্ এর অপরূপ তাজা আস্তান
দাঁতের মণ্ডিরে লক্ষ্যমান করছে এবং
করকারী বিজ্ঞানকে দেখে করছে।



সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে। * সবচেয়ে বেশী সাদা করে।
সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।

এই তিনটি গুণের অপূর্ব সমন্বয়ই ম্যাকলীনস্ এর
একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তি।

আরও পরিষ্কার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য
আজই ম্যাকলীনস্ কিনুন।

স্মৃ

তি

চ



দিল্লী প্রকাশ ১৩৩৩

পাঁচশ

১৯২২ সালে নভেম্বরে দেশে ফিরে
কিছুদিন পরেই সুভাষের সঙ্গে
দেখা। তাকে সব কথাই খুলে বললাম—
কিছুই গোপন না করে। সে শব্দে
একটুও বিচলিত না হয়ে বললঃ “ঠিক
করেছ তুমি, দেশের ছেলে দেশে ফিরে।
এখন দেশকে নিয়ে চলো তুমি যুরোপে
বা কিছুর পেয়েছ, শিখেছ, জেমেছ। যুরোপে
যাওয়া আর কী জন্যে বালা?” ইত্যাদি।

লেখলাম সুভাষের মনে আমার অনেক
বিস্ময়িত হয়েছি এই এক বঙ্গসন্ত। উত্তর
বঙ্গের বন্যপশুভয়নের সহযোগী অমানবিক
খেটে ওর আধা নামডাক হয়। বাংলা দেশে
তখন সবাই মূর্খ ওর নামঃ “চিরবঙ্গের
মানসপুত্র”—বলত অনেকেই।

কিন্তু সুভাষ আমাকে “সরস্বতী”
জানালে আমার আত্মীয় সন্তানদের মধ্যে
অনেকেই বিষম মোক্ষের স্বাদে এক
জানবন্ধ বললেনঃ “বিস্ময় নিয়ে এত
ব্যবসায় কার সঙ্গে তিন বঙ্গের কণ্ঠের
শব্দে না? তখনই ব্যক্তিগত ভাবে শিখে এল
তুমি!”

আমি (তৎকালিক স্মরণ)ঃ ফাঁজিল তাহা
কেন? গুন—

জানবন্ধ (জানুটি করে)ঃ ওর উচ্চতা
হুগুংকর! পনের নড়াচড়া কিছুই বাকি
না হই। তুমি এখন কী করবি তাই বল।
আত্মীয়রা কেন? নিয়ে।

দিল্লীঃ তা হৈ কি? ওর ভাবনা কী?
পাশ হৈ তিন চারটে করেছে গা? বিচলম
—ও মেনে বিবেচ করে আসে নি।

আমি (দিল্লীর সঙ্গে চিরকাল ঠাট্টার
স্বারে)ঃ যেমন করে জানলে নাই?

মেজমামি (কলহাসে)ঃ হা, হাসবেন
না, কারণ এ হাঙ্গ কাদিবাই কথা। জানেন,
প্রভাতবাসের একটি গল্পে আছে আপনাদের
নাতির মতনই এক ধনুধার মেনে বটকে
বিস্তেতে ফেলে সম্পদ দিয়েছিল। কিন্তু
মেজের সঙ্গে পারবে কেন? একদিন সে
ঠিকানা জোগাড় করে হঠাৎ এসে হাজির—
ঠিক যখন সে এক স্বদেশী কানেক বিবে
কবতে যাচ্ছে সোনার চৌপার পরে।

দিল্লী (সপ্রসঙ্গে)ঃ অমন অসম্মান
কথা ঠাট্টা করেও বলতে নেই বোম্বা। মট,

আমার যেমন ছেলে না যে, মেনে বিবে করে
আসবে।

আমি (হেসে)ঃ এ কি কথা নানি?
তোমার যে ভাবনা ঘটে হই না? আমি
মেনে বট নিয়ে এলে তোমাকেই তাকে বরণ
করে ঘরে ঢুকতে হবে বালা?

বিস্ময় নিয়ে এই ধরনের ঠাট্টা কখনো
হতমর্জি হইত প্রায়ই। থিয়েটার বোর্ডের
মন্তব্যসমূহ। তাই একটা প্রগলভ নমুনা
দিলাম।

কিন্তু ভাগ্যবানের বেকা ভগবান বয়—
বিস্মিত ভিগ্নের অভাব আমাকে বাক্য করলে
কোথেকে? শব্দে মাগে ছই দিলে আমি
সবচেয়ে সফলত জনপ্রিয় গায়ক হয়ে উঠলাম
—বিশেষ করে নানা সভায় কংগ্রেস গুন

কারে। বঙ্গদেশের আসরে গঙ্গালাপেও
আমি অচিরে রসালোপী বলে সুপ্রতিষ্ঠ
হলাম। আমাদের থিয়েটার বোর্ডে দাদা-
মহাশয়ের লোকান্তরের পর থেকে কণ্ঠধার
হাসিয়েছেন আমার মেজমামি, দিল্লী—
ছিনে বঙ্গদলার। কিন্তু মেজমামি প্রকৃত-
পক্ষে কতী হলেও মেজমামিমা নিজেকে
কতী বলতেন না—দিল্লী থাকতে। থিয়েটার
বোর্ডে আত্মীয় আত্মীয় আরো অনেক
ছিলেন, তাঁরাও মোটের উপর আমাকে
সেনাই করতেন। না করবেন কেন? আমি
গুন গুণে নানা মনীষী মহাশয় দিকপালকে
থিয়েটার বোর্ডে ডাকতাম—সবাই পুস্কিত
হতেন তাঁদের শতাগমে। মহাশয় গাধাধী,
দেশবন্ধু, চিত্তবগুন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র,
সুভাষ, সত্যেন, মেঘনাদ সাহা, আধা
অনেক বাঙালী ও অবাঙালী মনীষী
থিয়েটার বোর্ডে এসে আমার আসর
জমাতেন। এর পরে ক্রমশ ওস্তাদ বাইজী
বালক এবং ও পদার্থ করেছিলেন একের
পর এক। বৎ, সুবোধনথ মজুমদার,
অবসর কর্তব্য, হাফিজ আলি খাঁ, সোনি,
গুয়ার বিখ্যাত সেতরী (নামটা মনে পড়ছে

শিশু-সাহিত্যসম্রাট নীলদামজুন মিত্র মহাশয়ের
অমর মণ্ডল

ঠাকুরদার ঝুলি ৪৮
ঠাকুরদার ঝুলি ৪৮
দাদা মহাশয়ের গলে ৪৮
স্বর্ণ জয়ন্তী সংস্করণ—উপহারের আদর্শ বই

সুখভাষা বাও প্রণত

গল্প আর গল্প ৪৮
গোণার ময়ূর ২৥

বাংলার নবীন ও প্রবীণ ঐতিহাসিকগণের
সবস রচনায় সমৃদ্ধ

ঐতিহাসিক গল্প সংকলন
— তিন ভাগ —

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

বিদেশী গল্প সংকলন ১ম খণ্ড ২৥০
২য় খণ্ড ২৥০

মিঃ ও ঘোষ : ১০, শ্যামচরণ চন্দ্র স্ট্রীট, কলি ১২

না। আরো কত গায়ক। কেশর বাই ও জীন্মদেব আসেন সবশেষে—১৯৩৭, ৩৮ সালে।

কিন্তু ওস্তাদরা ওস্তাদি দেখাতে অঙ্কাদিত হবার আগেই আমি কলকাতার নানা সভাসমিতিতে গান গেয়ে নাম করে-ছিলাম। ফুল্লমনে ডাবলায়—এ ধরনের তানওয়ালা বাংলা গান, হিম্মি ডরুন ও উদ্ গজল এখন এত লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছে তখন থেকে থেকে প্রকাশ্য গীতসভা বসালে মন্দ কী? কিন্তু সত্ত্ব কয়ি কোথায়—প্রকাশ্য হল মিললে তবে তো!

বাছাকপতরু ফের বাছা পুণ করলেন:

প্রেসিডেন্সী কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীচারচন্দ্র ডাট্টাচার্য আমার গান বিশেষ ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন সে সময়ে রামমোহন লাইব্রেরীর হস্তী কর্তা বিখ্যাত—বললেন: “আমাদের ক্লাসে গাও না দিলীপ!”

কাঙালিকে শাকের খেত দেখানোর ফল কে না জানে? আমি উল্লসে উঠে শব্দ একা নয়, আমার কয়েকটি নবলম্ব বাসক-বাসিকা হস্তী নিয়ে কলকাতার প্রোডুবন্দকে “উত্তমত জাগ্রত প্রাণা কলসারি” নিবোধিত” বলতে বলতে মাসে দু’ তিনটি আসর বসানো শুরু করলাম রামমোহন লাইব্রেরীর

রঙ্গমঞ্চে। আমার উদ্দেশ্য ছিল গান গেয়ে শিক্ষিত সমাজের একটু চিত্তব্রজন মাত্র। কিন্তু মুনফা লাভ হ’ল অভাবনীয়: কলকাতার সঙ্গীতরসিকরা দলে দলে আসতে লাগলেন—সে কী ভিড়! অনেকেই উল্লসে চমকে, কারণ সে সময়ে কোনো পাবলিক হল কেউ এভাবে অবিমিশ্র গানের আসর জমকায় নি সর্বসাধারণকে নিমন্ত্রণ করে। হয়ত সেই অভিনবপন্থের জন্যেই রামমোহন লাইব্রেরীতে লোক ভেঙে পড়ল। আর যতই কোথা? আমার সেনহময় অধ্যাপকের ইবর মসিহতক গজালো একটি মনোহর আইডিয়া। তিনি বললেন: “যখন নির্মাল্য গানের আসরে স্থান সংকুলান হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল তখন একবার মাশুল চেষ্টা দেখলে মন্দ কি?”

আমি (অর্থাৎ ডাট্টাচার্য): সার! টিকিট করে কেউ কি গান শুনেতে আসবে?

সার! (অর্থাৎ শ্রীচারচন্দ্র): যত্ন করে যদি নি নির্ধারিত কোম দোহা—পড়ো নি ইস্কুলে?

ডেভোডিনে সার! ঠিক করলেন, চার জনার মাশুল ধরো যাক প্রতি টিকিটের। যদি আশানুরূপ জনসমাগম না হয় তবে ফের নির্মাল্য গানের আসরেই নামা যাবে পুনর্নির্ধারিত হয়ে। টিকিট বিক্রির টাকা অবশ্য রামমোহন লাইব্রেরীতেই দেওয়া হবে—যতকৈ বেশি টিকিট কলসারি আবে কি

বিন্দু টিকিট করতে হ’লে বিক্রয়ী হোজকোড না করলে চলে না। একটু একটু করে চলে দেওয়া হ’ল আমার বাসক-বাসিকা হস্তীর একটি ডায়েরী ও সেরাস গান দু’ একটি খ্যাতনামা পরিচালক কার্টুন আমার প্রাক্তন বন্ধু শ্রীমলিনীকান্ত সত্যসারের হাউস গান দু’ একটি এসেচর বাসকের কর্মিক কারিকোড, কার্টন নজ-হলের প্রাণেশমসী স্বদেশী গান: শিকল পরা তল লগরি নির্বি ক্ষতের দল, জাহেজ নামে জাহাজ, টিফিন। সবশেষে আমার গান: ডরুন ওস্তাদি স্বদেশী সংগীত ইত্যাদি।

চার জনার টিকিট কি? চার দুগুণে আরও অনেক পরে হ’ল দুগুণ এক টাকা, তার পরে দু’ টাকার টিকিট, শেষে তিন টাকা—তবে প্রতিবারই ফলে হেউস। সবার মতো একগাল হাসি: “দিলীপ! দেখালে বাট এক হাত!”

এ কার্টুনটি এত ফলাও করে বললাম নিজের কীর্তি প্রচার করতে নয়—কারণ এ কার্টুন এ এমন কীর্তি যা নিয়ে জ্বাক করা চলে? আমার সামগীতিক অভ্যাসের সূচনা রামমোহন লাইব্রেরীতেই হয় এই কথাটুকু জানতেই এ ইতিহাসের অবতারণা। না, অথবা একটু আছে।

১৯২২-২৩ সালে শব্দ গান করে

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বজ্রভাষায় মূদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার উপকরণিকা অংশে “হোমিওপ্যাথিক মূলতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মতবাদ” এবং “হোমিওপ্যাথিক মতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি” প্রভৃতি বহু গবেষণাপত্র ইথা আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে ব্যবহার্য রোগের ইতিহাস, কারণতত্ত্ব, রোগনিবারণ, ঔষধ নির্বাচন এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশে ভেষজ সম্বন্ধ ইথা, ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ, রোগাটীকী, খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ, জীববৃত্ত্ব বা জীবগাম বহস্য এবং মঙ্গ-মুণ্ডে-পুণ্ডে পত্রিকা প্রভৃতি নামনিবন্ধ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিংশ সংস্করণ। মূল্য—৭.৫০ নং পঃ মাত্র।

এম, ডট্টাচার্য এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
ইকনমিক কম্পানী ৭৩ নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা-১

Amico's
GREEN LINIMENT

আপনি নিশ্চয় দৈনিক বাথার বস্ত্রপা পাজেন- কোথায় ?

সামর, হুটিং, কিং কোম সহিগানে।
তবে দুই ধরন—


পারিবারিক, বুক বা পিঠের পাজেহা,
বাতের ইত্যাদি গাভরীয় ব্যাথার

এ্যামিকো গ্রীন লিনিমেন্ট
(সবুজ মালিশ)
দান্তবিকই নির্ভরযোগ্য।

মূল্য: বড় শিশি—২.৭৫ নং পঃ
ছোট শিশি—১.৭৫ নং পঃ
মাশুলে সবতল

বাসন পাজের জন্য নিবুস—

আমিন এণ্ড ইসমাইল (প্রাঃ) নিঃ
৮০ নং মল্লটোলা টিট, কলিকাতা-১



গ্যারিটি কম্পাট কেউ করেনি বাংলা দেশে। বৌদ্ধধর্ম তাই তো আমাকে দিলাশা দিয়ে গেছে। নিজেই গান গেয়ে আমাদের দেশে গ্যারিটি কম্পাট করে গানকে পৌঁছে দিলে তুমি সর্বসাধারণের কাছে। এই-ই তো চাই কেবল যখন প্রগণী হয়েছ আর পেছো না—কে কী লেছে প্রক্ষেপও না করে নিজের পায়েই নিজের পথ কেটে চলো। শিবাস্ত্র সন্তু লক্ষ্যনাং।"

কবিগুরু সর্গিশ উৎসাহ তুলবার জিনিস নয় তাই এখানে টুকে রাখলাম কাগজে কলমে। এর পরে তিনি আমাকে আরো উৎসাহ দিয়েছিলেন স্বয়ং রামমোহন লাইব্রেরীতে আমার গীতসভার সভাপতির করে তথা ভাষণ দিয়ে।

অতঃপর এ-জাতীয় গ্যারিটি কম্পাট আরো দিলাম অল্প—একের পর এক। বংশর দুয়ের মধ্যে অসুস্থ পনের কুড়ি হাজার টাকা নানা সংকটে পরিবেশন করা হয়েছিল। এতে আমার প্রতিষ্ঠা হাল হটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যও রটল কম নয়—বিশেষ করে গানের আসরে ভরুকন্যার নৃত্য প্রদর্শন করে। আচার্যের সিন্দুর শোভনটা যত তরল, তেঁ যে নিজেরা নাচছেন, তাই নয়—নাচছেন আরো বেশি লোককে অথচ কেউ কখনো কখনো না, কিন্তু আমার দৃষ্টিগোচর। আমি গানের আসরে প্রীতমী বেলার ব্যঙ্গের নৃত্য প্রদর্শন করলে, আমার নান্য নান্য কাগজে—এরপরে বিভিন্ন ভাবে বলে। যেমনসকলে কলকাতা সমাজে—যেমনসকল বিদ্যাবৎ মানব বিদ্যাবৎ কল হেরে, কলকে আমার আসরে গান শ্রবণমানসে সঙ্গীত—অথবা—কলিঙ্গ দিলে অসম্মানিত করে। নানা কল সংকট করে। আর আমি তো যা সে রকম নই। অতীত গেমসমিতির নীল বক আমার এর হাবুসমান ধর্মীতে ব্যর্থ ছিল।

দিলে থেকে যার দেখতে দেখতে গান এভাবে ব্যাপক সাড়া পেয়ে, কিন্তু আমার এরই ক্ষতিও হাল—যাকে মনোমুগ্ধ নিশ্চয়ই অনুমান করতেন না কেন না, তিনি ইণ্ডি-ইণ্ডি-ইণ্ডি কলকেই বলে ছিলেন। "কলমানসে ব্রাহ্মণে নিত্যমুগ্ধ হতে" বিশ্ববিদ্যালয় না গ্রহণে সম্মান প্রশংসাকে নিতা বিবরণ জান করতেন। এর ভাষা এই যে, নিজ গান গেয়ে ও নানা ছাত্রছাত্রীকে গাইয় নম্রতা হতে না হতে আমি প্রশংসাকে বিবরণ জান করা দূর থাকুক পরমানন্দে সর্বদা হাটছিল ও ফলের মালা কড়াতে লাগলো। অথ, দেখতে দেখতে যশের কামনা আমাকে পেয়ে বসল—বৈরাগ্য এ-কামনার প্রথমমান তেজেব সামান গেল ভেসে, মন আমার বহিঃ উল্ল কীর্তিমান হবার উচ্চাশায়। ফলে, ঠাকুরকে জুলে না গেলেও আমার সময় পেতাম না

ডাকাডাকি করতে। বালাকালের দিলীপের সঙ্গে যৌবনকালের দিলীপের চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে উঠল, অথচ এমনই যশের মায়া যে, আমি প্রেক ভুলে গেলাম প্রীম-র কথা, রাখাল মহারাজের কথা, কুমারনাথের কথা, পরমহংসদেবের কথা। এগিয়ে চললাম তো চললামই একটানা—সবে-জান উচ্চাশার বানের মন্থে তঁই প্রাধান্য ধ্যান জবা শব্দ যে নিশ্চিত। হয়ে গেল তাই নয়, উচ্চাশার মোহে মনে আক্ষেপ পর্যন্ত কলি হয়ে এস, তাই এ-প্রশ্নও আসত না যে, পারমার্থিকতার মোহের কেটে, চলেছি কোন্ লক্ষ্যহীন জীতহীন সামাজিকতার নির্যাসে ব্যর্থ। হেলোবেলায় কথামতের সেরে মূর্খ মিলিয়ে যে-অগণীকর করেছিলাম—ভগবানকে পাওয়াই জীবনের উচ্চাশা, সে-অগণীকর থেকে থেকে কানে বেজে উঠত বটে, কিন্তু অনন্ত অধঃপন্থে স্মৃতির মতনই বলব।

উচ্চাশার ও কীর্তিলাভের স্বাদ পেয়ে মনের মধ্যে এক বিচিত্র নেশা জেগে উঠল—জানীরা মায়া শব্দটির উদ্ভাবন করেছেন কি সাথে?

মন যেহেতু বৌকে তার স্বপক্ষে বৃত্তিও জেটে সহজেই। কাজেই আশ্চর্য কি যে আমি নিজেকে প্রবেশ দিলাম—গানাং পরতঃ নহি? এই সময়ে আলাপ হাল আর একজনের সঙ্গে, বাকি ভালোবেসে আমার গীতসভাস আরো ফেটে উঠল বানের জলের মত। তার নাম অতুলপ্রসাদ সেন—বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সুরকার-গায়ক

দি বিলিফ

২২৬, আপার মাদুলার রোড

এজরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়

দ্রাব্য রোগীদের জন্য—মাত্র ৮ টাকা

সময়—সন্ধ্যা ৯টা থেকে ১২-৩০ ও

বৈকাল ৪টা থেকে ৫টা

গীতসম্প্রদী ভগবানশ্রী শ্রীমৎ বি. এ.

প্রীতমী ৬-০০

প্রীতমী ৬-০০

ভারত-আবার বাণী ৬-০০

Soul of India Speaks 5.00

কর্মবানী ১-২৫

শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১-৫০

প্রীতমী ২-০০

প্রীতমী ২-০০

বিদ্যালয় ২-২৫

ভূপটিক রচনা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূগোল ভূকর্ষ (নতুন সংস্করণ) ২-০০

ভয়ংকর ভাষিকা-১ম, ২য় খণ্ড

(নতুন সংস্করণ) ৬-২৫

মণি বাগচীর

নির্বোধতা ৬-০০

বিদ্যালয় ৭-০০

সিগাহী যুদ্ধের ইতিহাস ৬-০০

Our Buddha 3.00

Sister Nivedita 5.00

যদুভর এ সি সন্যাস

মার্জিত করা কঠিন নয়

প্রীতমী শ্রীমৎ বি. এ.

বায়ামে বাঙালী ২-০০

বীরবে বাঙালী ১-৫০

বিজ্ঞানে বাঙালী ৬-০০

বাংলার কবি ৬-০০

বাংলার বিদ্বৎ ২-০০

বাংলার মনীষী ১-২৫

রাজর্ষি রামমোহন ১-৫০

মৃগাচার্য বিবেকানন্দ ১-২৫

আচার্য ভগবান ১-৫০

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১-৫০

বৌদ্ধধর্ম ১-২৫

কবির গড়া ১-৫০

Students' Own Dictionary

(প্রমোদক ইংরেজি-বাংলা)

অধুনিক অভিধান ৬-৫০

শিক্ষার ইতিহাস (২য় খণ্ড) ৬-২৫

Prof. P. B. Jinnahkar

Sri Sri Sarada Devi 5.50

Prof. H. & U. Mukherjee

The Growth of Nationalism

in India 4.00

শিবরামের কিশোর নাটিকা ২-০০

(হাস্যরসিক শিবরামের ছোটদের শ্রেষ্ঠ নাটিকা-সংস্করণ)

অস্বাভাবিক নটন সংকলন

যোগিক নিয়ম ও ব্যায়াম

যোগ-নিবারণ ৬-০০

যোগব্যায়াম মেয়েদের স্বাস্থ্য

ও সৌন্দর্য ১-৫০

শরীর ও দাঁত ১-২৫

সরল যোগব্যায়াম ১-২৫

নারীরা দেখে দীর্ঘজীবন ১-২৫

আপনের চাট, ব্যায়ামের চাট ১-৫০

বিশুদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক জনা লিখুন

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :: ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা—১২

টাটার ৩-ডি-কোলন ও ৩-ডি-কোলন সাবান



সেই স্নিগ্ধ পরশটুকু

টাটার ৩-ডি-কোলন স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে সমান অনন্দদায়ক। এর তাগা স্নিগ্ধ ভাব আপনাকে সব সময় ক্ষুতি এনে দেবে।

টাটার ৩-ডি-কোলন সাবান। এই সাবানটি গন্ধেও মনোরম। বিশেষ ধরণের সোনালী মোড়কে মোড়া যাতে এর সতেজ ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে।

টাটার তৈরী — তাই নিশ্চয়ই ভাল।

অন্যতমঃ শ্বিজের্সলাল রবীন্দ্রনাথের পরেই যার স্থান। আমার সাংগীতিক জীবনে অতুলনা আমাকে শব্দ যে অজস্র উৎসাহ দিয়েছিলেন তাই নয়—জুগিয়েছিলেন অপরিপক্ক স্মৃতির প্রাণের তথা গানের খোরাক। তাই তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতেই হবে।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন লাক্ষ্যোয়ের শ্রেষ্ঠ ব্যাবিস্টার—সবাই জানেন। বহু টাকা উপায় করতেন। উদ্ভূত বলতেন চমৎকার। অন্যভাষীদের মধ্যেও তাঁর কথার অবধি ছিল না। যেমন উদার, তেমনি রসিক, তেমনি আতিথেয় ও বন্ধুবৎসল। লাক্ষ্যোয়ের প্রবাসী বাঙালীদের তিনি ছিলেন সত্যিই নবুটমণি।

এক সময়ে তিনি ছিলেন আমার পিতৃ-দেবের একজন প্রধান পাশদ, তাঁর সঙ্গে নিত্যন হাসির গানে দেয়ার। কারণ হাসিতেও তাঁর জড়িত মেসো তাঁর ছিল বাঙালার রসিকসমাজে। তারপর বিবাহিত জীবনে অসুখী হয়ে পড়ার সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়। এতমো তাঁর কুষ্ঠার সীমা ছিল না। কিন্তু এই নির্বিড় বেদনায় তাঁর গানের একটা গভীর দিক খুলে যায়। তিনি নিজের মনে গান বসতেন ও তার দিয়ে নিজেই গাইতেন—কবিতার—তবু বড় সুন্দর ভাবে এসেতেন তাঁর একটা চমৎকার বাউল গানঃ

‘মুছে তুই ভাবিস মন।

(তুই) গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা অজীবন।
পারিবা বনে বনে গায়ে গান আপন মনে
(ওরে) নাই-বা যদি কেহ শোনে

(তুই) গেয়ে যা গান অঝাঝ।

স্বভাব ছিলেন তিনি লাজব, সত্যমের অধঃ রিকশিত। এই সত্যমের যে তাঁর মনের স্নেহের নান পোকের পরশে অগ্নির মনে প্রায়ই বিজিৎ ভাবেনা হাত। এরকম অতি-সত্যমের মানস আমি জীবনে বেশি দেখি নি পরোক্ষের মধ্যে। যেমন বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকৃতি হলেও স্বভাবের তিনি ছিলেন—এই যে বললাম পোকের—উল্লসিত। অথচ হাসিতে গল্পে তিনি উজ্জ্বল উঠতেন—যদিও শব্দে অন্তরঙ্গ্য মহলে কবীর ছিলেন সিকটকট সূত্রে সঙ্গের—সঙ্গ-ভাষী ও চমৎ হোতাম। এই চমৎ-হোতামটিঃ কিন্তু তাঁর বিকাশের পরে বাধা হয় নি, অন্যকেই হয়েছিল। এমন মনের হোতামটি সত্যি আর কখনো শনি নি। তাঁর এই অপরিসীম উজ্জ্বল শব্দে অনেকেই মগ্ন হত। বহু বৎসর বাদে ১৯৪৫ সালে বন্ধুতে পাহাড়ী সান্যাল একদিন তাঁর এই চমৎ হোতামটি/ভাপার অবিকল নকল করে আমাকে আদ্র করে তোলে—যেন কবিরো দিয়ে কী অপরাধ ভাবেই যে তিনি তাঁর স্নেহ জ্ঞাপন করতেন। এমন ধারী স্নেহ

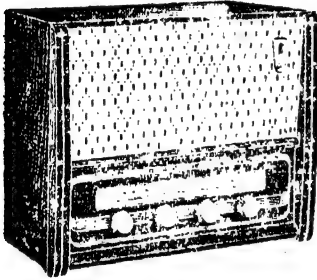
স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার জন্যে জুন্দর জিনিস

কাজে ভালো অথচ দাম বেশী নয় বলে
গ্র্যাশনাল-একো রেডিও এবং ক্রীয়ারটোন
সরঞ্জাম বিখ্যাত। আর তা-ও এত হরেক
বকয়ের পাওয়া যায় যে আপনি মনের
মতো জিনিসটি বেছে নিতে পারবেন!



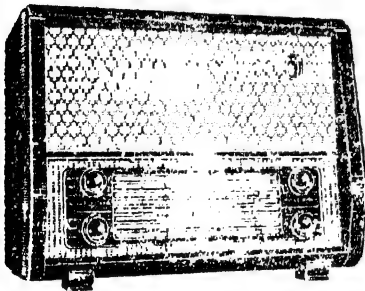
গ্র্যা শ নাল - একো

রে ডি ও



গ্র্যাশনাল-একো-মডেল এ-৭২২ : এলি।

৩ ভোল্ট, ৩ বাণ্ড; কাজে চমৎকার, এই জেথীর রেডিওর
মধ্যে দেয়া; 'মনহুলাইজড'। দাম ৩৩৫/- নীট



গ্র্যাশনাল-একো-মডেল এ-৭৩১ : এলি।

'লিট প্রমুখ' ৭ ভোল্ট, ৮ বাণ্ড। এর শব্দপ্রবাহ
অসামান্য। স্ববিশুদ্ধিত অথচ এ-সেটের ব্যাপ্তি,
এছাড়া এজটনশন স্টীকার ও গ্যামোফোন
পিক-আপের ব্যবস্থাও আছে। 'মনহুলাইজড'
দাম ৬২৫/- নীট

Klartone

ক্রীয়ারটোন
বাতি ও সরঞ্জাম

ক্রীয়ারটোন ওয়াটার বয়লার—সবচেয়ে
গরম বা খুটপুট জল পাওয়া যায়। দাইজ : ৩.৫
ও ৮ গ্যালন। এসিতে চলে।



ক্রীয়ারটোন
ঘরোয়া ইস্ত্রি

ওজন ৭ পাউন্ড, ২০০ ভোল্ট,
৪৫০-৭৫০ টি, এসি/ডিসি।
বাংলাদেশের হাতল।

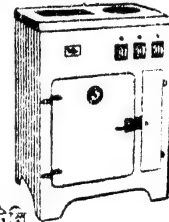


ক্রীয়ারটোন কুকিং রেঞ্জ
দুটো হটসেট ও উইন আফ—প্রত্যেকের
আলাদা কন্ট্রোল। নবোক্ত পোড
৫,০০০ ওয়াট।



ক্রীয়ারটোন
বৈদ্যুতিক কেইলি

৩ পাউন্ড জল ধরে, মোমিয়ন কলাই করা।
২০০ ভোল্ট, ৭৫০ ওয়াট। এসি/ডিসি।



ক্রীয়ারটোন টুইন হট প্লেট
সামান্য জাঞ্জে। প্রতি প্লেটের আলাদা
কন্ট্রোল। ২০০ ভোল্ট—এসি/ডিসি।
সর্বোচ্চ পোড ৩০০০ ওয়াট।



ক্রীয়ারটোন ফোল্ডিং
টবল চেয়ার ও টেবিল

নানা রঙের পাওয়া যায়।
অবাসের দিকে লক্ষ্য রেখে বৈদ্যুতিক
পরিমোচক কিংবা পরি
চালনা পাওয়া যায়।



গোবর্নমেন্ট রেডিও অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩, মডেল স্ট্রিট, কলিকাতা-১৩ • অংশুপা হাউস, পোস্টবক্স-৪ • ১১০৮, মন্ডিট
বোম্ব, মাদ্রাস-২ • মেজার রোড, পটিনা • ৩৬৭৯, সিলভার চুনিয়া পার্ক বোম্ব
বাস্তবলোব • গোপবিনায় কলোনি, টাটনি চক, দিল্লী • রাষ্ট্রপতি রোড, নোবলবারা

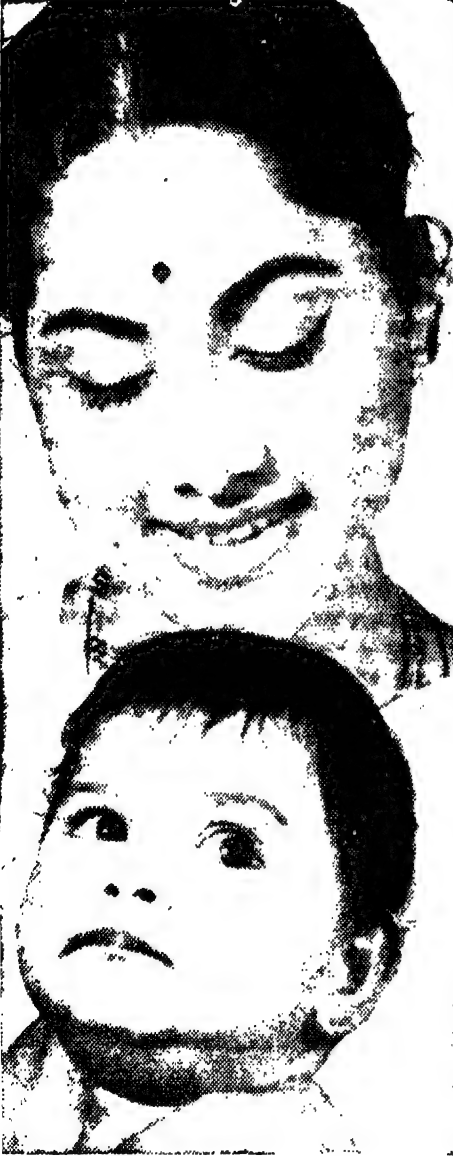
GRA 9022/71



আমার বেশ মনে আছে যে, মুসলমানরা বঙ্গসাহিত্যে পদা নিয়ে আসে আর ইংরেজরা আসে গদ্য। কথাটা অর্থ-সত্য বলেই মনে রাখতে পেরেছি, সম্পূর্ণ সত্য হলে সম্ভবতঃ সম্পূর্ণটাই ভুলে যেতুম। এই “স্টোরি”র মধ্যে হিষ্টোরির অঁচ দাঁকা আমা কণিকের জন্যে তৈরি ছিলো

history বোঝে হয় his+story, কিন্তু এ-ধরনের পুঁস্টিকার একটা সাধ-কথাও উপস্থিতি করেছিলেন অনেকে। গভীর বৈষণার ফল সাধারণের বোধগম্য করার জন্যে যে কল্যাণকর কাজ, এটা বরং প্রমথবাবু মতসব আউলেন, হোম ইউন-ভার্সিটি সার্কিট-এর মতন একটা সার্কিট

বালোর বের করবেন। এ-বিষয়ে উনি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ নিয়েই উৎসাহী হন এবং সম্ভবতঃ দৃষ্টে ঠাণ্ডা মেলাজেই প্রাথমিক আলোচনা করেন টি-টেরিয়ায় আশু চৌধুরীর বাড়িতে। প্রমথ চৌধুরীর নিম্নোক্ত পড়ে এই নতুন জড়িতপ্রণেয় সন্ধান দেখা।



আপনার ওপরই এখন

অনেক কিছু নির্ভর করে

এর যা কিছু আরাম ও সুখস্বাস্থ্যের প্রয়োজন, তার জগে ও আপনারই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আপনিও আবার সেজতে পুরোপুরি নির্ভর করতে পারেন জনসঙ্গ শিশু-প্রসাধনের ওপরে—যা তৈরীর পেছনে রয়েছে তিন পুরুষেরও ওপর শিশুদের যত্ন নেওয়া সম্পর্কে অসামান্য অভিজ্ঞতা।

জনসঙ্গ বেবী সোপ ও পাউডার—
নির্মল, স্নিগ্ধ ও আবামলায়ক। খোকনের কোমল গা এতে স্নিগ্ধ থাকবে, ও আরাম পাবে।

ওর প্রসাধনের জগে আরও আছে—
জনসঙ্গ বেবি ক্রিম ও ক্রীম।



জনসঙ্গ এও জনসঙ্গ

৬০ বছরের ওপর শিশু-প্রসাধন প্রস্তুতকারী

(৩৬)

১, রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৬।৬।১৭

কল্যাণীয়েষু,

কাল সংশোধন সাড়ে ছটাত সময় আমরা
রবিবাবু 'মহাশয়ের ওখানে, বাংলায়
Home University series বার
করবার পরামর্শ করবার জন্য সমবেত
হব। রবিবাবু, মহাশয়ের ইচ্ছা যে, হারা
এ বিষয়ে interest নেন। হারা সকলে
সেখানে উপস্থিত থাকেন। তুমি যদি কাল
আমাদের সভার যোগদান করো ত সুখী
হই। বাড়ি অংশা জানো হবু, ঠিকানাটা
লিখে দিচ্ছি। ৬ নম্বর মল্লিকানাথ
ঠাকুরের স্ট্রীট-মুন্ডাকান্দা। মল্লিকানাথ
লিখি ৩৬ এ হারি সংগেই আসতে
পারো। মল্লিক ওবাড়ি গুলে ভালকরমই
চেনে।

ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

এই প্রকাশনারী আমি ২৭শ জুন
লোকসাক্ষাতে গিয়ে হাজির হলাম।
ঠাকুরের বাড়িতে এই হল আমার প্রথম
আইয়ন। প্রমথনাথ চৌধুরীনাথের
সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে
অনন্দিবাবু আমার সঙ্গে আসেন যে, আমার
ঠাকুরদাদা 'উপস্বেদক'ের জন্য ইংলিসের
পেপারখানা হারি অগ্রে করে পড়েছিলেন
(হারিয়ে গেছেন) এখন ওসক বাড়ির
কর্তাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ি ঘনিষ্ঠ
হিসেব করে।

সেদিনকার সভার উপস্থিতি ছিলেন বহু
জনমানুষ। বাড়ি হারি মল্লিকানাথের
লোকসাক্ষাতে একটি খসড়া ইংলি হলে,
স্বীকৃতি পত্রের এই লেখা হবে এবং ওসক
লিখবেন যে লিখছেন হলে হব। প্রমথনাথ
হারি আমি লোকসাক্ষাতে ইংলি। সমিতি
সকলের এই লিখব। এতখানার কার্য
পরিচালনা করবার জন্য বহুজনকে অনুরোধ
করে আমার ওপর হারি পড়ল। অধ্যাপক
মনমোহন ঘোষার সহায়তা চাইব। আমি
মনমোহন ঘোষার পেনপেপ্ত জিলায় বলেই
এ হারি পেপ্ত শিরোনাম করে দিলাম।
কিন্তু লোকসাক্ষাতে হারি শব্দই-হন দুই টি
বাসন্তে থাকবে ও কাল হারি হন দিতে
পারেন নি। আমার সঙ্গে এবিষয়ে হারি
সংস্পর্শে আসার হয়, অংশ ইংলি।
এক সে আসার পরে কথাগুলো আমার
স্মৃতিপটে সোণে আছে। কথাপত্রের
প্রথম অংশটি সবজপাতার ডাকে গত ২৬শে
আষাঢ় তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।
লোকসাক্ষাতে এইঃ

—Rabindranath and Pramatha
Choudhury contemplate a series
like the 'Home University Library

শ্রীরাখালচন্দ্রচন্দ্রনাথ প্রণীত
অপ্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস এই প্রথম প্রকাশিত হইল

ধ্রুবা ৩ টাকা লুৎফ উল্লা ৩.৫০ টাকা

ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত
লালমতী পাঠাগার, ৬এ, বাখানখ মল্লিক লেন, কলিকাতা ১২
ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, বর্গওয়ার্ল্ড স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

(সি ৪১০৫)

বনকো
টুথ-পেস্ট
উজ্জ্বল শুভ্র দাঁত ও সুস্থ মাজির
তত্ত্ব

ব্রনকল প্রাইভেট লিঃ
২০, বিজলিনাথান রোড • কলিকাতা - ১০

ফোন।
৫৬-৩২১১
(সি ৬১৬৮)

কলিকাতা

করতে হলে আপনার পিতল ও ডামার
জিলিস পত্র

রোজ **ব্রাসো** দিয়ে শালিশ করুন

BRASSO

BRASSO

খাটোদা (ই) লিখিত, (ইংলিশ সংস্কৃত)

একটা বিস্ময়কর উপন্যাস

সংশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পতুল নিয়ে খেলা

মাত্র এক মাসের মধ্যে দেশবিদেশে সকল শ্রেণীর পাঠকগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ক্লাবে বসে, লাইব্রেরীতে এসে আর গল্পের মজলিশে সবার মুখেই হতভাগিনী অথচ প্রেমের কান্ডালিনী সারিত্রী এবং তার মত মেয়েদের বিষয়ে আলোচনা। বাংলা সাহিত্যে নোতুন সুর, নোতুন গম্পরসে ভরপুর। প্রিয়-জনকে পড়ার উপহার দিন।

সকল পুস্তকালয়ে পাবেন

(সি-১২৪২)

Series in Bengali wherein I am commissioned to write a history of English literature of a certain period. May I get your guidance in the matter?

—What's the use increasing the confusion of tongues in this tower Babel?

—To what are you referring as the tower of Babel?

—Why, the British Empire!

—But Bengali is now a world-language, thanks to the Nobel Prize for Tagore.

—One swallow doesn't make a summer!

এরপর আর কি করবার ছিল!

Physies-এর ওপর বই লেখবার জন্য সবুজ-দলের 'সুধীন্দ্র' সিংহকে আহ্বান করবার ইচ্ছা ছিল প্রমথ চৌধুরীর, কেননা সুধীন্দ্র এখন Physies এ M. se. পাশ করেছেন, এবং সুধীন্দ্রের লেখবার ক্ষমতা ছিল। স্বদেশ জুড়ান জোড়াসাঁকোর সতীর সবীন্দ্রকে না পাওয়ায় প্রমথবাবু তার পরদান্নেই আমার চিঠি লিখলেন।

(৩৭)

১. রাইট স্ট্রীট
কলিকতা

১২৭ ৬ ১৭

কল্যাণীয়ে,

কাল একটা কথা হঠাৎকৈ বলতে ভুলে গিয়েছি সেই কথাটা চিঠিতে লিখছি।—

অসম্ভব শব্দবাদের সুধীন্দ্রকে সাংগ নিয়ে এসে। তার Physies-এর বইখানা

লেখবার জন্য ভজাতে চেষ্টা করব। এ কাজটা দেখছি আমাদেরই করতে হবে।

বিদ্যা প্রকাশ করতে হলে, তা সে বিশ্ব-বিদ্যাই হোক না কেন, বৃন্দিকে একেবারে বাদ দিলে চলবে না, এবং আমাদের যখন প্রথম কবুটি নেই তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, দ্বিতীয় কবুটি আছে।

কাল সমস্ত রাত ধরে জমান প্রফেসর-দের স্বপ্ন দেখেছি—আর সে কি বিভীষিকা! এখন পর্যন্ত সে স্বপ্নের জের চলেছে। একটু সমালোচনা নিয়ে, পাণ্ডুরোহ মদ্যপান সবকিছু লিখে, তোমার প্রকাশের সাংগ লাড়তে দেব। কিন্তু একথা গোপন রাখো—নইলে বিশ্ববিদ্যা তপস্বী হয়ে যাবে

মাণিকের চিঠি পেয়েছি—সে হঠাৎকৈ বড় অসুখ।

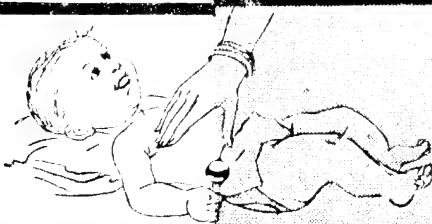
প্রীতমখনাথ চৌধুরী

৩০শে জুন বাঁকিগঞ্জে প্রমথবাবুর ওখানে যেসময়ে সবুজ-দলের অনেকেই জমাবে হলেন। ইউরোপীয় দর্শন-শাস্ত্রকেও আমাদের সর্গিরজে স্থান দেওয়া উচিত, এটিবার নিজে আলোচনা-প্রসংগ

* এটা ভুল তথ্য—২৮/৬/১৭ হবে। যাক তার ছাপ সম্বন্ধে আর। বাঁকিগঞ্জে থেকে ২৮শে জুন বিকেলে চিঠি জায় এবং আর তিনতারা হয় ২৯শে সন্ধ্যায়। সুতরাং এ পত্রের কাল মতন ২৮শে—অথবা সেরিফ জোড়াসাঁকো সভা বসে।

বুকে সর্দি বসেছে ?

বুকে পিটে সর্দি বসলে ভয়ের কারণ নৈকি। এ অবস্থায় ভেপোলিন মালিশ করলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়। কারণ ভেপোলিন হকের মধ্য দিয়ে এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভেতরে যোয়ে একযোগে অতি দ্রুত কাজ করে। ঠাণ্ডা লেগে মাথাধরা ও গলাধরায়, বাখা ও বেদনায় ভেপোলিন আশ্চর্য মালিশ। আজই এক শিশি কিনে বাড়িতে রেখে দিন।



ভেপোলিন

পরিবেশক : জি. দত্ত এণ্ড কোং

১০, বনফিল্ড লেন - কলিকতা-১

বোরোল্যান্ড প্রস্তুত কারকের সামগ্রী



এবার

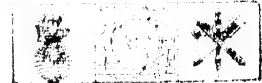
পুজোর

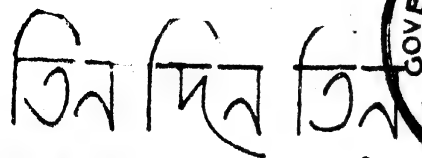
রঙ-বেরঙের

বিনীর কাপড় চাই

বাড়ীর সবার জন্যে বিনীর কাপড় পাবেন।
শুভ্র শিল্পের শাড়ি, আপনাব ও আপনাব ছেলে-
মেয়েদের জন্যে রঙ-বেরঙের কটনউল, চমৎকার
শুভ্র শাড়ি, ফ্রেপ, ড্রিল, তসল ও স্কাটেল
কাপড়—যাব যেমনটি চাই। অতাই বিনীর
কাপড়ের দোকানে গিয়ে দেখে আসুন।

দি বাকিংহাম এণ্ড কর্ণটিক কোম্পানী লিমিটেড
দি হাঙ্গলোর উলেন, কটন এণ্ড সিল্ক মিলস কোম্পানী লিমিটেড
ম্যানেজিং এজেন্টসঃ বিনী এণ্ড কোং (মাদ্রাজ) লিঃ

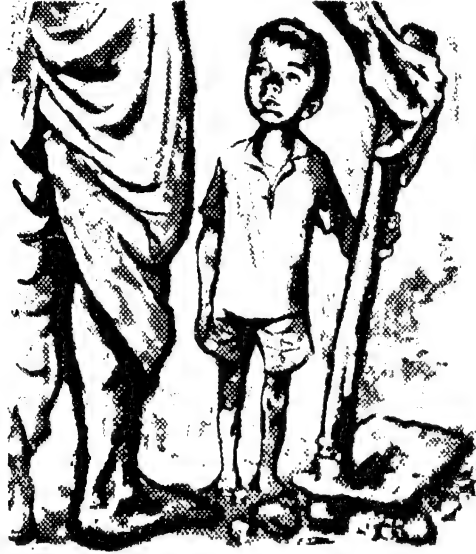




এত আগে শীতামুখবাবুর বাড়িতে যাওয়া ঠিক হবে না। মাধুরী টাকের বাখানা বাটের ওপর এসে বসল। দুমির দুটি মাল রঙের বাটলা। মাঝখানে দিয়ে সিঁড়ি নামে গেছে জনের দর পাহার। মাধুরী ডানদিকের বাটের এক প্রান্তে এসে পা বুসিয়ে বসল। দাঁঘর কালে জল

টলটল করছে। 'যদি ভরসা লইবে কুন্ড এসো ওগো এসে মোর হৃদয়নারে।' এই চোখ-জুড়ানো প্রণ-জামানে জলকে হৃদয়-নারী বলা যায়। এ দাঁঘর জলে গাগরী ভরতে কেউ কি আসে? এ পর্যন্ত কোন কলানীবাঁদনীকে জল ভরতে আসতে দেখেনি মাধুরী। জল নিশ্চয়ই কেউ কেউ

ভরে নিয়ে যায় মাধুরীরই চোখে পড়েনি। শহরে এক ফোঁটা জলের জন্য মাধুরীরা কাণ্ডার আর এখানে কত জল। তার সত্যিই ইচ্ছা করে এই অগাধ জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, সাসরাহ, তুষসাহার বাটে। তারপর জলভরা পিতলের কলসী বাঁধে নিয়ে ভিজে শাড়ি ছপছপ করতে করতে বাড়ি ফেরে।



তারপর একদিন ...

বাঁবার হাতের গাঁইতি খানাও ওর কাছে থেলনা। ঈশ্বাকের ঐ গাঁইতি বাবার সাপে বাবার শক্ত হাত তুটোর সম্পর্কের কথা ওর জানা নেই। বাবার মতো বাবা সেজে ও খেলা করে। টেলিগ্রাফের ঐ টানা টানা তারগুলো ওর কাছে এক বিষয়, আরও বিষয় তারের ঐ গুণগুণানি। কিন্তু আজ ও যে শিশু...

তারপর একদিন ঐ শিশুই হয়ে উঠবে দেশের এক দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক। কর্তব্য আর কর্তব্য হবে ওর জীবনের অঙ্গ, ছেলেবেলার স্ন খেলাই সেদিন কর্তব্য রূপান্তরিত হবে। জীবনে আসবে ওর বোধন আর চেটা। মহৎ কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শ্রান্তিময়, ক্রান্তিময় গুণিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে। বৈচিত্র্য আর অভিনব জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর।

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যজব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীতেও দেশের সেবায় হিন্দুস্তান লিভার

সে যেন আর এক জীবন, আর এক জন্ম।
এই প্রখর নাগরিকতার স্বাদ তাতে নেই।
কিন্তু তা বড় স্নিগ্ধ সজল আর সরস।
এই মেঘকজ্জল দিবসে আর এক জন্ম নিতে
সাধ যায় না কার।

চারদিক বড় নিঃশব্দ, যুব চুপচাপ।
কলোনীর এদিকটার বসতি কম। তাছাড়া,
থেকে থেকে ব্যুটি আসছে বলে কেউ হয়তো
তেমন ঘর থেকে বেরোয়নি। এখানে বেশ
রোদ থাকবার কথা। কিন্তু আকাশ মেঘের
অনাগোনা আছে বলে সেই রোদের আভা
মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, তাপ আর নেই।
বেড়ানোর মতই সময়। জায়গাটাও বেশ।
কিন্তু একা একা ঘুরে বেড়াতে কি আর
সব সময় ভালো লাগে? যদি কেউ সংগে
থাকত বেশ হত। কিন্তু এ সময় কে আসার
থাকবে? অরুণাকে বললে ও নিশ্চয়ই
আসত। কিন্তু জগৎ তার সংগে কঠোর ও
যেত। এই সবলে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা
মাধুরীর ওর সংগেই। তবু মাঝে মাঝে
ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংগে যেমন তখন ভালো
লাগে না। কেন যেন এড়িয়ে যেতে ইচ্ছা
করে। অরুণা হয়তো বলে বলে একে একে
ভাইয়ের কথাই বলত। সমস্যা অনেক
জটিল। তার হৃদয়টাও বেশি। তবু
মাধুরীর ছবি হয়, এই মুহূর্তে ওসব
আলোচনায় সে হততো। পুরো মনোযোগ
সিঁতে পাতক না, গভীর সহানুভূতির
অঙ্গুর তার কথাটা বুঝে উঠত না। অরুণা
করত হত, মাধুরী নিশ্চয়ই কি হাত কম
জালসা পোক। তার চোখ অরুণার না
ডাকতে ভালো হতো। এমন সময় মাঝে
মাঝে আসে, যখন কাঁচের মানের গোপন
মিষ্টান্ন চালানোর সময় আসে। আসে না।
কিন্তু তখন আসে তার সংস্কৃত এসে মনে
আসতে পারে। অরুণা হয়তো বস্তু ও হতো
হাসলে বাগা লগল, কি যখন নি নিশ্চয়
হাসে হত হত যখন ও হাত পুরে না।
তার চোখ নিশ্চয় মনে নিশ্চয় মাধুরীর
সে থাকা ভালো। নিশ্চয় সবুজ খড়িত করে
আর একজনকে তার করে নিয়ে তার সংগে
আলাপ জুড়ে দেওয়া এমন বরা অনেক
নিরাপদ। দুই সখী দুই পাখিতে বসকে
মাথাখুঁটিয়া। এক পাখি রঙীন ফলটা
চৌঁটে করে নিয়ে আসতে চায় আর-এক
পাখি বলে না না না না। এক পাখি
উড়তে চায়, আর-এক পাখি বলে না না না।
এক পাখি মরতে চায়, আর-এক পাখি বলে
না না না না। নিজের মধ্যে সেই দুই
পাখির কিচিরমিচির শোনা বরা অনেক
ভালো। তারা নিজদের মধ্যে ঝগড়া করার,
চৌকুরাটকির, একজনের অম্বাতে
আর একজন ক্ষতিবদ্ধ হতে তবু একজনের
গোপন বাধা কেউ আর পাঁচজনের কানে
দেবে না। তারা যে দুইয়ে মিশে এক,

বাংলার ডাইবোনকে মাতৃপুজায় উপহার
দিবার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। দেবীচরিত—(জীবনী)

—ভগিনী নিবেদিতা—

আপনি কি দেশকে ভালবাসেন? জানেন কি
'জাতীয়' ও 'স্বদেশী' শব্দের প্রেরণাদাত্রী কে?
আপনার মাতৃভূমির জন্য দর্শাচর মত তিলে তিলে
জীবন দিয়েছেন কে? রবীন্দ্র ভাবার যিনি
লোকমাতা, যিনি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তাঁর
মহাজীবনের শুধু যা শ্রেষ্ঠ, যা মহত্তম—তাই দান
করেছেন—তিনিই ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর প্রথম
প্রামাণিক জীবনী লিখেছেন—প্রব্রাজিকা মৃদুপ্রাণা।

—প্রকাশক—

রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা স্কুল

বাগবাজার। দাম—৭-৫০

শান্তি-র আবার
দু'খানি গ্রন্থ বোঝায়



নারায়ণ চৌধুরীর

সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি

বর্তমান প্রথম সংস্কৃতির বাংলা-সাহিত্যের
গতি, প্রকৃতি ও প্রবণতা নির্দেশের চেষ্টা
করে লেখক বইটির প্রবর্তন সাধিতমাত্র।
এক বিশ্লেষণ। এই গ্রন্থে সব বিষয়ের
আলাচনা আছে যা সাহিত্য-নিপুণের সচরিত্র
পাঠের আনন্দের জড়িত মগ্নে পড়ে না,
হলে যা সাধুনিপ সাহিত্যের দরুণাক্ষর
ও পদার্থের ভাষায় পড়ে একান্তরূপে
আবশ্যক। প্রথম সংস্করণ—১২৮ পৃষ্ঠা।
৪ ৩-২৫ ৮

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরীর

ভূতের পাঁচালি

৪ ২৪ সংস্করণ—২-৫০ ৪

সুন্দর বাংলায় পদ সংগীতের বিশেষ-
কবিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ 'ভূতের পাঁচালি'তে
লিখলেন। ভূতের কথা এতে অবশ্যই
আছে—কিন্তু প্রাকৃতিক চিত্রণনাথ,
মনস্তাত্ত্বিকতাও এতে বসন্তের পরিপাকের
উপযোগ্য প্রত্যেকটি পাঁচালি আলাদাভাবে
বাক্য হতেও কেঁদে ফেলায়নি। এ-
জাতের বই থাকলে এরবারিও চোখের দি।
জিহাই, নতুন দেবীচরিত, মিনত্ৰা
প্রভৃতি উপহারের অতুলনীয়।

শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি, কলেজ রো, বালিগাতি-৯

বসলে সেবে, হয়তো পোশাক টোশাকও অনেকটা একরকম করে সেবে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়?

মাধুরী কাণ প্রতিবাদের স্বরে বলেছে, 'কিছুই এসে যায় না?'

মামসী মাথা নেড়ে বলছে, 'না। পোশাকে একরকম হলেও ওরা আমাদের আলাদা বলে চিনতে পারবে। বিশেষী মেয়েদের মত হরাতো আমরাও একদিন ছোট চুল ছাটব। তোর চুলের গোরব বেশি, যত বেশি, একথা ভালতে তোর হরাতো কাট হোক, কিন্তু একদিন আমাদেরও এসব দরকার হবে। তুই যদি বা পার পেয়ে যাস, আমার কোনমু পাবে না। কিন্তু তার লাভাররা তখন তর পেইরুপ সেখই মূগুণ হবে। সে ঘাড়ছাটি চুলই রাখুক আর আমার মত সিনকুলেতা হারই গুর বেডাক, আমার বোম্বির লাভার নিশ্চয়ই তাকে আমার বোম্বাণ বলে ভুল করবে না। তার চেয়েও হারি, তার মূগুর হারি, তার গলার দর, তার ডালদালার দর নিশ্চয়ই তাকে খরিয়ে দেবে যে, সে মরে। তা জন্যে তাকে এখনকার স্টাণ্ডার্ডের মায়সী মেয়ে না হোকও চলবে।'

মাধুরী কানি কোরে সাধা তর পারবে না। কিন্তু তর কয় দর না তর। তার কোনও দর মায়ের দর না। তুই তরকে বলতে চাস, মায়েরে অমনো করে সানিয়ে লকায়ের বরকত দেই।

মাধুরী কখন সিনকুলেতা একর নিচু মনে চমকায়ের বেশি বরকত দেই। সানিয়ে যদি জামে অপর্দিত অমনো লাগে যদি থাকে অপর্দিত থাকবে। কিন্তু একথা তুই মনেও পারবিস। তর লকায়ের অমনো। তা হলে সেখনি কুমারসী। তর তর, তুই তর তরই কয়ে লকায় সানিয়ে অমনোই লকায় কেমসায়ের লকায় লকায়ের মায় হর ধাক্কায়। যদি যদি কায় হর ধাক্কায় নিশ্চয়ই সে হরাতও তরকারি হবে।

মাধুরীও ঠোট করবে হরাতম। তর বলতে, অমনোই তরকারি নিয়ে হরাত করে হরাত লকায় ধীরে। তুই তর হরাতের হরাত বরকত লকায়-টাকায়। তাও প্রায় অমনোমিলিত হরাত হরাতের, তুই তর হরাত হরাত এটা লকায়, হরাতের লকায়। খবরদার, এসট, লকায় হরাত হরাত কিন্তু চলবে না।

মাধুরী লকায়ের লকায় হরাত।

অজ্ঞান মায়েরের মন হরাত, অসীম কি সেইবরকতের ধীর যে, মাধুরীকে তরকারি মত বরকতের করতে জানে, কি তরকারি হিসেবেই পেতে চায়? পুঁজির কাজ করলেও অসীম কি বরকত ধরতে জানে, কি সেইবরকত তার কোন মতের মায়ের কোণ হয় না। মাধুরী অসীমকে যতদূর চিনেছে সে তখন ধরনের

প্রকাশিত হোল! দই পকেট হারি। প্রবন্ধ ৥ ৩-৭৫৫

বাংলাদেশে সেখানে এর নেই
বরেনে বর নেই, মুখে হরম
কিন্তু মাঝে। মনেও। ওরই
হরম হরম করে' এনেছন
শ্রীমান "বরুদ" হই পকেট হর।।
মাধুরী হরাতম হরম।

॥ বলাকা প্রকাশনী ॥

৩৭-সি, আমহাট স্ট্রীট, কলিকাতা-২

৩৭-সি

বর্তমান বাংলাদেশে একমাত্র নিবেদিত সাহিত্য পত্রিকা
অভিজাত মাসিক

কথামাহিণী

শারদীয়া সংখ্যা

বিশিষ্ট লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া

পূজার পূর্বেই আত্মপ্রকাশ করিবে।

এই সংখ্যায় লিখিবেনঃ

রাজশেখর বসু, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নরেশ্বর দেব, কর্ণালেশ্বর কালিদাস রায়, অমল ফোম, নীলমলিক সরকার, নিশিকান্ত, বিভূতিভূষণ মথোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীতিকুমার দে, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সত্যনীকান্ত দাস, ডাঃ প্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী রায়, সার্বভৌমপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, পরিমল গোস্বামী, বনজুল, ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডাঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, মনোজ বসু, কুমুদন দে, অপরিক্ত ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, মনোজিত বসু, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, সত্যোজ্জ্বল দে, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নরেশ্বরনাথ মিত্র, আশুতোষ মথোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, উমা দেবী

এবং

এই সংখ্যায় আরও থাকিবে

বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক অবধূতের

একটি বড় গল্প

— মূল্য মাত্র ত্রিশ পাইসা —

● গ্রাহকদের পূজা সংখ্যায় জন্য আর্থিক দৃষ্টি হইবে না। ●

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য—৫০০ — বাধ্যসিকী—৩।

কার্যালয় : ১০ শ্যামাচরণ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বীর না। মানসী তার বীর পুরুষকে যত রপসাজেই সাজাতে থাক সে সজ্জা তার গায়ের মানাবে না। মানসী তা কি নিজেই জানে না? কিন্তু তবু যেন মেনে নিতে পারে না সে। কেবল খুঁৎখুঁৎ করে, কেবল খুঁৎ করে। যে-সমাজে পুরুষ নিজের রুচি অনুযায়ী মেয়েকে গড়ে, তার নিজের মনের গড়নের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে মনোমত করে তোলে সেই সমাজে, সেই দেশে বাস করেও মানসী যেন তার ভালোবাসার পুরুষকে নিজের আশার-আকাঙ্ক্ষার কণ্ঠস্বর পাটানি দিতে চায়।

মাধুরী কতদিন তাকে বলেছে, 'মানু, সব মানুষ সমান হয় না। সব পুরুষ বীর পুরুষ হয় না।'

মানসী বলেছে, 'কী যে কাজে কথা বলিস দিদি। যে পুরুষ বীর না, সে পুরুষই নয়।'

মাধুরী অবাক হয়ে গেছে। ন্যাক ভালোবাসা যায় তাকে যে অন্যের কাছে হুঁচু করা চলে, খাটো করা চলে এমন ধারণা মাধুরীর ছিল না। সে ভাবত তাকে ভালো-বাসার তাকে শ্রদ্ধা করব সেই শ্রদ্ধা যদি তাকে না দিতে পারি হাজার কত কীট যে অন্যের থেকে যাবে তার আর তিক নেই।' কিন্তু মানসীকে দেখে যেন মনে হয় ওর এই তীব্র বাসনা জরা ভালোবাসার মধ্যে অদ্বুত সরসর

ঘৃণা, অনুকম্পা আর অশ্রদ্ধার খাদ মিশানো আছে। তাতে কোন রসায়নের সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা মাধুরী জানে না। কিন্তু ওদের সম্পর্ক যে ভীষণ হয়েছে তা বেশ বৃকতে পেরেছে। মাধুরীর মনে হয় হয়তো এই জনেই মানসী চট করে বিয়েতে রাজী হচ্ছে না। বিদীর বিয়ের সমস্যা এবং আরও পাঁচটা পারিবারিক দায়িত্বকে জুতসই অজু-হাত হিসেবে খাড়া করে রেখেছে। ওর মনে যদি কোন দ্বিধা না থাকত তাহলে মানসীও দাদা বউদির মত পালিয়ে গিয়ে, অন্য কোন কথা বিচার বিবেচনা না করে অসীমকে বিয়ে করে ফেলত। সেই ভালোবাসা হল বন্য়ার সোতের মত। সেই স্রোতে বাপ-মা ভাই-বোন, জাহকুল মান সম্মান কুটোর মত ভেসে যায়। তেমন করে ভেসে যেতে কেমন লাগে মাধুরী জানে না। কিন্তু সেই ভেসে যাওয়ার কথা পড়তে ভাল লাগে, শুনতে ভালো লাগে, সেই ভেসে যাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া বন্যাস্রোত দেখেও আনন্দ। মাধুরীর মনে হয় মানসী ভালোবাসেছে কিন্তু ভেসে যেতে পারিনি। পৌরুষের আদর্শের, বীরত্বের আদর্শের জুবোপাত ভেঁ প্রেমের ওরণী আটকে রয়েছে।

মাধুরী বোনকে কতদিন বুঝিয়েছে, 'মানু, বীরই তো এককন্ডের নয়। সবাই যে কোম্বা হবে তার কি মানে আছে?'

মানসী হেসে বলেছে, 'দিদি তুই কি সত্যিই ভাবিস আমি ওকে আর্মিতে ভর্তি হতে বলাছি, বন্দুক হাতে নিয়ে ও সীমান্ত রক্ষা করুক তাই চাইছি? আর্মিতে নয়, নৌভিতে নয়, এয়ারফোর্সে নয় আমি তাকে কোথাও যেতে বলিনে। আমি এমন কথাও তাকে বলিনে, তোমাকে পাঁচ শ' টাকা, সাত শ' টাকা কি হাজার টাকা মাইনের চাকরি এখনই করতে হবে। অবশ্য টাকাটা যে সংসারে তুচ্ছ না, ঘরসংসার করতে হলে তার দরকার আছে সেকথা সেও জানে আমিও জানি। আমার কথা, যে-চাকরি তার ভালো লাগে না, যে কাজ তার যোগ্য নয়, সে কাজ সে ছেড়ে দেয় না কেন? পৃথিবীতে আর কি কোন কাজ নেই যে কাজ তার যোগ্য, যে কাজের সে যোগ্য? তার চিঠিগুলি যদি তুই দেখিস দিদি, যে কাজ সে করতে জানে না তার চিঠিতে কেবল সেই কাজের কথা। কেবল আক্ষেপ আর হাহাকার। শুন শুন মাধুরী এ সব অভিসাধন হেসে উড়িয়ে দেওয়ার ভাগ্যতে বলেছে, 'কিন্তু বরিক কটন কিনে নিজের কাছে রেখে দিলেই পারিস।'

মানসী একটু ক্ষোভের সঙ্গে বলেছে, 'হাসিমানে দিদি, হাসবার কথা নয়। আমার কাছে বীরই থাকে আত্মপ্রত্যা। তাইই নাম পৌরুষ। সে পৌরুষ পুরুষেরও চাই, মেয়েরও চাই। সে যেকোন হুই যদি পুরুষালি মেয়ে বলে নাম দিস আমি আপত্তি করব না। কিন্তু আমি তার ওপর নির্ভর করব সে যদি নিজের ওপর নির্ভর করতে না পারে কি না চায় তাহলে উপায় কি হবে।'

শেখের মনোভাব ভালো করেই জানে মানসী। শব্দ, ভেদে পায় না অসীমের যোগ্যতা সম্বন্ধে এইট যদি হীন ধারণা মানসীর হাতলে তাকে সে ভালোবাসেছিল কোন গুণে? না কি গুণে নয় শব্দ রংগে? নিজে ব্রহ্মা বলে আর কিছ, না দেখা না শুনলে সে কি রংসংগরে কাপ দিচ্ছিল? এখন আর ছুর দিতে ভরসা পাচ্ছে না? লেনালড চোগে মুখে লাগছে? সমুদ্রের স্রাব আর দ্বাদু নয় এখন? না কি অসীম মানসীর কাছে এখন আর সমুদ্রই নয়। অতীত সংকীর্ণ সীমার চেষ্ট বৈশাখের বাস বিল মাত্র? নম্রো না নাম্রোই টের পেয়েছে জল হামির ওপরে ওস না। ব্যথাই আর একজন ডেকে চলেছে যদি গাহন করিতে চাই এসো নোমে এসো এই গহনতলে।'

কোন উপন্যাস পড়ার পর তার নায়ক-নায়িকার চরিত্র এবং পরস্পরের সম্পর্ক কথা সেমন নিজের মনে কখনো কখনো বিশ্লেষণ করে মাধুরী আজও তাই করল। কয়েক একটু ভ্রুঁতি পেলে। সে যেন এই উপন্যাসের কেউ নয়। শব্দ এক নিরপেক্ষ পার্থক্য। আলোচনা আর সমালোচনা ভাড়া যার কিছু, করবার নেই যার অন্য কিছুতে আগ্রহও নেই। একটু আগে নিজের মনে

সিন্ধু পারে নিরুদ্ভুত দাশমুস্ত

".....অসীম ও জগত আর সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ বলেই যোগ হয় পাঠকের মনে তার ছাপ আরো গাঢ় হয়ে পড়ে এবং শেষ না করার কিছ্রেরে রাখতে ইচ্ছে হয় না এবং যখন শেখা হয়ে যায়, তখন মনের ওপর এমন একটা বিরহতা নেমে আসে যা সবজি মুছে ফেলা যায় না।"

—যুগান্তর

"যাচা উপন্যাস পিপাসা, দিনপায়ে চাকের তৃপ্তি করে, কারণ বইটির গল্পের স্বচ্ছন্দ দশম অক্ষরগণ কোন কথা নেই।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা

"One cannot but admire the authors' power of characterization of different types.....The readers, when they take up the book, will find themselves carried on to the last point by a sea waves."

—Amrita Bazar Patrika.

মূল্য ১ ৭.০০

নিউ-লিট পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১নং কলকাতা রো, কলিকাতা-৯

যে আসক্তির আভাস পাচ্ছিল মাধুরী বার জনো কখনো এর আগে শব্দ না পাড়ায়, প্রত্যাশা না করা আমলে উদ্ভব হয়ে উঠেছিল মন, আদার পরম্পরকে লক্ষ্য করে অশোচনীয়, অপরাধবোধের অস্বাভাবিক আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল সেই চড়াই ডেরাইয়ের ছাত থেকে এখন রক্তা পেয়েছে মাধুরী। এখন শান্ত, শায়া স্নিগ্ধ, বৃষ্টিধোয়া সমতল জমিতে কদম নিজে অতলে ডুবে না গিয়ে সমস্ত ন্যাপারটা তুলিয়ে দেখতে পারছে।

অসীম আর মানসীর মধ্যে প্রকৃতিগত বিরোধ থেকে এখনকার সম্ভাবিত বিরোধের কারণ বিশ্লেষণ করছে লাগল মাধুরী। মনে পড়ল আজ সকাল বেলা ওদের দুজনের মধ্যে এই ধরনের আলোচনার টুকরো টুকরো কথা যেন তার কানে আসছিল। সেই পৌষ, বীর অমথপ্রত্যয় আর অস্ব-প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহন। মাধুরী মনে মনে হাসল। অসীম বীর না হোক মানসী যে বীরগণনা পুষে স্মরণ নেই। এই ব্যাপার নিয়েই কি ওদের মানসিকতা হবেনা কথা কতকিটো ঠিক বাবা মার মত প্রাচীন কালী কীর অপরাধ কলহ না, বিরোধ বাঁধনের দাঁতের থেকে জগৎকলহ কলহের আস থেকে কদম বই নিষ্কৃতি নেই। দুজনে বিরোধ এগারই পাকু আর এগারই পাকু। সেইকালেই কি মানসী মনে লক্ষ্যবস্তুর আশ্রয়ভাষ্য নিয়ে পরোক্ষ। তার জন্মই এসেছে মাধুরীর সঙ্গে সমস্ত মনো দেবার জন্য না কেন সেওবার জন্ম। ওদের বড় কণি হল মাধুরী। অসীম লক্ষ্যবস্তুর জগৎ কি তার স্মৃতিধর থেকে এই কালো মনোভাষ্য ভাষ্যের মাধুরীকে এগিয়ে ফরাসি, সে এসেছে শব্দ, তার একদলের কাজ না করে, সেই স্মৃতিধর পালটা আশ্রয় করবার জন্য। মারা পড়ায় অসীমের উল্লস উল্লস লসি কৌতুক, মনোভাষ্যের বহু তা তার নিজের মনের একটি গভীর ক্ষতকে ঢেকে রাখার জন্য, সেই সম্ভবতার কথা মনে হওয়ায় সেই ক্ষতের জ্বালা যেন মাধুরী নিজের সমাধাে অনুভব করল।

কিন্তু বিদায় নেওয়ার আগে অসীম যে তার কাছে প্রেমের মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল তার সেই জিজ্ঞাসার মধ্যে তো কোতুবের কণি আভাসও ছিল না। মাধুরী লক্ষ্য করেছে তখন অসীমের গলা আবেগে কাঁপছিল। তার দুটি চোখ এই কালো জলের দীর্ঘের মনই গভীর বিষাদে ডুবে উঠেছিল। অসীম যে সেই জিজ্ঞাসার জবাব পারেন না নিজের কাছে না আর কারো কাছে সে কথা বুঝতে তো মাধুরীর শক্তি নেই। সেই প্রশ্ন যে অসীমের অস্তরের প্রশ্ন, গভীর দুঃখ আর আশ্রয়ের মধ্যে তার জন্ম মাধুরী তা অনুভব করতে পারে। এ প্রশ্নের জবাব

তখন সে দেবেন। বজ্জে ফের তখন দেখা হবে, তখন দেবে। দেখা তো সংঘার পরই হচ্ছে দাদার বাসায়। কিন্তু জবাব কি মাধুরী হার করে রেখেছে? তার ছাত্রীরা এমন জবাব মুখস্ত করে নিয়ে যায় তারপর পরীক্ষার গাছ লাগে দিয়ে আসে মাধুরীও কি তাই করবে? মুখস্ত বিদ্যা ছাড়া মৌলিক উত্তর কোথেকে পাবে মাধুরী? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো তার কিছু নেই। মানসীর মনের অপরাধ দেখে মাধুরী প্রেমের দ্বন্দ্বল মূল্য সম্বন্ধে অত্যা রাখতে পারে কী? মানসীর আশ্রয় শ্রমের গভীর অনেক ছড়ানো। ন্যায়নাল নাওচলিও কাজ করতে গিয়ে ওর সেই পার্শ্বচর্য দীর্ঘা আসে বেজেছে। মানসী সেখানে একজন কেরানী মত নয়, বড় অফিসারের সহকারী। কাজে তার দক্ষতা আছে, উৎসাহ আছে, নিষ্ঠার আত্মবিশ্বাসের আভাস নেই। সেখানে সে বেরবার আগে সেখানেই দেখতে পাক না। কিন্তু তরবারের চেয়েও শক্তির কলম বাঁধের হয়ে ওদের দু একজনের সাথে তার নিষ্ঠার দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কত বিদ্যার্থী কত বিদ্বান, গবেষণার রত কত পণ্ডিত সেখানে যাত্রায়াত করেন। মানসী তাদের মাথাও পৌঁছতে দেখতে পার। তাদের ধন-সম্পদে নয়, তাদের ব্যক্তি কীর্তি নিয়ে আর উদ্ভাবন মাধ্য। মানসী প্রেমের মাধ্য পৌঁছতে চেষ্টা, বাদ্যের মাধ্য পৌঁছতে চেষ্টা, নিষ্ঠার যে কুর্গুণ তার মাধ্যও প্রতিশ্রুতি গণ্যমান পুরুষকে প্রত্যক্ষ করে। আর তারও নাকি তার রূপে অসীম কি সেই তা লক্ষ্য করেন না। তার গণ্যের হারিক করেন। নিরালায় চা খোঁজ ডাকন। সেই সব

গল্প মাধুরীর কাছে এসে করে মানসী। মাধুরী হেসে বলে, 'মুখপুড়ী তুই তাহলে তাদের একজনের প্রেমে পড়ে যা। তাদের একজনকেই বিয়ে কর।'

মানসী চটে ওঠে, 'বিয়ে ছাড়া তোমার মনে আর কোন কথা নেই। বিয়ে ছাড়া তুই আর কিছু বুঝিস নে।' মাধুরী বলে, 'বাকি মানসী সবই বুঝি। সেই সব নমস জ্ঞানীরা গুণীরা আসলে তোকে ভালো-বাসেন না। ভালোবাসেন তোমার বচসটাকে তোমার সৌন্দর্যকে। লাবা বুড়ো তাদের কাছে রূপ আর সৌন্দর্যের মান এক।' রক্তবাহুর কথা মনে হয় মাধুরীর সে একটু ক্ষেবে বলে, 'তাদের কাছে বোধ হয় গুণ আর সৌন্দর্যের মানও এক।'

মানসী বলে, 'ছি ছি ছি। দিদি, এই তোমার দয়ামারা প্রত্যাভিষ্ট? মাঝে মাঝে সিনিজিক্স তুই সে অজ্ঞাকেও ছাড়িয়ে

এবার দুজনে নতুন বই -
ব্রাঞ্জিং থেক্স দাম ৩ টাকার
যেব সমিতি ব্রাঞ্জিং কলিকাতা-১

ডাঃ বসন্ত নানালো
অবস্থার বেদনা
এটির দূর করে
সকল প্রস্তুত ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়

॥ নতুন উপন্যাস ॥

প্রফুল্লকুমার মন্ডল

অতলান্তিক ৪১

জন্মবাস্তব ও বুদ্ধিবৃত্তির ভগ্নাবস্থা সংঘর্ষ। এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন দরদার লেখক।

শ্রীবাসব

প্রমথনাথ বিশ্বাসী

কত বিনোদিনী ৪.

এলাজি ৩.

এক মুঠো মাটি ৪.

॥ আগামী বই ॥

অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত

॥ বিশ্ববাসী ॥

১৯৭৭, বারানসী মোস্ট্রাট, কলিকাতা-৭

গত সপ্তাহের সার্ভিসেই হাউস-এ দ্বিগুণ
হাউস প্রকল্পের ছাত্রদের একটি দল, ৬ কান্ড
বল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জল
এবং তেল মাধ্যমে চিত্রকলা, ভাস্কর্য,
চামড়া কাঁজ, কাগজ কাঁজ এবং আরও
নানান বহুমুখী শিল্পের সব মিলিয়ে প্রায়
১২০টি শিল্পী প্রদর্শন করে। সমস্ত
প্রদর্শনিত চিত্রকলা, ভাস্কর্য, চামড়া
চিত্রকলাসমূহের প্রদর্শন মালামাল



মাধ্যমে নামকরা শিল্পী হতে পাশ্বে বাস
জামার বিশ্বাস। কায়কলা বিভাগে মানন
রক্ষা কাজ ছিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য
সি এস শর্মার কাজকে কেউ বলা যেতে
কিনা এবং কেউ কেউ বলা 'আফগান-
কিনা'। এছাড়া আরও চৌধুরীর
চামড়ার টাই বস্ত্র, বি কে সারওয়ার চামড়ার
বাস্তববাদী, এম সৈয়দ স্টাটিস্টিক্স এবং
পাটলগার, দেবশঙ্ক সাহার 'কারাম
বোতা', পার্থ সেনের 'ভাস্কর্য', ডি কে
মেরেরের 'কালোভরা' এবং কে কে সেন-
এর চামড়ার কাজ 'বর্তীত পাড়া' উল্লেখ-
যোগ্য। শিল্পীর বয়সে পনেরের ওপর
কেউ নয় এবং আটের নিচেও কেউ নয়।
কল্যাণশিল্প এবং শরীরস্থল সম্বন্ধে এসের
আবত সত্যতা ইহা প্রমাণিত। বিশেষ
করে, জল বাতের প্রভু চিত্রকর্ম কাউকেই
প্রাণে বধবে সন্দেহ নেই। এসের মধ্যে।
অবিশ্যি জল বাতের প্রভু কৌশল আয়ত্তে
আবত হবেই কতিপয়। বড়দের মধ্যেও
অন্যের বিশেষ যত্ন সহকারে জলরং
শিল্পীর সম্মান হবেই কম। যাই হোক,
প্রদর্শনীটি এ মাসের বেশ ভাল লেগেছে।
মতামতের শিল্পীর অভ্যর্থনা কলিত এবং
উত্তর পরিদর্শনে মনো করে যে সবল মন
নিয়ে কীরকম দেখতে চাইছেন শিল্পীরা
সেই সর্টিফিকেট চীনেও দেখে তাই এসের
বলার এত আনন্দ দেয়

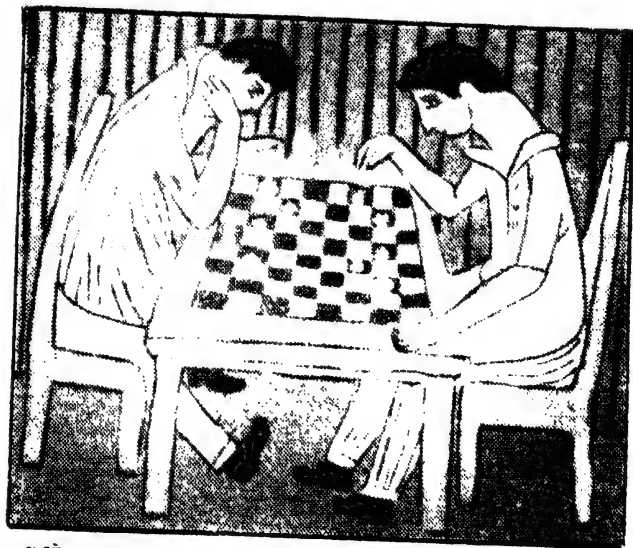
পরিবেশে যিনি এই সকলের জন্য
স্টাফ কর্মসূচিগত অতীন্দ্রিয় জানাই। বঙ্গ
বায়ু তথ্য একক প্রাচ্যিক এ প্রদর্শনীর
আয়োজন করেছিল। তিনি যে সহাই
সহায় শিল্পী সংগ্রহ, তাঁর ছাত্রদের
শিল্পকলাই এর প্রদর্শন।



শিল্পী মান

—এ কে বাসমতি

ইউনেস্কো-এর একটি প্রকল্পের অধীনে
সিঙ্গাপুরে একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্রদর্শনীতে ১০০-এর বেশি শিল্পীর
কর্ম প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রদর্শনী
নটি সিঙ্গাপুরের একটি বড় হল
পাতিয়ে করা হয়েছে। এটি প্রদর্শনী
আয়োজনা করেছেন বিশেষভাবে উল্লেখ
যোগ্য। শরীরস্থল এবং চামড়া
কাঁজের প্রদর্শনী প্রদর্শনিত কৌশল
বিশেষ উল্লেখ্য। তাঁর সিল্পের এক আরও
কেউবিড়াল ও কলার রং প্রদর্শনিত হয়ে
এক পরিপ্রেক্ষিতে রয়েছে পরিচিত চিত্রকলা।
সি এস বাসমতি এবং সৈয়দ চিত্রকর্মে
নামের যেমন প্রদর্শনিত, তে যে
সিয়ারের মত প্রদর্শনী এ কে সিয়ারের
প্রাণে বধন। আর সি সিয়ারের
চামড়ার প্রভু। এই কটি ইউনেস্কোর
বলার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসের
প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত বস্ত্রের অন্য-
প্রকার হবেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।



গোবিন্দ সেন

—জার সি সিয়ারের

দি নি হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে—
খাদ্য ব্যাপারে মুসলমানের কোন
পরিষদই করা হইবে না।—সুতরাং আমি
অম্বলি খাল দেওয়া হবে না তা বুকলাম,
কিন্তু খাদ্য মিস্যে তো, নীতির প্রশ্ন তো
ওখানেই—মতবাক্য করিলেন বিশুদ্ধে।

জা জা তীয় উন্নয়ন পথের বৈঠকে
নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করিয়াছেন—
আমাদের সমস্যা আমাদের নিজেদের কোথায়
সৃষ্টি হইয়াছে, ভগবানের কোন দোষ নেই।
—“ভগবান কোঁচ গোলেম, তাঁর বিবরণে
আর গান ছাড়বার ধান উঠবে না”—বলে
শ্যামলাল।

কো ন একটি প্রাতিষ্ঠান নির্মিতে তিনক
সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি-
ছেন।—“তাদের চেষ্টা সফল হোক এই
কামনাই করব। আমরা দুই খেতে ও বলতে
পারি, তিনক সমস্যা সমাধানের এগারক
নিজেকেই দেওয়া উচিত” মন্তব্য করিলেন
তনৈক মহাবলী।

সং বাদে শার্মিলম দিল্লিতে একটি
৫০০ শত বাদে মিছিল বাদে
করা হইয়াছিল। আমাদের অন্য এক



সহযাত্রী বলিলেন—“গাধার মিছিল লেইন
নয়। তবু আমরা ভেবেছিলাম, শহর
দিগ্ভব মিছিলটা আর একটি, উচ্চমণের
জীব লিয়েই হবে”।

অলংকরণে

যেজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত এটিসি
প্রতিভা, ২০১৫ বোম্বাইয়ের
বয়ে ও শ্যামিলের অলংকরণ।
গাধাটী ২০ বঙ্গের, কাটাগার জী।
ইন্ডিয়ান রোলডগোল্ড কোং
১৯০, বঙ্গবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২

ট্রাঙ্কো-বাসে

ক লিকাতায় কর্যাদিন খরিয়া প্রবল
কার্পাত হইতেছে।—সুতরাং যে-
বখা এতদিন যাত্রা বলতে পারেন নি, তাঁরা



নিশ্চয়ই ‘এমন দিনে তারে বলা যায়’
নিঃশেষে কামোদ প্রদত্ত কাহিনী—বলে
শ্যামলাল।

অ না এক সংবাদ পড়িলাম, বেমন
এক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের তনৈক কর্মী
প্রায়ই গ্রীষ্ম কামই করি। পথে এর
নিমিত্ত হইল। তখন কামইর সাথে আরো
বাড়িয়া গেল। আরে পথে তার একটি
সংবাদ হল। তখন দেখা গেল কর্মীটি
প্রতিমত অধিকার হাউস নিঃশেষে।
সহযাত্রীরা অধিক হইয়া বারগ হিজাস
করিলেন তিনি মার্কি বিনয়তেন বাড়িতে
আর শান্ত নাই, প্রতিমতের মতো সন্তান
টাই হইয়াছে। এই সংবাদে অধিক
মার্কি, তখন শান্তহই বাড়ি।—সংবাদটা
শ্রীকৃষ্ণের মিলতেন সন্তানসন্তান কর্মীরা
হইত পথের বিন।—এতদূর হইতে দেখা—
বলিলেন ট্রাঙ্কোবাসে।

ই লিশ দলক দলে প্রায়ই মন চালায়
—একটি সংবাদে।—শ্রীকৃষ্ণের
আমাদের তনৈক সহযাত্রী বলিলেন—
“প্রত্যেক মনকে চালাবাবলী নিশ্চয়ই বেকার।
ইলিশ প্রণয়নে হইত সেখানে ইলিশ ধরন
কলিক হইত ধরা পড়াই।”

ই যোড় বা তুষারমালা সময়ে এক
সংবাদে পড়িলাম, সীকিমের
মহাশয় কুমার এই অভিনত প্রকাশ করেছেন
যে, তিনকতে “ট্রাঙ্কো” নামে এর পরনের
অধিকার জীব আছে। ইংরেজ চমড়া সারা
হইত এই সীকিমাই ইলিশিক বা বয়স্কমার
—অসম্ভব নয়। ইংরেজকে ধরা যায় না,

ট্রাঙ্কো-প্রায় তাই। ট্রাঙ্কো থেকেই ট্রাঙ্কো—
এই অভিনত বিশুদ্ধে।

বু চিন মৌলানারির রিয়ার এডমিরাল
ঘোষণা করিয়াছেন তাৎক্ষাতের
সমস্ত যুদ্ধই সামরিকভাবে জলের নীচে
অনুষ্ঠিত হইবে। আমাদের তনৈক সহযাত্রী
বলিলেন—“সম্প্রতিটা সম্পূর্ণ নতুন নয়।
ডুলে ডুলে তল খাওয়া থেকেই এর মত
বিবরণের সংবাদ”।

পি কিং-এ আফগানিস্তানের সহকারী
প্রধানমন্ত্রীর সম্মানার্থে অনুষ্ঠিত
এক সভাসভায় চীনের প্রধানমন্ত্রী নাজ
বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা ও আর্থিক-
সামাজিক মুক্তির জন্য সার্বভৌমত্বের
সহকারী হইবে।—সহকারী হইবে।—কিন্তু বখাটী
টাই।—এই লাই।—বলিলেন।—সভাসভায়।
শ্যামলাল, চীন দেশের একটি প্রবাদ আছে
—যে বখাটী হইত তখন চমড়া নিয়ে কে
মাত্র খামোড়া।—সহকারী লাই এর বখা
Lae হইত বখাটী।—বলিল বিশুদ্ধে।

নি উ ইংরেজি ভাষার তনৈক একটি
শ্রীকৃষ্ণের সম্মানার্থে বলা হইল।
প্রায় হইল। বখাটী নাজ কাহিনী বেমন
নিঃশেষে।—বলিলেন।—এই লাই।—বলিলেন।



আমরা করা হইত।—এই লাই।—বলিলেন।
আমরা করা হইত।—এই লাই।—বলিলেন।
আমরা করা হইত।—এই লাই।—বলিলেন।

রো মের একটি ট্রাঙ্কো মার্কি নিঃশেষে
নিঃশেষে।—বলিলেন।—এই লাই।—বলিলেন।
আমাদের তনৈক সহযাত্রী বলিলেন—
নেই অধিকার বাড়িতে গেল শ্রীকৃষ্ণের
বলে নিজেই লিপের বাড়ি।—এই লাই।—বলিলেন।
আমাদের তনৈক সহযাত্রী বলিলেন—
নেই অধিকার বাড়িতে গেল শ্রীকৃষ্ণের
বলে নিজেই লিপের বাড়ি।—এই লাই।—বলিলেন।

সো বিয়ে জোড়িবিজ্ঞানী নক্সপোজের
মধ্যে একটি নতুন খমকত
অধিকার বলিয়াছেন।—শ্যামলাল বলিল—
শ্রীকৃষ্ণের মিলতেন সন্তানসন্তান কর্মীরা
হইত পথের বিন।—এতদূর হইতে দেখা—
বলিলেন ট্রাঙ্কোবাসে।

শুভক পরিচয়

ধর্মতত্ত্ব

দীক্ষিতের নিত্যকর্ম ও উপাসনা—
শ্রীকেশবানন্দ গুরুচারী প্রণীত। খ্রীসতীন্দ-
চন্দ্র ঘোষাল, বি. এ. বৃত্তিক সম্ভেতষপূর্ব
মডার্ন কলেজী, যাদবপুর, কলিকাতা—৩২
হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫।

হিন্দুর ধর্মের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত
হইয়া থাকে—দৈনন্দিন এইসব কর্ম বা
নিত্যকর্ম যথার্থভাবে অনুষ্ঠান করিতে
হইলে উপযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের
বিধান আছে। দীক্ষা গ্রহণ ব্যাপারটি কি
এবং দীক্ষা গ্রহণের পর কিরূপে উপ-
যজ্ঞাদি সাধন ভজন করিতে হয়, আলোচ্য
গ্রন্থে তৎসম্পর্কিত শাস্ত্রীয় বিধিবিধান
বিস্তৃতভাবে সংকলিত হইয়াছে। গ্রন্থকার
পূণ্যশ্রদ্ধা শ্রীমৎ স্বামীনন্দ গুরুচারী
মহাশয়ের শিষ্য। তিনি শাস্ত্রবিধির সমস্ত
এবং উপপাদ্যের তত্ত্বটি পরিত্যাগ। গ্রন্থ-
কারের শাস্ত্র শাস্ত্রীয় বিধান বা বিভিন্ন
মতের সংকলনের পক্ষে অনুষ্ঠান কর্মাদির
অন্যন্যই সংকলিত হয় নাই, গ্রন্থকার
প্রত্যেকটি উপ-কর্মের প্রয়োজনীয়তা ও
ব্যাকরণিক প্রণীতি করিয়াছেন। এই গ্রন্থ
খানার দ্বারা দীক্ষিত বা দীক্ষা গ্রহণেচ্ছ,
স্বাক্ষর, শ্রদ্ধা হইতেই তা উপকৃত হইবেন,
ইহা নয়, পুণ্য দীক্ষাগ্রহণে নিতুল-
ভারে দীক্ষিতের সমস্তের পাইবেন।
প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর নিত্যকর্ম, পাজা, ধ্যান
জপ প্রভৃতি উপ-অনুষ্ঠানের পক্ষে অবশ্যক
মতের পুস্তকসমূহের সংকলিত হইয়াছে
প্রত্যেকেরা এইরূপ অসমত করিয়া কোনটিই
বাস্বে নাই। ইহা ছাড়া, কণ্ডিনীতত্ত্ব
বা মটরর ভেদের ন্যায় সাধারণের পক্ষে
দুরূহ হইতেই গ্রন্থকার বিশদ ভাষায়
ব্যবহীয় নিয়ন্ত্রণ। সাধনজীবন নামক
অংশের আলোচনা পাঠ্য সকলেই অধ্যা-
জীবনের সমস্তে সাধনটি অনুষ্ঠিত লাভে
উপকৃত হইবেন। পুস্তকের ছাপা কাগজ
এবং বাক্যী স্পষ্ট, তদুপেক্ষা উত্তমযোগ্য
এই যে, পুস্তকখানি নিতুল। ২৯৯।৫৯

জপসূত্র—শ্রীমৎ স্বামী প্রতাপানন্দ
সম্প্রসূতী। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী,
২১৯, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, (কালেক-
সেকার), কলিকাতা। মূল্য—৫।

জপসূত্র—গ্রন্থের এই বিপুলবর্তন
পঞ্চম খণ্ড পাঠ করে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত

ভারতের পুরোগামী ও প্রবীণতম প্রেস মনোহরজানী শ্রীমৎ পদ্মকুমার বসু

ফ্র'এ ডে ব ভাল বা সা

পুনর্লিখিত ও পরিবর্তিত চতুর্থ সংস্করণ। প্রত্যেক সাহিত্যলিপ্যপাদ, প্রেম-
তর্জিজ্ঞাসা ও সাহিত্যশালাসমূহের নিয়তপাঠ্য, প্রতি পাঠ্যগারে অমূল্যকরণীয়।
প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা, ৬।০০ মাত্র।

বিষয়ের আগে ও পরে

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ-তরুণীর সেরা সম্মুখে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ও
মনোগ্রাহী দৃষ্টান্তপূর্ণ আকর গ্রন্থ। পরিশুদ্ধ ও পরিবর্তিত স্বল্প সংস্করণ।

সচিত্র, ৫০০ মাত্র। ডাকমাশুল পৃথক।

কাতায়নী বুক স্টল :: ২০৩, কান্ডিয়ার্স স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

(সং ২০৩২)

শাস্ত্রীয় ফর্মেল

কবিতা : বিষ্ণু দে, শ্যাম ঘোষ,
বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল,
আলোক সরকার, সুমৌলি গঙ্গোপাধ্যায়,
আনন্দ বগচী, গৌরী পাল, কামিনীশঙ্কর
দাশগুপ্ত, আবদুল মজিদ।

প্রবন্ধ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উম্মার গুরুদাস ভট্টাচার্য। বাংলা
সাহিত্যে গবেষণা : উম্মার হাসিন বন্দ্যোপাধ্যায়। দার্শনিক উভয়ঃ—শান্ত
মিত্র, আধুনিক বাংলা কবিতা : দীপ্তি প্রিন্সটন। কাব্য জিজ্ঞাসা : অশোক
গুহ। আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গ : অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়।

গল্প : নবাবগঙ্গা গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র মিত্র, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, মির্জা সেন,
প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। লঘু রচনা : সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা : মণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মির্জা সেন। প্রতিবেদন : মিত্র মিত্র, বসু,
শেখ ও নন্দলাল বসু। ইন্দ্র দত্ত।

মহাশয় আগ্রহ প্রকাশিত করে। দম দেউ টিকা। অত্রের প্রয়োজনীয় কণ্ডার
এখনই অত্রের দিন। এম, কামিনী স্টল লেন, কলিকাতা, গুওড়া।

স্বদেশীয় পরিবেশক : পারিচা রাদাস। কলিকাতা স্ট্রীট।

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস গ্রন্থ

"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

শব্দে ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টান্তে বিশ্ব-ইতিহাসের
বিভাগ। গ্রন্থকারকে ঘটনাবলী সম্পর্কে যত্নে একটা ক্রমান্বয়ে পুস্তকগুলি
অজান করতে চান, প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত। ইতিহাস-গ্রন্থ পাঠ
তারা অনুভবমূলক উপকৃত হবেন। বিশেষভাবে তাঁর কাগজে বাংলা লাইনোতে
ছাপা ডবল ডিমাই ১৬ পেন্সী সাইজে ৯৬২ পৃষ্ঠার বিবর্ত গ্রন্থ। জে এফ
হোরারিন-অঙ্কিত ৫০ খানা মানচিত্রসহ বিবর্ত সম্পর্কে ১৫.০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর ॥ আত্ম-চরিত ॥ ৩য় সং টা ১০.০০

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালচাঁদারী ॥ ভারতকথা ॥ টা ৮.০০

আলান কাম্বেল জনসনের ॥ ভারতে মাউন্টবটেন ॥ টা ৭.৫০

আর জে মিনির ॥ চার্লস চ্যাপলিন ॥ সচিত্র ১ টা ৫.০০

শ্রীগোরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ। ৫ চিত্রামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

• একমাত্র আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত পুস্তক আমাদের কাছে পাওয়া যায়।

হতে হয়। বইটি কারিকাসম্বলিত এবং বাংলা ভাষায় বিস্তারিত ব্যাখ্যানবাদের সহ প্রকাশিত হয়েছে।

ধর্ম একটি অনুভূতিসংবল বিষয়, কিন্তু অনুভূতিও বিশেষণের অপেক্ষা রাখে। রূপের কবিরাজের মতুলনীয় ধর্মিকার্য 'চৈতন্যচরিতামৃত' তাই ভক্তি ও ব্যক্তি

অপূর্ব সমাবেশ। আলোচ্য বইটিতেও লেখকের ভক্তি ও ব্যক্তির একটি সমন্বিত পরিচয় ফুটে উঠেছে।

পশ্চাত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত হবার পর সেই সমন্বয়ের দাবি যেন আরো বেড়ে গেছে। পশ্চাত্তমের জীবন-চিন্তাজগৎ ও প্রাচ্যের জীবন-সম্বোধন আধুনিক মানুষের মানসিকতায় একটি সম্মতের চায়। বঙ্গভূত উনিশ শতকের সংস্কারক মনীষীবর্গের জীবনব্যপ্তে এই সম্মতের প্রবণের আগ্রহ সর্ব-প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতেও সেই আগ্রহের ধারা যে প্রবহমান, এই গ্রন্থ-খানি তার উজ্জ্বল অভিজ্ঞান। ভূমিকা-রচয়িতা অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'তাহার সমন্বয়ী দৃষ্টির সজ্জা আলোকে বোধাত্মক পুরণ তত্ত্বাদি প্রাচীন অধ্যায়শাস্ত্র, এমনকি আধুনিক পশ্চাত্তম বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিও এক অখণ্ড তাৎপর্বে সম্মতসিদ্ধ'। উক্তিটি যথার্থ। স্বামীজী ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে। প্রসংগে নীলমণিকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের নাম মনে পড়লো। 'অপসংসার' গ্রন্থের সর্বশেষ খণ্ডেই 'সংসার' শিরোনামে, ধর্ম-বিজ্ঞান ও সং-পটকের কাতর থাকবে—একথা আশা করা যায়। এরকম গ্রন্থের বিপুল সমাবেশ আমাদের একান্ত কাম্য। লেখক আমাদের দগ্ধ অভিজ্ঞান গ্রহণ করুন। ৫৩০৭৮

শ্রীমদাঞ্চালিকালা দেবীর যৌগিকতত্ত্ব সমাধা বা গ্রন্থ-বাদ—শ্রীমদাঞ্চালিকালা দেবীর পঞ্চম, তদ্বৎসবক। ৩৬৬৭৩, আপার চিংপুর রোড, কলিকাতা-৬, মূল্য—২। তদ্বৎসবক লেখক এই গ্রন্থে মনো, বাহ্য, গায়েত্রী, অংশুভোম প্রভৃতি হেতুসমূহের আলোচনা করেছেন। মূল সাংস্কৃত শৈলীক উপস্থাপন করে টীকা-টিপসমূহযোগে লেখক যে ব্যাখ্যা দান করেছেন, তাতে তাঁর গভীর পণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটি ধর্ম-প্রবণ পাঠকমহলে সমাদৃত হবে।

৬২৬৭৮

দ্বিব্যক্তিরূপে সম্বন্ধে — শ্রীশশিপতি চট্টোপাধ্যায় শ্রীমদাঞ্চালিকালা দেবীর পঞ্চম, তদ্বৎসবক। ৩৬৬৭৩, আপার চিংপুর রোড, কলিকাতা-৬, মূল্য—২।

শ্রীমদাঞ্চালিকালা দেবীর পঞ্চম, তদ্বৎসবক। ৩৬৬৭৩, আপার চিংপুর রোড, কলিকাতা-৬, মূল্য—২।

১৯৯৭৮

পারের কবি—শ্রীমদাঞ্চালিকালা দেবীর পঞ্চম, তদ্বৎসবক। ৩৬৬৭৩, আপার চিংপুর রোড, কলিকাতা-৬, মূল্য—২।

কবি-পঞ্চমের পঞ্চম আলোচ্য পুস্তক-খানির প্রথম খণ্ডের 'দ্বিব্যক্তি' সংস্করণে মিশ্রিত হওয়ায় 'দ্বিব্যক্তি' বস্তু পরে প্রকাশিত হওয়ায় 'দ্বিব্যক্তি' গিয়াছে। প্রকাশকগণ সর্বদা সম্মত হই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে 'দ্বিব্যক্তি' বস্তু 'দ্বিব্যক্তি' করিয়া সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন এবং পুস্তক-খানির উক্ত খণ্ডের 'দ্বিব্যক্তি' আলোচ্য পুস্তক সংস্করণের মূল্যও কম করা হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে দ্বিব্যক্তির জ্ঞান বৃদ্ধির এই আয়োজন সার্থক। আরো সার্থক হইলো। শ্রীমদাঞ্চালিকালা দেবীর পঞ্চম, তদ্বৎসবক। ৩৬৬৭৩, আপার চিংপুর রোড, কলিকাতা-৬, মূল্য—২।

আর্ট থ্যাণ্ড লেটের প্রথম মৌলিক উপন্যাস
দৌরীয় সেনেদ

চেনামুখ ৪১

বিজ্ঞানবান, অধিকারী, পটুত্ববান
চৌর্য, মানব-মানবিক, হৃদয়ের গোপন
ঘরের আত্মবিশ্বাস, মনোবিশ্বাস এক
সংগঠিত সত্যের সত্য।

আর্ট থ্যাণ্ড লেটের পামলিয়ার্স
জবাবদার হাউস,
৩৬, চৈতন্য চৌরাস, কলিকাতা-১২

— মহানন্দনাথ বিশ্বাসের —

ল্যাম্পপোষ্ট যা বোলছে ২,৭৫ মনমর্মর ৪

বঙ্গের ভঙ্গী অপূর্ণ
ভাষা ও ভাবসম্পদে মতুলনীয়
পরিবেশ — পুস্তক : ৮।২৬, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
(সি.১২৭৫)

শারদীয়

গোয়েন্দা

নাম—আড়াই মণ।

উপন্যাস (অথোরে) : নীহাররঞ্জন গুপ্ত

স্বর্ভূত রহস্য উপন্যাস

আগন্তুক (পরিচালিত নম)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

॥ একটি বড় গল্প ॥

॥ আরও দুটি বড় উপন্যাস ॥

• ১৬টি বড় গল্প •

ঠিকানা : ২, চাঁপাতলা ফার্স্ট বাস্ট লেন, কলি-১২

(ମି. ୧୭୧୧)

ସ୍ନାନ, ସତେଜ ଓ ପରିପାତୀ

କେଶ ଶୁଦ୍ଧିକର ଉପାୟ

ଟାଟାର କୋକୋନାଟ ଅୟେଲ ଷାମ୍ପୁ



- ମହଙ୍ଗେ ବାବେ ବାବେ ଚୁଲ ପରିଷ୍କାର କରା ଯାଏ
- ଧାଢ଼ି ନାବକେଲ ତେଲେ ତିଆରି
- ଚୁଲ ଓ ଚୁଲେର ଗୋଡ଼ା ନିର୍ମୁତ୍ତବାବେ ପରିଷ୍କାର ହେଉ
- ମହଙ୍ଗେ ଖୁସେ ଫେଲା ଯାଏ
- ଚୁଲ କାଲୋ କୁଚକୁଚେ ଦେଖାଏ



ଦି ଟାଟା ଅୟେଲ ବିଲସ କୋମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍

চন্দ্রশেখর

ବାଧିତମାନ ଯୋଗ୍ୟ

এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-শাসিত
মানবসৃষ্টের কার্যসমী অকালক্রমে টেকরী
আট মাসের কালব্যয় পিণ্ডভাসা এর অধি
সম্ভবায় নায়িকা বিদ্যুৎ বসনমননাও তত
দূরবোধ্য ব্যাধির প্রতিকারে নিবেদিতপ্রাণ
দুঃখ দূরীর মধ্যেই একজন বিজ্ঞান-
সাহিত্যিক এখানে শ্রেণীভিত্তি সমাজের
মহিমা কথ্যিত হতে প্রচেষ্টা করিষ্ঠিতও
শ্রেণীভিত্তিক মানবীয় প্রতিকার রূপে
আবিষ্কৃত এর শ্রমজীবী জীবনব্যয়ায় যুগে
বসতির ওপর এই প্রতিকারসম্পাদিত মন
ভবিষ্যৎ উদ্ভাসিত প্রকৃতি শ্রমজীবী
জীবনব্যয়ায় হইল বিদ্যুৎ বসনমননা
নটকীয় উপস্থাপনা

ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ খ্রিঃ ৬ তারিখ বিদ্যুৎ
সংসদে। সভাপতি: শ্রী অরুণ কুমার গোস্বামী
বিশেষ: শ্রী অরুণ কুমার গোস্বামী

The World By 1975

K. C. BANERJEE

(world-tourist) Rs. 58

১৯৭৬ সালের ১৯ জানুয়ারি
 ১৯৭৬ সালের ১৯ জানুয়ারি
 ১৯৭৬ সালের ১৯ জানুয়ারি
 ১৯৭৬ সালের ১৯ জানুয়ারি

MANHEIMER-MORGAN
(WEST GERMANY)

6. A thought-provoking and
very impressive book.

From China Morning Post—
Very, very interesting book.
The picture of the world by 1975
is very exciting indeed.

1954-1955 年 10 月 1 日 至 1955 年 10 月 31 日
1956-1957 年 10 月 1 日 至 1957 年 10 月 31 日
1958-1959 年 10 月 1 日 至 1959 年 10 月 31 日

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

● আমার পাতাখণ্ডী ভ্রমণ—৩, বংকান
● ভ্রমণ—৩, উদ্ভান যৌবনে (উপন্যাস)

—৩৬. মানুখ-না-জানোয়ার (টিউবে-
টিউ)—১. বিভিন্ন দেশের নারী ও
সমাজ—২৭

K. C. BANERJEE & CO.
192 C. Cornwallis St., Calcutta-6.



সিনেমাস্কোপ পর্দাভিত্তে তোলা প্রথম ছবি "কাগজ-কে-ফুল"-এর একটি দৃশ্য
 ওয়াহিদা রেহমান ও গুরু দত্ত। শেষোক্তই ছবিটির প্রযোজক ও পরিচালক

[illegible][illegible]

এমনি দিনে প্রসন্ন আকান্ত হই নিদারণ
যক্ষারোগে। মধ্যাহ্নে এই সংকটে পাতক
বন্দুর মতো এগিয়ে আসেন ডাঃ বালু। প্রসন্ন

ও মহামান্যকে নিয়ে তিনি রওনা হন
মাদ্রাজ। সেখানে এক সামান্যটিকিছামে তিনি
প্রসার টীকিছামে ব্যবস্থা করেন, কিন্তু

শারদীয়া সংখ্যার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଏକାକୀ ଆଶିଷ

পরিচয়।

(२२५५)

‘ଜିଗିଷା’

একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখছেন

প্রশ্নকর্তা: বন্দোপাধ্যায়

ଅବଧି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ

শৈলভাষা মৃত্যুপাখ্য

একটি বিশেষ আঙ্গিকে লেখা ছোট গল্প

মহাশয়্যার পুণ্যই প্রকাশিত হবে।

22 24 26 28

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

१८३६, २७ दिसम्बर, पृष्ठ ४००-१

NYN : 88-4422

মনেক ঢেঁটা করেও ডাকে বাঁচতে বোনের শিশুপুত্র মধ্যমালাকে মা বলে পরিচয় দেওয়ায় রবীনের মনে দেখা দেখ এক ঘণ্টা সংশয়, যার বীজ শুল্লাই একদা যায় তার বসতির বাঁড়তে। মধ্যমালার মৃত্যু তার মনে বসন করেছিল। দুঃখে ঘণায়

রবীন চলে যায় বিলেতে—চিঠিতে তার প্রেমিকাকে কুৎসিত ইশতে আঘাত করে যায়।

জীবনের দুঃখের পাট ঢুকিয়ে দিয়ে মধ্যমালা গভীরভাবে মন দেয় তার সাধনায়। কেটে যায় বেশ কয়েকটি বছর। কালসার নিয়ে মধ্যমালার গবেষণা একদিন দেশে-বিদেশে আলোড়ন আনে, বিশ্বের সুখী-সমাজ তাকে অভিনন্দন জানায়। মধ্যমালা তখন ডাঃ মধ্যমালা মিত্র। ডাঃ রায়ও জীবন-সংগ্রামে তার প্রতিভার স্বীকৃতি পান বিশ্বের দরবারে।

মধ্যমালা ও তার গুরুর জীবনের এই গৌরবলগ্নে একদিন তাদের সঙ্গে এসে দেখা করে বিদেশ থেকে সদ্য প্রত্যগত রবীন। সে এখন প্রচি। মালাব কাছে সে ক্ষমা চেয়ে নেয় তার অতীতের ভুলের জন্য। রবীন তার সমস্ত সম্পত্তি দান করে ডাঃ রায়ের গবেষণাগারের উন্নয়নের। ডাঃ রায় ও ডাঃ মধ্যমালার সাফল্যে গর্বিত হয়ে উঠে। এই গবেষণাগারকে সাহায্য করতে। মালা ও রবীন পরম উৎসাহে এই গবেষণাগারকে কেন্দ্র করে লোককল্যাণের প্রতি আত্মনিয়োগ করে। মধ্যমালার বোনের ফেলে ভাবিয়ে তখন মাতুলের ভাস্কর্য গড়ে ফেরতখান। প্রসন্নর মনের মর্মে। এই মর্মে প্রেরণা দেওয়া মনে ও রবীনের। আর প্রিয় শিষ্য শিষ্যের ওপর মতব রতবে তার অশ্রু করে পরপারের ওপর প্রতীক্ষায় দিন গেলেন ও রয়।

একদিন রবীনের একদিনকে যেমন আবেগের সঙ্গে আশ্রিত জনতার ভোজন সমাজ উজ্জ্বল্য বর্ণনা করে। তখন আবেগে দিবাট গড়ে উঠেছে প্রসন্ন ও মধ্যমালার বিবাহের স্নেহের গর্ভে। তখন তখন ও রবীনের উৎসাহে, তখন মিষ্টমত জীবনের দুঃখ হতাশা ও অশ্রু-প্রতীক্ষার বহন সিন্ধ উপস্থানে। পতি জলক সুশীল মধ্যমালার প্রশংসায়, নতুন বসবাসের মন দিয়ে ছাতি ভাবের আবেগ-সীত ও রবীনের উৎসাহে উপস্থিত করেছেন। ছাতি ও কয়েকটি মনসী নাতা নাই। রবীনের দীর্ঘকালীন প্রতীক্ষা, এবং এর ফলে ছাতি রসগ্রহী দশকদের কাছে সহজ, নিশ্চিত আবেগে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। রবীনের বিন্যাসে ডাঃ রায়ের কাছে মধ্যমালার জীবনকাহনী বর্ণনার সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। জনপ্রিয় মনে হয়েছে রবীনের এ ধর্ম্য প্রসন্নর মধ্যে আগেই শেনা গেছে। চিত্র-রূপে মনে আরও নূর্যকটি অপ্রয়োজনীয় অশ্রু থাকলেও জীবনের গতি স্বচ্ছন্দ এবং এর জন্য পরিচালকের সঙ্গে চিত্রনাট্যের মনোজ হট্টায়া ও ধন্যবাদ।

কামিনীম থেকে ফোনটিকে তার পঠিত মনে ছাতির গোড়াতেই—মাত্র ৩ দিন মান

শারদ বসুধারা

শারদ বসুধারায় কি কি থাকবে . . .

● সম্পূর্ণ উপন্যাস ●

সুবোধ ঘোষ
শমিতা
দীপক চৌধুরী
নীল সোনায়ে বসতি

রসরচনা :

গরুরাম : গুপ্তী সাহেব

বড়গল্প :

শংকর : মনে পড়ে

বিশেষ রচনা :

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বর্নাবাহারী মুখোপাধ্যায়, দেবকী-কুমার বসু, বৃন্দাশী, অর্পণমিত্র, দক্ষিণারজন বসু, কুমারেশ ঘোষ প্রভৃতি

গল্প :

প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, অজিতকৃষ্ণ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, আশাপুর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, মহাশেবতা ভট্টাচার্য, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্বারনন্দ নন্দী, অশ্বত্থোষ মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, ইন্দ্রদীপ দৌ প্রভৃতি

কাহিনী :

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, উমা দেবী, মণীন্দ্র রায় প্রভৃতি

● মূল্য তিন টাকা ●

‘বসুধারা’ কার্যালয়

৬২ কলকাতা স্ট্রীট কলকাতা ৬।

ফোন : ৩৪-১১০০

ଉତ୍କଳ ରାୟ, ବରାଣ, ହାରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଜହର, ଧୀମା,
 ଧରା, କେତକୀ ମଠ ଓ କୌର୍ମାନ୍ଦା ରାୟ

୧୭-ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୫-୧ !

সমাজের অবস্থা, বিদ্যুৎ, হাটভাণ্ডারের একটি নট্যরূপ এই “নট্যের মঙ্গল”। তাদের ভীষণের একটি আংশিক রূপ নট্যকার ঘাত-প্রতিঘাতে সমাকীর্ণ সমগ্র ভীষণতা আলোকে নয়। তবুও বিদেশী পটভূমির্ভাজিত এই নট্যরূপে কোকুর, বাঘ, শ্রেম ও সর্বহারাদের মনোবিন্দু দর্শকের

পরেণ ধর রচিত পূর্ণাঙ্গ নাটক

শুধু ছায়া

মূল্য ১.৫০

সৌখীন সম্প্রদায়ের সম্পদ

सम्प्राप्त पञ्चकालयन्त्रं लिख्यते ॥

প্রকাশক :

বিজ্ঞানি আখর

৭. ফাঁকির চক্ৰবৰ্তী জ্ঞান, কলিকাতা-৬

REF : 44-2525

(25/2-5)

“হাতই আপনার ভাগ্য”

७. नमो भगवते वासुदेवाय ।

આમ્લ અથવા કુદૃશાલેષ દ્રાવણ પાત્રાન ।

प्रातिपदिक ६, इह २०, टोका ।

माष्टोत 'प्रा'मल

ডপেন চ্যাটার্জি, বি-এ

[illegible]

उत्तर-कृष्ण-११

[୧ମଃ ବାସ କେନ୍ଦ୍ରାଫୀ ନଗର କେନ୍ଦ୍ର
ବାଂସର ଓଡ଼ିଆର ଅଂଶ ୧ମଃ ବାସ-
ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦୦ ଆସାତ ହୁଏ ।]

শরত এসেছে ... সাদা মেঘের
ভেলা ভাসাবে

নতনের বারতা বলে এনাছে

શ્રીયા:ગણપતિ ગુરુ સર્વાધિકાર

শিশু ভারতী

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୮୧, ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ ୧୯୮୧

বিদ্রোহী বালক

কিঃপাঃ উপকৃতঃ বৌদ্ধঃ সৌরভঃ
সম্পূর্ণঃ অক্ষিতঃ । ১৯৩১ঃ ১ঃ ২ঃ

— ৰূপকথাৰ দেশ —

ଟଙ୍କାଟି ନାମ ଉପରେ ଉପକ୍ରମ
 ଟଙ୍କାଟି ଉପକ୍ରମ : ଟଙ୍କା ୧.୦୦

— या दा अही —

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପ୍ରତିମାଂଶୁ
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପ୍ରତିମାଂଶୁ
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପ୍ରତିମାଂଶୁ

—শুদ্ধ হারিস ডেবো না—

ইন্ডিয়ান পার্বলিংশ হাউস
১২-১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

ডাঃ বিমল চন্দ্র ইংলিশ চ্যানেল
অতিক্রমের খবর নিঃসন্দেহে গত সপ্তাহের
খেলার খবরের মধ্যে ভারতীয়দের
কাছে সবচেয়ে বড় খবর। দুরতিক্রমা
ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করবার জন্য
যিহির সৈন্যের বার বার প্রচেষ্টা—বার বার
বাধতার পর তার সাফল্য এবং শেষ পর্যন্ত
ভারত সরকারের কাছ থেকে এই সাফল্যের
জন্য তার পদ্মশ্রী খেতাব লাভের ঘটনায়

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের ব্যাপার নিয়ে
ভারতবাসীর মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি
হয়েছে। তাই এবার ডাঃ বিমল চন্দ্র ও
কুমারী আরতি সাহা যখন ইংলিশ চ্যানেল
অতিক্রমের জন্য লন্ডন গিয়েছিলেন তখন
থেকেই সকলে আগ্রহের সৃষ্টি নিয়ে
চলে ছিল ফরাসিদের দিকে। ডাঃ চন্দ্র
বাহিনীতে প্রচেষ্টায় ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম
করেছেন, এ সাফল্য সকলকেই বিশেষ
আনন্দ দিয়েছে। সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছেন
ডাঃ চন্দ্রের পিতা ডাঃ কে কে চন্দ্র যিনি
পুত্রের সাফল্যের জন্য গভীর উত্তেজা নিয়ে
কাল কটাইছেন, আর ডাঃ চন্দ্রের
সাহিত্যের শিক্ষাগুরু, শ্রী এম পি রায়চন্দ্রী,
যিনি প্রায় শিশুর বয়সের মতো অল্প-
কৃষ্ণের জন্য সন্তোষের জন্য হারিয়েছেন।
সাহিত্যের শিক্ষাগুরু, এম পি রায়চন্দ্রী
কৃষ্ণের হারিয়েছেন এবং বলাতে চাই না—
তার দুইজন ছাত্র রায়চন্দ্রী এবং ডাঃ
বিমল চন্দ্র প্রথম দুইজনই প্রথম পদবি-
সহকারী এবং বিদ্যালয় প্রধানের পদবী নিয়ে
ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন। এতে
তার বহুজন ছাত্র এবং জ্ঞান ভাণ্ডারী
অনেকেই আনন্দে ভরে উঠেছেন। অল্পকাল
প্রত্যেক ছাত্রের জন্য একটি একটি
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছিল। আর
বিদ্যালয় প্রধানের পদবী নিয়ে বলাতে
চাই না—ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের জন্য
সবচেয়ে বড় সাফল্যের জন্য রায়চন্দ্রী
এবং ডাঃ বিমল চন্দ্রের নামের পদবি
নিয়েছেন—এ সাফল্যের জন্য রায়চন্দ্রী
কৃষ্ণের শিক্ষাগুরু পদবী অর্জন করেছেন।
আর তার ছাত্র ডাঃ বিমল চন্দ্রের নাম
বলাতে পারেন না। এতদিনের পর
শুনলেই আর তার পরে রায়চন্দ্রী
সাহিত্য কলেজে শিক্ষক যাক। রায়চন্দ্রী
জানেন যে রায়চন্দ্রী সাহিত্য কলেজে
সেই ঠিকানার কাছ থেকে সে খবর শুনেন।
তার বাপা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছেন,
তখন তার শিক্ষাগুরুর প্রশ্ন—
“ইংলিশ চ্যানেল হেলো চলে কত বড়?”

খেলার ফ্রাঙ্ক

একলব্য

শব্দ দিয়েলের শিশুদের কেন? আর
অন্যের মনেই এ প্রশ্ন আসতে পারে—
ইংলিশ চ্যানেল কত বড়? হেলো চলে
কাজের চর্চাশেখ হেলো বর্ষ এক সাফল্য
জোড়া দেওয়া যায় আর তার মধ্যে বহু-
গলা জল চলে আসতে থাকে, বহুবার জেনারী
ফিস প্রদর্শিত সমুদ্রিক প্রাণী ছেড়ে দেওয়া
কাজ তার ইংলিশ চ্যানেলের কিছুটা
অভ্যাস পাওয়া যেতে পারে। না আসতে
করে না। সে তো হলো বহু জল। দ্রুত
আসতে কেমন পারে? লক্ষ্যমূল্যী প্রত্যয়?
বিশ্ববিশ্ব বর্ষ উদ্ভূত? কাদের সমুদ্র
জায়গার বহুবার? এ সবের অভ্যাস
পেতে হলে লক্ষ্যমূল্যের ভাবনাতর মধ্যে
পড়িয়ে থাকা চাই। বই হল ইংলিশ
চ্যানেলের ভাবনাতর সমুদ্র। ইতিপূর্বে
কোনো পাতায় অনেক কিছুই লেখা
হয়েছে। আর তার পুনরাবৃত্তি করে
লেখার ভাবনাতর বড়িয়ে চাই না।

আমি ডাঃ বিমল চন্দ্রের সাহিত্য জীবনের



ডাঃ বিমল চন্দ্র

কিছু কিছু পরিচয় নিয়ে অন্যান্য কিছুকে
অবতারণা করতে চাই। সাহিত্যের বহু জায়গায়
তার সাহিত্য জীবনের পরিচয় পাওয়া
যাবে।

১৯৩৭-৩৮ সাল—এই কালের মধ্যে
সাহিত্যের জীবনের কিছু কিছু অংশ
কালি পড়বার পথে।

১৯৬৮ সাল—বহুবারের পরে বিমল
বিদ্যালয় সাহিত্য প্রতিযোগিতার বিজয়ী



ভারতের ডাঃ বিমল চন্দ্র ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার পর জোড়ার উদ্ভাস
কাল হইল উদ্ভাসিত। ডাঃ চন্দ্র ৯.৭ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে চ্যানেল অতিক্রম করেছেন।

সর্বপ্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি করেন এবং ১৫০০ ও ৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে বিজয়ী হন।

১৯৫৫ সাল—আন্তঃ কলেজ সাতারের একাধিক বিষয়ে রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৫৭ সাল—বোম্বাইতে জাতীয় সাতার প্রতিযোগিতায় বাংলার পক্ষে নির্বাচিত হয়ে ৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে বিজয়ী হন।

১৯৫৮ সাল—লন্ডন অলিম্পিকে

ভারতের প্রতিনিধি করেন। লন্ডন অলিম্পিকে বিমল চন্দ্র ছিলেন ৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলের প্রতিযোগী।

১৯৫৯ সাল—৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে আন্তঃ কলেজ রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজা চ্যাম্পিয়নশিপে এই দুই বিষয়েই বিজয়ী হন।

১৯৬০ সাল—আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাতারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং জাতীয় সাতারে বাংলার প্রতিনিধি

করে ৪০০ ও ১৫০০ মিটারে শব্দ বিজয়ী হন না, ৪০০ মিটারে শচীন নাগের ও ১৫০০ মিটারে মদন সিংহের ভারতীয় রেকর্ড ভেঙ্গে দেন।

১৯৬১ সাল—নতুন দিল্লীতে প্রথম এশিয়ান গেমের ভারতের পক্ষে ৪০০, ৮০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ৪০০ মিটারে লাভ করেন তৃতীয় স্থান।

১৯৬২ সাল—মাদ্রাজ জাতীয় সাতার প্রতিযোগিতায় ২০০, ৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে বিজয়ী হন।

১৯৬৫ সাল—রাজা চ্যাম্পিয়নশিপে ২০০, ৪০০ ও ১৫০০ মিটারে ফ্রি স্টাইলে প্রথম স্থান লাভ করেন।

১৯৬৬ সাল—জাতীয় সাতার প্রতিযোগিতায় বাংলার দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন।

সাতারে কৃষ্ণ অক্টোবর সংগে সংগে বিমল চন্দ্র চিকিৎসা শাস্ত্রের কণ্ঠসাধা অধ্যয়নও সমানভাবে এগিয়ে গেছেন। ইনি আর জি কব স্নাতকোত্তর কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই কলেজ থেকেই ১৯৫২ সালে এম বি বি এস ডিগ্রী লাভ করেন। ডাঃ সুবোধ মিত্রের সহায়তায় পোস্ট গ্রাজুয়েট ডাঃ চন্দ্র জি জি ও উপাধি লাভের জন্য এমবিএসএল প্রবেশিত ইংলিশ চ্যামেল স্কুলেতে ঢাকাই ইনি লন্ডন গিয়েছেন। তার লন্ডন প্রবর্তিত চিকিৎসা এক ছাত্র জি ও জি ডিগ্রী লাভেরও এর লক্ষ্যমাত্রা। বাংলাদেশে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সার্থী করে বলে অনেকের ভূমি ধারণ আছে। কিন্তু দেশটা থাকলে রেজাল্টের জন্য খেলাধুলো উভয় বিষয়ই যে পোষকিতের অর্থনৈতিক হাত ডাঃ বিমল চন্দ্র তার এক ছোট্ট উল্লেখ। থাকে না কথা।

ডাঃ বিমল চন্দ্র ও কমলী আরতি সাহা ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে লন্ডনে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ বার্টলিন প্রযোজিত ইংলিশ চ্যামেল অতিক্রমের আন্তর্জাতিক সাতার প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য। বর্তমান রেসে সাধারণতকারী খেলার অভাবে ডাঃ চন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন নি আর ভাগ্যান্বেষে কুমারী আরতি সাহা ডেভারের কাছাকাছি এসেও জল থেকে উঠে পড়তে বাধ্য হয়েছেন, এ খবর আগেই

গোড়ার ২০২৭!



যে-কর আঙ্গুরের রেহা কে কাণ্ড করে আছে, আঙ্গুরের চুল হচ্ছে তার এক রূপস্বর।

অকের চাষ চুলেরও নিয়মিত পুষ্টির প্রয়োজন।

চুলের পুষ্টির ধারক হচ্ছে তার মূল। গোড়াকে পুষ্ট ও মজ্জা না বাগতে পারলে চুলের তৃষ্ণা ও সৌন্দর্য অধিব্যবস্থাপে বাতিল হবে। একগাছি চুলের গড় পর্বমায় ১৬০০ দিনের মত — একগাছি বিশেষ স্বাধীন।

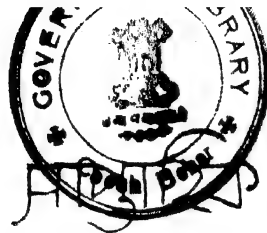
চুলের গোড়া পুষ্ট রাখার ব্যাপারে কেশরঞ্জন আপনাকে প্রকৃতিনিরপেক্ষ সাহায্য দিতে লক্ষ্য।

কেশরঞ্জন একটি আত্ম প্রেমেরই ফল। এ আত্মপ্রেম কিন্তু সকল ধর্ম, দেশ, জাতি, বর্ণের মানুষেরই আত্মপ্রিয়।

কেশরঞ্জন
কেশরঞ্জন
কেশরঞ্জন



[illegible]



পণ্য : সংখ্যা-৪০ নম্বর পুস্তক। কলিকাতা : বার্ষিক-২০, বাৎসরিক-২০, ও ত্রৈমাসিক-৫ টাকা।
 উদ্ভাবক : (সম্পাদক) : বাৎসরিক-২২, বাৎসরিক-২২, বৈদ্য ও ত্রৈমাসিক-৫ টাকা ৫০ নম্বর পুস্তক।
 উদ্ভাবক ও প্রকাশক : স্ব. বামণ্য চন্দ্রপাথর, আমল প্রেস ও সত্যাবান স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
 প্রকাশক : ২০-২০৮০। স্ব. বামণ্য ও পুস্তকালয় : আমলপ্রকাশ পুস্তক (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশ

হাতের কাছে ক্যাপস্টান

মজুত
রাখুন



উইলস-এর

ক্যাপস্টান-এর

ভুলনা নেই



দ্র. হাম্পারিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

CAP/364

জাদুজাদি করো! জাদুজাদি করো!

সানলাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতা

২৫,০০০ টাকার চমৎকার পুরস্কার!

২য় প্রথম পুরস্কার
৪,০০০ টাকার ডেভার সারা ভারত প্রদর্শন বা নগদ ৪,০০০ টাকা

চারটি ২য় পুরস্কার
এইচ.এম. ডি. রেডিওগ্রাম

৩য় পুরস্কার
মার্কি অল ওয়েভ রেডিও এবং একটি ফরে হিন্দু গ্রামসকল সাইকেল

২,০০০ অন্য পুরস্কার ছবি আঁকার
রঙের বায় বা ভল পুতুল

নিম্নলিখিত আপনার সানলাইট বিক্রয়কারী থেকে একটি সানলাইট কিনে আনুন। প্রতিটি সানলাইটের একটি প্যাকেজ আছে। তাতে আপনার সানলাইটের রঙ লাগাতে হবে। যে রঙ তখনই ইচ্ছা করবার করতে পারবে।

জাদুজাদি করো

শেষ তারিখ: ১৬ই নভেম্বর ১৯৫২।

অন্য একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায়।

ମହାର ଅର୍ଥା — ନତୁନ ନତୁନ ବଝି !

সৌরীন্দ্রমোহন মল্লখোপাধ্যায়ের নব তম



মৃত্যুর পর মানব কোথায় যায়, কেমন থাকে, তার চিত্তকবিত্ব কোন পরিচরন হয় কি না, প্রথমেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে এই সব বিষয় পড়লেই জানতে পারা যায়। পড়ুন মিনার্স গিগেটার মনোবিজ্ঞান পরিচরন চর ও দেবকান্ত গাঙ্গুলীর সম্মানিত রচনাদ্বয়। এতদ্বারা নন্দকুমারের পৌত্র কৃষ্ণ সিংহও অপর সুর-সংযোজন, নিশাচর প্রাণে মনোবিজ্ঞানিকভাবে সুন্দরী তথ্য প্রকাশনা পরিচরন বরাহ চ্যাটার্জী মহর্ষি প্রমোদকর নামক মানবজীবনের বহুতর অপরোচিততা প্রদর্শিত। মূল্য ২-২/৫।

ওপার থেকে আসেন

ଉତ୍କଳଗୀତ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞାନର ବିବିଧ ମତ
 ଆବଲମ୍ବ—ପଦ୍ୟ ୬ ବିପଦ୍ୟ ୧ ବହୁ ପଦ୍ୟମାନ
 ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପାଦାନ ବହୁ ଉପାଦାନିତ ।
 ମୂଲ୍ୟ ୧.୦୦ ।

ସଦ୍‌ଭାବ-ହୀନ ପ୍ରାଣୀ

[illegible]

ওপারের আলো

[illegible]

অঘটন ঘটা দেখছি

[illegible]

শরৎচন্দ্রের জীবন উপন্যাস

১৯৭৬ সালে জাতিসংঘের একটি সম্মেলনে
 জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলি একটি
 সর্বজনীন ঘোষণা করেছিল যে তারা
 জাতিসংঘের নীতিমালা অনুসরণ করে
 জাতিসংঘের নীতিমালা অনুসরণ করে
 জাতিসংঘের নীতিমালা অনুসরণ করে
 জাতিসংঘের নীতিমালা অনুসরণ করে

বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and what needs to be changed.

सुधास-स्मृतिः

শারদ শিশির

একটি পক্ষের প্রাধান্য পূর্ণ হইলেই মতামত
পাওয়াই প্রকটিত হইবে। আরেকজন এ
বৃহৎসংখ্যক মানুষ উপস্থিত হইয়াছেন।
চিহ্নাঙ্কিত পক্ষ, এখনও চিহ্নাঙ্কিত।
এই মত। একজনও কোনও সিদ্ধি
আনিয়া আসিয়াছে। এই সময়ে পাঠ্য
নির্দেশক হইবে।

ভাত পাওয়ার কাহিনী

১৯৭১ খ্রিঃ ১৯৭২ খ্রিঃ ১৯৭৩ খ্রিঃ ১৯৭৪ খ্রিঃ ১৯৭৫ খ্রিঃ
 ১৯৭৬ খ্রিঃ ১৯৭৭ খ্রিঃ ১৯৭৮ খ্রিঃ ১৯৭৯ খ্রিঃ ১৯৮০ খ্রিঃ
 ১৯৮১ খ্রিঃ ১৯৮২ খ্রিঃ ১৯৮৩ খ্রিঃ ১৯৮৪ খ্রিঃ ১৯৮৫ খ্রিঃ
 ১৯৮৬ খ্রিঃ ১৯৮৭ খ্রিঃ ১৯৮৮ খ্রিঃ ১৯৮৯ খ্রিঃ ১৯৯০ খ্রিঃ
 ১৯৯১ খ্রিঃ ১৯৯২ খ্রিঃ ১৯৯৩ খ্রিঃ ১৯৯৪ খ্রিঃ ১৯৯৫ খ্রিঃ
 ১৯৯৬ খ্রিঃ ১৯৯৭ খ্রিঃ ১৯৯৮ খ্রিঃ ১৯৯৯ খ্রিঃ ২০০০ খ্রিঃ

পরলোকের বিচিত্র কাহিনী

পরীক্ষার গল্প

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍

শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য

১৪৫৫২০০০ টাকার মূল্যের পণ্য
 আত্মকৃত পণ্য ১৪৫৫২০০০ টাকার মূল্যের পণ্য
 বন্ধ, প্রাপ্যকৃত ১৪৫৫২০০০ টাকার মূল্যের পণ্য
 প্রাপ্যকৃত ১৪৫৫২০০০ টাকার মূল্যের পণ্য

ବବୋଦ୍ର-ସ୍ମୃତି ୦।

(শেষ পর্য্যন্ত)

দ্বিতী-ভাগে ২, কাঁচা ও পাকা ৫,

ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟାପକ

বাবলা ২০ ভাঙন ২০০০ সহসা ২০
স্নোহ বহে যায়

ବୀଜପତ୍ର : ୧୯୭୭-୭୮

সোনার কাঠি : ২, ক্রয়-দ্রব্য : ২,

କେଶବ କାଞ୍ଚନା	କଳରାମ
କମଳା ଦାହର	ସମ୍ବଳ-ନିର୍ମଳ

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 103-107.

মরণ-মহল (বহুসংখ্যক)

বাঙলার ক্ষেত্রে—*আমলা* ১১

—কেঁরা অন্যান্য দশ টাকার বই ডি. পি-তে নিলে ডাক-বান লাগবে না।

ଆଦାନି ୩୭ ହାଉସ, ୨୨।୨ କର୍ମଓରାନିସ ଷ୍ଟାଫି, କମିଟି-୬

চৌনের নব-নাযক
 দূলের হোরার হল
 মঞ্জার দাও যাই
 অদৃশ্য স.ংগ্রাম
 সাংঘর্ষী তক উইল
 আর্শে নিয়ার মন্ত্রভেদ
 ভাষ বনভাষিকা
 নর নাতালো

ମି. ଡି. ପଣ୍ଡା

ন.আ.লে।

১৯৭৭ খ্রিঃ ১০/১১/৭৭
 ১৯৭৭ খ্রিঃ ১০/১১/৭৭

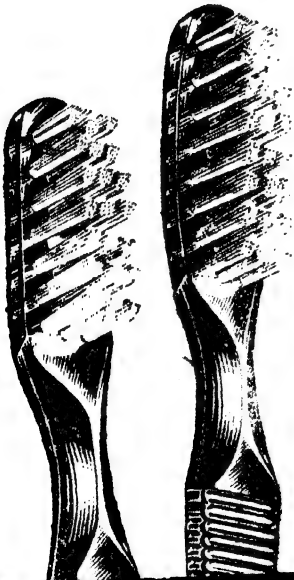
—কেঁরা অন্যান্য দশ টাকার বই ডি. পি-তে নিলে ডাক-বান লাগবে না।

দেশ

এই তিনটি কারণে টেক কেনাই উচিত !

একমাত্র টেক টুথব্রাশেই
পাবেন—

- ★ মিরাকল গ্রিপ হ্যাণ্ডেল
আবাসে ধনবার জড়
- ★ পছন্দমত ২ রকমের মাথা
ওভাল ও শর্ট ওভাল
- ★ 'কীটন'-এর কুঁচি
অসংখ্যে দাঁত পরিষ্কারের জন্য



তাই টুথব্রাশ। কনতে
হ'লে—সবসময় টেক-ই নেবেন !



জনসন এণ্ড জনসন অব ইন্ডিয়া আইটেম লিমিটেড

TEK 9168

স্টাচা



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জাতীয় সংকট—	...	881
প্রসংগত—	...	882
বৈদেশিকী—	...	883
গানের আসর—শার্ঙ্গদেব	...	884
বিশ্ববাচিতা—	...	884

আসোমিয়েটেড প্রাইভেট লি

এই ডায়েরি বই
অগাধীশ গুপ্তের
স্বান্বর্তিত গল্প ৪

পুনর্মুদ্রিত :

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
পল্লীসমাজ ৫
(নতুন ৩য় মুদ্রণ)
বিনোদবিহারী রায়ের
দেশে দেশে তাঁস উড় ৬০
(তৃতীয় মুদ্রণ)
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ঘনানার গল্প ২
(তৃতীয় মুদ্রণ)
নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
অবিশ্বাস্যীয় মূর্তি ৩০
(তৃতীয় মুদ্রণ)
শিবরাম চক্রবর্তীর
নিখরচায় জলযোগ ২
(দ্বিতীয় মুদ্রণ)

সম্প্রতি প্রকাশিত :

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ ৩৥

রবীন্দ্রনাথের এই নাট্যকলায় অভিনীত হতে দেখেছেন সৌখীন দলের প্রচেষ্টায়।
নির্মিতচিত্র পটভূমির মত ব্যবহার নিজের নাটকে যথাসম্ভব করেছেন এবং
নিজস্ব প্রযোজনা করেছেন। * * * লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে রবীন্দ্রনাথের
নাট্যকলায় ইতিহাস বর্ণনা এবং রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয় উপযোগী
বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের গবেষণামূলক শাখায় একটি সম্পদ
হতে পরিবে।

প্রশান্ত চৌধুরীর স্বগতোক্তি (নবোপন্যাস) ৩৥

স্বগতোক্তি নামক উপন্যাসে দেওয়া নতুন কানবালার ডিজাইন, লর্ড ক্রাইব' সিরাজুল্লাহকে বাওয়ার মোহনশরম্ম, যেখানে
উপন্যাসের চরিত্রগণ এমন প্রচেষ্টা করেছেন যে ক্ষিপ্ত, সেই প্রচেষ্টার বিচিত্র সব মানবের হৃৎপন্দন। অত্যন্ত শাখা
বর্ণনায় ব্যয় পূর্ণ এই প্রবন্ধমান উপন্যাসের জন্য পাঠক মানব সম্প্রদেয় যোগে যাবে বাঙালীর নাট্য-ইতিহাসের পল্লিমার্গ।

অন্যান্য প্রকাশনার কয়েকখানি ছোটদের বই

গল্পগ্রন্থ : প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনানার গল্প ৩ ॥ বিদ্যাস মিত্রের টিক-কাল-মিষ্ট ২ ॥ সৌখীনদেবের নাট্যকলায়
রূপকথার কাণি ২০ ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর নিখরচায় জলযোগ ২ ॥ বিদ্যাস মিত্রের টিক-কাল-মিষ্ট ২ ॥
বনভ্রমণ এবং করবী ২০ ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর নিখরচায় জলযোগ ২ ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর নিখরচায় জলযোগ ২ ॥
অশুভকৃষ্ণ ২০ ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর নিখরচায় জলযোগ ২ ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর নিখরচায় জলযোগ ২ ॥
সুখী দেবী ও শাখা দেবীর হিম্মতখানী উপকথা ৩০ ॥ প্রতিভা বসুর সবচেয়ে যা বড় ১০ ॥ বিনোদবিহারী রায়ের
বাসের লোকোচরী ২ ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর নিখরচায় জলযোগ ২ ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর নিখরচায় জলযোগ ২ ॥
উপন্যাস : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতীর পাখি ৩০ ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর নিখরচায় জলযোগ ২ ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর নিখরচায় জলযোগ ২ ॥
হলদে পাখির পাখি ২ ॥ গিরীন্দ্রনাথ বসুর গালকলো ৩ ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর নিখরচায় জলযোগ ২ ॥ প্রশান্ত চৌধুরীর
ও ভারত চৌধুরীর ছোট ২০ ॥ অনাথনাথ বসুর ছোটদের কংকারতী ২ ॥
বিবিধ : শ্যামিন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাঘা ঘড়ীন ২০ ॥ অনাথনাথ বসুর গান্ধীজী ২ ॥ প্রশান্ত বসুর গান্ধীজীর
গল্প ১০ ॥ বিদ্যাস মিত্রের ছোটদের গীতা ১০ ॥ ছোটদের গীতা ১০ ॥ অক্ষয় বসুর গান্ধীজী ২ ॥

ইণ্ডিয়ান আসোমিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি :

গ্রাম ৪ কালভার ২৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন ৪ ৩৪-২৬৪৩

২টি

সম্পূর্ণ
উপন্যাস

শেষ-সম্বন্ধ

বলিষ্ঠ ও দৃঃসাহসিক
রচনাসহরতলীর মেয়ে
শক্তিধর লেখনীর অনন্য
উপন্যাসলিখেছেন দৃঃজন স্বনামধন্য মহিলা
সাহিত্যিকযারা লিখেছেন—প্রভা-
বতী দেবী সরস্বতী,
প্রতিভা বন্দ্য, নারায়ণ
গঙ্গোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ
চট্টোপাধ্যায়, রামপদ

১টি

বড় গল্প

৭টি

ছোট গল্প

গীতা গুহ, শিবানী
মোহ, আশা দেবী, হাসি-
রানী দেবী, ডঃ উমা
দেবী, বেলা দে, ইন্দিরা
দেবী, উষা দেবী সর-
স্বতী, শিবরামচৈতন্যবর্তী, বিধায়ক ভট্টা-
চার্য, মঞ্জুশ্রী বানার্জী,
লীলা মৃধোপাধ্যায়,
জয়ন্তী সেন, বিমল
সাহা, সূক্তা সেন ও
আরও অনেকে।

আরও

প্রবন্ধ,
কৌতুকী,
রম্যরচনা
ভ্রমণ

শারদীয়া : ১৮৮১



দাম মাত্র দু টাকা

আধুনিকদের মজার ফান্সি, কবিতা
জন্য বিশেষ সাফল্যের রসিনতুন ধরণের সেলাই বোনা
আনন্দ ভট্টাচার্যের
অপ্রকাশিত গান ও স্মরণ
লিপি সমস্ত মনের মত
গান

৪টি

এছাড়া প্রতিটি নিয়মিত বিভাগ

ছবি ও কার্টুন অমল্য মন্সী, সত্যীন্দ্র
অভিষেক লাহা, অরুণ রাহা বাদল
ভট্টাচার্য, নরেন রায়,
কান্তিত্যার

১লা অক্টোবর প্রকাশিত হবে

একচেয়েও অধিকদিন অজ্ঞার দিন।
নির্দিষ্ট সংখ্যা অতিক্রান্ত হওয়ার পর
আর অজ্ঞার প্রকাশ করা হবে না।
ভিন্ন পিঃ করা হবে না।
রেজিস্ট্রি ডাক ২-৬৪কার্যালয়—২৭এ, তারক চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

(সি ২০২৫)

মাসিক বহস্য পত্রিকা

শারদীয়া সংখ্যা ৪ দাম আড়াই টাকা

—এই সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ—

দুইটি সম্পূর্ণ উপন্যাস। লিখেছেন :

বিমল কর
বীহাররঞ্জন গুপ্ত

ছোট গল্প লিখেছেন :

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সন্তোষকুমার ঘোষ
নরেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রবোধবন্দ্য, অধিকারী । অজয় দাশগুপ্ত ।

গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । রঞ্জন রায় ।

অশোক মৃধোপাধ্যায় । বিমল সাহা ।

আনিল চট্টোপাধ্যায় । কান্দু ঘোষ ।

জয়দেব রায় । জগদীন্দ্র মজুমদার ।

২৫শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে। দড়াক তিন টাকা।

॥ ভি পিতে পত্রিকা পাঠানো হবে না ॥

মাসিক বহস্য পত্রিকা

১৬৫, কন'ওয়ার্লিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শারদীয় বেতার জগৎ

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১



আগাগোড়া মূল্যবান সুপার-ক্যালেন্ডার ও আট পেপারে মুদ্রিত
এবারের শারদীয় বেতার জগতে দুইটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখেছেন:

১। মনোজ বসু ২। সমরেশ বসু

একটি বড় রহস্য কাহিনী লিখেছেন : ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্ত

ছোটগল্প লিখেছেন

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। আশাপূর্ণা দেবী।
আন্তোতাষ মুখোপাধ্যায়। রঘুপদ চৌধুরী। বাণী রায়।
বেচু প্রামাণিক। সন্তোষকুমার দে। সুশীল রায়।

এবং

অসমীয়া, তামিল, গুজরাতি ও হিন্দু ভাষার নিবাচিত আধুনিক
ছোট গল্পের সংকলন।

৥ কর্তৃত্বাবলী ৥ বাধাবাদী দেবী, গোবিন্দ চক্রবর্তী, উমা দেবী, কৃষ্ণ ধর, আনন্দ বাগচি।

অন্যান্য এডমাইনিস্ট্রেশন

রূপকথা বাঙা : উক্টর কল্যাণকুমার গুপ্তোপাধ্যায়। ভারতের আদিবাসীদের লোককাহা :
উক্টর ভৈরবাব এলানেন। লোকশিল্প ও চারুশিল্প : অরিন্দমকুমার হালদার। আধুনিক যুদ্ধ :
দুইটি পর্যায়ে আলোচনা : জেনারেল কে. এম. ক্যাব্রিআল্পা। উত্তর বিহারের ঐতিহ্যোপ ও
কালোহরিণ : ই. এম. বেদী। চম্পারণের একাংশযুদ্ধ গজদার : এম. ওয়েইল্ডম্যান। দাবা খেলার
কাহিনী : পি. সি. যোসেফ। মনে রাখার মতো মানুষ : অমল হোম। বিজ্ঞাপন ও ক্রোডা :
ডি. এ. অর। সমকালীন শিল্পী : গোপাল ঘোষ, হেম্ভাব, লক্ষ্মণ পাই ও হুসেন-
চাবকন বিশিষ্ট চিত্রকলা সমালোচক। শৈলনগরী উটাকাগুড : হিল্টন ব্রাউন। মর্গম পথযাত্রী :
কোলাহাট হিমবাহ : অজিতকুমার শ্রীমানি। পক্ষীগীতি ও তরঙ্গ : উক্টর সাকুমার সেন।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (চরিত্র চিত্রণ) : পবিত্রমল গোস্বামী। প্রহাস্তর যাত্রা : সত্যেন্দ্র অচাট।
মহাকাশ জয়ের অভিযান : জে. বি. স্যান্ডেল। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর : সি
এগুয়ার। পক্ষী নির্বাচন : জি. মুখোপাধ্যায়।

ঘর সাজানো : শ্রীমতা সেনগুপ্ত। ডেনমার্কের রাগার আসর : বীণা চক্রবর্তী।

নিরেন্দ্রবৈদ্যের ধাক্কা : নরেন্দ্র দেব। ভূতের গল্প নয় : অর্পিত বসু।

ভুলো মহারাষ্ট্র : শৈল চক্রবর্তী

৥ রমাগীতি ও অন্যান্য গানের কয়েকটি সুরলিপি ৥

বহুবর্ণ চিত্র ৥ ১ মহিষাসূরমর্দিনী জগন্মাতা শ্রীশ্রীদূর্গা : দীপেন বসু। ২ একটি ফুল :
গোপাল ঘোষ। এবং একটি প্রাচীন রাজপুত্র চিত্র "রাধাকৃষ্ণ"।

এছাড়া বেতার শিল্পী পরিচিতি ও অন্যান্য চিত্রাবলী।

মূল্য : ২.০০ টাকা। (ডাকে ২.৫০ টাকা)

বেতারজগৎ-এর বিশেষ সংখ্যার আপনাদের কাঁপড়ির জন্য নিকটস্থ সংবাদপত্র বিক্রেতাকে বলুন অথবা ১৯৫ গার্ডিন
পোস্টল বেতারজগৎ আপনাদের কাঁপড়ির জন্য মূল্য জমা দিন।



সম্পাদক, বেতার জগৎ : অল ইণ্ডিয়া রেডিও, কলিকাতা



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গঙ্গাবাবুর কাহিনী—আরগ্যক	...	৪৮৫
পদ্যতক পরিচয়—	...	৪৮৯
ষ্ট্রোমেবাসে—	...	৪৯৩
রত্নাকরণ—চন্দ্রশেখর	...	৪৯৪
খেলার মাঠে—একলব্য	...	৫০১
সাপ্তাহিক সংবাদ—...	...	৫০৪

অন্য ধরনের পণ্যিকা—অন্য ধরনের লেখা

শারদীয়

वर्षा

नाम : आढ़ाहे ठोका

॥ अथ १० अध्यायः ॥

[illegible]

॥ ॐ ॥

सूचना प्रकाशक: श्री. जयदेव शिंदे, अहमदनगर, महाराष्ट्र राज्य, भारतम्।
सूचना प्रकाशक: श्री. जयदेव शिंदे, अहमदनगर, महाराष्ट्र राज्य, भारतम्।
सूचना प्रकाशक: श्री. जयदेव शिंदे, अहमदनगर, महाराष्ट्र राज्य, भारतम्।

॥ कविप्रभुः ॥

[illegible]

॥ মহানিমিত্ত পূর্বে^৬ প্রকাশিত হবে ॥

এজেন্টরা অবিলম্বে চাৰ্জিদা জ্ঞানান

পরিচয় : ১৯৯৬ মহাশয় গান্ধী রোড, কলিকাতা-৩
 পরিচালনা : মাখনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১২

শারদায়া গৃহাবকাশে
চিত্তবিনোদনের
সুমধুর উপাদান

“शारदीय”

মধুরাংশ

ਸ੍ਰੀਦਿਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ਨ

এই বসন্তে শারদীয় অবকাশে
সর্বভারতের বাসিন্দার অবকাশ-
রঞ্জনর আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে আমরা
প্রবাসে সন্নিবিষ্টক ও সাংবাদিক
ঐন্দ্রজিৎগুপ্তের সম্মেলন-
শারদীয় অধিবেশন নামে একটি
সংকলন গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী
হইয়াছি। ইহা বাংলায় খ্যাতিমান
লেখকগণের গল্প, উপন্যাস, রম্য-
রচনা, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি দ্বারা
সমৃদ্ধ হইবে।

এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ
উদ্যোগী হইয়াই আমরা চারিদিক
হইতে আগ্রহীত সভ্য পাইয়াছি।
এ দিকের আমরা প্রকৃত বিজ্ঞাপন-
নাম ও বিভিন্ন পুস্তক-সংগ্রহ
বিভাগ ও বিজ্ঞাপন-প্রকল্পের
নির্ভর সহযোগিতা প্রদান করি।

ଆସିବରଜନ ସନ୍ତୋଷାଧ୍ୟାୟ

**C o. A. MUKHERJEE &
CO. (PRIVATE) LTD.**

2, Bankim Chatterjee Street.

Cal-12

Phone: 34-1696

দেশ

গোপনীয় চিঠি

প্রিয় মহাশয়,

আপনার চিঠি অনেকদিন আগেই পেরেছি। কিন্তু সময়মত উত্তর দিতে পারি নি। পাক্ষা সংখ্যাটি আপনার মনোমত করার জন্যেই আমার এই প্রয়াস। অভিনব প্রচুদপট, মনোরম অঙ্গসজ্জা আর বিখ্যাত লেখকদের লেখা সংগ্রহ করতাই পুরো দুটি মাস কেটেছে। হ্যাঁ, তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস, দুটি নাটক, পশ্চি গল্প এবং সাতটি কিস্তিকর নৈকধ শারদীয়া সংখ্যার প্রদান আশংক। আপনার প্রিয় লেখক বনজেন্দরের রচনা এই সংখ্যায় পড়তে পারেন। তা ছাড়া নবোদয়নাথ মিত্র, অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত, নারায়ণ গাঙ্গুলী, ডাঃ পণ্ডানন ঘোষাল, জ্যোতির্বিজ্ঞান নন্দী—এঁদের জনক। স্মৃতি শারদীয়া কুয়াশাতে পারেন। আর অবশেষের ব্যাপারে পরবর্তী সংখ্যা দেশে জানান হবে। পরিশেষে আমার বিনীত অনুরোধ এই সমস্ত গোপন সংবাদ অগ্রহণ করে আপনারকে জানানো না। আপনার আগামী সংখ্যা দেশে সমস্ত খবর দেব।

হিঃ,

শিবাশ্রয় ঘোষ,
সম্পাদক।

শারদীয়া সংখ্যা “কুয়াশা”

প্রকাশিত ২৬ ২৫শে সেপ্টেম্বর।

দাম—আড়াই টাকা।

একশতের অর্ধাংশ দু'ওয়ার শেষ তারিখ—১৭ই সেপ্টেম্বর।



১০২/২, আগার সার্কুলার রোড, কলিকতা ৯।

প্রকাশিত হইল :

নবকুমার প্রণীত

সাধক কমলাকান্ত

দাম : আড়াই টাকা

ফাগুনী মহাপ্রাণের নৃতন বই	
প্রজাপৎ স্বর্ষি	৩.০০
ওপার-কন্যা	৩.০০
আকাশ-বনানী জাগে	৩.০০
ধরণীর ধূলিকণা	৩.৫০
পথের ধুলো	৫.০০
ধুলো রাঙা পথ	৩.৫০

বিশ্বনাথ পার্লিশার্স হাউস

৮নং শ্যামচরণ রোড, কলিকতা

অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত-র

রূপসা রাত্রে

দাম : ৫.০০ টাকা

শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর

রবীন্দ্রনাথসের

উৎস-সন্ধান

দাম : ৩.৫০ টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত

১ম সংস্করণ : ৫.০০ টাকা

ছেলেদের বিবেকানন্দ

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ১.২৫ টাকা

প্রকাশিত হইল

তারাকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তিন শূন্য

দাম : ৩.৫০ টাকা

সুরোধ ঘোষের

শতকিয়া

দাম : ৮.০০ টাকা

ভারত প্রেমকথা

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ৬.০০ টাকা

আচার্য কীর্তিমোহন সেনের

চিৎসয় বঙ্গ

২য় সংস্করণ : ৫.০০

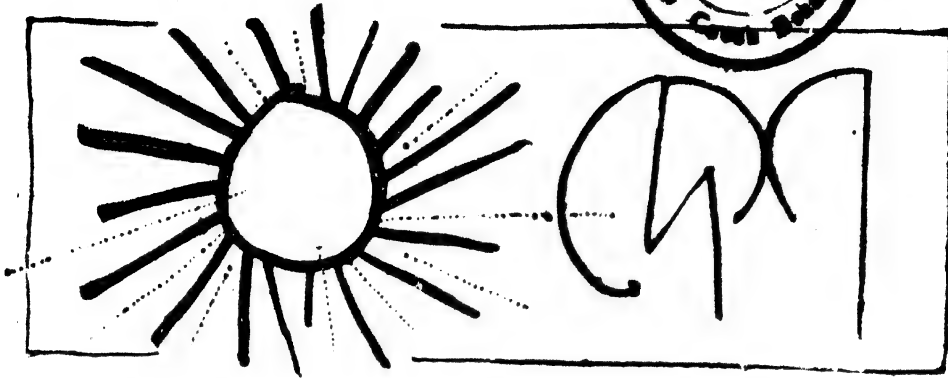
সরলাবালা সরকারের

গল্প-সংগ্রহ

দাম : ৫.০০ টাকা

আনন্দ পারলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিত্তামণি দাস লেন II কলিকতা ৯



२७ वर्ष ॥ मरणा ५७॥ ५० नया जन्मा
जानिवार, २५२७ ता. १०००

অমাত্যের বহুবাহু উদ্দেশ্য নয় যে, চান করুক আরম্ভণ প্রসঙ্গে তাহাত সরকার চাকুরি মধ্যে একটি অস্বাভাবিক আপত্তি সৃষ্টি করিয়া তুলিল। তবে তাহািব আপত্তি তা সত্তা করতু উল্লেখযোগ্য তাহি না উপাধায় মত বলার মত নয়। প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা থাকতে তাহি না। অমাত্যের বহুবা এই যে, এবেই অমাত্যগকে বসন্তে আপত্তার প্রতি সন্তোষ এইবা উত্তরে উত্তরে, তবে সেবা প সন্তোষ করিবাব দাবি তাহা সন্তোষ যে শ্রীমদবাব। দেশ অস্তা এইবা তা বলিয়া সন্তোষ এইবা উত্তরে প্রাচীর কাছাকাছের মত পরিবর্তন এইবা। বাবা অমাত্যের প্রাচীর তা এই সন্তোষ সন্তোষ এইবা উত্তরে। এবেই সন্তোষ সন্তোষ সন্তোষ।

দিন চারেকের ভয়াবহ আন্দোলনের খান-আন্দোলনের প্রচণ্ডতা অকস্মিক শাস্ত হয়ে গেল। এখন কলিকাতার অবস্থান স্বাভাবিক। শৃঙ্খলা প্রাপ্ত। পূর্ব অঞ্চল বর্তী নামলে যে অবস্থা হয়, জনসাধারণ এখন সেই বকম আরম্ভ বোধ করছে। যদিও তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ এখনও কার্টেন। ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে মূল্য-বর্ধিত নিরোধ ও দণ্ডিত প্রতিরোধ কর্মটির আন্দোলন আরম্ভ হবে বলে ঘোষিত হয়েছে। সেই আন্দোলন কি ব্যপনের কেউ বলতে পারে না। কারণ আন্দোলন আরম্ভ করার তার নেতাদের হাতেও ব্যপনানের তার উপপন্থীদের হাতে চলে যায়। বোধ হয় সেই জন্যই পুলিশের ধরপাকড়া এখনও চলছে। আন্দোলনের উগ্রতা নিবারণের ধরপাকড়া কতখানি ফলপ্রসূ, সে বিষয়ে জনসাধারণ সন্নিহিত নয়। সুতরাং যদিও জনসাধারণ নিজদের কাজকর্ম মন দিয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তভাবে নয়। তার মন থেকে ভয়ের ঘোষ এখনও কার্টেন। কারণ দেখা গেছে দু'যোগ অতীকিতে নামে। চারের দর কমতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু সেটা আউশের জন্য না আন্দোলনের জন্য আরও কিছুদিন না গেলে তা নিশ্চয় করে বলা যাবে না। এই সব নানা কারণেই আন্দোলনের উগ্রতা শান্ত হলেও সাধারণের মন এখনও শান্ত হতে পারে নি।

*

জেনারেল থিয়োরা এসে গেছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে। সেখানে কি ঘটছে অথবা বিশেষ কিছু ঘটছে কি না জামা যাচ্ছে না। চীন ভারত আক্রমণ করবে কি না চীনই জানে। সম্প্রতি পিকিং থেকে যে উত্তর এসেছে, তাতে চীনই উল্লেখ চীন সীমান্ত অক্রমণের জন্য ভারতের উপর দোষারোপ করেছে। মনে হয়। চীনের সংবাদপত্রে নীক এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্রে এমনকম আলোচনা চলছে। তাঁরা মোটামুটি একটি বিষয়ে একমত যে, বিশেষ চীনের ভাবনাক্রম সমর্থন করছে না। কিন্তু কোনদলের অভিমত, চীনের সামরিক সিদ্ধান্ত রাশিয়ার মতমতের উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ যদিও উক্ত বস্তুই কমিউনিস্টপন্থী, কিন্তু উক্তের কমিউনিস্ট জামা এমন এক নয়, উক্তের মনোকার গতিবিধাও যেমন শক্ত নয়। অন্য দলের অভিমত, নেফার চীন-ভারত সংঘর্ষটা আর কিছুই নয়, খৃস্টো-অটোক্রেনহাওয়ার আলোচনার পূর্বোক্তা কিংবা বাহার সর্টি করা, এটো মনে চীনকে বাদ দিয়ে বিশেষ ক্ষেত্র সঙ্গো রাশিয়া কোন আলোচনার অগ্রসর হয়, চীন তা চয় না।

*

তৃতীয় দলের অভিমত হচ্ছে, চীনের মনোগত অভিপ্রায় ঘাই হোক, নেফার মতো দুর্গম অঞ্চলে কোন বহু অভিবান সম্ভব নয়, চীন তা জানে। রাউন এবং মার্কিন মনোভাব দেখে চীন এও জানে যে, ভারতের বিরুদ্ধে বহু অভিবান চালাতে গেলে

প্রসঙ্গ

অথবা গ্রীনেহের, তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এইখানে আর একটা ক্ষত চাপা দিয়ে রাখলেন। সৈন্যবাহিনী জাঁড়ের মেরুদণ্ড। এখানে ক্ষত নিরায় না করে চাপা দিয়ে রাখা নিরাপদ কি না বিচারা। সৈন্যবাহিনীর তিনজন প্রধান সেনাপতি যখন পদত্যাগ করার কথা চিন্তা করেন, তখন তা নিশ্চয়ই গুরুত্ব। অপর দিকে গ্রীমেনের সম্পর্কে জনমত খুব অনাকুল নয়। জীপ-কেলেংকারীর কথা লোক একেবারেই তুলে গেছে, একথা মনে করা ঠিক হবে না। তাঁর সম্পর্কে মোলানা আজাদ যে মতবা করে গেছেন, তাও উল্লেখণীয় নয়। তিনি বলেছেন, সন্নীর পাটলের সঙ্গে অধিকার বিষয়েই তাঁর মতভেদ ছিল। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁরা উভয়েই একমত ছিলেন— গ্রীমেন সম্পর্কে। তাঁরা কেউই গ্রীমেনের সম্পর্কে সন্নিহিত কোন কথা বলেন না।

*

জেনারেল থিয়োরা এসে গেছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে। সেখানে কি ঘটছে অথবা বিশেষ কিছু ঘটছে কি না জামা যাচ্ছে না। চীন ভারত আক্রমণ করবে কি না চীনই জানে। সম্প্রতি পিকিং থেকে যে উত্তর এসেছে, তাতে চীনই উল্লেখ চীন সীমান্ত অক্রমণের জন্য ভারতের উপর দোষারোপ করেছে। মনে হয়। চীনের সংবাদপত্রে নীক এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্রে এমনকম আলোচনা চলছে। তাঁরা মোটামুটি একটি বিষয়ে একমত যে, বিশেষ চীনের ভাবনাক্রম সমর্থন করছে না। কিন্তু কোনদলের অভিমত, চীনের সামরিক সিদ্ধান্ত রাশিয়ার মতমতের উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ যদিও উক্ত বস্তুই কমিউনিস্টপন্থী, কিন্তু উক্তের কমিউনিস্ট জামা এমন এক নয়, উক্তের মনোকার গতিবিধাও যেমন শক্ত নয়। অন্য দলের অভিমত, নেফার চীন-ভারত সংঘর্ষটা আর কিছুই নয়, খৃস্টো-অটোক্রেনহাওয়ার আলোচনার পূর্বোক্তা কিংবা বাহার সর্টি করা, এটো মনে চীনকে বাদ দিয়ে বিশেষ ক্ষেত্র সঙ্গো রাশিয়া কোন আলোচনার অগ্রসর হয়, চীন তা চয় না।

পূর্ব এশিয়াতেই তৃতীয় মহাব্যুৎসের রংমণ্ড স্থাপিত হবে। মহাব্যুৎসের ফলাফল ঘাই হোক, ব্যাপারটা চীন এবং ভারত ভারও পক্ষেই খুব কল্যাণকর হবে না। চীন ভারতের বিরুদ্ধে যে পাল্লাটা অস্ত্রযোগ করেছে, সেটা কুটনৈতিক ধাপা-বাজি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু চীন-ভারত সংঘর্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত যা প্রকাশিত হচ্ছে তার থেকে বলা যায়, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে ভারতবর্ষের সতর্ক থাকার বিশেষ প্রয়োজন যদিও নিঃসন্দেহে রয়েছে, কিন্তু খান-আন্দোলনের প্রাক্কালে এই নিয়ে যে টে টে উঠেছিল (এবং এখন চূপ হয়ে গেছে), তার বিশেষ সাধকতা ছিল না। সন্ধ্যা প্রধান মন্ত্রীর এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিশেষ ভ্রমণের আরোহন দেখে এই বকম অংশই আমরা ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছিলাম।

*

গোদের উপর বিক্ষোভ। বহম সবাই আশঙ্কা করছিলেন, ইতিমধ্যে পূর্ব উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল, ভূটান, সিকিম এবং নেপাল সম্ভবত চীন আক্রমণের পরবর্তী লক্ষ্যবস্তু হবে এবং ভূটানের প্রধান মন্ত্রীর প্রেসিডেন্টের সাধারণ থেকে সেই আশঙ্কা সকলের মনে প্রবলতর হচ্ছিল। এখন শোনা গেল তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য চীন আক্রমণের সম্ভাবনা নয় ভূটানের স্বাধীনতা। লোকসভার পূজন উঠেছিল। চীন যদি ভূটান আক্রমণ করে, ভারত কি করবে? গ্রীনেহের, সগর্বে জানিয়েছিলেন, ভূটান ভারতের অস্তিত্ব রক্ষা। ভূটান রক্ষা ভারতের পবিত্র কঠিন এবং চীন যদি ভূটান আক্রমণ করে হতলে তা ভারত আক্রমণ বলেই গণ্য কর হবে। এখন ভূটান জানাচ্ছে চীনের ভূটান আক্রমণের কোন সম্ভাবনা নেই। অতীত জেনে কোন আশঙ্কা ভূটান পোষণ করে না। সে ভারতকে তার পশ্চিমে সর্টির থেকে দৃষ্টি দিতে উৎসাহ।

ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক। যে সময় চীনের আক্রমণলক্ষ্য ভারত এবং সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গেই একটি সাড়া পড়ে গেছে এবং সে আক্রমণ যদি হয় তাহলে নেপাল সিকিম, ভূটান কিংবা নেপাল আক্রমণের ভিতর দিয়ে ওয়া ছাড়া উপায় নেই সেই সময় ভূটানের স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা নিঃসন্দেহে বিশেষ তীব্রপন্থী। ভূটান কি চীনের কাছ থেকে কোন সন্নিহিত বরম পেয়েছে? রাজনীতিজ্ঞের সন্নিহিত ভরসা বলে কি কিছু আছে? ভূটান কি জানে না যে, সেখানে ইতিমধ্যে ঘটনার পুনরাবর্তন হলে শৃঙ্খলা ভুটানই নয়, ভারতও বিপন্ন হলে? সম্ভবত জেনে-গুনেও ভূটান এককাল পর এই দুর্ঘটনার মুহূর্তে অকস্মাৎ স্বাধীনতা লাভের অভিপ্রায় প্রকাশ করছে কেন?

[illegible]

১৭ গণেশচন্দ্র অতিথিনিউ, কলকাতা ১৩

[illegible]

মন্ডাথের অবমাননাও আর কিছু হতে পারে না।

তিন্দেতে পিকিং সরকারের কার্যক্রম যে মানবতাবিরোধী এবং অত্যন্ত গর্হিত বলে ভারত সরকার মনে করেন সে কথা গোপন নেই। অনুন্নয় বিন্যাসের দ্বারা ভারত সরকার চীন সরকারের নীতিতে কিঞ্চিৎ পবিত্রন ঘটাতে পারবেন বলে হয়ত ভারত সরকারের প্রথমে কিছু আশা ছিল। শান্তিপূর্ণ উপায়ে এমন একটা মীমাংসা হয় যাতে তিব্বতও বাঁচে এবং পিকিং-এরও মধ্যদাহান না হয়—এই আশা করে ভারত সরকার চীনের নিকট অনেক আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু চীন সরকার সেই সকল আবেদনে কেবল উপেক্ষা মাত্র করেন নি, উপরন্তু ভারত সরকারের বিরুদ্ধে তিব্বতী বিদ্রোহের পটপোষকতা এবং রাজ্য বিস্তার স্বপ্নের অভিযোগ করেছেন। দলাই লামাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিব্বত থেকে অপহরণ করে ভারতে এনে আটক রাখার অভিযোগ পর্যন্ত ভারত সরকারের বিরুদ্ধে করতে পিকিং সরকার বিধাবোধ করেন নি। তিব্বতীদের প্রতি ভারতবাসী ও ভারত সরকারের সহানুভূতি অকথা বিকৃত বাখ্যা প্রচার করা হয়েছে। তৎসঙ্গে ভারত সরকার ধৈর্য বন্ধ করেছেন এবং তিব্বত সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে এসেছেন। কিন্তু পিকিং সরকার তাতে এতটুকু নরম হন নি। শেষ পর্যন্ত সফল চৈনিক অভিযান তিব্বতের সীমানা অতিক্রম করে ভারত-ভূমির উপর উপড়ে পড়ছে। বধ্যসলিলে অনুরোধ উপরোধের চাপে পিকিং সরকারের

তিব্বতী নীতি সংযত এবং পরিবর্তিত হবার আশা যতদিন পর্যন্ত ছিল ততদিন পর্যন্ত ভারত সরকারের ধৈর্য মোটের উপর অর্থোক্তিক ছিল না বলা যায়। তিব্বতের বিপদে ভারতবর্ষ ছাড়া আর কারো সাহায্য করার সম্ভাবনা ছিল না। তিব্বতকে সমস্ত সাহায্য দানের প্রশ্ন কোনদিনই ভারত সরকারের মনে ওঠেনি। সুতরাং বধ্যসলিলে চাপই একমাত্র উপায় বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। চীনের প্রতি ভারত সরকার এবং ৪০ কোটি ভারতবাসীর সৌহার্দ্য পিকিং সরকারের নিকট মূল্যহীন বিবেচিত হতে না এই আশাই ছিল ভারত সরকারের নীতির ভিত্তি। এই অবস্থায় এমন কিছু করা ভারত সরকারের চীনের সঙ্গে সুসমঞ্জস হতো না যা বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে চীনা সরকারের বিরোধী বলে পরিগণিত শক্তিবর্গের সমীচীন হয়। তিব্বত সম্পর্কে ভারতীয় জনসাধারণের মনের বিক্ষোভ চীনাগণের জাননো যেমন দরকার ছিল (তা না হলে বধ্যসলিলে চাপ কোথা থেকে আসবে?) তেমনি বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে চীনবিরোধী দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনো কাজ করাও ঠিক হোত না, বিশেষ করে সে কাজের দরবা প্রত্যক্ষভাবে তিব্বতের দুর্গতি নিবারণের যদি কোনো সম্ভাবনা না থাকে।

তিব্বত সম্পর্কে ভারত সরকারের এক্ষণে প্রায়-অসহায় অবস্থা হওয়া অনিবার্য ছিল কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন। ১৯৫০ সাল থেকে ভারত সরকার যে-নীতি অবলম্বন করে-ছিলেন তা যদি ভিন্নরকমের হতো তাহলে হয়ত তিব্বতের দশা এবং ভারত সরকার আজ যে-অবস্থায় পড়েছেন তাও অন্যরকম হতো। কিন্তু সে কথা এখন কী ফল? এখন যা ব্যক্তি এবং স্বীকার করা দরকার তা হচ্ছে এই যে, বর্তমান তিব্বতী হাঙ্গামার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় নীতিই ভারতবর্ষের সিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তিব্বতের স্বাধীনতা—অর্থাৎ—রক্ষিত হবে এই আশা এবং পিকিং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে ভারত সরকার তিব্বত চীনের সত্তারেনটি স্বীকার করে চুক্তি নাম স্বাক্ষর করেছিলেন। তারপর প্রাণপণে চীনের প্রতি টেমৌ প্রদর্শন চসেছিল। আশা করা হয়েছিল যে, হিমালয়ের অগ্নে অস্তসলিল ভার চাপবে না। কিন্তু কোনো আশাই পূর্ণ হয় নি। তিব্বতের স্বাধীনতা ধ্বংস হয়েছে চীনা আশ্রয়ের বন্যকান তিব্বত পেরিয়ে ভারত সীমানার এপ্রিকে শূন্যে যাচ্ছে। তিব্বতের প্রশ্ন ইউনোতে উত্থাপন করার সম্বন্ধে পূর্বে যে আপত্তি ছিল এখন সে আপত্তির মূলেজেন পিকিং সরকারই করেছেন। পিকিং সরকার স্পষ্ট প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের বধ্যসলিলে খাতিরে

তারা তাদের কোনো মতলব এক চুল বদলাবেন না। ইউনোতে তিব্বতের প্রশ্ন তুললে ফলস্রোতের আশা আগের চেয়ে এখন বেড়েছে না নয়, কিন্তু পূর্বে (অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত ভারত সরকার চীনের বলে কয়ে কিছু করতে পারবেন এই আশা ছিল ততদিন) তিব্বতের প্রশ্ন ইউনোতে না তোলার পক্ষে একটা যুক্তি ছিল। সে যুক্তি এখন আর নেই। এখন তিব্বতের মন্দ হবার আর কিছু বাকী নেই এবং ভারত সরকারের নীতির কার্যকারিতা ক্ষয় করারও কোনো কথা নেই।

এখন তিব্বতের কথা যদি ইউনোতে কাটকে বলতে হয় তবে সে কতটা ভারত সরকারেরই। কারণ, এ ব্যাপারে ভারত সরকারেরও কৈফিয়ত দেবার আছে। ভারত সরকার তিব্বত চীনের সত্তারেনটি স্বীকার করতে চীনের চুক্তি নাম একটা সিগ্যাল ভিত্তি দাবি করার সুযোগ পেয়েছে। সেই স্বীকৃতি যে তিব্বতের স্বাধীনতা—অর্থাৎ—রক্ষার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে অগাধাভাবে জড়িত সেটা জগতের সম্মুখে ভারত সরকার স্পষ্ট করে দিতে হবে, তা না হলে একটা জটিল সিনায়ে ভারতবর্ষ সম্মতি দিয়েছে এই পাপ আমায়ের লাগবে। চীন যদি তিব্বতের স্বাধীনতা নষ্ট করে তবে তিব্বতের চীনের সত্তারেনটি অস্বীকার করে পূর্ণ স্বাধীনতা চীনের অধিকার আছে, একথা ভারত সরকারের ঘোষণা করতে হবে। তাহলে তিব্বত স্বাধীনতা পাবে এ আশা কেউ করে না কিন্তু জগৎসম্মতি আজ ভারত সরকারের নিজের কৈফিয়ত পূর্জনন পরিচালনা করা সরকার।

চীনের সঙ্গে আজ ভারতের সামান্য স্বার্থসংঘাত হোসেই বলেই ভারত তিব্বতের প্রশ্ন ইউনোতে উপস্থিত করতে যাচ্ছে—একথা উঠতে পারে। কিন্তু তাতে সফল পেরে তিব্বত সমস্যায় চাপ করে থাকা আরো লজ্জাকর ব্যাপার হবে আরো অন্যায় করা হবে। তাছাড়া ভারতবর্ষ এখনো চীনের সঙ্গে বধ্যসলিল করতে চায়, সুতরাং এ বিষয়ে ভারত সরকার সর্বোচ্চ সংযম ও শূভবাস্তির ছাড়া নিজে প্রশ্নটি উপস্থিত করতে পারবেন সেরকম হনা কেউ পারবে না। ভারত একই সঙ্গে চীনকে ইউনোর সদস্যপদ দানের প্রস্তাব এবং তিব্বত চীনা দুর্ভিক্ষের প্রতিবাদ পেশ করতে পারে। তিব্বতীদের ধর্মস্বাধীনতা পিকিং সরকারের ঘরোয়া ব্যাপার নয়। ইতিহাসের যুক্তি ছাড়াও, আমরা কি ভুলে যাব যে, দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও বছরের পর বছর ভারত সরকারই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বংশীয়দের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইউনোতে কলকাক্ষমাহীন আন্দোলন করে আসছেন?

৭/৯/৫৯

নীহাররঞ্জন গুপ্তেব

নবতম উপন্যাস পুজার
পূর্ববর্তী প্রকাশিত হলে

অজ্ঞাত বাস

ছন্দামের আড়ালে এক অন্ততম
লেখকের নবতম উপন্যাস প্রকাশিত
হচ্ছে পুজার পূর্ববর্তী

সৌরীন সেন-এর

অন্য কোন খানে

রাইটাস' সিগ্নিফিকেট,

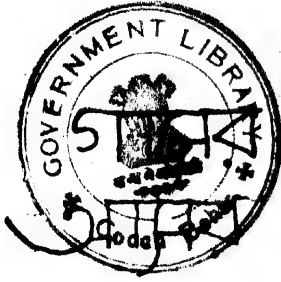
৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৬

(সি ৯২৫৬)

কৈহাডের

কণক

* পাঠ্যভার *



শান্তিদেব

আধুনিক বাংলা গানের আবার জের টানতে হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে এ সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন এবং বাংলা গানের 'প্রগতি সম্পর্কে' ভাবিত হয়েছেন। কয়েকটি পত্রের বিশেষ উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং এই উপলক্ষে কিঞ্চিত আলোচনায় পুনঃপ্রবৃত্ত হতে হচ্ছে।

একটি পক্ষে আমাদের দৃষ্টি একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রশ্নকর্তা সামসুল হক। প্রকারান্তরে আমাদের বক্তব্যকে তিনি আর একটি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার অনুরোধ করেছেন। সামসুল হক লিখেছেন—“শান্তিদেব বলছেন—আধুনিক কাল কেবলমাত্র সেই সম্প্রদায়ের উপস্থাপনী যাদের মনের ওপর সংস্কৃতির একটি মূল প্রলেপ আছে মাত্র। জানতে চাই সংস্কৃতি বলতে তিনি কি বোঝাতে চাইছেন? তিনি কি মূল এবং সংস্কৃতির পার্থক্যটি বুঝিয়ে দিতে পারেন? সংস্কৃতির যে পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং মতাসিক দিকগুলির ওপর নিত্যবর্তমান একটি চিনি পড়ে রয়েছে। এই পরিবেশটি, এই মতাসিক উপস্থিতির কবাব উপর নেই কিন্তু এ সংস্কৃতি মূল এবং সংস্কৃতির পার্থক্যটি এখন কালোই যে যে না সেটা অন্যভাবে ব্যাখ্যার উপর আছে এই যে, বৈশ্বশক্তিমান কাল বরাবরই সকলের সমান নয় এবং সমান নয় বাংলাই বুঝে তাবতমাত্র ঘটে। বাকি দেশের মূল হার মূল জিনিসেই সন্দেহ—যাদের বাকি সামাজিকিত তাঁরা সংস্কৃতিতে প্রত্যেক আর্টস্ট্রি তো প্রথমে ছিল মূল, তাবতমাত্র দ্বিগুণে হারি চিত্রা, পরিকল্পনা, অভিজ্ঞতার বাকি উন্নতি হয়েছে এবং সৃষ্টি সংস্কৃতির হয়ে উঠেছে। একটি ঘটনার উল্লেখ করি। পথের পাঁচালী যখন দেখান হচ্ছে তখন মোহন সিরিজের একটি ছবিও দেখান হচ্ছিল। এক বন্ধুর সঙ্গে রক্তের দেখা মোহনের ছবি প্রদর্শন করে পরিবর্তিত চিত্রে ছবি ফিরেছেন। ছবিটির বিষয়ের প্রশংসা তিনি করেন। “জিজ্ঞাসা করলুম—“পথের পাঁচালী দেখেছেন? কেমন লাগল?” কথাটা শুনে তিনি আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। সে দৃষ্টিতে মনে হল, আমার প্রশ্নে তিনি হতাশ হয়েছেন। বললেন—“ওহে তো কিছুই নেই ওটা গল্পেই হয় নি ওসব বই তোমার কোন মানে হয় না।” অতঃপর আবার মোহনের

প্রসঙ্গ উঠল মহা উৎসাহে। ভদ্রলোকের মুচি এমনভাবেই তৈরি হয়েছে যে, পথের পাঁচালীর বৈশিষ্ট্য তাঁর কাছে কিছুই ধরা পড়েনি। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক মনোভাব তাঁর আদৌ নেই এমন কথা বলব না কিন্তু স্থলে বস্তু বোঝবার মত জ্ঞানটুকুই তাঁর আছে—এইটুকু স্বীকার করব মাত্র।
সামসুল হক বলছেন—“আমার কাছে

রবীন্দ্রসংগীত যদি ভাল না লাগে তাহলে কি এই প্রমাণিত হ'ল যে, আমার মধ্যে সৃষ্টি সংস্কৃতি বোধ নেই?”—তা প্রমাণিত হ'ল যে কি। রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে কারুর সব প্রত্যাশা না মিটতে পারে কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতে যে সৃষ্টি মৌলিক বর্তমান তার মর্ম যদি কেউ গ্রহণ করতে না পারেন তাহলে তাঁর বুদ্ধিকে সৃষ্টি বলে মনে

সদ্য প্রকাশিত

মানবদ্বা

যত আড়াল, তত কৌতুহল।

আর মানবদ্বার পটভূমিকা মোহ আর পাতাড়ে ঘেরা তামাম দুনিয়ার চিরদিনের বিষয়। প্রথম কন্যাত্রেয়ী কলকাতা অঙ্গুলিগ্রহণ সাহিত্যিক দর্শকচিত্র জয় করেছেন অন্যায়সে সুবোধকুমার তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি প্রেক্ষিত নবগণের কল্পিত দেখার চোখ ও লেখার কলম—এই দুই বিরল বস্তুর সমন্বয় তাঁর বেলা সম্ভব হয়েছে বলে আজ তিনি চিহ্নিত সাহিত্যিক।

মানবদ্বা সেই স্বাক্ষরে প্রোক্তুল। S-00

মানবিকতা বনাম পার্থক্য

মনোজ বসু

সাম্প্রতিকতম উপন্যাস দুটির উপজীব্য

মানব নামক জন্তু ২-৫০ ॥

তার অন্যান্য উপন্যাস— রক্তের বদলে রক্ত ৩-০০ ॥

দৃষ্টি বাকি ৫-৫০ ॥ ভুলি নাই ২-০০ ॥ জলজগল ৫-০০
বিশ্বের কোলা ২-২৫ ॥ শত্রুপক্ষের হাতে ৩-৫০ ॥ সৈনিক S-00
বকুল ২-০০ ॥ এক বিহঙ্গী S-00 ॥ সবুজ চিঠি ৩-০০

বর্তমান বঙ্গের

প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনবদ্য স্মৃতি-কথা বিগত দিন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরসিং দাস পুরস্কার লাভ করেছে।

বিগত দিন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩-৫০

৥ তার অন্যান্য বই ॥

একই বৃত্ত (২য় মূ) ৩-৫০ ॥ আশাবরী (৩য় মূ) ৪-০০ ॥
রাজপথ (২য় মূ) S-00 ॥ ভ্রমরেশ্বরী (৫ম মূ) ৩-০০ ॥ জলজগল
(৬ম মূ) ৩-০০ ॥ দিকশূল (৩য় মূ) S-00 ॥ রাজপথ (নতুন) ২-০০

জরাসন্ধ

তামসী (৫ম মূ) ৫-০০ ॥ লৌহকপাট ২য় পর্ব (১২ম মূ) ৩-৫০
লৌহকপাট ৩য় পর্ব (১২ম মূ) ৩-৫০ ॥ লৌহকপাট ৩য় পর্ব (৬ম মূ) ৫-০০

৥ পুনর্মুদ্রণ ॥

বকুলতা পি. এল. কামদেব (২য় মূ) নারায়ণ সন্যাস ৩-৫০

লালুভুলু (৩য় মূ) বাকজট ৩-০০

বেংগল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-বাঘো

নেওয়া নিতান্ত অসম্ভব। যুগে যুগে সংস্কৃতির মান পরিবর্তিত হয়েছে এটা মানি, কিন্তু সত্যিকার রসবস্তু যার মধ্যে আছে তার একটা চিরন্তন মূল্যও আছে। সেই স্বীকৃতিকে কোন কালেই প্রত্যাহার করা যায় না। এখানেও আবার সামসুল হকের প্রশ্ন—প্রকৃত রসজ্ঞ কবী? এতাবৎ-কাল অনেক বলা এবং অনেক লেখা এ বিষয়ে হয়েছে কিন্তু তবু দ্বারা রস-প্রতীতি হয় না। এটুকু বলতে পারি যে, গানের হাটে তথাকথিত আধুনিক গানের রসে ঘরা পরিবৃত্ত তারা অত্যন্ত প্রকৃতিস্থ রসজ্ঞ ব্যক্তি নন।

আলোচ্য নিবন্ধ লিখেছিলাম—“আমাদের সংগীতশিল্পের স্বরূপ কি সেটি বুঝিয়ে

দেবার ভারও বিবিধ সংগীত প্রতিষ্ঠানকে গ্রহণ করতে হবে।” সামসুল হক জানতে চেয়েছেন যে, এই “সংগীতশিল্পের স্বরূপ” অর্থে কি বোঝায়। স্বরূপ মানে আর কিছু নয়, স্বভাব বা প্রকৃতি। একটি পরিবারের এক একটি ছেলেমেয়ের এক একরকম প্রকৃতি। প্রত্যেকেরই এক একটি স্বরূপ আছে। সবাইকার স্বভাব মিলিয়ে পর্যালোচনা করলে এমন একটা প্রকৃতি পাওয়া যাবে যেটি হচ্ছে সেই পরিবারের স্বরূপ। এক একটি জাতির স্বরূপও আমরা এইভাবেই নির্ণয় করে থাকি। সংগীতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সুরকারের সৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করলে প্রত্যেকের সৃষ্টির একটি স্বরূপ বাস্তব হয়। সামগ্রিকভাবে

বাংলা গানকে বিশ্লেষণ করে দেখলে কতগুলি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে যা বাংলা গানের স্বরূপ ব্যক্ত করে। ঘোলায়ণ বা উপলব্ধির জন্য এই স্বরূপ নির্ধারণ অত্যাৱশ্যক। মূলবোধ না হলে সে শিক্ষার কোন সাধকতা নেই।

সনৎ মুখোপাধ্যায় দৃষ্ট করে লিখেছেন—“একালে এমন কোন সাহিত্য পত্রিকা নেই যা গান তথা গীতিকবিতাকে প্রকাশ ব্যাপারে কণামাত্র মর্খাদা দিয়ে থাকেন।.....আধুনিক বাংলা গানের চট্টল বৈচিত্র্যের এবং জন-সাধারণের রুচির সাম্প্রতিক ধারার ভোল এক সাংগীতিক আলোচনের মাধ্যমে পাশ্চটী দিতে গেলে একমাত্র সাহিত্য পত্রিকাগুলির সহায়তা প্রয়োজন। আমার মতে সে আলোচনের সাধক ক্ষেত্র সর্বাগ্রে সাহিত্য-পত্রিকার মাধ্যমে।” এ আবেদন সম্পাদক মহাশয়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া গেল—তারি বিচার করে দেখুন, এই প্রস্তাবটি কতখানি সফল করে তোলা যায়। এই উপলক্ষে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রীনিজ্ঞানতর সাধক গীতিকবিতাগুলির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ল।

দেবশর্মা দশগুপ্ত আধুনিক বাংলা গান সম্পর্কে বিদগ্ধজ্ঞানের উদ্বাসিকতা এবং শিল্পীদের “সৃষ্টির নবনিগম” ব্যক্ত করে কবিতার জন্য উপযুক্ত চেষ্টার প্রত্যাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর একটি কথা গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হচ্ছে এই যে, সাহিত্য পরিষদ যেমন প্রাচীন গ্রন্থ সংরক্ষণ যত্নবান এ দেশের শিল্পী পরিষদ আজ পর্যন্ত হারান গানের কোন স্বরলিপি বজায় রাখান হন নি বা কোন রেকর্ডিং লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন নি। প্রসঙ্গরসে জানা যেতে পারে যে, সম্প্রতি সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা প্রস্তুত গানের স্বরলিপি প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে প্রথম প্রাচটী সংগীত প্রতিষ্ঠান থেকেই হওয়া উচিত ছিল; তাহলে কতটা তত্ত্বাবহিত অঙ্গের হাত। কিন্তু সেটা “গোংবলসু জর”—অতএব সে বিষয়ে কবির মতামত নেই।

দেবশর্মা দশগুপ্ত বিগত বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে আধুনিক বাংলা গান সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল তাই কয়েকটি অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলি অত্যন্ত সমীচীন। তিনি জানিয়েছেন যে, এই আলোচনায় দিলীপ রায়, বিমলাঙ্গ দত্ত, শচীন্দ্র দেবকমল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কোন উল্লেখই করা হয়নি। লক্ষ্যবিক আলোচনা যদি করতেই হয় তবে সেটি যাতে সাধক, ব্যাপক এবং গঠনমূলক হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কয়েকটি লক্ষ্যসংগীত পরিবেশনের উদ্দেশ্য নিয়ে একটি কথিকা প্রস্তুত করে তাকে সাধারণ আলোচনার মর্খাদা দিতে চাওয়াটা প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা নয়।

মিহির আচার্যের উপন্যাস

মনিক্তা

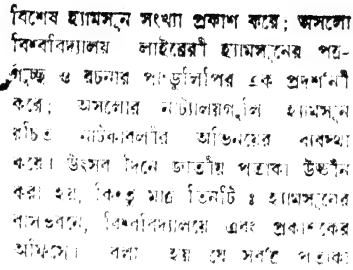
জীবনের প্রকৃত উপমা মনিক্তা। আগুন দিয়ে গাহনাই করতে পারা যার আবার কলাগদ-দীপও জ্বালানো যায়। জয়শীলা নামে মেয়েটি আবেগের প্রবল জোয়ার ভেঙ্গে গিয়ে জীবন নিয়ে ব্যক্তি আগুন খেলাই শুরু করল। আবেগকেই সে জীবনের সারবস্তু ভেবেছিল, আরেগের রক্তন বসু বসু ফোঁস গিয়ে যখন জীবনের শক্ত ভাঙায় আছড়ে পড়লে জয়শীলা তখন কি তার চোখে কোনো মেদের স্বপ্ন দেখা ছিল। জীবনের নিজস্ব আইন আছে, সে আইন ভাঙার প্রতিশোধ কিতাবে গ্রহণ করল জয়শীলা তারই আলোচ্য অনিকেতা। দাম ৫.০০



—অন্যান্য বই—			
ফুলবাঁশিয়া	২.৫০	রাণীসাহেবা	২.৫০
প্রিধারা	৮.০০	বিমল মিত্র	
সমরেশ বসু		সুজাতা	২.৫০
বেগম	৩.০০	শ্রেয়সী	৫.০০
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়		সুবোধ ঘোষ	
গোলাপের নেশা	২.৫০	মরুগোপাল	২.৫০
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী		গোবিন্দ বসু	
দরবারী	৩.০০	হংসবলাকা	২.৫০
কখনো আসেনি	৩.০০	নামিতা বসু-মজুমদার	
শুভদর্শি	২.০০	পটের বিবি	২.৫০
অশ্বেষন	৩.৫০	শচীন ভৌমিক	
রামপদ চৌধুরী		সুবর্ণা	২.৭৫
ভেইশবছর আগেপরে	৩.৫০	সুশীল রায়	
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়			

ক্যানকটী পাবলিশার্স

২০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



উদ্ভিন করা হয় কেবল ইবসেন, বিয়র্কসন প্রভৃতি নরওয়ের মনীষীদের জন্মোৎসব দিনে। ডায়ারিং' পত্রিকা এই উপলক্ষে মন্তব্য করে : "চীত্রেসে হামসন অন্যতম প্রেমী একজন সাহিত্যিকরূপে সম্মানিত হন। কিছু..... যুদ্ধকালে তাঁর অরণ্য সম্পর্কে। কিন্তু বঙ্গা কুহুতীর পরিচয়ক হবে।"

[illegible]

যোগসঙ্গীতঃ ই উপরি কথ্যেই ভীষণের
 বাক্যে সিন্ধুজল হ্রদে নিমগ্ন অগভীর
 নিকর জল পড়ে পড়িতে পড়ে। এটি
 বিখ্যাতঃ উপন্যাসসমূহের শত্রু মার্স কপিল
 তঁরি কায় উদার পাহারে দেহের হর
 আকর্ষ্য নরহত্যার সিন্ধু উপত্যকায় পৌঁছিতে
 তাঁর দেহের পিঠে লম্বাচা কপিলের কণ্ঠে
 ফোলে গলে আসা হলে হুগুগু করে তঁর
 মস্তিষ্ক পড়িল নরহত্যার হত আশঙ্কায়। বঙ্গ
 দ্রুত ফিরিল তের পায়ে তের উপায়। আর
 মৃত্যু প্রায় প্রায় কাছে পাঁচ লক্ষ সিন্ধা
 ভরিসমূহ। কবি হরঃ

নাট্য ইতিহাসের নতুন সার বহন পর
তার প্রতি নবোত্তরোদয়িত শ্রম জীবন
জগতের হবার দামন চাক শিল্পের। তত
আবর্তি মাসের প্রথম সপ্তাহে একটু
শিবধাজিতভারে নবোত্তরোদয়িত শ্রম
মহাশীর জগতাবাস পালন করে। তার
প্রকাশক হেডমিষ্টার হারি সমরেন্দ্রনাথ
প্রকাশ করেন সাহিত্য পরিষদ "ভিন্দার্ট"

ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾ

(ମାନ୍ୟାବିରୋଧ ଯୋଗ)

[illegible]

ତୃଷା

622 20

॥ सञ्चरेश वसु ॥

8.00

অন্যান্য উদ্ভোগযোগ্য প্রকাশ

ଆସାର ଟ୍ୟାମି ହଳ

(२३) अ

॥ ५८ ॥ अथ नाग वनः ॥

७६०

ରୁପସାଗର

॥ **স্ব-বোধ** **যোষ** ॥

8.40

कथाकलि

॥ ब्रह्मापद चोद्धारी ॥

9.00

একান্ত আগুন

॥ स्वराज वन्देयापाध्याय ॥

8.00

शुक्रसंक्रा

॥ **সরোজকুমার রায় চৌধুরী** ॥

4.00

ବାଧା

॥ ভাৰাশংকৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

9.00

ଅବସାର

॥ सन्देशिकुमार घोष ॥

७७०

ବନଭାଷି

॥ विष्णु कवच ॥

9.00

ଅନନ୍ତ ପ୍ରକାଶ

ਸਚਖੰਡਕਾਰ ਧੋਰਾ ॥

ମୁଖେର ରେଖା ॥

6.00

বরণীয় লেখকের



২. শ্যামাচরণ দে স্টুডেন্ট.

दर्शिका-१२

কাজির বিচারের অনেক অন্তত দৃষ্টান্ত
শোনা যায়, কিন্তু বর্তমান কালে এবং
আমেরিকার মতো দেশে আইনে নির্দেশিত
সাজ্যের পাশে ঠেলে কাজির বিচার বিচার
ব্যপার অবশ্যই। রব ওয়াড নামে এক
নর্ভিক একই আদালতে এবং একই
বিচারকের কাছে ১৫৬তম বার পানাসক্তির
অপরাধে অভিযুক্ত হতে, বিচারপতি এক
সমস্যায় পড়ে যান। হাজতবাস বা জার-
মানাতেও তাকে কোনক্রমেই শোষণরানো
যায় না এবং পরিস্থিতিতে পুলিশের

লোকে ওয়াডের মদ্যপানে অটুতনা থাকা-
কালীন অশুভ অবস্থার কথা জানায়।

পুলিস জানায়, ওয়াড যখন পড়ে থাকে
ওর কুকুরটা ওর বকের ওপর একটা ধারা
রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। ওয়াডকে ওরা তুলে
পুলিস ভাণ্ডারে ওঠাতে কুকুরটাও সাফিরে
গাড়িতে উঠে ওর প্রভুর সঙ্গে ভেলে
উপস্থিত হয়। কুকুরটিকে কোনক্রমেই
তার প্রভুর কাছ থেকে পৃথক করতে না
পারায় তাকে হাজতে থাকতে দেওয়া হয়।
ব্যাপারটা শুনে বিচারপতি একটা উপায়

দিখার করলেন। ওয়াডকে তিনি তার
কুকুরের হেঁফাজতে রেখে বললেন : "কুকুরটা
জেনমেন যা বলবে করো, আমার বিশ্বাস
ভাতেই তুমি ঝঞ্ঝট থেকে বেগে যাবে।"

*

সহনশক্তি প্রমাণে মানুষের মানবিক
খেয়ালের কথা শোনা যায়। কেউ তিন-
চারদিন ধরে সাঁতার কেটে বা সাইকেল
চালিয়ে যায়। পাছের ওপরে কয়েকটা দিন
বসে কাটানোর দুর্ভোগও শোনা গিয়েছে।
কিছুদিন আগে আমেরিকার উনিশ বছরের
এক তরুণ একটানা পঞ্চাশ ঘণ্টা টেবিল
টেনিস খেলে। এই দীর্ঘস্থায়ী খেলায়
একশ পয়সিটিং গেমের সঙ্গে জয়লাভ করে
এবং একশ অট্রিশটিতে পরাজিত হয়।
ভোরিমা নামে একবার একবার একশ
চুয়ারিশ ঘণ্টা ধরে মধ্যস্থ ঘুরিয়ে
গিয়েছিল। বর্তমানে নামক ইংল্যান্ডের
কেফিল্ডের এক নর্ভিক একটানা সাতটি দশ
হাজার বার শিকার করেছিল। তবুও আর
হেইস নামে এক কামার চারটি দশ ইঞ্চি
ব্যাসের লম্বাভব পাইলট ডবলার ছায়া
দুটো ঢাকা হেইল পঞ্চাশ ঘণ্টায় নিয়ে
গিয়েছিল। বছর বছর আগে ইংল্যান্ডের
দুইজন ছাত্র একটানা চারদিন ধরে চৌশ
কাল দিগ্ন আকর্ষ করে লিডার কনট্রী,
বিলিয়ান ও দারামেরা সমস্তমিত্রিত
পর্যাপার প্রতিযোগিতায় এক অসুস্থমন
করে।

.

পরিদর্শকের প্রত্যাশনায় ট্রিনিটি খেল
রমাতে তিনবারে এক সমন্বিত ট্রিনিটি
কলেজ পরামর্শদাতার প্রেরণ প্রদত্ত এবং এই
ট্রিনিটি কলেজের মতিবাদের পরিচালনা
বন্ধিন আছে। ট্রিনিটি সম্পর্কে অনেক অন্তত
কাঁচকাঁচ শোনা যায়। যাদেরদের এক
মিমোত এমন একটি ট্রিনিটি পরে বৈদ্যক
বের হয় যা ট্রিনিটি নামে এক কনস্টেবল
মতিবাদের মধ্যস্থ প্রেরণ প্রদত্ত বলে
অভিযুক্ত করে। অন্যরা বলেন ট্রিনিটি
দেবতা এবং লোক নর্ভিকায় যা যা বসন্ত
গাড়ির যাত্রায় অতল হয়ে যায় এবং
পথারধ এবং অপরাজে মতিবকে
আলাপে যাবে হয়। অট্রিশ ধরপটীতে
ফরাসী মতিবাদের মধ্যে বিদ্যায় সম্যক
তার খাটোনে ট্রিনিটি পরের জন্মলাভ ছিল।
ট্রিনিটির সম্মান দেওয়াত পরে হলে মতিবিত
প্রতি ট্রিনিটি থেকে কোনক্রমে এর মতিবিত
কিছুকাল পূর্ণাঙ্গ হুজুর এই অন্তত
চক চক করে ট্রিনিটি প্রদর্শন শরভিল।
শিকারগোত্র ট্রিনিটি ইমদার প্রতিযোগিতায়
প্রথম পরাকারপ্রাপ্ত ট্রিনিটি দেবতার ডিল
কুকুরের বসার মতো তার মধ্যে থেকে সম-
দেওয়া এবং তার লক্ষ্যমাত্র হারা
থেকে থেকে ট্রিনিটি দেবার বানধা ছিল।

শারদ

বসুধারা

শারদ বসুধারায় কি কি থাকবে :

• দাঁটি সম্পূর্ণ উপন্যাস •

সুবোধ ঘোষের

শমিতা

৫

দীপক চৌধুরীর

নীলে সোনায়ে বসতি

রসরচনা.....পরশুরাম

• গুপ্তী সায়ের

বড় গল্প.....শংকর

• মনে পড়ে

বিশেষ রচনা :

বর্ধানন্দনাথ ঠাকুর, বর্নবিহারী মুখোপাধ্যায়, দেবকী-
কুমার বসু, রূপদর্শী, অগ্নিমিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু,
কুমারেশ ঘোষ প্রভৃতি

গল্প :

প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সরোজকুমার রায়চৌধুরী,
অজিতকৃষ্ণ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার
ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, মহাশ্বেতা
ভট্টাচার্য, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্বিদ্যুৎ নন্দী
আশুতোষ, মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, ইন্দ্রদেবী
প্রভৃতি

কবিতা :

সার্বভৌমপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, উমা দেবী, মণীন্দ্র রায় প্রভৃতি

• মূল্য তিন টাকা •

'বসুধারা' কার্যালয়

১০১ কলিকাতা পল্লী, কলিকাতা ৬।

ফোন : ৩১-১১০০



শ্রীহারীতরুঙ্গ দেব

হেইশ

স বক্তৃপরে আমার দেখা গতি পতিয়া
শীর্ষক কাহণকথন ছাপা হল
১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যক, কিন্তু তার
রচনা-কাল 'সদলপূর্ণিমা' ১৩২৩ খ্রীঃ
৮/৩/১৭। প্রমথ চৌধুরী তার ৬/৬/২৬
তারিখের চিঠিতে আমায় লিখেছিলেন যে
ওর সংগে দেখা হলে উনি আমার বক্তে
দিয়ে পাবেন কি উপায় এই 'সদলপূর্ণিমা'
চলকদর করা যায়। কিন্তু আমি এ প্রস্তাবের
প্রথমটা সম্মত হই নি এবং তার কারণ
কোনায় আমি পূর্বের পর পত্র লিখি।
সে সব পত্রের নকল রাখিনি। সম্ভবতঃ এ
সময়ে আমারে দেখা প্রমথচৌধুরীকে বারখানি
চিঠি আমার কাছে আছে, সেগুলি হই
ছাপা হই, যা পড়লে কখনও কোনাে যাবে,
আমি কী বলতে চেষ্টাচেষ্টা? বেশে যখন
আমি ওর প্রকাশ গ্রহণ করতে চাই
হলো, তখন উনি আমার গতি পতিয়া
ছাপাবার দিকে চিত্তোৎসাহ দিলে গেলেন,
ওর বক্তা 'সদলপূর্ণিমা' চৌধুরী লিখিত।
ওর অনুপ্রাণিতকরে সন্তোষ সহজ অন্যতম
সভা 'সত্যীশ ঘোষের ওপর ভার দ্রুত
ছিল, প্রথমে সংশোধন করল। আমার
মত পরিবর্তন বিনয় হওয়ার জন্যে
রচনাটির মূল ভাষা সব রকম গেল, উপরন্তু
মুদ্রাদোষ অথবা ছাপার ভুলও থাকল
অনেক।

২৯

১ রাইট স্ট্রীট
কালীগঞ্জ
২৯/৪/২৭

কল্যাণীকোষ

উপরের চিত্রনাট্যই পরিচয় যে এখন আমি
এখন। যদি পারো ত আসছে শনিবার



বিক্রমে এখানে এলে খুশি হই। প্রবন্ধ
সম্পূর্ণতঃ চানাবার জন্যে তোমাদের বিবেচনা
সাহায্যের দরকার হবে। কেন কী বক্তৃত্ত
দেখা হলে মুখে বলব।

আমার নববর্ষের আশীর্বাদ গ্রহণ করো।
ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৩০

১ রাইট স্ট্রীট
কালীগঞ্জ
২৩/৪/২৭

কল্যাণীকোষ

এইমাত্র ঘরে থেকে উঠে দুইমার চিঠি
পেলো। যদি ৫ আত সকালে হাতে
তোমার খেলাখেলি কথাগুলো আমার
খুশি ভালো লাগল। কিছুমাত্র কথা, কিন্তু
কিন্তু কথা প্রকৃতি আমার আদর্শই ভাল
লাগে না। আর এসব বিষয়ে মনের কথা
তোমার মাঝেমাঝে বন্ধুত্বের প্রীতিপত্র। কোনও
বন্ধুত্ববাদের দেখা সমস্যা। দেখতে হু,
আমি নিজেই মত প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত
হইলে কেননা আমার বিশ্বাস, যাহাই
সংখ্যক বন্ধুত্বই দত্ত হয়। তাকেই মনুষ্য
অনুভব না হইলে দেখতে খুশি মনে পড়ে
করে তা বলিলে বলা আসল মনুষ্যই বলা।
আমার মনুষ্যই তা হলে অবশ্য এরকম হবে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রণীত

আধুনিক কবিতার ভূমিকা

সত্যীকরণ—কবিতা, বিচার, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, জীবননন্দ দাস, প্রমথ চৌধুরী, বাল্যকালের
বন্দ্যোপাধ্যায় দত্ত, কল্যাণী শাখা, কুতূহল ও চমুর্ভাষক, পঞ্চম দশকের কাব্যরচনা—
এই কল্যাণী অধ্যায় পুস্তকটি বিস্তৃত।

আধুনিক কবিতা সম্পর্কে সঞ্জয়বাবুর মতামত প্রামাণ্য। মূল—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

তিন চরিত্র উপন্যাস

কল্যাণী অধ্যায় পুস্তকটি প্রকৃতিতে নতুন
কাল সৃষ্টি করে। 'তিন চরিত্র' উপন্যাস
উপন্যাসিক উপন্যাস মনুষ্যের প্রকৃতি
কল্যাণী বর্ণনায় যথেষ্ট মনোভাষ্য
পুস্তকটি—অতীত আজকালকার
মানুষ এক সমস্যা এক প্রতিজ্ঞা এক
নিষ্ঠা, নিষ্ঠা কীর্তন মাপন করেন।
কল্যাণীকরণে মানব প্রিয়া ও প্রতি-
প্রিয়া বলা নিষ্ঠা ও স্বাভাবিক কল্যাণী
ঘটতি। প্রকাশের নিষ্ঠা যৌবনে দিলে
এক মাত্র যৌবনের স্বাভাবিক দিলে
জ্যৈষ্ঠ বয়স অসংখ্য সৃষ্টিতে থাকত।
জীবনের চরিত্রের এই পট-পরিবর্তনই
তিন চরিত্রের বিষয়বস্তু।

মূল—৩ টাকা

আরতি ঝাকুর প্রণীত

ছায়া-রঙ্গ (উপন্যাস)

আরতি ঝাকুর এই উপন্যাসে নারী
বৈরাগ্য আরও অগভীর প্রকাশ করতে
পেরেছেন। উপন্যাসের নায়িকা বোলকী
প্রবিশিষ্ট নারীদের আশা-নিরাশার
প্রতিবিম্ব।

মূল—৩ টাকা

পুস্তকগুলি বঙ্গভাষার সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয় পাওয়া যাবে।

সচিত্রা প্রকাশ ভবন

১৭এ মনোহরপুর রোড, চিত্রকলা কল্যাণী ২৩

মহাকাব্য (নাটক)

ভারতীয় মনোভাষ্য চিত্রিত রচিত
পুস্তকটি উপন্যাস
বিজয়নগর অধ্যায় ১ নং বক্তার সংগে
মিশ্রিত করে লিখিত। প্রথম
উপন্যাস চিত্রিত। বিনয়। বিনয়
নাথের প্রকৃতি নায়িকা অদর্শ প্রথমে
প্রতিবর্তিত। প্রথম উপন্যাস
সত্যীকরণ উপন্যাস করা হয়েছে।

মূল—২ টাকা

সচিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

পারাবত-নাড় (উপন্যাস)

দশকাল জীবন পুস্তকের প্রকাশের
অন্যতম উপন্যাস। উপন্যাস
কল্যাণী উপন্যাস। উপন্যাস
এক মনোভাষ্য উপন্যাস। উপন্যাস
উপন্যাস। উপন্যাস। উপন্যাস
সত্যীকরণ উপন্যাস। উপন্যাস
উপন্যাস। উপন্যাস। উপন্যাস

মূল—৩ টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মহৎ ও সুবৃহৎ
উপন্যাস

রাত্রি (নবসংস্কৃত)

(সি ২০৪০)

বিশ্বাস আমার মনে নেই, তবুও যে তা প্রকাশ করি তার কারণ, মানুষের হাতের কাজের সম্বন্ধে পট্টিজনের মত শোনা ভালো।

নিজের উপর কতকটা ভরসা না থাকলে লেখক হওয়া শক্ত, এবং তোমার মনে যে ভরসা আছে এর পরিচয় পেয়ে খুশি হলাম। সূত্রাং সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে তুমি যে কথাগুলো বলেছ, সেই সম্বন্ধে আমারও দু' চারটে কথা বলবার আছে।

মনের কারবার ভালো করে চালাতে হলে পরস্পরের মতের আদান-প্রদানের দরকার আছে।

তোমার লেখার কথাটা এখন থাক, সাধারণভাবে দু' চারটে কথা বলি।

তুমি লিখেছ যে তুমি "spontaneity"র পক্ষপাতী আর "যদি ভাবগুলো স্বতঃ উদ্ভূত হয়" তাহলেই তুমি "যা খুশি তাই লিখতে পারো।" যেখানে spontaneity নেই, যে-মনের ভাবগুলো স্বতঃ

উৎসারিত না হয়, সে মন থেকে সাহিত্য জন্মলাভ করে না। ভিতরকার একটা তাড়া না থাকলে কথার মত কথা মানুষের মূখ থেকে বেরোয় না, ও ত সিনে ক্রাফটস: আমি পূর্বে বহুব্যবহার একথা বলেছি যে, মানুষের ভাবগুলো আসে তার মনোচৈতন্য থেকে; অমৃত কবিতা ও রসিকতা সম্বন্ধে একথা যে সত্য তার আর সন্দেহ নেই। একমাত্র ইচ্ছাশক্তির বলে ও-দুই জিনিস তৈরী করা যায় না। কিন্তু তার পরেই আসে আর্টের কথা। লেখকমাত্রই জানেন যে, মানস ভিতর আপনা হতে যে সকল ভাব দেখা দেয় অপেক্ষে তা দেখতে দেওয়া, ভাবকে ভালোয় সাফল্য করা, কত শক্ত। কীটা লেখা লিখে আমাদের নিজস্বের মনস্ক্রিয়াই হয়? যা বলতে চেষ্টা করি তা ভাল করে 'পেঁচা' করে' বলা হল না—একটা লেখা শেষ করে এই অসন্তোষটুকু আমাদের মনের ভিতর থেকে যায়। তার কারণ—কোনও একটা ভাবে আমরা হওয়া সহজ মানুষের পক্ষে সহজ নয়—কিন্তু আমাদের চিত্তবৃত্তি সত্যই নিষ্কলুষ। রায় রত্নগণের মত ভাবের চেহারা দেখবার জন্য, যে-পরিমাণ মনন ধারণার আবশ্যক তা আমাদের ক'জনই আছে? আমরা যাকে প্রতিভা বলি তা হচ্ছে এক অংশে ঐ ভাবের তমস্ব হবার ক্ষমতা। এই কারণেই তার আমাদের মনে আপনা হতে এলেও আমাদের হাতে আপনা হতে বেরা দেয় না। তাই মনের এক অক্ষমতা আমরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার এক অক্ষমতার তরু গটান। সাহিত্য রচনার creative এবং critical faculty দুই চাই। হিন্দুস্থানীরা বলে, "মো আপনো আরা উসকো আন" (তোমার নিজস্ব সাহিত্যিককে সমস্ত সমস্ত প্রস্তুত হয়, "উসকো যান দেও")। আমরা আমাদের নিজের লেখার যুগপৎ কটী ও মোড়া। এবং এই বিষয়ে আমাদের কর্তব্য অপেক্ষিতর আমাদের চরিত্রের অঙ্গিন।

বাণলিঙ্গ

বাণলিঙ্গ শিল্প-সাহিত্য সম্মেলনের শ্রুত প্রাচ্যটায় বাংলা দেশের কিশোর দরদী শিল্প-সাহিত্যিকদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে মহালয়ার পূর্বেই বাংলার শিল্প-সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করতে যাচ্ছে। —তিন টাকা।

এশিয়া পার্বলিঙ্গ কোম্পানি

এ: ১০২/১০৩ কলকাতা স্ট্রীট মার্কেট

ফোন : ৫৬-২০৮৬

কলিকাতা-১২

(সি ১১০১)

প্রকাশিত হইয়াছে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক

ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের ভূমিকা সম্বলিত

অধ্যাপক ক্ষেত্র গবেষণার

প্রাচীন কাব্য

সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন

".....গ্রন্থাবলী সচকিত হইয়া উঠিবার অনেক অবকাশ রহিয়াছে, ইহাটুকুই আমি গ্রন্থখানির স্বত্বাপেক্ষা বড় অকর্ষণ বলিয়া মনে করি এবং সেই কারণেই প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ হিসাবে আমি এই গ্রন্থখানিকে স্বাগত জানাইতেছি।"

—ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত।

মূল্য : আট টাকা।

বিষয়সূচী:—প্রাচীন কাব্যপাঠের ভূমিকা ॥ চর্যাপদের কাব্যমূল্য ॥ চর্যাপদীতিতে হাস্যরস ॥ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ॥ মনসামঙ্গল ॥ বিজয়গুপ্তের হাস্যরস ॥ মনসামঙ্গলে করণরস ও নারায়ণ দেব ॥ কেতকাদাস মেঘনাদ ॥ দ্বিজ মাধব ॥ মুকুন্দরাম ॥ আলো ও পদ্মাবতী ॥ মেঘনাদসিংহ গীতিকা ॥ কবি ভারতচন্দ্র ॥ রামপ্রসাদ ও শান্ত পদাবলী ॥ প্রথম বাংলা প্যারোডি ও আজ, গোসাই ॥ বৈষ্ণব কাব্যপাঠের ভূমিকা ॥ বিনয়পতি ও চণ্ডীদাস ॥ জ্ঞানদাস ॥ গোবিন্দদাস ॥

প্রকাশের অপেক্ষায়—অধ্যাপক ক্ষেত্র গবেষণার

কৃষ্ণদরজনের কবি-চিত্র ও কাব্যশিল্প

গ্রন্থানিগম, ১৭২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

তুমি বেশই হর লক্ষ্য করেছ যে, লেখার কথা উঠলেই আমি আর্টের উপর বেশি ঝোঁক দেই, এর কারণ এ নয় যে, আমি ভাবের চাইতে ভাবগীকে বেশি মূল্যদান মনে করি। সে কথার অন্তরে মন নেই—তার মত কারিগরি করে দেহ গড় না কেন তার ভিতর প্রাণ থাকবে না। হলে যে এক আর্ট-আর্ট করি তার কারণ অপেক্ষে বড় ভাবে ভাবতে শেখানো বড় কঠিন কিন্তু-ভালো করে লিখতে শেখানো অপেক্ষাকৃত সহজ। আগেই বলেছি, যে ভাল সাহিত্যের রাজ্যে স্থান পাবে তার জন্মভূমি হচ্ছে মনোচৈতন্য। মানুষের sub-conscious selfকে গড়ে তোলবার কোন conscious process নেই। কিন্তু ভাল প্রকাশ করবার আর্ট কতকটা শেখানো যায়। সংস্কৃতির

উদাহরণ নেওয়া যাক। যার প্রাণে ও কানে সুর নেই তার সে অভাব দূর করবার কৌশল আমরা জানিনে, কিন্তু যার আছে তাকে আমরা গানবাজনা শেখাতে পারি। এক্ষেত্রে সমস্ত শিক্ষাটাই হচ্ছে—আর্টের শিক্ষা—এমন কি টেকনিক-এর শিক্ষা বললেও অত্যন্ত হয় না। স্কোকে প্রায়ই আর্টের সঙ্গে টেকনিক-এর একটা প্রভেদ করে থাকে এবং সে প্রভেদটা যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—কিন্তু এ দুই বিচ্ছিন্ন হলেও বিচ্ছিন্ন নয়। আর্টইহীন টেকনিক যে থাকতে পারে আমাদের দেশের যেতানরাই তার প্রমাণ—কিন্তু টেকনিক-হীন আর্ট নেই। রাগরাগিণীর মূর্তি গড়বার ভিতর একটা mechanical অংশ আছে, অর্থাৎ একগল কতকটা হতে পারে তার যত্নরকম mechanical difficulties আছে যা অতিক্রম করতে হয়। আমার মনে এই difficulties অতিক্রম করবার কৌশলের নামই টেকনিক, সুতরাং টেকনিক একটা mechanical choice মাত্র নয়, টেকনিকাল অংশের উপর অবলম্বন করবার device।

সাহিত্য অংশ সংশ্লিষ্টের মত আর্ট টেকনিক-এর অধীন নয় কিন্তু এক্ষেত্রেও কথার মধ্যে কথা বোঝার মধ্যে আছে এক অংশের মধ্যে আর এক অংশ গাঢ়ভাবে একটা কৌশল আছে। সাহিত্যের ভাষার সকল অংশের মধ্যে এমন করে অক্ষরে বসে যাতে করে এর মর্মীতি আত্মক ভাব ধারণ না করতে পারে সাহিত্যিকের টেকনিকাল অংশগুলি। কথাসমূহ মিলে যা আমাদের পাকলে সমস্ত লেখকী টেকনিকাল চেয়ারে পড়বে কারণ এটা কবিতার সৌন্দর্য বা বুদ্ধি মতী, এখানে প্রচলিত কথার পদ্ধতিনীতি অনুসরণ করে কবিতা, এখানে প্রতি বৈচিত্র্য আর্ট ও কবিতা, কবিতা, প্রতি বৈচিত্র্য কবিতার এক একটি সফল মূর্তি ধারণ করে আসে এবং সেই ভাষার সহজ মূর্তিটিতেই সৌন্দর্য পরে চকোর নাম আর্ট। কবিতার আর্ট বিভিন্নতা কি এ নিয়ে তর্ক করে, করলে সে কবীর আর অন্য পাঠ্য যা হয় না। অথচ এখানেও সহজ যা আমরা দেখি মতই তিনি যা, এক্ষেত্রে একটা আর্ট বলে কবিতা আছে। আসলে এটা perception-এর কথা—এক তোমাদের সকলেরই যে সে perception আছে তার প্রমাণ তোমাদের লেখাবারই নিশ্চয় পাই। তাই আমার ভরসা আছে, তোমরা হয়ে এক একজন বড় সাহিত্যিক হয়ে উঠবে—যদি বর্তমানের কল্পনা তোমরা ভাবের পেছনে এক চুমকে উজাড় করতে পারো। আমি প্রথম বারসেই রবীন্দ্র, মহাকবিদের হাতের পেয়ালায় চুমক দিয়ে শব্দে কবি ফলে সে দেশ আমার জীবনে কখনো কাটল না। আমি অর্ধেক

জীবন অন্য কাজে কাটাবার চেষ্টা করোছি, তার ফলে অর্ধেক জীবনটা কেটেছে বটে, কিন্তু কোনও কাজে নয়। দেশা ও পেশার বিরোধটাই আমাকে এতদিন অকর্মণ্য করে রেখেছিল। এখন সে আবার সাহিত্যচর্চার দিরে এসেছি—সে শব্দে খোঁজার কাটাবার জন্য। আমার নিজের দ্বারা যা হল না তোমাদের দ্বারা যাতে তা হয় এই হচ্ছে আমার ইচ্ছা।

তোমার চিঠির শেষ কথাটি আমার বড়ই ভাল লাগে। “আমি কি কেবল চাটনীতেই হাত পাকিয়ে”—এই প্রশ্নের পিছনে যে সংকল্প আছে তার পরিচয় পেয়ে তোমার উপর আমার ভক্তি বেড়ে গেল। আর তবু

একটি সত্য কথা বলি। আমার মনে এ সন্দেহ ছিল যে, তুমি হয়ত চাটনীতেই specialise করবে, তুমি যে আমার মন থেকে এ সন্দেহ এক ভাড়াতেই দূর করেছ এতে আমি নিশ্চিন্ত সুখী হয়েছি। তাইই হচ্ছেন যথার্থ সাহিত্যিক যারা একাধারে নবজীবনের দৃষ্টি ও সৈনিক। আমাদের জীবনে যে একটা নরফুল আসছে তার পরিভাস আমি চাবিদিকেই দেখতে পাই। যদি কেউ বলেন যে, আমি চাখ চেয়ে স্বপ্ন দেখি তাহলে আমি সে কথার কোনও প্রতিবাদ করব না, কেননা আর কেউ জানুক আর নাও জানুক, আমি জানি যে, আমি চক্ষু-অর্ধীভারী। নরফুল কখনও

শারদীয়া

বিংশ শতাব্দী

॥ ১৮৮১ ॥

॥ তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস ॥

সুবোধ ঘোষের
ইরাবতী

শৈলজানন্দ
মুখোপাধ্যায়ের
মানুষের মত
মানুষ

নারায়ণ
গঙ্গোপাধ্যায়ের
জয়ন্তী

॥ প্রথম ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, অরবিন্দ, মনোজ বসু, সমরেশ বসু, বিমল কবি, শিবরাম চক্রবর্তী, সত্যনাথকুমার ঘোষ, গজেন্দ্রনাথ মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, আশা দেবী, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ এবং আরো অনেকে।

॥ প্রবন্ধ ॥

ডাঃ গ্রীকুমার বসুগোপাধ্যায়, ডাঃ সত্যেন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র, মৃত্যুঞ্জয় আহম্মদ, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, ওস্তাদ আলি আকবর খা, সর্বোচ্চ আচার্য, পংকজ দত্ত ও আরো অনেকে।

॥ কাবিতা ॥

বিষ্ণু দে, সত্যেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ ও আরো অনেকে।
এ ছাড়া কাবিতা, বহুটিই সম্মিলিত রচনাকারে, বিজয়, জগৎ, গল্পী, আর্ট গল্পী ও অন্যান্য পত্রীতে।

মনে রাখবেন এই তালিকাও সম্পূর্ণ নয়। বিস্তৃত তালিকা পরবর্তী
বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হবে।

মাত্র আড়াই টাকা দামে বড় আকারে
চারশত পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষায়
প্রকাশিত সর্ববিধে শারদীয় সংখ্যা
মহালয়ার পূর্বে প্রকাশিত হবে।

এই তালিকা প্রস্তুতের কোন অতিরিক্ত
মূল্য দিতে হবে না। রোজগারী ভাবে
পত্রিকা কেনা আরও আট আন
আন হিসেবে লাগবে। এতদ্বিগুণ অর্থাৎ
তত্তার দিন। বিজ্ঞাপন প্রকাশের শেষ
তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর।

বিংশ শতাব্দী ॥ ২০ প্রে প্রিট, নীলকান্ত-৫ ॥ কোন ৫ ৮৫-SS২৫

নিজে আসে না, তাকে ডেকে আনতে হয়। অশেষ প্রভুর ডাকাডাকিতেই চৈতন্য মহাপ্রভু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এবং এই ডাকাডাকির কাজটা আমাদের মত আইডিয়ালিস্টদেরই করতে হবে। রিয়ালিস্টদের রিয়ালিজম-এর পক্ষ থেকে আমাদেরই উদ্ভাৱ করতে হবে। সুতরাং আইডিয়ালিস্ট মাত্রই আমার শব্দ মনের মানুষ নয়,

ঘরের লোক। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি যে, তোমার আইডিয়ালিজম-এ যেন কখনও মরচে ধরে না যায়। আইডিয়ালিজম-এর শাস্তি ঢের, তার সবচেয়ে বড় শাস্তি এই যে, আইডিয়ালিস্টরা যাদের জন্যে চুরি করে তারাই বলে চোর। এইখানেই শেষ করি, চিঠি ত দূরে থাক, প্রবন্ধের পক্ষেও লেখাটা বড় হয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য, আজ সকালে আর কোনও কাজ করা হল না।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৩১

১ রাইট স্ট্রীট
কলিকতা
১৫/১৭

কল্যাণীয়েষু,

আমার লম্বা চিঠির উত্তর তুমি যে লম্বা চিঠি লিখেছিলে তা যথাসময়ে পেয়েছি। তোমার ইচ্ছামতই তার আর জবাব দিই নি। তছাড়া, আশা ছিল, গত শনিবারে তোমার সাক্ষাৎ পাব, এবং উত্তর প্রত্যুত্তর সব মুঠেই হবে।—কথোপকথন লেখা শক্ত হলেও করা সম্ভব। অন্ততঃ আমার পক্ষে ত তাই,

বাংলা ভাষার অভিনব সম্পদ শ্রীসংশ্লিষ্ট বঙ্গ প্রণীত জাতিস্মরণ কথ্য

পূজার পূর্ণিমা বহির হইতেছে। দেশের প্রত্যেক পাঠ্যগার স্থান পাইবার যোগ্য। এই ধরণের গ্রন্থ আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারে এই প্রথম। জাতিস্মরণের পূর্ণিমা পূর্ণ জীবনের স্মৃতির যথার্থ বিবরণ পাঠ করিয়া জন্মভূমির যে স্নেহ এবং মনুষ্যই যে বৃহত্তর জীবনের দ্বার দ্বাৰা দূত হইবে। মূল্য ৩-৬-৬ নয়া পয়সা।

সংস্করণ পার্বলিশিং হাউস, দেওঘর
ও দি ঘাটশীলা কোম্পানী

৩নং মার্বেল লেন কলিকাতায় পাওয়া যায়।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত

বিজ্ঞানের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

(রবীন্দ্রস্মৃতি ও নবসিদ্ধান্ত প্রসঙ্গপ্রাপ্ত)

এতে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক কাল, মিশর, ব্যাবিলন, শৈবিক ভারতবর্ষ, চীন, গ্রীস, আলেকজান্দ্রিয়া ও রোম, অর্থাৎ সমগ্র প্রাচীন দুনিয়ার বিজ্ঞান সাধনার আলোচনা। প্রথম মূদ্রণ নিম্নলিখিতপ্রায়। দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গমুদ্রণ।

দ্বিতীয় খণ্ড

এর আলোচনার বিষয়—ভারতীয় বিজ্ঞান (বেদান্তের যুগ), আর্য বিজ্ঞান, ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহিতার পুনর্জন্ম, রোমের এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব।

বিখ্যাত লন্ডন পত্রিকা Nature লিখছেন:

"The first volume of this work covered the period of ancient science up to the Roman empire; the second carries the story forward to the Renaissance and the birth of modern science. It amply fulfils the expectations aroused by its predecessor, indeed it surpasses them. . . . It is indeed a pleasure to find in an Indian language so balanced and objective an account of this vast subject. . . . Mr. Sen is to be congratulated upon a remarkable achievement."

প্রথম খণ্ড—১০.০০। দ্বিতীয় খণ্ড—১২.০০। দুই খণ্ড একত্রে—২২.০০।

প্রকাশকঃ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালচিউরেল অব সার্ভেশন,
৮৮বঙ্গপুত্র, কলিকাতা—৩২

পরিবেশক : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ

১৪ বঙ্কিম চ্যাটজো স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কেননা আমি যত না লিখতে পারি—তার চাইতে ঢের বেশি বকতে পারি। ভাল কথা, তোমাকে একথা পূর্বে কি কখনো বলেছি যে, আমার কোনও শূভানুধ্যায়ী গুরুজন আমার মূখ্য বন্ধু করবার জন্যই আমাকে কলম ধরবার পরামর্শ দেন? সে পরামর্শ গ্রহণ করে যে বৃশ্চিকের কাজ করেছি তা বলতে পারি নে। আমার লেখায় কাহ্ন যে কি উপকার হয়েছে তা বলতে পারি নে। দেখতে পাচ্ছি লাভের মধ্যে হয়েছে এই যে আমি নিভা গাল খাচ্ছি। তার পরিচয় ও জ্ঞানার অঙ্করে বহুদিন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে, উপরিবভাগ এ-দানিক চিঠিপত্র পাচ্ছি। চিঠির মাধ্যমে যে গালিগালাজ আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, বলা বাহুল্য, তার ভাষার ভিতর আর যে জিনিষেরই অভাব থাকে—জোরের অভাব নেই। বরিবাদ, যে আমার লেখাকেই বারিমি বলেছেন, এটি কথটা আমাকে ব্যথায় দেওয়াটা কেন কোনও ভুলজোর তাঁদের কথ্যকর্ম মনে করছেন।

এসবতে "যাহা বাহ্যিক তাহা বিপজ্জনক"—এই বিধি অনুসারে সবচেয়ে চাফাফা হবে। আমার সব পাশের লোক—সুতরাং সাহিত্যের ইউনিভার্সিটিরও পরীক্ষা দিতে আমেরা পিছপাও নই, পাশ ফেল ত কপালের কথা। সুতরাং লিখতে এই যে, যারা লিখতে জানে না, এক্ষেত্রে তরাই লেখার পরীক্ষক—যাক, ওদের কথা, তোমার "বহুলাংশ" এই সবচেয়েপত্র যাতে সমস্ত বেগের তার জন্য ঢাকটা কর। দু'চারটে লেখা হাতে না থাকলে এ ঢাকটা কার্য্য হবে—সুতরাং যত শব্দগির পত্র তোমার নতুন লেখাটি পাঠিয়ে দিও। এতটুকু অর্ধেক সবচেয়েপত্র আমার লেখার জিন্স গোছে। আসছে মাস থেকে আমার লেখার হাতে খাটো করে আনতে হবে। কেননা, সবচেয়েপত্রের জটিল গহ্বরে আমাকে পত্র লিখেছেন যে, আমার লেখা পত্রের জন্য তিনি ও-পত্র গ্রহণ করায় প্রস্তুত নন। সম্ভবতঃ বহু পাঠকের মতও তাই। এ অবস্থায় তোমারাই হচ্ছে সবচেয়েপত্রের ভরসা পক্ষ। এ সম্বন্ধে আর বেশি লেখা উচিত নয়, নাচে তোমার মনে হতে পারে যে, ক্রমান্বয়ে বড় কথা শুনতে শুনতে আমার মনটা তিতো হয়ে গেছে।—কথটা যে একেবারে মিথো তাও নয়। তার উপর আমি হিচ্ছি "বাঙাল"—কিন্তু খোঁজ কিনা চুরি করা আমার স্বভাব নয়—সুতরাং পড়িয়ে বেশি খোঁজাখুঁচি করলে আমার কলমের মূখ্য চাই কি ছুঁচলো হয়ে উঠতে পারে, সেটা অবশ্য মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, কেননা, তাহলে আমার লেখার মোলায়েমই নষ্ট হতে পারে।—

সন্তোষবাবুর সংগে সাক্ষাৎ হলে, তুমি

চিঠিপত্র টাকাকড়ি সম্পাদকীয় দপ্তর এন্স, কিউ, ১০।২, নিউল্যান্ড,
বাটানগর—ঠিকানাঃ প্রেরিতব্য।

প্রকাশিত হল

॥ বিনয় ঘোষ ॥

লিখিত

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের সুবিস্তৃত
সামাজিক ইতিহাসের বিচিত্র পটভূমিকায় রচিত

বিনয় ঘোষ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ

তৃতীয় খণ্ড ॥ বারো টাকা ॥ ৪৬৪ পৃষ্ঠা

দুঃপ্রাপ্য চিত্র ও দলিলপত্রের ফটো-প্রতিলিপি

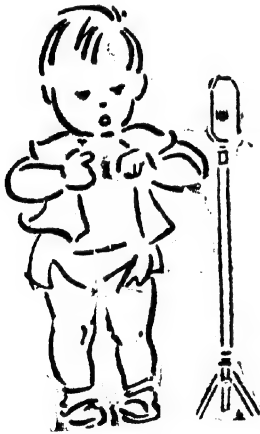
প্রথম খণ্ড : তিন টাকা ॥ দ্বিতীয় খণ্ড : সাত টাকা

●● মামুলি রীতিতে রচিত বিদ্যাসাগরের জীবনকথায় নয়। যে সামাজিক পরিবেশের উত্থান-পতনের ধারায় বিদ্যাসাগর এদেশের একজন একক অস্থিতীয় পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন, তারই গভীর সমাজবিজ্ঞানী অনুশীলন ও মনোজ্ঞ বিবরণ ॥

●● লেখকের দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ গবেষণা, চিন্তা ও সাধনার ফলে অনেক অজানা নতুন তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে, এবং অনেক পুরনো তথ্য নতুন বিশ্লেষণের আলোকে সম্পূর্ণ নতুনরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে, অভিনব গুরুত্বলাভ করেছে ॥

। বাংলা জ্ঞানসাহিত্যে অমরণীয় সংযোজন ।

বিনয় ঘোষ লিখিত। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। তিন খণ্ড
বেংগল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ । কলিকাতা—১২



“সব
শিশুই
চায়!”



আর কান্নাকাটি কেন বেবুলিন খেলেই পেট কামড়ান পেট ফোলা,
সর্দি-কাশি, পেটের গোলমাল, দাঁত উঠার সময় বমি ও পেটের অস্বস্তি
ও অন্যান্য অসুখ-বিসুখ পালানো।

ডাক্তারেরা ব্যবস্থা দেন, ২৭ বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ হাসপাতালে চলছে।

এইটি খেলেই আবার মখে হাসি ফটে উঠবে

BABULINE

B.A. & BROTHERS

BOMBAY-2, CALCUTTA-PATNA-GAUHATI-CUTTACK

GUJARAT

সুতরাং হয় কাব্যামৃতরসাস্বাদে নয়
সম্ভবের সঙ্গে আলাপে দিন কেটে যাবে।

তোমার চিঠি পাবার পূর্বেই তোমার
লেখাটি ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।
তার প্রত্য সতীশবাবুকে দেখতে বলে
এসেছি। তিনি আমার অনুপস্থিতিতেও
আমার আপিসেই আপিস করবেন।
সুতরাং সেখানে গিয়ে যদি তাকে ধরতে
পারো, অবশ্য কাল পরশুর মধ্যে তাহলে,
প্রফের উপর একবার চোখ বুলালে নিতে
পারো। এ অবস্থায় কিন্তু দু' এক কথার
বেশি বদল করবার সুবিধে পাবে না।

আমি এখানে দিন আশে ক দশেক থাকব।
এক শরীরটে ভাল ছিল না, তার উপর
যে বিশ্রী গরম পড়েছিল, তাতে করে দিন
কতকের জন্য কলকতা থেকে পালানোটা
ইচ্ছা মনে করলাম।

এবারকার কাগজে বিবিবাবু মহাশয়ের
একটা গল্প বেরবে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৫৫

১ জুইট স্ট্রীট

বালিগঞ্জ

২২/৬/১৭

শুক্রবার

কল্যাণীয়েষু,

অতঃপর আমি কলকতায় ফিরেছি।
কাল বিকেল ছটির সময় যদি এখানে
একবার এসো ত সুখী হই। আমি
সংজ্ঞালিহের বঙ্গসাহিত্য সমালোচনা ইংরেজি
ভাষায় একটি বক্তৃতা পড়ি। ছাপতে দেবার
অংশ হেতমাদের সৈতি একবার পড়ে
শোনোতে চাই।

তোমার লেখাটার এবার অনেক ছাপার
ভুল আছে—কিন্তু তার জন্য আমি দোষী
নই। আশা করি, লেখাটি সোজের ভাল
লগেছে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

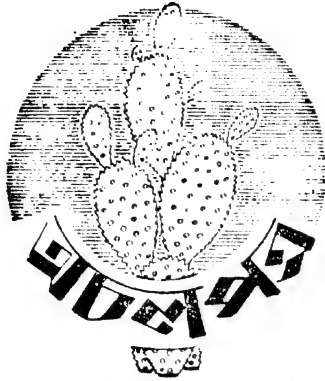
প্রমথ চৌধুরীকে অনেক মনের কথা ও
সারণ্য উপদেশ এই সাতটি চিঠিতে
লিপিবদ্ধ আছে। সেই দিক থেকে এই
পত্রগুচ্ছ মূল্যবান। প্রসঙ্গত আমার মন্তব্য
সেরকম ফলাও করে বলতে পারবো না,
বোধ হয়। সবুজপাতার ডাককে যদি
সংগীতের মতন ধরা যায়, তাহলে এতক্ষণ
যে বিলম্বিত লয় অবলম্বন করেছিলাম,
তার পরিবর্তে এখন দ্রুত লয় আগ্রস করা
উচিত। উচ্চাঙ্গ-সংগীতে শীঘ্রগতি হচ্ছে
গান শেষ হবার পূর্বলক্ষণ। এবং সেই-
ভাবেই আমি যত শীঘ্র পার সবুজপাতার
ডাক শেষ করতে চাই।

(কৃত্তম)

44

ଭାରତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ

সর্বাধিক কম বিকৃত বাংলা মাসিক



কার্টুন : ২৪
ধনঞ্জয় বৈরাগীর
বড় গল্প
[উপন্যাস নয়]
কবিতা
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত
শ্যামল বসু
শ্রীপদ সেনগুপ্ত
নারায়ণ দাশ শর্ম্মা
এবং
নীলকণ্ঠ

মহাপ্রলয়ের মহাত্ম
আসন্নসম্ভবা!

সম্পাদক
দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল
কি কি
থাকছে না জেনে নিন
আমাদের
অশূচিপত্র

পৃষ্ঠা : ২৫৬
এক খণ্ড অ. প. :
৩ টার ০০ ন. প.
গল্প
আরতি ঠাকুর
সোমেশ্বরনাথ বসু
জগদীশ মোদক
প্রণব গোস্বামী
সত্যেন্দ্র আচার্য
এবং
কল্যাণ ভট্টাচার্য

- ৥ কোনও চিত্রতারকার চিত্র ৥
- ৥ তিনখানা, দুখানা, একখানা
অথবা আধখানা উপন্যাসও ৥
- ৥ কোনও মহতম নৃত্য লেখকের
কোনও অপ্রকাশিত চিঠি ৥
- ৥ পোড়ো, সার্বারয়ালিস্টিক অথবা
প্রচলিত স্টাইলে দুর্গার ছবি ৥

তার বদলে আছে

বিক্রম কটাক, পুস্তক সমালোচনা (প্রত্নতত্ত্ব মনোবোধাদ্যায়), অম্বাধর, সূর্যমাচার (চার্বাক), ৩৭০-৪ মিটারে (না. না. শা), ৩-৬-১৮টায় (ইংরেজী : কল্যাণ ভট্টাচার্য, বাংলা : দী. কু. সা.), চিঠিপত্রের জঞ্জাল, সাহিত্য দূঃসংবাদ (বীরবল), পড়বার সময় পাঁচ মিনিট (পিনাকীভূষণ ভাদুড়ী), হিজ মাস্টারস ডাইস (অলক বন্দ্যোপাধ্যায়), এ মাসের স্পেশাল, ক্যফ হাউস আতলেকচুয়ালদের জন্যে পবিত্রকুমার ঘোষের ভয়াবহ প্রবন্ধ (দেবদত্ত ও কি যেন...)

এই অসংখ্য ফিচারের সঙ্গে আন্তরিক অবেদন—
সংখ্যাতীত ছাপার ভুলের (ডিস্কম) ফিচারও থাকবে

চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা
সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড

৯, রায়বাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ৥ ফোন—৫৫-৩১৭৮

বিঃ দ্রঃ—তাড়াহুড়ো করবার প্রয়োজন নেই কেনবার জন্য। কয়েকদিন
বাদে হাওড়া ও শেয়ালদা স্টেশনে তিন টাকার কাগজ তিন সিকেয়
বহুৎ পাওয়া যাবে

ওপর। আকাশের মেঘের মত ওর মুখখানা
যেন থম থম করছে। কিন্তু মনের মধ্যে
চাপা হাসির হিজলো খেলে যাচ্ছে। ঠিক
মেঘের কোলে বিদ্যুতের মতই। আসলে
মাধুরী আজ চট্টনি। আজ কি ওর চটবার
দিন! চেয়ার বেঞ্চ ভাঙা তো দূরের কথা,
সকলটা সুন্দর উড়িয়ে দিলেও তো আজ মনে
সত্যিকারের রৌদ্ররস আনা শক্ত হ'ত। কিন্তু
মেয়েদের গোলমাল করতে দেখলে ভারি
গম্ভীর ধমক টমক না দিলে চলে না। ভালো
পড়ানো আর ভালো রাস মানেই করা—
সকলসেফল টিচারে এই দুই গুণেই চাই।
বাইরে ব্যাটের শব্দ হচ্ছে, কিন্তু ঘরে
কেন সাজা শব্দ নেই। মেয়েদের এই
কাপড়ের মাধুরী ভারি খুশী। আবার
একটু দুঃখও হল। আহা, বেচারি মেয়ে-
গুলি কীরকম দুখ ভাব করে আছে দেখ।
গুণি পাঁচিশের আনন্দের বরনাকে মাধুরী
একটিমাত্র শব্দে স্তব্ধ করে দিয়েছে।
সাইলেন্স।

আত্মশঙ্কিত পরীক্ষা হয়ে গেছে।
শূণ্যতার শিকল এসব একটু শিথিল করা
হ'ল।

ফাস্ট লেগের এক কোণে বসে লক্ষ্যপাতা
মোটরিক মাধুরী একর ফোসে জিজ্ঞাসা
করল, শিপ্রা কাজ হোমনদের অনেক রাস
হ'লো'নিজস্ব?

শিপ্রা উঠে বসিবে বলল, না মাধুরী'নি।
আপনি কাজ এলেন না। কে আর রাস
নোহেন?

মাধুরী বলল, 'আপনও নোহেন এমন
ই চি করেছিলো'?

তার পাশের মেয়ে বর্ণিণ বলল, 'না
মাধুরী'নি, আমরা বাক খুঁজে শব্দ চিন্তাম।
মাধুরী বলল, 'আমাদের হ'লও সবচে
মিলে এমন দুরত্ব হ'ল উঠলে তো। বর্ণিণ
বলল—'

হাসি গোপন করল না মাধুরী।

বর্ণিণ তা দেখে ভরসা পেয়ে বলল,
শিপ্রা ব'লে ক'লছিল মাধুরী'নি, ক'লসি
আপ চণ্ডী আগে এমন ম'লে এলে আমাদের
আজ কেইনি এ হ'ল যেহে। সবুজে আর
আসলে হ'ল না?'

শিপ্রা জীব প্রতিকারের সূত্রে বলল,
'হ্যাঁ'।

মিচের বৈরাগীর কথা মাধুরীর মনে
পড়ে গেল। ব্যাটের দিনে সে আর মানসীও
তো এই কামনাই করত। সবুজের ঠিক
আগের ন'হ'লো' জোরে বর্ণিণটা চেপে
আসকে। সবুজে যেন আর হ'ল না হয়।
কোন কোনদিন ডিলে ডিলে বর্ণিণ আসত।
কলেজও এমন করেছে। চুস খেঁকি সব
খরত, শাড়ি থেকে জল ধরত। মা রাস
হ'ল ব'লতেন, নিখা'ই জল হ'ল। হোমের
মত কি, ব'ল দুরভাগ অমার।

চ'খা'ড়ি নিয়ে কোড়ে, অংক লিখতে

লাগল মাধুরী। অংক আবার কি অংক, মন্দকম।

শিশুা বলল, 'মাধুরীদি, বাঁগা বলতে, আজ ইন্সট্রাক্টেণ্ট ওর নাকি ইন্সট্রাক্টেণ্ট নেই।'

মাধুরী ফিরে তাকাল, 'কে বলল একথা? বাঁগা, ইন্সট্রাক্ট আপ। উঠে দাঁড়াও।'

বাঁগা উঠে দাঁড়াল।

মাধুরী গম্ভীর মুখে বলল, 'তোমার পানটা উপভোগ করলাম। কিন্তু কালও তোমাদের অংকের ক্লাস হলনি, আরও যদি কিছু না হয়, কী করে আমি কোর্স শেষ করব বলতো?'

কয়েকটি মেয়ে বলল, 'না মাধুরীদি, আপনি অংক দিন আমরা করিচ্ছি। এখন যেমন প্রোগ্রামে না হলে শেষে পরীক্ষার সময় ভাড়াইড়া পড়ে যাবে।'

মাধুরী বলল, 'এই তো লক্ষ্যবিন্দুর মত কথা।'

বোর্ডে লিখে লিখে মাধুরী ক্লাসের মেয়েদের অংক দেখাতে লাগল। অংকের ক্লাসে একটা কথা না হলে হয় না। এতে আর ইংরেজী বাংলা ইতিহাসের ক্লাস নয় যে, লক্ষ্যবিন্দুর অনেকখানি এখানে সাওয়া যায়। এখন একটা শব্দ শুধু দরকার। অর্থাৎই মেয়েরা অংক করতে ভাল না। মাধ্যমিকিকেরা নিজেদের এমন মেয়ের সাহায্য করে। বেশির ভাগই পণ্ডিত আর বুদ্ধিমান বিজ্ঞান। নিজে একটা শব্দ না হলে সেই আবিষ্কারেরিকটা ওদের শেখানো যাবে না। ক্লাস শেষ করে ভাড়াইড়া বোর্ডেরিকটা সেরে নেয়া মাধুরী। মেয়েদের আনন্দোত্তাপা যুগ্মী হয়। যতটুকু কাজ হওয়ায় ভালই হয়েছে। ক্লাস থেকে ভাল যাওয়ার সময় ছাত্রীদের দিকে চেয়ে বলে, 'হেইন! তু তু না হলেও তোমরা যাতে না ছুটি, অতঃত এক ছুটি আগে ছুটি পরে যাও তার জন্যে হেডমিস্ট্রিসের বলে দেখো।'

ওরা যুগ্মী হয়ে বলল, 'কলহের মাধুরীদি! সত্যি বললে...'

মাধুরী হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু লর ছুটি যদি পাওই এই বৃত্তির মধ্যে তোমরা যাবে কী করেন।'

শিশুা বলল, 'বাঁগি অতক্ষণ থাকবে না। যদি থাকেই ভিজে ভিজে যাবে। আপনি সেজনা ভাববেন না মাধুরীদি।'

মাধুরী হাসতে হাসতে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে এল। ছুটির কাতাল সময়। এক ঘণ্টা আগে ছুটি শেষেও যেন হাতে মল্লপা পায়। ওরা কি ভারতে পারে মাধুরীও ওদের মতই ছিল? ঠিক ওদের মতই ছুটির কাঙাল, ওদের মতই বৃত্তিতে ভিজবার জন্যে উৎসুক? ওরা বোধ হয় কলপনাও করতে পারে না। ওরা বোধ হয় ভাবে ওদের মাধুরীদি মায়ের পেট থেকে পড়েই এমন অংকের চিঠির 'মাধুরীদি' হয়েছে। মাধুরী

কিন্তু মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে একাধি হয়ে যায়। তার ক্লাসের এই কিশোরী মেয়ে-দের সঙ্গে। নিজের ঠিকোবকে মনে পড়ে। সে দিনগুলি যাবে যে বেশিদূরে ফেলে এসেছে তা নয়। পিছন ফিরে দিগন্তে তাকালে হয় না ভাবের জন্ম। প্রায় পিঠের কাছেই তাদের দেখা মেলে। সেই নাম-বতের দিনগুলির। ওরা মনে হয়, শুধু-

জীবনের, এমন কি সেদিনের কলেজ-জীবনের সেই মেয়েটি যেন আরেকজন। তার সাথে সাথে আশা-আকাঙ্ক্ষা 'বাসনা' কখনো নিজে সে একেবারে আসানো, যেন স্বয়ংসম্পর্ক। এখনকার মাধুরীর সঙ্গে যেন তার কোন যোগ নেই। এই যেমন তার ছাত্রীরা বিশুদ্ধ বাঁগা, মল্লেকার—হেইন! নিজের অর্থাৎ থেকে প্রত্যেক

অংশে অভিনয়যোগ্য কয়েকটি সার্থক নাটক

সরস্বতী সু স্টোন্স

চতুর্থী পুণ্য শিবক নিম্নলিখিত কট প্রবর্তিত অভিনয় শিক্ষাব্যবস্থার উপর ব্যস্ত হইয়া নটিকা ও নটিকা

ঠাকুর বাড়ী

শরৎচন্দ্র

চিত্রবর্ণন পাড়া প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার উপর ব্যস্ত হইয়া নটিকা ও নটিকা

নন্দমূল্য চক্রবর্তী প্রবর্তিত অপব্যবস্থার উপর ব্যস্ত হইয়া নটিকা ও নটিকা

মৌ-চোর ২,৭৫

বতুন ইহুদী ২,০০

সরস্বতী সু স্টোন্স

ডাউন ট্রেন ২,০০

সন্ন্যাসী ১,২৫

সব বকম নাটকই আমরা সরবরাহ করি যা কী।

সর্বস্বতী সু স্টোন্স

ইণ্ডিয়ানা

১২, শ্যামলপুর স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বাংলা ভাষায় অভিনব 'ইয়ার-বুক' ও ব্যক্তি-পরিচিতি (WHO'S WHO)



বর্ষগঞ্জী ১৩৬৬

(১০শ বর্ষ চালিতেছে)

১৩৬৬ সালের সদ্য প্রকাশিত সংস্করণে প্রায় ৬ হাজার বিভাগগুলির সমন্বিত পরিচয় ও পরিচয়ন করা ইইয়াছে এবং বহু নতুন বিষয় সংগ্রহিত হইয়াছে।

বর্ষগঞ্জী বাংলা ভাষায় নির্ভরযোগ্য ও একমাত্র বিশ্বব্যাপী বা বিশ্বব্যাপী-পুস্তক। ভারতীয় ও অন্তর্ভুক্তিক ক্ষেত্রে যে কোন বিষয় জানিতে হইলে বর্ষগঞ্জী অপরিহার্য। যে সকল প্রগতিশীল ব্যক্তি চলতি দুনিয়া এবং বিশেষ করিয়া ভারত ব্যক্তি সম্পর্কে সকল

বিষয় জানিতে আবেশীল তাহাদের পক্ষে বর্ষগঞ্জী একমাত্র অবলম্বন।

বর্ষগঞ্জী বাংলা ভাষায় বিশ্বের সমস্তের তথ্য হাতের মুঠায় পাওয়া।

আধুনিক ব্যক্তির পক্ষে বর্ষগঞ্জী অপরিহার্য।

রেবর্সিন বাইহী শোভন সম্প্রদায়-মূল্য ও টাকার; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সকল সম্ভাসিত দোকানে পাওয়া যায়।

প্রকাশক : এস. আর. সেনগুপ্ত এন্ড কোং

৩৩/৩, বেকিংহাম স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন : ৩৬-৬৭৯৭

চিত্র-বৈচিত্র্যে
রচনা-সম্ভারে

ও
আঙ্গিক সংজায়—

অসংখ্য পত্র-পত্রিকার ভীড়েও অনন্যতর দাবী নিয়ে

শুদ্ধ মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

শারদীয়া

নতুন খবর

এই সংখ্যায় থাকবে

জনপ্রিয় কথাশিল্পী

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

উর্বশীর ক্লান্তি

প্রতিভাবান কথাশিল্পী ও

নাট্যকার

প্রশান্ত চৌধুরীর

পূর্ণাঙ্গ নাটক

দুই মইল

এছাড়াও—

গল্প-প্রবন্ধ, রস-রচনা এবং গঠনমূলক আলোচনায়
এই বিশেষ সংখ্যাটিকে আরো লোভনীয় ও গ্রহণীয়
করে তুলবেন—

শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়

মন্মথ রায়

বিদ্যাসক ভট্টাচার্য

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

দেবনারায়ণ গুপ্ত

গোবিন্দ মিত্র

বিজয় গুপ্ত

মুরারী সেন

প্রবাল রায় চৌধুরী পরিচালক

কবি ইন্ডুর

মনোজেন্দ্র ভট্ট

পঞ্চজ দত্ত

বিজন দত্ত

মহেন্দ্র সরকার

সেবাস্ত্রত গুপ্ত

জ্যোতির্ময় বসুরায়

পরিগ্রহস দে

সরোজ সেনগুপ্ত

॥ এবং আরো অনেকে ॥

এই বিরাট সংখ্যার মূল্য

মাত্র—দু টাকা

এজেন্টরা অবিলম্বে

॥ প্রয়োজনীয় 'কাপার' অর্ডার দিন ॥

● নতুন খবর কার্যালয় ●

১৬-১৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ [ফোন : ৩৪-১৩৪৪]

বছরের, প্রত্যেক বয়সের মাধুরীকে যেন
আলাদা করা যায়। তারা একই শুল্কের
ছাত্রী, কিন্তু এক এবং অভিন্ন নয়।

'টিচার' নামে এসে সহকর্মীদের সংগে
দেখা হয়ে গেল। হেডমাস্ট্রিসের সংগেও
চোখাচোখি হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,
'কাস কি হ্যারিছিল?' অর্থাৎ তো খুব
লেট করে এলে।'

মাধুরী ভাবল, কোন কৈফিয়তটা আণ
দেয়। কালকের কামাইয়ের না আজকের
লেট হওয়ায়। তার ছাত্রীদের মত দমটাই
নো মিথ্যা কথা বলতে হবে। মাধুরী
কি পেয়ে অসুখের দেখাই। কালকের
সভিকারের অসুখের কথাটা মনে থাকে না,
আজকের অসুখের কথাটাও নয়।

মাধুরী বলল, বিশেষ একটা সরকার
ছিল।'

হেডমাস্ট্রিস গম্ভীরভাবে বললেন 'হুঁ,
একটা সরকারের নামে একদিন কামাই আর
চারদিন ছুটি জামা না স্টিক কম,
অসুখের হুম।' কাস 'টিচার' না গেল
যেহেতু 'টিচার' করে অংশপাঠের কাস-
পুলিও করতে দেয় না। আগে যদি একটু
ইনিটিয়েই করে রাখা হতো একটা কাসখা
করা যায়।'

হেডমাস্ট্রিস বোলা দায় চেয়ারে বসে
উপদেশ বলা করতে থাকেন। মাধুরীরা
কেননা ছাত্রীদের কাস কম হেডমাস্ট্রিস হেডমিন
টিচারদের কাস নেন। মাধুরী মনে মনে
একটা অশ্রুত হুঁ। একদিন হুঁ ছোট
কামাই। তার জামা ছুঁ। বিশেষ করে
অন্য টিচারদের সামনে। মনে খুঁই থাকল,
মাধুরী মাঝে মাঝে কখন জবাব দেয় না।
জামে, জবাব দিয়ে হেডমিন 'আর চুট
যাবেন।' অসুখ না হুঁ বলতে শুরু
করলেন। তখন নিজেই মর্মানী বলায় জামে
মাধুরীকেও—।

মাধুরী আরও কাস দেবার জন্যে ইতরী
হয়। এই পরিঘটে বাসনা পড়াতে হলে
ফস্ট কাসে ইংরেজী কাস অর্থাৎ সবই
সে পড়ত। তার মত টিচার খুব বেশি
নেই শুল্ক। সে সব বিষয় পড়ত, যেতে
পড়ত, যাঁকি দেয় না। বেশদিন এসব
জামেন, হুঁ একটা খুঁই পেয়েই বকলেন।
টিচাররা দু'তিন মিনিট সম নিয়ে ফের
যে তার কাসে ঢাল গেল। অবশ্যে সেন
বললেন দিয়ে মাধুরীর পায়ে পড়ল ছুটিতে
লাগল। পাট কাসে সে ইংরেজী পড়তে
যাচ্ছে। তার বসও চুঁকল পাঁচিল।
এখনো বিয়ে হয়নি।

অগো 'ফিস্' ফিস্ করে বলল, 'কি
মাধুরী'দি, মন খারাপ হয়ে গেল না কি।
হেডমাস্ট্রিসের মুখে তো নয়, একখানা
করে। পান থেকে চুন খসলে গজগজ
গজগজ। কী যে স্বভাব।'



মাধুরী বলল, 'হ্যাঁ'।

অরুণা এবার কানের কাছে মুখ নিয়ে হেসে বলল, 'ব্যাপারখানা কি। কাল কি পাকা দেখা টোনা ছিল নাকি।'

মাধুরী বলল, 'হ্যাঁ'। ক্রাসে যাও এখন। হেডমিস্ট্রেস যদি দেখতে পান আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছি, দেখলে ফের এক কাণ্ড বাধাবেন।'

মাধুরী নিজের ক্রাসের দিকে এগোতে লাগল। মনে মনে ভাবল, বেলারদীর গল্প লেগে যথেষ্ট। ইংরেজী ভালো লেগে, ভালো লেখেন, পড়ানও ভালো, স্কুল কি করে চালাতে হয় তাও জানেন, কিন্তু মোজাজ বড় কড়া ভাষা বড় রুঢ়। কাস চুয়ার পণ্ডার তো হাবই। চেহারা যেন ডিস্‌পেনসারির রোগী। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ঘোঁবনে বেশ সুন্দরী ছিলেন। কিংবদন্তী তখন অনেকের নাকি মাথা ঘুরিয়েছেন। এখন নিজের মাথারই ঠিক নেই। মাঝে মাঝে ছিটটা বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। কেউ বলেন, অবিরহিতা, কেউ বলেন, বহুবিরহিতা। এখন পাড়-ওলা শাড়ি পরেন, মাঝে মাঝে গয়না পরেন, মাঝে মাঝে পরেন না। কিন্তু স্মিথ একবারের সম্মত। অবশ্য স্মিথতে সিন্দুর না পরেও মেয়েরা আংকল সিমিফিন্টী হয়ে পড়ে। কিন্তু বেলারদী এখন একা থাকেন। স্কুল কমিটি ছোট একটা কেবলটাই দিয়েছে। সবখানে উপস্থিত নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। অনেক বলছে, ওই ওই স্বেচ্ছাকৃত অত্যাচারসং-অত্যাচার বেলারদী এই স্কুলেও বেলারদী বেলারদী খাড়াবেন না। খেয়াল হলেই অন্য কোথাও চলে যাবেন। সেইজন্যই তিনি কারো পরামর্শ করেন না। না কমিটির প্রেসিডেন্টের, না সেক্রেটারীর, আর স্কুলের কমবসসী টিচাররা তো তার কাছে প্রি ফেরের ছাত্রী মত। যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে হেডমিস্ট্রেসের। অল্প স্বেচ্ছাচার আর স্বেচ্ছাবিরচনের ক্ষমতা। কিন্তু এই স্বাধীনতা যে খুব সখের তাতো মনে হয় না। নিঃসঙ্গ জীবনে যে বেলারদী খুব শান্তিতে আছেন, ওর চালচলন, কথাবার্তা তার পরিচয় দেয় না। মাঝে মাঝে বেলারদীর জন্যে বড় দুখে হয় মাধুরীর। ইচ্ছা হয়, ওর কাছে বসে ওর সব কথা শোনে সাধামত ও'র সেবা পরিচর্যা করে। ওই চেনাশনু প্রতাপের অহরাসে যে একটি ক্ষতবিক্ষত নারীহৃদয় রয়েছে, তার একটু শত্রুবা কিছুতে সাধ যায়। কিন্তু ও'র কাছে খেঁষবার জো নেই। বেলারদী তার কোয়ার্টার্স যেমন কাটাটারের বেড়ায় ঘিরে রেখেছেন তেমনি নিজেকেও রেখেছেন আত্মমর্যাদা আর অহমিকার বেড়ার আড়ালে। তিনি সবাইকে এড়িয়ে যান, তাকেও সবাই এড়িয়ে

চলে। হেডমিস্ট্রেস বেলারদীকে কোয়ার্টার্সের রক্তবাককে দেখে মাধুরীর মাঝে মাঝে কেমন যেন একটা ভয় হয়, আশঙ্কা হয়। কিসের ভয় তা ঠিক পরিষ্কার করে বোঝা যায় না। বেলারদী বিদ্যুৎ, আর রক্তবাক, সাধারণ লেখাপড়া জেনা মনুষ্য নৃজনেরই নিঃসঙ্গ একক জীবন। কিন্তু কেউ যেন ঠিক সুখী নয়, সুখ্য নয়। তবে কি মানুষের সঙ্গ কমন্স। ভিতরে ভিতরে থেকেই যায়? তবে কি মানুষ শব্দে নিজেকে নিয়ে সম্পর্কে সুখী হতে পারে না? তার সাধের জন্যে অতন্ত আর একজন কি অপরিহার্য?

ক্রাসে ঢুকতেই ক্রাসের মেয়েরা উঠে দাঁড়াল। এদের মধ্যে দু' চারজন বেশি বসসী মেয়েও আছে। জনহিন্দকে আছে বিরহিতা। তাদের মধ্যে একজন লতা। মাধুরী ক্রাসে এলে ও বড় লক্ষ্য পায়। ওর সে বর তার মাধুরীর আগে সম্ভব এসেছিল। দেখাশোনাও হয়েছিল। মাধুরীকে দেখে তাদের পছন্দ হয়নি।

তার মনে মনে নিজেকে দেখে পছন্দ করেছিল। বাপের বাড়িতে থেকে এই কয়েকটা মাস এই স্কুলে পড়ে পরীক্ষা দেওয়ার অনুরোধ দিয়েছে। কী করে যেন চলে, হয়ে গেছে কথাটা। হয়ত ওর বরই বলে থাকবে। পরুষের অসাধ্য ত কোন কাজ নেই। তাই লতা মাধুরীকে দেখে বড় লক্ষ্য পায়। চেহেরে দিক তাকায় না। মুখ তুলে কথা বলে না। কিন্তু শব্দ কি লজ্জা? ওর মনে এর জন্যে গর্বও কি নেই? তার টিচার তার কাছে ছেলে গেছে সেই গর্ব? মাধুরী নিজের মনেই একটু হাসল। তারপর খেঁ খুলে পড়তে অকণ্ট করল। বাকমতাসের রচনার একটি অংশ পড়ল। তাদের পাঠসংকলনের অস্তুত্ব করেছেন। পড়তে পড়তে মাধুরী বেলারদীর বহুনির কথা ভুলে গেল, তার নিঃসঙ্গতার দুখের কথা ভুলে গেল, লতার লক্ষ্য আর গোপনের কারণের কথাও তার মনে রইল না। পর্যাট্রাশ মিনিট কিভাবে যে কেউ গেল তা যেন টেরই গেল না মাধুরী।

সদা-প্রকাশিত তিনটি অর্পারহায গ্রন্থ

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ একাধিক রচিত হয়েছে। তবুও বর্তমান পর্যন্ত এটি একমাত্র প্রচলিত গ্রন্থ। এটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কেবলমাত্র সাহিত্যিক সাহিত্যিক অঙ্গের অবলম্বনে লেখা হয় না। ইহা হয় বঙ্গভাষার সমগ্র নব্য সমাজতন্ত্র প্রসার ভাবাদর্শের বিকাশের ব্যাপ্তি। ইহাও সাহিত্যের আনুষ্ঠানিক এবং ও বহুবিধ প্রধান ইতিহাস বিশেষ সাহিত্যবাসকায়ন গৌন ইতিহাস পড়ে। সমগ্র লক্ষণ ও প্রধানবর্তন বহুস্তরমণ্ডল অহত করিয়াই রাখে। ইহা হয় যে এখন সাহিত্যের ইতিহাস নতুন প্রণালী ও দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখার সময় আসিয়াছে। সেই নতুন প্রণালী ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম অনুসরণ এই গ্রন্থ। সাহিত্যিক অঙ্গের ভাষা করে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গ থেকে বর্তমান পর্যন্ত অঙ্গোচ্চত্ব হয়। গ্রন্থ শেষে বাংলা সাহিত্যের বাল্যনৃত্যিকা স্বরূপে তারিখ ও সাহিত্য শব্দসম্বন্ধী যুক্ত হইয়াছে। বি. এ. এম. এ. স্পেশাল বেলারদী ও বাংলা অনাঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের অর্পিত। ১। ডিমাই ১৩৬৬ পক্ষ, উৎকৃষ্ট বইখান।

দাম : সাত টাকা

বিশ্বভারতীর তৃত্ত্বর্ষ গ্রন্থাগারিক

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত

বাংলা-গ্রন্থ বগীকরণ

গ্রন্থ অর্পারহাযকালের গবেষণার ফল এই গ্রন্থ। ভারতবর্ষে বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত উপযোগী বগীকরণ পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে এই প্রথম লিপিবদ্ধ হল। গ্রন্থটি প্রত্যেক গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক এবং সাহিত্যিক বিষয়ের ছাত্রছাত্রীর পক্ষে অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। ১। ডিমাই ১৩৬৬ পক্ষ। মোট অর্পারহায কালজ্ঞে গ্রন্থ।

১। উৎকৃষ্ট বইখান। দাম : দশ টাকা ১।

জ্যোতিষচন্দ্র রায় রচিত

কেদার বদরী

৪। ১০

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২।



কেশন
সুরভিত
কেশ
তৈল

কোণার্ক কেমিক্যাল
কলিকাতা - ১২

পুষ্টি
বাস্তবিক
দাম
পাঁচ
টাকা

এবার খজায় নূতন উপহার
দেব দেউল

দেব মাহিড়্য কুটার কলিকাতা-৯

ডাঃ বসুধা

টাইফোয়েড

অসুখ, জ্বর, ও ডিসপেনসিয়ার
এবং

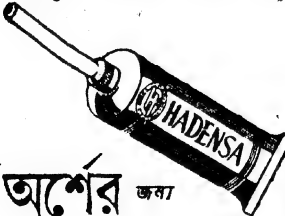
বিখ্যাত

শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা

গেওড়ী ব্যবহার করুন

ডি.এন.বসু হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা-৭

হ্যাডেন্সা



অর্শের জন্য

সর্বত্র পাওয়া যায়

ক্রাস শেষ করে বেরিয়ে আসবার পর তার খোয়াল হল। হ্যাঁ এই ভাল। কাজই সবচেয়ে ভাল। নিজের কাজে বিশিষ্টতার মধ্যেই সুখ। এ ছাড়া সুখের আর কোন অর্থ নেই। অস্তিত্ব নেই। বাবা আগে আগে কোন এক পরোন যাত্রার পালা থেকে—বোধ হয় মরুযজ্ঞই হবে নাম—পার্ট আবৃত্তি করতেন তার মধ্যে দুটো লাইন ছিল 'কম' সত্যের দুখানা ঘুড়ি। ভক্তি আর জ্ঞান বেড়ায় উড়ি। মাধুরী হাসল। পদটা ভাল না, কিন্তু ভিতরের কথাটা ভাল।

বৃষ্টির ধারা অনেকক্ষণ আগেই স্রাব হয়েছিল। আকাশের মেঘ কার্টোন। এখন চক চক করছে রোদ। ক্রাস নাইনের মেয়ে-দের যে প্রতিশ্রুতি 'দয়া এসেছিল তা বোধ হয় আর রাখা গেল না। হেড-মাস্টারের কাছে আর সুপারিশ করতে যাওয়া যাবে না। আজ ত আর পুরো বৃষ্টির দিন নয়, রোদ আর বৃষ্টি মেশানো দিন। তিনি পুরো স্কুলই করবেন।

টিফিন পিরিয়ডে হেডমিস্ট্রেস নিজের কোয়ার্টার চলে গেলেন। 'নির্মল' মতন ছাত্রা ধরে তাকে এগিয়ে দিয়ে এল। টিচার-রুম টিচাররা যেন হাঁকি ছেড়ে বাঁচল। বেলাদি সব সময় যে বলেন কি উপদেশ দেন তা নয়। কিন্তু তিনি শব্দে তার চেয়ারবানায় কোন থাকলেও তরুণী শিক্ষিকার কেমন কোন একটা আড়চোখ বোধ করে। তার দৃষ্টিতে তার তার হৃদয়েও তার। মানুষের হাসি বা ফুলের মত তারও মানুষ ভয় করে। কিন্তু গাড়ির ফুল? তারও কি ভয় করে কেউ? মাধুরীর জন্য সেই। তার শব্দে ফুলের ঘরে কেউ কেউ নাকি মুছা যায়। সে ফুলের মনে অবশ্য অন্য। পুণশর, পুণশর। প্রেমের দেবতার কত নামই যে মানব দিয়েছে। অতীত ত দিতে পারত। ব্রীকফ্রের একল আট নয় না হবে মনোরমই আড়চোখের শতনাম থাকা উচিত ছিল।

স্কুলের আটজন টিচারকে এবার একসঙ্গে জড় হাতে দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে এই কলোনীরই আছেন বিনজনা। তাঁরা ফের নিজেরদের ঘর-সংসারের খবর নিতে গেলেন। অনুপমাদি আর রমলাদি পাশাপাশি দুখানা চেয়ারে বসে নিজেরদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা আলাপ করতে লাগলেন। অনুপমাদির বয়স চার্লসের কাছাকাছি। স্বাস্থ্য ভাল না। আবার জেলেপলে হবে। কয়েক মাস পরেই শীর্ষদিদের ছাড়া নিতে হবে তাকে। এই নিয়ে হেডমিস্ট্রেস বেশ একটা বিরক্ত। তিনি নিজের ত মেয়ে হয়েও মেয়েদের এই সুখ-দুখের মর্ম বুঝলেন না। অনুপমাদি নিজেরও খুব একটা স্বস্তি বোধ করেন না। সহকর্মীদের সামনে তাঁর কেমন যেন একটা লজ্জা লজ্জা করে। মাধুরী অরুণারা তাঁর সামনে কিছু বলে না। আড়ালে আড়ালে

ঠাট্টা-ভাষা করে। 'বেশ টিপ্পনি কাটে। মাধুরী নিজে অবশ্য তেমন মন্তব্য করে না। শোনেই বেশ। আচ্ছা ওই অনুপমা নিয়ে ছোট ছোট ছাত্রীদের সামনে কী করে বসে বসে পড়ান অনুপমাদি? লজ্জা করে না? মাধুরী হলে ত লজ্জায় মরে যেত। সে ভাবতেও পারে না। ছি ছি ছি। কিন্তু বাড়ির অবস্থার বাধা হয়েই বোধ হয় ওকে এই দশা নিয়েও আসতে হয়। আর কতদূর থেকে, সেই উল্টোডাঙা থেকে ঠেকে এখানে, আসতে হয়। ধরে কাছে যে সব স্কুল আছে তাকে ওর চাকরি হয়নি। হয়েছিল চলে গেছে। কার দোষে কে জানে। অনুপমাদি তা ভাল করে বলেন না। মাধুরীরও ওসব খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ফিঙ্কাসা করতে লজ্জা করে। তিনি নিজে থেকে যা বলেন তাই শব্দ শব্দে যার মাধুরী। একদিন অনুপমাদি কথায় কথায় বলেছিলেন, 'মাধুরী, আমিও প্রথম প্রথম শখ করেই একজে নেমেছিলাম। যে স্কুলে ছাত্রী ছিলাম, সেই স্কুলেই একজন টিচারের বদলীতে কাজ আরম্ভ করি। তখন কী গর্ব, কী আনন্দ। সেই একই স্কুলে যাই।' কিন্তু যাওয়ার ধরনটা পাকাটা গেছে। যাদের ভয় করতাম, তাদের পাশাপাশি বসি, তাঁদের সঙ্গে সম-বয়সীর মত অসংযত আলাপ করি। এর চেয়ে বড় নিষেজ্ঞ যেন আর কেউ কখনো করেনি। তার পর ওই মাস্টারী করতে করেই বিরোধ হয়ে গেল। আমার এক প্রিয় ছাত্রীর দলব সঙ্গে। ছাত্রীই ছিল যে গোয়েদের সে। বিরোধ হল চাকরি কিন্তু খসল না। স্বামীর সে অবস্থা নয়। তা ছাড়া দুটো পয়সা বেশি এসে। দুখের সংসারে একফোটা সুখ বেশি আসে। তারপর কত স্কুল পালটলাম, কিন্তু মাস্টারীটা রয়েই গেল। এখন মাঝে মাঝে 'বিরোধ' লাগে। ছাড়তে পারি না, আবার রাখতে শক্ত। নইলে একদিন আমিও তোমাদের মতই ছিলাম।'

অনুপমাদিকে দেবে মাধুরীর সেই কথাগুলি অজ ঘর মনে পড়ে গেল। এখন অবশ্য তিনি অন্য মুখে আসেন। টিফিন খেতে খেতে রমলাদির সঙ্গে স্কুল-কমিটির মধ্যে যে পার্ট পলিটিকস চলেছে, আর সেই জনেই স্কুলটার উন্নতি হচ্ছে না, পাকা বাড়ি হচ্ছে না—এখন এই সবই অনুপমাদির আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সেই একদিনের অনুপমাদি মাধুরীর মনে যেন গাঁথা হয়ে রয়েছে। সে দিন ঠেকে যেমন করে পেয়েছিল তার পরে আর ওকে সে ভাবে পায়নি। তার পরেও না তার আগেও না। সেদিনও ছিল এমনি এক বৃষ্টির দিন। ঘরে আর কেউ ছিল না। মাধুরীর মথোমুখি বসে সেদিন কথাগুলি বলেছিলেন অনুপমাদি। বলেছিলেন, 'মাধুরী, একদিন আমিও তোমাদের মতই ছিলাম।' মাধুরীও কি একদিন ওর ছাত্রীদের, কমবয়সী টিচারদের

ডেকে বলবে, 'আমিও একদিন তোমাদের মতই ছিলাম।' আর তারা সে কথা বিশ্বাস করতে চাইবে? ভালতেও যেন গা শির-শির করে মাধুরীর। ভবিষ্যতে কার মত হবে সে? ওই অনুপমাদির মত না, ছেউমিস্টেস বেলাদির মত? জীবনের কোন পাটানটী তার জন্যে অপেক্ষা করছে?

না, কোন পাটানটী না, মাধুরী ও'দের কোন পাটানটী পছন্দ করে না। শুধু ও'দের কেন, এখানে যত টিচার আছেন বিবাহিতা, অবিবাহিতা, বিধবা, স্বামী-ত্যাগিনী কি পরিহাস-কারও মতই হতে চায় না সে। মাধুরী তার নিজের মত হবে। নিজের হাতে যেমন পল ও'ভার বোনে, স্কাফ বোনে তেমনি নিজের জীবনটাকে মাধুরী নিজের হাতে ব্যনে নেবে। কিন্তু সেও ত আরও পাঁচজনের আরও পাঁচটা স্কাফের মতই হবে। তা হোক। তবে, তা মাধুরীর নিজের। নিজের প্রেমের, নিজের বশেষের, নিজের সাধের। ওই স্কাফের মত সবাইর জীবনটী দেখতে একবকর। বরণে ধরনে, সঙ্গে চরণে, আশা আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু সেই জীবন যাত্রা ব্যপন করে, বহন করে, তারা জেনে যে এর নাম পাটানটী বাইরে থেকে দেখতে এক। কিন্তু ভাবের, অনুভবের, স্বাদের আলাদা।

অন্যথা জনমানস পার থেকে হাতের ইশারা তার ডাকল।

মাধুরী উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে তার পাশে দাঁড়াল, বসে বসে।

মাধুরী বলল, বসী কীভাবে কাজ করে ম? বলে মাঝে মাঝেই। এনিকে এসে। তাকে দেখে মাঝে মাঝে কি সত্যের রমধনু উঠেছে।

'ওমা, তাই তা।'

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল মাধুরী। মুখ চোখে সৌন্দর্য তাকিয়ে থেকে অস্ফুটস্বরে বলল, 'বাস।'

মেঘের কোলে সন্তবর্ণের লীলাধন, একেবারে আকাশ জুড়ে আসন পেতেছে। এত বড় রামধনু! শিগগির আর দেখনি মাধুরী। আশ্চর্য এই রামধনুর নামই ত হওয়া উচিত পদ্যধরে। আকাশের ফল।

অকুণ্ণ মাধুরীর মাঝে আত্মনের খোঁচ দিয়ে বলল, 'ঈস, একেবারে ভুলেই গিয়েছে। জরাজীর্ণ শব্দেতে পড়ে না? তাবপর কাল কি হল ব্যাপারটা শুন।'

মাধুরী তার দিকে ঢোকা একটা ফোঁস বলল, 'ব্যাপার কিছু নয়। কাল সন্ধ্যায় শু মাথা ধরেছিল। শূন্যচিহ্নাম সারসিনা।'

তারপর যের মাধুরী রামধনুর দিকে তাকাল। আজ, অসমী কোথায় আছে এখন? ডালহৌসি সেকয়ারে? নাকি এসে কলের শীতল রেখে নিউ সেক্টোরিয়েটে চলে গেছে? উঠেছে গিয়ে সেই তেরতসার ওপরে? সেখানে জানলায় দাঁড়িয়ে মাধুরীর মত এই একই রমধনু দেখতে পচ্ছে অসমী? এক-তলা আর তেরতলা এক হয়ে গেছে?

আশ্চর্য, রামধনু দেখে হঠাৎ অসমীর কথা এমন করে মনে পড়ল কেন মাধুরীর? পড়বার ত কোন কথা নয়। আর অসমী যে এখন ডালহৌসি সেকয়ারেই থাকবে, তার কী মনে আছে? ওখানকার কাজেরম? সেয়ে সে হযত এতক্ষণ বেলোভিত্যের চলে গেছে। সেখানে সত্যেন মিলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখছে একই রমধনুর রঙ। অলীপনের আকাশ এতক্ষণে দিশহারা রঙে বাঙে হয়ে গেছে। হঠাৎ বাতের মধ্যে ছোট একটা অচিড় পড়ল মাধুরীর। একটি মিনিহুয়ের রামধনু। রামধনু নয় বরধনু।

সঙ্গে সঙ্গে মাধুরী নিজের মনকে চ্যাব বড়াল। 'ছি ছি ছি ছি ছি ছি। সে না তার আপন বোন। সে যে তার আপন বোন। হাতের হিংসা! তার হাতের পড়ল ছেলে-বোনের কেড়ে নিত বলে আজও চিরে।'

নির্মলা ঘণ্টা পিঠিয়ে জানাল টিফিন শেষ হয়েছে। তারপর আরো তিনটে ক্লাস। হেড-মিস্ট্রেস আর এসেন না। তাঁর শরীর নাকি ভাল নেই। ফস্ট ক্লাস আর সেকেন্ড ক্লাসকে একসঙ্গে মিলিয়ে মাধুরী গ্রামার পড়ল। গ্রামারই আসল। ভাসায় গ্রামার আর জীবনে নীতি, কর্তব্য। তাকে যেন কোন ভুল না হয়।

চারটেয় ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা পড়ল। যেন সোনার ঘণ্টা।

সে ধানি শূধ, ভাট্টাদের কান নে, মাধুরীদের কানেও বড় মধুর স্বরে বজতে লাগল।

সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের তথ্যপূর্ণ পৃথিবী আলোচনা-গ্রন্থ

সাহিত্য ও পাঠক

অধ্যাপক শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিষয়-সূচী : কবিতার কথা; মহাকাব্য; গীতিকাবিতা; সম্রাট; কাব্যবিচার; নাটক ও নাটকীয়তা; প্রাচীন; কবিতা; নাটক বিচার; প্রমত্ত; উপন্যাসের শিল্পপরীতি; ছোট-গল্পের পরিচয়; রম্যকল্প; প্রথম সাহিত্য; সমালোচনা সাহিত্য; পুঁথি সাহিত্য; লোক-সাহিত্য; হাস্যরস; রাসিক ও রোমান্টিক; রসের ও প্রতীক; মিস্ট্রিসিজম; সাহিত্যে জনকবরের প্রয়োগ; বাগ্মনা ও ধর্মান; রস ও ভাব; বাগ্মনা কবিতার ছন্দ; রস ও ভাবের ভঙ্গ; সাহিত্যে প্রকৃতির যথার্থ অনুভব; মর্য, সাহিত্যের সমগ্রতা; সাহিত্যের সত্য ও বস্তুত্ব; সাহিত্যের জ্ঞানের সীমাহীনতা ও ভাবের সীমাহীনতা; সাহিত্যের উদ্দেশ্য; সাহিত্যে আনন্দবোধ ও বস্তুবোধ; সাহিত্যে প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন; সাহিত্যে শব্দভাবের অভ্যুত্থান; অর্থ, শব্দার্থবিচার; আর্টের জন্যই আর্ট; সাহিত্যে আধ্যাতিকতা; রসমণ্ডা ও আধ্যাতিকতা; চিত্র ও সংগীত; সাহিত্যে ক্ষমিকতা ও অক্ষমিকতার প্রশ্ন; সাহিত্যে সত্য ও সত্যের; সাহিত্যে অনুভব; প্রকৃতিশক্তি, লোকজীবন বা সাহিত্যে রীতি; সমাজ, জীবন ও সাহিত্যে; সাহিত্য ও মূল্য; ধর্ম, সাহিত্য ও প্রজাতি; জাতীয় সাহিত্য; বিদেশসাহিত্য।

বি. এ. বাগ্মনা অনাস, পেশাল বাগ্মনা এবং ওম, এ বাগ্মনা ছাড়াই পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্থ ॥ দাম : পাঁচ টাকা ॥

কল্যাণ প্রকাশনী
এ ১৩৬, হাফেল স্ট্রীট মাদ্রাস, কলিকাতা ১২

ডাঃ একেটেলের
ক্রিমি-নামিনী
বিদ্যা জোনাল্যাপ
ক্রিমি নামিনী কলে
এস.সি.গৌরী ৩৩ গ্রাদার্স স্কি
৩৩, আমবর্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মাথায় ঢাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৬ বৎসর ভারত ও ইউরোপ-অস্ট্রিয়া ডাঃ ডিগার সাহিত্য প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টা মাসিক করুন।
৩১ জনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
(সি ১২০১)

ডাঃ বসন্ত
নানাল
সর্বপ্রকার বেহুনা
এচির দূর করে
সকল স্নাত ডাকেরখানায় পাওয়া যায়

এবার প্রজন্ম উপহাস
শিগির গাটম বোম
দে সাহিত্য কুঁড়ার
ক্রিমি-নামিনী
দাম ২১ টকা

কুঁচ তৈল (হস্তী দন্ত তৈল মিশ্রিত)
চৈতন্য শর কেশ বর্ধক
কায়ক, কেশ, পতন
বিহার, মহারাস, অসমপত্র প্রমুখীভার বহু
করে। মূল্য ২০, বড় ৭০, ডাঃ মাঃ ১০০। ভারতী
ঔষধালয়, ১২৬/২ হাজরা রোড, কলিকাতা,
কলিকাতা-২৬। (খুঁকট অংশক)।

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

সেকেন্দ্রে

ধারনা নিয়ে

ভালভাবে জীবনযাপনের সুযোগ

যদি করবেন না :



বনস্পতি
— বাড়ীর গিল্লীর বন্ধ

সেকেন্দ্রে ধারণা ও অঙ্কসংস্থার মানুষের পক্ষে ভালভাবে জীবন উপভোগ করবার এবং আধুনিক জগতের সুযোগ সুবিধে সদ্ব্যবহারের পথ সত্যিই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো কোনো লোককে বলতে শুনা যায়, "আমি কখনো বনস্পতি ব্যবহার করি না। স্নেহি, স্বাস্থ্যের পক্ষে জিনিষটা ভাল নয়।" এ হল একেবারেই সেকেন্দ্রে সংস্থার ... কারণ ব্রেহজাতীয় পদার্থ যে স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, বিজ্ঞান তা প্রমাণ করেছে। উপরন্তু, বনস্পতি যে সবচেয়ে পুষ্টিকর ও উপকারী ব্রেহপদার্থের মধ্যে অগুণতম বিজ্ঞান তাও প্রমাণ করেছে।

অত্যাবশ্যক ভিটামিনে সমৃদ্ধ

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখবার জন্যে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অল্পতঃ পক্ষে দু' আউন্স করে ব্রেহপদার্থ খাওয়া দরকার। ব্রেহপদার্থ আমাদের অঙ্গ পাতা হজম করতে ও তার উপকারিতা পেতে সাহায্য করে। তাছাড়া, রোগ ও অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং আমাদের হৃৎ ও নবল থাকতেও সাহায্য করে।

বনস্পতি বিশুদ্ধ উদ্ভিদ ব্রেহ—চিনাবাদামের ও তিলের তেল পরিশোধন করে বিশেষ প্রণালীতে তৈরী। এর ভেতরে ব্রেহপদার্থের সব গুণ ঘনীভূত হয়ে আছে বলে বনস্পতি শুধু যে খামে শুভ ও অজেতেই অনেক কাজ দেয় তা নয় ... আরো স্বাস্থ্যপ্রদ করবার জন্যে একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় ভিটামিনও এতে মেশানো হয়। বনস্পতির প্রতিটি আউন্স এ-ভিটামিনের ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট সমৃদ্ধ—যা চোখের ও হৃৎকর স্বাস্থ্যরক্ষায়, শরীরের ক্ষয়পূরণে এবং সার্বজনীন প্রতিরোধে অত্যাবশ্যক।

ভাল খাদ্য আপনাকে ভাল স্বাস্থ্য উপভোগ করতে ও ভালভাবে জীবন যাপন করতে সাহায্য করে ... এবং বিশুদ্ধ, পুষ্টিকর ও দামের দিক থেকে অসল বনস্পতির কল্যাণে ভাল খাদ্য খাওয়া সহজ হয়েছে। আপনার কি বনস্পতি ব্যবহার করতে শুরু করা উচিত নয় ?

১৯৭৭-৭৮ সালে ১০০ জনের মধ্যে ১০ জন
 ১৯৭৮-৭৯ সালে ১০০ জনের মধ্যে ১০ জন
 ১৯৭৯-৮০ সালে ১০০ জনের মধ্যে ১০ জন

বিজ্ঞান
দৈনিক

চন্দনক সময়ে তেঁও সেনেনের কোমল ফাঁক
 দিয়ে তিতার গায়ে ইঞ্জিনের ক্ষতি করতে
 পারত। সেনেন পাবির ওজন ভয় থেকে দশ
 পাউন্ডের মধ্যে হয়। তখন যদি উদ্ধৃত
 চন্দনক তখন হৈলি গৌরবিশিষ্ট কোনোও
 ছাত্রের মতো না হলেও যিনি উপায় থাকে
 নতুন এই সমস্যা বুঝে সাংঘাতিক ভয়
 পালন। সান-ব্রডলো সানসন, সনহাউজ
 প্রভৃতি ভুলভাল বিদ্যা বন্ধন এ ধরনের
 মনে সাংঘাতিক বিপদ বন্ধনও ঘটেনি, তবে
 দুটিবারে বন্ধন সাংঘাত প্রকটি হয়। অন্য
 ছাত্রদের ইতিমধ্যে দৃষ্টিগত সন্দেহের দর
 মনে জন্ম "সিডাক্স স্যাক্স ল্যাবরেটরি"
 বিশেষ বন্ধন সফল পদ্ধতির প্রচলন করার
 চেষ্টা করতেন। এমন একটা যন্ত্র বার
 করতেন যেটি এক সেকেন্ডের মধ্যে অতি
 উচ্চগতিতে অতি দ্রুত ত্রুণ হওয়ার ক্ষমতাসম
 যন্ত্রের মধ্যে পাবির এবং এই ক্ষম মানিয়ে
 রাখতেন না হলেও পাবির ক্ষমতা পাতা
 ফলে এই শব্দে যন্ত্রের ক্ষতিসাধক মধ্যে
 যন্ত্রের মধ্যে হলেও কোনও কোনও
 ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি পাবিরুলির পক্ষে খার
 বেশী ক্ষমতার হয়ে পড়ে। এর আগে আরও
 এক প্রকার, যন্ত্রকে পাবির এতে পাবির
 হওয়ার বাধ্যতা করে রেখেছিল। হার্স-
 ম্যানির মত এবং এছাড়া আরও নানারকম
 চন্দ্র ভ্যাকুয়ামের চীংকার এবং সমস্ত
 পাবির চীংকারের মত অওয়াজ, ইঞ্জিনের
 মত পাবির লাইট স্পটকারের দ্বারা
 প্রেরণ। পাবির করে হারবার্ডসনের
 চন্দ্রের উপর করে হতো। তাকে কিন্তু
 এমন অওয়াজ পাবিরে বিশেষ অত্যন্ত
 দাক্ষ্য কিছনের ভিত্তি হতো না এবং কোনও
 রকম সংক্ষপ পাবে। যার্মান এছাড়া
 ঘাসের উপর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ
 ছড়িয়ে দেওয়ার দরল মরা পোক মাছ
 গুলির উপরও বিষক্রিয়া ঘটে এবং এই
 পোকমাছগুলি খোয়ে পাবিরুলির মতোও
 ঘটে। "কিন্তু তবও পাবিরের অসা-
 যাওয়া বন্ধ হয়নি। অশুভ ডিফেন্স স্যাক্স

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারতে যে নানাবিধ কল-কারখানা স্থাপিত হয়েছে বা হচ্ছে তত্ত্বমধ্যে সিঁধির সারের কারখানা অন্যতম। যেখানে যেসব রাসায়নিক মার তৈরী হচ্ছে তা নিয়ে জর্মির উদ্ভবত যে বহুপরিমাণে দুর্নিয়ম আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, এইসব রাসায়নিক মার ক্রমাগত জনৈতে ব্যবহার করলে জর্মির উদ্ভবতকারী অণুগুলির মাশেট নষ্ট হয়ে যায়। শব্দানুযায়ী অসঙ্গত এর তা নতুন সারের কল বানানো সেগলি রাসায়নিক সারের চেয়ে অনেক ভাল। তিনি বলেন যে, তিনি অন্যত্র এক হীর সভ্যতায় তাই গৌরব ও শ্রী গড়ায়ের মিলিত গবেষণার ফলে যে নতুন সারটি আবিষ্কার করা হয়েছে তন্দ্বারা ভারতের কটীর অনেক দেশ অনেক উপকার পায়োক্ত। এই সার বিক্রয় ব্যবস্থা বা আয়ামসাধ্য নয় শহর অঞ্চলে প্রতিদিন সে ব্যবসায় অঙ্গসংগিত হয় সেগলি সাধা ইচ্ছাত কারখানায় উদ্ভূত খনগলি গাড়ে সার তৈরাল এক অতি উৎকৃষ্ট ধরনের সার তৈরী হয়। সাধারণত কৃষিক্ষেত্রে যেসকল জাতীয় সার আয়ামনিয়ম সালফেট, ক্যালশিয়াম মাইনেট্রাইট ইত্যাদি জাতের সার ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার চেয়ে প্রায়শঃমর ধরনের অধিকতর সার অনেক বেশী উপকারী। কারণ এই সার প্রচুর পরিমাণে ফুল, ক্যালশিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেশিয়াম, সোডা, ম্যাগনেশিয়াম থাকার জন্যে ধান, গম, আলু, প্রভৃতি শস্যের ফসল বিশেষ বর্ধিত পায়। এখা করা যেন যে, এই নতুন সার ব্যবহার করে শস্যের জর্মির উদ্ভবত বর্ধিত পায়। তবে খাদ্যভব সম্বন্ধিত হবে।

মহাশয়র দেওর কল্যাণ

মদ্রিয়াসুপ্রমদ্রিনী

দেওর-মদ্রিয়াসুপ্রমদ্রিনী

মূল্য S-৫০ মাত্র প্রদ্রিয়া
—এই মূল্যে প্রদ্রিয়াসুপ্রমদ্রিনী—
দ্রাশদ্রিয়াসুপ্রমদ্রিনী
১৯৫০, প্রদ্রিয়াসুপ্রমদ্রিনী, প্রদ্রিয়াসুপ্রমদ্রিনী

(সি ৪২২২)

দেশ

সোয়েটার প'বে ইস্কুল, কলেজ, অফিস সব
জায়গায়ই যাওয়া যায়—তাই যত খুসী
সোয়েটার বুনুন, পড়ে থাকবে না।
লাল-ইমলি উল দিয়ে সোয়েটার বুনুন নিন।
এই উলের পোশাক স্বচ্ছন্দে কাটা যায়।

হাল ফ্যাশানের উলের পোশাক বুনতে—লাল-ইমলি উল চাই

লাল-ইমলি উল সব সময় মোলায়েম
থাকে। বিদেশ থেকে আমদানী
উলের স্তরীয় বিশেষ ধরনে তৈরী
এই লাল-ইমলি উল—অনেক রকম
রঙে পাবেন। সেবা 'কাউন্টস'
উল ও স্নার, 'লেডী নেসলী' ও
'তক্ষালী' উল ৪-সাই।



দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন লিমিটেড
কানপুর উলের মিলস শাখা—কানপুর, ইউ, পি



লাল-ইমলি
উল



ট্রেড মার্ক



রেডিমেন্ট উলের পোশাক

আপনার যদি কোনও
অভ্যাস না থাকে
—নানা আকর্ষণীয়
ডিজাইনে তৈরী
লাল-ইমলি উলের
রেডিমেন্ট পোশাক
ব্যবহার করে দেখুন।

LAL 3360

সহজ সামান্য বলেই দু' কথায় তিনটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করতে হয়? তারা কি জানেন, (৩) বাংলাদেশের চিন্তাশীল শিক্ষিত মানুষ বলে যাদের পরিচয় আছে বাংলাভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার প্রতি তাঁদের বিশদুমাত্র আগ্রহ নেই? তারা কি জানেন, (৪) স্কুলের ছেলেরা মা-মাসির কাছে উপযুক্ত পাঠ সহযোগে শৃঙ্খল চিঠি খুব কতই

লিখতে পারে? তারা কি জানেন, (৫) বাংলাদেশের সাহিত্য সভার সভাপতিদের পারিবারিক ধারণা, বাংলা পড়লে পড়া হয় না, বাংলা পড়লে জ্ঞান হয় না—তাই তাঁদের ছেলেরা বাংলা শিক্ষার হাওয়া থেকে মিশনারি স্কুলে পাঠিয়ে সবচেয়ে রক্ষা করেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রামতনু অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা

শিক্ষার মান অতি অল্পকালে যথেষ্ট উন্নীত করেছেন। শ্রম্ভার সঙ্গে সেকথা স্বীকার করেও বলতে হয়, সামগ্রিকভাবে মানুষের মনে আপন মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রতিষ্ঠিত যে হয়নি, তার প্রমাণ, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চস্তরের কোন গবেষণা গ্রন্থ আজ পর্যন্ত বাংলাভাষায় লেখা হয় না। বাংলার পরি-



সহজ কিস্তিতে
পাবেন।
কোন বাড়তি
খরচ নেই।

- এমন সুযোগ আর কোনদিন আসেনি।
- ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সুযোগ মেয়াদ হবে।
- যত শীঘ্র কিনবেন কিস্তির হারে ততই সুবিধা পাবেন।

বিশদ বিবরণের জন্য আপনার নিকটতম উষা ক্যান বিক্রেতার কাছে অহুমকান করুন।

উষা কিনে নিশ্চিত হোন

ভাষা এবং জ্ঞানের ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে তুলতে হলে বিবর্তিত্যাত্ত গবেষণা গ্রন্থগুলি (বা অন্তত আমাদের পণ্ডিতদের দ্বারা লিখিত) বাংলাভাষায় লিখতে হবে। ভাষা-জ্ঞানিত প্রাথমিক চুটি-বিচুটি এসকল গ্রন্থে থাকতেই পারে, তবু, অশা কবি, পণ্ডিত ব্যক্তিদের অনাংশীলনে ভাষাও একদিন পূর্ণতা অর্জন করবে। স্বীকার করি, বাংলাভাষায় গবেষণা গ্রন্থ লিখিত হলে যশ ও আর্থ লেখকের ভাগ্যে সামান্যই জুটেবে। সঙ্গে আদর এইটুকুও মনে করি, মাতৃভাষার জন্য যদি আমাদের কোন দরদ থাকে তবে এই আত্মত্যাগ করতেই হবে। তাড়াহুড়া, প্রিন্সিপিয়া মাধ্যমেটিক যে ভাষায়ই লিখিত হোক না কেন, আসল সত্য আর খবর রাখবেই। আমাদের আগামী দিনের গবেষণা গ্রন্থগুলির যদি কোনরূপ বিম্বলনীন আবেশন থাকে, তা বাংলাভাষায় লিখিত হলেও বিশ্বের কাছে পরিচিত হতে পারবে। কিন্তু দায়ের সঙ্গে আজ লক্ষ্য করতে পারছি বাংলাভাষায় ভাষাবিদে বাংলা-ভাষার উন্নতির জন্য এতকিছু সাহচর্য করার মত সত্যের সন্ধান একমুহূর্তে মজার হয়েছে।

আমাদের মনে করলে বাংলাভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার উন্নতি অত্যন্ত দীর্ঘকালীন কর্ম। কারোদিন আগেকার কথা বাংলা দেশের সকলগুলিতে বাংলায় জন্য কোন ব্যবস্থা শিক্ষক ছিল না। এ কাজটি সকলের "ভুল সাহা" কি বহুজনের পণ্ডিতেরাইকে দিয়ে চালিয়ে নেওয়া হয়। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ পরিচালনা মাথায় তুলি। আমি হুজুর করে বলতে পারি এককালের উপর কাজে ঐ প্রকারে পক্ষ-খাচের পড়ো অসম্ভব হলে না। তার কারণ মাতৃভাষার প্রতি আমাদের প্রাচুর্য এবং আবেশনা। আবার এমন অনেক স্কুল দেখছি যে এ পাঠ্য শিক্ষক একজন মাত্রই আংশিক বাংলা পড়িষ্ঠা পাশ করে এসেছেন। এই ভাবেই নবম এবং দশম শ্রেণীতে বাংলা সাহিত্য পড়ান। কিন্তু কোনও দিন ইংরেজী পড়তে পারেন, এর একটি যুক্তি আছে, কারণ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এটা নম্বরের পাঠ্যসূচী পাড় এসেছেন এবং বি.এ.এ.এ. ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা পাশ করে এসেছেন। ইতিহাস পড়তে পারেন ঐ একই কারণ, কিন্তু বাংলা কেন? ১০ নম্বরের জন্য পাঠ্যদান বই তালিমবলি করে পাড় বাংলা পড়ানোর স্যোগতা অর্জন করা যায় না, স্কুল-কোলাকা সেন একথা মনে রাখেন। এমনি অবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষা না-পায়ে মাতৃভাষার প্রতি ছাত্রদের প্রাণ গড়ে ওঠেনি মোটেই।

মাধ্যমিক এবং জিপি ক্লাশে পাঠ্যসূচী আয়ো হিসাবকার। মাধ্যমিক পরীক্ষায় কয়েকটি কবিতা ও গদ্যিকওক প্রবন্ধ অবশ্যিক

পাঠ্যতালিকায় আছে—আর সৈজন্ম পরীক্ষা হয় মাত্র ৪০ নম্বরের। বাকি ৬০ নম্বরের পাঠ্যতালিকার বাইরে থেকে আসে। কাজেই এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে পড়াশুনার প্রয়োজন খুব কম ছাটেই অনুভব করে। এবার ভেবে দেখেন, মাধ্যমিক বিজ্ঞান পরীক্ষায় যে ছাত্র বাংলা সংকলন গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা এবং গদ্যিকওক প্রবন্ধ পড়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, মাতৃভাষার প্রতি তাদের প্রাণ গড়ে উঠবে কোন পথে? জিপি ক্লাশে তা আর তাদের বাংলা পড়তে হয় না।

বি.এ. ক্লাশের অবস্থা আরও খারাপ। উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ এবং প্রথমসংকলন—জাতীয় পাঠ চাখানা বইয়ের জন্য পরীক্ষায় থাকে মাত্র চম্পক নম্বর। এর উপন্যাস দিকটির কথা মনে রেখেই বোধ হয় ছাত্ররা ক্লাসিংহ না-পাড়ে ক্লাসিংহের সমালোচনায় পড়েন হলে ওঠে ক্ষেপেত এবং শব্দ-তুলা কি বা কোথায় না-জেনেও সমালোচনার সমালোচনায় হাতের বিদ্যে করে। বিম্ব-বিদ্যাসূত্রে বাংলা দ্বিতমের কর্তব্যরূপণ এমনি করে পরপ্রণোদিতার মূলত্ব সংযোগ সমিতি করে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদাকে ক্ষয় করেছেন। তাই দেখি, যারা মনোযোগ দিয়ে ব্যাখ্যা মন্তব্যের পিছুম-চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পড়েন তারা আশ্চর্যজনক করে বাংলাকে, কয়েকটি এবং সুমুগের (এদের উচ্চারণ নয়) কীর্তনমর্শন দিয়ে এতদূর লাগে।

তাদের এত যত্ন দেখে গঠনের সময়ে বিজ্ঞান ও কীর্তন শিক্ষার উপর প্রভূত প্রভাব আরোপ করা হয়েছে এবং চেতনের সময়ে সেখানে পক্ষি, বিভিন্ন বিভাগের উচ্চতর অধিষ্ঠিত থেকে দেশ গঠনের দায়িত্ব নিজস্ব করে নিজেবই গ্রহণ করেছেন, তখন ভুলে গেলে চলবে না যে, একটি বিচিত্র চরিত্র সমাজের অর্জিত দীর্ঘ সাধারণ মানবের ভাগ। তাঁদের কলমে এক এক প্রণোদনা নিম্নিত হুজুর। অতএব এই সমাজের জন্যই হলে, সমাজের সাধারণ মানবকে চিনতে হবে, তবেই তাদের উপকার করা যাবে কোন হাবস, কোন মাক্-মানবজাতের ঘিউবি পাড় এদের জন্য সম্ভব নয়, এদের জানতে হলে দেশের ভাষা ভাষায় হলে, দেশের সাহিত্য পড়তে হবে। এতদ উপরায় দেশের ইতিহাসবিদ, ভূগর্ভবি ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় মাতৃভাষাকে কিতাবের অবস্থায় বরা হাজ। তা দেখলে দুঃখ হয়। এই শিক্ষা প্রণোদ দীর্ঘ সমাজের মধ্যে এই ছাত্রদের মাতৃভাষার মুখও দেখতে হয় না। ভাল বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি প্রাণ গড়ে উঠবে অবশ্যিক কোথায়? উপরন্তু এই উচ্চশিক্ষিত মানবজাতের মধ্যে একটি সম্প্রদায় সত্যেনা বা অসচেতনভাবে মাতৃভাষার প্রতি

বরেন বন্দুর কাহিনী অবলম্বনে
নতুন একাঙ্ক নাটক !!

ছাউনি ১১০

নাট্যরূপ : অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়

● নতুন পরিবেশ! ● নতুন চরিত্র
সমাবেশ !! ● নবতর পটভূমিকা !!!!

বাঙলা নাট্যসাহিত্যে

নিঃসন্দেহে নবতম সংযোজন !!!

সাধারণ পাবলিশার্স

৬ বিক্রেতা চ্যাটার্জি স্ট্রীট :: কলিকাতা-১২



আর্গিকল

আর্গিকা কেশ স্টে

আর্গিকা,
ভূমিরাজ, পাই-
লোকার পাশ প্রভৃতি
ভেতর সহযোগে প্রস্তুত।
অকাল পঙ্কতা ও পতন
মিবারক এবং কেশ বর্দ্ধক।

★
মহেশ
ল্যাবরেটরিজ
ইন্ডাইভেট লি:
৩০/৪, ক্যানেল ইট
রোড, কলিকাতা-১১



সোল এজেন্ট:

এম, ডট্টাচার্য এন্ড কোম

প্রাইভেট লি:

৭০, নেতাজী সড়ক রোড, কলিকাতা-১

একটি অবজ্ঞাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। পদ্রুপানুক্রমে এই অবহেলা সংক্রান্ত হয়ে চলেছে। তা না হলে মাতৃস্বতন থেকে ছিন্ন করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সার্বভৌম স্বকূলে পাঠানো হবে কেন?

নিজদের চোখে তারই ফল আজ ফলতে দেখছি। কোন শিক্ষিত মানুষ, বাংলা শিক্ষার প্রতি অনুরাগ থাকলেও ছেলেকে বাংলা পড়তে পাঠান না। কোন ভাল ছাত্র বাংলা পড়তে আসে না। যারা আসে অতি

সাধারণ ছেলে। এদের মধ্যে দুটো ভাগ করা যায়, (১) একদল আসে বাংলা সাহিত্যের প্রতি একটি অনুরাগ নিয়ে; এরা সাংখ্যিক অতি অল্প। (২) অন্যদল আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন গরীয়াকার ব্যর্থ হয়ে বা অন্য কোন বিষয় আয়ত্ত করা তাদের সাধ্যাতীত জেনে। কথাটি আশ্রয় হলেও নিদ্রুণ সত্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের খতিয়ান নাড়চাড়া করলে দেখা যায়, অতি উচ্চ পর্যায়ের মেধাসম্পন্ন ছাত্র দু' একজন এসেছেন। সে আমাদের সৌভাগ্য। কিন্তু সবেগ একথাও বলতে হয়, সাধারণ ছেলেদের মান অত্যন্ত নীচু। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটমোট কতই ছাত্ররা বাংলা পড়তে আসে না। আসবে কেন? মাতৃভাষাপ্রীতির উচ্ছ্বাস দেখাতে গিয়ে কে আর নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে চায়? সর্বনাশই বলবে। কেননা, বাংলায় অনার্স পাশ করে এম এ পাশ করেও বাংলার ছেলেদের চাকরী পেতে না। একমাত্র শিক্ষকতা এবং অধ্যাপনা ছাড়া চাকরীর বাক্যের ক্ষেত্রে বাংলার ছেলেদের সব পথ বন্ধ। কেন? অর্থাৎ তেঁা দেখতে পর্যাপ্ত তাদের একমাত্র অপব্যর্থ তারা মাতৃভাষায় শিক্ষা পেয়েছে। বাংলা যদি ইংরেজীতে পড়া বা পড়ানোর ব্যবস্থা থাকত—বাংলার ছেলেদের এমন দুরশ হত না।

এই দুরবস্থার মধ্যে নিজের অপবিস্মৃতি নির্মিত বীর অস্বাক্ষর কথাছান সে হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ। নিজস্বই সহজতার ভিত্তি পাওয়ার সৌভাগ্য বহু ছাত্র প্রতি বছর বাংলা পড়তে আসে। বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তিমূলক যদি এই ছাত্রদের ভবিষ্যতের আশা দিয়ে পরামর্শ না, যদি কামের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরামর্শ না, তবে কেন এই ছাত্রের বাংলা পড়তে অনুরাগ হত করেন না? যদি এমন হয় বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তিমূলক এই ছাত্রের ভবিষ্যতের ভবিষ্যত দিয়ে অপব্যর্থ মোহন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্পর্কে উদাসীন পরোক্ষরূপে যখন উদাসীন রূপ ধরে সেওনা হোক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ।

কি পাবনর চিহ্নের জন্য বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের মনে কাল বেঁটখের, ভাষায় অবাক হতে হয়। এই সংকটময় পরিস্থিতি যখন বাংলার ছেলেবা শুল্কমস্ট্রিবি থেকে শুরু করে কেমব্রিজের জন্য চাকর হার আছে তখন কি সম্প্রদায় অন্যান্য বিভাগের কৃতিমান প্নাতোত্তরদের প্রেরণাতে বাংলার আসনসংখ্যা কতিয়র চলেছেন? যে হারে বাংলার পাঠের সংখ্যা বাড়ছে তার কুলনার দুল কলেজ কলেজের কর্মসংস্থান হতে পারে? নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট ছাত্র নিজে প্রতি বছর ২০০ থেকে ৩৫০ জন

✱

**প্রতি দিন
প্রত্যেক বাড়ীতেই
কেউ না কেউ**

লোম্বা

**হয় চুল কালো করবার জন্যে
নয় চুলের প্রসাধনের জন্যে
ব্যবহার করাছেন**






লোম্বা এক্সেস :
এম এম বাসুদেব ওয়াল।
কামোদাধি—১

এজেন্ট :
সি নরোত্তম এণ্ড কোঃ
বোম্বাই—২

MPB-66M

এজেন্ট: মেনার শা বর্ভলি এন্ড কো, ১২১, প্রাধবাজার স্ট্রীট, কালকাতা

ছাত্র বাংলায় এম এ পাশ করছে। অথচ বাংলাদেশে কণ্টা কলেক্ট আছে? ১৯৫৯ সালে বিশেষ এবং নিয়মিত ছাত্র মিলে ৮০০ ছাত্রছাত্রী বাংলায় অনার্স পরীক্ষা দিয়েছে। পাশ করে বেরুলে এদের কর্ম-সংস্থান হবে কোথায়? বাংলা পড়ার অপরাধের দায়িত্ব কি এদের একার?

অনেকেই হয়তো বাংলার ছাত্রদের মেধা এবং মানের প্রতি কটাক্ষ করে আমাদের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যেতে চাইবেন। হয়তো বলবেন, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কেন বাংলার ছেলেরা তাদের প্রতিভা প্রমাণ করে না? এরও উত্তর আছে। শিক্ষার যারা হাল ধরেছেন তাঁদের উদাসীনতা এবং দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার জন্য প্রাথমিক ভাষা শিক্ষিত ছাত্রদের আঁত (অন্তত বাংলায়) এই চরম দৃষ্টান্ত। সৈনিকও একজন মানুষকে চৌকর করতে শুনলাম। হিটলার পক্ষে। অন্যজন জানের অভিমানে বললেন ইংরেজীর পক্ষে। অথচ একটি মানুষকে বলতে শুনলাম না আমরা। সকল ভাষাকেই শ্রীকর করি, ভাবতের চৌকিটি ভাষার সম্পদকেই প্রমাণ করি। তাই দেখি আই এ এস পরীক্ষার জন্য হালকা ভুক্ত বিষয়ের মধ্যে ইংরেজী আছে, অধ্যয়নীয় আছে, ইতিহাস আছে, আইন তার শাখা প্রশংসা নিয়ে আছে—তাই ইন্দীয় বাংলা, হিন্দী, তেলুগু, ইত্যাদি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য। কারণ সে যে আমাদের মাতৃভাষা। আই এ এস পরীক্ষার ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যকে স্থান দেওয়া নাই। হাল ভারতীয় মাতৃভাষা বিবৃতি, ইংরেজী কেতাদুরস্ত একাধিকার পরোক্ষ-তার অপমান। বসি তাই নাহবে, ভারত পার না। একটি দেশের সামাজিক পরীক্ষায় সে দেশের মাতৃভাষার কি বার স্থান নেই? যেখানে আছে, W. B. C. S. পরীক্ষায়। সেখানেও কি অবজার অথবা অজ্ঞতায় স্থান দেওয়া হয়েছে মাতৃভাষাকে, সেখানে। সাধারণ অধ্যয়নীয় এবং ভারতীয় অর্থনৈতিক সমগ্র অর্থনৈতিক বিষয়ের একটি অংশই। এ দুটিকেই সবচেয়ে বিষয় হিসেবে W. B. C. S. পরীক্ষায় স্থান দেওয়া হয়েছে। আইন ও ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড আংশও সবচেয়ে বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বাংলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান সমগ্র বাংলা সাহিত্য—প্রত্নতাত্ত্বিক থেকে আধুনিকতকাল পর্যন্ত (যা এম এ পরীক্ষায় পর্যন্ত নেই) পরীক্ষণীয় হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে।

আমার প্রশ্ন এ জবিচার কেন? বাংলার বেলার বিচার হবে সমগ্র সাহিত্যের জ্ঞান আর অন্যান্য বিষয়ের বেলার বিচার হবে সামান্য অংশ মাত্র? কাজেই বাংলার মত বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আসন করে নেওয়া সম্ভব নয়।

কাজেই দেখা গেল, জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে মাতৃভাষার প্রতি উদাসীনতা আমাদের পেয়ে বসেছে। ফলে মাতৃভাষা শিক্ষা এবং জীবিকা অর্থনৈতিক এপারে ওপারের ব্যবধান, মাঝখানে থেয়ে নৌকার যাত্রা। এ অবস্থার পরিবর্তন জানতেই হবে, কেননা আমাদের আগামী দিনের উন্নতি অবনতি নির্ভর করছে তাতেই উর্বর করে তোলার মধ্যে যেখানে থেকে বস আহরণ করে জাতি হিসেবে আমরা বাঁচবে। এবার আমাদের সমস্ত আলোচনার সার সংক্ষেপ করে মূল সমস্যাগুলির রূপ পরিষ্কার করে দেখা যাক:—

(১) বাংলাদেশে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাগত মূল্য অবহেলিত। তাই এর মানও নিম্নমুখী।

(২) *বাংলার ছাত্রদের চাকরীর ক্ষেত্রে অপ্রসর, অনুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রেরা বাংলা পড়তে আসে না।

(৩) ফলে, অধ্যাপনা বা গবেষণামূলক কাজের উন্নততর দৃষ্টিতে গড়ে ওঠে না।

(৪) বিজ্ঞানের ছাত্রদের মাতৃভাষার সঙ্গে আংশিক যোগ মাধ্যমিক শিক্ষার ছাত্র পর্যন্ত, তাও অতি সামান্য। ফলে মাতৃভাষার প্রতি অগভীর শ্রদ্ধাজানিত উদাসীনতা।



ব্যবহার করে দেখুন

কী সুন্দর উজ্জ্বল রঙ!



শালিমার স্থাপত্যক সিলেটিক এনামেল —

ভেবে বা বাইরে যে কোনো গিঁথে লাগাতে পারেন। তাড়াতাড়ি শুকায়।

চকিয়ে শক্ত হয়, টীকিন পঙ্ক চকচকে উজ্জল দেখায়। বাড়ীতে বা কলকারখানায় যে কোনো জিনিসের ওপর রাশ দিলে, সে ক'রে কিংবা হাতে ডুবিয়ে লাগানো চলে।

৯৯ বছর হলে, এক পাইট ও এক গ্যালনের টিনে এবং ১ গ্যালনের ড্রামে ক'রে পাওয়া যায়। একতরফে দেয় অল্প রঙে বোধানো চলে।



শালিমার
সুপারল্যাক
সিলেটিক এনামেল

SPW 468 BENG

SHALIMAR PAINT, COLOUR & VARNISH CO., PRIVATE LTD.
Calcutta • Bombay • Madras • New Delhi • Kanpur



তাদের মধ্যে দেখা যায়। অতএব এরা যখন শাসন বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন, তখন মাতৃভাষার প্রতি তাদের দায়িত্ব সামান্যই স্বীকার করেন।

(৫) এছাড়া আছে সরকারী অবহেলা। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক দুই-ই। আইনত বাংলা ইত্যাদি ভাষার মর্যাদা হিন্দীর সমপর্যায়ভুক্ত হলেও কার্যত হিন্দীর প্রসার ও উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ উঠে পড়ে লেগেছেন সেই তুলনায় বাংলার সামান্য পরিচর্যাও হচ্ছে না। তাই একদিকে হিন্দী শিক্ষিত যুবকের কার্যক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে চলেছে আসমট্র-হিমাচল আর বাংলার সীমা নির্ধারিত হয়ে আসছে দক্ষিণে সুন্দরবন, উত্তরে টেরাই।

(৬) সামান্য কেরানীর চাকরীতেও উচ্চ-পদস্থ সরকারী বাবুদের দৃষ্টি ব্যতীত অর্থনীতি, অঙ্ক, ইতিহাস কিংবা বিজ্ঞানের স্নাতকদের উপর তার চেয়ে অনেক কম বাংলার স্নাতকদের প্রতি। এর মূলে অত্যন্ত -সংকীর্ণ গড়ানুগতিক ধারণা। আসলে কেরানীর চাকরীর জন্য ডেফিসিট ফিন্যান্সিং জেনেও কিছ্ হবে না, অ্যাকোয়াস্টিক্স্ জেনেও কিছ্ হবে না। যেটুকু সংরক্ষণ জ্ঞান থাকে সরকার তা বিজ্ঞান কি ইতিহাসের ছাত্রদের মত বাংলার ছাত্রদেরও থাকতে পারে।

(৭) অথচ শিক্ষকতা কি অধ্যাপনা ছাত্র-প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন পথই বাংলার ছেলের জন্য খোলা নেই। কিন্তু প্রতি বছর বাংলায় পাশ করে যাচ্ছে বহুসংখ্যক ছাত্র। ফলে, চাহিদা কম বা স্থির হলে এবং আমদানী প্রচুর থাকলে বাজার যে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়, আগামী দু' বছরের বাংলা শিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে সে ভয়াবহ অবস্থা দেখা দেবে। অতএব এই মর্মেতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের প্রতি আমাদের আবেদন—

(১) বাংলার অনার্স ও এম এ পরীক্ষার আসন সংখ্যা সমীক্ষণ করা হোক। মেধা ও নিষেধের প্রতি অনুপ্রাণের ভিত্তিতে তাদের নেবে হোক।

(২) বাংলার ছাত্রদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা ছাত্ররা বাংলা পড়তে এসে তাদের বৃত্তি দেওয়া হবে।

(৩) সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দীর ছাত্রদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। হিন্দীভাষা ও

সাহিত্যের সার্বিক উন্নতির জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রচুর চেষ্টা চলছে। তার পাশাপাশি বাংলার মর্যাদা আরো বাড়তে হলে, সরকারী উদ্যোগে অনুবাদ ও গবেষণা বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে। সেখানে সাহিত্যানুরাগী ছাত্রদের কর্মসংস্থান হবে।

(৪) সাংস্কৃতিক বিভিন্ন পর্যায়ের কাজে বাংলার ছাত্রদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকারী কাজের বিভিন্ন বিভাগে বাংলার ছেলেরদের গ্রহণ করার উপযোগী উদার মনোভাব উদ্ভাবিত করতে হবে।

(৫) বাংলাদেশের স্কুল কলেজগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও অধ্যাপক নিযুক্ত আছে কিনা সরকারী উদ্যোগে তার খবর নিয়ে অপরূপ স্থানে ছাত্রদের নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) গ্রামোন্নয়নমূলক কাজে বাংলার ছেলেরদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রয়োজন হলে তাদের বাচাই করে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে নিতে হবে।

(৭) বাংলা ভাষা সম্পর্কিত গবেষণার উপর জোর দিতে হবে। এইজন্য বসতি দিয়ে কৃত্রী ছাত্রদের উৎসাহিত করতে হবে। কারণ সর্বাঙ্গীত সম্পর্কিত অসংখ্যমাত্র অজ্ঞ-কাজ যদি বা কিছু জোর অগ্রণী, কিন্তু ভাষা নিয়ে কাজেতন, গবেষণা সেই পরিমাণে নীরব। প্রতাপ ব্রীসেনীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ব্রীসেনীকুমার সেনের পর ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্যই আগামী দিনের কোন চর্চাপন্থক আশা আমাদের সম্পদ বলে চিনে নিতে যে পারবে না তাত কোনই সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষ যখন প্রায় উন্নতির পথে চলেছে, তার বিজ্ঞান, কারিগরী ও বিভিন্ন শাখার যখন উন্নতি হচ্ছে তখন মাতৃভাষার এই সমস্যা দাবী উপস্থিত করলো। দেশের সর্বের উন্নতি হোক, আমাদের আন্তরিক কামনা। কিন্তু সেই উন্নতির দিনে, অন্যদের পড়ে থাকলে মাতৃভাষা আর অবহেলিত হবে তার অনুকাণীরা, এ কখনোই হতে পারে না। তাই বাংলাদেশ বাংলাভাষা বাংলা সর্বাঙ্গীয় প্রকৃষ্ট একনিষ্ঠ সাধকের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছি :

“বাংলা যার ভাষা, সেই জামায় কৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মত উৎকণ্ঠিত বেধনায় আবেদন জানাচ্ছি—তোমার অপ্রভেদী শিখরচ্ছত্র বেঙ্কন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক, কাল শস্যে সুন্দর হোক, পশুপল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যোগশিক্ষার উদ্ভেল ধারা বাঙালী চিত্তের শূঙ্ক নদীর রক্ত পথে বাম ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কল জাগকে পূর্ণ চেতনায়, যাতে যাতে উঠুক আনন্দধ্বনি।”

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ
(জন্মনিয়ন্ত্রণে মত ও পথ)
● সচিব কৃতীর সংস্করণ ●
—সর্বাধিকাবিত্ত জনপ্রিয় তথ্যবহুল
সংক্ষিপ্ত সুলভ বাংলা সংস্করণ—
প্রত্যেক বিবাহিতের বাস্তব সাহায্যকারী
একমাত্র প্রকৃত পুস্তক। মূল্য ডাকঘর সহ
৭৮ নয়া পয়সা M. O. তে অগ্রিম প্রেরিতব্য।
প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য সাক্ষাৎ বা ফোন
(রবিবার ব্যতী) বেলা ১৫—৬।৩।
ফোন : ৩৪—২৫৬৬
মেডিকো সাস্পাইন্স কর্পোরেশন
(Family Planning Stores)
রুম নং ১৮ * টপ ফ্লোর
১৪৬, আমহার্ট গুল্লী, কলিকাতা-১৬
(বৌবাজার-আমহার্ট গুল্লী জংসনের উপরে)

সুন্দর থাকে
সুন্দরতম...



জানকীর শীশনী ও অন্তরীক্ষ কৃষ্ণমণ্ডলী
১৪৭/২, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২
ফোন: ৩৪-৪৭৬০

স্মৃতি চারু

দিলীপকৃষ্ণ ৩৩

চাঁদমা

মা। ৭। জার্মানীর রণসজ্জা সম্বন্ধে তুমি জাননি। ১৯২৭-এ যখন আমি শিবভীমার রুরোপে বাই তখনই প্রথম অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া-করে কী হয়। কারণ তখনই ওরা যখন পেরিয়ে—জার্মানী বহু, সামরিকের তৈরী করায়। হিটলার “জার্মানী সবার সব ও সমস্তকে ভগ্নাবস্থায়” বহু নিয়ে আসে এর কারণ বঙ্গের পরেই। কিন্তু আমার মানব অঙ্গণে তখন বিদ্রোহ। সামরিক পেরোয়া স্ত্রিক জার্মানী মধ্যে রুরোপের উচ্চল আন্দোল-প্রত্যক্ষ ও কোনও কোনও অসহযোগিতা বহু হয়, আমেরিকায় আমার নিমন্ত্রণ এসেছিল এতিমদের নবীন প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা নিয়ে। সেসময়ে ভারত আমেরিকায় বহুই নম্রতায় এতিমের প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা বহুত। —ওরা চার নানা সব বৈচিত্র্য করে ভরসা দিল, প্রচুর সীমিত পথে। কলকাতা থেকে আমার রুরোপের মনোহর ভ্রমণে মিটি। তার পরেই আমার নানা সীমিত প্রসঙ্গের দৃষ্টিকোণে আমার সীমিত পথ। মিটিয়ে ছিলেন বহুজন। বহুজন, বহুজন ও বহুজন। বহুজনসমূহ ইন্টারন্যাশনাল আনন্দের সীমিত পথে ভরসা—সে কী ভিত্তি। “বহু” সব—বহু। বহু। বহু।—কলকাতা উঠে প্রত্যক্ষণের মন থেকে।

কিন্তু হলে হলে কি, বহু পেরে প্রত্যক্ষণের বহু হলে হলে ফাঁকি ভর না। রুরোপে পেরে আমার শ্রুতি বহু হলে। ভরসায় একজন আমেরিকার পিছনে ছোট্টটি। বহু হলে পেরিয়ে—কিন্তু হলে হলে ভরসা কই? টকা? কী হলে টকা দিলে?—আমার টকার হলে অভাব নেই। রাসেলের সঙ্গে কর্মওরালে সেখা করে আসাপ করলাম দুটিয়ে। খুবই ভাল লাগল। কিন্তু ঐ তখনকার মত। তারপরেই যে-তিমির সেই তিমির। রাসেলও আমেরিকা ফিচ্ছলেন, আমি তাঁরই জাহাজে প্রথম স্রণীতে সীমিত নিলাম। কিন্তু মহানীতি রাসেলের সঙ্গে এক জাহাজে আমেরিকা যাব ভরসায় কই বহুকের তব হতো আর বেজে উঠল না। যখন ভারি ধিকার হলে—কী করছি আমি? স্বার্থ ছেড়ে পরথম বরণ?—কারণ ফেলে কাঁচের পিছনে ছোট্টবার উপমা মনে পড়ল। সে

আনন্দের কাঁচিনী—বহু বহু একদিন—কিন্তু এখন না।

খোঁজালা যম হতো—হঠাৎ কিছু, কত সীমিত জাহাজে নাম কাঁচির ফিরে এসেই আমার সম্মুখ। বহুজনদের পথে—১৯২৮-এ—প্রীতরসিকের সঙ্গে আশ্রয় নিই। তারপর স্ত্রিক পাঁচিশ বঙ্গের বহু গুরুত্বের সেরাভার পর পাঁচিশটিতে তার তিষ্ঠিতে না পেরে আমেরিকা থেকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সাত মাস বিলম্বের পর সেখা ফিরে পেরিয়ে ফিরে পড়ি। এসে ১৯৩০ সালে। সেখানায় আমেরিকার প্রাণশক্তি বহু করে রুরোপের প্রাণশক্তিও বহু করে। কিন্তু সেখানায় না পড়ি, বিলম্ব—স্রণীতির বহু করে কোনো চিহ্ন।

মাঝি কথা মনে হ’ত প্রাইই আমেরিকায়: খুবসিক চলেছি আমরা থাবব কোথায়—কোন অধিবাসের অতল রসাতলে?”

সে অতীতি করে মি। কারণ আমেরিকায় বাই খুবক না কেন, ধর্মের মহত্তম বিকাশে বিশ্বাস কোটিতে কোটিকেরও আছে কিনা বলা কঠিন। ধর্ম বলতে ওরা বোঝে ভগবানকে সেসময় ঠেকে ভোগের সৈবরাচারে না ভাসিয়ে চলা। পড়িছিলাম সেদিন একটি প্রবন্ধ ওদের চিহ্ন প্রেহাম নামে এক ডাক-শব্দটি ধর্মবাহকের সীমিতকলাপ। মহান ধর্মবাহক কোথায় করে বেঁচেওঁতে বাইবলের ভাষণ দিয়েছেন আর কত লক্ষ লোক শ্রমেছে তারই বিবরণে প্রবন্ধটি ভরা। প্রবন্ধটির শেষে লেখক সোচ্ছন্দে লিখেছেন যে, আমেরিকায় ধর্ম যে এখনো ভাবিত চিহ্ন প্রেহামই প্রমাণ করেছেন—এনা তাঁর সীমিততা, তার হোক তাঁর কাশ্মীতার..... ইত্যাদি।

পড়ে হাসব না কান্না ভরে পাই নি। বেঁচেওঁতে কর লক্ষ লক্ষ ধর্ম মহান্মা বা প্রচরকর্মহীমা শ্রমে জীবন করেই সেই নিজের অধ্যায় সত্যের সৌন্দর্য বহুই করে



উৎকর্ষের
প্রতিযোগিতায়
শ্রেষ্ঠ
সাইকেল

ব্যাল



পৃথিবী জোড়া
ঘার
খ্যাতি



BAR-53 BEN

মনোযুক্তি সূচনা করে কি ধর্মের মহান অড়াথানের না শোচনীয় অধঃপতনের? পাশ্চাত্যে আজ সত্যিই মহাখ্যা জন্মায় না, বা জন্মালেও কলকে পায় না। সেখানে আজ জয়জয়কার রাজশক্তির ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার—এমন কি কবি শিল্পীরও আর সে-প্রতিপত্তি নেই যা এক সময়ে ছিল।

শত্নে শত্নে কোথার চলেছে ওরা? ওদের কীর্তিকলাপের চোখাধানো দিকটা চোখ আধার বলেই বুঝি চোখকে অন্ধ করে? অন্ধ ছাড়া আর কী বলব দিনের পর দিন ঢাক্ষুঁষ করে—কী আত্মঘাতী মৃত্যুতরে ওরা বরণ করছে মূর্তিপথ বলে? অলডাস হাক্সলি মিথ্যা বলেন নি যে, ধর্ম ও

ধর্মিকের লোপ হ'লে মহতী কির্দান্তি অবধারিত, কেন না বোগী ঋষি মহাঋষি পৃথিবীর বিষহারী (disinfectant): "The mystics are channels—" এলছেন তিনি—

—"though which a little knowledge of Reality filters down into our

দিনের পর দিন প্রতিদিন...

রেক্সোনা সাবান

আপনার ত্বকে
আরও সুন্দর করে

কতবারই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে হাত ধোবেন—
আপনার ত্বক আরও মৃদু, আরও মসৃণ, আরও সুন্দর হবে।
জ্বর কারণ, রেক্সোনার থাকে বাতিল—অসুখ
কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার
লাবণ্যকে সুন্দর করে তোলে ও আপনার হৃদয়ে
আহু রাখে। রেক্সোনার সর্বোত্তম গুণে মাঝে মাঝে
আপনার ত্বক প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

আপনার সৌন্দর্যের জন্যে... রেক্সোনা



human universe of ignorance and illusion. A totally unmystical world would be a world totally blind and insane."

অর্থাৎ যোগী জীবির মাধ্যমে পরম সত্যের কিছুটা চুইয়ে আসে আমাদের অজ্ঞান-বিলাসী, মায়াজীবী পৃথিবীতে। যেজন্যে পারমাণবিক অস্ত্রের বিলুপ্তি সে-জন্য সম্পূর্ণ অন্ধ ও পাগল।

তাহলে ভারসা কোথায়? কাকে ধরে লিডুব? প্রথম প্রশ্নের উত্তর হেডওয়া সহজ—বাস্তবিকভাবেই হুমকি রক্ষা করলে সেও ধর্মিককে রক্ষা করেই থাকে। "ধর্মী রক্ষাও রক্ষা" কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর দেওয়াই মুশকিল। তবে ঠাকুরের কিছু প্রত্যক্ষ করণ আজ পেয়ে একটি বিশ্বাস জন্মেছে যাকে আর কেউ উল্লসিত পাবেন না যে, "হালের কাজে মরি" অর্থাৎ করবে তরাই পার। "আর সেময়িক হাল ভারতের আত্মা।" এ সম্পর্কে শ্রীঅর্থাচন্দ্রের একটি সম্প্রদান বর্ণী উদ্ধৃত করার সৌভাগ্য সংবরণ করতে পারলাম না। ভারতের এই জীবী পরাজয়।

"Good always keeps for himself a chosen country in which the Higher Knowledge is, through all chances and dangers by the few or by the many, continually preserved and for the present, in this century at least, that country is India."

পশ্চিমের কাছে আমাদের এই, জগৎ অর্থাৎ ভূবর্গের রাঁধে না। শ্রীঅর্থাচন্দ্র বারবারই নানা সূত্রে বলাছেন যে, প্রত্যন্ত ও পশ্চিমের সমন্বয় আসলে এবং এর পাবন মনুষ্য বসবাসের পদ্ধতি বদলে এ জগৎটা মধ্যযুগীয় ও নব্যযুগীয় ভাবে কাজে আসবে। শিবের রাজ্য ও সত্যপন্থ হয়ে কাজ করবে কৌশল (organisation) আর আমাদের কাজ যেরূপ ভাবে শিক্ষণীয় অধ্যাপকতা পশ্চিম সভ্যতা প্রদর্শিত, শিক্ষণীয়। বিজ্ঞান ও আরো অনেক বস্তুর নবন বোধ ভাবতে ভাবতে মস্তিষ্ক একটি মস্ত নিক প্রকাশ করেছে যাতে বোঝা গিয়েছে এসব জগৎও বলা যায়, যা কথা উপনিষদে ব্যক্ত হইয়াছিল তার পট্টা হাজার বছর আগে। যে, এইকরা মনুষ্যিক সৃষ্টিবুদ্ধি দিয়ে পারলেও অমূল্যের উত্তীর্ণ করতে পারে না—কিন্তু বাকী করবে মনুষ্য সে-এইকরাইকে নিয়ে যা আরো অমূল্য করবে না—যেনহাং নামে। সত্য কিম্বৎ তেন কুশাম্। এখানে একটি, পোম এ-অন্যকটির একটি, ভূমিকা করতেই হবে।

ইরোপে যখন আমি প্রথম যাই তখন শূণ্য ঠিক কঠ ও শব্দশব্দে উপনিষদ পড়েছিলাম। বহুদূরগত উপনিষদের একটি সংস্করণ একবার দেখা-কার কাছে মনে নেই, তবে মনে আছে এর বহুং কলেবর দেখে ভয় পেয়ে আর ওঁকে

বোঁষি নি। ইরোপে মাথার ও ভ্রুদির মধ্যে উপনিষদ সম্বন্ধে আলোচনা বড় একটা করতাম না—কারণ উপনিষদের মর্মজ্ঞ আমি এখনো হাতে পারি নি বলে ওঁতে তেমন রস পেতাম না। ভগবান মনুষ্য হয়ে এসে কথা বলেছেন মহাভারতে, গীতায়, কথামতে—একথা ভাবতে আমার মনে এমনই শিরদণ জাগত যে, উপনিষদকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারি নি সেসময়ে।

তাই ঢামেকে উদ্ভি-যখন প্রথম প্রথম অধ্যাপক ফর্মিকের (Hornich) কাছে বহুদূরগতের কথা শুনলাম। এর আগে প্রাগে ভ্রমদি ওখানে আমি অধ্যাপক লেসার (Lesar) ও উটনারটনটজ (Wartenitz) সাহেবের সঙ্গে উপনিষদের অধ্যয়ন করেছিলাম। একটি, আলোচনা করেছিলাম, পট্টা, কিন্তু সে সময়েই "হাতভা" প্রাগে আমি গান গাইতেই বাদত—শব্দ নিজে মাথা ঘামাবার সময় কেঁদেছিল। কিন্তু ফর্মিকের সাহেব ছাড়াইনি না কিছুতেই। ফর্মিকের পর ফর্মিক তিনি আমার ভারতের পট্টা সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে উপনিষদ ব্যাপ্তে তুলেছেন।

এই মধ্যে বেশি অধ্যয়ন করত আমি সমস্ত পট্টা নিবন্ধিত দুই ভাগেই এ জগৎব্যপ্তের ধর্মব্যবস্থা নিয়ে তিনটি নিবন্ধিত। একটি "জিজ্ঞাসা" বলে। তিনি আমার প্রথম বক্তব্য যা ফর্মিকের দর্শনের প্রত্যক্ষ বক্তব্য তার বড় অমূল্য ব্যাপ্তের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ বক্তব্যের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ বক্তব্য। সেই সময় তার কাছে একটি কথা প্রথম শুনলাম তাই মনে রাখতে আছে। তিনি বলেছিলেনঃ "তবে প্রতি যাদের যতগুলোরই হয় তিনি আসেন তিনি এমন একটি দিগে আসেন না যা বাকী সেসবের মনুষ্য বাকীই পাবেন না। ফর্মিকের সমসাময়িকের ডিগের বেশির ভাগ ফর্মিকের ও ফর্মিকের (Scribes and Pharisees)। কিন্তু ভারতের ব্যাপ্তের সমসাময়িক ডিগের পণ্ডিতঃ শাস্ত্রজ্ঞ মিলত বড় হত। ভারতের অন্যতম যা ছিল অমূল্য। তাই বাকী যেমন করে ব্যাপ্তের মনুষ্য গভীর কথা লেখেন যেমন করে প্রথম ব্যাপ্তের মনুষ্য নিবন্ধিত শব্দে, শব্দজ্ঞঃ। তার প্রথম অনিশ্চয় হয়ে ধর্মজ্ঞে হাত অধ্যয়নকার অধ্যয়নের—কেননা, তার প্রত্যক্ষদের বেশির ভাগই সে ছিল অধ্যয়নকার ব্যাপ্তের মনুষ্য নিবন্ধিত বক্তব্য (বক্তব্য) তা বাকীই বক্তব্য শব্দে। তার সবাই চম্পট দিতেই পড়ে। তাই ওঁকে না যে, আমি ফর্মিকের মনুষ্য অধ্যয়নকার করছি। কিন্তু ফর্মিকের কাছে ফর্মিকের অনেক কিছু পেলেও ব্যাপ্তের সমান তিনি ছিলেন না—না জ্ঞানে, না ধ্যানে, না ব্যক্তিগত।"

কথাগুলি বললাম অবশ্য আমার নিজের ভাষায়, তবে মনে হয়, নিজের কল্পনার রং

নীহাররজন গুপ্তের

স্ববৃহৎ রহস্য উপন্যাস

“জন্মান্তর”

শারদীয় 'গোয়েন্দা'র

অন্যতম আকর্ষণ

তৎসহ

আরও দুর্দান্ত ভিটেকটিভ

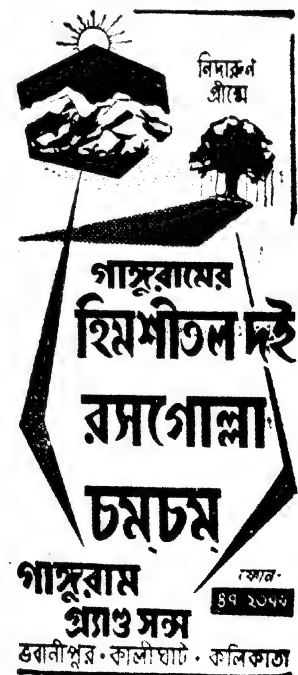
উপন্যাস

১৬টি রহস্য-রোমাঞ্চ গল্প

৥ দাম আড়াই টাকা ॥

২০০ টিপাতলা ফর্মা বাক্স কলন, কলি-১২

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ চিরুণী
যশোর কুমু ইণ্ডাস্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯



নিদারুণ গ্রীষ্মে

গান্সুরাম
হিমশীতল দই
রসগোল্লা
চমচম

গান্সুরাম
গ্র্যাণ্ড সন্স
গুণাপুর-কালীঘাট-কলিকাতা

এতে একটু আধটু লাগলেও বেশি লাগেনি
আরো এইজন্য যে, বৃন্দ কোনোদিনই
আমার মন টানেন নি। খুঁটকে আমি চের
বেশি ভালোবেসেছিলাম। ফর্মিকর কথা
‘হাই মনে একটু’ যা লেগেছিল বৈ কি ভেবে
যে, আমি বৃদ্ধি খুঁটের সমজনার—ঐ
স্টাইল খারিসী ধীরদের বহন—বৃন্দকে
বরণ করবার যোগ্যতা আমার নেই।
তার পরে বৃন্দেব সম্বন্ধে অনেক কিছুই
পড়েছি। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের ও আনন্দকুমার স্যামীর
বৃন্দতপণ। কিন্তু ঐ ভালো লাগা মাত্র
বৃন্দেব ধর্মগদের কোনো কাণীতেই আমার
হৃদয়ের তার বেজে ওঠে নি—মনে হয়েছে
কি শব্দ। তাছাড়া, গীতা ও উপনিষদ
ছাড়া ছায়ে দপদপমান ভাগবত-ব্যবহা ও
প্রত্যেক উপনিষদের দীপ্ত এজহার বহন
করে আমার বৃন্দেব ধর্মগদ তার কোনো
আডম্বই পাই নি। বৃন্দ পড়েছি
মিলের‘পা-প্রমুখ নানা বৌদ্ধ মহাব্যব

জীবনী, তিব্বতের গুহা সাধনার কাহিনী,
নানা বৌদ্ধ কাণীবাহের নিবারণ-মহিমা
প্রচারের কথা, কিন্তু মনে হয়েছে কেবলই
একটি কথা: “যা’র মেজে রূপ আর ধারে
বৌদ্ধ প্রেম” এ হয় না, হয় না, হয় না।
হাই সদুখেই বৃন্দকে দাব লোক দণ্ডবৎ
করে বালিভি: উপড়, তুমি মহাভয়ময়
মানি, কিন্তু আমি বৃদ্ধ, খুঁট, চৈতন্য,
বৃন্দকৃষ্ণ, অব্যবহা এদের নিয়েই থাকব,
কিন্তু মনে করে না। কারণ, আমি চাই
ভগবানের নরসীমা—এমন কি, অস্পষ্ট
জানও চাই না। আমার মন পরমানন্দেই
জপ করে:

পারমাধিক্যেবং সৈবং ক্ষুণ্ণকৃতং।
হাস্যে বসি ভক্তিঃ সারং সা তু
মুষ্টিশতাবিকা॥

অর্থঃ
অস্পষ্টের পারমাধিক্য সত্য—
জানি মহান।

শব্দ আমি চাই যেথা আনন্দে
প্রেমময় ভগবান্।

ভক্তের পূজা করেন গ্রহণ
সৈবতের লীলামাঝে।

শত মুষ্টিও চাই না—যদি সে
ভক্তি ছাড়য়ে রাজে।

হাই তোমাকে আমি ভক্তি করব প্রভু, কিন্তু
দার থেকে, আর তুমি আমাকে আশীর্বাদ
করো যেন আমি পাই সেই ইষ্টকে যা
জেনা আমি আশীর্বাদ ভূষিত।

ফর্মিক বৃন্দ সম্বন্ধে নানা দৃষ্টান্ত
করে আমাকে অপ্রস্তুত করে দিয়েছিলেন
বলেই আমি বুঝে উঠে। এত কথা বলে
ফেললাম। লিখতে লিখতে মনে হয়েছিল—
নাই লিখলাম এসব। কিন্তু পরে ভাবলাম,
কিই কী? আমার বৃন্দ বো আমার ভাল
করতে পারেন না থাক না আমার সরল
স্বীকৃতি যে, আমি চুপে করেও বৃন্দেব
সমজনার হাতে না পেয়ে তার দাব থেকে
প্রণাম করেই “সবধমে নিধনও প্রায়” মন্ত

একজন

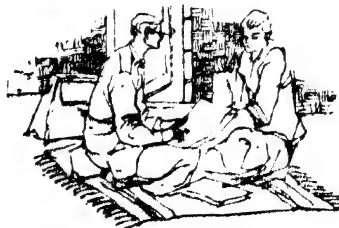


বন্ধু এসেছেন

আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন। মন
দিয়ে তাঁর কথা শুনুন, কারণ তিনি বন্ধুর মতো
এসেছেন। তিনি আপনাকে কতগুলি প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করবেন যেগুলি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বলে
মনে হতে পারে। তবু সয়ল ভাবে তাঁর প্রশ্নের
উত্তর দিন। আপনার ডাক্তার বা উকিলকে যেমন
বিখাল করেন তেমনি তাঁর ওপরও আস্থা রেখে

সমস্ত কথা বলুন। তিনি আপনার পারিবারিক
অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রক্ষায় আপনাকে সাহায্য
করতে পারেন—এমনকি আপনার অবর্তমানেও।
তিনি হলেন জীবন বীমার একজন এজেন্ট।

জীবন বীমার এজেন্টকে আপনার পারি-
বারিক অর্থনৈতিক উন্নয়নেই করে তুলুন



লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া



ভারতে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়

হিমালী

বডি ও
ফেস পাউডার



হিমালী প্রাইভেট লি:
কলিকাতা-২

শারদীয় উৎসবে

বৃহত্তম আয়োজন

এবার পূজায় আমাদের আয়োজন পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বিচিত্রতম ও সূর্যচিহ্ন। পূজোৎসবকে পরি-পূর্ণরূপে সার্থক করতে হ'লে আমাদের বিশেষ যত্ন সংগৃহীত বস্ত্রসম্ভার আপনাদের পক্ষে অপরিহার্য।

এই বৎসরের কতকগুলি বিশেষ আকর্ষণ

— শাড়ী বিভাগে—

- কোরলা সিল্ক শাড়ী
- বেনারসী সিল্ক এবং টীসু
- পুষ্পধনু শাড়ী
- সুতী কোয়েষাটুর
- কাশ্মীরী আর্ট সিল্ক ছাপা শাড়ী
- বোম্বাই নাইলন শাড়ী
- দীপ জেলে যাই
- সুতী মাদ্রাজী
- সুতী বেনারসী (কাজিডরম প্যাটার্ন)

...এবং সবার সেরা ও প্রিয়

বাংলার তাঁতের কাপড়

পোষাক বিভাগে

ফ্রক, ব্লাউজ ইত্যাদির বিচিত্র সমাবেশ

হরলালকা

- কলেজ স্ট্রীট
- ধর্মতলা
- ডাবানীপুর

অধ্যাপকগণের মর্মজ হইবে ভারতের আত্মাকে বরণ করিয়াছেন তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সর্বশ্রেষ্ঠ দিশারি বলে। অবশ্য তাঁর আগে ম্যাক্সমুল্লরের গ্রীসামূলক স্মৃতি পড়ে-ছিল। কিন্তু বইয়ে পড়া এক, চোখে দেখা আর। Seeing is believing প্রবন্ধটির এংপর্ব আমি প্রথম উপলব্ধি করি প্রাচ্য-কোবিদ orientalist অধ্যাপক ফার্মিককে দেখে।

এ নামস বিদগ্ধ অধ্যাপক আজ বেঁচে আছেন কিনা জানি না। কিন্তু থাকুন বা না থাকুন তাঁর স্বর্ণ আমি কোন্‌দিন ভুলব না। কারণ যুরোপে অনেকের কাছেই আমি অনেক কিছু পেয়েছি একথা মেনেও বলব যে, এদেশে বহু আলাপীর মধ্যে মাত্র দুটি মানুষ আমাকে দিয়েছেন ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রেরণাঃ ওলগা—উলফস্ট্রের অন্তর্দৃষ্টি হয়ে, আর অধ্যাপক ফার্মিক—উপনিষদের বর্ণীবাহু হয়ে।

বোম্বে আমার আরো বৎসরখানেক থেকে ইতালিয়ান গান শেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এই সময়ে আমি প্রথম বানিকটী একলা পড়ি। কোন জানি না, লোকজনের সঙ্গে মেলমেশন করতে আর তেমন ভালো লাগত না—সম্ভবত ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে মন একটু সোঁতিয়ে পড়েছিল। যুরোপে জীবন চলে নিতাই নতুন চমক আহরণ করতে করতে বটে, কিন্তু চমকও টেনশিন হ'লে আর চমক থাকে না বটে। দেখতাম দিনের পর দিন সেই একই অগ্রন্থ প্রানের শোভাযাত্রা সেই মোটেলে অগ্নিশ্রুত ভোজ্যের অফুরন্ত আয়োজন নরনারীর সেই অকৃত সংগৃহণ, ফিরোটারে সিনেমায় সেই একই প্রাণিক উত্তেজনের বরফাফের—সর্বোপরি সংগৃহীত জনস্রোতে নিত্যনব উদ্দীপনা কুড়োতে কুড়োতে অকালবৃক্ষধর্মিতার লক্ষ্যহীনতার ভেসে চলে। মনে ইব্রাণ জেগেছিল বললে বেশি বলা হবে, তবে এ নিশ্চয় যে, অবসাদের প্রথম ছায়া পড়েছিল আমার তবণ উৎসাহের পরে। দেশে ফিরে গানের নবজাগৃত উদ্দীপনায় কিছুদিনের জন্যে এ অবসাদ দ্রুতহীত হয় বটে কিন্তু ফিরে ইব্রাণের উদয় হয় শ্রীমহাবিল্লের দর্শনে। সেই ইতিহাস বলবার সময় এখনো আসে নি—যদি ঠাকুর দিন দেন তো বলব। এখানে শুধু আর একটি কথা বলেই আমার যুরোপে জীবনের জয়যাত্রা পূর্ণচ্ছেদ দিনব।

কথাটা এই যে, যুরোপের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি, শ্রেষ্ঠ বাণী, শ্রেষ্ঠ ভোগ, শ্রেষ্ঠ সঙ্গ সবই আমার ভাগ্যে লাভ হয়েছিল। আমি সন্তোষে অকৃতজ্ঞ নই, তাই সানস্কেই স্বীকার করব যে, যুরোপের কাছ থেকে অনেক কিছুই এসব থেকেই পেয়েছিলাম যা আমার অন্তর্জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু তবু বলব যে, যুরোপের কাছে আমি একটু

একটু করে অতিষ্ঠই হয়ে উঠেছিলাম।
 য়ুরোপ আমার মনে উচ্চাশা জাগিয়েই
 ক্ষান্ত হয়নি, আমার প্রাণশক্তিকেও
 উদ্দীপিত করেছিল—য়ুরোপের কাব্য,
 সংগীত, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, আমোদ
 প্রমোদের অফুরন্ত বৈচিত্র্য। কিন্তু
 কোনো কিছুতেই আমি স্থায়ী স্থিতি
 পাই নি, প্রতি চমকের পরেই এসেছে
 বিফলতার প্রতিবিম্ব। মনে প্রশ্ন করেছে
 ততঃ কিম্বা? সংগে সংগে উত্তরও
 জুগিয়েছেঃ চলা শব্দ, চলা—প্রতি
 অতিক্রম থেকে আনন্দ আহরণ করে—
 কেননা জীবনে আনন্দই তো পবন পাখের,
 তারপরে আর কী থাকতে পারে?

কথটা সত্য যদি আনন্দ সঠিকই সেই
 আনন্দ হয় উপভোগ্য যে আনন্দের জয়গান
 করেছে সর্বজীবের পিতা ও পাতা বলে।
 কিন্তু য়ুরোপ দেখেছিল, প্রায়ই ওরা আনন্দ
 ও সুখের সমার্থক মনে করে থাকে।
 কিন্তু আমি সে ব্যাপারেই সুরধামের
 ডানে নিজে হাতেগড়া কুটীরে বসে
 ঠাকুরকে ডাকের জন্য ডাকাই ডাকের
 পেয়েছিলাম। আত্মসংক্রামণের, তাই
 লেউডের্মা যে কোনো সুখ বা হুসুই নি
 আনন্দের সঙ্গতিপন্ন আনন্দের দিশ দিয়ে
 পেরে না। উত্তরকেই সীমাবদ্ধ ও বন্ধ
 হওয়ার সম্ভাবনা। এতে যখন পক্ষান্তরে
 উপলব্ধি হয় যেমন তখনই পাই যে শব্দ,
 এই শব্দটাই পাতা যে পক্ষান্তরের কৌতুক
 সূত্র না, ক্ষণস্থায়ী না, উত্তরণ না,
 হ্রাস না, বসন্তকালের সিন্ধু, বসন্তের
 আমার মনে হওয়া বসন্তের মৌলিকতায়
 লক্ষ্যী বসন্তের ছিল আমার একটি অতি
 প্রিয় গান। আর এগুনিকি মনে সবচেয়ে
 প্রিয় গানের ছিল আমার গানের।

বসন্তকালের মনে গান পড়ে এইদিনে
 সত্য কথা সমান হইত আমার গানের উচ্চাশা
 এগুনিকি গাইতে গাইতে কবেকই আনন্দে
 আমার গানের এক প্রয়োজ্য যেমন আত্মসংক্রামণ
 পেয়েছি। তা সত্য কথা সমান না ছিল
 আনন্দের কথা মনে না।

কিন্তু য়ুরোপে সর্বত্র প্রচলিত পদ্ধতির
 দৃষ্টান্তে যে আনন্দের আভাস একদিনও
 পাই নি—যে আনন্দ ঠিকভাবে আমার সরল
 বলহীনতার অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে
 এসেছিল। য়ুরোপে যা পেয়েছি পড়ে পড়ে,
 ঘুরতে ঘুরতে, তার নাম করা কঠিন, তার
 হুয়ত প্রাণশক্তির উদ্দীপনা বা রক্তের

উদ্দামনা বললে বিশেষ ভুল হবে না।
 কিন্তু এ-জাতীয় প্রেরণায় আর যাই থাকুক
 না কেন, প্রাণভরসা আনন্দ নেই, না
 শান্তি। তাই হুয়ত য়ুরোপে এসে আমি
 প্রথম চমকবিমূর্খ হ'লেও দীর্ঘদিন যেতে না
 যেতে আমার আনন্দভূমিতে অস্তরের
 মোহভাঙ্গা হয়েছিল—ক্ষণস্থায়ী চিরন্তন
 বলে ভুল কবি নি আর। হুয়ত বা ছেলে-
 বেলারকার ভীষণবাসের আনন্দ-স্মৃতি
 আমার কোকিলের মনের রাশ কাঁধে ধরেছিল
 —এসব ক্ষণিক সুখের মায়া কাটাতেই
 হবে বলে, কিংবা হুয়ত এ-ও হুয়ত পারে
 যে য়ুরোপের ঐশ্বর্য প্রণশক্তি চমক এসবই
 আমার মনকে সজাগ করে দিয়েছিল একটু
 একটু করে—নে, এখানে মিলবে না সেই
 অমৃত বা ঐশ্বর্যী চ্যেয়েছিল। জর্জিন না
 হুয়ডা, সে সময়কার মনের ছবি খনিকটা
 ব্যাপস হায়ে এসেছেও বটে। তাই এখন
 এখু, সেটুকু স্পষ্ট মনে আসছে বলেই তাঁর
 কবিতা অথবা য়ুরোপ আমার মনে উঠলেও
 আমার মধ্যে কি অবিদ্যে করতে পারে নি।
 তাই য়ুরোপে সত্য তিন বাক্যের বহু
 সম্পদ আহরণ করা সত্ত্বেও আমার অস্তিত্ব-
 অস্তিত্ব মনে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল ভাবের
 নিখোঁজ কালোতর বাকের তারি কলমে
 বিধাত বহুতর স্বাক্ষরী নাম দিয়েছিলেন
 পণ্ডিতমণ্ডল বলেছিলেনঃ “এ সংগে যদি
 কোনো দেশ থাকে যে গৌরব করতে পারে
 নিজেকে পণ্ডিতমণ্ডল বলে, যেখানে প্রতি
 ভাববাহ্যই পণ্ডিত শব্দ তার পরম ধর্ম,
 যা-সেই অসম্পূর্ণতা ও অধ্যায়ের দৃষ্টি—
 এতে সে-দেশের নাম ভাববাহ্য”। হুয়ডা,
 য়ুরোপের নানা চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার সৈন্য,
 সূচকশব্দও ভুলেছিলাম—তার জন্মও মনে
 কেননা করে উঠল। তবু হুয়ত আমার
 হিহুসিন ইংলিসিয়ান গান ও ভাষা শিখতে
 কোমর ধাক্কাই যদি না দিত এই সময়েই
 আমার মেজমতায় তার করতল—আমার
 মাতামহের খুব অসুখ। তিনি আমাকে
 দেখতে চান।

আমি তার কলকলসে না করে ত্রিভুজ
 গেলুম সত্যের ত্রিভুজের। ইংলিসিয়ান
 জাহাজে বসেই হুয়ত বলে পেয়েছিলাম
 ১৯২২ সালের নভেম্বরে। ভাববাহ্যের
 গৌরব সম্পূর্ণ সত্যে না সত্যে অসম্পূর্ণ বহু
 গান, চ্যেয়ে কল এল, মনে পড়ে গেল
 পিতৃস্বপ্নের অক্লান্তবর্ষ ভাববাহ্যঃ

ভাবত আমার ভাবত আমার। কে বলে
 মা ভূমি কৃপার পাত্রী
 কর্ম-জ্ঞানের ভূমি মা জননী,
 ধর্ম-বান্ধবের ভূমি মা পাত্রী।
 (ভ্রমশ)

* কলকাতার স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার
 অনুবাদ (জানুয়ারি ১৮৯৭)

রমণীজনের স্বাস্থ্য
 ও সুখের জন্য



কেশরী কুটীরাম প্রাইভেট লিঃ
 রায়পেটা, আন্ধ্রা-১৪

ধবল আরোগ্য

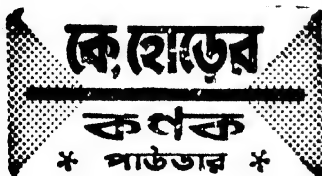
LEUCODERMA CURE

কিন্তু হুয়ত নবজীবিত ওয়দ্য দ্বারা শরীরের
 যে কোন স্থানের যেহেতু দাগ, অসংযুক্ত দাগ,
 ঘুলা, পক্ষাঘাত, একজিমা ও সোরাইসিস বেগ
 দ্রুত-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষ্যত অথবা
 পাত্রে বিরোধ জানুন। হাওড়া কৃষ্ণ কুটীর,
 প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রসাদ শর্মা, ১নং মাস
 শেষ লেন, ধুবুটি, হাওড়া। ফোন—৬৭-২৩৫১।

শাখা—৩৬, হারিসন রোড কলিকাতা-১



এজেন্টসঃ আলকা ডেভার্স,
 বি-২১৪, কলকাতা-১
 ৭১, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১।



আমি সবসময় **হামাম** কিনি



নরম, মসৃণ ফেণা...

নূতন কোমলকারক পদার্থ আছে ব'লে।

ত্বক পরিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে

মিষ্ণুও করে

হামাম মাথতে এত চমৎকার এবং সুগন্ধি!

কিছুতেই যেন আর ক্ষয় হতে চায় না

এত অল্পই খরচ হয়!

হামাম

যেথেকে তাজা বোধ করুন এবং

তাজা গন্ধে ভরে উঠুন



THY-2 BEN.

কার্ভার অর্থাৎ **হামাম** পছন্দ করে টাটা উৎপাদিত—তাই নিশ্চয়ই ভাল

প্রথম

অচিন্ত্যমুখ্য

জৈনমুখ্য



॥ গ্রন্থপ্রীতি সাহিত্য ॥

উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গোপাধ্যায়ের
মানব-মানব পন্থারপন্থার সদাপ্রকাশিত
বাল্যে উপন্যাস

কন্যায়ুগয়া ৩-০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
কলিকাতা-১২

(সি ৯২০০)

এবার খুজায় নতুন বই -

রাষ্ট্রসংখ্যাকল্প

মাম ৩০ টাকায়

এবং সাহিত্য প্রতিষ্ঠান কলিকাতা



শ্রীদুর্গা

এই ধর্মের সর্বদীর্ঘতম ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টান্তস্বরূপ বৃহত্তম মন্দিরটি অত্যাশ্চর্য্য স্থান বই ইংরেজি এবং প্রকাশিত হয় নাই। অত্যাশ্চর্য্যকর সমগ্রী প্রত্নতত্ত্বের ময়রাজের "শ্রীদুর্গা" সমগ্রের পবিত্রতাপূর্ণ আশে চন্দ্রা ইহারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বহু ভাস্কর্য-চিত্র ও সুদৃশ্য প্রত্নতত্ত্ব সমন্বিত।

মূল্য : ১ সপ্তক বিনীত টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ বৈদ্যান্ত মঠ

১৯১৭ রাজা রাজকৃষ্ণ গুপ্তী কলিকাতা-৬

দুই

কত রাত কে গেল, সুকান্তের ঘুম ভেঙে গেল। বুকে পড়ে মনটা বাধা। এ কি, কী হয়েছে এবার? যেন ঠিকমত নিশ্বাস নিতে পারছে না। পারছে না পাশ ফিরতে। মনে পড়ল, দুঃস্বপন দেখছিল এতক্ষণ। দুঃস্বপন দেখছিল, যেন সবসময়ও হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষা দিতে এসে শুনেছে পরীক্ষা দিতে পারবে না। এ কী ভয়ংকর কথা! দুঃখেলা চুটপুটি, কত কষ্ট করে ফী ফেলতে বসে। এবার কে হে প্রাণবীজ, পরীক্ষা বসে কত দিলেই হল। এক বছর কুপ করত মত গরবেই নেই, রসদও নেই। কিনে কেন কী হয়েছে, পরীক্ষা নামজার কেন। আমার পেপারে যেমন পাসপোর্ট নেই। আর কী মশার্ট? এমনই কিছু হিম্মত, একমত শাল হিরণ ছাড়া যেখানে আর আর কোথায়। অন্ধ হতে ঐকল ছোট্ট পল হতে। এসব শুনতে না, আরেক পাশ দেই বলে দিই নাকি হয়ে গিয়েছে। কী মনটা? বিএ কী হল হয়ে গেলে চকর পাব কি করে আর কি। ছড়িয়ে কোমল সাসবু? হে জিনি না। আরেক অংশ বসতে হবে, বেরিয়ে আসতে হবে বেড়া উপরে। এই নিম্ন একেচন পেপার, বসে, শবে, ফলটি মিনিয়ে দাও। কী অন্ধ? পতন হতে? খবর সোজা, সামান্য যোগ্য-বিশ্বাস। এ আবার কে না পারে? দিন, মেঘ। খাড়াপত নিয়ে বসে পড়ল সুকান্ত। কিস্তু, এ কি, কলম আনিনি হে? লিখবে কি কি? এ-পকেট ও-পকেট পায়লের মত হটকতে লাগল। এই যে, কি আশ্চর্য, একটা কলম বেরিয়েছে। কিস্তু, শাকনা, খাড়র মত শক্তনা, এক ফোটা কালি নেই। তবে আর কি, হল থেকে বেরিয়ে যাও, নেমে বীও অন্ধকারে, নিরাশরা। তাই নামতে লাগল সুকান্ত। সিঁড়ি নেই, লিফট নেই, তবু নামতে লাগল। নামতে-নামতে পা ঠেকল এসে শোবার ঘরে, তক্তাপোশ।

এমন আজগুবি স্বপ্নও হয়। না, ভয়

পাব কিছ, নেই, হাতা হবার কিছু নেই, নিজের ঘরে তক্তাপোশেই সে ঠিকঠাক শয়ে আছে। পাশে আলনা তক্তাপোশে শয়ে আছে ছোটভাই সুবীর। ভয় হয়ে ছটফট করছিল প্রথম রাত, এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। রাস্তার আলো এসে পড়েছে মশারির উপরে। খাটখাট ঈশ্বরের শব্দ হচ্ছে এখনে ওখানে, ওয়ালের শিশীল বাকি ফেলল কাত করে। রাস্তায় কাক দেখে কটা কুকুর উঠেছে হুলা করে, আর একবার আওয়াজ তুললে, সে লোকটা থাক বা চলে যাক, কিছুতেই যেন আর ঠান্ডা হবার নাম নেই। হুল করে একটা মোটর বেরিয়ে গেল। হর্ন দিচ্ছে কেন? পথ জুড়ে গতা, শয়ে আছে বোধহয়। না কি রাস্তার মোকদ্দমে এক রিকশাওয়ালার সঙ্গে এক মাতালের দ্বন্দ্ব?

মামলি, মাকর পরিবেশ। একেবারে হবো? কিছুই সুকান্তের খোঁষা যায়নি, না পাসপোর্ট, না বা কলমের কালি। তবে বিএ পাশ বহাল আছে, অন্ধ কিছুই ঘাটতে পারে নি গরমিল। সব তার হুজুত আছে, নিখুঁত আছে, কিছুই হয়নি ত্রুটিপা। চোখবোজ অশব্দকে চারদিক সে ভুলে করে চোরে দেখল। সব যেনেক সো।

শবে হুই? শবেই পূর্বাবস্থা? শবেই একটা কলম, পেরেনা হিসেবেব মিউজিক? নতুন কিছুই হয়নি? নতুন কিছুই আসে নি জন্মের ঘরে?

কী যেন এসেছে, কী যেন হয়েছে, কী যেন পেয়েছে অশচর্য, মনে করতে পারছে না। ঠিকঠিক ঠিক ঠিক, টেবিলের উপরে টাইমপিস খাটুটির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে—এক, দুই, তিন, চার, তবু ডাবনার স্লেটে স্মৃতির দাগ পড়ছে না। কী যেন একটা ভালে, খবর, পাছে কুড়িয়ে-পাওয়া কিছু টাকা, একটা হয়তো বা শালিল্যে টিউশনি, নয়তো বা পরীক্ষার কটা নিখুঁৎ ফাঁস প্রশ্ন—সৌভাগ্যের চেহারাটা কখনোই কিছুতেই লড় করাতে পারছে না। হাতড়ে-হাতড়ে মরছে।

অশ্বখর-অশ্বখর লাগছে। কণ্ঠ হচ্ছে নিশ্বাস নিতে।

হবেই তো, বৃকে অসহ্য বাথা। পাশ ফিরতে পারছে না।

যন্ত্রণাটা কি রকম, সমস্ত চেতনা ঘন করে, একত্র করে অনুভব করতে চাইল সুকান্ত। কী অদ্ভুত, বাথা কোথায়? এ যে সুখ। উত্তাল সুখ। এ যে সৌরভের সমুদ্র।

সুখ যখন খুব বেশি হয় তখন বৃকি বাথার মতই লাগে।

অশ্বখর, বৃকের কত কাছে দাঁড়িয়েছিল কাকিলি।

কত কাছে! প্রায় নিশ্বাসের নাগালের মধ্যে। এক ফুয়ে ধুলো উড়িয়ে দেবার কাছাকাছি।

পাশ ফিরতে কণ্ঠ হচ্ছে নাকি সুকান্তর? কোথায় কণ্ঠ? এ তো গভীর আরামের ঢেউ। দিবা পাশ ফিরল। উপড় হল। আপ্রান্ত বিস্মৃত হল। ঘুমের নবনীর মধ্যে ধীরে-ধীরে নেমে যেতে লাগল, ডুবে যেতে লাগল।

এত কাছে, তবু তাকে একটুও ছুঁতে পারল না। গহবরে নেমেও ধরতে পারল না বিগ্রহ।

কাঙালের মত কণ্ঠি কপণ আঙুল ধরলে হাত কী! উঃ, সে কতকালে পুরোনো কবিতার ঢং। তার চেয়ে দস্যুর মত খাঁপায় পড়ে দুর্জয় দুই বাহুর মধ্যে সেই এক তাল ফোমল ভয়েকে পারত লুফে নিতে? কই পারল কই? কেউ পারে? কেউ পারে না। ভাবতেও পারে না।

চুপ করে ঘুম যাও। কল্পিতার সামনে অশ্বখর এখন সাহস দেখাচ্ছে কিন্তু সাধা নেই দিনের বেলায় ছেঁও সেই বাস্তবী তন্দ্রা। সাধা নেই তার এক তরু বসনকে বিশৃঙ্খল করে। কণ্ঠ করে পাহাড়ের চাড়ায় উঠলেই ধরা যায় না চন্দ্রমা।

যে সমস্ত জোহকে স্মৃগিত রাখে, তটস্থ রাখে, দাঁড় করিয়ে রাখে একটা ধারালো ক্ষুরের উপর, তারই শক্তি অসীম।

আর যে তৃণতম শাফল উঠেও নিচের অশ্বখর গুহায় খাঁপ দেয় না, পূরবার উপনয়ন হয়েও ফিরে দাঁড়ায়, ফায়, তার কোনো শক্তি নেই।

অগ্নির উপশম জলে, রাস্তির উপশম ঘাসে, বিদের উপশম আহারে; কিন্তু যন্ত্রণার উপশম যন্ত্রণায়।

পাহাড়ের চাড়ায় যত উচুই হোক পাশ না চৌদিকে। কিন্তু সমুদ্রে যে অনেক নিচে পড়ে, তারই উপশম বৃকে শতকোটি মজল হয়ে ভেঙে পড় চাঁদ।

আতঙ্ক, যাবার সময় কী না জন্ম বললে। কান খাড়া করল সুকান্ত।

পাশের ঘরে সেন্ট, কোদ উঠেছে বৃকি। ওর মা ওকে ধমকাচ্ছে। হাত ধমক খাচ্ছে তত চড়াই তার চিংকর। কী চাইছে ছেলেটা? যেমন অবশ্যই মা যেমন অবশ্য ছেলে। উঠে ওকে নিয়ে এসে যে এঘরে। সারাদিনের কোল পেলে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়বে নিশ্চয়ই। সকাল হতে আর কত বাকি? সকাল হলেই দরজা খোলা পেয়ে ঠিক চলে আসবে গুটি গুটি। মশারি তুলে মুখ বাড়াবে। ডাকবে দুগুণা-দুগুণা বলে। কবে আর ভোবেরে সয্য দেখাচ্ছে সুকান্ত, রোজ দেখছে এই শিশুর মুখ। প্রত্যহর একটি পরিচ্ছন্ন আরম্ভ।

মাকে হারিয়ে দিয়েছে সেন্ট। যা আসল করবার করে নিজের থেকেই শেষ হয়েছে। আতঙ্ক কী যেন কথাটা কেমন করে না জন্ম বলেছিল। সংগে ছিল কি একটু হাসি, একটা বা হাসির অতিরিক্ত ইশারা? হাসির শকটা মনে মনে নিমগ্ন করতে পেরেছে সুকান্ত।

হাসি কোথায়, থমথমে জমাট অকাল মেঘ ডাকছে। ঝেঁপে বৃষ্টি এল, সাংগে সাংগে শুরু হল রাস্তামার মাঝামাঝি খোপ-গোল। ছাদদ্বারা ঘুমদ্বারা মানুষ্য। যার

অতি সহজে ও আরামে অবাস্তব কেশ দূর করতে হলে ব্যবহার করুন



অতিরিক্ত অতিবাহিত
কেশদূরক

ELFIN

এত সহজ ফলপ্রসূ যে, মাত্র
এক মিনিটেই অবাস্তব কেশ
দূর হবে।

একটি আরামদায়ক যে, মোটেই
কোন তীব্রতা যন্ত্রণা হয় না।
আর মনোরম গন্ধবাসিতও
হবে।

একবার এলফিন ব্যবহার করে
দেখুন, আপনার স্বক কেমেন
সবদর দেখায় এবং কেমেন
মসল বোধ হয়—যেন কোন-
কালেই কেশ গড়ায় নাহি।
এলফিন নিশ্চিতরূপেই কেশ
গজনে বশ করে।

সোল এজেন্টস ঃ দি এসোসিয়েটেড মার্কেটিং কোম্পানী,
পি ও ব্লক নং ১০০১৬, বোম্বাই ১।

কথার পিঠে কথা বলতে কখনো নিবৃত্ত নয়
মুশালিনী: 'চারের পাট উঠবে, তারপরে
প্রশান্তর আফিসের ভাত। দুটো ঠিকঠাক
আজ খেয়ে বেতে পারলে হয়।'

'কেন, প্রশান্তর বউ কি করে?' কামটা
দিয়ে উঠল বিজয়া।

'সে তো রাধেই এবেল্য। শধু উনুন
ধরিয়ে চারের জলটা গরম করে রাখা।'

'কিন্তু বার তা করবার কথা সেই চাকরের
হাসি কোন বিপদ হয় তাহলে দেরি তো
একটু হবেই।' মুশালিনীর হৃৎ আবার
হুট হুট করে উঠছে দেখে নিজেরা দাবড়ে
উঠল: 'একটা লোক কণ্ঠের মধ্যে পড়লে
তাকে একটু দেখতে-শুনতে হয় তো! সেই
বিচ্ছেটাকে মেরে ধরে দিতে হয় তো সেই
হস্তগার জারগার। আচ্ছ তো আর উপর-

উল্লার বাঁস্পে মই যে, নিচেরতলার লোকের
কামা শুনবে না। হাম না, দেখুন না কেমন
হুটফুট করছে হারিপল।'

সে পরে দেখা দাবে। এখন এই উপর-
নিচ বলে খোঁটা দেবার ম্যামটা কি! কে
থাকতে বলছে নিচে! সোজা বোরির গিরে
তেতলার ছাট নিয়ে থাকলেই তো হয়
আলোনা। মুশালিনী মারমুখে হয়ে উঠল।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবুয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।



যে পরিবারে হেলেন্ডো সবার সময় হাসিখুসী সে পরিবার
সভ্যই হবে। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুসী
থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুয়ে বাসি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু।
আপনি বতাই সাবানী হোন না কেন, ময়লার হাত তিহুতেই
এড়াতে পারবেন না। এই ময়লার থাকে রোগের বীজাণু।
লাইফবুয় সাবান এই ময়লাজনিত বীজাণু ধুয়ে সাক করে দেয়
এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রতিদিন লাইফবুয় সাবান
দিয়ে স্নান করুন এবং
ময়লাজনিত বীজাণুর হাত
থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুর-
ক্ষিত রাখুন। এটি আপনাকে
তাজা স্বপ্ন করে তোলে।



‘তাই বলে, বাজার ছেড়ে দেওয়া যায় না।
তাহাড়া, তুই নেট টুকছিল কোথায়?’
লেখটার উপর মৃণালিনী উপড় হয়ে
পড়লঃ ‘এ তো বাঙলা লেখা। নীল
কাগজের প্যাড, এ তো তুই কাকে চিঠি
লিখছিলিস—’

অসম্ভব। কতগুলো বইখাতা দিয়ে
লেখার কাগজটা চাপা দিয়ে উঠে পড়ল
সুখান্ত। এম-এ পরীক্ষার্থী ছেলের লেখা-
পড়ার আড়ি পাততে আসে, কী দুর্ভাগ্য মা
লেখ একবার! ‘সাত, টাকা সাত, ফর্দ সাত।’
হাত বাড়ান সুখান্তঃ পরে যদি ঠিকে আসি
কিছু বলতে পারবে না কিন্তু। খুঁত ধরতে

পারবে না। যা আনব তাই গিলতে হবে।’
মৃণালিনীর চোখ তখনো নীল কাগজটা
খুঁজে বেড়াচ্ছে। ‘কিন্তু কাকে চিঠি
লিখছিলিস?’

‘কাকে আবার চিঠি লিখব? আমার কি
কোনো লোক আছে, না, কার, আমি ঠিকানা
জানি? আমি অমনি শব্দ একটা প্রবন্ধ
লিখছিলাম। এক সাইক্লারে একটা
এসে কম্পিটিশন হাফ-কাশ প্রাইজ আছে,
ভাবছি পাঠালে হয় একটা রচনা। তারই
একটু মজা করছি। দাও, দাও, আর দেরি
করো না। দাদার আবার নটায় হাজিরা।’

মৃণালিনী একটু আড়াল হতেই প্যাডের
কাগজটা খিঁড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পকেটে
পুঁজল সুখান্ত। নীলে মার বখন একবার
নয়র পড়েছে তখন আর ওটাকে বঁচানো
যাবে না।

মান-মান একটা চিঠি লিখছিল
কাকিলকে। নিছক-নেপাথা ও লেখা-
টুকুই মান মান লেখা। যদি লেখকের
অধিকার থাকত, যদি ঠিক মতমত থাকত
ঠিকানা, তাহলে কীভাবে লিখত তারই
নির্ভর নিশ্চয়।

আপনি মানও ভাববেন না, আমি
লিফটম্যানক হাত করে আপনাকে খঁচার
পরে কুঁচিয়ে বেরেছিলাম। দুখটিনের
কত কি বিপরীত কাণ্ড ঘটে কেউ অনু-
মানও করতে পারে না। একটা জাহাজ-
ডুবির পর দেখতে পারি শব্দ আমি আর
আপনিনী বোম্ব অফিস, আর, শব্দ বোম্ব
অফিস নয়, পাশপাশি কান অফিস সমুদ্র-
তীরে। সবই লেখের বাক্য।

না, না, এভাবে লিখলে ডারি কিসক
শোনাবে। তার চোরে মানের কথা সোজা-
সুজি লিখে ফেলছি ভালো। প্রাণ যাতে
জল হয় সেই প্রাণের কাছার।

মৌসুমিক-বলো এ ছাড়া আর কী বলে
তোমাকে সম্বোধন করতে পারি? তোমার
নাম কারালি, অন্যর কার সম্বোধন করতে
হলে কাক বা কাকু বলে ডাকতে হয়—
সুই-ই ডহাবে। তার চোরে তোমাকে
মধুমতী, তাচ্ছিল্যে মূর্খবিশেষী ডাক
অনেক দিচ্ছি। শোনো তোমার জানা কত
কিছু করতে পারি, এ তো সমানো একটা
কৌশল। এ কি তুমি মার্জনা করে নেবে
না? এটুকু না করলে কি কার পাই তোমার
সালিশের সৌরভ, তোমার উজ্জ্বল
স্বকৃতি? বলো, আমার কি খুব অপরাধ
হয়ে গিয়েছে? তুমি কি উপরওয়ালার
কাছে আমার নামে নালিশ করবে? এন-
কোয়ারি বসাবে? একটা গরিব লিফট-
ম্যানের চাকরি খাবে?

‘না, না, তুমি তো দ্বন্দ্ব-পারা টলটলে
চোখ মেলে হাসলে, আমি-তুমি বললে।
এটুকু নৈকট্য না হলে এতটুকু কি হত?

কী সুন্দর তোমার চোখ, তোমার
গাড়াবার ভাঁগ, তোমার নাকের ঠিক নিচে
আর উপর-টাটের ঠিক উপরে ছোট এক
তিল চেউ, তোমার ঘননিবন্ধ লাবণ্যের
দুটি স্তূপ—

ছি, অমনি করে কি লেখা যায়?

বা, এ তো মান-মান লেখা। এ তো
কেউ পড়বে না, কেউ দেখবে না। যে
জানলে খুশি হত সেই কাকিলও নয়।

চিঠির কাগজটা কুঁচ-কুঁচ করে ছিঁড়ে
টুকরাগুলো পকেটের মধ্যেই রাখল
সুখান্ত। রাস্তার জায়গায়-জায়গায়,
এখানে-ওখানে কিছু-কিছু করে ছড়িয়ে
দেবে। নীল, কাড়িতে, চৌকালের নিচে
খুঁড়ির মধ্যে ফেললে, মার যা উৎসাহ, কে
জান, হয়তো বা ভাঙা প্রাণ জোতা দিয়ে
বসবেন। পরা পড়ে গেলে কিছতেই তার
কাছে আর ছতান-বুড়ান নেই। টিউশনির
নইনের পর্দার চুলচুরা হিসের নোহন।
তার মানে অদর্শিত মিথো কথা বলারেন।
কসবির একটা পরমা এসিক-ওসিক হলে
ভিখিরকে দিয়েছি বলে পর পোতে লেবন
না। ছাতা পাঞ্জাবির পকেটে, এমনকি
বড়ির পকেটেও হাত ঢাকাবেন লুপিয়ে।

সুখের চোম সর্বিত ভলো, স্বাধীনতার
চোরে স্তব্ধতা।

বাজারের ঘল আর টাকা নিয়ে এস
মৃণালিনী। সুখান্ত বললে, একটা ফর্দ
লিখে সোও।

মিথাকার বাজার আরের ঘর কি।
না বলছি তত মান করে নিয়ে আসি।
নীল মণাওয়াল ছাড়া হেঁচল কি করতে?
মৃণালিনী লিফট ডিবিংয়ে ঢোল বসল।

‘কাক কি দর? অন্যর দেখল সুখান্ত।
‘নিজের দেখে শুনলে সত্য নিশি, ঘুরে-
ঘুরে—’

হরিপরের দেখতে গেল সুখান্ত।
এতকণে সুস্থ হয়েচে খানিকটা। তাকে
চুপি চুপি ডিগবেস করে তেনে নিল
দরাদর।

হরিপরের বাজারদের সংগ সমতা রাখতে
গিয়ে সুখান্ত দেখল নিউ বারো অন্য
পকেটে।

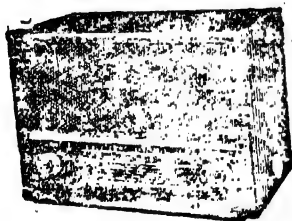
তুমি আমার এ মতিভী দেখো না।
আমি বলে হাতে বাজার করে ফিরছি,
আমি চোর, আমি মিথোবাদী এ আমার
পরিচয় নয়। তুমি কোন না একদিন
কোমরে শাড়ি জড়িয়ে ঝাঁটা গায়ে করে
তোমার শাওলা পড়া নোহো উঠান
পরিষ্কার করবে, কোন না দুটো মিছে কথা
বলবে, খরচ-বাঁচা টাকা দুটোর একটা কোম
না সরালে এদিক-ওদিক। তবু, সেই তোমার
পরিচয় নয়। আমি চাকর নই, তুমিও
দাসী নও। আমি আসলে রাজা, তুমি
আসলে সম্রাজ্ঞী। (এমশ)

জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

২৫ বৎসরের অতিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ
ডাঃ এম পি মৃণালিনী (বৌজঃ) সমাগ ও যৌগ-
সিগকে গোপন ও জটিল রোগাদির ঔষধার
বৈকাল রাস প্রান্তে ৯-১১টা ও বিকাল
৫-৮টা ব্যবস্থা: দৈন ৬ টিকিৎসা করেন।
খামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (বৌজঃ)
১৪৮, আমগান্ট পুটি কলকাতা-৯

ডোল কোম্পানীর
মার ও কার্ডবের
অব্যর্থ মলধ
ব্রহ্মাণ্ড কলিকাতা

এইচ এম ডি



রোডিও এবং রোডিওগ্রাম

আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

এতপাতের অনেক প্রকারের এমএসফায়ার,
মাইক্রোফোন, লাউস্পিকার রোডিও পার্টিস,
টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি সরবরাহের জন্য
আমরা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া থাকি।
আপনাদের সহায়ত প্রার্থী

রোডিও এন্ড ফটো স্টোরস্

৬৫, গণেশচন্দ্র এডোনট, কলকাতা-১০
ফোন : ২১-৪৭১০

দেখতে পেলাম। যে কঠিন মুখোশটাকে লোক গুপীবাণ্ড বলে চেনে, সেটা গুপী-বাণ্ডই নয়। আসল গুপীবাণ্ড পিছুমাত্রইন একটি অমাত্য কিশোর, যে কাপড়ের দোকান থেকে সংসারের জোতে কাঁপিয়ে পড়ে একটি কুঠির মত ভেসে চলেছে, নিঃসঙ্গ। তাকে কেউ দেখতে পায় না, দেখতে চায়ও না।

বোধ হয়। কুটোটা যে তলিয়ে যায়নি সেটাই বাহাদুর।

চৌরগাঁয়েত আলো বলমল করতে, বহুগুপী কলকাতা। সন্ধ্যার শৃংগারবেশ ধারণ করতে শুরু করেছে, কিন্তু আমার দৃষ্টি আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক মলিন ছবি, এঁদের ঘরে নিঃসম্বল মা আর ছেলে।

সে ছবি হাস্যমোহনের পটোদের পেয়ারের বাঁদী গোলগাল মালসাজোগ খাওয়া মা আর ছেলের নয়। সে মা শীর্ণা, স্নেহ-বিয়রা এক দুঃখিনী বাগ্‌পালী নারী।

গুপীবাণ্ড, আবার কথা বললেন, "তোমরা লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হয়েছ, কলেজে কত কত কত জ্ঞানের কথা শিখছ, কলেজ আরও কত শিখবে। তবে, মানুষের একটা কথা শুনো রাখ, মানুষের উপর কখন ভরসা রেখ না। আদতে স্বার্থের টানা পোড়নের নামটাই হচ্ছে সংসার। তোমার ভরসা একলা তুমিই। এ অতি সত্য কথা ব্যাধ। এখন যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয়, আবার একদিন হবেই। আমি চাডো ক্যাস থেকে এই দুনিয়ার চেহারা দেখছি, দইয়ের বিনো শিখি নি, কিন্তু মানুষ চেনার বিনো শিখছি। মনে করে না মনগড়া উপদেশ দিচ্ছি তোমাকে, যাচাই করে যা ঠিক বুঝছি হাই বলছি। স্বার্থ পরকে কাছে টেনে আনে, আবার স্বার্থই তাখনকে পর করে দেয়। আবারামের চেয়ে আপন আর কিছ, নয়, তার খেলার বড় রকমারি। শুনো, তার উপর নজর রেখে যাও বাস।" একই চুপ করে বললেন, "আমার কথা যদি ঠিক পরেই পার তাহলে অনেক ছবিরাশি থেকে রেহাই পাবে।"

আমি নিম্নোক্ত কথার সময় বিরতিলম, "আজ্ঞে, ঠিকই বলেছেন।" কিন্তু গুপী-বাণ্ডের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আমার পছন্দসই হয়নি। সে কারণে বরং বাংলা পদ্যসমীক আর বহীন্দ-কাব্যের জগতের এসে মনে আসে। তখন তুমহাশ্রিতিক শৃংগার আলাদাতির মিলে মিলে প্রদীপকিতার রেক নিঃসঙ্গরক। গুপের নিকর। সে সময় প্রিয়বিচ্ছদের বুকভাঙা বেনমায় বললে বললে বুক উপরে বসে বসে মরবার চিত্র-রত গুপে করেছিলেন। গুপী বুলিয়ে অকালের সময় অন্যায় বসকিপাস, শব্দ যোগ এরকম ডেউবারকে কোটা করে বলা যায়। "সবর উপরে মানসে সত্য, তাহলে উপরে মেরেমানস।" স্তবরত নীরস বিপতীক কায়দার অমার্জিত কোটা থিয়েটারী ভাল না লাগারই কথা। কিন্তু বিচ্ছিন্ন লোকের উপদেশ কিয়কো যায় না, উত্তরকাল হারি কেটা থিয়েটারীই সত্যের একটি নিরুচি হীরকখণ্ড বলে মনে নিতে হয়েছে।

"এই যে বাঁড় পৌষে গের্ভ" গম্ভীর গলায় গুপীবাণ্ড বললেন। নমস্কার জনিয়ে আমি বিদায় নিলাম, সন্মোহে বললেন "আ চা, এস কাঁতুবাণ্ড।"

আমার সিগারেট খাওয়ার কিয়ে গুপীবাণ্ড আমার কথা রেখে গেছেন। আমার প্রতিশ্রুতি আমি ভাঙ্গ করলাম এইমত আপনাদের কাছে কাঁহিনীটা প্রকাশ করে।



জুনসেন-এর বিখ্যাত ২টি উপায়ে
ঘামাচি দূর হয়

স্নানের সময় জনসক প্রিকলি হীট শাবান গায়ে মাখুন। এই শাবান গিড ও বীবাণ্ডনাশক, একা বোমকুপ পরিষ্কার রেখে ঘামাচির কারণ দূর করে। স্নানের পরে, বেশ করে জনসক প্রিকলি হীট শাউটার গায়ে ছড়িয়ে দিন। এই কোমল শাউটার ব্যবহারে আপনাব গা গিড মনে হবে ও খুব স্বন্দরবে অনুভব করবেন।



জনসক প্রিকলি হীট সোপ ও শাউটার—এমন তাহে তৈরী যে ঘামাচি দূর করার জগে দুটিতে একসঙ্গে মিলে কাজ করে।

জনসন এও জনসন থব ইতিম; আইভেডে বিমোচে

মিহ ও ঘোষ : ২০, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলি ১২

শারদীয়

দামোদর

সম্পাদক—দাশবাধি তা'এম. এম. এ.
বাংলার প্রখ্যাত লেখকগণের রচনা
সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া শারদীয় দামোদর
প্রকাশের আয়োজন। মূল্য ২৫ টাকা।
২৭, মর্ষা দিবোদ্র রোড, কলি—৭

নিম্নোক্ত প্রথম সংস্করণ
শরৎকুমার মথোপাধ্যায়-এর কাব্যগ্রন্থ
সেনার হরিণ



জীবনের প্রতি স্বচ্ছ নিশ্চয় এবং স্ফিটর
সুখে সমস্ত যৌবনের সন্মিলন আধুনিক
কালের চিহ্ন—তরুণ কবি শরৎকুমার মথো-
পাধ্যায়ের কাব্যে তা নিশ্চয়তার উপস্থিতি।
প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্যতম অঙ্গ, যৌবন
বয়সের অন্তর্ভুক্ত পর্বত এক দীর্ঘ মানস-
পরিভ্রমণের কবি কবিতাগুলি উজ্জ্বল।
দাম দেড় টাকা

কালিদাস প্রকাশনী

২২, শ্যামলপুর স্ট্রীট। কলকাতা-৭

(সি-৬৯৯২)

সর্চিহিতা

একমাত্র কাউন্সিল সাংসদিক
৭ম বর্ষ পূর্ণা সংখ্যা বের হইছে

সর্চিহিতা

কবিরাজ, লীলা মজুমদার, জগদীশ্বর, বীরেন
জ্যোতিষ, দীপিকা বসু, বিরগণধর সেন ইত্যাদি
নাট্য, অনান্য বৈদ্যগণের লেখ্য ভাষ্য

সর্চিহিতা

জগদীশ্বর কাউন্সিল ও বীরেন জ্যোতিষের
সিদ্ধান্ত হইবে। গৌড়প্রসঙ্গ মজুমদার, সত্যক
সেনগুপ্ত, ভানু, বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই লিখছেন

সর্চিহিতা

একটিমাত্র মোটা কামিশনে বই দেওয়া হবে।
বড় বড় বেসে হুইসার স্টলে বই থাকবে।
মূল্য দেড় টাকা

সর্চিহিতা

৭৬, বটবাজার স্ট্রীট, কলি-১২
ফোন: ৩৬-২০০২

(সি-৯২২৯)

ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ যত্নশীল; কিন্তু
শব্দযোজনায় ক্ষেত্রে তাকে আরো সাবধান
হতে হবে, কয়েকটি কবিতায় 'যেয়ে, যেনো,
সম, মলেনি, মিলে' ইত্যাদির ব্যবহার
পদ্যে আধুনিক কবিতার নোচও নয়।
বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম-সাহিত্যের
সম্পদশালী অংশকে ভিত্তি করে আধুনিক
ভাষা ও আঙ্গিকে কাব্যসৃষ্টির নাম
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। এ প্রচেষ্টার
পরিচয়বাহী তিনিই কবিতাও বর্তমান
সংকলনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

'বর্তমান' ও 'জুলেখার মন' গ্রন্থের
কবিতার মধ্যে আমার প্রতিজ্ঞার জাভাস
পেয়েছি। গ্রন্থ দুটির মূল্য ও অঙ্গসংস্কা
মনোরম।

৩২৮/৫১: ৩২৯/৫১

শ্রীমত-সংস্করণ—বীরেনকুমার ভট্টাচার্য। "জয়-
দীপ নিকতন", ১০ সতান দত্ত রোড,
কলিকাতা-২৯। তিন টাকা।

সম্পাদক এই কাব্যগ্রন্থটি ফার্সি
কবিতার সারা রিচাড বার্টন কৃত ইংরেজী
সম্পাদক কিসসা অথবা হাজী আবদুল
খোদা খ্রীষ্টভাষ্য কবিতা বাস্তব অনুবাদ।
খ্রীষ্টভাষ্যের অনুবাদে মূল্য সত্য কোনো
নাহত হয়। গ্রন্থটির অঙ্গসংস্কা
করেছেন শ্রীমতী পদ্মচন্দ্র ভট্টাচার্য। দুই
বাগিছা ছাড়া। ১৬৯/৫৭

কবি দীপিকা—সম্পাদক: তমলুক সৌহত
পরিচয়: প্রকাশক: শ্রীমতেন্দ্রনাথ ভাট্টা
"ভাট্টার ঘর", পের তমলুক, জেলা
মৌলভীবাজার। দাম ১২/৫০ নয় নয়।

তমলুক মৌলভীবাজার জেলা কবি-
সম্মেলন উপলক্ষে মৌলভীবাজার জেলার কবি
পরিচয় নিয়ে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত।
গ্রন্থটিতে শ্রীমতেন্দ্রনাথ ভাট্টার কবিতা
বাস্তব অনুবাদ, প্রকাশক ভাট্টার প্রচেষ্টা
কবিতার আশীর্বাদী মনোভাব নিয়ে। নিজস্ব
জেলার পরিচয় কবিতার জীবনী জেলার
সম্প্রদায় পত্রিকার মৌলভীবাজার অংশই কবিতা
করবে।

রত্নরেণু—রমেশ মজুমদার। অসংগম
প্রকাশনী, ৭, ভগবন্ধ, মোক রোড,
কলিকাতা-৫। মূল্য: ২।

আজকালকার যুগে চল্লিশ খকলেই যে
কবিতা হয় না তা প্রায় অধিকাংশই
অজানা নয়। বিশেষত কোনো কবির পক্ষে
তা অজানিত থাকে মারাত্মক অপরাধের
ব্যাপার। উপরোক্ত কাব্যগ্রন্থে সন্তর্পণ
অধিক কবিতা ছন্দ ও মিলের সাহায্যে
লিখিত। ছন্দের ভাঙিও যত তর যাচ্ছে।
তাহাড়া কবির লক্ষ্যসংকল্প আবেগ ও
জীবন-লক্ষণ একবারেই নেই। যে কোনো
কবির কাব্যগ্রন্থ সম্পাদক এই রত্নরেণু
করতেও কষ্ট হয়। মোট কথা, 'রত্নরেণু'তে

রত্ন কিংবা রেণু—এ দুয়ের কোনো চিহ্নই
নেই। ১৮০/৫৯

মনের কোণে—শ্রীমতেন্দ্রনাথ ভাট্টা। চীন
ভারত সংস্কৃতি, ঠাকুরশুকুর, পো: সোকা,
২৪ পরগণা। মূল্য—২।

উপরোক্ত কাব্যগ্রন্থের লেখিকা বয়সপ্রাপ্ত।
তাই কবিতাগুলিতে ধর্মবোধ, ইতিহাস-
চেতনা, সমসাময়িক জীবন ও চিরন্তন রসের
প্রতি কবির আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু
কাব্যরূপের বিচারে কবিতা কোনোমতেই
আধুনিক গাণ্ডিতে ফেলা যায় না। কয়েকটি
কবিতা ভাঙা লাগলেও কবিতাগুলিতে
বাক্যের অভাব যেন বড় বেশি বলে
মনে হল। ৩৮১/৫৩

ছোটগল্প

উত্তর মৌলভী। অসংগম। ২।
শ্যামচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-১২। মূল্য
তিন টাকা।

কিছু সাময়িক পত্রপত্রিকার প্রকাশিত
অসংগমের ছোট গল্পের মধ্যে পাঠক
সাধারণের পরিচয় বহুদিনের, কিন্তু
উপন্যাসের ক্ষেত্রে লেখক একবারে নবমত
এবং সম্ভবত এটি তার প্রথম উপন্যাস।
একটি বিশেষ অঙ্গের জায়গায় পরিচয় এ
উপন্যাসের উপকরণ প্রথমেই আমাদের
দৃষ্টি আকর্ষণ করে আশ্চর্যের সীমায়
সম্প্রতি তার লেখকের বীরত্বের পট-
ভূমির যেমন 'আমের' আবেগ বহুবার,
মৌলভী উত্তর মৌলভীর আরও জনসাধারণ
অন্যের পরিবেশের একজন বীর পটভূমি
দৃষ্টি নিয়ে পারবে বাসই আমাদের
বিশ্বাস। সাময়িক সভ্যতা ও বাস্তব
জীবনের কল্যাণকে স্বীকার করেও হস্তক্ষেপ
একবারে যত্নের দৃষ্টি জগদীশ্বরে কবিতা
অন্যেই সেই নিঃসন্দেহ এ পরিচয়
বীর একই, ভাঙা সীমার প্রকাশের
সম্প্রদায় এছাড়া আমাদের হস্তে যত্নের
মিলে রয়েছে, মৌলভী আমাদের বিচার
পরিবেশ-সাময়িক। নিজস্ব মন করে
সে নিজস্বই নতুন করে আশ্চর্যের করতে চায়।
উত্তর মৌলভীর তরুণ লেখক আমাদের
দৃষ্টি ফিরিয়েছেন নারীক কোলাহল থেকে
একবারে প্রাকৃতিক প্রতিবেশ আশ্চর্য
আরণ্যামায় উপহার। লাগলুমার জালা-
ঘেরা সংস্কৃতির মৌলভী থেকে গিগানীর
ইতহাস প্রত্যয়।

পটভূমি পরিচয় এবং কাহিনীর স্ফু-
পতি বর্তমান উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
ভূইঞা আর ভূমিজের ইচ্ছার লড়াইকে
কেন্দ্র করে উপন্যাসের লেখক এবং তারই
পটভূমিতে কৃষ্ণমন্ডলের একটি পরিবারের
আমল-বেদনাময় উত্থান-পতনের বিচার
কাহিনী চিত্রিত হয়েছে বর্তমান উপন্যাস।
চারিদিকের পাহাড়ঘেরা সমতলভূমির

মালিকানা ছিল ডুইএয়া আর ভূমিকের, কিন্তু হাড়িয়ার উপ আকর্ষণ আর কুম্বরের দুর্নিবার প্রকৃতিতে অবশেষে ভূমিকারী পরিণত হয়েছে ভূমিদাস।

পিয়ালীর চরিত্রের বিচিত্র মনোভাব যা এই উপন্যাসের ভাণ্ডাকে নির্যাসিত করেছে, মাতামনাসের মতো একটি ছোট চরিত্র এবং অন্যান্য চরিত্র লেখক যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন; তবে জটিল ও মানবীয় ক্রমবিকাশ আরো একটু সমগ্র অনশীলনের অপেক্ষা রাখে। মাটি ও সেই মাটির মানুষের সংশ্লিষ্ট আন্তরিক যোগাযোগ, মানুষের সুখ-দুঃখের চিরন্তন 'সৌন্দর্য'-প্রকাশ, সমগ্রতার মধ্যে তার বিভিন্ন অংশের সমন্বয় সাধন চরিত্র মিছিলে আত্মলিক ভাষার নিপুণ ব্যবহার এবং অরণ্যপ্রান্তরের মানব কথা ফুটিয়ে তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা এই উপন্যাসে বিশেষভাবে উপস্থিত।

১২০১৫৯

বিবিধ

কাশ্মীরের যমর কথা—শ্রীলঙ্কাকুমার ঘোষ : ৫০, পত্রিকা বোম্বে, কলিকাতা-২৯। ১৯৭১

কুম্বর কাশ্মীরের আকর্ষণ চিরন্তন। তীব্রভাবে হিসেব ও কাশ্মীরের মাল্য কমন। কামরান রজকীর মাল্যও যথেষ্ট কনিষ্ঠ পত্রিকা

আলোচ্য প্রবন্ধটি স্বতন্ত্র ধরনের। গ্রীষ্ম প্রকৃতির প্রচণ্ডতম অঙ্গরনয় যতনে ব্যক্তিগত অঙ্গরনয় প্রবন্ধটি ব্যক্তিগত। এক তরুণ প্রবন্ধ প্রবন্ধটি লিখিত। সেই কারণে ইহার মধ্যে সত্য ও মূল্য লিখন-শৈলী ইত্যাদি অবলম্বন করা যায়। তবে ভ্রমণ সম্পর্কিত 'কথা' জাতীয় লিখন-শৈলী, যা ইংরেজি ভাষায় লিখিত, পক্ষে প্রয়োজনীয় হতে পারে।

১৫৭১৫৯

কালকীর্তন (৩য় খণ্ড)—সত্যময়ী কীর্তনরক্ষা সমিতি, ২১ পি. ব. স. কলকাতা-২৬। ১৯৭১

সর্বসম্মত অষ্টাঙ্গশক্তি কীর্তন সমিতি এই গ্রন্থে স্বদেশ পত্রিকা। সমগ্রতরুণি গীতবিত্ততার মত। অমরা জননী সন্তিত কালকীর্তন কোন পাঠ্যক। অন্যতর কবি না এই ভাই সম্প্রদায় বহুমান কীর্তনগুলিতে পরিস্ফুট। এই শ্রেণীতে ভক্তজনই নয়, সবাইই সম্প্রদায় হইতে রস গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৫৩৬১৫৮

প্রাপ্ত স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার আমানিগেব হস্তগত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক 'বিনির্বাচিত' কবিতা—
হলপ্রসাদ মিত্র।

Barbadaya Bharat—S. M. Guha

শারদীয় ফসল

৥ মননশীল প্রবন্ধকারের মূল্যবান রচনার সমুদ্র ॥

প্রবন্ধ : অধ্যাপক শিবনারায়ণ বসু, ডক্টর দীপ্তি ত্রিপাঠি, ডক্টর গুবোদাস ভট্টাচার্য, শ্যামু মিত্র, ডক্টর অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক গুহ।

কবিতা : অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, বিশদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কু ঘোষ, অলোক সরকার, প্রমদ বাগচী, তরুণ সান্যাল, পুর্ণেন্দ্রবিকাশ ভট্টাচার্য, মনোহর দাস, গল্প : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন মিত্র, চিত্ররজন ঘোষ, মিহির সেন, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।
রম্যরচনা : সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
শিবচর পর্ব—প্রতিমার ঢালিয়ে : মিহির বসু,
ফেট : নন্দলাল বসু। ইন্দু দত্তের

মহানগরে আগে প্রকাশিত হবে। দাম—দেড় টাকা। একোন্সর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন।
৩৭, কামিনী স্কুল লেন। সালিকিয়া, হাওড়া।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পথের পাঁচালী সম্পর্কে

রবীন্দ্রনাথ বসু : যেখানে আত্মমকল আঁচ, সেখানেও সব মানুষের সব জায়গার প্রবেশ ঘটে না। পথের পাঁচালী যে বাংলা পড়াশোনার কথা সেই অক্ষয় বসুতার মতুন করে দেখতে হয়। এইখানে দৃষ্টির আঁচ আপন সবচেয়ে কোরে। সত্যিই একটি মতুন চিন্তা পড়তে গেল অচ্য পুরাণে পরিচিত চিন্তার মত সে সুন্দর।

বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষত্ব এই প্রথম কথাসিঁপীর হৃদয় মাল্যবাহুপথের প্রয়াস, বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা সম্বলিত এবং এই প্রথম



চিত্ররজন ঘোষ, এম-এ পি-আর-এস
রচিত

বি ভূ তি ভূ ষ ণ

• পাঁচ টাকা •

২৮শে ভাদ্র বিভূতিভূষণের জন্মতিথি উপলক্ষে এক সপ্তাহের

জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলির উপর প্রত্যেকের টাকা

১২ নং পত্র কমিশন দেওয়া হইবে

● ইছামতী (রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত)	-	৬.০০
● অপরাজিত (নতুন সংস্করণ)	- - -	৮.০০
● দৃষ্টিপ্রদীপ	- - -	৫.৫০
● অসাধারণ	- - -	৩.০০
● মোরীফুল	- - -	৩.০০
● তৃণাকুর (আত্মস্মৃতি)	- - -	২.৭৫
● বনে পাহাড়ে (ভ্রমণ)	- - -	২.২৫

মিলালয় : ১২ বঙ্গিম চাটোয়া স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

(সি ৮৯৯০.১)

দেশ

গভাসংগতিক
শারদীয় পত্র-পত্রিকার ডীকে
আশ্চর্য ব্যতিক্রম!



থাকছে তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

খসড়া

বনফুল

এই জীবনের খেলা

শৈলজানন্দ

প্রথম পর্বের

নবেল্লু ঘোষ

বহুদিন পরে এবার পত্রিকার নবেল্লু
ঘোষের উপন্যাস মাত্র 'বিচিত্রা'তেই পেরচ্ছে

গল্প ও অন্যান্য বচন : শঙ্করকুমার ঘোষ,
নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হিমলা কর, হৃদয়শী,
কগোবিন্দকর ভট্টাচার্য, কুমারেশ ঘোষ, প্রশান্ত
চৌধুরী, লক্ষ্মণবল্লভ বসু, স্বরেন চৌধুরী,
চিত্ত সিংহ, প্রবন্ধ, লেখক মনোমোহন।

শারদীয় সংখ্যায় পাঠকদের প্রেমের উত্তর
দেবেন বাগ্জা ও বৈষ্ণবীএর জনপ্রিয়
চিত্রচিত্রনকশী মাল্য সিন্ধা।

দুই শতাধিক চিত্রন চিত্র সম্বলিত ১৮৮
শতাধিক পৃষ্ঠার এই বই শারদ সংকলনের
দাম মাত্র তিন টাকা। কপি পিছ, এক টাকা
হিসাবে অগ্রিমসহ অর্ডার পঠান।

বিচিত্রায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
বা পাঠক-সমাজে আলোড়ন এনেছে

কুমারেশ ঘোষের
সেই আশ্চর্য ঘটনাবলী উপন্যাস

নৌল চেউ
সাদা ফেনা

বই আকারে প্রকাশিত হচ্ছে।
দামটি আশ্চর্য কাগজে ছাপা
সুন্দর্য প্রচ্ছদ ও চমৎকার বাক্যই
॥ শান মাত্র ১৪৮ টাকা ॥
বিক্রয় জানার জন্য লিখুন :

বিচিত্রা প্রকাশনী : পি ১১, সি. আই. টি
রোড। (মল্লমোহনহল) কোলকাতা-পাট

দেশের বৃহৎ বসিক জনসমাজ সাংগঠনিক সৃষ্টিকে সাদর অভিনন্দন সর্বদাই
দিয়ে থাকেন-তারই প্রমাণ :

অ ব ধ ত এর

শুভায় ভবতু
দূর বৌদি

(মুঠ মূল্য) ৫.০০

(১৮তম সংস্করণ সর্বশেষ প্রকাশিত)

৫.০০

মিহালয় : ১২ বর্ষিয়ম ১৮/১০/১৯৪১

(সি ৮৯৯০/২)

আশাশংকরের
অধীশ্বর ও নবতম
উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবীর

উ

ত

—তৃতীয়
সংস্করণ—

বহুল

পরিমাণে

বর্ধিত ও

আদ্যো পান্ত

পূ ন লি খি ত

—পাঠ টিকা—

ছা

ড

ণ

ত্র

—চার টাকা—

বলয় গ্রাস ১, নিজস্ব পরিধারী ১,
গল্প পঞ্চাশং ৮, অগ্রিমপরীক্ষা ৩।

কালীপদ ঘটকের
চন্দনবাছ ৫০

দ্বারেশচন্দ্র শর্মাস্তাচার্য
অপরূপা ৫১০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
চেনামহল ৫১০

নীহারবল্লভ গুপ্তের
নবতম উপন্যাস

প্রবাসকুমার সন্দিকৈয়ের

উত্তর-ফাল্গুনী

মহাশ্রবণের

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

পথে

—পাঠ টিকা—

১১ নং মূল্য — পাঠ টিকা ১১

অবধূত বিবর্তিত

মরুতীর্থ হিংলাজ

উদ্ধারণপুরের ঘাট

বহুরূপি

বশীকরণ

দুইতারা

বিকৃত ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গল্প পঞ্চাশং

মেঘমল্লার ৩১

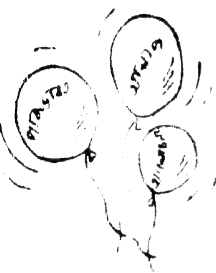
মিহ ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

খা দা-আলোসান ও তার পরবর্তী ঘটনা ও প্রকৃতিগায় মনোমোহন। কেউ বলিতেছেন—“বুড়ির বদলে কুলেট পাইলাম।” আবার কেউ বলিতেছেন—“বাস, গুম্‌টি, ইলেকট্রিক বাসবো ও বসবসই



কুলেট বিকল্প নয়।” আমরা কত র নিম্ন: কল্লিও মাথা নত করিয়া শুধু বলিতেছি—“এ যেমন, এ আমার পাপ।”

পা ক প্রেসিডেন্ট জনাবেন আয়ুব খাঁ ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী প্রীতিব-লাল নেহেরুর মধ্যে সম্প্রতি পাকিস্তান



ভিত্তিতে বিনম্র আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু এটা বলিলেন—“বুড়ি বাম্পী-প্রধানের প্রত্যয়ে বাস সমস্ত সমস্যার সমাধানে সম্ভব হয় তাহলে উভয় রাষ্ট্রই উপকৃত হবে। কিন্তু আলোসান হাওহাই বললে হাওহাই কিনা তাই আশংকা শেষ পর্যন্ত না সবই হাওহাই হয়ে যায়!!!

জে নারেল আয়ুব খাঁ বলিয়াছেন—আমি সৈন্য ইতিহাসের সহিত আমার পরিচয় আছে। —“কিন্তু জনাব আয়ুব খাঁর স্বদেশস্নেহ ও সহকর্মীদের আলোকে ইতিহাসের চেয়ে ভূগোলেই কৌতূহলী বেশী। অতীতের পৃষ্ঠের চেয়ে তৎকালীন আশায়ের স্ফোঁড়ই তাঁদের বেশী মূর্খকিল যে এখনেই—মৃত্যু করে আমাদের শ্যামলাল।

চী নের সৈনিক মূল হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে—চীন অনোর দেশে অন্যধিকার প্রবেশ করে নাই। আমাদের জনৈক সহযোগী বলিলেন—“তারা সত্যি

দ্রোহ-বাসে

কথাই বলেছেন। তারা নিশ্চয়ই “ভাই-ভাই” ধর্মী ভুলে যান ন। ভাই-এর দেশে ভাই এলে অন্যধিকার প্রবেশের প্রশ্ন কোথায়? কু সোকের যত সব ইয়ে!!!

এ কটি সংবাদ শুনিলাম প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ভারত সফরের কোন সম্ভাবনা বর্তমানে নাই। —“ইয়ত খানের অন্তিমের সংবাদ তার কাছে পৌঁছে গিয়াছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ভুল করছেন, খানসাহাব শূণ্য পশ্চিমবঙ্গে গেলে ভারতে নথি সত্তরং মাটিক। নবায়ণ সোকার কোন বেটী হবে না—বলে আমাদের শ্যামলাল।

খু ন, বর্তমান ধর্ম প্রভৃতির সংখ্যা ন্যূনতম মাত্রকে অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংখ্যক পরিবেশন করিতে গিয়া সাধারণতঃ শিরোনাম দিয়াছেন—ভূস্বর্ণ আর্মিরিক। কিন্তু এটাও বলিলেন—কাজটা যিনি ভালো করেন নি। ভূস্বর্ণের নামই আমাদের জীব জীবিত হয়ে যাক। ওসিক আমার স্বর্ণের তা নামে দিলেন সে তো একবারে সোনার সোনার।

এ ক সংবাদ শুনিলাম অটম বংসর বংসর জনৈক জাপানী নৌক সৈন্য হইতেই কাগজ খটখট করিয়া আসেন। —কোন কোন সত্তরের ফাইলপট উইতে খোদে গেছে বলে দু-একবার সংবাদ পেয়েছি। জাপানী হতলাকটির সংবাদ শুনিলে কেমন যেন সন্তোষ হইল। সত্তরের ফাইলপট হতে মনোবৈ খোদে সংবাদ শুধু বলা হইলে উই—বলে শ্যামলাল।

স ১৮১ সালে মৃত্যু একটি পুস্তক জনৈক আমেরিকানসী ১৮২ হাজার টাকার ভর্য করিয়াছেন। কিন্তু এটা সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—“যে-বই লিখতে চাই, জানবার জন্য আর সাহিত্যিকদের দাব্যও হতে হবে না!!!

দি দ্রাণ পূর্বনা কোমর কাছে জনৈক ব্যক্তি নাকি একটি কুকুরকে হিঁড়িয়া তার মাংস খাইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল সোকাটি পাগল। —“শুধু পাগল নয়, বোকাও বটে। তা নইলে সিল্লী কাস লাড়, ছেড়ে কথাটা কুকুর খায়”—বলিলেন জনৈক সহযোগী।

ক পকুড” সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে—“পকুডের রহস্য প্রত্যঙ্গের বহুসোয়ট মত অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু এটা বলিলেন—“পকু বসটাই যে এ; সেটা প্রত্যঙ্গের হোক বা স্বপ্নের হোক, সব সময়েই তা রহস্যময়।”

দি দ্রাণ এক সংবাদে জানা গেল ডি, তাই, পিদের সংখ্যা হ্রাসের ব্যবস্থা করা হইতেছে। —“আমরা নশা লোক।



ডি, আই-পাশের মাথা পুনর্নিতে মাথা গলানো আমাদের কল্লিও বইয়ে। কিন্তু ভাবছি এদের নিত্য বাতর্জিত করতে গেলে সোকা আর সোকা থাকবে কিনা। সবকবই বা কোমরবর্তী হিঁড়িয়া সবটাই তো এক একজন ডি, আই, পি—বলে আমাদের শ্যামলাল।

টিএএস
নশা
সব চেয়ে ভাল

ছকে-বাঁধা "খেলাঘর"

রসপরিবেশনে ছায়াছবির কাহিনীকারেরা যে অঘটনঘটনপটীয়ায় তার প্রমাণ মেলে সলীল সেনগুপ্ত রচিত কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরী এন-এস-জি প্রোডাকশন্সের "খেলাঘর" ছবিতে।

প্রেমের পরিণতি অশ্রুতে—সিনেমার কাহিনীতে এ-বাক্য সর্বদা স্বীকৃত নয়। সল্লীপ সশস্ত্র বিপ্লবের নায়ক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত যে গৌতম চট্টোপাধ্যায় জেল থেকে পালিয়ে গভীর রাতে কলকাতার পুলিশ-কর্তার মেয়ে রুচিরার শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে, যে গৌতম পরে গৃহত্যাগিনী রুচিরার (বাবার অন্যায় শাসন ও অনির্ভরত বিয়ের প্রস্তাব এড়াবার জন্য যার গৃহত্যাগ) অন্য-রাগের স্পর্শ পেয়ে পলাতক জীবনে মরণ-সংকুল পথে প্রেমের সিংহাসন পাতার স্বপ্ন দেখে—ছবির শেষের দিকে আচমকা কাহিনীই মোড় ঘুরতেই জানা গেল যে, এ গৌতম সে গৌতম নহে।

সত্যিকারের বিপ্লবী গৌতম চট্টোপাধ্যায় নকল গৌতমের আসল পরিচয় ফাঁস করল এসে আদালতে। তার নাম শান্তনু—বিপ্লবীদের সে ছিল অকৃত্রিম সুহৃদ। একদিন তারই ঘরে বিপ্লবী গৌতম ও তার সঙ্গীদের পালাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে রিভলবার হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায় পুলিশের

সামনে। পুলিশ তাকেই সল্লীপের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নেতা হিসাবে জেলে পোরে ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে। ছবির শেষে আসল পরিচয় গোপন করা ও জেল ভাঙার অপরাধে শান্তনুর দু বছরের জেল হয়। আর যে রুচিরা শান্তনুকে স্বামী বলেই পরিচয় দিয়েছিল নিজের বাবার কাছে এবং বাবার বোধচক্ষু যাকে শান্তনুর কাছ থেকে সরাতে পারেনি, কারান্তরালে বাবার আগে শান্তনু তাকে বলে গেল যে, তাদের দু' দিনের খেলাঘর ধুলোয় মিশে যাবে না।

এটুকুই ছবির কাহিনীসার। ছবিতে আরও যে ক'টি চরিত্র রয়েছে তাদের মধ্যে নায়কের অবগালী 'দেবত' ও তার বাগালী স্ত্রী এবং বিপ্লবী দলের একজন প্রধান কর্মী উল্লেখযোগ্য।

বিপ্লবসংকুল প্রণয়ের বন্ধুর পথে জীবনের স্বাভাবিক গতিপথ থেকে কক্ষটুকু দুটি ব্যবক-ব্যবতীর হৃদয় দেওয়ার-দেওয়ার একটি সহজ রসাল প্রেমোপাখ্যান এ ছবির উপজীব্য। ছবির এই প্রণয়রসের মধ্যে

জনপ্রিয় শিল্পীজোড়কে কখনও স্বপ্ন-বিভোর, আবার কখনো বা নিত্য নতুন সংকটে ম্লিয়মাণ দেখতে পেয়ে দর্শকেরা রস উপভোগ করবেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ভাগ্যাকাশে দু'দিনের কৃষ্ণমেঘ কেটে যেতে দেখে স্বপ্নিতর নিঃশ্বাস নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করবেন। দর্শকের চিত্ত-বিনোদনের দিক দিয়ে ছবিটির এই আয়োজন বার্থ হয় নি।

কিন্তু কাহিনীকার সলীল সেনগুপ্ত যে-সমস্ত কণ্ঠকল্পনার মধ্য দিয়ে দর্শকদের মনে এই স্বপ্নিত আনবার চেষ্টা করেছেন সেগুলি সূক্ষ্ম বিচারের দোপে টেকে না। সল্লীপ সশস্ত্র বিপ্লবের নেতা হিসাবে পুলিশের ভুল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা ও তাব প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়ার ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য। এমন একজন বিপ্লবীর গ্রেপ্তার ও দণ্ডবিধান তদন্তসাপেক্ষ হওয়াই স্বাভাবিক, সেক্ষেত্রে এই ধর্মের ভুল হওয়া কেমন করে সম্ভব? যে ঐকান্তিক অশ্রু-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছবির কাহিনী রচিত তার কোন আভাস ছবিতে নেই। ঐকান্তিক কাব্যবলীর মধ্য দিয়ে গৌতম পরিচয়ধারী শান্তনুর জেল থেকে পালানোর কোন সার্থকতা ছবিতে দেখানো হয় নি, আবার শেষে আয়ারফার জনাই যদি তার পলায়ন যদিও পলায়নেই এই বিখ্যাত নেতা বেহাই

সুন্দরতম

আপনার জন্য...

আপনার গাভরুকে কোমল, মসৃণ রাখার আধুনিক প্রণালী হচ্ছে এর স্বাভাবিক সৌন্দর্য, মনোহারিত্বকে পরিপূর্ণ করা। বাড়িয়ে দেয় সুষমা আপনার চেহারার ধরে রাখার জন্য পাউডারের নিচে খুঁজাওয়ার আর্গনিং জটিল ব্যবহার করুন... দেখাবেন আপনার প্রসঙ্গন কেমন রমণীয় হয়ে ওঠে। আপনার অমোঘ গাভরুকে সুন্দর, কোমল ও পরিপূর্ণ তাজা হয়ে ওঠবে।



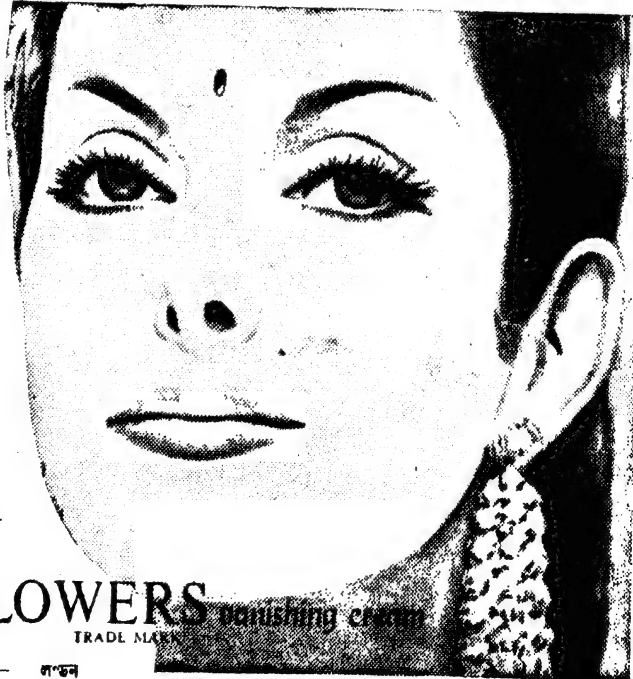
প্রস্তুতকারক

Richard Hudnut

THREE FLOWERS vanishing cream

TRADE MARK

প্যারিস — নিউ ইয়র্ক — লন্ডন





অগ্রগামী পরিচালিত "হেডমাস্টার" চিত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন করে তার অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দেবেন

পেতে পাত্রে ও পুরুত্ববান ফিরে যেতে পারবে তাহলেই একান্তরিক। তবে তাও সত্যি। বিশালবিশাল অরণ্য ঘনিত যোগে-সেবা ও লক্ষ্যবিন একত্রেপেরতার। যের আশ্রয় ছাড়াই দেখা যায় মধ্য দিয়ে আরও বেশী ভয়ঙ্কর হতে পাড়ায়। শান্তনু যা লিপনবী তবু পৌত্তম চট্টপন্থায় নয় সেই। এর প্রতি পলক বম্বীপের ব্যবহারের একা দিলে মল্লভ হয়ে ওঠে। নিঃ ছবিতে "সমসাময়িক" প্রকাশনে অন্য কোন উপায় অবলম্বন করে এই অসম্ভবিকত বজান করা যেত।

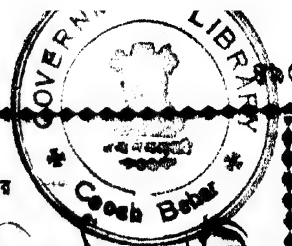
গল্পের ভিত্তি যে কত কাঁচা তার প্রমাণ পাওয়া যায় হাজারে আসল পৌত্তম চট্টপাধ্যায় শব্দভার দিব্যীয়বাবের বিচারকালে আত্মপরিচয় দিয়ে তাকে ফাঁসির কবল থেকে বাঁচায়। গল্পের প্রাণকে, করাই যদি তার উপদেশ, তাহলে তার দূরা দেওয়া উচিত ছিল প্রথম বিচারের সময়ে, যখন পৌত্তমবংশী শান্তনু; মৃত্যুদণ্ড দাঁড়িত হয়। "সমীক্ষা" সময়ের বাধ্যতানে বিপ্লবী নেতার এই মহত্ব প্রকাশ শব্দে অসৌভিক নয়, হাস্যকরও। অশো ভা করলে "খেলখের" বামোদ্যে সুযোগ পেতেন না কাঁহনাকার সলীল সেনগুপ্ত—এই যা।

পৌত্তম নামধারী শান্তনুর ভেল থেকে পলায়নের পর পুঁলিসের কড়াব মেয়ের

দল

সর্বময় প্রকাশিত হইল।

প্রফুল্ল রায়ের



নোনা জল মিঠে মাটি

এ কাঁহনী সেই আশ্রমানে — বটিশ আমলে যেখানে কুখ্যাত সেলুলার জেল আর পেনাল কলেজের পত্তন হয়েছিল। এখন সেখানে অরণ্য সংহার করে গড়ে উঠেছে পূর্ব বাঙলার উদ্বাস্তুদের উপনিবেশ। চার ধারে নোনা জল — মাঝখানে মিঠে মাটি। এই মাটিতে অরণ্যের সংগে, সমুদ্রের সংগে, সাপ-কানখাজুরা-সরীসৃপ আর প্রতিকূল পরিবেশের সংগে লড়াই করে উপনিবেশ গড়তে গড়তে উদ্বাস্তুরা প্রমাণ করেছে তাদের মৃত্যুহেতু মানুষ মরে না। তাদের অপচয়ের পরও তার প্রমাণিত অক্ষরই থাকে।

এই বিবর্তি দুপদী উপন্যাসের পটভূমি অনসন্ধান। এর চারিগুণি পূর্ব বাঙলার সেই সব সাগ্রামী মানুষ — যারা মৃত্যুকে জয় করেছে — প্রতি মহাত্মা জীবনের যন্ত্রণাকে যথা উপলব্ধি করেছে। প্রফুল্ল রায় সেই জ্বলন্ত লেখক, যারা জীবনকে অধ্যয়নই করেন না, উপভোগও করেন। পূর্ব বাঙলার সেই মৃত্যুঞ্জয় মানুষ-গোষ্ঠির অনসন্ধান দ্বীপে উপনিবেশ গড়ার কথা বলতে বলতে তিনি জীবনের গভীরতাকে স্পর্শ করেছেন।

দাম — ৮-৫০

প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

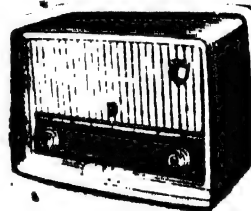
১০৩/১/২, কলকাতা, স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ফিলিপ্সের

ইন্টারন্যাশনাল

একটি অনন্যসাধারণ রেডিও

মডেল : ১৭৫



অন্যান্য কয়েকটি মডেল :

বি ২ সি এ ৭৭	বি/ইউ	এসি/ডিসি	— ১৯৫
বি ৩ সি এ ৭৭	এ ইউ	"	— ১১৫
বি ৫ সি এ ৬৭	এ ইউ	"	— ১৭৫
বি ৬ সি এ ৬৭	এ	এসি	— ৭২৫

এ ছাড়াও অন্যান্য মডেলের রেডিও, রেডিওগ্রাম, ক্যাশিওর, গ্রান্ডিসটোন, রেডিও স্পকার, পাটস, এম্প্লিফায়ার, মাইক্রোফোন ইত্যাদি সর্বদা আমাদের নিকটে পাইবেন।

অন্য নান্দিত বিক্রেতা

রেডিও গ্রাহ্যাকচারার্স অফ ইণ্ডিয়া

৭০, গারোয়াচক্ৰ, এভিনিউ (হিন্দু সিনেমার নিকটে)

..... কলকাতা-১০, ফোন-২৮-৬৩৯২



বিশেষ শারদীর অধঃক্ষে চিত্রাঙ্গদীদের কাছে উপস্থিত হবে অক্টোবরের গোড়াতেই। অমর কথামিশ্রণী রচিত দু'বার কিশোর-প্রাণের এই অভিনব উপাখ্যানটির চিত্ররূপ দিয়েছেন চিত্রনাট্যকার-পরিচালক হরিন্দো ভট্টাচার্য। বহুকাল পর অমরদাঁদের ভূমিকায় ছবিটিতে অবতরণ করেছেন কানন দেবী। ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও শত্ৰুজীর চরিত্রের রূপধারণে আছেন যথাক্রমে পার্শ্বপ্রতিম, সঞ্জল ঘোষ ও বিকাশ রায়। অন্যান্য পার্শ্ব-চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন মলিনা দেবী, গুরুদাস, অতনু ঘোষ, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজিত চট্টোপাধ্যায়।

পরিচালক ঞ্চিক ঘটক নিজের প্রযোজনার যে ছবিটিতে হাত দিয়েছেন সেটির নাম হল "মেঘে ঢাকা তারা"। শব্দগুণ রাজগুরুর "চেনামুখ" গল্প অবলম্বনে

তৈরী হচ্ছে ছবিটি। ঞ্চিক ঘটকের নিজস্ব প্রযোজনা-সংস্থা "চিত্রকম্পের" পতাকাতে ছবিটি নির্মিত হবে।

বাংলায় চিত্রপায়ণের জন্য আশাপূর্ণা দেবীর "ছাড়পত্র" গল্পটির চিত্রস্বয়ং রূপ করেছেন পরিচালক-প্রযোজক প্রভাত মুখোপাধ্যায়। জানা গেল, শ্রী মুখোপাধ্যায় "ছাড়পত্র"-এর চিত্ররূপ দেবার আগে এডারেস্ট শৃংখার আশিষ্কারক রাধানাথ শিকদারের জীবনী অবলম্বনে একটি ছবি তৈরীতে আগ্রহশীল। ছবিটির চিত্রনাট্য তিনিই রচনা করেছেন।

শব্দচিত্র ও অমিত মৈত্রের যুগ্ম-পরিচালনায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন সংস্থার প্রথম প্রয়াস "শুভ বিবাহ"-এর চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। ছবিটি বর্তমানে মন্দির প্রতীক্ষা করছে। বিয়ের দিন সকালে যদি কোন

নিখোঁজ হয় তাহলে যে অপ্ৰীতিকর পরিস্থিতি ঘটে, তাকে কেন্দ্র করেই এর গল্পাংশ। এবং কোঁচো খুঁড়ত গিয়ে সাপ বেরুনের মত নানাভয়ের জীবনে এই ঘটনা যে সংঘাত সৃষ্টি করে, তার ভেতর দিয়ে পরিচালকস্বর একটি অপ্রিয় সামাজিক সত্যের প্রতি সকলকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন-শুভ বিবাহ অধিবাসে ক্ষেত্রে কেন অশুভ পরিণতিতে পর্যবসিত হয়। সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত গল্পের ঘটনাকাল। একজনকার এই নাটক সারা জীবনকে প্রতিফলিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন পরিচালকস্বর। তাই এই কাহিনীকারও। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন তুহিত মিত্র, সুপ্রিয়া চৌধুরী, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, জায়া দেবী, কমলা মুখোপাধ্যায়, অমর গাঙ্গুলী, শব্দচিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীরা।

*

এম পি প্রোডাকশন্স ও অগস্ট পরিচালক গোষ্ঠীর যোগাযোগে গঠিত "কুহক" ছবিটি আর এক নতুন নট্যরঙ্গের অবলম্বনে নিয়ে আসছে। সমরেশ বসু রচিত এই গল্পের নরক ভগ্নস্বস্তর রূপ ও সত্যের আড়ালে তার শব্দতিনি সত্যকে গোপন রাখা; নিমাইয়ের ভূমিকায় এর প্রাণ-গলানো অভিনয় দিয়ে যোগ্য তাকে "কুহক" বলে প্রথম অনায়, তার পক্ষে ভাল পেরে। ঈশ্বরের মনে কিংবা পাথের রসায়। তেমন প্রেম এলো তার জীবনে নতুন আশার আলো নিয়ে, জগৎ চায়ে, এতদূর নিভরবলি হয়ে একটি অসহায় পক্ষীস্বাক্ষর রূপ ধরে, —জীবনের জঘন্যতম অপরাধে তখন সে মিশে।

এই সংঘাতের চরিত্রটির রূপ দিয়েছেন উত্তমকুমার, নটিকার ভূমিকায় কামোদেবী সর্বস্বতী চট্টোপাধ্যায়। তুহিত মিত্র ছাড়া—সাঁপক ও সূর্যকর দু'বার আশা নিয়েই এই নট্যরঙ্গেরে। জননো পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন তরুণকুমার গাঙ্গোপদ্য বসু, প্রমোদ বসু ও তুলসী চক্রবর্তী। তবির খানের মুখি আসল।

অসমিয়া ছবি "পূর্বেরণে"

কথাকলি সিনে প্রোডাকশনের অসমিয়া ছবি "পূর্বেরণে" (উজ্জ্বল উল্লাহ)-এর একটি বিশেষ প্রদর্শনী হয় গত ২৬শে আগস্ট সোসাইটি চিত্রগৃহে। প্রভাত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই সামাজিক ছবিটির বিশেষ প্রদর্শনীতে অন্যান্য বিশিষ্ট দর্শকদের মধ্যে ছিলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকমলাপ্রসাদ চালিহা।

জগৎ ভ্রূড়ে রয়েছে একটি শিশু, এবং তার নাম সর্বশিশু—একটি রসমগর নাটকের মধ্য দিয়ে এই সত্যটি ফুটিয়ে

এবারের

শারদীয়া জলসায়

তিনটি উপন্যাস লিখেছেন

অবধূত, সমরেশ বসু

ও প্রবোধকুমার সান্যাল ..

গল্প ও রম্যরচনা লিখেছেন

মুজতবা আলী, রমাগদ চৌধুরী

সন্তোষকুমার ঘোষ, সাগরময় ঘোষ

রূপদশী, শচীন ভৌমিক, গন্ধজ দত্ত

অমিতাভ চৌধুরা

ছবি, কাটুন, গান,

সাক্ষাৎকার ও অব্যাব্য রচনা

দাম তৈন টাকা

মহালয়ার আগে বেরুবে

ভোলা হয়েছে ছবিতে। ছবির প্রধান চরিত্র-গায়ক রূপান করছেন জ্ঞান কাকতি, মাগারেট এন্ডারসন, গীতম বড়ুয়া, বীণা বড়ুয়া, গীতা সিংহ ও ধাপোবিন্দ বড়ুয়া। সুরান করছেন ঐরকৃষ্ণ আহমেদ।

ভেনিসের রায়

এ বছরে অনূষ্ঠ ও ভেনিসের বিখ্যাত-তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সর্বাঙ্গ পুরস্কার—গোল্ডেন লায়ন অব মেরিট মার্—লাভের গৌরব অর্জন করেছে দুটি ইতালীয় ছবি। তাঁর দুটির নাম রপাটো রোসোলিন পরিচালিত “ভেনিসের ডেলা রোভেয়া” ও মার্কো মোনিসোলি পরিচালিত “সিগ্রেট ওয়ার”। প্রাপ্ত অভিনেত্রী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন ফ্রান্সের ম্যাডেলিন রিবসন “এ ডাবল টার” ছবিতে অভিনয়ের জন্য। প্রাপ্ত অভিনেতার গৌরব অর্জন করেছেন আমেরিকার জেমস স্টুয়ার্ট ওয়াশ প্রেমিয়ার পরিচালিত “আনান্সি” অব এ মার্ভার” ছবিতে অভিনয়ের জন্য।

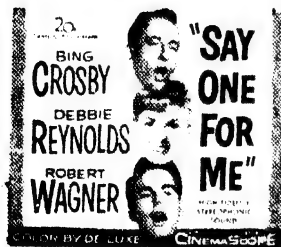
জর্জিন্স বিশ্বের পুরস্কার লাভ করেছেন স্ট্রিটসের পরিচালক ইনগমার ক্যামেন কর “আনসিকার্ট” (সি কেমেন) ছবির মৌলিক কাহিনী ও জারজের পরিচালকের জন্য।

নতুন নতুন অভিনয় নিয়ে গৃহীত সিনেবরমন্ডলীর মতো ভিন্ন ভিন্ন ইতালীয় এবং একজন করে ভিন্ন ভিন্ন, ফ্রান্স পশ্চিম জার্মানী জাপান যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্র পরিচালকের জন্য নির্বাচিত ভিন্ন ভিন্ন মতো ইতালীর ছবি ভিন্ন ভিন্ন, ফ্রান্সের দুটি এবং জাপান, আমেরিকা রাশিয়া, পোল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী জাপান যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত—প্রত্যেকের একটি করে ছবি।

এলিট

—প্রবন্ধ—

৩, ৬ ও ৭ তারিখ ১০৬৬
মাসকতায় সজীত, জম্মমুর নৃত্য যার
মধুর প্রণয়ের পরম উপভোগ চিত্র।



(সংগঠন দৃশ্য)
নির্মাতা এলিটে ছবি দেখুন।।



গীতবিতানের জাতি উর্মি রায় সংগীত
ভারতীয় উপাধি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে
প্রথম স্থান অধিকার করেছেন এবছরে

নাট্যাভিনয়

লিখিত গল্পের প্রাপ্ত পরিচালনাধীন মিনাভা থিয়েটার একটি নাটক “দীর্ঘদিন ধীরে অভিনয় করার প্রচলিত পেশাদারী বর্ণিত ভাষা পুরাতন ঐতিহ্যে ফিরে যাবার চেষ্টা করছেন। সেই কারণে এদের প্রথম দু’খানি নাটক “ভাষানট” ও “ওথোলো” সংগীত জগতের লাভ করলেও, এর নতুন নতুন মণ্ডল করবার সক্ষমতা করেছেন। পেশার “লিখিত গল্পের” অবলম্বনে রচিত মিনাভা থিয়েটার “নটর মল” এদের নতুন জন্ম। এই নাটকখানি দেশের নানানস্থানে অভিনয় করে এই সম্প্রদায় ইতিপূর্বেই চমকলা লাভ করেছেন। শহরের নটর মলের মানুষের লক্ষিত জীবন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাহস ও পরাক্রমের গোড়ানী কাহিনী রূপ পেয়েছে এই নাটকের মতো। কথানা তাঁর বিদ্যে, কথনা হাস্যকর পরি-স্থিতিতে, কথনা ব্যক্তিগত সত্তা এ নাটক উপস্থিত। “নটর মল” বক্তৃতাভিত্তিক, শব্দভর ও বর্ণিত নিম্নমিতভাবে চিত্রিত হয়ে—বর্ণিত ও অন্যান্য ছুটির দিন দু’বার করে।

গত ৩০শে আগস্ট “ভাষানট”-এর শেষ অভিনয়ের পূর্বে মিনাভা একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে মহাকবি গায়ের জন্মদিবস পালিত হয়। গায়ের প্রতিষ্ঠিতর পাদমূল্যে পূর্ণাঙ্গ অপর্ণ করেন মিনাভার পক্ষে নীলিমা দাশ ও লিটল থিয়েটার গ্রুপের পক্ষে শোভা সেন। প্রীতমস হোম

একটি সংগীত বক্তৃতার গায়ের বহুদূরী ও বৃগান্তকারী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন এবং করে একটি মনোজ্ঞ উপস্থিতির সাহায্যে নাট্যকার ও নাট্যাঙ্গকার গায়ের গভীর জ্ঞানের আভাস দেন।

রমেন লাহড়ী রচিত পাঁচখানি একাধিক নাটক আগামী ১৯শে ও ২০শে সেপ্টেম্বর রায়রাজতলায় কলকাতার তিনটি প্রখ্যাত নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হবে। নাটকগুলির নাম—“আলোর নীচে”, “রাজঘাটক”, “পূসর দিল্লত”, “জীবন-বিত্তকা” এবং “মদোবিকলন”। অভিনয়

—প্রকাশিত হল—

শেফালি নন্দীর লেখা

গীতমুখর ডিয়েনা ২-০০

ভিন্নতার নাম সকলেই জানেন, চিৎকারের জন্য, কনফারেন্সের জন্য লোক ভিন্নতা বসে তাও জানেন। কিন্তু কেন ভিন্নতার এত খ্যাতি তা জানবার জন্য কেউ লেখেন নাই বাংলা ভাষার কোন বই। লেখিকা সে আভাস পূরণ করেছেন এই বইয়ে ভিন্নতার সংগীতের, রাজ-নীতির ও সমাজের সংগীত ইতিহাস লিখেছেন সহজ সরল ভাষায়।

—এই লেখিকার অন্যান্য বই—

সম্মানীর চোখে পশ্চিম—২-৭৫

“একটি সর্বমুখ্য ভাষাভাষী, লেখিকার লিপিত্যু” প্রশংসনীয়।—আনন্দবাজার

পান্নাদীপ—১-০০

“পূরাক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জ্ঞান—আজ, লাভের পুরাতন ইতিহাসের সংগীত মিলিয়া লেখিকা স্পষ্ট একটি কাহিনী রচনা করিয়েছেন।”—যুগান্তর

সাগরে হাওরে—২-০০

“একটি মনোমুগ্ধকর উপন্যাস।”—

—দৈনিক বঙ্গমহা

Bengali for Foreigners—2-00

অনুবাদঃ—

ভিটিয়ার কাণ্ড—২-৫০

জয়াশূয়ার কথা—৩-০০

বরফের দেশে আইডাম—১-৭৫

ইডান ইডানোডি—৪-০০

(উপন্যাস)

পপুলার লাইব্রেরী

১৯৫২বি কলকাতা-৬
বিনোদন-৬

করবেন লোক ও নাটক, মঞ্চচর্য, লোকমুখ ও স্থানীয় হাওড়া আমোচাস দল।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা "দি শ্বেলহাউস কোম্পানী" বোল সম্প্রদায়বাপী ভারত, সিংহল ও পাকিস্তান পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে আগামী ঠাঠা নভেম্বর স্বদেশ ত্যাগ করছেন। বোলজন নিয়ে গঠিত এই প্রামাণ্য দল সেক্সপীয়ার, বার্নার্ড শ ও ইলিয়ট রচিত "টুয়েলফ্থ নাইট," "ম্যান অব ডেস্টিনী," "ডন জুয়ান ইন হেল" ও "দি ককটেল পাটি" এই তিন দেশের বোলটি প্রধান শহরে পরিবেশন করবেন। নটর দশসংখ্য রচনার ভার নিয়েছেন ইংল্যান্ড নাশনাল থিয়েটার সোসাইয়ের বোলবাই কেন্দ্র। বেশভূষা নাট্যসংস্থা সংগ করেই নিবে আসছেন।

চিত্রিত

আন্তর্জাতিক পরাক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে

মহাশয়, গত ৫ই ডায় তারিখের "দেশ"-এর সংস্করণে বিভাগে এবছর বিভিন্ন চলচ্চিত্র-সমূহ ভারতীয় ছবির শোচনীয় পরাক্ষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—"কান ও কলিন" চলচ্চিত্রসমূহের মত ভেনিসেও এবার ভারতীয় ছবির ভাগে শূন্য জটরমুখা আসার সংগে কলিনেরা পেয়ে না কলিনে। ভেনিসে অপূর্ণ সংসার-এর ঠাই হল না। ইত্যাদি। এ-ধরনের উক্ত খেত ভারতীয় ছবি সমূহের হতাশা-কোথটাই শূন্য পড়ে হয়ে ওঠে না কি?

বিভিন্ন চলচ্চিত্র সমূহ পুরস্কার পাওয়ারই বড় কথা নয়, ছবির শিপ-মানটাই আসল। আন্তর্জাতিক পুরস্কার-ধনা "দে আর্থ বারাহ" বা "একদিন বারো" কি "কালিকোলা" বা "সেইসপট" কিংবা "অ্যান্টিক"-এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কখনোই নয়।

তাহাড়া প্রত্যেক চলচ্চিত্রসমূহের পুরস্কার পেতেই হবে, না পাওয়াটা লজ্জাকর—এমন কথা ভারতীয় অংশের। বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও ভাবধারা বিভিন্ন, তাই অনেক সময়ে সত্যিকারের শিপপরম্পরা ছবিও

বিদেশের দর্শকদের মনে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। যেমন ইয়েলিস সত্যজিৎ রায়ের বুদ্ধিদীপ্ত মানসের অপূর্ণ মরমী সৃষ্টি "পরশ পাথর"-এর বোল। তাই বলে কি ধরে নেব "পরশ পাথর" সত্যজিৎ রায় সৃষ্টি? তাই বলিলাম, আন্তর্জাতিক পুরস্কারের কথাই শূন্য না ভেবে যদি আমরা আমাদের ছবির শিপ-মানের অগ্র-গতির কথা বিচার করি, তবে সেটা আমাদের ছবির পক্ষে মঙ্গলজনক।

তবে একথা স্বীকার করি, আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়াটা পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি তথা সমগ্র চিত্রশিল্পের পক্ষে অবশ্যই গৌরব-জনক ও বিশেষর বাজারে ভারতীয় ছবির জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তোলার পক্ষে সহায়ক। আর তাহাড়া আন্তর্জাতিক পুরস্কারের আলোকে আমাদের দেশের ছবিগুলিকে পৃথিবীর ভাঙ্গা ছবির স্ট্যান্ডার্ড বিচার করাটা সহজ হয়ে যায়। ইতি

হুজুয়াতি চট্টোপাধ্যায়,

কিশোরকরণ দেব,

কোজোতি চট্টোপাধ্যায়, পুরী।

ঐতিহাসিক অঙ্গাতি

মহাশয়, গত ৫৬ সংখ্যা "দেশ" পত্রিকার আন্তর্জাতিক সমালোচনা প্রসঙ্গে আপন লিখেছেন "ছবিতে পৌরাণিক ভারতের ছাপটি বৃদ্ধি নিতে অসুবিধে হয় না" কিন্তু ছবিতে দেখার পর এ সম্বন্ধে কিংবদন্তি আছে।

(১) হিন্দু পুরাণ বহু পুরানো এবং তাতে নটরাজের উল্লেখ থাকলেও নটরাজের মূর্তি খুঁটজন্মের বহু পরে দেখা দেয়, খুঁটজন্মের বহু শতাব্দীতে তা অসম্ভব। নটরাজের মূর্তির আবিষ্কার প্রথমে হয় সন্ধিগ ভারতে, উত্তর ভারতে এর প্রচলন জারো পায়।

(২) বৈষ্ণবী মণ্ডলের সাক্ষ্যের মধ্যে বোধস্বপ্নাতকালকে বিশেষ ভাঙ্গ বলে পরিচিত যে সৌরগতক দেখা যায়, তার আবিষ্কার হয় বোধস্বপ্নে ও বিশেষর এক বোধস্বপ্নের তিনশ বছর পরে। বিশেষর করে ছবিতে যে আকারের সৌরগতক দেখানো হয়েছে তা ইকোরা দেখা যায় এবং তা খুঁটজন্মেরও পরে।

(৩) বোধস্বপ্নের জীবিতকাল তার কোন পূজা নির্দিষ্ট ছিলো, তার কোন পূর্ণ বা অংশিক প্রতিমূর্তি তখন অবাস্তব। বোধস্বপ্নের কতক শ বছর পরে বোধস্বপ্নের ও পূজার আবিষ্কার এবং সে সম্বন্ধেও হিন্দু যান ও মহাযান এ দুই সম্প্রদায়ের মতভেদ বোধ ইতিহাসেরদ্বারা জানেন।

বোধ ইতিহাসের সুপরিচিত বাস্তবের নাকি সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে এই চিত্রে, তাহলে ঐ সমস্ত অমিল থেকে বার কেন? ইতি

সন্তোষ ঘোষ, কলিকাতা-২৯।

পত্রলেখক যে সব অসংগতির উল্লেখ করেছেন ইতিহাসজ্ঞেরা তার বিচার করুন। "ছবিতে পৌরাণিক ভারতের ছাপ খুঁজে নিতে অসুবিধে হয় না"—আমাদের এ উক্তি অসংগতি কোথায়?

বিভাগীয় সম্পাদক।

— বঙ্গসাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ —

রাজেশ্বর বসু

চলচ্চিত্র ২॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

বেলোয়ারা ৬॥

প্রমথনাথ বিশী

কেরা সাহেবের

মুন্সী ৮॥

গঙ্গেশ্বরমহাশয়ের

বাহুবল্যা ৮॥

অশোকের মহাপ্রাণায়ামের

পঞ্চতপা ৬॥

নিহারকলম গুপ্তের

অস্ত ভাগীরথী

তারে ৭

বিদ্যুৎকোষের

নৃত্য উপলক্ষ

প্র

ত

র্গ

৭

॥ তিন টাকা ॥

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা-১২

ডঃ প্রীতীকানন্দ মিত্র প্রণীত সরল হোমিওপ্যাথিক

গৃহ চিকিৎসা

সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত, নতুন শিক্ষার্থী ও গৃহচিকিৎসার পক্ষে উপযুক্ত। ইহাতে প্রত্যেক রোগের বিবরণ, তার চিকিৎসা ও পথ্যপথ্য প্রভৃতি সুস্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে। সামান্য লেখাপড়া জানা স্ট্রীলোক ও বয়স্কের পারিবারিক। ৫৭৯ পৃষ্ঠা সমাপ্ত। মূল্য ৪, টাকা মাত্র।

প্রকাশক—নাস এন্ড কোং

আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসী

১১২২, বর্নাওয়ালি স্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলি-৪ (১৭-৪৫)

ପ୍ରତିଦିନ ସାଞ୍ଜର ପ୍ରଥମ ସମୟ ଅତିବାହିତ
 ହୋଇନ ଯାଇଅଛି । ଆଜି ସାଞ୍ଜର ଏ ବିଷୟ
 ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି
 ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମୟ ସହରବାସ-
 ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନର କିଛି ଏହି ପ୍ରାୟତଃ
 ସମୟ ସମୟ ଯେ ଯୁକ୍ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି
 ଯେ ଯୁକ୍ତ ସମୟ ସମୟ ଆଉ ଏ ଯୁକ୍ତ
 ସମୟ ସମୟର ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟ
 ଯେଉଁ ସମୟର ପ୍ରତିଦିନର ସମୟର ସମୟ
 ସମୟର ସମୟର ସମୟର ସମୟର ସମୟ
 ସମୟର ସମୟର ସମୟର ସମୟର ସମୟ
 ଏକ ଯୁକ୍ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଅଛି ।
 ସମୟର ସମୟର ସମୟର ସମୟର ସମୟ
 ସମୟର ସମୟର ସମୟର ସମୟର ସମୟ
 କିଛି ସମୟର ସମୟର ସମୟର ସମୟର ସମୟ

বাঁহগার প্রয়োজন হবে। ডাঃ চন্দ্র এ-এক
সমুদ্রে চিঠি লিখেছেন। এক সময় ডাঃ চন্দ্র
বোট ছাড়াই ইংলিশ চ্যানেলে বাঁশপে
পড়াছিলেন। কিছু চ্যানেল সুইসিং একে-
সিয়েশনের টেকনিক্যাল এম্প্লেইসের স্যার
রকেট এবং বাটলিন সাহেব একরকম জোর
করেই ডাঃ চন্দ্রকে শরে রাখেন কারণ,
সাহায্যকারী শেট ছাড়া নিপতঙ্গ কুল ইংলিশ
চ্যানেলের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপ
দেওয়া প্রায় মৃত্যুকে আহবান করায় সমান।
ডাঃ চন্দ্র এবং অরতি সত্য সুইজনই
অন্যর চ্যানেল ভ্রমের চেষ্টা করছেন বলে
থলর পাওয়া গেছে। এদের মানের জোর
যেমন অসুবিধা আসে তাহাৎ প্রকৃতিক
সুযোগে বাসন্তী সূর্যটি না করলে এটা চ্যানেল
দূর করে ফিরে আসলে কাজই হয়ে হত।
মানবদল ফ্রিটেনটি এবং কীডালসার
নামক অরও ভলভারে ফ্রিটেন তুলসত
পেয়েছেন।

॥ अनायासं भूयस्कामयेत् ॥

(13 4222)

প্রাপ্ত নম্বার—৫০ নম্বর পরসর। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, হার্মাসিক—১০, ও ট্রেডম্যান—৫, টাকা।
 জেনারেল : (সত্যক) বার্ষিক—২২, হার্মাসিক—১১, টাকা ও ট্রেডম্যান—৫ টাকা ৫০ নম্বর পরসর।
 মন্ত্রক ও প্রকাশক : শ্রীকমলদেব ট্রোপাথার, আনন্দ প্রেস, ৬ সুভাষকিন স্ট্রিট, কলিকাতা—১।
 ডেপোজিট : ২০—২২৮০। স্বগ্রন্থকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পাবলিক (প্রাইভেট) লিমিটেড।

স্বাধীন!

আজকের সন্দি কাল রু,
ব্রঙ্কাইটিস কিনা নিউমোনিয়ায়
দাঁড়াতে পারে।

হৃৎকম্পিত কোন রোগে পড়বার আগেই তাড়াতাড়ি আপনার
সন্দি সারিয়ে ফেলুন। সন্দি সারাবার জন্য বিশেষভাবে
তৈরি এই শক্তিশালী ওষুধটি মালিশ করুন।

আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অস্বস্তি বোধের না! হাঁচি,
নাক দিয়ে কাটা ছল পড়া কিনা গলা বৃশাস্ত্র করা সন্দির
এই সব লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শোবার সময়
বুকে গলায় ও পিঠে ভিকস্ ভেপোরাস মালিশ করুন।
নাক দিয়ে কাটা গলায় ও পিঠে একটা ঘিট আরাম
আনবে করবেন। তারপর সারাতেই যখন আপনি
অস্বস্তি বোধ করেন, এই পাকিস্তান ওষুধটি আপনার মালিশ
করুন। দুই মিনিটে খালি হন। যতবার প্রয়োজন ততবার
সন্দি হ্রাস হওয়া দেখুন ও আরাম আপনি
সহজে পাবেন।



ভিকস্ ভেপোরাস 2 ছ'মিনিটে সন্দি সারায়।

1 এটি নাকের
মধ্য দিয়ে
কাজ করে।



2 এটি হকের
মধ্য দিয়ে
কাজ করে।

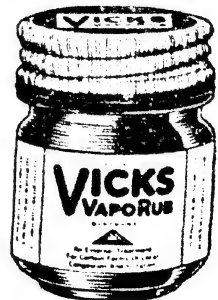


ভিকস্ ভেপোরাস থেকে যে
শক্তিশালী ওষুধের বাষ্প বেরোয়
তা' আপনি শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ
করে আপনার নাকের ও গলার
যন্ত্রণা দূর করতে পারেন।

ভিকস্ ভেপোরাস লাগালে মুখে
গরম লাগে ও আরাম বোধ হয়
—সম অটিকানো ভাব ও যন্ত্রণা
দূর করে দেয়। আপনি তাড়াতাড়ি
সুস্থ হয়ে উঠবেন।

বড় শিশুরদের শিশি

নতুন
সবুজ টিম



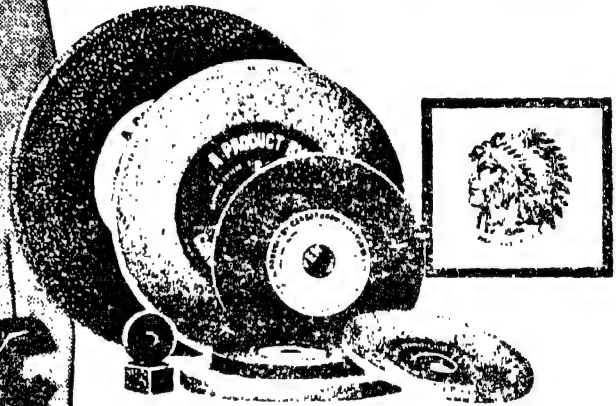
ভিকস্ ভেপোরাস

বুকে, গলায় ও পিঠে মালিশ করুন। সকলের পক্ষে উপকারী।



আমি কখনো ভালো করে না দেখে গ্রাইণ্ডিং ছইল কিননা।

ভালো করে না দেখে কিংবা অল্প দাম দেখে গ্রাইণ্ডিং ছইল
কিনলে আপনি খুব চুল করবেন এবং আর্থিক কোন লাভও আপনার
হবেনা। যে-কোন ধরনের গ্রাইণ্ডিং-এর কাজেই বগেড্‌ এন্ডেজিভ্‌
খুঁজতে হলে দুটি গুণের প্রতি আপনি সবসময় নজর
রাখবেন—অল্প খরচায় বেশী কাজ ও গুণের ভারতম্যহীনতা।
ইউনিভার্সাল গ্রাইণ্ডিং ছইল-এ আপনি সবসময়ই এই বিশেষ
গুণগুলি এবং অস্বাভাবিক সুবিধিত বৈশিষ্ট্যগুলি পাবেন।



বগেড্‌ এন্ডেজিভ্‌ :
গ্রাইণ্ডিং ছইল সেগমেন্ট, রাবিং ব্রিস্‌স্‌, টিকস্‌,
নাগোনা স্টোন, ভালু গ্রাইণ্ডিং কম্পাউন্ড, প্রভৃতি।

কার্বোরাণ্ডাম ইউনিভার্সাল লিমিটেড

প্রধান কার্যালয় : ৫২/৫৩, জাহাঙ্গীর স্ট্রীট,

টেলিফোন : ২১৪১ (৪ লাইন)

কারখানা : তিরুভাণ্ডুর,
মাদ্রাজ।

বিক্রয় প্রতিনিধি

মেসার্স উইলিয়াম জ্যাকস্‌ অ্যান্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা-১, বোম্বাই-১, মাদ্রাজ-১, নয়াদিল্লী,
বাসোলার-১, কানপুর।

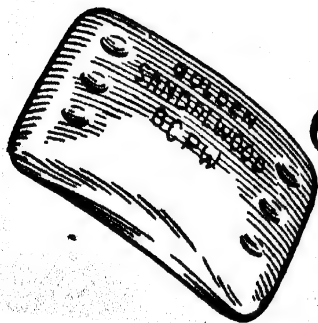
সুধু বৈশিষ্ট্যের জন্য :

মেসার্স এইচ. এস. কল অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২৪, রাস্পাট রো, বোম্বাই।

দেশ



২৬ বর্ষ] শনিবার, ১৯ ভাদ্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 5th September, 1959 মূল্য—৪০ নম্বা পরসো [সংখ্যা ৪৫



গোল্ডেন স্যাডালউড

বিশ্বল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

দেশ



সামান্য একটু

* টিনোপাল



ব্যবহার করলে সাদা জামাকাপড়

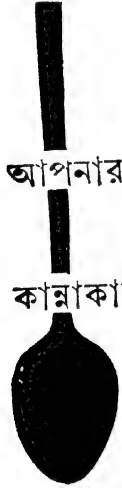
সবচেয়ে বেশী সাদা - হয়ে ওঠে।



* টিনোপাল এবং বেনিটোল ড্রাইভার - কে আর বাসী এস. এ. বাল, হাইড্রাশ্যাও

একককারক : সুন্দর গার্মস প্রাইভেট লিমিটেড, তৎকালী ঈরাড়ী, বরোপা। একককার পরিবেশন : সুন্দর গার্মস প্রাইভেট লিমিটেড, পোষ্ট বক্স ২০০, কোম্পা

টকিও : মেসার্স হিন্ডাইস প্রাইভেট লি., পি-১১, নিউ হাওড়া ব্রীজ এপ্রোচ রোড,



আপনার শিশু যদি

কান্নাকাটি করে

তাহলে ম্যানার্স
গ্রাইপ মিক্সচার দিয়ে



তার মুখের হাসি আবার ফুটিয়ে তুলুন

এই চিহ্নটি দেখে নেবেন



এটি ম্যানার্স এর তৈরী

GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD. BOMBAY • DELHI • CALCUTTA • MADRAS

ASP/GM-9

प्रमथनाथ दिव्या सप्तादिभू

মা ইকেল রচনা সম্ভার ১০৮

তারাস্থানের

উ
ড
রা
য়
ণ

৥ এইরূপ পারিমাণে পরিবর্তিত
৥ আবেশপাত পুনর্নির্মিত ॥
৥ তৃতীয় সংস্করণ ১ পাঁচ টাকা =

অবশেষের
 নতুন পই
দু ই তা রা
 —কৃত্রিম মনুগ—
 "আত্মতা টাকা"

গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের
নতুন উপন্যাস
অন্য শিবির ৩৥

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
৩২ নতুন উপন্যাস
চেতনামহল ৫৥

କ୍ରିତେନ୍ଦୁନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
 ଅନନ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ ରସାୟନ ଓ ପ୍ରୟୋଗଶାଳୀ

অ কারণে র পথ ৪॥

বনফুলের — **বচনাসংগ্রহ**
 চিত্রাঙ্গি উশন্যাস — প্রকট — বাক্য সং

দেবেশ দাশের
(সেই চিরকাল (প্রথম মুদ্রণ
নিশ্চিতপায়ে) ৩১০

১৭৭৭ খ্রিঃ ২৭

সুস্থগতঃ ঘোষের
দিগন্তের ডাক ৩১

কালীপদ ঘটকের নতুন উপন্যাস
চন্দনবাহু ৫,

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ୩ ୭

ନୀଳାଦରଶନ ଗୁପ୍ତ

ଅସ୍ତି ତାଗୀରଥୋ ତୋନ୍ନେ ୧

নৃপদ্র ৩৫০ কালোপ্রমর ৫,
হীরার্চুনিপাতা ৪,
মায়ামগ (নাটক) ২৥০

মিস্ত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ए. ३५५८ नम्. न०३५५८

नवतन्त्र हस्त ७ कलाकर्म हस्त ७ मन्त्रांकुश

আধুনিক বাংলা কবিতা

काव्य-दीपालि

[illegible][illegible]

समर्पण : प्रकाशित : अनन्तकाल वही

43552 5739.2577

आचार्यः श्रीमान् श्री

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

५३४४ ५३४५

বিপ্লবদাস	...	৬.০০	জাপানে
পদ্মের দাবী	...	২.০০	বঙ্গের
মহা	...	৬.০০	কাহিনী
শেষের পরিচয়	...	৪.৫০	

...	६.१०
नाय	६.००
कायम	६.००

१-अक्षर आदेश आदेश
 (कदित)
 २-अक्षर
 आदेश (कदित)
 ३-अक्षर

পাতালে এক ক্ষতু (১২০)	৬.০০
এই গ্রন্থের কৃষ্ণন	৬.০০
বোয়াক	৫.৫০
মহাশক্তি	৫.৫০
পদ্মতারা	৫.০০

পদসংখ্যা		বীরশ্রেষ্ঠ
আনন্দমীনাভি ইত্যাদি গণপ	৫.০০	
নান্দাভা ইত্যাদি গণপ	৫.০০	
গণপকরণ ২.৫০	কককলি ২.৫০	পৌরী

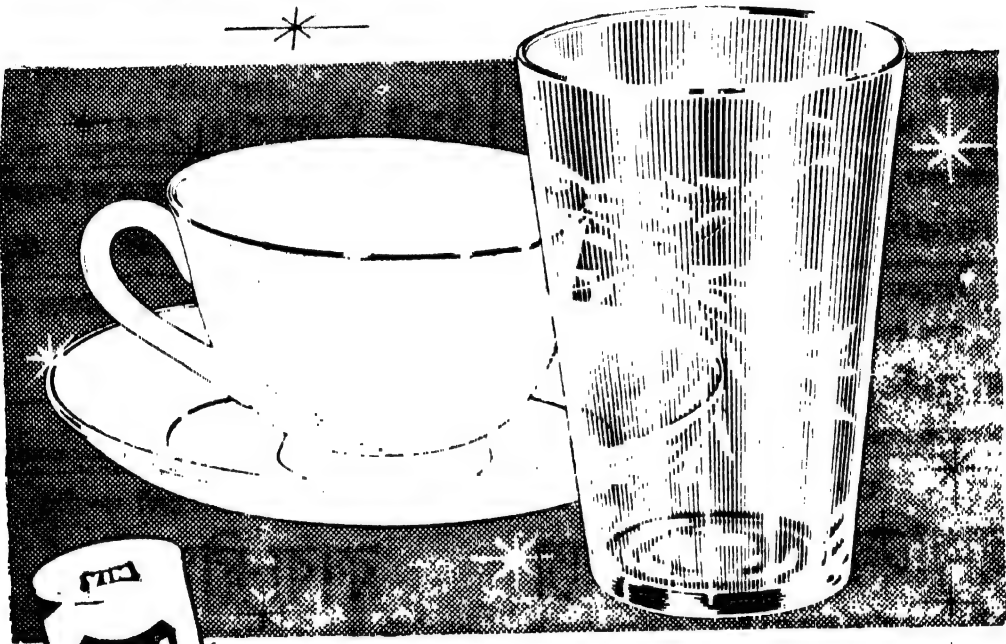
শ্রীমতী সুনন্দা দেবী	
র বিবেকানন্দ	৫.০০
সংগঠিত সরকার	
দল অধিদপ্তর	৬.০০

প্ৰথম প্ৰত্যয় (কবিতা)
 দ্বিতীয় বংশোদ্ভূত
 বংশোদ্ভূত
 বংশোদ্ভূত
 বংশোদ্ভূত

১	খাঁরাজ ফুটপাথ	৬.০০
২	মন নিয়ে খেলা	৬.০০
৩	মোহনীর মল্লিকা	
৪	স্বদেশের দেবতা ও মানুষ্য	২.৫০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বাকাম চ্যাংলো স্ট্রীট, কলিকাতা--১২

ভিমের পরশ লাগলে পরে - দেখুন ক্রয়ন ঝলমল করে



ভিম অল্প একটু ব্যবহার করলে পরেই সবজিনিষের চেহারা বদলে যায়। কাঁচের বাসন-কোসন, রান্নার ডেকা, হাঁড়ি, বেসিন থেকে ঘরের মেঝে সবই এক নতুন জ্ববে ঝলমল করে। ভিম দিয়ে পরিষ্কার করলে পরে জিনিষপত্রে কোনরকম আঁট লাগে না।

আর কত সোজা ও কম খাটুনিতে হস্ত ভেবে দেখুন। ভেজা ন্যাকড়ার একটু ভিম দিয়ে আঁশে আঁশে ঘষুন-দেখবেন যত মসলা আর দাগ নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। ভিম ব্যবহার করলে আপনার বাড়ী আপনার গর্বের কারন হবে।

ভিম সব জিনিষেরই উজ্জ্বলতা বাড়ায়।

স্টুডীগ্রন্থ

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
পররাষ্ট্রনীতির পূর্নাৰ্চনা— ৩৬৯
প্রসঙ্গত— ৩৭০
বৈদেশিকী— ৩৭১
সবুজ পাতার ডাক—শ্রীহারীতরুণ দেব ৩৭৩
প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩৭৭
এপসটাইন—শ্রীচিন্তামণি কর ৩৮৩
তিন দিন তিন রাত্রি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র ৩৮৬



আসোসিয়েটেড-এব
গ্রন্থ ত্রি

এই ভাটের বই
জগদীশ গুপ্তের
স্বনির্বাচিত গল্প ৯

প্রশান্ত চৌধুরী
স্বগ্রন্থাবলি ৩০
(নবোপন্যাস)

প্রেক্ষাগৃহ আর রঙ্গমঞ্চ। মন্তব্যে
থাকে স্বনির্বাচন। সেই স্বনির্বাচন উত্ত
গোলে এপারে-ওপারে হয় পরিচয়
আর যখন নেমে আসে এপারের
কাজ থেকে হারিয়ে যায় ওপার।
তখন ঘনিষ্ঠ ওঠে রহস্য ওপারকে
ফিরে। সেই রহস্যময় ওপারের
বিচিত্র নরনারীর বিচিত্রতর জীবন
স্পষ্টতর হয়ে উঠে এই নবোপন্যাসের
পাতায় পাতায়।

শ র ৭ চ জ্ঞ চ ট্রো গা খ্যা য়ে র

পণ্ডিত মশাই ২,	হরিলক্ষ্মী ১৥৭	পল্লীসমাজ ৩,
গৃহদাহ ৪৥০	শেষ প্রশ্ন ৫,	শ্রীকান্ত (৩য় পর্ব) ৩,
মোড়শী ২,	দেবদাস ২,	বিজয়া ২,

আমাদের প্রকাশিত বিবিধ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ

হোমস্টেট কর্তৃক শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব ২০০ ॥ চিত্র, মাঝপাশ গল্প অন্তর্ভুক্ত ॥ অসমত মুখোপাধ্যায়ের শরৎচন্দ্রের
সংগ ২০০ ॥ শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন ২০০ ॥ ইন্দ্রনাথ এবং মিহি ও মোটা ২ ॥ দেশান্তরী ২০০ ॥
জ্যোতিষ্মতী রায়ের দার্শনিক ২০০ ॥ পুরোধা রায়ের কাগজের সৌধ ২০০ ॥ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয়
মহোৎসব ২০০ ॥ বিজয়ন বসুগোপালস্বয়ং তখন আমি ফেলে ৩ ॥ জ্যোতিষ্মতী রায়ের এই কলকাতায় ২ ॥ নিবন্ধ
চট্টোপাধ্যায়ের উনিবিশ শতাব্দীর কবিওহালা ও বাংলা সাহিত্য ২ ॥ চরৎচন্দ্রের করীমের ঝিকমচন্দ্র ও মূলসম্মান সমাজ ১৭০ ॥
জ্যোতিষ্মতী রায়ের মাঝপাশের আমরা ও তাহার ২০০ ॥ শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি ১ ॥ বিজয়ন
রায়ের শিক্ষায় পথিক ২০০ ॥ ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শিশুর জীবন ও শিক্ষা ১৭০ ॥ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাগার :
কর্মী ও পাঠক ১ ॥ ধীরেন্দ্রনাথরায় রায়ের শিক্ষারী জীবন ২০০ ॥ প্রকাশের ঘণ্টার কলকাতার পথঘাট ৩ ॥ রত্নমালা
(সম্মানবিধান) ২০০ ॥ ইন্দ্রনাথরায় আপনার অর্থভাগ্য ১৭০ ॥ জ্যোতিষ্মতী রায়ের মজুমদারের সাহিত্য-বিচার ৩ ॥ বাংলার
নবযুগ ৩ ॥ শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের অলংকারচর্চিকা ২০০ ॥ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ রায়ের জ্যোতিষ্মতীর ভারত জ্যোতিষ্মতী ও কোর্ট-
বিচারের স্তাবধী ১০০ ॥

সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থাবলীঃ

ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (উপন্যাস) অভিষেক ৫০০ ॥ জ্যোতিষ্মতী রায়ের সৌখীন নাটকসমূহ রবীন্দ্রনাথ ৩০০ ॥
নবযুগের (কবিতাগ্রন্থ) নতুন বাক ২০০ ॥ জ্যোতিষ্মতী রায়ের (ভাস্কর্য) জ্ঞানেন্দ্র (সর্বস্ব গল্প) ৩ ॥

ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রামঃ কালচার ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোনঃ ৩৪-২৬৪৩

দেশ

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাস

শান্তি দাশগুপ্ত

অগ্নিসম্ভবা ৩-৭৫

॥ এই বইটির চিত্রপুঞ্জ শীঘ্রই
আম্বল প্রকাশ করছে ॥

মনোজিৎ বসু

বেলাভূমি ২-৫০

মনোজ সান্যালের

শ্বেত-চন্দন ৩-৭৫

শক্তিপদ রাজগুরু

অবাক পৃথিবী ৩-৫০

পথ বয়ে যায় ৩-৭৫

শিবদাস চক্রবর্তীর

মেঘমেদুর ২-৫০

এমিল জোবার "হিউমান বিস্ট"-এর
বর্ণনাব্যব

পার্শ্ববিক (যন্ত্রপ্ৰপ)

প্রবীর ঘোষ

চলচ্চিত্র প্রকাশক

১২৯ বঙ্গবন্ধু স্ট্রীট,
কলিকাতা ৬

(সি ৮১৩১)

শারদীয়া পূজায় নিও টিউনের নূতন রেকর্ড

১। রত্ন দাশগুপ্ত

শ্যামলদ্বীপ (টি এন ৫১৪)

২। রত্ন দাশগুপ্ত

পল্লীগীতি (টি এন ৫১৫)

৩। সুনীলকুমার

হিন্দী গীতি (টি এন ৫১৬)

৪। অমল দাশগুপ্ত

আধুনিক (টি এন ৫১৭)

৫। শরাদিন্দ্র দাশগুপ্ত

কবিতা (টি এন ৫১৮)

৬। অর্জুন সেনগুপ্ত

ভজন হিন্দী (টি এন ৫১৯)

আর কত দুঃখ দিবি

পরিচালনা: শ্যামল দাশগুপ্ত

আমি যদি জবা হতাম

সোমার বকশী

পরিচালনা: শ্যামল দাশগুপ্ত

ও মাঝি ভাই

আজব হাজার ইয়ে ধরতী মাতা

সুর: সত্য সাহা

ফসল গায় আলা

আবদুর রহমান হুম নেই

সুর: সত্য সাহা

ও কালো চোখ সাগরে যা

না জামি শূন্য

সুর: শ্যামল দাশগুপ্ত

দিকার দিকারে

হুম মেরা রাখ কাজ

সুর: শ্যামল দাশগুপ্ত

জাফির রহমান

নিউ-টিউন স্বরীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় ও পরিচালনা করিতেছে। রত্ন দাশগুপ্ত,
সুনীলকুমার ও অমল দাশগুপ্ত এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া।

বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন বা সাফা করুন।

নিও টিউন প্রাইভেট লিমিটেড

৩১ ওয়েলসলি স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

টেলিফোন: ৪৬-৩৭৫২

(সি ৮২২৫)

চিত্রশিল্পের সচিত্র সাপ্তাহিক

মহরৎ

ছায়াচিত্রে যেমন শিল্পকর্ম
অভিনেতার প্রত্যেকটি ভাব
আপোছে, তেমনি "মহরৎ"
অনুষ্ঠানের স্বরূপ ছবিপট
প্রকাশের নিমিত্ত যোগ্য
একমাত্র সচিত্র সাপ্তাহিক

মহরৎ

প্রতি শনিবার নিরামিত
বেলায়, আর মঞ্চের
পেশাদার এবং অপেশাদার
সংগঠনের বিস্তৃত স্বরূপ
রঙীন ছবিপট পরিবেশিত
হবে

আপনার নটক মঞ্চস্থ
হবার আগে এই চিত্রকর্ম
যোগাযোগ করুন

মহরৎ

এ. ১২ কলেজ স্ট্রীট, ম্যাকটি
কলকাতা - ১২

পূজার

অর্থ—

গল্প-ভারতী

সম্পাদনা: এপেন্দ্রনাথ গগোপাধ্যায়।

গল্প-ভারতী পূজা সময়ের প্রথম শিল্প যে ইং শুরুর একটি উৎসব কবুর সমগ্রী
নয়। প্রত্যেক সপ্তাহই সমগ্রী সাহিত্যিক কর্তৃক যে, ইং বাংলা সাহিত্যের
অগ্রগতির চিত্রপটের নিদর্শন এবং সেই জন্যই সমগ্রী প্রত্যেক শিক্ষিত জনগণের
কাছে ইং বিপুল সমর্থন লাভ করিয়াছে।

এবারের পূজা সংখ্যা পূর্বে পূর্বে যৎসরকর পৌরসংস্কৃতি জ্ঞান করিবে। যং
প্রবীণ ও নবীন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট অন্যান্য লিখিত সাহিত্যিকগণের
সুচিন্তিত সমবেত চেষ্টার ফল। ইংর অন্যান্য আলোচনা—

কল্যাণ যুগের প্রেম ও জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের এক সমাবেশ।

এইরূপ যোগাযোগ পূর্বে এখনও সম্ভব হয় নাই।

একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস ও ছয়টি বড় গল্প।

যং ছোট গল্প * রস-রচনা * প্রবন্ধ * ভ্রমণ কাহিনী ও
একটি বৃহৎ সচিত্র সংযোজন ইংকে সমৃদ্ধ করিবে।

এই বিরাট প্রচুর মূল্য মাত্র চার টাকা

যেজনকে যোগ্য পঠিব্যবস্থা লাগে এক জন। পূজা সংখ্যা ৩, ৫, ৭, ৯ পাঠ্য
হয় না। অগ্রিম টাকা পাঠাইয়া অর্ডার বুক করুন। এজন্য ১০০ সতর অর্ডার দিন।

অগ্রিম টাকা পাঠাইয়া অর্ডার বুক করুন। এজন্য ১০০ সতর অর্ডার দিন।

স্বরণ রাখিবেন এইরূপ বিরাট প্রচুর পুনর্মুদ্রণ অনশ্বত।
অর্ডার হইতে বাক্য অশ্বত। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

বার্ষিক চাঁদা পনের টাকা। বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন আতিরিক্ত মূল্য না দিয়াও
পূজার এই বিরাট ও অনন্য বিশেষ সংযোগগুলি পাইবেন।
আজই গ্রাহক হউন।

২৭৯১, চিত্তরঞ্জন এডিনিউ, কলিকাতা-৬ ১১ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

মুদ্রাশ্রম



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জাহাজ চালনায় পরমার্গবিক শক্তি—	শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচার্য	৩৯৩
চার্যক—শ্রীজাহ্নবীকুমার চরবর্তী	...	৩৯৭
স্মৃতিচারণ—শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	৪০৭
চিত্রপ্রদর্শনী—	...	৪১৩
ট্রামেবাসে—	...	৪১৫

— সদ্য প্রকাশিত —

প্রথম বর্ষের প্রথম রচনা

স্বল্পোচ্চ চরবর্তীর উপন্যাস

বাংলার কবি

একটি আশ্বাস

মূল্য ৩০ টাকা

মূল্য ২০ টাকা

মহেন্দ্র গুপ্তের নবতম বই

হে যতীত কথা কণ্ঠ ৪

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত

কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র ৫

গজেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীকান্তের উপন্যাস
সোহাগপুত্র ৫	অন্য দিগন্ত ৫	একাকার ৫
কেতকীবন ৩০	মৃগশিরা ৩০	শ্যওলা ২০
শরৎচন্দ্র, লক্ষ্মণপাধ্যায়	বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	কম্পন মনোপাধ্যায়
মায়া কুরঙ্গী ৩০	অরণ্যবাসর ৬	মনকেতকী ৬
বুঝেরাৎ ৩০	ছায়াট ২০	দূরত্ব মন ৩
কনফার্স	অশোক গুপ্ত অন্যান্য	নতাজি মজুমদার
উজ্জ্বলা ৩০	বনেদীঘর ৩০	তরুণের স্বপ্ন ২০
কিছুক্ষণ ২	নগরীতে বাড়ি ৫	নতনের সম্বন্ধ ২

দীনেশকুমার রায়ের বিখ্যাত আমেরিকা কাণ্টারির সিরিজ

রূপসী কারাবাসিনী, টোকার কুমার, রূপসীর শেষশত্রু, রূপসীর ছলনা, রূপসী বন্দিদা, রূপসীর নিষ্কৃতি, রূপসীর সংকট, রূপসীর ফাঁদ, রূপসী সর্বনাশী, জাহাজডুবি প্রত্যেকখানা ২০/- ছি:

শ্রীগুরুর লাইব্রেরী, ২০৪, কণ্ঠওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ফোন: ৩৪-২৯৮৪

॥ ন্যাশনালের প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

ডি. আই. লেলিনের

সাম্রাজ্যবাদ—

পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়

সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে ১৯১৪

সালে রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ১-৫০

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদী, লেনিনবাদী
তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। ২-৫০

গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল

ডেমোক্রেসীর দুই কৌশল

১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময়ের বল-

কেন্দ্রিকদের কর্মকৌশলের বিবৃতি। ১-৪০

১৯০৫ সালের বিপ্লব

১৯০৫ সালের বিপ্লবী অঙ্গাধার ও তার

বিবেচনায় তাৎপর্য সম্বন্ধে ১৯১৭ সালে

লিখিত প্রবন্ধ বহুত। ০-১৯

জোসেফ স্ট্যালিনের

মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা

বর্তমান যুগের জাতির মূল্য ও স্বাধীনতা

আন্দোলনের সমগ্র অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি

করে জাতি সমস্যা সম্পর্কে মার্কসবাদী

দৃষ্টিভঙ্গি একটি মূল্যবান প্রবন্ধ। ১-০০

কয়েকটি ইংরেজী প্রকাশনা

Maurice Cornforth

DIALECTICAL MATERIALISM
Vol I Materialism and Dialectical
Method 2.75

Vol II Historical Materialism 3.25

Vol III The Theory of knowledge 3.75

Amit Sen

Notes on the Bengal Renaissance 1.25

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লি

১২ বকিংহাম স্ট্রীট, কলকাতা ১

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা ১০

বিরেকানন্দ ভট্টাচার্যের

বন্ধরের কাল

ইদানীং কালের
একটি আশ্চর্য
সৃষ্টিঅপরিহার্য
প্রবন্ধ-গ্রন্থ

চার টাকা

ডঃ গুরুদাস
ভট্টাচার্যের

সাহিত্য জিজ্ঞাসা

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর
ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য
পাঠ্য

সাত্বে তিন টাকা

নীরদরঞ্জন দাসগুপ্তের

সুশান্ত-সা

বাংলা সাহিত্যের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ
উপন্যাস

শোভন

সাত্বে পাঁচ টাকা

বঙ্গ সংস্কৃতি

সম্পর্কে

অস্বিতীয় গ্রন্থ

বঙ্গপ্রসঙ্গ

সুশীল রায় সম্পাদিত

পাঁচ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

শ্রীমানমানবজ্যোতিষ প্রণীত

অপ্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস এই প্রথম প্রকাশিত হইল

ধ্রুব ৩ টাকা

লুৎফ উল্লাহ ৩.৫০ টাকা

ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত

শান্তবর্তী পাঠাগার, ৬এ, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিঃ ১২

ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কলিঃ ওয়ালিস স্ট্রীট, কলিঃ ৬

(সি ৪৯০৬)

শারদীয়া

বিংশ শতাব্দী

॥ ১৮৮১ ॥

॥ তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস ॥

সুবোধ ঘোষের

ইরাবতী

শৈলজানন্দ

মুখোপাধ্যায়ের

মানুষের মত

মানুষ

নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়ের

জয়ন্তী

॥ গল্প ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, অর্চিতকুমার সেনগুপ্ত, অরবিন্দ, মনোজ বসু, সমরেশ বসু, বিমল কর, শিবরাম চক্রবর্তী, সন্তোষকুমার ঘোষ, গজেন্দ্রনাথ মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, আশা দেবী, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ এবং আরো অনেকে।

॥ প্রবন্ধ ॥

ডাঃ শ্রীকুমার বসুপাধ্যায়, ডাঃ সুকুমার সেন, বিরেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ শিবভোষ মুখোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র, মজুমদার আহমদ, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ, সরোজ আচার্য, পংকজ দত্ত ও আরো অনেকে।

॥ কবিতা ॥

বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ ও আরো অনেকে।
এ ছাড়া কার্টুন, বহুচিত্র সমন্বিত রংগজগৎ, বিজ্ঞান, ফটো প্লেট, আর্ট প্লেট
ও অন্যান্য বহু বিষয়।মনে রাখবেন এই তালিকাও সম্পূর্ণ নয়। বিস্তৃত তালিকা পরবর্তী
বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হবে।

মাত্র আড়াই টাকা দামে বড় আকারে

চারশত পৃষ্ঠার বাংলা ভাষায়

প্রকাশিত সর্ববৃহৎ শারদীয় সংখ্যা

মহালয়ার পূর্বে প্রকাশিত হবে।

ছয় টাকার গ্রাহকের কোন অতিরিক্ত
মূল্য দিতে হবে না। রেজিস্ট্রী ডাকে
পাবার জন্য আরও আট আনা
অতিরিক্ত লাগবে। এক্সপ্রেস ডাকে
অর্ডার দিন। বিজ্ঞাপন গ্রহণের শেষ
তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর।

বিংশ শতাব্দী ॥ ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৫ ॥ ফোন : ৫৫-৪৪২৫

মুষ্টিপ্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পুস্তকপরিচয়— ৪১৭
বিশ্ববিচিত্রা— ৪২৮
রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর ৪২৬
খেলার মাঠে—একলব্য ৪২৮
সাপ্তাহিক সংবাদ— ৪৩২

প্রচ্ছদ : আলোক ধর

॥ পূজোয় নাটক বাছাই করুন ॥

কবি, মৃৎখোপাধ্যায়ের ১৯৫৭ সালের
শিল্পী ... প্রতিযোগিতার ...
পুস্তকপরিচয় নোট

সংস্কৃতি ২.৫০

মুন্সী লাহিড়ীর শ্রেষ্ঠ নাটক

লক্ষ্যার্থীপ্রমার সংসার ২.০০

কিরণ মৈত্রের স্টাডিয়ারেজিত নাটক

নাটক নয় ১.২৫

ছোটদের স্টাডিয়ার জন্ম

ছোটদের রঙমহল ৩.৫০

অসীমময় সত্যেন্দ্র রায়, সুনীল দত্ত,
জ্যোতিষ মিত্র, অক্ষয়শঙ্কর প্রমথ আইশ
জন্ম, ধারেন্দ্রা দেবদাসের নাটক সংকলন।

সুনীল দত্তের

স্টাডিয়ারেজিত সংকলিত নাটক

অংকুর ১.৫০

পূজোয় উপহারে-অর্জুনয়ে ছোটদের অনবদ্য হাসির নাটক সুনীল দত্তের



১৭৫

১. অন্যান্য নাটক ...
সংস্কৃতি (৩.০০) সুনীল দত্তের চরিত্র মাল্টার পরিচালিত ও পরিমার্জিত
নিবৃত্তি সংস্করণ (২.০০) জহুগুহ (১.৫০) স্টাডিয়ারেজিত লেখকসমূহ
(০.৫০) পূজো নাটিকা সংবিধান বিভাগ (০.২৫) একাধিক নাটক সংকলন
তিনয়ন (১.০০) রামেন লাহিড়ীর অপরাধিত (১.৫৫) সজীব সরকারের জয়ের
পথে (১.৫০) অমলা বগচীর উষার আলো (১.৫০) শান্তি মৃৎখোপাধ্যায়ের
জিজ্ঞাসা (২.২৫) দীপংকর সরকারের অপরাধী (০.৬২)

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

শারদীয়া পূজাবকাশে

চিত্তবিনোদনের

সুসমৃদ্ধ উপাদান

“শারদীয়”

মধুরাংশ

দ্বিবার্ষিক নিবেদন,

এই বৎসর শারদীয় অবকাশে
দর্শকদের বাঙ্গালীর অবকাশ-
রঞ্জনের আকাংক্ষা লইয়া আমরা
প্রণীত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক
শ্রীক্ষণারঞ্জন বসুর সম্পাদনায়
শারদীয় ‘মধুরাংশ’ নামে একটি
সংকলন গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী
হইয়াছি। ইহা বাঙ্গালার খ্যাতিমান
লেখকগণের গল্প, উপন্যাস, রমা-
রচনা, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি দ্বারা
সমৃদ্ধ হইবে।

এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশে
উদ্যোগী হইয়াই আমরা চারিদিক
হইতে আশাতীত সাড়া পাইয়াছি।
এ বিষয়ে আমরা গ্রাহক, বিজ্ঞাপন-
দাতা ও বিভিন্ন পূজা-সংখ্যার
বিক্রেতা ও বিজ্ঞাপন-এজেন্টদের
নিকট সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

প্রকাশক :

অমিয়রঞ্জন মৃৎখোপাধ্যায়

C o. A. MUKHERJEE &
CO. (PRIVATE) LTD.

2, Bankim Chatterjee Street
Cal-12

Phone: 34-1606

শারদীয়া গোয়েন্দায়

বীহারজ্ঞান গুপ্তের

সুবৃহৎ রহস্য উপন্যাস

॥ জন্ম/মৃত্যু ॥

পাঠক মহলে আলোড়ন
জাগাবে। এছাড়া থাকবে
অন্য দুটি রহস্য উপন্যাস
ও প্রচুর গোয়েন্দা গল্প

দাম ২-৫০ নং পঃ

স্থিকানা—

২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বার্ড স্টেশন, কলি-২২



রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা মনস্তত্ত্বমূলক একমাত্র পত্রিকা

শারদীয় সংখ্যা

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হবে।

তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস, দুটি নাটক, দশটি গল্প ও ছয়টি বিস্ময়কর
ফিচার। লিখকগণ—বনফুল, অবধূত, জ্যোতির্বিদ্য নন্দী, নরেন্দ্রনাথ
মিত্র, ডাঃ গঙ্গানন ঘোষাল এবং আরও অনেকে।

৩০২।২, আপনার সাকুলার রোড, কলিকাতা-৯।

॥ দেশ পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করুন ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

রূপসী রাত্রি

দামঃ ৫-০০ টাকা

শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর

রবীন্দ্রমানসের

উৎস-সন্ধানে

দামঃ ৩-৫০ টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত্র

৯ম সংস্করণঃ ৫-০০ টাকা

ছেলেদের বিবেকানন্দ

৬ষ্ঠ সংস্করণঃ ১-২৫ টাকা

প্রকাশিত হইল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তিন শূন্য

দামঃ ৩-৫০ টাকা

নরেন্দ্রনাথ ঘোষের

শতকিয়া

দামঃ ৮-০০ টাকা

ভারত প্রেমকথা

৬ষ্ঠ সংস্করণঃ ৬-০০ টাকা

আচার্য ফিতিমোহন সেনের

চিৎসায় বঙ্গ

২য় সংস্করণঃ ৪-০০

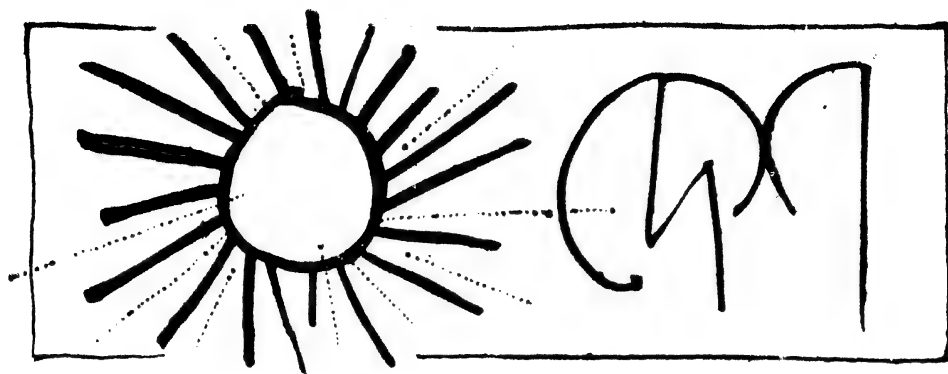
সরলাবালা সরকারের

গল্প-সংগ্রহ

দামঃ ৫-০০ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯



DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 5th September, 1959

২৬ নং : সংখ্যা ৬৩ : ৬০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৯শে আশ্বিন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

ফরাসী বিপ্লবের সূচনায় প্রাশিয়ার অনেক সেনাবাহিনী ফরাসী দেশে ঢুকিয়া পড়িলে Volmy নামক স্থানে ফরাসী সৈন্যদের সহিত 'তাহাদের সংঘর্ষ' ঘটে আর সমস্ত ইউরোপ বিস্মিত হইয়া দেখে যে নতুনমতে শিক্ষিত ফরাসী সৈন্যদের কাছে বিকৃত প্রাশিয়া বাহিনীর পরাজয় ঘটিল। এবং পরবর্ত্তে প্রাশিয়ার সৈন্য ফরাসী ভূমি হারা করিতে বাধ্য হইল। যুদ্ধ হিসাবে Volmyর লড়াই কিছই না, ঘটনা হিসাবে নবম, দশম, ষোল্লম, ফেব্রুয়ারি প্রাশিয়ার পক্ষে মহাকাব্য গোটে দর্শকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, এই ঘটনার 'হাস্যপথ্য' কি? 'জিজ্ঞাসা' হইয়া উঠিল নীতিদর্শীজনের একমত অনুমান যথেষ্ট সূচনা হইল। মহাকাব্য দৃষ্টান্তে আমরাত বিনতে বাধ্য হইতেছে চীনা সৈন্যের ভারত সীমান্ত আক্রমণ সমস্ত এশিয়ার না থেকে ভারতে রাজনীতির নূতন অধ্যায় সৃষ্টি হইতে চলিল।

চীনের ভারত মিত্রতার উপরে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিলে অত্যাধিক হইবে না। ভারত সরকারের ধারণা হইয়াছিল যে এশিয়ার অন্যতম প্রবল বাণ্ট্র (জাপানের কথা এখানে ওঠে না) চীনের যখন ভারতের মিত্র, পশ্চিমীলের "পরিবর্তনশীল" যখন উভয়ে আবদ্ধ তখন ভারত আক্রমণের ভীতি নাই। এখন চীনের আবিষ্কার-কারিতার ফলে সে ভিত্তি ভাঙিয়া পড়িল। এবারে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিকে নূতনভাবে চালিয়া সাজিতে হইবে। পররাষ্ট্রনীতির শক্তি নির্ভর করে রাষ্ট্রের ক্ষত্র শক্তির উপরে। চীন ও রাশিয়া মধ্যে পশ্চিমীল মন্ত উচ্চারণ

পররাষ্ট্রনীতির পূর্নাবচার

কমিলেও ক্ষত্রশক্তি বৃদ্ধিতে ন্যূনতা করে নাই, বরঞ্চ কায়মনোবাক্যে উহা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। পশ্চিমীলের দৌড় যে কতখানি ভারত হেতু এক্ষণে বৃদ্ধি। এবারে দেশের প্রতিরক্ষায় কোথাও ন্যূনতা থাকিলে তাহার সংশোধনে প্রবিলম্বে সচেতন হওয়া আবশ্যিক। সেইসঙ্গে বৈদেশনীতিরও এককালে অবসান ঘটা আবশ্যিক। বৈদেশনীতি ভারত সরকারের একটি প্রধান কল্প। এই বৈদেশনীতির একটি শোচনীয় দৃষ্টান্ত পার্শ্বস্থান করিতে কাশ্মীর। ইহা পার্শ্বস্থানের অন্যকালে বৈদেশনীতি। বৈদেশনীতির আর একটি শোচনীয় দৃষ্টান্ত তিব্বত, ইহা চীনের অন্যকালে বৈদেশনীতি। বৈদেশনীতিতে যে কাহলেকও তুচ্ছ করা যায় না পার্শ্বস্থানের আচরণ তাহার জটিলতা প্রমাণ, এখন চীনের আচরণ তাহার সংশোধন হইল। বৈদেশিত বাণ্ট্র বৈদেশনীতিকে লবলবতা মনে করে।

চীনের আক্রমণ প্রসঙ্গে নেহরু মহত্ব্য করিয়াছেন যে ইহার উদ্দেশ্য কি তিনি বর্ণনা করে পারেন না। উদ্দেশ্য যাহাই হোক ঘটনা সম্প্রদায় মতভেদের কারণ নাই। কিন্তু উদ্দেশ্য কী? নানাদিক হইতে ব্যাপারটাকে বিচার করা হইতে পারে। চীনের কতক তিব্বতে গণহত্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ভারত গণচীনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে—এরত আক্রমণ কি তাহারই পাট্টা জবাব? কিম্বা সিকিম, ভুটান ও নেপাল

প্রাস করবার ভূমিকাস্বরূপ এইসব রাষ্ট্রের মনে ভীতি উৎপাদন? প্রয়োজনকালে ভারত যাহাতে ওইসব রাজ্যকে সাহায্য না করিতে পারে সেইজন্য আগে হইতে Strategic পথঘাট রোধ করবার উদ্দেশ্যই কি এই আক্রমণ? কিম্বা পার্শ্বস্থানের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ভারতে পরবর্ত্তের সীমান্তে একটি নূতন "কাশ্মীর পার্শ্বস্থিত" সীমিত করিয়া সমস্ত সীমান্তকে তরল অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া? ভারতের মানচিত্রে অন্যভাবে চিহ্নিত অংশ সংশোধন না করিতে অনুরোধ হইলে চীনের সরকার যে উত্তর দিয়াছিল তাহা এই প্রসঙ্গে প্রণয়নযোগ্য। চীনের সরকার বলিয়াছিল যে, এই সীমান্ত নির্দেশে অনেক ঐতিহাসিক কার্যকারণ নির্হিত। এখন কোন কার্যকারণের পরিণাম যে এই আক্রমণ, তাহা কেবল চীনের সরকারেরই পরিজ্ঞাত। কিন্তু চীনের মনোপত রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই। আক্রমণকে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ভূমিকারূপে গ্রহণ করিয়া আমাদের পররাষ্ট্রনীতিকে নূতনভাবে চালিয়া সাজিতে হইবে, অহেতুকভাবে কোন থিয়োরীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিয়া লাভ নাই। থিয়োরীর জন্য দেশ নয়, দেশের জন্যই থিয়োরী। ব্যাপক আক্রমণের আশঙ্কা আছে ধরিয়া লইয়াই প্রস্তুত হইতে হইবে, না ঘটে উত্তম, ঘটিলে যাহাতে শত্রু দেশের সীমান্ত পরিভাগ করিতে বাধ্য হয় এক্ষণে তৎপর প্রস্তুত হওয়া আবশ্যিক। এবং তাহারই ভূমিকাস্বরূপ পররাষ্ট্রনীতিকে নব-কলেবর দান করিতে হইবে।

"সরকারী লাল ফিতা" আজ প্রায় প্রবাদ-বাক্যে পরিণত। একটা ফাইল একই ঘরের এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে যেতে কয়েক মাস সময় নেয়। এর প্রবর্তন হয়েছিল ইংরেজ আমলে। কিন্তু নিত্যন্ত অকার্যে হয়তো নয়। বৈদেশী সরকারকে পরাধীন দেশে রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে অনেক সময় আবশ্যকেরও অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সম্ভবত তারই সম্ভবপর উপায় হিসাবে এর প্রবর্তন হয়েছিল। মনে পড়ে এক সময় উত্তাপ হয়ে পিণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এর বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। তখন হয়তো তিনি ভাবেন নি, অদূরভবিষ্যতে ভারতের শাসনভার টারিই হাতে আসবে এবং লাল ফিতার অত্যাচার তখন আরও পাকা হবে।

লাল ফিতার সেই পুরাতন সাংস্কৃতিক আর নেই। অথচ লাল ফিতা রয়েছে। রয়েছে সেই গদাই-লক্ষ্মীরা ভাব। সবই চিলে-ঢালা। সবই হচ্ছে হবে। শ্রীনেহরু এর জন্যে মাঝে মাঝেই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাতে কাল বিশেষ হয়েছে। তা মনে হয় না। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীগোবিন্দ-বল্লভ পণ্ডা তা অতিক্রম হয়ে এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ফতোয়া দিয়েছেন, চাকুরিীদের উন্নতি নির্ভর করবে তাঁদের কর্মতৎপরতার উপর। এই বকম একটা ফতোয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। দীর্ঘকালের পরাধীনতায় অন্যান্য স্বাধীন দেশের তুলনায় সর্বদিকেই অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। এখন তাকে দূর্বাসে দুর্মাসের পথ হটিতে হবে। কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইংরেজ আমলে চিলেমি ছিল বটে—ইচ্ছাকৃত চিলেমি, কিন্তু তার জন্যে যোগ্যতার কোন অভাব ছিল না। আজ চিলেমির সঙ্গে যোগ দিয়েছে অযোগ্যতা এবং সরকারী বিভাগে, সকল বিভাগে অবশ্য নয়, তৎপরতা যদি কোথাও থাকে তা দুর্নীতির। সৈনিকের নব নব উন্মেষশালিনী বৃদ্ধির পরিচয় প্রতিনিয়তই পাওয়া যায়। আর একদিকে চলেছে এই সঙ্গে রাজনীতির খেলা। কি করে কম খেটে বেশি মাইনে আদায় করা যায়, তার ফর্দ-ফিকর। অবশ্য এই দুর্মাসের বাজারের দিকে চাইলে সরকারী কর্মচারীদের নিচের অংশের বেতন বেশি বলা যায় না। সে তুলনায় বেসরকারী অফিসের বেতনের হার অনেক বেশি। যার জন্যে প্রধান মন্ত্রী একদিন বেতনের হার কমাবার জন্যে বেসরকারী অফিসগুলিকে পরামর্শ দিয়ে-ছিলেন। আমরা সরকারী কর্মচারীদের মানসিক প্রবণতার কথাই উল্লেখ করছি।

প্রসঙ্গ

কিন্তু এমন ঘটছে কেন? একদল বসছেন, কর্মে অনিচ্ছা মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম। কিন্তু এ ধর্ম কি শূন্য, ভারতবর্ষের মানুষেরই? বলা হচ্ছে, উপরের মন্ত্রিমণ্ডল থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বের জন্যে ফাইল অনেক সময় পড়ে থাকে। অনেক সময় হতে পারে, সব সময় নয়। সব জিনিস নিজের চোখে না দেখলে পদমর্যাদাবোধ তৃপ্ত হয় না বলে উদ্ভটতন অফিসারের কাছে অনেক সময় ফাইল আটকে থাকে। অথচ অনেক কাজ আছে। যিনিচের অফিসাররাই শেষ করতে পারেন। এ সমস্যা কাজের ভার নিচের অফিসারদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ রকম সরকারী অফিসের নিম্নে কিছু পরিবর্তন করে কর্ম বিভাগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সরকারী দপ্তরসমূহে ইংরেজ আমলের সেই কঠোরতা এখনও অব্যাহত রয়েছে। তার ফল হয়েছে, 'দস্ত আটুনি, ফসকা গেরো'। সেইটে ভয়ের কথা। এর ফলে মাঝারি দলের কর্মচারীদের মধ্যে উদ্যমের অভাব ঘটে এবং সরকারী দপ্তরে যেতে-কাজের চেয়ে শৃঙ্খলার নামে আইনকানূনের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়, সেহেতু ইচ্ছা থাকলেও মাঝারি দলের কর্মচারীদের হাত-পা বাঁধা। আর এই বাঁধাবিধি কম বলে বেসরকারী অফিসে যে কাজটা দুর্দশে হয়, সরকারী অফিসে তা দুর্মাসেও হয় না।

সরকারী দপ্তরে সবচেয়ে গুরুতর বস্তু "গোপনীয় বিবরণ"। এরই উপর সরকারী কর্মচারীদের ভাগ্য নির্ভর করে। কাজের যোগ্যতা-অযোগ্যতার উপর নয়। শ্রী পঞ্চ যে ফতোয়াই দিন: নিম্নতম কর্মচারীদের যোগ্যতা-নিরপত্তার তার উদ্ভটতন কর্ম-চারীদের উপর। কর্মে অনিচ্ছা, শৈথিল্য ও উদ্যমের বিচার তাইই করবেন এবং তাঁদের সুনিজের পড়ার পাদশাহী সড়ক হচ্ছে বোয়াজ। কর্মে-অনিচ্ছার মতো মহাজনের পক্ষা অনসরণ করাও মানব-মনের স্বাভাবিক ধর্ম। বাদশাহী সড়ক ছেড়ে কে কর্মোদ্যমের সংকীর্ণ পথ গ্রহণ করে উদ্ভটতন অফিসারের অসন্তোষের ঝুঁকি নেবে? আমাদের অশঙ্কা, সরকারী দপ্তরের শৈথিল্য, অযোগ্যতা ও দুর্নীতি আজ ফতোয়ার হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। এখন দুরূহ অস্ত্রোপচার প্রয়োজন।

হচ্ছে চীনের ভারতীয় সীমান্ত আক্রমণ। ভারতবর্ষের সকল দল একবাক্যে এই আক্রমণের নিন্দা করেছেন। এই অন্যায় এবং অহেতুক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের এবং ঐক্যবদ্ধ হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কমিউনিস্ট দল বলেছেন বটে যে, আমাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে স্মরণ থাকতে পারে না" এবং "হিমালয় সীমান্তের কোনো কোনো স্থানের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জনসাধারণের উদ্বেগে অংশ"ও গ্রহণ করেছেন, কিন্তু শান্তি তেমন যেন জোর নেই।

ভারতবর্ষ নানা দল রয়েছে। তাদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্যের অভাব থাকলেও একটি বিষয়ে ঐক্য রয়েছে এবং সকলেই কমিউনিস্টদের বিরোধী। অসাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে বামপন্থী হিসাবে শাসকদল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ হতে এদের দেখা যায়। যেমন দেখা যাচ্ছে সম্প্রতি খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি ও দূর্ভিক্ষ প্রতি-রোধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে। কিন্তু বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, চীনের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, তাঁরা তাদের কঠোর পাকসেনা শৈথিল্য দেখান নি।

এটাই স্বাভাবিক। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মানবধর্ম তাদের অনুপ্রাণিত করেছে। চীনের ক্ষেত্রে পদে দেশপ্রেমীত। কোনো রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় অংশই স্বদেশের স্বাধীনতার চেয়ে বড় হতে পারে না। একটি গণতন্ত্রী দেশ অপেক্ষা একটি দেশকে আক্রমণ করলে অসম্মত দেশের গণতন্ত্রী দল যেমন নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না, একটি কমিউনিস্ট দেশ অন্য একটি দেশকে আক্রমণ করলেও যেমন অসম্মত দেশের কমিউনিস্ট দলের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়।

আর দেখা যাচ্ছে, এই ব্যাপার নিয়ে ইংগ-অফিসের অগ্রহ। আইসনহাওয়ার এ ব্যাপারে আসছেন না বটে, কিন্তু চীনের ব্যাপারে ভারতকে সর্বপ্রকার সহায়ের অতিপ্রায় আগ্রহসর্বধার প্রকাশিত হয়েছে। তার অর্থ আগামী বিশ্ব-মহা-ব্যপ্তির রূপরেখা ভারত-চীন সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত হবে। ঠিক সেই কারণেই মনে হচ্ছে, চীনের মনোগত অতিপ্রায় যাই হোক, রাশিয়া এই ব্যাপারে উৎসাহ দেবে না। মনে হয়, চীন-ভারত সংঘর্ষের ব্যাপারটা যতখানি গুরুতর বলে বোধ হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত ঠিক ততখানি অগ্রসর নাও হতে পারে। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে, আগুন ওখান থেকে ছোঁয়াচ্ছে। বারুদও কাছাকাছি রয়েছে।

এ সমস্যার সবচেয়ে বিপজ্জনক খবর

সোভিয়েট নেতা মিঃ খ্রুশ্চেভের আমেরিকায় আগমনের পূর্বে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার পশ্চিমা ব্লকের তিন প্রধান মুরোশীয় শক্তি—ব্রুটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর নেতাদের সঙ্গে আলোচনা-আলোচনা এবং মত-বিনিময়ের জন্য সফরে বেরিয়েছেন। মিঃ আইসেনহাওয়ার প্রথমে বন-এ চ্যান্সেলার আদেনাওয়ার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারপরে তিনি ব্রুটেনে মিঃ ম্যাকমিলানের সঙ্গে কথা বলছেন। তারপরে প্যারিসে প্রেসিডেন্ট দাগলের সঙ্গে আলোচনার পালা। সেইটাই হবে সবচেয়ে কুটকচালে ব্যাপার। এইসব নিয়ে জল্পনাকল্পনের সুখভোগ এবং পরে মিঃ খ্রুশ্চেভ যখন আমেরিকায় যাবেন তখন সাংবাদিকজগতে যে হৈ-হৈ কাণ্ড চলবে নিশ্চিত তার রসাবাদন করা আমাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। কারণ ভারতবর্ষের নিজের উপরেই একটা প্রকাণ্ড সংকটের ছায়া এসে পড়েছে। তিব্বত পেরিয়ে কম্যুনিষ্ট চীনের সশস্ত্র আক্রমণ ভারতভূমি এবং নিরপত্তার দিক থেকে ভারতের আশ্রয়ধীন রাজ্যসমূহকে স্পর্শ করেছে। উত্তর পশ্চিমে লাডাকে এবং উত্তর-পূর্বে নেফায় ভারতভূমির একাধিক স্থানে চীনা সৈন্য প্রবেশ করে ঘাট করেছে চুপে চুপে নয়, ভারতীয় রক্ষিদলকে মেরে জড়িয়ে। ভূটানের প্রান্তে চীনা সৈন্য সমাবেশের সংবাদ পাওয়া গেছে, তদুপরি কিছু চীনা সৈন্য ভূটানের ভিতরেও প্রবেশ করেছে বলে শুন্য হচ্ছে। নেপালের উত্তর সীমান্তে অক্ষত আছে কিনা কে জানে। নেপালের উত্তর পূর্ব দিকে মাত সে-তুং এবং চু-এনলাইয়ের অসংখ্য ছাঁব বিহারিত হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। মোটের উপর ভারতের যেসব অংশ চীনামাশে চীনের অধীনত বলে দেখানো হয়ে আসছিল সেই সমস্ত এলাকা জুড়ে একটা বিরাট চৈনিক অভিযানের আভাস সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাস পিকিং-এর বড়কর্তারা যা করার কাজে করছেন, এখনো মুখে কিছু বলছেন না; কিন্তু দু'একজন ক্ষেত্র কতীর ঘোষণায় চীন সরকারের মনোভাব ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার ব্যক্ত হয়েছে—রাজনৈতিক এবং সামরিক উভয় উপায়ের দ্বারা হিমালয়বাসী তাবৎ জাতিকে চৈনিক অধিকারভুক্ত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ঘোষণা করেছেন—ভূটান এবং সিকিম রক্ষার দায়িত্ব ভারত সরকারের, এই রাজ্যগুলির উপর যদি আক্রমণ হয়, তবে সে আক্রমণ ভারতের উপর আক্রমণ বলে গণ্য করা হবে। “ম্যাকমোহন লাইনের” অস্তিত্ব কোন প্রকারে অস্বীকার করার চেষ্টাও ভারত সরকার সহ্য করবেন না বলে শ্রীনেহরু ঘোষণা করেছেন। চীনাদের ভারতভূমিতে কন্যায় প্রবেশ এবং ভারতীয়-

বেদেশিকী

রক্ষীদের হতাহত করার জন্য পিকিং-এ প্রতিবাদ পাঠানো হয়েছে এবং ভারতভূমি থেকে জবরদখলকারী চীনা সৈন্যদের হঠাৎ করে জব্দ করা হচ্ছে বলে দেশ-বাসীকে জানানো হয়েছে। এজন্য “নেফা” সংগঠনের নিরাপত্তা রক্ষার ভার কেবল মাত্র “আসাম রাইফেলস”-এর উপর না রেখে উক্ত অঞ্চলকে সাক্ষাৎ এক সৈন্যবাহিনীর দায়িত্বের মধ্যে আনা হয়েছে। মোটের উপর এটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভারতের এবং যারা নিরাপত্তার জন্য ভারতের উপর নির্ভরশীল তাদের রক্ষার জন্য ভারত সরকার বশপত্রিক হয়েছেন।

এই কতৃব্য যেমন সুস্পষ্ট এর সম্পাদনও কিন্তু তেমনি কঠিন। কারণ এই অবস্থা যে একদিন হতে পারে তার জন্য ভারত সরকার যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন। মিঃ এম এম হুসেনের প্রস্তুতির ব্যবস্থাও হয়নি। অবশ্য মাত্রা শক্তির প্রশ্নও

ছিল। আসলে প্রথম বাঁধ ডাঙল যখন তিব্বতের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়ে সেখানে নিরক্ষর চীনা কতৃক প্রতিষ্ঠিত হল এবং ভারত সরকার তা মেনে নিলেন। তিব্বত যতদিন স্বাধীন ছিল এবং যতদিন তিব্বতকে সাহায্য করার শক্তি চীনের ছিল না ততদিন পর্যন্ত ভারতের উত্তর সীমান্ত রক্ষার সমস্যা যা ছিল ১৯৫০-এ তার আমূল পরিবর্তনের সূচনা হল। চীন কতৃক তিব্বত গ্রাসের ফলে কেবল তিব্বতীরা যে স্বাধীনতা হারালো তা নয়, “বাক্সা” স্টেট হিসাবে, তিব্বতের যে কার্যকরিতা ছিল তাও নষ্ট হল। এটা ভারত ও চীন উভয়ের নিকটই সমান ক্ষতিকর বোধ হত যদি চীনের কৌক সম্প্রসারণের দিকে না যেত। কিন্তু ভারত যাকে “বাক্সা” বলে মনে করত চীনের নিকট সেটা ছিল বাধ্য। সুতরাং চীন কতৃক তিব্বত অধিকারের ফলে ভারতের পক্ষে যেটা সমস্যা হয়ে দেখা দিল চীনের কাছে সেটা হল সুযোগ।

১৯৫০ সালে চীনের তিব্বতে সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে মাদ্র প্রতিবাদ করতে গিয়ে শ্রী নেহরু ভগ্নিস্ত হয়ে চুপ করে যান। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভারত সরকার তখন আশংকা বোধ করেন নি, এরূপ বিশ্বাস হয় না, কিন্তু যে-কারণেই হোক,

অমলাশংকর বার : সত্যাসত্য (ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ বাংলা সাহিত্যে) একমাত্র গ্রন্থিক উপন্যাস ৩১, অজ্ঞাতবাস (নতুন সংস্করণ) ৬, রক্ত ও শ্রীমতী ১ম ভাগ ৩, ২য় ভাগ ৩০০ কন্যা ৩, কণ্ঠস্বর ৩, আধুনিকতা ২, চতুরালি (নোটক) ১০০
অচিন্ত্যব্রাহ্মণ সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ (নবকালের নবসংস্করণ) ৬, উর্গনিত ৩০০ বিবাহের চেয়ে বড় ১০০ যায় যদি যাক ৩, পাখনা ২০০
উপেন্দ্রনাথ গুপ্তপাধ্যায় : শেষ বৈঠক ৩০০ বিদূষী ভার্যী ১০০ অভিজ্ঞান ৬, অমলা ৩, অস্তরঙ্গ ১০০ শশীনাথ ৫, উটরোগ (নোটক) ২, নবেন্দ্র ঘোষ : আজব নগরের কাহিনী (নতুন সংস্করণ) ৮, ফিয়ার্স লেন ২০, বসন্ত বাহার ১, পাখিবাঁ সবর ২০০
নারায়ণ গুপ্তপাধ্যায় : নীল দিগন্ত (নতুন সংস্করণ) ৩, সজারিনী ৩, ট্র্যাক ২, সাহিত্যে জোটগল্প ৮, সাহিত্য ও সাহিত্যিক ২, ডাড়াটে চাই (নোটক) ১০০
বনমাল : অশ্বিনীশ্বর ১, মহারাণী ৩০০ ভুবন সোম ২, ডানা ১ম ৩০০ ডানা ২য় ১০০ এম ৩, একত্রে ১২, মধুসূদন (নোটক) ৩, প্রমথনাথ বিশা : চাপাটী ও পদ্ম ৩, নীলমণির স্বর্গ ৩, কলং কুন্ডা (নোটক) ১০০ ঘাতং পিবেৎ (নোটক) ২, ছবি বন্দোপাধ্যায় : চোর (নোটক) ২, স্ট্রীট বেগার (নোটক) ২০
দীপক চৌধুরী : দাগ ১ম ৫, ২য় (সদাপ্রকাশিত) ৪, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় : অভিচারিকা ৩, পূর্বরাগ ২০০
রূপদর্শী : রংব্যাগ ৩৫০ রমাপদ চৌধুরী : লালবাঈ ৫,

ডি. এম. লাইব্রেরী : ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট : কলকাতা ৬

তখন চীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘর্ষের সম্ভাবনা এড়িয়ে যাবার দিকেই ভারত সরকারের নীতি চালিত হয়। তিব্বতকে হজম করার জন্য চীনের কিছুটা সময়ের

প্রয়োজন ছিল, সেজন্য চীন তিব্বতকে “মুক্ত” করেও তার স্বাভাব্য—অটনমি” রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। ভারত সরকারের বোধহয় আশা ছিল যে, তিব্বতের ‘অটনমি’ যদি থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারত যদি চীনের প্রতি সর্বপ্রকার সৌহার্দ্য দেখিয়ে তাকে খুশী রাখে তাহলে সমীচীন রক্ষার সমস্যাটা উৎকট হয়ে উঠবে না। এই মনোভাবের থেকেই তিব্বত সম্পর্কিত চীন-ভারত চুক্তি হয় যাতে তিব্বতের উপর চীনের “সজ্ঞাবেইনটি” ভারত সরকার স্বীকার করে নেন। এই চুক্তির মূখ্যবস্তুই ছিল “পশুশাসন”। এই চুক্তির সঙ্গে “মিউনিক প্যাক্ট” তুলনীয় হত যদি ভারত সরকার সত্যি বিশ্বাস না করতেন যে, চীন তিব্বতের ‘অটনমি’ নষ্ট করবে না।

কিন্তু কর্তব্য সধা গেল যে, ভারত সরকারের সেই বিশ্বাস অমূলক ছিল। তিব্বত ও ভারত সরকার উভয়েই প্রতারণা হয়েছেন। চীনের সঙ্গে চুক্তি করে এবং পরবর্তীকালে অসংখ্যবার চীনের মনস্ত্বিচ্ছুর চেষ্টা করে ভারত সরকার কিছুই বাঁচাতে পারেন নি, না তিব্বতের স্বাভাব্যতা, না ভারতের স্বাধীনতা। ভারতের মধ্যে চীনের

দস্যুবাহিনীর উপর একটা আঘাট বিধিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যখন সময় হল, চীন নৈজেই অসম্মোচে সে আঘাট টেনে ফেলে দিল। তিব্বতের স্বাভাব্য নিঃশেষ হবার মুখে যখন তিব্বতীরা মরিয়া হয়ে বিদ্রোহ করল তখন তাকে দমন করার জন্য বে-চাঙনীতি চলেছে তাতে তিব্বতীদের জাতীয় সত্তার অস্তিত্বই সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছে। ভারত সরকারের সবিনয় দুঃখপ্রকাশ চীনকে নরম করার চেয়ে আরো গরম করেছে। দলাই লামা এবং দুগুত ক্যাক সহস্র তিব্বতীর ভারতে আশ্রয়লাভ করতে চীনা সরকারের ক্রোধের অস্ত নেই। ভারতকে “সাম্রাজ্যবাদী” এবং অন্য বেশের আভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপকারী বলে কট্টরিত্রের স্রোত বইতে থাকে। কিন্তু তাতেই শেষ হয়নি। চীনের সামরিক ও বাতুনৈতিক আক্রমণ তিব্বত পেরিয়ে আরো দক্ষিণে অগ্রসর হয়েছে।

ইতিমধ্যে ভারত সরকার নানা ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে পিকিংএ পত্র প্রেরণ করে আসছেন। তার কোনো উত্তর নেই। অথবা হয়ত চীন সরকার মান্য করেন যে, সীমান্তে চীনা সৈন্যরাই হার উত্তর দিচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে বাতুনৈতিক সম্বন্ধ যেন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। মনে হয়, পিকিং সরকার যেন সেই সম্বন্ধ ছেঁদে নকতেই চান। দলাই লামার ভারত এগমনের অল্প কয়েকদিন পরই পিকিং-এর বাতুনৈতিক আক্রমণের ঘোষণা—চীন চলে মনে, চিনি আর আসেন নি, চিন্নীতে চীনিক পত্নতাবাসের ভার সেই থেকে শার্পে দ্য আফগানিস্তানের উপরেই আছে। এই থেকে ভারতের প্রতি চীনের মনোভাব কী প্রকার তা বুঝা যায়। এই অকথ্য পিকিং ও ভারতীয় কাউন্সিলের পক্ষে প্রকট ও ভারতের পক্ষে সম্মানজনক নয় বিবেচনায় রাখা শ্রমে লাগে যে, চিনি পিকিং-এর কর্তার সঙ্গে চেষ্টা করেও সেখানকার প্রায় পান না।

এদিকে এডমিন প্যার আফগানের চীন সম্পর্কিত নীতির সার্থিতা প্রকাশ পাওয়ার সরকার এবং দেশবাসী আতঙ্কিত চিত্তের মধ্যে পড়েছেন। চীনের উদ্দেশ্য বহুক্ষেপে উপলব্ধি করতে পারলে আজকে এওটা সংসদে পড়ত হত না। বাংলার যে-ভুল সেটা জাহিগত কোনো ব্যাপার নয়। অথবা চীনা সরকার কম্যুনিষ্ট বরাই এইরকম করছেন তা নয়। অদ্য কম্যুনিষ্ট বলে রাজ্য প্রসারের কামের খনিবট বিশেষত্ব আছে। আসল কথা, আমাদের সন্তান রাখা উচিত ছিল যে, চীন মূলত একটি সাম্রাজ্য এবং সেই সাম্রাজ্য অধুনা একটি বিরাট সামরিক শক্তি—মিলিটারী পাওয়ার—হয়ে উঠছে। এরূপ সংস্থার আচরণের মূল তার স্বভাবের মধ্যেই নিহিত থাকে।

(সি ৮৯৭২)

হিমাংশুকুমার গদ্বস্তর

অসামান্য ও নবতম উপন্যাস

মনমুগয়া

শুধু নবতম নয় সৃষ্টি হিসাবেও অপূর্ব
.....বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিপ্রা নেই বলে
রমঙ্গা যাকে প্রত্যাখ্যান করছিল, সেই
সুকোমল মাল বাক্যের দিতে চায়
শুধু ত্রিপ্রা এই মানবের যোগ্যতার
চরম মিলনশীল নয়.....

ডি. এম. লাইব্রেরী

৬২ কন ওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি-৬

(সি ৯০৩০)

• শারদীয় ১৩৬৬ •

বি চিত্রা

একটি অপূর্ণ শারদীয় সংকলন। মহালায়ার আগেই প্রকাশিত আছে

• উপন্যাস •

বনফুল ও শৈলজানন্দ ও নবেন্দু ঘোষ

• গল্প ও অন্যান্য রচনা •

সন্দেহকুমার ঘোষ - নরেন্দ্রনাথ মিত্র - বিমল বর - হ. পদশী - গৌরাধরোহণ ভট্টাচার্য - কুমারেশ
ঘোষ - প্রশান্ত চৌধুরী - হীরেন চৌধুরী - প্রবোধ - চিত্ত সিংহ - দেবব্রত মথোপাধ্যায়

কোলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাস চিত্রভাণ্ডারের দুই শতাধিক রঙীন ছবি ও অপূর্ণ
অলংকরণে সজ্জিত চার শতাধিক পৃষ্ঠার এই অপূর্ণ সংকলনের দাম হবে মাত্র
তিন টাকা। অগ্রিম সহ অর্ডার পাঠান। অর্ডার নেওয়ার শেষ তারিখ ১৮ই সেপ্টেম্বর।

ঠিকানা : পি ১১, সি, আই, টি রোড (মদনমোহনতলা)

কোলকাতা-পাচি। ফোন : ৫৫-৪৫০০

(সি ৮৯৭২)



শ্রীহারীতরুঙ্গ দেব

মাইন

প্রমথ চৌধুরীর ১৮৮১-১৭ তারিখের চিঠিতে বিশেষ করে যে চরিত্রের স্মৃতি সত্যের নাম আছে, তাঁদের মধ্যে প্রথমটির পরিচয় দ্বিতীয়টির দেবার উপলক্ষ হয়নি। তিনি হচ্ছেন বরদা গুপ্ত। তিনি সবার দলে ছাড়া হবার আগে তাকিয়ে এক প্রবন্ধ পঠান, সবচেয়ে পরে ছাপাবার জন্যে। সে প্রবন্ধ নামসই ছিল, নন্দীবালা গুপ্ত। পরে তিনি স্বয়ং এসে স্বাক্ষর করে যান যে নন্দীবালা তাঁর স্মৃতির নাম। প্রবন্ধকেও যে স্মৃতির নামে বেনামী করা যায়, এর পূর্বে কখনো শুনিনি। ইন্দ্রনাথ শুনেনি, অচিন্তা সেনগুপ্তও একবার নরিক প্রবাসীতে ছাপাবার জন্যে একটি কবিতা পঠান, নিজেরই নাম মই করে, কিন্তু সেটি ফেরৎ আসে। আমার সেই কবিতাই টান পড়লেন এক মহিলার নাম (নীহারিকা দেবী) দিয়ে, আর তখনই সেটি ছাপা হয়ে বেরুল। এতে মোঘলের প্রতি একটু এক-চোখামুখি প্রমাণ হয়তো পাওয়া যায়, তবে সেটাকে স্বাক্ষরবৈধীভাষ্যে বলা চলে। সম্পাদকরা এবং তাঁদের সহকারী যারা, কবিতা নির্বাচন করেন—সকলেই ত ঋণাত্মক মূর্খনি নন।

কবিতার ছাৰ ও ভাষা থেকে অনেক সময়ে অনুমান করা যায়, কবি পুরুষ কি নারী। 'যে ছিল আমার স্বপন-চরিত্রী' তারে বাকিতে পারিনি। একথা পুরুষের মুখেই মানায়। কিন্তু সব রচনার এরূপ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে না। এমন অনেক রচনা আছে, যা পড়ে ঠিক বোঝা যায় না, লেখক আসলে লেখক না লেখিকা। অবশ্য এটাও স্বীকার্য যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নর-ভাব ও নারী-ভাব দুইই থাকে, কারো একটা বেশী, কারো একটা কম। কোনো

নারীর ব্যবহারে যদি পুরুষভাব দেখি, আমরা সেটাকে 'পুরুষালী' বলি। অপর-পক্ষে কোনো পুরুষের আচরণে যদি স্ত্রীজনোচিত ভাব লক্ষ্য করি, আমরা তার নাম দিই 'মেয়েলী'।

হাতের লেখাতেও এদুই ভাবের আত্ম-প্রকাশ অনুভব করা যায়। ইংরিজী লেখায় খট্কা-খড়্কা গোল-গোল অক্ষর দেখলে সেখানে আমরা তাকে বলি 'মেডীজ হ্যান্ড'। ডানদিকে হেলানো অক্ষর ছিল পৌরুষের মাপকাঠি; হাতের লেখা দেখে লেখক বা লেখিকার স্বভাব ও চরিত্র বোঝবার চেষ্টা করেন কেউ কেউ, যেমন হাতের রেখা দেখে ভূত ভবিষ্যৎ-বর্তমান

জয় এ

ওবা সেনেটম্পর ভাদ্র বোর তল

প্রবন্ধ সোভিয়েট মন্ত্রণালয়ে গণতন্ত্র

সংবাদমাধ্যমের কবিতা

শিক্ষার মিশ্রকর্ম

যোগেশ বাগল • পিতৃদেব - সত্যরত বসু
দ্বারাভিত্যিক তত্ত্বমি : জাঃ কিতাণো

গণপ - কবিতা - বিশ্ববাস্তবী - বর্তমান প্রসঙ্গ

মহালা সড়ক বর্ষিক ৬-৫০ নম্বর ৩৬ নং

১৭৬ বার্ষিকতাই এডিশন, কলি ১৬

প্রকাশিত হয়েছে

জ ল সা

ভাদ্র সংখ্যা [দ্বিতীয় বর্ষ] [দ্বিতীয় সংখ্যা] দাম এক টাকা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

"সরোবর"

একটি বিশেষ মনোভিত্তিক রচনা, তখনকার একটি অন্যতম পুরুষ। পুরুষের চোখে সারস্বতের নীল হোলে রেখা, মাঝে মাঝে সবার জন্যে তোল মাথোপাশের গোড়পাশায় নিখর সম্রাটের তল অবাক বিশ্রামের সব কিছু দেখে। কখনও কেউ নদীরে নামে তার দেহের ভৌতিক তুলন্য ব্যাক অকোচন তোল। ইন্দ্রনাথ আমর সোভী মাতুরাশ্যটি শিকর ধরত কিন্তু সেটি মাতুরাশ্যের কুক চির। নিখর পুরুষটি কখনো কোনও সময় ভুলে যায় পুরুষের বর হয়ে পড়ে মুখ পোকা কীট।

রমাগদ চৌধুরী

লেখালিখ

সাগরময় ঘোষের

সম্পাদকের বৈঠকে

সন্তোষকুমার ঘোষের

মাসের ছাঁব

শচীন ভৌমিকের

প্রশ্নবাণ : বম্বের খবর

মেরিলিন মন্ড্রো : হারিসাধন দাশগুপ্ত

আশীষতর, মুখোপাধ্যায় পারিচালিত গানের আসর : লটুডিও
রিপোর্টারের ডায়েরী : সাহিত্যিক সমাচার : লন্ডন শটুডিওর
আশেপাশে : টিপ্পনি : বিচিত্রা : খিয়েটার প্রসঙ্গ : শ্রীসরকারের
চিত্রের উত্তর

কলকাতা ও বোম্বে চিত্রজগতের ৭০খানা ছাঁব

জলসা : ৫বি ডাঃ সুরেশ সরকার রোড। কলকাতা ১৪

শিচার করে থাকেন, যারা সামুদ্রিক শাস্ত্র পারদর্শী। কর-কোষ্ঠীতে বিচক্ষণ ব্যক্তির বলেন, পূর্বজন্মের কর্মফলই ইহজন্মে রেখা-রূপ নিয়ে হাতে আসে। আর আমরা জানি যে, হাত দিয়ে খেলোখা বেরোয়, সে হচ্ছে ইহজন্মেরই কর্মফল, কেননা লেখার কাজ ত একটা কর্ম বটে, এবং সে-কর্ম সুসম্পন্ন করতে হলে মনোযোগের প্রয়োজন। এ কর্ম-সাধনে কোন লেখক কতটা যোগ-সাধন করেছেন, তার চিত্ত-বৃত্তিনিরোধ কী পরিমাণে হয়েছে, তার প্রমাণ তার হস্তাক্ষরে পাওয়া উচিত। এতিহাসিক লেখক কোন জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, তারও আভাস পেতে পারা যায়, যদি তিনি কোনো বিজাতীয় লিপিকে করারত্ত করে থাকেন। যেমন, আমরা বাঙালীরা ইংরিজী হরফ লিখতে শিখেছি, কিন্তু যেহেতু সে-হরফ আমাদের কাছে বিজাতীয়, তার চেহারা কিছু বদলে যায়, আমাদের হাতে পড়ে। বাঙালীয়ানার ছাপ নিয়ে ইংরিজী হরফ বেরোয় আমাদের কলম থেকে। অনুরূপ ছাপ পড়ে আমাদের ইংরিজী রচনাতে। অপরপক্ষে আমরা এত ইংরিজী লিখি ও পড়ি—ইংরিজীতেই ত আমাদের বেশীর ভাগ বাংলা লিখতে বাঁস, তখন সে-লেখ্যেই আবার ইংরিজী প্রভাব ফুটে ওঠে।

একথা যে অক্ষরে-অক্ষরে সত্য—এই দেখুন, ইংরিজীর “true to the letter” বাক্যাংশটির এককূর্ন কেনন প্রভাব এসে গেল—তার প্রমাণ ডাকযোগে পত্রালাপে

অনেকবার পেয়েছি। এসম্বন্ধে আমার মনে অনুভূতির প্রথম আগম হয়, যখন আমি সবুজ দলের একজন হয়েও মৌবরাজ চন্দ্রগুপ্তের কাল-নির্ধারণকল্পে ‘ক্ষুদ্র’ দেবেন্দ্রপ্রসাদ জৈনের সঙ্গে পত্রালাপ আরম্ভ করি। ঐ বিষয়ে জৈন-সাহিত্যের সাক্ষ্য মূল্যবান, এ ধারণা তখন আমার হয়েছে। দেবেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন বিহার প্রদেশের অন্তর্গত আরা নগরের অধিবাসী। তিনি বরাবরই আমার অদৃষ্ট-বন্ধুই হয়ে গেলেন, কারণ তাকে চোখে দেখার সুযোগ কখনও পাইনি। তিনি আমাকে অনেক বই হিন্দী, প্রাকৃত, সংস্কৃত—ডাকযোগে বিনামূল্যে পাঠিয়ে দিতেন এবং তত্ত্ব প্রমাণের ব্যাখ্যা করতেন ইংরিজীতে লেখা চিঠিতে। সেইসব চিঠিতে তার ইংরিজী হাতের লেখার ধরন দেখে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, কই? আমরা বাঙালীরা ত এভাবে ইংরিজী অক্ষর লিখি না? নিশ্চয়ই নগরী অক্ষরের প্রভাব তার ইংরিজী হস্তাক্ষরে প্রতিফলিত।

ইংলান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নরওয়ে, সুইডেন, আমেরিকা—এসব দেশ থেকে ইংরিজীতে লেখা যেসব চিঠি পেয়েছি তাতেও হস্তাক্ষরের জটিলত্ব ইংরিজী কিছু কিছু লক্ষ্য করছি। সবচেয়ে মজার মনে হয়েছে জার্মানির ‘খ’ লেখা—সেই ইংরিজী ‘খ’ এরই মতন। কিন্তু পেট-কাটা কে সে এই জার্মান সত্য-এর পেট কেটেছিল তা জানি না। জানতে পারলে হয়তো তার গুণগণন করতুম, সবেক সময়ে

চাড়িয়ে, কেননা আমরা এখন নিরপেক্ষ জাতি, কারো সাতেও নেই, পাতেও নেই।

শিশুকালে বাংলা মূর্খনা-যকে পেট-কাটা মধ্যায়-য’ বলতে শুনছি, কিন্তু তখন লেশমাত্র সন্দেহ হয় নি যে, পেট কেটে তার মধ্যে অন্ন দেবার প্রবৃত্তি থেকে পেট-কাটা মধ্যায়-য-এর সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। এখন যে অবস্থা পাঁড়িয়েছে, তাতে পেট-কাটা অনাবশ্যক। যারা আমাদের অন্ন জোগাবেন বলে আশা করছি, তাঁরা আগে থাকতেই আমাদের পেট কেটে রেখে দিয়েছেন এবং পেট ভর্তি করার ব্যবস্থা নিজেদের হরফ থেকে উত্তমরূপেই করেছেন।

প্রাচীনকালের শিল্পালিঙ্গ, পৃথিবী প্রভৃতিতে সেরকম হাতের লেখার নিদর্শন মিলে, তার মধ্যেও এট দিক থেকে বিচারের অবকাশ আছে। মিশরের অবিচলিত গ্রীক ভাষার লেখা পৃথিবী যা পৃথিবী গোছ, তার তিতব কতকগুলি হচ্ছে খৃষ্ট-জন্মের অনেক পূর্বকালের, যখন আরোহণজাতকের সেনাপতি কুলমার টেটসমী-এর লেখা সেখানে বাতায় কবোনা? সে-সময়কার গ্রীক অক্ষর যেসকল চাপের, তার পরবর্তীকাল সে-সকল চাপের আর রঙিন না? বানী রিওপট্রিওর আখর এর পর রোমের সম্রাট অলপট্রিও মিশরের একটি রোমান সম্রাটের প্রদেশ বানিয়া পিলেন। ফলে গ্রীক লিপিতে অক্ষর রোমের প্রভাব হিড়ায় পড়ল। এই প্রকার সাক্ষ্য অনেকটা পাওয়ায় যে সা প্রাচীন লিপির ইতিহাস, গ্রীকের প্রদর্শিত হয়ে যদি আমাদের পড়ানি, লিপির বিবর্তিত প্রাকৃতিকতার তার আমবা ন্যূনতম তত্ত্ব লাভ করবে পরি।

বাংলা অক্ষরের এতটা অধ্যয়নকরা ‘অক্ষর’ লিপিকল্পের লিপিকল্পের মত মই আবেগ পাড়েন লিপিকল্প লিপিকল্পের সমগ্র লিপিকল্পটি ইতিহাসের প্রমাণ মিলে, লিপির মতন রঙিন অক্ষর লেখা কেবল সবকিছুর ধারণা অক্ষর লেখতে হলেও। স্পষ্টতই প্রমাণ হয় যে, পুরোনো লোকের লেখকানা ছিল রঙিন লিপির আর লিপিকল্পের বেশ ছিল। অন্যতম-লেখকান যারাও লিপিকল্প প্রমাণকর। লিপিকল্পের সবকিছুর যে এ ক্ষেত্রে সব অক্ষর লেখতে কোনো সাহস্য থাকতে পারে না। এই লিপিকল্প প্রমাণকর বলা আছে যে, সুরক-পির থেকে ‘অক্ষর’ ও তার মতাপের প্রমাণকর (মহাশূর) মধ্যায়ের কাজে বেনালিপ্রায়ের (অধোবের) অজ্ঞা পাঠাচ্ছেন। অধ্যাপক ‘দেবদত্ত’ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মতে এই ‘অক্ষর’ ছিলেন, অশোকের যশরাজ, এবং সুরক-পির ছিল মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগড়ে। সে যাই হোক, খরোষ্ঠী-প্রধান প্রদেশের লিপিকল্পকে এনে মহাশূরের সিদ্ধপুরে এই

- বাংলা সাহিত্যের দুই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস -

প্রমথনাথ বিশারী

কেরী
সাহেবের
মুন্সী

১ চতুর্থ মূদ্রণ
= সাড়ে আট টাকা =

গণেন্দ্রকুমার মিত্রের

ব
হি
ব
ন্যা

দ্বিতীয়
মূদ্রণ
বহুসংখ্য

= সাড়ে আট টাকা =

সমগ্র ঘেরা আন্দামানের পছতপটে
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
অপূর্ব উপন্যাস

সমুদ্র সফেন

দ্বিতীয়
মূদ্রণ
বহুসংখ্য

আশাপূর্ণা দেবীর
নতুন উপন্যাস

ছাড়গত্র

(মহুসংখ্য)

৪৭

মিঃ ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ও প্রাকৈ পাওয়া যায়,—অর্থাৎ এটা 'সিই-
মাস্ট-দুইহুইল'র মতন 'আই-জি'র নিকটব-
বস্টী-স্টেন পেনকে সরণ-কলম বলা টুল,
'কিছু' 'সিই' 'পেন' বসেই অজকাল লোকে
ঐ জিনিসটাই বসকে, এবং ওটার ব্যবহার
এখন প্রায় সকলেই করে।

বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তক ভাণ্ডার কলকাতা জি.পি. অর্ডারে । মূল্য : আশ্রয় দেয়া ।

অশোকের সময়ে ফাউন্টেন পেন ছিল না বটে, কিন্তু কাল-কলমের প্রয়োগ তখন লোকে জানত। তার চাক্ষুস প্রমাণ থাকা উচিত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। সচিভেট আবিষ্কৃত সারিপুস্ত ও মেগস্তাথেনের সেনাবংশে যে পাথরের কোটায় ছিল, সেই কোটায় চাক্ষুস দুটোয় কাল দিয়ে লেখা ছিল—স্যা' আর মো', অর্থাৎ ঐ দুই মহা-পুরুষের নামের আদ্য-অক্ষর। সে-মিউজিয়াম থেকে খসে ধূমধাম করে এখন দোহাবংশে প্রিভিরয়ে আনা হল, সচিভেট নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। তখন ব্রিটিশরা ঐ কোটায় দুটো ফেরত দেন নি। সচিভেট গিয়ে যদি বেউঠেই ধরেনঃ সচিভেট কতটা মুগ্ধ বৃত্তা, তাহলে সুরলোক থেকে সন্দেহ পড়া যাবে কি? আশা বড় কম।

প্রথম চৌধুরীর হাতের লেখা রবিরাব, বা ইন্দিরা দেবীর মতন সন্ধান ছিল না। তাই তার চিঠি নকল করিয়ে নিয়েছিলুম একটি মেয়েকে দিয়ে, এবং সেই নকল সামনে রেখে এখন সবচেপাতার ডাক লিখছি। মেয়েটি এইসব চিঠি নকল করতে যখন আসত, তখন সে আমায় রবীন্দ্রনাথের অনেক গান গায়ে শুনিয়েছে। সে-সংগীতের সঙ্গে পেয়ে কী পরিমাণে তার হস্তাক্ষর স্পন্দরূপ ধারণ করেছিল, তা জানি না। তার হাতের লেখা, মুক্তের মতন। তাই তাকে যখন গ্রামেই ইন্দিরা দেবী

চৌধুরীগণীর কাছে পরিচয় দিয়ে পাঠাই শান্তিনিকেতনে, তখন তার এ-গুণেরও পরিচয় দিয়েছিলুম—কেবল এ-কথা লিখে 'দৈ নি যে, তাকে আমি "মুক্ত-হস্তা" বলে থাকি। কেননা বার্তাসীল মুখে এই সংস্কৃত শব্দকে উচ্চারণ করলে "মুক্তো-হস্তা"র মতন শোনায়। ফলে ইন্দিরা দেবী নারীক স্মিতমুখে তাকে প্রশ্ন করেনঃ আচ্ছা, হারীত তোমার কে হয়?—সে তার আত্মপরিচয় শূন্যে বাতাইল যে, তার নাম তুপিত চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু বলেনি যে, তার মাতামহ ছিলেন আমার সহপাঠী 'প্রাণ' ত মুখোজ্যে (যিনি পল্লিসের উচ্চপন্থ্য কর্মচারী হয়েছিলেন)। সুতরাং সে স্বদেশ আমার নাহল। এখন সে তার নিয়ে "কালীবাস" করছে।

হস্তাক্ষর নারীভাব প্রকাশ করছে আজকাল কোনো কোনো মেয়ে কলম নোদ করে। এখানকার বিপ্লবী সমাজে এমনকি ব্যাপারে নারীরা পুরুষের কড়া করণে বাসত। এ-বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, যখন ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ-লক্ষ পুরুষ সৈনিক ঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। অর্থাৎ যে সময়ে এখানে আমরা প্রথম চৌধুরীর সবচেপাতায় আসার জন্মিচ্ছিলুম।

সেই সময়েই তেমনবা শাউ স্কট্‌স পুরাত্ন অবসর করে। কলিকাতার রিট অফিসের পায়ের মোড়ালি পক্ষিত ঢাকা দেওয়া সকাঁচি বা গাউন আর চান্সল না, কারণ লেডু ক্রীপ

করার দরকার হল। কাপড়ের দুঃপ্রাপ্যতাও এই নতুন ফাসানের জন্যে অনেকটা দায়ী। পরশুরামের গল্পে এই ধরনের স্কাটকে বাদীপাতার গামছা গোছ একটা নাম দেওয়া যাচ্ছে। শোনা গেল, বিলেতের মেয়েরা পুরুষদের প্রায় সব কাজই করে যাচ্ছে—মায় ট্রাম-কাডাউরের কাজ পর্যন্ত। তবে সেগুলোই তাদের "গৃহকর্ম" একথা বলা যায়, কারণ ওরা স্বদেশকে 'Home' বলে। সুতরাং ভেলেরা যখন বাইরে লড়াই করতে লসত, মেয়েরা তখন ঘরের কাজ-কর্ম নিয়েই বসত। এটা সমাজের পুরাতন ব্যবসারই বিস্তৃতি মাত্র, কেননা, সে-ব্যবসাতে পুরুষের প্রধান কতটা বাইরে বৌরায় এলা-ভট্টাদির তরনে অর্থ উপার্জন করা, আর নারীর প্রধান কতটা ঘর বাসে সেই অর্থের সৃষ্টি, প্রয়োগ যাতে খাওয়া-পরা ও সন্তান যত্নে লিপ্ত হতে হয়।

শ্রমোচ্চ, মেয়েরা রোজগার করতে মেয়েরা কিনে, এ-সম্পদে অনেকদিন ধরে উত্তরোত্তর মত প্রচলিত ছিল এবং এখনও বেশি হয় এর চেয়ে মোটো নি। ভরসানী মেয়েরা নরিক অধিকার এ-প্রকার সম্পদ-ব্যবহৃত "পতন" করে নি। এদের বরখা, পুরুষেরা রেগেগার করে টকা এনে দেবে, আর মেয়েরা গৃহস্থালী কাজে সন্তোষ নিয়ে সেজেগেজে পাউড-ক্রেসকে মেয়ে ছিয়েটার নতুনসকল পরবে, অসময়ে দিবা-দুপুরে মাথার ঘাম পাতা ফেলে পরসার লেজগার করবে, পরসারের ধর শহুটা নিঃসন্দেহে ছাটকাই আসবে বরখা।

এখন "পরা-হস্তীনা" সমাজের সে-হস্তা-চাল শোনা যায়, এরা নারীর বাইরে গিয়ে অর্থ উপার্জন করে অনায়ে খুঁট উৎসর্গে পরসারের লেজগার করে, এরা খোঁড়াই করে বসে। এখন আর বড় একটা বলা চলে না যে, গরিবী গৃহস্থেও একটা সর্বোদর হয়েছিল। কলকাতা শব্দটি অস্তিত্বের সঙ্গে সীতলতা-সমাজের বসপ' আর 'ভেলেব' বসপ' এ দুই নামের সখিত্বতা কমে যাচ্ছে। হারি কেনো কালোই দুই-জ-হস্তীনা ভাবি ভেলেব না, তাহলে পণ-প্রদায় বৈলয় মেয়েরা পণ-অর্থের সমাজে বাধ্য হতেই পড়েছে। ব্যাপারে বেশি কিছু টাকা ধরে লিখে। এখন আর সে নিয়ম নেই কলকাতা চলে। রোজগার করা মেয়েরা বরখাওয়া যায় সংজো; শিবিরে কাজ পর চাওয়ার দরকার হয় না তার।

কিন্তু একটা উন্নতি দেখা যায় বাঙালী নারীসমাজে। মেয়েরা আরও বেশি দিয়ে সংস্কৃত শিখছেন। প্রত্যেকও এপিদ শ্রদ্ধা বর্ষিষ-প্রাপ্ত হচ্ছে। ভারতের ইতিহাস আলোচনায় তাঁরা মগ্ন হয়ে থাকবে চান অনেকেই। এটা শ্রুতলক্ষণ। প্রাচীন-নবীন সংযোগ রাখা কঠিন, আর একতরফা পালনে অনন্দও প্রচুর। (কমল)

প্রকাশিত হল

প্রেম-বিষয়ক সাহিত্যে এক অসামান্য সংযোজন

প্রেমের গল্প

তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

যে-প্রেম জীবনে উৎসাহ জাগায় না, অথবা চটেই উদ্দমনা, সেই নিরীহ পুত্র-প্রেমকে কখনও তারশঙ্কর তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য করেননি। তাঁর বর্ণিত প্রেমের একদিনের যেমন রয়েছে এক মুক্ত জীবনের উদ্দমনতা, অন্যদিকে আরও যেমনই রয়েছে এক আশ্চর্য প্রাপ্তির প্রশংসিত। এই উদ্দমনতা আর এই প্রশংসিতর সহযোগেই তিনি সৃষ্টি করেছেন প্রেমের এক অপূর্ব রূপমণ্ডল। বর্তমান বিশ্বে সেই রূপমণ্ডলের অবরণ উন্মোচিত হল। এক-একটি গল্প যেন নিউটন এক একটি মুক্তা যার কেন্দ্রবিন্দুই এতটুকু অসঙ্গতি নেই। এ-বই নিজেই আপনি পড়বেনই, এ-বই অন্যকেও আপনি পড়বেন। নিজ মনঃ হবার এবং প্রিয়জনকে মুগ্ধ করবার এ এক আশ্চর্য উপহার। দাম মাত্র চার টাকা।

আনন্দ পার্বলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

৫নং চিত্তার্মান দাস লেন

কলিকাতা - ৯

এই সাহিত্যের পূর্ববর্তী বই
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
প্রেমের গল্প

7

বীড়ার্স, কলার ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন : কলিকাতা ৬

‘যতক্ষণ না কারেন্ট আসে অপেক্ষা করিতে হবে।’ বলিলে সুকান্ত।

‘অর যদি অন্য কোনো গোলমাল হয়?’ ককিলের মুখে আতঙ্ক প্রায় সাদা।

‘যতক্ষণ মিস্ত্রি না আসে—’

‘বলেন কি। ততক্ষণ কুলের ত্রিশকড় মত?’ কাঠ-কাঠ গলায় বলিলে কাকিল।

‘কিন্তু নিশ্চয়ক হয়ে।’ যেন খুব একটা আনন্দের ব্যাপার, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে অগোপ্যভাবে মুখস্থ জানা উত্তর—এমনি উৎসাহ সুকান্তের ভাগিতে।

‘নিশ্চয়ক হয়ে?’ ভিতরে-ভিতরে মৃদু-মৃদু কাপিছে যেন কাকিল: ‘বলতে চান কোনো ভয় নেই?’

‘না, কিসের ভয়?’ যেন এক পা এগিয়ে এসে সুকান্ত: ‘আমি তো আছি।’

ইগিতটা বৃষ্টি লিফটম্যানকে। মানে লিফটম্যান যদি অশোভন কোনো আচরণ করে তবে প্রতিকর্তা স্বয়ং সুকান্ত। যেন সুকান্তের থেকে কোনো ভয় নেই। সে যেন বনে বাঘ নয়, ঘরে কালসাপ নয়। সে এক দেবশিশু।

আর, সঠি, লিফটম্যানের ব্যবহারকেও বলিহারি। কলকাতা যদি কোথাও খারাপ হয়ে থাকে, তবে হাতের যন্ত্রপাতি নিয়ে কিছ্রুটা নাড়াচাড়া করবে তো, বুঝুক বা না বুঝুক, কোথাও করবে তো একটু তদন্ত-তদারক। তা নয়, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে অনড় পুতুলের মত। লক্ষ্য নিজের দিকে নয়, অন্য দুই আরও দূর দিকে।

চোঁচলে? শুনতে পারে কেউ? শুনলেই বা উদ্ধার করবে কে? কে করবে সাহায্যের তেড়ালেড়?

উফট করতে লাগল কাকিল।

‘আপনি অত নাভাস হাফেন কেন?’ সুকান্ত বলিলে, ‘বসুন সিটটায়ে।’ বিস্ত্রাম করল।

কলসে উঠল কাকিল: ‘এটা এখন বিস্ত্রাম করার সময়?’

‘উপরে কি। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন দু’ পায়ে?’ বলিলে সুকান্ত। ‘পা ধরে গেলে এক সময় বসতে হবে হবেই।’

‘এখানে ঘরেনি।’

‘আমার উপরে অকারণ চড়াওন। আমি ভালো কথাই বলছি। এখন যেমত হবে লিফট আমার চাল, তা ঠিক নেই। চাই কি এই সিটটায়ে বসে যন্ত্রের তত্ত্ব হতে পারে?’

‘যন্ত্রের এখানে?’ বলল কাকিলের হাত করে বলিলে কাকিল: ‘আর আপনি?’

‘সিট জায়গা দেখুন।’

‘এখানে জায়গা কোথায়?’ কাকিল জায়গার কোণ ঘোঁষে দাঁড়াল।

‘জায়গা নেই, জায়গা নেই এই তো এই যন্ত্রের ব্যবহার।’ গ্যারে কিছ্রুটা ফেল এগিয়ে এসে সুকান্ত। ‘সেটা হ্যাঁ স্প্যানের দিক থেকে, গ্যারের দিক থেকে নয়। কেননা, স্ট্রিং হারিয়ে জায়গা থাকে তাহলে ঘরে কেন, বাঁচিয়ে জায়গা আছে। ঐ যে কি বলে, যদি হয় স্প্যানের হারিয়ে পাতায় স্জুন— স্জুন নয় না জুন। কথাটা হয়তো ঠিক তা নয়। কথাটা হচ্ছে, আমি যাব কোথায়? যতই কেননা রাগ করুন, এই মত্বর্তে আমাকে ফেলবারও তো কোনো জায়গা নেই। সুতরাং—’

আরো কি এক চুল এগিয়ে এসে নাকি সুকান্ত? আপনার মাড়ির উপর এ কি একটা ছাপসোকা না ডেরে? পাপড়ে এই অস্থিলায় গারে হঠাৎ হাত দিলে ফেলবে

রবিন আলট্রাম্যারিন

লাগালে যতবার ধোবেন ততবারই
নতুনের মতো সাদা ধবধবে দেখাবে



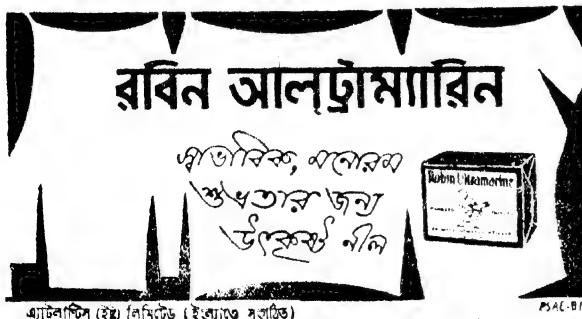
সাদা পোশাক পালঙ্কন ধবধবে রাখার পক্ষে

রবিন আলট্রাম্যারিন ব্যবহারই সব চাইতে নিরুপলব্ধ, সহজ এবং সস্তার। রবিন আলট্রাম্যারিন এক বকমের স্নাত্তি মিষ্টি নীল তৈরি।

এ খুব তাড়াতাড়ি এবং সমানভাবে গলের মধ্যে মিশে যায়। শেষবার ধোবার সময় এই তৈরী মাখানো একটি তক্তের সাহায্যে মেরে রকমের সাদা জামা-কাপড় আনন্দিক মনোভবন ধবধবে রাখে দিলে পারে।

যে-কোনো রকমের দূষ পাকানো অথবা টিকার টিকার আকারের নীলের চাইতে রবিন আলট্রাম্যারিন অনেক বেশি। এতে

কাপড়-চোপড়ের কোনো ক্ষতি হয় না। আপনার বাড়ীর কাপড়-চোপড় ধোবার চক রবিন আলট্রাম্যারিন ব্যবহার করুন।



এটি একটি নিমিত্ত (ইংল্যান্ডে সংগঠিত)

ALC-810

নাকি? কার্কাল আরো কুকড়ে গেল, শিটিয়ে গেল।

'সুতরাং আসুন সিটটার বস।' সুকান্ত সরে দাঁড়াবার ভঙ্গি করল।

'আপনিও বসবেন?'

'বাধা কি। এটা তো আর গ্রাম বাস-এর লেডিজ সিট নয়! এখানে সবাই পাশাপাশি, সবাই সমান-সমান।'

'আপনি বসুন। আমি দাঁড়িয়ে থাকব।'

'কিন্তু কতক্ষণ থাকবেন?' সুকান্ত দার্শনিক হবার ভান করল, 'মানুষ কখনো কোনো অবস্থায়ই স্থায়ী নয়। কেবলই সে ভোল বদলাচ্ছে, ভাগি বদলাচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছেন-দাঁড়িয়ে আছেন, মনে হবে কতক্ষণে একটু বসতে পার। বসে আছেন-বসে আছেন, মনে হবে কতক্ষণে একটু পা টান করে শুষতে পার। শুষে আছেন শুষে আছেন, মনে হবে আর নয় এবার উঠে পড়ি। উঠে পড়েছেন কি, আবার সেই বসে পড়ার, শুষে পড়ার প্রয়াস করুন। সুতরাং যাই কেননা দাঁড়ান দাঁড়িয়ে থাকুন, বসতে ইচ্ছা করলেই আপনার এক সময়, তার যখন বসবেনই শেষ পর্যন্ত-'

'তখন কোন না শুষে পড়ুন।' কলকির কাগজের পুরটা বৌদ্ধবোধ মত খোলল।

'আমাকে হাজার কিলা? সেই? এতটুকুও কি নিষিদ্ধ হবে না সুকান্ত? বলা হয় না ক'লকির ক'লকির এনিং বলাই থাকতে হয় আমাদের।'

'ক'লকির।'

'ক'লকির জাতির কি? কিছুই না? সত্যতঃ পশ্চিমা না? হুংগেরি? আর সবই যখন হুংগেরি, বিশুদ্ধ নিঃশব্দ, তখন হুংগেরি জাতির কি? প্রত্যেকটি হুংগেরিই এক যখন হুংগেরি। হুংগেরি না হুংগেরি।'

'ক'লকির জাতির কলকাল।'

'না। আপনি যদি নিঃশব্দ শুষতে পারেন আমি না হব এই মাতাকেই কলকির কলকাল। এটা নিঃশব্দের মত বসে থাকতে হবে।'

'আমাদের? পারবেন আমাদের?'

'তখন না পারি কিনা।' হুংগেরি কাগজ সুকান্ত।

'আপনার এতটুকু ভয় করতে না?'

'কেন করব? কিসের ভয়? সংগী যদি ভালো হয় মানে সং, কি বলে, সুন্দর হয়, তাহলে ভয় থাকে না। সেই কারণে আপনিও নিভয় হতে পারেন হয়তো। পারেন না?'

'কিন্তু আপনি কি সুন্দর?'

'সুন্দর ভালোই সুন্দর।' একটু লাজুক হবার ভঙ্গি করল সুকান্ত। 'সুন্দর না হই, সং তো বাটে। ভালো মানে ইউনিভার্সিটির ভালো ছেলে নই। ভালো মানে ভালো-বাসার ভালো ছেলে। কিন্তু কথাটা তা নয়-'

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এম-এ, পি-এইচ-ডি সম্পাদিত।

গত দশ বৎসরের এম-এ ও বি-এ পরীক্ষায় 'নীলদর্পণ' সম্পর্কিত ব্যবহার্য প্রশ্নের সূচিপত্র, বিস্তৃত ও বিশ্লেষণগত আলোচনা।

দাম : ৩-৫০ নং পত্র।

সাহিত্য ও পাঠক - অধ্যাপক শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য।

বি-এ বাংলা অনার্স, সেশ্যল বাংলা ও এম-এ বাংলা ছাত্রদের একান্ত প্রয়োজন-গ্রন্থ। দাম : ৫/-

কম্বোদ প্রকাশনী : ৫-১৩৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

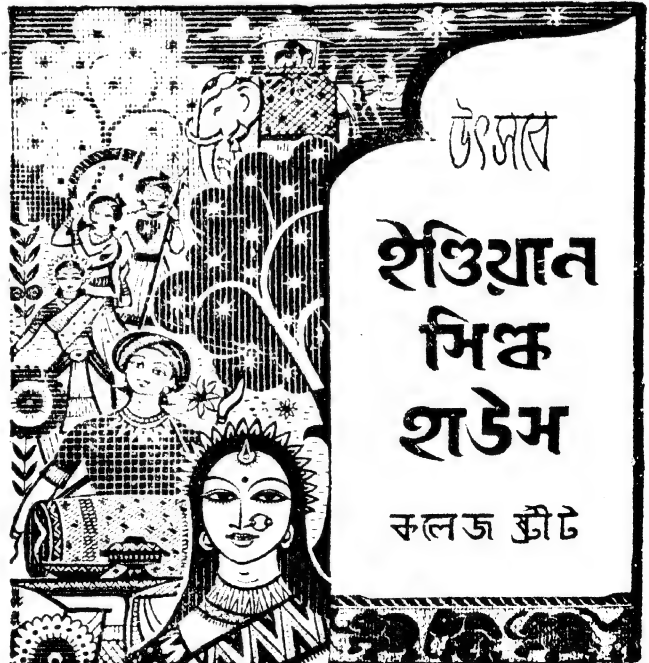
হেডমাস্টার নরেন্দ্রনাথ মিত্র

চলতিবর্তমানের এক প্রধান শিক্ষকত্বের বৈশিষ্ট্যময় জীবনের আশ্চর্য কাহিনী 'হেডমাস্টার' শব্দমান কণ্ঠশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অন্যতম প্রথম সাহিত্যকীর্তি এবং স্বাধীন উৎসাহ। কীর্তিসম্মত গ্রন্থ। ২.৫০ টাকা

সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা হরপ্রসাদ মিত্র

চিন্তা ও মানবের নিরন্তর সমন্বয় প্রেক্ষায় কবি হরপ্রসাদ মিত্রের দ্বন্দ্বিতা বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন কাব্যপ্রতিভা নতুন যৌন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ সাম্প্রতিক কবিতার স্বনির্বাচিত সংকলন। স্বল্পমূল্যে প্রাপ্য। ৩.০০ টাকা

সুপ্রভ প্রকাশনী : ১ কলেজ রো, কলিকাতা ১



‘তা নয়?’ কাকিলর চোখে কে গাড় করে কালো রেখা টেনে দিল।

‘না। আমি বলছিলাম আপনার বসবার কথা। বলছিলাম, যখন শেষ পর্যন্ত আপনাকে বসতে হবে, তখন আগে-

টনসিল! হাইড্রোসিল! হার্নিয়া!

বিনা অস্ত্র, বিনা ইন্জেকশনে,
প্রত্যেকটী আরোগ্য।

অপারেশন সম্পূর্ণ নিঃপ্রয়োজন।

ডাঃ এন্স, কে, ম্যুখার্জী,
এম, ডি, এম্-এস্; এইচ

হেলথসেন্টার

১১৯।২৫ আমদাষ্ট স্ট্রিট, কলিকাতা-৯
সকাল ৯টা-১২টা; বৈকাল ৫টা-৮টা।

(স্ববিবার বৈকাল বন্ধ) ফোন ৩৪-১৫৪৩।
(সি ৯০৬৮)



**কাশন
সুন্নতি
কেশ
তৈল**

কোণার্ক কেমিক্যাল
কলিকাতা - ১২



**বাদুর
জুতা**

সুন্দর ও
মজবুত

বাদু এণ্ড কোঃ
৭৫/এ, কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা-৯২

ভাগেই বসে পড়ুন। আমার দরকারি কথাটা সেরে নিই।’

‘দরকারি কথা!’ একটু- বা চমকাল কাকিল। বললে, ‘এই বিপদে কার, আবার দরকারি কথা থাকে নাকি? থাকলেও মনে পড়ে নাকি?’

‘পড়ে। কে জানে হয়তো ঐ দরকারি কথাটা কোনোই এই বিপদ।’ ঢৌক গিলল সুকান্ত। ‘কথাটা আর কিছ, নয়, আপনার বাড়ির ঠিকানাটা ভুলে গেছি—’

‘ভুলে গেছেন মানে?’ চমকে উঠল কাকিল, ‘কোনোদিন জানতেন নাকি?’

‘জানতাম।’

‘কি করে? কে বললে?’

‘কেউ বলেনি।’

‘তবু?’

‘চোখের উপর স্থির চোখ রাখল সুকান্ত, ‘আপনিই লিখেছিলেন।’

‘আমি?’ চোখের দিকে ফেলল না কাকিল ‘আপনারকে?’

‘হ্যাঁ, আমাকেই। আর কারকে?’

লিফটটা ফের চলতে শুরু করল নাকি? যেন একটু দূরে উঠেছিল, নিচে কে সামলাল কাকিল। দেখল লিফটের নীচ, হুপিংয়ের দোলা।

‘কী লিখেছিলেন? চিঠি?’

‘তা তাকে চিঠি ভাঙা আর কি পড়ে?’

‘বা, আমি আপনার ঠিকানা জানলাম কি করে?’ কাকিল প্রশ্ন রাখার দিকে উঠল।

‘সে চিঠি আমার বাড়িতে পৌঁছে পড়াননি। তাই আমার বাড়ির ঠিকানা না জানলেও চলে। সেটা আমাকে কলকাতা পৌঁছে দিয়েছেন এবং সেখানে মারফত। কি মনে পড়ে?’

থব একটা নিদোষ ব্যাপার, এমন হাসকা হাওয়ার চেই ভুলে কাকিল বললে, ‘কলেজ সেমিনার কোনো বক্তৃতা প্রসঙ্গ করে দেবার জন্য অনুরোধ। মনে পড়েছে? কি তাই না?’

‘হ্যাঁ তাই।’ গবের নিশ্বাস ফেলে সুকান্ত বললে, ‘আমাদের গলিতে থাকেন এক বিখ্যাত সাহিত্যিক, তাঁকে সেমিনারে ধরে নিয়ে এসে কিছ, বলবার জন্য প্রার্থনা—’

‘প্রার্থনা!’ বাকের নির্বাচনে আপত্তি কাকিলর।

‘নয়তো বলুন আদেশ। আপনি যখন সেমিনারের সেক্রেটারী তখন আপনার বসাই হুকুম করা। কিন্তু!’ একটু, কান চুসকোল সুকান্ত, ‘কথাটাও একটু মিনতিও হয়তো ছিল। নাচে, কোনো দরকার নেই, ঐ চিরকুট চিঠিতে ফলাও করে আপনি আপনার বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন কেন?’

‘দিয়েছিলাম ব্যক্তি?’ চোখের কোলের

কাছটিতে লজ্জার রেখা ফোটাল কাকিল। ‘ওটা কেমন হাতের টানে অভ্যাসের বলে এসে গিয়েছিল।’

‘তাই হবে। কিন্তু কী বিচ্ছিন্ন ঠিকানা। বাড়ির নম্বর নয়তো ধারাপাতের অংক। ধারাপাতের অংক বলা ভুল হল, কেননা তাতে একটা শৃঙ্খলা থাকে। আপনাদের নম্বরটা তো অংক নয়, আতঙ্ক। কোনো ছিঁরিছাদ বা নিয়মকানুন নেই। তিনশো তিরাত্তর না ছ শো সাতাত্তরের সতেরো, তার আবার বাই—সাতাশ না সাতাশি। কখনো এমন দৈবঘট্টা নম্বর হয় শুনছেন?’ মুখোখ গম্ভীর করল সুকান্ত। ‘সাতেরার সাতাশ না সাতাশের সতেরো এই ঠিক করেই প্রণীত। তারপর ঐ তিনশো তিরাত্তর আচ্ছা, বলুন, এমন কথাটা নম্বর হয়?’

‘এত বিপদও মানুষের হাঙ্গামে! দিদি! হাঁসি বেরল কাকিলর। বললে, ‘মোটাই তিন শো তিরাত্তর নয়?’

‘নয়! তবুই দেখুন বি বকন অসম্ভব মোহমোহ ব্যাপার, কার, দিদি! আচ্ছ তা মনে রাখো—’

‘মনে রাখবার কী বরকার! চিরকুটটা চোখে নিলেই পারেন।’

‘চিরকুট বললে আপনার মোহগড়ে ঢুঁকি। চিরকুট বলুন বা, মোট পাশ্চ বসলে, দিদি! কী হারিয়ে গেছে?’ মুখ অশ্রুসিক্তা বরণ বরণ সুকান্ত। ‘আমার সব জিনিস হারিয়ে গেল।’

‘তাই দেখছি। সত্যিই শক্তি শক্তি নাকি দুইটা? মুখ তিপ একটা হাসল কাকিল। ‘শক্তি শক্তি মানে?’

‘ধরে রাখবার শক্তি। না পারলেই তিনশোটা মনে রাখতে, না বা চিরকুটটা ধরে রাখতে। অতএব আপনাকে ঠিকানা দিয়ে লাভ কি?’

‘আর না দিলেই বা ক্ষতি কি?’ নিদোষ মুখ বজর করল সুকান্ত। ‘কে জানে এই পিগুরই হয়তো আমাদের মোহ ঠিকানা।’

‘তাই যদি হবে।’ এই পিগুরই যদি আমার মোহ বাড়ি, বেশ সবল হতে পারত। বলল। ‘তবু সত্যি করে প্রাচীর বাড়ির খোঁজ করছিলেন কেন?’

‘সুকান্ত পারছে, অর্থকি করছিলেন। সুকান্ত! সুকান্ত! সাতের দিকে ইংগিত করল, ‘আমনি, হাতাশ হয়ে কান পড়ি।’

‘না, হাতাশ হবার তো কিছ, দেখছি না।’ সত্যি নির্ভর কবতে পারল কাকিল, ‘খাচার বাইরে কোথাও এক আকাশ আছে। সমস্ত জনতার মধ্যেও আছে এক নির্জনতা।’

এত সুন্দর করে কথা বলতে পারল নাকি কেউ? কাকিলর চোখের মধ্যে তাকিয়ে রইল সুকান্ত।

কথাটা শেষ করেনি কার্ল। জের টেনে
বসলে, 'সমস্ত ঠিকানার বাইরে মানুষের
আরেক বাসস্থান।'

‘হাঁ’, উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল
সুকান্ত, ‘মানুষের সে আবাস স্থানে নয়,
কি বলেন—’

‘হ্যাঁ, মনে ।’

লাফিয়ে উঠল সূদানুত। 'তার মানেই হৃদয়ে। তার মানেই -' স্থির হয়ে তাকান লিফটমানের দিকে। বললে, 'ঠিক আছে।' চোখের ইঙ্গিত করলে।

ଲିଫ୍ଟ ଉଠାଏ ନବର କରମ ।

বাস্তব হয়ে কার্কাশ বলালে, 'চট' করে
আপনার ঠিকানাট বন্ধন এবার।'

‘আমার ঠিকানা?’ লিখট কি বাড়ি
 ছাড়িয়ে শব্দে উঠে যাচ্ছে নাকি? এখনি
 হতভম্ব দেহারা করঙ্গ স্ফুটত।

‘আপনার ঠিকানা না পেলে আমার ঠিকানা আপনাকে জানাব কি করে? কি কম্পোন না কেন? খবর কঠিন? মনে রাখতে পারব না?’ ঠিক আঁচল বেঠিক করে আমার ঠিক করল কাকলি।

‘ना, एकटे, ६ कठिन नर, २५६ मोला।
न, नन्दर कठिनरुका जेन।’

সিফটী প্রথম হেরফের। এক সংগল
সেইক বর্ণিতর অচ, সবই হে-হে করে
উঠিল।

१. संस्कृत भाषाशास्त्र किछु नमूना है।
 २. सिद्धांत है। उदाहरण। आर्य
 ३. संस्कृत भाषा किछु नमूना है।
 ४. संस्कृत भाषा किछु नमूना है।

१. कृष्ण कर्मचारी एव कर्मचारी आकाश।
 (२) कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारी नर एवमि
 कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारी
 कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारी
 कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारी

[illegible]

'מה? מה? מה?'

‘कान्ता भूमी’ ‘भूमी’ : निम्न कान्ता
कान्ता भूमी

‘ମିଳିତ’ ଆନ୍ଧର ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ।
 ଓପର ଗୋଟିର ଓପର ଦୁଇଟି ଆଗରୁ ବୁଝାଇ
 ଦିଆଯିବ ।

‘আর আপনি অপেক্ষা করাবার জিনিস
 পোনের না? একটা হাতছাড়া গান—’

‘ଗାଳିତେ’ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଯାହା
‘ସମସ୍ତ’ ବାରିତ ନାହିଁ ତାହା ‘ଭାଗ୍ୟ’ ।

‘ନନ୍ଦରାଜା ?’

নামসবটাই দুই। ভুলে গেলেই এর মাপে
খদ্দম ভালে। নামসব। কিজ্জুতেই ভোলা যায়
না। দুই। সৈবত, দুইদু। এক আর দুই

সুদীপ্ত আশুত দ্বিৰে নিজেৰে দেখাৰে
পৰে লক্ষ্য কৰল কাৰালকে। 'আৰি আৰ
আপনি।'

କ୍ରମେ ଚାକେ ଅଢ଼ଳ କାକିନ ।

‘কি বৃদ্ধি!’ শব্দ করে হোসে উঠল।

(कृष्णः)

দীপক চৌধুরী
নতুন উপন্যাস

फाल्गु
फाल्गु
भूक

এ এক বিষয়কর নতুন পটভূমিকার লেখা বাস্তবধর্মী উপন্যাস। সমস্ত কাহিনীটির মধ্যে এক নতুন বাংলার স্বা-সূচনা, বিরাট এক বাংলার অনভূতি! ক্রোশে ক্রোশে স্বা পৌছবার অসাধা সাধন।

মূল্য : সাড়ে তিন টাকা ।

বিহার সাহিত্য ডবন (প্রাইভেট) লিঃ

୭. ଭବାନୀ ମହା ମେଳ, ବାଲିକାହା-୧ ।

とある。

মুখের
 সৌন্দর্য
 বান্ধি করে-



ବେକୋକାନ୍ଥୀର

ফেস্‌ পাউডার

ভারতের সর্বত্র গাওয়া যায়

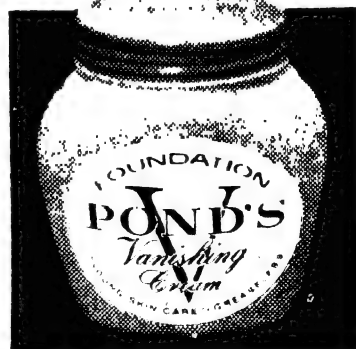
লাবণ্যে ভরা মুখখানি ... ইনি পণ্ডস ব্যবহার করেন



পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম মেখে
আপনার মুখখানিও মসৃণ, কোমল ও সুন্দর রাখুন !

ছালকা ও তুষার-পুত্র পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম
আপনার মুখের কমনীয় সৌন্দর্য রক্ষা করবে —
মুখখানি স্থ্রী ও লাবণ্যোজ্জ্বল রাখবে। পণ্ডস
ভ্যানিশিং ক্রীম মাথবার পরক্ষণেই মিলিয়ে যায়।
এই ক্রীম তেল-চট্টাটে নয় অথচ এর ওপর পাউডার
অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে লেগে থাকে।

মুখস্থির পরিষ্কার রাখার পক্ষে চমৎকার
রোজ রাত্তিরে আপনার মুখে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম
ভালো ক'রে মাখুন। এই ক্রীম আপনার কোমল
ত্বক পরিষ্কার করবে — আপনার লাবণ্য অটুট রাখবে।



চীজব্রো-পণ্ডস ইনক (সীমিত দায়িত্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

গ. ১৯৫৭ আগস্ট বিশ্ববিখ্যাত

ডাক্তার স্যার জেকব এপস্টাইন-এর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিম পাশ্চাত্যে যাওয়া সত্ত্বেও তাকে উদ্দেশ্যিত করে ছিল, শিল্পের সেই নবরূপের গসনে ও ব্যাখ্যা তিনি ব্যাপ্ত ছিলেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। রাজকার মত সারাবিশ্বের কাজ সেরে রাখে নিতায় এই মহান শিল্পী যথায় যথায় বিনয়িত হলে মরজগত থেকে চিরকালের ছুটি নিয়ে।

উনিষায়ে বিশ শতাব্দী যখন অতীতের খাতার জন্য পাড়ে ফালে, তখন এই সময়ের যে একটি মহামানবের স্মৃতি মানব সংস্কৃতিতে অবিস্মরণ্য মানব জ্ঞান ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে, তাঁদের পর্যন্তিত দেখা যাবে এ যুগের তিনটি সেরা ভাস্কর্যে—মাইকেল, রায়লিস ও এপস্টাইন। মাইকেল বিগত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর হল, রায়লিস মারা গিয়েছেন এখনো কয়েক পূর্ণ বর্ষই তার এপস্টাইনের জগত হারিয়ে এই সৌন্দর্য। এরা তিনজনেই কিন্তু জীবিত হয়ে গেছেন কালের সেরে যাওয়া শিল্প-সম্ভারের মধ্যে। এদের বিজ্ঞানসম্মত প্রতিরূপিত মূর্তিতে এখনও শিল্পের দর্শনিক।

গ্রীক রূপকলায় সমান বেগে ইট-কোথার শিল্পীরা মধ্যযুগীয় পশ্চিম শিল্পকলায় যা অভিনব শিল্পকলায় লব্ধ জ্ঞান ও জ্ঞানের ভাষা দিয়ে গিরাছেন, সেই প্রকারে এক অসামান্য ইচ্ছাশক্তি ডাক্তার মাইকেলের রচনা মূর্তি হারিয়ে। রায়লিস পিউবলি হাউসের পক্ষে সোভিয়েত অর্থের সরবরাহ ও কর্ম-সংলগ্ন প্রকাশ করলে যা সোভিয়েতরা অকরগতির সূচনা করেছেন, তাকে রক্ষা করে গড়ে উঠেছে দেশজনের আনন্দই মৌলিক। তাই তাঁকে সেরা হতে সোভিয়েতের নবু নিরপেক্ষ ও নিরুপস্থিত আধুনিক ভাস্কর্যের জনক।

এপস্টাইন-এর ভাস্কর্য কেবল শিল্প সৃষ্টিপূর্ণ ও অভিনব রূপে ব্যক্তি নয়। এগুলি তার স্বকীয় প্রতিভার পারস্পরিক বিকাশ এবং এই রচনাগুলি থেকে তখন শুনতে পাওয়া যায় তার মূখের বাণী। ১৮৮০র নভেম্বর মাসে নিউইয়র্কের এক শহরাঞ্চলে রুশ-পোলিশ ইহুদী পরিবারে এপস্টাইন জন্মগ্রহণ করেন। তার শৈশবের বাসস্থান হেস্তার স্ট্রীট ছিল রাশ, পোল, গ্রীক, ইতালিয়ান, চীনা ও অন্যান্য জাতির সদা জনস্বাহস এক কেন্দ্র, তখন হটগোল্ডবার প্রাচ্যের একটি শহর। এপস্টাইন এর মূর্তিশিল্পে যে প্রাচ্যাব-

এপস্টাইন

চিত্রমাণ কর

ময় বিশ্বজনীন রূপ দেখা যায় তার উৎসকে খুঁজতে গেলে পৌঁছাতে হয় তাঁর বাবার বাসস্থান হেস্তার স্ট্রীটে।

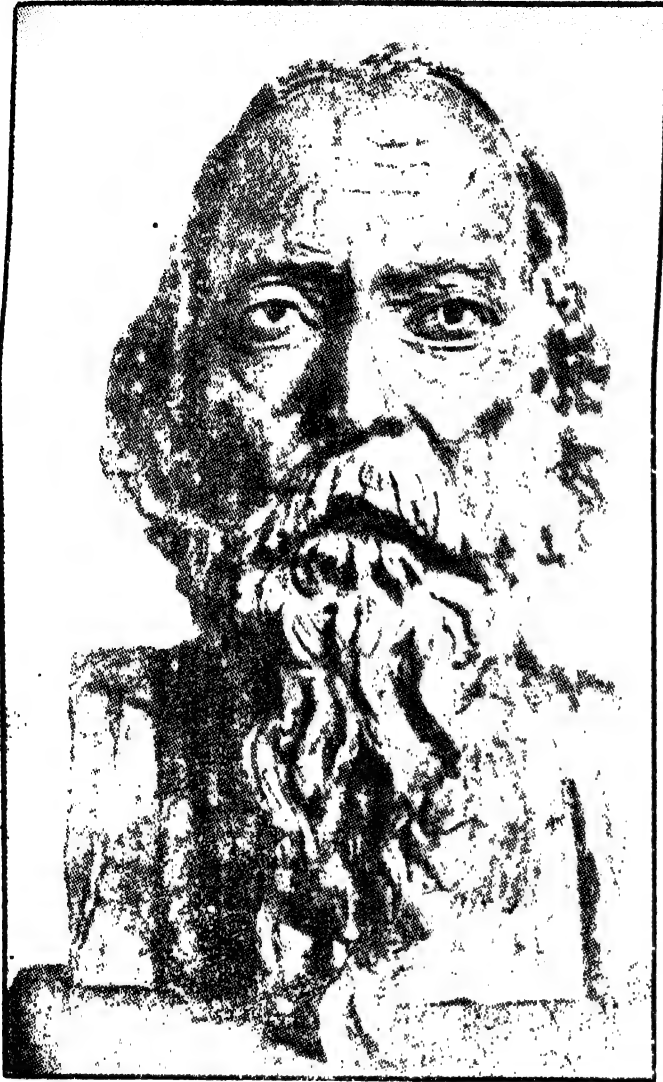
শিল্পী এপস্টাইনকে যথু প্রখ্যাত শিল্পীর মত পরিচায় সত্তা সংগ্রহ করতে হয়নি। প্রথমে তার পিতামাতার আর্থিক

অবস্থা সচ্ছল ছিল, তারপর তাঁর শিল্পের স্বাধা অর্থগতের সম্ভাবনাকে ধরে ধরে-ছিল তাড়াহাড়। কিন্তু রবিন্সনসম্মত-ভাবে তাঁর শিল্পের সমাদর ও প্রতিষ্ঠা হয়নি সেই মত সহজে। বরং তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রধান রচনা শেষ হলে তার কর্ম না বোঝার রহস্যজনক ব্যর্থণ করেছিল নানা অপবাদ ও গল্পনা।

১৯০২এ তিনি প্যারিসে এসে একোলে-বোজার-এর বিখ্যাত শিল্প শিল্পকলায় জ্ঞান হিসাবে যোগদান করেন। কিন্তু তাঁর চিত্রকলা ও কর্মপ্রণালীর সাংগে অন্যান্য ইউরোপীয় ছাত্র ও শিক্ষকের মতগত



আইনস্টাইন



রবীন্দ্রনাথ

জীবন প্রভেদ। তিনি নিজের এই অস্বা-
স্থ্যতা নিয়েই সন্তোষ প্রকাশ করে
পারেননি। বিশেষ করে স্বদেশ বিতাড়িত
ইহুদীগণ যুগের পর যুগে প্রত্যক্ষ স্বদেশ
অন্বেষণের দ্বারা উৎপীড়নের দ্বারা একটি
ধরণের দশবর্তী, এসপসটাইনও সেই
ধরণকে কটিলে উঠতে পারেননি। পর-
বর্তী করে তার অপর শিল্প রচনার
প্রতি অবিরত আঁড়াল এই থেকেই যুগের
সুযোগও দেখনি। বোজার-এর আতঙ্কিত
বেশী দিন সন্ধ্যা করতে না পারলে
এসপসটাইন এই শিল্পরচনা থেকে
আতঙ্কিত। তিনিই শিল্পের কাজ
করার দ্যেই করেন। শিল্প রচনাও যত্ন
হয়ে শেষ পর্যন্ত যেতে লাগেন ১৯০৫এ

চলত যখন। এই সময়ে তিনি বিবর্তী ভাস্কর্য
রচনার ব্যাপারেও কাজ করেন এবং তার
এই কাজে তাঁর শিল্পের প্রতি লক্ষ্য
নিশ্চয়ই ওঠে। সত্যও তিনি ধর্মের দ্বারা
বাঁচনা ব্যাপ্ত করেননি। এই শহর তখনও
তঁর মূখ্য কর্মক্ষেত্র হয়েছিল।

১৯০৮এ কুটিশ মেডিকেল এসো-
সিয়েশন এর নতুন ইমারত ভাস্কর্য
অঙ্গারগণের দ্বারা এসপসটাইন এর উপর
লগ্না হয়। এই ঘটনাক্রমে শিল্পের
এই প্রকারে দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে প্রায় ছ
ফুট উচ্চ স্ট্যান্ডটি পাথরের মূর্তি তিনি
সম্মত করলেন মাত্র অর্ধশত মাসে। কিন্তু
এই আনন্দময় ইমপ্যুনার জন্য প্রায়শ
বলে এল চারিদিক থেকে ঘোরতর

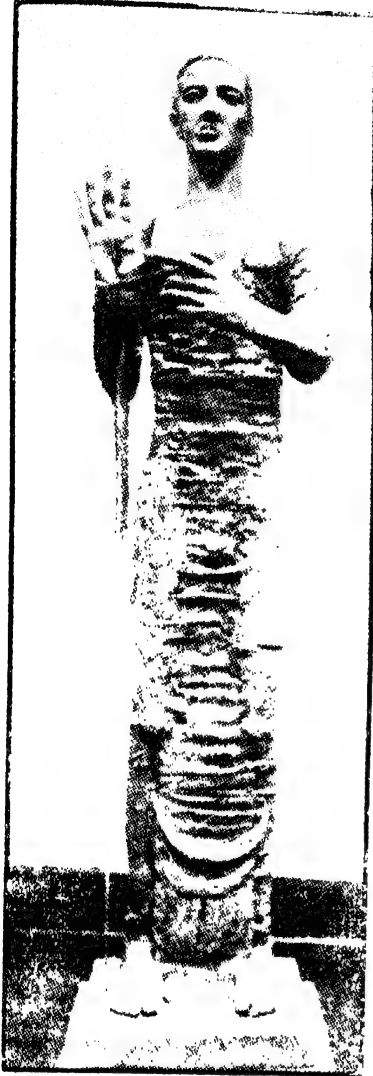
আপত্তি। কারণ স্বাধীনশীল ব্রিটিশ
জাতির ব্যাধি শীলতায় অজানা ও নতুন
ভাস্কর্যপ দেখিয়ে তিনি তাদের মনকে
দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিলেন। এরপর তার
করা অস্বাভাবিক এই মনোমোহন, জাইস্ট,
রীমা, জেনিসিস প্রভৃতি প্রমুখ রচনা
দেশের বিবোধী শিল্পপটিকে ভেঙ্গে
ফেলবার একটি দৃঢ় প্রয়াস বলে বিদগ্ধজন,
শিল্পী ও শিল্পপরিষদ, চার্চ ও সরকারের
পক্ষ থেকে এসপসটাইন এর প্রতি বহু
সমালোচনা করা হয়েছিল।

ব্যাপক ভাস্কর্য চাড়া এসপসটাইন এর নাম
অমর হওয়ার দূর বিখ্যাত পোর্ট্রেট মূর্তি-
গণের জন্য। মনুষ্যের আদলকে প্রতি-
রূপ দিয়ে এমন অপরূপ ভাস্কর্য মূর্তির
নিদর্শন শিল্পে ইতিহাসে যাবি বিরল।
এগুলি কেবল প্রবীর ব্যক্তির অনুরূপ-
নয় নয়, এগুলি যেন প্রত্যেক বড় মানুষের
অভ্যন্তরীণ। আত্ম জগতের ক্রোধ ও
প্রাণ শিল্পী ও শিল্প রসিক মহান
এসপসটাইন এর করা প্রমুখ আনন্দময়
অপরূপ নিদর্শন—পল রবিন্সন, মিসেস
এসপসটাইন, কামার, লম্বাসে মাকডোনাল্ড,
মহান্ট হাউসে সেন্সিট, কনরড, ল্যান্ডি শ,
অট্টমসটাইন, রবীন্দ্রনাথ ও ফ্রেডের মূর্তি-
গুলি দেখে বিস্ময়বিশিত ও মুগ্ধ হয়ে না
এমন কেউই থাকেন পাওয়া যাবে না।

বাইসেলের ব্যাপক ভাস্কর্য রচনায় এসপ-
সটাইন এর ম্যাজিক ও কটমি এর মূর্তি
নির্মিত হয়েছিল। তার অপরূপ রূপ
বিশিষ্ট মূর্তির অন্বেষণের দ্বারা প্রচলিত
অস্বাভাবিক রূপের দ্বারা ইতিহাসের
সেরা মানুষের রূপ ইতিহাসের সেরা
আদলকে বলে। এই মূর্তির দ্বারা ইতিহাসের
সেরার দ্বারা প্রত্যেক মানুষের প্রাণ দেশের
সকল জাতির, পরিচয়বোধ ও মিত্রতা।
পরি মূর্তি সেই অস্বাভাবিক রূপের দ্বারা
তঁর অস্বাভাবিক রূপের দ্বারা তিনি
পার্থী জনগণকে তঁর দ্বারা প্রত্যেক
প্রকার ও মনুষ্যের মনুষ্যের এসপসটাইন
বাস্তবতা তার প্রত্যেক দ্বারা প্রত্যেক
সকলের অস্বাভাবিক রূপের দ্বারা
মিত্রিত্ব ও মিত্র হওয়া মনুষ্যের
চারি প্রকারে পরিচয়বোধ, অজিত
ও ইতিহাসের। এই অস্বাভাবিক ও অপরূপ
রূপের দ্বারা সকল কল্পিত দ্বারা তিনি
বাস্তবতা জনগণের আনন্দ।

এই সময়ের শেষ কাজের মধ্যে এসপসটাইন
বিস্ময়জনক প্রতিকৃতি, সন্ধ্যা ও সমাপ্ত
প্রতিকৃতি পরিচয়বোধ। পূর্বের
অস্বাভাবিক ও প্রত্যাহাত তাঁর রচনাগুলি
অন্ত বিস্ময়ের বিখ্যাত শিল্পে দারুণতমরূপে,
দর্শন মন্দির, বিদ্যাকেন্দ্র, প্রাসাদ, উদ্যান,
মন্দিরমণ্ডল ও সত্যের দ্বারা পরিচয়বোধ।

প্রাচ্যের প্রতি সম্মান আদর্শ থাকায়
এইরূপে প্রাচ্যের প্রতি সম্মান আদর্শ থাকায়
এইরূপে প্রাচ্যের প্রতি সম্মান আদর্শ থাকায়



যশী, যশীচাঁ

অপর ১৯৫০-এর শেষের দিকেই তখনকার কবিদের কর্মক্ষেত্রে ও পরিচিত পরিচয় নেই। তখনকার তরুণ কবিরা সফল পরিচয় পাননি। কিন্তু এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের চিন্তাপ্রবাহের সাহায্যে প্রভাবিত হওয়ায় তিনি এদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। ১৯৫০ সালে লেখা তাঁর 'অস্বাভাবিক' শব্দে 'কবি' শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এই জন্য কবির প্রতি কিটো ব্যক্তিগত রসে গিয়েছে। কথোপকথনে একদিন যখন তাঁর এদের সম্বন্ধে ধারণার পরিসংখ্যাতভাবে জানলাম এবং তাঁকে 'কবি' শব্দটি দিয়ে তাঁদের তিনি কত ভাল বুঝতেন, তিনি হৃৎকণ্ঠে তাঁর এম স্বীকার করে বলেছিলেন, 'কোন দেশ,

জাতি বা মানুষের সম্বন্ধে সহসা একটা বিচার করা খুবই অন্যতর। জাতিগতভাবে যদিও আমি প্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমার জন্ম ও পরিবর্তনে পাশ্চাত্যের প্রভাবই আমাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করেছে। তার একে প্রকৃতিভীর জানতে হলে আমার উচিত ছিল সেদেশে গিয়ে কিছুকাল বসবাস করা। আমি তোমাকে জানাইছি যে ভারতীয়দের সম্বন্ধে আমার ধারণা কিছু প্রাচ্যে থাকলেও মূলত তোমাদের সম্বন্ধে। প্রতি আমার প্রথম আশঙ্কা গভীর তোমাদের শিক্ষণ ও তৎপরতায় আমি সমালোচনা ও সমালোচনা করি এবং জাতি হিসাবে তোমাদের আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি।

তাঁর পরিচিত সমালোচনা জানেন, এগুলি তাঁর ক্ষেত্রে বাক্য ছিল না। অস্বাভাবিকতায় ধই পড়ে শিল্পে নিমগ্ন হয়ে আমাদের মধ্যে সম্বন্ধে বিশেষত্ব যতখানি ভারতকে চিনতে পারেন, সে পরিচয় তিনি জানতেন। তাঁর বহু ভাস্কর্যে ভারতীয় আঙ্গলের অন্যতর প্রমাণ দেয় এদেশের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল কত প্রগাঢ়।

এপস্টাইন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে, ব্যক্তিগত ও কর্মে ছিলেন বিশ্বের শিক্ষণীয়। এই সকল দেশে সকল জাতির শিল্পকলায়ই যেতে থাকলে তাঁর সত্য শিল্পকলায় পৌঁছাবে।



'টরন মানব' ও এপস্টাইন

তিন দিন তিন বাৰি

*** নব্বৈনাথ মিত্র ***

১১

ঘৰ থেকে নামসেই ডানদিকে একটা খোলা গায়েজ। বিকল বিপত্তে যাওয়া বাস-গলি এখানে এসে দাঁড়ায়। তাদের পোয়া মোজা ফেরাট চলে। এখন বাস একটাও নেই কিন্তু জলগাটা জল কাদায় একাকার হয়ে আছে। শহরতলীর এই অগনত্যাগীর মোহরা। সামনে বিস্তৃত, পিছনে বিস্তৃত, পান সিঁড়ি, সেজা, লোমেনেডের দোকান। ফুটপাথের ওপর শাক, সব্জী, আনাড়, তরকারির বৈশাতি বসেছে।

কিন্তু আরও দুপা এগোতেই সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন দৃশ্য চোখে পড়ল মাধুরীর। রোদে বৃষ্টিতে মথা বঁচাবার জন্যে ওপরে যে শেডটা রয়েছে তার ঠিক সামনেই অসীম দাঁড়িয়ে আছে। দশমই বটে, অসীম একাই এক দৃশ্য। আশেপাশে কি পছন্দে মারা আছে তাদের মতো ওর দিকেই আগ্রহ চোখ পড়ে। সে চোখ সরে আসতে চায় না।

চোখে চোখ পড়তে অসীম হাসল।

বাসটা পর হয়ে মাধুরী ওর পাশে এসে দাঁড়াল, মৃদুস্বরে বলল, 'কি ব্যাপার, তুমি হওনি।'

অসীম বলল, 'গেলাম আর বই। বাসটা বড় ভিড় ছিল। আমাকে ফেলে রেখে চলে

গেল। এখন দেখছি তাতে লাভ ছাড়া লোকসান হয়নি।'

'আহা, লাভ আবার কিসের।'

অসীম একথার কোন জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল।

মাধুরী এক মুহূর্ত ছুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ এই অগনত্যাগীর চেহারা যেন বদলে গেছে। নাকি দৃশ্যপট ঠিকই আছে বলা হয়েছে দৃষ্টির। সেই দাঁড়িই যেন তুলি হয়ে নতুন রং ধুলিয়ে চলেছে। গ্যারেজ, বস্তির বাড়িগুলি, বুচ্ছ অপরিচ্ছন্ন দোকান-পাটেও যেন স্পন্দনের ছোঁয়া লেগেছে। ওই যে একটা দোকান বালতি আর নারকেলের দাঁড়িগুলি জড়ো হয়ে রয়েছে তারও যেন শোভার শেষ নাই। মোড়ের রোদে পেড়ো পাতামোড় নাম-নাজানা গাছটো যেন নতুন রূপে মূর্তন অস্তিত্ব নিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

শ্যামজোরেগামী আর একটা বাস এসে স্টপে দাঁড়াল। যাত্রীরা নামতে না নামতেই কাঁইর মারা দাঁড়িয়েছিল তারা উদগ্ৰ আগ্রহে এগিয়ে গেল।

অসীম মাধুরীর দিকে চেয়ে বলল, 'চল। মাধুরী বলল, 'ওমা আমি ও বাসে কোথায় যাব। ও বাসে উঠলে আমি আবার

গিয়ে পৌঁছব। সে পৌঁছানোটা পৌঁছানোই নয়।'

অসীম বলল, 'নাই বা পৌঁছালে। এক-দিন না হয় পথে পথেই রইলে।'

মাধুরী একথার জবাব না দিয়ে বলল, 'গেল তো বাসটা চলে। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবির কর। আমি যাই। কাল মিছিমিছি শুলুটা কামাই হয়ে গেল, আজ হাজির না হলে চলবে না। দুজন টিচার ছুটিতে আছে।'

অসীম বলল, 'আচ্ছা চল, আমিই তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি। আমার তো আর লেট হবার ভয় নেই। হাজিরা দেবারও গরজ নেই।'

মাধুরী হাসল, 'একেবারেই নেই? কোথাও নেই?'

বাঁ দিকের ফুটপাথ দিয়ে এগিয়ে মোড় ঘুরে কয়েক পা যেতেই আর একটি বাস স্টপ। এই বিরামস্থলে আপাতত আর কোন অপেক্ষমান যাত্রী নেই। শুধু অসীমই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মাধুরী কথা না বলে ওর দিকে না তাকিয়ে তার অস্বাভাবিক অনুভব করতে লাগল।

বাসটার ওপারের দক্ষিণ দিকে সারি সারি লোকান। তার পিছনে বেলগাছটার 'কিচিং' বসিত অঞ্চল। মাধুরী, অলানিন এসব দিকে তাকায় না। বাসটা কখন আসবে শুধু সেই প্রতীক্ষায় উদগীর হয়ে থাকে। কিন্তু আজ চারদিকের আশেপাশের জগৎ যেন হঠাৎ অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সোকজন মানবতন বাসটিনাটি যেন এক নতুন অর্থ গৌরব বহন করে পিতৃমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওই যে মাধুরীর লোকানটিতে চমক ছড়ানো একটি পাঠকে দাঁড়ি বেঁধে

এনাসিন

মাথাধরা সর্দি জ্বর ও
পেশীর বেদনায়
সত্ত্বর আরাম দেয়, কারণ এতে
চারটি ওষুধ রয়েছে



Registered User. GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD.

ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, আর খোলা গায়ে লুণ্গপরা একটি লোক সেই জন্তুটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধারালো ছুরিতে কেটে কেটে খন্দরদের কাছে বিক্রি করছে এই দৃশ্যও চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার মত নয়, চোখ মেল দেখবার মত। জন্তুটির মসৃণ ওই ত্বকের রং এই মুহূর্তে দেখতে অদ্ভুত লাগছে মাধুরীর। অংগহীন শ্রীহীন ওই জন্তুটি সেই রঙে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সমস্ত কুশ্রীতা, নিষ্ঠুরতা দৃশ্যটি থেকে করে পড়ে গেছে। কিংবা এ যেন আসল দৃশ্য নয়, আসল পৃথিবী নয়, শিল্পীর হাতের আঁকা এক ছবির পৃথিবী। পশুর নিষ্ঠুরতার ছবিও শিল্পী পশুর মমতায় একে চলেছেন। পশুর বিরূপতাকেও শিল্পী রঙ আর রূপে উদ্ভাসিত করে তুলছেন। যাতে কোন শ্রী নেই, যা স্থূল তাতেও লাগিয়েছেন অনুরাগের রঙ।

দেখতে দেখতে আর একটা বাস এসে পড়ল। নাইনটিওয়ান বেশ ভালো নম্বর। বাসের গায়ে নতুন করে সবুজ রঙ লাগানো হয়েছে। সবুজ রঙটাই বেশ সব চেয়ে মানানসই।

মাধুরী অসীমের দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে বলল, 'তবলে যাই এবার। বেশ দৌর হয়ে গেল। বেলানি বাক আর রাখবেন না।'

ফার্টবেড থেকে ভিতরে যেতে-না-যেতেই মনে হল পিছন থেকে কে যেন হুড়মুড় করে উঠে পড়েছে। একটা বিরক্ত হয়ে মাথা ফিরাতেই সে বিরক্ত মাধুরীর বিস্ময়ে আর অনন্দে ঢেকে গেল।

'তুমি!'

অসীম বলল, 'এগিয়ে চল। একবারে সামনের বেগুটা খালি আছে।'

পিছন থেকে একজন যাত্রী মন্তব্য করল, 'মশাই দেখে শুনুন উঠতে হয়। মেয়েছেলের গায়ের ওপর! ছি ছি ছি।'

তার পাশের লোকটি হেসে বলল, 'আর বাকতে পারছেন না।' নিজের মেয়েছেলে।

'হলোই বা' নিজের মেয়েছেলে। তাই বলে পথঘাট বিচার নেই।'

মন্তব্যগুলি শুনুন না শুনুন না করে মাধুরী সামনের দিকে এগিয়ে গেল। বাঁ দিকের সীটটি খালি রয়েছে। মাধুরী জানালার ধারে ঘোঁষে বসল। অসীম যাতে আসনের আধখানারও বেশি জায়গা পায় আর খানিকটা ফাঁক রেখে বসতে পারে অসীম পাশে এসে বসল।

মাধুরী মৃদুস্বরে বলল, 'এসব বাসে ওঠ যায় না। এমন বিত্তী সব—।'

অসীম কৈফিয়তের সুরে বলল, 'উঠব কি উঠব না মর্নাধর করতে একটু সময় নিল। আর একটু হলে বাসটা মিস করতাম তাই তড়াতাড়—'

মাধুরী কোন জবাব দিল না। তার

কিশোরদের জন্য পুজার শ্রেষ্ঠ উপহার

এক আকাশ তারা	—	স্বপন দাস	...	২-৫০
আলোর পালক	—	" "	...	১-৭৫
পারবর্তন	—	মমোরজন ঘোষ	...	২-০০
পশ্মার চরে	—	গদাধর নিয়োগী	...	২-০০
কাঁব কণ্টক	—	জাতিস্মর	...	১-৫০
চারচন্দ্রের গম্প সন্তয়ন	—	কনক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	...	১-৫০
ছোটদের স্বর্ণালতা	—	" "	...	১-২৫
বিভীষিকা সিরিজ	—	হৃষীকেশ হালদার প্রতিখণ্ড	...	১।*
উপন্যাস=				
একান্ত	—	স্বপন দাস	...	৩-০০
কল্যাণী বধু	—	শশধর দত্ত	...	২-০০
রক্ত দিল ঢেলে	—	" "	...	২-০০
ছায়া পথ	—	প্রবোধ সরকার	...	২-০০
রায়ডম হারডেস্ট (হিলটন)	—	মোহিতলাল চট্টো. অনূদিত।	...	৪-৫০
হোমানল	—	বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	২-৫০

*স্টুডেন্টস বুক সাল্লাই ১৫, কলেজ সেকেন্ডার, কলিকাতা

নিখুঁত
কেশতৈলের
সন্ধান
পেয়েছেন কি?

আপনি যদি এমন কোন
কেশতৈলের সন্ধান থেকে
থাকেন - যা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ
হবে, যাতে কোন কৃত্রিম রং
থাকবে না আর মাথায় যা
স্বাভাবিক তৈলের যোগান
দেবে, তা হলে নিশ্চিতই
আপনি খুঁজে নেবেন

কেয়ো-কার্পিন

॥ সক্রিয় ভেথজ কেশতৈল
চুলে নতুন জীবন দেয় ॥

দেজ মেডিকেল ষ্টোর্স আইভেট লিঃ

কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, গোয়াটী, পাটনা।

বুঝে থাকি নেই অসমী সব মিথো কথা বলছে। সব এখন বানিয়ে বানিয়ে বলছে সে। ওর কয়েক মিনিট আগে বোঁরয়ে আসা, বাস স্টপে দৌঁর করা, মাধুরীকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে পিছনে পিছনে আসা, শেষ পর্যন্ত এই বাসে উঠে পাশে এসে আসন নেওয়া, কোনটাই আকস্মিক নয়, সবই অসমী আগে থেকে ভেবে রেখেছে। এখানকার অনেক কথাই ওর বানানো। কিন্তু একটি কথা সত্য। মাধুরীর সান্নিধ্য তার সাতচর

বে অসমী কামনা করছে তার মধ্যে কোন অসত্য কিছু নেই। কিন্তু কেন? তাতে অসমীর লাভ কি?

অসমী বলল, 'আমার সহযাত্রীরা যেভাবে সমালোচনা শুরু করেছিল তাতে আশঙ্কা হয়েছিল, ওদের হাতে প্রাণটাই বৃষ্টি যায়। কিন্তু যেতে না। ভূমি বাঁচিয়ে দিতে।'

মাধুরী হেসে বলল, 'আমি কী করে তোমাকে বাঁচাতাম?'

অসমী বলল, 'ওদের দিকে মুখ করে

ঘুরে দাঁড়িয়ে বলতে, শোন ডাইসব বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।'

মাধুরী স্তম্ভ হয়ে রইল। যদিও কথাটা তামাশা ছাড়া কিছু নয় আর এধরনের ঠাট্টা তামাশা করবার অধিকার অসমীর আছেও তবু মুহূর্তের জন্যে মাধুরীর খেন রক্ত-স্রোত বন্ধ হয়ে গেল। তারা অবশ্য খুবই আশেত আশেত কথা বলছে। তবু যদি কারো কানে যায় কী ভাবে। তা ছাড়া অসমী তো কোনদিন এমন উচ্ছলতার পরিচয় দেয়নি। আজ তার কী হল। এমন মনস্তা তার এলো কিসে।

তার এই ব্যবহার, এই চাণ্ডা, চাপসকে প্রশ্ন দেওয়া মাধুরীর মোটেই উচিত নয়। ধমকে না দিক একটু নিশ্চয় থেকে তার অপকৃতি ওকে ব্যর্থত দেওয়া উচিত। কিন্তু ওকে আঘাত না দিয়ে অসমীকে না করে কিভাবে যে তা বলা যায় মাধুরী খুঁজে পেল না।

ভেটিবনরী কলেজের পাশ দিয়ে বাসটা এগিয়ে চলল। পুকুর আর গাছপালায় ওরা কলেজটাকে মনে হয় খেন বাগনবাড়ি। বেড়াবার রাস্তা আছে। বাস থাকবার মত সজ্জার অভাব নেই। কয়েকটি অপবস্থাসী ছেলে বইখাতা হাতে হাটে হাটে ভিড়ের গিয়ে ঢুকল। হঠাৎ মাধুরীর মনে হল সমস্ত বাসবটাই অসমীর পরিহাস। এতে ভয় পাবার কিছু নেই। পরিহাসকে আরো জোরালো পরিহাস নিয়ে উড়িয়ে দিতে হয়। না হলে তা আরো ভাবি হয়ে মানের ওপর চাপে বসে। যাব মূল নেই সেও ভালপালা উড়িয়ে চারদিকে আঁধার করে রাখে।

কণ্ঠস্বর এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

অসমী বাগ থেকে একটা টুক বের করে মাধুরীকে চিত্তাক্ষ করল, কোথাকার টিকিটা কটকট।

মাধুরী বলল, 'বীরনগর।' কিন্তু ভূমি করবে কেন, আমি নিচ্ছি।'

অসমী বলল, 'আমার কাণ্ড থেকে ভূমি তো কিছুই আর মেরে না। বাসের টিকিটা খসে যেতে নাও।'

কণ্ঠস্বর একবার হেঁকে উঠল দত্তবাগান। বাসটা সেখানে দাঁড়াল।

অসমী বলল, 'দুটো স্টপ এগিয়ে দিলাম তোমাকে। এবার নোমে যাব নাকি?'

মাধুরী হঠাৎ বাসত হয়ে বলল, 'নোমেই যদি যাব বেশি দামের টিকিটা করলে কেন।'

অসমী হেসে বলল, 'তাহলে টিকিটা নষ্ট করে লাভ নেই কি বল।'

মাধুরী ভাবল পরিহাসের প্রতিযোগিতায় তার আর একবার হার হল। বললেই হত 'হ্যাঁ' নিমে যাত, তোমার জরুরী কাজের দৌঁর হয়ে যাচ্ছে।'

তাহলেই কি অসমী নামত? নিশ্চয়ই নামত না। বেশ জব্দ হত। নামতে ও পারত

প্ৰবন্ধশ্রী

প্রকাশিত হইল

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

দ্বিতীয় উপন্যাস

কন্যামৃগয়া

মহা-অবতার, হরিদ্বীপ-বিশ্বক

মূল্য তিন টাকা

বেঙ্গল পার্বালিশাস প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

(সি ৯০২২)

প্রকাশিত হইয়াছে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক

৩৬ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের ভূমিকা সম্পর্কিত

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের

প্রাচীন কাব্য

সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন

".....গ্রন্থমধ্যে সচরিত হইয়া উঠিবার অনেক অবকাশ রহিয়াছে, ইহাকেই আমি গ্রন্থখানির সর্বাঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ বলিয়া মনে করি এবং সেই কারণেই প্রাচীন ও নব্য বাঙালি সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ হিসাবে আমি এই গ্রন্থখানিকে স্বাগত জানাইতেছি।"

—ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত।

মূল্য : আট টাকা

বিষয়সূচীঃ— প্রাচীন কাব্যপাঠের ভূমিকা : চর্যাপদের কাব্যমূল্য : চর্যাপদীতিতে হাস্যরস : শ্রীকৃষ্ণ কাবিন : মনসামঙ্গল : বিজয়গুপ্তের হাস্যরস : মনসামঙ্গলে করুণরস ও নারায়ণ দেব : কেতকাদাস কেম্বানন্দ : দ্বিজ দাস : মুকুন্দরাম : আলাওল ও গঙ্গাবতী : মৈমনসিংহ গীতিকা : কবি ভাবতচন্দ্র : বামপ্রসাদ ও শঙ্কর পলাশী : প্রথম বাংলা প্যারোডি ও আজু গোসাই : বৈষ্ণব কাব্যপাঠের ভূমিকা : বিদ্যাপতি : চণ্ডীদাস : জ্ঞানদাস : গোবিন্দদাস :।

প্রকাশের অপেক্ষায়—অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের

কুমারস্বরের কবি-চিত্ত ও কাব্যশিল্প

গ্রন্থনিগম, ১৭২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

না, উঠতেও পারত না। জাঁড়া-প্রাতিযোগিতায় বিজয়িনী হবার সুযোগটা মাধুরী হেলার হারাল।

স্টপ ছেড়ে বাসটা আবার চলতে শুরু করেছে। দোকান পাট বাজার। এক ভদ্র-লোক দোকান থেকে বরফ কিনে রঙীন রুমাল দিয়ে বেগে চলছেন। রাস্তার টিউবওয়েল থেকে একটি মোসে কলসীতে জল ভরতে শুরু করেছে। চলতে বাসের জানলায় জীবনযাত্রার টুকরো টুকরো ভবি। জোড়া যায় কি? জুড়লে কি কোন মানে দাঁড়ায়? সংগতি আর সামঞ্জস্য থাকে? না থাকুক। দেখতে বড় ভালো লাগতে মাধুরীর। রোজই তো এসব দেখতে দেখতে যায়। কিন্তু ঠিক যেন দেখার মত করে দেখা হয় না। চোখ থাকে কিন্তু দৃষ্টি থাকে না। তা ছাড়া প্রায়ই একখানা করে নতুন কি গল্পের বই নিয়ে আসে মাধুরী। বাসে যাত্রাসভের পথে পড়ে। দুপুরের লোক-পাট বাড়ির গাছপালা চোখেই পড়ে না। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে বইয়ের অক্ষরের চেয়ে নারকেল গাছগুলির সবচেয়ে পাতার পিগিমিলি কম উপভোগ্য নয়। বাতাসের মৃদু আবেগনামে পাতায় পাতায় যে জীবনগীতি নিহিত নিঃশব্দে হঠাৎ চলেছে মনে মনে তাও পড়ে মিলে পরলে মনে হয় না।

মাধুরী ভূমি কি বলা করেছে?

তোমার কথা শুনে মাধুরী কতকটা কণ্ঠে বলা করে বলেন

অসীম বলল, 'তা নয় তো কি।' এলম বলা বলবার জন্যে ভূমি বইয়ের দিকে চেয়ে আছে। তাই ভূমি 'শেষ পর্যন্ত নারকেল গাছগুলির দিকে আমার দৃষ্টিভঙ্গি' হয়ে দাঁড়ায়। 'তুমি কি, তাদের সঙ্গে ডুবেল লাগে আসব মিলে?'

মাধুরী হেসে বলল, 'হ্যাঁ, এই যা'। আমার জন্যে ডুবেল লাগতে হলে তোমাকে গায়েব সঙ্গেই লাগতে হবে।'

অসীম বলল, 'শ্রোম পিচলম'। মাধুরী লোক আমার কোন প্রতিশ্রুতি নেই।'

মাধুরী বলল, 'কিন্তু আমার চোখ তো আর তা নয়।' অসীম নিশ্চয়ই—

বলতে বলতে মাধুরী ঘোমে গেল। 'ছি ছি ছি, কী করে কথায় না বলতে যাচ্ছিল। পরিচয় ভাল ও কথা বলা চলে না। মনেই কোণে জমা চলে না।' মানসী এত নিম্নের বোনা। শূন্য বোনা নয়, বোনা বসন্ত সকা। মানসী তার পিতার সন্তা। কিন্তু অসীম, মানসী এতদূর কোণে ছিল। বাসে নয়, ধরে কাছে বেগতে নয়, এমনকি মনের দৃষ্টিও প্রদেশে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। এমন এই বাসভর্তি লোক থেকেও মাধুরীর কাছে তার শূন্য ভাষা হয়। অসীম মানসীর সেই ছায়াময় অস্তিত্ব এতক্ষণ ছিল না। মাধুরীর একান্ত যে আপন সেও

তার জগৎ থেকে, জীবন থেকে একেবারে নিশ্চয় হয়ে গিয়ে মুছে গিয়েছিল। 'ছি ছি ছি, কী করে এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হল। পরম লজ্জার মধ্যে, বেদনার মধ্যে মাধুরীর অনুভবের মানসী পুনর্জন্ম নিল। তার করুণ বিষম মুখখানা মাধুরীর চোখের সামনে ভেসে উঠল। মানসীর দুটি চোখে যেন দম্ব চর্চা। আর হিরণ্যকায়ের আভাস। না মাধুরী সিন্দ হয়ে তাকে ঠকাতে পারবে না, কিছুতেই না।

একটু চুপ করে থেকে অসীম মাধুরীর কথা শুনে ভেবে গেলেন হেসে বলল, 'তা ঠিক। আমার জন্যে তাদের সঙ্গে তোমার প্রতি-যোগিতায় নামতে হবে তারা সবাই লতা নয়। দেবী দেবী মানসী সংখ্যায় শাখানিক হবে।'

মাধুরী হেসে বলতে গেল, 'তাদের মধ্যে আদিবাসিনীও দু' চারজন আছে'। 'নিশ্চয়ই'। কিন্তু হাঁস আর কথা দুইই সম্ভূত হয়ে বইল।

দুটি বেল গীতের তলা দিয়ে প্রতি-পুরুষের উঠ যাওয়া বেল সেশন ছাড়িয়ে বাস এগিয়ে চলল। ড্রাইভার কি নতুন? বড় কীকুনি দিতে দিতে বাস চালাচ্ছে। এত কীকুনিতে পাশপাশি বাস যেতে বড়

অসুবিধে হয়। সারবার এমন মেসামোশ হলে কেমন যেন লজ্জা করে। অথচ বলাও যায় না 'একটু সরে বোসো।' তাতে আরো লজ্জা। কোথায় বা সরে বসবে। অসীম যথেষ্ট ফাঁক রেখেই বসেছে। তবু যে বারবার। তারজনো দেখ ড্রাইভারের।

মাধুরী বলল, 'তোমার বোধ হয় দেরি হয়ে গেল।'

অসীম বলল, 'কিসের দেরি।'

'ও তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে না?'

অসীম বলল, 'ও মানে?'

মাধুরী হেসে বলল, 'আজ এখন এক-বারে নাম সুখেই ডুবে গেলে। ও মানে বেলভেড়িয়ারে যিনি চাকরি করতে গেছেন তিনি। শূন্য ও নন এ এ ও এ। একেবারে পুরো একটি সর্ববর্ণমাল।'

অসীম বলল, 'আর ভূমি বুদ্ধি বাজান-বর্গের রহস্য?'

মাধুরী ভুরুচ্যক বলল, 'বাজে কথা রয়েছে। সত্যি, ভূমি কি মানসীর সঙ্গে আপ্যোয়িতাশী করেছিল?'

অসীম বলল, 'না' তো। তার সময় কোথায়। অসীম আজ সে নারকেল বাসে।

এ. পি. র. হই

অ. ব. হ. ত. বি. র. চ. ত.
বৃহৎ শিক্ষাব্যবস্থা পড়বার মত একটি উপন্যাস

মিড গমক মুচ্ছনা

বিচিত্র এবং কবিতা—বিচিত্র এবং বর্ণনামূলক। প্রত্যেকেরই ভাল লাগতে বাধ্য।

পূর্ব প্রকাশিত।

সু. ম. থ. না. থ. ঘো. ষে. র.
রা. চি. সিন্ধু মনোম উপন্যাস

রা. গ. ল. তা

৩-৫০ টাকা।

নতুন প্রকাশিত।

প্রথমবারে বিশেষ কিলেক বই ২.০০। বিবর্তনীয় মনোপাধ্যায়ের হৈমন্তী ২.৭০
নীরবজন গণেশের ছায়াসিঁড়ি ৫.৫০। রামদাস মনোপাধ্যায়ের একটি স্বাক্ষর ৩.০০।

আ. ব. হ. হই।

অসীম উপন্যাস, সমগ্র, ১৩৬০ বছরের যাত্রী ১-৬০। প্রবোধকুমার সান্যালের রাঙন
রূপকথা ১-৬০। অশাপুর্ণা দেবীর আর একটি ৩-০০। প্রেমেশ্বর মিত্রের
নিশ্চয়িতাপত্র ১-৬০। বৃহৎসেন গঙ্গার জ্ঞান থেকে অজ্ঞান ১-৬০। শৈলজানন্দের
আমার মা ১-৬০। শিবরাম চক্রবর্তীর কাকির জন্যে কাকির খোঁজা ১-৬০। গজেন্দ্র-
কুমার মিত্রের চাঁদমালা ২-৬০। প্রবোধকুমারের অস্তরঙ্গ ৩-০০। প্রতিভা বসুর
মেঘলা রূপের ২-২৫। প্রবোধকুমার সান্যালের পঞ্চলিঙ্গ। শ্রুতিদাস বসুপাধ্যায়ের
সীমালগ্ন ২-৬০। অশোককুমার গাঙ্গুলীর মানস-পাশা ১-৬০। উষা দেবীর সম্বন্ধতীর
দুরতমা ১-৬০। সুমথনাথ ঘোষের মধুকরী ৩-৫০।

২. হু. ১

সমালোচনা। মাদিত্য ওহরদাস প্রণীত বর্ষাশ্রমসংগ্রহের কবিতা শিল্প।

উপন্যাস। বিমল চোষ (মৌমিছ) প্রণীত বছরের পালক। নীরবজন গণেশের নতুন
হোসো-গল্প। শ্রুত নগর। দীপক চৌধুরীর বৃহৎ উপন্যাস। মনের মধ্যে
মন। বিমল কবির মত উপন্যাস। কেরানীপাড়ার কাব্য।

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স

এ. এ. বঙ্গের স্ট্রিট মোকড়ি। কলকাতা বারো।

আমিও তাই। এলামই যখন, কর্তাদের সঙ্গে একটু দেখাসাক্ষাৎ করে যাই। দেখি, লাল-দিঘির চারদিকেই সাতপাক দিই, না কি নেমেই সাতারকাটি।

মাধুরী হেসে বলল, 'তোমার কেবল কথার বাহার। কথা দিয়ে যদি রাজ্য গড়া যেত তুমি তা পারতে। কিন্তু এদিকে কোথায় যাচ্ছ? এদিকে তো লালদিঘি নেই।'

অসীম মাধুরীর চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'লালদিঘি নাই-বা হল, একজোড়া কালো দিঘি তো দেখতে পাচ্ছি। শান্ত, স্বচ্ছ, অতল গভীর।'

মাধুরী চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। এসব কথার মানে কি? অসীমের এসব কথার মানে কি? তার কৌতুকের কি কোন সীমা নেই। সীমা

নেই নিষ্ঠুরতার? তার চোখ তেমন বড় নয় সুন্দর নয়, তাই বলে অত ঠাট্টা। কিন্তু ওর কথার ভাঙ্গতে চোখের দৃষ্টিতে তো সবই পরিহাস বলে মনে হয় না। তবে এ স্ত্রী।

একটু বাদে মাধুরী বলল, 'এক জোড়া কেন, আমার সঙ্গে বীরনগরে চল, তোমাকে চারটে দিঘি দেখাতে পারব। একটা ট্যাংক একেবারে আমাদের স্কুলের সামনে। ছোট

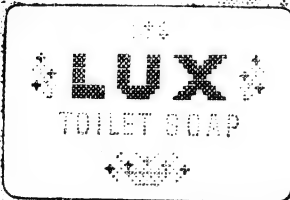
আপনার জন্য

চিএতারকার মত মধুর লাবণ্য

কানাল্ আমরোহী
টেকনিকালার "প্যাকজ"
চিত্রের মন্দরী তারকা



সুখিই মন্দ লাবণ্য মেয়েদের সৌন্দর্যের আসল কারন হতে পারে। মীনাভুমারী বলেন "আমি লাক্স টয়লেট লাবণ্যের সাহায্যেই আমার লাবণ্যের চর্চা করি। লাক্সের সরের মত মোলায়েম ফেনা আমার ত্বকে নিখুঁত রাখে।" এটা আপনিও দেখতে পারেন কেমন করে লাক্সের ফেনা আপনার লাবণ্যে একটা মধুর উজ্জলতা এনে দেয়। লাক্স আপনার লাবণ্যের সৌন্দর্যের জন্ত ব্যবহার করুন।



বিশুদ্ধ, শুদ্ধ **লাক্স টয়লেট সাবান**

চিএতারকার সৌন্দর্য সাবান

বিশুদ্ধ বিচার বিঃ, কর্তৃক প্রস্তুত।

LTS/12-X52 BG

না, মাধুরী আজ তোমার স্কুল থাক। চল বাস যতদূর যায় আমরাও তত দূর যাই। বলতে তো পারলে না চল চোখ যতদূর যায় আমরাও ততদূর যাই।'

কি বকম চকচক করছে অসীমের চোখ। লাগবে আর মাধুরীর সংগে? সারাটা পথ ছিল অসীমের দখলে। মুহূর্তে মাধুরী জগৎ কিনে নিয়েছে। এবার পথে বসকে অসীম। মাধুরী ততক্ষণে নিজের স্কুলে পৌঁছে যাবে।

কিন্তু দেখা গেল অসীম অত সহজে ঘাবড়বার পাত্র নয়। সে মাধুরীর চোখে দৃষ্টি উজ্জ্বল চোখ রেখে বলল, 'আমি যা বলতাম, তুমি তাই বললে। তাহলে চল এবার যাওয়া যাক। একটা বাস চলে গেলেও আরো অনেক বাস আসছে। চল তার যে কোন একটায় উঠে পড়ি।'

মাধুরী হেসে বলল, 'কেপেছ। বেলারদি তাহলে বকে রাখবেন না।'

অসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখ কি সুন্দর মেঘ করেছে। এতক্ষণ পাল্লা করে মেঘ আর রোদের খেলা চলছিল। এখন শব্দ, মেঘ। আজ অতঃ বিকেল পর্যন্ত তোমার বেলারদি এই মেখে ঢাকা পড়ে থাকবেন। চল সেই ফাঁকে আমরা খানিকক্ষণ ঘুরে আসি।'

পূর্বে দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্যে মাধুরীও প্রলুব্ধ হল। রোদ নেই, সূর্যের দেখা নেই মেঘে মেঘে দিগন্ত জোড়া। এ মেঘ এক্ষুণি হয়তো ব্যাধি করারে না, কিন্তু অনেক সাগরী কল নিয়ে যাব। যিনা গুন নিয়ে বিমলা হয়ে আজ কি ভাঙ্গা করে ক্লাস নিতে পারবে মাধুরী?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রলোভন জয় করল মাধুরী। অসীমের দিকে জেরে বলল, 'আজ থাক। আজ আমার স্কুলে না গেলেই চলবে না।'



ডাঃ শ্রীশীতলচন্দ্র মিত্র প্রণীত ও সর্বল হোমিওপ্যাথিক গৃহ চিকিৎসা

সহজ ও সর্বল ভাষায় লিখিত, নতুন শিক্ষার্থী ও গৃহচিকিৎসার পক্ষে উপযুক্ত। ইহাতে প্রত্যেক রোগের বিবরণ, তাহার চিকিৎসা ও পথ্যপথ্য প্রভৃতি সূক্ষ্মভাবে লিখিত হইয়াছে। সামান্য লেখাপড়া জানা স্ত্রীলোকও বর্ষাক ও পারিষদন। ৫৭৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ৪ টাকা মাত্র।

প্রকাশক—ন্যাস এন্ড কোং

আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসী

১৯২৫, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, শ্যামবাজার, কল-৪

(ব-৫-৮৩)

অসীম বলল, 'তোমার স্কুলে না গেলে চলবে না, আর একজনের অফিসে না গেলে চলবে না। তোমরা সবাই মিলে বড় কাজের মেয়ে হয়ে উঠেছ আজকাল। মেয়েরা যদি এত কাজ করে তাহলে কথা বলবে কে, কিংবা শুনবেই বা কো।'

মাধুরী হেসে বলল, 'তোমার মত পুরুষের উপযুক্ত কথাই বাটে। কিন্তু আমি এবার যাই। এখন থেকে স্কুল পাঁচ সাত মিনিটের পথ। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মাধুরী বলল, 'দশ-বার মিনিট লেট হতে হবে। এর পর যদি ব্যক্তি এসে যায় তাহলেই হয়েছে।'

অসীম বলল, 'চল তোমাদের প্রমীলা রাজার প্রান্ত অর্পণ যাই। ভয় নেই বড়ির লাইন ট্রা করব না। তার আগেই চল আসব।'

মাধুরী বলল, 'ভয় আবার কিসের?' বড় রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নিচু ঘোমে সরু পথ ধরে এগোতে লাগল মাধুরী। খানিক দূরে দেখা যাচ্ছে নব নগর বৈকুণ্ঠ। সড়ির সড়ির ছোট ছোট বাড়ি। মাথা উচু দেওলা বাড়িও আছে দুটি একটি। ডান দিকে একটি শুকনো ডোব। একটি কাপড়ের কলগাছ তার ওপর কয়েক পড়ে যেন তার সব শূন্যত ঢেকে রাখতে চাইছে। আর একটি দক্ষিণে ছোট একখানি ঘর। ঘরটির ভিত ডিমের ঢালা বাক্যির বেড়া। কিন্তু ঘরখানি দেখতে বড় সুন্দর। ছোট উঠানের এক কোণে একটি ঘোপের মত গোটা বয়েক রক্তরঙা ফুল তার আড়াল থেকে মাখ বার করেছে।

অসীম বলল, 'ফুলগুলি তো দেখতে বেশ। কী ফুল বললে।'

মাধুরী বলল, 'নাম জানিনা। বসে ফুলটল ফলে। কোন গন্ধ নেই।'

অসীম বলল, 'সেই জন্যই ব্যক্তি নাম জানবার আগ্রহ নেই তোমার? গোটা দুই ফুল তুলে নিয়ে আসব।'

মাধুরী বাস নিয়ে বলল, 'না না। আমাদের স্কুলের দপ্তরী 'মিলা' তার বাড়ি। আমি তিচার হয়ে দপ্তরীর বাড়ির ফুলে চুরি করেছি একথা রটে গেলে জাহ্ন থাকবে না। তা ছাড়া অত সোতাই বা কেন। ফুল দেখলেই ব্যক্তি তোমাদের ছিঁড়তে ইচ্ছে করে।'

অসীম স্বীকার করে বলল, 'নিশ্চয়ই। ছিঁড়ে এনে বকে পকেটে না রাখা পর্যন্ত মনেই হয় না ও ফুলের কোন সাধকতা আছে।'

মাধুরী হেসে বলল, 'কি স্বার্থপর।'

অসীম বলল, 'তোমাদের 'মিলা' দপ্তরী তো বেশ শোখিন বলে মনে হচ্ছে। বাড়িটি বেশ লেপে পড়ে ছবির মত করে রেখেছে। বারান্দায় যে ভিজে

শাড়িখানা শবুতে দেয়া হয়েছে তাওতো বেশ রঙীন।'

মাধুরী বলল, 'এতও চোখে পড়ে। ওর মনে যে এত রঙ কোথেকে আসে তাই ভাবি। স্বামীর বাস হয়েছে। কাজকর্ম তেমন করতে পারে না। হীপানিতে ভোগে। বলতে গেলে 'মিলা'ই সংসার চালায়। স্কুলে আর কটা টাকা পায়। টিচারদের বাড়ির কাজকর্ম করে। তাতে কিছু কিছু হয়। কামাখ্যে 'মিলা' নাকি ভাসোবাসে নিয়ে করেছে। কী দেখে ভাসোবাস ওই জান। কামালী দেখতেও যা ভালো তা নয়।'

অসীম হঠাৎ বলল, 'আচ্ছ। এতক্ষণ ধরে এই কথাটি তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম। কিন্তু নানা কাজে গিয়া যা চাপা পড়ে গেছে। আচ্ছ মাধুরী তুমি কি ভাসোবাসের কোন আলদা মূল্য আছে বলে বিশ্বাস করো? নাকি নাকি বর্তমান রাস্তাও হলো নিমেষে মিলেছে রাস্তা ধরে খাতি কাটীর রসদ জোগাতে হয়। ভাসোবাস কি আসল। একটি গাছ না কি নিতনত বৃদ্ধ এক পথগাছ মতো।'

অসীমের মুখের দিকে তাকিয়ে মাধুরীকাল পিসিত হয়ে রইল মাধুরী। সবটা পথ ঘাট আর কাটুক করতে করতে এই গভীর প্রশ্নটিকেই আসল করে তাকিয়ে নিয়ে এসেছে অসীম। এই ভাসনাই কি তার ভাগ্য বড় ভাবনা? হতে পারে, অসম্ভব না হতে পারে। মানুষের সারা জীবনের ব্যক্তিগত জগৎ ভাবনা বৈদনা ইহাও এমন কোন কোন প্রভাবিত মাধুরী আত্মপ্রকাশ করে।

টাকার পাত দিয়ে দুজন এলোকে এদিকে এগিয়ে আসছিলেন। মাধুরী বোঝতে পারল তারা অনেকদূর ধরে তাদের লক্ষ্য করছেন। কী যেন বলাবলি করছেন নিজেদের মাঝে। মাধুরী মতক হলে বলল, 'একবার আসলোনা অনেক দিন হল। এখন হে আর সময় নেই। ব্যক্তি বেশ হয় এসে পড়ল। তুমি কি বাস দাঁপ পর্যন্ত যেতে পারবে? নাকি আমাদের স্কুলে আসবে? টাকার ওপরেই স্কুল। এই যে দেখা যাচ্ছে।'

অসীম বলল, 'না আমি ফিরেই যাই। আর না দাঁড়িয়ে অসীম দূর পায়ের পশ্চিমদিকে হটিতে শব্দে করল। উত্তেজিত দিকে মাধুরীও জেরে জেরে মেটে চলল। ভদ্রলোক দুজন একটা বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়েছেন। মাধুরী একবার ভাল মনে ফিরিয়ে দেখে অসীম কতদূর গিয়েছে। কিন্তু সাহস হল না যদি চোখোচোখি হয়ে যায়। ভয়ও হল যদি চোখোচোখি না হয়।

(কমণ)



জাহাজ চালনায় পরমাণবিক শক্তি

রানেশ্বর ভট্টাচার্য

পারমাণবিক উদ্দেশ্যে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে পৃথিবীর সব উন্নতিশীল দেশের বিজ্ঞানীরা অগণনীয় গবেষণা করছেন। সামরিক প্রচেষ্টার তুলনায় বেসামরিক এই উদ্যম একেবারে নগণ্য নয়। জীবনযাত্রার মান উন্নীতকরণে শক্তির এই নতুন উৎসকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের যুগপৎ সরকারী এবং বেসরকারী অনুশীলনী বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিশ্বব্যাপী উৎসাহের পরই শীতপ্রসঙ্গে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চলছে—বালনায়ন পরিচালনায়। উত্তরজাহাজ বা বেসবোয় পরিচালনায় এই নতুন উৎসকে কাজে লাগানো উদ্দেশ্যে সম্মত হলেও এখনও পর্যন্ত তার সঠিক ব্যবহারের বিজ্ঞানীরা কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান নি। তবে মানুষের বর্তমান জ্ঞান—জাহাজকে পরমাণবিক শক্তির সাহায্যে হাজার হাজার মাইল দূরে পথিকদের জন্য সজ্জারকমর গবেষণাকাজ সাফল্যের মধ্যে এগিয়ে চলেছে। আজ পর্যন্ত সামরিক প্রয়োজনবশত বেশ কয়েকটি তুরোজাহাজ পরমাণবিক শক্তির ব্যবহারে সমর্থ হলেও জাহাজে জাহাজ এই শক্তির সাফল্যজনক প্রয়োগ যেমনই কার্যকরী তেমনি চমকপ্রদ।

যাত্রী ও মালবাহী জাহাজে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্ভব এ কথাই অস্বীকার কিছুই অসম্ভব বলে যায়। তেল অথবা বহুলায় চালিত জাহাজে এখনও এমন অনেক অসুবিধা বর্তমান যা কেবলমাত্র পরমাণবিক শক্তির ব্যবহারে সম্পূর্ণ দূরীভূত হবার সম্ভাবনা। পালের জাহাজের পর বাষ্প এবং পরে তেলের জাহাজের আয়প্রকাশ যেমন সম্ভব হয়েছিল—অস্বীকার ভবিষ্যতে যেমনই পরমাণবিক শক্তি পরিচালিত জাহাজের প্রাধান্য দেখা দেবে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য তার আগে যে অপরিণীত ধৈর্য এবং সন্তোষিত অনুশীলনীর প্রয়োজন, তা গাঢ় বহুরে “শক্তির উদ্দেশ্যে পরমাণু”—এই নামে জেনেভার অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশ্বের সব দেশের বিজ্ঞানীরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

যুদ্ধজাহাজ অথবা অন্যান্য সামরিক প্রয়োজনে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহারে অর্থনৈতিক সাফল্য গণ্য বলে

প্রতিপক্ষ হলেও ব্যবসায়ী জগতে তাই হয়ে পড়ে মুখা বিচার্য বিষয়। এই জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার পরমাণবিক শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানসভাও যথেষ্ট নয়—অর্থকরী সাফল্যের জন্য গভীর অভিজ্ঞতা অর্জনেরও দরকার। কিন্তু প্রয়োগ বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের প্রচেষ্টা বিজ্ঞানের জগতে নিঃশব্দই হামাকর। অথচ এই অভিজ্ঞতা-রূপে আর্থিক বিষয়ে যে ব্যর্থতার সম্ভাবনা বর্তমান, তা গ্রহণ করার সামর্থ্য জাহাজ কোম্পানী কোন যে কোন দেশের পক্ষেই কার্যসিধ্য। সেইজন্য পরমাণবিক শক্তি

ব্যবহারে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নকে বিশেষ উদ্যোগী দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণবিক শক্তি কমিটি ১৯৬০ সালের মধ্যে উইলকিন্স ও বাবকক কোম্পানীর সহায়তায় ১০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে ২২০০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন মাল ও যাত্রীবাহী ‘সাজানা’ জাহাজ নির্মাণে সক্ষম। অপরিদ্রাক্ সোভিয়েট ইউনিয়নের ৪৪০০০ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ‘লেনিন’ প্রস্তুতির পথে। অবশ্য ইউরোপের অন্যান্য সামরিক-ভাবাপন্ন দেশগুলিতে—গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, নরওয়ে, নেদারল্যান্ড, ইটালী এবং জাপানে জাহাজ চালনায় পরমাণবিক শক্তির প্রত্যক্ষ ব্যবহার সম্পর্কে রীতিমত গবেষণা চলছে। এইসব দেশগুলিতে পরমাণবিক শক্তির সাহায্যে জাহাজ চালনার প্রচেষ্টার দৃষ্টি কারণ বর্তমান। গ্রেট ব্রিটেন, নরওয়ে, নেদারল্যান্ডের অর্থনৈতিক কাঠামো আশু-

সবচেয়ে ভাল

শিওর এবং দৃঢ়

বাই-কোলেটস

ইউরোপীয় গোল্ডমেন
পুরাতন কার্টারিয়া ও
শিওর পাথরী
জন্মস্বত্ব

REGISTERED USERS OF TRADE MARK AND SOLE AGENTS
MARTIN & HARRIS (PRIVATE) LTD.
CALCUTTA BOMBAY MADRAS DELHI

জাতিক বাণিজ্যের ওপর বিশেষ নির্ভরশীল—অতএব অর্থকরীভাবে এইসব দেশের পক্ষে বাণিজ্য জাহাজ চালানোর প্রয়াস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অপরদিকে জাপান, জার্মানী, সুইডেন্ বিবেকের অন্যান্য দেশের জন্য আধুনিকতম জাহাজ নির্মাণে বিশেষ আগ্রহশীল; সুতরাং ভবিষ্যতে যে কোন-রকম প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে এইসব দেশ বশ্পরিকর।

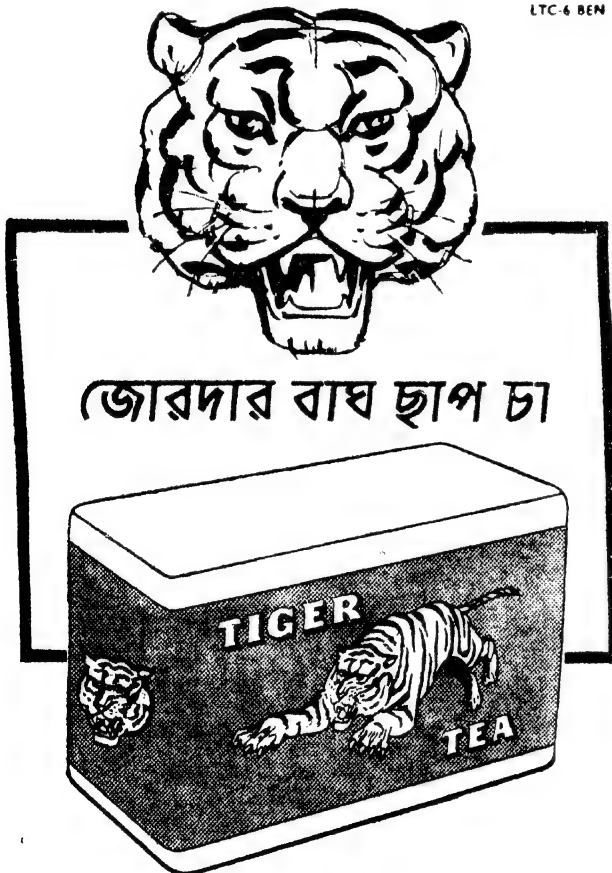
আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের সাহায্যে নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনে জাহাজের আয়তন ও গতি ক্রমে বেড়েই চলেছে। গত পনেরো বছর আগেও যখন সাধারণ মালবাহী জাহাজের আয়তন ২০০০০ টনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তখন আজকের দিনের সুপার-ট্যাংকার অর্থাৎ ১০০০০০ টনেরও বেশী তৈলবাহী জাহাজ নৌনির্মাণে যুগান্তর সৃষ্টি করেছে—একথা বলা বোধ

হয় অত্যাতি হবে না। মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নতির সঙ্গে দেশ হতে দেশান্তরে আমদানী রপ্তানির কাজ দ্রুত-গতিতে সম্পন্ন করার জন্য চিন্তার আবশ্যক হয়ে পড়েছে। উদ্ভোজাহাজের সাহায্যে বাতী অথবা দরকারী মালপত্র অল্প সময়ে স্থানান্তরকরণ সম্ভবপর হলেও মানুষের ব্যাপক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে জল্পপথে আমদানী রপ্তানির প্রয়োজনীয়তা দূর ভবিষ্যতেও স্বীকার্য। এই কারণে বিশালায়তন জাহাজের দ্রুতগতির জন্য যে শক্তিশালী ইঞ্জিনের প্রয়োজন হয়, তা নির্মাণে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। নানারকম সুবিধার জন্য ডিসেল ইঞ্জিনের ব্যবহার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেলেও ১৫ থেকে ২০ হাজার অশ্বশক্তির বেশী ক্ষমতা ডিসেল ইঞ্জিনে উৎপন্ন করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এদিকে পরমাণবিক

শক্তির ব্যবহারে ইউরেনিয়াম কতৃক উদ্ভাপ সৃষ্টির সঙ্গে বিপজ্জনক রশ্মিবিকীরণ হওয়ার জন্য নিরাপত্তার খাতিরে রিয়াক্টর অথবা পরমাণবিক চুল্লী ভারী পুরু আবরণীর দ্বারা সংরক্ষিত করার প্রয়োজন হয়। বিশ হাজারের কম অশ্বশক্তির উৎপাদনে এই আবরণী সমগ্র প্ল্যান্টের কুলনায় এতটী ভারী হয়ে পড়ে যে, পরমাণবিক শক্তি ব্যবহার অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক কারণবশত প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু ইঞ্জিনের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই আবরণীর ওজন বিশেষ পরিবর্তিত না হওয়ার জন্য বিশ হাজারের বেশী অশ্বশক্তি উৎপাদনে সমগ্র ইঞ্জিনের অনুপাতে আবরণীসমূহের ওজন অপেক্ষাকৃত কম হয়। সেইজন্য বিশ হাজারের বেশী অশ্বশক্তি উৎপাদনে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্ভবজ্ঞানক বলেই নিশ্চিনতা করা হচ্ছে।

এমন সু-এক কথায় সিদ্ধান্তে পরমাণবিক শক্তির উৎপাদন হয়, তথা বোধ হয় অপ্রসঙ্গিক হবে না। রিয়াক্টরের মধ্যে ইউরেনিয়াম-এর সহায়্যে সর্বা উদ্ভাপ গ্যাস বা কোন জলীয় পদার্থের উদ্ভাপ পরিবর্তন ঘটে বা হিট এক্সচেঞ্জের দ্বারা তাপের হয় এবং এই হিট এক্সচেঞ্জের সহায়্যে উদ্ভাপ জলপে উৎপাদন করা হয়। এখন এই উদ্ভাপ জলপের সহায়্যে চিত্রচিত্রের টারবাইন ঘূর্ণন ঘটানো করা হয়। কিন্তু রিয়াক্টরের তাপ সৃষ্টির সঙ্গে বিপজ্জনক রশ্মি বিকিরণ হয় তাই তখন অসংখ্য বন্দা ব্যবহৃত। বিশেষ নিরাপত্তা সল্যেণের জন্য রিয়াক্টর, উদ্ভাপ পরিবর্তন ঘটে তাপ পরিবর্তনকারী গ্যাস অথবা জলীয় কল্ প্রথমে প্রাথমিক এবং পরে দ্বিতীয় আর একটি উৎপাদকে আবরণীর মধ্যে সংরক্ষিত করা হয়।

জাহাজ চালানায় পরমাণবিক শক্তির ব্যবহারের চরম সার্থকতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হচ্ছে—জার্মানী সংগ্রহে বাবল ফ্রেন্স অথবা কলকাতা চর্চিত জাহাজকে যখন পুনরায় বহু সময় অতিক্রান্ত করতে হয় তখন পুনরায় জার্মানী বাতিঘরকে পরমাণবিক শক্ত্যাগিত জাহাজ হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করতে পারে। জাহাজ কোম্পানীদের পক্ষে এই সম্ভাবনা মনে স্বেপ্তির কারণ হতে পারে—আমেরিকা বরক কাটার জন্য অথবা বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে দূরদেশে জল্পপথে সংযোগ রাখার জন্য এই ব্যবস্থা কি অভূতপূর্ব সাফল্যের পরিচায়ক তা সহজেই অনুময়। আমেরিকার মাল ও যাত্রীবাহী জাহাজ 'সাদানা' অভিজ্ঞতা সত্ত্বে বিশেষ কার্যকরী হলেও রাশিয়ার 'লেনিন' জাহাজ চালনায় পরমাণবিক শক্তি প্রয়োগের সার্থক নিদর্শন, একথা বলা নিশ্চয়ই ভুল হবে না। আমেরিকা-প্রদেশের মধ্যে দিয়ে উদ্ভোজাহাজ অথবা



বাঘ ছাপ পাতা চা

MILTON (INDIA) LIMITED (Incorporated in England)

জুবোজাহাজ চলাচল বৃদ্ধির সংগে সংগে যে কোন দুর্ঘটনায় সাহায্যের জন্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে খাটি নির্মাণে মেরুপ্রদেশের খনিজ পদার্থ আহরণে অথবা বর্তমানে কেবলমাত্র গ্রীষ্মের উপযোগী বন্দরগুলিকে সারা বছর ধরে চালু রাখার জন্য হেলিকপ্টারবাহী বরফকাটা জাহাজের প্রয়োজনীয়তা সকল শীতপ্রধান দেশই সচেতন। বর্তমানে ব্যবহৃত টারবো ইলেক্ট্রিকচালিত এই সব জাহাজের কার্যকাল মাত্র তিন থেকে সাড়ে তিন মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া কমশক্তি বিশিষ্ট জাহাজের পক্ষে গভীর বরফের স্তর ভেদ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোনেভায় শীত সন্মেলনে রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, দুই মিটার গভীর বরফের স্তরের মধ্য দিয়ে চলানো দুই সগর মটর বেগে চলতে সক্ষম হয় এবং পুরো এক বছর ধরে নিরন্তরভাবে জরাজনীর না নিয়ে নির্মিত কাজ করতে পারবে।

পরমাণবিক শক্তিচালিত জাহাজ নির্মাণে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় বিশেষ সাধনাত্মক প্রয়োজন: (১) নিরাপত্তার ব্যবস্থা, (২) জাহাজের এঞ্জিনের সমীক্ষিত ওজন, (৩) সাগরে জাহাজ নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা।

জাহাজ চালানায় পরমাণবিক শক্তির ব্যবহারে সর্বকম দুর্ঘটনার বিবরণ তা ন্যায় নিরাপত্তার প্রয়োজন, তা সর্বদা সীমিত। জাহাজের নাবিকগণের নিরাপত্তা ছাড়াও পরিবেশের সকল বস্তুদের সুরক্ষা—সেবারে পরিবেশ, বিষাক্ততা ইত্যাদি—ন্যায় নিরাপত্তার বীমাবিকীরণ থেকে সবার বরম নিরাপত্তার জন্য সতর্কভাবে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। এই সম্পর্কে লন্ডনে ১৯৬০ সালে আন্তর্জাতিক "সাগরে জীবনরক্ষা" (সেমিটি অব লাইভ ড্যাং সি) সন্মেলনে বিশেষ সব দেশের প্রতিনিধিরা আলোচনা-আলোচনা করেন বলে ইতিমধ্যেই স্থির হয়েছিল।

"সভানা" এবং "সমিনা" জাহাজে সর্বকম দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বিজ্ঞানীরা ১৬৩৮ দেখেছেন। সাভানার রিয়াক্টর ১৫ ফুট বাস এবং ৫০ ফুট উচ্চ ইস্পাতের কঠিন আবরণের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং এই আবরণী প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৮৬ পাউন্ড চাপ সহ্য করে। এই গোলাকৃতি আবরণীর উপরভাগ ৫০ ইঞ্চি গভীর বার্টার কংক্রিট এবং নিম্নভাগ ৫০ ইঞ্চি গভীর সাধারণ কংক্রিটের দ্বারা সুরক্ষিত। এই আবরণী ভেদ করে বছরে মাত্র ৫৮ বর্ষিক বিকীরণের সম্ভাবনা—এই অল্প পরিমাণ বর্ষিক বিকীরণ ব্যক্তিগতভাবে পক্ষে মোটেই আশঙ্কাজনক নয়। যে কোন রকম ধাক্কাধনিত দুর্ঘটনায় সম্ভাবনায় এই প্রাথমিক আবরণী ইম্পাত ও লাল কাঠের

দ্বারা তৈরী, দ্বিতীয় আর একটি আবরণীর দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টিত। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ঘণ্টায় ২০ সাগর মাইল বেগে (২০ নটস) চালিত স্টকহলম এবং আন্দ্রে নোরিয়ায় মধ্যে সমকোণ ধাক্কা লাগায় স্টকহলম আন্দ্রে নোরিয়ার পাশে ১৫ ফুট ভেদ করেছিল—এই বরম বড় বরম দুর্ঘটনাত্তেও সাভানার রিয়াক্টর অটুত থাকবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদি কোনরকমভাবে সাভানা নির্মিত হয় আবরণীসহ রিয়াক্টর অপরিবর্তিত অবস্থায় জলের তলায় অবস্থান করবে। যেখানে জলের গভীরতা কম, সেখানে রিয়াক্টরের তাপ ত্বিরের জলের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হবে—আর গভীর জলের তলায় রিয়াক্টরের আবরণী ফাট যাবার আগে ফ্রিড-ডিস্কের সাহায্যে আবরণীটি তলপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং তল প্রবেশের ন্যূন জরাজনীর অস্তিত্বই থাকবে। ধীরে ধীরে সম্ভব।

প্রাথমিক ত্রুটি সর্বাঙ্গীতে পড়লে সবচেয়ে মারাত্মক বরমের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করা যেতে পারে। এর ফলে জরাজনীর কিছু গুরু গুরু অক্ষত প্রোডাক্ট নির্মাণে সহায়তা করবে। গরুটিন এবং ওরফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অংশ প্রকাশ করেছেন যে, এই দুর্ঘটনায় অবস্থাত্তেও রিয়াক্টরের আবরণী পলিত জরাজনীর কিছু ধারণ কত-কত হবে এবং বর্ষিক বিকীরণকারী প্রবাহ ইতিমধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে।

সর্বশেষেই পঞ্চম এবং রিয়াক্টর বরম হবার জন্য নিম্নলিখিত দুই কারণ বড়। মার্কো বরম পড়লে জরাজনীর কিছু গুরু গুরু সম্ভব সম্ভাবনা বর্তমানে যদি না রিয়াক্টর বরম করত জন্য বিশেষ আর কোন ব্যবস্থা নেই না থাকে।

(২) বিপজ্জনক বর্ষিক বিকীরণ থেকে নিরাপত্তার জন্য রিয়াক্টরের চতুর্দিকে যে ভারী আবরণীর প্রয়োজন, তার ব্যবহার পদ্ধতিতে কোন ত্রুটির কারণ হয় না বটে, কিন্তু জাহাজের মাল বহন করবার ক্ষমতা যে বিশেষ হ্রাস পাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমগ্র পরমাণবিক শক্তির উৎপাদন হ্রাসের সতর্কতা ৩০ ভাগ ওজন এই আবরণীসমূহে। সাধারণ অবস্থায় অথবা দুর্ঘটনাবশত যে বিপজ্জনক বর্ষিক বিকীরণের সম্ভাবনা তার প্রতিবন্ধকতপে কত কম ওজনের আবরণীর প্রয়োজন—তা বিশেষ অনুশীলনের পর ভবিষ্যতে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশা প্রকাশ করেন।

(৩) সাগরে জাহাজ চলাচলের সময় যে স্বাভাবিক স্পন্দন এবং কম্পনের সৃষ্টি হয়, তদ্বারা কি কি ব্যবহারিক অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে, তা ভেবে দেখার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এ ছাড়াও জাহাজের

দোলানোর (রোলিং) সময় পরমাণবিক শক্তি উৎপাদনে যে যথেষ্ট বিঘ্নের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, এমন আশঙ্কা করা অমূলক নয়। এইসব চলমান অবস্থায় পরমাণবিক এঞ্জিনের যোগ্যতা বিচার বর্তমানে সম্ভব নয়। উচ্চ চাপ জলের রিয়াক্টর, ফুটন্ত জলের রিয়াক্টর অথবা তরল পদার্থ ব্যবহৃত সব বরমের রিয়াক্টর নির্মাণে এ সমস্যা বর্তমানতঃ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পরিশেষে পরমাণবিক শক্তি ব্যবহার যে আর্থিক অসঙ্গতি দেখা যায়, তার দূরীকরণ সম্ভব না হলে ব্যবহারিক জগতে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহার কার্যকরী করা সম্ভব হবে না। সাধারণ ইউরেনিয়ামের সাহায্যে উৎকৃষ্ট রিয়াক্টর নির্মাণ অথবা দ্রুত বায়ু ল্যাবরেটরিতে উৎকৃষ্ট ইউরেনিয়াম (এনিরিচড ফ্যুরেল) উৎপাদনের প্রচেষ্টা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।

উপরোক্ত আলোচনা হতে সহজেই প্রতীয় হয় যে, জাহাজ চালানায় পরমাণবিক শক্তির সাফল্যজনক প্রয়োগে এখনও নানা সমস্যা বিদ্যমান—তবে অদূর্ভবিষ্যতে উপযুক্ত গবেষণার দ্বারা এই সব সমস্যার সমাধান করা যে সম্ভব হবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ নেই।

অসীমের অন্বেষণ

জৈনিক গুরী সাধক কর্তৃক প্রণীত এই গ্রন্থে ভগবৎ অনুভূতি ও তাঁহার কৃপা-লাভের সহজ পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দ কর্তৃক উক্ত গ্রন্থসিদ্ধ। মূল্য ১০। বর্ধিত ইংরাজি সংস্করণ মূল্য ১০। এজন্ট আবশ্যক।
বন্দ্রতরী ভবন,
১৯৭নং বঙ্গবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

বঙ্গ সাহিত্য সংসদের নবতম আকর্ষণ
সাহিত্য জগতের বরেন্দ্র শিল্পী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
॥ ক্র প ম তী ॥
বঙে—বসে—ভাবে ও বর্ণনায় চিরউজ্জ্বল
মূল্য আড়াই টাকা
পরিবেশক : বঙ্গ বুক স্টল
১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
মহাশা অশ্বিনীকুমার দত্তের
দুখানি অমূল্য গ্রন্থ
১। কর্মযোগ ২। প্রেম ২।
সাহিত্যজগতের প্রতিধ্বনি শিল্পী
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
॥ বেলকুন্ডি ॥
—যথাস্থ—

একান্ত নিজস্ব

শিশুসম্মত*

ম্যাকলীনস্

পেরআইড টুথপেস্ট



সব চেয়ে বেশী
* পরিষ্কার করে।

আপনার দাঁতের উপর প্রত্যেক পদার্থের
অপরিষ্কৃত অবশিষ্টাংশই আজিদিন
পাউ ম্যাকলীনস্ এর তরল নিজস্ব
'লিপোয়েট' সলিড দাঁতের পলিশিং
করে এবং প্রত্যেক মর্চ-ফল-নি-য
এই আজিদিন উজ্জল কণিণ আপা-
নার দাঁতের আবরণ সলিড দাঁতের
পারফেক্ট করে।



সব চেয়ে বেশী
* সাদা করে।

ম্যাকলীনস্ এর তরল দাঁতের
পারফেক্ট দাঁতের বিশুদ্ধ দাঁত ও বন-ব-
তুলে আপনার দাঁতগুলিকে স্বচ্ছ-ক
সাদা করে।



সব চেয়ে বেশী
* রক্ষা করে।

আপনি যথার্থই অনুভব করেন
ম্যাকলীনস্ এর অপরূপ তাজা আত্মা
দাঁতের নাজিকে শক্তিদান করে এবং
ক্ষয়কারী বীজাণুকে ধোঁষে করে।



সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে। * সবচেয়ে বেশী সাদা করে।
সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।

এই তিনটি গুণের অপূর্ণ সমন্বয়ই ম্যাকলীনস্ এর
একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তি।

আরও পরিষ্কার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য
আজই ম্যাকলীনস্ কিনুন।



প্রিয় মনশ্রী সত্যেন্দ্র চার্বাক: তার কবিতাকল্পন অঙ্গবর্ণে সুচারু-সুন্দর, চার, অংশ চারুতার চারটিতে। চার, চার চিকুর, চার, জ্বলখা। চার, চার চার, চার, অধার চার, হাস্যরসে। যেমন মধুর হাসি, তেমনি মধুর ভাষা। চারবাক্য চারবাক।

তার জীবনে দুঃখ নেই, যেন দুঃখকে নিঃশেষে জল করেছ সে নীলামতের মত গমন করেছ। বিশেষভাবে বিবাহ। সন্দর্শনের মত সন্দর্শন, যেন চিরমধুর সুখের নিকর। যেন স্নেহময়, এ একটা স্নেহ। সে বিস্তার আনন্দময়লা সুখী মানুষকে আহ্বান করে বলে, 'সুখময় এই সাগরমেখলা শ্যামাঙ্গলা ধরণী, সুখে পূর্ণ বিশ্বের হৃদয়পত্র। কোন মিথ্যা দেহের বিভ্রমনা, কোন মিথ্যা বিবরণের সন্ধান। তোমার হৃদয় আছে চক্ষু, কণা, জিহবা নাসিকা, স্বক পুষ্টিক্রিয়ের প্রদীপে দেখ এই ভোগবতী পসুন্দরা আকর্ষণ পান কর তার রূপ, রস। দেখকে সুভোগ করাও—'দেহ এর আশ্রয় ন চাপর'।

চারবাকের মোহন বাক্য প্রভাতে-সন্ধ্যায়, মধ্যাহ্নে-মধ্যাহ্নে দ্বন্দ্ববিন্দিত অন্তরে সুখা বরণ করে। দ্বন্দ্ববিন্দিত জীবনে এ যেন কল্পের কণ্ঠের গান, লৌভীর জীবনে দীপ্ত সুখ। চারবাককে ঘিরে সমবেত হয় সহস্র লোক। ভোগীরা চারবাককে লক্ষ্যে নেয়। যদুজীবাদী মহা-মোহ ও মহামদ তার অজ্ঞাতসারে তাকে গুরুপদে বরণ করে। সবচেয়ে আকৃষ্ট হয় সর্বদ্বারা সাধারণ মানুষ। তারা যুগ-যুগান্তরের বহিঃপ্রাসের অবশেষ। ধর্ম তারা বোঝে না, অধর্মকেও ভয় পায়;

মিতাচারী তারা নয়, অমিতাচারেও তাদের ভয়; নরকের জগতে তারা সুখে কামনা করে, পায় না। চারবাককে ভালবাসে তারা, প্রশ্নও করে অনেক। চারবাকের মধুর হাসি ওদের জীবনের ক্ষণিক আলো, সমস্তাকুল চিত্তে স্বপ্নের মত তার মধুরাঙ্গুরা বাণী।

ওদের অবিচল জ্ঞানী পুরুষ চারবাককে দেখে উদাস হাসি হাসেন—তার নিকট যখন চতুর্বেদ, তখন চারবাক। কিন্তু চারবাকের প্রতি কঠিন হয়ে ওঠে। 'চারবাক' ঐতিহাসিক, সংস্কারগণী, ঐতিহাসিক। 'চারবাক' তারা চারবাক বাক্য খণ্ডন করেন। চারবাকের উপর খণ্ডনস্ত যজ্ঞক স্থাপন। 'চার' বলেন, 'অকটমুখ', 'পাষণ্ড'। কেউ মন্তব্য করেন, 'নাসিক', 'ঘোর নাসিক'। কেউবা তিষ্ঠকণ্ঠে বলেন, 'কামুক লম্পট'—তাই দুঃখের সংসার ও মিথ্যা সুখের মন্দির স্বপ্ন দেখে।

নিদ্রাবাসে ক্ষুরে হয় না চারবাক। তার জীবনমোহন হাসি যেন আবহসংকুল তরঙ্গশীর্ষে শব্দে ফেনা। হেতুবাদী চারবাক সে ক্ষুরধার বৃষ্টি—অকাটা বৃষ্টি! সহস্রা সে প্রত্যাহার করে, 'মিথ্য' কে? যে প্রত্যক্ষে বিশ্বাসী, না যে কল্পনা-বিশ্বাসী? আমার দর্শন মিথ্যা স্বপ্ন নয়—এর প্রণেতা স্বয়ং সত্যদ্রষ্টা বৃহস্পতি।

গুরুকে ভাল মনে পড়ে না চারবাকের। অনেক কালের অনেক প্রলেপ পড়েছে স্মৃতির ওপর। স্বপ্নের মত মনে হয় সুদূর অতীতের কথা। স্বপ্ন যেমন সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়—তেমনি সত্য-মিথ্য গড়া তার জীবন-পঞ্জি। এ যেন তার জীবনের প্রাগৈতিহাসিক যুগের

কাহিনী। কিছু স্মৃতির কংকাল, কিছু কিংবদন্তী, কিছু কল্পনায় রচিত ইতি-স্মৃতি।

অন্য অতীতের কথা। মরুতের যজ্ঞে পৌরোহিত্যে বার্থক্য বৃহস্পতি অশ্রম বোধিছলেন মতে—নন্দীপুরে। চারবাক উপস্থিত হয়েছিল তাঁরই আশ্রমে। নিরাশ্রয়, অন্য—কৈশোর-অতিক্রান্ত ক্ষুণ্ণনৈমিত্ত্য এক মণ্ডলভূত পশ্ম-কালিকা। অমৃত আদনে ভাব, উৎসুক দৃষ্টি, যেন পথহারা হরিণ-শাবক।

সে জানে না—কি তার পরিচয়, কেন গোতে তার জন্ম। সারাদিন সন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে সে দেখেছিল স্বর্ষির আশ্রম। এখানে উদাত্ত সামগান, ওখানে হুতবির সৌরভ। কেথাও আশ্রমবটদের কলকলা, কেথাও আচার্যের সৃণভীর কণ্ঠ—'অধ্যাতো বহু জিজ্ঞাসা, অধ্যাতো কর্ম-জিজ্ঞাসা'। কৈশোর প্রাণে কৌতূহল, অন্তরে সহস্র প্রশ্ন—কে এই ব্রহ্ম, কি এই কর্ম, কি এদের ফলশ্রুতি?

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর

ছায়াবিহীন

(জ' পল সার্টর-এর Men Without Shadows অবলম্বনে)

উচ্চশ্রেণীতে প্রণীতশীল

বিলম্ব নাটক

দ্ব্যে দুই টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিঃ, কলিঃ ১২

এবং

৩০২ আগার সাকুলার রোড, কলিঃ ১

দি রিলিফ

২২৬ আপার লাক্সার রোড

এজারে, কফ প্রকৃতি পরীক্ষা হয়

দাঁড়ি রোগীদের জন্য—মাত্র ৮ টাকা

সময়ঃ—সকাল ৯টা থেকে ১২-০০ ও

বেকাল ৪টা থেকে ৫টা



রবিনসন

'পেটেট' বালি

খাওয়াবার

এই ত সময়

রবিনসন পেটেট বালি গোবর হলের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে শিশুর পাকস্থলীতে দ্রুত শক্তি চাপ বেঁধে হজমের অপ্রতিরোধ্য ঘটা না হয় তা হজম করা শিশুর পক্ষে অসম্ভব সহজ হয়। তাছাড়া, রবিনসন পেটেট বালি শিশুর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়। রবিনসন পেটেট বালি শিশুরা খেয়ে সুস্থি পায়—এতে ওদের শরীরও গড়ে ওঠে। আপনার খোকাকে খাইয়ে দেখুন সে কেমন বেড়ে ওঠে।

এই বালিতে অনধিক
০.০২৮% আয়রন বি-পি
ও ১.০% ক্রিটা প্রিপ-এর
সংশ্লিষ্ট আছে।



★ ক্যালসিয়াম ও লৌহ সংযোগে সুরক্ষিত

আইসক্রিম (ইস) মিলিটর (লেনো) এ পণ্ডিত

দিনান্তে সম্মা নিবিড় হয়ে এসেছিল। ব্রাহ্ম চার্বাক ঘুমিয়ে পড়েছিল এক কুটিরের পাশে। সহসা ঘুম ভেঙে গেল। মধুখ্যা প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে সন্ধ্যায় দেখল চার্বাক, সম্মখে হিরণ্য-বর্ণ এক ঋষি। জ্যোতির্ময় দৃষ্টি তাঁর দেহে। সিন্ধ অথচ মমভেদী দৃষ্টি। আগ্রহ প্রার্থনা না করে তাঁরই চরণমূলে লুটিয়ে পড়েছে চার্বাক।

আর্থবান্ আশ্চর্যস বহুস্পতি। তিনি ঋক্মণ্ডের বরণীয় দেবতা, অমেষ তাঁর তপোবল। তিনি গণপতি, সত্যনিষ্ঠ তাঁর দৃষ্টি। সত্যের সম্মানী আলো ফেলে কি যেন দেখলেন তিনি ওই কমল-নয়নে, কি যেন আবিষ্কার করলেন তিনি ওই কোমল পদ্ম-কাসিকায়। সন্মুখে বালককে উঠিয়ে পরম আগ্রহে মস্তক আশ্রয় করলেন। অন্তর জুড়িয়ে গেল চার্বাকের। কি স্নেহের স্পর্শ!

আজন্ম স্নেহের কাহাল চার্বাক—অনাথ, ষায়াবর। কতবার মাতৃপিতৃর জন্য হৃদয় কোঁড়ে উঠেছে। কেউ বসেছেন, প্রেতলোক থেকে অগণ্যপ্রমাণ দেহ নিয়ে তাঁরা চার্বাককে দেখছেন। সে ভেবেছে, প্রেতলোক থেকে তাহলে কেন ফিরে আসেন না জননী? কেন স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দেন না তাকে? মৃত্যুর পর সত্যিই মানুষের কোন অস্তিত্ব থাকে কি? কত মাথা কুটেছে সে দেবতার পায়। কেন দেবতা করুণাপাত করেন নি। মনে জেগেছে সংশয়—দেবতা যদি জগৎপিতা, সন্তান কেন নিরাশ্রয়? দেবতা যদি জগদ্ব্যাপ্ত, সন্তান কেন স্নেহবিপ্লবিত?

আল এই প্রথম স্নেহের আশ্বাদন, এই প্রথম সত্যের অনুভূতি। চার্বাকের মনে হয়—মিথ্যা দেবতা, মিথ্যা পরলোক। সত্য এই পৃথিবী, প্রত্যক্ষ সত্য এই মৃত্যুর মমতা। স্নেহের গণ্ডগোড়ী ধরণী, ব্যুৎ তার সেহাগের সহস্রধারা।

আশ্রমে দ্বিতীয় প্রভাতের কথা। বজনি অতিবাহিত হয়েছিল এক স্পন্দনময় দিভ্যরতায়। শূদ্র ব্রাহ্ম-মহর্ষি তাকে ডেকে দসেন্নে বসালেন কুলপতি বহুস্পতি, 'যাও চার্বাক, ক্রৌঞ্চ-সুরাবরে স্নান করে এস। শূচি হও, শূদ্র হও। হোমোপ্নিতে যজ্ঞপুরুষের আবাহন করে আল তোমার গায়ত্রী দীক্ষা দেব।'

সন্ধ্যায় নীল আষাঢ় দৃষ্টি নয়ন মেলে নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিল চার্বাক। গায়ত্রী দীক্ষা! কর গায়ত্রী? দেবতার বরণীয় শক্তিতে তার সংশয়। কোথায় যজ্ঞপুরুষ? হোমোপ্নির দিকে স্থির লক্ষ্য রেখে সে দেখেছে—নীলসোহিত অগ্নিশিখা অগ্নি-শিখাই মন্ত্র। যজ্ঞপুরুষের কম্পনা অনুমান।

গম্ভীর কণ্ঠে বহুস্পতি বলেন,

দাঁড়িয়ে রইলে যে! ব্রাহ্ম-মহর্ষি অতীত হয়ে যায়। ওই দেখ, পূর্বদিগন্তে প্রভাতের পূর্বাভাস। যাও, শূচি-স্নান করে এস।'

নিশ্চল চার্বাক, যেন নিশ্চল একখানি কোমল কচি মাটি, যেন অচল বজ্রগর্ভ বিদ্যুৎ। অহীনদৃষ্টি নয়নে দৃঢ়তাব্যাক্ত দৃষ্টি। অকম্পকণ্ঠে সে বলে, 'আমি বিশ্বাস করি না গায়ত্রী মন্ত্র, হোমোপ্নিতে হিরণ্য পুরুষের আবির্ভাবে আমি আস্থাহীন।'

কি বলছে এই বালক! জড়তাহীন কণ্ঠ, দ্বিধাহীন উক্তি। দেবগুরুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে দেবশক্তিতে সংশয় প্রকাশ করছে এক অর্বাচীন শিশু! শিশুর মত তো কথা নয় তার? বিস্ময়ে হতবাক হন সুর-গুরু। কোণ নয়নে নয়, অমৃত-নয়নে তিনি নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকেন সেই চারু নয়ন-শোভিত চারু অঙ্গের প্রতি। কে এই বালক! কার কণ্ঠে ধর্মানিত হচ্ছে, তাইবী অন্তরের অত গোপন এক প্রত্যক্ষ সত্যের অনুভূতি? ধীরে প্রশ্ন করেন তিনি, 'দেবতার বিশ্বাস নেই তোমার?'

দৃঢ়স্বরে বলে চার্বাক, 'পরোক্ষ সত্যে বিশ্বাস নেই আমার। আমি বিশ্বাস করি প্রত্যক্ষ এই চূষণ, বিশ্বাস করি—আপনার মত প্রত্যক্ষ দেবতায়। যদি এমন কোন শাস্ত্র থাকে, যা এই জগতকে ভাসবাসতে দেখায়, আমার তা উপদেশ করুন।'

নিষ্ঠাবান আদিত্যক বহুস্পতি। বালকের এই নাস্তিকতায় ক্রোধ হলেন না। স্বর্গীয় অস্তরঙ্গ বসনাময় জিজ্ঞাসার প্রতিমূর্তি এই বালকের ওপর তিনি নিঃশেষ চোলে দিলেন হৃদয়ের স্নেহভাণ্ড। সুরগুরুর আশ্রমেই শিষ্যরূপে আশ্রয় পেলেন চার্বাক।

আশ্রমের অন্যান্য বালক থেকে পৃথক ছিল তার আবাস। সহস্র সশঙ্ক কোঠহেলী দৃষ্টির কেন্দ্র সে—স্বতন্ত্র। তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাও পৃথক। না ছিল কঠোর কর্মের বন্ধন, না ছিল গুরুদায়িত্ব। কঠিন ব্রহ্মচারের পথে তার তপশ্চর্যা নয়। তাকে ব্রতভিক্ষা করতে হয় না, ধারণ করতে হয় না বসকল। তার পরিধেয় কাপাস বস্ত্র বা চানীংগুরু। আহার-বিহারেও সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ফলমূল আতপান নয়, চার্বাকের রাসিক আহাষ।

মুগ্ধ বিহংগের মত ইচ্ছাপক বিস্তার করে চার্বাক ভ্রমণ করে আশ্রমে, অরণ্যে। সে হৃদয় পূর্ণ করে পান করে নিসর্গ-সৌন্দর্য। আশ্চর্য সুন্দর এই উচ্চ ধূলিকণা! কোথায় কোন সহকারে

আলাকসত্যর বন্ধন, কোথার কোন্ পুতুল
কোন্ রাগিনী প্রজাপতির সত্ত্বরণ—সব
তার কণ্ঠস্থ। বন-হাটমীর মত লীলা-
চঞ্চল তার জীবন প্রকৃতির সঙ্গে
একসূত্রে গাঁথা।

আশ্রমের বহির্ভাগে থাকেন স্নেহময়ী
জননীর মত এক যোগিনী। তার রহস্যময়
জীবন চার্বাকের পরম বিস্ময়। কাণন-
দীপ্ত দেহবর্ণ, পরিধান রক্তগৈরিক,
আলুসায়িত কেশভার। সীমাহীন উদ্ভাস
সিন্দুরে, কণ্ঠে বস্ত্রাক মালা, হস্তে সূর্য্য
তিলক। প্রশান্ত নয়ন স্নেহের তরলতা।
মাতৃহারা হরিণ ময়ূর, করম-শিশুর
তিমি ধাত্রী, যেন জীবধাত্রী জননী।

মধুর এই প্রীতির পৃথিবীতে চার্বাকের
অত্যন্ত বিস্তীর্ণ মন হয় নৈতিক রহস্যের
বর্ণগত ভ্রমজ্ঞান। ইনি ব্রাহ্মণ, উনি
কর্তব্য এ বৈশ্য—তার পথকে পথকে
রহস্যময়ী বৈশ্য। শিক্ষার বিহীন, এমনকি
অশিক্ষার কল্যাণী পর্যন্ত স্বতন্ত্র।
শাস্ত্রের প্রতি আশ্রমবাসীর উন্নতিক
অচরণে মমীকৃত হয় চার্বাক। একপ্রকার
অবস্থা, সেহে একই শ্রেণীর প্রবাহ—তবু
ওরা অস্পষ্ট বৈশ্যবাদের বর্ণিত। চির-
কালক মূর্খতার চিহ্ন। ওদের মধ্যে,
চিরকালের অজ্ঞতার অত্যন্ত ওদের চোখে।
শব্দকল্পের বিবরণের মত চার্বাকের
অজ্ঞত হস্তে চরমত্ব বৈশ্যের কলম করে
ওরে। মনোবৈশ্য মনোবৈশ্য এ বর্ণনা
কার বিবরণ। একটা ক্ষুধা বিব্রত
প্রবাহিত হয় অস্তর।

এই বিবরণেরই একটি সর্বজনীন
ছাঁতির পটল আশ্রম, যেন চার্বাক
ইচ্ছা করেই প্রবেশ করল সর্বাঙ্গিত শব্দ-
পরিচয়। মনোবৈশ্যী শব্দ—গর্ভের আশ্রম
তার প্রবেশ নির্মল। আশ্রমের
বহির্ভাগের তাহা সেনার অধা রেখে যায়—
স্নেহময়ী, বসন্তময়, গভীরশ্রুতি—
কখনো বা মনোবৈশ্য কল্যাণী। নিষ্ঠাবান
ব্রাহ্মণ পরিচয়ী প্রবেশ করেন, কিন্তু স্পর্শ
করেন না তারের। তারা নাকি অস্তর,
স্নেহ! অথচ চার্বাক • লক্ষ্য করে—
স্নেহময়ী। যোগিনী নির্বিচারে ভ্রমণ
করেন শব্দ-পরিচয়, তার মধুর হৃদয়
মিলিয়ে 'মন' ওদের মাল-ধর্মের সঙ্গে।
অস্তরকের সূত্র সূত্রের সঙ্গিনী তিনি।

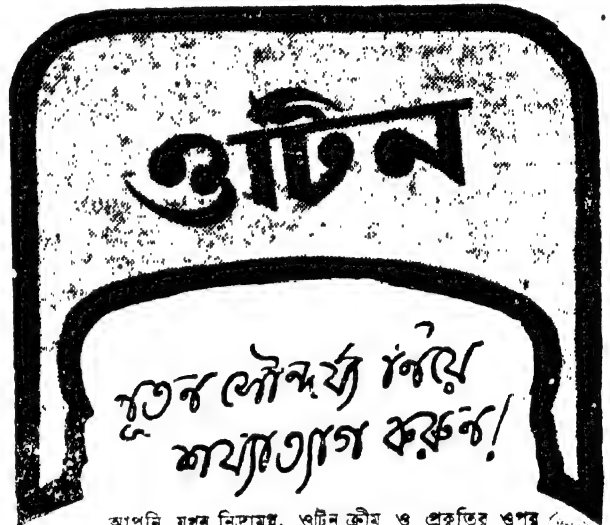
চার্বাককেও আকর্ষণ করে শব্দ-
শব্দীয় মত জীবন, যেন একাক্ষ
সম্ভবমান মত কালো মেঘ। শব্দীয়
বালিকা-অগ্নি সঠিক স্নেহময়ীর পরিপূর্ণ
সুখমা, কণ্ঠে গজোহর, কুটিল-কুতলে
পিঙ্কচূড়া। ওদের ভাষা মোখে না
চার্বাক, কিন্তু ওদের স্বাক্ষর-মুখের
অনুকারধর্ম প্রতিমূলে সুখা বর্ণন করে।
অনুকারধর্ম সে ধরতে চেষ্টা করেছে,
পারে নি। সঙ্গীত ওদের চরণে, চঞ্চল

প্রাণ-প্রবাহ ওদের দেহে। চাকিতে চমক
সৃষ্টি করে নির্ভর বসে অদৃশ্য হয়ে যায়।
নিজনি অরণ্য স্পন্দিত হয় অশ্রুত এক
হাস্যতরঙ্গে।

সেদিন ধরে ফেলল সে, যেন হাতের
মুঠোর ধরা পড়ল ছোট্ট একটি নীলাকাশ!
অন্ত কালক নয়ন, চঞ্চল সমুদ্র দৃষ্টি,
বক্ষ বনবাস! কি নাহ? চার্বাক

শব্দময়ী, ওর নাম নন্দা। নন্দাই বটে
স্নেহ-স্নেহের নন্দিত স্বর্ণার কিরণী-
লীলা। এ এক মৃত্যু অনন্ডিত! স্পর্শে
সহস্র বিদ্যুতের তরঙ্গ একসঙ্গে নৃত্য
করে চার্বাকের অঙ্গে। মোহময় আকর্ষণ
ওই অস্পষ্টত তনুসেহে।

তার অনামনস্কতার সুযোগে মৃত্যু হয়ে
গিয়েছিল চঞ্চল বন-হারিণী। চার্বাক মৃত



আপনি যখন নিতামর, গটিন ক্রীম ও প্রকৃতির ওপর
আপনার পরিচর্যার তার দিন। গটিন ক্রীম মেখে শুভে
যান, এবং পরদিন কোমল, মসৃণ ও যৌবনোচিত সৌন্দর্য
নিয়ে শয্যাগাগ করুন; তারপর গটিন স্নো মেখে
বছকে বিবের সমুদ্রীন হোন।

ক্রীম ত্ব
পরিচর্যার জন্য রাতে
ব্যবহার্য।



ছুটে উদাত্ত হয়েছিল তার পশ্চাতে।
বিশ্বের ওপর বিশ্বম্ভর! নন্দা নয়, সম্মখে
সেই আনন্দ-ভৈরবী—দ্বিশূলধারিণী
স্নেহময়ী জননী! নয়নে করুণাধারা, অধরে
রহস্যময় হাসি! স্নেহস্নানে অভিষ্ণাত
চার্বাণী। এত সুন্দর, এত মধুর,
এই পৃথিবী!

আশ্রমে ছি-ছি রব উঠল। চার্বাণী
সম্পর্কে ধিক্কারে প্রকাশ্য গুঞ্জন উঠল
নন্দাপুরে। স্বাহুগা ধর্মের শাসন-সীমা
লঙ্ঘন করে সে শবরীকে স্পর্শ করেছে।
রক্তহীন চার্বাণী, স্পর্শাস্পর্শ্যে বোধ নেই
তার। আশ্রমবটদের মধ্যে চলল জল্পনা,
নিষ্কিন্ত হল বক্তৃতা। একজন বলল,
‘নিশ্চয় আসন্ন যোর কাল, নইলে এমন
করে কি লোপ পায় বর্ণাশ্রম ধর্ম?’ কেউ-বা
বক্তৃতা শেষে বলল, ‘দুরচারি ব্রহ্মভাবানী
ধূর্ত! আবার বলে, আমরা সুশিক্ষিত!’
কেউ-বা নাসিকা কুণ্ডিত করে মন্তব্য
করল—‘কাম এষ’—এ হল অসিদ্ধতম
পশুবৃত্তি। আশ্রমে তো সুযোগ নেই
তার, তাই বাহ্যিক গিয়েছেন শবর-
পন্নীতে।’

মন্তব্য শুনেন বিমূঢ় হয়ে যার চার্বাণী।
বিচারহীন এ কি কুংসিত সমালোচনা!
কোভে, কোভে, যুগের অন্তর পূর্ণ হয়।
পাণ্ডিত্যের এই কক্ষ হীনতা? এবাই
শম-সম-নিঃস্বার্থী রহস্যচরী? ক্ষুধাচিত্ত
চার্বাণী আসে গুরু, ব্রহ্মপতির কুটিরে—

‘গুরুদেব!’

‘কি চার্বাণী?’

‘শবর-কন্যা নন্দাকে স্পর্শ করেছি আমি।’

‘তাতে কি হয়েছে?’

‘ওরা নাকি অস্পৃশ্য!’

প্রশান্ত হাস্যরসে ফুটে ওঠে গুরুর
আনন্দে। তিনি বলেন, ‘একই উপাদানে
নির্মিত মানুষ। ক্ষিত অণু তেজ ময়—
চতুর্ভূতের সমষ্টি জীবদেহ। এতে
ভেদজ্ঞান করে তরাই, যারা মূর্খ। তুমি
কোন অন্যায় করনি বৎস! মানুষ—
মানুষ। এর চেয়ে বড় পরিচয় কিছু নেই।’

গুরুর বাক্য মোঘের ছায়া কেটে যার
চার্বাণীর। কি মূর্খ দৃষ্টি! কি উদার
মনোভাব! স্বচ্ছ দর্পণের মত নির্মল
হৃদয়! তবু আরো একটা পর্বতপ্রমাণ
পূজিত অভিযোগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে
চার্বাণী। জন্মযোবনা শবরীর স্পর্শে যে
নতুন অনুভূতি, তাকে কেন্দ্র করে
আশ্রমবাসীদের যে কুশ্রী ইংগিত—তা
জানানো হয় না গুরুকে।

অন্তর্দৃষ্টি ঘৃষি ব্রহ্মপতি। ক্ষুধা
নীরব অভিযোগের উত্তর ধনিত হয়
তার কণ্ঠে, ‘সবই আমি শুনছি, বৎস!
প্রকৃতির প্রথম স্পর্শে পুরুষসত্তা যে নব
পুলক-রোমাঞ্চ, তাহা মিথ্যা নয়।
সোমেরও নয় এ-অনুভূতি। চিরন্তন
এ সত্য-চুম্বক। ভাগীরথীর উত্তাল
প্রবাহের মত এ-আবেগ মন্ত দিশ্গজকে
ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আবার এই প্রভব

সৃষ্টি মধুময় হয়ে ওঠে। অসত্য,
অস্বাভাবিক বলে যারা একে অস্বীকার
করে, তারা ভণ্ড। ভণ্ডের কুড়কে বিচলিত
হয়ো না বৎস!’

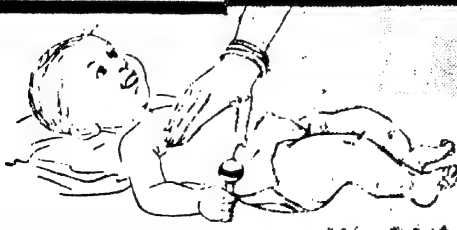
অদ্রান্ত সিদ্ধান্তে মুগ্ধ হয়ে যার
চার্বাণী। গুরু কি শিবোরই দ্বিতীয়
অন্তর? সার্থক তার জীবন, এমন গুরুর
শিষ্য সে! পরম ভূষিত বোরিয়ে আসে
চার্বাণী। লোক-জীবনের এই গুঢ় সত্যের
সংবাদ ভৈরবী ও নন্দাকে শোনাতে হবে।

সারাদিন চার্বাণীর অবাধ স্বাধীনতা।
নিশাঙ্কিত রাত্রি-মহত্ম্যে ব্রহ্মপতির আশ্রম
কলমুখর হয়, চার্বাণী তখন দিবা আরামে
নিদ্রার আরাধনা করে। কখনো কোলাহলে
ঘুম ভেঙে যার, বিরক্ত হয় চার্বাণী। কি
নির্বোধ এই তাপস যাজ্ঞিক! যজ্ঞ থেকে
নাকি পূজার সমুত্তর! ইন্দ্র নাকি
পূজার অধিপতি! স্বাভাবিক কারণেই
মেঘ ব্যাপারণ করে। তার জন্য ইন্দ্র-
যজ্ঞের প্রয়োজন কি? কে এই ইন্দ্র?
যজ্ঞান্নিতে মিত্য হবির অপব্যবহার।
অর্চনায় যতদূর না সিয়ে মনোব্রা
হসি ঘর চরন করত—তাহলে পুষ্ট হত
কেন শীর্ণ দেহ, সুখ হত বিকৃত
হৃদয়ক।

নিজের মনেই পিচার করে চার্বাণী।
আজ্ঞা তার পরমোক্তের চিত্তহর। এরা
অবসর নষ্ট করে। অন্যায় প্রস্তুত জগৎ।
সেহের অধিকার জগৎ কোথায়? পুণ্য-
প্রকৃতিযোগ্য শ্রুতসম্প্রদিত দেহের জন্ম;

বুকে সর্দি বাসেছে?

বুকে পিঠ সর্দি বসলে ভয়ের কারণ বৈকি! এ অবস্থায়
ভেপোলিন মালিশ করলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়।
কারণ ভেপোলিন ঝকের মশা দিয়ে এক নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের
ভেতরে যেয়ে একযোগে অতি দ্রুত কাজ করে। ঠাণ্ডা লেগে
মাথাধরা ও গলাধরায়, বাখা ও বেদনায় ভেপোলিন আশ্চর্য
মালিশ। আজই এক শিশি কিনে বাড়ীতে রেখে দিন।



ভেপোলিন

পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোং

১৬, বনকিষ্ট লেন - কলিকাতা-১

বোরোল্যান প্রস্তুত কার্ভের গান্ধী

নিম্নতম চর্যচর, নীরব ঘনকৃষ্ণ রাতির আকাশতল। উৎখত সহস্র নক্ষত্রের সভা। উদ্যান-পুষ্পের মত কাণ্ডনবর্ণী তারকারাজি, ওরা রাতির ফুল। কি বিচিত্র এই ভুলোক! লোকচক্ষুর অন্তরালেও এত শোভা, এত আনন্দের আয়োজন আর কোথায়? সূর্যনরী ধরণী, প্রাণময়ী নন্দা, স্নেহময়ী ঈশ্বরবী। অস্তঃকর্ণে ব্যজ যেন গুরুর শেষ কথা কয়টি—জগৎ দুঃখময় নয়, অতীত সুখের নিময় ধরণী।

একটি বিষয়ে সংশয় ঘোড়ে না চাৰীকের। যজ্ঞক্ৰিয়ার বিরোধী হলেও গুরুর আশ্রমে যোগ-যজ্ঞের এত কাহুলা কেন? কথায় ও কর্মে কোথায় সামঞ্জস্য? গুরুর লোকায়ত দর্শন কি সত্যের উপলব্ধিভাত নয়? কতদিন মনে করেছে সে, এ বিষয়ে প্রশ্ন করবে, প্রশ্নও করেছে। কিন্তু গবে, প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। এদিকে সমাসংপ্রায় চাৰীকের শিক্ষা। গুরুর দেব বলেছেন,

এবার হগতে প্রচার করতে হবে তাঁর দর্শন। কিন্তু যে সত্যাপলম্বি থেকে দর্শনের উৎপত্তি তা যদি অজ্ঞাত থাকে, চাৰীক প্রেবণা পাবে কোথা থেকে?

সেদিন সম্ভার ছায়ায় বিনাস্তরালে দাঁড়িয়েছিল চাৰীক—প্রশ্নবাকুল হৃদয়। অদূরে চলেছে আশ্রমবর্তীদের আলোচনা আশ্ফালন, পাণ্ডিত্যের দম্ভোক্তি, পরচর্চা। সহসা সে শুনল, প্রসঙ্গ উঠছে তাকে নিয়েই। উৎকর্ণ হল চাৰীক।

একজন বলছে, 'ওহে, সুশিক্ষিত চাৰীকের ভালই শিক্ষা হয়েছে। পাণ্ডকে পাণ্ড ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন গুরুর। চাৰীক হল পাণ্ড পণ্ডিত।' আর একজন বলল, 'মুখ্য বিচার করল না, বৃহস্পতি সুব-গুরুর-স্বগুর পরোহিত।' তিনি নাস্তিবাদার্থ শিক্ষা দেবেন কেন? গুর ও স্বর্গ যদি মিথ্যা, সুরগুরে, নমস্টিও অসীক।' তর্কী বাগ্ন করে আর একজন

বলে উঠল, 'নির্বোধ বোঝেও না কিছু, জানেও না কিছু। ইন্দের প্রার্থনায় দেবগুরে এ-দর্শন রচনা করেছিলেন দানব মোহনার্থ।' ইন্দ্রস্যা অভয়ায়, অসুরানাং ক্ষয়ায়' এর সৃষ্টি। সেই দর্শন তিনি বেছে বেছে শিক্ষা দিয়েছেন গণ্ডমুখকে।'

উত্তেজিত হয়ে ওঠে চাৰীক। গুরুর কি তাহলে কপটতা করে তাকে কপট শিক্ষা দিয়েছেন? দানব-ধর্ম দীক্ষিত হয়েছে সে? চূতপাদ সে অগ্রসর হয়ে গুরুর কুটিরের দিকে। অন্তরে অশান্ত বিক্ষোভ-প্রশ্ন। আকাশের সন্ততিমণ্ডলেও কি সেই প্রশ্ন?

কুটির প্রাণগণে পদচারণ করছেন দেবাচার্য বৃহস্পতি। দীর্ঘদর্শন সৌমা-শান্ত, উপলব্ধিকারের মূল নক্ষত্র জ্যোতির্ময় সত্যের দীপ্তি তাঁর নয়নে। সত্যাক কি গোপন কারাছেন সত্যচর্চী? হারিয়ে সোজা প্রশ্ন করল চাৰীক, 'যে লোকায়ত দর্শন শিক্ষা দিয়েছেন আমায় তা কি আপনার পরীক্ষিত সত্য? সত্য কি আপনার অর্থসম্পত্তি?'

গাভীর বারিা কব ইংগিতে যেন কোমলতম-মুখের বিষম হৃদয় হয়ে গেছে। কুটিরের ধারপাশে বিচ্ছুরিত আলোর মতো দীপ্তি গুরুর নয়নে। শিষ্যের প্রশ্নের একটি নিরত হোদ্য করত 'কিন্তু পর-মতাহুই অধ্যাসবরণ করে প্রশ্নের কণ্ঠে তিনি বলেন, 'নির্বিশেষ নিরঞ্জন সত্যের মূব কে দেখাচ্ছে বংস! 'এক দমর্ প্রথমং জন্মদমর্' জগতে যেমন অসিদ্ধিত সাধনদেখ মেট, তেমনি সেই নির্বিশেষ সত্য বা মিথ্যা সাধন পরিত্যাগ কর। বা নির্বিশেষে সেই শিক্ষকে ধরে বলে গ্রহণ কর।'

আমি গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু লোক বলে—

'কি বলে বংস!'

বলে, গণপতি বৃহস্পতির লোকায়ত দর্শন কপট দর্শন। বেস-বিরোধী এ দর্শন মিথ্যা-দমন ও অসরকে বিদ্রোহ করার একটি অপকৌশল।'

নীরব হয়ে চাৰীক, একটি নীরব থাকেন বৃহস্পতি। তারপর শীত গম্ভীর স্বরে তিনি বলেন, 'লোকে একথা বলতে পারে চাৰীক, কারণ এর পৌরাণিক প্রমাণ রয়েছে। ইন্দের প্রার্থনায় আমি এই মতবাদ বীক্ষবান রচিতপত্রের নিকট প্রচার করেছিলাম। রাজি ছিলেন মহাপরাক্রান্ত নৃপতি। তাঁই পত্রদের বিরুদ্ধে সপর্ণভাট ইন্দ্ৰ অতি কাতর-ভাবে আমার নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করেছিল। সে যে কি কাতর প্রার্থনা!—চমকে উঠলাম আমি! এই ইন্দ্ৰ? পঙ্গবের অধীশ্বর?—তাকে অভয় দিয়ে বলেছিলাম, বেণ, এর প্রতিকার করব আমি। তারপর

বিশেষ ভাবে বিশোধিত
কেএমপি মার্কা
তারিকেল তৈল

- ১০০% বিশুদ্ধ গ্যারান্টিয়াকৃত
- বসায়নাগারে পরীক্ষিত

১/২ পাঃ, ১ পাঃ ও ২ পাঃ ডিনে
সর্বত্র পাওয়া যায়

আমার এই অর্ধশাস্ত্র রজিপত্রের নিকট প্রচার করছিলাম। তারা বিস্মিত হয়েছিল, পরাজয়ও হয়েছিল তাদের। দেবতাদের অনুরোধে শত্রুচাষের যন্ত্রপাতিতে ছন্দ শত্রুচাষের পেশ ধার করে আমি দানবদের কাছেও এই শাস্ত্র প্রচার করেছিলাম। তার ফলে দানবেরাও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়েছিল। দেবপ্রধান অরুণ ছিল গায়ত্রী মন্ত্রের উপাসক—হেতুবান অজ্ঞেয়। আমারই হেতুবাদে সে গায়ত্রীমন্ত্র ত্যাগ করে স্বীয়বীৰ্য্য হয়েছিল। বহুবীর এই দর্শন দানব-অসুরদের বিস্মিত করেছে, —তাই লোকে প্রচারিত হয়েছে, দেবচাষ্য বৃহস্পতি দানব-মোহনাথ এই লোকায়ত দর্শন রচনা করেছেন।

‘তাহলে সত্যি এ পাষাণের শাস্ত্র?’—
ক্ষম্যকণ্ঠে ধ্বনিত হয় যৌবনের অভিযোগঃ
‘পরম সত্য থেকে বঞ্চিত করে আপনি কেন মিথ্যা অর্থবাদ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন? কেন এক সরলমতি শিশুকে ছলনা করেছেন আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দিয়ে?’

‘অমরাগাং গরুঃ সাক্ষাৎ

মিথ্যাবাদী স্বরঃ য়।

তদা কঃ সত্যবস্থা স্যাৎ

রজসসত্যমনঃ পুনঃ।

—সুরগরু, যদি মিথ্যাবাদী, তাহলে সত্যবাদী কে? পরম সত্যিক হয়েও তাঁর যদি এই ছলনা, তবে অন্যের মাসভাষণ দেখ কি?’

উত্তেজিত চাবুককে শব্দ করতে চেষ্টা করেন বৃহস্পতি। তাকে স্পর্শ করে ধীরকণ্ঠে বলেন ‘মিথ্যা অভিমান কর না বৎস! তুমি উপলব্ধি মলেই জীবনের এক অনুভূত সত্যকে তোমার কাছে ভুলে গিয়েছ। যেকোন দর্শনই হক, জীবনের সত্য উপলব্ধি থেকে তার রস না হলে, কোন ব্যক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিমানকে তা আকর্ষণ করতে পারে না। দানব বিরোচন, মহাবীরাচার্য্য রজিপত্র বা দৈত্য অরুণ মর্ষ ছিলেন না বৎস! তাঁদের মত ধীমানদের যে দর্শন মূগ্ধ করে, তা মূগ্ধগর্ভ বাক-চাতুরীর মত নয়। চন্দ্র সূর্য্যের মত প্রত্যেক জন্ম-মৃত্যুর মত সত্য আমার দর্শন। এ দর্শন দুঃখী মানুষকে বিশ্বের অগাধ-নিকেতনে ‘আনন্দ-আস্বাদনে’ আহ্বান জানায়। এক ভুল ব্যুকে কেউ যদি বিপথে চালিত হয়, সে শেষ দর্শনের নয়, দ্রষ্টারও নয়। একই কুসুম থেকে উর্ণনাভ আহরণ করে বিষ, মধুস্বাদক সঞ্চয় করে মধু। যার উর্ণনাভ-বৃষ্টি সে বিষই সংগ্রহ করবে, যার মাদুকরী স্বভাব সে এ দর্শন দিয়ে রচনা করবে মধুচর।’

সুরগরুর মধ্যে কাঁপছে যেন রহস্যময় আদো-আধার। চাবুক লক্ষ্য করে, যেমন সন্ধ্যাভলে মহার্ঘে মহার্ঘে নানা বস্তুর খেলা চলে—নীল, সবুজ, লাল—তেমন

খবির আননে চকিতে ফুটে ফুটে উঠছে উদ্বেগ, ঘৃণা, ক্রোধ। গাড়কণ্ঠে তিনি বলেন, ‘একই প্রকৃতিতে কখনো বসন্তের হাসা, কখনো বর্ষার অশ্রু—একই মানুষ কখনো ধীর-গম্ভীর, কখনো লঘু-চপল। শত্রুশত্রু মিশ্রিত জগৎ, সুখ দুঃখ মিশ্রিত অনুভূতি। যে-কোন অবস্থায় মানুষের এক একটি বিরাট অদ্রান্ত সত্যের উপলব্ধি হতে পারে। সে উপলব্ধি মিথ্যা নয়। সকলে জানে—বৃহস্পতি সুরগরু, পরম আসিতক। কিন্তু, এই আসিতকবৃত্তি ও সুরগরুর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পুঞ্জিত হয়ে আছে—তা তো কেউ জানে না বৎস! সে বিক্ষোভ যে কি প্রচণ্ড, কি ভীষণ তার উন্মত্ততা—কেউ তা বোঝে না। তুমি বোধ হয় জান, তোমার গরুপত্নী ‘হারা’ সেম কতক অপহৃত হয়েছিল?’

‘শুনছি সে কাহিনী।’

‘কাহিনী শুনছে, কাহিনীর মমসতা

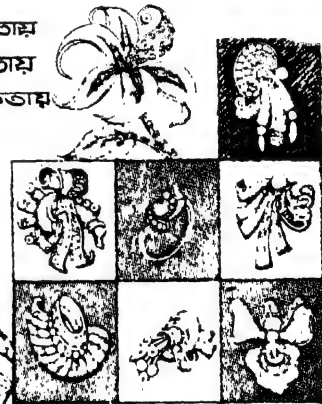
বোধনি। সাধনী, সংক্রান্তবতী আমার ভাষী ‘হারা’। একদিন পুষ্পাভরণে সজ্জিতা হয়ে আমারই উদ্যানে ভ্রমণ করছিল। ঠিক সেই সময়েই সে ওষধিপতি সোমের দৃষ্টি-পথে পতিত হল। একে অস্মান পংকজের মত রূপ, তার ওপর মনোহর অঙ্গাসজ্জা। মহার্ঘে কামার্ত হল নিশাপতি, পাশাপাশি জ্ঞানশূন্য হয়ে তারাকে হরণ করল। শুনছি, আত্মস্বরে অনুমাণ, অনুময় করেছিল ‘হারা’, কিন্তু চেতনহারা চন্দ্র সে অনন্যে কর্ণপাত করেনি।

উজ্জ্বাসরূপ কণ্ঠে ক্ষণেকের তরে নীরব হয়। সংঘত হয়ে আবার বলেন সুরগরু, ‘হারা’ অপহৃত হল। দেবতার দুয়ারে আমি অভিযোগ করলাম। মর্ষ ও হলেন রহস্য, বিষ্ণু, মহেশ্বর। চন্দ্রকে অনুরোধও করলেন তাঁরা। কারো কথা শুনল না সকল সোম। সোমের বিরুদ্ধে সজ্জিত হল সুর-চন্দ্র—ঐরবতে ইন্দ্র, দেবতাপে ধর্ম,



সৌন্দর্য্যে মার্ঘ্য

মৌলিকতায়
নির্ভরতায়
আধুনিকতায়



গিনিগোস্ত্র ডুয়েলারী ফেশ্যনিস্ট

এম.বি.সরকার
এও সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং ডুয়েলারী

ফোন-৩৪-১৭৬১

গ্রাম-টিনিয়ার্টি

১৩৭/সি ১৩৭/সি/১ গুহাকার ট্রাট, কলিকাতা-১২

গ্রাফ-বালি গও-২০০/সি রাসবিহারী এড্‌মিড ফলিকাতা ১২ ফোন- ৪৩-৪৩৬৬

সোহরমের প্রবাসিন চিৎগা ১২৪, ১২৪/১, ১২৪ সাকার ট্রাট, কলিকাতা-১২

কেবলমাত্র প্রতিবার খোলা থাকে

গ্রাফ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি ২০০৮-১

দিবারথে কুবের-বরুণ, নাগবাহনে অনন্ত,
মহিষপৃষ্ঠে স্বয়ং যম। হিলোকের ধারণা,
অপরাধেয় সুর-শক্তি। কিন্তু আমি বুঝেছি
বৎস, সূরের শক্তি-কল্পনা দুর্বল সভ্যকের।
শক্তিহীন দেববীয়। যেমন নিঃসার শারদীয়
মেঘ, তেমনি নিঃসার দৈবশক্তি। কে বলে,
মানুষের ভাগ্যবিধাতা দেবতা?—মিথ্যা
কল্পনা। ভাগ্যের নির্মাতা স্বয়ং মানুষ।

অপরাধেয় পুরুষকার। 'দৈবেন দেয়ম্
ইতি কাপুরুষাঃ বলিষ্ঠ।'

সুরগুরু নয়নে অশ্লিষ্টলিঙ্গ।
সর্বোমে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন
জ্যোতিষ্য সেমাপ্রা নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রতি।
ক্ষুব্ধ প্রকোশে যেন অস্থির করে তোলে
ভীক। এতবাক্য চাণাকের হৃদয়তন্ত্রীতে
অনুবর্ণিত হয় গর্বের কণ্ঠ, 'দৈবেন

দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বলিষ্ঠ।' সেই
তন্ত্রীতে কঠিন অঘাত হেনে বলেন
বহুস্পতি, 'ভেবেছিলাম, যোগ-যজ্ঞ, মন্ত্র,
অভিচার ক্রিয়া হয়তো নিষ্ফল নয়। তারাকে
সোম-কবলমুক্ত করার উদ্দেশ্যে শ্যোন যোগ
করেছি, প্রয়োগ করেছি আতিচারিক মন্ত্র।
বার্থ হয়েছে সব। তাহলে কি ফল যজ্ঞে
হবি হবনে?—ভস্মে প্ৰতাহুতি; কি ফল
মারণ-উচ্চাটন ক্রিয়ায়?—নিষ্ফল ক্রিয়া-
কলাপ; কি ফল বেদোক্ত মন্ত্রোচ্চারণে?—
শক্তিহীন মন্ত্র। বৈদিক কর্মমীমাংসা
লোভাতুর, ধর্ম গ্রাহ্যের রচনা।

উত্তেজিত তপোধীর বহুস্পতি। রুদ্ধ
একটা ক্রন্দন গজনি তার কণ্ঠে, যেন পাখণ-
বৃন্দ বেগবতী প্রোতসবতী। প্রোতসবতী
বাধামুক্ত হয়, তিনি বলেন, 'এই ঘটনায়
যেমন মিথ্যা মনে হয়েছিল যজ্ঞক্রিয়া, তেমনি
একটি রূঢ় সত্য অনুভব করেছিলাম,—
প্রবাসবীর্য কাম। অন্যদিকে নিতা কামনা—
অনিরুদ্ধ তার গতি। বিস্ময় শব্দবতী
নারী-পুরুষের আসঙ্গ-লিপ্সা। সেম
কামনাবশে তারকে অপহরণ করেছিল।
বিস্ময় অভাব ছিল তার? সত্যলোকের
রসধার সেম, সত্যবিশেষ নক্ষত্র তার পত্নী।
তবুও কামতৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়নি তার।
অনগামোহে মোহিত মহীতল। এ বিষয়ে
সোমই কেবল অপরাধী নয়, 'তারাকেও
নির্দেশ করা চলে না। তারও অন্তরে
প্রস্রবিত ছিল লালসা, মোহিনী নিজেও
মোহিত হয়েছিল চন্দ্রের কাহিনীচ্ছটায়।
মধ্যে সে বলেছিল, 'এক মাং তাল মাং
চন্দ্র সূর্যে, কুলপাশাসন'—কিং? 'সর্পি
স্মরাতী'। নইলে কে কোথায় শূন্যে
বৎস, অকাম নরী উগ কামনার প্রাসে
আত্মসমর্পণ করে? পলায়ন করে না,
প্রণত্যাগ করে না? বিফলগৌরী কি তার
হাতে ছিল না? শূন্যেই সোমসহ সে
বিহার করেছে রম্যগোপে, পিকাসু
পুচ্ছপদ্যানে, মলয়ে মলয়াবণে, ত্রিকুটে,
'বল্লু-সরোবরে। অকাম নরীতে এত
ভোগ সম্ভব?'

কৃত্রিমত চাবুক। কামনার একি দূর্বৃত্ত,
কৃত্রি গতি। তাকে অধিকতর বিস্মিত
করে বলেন বহুস্পতি বহুস্পতি, 'এই
শাবক কামনা থেকে আমিও মুক্ত নই
বৎসা।'

'আপনি!—আত্মকে একে মর্জিত করে
চাবুক। তার চোখে অশ্রুকারের ওপর
অশ্রুকার ঘনির্বে আসে: বহুস্পতি বলে
চলেন, 'সকাম সেম, সকাম তাসা। কি
যেতময় আকর্ষণ কামনার! তারাকে পর-
গতীতা জেনেও, আমি তো তার প্রতি ক্রুদ্ধ
হতে পারিনি। অনাগ-হন্ত গয়ে তাকেই
কামনা করেছি, কৃত্রিম ত্রিকুকের মত
ভিকারার্থী হয়ে সোমের দুয়ারে গিয়ে তাকে
শাস্তা করেছি।'



প্রানের সময় জনসঙ্গ প্রিকলি হীট সাবান গায়ে
মাখুন। এই সাবান দ্রিষ্ট ও জীবাণুনাশক, এবং
রোমকূপ পরিষ্কার রেখে ঘামাচির কারণ দূর করে।
প্রানের পরে, বেশ করে জনসঙ্গ প্রিকলি হীট
পাউডার গায়ে ছড়িয়ে দিন। এই কোমল
পাউডার বাবুদারে আপনার গা দ্রিষ্ট মনে হবে
ও খুব স্ববন্ধে অনুভব করবেন।



জনসঙ্গ প্রিকলি হীট সোপ ও পাউডার—এমন ভাবে তৈরী যে
ঘামাচি দূর করার জগ্রে প্রতিটি একসঙ্গে মিলে কাজ করে।

জনসঙ্গ এও জনসঙ্গ অব ইণ্ডিয়া আইকেট লিমিটেড

পথ। সেদিন বিশ্ব অসাম্য থাকবে না, থাকবে না অস্পৃশ্যতা; স্বার্থপরতার ক্রিমতা থাকবে না, থাকবে না লোভীর শোষণ। প্রেমপূর্ণ ধরায় সকল মানুষ হবে প্রেমিক, দুঃখের ঘরে জ্বলবে সুখে

আনন্দদীপ। সুখ সম্ভোগই হবে পুরুষার্থ, কিন্তু সে ভোগ সৈবরাচার নয় : 'সুশিক্ষিত চাৰ্বাক সুশিক্ষায় সংযত, শিক্ষণীয় মত সৌন্দর্য সম্ভোগই হবে তার লক্ষ্য।

কিন্তু তাকে ভুল বুঝলেন আদিত্য ধর্মিক, ভুল বুঝল দানবধর্মী মানুষ। আচমনীয় ভুলে চাৰ্বাকের সুন্দর মুখের প্রতিবিন্দু রেণু তাপসকে সম্পার মন্ত ভুলিয়ে দিল। তাত্ত্বিক বৈদান্তিক, সাংখ্যযোগী, নৈয়ায়িক ছুটে এলেন তর্কাস্ত্র নিয়ে, 'বেদ-বিরোধী এ শাস্ত্র—অশাস্ত্র, এ সমাজ বিপর্যয়কারী মূল্য।' হৃদয়ে সত্যের বল নিয়ে, যুক্তিনিষ্ঠ বিচার নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল চাৰ্বাক—'এ অশাস্ত্র নয়, বিশ্বমানবের আদি দর্শন, বিশ্বকে সত্য-সুন্দর করে তোলায় সাধনা।'

এ বিশ্বকে ধ্বংসের মুখে ভুলে দেওয়ার কৌশল—কুটিল ক্রটি করে উঠলেন যাজক ব্রাহ্মণ : 'এ পাপ, এ অন্যচার! অন্যত নবক ভোগ করতে হবে তোমায়।'

এ কি অভিশাপ! সত্যি এ কি হল জগতে! চাৰ্বাককে কিভাবে গ্রহণ করল মানুষ! ওগো মানুষ ভাই, এ কি করলে তোমরা? সুখই পুরুষার্থ—কামই সুখ—দর্শনের এই মূল সূত্র দানবধর্মী মানুষকে হাতাল করে তুলল : 'যাবজ্জীবং সুখং জীবৎ' কাকোর অনসরণে তথাকার শোষণ মূর্তি নিয়ে জগল মহামোহ, মহামদ : 'ন স্বর্গো ন পবনঃ' সূত্রের প্রতি-প্রিয়া বহুদ্রোষব শব্দে, হল জগতে।

সত্যি শব্দ হল বহুদ্রোষব। কামেশ্বরও, মাদেশ্বর মন্তব্যে কামব্যা বীরের প্রলয়-শিখা প্রজ্জ্বলিত হল। আকাশে সন্তর্ভূত সূর্য, সন্তপতি সাগরে দিভীষণ বজ্রা, মাতার বনে বনে সহস্রজিহব দাবমল। সাগর-মেখলা সুন্দরী ধরণীর শ্যামাঙলে আগুন!

আগুন! আগুন! সর্বগ্রাসী লেলিহ তার রসনা। কুটির থেকে গৃহ, গৃহ থেকে অট্টালিকা জ্বলে উঠল; জ্বলে উঠল পরাী, নগর, জনপদ, মহাদেশ। অগ্নি-জঠরে চণ্ড ক্ষুধার অগ্নিমান্দ্য। তিলোক গ্রাস কারও ক্ষান্তি নেই, কোটি কোটি আত্ম মানুষের অশ্রু পান কারও তার শাস্তি নেই। ব্রহ্মান পূর্ণ পরণী, 'তৎস্বাসে' বিষাক্ত বাতাস। চতুর্দিকে 'হায় হায়' হাহাকার, চতুর্দিকে অভিশাপ!

অস্থির উদ্ভাসিত চাৰ্বাক। এ অগ্নি তাকেই স্পর্শ করেছে, তারই দেহে লেগেছে এ আগুন। পাগলের মত এদিক ওদিক ছুটেছে সে। তার চার দেহ চমকীর মত কক্ষণ, জটিল হয়ে গেছে কুটিল কেশ, নীল নয়নে মরুর মত রক্ততা—কণ্ঠে অন্যত শূন্যতা। তবু প্রাণপণে চিৎকার করছে সে : 'ওগো মানুষ, ক্ষান্ত হও—শান্ত হও। আমার কথা ভাল করে শোন।'

কেউ তার কথা শোনে না। হৃৎকারে, গজনে, ব্রহ্মদনে, দীর্ঘশ্বাসে তুমুল কোলাহল। সে কোলাহলে মত্ত তুফানে তুচ্ছ তুলার মত চাৰ্বাকের কথা কোথায় মিলিয়ে যায়। হায় চাৰ্বাক-দর্শনের পরিণাম! হায় কল্যাণী ইচ্ছার দুর্গতি!

ভৈরব মূর্তি নিয়ে অগ্নিভীত চাৰ্বাকের দিকে ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে আসেন রক্তচক্ষু, তাত্ত্বিক, নৈয়ায়িক, বজ্রের গজনি করে ওঠেন যাজক ব্রাহ্মণ :

'এ তোমার পাপের ফল! ধ্বংস হও, ধ্বংস হও তুমি!'

'তোমার চতুর্ভুত্বকে দেহ চতুর্ভুতে বিসর্জন দক।'

'কামনার আনন্দ, অসুখলোকে মৃত্যুতে মোক্ষ লাভ করে চাৰ্বাক।'

প্রচণ্ড বাগবিত্ত। সম্মুখে, পশ্চাতে, উপরে, অধোদেশে লেলিহান অগ্নিশিখা। চাৰ্বাকের চোখে অন্ধকার, মস্তককে অসহ্য প্রলম্ব। ঘোর উল্কাধব মত তবু সে শেষ চেষ্টা করে, প্রলয় বহির মুখে পাগলের মত এসে সে দাঁড়ায়। নিশ্ফল চেষ্টা। আগুন জ্বল-জ্বল! তারই স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে চাৰ্বাকের দেহে। কম্পিত অঙ্গ, স্ফলিত চরণ, ভূমিতলে মর্জিত হয়ে পড়ে চাৰ্বাক, যেন ভূমিতলে পড়ে খণ্ডের দহে গাণ্ডীব-বিশ্ব বিহঙ্গম।

সহসা দেখা যায়, সূতীর বেগে ছুটে আসছেন সেই স্নেহশীলা যোগিনীর মত এক জননী মূর্তি—বহুস্মরা, এলাতি-কুতলা—তার 'সংখ্যায় রক্তসিন্দূর', কণ্ঠে রক্তাক্ষমালা, হস্তে সুদীর্ঘ ত্রিশূল। প্রাণপণে বলছেন তিনি 'চাৰ্বাককে বাঁচাতে হবে' : তাঁর নয়নে সহস্রধার অশ্রু। তাঁর পশ্চাতে পাগলিনীর মত ছুটে আসছে সেই অস্পৃশ্য নন্দার মত একটি শব্দ-কন্যা—নবজলদের মত স্নিগ্ধশব্দ, পরিণামে পর্ণবাস, চিকুরে পিচ্ছুজড়া : তাঁর কণ্ঠেও 'অমনি একটা দুরোধী কথা, 'চাৰ্বাককে বাঁচাতে হবে।' তার পিছনে শায়ক-বিশ্ব পাখির মত ছুটে আসছে দংশ অগার সদৃশ কক্ষকিসার কেটি মানুষ—তাদেরও দাঁবি, 'চাৰ্বাককে বাঁচাতে হবে।' ওদের সকলের বেদনাঘন সজল চোখে—অনাগতকালের সুখময় সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন!*

- * চাৰ্বাকের উল্লেখযোগ্য কোন জীবনী নেই; জনশ্রুতি—চাৰ্বাক দেবগুর, বহুস্পৃহিত শিষ্য। দেবাচার্য বহুস্পৃহিত উপাখ্যান গৃহীত হয়েছে দেবী পুরাণ (৪ : ১৩) এবং 'ব্রহ্মবৈবর্ত' পুরাণ (কৃষ্ণ জঃ খঃ ৮০-৮১ অঃ) থেকে। চাৰ্বাক দর্শনের মূল সূত্রের জন্য টুটকা (i) মাধবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহ (ii) History of Philosophy Eastern & Western Vol. I, Chap. vii, (iii) চাৰ্বাক দর্শন—দক্ষিণাঙ্গন শাস্ত্রী।

একাত্তি পৃষ্ঠার উপহার
শিশির গ্যাটস বোম
দাম ২১ টাকা
দেব সাহিত্য কুঠার
এমিএসএ

ত্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত
~~~~~  
**শ্রী গীতা**  
~~~~~  
মূল, অর্থ, অত্যাচার, টাকা, ভাষা-রহস্য
ভূমিকাসহ অসাধারণাধিক সমৃদ্ধমূলক
ব্যাখ্যা। ~~~~~ ৫ টাকা।
শ্রী বৃক্ষ ও ভাগবত বর্ম
শ্রীকৃষ্ণ-ভগ্ন ও লীলার সবাধুসমর
শাস্ত্রীয় আলোচনা। ৪৮০ টাকা।
ভারত-ভাষার বানী
উপনিষদের যুগ হইতে ভারতের যুগ-
যুগান্তরের বিশ্বমৈত্রীর বাণীর
ধারাবাহিক আলোচনা। ৫ টাকা।
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

সুলেখা
পেন
যুক্তিমানসে
চয়ন
বাসা প্রত্যাহার
কুমার
খিত্তি-সর্ব
কাজে ব্যয়।
Sole Distributors
PENMEN'S INDUSTRIAL SERVICES
LONDON (BOMBAY & C.)

স্মৃতি চরণ

দিলীপকুমার ঙ্গ

তেরুণ

সবাই জানেন সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্র-ভাষা একটি নয়—তিনটি: ফরাসী

জার্মান, ইতালিয়ান। ১৯২০ ও ১৯২১এ আমি সুইজারল্যান্ড ঘাই ফরাসী ও জার্মান অঞ্চলে। ১৯২২শে প্রথম ভ্রমণে ইতালিয়ান অঞ্চলে রোমানেরা লুসার্নে। বসনিয়ন থাকতে আমি এক অসামান্য মহিলাকে লক্ষ্যপূর্ণে করি। তাঁর নাম প্রুট কিংসিংগার Frau Kinginger। অর্থাৎ জার্মান ভাষা ফরাসী। যুদ্ধের আগে ছিলেন ক্রোপফিত। যুদ্ধের পর দেউলিয়া ও তার পতিবর্তনিত সংযোজিত সন্মানিত বলে না। বিধবা মোবার্ড ছিলেন অসামান্য ব্যঙ্গসী প্লাস বিন্দু। রূপ তঁর কাজ এসেছিল সুন্দর। সুন্দরী, বীক ধারণ করল—তার কৃষ্ণ ও বিনা। প্রথম যুদ্ধের পরে জার্মান আক্রমণের পরে তঁর সমস্ত মস্তুর ফলে তিনি ইউরোপ হারা বসনিয়নের বিবাহ চৌকিগে বসেছিলেন। শত্রুতা (Kurfurstendamm Strasse) তাঁর হিতৈষ প্রাসাদের দরজা হতে ভাঙে। তিনি হিতৈষ তিনি সলী পতি নিতেন যেখানে আমি বসনিয়নের অনেকগুলি ফ্রেই গণক-গণিকা শিল্পী কবির সংগে পরিচিত হই। তার তঁর কথা আমার তঁর এক চমক আরো—বিশ্বের কাছে লিখেছি বলে এখনো শাধা এইটুকু বলেই ধর্মের হয়, এই অভিজাত মহিলাকে জানিয়ে আমি সবপ্রথম কণ্ট্রিফোলি অভিভাবতা তঁর মনোবীর সংগে সফল পরিচয় পাই। তিনি তেরুটি ভাষা জানতেন বেশ ভাষা নিয়ে। দেউলি হবার পর এই অক্লান্ততা বিন্দু। অশি বৎসর বয়সে অনেকগুলি ছাত্রছাত্রীকে নানা ভাষায় প্রশিক্ষিত করেন—জীবিকা উপার্জন করত। পরে আমি তঁর সংগে একটি চিত্রায় কয়েক মাস তঁর আতিথ্য করে। আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন বলেই Urenkel কন্যা প্রাপ্ত। তঁর কাছে আমি দুটি ভাষাও জানি নিতাম: জার্মান ও ইতালিয়ান। ইতালিয়ানে বিশেষ এগুতে পারি নি, কারণ হ'ল following the line of least resistance অর্থাৎ তঁর ওখানে তঁর সংগে বেশি কথাবার্তা কইতাম জার্মান ও ফরাসী ভাষায়। ঘাই হোক কিছু তো শিখেছিলাম ইতালিয়ান—তাত্ত্বি কাজ চলে

গেল লুসার্নেতে, আরো এই জন্য যে, সুইসরা তিনটি ভাষা নিয়ে স্বচ্ছন্দে ছিন-মিনি খেলা করে: জার্মান ফরাসী ইতালিয়ান এবং এছাড়াও অনেকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংরাজী শেখা শুরু করেন। কাজেই লুসার্নেতে এসে আমার মনে যেন খুঁশির পাতা মেলল—নানা মোবের সংগে নানা ভাষার কথা বলে মনে হল—আমিই বা কে যে আর কাজে রমককই বা কে? আমার মাতামহের একটি প্রয়োজিত। আমাকে ঠিক করলাম এদের বেশ কিছুদিন ইতালিতে বসবাস করে ইতালিয়ান ভাষাতেও পোছ করা উচিত হবে।

কিন্তু মানুষ তার এক হর আর। লুসার্নেতে আমার নিয়তি আমাকে ইতালি ভাষা শেখার দিক নয়, আন্তর্জাতিকতার দিকে। সেখানে এসেছিলাম আন্তর্জাতিকতার প্রবাহ উল্লেখ্যকর অনেকটাই বেলজি, বোসল, হার্মান হোস, পল ব্রিগেবল, কেসলার, জর্জ পু হামেল, রেভার্ড ফেমস আরো কত মনস্কী, ব্রিগের নাম বুকে গেছে। এরা প্রায় প্রত্যেকটাই লেখক। নিতেন ও লুসার্নের শান্তিসভার সভাপতি সংগে টাকে নিতেন ন্যায়ের উপদেশ ও কবিরের বাকী। এদের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল রোসেনক্রে—ওঁর জীবনে যার অশীর্বাণ পেয়েছিলম নানা সত্য। কিন্তু এখন

লুসার্নের কথা শেষ করে আমার প্রথম প্রবাস জীবনের শান্তিপূর্ণে আসি। প্রথম বলছি এইজন্যে যে, এর পরে আরো দু'দবার আমি সাগর পেরিয়ে ভ্রাম্যমাণ হই।

সুইজারল্যান্ড দেশটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হ তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। যুরোপে বড়-গড়ি ছোট ছোট স্বাধীন দেশ আছে, তাদের মধ্যে এ-দেশটির সাম্প্রতিক বৈশিষ্ট্য আরো লক্ষ্যণীয়: কিনা এর আন্তর্জাতিকতা। বলছি, সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্র-

শারদায়।

মঞ্চ-কথা

প্রকাশিত হবে ১৫ই সেপ্টেম্বর

নাম—দু' টাকা সভাক—আড়াই টাকা

॥ বিশেষ আকর্ষণ ॥
জহর রায় রচিত

বিচিত্র অভিজ্ঞতা

কথাসাহিত্যিক শ্রীঅনিরুদ্ধ গহীত
সাক্ষ্যকার পর্যায় অনুপম রচনা

উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন

এজেন্টগণ অবিলম্বে যোগাযোগ করুন
৬, বাংকম চ্যাম্বার্স স্ট্রীট, কলি-১২

(সি ৮৯৬৯)

বাংলা সাহিত্যে নতুন বই

নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

নিশিপদ্ম ৪॥ কল্যাণী ৩৮

বাংলার বার্ণার্ড শ' প্রথমখণ্ড বিশার

অমনোনািত গল্প ৩৮

নিশাচর-এর অপূর্ব রহস্যোপন্যাস

ভিয়েনা বার্সিং হোম (হলুদখ)

প্রাপ্তিস্থান: মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

ভাষা একটি নয়, তিনটি; ফরাসী, জার্মান ও ইতালিয়ান। সুতরাং প্রতি সুইসকে এ-তিনটি ভাষাই শিখতে হয়। ফলে এদেশের নাগরিকদের মনে আবাস্য আদর্শ-

জাতিকতার দিকে একটি সহজ প্রগতি গড়ে ওঠে ও তাঁদের মন উত্তরোত্তর উদার সহিষ্ণুতার দিকেই ঝোঁকে, আরো এই জন্যে যে নামা দেশের বিপ্লবীরা স্বদেশ

থেকে নির্বাসিত হয়ে এদেশে আশ্রয় পান। সবাই জানেন, জেনিন তার বলশেবিসময়ের প্রচার শুরুর করেন এই দেশেই। কিন্তু ইতিহাস থাক, বলি যা বলবার জন্যে এত ভণ্ডিত।



স্বাদে ও গুণে.....আদর্শ স্থানীয়।



Amico's GREEN LINIMENT

আপনি নিশ্চয় দৈহিক ব্যথায় যন্ত্রণা পাচ্ছেন- কোথায় ?
কোমরে, হাঁটুতে, কিংবা কোন পাঁজরানে ?
তুনে বুসী হবেন—
পারাবিক, বুক বা পিঠের পাঁজর, বাডেব ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাথা

গ্র্যামিকো গ্রীন লিনিমেন্ট
(সবুজ মালিশ)
বাস্তবিকই নির্ভরযোগ্য।

মূল্য: বড় শিশি—২.৭৫ নং পাঃ
ছোট শিশি—১.৭৫ নং পাঃ
মাশুলে সবহস্ত

বাসক-পথেব বনা বিক্রেতা—

আমিন এণ্ড ইসমাইল (প্রাঃ) লিঃ
৮০ নং কলকাতা স্ট্রিট, কলিকাতা-১

বালিনে সে সময়ে জার্মানদের "মরমে গুমেরি মরিছে দাহনা শত"। বিটলরের অভ্যাস হয়নি বাউ, কিন্তু ভাসেলি সম্মির প্রতি ব্যাপক আকোষণে জার্মান চাপা সুরে গুণগান শুরু করেছিল "নাইক" আর জাতির যাদের নামকরা করা হয়েছে Herrenvolk, কি না লোক জাতি। অর্থাৎ জার্মানরাই হল সবচেয়ে প্রকৃতিশেষ, ভগবতের আর সব বেশের সম্পদে দাসই বাউ। নাইটশ, হেলেনের বণীক দর্শনিকদের দৃষ্টিতে শতাব্দী শতাব্দী ওদের জন্যে মনে তার গড়ে তুলেছিল। জার্মানিতে সে সময়ে নিত্যই ছেনো-মোহরার সঙ্গের গাইত ওদের জাতীয় সঙ্গীত: Deutschland ueber alles—জার্মানই সবকিছের উপর।

এখন আরও আমি প্রতিষ্ঠা হয়ে উঠেছিলাম বলেই আমার বেশি ব্যাপকভিত্তিক রাষ্ট্র বন্ধুর কাছের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। এইরকমের সম্পদে ব্যাপক ভিত্তি দিয়ে সে সময় আমার ব্যাপকভিত্তিক রাষ্ট্রের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

জার্মানদের মহামানবের সর্বস্বত্বের না হওয়া সম্প্রদায়ের প্রাথমিক প্রকারে আমার জাতীয়তার বিরোধিতার কারণে জার্মানদের কাছে আমার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াপূর্ণ। আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, আমার নিজস্ব রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা। আমার রাষ্ট্রেরই সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক হয়ে উঠল। আমার নাম প্রকাশের অনিচ্ছায় বিরুদ্ধে বদল—ভারতের স্বাধীনতা ও ভারতের সম্প্রদায়ের বন্ধুত্ব দিয়ে। আর আমার নাম শেখা শুধু দেশভক্তির পাঠ্য বই হয়ে হল আমায় এবং এরপর শেখা প্রায়ই দেশভক্তির পাঠ্য বই হয়ে উঠল। আমার জাতীয়তা, প্রাণ বন্ধুত্বের প্রকৃতি এবং স্বাধীনতার প্রাণের ভারতের মহিমা, প্রচার করতে—গুরুত্ব হয়ে দাঁড়ান। এখানে একটি লাত হল এই যে, আমি ব্যক্তিগত বিশেষ ব্যক্তিগত চিন্তার সাহায্য পেলাম, শুধু ইংল্যান্ডকে জানাই যে, যখনই নয়, এই সমস্তের পরিচয় পেলাম ইংল্যান্ড থেকে বার্নকট দ্বারা এসে তার।

নামা জায়গায় বক্তৃতা ও গান করে বিদেশীদের মনে কতখানি জ্ঞান বিতরণ করেছিল। বলতে পারি, কিন্তু একথা বলতে পারি যে, নিজেকে অনেক সম্পদ আহরণ করেছিল। তাদের প্রাণের আলো

তথা দরদেব রসধারায়। আমার প্রবাস জীবনের এই শেষ অধ্যায়ে যুগেপ আমার কাছে আর ভৌগোলিক তথা রইল না হয়ে উইল জীবন্ত সত্য। অতুলপ্রসাদের গানের ভাষায়:

আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে

বিশ্বঘরে পেতাম না ঠাই।

সরজন যদি হ'ত আপন

হ'ত না তো আপন দলত।

কিন্তু উচ্ছ্বাস রেখে পালি আগে—বিশ্ব-ঘরে ঠাই পাওয়ার ফলে পর কী ভাবে আমার আপন হারাইল।

রবীন্দ্রনাথের রাগী আমার মনে ছিল। বিদেশে কদিন গাওয়ার মতন প্রমাদ আর নেই। তাই আমি সবসর্বনা সমুদ্রভাষেই ঢেউী করতাম বিদেশী ও বিদেশিনীকে কাছে ভারতের সেইসব ঐশ্বর্যের কথা বলতে যা ওদের নেই—বিশেষ করে আমাদের গান সংস্কৃত ভাষা ও ধর্ম। এদের মধ্যে সংগীত সম্বন্ধে যখনই অজ্ঞান করতাম, কি পর্তুগীসে কি ইংরেজিতে বা সংগীতের দিকটাই শব্দে এই জনমই মনে যে এ দেশে কখনো সংগীত ওদের কাছে অজ্ঞানতায়—এতদূরও নেই। কিন্তু বাংলায় মূলত বর্ণনামূলক মানস বসন্তের শব্দে সংগীত জীবিত। কিন্তু আধুনিক গান বিনোদন ভাবের দিক দিয়ে গজলের রস-পূর্ণ কলমে হারিয়ে গেছে। উইল উল্লেখ্য যে বাংলা ভাষায় ওদের গান সংস্কৃত ওদের দেশের বেশি বেশি পোষ্য হ'ত।—সাহিত্যিক এর মতন গান আর এর ভিতর অন্যতম এর মতন বাংলায় হ'ত—এইটো সম্মান করতাম। বিনোদন ব'লো সংগীতের সম্বন্ধে গান থেকে চলেতে পারতাম। সংগীতের আদর্শের আদর্শে রবীন্দ্র। ওরা সংগীত সাড়া দিত। তাই সংগীতের সাধারণ আদর্শকে আমিও খোঁজ করেছি। তাই ওদের মতন সংগীতের দিকটাই আমার মনে পড়ে।

আমার আদর্শের বিনোদন উপকরণ ছিল সংস্কৃত ভাষা। ওদের কাছে আমি কখনোই না আমার অজ্ঞানতায়। কাছে সচল সংস্কৃতের মতন ওদের জীবন্তি করে আমায় পোষ্য ও বিবরণ করেছি। যা বলতে পারি না। এ যে পরতম হ'ত একটি কারণ ঐশ্বর্যেরই পিতৃপুত্রের কাছে সংস্কৃত উচ্ছ্বাসে আমার হায়েবতি হারাইল। তার উপর জঘন্যতম কণ্ঠস্বরের কানে আমার কণ্ঠে এত স্নেহের হয়ে ওঠে যে ওরা আমার শব্দে গানে নয়, আপত্তিতেও সাড়া দিত। সামান্যই। যারা আমার 'বাল্যস্মৃতি' প্রভেদে ওরা ব'লো পেয়েছেন যে, ভাষা-জগতে আমি 'জগদ্বাসী গরীবসী' বলে মনে করি এই দেবদেবকেই। তার মনে নয় যে বাংলা ভাষা আমার যেমন প্রিয় নয়। প্রথম শব্দের সঙ্গে যে-ভাষার স্মৃতি

বিভাজিত, তার প্রাণনা বলসা শব্দকে কে না সাসের বরণ করবে? আমার বলবার কথা এই যে, আমার বাল্যকালের 'প্রথম প্রেম'—first love ঘরোয়া বাংলা নয়, রোমান্টিক সংস্কৃত ভাষা। আমি সবচেয়ে সব ভাষার গণগাহী হ'লেও সংস্কৃতের ওজসে বাংলায় ও ইংরেজিতে আমার হৃদয় সবচেয়ে বেশি সহজে সাড়া দেয় আজো। সংস্কৃতের চেয়ে মহত্তর ভাষা যে মানবে আজ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারেনি, আমার

এ-বাল্যবিশ্বাসের মতো আজো একটুও শিথিল হয়নি। তাই এখন আধুনিক উচ্ছ্বাসের নওজোয়ান ও সর্বজ প্রগতি-পন্থীদের মধ্যে ভ্রান্তি যে, এ-বাংলা সংস্কৃত ১৫ম শতাব্দী মোকল্লাত হ'ত কেবল বিজ্ঞান পুত্রের—তখন মানব মগ্ধে আমার গভীর বিশ্বাস বহিত্যে আসে। কারণ আমি ভারতের গভীর ভাবধারাকে সংস্কৃতের উৎসর্গে তাকে বিচ্ছিন্ন করার কথা ভাবতেও পারি না। কিন্তু এই মনে করতে পারি না যে,

সমালোচকের কাছে 'উত্তম পুস্তক':
'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্য লেখক স্বাধীনতার দিক দিয়ে'—উত্তম পুস্তক। বৈচিত্র্য মানে অন্যতম—এইটোই সংস্কৃত। তার নতুন বই

বাসর ২-৫০


তথ্য কন্যা ২-০০
[বিশেষ সংস্করণ বসন্তে]

দুবেন সেনের

পুষ্পধরা ২-০০

বিশেষ সংস্করণ। এখন এই উপন্যাসটি গুরুত্বপূর্ণ। এখন পুস্তকমহলে 'পুষ্পধরা' সৃষ্টি করেছিল। পুষ্পধরার পুস্তকমহলে দেখা, আভিনব উপন্যাস।

দুলি-কলম
১৯৭৭ বাংলা সাহিত্য কলিকাতা ১২
(সি ১০২৭)



বেরাছে

নতুন ঠিকানা : সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
৯১, রায়বাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ৥ ফোন ৫৫-৩১৪৮
(সি ১০২১)

সত্যীশ কবিরাজের

মহাভূজরাজতৈল

পরিচালনা কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানচার্য স্বর্গীয় ডাঃ জ্ঞান-চন্দ্র ঘোষ, ডি, এস, সি কর্তৃক পরীক্ষিত ও সর্বাঙ্গীকৃত।

আর্য্য ঔষধালয় - কলিকাতা

অমিলই বেশি। যদি আন্তর ধর্মকে বনেন করা হত, তবে মিলের ইমারৎ গড়া চের বেশি সুসাধা হত—বলতেন তাঁরা।

আমার মন এধরনের কথা শুনলে পুরুষকিত হ'ত আরো এই জন্য যে, এ-সঙ্গে আমি যেন হৃৎগোরব নিরন্তর ভারতের অপরায়ে আবার নতুন করে পরিচয় পেতাম—যে-ভারত শত শত বৎসর পরাধীনতার শ্মশানভারে মুহাম্মান হওয়া সত্ত্বেও আজো জন্ম দিতে পারে এমন সব ধর্মাত্মা মহাপুরুষের—যাদের কাছাকাছি মহায্যারও দেখা মেলে না পাশ্চাত্যের ইহসর্বস্ব, বহুত্ববাদী আবহে। ওরা বলত, 'আমাদের শেষ ধর্ম'গুরু, টেনস্টন—আর তিনিও আজ যুরোপে অনাদৃত। যুরোপের উপাস্য এখন তিন শ্রেণীর মানুষঃ বড় শিক্ষণী, বড় বৈজ্ঞানিক ও বড় রাজনীতি। আর এতিনটিই সর্বাত্মক কারণে ইহসর্বস্বতার বাণীবাদ তথা পরমাধিকারের পরিপন্থী' ইত্যাদি।

উত্তরজীবনে যখন খ্রীস্টানদের কাছে দৃষ্টিদীক্ষা লাভ করি, তখন বারবার মনে পড়ত এইসব যুরোপীয় বহুত্ববাদীর কথা, যারা ১৯২২ সালেই প্রায় নিরাশার অধে আধারে পড়েছিলেন—অজ্ঞাতা সে নিরাশার প্রায় হতাশায় পড়িয়েছে। নিরাশা কেন? বলি দৃষ্টান্ত দিয়ে।

লুসানোতে আমার গভীর বন্ধু হর একটি বিচিত্র সম্পত্তীর সঙ্গে—ভুদ্রাদিয়া ও মাথারী। স্বামী চেক, স্ত্রী ফরাসী। স্বামী মধ্যবিত্ত, স্ত্রী অভিজাত—কাউন্টসের দৃষ্টিতা। স্বামী আদর্শবাদী, স্ত্রী চিন্তা-শীল। এদের জীবন এত বিচিত্র যে, খুলে বলতে গেলে টাল সামলানা শক্ত হবে। তাই গথাসম্ভব সংক্ষেপেই বলতে হবে।

ভুদ্রাদিয়া ছিল আবাস্য আদর্শবাদী—সাহসী। গরু যুদ্ধ ও জর্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বন্দী হয়ে মরতে মরতে বেঁচে যায়। সে অনেক কঠিন। যুদ্ধের পরে চেকরা স্বাধীন হলে ভুদ্রাদিয়া বড় রাজ-পদ পায়। লেখার হাত ছিল—উপন্যাস লিখে নামও করে। স্মিতীয় শিশবয়স্কের ভরমণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বন্দী হয়। ফরাসী অভিজাত বিন্দ্যাকে ঘরনী করে ওর গৌরবের সমীক্ষা ছিল না। পরস্পরকে ওরা গভীরভাবেই ভালো-বাসেছিল। মাথারী ভুদ্রাদিয়ার জন্যে বিলাস-শৈল্প্য ভেড়ে অগ্নি এককথায়।

আমি প্রাগে ওদের অতিথি হবার সময়ের প্রকাশনা বন্ধুতা দিয়ে কিংবদন্তি হয়ে উঠি এবং বহু বহুত্ববাদী লাভ করি, যাদের মধ্যে খ্যাতনামা ওলিগার্টসন (Lesny) ও উইণ্টার্নিস (Winternitz)এর নাম করতে পারি অসংকচে—কারণ এরা দুজনই আমার স্নেহ করেছিলেন। কিন্তু সে অন্য কথা।

পরে ভুদ্রাদিয়ার পদেদ্রাতি হওয়ার সময় ও পার্টিসে আসে চেক কনসাল হার। সংবাদে আমি ওদের অতিথি হই ১৯২৭ সালে—আমার স্মিতীয় বিদেশ সফরকালে। ১৯২২-২৩ ওদের সঙ্গে পরামর্শের স্টাটই যুরোপে প্রচলিত হয়ে। কথা বলত এই যুগে আমি জীবনে বড় বেশি কঠিন। আর এ সংখ্যের প্রধান কারণ—ওদের সঙ্গে আমার সবচেয়ে বেশি আলোপ আলোচনা হ'ত ভারতের ধর্ম ও মহা-পুরুষদের নিয়ে। মাথারী ও ভুদ্রাদিয়া ধর্মিক বলতে যা বোঝায় তা ছিল না বাটে, কিন্তু ধর্ম স্মিতাই প্রণয়ন ছিল। ভুদ্রাদিয়ার সঙ্গে মাথারী তফাত ছিল প্রধানত এইখানে যে, ভুদ্রাদিয়া ছিল সবভাবে বিশ্বাসী, মাথারী সংশয়ী। সংশয়ী কিন্তু অধিকারসী নয়। আমাকে ও প্রায়ই শোনাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইবেলে খোঁজের বাণী—ফরাসী ভাষায়। একে খোঁজের বাণী করে উপরে কমনীয় মাথারীর রমণীয় উদাহরণ—কী ভালো যে আমার লাগত ওলগার্টসনকে বাইবেলের প্রথম পাঠ নিয়ে আমার লাভ হয়েছিল কম নয়—কারণ আমি বাইবেলের নানা প্রসঙ্গে মাথারী সঙ্গে আলোচনা চালাতে পারতাম সমান জালে। কিন্তু বাইবেল আমার ভালো

রঙরুট-এর পরবর্তী পর্ব

প্রাক্তন

বরেন বসুর নবতম উপন্যাস

দাম—পাণ্ডে চার টাকা

—আরও কয়েকখানি সাধক উপন্যাস—

শেষ প্রাক্তন ভবেশ গঙ্গোঃ	৪৮০
চার প্রহর মাহমুদ আহমদ	২
রঙরুট বরেন বসু	৬
বাঁদী গোলাম কুদ্দুস	৩
মরিয়ম গোলাম কুদ্দুস	৪

সাধারণ পাবলিশার্স

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট :: কলি-১২

কে.হোডের

কণক

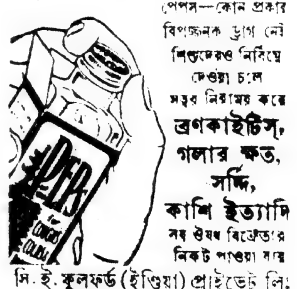
* পাউডার *



আপনার কাশি শীঘ্রই মেবে যাবে

যদি আপনি পেমস গলার ও কুরের বড়ি গ্রহণ করেন

পেমস মুখে রেখে দিন—এর আরোগ্যকারী ভাগ কি ভাবে গলার কত, রঙকট্টন, কাশি ও সর্দিতে আরামপ্রদানে সাহায্য করে তা অসুভব কল্পন। পেমস এভাবে সঙ্গে সঙ্গে আরামদান ও নিরাময় করে।



পরিবেশক—মেসার্স কোম এন্ড কোম লিঃ ৩২নং চট্রগঞ্জন এলেনারি, কলিকাতা ১২



গারক গ্রন্থের জন্ম

ক লি ক তা ০৪

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

কিশোরকর নবআবিস্কৃত ঔষধ ঝারা শরীরের যে কোন স্থানের খেত নাগ, অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, পক্ষাঘাত, একজন্মা ও সোরাইসিস, যোগ দ্রুত-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্র বিবরণ জানুন। হাওড়া ক্রান্ত কুটীর, গতিষ্ঠাতা—পাঁড়ত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব বাস লেন, খরট্ট, হাওড়া। ফোন—৬৭-২০৫৯।

শাখা—৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-১

লাগলেও আমার কাছে বৈদবাক্য ছিল কৃষ্ণের গীতা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত। তাই আমিই বেশি বলতাম, শুনতাম কম, ওরা শুনত বেশি বলত কম। হয়ত এর একটা কারণ—ওরা বুঝতে পেরেছিল যে, ভারতে ধর্ম নিয়ে চর্চা মুরোপের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে তাই ধর্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের ভারতের কাছ থেকে শোনবার আছে অনেক কিছুই। কারণ যাই হোক, ওদের সংস্পর্শ এসে আমি দেখতে দেখতে প্রায় বাম্পী হয়ে উঠেছিলাম। ভূর্ণাসিয়া মাঝে মাঝেই হেসে বলত, "Je veux repondre pour Dillip: menestrel plus messie!"

'এই বরাসেই বজা, পরে না জানি কী দাঁড়াবে?' মাথার মূর্ছা হেসে বলত, অথবা 'আমি দিল্লীপের হয়ে বলছি, গায়ক তথা ধর্মপ্রচারক।' কিন্তু দৌর হয়ে যাচ্ছে। তুলি আসস কথটা।

বলছি মাথার বিশ্বাসী হলেও সংশয়কে শূন্য বলেই মানত। তাই গীতার

'সংশয়ায়া বিনশ্যতি' কথার ঘোর আপত্তি করত। বলত প্রায়ই যে সংশয়ের মধ্যে দিয়ে যে যায়নি, তার বিশ্বাস পাকাই হয়নি। ভূর্ণাসিয়া আপত্তি করে বলত, 'যাও যাও। সংশয় সবনেশে—বিশ্বাসেই মুক্তি—খুঁটও কি বলেননি একথা? বলেননি—বিশ্বাসে পাহাড় টলানো যায়—জলে হাঁটা যায়?' মাথার রাগ করে বলত, 'রেখে যাও। খুঁটের মুখে যে-বাণী প্রাণ জাগায়, তেমনার আমার মুখে তা লোক হাসাহ মান রেখে।' তাছাড়া সে যুগে যা সত্য ছিল, এ-যুগে তা অসত্য হতেও তো পারে।' এতে আমি টুকতাম এই বলে যে, সত্যের দুটো থাক আছে—আচারগত সত্য ও উপলব্ধিগত সত্য। প্রথমটার রকমফের হতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়টা শাস্বত। যেমন গীতার চতুর্বর্ণ—সে সময়ে ওটা সত্য ছিল, আজ আর সেই। কিন্তু কর্ম নিষ্কাম না হলে অশাস্বিত আসবেই আর 'অশাস্বতস্য কুতঃ সুখম্' এ হাস শাস্বত সত্য।" এই ধরনের সোৎসাহ কথা কাটাকাটি চলত আমাদের মধ্যে প্রায়ই। সে-অনন্দ কি ভুলবার—সেখার বাগ ধর্মের ফল? কিন্তু এদের দলি হারপের নিরাশার কথা—যে জন্য ওদের প্রসঙ্গ পাতা।

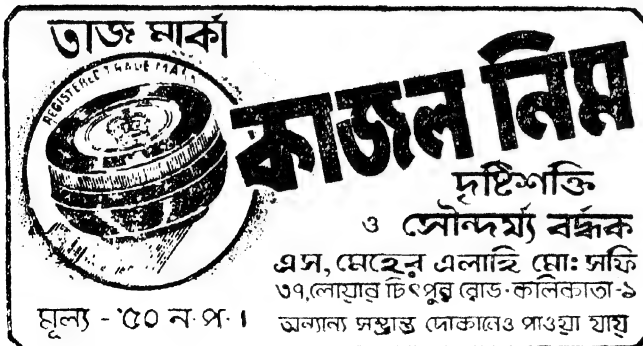
মাথার বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু বরাসের সত্য সত্যে এর খুঁটি বিশ্বাস না কমলেও এর সবসময় সংশয় আসে একটু একটু করে। এর জন্য ওর মনঃকণ্টের অপরি ছিল না, বলত আমাকে প্রায়ই: 'সময় সময়ে আমার মনে হয় দিল্লীপ যে ভূর্ণাসিয়া ভুল বলেনি—সংশয়কে প্রণয় দিয়ে আমার মনে খুঁটি হারিয়ে লোকের সো হারছে। অথচ ওর মনে অর্তিবিশ্বাসী হতেও যে পারে—করি কী?' এর উত্তরে আমি এক বিশ্বাসের দাবিকে কিছু বলতে গেলেই ও করণ ভাবে মাথা নতও বলত যে, এসব কথাই এর প্রণ তার সাজা দেয় না—বিশেষ করে গত যুগের পর থেকে। বলত প্রায়ই—মনে আছে: 'আমরা জেলেরদায় ভাবতাম

যুগ্মবিগ্রহের দিন গত, * মানুষ আজ পুরোপুরি সভ্য না হলেও এতটা বৃদ্ধি ধরে যে গায়ের জোর জাহির করতে লজ্জা পায়। কিন্তু আজ? যুগ্ম শব্দ যে লোক লোক হতাশ হারছে তাই নয়, তার চতুর্গুণ লোক ভগবানেও বিশ্বাস হারিয়ে নাস্তিকের বাণ্ডা উত্তোলন শুরু করেছে। তাই খুঁটি দেবকল্প মহাপুরুষ ছিলেন এমনও তাঁর বিশ্বাস-বন্দনায় দোষার দিতে পারি না আর। আর এই যদি হয় একটি মহাপুরুষের পরিণাম, তাহলে কমপনা করো—আগামী মহত্তর যুগ্মের ফল কী দাঁড়াবে! আজ মানুষের মনঃবোধ বিশ্বাসেই যে আগুন ধরেছে। আমার মনে আজ কেবলই এই ধারণা প্রবলি হানা দেয়, দিল্লীপ, যে, মানুষের বিশ্বাস হারালে ভগবানে বিশ্বাস টিকবে কি? এর মধ্যে তথ্য কী হারছে আমাদের মধ্যে। আমরা আমাদের জেলেরদায় তবু দাঁড়িয়েল বিশ্বাস করতাম, কিন্তু এ-যুগের মানুষের মনে সে-খুঁটিও নেই আর। অস্বস্ত বইয়েরের দুটি যে অপ্রত্য একথা ভাবলেই মনেও আজ বড় একটা কেউ মনে না। তবে: আমাদের সমস্তানের অমরা কী শিক্ষা দেয় শূনি? কী মূল বিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আজ তারা? খুঁটি-ভেঙে একটি কথা আজও সমান সত্য আছে বলে আমার মনে হয়, মানুষ তুমি বলত বিশ্বাস, সেটি এই যে মানুষ শব্দ অপ্রতীকী নয়, প্রতীক হলে তার ধর্মও চাই, জ্ঞানও চাই, আর অমরা কিছুই চাই। কিন্তু আমরা কি সত্যি এসব আর বিশ্বাস করি? এই এর যে কোনো প্রমাণ পাই না। কারণ আমাদের যা পুঁজি তা এই যে অস্বস্তি ইতিহাস যুগ্ম প্রতিষ্ঠা প জন্য আমরা নরমের বজা করে আমরা শূনিবকে বিশ্বাস দিতেও হাজি: চতুর্গুণ মনে বলি, আমরা একেশ্বরবাদী অস্বস্তক-পন্থী, অন্য সব জাতি পৌত্তলিক, কনসকরে ওরা বলে হেলে বলত, 'সাদে কি বাসেল সেদিন সোসকলেবে বসন্তিলেন বাগ করে যে, বইয়েরের কেবল একটি অস্বস্তিই ছিল বিশ্বাস করেন শয়তান। আমাদের সত্যিই যে আজ শয়তান চালাচ্ছে—জমিনী ঘের সৈন্য ও শস্ত গড়ে বসছে—আমরাই হো। বলছে—আগামী যুগ্ম দেখতে দেবে বড় কেন, জাত Herrenvolk!"

(কমলা)



সর্বত্র পাওয়া যায়



* চর্চিলের প্রাথমিক জীবন "My Early Life" ও Stepan Zweig-এর "All Yesterday" পড়লে দেখা যায় প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের আগে ইউরোপের মনীষীরা কীভাবে একতাব্যে বজা শব্দে পরোক্ষলেন যে জগতে কোনো লড়াইয়ের যুগ্ম হবার দিন গত—কাজেই মানুষের প্রগতি অবশ্যাব্যী।

গত সংগ্রহে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট সেণ্টার-এর ব্যবস্থায় একটি সর্বাঙ্গীয় হস্ত শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়।

এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য তিনটি-হস্ত-শিল্পের রূপ উন্নয়নের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা, হস্ত শিল্পের মান উন্নয়নের জন্য সরকার বিনা শর্তে কিভাবে কারিগরদের সাহায্য করছেন সেসবের সৌকর্য্যবধানীকরণ এবং হস্তশিল্প ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং সর্বশেষ প্রতিভাবান কারিগরদের এবং ডিজাইন সেণ্টারের মধ্যে একটা নিকট সম্পর্ক স্থাপন করে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে প্রকরণ বোঝা এবং ভাব আদান-প্রদান করা।

প্রায় তিনশত হস্তশিল্পের নিম্নলিখিত এ প্রদর্শনীতে দেখা গেছে। এর মধ্যে ছিল হাতের বোনা ঢাকারী জামাদারী শাড়ী, সিল্ক প্রভৃতি, চীন মাটির হৈজরপকৃতি, পোয়েস এবং মোহর নানান রকম শোভন এবং বাস্তবিক জিনিসপত্র যিন্মক, বীশ, হাতের পট প্রভৃতি মাদামের শোভন কাজ, চ্যাম্পেসলভার্কিমের বেলক পুতুল ইত্যাদি। বলা যায় এসেবের হস্তশিল্পের প্রায় প্রত্যেক মাদামকেই কাজ প্রদর্শন করা হয়ে-ছিল, কেবল সর্বশেষের শিল্পের কোনও নিম্নলিখিত এখানে দেখা দেননি। হাতের জামাদার এবং জামাদার গহনায় চাইল মাদাম হাই ডিজাইন সেণ্টারের ডিরেক্টর শ্রীপ্রভাকর দত্তের মত এ প্রদর্শনী মাদাম সর্বশেষের শিল্পের প্রচারের কোনও প্রচেষ্টা নেই।

অম্মারের দেশে শত শত কুমার, কামার, জামাদার, পাঁচা, পিত্তকর, চুইচী প্রভৃতি হস্তশিল্পী আছে এবং এসব কুমার-কামারের হস্ত-কর্মের কান্দে কান্দেই মূল পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে এসব কর্মচারীদের পছন্দকে পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু এসব কর্মচারেরা একালের পছন্দ-মত সামগ্রীর সৃষ্টি না করতে পারায় তখনই এসব হস্তশিল্পের চাইল কাজে আসে। ডিজাইন সেণ্টারের সহযোগিতায় এসব কারিগররা আধুনিক কালের পছন্দ-মত শিল্প সামগ্রী প্রস্তুত করায়, তখন এসব মধ্যে যে বেকার সমস্যা দেখা দিয়ে-ছিল, তার কিছুটা সমাধান হয়েছে। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে ডিজাইন সেণ্টার জন-সাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সৌকর্য্যবধানী আধুনিক ঢাকার শিল্পকর্ম। তার ডিজাইনও অম্মার পরিবর্তন হয়নি। প্রথাগত ধারার গহনায় সমস্ত সঁচিয়ে রেখে একটি আধা, হস্ত ক্ষর করা হয়েছে। আধুনিকতার নামে

চিদ্র এদর্শনী

অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব নজর আকর্ষণ হয়, এখানে তা হয়নি। নন্দনভট্টের বিচারে এগুলি রসাতীর্ণ। বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য, ঢাকার কামারের লোহার কুলশান দুটি, গোপেন রায় কৃত রাজস্থানী প্রস্ট, বাকুড়ার টেবাকটর কাজ, মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের কাজ, ত্রিপুরার বেতের কাজ ঢাকারী শাড়ী এবং যিন্মকের কাজ। দু' একজন আদর্শ কারিগরেরও কাজ এই সংগ্রহে দেখানো হয়েছে। কারিগরীর বিচারে এগুলি বড় উচ্চাঙ্গের না হলেও আর্টের বিচারে এগুলি অংশই অসমর্থ। তার ছাড়া বহুত গুরুত্ব না কেন মুর্শিদাবাদের সেক্স হাতীর দাঁতের কাজ বা বাকুড়ার টেবাকটর বা মুর্শি-দাবার, ভগলপুর, উজ্জয়ী, মুর্শিদাবাদের প্রভৃতি অঞ্চলের গুরুত্ব কালের পাশে শিল্প-সামগ্রী হিসাবে এগুলি সত্যিই নগণ্য। তামার কারিগর ধারণা, সৌকর্য্যবধানী প্রথা-গত আর্টের কোনও পরিবর্তন না আসাই ভাল। পরিবর্তন হলেই মনে হয় কর্মচারের ক্ষয় হার নন্দন রূপে কিছুটা ক্ষয় হলেই সাধারণ ডিজাইন পরিবর্তিত না করে যদি ডিজাইন সেণ্টার হস্ত

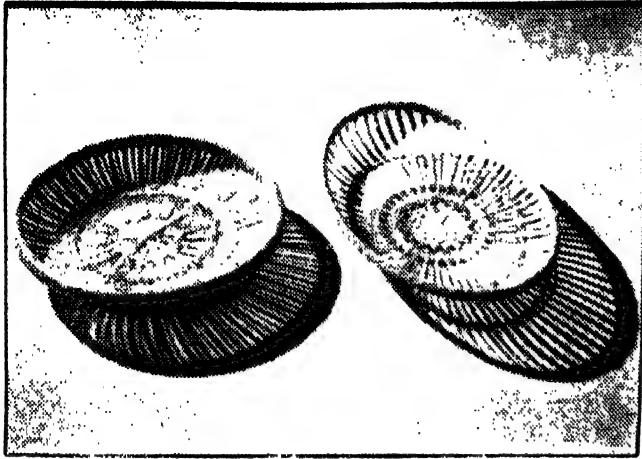
খরন্দারদের লোক শিল্পের উৎকর্ষ-সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে পারেন, তা হলেই তারা অপেক্ষাকৃত বেশী কৃতকার্য হবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রচার। প্রদর্শনীটি সাজানোর মধ্যে অভিনব স্কল দর্শকই লক্ষ্য করেছেন। প্রদর্শনীটি যথাযথ উপ-ভোগ্য হয়েছিল।

একাদশ ঘুর ভাষকর্ষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবছর প্যারিস-রলী মিউজিয়াম-এর উল্লেখ উদ্যানে। মস্ত মস্ত ভাস্কর্য্যগুলি খোলা জায়গায় প্রদর্শিত হওয়ায় এগুলি সত্যি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এদের আড়ালে ছোট ছোট নিম্নলিখিতগুলি একেবারেই হারিয়ে যায়। ছোট ছোট ভাস্কর্য্যগুলি একজানিশন হলে-এ প্রদর্শিত হলেই এদের বেশীটা নজর পড়ত। যাই হক, আজকাল শিল্পে ভাব, ভগ্নিগ এসব বিভিন্ন ধারায় চলেছে, সুতরাং প্রত্যেক দর্শকের সন্তুষ্টি করা সম্ভব নয়। বেসরকারী ভাস্কর্য্যের ব্যবসায় পেছনে পড়ে পড় মুর্শিদাবাদের একটির পর একটি কার সজ্জারাজলেন উল্লেখযোগ্য। বেসরকারী ছোট ছোট কোপ, পুতুল, ঘাসের লন, হাতিগাছের সারি, এসবও যেন এই প্রদর্শনীতে একেবারেই বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল।

প্রত্যেক বছরেই দর্শকের মান একটি পুনর জাগে বলী মিউজিয়াম কি এই বকম প্রদর্শনীর জন্য আদর্শ স্থান? রাখান অন্য কোনও ভাষকর্ষ বা স্থাপত্য নেই, এমন কোনও পার্ক কি এ-প্রদর্শনীর পক্ষে



হাতীর দাঁতের কাজ



বাঁশের কাজ

উপযুক্ত হ'ত না। কয়েক বছর আগে পার্কা
না বাগানেল মনোনীত হয়েছিল এই
প্রদর্শনীর জন্য। এ-সময়ের প্রদর্শনীর
পক্ষে ঐ স্থানটি সীতাই চমৎকার।
সেখানে বাগানের সবুজ রঙের মধ্যে
মডার্নিস্টিক ভাস্কর্যগুলি সীতাই বেশ

খুলেছিল। অংশপাশের কোনও শিল্প-
কর্মের সঙ্গে এগুলির তুলনা করা যায়নি।
কিন্তু রবী মন্টজিয়াম-এর বাগানে
অষ্টাদশ শতকের স্থাপত্য শিল্পের
মাস্টারপিস হোটেল বীরাঁ এবং রবীর
ভাস্কর্যগুলির সঙ্গে এসব নিদর্শনগুলি
তুলনায় এসে যায়। আধুনিক ভাস্কর্য
আবশ্যিকতা, বিকৃত এবং কিস্তৃতিকম্বাকার
সেজন্যে প্রাসঙ্গিক শিল্পকর্মের সঙ্গে
এদের তুলনা দ্বিগতকর।

এ বছরের কাজ দেখে মনে হয়,
শিল্পীর ভাস্কর বলে স্বীকৃতি পাবার
শেষ সীমানায় এসে পৌঁছছেন। এরা
কোনও মতমত বা প্রথা ধরে রচনা
করছেন না। এরা নিরুদ্দেশতার ধরে
ধরেন না। এদের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব
প্রকাশ পায়।

এগুলির পাশে হোটেল বীরাঁ, ওরাসী
উদ্যান এবং রবীর মাস্টারপিসগুলি
অনুসন্ধান। কিস্তৃতিকম্বাকার এবং বস্তু-
নিরপেক্ষ ধরনের কাজের সংখ্যা বেশী
থাকলেও কয়েকটি সীতাই চমৎকার
ভাস্কর্য নজরে পড়েছে এ-প্রদর্শনীতে।
এসব কাজগুলি বারী করেছেন, তাঁদের
সকলেরই যুব শিল্পী বলে ভেড়ার মত
বাস আছে। কিন্তু যেহেতু এরা হয়
ঐ প্রদর্শনীর কাউন্সিলর মেম্বার অথবা
পরিচালক সমিতির সভ্য, এদের সকলেরই
এ-প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করার অধিকার
আছে। সেই কারণে ১০৬০ বছর বয়সের
প্রবীণ শিল্পী, যারা প্রথাগত ধারার শিল্প
শিক্ষা করলেও মেজাজে আধুনিক, তাঁদের
শিল্পকলাও দেখা গেছে এ-প্রদর্শনীতে।
এদের মধ্যে ছিলেন লুই লেজ, জোসে
রিভিয়ার, রারে' সেলা, মারস জীলী
জেন্সালসো, ভোলভী এবং রারে'

জাতুরনা। বাঁশপট কয়েকজনের
অনুপস্থিতি আপসোসের বিষয়। বিশেষ
করে অনুভব করা গেছে কুর্তিয়ান-র
অনুপস্থিতি।

পশ্চিম আফ্রিকার গোল্ডকোস্ট অঞ্চলের
বন্দর আবিজান থেকে সম্প্রতি ফিরেছেন
লুই লেজ। সভ্যতা এবং আধুনিকতার
সম্মুখ হয়ে প্রগতিশীল হয়ে উঠেছে
আফ্রিকার এ অঞ্চল ফ্রান্সের সাহায্যে
কয়েক বছরের মধ্যেই। যেসব স্থাপত্য
শিল্পী এবং সুকুমার শিল্পী সেখানে
কাজ করছেন তাঁদের মধ্যে লুই লেজ
অন্যতম। লুই লেজ সেখানে তিনটি
স্মৃতিস্তম্ভ অলংকরণের ভার নিয়েছেন।
এঁর ভাস্কর্যে সাময়িকভাবে প্রচ্য
ভাস্কর্যের প্রভাব পড়েছে। 'দি সিনিলিয়ান'
উদ্যান মূর্তিটির সুন্দর এবং দৃঢ় অথবা
বাহু বেটনীর মধ্যে যে ভাঙতে বঞ্চিত
হয়েছে তা কিউবিষ্ট ধারার চমৎকার
নিদর্শন।

জোসে রিভিয়ার-এর সিম্বলিজম
প্রকাশ পেয়েছে তার লাসেভ রচনা থেকে।
এ-রচনায় একটি নারী মূর্তির সাংগ
একটি গাছের ডালের সম্পর্ক স্থাপন
করা হয়েছে।

রারে' সেলা নিদর্শন করেছেন। মূর্তি
না বলে নির্মাণ করা ঐক্য ঐক্য। তাঁর
শেডনীর জবা: সংকীর্ণ একটি মনুষ্য
মূর্তি কান খাড়া করে শব্দের কাণী
শুনছে। মারসে জীলীর 'গার' টাই-এ
বোকা ক্যান্ডা ফ্রান্সের ওপর নারীর
আকর্ষণ চমৎকারভাবে ফুটেছে। জোসে'র
ভাবী কমপজিশন এ নারী মূর্তিকে
জন্ম-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।
রবীর বেটনীর বিষয়বস্তু 'বেটনীর
মননই' কিন্তু এঁর রচনা অস্পষ্টত
সূক্ষ্ম এবং অনেক মাপজোকা করা।
জাকী জেন্সালসোর 'ভেগ অব এ সোহান'
শক্তি এবং মাধুর্যের প্রতীক।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা 'জিল্প
মসেলার' লাদা! ভাস্কর্যমীর 'দি ফিসার
মান', ওসে আরাস'-র 'দি ইয়াং মাদার',
জোসে' পিয়ার বোদার 'দি ফাইটস',
জাকিলিন 'বোজের টরনো', জাকিলিন
দেম-এর 'দি কাপল', এসব গোরগাজোর
'পস্ট', মারসে ও'র 'মাস্টারনিটি',
লিওপোল্ড ব্রোন্স-এর অত্যন্ত অল্প
কারিগরীর সাহায্যে কালো ব্রোন্সে রচিত
মুটি গুবতীর নিদর্শন, ইয়াদুসো
মীজীর আধ্যাতিকভাবে অতিরঞ্জিত 'দ
পাগোডা', জাঁ মালথারলার 'ম্যান
আফলোপ', শানী অরলফ-এর 'দ ব্যাড',
জোসেভিয়ারের জার 'টরনো' এবং জেরা কর
এ গেম অব ব্যালেন্স'। শেষোক্ত
মূর্তিটিতে অশুভ বকম একটা সক্রিয়
শক্তি অনুভব করা যায়।



কে স্পের নতুন খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এস কে পাটিল পরিচয়ন, তাঁনি খাদ্য ব্যাপারে একটি নতুন নিষিদ্ধ নীতি প্রবর্তন করিলেন।—“এবার তাহলে বোকা



যাবে তপ্ত হাবে, না পান্ডা হাবে”—বলিলেন বিশুদ্ধভাষা।

কে দ্বায়ী বৈতন কমিশন তাঁদের বিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। বৈতন কমিশন আসন্ন গণপুত্রের বহন আটম বৎসর ধর্ম্য কবিবার সুপারিশ করিয়াছেন।—“বুঝে ভুল করেছেন। আমরা অশ্রা কর্তৃচিন্তাম, ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে পণ্ডাশ মন্তব্যকে অস্বাভাবিক প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন সুপারিশ করা হইবে। ঐতিহ্য বক্ষা হইবে, সরকারী চিকিৎসা বর্জিত।—বলে আমদের শাসনকার্য।

বা নবপ্রবণের প্রসংগেই একটি সংবাদ শিরোনাম পাঠ করিলাম—“আইনেনহাওয়ার বন গমন” সূত্রঃ বেশ এই প্রার কলিফাই জেলিফাইলম। এমন সময় এক সহযাত্রী বৃকখইয়া বলিলেন—“এই বন বন বন, পশ্চিম জার্মানীর শহর বন।—পশ্চিমের নিষবদ জেলিফাম।

অ না একটি সংবাদ শিরোনাম পাঠ করিলাম—“পশ্চিমবঙ্গের কিসকীর্ণ অণ্ডলে কলকাতা সংধান, পাণ্ডালী মূলকদের কলসিগণ্যদের উল্লেখ সম্ভাবনা।—“উল্লেখ্যতর কথা ভাবতে পারছেন কেননা আমরা জানি, শতাব্দীতেন ওয়সার মিলনতা যার না।—সত্যতা, বাস কলকাতার হোমস কর্তার হোম টাসা হার নিবুঁরিতা আর বড়কড়ার ওপর ভরসা করা শব্দ—মন্তব্য করিলেন জনৈক যুগক সহযাত্রী।

জনৈক বৃটিশ বিজ্ঞানী ঘোষণা করিয়াছেন যে, মাও আট আউন্স ওজনের একটি পিষাও দ্রব্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। চিকমত বণ্টন করা হইলে ইহা দ্বারা নাকি পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে

দ্রোহে-বাসে

ধরিসে করা সম্ভব হইবে। শ্যামলাল বালিন—“ঠিক আছে। আবিষ্কর্তা নিজের বোতল খাবেন তো? তা হলেই হলো”!!

ওয়াশিংটনের এক সংবাদ প্রকাশ, ডঃ মার্টিন নরলিহান নাকি বানরের ভাষা শুনিয়ে গণপুত্রায় ব্যাপ্ত আছেন।—“ডঃ নরলিহানের গণপুত্রায় সফল হাশ পৃথিবীর উপকার হবে, মানুষের বহনকার্যে বানরের



ভাষাতেই বলা বলে কিনা, তাই—মন্তব্য করিলেন বিশুদ্ধভাষা।

রে ল দস্তরের সহকারী মন্ত্য শ্রীশাহ নবোক্ত ভাষণ করিয়াছেন যে, শীত শব্দবহীন টিন ঢাল, করিবার লক্ষ্যে করা হইয়াছে।—“আরোজহীন টিনের ভাষণে কলকর্তা হওয়া অসম্ভব নয়, বহন বলেছেন স্বয়ং না-আওয়াজ। তার টিন শব্দবহীন হলেও দস্তরের চক্কর দরদর না হলে, টিন ঢাল, রাখার ঐ এরমত পণ্য।

এ ক সংবাদ শুনিলাম, স্মৃতিরবনে পোণ্ডালীর জলিত্যব হইয়াছে।—“এমন জলিত্য পাত্রে মন্ত্য উটপাখির জলিত্যবের দিন বৃদ্ধি”—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

নি ও ইংল্যান্ডের হাউসন নদী অনুষ্ঠান জল মালিকের জন্য কিছু গণ্ডাজলও ভারত হইতে প্রেরণ করা হইয়াছে।—“ম গণ্ডা বন, গণ্ডা পেলেন! কিন্তু ভারতী ভলগা আর ইংল্যান্ডিকরণ-এর জল না হলে কি অনুষ্ঠান পূর্ণ হইবে?”—বলে আমাদের শ্যামলাল

আ মেরিকার পদব্রুদা নাকি অকস্মাৎ চুসের কলপ, পরচুলা ও নকল বাড়িগোবের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।—“আকর্ষণটা খুশ্চন্দের আসন্ন



আমেরিকা পরিদর্শন যোবগর পর হইয়াছে কিনা জানিলে। কিন্তু মেক-আপের প্রয়োজন নেই; আইনেনহাওয়ার আর খুশ্চন্ড বুরুরই ইচ্ছাসুত—বলিলেন বিশুদ্ধভাষা।

ক লিকাতায় আই এক এ শীউ থেলা শব্দে হইয়াছে।—“সুতরাং অচিরেই স্টোডরাম সম্বন্ধে প্রলাপ ও অপলাপ নুই-ই শব্দ হবে”—মন্তব্য করিলেন বিশুদ্ধভাষা।

অলংকরণে

বৈজ্ঞানিক প্রগতিতে প্রস্তুত এ্যাসিস্ত প্রভেদ ২২kt, রোল্ডগোল্ড গহনা রঙে ও প্যারিয়ে অবলনীয়। গ্যামাণী ১০ বৎসর, কাটাঙ্গল চুই।

ইন্ডিয়ান রোল্ডগোল্ড কোং

১১০, পদ্মেশ্বর স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কুঁচ তৈল

(হস্তী দন্ত জন্ম মিশ্রিত) টাকনাশক কেশ বর্ধক, কেশ পতন নিবারক, মরামাস, অকালপক্কতা পথারীডের বধ করে। মূল্য ২/-, বড় ৭/-, ডাঃ মাস ১৮/-। ভারতী ঔষধালয়, ১২৬/২ হাজরা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬। (যৌকিত আবশ্যক)।

ডঃ বসু

টাইকোপ্রোডা

ডাঃ ডেজীর্ণ ও ডিসপেনসারিয়ার

এমর্গ

কেশরাশি

কি ক'রে

সুন্দর হ'ল...



পঁচিশ বছর ধরে মায়েরা বলে আসছেন, তাঁদের
চুল কেমন করে সুন্দর হ'ল... বলে আসছেন তাঁদের
মেয়েদের টাটা-র সুবাসিত নারিকেল কেশতৈলের কথা...
মিষ্টি গন্ধের আমেজ ভরা খাঁটি নারিকেল তেল... যেমন
হালকা তেমনি চমৎকার... যা মায়ের মতো মেয়েরও
উজল ও দীঘল কেশগুলোর অল্পম সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রাখবে।

তাঁতা-র সুবাসিত

নারিকেল কেশতৈল

দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড



সুস্বাদু পরিচয়

বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—
শ্রীভদ্রের প্রণীত। বাকলাগড় প্রাইভেট
লিমিটেড, ১, শংকর ঘোষ রোড,
কলিকাতা-৬। মূল্য সাত টাকা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যাপ্ত
লেখক ভদ্রেন্দ্রনাথ, এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বে
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দুই খণ্ডে
প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের
ইতিহাসে বিস্ময়জনকভাবে তিনি এই
নিম্নলিখিতেন এবং যা লেখেন নি। তাঁর শ
শতাব্দের কথা লেখেন নি। আলোচ্য প্রথম
সংক্ষিপ্ত পরিচয় সেই বিষয়ের

আলোচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের
আদর্শবিশিষ্ট এই ইতিহাস নীতিবদ্ধ
হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ। অবশ্য বিশ শতাব্দের
কৃত্রিম দশকের মধ্যেই তাঁর ইতিহাস-সাহিত্য
নিবন্ধন হয়েছে, সমকাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত
হয়নি। ইতিহাসের কোন কোন পর্বে, যে
সকল রচনা ও রচয়িতা সম্পর্কে কঠিন
অনুসন্ধান মনে যথেষ্ট কৌতূহল জন্মে
ওঠে, বর্তমান গ্রন্থে লেখক সেসব স্বাধীন ও
স্বাভাবিক সূত্রভাষ্যে বিশেষ তথ্য
পরিচয়মান করেন নি। ফলে যে উদ্দেশ্যে
লিখিত, সেই প্রথম প্রকাশক ছাত্রদের সাধারণ
প্রয়োজন ও নিম্নতম কৌতূহল মেটাতে
একে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বলে উঠলেও
বর্তমান মনোবৃত্তির সঙ্গম করে না। শ্রীযুক্ত
ভদ্রেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে দাবী-
মানসে সজ্ঞিত হয়েছেন, তাঁর তাঁর
সমন্বিত সংকলনের পরিচয় মেলে।
ইতিহাসের বিভিন্ন বস্তুবিশেষ আলোচ্য
লেখককে আকর্ষণ করেছেন, এ প্রসঙ্গে
এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে প্রশংসনীয়। ভাষা
সম্পর্কে লেখকের দারুণ একটা সাধারণতা
আলোচনা প্রয়োজন ছিল।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ গুরুদাস
দাস ভট্টাচার্য। বঙ্গপ্রতিষ্ঠা ও, কলকাতা-৬,
কলকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ নম্বর
পয়সা।

ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য বর্তমানকালের
একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক এবং সাহিত্য-
লোচনায় ছোট বয়সেই সুনাম অর্জন
করেছেন। উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য
ইতিহাসের একটি সাহিত্য প্রসঙ্গে এমন-
কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য বাঙালী
সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাথমিক রূপ ও
মৌলিক ধারণা পরিচয় দেওয়া এবং উদ্দেশ্য
এবং লক্ষ্যের কথা বলা। এখন লেখকের
সাহিত্যের সীমিত ও সঙ্কীর্ণ সাহিত্যের ইতিহাস
আলোচনা করে অনেকটা নির্ভরযোগ্য সূত্র
কাজ করেছে। গুরুদাসের পদ্ধতিতে
কৌশলে ইতিহাস সাহিত্য বর্ণনাপ্রসঙ্গ ছাত্র-
সমাজ ও বিভাগসমূহের কাছে পৌঁছে করে
তুলতে না পারলে এই পরিচয় ও সাহিত্য
সংগ্ৰহভাষ্যে বিভাজন যার-সৈনিক থেকে
কিন্তু যেতে পারে যে, গ্রন্থকর্ম। মেট্রিকিটি
সমন্বিতভাবে সাহিত্যের পরিচয় পরস্পরিক
সম্পর্কভাষ্যে পড়কের কাছে উপস্থাপন
করতে পেরেছেন।

লেখক গ্রন্থটির দৃষ্টি বাক্য ভাগ করতে
চেষ্টাছেন—বাঙালী সাহিত্যের ইতিহাস থেকে
পলাশী যুদ্ধের পর্বে পর্য্যন্ত। নথ
সাহিত্যের যুগে এবং দ্বিতীয় বিভাগে
বক্তব্য গানের অসীমতান পর্য্যন্ত থেকে রবীন্দ্র
নাথ পর্য্যন্ত। লেখক ইতিহাসের বিস্তৃত
সন তারিখের জটিলতা প্রবেশ না করে

এবার খুজায় নতুন বই—
রাঞ্জিৎ খারুজ দাম ৩০
টাকা।
এবং সাহিত্য বৃষ্টির কলিকাতা - ৬

● সু সাহিত্যে সু প্রকাশ ●

সুজনশীল সাহিত্যের
মননশীল বিচার

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর
শ্রেণীর ছাত্র আর
বিদ্যালয়ীল সাহিত্যপঠকের
সব সময়ে হাতে করে রাখার মতো
সাহিত্যের তত্ত্ব আর রূপকলা
সম্বন্ধে নীতি, তর্ক ও
গভীর প্রশ্নের মীমাংসার সংকলন
বরাবর পড়ার মতো
সুপ্রকাশের সাহায্যে সুপরিবর্তিত বই

। প্রকাশিত হল ।

সাহিত্যের কথা
অধ্যাপক গুরুদাস ভট্টাচার্য
দুই টাকা

নাটকের কথা
অধ্যাপক অর্জিতকুমার ঘোষ
দুই টাকা

ছোট গল্পের কথা
অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়
পাঁচ টাকা

। প্রকাশের অপেক্ষায় ।

- সমালোচনার কথা
অধ্যাপক অর্জিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- কাব্যের কথা
অধ্যাপক বিমলকুমার সরকার
- উপন্যাসের কথা
অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য
- শিশুপত্রের কথা
অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য

। সেপ্টেম্বর মাসেই প্রকাশিত হবে ।

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
১, রায়বাগান স্ট্রীট । কলকাতা-৬
(সি ১০৮৯)

লিজেবল বেমান

নি বে দি তা

অনুবাদিতা শ্রীমতীরাণী দেবী

বিবেকানন্দের মননযোগ্য, স্বাধীন-
নামক, প্রথম প্রকাশিত। অধ্যাপক
শ্রীমতীরাণী দেবীর নির্বাহিতার অধ্যাপক
জীবন থেকে প্রাপ্ত অধ্যাপক শংকর
দেবদাস এবং অন্যান্যদের সাহিত্যিক
ভাষ্যের উপস্থিতিতে বর্তমানের মধ্যে
জীবন ও বর্তমানের কথা। এ শব্দ
কোড হল যেমন না পড়লে জায়ে।
বই, পত্র পত্রের মতো প্রকাশিত।
প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা, দাম দুই টাকা।

। অন্যান্য বই ।

স্বামী শিবানন্দ প্রণীত

যোগবলে রোগ আরোগ্য ৫০০

YOGIC THERAPY 7-

যৌগিক ব্যায়াম (আসন-মুদ্রা) ২০

ত্রি (প্রাণায়াম) ২০

ছাত্রছাত্রীর ব্রহ্মচর্য ১০০

খাদ্যনীতি ও শিশুপালন ১০০

ঈশোপনিষদ্ ২০

। প্রাপ্তিস্থান ।

উমাচল প্রকাশন।

৫৮।১।৬১ বাতা দীপন স্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

এবং কলিকাতার অন্যান্য পুস্তকালয়।

(সি ৮৭৬৭)

‘পাঠ্যার্থীদের মানসপ্রবণতা ও ধারণ-ক্ষমতা অনুযায়ী’ সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনাকে ‘সাধকভাবে রসোত্তীর্ণ’ করেছেন। বিশেষ করে ‘বাঙলা সাহিত্যের কৈশোর, বাঙলা সাহিত্যের যৌবন, কাব্য ও কবিতা, রবীন্দ্রনাথ’ ইত্যাদি অধ্যায়গুলি সূচীভিত্তিক ও সুসংগঠিত। এই গ্রন্থের বিশিষ্ট মৌলিকতার স্বপক্ষে ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেছেন, “রবীন্দ্রসাহিত্যে যাতে অধিকার ও অনুরাগ জন্মে, সেই উদ্দেশ্যে তাঁর অনন্যপ্রতিভার সংক্ষিপ্ত, সহজ অথচ সার্মগ্রক পর্যালোচনা করেছি—কিন্তু পরিমিত স্থানের মধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার

বৈশিষ্ট্য, রচনারীতি, সৌন্দর্য ইত্যাদি নিপুণভাবে বিশ্লেষণে যত্নবান হলেও আমাদের মনে হয় প্রসঙ্গটিকে তিনি এক নিঃস্বাসে বলতে গিয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপীকরণ করেছেন: স্ববীন্দ্র-প্রতিভার রস-স্বরূপ সম্পর্কে আর একটু বিস্তৃত আলোচনা করলে তিনি ভুল করতেন না। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নাটক, ছোট গল্প, শিশুসাহিত্য, অনুল্লেখ্যগুলি আর একটু আন্তরিকতার প্রত্যাশা করে। বর্তমান গ্রন্থটি ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ কাজে আসবে। সাধারণ সাহিত্য-পাঠকও এ থেকে উপকার ও আনন্দ পেতে পারেন। ২৫৩।৫৯,

কবিতা

কবি কবিতা ও একলব্য—শ্রীমঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিমিটেড, ১২, বাংকম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পৃষ্ঠা—৫৮। দাম দুটাকা।

সাহিত্য ও সাহিত্যিককে বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী হিসেবে গোষ্ঠীবিদ্ধ করার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে পড়ে মতামত প্রচলিত আছে। তথাপি শ্রীমঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে তথাকথিত বামপন্থী সাহিত্যিকদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু কবির কাব্য আলোচনায় পক্ষপাতবোধপূর্ণ গোষ্ঠী-চিন্তাকে অব্যবহৃত মনে করি। শ্রীমঙ্গলাচরণের এই কাব্যগ্রন্থেও তাঁর খ্যাতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল। কবির আন্তরিকতা এবং সাধারণ জীবনের দুঃখ-দুঃশাস্তিজনিত একটা যন্ত্রণা প্রায় প্রত্যেক কবিতাতেই ছড়িয়ে আছে। ছন্দবৈচিত্র্যে, শব্দ-স্বাভাবের নৈপুণ্যে, কথ্যচিত্রের পরি-স্ফুটনে কবি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ‘বুক ধকপুক’, ‘উলকাধকস’ চলা শব্দ-সমূহের ‘নিপুণ প্রয়োগ’ই যেমন দৃষ্টব্য, তেমনি অসংখ্যকথা তাঁর চিত্রনির্মাণ-শক্তি। যেমন—

“সম্মোহা ধানিক বৃদ্ধি প্রতীক্ষার

কনে দেখা-আলো

অধকারে অধ তরপর” (এ-জমি)

নানা কারণে কবির মন কলিকাতাকেন্দ্রিক। তবু পল্লীর মানস ও মঠ সম্পর্কে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন—“এমন মানস-জমি

এ-জমি আবদ করবে সে কোন কৃষক” (এ-জমি)

এসব সত্ত্বেও শ্রীমঙ্গলাচরণের কাব্য-সম্পদ সম্পর্কে অভিযোগ আছে। তাঁর কবিতায় ‘জন্ম গভীরতার অভাব’, তেমনি অনেক কবিতায় বহুলা একই আবেগের আবর্তিত। বদলার একই সুরে মা, ছেলে এবং বাঙলা মায়ের মতোকে প্রতিষ্ঠিত করার মোহে কবি ভাগ করতে পারেননি। ছন্দ-সম্বন্ধে ঘটতে গিয়ে ছন্দের চ্যুতিও স্থানে স্থানে আমাদের কানে বেসরো বেজেছে। ‘জননী যন্ত্রণা’ কবিতার নবম পংক্তি থেকে স্বদেশ পংক্তি পর্যন্ত বলাই সে-চ্যুতি ধরা যায়। কাব্যগ্রন্থের শেষাংশে ২৩ পাঠ্য-ব্যাপী ‘একলব্য’ নামে একটি কাব্যনাট্য আছে। বহুকাল আগে মনে একলব্য ও দ্রোণকে কেন্দ্র করেই নৈরিশ ছন্দে লেখা ‘গুরু দক্ষিণা’ নাটকটি বাঙলা সাহিত্যে আলোড়ন এনেছিল। সেই নাটকের মূল সুরের সঙ্গিত এই কাব্যনাট্যের বেশ মিল থাকলেও শ্রীমঙ্গলাচরণের হাতে শেষের কয়েকটি পংক্তি জীবনের জয়গানে মূর্খিত। বাঁধা ছলো। খালেদ চৌধুরী অঙ্কিত প্রচ্ছদপট স্ফুটসম্ম। ১৯৭।৫৯

মাসিক ব্রহ্ম পত্রিকা

সারদীয়া সংখ্যা ৪ দাম আড়াই টাকা

—এই সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ—

দুইটি সম্পূর্ণ উপন্যাস। লিখেছেনঃ

বিমল কর

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ছোট গল্প লিখেছেনঃ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সন্তোষকুমার ঘোষ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

২৫শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে। সডাক তিন টাকা।

মাসিক ব্রহ্ম পত্রিকা

১৬৫, কন'ওয়ার্লিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

পূজা সাহিত্য

রাফস-থোকস—প্রকাশক দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা ৯, দাম তিন টাকা।

শিশুরা রূপকথার গল্প যেমন ভালবাসে তেমনি ভালবাসে রাফস-থোকসের গল্প। মানুষ্যমাত্রই শৈশব কালে কম্পনার রাজ্যে তাদের মনের খোরাক খুঁজে বেড়ায়। যাই বয়সে বাড়তে থাকে, বাস্তবের নুখো-নুখি যখন হয়, তখন কম্পনার সে রাজ্য আর তার রাজপুত্র আর রাজকন্যা চিরকালের জন্য বিদায় নেয়। শিশু চরিত্রের আরেকটি দিক হচ্ছে সে ভয় পেতে ভালবাসে, ভয় কে জয় করতে পারার মতোই তার চরম আনন্দ। সেই কারণেই রাফস-থোকসের কাহিনী-কাহিনী তাদের বড় প্রিয়। শিশু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সব দেশের শিশু-সাহিত্যের একটি বড় অংশ সৃষ্টি হয়েছে, এইসব দানব-দৈত্য আর রাফস-থোকসের গল্প নিয়ে। খুবই আনন্দের কথা, দেব-সাহিত্য কুটীর এবছরে কিশোরদের পূজার উপহার দিয়েছেন এই রাফস-থোকসের কাহিনী সংকলন প্রকাশ করে। বিভিন্ন জাতের রাফস নিয়ে আটটি গল্প আছে এই সংকলনে, প্রত্যেকটি গল্পই বর্তন ও এক-বড় চিত্রে অন্যকত। গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রীষ্মোৎসবের চটপটপায় লিখেছেন—“যে-মানুষের মধ্যে রাফস আছে, সেই মানুষের ভিতরেই আছে দেবতা। দেবতা যাব রাফসে আছে ও চলেই চলেছে। এবং মানুষ বিশ্বাস করে দেবতাই হার জয়ী। আশা করি, এ গ্রন্থ পাঠে শিশু মনেও সেই বিশ্বাস দৃঢ়তর হবে।”

উপন্যাস

মোদের বিশ্ব—অমর নন্দী। নতুন, পঞ্চম সংস্করণ। ২, টাকা।

লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, পৃথিবীর অন্যান্য গ্রন্থের যে সব চরিত্র তিনি এই উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন, তাদের নিজ নিজ দেশের যে নাম হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ। উপন্যাসটির সম্পূর্ণাংশ প্রকাশ না করে তার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র প্রকাশ করেছেন, একথাও জানিয়েছেন। প্রশ্ন, তাহলে, এ গল্পটি না লিখলে কি বাংলা সাহিত্যের খুব ক্ষতি হত। বাংলা সাহিত্যের আজও এমন নৈশ-দশা হয়নি; সুসাহিত্যিকেরও অভাব নেই। তবে কেন এই অক্ষম উপন্যাস রচনার প্রয়াস? তাহাড়া লেখকের নামের পাশে ‘অসিদ্ধিত’ কথাটি গল্প ও গ্রন্থকারের সম্বন্ধে, প্রথমেই অশ্রদ্ধা জাগায়। প্রচ্ছদটি ইঙ্গুলপাঠ্য ভূগোলের মতো।

২০৩/৫৯

বিবিধ

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণিকা (১৩৬৬)—বাংলা

ও ইংরেজী বিভাগের সম্পাদনায় যথাক্রমে—গ্রীষ্মোৎসবের চৌধুরী এবং গ্রীষ্মবনাথ চৌধুরী। শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতিঃ ৬ নং লাইথার সেন লেন। কলি-৭।

১-৫০+১-৫০ নং পঃ

বাংলা বিভাগে লিখেছেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, দেবজ্যোতি বর্মণ, কাসিদাস রায় ও

অতুল গুপ্ত প্রভৃতি। ইংরেজীতে লিখেছেন দেবপ্রসাদ ঘোষ, এন সি চ্যাটার্জি, স্বামী ভাস্করানন্দ, গ্রীষ্মবীর প্রভৃতি অনেকেই। এ ছাড়া শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা, রচনা ও চিঠি প্রভৃতি উদ্ধৃত হয়েছে। অধিকাংশ রচনার দ্রুততার লক্ষণ এবং উদ্দেশ্য প্রচারের প্রাধান্য দেখা যায়।

নতুন প্রকাশিত হলো

আর্ট, গ্যান্ড, লেটার্সের প্রথম মৌলিক উপন্যাস।

সৌরীন সেনের

চেনামুখ-৪,

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম।

এক ইন্সটিটিউশন এজেন্টের ঘটনাবহুল জীবনের রসাল জবান বন্দী।

প্রকাশিত হলো
পনজয় বৈরাগীর

নাট্যাঙ্ক—২-৫০

নবনাট্য আন্দোলনের সর্বপ্রণায়-
পূজারী গ্রীষ্মোৎসব বৈরাগীর ১টি
নটক এ বইতে স্থান পেয়েছে। ৫টি
নটক স্টাডিয়ার বস্তুত। ৩টি নটকে
স্বতন্ত্র ও পৃথক চরিত্র দুই আছে
আর দুই নটকে কোন পুরো চরিত্র
নেই, সব স্বতন্ত্র চরিত্র। সবকটি নটক
মণ্ডসফল।

২য় সংস্করণ ঢাকা

পনজয় বৈরাগীর

ধৃতরাষ্ট্র—

২-৫০

রূপোলী চাঁদ—

২-৫০

গুপ্তপুস্তক

ছিলেন বাবুর দেশে—৩,

প্রকাশিত হলো

বার্ট্রান্ড রাসেলের

সভ্যতা ও আণবিক
যুদ্ধ

দাম—২-৫০

(common sense and Nuclear
warfare এর অনুবাদ)

আণবিক যুদ্ধ বর্তমানে তার
প্রাথমিক সর্বনাশারূপ এক শান্তি-
দাতার উপায় সম্বন্ধে নির্দেশ
দিয়েছেন দার্শনিক রাসেল।
প্রত্যেকেরই অবশ্য পাঠ্য।

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

তিন সর্গ ১-৬২ ও ২,

নবনাট্য আন্দোলনের দিক থেকে
নির্মলসফল এক নতুন পদক্ষেপ।
এদের অভিনয় দর্শকদের আনন্দ দিতে
সক্ষম হবে বলে মনে হয়, সাংখ্যিক
সাহিত্য হিসাবেও তেমনি পাঠককে
আনন্দ দেবে বলে বিশ্বাস করি।
—দেশ।

এই সম্পর্কে প্রকাশিত হলো

কিরোর-হাতের গোপন কথা—২-৫০ (Secrets of the
hands এর অনুবাদ)

২য় সংস্করণ বেঙ্গল

এমিল জোলা

বৈদেহী—৩-৫০

মারী জোঁপস

বিবাহিত প্রেম—১,

ডন বার্ডমান

ক্রিকেট খেলার অ. আ. ক.

খ.—১,

ফ্রান্সোয়া সাগ'র

ভূমিকা— ৩,

(Bonjour Tristesse

অনুবাদ)

ক্যাসানোভার স্মৃতিকথা—৫-৭৫

বালজ্যাক

সোনালী মেয়েটি—২,

আর্ট, গ্যান্ড, লেটার্স পার্বলিশার্স

৩৪, চিত্তরঞ্জন এডিনিউ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শ্যামাপ্রসাদের উদ্দেশে কবিতাগুলিও
আবেগ ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ। এই প্রণীর
সংকলনে আমরা সর্বকালের সর্বজনীন
আবেগনই আশা করবো। তাহলেই শ্যামা-
প্রসাদের ব্যক্তি চিরন্তন হয়ে থাকবে।

২৫২/৫৯

অভিযান

পূজা সংখ্যার এবার থাকবে ৮টি "গল্প"
ও ৩টি পূর্ণাঙ্গ "উপন্যাস"

লিখবেনঃ—

নারায়ণ গাঙ্গুলী, মনোজ বসু, নরেন মিত্র,
সন্তোষ ঘোষ, গজেন মিত্র, বিমল কবির,
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

২০০ পাতার বই—মূল্য ১৫০ মাট।

নরেন সেন—স্বত্বাধিকারী "অভিযান"
৭৬।১৫, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

কিশোর চাষীর আপন কথা—অশোক
ভাই। বাণী বিভান, ৪৯।১ বেচু চ্যাটার্জি
স্ট্রীট কলিকাতা-৯। দামঃ ১।৫০।

ফসলের রোগ ও তার প্রতিকার—সতী-
কুমার নাগ। ৯বি, নেবুতলা রো, কলিকাতা-
১২। ৭৫ নং পঃ

ভালো চাষের জন্য চাই চাষীর কর্ম-
দক্ষতা। কখন কী ভাবে চাষ করতে, কী
সার দিতে, কোন মাসে কী ফসল ফলাতে
হবে এসব তথ্যই অশোক ভাই দিয়েছেন।

মনে হয় লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রচুর।
দ্বিতীয় বইটিতে ফসলের রোগ, কীট-
পতঙ্গের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষার
উপায়, রোগের প্রতিকার সম্পর্কে সতী-
কুমার নাগ মূল্যবান আলোচনা করেছেন।
গ্রন্থটি বিশেষভাবে সদা সাংসার বয়স্কদের
জানা লিখিত। তারা এই পুস্তক পাঠে
উপকৃত হবেন।

৭৩৮/৫৬, ৫৬৮/৫৮

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রশ্ন ও
উত্তর—পাবলিকেশনস্ ডিভিশন, মিনিস্ট্র
অব ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিস্টিক্স, গভর্ন-
মেন্ট অব ইন্ডিয়া। মূল্য ৪০ নয়া পয়সা।

বর্তমান পুস্তিকাটিতে প্রশ্নোত্তরের
মাধ্যমে বাংলা ভাষায় ভারতের দ্রুত
পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক সমস্যা সংক্রান্ত
বিশেষ তথ্যাবলি বিশদ আলোচনা করা
হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার
অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জাতীয় অর্থনৈতিক
দ্রুত উন্নয়ন এবং সংগতিপূর্ণ উপায়
দেশের উৎপাদন ক্ষমতার বিশেষ উন্নতি
সাধন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার
প্রধান উদ্দেশ্যগুলিকে কেন্দ্র করে প্রশ্নোত্তরে
এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ উৎসাহী
পাঠকসাধারণের নিকট তুলে ধরা হয়েছে।
অল্পমূল্যে এ ধরনের পুস্তিকা প্রকাশের
সার্থকতা আছে এবং পরিকল্পনা প্রসঙ্গে

জিজ্ঞাসা, ব্যক্তিগণ ও ছাত্রসমাজ এ থেকে
কিছু উপকৃত হবেন আশা করা যায়।
আলোচ্য পুস্তিকাটির প্রায়শ্চৈই বড় হয়কে
শিরোনামের যুগ্ম প্রমাদ চোখকে আত্মত
পীড়িত করে। ২৯৭।৫৯,

পল্লীবোধন—শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ
আরগ্য। 'সমাধি মঠ', পোঃ ভূপালপুর,
জেসায় পশ্চিম দিনাজপুর। দাম ৪।

'পল্লীবাসী ভারতবাসী কবে রাগা
প্রতাপের শিষ্য হইবে' এই আকাঙ্ক্ষা
জানিয়ে লেখক পৃথকভাবে নয়টি প্রস্তাব
উত্থাপন করেছেন। প্রস্তাবগুলি উত্থাপন-
কালে লেখক বিভিন্ন দেশী-বিদেশী প্রসিদ্ধ
ব্যক্তির উদ্ভৃতি ও পরিসংখ্যার সাহায্য গ্রহণ
করেছেন। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষার সমস্যাই
ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং এইসব
বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে লেখকের
মতে পল্লীবোধনে সাধকের প্রয়োজন।

লেখক এই পুস্তকে নিজস্ব চিন্তাকেই
প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু পর পর দুইটি
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কতখানি সাফল্য
আমরা অর্জন করছি তা তুলনামূলকভাবে
যে কোনো পাঠকই বিচার করতে চাইবেন।
কিন্তু এই গ্রন্থ পাঠ করার পর ততখানি
ধৈর্য কি সাধারণ পাঠকের থাকবে?
তাছাড়া, গ্রন্থটি সাধারণের উপযোগী করে
লিখিত হয়েছে বলে মনে হয় না। তবু
একথা অস্বীকার করা উচিত নয় যে, লেখক
অনেক স্থানে পাণ্ডিত্য, অমূল্যবোধ,
সংস্কার ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন।
আর এখানেই গ্রন্থটির যৎ কিছু মূল্য।

৪১৫।৫৮

প্রাপ্ত স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনা
আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

রাগ কাল (১ম খণ্ড)—শ্রীপরমেশ সিংহ।

সাহিত্য ও পাঠক—শ্রীপ্রজ্ঞেনচন্দ্র

ভট্টাচার্য।

আমরাও হতে পারি রেডও বিহারম—
জ্যোতির্ময় দে।

বিশ্বমানবের কাহিনী—শ্রীহরিপদ

ঘোষাল।

রবীন্দ্র হৃদয়—শ্রীবেন্দ্র মিত্র।

শিক্ষক শিক্ষণ প্রবোধিকা—বিমল

দাশগুপ্ত।

স্থাপত্য শিল্পের ভূমিকা—মনোমোহন
গঙ্গোপাধ্যায়।

মিলিত সংসার—অরুণ ভট্টাচার্য।

মায়াপুরী (ছোটবেলা নৃত্যনাট্য)—স্বপন
বড়ো।

শালবনের কাহিনী—হীরেন কণ্ডু।

হেড মাস্টার—নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

প্রথম দশজন (স্কুল ফাইনাল—১৯৫৯)।

দুই পকেট হাসি প্রকাশিত হবার আগেই
ডাকে অর্ডার পাঠিয়ে যাবো এর প্রথম
সংস্করণ প্রায় খসড়া করলেন, তাঁদের ধন্যবাদ।
দুই পকেট হাসি ॥ প্রথম ॥ ২-৭৫ নং পঃ

"বলাকা প্রকাশনী"

২৭-সি, আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

(সি ৯০৪৪/১)

মহিষাশুরমর্দিনী

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ মূল্য ৪.৫০ নং পঃ
লেখক—রাণীকুমার

সুর ও পরজিপি—পঞ্চকুমার মাল্লিক

—যথার্থ অর্ডার দিন —

প্রাপ্তিস্থানঃ দাশগুপ্ত এন্ড কোঃ লিঃ
৫৪-৩, কলকাতা স্ট্রীট, কলি ১২

(সি ৯০৪৪)

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের বিচারে
১৩৬৫ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থরূপে পুরস্কৃত

॥ দিব্য দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা ॥ ৩-৫০

শিল্পচর্চা মহিষাশুরমর্দিনী ব্যতীত অন্যান্য প্রাচীন

অনুবাদবন্দ্য কালীসং প্রেমের উপন্যাস

॥ ঐক্যোরিয়া ॥ ৩-২৫

লেখকঃ রুদ্র হামসুন ঃ অনুবাদকঃ শীলভদ্র

লেখক সমবায়

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঃ ৯

(সি ৯০১১)

পৃথিবীর বর্তমান হাস্যকালের ওপর অনেক অনেক কারণেই বীতশ্রদ্ধ হতে পারে এবং অব্যঞ্জনের স্পর্শ ও প্রভাব থেকে নিজেকে বা নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় নিজের মনোমত উপায় অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু মেক্সিকোর মতো অতি আধুনিক শহর রাফায়েল পেরেজ হান্সডেজ তার পরিবারকে স্বেচ্ছাবে আড়াল করে রেখে আসছিল গত পনের বছর ধরে তার সংগে আদিকালের মানুষের জীবনধারণ রীতিই তুলনা করতে হয়।

স্ত্রী ও দুইটি সন্তানসহ রাফায়েল বাস করছিল একটা বড় অশুকার কুঠিরিতে যার চতুর্দিকে দুর্গাশ্রময় পকিভরা নানা। ঘরে আসবাব বাসনপত্র বসতে একটার ওপর একটা টেবিল বসিয়ে শোবার জন্য ডবল-ডেকার কাছ, রাধার জন্য মাটির দুটো পাত্র, খানকয়েক শেলট। বাথরুম বনতে দেওয়ালে একটা বড় গাঠী। আর আলো বলতে মোমবাতি জেলেসে ঘেঁষে রাখা। ইস্তুর মায়ের বিব তৈরী করে বিক্রী করা ছিল রাফায়েলের পেশা। এই অকথ্যতাই পরিবারটির আরো কতগুলি অবিবাহিত হাতের বস্তু আর না যদি না দিনকাতর অগ্নে কাপারটো পুন্সিসের গোরুর আসতো। একটা জেলে একদিন ঠে হাতের দাব দিয়ে যেতে একটা চিরকুট পায়, তাতে লেখা, “বিদ্যাপতি মহাশয়, সত্য করে আমাদের আপনাব কাছে নিয়ে যান।” জেলেটি চিরকুটটি সেখান কোন অর্থাৎ করতে না পেরে তার অফিসের ধাক্কাকর হাতে দেয় এবং তিনি সেটা নিয়ে থানায় হাজির হন। পুন্সিসের লোক এসে ঘরটির সমস্তের লোহার দরজায় ধাক্কা দিতে ভিতরে থাকা মোসলি বস্ত্র জ্ঞানতে চাওয়া হয় যে ওদের বিদ্যাপতি পাঠিয়েছেন কিনা এবং পুন্সিসের লোক শুনে বলে যে, তাদের দাবা বাইরে গিয়েছেন এবং এসে পড়লে ওদের খুন করে ফেলবে। পুন্সিসের লোক দুজন পুন্সিস টপকে ভিতরে প্রবেশ করে অপেক্ষা করতে থাকে এবং রাফায়েল আসতে সবাইকে নিয়ে থানায় উপস্থিত হয়।

পুন্সিসের কাছে প্রকাশ পেল, রাফায়েল এক বদমজাজী কেপাট লোক, তিন দুর্ভটনায় বা হাতটি খুইসেছে এবং ইস্তুরই হোক, চিকিৎসকই হোক বা অন্য কোন-কিছতেই তার কোন বিশ্বাস নেই। প্রথম সন্তানের সে নাম রাখে ‘সন অফ দি সান’ এবং শিশুটি উদরামরে আক্রান্ত হতে স্ত্রীকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাকতে বলে। ফলে সূর্যভয়ের মতো হয়। এক বছর পর তার স্ত্রীতীর সন্তান ইভলুশন-অফ-দে-ওয়ার্ডের জন্ম হয় এবং সে শিশুটিও চিকিৎসাভাবে মারা যায়। এরপর

বিশ্ব-বিস্ত্রা

একটি মেয়ে, যার নাম রাখা হয় ‘আনটেমড’ জন্মাবার পর নিউমোনিয়ার আক্রান্ত হতে স্ত্রী সোনিয়া ডাক্তারের জন্য শীড়াশীড়ি করায় রাফায়েল রিভসবার বের করে বলে, “এই হচ্ছে তোমার ডাক্তার।” বাই হোক, মেয়েটি বেঁচে ওঠে এবং এখন তার বয়েস সাতের। এর পর আরও চারটি সন্তান হয়—‘ফ্রা’, পনের; ‘সভারেন’ চৌদ্দ; ‘কল্কারা’ বারো বছর এবং সাত মাস বয়সের ইভলুশন অফ লিবারল থট।

বাইরের উপর সম্পর্কে ছেলেমেয়ে কাটির যা কিছু ধারণা সোহার দরজার গায়ে ইতিথানেক একটা ফটো দিয়ে যা দেখা যেত তাই থেকে। ইস্তুর মায়ের বিব তৈরী করতে বাপকে সাহায্য করাই ছিল ওদের একমাত্র কাজ—ভাব পাচটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। ছেলেমেয়েদের কাটিকেই লেখাপড়া শেখানো হতনি। মোটামুটি তিনশটির বেশী কথা ওরা জানে না এবং লাজগালি ওদের মধ্যে মুখে। নিম্নানুর্ভূততার ব্যতিক্রম হলে—বেশী খওয়ার জন্যে বায়না, বাইরে বেরিয়ে খেলা করতে চাওয়া, বাবার হাতে শাস্তি আনিবার—ওদের ঘাড় ছুঁরির ফলা বসানোর সেইসব দাগ রয়েছে। রাফায়েলকে অপহরণ, বে-আইনীভাবে আশ্রয়স্থল রাখা, বলপ্রয়োগ, ছোটদের প্রম-আইন ভঙ্গ, বিবাহ সামগ্রী

প্রস্তুতের লাইসেন্স না নেওয়া এবং আরকর ফাঁকির অপরাধে জেলে পাঠানো হয়েছে। রাফায়েল বলে, “পৃথিবী কি দিতে পারে আমার পরিবারকে?—গণিকাবৃত্তি, গুডামো, মাতঙ্গামো বক-এন রোল আর কদর্য ঐ টোলিডিসন—আমার পরিবারকে ওসব দিতে চাই না।”

আমেরিকার লাস এঞ্জেলসের স্যাম লাইবেরমান নামক এক ব্যক্তি তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে বিবাহবিচ্ছেদ করতে সক্ষম হয় এই বলে যে: “ও বলে তোমার শাবর কুঁমি রাখা করে নাও। নিজের রান্না যদি নিজেই করবো স্ত্রীর আর দরকার কি তাহলে?”

বক ‘দুর্নীতিভূত সরকার’ আর বহুতাহীন প্রধানমন্ত্রী’ কল্পনা করা যায়, কিন্তু প্রতি পাতার কাউন্স আর হাসিহীন ‘দুই পকেট হাসি’ কল্পনা করা অসম্ভব।

‘বলাকা প্রকাশনী’

২৭-সি, আমহাট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

(সি ২০৪৪/৩)

কে.হোডের
কণক
* পাঠ্য *
১৯৪৪

আলান ক্যাম্বেল জনসন-এর
“MISSION WITH MOUNTBATTEN” গল্পের বঙ্গানুবাদ
ভারতে মাউন্টব্যাটেন
ভারত-ইতিহাসের এক বিরাট পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভারতে যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক অটিকার সৃষ্টি হয়েছিল, সে-সবের প্রত্যক্ষদর্শীর বিচিত্র কবিতা। বহু রহস্য ও অজ্ঞাত শুধাবলীর প্রমাণা বিবরণ। দ্বিতীয় সংস্করণ : ৭.০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর ॥ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ ॥
২য় সং টা ১৫.০০
শ্রীজওহরলাল নেহরুর ॥ আত্ম-চরিত ॥ ৩য় সং টা ১০.০০
শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর ॥ ভারতকথা ॥ টা ৮.০০
আর জে মিনির ॥ চার্লস চ্যাপলিন ॥ টা ৫.০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের	প্রেলোকা মহারাজের
অনাগত ... ২.০০	গীতার স্বরাজ ... ০.০০
ব্রহ্মসং ... ২.৫০	শ্রীসরলালা সরকারের
	অর্থ (কবিভা-সংগঠন) ... ০.০০

শ্রীগোবিন্দ প্রেস প্রাইভেট লিঃ। ৫ চিত্রাঙ্গি দাস লেন। কলিকাতা ৯
• একমাত্র আনন্দ পাবলিশার্স প্রাই লিঃ প্রকাশিত পুস্তক আমাদের কাছে পাওয়া যায়।

দেশ



হোমস
জমিনার
বিব্রাট
সামাজিক চিত্র



পয়গম

শ্রেষ্ঠ চিত্রতারকা সমন্বয়ে...



বদুগ্য

চন্দ্রশেখর

কামা-স্বরা হাসির আলো

বড় বেদনা শুধুই কানায় না, মানুষের জন্যে হাসি হয়েও বৃষ্টি করে পড়ে। হাসির ডালা সাজিয়ে দূর থেকে আনন্দে উত্তরনের এই সহজিয়া সাধনার ভূমিকা যে কৌতুক-শিল্পপীর, তার সজ্ঞানো হাসির আনন্দ-মেলায় শুধু তার নিজের কন্যার মুখেই হাসি নেই। জীবনের অগাধতার কোমরো কলরব থেকে দূরে সরে গিয়ে সে কীভাবে বিবাহগীর একত্রার সঙ্গে অখণ্ডর মনের সুরটি খুঁজে পায়, অবশ্যে রচিত এমনি এক কবিতা অলম্বন তৈরী মেট্রো-পলিটান লিকচায়ার "মিশনারি শিল্পীর অনুপস্থিতিতে"।

গ্রাম থেকে জীবিকার সম্বন্ধে কলকাতায় এসেছে প্রবাসী। গ্রামের ঘর আর বিয়াটনের সে কতই নষ্ট। পরশরের ভূমিকায় অন্তর্নিহিত অভিনয়ের জন্যে পরশর নাচতে সে নিমগ্ন। শহরের বহুলাংশ আর ঘরোয়া দরজা-দরজায় বাগানমন্ডর, এরা জেলে এই গ্রাম-নষ্ট রাত তার কণ্ঠে জড়িপড়ে। নাহয় কোন কলকাতার কবিতার ব্যর্থকণা এমনিভাবে দুঃসময়ে তার আশ্রয় ভোগ বিপ্লবী ও নিবেদন এক সাংসার ভোগে পড়ে।

জীবনের এই অভিশ্রুতির মধ্যে পরশর হঠাৎ একদিন জন্মের পর এক জনসংস্কৃতির পথিকৃত কলকাতার প্রাণকণা, "সম্মিলিত জীবন" তার ওপর সজ্ঞা। কৌতুক ওমেট্রি হিসাবে তার অপ্রকাশিত সম্বন্ধে তাকে এগিয়ে নিয়ে গলে জীবনের পথে। অর্থাৎ অনটন ঘড়োই পড়ি ভাড়া করে গ্রাম থেকে স্ট্রী ও তার সৃষ্টিবরের মোহের শহর মানবের আবস্থা করে পরশর।

এমনি সে গ্রামে রওনা হবার, সেদিনই সংবাদপত্র খুলে দেখে কন্যার হৃৎকণ্ডে ভেসে গেছে তার কন্যা দেশে বসাস্থায়িত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে কোন সন্ধান পায় না পলায় তার স্ট্রী কন্যার। কলকাতায় ফিরে আসে হাস্যাসিক-অস্তরে তার দূরতর বেদনার ভার। বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার দায়িত্ব ও কন্যাকে, ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার মনের সব আশা-আনন্দ, আর মুখের সব হাসি। তবু বেশির থাকতে হলে চাই হাসি, আর মানসিক হাসানো। হাসি ছিল তার জীবিকা, হাসি এখন তার জীবনের পরমার্থ। হাসির জোয়ার নিয়ে সে রূপে দাঁড়ায় অস্তরের দূর-বন্যার সামনে। হাসির

বড় বইয়ে দেয় হাস্যাসিক সারা দেশে।
এমনিভাবে কেটে যায় ছন্দছন্দ।
হঠাৎ একদিন এক জনসংস্কৃতির
সামনে এসে হাসির হয় তার গ্রামাস্থা এক

বাউল ও তার বোষ্টমী। পরশর জানতে
পারে, বন্যার গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছিল
তার স্ট্রী ও কন্যা এবং তারই খোঁজে তাদের
সঙ্গে এসেছিল কলকাতায়। কিন্তু মৃত্যুর



রেজিস্ট্রী ডাকে ৩-৫৬ নং পঃ • একে-টগণ অগ্রিমসহ অর্ডার পাঠান
কলকাতা : ৩, বঙ্গবাস মধ্যার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৩, ফোন : ৩৩-১১১১



এন এস জি প্রোডাকশন্সের "বেলাঘর"-এর নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও মালা সিংহ।

গ্রাম থেকে তার স্ত্রীকে বাঁচাতে পারেনি তার সাথীরা। আরও জনতে পারে পরাশর যে, তার কন্যা এখন তাদেরই সংগে—বাউলদাদা আর বোষ্টমীদিগির সংগে সে দীঘ ছাবছর পথে পথে গান গেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে।

পরাশর নিয়ে এল তার মোরকে নিজের কাছে। কিন্তু যে এল সে যেন একটি বস্ত্রভূত কনফুস। কনের মুক্ত প্রাণবায় থেকে কন্যায়ের নিজস্ব ফুলদানিতে সে শক্তিকে উঠল সংগে সংগে, তার মুখের হাসিটিও করে পড়ল। দেশসুন্দর লোকের

যে হাসিয়ে বেড়ায়, নিজের মেয়ের মুখে সে হাসি ফোটাতে পারে না। রংগকৌতুকের মাধ্যমে সবাইকে যে আপন করে নিয়েছে, নিজের মাতৃহারা কন্যাকে আপন করে নিতে সে ব্যর্থকাম।

একদিন পরাশরের একতারা সব আর উদাস-করা বাউল গান শুনে তার বিন্দুমুখী নন্দিনী ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তার কাছে। ক্রিষ্ট পিতার চোখের তল মুঁড়িয়ে দিল সে আপন হাতে। পরাশরের জীবনে পরম পাওয়ার লক্ষ্যটি এল সব ছাড়ার ইশারা নিয়ে। পরাশর ব্যর্থ হতে পারল, ঘরছাড়া বাউলের জীবনই ফোটাতে পারে তার কন্যার মুখে হাসি। তার কিশোর মন এই বিন্দুছাড়া জীবনের রঙেই রঞ্জিত। অগেগ নীতবাস, শিরে নামাবলী, কণ্ঠে ব্রহ্মক্ষ, কল্যাণে তিলক আর কবন্ধন বাউলের একতারা নিয়ে আখ্যায়ক হাত ধরে পরম বিনয়ের আশ্রয় সকল বোধ ছেড়ে পথে পা এড়ায় পবনশব্দ। দেশের লোকের মুখেও হাসি কেড়ে নিয়ে কন্যার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া জীবনের পরম সাধকিতা খুলে পায় শিল্পী তার বিন্দুমুখী জীবনে।

ছবিতে অনেক সময় যেমন কাহিনীর মূল রস লম্বা বোলে তেমন ইতিহাস অনেক কথাসমূহ অপূর্ণতার ভরে ভেলে চিত্রে রূপের ভাসমানতা। এ ছবিতে চিত্রপটের ভাইবোনের মুখে আছে অসম্মান অত্যাচার,

সুন্দরতম

আপনার জন্য...

আপনার গাঠনিক কোমল, মসৃণ রাখতে আধুনিক প্রযুক্তি হচ্ছে এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য, মনোহারিত্বকে পরিপূর্ণ করে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যে আপনার চেহারায় ধরে রাখার জন্য পাউডারের নিচে প্রী ক্ষাণ্ডার তালিমাংশ স্তম্ভ ব্যবহার করুন ... দেখবেন আপনার প্রসাধন কেমন রমণীয় হয়ে ওঠে। আপনার অমূল্য গাঠনিক সৌন্দর্য, কোমল ও পুষ্পিত তাজা হয়ে ওঠবে।




পান্ডিত্যবদ্ধ

Richard Hudnut


THREE FLOWERS vanishing cream

TRADE MARK

শ্যারিস — নিউ ইয়র্ক — লন্ডন



উপস্থাপনায় চক্ষু পরীক্ষা ও
আধুনিক স্ক্রিনিং মাত্র চশমা ব্যবহার
ক্যালকাটো অপটিক্যাল
কো. প্রাইভেট লিমিটেড
এপিআরআইআইআইআইআইআই
৪৫, আমবাথ ক্রসিং, কলিকাতা-৯



ফোন ৩০-১১১
৪৯৮
ক্যালকটো

রঙমহল ৫৫-১৬১৯

প্রতি বৃহস্পতি ও শনি: ৬টা টায়
রবি ও ছুটির দিন ৩টা ৬টা টায়

এক মুঠো আকাশ

অরুণ রায়, রবীন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, জহর, শীলা,
শ্রী, কেতকী দেব ও দীপান্বিতা রায়

ফাঁদে গিয়েটার

ফোন : ৫৫-১১৩৯

ভারতের একমাত্র শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা
অনুপম কার্যকলাসম্মিত প্রেক্ষাগৃহ

মনোজ বসু

ডাকবাংলো

অনারবিল হাস্য-কৌতুকে মিলন-

মধুর অভিনব দৃশ্য-কাব্য।

অপরাধ দৃশ্যসজ্জা ও

আলোক-সম্পাত ৯

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬টা টায়
রবিবার ও ছুটির দিন ২টা ও ৬টা টায়

রূপারণে : ছবি বিশ্বাস, আশীষকুমার,
লক্ষ্মী রায়, অজিত বসু, অপর্ণা দেবী,
অনুপকুমার, মিতা চট্টো, তুলসী চক্ৰ,
গীতা দে, ল্যাম লাহা, সাধনা রায় চৌধুরী,
পঙ্কজন, চন্দ্রদেব, প্রেমেশ্বর, ডানু, বসু

চালনার এ-ছবির কাজ নীচেক্তা ঘোষের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। গীতিকার পরিচয়
মিত্র ও প্রশংসা পাবেন তাঁর সুসুচিত
গানগুলির জন্যে।

আলোকচিত্রে দেওজীভাই আবার বিরল
কীর্তি দেখালেন এ-ছবিতে। সম্পাদনার
অধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও নিকুঞ্জ ভট্টাচার্যের
কাজও প্রশংসনীয়। শব্দগ্রহণে সুশীল
সরকার কীর্তি দেখিয়েছেন। কল্যাণেশ্বরের
অন্যান্য দিক ও সামগ্রিক আঙ্গিক সৌষ্ঠবের
দিক দিয়ে ছবিটি উন্নতমান বজায় রেখেছে।

চিত্রালাচনা

বাসুর জীবনের পটভূমিকায় একটি
মিষ্টি মধুর প্রণয়-কাহিনী রূপায়িত হয়েছে
এন এম জি প্রোডাকশন্সের নতুন ছবি
“থেলার”-এ। সলীম সেনগুপ্ত এর
কাহিনীকর্তা। ইতিপূর্বে তাঁর একাধিক
গল্প উত্তমকুমার ও মালা সিংহ নায়ক-
নায়িকার ভূমিকায় অবতরণ করেছেন।
এবারও তাঁর স্নাতকুমার। তাঁদের
সঙ্গে এ-ছবিতে অভিনয় করেছেন ছবি
বিশ্বাস, মানসী সোম, বাণীপ্রত্ন সত্ত, ধীরেন্দ্র
দাস, অমিতবরণ এবং আরো অনেকে।
ছবিটি পরিচালনা করেছেন অজয় কর এবং
এতে সুর দিয়েছেন হেমন্তকুমার। এ
সংসারের এইটাই একমাত্র নতুন বাংলা
ছবি।

কিনয়ানি নতুন ত্রিভুজ ছবিও নতুন
পাণ্ডে এ সংসার-কিনয়ানি চিত্রের
“দুইনা না মানে”, কিসকনগর স্টুডিওর
“সাইল” ও এম এন্ড টি সিমেন্টের
“সারথী যে এক”।

“দুইনা না মানে”-র নায়িকা ও মালা
সিংহ। তাঁর বিপরীত নায়ক-চরিত্রে রূপ
দিয়েছেন প্রদীপকুমার। শেখ মুখতার
একটি মধ্য ভূমিকায় নতুন করে তাঁর নাট্য-
প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ভগবান,
ডেজি ইরাণী, মীনা মমতাজ ও হেলেন
পাশ্চাত্যে অভিনয় করেছেন। ডি অবধূত
ছবিটির পরিচালক, মদনমোহন এতে
সুরযোজনা করেছেন।

“সাইল” ছবির ভূমিকালিপিতে আছেন
শাম্মী কাপুর, চিত্রা, কলদীপ কাউর,
মুরাদ, সাপ্তা, জনকী দাস প্রভৃতি।
আবারও মাল কে ভূষণ একাধারে ছবিটির
প্রযোজক ও পরিচালক। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব
বৃন্দাবনে বহন করেছেন সুরেশ ও
তলোয়ার।

“সারথী যে এক” নাট্য-গান-ভরা একটি
হাসির ছবি। জয়রাজ, পঙ্কজ, আশা মাতের,
বালকুমার ও তেজিতকে নিয়ে এর ভূমিক-
লিপি গঠিত হয়েছে।

গত সংসারে কয়েকটি নতুন ছবির কাজ
অনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।

জম্মাশ্রমীর সিনে সল্যাস ইন্ডাস্ট্রী
স্টুডিওতে চিত্রনিবেশনের প্রথম নিবেশন
“এমনো সিনে আসতে পারো”র মুহূর্তে
অনুষ্ঠিত হয়। সংসার-জম্মাশ্রমীর পরিচালনা
চালনার ছবিটি মুক্তি পাবে। সন্দেশন
ব্রহ্মণ অভিনয়কার শিশুটিও এর নায়ক চরিত্র
নির্ভরিত। ব্রহ্মণের ছবিতে ব্রহ্মণ সিনেমা
গেটর শ্রী সূর্যচন্দ্রের দায়িত্ব বহন করবেন
কিনয়ানি পক্ষে।

একইটি সংসার অনুপ পিকচার্স ছবির
প্রথম ছবি নির্মাণ কর আশা করিতে মুহূর্তে
নিউ থিয়েটার স্টুডিওতে লক্ষ্য করেন।

রূপ চর্চার চারটি প্রধান অঙ্গ

হিমালী

মিসারিন জাবান • বিউটি পাউডার

হিমালী তৈল ও স্নো



হিমালী প্রাইভেট লি: কলিকাতা-২

জীবনন্দ ঘোষ এর কাহিনীকার ও পরিচালক। অসীমকুমার ও মঞ্জুলা নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় চিত্রায়িত করবেন। সুর-সংযোজনায় তার নিয়েছেন রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

উদয়ন প্রোডাকশন্সের নতুন ছবি “অনাগত” তার যাত্রা শুরু করে সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে। ২৮শে আগস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে এর গান রেকর্ড করা হয় কানাই কল্যাণপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায়। কালকাটো অকেশ্বরী যন্ত-সংগীত সহযোগে কণ্ঠদান করেন জনপ্রিয় ভট্টাচার্য, সখ্যা মনোহরপাধ্যায়, হেনা বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্মাণ) ও শামল মিত্র। ভবিষ্যৎ মূল্যে তোলা হবে প্রকৃতির কোলে। উদয়ন চৌধুরী একাধারে এর কাহিনীকার ও পরিচালক।

করেছেন। গত শনিবার প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগে সদা সমাপ্ত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। গুণানুসারে নিম্নলিখিত তিনটি নাটকের নাম ঘোষিত হয়। ১। “স্বাস্থ্যক” (লোক-সাংস্কৃতিক সংঘ), ২। “লানিং ফ্রম দি বার্নিং ঘাট” (শিল্পীমণ্ডল), ৩। “অন্ধুর” (গম্ভব)।

আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর থিয়েটার সেন্টার অয়োজিত পঞ্চম বার্ষিক একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এবারকার প্রতিযোগিতায় মোট ৩৫টি নাট্যসংস্থা যোগ দিচ্ছেন। থিয়েটার সেন্টারের নিজস্ব মধ্যে অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে।

সুখ্যাত নাট্যসংস্থা অনুশীলন সম্প্রদায় তাঁদের বহুপ্রশংসিত নাটক “শেষ সংবাদ” পুনরায় মঞ্চস্থ করবেন আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর সখ্যা এটার বিশ্বরূপা মঞ্চে। মমতাজ আহমেদ খাঁর পরিচালনায় নাটকটিতে অংশ গ্রহণ করছেন বীরেন্দ্র সেন, চারুপ্রকাশ ঘোষ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতাজ আহমেদ খাঁ, অনিমা দাশগুপ্তা প্রমুখ শিল্পীসমূহ।

সুপরিচিত সাংস্কৃতিক সংস্থা “চক্র-বৈঠক” গত ২২শে আগস্ট হিন্দী হাই স্কুলের মঞ্চে বনফুলের “শ্রীমদ্ভাস্কর” সাফল্যের সহিত পরিবেশন করেন।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির স্মৃতির

ডানলপের হীরক-জয়ন্তী ছবি

ডানলপ রবার কোম্পানীর হীরক-জয়ন্তী উপলক্ষে ক্যাপিটল এডভার্টাইজিং সার্ভিসেস্ (প্রাই) লিমিটেড রোড টু অ্যান্ডার্টুর্স ও “আওয়ার চিনায়েন উইল নে ইচ্ছা আসার পেটের” নামে যে দুখনি সর্বপরিবেশের ছবি প্রদর্শন করছেন, গত ২৫শে আগস্ট লাইট হাউস চিত্রশালায় সে দুটি ছবির একটি প্রদর্শনী হয়।

“রোড টু অ্যান্ডার্টুর্স” ছবির ডানলপ কোম্পানীর সীমিত ছবি প্রদর্শন কর্ম প্রসারের ইতিহাস মনোজ্ঞভাবে বৈদ্যুতন করা হয়েছে। এর প্রেক্ষাপটে ১৯৫৩ সালে মমতাজ স্বর্গপাশ ডানলপের নতুন ব্যবস্থার চিত্রণ ও উৎসাহন প্রচেষ্টার সত্যক পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

শ্রিত্বীয়চিত্রিত ছবিটির হয়েছে একটি কিশোরের অভিযান। পথে প্রতিকাশ সে কাঁচাল পরিচিত হলে নতুন শহর ও জনপদের সংগে একাত্ম হতে গেল তার বয়সী অনেক কিশোরকিশোরীর সংগে এবং পথে কিশোর গেল মাদরাসে তার বাবার কাছে—তা নিয়েই ছবিটির চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সমাজিক রচয়িতা এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে চিত্রটি পরিচালনা করেছেন শৈলেন দত্ত। ছি কালসরা পরিচালিত এর সংগীতায়োজ উপভোগ্য। দুটি ছবিই দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়।

জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে গড়ে ওঠে তাদের ছোট্ট খেলাঘর—



নাট্যাভিনয়

বিশ্বরূপা নাট্য উদয়ন পরিচালনায় অনুভূত শ্রিত্বীয় বার্ষিক গিরীশ নাট্য প্রতিযোগিতা (পূর্ণাঙ্গ) আরম্ভ হয়েছে। শনিবার (২৯শে আগস্ট) থেকে। প্রতিযোগিতায় মোট ২৫টি নাট্যসংস্থা যোগদান

রূপবাণী : অরুণা : ভারতী

পদ্মশ্রী — অরুণা — নবরূপম্ — অলকা — উদয়ন
কুমারী — লীলা — রূপমহল ও অনার
• ব্যক্তি খোলা আছে। আসন সংগ্রহ করুন •

শ্রুতামৃত

(কঃ গঃ পঃ ৩৮০৮০৮)

অম্মশুন, পিতৃশুন, ভ্রাম্মশুন
ও লিভারের ব্যথায় অব্যর্থ।

শ্রুতামৃত ঔষধালয়-৪৮ খেলাত বাবু জের-কলি-২

মাধার টাক পড়া ও পাকা চুল

আরোগ্য করিতে ২৬ বৎসর ভারত ও
ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিগার সহিত প্রতি
দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার
সকাল ৩টা হইতে ৭টার সাফা করুন।
৩বি জনক রোড, বালাীগঞ্জ, কলিকাতা।

(সি ৮৯৭০)

মিনার্জা থিয়েটার

৬, বিডন স্ট্রীট :: ফোন : ৫৭-৪৪৮৯

শুভারম্ভ

৫ই সেপ্টেম্বর, শনিবার-সন্ধ্যা ৬।

প্রতি রবি ও ছুটির দিন-৩ ও ৬।৩৫
ও বৃহস্পতিবার-৩।৩৫

সর্বজন প্রশংসিত

(উমানাথ ভট্টাচার্যের রূপান্তকারী নাট্যদর্পণ)

ন চের মহল

ফোলকাতার নীচুতলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা,
হতাশা আর পরাজয়ের শোচনীয় কাহিনী
বিঃ দ্রঃ—ছায়ানট ও 'ওয়েলো' দর্শকজনের
আগ্রহাভিষেক সত্ত্বেও পূর্বে ঘোষিত নীতি
অনুযায়ী বন্ধ করিতে বাধ্য হইতেছি। সম্ভব
হইলে ভবিষ্যতে পুনঃপ্রদর্শনের ব্যবস্থা হইবে।

(সি ৮৯৭০)

প্রতি প্রশংসার নিবেদনের উদ্দেশ্যে আনন্দ-
ভারতী গত ২৮শে আগস্ট থিয়েটার সেণ্টার
রংগমঞ্চে "আলমগীর" অভিনয় করেন।
"আলমগীর"-এর রূপান্তরিত নাট্যরূপ ও
পরিচালনার ভার নিয়োজিতেন কুস্তল
মজুমদার। আলমগীরের চরিত্রটির রূপদান
করেন তিনি স্বয়ং। সামগ্রিকভাবে নাট্য-
নিবেদনটি উপভোগ্য হয়।

সরকারের ইন্দুজাল

যাদুকর পি সি সরকারের নাম আজ কে না
জানেন? ইউরোপ, আমেরিকা, দূরপ্রাচ্য—
এমনকি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত
তার যাদুবিদ্যার মুগ্ধ, সম্মোহিত। সম্প্রতি
সরকার তার সমগ্র দলটি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও
আফ্রিকার কয়েকটি শহর সফর করে এসে-
ছেন। অন্যান্য জায়গায় যেমন, এসব দেশেও
তের্মিন অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে তার ইন্দুজাল
প্রদর্শনী। ভারতের সম্মোহিনী শক্তি নতুন
করে মায়াজাল পেতেছে বিম্বমাননে।

মধ্যপ্রাচ্য সফরান্তে পি সি সরকার গত
দুঃসপ্তাহ ধরে নিউ এম্পায়ারে তার ইন্দুজাল
প্রদর্শন করছেন। অনেকগুলি নতুন খেলার
সঙ্গে তার বিশ্ববিখ্যাত যাদুগুলিও দেখান
হচ্ছে এবারকার প্রোগ্রামে। এবং বলতে বাধ্য
নেই—পুরোন হলও এ খেলাগুলি যেমন,
এক্স-রে আইজ্জ এবং ইলেকট্রিক পরাণের
সাহায্যে একটি নারীকে শ্বিখণ্ডিত করা।
উপস্থাপনের উৎকর্ষ নতুন চমক লাগায়
দর্শকদের মনে। নতুন খেলাগুলির মধ্যে
শুনো বেবি মোটরের অবিশ্বাস্য, মিশরীয়
মামির কফিনের ভেতরে জীবন্ত মানুষের
আবির্ভাব এবং শক্তির মধ্যে হুস্তার পরি-
বর্তে মানবীর আবিষ্কার সত্যিই চমকপ্রদ।
মণ্ডসম্মা, দূশ্যাপটের বৈচিত্র্য ও

আনুষ্ঠানিক জাঁকজমক সরকারের এই
ইন্দুজাল প্রদর্শনিকে অধিকতর মনোজ্ঞ করে
তুলেছে। কি গুণে পি সি সরকার আজ
বিশ্বের অশ্বতীয় যাদুকররূপে প্রতিষ্ঠালাভ
করেছেন তা এই অভিনয় দেখলেই বোঝা
যায়।

বিবিসি সংবাদ

গত রবিবার পূর্ণায় একটি শিশু রংগ-
মণ্ডের উদ্ভাধন করেন তথা ও হেতার মণ্ডী
ডাঃ বি ডি কেশকার। ভাষণ দিতে গিয়ে
তিনি বলেন, শিশুদের মানসিক উন্নতি
সাধনের জন্যে বর্তমানে যে বৃহত্তর আন্দোলন
শুরু হয়েছে, শিশু রংগমণ্ডের পত্তন তাইই
অঙ্গ। শিশুরা থাকে তাদের নিজের রাজ্যে।
বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তারা বয়ঃপ্রাপ্ত-
দের ক্ষেত্রে এসে পৌঁছায়। এই ভ্রম বিবর্তনের
সহায়তা করবার দায়িত্ব এই ধরনের রংগ-
মণ্ডের, কারণ তাদের আমোদ ও শিক্ষা দেবার
ব্যাপারে শিশু, সত্যতা ও শিশু রংগমণ্ডের
ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আগামী জানুয়ারী মাসে কেম্ব্রাই ও
সিমিটে একটি অসতর্জাতিক শিশু চর্যচিত্র
প্রদর্শনার আয়োজন করা হচ্ছে। এর
উদ্বোধ্য হচ্ছেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সেণ্টার
ফর চিলড্রেন ফিল্মস্। প্রাক্তন রাজ্যপাল
আর আর দিবাকর এই সংস্থার সভাপতি।
এবারের দিন ধরে এই প্রদর্শনী চলবে এবং
পৃথিবীর প্রধান দেশগুলিকে শিশুচিত্র ও
প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে এই উৎসবকে সাফল্য-
মণ্ডিত করবার জন্যে নিমন্ত্রণ জানানো হবে।
বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে শিশুচিত্র
সম্মেলন আলোচনা সভাও বসানো হবে এই
প্রদর্শনীর সময়ে।

আগামী রবিবার (৬ই সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা
সাতো ছুটির ৮৭নং বিবেকানন্দ রোডস্থিত
মেহতা হলে ভারতীয় শিল্পী পরিষদ
আধুনিক তরুণ শিল্পীদের সহযোগে একটি
পরীক্ষামূলক লোকসংগীতানুষ্ঠানের
আয়োজন করেছেন। সংগীত পরিচালক
সুধীন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ও দীনেন্দ্র
চৌধুরীর পরিচালনায় এই অনুষ্ঠানে অংশ
গ্রহণ করবেন সুকুমার মিত্র, জতিলাশ্বর
মুখোপাধ্যায়, অভিজিত রায়, সুবল চক্রবর্তী
প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। এরা উত্তর, পূর্ব ও
পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে
সংগৃহীত নানা ধরনের প্রার কুড়িটি লোক-
সংগীত আলোচনা সহযোগে পরিবেশন
করবেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রণীত সদা প্রকাশিত দুখানি গ্রন্থ

বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের গণ্ড ২-৫০

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক তেঁতিশ বৎসর ভেদপট্ট ম্যাজিস্ট্রেট
জীবনের বহু অজ্ঞাত, রোমাঞ্চকর ও মজার কাহিনী নিয়েই এই গ্রন্থটি রচিত।

বিদ্যাসাগরের হাসির গণ্ড ১-৭৫

বরার সাগর ও দূতচরিত্রের মানব বিদ্যাসাগর মশায়ের চরিত্রের আর একটি
হাস্য-মধুর সিকের পরিচয় মিলবে এই গ্রন্থে।

সাহিত্য সদন ॥ এ১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-১২

ইংল্যান্ডের 'হালিডে ক্যাম্পের' ধনী মালিক বিলি বাটলিন আমেরিকায় ইংলিশ চ্যানেল পার হবার আন্তর্জাতিক সীতার প্রতিযোগিতা সম্প্রতি শেষ হয়ে গেছে। ফ্রান্সের 'কেপ গ্রিজ নেজ' থেকে ইংল্যান্ডের 'ডোভার' পর্যন্ত ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেবার এই বিপদসংকুল সীতার প্রতিযোগিতার পূর্ণ বিবরণ এখনো আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি।

যতটুকু বিবরণ এসেছে তা থেকে জানা গেছে এবারকার প্রতিযোগিতায় ২৩টি দেশের ৪৬ জন প্রতিযোগীর অংশ গ্রহণের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ৩৮ জন প্রতিযোগী সীতারের জন্য প্রস্তুত হন। এর মধ্যে আবার যথাসময়ে সাহায্যকারী বোট না পাওয়ার এবং অন্যান্য কারণে ১৫ জন সীতার, শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। ফলে ৫ জন মহিলা সমেত মোট ২৩ জন সীতার, প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেন। এর মধ্যে কতজন শেষ পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে পেরিয়েছেন সে সংবাদও আসেনি। শুধু খবর এসেছে ২৮ বছর বয়স্ক আমেরিকার সীতার, আলফ্রেডো ক্যামেরেরা প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ইংল্যান্ডের ২৫ বছর বয়স্ক সীতার, হারমান উইলফ্রাড তার পাকিস্তানের বাৎসালী সীতার, ব্রজেন দাস, গার্ডেন মিলি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন এবং তিন পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন। এর মধ্যে অবশ্য ভারতের দুই প্রতিযোগী ডঃ বিমল চন্দ্র এবং কুমারী আরতি সাহাও অসম্ভাব্যের সংবাদও এসেছে। ডঃ বিমল চন্দ্রের ক্ষেত্রে অবশ্য অসম্ভাব্য বলা যায় না। কারণ সেসময় অজ্ঞাতের তিন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। কুমারী আরতি সাহা ৫ ঘণ্টা সীতার কাটবার পর জল খেতে উঠে পড়তেন। পরবর্তী সংবাদে জানা গেছে ডঃ বিমল চন্দ্র চ্যানেল অতিক্রমের জন্য হেডাডাউড করতেন। কুমারী আরতি সাহাও সেসময়ের শেষের দিকে আবার জলে নামবেন ইংলিশ চ্যানেল পারের সংকল্প নিয়ে।

ডেনমার্কের প্রাক্তন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন এবং বর্তমানে আমেরিকার অধিবাসিনী সীতারপতিসমী প্রেটা এন্ডারসন, যিনি গত দু'বছর এই প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তাঁর সম্বন্ধে বড়ো প্রথমে কিছুই সংবাদ পরিবেশন করেননি। অথচ প্রেটা এন্ডারসন এবারও প্রথম স্থান অধিকার করে হাজার গিনি মূল্যের বাটলিন ট্রফি চিরদিনের জন্য লাভ করতে পারবেন কিনা তা জানবার জন্য সারা বিশ্বে সীতার আগ্রহীরা উৎসুক ছিলেন। পরে অবশ্য 'ন্যাফন' পরিবেশিত সংবাদে

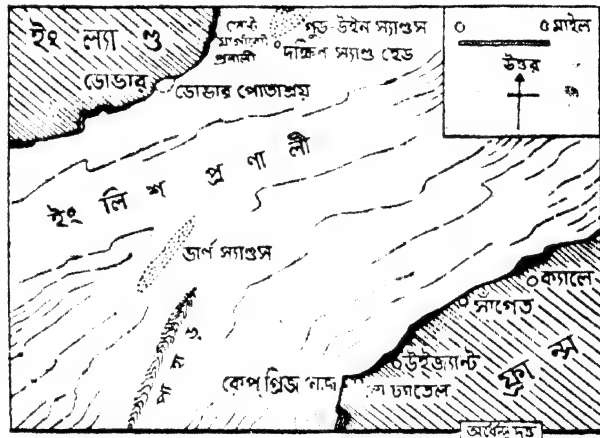
খেলাব ফ্রাঙ্ক

একলব্য

জানা গেছে প্রেটা এন্ডারসন চ্যানেল অতিক্রম করেছেন ব্যটে; কিন্তু কোন 'স্থান' দখল করতে পারেননি। যাই হক, এবারকার প্রতিযোগিতার সময় ইংলিশ চ্যানেল কিছুটা বৃত্তমুখি ধারণ করেছিল, বিপরীতমুখী ভ্রাতের টানে সীতারদের কষ্টও হয়েছিল যথেষ্ট। তাই সময় কারোই ভাল হয়নি। প্রথম স্থান অধিকারী সীতার, আমেরিকার আলফ্রেডো ক্যামেরেরা ১১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ২৪ সেকেন্ডে ডোভার উপকূলের মাটি স্পর্শ করেছেন। এখানে বলা প্রয়োজন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সীতারের মিশরের হাসান আবদল রাহিমের রেকর্ড আছে ১০

ঘণ্টা হতে থাকে। অনেকে সাফল্যও অর্জন করেন। আধুনিক কালে দেশ বিদেশের বহু সীতার, এমন কি বহু মহিলাও পুরুষ-দ্বয়ে সঙ্গে সীতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল পার করেছেন। কেউ পর পর তিনবারও চ্যানেল জয় করেছেন। যেমন মিশরের মারি হামাদ ও হাসান আবদল রাহিম। আলার অনেকে দু'দিক থেকে অর্থাৎ ফ্রান্সের কেপ গ্রিজ নেজ থেকে ডোভার পর্যন্ত এবং ডোভার থেকে কেপ গ্রিজ নেজে পর্যন্ত সীতার কেটেছেন। তবে বহুজনের সাফল্য সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবান চ্যানেল অতিক্রমের গৌরব ও কৃতিত্ব এতটুকু স্থান হয়নি। চ্যানেল অতিক্রমকারী সীতার, এখনো দুর্লভ সম্মানের অধিকারী। তার কৃতিত্ব এখনো অসংখ্য সাধনের কৃতিত্বের সাক্ষ্য।

এর কারণ ইংলিশ চ্যানেলের ভয়াবহতা। ফ্রান্সের কেপ গ্রিজ নেজ থেকে অপর পার ইংল্যান্ডের ডোভার পর্যন্ত আড়াআড়ি পথে ইংলিশ চ্যানেলের প্রস্থ একশ বাইশ মাইলের মতো। কিন্তু প্রবল ভ্রাতের টানে



ঘণ্টা ৪৯ মিনিট। ১৯৫০ সালে তিনি এই রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

ভয়াবহ ও দুর্ভাগ্যবান ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার অনেকই অসংখ্য সাধনের সাক্ষ্য বলে মনে কার থাকেন। ১৮৭৫ সালে ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন মাথু ওয়েব সর্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার পর ৩৬ বছর পরে দ্বিতীয় সীতার, হিসাবে আর একজন ইংরেজ টমাস অ্যাডামস ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। তারপর আরও ১১ বছর কেটে যায়। তৃতীয় সীতার, হিসাবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন আমেরিকার হেনরী স্মিড্যান। এই বছর আমেরিকার এনার্ক টিরাবস্কি এবং আমেরিকার চালস টম ও ইংলিশ চ্যানেল পার হন। তারপর অবশ্য মাঝে মাঝে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের

আকাংক্ষা পথে সীতার কেটে চ্যানেল অতিক্রম করতে প্রায় শিবগুণ পথ সীতার কাটতে হয়। সেজা পথে একশ বাইশ মাইল বা তার শিবগুণ পথ সীতার কেটে পার হওয়া এমন কিছু কঠিনসা নয়। নরপাল্লার সীতারের ইতিহাসে একটানা বহু মহিলা, এমনকি ২৯২ মাইলও সীতার কাটার নতুন রেকর্ড। কিন্তু ভ্রাতের সঙ্গে একটানা নদীতে সীতার কাটা অথবা আড়া-আড়ি পথে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার মধ্যে অসংখ্য পার্থক্য পাওয়া যায়।

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা সত্যই দুর্লভ। শুধু ভ্রাতের টান আর পথের দুর্ভাগ্যই চ্যানেল অতিক্রমের পথের প্রধান অন্তরায় নয়। বহু রকমের বিপদের আশংকা এবং বর্ষা বিপর্যয় আছে ইংলিশ চ্যানেলে।

ইতিপূর্বে বোধকরি গত বছর এ বিষয়ে 'দেশের' পাতায় আলোচনা করা হয়েছে। আবারও আলোচনা করছি।

ইংলিশ চ্যানেলের বরফ-গলা ঠান্ডা জলে বেশীক্ষণ থাকা যেমন অসম্ভব, তেমন এর দুরন্ত স্রোত আর উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে বেশীক্ষণ সাঁতার কাটাও অসাধ্য সাধনের নামান্তর। এ ছাড়া ইংলিশ চ্যানেল হচ্ছে জানা অজানা অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল। এর মধ্যে 'জেলী' ফিসের অত্যাচারই বেশী। সাঁতারুদের গায়ের গ্রীষ্মের লোভে জেলী ফিস প্রায় সব সময় গায়ে হালের মত বিধতে থাকে। গ্রানাইটের আলিঙ্গনের মধ্যেও পড়তে হয় অনেক সাঁতারুকে। চ্যানেলের লোম জলও সাঁতারুদের কম অসুবিধার সৃষ্টি করে না। যদিও লোম জলের সঞ্চয় থেকে চোখকে রক্ষা করবার জন্য সাঁতারু গগনাস পরে সাঁতার কাটেন, তবুও গগনাসের আশপাশ দিয়ে লোম জল চোখে ঢুকে সাঁতারুদের দৃষ্টি-

বিভ্রম ঘটিয়ে থাকে। এষার যেমন পাকিস্তানী সাঁতারু রজেন দাশের চোখে বহুবীর লোম জল প্রবেশ করেছে। যাই হক, সাঁতারুদের পক্ষে সবচেয়ে ভয়ের কথা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। কখন যে ঝড় উঠে চ্যানেলের বৃকে প্রলয়কান্ডের সৃষ্টি করবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার খবর নাকি ভগবানেরও অজ্ঞাত। আর সাঁতারু তো ছার। সাঁতার আরম্ভের পর যদি ঝড় ওঠে তবে চ্যানেল যে রুদ্ধমূর্তি ধারণ করে তার মধ্যে থেকে ঘরে ফিরে আসাই সমস্যা। বাতাবিক কুশ্য উদ্দাম তরঙ্গের মধ্যে অনেকেরই জীবনলীলা শেষ হয়ে যেতে পারে। চ্যানেলের স্রোতের টান আবার স্মিমুখী। 'ফ্লাড' ও 'এব' টাইড অর্থাৎ জোয়ার ভাটার টান তো আছেই। তাছাড়া দূরকমের স্রোতের একটি স্রোত আসে উত্তর দিকের 'নর্থ পোল' থেকে যাকে বলা হয় 'ল্যাব্রাডর কারেন্ট'। আর একটি স্রোত আসে দক্ষিণ দিকের গালফ অব মেক্সিকো থেকে যাকে বলা হয় 'গালফ স্ট্রীম'। 'ল্যাব্রাডর কারেন্টের জল খুব ঠান্ডা। এত ঠান্ডা যে হিম-শীতলও বলা যায়। গালফ স্ট্রীমের জল অবশ্য ষ্টমদুষ্ক। তবুও অসহনীয়। দুই জলেই হাড়কাপানো শীত। দুর্ভিক্ষ থেকে প্রবাহিত দূরকমের স্রোতের টানা পোড়েনের মধ্যে সাঁতারু খেই হারিয়ে ফেলেন। এত-বকমের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ৩০১৫০ মাইল সাঁতার কেটে পার হওয়া সঠিকই অসাধ্য সাধনের সার্মিল। জীবন মৃত্যুকে যারা পারের ভূতা জ্ঞান করে, দুর্গম গিরি, কান্ডার মরু, আর দুঃস্বপ্ন পরাবারকে কুছ জ্ঞান করে—যাদের মনে আছে অসাধ্য সাধনের দুর্নিবার আকাংক্ষা তাদের পক্ষেই ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া সম্ভব।

পাকিস্তানী সাঁতারু রজেন দাশ উপর্যুপরি দুবার ইংলিশ চ্যানেল জয় করে পাকিস্তান এগো ভারতের সুনাম বাড়িয়েছেন। কারণ রজেনের সাঁতারের উন্নত কলাগোশল শিক্ষা এই কলকাহার। ভারতীয় সাঁতারু মিহির সেনও বার বার ব্যর্থতার পর গাহবার চ্যানেল অতিক্রম করে ভারতবাসী মাত্রের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। আজ ডঃ বিমল চন্দ্র ও কুমারী আরতি সাহা প্রথম প্রচেষ্টায় চ্যানেল অতিক্রম করতে পারেন নি এতে ভবেন্দ্রাম হবার কিছুই নেই। কারণ যিনি ভারত ও পাকিস্তানের কাছে ইংলিশ চ্যানেল অভিযানের পথ প্রদর্শক সেই মিহির সেন বারবার ব্যর্থতার পর চ্যানেল অতিক্রম করে দেখিয়ে দিয়েছেন চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই। আমরা আশা করি, ডঃ বিমল চন্দ্র ও কুমারী আরতি সাহা ইংলিশ চ্যানেল জয় করে দেশে ফিরে আসুন। আর রজেন দাশ ফিরে আসুন ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সাঁতার কেটে অর্থাৎ ইংলিশ চ্যানেল অতি-

ক্রমের অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য অভিযানে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে।

* * *

কলকাতার ফুটবল লীগের উপর যবনিকা পড়ছে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা—আই এফ এ শীল্ডের খেলাও টিমে তালে আরম্ভ হয়েছে। ফুটবল লীগ সম্বন্ধে এ সংগ্রহে কিছু কিছু আলোচনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু স্থানান্ধাব। আর লীগ তো একটা নয়। আই এফ এ পরিচালিত কালকাতা ফুটবল লীগেরই চারটি ডিভিসন। তারপর এলেন লীগ আছে, বেঙ্গল সকার লীগ আছে, পাওয়ার লীগ আছে, আন্তঃ অফিস ও আন্তঃ কলেজ লীগ আছে, আরও আছে বিভিন্ন স্কুল লীগ। ফুটবল মরসুমের শেষে সব লীগ খেলা সম্বন্ধেই কিছু কিছু আলোচনার ইচ্ছে রইল। এ সংগ্রহে শুধু প্রথম ডিভিসন লীগ সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলতে চাই।

প্রথম ডিভিসনের ১৫টি ক্লাবের মধ্যে প্রথমবারের ও ফিরতি লীগের খেলা নিয়ে এবার মোট খেলা হয়েছে ২১০টি। ২১০টি খেলা শেষ করতে কড়পাকের সময় লেগেছে ১২২ দিন। ২১০টি খেলায় গোলের সংখ্যা ৪৬৯। ৭ জন খেলোয়াড় এবার হ্যাটট্রিক করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এর মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বলরাম এবং বি এন রেল দলের আশুপালারাম কবেচন দুবার করে হ্যাটট্রিক। সবচেয়ে বেশী গোল করেছেন আশুপালারাম। এসব খবর এবং কৌনো ক্লাব বেশী গোল করেছে আর কৌনো ক্লাব বেশী গোল খেয়েছে—লীগ কেউই কার কোরাম স্থান তা এই খেলার নীচকার হিসাব থেকে জানা যাবে। এখন খেলা সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলি।

ফেগা দল হিসাবেই মোহনবাগান ক্লাব লীগ বিক্ষণী হয়েছে একথা চ্যাম্পিয়নশিপ মীমাংসার মধ্যে সংগেই আলোচনা করেছি। ফেগা দল বদলি এখন, মোহনবাগানের আরম্ভ ও রক্ষণভাগের মধ্যে অগণগেডই বেশ একটা সমস্যা ছিল। তাই বলে মোহনবাগান কেন্দ্রীয় খরোপ খেলেনি, তা নয়। অনেক খেলার তারাও সমর্থকদের হতাশ করেছে। তবুও সামগ্রিকভাবে মোহনবাগানের খেলা ছিল অনান্য শীর্ষস্থানীয় ক্লাবের খেলার চেয়ে অনেক মাজসাপূর্ণ। মহামডান হুপার্টিং ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের জুড়িধারায় এই সমস্তসমস্ত বজার রাখতে পারেনি বলেই তারা লীগ জয়ের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাছাড়া দূরদৃষ্ট ও অভীষ্ট লাভে এবার কম বঞ্চিত করেনি। অদৃষ্ট এবং পুনরুদ্ধার নিয়েই জীবন সংগ্রাম। জুড়িধারার সংগ্রামেও এর ব্যতিক্রম নেই। এবং জীবনেও যেমন একটা 'মোড়' ঘোরার ঘটনা থাকে—

Dey's
কাসিন লোশন
ছুলি
বিনাশ করে
এমজেন্টারি মর্ফোলোজি
উৎকর্ষ হয়
দে'জ মেডিকেল প্রেস
প্রাইভেট লিমি
কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, যাদবপুর, পৌরাত

એ છે સાચા તિર્મત

দেশী সংবাদ

২৬শে আগস্ট—বৈদেশ কমিশন আজ উত্তর রিপোর্টার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করিয়াছেন। সরকারী কর্মচারীদের চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের বয়স ৫৫ বৎসর হইতে বর্ধিত করিয়া ৫৮ বৎসর দাখ্য করার জন্য কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

অন্য লোকসভায় ইম্পাত খনি ও জমিদারী দপ্তরের মন্ত্রী সদীর শরণ সিং কলার মৃত্যু আনন্দোৎসব কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইতার ফলে কল্যাণ ও শ্রমের বয়স বর্ধনসম্পর্কিত ২নং গেজেট পত্রিত যাবতীয় কলার মৃত্যু টন প্রতি ৫০ নয়া পয়সা হারে বর্ধিত করা হইতেছে।

আজ ন্যাশনাল সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে কেন্দ্রীয় মনিসভা হইতে শ্রী অজিত-প্রসন্ন জৈনের পদত্যাগ গৃহীত হইয়াছে। শ্রী এস কে পাবলিশ খান দপ্তরের ভার গ্রহণ করিবেন।

২৭শে আগস্ট—প্রধানমন্ত্রী জীনেবরু আজ রাকসভায় লার্ণিং টিন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, মুক্তি অন্বেষী ভূমি ও সিকিমের প্রতিরক্ষার জন্য ভারতের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে। ভূমি ও সিকিমের সীমান্তে বহু চীনে সেনা মোতায়েন করা হইয়াছে বলিয়া প্রচারিত সংবাদ জীনেবরু সমর্থন করেন নাই।

ভারতে হিন্দী সাক্ষাৎকার প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উসিয়া পুতুয়া লিগায়ছেন। এই ক্ষেত্রে তাহার মিশনারী প্রচরকদের মত উলোচন উদ্ভূত হইয়া এক বহুপক কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন আর্ডেনউয়ে, মহাশয় সদস্যের উত্তর চট্টোপাধ্যায় উপর নির্মিত বিবর্তি মণ্ডপে ব্যাপকভাবে সিনামুল্লা চক্রবর্তীর নির্বিকস্ম শব্দ হইয়াছে। এখানে অক্টোপায়ারও চলিতেছে।

২৬শে আগস্ট—উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সির সর্বশেষ সীমান্ত (নৈমিত্য) বিভাগের হেডকোয়ার্টার্স কিল্লা হইতে প্রান্ত সর্বাংশে সংরক্ষিত জানা যায় যে, দক্ষিণ তিব্বতে সক্রিয় চীনে মুক্তি চরিত্রের সেনারা স্বাধীনতার পন্থা প্রদানকালে গত সংগ্রামে সর্বশেষ বিভাগে অনুপ্রবেশ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা অক্ষর করিয়াছেন।

২৭শে আগস্ট—খনি ও ইলেকট্রনিক মন্ত্রী বী কে ডি মালবা আজ লোকসভায় বলেন, ভারত-গাড়ের আশে পাশে শিল্পায়িত পর্যটনযোগ্যতা যে ফর্মিসল সা শিল্পীভূত জীবনকালে পাওয়া যোচ্ছে, তাহা "আধুনিক" সংস্কারের জীবনের আনন্দ-পূর্ণতার কাঙ্ক্ষা" বলিয়া মনে করা হইতে পারে। শ্রীমালবা বলেন, শিল্পায়িত পর্যটনের প্রসার সহজতর বয়স ১০ লক্ষ বৎসর হইতে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

১৯৫৭-৫৮ সালে সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত পরিষদসভায় সম্পর্কিত অডিট রিপোর্ট লেখা যায় যে, এই সরকার পরিষদে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮০০ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় হয় নাই। রিপোর্টের প্রাথমিক মন্তব্য প্রমাণে সম্পর্কিত

সাধারণ সংবাদ

ও অডিটর জেনারেল আর্থিক বিষয়ে গলদ, লোকসান, অপচয় এবং অপব্যয় সম্পর্কিত অভিযোগের বিরুদ্ধে দিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অর্থমন্ত্রী শ্রীমাররজী দেশাই অন্য লোকসভায় এই অডিট রিপোর্ট পেশ করেন।

২৮শে আগস্ট—চীনে কর্তৃক ভারতের সীমানা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অর্থমন্ত্রী শ্রীমাররজী দেশাই অন্য লোকসভায় এই অডিট রিপোর্ট পেশ করেন।

২৯শে আগস্ট—চীনে কর্তৃক ভারতের সীমানা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অর্থমন্ত্রী শ্রীমাররজী দেশাই অন্য লোকসভায় এই অডিট রিপোর্ট পেশ করেন।

৩০শে আগস্ট—চীনে কর্তৃক ভারতের সীমানা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অর্থমন্ত্রী শ্রীমাররজী দেশাই অন্য লোকসভায় এই অডিট রিপোর্ট পেশ করেন।

৩১শে আগস্ট—চীনে কর্তৃক ভারতের সীমানা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অর্থমন্ত্রী শ্রীমাররজী দেশাই অন্য লোকসভায় এই অডিট রিপোর্ট পেশ করেন।

১ অক্টোবর—চীনে কর্তৃক ভারতের সীমানা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অর্থমন্ত্রী শ্রীমাররজী দেশাই অন্য লোকসভায় এই অডিট রিপোর্ট পেশ করেন।

২ অক্টোবর—চীনে কর্তৃক ভারতের সীমানা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অর্থমন্ত্রী শ্রীমাররজী দেশাই অন্য লোকসভায় এই অডিট রিপোর্ট পেশ করেন।

পূর্বের মানবদেহের একটি ফর্মিস বা শিল্পী ভূত কংকাল খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

আজ ভিয়েনা ট্রেনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে কমান্ডেট বিদ্রোহীরা উত্তর-পূর্ব লাওসের জগলেকাঞ্চি পার্বত্য এলাকার মধ্য দিয়া আশিয়া সাম শিউয়া প্রদেশে প্রায় খাঁড়ি হয়েচলছে।

২৬শে আগস্ট—কমান্ডেট অনুপ্রবেশের পরিপ্রেক্ষিতে লাওসের স্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাওসকে সামরিক অস্ত্র ও অর্থ দিবে।

সোভিয়েট সেনা রাইনির সংবাদপত্র "রেড স্টার" আজ লিখিয়াছে, কোয়েটা, গিলগিট ও বুলস্থানের একটি ঘাট স্থাপনের কথা পাকিস্তান কর্মসূচির বিরুদ্ধে পাকিস্তানবর্তী সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র মাঝে মাঝে দাঁড় দাঁড় ইহ প্রকাশ পাইতেছে যে পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক ঘাট স্থাপনের কাজ পূর্ণাঙ্গ চলিতেছে।

২৭শে আগস্ট—প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার আজ বন ও এক সামরিক ঠিকার বলেন, পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলার ডা অডেনবাখের সহিত আলোচনাকালে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যেখানে মনে করা হইতে পারে যে পশ্চিমী একের বর্ধন প্রবল হইয়া পড়িয়াছে।

২৮শে আগস্ট—লাওসের খবর প্রকাশ্যে চীনে ভারত সীমান্তের নিকটের সীমান্তবর্তী সম্পর্কে জীনেবরু ন্যাশনালিজেট যে বিবৃতি দেন, তাহা লোকসভায় আলোচনা হইয়াছে। আইসেনহাওয়ারের জ্ঞান হইয়াছে।

আজ কলিকাতা সিনেমা হাউসে "আনন্দ হোয়াইট" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগামী ১৯৫৮ সালের মধ্যে সিনেমায়ের "লাওসে সামরিক সংগ্রাম" কেবল করিলে। এই চল সংগ্রাম ও অর্থ প্রেরণ করিয়া কমান্ডেটের পরিচালনা করিলে। এমন লোক জানা যায় যে, এমন সংগ্রাম করিতেছে।

২৯শে আগস্ট—চীনে কর্তৃক ভারতের সীমানা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অর্থমন্ত্রী শ্রীমাররজী দেশাই অন্য লোকসভায় এই অডিট রিপোর্ট পেশ করেন।

৩০শে আগস্ট—চীনে কর্তৃক ভারতের সীমানা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অর্থমন্ত্রী শ্রীমাররজী দেশাই অন্য লোকসভায় এই অডিট রিপোর্ট পেশ করেন।

৩১শে আগস্ট—চীনে কর্তৃক ভারতের সীমানা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অর্থমন্ত্রী শ্রীমাররজী দেশাই অন্য লোকসভায় এই অডিট রিপোর্ট পেশ করেন।

সম্পাদক—শ্রী অশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রী সাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৫০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, বাৎসরিক—১০, ও ট্রিমাসিক—৫, টাকা।

মাসিক : (সভাক) বার্ষিক—২২, বাৎসরিক—১১, টাকা ও ট্রিমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা

মুদ্রাক্ষর ও প্রকাশক : শ্রীমামদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ও সুভারিকন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।

ডোলফোন : ২০—২২৬৭। স্বত্বাধিকারী ও প্রিন্টার : আনন্দবাহার পাঠক (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশ

আর দে রি নয়, পূজোর সওদা শুরু করুন

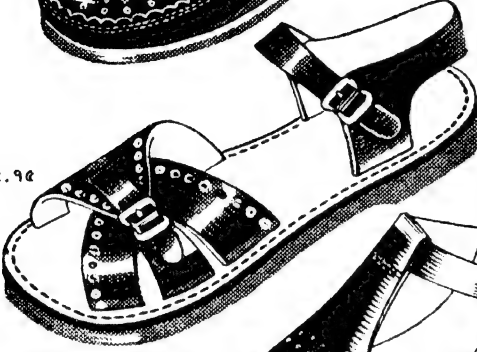
শুরু করুন বাটার দোকানে

ছোটদের জুতো ঠিক তো বাছাই সমঝদারি কাজ,
তাড়াহুড়োয় সাববার নয়। রকমারি রঙে এবার
হরেক রকম ফ্যাশান, যেমন মাপসই, তেমনি
টেকসই। তেমনি আবার বানাবার কায়দা, পায়ের
ঠিকমতো গড়নে সবার সেরা বাটার জুতো।

বাচ্চ
৪.২৫



ইটন
৪.৭৫-৫.৭৫



হাড়ি
৩.৭৫-২.২৫



চম্পা
৩.৫০-৪.৫০



জুপিটর
৭.২৫-১০.২৫

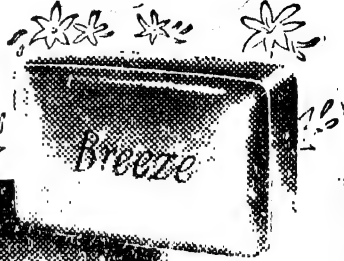


Bata

বাটা স্ব কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড



ব্রীজ



ব্রীজ-আরো স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বকের জন্য

এক্টামার (বাইথিওনল) আমেরিকান মেডি-
কাল এসোসিয়েশন কর্তৃক সরকারী ভাবে স্বীকৃত।

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল লাভণাই নারীদের সৌন্দর্যের গোড়ার কথা। সারা পৃথিবীর হৃদয়ী নারীরা
জানেন যে হৃদয় লাভণ্য মানেই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরিষ্কার ত্বক। ব্রীজ সাবান দিয়ে গান করার ফলে
শুধু যে আপনার ত্বক পরিষ্কার হবে তাই নয়—আপনার ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষাও হবে।
মোলায়েম অপূর্ণ হৃগন্ধযুক্ত ব্রীজে থাকে এক্টামার যা আপনার লাভণ্যের পক্ষে
অতিকারক বীজাণুগুলি থেকে আপনার ত্বককে রক্ষা করে।

ব্রীজ টয়লেট সাবানে থাকে ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য এক্টামার



২৬ বর্ষ শনিবার, ১২ ভাদ্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 29th August, 1959 মূল্য—১০ নগা পয়সা [সংখ্যা ৬৯]



অভিজাত প্রমোদন বৈষ্ণব

উষসী ফেম পাউডার

বিশ্বল কেমিক্যাল * কলিকাতা
বোম্বাই
কানপুর

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

— তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা



আদরের পুতুলের জন্য সুন্দর জামাকাপড়! মিষ্টি তার পুতুলের জন্য সর্বদাই সুন্দর জামাকাপড় যোগাড় করে। মিষ্টি তার সিঁদুরি জামা নেয়, ওর মার শাকী নেয়, আর তাছাড়া ওর নিজের জামাকাপড় তো আছেই। আর সব জামাকাপড় অল্প একটু সানলাইট দিয়ে কাচা—কিন্তু কি ষণ্ঠপে ফর্সা আর স্বচ্ছ করে রচীন।

জামাকাপড় তোমাকে আর চারপাশের দিকে দেবুন। অত সব কাপড় কাচতে অল্পই একটু সানলাইট মেগেছে। সানলাইটের সরের মত প্রচুর ফেনায় অনেক কাপড় কাচা যায়, আর আছড়মার দরকার হয়না। আপনার কাপড় কাচার জন্য সানলাইট সাবানই ব্যবহার করুন।

সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে



মনোভালাবে



ব্রিটানিয়া

যেটি ছেলেমেয়েদের ভাতা ব্রিটানিয়া বিস্কুটের মতন
ভালো জিনিস আর হয়না। অতিরিক্ত ভিটামিন
এ পুষ্টিকর জিনিসে তৈরী বলে দৈনন্দিন খাওয়া
পুষ্টির অভাব মেটায়, স্বাস্থ্য ভালো করে ও শক্তি
বাহ্যায়। ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে এত ভালো যে
বাক্যরা ব্রিটানিয়ার লোভ সামলাতে পারে না।

ব্রিটানিয়া বিস্কুট বড়দেরও ভারি প্রিয় জিনিস।
ভালো জিনিস ছাড়া যাদের চলনা তারা ব্রিটানিয়া
বিস্কুটই চান — স্বাদে ও গন্ধে অপূর্ব এ বিস্কুট।

**ব্রিটানিয়া
বিস্কুট**

বাজারের সেরা

দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

দেশ

মিত্রালয় বইতে প্রকাশিত

গ্রন্থ বন্ধু তের

বিশ্বময়ফর রচনা

শুভায় ভবতু

• পাঁচ টাকা •

দুরি বৌদি

• চার টাকা •

(সি-৪৯০২ ৩)

বি. এ. বাজলা অনার্স, স্পেশাল
বাজলা এবং এম. এ. বাজলা
ছাত্রদের জন্য
অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ
ট্রিপ্লেশন্থকর সেমের

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য

—৩.০০

দেশ—“বাংলা সাহিত্যের ভূমি এবং যে
কোন সাহিত্যানুরাগী পাঠক উনিশ
শতকের সাহিত্য সাধনার প্রসার ও
প্রকৃতি সম্পর্কে এই বইটি পড়ে একটা
ধারণা গড়ে নিতে পারবেন।”

মহারাজ চৌধুরী

সাহিত্যের সমস্যা—৩.০০

যোগেশ্বর—আলোচনা বইয়ে জীবনীভরণ,
সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি, সমালোচকের
ভূমিকা, আধুনিক কাল্য আন্দোলন
প্রভৃতি ব্যাপ্তি প্রকাশ সাংগঠিত হয়েছে।
সাহিত্যের প্রায় আশ্রিত ও পাঠ্য
সম্পদে বড় জ্ঞাতব্য ও মনোহর প্রসঙ্গ
প্রবন্ধগুলির সর্বত্র উড়িয়ে আছে, যা
সমস্যাভিত্তিক সাহিত্য চিন্তা হিসাবে
স্বরণীয় হবে।

ইন্সট্যান্সে আবার অশান্তি?

অজিত হারপের

ইন্সট্যান্সের কথা—২.৫০

নাওস, কামোভিয়া, ভিয়েনাম সম্পর্কে
বিচিত্র তথ্য বর্ণনা করেছেন লেখক
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে।

পপুলার লাইব্রেরী

১৯৬/১বি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিঃ ৬

প্রকাশিত হল

॥ বিনয় ঘোষ ॥

লিখিত

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের সুবিস্তৃত
সামাজিক ইতিহাসের বিচিত্র পটভূমিকায় রচিত

বিদ্যাসাগর

ও বাঙালী সমাজ

কৃতীয় খণ্ড ॥ বারো টাকা ॥ ৪৬৪ পৃষ্ঠা

দৃশ্যপ্রাপ্য চিত্র ও দাঁতলপত্রের ফটো-প্রিন্টিং

প্রথম খণ্ড : সাত টাকা ॥ প্রথম খণ্ড : তিন টাকা

●● মামুলি রীতিতে রচিত বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত নয়। যে সামাজিক
পরিবেশের উত্থান-পতনের দ্বারা বিদ্যাসাগর এদেশের একজন একক অস্বাভাবিক
পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন, তারই গভীর সমাজবিজ্ঞানী অনুশীলন ও মানোজ্ঞ বিবরণ।

●● লেখকের দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ গবেষণা, চিন্তা ও সাধনার ফলে অনেক অজানা
নতুন তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে, এবং অনেক পুরনো তথ্য নতুন বিশ্লে-
ষণের আলোকে সম্পূর্ণ নতুনরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে, অভিনব গুরুত্ব লাভ করেছে।

। বাংলা জ্ঞানসাহিত্যে স্মরণীয় সংযোজন।

বিনয় ঘোষ লিখিত। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। তিন খণ্ড

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা—১২

নতুন পুস্তক!!

নতুন পুস্তক!!

শ্রীসারদা মঠের প্ররাজিকা মুক্তিপ্রাপ্ত প্রণীত

ভগিনী নিবেদিতা

রায়কৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ কৃষ্ণ সম্পাদিত

স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতার ত্যাগময়
জীবনের বিস্ময়কর বিবরণ এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

তেরটি হাফটোন ছবি ও আচার্য নন্দলাল বসু তর্জিত
দুইটি রেখাচিত্র সংবলিত ৬৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৭০

প্রাপ্তিস্থান : সিস্টার নিবেদিতা স্কুল, বাগবাজার,
উদ্বোধন কার্যালয় ও অন্যান্য পুস্তকালয়।

কতকগুলি অভিযত—

যুগান্তর বলেন—“গভীর ভঙ্গী এমন সবল, সাবলীল এবং আনন্দকরভাবে যে
পড়তে বসলে নিবেদিতা যেন পুনর্জন্মিত হয়ে পড়কের সামনে চমকে দাঁড়িয়ে থাকেন,
সমস্ত কার্যের চোখে সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এবং আত্মবিশ্বাসী কাহিনীটি একটানা
পড়ে শেষ না করলে হুঁপিয়ে যায় না।”

আনন্দবাজার বলেন—“প্ররাজিকা মুক্তিপ্রাপ্ত রচিত ভগিনী নিবেদিতার জীবনী
একবারি যথার্থ চরিত্রকথা। ইহার তথ্যনির্ভর স্বল্পময় সামগ্রী, চিত্রের বিশ্লেষণ
সুচিহ্নিত, ভাষা সরল এবং সরলভাবে সঙ্গত। যদি বাল্য নষ্ট সন্তানসমিধায়
জীবনীকারের এক প্রধান গুণ, তবে এই গ্রন্থ একবারি আদর্শ জীবনী * * * তথা
বিন্যাসে গ্রন্থকর্তা সিম্পলসহ এবং নানা প্রসঙ্গের অবতারণা ও বিচারে তথ্যের মেধা
অসামান্য। * * * রচনার এই ক্ষমতা আধুনিক বাংলা জীবনী সাহিত্যে বিরল।”

শনিবারের চিঠি বলেন—“সিস্টার নিবেদিতা গোল্ডস্টার্ক স্কুল হট্টের প্ররাজিকা মুক্তিপ্রাপ্ত
সম্প্রতি ভগিনী নিবেদিতা নামে যে জীবনীগ্রন্থটি লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন
নিম্নলিখিত বর্ণনায় পড়ি বাংলা ভাষায় রচিত জীবনী সাহিত্যে এহা একটি উল্লেখযোগ্য
সংযোজন। এমন নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে উপকরণ সংগ্রহ এবং এমন যত্ন ও
শ্রদ্ধার একত্র সমাবেশে গ্রন্থাবলী বাংলা দেশের অসঙ্গ ও শিথিল পরিবেশে যত
দীর্ঘ হয় নাই * * * উপকরণ ও বর্ণনায় এমন চমকবাক্য সমাগত, আমায় কদাচিৎ
দেখিয়াছি। একচল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত মোট প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠার এই জীবনীখানি
সুনিখিত এবং বাস্তববাহী। * * * আমরা বাংলাদেশের পঠনক্ষম সকলকেই
বিশেষ করিয়া মেয়েদের প্রত্যেককেই এই বইখানি পড়িতে অনুরোধ জানাইতেছি।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কালিকাতা প্রসঙ্গ	...	২৯৭
প্রসঙ্গত	...	২৯৮
সবুজপাতার ডাক—শ্রীহারীচন্দ্র দেব	...	২৯৯
অথই জলবাতাসে আলোর সমুদ্রে (কবিতা)—		
	শ্রীঅরুণ মিত্র	৩০৫
নৈসর্গিক (কবিতা)—শ্রীদুর্গাদাস সরকার	...	৩০৮
জল পড়ে পাতা নড়ে শ্রীদৌরভিশোর ঘোষ	...	৩০৯

ଆହମମିୟେଟେଡ-ଏବ
ପ୍ରକ୍ତିତି

প্রশান্ত চৌধুরীর
স্বগতোক্তি ৩১০
(নবোপন্যাস)

যেখানে সর্বোচ্চ সম্পদ থাকে সেখানে
নতুন কারখানা, ডিজাইন, লভ
স্বাদ, সিজাজেশনলাকে যাওয়া
মোরগমশরমে, যেখানে উদ্যমানের
কোণটি হলে ব্যাকদে, লস্করকা
হল ফাঁকটি, সেই ব্যক্তিগতের
অন্তর্গত সব মানসে হৃদয়পনমন।
মুক্তি শাখা-কাঁচিয়ার ধারার
পৃষ্ঠে এই প্রবাসে লক্ষণ-গণার
বনা পৃষ্ঠকলনের তপ্তায়ে রেখে
যাবে বাঙালীর নাট্য-ইতিহাসের
পলিমাটি।

আমাদের প্রকাশনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছোটদের বই :

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প ৩. (৩য় সংস্করণ)

ভারত-ব্যাঙ্কের শিশু-সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তকপ্রাপ্ত

[illegible]

আবদুল হক চাকুরের মারদাত্তর পদার্থ ৩০

[illegible]

১৯৭৬ সালের ১৯ জুলাই তারিখে
 ১৯৭৬ সালের ১৯ জুলাই তারিখে

[illegible]

লীলা মতঙ্গদেবের হৃদয়ে পার্থীর পালক ২, (লীলা পুরস্কারপ্রাপ্ত)

[illegible]

পরবর্তী সংস্করণ বার হলো

ছাত্র বাবত, আমলাসহকারী গণপরিষদ বহুরূপে নিম্নলিখিত :
 পরবর্তী সংস্করণ বার হলো
 শ্রবণমাস চতুর্থীপক্ষের পূর্ণিমা (নবীন প্রথম মাস) ৩ : প্রথম দিবা ঘনানার গণপ (৩য় মাস) ৩ : পাতুল ও
 প্রথমা (নবীন ২য় মাস) ৩ : শিবরাত্রি চতুর্থীর নিবন্ধায় জনযোগ (২য় মাস) ২ :
 বি : ১ : পাঠ্য : ১ :

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
ফোনঃ ৩৮২৬৪১

(19 8229)

দেশ

বাংলা সাহিত্যে নতুন বই

নিহাররঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

নিশিপিদ্ব ৪৥ কল্যাণী ৩৥

বাংলার বাণীর্ড শ' প্রথমখণ্ড বিশার

অম্বনোনাথ গল্প ৩৥

নিশাচর-এর অঙ্গুষ্ঠ রহস্যোপন্যাস

ভিয়েনা নার্সিং হোম (যন্ত্রপাতি)

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

= বইয়ের মত বই =

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্বেচ্ছাগল্প

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : পাঁচ টাকা

= নরেন্দ্রনাথের অন্যান্য গ্রন্থ =

চেনামহল ৩৥ মিস্ত্রাণ ৩৥ অবসিণী ৪৥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
গ্রেস উপন্যাস

গুরুতপা ৬৥ সমুদ্র সফেন ৪৥
নবন্যায়িকা ৩৥০

ব্রহ্মের মুক্তিদাতা নেতা আউংসানের সহপাঠী সূত্র
হারিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

ব্রহ্মের নবজাগরণের পটভূমিকায় লেখা যোগেশবাবুর উপন্যাস

আ বা কা ন

"মনসীংগল্প সন্দের একটি কাহিনীক মধ্য দিয়া মহত্তর মানবসত্তার যে সাধারণ পরিচয়
এখানে তুলে ধরা হয়েছে, লেখককে তার জন্য আমোদের অকৃত্রিম সন্নিবেশন জানাই।"—দেশ
"ইতিহাসের তত্ত্বসমূহকে বহুদূর অতিক্রম করে লেখকের সৃষ্টি একটি অপরূপ
বসন্তসংসারের কথা ধারণ করেছে।... তার স্বচ্ছন্দ ভাষা কবিতার মাধুর্যমণ্ডিত।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা
"Arakan" is a movingly told historical novel in the sense that
the cup is the cup of history and its content are a blend of
romance, adventure and patriotism. Lun Pe's ambitions, friend-
ships, love, devotion and sacrifice are described with realistic
touches and convincingness. —Hindustan Standard.

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : পাঁচ টাকা

হারিনারায়ণ বাবুর অন্যান্য বই

ইরাবতী ৪৥ উপকূল ৩৥ সপ্তকব্যার কাহিনী ৩৥

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শারদীয়

দামোদর

সম্পাদক-দাশরথী তা এম. এল. এ
বাংলার প্রখ্যাত লেখকলেখিকাদের রচনা-
সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া শারদীয় দামোদর
প্রকাশের আয়োজন সুরু হইয়াছে।
২৭, মহাশি দেবেন্দ্র রোড, কলি-৭

বাংলা সাহিত্যে বিজয় বৈজয়ন্তী

গল্প-ভারতী

গল্প-ভারতী : আত্মঅপস্মারকের মধ্যে সম-
সাময়িক সাহিত্য জগতে যে
প্রাচুর্য্য অর্জন করিয়াছে,
তার অকল্পনীয়।

গল্প-ভারতী : নবজাগরণ : জাতির মর্মব্যথা
মনোকাহিনী।

গল্প-ভারতী : প্রবল শ্রেণীর দাবী ও প্রবীণ
সাধনাচার্যের মিলনভাষা।

গল্প-ভারতী : সর্বত্র সাহিত্যের মর্যাদা দিয়া
জাতির অন্ধকার দ্বারা ও
বেদনার বন্ধা আপনার নিকট
কোঁকিলস্বরী দিরাচ্ছে।

গল্প-ভারতী : নতুন যুগের চিন্তার ছায়াতে
জাগরণের কারবা দিচ্ছে।

গল্প-ভারতী : অমূল্য সাহিত্যিক নতুন
একিংশ সৃষ্টি করিয়াছে।

গল্প-ভারতী : বাংলা সাহিত্যে জটিল রূপের
মন উন্মীল করিয়াছে।

গল্প-ভারতী : প্রত্যেক পাঠ্য পুস্তক
সাহিত্যের দাবী করে।

গল্প-ভারতী : জাতির জাগরণের ও চিন্তার
নতুন এক নতুন যুগের
সূচক দিরাচ্ছে।

গল্প-ভারতী : প্রত্যেক বয়সের মানুষ
সাহিত্যের অগণিত সাধনা
করে।

গল্প-ভারতী : পুণ্য সংস্কার প্রাচীন বিশিষ্ট
যে ইহা শ্রুতি, একটি উৎসব
কল্পে সামগ্রী নয়। প্রত্যেক
স্বাধীনই সাময়িক স্বাধীন
করিয়াছেন। ইহা কতমান
বাহ্য সাহিত্যের অগণিত
চিরস্বামী নিদর্শন এবং সেই
জনাই দেশবাসী প্রত্যেক
মিথিত লোকসমূহ কাছে ইহা
দিল্পের সমরসমীপ লাভ
করিয়াছে।

গল্প-ভারতী : প্রাচুর্য্য মাস হইতে বছর অব্যাহত। যে কোন
মাস হইতে গ্রন্থক হওয়া যায়। বার্ষিক
চাঁদা ১৫। বার্ষিক গ্রন্থকণ্ড কোনও
অতিরিক্ত মাপ না দিয়াও বিরতি পূজা
সংখ্যা এবং অন্যান্য বিশেষ সংযোগ্য
পাইবেন।

ভারতের সর্বত্র সর্বত্র ও প্রাচ্যে যেখানে
আমাদের এজেন্ট নাই। এজেন্ট আলশাক।

১৭৯১, চিত্তরঞ্জন এডিটরিউ, কলিকাতা-৬

ফোন ৫-৫৫ ৩২৯৪

মুষ্টিগ্রন্থ

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
দ্রোণেবাসে	...	৩১৭
বিজ্ঞান বৈচিত্র্য-চক্রদণ্ড	...	৩১৮
গানের আসর—শাওগংদেব	...	৩১৯
লর্ড উইলিয়াম বোর্ণ্টেক—জর্জালিন হেনোস	...	৩২১
স্মৃতিচারণ—শ্রীদিলাপকুমার রায়	...	৩২৪
সাশের চোখের ভিতর দিয়ে—
শ্রীস্মরণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩৩১

মঞ্চে অভিনয়োপযোগী কয়েকটি সাংস্কৃতিক নাটক

একাত্তর সাংস্কৃতিক এবং নাটকের প্রাণকায় মানবধর্মী
নাটকাল সালিল সেনের স্বাধীনক বলিষ্ঠ সংযোজন।

ডাউন ট্রেন

শতাব্দী মাত্রের মধ্যে সারা ঘড়ি
কিন্তু মমানিক। দ্রুতগতির বাতাস
যারা ছিল, তারা বলেছিল, 'মমানিক
দ্রুতগতি'। আর তারা কানে শুনিয়েছে,
তারা বলেছিল, 'এই দ্রুত গতি'।
কিন্তু কানেই এই সব স্বাভাবিক
ঘটনা যে করে অস্বাভাবিক মনে
সে খবরটাই হয়তো কেউ রাখেন না।
(শ্রী টাক্স)

সন্ন্যাসী

সাম্প্রতিক প্রকাশিত ও প্রকাশিত
একাত্তর নাটক। দ্রুতগতির বাতাস
যারা ছিল, তারা বলেছিল, 'মমানিক
দ্রুতগতি'। আর তারা কানে শুনিয়েছে,
তারা বলেছিল, 'এই দ্রুত গতি'।
কিন্তু কানেই এই সব স্বাভাবিক
ঘটনা যে করে অস্বাভাবিক মনে
সে খবরটাই হয়তো কেউ রাখেন না।
(শ্রী টাক্স)

নির্মল ভট্ট প্রণীত বাংলাক নাটক

সরস্বতা সু শৌর্য ১-৫০

শিক্ষার নামে বাংলার শিক্ষাভ্যাসে
বিশিষ্ট বয়সে চলেছে। এই বয়সে
বিশিষ্ট বয়সে চলেছে। এই বয়সে
বিশিষ্ট বয়সে চলেছে। এই বয়সে

শরৎচন্দ্র ২-০০

নন্দলাল চক্রবর্তী প্রণীত অপরাধ
কথাসিঙ্গার বৈচিত্র্যময় জীবন নাট্য।

ঠাকুর বাড়ী ১-৫০

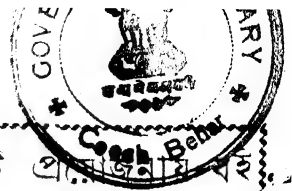
চিত্ররঞ্জন পাতা প্রণীত শিক্ষার
নাথের কৈশোরজীবনের অপরাধ আলোচনা।

স্বাধীনতা লক্ষ্যে পুস্তক পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়।

যে কোনো নাটকই আমরা
সরবরাহ করিয়া থাকি।

ইণ্ডিয়ানা

২/২, শ্যামাচরণ লে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২



মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ

অধ্যাপক এ এন কাবানড

এইটিঃ মানব দেহের গঠন ও
ক্রিয়াকলাপের বিস্তারিত আলোচনার
মাধ্যমে শারীর-সংস্থান ও শারীর-
বৃত্তের (Anatomy and Physiology) ভিত্তি ও নীতিসমূহ এমন
সুন্দর ও সংজ্ঞাপূর্ণভাবে পরিবেশন করা
হয়েছে যে চিকিৎসা শিক্ষার্থীর জন্য নয়
এমন পাঠকের কাছেও বিখ্যাত
প্রাথমিক শ্রেণী। শারীর-তত্ত্ব ও দেহ-
বৃত্তের ব্যাখ্যাকলাপ সমগ্র অতি-
প্রাথমিক পাঠ্যবইয়ের তথ্য ও এর মধ্যে
সমীক্ষিত হয়েছে।
উচ্চ স্তরের কলেজার্থীর কৃত্তিক অন্তর্গত
ও ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিক-
সিনের প্রথম বিভাগের অধিকারী
ডাঃ হার্বিন চট্টোপাধ্যায় কৃত্তিক ভূমিকা
লিখিত।

* এইটি বিশেষ করে ডাক্তারী ছাত্র,
নাসিক ও ফার্মি এড শিষ্যার্থী ও হাই-
স্কুলের ছাত্রদের কাজ লাগবে।

* ১৬০টি ছবি, ৬টি রঙিন পেন্সিল,
সেড বাই রঙিন প্রচ্ছদপট।

মূল্য ১৭-০০

বইখানি সমগ্র মজামতঃ

শ্রী এই শ্রেণী, ডাক্তারী ছাত্রদের নয়,
সংযুক্ত পত্রের পক্ষে চিত্তকর্ষক বোধ
হবে।

—যুগান্তর
পত্রিকা পুস্তক হিসাবে লিখিত হইলেও
শারীরতত্ত্ব ও দেহবৃত্তের ক্রিয়াকলাপ
সম্বন্ধে প্রাথমিক পত্রিকার বিষয়ও
প্রশংসা পাইয়াছে। এ আনন্দস্বাক্ষর
পত্র এইখানে পড় মান হইল যে,
একটিম ও ফিজিওলজি (মানবদেহের
গঠন ও তার ক্রিয়াকলাপ) বিভাগের সরস
বক্তা পত্রের সামনে দরজা হইল, লেখক
এই সংস্করণের জাদুকর।

ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য
এম.বি. ডি.বি.এম. এম.আর.সি.এস.,
টি.ডি.ডি. (ওয়েলস)

সদ্য প্রকাশিত
COMMUNIST PARTY
OF INDIA

Years of Formation
1921-1933

Muzaffar Ahmad

Price 56 nP.

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

গভীর প্রথম খণ্ড

(১৯২২-১৯৩৩)

মুজাফফর আহমাদ

মূল্যঃ ৩৬ নং ৯২

নাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩

শিশির
প্রম্বাঞ্জলী
সংখ্যা
প্রকাশিত
হোল

গতানুগতিকতার পথ এড়িয়ে
এসংখ্যাটিকে সুন্দর ও সুবিন্যস্ত
করার আশ্রয় চেষ্টা আমরা করেছি।
এ সংখ্যা মারফৎ বাংলার বহু বিদগ্ধ
গদ্যীজন তাঁদের প্রম্বাঞ্জলী অর্পণ
করেছেন নাট্যাচার্যের স্মৃতির
উদ্দেশ্যে।

বহু আর্টস্টেটে মূর্তিত নাট্যাচার্যের
অপ্রকাশিত ছবি, দেবব্রত মুখো-
পাধ্যায়ের প্রচ্ছদ ও শিশিরকুমারের
অন্যান্য রেখাচিত্র এ সংখ্যার অন্যতম
আকর্ষণ।

দাম মাত্র দেড় টাকা



পরবর্তী সংখ্যাই
শারদীয়া সংখ্যারূপে আত্ম-
প্রকাশ করবে

তিনটি উপন্যাস ও ছটি গল্প
সম্বলিত এসংখ্যায় লিখবেন খ্যাতমান
লেখকরাই।

বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজের দুই
শতাধিক রঙীন ছবিসহ চারশতাধিক
পৃষ্ঠার এই সুবহু সংকলনের দাম
হবে তিন টাকা

বিশদ খবর আগামী দেশ পত্রিকার
বিজ্ঞাপনে লক্ষ্য করুন।

বিচিত্রা প্রকাশনী,
পি১১, সি, আই, টি, রোড
(মদনমোহনতলা)
কোলকাতা-৫
ফোন নং ৫৫-৪৫০০

(সি ৪৫৪০)

॥ দুইখানি প্রামাণ্য অভিধান ॥

—সদ্য প্রকাশিত—

SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY

Compiled by
Sri Sailendra Biswas, M.A.

Revised by
Dr. Subodhchandra Sengupta, M.A., PH.D.
Head, Department of English,
Presidency College, Calcutta.

and
Dr. Sudhangshu Kumar Sengupta, M.A., PH.D.
Senior Professor of English
Surendranath College, Calcutta.

শব্দাবলীর ইংরেজী ও বাঙলায় অধুনাতম উচ্চারণ, অর্থবিন্যাসে
প্রাধান্য ও প্রচলন অনুযায়ী শব্দের ব্যাখ্যা, প্রয়োগের উদাহরণ,
বুৎপত্তি, প্রবচন বাক্যের ব্যাখ্যা, প্রয়োজনীয় শব্দের পরিভাষা
প্রভৃতি অতি সুচারুরূপে দেওয়া হইয়াছে। শব্দচয়নে যথাযোগ্য
বিচার করা হইয়াছে যাহাতে ছাত্রদের এবং সর্বস্তরের সর্বব্যুত্থারীর
প্রয়োজন মিটাইতে পারে। অপ্রচলিত শব্দাবলীর দ্বারা ভাষাতত্ত্ব
না করিয়া অধুনাপ্রচলিত শব্দাবলী বিশেষভাবে সন্নিবিষ্ট
হইয়াছে। ১৬৭২ পৃষ্ঠার এই অভিধানটির মূল্য ১২১০ টাকা মাত্র।

সংসদ বাঙলা অভিধান

৪০,০০০ শব্দের এবং ১,৬০০-এর উপর বিশিষ্টার্থ প্রকাশক
শব্দসমষ্টির ব্যাখ্যা, পদ পরিচয়, বুৎপত্তি, সমাস, পরিভাষা
প্রভৃতি সমন্বিত এই অভিধানটি পণ্ডিতসমাজে ও সাধারণে
অকুণ্ঠ প্রশংসোলাভ করিয়াছে। ৯০০-এর অধিক পৃষ্ঠার এই
অভিধানটির মূল্য ৭১০ টাকা মাত্র।

দুইটি অভিধানই মজবুত অথচ পাতলা
বাইবেল কাগজে ছাপার জন্য সহজ বহনযোগ্য
হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই অত্যাশ্রম।

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকতা-৯

॥ অন্যান্য পুস্তকালয়েও পাইবেন ॥

স্ট্রীট



ভ্রমণবাসির উপন্যাস

রম্যানি বাক্ষ্য

॥ কালিন্দী পর্ব ॥

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

• পাঁচ টাকা মাত্র •

এই বইয়ের আজ পর্যন্ত তিন পর্ব প্রকাশিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারত পর্ব আর রাজস্থান পর্ব এদের মাঝে ছিল মধুরাংশ। মধুরাংশ-এর দ্বিতীয় সংস্করণে নাম পরিবর্তন করে ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে নামকরণ হল

রম্যানি বাক্ষ্য

কালিন্দী পর্ব

এই পর্ব দিল্লীকে প্রাধান্য দিয়ে যমুনা উপত্যকার সুমধুর কাহিনী সুললিত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। নতুন দৃষ্টি-কোণ থেকে অনন্যকরণীয় ভঙ্গীতে লেখা সুবোধকুমার চক্রবর্তীর ভ্রমণ-সাহিত্য চাণ্ডা এনেছে নিঃসন্দেহে।

এ, মুখার্জি অ্যান্ড কোং

প্রাইভেট লিমিটেড

২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

ফোন ৩৪-১৬০৪

রম্যানি বাক্ষ্য : সৌরাষ্ট্র পর্ব

বহুস্তম্ভ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
তিন দিন তিন রাত্রি—শ্রীনিবেশনাথ মিত্র	৩৩৯
বিশ্ববিচিত্রা	৩৪৫
পুস্তক পরিচয়	৩৪৭
রংগজগৎ—চন্দ্রশেখর	৩৫০
খেলার মাঠে—একলব	৩৫৭
সাপ্তাহিক সংবাদ	৩৬০

হুমায়ূন কবির সম্পাদিত

ত্রিংশ

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বাংলা সাহিত্যে চতুর্দশ যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে সংসাহিত্য-পাঠকের তা অজানা নয়। এর প্রতিটি সংখ্যাই বাংলাদেশের প্রবীণ ও তরুণ এবং খ্যাতিমান বিদেশী লেখকদের চিন্তাশীল রচনার ঐশ্বর্য্যে অবশ্য সংগ্রহযোগ্য। একবিংশতিতম বর্ষে পদার্পণ করেছে।

॥ বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৬ সংখ্যার সূচী ॥

প্রবন্ধ : জওহরলাল নেহরু : অতীত ও বর্তমানের ভারত।
অমলেন্দু বসু : কাব্যপ্রায়। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতের
শিক্ষাবিশ্বব ও রামমোহন। অতীন্দ্রনাথ বসু : নৈরাজ্যবাদ—
প্রজ্ঞানবৃদ্ধি। কবিতা : প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র, মনীশ ঘটক, বিষ্ণু দে;
গল্প : নরেন্দ্রনাথ মিত্র। অনুবাদ—উপন্যাস : প্রেমেন্দ্র মিত্র।
আধুনিক সাহিত্য : কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। সমালোচনা : অশোক
মিত্র, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন্দ্র সিংহ রায়, নৃপেন্দ্র সান্যাল।

পরবর্তী সংখ্যা (শ্রাবণ-আশ্বিন) প্রবীণ ও তরুণের
রচনার সমৃদ্ধ হয়ে মহানগর পুর্বেই প্রকাশিত হবে।
প্রতি সংখ্যা ১-২০ ন. প. বার্ষিক মূল্য (সজাক) ৫-৫০ ন. প.
নামুনা সংখ্যার জন্য ১-৫০ ন. প. পাঠাতে হয়।

আমাদের প্রকাশিত

বাঙলার কাব্য—হুমায়ূন কবির (২য় সং)

মূল্য ৩-০০ টাকা

কার্যালয় : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেন্যু কলিকাতা ১৩

(সি ৪৯২৫)

দেশ

শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীমা লিখিত এবং শ্রীঅরবিন্দ
আশ্রমের যাবতীয় পুস্তকের জন্য নিচের
ঠিকানায় খোজ করুন। বিস্তারিত তালিকা
পত্র লিখিলে পাঠান হইয়া থাকে।

শ্রীঅরবিন্দের "দিব্য-জীবন" (The
Life Divine) পাঠের অবতরণিকা-
রূপে শ্রীঅরবিন্দ রচিত

"দব্য-জীবন প্রসঙ্গ"

নতুন প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য : ৭-৫০ নং পঃ

শ্রীঅরবিন্দ বুকস ডিস্ট্রিবিউশন
এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
২৫, বঙ্গবন্ধু চারুখোয়া স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন : ৩৫-২৩৭৬

মিগ্রালয়ের প্রকাশিত কয়েকখানি বিশিষ্ট বই!

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের

ডাক্তারের দুনিয়া

• ছয় টাকা •

অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চোখে
দেখা মানুষের মনের ছবি
উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক।

উমা দেবীর

বাবার কথা

• তিন টাকা •

অবনীন্দ্রনাথের কন্যার
চোখে বিশ্বরেণা শিশুপীর
জীবনালেখ্য।

শিবনারায়ণ রায়ের	:	প্রবাসের জান্নাল	:	৫-০০
অমলান দত্তের	:	গণতন্ত্র প্রসঙ্গে	:	২-০০
সত্যীন সেনের	:	জেল ডায়েরী	:	৩-০০
ভোলানাথ মল্লোপাধ্যায়ের	:	টি বি সম্বন্ধে	:	৪-০০
যোগেন্দ্রনাথ সরকারের	:	ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র	:	২-৫০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

অ গ্নি স ম্ভ ব

৥ চার টাকা ॥

মিগ্রালয় : ১২ বঙ্গবন্ধু চারুখোয়া স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

(সি-৮২০২ ২)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

রূপসী রাত্রি

দাম : ৫-০০ টাকা

শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর

রবীন্দ্রমানসের

উৎস-সন্ধান

দাম : ৩-৫০ টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত

৯ম সংস্করণ : ৫-০০ টাকা

ছেলেদের বিবেকানন্দ

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ১-২৫ টাকা

প্রকাশিত হইল

ভারতীয় বঙ্গোপাধ্যায়ের

তিন শূন্য

দাম : ৩-৫০ টাকা

সুবোধ ঘোষের

শতকিয়া

দাম : ৮-০০ টাকা

ভারত প্রেমকথা

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ৬-০০ টাকা

আচার্য ফিরিতমোহন সেনের

চিৎসয় বঙ্গ

২য় সংস্করণ : ৪-০০

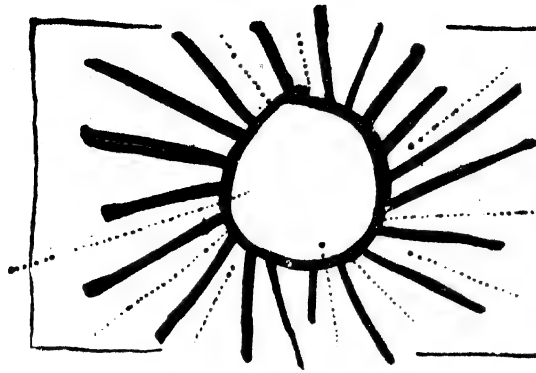
সরলাবালা সরকারের

গল্প-সংগ্রহ

দাম : ৫-০০ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯



DESH 40 Naya Paisa

Saturday, 29th August, 1959

১৬ নং ৪৫ নং ৪০ নং পক্ষ
শনিবার, ১২ অগ, ১৯৫৯ খ্রিঃ

কলিকাতা প্রসঙ্গ

কয়েকদিন আগে পত্রাঙ্কের কোন লেখক কলিকাতা শহরের পত্তন ও পরবর্তীকালের বিচিত্র ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ইউরোপীয় বণিকগণ ভাবতবর্ষে যে-সব উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কলিকাতা কিভাবে নতুন যুগের, নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ হইয়া উঠিল ইহাই তাহার আলোচনার বিষয়। গোয়া, কলিকাতার বহু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহর দুটিই কলিকাতার অগ্রজ, অথচ দেখা যাইতেছে যে গোয়া, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পর্তুগীজের অবলম্বন করিয়া নতুন সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে নাই। এখনকার কথা বলিতেছি না, উনিবিংশ শতকের প্রথমে যখন কলিকাতায় নতুন সংস্কৃতির উষ্মালোক বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তখনও ওই সব স্থানে মধ্য-যুগীয় নিশবৎসম ঘটে নাই। এই ঘটনাকে লেখক বিস্ময়ের বলিয়াছেন। আর ইহার তুলনা যুক্তিতে গিয়া ইটালীয় রেনেসাঁসের দৃষ্টান্ত তাহার মনে উদ্ভূত হইয়াছে। লেখক ঘটনার উপরে যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন সে বিষয়ে বোধ করি দ্বিগত হইবার আশংকা নাই, কিন্তু কেন কলিকাতার ক্ষেত্রে এমন হইল আর অন্য সব ইউরোপীয় পত্তনের ক্ষেত্রে এমন হইল না তাহার যথার্থ কারণ নির্ণয় করিতে তিনি পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা সাধামত সেই চেষ্টা করিব।

পাঠান ও মোগল যখন এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তখন উত্তর ভারতে নতুন নতুন শহর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পুরাতন ও নতুন মিশ্রিত হইয়া এক নতুনতর সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এমন হইবার কারণ সহজেই বঝিতে পারা যায়, খলচাণী পাঠান ও মোগলগণ ভারতের পশ্চিম-উত্তর দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

ইউরোপীয় বণিকগণের আবির্ভাবে একটি নতুন ধারার সাূপাত ঘটিল, সমুদ্রচারী জাহাজগণের পদক্ষেপে সমুদ্র-তীরে নতুন নতুন পত্তন গড়িয়া উঠিল, গোয়া, মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলিকাতা, আবার পুরাতন পত্তন নতুন ক্রমবিকাশ করিল যেমন সুরাট ও হুগলী ইত্যাদি। এগুলি মূলতঃ ইউরোপীয় বণিক জাহাজের ব্যবসায়ের কেন্দ্র। কিন্তু মালের এই পবিত্র অপর্যায়িত ঘটনার হৃৎকক্ষে বদলাইতে শুরু করিল, কলিকাতার ক্ষেত্রে সে বদল যেমন গুরুতর হইল তেমনি শূভসূচী হইল। সংস্কৃতির মূল উপাদান দুটি, ক্রিয়া একটিকে পরিবেশ বলা যায় অপরটিকে উপাদান বলা যাইতে পারে। সামাজিক শান্তি ও সামাজিক সম্ভাবনা। এ দুটির শূভ যোগাযোগ না ঘটিল সভ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষা অর্থাৎ সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতে পারে না। সুবে বাঙালয় কোম্পানীর শাসন ব্যাপকভাবে সব প্রথমে স্থায়ী হইয়া সামাজিক শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিল, আর এই সামাজিক শান্তির পরিবেশই সমাজের সম্ভাবনা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ওল হাওয়ায় পুড়ি হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিল। ঘটনাক্রমে, সেইভাবেই ঘটিল, অন্যান্য সমুদ্রোপকূল-বর্তী পত্তনের বেলায় এমনটি ঘটিয়া উঠিল না। একটি উদাহরণ লওয়া যাক। কোম্পানীর পত্তন বোম্বাই শহর দ্বীপ—মূল ভূখণ্ডের সহিত সেকালে তাহার কার্যিক ও মানসিক যোগাযোগ ছিল না। এতাকে অবলম্বন করিয়া নতুন সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠা সম্ভব ছিল না। মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতি পূর্ণা নগরে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু পূর্ণায় কি সামাজিক শান্তি ছিল? ১৮১৮

সালে তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটয়া স্থায়ী শান্তির ভূমিকা রচিত হইল, তাহার আগের বছরে কলিকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু তার পরও অনেককাল ক্ষুধা মহারাষ্ট্র কোম্পানীর হাত হইতে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিবার উদ্যোগ দেখায় নাই। সেইভাবেই বাঙলাদেশের এমন দুর্ভাগ্য হয় নাই। অত্যাচারের কারণও স্পষ্ট। পরাজিত পেশবাকে মহারাষ্ট্র যেমন আপন মনে করিত, পরাজিত নাবাবকে বাঙালী তেমন আপন মনে করে নাই বলিয়াই তাহার ক্ষোভের কারণ ছিল না; নতুন জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত তাহার অসংযোগিতার কারণও ছিল না।

সুবে বাঙালয় প্রথমে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল; সামাজিক শান্তির পরিবেশে নতুন শিক্ষার প্রসার ঘটিল, নতুন শিক্ষার প্রসার সামাজিক সম্ভাবনার বিকাশ সাহায্য করিল। তাহার উপরে প্রকৃতির দুঃস্বয় নিয়মে রামমোহন প্রমুখ নতুন দৃষ্টিমান মনীষীর জন্ম ঘটিল। ক্রিয়া শেষোক্ত ব্যাপকটিকে পথের ভাবে না দেখিয়া সামাজিক সম্ভাবনার বিকাশের পেই দেখা যাইতে পারে। এদেশের চিত্তভূমিতে যে মহৎ সম্ভাবনা সূত্র অবস্থায় ছিল সামাজিক শান্তির সুযোগ লইয়া নতুন শিক্ষায় পুড়ি হইয়া অল্প কালের মধ্যে শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক Minor Renaissance সৃষ্টি করিয়া বসিল, তাহার সুফল প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে সমস্ত ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছে। কলিকাতায় তথা বাঙালয় কেন জ্ঞানবিজ্ঞানের নব অভ্যাস ঘটিল আর অন্যান্য ইউরোপীয় পত্তনে কেন ঘটিল না এবারে বোধ হয় কতকটা বঝিতে পারা উচিত।

প্রসঙ্গ

আসামের রাজ্যপাল সৈয়দ ফজল আলীর আকস্মিক মৃত্যুতে সকলেই অত্যন্ত বেদনা বোধ করেছেন। রাজনীতির সংগে প্রত্যক্ষভাবে তিনি কখনই জড়িত ছিলেন না। কিন্তু উন্নতিমূলক নানা কাজের সংগেই তার সংযোগ ছিল। তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠতার জন্যে কি স্বাধীনতাস্রোতের পূর্বে, কি স্বাধীনতাস্রোতের পরে, সকল সময়েই, দলমত-নির্বিশেষে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। যার ফলে অনেক দুরূহ এবং জটিল মাজকর্মের তার তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সেই সমস্ত কাজ তিনি তার বিচারকুশলতা, বিচক্ষণতা এবং দক্ষতার নিঃসংশয় প্রমাণও দিয়েছেন।

কিন্তু যে কারণে সবচেয়ে বেশি তিনি জনপ্রিয় হয়েছেন, সে হচ্ছে তার সাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়মুখ, উপর অন্তঃকরণ। তারই জন্যে সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল মতের লোক তার বিয়োগে কাতর হয়েছে। তারই জন্যে নান্য বিদ্রোহীদের একাংশের আনুগত্য তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন। এটা শূন্য তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতারই পরিচয় নয়, তার অন্তরের সহৃদয়তারও পরিচয়। যারাই তার সম্পর্কে এসেছেন তারাই তার শিক্ষিত মন এবং ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহারের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। অনগল ব্যবহারে 'ভদ্রলোক' শব্দের মাহাত্ম্য এবং অর্থবহতা জন্মেছিল নষ্ট হয়েছে। অথচ এর চেয়ে বড় বিশেষণ আর কি হতে পারে? সৈয়দ ফজল আলীর সম্বন্ধে এই বিশেষণটি সূচ্যুভাবে প্রযুক্ত হতে পারে।

নিঃশব্দ, শোকগম্ভীর পরিবেশে তার নব্বের দেহ বারানসীতে তার পিতৃপরিবারে সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হয়েছে। তার ছিয়োগে তার পরিজনবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুসমাজ আজ শোকার্ত। তার প্রিয় কাকাতুয়াটি কেন্দ্রে ডাকছেও লাটসাহেব ভেগেছেন?

আমরা তার শোকসন্তত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জানাই। এবং তার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

*

গত ১৭ই ও ১৮ই আগস্ট কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারিগণ এবং প্রিপারার চীফ কমিশনার একটি সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। সম্মেলনে "পূর্ণভাবে এবং খোলাখলিভাবে" আলোচনা হলেও একমাত্র আসামের ডাউক অগুন ছাড়া আর কোনো সমস্যার সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে চীফ সেক্রেটারীদের যত্ন বিবর্তিতে জানানো হয়নি।

না পাথারিয়া সম্বন্ধে, না টুকেরগ্রাম সম্বন্ধে। অথচ এই দুটি জায়গাই ভারতীয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতীয় অধিকারভুক্ত ছিল। আমাদের নিষ্কলতা ও উদাসীন্যের ফলে সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের অধিকারে চলে গেছে। এবং তা ফেরত দেওয়ার কোনো আগ্রহ এখনও দেখা যাচ্ছে না।

সম্মেলন শেষ হয়ে যাবার পর এই প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক যে, এর ফলে সীমান্তে কতখানি শান্তি ফিরে এল? খবর পাওয়া যাচ্ছে, গত দশ দিন যাবৎ যশোহর ও কুষ্টিয়া জেলায় জোর সৈন্যচলচল আরম্ভ

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক
শ্রী অচিন্তাকুমার সেনগুপ্তের
নতুন উপন্যাস
"প্রথম কদম ফুল"
আগামী সংখ্যা হইতে
দেশ পরিকায় ধারাবাহিকভাবে
প্রকাশিত হইবে

হয়েছে এবং চুয়াডাঙ্গায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর প্রায় তিনশো সৈন্যের একটা ছাউনী পড়েছে। চুয়াডাঙ্গা ভারত সীমান্ত বাণপুর থেকে মাত্র পনেরো মাইল দূরে। আরও শোনা যাচ্ছে, মাজদিয়া (ভারতীয় এলাকা) থেকে বাইশ মাইল দূরে কেউচাঁদপুরেও পাকবাহিনী সমাবেশ করা হয়েছে। যশোহর বিমানঘাটি থেকে একটি বেলুচি ও পাতান বাহিনী আসাম সীমান্তের দিকে পত্রাবার খবরও পাওয়া গেছে।

সুতরাং এই সম্মেলনের ফলাফলে আমরা বিশেষ আশ্বস্ত হইনি। তাই বলে আশা-ভঙ্গাজনিত মনস্তাপেরও কোনো কারণ ঘটে নি। কারণ উভয় রাষ্ট্রের চীফ সেক্রেটারীদের এইরকম সম্মেলন এর আগে আরও কঠিনতা হয়ে গেছে। সেই কঠিনতা ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, আলোচ্য ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি কিছু ঘটতে পারে এমন আশা বলা ব্যতীলা কেউই গোষণ করেননি। বরং, বলা যেতে পারে, এইরকমের সম্মেলনের কথায় আমরা ভয়ই পাই। কারণ বরাবর দেখে এসেছি, প্রত্যেকটা সম্মেলনে যানবাহন পাকিস্তান বা আঠার-আনা আদায় করে নেয়, কিন্তু যানবাহন তা এক আনাও দেয় না। সম্মেলনগুলি দফায় দফায় কিছু-

কিঞ্চৎ আদায়ের কৌশল মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে বলা চলে।

বস্তুত, 'ক্যানবেরা' ধরনের ক্ষত এখনও শুল্কোয়নি। ক্ষতিপূরণের দাবী পাকিস্তান সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। এইরকম অবস্থায় চীফ সেক্রেটারী সম্মেলন এবং তারপরে নৈহরু-আয়ুব সম্মেলনকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে ভারতবর্ষের মন এখনও তৈরি হতে পারেনি। তার উপর অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মনে এই আশংকাই প্রবল যে, ভারত সম্পর্কে পাকিস্তানের মনোভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি এবং আপোসের ক্ষেত্রে ভারতের উদারতাই ভারতের সবচেয়ে বড় বিঘা। অবশ্য কটনীতিক্ষেত্রে উদারতা দূর্বলতার পোশাকী নামমাত্র। দলগত রাজনীতিক্ষেত্রে তার যদি বা কিছু ম্যাদা থাকে, কটনীতিক্ষেত্রে একবারেই নেই। সেখানে একমাত্র বিচার্য বিষয়, কি দিয়ে কি পাওয়া গেল। তাই দিয়েই তার মূল্য নির্ধারিত হয় এবং ম্যাদাও। স্বাধীনতা লাভের সময় থেকে আজ পর্যন্ত, লক্ষ্যের সংগে স্বীকার করতেই হবে, বারে বারে আমাদেরই হার হয়েছে। আমরা শান্তি চাই নিশ্চয়ই। কিন্তু যে কোনো মূল্যে নয়, সম্মানজনক শান্তি।

*

কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যমন্ত্রী শ্রী অজিত-প্রসাদ জৈন পদত্যাগ করছেন। তার খাদ্যনীতি বার্থ হয়েছে। অবশ্য এই বার্থতা এখন আর তর্কের বিষয়বস্তু নয়, সর্বজনস্বীকৃত তথ্য। খাদ্যশস্যের মূল্যে রূপগত বেড়েই চলেছে। চালের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বার্থতা বিনিয়ন্ত্রণের দ্বারা সরকারীভাবেই স্বীকৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শোচনীয় খাদ্যব্যবস্থার জন্য পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতিও একান্তভাবে তাঁকেই দায়ী করেছেন, রাজ্য খাদ্যমন্ত্রীকে নয়। মুনোফা-শিকারীদের সংগে যোগসাজসে বাজারে চালের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির জন্যে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই বার্থতার জন্যে কতখানি তার দায়িত্ব আর কতখানি রাজ্য খাদ্যমন্ত্রীর তা নিয়ে অনেক এক উঠতে পারে। কিন্তু জৈন মহাশয় সে তর্ক তোলেন নি। সকল দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। এবং তার ফলে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস গভর্নমেন্টের ম্যাদা বাড়ানো বই কমলো না। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যরক্ষার এই রকমের দৃষ্টান্ত গত বারো বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে আরও দুটি আছে। কিন্তু কোনো রাজ্য গভর্নমেন্টে একটিও নেই। সুপ্রমাণিত বার্থতার ক্ষেত্রেও শাসনযন্ত্রের দোহ জোঁকের মতো লেগে থাকাই প্রথায় দাঁড়িয়েছে।

সবুজ পাতার ডাক

প্রীহারীতরুণ দেব

একুশ

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার এবং সবুজ-দলের অন্য অনেকের প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর বাসভবন “ভূমিলালয়ে”—একথা পূর্বেই বলেছি। সে সাক্ষাতের তারিখ যে ২৩শে মার্চ, ১৯১৭, এ সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হবার জন্য আমার—এমনকি, সন্তান বোসের—স্মৃতিশক্তি কালের কুটিলগতির কাছে হার মেনেছে। কেবল ডক্টর সত্যেন্দ্র সিংহকে ঐ সময়ে ঐ ঘটনার একটা বিবরণ দিয়েছিলুম, তাই ঘটনাটির একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাক্ষী পাওয়া গেল, যার বলে বলীয়ান হয়ে বলতে পেরেছি যে, প্রমথ চৌধুরীর পত্র-দলের সাক্ষা সূক্ষ্ম বিচারে গ্রহণীয়।

বোলপুরে যাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার তাগিদ প্রমথবাবুর ২৮।৩।১৭ তারিখের চিঠিতে পাই। তবে যে-কারণেই হক, সে-ডাকে সাড়া দিতে পারিনি, তার প্রমাণ শমথবাবুর চিঠিতেই রয়েছে।

১ টাইট স্ট্রিট
বালিগঞ্জ
৪।৪।১৭
বংগাল

কল্যাণীয়েষু,

এ-যাত্রা ভূমি যে বোলপুরে যাওনি, তা একরকম ভালোই করেছ, কেননা, এ ব্যাপার তোমার শরীরে কুলোতো না—আমার ত কুলোয় নি।

আমি সেখান থেকে সশরীরে ফিরে এসেছি, কিন্তু সুস্থ শরীরে নয়। আমার সঙ্গীদের—বিশেষত বরদা ক্রিগণ সুরেশানন্দ ও ধূজাটির—স্বাধিকারগণ, অতিভোজন প্রভৃতি অকার্য্য করবার দুঃসাহস দেখে আমি অবাক হয়েছি। এরা দুর্য্যন্তর খাড়া জেগেছে এবং সেই

‘নাভানা’র বই

প্রকাশিত হ'লো



প্রতিভা বসু

নতুন উপন্যাস

প্রতিভা বসু বাংলা কথা-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। কোন গুরুভার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নয়, নরনারীর চিরন্তন প্রেমসত্তাই তাঁর প্রিয় বিষয়বস্তু; জীবনের উজ্জ্বল শূভক্ষণের আনন্দকণিকা আহরণেই তাঁর অফুরন্ত আগ্রহ। আধুনিক

প্রেমের পরিভাষায় প্রতিভা বসুর ‘মনের ময়ূর’, ‘মাধবীর জন্য’, ‘বিবাহিতা স্ত্রী’, ‘তিন তরঙ্গ’ মেঘের পরে মেঘ ইত্যাদি গ্রন্থের সরস ও স্বচ্ছন্দ কাহিনী-গুলিতে নারী-হৃদয়ের বিশেষ করে বাঙালী নারী-হৃদয়ের, যে কোমল নিকর রূপাঙ্কিত হয়েছে সমকালীন সাহিত্যে তার তুলনা বিরল।

..স মু দ্র-হৃ দ য়..

..স মু দ্র-হৃ দ য়..

‘সমুদ্র-হৃদয়’ প্রতিভা বসুর সবাধুনিক উপন্যাস। দুটি বিরুদ্ধ হৃদয়ের আশ্রয়গিরি থেকে এই অপ্রত্যাশিত কাহিনীর জন্ম। নবাব সুলতান আমোদের ভালো লাগার আলো কি করে ভালোবাসার আগুনে আহুতি হ'লো আর নবাবের সবুজমহলে বন্দিনী তেজস্বিনী সুলেখা তালুকদারের চিরসঞ্চিত অন্ধ আক্রোশ অবশেষে কোন অতলাস্ত মমতায় আকুল উদ্বেল, ‘সমুদ্র-হৃদয়’-এর নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিসমাপ্তিতে তা সজল বিধুর রেখায় আঁকা পড়েছে ॥ দাম : চার টাকা ॥

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র আর্ভানিউ, কলকাতা ১০

সঙ্গে সমান আহার করেছে। খাওয়াটা অবশ্য নিজের হাতে, কিন্তু ঘুমটা পনের হাতে—অতঃপক্ষে তে তাই হয়েছিল। এদের প্রসাদে আমাকেও দুর্ভাগ্যের জগতে হারিয়েছিল—ফলে আমার দেশের সকল শক্তি খারিয়ে পড়ছে। আজ আমাদের আপিস হয়ে দশ দিনের জন্য বন্ধ হবে, এই সুযোগে আমি তিন দশকের জন্য রাঁচি ঘুরে আসব মনে করছি।

তোমার লেখাটা দেখেছি,—এবার লেখাটি তেমন Smart হয়নি। আমার বিশ্বাস যে, আমি সেটিকে মেজে ঘামে কতকটা বন্ধন করে তুলতে পারি, কিন্তু তাহলে ওটি কতকটা আমার হাওড়া জিনিস হয়ে উঠবে। সুতরাং আমি চাই যে, তুমিই ওটিকে ফের হাতে নিয়ে নতুন করে গড়ে তোলো। তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি পারবুম যে, কি করলে তোমার dialogueটি চটকদার হয়। তবে আমি পরশু কলকাতা হতে চলে যাচ্ছি—সুতরাং ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করা তোমার পক্ষে সম্ভব হলে কিনা জানিনে। কাল বিকেলে অবশ্য আমি বাড়ি থাকব। যদি পনের ত সন্ধ্যার দিকে একবার এসে ভাল হয়। নইলে পরশু তোমার লেখাটি ডাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেন—তারপর আমি সেটিকে বদলে সদলে গেল আমাকে দেখতে দিয়ো।

ইতি—

প্রমথনাথ চৌধুরী

এই পত্রের মধ্যে আমার যে লেখাটির কথা প্রমথনাথ উল্লেখ করেছেন, তাতে আমাদের সবুজ সভায় যে-ধর্মের কথাবার্তা চলত, তারই একটা ছবির মতন পাওয়া যাবে। অবশ্য খুব ভাঙ্গা ফোটা এটা নয়। আমার মনের 'লেনস' বা 'লেন্স' সেরকম উজ্জ্বল ছিল না, আর আমিও যে সেবা ফোটোগ্রাফার ছিলুম, তাও বলতে পারি না। তবে নেইমামার চেয়ে কান্না মামা ভাল, এই প্রবাদ বাক্যের মতো নিলে আজকের দিনে সবুজ-সভার ইতিহাসের প্রসঙ্গে আমার এই রচনার পুনর্মুদ্রণের কিছু মূল্য থাকতে পারে। তাই আবার এখন ভাণ্ডাচ্ছি। রচনার কাল, সোলপার্নিমা, ১৩২০, অর্থাৎ ইং ৮/৩/১৯৭, যে দিন প্রমথ চৌধুরীও আমার একটি চিঠি লিখেছিলেন যেটি সবুজপত্রের ডাকে ইতিপূর্বে বেরিয়েছে।

॥ টি-পার্ট ॥

বাড়িগণ

অক্ষয়— হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার;
Chicago-ফরং।
ভূপেন্দ্র— সংগতিপত্র সাহিত্যিক।
সত্যব্রত— বিজ্ঞানে পণ্ডিত।

হিমালয়— ব্যারিস্টার।
পুণ্ডরীকাক্ষ— Antiquarian।
দেবকুমার— বেকার ও সবজ্ঞানতা।
স্থানঃ ভূপেন্দ্রবাবুর বাসভবন।

দে—(চা খেতে খেতে) আচ্ছা, আপনারা কি বলেন? চা-টী বেঁটা উপাদেয় হয়েছে, না?

পু—খাসা লাগচে ডার্জিলিং চাষের মতন flavour।

কু—তাই বটে। এখানে দোকানে যে-সব চা বিক্রী হয় তার চাইতে ভাল মনে হ'ল বলে খাসা ডার্জিলিং থেকে সেদিন দশ পাউন্ড নিয়ে এলুম।

পু—শখও ত মন্দ নয়। চা আনবার জন্যেই অতদূর গেছলেন নাকি?

কু—না, ততটা বেশা ধরে নি। বেড়াতেই গেছলুম; আসবার সময়ে খানিকটা চা সঙ্গে আনা গেল।

হি—কেন্দ্রে দেখেছেন? এই চা-ই আবার ডার্জিলিংয়ে তৈরী করলে এখানকার মত এত ভাল হয় না।

কু—বড় শীত কিনা।

স—এবার এখানে খুব শীত পড়েছিল, না?

পু—কেন্দ্রবারেই বা কম পড়ে?

স—ওইটে আপনারদের ভুল বিশ্বাস। খবরের কাগজে যে Meteorological report দেয় সেটা কি সম্পূর্ণ বাজে?

দে—তা না হয় মানা গেল যে খুব শীত হয়েছিল, আপনার গায়ে ত আর লাগেনি?

হি—ও আর শীত কি? বিলেতে এমন সময় বরফ পড়ে।

অ—তেনম শীত আমাদের দেশে না হয়ই ভাঙ্গা।

হি—কিসে ভাল? এদেশটা যদি আর একটা, ঠান্ডা এত তাহলে বাঙালীরা এত কাঁড়ে হয়ে যেত না।

অ—মানে, পুকেচেন না? শীতপ্রধান দেশের লোকেরা যদিও বেশী খাটতে পারে, এদের মধ্যে lunatics-এর অসুখের প্রাদুর্ভাব বেশী।

কু—তা আপনার মতন ডাক্তার থাকলে অসুখের বড় ভয় থাকে না। হোমিও-প্যাথিক ওষুধের সমস্ত গুণ হচ্ছে, তার দ্বারা রোগের উপশম হোক না হোক রোগের কৃশি হয় না।

অ—কি জানেন, আলোপ্যাথিতে সবই সবই অন্যকারে চিলে মারা। দেখবেন আর বিশ বছরের মধ্যে ওদের কেবল Surgery-টুকু থাকবে; আর ওষুধপত্র সব হোমিওপ্যাথিক হয়ে যাবে। এই এখনই দেখুন না, Injectionটা আমাদেরই "বিশেষ-বিষয়ক" principle-এর ওপর base করা। ওরা ওষুধ ফাঁড়ে দেন, আমরা গিলিয়ে দিই, এই যা তফাৎ।

দে—অনেকে আবার mixed treatmentও করেন। এই আমার এক বন্ধুর সেদিন গা-হাত-পা কামড়ে জ্বর এল; একটি ডাক্তার—নাম করব না—এক ফোটা Acouite ও একটি Aspirin-এর বড়ির ব্যবস্থা করলেন। জ্বর ছাড়লে দিনকতক রোজ সকালে এক মোড়া করে মক্ষরধনুজ মধু দিয়ে মেড়ে খেতেও বলে গেলেন।

অ—তাই বোধহয় কোনটাতেই বিশ্বাস নেই। অথবা জানতেন না যে, একটি ফোটা Rhus Tox 30th, দিলেই হাঙ্গামা মিটে যেত।

হি—আহ, কি বাজে বকছেন? চা খাবার সময় অসুখ ওষুধের গম্প করে মন খারাপ করবার দরকার কি? বিলেতে কোন পার্টিতে ওরকম গম্প করাটা বৈদ্যদর্শি বলেই গণ্য হয়।

দে—সেটা ঠিক। বিলেত, অতদূর যাবার প্রয়োজন নেই, আমাদের দেশেই মুসলমানদের ডিতর ওসব বলবার খোঁ নেই।

পু—হাঁ, মুসলমানেরা সবচেয়েই কায়দা-দোস্ত।

কু—তার মানে, ওদের জাতটা ত বেশীদিন পূর্বে স্বাধীনতা হারায় নি; সুতরাং কায়দা কানুনও বোঝে, virility-ও আমাদের চেয়ে বেশী আছে।

স—সে অলার কতকটা আহারের গুণেও বটে। এই ধরন না, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, এইসব খাওয়ার রেওয়াজ আজ-কাল হিন্দুর ছেলোদের মধ্যেও হয়েছে, আর তাতে করে তাদের শরীরও ভাল হচ্ছে।

পু—ও বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট মতভেদ আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ওসব গরম জিনিস খাওয়া যদি ভাল হ'ত তাহলে কি আমাদের শাস্ত্র নিষেধ থাকত? কি বলেন, অক্ষয়বাবু?

কু—অক্ষয়বাবু, হ্যাঁই বলুন আর 'না'ই বলুন, যা চলে গেছে তার ত আর চারা নেই? আর ঐ শাস্ত্র দেখিয়ে দেখিয়েই আমাদের দেশটা উদ্ধার গেল।

হি—You're quite right—ঠিক বলেছেন। ইংরেজরা অত বড় জাত কেন জানেন? ওরা কথুখনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে কথা কয় না।

স—কথুখনি না। ওরা গভান্গনিকের দাস হলে কি Science জিনিসটা তৈরী হ'ত? ওদেরই ঘরে ত বিজ্ঞান ডুর্ভিষ্ট হয়েছিল, আর আজ এত বড় হয়েছে।

পু—তা কিন্তু আপনি বলতে পারেন না। রামায়ণ মহাভারতের সময়ে aeroplane, machine-gun, asphyxiating gas, barbed wire entanglements, সবই এদেশে জানা ছিল। এখন আর

পুষ্পক রথ, অগ্নিবাহন, সম্মোহন বাণ,
নগ্নপাশ এসব কবির কল্পনা বলে
উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কোঁচিয়া
পড়লে জানা যায়, প্রাচীন ভারতে
যে রকম গুপ্তচরের বন্দোবস্ত ছিল
তা থেকে জন্মিবারে Spy System
কিছু শিখতে পারত। এমন কি
আখেরা Wireless Telegraphy
জানতেন এও প্রমাণ কর, যাহা।

কু—না: ততটা বোম্ব হয় সঙ্গে প্রমাণ
করতে পারেন না।

পূর্বে আর শক্তির কিছু আধুনিকায়িত
 তপসাব্যবস্থার বর পোনে যে, তাঁর
 অভ্যর্থিত সেবাক্রমে প্রদর্শন করলেই তাঁর
 "উদ্যম" ন্যূন, আর তিনি এসে হাজির
 হইবেন। এর ফলেই প্রমাণ হচ্ছে যে
 telegraphy ছিল। এবং যখন পূর্বে
 কালের কোন wire শক্তিতে প্রাচুর্য
 থাকিত, তখন নিম্নের telegraphy
 wireless ছিল।

ମ—ହାଁ, ଏ ଯୁକ୍ତିଟି ଆମର ଅବସ୍ଥା ବିନା
ଅଗ୍ନି ସନ୍ତରାଳେ telegraphyର ଦ୍ଵାରା
ଏହି ପୃଥିବୀ ତୁରନ୍ତ ଏକଦାରିତ୍ଵ ଏକକା
ବନା ଯୋଇ। ଆଉ ଏ Home ବା Man-
connected ବୋଲି କହିବା କରା ଉଚିତ୍ ଚିନ୍ତା।

ନେ—କେମିତି ପାରିବି ଏବଂ ରାଧାହେନ ନା !

[illegible]

ଡ଼ି ଏହି ଶାଳାଗିଷାଙ୍କ ଏକ ସମୂହ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେ
ଆମେରିକୀୟ ଆକାଶରେ ଯେ କେହି ସ୍ଥିତି
ସମ୍ବଳର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ତାହା
କହା ହେଉ, ଆମେ ଜାଣି Darius ଓ
Hall of a Hundred Pillars ଓ
ସମୂହ ଅନୁକରଣ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ
ଆମେ ଚିନ୍ତାକର୍ମୀ ।

সংকোচন দিন ইত্যাদি শব্দে যে ব্যঙ্গধ্বনি
সৌন্দর্যমান ছিলোনা।

পদ্ম কণ্ঠাটী একেবারে আঁকড়াই ঠাণ্ডাবোধ
না। যত বৃদ্ধমূর্তি পাহায়া যায়, তার
অমিকাক্ষেরই জোখ ছোট, কপাল
উচ্চ, নাক খোদা, আর গোঁফ নই।
যদিচ বৈদ্যব্রজুলোর গোঁফ আছে।
এই থেকে দূরা যায় যে, বৃদ্ধদের
Mogolian race এ কান্নগ্রহণ
করেছিলেন।

সে-তার কারণ এও হতে পারে যে, China, Japan, Burma Siam-এতেই বৌদ্ধধর্মের অধিক প্রচার। সুতরাং যারা বুদ্ধধর্মের বেশীভাগ গড়েন, তাঁরা নিজেদের নাকচোখাক আদর্শ ভেবে সিদ্ধার্থের প্রতি ভক্তি-বশত তাঁকে নিজেদের মতন করেই গড়েন।

ডু হার্ট, Mongolian art-এ ওদের
নিজাদের আকৃতি প্রকৃতি একটু
বেশী প্রকট। Mongolianদের আর-
একটা ব্যাপার দেখবেন, তাদের ঘরের
প্রত্যেক জিনিসটিতে সৌন্দর্যের ছাপ
আছে।
পু-সৌন্দর্যবোধ আমাদেরই বা কম
কিसे? তবু art শিখলে কোথেকে?

বর্তমান বৎসরে

প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনবদ্য স্মৃতি-
কথা 'বিগত দিন' দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার
লাভ করেছে।

বিগত দিন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩-৫০

॥ বেকুলের অন্যান্য পুরস্কারপ্রাপ্ত বই ॥

ভাৰাণসকৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ আৰোগ্য নিকেতন (বৰীন্দ্র ও আকাদেমী পুৰস্কাৰ) ৬০০, হাঁসুলীবাঁকৈৰ উপকথা (শৰৎচন্দ্র পুৰস্কাৰ) ৭০০, সংগীতগাণ ভাদুড়ীৰ জাগৰণী (বৰীন্দ্র পুৰস্কাৰ) ৭০০ ॥ মনোজ বসুৰ, চীন দেখে এলাম (১ম পৰ্ব ॥ নবসিংহ দাস পুৰস্কাৰ) ৩০০

मद। अकारि। ८

মনোজ বসু

সর্বাধুনিক দুটি উপন্যাস

मानस नामक शब्द ॥

রোমান্স হারিসরহস্য সৌজন্য-
আর্থিকত্ব — সভ্যতার মাজাঘাষা
নানান চেহারা। সংকট-মহাহত
হঠাৎ সমস্ত বরষে পড়ে, মানুষ-
জন্মের আসল মতি বেরোয়।
মহৎ শিল্পীর নৈবেদ্যিক লেখনীতে
কঠিন বিচিত্র চব্বির অপব্
উদ্ঘাটন। ৩-০০

॥ রক্তের বদলে রক্ত

দাঙ্গা চলছে লাহোর ও কলকাতায়।
 চিবকালের চেনা মানুষের একেবারে
 ভিন্ন রূপ। দুনিয়া চলছে, পা
 রাখ কোথায়? কিন্তু নীরব
 অন্ধকারের মধ্যে বিদ্রোহীশ্রী—
 মানুষ ভালো, মানুষ সুন্দর, আশা
 আর বিশ্বাস রাখ জীবনের উপর।

নীলকণ্ঠ । অদ্য ও প্রত্যহ

বু'পালী পদার্থ যাদের দেখে আমরা সোনারলী স্বপ্ন গড়ে
 তুলি, পদার্থ অস্তুরালে তাদের মেকআপবিহীন মন ও
 মূখের অনবদ্য মুকুর হচ্ছে অদা ও প্রতাহ। পাঁচ ঢাকা ॥

চিত্র ও বিচিত্র (৪র্থ মূদ্রণ সংস্করণ) : হরেকরকম্বা (দ্বিতীয় মূদ্রণ) ২-৫০

উপন্যাস

৳ায্যত মণিক বন্দোপাধ্যায় ৳-০০ ॥ উত্তরায়ণ বিতৃত্ত্বভূষণ মূখোপাধ্যায়
 ৳-৫০ ॥ মানমন্ড বনহুল ৳-৫০ ॥ বনহংসী প্রবোধকুমার সান্যাল ৳-৫০ ॥
 নীলাঞ্জন সর্বোক্তকুমার রায় চৌধুরী ৳-০০ ॥ শিলাপিপা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
 ৫-০০ ॥ স্বাথ-স্বত্থের ডেউ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৳-০০ ॥ শ্রীমতী কাফে সমাধেশ বসু
 ৬-০০ ॥ প্রদীপক সখীরঞ্জন মূখোপাধ্যায় ৳-০০ ॥ বস্তুর বিবি বারীন্দ্রনাথ দাশ
 ৳-০০ ॥ বহ্মীক নারায়ণ সান্যাল ৳-০০ ॥ মাথুর সর্বোক্ত বন্দোপাধ্যায় ৳-০০

বেঙ্গল পারলিশাস প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা বাব্বা

Mongolianদের মধ্যে জাপানীরাই ত সবশ্রেষ্ঠ? সেই জাপান ত গোড়ার ছিল একটা বাংলা উপনিবেশ মাত্র।

দে—Okakura-ও স্বীকার করেচেন যে, জাপানীদের আর্ট ভারতবর্ষ হতেই প্রাপ্ত।

ভূ—সেরকম ধরতে গেলে সব দেশই এদেশের কাছে ঋণী, এবং আমরাও অন্য দেশে কাছে ঋণী, আর আজকাল ঋণের তার আমাদেরই বাড়ছে।

পূ—আপনার কেবল এ একই কথা। আজই যেন আমাদের কিছু নেই—ইউরোপের কাছে ধার করছি। যখন ওরা বস্কল পরে বেড়াত আর বনের পশু শিকার করে খেত, তখন এদেশের লোকেরা কত সভ্য ছিল, সে-কথা একবারেই ভুলে যাচ্ছেন!

হি—কি ছিল না ছিল তা জেনে কি হবে? বরং কি আছে, সেইটাই ওপর নজর রাখা উচিত।

দে—ঠিক কথা। আমারও ত পূর্বে-পুরুষদের জমিদারীর আয় বখোঁট ছিল। এখন কি তা আছে? তাঁদের বড়মানুষের কথা এখন গল্প-কথার সর্মিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হে—আজ্ঞা, আপনারদের গেল কি করে?

দে—সে আর বলে কি হবে? দখে বড়বে বৈ ত আর কমেবে না। আমাদের তিনশ বছরের জমিদারী। দশ-শালা বন্দোবস্তের সময় আমার প্রাপ্তবয়স্ক হরকিৎকার, কোম্পানীর দেওয়ানকে ঘষ দিতে রাজী না হওয়ায় তাঁর জমিদারীর সদর খাজনা দশগুণ বেড়ে গেল। তারপর জমাগত ভাগ হয়ে এখন গেরস্তু দাঁড়িয়ে গিয়েছি। তাই ত বলছি, পূর্বে-গেরস্তুের কথা ভুলে যাওয়াই ভাল।

স—বেশ, না হয় তাই বিচার করা যাক না যে কি আছে।

ভূ—আমার মনে হয়, আমাদের পূর্বে-সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ দুটি জিনিস বজায় আছে,—the art of cooking and the art of music। এই দুই বিষয়ে ইউরোপ অদ্যাবধি আমাদের সমকক্ষ হতে পারেনি।

দে—ও দুটি art-এর কথা এক নিমেষে বলা কিন্তু inartistic হল। দৌদিন যেমন এক ভদ্রলোক লেকচার দিলেন, Poetry and Zoologyর ওপর।

ভূ—আমি ইচ্ছে করেই বলেছি—আমার রাধাবাণ শখ আছে, কেবল তাই জন্যে নয়। কোন দেশের যখন অধঃপতন হয়, তখন সব সোতে পারে, কিন্তু খাওয়া থেকে যায়। যেমন কোন লোকের বিষয়সম্পত্তি সব বিক্রী হয়ে গেলেও বসতবাড়িটি যেতে বিলম্ব

হয়। তবে হিন্দুদের সংগীতটা কেন এখনও বজায় আছে তার ঠিক কারণ আমি খুঁজে পাইনি। বোধ হয়, মুসলমান রাজাদের পেয়ারে।

হি—তাই সম্ভব। দেশের রাজা এবং দেশের বড়লোকেরা যদি পেয়ার না করেন ত কোন art-এরই উন্নতি হয় না।

ভূ—ভাড়াডা মোগল সম্রাটেরা আবার art-এর দিকে বেশী নজর রাখতেন।

দে—সব art-এর নয়। Architecture-এই তাঁরা ব্যক্তিগত উন্নতি করেছিলেন। ও জিনিসটা পূর্বে আমাদের তত ছিল না। অর্থাৎ সাজাহান বাদশা যে-রকম taste দেখিয়ে গেছেন, তার পূর্বে হিন্দুদের ত ওরকম ছিলই না, মুসলমানদের আমলেই কতকটা পূর্ণাভাস পাওয়া গিয়েছিল মাত্র।

পূ—তাজ-টাঙ্কের কথা বলচেন তা? সেও আজকাল সকলে স্বীকার করেন না। Havell সাহেব স্পষ্টই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাজের Architecture পুরোস্তুর বৌদ্ধ।

হি—Cooking, music, architecture সবারই উপর ত বড়তা হল; কিন্তু বাংলার যেটা সবচেয়ে সেরা জিনিস, literature, সেইটিই বাদ পড়ল কেন? রবীন্দ্রাবুর গুরুত্বকত করিতার অনুবাদ পড়ে যে সন্নয়ন জগৎ মধ্যে হয়ে গেল এটা তো কম গৌরবের কথা নয়। ভূপেন্দ্রাবুর একবিষয়ে কিছু বলা উচিত ছিল।

ভূ—দেখুন, সাহিত্যের—সে গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, দুটো দিক; form এবং spirit। অনুবাদে form থাকে না, কিন্তু spirit অনেকটা থাকে। Wickland যখন Shakspeare-এর জর্মন অনুবাদ প্রকাশ করেন, তখন সেইটে পড়েই Goethe বলেছিলেন যে, যার গদ্য-অনুবাদ এত সুন্দর তার মূল কথা নিশ্চয়ই অতি উঁচুদের; কেননা অনুবাদে মূল্যের সে শব্দসচিত্রা নেই যা মনকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রাবুর অনুবাদ পড়ে সব দেশের লোকেরাই মগ্ন হয়েচে, এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, ওর কাব্যের spirit সার্বজনীন। সেই spirit-টাই আর্টিস্টের নিজস্ব, এবং তার জন্যে আর্টিস্ট পূর্বে-সভ্যতার কাছে ঋণী নন। তাই সাহিত্যকে বাদ দিচ্ছলুম।

হি—কিন্তু Goetheর সময়ে আর্টিস্টরা সেরকম জাতীয় জীবনের সঙ্গে সংস্পর্শ না রেখে থাকতে পারতেন, Ibsen, Maeterlinck, Bernard Shawর সময়ে ততটা পারা সম্ভব নয়। তাঁরা Spirit of the age-এর স্রোতে গা

ঢেলে দিতে বাধ্য হলেন।

ভূ—এবং সেইজন্যই তাঁরা উচ্চ সাহিত্য গড়তে পারলেন না।

পূ—গড়লেই না কি লাভ হত? ওসব করে কি জাত বড় হতে পারে? নাটক পড়ার চেয়ে পাঁচখানা অল্প dynastyর ওপর বই পড়লে কাজ হয়। আমাদের হয়েছে কি, Nova Zembla-র কত ডিগ্রী ঠান্ডা, তা জার্মান, William the conqueror থেকে ইংলণ্ডে যতগুলি রাজ্য হয়ে গেছেন, তাঁদের নাম মুখস্থ বলতে পারি, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের date কি তা নিয়ে মূর্খ বিচার করে দেখি না। হি—তা বটে। আমাদের যা শিক্ষা হচ্ছে, তা যে একদেশপন্থী তার আর সন্দেহ নেই।

ভূ—মাফ করবেন, কিন্তু সেটার জন্যে আপনারাও অনেক পরিশ্রমে বাধ্য। এই সাহিত্য সমুদ্রে হেব নেদী পাশ হয়ে গেলেন, আর শিকলেন কিনা লা? দ্বারিক মিত্তির, রমেশ মিত্তির, সার রাসবিহারী, সার আশুতোষ, এঁরা এই-খান থেকেই যা আইন শিখছেন ও লোককে শিখিয়েছেন, এর চেয়ে কি আইন জ্ঞান আপনার বেশী হচ্ছে? লা? পড়তে বিশেষ খাওয়া national economy নয়। আইনের ব্যবসায়িক national point of view থেকে অর্থকরী নয়। কেবল একজনের টাক হালকা করে আর একজনের টাক ভারী করা।

হে—কিন্তু এক হিসাবে আমরা দেশের উপকার করছি। ধরুন, যদি আমরা ব্যারিস্টার না হতাম ত যে উচ্চ জাজা আমরা পড়ি, তা ইউরোপ ব্যারিস্টারদের পকেটে গেল।

স—তর্কিপি, যদি ব্যারিস্টার না পড়ে Science পড়তেন, তাহলে দেশের আরও বেশী টাকা লাভ হত পারতেন। দেশে যত উকীল-ব্যারিস্টার হয়, ততই লোকেরা মামলায় লিপ্ত হইত।

হি—কিন্তু দেশের লোকেরা কত বেশী মামলায় লিপ্ত হইত, ততই উকীল-ব্যারিস্টারের দরকার হয়।

ভূ—ও বিষয়ে এমন কিছু Statistics নেই, যা অস্ত্র্য করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তবে বিজ্ঞান-ব্যবস্থার করবার জন্যে সে সম্মত-মত প্রয়োজন, একথা অস্বীকার করা যায় না। বিবেচনা না গেলে কি আর জগদীশ্ব অত বড়-লোক হতে পারতেন? —গাড়ির ভাষা মানুষের বোধগম্য হত?

দে—ওটা আমি মানি না। গাড়ির ভাষা আছে, এ-আইডিয়াটার জন্যে সাগর পারে যেতে হয়নি।

হি—কেবল idea পেলো কি হবে? আইডিয়াকে কার্যে পরিণত করতে হলে

—বিশেষত Science—এ—ঘরের কোণে

বসে থাকলে চলবে না।

অ—একথা চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিষয়ে আরো বেশী রকম খাটো।

পূ—কেন, আয়ুর্বেদ ত চতুর্বেদের উপসংহার বলে স্বীকৃত হয়েছে। আজকাল আয়ুর্বেদ হলে মহামহোপাধ্যায় উপাধিও মেলে।

অ—কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না কবিরাজেরা নিজাদের মনগড়া “বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ” “আমরাফসী” ইত্যাদি নামকরণে বিরত হচ্ছেন, ততদিন আয়ুর্বেদকে Science বলেই মনে হবে না। কি বলেন, সত্যতরবার?

স—সে কথা সত্য। এতটাই প্রকৃত বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞান যেটাকে আজ সত্য বলে মনে নিচ্ছে কাল যদি সেটা মিথ্যা প্রমাণ হয়, বিজ্ঞান সেটা মিথ্যা স্বীকৃতি করতে বাধ্য। আয়ুর্বেদে কতদিন আগেকার ধারণা লিপিবদ্ধ রয়েছে, সে ধারণাগুলো একবার revise করে দেখে, এমন লোকও এখানে নেই।

ভূ—অনেক ক্ষেত্রে আমার আমরা পুর্বমত সংশোধন করতে গিয়ে শৃঙ্গটাকে অশৃঙ্গ করে ফেলি। এই যা বলছিলুম art of cooking আর art of medicine—এ জগতে আমাদের তুলনা নেই। রম্যর রীতি বা পাতার পদ্ধতিতে আমরা যদি কোন আধুনিক সত্তা দেখতে অনুকরণ করবুম, তাহলে সেটার খণ্ড খণ্ডে পেড়ুম না, আর চৈতন্যের মিটিং আলাপও শুনতে পেড়ুম না।

দে—অনুকরণ যেটা দৃষ্টি বিষয়ে কারি না তাই বলতে পারেন না। এই যে এখানে বসে চা, তেক, বিস্কুট খাচ্ছি, এটিকি সবদেশী ব্যাপার। আর সবচেয়ে ভাল যে সবদেশী গান, গান, সত্যে পুষ্পে ভরা... তার সুরটি ত শুনতে পাই সম্পূর্ণ বিদেশী।

হে—ওরকম আমাদের সবচেয়ে একটু—আধুর্—সাহিত্যিকানা চ্যালেঞ্জ। একটা চ্যালেঞ্জ ভাল। এই বাংলা গান, যা এত চমৎকার, তা করে থেকে হল। —যে ইংরেজরা আমাদের রাজা হলেন, আর গান-লেখকেরা ইংরেজী সাহিত্যের চর্চা শুরু করলেন।

ভূ—অবশ্য historically তাই বটে, কিন্তু এখন আর গদ্যে ইংরেজীর নকল করা উচিত নয়। বরং যদি নকল করতে হয় ত ফরাসী গদ্যকেই সামনে রাখতে হয়। ফরাসী ভাষা ও ফরাসী মেজাজের সংগে আমাদের যেমত বস্তু মিলে।

দে—Lord Lyttonও বলেছিলেন—The Bengalis are the French of Asia। বড় চারটিখানি কথা নয়।

স—কিন্তু ফরাসীদের যেরকম অধিনায়িকা চলেছে, ওরা যে পড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে না

তারই বা ঠিকানা কি?

ভূ—তাহলে আধুনিক সভ্যতারও সহমরণ হবে। ইউরোপে সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, প্রাচীনকালে গ্রীস, অধ্যয়ণে ইতালী, বর্তমান যুগে ফ্রান্স।

স—আর জার্মানি?

ভূ—জার্মানি এখন আধাবিস্মৃত। ‘জানাঞ্জে তার নয়ন আধার।’ সমগ্র পৃথিবী আজ তার বিরুদ্ধে খণ্ডহস্ত—তার গর্ব খর্ব

করতে উদাত।

সে—কিন্তু Science ওদের মতন কারও নেই।

ভূ—একজন ফরাসী থাকলে জবাব দিত যে, ওদের conscience-ও অনাসধারণ।

হে—এখন ওটা যাক। আমরা যেরকম Omniscient ভাবে কথাবতী কইচি তাতে ভুলে গেলে চলবে না যে, ঘামোবার সময় হয়ে এল। (প্রমথ)

সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হল

কলিতার্থ কালিঘাট

অবধূত

মুদ্রা: ১০০

সম্পূর্ণ প্রকাশিত

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	একান্ত আপন ॥	৪.০০
সরোজকুমার রায়চৌধুরী	শুরুসম্বন্ধ ॥	৫.০০
রমাপদ চৌধুরী	কথাকলি ॥	৩.০০

আসন্ন প্রকাশ্য

গৌরীকিশোর ঘোষ	মন মানে না ॥	৩.৫০
সমরেশ বসু	তৃষ্ণা (২য় সং) ॥	৩.০০
সন্তোষকুমার ঘোষ	মুখের রেখা ॥	৫.০০

অন্যান্য বই

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥	জলপায়রা ॥	৪.০০
রমাপদ চৌধুরী ॥	আপন প্রিয় ঐর্থ সং ॥	৩.০০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥	জনপদ বহু (২য় সং) ॥	৪.৫০
সুবোধ ঘোষ ॥	রূপসাগর (২য় সং) ॥	৪.৫০
	পলাশের নেশা (২য় সং) ॥	৩.০০
সৈয়দ মুজিব আলী ॥	ধূপছায়া (৬ষ্ঠ সং) ॥	৪.০০
মুজিব আলী ও রজন ॥	স্বপ্নমধুর (৩য় সং) ॥	৩.৫০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥	বহুবরণ (২য় সং) ॥	২.৭৫
	অপরূপা ॥	৪.০০
বিমল কর ॥	বনভূমি (২য় সং) ॥	৩.০০
সন্তোষকুমার ঘোষ ॥	পবনায় ॥	৩.৫০
কার্লিন্দিতরণ পার্ণাগ্রহাণী ॥	মাটির মানুষ ॥	২.৫০
(অনুবাদ—সুখলতা রও)		
শিবশংকর পিল্লাই ॥	দুকুনকে ধান ॥	৩.০০
(অনুবাদ—সুখলতা রও)		

বরণীয় লেখকের



ত্রি লে নী প্রকাশন

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

বরণীয় গ্রন্থের প্রতীক

কলিকাতা—১২

বিস্তারিত পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন। ডি. পি. অর্ডারে ই. মাস। অগ্রম দেয়।

অথই জলবাতাসে আলোর সমুদ্রে

অরুণ মিত্র

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি তোমার উপর পড়লে
তুমি কানায় কানায় ভরে উঠতে, পড়ন্ত বেলায়
একটুখানি রোদ তোমায় ছুঁলে তুমি সোনা
হ'য়ে যেতে, দক্ষিণ থেকে হাওয়া দিলে তুমি
মর্ম্মরিত হতে। এবার তুমি দিনের ভায়ে
চুরমার হ'য়ে গেলে। তোমার হৃদয়কে
কুঁড়িয়ে নিয়েছে অথই জলবাতাস আলোর
সমুদ্র। তাদের মাঝখানে আমাদের এই
ঘরটা আমি পাল তুলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

নৈসর্গিক

দুর্গাদাস সরকার

উশানী হাওয়ার তীক্ষ্ণ তীর
অস্থির দু' চোখে বিধে ধলায় ধলায়
ভেঙেছে তোমারো বৃকে শিরীষের শির।

ভিখিরীর হাঁড় বাঁধা শিরীষ-শাখায়
স্বভুর গোরব ছিল। পাতাঝরা কালেও রঙিন
ছিল ফুল ফোটার দিন,
তলে ধোয়ার কুণ্ডলী, রান্না। তার তবু ছিল গন্ধ-ঘেরা রাত।
নোতুন বধীর মুখে আধখোলা ঘোমটার মতো
পাখি-জাগা প্রথম প্রভাত। এখন সকালে
তুমি সদা শৈশবের দুটি ব্যগ্র চোখে
মেথিছিলে রঙ তার। কখনো ও-মসণ কপালে
জ্যেষ্ঠের ঝড়ের ঘূর্ণি, অথবা মৌসুমী
কোনো শোক দিবে পারে তা ভাবেনি তুমি।
মৌসুমী বাধেনি তাই, ঝড় তার করোনি ক জয়।
ডায়ার সীমায় শান্ত করেছ সঙ্ঘ
সে-গাছের ডালের কুঁড়ির ভরে ফুলে ফুলদানী।
পথে তার ডালভাঙ্গা দীর্ঘ শিরখানি
হঠাৎ চৌচির জ্যেষ্ঠ-ঝড়ে,
তুমি এলে তার কাছে ছুপচাপ অন্ধকার গোপন প্রহরে।

পোড়ো গাছে চমকায় বিদ্যে। তার স্বভাব দীর্ঘ ত্রিশটি বছর
সংলব্ধ ফুটিপথে। হাতে পাখিদের ভাঙ্গা বাসা। হত কাক।
টুকনো ভিমের খোলা। চূর্ণ হাঁড়। ঠান্ডা মৃত ঝড়।
তুমি দেখো, ডালে গড়া অন্ধরে তোমারো ভাঙ্গা ঘর।

বি হি হেসে ভিখিরীটা তোমাকেও ডাকে!!

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি । ৯ শ্যামচরণ দে স্ট্রীট । কলিকাতা ৯২

বলল, লাঠি। আমাল লাঠি। মাথব।
রামাকিন্টো বলল, ওর চাইতিউ ভাল
লাঠি আমি তুমারে বানারে দিবানে। লক্ষী
ছাওয়ালা। এখন নলচেভা দ্যাও দিনি। দাদু
তামাক খাবে।

না তামাক খাবে না। আমাল লাঠি।
মাথব।

রামাকিন্টোর অনেক কাজ। বাড়বিত্ততার
সময় নেই। সে বৃথা বিলম্ব না করে
নলচেভা নিয়ে নিল। শংখর খুব রাগ হল।
এ কি কথা। সে যে জিনিসে হাত দেবে,
অমনি ওরা ভেঁ মোরে সেটা নিয়ে নেবে!
বেশ, সে চায় না, এদের কোন জিনিসই সে
চায় না। প্রচণ্ড অভিমান হল তার। কেউ
তাকে দেখতে পারে না। কেউ না। কেউ
না। খানিকক্ষণ দূরত্ব অভিমানের জোয়ারে
সে ভেসে চলল। কদিন। হঠাৎ দেখে উঠানে
নৌকোটা পড়ে আছে।

শংখ উঠানে নেমে গেল। নৌকোটা
টেনে নিয়ে উঠনময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।
হ্যাঁ, এইবার একটা ভাল কাজই ত পাওয়া
গেছে। কিছুক্ষণ নৌকো টানবার পর থেগাল
হল, তার নৌকো খালি। ঘাটী নেই কেউ।
এসিক ওদিক চাইতেই দেখে ডুমার ধারে
নৌড়ি কুকুরের বাচ্চা দুটো খেলা করছে।
শংখ খুব খুশি হল।

ডাকল, আয় আয়।

ওরা সে ডাকে সাড়া দিল না। বারকয়েক
ডাকাডাকি করেও যখন ওরা এল না,
তখন শংখ নিজস্বই ওদের কাছে গেল।

ডাকল, আয়, নৌকো চুকি। আয়।

ওরা তবুও এল না। তখন শংখ একটা
বাচ্চাকে ধরে এনে ওর নৌকোর উপর
বসিয়ে দিল। তারপর আরেকটি বাচ্চাকে
ধরে এনে দেখে অন্যটা ততক্ষণে আরেক
জায়গায় চলে গেছে। শংখ বোকা বনে
গেল।

হাতের বাচ্চাটাকে নৌকোয় বসিয়ে, সে
তখন আগের বাচ্চার পিছনে ধাওয়া করল।
কিছুক্ষণ ছুটাছুটি করে যখন ওটাকে
ধরে নিয়ে এল তখন এটা আবার আরেক-
দিকে হাটী দিয়েছে।

সে ডাকল, আয় আয়।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। শংখ মহা
মুশকিলে পড়ল। সে একটা করে বাচ্চা
ধরে এনে নৌকোয় বসায় ততক্ষণে আরেকটা
অন্যদিকে হাটী মারে। দৌড়ে দৌড়ে সে
হয়রান হয়ে পড়ে। বিরক্ত হয়ে উঠল। তখন
একটা বাচ্চার পেটে মারল লাথি। কেউ
কেউ করে সেটা আত্নানাদ করে উঠল।
বা রে! এ ত বেশ খেলা। মারল আরেক
লাথি। বাচ্চাটা কেউ কেউ করে আশার
ক'কাতে লাগল। বাঃ বাঃ! খুশিতে কেটে
পড়ল শংখ। হাততালি দিয়ে হাসতে
লাগল।

বাচ্চাটাকে শাসতে লাগল, আর দুটো
কব্বিও দুটো কব্বি।

আবার মারল লাথি। আবার, আবার।
বারবার লাথি মারে শংখ, বারবার অমনোদ
করে উঠছে ছোট কুকুর ছানটা। আর
খুব মজা লাগছে তার। চেঁচামেচি শুনে
গিরিবালা বেরিয়ে এল। শংখকে কুকুরের

দানা ছাড়াখাটি করতে দেখে বেজায় রেগে
গেল।

ডাক দিল, খুকা, উঠ আয়। অসভা
কোথাকার। কুকুর ছেনতিহ। উঠে আয়
পিচেশ।

শংখ থাকে দেখে নালিশ করল, মারব।
দুটো। মারব।

থাক, তুমার আর শাসন করতে হবে না।
তুমি এখন আসো দিনি। কাদা মাখে একে-
বার ভুত হয়ে উঠিহ। আসো চান করায়ে
দিই। গিরিবালা শংখকে হিড়হিড় করে
টেনে নিয়ে গেল। তার এখন অনেক কাজ
থাকি।

বড়মার জনর, চাঁপার জনর। মাল্লোরায়
পাড়ু করেছে দুজনকে। খুব ভোগান্তি
বাচ্ছে। ফুলির মা, ফুলিও নেই। মেয়েকে
নিয়ে বধরখানেক হল শবশুরবাড়ি গিয়েছে
ফুলির মা। ভোট কাকিমা কাকার ওখানে।
কাব: কিবরগাছার বদলি হয়েছেন। প্রায়
মাসখানেক ধরে শবুদসই সর্দারিক সামাল
শিঙিলেন, গিরিবালা আসতে তার পরি-
শ্রম একটু লাগব হয়েছে।

এবারে বাপেরবাড়িতে এসে গিরিবালাকে
খুব খাটতে হচ্ছে। ফরসত মোটে পাচ্ছে
না। তড়াহাড়ি করে বাবার ইচ্ছার ভিত
রোধে দিতে হয়। দুটো বোকাই সেবা
করতে হয়। মাকে মাকে, চান ফরতে গেলে,
যান তখনও বিরে হচ্ছে। সে যে কাকের-
বরতে হয়। মাকে মাকে, চান ফরতে গেলে
পরেতে না। সার্বজনিক আসনি। এরই মধ্যে
সে ফেরে রানত হয়ে পাচ্ছে।

তিন বছর সে মাসনি বার চাপস
এইতিন বাপেরবাড়ি। সে ভাবিটা ভেজোত
সেটা ত তিনবছর আগেকার। এর মধ্যে কত
পরিবর্তন হয়েছে। এ সময়েরের তার কোন
মজবুত ছিল না। মদীর মাটি নরাকে দেখে
তাই সে তার আশার হয়ে গিয়েছিল। সে
নরাকে সে বছর তিনবার আগে দেখে গিয়ে-
ছিল, আর এবারও এসে সে নরাকে সে
দেখা। দুইয়ের মধ্যে প্রায় আকাশ পাতাল
বেরত। তারপর এখন গিরিবালা ক'কাতে
পারেছ, শংখ নরারই নয়, ওখানকার সব
কিছুই পরিবর্তন হয়েছে।

শবশুরবাড়ি যখন ছিল, তখন তার
বাপেরবাড়িটাকে তুলনায় অনেক উচ্চতর
বলে মনে হত গিরিবালা। এবার সে বাপের-
বাড়ির সঙ্গে শবশুরবাড়ির বিশেষ তফাৎ
কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সেট আজ আনা
আজ-খাওয়া এখন এখানেও শুরু হয়েছে।
বাড়ি ঘরের বাইরেরকার চেতারাও অনেক
খারাপ হয়ে গিয়েছে। আগে বারবাড়ি আর
ভিতরবাড়ির মশেকার চোগারের বেড়াটা
সব সময় মজবুত থাকত। এবার গিরিবালা
এসে দেখল, বেড়াটা জরাজীর্ণই শব্দ হয়ে

শচীন্দ্রনাথ মিত্রের

বন্ধু মঙ্গলী

মৃগাস্তর বসেন—করাসী বিপ্লবে—
সুসাহিত্যিক শিল্প শচীন্দ্রনাথ মিত্র এমন সরস ভাষায় বর্ণনা করেছেন—এক ও তখনই হল
হওয়া সত্ত্বেও যার সাহিত্যিক সোনা আনা বজায় আছে। মোড় আর গাংসার পক্ষের
স্রোতে ফরাসী দেশের উদ্ভাবনার গোপনীয় যখন হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, গরীব জনসাধারণকে
যারা কুকুর বেড়াগের চেয়েও অধিক ভাবছেন, অকস্মিক তাদের অসংখ্যের বাইরে
আম্রাভূতি দিতে হল রানী মারীয়া পাইয়ামের ও হার সপারী চোখু শাইকে ও
তার আত্মীয়স্বজনদের। মারীয়া পাইয়ামেরকে উপলক্ষ করে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত
হলেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল লামা নামে একজন বারবাণী। তার সুপের
ফাদে অনেক সম্ভ্রান্ত পাছে দগা পড়েছিল, তাদের ক্রীড়ন করে লামা নিজেকে
“সমাজের” প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অসমর্থ সাধন করেছিল। ভাল জরায়ুর থেকে শব্দ
করে এমন কোন কর্ম নেই এই উচ্চাভিলাষী রানী মা করণি। রানীর স্বাক্ষর
লাগ করে বহুসংখ্য নেকবেস নিয়ে সে নির্ভরগড়ে সরে পড়েছিল। কিন্তু সামান্য
একটু ভুলের জন্য সে দগা পড়ে। তার দগা পড়া এবং নেকবেসকে কেন্দ্র করে
এই আন্তর্জাতিক ভুজান উঠাছিল — বিপ্লবের দগা দিয়ে তার পরিচয়ান্বিত হয়।
সেই গোমাগুরের হদমগারী কাঁচনী লেখক চিত্তাকর্ষক ভাষায় বর্ণনা করেছেন। প্রচুর
চরিত্রের ভিত্তেও প্রতিটি চরিত্র দক্ষীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। পুণশন্দু পঠীর আঁকা
প্রচ্ছদটিও মনোহর। মূল্য মাত্র আড়াই টাকা।

পরিবেশক পুস্তক, চ-১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

(সি ৮৮২০)

ওঠেনি, একপাশে হেলে পড়ায় ফলে ভিতরের আর, প্রায় নষ্টই হতে বসেছে। পিসিমা অনেক খিটখিটে হয়ে উঠেছেন, বডমা চাপা রুদ্র শীর্ণ, বাবা অনেক গম্ভীর, জেঠা-মশাই চিন্তার ভারে নুঞ্জে। সব মিলিয়ে এখানে এখন যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সেটা যেন দিক আগের মত গিরিবালাকে সোৎসাহে আমন্ত্রণ জানাল না, যেন আগের উষ্ণতা অনেকখানি মিইয়ে গিয়েছে।

বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে যত রকমের পরিবর্তন চোখে পড়ে ভিতরে ভিতরে অত পরিবর্তন হয়েছে কি না গিরিবালা জানে না। সে শুধু অনুভব করেছে, এই বাড়িটা তার কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে। সেটা কার দোষ, তার না এ বাড়ির, গিরিবালা তাও জানে না। শব্দশূন্যতা ছেড়ে এখানে আসবার জন্য তার প্রাণটা কেন যে এত আকুল বিকুল করত, এখন যেন সে তার সংগত কোন জোরাল কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। শব্দশূন্যতা থাকতে সে ভেবেছিল, ভূষণ একবার তাকে ব্যাপারটা নিয়ে এনে ফেলুক, তারপর গিরিবালা দেখবে সে কেমন করে তাকে চান্দাগান্না নিয়ে যাক।

এই ত ভূষণ তাকে এখানে রেখে এখন কলকাতায় গিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে এসেই তাকে সন্ধ্যা নিয়ে আসমা ডাল খাব। শব্দশূন্যতা থাকতেই গিরিবালা মনে মনে অনেক স্মৃতি এঁটে এনেছিল। তার পক্ষে শ্রীমস্ট্রী না থাকলে মরুপক্ষে অনেক মকড়টা কারণ সে তৈরী তার রেখেছিল। কিন্তু, এখন তার মত ভীষণ নোংরাও যেন মনে হচ্ছে, স্মৃতিই কেনসব আত্মহত্যার কোন মানে নেই। শব্দশূন্যতা থাকতে বরং তার মনে হতে, ব্যাপারটাটাই দৃষ্টি তার সবচেয়ে বড় অগ্রহ। এখন তার মনে হচ্ছে চান্দাগান্না গেলেও সে এমন কিছু জাল পড়বে না। অর্থাৎ ব্যাপারটাটির এই পরিবেশে সে আসসা এমন কিছু, খুঁটির ফোর পেল না যা তাকে শ্রীমস্ট্রী যেতে প্রবল দাখা দিতে পারে। বরং উল্টাই হল। এরই মধ্যে গিরিবালা মনে মনে, ভূষণ কবে আসবে, তারই জন্য যেন তৈরী হয়ে বসে থাকল।

আর্টহিশ

জরুরটা যখন আসে তখন কিবু এত কষ্ট হয় না বড়বউয়ের। মাঝে মাঝে শব্দশূন্যতা বরং ভালই লাগে। কেমন এক রকম নেশার মতন। হয়ত রাধিতে বসেছেন কি, বাসন মাজতে, কি কাপড় নিয়ে গেছেন পুকুরে কাঁচতে, অমনি বড় বউ টের পেলেন তার রাস্তা কেমন যেন এক অস্থিরতা জেগে উঠতে শুরু হয়েছে। বুঝলেন জ্বর আসছে। ম্যালেরিয়া এমনি করেই আসে। বড় বউ আর বিশেষ বিলম্ব করেন না। যতটা

টাটার ও-ডি-কোলন ও ও-ডি-কোলন সাবান



সেই স্নিগ্ধ পরশটুকু

টাটার ও-ডি-কোলন স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে সমান আনন্দদায়ক। এর চাড়া স্নিগ্ধ ভাব আপনাকে সব সময় ফুটি এনে দেবে।

টাটার ও-ডি-কোলন সাবান। এই সাবানটি গন্ধেও মনোবর্ম। বিশেষ ধরণের সোনালী মোড়কে মোড়া যাতে এর সতেজ ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে।

টা টা র তৈ রী — তা ই নি শ্চ য ই ভা ল।

সারেন হাতের কাজ আড়াআড়ি চুকিয়ে দেন। জানেন, কপালের রং দুটোর টিপ টিপোনি শব্দে হলেই কম্প দিয়ে এসে পড়বে জ্বর। তখন আর দিশেবিশে পাওয়া যাবে না।

তাই বড় বউ সময় থাকতেই সতর্ক হয়ে দাঁতেন। জ্বর আসবার লক্ষণ দেখলেই হাতের কাজ চুকিয়ে ফেলেন। এমন কি দাঁতে খানিকটে গুড়ো ঘষে নিতেও ভালেন না। তার পর হয় চাঁপাকে নয় অন্য কাউকে, যে তখন হাতের কাছে থাকে তাঁকেই বিছানাটা পেতে দিতে বলেন। তার পর পাতা বিছানায় শুতে না শুতেই ম্যালেরিয়ার কম্প শব্দ হয়ে যায়। দারুণ শীত করতে থাকে। লেপের উপর লেপ, কাঁথার উপর কাঁথা চাপা দিয়েও শীত মোহন যায় না। চাঁপা কি ফুলি, ফুলির কি শব্দনা জোর করে ঠেসে ধরলেও লেপ থামতে পারা যায় না বড়বউয়ের।

জ্বরের তাপ বাড়তে থাকে। গায়ে যেন খৈ ফুটছে। ভুজায় গলা শুকিয়ে আসে। বুক খাঁ খাঁ করতে থাকে। কানের ভিতর হাজার হাজার ঝিঝি পোকায় ডাক শোনা যায়। মাথার দপদপানি শতগুণ বেড়ে যায়। তার পর জোরার ভেগে বন্যা, মহাশাবন। বড়বউয়ের শরীরটা শক্ত শক্ত খাজায় ভেগে পড়তে থাকে। খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে ওঠে। তার পর কখন যেন দেখবার বোঝবার ভাববার অনুভব করবার কমতাও বিলুপ্ত হয়। চেনা জগতটা তালিয়ে যায়। অনেকক্ষণ আর কোন কিছুই সাড় থাকে না।

ইঠাৎ এক সময় চৈতন্য ফিরে এলে বড়বউ দেখেন তার নিজস্ব দেহটা লেপ-কাঁথার বিরাট স্তুপের ভিতর বন্দী হয়ে গলগল করে ঘামছে। বিশ্বাস মুখ, অবসর দেহ। নড়তে চড়তে আর ইচ্ছে করে না।

মনে হয়, কোন এক থিংস দৈত্য ছেঁচে খেঁতলে তার দেহ থেকে রস বের করে নিয়ে ছিবড়টো নহনজালিতে ঘেঁষে দিয়েছে। এই সময়টা খুব খারাপ লাগে বড়বউয়ের। খুবই অসহায় অসহায় টেকে। আর কেবলই সুধার কথা মনে হয়।

কেনন আছে সুধা? এত করে লেখা হচ্ছে বাড়ি আসার জন্য, আসছে না কেন? কতদিন আসিনি সুধা। এক বছর, দু বছর, এক যুগ। আর কি আসবে না? আসবেই না? যদি হঠাৎ মরে যান তিনি, সুধার মুখখানা ত আর দেখতে পাবেন না। পাবেনই না? সর্বনাশ। খুব হৃদয়ভেদ করতে থাকে। শীর্ণ নিস্বেদন চোখ দুটো দিয়ে অবিরলধারে জল ঝরে পড়ে।

সুধাকে নিয়ে কত আশা ছিল তাঁদের। এখনকার পড়া শেষ করে কলকাতায় পড়ার আশার ধরেছিল সুধা। বড়বউয়ের মোটে মত ছিল না। মাজেবাবুর কথা মনে ছিল তাঁর। কলকাতা সম্পর্কে মহাভয় ছিল। কলকাতায় গেলে ধর্মধর্ম লোপ পায় বলে ধারণা ছিল বড়বউয়ের। তবুও মাজেবাবুর কথার উপর ভরসা করে বুক বেঁধেছিলেন তিনি। সাহস করে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন ছেলেকে। শেষ পর্যন্ত কলকাতাই গ্রাস করল সুধার। যা ভর করেছিলেন, তাই হল। কই, এখন মাজেবাবু, কোন কথা বলেন না কেন? সুধা সুধা করে তার প্রাণ যখন বেরিয়ে যাবার জোগাড় হচ্ছে, তখন এমন দিতে পারছেন না কোন তাঁরা ছেলেকে? খুব ত সাহস দিয়েছিলেন তখন।

মাঝে মাঝে বড়বউয়ের মনে হয়, সুধা হয়ত বেঁচেই নেই। সবই মনে তাঁকে দৌঁকা দিয়ে রেখেছে। বেঁচেই নেই সুধা? হ্যাঁ, হ্যাঁ! এ কী অলক্ষণে জ্বরনা। তবিশে কোটি দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন বড়বউ, জগত দেবতাদের কাছে মানন করেন সুধারের তাঁর দেহকে ফিরিয়ে নিতে। বুক চিরে বুক পোনে পোনে পাতে ঢালে।

কখনও মনে হয় দেখাপড় না দেখানোই উচিত ছিল সুধাকে। কোলের ভেলে তা হাল কোলেই থাকত। কামি ভাষা দেখত। দিকে দিকে দিতেন তার। এতদিনে যেটার বউ নাকি নাহিন নিয়ে সাধের ঘর বাসে যেত। লেখাপড়া না শিখলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত। লেখাপড়া শিখ এই ত হল, সে মা বাবাকে পর্যন্ত গেরাখি করে না। নিশ্চয়ই সুধা কলকাতায় কোন বড় রকমের কলেজকারী টেলিফোনকারী ঘটিয়ে বাসেছে। নইলে আসছে না কেন বাড়িতে? বড়বউয়ের মন বলছে, কিছুর একটা ষাটো সুধার। কিস্তদিন ধরে তার মনটা কেবলই কু গাইছে। চিঠির পর চিঠি লেখা হচ্ছে বাড়ি এস বাড়ি এস বলে, কোন সাহসে সুধা তা উপেক্ষা করছে? এর মধ্যে দু

মাথাধরা,

শৈশী ও গ্রন্থির বেদনা,

সর্দি-জ্বর ও ইনফ্লুয়েঞ্জা

নিরাপদ ও
নিশ্চিত

আরামের জন্য

এলজিড



বেঙ্গল ইন্ডিউনিট
কোঃ লিঃ

তিনটে ভাল ভাল সম্বল এসেছিল ওর। বিনোদপুরের অক্ষয় ঘোষের মেয়েটাকে ত পছন্দও হয়েছিল কতীদের। মেয়ের বাবারও এখানে বিয়ে দবার খুব ইচ্ছে ছিল। দেড় বছর ধরে ঐ বুলোকাউলিই না তারা করেছে। কিন্তু বিয়ে যে করবে, তাকে ত ভিজানই গেল না। ঘোষণা মাসে তারা সে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে।

তবে কি সূদা কলকাতায় বিয়ে যা করেছে? তাঁদের না জানিয়েই বিয়ে করে বসবে সূদা? না না, তা কি হয়? তা কখনও সূদা করবে না। বিশ্বাসই বা কি? বড়বউ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। আজকালকার ছেলোদের মতিগতির কি কিছু ঠিকঠিকানা আছে। এই ত আজ বড়র দেড়েক ধরে কমাগত ভুগছেন বড়বউ, করে হয়ত একদিন পট করে ধরে যাবেন সে সব কথা সূদাকে লেখা হয়েছে, সূদা জানে, তবু কি একবার এসেই চোখের দেখা দেখবে? তার তাঁর অসুখের কথা শুনেও একবার তাঁকে দেখে যাবে না সূদা, বড়বউ কি একথা মৃগাকরেও কখনও ভাবতে পেরেছিলেন? যেখানে এ কাজ পারে, তার অসাধ্য এ জগতে আর কি আছে?

বড়বউই শুন্য সূদা সূদা করে বলাই করেন। সূদা মার কন্য কচিকলসাতাও ভাবে না। যেত যে পুণ্যপন সেখন সূদাকে ঘিরে, শিল্পক নিম্নলিখিত হয়ে যে সমস্ত পণ্ডে থাকেন তখন, তার কি সম্মানসংখ্যা আছে।

আরও এই ত বিজ্ঞান জ্ঞান করত। একটা, দুইটা বইসেই এসেছিল। সেখান থেকে সূদার মনের অচিন্তনা দেহটা কাঁপে করে ধরে আসে। গাড়ি ধরতে পারেনি ভয়, যেহেতু হেঁচকি বসকত। তখন এসে পড়ে সূদার মনের মাথাটা সমস্ত গোল গোলগল করে ধর পড়তে। বসকতের এমন একে শোভন হয়। বসে বসেই ভাবেন গেল উঠন ভাবেন গেল। হুত্বহুত্ব করে বাঁধি পড়ে উঠন একগলা জল দাঁড়িয়ে গেল। সূদার বসে সেই জল জল হয়ে উঠল। বড়বউ রোগ্যের ছিলেন। তাড়াতাড়ি করে সেই গলা জল ভেতগ গুলোয় বসকতের উঠতেই আঁতড়া খেয়ে তিনি সূদার গায়ের উপর পড়ে গেলেন। সূদার দেহটাও এমন পিছলে জলে পড়ে গেল আর কে যেন বলে উঠল, হা অভাগী, ছেলেরে জলে সোঁসে ফেল দিল। বড়বউ তাড়াতাড়ি করে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেন সূদাকে আর এমন জলে প্রবল স্রোতের টান উঠল। হুত্বহুত্বের মধ্যে সূদা ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বড়বউ, ওর ধর ধর বলে চোঁচিরে উঠলেন। তাঁর তন্দ্রা ভেঙে গেল। ভয়ে আতঙ্কে থরথর করে তাঁর শরীর কাঁপতে লেগেছে। বকে অশ্রুর অশ্রুর করছে।

বড়কর্তা পাশের ঘরে ছিলেন। চাঁৎকার শব্দে এ-ঘরে এসে পড়লেন। বড়বউয়ের ভাবগতিক দেখে বড়কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল?

বড়বউ শ্রান্ত চোখে বড়কর্তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন। তিনি তখনও হাঁপাচ্ছেন।

বড়কর্তা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে ও বড়বউ? এমন করে চোঁচিরে উঠলে কান?

বড়বউ একটা বীশ্ববাস ফেললেন। যেন প্রকৃতিস্থ হলেন খানিকটা। তার পর করুণ করে কোঁদে ফেললেন।

একটু পরে খানিকটা সামলে নিয়ে বসলেন, তুমি মানুষ না গো, পাশা। আজ পর্যন্তও আমার সূদারে আনে দিতি পারলে না।

বড়কর্তা বসলেন, চিঠি লিখলি হারাম-জানি জবাব দেয় না। করব কি কও?

বড়বউ বসলেন, এক কাজ কর, আমাকে কলকাতায় নিয়ে চল। আমার মনটা বড় উতলা হয়ে পড়ছে। ওগো, আজ যাচ্ছেতাই পদপন দেখছি। নিয়ে যাবা আমারে কল-কাতায়?

বড়কর্তা বসলেন, কলকাতায় যাওয়া কি মত্বর কথা বড়বউ? আমি ছাই কিছু

একো-টগণ অর্ডারের সঙ্গে ২৫% টাকা অগ্রিম পাঠাবেন।
জলসা : ৫বি ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা-১৪

চিনিউনে। উতলা হয়ে আর করবা কি?
কিপালে যা আছে তা কি খণ্ডাতি পারবা?

দেখি জামাইর ত কয়ে দিইছি, কলকাতায়
যায়ে যেন সে নবাবের সঙ্গে দেখা করে।
জামাই ত এই পথেই ফেরবে, যেন তারে
ধরে নিয়ে আসে।

বড়বউ বললেন, জামাই কি চিঠিপতুর
কিছু দেছে?

বড়কর্তা বললেন, মহা ত কিছু কল
না। আসেনি বোধ হয়।

আরে ও কি, ও দাদু, ওষুধির শিশি
পালে কেন?

শংখ চাঁপার মিকশচারের শিশিটা দু
হাতে ধরে থপ থপ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে
পড়েছে। বড়কর্তা তাড়াতাড়ি ওষুধের
শিশিটা নিতে গেলেন। শংখ দিল না। বড়-
বউয়ের কাছে সরে গেল।

বড়কর্তা বললেন, দিয়ে দাও দাদু,
দিয়ে দাও। ওষুধ নায় না।

শংখ বলল, ওচুদ নে না। দিদি খাবে।
দিদি অচুখ।

বড়বউয়ের হাতে শিশিটা দিয়ে সিল
শংখ।

বলল, দিদি অচুখ, দিদি খাবি, ওচুদ
খাবি।

অমনি বড়বউয়ের মনের গুরুভার
অনেকটা লাঘব হয়ে গেল। মুখে হাসি
ফুটল। ঐটুকুনে ছেলের বৃন্দ্বিটা দেখে
একবার। ঠিক ধরেছে কেমন? আমার
অসুখ, আমাকেই ওষুধ খাওয়াতে এসেছে।
বললেন, হ্যাঁ দাদু, ওষুধ খাব। তুমি
এতক্ষণ কেনে ছিলে?

শংখ বললে, ওচুদ খাবি, ওচুদ খাবি।
বড়বউ শংখকে কাছে টেনে নিলেন। ওর
গায়ে মাথার হাত বাড়িয়ে দিতে লাগলেন।
সেখেন, মাথায় কত ময়লা। জট পড়ে
যাচ্ছে। চুলগুলো ভাল করে আঁচড়িয়ে না
দিলে মাথায় যে খার্বিক পড়বে। কিন্তু
দায় কে? তিনি ত বিছানায় পড়ে। চাঁপাও
পড়েছে। সেচারি বাড়ি! দু দিনের জন্য
সেড়াতে এল, আজ বাদে কাল চলে যাবে
কোন মগের মূরুকে। কোথায় হাত পা

ছাড়িয়ে বিশ্রাম করবে দু-দিন, না এসে
ইস্কতে হোসেনে ঢুকে হাঁড়ি ঠেলতে
লোকেছে।

গিরিবালা এক জামাবাটি গরম সাবু
রেখে নিয়ে ঢুকল। কাগজি লেবুর গন্ধ
ছাড়াই সাবুর বাটি থেকে।

বড়বউ গিরিবালাকে হাসতে হাসতে
বললেন, ও বাড়ি, এই দাখ, তোর ছেলে
কেমন ডাক্তার হয়ে উঠিছে। ওষুধির
শিশিডে আমারে দিয়ে কয় কি, দিদি ওষুধ
খাবে। দিদির অসুখ।

কথাটা শুনে শংখ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,
দিদি ওচুদ খাবে। দিদি অচুখ।

বড়কর্তা বললেন, ডাক্তারের বিটা ত।
বাপকা বিটা সিপাহীকা ঘুড়া, কুচ মেহি
ত থুড়া থুড়া।

ঘোড়ার কথা কানে যেতেই শংখ বড়-
বউকে ছেড়ে বড়কর্তাকে ধরল।

দাদু গোড়া।
বড়কর্তা বললেন, ঘুড়ার চড়বা।

শংখ লাফাতে লাফাতে বলল, গোড়া
চব্ব। দাদু গোড়া।

গিরিবালা হেসে ফেলল।
বলল, আপনি আবার হাডাতেরে শাগের
ক্ষেত দাখালেন ত।

শংখ ততক্ষণ বড়কর্তার হাত ধরে
টিনাটানি শুরু করেছে।

দাদু, গোড়া চব্ব। গোড়া দে।
বড়কর্তা বললেন, তবে চল যাই দাদু,
দুজনে মিলে ঘোড়া ধরিয়ে।

বড়কর্তা শংখকে নিয়ে যাবার উপক্রম
করতেই গিরিবালা বলল, জেটামশাই রামা
হায়ে গেছে কিন্তু! চানটা সারে ফ্যালেন।
ওরা বোরিয়ে যেতেই বড়বউ সাবুর বাটি
কোলে করে ছেলমানুষের মত খুঁত-খুঁত
করতে লাগলেন।

সাবু আর মুখ তুলে যায় না রে মণি।
বমি আসে। আমি বরং চান্ডে ভাতই খাব।
গিরিবালা হাসতে হাসতে বলল, তুমি
যে চাঁপার উপর দিয়ে যাও। চাঁপা তবু ত
সাবুর পায়ের পালিই খুঁশ হয়।

বড়বউ দ্বিরুক্তি চেপে বললেন, দিদির পর
দিন এ ভাই কি গিলা যায়।
গিরিবালা বলল, জরুরা না ছাড়িল ত
আর অপরাধা দেবে না ডাক্তারে। ন্যাও,
খায়ে ন্যাও। আমি লেবু টেবু দিয়ে সরবত
বানিয়ে আনিছি। খারাপ লাগবে না।

বড়বউ আর দ্বিরুক্তি না করে ঢকঢক
করে গিলে ফেললেন সাবটুকু। তার পর
মুখ মুখে শব্দে পড়লেন।

ভূষণের চিঠি এসেছে। ভূষণ মেজকর্তাকে
লিখেছে :
প্রীচরণকমলেশ্ব,

বাবুজি, আমাদের যাবার দিন স্থির
হইয়াছে। এই সপ্তাহের শেষেই চা-বাগান

শ্রীসুন্দরীতরঙ্গমহোদয় প্রণীত

অপ্রকাশিত ঐতিহাসিক উপনাস এই প্রথম প্রকাশিত হইল

প্রবাস ৩ টাকা লুৎফ উল্লা ৩.৫০ টাকা

ডাঃ শ্রীসুন্দরীতরঙ্গম চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত

শাস্ত্রবর্তী পাঠাগার, ৬এ, রথানন্দ মল্লিক পল্লি, কলিঃ ১২

ডি এম লাইব্রেরী, ৯২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিঃ ৬

(সি ৮৯০৫)

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

শব্দ, ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের
বিচার। 'আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে' যারা একটা ক্রমানুসারী সংশ্লিষ্ট ধারণা
অর্জন করতে চান, প্রায়-আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই ইতিহাস-গ্রন্থ পাঠে
তারা অপরিমীমভাবে উপকৃত হবেন। বিশেষভাবে তাঁর কাগজে বাংলা লাইনোতে
চাপা ডবল ডিমায়ে ১৬ পেজী সাইজে ১৬২ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। জে এফ
হোরোবিন-অঙ্কিত ৫০ খানা মানচিত্রসহ দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫.০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর ॥ আত্ম-চরিত ॥ ৩য় সং টা. ১০.০০

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালচন্দ্রী ॥ ভারতকথা ॥ টা. ৮.০০

আলান ক্যাম্বেল জনসনের ॥ ভারতে মাউন্টব্যাটেন ॥ টা. ৭.৫০

আর জে মিনির ॥ চার্লস চ্যাপলিন ॥ সচিত্র টা. ৬.০০

শ্রীগোবিন্দ প্রেস প্রাইভেট লিঃ । ৫ চিত্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯

• একমাত্র আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত পুস্তক আমাদের
কাছে পাওয়া যায়।

অভিমুখে রওনা দিতে হইবে। হাতে সময় আর মোটে নাই। এদিকে বাগানের ডিস-পেন্সারির জন্য সাজ-সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রাদি কেনাকাটা করিবার জন্য আমার এখন কলিকাতা ত্যাগ করিবার উপায় নাই। সেজবোদির বিশেষ ইচ্ছা, তিনি শংখকে দেখিবেন। তাই উহাদিগকে কলিকাতায় আনিতে হইবে। অথচ আমি গিয়া উহাদিগকে লইয়া আসিব আমার হাতে এমন সময়ও নাই। কাজেই উহাদিগকে কলিকাতায় পৌঁছিয়া দিবার ভার আপনাকেই লইতে হইবে। এবং ২১২ দিনের মধ্যেই পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

সেজদা বলিয়াছেন বাগানের ব্যবস্থাদি ভালই। কাহারও কোন প্রকার অসুবিধা হইবে না। আমাদিগকে কলিকাতা হইতে ঢাকা অথবা চিটাগাং মেলে গোয়ালন্দ যাইতে হইবে। চিটাগাং মেলে যাওয়াই সুবিধাজনক। গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর পর্যন্ত স্টীমারে এবং চাঁদপুর হইতে পুনরায় রেলযোগে লাকসাম এবং কুলাউড়া জংশন হইয়া নক্ষত্রভাগ স্টেশনে নামিতে হইবে। নক্ষত্রভাগ হইতে হাতি অথবা অন্যান্য যানবাহনে বাগানে পৌঁছিতে হইবে। ভাটনার কিছ্রমাত্র করণ নাই। তবে আপনি হাতির কথা কাহাকেও জানাইবেন না। অন্যথ্য হাস্যকণ্ঠ পাইবে। আসামে হাতি সিঁচা জরি চাষ করে। উহা বেশ অশুদ্ধও নিরীহ।

জমি হতমানে একশত টকা বেতন পাইব এবং পণ্যের টকা এলাউস পাইব। এতক্ষণতীত একটি বাগানো এবং চাকর কোম্পানি আমাকে দিবেন। শব্দে ইম্যানি করিবারও প্রচুর সাংযোগ আছে জমিদারী উহারে আরও উৎসাহ বোধ করিতেছি।

এবার সুধাময় পাখার কিছু ছিল। কিন্তু সে ছিল বৃথিকা উঠিতে পারিতোঁছি না। আপনারা যে ঠিকানা দিয়াছিলেন, সুধাম সেই ঠিকানায় আর থাকে না। উহা একটি মেনব্যাড়। এখানে গিয়া সুধামের খোঁজ করিয়া জানিতে পারি সে অনেক দিন হইল এখানে হইতে চলিয়া গিয়াছে। কোথায় কেহ জানে না। আগে চাকর মাস্তা ওখানে আসিত এবং চিঠিপত্র থাকিলে লইয়া যাইত। মাসের ম্যানজার কোন কথা বলিতেই চাহেন না। শেষে আমি পুলিশের লোক নহি, সুধামার আত্মীয়, একথা বিশ্বাস করাইবার পর আমার ঠিকানা রাখিয়া দিলেন এবং বলিলেন, সুধামের খবর কিছু থাকিলে তিনি আমাকে জানাইবেন। এ সকল কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতেছি না। আমার ভাল ঠেকিতেছে না। সে কারণেও আপনার পক্ষে কলিকাতায় আসা প্রয়োজন। বাহা হউক, আপনি পতশাটী উহাদিগকে লইয়া চলিয়া আসিবেন।

বড়মা এবং চাঁপার শরীর কি ভাল হইয়াছে? আশা করি আর সকলের কুশল। অত্র সকলের মংগল জানিবেন। আপনি ও অন্যান্য গুরুজনগণ ভ্রমপূর্ণ প্রণাম লইবেন। ছোটদের আশীর্বাদ দিবেন। ইতি—

আপনার জামাতা ভূষণ।

এই চিঠির পর আর নিশ্চিন্ত থাকার না। ব্যাপারটা যে কতদূর গড়িয়েছে, এখান থেকে তা জানা যাবে না। মেজকর্তা চণ্ডল হয়ে উঠলেন। ঠিক করলেন, সাত দিনের জন্য কলকাতায় যাবেন। যে করেই হোক সুধাময়কে খুঁজে বের করতেই হবে। কি চায় সুধাময়, জানতে হবে। সত্যিই যদি সে কোন সর্বনাশা সংকল্পের সংগে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে থাকে, তা হলে সর্বশক্তি দিয়েই তাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে হবে।

ভূষণের চিঠির কথা বাড়ির সবাইকে মেজকর্তা খানিকটা জানালেন। শব্দ বললেন, সুধাময়ের সংগে ভূষণ দেখা করতে পারেনি। গিরিবালদের নিয়ে তিনি ত কলকাতায় যাচ্ছেন। আসবার সময় সুধামকে ধরে আনবেন।

উনচাঁদশ

একটের জন্য ওরা কলকাতার ট্রেনখানা ধরতে পারলেন না। প্রায় নাকের উপর দিয়েই সেখানা বেরিয়ে গেল। সারা রাতের মধ্যে কলকাতার ট্রেন আর নেই। এর পরে আছে সার্জিসিং মেল। তা সে ত শেষরাতে। হতাশ হলেন মেজকর্তা। রোগ হল হতচ্ছাদ বসখানার উপর। খিদেটা থেকে চুয়াডাঙ্গার ইস্টশান, বাইশ মাইল ত মোটে রাস্তা। এর মধ্যে যে সাতবার বিগড়ে গেল তার ইয়ত্তা নেই।

এখন কি আর করা। ওয়েটিং রুমে বসেই থাকা পড়িয়ে দিলেন কুলিকে দিয়ে। গিরিবালো ঘুমন্ত ডেলেকে শুষিয়ে নিজে আরাম করে বসল। শংখর জন্য সেখানে সুপ আছে। দশটা নাগাদ একবার গাইর ঘুমটা পাড়িয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত। লকালের আগে সে আর উঠবে না। মেজকর্তা টাইম টেবল দেখলেন, সকাল পাঁচটা পনের মিনিটে শিয়ালদহ পৌঁছে যাবে গাড়ি। সেখান থেকে গড়পাড়ার ভূষণের বাসার বাসায় পৌঁছতে বড় জেরের আশে ঘণ্টাই লাগবে।

মেজকর্তা দোকান থেকে কিছু লুচি তরকারী আনলেন। গিরিবালার এসব খাবার খেতে প্রবৃত্তি হাঁচিল না তবু খেল। তার মনটা বিশেষ ভাল ছিল না। চাঁপার জ্বরটা ছেড়েও ছাড়ল না। ঠিক তাদের আসবার আগেই নতুন করে জ্বর এসে

গেল। ওর শরীরটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। ভাল ডাক্তার না দেখালে আর চলবে না। বাবাকে ভাল করে বলে যাবে। আবার কবে এসেছে আসবে গিরিবালো কে জানে?

বাপ ভাই আত্মীয় বন্ধু ছেড়ে গিরিবালো চলল কোন অকূল পাথরে ঘর বাঁধতে। এখন একমাত্র ভরসা ভূষণ। এবার বে সংসার পাতবে গিরিবালো তাতে সেই হবে কষ্ট। হ্যাঁ, তাই ত। তার মাথার উপর আর ত কেউ থাকবে না। এ কথাটা ত আগে খেয়াল হয়নি। এই নতুন সংসারটা হবে তার আর ভূষণের। ভূষণ, সে আর শংখ।

জল পড়ে পাতা নড়ে

‘দেশ’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালীন বহু প্রশংসনীয় এই অভিনব উপন্যাসটি গ্রিবেশী প্রকাশন হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

গ্রিবেশী প্রকাশন, কলিকাতা—১২

স্ট্যান্ড সম্বিষ্ট প্রগতিশীল মাসিক

‘রেখা ও লেখা’র

শারদীয়া সংখ্যার প্রকাশার্থে গতকাল প্রথম প্রভৃতি ৭-৯-১৯-এর মধ্যে সম্পাদকের নিকট (৭, বেনারস রোড, সালকিয়া, হাওড়ায়) পৌঁছান প্রয়োজন।

(সি ৪৭৭৭)



কাঞ্চন
সুরভিত
কেশ
তৈল

কোণার্ক কোমিক্যাল
কলিকাতা - ১২

গিরিবাল্লা তার এই নতুন ডাবনাটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। বাপের-বাড়িতে বড়মার জায়গা যেখানে, শব্দশূন্য বাড়িতে বড় জায়গা যেখানে, ডোমারে বাবার বাসাবাড়িতে তার মায়ের জায়গা যেখানে ছিল, গিরিবাল্লা তার নতুন সংসারে সে একলাফে এবার সেই জায়গায় উঠে পড়বে। কবরের অধীন

হয়ে, খোঁটা খেয়ে, হাত তোলা হয়ে আর থাকতে হবে না তাকে। সংসারে কোন জিনিস কতটা আনতে হবে, কাকে কি দিতে হবে, কে ঠিক করবে? গিরিবাল্লা। সেই গিরিবাল্লা যে কিছুদিন আগে পবিত্র ও সবার হুকুম মেনে চলেছে। কোথাও বিশেষ জোর খাটাতে পারেনি। ভয়ে ভয়ে থেকেছে। বিয়ে হয়ে যাবার পর

বাপের সংসারে মেয়ের আর জোর থাকবে কি করে? শব্দশূন্য বাড়ি গেল গিরিবাল্লা। কিন্তু সেখানেও ত জোর পেল না। কি করে পাবে? এখন গিরিবাল্লার মনে হচ্ছে, সেটা ত তার সংসার ছিল না, সেটা যে দিবার সংসার।

হ্যাঁ, এইবার তার জোর হবে। তার নিজের সংসার পাবে সে। ভালমন্দ যা কিছু ঘটবে, তার সব ব্যয়িত গিরিবাল্লার। গিরিবাল্লা ভাবতে লাগল, সে দেখিয়ে দেবে সংসার করা কাকে বলে। সে কাউকে খোঁটা দেবে না, অপজ্ঞা করবে না, তার সংসারে কাউকে মনে কাঁট পেতে দেবে না। এই অল্প দিনের মধ্যে সে যে তিক্ততার স্বাদ পেয়েছে, তার আশ্রয়ের কেউ যাতে সে আস্বাদ না পায়, প্রাণপণে তার ব্যবস্থা করবে গিরিবাল্লা।

আর এই প্রথম গিরিবাল্লার মনে হল, চা বাগানের চাকরিটা নিয়ে ভূষণ খুব খারাপ কিছু করেনি। বরং গিরিবাল্লাকে একটা গোটা সংসারের গিল্পী হবার সুযোগ করে দিয়েছে। এখন যতই ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবছে গিরিবাল্লা, ততই দেখতে পাচ্ছে ভূষণ ভুলই করেছে কাজটা। সে ভাবিয়ে গিরিবাল্লার কথা শুনেন তখন সেজ-ভাস্করের আদেশটা অমান্য করেনি। ভূষণকে এখন কত কাঁচ কাঁচ সে পাবে। বিয়ের পর থেকেই ত তার এই বাসনা, ভূষণকে একান্ত করে সে পাবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে বাসনা তার পূর্ণ হয়নি। বিয়ের পর ভয় আর লজ্জা কাঁটতেই ত এক বছর গেল। তারপর আরেকটা বছর না ঘুরতেই জানতে পারবে সে যা হতে যাচ্ছে। তখন আবার নতুন এক প্রকল্প। সেটা যদিও না সম্ভব ছিল, তবুও সে ভূষণকে মানব মতন করে পেল না। নিজের যেমন সংসারের কাজ, শাখার পরিচর্যা দিনরাত মনে হতে গেল, তেমনি ভূষণও যেন হারিয়ে গেল বহুকালের ভিড়ে। এই ভিড়, গুরুজনের সঙ্গ উপস্থিতি, এসব ত আর নতুন সংসারে থাকবে না। শব্দে সে আর ভূষণ। গিরিবাল্লা হিসাব কষতে লাগল। একদিক সে, বাবা, বোন, বড় ভোঁটি, পিসি, জা, এসবের সঙ্গ যেমন হারানো, তেমনি ত পাচ্ছেও কিছু। কিছু কেন, অনেক পাচ্ছে। ভূষণকে একান্ত করে পাওয়া তার সে দু মাসি ভারে পাওয়া। কথাটা মনে পড়তেই রোমাণ জাগতে তার।

ভস্, ভস্, ভস্, ভস্, করে একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল। তাদের গাড়ি নাকি? গিরিবাল্লার মন ছাঁক করে উঠল। তাড়াহাড়ি সে উঠে বসল।

মেজকতা একটা বোঁগুতে, বসেছিলেন।



প্রানের সময় জনসল প্রিকলি হীট সাবান গায়ে মাধুন। এই সাবান সিঁধ ও জীবাণুনাশক, এবং রোমকুপ পরিষ্কার রেখে ঘামাচির কারণ দূর করে।

মানের পরে, বেশ ক'রে জনসল প্রিকলি হীট পাউডার গায়ে ছড়িয়ে দিন। এই কোমল পাউডার ব্যবহারে আগনার গা সিঁধ মনে হবে ও খুব স্বস্তিরে অনুভব করবেন।



জনসল প্রিকলি হীট সোপ ও পাউডার—এমন ভাবে তৈরী যে ঘামাচি দূর করার অঙ্গে ছড়িতে একসঙ্গে মিলে কাজ করে।

স্বাসন এও জনসন স্বা ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে, উঠে পড়লি যে।

গিরিবালা: থতমত খেয়ে গেল।

বলল, ভাবলাম গাড়ি বন্ধি আসে গেল। মেজকতা একটু, যেহেতু বনালেন, এখনা মাল গাড়ি। আমাদের গাড়ির চের দেবি।

গিরিবালা: অপ্রস্তুত হয়ে চেয়ে দেখল মাটিই মাল গাড়ি। রাতের আবহা অন্ধকারে ভূতা ভূতো লাগছে।

ডোমারও সে মাল গাড়ি দেখেছে। তার মোটে পছন্দ লাগে না। সবটা মিলিয়ে কেমন যেন একটা বুকচাপা নিরেট ভাব অসুখ মাল গাড়ির চেহারা।

আলো নেই, খোলা মেলা নেই। দমবন্ধ করা ভাব। একবার এসে সমস্ত নড়তে চায় না। সেটনটা চড়ে পড়ে থাকে। খটখট, ঠেকস ঠেকস

কত রকম দিল্লী শব্দ করে। এগিয়ে পোহায়। ইঞ্জিনটা হঠাৎ ভস্ ভস্ করতে করতে হেড়ে হেড়ে যেন চলে যায়।

ভাব দেখে মান হয, আর ব্যক্তি কিবাবে না। ওমা, পরকণ্ঠে আবহা

বেহায়া মত দিবে আসে। এই হাঙ্গের গোমের সবকারে মশাইয়ের মত মজান

আর কিং সবকালে উঠেই বড়ির মধ্যে খিটখিট করে। অবস্থা চব্বমে উঠে

হঠাৎ ছাতিখানা বদলে করে চ্যুতির ওঠন সবক বদলাই। পাবলন হেঁচ

কটকটার সঙ্গেই এই চললম ফেনিচ দ্যুতখা যাব। পেরিয়ে পাবন কাঁড়

খোক। তারপর পাবন বেল খাবর সময় আবার গাড়িটা করে বড়িও চ্যুত

পড়েন। যেন কিছই হয়নি। মাল গাড়ির ইঞ্জিনগোলের রকম রকম সেই সবকারে মশাইয়ের মতই বড়ি।

গিরিবালা: শূণ্যে পড়ল। কখন যে এই মাল গাড়িখান বিদায় হয়ে। বিরাড়ি ধরল

তাব। কখন আসবে ফিলকতার গাড়ি? অসহিষ্ণু হয়ে উঠল সে।

তা অবসাঁকর করে লাভ নেই, গিরিবালা কলকাতার পৌরসভার রান এর মধ্যেই বেশ চণ্ডল হয়ে উঠেছে।

আবার ভয় ভয়ও করছে তার। সেজ-ভাসুর সাহেব লোক। সেজ-ভা কলকাতায় থাকে মেয়ে।

কিয়ার সময় সেই হু গিরিবালা ত্রাসের দেখাওঁল। তার মনে পড়ে, সেজ-ভা তার চুলগুলো দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন।

প্রশংসা করেছিলেন। তারপর নতুন ফাসান, তার চুল বেধে দিয়েছিলেন নিজের হাতে। পাতি খোপা না কি যেন একটা ইংরেজি নাম বলেছিলেন। গিরিবালা:র মনে নেই।

তার বলে এখন সসেমিরা অবস্থা। যেমে নেয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল সে। চম্পির বিয়েতে ওরা কেউই আসেন নি। টাকা, কাপড় পাতিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সেজ-ভা শখখকে দেখতে চেয়েছেন। যে বাড়িওরা

ছেলে হয়েছে একখান, সেখানে গিয়ে কি সে অসভ্যতা করবে, গিরিবালা সেই ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠল।

ঘরের ভিতর বস্তু গুলেটা। গরমে অস্থির হয়ে উঠল গিরিবালা। সে ঘামছে। শখ গলগল করে ঘামছে।

কাবকেও বাবে বাবে ঘাম মুছতে দেখছে। মাঝে মাঝে বাবা কাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন। পাখা একখান পেলে হত।

গিরিবালা আচিলটা দিয়ে প্রাণপণে আঁড়ায় খেতে লাগল।

এর আগে গিরিবালা কখনও ইন্সটিশনে রাত কাটায়নি। অদ্ভুত এক জায়গা বটে। ওয়েটিংরুমের এই খুপরি ঘরে বাজা মিছমা নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

ঘরে ছায়া-ছায়া অন্ধকার। দেওয়ালে বড় এক আলো। সিঁহালকিতির পেটের লাল কলিতে লেখা চুয়াভাঙ্গা কথাটা

সে-আলোয় জলজল করছে। কিন্তু ঘরে ভাল আলো হয়নি। কুলি দুটো প্রথমে গিরিবালাকে আরেকটা ঘরে ঢুকিয়ে দিতে গিয়েছিল।

সে ঘরের দরজায় একটা মেয়েলোকের ছাঁব আঁকা। তলায় লেখা ছেননা। এ আবার কি কথা? বাবা ওকে একা-একা সে-ঘরে রাখতে

সাহস পাননি। তাই এই ঘরে এনে তুলেছেন। আরও দু-তিনজন লোক আছে সে ঘরে। তাই গিরিবালা এক কোণে গুটিগুটি মেরে ছেলেকে নিয়ে শূণ্যেছে।

মাল গাড়িটা একটা আগে চলে গেল। হবুও গুলেটা গেল না। পিড় পিড় করে ব্যক্তি পড়তে দ্যুর-ক্যুচর কোন তিনের

চাল। গোটাকতক ছিন্দুতানী খচমচ খচমচ বজনা বাজিয়ে গুন গোয়ে কান্নের পোকা নড়িয়ে দিচ্ছে।

বাক্সের এর নাম গান। রক্ক কর। কাঁচা চামড়ার বিটী

নতুন বই! ঘরে রাখবার মতো বই!! উপহারযোগ্য বই!!!

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের • বাত্রির বয়স

• তিন টাকা •

যেমন দেখা যায়, ঘরে তেনা মানুষ, কিন্তু সেইসব নরী ও পুরুষের, মানের গভীরে ভুব দিয়ে দেখলে তার পাতা যথ—এরা তেনা হয়েও অনেক জন্ম হয়েও অজানা। এই কথাই বাত্রির বয়সের বিচিত্র চিত্রের মতো মনে পড়ে!

• রমেশচন্দ্র সেনের •

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ

• আড়াই টাকা •

শতাব্দীর লেখকের অধ্যাতম উপন্যাসখানি তার সাহিত্যকীর্তির উজ্জ্বলতর করে তুলেছে। ইরাক প্রেমের স্বপ্নন ভোগ্য করে বিভাবর খানখান হয়ে যাচ্ছে, তার বাস্তব উপলব্ধি হলে নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ।

• রাজকুমার মুনোপাধ্যায়ের • গ্রন্থাগার প্রচার

• দু' টাকা •

গ্রন্থাগারই বাস্তব বিশ্ববিদ্যালয়—অথচ আমাদের দেশের জনসাধারণ এই কথা এখনও জানেন না। গ্রন্থাগার বেজনে বিশেষজ্ঞ লেখক এই বিষয়ের প্রয়োগাশল্প সমস্তের মূল্যায়ন ও তত্ত্ব পরিবেশনে বইখানি মনোমাল্য করে তুলেছেন।

NARAYANI BASU, M.A., D. Phil.
POLITICAL PHILOSOPHY AFTER HEGEL & MARX

Rupees Five only.

লেখিকা দুঃখ ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি আশ্চর্য সহজবোধ্য ভাষায় আলোচনা করেছেন। সাধারণ অথচ অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা এই গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকে বর্তমান কালের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দার্শনিক ও বেজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সমর্থ হবেন।

• মন্তব্য •

- গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের : গ্রান্ড ছোটেল
- মুনোপাধ্যায়ের : গ্রন্থাগার
- রাজকুমার মুনোপাধ্যায়ের : বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

গ্রন্থভবন : ৯৩ মহাবাগান্ধী রোড : কলিকাতা-৭

গাধ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। গায়ে পাক দিয়ে উঠছে গিরিবালার।

এর মধ্যেও একটু তন্দ্রামতন এসে গিয়েছিল গিরিবালার। হঠাৎ এক বিকট শব্দ, হৈ-চৈ, চেঁচামেচিতে তার ঘুম ভেঙে গেল। শব্দও ভয় পেয়ে কেঁদে উঠে পড়ল। গিরিবালার দেখল একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন প্লাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে। “চ-গ্রাম, পট্টুটি বিসকুট!” টেনে টেনে সুর করে বলতে বলতে গোটাকতক লোক এখার-ওখার যাচ্ছে। “এই কুলি, কুলি,” কারা যেন চেঁচাচ্ছে। গিরিবালার আবার ধড়মড় করে উঠে বসল। তাদের গাড়ি এসে নাকি?

মেজকর্তা রাতজাগা গলায় বললেন, শো, শো, শূয়ে থাক। আমাদের গাড়ি

শেষ রাত্তিরে আসবে। এখনও অনেক দেরি।

এখনও অনেক দেরি! বাবা, আর কত দেরি হবে! গিরিবালার খানিকটা হতাশ হল। জল তেষ্টা পেয়েছে তার। পেট ভুঁতভাট করছে। চোখ জ্বালা করছে। শব্দ খুঁতখুঁত করে কান্না জুড়ল। কিছতেই শোবে না। বিদ্রী লাগছে গিরিবালার। কোনমতে কলকাতায় পৌঁছতে পারলে সে বাঁচে।

মেজকর্তা নিঃশব্দ প্লাটফর্মে শব্দকে কোলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ পরে ওকে ঘুম পাড়ালেন। ঘরে যে গরম। এই কচি শিশু কি ঘুমতে পারে। একটা পাখা আনা উচিত ছিল। মাঝে মাঝে গাশলা

পাশলা ব্যাধি হচ্ছে আর ততই যেন গরম বাড়ছে। একেবারে যেন সিঁধ করে ছাড়বে। মেজকর্তার পিঠে, পেটে এর মধ্যেই বেশ ঘামাচি গজিয়ে গেল। ঘরে এসে ঘুমন্ত নাতিকে মেয়ের কোলে দিয়ে দিলেন।

আবার বাইরে এলেন। বাইরে তবু কিছটা আরাম পাওয়া যাচ্ছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। শব্দ তারবাবুর ঘরে টেলিগ্রাফ যন্ত্রটা মাঝে মাঝে কিট কিট কিট কিট করে উঠছে আবার থেমে থেমে যাচ্ছে। তারবাবু টেবিলে হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে নিচ্ছেন খানিক খানিক, আবার ধড়মড় করে টেলে উঠে চাবি টিপে টেরে-টক্ক টেরে-টক্ক টক্ক-টেরে টক্ক টেরে করছেন। আর দূরে, প্লাটফর্মের শেষ মূড়ে ছাড়িয়েও অনেক দূরে, সিগন্যালের লাল চোখ নিঃকম্প চেয়ে আছে। আর মাঝে মাঝে কপ কপ ব্যাধি পড়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিচ্ছে। আর মাঠ থেকে ভেসে আসছে বাতাসের ঐকতানঃ মক্ মক্ মক্ গা গা মক্ মক্ মক্ মক্.....

কলকাতায় পৌঁছেই আর বিশ্রাম নয়, ভূষণকে নিয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে সূর্য্যময়ের খোঁজে। বড়বউ ভূগে ভূগে বড় কাহিল হয়ে পড়েছে। বহু উত্সাহ হয়ে উঠছে সূর্য্যর জন্য। ওকে বাড়িতে এবার আনতেই হবে। আর বড়বউয়ের ইচ্ছা সূর্য্যর বিয়ে দিয়ে দেব, দিতে হবে ওর বিয়েটা। দাঁড়ি পড়ক ঘাড়। ভাবনা চমকগুলো অনেক বাস্তব হয়ে উঠবে তাহলে।

দেশ স্বাধীন করার রূপ নিয়েছে সূর্য্য। বিয়ে করবে না বলে জানিয়েছে। মেজকর্তা হাসলেন। কপনীর আঁটার দেশে ত জন্ম। রাতদিন মাথায় ব্রহ্মচর্য, তপস্চর্য্য। এই সব জিনিস ঘাচ্ছে। স্বাধীনতা যখন যে সমৃদ্ধি, সমৃদ্ধির অধিকার, সেটা আর এদের মাথায় ঢোকে না। উপেন্দ্রসী আবার কি কথাও সদর্পিত হয়? কিন্তু বলে দেখ একথা, আজ-কালকার ছেলেরা যেমন তেঁড়ে আসে দেখো। মেজকর্তার মাথা আবার কিলবিস করে উঠল। পরনে কপনীর ছাত্ত গীতা, দেশোদ্ধারের সব নয়া ফ্যানস ঢালু হচ্ছে। আরেক দিকে আসার নেমেছেন গাধা মারাজ। চরকা কাটো। চরকাতেই স্বরাজ। সবাই যেন ফসলসহরে স্বরাজ এনে ফেলবেন। দেশের লোকের বিচার-ব্যাধি ঘোলা করে দিয়ে চোখ বড়জ মস্তর জপাও। আমার কথা শোন, এতেই স্বরাজ আসবে। লোকেরা অজ্ঞ, অবৈষয়িক থাকুক, তাদের চোখ ফোটাতে অনেক পরিগ্রহ। তার চেয়ে কানমাছি খোজাও।

শারদীয়
ফর্ম

মহানয়ার আশা প্রকাশিত হয়
নাম দেও টাক
একসঙ্গে জন্য যোগাযোগ করুন
৩৭ কালীন্দ্র স্ট্রীট
মানিকগঞ্জ-২

ভারতে সর্বব্যাপী জনপ্রিয়

হিমালী

বডি ও

ফেস পাউডার



হিমালী প্রাইভেট লি:

কলিকাতা-২

মেজকর্তা দেখলেন, এদের চিংকার শব্দে বাইরের সেই জনতা হতভম্ব হয়ে আবার পিছুনে চলে দিল। সেই মহিলা দশজনকেও ছুঁতে দেখলেন তিনি।

অবাক হয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে মশাই, এত ছুঁতোছুঁটি কিসের জন্য?

একজন ভাষা দিলেন, সে কি, আপনি জানেন না। দেশবন্ধু যে মারা গেছেন! এই টেনে ডেড্ বাঁড় যাচ্ছে। লাগেজ ভ্যানে আছে।

দেশবন্ধু মারা গেছেন! মেজকর্তা প্রথমে ধরতে পারলেন না কথাটা। কোন দেশবন্ধু? দেশবন্ধু আর কটা আছে বাংলায়। সি আর দাশ মারা গেছেন! মেজকর্তার বৃকে কথাটা যেন বলেট হয়ে এসে বিম্বল। সে কি, কোথায় মারা গেলেন? দার্জিলিঙে! কাল মারা গেছেন। উঃ, কি প্রোসেশন মশাই, মনে হল দার্জিলিঙ বৃকি ভেঙে পড়বে। যাত্রীরা বলে যাচ্ছেন যে যার কথা। দেখছেন ত কি ভিডু ইন্টিশানে ইস্তিফানে। এখানেই দেড় ঘণ্টার উপর লেট। কলকাতার সম্ভার আগে পেঁপাঙ্কে হয়। মেজকর্তার কানে কথাগুলোর আওয়াজ ঢুকছে, মানে বৃখতে পারছেন না। দেশবন্ধু এই গাড়িতেই যাচ্ছেন, অথচ তিনি নেই! আশ্চর্য! মৃত্যুতে সব ফাঁক হয়ে গেল যেন। যেন এই টেনে নেই, এই স্টেশন

নেই, এই যুগ নেই। তাঁর বৃকের মধ্যে কেমন যেন শব্দাতার সৃষ্টি হল। ধপ করে বসে পড়লেন মেজকর্তা। বর্তমান কালের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর স্মৃতি হু-হু করে উড়ে চলল, পিছুনে, কলেজী জীবনে। এই অমিত উৎসাহী এক অগ্নিশিখার সংস্পর্শে তখন তিনি এসেছিলেন। অনেক অগ্নিগর্ভ ভাষণ তিনি তখন শুনেন-ছিলেন। অনেক ভাষণ কাগজেও পড়েছেন। কিন্তু সব ছাড়িয়েও যে ভাষণটির কথা মেজকর্তার মনে আছে, সেটা তাঁর কানে শোনা নয়, কাগজে পড়া। সেটাই যে কেন তাঁর মনে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল এখন মেজকর্তা ভাবতে পারেন না। ইংলণ্ডে পড়তে গিয়ে প্রকাশ্য সভার চিত্তরঞ্জন সেই ভাষণ দিয়েছিলেন। "Gentlemen, I was sorry to find it given expression to in Parliamentary speeches on more than one occasion that England conquered India by the sword and by the sword must she keep it! England, gentlemen, did no such thing; it was not her swords and bayonets that won for her this vast and glorious empire; it was not her military valour that achieved this triumph. it was in the main a moral victory or a moral triumph. England might well be proud of it. But to attribute all this to the sword and then to argue that the policy of sword is the only policy that ought to be pursued in India is to

my mind absolutely base and quite unworthy of an Englishman."

ইংলণ্ডে ভারতকে ভাষাগুলোর জোরে নয়, বেয়নেটের জোরে নয়, জয় করেছে নৈতিক শক্তির জোরে। তাই ভারতকে তুরোয়ালের জোরে দাবিয়ে রাখার কথা ইংরেজের মধ্যে শোভা পায় না। অতি সত্যি কথা। কিন্তু সত্য কথা বলার সাহস কজন রাখে?

মহারাজীশনে অনেক ভাষণ দিয়েছেন দেশবন্ধু, কিন্তু এমন কথা আর বলেননি। অসহ্য মেজকর্তা আর ত শোনে নি। কি আপসোস, এ কথাতে কোন পক্ষই ঝগড়াপাত করেনি। কথাটা কেউ মনেও রাখেনি আজ। একথা সম্ভবত আর কেউ বলবেনও না। যাঁদের ভাবনায় এমন কথা স্থান পেতে, তাঁদের যুগে এই হয়ত শেষ হয়ে গেল।

পরবর্ত্তেই মনে পড়ল, এই গাড়িতেই দেশবন্ধুর দেহ যাচ্ছিল কলকাতায়। তিনিও যাচ্ছেন। তিনি যেন তাঁদের যুগের শব্দ-সেধকই বহন করে নিয়ে চলেছেন। কি আশ্চর্য! যোগাযোগ। যাত্রীরা আবার আলোচনায় মগ্নে উঠলেন। হ্যাঁ, এ মানুষা বাক্যের মাহাত্ম্য। দেশবন্ধু এখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, কাউন্সিলে বিরোধী দলের নেতা, সরকারী পদটির সজ্জার আর বাংলায় দেশবন্ধু। শব্দে বাংলার দল মশাই তাঁনি গোটা ইন্ডিয়ায়। অপরকজন মহত্ত্বা করলেন। হঠাৎ মেজকর্তার প্রবেশ ইচ্ছা হল তাঁকে একবার গিয়ে দেখে আসেন। উঠে পড়লেন চুট করে।

বললেন, যাউ একবার দেখে আসি।

একজন সহযাত্রী ছাড়াই করে উঠলেন, এখন কোথায় যাচ্ছেন। হুইসেল দিয়েছে গার্ড। গাড়ি ছাড়বে। পরের স্টেশনেই গিয়ে দেখে আসবেন।

একটা হর্নচক টান দিয়ে গাড়ি ছাড়ল। কয়েক দক্ষয় ঘেরিয়ে এসে ইন্টিশানের বাইরে। জোরে বসিষ্ট নামল। মেজকর্তার সমসনের জানালা দিয়ে ছাউ আসতে জোরে। যাত্রীরা পটপট কাঁচের শার্শি তুলে দিলেন। একটা পরে পিছন থেকেও ছাউ আসতে লাগল। সেমিককার শার্শিও তুলে দেওয়া হল। জলের বাষ্পটি লেগে কাঁচের শার্শি অস্পষ্ট হয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ মেজকর্তার মনে হল গোটা কামরাটাই, হাত বা গোটা ট্রেনটাই এক বৃহৎ শব্দাধারে পরিণত হয়েছে।

শব্দে মনে শব্দা চেখে মেজকর্তা অনেককণ বসে থাকলেন। হঠাৎ শব্দের চিংকারে তাঁর সন্নিহিত ফিরে এস। এই ত মৃতের রাজ্য প্রাণের কোলাহল। হঠাৎ শব্দ দুমদাম শার্শিতে কিজ মায়ছে, লামাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, বিট্-টি বিট্-টি, বিট্-টি।

সমাপ্ত

মধুবালার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করুন



১০০% ভারতীয়
পরিচালনা এবং
পুলকন

ভাঙ্গা যুঁইফুলের নতুন গন্ধযুক্ত

ভাঙনী

সাবধার করুন



ট্রায়ে-সামে

স রসগারী বিবর্তিতে প্রকাশ, চাউনের মতো নাকি "ফল্গ" করিতেছে। বিশৃঙ্খলো বলিলেন—“অণ্ড হোয়াট এ ফল্গ মাই কার্ণিমান।”

রা জাজী নাকি বলিয়াছেন—“আমি বাধ। বন্ধ বাধ। কিন্তু বন্ধ হইলেও বাধ বাধ-ই।” শ্যামলাল বলিল—



“এইটিই বাধের সংজ্ঞা”।

কো ন এক ক্রাব নাকি কাঠের ডোয়ারে বাগলায়ন অস্ত্রযানের পারিকল্পনা করিয়াছেন। জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—“সংবাদটি প্রকাশিত হইলেই প্রাণ সংক্রান্তির দিন অর্থিক মনসা-পুজোর দিন। সুতরাং মনে পড়ে গেল—গাম্ভীর্যের নীরে ভাসে বেহুলাও ভেলায়”।

ক লিঙ্কহার বসন্তে থেমে ফেলা লম্ব করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। আমাদের শ্যামলাল বলিল—“উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু বাক্য মূল্য থেমে ফেলার প্রয়োজন হলে তা ফেলবার অবাধ স্বাধীনতা হেনা থাকে”।

এ কটি সংবাদে শ্যামলাল, কলিঙ্গাচার কোন এক সম্মানিতের কলসার নিকট গমনোপনয় বন্দ করিয়া দিয়া মারমারি

উঠিয়াছে যুব উৎসবের ব্যবস্থার বয়স বড় হওয়া উচিত।—“কিন্তু ডিরোয়ার যুব উৎসবের পরবর্তী সংবাদে যারা জানেন তাঁরা নিশ্চয়ই বয়সের গড়পাথর গুনবেন না” বলে শ্যামলাল।

বি লাভের কোন এক মহিলার বয়স বড়িয়াছে এক শত বৎসর। তিনি নাকি বলিয়াছেন যে, শতাব্দে হওয়া কর্তি না হইত তিনিই নির্ভর্য্যাক নীতি পালনই সংগঠিত-সম্পন্ন করিবেন না, হৃদ্যপান করিবেন না, বিবাহ করিবেন না। প্রসংগত অন্য একটি ব্যঙ্গের কথা মনে পড়িল। তিনি তঁহার বৃক পর্ব্বীক্য করাটীয়ার জন্য ডাক্তারের কাছে গিয়াছিলেন। ডাক্তার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলে বৃক বলিলেন—“পরীক্ষার আগে আপনার জেনে-বাধা ভাল যে, আমি সিনেট খাই না, মদ খাই না এবং স্যাডলসেই বসি না”। ডাক্তার অবাক হইয়া বৃকের দিক তাকাইয়া বলিলেন—“তবে আর আপনি বড়িতে চান কিম্বের জন্য?”

দুই পকেট হাসি অপরিহার্য।
করোদিনের মাথাই আনন্দকণা করছে।

বলাকা প্রকাশনী
২৭/১, অম্বাহাট্টা স্ট্রীট, কলিকতা-১
(সি ৭৮৬১/৪)



করা হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—“অর্থিক সংস্কারের বদলে মারে-গা”।

প শিখমণ্ডল সরকার নাকি বংশ বর্ধনের আন্দোলন চালিবার পরিচালনা করিতেছেন। আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে হাঁহারা পরিবার নিয়ন্ত্রণে বিম্বাসী, তাঁহারা সংবাদটা শুনিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বিশৃঙ্খলো অতঃপর বৃকইয়া বলিলেন—“বংশ মানে বাঁশ। তবে ভারিই বেশির চেয়ে কিঞ্চি না দড় হয়”।

আ ন্তর্জাতিক যুব উৎসবে প্রোগ্রাম-কারী চ্যান্সজন যুবকের(?) বয়স ছিল গ্রিশ হইতে তেতাগ্রিশ। প্রশ্ন

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হইল

বাণীকুণা

পূজ্য সংখ্যার বিরতি প্রতীতি চলছে।
১৫৭/১, ঘাটলা স্ট্রীট, কলিকতা-১
ফোনঃ ২৪-৩০১২
(সি ৪৮১৬)

বিখ্যাত

শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা

পেট্রোল ও অকটন

ডি.এন.বম্বর হোমিয়ারী ফান্টারী

কো ন এর ঐকজাতিক সম্প্রতি করিল-কাতার বংশপথে চক্রবর্ত্ত অবস্থার মোটর সাইকেল চালাইয়া অণ্ডেইক প্রাক-সংগঠিত দিগন্তে—“অণ্ড হোয়াট অসংগঠিত কর্তৃক নির্ভর্য্যাক অ্যাবসিডেন্ট করে আনন্দে—সকল জীবনকে “অসংগঠিত” করিলেন। শ্যামলাল জনৈক সহযাত্রী

ড এনেকর শ্যামলাল, প্রচলিত যুগের বংশ—কিন্তু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইলে—“অণ্ড হোয়াট এখনি চলছে প্রচলিত যন্ত্র, মারগ, আভেই শব্দ, মনসংগঠিত কর্তৃক করে কোন একটি বকম-ফের হয়ে গেল।” মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

বি জ্ঞানীরা নাকি অণ্ডেইক প্রকাশ করিয়াছেন যে, শিশুর মনকে বৈজ্ঞানিক রূপে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। বিশৃঙ্খলো বলিলেন—“অণ্ড হোয়াট এখনি মাই নয়, মাপা।”

লি ন কর্তৃক প্রচারিত ভারতের মান-চিহ্নের অনেকটা অংশ চীনের অধিকারভুক্ত দেখানো হইয়াছে। বিশৃঙ্খলো বলিলেন—“শিক্ষক মহোদয়গণ অবহিত হউন। অতঃপর বলতে হবে—দেখা বংশ সম্মুখোক্ত প্রচারিত ওর হিন্দি-চীনি মানচিত্র করহ প্রণাম”।

রাজা হয়েছিলেন ১৮৭০ সালে। কলকাতা থেকে সে সময় আগরতলায় যাওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। আমাদের বালাকান্দেই ট্রেন, ইন্সটিমার আর সবশেষে মাঝরাতে আখাউড়া স্টেশন থেকে ছাটি মাইল যাওয়া বেশ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার ছিল। সুতরাং সে যুগের কথাই আসল। এবং বহু গুল্মী বাঙালি আগরতলায় গিয়েছিলেন। বাঁগবাজার কাসেম আলী, যদুভট্ট এসরাজ-বাজিয়ে হায়দর খাঁ, পাথোয়ারী পদ্মান মিত্র, কেশব মিত্র সবাই বাইরে থেকেই গিয়েছিলেন। বীরচন্দ্র মিত্রও ছিলেন নিপুণ সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি রজবুলিতে গান লিখতেন। রজবুলিতে গানটাই নানা কারণে আগরতলায় বেশি চলত। পরবর্তীকালে কিন্তু এইসব ওস্তাদদের কোন স্মৃতি আগরতলায় ছিল না ছিল শব্দ শ্রীওগত হলো। কাসেম আলীর বাঁগার তান আর হায়দার খাঁর এসরাজের কাহানী কানুন নিপুণত্বের আগরতলা গুল্মীদের রাজতায় উঠে এসেছিল। কিন্তু গান-রাজ্যের সব কিছু রীতিনীতিও এখানে গতীয় হয় নি। একবার একজন বিখ্যাত বাজিয়ে এসেন, তিনি এসরাজে ছিটটো ঠিক উঠার মত চর্চা দিয়ে একরকম ভালো মত কাজ করতেন। এটা এমনকি প্রদত্ত হত বটে, কিন্তু তেমন চিত্তাকর্ষক হয় নি। আর একটি উল্লেখ লক্ষ্য করেছিলেন। আগরতলায় অনেক প্রদেশী এলেও প্রদেশের ছাঁচের ছিল না। মেঘজের চড়াইও এখানে প্রদত্ত হত। চলেছিল। এমন কি এসরাজে মেঘজের উঠে কাজান হত। কলকাতায় সেই ধরনের

বাজনা আমি শুনিনি। নানা অসুষ্ঠানে সঙ্গীতসহ শোভাযাত্রার প্রচলনও বীরচন্দ্রই করেন। তাঁর কলুন এবং ছোলী উৎসব ছিল বিশেষ বিখ্যাত। পরবর্তীকালেও ছোলী উপলক্ষে পূর্বপাড়া, পশ্চিমপাড়া প্রভৃতি নানা পাড়ায় গানের দল বেড়ত। সেই সব গানের সুর বেশ চিত্তাকর্ষকও হত। শট্টানী কতী যদিও কুমিল্লাতেই থাকতেন, তথাপি তিনিও মাঝে মাঝে সুর দিয়েছেন মনে আছে। এছাড়া অরুণ কণা, লেবু কতী প্রভৃতি উৎসাহী রাজবংশীয়গণও সুর সংযোগ করতেন। আগরতলার সঙ্গীত প্রচারে উজ্জী বড়ির দৈনিক উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ অনিলকৃষ্ণ দেবদাস অনেক ছাত্র তৈরি করেছিলেন। শুনতে পাঠ উজ্জী বড়ির ছেলেরা বর্তমানে আগরতলায় একটি সঙ্গীত বিনোদ্য স্থাপন করেছেন। শ্যাম অগেকার সেসব দিনের কথাই মনে হল।

বীরচন্দ্রের ধারাটি রাধাকিশোর এবং তারপরে বীরেন্দ্রকিশোর রক্ষা করে এসেছিলেন। রাধাকিশোরের কিছু গান আছে। তবে সঙ্গীতে বীরেন্দ্রকিশোরের বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি নিজের বাঁশ বাজাতেন চমককার। সে যুগে তাঁর বাঁশের একটা বেকড়া কবিতা ছিল। অনেক অনুরোধে তিনি সে বেকড়া বাজাতে ছাড়েন নি। হৈপুড়ার বাঁশ আর একটি বিখ্যাত জিনিস। কলকাতা পড়বার সময় এটি আমাদের প্রায়ই সরবরাহ করত হত। হৈপুড়ারবংশীয় আমাদেরই বাঁশের বিশেষ পটনশক্তি ছিলেন। বীরেন্দ্রকিশোর বসন্ত মেলা, ছোলী উৎসব প্রভৃতি ছাত্র শৌখিনতার পটন করতেন। বহু গুল্মী সঙ্গীতশিল্পী ভাবতেন বহু স্থান থেকে এসেছেন বীরেন্দ্রকিশোরের আমলে।

আমরা যে আমলট দেবোঁড় মেট্রো বীরেন্দ্রকিশোরের আমল। তিনি সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, এমন কথা বলব না। কিন্তু তাঁর নজরটা ছিল পাশতাত। সভ্যতার দিকেই বেশি। তাঁর রাজত্ব আমলাতন্ত্রও কিছু প্রথমে ছিল এবং তাঁরা সঙ্গীতের প্রতি উৎসাহী ছিলেন। বললে খুব সত্য কথা বলা হয় না। তথাপি প্রথম দিকে অনেক গুল্মী বাঙালি এসেছিলেন—শেষের দিকে তাঁদের আসা যাওয়া বিরল হয়ে যায়। কিন্তু তখনও আগরতলায় গানের অভাব ছিল না। কতী ঠাকুর-লোকদের মধ্যে যথেষ্ট সঙ্গীতের প্রচলন ছিল—উৎসবদিনেও সেই শৌখিনতা গত হয় নি। আমাদের বালা এবং কৈশোরের আমাদের বন্ধুবন্ধবদের মধ্যে এমন শিল্পী ছিলেন, যারা অন্যখানেই বাইরে এসে প্রচুর সম্মানের অধিকারী হতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা বাইরে আসেন নি।

বীরচন্দ্রের স্মৃতি আগরতলায় বরাবরই উজ্জ্বল ছিল। আমরা বীরচন্দ্রের কিছু কিছু গান শিখেছিলাম। বীরচন্দ্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার কথা স্মরণিত। বীরচন্দ্রের পুত্র রাধাকিশোরের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। রাধাকিশোরের আমলেই রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় প্রথম আসেন। আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্রসাদের উত্তরেই কুজবন। এরপর সুরমা কুজবন বনমণির ছিল। কুজবনে আর একটি রাজপ্রাসাদ ছিল। সম্ভবত এটিতেই কবি থাকতেন। এই কুজবনে রাধাকিশোর রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধিত করেন। রাধাকিশোরকেও কলকাতায় গভারতীয় সঙ্গীত সমিতি এক অভিনন্দন প্রদান করেন। এই উপলক্ষে বিসম্মত নাটকের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবতঃ নাট্যের মহাবাজ চণ্ডীদেবনাথ নিজেকে প্রদর্শন করেন। রবীন্দ্রনাথের রচিত গান

বহু ছাত্রের হৃদয় গলে তামোলা
হৈপুড়ার লক্ষ্মী বাহু হে বরনন্দাল
দ্বিগতনন্দনতন হে প্রভাবানী
দীনজনন্যহরণ নিপুণ হে পদ্ম
তরুণ হে নৃশংস করণ বসন্ত
কুণ্ডলীকাস্যবিন উদার হে দম্য
মঙ্গল বিরচিত বীড়ি উদ্যত
গুণ-অরুণ কিরণ হে সব ভবন অরুণ

কলকাতাপ্রাসাদে এ গান আগরতলায় গাওয়া হত। আমার ছেলে সে সুর মনে আছে।

বীরচন্দ্রের আমলেও কোন রোম লিখতে চেষ্টা করে কিছু সোফার সম্ভাব ছিল। একদিন কথা প্রসঙ্গে আগরতলা পারলিক লাইব্রেরীর লিপ্সু বক্তা আমাদের বলতেন ওয়ে শোভা, একজন ওস্তাদের কথা হোমের কেউ জান না তিনি এসেছেন এসেছিলেন এত বড় শিল্পী আমি আর দেখিনি। কবির সঙ্গে মিশ্রণে না এমন পদ্যগাও ছিলেন—এরদিকে কউতে না জানিয়ে হঠাৎ কোথায় চলে গেলেন। এর নাম কালে খাঁ। কালে খাঁ যে আগরতলায় গিয়েছিলেন এটা আর কারো কাছে শুনিনি। আগরতলায় এক বক্তির স্মৃতিও অতলেই বোধ হয় তখনও কাজ খাঁ বিরাজ করছিলেন।

অনেক ওস্তাদ আগরতলায় এসেছিলেন তাঁদের দানের মূল্য সমূহক সন্দেহ নেই। কিন্তু যে সাংগীতিক এবং শিল্পীসমাজ পরিবেশ আগরতলাবাসীরা গড়ে তুলেছিলেন, তার তুলনা নেই। কেননা তরুণ প্রভাব উক্ত জনপদের অভিবাসীদের মধ্যে সত্যিকারভাবে একটি গোতন এবং সৃষ্টি, শিল্পবোধ এনে দিয়েছিল।

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ ঝিরনী
যশোর কুম্ব ইন্ডাস্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

Gurukul Kangri, Haridwar

গুরুকুল কান্গুরী
ব্রাহ্মী কেশ তৈল

প্রচুর সতেজ বেরবাজী তৈরী
এবং মাস্তক শীতল রাখে।

আম্বোদ মেডিকেল সোসাইটি

১৭২ মহাখা গান্ধী রোড বালকাতা
৪০, বাগতলা স্ট্রীট, বালকাতা

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন

ভারতের প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল (১৮৩৩-৩৫) লর্ড উইলিয়াম ক্যাথার্ডেন বেন্টিনকে (১৭৭৪-১৮৩৯) ভারতের তৎকালীন ইউরোপীয়রা "ক্রীপং ডাচম্যান" এই আখ্যা দিয়েছিলেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন শান্তি এবং চেয়েছিলেন শাসন-ব্যবস্থার ব্যবসায়িক এবং সংস্কার; পূর্ববর্তী শাসকদের মত তিনি ব্যবসায়িক প্রসারশীল নীতি আঁকড়ে থাকতে চান নি; তার ওপর তিনি ছিলেন ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত।

লর্ড উইলিয়াম শাসনব্যবস্থার মধ্যে যেখানে যত ত্রুটি ছিল, তা দূর করতে অস্বীকৃত হন। তিনি প্রথম সৈনিকদের ভাতা বা বন্দুকালীন কৃতির অধিকার না তারা তাদের মাইনের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়োগ দিল তা বন্ধ করেন। তার ইকনমিক কমিটিগুলি একদিক থেকে সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে ফেলে, আর এক দিকে যেমনই প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীর বেসামরিক সম্পদের সংখ্যা হ্রাস করে। তার এই ব্যবসায়িকের কাজে বিচক্ষণতা এবং সৌজন্যের অভাব না থাকলেও তিনি অনেকের বিরাগভাজন হন এবং ভারতের তৎকালীন ইংরেজদের কাছে তিনি ভারত ত্যাগ না করা পর্যন্ত "ক্রীপং ডাচম্যান" হয়ে থাকেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ১৮৩৩ সালের চার্টার আক্ট-এ এই বিখ্যাত অনুচ্ছেদটি সংযোজিত পাওয়া যায়: "স্থানীয় কোন ব্যক্তিকে ধর্মের জন্য, জমিদারি বা অন্য কোন কোম্পানীর কোন চাকুরি লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারবে না"।

লর্ড উইলিয়াম আইনের এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মান চলেছিলেন। তিনি এমন কি আইন রচিত হবার দু'বৎসর পূর্বেই স্থানীয় লোকের এই অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

১৮৩১ সালে তিনি ভারতীয় সিভিল জজদের বেতন বৃদ্ধি করেন—তাদের সর্বোচ্চ বেতন হয় বৎসরে ১০,০০০ টাকা (আজকালকার টাকার মূল্যে প্রায় ৬০,০০০ টাকা); তাদের বিচারক্ষমতাও তিনি সম্প্রসারিত করেন। ১৮৩৭ সালে ভারতীয় ডেপুটি কালেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়; ১৮৪০ সালে হয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের ব্যবস্থা। সমস্ত দেওয়ানী মামলা বিচার করার

ক্ষমতা এইভাবে একদিন ভারতীয় বিচারকদের হাতে এসে পড়ে।

ঐগী ধমন

লর্ড উইলিয়াম ঐগীদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য ভ্রমণকারী এবং তীর্থযাত্রী সকলের কাছ থেকেই কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারেন। এই ঐগীরা দলবদ্ধভাবে দেশের মধ্যে ঘুরে বেড়াত এবং সুযোগমত ভ্রমণকারীদের দলের সঙ্গে মিশে তাদের বিশ্বাস উপাধন করে তাদের হত্যা করত, লুট করত, তারপর তাদের কবর দিত।

এই সব লুণ্ঠনকারীদের পেছনে ছিল দেশের বড় বড় জমিদার; তাদেরই সমর্থনে তারা উদ্ভব ভারতের সর্বত্র আতঙ্ক সৃষ্টি করে বেড়াত। ১৯ শতকের প্রথম দিকে অন্যান্য স্থানের মত ভারতের পুলিশ বলতে ছিল গ্রামের চৌকিদাররা। লর্ড উইলিয়াম প্রথম একটা বিশেষ বিভাগ গঠন করেন, যেমন আজকালকার "ফ্লাইং স্কোয়াড"-এর বিভাগ, চেষ্টা করেন এই ঐগীর অত্যাচার বন্ধ করতে।

এই বিশেষ বিভাগ পরিচালনার জন্য তিনি থাকে নিয়োগ করেন, তিনি হলেন উইলিয়াম স্মিথ। বীর নাম ভারতের ইতিহাসের পাতায় চিরকাল থাকবে। ঐগী ধমন করার ফলে আইনানুগ নাগরিকরা কি পর্যন্ত স্বাস্থ্যবোধ করেছিল তার একটা ধারণা স্মিথানের ১৮৪০ সালের রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়। এই রিপোর্ট থেকে জানা যায় ২০ জন ঐগী রাজসাক্ষীর মধ্যে একজনই ৪০ বৎসরে ৯৩১ জনকে হত্যা করে এবং আর একজন করে ২০ বৎসরে ৫০৮ জনকে।

সহমরণ নিষিদ্ধ

লর্ড উইলিয়াম সংস্কারমূলক বহু কাজ করেন, কিন্তু সমস্ত কাজের মধ্যে সহমরণ নিষিদ্ধ করে ১৮২৯ সালে যে আইন প্রণীত হয় তাই তার সবচেয়ে বড় কাজ বলে সকলের স্বীকৃতি লাভ করে। মহান মুশাহিদেহী রামমোহন রায় এবং অন্যান্য ভারতীয় নেতারা সহমরণ নিষিদ্ধ করার জন্য ব্যবহার অনুরোধ জানিয়ে এলেও পূর্ববর্তী গভর্নরা দেশের মধ্যে বড় রকমের অশান্তি সৃষ্টির ভয়ে এই দিকে কোন কাজ করতে পারেন না। কিন্তু এ সম্পর্কে আইন যখন প্রণীত হল তখন



দখা গেল আইনের বিরোধী যারা, তারা
কবল প্রিভি কাউন্সিলে সুবিচার প্রার্থনার
থ্য দিয়েই তাদের বিরোধিতার পর্ব শেষ
ফেল। তাদের আবেদন অগ্রাহ্য হলে তারা
গম, শাস্ত মনেই তা মেনে নিল—এ থেকে

বোকা যায় লর্ড উইলিয়াম জনসাধারণের
মন কী পর্যন্ত ব্যকতে পেরেছিলেন।

ডাঃ সন্তোষ নাথ

মুঘল সাম্রাজ্যের সংহতি নষ্ট হওয়ার

*** প্রতি দিন
প্রত্যেক বাড়ীতেই
কেউ না কেউ**

লোম্বা

**হয় চুল কালো করবার জন্যে
নয় চুলের প্রসাধনের জন্যে
ব্যবহার করছেন**






সোন এক্জেন্ট :
শ্রী এম বাবুশওয়াল
কামোবাধি—১
এক্ট :
শ্রী মনোজম এণ্ড কোঃ
বোম্বাই—২

ফলে পিণ্ডারী এবং নগাঁ অত্যাচার এবং
নানা রকমের বৃন্দজনিত বিপর্যয়ের ফলে
এবং সেই সঙ্গে ফারসী ভাষা গভর্ন-
মেণ্টের এবং আইন আদালতগুলির ভাষা
হয়ে থাকার ফলে ভারতের প্রাদেশিক ভাষা-
গুলিতে সাহিত্যের বিকাশ ঘটে না, ভাষা
শিক্ষার প্রসারও বন্ধ হয়ে যায়। লর্ড
উইলিয়ামের সময় গভর্নমেণ্টের ভাষা
হিসাবে এবং উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে
ইংরাজী ফারসীর স্থান গ্রহণ করুক, এমন
কথা বলা না হলেও লর্ড উইলিয়ামের
সাবনির্বাহক পরিষদের আইন সদস্য টমস
মেকলে ইংরাজী ভাষার অনুকূলে যার
ফলে এবং এ সম্পর্কে যে ব্যবস্থার তখন
চলছিল তার শেষ তিনি করেন।
ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন মেকলের এই
উপদেশ লর্ড উইলিয়াম গ্রহণ করার ভারত
পশ্চিমী জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং কারিগরী
বিসার সঙ্গে তার নিজস্ব সাম্প্রদায়িক
পাশ্চাত্য আদর্শবাদের সংযোগ পায়।
ফারসীর জায়গার ইংরাজী ভাষা এসে
অন্যতঃপশ্চিমী স্থান করে নেওয়ার এবং
শিক্ষার মাধ্যম হয়ে দখা দেওয়ার সর্বোচ্চ
চেষ্টা এবং বিশ্ববিস্তার ছাড়া অন্য
কোনও সিলে বাক্যের ভাবনামাত্রের সাহায্য
বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে ভারতের
বিভিন্ন ভাষা এবং সাহিত্যের উন্নতি
সম্পর্কে সর্বত্র একটা অসুস্থপ্রভা লক্ষ্য
করা হতে থাকে।

প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

লর্ড উইলিয়াম ব্যকতে পেরেছিলেন
ইংরাজী ভাষার ব্যবহারের নায় বাণীর
শব্দের সাহায্য ভারতের পাশ্চাত্য জ্ঞানবোধ
হাস। তিনি গণ্যক প্রথম বাণীর পোষ
চলানোর ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই প্রথম
ইউনিট এবং ভারতের প্রথম স্ট্রাকশিপ
সমিতির প্রস্তাবনের উদ্যোগী হন। লন্ডনে
সম্মেলনস্থ তিনি এর সমর্থন কর বক্তৃতা
করেন, যা অন্যতম ভবিষ্যৎবাণীর রূপ
লয়। তিনি বলেন:

“ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে নিরাপত্তা ও
নির্মিত যোগাযোগ বাস্তবায়ন থাকলে
ভারতের জনসাধারণ তাদের সামান্য-
অভিযোগের কথা এই দেশকে এবং এই
দেশের কল্যাণকর কল্যাণের একটা সংযোগ
পাবে, যন্ত্রাড়া যারা ব্যবসায়ের খ্যাতির
ভারতে যাবে না, এমন সব ভ্রমণকারীও
সংযোগ পাবে ভারত ভ্রমণের পর তাদের
নিজেদের দেশে এসে সাম্রাজ্যের এই
দূর্বর্তী অংশের অবস্থার প্রকৃত বর্ণনা
দিতে।”

লর্ড উইলিয়াম-এর আর একটি উল্লেখ-
যোগ্য সংস্কারমূলক কাজ হল বিদ্যার-
ব্যবস্থার সরসীকরণ।



লর্ড উইলিয়াম বেষ্টিকের অপসারিত মূর্তি। পাঁচমবঙ্গ বিধানসভার সংলগ্ন উদ্যান হইতে ৭ হাজার টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি মূর্তিটিকে নির্বাসিত করা হইয়াছে

সংস্কারমূলক মনোভাব

ভারতীয়দের সংগে তাঁর সংস্কারমূলক মনোভাবের অনেক দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। মির্জাপুরের ব্যবসায়ী লালু মানমরের কাহিনীটি এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। মিল্লাপুর্ন ও মির্জাপুরের মধ্যে কেবাই গিরিবন্ড জলের অভাবে পথিকদের সেই সময় দুর্দশার অস্ত ছিল না। লালু মানমর এই দুর্দশা লাঘব করার জন্য একটি পুস্তক রচনা করেন। পথিকদের তিন এইভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞান হয়। এর পর গভর্নমেন্ট নর্মদা থেকে মির্জাপুর পর্যন্ত একটি নূতন রাস্তা নির্মাণ করেন, এতে পথের দুর্ভাব অনেক কমে যায়। পথিকরা এই পথে যাতায়াত শুরু করার মানমরের পুস্তক রচনা এবং তাঁর বিশ্রামাগার চিরকালের মত পরিচালিত হয়।

লর্ড উইলিয়াম যখন পরে একবার কোন কাজে মির্জাপুর আসেন তখন উইলিয়াম

স্মিথ তাঁকে লালু মানমরের কথা জানান। লর্ড উইলিয়াম তখনই তাঁর সংগে সাক্ষাতের অগ্রহ প্রকাশ করেন। মানমরকে তিনি তাঁর জনহিতকর কর্মের জন্য সাধুবাদ জানান এবং তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন।

উপরন্তু লর্ড উইলিয়াম গভর্নর-জেনারেল হিসাবে কাজ করার সময় গভর্নমেন্ট হাউসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে সমস্ত সামাজিক বিভেদ দূর করেন।

জাতিগত বৈষম্যের বিরোধিতা

লর্ড উইলিয়াম বেষ্টিক লর্ড রিপনের (গভর্নর-জেনারেল, ১৮৮০-৮৯ সাল) সমমতাসম্পন্ন। রিপন যখন ভারত ভাগ করেন তখন ভারতীয়রা হুগলী নদীর দুই তীরে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। তাঁকে এইভাবে সম্বর্ধিত করার কারণ ছিল তাঁর ইলবাট বিল, এই ইলবাট বিল তিনি জাতিগত বৈষম্যের বিরোধিতা করেন। লর্ড উইলিয়াম

বেষ্টিকের সংগে যে আর-একজনের নাম স্বতই মনে হয় তিনি হলেন লর্ড আরউইন (১৯২৬-৩১), মহাত্মা গান্ধীর সংগে যিনি চুক্তি সম্ভব করে দেশবাসীদের ব্যক্তিগত দিয়েছিলেন, ভারত সম্পর্কে রিপনের আভি-প্রায়ের আন্তরিকতা কতখানি।

ভারতীয় ঐতিহাসিক মিঃ এস গোপাল বলেছেন, ভারতের শান্তিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ এবং কমনওয়েলথের মধ্যে ভারতের এই অংশীদারিত্বের মূলে আছে ভারতে এবং কমনওয়েলথে লর্ড আরউইন যে উদার নীতি অনুসরণ করে আসেন সেই উদার নীতি। আমি আরও মনে করি, লর্ড উইলিয়াম বেষ্টিক, লর্ড রিপন, “কংগ্রেসের জনক” এলান অক্টোভিয়ান হিউম এবং আরও অনেক ভারতের এই স্বাধীনতার ভিত্তি রচনায় সহায়তা করেন।

[“ভারত, গণতন্ত্র ও শিক্ষা”, “বিশ্ববর্তনীয়ভাবে ভারত ও পাকিস্তান” প্রভৃতি পুস্তকের লেখক জর্জালিন হেনেসিস-র প্রবন্ধ হইতে অনূদিত]

জটিল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস পি হুবার্ড (রেজিঃ) সমাগত যৌন-সিগকে গোপন ও জটিল রোগাদির দ্বিবার বৈকাল ব্যাপ্ত প্রাপ্ত ৯-১১টা ও বৈকাল ৫-৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।
প্যামপুর্ন হোমিও ক্লিনিক (রেজিঃ)
১৪৮ আমহার্ট গুটি কলিকাতা-৯

কে.হোডের

কর্ণক

* সাউডার *

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ

(জন্মানিয়ন্ত্রণে মত ও পথ)

• সচিব তৃতীয় সংস্করণ •

—সর্বাধিকারিত জনপ্রিয় তথ্যবহুল সংক্ষিপ্ত সুলভ বাংলা সংস্করণ—
প্রত্যেক বিবাহিতের বাস্তব সাহায্যকারী একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য ডাকবায় সহ ৭৮ নয়া পরস M. O.তে অগ্রিম প্রেরিতব্য।
প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য সাক্ষাৎ বা ফোন (রাবিবার বাদে) বেলা ১টা-৬টা।
ফোন : ৩৪-২৫৮৬

মেডিকো ফ্যামিলি কন্সাল্টেশন

(Family Planning Stores)

রুম নং ১৮ * টপ ফ্লোর

১৪৬, আমহার্ট গুটি, কলিকাতা-৯

(বৌবাজার-আমহার্ট গুটি জংসনের উত্তরে)

স্মৃতি চারণ

দিলীপকুমার সেন

বাঁশ

বাঁশনে আমি মাঝে মাঝে যেতাম একটি চমৎকার নিরামিষ রেস্টুরার। সেখানেই প্রথম আমার দেখা হয় ওলগার সঙ্গে। জীর্ণনিত আমার নামডাক হওয়ার ফলে আমি অনেক বদলে গিয়েছিলাম—লাজুক কিশোর হয়ে উঠেছিল আত্মবিশ্বাসী নওজোয়ান। কাজেই ওলগার সঙ্গে আলাপ জমাতে দেরি হয়নি আরো এই জন্যে যে, সে যে রুশ তাকে দেখেই চিনেছিল। এবং রুশরা খুব সহজেই আলাপ পরিচয় করে এ আমার জানা ছিল।

কোন অছিলায় আমি ওলগার সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়েছিলাম আমার মনে নেই—তবে এটুকু মনে আছে যে, তার মুখের শব্দত কমনীয়তা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল বলেই তার সঙ্গে পরিচয় করতে চেয়েছিলাম। বন্ধুত্ব পাতাবার ক্ষমতা আমার ছিল সহজাত, তার উপর ওলগা

গান অভ্যস্ত ভাগবাসত; কাজেই আলাপ জমতে দেরি হয় নি। ভারতীয় গান শুনতে সে সত্যিই মুগ্ধ হ'ত বলে আমার ওখানে তাকে মাঝে মাঝেই ডাকতাম ও পিয়ানো বাজিয়ে নানা গান শোনাতাম। তবে সে ভক্তিসংগীত ছাড়া আর কোন গান শুনতে চাইত না। আমাদের ভজন গানগুলি তাকে অনুবাদ করে বুলিয়ে তবে গাইতাম।

ক্রমশ গণপালাপের মধ্যে নিয়ে পরিচয় পেলাম একটি আশ্চর্য পবিত্র হৃদয়ের। জীর্ণনিত এর আগে আত্মবিশ্বাসী তরুণী, শিক্ষণী তরুণী, স্বরংকমণী তরুণীর দেখা পেয়েছিলাম যত-তত, কিন্তু সত্যিকার ধর্ম-প্রাণা ব্রহ্মচারিণীর দেখা পেলাম এই প্রথম ও শেষ।

ওলগার পিতৃদেব পল বিরুদ্ধই ছিলেন টেলস্টয়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। টেলস্টয় সম্বন্ধে তিনি একাধিক বই লিখেছিলেন। তার সঙ্গে আমার পরে লুনালোতে দেখা

হয় ও তার মুখে টেলস্টয়ের অনেক গল্প শুনতে মুগ্ধ হই। বলতে কি, টেলস্টয়কে আমি প্রথম দিকে ভাসবেসেছিলাম তার আনা করেনিনা ও বিসারেকশন পড়ে। ওলগার সম্পর্কে আসার পর আমি পড়ি তার ধর্ম সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ, গল্প ও নাটক। ওলগা প্রায়ই দুঃখ করত যে, টেলস্টয়কে শিক্ষণী বলে সমাদর করতে করতে লোকে ভুলে গেছে মহত্তর টেলস্টয়কে যিনি ছিলেন ধর্মাত্মা, মহাত্মা, ঋষি। এ সম্বন্ধে ওলগার শব্দত উচ্ছ্বাস শুনতে শুনতে তব রঙে আমার মন একটু একটু করে রঙিয়ে ওঠে। আমি বিশেষ চমকে উঠি টেলস্টয়ের জট স্টাইনস্ ইন দি ডার্কনেস বর্ণনায় কয়েকটি ধর্মাত্মক নাটক, কয়েকটি ধর্মাত্মক গল্প এবং তার হোয়াট ইজ আর্ট পড়ে। তাছাড়া ওলগার মুখে টেলস্টয়ের ধর্ম-প্রাণতার উচ্ছ্বাসিত তপণ শুনতে শুনতে আমার চোখে যেন প্রথম দেখতে দেখতে তার আর্থ বৃক্ষ, ভক্তি কবিতা শিখি সেই মহর্ষিক, যিনি মহা-শিক্ষণী হয়েও বসতে কুণ্ঠিত হন নি যে, মানুষের সর্বোচ্চ সাধনা ধর্ম, শিক্ষণ বা বিজ্ঞান নয়। তখন কে জানত যে, আমার দৃষ্টিভঙ্গিও ঠিক তার দৃষ্টিভঙ্গির মতনই বদলে যাবে গবেষনিকার। কিন্তু সে অন্য কথা : ওলগার প্রসঙ্গে কিংবদন্তি।

অমিত লাবণ্য আপনারই জন্য বোরোলীন

আপনার লাবণ্যময় প্রকাশেই আপনার সৌন্দর্য্য। কিন্তু রোদ আর শুক হাওয়া প্রতি-দিন আপনার সে মাধুরী হান করে দিচ্ছে। ওষধিগুণযুক্ত সুরভিত বোরোলীন এই করুণ অবস্থার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। এর সক্রিয় উপাদানগুলি আপনার হৃকের গভীরে প্রবেশ করে শুকিয়ে যাওয়া স্নেহজাতীয় পদার্থ ফিরিয়ে এনে আপনার হৃকে মধুমলের মত কোমল ও মৃদু করে সজীব ও তারুণ্যের নীতিতে উজ্জল করে তুলবে। আবেশ-লাগা সুরভিযুক্ত বোরোলীন ক্রীম মেখে আপনার হৃকের সৌন্দর্য্য রক্ষা করুন আর নিজেকে রূপোজ্জল করে তুলুন।



পরিবেশক : জি. দত্ত এণ্ড কোং, ১৬, বনবিহার রোড, কলিকাতা-১

বলেছি ওলগা ছিল ধর্মপ্রাণ। কিন্তু
এ ধরনের বিশ্লেষণে কটকটুই বা বলা হয়?
এর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হবার পারে ওর যে রূপ
আমাকে মন্দ করছিল তার ছবি আঁকা
সহজ নয়। ওসঙ্গে সম্মানানীরা তাদের
মঠে খুবই একান্তে থাকে শুনছিলাম।
ওলগা ঠিক সেভাবে একান্তে থাকত না।
বালিনে ও এসেছিল খুঁট ও মাদনার ছবি
আঁকা শিখতে, কাজেই ওকে যেতে হ'ত নানা
চিঠালায়েই, আলোপ করতে হত নানা লোকের
সঙ্গেই। ও খুব বেশি মিশুক না হলেও
বন্ধন গল্গালাপ করত তখন সহজেই প্রকাশ
করত ওর মতামত, বলত ওর নানা
অভিভূতের কথা। কিন্তু আমার সবচেয়ে
ভাল লাগত দেখে যে, ধর্মপ্রাণ ভাবতবর্ষকে
ও সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসেছিল। ও বলত
যে, ওর পিতৃদেবের কাছে স্মার্মী
বিবেকানন্দের কথা শুনতে শুনতে ছেলে-
বেলায়ই তাঁকে ও ভক্তি করতে শিখেছিল।
তবে ত্রীরাষ্ট্রকদের সম্বন্ধে ও বিশেষ কিছু
জানত না। আমি ওকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা
বলতাম তার কথা।

শুনতে শুনতে সময় সময়ে বিশ্লেষণযোগ্য
এর গাল দাঁতি প্রায়ই আপেলের মতন রঙা
হয়ে উঠত ও চোখে জল ভরে আসত। বলা
বাহুল্য, পরমহংসদের সেইসব বাণীতেই
ও সর্বান্তঃকরণে সাদা দিত যে-সব বাণীতে
টলস্টয়ের সায় ছিল। যথা, আমি পরম-
হংসদেবের "টাকা মটি মটি টাকা"
উপলব্ধির কথা শুনবামাত্র ও বলেছিল:
"শ্রীকৃষ্ণ টলস্টয়ও বলতেন—অর্থই আনে
অনর্থ।" কামিনী প্রাণের কথা বলতে
সম্প্রদায় আসতে ও সেখানেই বলেছিল:
"এতে কুণ্ডা কী? দেখছ না কি, আজ-
কালকার মেয়েরা কোন উদ্দেশ্যের পথে
চলেছে এদেশে? টলস্টয় পুইই বলতেন—
ভগবানকে পেতে হলে সব আগে চাই
ব্রহ্মচর্য।" তার কাছে প্রায়ই এ ধরনের
অপ্রত্যাশিত সাদা শেষে এত চমকিত হতাম
যে, আজ মনে দুঃখ হয় কেন যে সে
সময়কার ডাক্তারি বীর্ঘনি—রাখলে আজ
স্মৃতিচারণে পরিবেষণ করতে পারতাম ওর
কত মূল্যবান সরল বিশ্বাসের কথা,
অহিংসার কথা, টলস্টয়ের প্রতি বাণীকে
বেথাকা বলে বরণ করে নেওয়ার কথা,
আরো কত কী! ও নিরামিষাশী হয়েছিল
গরুরাকা মেনে চলতে, অতি সাদামাটা
বেশে চলাফেরা করত, চুল বাঁধত টেনে, রং
কি পাউডারের ধারণা দিয়েও যেত না—
সব বকমেরই প্রসাধনকে বর্জন করেছিল
নিষ্ঠুর হয়ে—এ সম্পর্কে টলস্টয়ের বাণী
শিরোধার্য করেই বলাব। একটি মজা
ছিল—জপ করত ইস্ট নাম। ধর্মপান,
মদ্যপান বিষবৎ বর্জন, অতি-সম্ভব, কোন
কিছুই মধ্যে দিত না—এককথায় পবিত্রতার
সংঘন ও সম্মানের মূর্তিমতী প্রতিমা।

কিন্তু ওর নিষ্ঠা, সংযম ও পবিত্রতা
আমাকে মন্দ করলেও আমি সবচেয়ে মন্দ
হয়েছিলাম ওর সরলতায়। এমন সরলতা
যে কোন উচ্চশিক্ষিতা পাশ্চাত্য শিক্ষণীয়
স্বভাবসিদ্ধ হ'তে পারে চোখে না দেখলে
আমি বিশ্বাসই করতে পারতাম না। কিন্তু
এবার বালি, কীভাবে ও আমার কাছে
হাজির হয়েছিল যেন দেবতার দূতী
হ'য়ে।

বলেছি—যে-সময়ে আমি ভগবানের
কথা প্রায় ভুলে বসে জল্পনা কল্পনা করছি
—রুশ দেশে গিয়ে দেখে আসব সেখানে
কী নবরাজ্যের পত্তন করছে বলশেভিক
আদর্শবাদী তরুণ তরুণীরা। ওলগার কাছে
একদিন কথাটা পাড়তেই ও আশ্চর্য হয়ে
সরল সুরেই জিজ্ঞাসা করল, "তোমার মুখে
একথা?" আমি অবাক হয়ে ওর দিকে
তাকাতেই ও বলল: "ভূমি কি মনে করো
ভগবানকে যাবা মানে না তারা মানুষের
সত্যিকার হিতসাধন করতে পারে?"

কথাটা কিছু নতুন নয়। আমি নিজেও
হ্যাঁ কতবারই কতলোকের কাছেই বলেছি
এই ধরনের কথা। কিন্তু তবুও ওলগার
মুখে এমনধারা প্রশ্ন শুনতে পড়লাম যেন
অথুই জ্বলে। ও তারপর অনগল বলে
যখন যা ওর মনে হয়—একটুও রেখেচে
নয়, সম্পূর্ণ খোলাখুলি—যেন আমার
সঙ্গে ওর কতদিনের আলাপ!

ওর সব কথা মনে নেই, কেবল ওর মূল
বাণীটি হ্যাঁ জ্বলবার নয়: পৃথিবীতে সব-
চেয়ে বড় সত্য ভগবান, কাজেই সবচেয়ে
বড় জীবন হল ভগবত জীবন। বল-
শেভিকরা ভগবানকে বাদ দিয়ে স্বর্গরাজ্য
প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। শাসনতন্ত্র বলে,
অসহ্যতাকে প্রশ্রয় দিয়ে। এ-পথে
মানুষের মুক্তি নেই—বলেছেন স্বয়ং খৃষ্ট
ও টলস্টয়। তবে? তবে কোন জাতি-
বিশ্বাসের মোহে আমি নাস্তিকদের মারাম
পড়েছি? আমি বললাম আমার বলশেভিক
বন্ধুর কথা, তার ত্যাগের কথা, আদর্শের
কথা। ওলগা আমার সঙ্গে তাকে মাঝে
মাঝে সেই নিরামিষ রেশতরিতে দেখত,
তাকে ওর ভালোও লেগেছিল। কিন্তু
ভগবানকে বরখাস্ত করে ভোগবাদের পথে
মানুষের পরম মুক্তি হতে পারে একথায় ও
কানে আঙুল দিত। বলত: "আমি বৃষ্টি
শব্দে একটি আদর্শ দিল্লী: ভগবান যা
চান তাই করা—হিংসা নয়, হিংসা নয়—
প্রীতি, সৌভ্রাত্য, শান্তি। খৃষ্টদেব কি
বলেন নি:

'Blessed are the peace-makers, for
they shall be called the children of
God. Blessed are the pure in
heart, for they shall see God'—
—বাস। মুঁহুং এই পথ। ওদের ফাঁপা
বুলিতে কান দিও না। আর যদি কিছু
মনে না করো তবে বালি।" "নাস্তিকদের

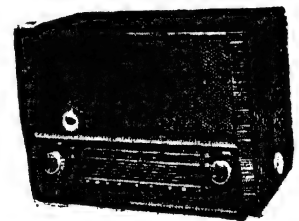
শ্রীঅনিচন্দ্র ঘোষ এম. এ.—প্রণীত

ব্যাগামে বাঙালী	২১
বীরভৈ বাঙালী	১১০
বিজ্ঞানে বাঙালী	২১০
বাংলার ঋষি	২১০
বাংলার মনীষী	১১০
বাংলার বিদূষী	২১০
আচার্য জগদীশ	১১০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১১০
রাজর্ষি রামমোহন	১১০
শ্রীসিদ্দেশী লাইব্রেরী	
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২	

কে.হোডের
কণক
* পাউডার *

ঢোল কোম্পানীর
মদ ওকারের
অক্ষয় মল্ল
কলিকাতা

এইচ এম ডি



রোডও এবং রোডওগ্রাম

আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত অনেক প্রকারের এমুলিফায়ার,
মাইক্রোফোন, লাইডস্পিকার, রোডও পাউস,
টেপ রেকর্ডার ইত্যাদিও সরবরাহের জন্য
আমরা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া থাকি।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থী

রোডও এণ্ড ফটো স্টোরস্

৬৫, গগেনচন্দ্র এডভান্ট কালিকাতা-১০

ফোন : ২৫-৪৭১০

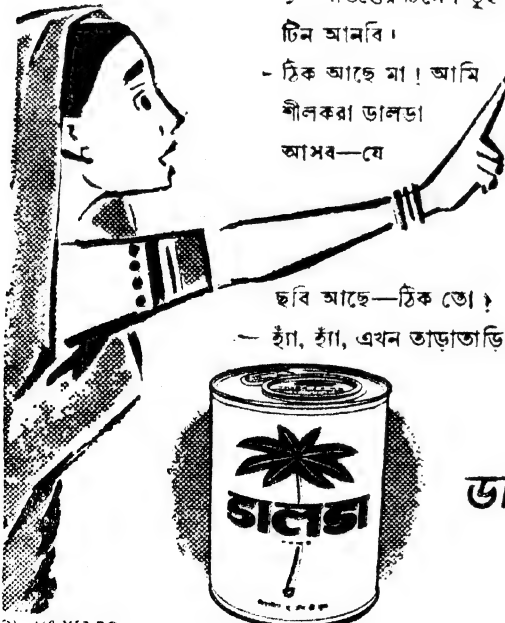
করলে হয়ত আরো পরিস্কার হবে আমার
বক্তব্য :

.....গর্বসাধে
খোয়াই মা তীর্থপথে যদি তব প্রসাদ-পাথের,
অম্ভাত্য যদি প্রেরে করি প্রত্যাখ্যান
বরি প্রের,
অপরাধ নিও না মা!—আমি যদি পড়ি
বার বার।

ভূমি থেকে ধরে হাত সন্তানের,
যুহারো আহর
ক্লান্ত অশ্রু নিরাশার—হৃদি পথ
প্রশ্ন-ভ্রমসার
হারাই, নীলিমা-দিশা অবহেলি
মৃগভীষিকার
করি মা বরণ—ধুবতারা রেখে তোমার
জ্বালায়ে,

ভ্রান্তির ঢুকানে তব অভ্রান্তির নিশান
উড়ানে।
আমি যদি ভুলি রত—ভূমি মনে রেখো
মা নিরত—
শুধু বাহিরের অক্ষমতাবশে ভাঙি
আমি রত।
কোরো কমা জেনে—যদি তোমারে না
সব ছেড়ে ডাকি—

বোকা চাকর- বুদ্ধিমত্তা গিল্লী



- যা আপনি যে 'ডালডা' চাইছেন তা আমি কেমন্ড
করে খুঁজে পাব ?
- ঠিক। নাম তো তুই পড়তে পারবিনা কিন্তু—
'ডালডার' টিনের ওপর থাকে খেজুর গাছের ছবি।
- ও এখন মনে পড়েছে ! আচ্ছা মা, বাটি করে
আনব না বড় কিছু একটা নিয়ে যাব ?
- ছর সবজাস্তা ! 'ডালডা' কখনও খোলা বিক্রী হয়
না। 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র শীলকরা টিনে।
- যাতে কেউ চুরী না করতে পারে ?
- হ্যাঁ, তাছাড়া শীলকরা টিনে মাছি ময়লা বসতে
পারেনা, ভেঙালের ভয় থাকে না। স্বাস্থ্য খারাপ
হওয়ারও ভয় নেই।
- ও সেই জন্যই সব বাড়ীতে 'ডালডা' দেখা যায়।
- হ্যাঁ, কিন্তু কত ওজনের টিন আনবি বল তো ?
- যেটা পাওয়া যায়।
- 'ডালডা' পাওয়া যায় ½, ১, ২, ৫ আর
১০ পাউন্ডের টিনে। তুই একটা ৫ পাউন্ডের
টিন আনবি।
- ঠিক আছে মা ! আমি একটা ৫ পাউন্ডের
শীলকরা ডালডা মার্কা বনস্পতির টিন নিয়ে
আসব—যে টিনের ওপর খেজুর গাছের

ছবি আছে—ঠিক তো ?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন তাড়াতাড়ি কর !



ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন
স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করুন

অন্তরমন্দিরে তবু অনিন্দা প্রতিমা

তব জাগি'

বৈরাগী করেছে হৃদি।

একটিবটটির মধ্যে দিয়ে কাবারস পরিবেষণ করে পেরেছি' নি না সেটা কাবারসিকের বিচার্য, কিন্তু একথা বলতে পারি সত্যের অপলাপ না করেই যে এর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে—আমার গভীর চেতনার একটি উজ্জল এজাহার—যে তখনো শ্রীঅরবিন্দ আমাকে প্রায়ই বলতেন। তিনি নামা পাঠে আমাকে লিখেছিলেন যে, আমি সব আগে ভাববও সাধকই বটে তাই নাস্তিক কাণ্ডে সংগীতে সাংগীত সামাজিকতায় আমার অন্তরতম স্বরূপের পরমতম প্রকাশ হতে পারে না কাণ্ডে সংগীতে যদি কোনো সহজাত প্রতিভা নিয়ে আমি এসেও থাকি, তাহলেও বলতেই হবে যে ভগবান এসেই শক্তি আমার দিগ্বিজয়ন আনন্দিক সত্যেই প্রকাশ করবে, ভগবদ্ব্যবস্থাপেক্ষা শিল্পী কবি যতকৈ হয়ে ফুটে উঠবে না। সত্যে সত্যে এই আশীর্বাদ আমি আজ করতে যাই যা না না নাস্তিক প্রভাবের চন্দ্রসে লখনো লখনো আমি দিগ্বিজয়ন হলেও চন্দ্রসের প্রসাদ আমার কেন জেতার করেই হবে পরে আমি ভাবিয়ে এসেছে আমারই ভাববট প্রাণীরা পাখ্যে ভিকর প্রেরণা, অমর উপলব্ধি, সম্পদ। সে বিচার্য ইতিহাসের কথা হইবে যদিও বলব কোনদিন যদি ইতিকর অন্য কোনো এমন মনের আশ্রয় দান না ঘটতে পারে।

একদিন এক লোকের থেকে ফলন। ফিরে বললাম—একটা লোক না করেইও ফলন ফলন করে। তবু সমস্ত আমার মনের মতো আমার এক চন্দ্রসের সত্যে সত্যে ওই একটা ইতিহাসের শক্তি। আমি আর উঠিলাম ফল দিগ্বিজয়ন করে। সেইজন্যেই তার মনের শক্তির সত্যেই সত্যেই আমি সভ্য করে, আমাকে দেখানো ভাববট রাগসম্মত সম্পদে বক্তৃতা দিতে হইবে। ফলনকে পেয়ে মন একটি, অমরত হইল কি আমি বলব পেয়ে যে সে সভ্য রাষ্ট্রের রাগসম্মত রোমী রোমী, জগৎ দ্বারা মন, হৃদয়মান হইল প্রমুখ মনীষীরা আসবেন। আমি দিক করলাম—লগ্যোনা হয়ে ইতিহাস নিয়ে বহুসংখ্যক ইতিহাসের ভাষা তথা গানে তালিম নেব।

বলেছি—এই সভ্যেই আমার প্রথম দেখা হয় রাষ্ট্রের রাগসম্মত সত্যে। তার প্রবাসের অব চায়না পাড়ে আমি যখন মন হইল ভাবছি তার উদার চীন-প্রতির কথা, দিক সেই সময়েই আমার আমার হইল এল দীর বিখ্যাত খিওবী আশুদ হইল। তাই লগ্যোনা বইটি। এর আগে তার রোডস্ টি, ফ্রীডম পাড়ে জেনে-

ছিলাম যে, তিনি গিল্ড সোশ্যালিজমের পক্ষপাতী। বলশেভিজম সম্পর্কে বইটি তিনি লেখেন রাশিয়া থেকে ফিরবার পরেই। এ সম্পর্কে তার সংগ নানা কথা হয় কয়েক বৎসর পরে—কর্নাওয়ালে—যে কথা "তীর্থংকরে" লিখেছি। তাই এখানে এই বইটির কথাই বলি।

রাসেলের একটি যুক্তি আমার কাছে সর্বত্রই ভাল গ্রহণীয় মনে হয়ঃ যে, রাষ্ট্র একটি মহামতিম সর্বপ্রণমা সত্তা নয়, রাষ্ট্র হইল অনেকগুলি মানুষের সমষ্টি; এই সমষ্টির সাধকতার নিকম হবে তার প্রতি মানুষের সাধ শক্তি; কাজেই যে রাষ্ট্র বাসস্থান রাষ্ট্রের স্বাধীন চিন্তাকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে সে বাসস্থান শুধু, যে রাষ্ট্রের দৃষ্টি এই না সমষ্টিরই স্বাধীনতা।

রাসেলের গ্রন্থের আর পক্ষও কেন পরিবর্তন হয়নি আমার মনও শ্রীঅরবিন্দের কাছে দিয়ে অর্থ আমার নিঃসংশয় হয়েছে এ যুক্তিবাদের সত্যতা সম্পর্কে। শ্রীঅরবিন্দও এই কথা প্রমাণ বলেছেন যে "নিউরেড... অত্যাশ্রয়, অসহিষ্ণুতা মানুষের যে পক্ষে চলতে চায় সেপক্ষে মানুষের মস্তিষ্ক চির দিন চা এবং বিভিন্ন মনে জেদ করে সমষ্টির বিকাশের করার নাম আনন্দ-বিশ্বাস আকর্ষণসমূহ।

এর পরেই আমার রাসেলের সঙ্গে দেখা হয় লগ্যোনাতে। এর দীর্ঘ বক্তৃতা ও গভীর আত্মবিক্রম মনে একে আমি তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে উন্মত্ত করে উঠি—বিশেষ করে বলশেভিজম সম্পর্কে। তিনি নামা অকণ্টা যুক্তি দিয়ে আমার প্রশ্নের পরে বলেন যে সবমুখে এই যে, প্রাচীর মন মানুষ সভ্যে সভ্য। লিখিত পরে না বলিই বিশেষভাবে দীক্ষা-

দাতাদের জয়জয়কার রাতারাতি বিশ্বব্যাপী হয়ে ওঠে, যথা মার্ক্স, হিউলার, জেনিন। একথা তিনি পরে লেখেন তাঁর পোর্ট্রেটস অফ মেমোরীতে (৩৮ পৃঃ)

"All such fanaticism have in a greater or less degree the defeat which I found in the Moscow Marxists, namely, that their dynamic power is largely due to hate." তিনি আরো আমাকে বলেন যে "এক স্বাধীনাতিক ভিলেন বলেই সত্যেই হতে পারেন নি, এই দরতে পারেন নি যে, শুধু অর্থনৈতিক শক্তিরই (ইকনমিক ফোর্সেস) ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করে না যে কথা তাঁর পরে বিশেষভাবে মনীষী টায়েরলি ও সোভিয়েটস আরো বিশদ করে ব্যাখ্যায়ছেন তাঁদের গভীরতর ভাষার মতোই।

এ নিয়ে অগ্রগত তর্ক চালানো যায়—কোন প্রতিপক্ষকে নিয়ে না যায়?—চলচ্চিত্র মানুষের মনোভাবের প্রথম অভিব্যক্তির দিন থেকে। এ সম্পর্কে নুতন কোন কথা বলবার সপক্ষে আমার নেই—আমি শুধু একটি কথা বলেছি এ প্রসঙ্গের ইতিহাস—যে কথা বহু প্রাচীর অগভীর-দর্শনের মধ্যে বড় একটি শোনা না গেলেও মনোশক্তিরা তাঁদের নিজের জীবনে সভ্য বলে উপলব্ধি করে এসেছেন সভ্যতার অতি যত্নে। একটা এই যে, যতকৈ প্রমুখ ভগবানের অনন্দময় সত্যের, পরম প্রকাশ সেরে ত মানুষ যতদিন প্রেমের বরণ করতে না পারে, ততদিন সত্যের সত্যের ও শ্রীঅরবিন্দ উপলব্ধি করে এসেছেন সভ্যতার রাসেল পড়ন করবে ছাড়াই হইল তার সত্য হইত সত্যের সিঁদিলিভ হার না হতে পারে না। হবে একথা আমি যুরোপ আমার প্রথম যৌবনে ঠিক বুঝার কিনারায়

for JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING



OMEGA, TISSOT
& COVENTRY WATCHES
RGY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1

আসি নি, কেননা সে সময়ে যুরোপের অসহিষ্ণু প্রাণশক্তির দুর্নিবার মারামোহে পড়ে আমি ভারতের চিরন্তন অধ্যাত্মবাদকে আমার মন থেকে খানিকটা দূরেই সরিয়ে নিয়েছিলামই বলাব। তাই ভুলে গিয়েছিলাম স্বামীজীর মধ্যে ভারতের আত্মার সনাতন বাণীঃ “যদি জগতে এমন কোন দেশ থাকে, যাকে বলা যেতে পারে পুণ্য-ভূমি—তবে তার নাম ভারত.....শিখু এখানকার প্রাণদায়ক পুতুলসিঙ্গেই জগতের অন্য সব দেশের লক্ষ লক্ষ বস্তুবাদীর অন্তরের তন্তু তুখা মিটেতে পারে।” *

কিন্তু যে সত্য একবার আমার অন্তরে কেঁপে উঠেছে তাকে আর হুম পাড়ানো যায় না—তাই যুরোপ থেকে পুণ্যভূমি ভারত-বৃক্ষের মাটিতে ফিরতে না ফিরতে নতুন করে জানা বৈরাগ্যের অগ্নি দেখতে পেলাম মূর্ত্তিনাথের হারিয়ে-যাওয়া পদচিহ্ন। শূন্যেতে পেলাম তাঁর ডুবে-যাওয়া বাঁশির ডাক—সঙ্গে সঙ্গে দেখা হল মহা-ঋষি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে—তাঁর শ্রীমুখে শূন্যজাম ফের চিরন্তনের বাণীঃ যে বাইরের ভোড়ভোড় অনন্তান প্রাতিষ্ঠানের উৎকর্ষ সাধনের পথে দেহের সূখ বা বিলাসের বাসনা হতে পারে, কিন্তু হোসে না আত্মার শান্তি, ফোটে না শাস্বত অমৃত সত্যের দিশা। সংগে সঙ্গে মন বলে উঠলঃ এর তো নাম স্বাধী—তাঁর কবিতার মধ্যে নতুন করে শূন্যজাম উপনিষদের মন্ত্র স্পন্দনঃ

মানব সমুদেই ধায় করি' দিব্যগণ' বিশ্বমেন,
তাই তার মন গেছে সুগভীর অতীত—

লোলায়,
চিরন্তনের সে যে আনন্দদুলাল—তাই চায়
নয় উপাদান লয়ে বিরচিত অমর নন্দনঃ
উদ্ভাসিত মনোদেহ বর্ধমান আত্মার প্রত্যয়,
ব্যংকারতে শ্রমজগত ধরণীতে স্বর্গের
আহবান,
লজ্জিতে অমৃতজন্ম মৃত্যু হতে করিয়া

বাত্মান,
হায়ে অনুসৃত এক শাস্বত ইচ্ছার

সাধনায়। *

আর আশ্চর্য, শ্রীঅরবিন্দের দিব্য সংস্পর্শে যখন মন আমার ডিক্রির উচ্ছ্বাসে ভরপুর, ঠিক সেই সময়েই আমি পাই ওলগার একটি চিঠি ও ফটো—তার পিতা পল বিরুকভের সঙ্গে তোলা। আমি উত্তরে লিখি যে, আমিও মনে মনে শ্রীঅরবিন্দকে গুরুবরণ করেছি। তাঁর এ কবিতাটি আমি টাইপ করে ওলগাকে মস্কোতে পাঠিয়েছিলাম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যে, আমার জীবনের এক পরম দৃষ্টান্ত সে এসেছিল আমার পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বাঁচতে—চিরন্তনকে গর্ববরণ করে আমাকে ফের মনে করিয়ে দিয়েছিল যে, আমিও সম্ভাব্য ভগবৎপ্রসাদার্থী গুরুবাসী নাস্তিক রাষ্ট্র-বিশ্বাসী নই। সে আমাকে উত্তরে লিখেছিলঃ মত করেবোঁট লাইনঃ

“তোমাকে দেখেই আমি চিনেছিলাম যে, তুমি নাস্তিক সমাজ-সংস্কারের পথে গেলে

লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে; তাই তো তোমাকে অত করে মানা করেছিলাম নাস্তিকদের সঙ্গে মিশতে। যারা ভগবানকে পেচ্ছে না, তারা চলুক তাদের নিজের পথে, আমরা যেন চলি আমাদের নিজের আত্মার নির্দিষ্ট পথে—হিংসার সঙ্গে, মিথ্যার সঙ্গে অসহযোগ করে, মানবপ্রীতিকে, ভগবৎবিশ্বাসকে সবতোভাবে বরণ করে।”

আজ ওলগা কোথায় আছে জানি না। তবে যেখানেই থাকুক না কেন, সে আমার কাছে চিরদিনই অবিস্মরণীয় থাকবে।

শেষে বলি, আর একটাবার মাত্র তার খবর পেয়েছিলাম—বিচিত্রভাবে। আমার এক বন্ধু ছিলেন, তাঁর পুত্রো নামটি মনে পড়ছে না। তিনি মহৎ মানুষ, শ্রমিকদের জন্যে নানা অংশদান করে কয়েকবার জেলও যান। একবার তিনি মস্কোতে গিয়েছিলেন—সে প্রায় তিশ পঁয়তিশ বৎসর আগেকার কথা—সেখানে তাঁর দেখা হয় ওলগার সঙ্গে। কোথায় মনে নেই—সম্ভবত ওলগার ম্যাজিয়মেই হবে। ওলগার পিতৃদেব সেখানকার কিউরেটর ছিলেন—ওলগাও বৃষ্টি সেখানেই কাজ করত—বলে ছিলেন বন্ধু। তিনি ওলগার সঙ্গে আসাপ করে মুম্বই হয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্যও কম হয় নি, ওলগার টেবিলে আমার ফটো দেখে। তিনি আজ কোথায় আছেন জানি না। তবে তিনি যদি এ লেখা পড়েন, তাহলে আশা করি বংশি হবেন ভেবে যে, তিনি এই নিম্নলিখিত ভিক্ষুদার কাহিনীই হয়ে এসে আমার স্মৃতিচারণের উপাদান জুগিয়েছিলেন—যে কথা তিনি ভুলে গেলেও আমি ভুলব না। (ক্রমশঃ)

* স্বামীজীর Lectures from Colombo to Almora পৃঃ ৩, ৪ পৃষ্ঠায়। ইংলিশ উদ্ভূতটি সন্দীপ বলে মাত্র কয়েক লাইনের অনুবাদ দিলাম।

* শ্রীঅরবিন্দের In the Moonlight কাহিনীর শেষ দৃষ্টান্ত বস্তুকের অনুবাদ।



**বাবা, দাদু তোমাকেও এই রকম করে
কুমারেশ খাওয়াতেন ?**

**খাওয়াতেন কির ? খাওয়াতেন ত'বটেই,
আমি নিজে এখনও খাই।
কেন, তোর দাদু এখনও খান না ?**

সকল বয়সেই কুমারেশ

লিভার ও পাটের পীড়ায় ফলদায়ক ও প্রতিষেধক

ড. আর. সি. এল. লিঃ



সাপের চোখের ভেতর দিয়ে



স্মরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পায়ের শব্দ যেমন গেলে কোন জড়নো চোখে চ্য ইচ্ছা ওর দিকে, তারপর চোখ নামিয়ে নিজের পায়ে দিকে চায়। সাপেরের পা পোশ, বহু ছোট ফিকফিকে পায়ে সবসময় এগারটা আঁতুলে।

ইছুর পায়ে ছাটা? চু- সাপের রানিশের ঘষটানো খেয়েমাড়িয়ে কিছ, যাওয়া, কিছ, ছুড়ে-ছুড়ে গেছে। আমার আটা দিয়ে পায়ের ঘটা বোজাত ও; খয়ের গুলে কখনও। ওর পা শব্দ করে এখন। এটুকুন অস্বস্তিকর ইছুর কাছ: কান্নাই লক্ষ্য করছে আর পায়ের দিকে চোখ চোখ ভাবনাটা জড়িয়ে পরছে। ইছুর বাড়ির কোন জায়গার এই ভাল পালিশ মেঝে নেই। পাটা-কলি-উসোর কাজ নেই কোথাও, সিমেন্ট নেই। ইছুর বাড়িতে সে শব্দ হবার কোন লক্ষণ নেই। সূত্ররং নিশ্চিত হয়েচে বারবার। টিনের চাল, ধূরধূবে মাটির দেওয়াল ঘেরা দোতলা। মাটির দেওয়াল, মাটির মেঝে, সব মাটির। অথচ এতবড় মিস্তির বাড়িতে একটুও সিমেন্ট নেই। মিস্তির বাড়িটা লোকে হাঁ করে দেখে—কী খোলামেলা, কী বেপাত্তা। হলগল করে লোক ঢুকে পড়ছে। চাল ভাঙা, একটু নকশা কারুকার্য নেই; নেই

বাড়ির রাসাশাল্য বাড়িক দাঁড়িয়ে থানা— দু মহলের কোন ছিরিছান নেই। এখানে সেখানে বিস্তার করে আছে। সবটুকুন জড়িয়ে কোন ব্যুৎপন্নতার পরিচয় নেই বাড়ির নকশার। মিস্তিও বোঝে—এমনই হয়। আসল মিস্তির বাড়ি পুর সর্বাঙ্গত ও পরিপূর্ণতার বহু না। এটা হাল আসল মিস্তি চেনার লক্ষণ। কটা লোক মিস্তি চেনে? মিস্তির অভিজ্ঞতার চোখ কাজম বোঝে? একটখানি সিমেন্টের কাজ, বড় পাত মাটির অথচ কোন সম্পূর্ণতার ছাপ নেই তাতে। কী হতে যাচ্ছিল, মিস্তি কী করতে যাচ্ছিল সেন—অনেক ভাল ভাল জিনিষ একসাথে করতে চাইছে হয়ত, কিন্তু সব মিলায়ে কিছই নয়। ভলভজং।

বহু বাড়ির চন্দ্রা দিলোচ ইচ্ছ। কিন্তু তাই বলে ওর নিজের বাড়ি ভাল হবে না? ইছুর বাড়ি ভাল নয়; মাটির বাড়ি। সিমেন্টের মেঝের ওপর ইছুর পায়ের শব্দ হয়। এখানে সে শব্দ নেই, কারণ ওর বাড়িতে মাটির মেঝে। তবুও গা রক্ত সব দমে গেলে। হাত খুঁ মিস্তি—বাড়ি তৈরীর হাত ইছুর। কিন্তু ফুলবান্দ আর সলিমারিবিবির কথা মনে পড়লেই লজ্জা। অতিমান সব কিছুকে জড়িয়ে ধরে গা রক্ত

সব ভয়ে কাঁট হয়ে আসে। বিবিজানরা দুজনেই মারা গেছে। দুজনেই মারা গেছে একই যন্ত্রণা পেয়ে। সেই যন্ত্রণাটার জন্যে দায়ী ইচ্ছ। যন্ত্রণাটা ওর পায়ে ঠাহর করল, হাতেও একবার। সলিমার ভয়া পেট মনে পড়ছে। পেটটা সবচেয়ে ভারি হয়ে ভালছে চোখের কাছে। চোখের মণিটা চকচক করল। বিবিজানের পেটের নীল শিরায় ছেলের যন্ত্রণা, ইছুর পায়ের শিরায় বিবি-জানের মৃত্যুর যন্ত্রণা। কান্নল, "মিএরাজান গো.....?" ওরা মরল দুজনেই। ইছুর দেশা ছুটোলা তারপর। দুখে হাল কি হোঝা গেল না। কেবল এখন দোরে দাঁড়িয়ে আত্মবিচির মতন দাঁত বার করে হাসল হঠাৎ। হাসি। জীবজন্তুদের কথাটা মনে হওয়াতে। সাপেরা ত জানা খেয়ে ফেলে, নিজের জানা নিজেরাই খায়।

পা-টা খস খস শব্দ করে পরিষ্কার মেঝের। ওর পায়ে এখানে সে শব্দ নেই। পায়ের যত্ন নেয়, খড়মু পরে; চটি পায়ে দিয়ে ঘুরে আসে। ছাতিমগাছের তলায় যেতেই দেখলে মোকসেদ কাজ থেকে ফিরে এসেছে, ডাকছে মোকসেদ। "মমতাজ রে—লে অস্ব মানিক পাটা কলি উসো সিয়ে আয়।" পাতিপুকুরের জলে ধুতে এসেছে মমতাজ

জিনিসগুলো। শব্দর থেকে উঠে যাবার সময় ওর পায়ের পাতা লক্ষ্য করল। শিশুর নির্মল পা দেখল। আরও একদিন দেখল ওর পা, যখন ও ভালের ধারে দাঁড়িয়ে কী করছিল। ইছুর পা, পায়ের পেটি সব শিরশ্বালা। ওর পা-টাকে কখন কেমন দেখায়। যেমন জোরে থুম থেকে ওঠার পব ওর পায়ের একটা থুমথমে ভাব। বিকালে

কাজের সময় পা থামের মতন ভাঁব। শরা মাংস সব মিশে টান টান হয়ে পড়েছে। আর কাজের শেষে পাটা-কম্ব-উসে ধোবার সময় কেমন পায়ের আলতাপাটি সাদা মাজা মাজা। অনেকদিন পান-না-খাওয়া জামেনা-বিবির চৌটের মতন।

মাটির মচমচে দোড়লায় বসল ইছুর। ইছুর ছোট চোখ দুটো নামাল। এখন কণা নেমেছে। ঠিক এমনি বর্ষাতেই ও চলে গেছিল বাড়ি থেকে। আবার বর্ষা ফিরে আসতেই এ এসেছে। আরবজানবিবি লম্প নিয়ে চলে গেল।

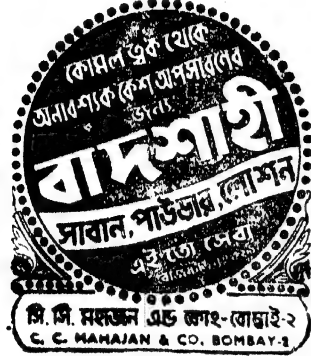
বোকা পাটার গায়ের গম্বটা এখানেও ছাপিয়ে আসছে। ওর সংগে একটা পাঠী ছাগলও আছে। ইছুর দোতলার নিচেই ঠিক। বাতাসে মিশে সেই গম্বটা নাকে এসে লাগল। গম্বটা আগে আগে আরব জানবিবির সহ্য হত না; তাই ছাগলের ঘরটাকে ইছুরই সরিয়ে ওপাশে করেছে। বর্ষার সময় ছাগলগুলোকে লক্ষ্য রাখতে হত। শেয়ারের হাত থেকে রেহাই করবার জন্যেই ওদের ঘরের মেরামত করিয়ে দিয়েছিল ইছুর। তার ওপাশেই হাস-মুরগীর ঘর। ছোট খুঁদ ঘর, কুড়ো আর নানান জঞ্জালে ভর্তি। ওদিকের উঠানে সায়েদের ঘর, বড় লাটমাচা কাঁপিয়ে পড়ছে। ফল বেশী হওয়া ভাল কি? গাছের কোড়ে কোড়ে ফলের শব্দ বেরিয়েছে। আরসেদের বাড়ির বদনাটা দেখা যাচ্ছে। একটুকরো ঘর। ভীষণ গরবী আরসেদ। ওর কাঠের কাজ। বড়ো আরসেদ কাঠের কাজ করে। একই উঠানে সবায়ের বাস। আরসেদের বাড়ি ও আরও পাঁচ বাড়ির জলপড়া উঠান বৃষ্টির জালের সংগে মিশ খেয়ে যাচ্ছে। শঠের গরখানা বড়ো একেবারে। অনেক পুরনো আমলের ঘর শঠের। বিড়ির পাতা ছড়ান রয়েছে উঠানে, বিড়ির গম্ব ছাড়ে ওর বাড়ির কানোচে। ওর উঠানের পাশে টিনের চালের রামাঘর ছোট। আরো ছোট ওর হাস মুরগীর ঘরগুলো। কেবল ইছুর মিঞার বাড়িটাই এ চত্বরে বড়-বিস্তার আছে।

চট করে ভালবেসে ফেলার মন ইছুর। চট করে ভুলে যাওয়ার মন ইছুর। মন ভোলায়। মন গলায়। কখন একটা জিনিস ভালবাসবে, অন্য সময়ের ভালসাগার বস্তুকে তখন কাছ থেকে সরিয়ে দেবে। মনের কাছে কটা হবে। তা না হলে সেলিমারবিকে কেমন ভালবাসত। অনেক বোহাম্যপনা করল সেলিমারবিকে নিয়ে। আবার সেলিমারবির জন্যে জল, এনে দোকনে দোতলা খস বসে খেল কী করে। কী করে ওর চারিচক দোহাগুণের সমাধান করলে সেদিন সারা বিকাল বসে বসে।

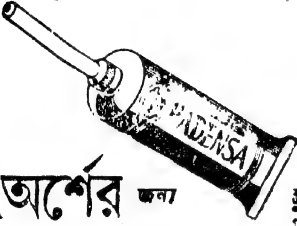
মাদুরে বসে গম্প করলে। সেলিমা মাথার চুল থেকে ওর কী খুঁটে দিলে। খানিকটা সময় কেন ওরা কাছছাড়া হল না। ইছুর কেন কাজ বেরুল না প্রথম সাদি করার প্রথম দিকটায়। সেলিমাকে আর বাপের বাড়ির দেশে পাঠান না কেন? রব্বানির কাছে যে কাঠের কাজের অস্থায়ী চাকরিটা পেয়েছিল তাতে উন্নতি হবে জেনেও তবুও বাড়িতে বসে রইল। বিব-জান তখন নতুন বিয়ের সুখে, চোহারায়া, বয়ে খোল এই হয়েছে। মচর মচর পান খায় আর একটু আধটু পাড়ায় বেরোয়।

লুঙ্গুপতু করা আদরের স্বভাব ইছুর আছে, তবে সেই আদরের আমেজ শরীরে জাগিয়ে রাখে না। আদর যখন করে আদরের স্বভাব নিয়ে। তারপর ক' মিনিটেই ও ভুলে যায়। দিনের বেলায় ফিসফাস বণা হয় না-কথা কয় না ইছুর আরবজান-বিবির সংগে। রাতে ঘমে। নাক জাকে ভোস ভোস। দেহের অশনিহর কোষগুলো নাড়া দিয়ে উঠে মন বিবিজানকে ও লুঙ্গুপের মতন কাজে টানে। আরবজান-বিবি এটুকু সময় ও ভুলিয়ে দিতে চায়। ওর ওপরকার লুঙ্গুপটুকু। তারপর মাটির দোতলায় যে হাওয়াটা একটু বেশি আসে, করমচা ঝোপের ওপর দিয়ে যে বাতাস আসে তাতে ওর নর দেহে। দেহে কয়। খুশী।

বিবিজান তুই এটা ক'র-না কাজ বলাছ তুই গড় গড় করে ক'র এমনি ছাটি পেতেছিকি এবার শর ম'নি এগোছ। প্রহরে প্রহরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরকার হয়ে পড়বে। সামান্য সামান্য এই ঘর খেতে বিবিজান জিনিসটা লিখে তয়। বিবিজান হিসেবের খাটটা লিখে আর। কি পান মিলি সে মুখে সরবরতের মত মিলিয়ে গেল (অথবা পান সজ্জাটা পাতলা হয়ে গেছে) আর একটা সোজা লিখে আর। চুন স্পুর্নি বেশী কাল দিস, খয়ের বেশী করে দিস। দোকা আনিচ সংগে করে একটা। আর সনজে বেলায় আমাব বিড়িটা এনে দিস। না পারিস ত কালও দিসে আমাস। এখন একটা পান দে মুখে ঢালি। বিড়ি হল বাইরের লোকসমাজে খাবার জিনিস। বাড়িতে তামাকের ভর ভুর গম্প ছাড়ো। এবারে ওধারে ধূপধাপ বসে, দাঁড়িয়ে চলা-দোকা করে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে কখন যে মিঞাজান সরে সরে যাচ্ছে। বিবিজানকে তাও লক্ষ্য রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে আর সংগে সংগে বুপোলী রঙের গুটেক-গড়গড়ায় তামাক সাজিফ দিয়ে আসতে হবে মুখের গোড়ায়। সংগে সংগে ভুড়ক ভুড়ক শব্দ। গম্প। মোহতার আমেজ। ধোয়া। বিবিজান অঙ্গপট হয়ে ওঠে মিঞাজানের সামনে।



হ্যাডেনস্যা



অর্শের জন্য

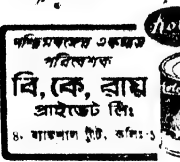
সর্বত্র পাওয়া যায়

DEC-12-1964

কোলসেব



পার্শ্বা গুল-
কোয়াশ
ক্রাশ
ডুস
স্লাইস
ও জ্যাম, জেলী...



TS 7160

ওর বউ তেড়ে এসে একটা অশ্লীল রাস্তা দিয়ে
—মেয়ের মত পিঁপটিপালন করে তাকে বিয়ে
করতে চাস খুসি বোঝানোর পুত। আর
একটা ত সাঙা করেছিল—তাকে ভাত
দিতে পারিনি, সে চলে গেল।...ওদিকে
লালজানিবিবির ঘর। খড়ের চালাঘরে
শীত যায় না মোটে। লালজানিবিবি এক
বছর হ'ল বিধবা হয়েছিল। হাত খালি।
কানে ওর মাঝি, কোমরে চাবুকের মত
গোট পরে ও।...আম্মতির ভাই আজিজ,
গুড়ি চালাত, বাঁশ বাজাত। শহরে চাকরি
পেয়ে চলে গেল। আজিজ মারা গেল
শহরে। ওকে এখানে এনে মাটি দিলে।
...বারসেনরা হ'ল নুড়োপানুর বৈমায়ে
ভাই। বারসেনরা পাঁচ ভাই। বড় বারসেন,
মেজ ফটি, সেজ আরসেন, না মোকসেন
আর হামির ছোট।...গোলামের বেটা
নজম, নারার ভাইকে সাদি করে হরিহর-
পুরেই রয়ে গেল। একলা মায়ের মেয়েকে
বিয়ে করেছিল, তাই সম্পত্তি পাবার লোভে
ওখানেই থাকল। ওর এখানের ঘরের টিনের
চাল খুলে নিয়ে ফরাশ মারা গেল। কবর-
খানার বাড়ি ত!...শত্ৰু সংখ্যার মেয়েকে
বিয়ে করলে। এখন খুব কষ্টে পড়েছে।
...অম্বর, আমেনার সাগাজকে বিয়ে
করলে। দিনের বেলায় মেয়ে এসে বিয়ে
দিল। রাতে ওদের খড়ের ঘরে আগুন
ধরল। নতুনবো এসে বশবাস দাঁড়িয়ে
কেন্দেছিল। নারার বাড়িতে জিনিসপত্র
পুড়ল সব।.....

আরবজানিবিবি লম্পর আলোটা চোখের
গোড়া দিয়ে নিয়ে যেতেই চোখের ভেতর
লাল নীল রং ঘোর হয়ে, ফিকে-পাতলা হয়ে
মেরুণ রং, সলমা-চুমকি, জরির ফুল, লতা-
পাতা হ'ল। —আরবজানিবিবি ওদিকের ঘরে
চলে গেল।

চোখ দুটো কুল ছাঁপিয়ে এল।
চোখের এক পাশে একটু তৃপ্তির আশ্বাস
আছে ইছুর। কাজে ঘুরছে আরবজানি-
বিবি। ইছুর চোখের ভেতরের রংটা কেমন
পাশ্বে যাচ্ছে। ও এখনও শোবার সময়
পাশনি। বোরখাপরা আরবজানিবিবি আর
একটু পরেই আসবে এই ঠান্ডা বিছানায়।
খাটা-খাটনির শরীরখানা নাচিয়ে রাখবে
এই বাদলের কনকনে বিছানায়। আরবজানি-
বিবির রং ইটের মতন লাল। টোপা গাল।
আরবজানিবিবি রাগলে সিঁদুর হয়ে ওঠে।
ফুলবানু আর সেলিমাবিবি ওরাও খুব
চমৎকার দেখতে ছিল। ওরা মারা গেছে
যন্ত্রণা পেয়ে। ওদের যন্ত্রণার কথাটা
আরবজানিবিবি জেনেছে কি? এ-খবর চাপা
থাকে না কোনদিন—জেনেছে নিশ্চয়।
আগেকার বিবাদের স্বেভাব চরিত্র, ওদের
চাল-চলন, সরল মেজাজ ছিল কিনা, কিংবা
ওদের মৃত্যুর খবর। এটা চাপা থাকবার
নয়। আরবজানিবিবি ওর তৃতীয় পক্ষের
সাদি করা বউ। আরবজানিবিবিকে ভাল
লাগে ইছুর। ইছুর ভালবাসা মুরগীর
মতন। ভালবাসার লক্ষণটা ঠিক তাই।
আরবজানিবিবিকে একবার দেখবার চেষ্টা

করল। বোরখাপরা আরবজানিবিবিকে খুব
সুন্দর দেখায় (আগেকার চেহারার সেই
স্মৃতি মনে পড়ছে) বোরখা খোলার পর
ওকে কেমন দেখায়। পরিষ্কার আকাশকে
যেমন দেখায়, একটা বদনাকে মাজলে যেমন
দেখায় তেমনি। আটাশটা বছর পানি
থেকে আসা আরবজানিবিবির মুখখানা
চেয়ে চেয়ে দেখে। কি দেখে? বয়েস
দেখে। সন্দেহের মনে দেখে। বিদেশ বিড়ুই
গেলে বিবজান একলাটি থাকতে পারবে কি
তাই দেখে। আটাশটা বছর বয়েস এমন
কিছু বেশী বয়েস নয়। এটাই ঠিক বয়েস।
শান্ত বয়েস। প্রেম শান্ত হয়ে বসার সময়
এটা। অমন চুড়ুক পুড়ুক করে লোভী
লোভী চোখে উড়ে পড়ার বয়েস নয়। একটা
বিষভিত্তি বয়েসের সাপকে কত সাধসাধ
করলে তবে ফোঁস করে ওঠে একবার।
ফোঁস। নিজের মনেই হাসতে থাকে ইছুর—
বিবজানের ফোঁস! কোথা থেকে যেন
এনেছিল ইছুর এই বিবজানকে! কী খরচ
করেই না খিড়ি খাইয়েছিল জাত-ভাইদের!
আরবজানিবিবি লম্পর আলো নিয়ে
ওপাশে চলে গেল। ইছুর চোখের লাল
নীল রং, হারছড়া, সলমা-চুমকির কাজ,
জরির ফুল হ'ল, রং-এর বর্ণালী হ'ল।
চোখ টাইল ইছুর বাইরের দিকে। কনুই
কাঁত করে ফিরল। বাইরের ঘরগুলো
ভিজছে। বমবম করে ছাতিম গাছ ভিজছে।
ছাতিক গাছের ডালের পাখির বাসা ভিজছে।
পাখি ভিজছে। ইছুর ঘর ভিজছে দক্ষিণের

এক খাবলা তেল আর কায়ক ঘটি জল

সংসারের কাজের চাপে বেশী ভাগ মেয়েরাই চুলের যত্ন নেবার কষ্টটুকু করতে পারেনা, এক খাবলা
তেল কোন রকমে মাথায় দিয়ে কয়েক ঘটি জল ঢেলেই তাঁরা হান আর চুলের ওপর তাঁদের কর্তব্য
শেষ করেন, ফলে চুল তার খোঁরাক না পেয়ে আস্তে আস্তে তার সজীবতা হারিয়ে ওকিয়ে
ওঠে, চুলের অবস্থা ক্রমে শনের দড়ি হয়ে ওঠে, তারপরে চুল হয় পাক ধরে না হয় তা
উঠতে শুরু করে। অকাল-বার্ধক্য ডেকে না এনে অন্ততঃ ৭৮ মিনিট যদি আপনি
নিয়মিতভাবে জবাকুহুম মাথায় মালিশ করেন আর একটু যত্ন নিয়ে তা পরিষ্কার
করে আঁচড়ে রাখেন তবে কেশ-সৌন্দর্য্য ওধু দীর্ঘস্থায়ীই হবেনা তার সৌন্দর্য্য
সংসারের অন্ত পাঁচজনকেও আনন্দ দেবে।

জবাকুহুম



সি. কে. সেম এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুহুম হাউস, ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২



জানালা দিয়ে। তুলো ভিজ়ে গেছে। শুকনো খড়, বহাদিনের শুকনো খড় ভিজ়ে গেছে। বাইরে যারা একটু থাকবে, তারা কেউ ভেজেনি একথা বলতে পারবে না। ভেজেনি একথা কেউ বকে ছাত দিয়ে বহত পারবে না। টোকা ভিজ়ে। বড় এল। আবার কমলো। জলের উপ উপ শব্দ, এছাড়া আরও অনেক শব্দকে ঠিক বলা শব্দ, তবে যুক্তগার মধ্য দিয়ে এসে বোঝা যায়। বৃষ্টি থামল। বাইরে জলপড়া থামল। কিছুক্ষণ মাত্র। তারপর আবার সবাই জানে যে, এ বৃষ্টি থামলেও আবার শব্দকে ধারায় আসবে, আবার ভিজ়ে। বৃষ্টি থেমেছে। পুকুরের জলের ওপর গাছের পাতার সপ্তরের জল পড়ল এখন। অশ্বকর রাস্তাতে কে ঘোরাঘুরি করছে। টোকা অথায় দিয়ে পলুই নিয়ে বোধ হয় আমেনার বর মাস্ত করতে এসেছে—জল উঠলে সেই খাদের দিকটায়। রসুন দিয়ে কড়া পাল বানাবে। আরবজানবির রাস্তা খুল চমাকার। আরবজানবির চিঠি লিখতে জানে না। আগেকার বিবিরা জানত। ওরা এখন থেমে গেছে। ওদের জীবনের একরশ চিন্তা ইছুর সার শরীরের স্নায়ু ধরে একবার মাথায় উঠে এল। ফুলবানু আর সৌজম্যাবিদ শব্দে অগ্নি কবরখানায়। ওখানে নড়ছে জৈন্যকি। জৈন্যকিরা। স্মৃতি ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। একরশ কুঁচো জঁর মতন ফলমূল নড়তে জৈন্যকিরা। নীল আলো। জৈন্যকিরা নড়তে কবরের কাছটায়, অশ্বকরে, পুঁজিতে। বাতাস নড়ল বাইরে। ওদের মধ্যে একটিনয় জৈন্যকি নড়তে নড়তে বাইরে এল। অশ্বকর ডিম্বায়ে ডিম্বায়ে এল, পিঁচিল উপকণ্ডে মোহন্যে ঘরে, আলমায়, ঘসা আলমায়, তারপর মাদরে, মিঞাজানের কাছে এসে দণ্ড করে শব্দ হয়ে থেমে গেল জৈন্যকিরা।

একটা কোপে উঠল চোখ দুটো মিঞাজানের—আরবজানবির লম্পটা দপ করে শব্দ করে নিবিয়ে দিল। অশ্বকর।

‘বেজনাটা ছাড় একটুকুন।’ বিবিজান সরে এল।

‘বেজনাটা এতটুকুন যে গ্যা। সরলে মোথায় পড়বে।’

‘আমার শোবার জায়গা দাও।’

‘একা শোয়া অবাস, তাই বেজনাটা জুড়ে শোয়েছি।’

বিবিজানের পা ভিজ়ে। এই ঘরবার বিবিজানের পা ভিজ়ে থাকবে এটা মনে কম্পনা করে নিচ্ছে ইছুর। আর দুজনে কাছাকাছি হতেই; এতদিন পরে বিবিজান কাছে আসতেই—বিবিজানও মিঞাজানের পা থেকে একটা চেনা গন্ধ পেল। শুকলো।

গা চলকলো বিবিজান। গায়ের চাপা খুলে গা চুলকলো খসর খসর। ওদিক

ফিরে গা চুলকচ্ছে। বিবিজান বকছে। ইছুর চোখ বোকা—বিবিজানকে রোগে ধরেছে মনে হয়। কী রোগ! বিবিজান শুল, আবার উঠল।

বিবিজান শুল, আবার উঠল। একটা কোঁটার ঢাকা নিজে পা চুলকলো। বিবিজান বলল, ‘গা হাতের চামড়া খসে ফেলতে ইচ্ছে করছে গো মিঞাজান।’

ইছুর মনে পড়ছে এ জিনিসটা হয়েছে আজ ক’ মাস ধরে। সাইদের চিঠি থেকে তার কিছুটা আভাস পেয়েছে ইছুর। চিঠিতে লেখা ছিল.....বিবিজান আর সেরকম লেই মিঞাজান। যা থেকে তে-ডবল বমি হয়ে যাচ্ছে, মুখে হার্সি লেই মোটে। কি সব আকাশ পাতাল ভাঙতেছে। পানিতে গা ডুবিয়ে বসে আছে গা জলুনির ব্যারাম। অমন যে সোন্দের গড়ন লাশ একখানা নিশিতে শুকিয়ে দিচ্ছে যেন.....। তারপর ওপর দাঁড়ান রাজমিস্ত্রি ইছুর হাতে এ চিঠি পড়েছিল।

বিবিজানের ঠাণ্ডা ছাতটা মিঞাজান নিজের হাতের মধ্যে একবার রাখল। ইছুর হাত গবম। ইছুর মুখ ঠাণ্ডা। বিবিজানের হাত ঠাণ্ডা, মুখটা গরম। শরীরের সমস্ত রক্ত হয়ত মুখে। বাইরের পৃথিবী ঠাণ্ডা। মুরগীর ঘরে চাপা গরম। মিঞাজানের থুতনিটা, ককশ থুতনিটা একবার বিবিজানের মুখে লাগল।

বিবিজান বেশক দূরে সরে গেল। বিবিজান গলায় শব্দ পেয়েছে এমনভাবে কথাটা বলল, ‘একটা কথা শুনবে গ্যা।’

‘কি কথা?’

‘না, তোমার বাপের দেশকে গড় করি। কী সাপ গো! কাল-খরিস বেইরুছিল সোনি নাদুনোর ধার থেকে। মুখ বার করে শিকার খুঁজতেছিল বোঝার।’

‘কোথায়?’ চমকে উঠল ইছুর।

‘জাননার বচ্চকে এসতেই ফোস করল।’

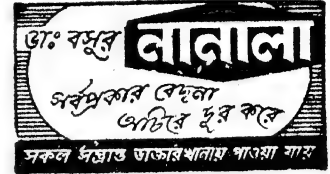
‘আর কি করল?’

‘আর কি: পাগিয়ে এমু সোজা বিড়োই খেয়ে। দরানি এল, সাদেক এল, শঠরে মেজশালা এল—কাটা টাণিগ আর কাটারি নিয়ে। সাপটা সরে পড়ল।’

বিবিজান থামল। গা চুলকানোতে মন দিল।

ইছুর নাদুনোর দিকে চেয়ে রইল। যেখান থেকে সাপটা বিবিজানকে দেখা দিয়েছিল। ইছুর ভাবল, সাপটা অশ্বকর থেকে ওদের দেখছে কিনা! ওর নিশে শুনছে মনে হয়। চকরখলা সাপকে ভয়ও আছে। মাথায় যার খড়মের দাগ, সেই খুব বড় সাপটাকে দেখতে পেল এখন। ইছুর বোড়া সাপটাকে মনে করল একবার। বোড়া, খুব বড়ো হলে ভোকাগোপ হয়; উড়তে পারে তখন। ‘বাঘের দেখা আর

সাপের লেখা কেউ লম্বন করতে পারে না’—কথাটা মনে পড়ল। ভয় পেল। অশ্বকরে চাইল একবার। বাইরেও দেখল। তারপর আরবজানবির দিকে চেয়ে দেখল, ইছুর বাড়িতে আসার পরিত্যক্ত ঘর নেমেছে ওর চোখে। কিংবা শরীরের শান্তিতে ঘুম নেমেছে ওর। কেবল ইছুর মনে হল, এই অশ্বকরে ওর সামনে একটা সাপ আসবেই: যেমন করেই হোক, যেখান থেকেই



ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

কিনয়কর নব্যবিজ্ঞান উষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, ওয়াড়ফ্রা দাগ, ফুলা, পক্ষাঘাত, একজিমা ও সোরাইসিস রোগ দ্রুত-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষ্যেত্তে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রসাদ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খরুটে, হাওড়া। ফোন—৬৭-২৩৫৯। শাখা—৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—১



হোক। সমস্ত ঘরখানার প্রত্যেকটি জায়গার
দিকে সমুদরের সাথে টাইল ইচ্ছা। সাপের
ঠাংটা শুর কনকনে পায়ে বন্ধিতে পারল।
নাটো করে পাটা জড়িয়ে ধরল।

অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে ডুব
লাগল একসময় ইচ্ছা। ঘুমিয়ে পড়ল।
ইচ্ছা ঘুমিয়ে থেকে মাঝে একটা শব্দ করল।
ঘুমিয়ে থেকে কী একটা, বলতে চাইল।
ঘুমিয়ে যে অসংসৃত ও কোষ পরল—সেটা
এখানে জেগে থেকে ও যা ভেবেছে, ঘামের
চাপে ও তাদের নিয়ে কাটাতে হচ্ছে তাই।
জেগে থেকে ও যে খরস বেড়ার হিল্লল
গতি নিঃশব্দ তার ছিল ঘুমিয়ে ও তারই
দেখল।..... একটা শব্দ-বাঁদাম ঘাটার ওপর
নিয়ে ইচ্ছা, যেহেতু লাগল, তাব করল তার
ভয়ে, কয়েকটা সপ্ন তার পিছ নিয়েছে।
যে সাপের বং কানো, এবং

যাদের রং ধূসর, গায়ে দাগ-টানা
সবই একে বোকে তার পথ আগলে
ধরছে, গাছের ডাল ধরে নিষ্ঠে বসেছে।
তারাই ইচ্ছুকে নাক্ষত্র করছে, চাইছে। ইচ্ছু
যে ওদের দিকে চাইছে সেটা ওদের
জ্ঞানটেই দিচ্ছে না। লম্বা মোটা মাপটা
জল থেকে উঠে ইচ্ছুর পায়ের পাশ দিয়ে
সা সা করে চলে গেল। ইচ্ছু থামলো।
ইচ্ছুর বুকখানা কাপছে। তার পচিতলা
বার্ডের ভারের ওপর দাঁড়িয়ে যে বুক কাপে
না সেই বুক ধকধক করছে। পানির
ছোপলগা দাঠগেলা শুকিয়ে গলা কাঠ
হয়ে আসছে। পথটা বারবারই অগোচ
র হচ্ছে ওয়া। একবার মনে হল, গায়ে
লাগিয়ে কিন্তু লাগান না গায়। আকাশটা
মেঘলা। সব স্বপ্নবেরই আকাশ ওর মেঘলা
থাকে। একটা বাতায় পড়ল, যে তেনা
রাসহাটী এখানে থাকে উচ্চ নয়, কিন্তু

রাহতাট: এখানে কী করে এসে পড়ল।
টোকাপুরে ইস্কুল খাবার সময় খালের
ধারের নিচু রাহতাট। রাহতাট শেষ হয়েছে
একটা পুকুরের ধারে। আর খাবার রাহতা
নেই। এবার কোথায় যাবে সে। সামনে
জল; রাস্তা নেই ইচ্ছুর। সাপগুলো ওকে
এখানে জড়িয়ে ধরবে। চোখ বুজল। ভয়
পাওয়ার পর আর-একট, শক্তি সমুদয় হল।
আর ইচ্ছু মৃতি গেল। ইচ্ছু মৃতি পেয়েছে
হাই আনন্দ গেল। জলের ওপর দিয়ে
হেঁটে চালাল এল পা চালায়। জল ইচ্ছুর
পায়ে লাগল না। এবার আরো জলের
হাট্টে ইচ্ছু। সোহন শিগগির রাহতায়
ঢাল যাচ্ছে। কিন্তু সেই একই রাহতায়
ইচ্ছু অনেকদূর ধরে হাট্টে। হাট্টে।
এবার গলা শুকিয়ে গেল। বুক কাঁপল
ইচ্ছুর ওর সমানে বড় অবগা। খগণীতুম্বর
কাঁটাগাছ তারপর আরো অনেক বড় বড়
গাছ। ও বনটী কেন এল কোন্‌দায় যাবে
ইচ্ছু। ওমানক একটা সাপগুলো ওর
পিছন পিছন আসছে। ভাগিনাস একবারও
না ফেরে লাগছে না; লাগবে লাগবে করেই
কাটাছে সময়। ভয় পেয়ে ইচ্ছু বলে হালকা
বলে গেছে। অবগের ওপর দিয়েই চলে
সেতে লাগল ইচ্ছু। গাছের পাখির নরম
পা সাহায্য করল; অথবা গাছের ডালপালা
ফাটল না ওর পায়ে। সাপগুলো এখানেও
কিনিসিলা করে আসছে। হা-কার হেঁটে
আসছে। বেড়া খঁবস গায়ে-দাগ-কাটা
সাপগুলো আসছে। ধরবে। মাত্র এক
আঙুল ফাঁক আছে। এরপরই সাপটা
গায়ে লাগবে আর পেটায় পেঁচিয়ে শেষ
ধরবে। চোখ বুজল। গায়ে কাটা
আসছে শিথরন বোদ করল সে। পায়ে
কোঁকড়া টিটার উটল, বুকটায় তীব্র
করকমান। আর খাবার রাহতা নেই।
যতদূর চোখ যায় শুধু জল। সমুদ্র বেল
ইচ্ছু। সমুদ্র শব্দে জল আর অকাশ
ছোঁয়াছোঁয়। গাছপালা এখানেই শেষ
হয়ে গেছে। আর সেতে পারবে না ইচ্ছু।
খনিংকটা সময় ভাবল। ইচ্ছুর বর্ষিক মই:
ইচ্ছুর মনে কিছই নেই। ওর আশেপাশে
মনুষ্য, পাখি কিছই নেই। তবু সারা গা
দমে গেল ইচ্ছুর। সর, ডালটার কাঁচে কেন
দে গেল ইচ্ছু। বাকটা হা হা করে উঠল।
“মই” করে গাছের ডালটা বেগে নিয়ে পড়তে
লাগল। ইচ্ছুর পড়তে বেশ সময় লাগছে।
ডাল ভেঙে পড়ে খাবার সময় ইচ্ছু, যেন মনে
মনে কাকে বলল, ওই বন, কাটাঘন বাড়
সেইকল কাটার ঝাড়ে যেখানে চুট পাকিয়ে
আছে ওইখানে আটকে থাকবে। তাই হল
সেইকল কাটার ঝাড়েই লুপ্তি আটকে পড়ে
থাকল ইচ্ছু। ইচ্ছুর নিচু, দিয়ে সমুদ্রের
জলের স্রোত বয়ে চলেছে। এখান থেকে
সাপগুলোকে দেখতে চাইল ইচ্ছু। ওনার

ਯਥਾਨਿਦਾਨਾਥ ਦਾਸਗੁਪਤਪੁਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਪਨਾਸ

ସ୍ୱା. ଭା. ୨॥୦

মানুষ কি পুণ্য হয়েই বেঁচে থাকবে? জীবন জিজ্ঞাসার

এই চরম প্রশ্ন রয়েছে প্রতি বছর

আনন্দ পারলিশাস ৯১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



ବେଢ଼ାକାନ୍ଥୀର

ফেঙ্গ পাউডার

ଭାରତର ମର୍ବବନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯାୟ

মাশগদুলোকে দেখেও চাইল ইহু। ওয়ার

জন্ম দেখল। মাটির ভেতর থেকে সর, সর, কে চো পেরিয়ে যেটা হয়ে চকর পরছে, মাথায় খড়মের দাগ হচ্ছে; হালিবিগ সাপ হয়ে নাচছে, বেরিয়ে যাচ্ছে বে পাও। কাটা র ঝাড়ে ইছুকে লাগছে না—কোনরকমে হালুকা হয়ে ইছু, আটকে রইল। ধুকধুক করে চাইল, ওকে যেন কেউ না দেখে ফেলে। ঠান্ডা বাতাস হু, হু করে লাগছে ওর গায়ে। কানকন কবচে। অনেকক্ষণ শীত নিয়ে থাকতে হবে ইছুকে। ইছু, কাঠ হওয়া গলা নিয়ে, ঠান্ডা রক্ত নিয়ে অনেকক্ষণ পড়ে রইল। অনেকক্ষণ থাকল।

ঠান্ডা লাগতে উঠল। মোরগটা মাথার কাছে কি খুঁটি খুঁটি খাচ্ছে। ইছু দেখল তার মোতলাহেই শূন্য রয়েছে সে। মরনি, সাপেও ধরনি তরক। উঠে এসে দাঁড়াল সোজা। কাঠের গরদ দেওয়া বারান্দার কাছে। এ কাগজের বাউলে দেওয়ালের ঘষা সমুদ্র অফনায় ইছুর বুক থেকে মাথাটা দেখা যায়। আর বিবিজানের শূন্য মুখটিই দেখতে পাওয়া যায়। অফনায় ইছুর মুখের ছায়া পড়েছে। নাক টিকলো, গুঁতলিটা লম্বা, চোখের কাছে ফেলা, নুরে কলে পড়েছে অনেক নিশা। আবার একটা পরেই ইছুর নাক চ্যাপ্টা হল; গুঁতলিটা আগের মতন হোক, নুরে পোতা। মাখটা বজাছে, লম্বায়ে গোল হাচ্ছে। ইছু, ওলাসোতের ভাঙে পড়ার মতন ভাঙতে গড়তে ভাসছে। এ লম্বান অফনা ওর। ওকে রক্ত বকম করে দেখাচ্ছে। বাতের স্বপ্নময় কি দেখলে ইছু। সাপের স্বপ্নময় দেখলে কি হয়। এত স্বপ্নময় থাকলে সাপের স্বপ্নময়টি স্নে কেন দেখল। সাপের স্বপ্নময় দেখতে ভাল কি। তাহাজানের কথাটি মনে পড়ছে। সাপের স্বপ্নময় দেখলে বংশবৃদ্ধি হয়। সাপ কমডানের স্বপ্নময় দেখলে নিষেধ চলে হয়। আর সাপ বেরটে আসার স্বপ্নময় দেখলে বংশবৃদ্ধি হয়। বিখ্যাত অমজানের কথাও সত্যটুকু খুঁজতে চেষ্টা করল। অফনায় প্রতিবিম্বিত ইছুর বিকৃত রূপের মতন ওর মানের ঘটনাগুলোও স্বপ্নময় হয়ে থাকবে হয়ত! ইছুর মন তিক্ত হল। চোখ জমালা করল। একটা যন্ত্রণাকে সে সারা দেহে সরা করল অনেকক্ষণ পরে।

পাতিপাতুরের দিকে এগান সময় চলেছে বিবিজান। চেতলমাছের চালে চলেছে—বিবিজান। চিত্তিয়ে চিত্তিয়ে। বিবিজান ছাতিমগাছের তলায় এল, মুরগীর পাশা-পুশি হাটল। বিকালের রোদ পড়ল মুরগীর লাল ঝালরের মতন। বিবিজান যেখানে দাঁড়িয়ে কথা কয়—সেখানেই হা-কর থাকে। যেখানে দাঁড়ায়, সেখান দিয়ে ওর বেলা চাল যায়। ভারি চোখের পলক পড়ে না মেটে। ঢাসা ভাসা চোখে কাজল

নেই দুদিন তিনদিন। আরসেদের রামা-চালার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখ লাল। শরীরে ওর জ্বর ভাব। দিনে শোয় না এতদিনে চিবি শরীরে খাওয়া-দাওয়ার পর পেটে আরো চাপ পড়ে। হাঁসের মতন অমন চলতে পারে না।

আরসেদের বেটা পুঁটিমাছ ডাঙায় হুলল। পেটে ডিম, পুঁটিমাছ পড়কড় করেছে।

সারসেদের মানা হাঁসটা দুলে দুলে চলেছে রাসবার দিকে।

বিবিজান চলেছে গোলামের বাড়ির কাছে দিলে লাউমাছটার পাশ দিয়ে। বিবিজান এল, তখন বেলা পড়ে গেছে।

কুলবান, আর সেলিমাবাবির মধ্যে মনে পড়ল। তারা যে কারণে মারা গেছিল—সারসের মৃত্যুর ফলগতি পাবে সাহর করল ইছু। সারসের মৃত্যুর আগে ইছুর রূপ হয়েছিল, মন খোঁজছিল ইছু। সেই রূপটির আবিষ্কার করার চেষ্টা করল। আরো যে কারণে ইছুর চোখ জমালা করে উঠেছিল সেই কিনিমগলো, চিন্তা সব এক এক করে জড়ো করল মনে। বিবিজান

এই গুঁড়ো সাবানে
প্রচুর নরম ফেনা হয়



টাটা-র
৫০১
খাঁটি গুঁড়ো সাবানে বিনা-
আয়াসে চটপট পরিষ্কার
হয়

TS 7262

স
দা
প্র
কা
শি
ত

বিলম্বিত প্রসারসহী এবং নতুন নতুন সৃষ্টিবিচিত্রের অধিকার নিয়ে যে সব শিল্পী
বাংলা সাহিত্যের আসরে অলিঙ্গিত হয়েছেন—শ্রীবাসন তাঁদের অন্যতম।

শ্রীবাসন-এর নবনয়না সত্যকর্ষিত

নাজমা বেগম

সুন্দর অতীতের বাঙালি গৌরবময় পাটুনিয়ার একটি ভাবনয়ন প্রেমের রূপে কাহিনী।
কত বিরহের দীপাশ্রয়, কত অশ্রুর সাগর পেরিয়ে তবে না পৌঁছতে পারা যায়
সত্যকার প্রেমের তীর্থযাত্রা। সেই পরম সত্য একদিন দূরন্ত ভোগবিলাসী নাজমা
বেগমের চোখের পর্দা খুলে দিল। নতুন করে জন্ম হ'ল নাজমা বেগমের। নিজেকে
পলি দিন প্রেমের বেসীমলে। প্রেমাপদের মধ্যে হাসি ফোটার র জগা। জনবদ্য প্রেমের
কাহিনী। শক্তিশালী লেখকের লিপিকুশলতায় সমৃদ্ধ হল। দাম : পট টাকা।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের	এতটুকু আশা (উপন্যাস)	৩.০০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের	চন্দন কুঁকুম	২.০০
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের	সুধা সঙ্কেত	২.৫০
বিভূতিভূষণ	রেলরঙ্গ	২.৫০
নীলকণ্ঠের	বসন্ত কোবিন	২.৫০

কল্পনা প্রকাশনী

১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

নবনয়না উপন্যাস

খাতুরঙ্গ

(মধ্যম)

দাম : পট টাকা

পোয়াতি। বিবিজানের পেটে ছেঁকে নড়ছে। কী দুঃসহ লাগে দেখতে। ইছুর বিবিজানের এ-রূপ দেখেন। এ-রূপ দেখার পর কাকেও সহ্য করেনি ইছুর। ভাবল। বিবিজানকে ডাকবে একবার। বিবিজানের পেটে লাঠি মারবে। চোখ দুটো চকচক করল। সেই রাগটা মাথায় উঠে এল। এখন সে বয়স পেরিয়ে গেছে বলেই হাত, ঝুঁক, পা কাঁপল মিঞাজানের।

‘পান খাবে গা!’ বিবিজান সহজভাবে সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়েছে।

মিঞাজান চাইল ওর দিকে, কিন্তু উত্তর দিল না।

‘জন্ম দিয়ে খাও নাঃ সাজলুম যে!’

পান নেবার আগে পাথরের মতন দাঁড়িয়ে থাকে ইছুর। বিবিজানের খুঁটিতে-লাগা-হাতটা দেখল; বিবিজান গাছের ডাল ধরে

আছে যেন। হিংসায় উন্মত্ত মিঞাজানের দুটো চোখ বিবিজানকে মেরে ফেলবার আগে দেখতে লাগল খুঁটিয়ে। কাছে এল, ভয়ানক কাছে। বিবিজানের খুঁটিনীটা কেমন চওড়া; ও জায়গার মেরো এমনিই হয়। নাকটা ধারাল কিশ্বর উগার মত। জোড়া-জু এই প্রথম যেন লক্ষ্যে পড়ল মিঞাজানের। মিঞাজানের চোখের সাদা জমিতে কালো মণি চকচক করল। ঘুরল। কটাক্ষ। শেষবারের মতন আরবজানবিবির দেহটা দেখল। ভয়ংকর। ছোরা নাচল ও পকেটে। পশ্মর পাপড়ির আঁকুতি ছোরা হাতে নিয়ে নাচাল। কাছে এল, লোভী জানোয়ারের মত তাকাল; সরে গেল আবার। লুগি নড়ল ঘনঘন। সাইদের ঘরের দিকে তাকাল, চোখের তারা নাচাল। ছোরা পকেটে রেখে দিল।

‘কি তাকাও অমন—লাও!’

মিঞাজান উত্তর দিল না, চোখের তারা নাচল শুধু।

‘পান লেবেনি—কেটে কুঁচুরে লাকিন!’ বিবিজান হাসতে ভেঙে পড়বে যেন।

মিঞাজান আড়চোখে শিউরে উঠল—‘কি?’

‘পান সঙ্গে আনলুম তা মুখ তাকো কি দেখ?’

কি দেখছে তাই দেখবার জন্যে কাছে এল মিঞাজান। দেখল, আরো দেখল।

ছাঁতমগাছের ওপর দিয়ে যে বাতাসটা ঢেউ খেয়ে বেঁকে এল, ওর ঘরের পাশ দিয়ে যে বাতাস এল, তাতে মিঞাজানের নর নড়ল। বহাদিনের আতর মেহেদি খাওয়ার আর বহাদিনের আতর মেহেদি না-খেতে-পাওয়ার নরটা নড়ল। বাতাস খেল।

মিঞাজান হাসল, অনেক পারে বলল, ‘বিবিজান দেখছি তোকে। তোর মনের গড়নখানা বেশ। তোর মুখ ভাল।’ তারপর অপ্রস্তুত হয়ে ছোরাটার প্রসঙ্গ নিয়ে বলল, ‘আজ একটা মুরগী কাটব কিনা—তাই হে’ হে’.....’

নকশাকাটা লাল কাপড়ে বিবিজানের আরও ভেতর থেকেও শরীরের একটা উঁচু অংশের স্পষ্টতা বোঝাতে বসে। পুরোনো জির ফুল বাতাসে নড়ল। বিবিজানের বুক। চমৎকার দেখল এক মুরগী আঁরবজান বিবিকে। মনের মহন ভনভন, লাল শরীর বিবিজানের। বিবিজানের সুন্দর শরীর থেকে সুন্দর ভেঙ্গে জন্ম দেবে এ হক না। আরবজানবিবি খাপে খাপে বেঁচে থাকবে। অনেক সুখের মধ্যে আরবজানবিবি। জন্মের ইতিহাস হারিয়ে ও। মিঞাজানের প্রাণ ডটকট করে উঠল। অসহিষ্ণু হয়ে উঠল চোখের তারা মিঞাজানের। নিচ নাচল, দেহে লাল উঠল। পায়েচাঁচা করল। শেষ দেখায় অনেক স্নেহ মনে গেল। অনেক কথার চোট ফুরিয়ে গেল, একটা পরিস্থিতিতে মন ভার গেল। বিবিজানের ফুল হাত দেওয়ার মহন, ওর সহজ নিশ্বাসের মতন মনটা আপনার হয়ে গেল। আরবজান-বিবিকে মারতে পারল না সে। মারবে না সে। পাতিপুকুরের জলের মতন ওর মন হল। হাসনুহেনার গম্ব নাকে এসে লাগল। মন ভাল লাগছে। বিবিজানকে সুখী করবে। দেওয়ারের সমস্ত ঘরা আয়নাটা পেড়ে নিয়ে এল। তারপর দাড়ি কামাতে বসল দোরে। সম্ভা হয়ে এল এল। সব দাড়ি কামিয়ে জিয়নো নরটা পর্যন্ত চোঁছে বেশ ফসাঁ হয়ে গেল। দাড়ি ফেলে দিল ইছুর।

তারপর কেমন দ্বচ্ছ-উজ্জ্বল-চমৎকার জীবন।

বিশেষ ভাবে বিশোধিত
কেএমপি মার্কা
নারিকেল তৈল

- ১০০% বিশুদ্ধ গ্যারান্টিয়াক
- বসায়মাগারে পরীক্ষিত

১ প্যা, ১ প্যা ও ২ প্যা টিনে
সর্বত্র পাওয়া যাবে

তিন দিন তিন রাতি

*** নব্বেনাথ মিত্র ***

১০

ফিরে এসে মাধুরী দেখল মনোমোহন বেড়াবে বসেছিলেন সেইভাবেই বসে আছেন। যে কথা বলছিলেন তাই বলে চলেছেন। ছেলের উদ্দেশ্যে গলাগাল, নিন্দামূল্য এখনো শেষ হয়নি। 'জানো অসমী, ওর মত স্বার্থপর, ওর মত মতলব-বাজ আমি আর কাউকে দেখিনি। আমার এতখানি বয়স হল, কতরকমের কত মানুষ দেখলাম। কিন্তু ওর মত রূর ওর মত খল—'

অসমী বলল, 'আপনি মিথ্যা বণ করছেন মোসামশাই। ছেলের জন্মানন্দে নিমগ্ন করতে এসেছে এত তার কি মতলব থাকতে পারে।'

মনোমোহন বললেন, 'তুমি জানো অসমী। তুমি তেমন বন্ধুকে চেননা। ওর মাথার মধ্যে দাবার ঢল। ও এক দোঁপ এগোবর আগে পরে দশ দোঁপের কথা ভেবে রাখে। ও আসান হলে গোছে বৈন জেনো। নিজের নাম বাড়ি করবে, বাড়ি করবে। সেই হল অসল উদ্দেশ্য। এক-সঙ্গে থোক গোষ্ঠী পালন করে তো আর তা হয়ে না।'

মাধুরী চলে যাচ্ছিল মনোমোহন তাকে ডেকে বললেন, 'এই শোন, ও তোকে গোপনে গোপনে কী বলে গেল।'

মাধুরী থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী আবার বলবে।'

'যেতে বলে গেল তো? খসরদার যেতে পারাবেন। আমি বলে দিচ্ছি কেউ যেতে পারাবেন।'

মাধুরী একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'সে-কথা তো হয়েই গেছে বাবা। বারবার বলে লাভ কি।'

মাধুরী আর সেখানে দাঁড়াল না। তারও এবার বোরোবার উদ্যোগ অস্বাভাবিক করতে হবে। যেতে যেতে শুনল, বাবা বলছেন, 'আমার নিজের ঘরেই একেটি বিভীষণ। সব আমার খাবে আমার পরবে। কিন্তু যত টান দাদার দিকে। আমার পিছনে দাঁড়াবার মত কেউ নেই অসমী, পাশে দাঁড়াবার মত কেউ নেই। জীবনভর আমাকে একাই লড়তে হয়েছে, একাই লড়তে হবে।'

বাবার এই সব আক্ষেপ শুনলে মাঝে মাঝে হাসিই পায় মাধুরীর। ছেলেমেয়ে নিয়ে নিজের সংসারে থেকো কেন উনি নিজেকে অত নিঃসঙ্গ মনে করেন, নিঃসহায় ভাবেন? একটু আগে প্রায় বাবার বয়সী রক্তবাবুও নিঃসঙ্গতার কথা বলছিলেন। কিন্তু তার স্ত্রী নেই, ছেলেমেয়ে নেই, কেউ নেই সংসারে। তাঁর নিঃসঙ্গতার একটা মানে হয়। কিন্তু বাবা নিঃসঙ্গ হবেন কেন। রক্তবাবু বলেছিলেন আর কাউকে না পেয়ে নিজের হাত-পা নিয়ে ঘরসংসার করেন। আর বাবা করেন নিজের মত, নিজের রুচি, নিজের দম্ভ অহংকারকে নিয়ে। আর কারো অস্তিত্ব বাবা সহ্য করতে পারেন না, দেখতে পান না, দেখতে চান না, হয়তো সেইজন্যই এই নিঃসঙ্গতা। নিজের বস্তু তো আর মানুষকে সঙ্গ দেয় না মানুষই মানুষকে সঙ্গ দেয়।

একটু এগিয়েই মাধুরী দেখতে পেল মানসী বোরোবার জন্য তৈরী হয়ে নিচ্ছে। চাঁপ রঙের সেই শাড়িখানা পরছে মানসী। গায়ে সবুজ রঙের ব্লাউস। কপালে ছোট একটি কুণ্ডলের টিপ। সব মিলিয়ে বেশ লাগছে দেখতে। দূর তীক্ষ্ণ বসু। অথচ একটু সিন্দূরও আছে। রজনীগন্ধার উত্তীর্ণ মত। অন্য কোনদিন তো এত সাজে না। সাজলেও ঐত সূক্ষ্ম দেখায় না। মানসী যে কেন আজ এমন বেশবাসের সিক মন দিয়েছে তা অনুমান করা কঠিন নয়। মাধুরী মনে মনে হাসল। মাধুরী বলল, 'কিহে তোর এরই মধ্যে সময় হয়ে গেল। আজ যে এত হুড়াহুড়ি।'

মানসী বলল, 'তাড়াহাড় কই দিদি। আমি তো এই সময়েই বোরোই। মিনিট দশ-পনের আগে যাচ্ছি। বাসে যা ভিড়।'

মাধুরী মুখ টিপে হেসে বলল, 'হ্যাঁ একটু আগে বোরোই ভালো।'

তারপর বোরোর আরো কাছে এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বলল, 'আজ কিন্তু তৌকে বেশ লাগছে দেখতে।'

মানসী বলল, 'অন্য দিন ব্যক্তি লাগে না।' মাধুরী বলল, 'লাগে। আজ আরো ভালো লাগছে। তাঁহাড়া আজ আমি আরো এক-জনের চোখে দেখতে চেষ্টা করছি কিনা। একসঙ্গে দুজনের দেখা দেখছি।'

মানসী আজ যেন কোন ঠাটা-তামাশা বুঝবে না বলে পণ করে বসেছে। নইলে যে কথায় ওর হাসবার কথা তাতে ওর মুখ ভার হবে কেন।

পরক্ষণেই মানসী অবশ্য হাসল। 'হেসে খোঁচা দিয়ে বলল, 'দিদি তোর তো এসব বিদ্যে ছিল না। কারো সাথে তো ভালো চশমা জোড়াও তুই ছুঁইয়ে দেখতে নে। আজ একেবারে আর একজনের চোখ নিয়ে টানাটানি।'

মাধুরী বলল, 'ভয় নেই, চোখ নিজেও সে অন্ধ হবে না। অন্ধ যদি হয়ে থাকে আগেই হয়েছে।'

মানসী একধার কোন জবাব না দিয়ে দোরের দিকে এগিয়ে গেল। চমৎকার করে বড় একটি বিড়ি খোঁপা বেধেছে। ওর চূসর

উপহারের উপযোগী অভিনব পুস্তক

বনের ডাক

স্বামী বিশ্বানন্দ প্রণীত

মূল্য ১ পাঁচ টাকা

বাংলা ভাষায় কিশোর-নারীদের বিজ্ঞান বিভাগে একটি অসামান্য সংযোজন। কত রকম মজার মজার কাজ ও খেলার কথাই যে বলা হয়েছে এ প্রসঙ্গে!—**আনন্দ-বাজার।** বনের ডাক এবারনি অপূর্ব বই।—**শনিবারের চাঁচি।** অপারনতের বাতীত পরিণতদের জন্য আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় বস্তু ও আছে এই গ্রন্থে প্রচুর। স্বল্পের অতিরিক্ত পাঠ হিসাবে উপহার ও পারিতোষিক এইরূপ গ্রন্থের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।—**দৈনিক বঙ্গমতী।** বড়ো ও এ থেকে অনেক কিছু জানবার জিনিস পাবেন। সমস্ত বিষয়গুলি অল্প ছাঁশ দিয়ে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।—**মোচাক।** প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেমেয়ে-দের মানব একটি প্রাণীর সংযোগ-সূত্র বাধা হয়েছে যার সাহায্যে তাদের মনে জাগবে জ্ঞানের তুফার সঙ্গে সৃজন-প্রবণতা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। ব্যক্তিগত নিয়ে অবসর বিনোদনেরও অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যাবে এই অভিনব পুস্তক থেকে। বিশেষ করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের খুবই কাজে লাগবে।—**উদ্বোধন।**

লেখক উদ্ভিদবিজ্ঞানকে নানা গল্প ও খেলার মধ্য দিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। নানা রকম স্বল্পব্যয় পরীক্ষা নির্বাহার কৌশল তিনি তাঁর সরস ভঙ্গীতে বিস্তারিত করেছেন।—**দেশ।**

প্রকাশক : শ্রীঅরুণকুমার দে

৬৫/১/১, মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
সমস্ত সম্ভাব্য পুস্তকালয়েই পাওয়া যায়।

(সি-৮৮৯১)

গোছ মাধুরীর চোয়ে বড়। কোন মাসিক কাগজে যেন একটি কবিতা পড়েছিল—কবি তার প্রিয়র চুলের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে চান। অসীমদাও ওর চুল নিয়ে কম কবিত্ব করেননি। মাধুরী হাসল। গোড়ার দিকের দু' একখানা চিঠি চুরি করে পড়েছিল। এখন আর পড়ে না। হয়তো মাধুরী নিজেই লজ্জা পাবে। প্রেমিকরা কি কবি হয়! মুক বাচাল হয়ে ওঠে?

এবার মাধুরীকেও নাইতে যেতে হয়। বেগা হয়ে গেছে। কাল ওদের চম্পকে পড়ে স্কুল কামাই করতে হল। আজ একটু তড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো।

‘মা আমি নাইতে চললাম।’

মাধুরী রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ছোট ঘরটুকুর মধ্যে সুহাসিনী রেখে চলেছেন। গরমে আর আগুনের তপে শীর্ণ শরীরকে আরো শীর্ণ দেখাচ্ছে।

সুহাসিনী বললেন, ‘যাও। আমার বেশির ভাগ রান্নাই হয়ে গেছে। এই তো মানদুও খেয়ে গেল।’

কেমন যেন লজ্জা করে মাধুরীর। এই বয়সে মা রোজ তাদের অফিসের রান্না

রাধবেন ভাবতে বড় বিদ্রী লাগে। যদিও ছেলের মতই মাধুরীরা আজকাল চাকীর করে, বলতে গেলে তাদের টাকাতই সংসার চলে, তবু রান্নাবাড়ির কাজে মার বাস্তবতা দেখে, তাঁর পরিশ্রম দেখে কেমন যেন একে একে দিন সংকোচ হয়। সত্যি কত বয়স হয়ে গেছে মার। অনেক ছেলেনেয়ে হওয়ায় স্বাস্থ্যও ভেঙে গেছে। তবু রোজ দুবেলা রেখে যাচ্ছেন তো রেখেই যাচ্ছেন। শ্রান্তি নেই ক্লান্তি নেই, আলসা-অসুখ রোদবাঁশি নেই।

বউদির সংগে এই রান্না নিয়েই তো লাগতো। বউদি বড়লোকের সস্ত্রী। দু-একটা শৌখীন রান্না ছাড়া রান্নাবান্না তেমন জানে না। এসব কাজে তার কৌতুহলও নেই ঔৎসুক্যও নেই। সে চা করতে, গমপ করতে, খাবার কাগজ সামনে নিয়ে হাত রাজোর তর্ক করতে ভালোবাসে। রান্নার কাছে কিছতেই আসতে চায় না। এই নিম্ন মা খেঁচা দিতে শুরু করলেন। সংগে সংগে দাদার মুখভার। দাদারও ইচ্ছা নয় তার বউ ওসব দিকে বেশি যায়। তার সুন্দরী বউয়ের গায়ে আগুনের আঁচ লাগে, কাঁস-কাঁসি লেগে সোনার আগ মিলন হয়। খেঁচা থেকে থেকে যদি বা বউদি দু' একদিন কো-তার রান্না কিছতেই মার পছন্দ হত না। তার হাতের ভাত হয় বেশি ঘট্টা হয়, না হয় শক্ত থাকত, তার হাতের কোল তরকারিতে কোন সপা আসত না। তার খেঁচা চলত। বউদির হয়ে দাদা বড়ই এ তো মজা মন্দ নয়, রাধতে গেলেনও দের, না গেলেনও দের। আসলে কোনো কোন ছনে দোষ ঢেওয়াই উদ্দেশ্য। আর সব উপাসক।

কখনো বলত, পরকার কি অত সবে পদ রান্না করে। শূর, দুটো পদ হলোই যথেষ্ট।

মা বলতেন, কেন, তোর বউ রাধতে জানে না বলে আমাদের ভাতে ভাত খেতে হবে নাকি। আমার দুটো হাত নেই। গায়ে শক্তি নেই?’

দাদা বলত, তামার গলার শক্তিও কম নয়।

মাধুরী লজ্জা করছে আজকে মা রান্নাঘরের সম্রাট কাউকে ভেঙে দিতে রাজী নন। তবে কেউ যদি এসে জেগান দেয়, সংগে সংগে থাকে বলে খশী। কিন্তু আজ-কালকার লেখাপড়া জানা বউ রান্নাঘরকে গোটা শ্রুতিবী কেন করবে। সে চাকীর বরুক আর নই করুক কেন রান্নাঘর সেড় ঘটা দু' ঘণ্টার বেশি থাকতে চাইবে। তাদের মনে ঘর-সংসারের প্যাটর্ন যে আলাদা হয়ে গেছে তা মা বুঝতে পারেন না। তিনি বউয়ের কাছ থেকে সেকলে আদর্শে যে আনুগত্য, যে বশ্যতা চান তা পারেন কি

করে। দুজনের রুচি বর্ণিধ শখ সুখ যে আলাদা আলাদা। মা চাইলেন ছেলের বউ অবিকল তাঁর মত হবে। সে হবে তাঁরই প্রতিমূর্তি। কিন্তু বউ তা চাইল না, ছেলে তা চাইল না। মার শব্দে ঘরখানাই ঘর-সংসার। কিন্তু দাদা বউদির সংসার ঘরে-বাইরে ছড়ানো। তাদের খিয়েটার-সিনেমা, পার্টিং, পিকনিক, বন্ধু-বান্ধব, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ সব চাই। মা যা চান আর ওরা যা চায় এই দু'পক্ষের চাওয়ায় কেবলই ঠোকাঠুকি লাগতে লাগল। অনেক ছেলে আপোস করে। ভাবে বাবা মা কদিনই বা আছেন। তাঁদের জন্যে কিছ না হয় ছেড়ে দিলাম, সহ্য করলাম। কিন্তু দাদা সে পথে গেল না। অনেক বাপ মা আপোস করেন, ভাবেন হাজার হোক নিজেরই তো ছেলে বলতে গেলে নিজেরই প্রভাঙ্গ। তখনে কৌতুক তার অব্যাহতা, বিরোধিতা, স্বার্থ-পরতা সব উড়িয়ে দেন। কিন্তু বাবা মা সে পথে গেলেন না। ছেলে যেন প্রতিশ্রুতশ্রী, প্রতিযোগী। ছেলে বড় হলে তাকে যদি সম-কক্ষ বলেই ভাবে, তাকে তাই বলে মনে কর, শব্দ বলে মনে কর। না হলে সে পারব চেষ্টাও পর। মানসী শব্দে দাদা বউদির বাড়ি ঢাক চাপে, মাধুরী তা পারে না। কিছরাস আজও দাদার তেমন ভালোমসক, কোমর কটা মাধুরীর মনে পড়ে যায়। এই তেমন পছন্দ কি ঠা ঠা হেঁচাপাতি ছোটোছোটো না তবু তিনজনকে মিলে করবে। সে মাধুরী ভাল পছন্দ। এমন তেমন হাল্য নিমন্ত্রণ, মানসী তার... যা... কী... তা সব আপোস ত্যাগ করব মাধুরী। কদিন নাহয় হয় না।

‘আজ মা রান্না রান্না এতগুলি পদ কেন রেখেছে শূর, কতটা পক্ষতো?’

মা কান্ড আরো এগিয়ে এসে মাধুরী হিজল করল।

‘তা কখনো ভাব হয়, সেই কথাই বলে দেবে’

‘সুহাসিনী একটা হোসে বললেন, ‘তমা, অসীম তো এতোও খারব খাবেন।’

‘মার দু'ঘর শব্দটা বড় মিষ্ট শোনাল। অসীম।’

মাঝে মাঝে একেকজনের মধ্যে একেকটা কথা যেন নতুন রাজনী, নতুন মাধুরী পাক।

‘মাধুরী তেমন বলল, ‘তা খেলই বা। তোমার অসীম যে কত খেতে পারে তা তো দেখছি। সবই তো পাতে পাতে থাকে। তোমার কেবল কণ্ঠই সার।’

সুহাসিনী বললেন, ‘থাক। আমার কণ্ঠের কথা তোমাকে আর ভাবতে হবে না বাপু। নাইতে যাবে তো যাও। শেষে যে নাকে-হাথে গুঁজে পাঁচ মিনিটের মধ্যে একেবারে রুখখাশে—।’

চালের মশ চাম্রিশ, মাছের সের পাঁচ
—পুঞ্জায় বেরবে চাবাশ, শব্দসীমা।
সব সমস্যার সমাধান একমিষ্ট হইতে
প্রবন্ধ রচিত পুঁই পকেট দান। পড়ুন।
॥ বলাকা প্রকাশনী ॥
২৭-সি, অমহাস্ট্র পুঁই, বঙ্গবাজার-৯
(সি ৮৪৬১/১)

ক্রে.হাডের
কণক
* পাউডার *

মাথায় ঢাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৬ বৎসর ভারত ও
ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিগোও সাহিত্য প্রাতি
দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার
বৈকাল ৩টা হইতে ৪টায়া সাক্ষাৎ করুন।
তার জনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
(সি ৮৯২৩)

ডাঃ বাসুদেব
চাইকোপোডা
ডায় ডেজিন ও ডিসপেনসারি
এরোব।

মেখে নাও। ও মায়া, আর একটু ফোলে এনে দেতো হোর অসীমদাকে। বুট্টেশিত্তার বেদনায় ও কথা চলতে পারে অসীম। সেখানে পোশাকী সম্পর্ক। তারাও তত্ত্ব পাঠালে আমবাও তত্ত্ব পাঠালাম, তারাও নিমন্ত্রণ করল আমবাও নিমন্ত্রণ করলাম—।

মঞ্জু বলল, 'বুট্টার বোপের বাড়ি থেকে কিন্তু আমাদের নিমন্ত্রণ করেনি মা। তার এক খেড়বোতা ভাটীর পরে হল—।'

সুহাসিনী মমক দিয়ে বললেন, 'খাম তো। হোর সব কথার মধ্যে আসতে হবে না। বুট্টেশিত্তার দেখায় ও সব মানায়। মনের মধ্যে যাই থাকুক তারাও হেসে কথা বলল, আমবাও মিনিট করে হেসে কথা বললাম, বাস, ঘুরিয়ে গেলাম। তাও নতুন বুট্টেশিত্তার বেলায়। জেনাভানি হয়ে যাওয়ার পর বুট্টেশিত্তা ওভানে রাখা যায় না। কিন্তু আপনজনের বেলায় মানুষ কি অমন হিসেব করে চলতে পারে? মেপে মেপে কথা বলতে পারে? ভেবে দেখ অসীম আমার এতগুলি ছেলেময়ের প্রত্যেকের সংগে যদি অমন করে সম্পর্ক বজায় রাখতে হত আমি কি আর সংসারের কোন কাজ করতে পারতাম?'

খেতে খেতে মাধুরী অচক হয়ে মার মুখের দিকে তাকাল। বরকার হয়ে মাও যে বেশে গাড়িয়ে মনের কথা বলতে পারেন তা যেন সে লক্ষ্য করেনি। মাধুরী মানসী জটিলের দিকে যত কাঁপল তই আরো, কি দৃষ্টিভঙ্গি করে যা কেনে মা সব পাড় শেষ করে ফেলেন। সেই এতপড়া দিনা নিজের অভিজ্ঞতার সংগে মিশিয়ে মা কথা বলেন। তাই আন ভালো লাগে। এবার কথা পাঠি-পাঠের কেসটিন আর তার বাখায় ভরা, মার কথা বগালাগা ঘর-সামারের গল্প। সে গল্প তাঁর গল্পে কাপড়ে, যে রঙ বীর হাতের হলুদে। ভাগ্যের নামও মনুতলা। মনো পুন দেওয়ার মত, প্রথম কথাও মাঠ গড়তে দিচ্ছেন। দুইই অমৃত। শব্দ, সে মহাভারতের কথায় অমৃতময়। তাই নয়, মানুষের অন্তরের কথা। মাঠেই অমৃত। ফের রমা বুট্টার কথা মনে পড়ল মাধুরীর। কী যে সব শিশুী বিনীত কথায় বলে রমা বুট্টা। তার মুখের কোন আগল নেই। অমৃত নাকি শব্দে কথার মধ্যেই নেই যে নিকর দুটি ছোট কথা বলে মা, কথা বলবার খুঁসুত পায় না তাও নাকি মনতে মাখামাখি। অমৃত নাকি শব্দে মারের বাক্যেই নেই, অমৃতের কাণ্ডাল নাকি শব্দে শিশুরাই নয়—।

মাধুরী তাকে আর দুটি ভাত দিই। 'না না মা, দিও না, দিও না।'

অসীমদা সমান উপদেশ দিয়ে চলতে, 'তোমার ছেলেময়দের যেমন ভালোবাসেন, তোমার উপাধি উপভোগ করা করেন, বড়দের দেওয়াও যদি তাই করতে পারেন, তাহলে

আমার মনে হয় অনেক সমস্যা মেটে। একথা যদি মনে রাখেন আপনার ছেলে যত বড়ই হোক সে আপনার চেয়ে কিছুতেই বড় নয়। না বরসে, না অভিজ্ঞতা, না ঐদার্য, না ভালোবাসায়। সেই দৃষ্টিতে যদি দেখতে পারেন তাহলে—। তার চরম নিষ্ঠুরতায়ও আপনি বেশি দুঃখ পাবেন না। তার হাতের মর্মান্তিক আঘাতকেও আপনি শিশুর হাতের মার বলে ভাবতে পারবেন।'

সুহাসিনী বললেন, 'তাই কি আর হয় অসীম? ও সব তোমাদের কল্পনাতৈই সাজে। ছেলে যতদিন পেটে থাকে ততদিন তার কাছে কোন প্রত্যাশাই থাকে না। তার পর সে কোলে আসে, কোল থেকে দাঁটিতে নামে, আসতে আসতে বড় হয়, তার ওপর আশা ভরসাও বাড়তে থাকে। সেই আশা যদি না মেটে, আকাঙ্ক্ষা যদি পূরণ না হয় তে যে কি দুঃখ, তুমি তা বুঝবে না বাবা।'

অসীম বলল, 'বোঝা কঠিন নয় মাসীমা—কিন্তু।'

সুহাসিনী বলতে লাগলেন, 'আচ্ছা অসীম, তার ওপরই আমার যত কঠিনতা আছে, আমার ওপর তার কোন কঠিনতা নেই? তুমি সম্পর্ক রাখা না রাখার কথা বলছিলেন অসীম, সম্পর্ক রাখব বললেই রাখা যায় না। মানুষ যদি যে মার কঠিনতা করে তাহলে সম্পর্ক আপনিই থেকে যায়। মানুষ যদি ভালোমানুষ হয় তাহলে চার দিকের মানুষ তার সংগে আঁঠির মত লেগে থাকে। সে আঁঠি কিছতেই ধরে মুছে যায় না।'

অসীমের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে উঠবে উঠতে বলল, 'আজকাল ভালোমিনে হওয়া বড় শক্ত ব্যাপার মাসীমা। আগে ভালো কথাটির মতো ছিল দস্তা, সরল, বেকারো, এখন সেই ভালোই আমাদের শ্রম্যও পায় না প্রতিও পায় না। এখন ভালোমানুষ মানে একই সংগে সোজা মানুষ আর শক্ত মানুষ। একই সংগে বুদ্ধিমান, সামর্থ্যবান আর হুংরান মানুষ। সে মানুষ আপনি ঘরে ঘরে পাবেন না, জেনে জানও নয়। কারো কারো মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে পেতে পারেন। কেউ আজকাল আর নিখাব ভালো নেই। রাশ রাশ জটিলের মধ্যে আগুনের ফুলকির মত তার ভালোই শব্দে কোন কোন নিম্নে জন্মে ওঠার জন্যে।'

মাধুরীরও অনেকক্ষণ খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেট হবার ভয় থাকা সত্ত্বেও উঠি উঠি করে ওঠতে পারছিল না। খামি খালার ওপর আগুনের উগা দিয়ে দাগ কেটে যাচ্ছিল। সে রেখা কখনো সরল, কখনো কুটিল। মানুষের দুর্যোগ্য কল-কোষ্ঠীর মত। মাধুরী বিস্মিত হয়ে ডাব-ডিম অসীমদা এসব কথা কি শব্দে মাকে শোনচ্ছে না আর বাউকেই? না শব্দে

তাকেই? এই বাগবিত্ত বাগবৈভব দিয়ে অসীমদা কাকে কাকে আবৃত করতে চাইছে? আর কাকে? ওর গলার স্রব তেমন সুবোলা নয়, উথানপতনের বৈচিত্র্য কম, উচ্চারণ নিখুঁত নয়। কিন্তু কথা যখন বলে ওসব ধোঁষের কথা মনে থাকে না। ওর সব কথাই যেন উপলব্ধি আর অনুভূতির রসে জড়ানো। তাই ওর কথার বিশেষ একটা রূপ আছে। বাক্যের রূপ। মানুষ যখন কায়মনোবাক্যে এক তখন তিন মিলে এক রকমের রূপ। আবার শব্দে বাক্যেরও যেন আলো চোরা আছে। তা কি শব্দে ধরনি না কি আরো কিছুর প্রতিধ্বনি?

দশটা বেজে দশ। মাধুরী তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ একটু, পাউডারের পাক বুলিয়ে কুকুমার ফোটা দিয়ে আঁটপোঁট শাড়িটা পালটে পরতে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় নিল না।

মঞ্জু বলল, 'মেজাজ, তোমাদের সকলে কি আজ আবার থিয়েটার টিরেটার আছে?'

মাধুরী বলল, 'যা ফাঁজিল কেথাকার। সকলে আবার থিয়েটার হয় নাকি?'

'আহা সেবার তো হয়েছিল। তুমি পাঠ করেছিল। চমৎকার করেছিল কিন্তু।'

'যা, হোর আর পাকানো করতে হবে না।'

সুহাসিনী এলেন পিছনে পিছনে, 'মাধুরী শোন।'

'কি বলছ মা?'

'মাও যেন মজুর মত তায়ত।'

'তোমার দিদি মনিষাও কিচ্ছু। এত কল্যাণ তা হোর শাড়িখানা সেই পড়া আজ তো পরান লাগে। কল্য যদি পরাই—।'

মাধুরী জ্বালত হয়ে বলল, 'তা হলেই এসেবোরে। কী তা তুমি বল মা?'

সুহাসিনী আমার কাছে এগিয়ে এসে চরমিকে তাকিয়ে তিসফিক করে বললেন, 'যদি নাকি ওসব ওখান?'

মাধুরী একটা মুপ করে থেকে বলল, 'বাক্যের কথা তো শুনলে?'

'তার কথা তো জীবনমুহুরে শুনলে এসলাম। যদি হাস, বুট্টাবোন মিলে দেখে আসিস। শামলজিত থেকে ভালো একটা খেলনা-লেন। কি রঙীন দেখে একটা কামা কিনে নিয়ে যাস সেন। উপা আছে সংগে? না দেব?'

মাধুরী বলল, 'আছে মা।'

দ্রুত পায়ে দেয়ের দিকে এগিয়ে গেল মাধুরী। অসীম মিনিট কয়েক আগেই বেরিয়েছে। তার নাকি আজ বিষম তাড়া। মাধুরী নিজের মনেই একটু হাসল। তাড়া যে কিলের তা যেন তার কিছু বাক্যে বাকি আছে! কিন্তু এতক্ষণই যখন কাটল, দু মিনিট দেরি করলে কি ক্ষতি ছিল!

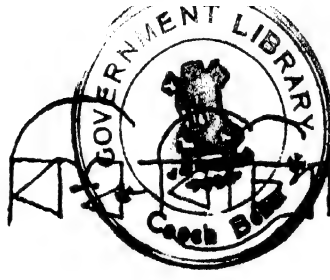
(এমশ)

টিউবারকুলিসিস রোগে প্রচুর লোক মারা যায় এটা খুবই সত্যি কথা, কিন্তু তবু সাপেক্ষে সেই সঙ্গে একথাও বলা যেতে পারে যে, সে কিছু সুশিষ্টও করে। যে বিষ টি বি রোগের জন্য দায়ী সেই 'খই' এমন একটা মানসিক উদ্দীপনা সৃষ্টি করে যা উদ্ভাবনী শক্তির জন্মদাতা আর যা ব্রাহ্ম-বৃত্তির একটা চরম বিকাশ এনে দেয়। এ সত্য যদি কখনো বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় তাহলে তখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে এই উভসংকটে আমরা কি করব? এই মূর্ত্যাহুতের নিশ্চয়্য করে ফেলে আমরা লাভবান হব, না সর্হিতা ও সম্ভ্রান্তের চরম বিকাশের জন্য একে বেছেই নেব। একথা সুবিধিত যে, কায়ক-জন্ম টি বি রোগী সাহিত্যে বিশেষ ভাবে অমর দান রেখে গেছেন, যদিও স্থান আজও পূরণ করা সম্ভব হয় নি।

ইংল্যান্ড ঘুরেই যে কেন লোক অতঃত একশজন মনোযীর কথা জানতে পারেন যারা টি বি রোগী ছিলেন। যাদের কাছে টি বি রোগে একটা আপোষের মানসিক উন্নয়ন এসে নিয়োছিল বলে মনে হয়। এর ফলে "ডেভি, মাইটিংগল" (কবিতা) এবং "হোসেন" (নব্যকবি) রচিত হয়েছিল।

কিন্তু এটা বিবেচনার ক্ষেত্রে টি বি রোগে রোগীদের চিকিৎসা, চিকিৎসার পদ্ধতি, মোটামুটি সমাপ্তি। আমাদের উল্লেখ্য নিম্নোক্ত। যতদূর সম্ভবসকল টি বি রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে প্রায়ই টিউব মিন হোসেনগীতি রচনা করেছিলেন। এটা খুবই সত্য কথা যে টি বি রোগে অক্রান্ত হওয়ার আগে তিনি এমন সাহিত্য প্রতিভা দেখাতে পারেন নি।

সিউনি প্রেমের বিশাল পরাভব হয়, এই কারণে তাঁর সাহিত্যসাহিত্যে সহ্যাতা করেছেন। জন অ্যাডভান্ট স্ট্রিমড। এই বিশাল পরাভবের কারণে একটা নতুন সিউনিজম টি বি রোগে যখন কমশক্তি হারিয়ে ফেলতেছিল তখনই তিনি "এ ডেভিডস্ গ্যাথেন অব ভারসেস" নিন বেস অব ডাং হেবিকল আন্ড মি হাইড" এবং "বিক্রমপাণ্ডা" এর মত বই রচনা করে-ছিলেন। আর প্রায় চরিত্র বহন অতীত হয়ে গেছে সমার্সেট মম দু' বছরের জন্য স্কটল্যান্ডের এক সাম্যোটাঁরিয়ামে ছিলেন। তিনি তাঁর বই "দি সন্নিং আপ" এ লিখেছেন, এই সাম্যোটাঁরিয়ামে এসেই আমি মানবচরিত্রের এক নতুন দিকের সন্ধান পেয়েছি, এখানে না এলে আমার এ দিকটা সম্পূর্ণ অপরিস্কারই থেকে যেত। ডিউই ই বেনলীর টিউবারকুলিসিসের জন্য একটা পা কেটে বান দিতে হয়েছিল। আর একটা পাও বিপদের মাঝে এসে পড়েছিল। প্রায় দু'বছরের জন্য তাঁকে এডিনবার্গের



রাজকীয় ইনফর্মারীতে থাকতে হয়েছিল। তাঁর কাজ থেকে অনেক ভাল ভাল কাবিতা এই সময় আমরা পেয়েছি।

উদ্যমমান নিম্নলিখিত আমাদের যুগের একজন বড় উপন্যাসিক। যারা টি বি রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে গেছে। আরেই টি বি সাম্যোটাঁরিয়ামের পটভূমিকায় লিখিত তাঁর "দি মাইটিক মাইটিংগল" বইখানি তাঁর সৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সুইডারল্যান্ডের প্রসিদ্ধ ভাষ্য সাাম্যোটাঁরিয়ামে ১৯১৯ সালে তিনি "দি মাইটিক মাইটিংগল" বইখানি লিখতে আরম্ভ করেন। একটি ছোট গল্প হিসেবেই দি মাইটিক মাইটিংগল প্রকাশ শুরুর হয়। কিন্তু যে করেছে এক এর সম্ভবতার ওপর সৃষ্টি করার মত পাণ্ডে এবং প্রশংসা এর কয়েকটি ব্যক্তি। ১৯২৫ সালে এই বই শেষ হয়। এই শেষ হলে দশক ধরে দি মাইটিক মাইটিংগল শুরুর টিউবারকুলিসিসের কবিতাটাই না এর মধ্যে মত উপন্যাসের জীবনসংগ্রাম করা পড়েছে।

দশমত মাইটিক বড় উপন্যাসিক ডেভি মাইন তাঁর "গ্যারী অবদ্যুত" এর

জন্ম আর আন্দোলিত যিনি গিই হু গেটস স্বাধিপত লিখে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন, তাঁরও টি বি রোগের হাত থেকে নিকৃতি পান নি। তাঁর কথা বান দিলেও মার্কসিম থেকেই যিনি আমাদের অনেক গল্পই শুনিয়েছেন, মোনোনি শব্দ সেই গল্পটি, কি করে তাঁর দেহে টি বি রোগে চতুর্দশ প্রথম পদ পেল। ভাষ্যের মত ঘুরতে ঘুরতে তিনি একদিন নিউইর্ন মোভোগোরোড গভর্নমেন্টের অফিসে ছোট একটি গ্রামে ঢুকে দেখতে পেলেন একটা গাড়ির চারপাশ ঘিরে গ্রাম-বাসীদের ভাষ্যেতা। সেই গাড়ির সঙ্গে চান বাঁধা অবস্থায় একটি স্কুলীকে তারা বার্ডভাষ্যের অভিযোগে শাসিত দৈবার জন্য গাড়ি সমেত টেনে নিয়ে গেলেন। মোকর্কি অমানবাত্মক মত গাড়ি দিয়ে উঠল। তিনি তাঁর গল্পের গল্পের বিশেষ বিশেষ গ্রাম-বাসীরা তাঁর বিশেষ অমন করাতে তিনি বাদ্য যখন ঘুমিয়ে গেলেন। দল-তাঁর গ্রামবাসীরা একে রেখে বেরল না, ফলে মোকর্কি অতীতম হয়ে মটিতে লড়িয়ে পড়লেন। এই মারমীর ফলে তাঁর একটি ফলস্ফুস খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং অসুস্থ অসুস্থ তাতে টি বি রোগ এসে বসে গেল। এরপর তাঁর বহু-মিনি একটি ফলস্ফুস নিয়েই অসুস্থ থাকতে হয়েছিল।

একজন বিশালবহন। সেরক ইংসবে ৫০ বছর পরে মোকর্কি যখন মারা গেলেন,

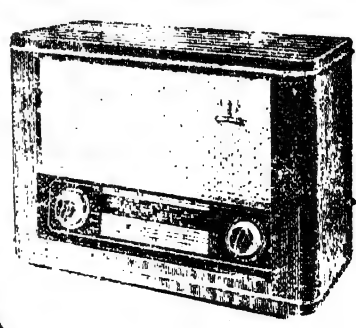


সর্বদাই শীর্ষে!

মডেল ২৫৩

(দুই বসন্তা)

- ৫-ডালড
 - অল-ওয়েড
 - ৪-ব্যাড
 - টাঃ ৩৭৫-০০ নীট (বাটারী বাতীত)
- তদুপরি স্বাক্ষর করা



৫৫/৫৫

অনুতপ্ত গ্রামবাসীরা যারা তাঁকে একদিন বেধড়ক মেরেছিল। বিশেষ বিমান ভাড়া করে সেই মারামারির দুইজন প্রত্যক্ষ-দর্শীকে গোকাঁচ শব্দধারের সামনে অনু-শোচনা প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে-ছিল। কিন্তু তার আগেই গোকাঁচ তাঁর সাহিত্যের জন্য অমর হয়ে গিয়েছিলেন।

কবি হুইটম্যান যখন ৭৬ বছর বয়সে মারা যান তখন শব্দবল্লভে দেখা যায় তার দেহে বিভিন্নরকম রোগের আধার ছিল। এর যে কোন একটি তার কবি-প্রতিভার উৎস হতে পারে।

কবি আরনেস্ট হোসেন এবং শেলী উভয়েই টিউবারকুলোসিসে ভুগেছেন।

ইউজেন ও'নীল যখন নাবিক ছিলেন তখনই তিনি বি রোগে তার ফুসফুসে এসে বাসা বাধে। ৬ মাসের জন্য তাঁকে স্যানা-টোরিয়ামে যেতে হল এই রোগের মূলো-চ্ছেদের জন্য। এই বাধ্যতামূলক বিশ্রাম তার কাছে অসহ্যবোধ হয়ে দেখা দিল। এই সময় তিনি প্রচুর পড়াশোনার সুযোগ পেলে। ও'নীল আজ পৃথিবীতে বিখ্যাত নাট্যকার ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হিসাবে পরিচিত।

টিউবারকুলোসিস রোগ থেকে যাবা আরোগ্য লাভ করেছেন অসংখ্যজাতের গ্রাহাম বেল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কেউ কেউ হয়ত জানেন কি করে তাঁর স্নায়ুতন্ত্রের কানে শব্দবরণ পৌঁছে দেওয়া যায় তার

উপায় উদ্ভাবন করতে গিয়েই আলেক-জান্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন। মিসেস বেল একেবারেই বধির ছিলেন। কিন্তু তার ফলে তাঁর স্বামীর কর্মবাস্ত জীবনের সঞ্জনী হতে তাঁর কেন্দ্রবিন্দু অসংখ্য হয়নি। গ্রাহাম বেল টি বি রোগ থেকে আরোগ্যের পর ৬ ৫০ বছর বেঁচে ছিলেন।

এডগার আলেন পো যদি টি বি রোগে আক্রান্ত না হতেন তা হলে সম্ভবত তিনি তার অমর উপন্যাসগুলি লিখতে পারতেন না।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নামগুলি থেকেই বোঝা যাচ্ছে টি বি রোগ ও সাহিত্যের সংগে কি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

মিলটন, পোপ, হুড, এলিজাবেথ ব্যারট, ব্রাউনিং, ফ্রান্সিস, গোট্টে শীলার, মালয়ের, চ্যানিংগাস, মীরমী, দেকার্তে, লক, কাণ্ট, সামুয়েল, জনসন স্টার্ন, ডি কোয়েলস্ট্রী, স্কট, জেন অস্টিন, ডলটোয়ার, রশো, ওয়াশিংটন, হথর্ন, গিবসন, কিংসলে বাসকিন, এমার্সন, কাঁজনালা মানিং এবং আরও অনেকে।

সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শনের ক্ষেত্রে এই সব মহান নামগুলি কি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় না যে, এদের দান যদি এই সব ক্ষেত্রে না থাকত তাহলে আজ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন এই সমৃদ্ধি পেত না।

কিন্তু এখন শেষ প্রশ্ন হচ্ছে এই, সত্যি কি টিউবারকুলোসিস এই সব সাফল্যের উৎস? বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর জবাব দিয়েছেন।

একটা মত হচ্ছে, প্রত্যেকটি শিল্পকর্মে অনুভূত এবং আবেগ একটা বড় স্থান দখল করে আছে। টি বি রোগের ক্ষেত্রে এই অনুভূতিক ধ্রুব তীব্র করে তোলে, আর আবেগও হয়ে ওঠে সজীব। টি বি রোগের যে জীবাত্ম মানুষের দেহে ও মনে অবগুণ্ণীয় দুরূহের ছাপ রেখে যায়, সেই জীবাত্মই শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও তার স্বাক্ষর রেখে যায়।

আর একটা মত হচ্ছে, টিউবারকুলোসিস ও প্রতিভার সংগে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাতে এই মনে হয় যে টি বি রোগ একটা গভীর হীনমনস সৃষ্টির প্রয়াস পায়, যার ক্ষতিপূরণ একমাত্র প্রতিভার ক্ষুরগেই সম্ভব হয়।

কিন্তু যেটামুটি কথা হচ্ছে এই যে, টিউবারকুলোসিস একটা সাধারণ ব্যাপি, কাজেই কোন প্রতিভাধরের এ রোগে আক্রান্ত হওয়াটা ও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কাজেই প্রতিভাধরের পক্ষে এই ব্যাপি এবং তার বাধা নিষেধ তার প্রতিভার ক্ষুরগে সহায়তা করে। এই ব্যাপি প্রতিভার ক্ষুরগেই সাহায্য করে মাত্র প্রতিভা সৃষ্টি করে না।

সুন্দরতম

আপনার জন্য...

আপনার গাঠনিক কোমল, মসৃণ বাথার আধুনিক প্রণালী হচ্ছে এর স্বাভাবিক সৌন্দর্য, মনোহারককে পরিমার্জিত করা। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যে আপনার চেহারায় ধরে রাখার জন্য পাউডারের নিচে গুঁহওয়ার ত্যানিশিং স্ট্রীম ব্যবহার করুন ... দেখবেন আপনার প্রসাধন কেমন রমণীয় হয়ে ওঠে। আপনার অমূল্য গাঠনিক সুন্দর, কোমল ও পুষ্টিপূর্ণ তাজা হয়ে ওঠবে।



পদ্মতরকারত

Richard Hudnut

THREE FLOWERS

TRADE MARK

খারিস — নিউ ইয়র্ক — লন্ডন



দুস্তক পরিচয়

কাব্যসংগ্রহ

অনামী—শ্রীদিলীপকুমার রায়। গবেশন চট্টোপাধ্যায় আশ্রিত সংস্ক। কলিকাতা-৬। ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে 'অনামী'র আবির্ভাব পাঠকমহলে বেশ বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। দিলীপকুমারকে কবির ভূমিকায় দেখতে পাওয়াই তার একমাত্র কারণ নয়, সেই সঙ্গে ভেদগান দিয়েছেন ভিন্ন ভাষার কবিতা থেকে অনুবাদ বা ভাষানুবাদ, দেশ-বিদেশের বহু মনীষী, বিশেষ করে শ্রীঅরবিন্দের পরাবলী কাব্য ও ভীষ্ম সম্পর্কে নানান আলোচনা। "অনামী" বিশুদ্ধ কাব্যসংগ্রহ ছিল না, সেদিনও নয়, আজও নয়। "সর্ববিশ্বের কিছু অংশের ও ইন্দ্রের দেবীর ১৫ গানের মেল রচনা" সমগ্র উদ্ভব করলে পরেই সোপ হয় আরও উপভোগ্য হতে। অনুবাদ এই ন্যূনতম সংস্কারের প্রধান আকর্ষণ।

বাগমতন্ত্রের পিঠের আগমনে দিলীপ কুমার প্রথম যোগেই একটি মিসের স্থান করে নিয়েছেন। নিজস্ব প্রশংসা দুটাই তার ভাষায় অবগুণ্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই ভাষাভাষী উচ্চস্র, বৈদ্যবাসল, কৃষ্ণপ্রেমিক, 'হৃদয়কর' প্রথম স্বেচ্ছায় বর্ণিত পদ্য কবিতা ভাষাভাষী হওয়া ও অস্বাভাবিকভাবে যদি দুটো তার কারণ এমন কেউ কেউও খাড়া পড়ার না হোক হুঁমি।

এখানে এতটুকুর 'মিসের' সমালোচনা করা সম্ভব নয়। তবে প্রত্যেকেই 'মিসের'কে, নিজের নিজের ব্যক্তিগত, "অনামীতে" বহুতর, নাম স্বপ্নের, আনন্দের খোরাক পানীয়। কয়েকটি কবিতার—যেমন 'দরুণা', 'সংস্কার'—মহাত্ম ও নানান দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে দেয়।

পরিশেষে বাক্যটি নিবেদন করিঃ প্রথম, সম্ভব হলে আরো কিছু বসান কথা সোতো নাকি? দিলীপকুমার উল্লস প্রকৃতির লোক, কিন্তু কারো ও কাব্যসংকলনে, austerity-তে ন দেখায়। "পরিমাণ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম", রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা বলেন নি। দ্বিতীয়ত, বিলুপ্ত বাণিজ্যে প্রসঙ্গ কিছু বাদ দিলে বেশ হয় ভাল হতো। বিখ্যাত ইংরাজ কবির ভাষায় বর্ণনাঃ

You, I am sure will forgive me for sincerely remarking that you might

curb your magnanimity...The thought of such discipline must fall like cold chains upon you, who perhaps never sat with your wings furled for six months."

তৃতীয়ত, "সাধারণ কাব্যরাসিক" ও "দ্বিব্যক্তিবাদের সম্প্রদায়ের" মধ্যে পার্থক্য টানা কতদূর সমীচীন? তাহলে আমরাই বা দায়ে বা মিলটন পাড় কেন, আর দিলীপকুমারই বা গায়টে অনুবাদ করেন কেন? "সাধারণ কাব্যরাসিক" ও "দ্বিব্যক্তিবাদের সম্প্রদায়ের" না হন, উল্লেখ্যটিও কি কম সঠিক?

২৬৪।৫৯

সাগর পানে ফিরি—সংকলক. অপূর্ব-কুমার সাহা। প্রকাশিকা ভারতী সাহা। 'জাগরী প্রকাশনী', ৯।এ হরলাল মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। দাম ২-৫০ টাকা।

ভূমিকায় আছেঃ "রোমান্টিকতা নয়, মিস্টিকতা নয়, নয় জড়-বাস্তবতা, যুগোত্তর-রূপের অমোঘ বিধানের পরম নির্দেশনার দিকে সম্পূর্ণভাবে ফেরার কথাই 'সাগর পানে ফিরি'।" এই সংকলনে নিশিকান্ত শ্রীদিলীপকুমার রায় সহ ষোল জন কবির প্রত্যেকের এক বা একাধিক কবিতা সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া প্রাচীনকালের ও আধুনিক

দুর্গেশকুমার
মুখোপাধ্যায়ের

এলো আস্থান

৬ষ্ঠ সংস্করণ
চার টাকা

আমোজার এই মতো পুস্তকের গুলীতে, স্বামী আকবর মারা গেল হাজতে ঐক্যের মধ্যে, শেষ পর্যন্ত বিশুর হোল ফাঁসি, আর তার মা গেল পাগল হয়ে, মর মিলনা!... "দিলিগো আর সে ফিরবে না" বলতে বলতে সে পড়লো ভেঙে। সাধারণতন্ত্রী প্রকাশালয়, শিবপুর, হাওড়া ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অ প র ঞ্জি ত

এবং

রাহুল সাংকৃত্যায়নের

ভো ল্ গা থে কে গ স্তা

পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। স্থানীয় বইয়ের দোকানে খোঁজ করুন অথবা নীচের ঠিকানায় লিখুন।

মি ত্রালয় : ১২ বাক্স চাটুযো স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

(সি-৮৯০২/১)

॥ সদ্য প্রকাশিত দুটি নতুন বই ॥

হেডমাস্টার নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ভাষাবিজ্ঞানঃ এক মহান শিক্ষারতীর বেদনাময় জীবনের আশ্চর্য কাহিনী প্রচলিত। শ্রীমান কথাক্ষিপী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি এবং সাংস্কৃতিক উপন্যাস। সুচিন্তিত্ব স্বন্দর প্রচ্ছদ। ২-৫০ টাকা

সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা হরপ্রসাদ মিত্র

চিত্রা ও মনোরম চিত্র সমন্বয়ে প্রোক্ষিত কবি হরপ্রসাদ মিত্রের দুর্লভ বৈদ্য-মণ্ডিত কাব্যপ্রতিভা নতুন কোন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ তার সাম্প্রতিক কবিতার স্বনির্বাচিত সংকলন। সুদৃশ্য প্রচ্ছদ। ৩-০০ টাকা

সুদর্ভ প্রকাশনী : ১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

ধূসের বহু কবির মূল্যবান কাব্যসমৃদ্ধি আছে। একেক জন সংকলক একেক দৃষ্টিতে সংকলন করেন সুতরাং সেই ধরনের সংকলনের উপযোগী পাঠকও আছেন। গ্রন্থের নামকরণে এবং প্রচ্ছদপট মসৃণকরণে আরেকটু স্বকীয়তা থাকলে আনন্দিত হতাম।

২৩৫/৫৯

প্রণাম ভোমার—শান্তশীল দাস। অন্নদা
পাবলিশার্স, ৩০।৫৩ আটাপাড়া সেন,

এবার পুজুর নতুন উপহার
দেব দেউল
দেব সাহিত্য কুটীর কলিকাতা-৯

পুজা

সংখ্যা

নতুন খবর

মহালয়ার আগেই বেরবে!

- দাম : দুই টাকা -

পূর্ণাঙ্গ নাটক : দুই মহল

প্রশান্ত চৌধুরী

পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস : উর্ষশীর শান্ত

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস : এক শব্দে দুই শারী

বিজয় গুপ্ত

এছাড়া লিখছেন—

শৈলজানন্দ মথ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্র মিত্র,
বিধায়ক ভট্টাচার্য, অম্মথ রায়, কবি ঠাকুর,
পঞ্চক দত্ত, জ্যোতির্ময় বসু, রায়,
দেবনারায়ণ গুপ্ত, মুরারী সেন, সরোজ
সেনগুপ্ত, সেবারত গুপ্ত, উমাশঙ্কর
ঘোষ, বিরূপ দত্ত, কবিভা রায় চৌধুরী
প্রভৃতি।

আজই কবির জন্য অর্ডার পাঠান

নতুন খবর কার্যালয়

১৬/১৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৬-১৩৫৬

কলিকাতা-২। আট আনা।

সীমাস্তে পরেশনাথ সান্যাল। সায়ন্তনী,
শক্তিগর, নন্দীয়া, দু' টাকা।

শ্রীশান্তশীল দাস 'প্রণাম ভোমার'
সংকলনের এগারোটি কবিতায় ববীন্দ্রনাথের
প্রতি তাঁর হৃদয়ের ক্রোধাবী নিবেদন
করেছেন। কবিতা কটি সুখপাঠ্য, তবে
কবি ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস দ্বারা এই পরি-
চালিত হয়েছেন বেশ।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটি দ্বিতীয় মহাযজ্ঞ
এ তেরল পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করেই
লিখিত। সাময়িক বিষয়বস্তুও ওপর
লিখিত হলেও বসোত্তীর্ণ হওয়া দরকার।
কিন্তু তা হয়নি। কবি যথার্থ চিত্রাকর্ষণে
অনেক স্থলে সার্থক হয়েছেন। তবে প্রায়
সর্বত্রই হতাশা ও বিষাদের সুর ধ্বনিত
হয়েছে। প্রচ্ছদপট, ছাপা, বঁধাই ভালো।
৫১১/৫৭, ২৯১/৫৭

জীবন ও বাণী

বলরাম মন্দির সপার্বদ শ্রীরামকৃষ্ণ—
বলরাম মন্দির, বগবাজার, কলিকাতা।
৭৫ নং পথ।

কথিকা সহ সারদা-রামকৃষ্ণ লীলাগীতি—
স্বামী চন্ডিভকানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন মিশন।
দাম ১০।

শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা (৫ম খণ্ড)—
শ্রীঅনিলবরণ রায়। শ্রীঅবিনব অশ্বা,
পন্ডিচেরী। দাম ১০।

শিবলিঙ্গ রহস্য—শ্রীদ্রাবন্দ্যোপাধ্যায়।
৪৬।২, বারোয়ারীতলা রোড, বেলেঘাটা,
কলিকাতা-১০। দাম—১০।

Acharya Sankar Hemanta Kumar
Sen, Yogoda Math, Dakshineswar,
24-Parganas.

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বলিত
বহু উত্তরোত্তর দুর্দিন পাচ্ছি। স্বামী
জীবনানন্দ বিশেষত ভক্তগণের প্রতি দৃষ্টি
রেখেই প্রথম গ্রন্থটি লিখেছেন। বলরাম
মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বিশিষ্ট লীলা-
ক্ষেত্র। তাছাড়া এ গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ,
স্বামী রত্নানন্দের বিষয়ও আলোচিত
হয়েছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থে দুটি পালা সংকলিত
হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের পূত
জীবন অংশধরেন কথিকা সহ লীলাগীতি
বিত্ত। সংগীত এই গ্রন্থে বিশেষ স্থান
গ্রহণ করেছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও কমলা-
কান্তের কীর্তন এবং সংগীতও আছে।
স্বামী চন্ডিভকানন্দের উল্লেখ্য সিদ্ধ হবে।

শ্রীঅনিলবরণ রায় রচিত শ্রীমদ্ভাগবদ-
গীতার ৫ম খণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়ের
অবিশেষ্টাংশ সহ পঞ্চম অধ্যায়ের মূল
শ্লোক, অর্থ, অনুবাদ ও সরল ব্যাখ্যা
বসান। লেখক কর্তৃক দবাহ শ্লোকের
ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল এবং প্রশংসনীয়।

চতুর্থ গ্রন্থে লেখক শিবলিঙ্গের প্রচলিত
ব্যাখ্যাকে ব্যক্তি সাহায্যে ষণ্ডন করেছেন।
কিন্তু আরও ব্যক্তি ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন
হিল।

আচার্য শঙ্করের এই ইংরেজী গ্রন্থে
শঙ্করের জীবন ও লগ্ননিকতার বিভিন্ন
দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কেবল
প্রদেশে ৬০৮ বঙ্গোন্দে আচার্য শঙ্কর
জন্মেছিলেন। এইসব বিবরণের সঙ্গে লেখক
যদিও ও যোগবিদ্যা, প্রাণায়াম, তান্ত্রিকতা,
বৈজ্ঞানিক, অষ্টব্রহ্ম, অসৌন্দর্য্য প্রভৃতি
সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি ধর্ম-
পিপাসু ব্যক্তিদের আনন্দ দেবে।

৫৭৯।৫৮, ৬২৮।৫৮, ১৮১।৫৯,

২১০।৫৮, ৪৪০।৫৮

প্রবন্ধ সাহিত্য

বিশ্লেষণ—শ্রীহরিনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি
এস-সি। প্রকাশিকা—শ্রীমতী কমলা দেবী,
চৌধুরী নং ১৪০, হরির বাজার সেন,
হুগলী। দাম : দেড় টাকা।

বিশিষ্ট সময়ে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধের
সংকলন। লেখকের মন অনুসন্ধানী। তাঁর
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি জগৎকে দেখেছেন
এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব মতে প্রতিটি বস্তু
বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। যেখানে তাঁর
মান প্রশ্ন জেগেছে সেখানেই তিনি ব্যক্তি
মহত্বকে বিচার করতে বসেছেন। ধর্ম,
নীতি সাহিত্য—সর্বত্রই তাঁর বৈজ্ঞানিক-
মূলক অনুসন্ধান—গ্রন্থের বিষয়বস্তুই
এর সাক্ষ্য দেবে। নারী ও পুরুষ, শাসিত
ও প্রশাসিত ধর্ম ও অধর্ম, আদি ও অন্ত,
সদর্থ ও কদর্থ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ব্যক্তি
সাহায্যে আলোচনা করেছেন। তবে তথ্য
প্রসঙ্গগণ নেই। লেখক ভাষা সম্পর্কে
সচেতন হলে এমন জটিল বিষয় সাধারণের
প্রশংসা অর্জন করতে পারতো।

১৩০।৫৯

সখাক ও সাহিত্য—দিবানন্দকুমার কর।
প্রগতি সাহিত্য তবন, শিলচর। মূল্য
৫৫ নং পথ।

ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থটিতে চারটি সাহিত্যবিষয়ক
প্রবন্ধ আছে। আমার দেখা ও আমি,
সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য, সাহিত্যে সাধনা,
মানুষ ও প্রকৃতি—এই চারটির মধ্যে প্রথম
রচনাটিতে লেখকের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মান-
অভিমানের কথা ব্যক্ত হয়েছে, এবং তা
নিজের কাছেই কৈফিয়তস্বরূপ। অন্য
তিনটি প্রবন্ধ আকারে সংক্ষিপ্ত এবং
সেগুলি আরো আলোচনার অপেক্ষা রাখে।
তবুও বাংলাদেশের বাইরে থেকেও বাংলা-
ভাষার প্রতি লেখকের মমত্ববোধ এবং
সাহিত্য-রচনার প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।

১৫০।৫৯

শাস্ত্রবিধি

উপনয়নের উপহার—প্রমথনাথ সান্যাল শাস্ত্রী। '৪৫, কামারপাড়া রোড, চুইড়া থেকে প্রকাশিত। এক টাকা পণ্ডাশ নয়। পয়সা।

ত্রিবেদীয় সশাস্ত্রবিধি অশ্বর্ আঙিকে প্রমথনাথ আমাদের কাছে পেঁচে দিয়েছেন। কিশোর পাঠক এই বই পড়ে উপকৃত হবেন। দুরূহ বৈদিক মন্ত্রকে সরল ভাবানুবাদের সাহায্যে তিনি উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও প্রসাদগুণ মিশে গেছে। এই বইয়ের ব্যাপক প্রচার আমাদের কাম্য। (৩২১।৫৮)

বিবিধ

দুই দেশ দুই মন—অমিত সান্যাল। প্রোট বেস্ফল লাইব্রেরী, ঢাকা। তিন টাকা ব্যয়ে আনা।

মধ্যে মধ্যে নেচে যারা আমাদের চিত্ত-বিনোদন করে, তাদের বস্তুগত জীবনযাত্রার সাথে আমাদের বস্তুগতই বা পাকিয়ায়। তারাও যে ভাসিয়ে মনস্বী মিশিয়ে আর পটভূমির মতই সমারণ মানস্য তাদের চিন্তাধারা, বস্তুগত, বস্তুগত সৈন্যগণ, হিংসা, নীতিতা, উদারতা, মহানুভবতা—তাদের আশা অশংকা, প্রেম, দেহজ কামনা-বাসনা সবকিছুই যে স্বেচ্ছাবিক খাটেই করে চলে সে ধারণাও হয়ত আমাদেরই অস্পষ্ট।

আমাদের প্রেমের সেকক নিজ প্রথমে নৃত্যশিল্পী। তাই স্বাভাবিক দরদ দিয়েই য়োশ্য ভ্রমের পটভূমিকায় নৃত্যশিল্পী দলের ছোটখাটো সংসদে, অশ্রুনাশা, ভাস্কর্য, প্রেমসিঁদুরের এই অশ্রু মাংসে বচনা করেছেন। সশ্রুকের সাথে মনের নেপথ্যের এই পরিচয় বস্তুগত দেবার জন্য তিনি নিঃসঙ্গের ধন্যবাদার্থী। শব্দ দুই নয়। নৃত্যের ফলেও তাঁর এই রচনা যে সশ্রুকের শিল্পকর্মের রূপ পেয়েছে, সেকথাও অকণ্ট্রিভাবে স্বীকার করতে হয়।

বইখানের রূপায়ণ শিল্পী কামরুল হাসান অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। ১০৬।৫৯

আমরা ফসল ফলাই—গ্রীষ্মকাল বন্দো-পাধ্যায়। শিশুসাহিত্য সংসদ (প্র) লিমিটেড। কলিকাতা-৯। দাম—১, ২।
মনোবন্ধের সহযোগিতায় প্রকাশিত এই গুণে লেখক কেন চাষ করব, উদ্ভিদের বিষয়ে মূলকথা কেন জানব, উপযুক্ত জমি কি, উদ্ভিদের উপযুক্ত খাদ্য কি, ফসলের শত্রু কারা প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, এবং ফসল ফলানো রতের নিয়মগুলি আলোচনাসহ উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল, জমি বাছাই, জমি বানানো, সারের ব্যবহার, ভাল বীজের ব্যবস্থা, সেচ ইত্যাদি।

এছাড়া লেখক ভাল প্রথায় চাষ, জাপানী প্রথায় ধান চাষ, ঘরের জন্য সবুজ ও ফলের চাষ সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছেন। এই পুস্তকে পাঠে কৃষক-চাষীগণ প্রভূত উপকৃত হবেন। ১৪৭।৫৯

একটি সুরের কামা—ভারতপুত্রম্। সাহিত্য। ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ২.৫০ ন-প।

বাংলাদেশের অল্প ঐতিহাসিক ঘটনা কল্পনার প্রলেপে কালে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে এর প্রচুর নজির মেলে। তা ছাড়াও এমন অনেক লোকগাথা ও প্রচলিত কিংবদন্তী আছে যা একাধিকবার শুনলেও পুরনো হয় না। ভারতপুত্রম্ ছন্দমায়ের অন্তরালে থেকে কোনও লেখক এমনি কয়েকটি কাহিনীকে ছোট গল্পের রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন একটি সুরের কামার। লেখকের মন রোমান্টিক; অধিকাংশ কাহিনীও সেই রোমান্টিক মেজাজেই নিবীড়ন করেছেন। কিন্তু ভাষার প্রতি লেখকের আরো যত্নশীল হওয়া উচিত ছিল। প্রায় কাহিনীতেই রচনার শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। ২৪২।৫৯

প্রাপ্ত স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনাথ আমাদের কাছে এসেছে।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—দীপেন ভট্টাচার্য।

এক মতো আকাশ ধনুয় বৈরাণী।

মুক্তা—জন স্টাইনবেরক অনুবাদক—সুনীল-কুমার নাগ।

যক্ষ না শাস্তি—জন ফস্টার ডালেস, অনুবাদক—দক্ষিণারঞ্জন বসু।

তরুণ কুর্কী—ভূপটিক রামনাথ বিশ্বাস।

সামক কমলাকান্ত—নবকুমার।

মৌসুমী সুর—বনমালী গোস্বামী।

তরঙ্গ রোধেরে কে—গ্রীসলীপকুমার রায়।

ডাউন ট্রেন—সালিল সেন।

সন্ন্যাসী—সালিল সেন।

ছোটদের হুড়া সপ্তম—গ্রীপ্রভাত বসু ও গ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

জলের রূপকথা—ভট্টর বীরেশচন্দ্র গুহ।

ধাতুর রূপকথা—গ্রীকানাইলাস রায়।

মহাকাশ জয়ের রূপকথা—গ্রীপ্রভাত বসু।

তিন শূন্য—তারাকমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

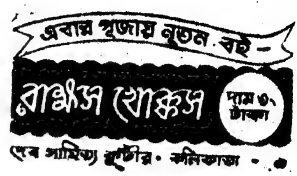
পুষ্পধরা—ব্রজেন সেন।

তুষা—গ্রীঅমৃতসাল মনোপাধ্যায়।

অশেষ গল্প—হরপ্রসাদ মিত্র।

সরল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা—ডাক্তার গ্রীপ্রভাত বসু।

Samsad Anglo-Bengali Dictionary—Sri Sailendra Biswas.



অ ব ধ তের 'মরুভূমি' হিংলাজ' এবার অষ্টা-দশ মুদ্রণে প্রকাশিত হল। 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' দশম মুদ্রণ, 'দুইতারা' তৃতীয় মুদ্রণ, 'বশীকরণ' সপ্তম মুদ্রণ এবং 'বহুব্রাহ্মি' পঞ্চম মুদ্রণে প্রকাশিত হয়েছে। 'বহুব্রাহ্মি' বইটিতেই 'নির্ধারিত শিঙ্গার অনু-পস্থিতিতে' এবং আরও তিনটি নতুন চলচ্চিত্রের আখ্যানভাগ আছে।

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা-১২

নৃত্যের ডাক

ভগবান তথাগতের কৃপাধন্য বৈশালীর নগর-নটী আত্মপালীর কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে বৌদ্ধসাহিত্যে ও সেকালের শিলা-লিপিতে। এই আশ্চর্য নারীকে নিয়ে বৌদ্ধ ইতিহাসের সুপরিচিতদের গবেষণার ভিত্তিতে রচিত নালন্দা ফিল্মস-এর 'আত্মপালীর কাহিনী'।

এক অজানা জন্মরহস্য নিয়ে পৃথিবীর বকে চোখ মেলেসো আত্মপালী। বৈশালীর এক সম্ভ্রান্ত নাগরিক স্ত্রীর কন্যার পরিচয়ে তাকে লালন-পালন করে বিবাহযোগ্য করে তুললেন। কিন্তু কল্যাণী কুলবধু হওয়ার ভাগ্য নিয়ে আসেনি আত্মপালী। তার বিবাহকে কেন্দ্র করে রাজ্যের অনেক রাজা, রাজকুমার ও শ্রেষ্ঠীর মধ্যে যখন দেখা দিল ঈর্ষা ও নিলম্ব প্রতियোগিতা, তখন তার ভাগ্যবিধানের ভার গিয়ে পড়ল লিচ্ছবির গণসভার ওপর। গণসভার বিধান অনুযায়ী—যার পেছনে ছিল এক কুচক্রী ধনপতির চক্রান্ত—আত্মপালীকে বরণ করে নিতে হল রাজ্যের স্ত্রীরদের জীবন। অর্থাৎ নগরবধু হয়ে নৃত্যের ছন্দে আর সুরের বন্ধারে তাকে নিয়ত নিয়োজিত থাকতে হবে গণমনোরঞ্জে। বিবাহের অধিকার থাকবে না এই কলালক্ষ্মী বহুবল্লভার।

কিন্তু জনতোষণীর জীবনে একদিন এল একনিষ্ঠ প্রেমের উদ্ভব। মগধ-রাজ বিম্বিসারের প্রেমালিঙ্গনে ধরা দিল

বদ্য

চন্দ্রশেখর

বৈশালীর জনপদবধু। বিম্বিসারের সন্তান এল আত্মপালীর গর্ভে। সন্তান বাসো পদাপণ করল। নাগরীর জীবনে ঘটল আশ্চর্য রূপান্তর, তার মধ্যে জেগে উঠল জননী। আত্মপালীর এই রূপান্তরে রূপ হয়ে উঠল এক স্বার্থাশ্রিত। আত্মপালীর সন্তানকে হত্যা করার চেষ্টায় সে প্রবৃত্ত হল। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় সন্তানবিচ্ছেদের বিরহ তুচ্ছ করে আত্মপালী তার পুত্রকে পাঠিয়ে দিল গোপনে মগধে, বিম্বিসারের কাছে।

আত্মপালীর জীবনের এই সুস্থিক্ষণে বৈশালীতে পদাপণ করলেন করণাবতার বুদ্ধ। আত্মপালীর গৃহে ক্ষণিকের আতিথ্য গ্রহণ করলেন দেবমামর। নির্বাণের মহামন্ত্র তিনি শোনালেন এই অবমানিতা মানবীকে। রূপবিলাসিনী অগ্নে ধারণ করল ভিক্ষুণীর বেশ। ভগবান বুদ্ধের শরণ নিয়ে মৃত্যুলোকের আনন্দের পশারিণী হয়ে উঠল অমর্ত্য জ্যোতির্লোকের অভিসারিকা।

আত্মপালীর উপস্থানের এই চিত্র-রূপায়ণটি পরিচালক-চিত্রনাট্যকার শ্রীতারা-শঙ্কর নৃত্য-গীতের সম্ভারে উপভোগ্য করে

তুলেছেন নিঃসন্দেহে। বৌদ্ধ ভারতের নৃত্য-গীত পরিচয় এই নগর-বধুর কাহিনীর বিন্যাসে তিনি যে সংযম ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। চিত্রনাট্যটিও সুগঠিত এবং পরিচ্ছন্ন। তবে পরিণয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত এই জন-তোষণীর কাহিনীকে যে দুর্বীর নাট্যরসে মণ্ডিত করে তোলা যেত, ছবিতে তার একান্ত অভাব। নৃপতি বিম্বিসারের সঙ্গে আত্মপালীর প্রণয়োপাখ্যানটিও ছবিতে কোন নাট্যসম্পদ হয়ে উঠতে পারেনি। ভগবান বুদ্ধের জীবনালোকেই বৈশালীর এই নগর-প্রেমসীর পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে আছে বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায়। আত্মপালীর বুদ্ধ-শরণ ছবিতে তার জীবনের পরিণতি হিসাবে দেখানো হয়েছে। তার জীবনের এই পরম সত্য-পরিচয়ের আভাস উপাখ্যানের বিন্যাসে গোড়া থেকে পরিণতির পূর্ব পর্যন্ত অস্পষ্ট থাকায় ছবিটি বুদ্ধশিষ্য দেবী আত্মপালীর জীবনালোচনার আধ্যাত্মিক সৌকন্ড নিয়ে আসতে পারেনি, এক নগর-নটীর রসকাহিনীর স্বাদ নিয়ে এসেছে। এসেছে তার জীবনের নাটকীয় পরিণতি হয়ে, মগধ উত্তরণ হিসাবে নয়।

ছবিতে ভগবান তথাগতের উপস্থিতি ও তাঁর প্রায় আত্মপালীর আত্মনিবেদন সঙ্গের কম্পনার মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে। যদিও বৈশালী নগরের একমাত্র দৃশ্যের বার বার উপস্থাপন বিসদৃশ লাগে, তবুও ছবিতে

ধীরে ধীরে 'সুন্দর' হাত শিখাচ্...



কয়েক ওর অঙ্গ হ'লেও নিজের চেহারা নিয়ে গর্ব অনুভব করা বা মাথার ঘন কালো চুল কেমন করে ভালো রাখা যায় তা জানতে চাইবার মত বয়স হয়েছে। ওকে টাটা-র সুবাসিত নারিকেল (শাম্পু) দিয়ে ধোওয়া হয় — এই গাটি নারিকেল তৈরি হয়ে থাকে। গন্ধের আরম্ভ — এ হলে স্নান ও সেবা। পচিশ বছর ধরে সবারই এই হল ব্যবহার করে আসছেন। এতে ঘন কালো চুল চন্দ্র দেওয়া — সত্যিই থাকে!



টাটা-র
সুবাসিত
নারিকেল
কেশ তৈল

টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড,

TM 9329



মেরোপালটান শিকচালের "নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে"-র ছোট নায়িকা
বাসবী মন্ডোপাধ্যায়

পৌরাণিক ভারতের ছাপটি খাজে নিতে অসুবিধে হয় না। ছবির সামগ্রিক অঙ্গ-সজ্জা খুবই প্রশংসনীয় এবং এর শিল্প-সৌন্দর্যের জন্য শিল্পনির্দেশক সত্যেন রায়-চৌধুরী ভূসনী প্রশংসা দাবি করতে পারেন।

নাম ভূমিকায় সুপ্রসিদ্ধ চৌধুরীর প্রদর্শিত অভিনয় ছবির অকণ্ঠ্য বাড়িয়েছে। নৃত্যে তিনি যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন অতি আধুনিক কালের বাংলা ছয়ডাবিতে তা দুর্লভ। রূপসী অনুপাশীর পৌরাণিক রূপসজ্জা তাকে সুন্দর মনেয়েছে। অস্ত্র-পাল্লার অস্ত্রসংগ্রহের ভীষণ যত্নে ছবির বিশেষত্ব অভিনয় হস্তক্ষেপেই। চরিত্র ও স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠতার চিরচিহ্ন নীলক মন্ডোপাধ্যায়ের অভিনয় গুলে চরিত্র হয়ে উঠেছে। বিবিধ-সরস্বতী আসি বেলের অভিনয় ও চরিত্রায়ণ অনন্য ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন কমল মিত্র, শোভা সেন, বনমালী চৌধুরী, শিল্প সাহা, শৈলেন মন্ডোপাধ্যায় ও দেবশীষ।

ছবির নৃত্যপরিচালনায় অকুণ্ঠ প্রশংসার অধিকারী মন্ডোপাধ্যায় পিল্লাই (মন্ডাক)। সংগীত পরিচালনায় আবহসংগীতে ও কয়েকটি সুখপ্রাণ গানের মাধ্যমে অনিল বাগচী তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বিন্যাসিত ঘোষের আলোকচিত্রগ্রহণ ও সুশীল সরকারের শব্দগ্রহণ কৃতিত্বপূর্ণ। সুন্দর রূপসজ্জার জন্য শৈলেন গাঙ্গুলী ধন্যবাদার্থী।

শিল্পীর দ্বিভাষ

ছবিতে শীর্ষস্থানীয় শিল্পীদের পাশে দাঁড়িয়ে যে জহর রায় এতদিন দর্শকদের হাসির খোরাক জুগিয়েছেন, এম এম মন্ডাজের 'এ জহর সে জহর নয়'-এর নায়ক

সে জহর রায় নন। এ-ছবিতে তিনি আনন্দ এবং সেই সঙ্গে বেদনারও নিয়ন্তা। জনপ্রিয় শিল্পীর এই শিবজুপ্রাপ্ত হয়তো দর্শক-দের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু এই সম্ভাবনা নিয়ে সার্থক পরীক্ষার জন্য যারা ধন্যবাদার্থী তারা হলেন ছবির প্রযোজক এইচ এস মেহতা ও পরিচালক-কাহিনীকার-চিত্র-নাট্যকার কনক মন্ডোপাধ্যায়।

ছবির নায়ক জহর একই সঙ্গে বেদনা ও আনন্দের প্রতিমূর্তি। জীবনযুদ্ধে বিজয়ীর আসন চাে পায়নি। কিন্তু আপন-জনের অন্তরে এই সদানন্দ যুদ্ধ আসন করে নিয়েছিল তার আপন-করা বাবহারের গুলে। কৌতুক পরিলেখনে সে ছিল সিম্ফ-হস্ত। মানুষকে সে হাসাত—কৌতুকে, হর্ষিতে, গানে, নাচে সে দুরখীর ঘরে বাসগুহে দিত আনন্দের হাট।

কিন্তু নিজের জীবনের হাটে দেনা-পাওনার হিসেবে সে পেল শূন্য বাধা ও বণ্ডনা। ধনীকন্যা চকিতাকে সে ভালোবেসে-ছিল। চকিতা ছিল অমোর বগদত্তা। জহরকে সে দিয়ে গেল শূন্য চকিত মিলনের বাধাভরা স্মৃতিটুকু। দরিদ্র নিম্ন প্রেমিকের ভালোবাসা চকিতার সাত মহলা বাড়ি ডিঙিয়ে তার অন্তরে ঠাঁই করে নিতে পারেনি। চকিতাকে লাভ করবার সকল লৌকিক অলৌকিক চেষ্টাই ব্যর্থ হল জহরের। সে তার ভালোবাসা বিসিয়ে দিল সমস্ত মানুষের মধ্যে এবং প্রেমের এই সাবলীম সার্থকতা নিয়ে সে দীর্ঘাল বিড়ম্বিত জীবনের ব্যর্থকে। তার যৌবনের প্রাণচঞ্চল আর আনন্দমুখর দিনগুলির কথা ভেবে পরিচিতদের মতো সে নিজেও বলে, এ জহর সে জহর নয়।

দিলদারিয়া ও রসিকপ্রবন জহরের জীবন-মঞ্চে উৎকীর্ণ যে অমৃত ও গুরল ভা-

রঙমহল ৫৫-১৩৬৬

প্রতি বৃহস্পতি ও শনি: ৬টা-৮টা
রবি ও ছুটির দিন: ৩টা-৬টা

এক মুঠো আকাশ

তরুণ রায়, রবীন, হরিধন, জহর, নীলা,
শ্রী, কেতকী দত্ত ও নীলমিত্রা রায়

মিনার্ডা থিয়েটার

৬ বিডন স্ট্রীট : ফোন: ৫৫-৪৪৮১

'হায়ানট' ও 'ওথেলো' আপনাদের
আশীর্বাদে ধন্য হয়েছে, কিন্তু আমরা
নতন নতন নাটক পরিবেশনে প্রীতজ্ঞাবৎ

তাই—

২৯শে শনি ৬।

৩০শে রবি ৩, ৬।

৩রা সেপ্টেম্বর
বৃহস্পতি ৬।

হায়ানট ওথেলো (বালো)

পরবর্তী আকর্ষণ...?

নাট্য পরিচালনা : লিটল থিয়েটার গ্রুপ।
(সি ৪২৩৩)

স্টার থিয়েটার

ফোন : ৫৫-১১৫১

ভারতের একমাত্র শীর্ষস্থানীয় নট্যালা
অনুপম কার্যকলাসম্মিত প্রেক্ষাগৃহ

মনোজ বসু

ডাকবাংলো

অনাভিল হাসা-কৌতুকে মিলন-

মধুর অভিনব দৃশ্য-কাব্য।

অপরূপ দৃশ্যসজ্জা ও

আলোক-সম্পাত ৯।

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬টা-৮টা
রবিবার ও ছুটির দিন ২। ও ৬টা

রূপায়ণ : হরি বিশ্বাস, আশীষকুমার,
দুখা রায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী,
জনপকুমার, মিতা চট্টো, ভুলসী চট্টা,
গীতা দে, লায়লা লাহা, লায়লা রায় চৌধুরী,
পঙ্কজন, চন্দ্রশেখর, প্রমোদ, চান্দ, বন্দ্যোপাধ্যায়

নিম্নেই চিত্রনাট্যের বিস্তার। এই অমৃতের ভাগ দর্শকেরা পান অফুরন্তভাবে, হাস্য-রস ও কৌতুকের অজস্র সম্ভারে, গান ও নাচে। আমাদের এই আয়োজন পরিপূর্ণ করে তুলেছেন ছবিতে জহর রায় নায়ক জহরের চরিত্রে। এ-বাদেও ছবিতে রয়েছে অনেক মজার চরিত্র, হাসির ঘটনা ও কৌতুকবহু পরিস্থিতি। সব কিছু মিলিয়ে ছবিটি দর্শকের চিত্তবিনোদনের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

নায়ক জহরের জীবনে যে গল্প—অর্থাৎ তার প্রেম যেখানে বিভ্রমিত—তার অংশ দর্শকেরা নেন শিশু বেনারসের মধ্য দিয়ে। একটি মহাপ্রাণের জীবনপথ পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে কাহিনীকার-পরিচালক কৌতুক বেননা ও মানবরসের ভিন্নমুখী ধারণাগুলি যেভাবে বিন্যস্ত করেছেন, তার জন্য তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবি করতে পারেন। নায়ক জহরের আশা-আকাংক্ষা, ব্যর্থতা-বিজয়না ও মানবিকতাই কাহিনীর মূল কথাবস্তু এবং এই মুখ্যচরিত্রকে তিনি প্রকৃষ্ট রসবোধের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছেন বলে ছবির সামগ্রিক আবেদন অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। যদিও চিত্রনাট্যের শিথিলতা ও এর বিন্যাসের ট্রেডিং-য়ার মধ্যে প্রধান হল একই নৃশব্দ বার বার উপস্থাপন—দর্শকের নজর এড়ায় না।



নিউ ইন্ডিয়া থিয়েটার্সের "জাহর" অংশকারে ছবিতে বোম্বাইয়ের হেলেন নৃত্যাংশে অবতরণ করেছেন

যে শিল্পীকে কেন্দ্র করে এই চিত্রপ্রয়াস, সেই জহর রায়ের অভিনয় এ-ছবির প্রধান সম্পদ। আলোচ্য ছবিতে এই প্রখ্যাত কৌতুকভিনেতা তাঁর শিল্পীজীবনের পার্থক্যে বহুবিস্তৃত করে তুলেছেন। বিশিষ্ট চরিত্রভিনয়ে এবং অনুকূল কাহিনীতে নায়ক চরিত্রেও যে তিনি সমান পারদর্শী তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন এ ছবিতে। বৃন্দের রূপসংজ্ঞায় জহর রায়ের অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তেমনভাবেই অতুলনীয় তাঁর কৌতুকভিনয়—বিশেষত 'ক্লাউনের' অভিনয়। নায়িকা চরিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী চরিত্রাঙ্গ অভিনয় করেছেন। তাঁর প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর চরিত্রে রবীন্দ্র মজুমদারের অভিনয় প্রশংসনীয়। ছবিতে আর যারা হাসির খোরাক জুগিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রাবতী, পাহাড়ী সামানল, কমন মিত্র, অমর ওয়া ও নীতীশ মুখোপাধ্যায়। ছোট্ট একটি স্ট্রী ভূমিকায় তপতী ঘোষার অভিনয় সুন্দর। অন্যান্যদের মধ্যে যারা নজর পড়েন, তাঁদের মধ্যে আছেন মণি গ্রামাণী, নৃপতি চাট্টোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস ও হারিশন মুখোপাধ্যায়।

তি বাসসরা পরিচালিত ছবির সংগীতংশ উপভোগ্য। তাঁর পরদর্শিতা বিশেষ করে পরিসরটি হয়েছে ছবিটির আবহসংগীতে। আলোকচিত্রগ্রহণে দেওজীভাই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির বহিদর্শন্যাবলী সুগোছিত। সম্পাদনায় সুবোধ রায় ও শিল্পনির্দেশে এস রামচন্দ্রের কাজ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বার্ষিক কাজও বেশ পরিচ্ছন্ন।

চিত্রালোচনা

এ সংগ্রহেও তিনখনি নতুন ছবির মুক্তি। বাংলায় নির্মিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে এবং হিন্দীতে 'জগা ডাকু' ও 'খুবসুরত ধোকা'।

এক কৌতুকশিল্পীর ব্যক্তিগত ট্রাজেডির পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে মেট্রোপলিটান থিয়েটারের নির্মিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে। অবশ্য রচিত এই গল্পটি ছবির পদ্য রূপায়িত করেছেন পরিচালক নিমল দে। মূল চরিত্রে কৌতুকভিনেতা জানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাট্যনিপুণের নতুন স্বাক্ষর রেখেছেন হাসির সঙ্গে অশ্রু, আনন্দের সঙ্গে আবেগের অপূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটিয়ে। তাঁর শিল্পকলার ভূমিকায় চিত্রাভরণ করেছেন তাঁরই নিজের মেয়ে বাসবী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, তপতী ঘোষ, কেতকী দত্ত, প্রেমাংশু বসু, অনিল মিত্র প্রভৃতি। নাট্যকথা ঘোষ সুর যোজনায় ঠেঁচানো সৃষ্টি করেছেন এ-ছবিতে।

—স্কুল ফাইনাল ছাত্রছাত্রীদের জন্য—

১। প্রসেনান্তের সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দৃশ্যনি বই ৥

২। প্রাথমিক অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান — মুখোপাধ্যায় — ১-২৫

৩। ভারতের ইতিহাস ও শাসনপদ্ধতি — মিত্র ও মুখোপাধ্যায় — ২-৫০
বিঃ দ্রঃ প্রধান শিক্ষকের পরিচয়পত্রসহ নবম ও দশম শ্রেণীর প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাসিকারী ছাত্রগণ সাফল্য কিংবা ৭৩ নং পুর ডাকটিকেট পাঠালে উক্ত পুস্তক উপহার দেয়া হয়।

৥ সেন্ট্রী পারিশাস ৥ ২৭-সি, অমরাট্টা স্ট্রীট, কলিকাতা-১ ৥

(সি ৮৯১৮)

জ ল সা

ভাদ্র সংখ্যা

গয়লা সেন্টেম্বর প্রকাশিত হবে

দাম : এক টাকা

চিত্রভারতীর 'জগা ডাক' এক অসম-সাহসিক দস্যুর রোমাণিক কাহিনী। এর ভূমিকালিপিতে আছে জয়লাভ জবান, মীন, মমতাজ, কৃষ্ণকুমারী, তেওয়া, শীলা বাজ, চন্দ্রশেখর ও মারতী। চন্দ্রকান্ত ও এস এন বিপাঠী যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

ফিল্মসমূহের 'বৃন্দাবন' দোকান শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন শশীকলা, রবীন্দ্র কাপুর ও জসরত। পরিচালনার কৃতিত্ব রাম প্রকাশের। সুরসৃষ্টি করেছেন এস মহীন্দর।

এন এস সি প্রোডাকশনের 'খেলঘর' আগামী সপ্তাহের নতুন আকর্ষণ। সিনেমাতে প্রবেশ গল্পেরই প্রধান। এ-ছবিতে তার ব্যতিক্রম না ঘটলেও প্রণয়-কাহিনীর পরিবেশনে চৌচাকের দাবি করতে পারেন লেখক সলীল সেনগুপ্ত। উত্তমকুমার ও মাল্য সিং এ ছবির নায়ক-নায়িকা। পরিচালনা করেছেন অজয় কল। সেরমত মুখোপাধ্যায়ের সুর ও গান ছবির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

আরো যেমন নতুন ছবি ছাড়ার প্রতীক্ষা করছে তাদের মধ্যে রয়েছে অগণ্যমণী পরিচালিত 'হেড মাস্টার', অর্চি এন্ড কালচার পিকচার্সের 'অবিসম্ভব', অগুপ্তের 'কুহেলী' ও শ্রীমতী পিকচার্সের 'ইন্দ্রনাথ' ও

শ্রীকান্ত'। শেষোক্ত ছবিটি পূজার অব্যবহিত আগে মুক্তি পাবে।

'এতটুকু আশা' বাণী রায়ের লেখা একটি গল্পের নাম। তাকে ছবির পদ্যের রূপ দিতে প্রতী হয়েছেন সারদাময়ী পিকচার্স। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ইন্ড-প্যুরী স্টুডিওতে এর কাজ এগিয়ে চলেছে। কলৌ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসবী নন্দী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, রবীন মজুমদার, আশীষকুমার, শঙ্কু দাশ ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। অভিজিৎ এতে সুরযোজনা করেছেন।

গৌতম পিকচার্সের 'সুদের পিয়ারসী'ও নির্মীয়মান ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখের দাবি রাখে। সুদেশনা সূপ্রিয় চৌধুরী এ-ছবির নায়িকা। তার বিপরীতে অভিনয় করছেন প্রদীপকুমার। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন জীব বিশাল, কমল মিত্র, বীপক মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, অপরী দেবী, পদ্মা দেবী প্রভৃতি। বিশু দাশগুপ্ত পরিচালনার ভার নিয়েছেন। ওস্তাদ আলি আকবর খানের সুরাধারে এ-ছবিতে উজ্জ্বল সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। হীরামণি বরোবের, ওস্তাদ বিলায়েত হোসেন, ওস্তাদ ইমরাত হোসেন, শমতা প্রসাদ, নির্মল বোষ এবং সঙ্গীত পরিচালক স্বয়ং।

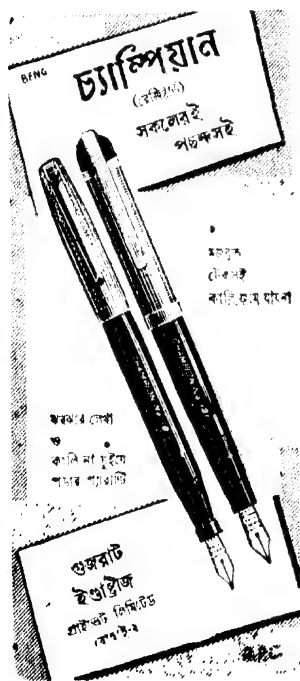
* * *

পশ্চিম জার্মানীর ছবি 'উই মিরাকুল চিলড্রেন' একটি স্বর্ণপদক লাভ করেছে। তার পরেই স্থান পেয়েছে পার্কসতনের 'দি ডে উইল কাম' ও চেকোস্লোভাকিয়ার 'ফ্লাইট ফ্রম এ শ্যাডো' এই ছবি দুটি। উৎসবের দ্বিতীয় স্বর্ণপদক এদের ভাগ্যে জুটেছে।

আগিকের উচ্চমানের জন্য 'দি নিউ স্টোর অব অ্যান ওল্ড সোলজার' নামক চীনা ছবিটিকে একটি রূপার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য ডিপ্লোমা পেয়েছেন জাপানের কোজি শিমা ও ফ্রান্সের

ব ভ মূ ব রোগীদিংকে বিনা খরচায় পরামর্শ দান



এজেন্টস: আলকা ট্রেডার্স,
বি-২১৪, বাগরী মার্কেট,
৭১, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

পরামর্শদাতা লেখক অভিনেতা। ধীরাজ ভট্টাচার্যের 'আত্মজীবনীমূলক গল্প' এখন পুঁদিস 'ছিন্নমূল' এর চিত্রপট প্রদর্শন করছেন নিকশ রায় সিনি একাধারে অভিনেতা, পরিচালক ও প্রযোজক। রাজ্য সঙ্গীত পর টেভিডি হার শ্রী রায়ের পরবর্তী চিত্রপট।

সুবেশ ঘোষের 'জুজুগৃহ' বিনোদন বর্গ-গঠিত এ পি ফিল্মস। অজয় কলের পরিচালনায় ছবিটি তোলা হবে।

সম্ভবতঃ কুমার ঘোষের 'ডেউ গল্প' 'স্বপ্নময়ী'কে ছবির পর্দায় রূপান্তরিত করবেন এস বি ফিল্মস।

রমাপদ চৌধুরীর 'স্বীপের নাম চিরায়ত' এর চিত্রস্বর প্রদর্শন করছেন বিভাস সোম—প্রোস থেট্রগ্রাফার হিসেবে যার খ্যাতি। এম বি ফিল্মস ইন্টারন্যাশনালস-এর পতাকাধরে ছবিটি তোলা হবে।

মস্কা উৎসবের ফলাফল

গতবারই জানানো হয়েছে যে, ওস্তাদ বিলায়েত হোসেন খাঁর সুরসৃষ্টির জন্য 'জঙ্গলঘর' ছবিটি মস্কার প্রথম অন্তঃ-জাতিক চর্চাচিত্র উৎসবে একটি রৌপ্য পদক লাভ করেছে।

এ উৎসবে শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে সোভিয়েট ছবি 'দি ফেট অব এ ম্যান' গ্রান্ড প্রিন্স বা প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। সার্জি বন্ডার-চুক এই ছবির পরিচালক।

প্রদর্শনের মধ্যে চিনি বের হলে সত্যক লক্ষ্য হয় ডায়োপটিক মোক্কা এবং চিনি ছাড়া বাত-বার প্রস্তাব হলে তাকে বলা হয় ডায়োপটিক ইনসপিডাস। যেসব রোগী এই রোগে ভুগে থাকেন, তাদের পিপাসা ও ক্ষুধা অত্যন্ত বেড়ে যায়, সমস্ত শরীরে বেদনাবোধ করেন, শারীরিক ও মানসিক সবপ্রকার কাজে আগ্রহের অভাব বোধ হয়। দিন দিন ওজন হ্রাস পেতে থাকে, চুলকানি হয়, চর্মরোগে ভুগে থাকেন, যকৃৎের কাজে মন্থর হয়, মূত্রাশয় দুর্বল এবং পাকায়ত্বের স্রোতস্রবৎ। প্যানক্রীস। দেহদুর্বল হয়। এই রোগকে অবশেষে কবর ফল বাত, দুগ্ধশক্তি কীটনা, তন্মিহা, কার্যাকল, টাইক ও মানসিক শক্তি হ্রাস টাইক অবস্রাস, অতিরিক্ত স্নানিত বোধ এবং সাধারণ দুর্বলতা বৃদ্ধি পেতে পারে। যারা এই রোগে ভুগছেন, এইরোগকে বিনা খরচায় ডাক্তারের পরামর্শ লওয়ার জন্য আমাদের নিকট মিথসে অনুপ্রবেদ করছি—যার ফলে তারা ইনজেকশন না দিয়ে, উপোষ না করে বা খাদ্য নিষেধ না করেও এই মারাত্মক রোগের হাত থেকে বেঁচেই পারবেন এবং সর্বসময় সুবিনয় ও শক্তিশালী বোধ করবেন এবং টাইক বাহ্যিকভাবে অগ্রের পেতে থাকবে। খুব বিলাস না হওয়ার অগ্রেই লিখুন অথবা সাফল্য বরন।

ডেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (D.C.)

শোঃ বক্স দেব

৬৭, কানাই শীল স্ট্রীট (কলকাতা)

কলিকাতা

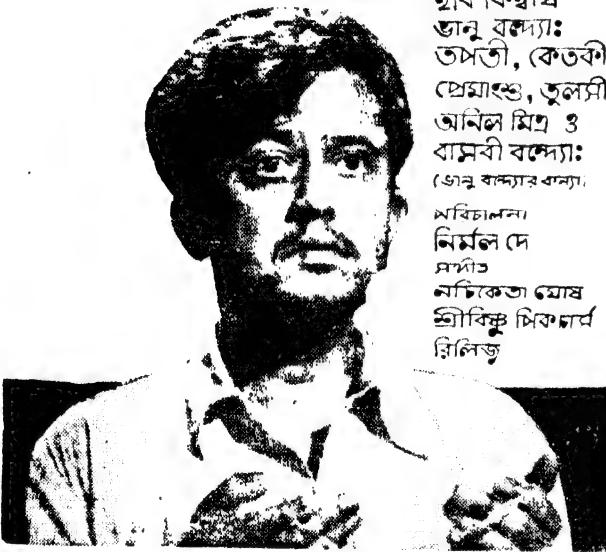
হাসির আড়ালে এত দুখ:
লুকিয়ে ছিল তা কে জানতো!

মেট্রোপলিটান থিয়েটার নির্বাচিত * অবস্থিত এটি

নির্বাচিত শিল্পীর অনুদৃষ্টিতে

স্বমিষ্ণ
ছবি বিশ্বাস
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়:
তপসী, কেতকী
প্রেমাস্ত্র, তুলসী
অনিলা মিশ্র ও
বাসমতী বন্দ্যোপাধ্যায়:
(ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়)

মহিলাসমাজ
নির্মল দে
সন্দীপ
মহিলাসমাজ
শ্রীকান্ত চিত্রনাট্য
মিলিত



শুক্রবার ২৮শে আগস্ট সমারোহে উদ্বোধিত!

একাধাগে

শ্রী ০ প্রাচী ০ ইন্দিরা

জী ভানের যথাক্রমে 'দি আনফরগেট্টেবল
পাথ' ও 'দি সেক্রেটস' ছবি দুটির জন্যে।

নাট্যাভিনয়

একাংক নাটক পরিবেশনের ক্ষেত্রে নব
নব চিন্তাধারার পরিচয় দিয়ে বঙ্গীয় নাট্য
সংসদ ইতিমধ্যেই যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে-
ছেন, গত ২২শে ও ২৩শে আগস্ট কাশিম-
বাজার ভবনে এঁদের চতুর্থ একাংক নাট্যাং-
সবে পরিবেশিত রমেন লাহিড়ীর 'শূন্যের
দিগন্ত' ও সৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর 'আশংসা'
নাটক দুটির মধ্যেও সে বৈশিষ্ট্যের পরিচয়
পাওয়া গেল। প্রথম নাটকটি স্বল্প মনোহর-
মূলক ও আবেগপ্রধান। যেমন সুসংবদ্ধ এর
ঘটনা ও চরিত্র তেমনি সুন্দর এর সংলাপ।
দ্বিতীয় নাটকটিতে স্বল্প পরিচয়ের মধ্যে
একটি রাজনৈতিক সমস্যাকে নাট্যকার
প্রশংসনীয় দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।
এই দুটি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অসং-
কুল, চিনু, গোলামদী, দিলীপ রত্ন,
বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, উমা দাশগুপ্তা, অরুণ
গুপ্তা, পাঁচু মুখোপাধ্যায় ও রমেন লাহিড়ী
উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

গত ১৬ই আগস্ট রূপদেবের প্রথম
বাঁধা উৎসব উপলক্ষে এর সভাপতি থিয়ে-
টার সেন্টার অডিটোরিয়ামে অভিনয়কার
দেবগুপ্তের 'উপসংহার' ও নীরেন ভট্টের
'সকলি গরল ডেল' নামক একাংক নাটক
দুটি বিশেষ সাক্ষরতার সঙ্গে অভিনয় করেন।
শেষোক্ত নাটকে এক বিকৃতমস্তিষ্ক চিকিৎ-
সকের ভূমিকায় লেখক বিশেষ কৃতিত্বের
পরিচয় দেন।

আগামী ৩০শে আগস্ট ও ৬ই সেপ্টেম্বর
সকল নাট্য দলটির নিউ এম্পায়ার মধ্যে
পিনাকী ড্যান্স একাডেমি কর্তৃক 'মেঘদূত'
নৃত্যনাট্যে অভিনীত হবে। নৃত্য পরিবেশনা
করেছেন শ্রীপিনাকী। বিনয় চট্টোপাধ্যায়
সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

ষড়ঙ্গের 'চ'ডালিকা'

কলকাতার রসিকজনের কাছে একটি
অভিনব আমোদ-আয়োজন সম্প্রতি নিবেদন
করা হচ্ছেলেন দক্ষিণ কলিকাতার ষড়ঙ্গ-
প্রতিষ্ঠান 'ষড়ঙ্গ' তাঁদের 'চ'ডালিকা' নৃত্য-
নাট্যনাট্যের মাধ্যমে। নৃত্যনাট্যটি তাঁরা
পরিবেশন করেন গত রবিবার নিউ
এম্পায়ারে।

রবীন্দ্রনাথের এই অসামান্য নৃত্যনাট্যটির
অতুলনীয় ভাবসম্পদ ও রস যে-ভাবে
'ষড়ঙ্গের' শিল্পীদল নৃত্যাভিনয় ও
সংগীতের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করেছেন তা
দর্শকদের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে থাকবে।



এমকেএ প্রোডাকশনের আগামী চিত্র 'মারামুগ'-এর ভরূণ নায়ক বিশ্ববিজয়

এই অসাধারণ সত্যের জন্য সবাইই প্রশংসা করতে হয় চণ্ডীকা প্রকৃতি ও তার জননী মায়ার ভূমিকায় যথাক্রমে দীপ্ত পালকোবেরী ও নীলা মন্থাপাধ্যায়ের অনবদ্য নৃত্যভিনয়। নেপথ্যে সুরারপিত সংলাপ ও গানের সাথে সাথে অপূর্ণ নৃত্য-ভঙ্গিমায় ও মূর্খের অভিব্যক্তিতে তারা চরিত্র দুটিকে মগ্নের ওপর জীবন্ত করে তুলেছিলেন। বৃন্দা-শিখা আশ্বিনের বেগে পরিণাম মন্থাপাধ্যায়ের অভিনয়ও বিশেষ প্রশংসনীয় হয়েছিল।

অনাদিপ্রসাদের নৃত্যপরিচালনা ও চরিত্র বিশ্লেষণের সূরসৃষ্টি এই নৃত্যনাট্যটির অন্যতম সম্পদ। নেপথ্য সংগীতে দেবপ্রত বিশ্বাস, পূর্ববী মন্থাপাধ্যায় ও শ্রীপর্ণা ঘোষের কণ্ঠদান এই মণ্ডানুষ্ঠানটিকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। তার ওপর তীপস সেনের মায়াময় আলোকসম্পাত ও ক্ষণে ক্ষণে খোল, মৃদঙ্গ, করতাল, দোতার ও বাঁশীর সুরঝঙ্কার এমন মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যে কৃত্রিম মণ্ড-সজ্জার কোন প্রয়োজন হয়নি নৃত্যনাট্যটির পরিবেশনে। পাঠ-পাঠীদের রূপসজ্জাও খুব প্রশংসনীয় হয়েছিল।

বিবিধ সংবাদ

দক্ষিণ ভারত ফিল্ম চেম্বার অব কমার্স-এর হিসাব অনুযায়ী দক্ষিণ ভারতের ২৭টি স্টুডিওতে বর্তমানে ২৩৫টি ছবি নির্মাণ-মান অবস্থায় রয়েছে। প্রায় দুশো জন প্রযোজক এই ছবিগুলির নির্মাণকার্যে রতী আছেন।

গত ১৯শে আগস্ট বিশ্বব্যাপ্য অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রগতি চলচ্চিত্র নাট্যসংঘের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশনে ১৯৫৮ সালের বেঙ্গল মোশন পিকচার্স অ্যাকাডেমী পুরস্কার

প্রাপ্ত ছবি, শিল্পী, কলাকুশলী ও পরিচালকদের নাম ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাতাজীবী সঙ্ঘের সভাপতি অধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথির ভাষণ দেন কলকাতার পৌরপ্রধান বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানশেষে 'ময়ূর মহল' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

ইয়ক'শায়ার ও ল্যাংকাশায়ারের ভারতীয় ও পাকিস্তানী অধিবাসীরা সম্প্রতি একটি যুগ্ম চিত্র-প্রযোজনায় হাত দিয়েছেন। ওদেশের দৈনিক জীবনের সঙ্গে তারা কিভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন সেইটাই ছবির বিষয়বস্তু। শৌখিন শিল্পীরা এতে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং ব্র্যাডফোর্ড নিবাসী একজন পাকিস্তানী এ-ছবির পরিচালক। ছবিতে ভারতীয় নৃত্য ও সংগীত বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করবে। স্থানীয় অধিবাসীরা চিত্রপ্রযোজনার কাজে সাহায্য করছেন।



এলিট

প্রত্য

৩, ৬ ও রবি ৯টার

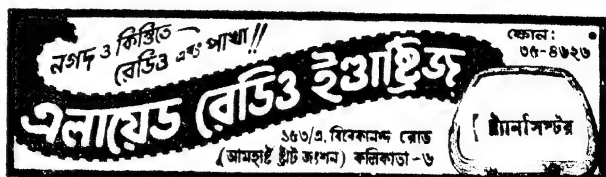
মানুষের আকৃতি কিন্তু মাছির মত মুখমণ্ডল... এটমিক শক্তি হইতে উদ্ভূত এই বিরাট দৈত্যের তাড়ব লীলা।



(প্রাপ্ত
বয়স্কদের
জন্য)

কাল যে ছিল তার প্রিয়তম স্বামী আজ বিজ্ঞানের জটিল পরীক্ষায় দোহা হয়ে তার কাছে ঘুরছে কিসের জন্য? কী সে চায়!!

শ্রেষ্ঠাংশে : এল হোভসন - প্যাট্রিসিয়া ওয়েনস



সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি মনবদ্য রচনা

এ বছরের সেরা



রদ সংকলনে থাকবে

বনফুলের সম্পূর্ণ উপন্যাস



এ বছরের সেরা

রদ সংকলনে থাকবে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ অপ্রকাশিত উপন্যাস



এ বছরের সেরা

রদ সংকলনে থাকবে

বিমল মিত্রের অভিনব সম্পূর্ণ উপন্যাস



এ বছরের সেরা

রদ সংকলনে থাকবে

আর এক বরণ্য সাহিত্যিকের (?) সম্পূর্ণ উপন্যাস



এ বছরের সেরা

রদ সংকলনে থাকবে

প্রিয় চিত্রতারকার ৩০০ রঙিন ছবি



এ বছরের সেরা

রদ সংকলনে থাকবে

ওলোমেলো

বছরের সেরা শাব্দিক সংকলন

দাম : তিন টাকা

• রেজিস্ট্রী ডাকে ০-৫৬ ন. প.

ডি পি করা হবে না

• অর্ডার পাঠাবার শেষ তারিখ

৫ই সেপ্টেম্বর

কার্যালয় : ৩, দুর্গাদাস মন্ডাল স্ট্রীট, কলকাতা-৬, ফোন : ৫৫-১৭১১

বিশ্বাত ফরাসী চিত্রপ্রযোজক রাওল লেভী তাঁর ঐতিহাসিক ছবি 'মার্কো পোলো'-এর কিছু দৃশ্য গ্রহণের ব্যবস্থার জন্য সম্প্রতি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ভূপয়টক মার্কো পোলো তাঁর ভূপয়টনের প্রথম দিকে এই দেশে পদাশ্রয় করেছিলেন। রাওল লেভী 'আন্ড গড জিয়েটেড ওম্যান'এর প্রযোজক।

চিঠিপত্র

জেগে-ওঠা মানুষের নন্দনা

মহাশয়, হিন্দী ছবি 'ইনসান জাগ উঠা' দেখলাম। ছবিটি দেখবার আগে মনে হয়েছিল এটি নিশ্চয়ই আদর্শমূলক হবে। দেখে মনে হল এখানি একটি সরকারী প্রচারচিত্র যার মধ্যে আদর্শ জিনিসটা একদম গোপন।

বেথানে বাধ তৈরির মত বিরাট একটি কর্মকাণ্ডের যোজনা দেখানো ছবিতে প্রদর্শিত ব্যাবনলীলা চলে কি? কর্মীরা প্রেমের অভিনয়ে এতবেশী ব্যস্ত যে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তারা কাজ করে কতটুকু সময়ে। অন্যান্য অপরাক্ষমূলক ছবির মত এর মধ্যেও হোটেলের নাচ ও ভিলানের সাথে মারপিটের ছড়াছড়ি।

বোম্বাইয়ের বাঙালী পরিচালকদের ওপর আমার যা-একটু আশা ছিল 'ইনসান জাগ উঠা'র পরিচালক শক্তি সামন্ত মহাশয় তা ভেঙে ধলিসাং করে দিয়েছেন। ইতি—

শংকর ঘোষ,

কলিকাতা-৬

বাংলা ছবির সমাদর

মহাশয়, তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা ভাষী ও চট্টল নৃত্যগীতবহু হিন্দী ক্লাইম ড্রামার দাপট চিত্রজগৎ যখন দিব্যান্ত সেই মুহূর্তে একটি শৃঙ্খল লক্ষণ দেখলাম 'অপূর সংসার' ভাষিটি দেখতে গিয়া।

আজকাল 'চোট' শব্দ এই কাটিহার। স্থানীয় একটি সিনেমা হলে মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে 'অপূর সংসার' দেখান হল। দশকির ভিড়ে সাতদিনই হলটি ভরাট হয়ে রইল। বিশাখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম দশকিরের প্রায় অর্ধেক অবাঙালী। তাঁদের কথাবাতায় বোঝা গেল ছবিটি দেখবার জন্যে তাঁরা অতিমাত্রায় কৌতূহলী। অথচ অধিকাংশই অসংশ্লিষ্ট দর্শকমাত্র।

এই ঘটনা থেকে কি এই কথা প্রমাণিত হয় না যে, নৃত্যগীতপূর্ণ যৌন আবেদন ভরা ছবি ছাড়াও সশ্লিষ্ট দর্শককে তুষ্ট করা অসম্ভব নয়? বাংলা ছবির বাজার আজ যে শৃঙ্খল বাংলাদেশের মধ্যেই আবদ্ধ নেই—তারও প্রমাণ মেলে এ থেকে। আজ শৃঙ্খল বাঙালীই বাংলা ছবির দর্শক নয়—অনেক অবাঙালীও তাঁর রসগ্রাহী। এটা কি শৃঙ্খল নয়? ইতি—

সমিলকুমার পাল,
কাটিহার, পুণিয়া।



একলব্য

ভারতীয় ক্রিকেট টীমের ইংল্যান্ড সফর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এবার ইংল্যান্ডে ভারতীয় দলের শোচনীয় ব্যর্থতা এবং টেস্ট খেলার উপস্থাপিত পরাজয়ের ফলে ক্রিকেট-প্রিয় ইংল্যান্ড-দর্শকদের কাছে ভারতের খেলা দেখার বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। তবে টেস্ট খেলার একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। যত শক্তিশালী দলই হক, ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ড টীমের সংগে তারা টেস্ট খেলোয়াড়-এর তাৎপর্য কম নয়। বিশেষ করে, ওভাল মাঠে পঞ্চম টেস্টে ইংল্যান্ড ভারতকে হারিয়ে পাঁচটি টেস্ট খেলার জয়লাভের এক নতুন রেকর্ড করতে পারে কিনা তা দেখার একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল। সে আকর্ষণও শেষ হয়ে গেছে। পাঁচটি টেস্টই ভারত হার স্বীকার করেছে। সুতরাং ইংল্যান্ডে ভারতের বাকী খেলাগুলির আর কোনই আকর্ষণ নেই। বর্তমান মাসিক খেলার মত এ ছুটি খেলায় অংশ গ্রহণ করে সেফটসবারের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতীয় দল স্বদেশে অভিমুখে যাত্রা করবে। সংগে নিয়ে আসবে ইংল্যান্ড সফরের কলক-মাসিন স্মৃতি।

এদিকে অস্ট্রেলিয়া দলের ভারত সফরের তেজস্বী অভিনয় হয়ে গিয়েছে। ন্যাডরর মাঠে অস্ট্রেলিয়া দলের হাফেট পৌঁছানোর কথা। তার জন্য ক্রিকেট কতৃপক্ষের কমা-তাপসবতার অন্ত নেই। জন্য গিয়েছে ভারতে প্রতি টেস্ট খেলার জন্য অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড ৭৫ হাজার টাকা করে দাবী করেছে।

তাছাড়া, এখানে তাদের থাকা খাওয়ার খরচ তো আছেই। এ জন্য অবশ্য বিদেশী মন্ত্রীর অপব্যয় হবে না। কিন্তু পাঁচটি টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়াকে যে ৩ লাখ টাকা দিতে হবে সেটা দিতে হবে বিদেশী মন্ত্রীর।

বর্তমানে আমাদের ক্রিকেট খেলা যে পর্যায়ের নিম্ন এসেছে এবং বিদেশী মন্ত্রীর অভাবে আমরা যে সমকঠোর মর্মে পড়েছি তাতে ক্রিকেট খেলার জন্য এই বিপুল অর্থ খরচ করা যুক্তিযুক্ত কিনা কথাটা দেশের তাত্ক্ষণিক বাস্তবতারই ভালভাবে ভেবে দেখা উচিত। ক্রিকেট কতৃপক্ষের কথা বলি না, কারণ তারা হয়তো কথাটা ভাবছেন ক্রিকেটের পরিপ্রেক্ষিতে। বছর বছর প্রতি কোন্ডে একটা করে ক্রিকেট খেলা জটিল হয়ে পড়েছে। কর্তৃপক্ষেরই দায়িত্ব। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কথাটা ভেবে দেখা উচিত।

শুধু এই কথাই নয়। ক্রিকেটকে আমরা মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করবো কিনা একদমটা ও। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের

অন্তর্ভুক্ত করেকটি দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশ যে ক্রিকেট খেলে না। তাতে তাদের কি ক্ষতি হয়েছে? কথাটা হয়তো অনেকের কানেই রুদ্ধ শোনাবে। কারণ বহুদিন থেকে ক্রিকেটের সংগে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে এমন এক অবস্থায় পৌঁছি করেছি যে, ক্রিকেট ছাড়াতে হ'ল কথাটা শুনলেই মন কেঁদে ওঠে। কিন্তু সত্যি এখন ভাববার সময় এসেছে ক্রিকেট খেলাকে আমাদের মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করা উচিত কিনা। একথা বলছি বলে কেউ যেন ভেবে না বলেন আমি ক্রিকেটের বিরোধী। তবে যে কথাটা আজ আমাদের মনে এসেছে আমি তারই প্রতিধ্বনি করছি মাত্র। সৈনিক এক সাংবাদিক বন্ধুর সংগে এই সমস্যাতে আলোচনা করছিলাম। তিনি তো ভারত থেকে ক্রিকেট উঠিয়ে দেবারই পক্ষপাতী। পরিষ্কার বললেন—আরে মশাই, ফ্রান্সেও ডেমোক্রাসির মতো ক্রিকেট চলে না। ক্রিকেট খেলার জন্য মৈত্রী ও বিশ্বাস চাই। চাই অস্ত্রের ব্যবহার মত প্রচুর সাধারণ। আজ ভারতের যে অকথা তাতে সোঁকের মনে শান্তি কোথায়? খেলার জন্য বা খেলা দেখার জন্য পাঁচ ছ'দিন এক নাগালে মৃত্যু করবার মত সমস্যা বা কোথায়? আগে ক্রিকেট খেলোয়াড় ক্রীতচর দেশীর লুপ্তি এবং ধনীরা দুঃস্থ। তাদেরই আশ্রয়ে ক্রিকেট লাগিত পালিত হয়েছে। আজ তাদের সৈনিক নেই। ভারতবাসী যাদেরই



চাকুনির লোকে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সাইমে গলে আমেরিকার সাইমে কোচ জন মিলার ছেলেমেয়েদের দায়ের কলা-কৌশল শেখাচ্ছেন

প্রায় মাথার ঘায়ে কুকুর, পাগল। দেহ-মনের আনন্দ লাভ এবং চিত্ত বিনোদনের জন্য খেলাধুলার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, কিন্তু সামস্ত যুগের জিকেই খেলার প্রয়োজন নেই। থাকলেও একদিন বা দু'দিনের জন্য। দীর্ঘস্থায়ী ক্রিকেট খেলা বর্তমান অবস্থায় ভারতে অচল।"

সাংবাদিক বন্ধুর কথার প্রতিবাদও করিনি, সমর্থনও জমাইনি। কিন্তু আজ ভাবছি, তাঁর যুক্তি কি দ্রুত?

ইউনাইটেড স্টেট ইনফরমেশন সার্ভিসের আমন্ত্রণে আমেরিকার সুইমিং কোচ জন মিলার কলকাতায় এসেছেন। ঢাকুরিয়া লেকে ইন্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সুইমিং পুলে ইনি বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের সাতারের কলাকৌশলও শিক্ষা দিচ্ছেন। তবে বেশীদিনের জন্য নয়। স্বল্পকালীন শিক্ষাকেন্দ্র দক্ষ কোচ মিলারের কাছ থেকে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা যেটুকু শিক্ষা পায় সেটুকুই লাভ।

সেদিন ইউ এস আই এস-এর প্রশস্ত হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জন মিলার বলেছেন, এদেশের তরুণ-তরুণীদের সাতার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিভা অর্জনের যথেষ্টই সম্ভাবনা আছে। এদেশ সাতারের উন্নত কলাকৌশল শেখার ক্ষেত্রে কি পক্ষা গ্রহণ করবে জন মিলার সে সম্পর্কে কোন উপদেশ দেননি। আমেরিকায় কি পদ্ধতিতে সাতার শেখান হয় তার এক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমেরিকায় ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের চারটি গ্রুপে ভাগ করে সাতার শিক্ষা দেওয়া হয়। অর্থাৎ ১২, ১৪, ১৬ ও ১৮ বছরের চারটি গ্রুপ। সাতা বছর ধরেই এরা সুইমিং পুল এবং খেলা পুলের সাতার শেখে। ফ্রি স্টাইল ডাউন ব্যাক স্ট্রোক, ব্রেস্ট স্ট্রোক, বাটারফ্লাই স্ট্রোক ও কল-চারটি বিষয়েই প্রথমে সকলকে সাতার কাটিতে হয়। তারপর যার যে বিষয়ে বেশী দক্ষতা প্রকাশ পায় তাকে সেই বিষয়ে উন্নত শিক্ষা দিয়ে নিপুণ করে তোলা হয়। এইভাবেই এক একজন সাতার এক বিষয়ে দক্ষ হয়ে ওঠে।

আগামী অলিম্পিক সম্পর্কে জন মিলারের অভিমত হাঙ্গেরী বা অন্য কোন দেশের কোন প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে সাতারের স্বর্ণপদক পেলেও প্রধানত সাতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও আমেরিকার মধ্যে। মেলবোর্ন অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়া অভাবনীয় দক্ষতা অর্জন করেছিল, কিন্তু মিলারের ধারণা, এবার জাপানের কাছে অস্ট্রেলিয়ায় সাতার হার স্বীকার করতে হবে।

যাই হক, জন মিলার শিক্ষার উপর ভারতের সাতার পরিচালকদের বিশেষ জোর দিতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু জোরটা আসলেই কোথায় থেক? ভারতের খেলাধুলার ক্ষেত্রে বড় মূর্খবাবী সাতারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিমোহনীয় রূপেই রূপে। আজ পর্যন্ত সাতারের কোন বিশেষ কিছুই চেষ্টা করা হয়নি। রোম অলিম্পিকেও কোন সাতার পাঠান হবে না বলে ফতোয়া জারী করা হয়েছে। অথচ আমাদের সাতারের মান মোটেই অবনত নয়। বরং প্রতিটি বিষয়েই আমাদের সময় আগের চেয়ে অনেক ভাল। নানা বাধা বিপত্তি এবং অসুবিধার মধ্যেই আমাদের সাতাররা এগিয়ে চলেছেন।

এই প্রসঙ্গে বেংগল এমেরার সুইমিং এসোসিয়েশনের এক প্রচেষ্টার কথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তারা বিখ্যাত সাতার রাজারাম সাহকে কোচ মনোনীত করে বিভিন্ন জেলায় জেলায় পটাবার এক পরি-কল্পনা করেছেন। পরিকল্পনা মত কাজও আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। রাজারাম সাহ ইতিমধ্যেই দুইটি জেলায় ঘুরে এসেছেন। খেলাধুলার কর্মকেন্দ্র বলতে আমরা শব্দে শব্দকেই বুঝি। কিন্তু শহরের বাইরের প্রশান্তিক্রমে আমরা কোন সময়টুকু কাজে লাগাবার চেষ্টা করি না। নদীমাঝে এই বাংলা দেশের মানুষের কান্নাও কত প্রতিভা যে শক্তির মতো বার উঠতে নেই। এদের ধরে উন্নত শিক্ষার শিক্ষিত করে তোলায় যে প্রচেষ্টা হয়েছে তা খুবই প্রশংসনীয়। আশা করি, খেলাধুলার অন্যান্য বিভাগও এইরকমের প্রচেষ্টা করে। রাস্তা-গ্রামে অনুসন্ধান করা হবে অক্ষুণ্ণিত ক্রীড়া প্রতিভার।

লন্ডনের চিঠি বেরী সর্বাধিকারী

লন্ডন, ২৬শে আগস্ট-সত্যের ধারণামত ভারত পাঁচটি টেস্ট খেলায়ই পরাজয় স্বীকার করে ইংল্যান্ড ও ভারতের ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। আর্মি আগের চিঠিতে লিখেছিলেন পঞ্চম টেস্টে ভারতের পরাজয় অবশ্যম্ভাব্য। এক ব্যক্তি দেবতা ভারতের পরিচয় হতে পারেন। ব্যক্তিও হয়নি, ভারতও পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পায়নি। পাঁচদিনব্যাপী খেলার উপর সওয়া তিনদিনে যবনিকা পড়েছে। ভারত ঘেরাও এক ইনিংস ও ২৭ রানে। এ পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫১ সালের ইংল্যান্ড সফর ক্রিকেট ইতিহাসের প্রায় ভারতীয় দলের ক্রিকেট খেলার এক কলঙ্কমলিন অধ্যায় হিসাবে অঙ্কিত হয়ে রইল। কারণ ইতিপূর্বে ১৯২০-২১ সালে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডকে এবং ১৯৩১-৩২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পাঁচটি করে টেস্টে পরাজিত করলেও আর পর্যন্ত অন্য কোন দেশ

পাঁচটি টেস্টে জেতেওনি, হারেওনি। আর ইংল্যান্ডের মাটিতে এ ঘটনা সম্পূর্ণ নতুন। যাই হক এ সফরে ভারতীয় দলের বাহ্যিকতার কাহিনী অনেক লিখেছি। আপাতত আর লেখার বাসনা নেই। পরে অবশ্য অনেক কিছুই লিখতে হবে। তার মালমসলাও জোগাড় হয়ে আছে। আজ অন্যান্য প্রসঙ্গের কিছু কিছু আলোচনা করা যাক।

সবাই জানেন ভারতের প্রাক্তন অলিম্পিক ফুটবল অধিনায়ক মোহনবাগান ক্লাবের শৈলেন্দ্র মায়া এখানে এসেছেন এক এ অর্থীৎ ফুটবল এসোসিয়েশনের ট্রেনিং নিতে। তিনি কিন্তু খেলা শিখতে আসেননি, এসেছেন কোচিং শিখতে। অর্থাৎ খেলোয়াড়দের ক্রীড়ার শিক্ষা দিতে হবে তই শিখতে। তার শিক্ষাবাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ডায়-হাম থেকে প্রাথমিক শিক্ষার সার্টিফিকেটও তিনি পেয়েছেন। এখন এক-এর মূল সার্টিফিকেট পেতে বাকী। এই মাসের শেষের দিকে মায়ার পরীক্ষার ফল জানা যাবে। সেফটমবারের ৮ তারিখে টিলবারী থেকে জাহাজযোগে তার স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করবার কথা।

এক-এর কোচিং সিকমের ট্রেনিং খুদেই শক্ত। পরীক্ষায় পাশ করা আরও শক্ত। দুই দিন বকমের পরীক্ষা। লিখিত ও পরীক্ষা দিতে হল, অমর হল। কলম শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মকানুন প্রাথমিক দিতে হয়, মূল মূলও যে প্রশ্নের উত্তর না দিতে হয়, এমন নয়। এর মধ্যে খেলার কায়দাকানুন এবং ফুটবলের আইনকানুন সবই পরীক্ষার বিষয়।

অবশ্য মায়ার অধীন কোচিংয়ের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় যারা সবাই কোচিং হিসাবে নিম্নবিত্ত। অর্থাৎ সিম্বা, বার প্রিন্সিপাল, অর্থাৎ আমেরিকার সবাই বিশ্বজোড় নামের। লিখিত ক্রীড়ার পদ্ধতিদের কোচ প্রিন্সিপাল আসেননি। আর আমেরিকার ভারতবাসীর কাছে অপ্রচলিত নয়। রাজকুমারী কলম-বমালার শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েক বছর আগে এ-এক ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ইংল্যান্ডের ফুটবল খেলার অপর অতীত নৌবর নেই কিন্তু ইংল্যান্ডের ফুটবল কোচিং এখনো বিশেষভাবে প্রচলিত হলেও প্রকৃতি দেশ, ফুটবল খেলায় মায়ের জড়ি অঙ্গ সেটসর দেশ থেকে কোচ আসেন ইংল্যান্ড কোচিংয়ের উন্নত কলাকৌশল শেখার জন্য।

রাজকুমারী অমর্ত্যকুমারী শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদেশ থেকে আমেরিকার দেশে প্রায়ই কোচ নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তার বদলে আমাদের ছেলেদের যদি বিদেশে পাঠিয়ে দক্ষ কোচ করে ফিরিয়ে নিতে যাওয়া যায় তবে ফল হয় অনেক বেশী।

ইংলণ্ডের ক্রীড়ামাদারী এখন ক্রিকেট ও ফুটবলের শিক্ষণের হাবডুব খাচ্ছেন। ক্রিকেট মরসুমে শেষ হবার মধ্যে। ফুটবল মরসুমে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এখানকার সমালোচনার ধারা বড় উগ্র। পান থেকে চুন খসলে আর রকে নেই। একটা উদাহরণ দিই।

বিশ্বায় ফুটবল খেলায় ডিবিগার জেনা অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সারা ইংলণ্ড বিলি রাইটের মত খেলোয়াড় বেশী নেই। জনপ্রিয়তা স্ট্যানলী মাথেকের পরই রাইটের স্থান। জাতীয় দলের অধিনায়ক করেছেন বহুবার। আন্তর্জাতিক খেলায় ইংলণ্ডের পক্ষ সমর্থন করেছেন একশতেরও বেশী। ইংলণ্ড এ সম্মানের অধিকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই।

এ ছোট বিলি রাইটকে এখানকার সমালোচকদের কাছে কয়েক সংখ্যক আগে কি গালগালাগানই না খেতে হয়েছে। কারণ ইংলণ্ড দল এখন সফল আমেরিকার পর পর পরামর্শ দক্ষিণ কন্টিনেন্ট সমালোচকরা বিলি রাইটকে উপেক্ষা করে এ কথাও বলেছিলেন—যদিও কেন্দ্র রকস চোখ আদমক হয়েছে, এখন মনে হয়নি বিষয় নাও।” অনেক সময়ই অমর ভাস্কর এ কথাও লিখেছিলেন—যদি রাইট বিস্কের ইউ অব ক্রিকেট ত্যাগ করেন।

আবার সফল আমেরিকার সমর্থ খেলায় ফিরে এসে এই বিলি রাইট এখন সারা সার্টাই ফুটবল খেলায় কয়েক বছরের শিক্ষণের পরেও এখন ক্রিকেট করছেন। কিন্তু রাইট তার সিদ্ধান্তে অটল। সমালোচকদের ক্ষণিকের আবেগময় আক্রমণ তিনি মত পরিবর্তন করলেন না। এরপর আরম্ভ হল কর্মকর্তাদের উপর সমালোচকদের অধিরূপণ বরণ। একদিন বিলির উচ্চসিত প্রশংসা। অন্যদিকে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কটকটব্য। সংবাদপত্রের এই বিষয়াদ্বয়ের মাধমি বিলি রাইটের শেষ দিবার খেলার ব্যবস্থা হল। বিলি খেলা থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন। তার চোখ এখন অন্যদিকে। শোনা যাচ্ছে ইংলণ্ডের আগামী সাধারণ নির্বাচনে বিলি রাইট পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে নির্বাচনপ্রার্থী।

২৭শে আগস্ট ইংলিস চ্যানেলে ‘বার্টলিন রেস’ আশঙ্ক হবার কথা। এখন আবে-হাওয়া ভাল থাকলে হয়। চ্যানেল সাঁতারে আশঙ্কওয়া যে এক মুখা বিষয় এ কথা বলাই অসম্ভব।

‘বার্টলিন রেস’ মানে ইংলণ্ডের ধনী প্রযোজক বিলি বাটলিন আয়োজিত চ্যানেল অতিক্রমের সাঁতার। জাপানের কেপ গ্রিড নেজ থেকে সাঁতার আরম্ভ করে অপর পার ইংলণ্ডের ডোভার উপকূলে পৌঁছনো খুঁই কঠিনসাধ্য। বহু সাময়িক প্রাণীর আবাসস্থল এবং হিমশীতল ইংলিশ চ্যানেলের বৃক্ক সাঁতার কাটা যে খুঁই কঠিনসাধ্য এ কথা কারো অজানা নেই। তাই চ্যানেল সাঁতারের এত নাম ডাক।

এবার ২৩টি দেশের ৬৬ জন সাঁতারুর চ্যানেল সাঁতার নামবার কথা আছে। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩৯ আর মহিলাদের সংখ্যা ৭। এই দেশী সংখ্যক সাঁতারুর আগে কোনদলও কোনদল চ্যানেল অতিক্রম করার চেষ্টা করেনি। এবারকার প্রতিযোগী-দের মধ্যে ডেনমার্কের প্রাক্তন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন এবং বর্তমানে আমেরিকার অধিবাসী মিসেস গ্রেট এন্ডারসনের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। মিসেস এন্ডারসন গত দু'বছর পর পর প্রথম স্থান দখল করেছেন। এবারও তিনি প্রথম স্থান দখল করে হাজার গিনি মূল্যের বাটলিন ট্রফি চিরদিনের মত জয় করাতে পারবেন কি না তা দেখার জন্য সবাই আগ্রহ ভরা দৃষ্টি নিয়ে চোয় ভাবছে। এবার ভারতের দু'জন সম্ভাব্য বাটলিন রেস প্রতিযোগিতা করছেন একজন ডাঃ বিমল চন্দ্র আর একজন কুমারী অরতি সাহা। পাকিস্তানের বাকুন দাসও অন্যতম প্রতিযোগী। গতবার বাকুন দাস দ্বিতীয় স্থান দখল করেছিলেন।

চ্যানেল সাঁতারের প্রযোজক বাটলিন সাহেব বিরাট ধনী ব্যক্তি। সাগরের উপকূলের বহু হোটেলের মালিক তিনি। সারা ইংলণ্ড বাটলিনের পরিচয় ‘হলিডে কিং’ নামে। অর্থাৎ ছুটি পেন্সে আর দু'পয়সা হাতে থাকলে সবাই ছোট বাটলিন সাহেবের সাগরতীরের হলিডে ক্যাম্প। কি ভাবে পয়সা ডানা মেলে উড়ে যাক তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় এখানে। বিরাট ভিকিট কেনা থাকলে কোনমতে বাড়ি ফেরার অশা থাকে, না হলে হয় হাত পাতে হয় কোন পরিচিত বন্ধুর কাছে, না হয় চিঠি লিখে টাকা আনিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। এখানকার সব তিনিসেরই দাম আগুন। ট্যাক যত ভারীই থাক দু'দিনেই ভুঁমি উজাড়। এইজন্যই বোধকরি বাটলিন সাহেব গর্ব করে বলে থাকেন তার ক্যাম্পের স্মৃতি কেউ লুণ্ঠন

ভুলতে পারে না। কথটা খুঁই সত্য। আমারও মনে আছে বাটলিন ক্যাম্পের কথা। চ্যানেল সাঁতার দেখবার জন্য এবার ডোভার ঘাবার খুঁই ইচ্ছা ছিল, এখানে আছে। কিন্তু বাটলিন সাহেবের ক্যাম্পের কথা মনে আসতেই ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছি। অপেক্ষাকৃত সহজ এবং ভাল হোটেল অশা ডোভার আছে। কিন্তু না থাকারই সম্মিল। চ্যানেল সাঁতারের সময় দেখানে জায়গা পাওয়া যাবে কি?

মিঃ বিলি বাটলিন চ্যানেল সাঁতার চানাজেন বহুদিন ধরে। ব্যবসার গণ্ডি না থাকলে ব্যবসায়িক সহজে কোন কাজে ডিউনো কষ্ট। চ্যানেল সাঁতারের প্রযোজনা করেছেন বাটলিন সাহেব নিজের স্বার্থেরই প্রয়োজনে। হোটেল ও হলিডে ক্যাম্প থেকে মোটা লাভ ত হয়। তা ছাড়া এই সাঁতারের সময় কাগজে কাগজে তার নামের যে প্রচার হয় তার মূল্যও তেহাৎ কম নয়।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাস

শান্তি দাশগুপ্তার

অগ্নিসম্ভবা

এই বইটির চিত্রবর্ণ শীর্ষে আভরণ করা হয়েছে।

মোনোজিৎ বন্দুর

বেলাভূমি

মনোজ সান্যালের

শ্বেত-চন্দন

শক্তিপদ রায়গুপ্তের

অবাক ভূমিবা

গথ বয়ে যায়

শিবদাস চক্রবর্তীর

মেঘমেদুর

এমিল জেলোর “হিউম্যান বিস্ট” এর বাংলাবাস

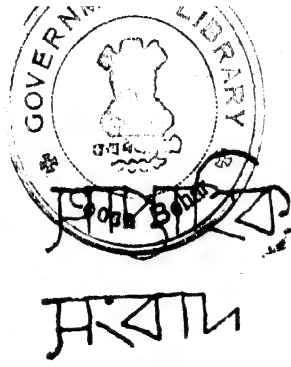
গাশাবক

প্রবীর ঘোষ

চলিতিকা প্রকাশক

১২নং কনওয়েলস স্ট্রীট,

কলিকাতা-৬



দেশী সংবাদ

১৭ই আগস্ট—আজ লোকসভায় কেলাসা সম্পর্কে দুই দিনব্যাপী বিতর্ক শুরু হয়। অধিবাসনের সূচনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেলাসা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুমোদনের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং কেলাসার রাজ্যপালের রিপোর্টের সংশ্লিষ্টতার পেশ করেন।

রাজ্য সরকারের খাদ্যনির্ভরতার প্রতিবাদে মূল্য-বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে আগামী ২০শে আগস্ট হইতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আকবদ হইবার পক্ষেই পৃথিবাস রবিবার শেষ-বারি হইতে শুরু করিয়া মোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বিরোধী দলের (পি এস পি ডাড়া) ১৬ জন এম এল এ সত্ প্রায় দুই শত ব্যক্তিক নিবারণক নির্বোধ ও নিরপেক্ষ আইনে আটক করিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

কেলাসার রাজ্যপাল কেলাসা পরিবর্তিত

সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহাতে তিনি বলেন, কেলাসা সরকারের বিরুদ্ধে কৃষাসন ও গণতন্ত্র সংরক্ষণ যে সকল অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য এবং আমি এ বিষয়ে নিশ্চয়শয় যে সরকার জন-সাধারণের অধিকাংশের সমর্থন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮ই আগস্ট—পূর্ববঙ্গের উন্নয়ন পুন-ধারসনের জন্য মধ্য প্রদেশ ও উড়িষ্যা সরকার দাঙারগা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দ্বারা ২ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমি সমর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

নয়ামিষি হইতে লক্ষণাবীরা দুইটা একপ্রসেসর সংবাদসহ জন্মাইয়াছেন যে চীন ভারতকে এক বিপাকনক ও কঠোর চরমপন্থ দিয়াছে। যথাঃ—চীনেই চীনের কার্যকলাপ প্রকাশ সমর্থন কর অন্যথা ভারত ও লাকচীনের মধ্যে অবস্থার উন্নতি হইবে না।

১৯শে আগস্ট—কলিকাতায় অনুষ্ঠিত পাক-ভারত বৈঠকে সীমানা দৃষ্টি বিভিৎ নিব্বা মতকো প্রসিদ্ধিত হইতে পারে নাই। অত্র প্রকাশ, পূর্বা পাকিস্তানের পক্ষ হইতে জামাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে ভারত ব্যঙ্গের কামাও ও পূর্বা পাকিস্তানের খ্রীষ্টের সম্মানত বেলের অধিপনত পাঠাবিয়া বনাগালের সীমান্তের সর্বাধিকারপূর্ণ চিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত টেকেরগো ভারতকে সিংহিয়া দেওয়া হইবে না।

আস লোকসভায় শ্রী ডি সি শর্মার একটি নিব্বিত প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ বলেন যে, ডিফা করাইবার জন্য কেব শিশু অপহরণ অপরা অন্য কোন উপায়ে শিশু সংরক্ষণ কবির আবেগক প্রতিরোধায়ক দণ্ডভাবের উপস্থান দূরত সাধারণ জনত্বীয় প্রতিনিধি সংশোধন করিয়া সিংহিত প্রশ্ন করিয়াছেন।

শিশুকে বিকলাগ করিলে অত্র কঠোর দণ্ডভবন করা হইবে।

২০শে আগস্ট—তিন দিন যাবত ১৫ ঘণ্টা-ব্যাপী বিতর্কের পর অদ্য লোকসভায় কেলাসার ক্ষমতা সংস্কার করিয়া রাষ্ট্রপতি যে ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা ২৭০-৩৮ ভোট গৃহীত হয়। দুইজন সদস্য ভোটদানে বিরত থাকেন।

২৪ পরগণা জিলাকে বিভক্ত করিয়া দুইটি পৃথক জিলা স্থাপনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একশে উত্তরাঞ্চলের জন্য বারাসত এবং দক্ষিণাঞ্চলের জন্য আজিলপুর সদর দপ্তর হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছে বলিয়া নির্ভরযোগ্যসূত্র জানা গিয়াছে।

২১শে আগস্ট—দেশের খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে অদ্য লোকসভায় আজই ঘণ্টাব্যাপী অসম্মত আলোচনাকালে কংগ্রেস ও বিরোধী উভয় পক্ষের সদস্যবাহী সরকারের খাদ্যনির্ভরতার সমালোচনা করেন। আলোচনাকালে পশ্চিমবঙ্গের নিয়ম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীমঞ্জিত প্রসাদ জৈন কংগ্রেস সদস্য দলের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সমিতিতে কমিটির বৈঠকে তাহার পত্রভাষণের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

২২শে আগস্ট—কলিকাতা মেসিগার্স কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে আরও দুইটি গরুতর অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে—দুর্ভিক্ষসহ আরও ন্যায়তক সত্ প্রস্তুতির মূল্য ও হেসসজনকভাবে প্রোগ্রী নিব্বায়ে।

জব্বুরী কলিকাতা একজন ওভারসিয়ার সহ নয়জন কর্মীকে ভাবকা মর্মে দুর্ভিক্ষের পর হইতে পাওয়া মর্মেতক না বর্জিত জানা গিয়াছে। ঐক্ মত বর্জিত ভূমিমা মর্মে গিয়াছেন বলিয়া আশংকা করা হইতেছে।

আসামের কোচপাল ইয়ন ফজল আলী অত্র সভায় ৭টা ৪৫ মিনিটের সময় রাজত্ববলে পরলোকগমন করেন।

২৩শে আগস্ট—কালিম্পং-এর খবরে প্রকাশ, মোহনত্ব সিংহতে বিদ্রোহীকে বিরুদ্ধে লক্ষ্যে অমরিক কলম্বা গুলনন করা হইতেছে, দক্ষিণা চীন কর্তৃপক্ষ আত্মবীরগণকে এতদুপ নিব্বা

দিয়াছেন যে, তাঁখায়া বা অন্য কোন কাজে তাহারা যেন তিস্তে না যায়।

বিদেশী সংবাদ

১৭ই আগস্ট—অদ্য লন্ডনের ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে বলা হইয়াছে যে, লাওসের যে অঞ্চলে সংঘর্ষ চলিতেছে সেই অঞ্চলে রাষ্ট্রপঞ্জের পর্যবেক্ষক প্রেরণের জন্য যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা সমর্থনের জন্য বট্টেন রাশিয়াকে অনুরোধ জানাইবে।

১৮ই আগস্ট—পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম বার্ষিকী—আগামী ৭ই অক্টোবর হইতে পাকিস্তান গভর্নমেন্টের কাজকর্ম সম্পূর্ণ-রূপে রাওলপিণ্ডিতে নির্বাহ হইবে বলিয়া আজ করাচীতে জানা গিয়াছে।

পাকিস্তান অধিকৃত আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট শ্রী কে এচিৎ খুরশীদ গতকলা মজলিসাবাদে এক বিবৃতিতে বলেন, চীন লাওসের একাংশ অধিকার করিয়াছে।

১৯শে আগস্ট—আজ রাতে একটি লন্ডনধর্মী ব্রিটিশ লিমন বাসিন্দার নিকটবর্তী পদাধি ভাগিয়া পড়ে। বিমানখানির মধ্যে ২৭ জন ইংরেজ ও ২ জন ফ্রেন্সিস ছাত্র ও ২ জন বৈমানিক ছিল। মোট এত ৩৩ জনই নিহত হইয়াছে বলিয়া আশংকা করা হাইতেছে।

২০শে আগস্ট—গভর্নমেন্টের কাগজিত সিংহাস বৌদ্ধ উৎসবের শেষ রাতির শোভাযাত্রার শেষ-বিক্রে একটি হাতী অকস্মাৎ জেঁপিয়া চিয়া কোন্ডর শুরু করিয়া দিলে তাহতে ১৬ জন নিহত এবং বহু শত ব্যক্তি আহত হয়।

আগামীকলা আগস্টের মোসটি রাষ্ট্রের একটি অনুষ্ঠানে ওলংকিং আর্মিরকাল ৫০০ম অগবাক বলিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হইবে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এই ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরন করিবেন।

২১শে আগস্ট—প্রায় এক শত জন বেলক সপ্তম ১৭২২ দিনের একটি সার্বভাসক মর্মেতক িন শত মাইল দক্ষিণে দক্ষিণে গিয়াছে দক্ষিণে মর্মেতক পাওয়া গিয়াছে। ৩ জন ব্যক্তি নিহত করা হইয়াছে বলিয়া কলম্বা।

২২শে আগস্ট—পাক পারস্যে পশ্চিমবঙ্গের পাক একটি মর্মেতক বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আফ্রি কাঁ খানগামী ২৩ আগস্টের বিজয়ত্ব পদমর্মেতকী ইনকবের সীত সাক্ষাৎ করিবেন।

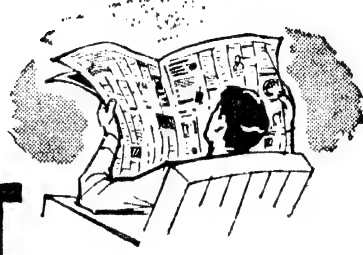
২৩শে আগস্ট—বিশ্বাসযোগ্য সামরিক সূত্রে প্রকাশ, লাওসের কম্যান্ডেন্ট বিদ্রোহীরা চিয়ান-সিয়ন পরদেশ অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং লক্ষ্যমর্মেতক ৫০ মাইলের মধ্যে পাকিগ এসেইয়াছে। সেমবায়িনের এক ইস্তফার বলা হয় যে, বিদ্রোহীরা মর্মেতক-এর চুর্ভিক্ষে আত্মব গলেইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীযশোদত্ত সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীনাগরময় ঘোষ

প্রতি : সংখ্যা—৪০ নয়া পরমা। কলিকাতা : বার্ষিক—১০, বামাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মহাস্থল : (মডাক) বার্ষিক—২২, বামাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পরমা।
মহাস্থল ও প্রকাশক : শ্রীরামদত্ত কল্লিপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ মর্মেতকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
জন্মস্থান : ২০-২২৩০। স্ববাহকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

এই বিজ্ঞাপনটি পড়তে আপনার কতক্ষণ লাগবে?



আপনি পড়া শুরু করেছেন কী অমনি সারা ভারতবর্ষে
কমকমেও ৫,০০০ লোক তাদের প্রিয় সিগারেট
'সিজার্স' ধরিয়ে ফেলেছেন।

এক মিনিটের মধ্যে আরও ৫,০০০ লোক সে দলে যোগ দেবেন।

এখন, আপনি নিজে একটি 'সিজার্স' সিগারেট ধরান।

সিগারেটটি শেষ হওয়ার আগেই প্রায় ৫০,০০০

লোক আপনারই মত সিজার্স-এর ধূমপানে মসগল থাকবেন।

- ভাবিয়ে তুললে, তাই না? তবে শুনুন, 'সিজার্স'
সিগারেটের জনপ্রিয়তা অতুলনীয় হয়ে রয়েছে
৪৫ বছরেরও বেশী, কারণ, সিগারেটটি সত্যিই ভালো।

উইল্‌স-এর

সিজার্স

সিগারেট। ভালো — সেইটাই আসল কথা।

১০টির দাম ৩০ নয়া পয়সা





২৬ বর্ষ শনিবার, ৫ ভাদ্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

DESI-Saturday, 22nd August, 1959 মূল্য-১০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ১০]



গোল্ডেন স্যাডালউড
 স্নানে তৃপ্তিকর চন্দন গন্ধ সাবান

বেঙ্গল কেমিক্যাল
 কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

দেশ

একান্ত নিজস্ব

ত্রিশত্ৰিংশত্ৰিংশ*

ম্যাকলীনস্

পেরস্‌আইড

টুথপেস্ট



* সব চেয়ে বেশী
পরিস্কার করে।

আপনার দাঁত। এটা চোখের মতো
আপনার দাঁত। এটা চোখের মতো
আপনার দাঁত। এটা চোখের মতো
আপনার দাঁত। এটা চোখের মতো
আপনার দাঁত। এটা চোখের মতো
আপনার দাঁত। এটা চোখের মতো
আপনার দাঁত। এটা চোখের মতো
আপনার দাঁত। এটা চোখের মতো



* সব চেয়ে বেশী
সাদা করে।

ম্যাকলীনস্ এর অপরূপতাই পের-
স্‌আইড দাঁতের বিশেষ দাগ দূর করে
আপনার দাঁতকে স্বাভাবিক
সাদা করে তোলে।



* সব চেয়ে বেশী
রক্ষা করে।

আপনি যথার্থই অনুভব করবেন
ম্যাকলীনস্ এর অপরূপতাই আপনাকে
দাঁতের মাড়িকে শক্তিশালী করেছে এবং
ক্ষয়কারী বীজাণুকে রোধ করেছে।



সবচেয়ে বেশী পরিস্কার করে। * সবচেয়ে বেশী সাদা করে।
সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।

এই তিনটি গুণের অপূর্ণ সময়ই ম্যাকলীনস্ এর
একান্ত নিজস্ব ত্রিশত্ৰিংশ।

আরও পরিস্কার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য
আজই ম্যাকলীনস্ কিনুন।



দেশ

—মিত্র-ঘোষের সাহিত্যপসরা—

রমেশচন্দ্র সেনের
উপন্যাস
গৌরীগ্রাম ৫,
মালঙ্গীর কথা ৪১০
বাণী রায়ের
রঞ্জনরশ্মি ২৫০
শ্রীলতা ও সম্পা ২১০
বর্ষাবিজয় ৩,
ইন্দ্রজিৎ
ইন্দ্রজিৎের খাতা ৩১
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
(প্রত্নতত্ত্বের কাহিনী)
আবু-হায়া ৩,
চরণদাস ঘোষের
নাগরিকা ২১০
দান ৩১০
নিরক্ষর ৪১০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
গল্পসংগ্রহ ৩১০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
সুভাষচন্দ্র ৪,
বিক্রমাদিত্যের
দিল্লীর ডাকে ৩১০
ভূপেন্দ্রমোহন সরকার
জমি-শিকড়-আকাশ ২,
মণীন্দ্রনাথ দাসের
বিচিত্র প্রসঙ্গ ৪,
রামপদ মূখোপাধ্যায়ের
জীবন জাহ্নবী ৩১০
শক্তিপদ রায়গুপ্তের
অগ্নিসম্ভার ২১০
মহাত্মা গান্ধীর
আমার ধ্যানের ভারত ৩,
ছাত্রদের প্রতি ৪১০

॥ শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন ॥

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৫১০
কালিদাস রায়ের
আহরণ ৫,
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
অনুপূর্ণা ৫,
যতীন্দ্রমোহন বাগচীর
কাব্যমাল্য ৫,
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শতনরী ৫১০
সুনীমল বসুর
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৪,
বিহারীলাল অনাদিত
কুমারসম্ভব ৩,

॥ প্রবন্ধ ॥

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের
রবিদীপিতা ৫,
কাব্যবিচার ৫,
ডাঃ সুদীর্ঘকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
পশ্চিমের যাত্রী ৫,
ভারত-সংস্কৃতি ৫,
চরিত্র-সংগ্রহ ২১০
ডাঃ সুনীলকুমার দেব
নানা নিবন্ধ ৫১০
সরলাবালা সরকারের
সাহিত্য জিজ্ঞাসা ৩১০
ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্তের
নিরীক্ষা ৪,
ডাঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের
সমীক্ষা ৫,
নিম্মপাণ্ড চৌধুরীর
কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ৩১০
কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ৩,
হরপ্রসাদ মিত্রের
সাহিত্য পরিক্রমা ২১০

॥ অনুবাদ ॥

টলস্টয়ের
ওঅর গ্যান্ড পীস (একত্রে ১২০)
১ম খণ্ড ৪১০, ২য় খণ্ড ৪, ৩য় খণ্ড ৪১০
আনা কারেনিনা ৩,
ডস্টয়েভস্কির
ক্রাইম গ্যান্ড পানিশমেন্ট ৩,
টুর্গেনেভের
ভার্জিন সয়েল ২৫০
টমাস হাডির
এ পেয়ার অব ব্লু আইজ ৬,
আপটন সিনক্লেরার
প্রত্যাবর্তন ১ম-৩,
২য়-৩,
জর্জ ওরওয়েল
গ্যানিম্যাল ফার্ম ১১০
ওরু দত্তের
শ্রীমতী আর্ডের ৪,
অজ্ঞাত সৈনিক
চেনা-অচেনা ২১০
রোমানকোর
অন দি ভলগা ২১০

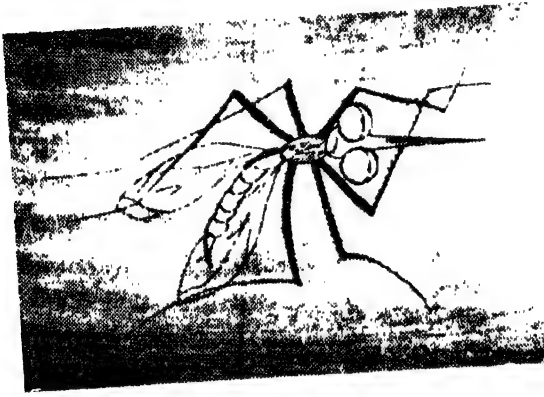
॥ শ্রেষ্ঠ গল্প ॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,
প্রবোধকুমার সান্যালের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,
আশাপূর্ণা দেবীর
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,
সুখনাথ ঘোষের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,
তারানাথকরের প্রিয় গল্প ৫,

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে, স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কীটহিংসী পত্রিকা

মশকবাহিনীর বিখ্যাত নেত্রী নিহত !

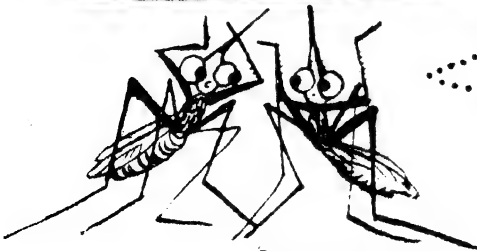


মথারীতি প্রাপ্তমর্মে বাহির
হইয়াছিলেন সেই সময় এক
ফ্লিট বন্দুকধারী তাঁহাকে
অকস্মাৎ নৃশংসভাবে আক্রমণ
করে। ঘটনাস্থলেই তাঁহার
মৃত্যু হয়।

‘ফ্লিট’ বন্দুকধারীর নৃশংস আক্রমণ !

ববিবার সকালে মালেরিয়া-
বাহী মশকবাহিনীর প্রখ্যাত
নেত্রী কুমারী চতুরা আনো-
ফিলিসের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে।

সংবাদে প্রকাশ, আকর্ষণ
মহুগরক ভোক্তার পর
কুমারী আনোফিলিস যখন
শয়নগৃহের নিরালা জায়গায়



‘তোমাকে বলে রাখছি,
আমাদের দিল
ঘনিষে এসেছে!’

মুষ্টিগ্রন্থ



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শিকার কথা-	...	২২৫
প্রসঙ্গত—	...	২২৬
বৈদেশিকী—	...	২২৭
সবুজ পাতার ডাক—শ্রীহারীতরুণ দেব	...	২২৯
জলপড়ে পাতা নড়ে—শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ	...	২৩৩
ডেক—মোলানা খাফী খান	...	২৪১

অ্যাসোসিয়েটেড-এব
প্রিন্টিং প্রি

প্রশান্ত চৌধুরীর
স্বগতোক্তি ৩।০

(নবোপন্যাস)

যেখানে সীতা স্বর্গনাথকে দেখায়
নতুন কানবালার ডিজাইন, লর্ড
ক্রাইব সিরাজশৌলকে খাওয়ায়
মোরগমশরুম, যেখানে উদরাময়ের
রোগীরা হন বৃক্কোদর, লম্বোদরা
হন ক্ষীণকটি, সেই রংগজগতের
বিচিত্র সব মানুষের হৃৎস্পন্দন।
অজস্র শাখা-কাহিনীর ধারায়
পুষ্ট এই প্রহমান গল্প-গাথার
বন্যা পাঠকমানের তত্প্রাণে রেখে
যাবে বাঙালীর নাট্য-ইতিহাসের
পরিমার্টি।

আমাদের প্রকাশনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছোটদের বই :

উপন্যাস : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মারুতির পৃষ্ঠা ৩।০ ॥ প্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালবরীর কথা ২।০ ॥ লীলা মজুমদারের
হলুদে পানীর পালক ২. ॥ শিবরত্ন চক্রবর্তীর বর্মার মামা ২।০ ॥ অনাথনাথ বসুর ছোটদের কলকবতী ১. ॥
প্রশান্ত চৌধুরী ও জয়ন্ত চৌধুরীর ছোট ২।০ ॥ 'অরুণ' এর জ্যাস্ত ভূতের দল ১।০ ॥

গিরীন্দ্রশেখরের বসুর লালকালো ৩.

ছোটদের মনের মধ্যে কালের গল্প বলার আশুনিচ যোগে অবনীন্দ্রনাথের জড়ি নেই। তার পরেই নাম করতে হয়
গিরীন্দ্রশেখরের। তার হাতে গল্পের কীট এবং বিষয় বস্তু দুইই এমন আশ্চর্য সুন্দর জোড় মিলেছে এ বইতে যে
ছোটরা এতে সহজে আনন্দ এবং কুপিত পাবে। এ বইয়ের বিস্তারিত আকর্ষণ যতীন্দ্রকুমার সেনের অগ্নিনিতি ছবি লাল-কালো-
নীল-হলুদে সব রঙের। পটভূমিতে গল্পের মধ্যে যেমন যতীন্দ্রকুমারের ছবির জোড় মিলেছিল, গিরীন্দ্রশেখরের লাল-
নীলকালোও যেমন মিলেছে। এ বইয়ের বুলনা হয় না।

বীরেন্দ্রনাথের বসুর বাঘের লুকোচুরি ২.

শিকারের গল্প পড়া ছাড়াও শিকার বিষয়ে অনেক কথা লেখক গল্পের ভিতর দিয়ে বলেছেন—নতুন শিকার-
শিকারীদের পক্ষে সেগলিও কাজে লাগবে বলে মনে হয়। তা ছাড়া প্রতিটি কাহিনীতে বাঘের স্বভাব, স্বাধীনতা বিরক
তা আভাস আছে, সে-সব-স্বাধীনতা পাঠকের আগ্রহান্বিত হও যা স্বাভাবিক। পানের বরজে বাঘ গল্পটিতে শিকারী কুকুর হারায়
না হারির কাহিনী পড়লে কিম্বা জগৎ এ ধরনের বৈচিত্র্য অমর আছে। বইখানিতে পরে আগাগোড়া লেখকের সাহসিকতা ও
কবিতা পরিচ্ছন্ন বসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বইয়ের ছাপা, বানান ও প্রচ্ছদপট সুন্দর।

রবীন্দ্র মেয়ের মায়াবাণী ১।০

গ্রন্থটিতে মোট তিনটি গল্প আছে—মায়াবাণী, ত পক্ষী ও কুলী। তিনটি গল্পই যথাক্রমে ডুমা, ভলটেরার ও
কোয়ালে—এই তিনজন বিখ্যাত ফরাসী লেখকের রচনার ছায়াবলম্বনে রচিত। গ্রন্থকার বলেছেন যে, গল্পগুলি তিনি
অবসরকালে নিজের ও ঘরের ছেলের চিত্তবিনোদনের জন্য লিখেছেন এবং সেজন্য কোন অলঙ্কার বিন্যাসের প্রয়োজনবোধ
করেননি। কিন্তু লেখক নিপুণভাবে গল্পগুলি বলেছেন এবং ছেলেমেয়েদের শৃঙ্খল নয়, বড়দেরও চিত্তবিনোদন করতে তা
ক্ষম্য হবে। ছাপা ও বানান সুন্দর।

'বনফল'-এর করবী ১।০

বনফল সাহিত্যিকরূপে বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত, কিন্তু অলোচ্য পুস্তকখানি তাঁর পুরাতন সাহিত্যরচনা থেকে
একটু পৃথক। গল্পগুলি প্রধানত ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা। তবে বনফলের স্বভাববিশিষ্ট সরসতার এখানেও অভাব
নেই। রঙীন প্রজাপতিক লক্ষ্য করে ঘর হতে বেরোলে এ বড়ো, প্রজাপতি করবীগাছে বসল, বই-এর করবী নামের
উৎপত্তির কারণ ঘটিল সে কোথায় উদ্যত হয়ে গেল, কিন্তু ভুলের চিন্তারাজে এর পরে কত সাহাজ্যের উত্থান ও পতন
এক সমস্ত দিন ধরে, চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে তার সমস্ত দিন বোঝান লেখক। অন্যান্য গল্পগুলিও সমানভাবে উপভোগ্য।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রামঃ কালিয়ার ৯৩, মহাস্থা গাছী রোড, কলিকাতা ৭ ফোনঃ ৩৪-২৬৪৩

যদি আপনি
জীবনযাত্রার মান
উঁচু করতে চান

—পড়ে দেখুন!



আজকাল ভাগভাবে পাঁচবার কত প্রয়োগ হচ্ছে—তবু পুরণে সংস্কার আর সেকেন্দ্রে ধারণা আঁকড়ে থেকে কত লোক সে সব প্রয়োগ নষ্ট করে।

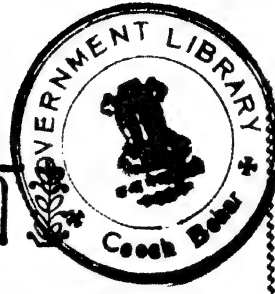
দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের পানির অভ্যাসের কথাই ধরুন। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে হলে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্ততঃ দু' আউন্স গ্রেহপদার্থ খাওয়া দরকার। বনস্পতির ভেতর এই গ্রেহপদার্থ আমরা সহজেই পাই। তবুও বনস্পতি দিয়ে রান্না করতে এখনো অনেক লোকের সংস্কারে বাধে। তারা মনে করে যে এই উদ্ভিদ গ্রেহপদার্থ কেবল জারতেই তৈরী হয়—কিন্তু মোটেই ভেবে দেখে না যে সারা পৃথিবীতেই স্বাস্থ্যবান লোকেরা বিশেষ প্রণালীতে তৈরী উদ্ভিদ গ্রেহ দিয়ে রান্না করা পছন্দ করেন। এমন কি ডেনমার্ক, হল্যান্ড ও আমেরিকার মত পৃথিবীর মধ্যে নামকরা মাছনের দেশেও দুর্ভজাত গ্রেহপদার্থের চেয়ে বনস্পতির

মত উদ্ভিদ গ্রেহের ব্যবহারের প্রেরণা। কেন বলবো? কারণ লোকে ভেবেছে যে এই সব উদ্ভিদ গ্রেহ দুর্ভজাত গ্রেহপদার্থের মতই পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ এবং এতে খরচও কম।

পুরোপুরি পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় ভিটামিনে সমৃদ্ধ বনস্পতি চিনাবাদাম ও তিলের তেলে তৈরী। কর্মক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণাবলীনে পরিচালিত আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত ক্যান্টিনার বিচারে প্রণালীতে বনস্পতি তৈরী হয়—যাতে আপনার কণ্ঠে তা নিঃসংশয়ে বিস্তৃত ও ঘনীভূত উপকারিতার আকারে পৌঁছয়। উপরন্তু, বনস্পতির প্রতি আউন্স এ-ভিটামিনের ১০০ আন্তর্জাতিক ইউনিটে সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন হৃৎ ও চোখ ভাল রাখবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

যে সব লোকের জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু তারা রান্নার ক্ষেত্রে বিস্তৃত গ্রেহজাতীয় পদার্থ পছন্দ করেন—আপনারও বনস্পতি ব্যবহার শুরু করা উচিত নয় কি?

বনস্পতি — বাড়ীর গিন্নীর বন্ধু



॥ ন্যাশনালের প্রকাশিত বই ॥

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর
ভাগনাদিহির মাঠে

একশো বছর আগের সাঁওতাল বিদ্রোহের
পটভূমিকায় একটি প্রাণবন্ত কাহিনী। ১৭৫

অরুণ চৌধুরীর

সীমানা

পূর্ববঙ্গের জনজীবনের ওপর পাঁচটি
গল্পের সংকলন ॥ ১৭৫

ননী ভৌমিকের

চৈত্রাদিন

কবির জীবন ও ঘটনার পটভূমিকায় দশটি
ছোট গল্পের সংকলন ॥ ৪০০

গোলাম কুদ্দুসের

একসঙ্গে

প্রাচীন জীবনের অনবদ্য রিপোর্টাজ ২০০

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ক'টি কবিতা ও একলব্য

সম্প্রতিকালের কবিতার সংকলন। ২০০

গীতা মুখোপাধ্যায়

আমার দেখা চীনের গণ-কমিউন

প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে চীনের গণ-কমিউন।
০-৬৬

এ. এন. কানভের

মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ

শারীর-সংস্থান ও শারীর-ব্যবহার (Ana-
tomy and Physiology) কঠিন তাহার
সহজ অথচ বিশদ আলোচনা। ইউনিভার্সিটি
কলেজ অফ মেডিসিনের এনাটমি-বিভাগের
বিভাগ-প্রধান ডাঃ হারিস্ট চ্যাটার্জি কর্তৃক
লিখিত। ৭০০

সাহিত্য ও শিল্প প্রসঙ্গে

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন

সাহিত্য ও শিল্পকলার ওপর মার্কস-এঙ্গেলস
ও লেনিনের বিভিন্ন লেখার সংকলন ॥
৩০০

মও-সে-ভুঙের

শিল্প ও সাহিত্যের সমস্যা ৭০

শীত বের হয়ে

অমরেন্দ্র ঘোষের

চরকাশেম

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২ বকিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকতা-১২
শাখাঃ ১৭২ হুমায়েন স্ট্রীট, কলিকতা-১৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি—মন্মটভট্ট	...	২৪৯
বিশ্ববিচিত্রা—	...	২৫৭
স্মৃতিচারণ—শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	২৫৯
বিজ্ঞান বৈচিত্র্য—চক্রদত্ত	...	২৬৫
যার গেছে (কবিতা)—শ্রীজ্যোতির্ময় গুপ্তোপাধ্যায়	...	২৬৬
মধ্যবৃত্ত (কবিতা)—শ্রীঅঞ্জলি মুখোপাধ্যায়	...	২৬৬

প্রকাশিত হইল — মহেন্দ্র গুপ্তের

হে অতীত কথা! কণ্ঠ

এই অতীত কবিতার পটভূমিকায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
সংগঠিত। উপন্যাস নয় উপন্যাসের চরিত্রের মতো পর্বতের নানারসের
বিশিষ্ট মন্দির। তবে সঙ্গীত বাংলা সংস্কৃতির এক যুগের অনুপ্রাণ। সমঃ—S.

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত

কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র ৫

সুবোধ চক্রবর্তীর উপন্যাস

প্রমথনাথ বিশির প্রেস্ট রচনা

একটি আশ্বাস ডাঃ বাংলার কবি ৪,

গজেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস	বিনোদচরণ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীবাসবের উপন্যাস
সোহাগপুরা ৪,	অন্য দিগন্ত ৫,	একাকার ৫,
শরাদেশ্বর, কল্যাণপাধ্যায়	বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	রামপদ মুখোপাধ্যায়
মায়া কুরঙ্গী ৩১০	অরণ্যবাসির ৬,	মনকৈতকী ৬,
ব্রহ্মেরাৎ ৩১০	বনদাহিতা ২১০	দুরন্ত মন ৩,

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের বিখ্যাত আত্মজীবনী কাণ্ডের পরিচয়

রূপসী কারাবাসিনী, চাঁকার কুমার, রূপসীর শেষ শত্রু, রূপসীর ছলনা,
রূপসী বদিনী, রূপসীর নিকৃতি, রূপসীর সংকট, রূপসীর ফাঁদ, রূপসী
সর্বনাশী, আহাজড়ুরী প্রত্যেকখানা ২১০ বিঃ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কল্যাণলিস স্ট্রীট, কলিকতা ৬ ফোনঃ ৩৪-২১৮৪

দেশ

বিনামূল্যে উপহারের
মেসাদ এখন ১৫ই
সেপ্টেম্বর ১৯৫৯
পর্যন্ত বাড়িয়ে
দেওয়া হল

জনসন-এর শিশু-প্রসাধন কিনলে
আপনার বাচ্চার জন্যে বিনামূল্যে
একটি সুন্দর উপহার পাবেন!

জুলাই ছিল জনসন-এর শিশুপ্রসাধন—কিন্তু বিনামূল্যে উপহারের মেসাদ
বাড়িয়ে দেওয়া হল। ১৯৫৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরের আগে প্রাপ্ত
বিনামূল্যে উপহারের অনুরোধ বা ঐ তারিখের ডাকঘরের ছাপ-
সহ অনুরোধপত্রও গৃহীত হবে। আপনার দরকারী জিনিসগুলো
কিছু বেশী করে এখনই কিনে রাখুন—এক আপনার বাচ্চার জন্যে
বিনামূল্যে একটি সুন্দর উপহার নিন।

বিনামূল্যে উপহার কেন্দ্র করে পাওয়া যায়

- জনসন বেবি সোপ, জনসন বেবি ক্রীম ও জনসন বেবি
অয়েল—এর যোগে ৬টি মোড়ক বা জনসন জী-ইন-ওয়ান বেবি
সোপ বিস্কিট প্যাকেজ ৬টি মোড়ক সার্টিকিট অব পোষ্ট—এ
যোগে সর্ব ১২৭৬ বোম্বাই টিকানা পাঠান।
- মোড়কের সঙ্গে জনসন-এর জিনিস বিক্রয়কার কাছ থেকে
বাচ্চার উপহার-কলন নিয়ে পায়ান কিবা নীচের বিষয়গুলো
কিনে একটি চিঠি পাঠান—
- (১) যে মোড়কগুলো পাচ্ছেন তার তালিকা
- (২) আপনার বাচ্চাটি ছেলে কি মেয়ে
- (৩) বড় অক্ষরে আপনার পুরো নাম ও ঠিকানা

এর পরিবর্তে আপনি কিনা ডাকঘরকে আপনার উপহার পাবেন।

জনসন এও জনসন

৬০ বছরের ওপর শিশু-প্রসাধন প্রস্তুতকারী
জনসন এও জনসন সব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লি





বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
তৃষ্ণা (কবিতা)—শ্রীসুন্দরীলকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	২৬৬
তিন দিন তিন রাত্রি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	২৬৭
পুস্তক পরিচয়—	...	২৭০
ট্রামেবাসে—	...	২৭৭
রংগজগৎ—চন্দ্রশেখর	...	২৭৮
খেলার মাঠে—একলব্য	...	২৮৫
সাপ্তাহিক সংবাদ—	...	২৮৮

Sulekha SILVER JUBILEE ESSAY COMPETITION—1959

ভারতের সর্বত্র ছাত্রগণ অধিক সংখ্যায় বাহ্যতে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করার সুবিধা পান। তজ্জন্য সুলেখা রজত-জয়ন্তী রচনা প্রতিযোগিতা কমিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কারভাঙ্গা হলে ১৯৫৯ সালের ১২ই আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় রচনা দাখিল করার শেষ তারিখ ১৯৫৯ সালের ১৫ই আগস্টের পরিবর্তে ১৯৫৯ সালের ২রা অক্টোবর পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যোগদানের ফরম পাওয়ার শেষ তারিখ ১৯৫৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর নির্ধারিত হইয়াছে।

**সুলেখা রজত-জয়ন্তী রচনা
প্রতিযোগিতা কমিটি—১৯৫৯**

উদ্যোক্তা : সুলেখা ওয়ার্ক'স লিঃ
কলিকাতা : দিল্লী : বোম্বাই : মাদ্রাস

নিউ এজ এর বই বলতে
বোকার : সেরা

লেখক, সার্থক রচনা, সুলেখা মূল্য

যা বলো

শংকর-এর

তাই বলো

নতুন বই

আইনের আওতা ত্যাগ

করে "কত অজানার"র লেখক শংকর এবার আর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করলেন। ইউ-কাঠ-পাথরের প্রাণহীন এক শহরে একটি স্থানবিন্যাসী শিশু এক বিচিত্র বিশ্বকে আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু কৈশোর এবং যৌবনের সিংহাসার পার হয়ে এসেও সে-জগতের অন্তর্লোকে প্রবেশের অধিকার মেলেনি তার, এবং বোধ হয় সেই কারণেই আজও তার জিজ্ঞাসার শেষ হয়নি। "যা বলো তাই বলো" এই অসমাপ্ত আত্ম-সন্ধানের ইতিহাস। তিন টাকা।

শরাদিন্দু

বন্দোপাধ্যায়-এর

নতুন বই

সদাশিবের

তিনকড়

ছোটদের জন্য লেখা শরাদিন্দু-বাবুর সর্বাধুনিক ঐতিহাসিক কাহিনী। শিবাজীর অন্যতর বাসক সদাশিবের রোমাণ্টিক অভিজ্ঞান। ১.৭৫

বিজ্ঞাপ্তি

রাজধানীর পাঠকদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন দিল্লীর গোল মার্কেট শাখা হাতে আমাদের প্রকাশিত বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজী পুস্তক ছাড়াও অন্যান্য প্রকাশক-দের বই বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

তরুণকুমার ভাদুড়ী
মরুপ্রান্তর [২য় সংস্করণ] ৪,
মহাশেতা ভট্টাচার্য
নটী [২য় সংস্করণ] ৪,

প্রকাশিত হচ্ছে :

মূল্যকরাজ আনন্দের

॥ নায়কের কৈফিয়ত ॥

খড়ির লিখন

নতুন

এক নবীন শিল্পিকার সমৃদ্ধ স্বাভাবিক চিত্রণ কোয়ালিটির ডবল-সাইডেড ক্রয়-নকশা পরিসর থেকে দেখা এক বিশাল জগতের বিচিত্র কাহিনী। ২.৫০

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ

২২ ক্যানিং স্ট্রীট, ১২ বকিংহাম স্ট্রীট
স্ট্রীট, কলিকাতা - গোল মার্কেট, নই দিল্লী - ১

'কবিতা মেলা'-প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থ

লিঙ্গিক ও মাননধর্মিতার অসামান্য
হরগৌরীমিলনেই

অরুণ ভট্টাচার্যের

কবিতার সিদ্ধি। সুদীর্ঘ তেরো বৎসর
একাগ্র কাব্যচর্চায় তাঁর এ বিশ্বাস
জন্মেছে যে কাব্য-সৌন্দর্য ও কবিতার
ধর্ম একই প্রত্যয়ের দ্বিবিধ রূপ। সুতরাং
শব্দের জাদুতে তিনি যেমন বিশ্বাসী,
অভিজ্ঞতার চিরিত প্রতিফলনেও তাঁর
আত্মা তেমনই অবিচল। নিজস্ব অনন্য
অনুভূতির 'পর সর্বদা নিভরশীল বলেই
তিনি বর্তমান দশকের অন্যতম বিশিষ্ট
কবি, তাঁর সদ্য প্রকাশিত তৃতীয়
কাব্য-গ্রন্থ

মিলিত সংসার

ঐতিহাসিক্ত হয়েও পুংসবরীদের
সম্পূর্ণ প্রভাবম্ভুত ॥ দু' টাকা ॥

**অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের
বিষুবরেখা**

এই শতকের জটিল নগ্নায় অঙ্কিত
দোলাচলে ভূমিষ্ঠ প্রাথমিক রচনাবলী
ক্লেমেই এখন আধুনিক কবিতায় রূপ-
ান্তরিত। উক্ত রূপান্তরের মনন অবিকল
ধারাবাহিকতা সঞ্চিত হয়েছে এই গ্রন্থে।
সমাহিত প্রার্থনা ও বিচ্ছিন্নতার
বৈপরীত্যে, স্বপ্ন, রোদ্দে এবং স্পর্শিত
বৃষ্টিতে-গণিব্যার প্রেম, পুংসব, শহর,
ভাঙানদী, দুপুর, জ্যোৎস্নার এক
অশ্রুত মিছিলে সংহত নিবেদনঃ
বিষুবরেখা। আজন্মকাল প্রবাহিত
উচ্চারণে দুটি আরো একজন আধুনিক
কবি এখানে বর্তমান। অশ্রুত আট-
চাল্লিশটি কবিতার রচনাকাল ১৩৬৩
থেকে ১৩৬৬-র হাল আমল পর্যন্ত।

॥ দাম দু' টাকা ॥

শারদীয়া পূজায় সৌখিন নাট্য-সম্প্রদায়ের
অভিনয় উপযোগী দুখানি নাটক

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রাত্রি শেষ (২য় সং)

দুই টাকা
সদ্য প্রকাশিত

চৌধুরী বাড়ি

দু' টাকা

ন্যাশনাল পাবলিশার্স

২০৬ কন'ও'আলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

(সি ৮৭০৬)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

রূপসী রাত্রি

দামঃ ৫.০০ টাকা

শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর

রবীন্দ্রনাথসের

উৎস-সন্ধান

দামঃ ৩.৫০ টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত

৯ম সংস্করণঃ ৫.০০ টাকা

ছেলেদের বিবেকানন্দ

৬ষ্ঠ সংস্করণঃ ১.২৫ টাকা

প্রকাশিত হইল

তারাকঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তিন শূন্য

দামঃ ৩.৫০ টাকা

সুবোধ ঘোষের

শতকিয়া

দামঃ ৮.০০ টাকা

ভারত প্রেমকথা

৬ষ্ঠ সংস্করণঃ ৬.০০ টাকা

আচার্য কীর্তিমোহন সেনের

চিৎসয় বঙ্গ

২য় সংস্করণঃ ৪.০০

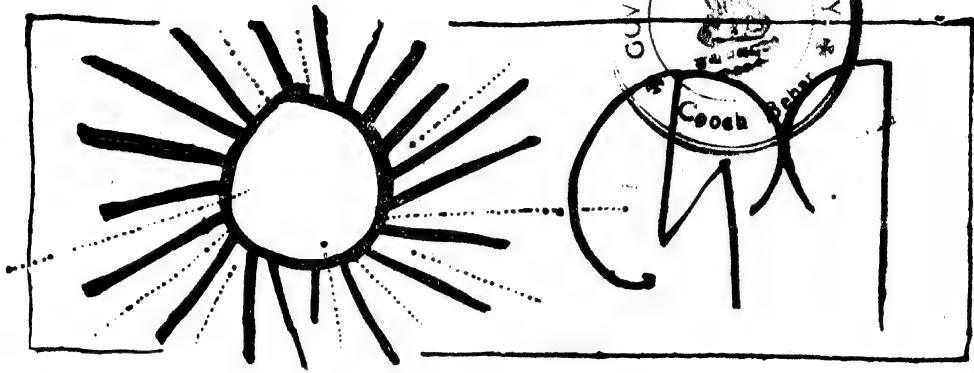
সরলাবালা সরকারের

গল্প-সংগ্রহ

দামঃ ৫.০০ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯



DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 22nd August, 1959

২৬ বর্ষ ২ সংখ্যা ৬৩ ২ ৬০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৫ ভাদ্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সম্প্রতি দুইটি সম্মেলন হইয়া গেল : একটি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীদের অন্যটি কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষকদের।

শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সূচনাতেই (১৯৬৫-৬৬ সালে) সমগ্র ভারতে ছয় হইতে এগারো বৎসর বালক-বালিকাদের জন্য আবশ্যিক ও অর্থনৈতিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে। এখন, তাহাদের হিসাবে, ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা দাঁড়িবে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ। অর্থাৎ এখনকার সংখ্যা অপেক্ষা প্রায় আড়াই কোটি অধিক। ইহার জন্য অতিরিক্ত ৫ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন। এইসব প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা বাস্তব মাপেই ইহাদের আবশ্যিক শিক্ষা দেওয়া হইবে। বালকদের শিক্ষা যে পরিমাণ অগ্রসর হইয়াছে, বালিকাদের ক্ষেত্রে তদন্ত হয় নাই। সেজন্য আগামী পরিকল্পনায় উত্তর স্ত্রীমালী বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি আশা করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও জনসাধারণের সহযোগিতায় আগামী পরিকল্পনা • বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হইবে।

কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষকদের যে সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে কিন্তু সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশ্বাস খুব গভীর বলিয়া মনে হইল না। তাহাদের প্রথম এবং প্রধান অভিযোগ শিক্ষকদের বেতন লইয়া। তাহাদের মতে প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যূনতম মাসিক বেতন ১০০ টাকা ও ভাতা ২৫ টাকা হওয়া উচিত। তাহাদের বিশ্বাস, অর্থাভাবে অজুহাত না তুলিয়া সরকার

শিক্ষার কথা

এই ন্যূনতম বেতনের ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দেই করিতে পারেন যদি হাজার হাজার টাকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের জন্য অপব্যয় না করেন। সভায় বিনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার এবং ছাত্রছাত্রীদের উপর অনাবশ্যক হিন্দী ও চরকা শিক্ষা চাপাইয়া দেওয়ার প্রতিবাদ করা হয়।

কোনো সম্মেলনেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে কোন আলোচনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মন্ত্রী সম্মেলন বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষকদের শিক্ষাদানের কথা চিন্তা করিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন বেতন বৃদ্ধির কথা। আশা করি ছাত্রদের শিক্ষা-বৃদ্ধির কথা উভয় সম্মেলনের মনের অন্তরালে রাখিয়াছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে ছাত্রদের শিক্ষার যে শোচনীয় অবস্থা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার মূল কারণ প্রাথমিক শিক্ষার অবনতি। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনান্তে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করিবে এবং সম্ভবত, অত্যন্ত ভাল ছেলেরাই কলেজে পড়িবে এই রকম অভিজ্ঞ মন্ত্রী-সম্মেলনে অভিব্যক্তি হইয়াছে। তা যদি হয় তাহা হইলে দরিদ্র লইতে হইবে ভারতের সাধারণ নাগরিকের শিক্ষা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই শেষ হইয়া যাইবে, আর তাহাদের বেশির ভাগেরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এমন অবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। শিক্ষা নির্ভর করে প্রধানত শিক্ষকের উপর। যাঁহাদের উপর ছাত্রদের বিনিয়াদ গঠনের ভার, বেতন হিসাবে তাহাদের এক শত টাকা দেওয়া কিছূই নয়। একজন

সাধারণ করণিক অপেক্ষা তাহাদের দায়িত্বও গুরুতর, বৃত্তিও মহত্তর। শিক্ষা-বিস্তার এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের কথা যাঁহারা চিন্তা করেন, অত্যন্ত আশ্চর্য ও পারিতোষের বিষয়, তাঁহারা এই নিত্যন্ত সাধারণ বিষয়টি বিবেচনা করিতে তুলিয়া যান।

তাহার অনিবার্য পরিণতি এই হইয়াছে যে, শিক্ষার বিনিয়াদ যেখানে প্রস্তুত হইতেছে সেখানে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ঘটিতেছে। উপযুক্ত বেতন, অর্থাৎ উপযুক্ত মর্যাদার অভাবে শিক্ষা-বিভাগ প্রথম শ্রেণীর লোককে আকৃষ্ট করিতেছে না। একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষকের অভাব এতভাবে দেখা দিয়াছে। তাহার ফলে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা আজ প্রহসনে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

যদি ধরিয়া লইতে হয় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ভারতবর্ষের ভারী নাগরিক-দের চরিত্র ও শিক্ষার বিনিয়াদ গঠিত হইবে, তাহা হইলে সেখানকার শিক্ষক-মনোনিয়ন সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে। ট্রেনিং-এর আবশ্যিকতা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তাহার চেয়েও বড় কথা, নিচের ক্লাসে পড়াইতে নিচু বেতনে নিচের-ক্লাসের শিক্ষকই যথেষ্ট, এ নীতি ত্যাগ করিতে হইবে।

অন্যান্য বিভাগে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, তাহার তুলনায় শিক্ষার জন্য অতি সামান্য মাত্রই উৎসাহ প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাহার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রের কর্মীদের ট্রেড-ইউনিয়নজনের আব-হাওয়া আজ শিক্ষাক্ষেত্রেও সঞ্চারিত হইয়াছে, যাহা শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাক্ষেত্র, সবেরই পক্ষে ভয়াবহ। কিন্তু তাদের দিক হইতে গৃহ নির্মাণ আরম্ভ করিলে এই অবস্থা অবশ্য ভাব্য।

প্রসঙ্গ

যেদিন পরাধীন ছিলাম সেদিন রাজনীতি আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে ছিল। আমাদের শিক্ষায়তন থেকে নাট্যশালা এবং পৌরপ্রতিষ্ঠান সমস্তের সংগে রাজনীতি ছিল জড়িয়ে। সেদিন মুন্সির ক্ষুধাই ছিল পরম ক্ষুধা। আর সব ছিল তার নিচে। এবং তার আবশ্যকও ছিল। আজ রাজনৈতিক মুক্তি আমরা পেয়েছি। কিন্তু মন এখনও সেখানে এসে পৌঁছতে পারিনি, এখনও পড়ে আছে সেই পরাধীন যুগের পরিবেশে।

আমাদের ছেলেবেলায় পাঁচখানা গ্রামের মধ্যে একজন ডাক্তার ছিলেন। একটি বেটো ঘোড়ায় চড়ে প্রত্যহ তিনি এই পাঁচখানা গ্রাম পরিভ্রমণ করতেন এবং একক ম্যালেরিয়া থেকে আরম্ভ করে দুর্ব্বহ শল্যচিকিৎসা পর্যন্ত সবই সম্পন্ন করতেন। যে বাঁচবার সে বাঁচত, যে বাঁচবার নয় সে মরত। কলকাতার উন্নত আবহাওয়ায় এসে দেখি যে-ডাক্তার চোখ দেখেন তিনি কান দেখেন না, যিনি ঔষধ দেন তিনি অস্ত্র ধারণ করেন না। বিশেষজ্ঞের মধ্যে কাজ ভাগ হয়ে গেছে। একের গন্ডি অন্যে মার্জন না।

আমরা স্বাধীন হয়েছি বটে, কিন্তু পণ্ড-গ্রামী রাজনীতি তার বেটো ঘোড়াটি এখনও ছাড়েনি। তাইতে চড়ে স্কুল-কলেজ থেকে কর্পোরেশন পর্যন্ত পণ্ডগ্রাম পরিভ্রমণ করে বোড়াচ্ছে এবং একক সকল রোগের বাস্খ্যও দিচ্ছে, শল্যচিকিৎসাও করছে। বিশেষজ্ঞের মধ্যে কর্মবিভাগের কোনো লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না।

কথাতা মনে পড়ল, কলিকাতা কর্পোরেশনের "কেরল প্রস্তাব" সম্পর্কীয় মামলায় হাইকোর্টের বিচারপতির রায় দেখে।

*

এবারে স্বাধীনতা দিবসে দিল্লির লাল কেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তার মধ্যে একটা নতুন সুর ধ্বনিত হয়েছে। স্বাধীন বংশরের অভিজ্ঞতায় ধৈর্যশো ও সেনানায় তা ভিন্নমান। তিনি বলেছেন, অন্যের ভিক্ষায় কোনো জাতি সমৃদ্ধ হয় না। দিল্লি, কলকাতা কি মাদ্রাজের মতো কয়েকটি বড় শহরের সমৃদ্ধির মধ্যেই জাতির সমৃদ্ধি নিহিত নয়। দেশের পাঁচ লক্ষ গ্রাম যদি পরাধীনতা ও শত্রুতা থেকে মুক্তি পায় তবেই জাতি সমৃদ্ধ হবে। আর গ্রামগুলি যদি সব সময়েই সরকারী সাহায্যের দিকে চোখে থাকে, তারা সমৃদ্ধ হতে পারবে না। সরকারী কর্মচারীদের উপর কোনো কাজের ভার দিলেই তা প্রাণহীন কার্যক্রমে

যর্ষবিস্ত হয়। তার তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়।" স্বাধীনতা-উৎসবের দিনে না হলেও এ রকম কথা তিনি আগেও অবশ্য বলেছেন। সরকারী কর্মচারীদের 'নেক-টাই' খুলে ফেলার উপদেশ দিয়েছেন। অথবা বিপদের সময় সকল দেশেই জনসাধারণকে সরকারের মুখাপেক্ষী হতে হয়, তাদের সাহায্যের জন্যে সরকারী কর্মচারীদেরও নেমে আসতে হয়। তা ছাড়া সরকার এবং সরকারী কর্মচারীদের আর সাধকতাই বা কি? অথচ কোথাও তো সরকারী কাজ এমন প্রাণহীন মামুলী কার্যক্রমে পরিণত হয় না। এখানেই বা হয় কেন? ইংরেজ সার চলে গেছে। রাজার জাতির কর্মচারীরা সেই ঐতিহ্য কি এখনও বার্নি? জনসাধারণের সংগে এদের সেই দুরূহ এখনও রয়েছে কি? এখনও কি বিদেশী শাসকেরাই রাজারক্ষা করে চলেছেন? কে জানে কেন এমন হয়।

*

শ্রীকান্তগোপালাচ বীর স্বতন্ত্র দলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেছে। এই সমস্ত আলোচনার মোটামুটি সূত্র কিন্তু একেবারে নৈরাশ্য-বাক্ত নয়। স্বতন্ত্র দল এখনই কেন্দ্রে অথবা বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভায় শক্তিবিশ্বের কথা ভাবছেন বলে মনে হয় না। তাঁদের লক্ষ্য আগামী নির্বাচন। তাঁরা নাকি স্থির করেছেন যে, আগামী এক বৎসরের মধ্যে অন্তত দশ লক্ষ সভা সংগ্রহ করবেন।

এই দশ লক্ষ সভা কিভাবে সংগৃহীত হবে তা নিয়ে গবেষণা চলছে। রাজাজী অতি দীর্ঘকাল কংগ্রেসে নেতৃত্ব করেছেন। তিনি কংগ্রেস থেকে সরে এলেও কংগ্রেসের মধ্যে বিশেষ করে কংগ্রেসের প্রবীণ অংশের মধ্যে তাঁর কিছুসংখ্যক বন্ধু ও অনুরাগী থাকা অসম্ভব নয়। ঠিক এখনই না হলেও তারও একটু স্বতন্ত্র দলের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে ভরসা জাগলে আগামী নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁদের স্বতন্ত্র দল যোগদান করার সম্ভাবনা রয়েছে। কংগ্রেসের ভূমিসংস্কার ও বৃহৎ শিল্প সম্প্রদায় প্রগতিপন্থী নীতির ফলে শত্রু প্রবীণ কংগ্রেসীদের মধ্যেই নয়, ধনী সম্প্রদায়ের আরও যে একটা দল স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের শক্তিবর্ধন করেছেন তাঁদের মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গি জাগা অস্বাভাবিক নয়।

আপাতত তাঁরা হয়তো অর্থ সাহায্যের মধ্যেই স্বতন্ত্র দলের উপর সহানুভূতি সীমাবদ্ধ রাখবেন। কিন্তু সুবিধা বৃদ্ধি পাবে প্রকাশ্যে যোগদানও করতে পারেন। ধনীদিগের ঘাটি হল বোম্বাই শহর। সেই বোম্বাইতে স্বতন্ত্র দলের সম্মেলন যে অভাবনা পেয়েছে তাতে এরকম অনুমান অমূলক নয়।

দল গড়তে প্রথম যে বস্তুটির আবশ্যক সে হচ্ছে রাজনৈতিক বুদ্ধি। তার পরেই হল অর্থ। স্বতন্ত্র দলে অন্তত এই দুটোর কেনোটোরই অভাব হবে বলে মনে হয় না। বোম্বাইতে স্বতন্ত্র দলের সূচনা হলেও তাঁদের প্রধান ঘাটি কিন্তু মাদ্রাজ। মাদ্রাজে রাজাজীর যথেষ্ট প্রভাব আছে। শ্রীধরবরের দলও তাঁর সংগে যোগ দিয়েছে। অল্প প্রদেশেও শ্রী এনি জি রংগের প্রভাব অনেকখানি। শ্রীরঙ্গ নিজের কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাঁর অনুরাগী যারা তাঁর পদত্যাগ করতে পারেন। অশেষ কিছু কমুনিষ্টদেরও কিছু প্রভাব আছে। এই গোলমালে কংগ্রেসের ভিতরকার বামপন্থী দল কি করবেন এখনই বলা শক্ত। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও মহাশূরেও এই রক্ষণপন্থী দলের সমর্থকের অভাব ঘটেছে বলেই মনে হয়। বিহারে ইতিমধ্যেই এরা রামগড়ের রাজার 'জনতা' দলের সমর্থন পেয়েছেন। আনুষ্ঠানিক পর্বটুকু বাকি আছে। সেই সংগে যদি ঝড়ঝন্ডের শ্রীজয়পাল সিং-এর দলকে পেয়ে যান, তা হলে বিহারে এখনই স্বতন্ত্র দলের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে। উত্তর প্রদেশে শ্রীপলি-ওয়ারের দলও ইতিমধ্যেই এদের সংগে যোগ দিয়েছেন। সেখানে কংগ্রেসের পরেই প্রজাসোসালিস্ট দলের প্রভাব। এই দলে অনেকে আছেন যারা অন্য কোথাও যাবার জায়গা না থাকার জন্যেই আছেন। তাঁদের কিছুসংখ্যক স্বতন্ত্র দলে ভিড়ে যেতে পারেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে স্বতন্ত্র দল আসে প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা সন্দেহ। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, আসাম, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর থেকে এখনও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। পাঞ্জাবের ধনী কৃষক সমাজের একাংশ যদি বা সাড়া দেয়, অনন্য রাজা দেবে বলে মনে হয় না। কারণ এই সমস্ত রাজ্যে হয় কংগ্রেসের বামপন্থী দলের নয় কমুনিষ্ট দলের প্রভাবই সর্বাধিক। আর স্বতন্ত্র দলের সংগ্রামই হচ্ছে, রাজাজীর মতে, কমুনিষ্টপন্থী কংগ্রেস ও কমুনিষ্ট দলের বিরুদ্ধেই।

সোভিয়েট নেতা মিঃ খ্রুশ্চেভ আমন্ত্রিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে দেখা এবং কথা-বার্তা হবে। সুতরাং যাকে বলা যায় একেবারে বিশুদ্ধ "শীর্ষ-সম্মেলন" তাই ঘটবে। একেবারে দুই দিকের দুই মাথা, লেজুডটেজুড সঙ্গে থাকবে না, ছোটো-বড়ো মাপামাপ নেই। অবশ্য আনুষ্ঠানিক-ভাবে এটাকে শীর্ষ-সম্মেলন বলা হবে না। শীর্ষ-সম্মেলনের জন্য যারা ওকালতি করেছিলেন, তাঁরা ঠিক এই বকমটি চান নি, যদিও শেষ পর্যন্ত কেউ কেউ মূখ্য ফটোই প্রায় বলতে আরম্ভ করেছিলেন যে, শব্দের প্রধান দুই প্রতিপক্ষ যখন সোভিয়েট এবং আমেরিকা তখন এই দুই শক্তির কতীরা যদি মিলিত হয়ে একটু কথাবার্তা বন, তাহলেই আর-সকলের আতঙ্কটা কিঞ্চিৎ কমতে শুরু করে।

কিন্তু এবার্ষিক মিলন আমেরিকা এবং সোভিয়েটের স্ব স্ব দলভুক্ত বাণিজ্যিক কর্তাদের অবিমিশ্র আনন্দের কারণ হবে এরূপ মনে করা যায় না। অবশ্য প্রকাশ্যে কেউ আপত্তি তুলছেন না, তোলা যায়ও না। তবে যদি হেসে হিঃ হিঃ করতেন, তাঁদের হাসিও অনেকটা কাঠফাঁস বলে সন্দেহ হয়। এমন কি বাটনের সম্বন্ধেও তাই মনে হয়, যদিও মিঃ ম্যাকমিলান শীর্ষ-সম্মেলন ঘটানোর চেয়ে আনন্দ করেছেন। তাঁর সোভিয়েট সফর ফ্রান্সের এবং তাঁর চেয়েও বেশি পশ্চিম জার্মানির সরকারী মহাল সাপেক্ষে সফরত এবং সমালোচনা উদ্দেশ্যে করেছিল। মিঃ খ্রুশ্চেভের আমেরিকা বার্ষিক আমন্ত্রণের সংবাদে মিঃ ম্যাকমিলান আমান প্রকাশ করেছেন কাউন্সিলে তাঁর পেছনে কিছটো বেদনা, ভয় এবং সন্দেহ নিচ্ছই আছে।

প্রথমে সম্প্রতি মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সোভিয়েট সফর-কালে তাঁর সঙ্গে সোভিয়েট সরকারের যোগ্য ব্যবহার করেছেন তাঁর সঙ্গে মিঃ ম্যাকমিলান তাঁর নিজের সোভিয়েট সফরের অভিজ্ঞতা তুলনা করে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ না হয়ে পারেন না। কারণ মিঃ নিক্সনের সঙ্গে সোভিয়েট সরকার যোগ্য ব্যবহার করেছেন তাঁর তুলনায় মিঃ ম্যাকমিলান যে ব্যবহার পেয়ে-ছিলেন তাকে তাচ্ছিল্যই বলা চলে। এ তো গেল ও-পক্ষের কথা; এ-পক্ষের ব্যবহারও মনে খোঁচা খাওয়ার মতো দুটো একটা কাঁটা আছে। মিঃ খ্রুশ্চেভকে আমন্ত্রণ জানানোর পক্ষে মার্কিন সরকার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে কোষ হয় কিছু জানানো নি। অবশ্য সাধারণত এই ধরনের ব্যাপারে কোনো গভর্নমেন্টের মিত্রশক্তির জানানো দরকার এমন নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মিঃ খ্রুশ্চেভের

বৈদেশিকী

আমেরিকা গমন কেবলমাত্র সোভিয়েত ব্যাপার নয়, এটা সোভিয়েট এবং পশ্চিমা রকের মধ্যে (আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও) শীর্ষ-সম্মেলনের প্রথম অধ্যায় বলা যেতে পারে। এই দিকে পা বাড়ানোর আগে মার্কিন সরকার তাঁর মিত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করেন নি বলে তাঁরা দৃঢ়বিত্ত হতে পারেন। তার চেয়েও গুরুতর কথা হচ্ছে যে, তাঁদের মনে সন্দেহ ও ভয়ের উদ্বেগ রয়েছে।

সেই সন্দেহ ও ভয় নিরসনের জন্য অবশ্য মার্কিন সরকার তৎপর হয়েছেন। মিঃ খ্রুশ্চেভের আমেরিকায় যাবার আগেই

মিঃ আইজেনহাওয়ার স্বয়ং লন্ডন, প্যারিস ও বনএ আসছেন ব্রিটিশ, ফরাসী এবং পশ্চিম জার্মান সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য এবং এই আশ্বাস দেবার জন্য যে মিত্রদের সঙ্গে পরামর্শ না করে এবং তাঁদের সম্মতি না নিয়ে আমেরিকা সোভিয়েটকে কোনো প্রস্তাব দেবে না বা সোভিয়েটের কোনো প্রস্তাব নেবে না। পশ্চিমা মহলের একটা বড়ো ভয় হচ্ছে সোভিয়েট কুটনীতি কখন পশ্চিমা শক্তি-গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ফেলে। সেই জন্য সোভিয়েটের সঙ্গে দ্বন্দ্বের পশ্চিমা রকের একটা মূল নীতি হচ্ছে সর্বসম্মতি চাই অর্থাৎ কোনো প্রস্তাবই পশ্চিমা বৃহৎ চতুষ্টয়—আমেরিকা, বাটন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর সর্বসম্মতি ছাড়া দেওয়া বা নেওয়া চলবে না। এই নীতির অলঙ্ঘনাতা সম্বন্ধে আশ্বাস দানের জন্য

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের অতিসারিকা ৩

হরিনারায়ণের রচনার বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে, অন্তরের সবলতায়, দীর্ঘতর সিন্ধুতায়। 'অতিসারিকা' তাঁর সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাস এবং তাঁর যে সকল গল্প পাঠকের চিত্তকে হরণ করে থাকে, এটিও সেইসব গল্পে পরিমার্জিত। অন্যান্য বই: পূর্বরাগ ২৯০, মৃত্তিকার রং ৩৯০

দীপক চৌধুরীর

দাগ

১ম খণ্ড ৫, ২য় খণ্ড ৫৯০

রূপদর্শীর **রক্তবাক্স ৩৫০**

যেখানে ভালোবাসা সেখানে নিষ্ঠুরতা। যেখানে অন্যরাগ সেখানে বিরাগ। এই দ্বন্দ্বের রূপদর্শীর 'রক্তবাক্স' মানবিকতায় সমৃদ্ধকৃত।

অচিন্তাকুমার সেনগুপ্তের

করোলা যুগ

নতুন সংস্করণ দামঃ ছয় টাকা

পাখানা ২৯০ যায় যদি যাক ৩

বিবাহের চেয়ে বড় ৫৯০ উর্নান্ড ৩৯০

বিমল করের

দেওয়াল

১ম খণ্ড ৫৯০ ২য় ৬

নবেন্দ্র ঘোষের

আজব নগরের কাহিনী

নতুন সংস্করণ দামঃ আট টাকা

বসন্তবাহার ৯ পৃথিবী সবার ২৯০

নায়ক ও লেখক ২৯০ ফিয়ার্স লেন ২৯০

সত্যেন্দ্রকুমার ঘোষের কিন্ন গোয়ালার গালি ৩৯০ অচ্যুত গোস্বামীর মৎস্যগন্ধা ৫, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যে ছোট গল্প ৮, সঞ্জারিণী ৩৯০ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সমুদ্রমা ৯, শত্রুপক্ষ ৩, রমেশচন্দ্র সেনের কুশলা ৫৯০ সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়ের ব্যালিগা ৩, সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত অশ্বাশ্বী ৫, প্রবোধকুমার সান্যালের পদ্মধন ৫,

রমাপদ চৌধুরীর

অবগা আশ্রম ৩, প্রথম প্রহর ৫৯০ লালবাঈ ৫,

বনফলের

অগ্নিশবর ৫৯০

মহারাজী ৩৯০ নিরঞ্জন ৫, ভুবন সোম ২,

জানা ১ম ৩৯০ ২য় ৫৯০ ৩য় ৬, নিম্নোক্ত ৬,

রক্ত ও প্রীমতী ১ম ৩, ২য় ৩৯০

অজ্ঞাতবাস ৬, কণ্ঠস্বর ৩, কন্যা ৩, না ২৯০

কলংকবতী ৫, দৃঃখমোচন ৫, আধুনিকতা ২,

গোপালদাস মজুমদার সম্পাদিত

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ৫৯০

ডি. এম. লাইব্রেরী : ৫২ কন'ওয়ার্লিস স্ট্রীট : কলকাতা ৬

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ইউরোপে আসছেন।

কিন্তু কেবলমাত্র এর জনাই নয়। মিঃ খ্রুশ্চেভের সঙ্গে কথাবার্তায় প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার পশ্চিমা রকের তরফ থেকে বার্লিন প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের জন্য শর্ত জেনদেনের আলাপ ("নেগোশিয়েট") করবেন না বলা হচ্ছে, কিন্তু কার্যত সেটা হবে না। আনুষ্ঠানিকভাবে আলাপ-আলোচনার সীমারেখা যেভাবেই টানা হোক না কেন, আসল সমস্যাগুলির সম্বন্ধে কথাবার্তা এড়ানো যাবে না এবং কথাবার্তা হলে একটু

এগোনো-পেছনো হবেই। এক জায়গায় "হ্যাঁ" বা "না"য়ের খুঁটি ধরে, একটুও না নড়ে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হবে। বিশেষত যখন দুই সর্বোচ্চ প্রধানের মধ্যে কথা হবে। এক্ষেত্রে "মিত্রদের সঙ্গে কথা না বলে কিছু বলতে পারি না" এই অজুহাতের সাহায্যে নিজের মনোভাব সব সময়ে অব্যক্ত রাখা সম্ভব হয় না, স্পষ্টভাবে না হলেও কিছুটা ধরা দিতে হয়, খানিকটা নৈতিক "কমিটমেন্ট" হয়ে যায়, অন্তত অপরপক্ষ বুঝতে পারে কোনখানটা নরম, যেখানে যা মারলে কাজ হবে। সুতরাং আমেরিকা

একা সোভিয়েটের সঙ্গে কোনোরকমে "নেগোশিয়েট" করবে না, কথা বলে বা শুনবে কেউ নিশ্চিত হাচ্ছে না। মিঃ খ্রুশ্চেভের হাত থেকে অত সহজে পার পাওয়া যাবে না, কিছু না কিছু বললেও বলতেই হবে বা না বললেও মিঃ খ্রুশ্চেভ বুঝে নেবেন। সুতরাং "নেগোসিয়েশন" করব না বলেও নেগোসিয়েশন যদি করতে হত তাহলে যেব্যপ

প্রস্তুতি আবশ্যক সেইরকম করা হচ্ছে।

এখানে মজার (পশ্চিমা কতৃাদের পক্ষে নয়) কথা হচ্ছে এই যে, প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের পক্ষে মিঃ খ্রুশ্চেভের সঙ্গে কথা বলাটা যত শক্ত কাজ হবে, তার চেয়ে ঢের বেশি শক্ত কাজ হচ্ছে তাঁর নিজের মিত্রদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলা। লন্ডনে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার যে আশংকার সম্মুখীন হবেন, প্যারিসে আনয়। আবার বন-এ অন্যরকম, এমন কি লন্ডনের উল্টা। লন্ডনের ভয় পাচ্ছে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার প্রেসিডেন্ট দ্য গল অথবা চ্যান্সেলর এ্যাডেনহায়ের কথাবান্বারা অত্যধিক প্রভাবান্বিত হন। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার সোভিয়েটের বেশি কাছে চলে যেতে পারেন এটা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ভয় নয়, অস্ত্রত আপাতত নয় — লন্ডনের ভয় এ্যাডেনহায়ের কথা শুনে তিনি সোভিয়েটের সঙ্গে মিটমাটের দরজা আগের মতোই বন্ধ করে রাখতে না চান। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার এবং মিঃ খ্রুশ্চেভ মিলিত হচ্ছেন, সেখানে তিনি উপস্থিত থাকলে পারছেন না বলে মিঃ ম্যাকমিলান দাবীতে নন, তাঁর ভয় পাচ্ছে অথচ স্বেচ্ছায় ঠেকাকর্তৃক হয়ে যায়। তিনি উপস্থিত থাকলে হয়ত সামঞ্জস্যে পারতেন। প্যারিসে প্রেসিডেন্ট দ্য গল ফরাসী আটম বোমার পরিকল্পনা (শেখনা যাচ্ছে ফরাসী আটম বোমা তৈরীর কাজ নাকি জার্মান বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতায় অগেব হচ্ছে), অ্যালজেরিয়ার যুদ্ধ, আরো কত কী অভ্যুত্থে যে কথা পাড়বেন কে জানে! বন-এ বৃদ্ধ এ্যাডেনহায়ের যে শক্ত হাত মূট্টা করে বসে আছেন, তাকে খোলা সহজ কর্ম নয়।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের অবস্থা ছেবে মিঃ খ্রুশ্চেভ হাত হাঙ্গছেন। কে জানে? তাঁর নিজের এলাকার খবরও ঠিক কী বলা যায় না। মিঃ নিক্সনকে ওয়ারসতে পোলিশ জনসাধারণ যে রকম উৎসাহের সঙ্গে সমর্থনা জানান, তাতে মিঃ খ্রুশ্চেভের দৃষ্টিস্তার কারণ আছে। চীন যেভাবে বেশ কয়েকদিন সময় নিয়ে মিঃ খ্রুশ্চেভের মার্কিন আমন্ত্রণ প্রাপ্তির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে তাতেও মনে হয় সেই সমর্থন শর্তহীন নয়।

১৭।৮।৫৯

প্রকাশিত হ'ল

বাংলা কথা-সাহিত্যে গল্প-শাখায় কৃতিত্বই সর্বাধিক। কি ভাবগত গভীরতায়, কি ভুবনবের রূপবিভাষণে, কি কাণের জলিত-কলায়, কিংবা বহু-বিচিত্র রসাম্বাদনে বাংলা ছোট-গল্পই সব চাইতে পরিণত সৃষ্টির দাবী করতে পারে। এই গৌরবময় সৃষ্টি বৈচিত্র্যের আসরে সাম্প্রতিক যুগে যাদের নাম সমধিক সম্বরণযোগ্য সম্বরণশ বসু তাঁদের অন্যতম। এবং ফুলবার্ষিয়া গল্পগ্রন্থ তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এর বিভিন্ন গল্প নব নব রসের পূর্ণতায় পাঠক মনকে তৃপ্তির অনাস্বাদিত আনন্দের মণিকোঠায় পৌঁছে দেয়। 'ফুল-বার্ষিয়া'র মহিমামিষিত প্রাণ স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে 'দুই বন্ধু'র মানবিকতা, আর তারই পাশাপাশি বনলতার কাব্যময়তার আবেদন। বিভিন্ন স্তরের মিলিত ঐক্যতানে পাঠক হৃদয়কে পরম নিবিষ্টতায় বেঁধে রাখে। দাম ২.৫০



ফুলবার্ষিয়া

সমবেশ বসু

অন্যান্য বই

সমবেশ বসু	বিমল মিত্র
ত্রিধারা	৮.০০
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	রাণী সাহেবা ২.৫০
বেগম	৩.০০
জ্যোতির্বিদ্য নন্দী	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গোলাপের নেশা	২.৫০
সুবেশ ঘোষ	স্মৃতির রেখা ২.৫০
সুজাতা	২.৫০
শ্রেয়সী	৫.০০
রমাপদ চৌধুরী	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
দরবারী	৩.০০
কখনো আসেনি	৩.০০
অবেশ্বৰ্ণ	৩.৫০
শুভদৃষ্টি	২.০০
	তেইশ বছর আগে পরে ৩.৫০
	ফেরিওলা ২.৫০
	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
	দীপান্বিতা ২.৫০
	চিত্তরঞ্জন ঘোষ
	কলাবতী ২.০০
	সুশীল রায়
	সুবর্ণা ২.৭৫
	সুভারম্যান
	লিলির প্রেম ৪.০০

ক্যান্সারটা পাবলিশার্স

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২



শ্রীহারীতরুণ দেব

কৃষ্ণ

প্রথম চৌধুরীর ওখানে—অর্থীণ
কমলালয়—আমরা—অর্থীণ স ব্ জ
দলে যারা ছিলুম—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে
পরিচয় লাভ করাছিলুম ২৪শে মার্চ
১৯১৭ সালে, এটা প্রায় সন্নিশ্চিত কেননা
তার আগের দিন প্রথমবার আমার চিঠি
নিবেদিতেন সাহিত্য সংগ্রহে সঙ্গে নিয়ে
৪র ওখানে ঐ উপদেশ দেবে, এবং তার
পরেই আমার তার পরে যা পাই তা এটা

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
কলিকতা
১৯৮৩/১৭

বঙ্গবাসী

বোলাপুরে যাব কি ঠিক করলে?
আমরা ত মনে করছি হুনিবার সকালে
এগারটার ট্রেন হাওয়া থেকে রওনা
হবে। সুতরাং কালেক্টর ভিতর কে কে
যাবে আমার জমা জাবশ্যক। আমি যদি
কাল দুপুরে আমার আপিসে একবার
এসে কিম্বা সিকলে আমার বাড়িতে
তাহলে এ-বিষয়ের একটা স্থির করা
হয়। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

যদি ২৪শে টাকার-দর্শন না পেতুম,
তাহলে ২৮শে এটি উনি লিখতেন না,
একথা বলা যায়।

কিন্তু কি আসচল! এই প্রথম দর্শনের
কোনো চিঠি আমার সম্মতিপটে আঁকা
নাই। এত বড় স্মরণীয় ঘটনা কি করে যে
ভুলে গেছি, তা বলতে পারি না। সত্যেন
বোসের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, ভালসুন্দর
তর স্মরণাপন্ন হওয়া যাক। কিন্তু তাঁরও

শব্দে এইটুকু মাত্র স্মরণ আছে যে, প্রমথ
বাবুর ওখানেই তিনি রবিবাবুর সঙ্গে
পরিচিত হন। কবে, কি বস্তান্ত, কিছ
মনে নেই। —আর কাছে জিজ্ঞেস করি,
এই কথা ভাবছি, এমন সময়ে একদিন এসে
হাজির 'সুধীন্দ্র' সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা

উত্তর সুধীন্দ্র সিংহ। সুধীন্দ্র আমার বপে
গেলেন যে, আমার মুখে তিনি তখন
(১৯১৭ সালে) শুনিয়েছিলেন, আমাদের
রবি-সদর্শনের স্থান হয়েছিল কমলালয়ের
কোনো ঘরে নয়, ঘরের বাইরে ফাঁকা
জায়গায়, এবং সত্যেনও সেখানে উপস্থিত

সদ্য প্রকাশিত।

বিদ্যাসাগর

১৯৮৩/১৭

বাঙালী সমাজ ॥ তৃতীয় খণ্ড ॥

১৮৫১ থেকে ১৮৯১ অবধি, অর্থাৎ উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শেষ-
ভাগ পর্যন্ত, বাংলার নবজাগরণের বিস্তৃত পটভূমিকায় বিদ্যাসাগরের বিচিত্র
কর্ম-জীবনের ধারা বর্তমান খণ্ডের আলোচ্য। বহু দুঃস্বাপা ছবি ও
ঐতিহাসিক দলিলপত্রাদির ফটোস্টাট সমন্বিত। —বার টাকা প্রথম খণ্ড
(ভাঁটকা) ৩-০০ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ৭-০০

মানুষ নামক জন্তু ॥

মনোজ বসু

গোমাপ্স হাসিরহস্য সৌজন্য-

সর্বাধুনিক দৃষ্টি উপন্যাস

অসামান্য ও-সভ্যতার মাজ-
ঘসা নানান চোরা। সংকট-
মুহুর্তে হঠাৎ সমস্ত ধরে
পড়ে, মানুষ-জন্তুর আসল
মর্জি বেরোয়। মহৎ শিল্পীর
নৈকটিক লেখনীতে কঠিন
বিচিত্র চরিত্রের অপরূপ
উদ্ঘাটন। ৩-০০

বস্তুর বদলে রক্ত ॥

দাওয়া চলছে লাহোরে ও কলকাতায়।
চিরকালের চেনা মানুষের একেবারে
ভিন্ন রূপ। দুনিয়া টলছে, পা রাখি
কোথায়? কিন্তু নীরব অন্ধকারের
মধ্যে বিদ্রোহী—মানুষ ভালো, মানুষ
সুন্দর, আশা ও বিশ্বাস রাখ জীবনের
উপর। ২-৫০

প্রাণ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে

সাপ্রতিক প্রকাশনা

সাহিত্যের খবর

সম্পাদক : মনোজ বসু

৥ সিংহেছেন ॥

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র। অমিয়রতন মুখো-
পাধ্যায়। ডঃ মৃত্যুন্দ শাহীদুল্লাহ।
বৈন্যে। তারাচাঁদ মুখোপাধ্যায়।
প্রাণদেব ঘটক। চারু দত্ত।

৥ ৫০ নম্বর পর্যন্ত ॥

নওরঙ্গী প্রবোধকুমার সান্যাল ৩-০০

অদ্য ও প্রতাহ নীলকণ্ঠ ৫-০০

সিন্ধু পারের পাখি প্রফুল্ল রায় ৯-০০

শ্রীমতী কাকে সমরেশ বসু ৬-০০

কাশ্মীর প্রিন্সেস এ. কার্নিক ৪-০০

কয়েকটি নাটক

আরোগ্য নিকতন তারাক্ষর বন্দোপাধ্যায় ১-৫০ ॥ রাজপথ দেবনারায়ণ
গুপ্ত নাট্যায়িত ২-০০ ॥ পান্ডবী নীহাররজন গুপ্ত ১-২৫ ॥ শ্রীম
তারাকুমার মুখোপাধ্যায় ১-২৫ ॥ ডাক বাংলা দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যায়িত
২-২৫ ॥ মনোজ বসুর বিশেষ ২-০০, নতুন প্রভাত ২-০০, পাবন ১-০০,
বিলাসকুণ্ডা বোর্ডিং ১-৫০, শেষ লগন ২-০০ ॥ রামমোহন নারায়ণ
গঙ্গোপাধ্যায় ২-০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-বারো

ছিলেন। বলে রাখা উচিত, রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে উপন্যাস—যা প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে সবুজ পত্রে ছাপা হয়—পূর্বাভাস ঘরে-বাইরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। সুতরাং মনস্তত্ত্ববিৎ ডক্টর সিংহ বোধ হয় স্বীকার করবেন যে, বাইরে ফাঁকার বসে আমরা শান্ত রবির আলো পেয়েছিলাম প্রথম চৌধুরীর ওখানে; তার কোনো ফোটাও ওঠে নি আমাদের মনে এই জন্যে যে, ফাঁকা জায়গায় দল-বেঁধে বসলে প্রজেক্টের চিত্রে ক্রাউড-সাইকলজির ফল ফলে, এবং বোধ-শক্তি ও ধারণা-শক্তি দুয়েরই অবনতি ঘটে। সত্যেন বোসের স্মৃতি-শক্তিও এই বেরাল্লিশ বছর আগেকার ঘটনাকে মনে ধরে রাখতে পারে নি। অন্য পরে কা কথা? আর আমার মন থেকে এ-স্মৃতি বোধ হয় ঐ ফাঁকা জায়গাতেই উড়ে গিয়েছিল। পবন-দেবের ক্ষমতাও ত কম নয়!

কত ছোট-ছোট কথা মনে থাকে, কত বড়-বড় কথা ভুলে যাওয়া যায় তার একটা দৃষ্টান্ত দিই ‘অরবিন্দ ঘোষের জীবন থেকে’। ১৯০৪ সালে উনি যখন বরোদায় ছিলেন, সিস্টার নিবেদিতা বরোদার মহারাজার নিমন্ত্রণে সেখানে যান, এবং তদুপস্থলে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নির্বোধতা ও শ্রীঅরবিন্দের কথোপকথন হয়—এই মর্মে ১৯৪৪ সালে ‘গিরিজা-গন্ধর রায়চৌধুরী ‘উপবাহন’ পত্রিকায় এক প্রবন্ধে একটি কাহিনী ছাপান। এর মাস-দুয়েক পরে শ্রীঅরবিন্দ উক্ত কাহিনীর উপর নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছিলেন, যা পণ্ডিতেরী আশ্রম থেকে ইং ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত Sri Aurobindo on Himself গ্রন্থের ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় বলা আছে:

I do not remember whether she was invited but I think was there as a State guest. Khasirao and myself went to receive her at the station.

I do not remember Nivedita speaking to me on spiritual subjects or about Ramakrishna and Vivekananda. We spoke of politics and other subjects. On the way from the station to the town she cried out against the ugliness of the cottage building and its top-heavy dome and praised the Dharmashala near it. Khasirao started at her and opined that she must be at least slightly cracked to have such ideas!

এর মধ্যে দুবার “I do not remember” রয়েছে সুতরাং ১৯০৪-এর ঘটনার সবটুকু ১৯৪৪-এ শ্রীঅরবিন্দ মনে রাখতে পারেন নি, একথা নিজেই স্বীকার করে গেছেন।

ঐ গ্রন্থেরই ৯৫ পৃষ্ঠা থেকে শ্রীঅরবিন্দের যে-উক্তি শ্রীমান সমীরকান্ত উদ্ধৃত করেছেন, সবুজ পাতার ডাক

প্রসঙ্গে ১ সে-উক্তিও গিরিজাশঙ্করের উক্ত প্রবন্ধের উত্তর-স্বরূপে ‘চারুচন্দ্র দত্তের পত্রোত্তরে লেখা। সবটা যদি কেউ পড়েন—সমীরকান্ত যে-অংশ উদ্ধৃত করেছেন কেবল সেইটুকু নয়—তাহলে বুঝতে পারবেন যে, শ্রীঅরবিন্দ সে-চিঠিতে তাঁর কলকাতা ত্যাগ করে চন্দননগরে চলে যাওয়ার সমগ্র ইতিহাস লিখতে বাসেননি। শুধু এইটা দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য যে, নিবেদিতা বা আর কারো পরামর্শে তিনি চন্দননগরে চলে যাননি—তিনি স্বকীয় অন্তরের প্রেরণা বা ‘আদেশ’ পেয়ে কর্ম-যোগিনী আপিস থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যেই গঙ্গাঘাটে নৌকায় চড়ে চন্দননগর যাত্রা করেন। কিন্তু কোন্ পথ ধরে ঘাটে যান সে কথা একদম বলেন নি। বলার প্রয়োজনই বা কি? উনি যথার্থ কলকাতা ত্যাগ করেন, ডাঙা ছেড়ে যখন নৌকায় চড়েন। ঠিক তখনই বলা যায়, ঠুঁদের যাত্রা হওয়া শুরু। আর ওরাও তখন মনে মনে হুতাশ বলে থাকবেন, ওগো কর্ণধার, তুমি আর কারি নমস্কার; বাতাস উঠুক তুফান ছুটুক

ফিরবো নাকো’ আর।

ঘাটে যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সাক্ষ্যের নাম করার প্রয়োজন ছিল, কারণ গিরিজাশঙ্কর তাঁর বিবরণে লিখেছিলেন যে, গণেশ মহারাজ ও নিবেদিতা ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ সেটা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, সুরেশ চক্রবর্তী, বীরেন ঘোষ, আর রাম মজুমদার—কেবল এই তিনজন ঘাটে ছিলেন—রাম মজুমদার নৌকো ভেড়াতে বললেন, সুরেশ আর বীরেন শ্রীঅরবিন্দের সহযাত্রী হলেন। নৌকোটি সাধারণ, ফরাসী নৌকো আসে নয়—একথা বলার প্রয়োজন তখন (১৯৪৪ সালে) হয়নি, কিন্তু হয়েছিল পরে, যখন একটি ফরাসী পুস্তকের বিবরণকে শ্রীঅরবিন্দ সংশোধন করতে চেয়েছিলেন ১৯৫৬ সালের ১৩ই নবেম্বরে লেখা একটি চিঠিতে। (শ্রীঅরবিন্দ অন্ হিমসেলফ্ পৃঃ ১১২—১১২)

শ্রীঅরবিন্দ অল্প কথার মানুষ ছিলেন। উপরন্তু, প্রয়োজনানুসারে ঘটনার উল্লেখ করার সার্থকতা যে নেই এ-কথাও সকলেই মনে নেবেন। কোনো ঘটনার অনুরোধ থেকে সব সময়ে সিদ্ধান্ত কর বায় না যে, ঘটনা ঘটে নি। অনুরোধের অনেক কারণ সম্ভব। নিঃপ্রয়োজনীয়তা, গোপন রাখার উদ্দেশ্য, স্মৃতির বিলোপ বা অস্পষ্টতা, ইত্যাদি। আমার ঠাকুরদাদা ১৯১০ সালে রামধন মিত্র লেনের একটা

বাড়িতে রাস্তার ধারে একতলা ঘরে বসে বড়োদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন, এমন সময়ে অরবিন্দ ঘোষ এসে যে-ভাবে তাঁর সহায়তায় পলায়নের প্রথম পর্ব সমাপ্ত করেন, তার যথার্থ বর্ণনা আমি ঠাকুরদাদার মুখ থেকে সেইদিনই শুনি এবং সত্য বলে বিশ্বাস করি। সে-বর্ণনা শ্রীঅরবিন্দের জীবদ্দশাতেই মৌখিকভাবে অনেকের কাছেই বলে আসিছে, তবে ছাপার অক্ষরে সেটি, বেরোয় ‘দেশ’ পত্রিকায় ১৩৬৬ সালের ১লা শ্রাবণ। তার সত্যতা সম্বন্ধে আমি কোনো কালেই সন্দেহ করিনি, এবং এখনো করি না। সমীরকান্তের এ-সিদ্ধান্ত দৃষ্ট এবং অধৌক্তিক যে, শ্রীঅরবিন্দ স্পষ্টত আমার ঠাকুরদাদার বর্ণিত কাহিনী অস্বীকার করেছেন। অস্বীকার বা স্বীকার করবার উপলক্ষ্যই আসেনি।

সমীরকান্ত আর একটি “প্রামাণ্য জীবন-স্মৃতি” এই একই কাহিনীর আই-উইটনেস বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন তাঁর স্বপক্ষে। এই জীবন-স্মৃতির লেখক ছিলেন ‘সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী’, যিনি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নৌকো করে চন্দননগরে গিয়েছিলেন। সুরেশচন্দ্র বলছেন, রাম মজুমদারই খবর আনেন যে অরবিন্দের নামে আবার ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। এ-সূত্রে শ্রীঅরবিন্দ কারও নাম করছেন না, শুধু বলছেন:

I received the word on information given by a high placed police official;

এবং যেহেতু সুরেশের উদ্ধৃত বিবরণ অরবিন্দের উদ্ধৃত বিবরণের ৪১৫ মাস পরে লেখা, আমরা অনুমান করতে পারি যে, হয় অরবিন্দের স্মৃতি থেকে রাম মজুমদারের ব্যক্তি বহন ব্যাপার মুছে গিয়েছিল, নয় উনি ইচ্ছে করেই তার নাম গোপন রেখেছিলেন। যে যে সেই high placed police official তও প্রকাশ করেননি।

সীক্রেট সোসাইটিতে যারা কাজ করেন তাঁদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত মন্ত-গুপ্তি। শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০ সালে ছিলেন কেবল poet and politician; একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন (Sri Aurobindo on Himself p 548):

“I knew precious little about philosophy before I did the Yoga and came to Pondicherry—I was a poet and a politician, not a philosopher”. (4-9-1934)

ঐ গ্রন্থের ৩৪১ পৃষ্ঠায় ওর আর একটি কথা পড়ি:

Politics, war, revolution are things of stratagem and ambush—one cannot expect the truth there Secrecy is perfectly admissible and usual in spiritual matters except in special relations like that of the Shishya to the Guru.

আর উক্ত গ্রন্থের ১১৯ পৃষ্ঠায় ও'র স্বীকৃতি রয়েছে যে, উনি চন্দননগরে এবং পশ্চিমবঙ্গে অজ্ঞাতবাস করছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না ও'র ফিকির (manoeuvre) অনুযায়ী কর্মযোগিন্ কাগজের মুদ্রাকরের নামে নালিশ রুজু হয়, এবং সে খালাস পায়।

দেখা যাচ্ছে, চন্দননগরে পলায়ন করার আর তার কিছু পরেও ও'র ধরা পড়বার ভয় ছিল। ও'র তৎকালীন আদর্শবাদে stratagem ও manoeuvre প্রভৃতির প্রয়োগ বাধা ছিল না। তবে যেটুকু যোগাভ্যাস তিনি করেছিলেন তার ফলে কিম্বা বুদ্ধিবলে টের পাওয়া সম্ভব, কার সহায়তা কোন বিপদে কী ভাবে পাওয়া যেতে পারে। সেটা বোঝবার ক্ষমতা ছিল ও'র নিশ্চয়, যখন উনি আমার ঠাকুরদার সহায়তা চান। হয়তো একথাও উনি জানতেন যে ও'র মাতামহ রাজনারায়ণ বোসের সঙ্গে আমার পিতামহের বন্ধুত্ব ছিল, এবং সেইজন্য সহানুভূতি সহজেই পাওয়া যাবে, এ-ধরণি স্বাভাবিক।

আর একটা বুদ্ধির কাজ হয়েছিল, যখন অরবিন্দ, রাম, বীরেন আর গুরুেশ কর্ম-যোগিন্ আর্পিস থেকে গঙ্গার ঘাটে যাবার জন্যে বের্যলেন। সমীরকান্ত সুরেশের আই উইটনেস নিবরণই আমি এখন বিশ্বাস করছি।

প্রথমে বের্যলেন অরবিন্দ ঘোষ ও রাম মজুমদার; তাদের কিম্বদন্তি পড়তে বীরেন, বীরেনের কিম্বদন্তি পড়তে সুরেশ নিজ। দল বেশি বের্যলে দবা পড়বার আশংকা। সুরেশও এখা পলসম্পর্কিত এই প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে চলেছেন। "দরাবর ধর্ম-কর্মযোগিন্ আর্পিস থেকে গঙ্গার ঘাটে পর্যন্ত খ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে মিলিত সহচর ছিলেন"—সমীরকান্তের অনুমান ভিত্তি-হীন। দুজন বীরেন ও সুরেশ। গোড়া থেকেই অরবিন্দের কাছে "অদৃশ্য" থাকার ব্যবস্থা করেই বের্যলিয়েছিলেন। মাঝপথে রাম মজুমদারের "অদৃশ্য" হওয়ারই কথা। কেননা তিনিই কোনো "অদৃশ্য" উপায়ে পলিস ওয়ারেণ্টের খবর আনেন। সুরেশও অরবিন্দের সঙ্গে বরবার ঘাটে পর্যন্ত তার খাওয়ারী বুদ্ধিমত্তার কাজ হত না। ঘাটে গিয়ে চারজনে মিলিত হবার প্লান করেই বের্যলিয়েছিলেন। একটু পথ রাম মজুমদার খ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে গেলেন, তার একটা কারণ এ হতে পারে যে, অরবিন্দ আড়ালে রাম মজুমদারের কাছে জনতে চেয়েছিলেন, বা রাম মজুমদার অরবিন্দকে বলতে চেয়েছিলেন, সাচ' ও ওয়ারেণ্টের খবর কীভাবে সে পেয়েছে। ১৯৪৬ সালে অরবিন্দ এসময় সম্বন্ধে বলছেন:

It was not Gonen Maharaj who informed me of the impending

search and arrest, but a young man on the staff of the Karmayogin, Ramchandra Mazumdar, whose father had been warned that in a day or two the Karmayogin office would be searched and myself arrested. (Pp. 118)

রাম মজুমদারের একথাটা কর্মযোগিন্ আর্পিস সকলের সামনে না বলারই কথা। বললে সুরেশ চক্রবর্তীর বিবরণে তার উল্লেখ থাকত নিশ্চয়। তাই আমার অনুমান, অরবিন্দকে ব্যাপারটা রাম মজুমদার আলাদা করে বিশদভাবে বর্ণনাছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে একটু পথ ট্র দুজনে এক সঙ্গে চলেছিলেন।

এইবার দেখা যাক, কেন পথে তাদের গঙ্গার ঘাটে গিয়ে থাকবর সম্ভাবনা। যাবার তাড়া খুবই ছিল। এই ঘটনা

প্রসঙ্গে ১৯৪৬ সালে খ্রীঅরবিন্দ লিখছেন :

There was no time to inform her—এখানে সিস্টার নিবেদিতাই her-শব্দে উদ্দিষ্ট। তার পরেই লিখলেন : I sent someone from the office to Nivedita to inform her—যার থেকে বোঝা যায়, নিবেদিতাকে ও'র কলকাতা ত্যাগের খবর দেবার দরকার ছিল কিন্তু সময়ভাবে হাঁদতে পারেননি। যাবার তাড়া এত।

শ্যামপুত্র লেন থেকে বেরিয়েই ও'দের শ্যামপুত্র স্ট্রীটে পড়তে হয়। শ্যামপুত্র স্ট্রীট দিয়ে সোজা পশ্চিমদিকে চলে গেলে তখনকার শ্যামপুত্র থানার সামনে দিয়ে যেতে হত। অত বড় দৃশ্যসাহিত্যিক কাজ

প্রকাশিত হল

একান্ত আপন

অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপ্ন-যৌবন যশ-মান-অর্থ—তারপর : অসামান্য স্বপ্নবৃত্তা এক কন্যার ভাবনে এ প্রশ্ন জেগেছিল নিষ্ঠুর সত্যের মত। তিনিটি পুরুষের প্রেমের মধুমত্ততার তার জ্বালা জ্বালায় না। তুম্বের মত জ্বলে জ্বলে একান্ত আপন করে সে কাঁকে পেল। কে তার একান্ত আপন? জীবনবোধের গভীরতার যিনি সাহিত্যে অনন্য সেই স্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের এই একমাত্র প্রশ্নের সাধক জীবন দিতে পেরেছেন। উচ্ছ্বল প্রচ্ছদ। দাম ১.০০

অসম-প্রকাশ

সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ নুতনের রেখা

"দেশ" পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাসটি একই সঙ্গে বাত বাস্তব ও মধুর স্বপ্নের আলোখা ॥

গৌরীকিশোর ঘোষ ॥ মন মানে না

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প সংকলনটি

সকৌতুক দৃষ্টিভঙ্গি ও মননশীল সংবেদনায় সমৃদ্ধ ॥

ছোট ছেলেমেয়েদের বর্ণপরিচয়ের উপযোগী বহুরঙা সচিত্র বই হাতে খড়ি । ১.২৫ । শিল্পী—সত্যজিৎ রায় ছড়া—বিমল ঘোষ
হাট্টিমাটিম । ০.৯১ । শিল্পী—গোপাল ঘোষ
আগডোম বাগডোম । ০.৯১ । শিল্পী—গোপাল ঘোষ
প্রকাশক—দীপংকর ভবন একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—গ্রিবেণী প্রকাশন

বরণীয় লেখকের



ত্রিবেণী প্রকাশন

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

বরণীয় গ্রন্থের প্রতীক

বিস্তারিত পুস্তক তালিকা জন্য লিখুন। তি পি অভ্যর্থন। মূল্য আশ্রম দেয়।

করবার চেষ্টা করাটা বোকামি। অতএব, শ্যামপুকুর লেনের পরই অরবিন্দকে রামধন মিত্রের লেনে প্রবেশ করতে হয়।

রাম মজুমদার অরবিন্দের সঙ্গ ব্যাগ করে একলা শ্যামপুকুর থানার সামনে দিয়ে চলে গিয়ে থাকতে পারেন, কারণ তাঁর নামে ত কোনো ওয়ারেন্ট ছিল না। অরবিন্দ ঘোষ তার পর একাকী রামধন মিত্র লেনে কিছুর অগ্রসর হয়ে তেলিপাড়া লেন দিয়ে বোকে শ্যামপুকুর স্ট্রীটে বেরিয়ে যেতেও পারতেন না। কারণ তেলিপাড়া লেনের দু-এর মতন আকৃতি এবং ঐ লেন আবার শ্যামপুকুর স্ট্রীটে যেখানে এসে পড়েছে সেই মোড়টা তৎকালীন শ্যামপুকুর থানার গেট থেকে সহজেই দেখা যেত। সেই গেটে

সর্বদাই পুলিশ মোতায়েন থাকত। সুতরাং যে-অরবিন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই অরবিন্দকে তখন ওখান দিয়ে যেতে দেওয়া আদৌ নিরাপদ ছিল না। অগত্যা অরবিন্দের গতি রামধন মিত্র এবং তেলিপাড়া লেনের যোগ-স্থল অতিক্রম না করে তৎপূর্বেই একটা শর্ট-কাট ধরবার সম্ভাবনা। তাই তেলিপাড়া লেন না ছাড়িয়ে আমার ঠাকুরদাদার আড্ডা-স্থলে উপস্থিত হয়ে অরবিন্দ একটা শর্ট-কাট করেছিলেন বলেই মনে হয়—সে কোন পোড়ো জমি পার হয়েই হোক, আর এতদা গলি দিয়েই হোক।

সমীরকান্তের একটা ছোট পয়েন্টের জবাব দিয়ে রাখা। আমি এখনও বিশ্বাস করি অরবিন্দ ভাল ইংরিজী ও টাইপরাইটিং জানতেন বলে তাঁর হাতের লেখা 'কারেকশন' পর্যন্ত পুলিশের হাতে পড়েনি, তাই প্রমাণভাবে তিনি সিদ্দিশানের চার্জ থেকে আইন মতই খালাস পেলেন।

দেখছি আমারও এখন একটা শর্ট-কাট করা দরকার। সবুজ পাতার ডাকে শ্রীঅরবিন্দ প্রসংগের অবতারণা যখন করে-ছিলুম, তখন থেকে এক মাস চলে গেছে। শ্রীঅরবিন্দ বারো বছর আগে—১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে—বলোঁছিলেন :

August 15th, 1947 is the birthday of free India. It marks for her the end of an old era, the beginning of a new age.... I take this coincidence, not as a fortuitous accident, but as the sanction and seal of the Divine Force that guides my steps on the work with which I began life, the beginning of its full fruition.... India today is free but she has not achieved unity,the old communal division into Hindus and Muslims seems now to have hardened into a permanent political division of the country. It is to be hoped that this settled fact will not be accepted as settled for ever or as anything more than a temporary expedient....the partition must go

কবে যে এই শূভদিন আসবে, তা জানি না। ভক্ত নীলকণ্ঠের গানের প্রথম কলি মনে পড়ে :

"কতদিনে হবে সে প্রেম সঙ্গার !" শব্দে একটা কথা বার বার ভাবি যে, সেকালের মডারেট-দলের দুজন বাঙালী নেতা—সুরেন বাড়ুয়া আর 'ভূপেন্দ্র বোস—ন্যাশনালিস্ট অরবিন্দ ঘোষকে অত প্রাণা করতেন কেন? সুরেন বাড়ুয়ার জামাই বিজয় চাটুয়া একদিন আমায় বলোঁছিলেন যে, তিনিও 'বন্দে মাতরমের' জন্যে অনেক প্রবন্ধ লিখে দিতেন। একথা শোনবার সুযোগ পাই সাহিত্য-সেবক সমিতির একটি সভা বসবার অনতিপূর্বে। তাই মনে হয়,

ভিতরে ভিতরে বাঙালী মডারেটরা অরবিন্দের আদর্শ আর নিজেদের আদর্শের মধ্যে কোনো বিশেষ পার্থক্য দেখতেন না। অরবিন্দকে যখন পুলিশ হাতে দড়ি বেধে আর কোমরে দড়ি জড়িয়ে গ্রেপ্তার করেছিল, ৫।৫।১৯০৮ সালে, তখন ভূপেন বোস পুলিশকে ভৎসনা করে ঐ দড়ি খুলিয়ে দেন। (Sri Aurabindo on Himself 87)

প্রমথ চৌধুরী তাঁর বড় ভাই 'আশু' চৌধুরীর মতনই 'মডারেট' ছিলেন। তাই তিনি সুরট-কংগ্রেসের মডারেট সভাপতির ওপর এক্সট্রীমিস্টদের বিনামা-বিক্রপকে নাগ করে লিখেছিলেন যে, দেশ একটু বেসামল হলে সুরটে পরিণত হয়। কিন্তু এতদিন পরে ঐ ঘটনার দিকে পিছন ফিরে দেখলে কি মনে হয় না যে, চরমপন্থীরা চাইতেন জুতো মেরে মতর নিতে? সে-গম্প নতুন করে ফালিয়ে বলবার দরকার নেই, সাঁচি বলি :

একজন ছোট জাতের বড়লোকের শখ হয় একটি বড় জাতের গুরু করাবেন। কিন্তু গুরুটি মতর দিতে ইতস্তত করছেন, এই সংবাদ পেয়ে সে তাকে বলে পাঠায়— 'কী? মতর দেবেন না? জুতো মারবে, মতর নেবে!'—

তথ্যপি প্রমথ চৌধুরী Dyarchy-কে না ইস্যাক বলেই ছাড়েননি। যখন 'দেওয়ানি'র প্রবর্তন হয়, তখন বঙ্গমতের মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্র মহাশয়কে একদিন বলোঁছিলুম : আপনার কাজে এখন বাড়ল, ভাল সাহেব এসেবই আর তত সময় দিতে পারবেন না, হ্যাঁ হ্যাঁ : উনি বললেন : কাজ বাড়ল না, বরং কমল। যে-কাজ আমরা করছি একটিকউঁচু কউঁসলের মেশবরা করছিলাম, সেই কাজের অনেকটা এখন চারিটে যাবে মিনিস্টারদের হাতে। আমি প্রশ্ন করলাম : তাহলে রিফরমস্ মানে কেবল ঐ-ই উনি রাজ্যচিত উত্তর দিলেন : তা ছাড়া আর কি?

বাংলা সাহিত্যের আসরে সবুজপত্রের পদ-গান শব্দ, হওয়ার পর পিঠ পিঠ দুই পদ-গান আমাদের কাছে ব্যপ্যিত হয়েছিল 'চিওরজন দত্তের "স্মার-সঙ্গীত" আর বঙ্গমতের মহারাজা বিজয়চন্দ্রের "গায়ত্রী"। চিওরজনের "নারায়ণ" পটিকাটিও সবুজপত্রের আহবানে আবির্ভূত হয়। চিওরজন চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, নিজেকে বলি দিয়ে দেশকে সেবা করে। এদেশের নাম আজ সঙ্গার ধরণীতে সুবিধাত। আর নর ও নারায়ণের কৃপা আজও বাংলা-দেশ সবুজ। সুতরাং তাদের জয়গানে এ-যুগেও বলা যায়—

নারায়ণ নমস্কৃত্য নরোত্তম নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীশ্চৈব ততো যয় মদুরায়ৈঃ॥

(ক্রমণ)

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ - সম্পাদিত

শ্রী গীতা

মূল, অধ্যয়, অনুবাদ, টীকা, ভাষ্য-রহস্য
কৃমিকাসহ অশাস্ত্রনৈমিত্তিক সমন্বয়মূলক
ব্যাখ্যা। : : : : : ৫. টাকা।

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতবর্ম

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও লীলার সংগ্রহস্বরূপ
শাস্ত্রীয় আলোচনা। ৪।০ টাকা।

ভাবিত-আত্মার বানী

উপনিষদের যুগ হইতে ভারতের যুগ-
যুগান্তরের বিষমৈত্রীর বাণীর
ধারাবাহিক আলোচনা। ৫. টাকা।

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

মিঠালয় হইতে প্রকাশিত

অ ব ধু তে র

শুভায় ভবতু

• পাঁচ টাকা •

আর

দুরি বৌদি

• চার টাকা •

আজই পড়ুন

(সি ৮৮৮১২)

জল পড়ে পাতা নড়ে

গৌরকিশোর ঘোষ

ছাত্র

ইস্কুলের ছুটি অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। মাস্টার মশাইরাও প্রায় সকলেই চলে গিয়েছেন। সাগর একাডেমির হেড-মাস্টারের ঘরখানা ছাড়া ইস্কুলবাড়ির আর সব ঘরের দরজা বন্ধ করে শ্রীকণ্ঠ বেহারা বাবাশায় বসে চুপাছিল। মেজবাবু, কখন বাড়ি যাবেন, কে জানে?

ইস্কুলের মাঠে খেলায় তোড়ফোড় শুরু হতে নেগেছে। হঠাৎ ইস্কুলের ঘণ্টার ঢং করে শব্দ হতেই শ্রীকণ্ঠ পড়মড় করে জেগে উঠল। দেখল কেউ কোথাও নেই। ঘণ্টাটা পুড়ে। নিচ একখানা খামা ইট পড়ে আছে। শ্রীকণ্ঠ বেজার চ্যুট গেল। বৌতে নিচ ঢোকে এল, আনন্দের কানাকড়ি খুঁজল, কানাকড়ি পেল না।

বেজার মাঠের দিকে এগিয়ে যেতেই ওয়াট প্রাসের গেট অলটাই ফেল। ওকে দেখে তালি কাঁড়িয়ে গান গাইতে শুরু করে শিল্পী ডিসবতী তু শাহজাদে মাজিহ, পায়েতে খড়মড গলাতে চন্দ্রহাড নাচেতে বেসড বুলোউছি।

শ্রীকণ্ঠ কণ্ঠের জোরে, কিস্কু ও বাজো হয়ে গেল এই অগাধেই। আগে ও পাবিক স্ট্রীট। তারপর লাইব্রেরি দূর হারিশংকর পরে ইস্কুলে লাইব্রেরি কাজ করেছে। বয়েস হলে কাজ হাতে কাঁড়িতে বাসেছিল। শেষে এই ইস্কুলটির পাতন হয়ে, বছর তিনেক ধরে এখানকার কানাকড়ি লোপে আছে। হারিশংকরপরের ইস্কুলটা ছিল বড়। হাই-ইস্কুল। আর সাগর একাডেমি হচ্ছে সিভিল ইস্কুল। মেজবাবু হেডমাস্টারও বটিন, সেক্রেটারিও বটিন। তা মেজবাবুর সম্পর্কে কোন নালিশ নেই শ্রীকণ্ঠের। তার অভিযোগ এই ইস্কুলের যত হাততালি দিতে দিতে গান শব্দ করল ডিসবতী তু কুশাড়ে মাজিহ পায়েতে খড়মড গলাতে চন্দ্রহাড নাচেতে বেসড বুলোউছি।

শ্রীকণ্ঠ তাড়া করতই ওরা দৌড়ে পালল।

তার আবার একটু দূর গিয়ে হাততালি দিতে দিতে গান শব্দ করল ডিসবতী তু কুশাড়ে মাজিহ পায়েতে খড়মড গলাতে চন্দ্রহাড নাচেতে বেসড বুলোউছি।

শ্রীকণ্ঠ খানিকক্ষণ ছুটাছুটি করে প্রান্ত

হয়ে হার মানল। ঝড় ঝড় করে বকতে বকতে ফিরে এল। নালিশ করবার জন্য মেজকণ্ঠার ঘরে ঢুকে দেখল, একখানা খোলা চিঠি চাপা দিয়ে রেখে মেজকণ্ঠা গভীরভাবে কি যেন ভাবছেন। শ্রীকণ্ঠ তাঁকে আর বিরক্ত না করে বাইরে গিয়ে বসল।

মেজকণ্ঠা দুখানা চিঠি পেয়েছেন সেদিন। একখানা ডিস্ট্রিক্ট ইস্কুল ইন্স-

পেক্টরের, আর একখানা সুধাময়ের। ইন্সপেক্টরের চিঠিখানা পড়ে বিরক্ত হয়েছেন তিনি। বিরক্ত হবার কারণও আছে। এত খেটে ইস্কুলটা গড়ে তুলতে চাইছেন তিনি, কিস্কু একটার পর একটা প্রতিবন্ধক এসে তাঁকে কান্দিল করে দিচ্ছে। মকর বিশেষসই যদিও সব থেকে বেশি টাকা দিয়েছে, তবুও মেজকণ্ঠা গ্রামের আরও অনেকের কাছ থেকে এর জন্য সাহায্য আদায় করেছেন। কেউ জমি দিয়েছে, কেউ বাঁশ-খড়, কেউ বা শারীরিক পরিশ্রম। সাহায্য কেউ কি করতে চায়! এদেশের লোক খেটে, পুজোয় মনসা পুজোয় ঘটা করে টাকা খরচ করে, এমন কি সরস্বতী পুজোতেও কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালতে রাজি, কিস্কু ইস্কুল গড়ার ব্যাপারে উপড় হস্ত করতে চায় না। যা থেকে তবুও ত কিছু, কিছু, তাদের কাছ থেকেও আদায় করেছেন। কিস্কু মেম্বা ছাহাবের বাবাহারাই সব থেকে বেশি আঘাত পেয়েছেন

কণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

পু তুল ২৥০

মানুষ কি পাতল হয়েই বেড়ে থাকবে? জীবন জিজ্ঞাসার এই চরম প্রশ্ন রয়েছে প্রতি ছাটে

আনন্দ পাবলিশার্স ৫৫৯৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জেনারেল প্রিন্টার্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত

‘মাতঙ্গসংসাদি লম্বকীর্ত’ অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর

নব-পরিচয়

বাংলা সাহিত্যের

ইতিহাস

হাজার আশবার বহু শতাব্দী পূর্বেই বাঙালী জাতি এমন একটি সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিল যাহা লইয়া আজকার হতাশা-ক্লান্ত বাঙালী যে কোন উন্নত জাতির সহিত সম্বন্ধতা করিতে পারে।—যাহািমান অধ্যাপক তাহার উত্তর সমর্থনে যে আলোচনা করিয়াছেন, ভাষার প্রসঙ্গগুণে তাহাও এক অপূর্ব সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের এমন সুখপাঠ্য ইতিহাস আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই।

কলেজের স্পেশাল বাংলায় ছাত্রছাত্রী এবং সাহিত্যবাসিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

দাম—তিন টাকা

॥ জেনারেল বুকস্টল—এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ ॥

(সি ৮৬৬২/২)

শ্রীসোমেশ্বরচন্দ্র নন্দার

ছায়াবিহীন

(জাঁ পল সাত-র-এর Men Without Shadows অবলম্বনে)

উৎকর্ষশাসিত প্রগতিশীল

বলিষ্ঠ নাটক

মুদ্রা দুই টাকা

কেবল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিঃ, কলিঃ ১২
এবং

৩০২ আপার সার্কুলার রোড, কলিঃ ৯

রূপজ্ঞানার্ধ

অপরিহার্য



আপনার সৌন্দর্যের সহজ রূপটিকে
অক্ষুণ্ণ রেখে তা আরো মনোমুগ্ধ-
কর, আরো লাভগম্য কর
তুলতে হলে বসন্ত মালতী ব্যবহার
করতে শুরু করুন। ছুঁলি, ত্রণ,
মেচেতা বা শুক শুক প্রভৃতি চর্ম-
রোগও এর ব্যবহারে নিরাময় হয়।

বসন্ত
মালতী

সি. কে. সেন এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ

"জবাকুসুম হাউস"

কলিকাতা-১২



KALPANA

মেজকর্তা। মেজকর্তার এই কাজে শরিক
হয়নি মেন্দা।

মেজকর্তার ইচ্ছা ছিল, সবাইকে নিয়েই
তিনি এই ইশ্কুলটা গড়ে তুলবেন। এম ই
ইশ্কুল নয়, মেজকর্তার ইচ্ছা ছিল একেবারে
হাই ইশ্কুলের ভিত্তি পত্তন করা। গোপাল
বিশ্বাসের ইচ্ছা ছিল না, মেন্দা ছাহেবকে
এর মধ্যে মাথা গলাতে দেয়। কিন্তু মেজ-
কর্তার দৃঢ়তা এবং মকর বিশেষের চাপে
গোপালও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিল।

মেজকর্তা তারপর মেন্দার কাছে গিয়ে
প্রস্তাবটা করেন। একটা ইশ্কুলের যে

দরকার তাঁদের গ্রামে, মেন্দা ছাহেব সেকথা
স্বীকার করেছিলেন। এও জানিয়েছিলেন
যে, এমন একটা বাসনা মেন্দা ছাহেবের
মনে বহুকাল থেকেই আছে। শূন্যে উৎসাহ
বোধ করেছিলেন মেজকর্তা। অনেক
আলোচনা, অনেক বৈঠক হয়। কিন্তু
শেষ পর্যন্ত কিছুই দাঁড়াল না। মেন্দা
ছাহেব একটার পর একটা এমন সব শর্ত
করতে লাগলেন, যার কোন মানে নেই।
তুচ্ছ সমস্ত ব্যাপার এসের কাছে দারুণ
গুরুত্ব নিয়ে হাজির হতে লাগল।

প্রথম ফাঁকড়া উঠল নাম নিয়ে। সাগর
একাডেমি নামটা মেন্দা ছাহেবের পছন্দ
নয়। মেন্দা ছাহেব ৮পদ্যচর্চাশিল্পী মেজ-
কর্তাকে কিছু বলেন নি। কিন্তু নামান
রকমে তাঁর আপত্তিটা স্বীকারে দিরেছেন
ঠিকই। কিন্তু তা কি করে হয়? ছাত্র
বিশ্বাস টাকা দিয়ে ইশ্কুল করে নিজে
তাঁর বাবার নামে। এই শর্ত মান নিয়েই
মেজকর্তা কাজে হাত দিয়েছেন। অনেকের
এগিয়েও গিয়েছেন। এখন তাকে কি করে
বলা যায় যে ইশ্কুলের নামটা বললে মিস্ত
হবে। আর তাতে রাজীই বা হবে কেন
তিনি?

দ্বিতীয় ফাঁকড়া মেন্দা দুর্ভাগ্যবশত
ইশ্কুলের কমিটি বানাবার ব্যাপারে। তাঁর
বললেন, ইশ্কুল কমিটির মেম্বর অর্ধেক
হবে মুসলমান আর শাকী অর্ধেক
হবে হিন্দু। জাতিবিশেষের সংখ্যার
ভিত্তিতে সিঁদেইল কাটাও থাকে চাই।

মেন্দা ছাহেবের এই প্রস্তাবের গোপালরা
খুব গরম হয়ে গেল। মেজকর্তা অকাল
থেকে পড়লেন। এরা যে এর মধ্যে
রাসনীতি ঢুকিয়ে ফেলল, মেজকর্তা সেটা
বুঝতে পারলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল হিন্দু
বাফা কজন লোক নিয়ে ইশ্কুল কমিটি
তৈরী করবে। ইশ্কুলের উন্নতিই হবে
এই কমিটির আদি এবং অকৃত্রিম উদ্দেশ্য।
মেন্দা ছাহেবকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা
করেছিলেন মেজকর্তা। শব্দেছিলেন এটা
ইশ্কুল, ইউনিয়ন বোর্ড নয়, জেলা বোর্ড
নয় কি কাউন্সিলও নয়। ইশ্কুল কমিটিতে
বোজগুড়ে লোক নিলেই কাজ ভাল হবে।

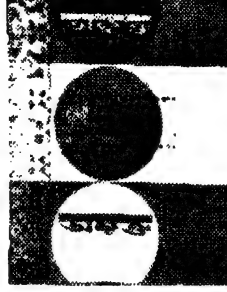
মেন্দা ছাহেব সৈ কথাই ভোলেন নি।
বলেছিলেন, তিনি যে কাজই করেন না কেন,
মোছলেম দুনিয়ার খেদ্দাত কেন তাতে
হওয়া চাই। মোছলেম স্মার্থ করে হয়
এমন কোন কাজ তিনি জান গেলেও
করতে পারবেন না। মেন্দা এও শুনিয়ে-
ছিলেন, এখন মোছলেম দুনিয়ার ঘর
ভাঙতে লেগেছে। নিজের অধিকার
সম্মান ইত্যাদি ব্যাপারে তারা খুব সচেতন
হয়ে উঠেছেন। বিশেষ করে যে সব ছোকরা
লেখাপড়া শিখছে, তারা। মেন্দা ছাহেবের
হলে কি হবে, কোমের রায়েক বিরুদ্ধে
যাবার কোন কমতা তাঁর নেই।

আসলে এসব কথা যে মেসদার নয়, তার জামাইয়ের সে কথা বৃথতে দেয় হয়নি মেজকতীর। মেসদাকে তিনি দীর্ঘকাল ধরে চেনেন। তাঁর দুঃখ লাগল, মেসদার মত লোকও এই রকম গেল কতক অসার বুলি পাখী-পড়ার মত করে বলতে শুরু করেছেন। আবার তাও কার কাছে? না তাঁরই কাছে। মেসদার জামাই, ওই ফটিক মিঞার সংগেও তাঁর কথা হয়েছে। ছোকরা এখন নামের আগে মৌলভী লিখতে শুরু করেছে। বয়েসে সুধার চেয়ে বড় হবে না, কিন্তু এরই মধ্যে নূর গজিয়ে দিয়া ভারিঙ্গী হয়ে উঠেছে। ফটিক মিঞা বললে বিরক্ত হয় এখন। এখন সে মৌলভী মোদাশের হোসেন। চালু নাম মোস্তার মিঞা।

ওই মোস্তার মিঞাই এখন প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলের মুসলমান সমাজের মাতঙ্গর। মেসদা ধীরে ধীরে শিখণ্ডীতে পরিণত হচ্ছে। সেই ছোকরাই একদিন সি আর বাসের লোহাট পেড়ে গেল মেজকতীর কাছে। শুনিয়ে গেল হিন্দু মুসলিম প্যাণ্ডের কথা। সি আর দাস নাকি স্বরাজ্য চুক্তিতে কবলে করেছেন, হিন্দু মুসলমানের স্বতন্ত্রত্বের অপিকার আদায়ের হুক আছে। জন সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকার করেছেন ব্যক্তিগত নেতা সি আর দাস। কাজেই সে দৃষ্টি ইস্তক কমিটির বেসামান্যই বা মান্য করা হবে না কেন? মোস্তার মিঞা মেজকতাকে প্রশ্ন করছিল। তবে কি সি আর বাসের চুক্তি ভুল? নাকি হিন্দুরা এখন স্বতন্ত্র বেসামান্য করছে?

প্রশ্নটার পিছনে সন্দেহ ছিল। মেজকতী মোস্তার মিঞার মুসলমান লোক চমকে ও বোকাহীন। স্বাধীন সংগে এক রাজ-নৈতিক আবহাওয়ার পরে মেসদার পরিণামের কথা ভেবে শঙ্কিতও বোধ করেছিলেন। দাস সাহেব ইসলামসনের বৈতরণী পার হয়ে গিয়ে যে পরিস্থিতির চারিদিক সার জল ঢেলেছিলেন, এই দুঃখের দার শিকড় কত দূরে প্রসারিত হয়েছে! অমী! দাস সাহেবের মত ব্যক্তিত্বকেও দাসপ্রদায়িকতার সংগে আপস করতে হল। কি পোলেন তিনি? কাউন্সিলে একজনে মেরিটি। কিসের জন্য? দলবদ্ধভাবে গবর্নরের কাউন্সিলে বাধা সৃষ্টির জন্য। মেজকতী যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছেন। এই দুঃখের কি করলেন তিনি? মস্তদীর বেতন যাতে না বাড়ে, শূন্য তাই নিয়ে হৈ চৈ। এর পরিবর্তে কি গদিত হলে? দাসপ্রদায়িকতার বাঘের মুখে মাংসের টুকরা। যে আদ্যোদয় মানবের মন থেকে এই হিংস্র বাঘকে চিরতরে তাড়িয়ে দিত, তেমন কোন আদ্যোদয় গড়ে উঠল না কেন? না তাহলে যে জনতার প্রিয় হওয়া যেত না। অনেক

৪৮ খ্র ১ম-২য় খ্র বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশিত হয়েছে



দেশ

সাহিত্য শিল্প ও
সংস্কৃতি-মূলক
ক্রিমা সিক

প্রবন্ধ ও অনুচ্চলতা : পাস্তেরনাক ও আধুনিক উপন্যাস। ইন্দ্রজিৎ বসু ॥
জাতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনার খসড়া। অমিয়কুমার বাগচী ॥ জগদীশচন্দ্রের
বৈজ্ঞানিক কৃতি। দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও দেবী খান ॥ গীতসাধক
ব্রজেন্দ্রলাল। সুধীর চক্রবর্তী ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের স্ব-নির্বাচিত কবিতা।
নিখিলকুমার নন্দী ॥ সাহিত্যের সার্থক চলচ্চিত্রায়ন। দেবীপদ ভট্টাচার্য
গ্রন্থ-পরিচয় : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। দেবীপদ ভট্টাচার্য। সুনীলকুমার
নন্দী। সুধীর চক্রবর্তী। নিখিলকুমার নন্দী
কবিতা : উনগারেত্তী (সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত)। বোদলের (পৃথ্বীশ্চন্দ্রনাথ
মুখোপাধ্যায়)। পাস্তেরনাক (শিশিরকুমার ঘোষ ও প্রফুল্লকুমার দত্ত)।
সুনীলচন্দ্র সরকার। সুধীরকুমার চৌধুরী। নিখিলকুমার নন্দী।
গল্প : শীতল চৌধুরী। অশোক চট্টোপাধ্যায়

পাঠকরা লেখকদের শক্তি দেখে বিস্মিত হবেন। শূন্য তরুণ নন এরা
রীতিমত প্রতিশ্রুতিশীল। আমাদের সাহিত্যে এখন গল্পের নিত্যমত
দুর্দিন। সে-হিসেবে অনুষ্ঠর ১২ বর্ষ ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবীণ জীবন-
নন্দর 'গ্রাম ও শহরের গল্প' যেমন পাঠকদের কাছে চমকপ্রদ ও দিকনির্দেশী
বলে প্রতিভাত হয়েছিল, তেমন এবারের দুই নব্বইয়ের গল্প, যথাক্রমে,
'সবজন্মস্রাট' ও 'এক আকাশ : অনেক পাখি' অনুষ্ঠর আশাবাদী আবিষ্কার।
প্রমাণিত হবে, কেবল তারগা শক্তি নয়, সূচীকৃত তারগাই শক্তি।

উপন্যাস : রাজপথ জনপথ। চাগকা দেন

উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য এর উপাখ্যানে ও উপস্থাপনে। ভারতবর্ষের একটা
অর্থ আছে। বিদেশীর চোখে কোন রূপে তা ধরা পড়ে? বিদেশ ভারতীয়
চরিত্র নিয়ে বাংলা উপন্যাস অনেক আছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতকে দেখবার
জনে যে-বিদেশীরা আমাদের দেশে অতিথি তাঁদের নিয়ে এই প্রথম উপন্যাস।
একাইনীর নায়ক একটি নিগো যুবক। তার ও আরো অনেক বিদেশী
চরিত্রের সংগে স্বাধীন ভারতের আদর্শগত ও বাস্তব সংঘাত এর কথাবলু।
বাংলা সাহিত্যে এমন দুঃসাহসিক, জটিল ও নগ্ন-সত্য উপন্যাস সুদুলভ।
কাইনীর মূলে পরিবেশ স্বাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লী; ভূমিকায় নিগো,
ইংরেজ, মার্কিন ও ভারতীয় নরনারী; তারা সবাই জীবন-ভূজয় জুলাছে।
'রাজপথ জনপথ' বাংলা উপন্যাসের নতুন দিগন্ত। আখ্যানে যেমন কোন
বিশেষ দেশভাবনার চেয়ে ভারতীয় বিশ্বনাগরিকতা, বিন্যাসেও তেমন
চরিত্রকেন্দ্রিতার স্থানে চরিত্রমিছিল ও বিস্তারবৈচিত্র্য। আদৌ উপন্যাসটি
আধুনিক ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রচিত্র।
অনুষ্ঠর জন্য বিশেষভাবে লিখিত এর অধ্যায়বিভাগগুলিও সূচীকৃত :
প্রতি সংখ্যায় নতুন-নতুন কাইনীর চরিত্র ও পরিবেশের গ্রন্থবন্ধনে স্বয়ং-
নপূর্ণতার ভাব অঙ্কুর। গত সংখ্যায় যেমন পাতপাতী ছিল : বিবেক
সোম - মিলার - সুম্মা - কাবাক, এ সংখ্যায় তেমন শূকরদেব - আরনট -
মুলোচনা ও ভারতীয় আই সি এস-এর পতন অভ্যুদয়ের পথপরিষ্কার
অশ্রুপূর্ব ইতিবৃত্ত : ডবন ক্রাউন পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় বিধৃত একটি জটিল
উপন্যাসিক দিল্লি।

প্রতি সংখ্যা এক টাকা ॥ বার্ষিক সডাক চার টাকা ॥ এ-সংখ্যা : সডাক দু' টাকা
রুচিক, সাহিত্যানুষ্ঠা ও চিন্তাপ্রগতির আরেক নাম অনুষ্ঠ

এ সংখ্যার জন্য এজেন্সী কমিশন সাধারণক্ষেে ২৫%; বাইরে ডাক-খরচা
পত্রিকার বেনে করতে হলে ২০%; এজেন্সি ডাক-খরচা বহনে সম্মত থাকলে
কমিশন ক্ষেত্রবিশেষে ৩০% থেকে ৩৩%। পত্র-যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদক : সুনীলকুমার নন্দী

কার্যালয় : ১১৭/১ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা-২

মসৃ সাহিত্য সংসদের নবতম আকর্ষণ
সাহিত্য জগতের বরণ্য শিল্পী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

॥ রূপমতী ॥

রঙে—রঙে—ভাষে ও বর্ণনায় চিরউজ্জ্বল
মূল্য আড়াই টাকা
পরিবেশক : বঙ্গ বুক স্টল
১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মহাশয় আশ্বিনীকুমার দত্তের
দুখানি অমূল্য গ্রন্থ

১। কর্মযোগ ২। প্রেম ২।

সাহিত্যজগতের প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

॥ বেলকুঁড়ি ॥

—মহত্বপূর্ণ—

— কুমতাবাহ বা শক্তি —

প্রাণা ও মূর্খত্বের মহোৎসব।

পূর্বে হইতে বড় লোকগণই ইহা ব্যবহার করিয়া
অটুট স্বাস্থ্য ও শক্তি উপভোগ করিতেন।
বর্তমানে সর্বসাধারণ উপকৃত হইতে পারেন এই
উদ্দেশ্যে ইহা পেটেন্টরূপে নামমাত্র মূল্যে
বিতরণ করিতেছি। ১ শিশি মূল্য ৫।
অজীর্ণ রোগে—হাজিমা বা ডাইজেষ্টিন ১।।।
ডাকঘাশুল স্বতন্ত্র। লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।
পার্ক হোর্কিষ কোম্পানি ওয়ার্কস—১৫, সার্কাস
রো, কলিকাতা-১৭। ফোন : ৪৪-৪২৫৪

অপ্রীতিকর সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে
হত যে। ভৌতিক দেখান যেত না। তাই কোন
নেতাই ও সৈনিকে পা বাড়ালেন না।

মেজকর্তা আপন নেনেই বললেন, সে
আন্দোলনে যে উত্তেজনা নেই। উত্তেজনা
না হড়ালে কোন আন্দোলন যে গড়ে
তোলাও যায় না। তাতে যে ঘটা করে
লোক জমান যায় না। আর এই অনড়
অথর্ব সমাজটার মূল ধরে যে নাড়া দিতে
হত তাতে। মেজকর্তা ভাবলেন, তাতে
প্রিয় হওয়ার চাইতে অপ্রিয় হওয়ার ভয়ই
যে বেশি।

একটা সোজা কথা কেন আমরা ভুলে
রাই? বারবার নিজেকেই বলেছেন
মেজকর্তা। ভিত বসি আলগা থাকে,
তাহলে তার উপর ইমারত গড়ে বত রঙই
লাগাই না কেন, সে ইমারতের অয়্য বেশি
হতে পারে না। সোনা ইট্টেই কি মজবুত
শালান বানান যায়? আমরা হিন্দু, আমরা
মুসলমান, আমরা খ্রীস্টান, আমরা উচ্চ
বর্ণ, আমরা নিম্নবর্ণ, এই বসি আমাদের
পৃথিবীর প্রধান কাড়ি হয়, তবে কতদূর
যোতে পারি আমরা? মেজকর্তা অন্তত
তার হিন্দি জানেন না।

আরও থেকে সোহা এনে, সমস্ত
আবজানা থেকে সোহাটুকু যেমন নিষ্কাষণ
করে ইচ্ছাপাত বানাতো হয়, তেমনি করে
সাম্প্রদায়িকতার আবজানার মধ্য থেকে বাক্তি
মানুষকে নিষ্কাশিত করে আনতে পারলে
তবেই স্বাধীন সমাজ পত্তন করা সম্ভব।

সে বিষয়ে মেজকর্তার মনে কোন সন্দেহ
নেই বলেই ত বাড়ো বরসের শঙ্কটটুকু একত্র
করে একটা চেষ্টার নেমোঁছলেন। সব
দিক থেকে বাধা পেয়ে পেয়ে এখন কেমন
যেন হাঁকিয়ে উঠছেন।

মেজকর্তার ইচ্ছা ছিল, সংস্কারমতে
শিক্ষার একটা ঘাটি তৈরী করবেন। যে
শিক্ষা মানুষকে মানুষের মূল্যে গুরুত্ব
করবার প্রেরণা জোগাবে, সেই শিক্ষা
বিতরণের চেষ্টা করবেন।

তার কলেজী জীবনের চাপা পড়া
স্মৃতি বহুদিন পরে তাঁকে আবার
হাতজানি দিয়ে ডাকতে শুরু
করেছিল। বারবার শুরু, তার দৃষ্টি
সোকের কথা স্মরণ হতে থাকে। ডিরোজিও
আর বিবাসাগর। দুজনেই শিক্ষাদাতা।
শেষ কথা বলার বাতিক ওদের কারোই
ছিল না। শিখবার প্রস্তুতিকে উল্কে দিয়েই
ওরা কাজ শেষ করেছেন। ওদের জন্মালিয়ে
সেওয়া মশাসের আলোই আজ আমাদের
এতদূর এঁগিয়ে এনেছে। মেজকর্তা
জানেন কিন্তু দৃষ্টিগো এই, যে আলো
আরও চারিদিকে জড়িয়ে দেবার চেষ্টা
আর হচ্ছে না।

তাই ত তিনি শেষ পর্যন্ত হকের
বিশ্ববাসের প্রত্যয়ে রাজী হয়ে পড়লেন।
ইচ্ছা ছিল সকলকে নিয়ে পথ চলবেন।
পারলেন কই?

মেম্বার সবে পড়ল। সরেই শব্দ
পড়ল না, মেজকর্তা ইচ্ছা খোঁসবার এক

বুকে সর্দি বসেছে ?

বুকে শিঠে সর্দি বসলে ভয়ের কারণ বৈকি! এ অবস্থায়
ডেপোলিন মালিশ করলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়।
কারণ ডেপোলিন ঝকের মধ্য দিয়ে এক নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের
ভেতরে যেয়ে একযোগে অতি দ্রুত কাজ করে। ঠাণ্ডা লেগে
মাথাধরা ও গলাধরায়, বাথা ও বেদনায় ডেপোলিন অশ্রুচা
মালিশ। আজই এক শিশি কিনে বাড়ীতে রেখে দিন।



ডেপোলিন

পরিবেশক : জি. কল্ল এণ্ড কো
১৬, বর্মিস্ট্র পেন - কলিকাতা-১

বোয়ালীন এণ্ড কার্কেল লামট্রী

বছরের মধ্যেই মোন্দারা, একটু দূরে, মোহলম মিডিল মাদ্রাসা খুলল খুব হৈ চৈ করে। এস ডি ও মুনীর হোসেন সাহেবকে নিয়ে উদ্বেগজনক মোন্ডার মিঞা। এস ডি ও সাহেবকে করল প্রেসিডেন্ট, নজে সেক্রেটারী হল। দশ হাজার টাকা মোহলম কৌন্সিলের তরফের জন্য এককালীন দান করে মোন্দা সরকারের সুনজরে পড়ে গেল। খুব গুজব, এই বছরের নিউ ইয়ারে মোন্দা যাতে খান সাহেব খেতাব পান এস ডি ও তার জন্য সরকারের কাছে খুব দরবার চালাচ্ছেন। খেতাব পাবার পর হজ্জ করতে যাবেন মোন্দা সাহেব।

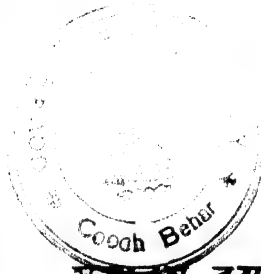
কিন্তু এখন এই নিজনি বিকালে, ছুটির পর ইফতুসে বসে বসে নেজন্য বিরক্ত হয়ে ওঠেন নি মেজকর্তা। মোন্দা ছাড়া খেতাব পান, হজ্জ যান, এমন কি মাদ্রাসা খোলার জন্য খরচায় করাতেও তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ মেজকর্তার কানতর নেই। তিন দুখ পেয়েছেন, শরীফতও হয়ে উঠেছেন একধা সত্য। তবে সে অন্য কারণে। মুনীরার ছাওয়া মেডাবে বদলাচ্ছে তা দেখেই কিছুটা হতাশা বোধ করছেন তিনি।

সমস্ত বিচার বিবেচনা ত্যাগ করে সরকার এখন মুসলমান সমাজকে মাথায় তুলে মচাতে শুরুর করেছেন। পরিণাম ভাল নয় বলেই শওকা জাফর মেজকর্তা। এ গ্রামে হিন্দু, মুসলমানের মধ্যে বৈষম্যের প্রকাশ্য বিরোধিতা এসে পড়লে, এ যেন ভাবেননি মেজকর্তা।

মুসলমান সমাজ নতুন প্রজন্মের কাছে কতখানেক দূরে সরে গিয়েছিল। এখন দুই তে দূরত্ব কমাতে তারা উঠে পড়ে লেগেছে। হিন্দু সমাজ পুরনো প্রজন্ম মুসলমানদের বিরুদ্ধে বলেই ইংরাজদের কাছে সরে এসেছিল। তাদের ভ্রাসমক্য দেখলে বিনা প্রতিশ্রুতির আনকদিন ধরে আত্মসাৎ করেছে হিন্দু সমাজ। ইংরাজী-শিক্ষায় শিক্ষিত নিতান্ত চাকুরি নিভার এক মধ্যস্থিত ত্রুণ সৃষ্টি হয়ে উঠেছে হিন্দু সমাজের মধ্যে বিশেষ করে কেরানীদের জন্মভূমি এই বাংলাদেশে। কি অশ্রুত এই মনসিহ সম্প্রদায়। বিপরীত ভাবধারার শত স্রোতে ভাসে।

মাঝে মাঝে অলাক লাগে মেজকর্তার। ইওরোপে একদিন শিষ্য বিম্বন হল, ফরাসী বিম্বন হল। পুরাতন কঠামো ফরাসী উড়িয়ে দিয়ে দেবিরে এস এক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। চিত্তার, কমে জীবিকাজনের উপায়ে যারা একবারেই মত্তন। পৃথিবীর রঙই যারা বদলে দিল। মান্দু সম্পর্কে ধারণার ভুগোস

প্রকাশিত হল



সম্পর্কিত বস্তু উপন্যাস

রাণীর বাজার

দাম — তিন টাকা

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী—২০ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৫

ফোন—৫৫-৪৫২৫

লোকে দুটি জিনিষকে ভয় করে
আচল টাকা আর

আচল পত্র

সম্পাদক: দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

একাদশ বার্ষিক পূজা সংখ্যা নয়

সম্পর্কে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সদ্যপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ৯, রায়বাগান স্ট্রীট

কলকাতা — ৬ ॥ ফোন ৫৫-৩১৪৮

অশ্ববিদ্যাস, কুসংস্কার, ধর্মীর গোড়ামির সংকীর্ণ সীমানা পেরিয়ে বহুস্তর পরিধিতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। যুক্তি, বিবেক, বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে মানুষের নতুন মূল্য নিধারিত হল। ইউরোপের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই হল নতুন অর্ঘ্য।

আর আমরাও মধ্যবিত্ত! মেজকর্তা নিজেকে শোনাতে লাগলেন। অতীতের কিছুই বর্জন করিনি। শূদ্ধ একটা নতুন কুতূহি গায়ে চাপিয়ে পুরনো চেহারা ঢাকা দিয়েছি। ইংরাজের মারফৎ আমরা এই মধ্যবিত্তরান্না পেয়েছি। যেন মোকোজ লায়ালের নীলামখানা থেকে কেনা পুরনো সোফা কোচ দিয়ে মানস চ্যেতনার চণ্ডীমণ্ডপটা সাজিয়েছি শূদ্ধ। তাই আমাদের ব্রাহ্মণ্য ঘোচেনি, হিন্দুয়ানি যায়নি। এবার মুসলমানও মধ্যবিত্ত উঠছে। ইস্কুল কলেজে ইংরাজী বিদ্যায় হাতে খড়ি

নিচ্ছে। আর তাদের মধ্যে মুসলমানও দারুণ বেগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। উঠতির মুখে সদাসদ্য সাম্রাজ্য হাতে রাখবার জন্য ইংরেজ এককালে হিন্দু তোষণ শুরুর করেছিল। এখন পড়তির মুখে এসে সেই সাম্রাজ্য কোন মতে টিকিয়ে রাখবার জন্য সেই ইংরেজ আজ মহোৎসাহে মুসলমান তোয়াজ শুরুর করেছে। স্বদেশে থেকে মানব প্রেম, ন্যায়, নিরপেক্ষতার মতে দীক্ষিত হয়ে এসে ইংরেজ এদেশে বিভেদ, বিদ্বেষ আর ঘণার বীজ বপন করছে। অদৃষ্টের কি নিদারণ পরিহাস! টেবিলের উপর সে সরকারী চিঠিখানা পড়েছিল। সেদিকে চেয়ে তিন্ত হাসি হাসলেন মেজকর্তা।

ডিস্ট্রিক্ট ইস্কুল ইন্সপেক্টর লিখেছেন, আপনার ইস্কুলকে সরকারী স্বীকৃতি আপাতত দেওয়া সম্ভব হইল না। তজ্জন্য

দৃষ্টিখত। দুইটি কারণে এই সিদ্ধান্ত নিত্যত আনিচ্ছসত্ত্বেও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইলঃ (১) আপনার গ্রামেরই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মোসলেম মিডল মাদ্রাসাকে এবার স্বীকৃতি দিতে হইয়াছে। কারণ মাইনরিটি কমিউনিটির মধ্যে শিক্ষার প্রসারের অগ্রাধিকার দানই সরকারী নীতি। এবং (২) আপনার কমিটি যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বমূলক নয় বলিয়াও আমরা মনে করি। কমিটির পুনর্গঠন সম্পর্কে আপনার বিবেচনা করিবেন, আশা করি। মেজকর্তা চিঠিখানা আরেকবার পড়ে বিব্রত হয়ে ড্রয়ারে রেখে দিলেন। এম ই ইস্কুলের অনুমতিও পাওয়া গেল না। বেশ! মেজকর্তা ভাবলেন, কড়া একখানা জবাব কাল মুসাবিবে করতে হবে। আর ইস্কুলটাকে এবছরই হাই ইস্কুলের স্ট্যান্ডার্ডে তুলে দিতে হবে। আমার হাতেরা নিজের জোরেই দাঁড়াতে পারবে। দুবছরের মধ্যেও যদি সরকারী স্বীকৃতি না পাই, তবে হেঙ্গেলের হারিশংকরপুরের ইস্কুল থেকে পরীক্ষা দেওয়াব। তারপর ধরনা দেব। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাছে। তুড়ি মেয়ে আমাকে উড়িয়ে দেবে ভেবেছে। পারবে না। চিঠিখানার উপদেশো মেজকর্তা বেশ জোরেই কথাগুলো বলে উঠলেন।

শ্রীকণ্ঠ সংগে সংগে ভিতরে ঢুকল।

মেজকর্তা বললেন, কি চাই রে?

শ্রীকণ্ঠ বলল, আপনিন ডাকিলে না কি?

মেজকর্তা বললেন, না ত। হ্যাঁ শোন, আমার দেরি হবে, তুই বাড়ি যা। চাকিটা আমাকে দিয়ে যা। লণ্টনটা জেলে দিয়ে হাস।

ইস্কুল ইন্সপেক্টরের চিঠিখানা পড়ে মেজকর্তা বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সুধাময়ের সুদীর্ঘ চিঠিখানা তাঁকে ভাবিত করে তুলল।

সুধামা হয়ে আসছে। ইস্কুলের মাঠে আর ছেলে নেই একটাও। বাজার করে নিয়ে অনেকে হাটতলা থেকে বাড়ি ফিরতে শুরুর করেছে। কারো কারো কাথাবাতি কানে এসে লাগছে। চেহারাগুলো ধীরে ধীরে স্পষ্টতা হারিয়ে ফেলেছে। শ্রীকণ্ঠ যাবার সময় লণ্টনটা হাতের কাছে রেখে গিয়েছিল। মেজকর্তা সেটা উল্ক্ষ নিলেন। তামাক খাবার ইচ্ছে হাচ্ছিল খুব। কিন্তু এখানে কোন সরঞ্জাম নেই।

তিন বছর বাড়ি আসেনি সুধাময়। বড়দা, মেজদি, বড়বউ ওর বিয়ের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। মেজকর্তারও ইচ্ছে, সুধাময় এবার বিয়ে করুক। কিন্তু কোথায় সুধাময়? সেই কবে পরীক্ষার পাশ করার খবর দিয়ে লিখেছিল, চাকরির চেষ্টার সে ব্যস্ত, তাই আসতে পারবে না। তার অনেকদিন বাদে লিখল,

পাঠক এবং অনুগ্রাহকদের কাছে সর্বিনয় নিবেদন,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাজিত

এবং

রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভোলুগা থেকে গল্প

পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। অতএব আপনার কাছে অনুগ্রোধ, স্থানীয় বই-এর দোকানে খোঁজ করুন অথবা নীচের ঠিকানায় লিখুন।

মিঠালয়

১২ বঙ্কিম চারুয়ে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(সি ৮৬৮১১২)

বি. এ. ছাত্র-ছাত্রীদের অপরিহার্য পুস্তক

বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রীভূদেব চৌধুরী

মূল্য ৭/-

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড

১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

শত চেষ্টাতেও চাকরি জোগাড় করতে পারছে না। তারপর কিছুদিন বাদে লিথেন্স, আসাম বেংগল রেলসে একটা কাজ পেয়ে সে লামার্ডিং চাকরি ইটাং কাজে চলে যাওয়ায় বাড়ি আসার সময় পেল না। দু' মাস না যেতেই সে কাজ গেল, সেখান থেকে জানিয়েছিল কলকাতায় এসে। বাসু আর তার কোন পাত্তাই নেই। কারও চিঠির জবাব দেয় না। কি করছে না করছে, সেন্সবও কিছু লেখে না। মেজকর্তা এবার ওকে বিশেষ করে আসতে লিখেছিলেন। আসতে বলার কারণ কি তাও জানিয়েছিলেন। তারই জবাব দিয়েছে সুধাময়। মেজকর্তা প্রায় দু' মাস আগে চিঠিখানা লিখেছিলেন আর তার জবাব পেলেন আজ।

সুধাময় স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত বিয়ে করার 'বাসনা' তার নেই। কারণ নিদারুণ অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের মধ্যে সে বাস করছে। কোন চাকরিই সে আর জোগাড় করতে পারেনি এর মধ্যে। পারবে কিনা, তাও জানে না। এমতাবস্থায় বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। এর জন্য সুধাময় সকলের কাছেই কমা চাচ্ছে।

বড় বউ বলেন যাব দুঃখ পাবে। সুধা অত প্রাণ তার। সুধাময়কে একবার দেখবার জন্য মিস্টার হলের উপরত। কিন্তু মেজকর্তা তখনো লিখিত উদ্দেশ্য হল নি। ভাবিত হওয়ায় অন্য ব্যাপারে।

সুধাময় লিখেছে :

অন্যভাবে করছি এমন একটা কিছু করার যাতে সব ফলনের সম্ভাবনা হয়। নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছিও ইংরেজ রাজত্ব এসেছে আমার আমলের কোন ভবিষ্যৎ নেই। আমার দেশে আমি প্রতিষ্ঠা পাব না। আমার ক্ষমতা সীমিত থাকে, জ্ঞান বস্তু বেশি থাকে কিন্তু আমি ইংরেজ নই, যাতে এই কারণেই দেশে পান আমাকে নিরোগ করা হয় না। নিতান্ত আজ এক ইংরেজের ব্যাচকে তিনগুণে মাইনে দিয়ে আমার উপরে বসিয়ে দিচ্ছে। সেই অপমান আমি রেলের চাকরি ছেড়েছি। • চাকরি ছেড়েছি, কিন্তু অপমানের জ্বালা জ্বলতে পারছি না। শূন্য এই একটি ঘাট পড়ানি নয়। আরও অনেক দগ্ন বসে জন্মেছে। চাকরি করার যোহ আমার ঘুচেছে। এখন যাব চাকরি নেব ভারত, আমি জানি তিনি আমার কখনও পাবে টেনেবন না। এর কাজে যাবেও সুখ। দেশের মজি না হলে, আমার দেশ আমার না হলে, আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাই কাকা, এখন আমি কাজের ঘাট কাজে লাগব, এমন কাজ যাতে মূল্য কখনও কমবে না, যার গৌরব মন্দান

হবে না। যে পথে আমরা চলছি, সে পথে ফুলের মালা নিয়ে আমাদের জন্য কেউ অপেক্ষা করে থাকবে না তা জানি। জীবনের জয়গান জহ্মাদের শোণিতসিক্ত হাতে যারা রচনা করে গেছেন, তাদেরই অনুসরণ শ্রেয়।

সুধাময়ের এই চিঠিখানার শব্দে শব্দে যে আবেগ ফুটে বেরুচ্ছে তাই নয়, কেমন একটা স্থূলতার পরিচরও সর্ব্বত ছড়ান। পরিকার অর্থই বা কি? কি করতে চায় সুধাময়।

একটা জিনিস বোঝা গেল, সুধাময়

আবার দেবতা বদলেছে। স্পষ্টই লিখেছে, কার্ডিন্সলে ঘটা করে ঢুকে বিরোধিতা-বিরোধিতা খেলার ইংরেজের শাসন টলাসো যাবে না, অহিংসার মিরীষ প্রতিরোধেও মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের আসন তিলমাত্র টলানো যাবে না। সম্রাট মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বরাজ চাই, স্বরাজ চাই বলে চেঁচালেও ইংরেজ স্বরাজ দিলে দেবে না। ইংরেজকে তাড়বার ভাষা একটাই আছে, বুলি নয় গুলি, একথা যারা বলেন তারা আমার নমস্কার।

না, সুধাময় কোন অপসংকল্প রাখেনি।

বনকো
টুথ-পেস্ট
উজ্জ্বল, শুষ্ক দাঁত ও সুস্থ মাড়ির
জন্য
বনকল প্রাইভেট লিঃ
২০, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোড • কলিকাতা - ৩৭



ফোন
৩৬-৩২১৩

(১৩৬৬)

মুখের
জৌন্দর্য
বৃদ্ধি করে



রেকাশীর

ফেস্ পাউডার

ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

নতুন দেবতা প্রতিষ্ঠা করেছে, সে কথা বোঝাই যাচ্ছে। অসহিষ্ণু, একালের ছেলেরা বড় অসহিষ্ণু। মেজকর্তার মনে পড়ল তাঁর কলেজী জীবনের কথা।

তখন তাঁদের মনেও দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়ে উঠছিল। কিন্তু এমন কীংকর্তার মধ্য দিয়ে নয়। উদ্বেজনা যে কর্ম ছিল তাও ত নয়। মেট্রোপলিটান কলেজে গিয়ে যেবার তিনি ভর্তি হলেন, সেইবারই কি দারুণ হৈ চৈ হয়ে গেল সুরেন বাবুজীকে নিয়ে। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে সুরেন্দ্রনাথকে বরণস্থত করা হয়েছিল কিছুদিন আগে। তাই নিয়ে ছাত্রমহলে কি সাংঘাতিক আলোড়ন। সি আর দাস তখন শূদ্রমোহ চিত্তরঞ্জন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। কলকাতার অবিসম্বাদী ছাত্র নেতা। পোশাক আসাকের বাহর দেখেই গ্রামের এই লাজুক ছাত্রটির তখন চোখ ছলনা বড়া হয়ে যেত। তখন ছিল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের প্রতিপত্তি। গরম গরম বক্তৃতা তখনও শুনছিলেন মেজকর্তা। পরাধীনতার শ্লানি অন্তরে বেজেছে। তবু যেন ইংরেজের প্রতি বিশ্বাস তখন জেগে ওঠেনি।

বিশ্বাস ছিল তার ন্যায় বিচারের প্রতি। তাঁর শ্রমের শিক্ষকদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যারা মান করতেন ইংরেজের সংস্পর্শে এসে নতুন ভাবধারার দীক্ষিত হইলিচ্ছ আনন্দ। আমরা উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারবো আমাদের ভাগ্য গড়বার অধিকার আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে পেয়ে যাব। তাঁদের বিশ্বাস ছিল মানবত্বের উদার বন্ধনে দুটো দেশের মনে রাখী কাঁধা হবে। ভারত আর ইংল্যান্ড, এত শব্দ, মাত্র দুটো পৃথক ভৌগোলিক সীমানা নয়, দুটো সভ্যতার প্রতীক।

মেজকর্তা ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন। তিনি জানেন, সভ্যতা কোন বিশেষ জাতির বা দেশের রহস্যনিয়োগ মাল নয়। সভ্যতার সুমণ্ড মানবজাতিরই অধিকার আছে। পৃথিবীর যে কোনও কোণেই সভ্যতার উল্লেখ হোক না কেন, তার প্রসঙ্গ মানুষ-মাত্রেরই প্রাপ্য। এ-অধিকার থেকে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না। ভারত একদিন সভ্যতার শীর্ষে উঠছিল। একদিন আবার সে ধীরে ধীরে নিম্নে গেল। উঠল আবার সভ্যতা। তার কাজ শেষ করে সে বিদায় নিল। ইওরোপীয় সভ্যতার

পুনর্জাগরণ হল। ভারতীয় সভ্যতার স্ফুর্তির বহু ফল আরব সভ্যতা আত্মস্থ করেছিল, আরব সভ্যতার অনেক রোশনাই ইওরোপের নতুন সভ্যতার উল্লেখ সাহায্য করেছে। ইওরোপীয় সভ্যতার একটি ধারাই ইংরেজ আবার বয়ে এনেছে। তাই ত আশা হয়েছিল, এই নতুন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতের জড়ত্ব ভাঙবে। ছোট ছোট নিষেধের বন্ধনে যে বিরাট মানবাশ্রা সত্য পীড়িত হচ্ছিল এদেশে, নবীন স্রোতের বিরাট স্রাবন স্রবস বন্ধন ভেঙে চলে যাবে।

কিন্তু সে আশা সফল হয়নি। শিক্ষকের ভূমিকার চেয়ে ইংরাজ শাসকের ভূমিকার প্রতিই পক্ষপাত বেশি দেখাল। এতে সে ভগবতের ক্ষতিই শব্দ করেনি, নিজেকেও অনেক দীনতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। নিজের সভ্যতা, নিজের সংস্কৃতির প্রতিই গরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। গণতন্ত্রের পবিত্র ইংরেজ ভাণ্ড বলে পরিগত হয়েছে।

আপাতবিরাধিতার জন্ম যে ইংরেজ এদেশে কত দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যে ইংরেজী শিক্ষা এককালে সমগ্র ভারতে একাত্মবোধের জন্ম দিয়েছিল, সেই ইংরেজী শিক্ষাই এখন 'ডিভাইড এন্ড রুলের' চক্রান্তে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা আর প্রাদেশিকতার জন্ম দিচ্ছে। এমন দিন আসবে, মেজকর্তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আসবেই যখন এই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরাই সমস্ত রকম সংকীর্ণ আত্মশাসনের নেতৃত্ব দেবে। গোঁড়ানি আরক-বাহক এবং প্রচারক হবে এরাই।

এদেশের চিন্তারাজ্যে যে অগ্নি-সংস্কার হওয়া উচিত ছিল, ইংরেজ তা ঘটিতে দেয়নি। সে পুরাতনের সঙ্গে সর্বভোভাবে রফা করেছে। তাই অধ্যাত্মবাদের জীর্ণ খোসা এখনও আমরা অঁকড়ে ধরে বসে আছি। শিল্প বিপ্লবের প্রসার হতে ইংরেজ দিল না, দীর্ঘ দিনের আত্মদাসনের স্বারা যে ইংরেজ নিজের দেশে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ করল, জীবিকা অর্জনের নতুন উপায় বের করল বিজ্ঞানের কল্যাণ, সেই ইংরেজ ভারতে গাঢ়িকা বাদল সামন্ততন্ত্রের সংগে। রফা রফা রফা। সবভাবত বানিমা বৃদ্ধির নির্দেশে ইংরেজ শব্দ রফাই করে গেল।

নিজের দেশে যে ইংরেজ আইনের রাজ প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই ইংরেজ 'রুল অব ল' ছাড়ে ভারত শাসন শুরু করল 'রেগুলেশন মাটির' দাপটে। নিজেকেই বারবার অস্বীকার করেছে ভারতের ইংরেজ প্রতিনিধিরা।

যে লিবরেল ভাবধারা এদেশে উনিশ শতক জন্মগ্রহণ করেছিল, ইংরেজ তাকে লুপ্ত করে পাবেনি। অবহেলা উপেক্ষায় তার পরিপাকিটর অভাব ঘটিয়েছে। এবং তার ফলে উগ্র হিংস ইংরেজ বিশ্বের স্ট্রট হয়েছে এদেশে। সুধাময়দের রক্তে বিশেষ

সেই আগুনই ধুঁষি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে আবার। এরই নাম কি প্রতিফল?

মেজকর্তার চোখের উপর কত আন্দোলন হয়ে গেল, কত ঝড় বয়ে গেল। বণগড়গ, নবশেখী, সন্তোষবাদ, নন-কো-অপারেশন, সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স—নরম গরম অনেক আন্দোলন। কত রকম দাবি উঠল। হোম-রুল, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস। এখন 'স্বরাজ' চাইতে এসে ঠেকেছে।

দেশে নাড়া যে পড়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই মেজকর্তার। সন্দেহ আছে এই নাড়ার পরিণাম সম্পর্কে। বিশ্ববিশ্বের আগুণ শব্দ পরকে পুড়িয়েই থামে না নিজেরও যে মুখ পোড়ে তাতে সন্দেহও স্ফুর্ময়। সুধা ত ছেলেমানুষ। মগজের চেয়ে রক্তের তেজেই বেশি বিশ্বাস তার। কিন্তু নেতারাও কি একই ঘর্পণিতে ঘুর-পাক খাচ্ছেন না?

গতকালের অমৃতবাজারে লিখেছে, 'মেজকর্তা পড়ছিলেন, গোলটেবিল বৈঠকের কথাবার্তা চলছে। ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস যদি নাই পাও, তবে ওরই কাছাকাছি, দায়িত্ব-শীল সরকার একটা গঠন করতে পাও, আপাতত তাতেই চলবে। নেতাদের নাকি এখন এই ভাব।

সুধাময়রা ওতে সন্তুষ্ট নয়। উগ্রতর পথ অবসরনের কথা ওরা ভাবছে। মেজকর্তা অন্য কথা ভাবছেন। রাজনীতিক চিন্তা আমাদের যতদূর দিকশিত হবার তা হইবে। সামাজিক চিন্তা আমাদের হাত তুলনয় এগিয়েছে কি? রাজনৈতিক পরিবর্তনে দেশ খানিকটা এগায়, মানুষ এগায় সামাজিক পরিবর্তনে। সম্ভবত একথা বোঝার মত ধৈর্য আজ আর কারোর নেই।

নাঃ, সুধা চিন্তায় ফেলেছে তাঁকে। ওর সুগন্ধ দেখা হওয়া দরকার। কলকাতায় শেষ পর্যন্ত কি কাঁক যেতেই হবে? হুসে বৈকি। সুধার এই চিঠির পর কি নিশ্চিত হইবে থাকা যাবে!

নরা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, মাজে-বাবু, বড়দি আর জামাইবাবু আছেন।

মেজকর্তার মাথায় সুধাময়ের কথাই ঘুরছিল। চমকে উঠলেন।

সুধা এসেছে?

নরা বলল, না, বড়দি আর জামাইবাবু আর তিনিয়ার ছাওয়াল। বাবু, বড়মা করে সেলেন। বাজার করে নিয়ে যাতি হবে আপনাদের। ঘরে ত সব বাড়ন্ত হয়েছেন।

মেজকর্তার বকেটা হঠাৎ ঘুরিবার ঢেউ-এ ভালপাড় করে উঠল। হঠাৎ গিরিবালাই এল কেন? আগে ত লেখেনি কিছু।

নরাক বললেন, আলোটা নিভে। দরজায় তালো দে। চল যাই।

(আগামীবারে সমাপ্য)



ভেদ

মোলাানা খান



সন্ন্যাসী যেন বেমনতবো। যোগ
নেই, জপ নেই, ধূনী জ্বালেনা
চমচট-কমণ্ডল, নেই, শয্যা বসে থাকে।

তাও সব সময় নয়। ঘড়ি ধরে দেখেছে,
রোজ নিয়ম করে পাঁচটা সপাচটায় আসে,
সন্ধ্যা হতেই চলে যায়। তারপর আর
দেখা নেই, আবার পরদিন পাঁচটা অবধি।

চালচলনও অশুভূত। বসে বসে শয্যা
দেখে। তার মাথা সাধুভাব একটুও নেই।
সিঁকি সপ্রতিভ ভাবে একে দেখে শুকে
দেখে যেন কল্লোচাকুর মেলা দেখছেন।
মাঝে মাঝে কী দেখে যেন উঠে পড়ে; হন
হন করে চৌরাস্তার এক রাস্তা ধরে
চলতে থাকে, যেন কিছুই িপছ, পিছ।
কোনো দিন একটু বাঁদেই ফিরে আসে
চৌমাথায়, আবার বসে; কোনো দিন আর
ফেরে না।

বাঁধা ভক্ত উক্ত নেই। দৈবে সৈবে দমটো
একটা লোক কাছে এসে বসে, গল্পসল্প
করে। একদিন এক বাড়ি এসেছিল মন্তর
নিতে।

সন্ন্যাসী বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ মন্তর।
নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

বাড়ি বললে, কবে দেবে বাবা?

কী বকম মন্তর চাই তোমার?

বাড়ি বললে, আমি তার কী জানি
বাবা! তুমি ভালো দেখে একটা মন্তর
দিও।

সন্ন্যাসী বললে, না না, এতে কাজ হয়

না। মন্তর কি সব এক? কোনো মন্তরে
কড়া কাঁক, কোনো মন্তর মিঠে—সবার সব
সর না। আমাবসোর দিন এস বাড়ি মা,
অনেক মন্তর শোনাবো। তোমার যেটা
মনে ধরে সেইটিকে মনে নিও।

এই বকম সব উল্টো পাল্টা কথা। কেউ
কেউ বলে লোকটা ভণ্ড। কেউ বলে ও
পুলিসের গণ্ডগোল—চৌমাথায় বসে,
লোকের ওপর নজর রাখে।

একদিন এক জটীখারী তিলকপরা পাক্সা
সাধু নিয়ে এসাম, আডাল থেকে লোকটাকে
দেখালাম। চুপি চুপি বললাম, দেখ তো
বাবা আমাদের এই বিকেল বেলায়
সন্ন্যাসীটি সাতা কী দরদর। সাধু শূনে
টুনে বললে, আলবাব! যদি ঝুটো
দন্ন্যাসী হয় তো ওর গেরুয়া পরা চিরতরে
ঝুটিয়ে দেব।

নিয়ে গেল সাধুবাবা আমাদের
দন্ন্যাসীকে শ্মশান ঘাটের দিকে। আমরা
ভাবলাম লোকটার জরিজুরি সব ফাঁস
হয়ে গেল। পরদিন দেখি ও হারি,
মকেল হাজির, যেন বাবুটি, আঁপস থেকে
ফিরে বসে বসে হাওয়া খাচ্ছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, সাধুবাবা?

সন্ন্যাসী বললে, কামাখ্যা চলে গেল।

বড় সবজন লোক।

একদিন জিজ্ঞেস করলাম, বাবার ডেরা
কোথায়?

সন্ন্যাসী বললে, ডেরা? মানে বাড়ি?

বললাম, না না গৃহস্থপ্রমের খবর
জানতে চাইছি না। এখন কোথায় থাকা
হয়?

—বাড়িতে।

—কোনো শিষ্যের বাড়ি বন্ধ?
কাছাকাছি?

—না, নিজেরই বাড়ি। কাছাকাছি নয়,
অনেকটা দূরে, শহর পেরিয়ে। বেশ-
লাইনের ধোরে।

—নিজের বাড়ি! মানে আশ্রম?

—আশ্রম বই কি। সবই তাই আশ্রম।

যা প্রশ্ন করি উপাটপ উত্তর দেয়। ঢেকে
রেখে যে ভাব দেয় তা নয়, কিন্তু যা বলে
তা থেকে কিছুই বোঝা যায় না। চোখের
দৃষ্টি অবোলা প্রাণীর মত স্বচ্ছ, কোনো
গভীর রহস্যের চিহ্নমাত্র তাতে নেই।
তবু, লোকটার সবটাই অপ্রকাশ। কাঁচের
মন; এপার ওপার দেখা যায়, মুখত মানুষ্যতা
অদৃশ্য।

কিন্তু মানুষ আছে তো একটা গেরুয়া
ঢাকা খাটায়? একদিন তাকে ধরী ছোঁয়া
যেত। কী ছিল সেই আটপোরে মানুষ্যতা?
কী চেয়েছিল সে? কী পেয়েছিল? কী
না পেয়ে চাওয়া ছেড়ে দিল?

সন্ন্যাসী বললে, শান্তি।

বৌ বড় অশান্ত! কথায় কথায় জ্বলে
ওঠে। বাধা দিলে প্রলয় বাধায়। তাই
লেগে থাকত দৈনন্দিন খিঁচিমিটি। অন্য

সবাই ভয়ে এড়িয়ে চলত, সবটা ঝঞ্জি পোয়াতে হত স্বামীকে।

বেচারার চেষ্টার চুটি ছিল না। প্রচলিত যে যে অনুষ্ঠানের স্বামী স্ত্রীকে শ্রুশী করা যায় তাতে তার গাফিলতি হয় নি। রোজগারের টাকাটা ঘরে পৌঁছে দিত। আপিসের পর সোজা বাড়ি চলে আসত। ছুটির দিনে বৌকে নিয়ে যেত চিড়িয়াখানা জাদুঘর কালাঁঘাট দক্ষিণেশ্বর। স্ত্রীর পছন্দ বুঝে কেনাকাটা করত। স্ত্রীও স্বামীর যত্ন আত্মি খুবই করত, কিন্তু কেন যে হঠাৎ এক একদিন ক্ষেপে গিয়ে অনর্থ বাধাত তা কেউ বুঝত না, স্বামীও নয়।

যেমন তার মাইনে। প্রতি মাসে যা তার পাওনা উচিত তাই পেত, কিন্তু থেকে থেকে এক একবার হঠাৎ স্ত্রী গর্জে উঠত, তার মাইনে অত কম কেন! অমকের মাইনে তো অমন নয়। অমকের স্বামীর মাইনে ধাঁ ধাঁ করে বেড়ে যায় তার স্বামীর মাইনে কেন টিমে তেভালার চালে বাড়ে? আসল কথা, চেষ্টা নেই। থাকবেই বা কেন? নিজেরটা তো ঠিক ঠিক পাওয়া যাচ্ছে! স্ত্রী কী খায় পরে, ছেলপুলের ভবিষ্যৎ চোখ ওলটালে কী হবে, সে দিকে ভাববার দরকার তো বাবুর নেই। যেমন গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে তেমনিই চলুক।

বাইরেও গুঞ্জনা। বন্ধুরা বলত, আগে সারাদিন টোটে করে ঘরে বেকাসিস

আমাদের সঙ্গে, এখন বাড়ির বাইরে তোর টিকিটি দেখতে পাওয়া যায় না। আপিসে সহকর্মীরা বলত, ওহে, ঘর সংসার একা ভুমিই করে না, আমরাও করে থাকি। ঘরও করি, আবার তাসপাশা ফুটি ফুটি—তাও চলে।

একদিন শনিবার আপিসের পর বাবুরা জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেল এক আড্ডায়। তাদের সবার সমবেত চেষ্টায় তার মনের নাটবন্দু, গুলো একে একে ঢিলে হয়ে গেল। বাড়ি যখন ফিরল, মন তার ভরপুর এবং রাত প্রায় ভোর।

বৌ ফেটে পড়ল। অণুচেরা আওয়াজে সে বুম্ভস্ত পাড়া নিম্নে জাগিয়ে তুলল, এবং আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলকে জানিয়ে দিল যে এতদিন তার স্বামী ছিল শূন্য অকর্মণ্য এবং অপদার্থ! এইবারে সে হল অঙ্গশূণ্য, ভরসামাজে বাস করার অযোগ্য। দরজা খুলল না। খুললেও তার স্বামীকে দেখতে পাওয়া যেত না। কারণ স্ত্রীর প্রথম হুমকারেই তার বস উনুনে ছিটকে পড়া তেলের মত শুনো মলিয়ে গেল, এবং তার অভ্যস্ত পিলে তখনক চমকে গেল। উর্ধ্ব্বাসে ছুটে ছুটে সে চল পাড়া ছাড়িয়ে।

অনেক ছুটেও তার ছোট খামল না। কেন, তা তার ভালো মনে নেই। হয়তো অভ্যমানে। মাইফেলে তো আরও পঁচতন হাজির ছিল, তাদের তো এমন নাকচ

হতে হয় না। যদ্যভাগ্য তারই কপালে এমন দুর্গতি কেন?

কিন্তু হয়তো নিছক একটা যাচ্ছেতাই কোলংকারী ভয়ে।

ছুটে ছুটে একেবারে গণ্ডার ধারে গিয়ে পৌঁছনোরও কোনো হেতু বিশেষ ছিল না বোধহয়। গণ্ডার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সকল জালা জুড়োবার উদ্দেশ্যে নয় নিশ্চয়ই, কারণ মাসটা ছিল অঘাগ। জালা যতই হোক, গলা-বরফের মত ঠান্ডা জলে ডুবে আত্মহত্যার কথা বাতলা দেশে বড় একটা শোনা যায় না, পাহাড়ে পর্বতেও কীংকই ঘটে থাকে। তবে গণ্ডা শানিন্দগীর্ষনী এমন একটা ধারণা আছে যাতে চিন্তামগ্নেরই মনে চলাচল করে থাকে। তাই বশবর্তী হয়ে হয়তো সে ছুটে এসেছিল গণ্ডার বড়ি ছুঁতে। এটা অজানাতই নয় বরং সে পাহাড়ে নিবস্ত একটা ধর্ম্মের পাশে কারও আগুই বসেছিল—মাসটা ছিল বর্ষাশীত।

ধুনীর ওপাশ থেকে পর্বতমাঠে প্রথম হল, কে?

অগভ্রক মুখ তুলে শূন্য দেখলে বলিলে নাটক ভুলি চলে।

তাঁর মনে তো কোনও সন্দেহ নেই। একটুই সে হাসবে—এটা নিজের চিন্তা পড়লে চুই অর ভাবেরই সঙ্গ।

সকালে সে যখন ঘুমের বসন্ত আপিসে গিয়েছিল, নাকের সঙ্গোচ্চের আনন্দেই উপস্থিত হইত। তখনই চলেছিল নতুন দেশে, কাঁচের চিরোনা থাক আর ভিতরে কবল হয় নিয়। এক একে পড়ার পর বেড়া ঘিঁহিরে ভয় ভয় চলে গেল। কমে সে হল কামতরী গর্ভাঙ্কর। আরও উৎসাহ দেখানুভূতির হাফিসে সে উঠল একবারে মহাকাব্যে, যেখানে চলার পথ সবকটাই খোলা, মোক তার হাতের মতোই। হেনকতগলোও বর্ষা তর কপার পাত, ঘনিব বলদ, আপন আপন কক্ষ অরধ—তাদের পরিচয় করে সে, হাততান দিয়ে ডেকে নিয়ে তার নিবাসের পথে—

এমন সময় শোনা গেল রাহুর কাক্স গর্জন। আঁত সর্গকট। নিবাসহত্যার বিষয় বটল। মহাত্মা, নিবাসপত প্ৰলোচন। দিক ধিক করে ভেগে উঠল। দেহবোধ ফিরে এল, সঙ্গে সঙ্গে সর্বগ্রাসী একটা ভয় তার সমস্ত সত্যকে আচ্ছন্ন কর ফেলল, টেলে নিয়ে চলল তাকে অভয়ের আগ্রহে।

কিন্তু সে কোথায় এসে পৌঁছল? প্রেতলোকে?

স্থানটা বাস্তবিকই ছিল শ্মশান, তবে আগুনটা ছিল ধুনীরই, নিবস্ত চিতার নয়। চোখজোড়া ছিল জ্যান্ত মানুষেরই, যার ধুনী তার। সেই প্রশ্ন করেছিল 'কে?' প্রশ্নের জবাবে কামা শূনে সে, বখল

নবভূম সাহিত্যিক

অঞ্জলিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অনবদ্য রম্যরচনা

যা ত্রি ক

বাহির হইল

দাম : দুই টাকা

ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ

পরিবেশক—বেন্‌সনস্ ১৮০-এ, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৪

আগন্তুক আত্মজন, সংসারী। কোনো
বাঁকা খেয়ে ছুটে এসেছে, সংসারী জন
যেমন আসে। দু'দণ্ড থাকে, মন একটু ঠাণ্ডা
হলে ভিটের টানে আবার ফিরে যায়।

সাধু, জিজ্ঞেস করল, কী হল বাবা?

আত্ম লোকটি মাটিতে মুখ গুঁজে
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদতে লাগল। ধুনীর
ওপাশ থেকে কে যেন এসে তার পাশে বসল,
মাথায় হাত বুলািয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস
করল,

“ভূমি কে গো? তোমার কী হয়েছে?”

হাতটি বড় নরম। আবার মুখ তুলে
লোকটি দেখল পাশে তার বসে একটি
ভৈরবী। সে জবাব দিল

“আজ্ঞে আমার নাম সম্যাসীচরণ—”

আবার বুক ঠেলে বেরিয়ে এলো কান্না।
এমন নরম করে কেউ তো তাকে আগে
শ্রম করে নি কী তার হয়েছে। ভৈরবী
বললে,

“অমন নাম নিয়ে কাদতে নেই গো।
বল না তোমার কী হয়েছে?”

তার কী হয়েছে? সে কথা এঁকা কী
বুঝবে? যারা যা খুশী তাই করতে পারে,
যেখানে প্রাণ চায় যেতে পারে, যাদের
দৈনিক ফর্দ করতে হয় না, কাউকে হিসেব
নিত্তে হয় না, মেজো-সোজো ছোটো
সাহসের খিঁচুনি যাদের কথা বরাদ্দ নয়,
যেহে কুকুরের পাশের মত কান্দেদের ঘান-
ঘানানি যাদের পাগল করে তোলে না,
বন্দীদের ফেরিফাস, অর্ধাযদের হা-হুতাশ,
আর সার্বভৌমের পেশানি আর লাঞ্ছনার পর
ঘর ফিরে কথার পর কথার দুঃখের যাদের
মুখটি বুক সইতে হয় না—বছরের পর
বছর, হাবা কী জানবে নিব্বিহ এই
মানুষটির কী হয়েছে!

“একটু পোসত-চচ্চড়ী—”

বলেই সে কাকিয়ে উঠল। বুক ফেটে
বেরিয়ে এল কান্না।

ধুনীর মালিক সাধুবারা বুক ঠেলে
বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। কী দুর্জয় রহস্য
ইহসংসার! কেউ যোগবলে ষড়ৈশ্বর্যের
অধিকারী হয়েও ঐশ্বর্যবাহ্য হয়ে বসে
গোমুখী পথে—বুঝি স্বপ্নটাকে হাতের
তোলোয় টেনে অন্তরে। কেউ ব্রহ্মানন্দ
আকণ্ঠ ডুবও বরণ করে সলিলসমাধি—
পিপাসা তাদের সর্বদেহে। কাবও জিজ্ঞাসা
জ্ঞানের উত্তরণ শিখরে আরোহণ করেও
সংবৃত্ত হয় না, তপস্যা শিবসামিধা লাভ
করেও নিবৃত্ত হয় না—আবার কেউ ব্রাহ্ম-
মুহুর্তে পুণ্যতোষা গিরিসুতার চরণে
এসে লুটিয়ে পড়ে একটুখানি পোসত-
চচ্চড়ীর জন্য। শঙ্কর, শঙ্কর।

—“নেবু দিয়ে কড়ায়ের ডাল—”

ভৈরবী বললে, “আর কী? বোলা না
গো!”

সম্যাসীচরণ বললে, “আর একটুখানি
শান্তি। এই তো চেয়েছিলাম। এ আর
এমন কী?”

ভৈরবী হাঁপ ছেড়ে বললে, “হাই বোলা!
এতক্ষণ কী সব ছাইভস্ম বর্কাছিলে!”

ভৈরবী সম্যাসীচরণের পাশে এসে
বসেছিল আতুর লোকটাকে একটু সান্ত্বনা
দিতে। দুর্বল সংসারী মানুষ, দরিদ্র
সংসার, হয়তো বেকার—আর টানতে পারছে
না, তাই এসে পড়েছে মা গঙ্গার কোলে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির বধুঠাকুরাণী আর্ষতি ঠাকুরের উপন্যাস

হায়া রঙ্গ

আধুনিক অভিজাত-জীবনের আলোচনা। দাম ৩ টাকা
তরুণ লেখক সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

পারাবত নীড়

এখনকার বিশাল কীরন-মৃত্যু-বোধে চিহ্নিত। দাম ৩ টাকা
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ-সংকলন

আধুনিক কবিতার ভূমিকা

ববীন্দ্রোত্তর কবিতার ধারা নির্ণয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাস

তিন-চরিত্র

বাংলা উপন্যাসে একটি সম্পূর্ণ নতুন আন্দোলন। দাম ৩ টাকা
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নাটক

মহাকাব্য

শিক্ষিত সমাজের জন্যে জড়িত রম ড্রামা। দাম ২ টাকা
প্রকাশক : সাবিতা প্রকাশ ভবন : ১৭এ মনোহরপুর রোড (ব্রিহল) কলিকাতা ২৬।
বইগুলি সমস্ত সম্ভব পছন্দমতো পাইকারি দরে।

(সি ৮৭৮৯)

আলোচনা প্রসঙ্গে

যুগপক্ষেত্রেম খ্রীষ্টীয়র অনুকলচন্দ্রের কাম্যপুস্তকানি অভিনব সংকলন। প্রথম,
বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড তেজুৎ খণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্য প্রতি খণ্ড ৬.০০ টাকা।
যুগান্তর বঙ্গের—অধ্যাত্মিক ও ভৌতিক বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে।
বঙ্গজনের বহু সমস্যা ঠাকুর অনুকলচন্দ্র অবলম্বিতর সমাধান করে দিয়েছেন এবং
জিজ্ঞাসুও তাহা উপদেশমতে পরিতুষ্ট হয়েছেন।

সত্যানুসরণ

খ্রীষ্টীয়র অনুকলচন্দ্রের সহস্রোত্তি নির্ণিত—নবযুগের গীতা।

মূল্য ১.০০ টাকা, বান্ধাই ১.৫০ টাকা।

দৈনিক বসন্তমতী বঙ্গের—প্রথমখানি আবারে ক্ষুদ্র বঙ্গ ও এর মধ্যে মহৎ জীবনলাভের
উপায়, সাংসারিক তাপদাহ থেকে নিষ্কর্তিত ও ঈশ্বরের সত্যজগতের সহজপথ সম্বন্ধে
সমগ্র নির্দেশসমূহ বাক হয়েছে—সংকলিত সংকলনো ভাষায়।

ইসলাম প্রসঙ্গে

সাম্প্রদায়িক বিরোধে খ্রীষ্টীয়র অনুকলচন্দ্রের মীমাংসাবাণী—
প্রারম্ভ নির্দেশের বিশদ বিশ্লেষণ। মূল্য—৫.০০ টাকা।
পুস্তকখানি পাঠে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই জ্ঞানত ধারণার নিরসন ঘটবে।

প্রকাশক—সংসদ পাবলিশিং হাউস

পোঃ সংসদ, দেওঘর, জেলা এস. পি. (বিহার)

আহা! দুটো আশার কথা বলে ওর মনে একটু বল দিলে বেচারী আবার উঠে দাঁড়াবে। তাই ভৈরবী ওর মাথায় হাত বুলোতে শুরু করেছিল। কিন্তু প্রথম স্পর্শেই তার শরীর শিউরে উঠল—এ মাথা কার! এ তো সংসারীর নয়! কোন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছল কবে এসেছে রোগী এই মানুষটার দেহে? হাজার বছর তপস্যা করে যে-খন পায় না যোগী, এ যে তা পেয়ে যাবে এক লহমায়।

মুখ তুলে সম্যাসীচরণ যখন ভৈরবীর মূখের দিকে চাইল, আবার শিউরে উঠল তার গা। ঐ কপাল যার, সেও কাদে, হুঁ ম! ঐ চোখ দিয়ে বেরোবে চন্দ্র-সুখের জ্যোতি, সেই চোখে আমাবস্যার অন্ধকার।

সম্যাসীচরণের অকাঙ্ক্ষার ফিরিস্তির শেষ দফা শুনে ভৈরবী আশ্বস্ত হল। অন্ধকারে আলোর প্রথম আভা ফুটল, মন চেয়েছে শান্তি।

আর একে ছড়া নয়!

ভৈরবী ডাকল, বাবা!

ধুনীর ওপাশ থেকে সাধুবাবা মৃদু ঘুরিয়ে ভৈরবীর দিকে চাইলেন। ভৈরবী বললে, “দেখ তো এর দিকে চেয়ে” কী মনে হয়?”

সাধুবাবা কাঁচাপাকা ভুরু, হুঁচক সম্যাসীচরণের দিকে চাইলেন। শান্ত ভাসা ভাসা চোখ যেন তার একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মুখেও কোণায় যেন ফুটে উঠল একটুখানি হাসি।

ভৈরবীর প্রশ্ন শুনে তিনি মৃদুে কিছু বললেন না, শুধু মাথা নেড়ে সায় দিলেন—হ্যাঁ, এর হবে। ভৈরবী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কী সেন সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সাধুবাবা তাকে থামিয়ে দিলেন:

ইঙ্গিতে বললেন, ধীরে ভৈরবী, ধীরে। সম্যাসীচরণে সম্যাসীচরণের প্রথম পদক্ষেপ এইখানেই।

সম্যাসীচরণের জীবনের ইতিহাস পেয়ালা-ভাঙার নকশার মতো। এক টুকরো, তার পর আরেক টুকরো, সংসার, তারপর সম্যাস, কিন্তু দুয়ের স্বেচ্ছায়ে জোড় সেখানে ফাঁক।

সে ফাঁকটা কল্পনা দিয়েও ভরাট করা যায় না।

নিরীহ সাধারণ একটা মানুষ, আচমকা ভয় পেয়ে বাড়ি থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছিল, দৈবে এসে পড়েছিল গঙ্গাতীরে শ্মশানে এক সাধুদের আশ্রয়। সে কী ভাবে সব ছেড়েছে সাধুদের সঙ্গে জুটে গঙ্গাসাগরের মেলায় চলল, তার জবাবদিহি কে দেবে?

গঙ্গাসাগর সবক্ষেপে দেখলে অনেকেই চাফ সম্যাসী হতে। কিন্তু একে গঙ্গাসাগরে তৈল পাঠাল কিসে? ঘরে তার সঙ্গী কোলে ছেলে, স্বামী নিরুদ্দেশ হলে গেল তারা কী খাবে, কে তাদের খাওয়াবে, এ চিন্তা কি সে একবারও করল না? সব কি ভুলে গেল? কিসে, নেশায় না বশীকরণ মন্ত্রে?

তা কি হয়? নেশা চুটে যায়, গেলেই আবার সব মনে পড়ে। আর মন্ত্রবলে কি মানুষের মত বেয়াদু জীবকে হয় নয় বোঝানো যায়? অর্থবৈশ্বের যুগে কী ছিল জানি না, আজ যা দেখতে পাই তাতে অতো বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

আত্মবিস্ময়জনক বহুবোম্বের সবই আছে সম্যাসীচরণের। কিন্তু তারা নিজেরা খেটেখুটে কষ্টসম্পন্ন নিজস্ব সংসার প্রতিপালন করে—অপরের সংসার টানদব মতো ক্ষমতা নেই তাদের। একথা সম্যাসী জানত। বেদ-বেদান্ত পড়া মানুষও নয় সে, বৈরাগী হয়ে কবির কোন ইচ্ছাই তার হয় নি, কোনদিন। ভগবানও তার ছিল নেহাৎ মামুলী রকমের বিশ্বাস, আর পাঁচজনের মত। “তোমার কর্ম তুমি করে” বলে সকল দায়িত্ব ভগবানের হাতে সঁপে দিয়ে বিবাগী হয়ে যাবার মত ভক্ত সে নয়। তবে সে কিসের ভরসায় ঘর ছাড়ল?

কেউ বলবে, ঘরে থাকতে সম্যাসীচরণ ছিল স্ত্রীর হাতের শুল্ক, বেরিয়ে এসে হল ভৈরবীর। কিন্তু স্ত্রী তো তাকে প্রথম দর্শনেই ভূত বলে চিনতে পারে নি, তারও দখল নিতে খানিক সময় লেগেছিল। ভৈরবীর মায়ী কি এত দুর্দান্ত যে, একবার মাথা টিপেই সে সম্যাসীর মাথা চিরতরে গুলিয়ে দিল? না, অত চট করে কিছু একটা করে ফেলবার সুযোগ ভৈরবী পায় নি বোধ হয়। সাধুবাবা যে তাকে

গোড়ায়ই বলেছিলেন একটু রয়ে সয়ে চলতে।

আরও সম্ভাবনা একটা আছে—একটু আধ্যাত্মিক রকমের।

বাবুদের শনিবারের মাইফেলে শরিক হয়ে সম্যাসীচরণের দাম্পত্যজীবনের গাড়ি-খানা হড়কে গিয়ে পড়ল বিরাট একটা খাদে। হয়তো সেই পড়াই হল তার চরম পড়া। তেবড়ে-যাওয়া গাড়িখানার আর এমন ছিরিছাঁদই রইল না যে, তাকে মোরামত করে আবার লাইনে তোলা যায়। অতএব কানোয়াড়েরা যখন তার দেহপিণ্ডটাকে টেনে নিয়ে গেল চুলের দোরে, অন্তর ভাঙে বাধা দিল না। বরং একটু আশাই হল মনে, যে তার জীর্ণ অতীতটাকে দাউ দাউ আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চয় করে দিলে হয়তো ততটুকু নতুন একখানা কলেবর পাওয়া যেতে পারে।

এও অনুমান।

কী সম্ভব, কী অসম্ভব, এ নিয়ে তর্ক শুরু সমিতির বেলায় চলে। আকস্মিক একটা আঘাত যখন বাধাধরা জীবনের ধারাকে প্রতিহত করে এবং আঘাতটা হয় প্রচণ্ড, তখন জীবনের স্রোত বীধ ছাঁপিয়ে তখন কোন মোহানার দিকে ছুটে চলে, তার একটা গড় নিম্ন হওয়া সমিতির উপর খাটানো যেতে পারে। কিন্তু ব্যস্ত জীবনের অন্ধকারে ভুল করে তোলে তার বিশিষ্ট স্মরণের এবং অভিজ্ঞতা। এই সব কটা উল্লেখ্য বস্তু এক সময়ের স্মৃতিতে ফলে সম্ভব অসম্ভবের বিচার করার চাইতে অনেক নিরাপদ সমাধান হচ্ছে, যা ঘটেছে তাকে নিবিড়ভাবে মনে নিয়ে বোরিজের পাতায় লেখা সম্যাসীচরণ সম্যাস বরণ করল।

তার পরের ইতিহাসটাকেও সাক্ষ্যে লেখবার চেষ্টা বৃথা। টুকরোগুলো দেখে নকশার স্নেহে অন্ধতা পড়য়া যায়, তাই যথেষ্ট।

ভৈরবী সম্যাসীর শ্রদ্ধা পদ্ধতি।

যে ক্ষণজন্মা পুরুষ দৈব বিধানে শিশু-মন ধারণ করে এসে পড়েছে তার কোলে, তার গলে, সে ভৈরবী। আত্মজ্ঞান মহাজ্ঞানী, সবধর্মের যাব সবক্ষেপ, কপালে বিশ্লেষিত। যে একদিন তার ভৈরবীর গুরু, জগদগুরু,—সে আজ ভৈরবীর শিষ্য এ চিন্তা মনে এলেই তার রোমাঞ্চ হয়। এখন তার তপস্যা—ঐ দেহ বল দিতে হবে, ঐ মনে শক্তি জোগাতে হবে।

পদ্ধতির পর পদ্ধতি চলল, পরীক্ষার পর পরীক্ষা।

অফুরন্ত আনন্দে দিন কাটে সম্যাসীর। এমন বিচর অভিজ্ঞতা তার জীবনে কখনও হয় নি। একটা প্রাণী পড়ে আছে তাকে নিয়ে, কখনো খাওয়াচ্ছে, কখনও



মন্ত পড়াচ্ছে, কখনো করাচ্ছে তত্ত্বসাধনা। মনে জ্বালা নেই, যশ্ঢাণা নেই, নিরুদ্বেগ—এ অবস্থা ছিল তার স্বপ্নের অতীত।

দৈনন্দিন জীবন লুপ্ত নিয়মবদ্ধ, কিন্তু প্রাণ আকাশের মত উন্মুক্ত। ভৈরবী মাঝে মাঝে বলে, ইচ্ছে হয় গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরে এস। যখন ভৈরবী বলে, তখন মনে হয় সত্যিই গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরে আসা যায়।

অস্বস্তি হয় শব্দ যখন ভৈরবী মাঝে মাঝে একলগ্নে তার দিকে চেয়ে থাকে। কী যেন খোঁজে তার চোখে, তার মনের মাথাখানে, কিম্বা আরও তসায়।

সম্মাসীর চোখের চোখে কেটে গেছে, দাঁড়ি স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। অবলা প্রাণীর মতো চোখ, শান্ত, যে দেখে তার চিত্ত স্নিগ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু আলো ফোটো না চোখে। ভাবনা পড়ে ভৈরবী। পর্যটন প্রকরণে তো কোন ফল হয় নি। পরীক্ষণেও সম্মাসী সহজেই উত্তীর্ণ হয়েছে। বাহ্যিকক্ষণও সবই মিলেছে। তবু, কী যেন বাকী থেকে গেছে, কী যেন হয় নি।

অনেকদিন কাটল ভৈরবীর, চন্দ্র সূর্যের ছটা সম্মাসীর চোখে দেখবার অপেক্ষায়। শেষে একদিন সাধুবাবার কাছে বলেই বলল সব কথা।

সাধুবাবা বললেন, পথটি হল পথ। পথ চলেও না চলেও না, শব্দ, পায়ে পড়ে পড়ে থাকে। যে যেতে চায়, তাকে যেতে দেয়। যার যাবার আকাঙ্ক্ষা আছে, শক্তি নেই সে গরুর শরণ নেয়, গুরুদর্শিত পথে পা বাড়ায়।

সম্মাসী কি চায় সেতে? কে খায় যেতে চায়?

ভৈরবী স্বীকার করে, আকাঙ্ক্ষা বলে কিছু নেই তার শিষ্যের। শক্তি বিহীন এসব কিছুই সে চায় না। সে কালের মূর্খ-মূর্খেরা তপস্যা করত, চাইত ব্রাহ্মণ্য, চাইত ইন্দ্রিয়। এর না আছে ভিজ্ঞান, না লিপ্সা। অতএব তার প্রাণ সাতকে, বেশ জাগ্রত—সেই যখন জড়ভাবের চিরমাত্র নেই।

নিরুদ্বেগ জীবনের আকাঙ্ক্ষা এক টেনে এনেছিল সংসারের চক্র থেকে। ঠিক এর সহায়, তাই বড় সহজে সেয়ে গেছে কামা-বস্ত। পথ যদি কতিন হত, হয়তো সপ্তশক্তি জাগ্রত হত।

সাধুবাবা বললেন, অন্য গরুর হাতে সম্মাসীকে সমর্পণ করো। উপযুক্ত এক গরু, থাকেন পরশুরামকৃষ্ণের পথে, করিপলমূর্খের আশ্রমে। উগ্রতপা সাধক, বারো বৎসর উদ্বোধন হয়ে ছিলেন, এক বৎসর উদ্বোধন। প্রতি বৎসর মকর-সংক্রান্তির দিনে বশিষ্ঠাশ্রমে আসেন, পক্ষকাল উমানাথ মন্দিরে ভূগভবাস

করেন। সেই সময়ে ভৈরবী যেন ওকে তার আশ্রমে রেখে আসে।

কিন্তু কচ্ছসাধন তো শব্দ যিপদে মনের জন্য। এ নিষ্পাপ শিশুমনের উপর ও-বাবুধার প্রয়োগ কেন?

সাধুবাবা বোঝালেন, কচ্ছের অন্য কলও আছে।

যে মানুষের চিত্ত জাগ্রত নয়, তার কাছে দেহই মন। দেহের সাথেই তার মনের সূত্র, দেহের পীড়াতেই তার মনের অশান্তি। সিদ্ধার্থ গৌতম ছিলেন বোধি-সহু, তারও চেতনাকে জাগ্রত করেছিল বহু-জড়ত্ব। নর, মানুষের দৈহিক ঐহিক ক্রেশ—পীড়া, জরা, শোক। নিরবচ্ছিন্ন সূত্র অচেতন মনকে কয়ে করে তোলে আত্মপর্যায়। তখন কচ্ছই তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে মানুষ ক্রিষ্ট এবং সেও

মানুষ। আঘাতের পর আঘাতে নান্দ-কেন্দ্রিক শক্তির তন্দ্রা ভেঙে যায়, গৃহস্থিত হবারের স্থির বন্ধ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে, আবদ্ধ চেতনা উন্মোচিত হয়ে এক দেহের অণু, অবরণ ছিন্ন করে সহস্র ক্রিষ্ট মনের অন্তরে প্রবেশ করে।

ভৈরবী মকর সংক্রান্তিযোগ সম্মাসীকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছল কমরূপে।

বশিষ্ঠাশ্রমে যাবার পথে ভৈরবী তার

যারা ডাকে 'দুই পকেট হাসি' পেতে চান
পত্র লিখুন, বলাকা প্রকাশনী
২৬-এস, আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯-তে
অল্প ক্যাটনে কটাকৃত, হারিসে হাসকর।
দুখখ্য বাংলা দেশে হোসে বোটে থাকুন
অতঃ, আগামী ইলেকশন পর্যন্ত।

(সি ৮৮১৭১)

হারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের
নতুন উপন্যাস

অ গ রু গা

"প্রীতিবেশ শর্মার নতুন উপন্যাসটিতে প্রাপের সেই প্রকৃত স্পন্দনটিই বর্তমান যা স্নেহ ও ক্রীতম বক্তৃত্বের চোরে অনেক সহজে আমাদের মনকে স্পর্শ করে..... মানুষের কথা এমন আত্মবিকারের সঙ্গে যিনি আমাদের শোনাতে পারেন—তাকে সহিষ্ণুতার মনুষ্যে সাধারণ আমরা অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত।"

—প্রমোদ মিত্র (যুগান্তর)

"এই প্রথম উপন্যাস 'ভূগভব' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়েছিল।... কথাসিঁহিহাটিত ভাষার উপর তার সহজ অধিকার আছে, ঘটনা ও চরিত্র সত্যিও তিনি করতে পারেন। উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে বেশ স্বচ্ছন্দ গতিবেগ আছে।... কাহিনীর বিন্যাসে লেখক যথেষ্ট মনোনিবেশের পটিকায় দিয়েছেন।"

—দীনবাহর চিঠি

"ভূগভবকে যে খ্যাতির প্রাপ্তি, অপরাধ উপন্যাসে তার বিস্তার ঘটল।"

—প্রমথনাথ বিন্দী

"ভূগভবের লিখিত প্রীতিবেশ শর্মাচার্য এক রাতেই সাহিত্য জগতে খ্যাত হইয়াছিলেন, তখনই দ্বিতীয় উপন্যাস অপরাধ সেই খ্যাতি পাইতে লাগে করিল।"

—সত্যনাথ দাস

পত্নীম্বর 'ভূগভব' সে শিল্পীস্নেহ সৃষ্টি দৃষ্টির পটভূমি পেয়েছিল। তা 'অপরাধ' শব্দ সঙ্কেতের হয়েছে তাই নয়—এখানে তেমনার দৃষ্টি ব্যতিক্রম জেড় সমগ্র মানবতার মধ্যে বিস্তৃত হয়েছে।"

—পারমল গোস্বামী

— সাড়ে পাঁচ টাকা —

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
বিচিত্র রচনা

অকারণের গথ ৪।।

কালীপদ ঘটকের
নতুন উপন্যাস

চন্দ্রবহি ৫।।

গৌরীশংকর ডাট্টাচার্যের
নতুন উপন্যাস

অন্য শিবির ৩।।

নিরুদ্বেগ দেবীর
চিত্তক্লেশ উপন্যাস

শ্যামলী ৫-

মিষ্ণু ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শিয়াকে বলল, তার শেখাবার যা কিছু সবই শেখানো হয়ে গেছে। এবারে এক নতুন গুরুমহারাজ তাকে নিয়ে যাবেন আরো উচ্চত।

সম্যাসী জিজ্ঞেস করল, তুমি সঙ্গ থাকবে না?

ভৈরবী বলল, না।

সম্যাসী বলল, কিন্তু—

ভৈরবী হাত তুলে বলল, চুপ। এতদিন তুমি আমার একটি কথাইও কিছু করে নি। আজ করলে বড় কষ্ট পাব। অনেকদিন পথে পথে ঘুরেছি, অনেক গুরুর পায়ে ধুলো নিয়েছি—মুক্তি পাইনি। তোমার মতো একথানা মুখ দেখেছি একদিন হিমালয়ের আকাশে, আর একদিন কন্যা-কুমারীর সাগরে। তুমি আমার গুরু হয়ে আমার তরিয়ে দেবে। তুমি উঠবে, উঠবে, উঠে যাবে সবার চোখের আড়ালে, মুক্তি পাবে। তারপর, একদিন নেবে এসে আমার হাত ধরে আমাকেও তুলে নিয়ে যাবে। আর কেউ কোনদিন আমাকে দেখতে পাবে না।

ভৈরবী বলতে লাগল, যে গুরুর কাছে তোমাকে সপে দেবে, ভাববে তিনিও আমি। তিনি যদি দুঃখ দেন, মনে করবে সে দুঃখ জানন্দ। নইলে তোমার কষ্টের শ্বিগ্গ কষ্ট আমার হবে। বঝলে?

সম্যাসীর অবালা প্রাণীর মত চোখ দেখে বোঝা গেল না, সে বঝল কি বঝল না।

গুরু মহারাজের কাছে সম্যাসীকে পৌঁছে দিয়ে ভৈরবী যাত্রীর ভিড়ে মিশিয়ে গেল, উঠতে লাগল কামাখ্যা পাহাড়ে। সঙ্গীরা ক্রমে ক্রমে পিছিয়ে পড়ল, ভৈরবী একটিবারও থামল না। কামাখ্যা মন্দিরের দরজায় পৌঁছেও সে মন্দিরে ঢুকল না, চড়তে বইল পাহাড়ে। ভুবনেশ্বরীর মন্দির এল, ভৈরবী তবু এগিয়েই চলল।

একবারে চড়ায় উঠে ভৈরবী বলল বিরাট একটা পাথরের উপর, সাবেক কালের পুরোনো এক গাছের ছায়ায়। তার চোখ নিচে ব্রহ্মপুত্রের ধারা বেয়ে উঠে চলল উমানন্দের দিকে। তারপর গেল আরও দূরে, যেখানে দিগন্তের স্বরনীল স্বর্গনিকার অন্তরালে সীমা-অসীমের অদৃশ্য সংগতি।

কৃষ্ণের কী ফল সাধুবাবা আশা করেছিলেন জানা নেই, তবে সম্যাসীর মনের অবস্থার পরিবর্তন সত্যিই হল।

গুরু মহারাজ নতুন শিষ্যটিকে দেখেশুনে বিশ্বাস করেছিলেন, তপের তাপটা তার উপর, সইয়ে সইয়ে বাড়তে হবে। ঘোর তপে নিমজ্জিত মন, তপের মাত্রটা বেশী হয়ে গেলে কষ্ট এড়াতে গিয়ে মনটা তলিয়ে যাবে আরো গভীর তমোপথে।

কিন্তু ফল দেখে মহারাজের একটু ধোঁকা

লাগল। সোকটা টলে না তো! উহু, আশা মুখে নেই, যা আদেশ দেওয়া যায় তাই পালন করে। মুখভাবে মনে হয় না ক্রেশ লোকটাকে স্পর্শ করে।

আবার কোন প্রশ্নও করে না যে দুদুন্দ তবু আলোচনা করে ওর মনের অস্থিরতার ঘোচানো যায়। জড় পাথরের মত নির্বিকার লোকটা।

বাস্তবিক, আগেকার একটা সম্যাসী ভেঙে দুটো সম্যাসী হয়ে গেছে। একজন নিখুঁতভাবে গুরুর হুকুম তামিল করে যাচ্ছে; আর একজন একটু তফাৎ থেকে চোরে দেখছে, চেলা গুরুর আদেশ ঠিক ঠিক মানছে কি না।

গুরুমহারাজের হুকুমের বান্দা যেটি, সেই মানুষ্টাকেই তিনি দেখেছেন, আর অবাক হচ্ছেন, প্রাণীটা মুখ বুজে এত কষ্ট সয় কী করে। উনি বঝছেন না যে, ওটি প্রাণী নয়, যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রটার পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে, মাংসপেশী সঞ্জালনের ক্ষমতা আছে—কিন্তু অনুভূতির ক্ষমতা আছে অন্য বাস্তবিক, যে পাকা মিস্তরীর মতো মাঝে মাঝে যন্ত্রটার খবরদারী করছে, আর ফাঁকে ফাঁকে নিজের চিন্তা সেরে নিচ্ছে। তার সঙ্গে যন্ত্রটার অনুভূতির লেন-দেন নেই।

গুরুমহারাজ এ খবর জানলে আরও অবাক হতেন। কিন্তু সম্যাসী বোঝে নি তার এই শ্বিষের গুরুত্ব। তার কাছে ব্যাপারটা এত সরল এবং স্বাভাবিক মনে হয়েছে যে, সে এ সম্বন্ধে গুরুরকে কোন প্রশ্ন করা অবশ্যক মনে করে নি।

দৈহিক ক্রেশটা অব্যাহত। যে অনুভূতিটা কাটার মতো তার মনে বিধেছে সেটা এই যে সে একটা কিছু পারে নি, যার ফলে ভৈরবীর মনে একটা নৈরাশ্য এসে গেছে। কী পারে নি সে? এই চিন্তাই বার বার তার চিন্তটাকে অধিকার করে বসছে।

বিষয়টা ভৈরবীকে পরিষ্কার জিজ্ঞেস করে নিলে ভাল হ'ত। কিন্তু গুরুবদলটা এত অকস্মাৎ হয়ে গেল যে, সংযোগ হল না। অতএব, এতদিন সম্যাসীর যে কাজ করতে হয় নি, আজ তাই করতে হচ্ছে। ভাবতে হচ্ছে।

ভেবে ভেবে সে দেখল যে, সাধুসন্ত যত যার সংস্পর্শে সে এসেছে, তারা সবাই যেন কী খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে সম্বন্ধে কোন কৌতূহল তার কখনো হয় নি; তবে কথায়বাতীয়া যা শুনছে তা থেকে তার ধারণা হয়েছে যে, তাদের লক্ষ্যটা স্পষ্টভাবে ধরাছোঁয়ার বা বাস্তব করার কল্প নয়। মারণ, উন্মাদন, বশীকরণ, এগুলো সহজ বাঙলায় বোঝা যায়। কিন্তু এই অন্য জিনিসটি, যাকে নিয়ে সবাই মশগূল অথচ কারো সঠিক খবর আছে বলে মনে হয় না, সেটা কী? একটা বেড়া আছে তাকে ঘিরে,

এমনি কথা অনেকে বলে। কেউ কেউ দেখতেও পায়—বেড়া অবধি; কিন্তু তার অভ্যন্তরের জিনিসটা বোধ হয় কারো ইন্দ্রিয়গোচর হয় নি।

কী আছে সেখানে? কেন সবাই বেড়া ডিঙিয়ে ওইটিকে হস্তগত করতে চায়?

ও'রা যা বলেন, তা থেকে মনে হয় যে, ওটিকে পেলে, চোখে না পাওয়ার কষ্টটা চিরদিনের মতো ঘুচে যায়। মনটা এমনভাবে থাকে যে, কিছুই দিতে বাধে না, আর সবস্ব দিয়েও ভরা মনে একটুও টোল ধরে না।

আচ্ছা, তার মনের অস্থিতা তো এ রকমই ছিল। তার মনে তো কোন কিছুই চাইনা ছিল না, মনটা ভরপুর থাকত অনন্দ। যে তার কাছে যা চেয়েছে সে বিনা কুঠাষ তাই দিয়েছে—কারো ফরমাশে তো সে না করে নি। তবে কি সে অজানতে সেখানে পৌঁছেছিল। তা কী করে হবে! তাকে তো কোন বেড়া ডিঙাতে হয় নি। তাছাড়া, যদি সে যেতে পৌঁছে, ভৈরবী কি তা জানত না?

কখনো কখনো তার মনে হ'ত, ভৈরবী আশেপাশই কোথাও আছে। সে নিজে যেমন দেখে তার দেখটাকে, ভৈরবীও হঠাৎ তােমনি দেখে তার মনটাকে, একটা আড়াল থেকে। ডাকলেই হ'ত তা আসবে। কিন্তু রাগ করবে। বলবে, 'আমার কথাই অবদান হলে আমার কষ্ট হবে নীল নি' না, ওকে ডেকে কাজ নেই।

ও বলেছিল গুরু মহারাজকেই ভৈরবীর মতো মনে করে নিতে। কিন্তু ওকে তার বর্তমান প্রশ্নটা জিজ্ঞাস করা বোধ হয় সমীচীন হবে না। উনি গৌরমহাত্মীর গুরু লোক, হয়তো চোঁটে গিয়ে বলবেন, 'যখন যা কিছু করবার আশা বলে দেবে, তোমার কিছু জিজ্ঞাস করার প্রয়োজন নেই।' অতএব ও'র কাছে চুপচাপ থাকাই ভাল।

—অন্য কাউকে ধরতে হবে। মেলায়-পাৰ্বেণে কত যোগীপুরুষ আসেন, সংযোগ মতন তাঁদের প্রশ্ন করে বিষয়টা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

পরশুরামকুণ্ডের মেলার যোগীজন অনেক আসেন, কিন্তু সেবারে নতুন রকমের সম্যাসী এলেন একজন। গায়ে গেরমো পাঞ্জাবী, চোখে চশমা, জ্ঞানী-পণ্ডী লোক। ও-অণ্ডলে কোথায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল, আতংসিত করতে এসে-ছিলেন দলবল নিয়ে, যাবার মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড পরশুরামকুণ্ড দর্শন করবে এলেন।

গুরুমহারাজের সঙ্গে তাঁর অনেক কথাবাতী হল। তিনি বললেন, সেবারও কৃষ্ণে অভ্যস্ত সাধকের বড় প্রয়োজন। গুরু বললেন, সেবাও পথ, কৃষ্ণও পথ, কর্মযোগ কর্মসম্যাসরূপে ভিন্ন মনে এক।

আমাদের বিদায়ের লেখক
সুখভোগ্যের বন্দোবস্তকারীর
বিদায়ের উপাসনা
নতুন বিয়ে খেল
মঙ্গল পুস্তকালয় ও হাফিজাহান মন্ডে-
পাখান, ১৮/১৬ সিমলাইপাড়া লেন,
কলিকাতা (২)।
(সি ৮৭০৬)

সম্যাসী জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে?
ভিক্ষণী বলল, লাসা।

লাসা! লাসা থেকে এসেছে এই মেয়েটি!
আবার ফিরে যাবে? একা ঘুরছে চক্ৰমণ
পথে, একাই বোধ হয় এসেছে। একা ফিরে
যাবে?

দূর তিস্তেতে লাসা। সম্যাসী শুনছিল
সেখান থেকে লামারা নীকি পায়ে হেঁটে
আসে বৃন্দগয়ায়, আসতে তিন মাস লাগে।
এই মেয়েটি একা অজানা পথে তিন মাস
কুটে এসেছে?

পথ অজানা, লক্ষ্য হয় তো অজানা নয়।
ভিক্ষণী হেসে বলল, 'হুম জা' তা'।

চক্ৰমণ পথ থেকে নেমে এসেছিল যেন
দূর পথের সহযাত্রীকে চিনে। পাশে বসে
একটু গল্প করে জিনিস গোছাতে চলে
গেল।

যাবার আগে সম্যাসীর মনটাকেও যেন
গাছিয়ে গুটিয়ে দিয়ে গেল। তার চোখ
থেকে মন্দির, বোধিদ্রুম, শ্রমণদের ধ্যান-
ধারণা, যাত্রীদের চলাফেরা সব মুছে গেল।
নির্ণীমেষ চেয়ে দেখতে লাগল সে
ভিক্ষণীকে।

ভিক্ষণী একখানি পটুর্লি খুলতে
লাগল—গেরুয়া কাপড়ের পটুর্লি। অতি
সম্পর্কণে, যেন তার সামান্য জীবনের
সমস্তটুকু পাথরে সঞ্চিত আছে ওটির
মাঝে। গ্রন্থির পর গ্রন্থি খুলতে লাগল,
আবরণের পর আবরণ, তারপর তার মধ্য
থেকে বেরোলো একটি পটুর্লি। পটুর্লিটি
কোলে রেখে ভিক্ষণী পড়তে আরম্ভ
করল। পড়ল অনেকক্ষণ ধরে—কখনো বিভ্র
বিভ্র করে, কখনো মনে মনে, মাঝে মাঝে
চোখ মুদে, আবার কখনো আকাশের দিকে
চোরে। পড়া হয়ে গেলে পটুর্লিটিকে আবার
সে অতি যত্নে ভাঁজের পর ভাঁজ সাজিয়ে
গোরুর উপর গেরো দিয়ে পটুর্লিতে
বঁধিল।

একবার সে বৃন্দমন্দিরের চড়ার দিকে
চাইল, তারপর বোধিদ্রুমটাকে দেখে নিল,
তারপর দেখল বৃন্দমূর্তি। তারপর আবার
আরম্ভ হল চক্ৰমণ পথে পরিভ্রম।

মস্তমূন্দের মতো চেয়ে রইল সম্যাসী
তার দিকে। ভিক্ষণী মন্দির এক একবার
প্রদক্ষিণ করে, কয়েক মূর্তির জন্য দেখা
যায় তার মুখে, আবার মিলিয়ে যায় আড়ালে।
কিন্তু সম্যাসীর চোখে ভাসে সেই মূর্তিরই
অখণ্ড প্রতিবিম্ব—অন্য চেতনা তার লুপ্ত।

ভিক্ষণীর মুখে ফুটে উঠছে অদ্ভুত
অনির্বাক — অনির্বাক্যভাষ্যে। একদিকে
ক্রমবর্ধমান শান্তি, অন্যদিকে তীব্র থেকে
তীব্রতর জ্যোতি। এক মন তার যেন দ্বিধা
বিশ্ববন্দ হয়ে চলেছে, একে অন্যের
বিপরীতমুখে। একের মধ্যে উপলব্ধি
হচ্ছে বিশাল থেকে বিশালতর বিশেষ,

অন্যের মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করছে
চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রের প্রাণস্পন্দন।

ভিক্ষণীর চলা থেমে গেল। পথ থেকে
নেমে এল। পটুর্লিখানা তুলে নিয়ে চলে
গেল। গেল সম্যাসীরই সমুখ দিয়ে,
কিন্তু আর তার দিকে চাইল না। কারো
দিকে, কোনো কিছুর দিকে যে সে আবার
চাইবে তা তার মুখে দেখে মনে হল না।
সম্যাসী নিখর হয়ে বসে রইল। তার
চোখ খোলা, চক্ৰমণ পথের সেই বিন্দুতে
নিবন্ধ যেখানে একটু আগে থেকে ভেসে
উঠছিল ভিক্ষণীর মুখ। কিন্তু বাইরের
কোনো কিছুরই ছায়া আর নেই সম্যাসীর
চোখে।

এত সহজ এত স্রস্টভাবে, নিষ্কম্প-
চিত্তে কয়েক মূর্তির প্রদক্ষেপে ভিক্ষণী
পেরে গেল তার অকোঙ্কিত বস্তু। আসল
বিক্ষেপের চরম সন্ধিক্ষণে সমস্ত প্রাণের
তীব্র আকৃতি এমন দিল তাকে অকল্প
পূর্ণতা। বার সম্মুখে এক যুগে কতটা
সম্যাসী!

হাসানী অজ্ঞান, অনানুত কান—একের
প্রত্যক্ষ উপলব্ধির জন্য সম্যাসী যাবার
লেশ বেশে, ধর্ম্মের নীকি যেমন সম্যাসীর
পর সমস্ত পাড়ি দিত নিকৃষ্টবলের সীমা-
রেখা অতিক্রম করে যেতে:

হাসানী কি কখনো সীমায় বাঁধবত হয়?
মরীচিকা!

সীমার পর সীমা, কালের পর কাল—
এই ত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষা। বৃন্দমণ্ডলে, ও-
সাক্ষা মিথ্যা। আবার মরীচিকা! যে-সত্যে
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের অস্তিত্ব নেই সেও ত
অসম্পূর্ণ।

যা অনুভূত তা সত্য, যা জ্ঞাত তা সত্য।
চরম সত্য তা নয়, কারণ ইন্দ্রিয়ই সাক্ষ্য দেয়,
সীমার পর সীমা, কালের পর কাল। একের
পর এক সীমার অবগুণ্ঠন সত্তে যাহা,
বিশাল থেকে বিশালতরর জ্যোতি এসে
আঘাত করে জীবের ইন্দ্রিয়, পটুর্লিভূত
কেন্দ্রীভূত হয় স্মৃতিসঞ্চিত বৃন্দমণ্ডল
মানবমানসে।

মিথ্যা নয় কোনো সীমা। ক্ষয়ে বিলুপ্ত
হয় না সৃষ্টি। নিরর্থক নয় একটিও জীবন।
যে-ক্ষুদ্র বিশালের সম্মুখীন, বিশালচেতন,
সে অসম্পূর্ণ হলেও জীবন্ত এবং সত্য।
মিথ্যা শূন্য ধারণায় ধৃত নিঃসঙ্গ একক—
হোক তার ব্যাপ্ত অসীম, অর্থহীন
কল্পনায়। যে অনাচেতন—সে নিষ্প্রাণ,
নিরর্থক।

সম্যাসীর ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে কেজ উঠল
বিচিত্র বীণা, মনে জ্বল উঠল দীপ্ত শিখা।
সহস্রদল পদ্মের পল্লবগুলি একে একে
খুলে যেতে লাগল—

অকস্মাৎ গগনভেদী আতনাদ তার
চিন্তাস্রোত সহসা বাহ্যত হয়ে শতধা বিচ্ছিন্ন
হয়ে গেল।

নারীকণ্ঠ।

কার?

ভিক্ষণীর, না ভৈরবীর?

চোখ খুলে সম্যাসীচরণ দেখল, তার
শ্রী। মহিহতা।

ছেলেকে নিয়ে এসেছিল গয়ায় পিণ্ড
দিতে। পিণ্ড দিয়ে এসেছিল বৃন্দগয়ায়।

প্রথমে প্রচণ্ড আঘাতটা সামলে নিতে
একটু কষ্ট হয়েছিল সম্যাসীর। তার পর
তার মনে হল ঘটনটা অত্যন্ত স্বাভাবিক।
অসংখ্য মন্দির, অসংখ্য পথকে নিয়ে ফিরে
এল ঘরে, যেন সে ফিরছে সপরিবারে তীর্থ
সেবে।

পলে পলে আয়ত্তি কথারা তাকে দেখতে
এল। কেউ কাঁদল, কেউ হাসল, কেউ
সংপরশ দিল। শীগগির একটা চাকরি
খুঁজে নিতে। দিনকাল খারাপ, তার
নয়সেও হয়েছে, তাড়াতাড়ি একটা কিছু না
পায় নিলে পথে দাঁড়াতে হবে। একজন
শিখরিত ব্যক্তি গেল কী কয়েক পয়েন্ট
হয়। খাট্টা হেল—এক একজন বৃন্দ
উদ্যোগেই বৃন্দ-লক্ষণ, আঁপনের (অত্যন্ত
জেনুইন) সহকর্মীদের সম্মুখে চেতনা
এবং সত্যতাগুরু দ্বারা। তার পরিচয়
সময়টা একটুখানি সংযতন করা হস্ত
প্রয়তিল। এমন যার ঘর সে যত্নে নিল।

অন্যেতত সত্যবিশেষ কথারা কথারা প্রভে
উদ্বিগ্ন হয়েছিল। তাদের সুপরিণাম এল
চেতায় সম্যাসীচরণের চাকরি এখানো জুটে
গেল। মাইটা অল্প, তার বজ্রিও কম।
৮টা—৪টা কাল, বেশী বাক্যবোধ নেই।

সম্যাসী বলল, 'একদিন ঘুমোতে ঘুমোতে
জ্ঞানী পুরুষের এক চেতনার সঙ্গে দেখা
হয়ে গেল। সে ছাড়ে না দিক্যাতই, টানাতে
টানাতে নিয়ে গেল তার আশ্রমে। অনেক
কথা হল, তার কথা কবুলো না। আমার
কথা শুনে সে চুপ করে বসে রইল অনেক-
ক্ষণ। তার পর বলল,

'রোজ একটিকার নিয়ম করে আসতে হবে
এখানে। কোনো কথা শুনবে না।'

তাই রোজ যাই সে-আশ্রমে গল্প-সংগ
করি। গুরুভাই রোজ আমাকে সত্যন করিয়ে
গেরুয়া পরিচয় দেয়। বলে,

'যাও ঘুরে এসো একটু। তার পর আবার
উপ-সংসারী সেজে বাড়ি ফিরে যেও।'

কোথায় আর ঘুরবো? এই চোমাধাতেই
বসি, লোকজনের আনাগোনা দেখি। কত
আসে লোক, একাজে সেকাজে। কেউ কাছ-
কাছই ঘোরোফেরা করে। কেউ চোমাধার
এক পথ ধরে অমাননিক হয়ে চলেতে থাকে,
যেন আমেকদর যাবে। তাদের পেছা নিই,
দেখি তারা কোথায় যায়। ওদের কেউ কেউ
কখনো কখনো আমাকে সঙ্গী পাকড়ে নেয়,
খানিকটা দূর সংগে যাই।

দিন কেটে যায়। আবার আসি চোমাধার—
সহস্রারে।

বিদেশী সাহিত্য - সংস্কৃতি

মন্মটভট্ট

কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা এবং
নির্মাণমূলক গণরচিত

গণতন্ত্র এবং সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে যদিও সাংস্কৃতিক মানের নিম্নগামীতা এবং পৃষ্ঠ-পোষক সম্প্রদায়ের দুই সংঘাতাব্যধির মধ্যে সম্পর্ক অনস্বীকার্য, তবুও এখানে সমস্ত দেশ জনসাধারণের ঘাড়ে চাপানো যুক্তি-সংগত ঠেকে না। সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে পোষণ এবং বর্ধন করার পক্ষে উপযোগী পরিবেশ এবং শিক্ষা জনসাধারণ তাদের পার্যায়: অন্যদিকে বিদেশজনের মধ্যে অনেকেরই সংযোগ-সূত্রের সত্ত্বাও নিজেদের চারিত্রিক সত্ত্বা রক্ষা এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে হয় অনিচ্ছুক আর না হয় অপারগ। অর্থাৎ জনসাধারণ সংযোগবিহীন বলেই যেমন তাদের সর্বগণ্যতা বলা চলে না, তেমনি সংযোগবিহীনতার মধ্যে নিরুচ্চতার অবস্থানকারী যোগ্য ধার নেওয়া অসম্ভব উপাসনিকতারই পরিচয়ক।

বিশ্ব এতদূর যেটি প্রদান নিয়ে কোন আলোচনা করিনি। অতীত ঐক্যবাহিনীক সিন্ধু বর্ণ-বিশিষ্ট সমাজে জনসাধারণের না ছিল কোনো মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি, না ছিল কোন জনসাধারণী ক্ষমতা। আধুনিক-কালের সমাজিক উন্নতিবিশিষ্ট জনসাধারণের কোন কোন অধিকার গণতন্ত্রের সীমিত হওয়া বাস্তবের সীমিত ক্ষমতা রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিগত চাকর রাজনৈতিক স্বাধীনতার হোক কেন্দ্রীভূত। সেখানে জনসাধারণের হাতে কোন শক্তি নেই। তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে না, স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে না, স্বাধীন কোন সংগঠন গড়ার অধিকার তাদের নেই। সত্ত্বাং সেখানেকার অবস্থার জন্য জনসাধারণকে পাহা করা অসম্ভব। কিন্তু যে-সব সমাজের অস্বাভাবিক গণতান্ত্রিক বীজ সেখানে এসব অধিকার স্বীকৃত। সেখানে কোন দল বা গোষ্ঠীর হাতে মত ক্ষমতাই থাকে, তাদের প্রকাশনা বিবরণিত করা যায়। তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত গড়ান চলে এবং নির্বাচনের সময় জনসাধারণ ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। এখন হোক, এই সব গণতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা, মতামত প্রকাশ, সংগঠন, প্রতিনিধি নির্বাচন ইত্যাদি বিবিধ মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বাও সেখানে প্রকৃতপক্ষে

সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনা জনসাধারণের কার্যকরী ক্ষমতা কতটুকু? অর্থাৎ আদর্শ-গতভাবে ঘাই হোক, বাস্তবক্ষেত্রে সমাজসীন গণতান্ত্রিক সমাজগুলিতে জনসাধারণের প্রয়োজন-ইচ্ছা-ভাবনা-প্রচেষ্টার দ্বারা ইতিহাস রচিত হচ্ছে, না জনসাধারণের নামে মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবান ব্যক্তি, পরিবার বা সম্প্রদায় সমাজজীবন পরিচালিত করছে? এক কথায়, গণতন্ত্রে গণের শক্তি কতটুকু?

এখন একথা নিশ্চয়ই সত্য যে, আধুনিক সর্বগ্রাসী স্বেচ্ছাসেবক যেখানে জনবিক্ষোভকে পুলিশ এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে অনির্দিষ্টকালের মত দমন করে রাখা সম্ভবপর, আধুনিক গণতন্ত্রে সেক্ষেত্রে জনসাধারণের সমর্থন হারিয়ে কারো পক্ষে বেশীদিন রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসীন থাকা

সম্ভব নয়। যুদ্ধের পর চার্চিল এবং রুশশীল দলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে গিরে ব্রিটেনের জনসাধারণ বিশেষ বেগ পেয়েছিল, এমন কেউ বলে না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ স্বাধীনভাবে হত্যা করা সত্ত্বাও স্ট্যালিন অথবা তাঁর দলকে রুশদেশে সর্বগ্রাসী ক্ষমতার আসন থেকে কেউ হঠাৎ পেরেনি। জার্মানী এবং ইতালিতে যুদ্ধ বিনা শত্রু আভ্যন্তরীণ চাপে নাটসী এবং ফাসিস্টদের গদী থেকে সরাবার কোন সম্ভাবনা ছিল, ইতিহাসে একবার কোন সমর্থন মেলে না। স্বেচ্ছাসেবক এবং গণতন্ত্রের মধ্যে এই মূল প্রভেদ অভিন্নতার দ্বারা প্রমাণিত এবং এটি অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু সগো সগো একথাও কি সত্য নয় যে, স্বেচ্ছাসেবকের মত অতটা প্রকট না হলেও আধুনিক গণতন্ত্রে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার উপস্থিতি অনস্বীকার্য, সেখানে কারো হস্ত অস্তর অস্তর নির্বাচনের সময় ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনায় জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের বিশেষ সুযোগ নেই এবং এটিই সম্ভবত সত্যই

কেন মিছে

কষ্ট পাচ্ছেন?

তাড়াতাড়ি

আরামের জন্যে

বি. আই

কফ সিরাপ

ব্যবহার করুন

দমকা ও

পুরোনো কাশিতে এবং

শ্বাসনালীর প্রদাহে

বিশেষ উপযোগী



বি. আই

কফ সিরাপ



বেঙ্গল ইমিউনিটি

মারাত্মক অভিযোগ) সেখানে জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি এবং প্রত্যয়—অনেকটাই কি ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর পরিকল্পিত প্রচার ব্যবস্থায় স্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়?

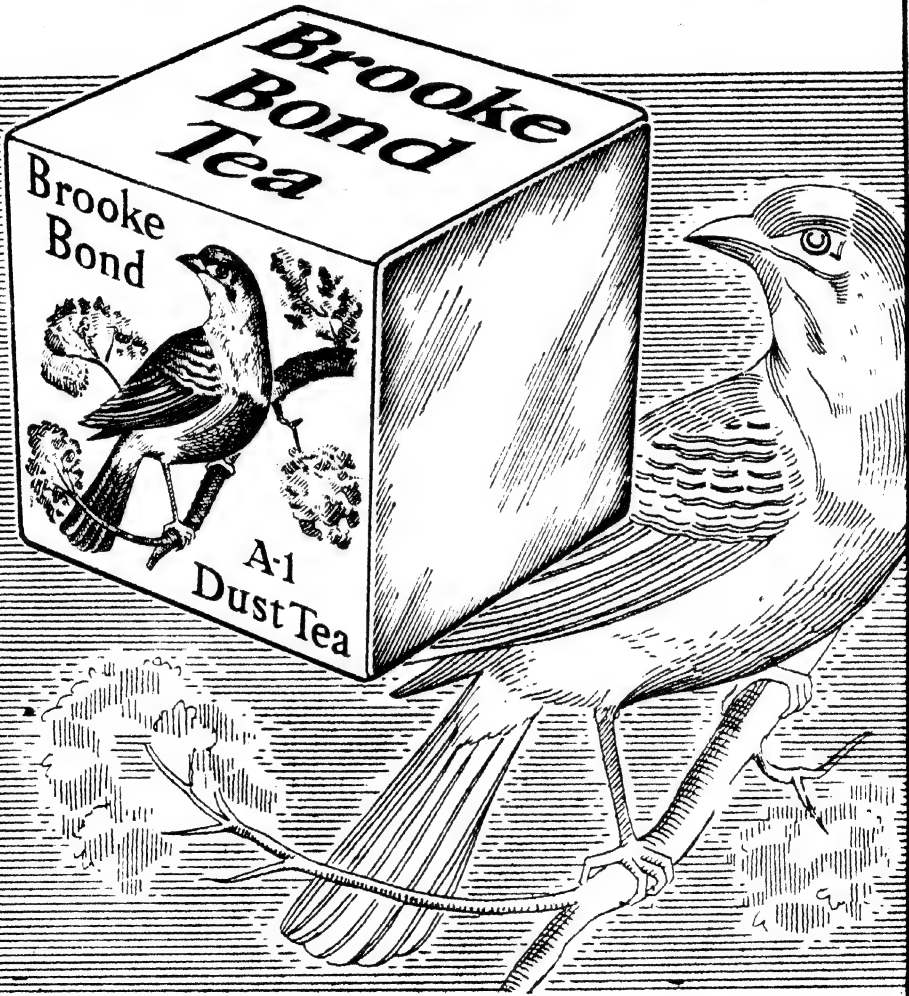
ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ সম্বন্ধে স্বেচ্ছাসিদ্ধিক ব্যবস্থায় কোন স্বাধীন আলোচনার সুযোগ

নেই; এমন কি যুগোস্লাভিয়ার মত অপেক্ষাকৃত মহনশীল স্বেচ্ছাসিদ্ধিক সে চেষ্টার বিপদ কতখানি মিলোভান জিলাস্—এর কারাদণ্ড তার প্রমাণ। কিন্তু গণতন্ত্রে এ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ শৃঙ্খল সম্ভবপর নয়, তা নিয়মিতভাবে হয়ে থাকে। সেই

সঙ্গে সংগৃহীত কিছু তথ্যাদি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

মার্কিন গণতন্ত্রের কথাই ধরা যাক। পৃথিবীর আর কোন দেশের সাধারণ মানুষ এখানকার মানুষদের চাইতে বেশী সুস্ব-স্বাস্থ্যবান ভোগ করে বলে আমার জানা নেই।

ব্রুক বন্ড চা



বাজারের সেরা

ব্রুক বন্ড ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

এদের উপার্জন এবং ক্রয়ক্ষমতা প্রচুর; এখানে সমাজের এক শতর থেকে আরেক শতরে ওঠার সুযোগ বিস্তর; শিক্ষা এবং সম্ভোগের যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে; মতপ্রকাশ এবং সংগঠনের ওপরে আইনত বর্ধনবোধ খুব কম; এমন কি জামাদের দেশে স্যাডিক্যাল মতাবলম্বীরা যে-সব বিশেষ ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলে দাবী করে থাকেন (যথা, ইনিশিয়েটিভ, রেফারেন্ডাম এবং রিকল), মার্কিনের অনেকগুলি অঙ্গরাজ্যে সেগুলি স্বীকৃত এবং প্রচলিত। তবু অনেক মার্কিন সমাজ-তাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ অনুসারে এই গণতান্ত্রিক গণতন্ত্রেও জনসাধারণের কার্যকরী প্রভাব অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। দেশের দৃষ্টি প্রধান রাজনৈতিক দলের পরিচালনা গুটিকয়েক ক্ষমতাবান ব্যক্তি, পরিবার অথবা "ক্লিক"-এর হাতে কেন্দ্রীভূত; দেশের যন্ত্রশীপ, ব্যবসা, বাণিজ্য গুটিকয়েক দানবীয় অর্থিক সংগঠন বা "কর্পোরেশন"-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এমন কি বিস্তারিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে ওলেশ শ্রমিকদের যে-সব বিরূতি সংগঠন গড়ে উঠেছে, সেগুলিতেও অধিকাংশ সদস্যের তুলনায় মূলতঃ শ্রমিক-নেতা এবং ট্রেড ইউনিয়ন আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা অনেক বেশী। সুতরাং কাগজপটে সাধারণ নাগরিকের অনেক অধিকার থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ সহজ নয়, বরং অনেকক্ষেত্রে সে চেষ্টা বীতিমত বিপক্ষজনক।

মার্কিন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ যে কতদূর সত্যপ্রসারী সম্প্রতি তা নিয়ে অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ বই কার্যকর। ডি. কে. কুইন তার "দানবীয় কর্পোরেশন" প্রস্তাব প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে লিখেছেন যে, মার্কিন অর্থিক বাসনায় গুটিকয়েক বিরূতি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হয়।*১ এদের মধ্যে জেনারেল মোটরস্, ইউনাইটেড স্টেটস স্টীল স্ট্যান্ডার্ড অয়ল (নিউ জার্সি) এবং ফার্স্ট নাশনাল স্টিল কোম্পানি এবং ফার্স্ট নাশনাল স্টিল কোম্পানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের প্রায় অর্ধেক শ্রমিক এদের অধীন কাজ করে; এরা ইচ্ছামত এক যন্ত্রণা থেকে অন্য যন্ত্রণায় কারখানা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জনপদ গড়ে তুলতে পারে। প্রতিযোগী শিপপ্রতিষ্ঠান-গুলির হয় উচ্চদ ঘটিয়ে নয় তাদের সঙ্গে রফা করে এরা নিজেদের প্রয়োজনমত জিনিসপত্রের দাম ওঠায় নামায়। এদের কার্যকলাপের ওপরে না-শ্রমিক নাক্রোতা সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন প্রভাব আছে। এদের উদ্দেশ্য যেসব শহরজনপদ গড়ে উঠেছে সেখানে সমাজজীবনের স্থান নিম্নে

কোম্পানীকেন্দ্রিক জীবন। (এই জীবনের কিছুটা আভাস পাওয়া যায় জামসেদপুরে গেলে।) ক্ষমতার এই ভয়াবহ কেন্দ্রীকরণের ফলে মূলতঃমের লোকের ইচ্ছা অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজকর্ম জীবনযাত্রা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত। ইচ্ছা করলে কোন কর্মী অবশ্য কোন কর্পোরেশনের চাকরী ছেড়ে দিতে পারে; আইনত সে বিষয়ে তার পুরো স্বাধীনতা আছে। কিন্তু ছেড়ে সে যাবে কোথায়? অন্য আরেক কর্পোরেশনে? তাছাড়া এক প্রতিষ্ঠানে বগড়া করে কাজ ছাড়লে অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ মেলাও শক্ত। ফলে দেশের গঠনতন্ত্র অনুসারে নাগরিকের অনেক অধিকার থাকলেও এইসব অতিকার কর্পোরেশনের চাপে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্রমেই সমাজজীবন থেকে লোপ পেতে বসেছে।

কুইন পরোক্ষ সূত্রে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন নি: তিনি এক সময়ে জেনারেল ইলেকট্রিক নামে বিরূতি প্রতিষ্ঠানের ডাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৩৬ সালে ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণের দ্বারা বিরোধীতা করে তিনি তার পদ থেকে ইস্তফা দেন। তার তথ্য এবং যুক্তির পেছনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমর্থন আছে। ফলতঃ তার দি স্থাপনাত্মক থেকে প্রকাশিত বার্তা সাহেবের একটি গ্রন্থের প্রতিপাদ-ও তাঁর সমর্থন।*২ বার্ল-এর হিসেব অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কল-কারখানা বা ম্যানুফ্যাকচারিং-এ নিয়োজিত মোট মালদানের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মাত্র দেশের কর্পোরেশনের করতলগত। যদি কৃষিশীপ বাদ দিয়ে বাকী সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থার হিসেব করা যায়, তাহলে সম্ভবত দেখা যাবে যে মোট নিয়োজিত ধনের তিন-ভাগের দু'ভাগ পচাশিটি কর্পোরেশনের সম্পত্তি। এই সব কর্পোরেশনের মধ্যে আবার মূলতঃমের কিছু দৃষ্টি সমস্ত সিদ্ধান্ত এবং পরিচালনার ক্ষমতা দখল করে আছে। অর্থাৎ সমাজের বৃকে এই কর্পোরেশনগুলি কয়েকটি শক্তির পরিমিত: আর সেই পরিমিতের চড়ায় কয়েকজন ব্যক্তি বা পরিবার একজট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। যদি স্মরণ রাখা যায় যে বর্তমান পৃথিবীর উৎপাদনশীলতা এবং ব্যবসাবাণিজ্যের সব চাইতে বড় অংশ আজ মার্কিনীদেশের দখলে তাহলে বার্ল-এর এই সিদ্ধান্ত বোধহয় আর অতিশয়ীত টেকে না যে মার্কিনী গণ-তন্ত্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার তুলনায় মহা-যন্ত্রণার সমস্ত ব্যবস্থা নিউতম ছেলেমানুষী।

"Since the United States carries

== ছোটদের প্রেস্ট বই ==

কথাসাহিত্যসমৃদ্ধ দীক্ষণরজন মিত্র
মজুমদারের

ঠাকুরদার বড়াল ৪,
ঠাকুরদার বড়াল ৪,
দাদামশায়ের থলে (যন্ত্রস্ত) ৪

সুখলতা বাওয়ার
গল্প আর গল্প ৪,
সোনার ময়ূর ২১১

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
বিদেশী গল্প সংগ্রহন
(১ম খণ্ড-২১০ ২য় খণ্ড-২১০)
দেশবিদেশের ধর্ম ১১০
দেশবিদেশের লেখাপড়া ৫০
এ টেল অফ টু সিটিজ ১৫০
পৃথিবীর ইতিহাস (যন্ত্রস্ত)

গজেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত
ঐতিহাসিক গল্প-সংগ্রহন ২১০

সুখলতা বাওয়ার
ছোটদের বিশ্বসাহিত্য ১১০
ডেভিড কপারফিল্ড ১১০
সুইস ফ্যার্মাল রানবসন ৫০

কৃষ্ণদয়াল বসুর
মিষ্টি কবিতার বই
রুনুঝেনে ১০

মনোজ বসুর
অবনীন্দ্রনাথ ২১

হেলেন কেলার-এর
আমার জীবন ২১
মোমাইর
মায়ের বাঁশী ১১০

== যন্ত্রস্ত ==
মোমাইর
রূপকথার বড়াল
তুলসীদাস সিংহের
সেকালের খোশ গল্প

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা-১২

* ১ T. K. QUINN, Giant Corporations: Challenge to Freedom; Exposition; \$3.50.

* ২ A. A. BFRLE, Jr., Economic Power and the Free Society; Fund for the Republic.



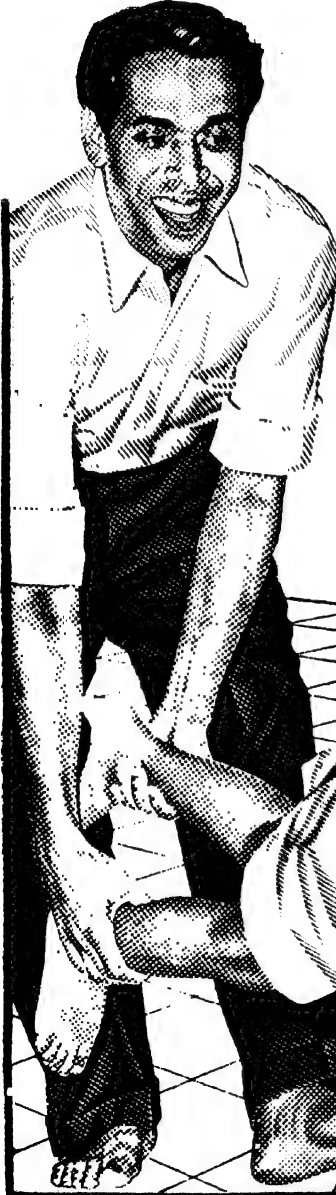
on not quite half of the manufacturing production of the entire world today, these 500 groupings—each with its own little, dominating pyramid within it—represent a concentration of power over economics which makes the medieval feudal system look like a Sunday school party.....”

বার্জ-এর মত কুইনও আধুনিক গণতন্ত্রের

মুষ্টিমেয় বিপ্লবান গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের তুলনা করেছেন। মধ্যযুগের শেষভাগে ইংল্যান্ডে নর্ম্যান এবং টিউডর রাজারা প্রজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বাড়িয়ে সামন্তদের শক্তি লোপ করার চেষ্টা পেয়েছিলেন। আধুনিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্রও মাঝে মাঝে আইন করে কর্পোরেশনদের ক্ষমতা

কমাবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে চেষ্টা বিশেষ কার্যকরী হয়নি। গদরুশিষ্কণের জাতীয়করণের দ্বারা এ সমস্যার যথার্থ সমাধান সম্ভব নয়। তার ফলে কয়েকটি বাস্তবিক ক্ষমতাকেন্দ্র লোপ পাবে বটে, কিন্তু রাষ্ট্রের হাতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয়বিধ ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটায় গণতন্ত্রের সম্ভাবনা আবে

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তারা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।



যে পরিবারে হেলেবুডো সবাই সবসময় হাসিখুশী সে পরিবার সত্যিই সুখী। কিন্তু বাহা ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুশী থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলো বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু। আপনি যতই পাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এই ময়লার থাকে রোগের বীজাণু। লাইফবয় সাবান এই ময়লাজনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার বাহা সুরক্ষিত রাখে।

প্রতিদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লাজনিত বীজাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এটি আপনাকে তাজা করবার করে তোলে।



সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে। অপরপক্ষে মার্কিনের মত দেশে ট্রাস্টব্যবস্থাকে দমন করার জন্যে আইন পাস হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিক সরকারী ক্রিয়াকলাপের বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে কর্পোরেশনদের ক্ষমতা-বৃদ্ধির পেছনে সরকারী সমর্থন বর্তমান। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়ালটাং অ্যাডামস্ এবং ইলিনয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হোরেস গ্রে তাঁদের একটি গ্রন্থে প্রমাণাদি সহকারে দেখিয়েছেন যে আমেরিকাতে অতিক্রম আর্থিক সংগঠনদের হাতে একচেটিয়া ক্ষমতা আসার জন্যে সে দেশের ফেডারাল সরকার মুখ্যত দায়ী। ও বিভিন্ন বিশেষ বিধিব্যবস্থা নারফং সরকার এইসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা প্রবাহিত রাখার ব্যবস্থা করেছে। ট্যাক্সের ব্যাপার সুবিধা দিয়ে, পরোক্ষ সাবসিডি প্রদানসহ করে যন্ত্রপাতির ব্যবহারজনিত ক্ষয় বারদ মোটা খরচার অনুমতি দিয়ে, সরকারী উদ্বৃত্তে মালমসলা এইসব প্রতি-ষ্ঠানের কাছে সহায়তার বিস্তারিত করে, এবং এই জাতীয় আরো নানা প্রকাশ এবং গোপন উপায়ে সরকার এদের পোষণ এবং বর্ধনে সহযোগিতা করেছে। অধ্যাপক দুই অধ্যাপকের বিশ্লেষণ অনুসারে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ মোটেই স্বাভাবিক নহয়।

"Monopoly is not the result of an inevitable dialectical or immutable process. There is no natural law which transforms the good society into technocracy functioning under the aegis of socially irresponsible private power".

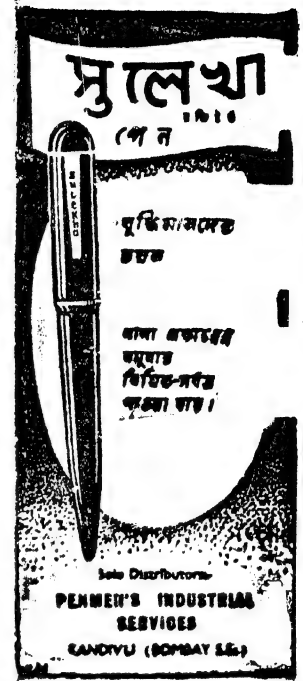
একবার সরকারী সমর্থন এবং অন্যবার জনসাধারণের অঙ্গ উদযোজন, সংযোগ নিয়ে এই লক্ষ্য প্রতিষ্ঠান হতে বংশাবলী হয়ে উঠেছে।

গণতন্ত্র অতিক্রম প্রতিষ্ঠানদের পেছনে সরকারী সমর্থনের কারণ যাহাযমান করা কঠিন নয়। বাণিজ্য ক্ষমতাস্ব অসার জন-শক্তিশালী রাজনৈতিক দল প্রয়োজন। দল চালাতে হলে ভালো মাইনের পুরো সময় কাজ করার জন্যে যথেষ্ট কর্মী চাই। আর জনসমর্থন পেতে হলে সরকার নিয়মিত এবং ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা। এসবই নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের আর্থিক সামর্থ্যের ওপর। সুতরাং যদিও জন-সাধারণের ভোটেই সরকার নির্বাচিত হয়, তবু সেই ভোটে লাভের জন্যে বিস্তারিত সম্প্রদায়ের পর্যাপোষণ অতাবশ্যক। রাষ্ট্র-ক্ষমতার অঙ্গীন হওয়ার পরও এই পর্যাপ-

পোষণের প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র কমে না; কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো সরকার-ই চিরস্থায়ী নয়, কিছুকাল অন্তর অন্তর রাজনৈতিক দলদের নির্বাচনী প্রতি-যোগিতায় নমোতে হয়। তাছাড়া রাজ-নৈতিক দলের যাবা মুখো-পারিচালক তাদের অনেকেই পারিবারিক অথবা ব্যবসায়িক সত্ত্বে দেশের অতিক্রম আর্থিক প্রতিষ্ঠান-গুলির সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বস্তুত এই যোগ্য না থাকলে তাদের পক্ষে আপন আপন দলে প্রাধান্য পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হোত।

যথেষ্ট আধুনিক কালের ফাসিস্ট অথবা কম্যুনিষ্ট সর্বপ্রকারী ঐক্যবাদের মত গণতন্ত্রে ক্ষমতার সম্পূর্ণ কেন্দ্রীকরণ না ঘটলেও সেখানে এধারা ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছে। মার্কিন দেশে এই ধারা এখন কত প্রবল রাইট মিলস্ নামে জনৈক অধ্যাপক তাঁর "দ্য পাওয়ার এজেন্ট" গ্রন্থে তাঁর একটি বিশদ সাম্প্রতিক বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন। স্ মিলস্-এর তথ্য অনুসারে মার্কিনে শস্য, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য নয় সহস্রত কার্যকরী ক্ষমতা একটি মুষ্টি-মুখে অতিজাত গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত। এই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে আছে ইতি-পূর্বে উল্লিখিত অতিক্রম কর্পোরেশনের পরিচালকবৃন্দ, দুই প্রধান রাজনৈতিকদলের মুখ্য নেতারা (এদের মধ্যে যখন যে দল রাজ্য পরিচালনার ভার পায় সেই দলের নেতারা সরকারের প্রধান প্রধান দপ্তর অধিকার করে বসে), এবং সাময়িক বিভাগের কতৃপক্ষ। এরা আসলে সমাজের একই স্বার্থের মানুষ; এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বহুমান; এদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং যোগ্যতা মোটামুটি একই ধরনের। ক্ষমতার চূড়ায় আসীন হয়ে এরা সার্বভৌমত পরস্পরের সংগে আসন অদলবদল করে। সৈন্যবাহিনী থেকে অসংখ্য নিয়ন্ত্রণপতি হয় অতিক্রম কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর, শিল্প-পতি ছাড়া নিয়ে কোনো সরকারী বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে; রাজনৈতিক নেতার ছেলে কিম্বা ভাইয়ের জন্যে কোনো না কোনো কর্পোরেশনের প্রধান কর্মচারীর চাকরী তোলা থাকে। এই অতিজাত সমাজে বইয়ের সোজকের প্রবেশ কালক্রমে ঘটে; এর সদস্যপদ মুখ্যত উত্তরাধিকারসূত্রে আসে। এদের এই বিরূপ কেন্দ্রীভূত শক্তির সম্মুখে জনসাধারণ অসহায়; শিল্প ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের সদস্যদের এরা নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মূল হিসেব ব্যবহার করে।

প্রচুর নিষেধাস্ত সত্ত্বেও এই অতিজাত



গলার ও বকের বড়ি ভাজাভাঙি লাগিয়ে দেয়। পেপ্সু চুষে লবন এর অস্ত্রো-সাকরী ভাগ কি ভাবে কাজ করেছে। কি ভাবে বেদনা নিবারণ ও জীবাণু ধ্বংস করেছে।



পেপ্সু গলার ও বকের বড়ি যে কোন ওষধ বিক্রেতার নিকট পাওয়া যাবে।

সি. ই. কুলশোর্থ (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লি:

FRY 56 BEN

* ৩ Walter Adams and Horace M. Gray, *Monopoly in America: The Government as Promoter*; Macmillan, \$3.50.

* ৪ C. Wright Mills, *The Power Elite*; Oxford University Press. 36sh.

পরিবেশক—মেসার্স কম্প এন্ড কোং লিঃ ৩২সি চিত্ররঞ্জন এডভান্ট, কলিকাতা-১২

গোষ্ঠী হয়ত সমাজে তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারত না, যদি তাদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হয়ে উঠত। কেননা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মস্ত গুণ এটাই যে সেখানে প্রেফ গায়ের জোরে জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখা চলে না। যতক্ষণ পর্যন্ত গণ-তন্ত্রের কাঠামোটা বজায় আছে, ততক্ষণ জনসাধারণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাবেত চেতনায় ক্ষমতারূঢ় গোষ্ঠীকে নির্বাচন কালে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। যে কোনো সমাজের ইতিহাসে এই গণতান্ত্রিক গঠন-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এত মূল্যবান ব্যাপার। কিন্তু গোড়ায় গলদ হোল, জনসাধারণ ব্যক্তিগত অধিকার এবং দায়িত্ব বোধের ভিত্তিতে আঙ্গো প্রায় কোথাও নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলতে শেখেনি। অপরপক্ষে ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের ক্ষমতার মূলে উৎস হোল তাদের সংগঠন ব্যবস্থা। সুনিপুণ সংগঠনের সামর্থ্যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি কিভাবে সমস্ত সমাজের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে উইলিয়াম হোয়াইট-এর বহু-আলোচিত গ্রন্থ 'দ্য অর্গ্যানাইজেশন ম্যান'-এ তার বিস্তারিত বর্ণনা মিলবে। হোয়াইট মার্কিনী শিক্ষাপতিদের মুখপত্র 'ফরচুন'-এ কাজ করতেন; মার্কিনীদের সংগঠনশক্তিকে বাণ্য করে তিনি প্রথমে 'ফরচুন' পত্রিকায় একটি কার্যনকর নক্সা লেখেন। এ নক্সায়

তিনি রহস্যচ্ছলে প্রস্তাব করেন যে সংগঠনের কতারা সমস্ত সরকারী এবং সদস্যদের জন্য এমন একটা কার্ড সিস্টেম তৈরি করেন যাতে প্রতিটি ব্যক্তি সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতবা সংবাদ লেখা থাকবে আর সেই কার্ড ব্যবহার করে কতারা প্রতিবাহিত্র জীবন-যাত্রা নিয়ন্ত্রিত করবেন। শিক্ষাপতিরা কিন্তু প্রস্তাবটিকে মোটেই রসিকতা বলে উড়িয়ে না দিয়ে এর সম্ভাবনা বিষয়ে অনু-সন্ধান শুরু করেন; এবং হোয়াইটের গ্রন্থ থেকেই জানা যায় যে, মার্কিনের সবচাইতে বড় স্টাটিস্টিক্যাল ফার্ম এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবাদ সংগ্রহ পদ্ধতি এবং বিন্যাস-চালিত যন্ত্রাদি নিয়ে গবেষণা শুরু করে। হোয়াইট তখন নিজেকে মার্কিনে সংগঠন ব্যবস্থা নিয়ে তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হন; 'ফরচুন' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকায় এদিক দিয়ে তার বিশেষ সুবিধে হয়। অনু-সন্ধানের ফলে তিনি সাপেক্ষে আবিস্কার করেন যে, যে-ব্যবস্থাকে তিনি রহস্য করার উদ্দেশ্যে কম্পনা করেছিলেন, দেশের অধিকাংশ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে কমবেশী নিপুণতার সঙ্গে তা আগে থেকেই প্রচলিত। তার লেখার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও তার এই লেখার ফলে উক্ত ব্যবস্থার বহুমুখী সম্ভাবনা এবং প্রচলিত ব্যবস্থার উৎকর্ষ বিধানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রতিষ্ঠান-পরিচালকেরা আরো বেশী অবহিত হয়েছেন। হোয়াইট বিস্তার প্রমাণ উদাহরণ দিয়ে লেখিয়েছেন যে আধুনিক মার্কিনী সমাজে সংগঠনের বিবর্তমান শক্তি

ওয়ে ব্যক্তিগতবাহিত্রের ইতিহা লোপ করে সমস্ত নাগরিককে একই বিশ্বাস, একই বুদ্ধি, একই আচার-ব্যবহার, উচ্চত-অনুচিত বোধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সংগঠনের পরিচালকরা এই ঘাতক ঐক্যের মূল আদলটি ঠিক করে দিচ্ছেন; আর সেই আদলে সকলের মন গড়ে তোলার জন্যে তাদের প্রধান সহায় বিজ্ঞান, বিশেষ করে নব্য মনোবিজ্ঞান।

যুৎচেতনা নিয়ন্ত্রণে মনোবিজ্ঞান বিদ্যার ব্যাপক এবং নিপুণ প্রয়োগ প্রথম ঘটে বোধহয় হিটলারের জার্মানিতে। তারপর কম্যুনিষ্ট রাশিয়া এ ব্যাপারে অসামান্য পারদর্শিতা অর্জন করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে এখন আর এক্ষেত্রে খুব পিছিয়ে নেই। তফাৎ এই যে সর্বাধিক রাষ্ট্রে মানসিক নিয়ন্ত্রণের চেতনা ব্যক্তিগতবোধের ক্ষেত্রে বাধা হলে অপ্রতিরোধ্য পাশবপদ্ধতির প্রয়োগ প্রচলিত; গণতন্ত্রে ক্ষমতাবানদের হাতে সে সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ফলে গণতন্ত্রে যারা শিক্ষা এবং সংগঠনের জোরে মানসিক নিয়ন্ত্রণের চাপেও অটল থাকতে পারেন, তাদের পক্ষে ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলা শক্ত। তবে গণতন্ত্রেও এ চাপ যে নিত্যন্ত কম নয়, এ বিষয়ে যারা কিছুমাত্র খেঁজ খবর রাখেন তারা সেকথা স্বীকার করবেন। বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র, ফিল্ম, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি প্রচার-সংস্থা মারফৎ ক্ষমতাবান সম্প্রদায় দিনের পর দিন জনসাধারণের

* ৩ William H. Whyte. The Organization Man; Simon & Schuster.

শিশুদের শেট কামড়ানিতে আশু ঋনপ্রদ



গ্রাইপানিল

(গ্রাইপ মিকশচার)

"টাসানল" প্রস্তুতকারকগণের সামগ্রী।

MARTIN & HARRIS (PRIVATE) LTD.
 MERCANTILE BUILDINGS, LALL BAZAR, CALCUTTA - I.
 ALSO AT
 BOMBAY MADRAS DELHI RANGOON

নিজস্ব ভাবনা-কামনা-মুষ্টিকে আপনাদের প্রয়োজনমত ভেঙে গড়ার চেষ্টা করছে; মনোবিজ্ঞানী এবং যন্ত্রবিদদের নিয়োগ করে মন-নিয়ন্ত্রণের নিত্য নতুন উপায়পদ্ধতি উদ্ভাবন করাচ্ছে এবং তাদের কাজে লাগাচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, তবে কৌতূহলী পাঠক সম্প্রতি প্রকাশিত গুটি তিনেক বই সংগ্রহ করে পড়ে দেখতে পারেন। ৬ প্রথম বইটিতে দেখানো হয়েছে যে, আধুনিক সমাজে জনসাধারণের জয়-ক্ষমতা বেড়েছে বটে; কিন্তু ত্রুতাদের ক্ষতি মুখ্যত সমাজের গুটিকয়েক ব্যক্তির প্রভাবে নিশ্চিত হচ্ছে। দ্বিতীয় বইটিতে আমেরিকার সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে অনেকগুলো উদাহরণ বিশ্লেষণ করে লেখক বর্ণনা করেছেন কিভাবে বিভিন্ন ক্ষমতাবান গোষ্ঠি পরিকল্পিত প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের সহজবোধ্যকে নিষ্কৃত করে জনসাধারণের স্বাধীনতার দ্বিধা এবং ত্রিভাঙ্গাঙ্গের সমর্থনে জনতত্ত্ব নির্মাণ করে। এদের মধ্যে তৃতীয় বইটির তথ্য এবং যুক্তি স্মৃতির সবচাইতে মনোজ্ঞ এবং ভীতিপ্রদ। অতঃপর শব্দ ব্যবহারকারী নিজেদের উপস্থিতি ভিনিস পত্রের চাকরির জন্য ত্রুতাদের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার ব্যবস্থা করে সেই গবেষণার ফল জরুরি সময়ে ত্রুতাদের হাতিয়ে এবং চারিত্রিক নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত। এমন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কাজ নির্মিতক দ্রুতরাজ্যে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে বিজ্ঞাপন এবং তথ্যবিত্ত গণ-সংযোগের মাধ্যমে জনসাধারণের মনকে নিজেদের প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যোগী। তিনটি বইতেই একথা বারংবার বলা হয়েছে যে জনসাধারণের মনকে নিয়ন্ত্রণের অনেক উপায় আছে। বলাই পরিকল্পিত প্রচারের চাপের সামনে তারা এতটা অসহায় এবং তাদের উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট ক্ষমতাবানদের কাছে অত্যাধিক্য করে বলাই গণ-নিয়ন্ত্রণের এইসব মারাত্মক উপায় পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ সম্ভবপর হয়েছে।

তার গণতন্ত্র কি শব্দে অসংবাস্যের অবাস্তব স্বপ্ন? ইতিপূর্বে যে কজন মনোবিদ বক্তা নিয়ে আলোচনা করেছি, তারা কেউই কিন্তু এ সিদ্ধান্ত করেন নি। ত্রুতদের ব্যক্তিত্বের থেকে মোটামুটি এই

ধারণা হয় যে বিবেকবান এবং দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন মনোবিদদের চেষ্টার ফলে জনসাধারণের একটা বড় অংশ যদি তাদের নিজেদের নিহিত সমর্থন এবং বর্তমান সংকট বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে, তাহলে তার প্রভাবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটা সম্ভব এবং বিকেন্দ্রীকরণের ধারায় বর্তমান কালের আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র কার্যকরী গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে উঠতে পারে। এ প্রত্যাশা আমার কাছে সংগত ঠেকে। প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনেক দোষ-ত্রুটি আছে, ঠিকই। কিন্তু অতীতের যেকোন ব্যবস্থার তুলনায় আধুনিক গণতন্ত্রে সর্বসাধারণের মৌলিক অধিকার অনেক বেশী সম্পৃষ্টভাবে স্বীকৃত এবং সে কারণে এই ত্রুটি-

পূর্ণ ব্যবস্থার মধ্যেই প্রকৃষ্টতর ব্যবস্থায় সম্ভবনা নিহিত। আধুনিক গণতন্ত্রে ক্ষমতার যতখানিই কেন্দ্রীকরণ ঘটে থাক, নব্য সৈবরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে তার তুলনা হয় না। গণতন্ত্রে এই কেন্দ্রীকরণকে স্বাধীনভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তার প্রকাশ্যে লিখিত সমালোচনা সম্ভব, এবং সেই জ্ঞান এবং সমালোচনার ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে জনমত গড়া চলে। প্রমাণ এই আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত গ্রন্থগুলি। দেশ, পত্র-পত্র রাসিয়া চীন কিংবা ইজিপ্টে এ প্রয়াস অকম্পনীয়। তাই নে-সর্ব দেশে গুলুত বড়বড়, বড় বড় বিপ্লব অথবা বৃদ্ধ ছাড়া ক্ষমতাবান সম্প্রদায়ের হাত থেকে জনসাধারণের মুক্তি অসম্ভব।

উদ্ভাস্রুপে চক্ষুস্পীক্ষা ও
আধুনিক ফ্রাঙ্কিসময় চক্ষুস্পীক্ষা ও
ক্যালকাটা অপ্রটিক্যাল
কোং প্রাইভেট লিমিটেড
প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কালিকট চক্রবর্তী এম.বি.
৩৭, আমহার্ট ব্লক - কলিকাতা-১ ক্যালকাতা

করতে হলে আপনাদের শিল্প ও
ভাষার ভিনিস পত্র রোজ
ব্রাসো
দিয়ে পালিশ করুন

* ৬ Paul Lazarsfeld and Elihu Katz, Personal Influence. Stanley Kelly, Professional Public Relations and Political Power. Vance Packard, The Hidden Persuaders.



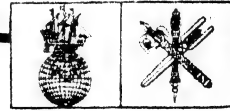
“ওঃ সেই কত বছর আগে আপনার
এই প্যান্ট করে দিয়েছিলাম”

“হ্যাঁ, পাঁচ বছরের ওপর !
আর তাই তো আমি
সবসময়ই চাই—

বিনীর্ ড্রিল”

বিনীর ড্রিল উৎকৃষ্ট তুলায় তৈরী
হয়—সাদা বা থাকী রঙের—খুবই
টেকসই, বারবার কাচার
পরও নতুন মতো দেখায়।
আপনার দর্জীকে ডিজেন্স ক’রে
দেখুন—সেও বলবে যে এই
ড্রিলই বাজারের সেরা।

মনে রাখবেন—বিনীর কাপড়
সবসময় কণ্ট্রোল দরে বিক্রি হয়।



দি বাকিংহাম এণ্ড কর্নাটিক কোম্পানী লিমিটেড
ম্যানেজিং এজেন্টসঃ বিনী এণ্ড কোং (মাদ্রাজ) লিঃ

বিশ্ব-বিজ্ঞান

জীবজন্তুদের চোখে কি রঙ ধরা দেয়? প্রশ্নটি খুব আকর্ষণীয় বাটে, কিন্তু এর সঠিক জবাব দেওয়া সহজ ত নয়ই, বীতিমত কঠিন। আমাদের চোখে যখন সব রঙই ধরা দেয় তখন আমাদের পক্ষে রঙ-কানা কোন প্রাণীর কথা অনুমান করা কঠিন। এইজন্যই সাধারণত আমরা ধরে নিই যে, জীবজন্তুরা আমাদের মতই বিভিন্ন রঙ দেখে চিনতে পারে। সম্ভবত আমাদের এ অনুমান ঠিক নয়।

রঙ সম্পর্কে আমাদের নিত্যদিনের ধারণাও কমন উদ্ভূত হচ্ছে এবং কিছুটা পরিবর্তিতও হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, হোমর রোমানের জনকে সব সময়েই মন্দের মতী জাল রঙ বলতেন। আর প্রাচীন গ্রীকরা তো হোমরকেই মান্য করে মন্দের রঙকে সবচেয়ে উত্তম বলে মনে করতেন।

সব কিছুই নিজের করে আমাদের সঠিকভাবে সমাজে চোখের ব্যস্ত-পাতিত ওপড়ে। আজকাল থেকে মজল পঠনই যা তিনটি রঙেরই পথ অতিক্রম করে যাতে যা কোন একটির দৃশ্যমানত্ব জন্য কেউ কেউ যা বলা হতে পারে।

জীবজন্তুদের চোখে রঙ তাই বিভিন্নভাবে নিয়ে ধরা দেয় কিনা এ সম্পর্কে কোন গোড়া মত প্রকাশ না করেও বলা যেতে পারে যে, জীবজন্তুদের নিয়ে রঙ সম্পর্কে যেসব পরীক্ষা নিয়েছেন তারাও তাতে এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা গেছে যে, তারা ঠিক কোন রঙ চিনতে পারে না রঙের উচ্চত্বের মাপকাঠি হয় মত পসরী যা কোন রঙই হোক না কেন। প্রাচীনদের মধ্যে চতুর্থম কোন প্রাণী হয়ত রঙের উচ্চত্বের দেখে ধরেতে পারে কোনটা লাল, কোনটা সবুজ, যেমন কোন কোন রঙ-কানা মানুষ এইভাবেই রঙ চিনতে পারে।

তবে একথা ইয়ত বলা যেতে পারে যে, গরীলা, কানর প্রভৃতি প্রাণী ছাড়া অন্য কোন স্তন্যপায়ী জীব-কিন্তু রঙ একেবারেই চিনতে পারে না। তারা সাদা, কালো ও কিছুটা পুসরের ভগ্নতে বাস করে। তারা রঙের বর্ণিত্যব জনাই এই রঙ তিনটির তারতম্য ধরেতে পারে। এর থেকে ধরে নেয়া যেতে পারে না যে, প্রাণীরা রঙ চেনে।

আমরা সাধারণত যে অর্থে রঙ চেনা বলি সে অর্থে কুকুর, বড়াল, ঘরগোশ, ইন্দুর, ঘোড়া, ভেড়া এমন কি ষাঁড়ও রঙের বিভিন্নতা ধরতে পারে না। ষাঁড়ের রঙ জ্ঞান

বোঝার জন্য অনেক পরীক্ষা হয়েছে, বিশেষ করে ষাঁড়ের লড়াইয়ের কৌশল অনুসরণ করে। তার ফলে দেখা গেছে, ষাঁড় লাল রঙকে লাল রঙ বলেই চেনে না—চেনে একটি বিশেষ উচ্চত্ব রঙ হিসেবে। এবং এটাও দেখা গেছে যে, লাল রঙই তাদের কাছে উত্তেজনার কারণ নয়। সেপম দেশে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই-এর সময় লড়াইকারীরা যুগে যুগে ধরে যে লাল রঙের কাপড় ব্যবহার করে আসছেন সেটার পরিবর্তন হলেও কিছু এসে যায় না। লাল কাপড়টা এ প্রত্যক্ষের একটা অংশ মাত্র, কারণ তারা জানেন যে, এটা কেবলমাত্র উত্তেজিত করে অসমাপকমুখ

করার জন্যই ষাঁড়ের সামনে নাড়তে হয়—লাল রঙ দেখানোর জন্য নয়। যে কোন রঙের কাপড়ই তার চোখের সামনে নাড়াচাড়া করা হোক না কেন, তাতে কিছু এসে যায় না—সে উত্তেজিত হলেই আক্রমণ করবে।

পাখিদের অবস্থা কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবদের চেয়ে স্বতন্ত্র। তারা প্রায় সব রঙই চিনতে পারে। যৌন চিননের প্রাক্কালে পাখির রঙের বাহার দেখিয়ে তাদের যে নর্তনকর্দন সে তো কেবলমাত্র প্রাণিনীকে আকর্ষণ করার জন্যই। তারা যে রঙ চিনতে পারে এটাও তার বড় প্রমাণ।

পাখিরা সাধারণত হলুদ, লাল, সবুজ, হরিৎ রঙ খুব স্পষ্টভাবেই চিনতে পারে,



গিরগটি শ্রেণীর প্রাণী কামিলিয়নের আছে এক জোড়া অদ্ভুত চোখ। চোখটি একটি গোল গর্ত বদে চোখ দুটির প্রায় সব অংশই চোখের পাতা দিয়ে ঢাকা। সদা ঘূর্ণমান মণির সঙ্গে চোখের পাতাও ঘুরতে থাকে। এরা চোখের মণি দৃষ্টিকে স্বাধীনভাবে যে দিকে ঘুরি বোঝাতে পারে—একই সঙ্গে একটা চোখ দিয়ে সামনের, আর একটা দিয়ে পেছনের দিকে ভাবিয়ে পারে। কিন্তু এই-ই সব নয়। কামিলিয়নের ক্ষমতা অবদ্ব। এ যে কোন প্রাকৃতিক পরিবেশের রঙ নিজেই ফেহে প্রতিফলিত করে অস্খা হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। এত সব ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকগণ এখনও এমন কোনও প্রাণ্য পাননি যাতে বোঝা যেতে পারে যে, এরা রঙ চেনে।

ভালভাবে বৃদ্ধিতে পারে না কেবল নীল রঙ। কোন কোন পাখি বেগুনী রঙে চিনতে পারে। স্তন্যপায়ী জীবদের তুলনায় পাখিদের নিয়ে রঙের পরীক্ষা খুব কমই হয়েছে, কেননা, তারা যে রঙ চিনতে পারে এর প্রমাণ তারা নিজেরাই বহুভাবে দিয়েছে। গৃহপালিত মুরগীদের নিয়ে একবার একটা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাদের সামনে শস্যদানা ছড়িয়ে দিয়ে শস্যের উপর বিভিন্ন রঙের আলো প্রতিফলিত করা হয়েছিল। তাতে দেখা গেল, তারা সংগে সংগে লাল, হলুদ এবং সবুজ শস্যদানা-গুলো খেয়ে ফেলল, নীল শস্যদানার ধাবে কাছেও এগুলো না। এ থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, মুরগী নিঃসন্দেহে নীল রং দেখতে পায় না।

১৯৯ খাক্স নাকি সাংঘাতিক। এ খাক্স

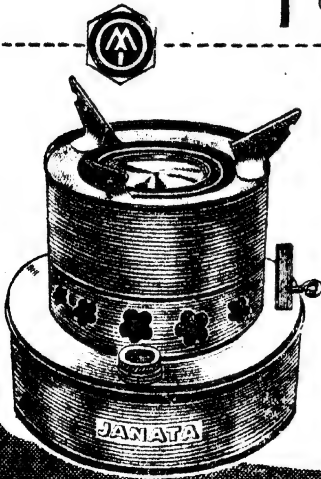
নাকি উতরান যায় না। আর ১৯৯৯ খাক্স? সে বোধ হয় আরও সাংঘাতিক।

লুইজেনবুর্গের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ জোসেফ বেচ তাঁর ৩৩ বৎসরের মন্ত্রিকালে যদিও বলে আসছেন, তাঁর রাজ্যের আয়তন ১০০০ বর্গমাইল, কিন্তু লুইজেনবুর্গের সকলের সব ছাত্রই জানে যে, পাঠ্যপুস্তকে লুইজেনবুর্গের আয়তন দেওয়া আছে ১৯৯ বর্গমাইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই মিঃ জোসেফ বেচ একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন। বৃন্দাবসানে ইন্টার এলায়েড কমিশন' যখন সীমানা পুনর্বিন্যাসের জন্য লুইজেনবুর্গকে জিজ্ঞেস করলেন তাদের ক্রটিপূর্ণতার কথা, মিঃ জোসেফ বেচ তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, জার্মান বনাঞ্চল ক্যামারওয়াড থেকে ১ বর্গমাইল জায়গা আমাদের চাই। মিত্রপক্ষ সংগে সংগেই লুইজেনবুর্গের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

লুইজেনবুর্গের ৩১৬০০০ অধিবাসীর

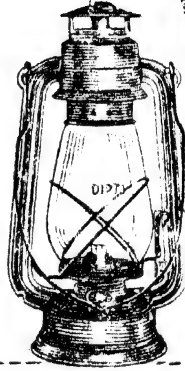
কেউই মিঃ বেচের এই আকাঙ্ক্ষার অংশ-ভাগী হতে পারলেন না। দুই বৎসর আগেও বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী বৈদেশিক সাংবাদিকদের এই কথা বোঝাতে চেয়ে-ছিলেন যে, যদি কেউ আমাদের রাজ্যের এক ফুট জায়গাও জোর করে নিতে চায়, তাহলে আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমাদের রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করব। কিন্তু কোন আইন করে ক্যামারওয়াডে যে তিনটি জার্মান পরিবার বাস করে তাদের লুইজেন-বুর্গের অধিবাসী করে নেওয়া হয়নি। তার ফলে আন্তর্জাতিক চুক্তি বলে ক্যামার-ওয়াড সরকারীভাবে লুইজেনবুর্গের অঙ্গীভূত কখনো হয়নি। কয়েক সপ্তাহ আগে পশ্চিম জার্মানীর সংগে যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির সম্পর্কে এক বৈঠকে লুইজেনবুর্গ তার ১ বর্গমাইলের দাবি প্রত্যাহার করে আবার সেই ১৯৯ বর্গমাইল আয়তনে ফিরে এসেছে।

আপনার নিত্য প্রয়োজনে



পেটেন্ট নং ৬২৩৫৪

দীপ্তি লণ্ঠন—এর পরিচয়
নিম্প্রয়োজন, এর অসাধারণ
জনপ্রিয়তার পেছনে আছে
মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো।
আর কম কেরোসিন খরচ।
“দীপ্তি” মার্ক জিনিষের
পেছনে আছে বহুদিনের
অভিজ্ঞতা, সুনাম আর
ফ্রেতার প্রতি অকৃত্রিম
সেবার মনোভাব।



জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য প্রয়োজনের একটি
আবশ্যকীয় জিনিষ। এই কেরোসিন স্টোভ ব্যবহারে
কোন ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে সুন্দর,
কাজে চমৎকার, খরচে সামান্য। অল্প সময়ে যে
কোন রান্না করা যায়।

- ধুলো, নোংরা, ঝুল বা কালার
কোন বালাই নেই।
- কম কেরোসিন খরচ, ব্যবহারে
কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।
- পলতে সব সময় পাওয়া যায়।

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ
প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বটোচার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

স্মৃতি চারণ

দিলীপকুমার গুপ্ত

একুশ

অভিধানে রয়েছে, কণ্টিনেন্ট হ'ল ইংলণ্ড-বর্জিত যুরোপ। শব্দটির এ-ব্যঞ্জনা গড়ে উঠেছিল কবে বলতে পারি না, তবে কণ্টিনেন্টে ভ্রাম্যমাণ হ'তে না হ'তে বোঝা যায় কেন কণ্টিনেন্টের মধ্যে ইংলণ্ড দ্বীপকে ধরা হয় না। ইংলণ্ড গড়ে উঠেছে এক দ্বীপাবদ্ধ (insular) মনোভাব। ডীন ইয়র্ক তার বিখ্যাত Out-spoken Essays-এ লিখেছেন যে, বিশেষরূপে পছন্দ করা ইংরাজ জাতের পক্ষে প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি। ওরফে নিউটন অবিকার্য করেছেন যে ক্রিয়া আনে প্রতিফলন। পরিণামঃ ইংরাজ জাতকেও কণ্টিনেন্টে কেউ পছন্দ করত না যদিও ঘটিত করত সবাই।

ঘটিত না করে উপায়? এতটুকু ছোট দ্বীপের মত কয়েক কোটি মানুষ সারা বিশ্বে ঘুরে দিক করার মন না মেনে! আজ অবশ্য ইংল্যান্ডের সে-বেলাবোলা নেই—সে-কালও নেই, না সে-আশাধা। কিন্তু সে-সময়ে—প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও—ইংল্যান্ডের অঙ্গুলিদের সীমা ছিল নাঃ

Rule Britannia ! Britannia rules the waves. Britons never shall be slaves

গতটি সারা ইংলণ্ড ঝংকারিত হ'ত। কিন্তু এখন বটানিয়ার কোথায় সে গর্ব? ইংলণ্ড আজ কারিগর কবিতাই মনে করিয়ে দেয়ঃ The paths of glory lead but to the grave!

কত সত্যি কথা? অথচ এ-শতকের প্রথমদিকে—যুরোপের প্রাক-ইটলির পর্বে—ইংল্যান্ডের "মহিমা"—glory—দেখে কে ভাবতে পারত যে, মাত্র বিশ তিশ বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ড শূন্যে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্ববর্জিত হয়ে দাঁড়াবে তাই নয়—"মহা-চলোমির রণাঙ্গী" গুরুবার গর্বও তার কাছে হয়ে দাঁড়াবে শূন্যে অতীতের স্মৃতি?

কিন্তু কণ্টিনেন্টে—মানে ফ্রান্স, ইতালি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, সুইজারল্যান্ড ও হাংগারি—ঘুরে চারিশ বৎসর আগে এমন কথা আমার একবারও মনে হয়নি যে, বটানিয়া অদূর ভবিষ্যতে শূন্যে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর সংলগ্নভাবে পরিণত হবে তাই নয়, সমুদ্ররাজ্যের পদবীও খুঁইয়ে বসবেন নিয়তির চক্রের, আবর্তনে। যুরোপ বলতে

সে-সময়ে আমাদের চোখে সব আগে ইংল্যান্ডের ছবিই ভেসে উঠত—অন্তত আমাদের দেশে।

তাই তো চমকে উঠেছিলাম জর্মনদের সঙ্গে নিকট-পরিচয়ে। প্রতাপাদিত্য বিশেষগণি মনে উলয় হ'ত দেখে ওদের অক্লান্ত কর্মমিত্তা, অফুরন্ত উদ্যম, অপরায়েজ বলিমিত্তা। যুদ্ধে ওরা তখন হেরে গেছে, তবু মনে মনে জুপছেঃ Herrenvolk-এর মন্ত—মানে প্রভুর জাতি। কিন্তু ওদের প্রতাপ দেখেও আমি তেমন অভিভূত হই নি যেমন হয়েছিলাম ওদের সংগীতানুরাগ দেখে। সংগীতকে যে কোনো জাতির আবালবৃন্দবনিতা এমন গভীরভাবে ভালোবাসতে পারে এ আমি স্বচক্ষে না দেখলে ভাবতেই পারতাম না। বিশ্ববিখ্যতে জর্মন কন্ডাকটর আর্থার নিকিশ একবার কুড়িটি 'সিমফনি কন্সার্ট' দেন—প্রতি শনিবার একটি করে। তিন

মাস আগে সব টিকিট বিক্রয় হয়ে গেছে—season ticket—অর্থাৎ কুড়িটি টিকিট—ওয়ালা গোটা খাতা। আমি অতি কষ্টে এক বন্ধুর সাহায্যে মাত্র চারটি টিকিট সংগ্রহ করি চতুর্গুণ দাম দিয়ে। এছাড়া, চেম্বার মিউসিক, পিয়ানো, স্ট্রোলা, রিসাই-টাল, অপেরা, গ্রামা সংগীত, গিজা সংগীত, হাজার ডুইংরুম সালন-তে (salon) উদীয়মান গায়ক-গায়িকার সে কী বিপুল সমাদর! জর্মনিতে দু' তিন মাস থাকতে না থাকতে যেন থ হয়ে গেলোম! "ইংরাজী সংগীত" শুনতে ওরা তো হেসেই খুন, বলেঃ ওরা কবিতা লিখুক যা পারে—সংগীত আবার কেন.....ইত্যাদি। মনে পড়ত খ্রীশবং দস্তর কথাঃ গান শিখতে চাও তো যাও বার্লিনে। বটানিয়া চলোমিস্ত্রাজ্যী হ'তে পারেন কিন্তু সংগীতসম্রাজ্যী হ'ল জর্মনি।

আমি ফের উজিয়ে উঠলামঃ এসে গেছি ঠিক জায়গায়ই তো—আমাকে আর পায় কে? Sternes Conservatorium-এর ডিরেক্টরের কাছে যেতেই তিনি যুকেলউস বলে এক শিক্ষকের কাছে আমাকে পেশ করে দিলেন। ঐ সংগে আর এক বেহালা শিক্ষকের কাছে শিখতাম বেহালা বাজানো বেশ ঝুঁকলাম অবশ্য গান শেখার দিকেই সন্তোহে তিনদিন করে কন্সটক্লাবং-এ

Amico's
GREEN LINIMENT

পনি নিশ্চয় দৈহিক ব্যাথাঃ যন্ত্রণা পাক্কেন- কোথায় !

বের, ঠাট্টে, কিবা কোন দহিয়ানে !
জনে বুদী হবেন—


প্রাণবিক, বুক বা পিঠের পাঁচবাঃ
গতের ইত্যাদি ঘাবড়ীঃ ব্যাথাঃ

গ্র্যামিকো গ্রীন লিনিমেন্ট
(সবুজ হালিশ)
ব্যাবহিক নির্ভরযোগ্য।

মূল্যঃ বড় শিশি—২.৭৫ নঃ পঃ
ছোট শিশি—১.৭৫ নঃ পঃ
মাশুলে স্বতন্ত্র

গণ্যঃ পত্রের ওলা নিবুঃ—

আমিন এণ্ড ইসমাইল (প্রাঃ) লিঃ
৮০ নঃ কলকাতা ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১



কাছে যুরোপীয় পদ্ধতিতে কণ্ঠসাধনার
তালিম নিতাম বহু মার্ক খরচ করে। কিন্তু
সে সময়ে জার্মান মার্ক পড়ে গেছে—এক
পাউন্ডে আগে মিলত কুড়ি মার্ক, সে-সময়ে
—দু হাজার। কাজেই জার্মানিতে ইংলন্ডের
সিকি খরচ করেও থাকা যেত রাজার হালে।

অপেরা কনসার্টে শ্রেষ্ঠ দামী সীটে শব্দ
যে নিজে যেতাম তাই নয়—মাথায় পাগড়ি
এঁটে বন্দুবান্ধবীকে প্রায়ই নিয়ে যেতাম।
ফলে নাম রটে গেল Prinz Roy,
একবার উল্লেখ করছি আমার কোনো
রাজকীয় মহিমার ঢাক পেটাতে নয়—শব্দ

আমার এই উপলক্ষটিকে পেশ করতে যে,
জার্মানিতে সংগীতজ্ঞসাহসী সহজেই মান
পায়। ইংলন্ডে আমার কণ্ঠ শুনে কান্নেই
বা উজিয়ে উঠেছিলেন? কিন্তু জার্মানিতে
কয়েকটি সালতে গান করতে না করতে
আমার সে কী প্রতিপত্তি! অনঙ্গ প্রায়
“হৃদয় আমার ময়ূরের মত নাচে রে”
অবস্থা—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে।

সুতীশ কবিরাজের মহাভূক্তরাজতৈল

পারকম্পনা কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানচাৰ্য স্বৰ্ণায় ডাঃ জ্ঞান-
চন্দ্র ঘোষ, ডি. এস. সি কড়ক পরীক্ষিত ও সুবাসিত।

আর্য্য ঔষধালয় - কলিকাতা



আলোর ব্যাপারে

কৃপণতা

করবেন না...

ফিলিপ্স-এর

আর্জেন্ট

ব্যবহার করে

সুবিবেচনার

পরিচয় দিন

অল্প শিকা বিপণ্ডনক,

কিন্তু কম আলোয় লেখাপড়া

করা আরো বিপদের।

ফিলিপ্স 'আর্জেন্ট' ব্যতির

মনোরম উজ্জ্বল আলোয়

পড়াওনা করুন—

আপনার চোখও বাঁচবে—

জ্ঞানও বাড়বে।

এখন ১০০ ওয়াটের

বাতি পাওয়া যায়

ফিলিপ্স
আর্জেন্ট

এর আলো উজ্জ্বল
অথচ চোখে লাগে না।

ফিলিপ্স ইন্ডিয়া
লিমিটেড



আর সত্যিই এর প্রধান কারণ ছিল
আমার কণ্ঠ। আরো কয়েকটি যোগাযোগও
ছিল অবশ্য—আমার স্বাস্থ্য, মেলামেশার
ক্ষমতা, অর্থস্বচ্ছন্দা ইত্যাদি। কিন্তু
কণ্ঠই ছিল আমার প্রধান সুপারিশ একথা
বললে একটু অত্যাধিক হবে না। জার্মান
ইংরাজদের মতন চাপা-প্রকৃতির জাত নয়,
কথায় কথায় উজিয়ে উঠে grossartiger
fabelhaft, wunderbar, kolossal
জাতীয় উচ্ছ্বাসিত বিশেষণ ব্যবহার করে
থাকে। ইংরাজী ভাষাকে বলা হয়
a language of understatement—
বোঁশ উচ্ছ্বাস আবেগের ভায় নয় না।
জার্মানভাষায় আবেগ-উচ্ছ্বাসের জোড়া পাল
কু হু করে চলে, বিশেষ করে সামাজিকতা
খবরসোতে। একথা এত করে বলছি শব্দ
জানতে যে, জার্মানিতে আমি সমাদর পেয়ে—
ছিলাম শব্দ আমার কণ্ঠের প্রসাদে তাই
নয়—স্বভাবের ওরা উচ্ছ্বাসী বলে বটে।
এই আমার কণ্ঠের সৌন্দর্যকে বর্ণনায়
বাক্যের ব্যাতিয়ে যখন আমি ওদের কাছ
থেকে জয়ধ্বনির মতোমত পেতাম তখন
নিলেকে সময়ে সময়ে সাবধান করে দিতে
বাধা হতাম এই বলে যে, ওদের স্বভাবের
সোপা চোমাকে বাদ দিয়ে তবে পরনীয়কে
বরণ করতে হবে। ইংলে শব্দ মাথাই
গরম হবে যার ফল শব্দে নয়।

কিন্তু আবার খোঁবনে বোঁশ সাবধানী
হওয়াও সাজে না। তাই চললাম ওদের
সম্পদের প্রসাদে গা ভাসিয়ে—দেখতে
দেখতে দেখতে নানা সভায় পাওয়া শব্দ
করলাম—শব্দ, বাংলা ছিঁকি গানই নয়—
ইতালিয়ান, ফরাসি ও জার্মান গান। এক-
আধটা রেশ গানও শিখোঁজলাম রেশভাষা
না জানা সত্ত্বেও—সে-গানগুলি বিশেষ
কাজে এসেছিল আমার সার্জিন-জীবনে।

এ সম্পর্কে আমার একটা কথা মনে
হয়েছে বরাবরই। কথাটা এই যে, বিধাতা
নানা মানষকে নানা মূলধন দিয়ে চুল
করে দেখেন কে তাকে তেমন করে খাটায়।
কাউকে দেন মস্তিস্ক, কাউকে স্বাস্থ্য,
কাউকে রূপ, কাউকে ধনসম্পদ, কাউকে
চিত্তাকর্ষণী সাবগা—charm: আমার মনে
হত আমাকে বিধাতা নানা মূলধনই দিয়ে—
ছিলেন, কিন্তু আমি যে-মূলধনটি খাটিয়ে
বিশ্বমানবের বাজারে সবচেয়ে বোঁশ

বাইওকেমিক

গাইনস্টি চিকিৎসা

ডাঃ ইউ, এম, সামন্ত, এল্. এম্. এস প্রণীত
এই পুস্তকে পণ্ডিত্য বিবরণ ও চিকিৎসাদি
অতি সহজ ভাষায় লিখিত আছে। গৃহস্থেরা
অতি সহজেই এই পুস্তকের সাহায্যে চিকিৎসা
করিতে পারিবেন। মূল্য ২-৫০।

সামন্ত বাইওকেমিক ফার্মেসী

৫৮/৭ সারাকপুড় স্ট্রীট রোড, কলিকাতা ২
বাইওকেমিক ঔষধ এবং পুস্তকের বিক্রয় ও
প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান।



কিশোর
পারিতোষ-
ফ্লোয়াশ
ক্রাম
জুস
স্লাইস
ও জমজম, জেলী
দক্ষিণবঙ্গের একমাত্র
পরিবেশক
বি. কে. রায়
প্রাইভেট লি.
১২, সারাকপুড় স্ট্রীট, কলি.



বিদ্যাকর
গ্রাম্যে
গাঙ্গুরামের
শিশুতলা হই
রসগোল্লা
চমচম
গাঙ্গুরাম
গ্রাণ্ড সন্স
৪৭/১৩৪
ব্রহ্মপুত্র-কালীঘাট-কলিকাতা

সমাদরের মনুষ্য কামিয়েছি সে আমার
কণ্ঠেই বটে। শৈশবে পিতৃদেহের মনোযোগভুল
করেছি এরি জোরে। কৈশোরে বহু বন্ধু
ও অনুরাগীর প্রীতি পেয়েছি এরই
দৌলতে। যৌবনে অপরিচয়ের দূরত্ব
কটিয়ে বিদেশে বিড়িয়ে অচেনা শিক্ষণী
এক দরদী নরনারীর বরণমালা পেয়েছি
এর প্রসাদে, এমন কি বার্থকোও পুণ্য
মন্দির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে
এর জোরে। এ সম্পর্কে আমার মনে পড়ে
প্রায়ই রাণা প্রতাপসিংহের বিস্মৃত বাহন
চৈতকের কথা—সে ক্রান্ত হয়েও প্রভুকে
ধারণ করে এসেছিল শেষ পর্যন্ত। তাই
আমি আমার অনুবোধস্বল্পকে আজও প্রায়ই
বলি সপরিভাষায় “The old horse
can still run”। আমার দেহের নানা
কণ্ঠেই ম্লান হয়ে এসেছে কিন্তু প্রভুত্ব
কণ্ঠে আজও পেশন চায় নি আমার
পিছরাপেলে ভূমি পেয়ে খুশি থাকতে।
কিন্তু যা বলছিলাম।

আমার কণ্ঠের প্রসাদে জন্মিতে দেখতে
দেখতে শুধু, যে সংসার বিনদের
অভিজাত সভায় চাউপড় পেলুম এই নয়—
জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ, বান্ধবীও লাভ
কিন্তু সে বন্ধ। জন্মিত হো বটেই, তাহাজ
পোষ, সুসিদ্ধ, তেজ, তুর্কী—সর্বোপরি
বুধ। এ আর এক বিচিত্র রোমকস—
জন্মিতে আমার বন্ধুই হলে সবচেয়ে
কেন বন্ধ নরনারীর সঙ্গে। জন্মদের
পরেই সংগীত প্রতিভা নামডাক বুধ
লাগে। নানা বন্ধ সুর আমার মিরনবই
উল্লাস করে তুলত। সে সময়ে বাজিনে
কাশ গান, ঘিয়েটীর, কলসার কাবরে
কলহরির ছড়ুছড়। দু’ তিন সন্ধ্যাও
কলি বন্ধ উপভোগে বাজিনে বসবাস।
এসব মধ্যে অভিজাত বন্ধও ছিল, যদিও
জন্মিতই বেশি। তাদের সঙ্গেই সবচেয়ে
কেন ঘনিষ্ঠ হলে শব্দ আমার মহলে
না, আমারের অন্তঃপাশেও বটে।

আমার সবচেয়ে অসুখী লাগল এক বন্ধ
স্বাক্ষর সঙ্গে আলাপ হতে। সে ছিল
কলকাতার। কিন্তু আমি প্রথমদিকে
তবুও জানতাম না। তার সঙ্গে অনবরত
এক এক জরাসী ভাষায়। সে অপূর্ণ
জরাসী ও জন্মিত বলতে পরত। শিক্ষিত
বন্ধুর প্রায়ই বহুভাষাধি হত। আমার
কলকাতার বন্ধুটি এর উপর আমার ছিলেন
সবচেয়ে প্রাণোদগতী নাম দেশ ঘরে,
নানা ওজ ও ভাষীর সঙ্গে মেলামেশা
করতে করতে হয়ে উঠেছিলেন যাকে বলে
কসমোপলিটান, কিনা বিশ্বমানবিক।
তার পরেই এর কথা “ভাবি এক হয়
মরা” এ বেশ কলিয়েই বলেছি সেহেতু
এখানে শব্দ, এইটুকু বললেই চলবে যে,
একে ভালোবাসেছিলাম আমি মনে-প্রাণে।

শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীমা লিখিত এবং শ্রীঅরবিন্দ
প্রাশ্রমে যাবতীয় পুস্তকের জন্য নিচের
ঠিকানায় খোঁজ করুন। বিস্তারিত তালিকা
পত্র লিখিলে পাঠান হইয়া থাকে।

শ্রীঅরবিন্দের “দ্বিবা-জীবন” (The
Life Divine) পাঠের অবতারণকা-
রূপে শ্রীঅনিবার্ণ রচিত

“দ্বিবা-জীবন প্রসঙ্গ”

নতুন প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য : ৭-৫০ নং পঃ

শ্রীঅরবিন্দ বুকস ডিস্ট্রিবিউশন
এজেন্সী প্রাইভেট লি:

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন : ৩৪-২৩৭৬

ডাক্তার অনেক আছেন। লেখকও
আমাদের দেশে কম নেই। কিন্তু একই
সঙ্গে লেখক এবং ডাক্তার অর্থাৎ
ডাক্তার-লেখক আমাদের দেশে কেন,
সারা দুনিয়াতেই খুব কম। বিচিত্র
ধরণের মনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের
সুযোগ এদের অহরহ! বিভিন্ন
সত্তরের মানুষ আর বিচিত্র মনের
মানুষকে নিয়ে লেখা :

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের

ডাক্তারের দুনিয়া

• দাম ছয় টাকা •
প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের উপকরণে
সমৃদ্ধ গ্রন্থখানি সাধারণ, অসাধারণ
সব মানুষের কাছেই সমান ভাল
লাগবে।

মিগ্রালয়
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২
(সি ৮৬৮১৩)



কে. হোডের
কর্ণক
* পাড়ডার *



তরক গুপ্তর জন্ম
ক নি কা তা ... ৪

টনসিন! হাইড্রোসিন! হানিয়া!

বিনা অস্ত্রে, বিনা ইন্জেকশনে,
প্রত্যেকটী আরোগ্য।

অপারেশন সম্পূর্ণ নিঃপ্রয়োজন।

ডাঃ এন্স, কে, মুখার্জী,
এম্, ডি, এম্-এস্; এইচ

হেলথসেন্টার

১১৯।২এ আমহার্ট স্ট্রীট, কলকাতা-৯
সকাল ৯টা-১২টা; বৈকাল ৫টা-৮টা।
(রবিবার বৈকাল বন্ধ) ফোন ৩৪-১৫৪৩।
(সি ৮৫৭০)

শুরুকিছ, সে আজ মস্কায় একজন বড় কর্মচারী, তবে দেশে ফিরে তার দু'একটির বেশি চিঠি পাই নি। তার স্নেহকোমল মুখ ও বলিষ্ঠ আদর্শবাদ আমি আজও ভুলতে পার নি। যদিও আজ আমার কেবলই মনে একটা খেদ জাগে: "আহা, যদি সে বলশেভিক না হ'ত!" মানুষ যা চায় সবই কি পায়? আর পেলো হয়ত লাভের চেয়ে ক্ষতিই হ'ত বেশি—কে জানে? থাকগে।

বার্লিনে আমার মন ফের দুলে উঠে এই নবধূতিরই জন্যে। সে ছিল এক হোয়াইট রুশ ডাক্তারের একমাত্র পুত্র। ডাক্তার লন্ডনে প্রচুর টাকা করেছিলেন। বলশেভিকদের উপর তাঁর ছিল হাড়ের রাগ। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতঃ তাঁর একমাত্র কুলতিলক হ'ল কিনা সর্বসম্মতিক বলশেভিক! পিতা তাকে ভয় দেখালেন তাজাপুত্র করবেন। সে অচল অটল। বার্লিনে রুশ কমসুলেটে উদযাস্ত হাড়-ভাঙ্গা পরিগ্রহ করত। বিবাহ করেছিল এক সুইস মেয়েকে কিন্তু তার সঙ্গে দেখা-শুনা হ'ত খুবই কমঃ স্ত্রী সুইজল্যান্ডে নার্স হয়ে জীবিকা অর্জন করে, স্বামী বার্লিনে বলশেভিক প্রপাগান্ডায় সর্ব-তাগী। তার মধ্যে তার দেশের জন্যে দুঃখের তপস্যা বরণ করার নানা কাহিনী শুনতে শুনতে সময়ে সময়ে আমার চোখে জল ভরে আসত, কিন্তু সে মন্দ হোসে

বলতঃ "কিন্তু এজন্যে আজ আমার সত্যিই কোনো দুঃখ নেই ভাই, কারণ আমি যে জানি—এছাড়া জগতে আমাদের মনুষ্যসিদ্ধি হ'তে পারে না।" আমি যখন ১৯২২-এ লুসানো রওনা হই তখন তাকে ট্রেনভাড়া দিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কেননা সে ছিল সত্যিই দরিদ্র—যা মাইনে পেত তাতে সুইজল্যান্ডের খরচের সংকুলান হয় না। দৈবদুর্বিপাকে তার আসা হয় নি। কিন্তু তার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা থাক, বলি এখানে আর একটু তার আদর্শের কথা যা আমাদের সে-সময়ে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তাকে দেখে প্রথম আমি বাক্স লেনিনকে বুঝ জাতি কোথায় বাসিয়েছে। লেনিনের মহত্বের ডাকে সে কীভাবে সব ছেড়ে বেঁচে আসে আমাকে বলত দিনের পর দিন। শুনতে শুনতে একটু একটু করে আমার মন তার উৎসাহের রঙে রঙিয়ে উঠল, আমার সত্যিই মনে হ'ল—রুশ জাত বাক্স এ-অবিচারভরা জগতে এসেছে সুনিচারের সাম্মার গেড়িপত্তন করতেই। তার কাছে শুনতাম, হাজার হাজার রুশ তরণ তরুণী কত কষ্টই না সয়েছেন এই নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে। সে প্রায়ই বলত 'মনে আছেঃ "লেনিন বলেনঃ 'যতদিন জগতে সবাই অন্ন না পাবে ততদিন কাউকেই পরম্পর পরিবেশন করা হবে না—personne n'aura de gateaux

ধীরে ধীরে 'সুন্দর' হাত শিখাচ্...



কখন ওর অঙ্গ হ'লেও নিজের চেহারা নিয়ে গর্ব অনুভব করা বা মাথার ঘন কালো চুল কেমন করে ভালো রাখা যায় তা জানতে চাইবার মত গরম হ'লেই। এক টাটা'র প্রবাসিত নারিকেল কেশটিলের কথা ব'লুন — এই পাঁচটা মাথার ওপর আরো মিত গন্ধের অম্মত এ ফেল গন্ধকা ও সেরা। পাঁচ লক্ষের ঘরে সবাই এর ফেল ব্যবহার করে আসছেন। এতে ঘন কালো চুল প্রকৃত পক্ষে—সুন্দর পাবে।



টা টা-র
সুবাসিত
নারিকেল
কেশটিল

৫৮ টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

৫ ডায় ১৩৬৬

jusqu'à ce que tous soient servis du pain."

অনা কারোর মুখে এ ধর্মের কথা শুনলে নিশ্চয়ই আমার অন্তর ব্যথা দিত না। কিন্তু তাকে ভাসবেসেলাম যে, তাই তার মুখে এ ধর্মের কথা শুনতে শুনতে তার আদর্শবাদের ছোঁচ লাগল আমার প্রাণে, আমার মনে হল: এমন মহাবাহীর উদ্গাথা লেনিন! এরি হে নাম তারক—saviour! তুলে গেলাম যে, লেনিন নাস্তিক, তুলে গেলাম খ্রীস্টানকে বানী যে, ভগবানকে বাদ দিয়ে মানবের যথার্থ হিতসাধন অসম্ভব।

হুঁ হুঁ হুঁ, এই সময়ে আমার কাছে এসে এক ভারতীয় বিপ্লবী যুবক—মানব রায়। তিনি তাঁর এক চরকে দিয়ে জানালেন যে, আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। বিখ্যাত মানব রায় ওরফে নরেন ভট্টাচার্য—সে-সময়ে অসকালে তাঁর বোল-বোলা। আমি মানব রায়ের সঙ্গে গুলু-ভাবের দেখা করলাম—তাঁর চর খুঁই সন্ধ্যাপের আমাকে নিম্নে পেরে। নিম্নে ফলের শব্দ উত্তমভাষায় না জানে কে? গেলাম তাঁর মধ্যে ঢেঁকি করলে। বাক দুলে দুলে, কণ্ঠে এলো কিছু তখন আমার মনে বলাশক্তি রসের সঞ্চারিত কিছু, তখনই ফেরে এলো, কণ্ঠেই গেলাম বোলা বোল।

মানব রায়ের কথোপকথন মনে ব্যঙ্গের আশ্রয় পৌঁছাতে চাইতুম্ হলে পড়লাম। তিনি আমাকে তাঁর মনে প্রকাশিত ছিলেন। তাঁর বৌদ্ধ বিবরণ এইটো—Indra in Transition। বৌদ্ধ পদ্ধতি পড়তে অসকালে গেলো, ইতিহাসের ও-সংশ্লিষ্টতার মধ্যে পড়তে গেলো এই সময়।

মানব রায়ের সঙ্গে দু' মিনিট কথা হল। তিনি অসকালে প্রকাশিত বৌদ্ধ বসন্তমঃ। তিনি বসন্তমঃ আমনি ফেরে সেজা মসক দুলে আমনি। বসন্তমঃ "এসে দেখে যান—হা" কখনো কিবস করতে পারেন নি তখনই বসন্তমঃ ফেরে আসে। অসকালেই মনে আসে—বসন্তমঃ। বসন্তমঃ আমনি এটি বসন্তমঃ সঞ্চারিত, গান গাইতে চান গান গাইবেন—সময়ের সৌভাগ্যের সিকারের মধ্যে অসকালে সঞ্চারিত গান। ইতিহাস।

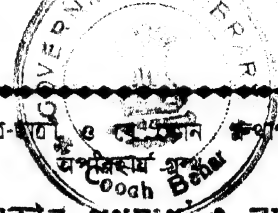
অবস্থা মনে ফেরে দুলে উইল বৈ কি! বলাশক্তি বসন্তমঃ ফেরে এসে বসন্তমঃ আমনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বসন্তমঃ "আমিও এই কথাই বলতে চাইছিলাম তাই। আমি বসন্তমঃ ও তাঁর আমিও সঞ্চারিত—সঞ্চারিত আমনি কিছ, কাজও আছে।"

এই সময়ে দিনের পর দিন তার কাছে শুনতাম ক্রপটকিন, বাকুনি, লেনিন টর্টস্ক—আরো কত খ্যাত ও অখ্যাতনামা

দেশ

২৬৩

এম. এ. হাট-হাট ও বেস্টমিন কুশাগরের জন্য



উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাৎসর সাহিত্য

—ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় মূল্য ১০,

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড

১ শম্বর লেন, কলিকাতা-৬

১৯৫৯-৬০ সালে আপনার ভাগ্যে কি আছে?



আপনি যদি ১৯৫৯-৬০ সালে আপনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা শোনাচ্ছে জানিতে চান তবে একটি পোস্টকার্ডে আপনার নাম ও ঠিকানা এবং কোন একটি ফলের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিন আমরা জ্যোতির্বািদ্যার প্রভাবে আপনার বার মাসের ভবিষ্যৎ লাভ-লোকদান, কি উপায়ে রোগের হইবে, কবে চাকুরী পাইবেন, উন্নতি, স্বা-পুত্রের সুখ-স্বাস্থ্য, রোগ, বিদ্যেলে ভ্রমণ, মোকদ্দমা এবং পরীক্ষায় সাফল্য, জায়গা লাভ, ধন-দৌলত লাভেরী ও অজ্ঞাত কারণে ধনপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের বর্ষফল তৈয়ারী করিয়া ১০ টাকার জন্য ত্রি-পাণি যোগে পাঠাইয়া দিব। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। দ্রুত গ্রহের প্রকাশ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই ঘটিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতির্বািদ্যার বিদ্যে অস্তিত্ব। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিবার গ্যারান্টি দিই। পণ্ডিত যেরবন্ত শাস্ত্রী, বাক জ্যোতির্বা। (AB-3) জলধর সিং।

Pt. Dev Dutt Shastri, Rai Jyotishi, (AB-3), Jallundar City.

কেমিকো



হোমিওপ্যাথিক লিভার টনিক

লিভারের সর্বপ্রকার দোষে ও হজমের গোলমালে বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে চমৎকার ফলপ্রসূ।

সোল এজেন্ট—

এম. ভট্টাচার্য এও কোঃ প্রাইভেট লিঃ ১০, নেতাজী স্ট্রাং রোড কলিকাতা-১

মহেশ লেবরেটরিজ প্রাইভেট লিঃ

৩০৪, ক্যানেল ইন্ড রোড, কলিকাতা-১১

রুশ বিপ্লবীদের কথা, যাঁরা বলতেনঃ
জগৎজোড়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবন্দ
হতে না পারলে অত্যাচারীদের নিমূল
করা যাবে না। বলত প্রায়ই ফরাসী
বিপ্লবের কথা, আবৃত্তি করত তার বাণীঃ
Allions enfants, de la patrie
Le jour de gloire est arrive
Contre nous de la tyrannie
L'etendard sanglant est leve
দেশসংগতান! চল্ তাই আগে চল্!

দেখ্ : এলো দিন মহিমাময়, মহান্!

অরি আমাদের অত্যাচারীর দল
উড়ুক রক্ত বিদ্রোহের নিশান।

পরে রুমশ তার সংগে মাঝে মাঝেই
আমার ঘরে গাছতাম এই গানটি। গাইতে
গাইতে তার পাণ্ডুর মুখ উঠত রহিয়ে।
সে দেখতে সুদর্শন ছিল না কিন্তু সে-
সময়ে তাকে আমার চোখে সঁতাই কী যে
সুন্দর লাগত!

এ-উপলক্ষ্যটির উল্লেখ করছি একটি
মহৎ সভা পেশ করতেঃ প্রীতি যেখানে

অন্তরের রসে সরস হয়ে ওঠে সেখানে
এমন কি আদর্শের দৃষ্টের ব্যবধানও সময়ে
সময়ে তেমন দূর্লভা মনে হয় না। প্রেম
প্রীতি যে কেমন করে এ অসাধা সাধন
করে আজো তার তল পাই নি। ব্যক্তিগত
অভিজ্ঞতার নীজের শব্দ এইটুকু মাত্র
বলতে পারি যে, প্রেমের প্রতিভা স্বভাবে
অঘটনঘটনপটীয়সী, তাই যখন হৃদয়ে
প্রীতির অভ্রাদয় হয় তখন তার ইচ্ছাজালে
অসম্ভবও সম্ভব হয়—খ্রীঅরবিদের
সাবিত্রীর ভাষায়ঃ তখন miracle is
made the common rule, সে-পরম
সুলভনে একজন আর একজনকে শব্দ
জানিয়ে দেয় তার প্রেমের প্রতি শিহরোচ্ছল
জাহ্নিতঃ

জানি না তো স্বপ্ন তোমার কোন

মোহানার পানে তোমায় টানে

জানি শব্দ—ভালোবাসি, কেন বাসি

—কেউ কি প্রিয়, জানে?

কিন্তু এ-ভালোবাসা অমাকে ধীরে ধীরে
আমার নিজের আদর্শ থেকে ছিনিয়ে যেন
তার আদর্শের দিকে টেনে নিয়ে চলল।
আমি তার মধ্যে নিরন্তর বলশেভিকদের
নানা বহিন স্বপ্নের কথা শুনতে শুনতে
খানিকটা সেই রাঙাই রঙের উলসাম।
আমার মনে মহা উৎসাহ জেগে উঠল,
ভাবলাম মানব বাসকে লিখি যে, যাব দেখে
আসতে—বলশেভিকরা কী নব সৃষ্টিকর্ম
আয়নিয়োগ করেছে, কেমন করে জেগেছে
নিরন্তর মধ্যে অন্ন, কীভাবে সংযতন হয়ে
মনতান্ত্রিক অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রক্তনিশান
ওড়চ্ছে।

আজ ঘণ্টার কোটা পার হয়ে অনেক কিছু
বোঁশ দাক দেখতে পাই যা এই সময়ে—
যৌবনের মাতাল নেশায়—নাগপস দেখতাম,
কি ভাল দেখতাম। কিন্তু যৌবন জলতরঙ্গের
বহিরচ্ছাদন এমনিই মেহময় যে সে ভবিষ্যে
দেব সব আন্তর গভীরকল্লোলের উদাত্ত
আহ্বান—তাই তখন ভুলেও মান হ'ত না
যে, যা দেখছি ভাল দেখছি, কি ভাল শুনছি।
মান হ'ত কেবলই যে সব প্রগতির দৃষ্টান্ত
কিন্তু আছে নিষ্ঠুর বিদ্রোহের "আগ চল
আগ চল তাই" হাংকর। এক গভীরামান
নৈশিতা আমার মনকে এমনি পোষে বসল
যে আমি দিনের পর দিন ভগবানকে
একবারও স্মরণ করতাম কিনা সন্দেহ।
ইংল্যান্ডে সভাবের সংপর্শও উৎসাহ
বোধ করছি বহুবার, কিন্তু ভগবানকে
ভজিনি। কারণ তার মধ্যেও এক দুঃস্ম
বিদ্রোহী তাকে ঠেলত বাট সামনের দিক,
কিন্তু ভগবানের নেওড়াভা করে নয়।
আমার বলশেভিক বধাটির মধ্যে তার
তুলনা করি আজ স্পষ্ট দেখতে পাই
একটি সভাঃ যে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মন
কিছুতেই পুরোপুরি ন্যাস্তক হতে পারে

না বলে কোনো আদর্শের নামেই ষোল
আনা নিষ্ঠুর হ'তে পারে না। তাছাড়া
সুভাষ যতই বহিমুখী কর্মের গুণগান
করুক না কেন, তার অন্তরের, গভীরে
লুকিয়ে ছিল একটি মহান উদাসী যে তাকে
চঞ্চলতম দুল্লভনেও ভুলতে দিত না শিব
শক্তি কুককে—যে মায়ায় ঘোর কর্মবর্তের
মধ্যেও তাকে গীতা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে
দেয়নি, কি ধ্যানভ্রষ্ট করেনি। আমার
বলশেভিক বধুর তো ওসব বালাই ছিল
না—মানুষকে নিয়েই তার একান্ত কারবার,
ধর্ম তার কাছে "opium of the soul"
—বলত সে দুটুকুই লেনিনের বেদ-
বাক্যঃ উদ্ভূত করে। অথচ আশ্চর্য এই
যে এ সময়ে বলশেভিক আদর্শের মোহ
আমার মনকে এমনি অধিকার করে
বসেছিল যে তার কাজাপাহাড়ি মতামতও
আর আমার পুসেহ মনে হ'ত না—তার
আরাধ্য সোনার হৃদয়কে আর মায়াগুণ মনে
হ'ত না। শেষে ঠিক করলাম তার সংগে
যাব একবার রশদেশ—যা থাকে কপালে,
দেখে আসি কী ভাবে ওরা সমাজবাদের
প্রতিষ্ঠার "এপীডেমোলগি অর্গান" তরী
পতিষ্ঠাতে স্বর্ণ রাজ্যের প্রবর্তন করেছে।
আমার পক্ষে এর চেয়ে বড় পদস্বলন
আর কী হ'তে পারে? যে চিরদিন বিশ্বাস
কর এসেছে যে ভগবান জীবনই সেবা
জীবন ও ভগবানকে বাদ দিয়ে চামড়ার
সামান্য আবরণ বস্ত্রের মতোই চলকি,
অসম্ভব সে কিনা ভাবতে আমার সনাতন
বাণী ভুলে গেলে?

যদি কর্মবাক্যের বেদোন্মিষাটির মানবঃ
তলা দেবমিষজার মধ্যেসামান্য

বিবর্তিত।

ব্যাপ্ত কর্মমুখলস পোষক বোঁচতে করে
কে কিভাবে অসীম জগতের
আরো অসম্ভব—মানবের মধ্যে করা দাব
না জানিয়া দেবদেবতার।

কিন্তু আমার মনে আসল্যকে দেখায়
তারা—আমি স্থির করলাম যাব রশদেশ
ও সেখানে রশ তরী "শায়ে থাকি বেশ
কিছলি।" যেক থেকে মান পড়ত রাখাল
মহাত্মার বাণীঃ "ঐক্যের কথা থাক
ঘিরে আছে তার বিপদ তবে না" কিন্তু
সে সময়ে যারোপের কর্মমোহ শক্তিবাদ
আমাকে এমনি অধগ্রাস করছিল যে
আমি যেন দেখতে দেখতে পেতাম না—
আমি কোন বিপাকনক বিপথে যা দিচ্ছি
—সনাতন অধ্যায় বাণী হেতে কান পাতিছি,
কেন সর্বনাশা ঐতিকতার মায়ামত্তে।

এমন সময়ে এল ঠাকরের কথা—দেখা
হল ওলগা ব্রুকফের (Olga Bruck off)
সঙ্গে—আমি পড়ল চোখের ঠাল খসে।
বলি—কেমন করে ঘটল এ-অঘটন।

রুমশঃ

বিখ্যাত
শুষ্ক ও পান্না মার্ক
গেস্তী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বমুর ফোনিয়ারি ফ্যাক্টরি
কলিকাতা-৭

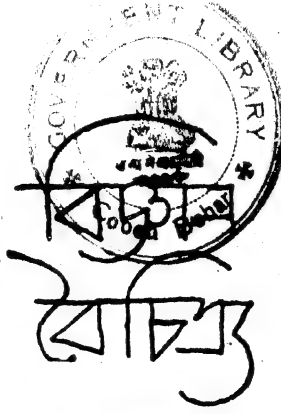
পারুল
মাতোয়ারা
এন. ব্যানার্জী পারফিউমার
কলিকাতা-২২

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

কিষ্করক নবআবক্ষত ওষধ ব্যাঃ শরীরের
কোন স্থানের শ্বেত দাগ, অসাড়যুক্ত দাগ,
ফুলা, পক্ষাঘাত, একজন্ম ও সোরহীস রোগ
দ্রুত-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষতে অথবা
পত্রে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুস্ত কুটীর,
প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ গুপ্ত, ১নং মাধব
ঘোষ লেন, ধরমট, হাওড়া। ফোন—৬৭৭-২০৫৯।

শাখা—৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯



আজকের বিজ্ঞানের যুগে চিকিৎসা জগতের যে বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এমনকি অনেক বড় বড় অস্ত্রোপচার করাও আজকাল বেশ সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে আরও উন্নতি করার চেষ্টা চলছে। সাধারণত দেহে অস্ত্রোপচার করার আগে রোগীকে অস্ত্রান করে নেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার রোগীর দেহকে ঠান্ডা করে নেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে। দেহকে ঠান্ডা করার পদ্ধতিটা বাইরে থেকেই করা হয়।

হয় দেখে কোনওরকম ঠান্ডা কিছু বাইরে থেকে জড়িয়ে দেওয়া হয় না হয় তো ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। হালকাটে বা মৃদুতরক অস্ত্রোপচার করার জন্য দেহকে শীতল করার বিশেষ সরকার হয়। কারণ বেশ শীতল হয়ে গেলে রক্ত চলচল ধীরে হওয়ার আশঙ্কাজনক প্রয়োজন কম হয়ে এবং হাস্যরসের জিন্দেও কম যায়। ফলে হৃদযন্ত্রে অপারেশন সহজ হয়ে যায়। আবার মৃদুতরক অপারেশনের সময় দেহ শীতল হলে দেহের রাসায়নিক প্রক্রিয়া কম হয় এবং মৃদুতরক অস্ত্রোপচার কম যায়। ফলে অপারেশন করা সহজ হয়ে যায়। তবুও ঠান্ডার শরীর ঠান্ডা করতে কোন মতি হয়, এমনকি অস্ত্রোপচারের পর দেহকে গরম করতেও সময় লাগে। অন্য একজন চিকিৎসক 'লিচেনসা' চিকিৎসা বিশেষ নবকুমার প্রণীত দেহের ঠান্ডা করার ব্যবস্থা করেছেন। এটা বলেন যে রোগীর রক্তচাপটি নিয়ে একটি বেলনে পোটর মাথা ভরে দিয়ে তার পর ঐ বেলনটিকে ঠান্ডা জল ভর্তি করে নিচের রুমসে সমস্ত শরীরটি ঠান্ডা করা যায়। এভাবে ঠান্ডা করার মাধ্যমে এই যে অপারেশনের পর ঐ 'লিচেনসা' মাথা এবং জল পটাসিয়াম ক্লোরাইড খাবার সামগ্রীতে শরীর গরম হয়ে যায়। এখন বলে রাখা দরকার যে অপারেশনের সময় রক্তচাপের মধ্যে অনেক উত্থাপ ওমি হবার কারণে অপারেশনের পর এটা ত্রিভুজী ইলেক্ট্র প্রয়োজন।

"ইকটিভ" বা "অক্টিভ" বা কোন জাতীয় জীব আর পশু বা সসীকৃত্যের কেউই নিদারুণ করতে পারেন নি। এখনও ইকটিভ নিয়ে গবেষণা চলছে। এখনও ইকটিভ-অক্টিভ চ্যালেঞ্জিং কিন্তু এখনও যিহা সিদ্ধান্তই কেউই পৌঁছাতে পারেন নি। স্যপ্ৰটি ইকটিভ স্যপার্ক কিং, অস্ট্রেলিয়ার জনক ভবন্যাক বলেন যে, "ইকটিভ" বানর কিংবা "ভ্যাকু" জাতীয় জীব। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি বিশেষ ঘড়িসহ এই মত

চক্ৰদত্ত

বিস্তার করেছেন। তিনি বলেন যে, ১৮৮৭ সালে সর্বপ্রথম ইকটিভের পদাচর্য দেখা গিয়েছিল। তারপর স্যার জন হার্ট, মিঃ রাসেল প্রভৃতি বহুজন ইকটিভ অভিজ্ঞানে গিয়েছেন এবং পদাচর্য লক্ষ্য করেছেন। এইসব পায়ের ছাপগুলি দশ ইঞ্চি লম্বা এবং পাচ ইঞ্চি চওড়া। সুতরাং একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, কোনও দিনই কোনও বানরের এত বড় পা দেখা যাবেনি। আর এই চুষার-মানব যে ভয়ঙ্কর জাতীয় জীব হতে পারে না, তার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, ভয়ঙ্কর সবভাবতই চার পায়ে হাটে। মানুষ মানুষ কখনও কখনও দু'পায়ে হাটে হাটে, কিন্তু সে শরীরের পর্যন্ত নয়। সুতরাং ইকটিভের পদাচর্য বস্তুর পর্যন্ত দেখা গেছে, তার মধ্যে অন্তত এক-আধবার চার পায়ের দাগ দেখা যেত যদি ভয়ঙ্কর জাতীয় জীব হত। বিশেষত ভয়ঙ্কর চমকের সময় হাটতে নাখের দাগ বসায়, এক্ষেত্রে সরকম কোনই চিহ্ন দেখা যায় না।

গেটবার্ড বা জোরিগবার্ড রোগের কোনওরকম বিশেষ সুকলসরক চিকিৎসা-পদ্ধতি আজ অবধি বর হয়নি। এ পদ্ধতি কোটিজনদের সাহায্যে কিছুটা চিকিৎসা করা হয়। এ সম্বন্ধে আরও গবেষণা করতে গিয়ে ডাঃ হিমার নামে নিউ-ইংল্যান্ড একজন ব্যারোকেমিস্ট নতুন আলাকপাত করেছেন। এইসব বাত রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এদের রক্তের মধ্যে প্রোটিন জাতীয় একরকম পদার্থ থাকে সেগুলিই রোগের কারণ বিশেষ। এই নতুন ধরনের প্রোটিনের অণুকণাগুলি বেশ বড় বড়। মনিষের দেহে রক্তের মধ্যে স্লেগ প্রতিরোধকারী পরাভবিক যে কস্তু আছে, তাদের সঙ্গে এই নবরিক্ত প্রোটিনের গঠনের সাদৃশ্য দেখা যায়। আরার সির্ফালিস, হেপাটাইটিস, আর্নিটিক ইত্যাদি রোগীর রক্তে যে সব অস্বভাবিক প্রোটিন পাওয়া যায়, এই বাত রোগীর রক্তের প্রোটিনের সঙ্গে মেগ্‌লিরও

সাদৃশ্য আছে। ডাঃ হিমার এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে বাত রোগীর রক্তের মধ্যে থেকে তিন রকম বিশিষ্ট প্রোটিনের সম্বন্ধান পেয়েছেন। ডাঃ হিমার যে পদ্ধতির দ্বারা এই প্রোটিনের অস্তিত্ব জানতে পারছেন, সেটি এত সুকল্য অনুভূতিবিশিষ্ট যে, এক স্ট্রুটনের মধ্যে কোটি কোটি ভাগের এক ভাগও যদি প্রোটিন থাকে তাহলেও তার অস্তিত্ব ধরা পড়বে।

প্রকাশিত হইল :

নবকুমার প্রণীত

সাধক কমলাকান্ত

দাম : আড়াই টাকা

ফাশনৌ মনোপাধ্যায়ের নতুন বই

প্রজাপৎ স্বর্ষ	৩.০০
ওপার-কন্যা	৩.০০
আকাশ-বনানী জাগে	৩.০০
ধরণীর ধূলিকণা	৩.৫০
ধূলো রাঙা পথ	৩.৫০

রিম্বনাথ পার্বাণিশং হাউস

৬নং শ্যামচরণ স্ট্রীট, কলিকাতা



**একজিমা
ও অগ্ন্যন্ত চর্মরোগে
লিচেনসা
ব্যবহার করুন**

DCX II

নবর্ষ পাওয়া যায়

মা র গে ছে
জ্যোতির্ময় গল্পোপাখ্যায়

ম ধ্য ব, ত্ত
অঞ্জলি মধোপাখ্যায়

তুমি মধুখ পাও হলো, দেখো যদি
হাের গেছে সমুদ্রের নিম্ন ডাল থেকে
কণি পাড়া। আর পাখি কণি ওই দরদী
নিম্নের হাওয়ার ডাল টেনে একে-বকে
এটা-নামা করে, এক পাখির শব্দকে রাখে ঢাকে।
তারপরে সেই শব্দ ফেলে রেখে
নিম্নের ছায়ার অন্ধকারে, তারাও তো কণি পাড়া উদ্‌মুখ।
কণিকের দীর্ঘশ্বাসে ভরে তোলা বতো মধুখ মধু।

আমিও তো পাখির মতো খোলা আনালার
দেখি নিরামিত, সন্ধ্যাকালের রং থেকে চাঁর করে
অতি সন্তর্পণে গোপালি পালায়
এও কিছ, কয় মধুখ? তবে কোনো দীর্ঘ হয়ে
আলো: এটি মাত্র নিবে গেলে তরুণের
শব্দ এক যে-তবুণ সন্ধ্যার পারাবাদ পহরে
খর বোতল ধানো মধু থেকে ভাবে আলো আনো করে।
সেই শোকে পাখির মত মধুখে সন্ধ্যাকালের রেখাটি ভরাপায়।

মা র গেছে সে-ই জানে, কিসে কী হারায়।

প্রভাতের জীবনটা তোমার ভাল লাগে কি?
সকাল থেকে বাড়ির কণি ধরে তোমার ওঠা
কোন বকমে নাকে মধুখ দৃষ্টি গুলে ফের ছোটা
কম্বোটে ওপরওয়ার খোটা
সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে দেখা
সেখানেও নেই শান্তি।

মিথুনে রাতের অন্ধকারটা মন্দ নয়
চিং হয়ে কাড়কাঠের দিকে চোরে থাকা
যেন সূর্য-ভবিষ্যৎ-দর্শনাদি আছে অঁকা
রাখার ভেতরটা কেমন লাগে ফঁকা
যেন হয় যেন কাটকে চিনি না
কারুর সঙ্গে নেই আমার কোন পরিচয়।

আজ্ঞা, হুটির দিনটা ওরই যথো কেমন যায়।
দুপুরের লাল নিশ্চরংগ শব্দ পাড়তে বসে
মালেরা লাফায় নিম্নে একটি টাঁটের টুকরা খসে
মালের ঐ বাকলে মিলে বাকেরা পড়ে এসে
তখন গোলাকধীরে পদে পদে
দাঁধি বার হয়ে আনা যায়।

তু মা

সুনীলকুমার গল্পোপাখ্যায়

অনেক ভুলার সাহ মকে তার, অনেক সন্ধ্যার
অস্বস্তি উদ্‌মুখ কণি যার গেছে নীল অন্ধকারে;
তবু শোনা গুন নিয়ে হাওয়া-কদমা করে সন্ধ্যাকালের
চোখে চোখ রাখে চায় সে পাড়ে নিম্নে হৃদয়ের ডায়া।
হঠাৎ মতের শব্দে অস্বস্তি সে-পাখি আনত,
নে কেন কী মলত চায়, মলত চায় অস্বস্তি চিংকারে!
তুমি কি ঘরে না থাকে কিছ, সন্ধ্যা, কিছ, ভাঙ্গোরাশা;
শ্রমের হাতে মধুখ নিলে নাকি মলতের কত?
হে মেঘ, প্রসন্ন হও, আলো সিন্ধু শ্যাম সন্ধ্যার;
মনের মাটিতে তার রাখা শব্দে সন্ধ্যার হাত,
নাও না সন্ধ্যা ভরে ফুল আর ফসলের ঘান।
আকাশ, তুমিও দিও অন্ধের অন্ধের আশীর্বাদ;
কোনো আভাস দিন দীপ্ত হোক, সন্ধ্যায় রাত
নতুন ঔষধ তার ভর মিলে জীবন-সাহারা।
জনা-ভাড়া পাখি ফের ফেরে ফেরে সব অস্বস্তি
আলোকের যাত্রী হোক কণ্ঠে নিয়ে সমুদ্রের গান।

তিন দিন তিন রাতি

*** নব্বেনাথ মিত্র ***

ডাইনে-বায়ে সারি সারি ফাঁট। মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। কোন ঘরের দরজার সঙ্গে আটা চিঠির বাস্ক, কোন দরজায় নেম-পেপার আর গৃহস্বামী বাড়িয়ে আছেন কি সেই তার নির্দেশসূচী। কোন ঘরের দরজা আধখানা খোলা, কেউ হয়তো এইমাত্র ভিতরে ঢুকছেন, কোন দরজা একে-বারেই বন্ধ। এ বাড়ির সব ঘরের বাসিন্দাদের সঙ্গে মাধুরীর আলাপ নেই। তবে মোরদের প্রায় সবাইকেই চেনে। কটাক শব্দে মুখো, কটাক নামে ও কারো কারো সঙ্গে আর একটা ঘনঘন পরিচয় আছে। কিন্তু রমা কটাকের সঙ্গে যেন একটা সংঘর্ষের সম্পর্ক গাউ উঠেছে যেমন আর কারো সংঘর্ষই হয়নি। অথচ ওরা কদিনই বা এ বাড়িতে এসেছেন বেশ হয় তমাসও হবে না। কিন্তু মাধুরী কোন সম্পর্ক গাউ হোমলার ব্যাপারে সমস্তর হিসাবটাই সবচেয়ে কড় নয়।

কতজনকেই কটাকের শব্দে হত্যাঁচল, তার চেয়ে অনেক বেশি কটাকের শব্দে সবকিছু থেমে গেল। যিনি এসে দরজা খুললেন তিন রমা বটলি নন, তার সম্মুখী সমীর সরকাব। পরনে পাকসাম। এক মুখ সাবান মোখে বেশ একটা দিগব হাট্টে যা উল্লেখ্যক এসে লেব খুলে সেলেন যা বেশ বেশা গেল। বিজ্ঞান ব্যাক অফিস সম্প্রতি অফিসার গ্যেড প্রমোশন পেয়েছেন। সেই সমাজসেবা চাকর-মুখো ফুটে উঠেছে। মাধুরী একটা অশ্রুস্রব হয় বলল, 'রমা বটলি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

কিন্তু সমীরের হাতিপানা মুখে ততক্ষণে হাসি ফুটেছে, 'আর কুমি মাধুরী এসে এসে। দিন যাবে আর ভালো।'

মাধুরী হেসে বলল, 'আপনি কি ভাব-ছিলেন? পাওনাদার?'

সমীর বলল, 'ওইকমই একটা কিছু। কিন্তু এমন পাওনাদারও কেউ কেউ আছে, যারা নিজের প্রাপ্য আদায় করতে ভুলে যায়।... দিগে চাইলেও তারা নিতে চায় না, এমনই উদাসিনী।'

সেখা হলেই সমীরবাবু এ ধরনের ঠাট্টা-তামাশা করেন। কোন কোন সময় বিরক্ত হয় মাধুরী। কিন্তু আজ তার ভাবটাই লাগল। জবাবে হেসে বলল, 'আমাকে

তোমার মনে করেন না। আমি আমার পাওনা কড়ার-গড়ায় আদায় করে নিতে জানি।'

সমীরের পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুকল মাধুরী।

শোবার ঘরের ভিতর থেকে রমা বেরিয়ে এসে তাকে এঁগিয়ে নিয়ে গেল, 'এদিকে এসো মাধুরী।'

সমীর হেসে বলল, 'এ যে একেবারে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে গেলো। মোরোরা এমনি হিংসুটেই হয়।'

রমা ডু বাঁকিয়ে সমীর দিকে চেয়ে বলল, 'তাই নাকি! আমাদের এট হিংসুটে কুশিষ্টক আরও বলেই সমাজ সংসার রক্ষা পাচ্ছে। নইলে কোথায় তোমরা সব ভাসিয়ে নিত।'

সমীর এবার জবাব না দিয়ে স্মিত-মুখে রমার ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসিয়ে সিঁড়ি কামার লাগল।

কিন্তু রমা তাকে দিগব হয়ে সেখানে দাঁড়াতে দেবে না। এক মিনিট যেতে না যেতেই বলল, 'শোন, কুমি ওয়ার গিগে শেড কর। ওখানে ছোট একখানা অরনা আছে। তাইই তোমার হয়ে যাবে।'

সমীর বলল, 'আমাকে তাড়াচ্ কেন? তোমাদের টুকুর এটাই কমফিডেনশিয়াল?'

রমা বলল, 'তাড়াড়া কি। পুরোরা কি আমাদের সব কথা শোনার ফোণ? নাকি সব কথা তরু বোঝে? কি বল মাধুরী?'

মাধুরী বলল, 'বউদি, আমার কিন্তু বেশ সময় নেই। জরুরী কথা যদি কিছু থাকে তাহলে বল। তার যদি কম জরুরী হয় তাহলে পরে থেকে ফিরে এসে শুনব।'

রমা ধমক দিয়ে বলল, 'বোসো বো। এ যে একেবারে খেঁড়া চড়া লক্ষ্যবাসী। হাতে একখানা তরকারি থাকলেই বেশ মানতে।'

তারপর সমীরকে বের তাড়া দিয়ে বলল, 'কুমি এখনও গেলে না? মোরদের মত আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনবে? পুরো মানুষ যে এমন হয় তা আর জিহ্বিনি।'

সমীর এবার বিরক্ত হয়ে বলল, 'নাঃ জলাতন করে ছাড়লে।'

তারপর শেউ করাব জিনিসগুলা নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেল।

মাধুরী বলল, 'খোকন কোথায়?'

রমা বলল, 'সে পশুর কাছে আছে।'

পশু এসেই রাখুন। ঝি আর চাকরের কাজও রমা বউদি তাকে দিয়ে চালায়। আধবয়সী শব্দ-সমর্থ একটি বিধবা স্ত্রীলোকের চেহারা মাধুরীর চোখের সামনে ফুটে উঠল। তাকে খবর দিতে বোধ হয় এই পশুই গিয়েছিল। বেশ

রঙরঙ-এর পরবর্তী পর্ব

প্রাক্তন

বরেন বসুর নবতম উপন্যাস

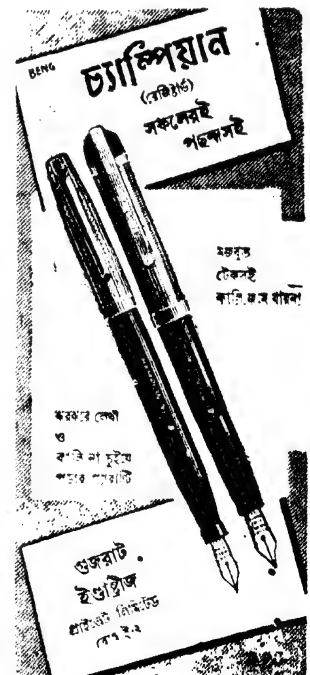
দাম—সাড়ে চার টাকা

—আরও কয়েকখানি সার্থক উপন্যাস—

শেষ প্রাক্তন ভবন গঙ্গা:	৪।।
চার প্রহর মাহমুদ আহমদ	২.
রঙরঙ বরেন বসু	৫.
বাঁদী গোলাম কুদ্দুস	৩.
মরিষাম গোলাম কুদ্দুস	৪.

সাধারণ পার্শলিয়ার্স

৬, কামিং চার্টার্ড স্ট্রীট :: কলি-১২



এজেন্টস: আলকা ট্রেডার্স,
বি-২১৬, বাগদাদী মার্কেট,
৭১, কামিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

কাজের লোক। তাদের সংসারেও এমন একটি ঝি রাখতে পারলে মন্দ হত না। মার দুখানা হাত একটু বিশ্রাম পেত। দাদা যদি একসঙ্গে থাকত, তাহলে সহজেই এই স্বাচ্ছন্দ্যটুকুর ব্যবস্থা হত। কিন্তু শব্দ, নিজেরদের আয়ের ওপর নির্ভর করে আর খরচ বাড়তে ভরসা পার না মাধুরীরা। তাছাড়া বাবা হেঁচ-চৈ করবেন। ঠিক কি রেখেছে বলে তাতেই টানটানির সময় মাঝে মাঝে বলে বসেন, 'এতগুলি ঝি থাকতে আবার একটা আমাদা ঝিরের দরকার কি। হাতে হাতে সবাই যদি কিছু কিছু করে কাজ করে তাহলেই তো হয়।'

মাঝে মাঝে বাবার রুদ্ধতা, রুচতা বড় বেশি কঠিন লাগে মাধুরীর। জীবনে বেশি যা খেলে মানুষ বোধ হয় ওইরকমই হয়। হঠাৎ ফের অসীমের কথা মনে পড়ল মাধুরীর। বাবার ধর্মতত্ত্বের পড়ায় পড়ে যেচারা অসীমসা বোধ হয় এতক্ষণে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছে। মাধুরী ছাড়া তাকে উপহার করবে কে?

'আমি উঠি বউদি। সন্টিই কাজ রয়েছে। ফিরে এসে গল্প করব।'

রমা মুখ ভার করে বলল, 'কাজ যে আছে তা জানি। তোমরা সবাই কাজের মেয়ে। আমিও একটা কাজের জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। শব্দ গল্প করবার জন্যে স্নাত সন্ধ্যা ডেকে পাঠাইনি।'

মাধুরী হেসে বলল, 'আচ্ছা কাজটা আগে দেখি।'

রমা হাত বাড়িয়ে খাটের ওদার থেকে কাগজের সন্টি চ্যাপ্টা বাস্কেটে নিয়ে এল। ঢাকনি খুলে দুখানা শাড়ি বার করল। হেসে বলল, 'কাল শ্যামবাজার থেকে ফিরে এসাম। ভেবেছিলাম তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। কিন্তু তাতো আর হল

না। কাল তুমি মহাব্যস্ত। কাল তোমাকে কি ঘরের বার করবার জো ছিল।'

মাধুরী শাড়ি দুখানা নেড়েচেড়ে দেখে বলল, 'সে যাকগে। বেশ শাড়ি হয়েছে। দুখানাই বেশ ভাল।'

রমা বলল, 'উংহু, এমন দায়সারা জবাব দেওয়ার জন্যে তোমাকে ডাকি নি। বেছে দাও। একখানা কাগজভরম আর একখানা মূর্শিদাবাদী। দুখানাই সিন্ধক। প্রায় একই কোয়ালিটির। আমার মাসভূতো বোন রাণা, তার বিয়ে তাকে দেব। কোন-খানা রাখি বল তো! একখানা তনুগীতে আজই দশটার মধ্যে ফেরত পাঠাতে হবে।'

মাধুরী দুখানা শাড়ির রঙ পরীক্ষা করল, জমি পরীক্ষা করল, পাড়ের নকশা পরখ করে দেখল। তারপর একটু হেসে বলল, 'ফিরে পক্ষে অবশ্য এই কাগজভরম-খানাই ভালো। টুকটুকো লাগি রঙ আছে, আর মঙ্গলশঙ্খ পাড়। রং, তো ফরসা, বেশ মানাবে।'

রমা খুশী হয়ে বলল, 'ঠিক। আমিও তাই বলি। কিন্তু তোমার সমীক্ষার কী যে চোখ। তার কেবল নীল রঙের দিকে ঘেঁকি। সেই যে মুখের করে রেখেছে— চলে নীল শাড়ি নিঙড়ি নিঙড়ি—। আরে তা কি সব সময় চলে?'

মাধুরী বলল, 'বেশ তো আমি সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছি। কালখানা রংকে দাও, আর নীলখানা তুমি রাখ। যিনি নীল ভালবাসেন তার চোখ জুতোরে।'

রমা ভিতরে ভিতরে বেশ খুশী। কিন্তু মাঝে প্রতিবাদ করে বলল, 'ইস। আমার ঘরে দুখি টাকার গাছ গজিয়েছে? এই সেন্সি মারেক অ্যানিভার্সারিতে শাড়ি কিনেছি। আজ যদি আমার শাড়ি চাই, আর

একজন এখনই বিবাহবন্ধন ছিন্ন করতে চাইবে, তা জানো?'

মাধুরী বলল, 'শাড়ি না পেলে ভূঁই আগে ছিন্ন করবার ভয় দেখাবে।'

'কিয়োটিকে তো হয়নি, এসব ট্যাক টিকস্, শিখলে কোথেকে?' রমা হেসে উঠল।

মাধুরীও হাসল, বলল—'কেউ ঠেবে শেখে, কেউ দেখে শেখে। কেউ জিহে শেখে, কেউ ঠাক শেখে। সবাইর শেখার ধরন তো একরকম নয় বউদি।'

রমা ওর গাল টিপ দিয়ে বলল, 'আছা! কী তবু কথাই শিখেছে। দেখে শেখাট কোন কাজের নয়, ঠিক শেখাটাই আসল। সেইটাই হল হাতে কলমে শেখা।'

মাধুরী উঠতে যাচ্ছিল গৃহরক্ষণী পদ্ম এসে দেবের সামনে দাঁড়াল, তারপর কোল থেকে পছর বুকেদের একটি শিশুকে নাড়তে গিয়ে বলল, 'হাঁ গা, কী অজেন্স তোমার বউদি। এই সন্ধ্যা ডেনেকে তুমি আমার পিছনে সোঁদিয়ে দিয়াছ। জালই পড়ে না আশুনেই পড়ে। আমি তোমার ছেলে সমসার না কলো সমস্যার।'

মাধুরীর সামনে ফিরে ধমক খেয়ে রমা চুপে উঠে। বাগ করে বলল, 'তোমার কিছু সমস্যাত হবে না কপু, তুমি চুপ কর।' অফিসের রুম্য তো প্রায় বোজা অফিসে বসি। আজ একটু হাঁপতে বসেছি, তাই মাঝ দিলে খই হুতোহ। আর কথা বলতে হবে না। কাজে যাও।'

কচা পটীর সত্বে হাতের ইশারায় রমা গলমগল সামনে থেকে সরিয়ে দিল। তারপর মাধুরীর দিকে চোখ পেল, 'ওদের প্রভুর দিলে নই প্রভু দিলেই কোর কল।'

পদ্ম চলে যতে করে বলল, 'ইস আমার অগভীর করা হচ্ছে। আমি কারো

বন্ধ করুন

মাড়ির রোগ
দাঁতের ক্ষয়
খারাপ স্বাস্থ্যপ্রস্থান

উজ্জ্বল শুভ্র সুস্থ দাঁতের জন্য

ফরহান্স টুথপেস্ট ব্যবহার করুন

একমাত্র এই টুথপেস্টেই শুরু স্বস্থ মাড়ি গঠনের জন্য ডাঃ আর. জে. ফরহানের আবিষ্কৃত বিশেষ উপাদানটি আছে

Geoffrey Manners & Co. Private Ltd.



সঙ্গে কোন আলোচনা করতেও চাইনে। তোমাকে বলা দরকার 'তাই বললাম। আমাকে দিয়ে তোমাদের কোন ক্ষতির আশংকা নেই।'

মাধুরী বলল, 'তা জানি বউদি। এবার যাই। বড়ই দেরি হয়ে গেল।'

কিন্তু রমা বউদির ওই এক দোষ। ছেড়ে দিতে দিতেও দেয় না। আস্ত একটি জোঁক।

জরুরী আর একটা কথা বলবার জন্যে সে মাধুরীকে ফের কাছে টেনে নিল। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে হেসে বলল, 'একটা সত্য কথা বলবে?'

মাধুরী বলল, 'এতক্ষণ কোনটা অসত্য বলোছ?'

রমা বলল, 'তাতে ঠিকই। মানে ভদ্রলোক কে?'

মাধুরী বলল, 'কোন ভদ্রলোক?'

'কাল থেকে যিনি এসে ররছেন।'

মাধুরী বলল, 'আমাদের বন্ধু।'

রমা হেসে বলল, 'গোঁরবে বহুবচন হচ্ছে বন্ধি? আমাদের মানে করে সেই কথাই জানতে চাইছি।'

মাধুরী ভাবল মানসীকে ধরিয়ে দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। এ ব্যাপারে রমা বউদিকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। ও নিজেই হয়তো সাতখানা করে পাঁচ নম্বর আর ছ' নম্বরের কাছে লাগাবে। ঠিক ইচ্ছা করে নয় অভ্যাস দোষ।

মাধুরী বলল, 'উনি আমাদের দাদার বন্ধু। তারপর বাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে।'

রমা হেসে বলল, 'মানে কথাটা ভাঙতে চাও না। আচ্ছা পরে দেখা যাবে। উনি কি সেই রূপকথার আংটি? আংটি তুমি কার? হাতে আছি যার।'

মাধুরী বলল, 'তুমি বসে রূপকথার ছড়া আওড়তে থাকো, আমি চললাম।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ছড়ার ছন্দটা মাধুরীর মনকেও দোলা দিতে লাগল। রূপকথার আংটি, আল্যাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ, আর স্পর্শমাণি। যা ছোঁয়, তাই সোনা হয়। সেও কি কোনদিন সোনা হবে, কারো ডাবনা বাসনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে সোনা করবে? কে সেই অজ্ঞাতনামা অজ্ঞাত পরিচয় পরদেশী?

'এই যে মাধুরী। কোথায় গিয়েছিলে। দেখা হয়ে গেল।'

মাধুরী একটু চমকে উঠল। 'এক বড়ো ভদ্রলোক ওপরে উঠে আসছেন। চিনতে দেরি হল না। রক্তবাবু, রক্তবল্লভ রাই। বাড়ির মালিকের প্রতিভা। মাধুরী নিজের মনেই হাসল। তার ভাগ্যে অচান দেশের রাজপুত্র কি ইনিই?

তাকে পাশ ছেড়ে দিয়ে মাধুরী হেসে বলল, 'হ্যাঁ, একটু তাড়া আছে।'

রক্তবাবু বললেন, 'তোমার তো সব সময় তাড়া। বিজি। সেই যে একটা পদ্য আছে—মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি দাঁড়াওনা একবার ভাই। ওই ফুল ফোটে বনে—।'

মাধুরী আতঙ্কিত হয়ে উঠল। সর্বনাশ উনি কি গোটা কবিতাটা আবৃত্তি করে শোনাবেন নাকি? এই সিঁড়ির ওপরে আর পাঁচজনকে চলাচলের পথ বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে কবিতা শোনানো। লোকে দেখলে কি ভাববে।

মনে মনে বিরক্ত হলেও মাধুরী মুখে হাসি টেনে বলল, 'হাই, সত্যি কাজ আছে। আর এক সময় এসে বরং—। আজ আবার তাড়াতাড়ি শুলে বেরোতে হচ্ছে।'

রক্তবাবু বললেন, 'ও, শুলের তাড়া আছে তোমার? তাই বল। তাহলে আর

তোমাকে আটকে রাখব না। জানো, আমাদের গায়ের শুলে আমিও এক সময় মাস্টারী করেছি। এদিক থেকে তোমার সঙ্গে বেশ একটা মিল আছে আমার। হে হে হে।'

ভদ্রলোক হাসলেন। তাঁর তোবড়ানো গাল নিঃপ্রভ দৃষ্টি চোখ অপূর্ব প্রসন্নতার ভরে উঠল।

মাধুরী অবাক। মিল আছে। আশ্চর্য। তুমি মাস্টারী কর, আমিও মাস্টারী করেছি। তোমার সঙ্গে আমার এইটুকু মিল। আমার যৌবন ছিল তোমার যৌবন আছে, তোমার সঙ্গে আমার এইটুকু মিল। ভদ্রলোক কি এইভাবেই মিল খুঁজে খুঁজে নিজের মনে একটি মিলন মন্দির গড়তে চান নাকি?

মাধুরী বলল, কিন্তু পরিহাসের হাসি নয়। এক অশ্রুত সহানুভূতিতে তার মন ভরে উঠল। আশ্চর্য, এমন কতজন আছে যারা তার রূপের ঘাচাই করতে এসে চোখ ফিরায়ে নিয়ে চলে যায়। আবার এমন মানুষও আছে, তার দিকে তাকিয়ে যাদের চোখের পলক পড়ে না। বিভ্রমের কোনটোতেই কম নয়। তবু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দর্শকদের সব সময় বাণ্য করতে পারে না মাধুরী। নিজে বার বার অযায়ে পেরেছে বলেই যারা দুর্বল তাদের ঘা দিতে মন সরে না। তার এই সহনশীলতার অপব্যাখ্যা অনেকেই করে। আড়ালে আড়ালে বলে মাধুরী এদের প্রশ্রয় দেয়। প্রশ্রয় ঠিক নয়। প্রশ্রয়ও দেয় না, আশ্রয়ও দেয় না। এদের উৎসাহ হাসিমুখে সহ্য করে। অনেক সময় বরং হাসির ডান করে তবু সরাসরি অপমান করে না।

সে ওপরে উঠবে না জেনে রক্তবাবু তার পিছনে পিছনে নেমে আসছেন তা সে টের পেরেছে।

মাধুরী ফিরে না তাকিয়েই বলল, 'আপনি কি আর কোথাও যাবেন?'

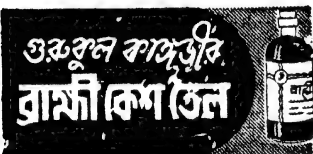
রক্তবাবু বললেন, 'না। চল, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। মাধুরী তোমার হাতে সময় কেই, কিন্তু আমার হাতে অনেক সময়। এত সময় নিয়ে কী যে করি ভেবে পাইনে। তাই বার বার ঘরবার কারি, উঠি আর নামি।'

মাধুরী বলল, 'কিন্তু আপনার ওই রোগা শরীর নিয়ে এমন অনিয়ম করা তো ঠিক নয়।'

রক্তবাবু বললেন, 'ডাক্তারের ধমকে মাঝে মাঝে নিজের শরীরের তোয়াজ করি। ওষুধ খাই পথ্য খাই। কিন্তু একেক সময় বড় বিরক্তি ধরে যায়। দূরে ছাই, কার জন্যে এই তোয়াজি। এই শরীর দিয়ে কি হবে। তিনকুলে কেউ নেই; শুধু নিজের হাত পা

কে.হাড়ের কণক * সার্বভার *

Gurukul Kangri, Haridwar



প্রচুর সতেজ কেশরঞ্জী জন্মায়
এবং মস্তক শীতল রাখে।

আয়ুর্বেদ মেডিকেল সোসাইটি

১৭২ মহাশা গান্ধী রোড, কলিকাতা
৪০ বাসন্তলা স্ট্রীট কলিকাতা

রমণীজনের স্বাস্থ্য
ও সুখের জন্য

লৌধরা



কেশরী কুটীরাম প্রাইভেট লিঃ
রমা পেট্রা, মাদ্রাজ - ১৪

2RC SI BEN

মাধুরী। সে ফেরাল ঘেঁষে শত একটি গাধার দুটির মত দাঁড়িয়ে আছে। তার পিঠে দুই রঙের টাউজার গায়ে কেন শব্দ শব্দ চমককার মনিরিয়েছে।

মাধুরী এগিয়ে গিয়ে হাসি মুখে ডাকল, 'দাদা, তুমি কখন এসে? এসো এসো ঘরে এসো।'

কিন্তু তার সেই দাবার সম্ভরণ মনোমোহনের উচু গলার বটু ডাবলের নিচে তালিয়ে গেল।

মনোমোহন তারপরে চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে হাত নেড়ে মুখ বিকৃত করে বলতে লাগলেন, 'হাতভাগা হারমজাদা শূকার! তুমি আমাকে এসেছ নেমন্তন্ন করতে। লাভা করে না? আমার নামনে মূখ তুলে দাঁড়িয়ে তোর লজা করে না? কত বড় স্পর্ধা! তুই আমার বাড়িতে এসেছিস! নিজের ব্যপ-মার সংগে দুর্ভাবহারের চড়কত করে হেলের জন্মদিনে লোক দেখানো নেমন্তন্ন করতে এসেছিস। কেউ যাবে না। আমার গোষ্ঠীর আমার রক্তে আমার জন্ম তারা কেউ যাবে না। যদি কেউ যায় সে বেতম্মা।'

অসীম বলল, 'ছি ছি ছি, সেসে মশাই থামুন থামুন। এ সব কী হচ্ছে। এমন দিনে আপনি আমার কোথায় গুকে আশীর্বাদ করছেন।'

'আশীর্বাদ।' মনোমোহন যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'আমাকে ঠাট্টা করছ অসীম? আশীর্বাদ তো শুধু মুখের অচন নয় বাবা, সে অন্তরের জিনিস। সেই বচনও আমার ছিড়ে দিয়েছে? এখন এসেছে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালছে। সেই বেনো জলে মূলে ওপড়ানো গছ বাঁচ না অসীম, ভলপালা লতা পাতাসুখ ভেসে যায়। আমিও অকূল সাগরে ভেসে চলেছি।'

মাধুরী এগিয়ে এসে অনুনয়ের দূরে বলল, 'বাবা, একটু থামো। ব্যাপরটা কী হয়েছে শুনতে দাও।'

কিন্তু মনোমোহন কাউকে কিছু বলতেও দেবেন না, শুনতেও দেবেন না। তিনি সমানে চীৎকার করতে লাগলেন, 'খবরদার ওই কুলাগারের পক্ষ নিয়ে কেউ আমাকে কোন কথা বলতে এসো না। আমি তা রাখতে পারব না, কিছুতেই পারব না।'

মাধুরী পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল বাড়ির সবাই দেখানে এসে জড়ো হয়েছে। মঞ্জু আর মিনু স্কুল থেকে এখানে ফেরে নি। ওরা দুজন ছাড়া আর সবাই আছে। মা, মামা নন্দু। কিন্তু কারো মুখে কথা নেই। এই রংগমণে বাবা আর দাদা দুজনে শূন্য নট। আর বাকি সব বিন্দু মূক মানবীয় পশ্চাৎপট। কিন্তু দেখতে না দেখতে এটা হাতে এটা মুখে মানসী এসে পাঁড়াল। সবাইকে টেলে সিরিয়ে বাবার সামনে এসে তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'কী শব্দ করছে তোমরা ছিঃ। যেতে হয় যাবে, না হয় না যাবে। কিন্তু একী চেচামেচি শব্দ বরষে। বাড়িটা যেন একটা বাস্তবায় হয়ে উঠছে। হাটে বাজারেও এমন বিকী গোলমাল শোনা যায় না।'

তারপর শংকরের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আর দাদা, তোমাকেও বলি, তোমাদের মধ্যে কী রিলেশন গড়ে উঠছে তাহা জানোই। সব জেনে শুনেন কেন এই ফার্স বরতে আসা।'

মাধুরী বোনকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, 'ছিঃ ও কি বলছিল মানু। ফার্স কেন হবে।'

মানসী বলল, 'নিশ্চয়ই ফার্স।' তারপর একটু হাসল, অবশ্য তেঁর বাবা একে ট্রাজেডীর মহিমা দিতে চাও দিতে পার, আমার আপত্তি নেই।' সেখানে আর পাঁড়াল না মানসী। এটা হাত মুখ ধোয়ার জন্যে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

মনোমোহন এতক্ষণ কোন কথা বলেননি, এবার মনে শব্দ করলেন। অসীমকে সাম্মান্য মেনে বলতে লাগলেন, 'জানো অসীম, ওই শব্দের আমাকে আমার নতির অঙ্গপ্রাশন করতে দেবনি। তখন আমার সংগে ওর মোকাবেলা। আর আজ সেই ছেলের জন্মদিনে আমাকে বলতে এসেছে। আর পুত্র, তেঁর ছেলের জন্মদিনের সময়েই তুই করবি না আমি করব? জানো, ওই পুত্র কখন জন্মলাভ করবে দুর্ভাগ্যের মধ্যে আমি আমার বাবার মুখের দিকে লজ্জায় হাকতে পারি নি। তিনি ওকে আমার ব্যতন সহ্য করছেন, ঘটা করে অঙ্গপ্রাশন দিয়েছেন। আমার জিন এই রীতি। আর আজ ও নিজেই সর্গে সবী হয়েছ! নিজের হাতেরই সব করছে, নিজের মুখেরই সব বলছে। লাভা বলে কোন পদার্থ যদি শরীরে থাকত—'

বাবার কথা শুনে মাধুরীর হাসিও পায় আবার দুঃখও হয়। দুঃখ কার জন্যেই। বা না করে পারে? শংকর পাশ কাটিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে মাধুরী তাড়াতাড়ি ওর পিছনে পিছনে গেল। কাছে গিয়ে বলল, 'দাদা, চলে যাচ্ছে কেন, ঘরে এসো।'

শংকর বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর আনতে আসতে বলল, 'না মাধুরী, ঘরে আর যাব না।'

শংকর রাসতায় নেমে পড়ল। ঘর আর পথের বাবধান তো সামান্য।

মাধুরী লক্ষ্য করেছে দাদা সারাক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। বাবার একটি কথা বলে মানুষের মর্ম ভিড়ে পিতে দাদা কারো চেয়ে কম পারে না। কিন্তু যে জনেই হোক কারো কথারই আজ সে প্রতিবাদ করেনি। বাবারও না, মানসীরও না। এই মুহূর্তেও তার মুখে বাণের তেমন কোন লক্ষণ নেই, চোখে জলাও নেই, জলও নেই। কিন্তু ওই যে একটি কথা, 'মাধুরী ঘরে আর যাব না' ও কথা শুনলে কারো হৃদয় না কেঁদে পারে? চোখের জল বাধা মানতে চায়? যে মানুষ অভিমান করে বলে আর যাব না, সে ভীত হোক বন্দু হোক, গম্ভী হোক, সন্ধ্যাসী হোক কোন ক্ষেত্রে তাকে কি ফিরিয়ে আনবার জন্যে না সাধে পারে?

মাধুরী শংকরের হাতখানা ধরে বলল, 'চল দাদা, তেঁর সংগে কথা আছে। আজ বুঝি পিলের জন্মদিন।'

শংকর বলল, 'হ্যাঁ, কালকে একটা ব্রাদ অজ্ঞ নিত হলে না। সেই ফাঁকে চলে এলাম। ভাবলাম সম্ভার পর এই উপলক্ষে এক সংগে সব সন্নিবিষ্ট করা যাবে। কিন্তু এসে তো এই কণ্ড। কামাক্ষকে বলিনি, জিনি ওরা যাবেন না। আমি তোদের বন্ধাই এসেছিলাম। বই, ওই অমর বাস এসে গেছে। অসীমকে কালই বলে রেখেছি। যদি যায় যেতে পারে। আর তোদের যদি কারো প্রবৃত্তি হয়—'

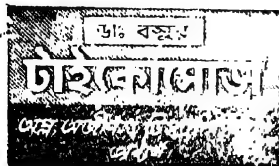
কথা শেষ না করে শংকর ছোট গিয়ে শ্যামবাজারগামী চলত বাসটির হ্যাণ্ডেল ধরে ফেলল।

কানটা তাকে নিয়ে মূহূর্তের মধ্যে অনেক দূরে চলে গেল।

মাধুরী একটুকাল অবাধ হয়ে সোঁদিকে তাকিয়ে রইল। দাদা সেই ছেলে মনুসই রয়ে গেছে। গোঁড়াতিমি আর গেল না। অত রিস্ক নিয়ে কেউ বাস ধরে? যেন ওতেই যত বাহাদুরী।

মুখ ফিরিয়ে মাধুরী আসতে আসতে ঘরের দিকে পা বাড়াল। (ক্রমশঃ)

কুঁচ তৈল (হস্তাঙ্গ দ্রব্য বিশেষ)
টাকনাশক কেশ কলি
কারক, কেশ পুন
নিবারক, মরামাস, অকালপক্কতা দূরীভাবক বস
করে। মূল্য ২/-, বড় ৭/-, ডাঃ মাঃ ১৮/-। ডাক্তারী
ঔষধালয়, ১২৬/২ গোল্ডার রোড কলিকাতা,
কলিকাতা-২৬। (ডাকটিক জবাবদার।)



পুস্তক পরিচয়

জীবনদর্শন

দ্বিষা-জীবন-প্রসঙ্গ—অনির্বণ। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী। প্রথম সংস্করণঃ জানুয়ারী ১৯৫৯। মূল্য ৭-৫০ টাকা।

সংস্কৃতি বা সাহিত্য বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি তা অল্প কথায় বলা কঠিন। তবে 'নাটক বেলা' বা 'রমা রচনা' সে পরিচয় আশ্রম রাখা উচিত নয় একথা বুঝি। সম্প্রতি রাজশেখর বসু মহাশয় 'পূর্ণ' সাহিত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, প্রতি দেশের, যুগের, লেখকের, এমন কি ব্যক্তির একটি বিশেষ জীবনদর্শন বা মূল্যবোধ আছে, বা থাকতে বাধ্য। সমাজের দল থাকুক বা না থাকুক, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা জীবন এর কোনোটিই শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হয়ে একান্তে পারে না। অন্যভাবে প্রয়োজন ও গভীরতাই আমাদের তত্ত্বের দিক ঠেলে নিয়ে যায়। উদ্ভাবন ও সংস্কৃতির যুগে বুঝ

বেশ করে। অভিজ্ঞতা ও বিচারের নিরিখে বিশ্বাসের ভিত ঘাচাই হয়, গড়ে ওঠে। "আমরা বর্তমানে একটা যুগসন্ধিতে দাঁড়িয়ে আছি.....বর্তমান যুগ সমষ্টিগত সাধনার যুগ, অষ্টবতবৃন্দিকে শব্দে আধ্যাত্মিক ভুগতায় সমাসীন না রেখে সমাজ-চেতনায় ও রাষ্ট্র-চেতনায় সজ্জারিত করবার যুগ।" শ্রীঅরবিন্দ প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এই যুগসন্ধির কাবা, তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে অতিমানস রূপান্তরের ঘোষণা। জাতির জীবনে সেই দৃষ্টির মূলা নিরূপণের সময় হয়তো আজও আসে নি। কিন্তু তার পরিচয় দেবার দিন আগত ঐ।

শ্রীঅরবিন্দ রচনার অসামান্যত্ব সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু এই রচনা প্রধানত ইংরাজীতে। The life Divine তার মধ্যমণি। বাংলা সাহিত্য ও পাঠকদের কাছে এই বই উপস্থিত করার কাজে অনির্বণের অনুবাদে—নদি তাকে অনুবাদই বলতে হয়—দুঃসাহসী সাফল্য সাধারণ পাঠককে এঁড়িয়ে গেছে। এই নতুন বইটিতে তিনি সেই আদ্য গ্রন্থের একটি স্বাধীন, প্রাজ্ঞ ও কাব্যোজ্জ্বল ঢাঁকা রচনা করেছেন যার মহত্ব যেকোনো নিরপেক্ষ পাঠক স্বীকার করবেন।

এই জাতীয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সম্ভব নয়, বর্তমান সমালোচকের সে যোগ্যতাও নেই। শব্দে একটি কথা বলেই নিরস্ত হয়ে—এই বইটিতে যে জীবনদর্শন উপস্থাপিত হয়েছে, তাকে বর্ণনাসংস্কৃতির বিরোধীসংগম বলা চলে—চিত্তনাদের, শ্রীরাম-কৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ—বইয়ের ভাষে ও ভাষায় এই তিন ধারাকে তিনি যেভাবে মিলিয়ে-ছেন তা পাঠককে বারংবার তৃপ্ত ও বিস্মিত করে। দ্বিষিক বাংলা পাঠক সার্বভৌম জীবনযনের, "ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে এই এক নতুন অধ্যায়ের" ও সেই সাংগে এই পরিণতিতে, উজ্জ্বল সংস্কৃতি-বোধসম্পন্ন আশ্চর্য রসবস্তা বাধ্যতাক একদিন চিনে যাবেন এই আশা বইলো। এ জাতীয় বই কালেভদ্রে লিখিত হয়।

৩০২/১৫৯

সাহিত্যী—শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী। মূল্য ১-২৫ নং পঃ।

হিম্মালয়—অনিলকুমার। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী। ১৩০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—প্রবরচরী শিবপ্রসাদ ভাই আলোচিত। পলাসী, মার্কিপাড়। ২৪ পরগণা। এক টাকা।

সংসার তত্ত্বদর্শন ও প্রেমাজাল—বসিকমন্ড্র ঘোষাল। ও-এ গোপাল ঘোষা সেন, কলিকাতা-২০। মূল্য ২০।

স্বামী অতেনানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ

বৃক্ষে আশ্রয়ী হবার আগেই হেসে বসে
হতে হলে প্রবোধ রচিত
দুই পকেট হাসি অপরিহার্য।
কয়েকদিনের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করছে।

॥ বলাকা প্রকাশনী ॥

২৭-সি, আমহাট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

(সি ৮৮১৭/২)

॥ নাটক — উপন্যাস ॥

উৎপল দত্ত কর্তৃক

লিখিত ও অভিনীত

ছায়ানট—২-৫০

এই নাটকটি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা দ্বারা প্রশংসিত ও মিনাভার পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়িত হয়েছে।

শেফালি নন্দীর

সাগরে হাওরে—৩-৫০

নতুন ধরণের লেখা এই উপন্যাসটি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা উচ্চাঙ্গত প্রশংসা করেছে। একটি নারীর স্বাভাবিক হবার দৃষ্টিতে চোখের রূপায়িত করা হয়েছে এই উপন্যাসে।

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

রোদ জল ঝড়—৪-৫০

পশ্চিমবঙ্গে ৮ লক্ষ টি-বি-রোগী ও রোগিনী আছে। তাদের আকাঙ্ক্ষা তাদের প্রেম-প্রণয় সমস্যা নিয়ে এ পর্যন্ত কোন উপন্যাস লেখা হয়নি। দক্ষিণারঞ্জন এই উপন্যাসটি লিখেছেন তাদেরই পটভূমিকায়।

বর্তমাননাথ সেনগুপ্তের

ডিকম নদীর দল—২-২৫

৮ বর্গিচার ভূমিকার দৈনন্দিন জীবন ও সমাজের অংগে কাদিনী পাঠকদের মুগ্ধ করবে।

ইভান ইভানোভিচ—৪-০০

অনুবাদঃ শেফালি নন্দী

গুলিন পরস্কারপ্রাপ্ত এই উপন্যাসটিতে সৌভাগ্য ও সমাজের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও পারিবারিক সমস্যার বর্ণনা রয়েছে।

সেই পুরাতন কথা—৩-৫০

অনুবাদঃ অশোক গুহ

একটি যুবকের প্রথম প্রেমের উদ্ভাস ও ব্যর্থতার কাহিনী। গন্যভার লেখা—The Same Old Story নামক বিখ্যাত উপন্যাসের অনুবাদ

পপুলার লাইব্রেরী

১৯৫১বি, কণ্ঠ ওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শারদীয়

চতুষ্কোণ

— এতে থাকবে —

জনপ্রিয় উপন্যাসিক সুনীল ঘোষার

একটি সুবৃহৎ উপন্যাস

এবং বিখ্যাত লেখকদের

- গল্প
- রসরচনা
- নাটিকা
- প্রবন্ধ
- কবিতা
- বাঙ্গরচনা
- সিনেমা প্রসঙ্গ
- রঙ্গমঞ্চ
- খেলাধুলা
- মহিলা বিভাগ

আন শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের আকা

অভ্যাস ছবি।

॥ মহালয়ার আগেই বেরছে ॥

পরিবেশক :

ন্যাশনাল পাবলিশার্স

২০৬ কন'ওআলস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

(সি ৮৮১০)

হইতে প্রকাশিত। ১৯বি. রাজা রাজকৃষ্ণ
স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১৥৬।

স্বর্ণপথে—ডাঃ কে এন দাস। লেখক কর্তৃক
১২৭-এ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫ টাকা।

শ্রীঅরবিন্দ রচিত 'সাবিত্রী' আখ্যান
কাব্যের নবম পর্বের প্রথম সর্গ অনূবাদ
করেছেন শ্রীনিলাসীকান্ত গঙ্গুল। সাবিত্রী

সত্যবানের কাহিনী আমাদের পরিচিত।
সাবিত্রীকে মৃত্যুদেব আদেশ দিলেন সত্য-
বানকে ছেড়ে দিতে, মৃত্যুর নিত্যবিধান তাকে
স্বীকার করতেই হবে। স্থির নির্বাক
সাবিত্রী স্থির প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো
এগিয়ে চলেছে সব বাধা অগ্রাহ্য করে। এই
অংশটুকুর সার্থক অনূবাদ এই গ্রন্থে
রয়েছে।

অনিলকুমার রচিত 'হিমালয়ে' কয়েকটি
আধ্যাত্মিক কবিতা, সনেট ও গান একত্র
সম্মিলিত। 'অথের চাইতে তবুও প্রতিভা
কবির আকর্ষণ বেশি। তবে কবি নিসর্গ-
সচেতন। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে
তিনি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করে পৃথিবীকে
দেখেছেন। প্রতিটি কবিতার শেষেই
শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য মৃদু হইছে।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' নিঃসন্দেহে মূল্য-
বান গ্রন্থ। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ কথা-
বার্তার মধ্যে যে অসাধারণ যুক্তি ও তত্ত্বের
সমন্বেষ তাতে বিস্মিত হতে হয়। তাছাড়া
এই গ্রন্থের সাহিত্যমূল্যও স্বীকৃত হয়েছে।
বর্তমান গ্রন্থটিতে ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের দ্বিতীয় ও তৃতীয়
খণ্ডের বিষয় আলোচনা করেছেন সহজ-
বোধভাবে।

'সংসারতত্ত্বদর্শন ও প্রেমাজলি' একটি
তত্ত্বমূলক গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বাসুদেবচন্দ্র ঘোষাল
—এই গ্রন্থে গদ্য ও পদ্যে মানবমনের
বিশিষ্ট বস্তুর আলোচনা করেছেন।
গ্রন্থটির সর্বত্রই জীবনজিজ্ঞাসা বিদ্যমান।
ধর্মশিপাসুরা এই গ্রন্থপাঠে আনন্দ
পাবেন।

'স্বামী অভয়ানন্দ বা কালীতপস্বী'
গ্রন্থে সাধক অভয়ানন্দের অধ্যাত্ম জীবনের
একটি দিব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
অনেক অজ্ঞাত বিষয়েও আলোকপাত করা
হয়েছে। কয়েকটি আলোকচিত্র গ্রন্থটির
মধ্যস্থে বন্ধিত হয়েছে।

ডাঃ কে এন দাসের 'স্বর্ণপথে'—কাব্যে
সিখিত বহনরতন খণ্ডিত ধর্মগ্রন্থ।
লেখকের অধ্যাত্মচেতনা ও ধর্মবিশ্বাস এই
গ্রন্থে রপায়ে। তবে মদ্যাকর প্রমাদ
পাঠকের অসুবিধার সৃষ্টি করে।

৩১।৫৯, ১৩৮।৫৮, ৫৭৮।৫৮,
৩৯।৫৯, ৫৯৯।৫৮, ১৬২।৫৯।

প্রবন্ধ-সাহিত্য

শিল্পীর সাধনা—আল-উদ্দিন আল
আজাদ। পরিবেশক—গ্রেট বেংগল লাইব্রেরী,
ঢাকা। এক টাকা আট আনা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি 'শিল্পীর সাধনা',
'ভাষা ও ভাষা বিচার', 'ভাষার উৎপত্তি ও
প্রাথমিক বিকাশ' এবং 'ভাষার রূপ ও
রূপান্তর'—এই চারটি প্রবন্ধের একখানি
সংকলন। প্রথম প্রবন্ধটিতে লেখক নন্দন-
তত্ত্বের মূল সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে
শিল্পকলা ও পূর্ব পাকিস্তান, পূর্ব
পাকিস্তানের সাহিত্য ও তার ঐতিহ্য,
অথবা লোকসাহিত্যের সাথে সজ্জামান পূর্ব
পাকিস্তানের সাহিত্যের কী সম্পর্ক—এসব
সমস্যা সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, তা
তার স্বচ্ছ কল্পনামণ্ডিত দৃষ্টির সাক্ষ্য বহন
করে। 'এই একই দৃষ্টির পরিচয় পূর্ব
পাকিস্তানের ভাষা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

'GLIMPSSES OF WORLD HISTORY' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

শব্দ, ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের
বিচার। 'আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে' যাত্রা একটা ক্রমানুসারী সুশৃঙ্খল যাত্রা
অঙ্কন করতে চান, প্রায়-আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই ইতিহাস-গ্রন্থ পাঠে
তারা অপরিণতমভাবে উপকৃত হবেন। বিশেষভাবে তৈরি কাগজে বাংলা লাইনোতে
ছাপা ডবল ডিমায়ে ১৬ পেজী সাইজে ১৬২ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। জে এফ
হোরবিন-অঙ্কিত ৫০ খানা মানচিত্রসহ দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫.০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর ॥ আত্ম-চরিত ॥ ৩য় সং. টা. ১০.০০

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচাচারী ॥ ভারতকথা ॥ টা. ৮.০০

আলান ক্যাম্বেল জনসনের ॥ ভারতে মাউন্টব্যাটেন ॥ টা. ৭.৫০

আর জে মিনির ॥ চার্লস চ্যাপলিন ॥ সচিত্র। টা. ৫.০০

শ্রীগোবিন্দ প্রেস প্রাইভেট লিঃ । ৫ চিত্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯

● 'একমাত্র আনন্দ পাবলিশার্স' প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত পুস্তক আমাদের
কাছে পাওয়া যায়।

প্রকাশের
অপেক্ষায়

জ ল সা

ভাদ্র সংখ্যা
১৩৬৬

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'সরোবর'; রমাপদ
চৌধুরীর 'লেখালিখি'; সাগরময় ঘোষের 'সম্পাদকের
বৈঠকে'; রূপদর্শীর 'হরিদাস পালের জীবন ও বাণী';
সন্তোষকুমার ঘোষের 'মাসের ছবি'; শচীন ভৌমিকের
'মালিনী মনরো', 'হরিসাধন দাশগুপ্ত', 'প্রদ্বাণ',
'বোম্বের খবর'; আশীষতরু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত
গানের আসর; শ্রীসরকারের চিত্রের উত্তর; স্টুডিও
রিপোর্টারের ডায়েরী; সাহিত্য-জগতের খবর; টিপ্পনি;
বিচিত্রা; থিয়েটার প্রসঙ্গ

কলকাতা ও বোম্বে চিত্রজগতের ৭০খানা ছবি

দ্বি-মুদ্রা ৮৮৮ জমিদারী-১৪

লেখা অপর তিনটি প্রবন্ধও মেলো। এরা একে অপরের পরিপূরক। লেখক এই তিনটি প্রবন্ধে যে মূল বক্তব্য উপস্থিত করতে চেয়েছেন, তা হল—ভাষার জীবন সমাজের সঙ্গে আপেক্ষিক। ‘অর্থনৈতিক বিন্যাসের পরিবর্তনের সঙ্গে ভাষার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে একথা ঠিক...কিন্তু গায়ের জোরে ভাষার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনাই সম্ভব নয়।’

পূর্ব বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্যে বইখানি নিঃসন্দেহে একখানি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।
১৯১।৫৯

রসরচনা

কেলেংকারী—বিরূপাক্ষ। বিহার সাহিত্য-ভবন, প্রাঃ লিঃ, ওনং ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭। চার টাকা।

কোন কোন ব্যক্তির বয়সের-দলিলে প্রাচুর্য্যতা সত্ত্বেও রুচিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রখরতা কম এমন দেখা যায়। আবার কখনো কখনো এমনও দেখা যায় যে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও লেখার মধ্যে নাবালকর প্রকাশ করে বসেন। আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠ করে আমাদের ধারণা বন্ধমূল হল। কেননা, সাক্ষিত ও রুচিবান পাঠকের মনকে দোলায়িত করবার মত সূক্ষ্ম-হিউমার বোধের অভাব এ-গ্রন্থে সর্বত্র উপলব্ধি করা গেল। হাস্য-পরিহাস বসিক বলে লেখকের ব্যাতি আছে। কিন্তু তিনি সেই ব্যতির অন্তরালে নিহক ছাবলম্বীকেই বেশী মাত্রায় প্রকাশ দিয়েছেন। তবে সকল যুগেই এক শ্রেণীর পাঠক থাকেন যারা চিরকাল মোটামুটি পথ ধরে চালায়। স্থূল রসও নিমিষিত হতে বাঁধে না। বিরূপাক্ষের কেলেংকারী হতে পারে কাছে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবেশন বলে গণ্য হতে পারবে। সভাপতির কেলেংকারী, মাও, নকুলেশ্বরের মন্তব্যের, তারুণ্য প্রীতম শব্দই যথেষ্ট, পরোপকারের ব্যতিক প্রভৃতি অন্যান্য রচনার মধ্যে ভাল। প্রচ্ছদপট সুন্দর।

৬১২।৫৮

ভূদানকর্মী

যাত্রার পথে—শ্রীচরুচন্দ্র ভাণ্ডারী, সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি। সি-৫২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ৯০ নং পঃ।

ভূদান কর্মী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

চালের মন চাঙ্গিশ, মাছের সের পাঁচ

—পুজোয় বেবুবে চারশো শাকদীয়া।

সব সমস্যার সমাধান একটামাত্র বইতে
প্রবন্ধ রচিত ‘দুই পকেট হাসি’ পড়ুন।

॥ বলাকা প্রকাশনী ॥

২৭/সি, অমহাস্ট্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

(সি ৮৮১৭।৩)

কর্মসূত্রে সারা পশ্চিমবঙ্গ পরিভ্রমণ করেন। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় হাজার হাজার মাইল ভূদান-পদযাত্রার কালে তিনি অগণিত দরিদ্র, দুঃস্থান, অনশনক্লিষ্ট নরনারীর সংস্পর্শে আসেন। সেইসব দরিদ্র মানবের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা সত্ত্ব করেন তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই পুস্তকখানি দিনপঞ্জীর আকারে লেখা। অতি সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় দেশের এমন বহুনিষ্ঠ পরিচয় সচরাচর কোন পুস্তকে দেখা যায় না। যে কোন দেশকর্মীর নিকট পুস্তকখানি যে প্রভূত প্রেরণা দান করবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারী সাধারণ মানুষকে নিয়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখচিত্র অঙ্কন করেছেন তা পড়লে মনে হবে লেখক একজন কৃতি দরদী সাহিত্যিক।
১২৩।৫৯

অনুবাদ

নতুন শ্রেণী—মিলোভান জিলাস্। অনুবাদক: অমলেন্দু দাসগুপ্ত, মিণ্টু গঙ্গো-পাধ্যায়। প্রকাশক: পি কে ব্যানার্জি, কমিটি ইন ডিফেন্স অফ হাঙ্গেরিয়ান ওয়ার্কার্স, ৫১ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২। মূল্য—১.৫০।

শ্রীযুক্ত মিলোভান জিলাস্ একজন প্রাক্তন কমিউনিস্ট। পার্টির সৃষ্টি থেকে শুরু করে বিপ্লবের পথে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত তিনি সক্রিয়ভাবে এবং যথিন্ঠভাবে পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুতরাং একাধারে কমিউনিস্ট জগতের একজন নাগরিক এবং নিষ্ঠাবান বিপ্লবী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দিকের অনেক কিছুই তার নখদর্পণে ছিল। তিনি ধীরে ধীরে কেন কমিউনিজম থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত করে নিলেন, কি কারণে ক্রমশ তার মতান্তর ঘটল তার বিবরণ-বিচার বর্তমান গ্রন্থের মধ্যে বিবৃত হয়েছে। অন্তত সেই কারণেও অকমিউনিস্ট জগতের কাছে গ্রন্থখানির আকর্ষণ কম নয়। অনুবাদ এবং ছাপা পরিষ্কার।
২১।৫৯

কবিতা

ভাস্বতী—সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। প্রকাশক: বিমল দাশ : প্রান্তিক পাবলিশার্স, ৬, বঙ্কিম চ্যাট্জো স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দেড় টাকা।

ভাস্বতী কতকগুলি রোমান্টিক কবিতার সংগ্রহ। সুধাংশুরঞ্জনের এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে সুন্দর হাতের চিহ্ন বিদ্যমান। ছন্দ সম্পর্কে কবির আরও সচেতনতা আবশ্যক। প্রচ্ছদচিত্র ও অন্তরাচিত্র কাব্যগ্রন্থের পক্ষে অস্বাভাবিক।
৯২।৫৯

কোন এক শিক্ষিতা মেয়ে ‘সাম্বন্ধা’—সিনেমার ছবিতে যার নাম হল ‘রমিতা’—রূপালী পদ্যীয় অভিনয় করে সে দর্শক ভক্তদের চোখে উজ্জ্বলতম তারকা—অজন্ত অভিনন্দন পাচ্ছে—কিন্তু সেই রমিতার মনোলোকের করুণ বেদনাত্মক দুঃসহ দুঃসংবাদ তো তারা কেউ রাখে না! মুখের হাসিতে মনের কামার মর্মস্পর্শী কাহিনী।

গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের

অগ্নিসমুদ্র

॥ চার টাকা ॥

মিত্রালয়

১২ বঙ্কিম চ্যাট্জো স্ট্রীট, কলঃ-১২

(সি ৮৬৮১।৯)

একটি অপ্ৰত্যাশিত ঘোষণা

“অমরেশকে কে না চেনে? সেই অমি, গদাই, তোতলা ভুবন, পরিতোষ, পরাণে, পুণ্ডরীখাকো প্রভৃতিকে নিয়ে এক একটি কীর্তি, এক একটি ফেলিয়োর!”

শুনে গুণ্যবান

অমরেশের ১১টি কীর্তি নিয়ে শীগগিরই বেরুচ্ছে। এতে আছে—শ্রীদুর্গার পল্লারন, দ্রোণদীর বস্ত্রহরণ, অমরেশের পরিচালনা, অমরেশ আর পারে না, অমরেশের অমর অবদান, গোখরোর মধ্যে অমরেশ, অমরার পথে অমরেশ প্রভৃতি বিখ্যাত নাট্যকাণ্ড। তিনটি পিসে আড়াই ঘণ্টা অভিনয় করবার মত করে ভাগ করা। পুজোতে ছেলেবুড়ার অভিনয় উপযোগী সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক

বিধায়ক ভট্টাচার্যের

শুনে গুণ্যবান

প্রকাশক

বুক, প্রাণ্ড বুক

পাবলিশার্স

৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট

কলিকাতা-১০

রবিনসন্স

'পেটেন্ট'

বালি*থেয়ে

এখন বেশ

ভালো আছি



রুখ অবস্থায় বা রোগ ভোগের পর রবিনসন্স পেটেন্ট বালি খাবার বিধান ডাক্তাররা দীর্ঘকাল ধরে দিয়ে আসছেন। এখনো এর ওপর তাদের অগাধ বিশ্বাস, কেননা অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে দুর্বল শরীরের পক্ষে এই বালি প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায় এবং সহজে হজম হয়। উৎকৃষ্ট বালিশস্য থেকে তৈরী রবিনসন্স পেটেন্ট বালি বিশেষ উপাদানে সুরক্ষিত থাকার ফলে সব সময়ই পুষ্টিতে ডরপূর। টাটকা কলের বস বা চিনির সঙ্গে সরবৎ করে খেতে চমৎকার। নিজেই খেয়ে দেখুন।



এই বালিতে অনধিক ০.২৮% আয়রন বি-পি ও ১.৫% ক্রিটা প্রিপ-এর সংমিশ্রণ আছে।

রবিনসন্স

'পেটেন্ট'

বালি

রবিনসন্স পেটেন্ট বালি মাংসের বৃক্কের উপ-ভাট্ট খুব সাহায্য করে। উৎকৃষ্ট বালিশস্য থেকে এই বালি তৈরী হয় এবং বিশেষ উপাদানে সুরক্ষিত থাকে। হজম করবার ক্ষমতা বাড়ায় খুবই কম পেটে ভাঙার পক্ষেও হজম করা সহজ।

*ক্যালসিয়াম ও লৌহ সংযোগে সুরক্ষিত

অ্যাটলাটিস (ইন্ড) লিমিটেড (ইংল্যান্ড ও সংগঠিত)

RPT 1373 R

বিবিধ

ভারত যুগে যুগে—কালিদাস। প্রকাশক—বঙ্গ প্রকাশনী, ১১৯, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬। দাম—১১০ টাকা।

একটি গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী দেশ এই ভারতবর্ষ। আজ ভারতবর্ষের সে ভৌগোলিক চিত্র নেই। একদা তাকে আরো বড় কিছু বোঝাতো। প্রাচীন ইতিহাসের অংশাংশগৌরবে বহুতর ভারতের সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা দেশের প্রতিটি ছেলেমেয়েরই উচিত। সৈদিকে লক্ষা রেখে গ্রন্থকার এ-গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করে-ছেন। সুতরাং তার প্রচেষ্টায় কিছু নতুন কিছু আছে বলা যায়। তবে আর একটু বিস্তৃত হলে ইতিহাস পাঠের আনন্দটুকু উপলব্ধি করা যেতো। দেশের ছাত্রছাত্রীদের কাছে কয়েকটি কাহিনী ও আংশিক বিবরণ পরিবেশন করলেই দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না, তার পরেই টুকুও যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে, সৈদিকেও নজর রাখা প্রয়োজন।

৬৯।৫৯

প্রাপ্ত স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

অচল প্রেম—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়।

চা আট মানুষ—বীরেশ্বর বসু

জল (নোটক)—উমানাথ ভট্টাচার্য।

বঙ্গরায়ণ সূত্রের প্রয়োজনীয়তা—শ্রীবাসনা সেন।

নাট্যগুরু—ধনঞ্জয় বৈরাগী।

সভ্যতা ও আধুনিক যুগ—বার্ট্রান্ড রাসেল

অনুবাদক—কম্পনা রায়।

বাংলা গ্রন্থ বর্ণনাকরণ—প্রভাতকুমার

মুখোপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা—

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেনার বহরী—জ্যোতিষচন্দ্র রায়।

বাণীর আগুন—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

রংগবাগ—রূপদর্শী।

শ্রম সংশোধন

গত ২৯শে শ্রাবণ সবুজ পাতার ডাকের একটি শ্রম সংশোধন করা আমার উচিত। আমি লিখেছিঃ বাঙালী বিজয় সিংহ 'হেলায়' লক্ষা করিল জর', সত্যেন দত্তের এ-দাবী এখন সিংহলে কবি-কল্পনার কোঠায় পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

উদ্ধৃত লাইনটি শিবকেশবলাল 'রায়ের' রচনা। সত্যেন দত্তেরও অনুরূপ উক্তি 'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থে "আমরা" শীর্ষক কবিতায় আছে। আমি ডি এস রায়ের 'হেলায়' শব্দটি হেলা করায় এই ছোট ভুলটি করে ফেলেছি। ইতি—

শ্রীহারীতরুণ দেব

শ্রী রাজাগোপালাচারী মহাশয় নেহরু-জীকে প্রাচীনপন্থী মার্গাপাতার সহিত তুলনা করিয়াছেন। বলিয়াছেন তাঁর মতান্তর পার্টির নীতি হইবে শা-নিবহীন স্বাধীনতা। বিশদ্বন্দুড়ে বলিলেন—



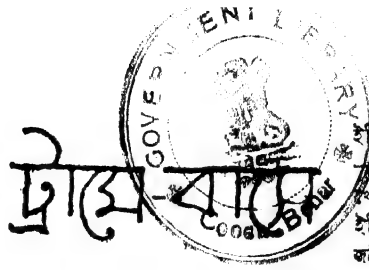
“রাজাজী হয়ত আঁচরেই একটি ‘রক-ই-সজানের’ দাবী জানাবেন”!!

এ কটি অশ্রুত খবর পড়িলাম। কলিকাতা পৌরসভার এক সাম্প্রতিক অধিবেশনে জনৈক সদস্য গিয়ে যাহারা ভোজাল দেখে তাইদের গায়ের মাংস কামড়াইয়া চিড়িয়া লাইবার অনুমতি চাহিয়াছেন। বিশদ্বন্দুড়ে বলিলেন—“অনুমতি দিলেও সদস্যটিব কেনই সুদিশে হতো না; শব্দে গম্ভীরের চামড়া চিবেনই সার হতো, মাংস দুলভ হইতই থাকত”!!

আ মাদেই কাগজে ‘আনন্দবাজার-এর “সম্পাদক সমীপেষু” হস্তাক্ষত হইল পত্র প্রচার মন্তব্য করিয়াছেন—“দুধ চোখেও দেখি নাই। —“কিন্তু দুধ যদি সত্যিই দেখতে চান তাহলে তাঁকে যেতে হইবে বেঙ্গলবাইতে। উটিকা খবর, সেখানে দুধ চাব আমায়ের দরে বিক্রী হচ্ছে। তাজমহল দেখতে হলে আগ্রা যাবার শ্রম স্বীকার করতে হবে বৈকি। বাংলায় বসে দুধ দেখা সম্ভব নয়, এখানে আছে শুধু রাবণ রাজার দুধের পুতুর”—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

নি রক্তাক্ত রক্তীকরণ কি বাঞ্ছনীয়? —একটি প্রশ্ন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—“আমার মনে হয় বাঞ্ছনীয় নয়। হাতী চালাতে হলে অশ্বকুল হাতে রাখতেই হয়”!!

পা বলিক ভেদিকল্লাস ডিপার্টমেন্ট আরো পচিশ টাকায় দ্বিবার সুপারিশ করিয়াছেন। —অতি উত্তম সুপারিশ। কিন্তু এই পচিশ টাকার জটিলতার দোকলে যাতে গাড়ি থামায়



সেই সুপারিশ তারা করেছেন কি? —মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

এ কটি সংবাদে জানা গেল কুয়ালালাম-পুরে নাক মেয়েরাই সর্বেসর্বী। সমস্ত কর্ম মেয়েরাই করে। পুরুষরা তাঁদের কথায় ওঠে বসে। —“মেয়েদের কথায় উঠতে-বসতে আমাদেরও আপত্তি নেই এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা তা করেও আসছি। কিন্তু এখানে কাজকর্মের দায়িত্বটা শুধু পুরুষদের। কোলকাতা কুয়ালালামপুরে হলে কী মজাই না হতো; অতঃ নিতি তিরিশ দিন ভিড় টেঙিয়ে দশটা পাঁচটা করতে হতো না”—বলে আমাদের শ্যামলাল।

বি লাভের কোটিপতি বস্ত্র ব্যবসায়ী সার জন লেনের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি রক্তগশীল দলের সদস্য ছিলেন। সংবাদে বলা হইয়াছে তিনি বাইশ বৎসর



সদস্য থাকিলেও একটাবারের জন্যও মৃত্যু খোলেন নাই। —“মৌনী সার জন লেন নিশ্চয়ই পারিবারিক জীবনে একজন আদর্শ স্বামী ছিলেন”—বলে আমাদের শ্যামলাল।

পা ক সৈন্যের এগারজন ভারতীয় মৎসজীবীকে জালসহ আটক করিয়াছে। —আয়ত্বশাহী সৈন্যদের বাহাদুরি আছে বটে, তারা মানুষ ধরে নিয়ে যায়। আর আমরা সামান্য একটা মাছও ধরতে পারিনে”—বলে বিশদ্বন্দুড়ে।

সং বাদসাহা আরহাওয়ার প্রসঙ্গ লিখিতে গিয়া বালসা ইন্দনে ক্যাজুয়েল গিডা লাইয়া ডনি থিচুড়ি আর

ইলিশ মাছ ডকগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সংবাদদাতা খাদ্যারসিক বটে। কল্পনায় খেতে হলে নেটা-পুটি খেয়ে লাভ কী, ইলিশ মাছ খাওয়াই ভালো”—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

বি লাভের গল্ফটার হুইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে প্রকাশ সেখানকার কোন একটি ফুটবল টীমের খেলোয়াড়দের জন্য



একটি সম্মোহন বিদ্যার পারদর্শীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। —“মোহনবাগান এই ধরনের বশীকরণ মন্ত্র আয়ত্ত করে নিতে পারলে দেখা যাবে শট নিতে গিয়ে বল-কামের পা অবশ হয়ে গেছে আর ইস্ট-বেঙ্গল এ মন্ত্র আয়ত্ত করলে চুণী গোম্বামীর সব কটি শট বার-এর ওপর দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে আর দশকরা শব্দ ‘গো-হো-হো’ বলে চেঁচাচ্ছেন”—মন্তব্য করেন বিশদ্বন্দুড়ে।

ডি তি সি-র নৌবাহ খালের খনন কার্য শেষ হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—“আশা করব খালে কুমীর আসবে না। অতঃ অন্য কিছু না হলেও নৌকা বাইট হবে”!!

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল আরোগ্য করিতে ২৬ বৎসর ভারত ও ইউরোপ-আফ্রিকা ভ্রমণের সহিত প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও বুধবার বৈকাল ৩টা হইতে ৬টা সাক্ষাৎ করুন। তাঁর জনক রোড, রাসীগঞ্জ, কলিকাতা। (সি ৮৭৪২)

শুক্রবার ২৫শে আগষ্ট থেকে !

সুন্দর নন্দকান্ত সুরেন্দ্রবাসিনী,
তুমি অনিমিত্তা ॥
সুনিগম ধ্যান ভাঙি দেখে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে বিভূবন যৌবন চঞ্চল...

বাসুদেব



সৌন্দর্য সারিত্বের অনন্য কাহিনীর আশ্চর্য চিত্রকণ ।

হুমিকার ॥ সুপ্রিয়া চৌধুরী

ছবি ॥ কমল ॥ অমিতবরণ ॥ দীপক ॥ নীলিম ॥ লোজ

পরিচালনা ॥ শ্রীজয়শঙ্কর ॥ ॥ প্রযোজনা ॥ শ্রীললিত কিশোর

সঙ্গীত ॥ অনিল বাগ্‌চি ॥ চিত্রগ্রহণ ॥ বিদ্যাদেবি ঘোষ

বস্ত্র-পরিচালনা ॥ মন্থাথ্যা দিল্লী (মাদ্রাস)

মিনার - বিজলী - ছবিঘর ও

আরও ১১টি চিত্রগ্রহণে চলিতেছে
বিশ্ব পরিবেশনা চিত্রলোক



আঁধার ঘরের আলো

জীবনের "রোশনী" জ্বালিয়ে রাখে যে "চিরাগ" অর্থাৎ একাত্তর আপনি যে জন তাকে হারিয়ে নিরাশার আঁধারে মানুষের মনে যে আঁর্ত জেগে উঠতে পারে, গোয়েল সিনে করপোরেশনের এই আলোটা ছবির নামকরণে রয়েছে তারই সুরে—"চিরাগ ক'হা, রোশনী ক'হা"।

ছবির নায়ক ডাঃ আনন্দের মনে এই আঁর্তের উদ্ভব ও অবসান কিন্তু ঘটেছে অনেকটা আলোদীনের চিরাগের যাদুর মতো। ছবির শুরুতেই ডাঃ আনন্দের স্ত্রী প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়। নবজাতক তখনও হাসপাতালেই এবং এমন সময়েই সেখানে প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে আসে সন্দীপনবা রত্না। সেই হাসপাতালেরই অন্যতম চিকিৎসক ডাঃ আনন্দ প্রসূতিকে বাঁচাবার জন্যে তার মৃত সন্তানের জায়গায় পাঠিয়ে দেয় নিজের নবজাতক সন্তানকে। রত্নার ছেলে হিসাবেই ডাঃ আনন্দের একমাত্র পুত্র বড় হতে থাকে।

ডাঃ আনন্দ তার ছেলের আকর্ষণে রত্নার সান্নিধ্যে আসতে বাধ্য হয় এবং এ নিয়ে রত্নার সংসার ঘটে অশান্তির সূত্রপাত। অনাদিকে ডাঃ আনন্দের মোহে জড়িয়ে পড়ে সেই হাসপাতালের থলপ্রকৃত্তির নার্স মায়ী, যে অনেক কুচক্রের আশ্রয়ে ডাঃ আনন্দকে স্বামীরূপে লাভ করতে সমর্থ

হয়। মায়ী যখন জানতে পারে যে সদ্য-পরলোকগত তার শব্দের নগদ টাকার অধিকারী ডাঃ আনন্দের ছেলে এবং সে রত্নার ছেলে বলেই পরিচিত, তখন কাহিনী গিয়ে দাঁড়ায় আদালতের কাঠগড়ায়। আইন মায়ার কাছে ডাঃ আনন্দের ছেলেকে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু এই শিশু একদিন রাত্রে তার মা অর্থাৎ রত্নার কাছে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে এবং তাকে ধুঁজে বের করতে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় কিভাবে মায়ার মৃত্যু ঘটে ও পরে নায়কের তৃতীয়বারের বিবাহ অর্থাৎ রত্নার সঙ্গে বৈবাহিক মিলনের মধ্য দিয়ে উভয়ের জীবনে "চিরাগ" (মানে ডাঃ আনন্দের ছেলে) ও তার "রোশনী" কিভাবে ফিরে আসে তা নিয়েই চিত্রনাট্যের পরিণতি।

কাহিনীকার ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় এই ভাব-মণ্ডিত নামের পারিবারিক গাথাটিকে দৈব-দৃষ্টিপাতের যোগাযোগের মধ্য দিয়ে যে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছেন তার প্রতি পরিচালক-প্রযোজক দেবেন্দ্র গোয়েল দর্শকের কৌতূহল নিব্বিটভাবে ধরে রাখতে পারেন নি। তার অন্যতম কারণ কাহিনীর

গোড়াপত্তনেই পরিণতির আভাস এবং পরিণতির দিকে আখ্যানবস্তুকে নিয়ে যাওয়ার পথে কন্টকটিপত, বিসদৃশ ও বহু-বাক্যহৃত উপাদানের ওপর পরিচালকের একাগ্র নির্ভরতা।

তবে ছবির মূখ্য নারীচরিত্রে মীনা-কুমারীর সংবেদনশীল অভিনয়ে ছবিতে কয়েকটি আবেগমূহূর্ত গড়ে উঠেছে।

মিনার্ডা থিয়েটার

৬ বিজন স্ট্রীট : ফোন: ৫৫-৪৪৮৯

প্রতি শনি ৩টা

ও রবিবার ৩, ৬।

ছায়ানট

প্রতি বৃহস্পতি ৬। ওথেলো (বাংলা)

বৃহস্পতি ২৬শে আগস্ট জন্মশতমী উপলক্ষে
সন্ধ্যা ৭টা হইতে সারারাত্রি অভিনয়

১। নীচের মহল, ২। একেই কি বলে সভ্যতা

৩। বড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ

৪। ছায়ানট, ৫। অলীকবাবু

টিকিট পাওয়া যাচ্ছে।

নাট্য পরিচালনা: লিটল থিয়েটার গ্রুপ
(সি ৮৮১৮)

সুন্দরতম

আপনার জন্য...

আপনার গাঠনিক কোমল, মসৃণ রাখার
আধুনিক প্রণালী হচ্ছে এর
ল্যাবরটরী সৌন্দর্য, মনোহা-বাহক
পারিস্ফুট করা। ব্যক্তিগত অসুখ
আপনার চেহারায় ধরে রাখার জন্য
গাউডরের নিচে ছবি ছাওয়ার তালিশিঃ
কঠিন ব্যবহার করেন... দেখবেন
আপনার প্রসাধন কেমন রমণীয় হয়ে
ওঠে। আপনার অমূল্য গাঠনিক
সুন্দর, কোমল ও পুষ্পিত তাজা
হয়ে ওঠবে।



প্রস্তুতকারক

Richard Hudant

THREE FLOWERS vanishing cream

TRADE MARK

গ্যারিস — নিউ ইয়র্ক — গডন





নালন্দা ফিল্মসের "অমৃতপালী"র নায়িকা নবাগতা চিত্রতারকা
সুপ্রিয়া চৌধুরী

ডাঃ আনন্দবেশী রাজেন্দ্রকুমারের অভিনয়ও প্রাণবন্ত। মায়াবেশিনী মিনু মমতাজ চরিত্রটির খল প্রকৃতি ভালভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। ডাঃ আনন্দের পুত্রপুত্রী হানি ইরানীকে দর্শকদের ভাল লাগবে। অন্যান্য চরিত্রে হাসির খোরাক জুগিয়েছেন সুন্দর এবং উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন মমতাজ বেগম, মদন পুরী, কুসুম ঠাকুর ও এস কে প্রেম।

এলিটে

প্রতি ৪
০, ৬ ও বাঁধ ১০টি

নাচ-গান, হাসি-অনন্দ আর
মধুর প্রণয়ের অপূর্ণ ছবি।

ডানী কে
জিন স্ট্রাথ
কোরাইন ক্যালভেট
অভিনীত

অন দি রিভিয়ার

টোয়েন্টিয়েথ সেন্টুরী ফিল্ম-এর
টেকনিকলস চিত্র।
(কেবলমাত্র প্রান্তবস্তুকদের জন্য)

সংগীত পরিচালনায় রবির কাজ প্রশংসনীয়। কয়েকটি গান সংগীত ও সুন্দর সুরারোপিত। সামগ্রিক অঙ্গসজ্জা ও কলাকৌশলের দিক দিয়ে ছবিটি উচ্চ দরের।

দূর প্রাচ্যে ভারতীয় ছবি

হাজার সিনে ল্যাবরেটরীর কে ভেঙ্কটরমন সম্প্রতি দূরপ্রাচ্য ভ্রমণ করে এসে বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ভারতীয় ছবির বিশেষত তামিল ছবির ভালো ব্যবসাধারে রয়েছে। কিন্তু সিংগল ও বর্মী বাতীত অন্যান্য দেশে এই ব্যবসায়িক সম্ভাবনার পূর্ণ সন্ধান নেওয়া হয়নি।

কে ভেঙ্কটরমন দক্ষিণ ভারতীয় ফিল্ম চেম্বার অব কমার্স এর প্রতিনিধি হয়ে সিংগলের রিচার্জ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করেন, তার মধ্যে প্রধান হল সিংগলে ভারতীয় ছবির ব্যবসায়িক অর্থ আমদানীর ব্যাপারে ভারতীয় প্রযোজকদের দূর্বৃত্তি। খ্রীভেঙ্ক-

টরমনের আলোচনা সফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানা গেছে।

কে ভেঙ্কটরমন বিবৃতি প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, জাপানে চলচ্চিত্র শিল্প একমাত্র প্রযোজকগণ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং সেখানে ছবি সেন্সরের দায়িত্বও জন-সংস্কার উপর ন্যস্ত। তিনি বলেন, জাপানে ছয়টি স্টুডিও রয়েছে এবং সেখানে প্রতি বছরে ৫০০টি করে ছবি তৈরী হয়। এর মধ্যে রঙীন ছবির সংখ্যা ২০০। জাপানে ভারতীয় ছবির কদর বাড়ানোর দিকে এখানকার শিল্পপতিদের নজর দেওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। বঙ্গা সম্বন্ধে তিনি বলেন, ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে ওদেশ অনগ্রসর হলেও সেখানে সিনেমাস্কোপে রঙীন ছবি তৈরী হয়েছে। পরিশেষে তিনি বলেন, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডে ভারতীয় পৌরাণিক ও রোমাঞ্চ-মূলক ছবির কদর খুব বেশী।

চিত্রালোচনা

চরখানি নতুন ছবি এ সপ্তাহে দুটি পাচ্ছে—দুখানি বাঙলা ও দুখানি হিন্দী। হিন্দী ছবি দুটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তোলা—“সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহান” ও “রাজ সিংহাসন”। বাঙলা ছবি দুটির বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব আছে। একটির নাম “অমৃতপালী”, অপরটির “এ জহর সে জহর নয়”।

দৌন্দ্যবগের একটি কথিনী অবলম্বনে নালন্দা ফিল্মসের “অমৃতপালী” রূপায়িত হয়েছে। খ্রীতারামশঙ্কর এর চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক। নামভূমিকায় আছেন চিত্রগোপালের নবতম তারকা সুপ্রিয়া চৌধুরী। ছবি বিবাসন, আসিতবরণ, দীপক মতো পান্থায়, কমল মিত্র, শোভা ছবি, বনমণী চৌধুরী নীতিশ মুখোপাধ্যায়, হর্ষদন, শ্যাম লাহা প্রভৃতিকে নিয়ে এর নির্ভরযোগ্য ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। অনিল বাগচীর সুরারোপে ছবিটি সমৃদ্ধ।

এম এম মন্ডিজের “এ জহর সে জহর নয়” কৌতুকভিত্তিক জহর রায়কে কেন্দ্র করে তোলা। কৌতুকের সঙ্গে হৃদয়বগের সর্ম্মিগ্রাণে এক মনোরম আলো-আধারি সৃষ্টি করেছেন লেখক-পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায় এই ছবিতে। এ ছবির নায়িকাও সুদর্শনা সুপ্রিয়া চৌধুরী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন রবীন্দ্র মজুমদার, পাহাড়ী সানাল, চন্দ্রাবতী, তপতী ঘোষ, কমল মিত্র, নীতিশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ভি বালসারা সংগীত পরিচালনা করেছেন। দীনেশ ফিল্মসের “সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহান”—এর প্রধান ভূমিকাগোলা রূপায়িত করেছেন জয়রাজ, অনিতা নুহ, উল্লাস ও

চাঁদ উসমানি। হরসংখ্য ভাটের পরিচালনায় এতে সুর দিয়েছেন বসন্ত দেশাই। "রাজসিংহাসন"-এর ভূমিকালিপির পুরো ভাগে আছেন অমিতা, মহীপাল, চন্দ্রশেখর, হীরালক্ষ্মী, কাম্মো ও সুন্দর চিত্রগুপ্ত এ-ছবির সুরকার।

প্রযোজক সরোজ মুখোপাধ্যায়ের নবতম চিত্রটি "রাতের অন্ধকারে" আশু মুস্তির প্রতীক্ষা করছে। রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি মৌলিক গল্প অবলম্বনে এর চিত্রনাট্য লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। অগ্রণী ভূমিনামে একদল স্বাধীনামী কলাকুশলী ছবিটি পরিচালনা করেছেন। রহস্য-রোমাঞ্চ ও নৃত্যগীতের সমাবেশে

"রাতের অন্ধকারে" অনেক অন্ধকার কাটাবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসছে। এর বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—ছবি বিশ্বাস, সান্বিতী চট্টোপাধ্যায়, ললিতাবতী, শক্তা দাশ, দীপক মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অসীমকুমার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, জহর রায় এবং বোম্বাইয়ের হেলেন ও সবিতা চট্টোপাধ্যায়। সুর-যোজনার কৃতিত্ব ভি বালসারার।

গণ-চিত্রমের প্রথম অবদান "পূর্ণেশ-নিবেদন"ও মুস্তির দিন গুরুত্ব। সুশীল ঘোষ পরিচালিত এই ছবিতে অংশ গ্রহণ করেছেন কালী নন্দোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, অনুপকুমার, জহর রায়, কালী সুরকার, সচিত্রকর, নমিতা সিংহ, পদ্মা দেবী, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। স্বাধীন দশগুপ্ত এ ছবির সুরকার।

বালক পিকচার্সের সংগীতবাহুল্য নিবেদন "সান্বিতাবতী"র কাজ সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় প্রত্যাগত। এগিয়ে চলেছে। ছবির কাহিনী রচনা করেছেন ফণী মহাসেন, যিনি নিজে একজন সুদক্ষ পরিচালক। হেমন্তকুমার সুরসংগীতের দায়িত্ব নিয়েছেন। উত্তমকুমার ও মাদ্য সিংহ এ ছবির নাচক-নাচিক।

শিংশী ভীষ্মের এক অকথ্যে কাহিনী নিয়ে তোলা হচ্ছে জহরী পিকচার্সের নতুন ছবি "একজন কাহিনী"। অসিতবরণ ও সুপ্রিয়া চৌধুরী প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন নমিতা সিংহ, জহর গুপ্তাণী, পাতালী সান্যাল, অমর মল্লিক, দীপিকা দাস প্রভৃতি। ছবিটি সন্মিলনবল্লভের পরিচালনায় ইস্টার্ন টীকট স্টুডিওতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। অপারেশন সাইডুই সাংগীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

কল্যাণ প্রোডাকশন্সের প্রথম চিত্রটি "পূর্ণেশ" এর মহত্ব রূপে ১৯ই আগস্ট ইন্ডপার্সি স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে। জিতেন্দ্রমহন ভৌমিকের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন এম মুখোপাধ্যায়।

সুন্দরম গোষ্ঠীর পরিচালনায় চিত্র নিকেতনের প্রথম নিবেদন "এমনো দিন আসবে প্যারের মহরর অনুরোধিত হবে জগদম্ভী জন্মস্টমীর দিন। কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন গৌর সী।

চলেছে শত রজনী ধার। ৫৫ সন্তাহেই নাটকটির শততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করছেন বধ্যাক্ষমে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও

স্থাপিত ১৯৫২

ফোন : ৫৬-২৫৭০

হাওড়া বাতী

পূজা সংখ্যার জন্য গল্প, কাহিনী ও প্রবন্ধ আহ্বান করা যাচ্ছে।

সম্পাদক, ডাঃ শম্ভুচরণ পাল
৩৭৮, গুরু ও ব্রজ রোড (নর্থ), শালিখা, হাওড়া
(সি-৮৮২৪)

বিশ্ব রূপা

—ফোন—

৫৫-১৫২০

(অভিনয় প্রগতিশীল নাট্যমঞ্চ)

শনিবার ও বৃহস্পতিবার ৬টাটায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬টাটায়

শেষ ৯টি অভিনয়

৫৬৫ হইতে
৫৭০ অভিনয়

[ভূমিকালিপি পূর্ববৎ]

বিশ্বরূপা শিশুনাট্য শাখা

শনিবার ও ছুটির দিন সকাল ১০টাটায়

শেষ ৩টি অভিনয়

মায়া - ময়ূর

স্টার থিয়েটার

ফোন : ৫৫-১১৩৯

ভারতের একমাত্র শীতপরিমলিত নাট্যশালা
অনুপম কার্যকলাপমণ্ডিত প্রেক্ষাগৃহ

মনোজ বসুর

ডাকবাংলো

অনাবিল হাস্য-কৌতুক মিলন-

মহুর অভিনব দৃশ্য-কাব্য।

অপরূপ দৃশ্যসজ্জা ও

আলোক-সম্পাত

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬টাটায়
রবিবার ও ছুটির দিন ২১ ও ৬টাটায়

রূপাঙ্গণ : ছবি বিশ্বাস, আশীষকুমার, সংখ্যা রায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরূপা দেবী, অনুপকুমার, মিতা চট্টো, তুলসী চক, গীতা দে, শ্যাম লাহা, সুধনা রায় চৌধুরী, পঙ্কজন, চন্দ্রশেখর, জ্যোৎস্না, ডান, কল্যাণ

রঙমহল

প্রতি বৃহস্পতি ও শনি : ৬টাটায়
রবি ও ছুটির দিন : ৩টা-৬টাটায়

এক মুঠো আকাশ

তরুণ রায়, রবীন্দ্র, হরিনন্দন, জহর, শীলা, শক্তা, কেতকী দত্ত ও স্বাধীনতা রায়

মহর

চিত্রমঞ্চের সচিত্র
সান্তাহিক

মুম্বাই ইন্ডপার্সি বহু
ভূমিকালিপি পাঠক গ্রন্থক
ও অক্ষয়বল্লভ একজনমীর
থেকে চিত্র পাঠ্য এবং
ব্যক্তিগত অসংখ্য অক্ষয়
এসে জিগ্যান্স করেছেন
আমরা প্রকাশের তারিখ
করে।

তারের জাতার্থে আমরা
জানাচ্ছি করে বের করে

দেশ
পটিকায় বিজ্ঞাপন
দেখুন

মহর

এ, বায়ো কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

নাট্যাভিনয়

স্টার বঙ্গমঞ্চ মনোজ বসু, রচিত ও
দেবনারায়ণ গুপ্ত পরিচালিত "ডাকবাংলো"
নাটকটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। এই শূভানুষ্ঠানে স্টারের কতৃপক্ষ “ডাকবাংলো”র নাট্যকার, পরিচালক, কাহিনীকার, গীতিকার, সুরকার, শিল্পবৃন্দ ও মণ্ডের সকল বিভাগের কর্মীগণকে পুরস্কারদানে অভিনন্দন জানাবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রখ্যাত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ঐতিহাসীক স্টার রংগমঞ্চে “ডাকবাংলো” নাটক নাট্যমোদীদের যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করে চলেছে, তাতে মনে হয় এই নাটকের বহু রজনী

অভিনয়ের উৎসব-লগ্ন এই অনুষ্ঠানের সংগেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না।

বিশ্বরূপা রংগমঞ্চে “ক্ষুধা” যে বিরল মণ্ড-সাক্ষ্যের ইতিহাস রচনা করেছে, তার পরিপূর্ণতা ঘটছে আগামী ৩০শে আগস্ট। ঐ দিনই নাটকটির ৫৭০ অভিনয়-রজনী সম্পূর্ণ হবে। ভারতের পেশাদারী মণ্ডাভিনয়ের ইতিহাসে এমনটি আর কখনো ঘটেনি। নাট্যরসিকদের কাছে সুখের খবর হল, বিশ্বরূপার কতৃপক্ষ “ক্ষুধা”র পর তাঁদের নতুন নাট্যানিবেদনের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত আছেন। নাটকটির নাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি। “ক্ষুধা”র মতোই এই নতুন নাট্যকারের নতুন নাটকটি জনপ্রিয় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে এবং এতে শৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ের একাধিক প্রতিভাবান শিল্পীকে দেখা যাবে।

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিষদপক্ষের অন্তর্ভুক্ত গিরীশ নাট্য প্রতিযোগিতায় (একাংক) এ বছরে যোগদানকারী নাট্য সংস্থাগুলির মধ্যে যে চারটি দলের নাটক পুনরাভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে শিল্পীমণ্ডের “লানিং ফ্রম দি বানিং হাট”, লোক সাংস্কৃতিক সংঘের “স্বাস্থ্যক”, ক্যালকাটা মেমোরি-থিয়েটারের “স্মৃ” ও গম্ভীর-এর “অঙ্কুর”। এই শনিবার (২২শে আগস্ট) এদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ একাংক নাটিকা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হবে।

বেংগল সিনে আর্ট সোসাইটি তাঁদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন উদ্‌যাপন উপলক্ষে আটদিনব্যাপী এক নাট্যাংসবের আয়োজন করেছেন। ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই নাট্যাংসব মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হবে। আটদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের ফাঁকে দুদিন বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন থাকবে এবং এতে সুখ্যাত শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করবেন। বেংগল সিনে আর্ট সোসাইটি তাঁদের গঠিত বিচারকমণ্ডলী কতৃক নির্বাচিত ১৯৫৮ সালের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, নাটক, শিল্পী ও কলাকুশলীদেরকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করার ব্যবস্থা করেছেন। সংবাদে প্রকাশ, তাঁদের নাট্যাংসবের মূল দৃষ্টান্ত শিল্পীদের আপদকালীন সাহায্যার্থে একটি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত রয়েছে। এই উৎসব সম্পর্কে বিশদ সংবাদের জন্য সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের (১৭।১ বি গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫) সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

বামিংহামে সদা-প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা “বহুরূপী”র সমসাগণ সম্প্রতি একটি বাঙালি নাটক মণ্ডস্থ করেছেন। নাটকটিতে কলকাতার নাগরিক জীবনের একটি চিত্র পরিবেশিত হয়। বামিংহামের একদল বাঙালী অধিবাসী কতৃক “বহুরূপী” গঠিত, এর ৯০ জন সদস্যের মধ্যে কয়েকজন ইংরেজও আছেন।

ভারতীয় অভিনেতা শিবেন্দ্র সিংহ বি বি সি কতৃক প্রচারিত ভারত-বর্মা-চীন সীমান্তের পটভূমিতে রচিত “দি প্যাগোডা ওয়েল” নামের একটি ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করেন। গত ১০ই আগস্ট বি বি সি রেডিও থেকে তার কণ্ঠস্বর এখন আকাশপথে ভেসে আসছিল তখন তিনি স্বদেশে। শ্রীসিংহ জুলাই মাসেই ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। পাটনাবাসী শ্রীসিংহ ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে নাট্যকলায় শিক্ষালাভের জন্য লন্ডনে যাত্রা করেন। লন্ডনের রয়েল একাডেমী অব ড্রামাটিক

কে.হোডের

কণক

* পাউডার *

বিদিশার নিশা...
‘হুল তার কব কব অক্ষর
জীবনের ধর্ম কামনা,
তাই প্রাণের অপরিহার্য
তাগিদ মোহ। ঘন কোঁকড়া
কালোচুলের মোহ সর্বকালে
সর্বস্থানে লয়ছে পোষিত
...স্বিট, তুরভিত কেশভেল
—কেশরচনার অনবদ্য



হিমালী
ক্যান্ডিডাইন
হেয়ার অয়েল

হিমালী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২



মেট্রোপলিটান পিকচার্সের মূর্তিপ্রতীকিত ছবি 'নির্ধারিত শিক্ষণীর অনুপ্রাণিতত'র একটি দৃশ্যে বাউল দম্পতির ভূমিকায় কেতকী দত্ত ও অর্চন মিত্র।

আট-এ বছরের শিক্ষালভের পর তিনি ব্রিটিশ ক্রান্তি লীগের প্রযোজনা কোর্সে যোগদান করেন। তিনি বি বি সি-এর ভারতীয় শাখায় ও টেলিভিশনেও কাজ করার অভিনয় করেন।

বিবিসি সংবাদ

সান ও কলিন্স চর্চা উৎসবের মত ভেনিসেও এবার ভারতীয় ফিল্মের ভাণ্ডা আয়োজনা। বামন 'লালমতী' শব্দে লক্ষ্যী বসিজেছে ভারতীয় ফিল্মশোপের। অপর সংগমে 'কল-কিনারা' পের না কলিন্স। ভেনিসে 'অপার সংসার'-এরও মুক্তি পাবে। বিশেষভাবে সান গেল, প্রযোজক বাউলদের পর যে চোন্দটি ছবির প্রযোজনা ফেস্টিভালের শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্বাচিত হয় তার মধ্যে 'অপার সংসার' প্রধান পায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 'অপার সংসার'-এর প্রযোজক-পরিচালক সুভাষা গায় ভেনিস চর্চা উৎসবে যোগ না দিয়ে সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছেন।

ভেনিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বক উৎসবের প্রতিনিধিত্ব করে আট এন্ড কালচার, চার্লসের 'লালমতী' ছবি 'অনিসম্ভব' প্রদর্শিত করার করেছে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র ফোরামের 'নৃত্য-নৈতির' মতো প্রতিটি ছবি আশার কথা। 'অনিসম্ভব' কলকাতায় শীগগিরই মুক্তিলাভ করবে। মস্কার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব 'জলসাঘর' প্রদর্শিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার উজ্জ্বল ফলাফল এখনও

আনা যায় না। ওদিকে এডিনবরার চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে 'মধুমতী'। অ্যান্টওয়ার্পের 'কল' যাবে 'সাগর সংগমে'। স্টকহলমের আগামী উৎসবের জন্যে নির্বাচিত হয়েছে বাংলা শিশুচিত্র 'জল তিথি'। স্পানের সান সেবাস্টিয়ান ফেস্টিভালে প্রদর্শিত হবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে শক্তি সামন্তের 'হিন্দী ছবি ইনসান জাগ উঠা'। সান ক্রান্তিস্কে ফেস্টিভালের জন্যে দীপ জেনেল যাই 'ছবিটির' নাম প্রস্তাব করা হয়েছে।



এম এম মুভিজের 'এ জহর সে জহর না' চিত্রের একটি দৃশ্যে রবীন মজুমদার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

দক্ষিণ কলিকাতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ষড়ঙ্গ' রবীন্দ্র-চিত্র সংরক্ষণ-কল্পে একটি অর্ধভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য আগামী ২০শে আগস্ট সকাল ১০-৩০ মিঃ-এ রবীন্দ্রনাথের 'চন্দালিকা' নিউ এম্পায়ারে মণ্ডস্থ করবেন। এই নৃত্যনাট্যের সুরারোপ ও নৃত্যপরিচালনায় যথাক্রমে থাকবেন দেবব্রত বিশ্বাস ও অনাদিপ্রসাদ। আলোকসম্পাতের দায়িত্ব নিচ্ছেন তাপস সেন। 'ষড়ঙ্গ' ও শহরের আরও কয়েকটি সুখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষণীরা এই মণ্ডনৃত্যে অংশ গ্রহণ করবেন।

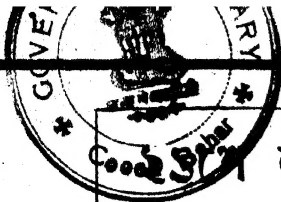
এইমাত্র খবর পাওয়া গেল সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর' মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে একটি রৌপ্য পদক লাভ করেছে ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খাঁর অনুপম সর-সৃষ্টির জন্যে।

চিঠিপত্র

হিন্দী ছবির প্রসঙ্গে

মহাশয়, গত ১৯শে আষাঢ় সংখ্যা 'দেশ'র রংগজগৎ বিভাগে "সিনেমা ও সমাজ" শীর্ষক আলোচনাটি পড়ে কিছটা আশঙ্কিত হওয়া গেল। শ্রীমতী লীলাবতী মজুমদারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকার ক্ষরকের সমালোচনা যে হিন্দী চিত্রনির্মাতাদের মন নামক বস্তুটিতে আঘাত করতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। তা নই কি তারা একের পর এক আল্লা দিয়ে অভয়া এবং রচি-বিগাহিত ছবি তৈরি বন্ধ করেন না? তারা শিল্পকে যে ব্যবসারের রূপকাণ্ডে রূপ



১৯৭১ অগষ্ট

থেকে চলছে

॥ বিচিত্র এক প্রণয় কাহিনী ॥

এইচ. এস. মেহতা প্রযোজিত

সুপ্রিয়া চৌধুরী

জহর রায় অভিনীত

এস.এম. মুন্সিগঞ্জ থিয়েটার প্রজেক্ট



এজহর জহরনয়

কণক মুখোপাধ্যায়

ডি. বালদাসার

সহ-ভূমিকায়

রবীন

কমল

চন্দ্রাবতী

পাহাড়ী

নীলীশ

এবং

আরো অনেক

॥ আলোকচিত্রশিল্পী ॥ ॥ সম্পাদনা ॥ ॥ প্রধান কর্মসূচিব ॥
দেওজী ডাই সর্বোধ রায় পর্ণেন্দু রায়চৌধুরী
॥ শিল্পনির্দেশ ॥ ॥ শব্দগ্রহণ ॥ ॥ গীতিকার ॥ ॥ নৃত্যপরিচালনা ॥ ॥ প্রচার ॥
এস. রামচন্দ্র বাণী দত্ত শ্যামল গুপ্ত শক্তি নাগ শচীন সিংহ
॥ নেপথ্য কণ্ঠসংগীত ॥
শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুনোজ্জী, ইলা বসু, (চক্রবর্তী)

বয়স্কী ০ বীণা

সুরেশী - প্রাচী (একসত্তাহের জন্য) - মৃণালিনী - আলোছায়া
পদ্মশ্রী - শ্যামাশ্রী - জয়শ্রী - অলকা - অজন্তা
শ্রীদর্শী - শ্রীরামপদটকীজ.

== পরিবেশনায় : মেহতা সিনে কর্পোরেশন ==

দিতে বন্ধপরিষ্কার হয়েছেন সে তো আজ
স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এক শ্রেণীর দশকদের
মনে স্ফুটস্ফুট দেবার লোভে তারা নায়ক-
নায়িকাদের যে ধরনের পোশাকে সজ্জিত
করেন, পোশাটো-পোশাটো সে সব ছবি
যখন চোখে পড়ে-তখন সত্যিই মনে
ধিকার লাগে। এ বিষয়ে আমাদের
তথাকথিত নায়ক-নায়িকারাও (সকলে নয়)
যে সাহায্য করেন তাতে স্বেতই মনে হয়,
তারা শিল্পী নাম নিয়ে যা করে চলেছেন
আ কি বাস্তবিকই দেহের বেসাতি নয়?
ইতি-

অসিতাভ ঘোষ,
ডিব্রুগড়, আসাম।

একটি প্রস্তাব

আচার্য শিশিরকুমার ভাদার্ডির মৃত্যুতে
বাংলার এক গৌরবময় অধ্যায় শেষ হল।
তৎকালী পূর্ববঙ্গ শিশিরকুমারের শেষ জীবন
মোটাই নিরংকুশ ছিল না, তবু নানা বাধা
বিপত্তি সত্ত্বেও নাট্য আন্দোলনের স্বপ্নে
তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যক্ষ
যোগাযোগ রেখেছিলেন। বাংলার নাট্য
আন্দোলনের সাংগঠনিক সমস্যায় আচার্যের
শিশিরকুমার নিশ্চিত ছিলেন এবং তাঁর সব
থেকে কতকামনা ছিল, ভারতীয় নটীশাস্ত্রের
প্রতিষ্ঠা করে অত্যন্ত বর্তমান নাট্য
আন্দোলনের সব থেকে প্রতিষ্ঠিত করে
দেত হাচ্ছে।

বহুদিন থেকে, বহুবার এবং বহু
প্রকারে তিনি এমত করে করে প্রকাশ
করেছেন, কিন্তু সুভাগ্যবশত বহু সমস্যা
পড়িয়ে জনসাধারণ ও নিম্নতর সর্বকারের
কাছে তাঁর এস প্রস্তাব সাজ হাওয়াতে
পারেনি। শেষ পর্যন্ত বোধ হয় শিশির-
কুমারের পক্ষভরণ উপস্থিতি থাকে যে দেশ-
বাসী কল্যাণ-কল্যাণ, তাতে সবকারী
সত্ত্বেও সম্ভবত কিছুটা সুরীকৃত হয়েছে।
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতের
১৯টি রাজ্যের রাজধানীতে রবীন্দ্র নাট্য
কলিকার পুর্বেই একটি করে জাতীয়
নাট্যমঞ্চ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা
হয়েছে—এই সুসিদ্ধির বহর কদিন আগে
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।
এগুলি তৎকালী ও বাংলা সর্বকারের মিলিত
স্বত্বই হলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আমাদের প্রস্তাব, অন্তত কলিকাতায়
যে জাতীয় নাট্য মঞ্চটি প্রতিষ্ঠা করা
কল্পনাটি হয়েছে, তা সেন
নট ও প্রযোজক, যুগস্রষ্টা
ভাদার্ডির নামাঙ্কিত হয়। অত
তাহলে অন্তত তাঁর জীবিত
প্রতি জাতির যে ঔদাসীন্য প্রকাশিত হয়ে-
ছিল, তার কিছুটা অন্তত সংশোধিত
হবে। ইতি, নব্য বা গা নাট্য পরিষদের
পক্ষে রাবি মিত্র ও দেবকার বসু, সম্পাদক।

